

স্কন্দ পুরাণম্।

Saptakhandatmakam
সপ্তখণ্ডাত্মকম্।

শ্রীমন্নহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিরচিতম্।

বঙ্গানুবাদসমেতম্।

পণ্ডিতপ্রবর-

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-মল্লপাদিতম্।



কলিকাতা,

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ত্রয়োদশ দত্তের ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন-প্রেসে"

শ্রীনটবর চক্রবর্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল ১৩১৮ সাল।

মূল্য ১৫ পনের টাকা।

কন্দপুরাণের সূচী পত্র ।

আবৃত্ত্যখণ্ড ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
(অবন্তীক্ষেত্র মাহাত্ম্য ।)		২৮ শ অঃ ।—সোমবতী তীর্থ মাহাত্ম্য	২৭৮৫
ম অঃ ।—মহাকালবন প্রশংসা	২৭১৫	২৯ শ অঃ ।—নরকোপাখ্যান	২৭৯১
য় অঃ ।—কল্পকৃত ব্রহ্মশিরশ্ছেদ	২৭১৭	৩০ শ অঃ ।—নরকেশ্বরে দীপদান মাহাত্ম্য	২৭৯৩
য় অঃ ।—ব্রহ্মার প্রায়শ্চিত্ত	২৭২২	৩১ শ অঃ ।—মোভাগ্যেশ্বরাদি নানা তীর্থ- মাহাত্ম্য বর্ণন	২৭৯৯
র্থ অঃ ।—বৈদ্যনরোৎপত্তি	২৭২৫	৩২ শ অঃ ।—অর্জুনের সূর্য্যস্তুতি	২৮০৪
ম অঃ ।—কুশস্থলীতে দেবদেবের আগমন	২৭৩১	৩৩ শ অঃ ।—কেশবাদিত্য মাহাত্ম্য বর্ণন	২৮১১
ষ্ঠ অঃ ।—ব্রহ্মকপালমোক্ষণ	২৭৩৫	৩৪ শ অঃ ।—শক্তিভেদ তীর্থ মাহাত্ম্য	২৮১২
ম অঃ ।—মহাকাল বনবান বিধি	২৭৪২	৩৫ শ অঃ ।—অগস্ত্যেশ্বর মাহাত্ম্য	২৮১৭
ম অঃ ।—অপ্সরঃ কুণ্ডমাহাত্ম্য	২৭৪৬	৩৬ শ অঃ ।—নরদীপ মাহাত্ম্য	২৮১৮
ম অঃ ।—মহিষকুণ্ড ও সরোবর মাহাত্ম্য	২৭৫১	৩৭ শ অঃ ।—অঙ্গারক চতুর্থী ব্রত মাহাত্ম্য	২৮২৩
ম অঃ ।—কুটুহিকেশ্বর মাহাত্ম্য	২৭৫২	৩৮ শ অঃ ।—অন্ধকবৃত্তান্ত বর্ণন	২৮২৬
১ শ অঃ ।—বিদ্যাধর তীর্থ মাহাত্ম্য	২৭৫৩	৩৯ শ অঃ ।—মহাকালবন মাহাত্ম্য বর্ণন	২৮২৮
২ শ অঃ ।—শীতলা মাহাত্ম্য	২৭৫৪	৪০ শ অঃ ।—কনকশৃঙ্গ পুরীর উৎপত্তি- বৃত্তান্ত ।	২৮২৯
৩ শ অঃ ।—স্বর্গদ্বার মাহাত্ম্য	২৭৫৪	৪১ শ অঃ ।—কুশস্থলী নামের হেতু বর্ণন	২৮৩১
৪ শ অঃ ।—চতুঃ সমুদ্র মাহাত্ম্য	২৭৫৫	৪২ শ অঃ ।—অবন্তীনামের উৎপত্তি কথা	২৮৩৩
৫ শ অঃ ।—শঙ্করাদিত্য মাহাত্ম্য	২৭৫৬	৪৩ শ অঃ ।—অবন্তীক্ষেত্র মাহাত্ম্য ও উজ্জয়িনী নামের উৎপত্তি বিবরণ	২৮৩৫
৬ শ অঃ ।—নীলগন্ধাবতী প্রভাবর্ণন	২৭৫৮	৪৪ শ অঃ ।—পদ্মাবতীর উপাখ্যান ও পদ্মা- বতী নামোৎপত্তির কারণ বর্ণন	২৮৩৯
৭ শ অঃ ।—দশাশ্বমেধ মাহাত্ম্য	২৭৫৯	৪৫ শ অঃ ।—কুমুদহী প্রভাব বর্ণন	২৮৪১
৮ শ অঃ ।—একানংশা মাহাত্ম্য	২৫ ৯	৪৬ শ অঃ ।—অমরাবতীর নামোৎপত্তি কথা	২৮৪৩
৯ শ অঃ ।—হরিসিদ্ধিমাহাত্ম্য	২৭৬১	৪৭ শ অঃ ।—বিশালার উপাখ্যান ও বিশালা নামোৎপত্তির কারণ	২৮৪৪
১০ শ অঃ ।—চতুর্দশতীর্থযাত্রা বিবিধবর্ণন	২৭৬৩	৪৮ শ অঃ ।—প্রতিকল্পের নাম নিকৃষ্টি	২৮৪৬
১১ শ অঃ ।—হনুৎকেশ্বরমাহাত্ম্য বর্ণন	২৭৬৪	৪৯ শ অঃ ।—জরোপাখ্যান,—শিপ্রানদীর উৎপত্তি, অবাৎসর্য্যফলশ্রুতি	২৮৪৯
১২ শ অঃ ।—রুদ্রসরোবরমাহাত্ম্য	২৭৬৫	৫০ শ অঃ ।—শিপ্রার মাহাত্ম্য	২৮৫২
১৩ শ অঃ ।—মহাকালেশ্বর যাত্রাবিধিবর্ণন	২৭৬৬	৫১ শ অঃ ।—শিপ্রামাহাত্ম্য প্রসঙ্গে অমৃতোদ- ভব বৃত্তান্ত বর্ণন	২৮৫৪
১৪ শ অঃ ।—বাল্মীকেশ্বর মাহাত্ম্য বর্ণন	২৭৬৯		
১৫ শ অঃ ।—শুক্রেস্বর, ভীমেস্বর, গর্গেশ্বর, কামে- শ্বর, চূড়ামণীস্বর ও চণ্ডীস্বরাদি তীর্থ মাহাত্ম্য	২৭৬৯		
১৬ শ অঃ ।—মন্দাকিনীক্ষেত্রমাহাত্ম্যবর্ণন	২৭৭২		
১৭ শ অঃ ।—অঙ্কপাদোপাখ্যান ও মাহাত্ম্য বর্ণন	২৭৭৮		

বিষয়	পৃষ্ঠা
৫২শ অঃ।—পুনঃশিপ্রা মাহাত্ম্য বিষয়ক প্রশ্ন ও তদন্তরে শিপ্রামাহাত্ম্য বর্ণন	২৮৫৭
৫৩শ অঃ।—সুন্দরকুণ্ড ও শিশাচমোচন তীর্থ- মাহাত্ম্য বর্ণন।	২৮৬১
৫৪শ অঃ।—নীলগঙ্গামাহাত্ম্য বর্ণন।	২৮৬৪
৫৫শ অঃ।—বিদ্যাবাসীর উপাখ্যান ও বিম- লোদ তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণন।	২৮৬৬
৫৬শ অঃ।—কাতাসঙ্গমামাহাত্ম্য বর্ণন।	২৮৬৮
৫৭শ অঃ। গয়াতীর্থের প্রশংসা বর্ণন।	২৮৭২
৫৮শ অঃ।—গয়াতীর্থের শ্রাদ্ধবিধি বর্ণন।	২৮৭৪
৫৯ম অঃ।—গয়াতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্তন	২৮৭৭
৬০ম অঃ।—গয়াতীর্থে দানাদি পুণ্যকথন	২৮৭৯
৬১ম অঃ।—মলমাস স্নানাদি মাহাত্ম্য বর্ণন।	২৮৮৩
৬২ম অঃ।—গোমতিতীর্থ ও গোমতী কুণ্ড : ২৮৮৩	
৬৩ম অঃ।—বামনকুণ্ড মহিমা ও বিষ্ণুর সহস্র- নামকীর্তন।	২৮৮৫
৬৪ম অঃ। কালভৈরব তীর্থযাত্রা বিবরণ।	২৮৯৮
৬৫ম অঃ। নাগতীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণন।	২৯০০
৬৬ম অঃ। নৃসিংহতীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণন	২৯০২
৬৭ম অঃ। কুটুবেশ্বর মাহাত্ম্য বর্ণন।	২৯০৪
৬৮ম অঃ। অথগেশ্বর মাহাত্ম্য বর্ণন।	২৯০৫
৬৯ম অঃ। কর্করাজতীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণন।	২৯০৭
৭০ম অঃ। দেবযাত্রা, অন্তর্গহী ও সর্গতীর্থ যাত্রার অনুক্রমাদি কথন।	২৯১০
৭১ম অঃ। অবন্তীক্ষেত্র-মাহাত্ম্যবর্ণন ও উপসংহার।	২৯১৫

আবন্তীক্ষেত্র মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

চতুরশীতিলিঙ্গ মাহাত্ম্য।

১ম অঃ।—চতুরশীতি শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য- বর্ণনারম্ভ।	২৯১৮
২য় অঃ।—গুহেশ্বর লিঙ্গের সেতিহাস মাহাত্ম্য কীর্তন।	২৯২০
৩য় অঃ।—চুণ্ডেশ্বর লিঙ্গের সেতিহাস মাহাত্ম্য বর্ণন।	২৯২৩
৪র্থ অঃ।—ডমরুকেশ্বর লিঙ্গের ইতিহাসসহ মাহাত্ম্য কীর্তন।	২৯২৫
৫ম অঃ। অনাদি কল্লেশ্বর লিঙ্গের সেতিহাস মাহাত্ম্য বর্ণন।	২৯২৮

৬ষ্ঠ অঃ।—স্বর্ণজালেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ও তদীয় ইতিহাস বর্ণন।	২৯৩০
৭ম অঃ।—ত্রিবিষ্টপেশ্বর লিঙ্গের সমাহাত্ম্য ইতিহাস কীর্তন।	২৯৩৩
৮ম অঃ।—কপালেশ্বর লিঙ্গের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য বর্ণন।	২৯৩৫
৯ম অঃ। স্বর্ণদ্বারেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	২৯৩৮
১০ ম অঃ। কর্কটকেশ্বর লিঙ্গের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য কীর্তন।	২৯৪১
১১শ অঃ। সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গের ইতিহাস মাহাত্ম্য	২৯৪২
১২ শ অঃ। লোকপালেশ্বর লিঙ্গের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য কীর্তন।	২৯৪৪
১৩শ অঃ। কামেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	২৯৪৬
১৪ শ অঃ। কুটুবেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	২৯৫০
১৫ শ অঃ। ইন্দ্রেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	২৯৫২
১৬ শ অঃ। ঈশানেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	২৯৫৪
১৭ শ অঃ। অঙ্গরেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	২৯৫৬
১৮ শ অঃ। কলকলেশ্বর লিঙ্গের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য বর্ণন।	২৯৫৭
১৯ শ অঃ। নাগ চণ্ডেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	২৯৫৯
২০ শ অঃ।—প্রতীহারেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	২৯৬২
২১ শ অঃ।—কুকুটেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	২৯৬৩
২২ শ অঃ।—বর্কটেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	২৯৬৭
২৩ শ অঃ।—মেঘনাদেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	২৯৬৯
২৪ শ অঃ।—মহালয়েশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	২৯৭১
২৫ শ অঃ।—মুক্তীশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	২৯৭৩
২৬ শ অঃ।—সোমেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	২৯৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৭শ অঃ।—অনরকেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	২৯৮০	৪৭ শ অঃ।—নৃপুংকেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	৩০৫০
২৮শ অঃ।—জটেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	২৯৮৬	৪৮ শ অঃ।—অভয়েশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	৩০৫২
২৯শ অঃ।—রামেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	২৯৯১	৪৯ শ অঃ।—পৃথুকেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	৩০৫৪
৩০শ অঃ।—চ্যবনেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	২৯৯৩	৫০ শ অঃ।—স্বাবরেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও উপাখ্যান বর্ণন।	৩০৫৬
৩১শ অঃ।—থণ্ডেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	২৯৯৬	৫১ শ অঃ।—শূলেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও উপাখ্যান কীর্তন।	৩০৫৯
৩২শ অঃ।—পদ্মনেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	২৯৯৯	৫২ শ অঃ।—ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	৩০৬১
৩৩শ অঃ।—আনন্দেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	৩০০০	৫৩শ অঃ।—বিশ্বেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	৩০৬৩
৩৪শ অঃ।—কনুড়েশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও তদীয় ইতিহাস কীর্তন।	৩০০৩	৫৪ শ অঃ।—কটকেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	৩০৬৬
৩৫শ অঃ।—ইন্দ্রেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	৩০০৫	৫৫ শ অঃ।—সিংহেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন প্রসঙ্গে ব্রহ্মবাক্যে কৃষ্ণা দেবীর মুখ হইতে সিংহের উৎপত্তি বর্ণন	৩০৭০
৩৬শ অঃ।—মার্কণ্ডেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	৩০০৮	৫৬ শ অঃ।—রেবন্তেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	৩০৭২
৩৭শ অঃ।—শিবেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	৩০১০	৫৭ শ অঃ।—ঘণ্টেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	৩০৭৪
৩৮শ অঃ।—কুসুমেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	৩০১৩	৫৮ শ অঃ।—প্রয়াগেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও তদীয় ইতিহাস কীর্তন।	৩০৭৬
৩৯শ অঃ।—অকুরেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও তদীয় ইতিহাস বর্ণন।	৩০১৬	৫৯ম অঃ।—সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	৩০৭৯
৪০শ অঃ।—কুণ্ডেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন প্রসঙ্গে শিব শরীর হইতে অঙ্গারকের উৎপত্তি বর্ণন	৩০১৮	৬০ম অঃ।—মতঙ্গেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	৩০৮২
৪১শ অঃ।—লুপ্তেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	৩০২১	৬১ম অঃ।—সৌভাগ্যেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	৩০৮৫
৪২শ অঃ।—গঙ্গেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও তদীয় ইতিহাস কীর্তন।	৩০২৩	৬২ম অঃ।—রূপেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	৩০৮৯
৪৩ শ অঃ।—অঙ্গারকেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	৩০২৬	৬৩ম অঃ।—ধনুঃসহস্র লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	৩০৯২
৪৪ শ অঃ।—উত্তরেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	৩০২৮	৬৪ম অঃ।—পশুপতীশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও তদীয় ইতিহাস কীর্তন।	৩০৯৪
৪৫ শ অঃ।—ত্রিলোচন লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	৩০৩২	৬৫ম অঃ।—ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	৩০৯৮
৪৬ শ অঃ।—বীরেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন।	৩০৪১	৬৬ম অঃ।—জলেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	৩১০০

বিষয়	পৃষ্ঠা
৬৭ম অঃ। কেরাণেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন।	৩১০৩
৬৮ম অঃ। পিশাচেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন	৩১০৭
৬৯ম অঃ। সঙ্গেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও তদীয় ইতিহাস কীর্তন	৩১১০
৭০ম অঃ। দুর্গেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন	৩১১৪
৭১ম অঃ। প্রয়াগেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন	৩১১৭
৭২ম অঃ। চন্দ্রাদিত্যেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন	৩১২২
৭৩ম। করভৈরব লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন	৩১২৫
৭৪ম অঃ।—রাজহলেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন	৩১২৯
৭৫ম অঃ।—বড়লেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন	৩১৩৩
৭৬ম অঃ।—অরুণেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন	৩১৩৬
৭৭ম অঃ।—পুষ্পদন্তেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও তদীয় ইতিহাস বর্ণন	৩১৩৯
৭৮ম অঃ।—অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন	৩১৪২
৭৯ম অঃ।—হনুমৎকেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন	৩১৪৬
৮০ম অঃ।—স্বপ্নেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন	৩১৪৯
৮১ম অঃ।—পিঙ্গলেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন	৩১৫৩
৮২ম অঃ।—কারাবরোহণেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন	৩১৫৮
৮৩ম অঃ।—বিশ্বেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন	৩১৬২
৮৪ম অঃ।—উত্তরেশ্বর লিঙ্গের ইতিহাস, মাহাত্ম্য ও চতুরশীতি লিঙ্গের সবিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণন।	৩১৬৬

চতুরশীতি-লিঙ্গমাহাত্ম্য সমাপ্ত।

বিষয়	পৃষ্ঠা
রেবা খণ্ড।	
১ম অঃ।—মঙ্গলাচরণ, পুরাণ সংহিতা বর্ণনোপ- ক্রমে মহাপুরাণের শ্লোক সংখ্যা নির্দেশ	৩১৭০
২য় অঃ।—সূত-শৌনক-সংবাদ,—রেবা-মাহাত্ম্য বর্ণনোপক্রম	৩১৭৩
৩য় অঃ।—যুধিষ্ঠির-মার্কণ্ডেয়-সংবাদ,—একাংশে মার্কণ্ডেয়ের পোতারোহণ বৃত্তান্ত বর্ণন	৩১৭৭
৪র্থ।—নর্মদার পঞ্চদশ নমোৎপত্ত বৃত্তান্ত ও নামোৎপত্তির হেতু কথন	৩১৭৯
৫ম অঃ। নর্মদার মাহাত্ম্য কথন প্রসঙ্গে নর্মদার নাম নিকৃষ্টি	৩১৮০
৬ষ্ঠ অঃ। সযুক্তি রেবানামোৎপত্তি প্রসঙ্গে মায়ুর কল্পের উদ্ভব বৃত্তান্ত	৩১৮৩
৭ম অঃ। কৃষ্ণকল্লোৎপত্তি বর্ণন	৩১৮৭
৮ম অঃ। বককল্লোদ্ভব বিবরণ	৩১৯০
৯ম অঃ। নর্মদার উৎপত্তি ও নর্মদায় স্নান- ফলাদি কথন	৩১৯৩
১০ম অঃ। কল্লাবস্থা বর্ণন প্রসঙ্গে নর্মদার অতীত ও অনাগত বিভাগ ব্যবস্থা ও নর্মদা স্নান মাহাত্ম্য	৩১৯৬
১১ শ অঃ। যুগাবসানেও নর্মদার অক্ষয়ত্ব, পাণ্ডপাত ব্রত প্রশংসা ও নর্মদার মাহাত্ম্য বর্ণন	৩২০০
১২ শ অঃ। ঋষিগণ কৃত নর্মদার বিবিধ স্তোত্র	৩২০৩
১৩ শ অঃ। নর্মদা মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে একবিংশতি কল্প কথা	৩২০৬
১৪ শ অঃ। কল্পকালে ক্রদ্রশক্তি কালরাত্রি কৃত জগৎসংহার বর্ণন	৩২১০
১৫ শ অঃ। কল্লাবসানে বিবিধ মাতৃকাগণ কর্তৃক জগৎসংহার	৩২১৩
১৬ শ অঃ। ব্রহ্মকৃত মহাদেবের স্তুতি বর্ণন	৩২১৬
১৭ শ অঃ। কল্লাস্তকালে দ্বাদশাদিত্যের উদয় ও তৎকর্তৃক জগৎসংহার	৩২১৯
১৮ শ অঃ। কল্লাবসানে জগতের একাংশী- ভাব বর্ণন	৩২২২
১৯ শ অঃ। যুগনিশায় অবসানে বরাহ কল্প প্রবৃ্ত্তি	৩২২৫
২০ শ অঃ।—বরাহকল্প,—মার্কণ্ডেয় কৃত বরাহ- স্তুতি	৩২২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
২১শ অঃ।—নর্মদা সলিলে শূলপাণি ও দাক্ষায়ণীর ক্রীড়া এবং কপিলাসরিংসম্ভব-বর্ণন	৩২৩৩	৪০শ অঃ।—ত্রিলে কবিখ্যাত করঞ্জেশ্বর তীর্থ ও তন্মাহাত্ম্য	৩২৮১
২২শ অঃ।—নর্মদা তীরে বিশাল্যার উদ্ভব-বৃত্তান্ত বর্ণন।	৩২৩৭	৪১শ অঃ।—কুণ্ডলেশ্বর তীর্থ মাহাত্ম্য, মহাঘক কুণ্ডলারের তপস্যা ও সিদ্ধিলাভ	৩২৮৩
২৩শ অঃ।—বিশাল্য সঙ্গম তীর্থ ও তীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণন	৩২৩৯	৪২শ অঃ।—পিপ্পলাদেব উৎপত্তি, পিপ্পলাদেশ্বর তীর্থ প্রতিষ্ঠা ও তন্মাহাত্ম্য	৩২৮৫
২৪শ অঃ।—কর নর্মদা সঙ্গম তীর্থ ও তন্মাহাত্ম্য বর্ণন	৩২৪০	৪৩শ অঃ।—বিমলেশ্বর তীর্থ মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে শূদ্রের কর্তব্য নির্ণয়	৩২৮৯
২৫শ অঃ।—নীলগঙ্গা ও রেবাসঙ্গম, সঙ্গম স্নানের পুণ্যফল বর্ণন।	৩২৪০	৪৪শ অঃ।—শূলভেদ তীর্থোৎপত্তি শূলভেদ-প্রশংসা	৩২৯৬
২৬শ অঃ।—মধুক তৃষ্ণা ব্রত বিধান ও ব্রত-মাহাত্ম্য	৩২৪১	৪৫শ অঃ।—অন্ধকোৎপত্তি, অন্ধকের তপস্যা ও বর লাভ	৩২৯৯
২৭শ অঃ।—নর্মদা মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে ত্রিপুরক্ষেত্র মাহাত্ম্য বর্ণন	৩২৫০	৪৬শ অঃ। শূলভেদমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে শচীহরণ-বর্ণন	৩২৯৭
২৮শ অঃ।—নর্মদাতীরে উমার সহিত রুদ্রের ক্রীড়া, তথায় নারদের আগমন ও ত্রিপুর-বৃত্তান্ত নিবেদন, রুদ্র কর্তৃক ত্রিপুর দাহ ও জ্বালেশ্বর তীর্থোৎপত্তি, জ্বালেশ্বর তীর্থ মাহাত্ম্য	৩২৭১	৪৭শ অঃ। অন্ধকাসুর পরাজিতে ইন্দ্রকর্তৃক ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ ও তৎসমীপে অন্ধকের প্রভাব বর্ণন	৩২৯৮
২৯শ অঃ। কাবেরী-সঙ্গমতীর্থ ও তন্মাহাত্ম্যবর্ণন।	৩২৭৯	৪৮শ অঃ। অন্ধকসহ শূলপাণির সমর, অন্ধক-বধ, অন্ধককৃত শিবসম্ভব, শিববরে অন্ধকের গণহপ্রাপ্তি	৩৩০০
৩০শ অঃ। দাক্ষতীর্থ মাহাত্ম্য ও তীর্থযাত্রা-বিধি বর্ণন।	৩২৬	৪৯শ অঃ। শূলভেদোৎপত্তি কথা ও শূলভেদ-তীর্থমাহাত্ম্য	৩৩০৫
৩১শ অঃ। ব্রহ্মাবর্তে ব্রহ্মার তপস্যা ও ব্রহ্মাবর্ত তীর্থ স্থাপন, তীর্থ মাহাত্ম্য	৩২৬৩	৫০শ অঃ। পাতাপাত্র পটীক্ষাপূর্বক দানাদি-ব্যবস্থা বর্ণন	৩৩০৮
৩২শ অঃ। পত্রেণ্ডর তীর্থ মাহাত্ম্য ও যাত্রা-বিধি বর্ণন।	৩২৬৪	৫১শ অঃ। ঈশ্বরকর্তৃক দানধর্মের প্রশংসা-কীর্তন	৩৩১১
৩৩শ অঃ। কামকলুষিত অগ্নির নর্মদাতীরে তপস্যা, অগ্নিতীর্থ প্রতিষ্ঠা, তীর্থমাহাত্ম্য	৩২৬৫	৫২শ অঃ। দীর্ঘতপা মূনির উপাখ্যান, তদীয় কানিষ্ঠ পুত্রের মরণ বর্ণন	৩৩১৫
৩৪শ অঃ। নর্মদাতীরে রবিতীর্থ প্রতিষ্ঠা, রবি তীর্থের যাত্রা ও মাহাত্ম্য বর্ণন	৩২৬৮	৫৩ অঃ। দীর্ঘতপার কনিষ্ঠ পুত্র ঋকশৃঙ্গের স্বর্গগমন	৩৩১৯
৩৫শ অঃ। রাবণনন্দন মেঘনাদ প্রতিষ্ঠিত মেঘনাদ তীর্থের মাহাত্ম্য	৩২৭০	৫৪শ অঃ। পুত্রশোকহন্ত দীর্ঘতপার স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত বর্ণন	৩৩১৯
৩৬শ অঃ। দাক্ষকতীর্থের মাহাত্ম্য ও তীর্থের কর্তব্য নির্ণয়	৩২৭২	৫৫ শ অঃ। কালীরাজ চিত্রাসনের ভূতুঙ্গে তপস্যা ও মোক্ষপ্রাপ্তি	৩৩২৪
৩৭শ অঃ।—দেবতীর্থ মাহাত্ম্য ও তীর্থস্থিত দেবশিলার প্রশংসা	৩২৭৩	৫৬ শ অঃ। শবর-শবরী সংবাদ,—বিবিধ দান-ধর্ম বর্ণন	৩৩২৬
৩৮শ অঃ। নর্মদেশ্বর তীর্থমাহাত্ম্য, নর্মদেশ্বর নামনিরুক্তি।	৩২৭৪	৫৭ শ অঃ। শবর ব্যাধের স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত বর্ণন	৩৩৩৫
৩৯শ অঃ।—ব্রহ্মার আদেশে ধরায় কপিলা-গমন, কপিলাতীর্থ প্রতিষ্ঠা ও মাহাত্ম্য	৩২৭৯	৫৮ শ অঃ। বীরসেন বহ্মা ভানুমতীর চরিত্র কীর্তন প্রসঙ্গে শূলভেদতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন	৩৩৩৭
		৫৯ শ অঃ। পুষ্করিণী তীর্থ মাহাত্ম্য—পুষ্করিণী	

বিষয়	পৃষ্ঠা
তীর্থে আদিত্যের তপস্যা ও আদিহা- তীর্থ স্থাপন	৩৩৮
৬০ ম অঃ। আদিত্যেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন	৩৩৯
৬২ ম অঃ। মহেশ্বরের উপদেশে নন্দদাত্তীরে শক্বে তপস্যা, শক্বেশ্বর তীর্থ প্রতিষ্ঠা ও তীর্থ মাহাত্ম্য	৩৪৫
৬২ ম অঃ। কয়েটিশ্বর তীর্থ ও তীর্থের বিবিধ কর্তব্য নির্ণয়	৩৪৫
৬৩ ম অঃ। কুমারেশ তীর্থ মাহাত্ম্য,—কুমা- রের তপস্যা ও তীর্থ প্রতিষ্ঠা, তপঃপ্রভাবে তদীয় দেবসৈন্যপত্য লাভ	৩৪৭
৬৪ ম অঃ। পাপবিনাশন প্রসিদ্ধ অগস্ত্যেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য	৩৪৮
৬৫ ম অঃ। আনন্দেশ্বর তীর্থমাহাত্ম্য ও তীর্থের নামনিকৃতি	৩৪৮
৬৬ ম অঃ। মাতৃতীর্থের মাহাত্ম্য,—শিব- প্রসাদে মাতৃগণের অজৈয়ব প্রাপ্তি	৩৪৯
৬৭ ম অঃ। জলমধ্যস্থিত লুঙ্কেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন	৩৪৯
৬৮ ম অঃ। সর্বপাপক্ষয়কর ধনদতীর্থ মাহাত্ম্য ও তীর্থের কর্তব্য নির্ণয়	৩৫৬
৬৯ ম অঃ। মঙ্গলেশ্বর তীর্থমাহাত্ম্য,—মঙ্গলের শিবপ্রসাদন ও বর প্রাপ্তি	৩৫৭
৭০ ম অঃ। রেবার উত্তরতীরস্থ রবিতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্তন	৩৬৮
৭১ ম অঃ। কামেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন ও তীর্থ কর্তব্য	৩৬৯
৭২ ম অঃ। মণিনাগেশ্বর তীর্থ মাহাত্ম্য,—মণি- নাগের তপস্যা ও সিদ্ধিলাভ	৩৭৯
৭৩ ম অঃ। গোপারেশ্বর তীর্থ মাহাত্ম্য,—কাম- ধেনুর তপস্যা, মহাদেবের আবির্ভাব ও ধেনুপ্রার্থনায় গোপারেশ্বরের অধিষ্ঠান	৩৮৬
৭৪ ম অঃ। সর্বপাপহর গৌতমেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য	৩৮৫
৭৫ অঃ। শঙ্কুচূড় তীর্থের উপাখ্যান ও তীর্থ- মাহাত্ম্য	৩৮৫
৭৬ ম অঃ। পারেশ্বর তীর্থ মাহাত্ম্য,—পুত্র- লাভার্থ পরাশরের তপস্যা ও পুত্রবর প্রাপ্তি	৩৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
৭৭ ম অঃ। ভীমেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন ও তীর্থবিধি	৩৮৯
৭৮ ম অঃ। সর্বতীর্থোত্তম নারদেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন	৩৯০
৭৯ ম অঃ। দধিঙ্কন্দ ও মধুঙ্কন্দ তীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণন	৩৯০
৮০ ম অঃ। নন্দিকেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্তন	৩৯০
৮১ ম অঃ। বরুণেশ্বর তীর্থ মাহাত্ম্য,—বরু- ণের তপস্যা ও সিদ্ধিলাভ	৩৯০
৮২ ম অঃ। দধিঙ্কন্দাদি পঞ্চতীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণন	৩৯০
৮৩ ম অঃ। হনুমন্তেশ্বর তীর্থ মাহাত্ম্য—হনু- মন্তেশ্বরে অস্থিক্লেপণপ্রশস্ততা	৩৯০
৮৪ ম অঃ। কপিতীর্থ, রামেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর ও কুন্তেশ্বর মাহাত্ম্য বর্ণন	৩৯৮
৮৫ ম অঃ। সোমেশ্বর তীর্থ মাহাত্ম্য, দক্ষশাপ- দগ্ন সোমের তপস্যা ও পাপমুক্তি	৩৯৮
৮৬ ম অঃ। পিঙ্গলেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন	৩৯৯
৮৭ ম অঃ। ঋণত্রয়-মোচন তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্তন	৩৯৯
৮৮ ম অঃ। কপিল প্রতিষ্ঠিত কপিলেশ্বর তীর্থ মাহাত্ম্য কীর্তন	৩৯৯
৮৯ ম অঃ। পুতিকেশ্বর তীর্থ মাহাত্ম্য,—জাহ্ন- বানের তপস্যা ও সিদ্ধিলাভ	৩৯৯
৯০ ম অঃ। দানব বধান্তে চক্রীর চক্র-ক্ষালন, জলশায়ী তীর্থের উৎপত্তি তীর্থ মাহাত্ম্য, ও তীর্থকর্তব্য বর্ণন	৩৯৯
৯১ ম অঃ। চণ্ডমুণ্ড প্রতিষ্ঠিত চণ্ডাদিত্য তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্তন	৩৯০
৯২ ম অঃ। যমহাস্ত তীর্থ মাহাত্ম্য ও তীর্থের নাম নিকৃতি কথন	৩৯০
৯৩ ম অঃ। কহলারী তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্তন	৩৯০
৯৪ ম অঃ। নন্দিপ্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ নন্দিকেশ্বর তীর্থ কীর্তন	৩৯০
৯৫ ম অঃ। নারায়ণীতীর্থমাহাত্ম্য,—প্রসঙ্গতঃ বদরিকাশ্রমে অর্জুনের সিদ্ধিলাভ কথন	৩৯০
৯৬ ম অঃ। কোটিশ্বর তীর্থমাহাত্ম্য,—কোটি ঋষির তপস্যা ও কোটিশ্বরলিঙ্গ স্থাপন	৩৯০

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৯১ম অঃ। অন্তরীক্ষাবহিত ব্যাসতীর্থে মাহাত্ম্য কীর্তন	৩৪০৬	১১৭ম অঃ। ত্রিলোচন তীর্থে মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি বর্ণন	৩৪৪৬
৯২ম অঃ। প্রভাস তীর্থে মাহাত্ম্য ও বিবিধ তীর্থ কৰ্তব্য নিরূপণ	৩৪১৭	১১৮ম অঃ। ইন্দ্রতীর্থে মাহাত্ম্য, ইতিহাস ও যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৪৪৬
৯৯ম অঃ। নাগেশ্বর তীর্থে মাহাত্ম্য,—বাসু- কির তপস্তা ও সিদ্ধিলাভ	৩৪২০	১১৯ম অঃ। কল্লোড়ী তীর্থে মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি বর্ণন	৩৪৪৯
১০০ম অঃ। বিখ্যাত মার্কণ্ডেশ্বর তীর্থে মাহাত্ম্য কীর্তন	৩৪২১	১২০ম অঃ। কঙ্কেশ্বর তীর্থে মাহাত্ম্য ও ইতিহাস সহ যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৪৫০
১০১ম অঃ। স্কর্ষণ তীর্থে সেতিহাস মাহাত্ম্য বর্ণন	৩৪২২	১২১ম অঃ। চন্দ্রহাস তীর্থে মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন	৩৪৫১
১০২ম অঃ। ঞ্জেশ্বর তীর্থে মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন	৩৪২২	১২২ম অঃ। কোহন তীর্থে মাহাত্ম্য ও উপা- খ্যান বর্ণন	৩৪৫৩
১০৩ম অঃ। এরণ্ডীসঙ্গম তীর্থে মাহাত্ম্য ও ইতিহাস কীর্তন	৩৪২৩	১২৩ম অঃ। কন্দীদীপ্বর তীর্থে মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি বর্ণন	৩৪৪৫
১০৪ম অঃ। সুবর্ণশিলা তীর্থে মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন	৩৪৩৬	১২৪ম অঃ। নন্দেশ্বর তীর্থে মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৪৫৬
১০৫ম অঃ। করঞ্জ তীর্থে মাহাত্ম্য ও তীর্থ- যাত্রাবিধি বর্ণন	৩৪৩৬	১২৫ম অঃ। রবি তীর্থে মাহাত্ম্য, ইতিহাস ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৪৫৬
১০৬ম অঃ। কামদ তীর্থে মাহাত্ম্য ও যাত্রা বিধি বর্ণন	৩৪৩৭	১২৬ম অঃ। অঘোনিপ্রভব তীর্থে মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি বর্ণন	৩৪৫৮
১০৭ম অঃ। ভণ্ডারীতীর্থে মাহাত্ম্য ও যাত্রা- বিধান বর্ণন	৩৪৩৮	১২৭ম অঃ। অগ্নিতীর্থে মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৪৫৯
১০৮ম অঃ। রোহিণী-সোমনাথ তীর্থে মাহাত্ম্য বর্ণন ও যাত্রাবিধি কথন	৩৪৩৮	১২৮ম অঃ। ভৃকুটেশ্বর তীর্থে মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৪৫০
১০৯ম অঃ। চক্রতীর্থে মাহাত্ম্য ও যাত্রা- বিধান কীর্তন	৩৪৩৯	১২৯ম অঃ। ব্রহ্মতীর্থে মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৪৫০
১১০ম অঃ। ধোতপাপ তীর্থে মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৪৪০	১৩০ম অঃ। দেবতীর্থে সেতিহাস মাহাত্ম্য কীর্তন	৩৪৬১
১১১ম অঃ। স্কন্দ-তীর্থে মাহাত্ম্য ও যাত্রা- বিধি সহ ইতিহাস কীর্তনপ্রসঙ্গে স্কন্দের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণন	৩৪৪১	১৩১ম অঃ। নাগেশ্বর তীর্থে মাহাত্ম্য, ইতি- হাস ও যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৪৬২
১১২ম অঃ। আঙ্গিরস তীর্থে মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন	৩৪৪৪	১৩২ম অঃ। আদি বারাহ তীর্থে মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি বর্ণন	৩৪৬৪
১১৩ম অঃ। কোটিতীর্থে মাহাত্ম্য ও যাত্রা বিধান কীর্তন	৩৪৪৫	১৩৩ম অঃ। কুবেরেশ্বর, যমেশ্বর, বরুণেশ্বর ও বাতেশ্বর তীর্থে মাহাত্ম্য, তীর্থকর্তব্য ও ইতিহাস বর্ণন	৩৪৬৫
১১৪ম অঃ। অঘোনিসম্ভব তীর্থে মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি বর্ণন	৩৪৪৫	১৩৪ম অঃ। রামেশ্বর তীর্থে মাহাত্ম্য ও যাত্রা বিধান কথন	৩৪৬৮
১১৫ম অঃ। অঙ্গারক তীর্থে মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি বর্ণন	৩৪৪৮	১৩৫ম অঃ। সিদ্ধেশ্বর তীর্থে মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৪৬৮
১১৬ম অঃ। পাণ্ডুতীর্থে মাহাত্ম্য ও যাত্রা বিধান কীর্তন	৩৪৪৫	১৩৬ম অঃ। অংল্যা তীর্থে মাহাত্ম্য ও যাত্রা- বিধান বর্ণন	৩৪৬৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৩৭ম অঃ। কর্কটেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৪৭০
১৩৮ম অঃ। শক্রতীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি বর্ণন	৩৪৭১
১৩৯ম অঃ। সোমতীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৪৭১
১৪০ম অঃ। নন্দাহুদ তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান বর্ণন	৩৪৭২
১৪১ম অঃ। তাপেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান কথন	৩৪৭৩
১৪২ম অঃ। রুক্মিণী তীর্থের মাহাত্ম্য, ইতিহাস ও যাত্রাবিধি বর্ণন	৩৪৭৪
১৪৩ম অঃ। যোজনেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি কথন	৩৪৮০
১৪৪ম অঃ। দাদনী তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৪৮১
১৪৫ম অঃ। শিবতীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধিবর্ণন	৩৪৮১
১৪৬ম অঃ। অম্মাহক তীর্থের মাহাত্ম্য তীর্থের নামনিরুক্তি ও উপাখ্যান সহ যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৪৮২
১৪৭ম অঃ। সিদ্ধেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি বর্ণন	৩৪৮৮
১৪৮ম অঃ। মঙ্গলেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি বর্ণন	৩৪৮৯
১৪৯ম অঃ। লিঙ্গবাহা তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান বর্ণন	৩৪৯০
১৫০ম অঃ। কুসুমেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য ও সেন্টিহাস যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৪৯২
১৫১ম অঃ। ধ্বতবাহা তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি বর্ণন	৩৪৯৫
১৫২ম অঃ। ভার্গলেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৪৯৭
১৫৩ম অঃ। আদিত্যেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য ইতিহাস ও যাত্রাবিধি বর্ণন	৩৪৯৭
১৫৪ম অঃ। কলকলেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য, ইতিহাস ও যাত্রাবিধি কথন	৩৫০০
১৫৫ম অঃ। শুক্লতীর্থের মাহাত্ম্য, তৎপ্রসঙ্গে চাগকা রাজার ইতিহাস বর্ণন	৩৫০০
১৫৬ম অঃ। শুক্লতীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৫০৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৫৭ম অঃ। ছকারদ্বামী তীর্থের মাহাত্ম্য, ইতিহাস ও যাত্রাবিধি বর্ণন	৩৫১০
১৫৮ম অঃ। সঙ্গমেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি বর্ণন	৩৫১১
১৫৯ম অঃ। অনরকেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৫১২
১৬০ম অঃ। মোক্ষতীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৫১৮
১৬১ম অঃ। সর্পতীর্থের মাহাত্ম্য, ইতিহাস ও যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৫১৯
১৬২ম অঃ। গোপেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি কথন	৩৫২০
১৬৩ম অঃ। নাগতীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৫২০
১৬৪ম অঃ। সান্দোরেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য, ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৫২১
১৬৫ম অঃ। সিদ্ধেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণন	৩৫২১
১৬৬ম অঃ। সিদ্ধেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৫২২
১৬৭ম অঃ। মার্কণ্ডেশ্বর তীর্থের উদ্ভব বৃত্তান্ত, মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি কথন	৩৫২২
১৬৮ম অঃ। অঙ্কুরেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য, ইতিহাস ও যাত্রাবিধান বর্ণন	৩৫২৪
১৬৯ম অঃ। মাণ্ডব্য তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে দেবপন্ন রাজার ইতিহাস, দেবপনের তপস্যা, কস্তাবর লাভ, কামপ্রমোদিনীর জন্ম ও ব্রাহ্মণ কর্তৃক তদীয় হরণ বৃত্তান্ত বর্ণন	৩৫২৭
১৭০ম অঃ। মাণ্ডব্যের উপাখ্যান,—মাণ্ডব্যের শূলারোপণ বৃত্তান্ত কীর্তন।	৩৫২৯
১৭১ম অঃ। মাণ্ডব্য ও শাণ্ডিলীর বিবাদ, শাণ্ডিলী কর্তৃক সূর্য্যোদয়রোধ বর্ণন	৩৫৩১
১৭২ম অঃ। রাক্ষস কর্তৃক অপহৃতা কাম প্রমোদিনীকে প্রত্যর্পণ, শাণ্ডিলী কর্তৃক সূর্য্যোদয়ে অনুমতি দান, মাণ্ডব্যেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন	৩৫৩৫
১৭৩ম অঃ। শুক্লেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য, ইতিহাস ও যাত্রাবিধান বর্ণন	৩৫৪০
১৭৪ম অঃ। গোপেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৫৪৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭৫ম অঃ। কপিলেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৫৪২
১৭৬ম অঃ। পিঙ্গেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য, ইতি-হাস ও যাত্রাবিধান বর্ণন	৩৫৪৩
১৭৭ম অঃ। ভূতীশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য, উৎপত্তি বৃত্তান্ত ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৫৪৬
১৭৮ম অঃ। গঙ্গাবাহক তীর্থের মাহাত্ম্য, উৎপত্তি বৃত্তান্ত ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৫৪৭
১৭৯ম অঃ। গোতমেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য, উৎপত্তি বৃত্তান্ত ও যাত্রাবিধি বর্ণন	৩৫৪৯
১৮০ম অঃ। দশাশমেধিক তীর্থের মাহাত্ম্য, উৎপত্তি বিবরণ ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৫৫০
১৮১ম অঃ। ভৃগু তীর্থের মাহাত্ম্য,—ভৃগুকচ্ছোৎপত্তি বৃত্তান্ত	৩৫৫৫
১৮২ম অঃ। ভৃগুকচ্ছের মাহাত্ম্য, ক্ষেত্রপরিমাণ ও যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৫৫৯
১৮৩ম অঃ। কেশবেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য, উৎপত্তি বৃত্তান্ত ও যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৫৬৩
১৮৪ম অঃ। ধোতপাপ তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান বর্ণন	৩৫৬৪
১৮৫ম অঃ। এরণ্ডী তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান বর্ণন	৩৫৬৬
১৮৬ম অঃ। কনকলেশ্বর তীর্থের উৎপত্তি বৃত্তান্ত, মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৫৬৭
১৮৭ম অঃ। কালাগুরুজ তীর্থের উদ্ভববৃত্তান্ত, মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৫৭০
১৮৮ম অঃ। শালগ্রাম তীর্থের উৎপত্তি বৃত্তান্ত, মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৫৭০
১৮৯ম অঃ। উদীর্ঘবরাহ তীর্থের ইতিহাস, মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৫৭১
১৯০ম অঃ। চল্লহাস্ত তীর্থের উৎপত্তি বৃত্তান্ত, মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৫৭৪
১৯১ম অঃ। দ্বাদশাদিত্য তীর্থের মাহাত্ম্য, উৎপত্তি বৃত্তান্ত ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৫৭৬
১৯২ম অঃ। দেবতীর্থের উদ্ভব বৃত্তান্তবর্ণন প্রসঙ্গে নরনারায়ণের উপাখ্যান, নরনারায়ণের তপস্তাবিবরণ উর্ধ্বশীর জন্মবৃত্তান্ত কীর্তন	৩৫৭৭
১৯৩ম অঃ। নারায়ণের মাহাত্ম্য, অপ্সরা-দিগের প্রতি নারায়ণের উপদেশ প্রদান বর্ণন	৩৫৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৯৪ম অঃ। নারায়ণের বিবাহ ও বিষ্ণুপদী গঙ্গার উৎপত্তি বৃত্তান্ত কীর্তন	৩৫৮৮
১৯৫ম অঃ। দেবতীর্থের মাহাত্ম্য ও তত্ত্বাশ্রীপতির প্রভাব কীর্তন	৩৫৯৩
১৯৬ম অঃ। হংস তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৫৯৬
১৯৭ম অঃ। মূলস্থান তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান বর্ণন	৩৫৯৬
১৯৮ম অঃ। শূলেশ্বর তীর্থের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে মাণ্ডব্য মুনির উপাখ্যান বর্ণন	৩৫৯৭
১৯৯ম অঃ। আশ্বিন তীর্থের উৎপত্তি বৃত্তান্ত মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৬০৪
২০০ম অঃ। সাবিত্রী তীর্থ, সাবিত্রী মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৬০৫
২০১ম অঃ। দেবতীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান বর্ণন	৩৬০৬
২০২ম অঃ। শিখিতীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৬০৭
২০৩ম অঃ। কোটিতীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৬০৮
২০৪ম অঃ। পৈতামহ তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৬০৮
২০৫ম অঃ। কুকুরী তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি বর্ণন	৩৬০৯
২০৬ম অঃ। দশকল্যা তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান বর্ণন	৩৬০৯
২০৭ম অঃ। সুবর্ণবিন্দু তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৬১০
২০৮ম অঃ। ঋগমোচন তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধি বর্ণন	৩৬১১
২০৯ম অঃ। ভারভূতি তার্থের মাহাত্ম্য, তীর্থনামনিকৃতি শিবের গোবিন্দনামি সন্নিধানে অধ্যয়ন, ও তীর্থযাত্রা বিধান বর্ণন	৩৬১১
২১০ম অঃ। পুষ্কল তীর্থের বটুরূপী মাহাত্ম্য ও যাত্রা বিধান কীর্তন	৩৬২২
২১১ম অঃ। মুণ্ডী তীর্থের মাহাত্ম্য, ইতিহাস ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৬২৩
২১২ম অঃ। ডিঙিমেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য ও উৎপত্তি বৃত্তান্ত বর্ণন	৩৬২৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
২১৩ম অঃ। আমলেশ্বর তীর্থের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য কীর্তন	৩৬২৫
২১৪ম অঃ। কপাল তীর্থের মাহাত্ম্য ও ইতি- হাস কথন	৩৬২৬
২১৫ম অঃ। শৃঙ্গিতীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রা বিধান কীর্তন	৩৬২৭
২১৬ম অঃ। আবাটী তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রা- বিধি কথন	৩৬২৭
২১৭ম অঃ। এরণ্ডী তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রা- বিধান কথন	৩৬২৭
২১৮ম অঃ। জামদগ্ন্য তীর্থের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস সহ যাত্রাবিধি কথন	৩৬২৮
২১৯ম অঃ। কোটি তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রা বিধান কথন	৩৬৩১
২২০ম অঃ। লোটন তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান কথন	৩৬৩২
২২১ম অঃ। হংসেশ্বর তীর্থের ইতিহাস, মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৪৬৩৫
২২২ম অঃ। তিলাদেশ্বরের মাহাত্ম্য, ইতি- হাস ও যাত্রাবিধি কীর্তন	৩৬৩৭
২২৩ম অঃ। বাসবেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য, উৎ- পত্তি বৃত্তান্ত ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৬৩৮
২২৪ম অঃ। কোটীশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য, উদ্ভব বৃত্তান্ত ও যাত্রাবিধি কথন	৩৬৩৯
২২৫ম অঃ। অলিকা তীর্থের মাহাত্ম্য, উদ্ভব বৃত্তান্ত ও যাত্রাবিধান কীর্তন	৩৬৪০
২২৬ম অঃ। বিমলেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য উদ্ভব বৃত্তান্ত ও যাত্রাবিধি কথন	৩৬৪১

বিষয়	পৃষ্ঠা
২২৭ম অঃ। তীর্থযাত্রা বিষয়ক বিশেষ বিধান কীর্তন	৩৬৪২
২২৮ম অঃ। পরের নিমিত্ত তীর্থযাত্রার ফল কথন	৩৬৪৩
২২৯ম অঃ। এতৎ পুরাণের শ্রবণ দানাদির ফল কীর্তন	৩৬৪৪
২৩০ম অঃ। নর্যাদাতীর্থস্থ বিবিধ তীর্থের নাম কীর্তন	৩৬৪২
২৩১ম অঃ। এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত বিবিধ তীর্থের সংখ্যা কীর্তন	৩৬৫৪
২৩২ম অঃ। রেবাথগু পুস্তকের দান পাঠ শ্রবণাদির ফল কথন	৩৬৫৭
২৩৩ম অঃ। সত্যনারায়ণ ব্রতকথা ও ব্রত- বিধান কীর্তন	৩৬৬০
২৩৪ম অঃ। কাষ্ঠকেতুর উপাখ্যান বর্ণন, সত্য- নারায়ণ ব্রতের ফলে কাষ্ঠকেতুর অভ্যুদয় লাভ	৩৬৬৩
২৩৫ম অঃ। সাধু বণিকের উপাখ্যান, সত্য- নারায়ণ ব্রতচরণ ফলে সাধুর মহাভ্যুদয় লাভান্তে সত্যলোক প্রাপ্তি বৃত্তান্ত বর্ণন	৩৬৬৫
২৩৬ম অঃ। বংশধ্বজ রাজার উপাখ্যান, সত্যনারায়ণ ব্রতের ফলে ইহলোকে বিবিধ সুখ সম্ভোগান্তে অন্তে সত্যলোক লাভ বৃত্তান্ত কীর্তন ও সত্যনারায়ণোপাখ্যানের পাঠ-শ্রবণাদি মাহাত্ম্য কীর্তন	৩৬৫২

রেবাথগু সমাপ্ত ।

অবিস্তাথগু সমাপ্ত ।

স্কন্দ পুরাণম্।

আবহ্যুত্থানম্।

অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্যম্।

প্রথমোহধ্যায়ঃ।

বাস উবাচ। অষ্টারোহপি প্রজানাং প্রবলভব-
ভবাদ্যং নমস্তুতি দেবা, যো হব্যাক্তে প্রবিষ্টঃ প্রবি-
হিতমনসাং ধ্যানযুক্তান্ননাঞ্চ। লোকানামাদিদেবঃ স
জয়তু ভগবান্ শ্রীমহাকালনামা বিভাগঃ সোমলেখা-
মহিবলয়যুতং ব্যক্তলিঙ্গং কপালম্। ১। উমোবাচ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যাশ্চ সরিতস্তথা।
কথ্যস্তাং তানি যত্নেন শ্রদ্ধা যেষু প্রজায়তে। ২।
ঈশ্বর উবাচ। অস্তি লোকেষু বিখ্যাতা গঙ্গা
ত্রিপথগা নদী। সেবিতা দেবগন্ধর্বেমুনিভিষ্চ

প্রথম অধ্যায়।

বাস বলিলেন,—প্রজাশ্রষ্টা দেবগণও প্রবল
ভব-ভয়বশত ষাঁহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন,
যিনি সংযতমনা ধ্যানাসক যোগিগণের নিকটত
অপ্রকটমূর্তি, নিখিললোকের যিনি আদিদেব এবং
যিনি অহিবলয়যুত ব্যক্ত লিঙ্গ কপাল ও শশি-কলা
ধারণ করিয়া আছেন, সেই ভগবান্ শ্রীমহাকাল
জয়যুক্ত হউন। উমা বলিলেন,—পৃথিবীতে যে সকল
তীর্থ ও পুণ্য সরিৎ বিদ্যমান আছে, আপনি সেই
সকলের বিষয় কীৰ্ত্তন করুন, ইহা শ্রবণ করিতে
আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা হয়। ঈশ্বর বলিলেন,—হে
দেবি! গঙ্গা নামে লোকবিখ্যাত এক ত্রিপথগা
নদী আছে। ই নদী দেব, গন্ধর্ব ও মুনিগণ

নিষেবিতা। ৩। তপনশ্চ স্নাতা দেবী যমুনা
লোকপাবনী। পিতৃণাং বল্লভা দেবী মহাপাতক-
নাশিনী। ৪। চন্দ্রভাগা বিতস্তা চ নন্দ্যদামর-
কণ্টকে। কুরুক্ষেত্রং গয়া দেবি প্রভাসং নৈমিষ-
তথা। ৫। কেদারং পুন্ডরং চৈব তথা কায়াব-
রোহণম্। তথা পুণ্যতমং দেবি মহাকালবনং
শুভম্। ৬ যদ্রাস্তে শ্রীমহাকালঃ পাপেদ্ধনহতাশনঃ।
ক্ষেত্রং যোজনপৰ্য্যন্তং ব্রহ্মহত্যাদিনাশনম্। ৭।
ভুক্তিদং মুক্তিদং ক্ষেত্রং কলিকল্পনাশনম্। প্রলয়ে-
হপ্যকয়ং দেবি দুষ্প্রাপং ত্রিদশৈরপি। ৮।
উমোবাচ। প্রভাবঃ কথ্যতাং দেব ক্ষেত্রস্তাস্ত
মহেশ্বর। যানি তীর্থানি বিদ্যন্তে যানি লিঙ্গানি

কর্তৃক নিষেবিত। লোকপাবনী তপন-স্নাতা যমুনাও
পিতৃবল্লভা এবং মহাপাতকনাশিনী। চন্দ্রভাগা,
বিতস্তা, অমরকণ্টকস্থ নন্দ্যদা, কুরুক্ষেত্র, গয়া,
প্রভাস, নৈমিষ, কেদার, পুন্ডর, কায়াবরোহণ, এবং
মহাকালবন, এই সকল স্থান শুভদায়ক ও পুণ্য-
তম। পাপেদ্ধনের হতাশন স্বরূপ শ্রীমহাকাল
এই মহাকালবনে বিদ্যমান। মহাকালবন-ক্ষেত্র
যোজনপরিমিত, ব্রহ্মহত্যা-নাশন ভুক্তিদ, মুক্তিদ
ও কলি-কল্পনাশন। হে দেবি! এই দেব-
দুষ্প্রাপ্ত ক্ষেত্র প্রলয়েও অক্ষয় থাকে। ১—৮। উমা
বলিলেন,—হে মহেশ্বর। আপনি এই ক্ষেত্রের

সম্ভি বৈ ॥ ৯ ॥ তান্তহঃ শ্রোতুমিচ্ছামি পরঃ
কৌতুহলং হি মে ॥ ১০ ॥ মহাদেব উবাচ ॥ শ্রু-
দেবি প্রযত্নেন প্রভাবঃ পাপনাশনম্ ॥ ক্ষেত্রমাদ্যঃ
মহাদেবি সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১১ ॥ সুরমেরোঃ
সন্নিধানে চ শিখরং রত্নচিহ্নিতম্ ৷ অনেকাশ্চ-
নিলয়ঃ বহুপাদপসঙ্কুলম্ ॥ ১২ ॥ বিচিত্রধাতুভিঃ চিত্রঃ
স্বচ্ছফটিকবেদিকম্ ৷ বিচিত্রবর্ণশোভাচ্যাম্রাসজ্জ-
নিমাদতম্ ॥ ১৩ ॥ মৃগনাগেন্দ্রসংযুক্তঃ গজযুথ-
সমাকুলম্ ৷ নিকরাধুপ্রপাতোথ-লৌকরাকরসঙ্কুলম্ ॥
১৪ ৷ বাতাহততরুভাত-প্রস্থনাশ্বানচিত্রিতম্ ৷ মৃগ-
নাভিবর্যামোদবাসিতাশেষকাননম্ ॥ ১৫ ৷ লতা-
গৃহরতিস্থানং সিদ্ধবিদ্যাধরাস্রমম্ ৷ প্রবীণকিরর-
ভাতমধুরধ্বনিমাদিতম্ ॥ ১৬ ৷ তন্মিন বনে মহারম্যে
শোভিতাশেষভূমিকম্ ৷ বৈরাজঃ নাম ভবনং ব্রহ্মাঃ
পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১৭ ৷ তত্র দিব্যাঙ্গনাগীতমধুরধ্বনি মাদিতা
পারিজাততরুচ্ছরমঞ্জরীদামশোভিতা ॥ ১৮ ৷ বহু-
বাদ্যসমুদ্রমহাশ্বনিমাদিতা ৷ লয়তালমৃতানেকগীত-
বাদিত্রিনাদিতা ॥ ১৯ ৷ বিস্তৃতা কোটিভিঃ পুষ্ক-
প্রভাব এবং যে সকল তীর্থ ও যে সকল লিঙ্গ তথায়

আছে, সেই সকলের বিষয় কীর্তন করুন ৷ আমি
ইহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; ইহাতে আমার
পরম কৌতুহল জন্মিয়াছে ৷ মহাদেব বলিলেন,—
হে দেবি! তুমি সৰ্বপাপ-প্রণাশন এই অদ্য
ক্ষেত্রের প্রভাব আমার নিকট যত সহকারে কবণ
কর ৷ সুরমের সন্নিধানে রত্নচিহ্নিত এক অল-
শিখর বিরাজিত ৷ এই অচলশিখর অনেক আশ্চ-
র্যের নিলয়, বহুপাদপসঙ্কুল, বিচিত্র-ধাতু-রম-
ণীয়, স্বচ্ছফটিক-বেদিকায়ুক্ত, বিচিত্রবর্ণ-
শোভিতা, অমর-নাগ-নিমাদিত, মৃগ-নাগেন্দ্র-
সঙ্কুল, গজযুথসমাকুল, নিকরাধুপ্রপাতোথ-লৌকর-
সমূহে অভিষিক্ত ও বাতাহত তরুভাজির আলিত
কুসুম-নিচয়ে সুশোভিত ৷ উহার কানন সকল
উৎকৃষ্ট মৃগনাভি-গন্ধে আমোদিত, লতাগহ
উহাতে রতিস্থান, উহা সিদ্ধ-বিদ্যাধরাদিগের
আশ্রম এবং প্রবীণ-কিররদিগের কণ্ঠস্থরে উহা
নিমাদিত ৷ এই স্থানে ব্রহ্মার বৈরাজ নামক সুচাক
সুশোভন ভবন বিরাজিত ৷ এই ভবনে কাশ্টিমতী
নামে দেবতাদিগের এক সভা বিদ্যমান ৷ উহা
দিব্যাস্ত্রাদিগের সুমধুর গীতধ্বনিতে নিমাদিত;
পারিজাতমঞ্জরী দ্বারা ও শোভিত, বহুবাদ্য-
মাদে নিমাদিত; লয়-তাল-সমর্পিত বহু গীত-

নির্মলাদর্শশোভিতা ৷ লয়তালমৃতানেকমহাকৌতুক-
সংযুতা ॥ ২০ ॥ অপরোহনৃত্যবিন্যাসবিলাসো-
ল্লাসশোভিতা ৷ সভা কাশ্টিমতী নাম দেবানাং
হর্ষদায়িকা ॥ ২১ ॥ ঋষিসজ্জসমাকীর্ণা মুনিবৃন্দনিষেবিতা ৷
দ্বিজাতিবেদশর্কেন নাদিতানন্দদায়িকা ॥ ২২ ॥
তস্তাং নিবিষ্টং বাগীশং শঙ্করারাদনে রতম্ ৷
সনৎকুমারঃ ব্রহ্মর্ষিঃ ব্রহ্মণো মানসঃ সূতম্ ৷
২৩ ৷ মুনিমধ্যাং সমুখায় কুরুধৈপায়নো মুনিঃ ৷
পরশরসুতো ব্যাসঃ প্রাণপত্য যথাবোধ ॥ ২৪ ৷
কৃতাজলিপুটো ভূত্বা ভবভক্ত্যাহুভাবিতঃ ৷ পপ্রচ্ছ
পরয়া তুষ্ট্যা হর্ষিতাজ্জকহাননঃ ॥ ২৫ ৷ মহাকালস্ত
মহাশ্মাং প্রাণিনাং মোহনাশনম্ ৷ ব্যাস উবাচ ৷
মহাকালবনং কস্মাৎ প্রোচ্যতে সর্বতো বরম্ ॥ ২৬ ৷
ভগবন্ক্ষেত্রমাহাশ্মা মহাকালস্ত কথ্যতাম্ ৷ কথং
গুহবনং প্রোক্তং পীঠমুদয়ং তথা ॥ ২৭ ৷ কলং
যথাক্রমে বসতাং মৃতানাং গতির্ধখা ৷ জ্ঞানেন যদ-
ভবেৎ পুণ্যং দানেনাপি চ যৎ ফলম্ ॥ ২৮ ৷ কথ-
মেতৎ শ্রুশানক ক্ষেত্রং প্রোক্তং যথা তথা ৷ পৃষ্টং
মে শঙ্করঃ ভক্ত্যা ক্রহি ত্বং শাস্ত্রকোবিদ ॥ ২৯ ৷
সনৎকুমার উবাচ ৷ কীর্ত্যতে পাতকং যত্র তেনেদং

ধ্বনিতে কৈসভা মুখরিত, নির্মল আদর্শপরিশোভিত
কোটি কোটি স্তম্ভ উহাতে বিস্তৃত রহিয়াছে;
এ স্থানে লয়তালযুক্ত বিবিধ ক্রৌড়াকৌতুক হয়,
অপরোহনৃত্যবিন্যাসের বিলাসোল্লাসে উহা
মনোহর, ঋষিসজ্জ উহা পরিবৃত ৷ এই সভা মুনিবৃন্দ-
নিষেবিত, দ্বিজাতিগণের বেদনাদে মুখরিত, এবং
উহা সকলেরই আনন্দদায়ক ৷ ১—২২ ৷ এই সভামধ্য
হইতে পরশরসুত কুরুধৈপায়ন মুনি বেদব্যাস
ভবভক্তি-বশতঃ সমুখত হইয়া স্তম্ভাস্তঃকরণে সভাস্থ
বাক্যাবশারদ, শঙ্করারাদনে রত, ব্রহ্মার মানস
পুত্র, ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমারকে যথাবোধ প্রণামপূর্বক
প্রাণিগণের মোহনাশক মহাকালমহাশ্মার বিষয়
জিজ্ঞাসা করিলেন, বলিলেন,—হে ভগবন্!
কি হেতু মহাকালবনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে? আপনি
এই মহাকালের ক্ষেত্রমাহাশ্মা কীর্তন করুন ৷
ইহা কিজন্ত গুহবন, পীঠ ও উদর বলিয়া কথিত
হয়, এই ক্ষেত্রে বাস করিলে যে প্রকার মন হয়,
এখানে মারিলে যে রূপ গতি হয়, জ্ঞান করিলে যে রূপ
পুণ্য হয়, দান করিলে যে রূপ ফল হয়, এই ক্ষেত্রকে
কি জন্তই বা শ্রুশান বলে? হে শাস্ত্রকোবিদ! ইহা
আপনি আমাকে বলুন ৷ সনৎকুমার বলিলেন,—

ক্ষেত্রমুচ্যতে । যস্মাৎ স্থানঞ্চ মাতৃগাং পীঠং তেনৈব
কথ্যতে ॥ ৩০ ॥ যুতাঃ পুনর্ন জায়ন্তে তেনৈবমুখরঃ
স্মৃতম্ । গুহ্যমেতৎ প্রিয়ং নিত্যং ক্ষেত্রঃ শস্ত্রো-
র্নহাশ্বনঃ ॥ ৩১ ॥ যস্মাদিষ্টং হি ভূতানাং আশানমতি-
বল্লভম্ । মহাকালবনং যচ্চ তথা ত্রৈবাবিমুক্তিকম্ ॥
৩২ ॥ একাক্ষকং ভদ্রকালং করবীরবনমেব চ ।
কোলাগিরিস্তথা কাশী প্রয়াগমমরেশ্বরম্ ॥ ৩৩ ॥
ভরথক্ষেব কেশারং দিব্যং ক্রদ্রমহালয়ম্ । দিব্য-
আশানান্তেতানি ক্রদ্রক্ষেপ্তানি নিত্যশঃ ॥ ৩৪ ॥ রমতে
ভগবানেষু সিদ্ধক্ষেত্রেষু সর্বদা । পৃথিব্যাং নৈমিষঃ
তীর্থমুত্তমং তীর্থপুঙ্করম্ ॥ ৩৫ ॥ ত্রয়াণামপি লোকানাং
কুরুক্ষেত্রং প্রশস্ততে । কুরুক্ষেত্রাদশগুণা পুণ্যা
বারাণসী মতা ॥ ৩৬ ॥ তস্তা দশগুণং ব্যাস মহা-
কালবনোত্তমম্ । প্রভাসাদ্যানি তীথানি পৃথিব্যা-
মিহ যানি তু ॥ ৩৭ ॥ প্রভাসমুত্তমং তীর্থং ক্ষেত্র-
মাদ্যাং পিনাকিনঃ । ত্রীশৈলমুত্তমং তীর্থং দেবদাক-
বনং তথা ॥ ৩৮ ॥ তস্মাদপ্যুত্তমং ব্যাস পুণ্যা বারা-
ণসী মতা । তস্মাদশগুণং প্রোক্তং সর্বতীর্থোত্তমং
যতঃ ॥ ২৯ ॥ মহাকালবনং গুহ্যং সিদ্ধক্ষেত্রং তথো-

পাতকক্ষয় হয় বলিয়াই ইহাকে ক্ষেত্র বলে, মাতৃ-
গণের স্থান বলিয়া ইহাকে পীঠ বলে; এ স্থানে
যুত হইলে আর জন্ম হয় না, এজন্য উহাকে
উষর বলে; এই স্থান অতি গুহ্য ও মহাদেবের
প্রিয়। এই স্থান ভূতগণের হিতকর বলিয়া
আশান নামে অভিহিত। মহাকাল বন, অবি-
মুক্তিক, একাক্ষ, ভদ্রকাল, করবীরবন, কোলা-
গিরি, কাশী, প্রয়াগ, অমরেশ্বর, ভরত, কেশার
ও ক্রদ্রমহালয়, এই স্থানগুলি আশান এবং মহা-
দেবের নিত্য অভিলষিত। এই সকল সিদ্ধ
ক্ষেত্রে ভগবান্ ভব নিত্য ক্রীড়া করেন।
পৃথিবীর মধ্যে নৈমিষ ও পুঙ্করতীর্থ উত্তম।
কুরুক্ষেত্র ত্রৈলোক্যের তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ।
আর বারাণসী কুরুক্ষেত্র হইতেও দশগুণ অধিক
পুণ্যদায়িনী। হে ব্যাস! মহাকালবন উক্ত
বারাণসী হইতেও দশগুণ অধিক পুণ্যজনক।
পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে, তাহার মধ্যে
প্রভাস অতি উত্তম ও পিনাকীর আদ্যক্ষেত্র।
ত্রীশৈল ও দেবদাকবন তীর্থ অতি উৎকৃষ্ট।
হে ব্যাস! এই সকল হইতেও বারাণসী উত্তম
তীর্থ। মহাকালবন বারাণসী হইতেও দশগুণ
অধিক পুণ্যজনক। ৫

ষরম্ । কিঞ্চিদুহ্যাত্মাখ্যানানি আশানান্যসরাণি
চ ॥ ৪০ ॥ সর্বতন্ত্র সমাখ্যাতং মহাকালবনং মুনৈ ।
আশানমুখরং ক্ষেত্রং পীঠস্ত বনমেব চ ॥ ৪১ ॥ পদে-
কত্র ন লভ্যন্তে মহাকালপুরাদৃতে ॥ ৪২ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে মহাপুরাণ একাংশিতি সাহস্রাং
সংহিতায়াং পঞ্চম আবস্ত্যথওহবন্তীক্ষেত্র-
মাহাত্ম্যো মহাকালবনপ্রশংসাবর্ণনং নাম
প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । পুরা * হেকার্ণবে প্রাপ্তে
নষ্টে স্বাবরজ্জন্মে । নাগ্নির্ন বায়ুরাদিত্যো ন ভূমির্ন
দিশো নভঃ ॥ ১ ॥ ন নক্ষত্রানি ন জ্যোতির্ন
দ্যৌর্নেন্দ্রগ্ৰহাস্তথা । ন দেবানুরগক্ষর্কঃ পিশাচো-
রগরাক্ষসঃ ॥ ২ ॥ সরাংসি নৈব গিরয়ো নাপগা
নাকয়স্তথা । সর্বমেব তমোভূতং ন প্রাজায়ত
কিঞ্চন ॥ ৩ ॥ তদৈকো হি মহাকালো লোকানুগ্রহ-
কারণাৎ । তস্মৈ স্থানান্তশেষানি কাষ্ঠান্বালোকয়ন
প্রভুঃ ॥ ৪ ॥ সৃষ্টার্থং স মহাকালঃ করে কামঃ

গুহ্য, সিদ্ধক্ষেত্র এবং উষর। এই পৃথিবীতে
কোন তীর্থ গুহ্য, কোন তীর্থ আশান এবং কোন
তীর্থ উষর; কিন্তু এক মহাকালবন আশান, উষর,
ক্ষেত্র, পীঠ ও বন, এই পাঁচ প্রকার; এই মহাকাল
ভিন্ন অন্য কোন তীর্থে এই পাঁচটি গুণ একাধারে
লাভ করা যায় না। ২৩—৪২।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—পূর্বে মহাপ্রলয়ে একাধে
অবস্থায় স্বাবর-জন্ম সমুদয় জগৎ নষ্ট হইলে
না অগ্নি, না বায়ু, না আদিত্য, না ভূমি, না দিক,
না নক্ষত্র, না জ্যোতি, না স্বর্গ, না চন্দ্র, না গ্রহ,
না দেবানুর-গক্ষর্ক, না পিশাচোরগ-রাক্ষস, না
সরেশ্বর, না গিরি, না নদী, না সমুদ্র, কিছুই
ছিল না; সমস্তই তমোময় হইয়াছিল, কিছুই
জানিতে পারা যায় নাই। তখন একমাত্র
মহাকাল লোকানুগ্রহের নিমিত্ত সর্ব স্থান
নাশপাশ দিকসকল আলোকিত করত

প্রতিষ্ঠিতম্ । দক্ষিণশ্চ তু তজ্জন্তাঃ স মমন্তাবিশো
 বিতম্ ॥ ৫ ॥ কললঃ বৃদ্ধদং ভূহা তীত্রবেগবি-
 বর্জিতম্ । জজ্ঞে তদণ্ডং সূদৃঢ়ং সূর্য্যং হিরণ্যম্ ॥
 ৬ ॥ করোণ তাড়িতঃ তদ্বি বভূব দ্বিদলঃ মহৎ ।
 অধঃখণ্ডঃ স্মৃতা ভূমিরূপঃ দোস্তারকাধিতম্ ॥ ৭ ॥
 মধ্যোহন্তবস্তদা ব্রহ্মা পঞ্চবক্রশ্চতুর্ভুজঃ । মহেশ্বরো-
 হনুমাত্তৈব তমযোজদনস্তরম্ ॥ ৮ ॥ কুরু সৃষ্টিঃ
 মহাবাহো বিচিত্রাঃ মদনুগ্রহাৎ । ইত্যাকান্তর্হিতঃ
 কাপি দেবো ব্রহ্মা ন জগিবান্ ॥ ৯ ॥ প্রের্যমাণো-
 হপি বৈ স্রষ্টুং ব্রহ্মা দেবমচিস্তয়ৎ । ব্রহ্মণা ধ্যায়-
 মানশ্চ জ্ঞানার্থঃ ভগবান্ ভবঃ ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মণস্তপসা
 হৃষ্টঃ প্রাদাষেদং বভূবিকম্ । লক্কে বেদেহপি ন
 চিরাৎ সৃষ্টিঃ কর্তুং শশাক সঃ ॥ ১১ ॥ তপসাতিষ্ঠদা-
 ভূয়ঃ সমারাম্যিতুং ভবম্ । নাপশ্যৎ স যদা দেবঃ
 তদা তুষ্টাব ভাবিতঃ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মোবাচ । নমঃ
 শিবায়া মলসমচেতসে গুণত্রয়াতীতবিসারিতেজসে ।
 বভূববেদশ্চ মমাপি বেদসে পরমরূপানুভবায়

কামকে দক্ষিণ হস্তের তজ্জনীতে মন্থন করেন ।
 তাহাতে অবিশোধিত বৃদ্ধদাকার কলল উৎপন্ন
 হইয়া তাহা তীত্রবেগে বর্জিত হইতে থাকে । ক্রমশঃ
 ঐ কলল সূদৃঢ় সূর্য্য হিরণ্য অণ্ডাকারে
 পরিণত হয় । ঐ খণ্ড করতাড়িত হইয়া দ্বিখণ্ডিত
 হইলে উহার অধঃখণ্ড ভূমি ও উর্ধ্বখণ্ড তারকাধিত
 অন্তরিক্ষ হয় এবং এতদ্বয়ের মধ্যস্থানে পঞ্চবক্র
 চতুর্ভুজ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন । অনন্তর মহেশ্বর তাঁহার
 যথোচিত সম্মান করিয়া তাঁহাকে বিচিত্র সৃষ্টিকার্য্যে
 নিযুক্ত করেন ; বলেন যে, হে মহাবাহো ! তুমি
 বিচিত্ররূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন কর । এই কথা
 বলিয়া দেবদেব হর কোথায় অন্তহিত হইয়া গেলেন ।
 এদিকে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহা কর্তৃক সৃষ্টিকার্য্যে
 প্রেরিত হইয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল
 দেবদেবকে চিন্তা করিতে লাগিলেন । তৎকর্তৃক
 ধ্যাত হইয়া ভগবান্ ভব তুষ্টিলাভ করত তাঁহার
 গোচরীভূত হইলেন এবং জ্ঞানলাভের জন্ত
 তাঁহাকে বভূব বেদ প্রদান করিলেন । ব্রহ্মা বেদ
 লাভ করিয়াও সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন না ।
 তিনি পুনরায় ভবাবাধনার জন্ত তপস্যায় মনঃসমা-
 ধান করিলেন । যখন তিনি তপস্যা করিয়া ভগ-
 বান্ ভবকে লাভ করিতে পারিলেন না, তখন
 তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । তিনি বলিলেন,—
 হে শিব ! আপনি অমল সমচেতা, ত্রিগুণাতীত,

চক্ষুষে ॥ ১৩ ॥ নমোহস্ত তে সৃষ্টিবিধৌ রজোজুষে
 জগৎস্থিতৌ সস্বমধিষ্ঠিতায় তে । বিনাশহেতো
 তমসা মহীষসে শিবায নির্ঝাণমুখপ্রদায়িনে ॥ ১৪ ॥
 অশেষভূতপ্রকৃতেঃ পরায় বৈ, পরাম্বরূপায়
 নমঃ শিবায বৈ ॥ নৃবুদ্ধ্যাহকারমনোবিধায়িনেভজ্রে চ
 ষড়্বিংশকরূপকায় বৈ ॥ ১৫ ॥ ভূতোয়বহ্যদ্বয়-
 বায়ুচন্দ্রসূর্য্যাকরূপাভিরিদং তনুভিঃ । ব্যাপ্তঃ জগ-
 দ্যস্ত নমোহস্ত তস্মৈ ভূতঃ ভবিষ্যমথ বর্তমানম্ ॥
 ১৬ ॥ যানীহ তেজাংসি জগন্তি যানি ভূতানি
 ভব্যাত্মথ কারণানি । ভবন্তি সৃষ্টৌ বিলয়ঃ বিনাশে
 ব্রজন্তি যন্তানি তং নমামি ॥ ১৭ ॥ সনৎকুমার
 উবাচ । এবং সংস্রবতো ব্যাস ব্রহ্মণো ভগবান্
 পরঃ । অন্তর্হিত উবাচেদং ব্রহ্মন্ সংযাচ্যতাং বরঃ ॥
 স বরে মনসা পুত্রঃ ভবঃ গৌরবকারণাৎ । বিজ্ঞা-
 যাস্তর্গতং তস্ত পরমেশ উবাচ তম্ ॥ ১৯ ॥ যস্মান্নাং
 মনসা পুত্রঃ চতুর্গুণ সমীহসে । কস্মিন্শ্চিৎ কারণে
 তস্মাদহং ছেৎস্মামি তে শিরঃ ॥ ২০ ॥ অযং

তেজোময়, বভূববেদ ও আমারও বিধাতা, পর-
 মরূপানুভব এবং চক্ষুঃস্বরূপ ; আপনাকে নমস্কার ।
 হে দেব ! তুমি সৃষ্টির নিমিত্ত রজোগুণাবলদ্বী,
 স্থিতির নিমিত্ত সস্বগুণাবলদ্বী এবং বিনাশের নিমিত্ত
 তমোগুণাবলদ্বী । তুমি মহীষান, মঙ্গলময়, নির্ঝাণ-
 মুখপ্রদায়ী, অশেষ ভূতপ্রকৃতির পর, ও পরাম-
 রূপ, তোমাকে নমস্কার । হে দেব ! আপনিই
 নরের বুদ্ধি মন ও অহঙ্কারের বিধাতা, এবং ভর্তা ।
 আপনিই ভূজ, জল বহি, অদর, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য,
 ও আত্মরূপ তনু দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন,
 আপনাকে নমস্কার । হে দেব ! আপনি ভূত,
 ভবিষ্যৎ ও বর্তমান । যাবতীয় তেজ, যাবতীয়
 জগৎ, এবং নিখিল ভূত, ভব্য কারণ, এ সকল
 সৃষ্টিকালে আপনার দেহ হইতে উদ্ভূত আর প্রলয়ে
 আপনার দেহেই বিলীন হইয়া থাকে ; আপনাকে
 নমস্কার ॥ ১৩—১৭ ॥ সনৎকুমারবলিলেন,—হে ব্যাস !
 ব্রহ্মা ভগবান্ মহাদেবের এই প্রকার স্তব করিলে
 তিনি প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে
 ব্রহ্মন্ ! বর গ্রহণ কর । ব্রহ্মা গৌরবাধিত হই-
 বার জন্ত মনে মনে বলিলেন,—আপনি আমার
 পুত্র হউন । ভগবান্ হর ব্রহ্মার আন্তরিক ভাব
 বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে চতুর্গুণ !
 যে হেতু তুমি আমাকে মনে মনে পুত্ররূপে প্রার্থনা

যাচিতং যশ্মানমাংশো নীললোহিতঃ । ক্রদ্রো ভবি-
য্যতি স্মৃতঃ স চ তে হিংস্রতি প্রভাম্ । ২১ ।
অস্তদ্যশ্মাৎ স্মৃতো ভক্ত্যা ত্বয়াঃ পিতৃভাবতঃ ।
পরব্রহ্মরূপেণ জিজ্ঞাসা মম যা কৃত্য । ২২ ।
তস্মাদব্রহ্মোতি লোকেহত্র নাম খ্যাতিং ভবিষ্যতি ।
পিতামহঃ তেনাপি পিতামহস্ততো হুসি । ২৩ । লক্ষা
শাপবরাবেবং পুত্রসৃষ্টিং চকার সঃ । স্বতেজো-
জনিতং বহিঃ জুহ্বতঃ শ্বেদমাবহৎ । ২৪ । সমিদ্-
বুজেন হস্তেন ললাটং মার্জ্যতোহভবৎ । শ্মিন্নত্রষ্ট-
স্ততো রক্তবিন্দুরেকো বিভাবসৌ । ২৫ । স নীল-
লোহিতোহর্জুর্দে স চ ক্রদ্রো ভবাজয়া । তদ-
নস্তরমাসাদ্য উত্ততার স্মৃতোহস্তিকাৎ । ২৬ ।
পঞ্চবজ্রো দশভূজঃ শূলচাপাসিখক্তিমান্ । ত্রিপঞ্চ-
নয়নো রৌদ্রো ব্যালযজ্ঞোপবীতকঃ । ২৭ । সেন্দুঃ
কপর্দং বিভ্রাণঃ সিংহচর্ম্মাশ্রয়ঃ ধরঃ । জাতমেবং স
দৃষ্ট্বা তু ব্রহ্মা নামাকরোত্তদা । ১৮ । নীললোহিত-
নামেতি ভব ক্রদ্র পিনাকধৃক্ । ততঃ প্রববৃতে

করিতেছ, অতএব যে কোন কারণে আমি তোমার
শিরশ্ছেদ করিব । তুমি অঘাচ্য যাজ্ঞা করিলে
বলিয়া আমার অংশ—নীললোহিত ক্রদ্র পুত্র হইয়া
তোমার প্রভা বিনষ্ট করিবে । আর তুমি যে
আমায় পিতৃভাবে ধ্যান করিয়াছ, এবং পরম ব্রহ্ম-
স্বরূপ জানে যে আমার স্তব করিয়াছ; এই জন্ত
তুমি এ লোকে ব্রহ্মা পিতামহ নামে বিখ্যাত হইবে ।
অতএব তুমি পিতামহ হইলে । ভগবান্ ব্রহ্মা
মহাদেব হইতে এইরূপ শাপ ও বর লাভ করিয়া
পুত্র সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি
স্বতেজোজনিত বহিতে হোম করিতে থাকিলে
ঊঁহার শ্বেদ গলিত হইতে থাকে । ঐ অবস্থায়
তিনি সমিধযুক্ত হস্তে স্বীয় ললাট মার্জনা করেন;
ঐ মার্জিত শ্মিন্ন ললাট হইতে এক বিন্দু রক্ত
সমিদ্ধ অগ্নিতে পতিত হয় । ঐ রক্ত-বিন্দু হইতেই
নীললোহিতের আবির্ভাব হয় এবং ঐ নীল-
লোহিতই ভবের আজায় ক্রদ্র হন । ব্রহ্মার
নিকট হইতে ঐ যে স্মৃত উৎপন্ন হইলেন, তিনি
পঞ্চবজ্র, দশভূজ, শূল-চাপ অসি ও শক্তিধারী ।
পঞ্চদশনয়ন, ভয়ানক ব্যালযজ্ঞোপবীতী, চন্দ্র-
খণ্ডমণ্ডিত, কপর্দী ও সিংহচর্ম্মাশ্রয়ধর ।
ব্রহ্মা এতাদৃশ জাত কুমারকে অবলোকন
করিয়া ঊঁহার নামকরণ করিলেন;
বলিলেন,—হে পিনাকধারিন্ ক্রদ্র । তোমার

সৃষ্টি: স্রষ্টৃলোকপিতামহাৎ । ২৯ । সপ্তাদৌ মান-
সান্ । জজ্ঞে সনকাদীঃস্ততোহপরান্ । মরীচি-
দক্ষপ্রভৃতীন্মহাদীঃশ্চ প্রজাসৃজঃ । ৩০ । অষ্টে-
ভেদান্ সুরান্ কৃত্বা ত্রিধ্যাণ্মোনিঞ্চ পঞ্চধা । মনুষ্যা-
নেকভেদাঃশ্চ সৃষ্টিমেবং সসর্জ হ । ৩১ । সৃষ্টি:
সুরাদিকা জাতা কৃত্বা ব্রহ্মাণমপ্যধঃ । প্রণম্যাথ
সিমেবুস্তে কেবলং নীললোহিতম্ । ৩২ । ততো
ব্রহ্মাবদজ্রদ্রমপুজ্যো হি ত্বয়া কৃতঃ । স্বতেজসা ভবান্
পুজ্যো যতো যাহি হিমালয়ম্ । ৩৩ । তঃ নীললোহিতঃ
প্রোচে ভবতা নার্চিতে হুহম্ । ততো জগাম
ক্রদ্রোহসৌ স যত্র ভগবান্ ভবঃ । ৩৪ । ততো
ব্রহ্মাভবনুচো রজসা চোপবৃংহিতঃ । ততাপ তেজসা
সৃষ্টিং মন্তমানো ময়া কৃতাম্ । ৩৫ । মন্তুল্যো
নাস্তি বৈ দেবো যেন সৃষ্টিং প্রবর্জিতা । সদেবাসুর-
গন্ধর্বা পশুপক্ষিমৃগাকুল । ৩৬ । এবং যুতঃ স
পঞ্চাশ্চো বিরজ্যোহভবদর্পিতঃ । প্রাথক্ৰং সূর্য্যঃ
তস্ত সামবেদপ্রবর্তকম্ । ৩৭ । দ্বিতীয়ঃ বদনঃ
তস্ত ঋগ্বেদস্ত প্রবর্তকম্ । যজুর্বেদধরঃ চান্দ্র-

নাম হইল নীললোহিত । নীললোহিতের জন্মাবধি
লোকপিতামহ ব্রহ্মা হইতে সৃষ্টি প্রবর্তিত
হইল । তিনি প্রথমতঃ সনকাদি সপ্ত মানসপুত্র
উৎপাদন করিয়া পরে প্রজাসৃষ্টিকারী মরীচি দক্ষ
প্রভৃতি ও মহাদিকে সৃজন করিলেন । ১৮—৩০ ।
অতঃপর অষ্টবিধ সুর, পঞ্চবিধ ত্রিধ্যাক্ষোনি, ও
একবিধ মনুষ্য সৃষ্ট হইল । জাত সুরাদি ব্রহ্মাকে
অধঃকৃত করিয়া কেবল নীললোহিতের সেবা
করিতে লাগিল । তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা নীল-
লোহিতকে বলিলেন,—হে নীললোহিত ! আপনি
আমাকে অপূজ্য করিয়া স্বয়ং স্বতেজে পূজ্য হইয়া
হিমালয়ে গমন করিতেছেন । ভগবান্ নীল-
লোহিত ঊঁহাকে বলিলেন,—তুমি আমার অর্চনা
কর নাই, এই জন্তই আমি ভগবান্ ভব-
সন্নিধানে গমন করিতেছি । অনন্তর ব্রহ্মা
রজোপবৃত্ত হইয়া মুক্ত হইয়া পড়িলেন । তিনি
মনে করিলেন, আমার মত দেবতা আর নাই;
আমি সদেবাসুরগন্ধর্ব ও পশু-পক্ষিমৃগাকুল
সৃষ্টি প্রবর্তিত করিয়াছি । এইরূপ মনে
করিয়া তিনি স্বীয় তেজে জগৎ তাপিত করিতে
লাগিলেন । বিরিকি এইরূপ মোহপ্রাপ্ত হইয়া
সদর্পে পঞ্চাশ হইলেন । ঊঁহার প্রথম বক্তৃ
সূর্য ও সামবেদপ্রবর্তক, দ্বিতীয় ঋগ্বেদধর,

দধীরাধ্যাং চতুর্থকম্ ॥ ৩৮ ॥ সঙ্কোপাক্কেতিহাসাংস্চ
সরহস্তান্ সসংগ্রহান্ । বেদানধীতে বক্ত্রেণ পঞ্চ-
মেনোপচক্ষুযা ॥ ৩৯ ॥ তস্তানুরাঃ সুরাঃ সর্বে
বক্তৃত্বাদুততেজসঃ । তেজসান প্রকাশন্তে দীপঃ
সূর্য্যোদয়ে যথা ॥ ৪০ ॥ সপুত্রা অপি সোধেগা
বভূবুর্নষ্টচেতসঃ । নাভিগন্তং ন চ ভ্রষ্টং চিরং
তেজোহপসর্পিতুম্ ॥ ৪১ ॥ অভিভূতমিবাগ্নানং মন্ত-
মানা অবিধিষঃ । সর্বে তে মজ্জয়ামাসুর্দেবা বৈ
হিতমানসঃ ॥ ৪২ ॥ গচ্ছাম শরণং দেবং নিস্তেজা
ব্রহ্মতেজসা । কিং তু তন্ত ন জানামঃ স্থানং যত্র
ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥ তং ভীমমত্র ভক্ষ্যামো ভক্ষ্যা
নাস্তেন কেনচিৎ । এবং সম্ভব্য তে দেবাঃ কৃত-
জলিপুটাস্তদা । চক্ষুঃ স্তোত্রং মহেশস্ত পরয়া স্বর-
সম্পদা ॥ ৪৪ ॥ দেবা উচুঃ । নমস্তে দেবদেবেশ
মহেশ্বর নমোনমঃ ॥ ৪৫ ॥ ন বিদ্যাঃ পরমং যুতা
মহিমানং তবাতুলম্ । যদ্ব্যোগ্যেন পরং ব্রহ্ম
ভূতানাং ত্বং সনাতনঃ ॥ ৪৬ ॥ প্রতিষ্ঠা সর্বভূতানাং
হেতুঃ সর্বস্ত সর্জনে । বিভর্ষি চৈব নেত্রস্থান সোম-

ভূতীয় যজুর্বেদধর, চতুর্থ অথর্ববেদনিশিষ্ট ও
পঞ্চম সাকোপাক ইতিহাস, সরহস্তা ও সসংগ্রহ
বেদাধ্যায়ী হইল । তাঁহার অদ্ভুততেজস্ক পঞ্চম
বক্ত্রের তেজে আক্রান্ত হইয়া সুরাসুরগণ সূর্য্য-
প্রতিহত দীপের স্থায় হতপ্রভ হইয়া পড়িলেন ।
তাঁহার সপুত্র হইলেও উদ্বিগ্নবশতঃ চীনচেতা
হইলেন, তদীয় দর্শন করিতে ও গমন করিতে
তাঁহাদের সামর্থ্য রহিল না । তাঁহাদের শত্রু না
থাকিলেও তাঁহারা আপনাদিগকে অভিভূতবৎ মনে
করিতে লাগিলেন । অতঃপর তাঁহারা সকলে
মিলিত হইয়া আপন আপন হিত চিন্তা করিতে
লাগিলেন । তাঁহারা ভাবিলেন, আমরা ব্রহ্মার
তেজে নিস্তেজ হইয়াছি, অতএব আমরা দেব-
দেবকে শরণরূপে প্রাপ্ত হইব । কিন্তু আমরা
তাঁহার আবাসস্থান অবগত নহি । সেই ভীমপুরুষকে
আমরা ভক্তিধারা এই স্থানেই দেখিব ; তিনি
ভক্তি ভিন্ন অন্য আর কিছু দ্বারা দর্শনীয় নহেন ।
তাঁহারা উক্ত প্রকার মন্ত্রণা করিয়া কৃতজলিপুটে
সুস্থরে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন যে, হে
দেবদেব মহেশ্বর ! আপনাকে নমস্কার নমস্কার ।
হে মহেশ্বর ! তোমাকে নমস্কার । হে দেব !
আমরা *আপনার অপার মহিমা জ্ঞাত নহি ।
আপনি যোগগম্য সনাতন পরব্রহ্ম । হে ব্রহ্ম !

সূর্য্যবিভাবস্বন ॥ ৪৭ ॥ নামসঙ্কীর্ণনাদেব মুচ্যন্তে
জন্তবোহস্ততাৎ । পৃথিব্যবগ্নিচন্দ্রাকব্যোমবায়ুপ-
লক্ষণাঃ ॥ ৪৮ ॥ মূর্ত্তয়ন্তে মহাদেব ব্যাপ্তমাতির-
শেষতঃ । রজঃসত্ত্বতমোভাবৈভ্রাম্যমাণঃ স্বয়া
জগৎ ॥ ৪৯ ॥ নাববুধ্যোসি সর্বেশ সর্বমূর্ত্তিধরো
যতঃ । ব্রহ্মাদীনাম্ সুরেশানাং সম্মোহনবিমোহনম্ ।
ত্বং করোষি যুগাবর্ত্তকালে কালে চ হুঃসহম্ ॥ ৫০ ॥
সনৎকুমার উবাচ । প্রত্যক্ষং দর্শনং দৃষ্ট্বা দেবানামব্র-
কম্পয়া । প্রসন্নবদনো ভূত্বা দেবেশচাপি নমস্কৃতঃ ॥ ৫১ ॥
বাসয়ম্মোহনাত্মা তু সহ দেবৈর্নহেশ্বরঃ ॥ ৫২ ॥ এবং
সংস্কৃদমানোহসৌ দেবর্ষিপিভূমানবৈঃ । অন্তর্হিত
উবাচেদং দেবা ক্রতু যথেষ্পিতম্ ॥ ৫৩ ॥ দেবা
উচুঃ । প্রত্যক্ষং দর্শনং স্থাগো প্রার্থয়াম সদা
তব । ত্বা কাকণ্যতোহস্মাকং বরশ্চাপি প্রদীয়-
তাম্ ॥ ৫৪ ॥ যদস্মাকং মহর্ষীর্ষাঃ তেজশ্চৈব
পরাক্রমম্ । তৎসর্বং ব্রহ্মণা গ্রাস্তং পঞ্চমাস্তস্ত
তেজসা ॥ ৫৫ ॥ বিনেতুঃ সর্বতেজাংসি ত্বৎ-
প্রসাদাৎ পুনঃ প্রভো । জায়তে তদ্যথা পূর্বং তথা

তুমি সর্বভূতে প্রবিষ্ট, এবং তুমিই সকলের সৃষ্টি-
বিসয়ে হেতু । হে দেব ! তুমি স্বীয়নেত্রে সোম, সূর্য্য,
ও অগ্নিকে ধারণ করিয়াছ, তোমার নাম সঙ্কীর্ণ
করিলে জীবগণ সকল প্রকার অন্তত হইতে মুক্তি-
লাভ করিয়া থাকে । হে মহাদেব ! পৃথিবী, জল,
অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ ও বায়ু তোমার মূর্ত্তি
এবং তোমার এই সকল মূর্ত্তিই এই সত্ত্ব-রজ-
স্তমোময় ভ্রাম্যমাণ নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া
রাহিয়াছে ৷ ৩১—৪৯ ৷ হে সর্বেশ ! তুমি যে সর্বমূর্ত্তিধর
তাহা আমরা জানিতে পারি না । হে দেব ! তুমিই
ব্রহ্মাদি সুরশ্রেষ্ঠগণের সম্মোহন-বিমোহন বিধান
করিয়া থাক এবং তুমিই নির্দিষ্টসময়ে হুঃসহ
যুগাবর্ত্ত করিতেছ । সনৎকুমার বলিলেন,—অন-
ন্তর মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া রূপাপূর্ব্বক দেবগণকে
প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দানান্তর তাঁহাদের কর্তৃক
নমস্কৃত ও স্তুত হইয়া, অন্তর্হিত অবস্থায় বলিলেন,—
হে দেবগণ ! তোমরা যথেষ্পিত বর প্রার্থনা কর ।
দেবগণ বলিলেন,—হে স্থাগো ! আমরা তোমার
সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করি । তুমি দয়া করিয়া আমা-
দিগকে বর দান কর । আমাদের সূমহৎ বীর্ঘ্য,
তেজ, ও পরাক্রম, এ সকল পিতামহের পঞ্চম
বদনের তেজে অভিভূত হইয়াছে । কলতঃ
আমাদের সকল তেজ বিনষ্ট হইয়াছে । হে প্রভো

কুরু মহেশ্বর । ৫৬ । সনৎকুমার উবাচ । প্রত্যক্ষ
মেত্য বৈ পশ্চাচ্চলিতঃ শরী এব হি । জগাম তত্র
যজ্ঞাসৌ রজোহঙ্কারমুর্তিমান্ । দেবাঃ সবন্তো
দেবেশঃ পরিবার্য উপাविशन् । ৫৭ । ব্রহ্মা তমা-
গতঃ দেবঃ নাজানান্তমস্যা বৃত্তা । সূর্য্যাকোটি-
সহস্রাণাং তেজসা রঞ্জয়ন্ জগৎ । ৫৮ । তদাদৃশত
বিশ্বাত্মা বিশ্বস্থস্থিভাবনঃ । স পিতামহমাসীনঃ
সকলে দেবমণ্ডলে । ৫৯ । তেজসাভিভবন্ ক্রদ্র-
স্তেন যন্তোহগ্রতঃ স্থিতঃ । ক্রদ্রতেজোভিভূতঞ্চ
ব্রহ্মবক্ত্রঃ ন রাজতে । ৬০ । রাজৌ প্রকাশকিরণ-
শ্চন্দ্রঃ সূর্য্যোদয়ে যথা । সগর্ভৌহথাব্রজঃ দৃষ্টৌ ক্রদ্র-
দেবং সনাতনম্ । ৬১ । অবন্দত করেণৈব প্রাহ
বৈ সন্মিতং বচঃ । প্রত্যাচাচ বিরূপাক্ষো ব্রহ্মাণঃ তং
হসন্নিব । ৬২ । যতো ন বেদ পরমং দেবঃ
তন্তেজসাবৃতঃ । ততোহট্টহাসঃ ভগবানুমোচ
শশিশেখরঃ । ৬৩ । পশুতাং সর্ষদেবানাং শৃগতাং
বাচমুক্তবান । তেনাট্টহাসশর্দেন মোহয়িত্বা পিতা-
মহম্ । ৬৪ । তেজোরশিশশাকাতঃ শশাকাকাগ্নি-

তোমার প্রসাদে যথাপূর্ব্ব আমাদের ঐ সকল ভেজ
হউক । সনৎকুমার বলিলেন,—দেবদেব দেব-
গণের সাক্ষাৎভূত হইয়া যেখানে রজোহঙ্কারমুর্তি-
মান ব্রহ্মা বিরাজিত, সেই স্থানে গমন করিলেন ।
ঐ সময় দেবগণ চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া স্তব করিতে
করিতে তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হইলেন । তখন
ব্রহ্মা তমসচ্ছন্ন হইয়া সমাগত দেবদেবকে দেখিতে
পান নাই । বিশ্বাত্মা বিশ্বস্থকৃ বিশ্বভাবন দেবদেব
তখন কোটি সূর্য্যতেজে দীপ্যমান হইয়া জগৎ
রঞ্জিত করত দৃষ্ট হইলেন । তিনি অগ্রবর্তী হইয়া
দেবমণ্ডলে সমাসীন পিতামহকে স্বীয় ভেজে অভি-
ভূত করিলেন । ক্রদ্রতেজে অভিভূত হইয়া ব্রহ্মার
বদন সূর্য্যোদয়কালীন চন্দ্রের স্থায় প্রভাশীন
হইল । অনন্তর ব্রহ্মা সগর্ভে স্বপুত্র সনাতন ক্রদ্র-
দেবকে দেখিয়া হস্তদ্বারা বন্দনা করিয়া সন্মিত
বাক্যে সস্তাষণ করিলেন । অনন্তর বিরূপাক্ষ
হাসিতে হাসিতে ব্রহ্মাকে বলিলেন,—যে হেতু
তুমি শশি-শেখরের ভেজে আকৃত হইয়া তাঁহাকে
জানিতে পার নাই । এজন্য তিনি অট্টহাস্য করিয়া
ছিলেন । দেবগণ শুনিতে ও দেখিতে থাকিলে
তিনি এই কথা ব্রহ্মাকে বলিলেন । নরগণ
যেমন নখাগ্র দ্বারা কদলীগর্ভ ছেদন করে, তেমনি
চন্দ্রসূর্য্যানললোচন শশি-শেখর অট্টহাস্তে পিতা-

লোচনঃ । বামাসুষ্ঠনখাগ্রেন ব্রহ্মণঃ পঞ্চমঃ শিরঃ ।
৫৬ । চকর্ত কদলীগর্ভঃ নরঃ করকুহৈরিব । ছিদ্যা-
মানঃ চ তদ্বক্ত্রঃ বুবুধে ন পিতামহঃ । ৬৬ । ক্রদ্রস্ত
তেজসা তস্মানমোহিতো ন নতিং গতঃ । ছিন্নং তস্ত
শিরঃ পশ্চাদ্ ক্রদ্রহস্তে স্থিতং তদা । ৬৭ । অপশু-
দৈবতৈঃ সার্কিঃ রৌদ্রমতিভয়াঙ্কলং । মহেশ্বর-
করাস্তহনথৈর্বক্ত্রঃ বিরাজতে । ৬৮ । গ্রহমণ্ডল-
মধ্যস্থো দ্বিতীয় ইব চন্দ্রমাঃ । উৎক্লিপ্য তৎ-
কপালেন ননর্ত শশিশেখরঃ । ৬৯ । শিখরস্থেন
সূর্য্যেণ কৈলাস ইব পর্ব্বতঃ । ছিন্নে বক্ত্রে ততো
দেবা হৃষ্টপুষ্ঠা বৃষধ্বজম্ । তুষ্টুর্বুর্জিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্দেব-
দেবঃ কপালিনম্ । ৭০ । দেবা উচুঃ । নমঃ
কপালিনে নিত্যং মহাকালায় শঙ্খিনে । ৭১ ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তায় সর্ষভোগপ্রদায়িনে । নমো দর্প-
বিনাশায় সর্ষদেবময়ায় চ । ৭২ । কালসংহারকর্তা ত্বং
মহাকালস্ততো হসি । ভক্তানাং হৃৎখশমনো
হৃৎখাস্তস্তেন রোচসে । ৭৩ । শঙ্করোহপ্যাস্ত ভক্তানাং
তেন ত্বং শঙ্করঃ স্মৃতঃ । ছিন্না ব্রহ্মশিরো যস্মাৎ
কপালঞ্চ বিভর্ষি চ । ৭৪ । তেন দেব কপালী ত্বং

মহাকে মুগ্ধ করিয়া বামাসুষ্ঠের নখাগ্র দ্বারা তাঁহার
পঞ্চম শির ছেদন করিলেন । কিন্তু পিতামহ তাহা
বুঝিতে পারিলেন না । তিনি তখন ক্রদ্রতেজে
মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন না । তাঁহার
ছিন্ন শির ক্রদ্রহস্তে অবস্থিত হইল । ঐ
ভয়ানক জ্যোতির্ময় বদন দেবদেব দেবগণের
সহিত দর্শন করিতে লাগিলেন । তখন তাঁহার
করাস্তঃস্থ নখে বিরাজিত হইয়া ব্রহ্মবদন গ্রহমণ্ডল-
মধ্যস্থ দ্বিতীয় চন্দ্রমার স্থায় দৃষ্ট হইতে লাগিল ।
শশিশেখর ঐ মস্তক কপালে স্তম্ভ করিয়া নৃত্য
করিতে লাগিলেন । তিনি তখন সূর্য্য-শেখর
কৈলাস পর্ব্বতের স্থায় প্রতিভাত হইলেন । ব্রহ্মার
পঞ্চম বক্ত্র ছিন্ন হইলে দেবগণ অত্যন্ত
আহলাদিত হইয়া বিবিধ স্তোত্র দ্বারা তাঁহার স্তব
করিতে লাগিলেন,—তাঁহার বলিলেন,—হে দেব !
আপনি কপালী, মহাযোগী, শঙ্খধারী, ঐশ্বর্য্যযুক্ত,
সর্ষভোগপ্রদায়ী, দর্পবিনাশন, সর্ষদেবময়, কাল-
সংহারকর্তা, মহাকাল, ভক্তহৃৎখনাশক ও হৃৎখাস্তক,
আপনাকে বারবার নমস্কার । ৫০—৭৩ । হে
দেব ! আপনি ভক্তগণের শং অর্থাৎ মঙ্গল
করেন ; এজন্য আপনার নাম হইয়াছে শঙ্কর ।
আর আপনি ব্রহ্মশির ছেদন করিয়া কপাল

ততো হুঁসি প্রসীদ নঃ । এবং ততঃ প্রসন্নাত্মা
দেবানুখ্যাপ্য শঙ্করঃ । ৭৫ । কৃপানিধিঃ স ভগবান্-
স্তজ্জৈবাস্তরধীয়ত । শশিশকলময়ুর্ধেষ্ঠাসিতঃ যৎ
কপর্দং ভবতি গগনগঙ্গাতোয়বৌচীবিচেয়ম্ । সিত-
বিধুতকপালো মালয়া রুদ্রপাশে স জয়তি জিতবেধা-
উজ্জিতঃ প্রাজ্যতেজাঃ । ৭৬ ।

ইতি শ্রীকান্দে ব্রহ্মশিরশ্ছেদবর্ণনং নাম
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ । ২ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । ছিন্নে বক্ত্রে ততো ব্রহ্মা
ক্রোধেন তমসা রূতঃ । ললাটে শ্বেদমুৎপন্নঃ গৃহীত্বা-
তাত্ত্বমুবি । ১ । তৎশ্বেদাৎ কুণ্ডলৌ জজ্ঞে সধনুঃ
সমহেযুধিঃ । সহস্রকবচো বীরঃ কিং করোমীত্যা-
বাচ হ । ২ । তথুবাচ বিরজিষ্ঠ দর্শয়ন্ রুদ্রমোজসা ।
বধ্যতামেষ হর্ষকৃদ্ধিকায়তে ন যথা পুনঃ । ৩ ।

ধারণ করিয়াছেন বলিয়া কপালী নামে আখ্যাত
হইয়া থাকেন । হে দেব ! আপনি আমাদের
প্রতি প্রসন্ন হউন । ভগবান্ শঙ্কর ! দেবগণ
কর্তৃক এইরূপে স্তব হইয়া হুঁসিঃকরণে তাঁহা-
দিগকে উত্থাপিত করত সেই স্থানেই অস্তিত্ব
হইলেন । ঋষার শশিখণ্ড-ময়ুখোদ্ভাসিত জটাসজ্জ
গগন-গঙ্গার তরঙ্গসঙ্গে বিধৌত হয়, কপাল ঋষার
করু-সহচর ; এবং যিনি বিধাতাকে জয় করিয়াছেন,
সেই উজ্জিত প্রাজ্যতেজা মালী শশিমৌলি জয়যুক্ত
হউন । ৭৪—৭৬ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ২ ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—মস্তক ছিন্ন হইলে
ভগবান্ ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার
ললাটে শ্বেদ উৎপন্ন হইল । তিনি ঐ শ্বেদ গ্রহণ
করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন । নিক্ষিপ্ত শ্বেদ
হইতে এক কুণ্ডলী নর জন্মগ্রহণ করিল । কুণ্ডলী
সধনু, সমহেযুধি, সহস্রকবচ, এবং বীর । সে
উৎপন্ন হইয়াই বলিল,—আমাকে কি করিতে
হইবে ? ঐবিরক্তি সতেজে রুদ্রকে দেখাইয়া বলি-
লেন,—এই হর্ষকৃদ্ধিকে বধ কর ; এ যেন পুনরায়

ব্রহ্মণো বচনঃ শ্রুত্বা ধনুকদ্যম্য পৃষ্ঠতঃ । স প্রতপে
মহেশস্ত বাণহস্তোহতিরোমভূৎ । ৪ । স দৃষ্টা
পুরুষঃ চোগ্রমগমদ্বিম্বিতো ভবঃ । দিব্যবাণধনুর্হস্তঃ
বেগবিক্রান্তগামিনম্ । ৫ । ময়া ন বধ্যোহতি-
বলঃ সখা বিকোর্তবিষ্যতি । অমুগ্রাহো হুহং
তেন সখ্যার্থং তপসি স্থিতম্ । ৬ । চিন্তয়ন্তি-
মীশোহপি বিকোরাশ্রমমভ্যাগাৎ । হকারধ্বনিনা
ব্রহ্মগোহরিয়া ততো নরম্ । ৭ । প্রপাত্য চ
তদা হুঃ ক্রীড়াং কুর্স্বন জগৎস্থিতৌ । যত্র নারায়ণঃ
শ্রীমাঃস্তপস্তপে প্রতাপবান্ । ৮ । অদৃষ্টঃ
সর্বভূতানাং বিশ্বাত্মা বিশ্বস্থিভুঃ । তত্র প্রাপ্তো
বিরূপাক্ষো দদর্শ মধুসূদনম্ । ৯ । একাদৃষ্টস্থিতঃ
ভূমৌ তপোহত্যস্তমনাতুরম্ । যুগান্তার্কসহস্রস্ত
তেজসা রুদ্রমভূতম্ । ১০ । পুণ্যধারসমায়ুক্তঃ
পুরাণপুরুষোত্তমম্ । দৃষ্টা নারায়ণঃ দেবঃ ভিক্ষাং
দেহৌত্যাচ হ । ১১ । কপালঃ দর্শয়িত্বাগ্রে
জলজ্জলনসোৎকটম্ । কপালপাণিঃ সম্প্রেক্ষ্য
রুদ্রঃ বিষ্ণুরচিন্তয়ৎ । ১২ । কোহস্তো যোগো

আর না জন্মে । ঐ বীর ব্রহ্মার এতাদৃশ বাক্য
শ্রবণ করিয়া ধনুর্গ্রহণ করত মহেশের প্রাণনাশের
জন্ত অতিরোষে বাণহস্তে ধাবিত হইল । মহেশ,
দিব্যবাণ ও ধনুর্ধারী বিক্রান্ত বেগগামী ঐ
উগ্র পুরুষকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন ;
ভাবিলেন,—এই মহাবল আমার বধ্য নহে ;
এ হেতু এ নিশ্চিতই বিষ্ণুর সখা হইবে ।
আমি বিষ্ণু কর্তৃক অনুগৃহীত হইব । তিনি সখ্যার্থ
তপোনিরত আছেন । মহেশ এই প্রকার চিন্তা
করিয়া বিষ্ণুর আশ্রমে গমন করিলেন । তিনি
যাইতে যাইতে হকারধ্বনিতে সেই নরকে মোহিত
করিয়া পাতিত করিলেন এবং হুঃ হইয়া জগৎ-
স্থিতর নিমিত্ত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । যেখানে
প্রতাপবান্ বিশ্বাত্মা বিশ্বস্থকৃ বিভু নারায়ণ তপস্তা
করিতেছিলেন, ভগবান্ বিরূপাক্ষ সেই স্থানে
উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন । তিনি
দেখিলেন,—অনাতুর, সহস্র ! যুগান্তস্বর্ঘ্য-সমভেজা
পুণ্যধারস্বরূপ পুরাণ-পুরুষোত্তম নারায়ণ
অদৃষ্টে ভর দিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া তপস্তা করিতে-
ছেন । নারায়ণকে এইরূপে তপস্তা করিতে দেখিয়া
তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—“ভিক্ষাং দেহি ।”
এই বলিয়া প্রজ্জলিত অনলোপম তাঁহার কপালপাণ
নারায়ণকে দেখাইলেন । নারায়ণ রুদ্রকে কপাল-

ভবেত্তিক্তিকাদানন্ত সাম্প্রতম্ । যোগ্যোহয়মিতি
সকল্য দক্ষিণঃ ভূজমর্পয়ৎ ॥ ১৩ ॥ ০ তঃ
বিভেদান্তর্গতজঃ শূলে শশিশেখরঃ । ততঃ
প্রবাহ উৎপন্নঃ শোণিতস্ত বিভোর্ভূজাৎ ॥ ১৪ ॥
জাম্বুনদরসাকার্য বহিজ্জালেব নির্মলা । নিম্পপাত
কপালান্তে শম্ভুনা সম্প্রতীচ্ছিতা ॥ ১৫ ॥ ঋজী
বেগবতী শিপ্রা দীধিতিবাহরে রবেঃ । পঞ্চাশ-
দযোজনা দীর্ঘা বিস্তারে দশযোজনা ॥ ১৬ ॥ দিব্যঃ
বর্ষসহস্রঃ সা সমুবাহ হরের্ভূজাৎ । কিমন্তঃ
কালমীশো হি তিক্কাঃ জগ্ৰাহ ভাবিতঃ ॥ ১৭ ॥
দন্তাঃ নারায়ণেনাথ সৎপাত্রে পাত্ৰ উত্তমৈঃ ।
ততো নারায়ণঃ প্রাহ হরঃ পরমিদং বচঃ ॥ ১৮ ॥
সম্পূর্ণং তব পাত্ৰং হি ততো বৈ পরমেশ্বরঃ ।
সত্যোদ্যাননির্ঘোষঃ ঋত্বা বাক্যং হরেহরঃ ॥ ১৯ ॥
শশিসূর্য্যগ্নিনয়নঃ শশিশেখরশোভিতঃ । কপালে
দৃষ্টিমাবেশ্ত জিনৈর্জৈচ্চ জনার্দনম্ ॥ ২০ ॥ অঙ্গুল্য
ঘটয়ন্ প্রাহ কপালং চাতিপূরিতম্ । ঋত্বা হরিরিদং
বাক্যং রক্তধারাঃ সমাহরৎ ॥ ২১ ॥ পার্শ্বতোহথ

পানি দেখিয়া চিন্তা করিলেন । ইনি ব্যতীত
ভিক্কা দানের উপযুক্ত পাত্ৰ অন্ত আর কে আছে ?
ইনিই ভিক্কাদানের উপযুক্ত পাত্ৰ । এই ভাবিয়া
বিক্রপাককে দক্ষিণ ভূজ অর্পণ করিলেন । শশি-
শেখর অমনি তাহা শূল দ্বারা ভিন্ন করিলেন ।
বিষ্ণুর ভূজ হইতে তখন শোণিতধারা প্রবাহিত
হইতে লাগিল । ঐ শোণিতধারা জাম্বুনদরসাকার
ও বহিজ্জালার স্তায় নির্মলা । দেবদেব মহাদেব
তাহা কপালে ধারণ করিলেন । অন্তরস্থ সূর্য্যদীধি-
তির স্তায় ঐ কধিরধারা বেগবতী শিপ্রারূপে পরি-
ণত হইল । উহা দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশৎযোজন এবং বিস্তারে
দশ যোজন । ঐ শোণিতধারা দিব্য সহস্র বৎসর
কাল হরির ভূজ হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল । মহেশ,
নারায়ণপ্রদত্ত ভিক্কা গ্রহণ করিলেন । অনন্তর
নারায়ণ হরকে এই কথা বলিলেন,—আপনার
পাত্ৰ সম্পূর্ণ হইয়াছে । তখন শশি-সূর্য্যগ্নিনয়ন,
শশিশেখর হর অম্বুদনির্ঘোষবৎ হরির এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া নেত্রদ্বয় দ্বারা কপাল নিরীক্ষণ করিয়া
অঙ্গুলী দ্বারা জনার্দনকে অবঘটিত করিয়া
(খুচিয়া দিয়া) বলিলেন,—কপাল অত্যন্ত পরি-
পূর্ণ হইয়াছে । হরি তখন মহেশের এই কথা শ্রবণ
করিয়া রক্তধারা পরিহার করিলেন । মহেশ হরির
পার্শ্বে থাকিয়া ঐ কধির দেখিয়া দেখিয়া স্তব্ধ

হররীশঃ স্বাঙ্গুল্য কধিরং তদা । দিব্যঃ বর্ষসহস্রঃ
চ দৃষ্টিপাতঃ মমহ বৈ ॥ ২২ ॥ মধ্যমানে ততো
রক্তে কললঃ বৃহদং ক্রমাৎ । বভূব চ ততঃ
পশ্চাৎ কিরীটী সশরাসনঃ ॥ ২৩ ॥ সহস্রবাহু
রক্তাক্ষো ধর্ম্মজ্যাং সংস্পৃশন্ মুহঃ । বভূব
ভূগীরগলো বৃষক্কোহঙ্গুলিজবান্ ॥ ২৪ ॥ পুরুষো-
হর্জুনসঙ্কশঃ কপালে সম্প্রকাশয়ন্ । তং দৃষ্ট্বা
ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রাহ ক্রমিদং বচঃ ॥ ২৫ ॥ কপালে
ভগবান্ কোহয়ং প্রাহুর্ভূতোহভবন্নরঃ । উক্তিঃ
ঋত্বা হরিরীশস্তমুবাচ হরে শৃণু ॥ ২৬ ॥ নরো নামেতি
পুরুষঃ পরমাত্মবিদাংবরঃ । যস্য যোক্তো নর ইতি
নরস্তস্মাভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥ নরনারায়ণৌ চৌভৌ
যুগে খ্যাতৌ ভবিষ্যতঃ । সংগ্রামে দেবকার্য্যে
লোকানাং পরিপালনে ॥ ২৮ ॥ এষ নারায়ণ সখা
নরস্তব ভবিষ্যতি । উব একাকিনঃ সংখ্যে তবসচ্চ
মহামুনিঃ ॥ ২৯ ॥ বিজ্ঞানস্ত পরীক্ষায়ৈ তেজো
লোকে ভবিষ্যতি । তেজোহধিকমিদং দিব্যং ব্রহ্মণঃ
পঞ্চমং শিরঃ ॥ ৩০ ॥ তেজসা ব্রহ্মণো দৌণ্ডো
ভূজস্ত তব শোণিতাৎ । মম দৃষ্টিনিপাতাচ্চ জীর্ণি
তেজাংসি যান্ততঃ ॥ ৩১ ॥ তৎসংযোগাৎ সমুৎপন্নঃ
শত্রুহৃদ্বৈজয়িষ্যতি । অবধ্যা যে ভবিষ্যন্তি

অঙ্গুলি দ্বারা দিব্য সহস্র বৎসর তাহা মন্বন করি-
লেন । ঐ মন্বনের ফলে তাহা হইতে বৃহদাকাার
কলল উৎপন্ন হইল । পশ্চাৎ তাহা হইতে এক
কিরীটী সশরাসন পুরুষ উৎপন্ন হইলেন । ১—২৫ । ঐ
পুরুষ সহস্রবাহু, রক্তাক্ষ, মুহূর্ষুহ ধর্ম্মজ্যাকর্ষণনিরত,
ভূগীরগল, বৃষক্ক, অঙ্গুলিজ-সমবিত, এবং অর্জুন-
সদৃশ । ঐ পুরুষকে দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু ক্রমকে
এই কথা বলিলেন,—হে ভগবন্ ! আপনার কপালে
এ—কোন নর প্রাহুর্ভূত হইল ? হর হরির এই
বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন,—হরে ! শ্রবণ
কর, এ ব্যক্তি নরনামক পরমাত্মবিৎ পুরুষ ।
তুমি ইহাকে নর বলিলে বলিয়া ইনি নরনামে অভি-
হিত হইবেন । তোমরা উভয়ে নর-নারায়ণ নামে
খ্যাত হইবে এবং সংগ্রামে দেবকার্য্যে ও লোক-
পরিপালনে এই নর তোমার সখা হইবেন ।
ইনি যুদ্ধে তোমার সহায়, তপস্তায় মহামুনি এবং
বিজ্ঞানের পরীক্ষায় তেজঃস্বরূপ হইবেন । ইনিই
ব্রহ্মার তেজোধিক দিব্য পঞ্চম শিরঃ । ব্রহ্মার তেজ,
তোমার হস্তের শোণিত এবং আমার দৃষ্টিপাত—
এই ত্রিবিধ তেজে ইনি উৎপন্ন হইয়াছেন ।

হৃজ্ঞাস্তব চাপরে । ৩২ । শক্রস্ত চামরাণাং
ভেষামেব ভয়ঙ্করঃ । এবমুক্তবতঃ শস্ত্রোবিস্মিতস্তস্ত
ভেষসা । ৩৩ । হরিরপি স তত্রৈব তুণ্ডাব
হরকেশবো । নমো হর হরে তুভ্যং নমঃ শঙ্কর
বিকবে । ৩৪ । নমস্তে শূলহস্তায় নমস্তে খড়্গা-
পাণয়ে । নমো নমস্তে মেধ্যায় হৃষীকেশ নমোহস্ত
তে । ৩৫ । নমোহস্ত বাচাং পতয়ে ত্রীধরায়
নমোনমঃ । এবং স্তবস্তঃ তং ভক্ত্যা কৃতাজলি-
পুটং নরম্ । ৩৬ । তথৈবাজলিসদ্বন্ধঃ গৃহীহাশু
করদ্বয়ম্ । উক্তত্যাখ কপালান্তে পুনর্বচনমববৌৎ ।
৩৭ । য এব পুরুষো রোদ্রো ব্রহ্মণঃ স্বেদসম্ভবঃ ।
মম হস্তারশদেন মোহনিদ্রায়াপাগতঃ । ৩৮ । নিবোধ
তং চ হরিতমিত্যুক্তাস্তহিতো হরঃ । নারায়ণস্ত
প্রত্যক্ষং বোধয়িত্বা কৃতং হি তম্ । ৩৯ । বাম-
পাদেন হস্তা চ সমুত্তমো নরো ক্রমা । তয়োৰ্ভুক্তং
সমভবৎ স্বেদরক্তজগোৰ্ভবৎ । ৪০ । বিষ্ণোরিতা
ধনুঃশরৈর্নাদিতাশেষভূতলম্ । কবচং স্বেদজৈশ্চকং
রক্তজস্ত তথা ভূজো । ৪১ । এবং সমেন বৈ

অতএব ইনি শক্রকুল উদ্বেজিত করিবেন । ইনি
তোমার হৃজ্ঞেয় শক্রগণের এবং শক্র-শক্র অমুর-
গণেরও ভয়ঙ্কর হইবেন । শত্রু এই কথা বলিলে
হরি বিস্মিত হইলেন । অনন্তর নর হর-হরির
স্তব করিতে লাগিলেন, যথা—হে হর ! তোমাকে
নমস্কার ! হে হরে ! তোমাকে নমস্কার । হে শঙ্কর ও
বিষ্ণু ! তোমাদিগকে নমস্কার । হে শূলহস্ত !
তোমাকে নমস্কার ; হে খড়্গাপাণি ! তোমাকে নম-
স্কার । হে মেধ্য হৃষীকেশ ! তোমাকে নমস্কার ।
হে বাকপতি ত্রীধর ! তোমাকে নমস্কার । নরকে
ভক্তিপূর্বক কৃতাজলিপুটে স্তব করিতে দেখিয়া
তাহাকে কপাল হইতে উত্থাপিত করত হর
পুনরায় বলিলেন,—যে পুরুষ ব্রহ্মার স্বেদ হইতে
সমুত এবং আমার হস্তারশদে মোহনিদ্রা প্রাপ্ত
হইয়াছে । তাহাকেও আপনি অবগত হউন । এই
কথা বলিয়া তিনি অস্তিত হইলেন । নর
স্বেদজ পুরুষকে সহর নারায়ণের সাক্ষাৎকার
জানাইয়া দিয়া বামপাদ দ্বারা তাহাকে হনন-
পূর্বক কোষে উদ্বেজিত হইয়া উঠিল । তখন
স্বেদ-রক্তজ ঐ পুরুষদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ সম্ভটিত
হইল । তাহাদের ধনুঃশাসন-শব্দে পৃথিবী
নাড়িত হইল । হে বিজ ! স্বেদজের কবচ এবং
রক্তজের ভূজযুগল, যুদ্ধে প্রধান অবলম্বন হই-

যুক্তঃ দিব্যঃ জাতঃ তু ভূতলে । ত্রিবর্ষোন্মানি
বধাণাং শতানি দশ স্তুবিজ । ৪২ । যুধ্যতোঃ
সমভীতানি স্বেদরক্তজয়োর্মুনে । রক্তজো দ্বিভূজো
দৃষ্টা কবচৈকেন স্বেদজম্ । ৪৩ । বিভেদ
বাণবেগেন ব্রহ্মণস্তং নরং পরম্ । সসম্মমমুবাচৈদং
ব্রহ্মাণঃ মধুসূদনঃ । ৪৪ । মররেণোদ্ধিতো
ব্রহ্মস্বদোয়ো বিনিপাতিতঃ । ঋত্বা তদাকুলো
ব্রহ্মা বভাবে মধুসূদনম্ । ৪৫ । হরেহস্তজয়ানি
নরো মদীয়ো যদি হীয়তে । তেন তুষ্টেন সম্প্রোক্তঃ
হরিনৈবং ভবিষ্যতি । ৪৬ । কৃত্বা তয়ো রণমপি
নিবার্হা তমুবাচ হ । অখাস্তজয়ানি নরো মদীয়ো
ভবিতা কলৌ । ৪৭ । ততো মহারণে জাতে
তজাহং যোজয়ামি তম্ । বিষ্ণুনাথ সমাহুয় মহেশ্বর-
সুরেশ্বরো । ৪৮ । উজ্জাবিমো নরো ক্রদ্রো
পালনীয়ো স্বশক্তিতঃ । স্বেদজাতাস্রগুজাতো তু
স্বকীয়াংশো ধরাতলে । স্বাংশভূতো দ্বাপরাশ্চে
নিযোজ্যো ভূতলে জয়া । ৪৯ । ততোহববৌত্তদা
বিষ্ণুঃ সুরেশো দ্বঃখিতঃ বচঃ । ৫০ । অশ্বিন
মথস্তরে দেব ত্রেতাযুগং তদা যদা । হৃজপেণেহ
মহতা সূর্য্যপুত্রহিতার্থিনা । বালী নাম মহাবাহুঃ

যাছিল । এইরূপ সমাবস্থায় ভূতলে তাহাদের তিন
বৎসর কম দশশত বৎসর যুদ্ধ চলিল । দ্বিভূজ
রক্তজ স্বেদজকে একমাত্র কবচবিশিষ্ট দেখিয়া
বাণ দ্বারা ভেদ করিলেন । তখন মধুসূদন সস-
ম্মে ব্রহ্মাকে বলিলেন,—দেখুন ব্রহ্মন ! আমার
নর, আপনার নরকে নিপাতিত করিল । ব্রহ্মা
তাহা শুনিয়া ব্যাকুলভাবে মধুসূদনকে বলিলেন,—
হে হরে ! আপনার নর যদি আমার নরকে
পরাস্ত করিরাছে, তাহা হইলে এ অস্ত্র জন্মে
আমারই হইবে । ব্রহ্মার তাদৃশ বাক্যে হরি
সমুত্ত হইয়া বলিলেন,—তাহাই হইবে । এই
বলিয়া হর ও ব্রহ্মা উভয়ে তাহাদের যুদ্ধ নিবারণ
করিয়া দিলেন । হরি বলিলেন,—অস্ত্র জন্মে
কলিযুগে নর আমার হইবে । ঐ সময় মহাসমর
উপস্থিত হইলে আমি তাহাকে ঐ মহাসমরে
নিযুক্ত করিব । বিষ্ণু, মহেশ্বর ও সুরেশ্বরকে
আহ্বান করিয়া ক্রুদ্ধ নরদ্বয়কে যথাশক্তি পালন
করিতে বলিলেন । তঁহারাও স্বেদজ ও শোণিতজ
নরদ্বয়কে দ্বাপরাশ্চে ধরাতলে নিয়োগ করিলেন ।
অনন্তর সুরেশ দ্বঃখিত হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন,—
হে দেব । এই মথস্তরে ত্রেতাযুগে সূর্য্যপুত্র

সুগ্রীবার্থে নিপাতিতঃ । ৫১ । তেন হৃৎথেন
তপ্তোহহঃ নাহং গৃহ্মামি তে নরম্ । অগৃহ্মানং
দেবেশং কারণান্তরবাদিনম্ । ৫২ । বিষ্ণুঃ প্রোবাচ
মঘবন ভূবো ভাবাবতারণে । অবতারং করিষ্যামি
মর্ত্যালোকেহপ্যহং বিভো । ৫৩ । ততো হৃষ্টোহভব-
চ্ছক্ৰো বিষ্ণুবাক্যেন তেন বৈ । প্রতিগৃহ্য নরং হৃষ্টঃ
সত্যমম্ বচস্তব । ৫৪ । ইত্যুক্তা তু রবীন্দ্রৌ স
প্রেষয়িত্বা চ তৌ পুনঃ । গতা চ পুণ্ডরীকাক্ষো
ব্রহ্মাণং ব্রহ্মবেশনি । ৫৫ । কৃতং জুগুপ্সিতং
কৰ্ম্ম ব্রহ্মগ্নীশং জিঘাংসতা । যযয়া দেবদেবেশ
পুমান্ কোপেন ভাবিতঃ । ৫৬ । শুদ্ধার্থমস্ত পাপস্ত
প্রায়শ্চিত্তং পরং কুরু । গৃহ্ণন বারুণ্যং ব্রহ্মগ্নি-
হোত্ৰমুপাস্ত্ব হ । ৫৭ । একো বৈ গার্হপত্যোহস্ত
দ্বিতীয়াহবনীয়কঃ । দক্ষিণাগ্নিস্তৃতীয়স্ত ত্রিকুণ্ডেযু
প্রকল্পয় । ৫৮ । বৰ্জুলে তর্পয়ান্নানং মামথো
ধনুযাকৃতৌ । চতুর্কোণে হরং দেবমগ্ন্যজুঃসাম-
নামতিঃ । ৫৯ । হুত্বা অগ্নিকং তপসা হরমেবার্চ্য

সুগ্রীবের হিতার্থী হইয়া আপনি বালী নামক
মহাবাহকে নিপাতিত করিয়াছেন । আমি সেই
হৃৎথেই নিতান্ত পরিতপ্ত আছি ; সুতরাং আর
আপনার নরকে গ্রহণ করিব না । বিষ্ণু তখন
ঐহাকে নর গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ও কারণান্তর-
বাদী দর্শন করিয়া বলিলেন,—হে মঘবন ! আমি
ভূতার হরণনিমিত্তই মর্ত্যালোকে অবতীর্ণ হইয়া
ধাকি ; এই জন্তই বালী নিহত হইয়াছে । শক্র
তখন ঐহার কথায় হৃষ্ট হইলেন এবং নরকে
গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন,—আপনি যাহা
বলিলেন, তাহা সত্য । বিষ্ণু,—রবি ও ইন্দ্রকে
ঐ কথা বলিয়া বিদায় দিয়া ব্রহ্মভাবে ব্রহ্মার
নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—হে
ব্রহ্মন ! আপনি দেবদেবের জিঘাংসা করিয়া
অতি জুগুপ্সিত কৰ্ম্ম করিয়াছেন । আপনি ক্রোধের
বশীভূত হইয়া ঐহাকে কটু কথা বলিয়াছেন ।
সুতরাং এই পাপের শুদ্ধির নিমিত্ত আপনি
প্রায়শ্চিত্ত করুন । হে ব্রহ্মন ! আপনি অগ্নিত্রয়
গ্রহণ করত অগ্নিহোত্র উপাসনা করুন । প্রথম
গার্হপত্য, দ্বিতীয় আহবনীয় এবং তৃতীয় দক্ষিণাগ্নি,
এই অগ্নিত্রয়কে কুণ্ডলয়ে উপকল্পিত করুন । আপনি
বৰ্জুলাকার কুণ্ডে আপনাকে, ধনুযাকারে আমাকে,
এবং চতুর্কোণে হরকে যথাক্রমে ঋক, যজু ও সাম
নাম উচ্চারণ করিয়া হোম দ্বারা তপিত করুন ।

তৎক্ষণাৎ । দিব্যং বর্ষসহস্রং তু হুত্বাগ্নিঃ সিদ্ধি-
মাপ্যসি । ৬০ । প্রায়শ্চিত্তবিষুদ্বায়া প্রতিপদ্য
মহেশ্বরম্ । ততো নিষ্কল্যমো হুত্বা বিষাদন্তে
গমিষ্যতি । ৬১ । ইত্যেবমুক্তা হরিকণ্ঠেজা গতঃ
স্বকীয়ং নিলয়ং মহাত্মা । ব্রহ্মাপি চিত্তং তপসে
নিধায় সমাদধে সর্বমখ্যাচ্যুতোত্তম । ৬২ ।

ইতি শ্রীকান্দে ব্রহ্মণঃ প্রায়শ্চিত্তবর্ণনং নাম
তৃতীয়োহধ্যায়ঃ । ৩ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

ব্রাস উবাচ । যোহসৌ কপাল উৎপন্নো
নরো নাম ধনুর্ধরঃ । কিমেবং সোহধুনা জাত
উৎপত্তৌ বিশ্বকর্মাণঃ । ১ । কথং কদ্রেণ জনিতঃ
প্রভুনা বুদ্ধিপূর্বকম্ । বিষ্ণুনা বা ভগবতা ব্রহ্মণা
ভাবভেদতঃ । ২ । কেন কস্ম্যাৎ সমুৎপন্নঃ শক্রা-
চ্যুতব্রহ্মণাম্ । ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভো যো যো জাতশ্চ
চতুর্মুখঃ । ৩ । অদ্ভুতং পঞ্চমং বক্ত্ব্যং কথং
তস্তাপ্যুপস্থিতম্ । স তস্মৈ ভগবান্ ব্রহ্মা কথং
কদ্রে মনোহদধৎ ॥৪॥ মূঢ়াধুনা নরো যেন হন্তঃ স

এইরূপে দিব্য সহস্র বৎসর হোম, হরের অর্চনা
ও তপস্তা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিবেন । আপনি
প্রায়শ্চিত্ত-বিষুদ্বায়া হইয়া মহেশ্বরকে লাভ করত
নিষ্কল্য হইবেন ; তাহার পর আপনার বিষাদ
নষ্ট হইবে । উগ্রতেজা হরি, এই কথা বলিয়া
স্বকীয় ভবনে গমন করিলেন । ব্রহ্মাও তখন
অচ্যুতের বাক্যানুসারে তপস্তায় মনঃ-সমাধান
করিলেন । ২৪—৬২ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ৩ ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

ব্রাস বলিলেন,—নর নামক যে ধনুর্ধর
কপালে উৎপন্ন হইল, সে অধুনা বিশ্বকর্ম্মার
উৎপত্তিতে কি জন্ত জন্মিল ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহে-
শ্বর, ইহারা কি উদ্দেশ্যে ইহাকে বুদ্ধিপূর্বক জন্মাই-
লেন ? এই নর, ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কাহা
হইতে কি হেতু উৎপন্ন হইল ? যিনি হিরণ্যগর্ভ
ব্রহ্মা চতুর্মুখ, ঐহার আবার অদ্ভুত এক পঞ্চম
বদন হইল কি প্রকারে ? ভগবান্ ব্রহ্মা মোহ প্রাপ্ত
হইয়া কি জন্ত হরকে নিহত করিবার জন্ত নরকে

প্রতিতো হরম্ ॥৫॥ সনৎকুমার উবাচ । মহেশ্বরহরৌ
এতৌ যাবেব সতি তিষ্ঠতঃ । তয়োৰবিদিতঃ নাস্তি
সিদ্ধাসিদ্ধং মহান্ননোঃ ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মণঃ পঞ্চমঃ বক্ত্রঃ
যন্তদাসীন্মমাননঃ । তন্তৈব মানসঃ সৌহৃদিঃ শিরসা
ভেন বৈ ধৃতঃ ॥ ৭ ॥ যো নরো ব্রহ্মণঃ প্রোক্তঃ
সৌহৃদ্যগ্নিস্তস্মৈ মানসঃ । দধার তং মহাদেবঃ
কৃষ্ণাজ্জ্যোত্স্নানস্বরে ॥৮॥ পূৰ্ণং দৃষ্ট্বা সমুৎপত্তিমিবং
তস্মৈ মহান্নরঃ । তস্মাৎ কপালমজ্জল্যাং ঘটমান-
মজায়ত ॥ ৯ ॥ স তং হৃদা শরোণাজৌ ব্রহ্মণৌ
নিহিতং ব্রজঃ । মুমোহ ব্রজসা সৰ্বং যদৃচ্ছাকৃতং
প্রভূৰ্ভূতঃ ॥ ১০ ॥ ব্যাস উবাচ । কথংগ্নিঃ সমুৎপন্নো
বৌহৃদিঃ সৰ্ব্বেন ধারিতঃ । বিস্তরেণ তদাচক্ষু
ভগবদ্ব্যনিবদিত ॥ ১১ ॥ সনৎকুমার উবাচ ।
অব্যক্তাদীন্ সসজ্জাদাবণ্ডং হি তদজায়ত । জজ্ঞে
সৌবর্ণবর্ণাজৌ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ১২ ॥ স্বয়ম্ভুঃ
স তপস্তপ্ত্বা দিব্যং বর্ষশতং মহৎ । স তপঃশ্চো
ব্যাজহার ভূৰ্ভুবঃখরিতি ঋতীঃ ॥ ১৩ ॥ ঋতিযোগাদ্ভু

প্রেরণ করিলেন? সনৎকুমার বলিলেন,—মহে-
শ্বর এবং হরি, ইহারা উভয়ে নিত্যপদার্থে অবস্থান
করেন। এই মহান্নরহরির সিদ্ধাসিদ্ধ কিছুই
অবিদিত নাই। মহান্নর ব্রহ্মার যে পঞ্চম বক্ত্র
ছিল, তাহা তাঁহারই মানস অগ্নি, তিনি তাহা
মস্তকে ধারণ করিতেন। আর যে ব্যক্তি ব্রহ্মার
নর নামে কথিত, সেও তাঁহারই মানস অগ্নি
মহাদেব তাহাকে অজ্জ্যোত্স্নানে ধারণ করিয়াছিলেন।
হর “ব্রহ্মার” অগ্নি জন্ম দেখিয়া তাঁহারই
অজ্জ্বলিতে কপাল অবঘটিত করেন। তাহাতেই ঐ
মহান্নর উৎপন্ন হয়। দেবদেব যুদ্ধে শর দ্বারা
নরকে নিহত করিয়া ব্রহ্মায় রজোগুণ নিহিত করেন।
ঐ রজোগুণ দ্বারা সৰ্ব্ব মোহপ্রাপ্ত হয়। দেবদেবের
এরূপ করার কারণ এই যে, তিনি প্রভু;
যিনি প্রভু, তিনি যদৃচ্ছাকারী হইয়া থাকেন। ব্যাস
বলিলেন,—হে মুনিবন্দিত! যে অগ্নি সকলেই
ধারণ করে, সেই অগ্নি কি প্রকারে উৎপন্ন হইল?
আপনি তাহা বিস্তৃতরূপে বলুন। সনৎকুমার বলি-
লেন,—প্রথমে অব্যক্তাদি সৃষ্ট হয়, পরে তাহাই
অণুকারে পরিণত হয়। দিব্য শত বৎসর
তপস্তা করিয়া ঐ অণু সূবর্ণবর্ণাভ লোকপিতামহ
ব্রহ্মা জয়েনন পিতামহ—স্বয়ম্ভু। তিনি তপস্তা
করিতে করিতে “ভূৰ্ভুবঃ” এই ঋতি উচ্চারণ

মনসঃ পশ্চাদগ্নিরজায়ত । অধোমুখঃ পপাতাগ্নিঃ
পৃথিবী নির্দহন্ যদা ॥ ১৪ ॥ পানিত্যাঃ ব্রহ্মণা
সৌহৃদিভূমেক্ষকং নিবেশিতঃ । ততো দক্ষিণহস্তেন
বেদ্যামগ্নিঃ প্রণীয়তে ॥ ১৫ ॥ পুরাপতনধোজাল
উর্দ্ধজালো যদা ধৃতঃ । উত্তানশ্চ কৃতো যস্মাদব্রহ্মণা
নির্মিতো মিথঃ ॥ ১৬ ॥ জালাভিঃ প্রজলমূৰ্দ্ধং
সৰ্ব্বশব্দফুলিঙ্গবান্ । হিরণ্যবর্ণং ব্রহ্মাণং তদো-
বাচাগ্নিকৃতকটঃ ॥ ১৭ ॥ কিমর্থন্ত যদা দেব ভূমিভক্ষং
নিবারিতম্ । বৃহক্ষয়াহ্মাবিষ্টে আহারো মে
প্রদীয়তাম্ ॥ ১৮ ॥ এব যুক্তোহগ্নয়ে ব্রহ্মা স্বরোমানি
জুহাব সঃ । কৃশশ্চখাদ অগ্নিস্ত সৰ্বরোমানি ব্রহ্মণঃ ॥
অববীচ্চ ন মে তৃপ্তির্ন চ মে দেহনির্বৃতিঃ । যচ্চ
জুহাব ব্রহ্মা চ চখাদাগ্নিস্বচ্চ তদা ॥ ২০ ॥ অববীচ্চ
তদা বহিস্তৃপ্তির্নাস্তি মমেতি হি । জুহাব ঞ্চানি
মাংসানি যচ্চোৎকৃত্য প্রজাপতিঃ ॥ ২১ ॥ অববীচ্চ
ন মে তৃপ্তির্ন চ মে দেহনির্বৃতিঃ । জুহাব ব্রহ্মা

করেন। ঋতি উচ্চারণের কালে মন হইতে পশ্চাৎ
অগ্নি উৎপন্ন হয়। অগ্নি যখন পৃথিবীকে দক্ষ
করিয়া অধোমুখে পতিত হয়, তখন ব্রহ্মা ঐ অগ্নিকে
হস্তদ্বয় দ্বারা ভূমির উর্দ্ধভাগে ধারণ করিয়া পরে
দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহা বেদীতে স্থাপন করিলেন।
পূর্বে অগ্নি অধোজাল ও উর্দ্ধজাল হইয়া পতিত
হইতে হইতে যখন ব্রহ্মাকর্তৃক ধৃত ও উত্তানভাবে
ভূমির উপরে রক্ষিত হন, তখন ঐ ফুলিঙ্গবান্
উৎকট অগ্নি উর্দ্ধভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভয়ানক
চট-চটা শব্দ করিতে করিতে ব্রহ্মাকে বলিল,—
হে দেব! কিজন্ত আপনি আমাকে ভূমিভক্ষণ হইতে
নিবারণ করিলেন; আমি বৃহক্ষিত হইয়াছি, আপনি
আমার আহার প্রদান করুন। ১—১৮। ব্রহ্মা অগ্নি-
কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে আহারের
নিমিত্ত নিজ রোম সকল প্রদান করিলেন। সূধা-
ক্রিষ্ট অগ্নি তাঁহার প্রদত্ত সকল রোমই ভক্ষণ করিয়া
কেলিলেন। এবং বলিলেন,—ইহাতে আমার তৃপ্তি
ও শরীর স্নিগ্ধ হইল না। অগ্নির এই কথা শুনিয়া
তখন ব্রহ্মা পুনরায় তাঁহাকে আপনার গাত্রদ্বক
উন্মোচন করিয়া প্রদান করিলেন; অগ্নিও তাহা
ভক্ষণ করিলেন। বহি পুনরায় বলিল—আমার
তৃপ্তি হইল না; প্রজাপতি তাহা শুনিয়া আবার
স্বীয় গাত্রদ্বক উন্মোচন করত তাঁহাকে প্রদান
করিলেন। অগ্নি পুনরায় বলিল,—ইহাতেও
আমার তৃপ্তি হইল না; তখন ব্রহ্মা স্তীয়া অগ্নি

চান্দ্রীনি তান্মহাৎ স বুদ্ধিক্তঃ । ২২ । ততো ধাত্বা
হতাশায় ঋতো দেহো বিধাতুকঃ । তমদেহমধো
দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণমবদচ্চ সঃ । ২৩ । অহো ব্রহ্মণ মে
তৃপ্তিৰ্ন চ মে দেহনির্বৃতিঃ । ক্রুদ্ধেন ব্রহ্মণা সোহগ্নি-
হঁকারেন বিধা কৃতঃ । ২৪ । আহতু কদতাবগী
আহারার্থঃ প্রজাপতিম্ । হঁকারেন পুনব্রহ্মা
ষিধৈকৈকং চকার বৈ । ২৫ । অসন্তোষাৎ কদন্তিস্ম
কদন্ হে কো হসংবৃতঃ । ক্রুদ্ধেন ব্রহ্মণা ব্যাস
হঁকারেনৈব তাড়িতঃ । ২৬ । রোরুয়মাণে চাগৌ
তু পুনব্রহ্মা কৃপাষিতঃ । প্রাহ কামাভিভূতানাং ভুজ্জ
হং দেহধাতুকম্ । ২৭ । সকামস্তস্ত কামস্ত সা
বৃত্তিঃ সম্প্রকল্পিতা । অকারাগ্নিঃ সগ্নিবিষ্টেৎ দৃষ্ট্বা মনসি
মানসঃ । ২৮ । হঁকারাগ্নিঃ প্রজজ্ঞান কিমেতদিত্তি
চাববীৎ । ব্রহ্মা তমাহ ত্বমীপ যথেষ্টাং বৃত্তিমাশ্রয় ।
২৯ । দেবমধ্যে বহির্ক্বাপি মুনীনাশ্রমেষু চ ।
ইত্যেবমুক্তস্তেনাশু বৃত্তিমেতামরোচয়ৎ । ৩০ ।
অহমেবং প্রযাস্তামি পুনঃ পুনরুবাচ হ । যস্মাদেষ
দ্বিতীয়োগ্নিহঁকারাৎ সমজায়ত । ৩১ । সাভিমানো-

প্রদান করিলেন । বুদ্ধিক্ত বহি তাহাও ভোজন
করিল । এইরূপে ব্রহ্মা হতাশনের নিমিত্ত স্বীয়
দেহ বিধ্বস্ত করিলে বহি তখন তাঁহাকে তথাবিধ
দর্শন করিয়া বলিল,—হে ব্রহ্মণ! ইহাতেও
আমার তৃপ্তি এবং দেহ-নির্বৃতি হইল না;
তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা কোপে অগ্নিকে দ্বিধাকৃত
করিলেন । দ্বিধাকৃত হইয়াও বহি কান্দিতে
কান্দিতে প্রজাপতিকে আহারার্থ নিবেদন করিল ।
ব্রহ্মা তখন ঐ দ্বিধা-বিভক্ত বহিকে পুনরায় দুই
দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন । হে ব্যাস! তখন
তিনভাগ অগ্নি ক্রন্দন করিতে লাগিল! আর
একভাগ অগ্নির ক্রন্দন সম্বরণ না হওয়ায় সে
ক্রুদ্ধ ব্রহ্মা কর্তৃক তাড়িত হইল । অগ্নি রোরুদ্য-
মান হইলে ব্রহ্মা পুনরায় কৃপাষিত হইয়া অগ্নিকে
বলিলেন,—তুমি কামাভিভূত ব্যক্তিদিগের দেহধাতু
ভক্ষণ করিবে । বিধাতা অগ্নির ঐরূপ বৃত্তি বিধান
করিলেন । অকারাগ্নিকে তদবস্থ দেখিয়া মানস
হঁকারাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল এবং বলিল,—
এ কি প্রকার? ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন,—
তুমিও দেবমধ্যে, বহিঃপ্রদেশে এবং মূনিদিগের
আশ্রমে যথেষ্ট বৃত্তি অবলম্বন কর । বহি ব্রহ্মা
কর্তৃক এইরূপ অতিহিত হইয়া স্বীয় বৃত্তি মনোনীত
করিয়া লইল । সে পুনঃপুন বলিল,—আমি

হপমানো বা হঁকারো যত্র কথ্যতে । সা চ বৃত্তি-
ৰ্মমাদেশাদ্ভুজ্জাশাস্তয়ে তব । ৩২ । ইকারাগ্নিঃ
সমাহুয় ব্রহ্মা বচনমববীৎ । তবতোহগ্নে দ্বিমঃ
বৃত্তিরগ্নঃ ভুজ্জং দহেরিতি । ৩৩ । উকারাগ্নিঃ
সমাহুয় ব্রহ্মা বচনমববীৎ । যৎপৃথিব্যাং গুরুধ্যানঃ
ভগবন্তং সমাশ্রয় । ৩৪ । অহং চ তে বিধাস্তামি
স্থানমাহারমেব চ । ইত্যুক্তঃ স তু তেনাগ্নিৎ-
পৃথিব্যাং শিলাচয়ঃ । ৩৫ । যতোহগ্নির্ব্যাস
তেনোক্তো গিরৌ দুর্গে মহামুনে । উকারাগ্নিঃ
স চাপ্যেব সমুদ্রে বড়বামুখঃ । ৩৬ । সোহপি তিন্নঃ
সমাহুতো ব্রহ্মণা স্থানলিপয়া । হং চক্ষুঃ সর্ব-
লোকস্ত ব্রহ্মা বচনমববীৎ । ৩৭ । তস্মাৎ হং সংস্কৃতাং
বাণীং দ্বিজাतीনাং প্রকাশয় । দৈবী পুণ্যা হি পাপাংস্ত
আযুৰ্যাং হস্ত্যসংস্কৃতা । ৩৮ । তস্মাদ্বিজাতেবিজ্ঞেরা
বাণী পুণ্যা প্রকাশিতা । বাক্ চ মাতা দ্বিজাतीনাং
মুখে সা সম্প্রতিষ্ঠিতা । ৩৯ । অনৃতাকরবিজ্ঞাসাদ-
মঙ্গল্যা হসংস্কৃতা । বক্তারং হস্ত্যতো হগ্নিঃ সদা
সংস্কৃতকৃদ্ভিজঃ । ৪০ । আহুয় ভূয়োহঁকারাগ্নিঃ
প্রজাপতিরচক্ষুষম্ । বাধেদবাণীমবদৎ সোহপি

চলিলাম । দ্বিতীয় অগ্নি হঁকার হইতে জাত; যে
স্থানে হঁকারাগ্নি প্রবর্তিত হয়, সেই স্থানেই
অভিমান ও অপমান অগ্নি বিদ্যমান থাকে ।
সুতরাং উহারাও আমার আদেশে বুদ্ধকাশান্তির
নিমিত্ত হঁকারাগ্নিরই বৃত্তি লাভ করিবে । ১৯—৩২ ।
ইকারাগ্নিকে আহ্বান করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—
হে অগ্নে! তুমি ভুজ্জ অন্ন পাক করিবে; ইহাই
তোমার বৃত্তি নির্দিষ্ট হইল । উকারাগ্নিকে ডাকিয়া
ব্রহ্মা বলিলেন,—পৃথিবীতে যে গুরুতর চিন্তা
আছে, তুমি তাহাকেই অবলম্বন কর । আরও
কতিপয় স্থান ও আহার্য আমি তোমায় বলিয়া
দিতেছি; যথা—শিলানিচয়, গিরি, দুর্গ, বড়বা-মুখ,
এবং লোক-চক্ষু, এই সকল স্থানে তুমি বাস
করিবে । আর তুমি দ্বিজাতিগণের বাণী সংস্কৃত
করিয়া প্রকাশ কর । ঐ দৈবী পুণ্যা সংস্কৃতা বাণী—
পাপ এবং অসংস্কৃতা বাণী আয়ু বিনষ্ট করে ।
অতএব দ্বিজাতির বাণীই পুণ্যা বলিয়া কীর্তিত ।
দ্বিজাতিগণের বাণী মাতৃস্বরূপা এবং তাহা তাঁহা-
দিগের মুখে প্রতিষ্ঠিত । অনৃতাকর বিজ্ঞাস হেতু ঐ
বাণী অসংস্কৃতা ও অমঙ্গলা হয় এবং উহা বক্তাকে
বিনাশ করে । অগ্নি সাক্ষাৎ সংস্কারকারী দ্বিজ-
স্বরূপ । প্রজাপতি পুনরায় অচক্ষু বাগ্‌দেববাণী

সম্মানিতকণঃ । ৪১ । ব্রহ্মাণমাহ বহিঃ বাচো-
হঃ মুখমগ্নি হে । স্থানং মম প্রযচ্ছ স্বর্ক-
তেজোবরং পরম্ । ৪২ । ব্রহ্মা তমাহ যস্মাৎ
তেজঃস্থানং সমীহসে । তস্মাত্তেজোময়ং যন্তে
রবিস্থানং ১ ভবিষ্যতি ॥ ৪৩ ॥ যস্মাত্তেজঃ প্রপ-
ত্ত্বি চক্ষুর্ভবতি চক্ষুর্ভবতি । তস্মাত্তেজসা যুক্তং
পশ্চাদনিমিষং কচিৎ ॥ ৪৪ ॥ ইকারমথ সন্তিরমগ্নি-
মাহ পিতামহঃ । সৌম্যদৃষ্ট্যা তু ব্রহ্মাণং সমুদীক-
বুণাগতম্ । ৪৫ ॥ যস্মাচ্ছোভঃ মহাসব সৌম্যদৃষ্টি-
রিহাগতঃ । তস্মাদাস্তাম্যাহঃ স্থানং সর্বভূতমনো-
রমম্ । ৪৬ ॥ সংনীতাম্ । নীতরশ্মিচন্দ্রমাসং ভবি-
ষ্যসি । সর্বতেজোহধিকো দিব্যঃ সৌম্যঃ পরম-
ভানুরঃ । ৪৭ ॥ তরুহঃ সর্বতেজাংসি তেজসাভি-
ভবিষ্যসি । ইত্যুক্তা তং বিসৃজ্যথ উকারাগ্নি-
মখ্যম্ ॥ ৪৮ ॥ ইহৈহীতৌতি শিরসি সমাদায়
স্তবেশম্ ॥ তত্রহং পঞ্চমং বক্তুমুদ্যমেতৎ প্রজা-
য়তে ॥ ৪৯ ॥ স এবং রূপবানগ্নিকারাগ্নিঃ প্রতি-
ষ্ঠিতঃ । তস্মাদগ্নিষ্ট সূর্য্যষ্ট একমেতৌ বিনির্দ্দেশেৎ ॥

অকারাগ্নিকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—
সেও চক্ষুর্ভবতি করিয়া ব্রহ্মাকে বলিল,—আমি
আপনার বাক্যে সুখী হইলাম । আপনি আমাকে
সর্বতেজোময় পরম স্থান প্রদান করুন । ব্রহ্মা
তাঁহাকে বলিলেন,—যে হেতু তুমি তেজোময় স্থান
প্রার্থনা করিতেছ; অতএব তেজোময় সূর্য্যমণ্ডল
তোমার স্থান হইবে । তেজ পদার্থের দিকে
দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে চক্ষু চক্ষুর্ভবতি হয়, এজন্ত জনগণ
তোমার তেজোযুক্ত তেজঃপদার্থ অনিমিষনেত্রে কদা-
চিৎ নিরীক্ষণ করিবে । পিতামহ ইকাররূপ সংতির
অগ্নিকে আহ্বান করিলে ইকারাগ্নি সৌম্যদৃষ্টিতে
ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইল । ব্রহ্মা বলিলেন,—
হে মহাসব ! যে হেতু তুমি নীত্র নীত্র সৌম্য-
দৃষ্টিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ; অতএব
তুমি সর্বভূতমনোহর নীতাম্ নীতরশ্মি হইবে
এবং সর্বতেজোহধিক, সৌম্য পরমভানুর ও তরুহ
হইয়া তুমি সর্ব তেজ অভিভূত করিবে । এই
কথা বলিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বিসর্জন দিলেন—
এবং উকারাগ্নিকে আহ্বান করিলেন । “ইহ এহি”
এই কথা বলিয়া উকারাগ্নিকে মস্তকে ধারণ
করিয়া প্রবেশ করাইলেন । ঐ উকারাগ্নিতে
ব্রহ্মার পঞ্চম বক্তৃ; উহা উর্দ্ধে বিরাজিত হইল ।
ঐ রূপবান উকারাগ্নি উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত হইল ।

৫০ । ভবাগ্নিরূপং পরমং ব্রহ্মাণমিদমব্রবীৎ ।
মমগ্নি কচিরং স্থানং প্রযচ্ছ যথা স্বয়ম্ ॥ ৫১ ॥
ব্রহ্মা তমাহ কতমং স্থানং তে রোচতেহনল ।
অগ্নিস্তং প্রত্যাবাচেনং স্থানং কথয় মে পরম্ ॥ ৫২ ॥
স্থানং নৈবাস্তি তে ভব্যং ততো হেবং ভবিষ্যতি ।
অত্র তে স্বাতুমিচ্ছাস্তি যদি সংস্থাস্ততে দ্বিহ ॥ ৫৩ ॥
লোকে নিত্যং সমাচার লোকসংস্থিতিহেতুকঃ ।
সম্ভবার্থমিহাস ত্বং নিজসবপরাক্রমঃ ॥ ৫৪ ॥ যদিহ
ত্বং মহাজালাভাতিঃ কলিতশোভনঃ । প্রাপ্যাসে
সর্বজন্তানাং ভানুরহমমৃতমম্ । ন হেব ধর্ম-
শ্চৈবাদ্যো মায়ামোহিতকাময়া ॥ ৫৫ ॥ ইত্যুক্তে
ব্রহ্মণা সোহগ্নিঃ প্রজজ্ঞান সহস্রশঃ । অনন্তজালাভি-
ততো নানাবর্ণাদিভিঃ স্মিতঃ ॥ ৫৬ ॥ অকারেকার
উকারো ব্রহ্মা তমথ দৃষ্টবান্ । নৈবাসৌ শাম্যতাং
যাতি বহির্ভূয়ো ব্যবর্জিত ॥ ৫৭ ॥ ব্যাপ্তং ভবাগ্নিনা
সর্বং তির্ধ্যগুর্দ্ধমথস্তথা । জালাভিকরণি ক্রিপ্তং
দৃষ্ট্বান্নানং সমস্ততঃ ॥ ৫৮ ॥ চিন্তয়ন্তং তু ব্রহ্মাণং

বলিয়া সূর্য্য ও অগ্নি একরূপে নির্দ্দেশ হই-
য়াছে । অনন্তর অগ্নি ভবাগ্নিরূপে ব্রহ্মাকে বলিল,
—আপনি আমারও এক মনোহর স্থান নির্দ্দেশ
করুন ৩৩—৫১ । তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বলি-
লেন,—হে অনল ! তোমার কোন্ স্থান অভিমত হয়,
বল । ভবাগ্নি তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন,—আমায়
একটি শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,
—হে ভবাগ্নে ! উত্তম স্থান আর নাই, তবে এইরূপ
হইতে পারে,—যদি আপনার ইহাতে থাকিতে
ইচ্ছা হয়, যদি থাকেন, তবে বলিতেছি যে, লোক-
সংস্থিতিহেতু আপনি এই লোকে নিত্য বিচরণ
করুন । তুমি নিজ সব ও পরাক্রমে লোকসন্ত-
বের নিমিত্ত এই পৃথিবীতে অবস্থিত হও । তুমি
মহাজালা দ্বারা স্বীয় শোভার বিকাশ কর ।
এইরূপ করিলে তুমি সর্ব জন্তুগণের অমৃতম
ভানুরত্ব প্রাপ্ত হইবে । মায়ামুগ্ধ হইয়া তুমি ইহা
স্বীকার করিতে অসম্মতও হইতে পার । ভগবান
ব্রহ্মা এরূপ বলিলে ঐ ভবাগ্নি সহস্র সহস্র শিখা
বিস্তার করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইল । সে বিবিধ বর্ণের
অনন্ত জালা-মালা বিস্তার করিল । ব্রহ্মা তাঁহার
মধ্যে আকার ইহারও উকার প্রভৃতি অগ্নি নিরীক্ষণ
করিলেন । ঐ ভবাগ্নি শমতা প্রার্থনা হইয়া ক্রোধোদ্র
বর্জিত হইতে লাগিল । তির্ধ্যক, অধ, উর্দ্ধ সমস্ত
স্থান ব্যাপ্ত হইল । তখন প্রজাপতি জালমালা

ভীতং চৈব বিশেষতঃ । শিরশ্চঞ্জলিমাধায় তুষ্টো-
বাধ প্রণম্য তম্ ॥ ৫৯ ॥ তেজোনিধিঞ্চ সর্বেশং
জ্ঞাতুমিচ্ছন্ প্রজাপতিঃ । নিরুজ্জ্বলিতরাহন্তৈ-
শ্চ গৃযজুঃ সামভাষিতৈঃ ॥ ৬০ ॥ ব্রহ্মোবাচ । সপ্ত-
তেজো নমস্তেহস্ত পরশ্চ পরমাত্মনৈ । অদ্ভুতানাং
প্রতিশ্রোত্রে তেজসাং নিধয়ে নমঃ ॥ ৬১ ॥ বীজং যো
বিশ্ণুভাবানাং সন্মোহনবিমোহনম্ । অন্ধকারো
যুগাবর্তকালে কালে চ হুঃসহ ॥ ৬২ ॥ উর্দ্ধবক্র
নমস্তেহস্ত সত্বায়ক ধরাশ্বক । জলজ্জালোৎপন্নজল
জলজেশ জলেচর ॥ ৬৩ ॥ জলজোৎস্নপত্রাক
জলদেব হতাশন । কৃককাস্তে কৃকমার্গ স্বর্গমার্গ-
প্রদায়ক ॥ ৬৪ ॥ যজ্ঞাহতিসমাচার যজ্ঞরূপ নমো-
নমঃ । স্বর্ণগর্ভ শমীগর্ভ জয় দেব সনাতন ॥ ৬৫ ॥
তমোহার মহাহার স্বাহাপ্রিয় তমোহর । প্রদীপ্ত-
রোচির্দেবেশ চিত্রভানো নমোহস্ত তে ॥ ৬৬ ॥
বৈশ্বানরানলোদগ্ৰ উর্দ্ধপাবক সর্গগ । বিভাবসো
মহাভাগ কৃকবর্ষরনো নমোঃ ॥ ৬৭ ॥ সনৎকুমার
উবাচ । এবং স্ততস্তদা সোহগ্নির্কিরিষ্কিমব্রবীদচঃ ।
তুষ্টোহহং ভবতো ব্রহ্মন্ ভাবকর্ষপ্রসিধ্যতি ॥ ৬৮ ॥

দ্বারা আপনাকে উর্দ্ধকৃষ্ণ দেখিয়া ভীত ও
চিন্তিত হইয়া মন্তকে অঞ্জলিবন্ধন-পূর্বক ঐ প্রজ-
লিত তেজোনিধিকে স্বরূপত জানিবার নিমিত্ত
ঋক্ যজু, ও সামবাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন ।
তিনি বলিলেন, হে সপ্ততেজঃ ! তুমি পরেরও
পরমাত্মা ; তোমাকে নমস্কার । তুমি অদ্ভুতের
প্রতিশ্রোতা, এবং তেজোনিধি ; তোমাকে নমস্কার ।
তুমি বিশ্বের বীজ, সন্মোহন, বিমোহন, যুগাবর্ত-
কালে হুঃসহ অন্ধকার, উর্দ্ধবক্র, সন্তান, ও
ধরাশ্বক, তোমাকে নমস্কার । হে দেব ! তুমি
জলজ্জাল উৎপন্নজল, জলজেশ, জলচর, জল-
জোৎস্নপত্রাক, জলদেব, হতাশন কৃককাস্তি,
কৃকমার্গ, স্বর্গমার্গপ্রদায়ক, যজ্ঞাহতিসমাচার ও
যজ্ঞরূপ ; তোমাকে নমস্কার । হে দেব ! তুমি স্বর্ণ-
গর্ভ, ও শমীগর্ভ, ও সনাতন ; তোমাকে
নমস্কার । তুমি তমোহার, সমাহার, স্বাহাপ্রিয়,
তমোহর, প্রদীপ্তরোচিঃ, দেবেশ, ও চিত্রভানু,
তোমাকে নমস্কার । হে বৈশ্বানর ! তুমি অনলোদয়,
উর্দ্ধপাবক, সর্গগ, বিভাবসু, মহাভাগ, ও কৃক-
বর্ষা তোমাকে নমস্কার । সনৎকুমার বলিলেন,—
ভবাগ্নি বিরিঞ্চি কর্তৃক এইরূপে স্তব হইয়া
ঐহাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আমি তুষ্ট

এবমুক্তস্তদা ব্রহ্মা নমস্কৃত্যাব্রবী পুনঃ । জ্ঞাতু-
মিচ্ছাম্যহং দেব কো হি হুঃ ভগবানিতি ॥ ৬৯ ॥
অব্রবীৎ সোহহং ব্রহ্মাণঃ পুরুষস্বঃ প্রজাপতিঃ ।
অজ্ঞেয়ং পরমং রূপং তেন যোগ্যেন পশু মে ॥ ৭০ ॥
অথাপশুৎ স দিব্যেন ভগবন্তঃ সনাতনম্ । সর্গজঃ
বিধিকর্তারমীশ্বরঃ সদসৎপরম্ ॥ ৭১ ॥ জলনঃ
গগনঃ ভূমিঃ দৃশ্যাদৃশ্যঃ পরঃ পদম্ । ভূতঃ ভব্যঃ
ভবিষ্যৎ জগৎ স্বাবরজ্জন্মম্ । সর্দৈব কুরুতে
দেবো ভূভেক্ত সর্গঃ যতঃ প্রভুঃ ॥ ৭২ ॥ অতি-
সমুত্তিভবোন স্তোত্রোণাথ প্রজাপতিঃ । তুষ্টাব দেবঃ
প্রকৃতঃ পুরাণমজমব্যয়ম্ ॥ ৭৩ ॥ ততোহতিরক্ত-
বর্ণঞ্চ দৃষ্টা দেবঃ প্রজাপতিঃ । বিব্রতো বাহচরণঃ
বিশ্বতোহগ্নিশিরোমুখম্ ॥ ৭৪ ॥ ব্যক্তাব্যক্ত-
প্রণেতারঃ প্রণমহিরসা স্বয়ম্ । পশুতেহহং নমস্তে-
হস্ত তুভ্যঃ বিশ্বভবান্ননৈ ॥ ৭৫ ॥ পৃথিবী বায়ু-
রাকাশঃ যচ্চাস্তদ্বনজ্জন্মম্ । লোকালোকেশ্বরঃ
চৈব জগৎ স্বাবরজ্জন্মম্ ॥ ৭৬ ॥ তবসর্গঃ ভূত-
সর্গঃ ভাবসর্গঃ তথৈব চ । ব্রহ্মতেজোময়ান্নানঃ

হইয়াছি ; আপনার কর্ণ সুসিদ্ধ হইবে । ৫২—৬৮ ।
ভবাগ্নির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা পুনরায় বলি-
লেন,—হে ব্রহ্মন্ ! তুমি কে ? আমি ইহাই
তোমার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি । ভবাগ্নিও
ব্রহ্মাকে বলিল,—হে ব্রহ্মন্ ! আপনি পুরুষ এবং
প্রজাপতি, অতএব আপনি আমার আজ্ঞায় পরম-
রূপ অবলোকন করুন । অনন্তর ভগবান্ বিরিঞ্চি
দিব্য চক্ষু দ্বারা ঐ সনাতন, সর্গজ, বিধি, কর্তা,
ঈশ্বর, সৎ, অসৎ, পরম, জলনকে দর্শন
করিলেন এবং বলিলেন,—হে অগ্নে ! গগন,
ভূমি, দৃশ্য, অদৃশ্য, পরমপদ, ভূত, ভব্য, ভবিষ্য,
স্বাবর জন্ম ও জগৎ, এ সকল তুমিই সর্গদা
কারয়া থাক এবং তুমি সর্গভূক । প্রজাপতি উক্ত
প্রকার বিভূতিযুক্ত বাক্যে প্রকৃত, পুরাণ, অজ ও
অব্যয় অগ্নির স্তব করিলেন । দেব স্তবাস্তে
দেখিলেন,—বহি রক্তবর্ণ, ঐহার চতুর্দিকে বাহ
ও চরণ, তিনি বিশ্বতোহগ্নিশিরোমুখ, এবং ব্যক্তা-
ব্যক্তপ্রণেতা । এইরূপ দর্শন করিয়া তিনি
তাহাকে নমস্কার করিলেন এবং পুনরায় এই
বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন যে, হে অগ্নে ! তুমি
পৃথিবী, তুমি বায়ু, তুমি আকাশ, তুমি ভূবনজয়,
এবং লোকালোকেশ্বর । হে অগ্নে ! তুমি স্বাবর
জন্ম জগৎ তবসর্গ, ভূতগণ, ভাবসর্গ, যৎকিঞ্চিৎ

সংপত্তঃশচক্ষুঃ। ৭৭। যৎকিঞ্চিদজাতং
হি তৎ সৰ্বমচরং চরম্। এবং স্ততঃ স তু তদা
অনাদিৰ্ভগবান্ প্রভুঃ। ৭৮। অধেশঃ প্রাহ ব্রহ্মাণঃ
ঐয়া দৃষ্টং যথাতথম্। সৃজেনানীঃ প্রজাঃ সৰ্বাঃ স
চ হং বিনয়ান্বিতঃ। ৭৯। কৰ্ত্তাহমমুকৰ্ত্তা হং
লোকানাং হিতিকারণে। কুরুষেতত্ত্বা ভাব্যং
ময়া পূৰ্বে বিনিৰ্মিতম্। ৮০। ইত্যুক্তো দেবদেবেন
ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ। মমস্তেহং মহাদেব ভব শৰ
নমোহং তে। ৮১। ত্বংপ্রসাদাৎ প্রজাসৰ্গঃ
কুরুতো মে মহেশ্বর। সখায়ং প্রাপ্তুমিচ্ছামি ত্বয়া
দত্তং জগৎপতে। ৮২। মহেশ্বর উবাচ। ধ্যায়তঃ
পুত্রকামস্ত সৃষ্টিকামস্ত তে যতঃ। কল্পিতঃ ভবিতা
দেব মনুৎপত্তিঃ যদীপ্স্যসি। ৮৩। পুত্রহং প্রাপ্য
হীশস্তে ছেৎস্তুমি পঞ্চমঃ শিরঃ। তত্র চোৎপাদয়ি-
ষ্যামি নরনারায়ণাবুভৌ। ৮৪। ব্রহ্মোবাচ। কথং
নারায়ণো দেবস্তপসা মন্ততে স নঃ। কৌতুহল সখা
ধন্তঃ স ন পূজ্যো ভবিষ্যতি। ৮৫। অথাপশু-
ততো ব্রহ্মা তেজসা হরিমচ্যুতম্। তং সৰ্বগমনং

বস্তুজাত, চর, অচর। ও তুমি ব্রহ্মতেজোময় স্বীয়
আত্মাকে আপনা আপনিই দেখিতেছ এবং চরাচর
বাবতীয়বস্তুই তুমি। অনাদি ভগবান্ প্রভু অগ্নি এই
প্রকার স্তত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন,—আপনি অধুনা
আমাকে যথাতথ্যভাবে নিরীক্ষণ করিলেন; অধুনা
বিনয়ান্বিত হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করুন।
আমিই লোকহিতের কৰ্ত্তা আপনি আমার সহকারী,
আপনি সৃষ্টি করুন; আপনি পূর্বে যাহা করিয়া
রাখিয়াছি, তদ্রূপই হইবে। ব্রহ্মা অগ্নি কর্ত্তক
এইরূপ অতিহিত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—
আমি আপনাকে জানিতে পারি নাই। আপনি
ভব, শৰ, ও মহাদেব, আপনাকে নমস্কার। হে
মহেশ্বর! আমি আপনার প্রসাদেই প্রজাসর্গ
করিয়া থাকি। হে জগৎপতে! আপনারই প্রদত্ত
আমার সখাকে অধুনা আপনি প্রদান করুন।
মহেশ্বর বলিলেন,—হে দেব! আপনি যখন ইচ্ছা
করিতেছেন, তখন আমি স্বয়ং ধ্যানস্থ পুত্রকাম
ও সৃষ্টিকামী আপনার পুত্রহ প্রাপ্ত হইব। পুত্রহ
প্রাপ্ত হইয়া আমি আপনার পঞ্চম শির ছেদন
করিব। ঐ ছিন্ন শিরে নর-নারায়ণ উৎপন্ন হই-
বেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেব! দেব নারায়ণের
কথা বলিলেন, তিনি যে আমাদের তপোবেদ্য ও
পূজনীয়। আপনি উত্তম সখা কৌতুহল করিয়াছেন,

গম্যং শিবং নারায়ণাস্বকম্। ৮৬। মহেশ্বরস্ত
ঠেজোহর্কঃ সন্তঃ নারায়ণং প্রভুম্। চকার ব্যাহর-
মার্গং ত্রীকুপং শক্তিসাম্যাতঃ। ৮৭। অঙ্গুণ্য
সংস্পৃশ্ দেবো ব্রহ্মাণমব্রবীচ্চঃ। ব্রহ্মাস্তে পরমং
ধাম ঋষির্নারায়ণীভূগঃ। ৮৮। ভবিতা লোকরক্ষার্থঃ
শ্রেষ্ঠঃ সৰ্বধনুস্ততাম্। নারায়ণ মহাবীৰ্য্য শক্তি-
রেষা মদীয়িকা। ৮৯। ইত্যুক্তা ভগবান্ দেব-
স্তমগ্নিঃ পানিনাগ্রহীৎ। দক্ষহস্তাঙ্গুলিনধমধ্যস্থঃ
সমচীকরৎ। ৯০। ইতি সংকৃত্য স্ততঃ নরকৈব
মহেশ্বরঃ। ব্রহ্মাণো দর্শয়িত্বাথ তৈজোবাস্তরধীয়ত। ৯১।
অথাব্রবীততো ব্রহ্মা অগ্নিঃ তং তু যুগন্ধয়ে।
স্পৃশন্ দক্ষিণবামাত্যাং সাস্তয়ান্নিব তং গিরা। ৯২।
ভৃগুশ্চৈবাক্ষিরাঃ পুত্রৌ ভবিতারৌ ন সংশয়ঃ।
অত্রৈব মম ভবতাং বংশে বিখ্যাতকৰ্ম্মণৌ। ৯৩।
ষিধা সন্তজ্য ভেনাগ্নিং সৃষ্টৈর্ধজৌ ভবিষ্যতি।
ভবন্তৌ তিষ্ঠতস্তত্র পৃথিব্যাং দানমাশ্রিতৌ। ৯৪।
ব্রহ্মণায়ী সমেতৌ তু ব্রহ্মাণমমুনোদিতৌ।
তস্মাদেবং বিধাতব্যৌ নির্মথ্য বিধিপূৰ্ব্বকম্। ৯৫।
অতোহন্থখে শমীগর্ভে সংযোগস্তত্র পর্যাতে।

আমি ধন্ত হইলাম। অনন্তর ব্রহ্মা তেজোযুক্ত
হরি অচ্যুতকে দর্শন করিলেন। তিনি সর্বব্যাপী,
জ্ঞেয়, গম্য, মঙ্গলময়, নারায়ণাস্বক, মহেশ্বরের অর্ক-
তেজঃস্বরূপ, এবং প্রভু। তিনি হস্তারপূর্বক শক্তি-
সাম্যবশতঃ ত্রীকুপ ধারণ করিলেন। ৬৯—৮৭। এই
সময় দেবদেব অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করিয়া ব্রহ্মাকে বলি-
লেন,—ব্রহ্মন্! আপনার তেজ অতি অদ্বুত; যে
হেতু নারায়ণ ঋষি লোকরক্ষার্থ আপনার অঙ্গুগামী
হইলেন। তিনি সর্বধনুর্কারিগণের শ্রেষ্ঠ নারা-
য়ণস্বরূপ ও মহাবীৰ্য্য এবং তিনি আমারই শক্তি।
এই বলিয়া দেবদেব দক্ষিণ হস্তের নখাঙ্গুলিতে
অগ্নিকে গ্রহণ করিলেন এবং নরকেও সংকৃত
করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর করিয়া দিয়া স্বয়ং
অস্তহিত হইলেন। ব্রহ্মা দক্ষিণ ও বামাত্ম দ্বারা স্পর্শ
করিয়া সাস্তনায়ুক্তবাক্যে অগ্নিকে বলিলেন,—আমার
বংশে ভৃগু এবং অক্ষিরা নামক বিখ্যাতকৰ্ম্মী দুই
পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহাদের উৎপত্তি উপ-
লক্ষে তোমাকে ষিধা বিভক্ত করিয়া এক যজ্ঞ
অনুষ্ঠিত হইবে। তোমরা উভয়ে ঐ যজ্ঞে অধি-
ষ্ঠিত থাকিয়া দান গ্রহণ করিবে। এই
বলিয়া ব্রহ্মা ঐ অগ্নিদ্বয়কে মিলিত করিলে তাহারা
তাঁহাকে ভোষিত করিল এবং বলিল,—আপনি

ভার্গবাক্ষিসসৈব বিবিধো দৈব উচ্যতে ॥ ১৬ ॥
তন্মাৎসুতহিতঃ শ্রেষ্ঠচতুর্থ ইতি কথ্যতে । এবং
ব্যাস সনৎকুমারো নরোহসৌ পূর্বজননি ॥ ১৭ ॥
এবং তু ব্রহ্মণো বক্ত্রং পঞ্চমং সমপদ্যত ॥ ১৮ ॥
এতদ্ব্যো বুধ্যতে দেব তেজঃসর্গমন্তমম্ । ব্রহ্মণো
যাতি সালোক্যং শাস্তো দাস্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥
এতদ্ব্যোঃ স্মিসমুদ্ভবং পশুপতেশ্বাহাত্ম্যাসংসৃচকঃ বহুঃ
সাধুমতিঃ শৃণোতি সততং যঃ ব্রহ্ময়া ভাবিতম্ । যো
ব্যাস দ্বিজদেবতাপ্রমুখতঃ সংশ্রাবয়েত্তজ্জিতঃ সো-
হত্যর্থঃ ভবভাবিতঃ শিবপুরে সম্পূজ্যতে
দৈবতৈঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে বৈখানরোৎপত্তিবর্ণনং নাম
চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ । যুদ্ধে নিবাসিতে তত্র রক্ত-
শ্বেদজয়োঃ পুরা । কিং কৃতং ব্রহ্মণা তত্র প্রায়শ্চিত্তং
চ কর্মণাম্ ॥ ১ ॥ জনাৰ্দ্দনেন কিং কর্ম শঙ্করেণ চ

যথাবিধি যজ্ঞ আরম্ভ করুন । ঐ যজ্ঞে অশ্বখে ও
শমীগর্ভে অগ্নি-সংযোগ কীৰ্ত্তিত হইবে । ভার্গব
ও অজিরা ইহারা উভয়েই দেবতা বলিয়া কথিত ।
ঐ যজ্ঞ স্মৃত্তিকর, শ্রেষ্ঠ ও চতুর্থ বলিয়া অভি-
হিত । হে ব্যাস ! পূর্বে এইরূপে নয় জন্মগ্রহণ
করিয়াছিল এবং তগবান্ ব্রহ্মার পঞ্চম বদন উৎপন্ন
হইয়াছিল । যে ব্যক্তি অন্ততম তেজঃসর্গের কথা
বুঝিতে পারে, সে শাস্ত, দাস্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া
ব্রহ্মসালোক্য প্রাপ্ত হয় । হে ব্যাস ! যে সাধুমতি
ব্যক্তি সতত ব্রহ্মার সহিত পশুপতির মাহাত্ম্য-
সংসৃচক অগ্নিসমুদ্ভব বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, এবং দ্বিজ
ও দেবগণের নিকট শ্রবণ করায়, সে শিবপুরে
উপস্থিত হইয়া দেবগণ কর্তৃক পূজিত হয় ॥ ৮৮—১০০
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাস বলিলেন,—হে বাগ্গিবর ! পূর্বে রক্ত
ও শ্বেদজের যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে, ব্রহ্মা কি প্রায়-
শ্চিত্ত করিয়াছিলেন এবং জনাৰ্দ্দন ও শঙ্কর ই-
বা কোন কর্ম করিয়াছিলেন ? আপনি প্রসন্ন

যনুনে । এতৎসর্গঃ সমাখ্যাহি প্রসাদ বদতা-
বর ॥ ২ ॥ সনৎকুমার উবাচ । ব্রহ্মা
জুহুৱগ্নিহোজঃ বনৌষধিকলচ্ছদৈঃ । শস্তৈঃ
কুশসমিতিষ্ঠ যথোক্তং হরিণা পুরা ॥ ৩ ॥ বদর্যাক্ষম-
মাসাদ্য নরনারায়ণারুযী । তেপতুস্তো তপশ্চোগ্রাং
হিতার্থং সন্নদেহিনাম্ ॥ ৪ ॥ কপালপানির্দেবেশঃ
পর্যটন বনুধামিমাম্ । কুশস্থলীং সমাসাদ্য প্রবিষ্ট-
স্তম্বনোত্তমম্ ॥ ৫ ॥ নানাফলমলতাকৌর্ণং নানাপুষ্পো-
পশোভিতম্ । নানাপাক্ষিকরবাকৌর্ণং নানামৃগসমা-
কুলম্ ॥ ৬ ॥ ক্ষমপুষ্পভরামোদবাসিতং যৎ-
সুবাযনা । বুদ্ধিপূর্বমিব স্তম্বৈঃ কলপুষ্পৈঃ সুপু-
জিতম্ ॥ ৭ ॥ নানাগন্ধরসাতৈশ্চ পকাপককলো-
দ্ভবৈঃ । কলৈঃ সুবর্ণরূপাতৈরাসমস্তান্ননোরমৈঃ ॥ ৮ ॥
জীর্ণাপত্রতৃণাদৌনি শুষ্ককাষ্ঠকলানি চ । বহিঃ কিপশ্চি
জাতানি মকতোহলুগ্রহাণি চ ॥ ৯ ॥ নানাপুষ্পসমূহানাং
গন্ধমাদায় মাক্রতঃ । শীতলো বাতি তৎ কৃমি-
দেশং যত্র বিবেশ সঃ ॥ ১০ ॥ হরিতন্নিভনিচ্ছিদ্ভৈঃ
পর্নৈরচ্ছিদ্ভকোটৈঃ । বৃক্কৈরনেকসংখ্যৈশ্চ ভূষিতঃ

হইয়া তাহা আবাদিগেরনিকট কীৰ্ত্তন করুন । সনৎ-
কুমার বলিলেন,—ব্রহ্মা বনৌষধি কল, পত্র ও প্রশস্ত
সমিৎকুশ দ্বারা হরিকথিত বিধি অনুসারে অগ্নি-
হোজে হোম করিতে লাগিলেন । বদরিকাক্ষমবসী
নর-নারায়ণ ঋষি সর্গ দেহীর হিতের নিমিত্ত উগ্র
তপস্তায় নিরত হইলেন । আর কপালপানি দেবদেব
বনুধা পর্যটন করত কুশস্থলী প্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যস্থ
উত্তমবনে প্রবেশ করিলেন । ঐ বন নানা ফলমলতা-
কৌর্ণ, বহু পুষ্পোপশোভিত, বিবিধ পাক্ষিকজনা-
কৌর্ণ, অনেক মৃগসমাকুল, বহুল পুষ্পগন্ধামোদিত,
ও সুগন্ধ গন্ধবহ-বাসিত । বনের কল পুষ্প-
নিচয় দেখিলে মনে হয়, যেন কেহ বুদ্ধিপূর্বক ঐ
সকল কল-পুষ্প দ্বারা বনদেবীর পূজা করিয়াছে ।
নানা গন্ধ রসাত, সুবর্ণ-রৌপ্যবর্ণ, মনোহর, পকা-
পক বিবিধ কলজাত শোভা পাইতেছে, জীর্ণ
পত্রতৃণাদি ও শুষ্ক কাষ্ঠ-কলাদি বায়ু যেন ঐ বন
হইতে লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে । এই
মনোহর অরণ্যে দেবদেব প্রবেশ করিলেন ।
এখানে সর্বদা স্বভাবতই নানা সুরভিকুসুমসমূহের
গন্ধ প্রকণপূর্বক শীতল মাক্রতহিম্মোল প্রবাহিত
হইতেছে । ঐ বন হরিতন্নিভ, নিচ্ছিদ্ভপর্ণ, অচ্ছিদ্ভ-
কোটর, শশিরক্ষ, বহুসংখ্যক বৃক্ষ দ্বারা ভূষিত ।

শিরসাস্থিতৈঃ ॥ ১১ ॥ অরোগিদর্শনায়ৈচ সুবৃত্তৈঃ
কচিৎকর্তৈঃ। কুটুম্বৈরিব বিপ্রাণাং সিদ্ধির্কৈ ভাতি
সর্বতঃ ॥ ১২ ॥ শোভনৈর্বাযুসকৌর্ণৈরুর্জৈঃ প্রাবৃত্তা
ক্রমাঃ। কুলীনৈরিব নিশ্চিদ্রৈঃ নৃপৈঃ প্রাবৃত্তা
নরাঃ ॥ ১২ ॥ পবনোদ্ধুতশিখরৈঃ স্পর্শয়ন্তি পর-
স্পরম্। আরাৎ পবনতোহন্তোন্ত স্পৃষ্টশাখাবতং-
সকাঃ ॥ ১৪ ॥ নাগবৃক্ষাঃ কচিৎ পুষ্পৈর্ভ্রমরালীন-
কেশরৈঃ। নয়নৈরিব শোভন্তে ধবলৈঃ কৃষ্ণ-
তারকৈঃ ॥ ১৫ ॥ পুষ্পসমুদ্রশিখরাঃ কর্ণিকারক্রমাঃ
কচিৎ। বুগ্মযুগ্মবিবাহে চ শোভন্তে সাধু দম্পতৌ ॥ ১৬ ॥
অপুষ্পবিভবাটোপৈঃ সিন্ধুবারস্ত পঙ্কজম্। মূর্তি-
মত্যা ইবাভাস্তি পূজিতা বনদেবতাঃ ॥ ১৭ ॥ কচিৎ
কচিৎ কুন্দলতাঃ অপুষ্পাতরগোচ্ছল্লাঃ। দিকৃদিকৃ
প্রশোভন্তে বালচন্দ্রা ইবোদ্যতাঃ ॥ ১৮ ॥ অতি-
বিক্রমশোভাঢ্যা কাসন্ত্যা যুথিকালতাঃ। পুষ্পিতাঃ
পুষ্পবিটপান বীজরন্ত্য ইবোখিতাঃ ॥ ১৯ ॥ শালার্জুনাঃ
কাচিদ্ভাস্তি বনোদেশস্য পুষ্পিতাঃ। ধৌতকৌশেয়-
বাসোভিঃ প্রাবৃত্তাঃ পুরুষোত্তমাঃ ॥ ২০ ॥ অবিবৃক্তং

কুটুম্বগণের স্থায় তদ্রূপ অরোগী, দর্শনীয়, সুবৃত্ত
ও কখন কখন উদ্ধত বনজাত রূক্ষসমূহ বিপ্রগণের
সর্বতোমুখী সুখসিদ্ধি সংঘটিত হইতেছে।
নয়গণ স্বীয় গুণে নিশ্চিদ্র কুলীন দ্বারা যেমন
পরিবেষ্টিত হয়, তেমনি ঐ বনজাত শোভমান
পাদপনিচয় বায়ুচালিত অঙ্গুর দ্বারা আবৃত
রহিয়াছে। তদ্রূপ পবনচালিত রূক্ষ সকল অন্তান্ত-
স্পৃষ্টশাখাকুটুম্বগণিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের উপর
পতিত হইতেছে। কোন স্থানে, ভ্রমর সকল পুষ্প-
কেশরে লীন থাকায় পবন-চালিত পরস্পর স্পৃষ্টশাখ
নাগবৃক্ষ সকল ধবল কৃষ্ণ-তারক নয়ন দ্বারা যেন
শোভা পাইতেছে। কোথাও পুষ্পসমিধশিখর
কর্ণিকার ক্রম সকল জোড়া জোড়া অবস্থিত
ধাকিয়া বুগ্ম যুগ্ম বিবাহে দম্পতির স্থায় শোভা
ধারণ করিয়াছে। কোথাও সিন্ধুবারপঙ্কজ অপুষ্প-
বৈভবগর্ভে মূর্তিমতী বনদেবীর স্থায় বিরাজ
করিতেছে। কোথাও পুষ্পাতরগ-ভূষিতা কুন্দলতা-
সকল দিকে দিকে উদীয়মান বালচন্দ্রের স্থায়
বিকশিত রহিয়াছে। কোথাও কোথাও বিক্রম-
শোভাঢ্যা পুষ্পিতা যুথিকালতা সকল যেন পুষ্প-
বিটপকে বীজন করিবার নিমিত্তই উখিত হইয়াছে।
কোথাও কোথাও পুষ্পিত শালার্জুন রূক্ষসমূহ ধৌত
কৌশেয়বসনধারী পুরুষোত্তমের স্থায় শোভা

ত বল্লীভিঃ পুষ্পিতাঃ ক্রমাশ্রুত্যা। উপগৃঢ়া বিরাজন্তে
নারীভিরিব সুপ্রিয়াঃ ॥ ২১ ॥ চূতাশ্চ তিলকাশ্চৈব
মঞ্জরীভিঃ করৈরিব। বায়ুপ্রভাতিরন্তোন্তঃ
চৌকস্তীব হি সজ্জনান্ ॥ ২২ ॥ পরস্পরং চ সংযুক্তৈ-
স্তিলকাশৌকিপল্লবৈঃ। হস্তৈর্হস্তান্ স্পৃশন্তীব সুহৃদ-
চিত্তসঙ্গতাঃ ॥ ২৩ ॥ কলপুষ্পনগা নম্রাঃ পেশলেনেব
সজ্জনাঃ। অন্তোন্তমর্পয়ন্তীব সপুষ্পাণি কলানি চ।
২৪ ॥ মাক্রতান্নিষ্টসমুদ্রৈঃ পাদপাঃ শালিবারিভিঃ।
আর্ধ্যাঃ সমাগতা লোকে জীতিদায় ইব হিতাঃ ॥ ২৫ ॥
পুষ্পাণামিব বেগেন স্বশোভার্থং ব্রজন্তি বৈ। সম-
সম্মাহমাসাদ্য পুরুষাঃ স্পর্শয়েব হি ॥ ২৬ ॥ পুষ্প-
শোভাতরনতৈঃ শিখরৈঃ কম্পসংযুক্তৈঃ। নৃত্যন্তি
পক্ষিণো মত্ত যুক্তাঃ শোভনশেখরৈঃ ॥ ২৭ ॥ ভৃঙ্গাঃ
পবনবিক্শিপ্তামৃতবল্লীলতাপ্রিভাঃ। সবল্লিকাঃ প্রনৃ-
ত্যন্তি মানবা ইব সপ্রিয়াঃ ॥ ২৮ ॥ পুষ্পাভিঃ কুন্দ-
বল্লীভিঃ পাদপাঃ কচিদারুতাঃ। ভাতি তারাগণৈ-

পাইতেছে। কোথাও তদ্রূপ বল্লীপরিবেষ্টিত পুষ্পিত
পাদপ সকল নারীগণালিঙ্গিত প্রিয়তমের স্থায় বিরাজিত
রহিয়াছে। ১—২১। কোথাও চূত ও তিলক-
ক্রম সকল বায়ুচালিত মঞ্জরীরূপ করদ্বারা যেন
সজ্জন ব্যক্তিগণকে উপচৌকন প্রদান করিতেছে।
কোথাও তিলক ও অশৌক পাদপ সকলের, পত্র-
সমূহ পরস্পরের উপর পতিত হওয়ায় তাহারা
যেন সমপ্রাণ সখার স্থায় পরস্পর করগ্রহণ করি-
তেছে। কোন স্থানে কল-পুষ্পাবনমিত রূক্ষ সকল
সজ্জনগণের স্থায়ই যেন পরস্পর পরস্পকে কল-
পুষ্প বিতরণ করিতেছে এবং কচিৎ মাক্রত-
বিক্শিপ্ত শালিবারি দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া পাদপ
সকল, লোকজীতিপ্রদ মাননীয় ব্যক্তির স্থায়ই যেন
অবস্থিত রহিয়াছে। কোথাও পুষ্পনিচয় বায়ুবেগে
চালিত হওয়ায় পুষ্পিত পাদপসমূহকে দেখিয়া মনে
হইতেছে, যেন সম-সম্মাহ পুরুষগণ স্পর্শ সহকারে
ধাবিত হইতেছে। বিহঙ্গকুল কচিৎ পুষ্পশোভা-
ভর-নত কম্পযুক্ত পাদপশিখরে উপবিষ্ট থাকায়
বোধ হইতেছে যেন তাহারা সহর্ষে নৃত্য করি-
তেছে। কোন কোন স্থানে পবন-চালিত ভৃঙ্গ
অমৃতবল্লীলতায় বিলুড়িত থাকিয়া ভৃঙ্গসকল যেন
প্রিয়াযুক্ত মানবের স্থায় নৃত্য করিতেছে। কোথাও
পাদপরাজি পুষ্পিত কুন্দলতারূপ হইয়া তারকানিচয়-
মণ্ডিত নতস্তলের স্থায় শোভা পাইতেছে।

শিষ্টৈঃ শরদীব নভস্তলম্ । ২৯ । জ্ঞানামপ্যধা-
গ্রেষু পুষ্পিতা মাধবী লতা । শিখরী
ইব শোভন্তে রচিতা বুদ্ধিপূর্বকম্ । ৩০ । হরিতাঃ
কাঞ্চনচ্ছায়াঃ কলিতাঃ পুষ্পিতা জমাঃ । সৌন্দর্য-
দর্শয়ন্তীব নরাঃ সাধুসমাগমে । ৩১ । পুষ্পকিঙ্কর-
বহনাঃ কিঙ্করবহনোদরাঃ । কিঙ্করমস্তমধুপা বিশদা
ইব শারিকারঃ । ৩২ । শিরীষপুষ্পসঙ্কাশাঃ শুকা
মিধুনতঃ কটিং । কীৰ্ত্তয়ন্তি গিরিশিখাঃ পুজিতা
ব্রাহ্মণা যথা । ৩৩ । সংযুক্তাঃ সহচরিত্যা ময়ুরাশ্চি-
বর্হিণঃ । বনাস্তরে ব্যতিষ্ঠন্ত একান্ত ইব সংস্থিতাঃ ।
৩৪ । কুজন্তি পত্রিসজ্জাতা নানাতুল্যবিরাবিণঃ ।
কুর্কন্তি রমণীয়াঃ হি রমণীয়তরং বনম্ । ৩৫ । নানা-
মৃগগণাকীর্ণং নিত্যং সমুদিতাঞ্জলম্ । তদ্বনং
নন্দনসমং মনোদৃষ্টিবিবর্জনম্ । ৩৬ । কপালপানি-
ভগবান্ধ্বধারুণঃ বনোত্তমম্ । দদর্শ শঙ্করো দৃষ্ট্য
সৌম্যয়া নন্দনোপমম্ । ৩৭ । তা বৃক্ষপঙ্ক্তয়ঃ সর্বা
দৃষ্টা কুজং সমাগতম্ । নিবেদ্য শস্তবে ভক্ত্যা
মুখচুঃ পুষ্পসম্পদম্ । ৩৮ । পুষ্পপ্রতিগ্রহঃ কুহা
পাদপানাং মহেশ্বরঃ । বরং বৃণীষ্যঃ তদ্রং বঃ
পাদপানিত্যুবাচ সঃ । ৩৯ । এবমুক্তে ভগবতা

কোথাও জ্ঞানসমূহের অগ্রভাগে পুষ্পিতা মাধবীলতা
বিরাজিত থাকায় দেব হইতেছে—যেন কেহ বুদ্ধি-
পূর্বক তাহাদের শিখরদেশ অলঙ্কৃত করিয়া
দিয়াছে । কোথাও হরিশর্প, কাঞ্চনচ্ছায়া, কলিত,
পুষ্পিত জমরাজি যেন সাধুসমাগমে নরগণের স্তায়
সৌন্দর্য প্রকাশ করিতেছে । কোন স্থানে
শিরীষ পুষ্প-সঙ্কাশ পুষ্পকিঙ্করে মস্ত মধুপকুল,
শুক শুক শারিকার স্তায় বিচিত্র কথা কহি-
তেছে । অরণ্যের কোন অংশে সহচরীসম্মিলিত
বিচিত্র ময়ুর-ময়ুরী ক্রীড়া করিতেছে । কোথাও
অদ্ভুতরাবী বিহঙ্গকুল কুজন করিয়া ঐ রমণীয়
বনকে রমণীয়তর করিয়া তুলিতেছে । বহুবিধ
মৃগ ও অঞ্জলি অনবরত বিচরণ করিতেছে ।
এই বন নন্দন বনোপম, মনের আনন্দদায়ক ও
দৃষ্টিসুখবর্ধক । ভগবান্ কপালপানি নন্দনোপম
এই বন দর্শন করিলেন । বনস্থ বৃক্ষরাজি
শঙ্করকে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদের পুষ্প-
সম্পদ তদ্বদেখে ভক্তিপূর্বক মোচন করিতে
লাগিল । মহেশ্বরও তাহাদের প্রদত্ত পুষ্প প্রতিগ্রহ
করিয়া বলিলেন,—“তোমাদের মঙ্গল হউক ; বর
গ্রহণ কর ।” ভগবান্ শঙ্কর এই কথা বলিলে

তরবো নিরবগ্রহাঃ । উচুঃ প্রাজলয়ঃ সর্কো নমস্কৃত্য
মহেশ্বরম্ । ৪০ । বরং দদাসি দেবেশ প্রসন্ন
জনবৎসল । ইহৈব ভগবন্তিত্যং বনে সন্নিহিতো
ভব । ৪১ । এষ নঃ পরমঃ কামো
দেবদেব নমোহস্ত তে । হং চেষ্টসি দেবেশ
বনেহস্মিন্ বিশ্বতাবন । ৪২ । সর্গাঙ্কনা প্রপন্না বৈ
যাচামহে বরোত্তমম্ । কিমন্তবরকোটিভিরেষ নো
দীপতাং বরঃ । ৪৩ । ইত্যুক্তঃ পাদপৈঃ সর্কো
শরণাগতবৎসলঃ । বরং দদৌ পাদপেভ্যঃ প্রোচ্য-
মানঃ ময়া শৃণু । ৪৪ । মহেশ্বর উবাচ । বাচ মে
মনসা বাসো নিত্যমত্র বনোত্তম । বরং দদামি
ভূয়ো বো ন বৃথা দর্শনং মম । ৪৫ । নার্নির্ন বায়ুর্ন
জলং ন সূর্য্যকিরণাতপঃ । ন বিদ্যাদশনিঃ শীতঃ
কুজং বো জনয়িষ্যতি । ৪৬ । নিত্যং পুষ্পবরো-
পেতা নিত্যং স্থিরযৌবনাঃ । কামগাঃ কামরূপাশ্চ
কামরূপকলপ্রদাঃ । ৪৭ । কামসন্দর্শনাঃ পুসাঃ
তপঃসঙ্ক্যাঙ্কলদৃশাম্ । স্রিয়া পরময়া যুক্তা মৎ-
প্রসাদান্তবিষাধ । ৪৮ । এবং স বরদঃ শঙ্করমু-
জগ্রাহ পাদপান্ । স্থিহা বর্ষসহস্রং তু কপালঃ

তীরবর্তী তরুরাজি কুতাজলিপুটে নমস্কার করিয়া
তাঁহাকে বলিল,—হে আশুতোষ ভক্তবৎসল
দেবেশ ! এই বর দেন,—যেন আপনি এই
বনে নিত্য সন্নিহিত থাকেন । ইহাই আমাদের
কামনা ; হে দেবদেব ! আপনাকে নমস্কার ।
হে দেব ! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া এই বনে
সর্বতোভাবে বাস করেন, তাহা হইলে ইহাই
আমাদের পরম বর ; অন্তবরে প্রয়োজন কি ? এই
বরই আপনি আমাদের প্রদান করুন । ২২—৪৩।
শরণাগতবৎসল ভগবান্ ভব, পাদপগণ কর্তৃক
এইরূপ উক্ত হইয়া তাহাদিগকে যেরূপ বর দান
করিলেন, তাহা আমি কীৰ্ত্তন করিতেছি অবশ
করুন । মহেশ্বর বলিলেন,—আমি এই বনোত্তমে
নিশ্চিতই নিত্য বাস করিব—এই বর আমি
তোমাদিগকে প্রদান করিলাম ; পুনরায় অন্তবর
প্রদান করিতেছি ; আমার দর্শন বৃথা হইবার
নহে । না অগ্নি, না বায়ু, না জল, না সূর্য্যকিরণা-
তপ না বিদ্যা, না অশনি, না শিলা,—কেহই
তোমাদের পীড়া জন্মাইতে পারিবে না । তোমরা
এই বনে নিত্য পুষ্প-কলোপিত, স্থিরযৌবন,
কামগ, কামরূপ, কাম-রূপ-কলপ্রদ, কামসন্দর্শন
এবং তপস্বিতেজোযুক্ত হইবে । বরদ শঙ্কর পাদপ-

চাক্ষিপদ্বি ॥ ৪৯ ॥ ক্ষিতিং নিপতিতা তেন
কম্পতে স্ম রসাতলম্ । বিবশাস্ত্যাজুর্বেলাং
সাগরাঃ স্তুতিতোম্বয়ঃ ॥ ৫০ ॥ শক্রাশনিহতানৌব
ব্যাভ্রব্যালান্বিতানি চ । শিখরাণি বাশীর্ঘ্যস্ত
পর্বতানাং সহস্রশঃ ॥ ৫১ ॥ দেবসিদ্ধবিমানানি
গন্ধর্বনগরাণি চ । প্রফুরন্তি বিনিম্পেতুর্বিমিনেষু-
র্ধরাতলে ॥ ৫২ ॥ কপোতমেঘাশ্চাত্যস্তঃ পুনঃ
সজ্জাতদর্শনাঃ । জ্যোতির্গ্রহাশ্চাদয়ন্তো বহুবৃষ্ঠা-
র্ভাকরাঃ ॥ ৫৩ ॥ মহতা তস্ত শব্দেন জড়াক্ষবধিরং
কৃতম্ । বহুব ব্যাকুলং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥
৫৪ ॥ সুরাসুরাণাং সূর্যেযাং শরীরানি মনাংসি চ ।
অবসেদ্বচকম্পুচ কিমেতদ্বিতি জজ্ঞিরে ॥ ৫৫ ॥ বৈধ্য-
মালদ্য সূর্যেহপি সমাগম্যোত্রপূর্বকাঃ । ব্রহ্মলোকং
সমাসাদ্য ব্রহ্মাণমিদমুচিরে ॥ ৫৬ ॥ কিং নিমিত্তং
তু ভগবন্তেতচ্ছপাতদর্শনে । ত্রৈলোক্যং কম্পিতং
যেন সংযুক্তং কালকর্মণা ॥ ৫৭ ॥ জাতং
কল্লাবলানঞ্চ ভিন্নমর্থ্যাদসাগরম্ । চছারো দিগ্গজাঃ
কিংহ বহুব্রচলাশ্চলাঃ ॥ ৫৮ ॥ ধরা সমাধুতা

দিগের প্রতি অল্পগ্রহ করিয়া এই বনে সহস্র
বর্ষকাল যাবৎ অবস্থানপূর্বক ভূতলে কপালপাত্র
নিষ্কেপ করিলেন । ঐ কপাল ভূমিতে পাতত
হইবামাত্র রসাতল কাঁপিয়া উঠিল ; সাগরের
উর্ধ্বমালা স্তুতিত হইয়া বেলাভূমি আতিক্রম করিল ।
ব্যাভ্র-ভল্লুকাবৃত সহস্র সহস্র গিরি-শিখর বজ্রা-
হতেষু স্তায় হইয়া বিশাণ হইয়া পড়িল ! দেব ও
সিদ্ধগণের দ্যুতিমান বিমান সকল ও গন্ধর্ব-
নগর ধরাতলে পাতত হইয়া বিনষ্ট হইল !
মেঘসমূহ সত্যে দলবদ্ধ হইল । কপোত
সকল জন্তুভাবে উৎপাতত হইয়া গ্রহতারা
জ্যোতির্মণ্ডল আচ্ছাদন করত অবশেষে
ভাকরেরও উপরে উঠত হইল ! কপালপাত্রের
মহান শব্দে সচরাচর ত্রৈলোক্য ব্যাকুলত হইয়া
জড়, অন্ধ ও বাঁধর হইয়া উঠিল । সুরাসুরগণের
মন এবং শরীর “অকম্পাৎ এক হইল !” এই
রূপ ভাবনায় অবসন্ন ও কাম্পিত হইতে লাগিল ।
এই সময় হস্তপ্রমুখ দেবগণ বৈধ্য অবলম্বনপূর্বক
ব্রহ্মলোকে যাওয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে দেব !
কিজন্য এরূপ উৎপাত সজ্জাতিত হইল ? এই
উৎপাত জন্ম যে জগৎ কম্পিত হইয়া উঠিল !
অকালে প্রলয় উপস্থিত হইল ; সাগর বেলা

কম্পাৎ সপ্তসাগরবারিণা । উৎপত্তির্নাস্তি সর্বশ্চ
ভগবন্ত প্রয়োজনম্ ॥ ৫৯ ॥ যাদৃশোহয়ং কৃতঃ
শব্দো ন ভূতো নাপি বিজ্ঞতঃ । ত্রৈলোক্যমাকুলং
যেন চক্রে রৌদ্রেণ ভূমসা ॥ ৬০ ॥ এবমুজ্জোহ-
বব্রোদব্রহ্ম পরমেশানুভাবিতঃ । তৎপ্রসাদাৎ প্রতি-
জ্ঞানৌ জ্ঞাহা ক্রদমুপস্থিতম্ ॥ ৬১ ॥ যৎপৃষ্ঠং মকতঃ
সর্বৈ শৃগুধ্বং তত্র কারণম্ । নিশ্চয়েনাত্র বিজ্ঞেয়ং
শ্রদ্ধানৈর্বধাবিধি ॥ ৬২ ॥ যুগং ছিদ্ৰা নখাগ্রেণ
মদেহাৎ পঞ্চমং শিরঃ । কপালপার্শ্বগবান বিকো-
রাশ্রমমভ্যাগাৎ ॥ ৬৩ ॥ যযাচে পাত্রমাদায় ভিক্ষাং
নারায়ণং প্রভুম্ । উৎপপাত যুনিম্বজ নরো নাম
ধর্মুর্জরঃ ॥ ৬৪ ॥ ততঃ কুশলীমেত্য ভগবাংস্ত-
বনোত্তমম্ । বিবেশ তরুমার্গেণ পুষ্পামোদাভিন-
দিতঃ ॥ ৬৫ ॥ অঙ্গুগৃহ্যথ ভগবান্ বনং তৎসর্ব-
গাওজম্ । জগতোহুগ্রগ্রহাখ্য তত্র বাসমরোচয়ৎ ॥
৬৬ ॥ তৎকপালং করম্বং যন্ন্যস্তং ভগবতা কিতৌ
তেনৈষা কম্পিতা ভূমিঃ কৃতং ত্রৈলোক্যমাকুলম্ ॥
৬৭ ॥ তদ্রক্ষ্যথ বিরূপাক্ষং প্রাপদ্যত ময়া সহ ।

অতিক্রম করিল ; দিগ্গজগণ বিচলিত হইয়া
পড়িল ; সপ্তসাগরপরিবৃতা এই ধরা তাহার
কিরূপে ধারণ করিবে, কারণ জানি না ! হে
ভগবন্ ! যে দ্রব্যের প্রয়োজন নাই, তাহার
উৎপত্তি না হওয়াই ভাল ; এ যে রকম শব্দ
শুনা গেল, এ রকম কখন হয় নাই, এবং কখন
শুনও নাই । এই ভীষণ ব্যাপারে ত্রৈলোক্য চালিত
হইল ! ব্রহ্মা দেবগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত ও
পরমেশানুভাবিত হইয়া তাহারই জ্ঞান লাভ করত
ক্রদ উপস্থিত জানিয়া তিনি বলিলেন,—হে দেব-
গণ ! তোমরা যাঁহা বলিলে, তাহার কারণ অবহিত
হইয়া শ্রবণ কর । কপালপার্শ্ব ভগবান্ নখাগ্র
দ্বারা ব্রহ্মার পঞ্চম শির, ছেদন করিয়া বিষ্ণু-
সমীপে গমন করেন । পাত্র গ্রহণ করিয়া তিনি
বিষ্ণু-সমীপে ভিক্ষা প্রার্থনা করলে ঐ সময় নর-
খান নামক এক ধর্মুর্জর জন্ম লাভ করিলেন, অনন্তর
ভগবান্ কুশলী প্রাপ্ত হইয়া তরুমার্গে তন্ন্যস্ত
বনোত্তম প্রাপ্ত হন । তদন্তর ঐ স্থানে পুষ্পা-
মোদাভান্বিত হইয়া তিনি ঐ বনোত্তম এবং জগ-
তের প্রাত অল্পগ্রহ প্রকাশপূর্বক তথায় বাস
করিতে থাকিলে তাঁহার করম্ব সেই কপাল
মুদ্রিকায় কিষ্ট হয় । সেই জন্তই এই পৃথিবী
কম্পিতা ও ত্রৈলোক্য বিকোচিত হইয়া পড়ে ।

আরাধ্যমানো ভগবান্ প্রদাস্তি বরং হি বঃ ॥ ৬৮ ॥
ইত্যাশ্বা ভগবান্ ব্রহ্মা সহ তৈর্দেবদানবৈঃ । জগাম
তদনোদেহং যজ্ঞান্তে বৃষভধ্বজঃ ॥ ৬৯ ॥ প্রহৃষ্টমনসঃ
সর্বৈ কোকিলালাপলাপিতাম্ । পুষ্পোচ্চয়োক্ষিতাং
সীমাং বিবিভঃ শঙ্করেম্ববঃ ॥ ৭০ ॥ সস্ত্রাপ্তঃ সর্ব-
মেতৈস্তনুং নন্দননসম্বিতম্ । সুবল্লীগৃহশোভাঢ্যঃ
সুদৃঢ়ঃ শুভে তদা ॥ ৭১ ॥ দৃষ্ট্বা তদনমুত্তমং
তদ্বৃত্ততামাহ্লাদকং চেতসাং নানাসংকলপুষ্পপাদপ-
বনৈরাসেবিতং সর্বতঃ । তস্মিন্ বর্হিগৃহংসসারস-
কুলৈর্লোকমৎশৈবুতে জ্ঞ্যামো হরমত্র চেতসি
সুখাঃ প্রাপুর্য়ুদং তে তদা ॥ ৭২ ॥

ইতি জ্ঞিকান্দে দেবাগমনবর্ণনং নাম
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ-

সনৎকুমার উবাচ । প্রবিজ্ঞাথ বনং দেবাঃ
সর্বপুষ্পোপশোভিতম্ । ইহ দেবোহয় দেবোহত্র
বিবিভস্তে দিদ্মবঃ ॥ ১ ॥ অদ্বুতস্ত বনস্তান্তে ন

অধুনা তোমরা আমার সহিত সেই বিরূপাক্ষের
শরণ গ্রহণ কর । তিনি পুজিত হইয়া আমাদের
বর প্রদান করিবেন । এই কথা বলিয়া ভগবান্
ব্রহ্মা, যেখানে বৃষভধ্বজ বিরাজ করিতেছেন,
দেব-দানবের সহিত সেই বনোদেশে গমন
করিলেন । শঙ্করদর্শনে চু প্রহৃষ্টমনা দেব-
দানবগণ পুষ্পচয়োক্ষিতা কোকিলালাপলাপিতা ঐ
বনসীমায় উপস্থিত হইলেন । দেব-দানব-পরি-
সেবিত নন্দনোপম বল্লীগৃহশোভিত ঐ বন তথায়
শোভিত হইল । সুরগণ,—শিখী হংস সারসকুল
ও মণ্ডুক-মৎস্ত দ্বারা পরিশোভিত, কুল-
পাদপোপসেবিত, মানসবৎ ঐ বনে ভগবান্ হরকে
দর্শন করিব বলিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৪—৭২ ॥

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—দেবগণ সর্বপুষ্পোপ-
শোভিত বনদেশে প্রবিষ্ট হইয়া “এই দেব, এই
দেব” করিতে করিতে তাঁহার দর্শনমানসে

তে দৃশ্যিবে সুখাঃ । বিচিহ্নস্তো মহাদেবঃ
দেবৈর্কলবিলোকিতঃ ॥ ২ ॥ তযুবাচ স ভদ্রঃ বৈ
র্জক্যধ্বং ন তপো বিনা । বিচিহ্নস্তো বিরূপাক্ষঃ
নৈনং পশ্যত শঙ্করম্ ॥ ৩ ॥ স যুক্তঃ হৃদয়ে স্মৃশ্বা
ব্রহ্মা দেবাংস্ততোহববীৎ । জীবিতো দর্শনোপায়-
স্তস্ত দেবস্ত সর্বদা ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মাজ্ঞানেন তপসা
যোগেনৈব নিগদ্যতে । সকলং নিহলং চাপি দেবাঃ
পশ্যন্তি যোগিনঃ ॥ ৫ ॥ তপস্বিনস্ত সকলং জ্ঞানিনো
নিহলং পরম্ । সমুৎপন্নৈহপি বিজ্ঞানে মন্দব্রহ্মো ন
পশ্যতি ॥ ৬ ॥ ভক্ত্যা পরমরোপেতাঃ পরং পশ্যন্তি
যোগিনঃ । দ্রষ্টব্যো নির্ঝিকারোহসৌ প্রধান-
পুরুষেশ্বরঃ ॥ ৭ ॥ নাদীকিতৈরতো দেবাঃ শৈবীঃ
দীক্ষাং প্রদদ্যত । কৰ্ম্মণা মনসা বাচা নিত্যযুক্তা
মহেশ্বরে ॥ ৮ ॥ তপশ্চরত ভদ্রঃ বো কজ্জারাদন-
তৎপরঃ । শিবদীক্ষাং প্রদদ্যাত ভক্তানাং চ
তপস্বিনাম্ ॥ ৯ ॥ সর্বকালং বিজানাতি দাতব্যং
দর্শনং ময়া । ব্রহ্মণো বচনং ব্রহ্মা হিতমেব যত্নত-

তাঁহাকে অবেষণ করিতে লাগিলেন । ঐ অদ্বুত
বনমধ্যে তাঁহার দেবকে খুঁজিয়া বাহির করিতে
পারিলেন না । তাঁহার দেবদেবকে অবেষণ
করিতে করিতে ঐ বনে বহু বিচরণ করিলেন ।
বহু বিচরণ করিয়াও যখন দেখিতে পাইলেন না,
তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ভদ্রগণ ! তপস্তা ব্যক্তি-
রেকে দেবদেবকে দেখিতে পাওয়া যায় না ;
আপনারা অবেষণ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাই-
বেন না । এই কথা বলিয়া তিনি কোন
একটি বিষয় যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া দেবতাদিগকে
বলিলেন,—সেই দেবদেবের দর্শন লাভ করিবার
নিমিত্ত জীবিত উপায় বর্তমান আছে । সেই জীবিত
উপায় এই যে, ব্রহ্মাযুক্ত জ্ঞান, তপস্তা, ও যোগ ।
হে দেবগণ ! যোগী, তপস্বী ও জ্ঞানীগণই সকল বা
নিহল, দেবদেবকে দর্শন করিয়া থাকেন । বিশিষ্ট
জ্ঞানী হইলেও মন্দব্রহ্ম ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে
পায় না ; পরম ভক্তিবলে যোগীগণ তাঁহাকে দর্শন
করিয়া থাকেন । সেই প্রধান পুরুষেশ্বর অদীক্ষিত
ব্যক্তির দর্শনযোগ্য নহেন । হে দেবগণ ! অতএব
আপনারা কার্যমনোবাক্যে শৈবী দীক্ষা গ্রহণ করুন ।
১—৮ ॥ হে দেবগণ ! কজ্জারাদন-তৎপর হইয়া তপস্তা
করিলে আপনারদের মঙ্গল হইবে । শিবদীক্ষা-
প্রদত্ত ভক্ত তপস্বীদিগের সর্বকালেই দেবদেবের
দর্শন লাভ হইয়া থাকে । দেবগণ ব্রহ্মার এইরূপ

বান্ । ১০ । শিবৈকাবিষ্টমতয়ো ব্রহ্মাণমিদমব্রবন্ ।
 মার্গেণ বিধিনা চৈব শিবদীক্ষাপু তৎপর্যঃ । ১১ ।
 প্রপচ্ছ ব্রহ্মন্ সৰ্ব্বৈবাঃ দীক্ষাঃ নঃ শিবতোষদাম্ ।
 ক্ৰবেতি বচনং ব্রহ্মা প্রত্যুবাচ বিচারিতম্ । ১২ ।
 সন্ধিদীক্ষারিযুঃ কিপ্রমমরাহিবদীক্ষয়া । শিবযজ্ঞার্থ-
 সস্তারানানয়ধ্বমলঃ সুরাঃ । ১৩ । বেদী প্রকল্যাতামজ
 যষ্টব্যোহষ্টতমুঃ শিবঃ । পদ্মযোনেৰ্বচঃ ক্ৰহা চকুঃ
 সৰ্বমজঃ সুরাঃ । ১৪ । বিনীতবেষাঃ প্রণতা অনেন-
 সন্তমযণঃ । শিবপ্রসাদসম্প্রাপ্ত্য পুঙ্করজ্ঞানমীরি-
 তম্ । ১৫ । যজ্ঞঃ চকার বিধিনা বেধাশ্চন্দ্রাৰ্জ-
 ধারিণঃ । পদ্মযোনিঃ পুরস্কৃত্য তদা দীক্ষাং প্রয়ো-
 গতঃ । ১৬ । অল্পগ্রহেণ দেবাঃস্তানকারয়ত ভাবতঃ ।
 ততো ব্রতানাং প্রবরং ব্রতং দিব্যং মহাপ্রভুঃ । ১৭ ।
 তেভ্যো দদৌ দেবতাভ্যঃ স তদপ্যবিরোধবিৎ ।
 পঠ্যতে শিবশালায়াঃ মহাপাণ্ডপতং ব্রতম্ । ১৮ ।
 শৈবং যৈধোদিতং যচ্চ আগমাচারচেষ্টিতম্ ।
 শিবারাধনমুখ্যানাং মুনীনাং তীব্রতেজসাম্ । ১৯ ।
 সৰ্ব্বানুগ্রাহকঃ শমুঃ সৰ্বদেবৈঃ প্রকলিতম্ । তদেবঃ

হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া শিবদর্শনমানসে
 তাঁহাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি আমা-
 দিগকে শিবভূটিদায়িকা দীক্ষা প্রদান করুন ।
 ব্রহ্মা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবেচনাপূর্বক
 বলিলেন,—হে সুরগণ! আমি সহস্র তোমা-
 দিগকে শিবদীক্ষায় দীক্ষিত করিতেছি । তোমরা
 অচিরে শিবযজ্ঞের নিমিত্ত পর্যাপ্ত সস্তার
 সংগ্রহ কর । এই স্থানে বেদী প্রণয়ন কর, ঐ
 বেদীতে অষ্টমূর্তি মহাদেবের পূজা করিতে হইবে ।
 পদ্মযোনির এতাদৃশ বাক্যে দেবগণ সৰ্ব সস্তার
 সম্পন্ন করিলেন । তাঁহারা বিনীতবেশে প্রণত
 হইয়া দীক্ষা-সস্তার আহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে
 সমস্ত প্রপত্ত বস্ত্রজাত লাভ করিলেন । শিব-
 প্রসাদ লাভের জন্ত পুঙ্কর জ্ঞান উত্তম বলিয়া
 কথিত হইয়াছে । দেবগণের যজ্ঞসস্তার আহৃত
 হইলে ভগবান্ ব্রহ্মা তখন চন্দ্রমৌলির যজ্ঞ সমাধা
 করিলেন । পদ্মযোনি এইরূপে দেবগণকে শৈবী
 বিদ্যা প্রয়োগে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাদিগকে অল্প-
 গৃহীত করিলেন । অবিরোধী মহাপ্রভু ব্রহ্মা
 দেবগণকে ঐ ব্রতপ্রবর শৈব ব্রত প্রদান করিলেন ।
 তদ্রূপে শিব-শালায় মহা পাণ্ডপত আগমাচার-
 সম্বৃত যৈধোচিত ঐ শৈব ব্রত পঠিত হইল ।
 শমু সৰ্বানুগ্রাহক ; ইহা বিবেচনা করিয়াই দেবগণ

প্রার্থিতঃ বুদ্ধাঃ ব্রতং যৌজ শিবং সমম্ । ২০ ।
 তন্তেভ্যো বিশ্বমঃ ত্যক্তা প্রাযচ্ছ কনকাণ্ডজঃ ।
 কামিকং তন্মন্মামাচ্যঃ সৰ্বদা কীর্তিতং শুভম্ । ২১ ।
 পাপহ্নঃ কুঃখশমনঃ পুষ্টীজীবনবর্ধনম্ । সিদ্ধিদং
 কীর্তিকৃৎকাস্তঃ কলিকল্মষমোক্ষণম্ । ২২ । তন্মাৎ
 সৰ্বপ্রযত্নেন তন্মন্মানং সমাহিতাঃ । কুর্কন্তো
 মানবা দাস্তা দীক্ষিতাঃ সংযতেশ্রিয়াঃ । ২৩ । সৰ্বৈ
 কমণ্ডলুধরাঃ সৰ্বৈ ক্রদ্রাক্ষধারিণঃ । অনিষ্ট-
 দর্শনালাপসঙ্গত্যা পরিবর্জিতাঃ । ২৪ । এবং ব্রত-
 ধরাঃ সৰ্বৈ বনে তস্মিন্মহেশ্বরম্ । আরাধয়-
 স্তমৌশানং ব্রতেনৈব উমাধবম্ । ২৫ । ভক্ত্যা
 পরময়া যুক্তা বিধিনা পরমেশ চ । কালেন মহতা
 ধ্যানাদেবং জাত্বা মনোগতম্ । ২৬ । ক্রদ্রাধ্যানারি-
 নির্দ্ধকল্মষাশ্চ শ্রিয়াধিতাঃ । তদা হস্তাপ্তুরঃ
 শমুঃ প্রত্যাক্ষো ভগবান্ভুৎ । ২৭ । সনৎকুমার
 উবাচ । ব্রহ্মদণ্ডং বরং দেবাঃ সৰ্বৈ শৰ্কীরুভাবিতাঃ ।
 সমচীকরন্ প্রত্যুক্তা ব্রহ্মাশীশানভা-বিতাঃ । ২৮ ।
 গতে বর্ষসহস্রে স দিব্যে দেবেশ্বরেশ্বরঃ ।
 জাতানুকম্পো দেবানাং দীপো দর্শনমেয়িবান্ ।
 ২৯ । গণৈর্নানাবিধৈঃ সার্কিং নানাতুষণ ভূমিতৈঃ ।

তাঁহার যত্নলব্ধ ব্রত প্রার্থনা করিয়াছিলেন ।
 কনকাণ্ডজ ব্রহ্মাও এজন্ত তাঁহাদিগকে ঐ ঈশিত-
 প্রদ, বিভূতিযুক্ত, সৰ্বদা কীর্তনীয়, শুভ, পাপহ্ন,
 কুঃখশমন, পুষ্টী-জীবন-বর্ধন, সিদ্ধিপ্রদ, কীর্তি-
 দায়ক, কাস্ত, ও কলি-কল্মষনাশন ব্রত প্রদান করি-
 লেন । ২০—২২ । মানবগণ সমাহিতভাবে সৰ্বপ্রযত্নে
 তন্মন্মান করিলে তাহারা দাস্ত ও সংযতেশ্রিয় হয় ।
 দীক্ষিত দেবগণ কমণ্ডলুধর, ক্রদ্রাক্ষধারী, অনিষ্ট-
 দর্শন ও অনিষ্টালাপ-বর্জিত হইয়া ভক্তি সহকারে
 বিধিপূর্বক ঐ বনে মহেশ্বরের আরাধনা করিতে
 লাগিলেন । এই আরাধনার কালে তাঁহারা
 অভিলষিত বিদিত হইয়া দম্বকল্মষ ও জী-সম্পন্ন
 হইলেন । এবমুত্তর সময়ে ভগবান্ শমু অনুরদলন
 করিয়া তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইলেন । সনৎকুমার
 বলিলেন,—শৰ্কীরুভাবিত দেবগণ ব্রহ্মদণ্ড বিদ্যা
 গ্রহণ করিলেন । ব্রহ্মাও ঈশানভক্তি-সম্পন্ন হইয়া
 তদ্বিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন । এই ভাবে দিব্য সহস্র
 বৎসর গত হইলে দেবদেবের মহাদেব দয়
 করিয়া বিবিধ ভূষণ-ভূষিত বহুগণ সমতি- ব্যাহাটে
 প্রজলিত দীপবৎ দেবগণের নয়ন-গোচর হইলেন

L

সুদর্পোদ্ধতদর্পৈর্ঘোরৈর্ঘোরবিঘাতিভিঃ । ৩০ । কাম-
রূপৈরকামৈশ্চ সর্বকামসমবিতৈঃ । করীজ-
করটাটোপপাটনৈঃ সিংহদেহিভিঃ । ৩১ । অগ্নিমা-
ত্ৰৈর্দৈব্যৈর্ঘোংগৈর্ঘ্যাগ্নিনামভিঃ । ব্যালোলকেশ-
রশনাদংষ্ট্রাকটকটোভৈঃ । ৩২ । ব্যাজব্যালাননৈ-
রৌজৈঃ কাককঙ্কবটৈস্তথা । ৩৩ । অরূপৈঃ
সমরূপৈশ্চ সুরূপৈর্বহরূপৈঃ । একাধিভিশিরোভি-
বহনীরৈবরশ্মিবৈঃ । ৩৪ । একাধিভিশিথৈশ্চৈব
নানারূপবিরাজিতৈঃ । বহনৈজৈরনৈজৈশ্চ একাধি-
বিলোচনৈঃ । ৩৫ । এককর্ণৈর্বিধিকর্ণৈশ্চ বহুকর্ণৈর্বিধিকর্ণৈঃ
একাধিভিশূন্যনৈশ্চ বহুনাসৈরনাসিকৈঃ । ৩৬ ।
একজৈর্জ্যৈর্জ্যৈশ্চ বহুজৈর্জ্যৈর্জ্যৈশ্চৈকৈঃ । এক-
পাদৈর্দ্বিপাদৈশ্চ বহুপাদৈরপাদৈঃ । ৩৭ ।
গৌরশ্যামৈঃ শ্যামগৌরৈরনিসিতৈঃ কর্করৈস্তথা । ভুজ-
হারবলয়ৈঃ কৃতযজ্ঞোপবীতকৈঃ । ৩৮ । শূলপাণি-
ধরৈর্ভুগুণীপরিঘায়ুধৈঃ । চক্রকচ্চকোদণ্ডকাণ্ডদণ্ড-
পাণিভিঃ । ৩৯ । গদাযুগলপাশাণমুঘলায়ুধহস্তকৈঃ ।

ঐ গগগণ বিবিধ ভূষণে ভূষিতা, সুদর্প, উদ্ধতদর্প, ঘোর, ঘোর-বিঘাতি, কামরূপ, অকাম, সর্বকাম-
সমবিত্ত, করীজকরোপপাটনপটু, সিংহদেহী, অগ্নিমা-
ত্রগুস্ত, ঘোংগৈর্ঘ্যাগ্নিনামা, অদ্ভুত ব্যাজব্যালানন,
ভয়ঙ্কর, কাককঙ্ক-বেষ্টিত, অরূপ, সমরূপ, কুরূপ ও
বহরূপ । তাহাদের মধ্যে কেহ একশিরক, কেহ
দ্বিশিরক, কেহ ত্রিশিরক, কেহ বহুশিরক, কেহ
অশিরক, কেহ একশিখ, কেহ দ্বিশিখ, কেহ ত্রিশিখ,
কেহ নানারূপ ; কেহ বহনৈজ, কেহ নির্নৈজ, কেহ
একনৈজ, কেহ দ্বিনৈজ, কেহ ত্রিনৈজ, কেহ এককর্ণ,
কেহ দ্বিকর্ণ, কেহ বহুকর্ণ, কেহ অকর্ণ ; কেহ এক-
নাসিক, কেহ দ্বিনাসিক, কেহ ত্রিনাসিক, কেহ
কেহ বহুনাসিক, এবং কেহ বা অনাসিক । কেহ
কেহ একজজ্ব, কেহ দ্বিজজ্ব, কেহ বহুজজ্ব, এবং
কেহ বা অজজ্বক । কেহ একপাদ, কেহ দ্বিপাদ,
কেহ বহুপাদ, এবং কেহ বা পাদহীন । কেহ
কেহ গৌরশ্যাম, কেহ কেহ শ্যামগৌর, কেহ কেহ
অনিসিতবর্ণ এবং কেহ কেহ কর্কর । তাহারা
ভুজদ্বয়ের হার ও বলয় ধারণ করিয়াছে, কেহ বা
ভুজদ্বয়ের যজ্ঞোপবীত করিয়াছে ; কেহ কেহ
শূলপাণি, পটিশব্দ, কেহ কেহ ভুগুণীপরিঘায়ুধ,
কাহার কাহার হস্তে চক্র, কচ্চ, কোদণ্ড, কাণ্ড,
ও দণ্ড বিরাজ করিতেছে ; কাহার কাহারও
হস্তে গদা, যুগল, পাশাণ, মুঘল, বিদ্যমান ; কেহ

বজ্রশক্ত্যাশনিগ্রাসকুস্তকর্ষকধারিভিঃ । ৪০ । ভক্তা-
ভেরীর্দ্যুতিবীণাপণববেণুকান্ । যুদজবিমলা-
টঙ্কাকাহলানকহৃদুতীন্ । ৪১ । হৃদকানুজিকাদ্যানি
নানাবাদ্যানি বাদকৈঃ । এবং নানাবিধৈ রৌজৈ-
র্ভাটমভীমপরাক্রমৈঃ । ৪২ । গণেশ্বরৈঃ সুহৃদৈর্বৈবতঃ
স্বর্ঘ্যো গ্রহৈরিব । আবির্ভূতো মহাদেবঃ স্বর্গণৈঃ
পরিবারিতঃ । তং পশুতাং তদা ব্যাস ব্রহ্মাদীনাং
দিবোকসাম্ । ৪৩ । অথ ব্রহ্মাদয়ো দেবা
গণনাযকম্ । তেজসাধ্যাসিতান্তস্ত বহুব্রহ্মা-
ন্তেতসঃ । ততোহবলম্ব্য তে ধৈর্য্যং দৃষ্ট্বা দেবঃ
যথাবিধি । বড়দবেদযোগেন দৃষ্টচিত্তবপুর্ধরাঃ ।
৪৪ । শিরোগতৈরঙ্গলিভিঃ পাদেভ্যশ্চ মহীং
গতেঃ । তুষ্টবুঃ সৃষ্টিসংহার-স্থিতিকর্তারমীশ্বরম্ ।
দেবা উচুঃ । নমঃ শিবায় শাক্তায় সগণনায়
সনন্দিনে । ব্রহ্মাসনায় সৌম্যায় শূলশক্তিধরায়
তে । ৪৫ । নমো দিক্চর্যবস্ত্রায় শুচয়ে ভীষ-
তেজসে । ব্রহ্মণে ব্রহ্মদেহায় ব্রহ্মণা যোজিতায় চ ।
৪৬ । নমোহঙ্ককবিনাশায় পরেশায় নমো নমঃ ।

কেহ বজ্র, শক্তি, অশনি, গ্রাস, কুস্ত ও কর্ষকা-
ধারণ করিয়াছে ; কেহ কেহ ভক্তা ও ভেরী,
বাজাইতেছে, কেহ কেহ বা বীণা, পণব, বেণু,
যুদজ, বিমলা, টঙ্কা, কাহল, আনক, হৃদুতি, হৃদকা
ও শূজিকা প্রভৃতি নানা বাদ্য বাদন করিতেছে,
কেহ বা অত্যন্ত ভয়ানক, কেহ বা ভীমাকার এবং
কেহ কেহ ভীমপরাক্রম । মহাপ্রহরপ্রবৃত্ত আদি-
ভ্যের ভায় উক্তপ্রকার গগগণে পরিবৃত্ত হইয়া
দেবদেব মহাদেব দেবগণসমীপে আবির্ভূত
হইলেন । হে ব্যাস ! এইরূপে দেবদেব ব্রহ্মাদি-
দেবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাঁহাকে
দেখিতে লাগিলেন । ২৩-৪৩ ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাকে
উক্তপ্রকার দর্শন করিয়া তাঁহার ভেজে প্রতিহত
হইয়া ভ্রান্তচিত্ত হইলেন । অনন্তর তাঁহারা ধৈর্য্যা-
বলধন করত দেবদেবকে যথাবিধি দর্শনপূর্বক
কৃতাজলিপুটে অবনতমস্তকে পাদযুগলে পতিত
হইয়া বড়দ বেদযোগে দৃষ্টচিত্তে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-
কর্তা দেবদেব ঈশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন ।
দেবগণ বলিলেন,—হে দেব ! তুমি শিব, শাক্ত,
সগণ, সনন্দী, ব্রহ্মাসন, সৌম্য, ও শূল-শক্তিধর ;
তোমাকে নমস্কার । হে দ্বিধাসঃ ! হে চর্য্যাবধর !
তুমি শুচি, ভীষতেজা, ব্রহ্ম, ব্রহ্মদেহ, ও ব্রহ্ম-
যোজিত ; তোমাকে নমস্কার । হে দেব ! আপনি

কজায় পঞ্চবক্তায় সর্বরোগাপহারিণে । ৪৯ ॥
 গিরিশায় সুরেশায় ঈশানায় নমো নমঃ । ভীমো-
 ঞ্জাদিষ্ণুপায় বিজয়ায় নমো নমঃ । ৫০ ॥ সুরা-
 সুরাধিপত্যে যতীনাং পত্যে নমঃ । চণ্ডায় চণ্ড-
 দণ্ডায় বরখট্টাদিত্যে । ৫১ ॥ বিরূপাক্ষভা-
 খ্যায় বিশ্বরূপায় বৈ নমঃ । শান্তায় চ মনোজায়
 জিনেজায় নমোনমঃ । ৫২ ॥ বেধসে বিশ্বরূপায়
 দৈত্যসংহারিণে নমঃ । ভক্তানুকম্পিনেহত্যর্থং
 ক্রুদ্রজ্ঞানপরায় চ । ৫৩ ॥ বিরূপায় সুরূপায় রূপাণাং
 শত্রুহারিণে । পঞ্চাস্তায় শুভাস্তায় চন্দ্রাস্তায় নমো
 নমঃ । ৫৪ ॥ বরদায় বরাহায় সুরূপায় নমো নমঃ ।
 ৫৫ ॥ জিনেজ্ঞ জ্ঞানমম্মাকং ত্রিপুরয় বিধীয়তাম্ ।
 বাহনঃকায়ভাবৈশ্বাং প্রপন্নানাং মহেশ্বর । ৫৬ ॥
 সনৎকুমার উবাচ । এবং শুভস্তুদা দেবৈর্কিরিষ্ণ্যা-
 দৈশ্চত্বা হরঃ । শরীরানি ত্রিলোকেশঃ কৃশাস্তথ
 দিবৌকসাম্ । ৫৭ ॥ দিব্যপ্রাণপথ্যেণ ত্রিবেদে-
 নাস্তরাশ্বনা । ৫৮ ॥ আরাধনাং সমীক্ষ্যাহ
 ব্রহ্মাদীনাং সুরেশ্বরঃ । সাধু সাধু মহাভাগা
 শব্দব্রতমুপাসিতম্ । ৫৯ ॥ দিব্যোন্নানে বিধিনা
 ভূষমারাদিতো হুহম্ । ভবন্তু শ্রদ্ধয়াভ্যর্থং মম
 দর্শনকাক্ষয়া । ৬০ ॥ ব্রহ্ম মাং হি পশ্যন্তি

অঙ্ককরিণু, পরেশ, ক্রুদ্র, পঞ্চবক্ত, সর্বরোগাপ
 হারী, গিরিশ, সুরেশ, ঈশান, ভীম, উগ্র,
 আদিষ্ণুপ, বিজয়, সুরাসুরাধিপতি, যতি-
 পতি, চণ্ড, চণ্ডদণ্ড, বরখট্টাঙ্গ, দণ্ডী, বিরূপাক্ষ,
 শুভাক্ষ, বিশ্বরূপ, শান্ত, মনোজ, জিনেজ, বেধা,
 বিশ্বরূপ, দৈত্যসংহারী, ভক্তানুকম্পী, ক্রুদ্রজ্ঞানপর,
 বিরূপ, সুরূপ, শত্রুরূপ, পঞ্চাস্ত, শুভাস্ত, চন্দ্রাস্ত,
 বরদ, বরাহ, ও সুরূপ, আপনাকে বার বার
 নমস্কার । হে ত্রিপুরয় ! আমরা আপনাকে কায়-
 মনো-বাক্যে প্রাপ্ত হইয়াছি ; আপনি আমাদের
 পরিজ্ঞান করুন । সনৎকুমার বলিলেন,—দেবদেব
 হর ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক এইরূপে শুভ হইয়া
 তাঁহাদের শরীর তপঃক্লেশ দেখিলেন এবং কায়-
 মনো-বাক্যে তাঁহাদিগকে উপাসনা করিতে দেখিয়া
 বলিলেন,—হে মহাভাগগণ ! আপনারা সাধু ;
 যেহেতু আপনারা দিব্যবিধানে মনীয় দর্শনাকাক্ষায়
 আশ্রিত ত্রত আচরণ এবং শ্রদ্ধা সহকারে আমার
 আরাধনা করিয়াছেন । ত্রতস্থ ব্যাক্ত মানব বা
 দেবতা হউক, অবশ্যই আমার দর্শন লাভ করিয়া
 থাকে । সকলের প্রতিই আমার সম ব্যবহাব ।

মানুষ বা দেবতা অপি । যদি যজ্ঞ প্রযচ্ছামি
 কাংশ্চিৎ হি বরাহুভান । ৬১ ॥ একৈকশো
 দ্বিংশিশো বা সমস্তেভ্যঃ স্মেন বঃ । সর্বকাম-
 প্রসিদ্ধার্থং দৃষ্টাম্যেনং বরং হি বঃ । ৬২ ॥ হিতায়
 ভবতাং চাহমাগামুজ্জয়িনীং প্রতি । কিঞ্চৎ কপালং
 চ ময়া কিং পুনর্ভদ্রমস্ত বঃ । ৬৩ ॥ দেবা উচুঃ ।
 কিং কৃতং হিতমম্মাকং কপালং কিপতা স্বয়া । ৬৪ ॥
 কিমর্থং কম্পিতা ভূমিত্রৈলোক্যং ব্যাকুলীকৃতম্ ।
 নৈতন্নিরর্থকং দেব কথ্যতামত্র কারণম্ । ৬৫ ॥
 মহাদেব উবাচ । যুদ্ধদ্বিতার্থমেতদৈ ভয়ং বিনি-
 হিতং কৃতম্ । দেবতানাং রক্ষার্থং জ্ঞাতামত্র
 কারণম্ । ৬৬ ॥ অশুরো দ্রোহণো নাম বলবান
 যোগমাযিকঃ । অবস্থিতশ্ববষ্টভ্য রসাতলতলাশ্রয়ম্ ।
 ৬৭ ॥ তস্ত দৈত্যস্ত বলিনো দৈত্যাঃ পরপুরুষাঃ
 যুগ্মান জাহা তপঃস্বাস্থ্যাপ্যভ্যগুহবো হি তে ।
 ৬৮ ॥ সেন্সারিহস্তমুচ্ছস্তো মায়াপ্রচ্ছন্নচারকাঃ । পুরীঃ
 কনকশৃঙ্গাঢ্যামেনাং কুশস্থলীম্ । সমুদযুঃ সুরান

আমি যখন আপনাদিগকে শুভ বর প্রদান করিব,
 এক একটা করিয়াই হউক আর দুই তিনটা করি-
 য়াই হউক, সকলকেই সমান ভাবেই প্রদান করিব ।
 আপনাদের সকল কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত আমি
 অবশ্যই বর প্রদান করিব । ৬৪—৬২ । আমি আপ-
 নাদের হিতের নিমিত্তই উজ্জয়িনীতে আগমন করিয়া
 কপাল ক্ষেপণ করিয়াছি ; আর কি আপনাদের
 মঙ্গল কার্য্য করিব বলুন । দেবগণ বলিলেন,—
 হে দেব ! আপনি কপাল ক্ষেপণ করিয়া আমাদের
 কি হিতকর কার্য্য করিয়াছেন ? কি জন্ত আপনি
 কপাল ক্ষেপণ করিয়া এই পৃথিবীকে কম্পিত এবং
 ত্রৈলোক্য ব্যাকুলীকৃত করিলেন ? ইহাতে নিশ্চয়ই
 নিরর্থক নহে । ইহার কারণ, আপনি আমাদের
 বলুন । মহাদেব বলিলেন,—আমি আপনাদের
 রক্ষা ও হিতের নিমিত্তই এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারের
 অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম । বলবান যোগমাযিক
 দ্রোহণ নামক এক অশুর রসাতলতলে অবস্থান
 করিত । ঐ বলবান দৈত্যের পরপুরুষ বহুসৈন্য
 ইন্দ্রপ্রমুখ আপনাদিগকে ত্রতস্থ জানিতে পারিয়া
 বধ সাধনের চেষ্টা করে । পরে ঐ মায়াবিহারী
 প্রচ্ছন্নচারী দৈত্যগণ উদ্যতায়ুধ হইয়া আক্রমণপূর্বক
 আপনাদিগকে নিহত করিবার জন্ত কনকশৃঙ্গাঢ্য
 এই কুশস্থলী পুরী আক্রমণ করে । ঐ সময়

ইন্দ্ৰমুদ্যতা উদ্যতায়ুধাঃ । ৬৯ । তেবাং কপাল-
পাতেন ভূমিনিকম্পনেন চ । শব্দেন চাতিষোরেণ
দেহাৎ প্রাণাঃ বিনির্ঘূঃ । ৭০ । লোকস্থিতিবিনাশার্থঃ
তেবামাসীৎ সমুদ্যমঃ । রাজৈর্যথ্যেণ দণ্ডিষ্ঠাস্তেন
তে নিহতা ময়া । ৭১ । দেবা উচুঃ । 'বিশ্বস্তানাং
পুনশ্চৈবমেব চানুগ্রহঃ কৃতঃ । দেবানুগ্রহকর্তা ত্বং
ঔণমুত্তিনিষেবিতঃ । ৭২ । দিব্যদৃষ্টিভিরত্যর্থঃ
যশোবর্ধঃ ভীম নন্দিতাঃ । ইত্যুক্তা প্রণতান্ দেবানু-
খাপ্যোচে পুনর্ভবঃ । ৭৩ । শিব উবাচ । পরি-
চর্য্যাস্তিসংযুক্তঃ নিত্যমুগ্রনিষেবিতম্ । ধ্যানসাধন-
নিম্পন্নঃ যদন্তেষাং ন বিদ্যতে । ৭৪ । মনোবাক্য-
ভাবেন হৃদয়ং হৃদয়ং তপঃ । অনেন তপসা যুক্তাঃ
কষ্টেন হুঃসহেন চ । ৭৫ । মহতা তম্বুসাধ্যেন
বহুকালার্জিতেন বঃ । সমস্তাদতিবর্দ্ধিতাং যুগন্তেজ-
স্তপোহপি চ । ৭৬ । সনৎকুমার উবাচ । ইত্যুক্তা
দেবদেবেন দেবা ব্রহ্মপুয়োগমাঃ । উচুকুন্মাম্য
বক্তাণি হিতা জাহ্নুতিরীশ্বরম্ । ৭৭ । দেবা উচুঃ ।
প্রাণদ্বয়ং কারণদ্বয়ং তপসাং দেব দৃষ্টসে । তদস্মাকং

প্রবৃন্তানাং যানুবাণাং বরপ্রদং । ৭৮ । রক্ষাং
কুরুষ দেবেশ ভক্তানাংভয়হর । ৭৯ । ঈশ্বর উবাচ ।
যত্নেন বিধিনা দত্তং সুব্যক্তং দর্শনং হি বঃ ।
সুদুর্লভাত্তপি পুনর্দাস্তামি বো বরান্ বহুন্ । ৮০ ।
এবমুক্তে ভগবতা ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ । দেবানাম-
গ্রতঃ হিতা ক্রতশদোভবঃ ভবম্ । ৮১ । প্রাণা
বয়ং চ ভগবন্ সুপর্ধ্যাপ্তো মহাবরঃ । জায়তাং নঃ
সদৈশ্বৰ্য্যং বাসস্থানমথাক্ষরম্ । ৮২ । শিব উবাচ ।
লোকেহস্মিন্নম য়ে ভক্তা ময়া বিনিহতাঃ । য়ে
নৈব তে হৃগতিঃ যান্তি লভন্তে স্তুমতিঃ পরাম্ । ৮৩ ।
সাক্ষিঃ তত্র জটাজুটৈঃ শিরোভিঃ শূলপাণয়ঃ । তাস্তি
মদ্বামপার্শ্বস্থ ইমে তে দাক্ষণা গণাঃ । ৮৪ । যেবাং
বিনিগ্রহার্থায় যুগৎসম্বোধনায় চ । সবিকারঃ ময়া
ক্ষিপ্তঃ কপালঃ ধরণীতলে । ৮৫ । কৃতো মেহনুগ্রহ-
স্তেবাং ভক্তানাং ভক্তিমিচ্ছতাম্ । বনেহস্মিন্নিত্য-
বাসো মে বৃকৈরভ্যর্থিতস্ত চ । ৮৬ । মহাকালবনে
দেবা আগতস্ত মমানঘাঃ । তপস্ততাং চ ভবতাং
মহাকালবনং ততঃ । ৮৭ । নামহয়যুতং শুকং

আমি কপাল পাতিত করি ; তজ্জন্ত ভূমিকম্প হও-
য়ায় তাহার ঘোরতর শব্দে দেহ হইতে তাহাদের
প্রাণবায়ু বহির্গত হয় । দৈত্যগণ লোকস্থিতি-
বিনাশের নিমিত্ত উদ্যম প্রকাশ করিয়াছিল । এই
জন্ত আমি রাজৈর্যথ্যভোগী অভিনন্দী ঐ দৈত্য-
গণকে কপাল মোচনে নিহত করিয়াছি । দেবগণ
বলিলেন,—হে দেব ! আপনি এই অতিবিশুদ্ধ
দেবগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন । হে দেব !
আপনি ঔণমুত্তি-নিষেবিত হইয়াই দেবতাদিগের
প্রতি দয়া করিয়াছেন । হে ভীম ! আপনি দিব্য
দৃষ্টি দ্বারা আমাদিগকে অভিনন্দিত করিয়া যশো-
লাভ করিলেন । অনন্তর দেবদেব প্রণত দেব-
গণকে উত্থাপিত করিয়া পুনর্বার বলিলেন,—হে দেব-
গণ ! পরিচর্য্যাস্তিসংযুক্ত উগ্রনিষেবিত ধ্যানসাধন-
নিম্পন্ন মদীয় ব্রত অস্ত্র আয় কেহ প্রাপ্ত হয় নাই ।
আপনারাই এই হৃদয় হৃদয় ব্রত কাষমনো-
বাক্যে আচরণ করিয়াছেন । এই ক্রেশকর হুঃসহ
মহৎ তম্বুসাধ্য বহুকালব্যাপী ব্রতচরণের ফলে
আপনাদের তেজ ও তপ বর্দ্ধিত হইবে । সনৎকুমার
বলিলেন,—দেবদেব শঙ্কর এই কথা বলিলে ব্রহ্ম-
প্রমুখ দেবগণ জাহ্নুদ্বয়ে স্নান দিয়া উপবেশন করত
অধোবদনে তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেব আপনি
প্রাণদ এবং তপস্কার কারণরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন ।

হে ভক্তগণের অভায়প্রদ ! আপনি ব্রতচারী মহাব্য-
দিগের ও আমাদিগের বরপ্রদ ; অতএব আপনি
আমাদিগকে রক্ষা করুন । ৬০—৭৯ । ঈশ্বর বলি-
লেন,—হে দেবগণ ! আমি আপনাদিগকে বহুপূর্বক
যথাবিধি দর্শন দান করিয়াছি এবং পুনরায় আপনা-
দিগকে সুদুর্লভ বহুবর প্রদান করিতেছি । ভগবান্
দেবদেব এই কথা বলিলে ব্রহ্মা দেবতাগণের
সম্মুখে থাকিয়া দেবদেবের বাক্য শ্রবণপূর্বক
বলিলেন,—হে ভগবন্ ! আমরা সুপর্ধ্যাপ্ত
মহাবর সকল প্রাপ্ত হইয়াছি, অধুনা আমা-
দিগকে নিতৈশ্বৰ্য্য ও অক্ষয় বাসস্থান প্রদান
করুন । দেবদেব বলিলেন,—এই লোকে যাহারা
আমার ভক্ত এবং যাহারা আমা কর্তৃক বিনষ্ট
হইয়াছে ; তাহারা কদাচ হৃগতি লাভ করে না ;
উত্তম গতিই তাহাদের হইয়া থাকে । এই
দেখুন,—শূলপাণি জটাজুটযুক্ত মদ্বামপার্শ্ব সেই
দাক্ষণ গণ দীপ্তি পাইতেছে—যাহাদিগকে আমি
আপনাদিগের রক্ষার নিমিত্ত বিকার প্রাপ্ত হইয়া
ধরণীতলে কপাল ক্ষেপণ করিয়া নিগৃহীত করিয়াছি ;
ভক্তিপ্রবণ সেই ভক্তগণকে আমি অনুগ্রহ
করিয়াছি ; তাহারা গণদ্ব লাভ করিয়াছে । হে
অনঘ দেবগণ ! মহাকালবনে উপস্থিত হইলে
আমি বনস্থিত বৃক্ষগণ কর্তৃক অত্যাধিত হওয়ায়

লোকে খ্যাতিঃ ভবিষ্যতি । গুহ্যং বনং শশানঞ্চ
 ক্ৰেত্ৰাণাং প্রবরং মহৎ ॥ ৮৮ ॥ কপালব্রতচর্যা চ
 ময়া হেবা প্রকীৰ্ত্তিতা । কপালপাত্রে ভুজানঃ
 কপালব্রতভূষণঃ ॥ ৮৯ ॥ কপালপাণিঃ সন্তুষ্টো ভিক্ষা-
 ব্রতসমৰ্থিতঃ । শশাননিলয়ো রৌদ্রো ব্রতোরন্ত-
 বিমূঢ়ধীঃ ॥ ৯০ ॥ নন্দিতঃ সৰ্বভূতেষু প্রিয়াপ্রিয়সমঃ
 সদা । ভস্মভূষিতসৰ্ব্বাক্ষো জ্ঞানী চৈব বিশেষতঃ ॥
 ৯১ ॥ জিতেন্দ্রিয়োহসৰ্ব্বসঙ্গো যুদ্ধশ্চোদকসংগ্রহী ।
 নিত্যযুক্তঃ সদা ব্যাপী জাপী জিতবরাসনঃ ॥ ৯২ ॥
 পুণ্যতীৰ্থাশ্রমোপেতঃ স্বরে দেবে সমাহিতঃ । লোকা-
 তীতঃ পরঃ জ্ঞানঃ মহাপাণ্ডপতঃ ব্রতম্ ॥ ৯৩ ॥
 কপালব্রতমাহ্বায় পুরা চীর্ণং ময়া স্বয়ম্ । কপালঃ
 পরমঃ গুহ্যঃ পবিত্রঃ পাপনাশনম্ ॥ ৯৪ ॥ কপাল-
 ব্রতমেতদ্ধি হৃদয়ঃ পরমাদ্বুতম্ । অত্যন্তমুৎকটঃ
 রৌদ্রমধোরঃ লোমহর্ষণম্ ॥ ৯৫ ॥ মহাব্রতং
 বিষয়োহাপ্যপেতৈব স্থিতো নরঃ । ন মুচ্যতে স
 পাপেন জন্মকোটিশতৈরপি ॥ ৯৬ ॥ মহাপাণ্ডপতঃ
 তস্মৈ হস্তাশ্চ চ দুষয়েৎ । এতান্নিহতে তস্মৈ
 কোটিভবতি ষাতিতা ॥ ৯৭ ॥ এবং মহাব্রতং যন্ত

এই বনে আমার নিত্য বাস হইয়াছে ।
 আপনাদের তপস্তাহান এই মহাকালবন—গুহ্যবন
 ও শশান, এই নামদ্বয় যুক্ত হইয়া লোকবিখ্যাত
 হইবে । এই ক্ৰেত্ৰ ক্ৰেত্ৰশ্রেষ্ঠ ও অতি মহৎ স্থান ।
 এই স্থানে আমি কপাল পাত্রে ভোজন করিয়া
 কপাল-ব্রতচর্যা করিয়াছিলাম । কপালব্রতভূষণ,
 কপালপাণি, সন্তুষ্ট, ভিক্ষাব্রতসমৰ্থিত, শশান-
 নিলয়, রৌদ্র, ব্রতোরন্তবিমূঢ়ধী, সৰ্বভূতে আনন্দিত,
 প্রিয়াপ্রিয়সম, ভস্মভূষিত-সৰ্ব্বাক্ষ, জ্ঞানী, জিতেন্দ্রিয়,
 অসৰ্ব্বসঙ্গ, যুদ্ধশ্চোদকসংগ্রহী, নিত্যযুক্ত, ব্যাপী,
 জাপী, জিতবরাসন, পুণ্যতীৰ্থাশ্রমোপেত, ও সমা-
 হিত হইয়া আমি স্বয়ং পূৰ্বে এখানে লোকাভীত
 পরম জ্ঞানময় মহাপাণ্ডপত কপাল ব্রত আচরণ
 করিয়াছিলাম । কপাল ব্রত পরম গুহ্য, পবিত্র
 পাপনাশন, হৃদয়, পরমাদ্বুত, অত্যন্ত মুকট, রৌদ্র,
 অধোর ও লোমহর্ষণ । এই মহাব্রতের প্রতি
 ঘেব করিলে মানব মুক্ত ও পাপী হইয়া থাকে ।
 সে কোটিশত জন্মেও পাপ হইতে মুক্তি লাভ
 করিতে পারে না । অতএব কেহ কখন মহা-
 পাণ্ডপত ব্রতের হিংসা বা দোষ খ্যাপন করিও না ।
 এই ব্রত কোন ব্যক্তি কর্তৃক হিংসিত হইলে, ঐ
 ব্যক্তি কোটি হত্যার কলভাগী হয় । এই মহাব্রতে

ভোজয়েদ্ধুদ্রাবিতঃ । তন্ত ভুক্তা ভবেৎ কোটি-
 ক্রিপ্রাণাঃ বেদপাঠিনাম্ ॥ ৯৮ ॥ কপালপুরণীঃ
 ভিক্ষাঃ যতীনাঃ যঃ প্রযচ্ছতি । বিমুক্তঃ সৰ্ব-
 পাপেভ্যো নাসৌ দুর্গতিমাশ্রুয়াৎ ॥ ৯৯ ॥ কপালে
 ভোজনঃ শ্রেষ্ঠঃ মার্গোহয়ং ব্রহ্মসম্ভবঃ । বদন্তি লোকে
 বেদেষু পূজিতঃ দেবদানবৈঃ ॥ ১০০ ॥ ধারয়িষ্যন্তি
 যে বিপ্রাঃ কপালং ভূতমোহনম্ । মম তুল্যাশ্চ তে
 ব্রহ্মন্ বিচরন্তি মহীতলে ॥ ১০১ ॥ জপৈকনিরত
 ধীরাঃ কপালব্রতভূষণাঃ । মহাপাণ্ডপতা লোকে
 ক্রদ্রাঃ সংসারতারকাঃ ॥ ১০২ ॥ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবিমুক্তাশ্চ
 কৃত্যাকৃত্যবিবৰ্জিতাঃ । দীক্ষয়া জ্ঞানযোগেন
 প্রাণিনস্তারয়ন্তি তে ॥ ১০৩ ॥ যানি তীৰ্থানি
 লোকেহস্মিন যজ্ঞকোটিশতানি চ । বিত্তদ্বন্দ্ব বিজ্ঞা-
 নশ্চ কলাঃ নাইন্তি বোড়শীম্ ॥ ১০৪ ॥ যথাহং
 সৰ্বদেবানাং সম্পূজ্যো বৈ পিতামহ । তথৈব সৰ্ব-
 যোগেভ্যঃ সম্পূজ্যোহয়ং মহাব্রতঃ ॥ ১০৫ ॥
 সংসারবন্ধমোক্ষার্থং শিবগুহমিদং ব্রতম্ । যদেতৎ
 সৰ্বধৰ্ম্মেণ অপুনৰ্ভব কারণম্ ॥ ১০৬ ॥ কপালব্রত-
 মাদায় যন্ত্যজ্ঞেদজিতেন্দ্রিয়ঃ । রৌরবঃ স প্রয়াত্যাশু

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্নমাত্রও ব্রাহ্মণ ভোজন
 করায়, তাহার কোটি ব্রাহ্মণভোজনের কল লাভ
 হইয়া থাকে । যে মানব যতিদিগকে কপালপাত্র
 পূর্ণ করিয়া ভিক্ষা প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সৰ্ব
 পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং কখন দুর্গতি লাভ করে
 না ॥ ৯৮—৯৯ ॥ কপালপাত্রে ভোজন অতীব প্রশংস-
 নীয় ; ইহা ব্রহ্মসম্ভবোদ্ভূত বেদবিহিত এবং দেব-
 দানব-পূজিত মত । হে ব্রহ্মন্ ! যে বিপ্র এই ভূত-
 মোহন কপাল-পাত্র ধারণ করেন, তিনি আমার
 সদৃশ হইয়া মহীতলে বিচরণ করিয়া থাকেন । যে
 জপৈকনিরত ধীর ব্যক্তি কপালপাত্রকে আপনার
 ভূষণ করেন, তিনি মহাপাণ্ডপত ক্রদ্রবরূপ, সংসার
 তারক, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম-বিমুক্ত ও কৃত্যাকৃত্য-বিবৰ্জিত
 হইয়া কেবল দীক্ষা ও জ্ঞানযোগ দ্বারা প্রাণিগণকে
 উদ্ধার করিয়া থাকেন । হে পিতামহ ! এই
 লোকে যত তীর্থ আছে তাহা এবং শতকোটি
 যজ্ঞও বিত্তদ্বন্দ্ব জ্ঞানের বোড়শী কলার যোগ্য
 নহে । যেমন আমি সৰ্বদেবের সম্পূজ্য,
 তেমনি এই বিত্তদ্ব ব্রত সকল যোগের
 শ্রেষ্ঠ । সংসারবন্ধ-মোক্ষের জন্তই এই মঙ্গল-
 ময় গুহ্য ব্রত । ইহা ভবনিবৃত্তির কারণ । যে
 অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি এই কপালব্রত গ্রহণ করিয়া

প্রণীতো যমকিঙ্করৈঃ ॥১০৭॥ আলাপয়তি ভাবেন ন
তু কৰ্ম করোতি যঃ । সরাগচিত্তঃ শৃঙ্গারী ০ন
চ ধৰ্ম্মপ্রিয়করঃ ॥ ১০৮ ॥ একত্র ভোজী মিষ্টানী
কৈতবেন প্রিয়স্তথা । কুগ্রামনগরে বাসী
কৃষিবাণিজ্যসেবকঃ ॥ ১০৯ ॥ ইত্যাদিহৃষ্টদোষচ
তস্ত সন্তাষণাদপি । নরো নরকগামী সাদৃশ্যতো
মদ্ব্রতদুষকঃ ॥ ১১০ ॥ দৃষ্টা চ শিষ্টমথ বৈ
মহাব্রতধরো নরঃ । ন স্পৃশেদঙ্গমজেন স্পৃষ্টা
স্নায়াক্ষু চাশুভিঃ ॥ ১১১ ॥ এবং চ সৰ্বমাখ্যাতঃ
কপালস্ত চ মোক্ষণম্ । যথা ময়াত্র নিক্কপ্তমজ্ঞানেন
হতং স্বয়ম্ ॥ ১১২ ॥ সনৎকুমার উবাচ । এবমুक्ता
স ভগবান্ ব্রহ্মদৈয়ারমরৈঃ সহ । ক্ষেত্রং নিবাস-
য়ামাস যথাবৎকথয়ামি তে ॥ ১১৩ ॥ আদ্যমেতৎ-
শ্রবণং চ পঠ্যতে মুনিসত্তমৈঃ । মহাকালবনং
ব্যাস যত্র সন্নিহিতো হরঃ ॥ ১১৪ ॥ অল্পগ্রহস্ত ভুবনং
ভূমিতাগো ন সংশয়ঃ । অল্পগ্রহার্থঃ ভূতানাং
ক্ষেত্রান্তমৃত্যুধৰ্ম্মিণাম্ ॥ ১১৫ ॥ সূৰ্ণবজ্রপর্ধ্যাক-

পরিভ্যাগ করে, সে শীঘ্রই যমকিঙ্করগৃহীত হইয়া
রৌরবে পতিত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি
ভাব প্রকটনের নিমিত্ত ধর্ম্মের ভান করে,
পরন্তু যথাযথরূপে ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না,
যে সরাগচিত্ত ও শৃঙ্গারী; কদাচ ধর্ম্মপ্রিয়কারী
মহে । একসঙ্গে ভোজন করিতে বসিয়া অপরকে
না দিয়া একাকী মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করা, ছলাব-
লঘনে মিষ্ট কথা বলা, কুগ্রামনগরে বাস ও কৃষি-
বাণিজ্য সেবা, এইগুলি হৃষ্টদোষ; এই সকল
দোষ কীৰ্ত্তন করিলেও মানব নরকগামী হয়,
যেহেতু উক্ত দোষহৃষ্ট ব্যক্তি মদীয় ব্রতদুষক
হয় । মহাব্রতধর নর, শিষ্ট ব্যক্তিকেও দেখিয়া
তাহাকে স্পর্শ করিবে না; স্পর্শ করিলে অব-
গাহন স্নান করিতে হইবে । এই আমি যে প্রকারে
কপাল-মোক্ষণ, কপাল নিক্ষেপ, এবং তদ্বারা
যাহা নিহত করিয়াছিলাম, তৎসমস্ত কীৰ্ত্তন করি-
লাম । সনৎকুমার বলিলেন,—এই সকল কথা
বলিয়া দেবদেব হর ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত
সেই ক্ষেত্রে বাস করিতে লাগিলেন, ইহা আমি
আপনাকে যথাযথ বলিতেছি । এই ক্ষেত্র আদ্য
শ্রবণ বলিয়া মুনিসত্তমগণ কীৰ্ত্তন করেন । হে
ব্যাসদেব! এই মহাকালবন—যেখানে সাক্ষাৎ হর
সন্নিহিত, ইহা অল্পগ্রহনিলয় । মৃত্যুধর্ম্মী ভূতগণকে
অল্পগ্রহ করিবার জন্য এই ক্ষেত্রমধ্যে মহাকৃত

বেদিকা চ মহাকৃততা । বিচিত্রকুসুম্য রত্নৈঃ কারিতা
সর্বশোভনা ॥ ১১৬ ॥ স্বর্ণবজ্রাঙ্কিততলা শ্রেষ্ঠা
হরিতশাঘলা । ত্রিংশচ্চারিংশপাঃ কলশাঃ কোণ-
সংস্থিতাঃ ॥ ১১৭ ॥ দ্বারানি তত্র চদ্বারি প্রবর্ণানি
তপস্তি চ । কুস্তাঃ শোভন্তি তত্রহাঃ উদিতা
ভাস্করা ইব ॥ ১১৮ ॥ রমতে তত্র ভগবান্ বনানা-
মুত্তমে বনে । সনন্দিদেবগণগঃ কালদণ্ডাদি-
সংযুতঃ ॥ ১১৯ ॥ এতৎকৃতযুগে সর্বং প্রত্যক্ষং
দৃষ্টতে বনে । ত্রেতায়াং ধর্ম্মনিরতাতাপসা
ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১২০ ॥ দ্বাপরে ধর্ম্মশীলা যৈ
জ্ঞতবিজ্ঞানশালিনঃ । কলৌ তু শুদ্ধবিজ্ঞানশালিনঃ
শকরং হরম্ ॥ ১২১ ॥ তপোধিকাঃ প্রপত্ত্বন্তি
দেবদেবং মহেশ্বরম্ । মহাকালবনে নিত্যং শূল-
পট্টিশধারণম্ ॥ ১২২ ॥ এতন্তে তথ্যমাখ্যাতঃ
লোকানুগ্রহকারকম্ । সহিতানুক্রমেণাত্র মমৈশ্চ
বিধিপূর্বকম্ ॥ ১২৩ ॥ সমর্চয়ন্তি যে বিপ্রা ভক্ত্যা
শত্ৰুমহাপদম্ । বসন্তীহ সমীপং তে মহাকালানু-
ভাবিতাঃ ॥ ১২৪ ॥ পঠতি য ইহ লোকে তস্ত
সংস্থানমেতৎপ্রথিতগুণগণৌষেয়র্চিতং দোষহং

সূৰ্ণবজ্রময় পর্ধ্যাক-বেদিকা বিরাজিত আছে । এই
পর্ধ্যাকবেদিকা বিচিত্রকুসুম্য রত্নখচিতা, সর্বশোভনা,
স্বর্ণবজ্রাঙ্কিততলা, শ্রেষ্ঠা ও হরিতশাঘলা । উহার
কোণে ত্রিংশৎ বা চত্বাবিংশৎ সংখ্যক পূর্ণ কলস
সন্নিবেশিত আছে । ঐ বেদিকার চারিটা বিচিত্রবর্ণ
প্রদীপ্তদ্বার আছে । তত্রত্য সজ্জিত কুস্তগুলি উদিত
ভাস্করের স্তায় । ঐ শ্রেষ্ঠ বনে ঐরূপ বেদিকার
উপর নন্দী দেব ও গণগণের সহিত কালদণ্ডাদিধর
ভগবান্ হর ক্রীড়া করিয়া থাকেন । সত্যযুগে এই
সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় । ত্রেতাযুগে ধর্ম্ম-
নিরত তাপস ব্রহ্মচারিগণ, দ্বাপরে ধর্ম্মশীল জ্ঞত-
বিজ্ঞানশালী ব্যক্তিগণ, এবং কলিযুগে শুদ্ধবিজ্ঞান-
শালী ব্যক্তিগণ, এই সকল প্রত্যক্ষ করিতে
পারেন । তপোধিক ব্যক্তি, মঙ্গলময়, দেবদেব,
মহেশ্বরকে মহাকালবনে নিত্য শূলপট্টিশধারণরূপে
দর্শন করিয়া থাকেন । এই আমি তোমার নিকট
মন্ত্র ও অনুক্রমের সহিত লোকানুগ্রাহক এই তথ্য-
তব বিধিপূর্বক কীৰ্ত্তন করিলাম । যে বিপ্র
ভক্তিপূর্বক এই শত্ৰুপীঠ অর্চনা করেন, তিনি
মহাকাল-সংকৃত হইয়া এই পীঠের সমীপে বাস
করেন । যে জড়মতি ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়া এই

তৎ। শুভমতিবিস্তারিতঃ সোম্যমৈর্য্যমানো
ব্রজতি হরপুরং যঃ সং শৃণোত্যেকচিত্তঃ । ১২৫ ।

ইতি ত্রিষ্টোত্রে কপালমোক্ষণবর্ণনং নাম
ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ । ৬ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ । ভগবন্ কেন বিধিনা মহাকাল-
ধনে নরৈঃ । ক্রদ্রলোকমভীপস্তুবস্তব্যং ক্ষেত্র-
বাসিভিঃ । ১ । কিং মনুষ্যৈরুত জ্ঞাতিঃ সিন্ধুধ্বং
হ্যশ্রমাধিতৈঃ । বসন্তিঃ কিমনুষ্টেয়মেতৎ সৰ্বং
ব্রবীহি নঃ । ২ । নরৈঃ জ্ঞাতিশ্চ বস্তব্যং বর্ণৈশ্চাশ্রম-
বাসিভিঃ । স্বধর্ম্মাচারনিরতৈর্দম্ভমোহবিবর্জিতৈঃ ।
৩ । কৰ্ম্মণা মনসা বাচ্য ক্রদ্রভক্তৈর্ধর্ম্মভৈশ্চৈবৈঃ ।
অনুষ্টুতিভিরনুষ্টুতৈঃ সৰ্বভূতহিতে রতৈঃ । কিং
কুর্বাণৈশ্চৈবৈঃ কৰ্ম্ম ক্রদ্রভক্তিঃ ব্রবীহি নঃ । ৪ ।
সনৎকুমার উবাচ । ত্রিবিধা কথিতা হ্যত্র মনো-
বাক্যায়সম্ভবা । লৌকিকৌ বৈদিকৌ চাস্তা

শুভগণার্চিত কলুষনাশী সন্দর্ভ পাঠ করে বা শ্রবণ
করে, সে অমরগণ কর্তৃক অর্চিত হইয়া হরপুরে
প্রস্থান করিয়া থাকে । ১১২—১২৫ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬ ।

সপ্তম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—হে ভগবন্ ! ক্রদ্রলোক গম-
নেচ্ছ নরগণ কোন বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক এই মহা-
কাল-ধনে বাস করিবে ? তাহারা কি সিদ্ধিলাভের
নিমিত্ত সঙ্গীক এখানে বাস করিবে ? আর বাস
করিয়া তাহারা কোন ধর্ম্ম তাচরণ করিবে ?
—এই সকল আপনি আমার নিকট প্রকাশ করিয়া
বলুন । আশ্রমবাসী নরগণ কিরূপে সঙ্গীক,
স্বধর্ম্মাচারনিরত, দম্ভমোহবিবর্জিত, কায়মনোবাক্যে
ক্রদ্রভক্ত, সংযতেন্দ্রিয়, অধিগতজ্ঞাত, অদীন-
চেতা ও সৰ্বভূতাহৈতথ্যী হইয়া বাস করিবে ?
কোন কৰ্ম্ম করিলেই বা তাহাদের ক্রদ্রভক্তি লাভ
হইবে ? এই ক্রদ্রভক্তিই বা কতিবিধা ? আপনি
তাহা বলুন । সনৎকুমার বলিলেন,—মনো-বাক্য-কায়-
সম্ভবা ক্রদ্রভক্তি ত্রিবিধা ; যথা—লৌকিকৌ, বৈদিকৌ

ভবেদাধ্যাত্মিকৌ তথা । ৫ । ধ্যানধারণয়াবুধ্য-
কর্ষণাং শরণং হি তৎ । ক্রদ্রভক্তিকরী চৈবা মানসী
ভক্তিকচ্যতে । ৬ । ব্রতোপবাসনিয়মৈর্ধর্ম্মভৈশ্চৈ-
নিরোধিভিঃ । কাযিকা ভক্তি ক্রদ্রস্ত জ্ঞানধ্যানস্ত
ধর্ম্মিণাম্ । ৭ । গোমুতক্ষীরদধিভির্গন্ধরক্ত-
কুশোদকৈঃ । গন্ধমাল্যৈশ্চ বিবিধৈর্ধাতুভিশ্চোপ-
পাদিতা । ৮ । স্বতগুগুণধূপৈশ্চ কৃকাগন্ধ-
সুগন্ধিভিঃ । ভূষণৈর্হেমরত্নানাং চিত্তাভিঃ
অগুভিরেব চ । ৯ । বাসপ্রবিসরাস্তোত্রৈঃ
পতাকাব্যাজনোজ্জিতৈঃ । নৃত্যবাদিজগীতৈশ্চ সৰ্ব-
প্রত্যাপহারকৈঃ । ১০ । ভক্ষ্যভোজ্যানুপানৈশ্চ
যাবৎপূজাকটৈর্নরৈঃ । মহেশ্বরং পূরন্ত্য ভক্তিঃ
সা লৌকিকী মতা । ১১ । বেদমন্ত্রহবির্ধাগৈর্গা
ক্রিয়া বৈদিকী মতা । ১২ । দর্শে চ পূর্ণমাস্যাং
বা কর্তব্যং চাগ্নিহোত্রকম্ । প্রাশনং দক্ষিণাদানং
পুরোডাশশ্চ সংক্রিয়া । ১৩ । ইষ্টৈবৃতিঃ সোমপানং
যজ্ঞিকং সৰ্বকৰ্ম্ম চ । ঋগ্‌যজুঃসামজ্ঞানি
সংহিতাধ্যয়নানি চ । ১৪ । ক্রিয়তে ক্রদ্রমুদিশা সা
ভক্তিরৈদিকী স্মৃতা । অগ্নিভূম্যানিলাকাশনিশাকর-
দিবাকরান্ । ১৫ । সমুদিশা কৃতঃ কৰ্ম্ম তৎসৰ্বং

ও আধ্যাত্মিকী । ধ্যান-ধারণাদি বুদ্ধি দ্বারা যে
ক্রদ্রগণের শরণ, তাহা ক্রদ্রভক্তিকরী মানসী
ভক্তি বলিয়া কথিত । ব্রত, উপবাস ও
নিয়ম দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধাদিগের যে ক্রদ্র-
সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও ধ্যান, তাহাই কাযিকী ভক্তি ।
গব্যমুত, ক্ষীর, দধি, ঘৃত, রক্ত গন্ধ, কুশোদক,
গন্ধমালা, বিবিধ ধাতু, স্বত, গুগুণ, ধূপ,
কৃকাগন্ধ, অষ্টাঙ্গ সুগন্ধি দ্রব্য, হেম-রত্নময় ভূষণ
বিচিত্রা অঙ্ক, বসন, স্তোত্র, পতাকা, ব্যাজন, নৃত্য,
বাদ্য, গীত, সকল প্রকার উপহার, ভক্ষ্য,
ভোজ্য, অনুপান, ও অক্ষতাদি দ্বারা মহেশ্বরের-
দেখে মানবকৃত যে পূজা, তাহাই লৌকিকী
ভক্তি । ১—১১ । বেদমন্ত্র ও হবির্ধাগ দ্বারা
যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, অমাবস্তা ও পূর্ণমাতে
যে অগ্নিহোত্র কৰ্ম্ম কর্তব্য এবং প্রাশন
দক্ষিণাদান পুরোডাশ সংক্রিয়া ইষ্টবৃতি ও
সোমপান প্রভৃতি যজ্ঞিক সৰ্বকৰ্ম্ম, ঋগ্‌যজুঃ-
সামমন্ত্রের জপ ও সংহিতাপাঠ প্রভৃতি কৰ্ম্ম
যে ক্রদ্র-উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, ইহাই বৈদিকী
ভক্তি । অগ্নি, ভূমি, অনিল, আকাশ, নিশাকর
ও দিবাকর উদ্দেশে যে সমস্ত কৰ্ম্ম কৃত হয়,

দৈবিকং ভবেৎ । আধ্যাত্মিকী তু বিবিধা ক্রদ্রভক্তিঃ
স্থিতা যুনে । ১৬ । সাংখ্যাখ্যা যৌগিকী চাত্তা বিভাগঃ
তত্র মে শৃণু । চতুর্কিংশতিতত্বানি প্রধানাদীনি
সংখ্যায়া । ১৭ । অচেতনানি যোজ্যানি পুরুষঃ
পঞ্চবিংশকঃ । চেতনঃ পুরুষো ভোক্তা ন কার্য্যঃ
তন্ত কৰ্ম্মণঃ । ১৮ । ক্রদ্রঃ যদ্বিংশকঃ কর্ত্তা সৰ্ব্বজ্ঞ
চেতনঃ প্রভুঃ । অজন্মা নিত্যমব্যক্তমধিষ্ঠাতা
প্রয়োজকঃ । ১৯ । পুরুষো নিত্য ব্যক্তঃ স্মাৎকারণঃ
চ মহেশ্বরঃ । তত্বসর্গঃ ভবেৎ সর্গঃ ভূতসর্গঃ চ
তত্বতঃ । ২০ । সংখ্যায়া পরিসর্গায় প্রধানঃ চ
গুণাঙ্ককম্ । সাধর্ম্ম্যমাত্মনৈবর্ধ্যঃ প্রধানঃ বৈ
বিধর্ম্মি চ । ২১ । কারণং তচ্চ ক্রদ্রস্ত কার্য্যত্বমিদ-
মুচ্যতে । সৰ্ব্বজ্ঞ কর্ত্তা ক্রদ্রে পুরুষে চাপ্যকর্ত্তা ।
২২ । অচেতন্তঃ প্রধানে চ তচ্চ তত্বমিদং স্মৃতম্ ।
তত্বান্তরেণ মুচ্যন্তে কার্য্যঃ কারণমেব চ । ২৩ ।
প্রয়োজনে চ বৈজাত্যঃ জ্ঞাত্বা তত্বমসংখ্যায়া ।
সংখ্যান্তীতুচ্যতে প্রাঞ্জৈ ক্রদ্রতত্বার্থচিন্তকৈঃ । ২৪ ।

তাহা দৈবিক কৰ্ম্ম । হে যুনে! আধ্যাত্মিকী
ক্রদ্রভক্তি বিবিধা; যথা—সাংখ্যা ও যৌগিকী;
ইহারও আবার বিভাগ আছে, অবগণ করুন।
প্রধানাদি চতুর্কিংশতি প্রকার তত্ব। ইহার অচেতন
ও সংখ্যা-যোজ্য। পুরুষ পঞ্চবিংশক; অর্থাৎ
চতুর্কিংশতিতত্বাতীত। তিনি চেতন ও ভোক্তা;
তাহার কোন কার্য্য নাই। ক্রদ্র যদ্বিংশক
কর্ত্তা, অর্থাৎ পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ। তিনি সৰ্ব্বজ্ঞ,
চেতন, প্রভু, জন্মরহিত, নিত্য, অব্যক্ত, অধিষ্ঠাতা,
ও প্রয়োজক। মহেশ্বর কারণ এবং নিত্য অব্যক্ত
পুরুষ। তাহা হইতেই তত্বসর্গ এবং তত্ব হইতেই
ভূতসর্গ হইয়া থাকে। সংখ্যাবিশিষ্টরূপে সৃষ্টি-
সম্পাদনের জন্তই প্রকৃতি গুণাঙ্কক। ঐশ্বর্য্য
আত্মার সাধর্ম্ম্য, প্রধান (প্রকৃতি) পুরুষের
বিধর্ম্মি। ক্রদ্রই কার্য্য-কারণাত্মক প্রকৃতি-পুরুষরূপ
কারণ। ক্রদ্রেরই কর্ত্ত্ব সৰ্ব্বজ্ঞ বিদ্যমান; পুরুষে
নহে। প্রধান (প্রকৃতিতে) অচেতন্ত (জড়ত্ব)
আছে, সেই জড় প্রকৃতিই তত্ব বলিয়া কথিত।
জীব তত্বান্তরিত হইলে তাহার কার্য্য-কারণ-
ভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। কেহ কেহ কার্য্যের
নানাদ দেখিয়া তত্ব অসংখ্য বলিয়া থাকেন;
কিন্তু ক্রদ্রতত্বার্থ-চিন্তক প্রাজ্ঞগণ বলেন যে,
তত্ব অসংখ্য নহে, তাহার সংখ্যা আছে।
ক্রদ্রতত্বার্থচিন্তকগণের মতে ক্রদ্রের তত্ব-

ইতি তন্ত তত্বতাবং তত্বসংখ্যা চ তত্বতঃ ।
ক্রদ্রতত্বাধিকং চাপি জ্ঞানতত্বং বিতর্ক্যুধাঃ । ২৫ ।
সাংখ্যে কৃত্তা ভক্তিরেবা সত্তিরাধ্যাত্মিকী মতা ।
যৌগিনামপি মে ভক্ত্যা শৃণু ভক্তিং মহীশ্বর । ২৬ ।
প্রাণায়ামপরো নিত্যঃ ধ্যায়তে নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
ধারণাঃ হৃদয়ে ধৃষ্টা ধ্যায়তে যে মহেশ্বরম্ । ২৭ ।
হৃৎকঙ্কর্ণিকাসীনঃ পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্ ।
শশাঙ্কজ্যোতির্জঠরঃ ব্যালবৃত্তকটীতটম্ । ২৮ ।
শ্বেতঃ দশভূজঃ ভদ্রঃ বরদাভয়হস্তকম্ । যোগজা
মানসী ব্যাস ক্রদ্রভক্তিঃ পরা স্মৃতা । ২৯ ।
য এব ভক্তিমান্ ক্রদ্রে ক্রদ্রভক্তঃ স উচ্যতে ।
বিধিঃ তু শৃণু মে ব্যাস যঃ স্মৃতঃ ক্রদ্রবাসিনাম্ ।
৩০ । স্বয়ং ক্রদ্রেণ বিহিতো ব্রহ্মাদীনাং সমাগমে ।
কথিতো বিস্তরাৎ পূর্কঃ সর্কেষাং তত্র সন্নিধৌ ।
৩১ । নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নিঃসঙ্গা নিম্পরিগ্রহাঃ ।
বন্ধুবর্গেণ নিঃশ্লেহাঃ সমলোষ্টাশ্চকাঞ্চনাঃ । ৩২ ।
ভূতানাং কৰ্ম্মভিনির্ভ্যাং ত্রিবিধৈরভয়প্রদাঃ ।
সাংখ্যযোগবিধিজাশ্চ ধর্ম্মজ্ঞাশ্চিহ্নসংশয়াঃ । ৩৩ ।

ভাব ও তত্বের সংখ্যেয়ত্ব বিদ্যমান। কিন্তু
কোন কোন মনোবী জ্ঞানতত্বকে ক্রদ্রতত্বাধিক
বলিয়া থাকেন। এই যে মত, ইহা সাংখ্যবিৎ
পণ্ডিতগণের সাংখ্যশাস্ত্রীয় আধ্যাত্মিকী ভক্তিমাত্র
হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ! আপনি ভক্তিপূর্ব্বক আমার নিকট
যৌগিগণের ক্রদ্রভক্তি অবগণ করুন। ১২—২৬।
নিয়তোন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ নিত্য প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া
ধ্যান করিবেন। মানবগণ যে, ধারণাকে হৃদয়ে ধারণ
করিয়া শশাঙ্ক-জ্যোতির্জঠর, ব্যালবৃত্তকটি, শ্বেত,
দশভূজ, ভদ্র, বরদ, অভয়হস্ত, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিলো-
চনকে হৃৎ-কঙ্কর্ণিকাসীনরূপে ধ্যান করেন,—হে
ব্যাসদেব! ইহাই যোগজা মানসী পরা ক্রদ্রভক্তি
বলিয়া কথিত। ক্রদ্রে ভক্তিমান্ যে কেহ ব্যক্তি-
কেই ক্রদ্রভক্ত বলা যায়। হে ব্যাসদেব! আপনি
আমার নিকট সেই বিধি অবগণ করুন—যাহা
ক্রদ্রক্রেত্ববাসাদিগের প্রতি উক্ত হইয়াছে। স্বয়ং
ক্রদ্র এই বিধি মহাকালবনে ব্রহ্মাদি দেবগণের
সমক্ষে বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন যে যে
বিপ্রগণ এই ক্রদ্রে বাস করিয়া বিবিধ যজ্ঞ
অনুষ্ঠান করিবেন, তাহার নির্ম্মম, নিরহঙ্কার,
নিঃসর্গ, নিম্পরিগ্রহ, বন্ধুবর্গে নিঃশ্লেহ, লোষ্ট্রে
মণি-কাঞ্চনে সমজ্ঞান, ভূভাভয়দাতা, সাংখ্য-
যোগবিধিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ ও চিহ্নসংশয় হইবেন।

যজ্ঞস্তো। বিবিধৈর্ধৈর্জৈর্ধে বিপ্রাঃ ক্বেত্রবাসিনঃ।
মহাকালবনে তেষাং মৃতানাং যৎকলং শূন্যং।
৩৪। ব্রহ্মস্ক্যেব স্ত্রুতপ্রাপ্যঃ ব্রহ্মসায়ুজ্যামকয়ম্।
সম্প্রাপ্য ন পুনর্জন্ম লভন্তে মোক্ষমব্যয়ম্। ৩৫।
পুনরাবর্তনং হিমা বিধিঃ মাহেশ্বরঃ স্থিতাঃ।
পুনরাবৃত্তিরস্তেষাং প্রপঞ্চাশ্রমবাসিনাম্। ৩৬।
গার্হস্থ্যঃ বিধিমাশাদ্য যটকর্মনিরতাঃ সদা। জুহুতে
বিধিনা সম্যগ্ভক্ষস্তোত্রৈর্নিয়মিতাঃ। ৩৭। অধিকং
কলমায়াস্তি সর্বতঃপবিবর্জিতাঃ। সর্বলোকেষু
চান্ত্র্য গতিস্তস্য ন হন্ততে। ৩৮। দিব্যো নৈশ্বা-
যোগেন স্বাক্রুতঃ স্পরিগ্রহঃ। বহুশ্রুতপ্রকাশেন
বিমানেন স্ত্রুতসি। ৩৯। মৃতঃ স্ত্রীণাং সহস্রৈশ্চ
স্বচ্ছন্দগমনাময়ঃ। বিচরত্যবিচার্যেব সর্বলোকান্
দিবৌকসাম্। ৪০। স্পৃহণীয়তমঃ পুংসাং
সর্ববর্ণোক্তমো ধনী। স্বর্গাচ্চ্যুতঃ প্রজায়েত
কুলে মহতি রূপবান্। ৪১। ধর্মজ্ঞো রুদ্রভক্তশ্চ
সর্ববিদ্যার্থপারগঃ। তথৈব ব্রহ্মচর্যেণ শুক-
শ্রাবণেন চ। ৪২। বেদাধ্যয়নসংযুক্তো
ভৈক্ষুর্জিতেন্দ্রিয়ঃ। নিত্যং সত্যব্রতে যুক্তঃ

ভাঁহার। যদি মহাকালবনে মৃত্যুগ্রস্ত হন, তাহা হইলে,
ভাঁহাদের যে কল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন।
ভাঁহার। অক্ষয় ব্রহ্ম-সাজুজ্য লাভ করেন, ভাঁহা-
দিগকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, ভাঁহার।
অব্যয় মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ভাঁহার। মাহেশ্বর বিধি
অবলম্বন করায় পুনরাবৃত্তি-রহিত হইয়া থাকেন।
অন্ত প্রপঞ্চাশ্রমবাসীদিগের পুনরাবৃত্তি বিদ্যমান।
মানব গার্হস্থ্য-বিধি অবলম্বন করিয়া ধর্ম-কর্ম-নিরত
হইবে, ও নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া বিধিপূর্বক মন্ত্র-স্তোত্র
দ্বারা হোম করিবে, একরূপ করিলে সর্বতঃপ-বিব-
র্জিত হইয়া অধিক কল প্রাপ্ত হইবে। কোন-
লোকেই তাহার গতি প্রতিহত হইবে না; দিব্য
ঐশ্বর্যযোগে স্বাধীনভাবে বহু স্বর্ঘ্যসদৃশ জ্যোতি-
শ্ময় বিমানে আরোহণ-পূর্বক সহস্রকামিনীপরিবৃত্ত
হইয়া স্বচ্ছন্দগমনে অবলীলাক্রমে দেবতাদিগের
সকললোকেই বিচরণ করিয়া বেড়াইবে। অনন্তর
সে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া সকলের স্পৃহণীয়তম, সর্ববর্ণোক্তম,
ধনী, ও রূপবান্ হইয়া মহৎ কুলে জন্মগ্রহণ
করিবে। ধর্মজ্ঞ রুদ্রভক্ত ব্যক্তি সর্ববিদ্যার্থ-
পারগ, ব্রহ্মচর্য শুকশ্রাব্য ও বেদাধ্যয়নসংযুক্ত,
ভৈক্ষুর্জিতেন্দ্রিয়, নিত্য সত্যব্রত-ব্রত ও
ঐশ্বর্যে আমোদিত হন এবং মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া সমুদ্র

ঐশ্বর্যে চ প্রমোদবান্। ৪৩। মৃতঃ কালে সমুদ্রেন
সর্বভোগাবলম্বিনা। স্বর্ঘ্যেণেব দ্বিতীয়েন বিমানে
বিচারিতঃ। ৪৪। শুককো নাম রুদ্রস্ত গণঃ
পরমসন্ততঃ। অপ্রমেয়বলৈশ্বর্যো দেবদানব-
পূজিতঃ। ৪৫। তেষাং চ সমতাং যাতি তুল্যৈশ্বর্য-
সমধিতঃ। দেবদানবমর্ত্যেষু স চ পূজ্যতমো
ভবেৎ। ৪৬। বর্ষকোটিসহস্রাণি বর্ষকোটিশতানি
চ। এবমৈশ্বর্যসংযুক্তো রুদ্রলোকে মহীয়তে।
৪৭। বসিহাসো বিভূত্যা বৈ যদা চ চ্যবতে
নরঃ। রুদ্রলোকচ্চ্যুতো ভূমৌ বসতে নাত্র
সংশয়ঃ। ৪৮। মহাকালবনে ক্বেত্রে ব্রহ্মচর্য্যশ্রমে
স্থিতঃ। মাহেশ্বরপরো নিত্যং বসেদাথ ম্রিয়েত
বা। ৪৯। মৃতোহসৌ যাতি দিব্যে বৈ বিমানে
শ্রুতবর্চসি। পূর্ণচন্দ্রপ্রকাশো বৈ শশিবৎ
প্রিয়দর্শনঃ। ৫০। রুদ্রলোকঃ সমাসাদ্য শুককৈঃ
সহ মোদতে। ঐশ্বর্য্যং চ মহাশুভেক্ত সর্বস্ত জগতঃ
প্রভুঃ। ৫১। ভুক্তা যুগসহস্রাণি রুদ্রলোকে
মহীয়তে। প্রত্যাশ্রিত্য পুনস্তস্মাৎ রুদ্রলোকাৎ
ক্রমেণ তু। ৫২। নিত্যং প্রমুদিতস্তত্র ভুক্তা
লোকমনাময়ম্। দ্বিজানাং সাধনে নিত্যং কুলে

সর্বভোগবিশিষ্ট দ্বিতীয় স্বর্ঘ্যের স্থায় বিমানে
বিচরণ করেন। পরে তিনি শুক নামে রুদ্রের
গণ হইয়া পরম সংযত অপ্রমেয়-বল ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত
এবং দেব দানব পূজিত হন। তিনি অতুল্য ঐশ্বর্য্য-
সমধিত হইয়া গণগণের সাম্য লাভ করেন এবং
দেব-দানব মর্ত্যমধ্যে পূজ্যতম হইয়া থাকেন।
এইরূপে শত সহস্রকোটি বৎসর পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত-
হইয়া রুদ্রলোকে পূজিত হন। ২৭—৪৭। এইরূপে
স্বর্গভোগ করিয়া যখন ঐ ব্যক্তি রুদ্রলোক হইতে
চ্যুত হয়, তখন সে মর্ত্যধামে পরমশুখে বাস করে,
এবিষয়ে সংশয় নাই। যদি কোন ব্যক্তি মহা-
কালবনে ব্রহ্মচর্য্যশ্রমে মহাদেবপরায়ণ হইয়া বাস
করে, কিম্বা তথায় মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে সে
হইয়া স্বর্ঘ্যবৎ জ্যোতিশ্ময় দিব্য বিমানে বিচরণ
করে এবং পূর্ণচন্দ্রের স্থায় প্রকাশমান ও প্রিয়দর্শন
হয়। সে রুদ্রলোকে বাস করিয়া শুকগণের সহিত
আমোদ প্রাপ্ত হয়; সকল ঐশ্বর্য্য ভোগ করে;
সর্বজগতের প্রভু হয়; যুগসহস্রকাল ভোগ-বাসনা
চরিতার্থ করে, এবং রুদ্রলোকে পূজিত হয়। ক্রমে
সেই রুদ্রভক্ত ব্যক্তি আমোদ সহকারে অনাময়
ভোগ উপভোগ করিয়া, রুদ্রলোক হইতে ভ্রষ্ট

মহতি জায়তে । ৫৩ । মানবেষু চ ধর্মেষু
বসেছুয়াংচ রূপবান্ । স্পৃহণীয়বপুঃ স্ত্রীণাং
মহাভোগপতির্ভবেৎ । ৫৪ । বানপ্রস্থসমাচারো
বনৌষধিবিজ্জিতঃ । জীর্ণপর্ণসমাহারঃ ফলপুষ্পাশু-
ভোজনঃ । ৫৫ । কণাশনোহশ্বকুটৌ বা দন্তোলু-
খলকোহথ বা । যেন কেনাপ্যুপায়েন জীর্ণবহল-
ধারকঃ । ৫৬ । জটী ত্রিষবর্ণশ্রায়ী মুক্তকেশঃ
শুদগবান্ । জলশায়ী পঞ্চতপা বর্ষাশ্রাবকাশকঃ ।
৫৭ । কৌটককটকপাষণভূম্যাং তু শয়নং তথা ।
স্থানং বীরাসনয়তঃ সংবিভাগী দৃঢ়ব্রতঃ । ৫৮ ।
অরণ্যোষধিভোক্তা চ সর্বভূতাভয়প্রদঃ । নিত্যং
ধর্ম্যপন্নো মোনী জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ । ৫৯ ।
রুদ্রভক্তঃ ক্ষেত্রবাসী মহাকালবনে মুনিঃ । সর্ব-
সঙ্গপরিভ্যাগী স্বারামো বিগতস্পৃহঃ । ৬০ । যচ্চাত্ত
বসতে ব্যাস শৃণু তস্মৈ হি যা গতিঃ । তরুণার্ক-
প্রদীপ্তেন বেদিকাস্তম্ভশোভিনা । ৬১ । রুদ্রভক্তো
বিমানেন যাতি কামপ্রচারিণা । বিরাজমানো

হয়; হইয়া মর্ত্যধামে দ্বিজবহল নগরে মহৎ দ্বিজ-
কূলে জন্ম গ্রহণ করে। সে অত্যন্ত রূপবান্
হইয়া মানবের মধ্যে বাস করে; স্ত্রীগণের
স্পৃহণীয় রূপ ধারণ করিয়া মহাভোগ উপভোগ
করে। পরে সে বনৌষধিবিজ্জিত বানপ্রস্থচারী
হয়। সে জীর্ণপর্ণ ও ফলপুষ্পাশু ভোজন
করে। কণাশন, অশ্বকুট, ও দন্তোলুখলী হইয়া
কোন প্রকারে রুত্তি বিধান করে। জীর্ণবহল
পরিধান করে; জটী ও ত্রিষবর্ণশ্রায়ী হয় এবং
কেশ মুণ্ডিত করে; দণ্ড ধারণ করে; পঞ্চতপা
হইয়া বর্ষাকালে জলে শয়ন করে; কৌট-কটক-বুস্ত
পাষণ-ভূমিতে শয়ান থাকে এবং বীরাসনে
উপবিষ্ট হয়। ঐ দৃঢ়ব্রত এইরূপে ব্রতবিধান
পালন করিয়া অরণ্যের ওষধি ভোজন করে;
সর্বভূতে অভয় প্রদান করিয়া থাকে; নিত্য
ধর্ম্যাচরণ করে; মোনী হয়; জিতক্রোধ হইয়া
ইন্দ্রিয় বশীভূত করিয়া থাকে এবং রুদ্রে ভক্তি
প্রদর্শন করে। সে রুদ্রক্ষেত্র মহাকালবনে এইরূপে
বাস করিয়া থাকে। অপিচ সে সর্ব সঙ্গ
পরিভ্যাগ করে, এবং নিস্পৃহ হয়। হে ব্যাসদেব!
যে মানব এই মহাকালবন ক্ষেত্রে বাস করে,
তাহার যেরূপ গতি হয়, তাহা শ্রবণ করুন।
সে তরুণার্কপ্রদীপ্ত বেদিকাস্তম্ভশোভী কামচারী
বিমানে আরুঢ় হইয়া দ্বিতীয় চক্রমার ন্যায়

নভসি দ্বিতীয় ইব চক্রমাঃ । ৬২ । গীতবাদিত্র-
শব্দেন সংবৃত্তোহপ্সরসাং গণৈঃ । বর্ষকোটিশতং
সাগ্রং রুদ্রলোকে মহীয়তে । ৬৩ । রুদ্রলোকাচ্চ্যুত-
শ্যপি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে । বিষ্ণুলোকাৎ পরি-
ভ্রষ্টো ব্রহ্মলোকঃ স গচ্ছতি । ৬৪ । তন্মাদপি
চ্যুতঃ স্থানাদ্বীপেষু স হি জায়তে । স্বর্গেষু চ তথা-
স্তেষু ভোগান্ ভুঙক্তে যথেষ্টয়া । ৬৫ । ভূক্তৈ-
শ্বর্ঘ্যো নরন্তেষু মর্ত্যামর্ত্যেষু জায়তে । রাজা বা
রাজতুল্যো বা জায়তে ধনবান্ সুখী । সুরূপঃ
সুভগঃ কান্তঃ কীৰ্ত্তিমান্ রুদ্রভাবিতঃ । ৬৬ ।
ব্রাহ্মণাঃ কজ্রিয়ো বৈশ্ণাঃ শূদ্রা বা ক্ষেত্রবাসিনঃ ।
শ্বধর্ম্মনিরতা ব্যাস সতৃপ্তাচারজীবিনঃ । ৬৭ । সর্বা-
শ্রনা রুদ্রভক্তা ভূতান্নগ্রহকারিণঃ । মহাকালবনে
ক্ষেত্রে যে বসন্তি মুমুক্শবঃ । ৬৮ । যুতান্তে রুদ্রভবনং
বিমনৈর্বাতিশোভনৈঃ । অপ্সরোগণসংযুক্তৈঃ কামগৈঃ
কামরূপিভিঃ । ৬৯ । অথবা সংবিদগ্নৌ চ শরীরং
বিজুহোতি যঃ । রুদ্রধ্যায়ী মহাসবঃ স রুদ্রভবনে
বসেৎ । ৭০ । রুদ্রলোকোহক্ষয়ন্তেযাং শাশ্বতো
গৃহকৈঃ সহ । সর্বলোকোত্তমো রম্যো ভবতীষ্টার্থ-

অপ্সরোহস্তনাদিগের গীতবাদিত্রনাদে আমোদিত
হইয়া কোটি বর্ষকাল রুদ্রলোকে পূজিত হয় । ৬৮-৬৯
পরে কালক্রমে যখন সে রুদ্রলোক হইতে পতিত
হয়, তখন বিষ্ণুলোকে পূজিত হইয়া থাকে। এইরূপে
বিষ্ণুলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মলোকে, এবং
ব্রহ্মলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করে।
ঐ ব্যক্তি কি স্বর্গে, কি অন্তহানে সকল স্থানেই
যথেষ্ট ভোগ উপভোগ করে। ঐরূপ উপ-
ভোগের পর মর্ত্যধামে নরসমাজে রাজা বা
রাজতুল্য হইয়া জন্মে এবং সুরূপ, সুভগ,
কান্ত, কীৰ্ত্তিমান্, রুদ্রভাবিত, ধনবান্ ও সুখী
হয়। হে ব্যাসদেব! এইরূপ ব্রাহ্মণ, কজ্রিয়,
বৈশ্ণ, শূদ্র প্রভৃতি যে কোন ক্ষেত্রবাসী বর্ণ
শ্বধর্ম্মনিরত হইয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য অল্পসারে আচার
অবলম্বন করিবে। যে ভূতান্নগ্রহকারী রুদ্রভক্ত-
গণ মুমুক্শ হইয়া মহাকালবনক্ষেত্রে সর্বতোভাবে
বাস করে, সে যুতান্ত হইলে কামগ,
কামরূপী শোভন বিমানে অপ্সরোগণপরিবৃত
হইয়া রুদ্রভবনে গমন করিয়া থাকে। অথবা যে
রুদ্রধ্যায়ী মহাসব ব্যক্তি সংবিৎ-অগ্নিতে শরীর
আহুতি দিতে পারে, সে রুদ্রভবনে বসতি লাভ
করে এবং শাশ্বত, সর্বলোকোত্তম, রম্য, অক্ষয়

সাধকঃ ॥ ৭১ ॥ যে ত্যজন্তি মহাকালে প্রাণা-
ননশনৈর্নরাঃ । তেষামপ্যক্ষয়ো ব্যাস ক্রতুলোকো
মহান্মনাম্ ॥ ৭২ ॥ সাংখ্যাঃ শ্রবন্তি তে ক্রতুঃ
সর্বত্ৰঃখবিবর্জিতাঃ । সর্ভামরযুক্তঃ দেবঃ নন্দিদেব-
গণৈর্যুতম্ । অনাশকযুতাঃ শূদ্রা মহাকালবনে
নরাঃ ॥ ৭৩ ॥ সিংহযুক্তৈস্তে যান্তি বিমানৈরর্ক-
সম্মিতৈঃ ॥ ৭৪ ॥ নানাবর্ণশ্রবণাটোহুষ্টিগন্ধাধি-
বাসিতৈঃ । অনৌপম্যগুণৈরমোরপসরোগীতবাদিতৈঃ
॥ ৭৫ ॥ পতাকাধ্বজবিন্ধ্যৈস্তৈর্নানাঘণ্টানিনাদিতৈঃ ।
শুপ্রভৈর্ভূগঙ্গসম্পন্নৈর্ময়ূরবরচারিতৈঃ ॥ ৭৬ ॥ ক্রতু-
লোকে নরা ধীরাঃ স্বর্কেচানশনৈর্মতাঃ । তত্রোষিহা
চিরং কালং ভোগান ভুজা যথোপিতান্ । ধনী
বিপ্রকূলে ভোগী জায়তে মর্ত্যমাগতঃ ॥ ৭৭ ॥ করীষঃ
সাধয়েদ্যজ্ঞ মহাকালবনে নরঃ । সর্বভোগবিনির্মুক্তো
ক্রতুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৭৮ ॥ ক্রতুলোকে বসে-
ত্তাবদ্যাবৎকল্পকয়ো ভবেৎ ॥ ৭৯ ॥ তত্র ভুজা
মহাভোগানিহ জাতো মহোপতিঃ । পৃথিব্যাঃ
সকলান্যন্ত রূপবান্ শূভগো ভবেৎ ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মহাকালবনবাসবিধিবর্ণনঃ
নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

ক্রতুলোক তাহার অক্ষয় হয় । হে ব্যাসদেব ! যাহারা
মহাকালবনে অনশনে প্রাণত্যাগ করে, সেই
মহাত্মাদিগের অক্ষয় ক্রতুলোক লাভ হইয়া থাকে ।
সাংখ্যবিংগণ সর্বত্ৰঃখবিবর্জিত হইয়া সর্ভামরযুক্ত
নন্দীর সহিত দেবকন্ডের শ্রব করিয়া থাকেন ।
মহাকালবনে অনশনযুত শূদ্রগণও নানাবর্ণশ্রবণাট্য,
গন্ধাধিবাসিত, অল্পপম, রম্য, অপ্সরাদিগের
গীতবাদ্যনাদিত, ধ্বজ-পতাকাযুক্ত, নানা ঘণ্টা-
নিনাদিত, শুপ্রভ, ময়ূরবরবিশিষ্ট, অর্কসান্নিত,
সিংহযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া ক্রতুলোকে
গমন করে । মহাকালবনে অনশনযুত নরগণ
ক্রতুলোকে গমন করত বহুকাল যথোপিত অশেষ
ভোগ উপভোগ করার পর মর্ত্যধামে আগমন
করিয়া ধনী বিপ্রকূলে ভোগী হইয়া জন্ম গ্রহণ
করে । যে নর মহাকালবনে করীষ সাধন করে,
সর্বভোগ-নির্মুক্ত হইয়া সে ক্রতুলোকে গমনপূর্বক
কল্পকাল পর্য্যন্ত তথায় বাস করে ; সেখানকার
ভোগ সমাধা করিয়া অবশেষে সমস্ত পৃথিবীর
মধ্যে একমাত্র রূপবান্ ও শূভগ হইয়া মর্ত্যে রাজা
হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৬৪—৮০ ॥

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ । আচারঃ পরমো ধর্ম্যঃ সর্বধর্ম্য-
পরায়ণ । সধর্ম্মনিরতাতৈব জিতক্রোধা জিতে-
ক্রিয়াঃ ॥ ১ ॥ ক্রতুলোকং ব্রহ্মস্তুহি নাত্র চিত্তা
মতিশ্রম । অসংশয়ঞ্চ গচ্ছন্তি লোকানন্তাহশিপ্রভৈঃ
॥ ২ ॥ বিনাপি ক্ষেত্রবাসেন তথৈব নিয়মেন
চ । ত্রিয়ো ম্লেচ্ছাশ্চ শূদ্রাশ্চ পশবঃ পক্ষিণো যুগাঃ ॥
৩ ॥ মুকা জড়াঙ্কবধিরান্ত্রপোনিয়মবর্জিতাঃ । এষাং
তু কা গতিশ্চেষ্টে মহাকালবনে যুতাঃ ॥ ৪ ॥
সনৎকুমার উবাচ । ত্রিয়ো ম্লেচ্ছাশ্চ যুতাশ্চ পশবঃ
পক্ষিণো যুগাঃ । কালেনৈব যুতা ব্যাস ক্রতুলোকং
ব্রজন্তি তে ॥ ৫ ॥ শরীরৈর্দিব্যরূপৈশ্চ সর্বভোগ-
সমধিতাঃ । রমতে শঙ্কুনা সার্কং শ্মশানে শ্রেত-
সঙ্কুলে ॥ ৬ ॥ নির্ভৎসিতা পুরা দেবৌ কালীতি
পাক্ষতীতি চ । তদা সা কুপিতা দেবৌ কটকে
শঙ্করং প্রতি ॥ ৭ ॥ এবং হি কলহো জাতঃ শিব-
গৌর্যোহি যত্র তু । দেবস্তত্র সমুদ্ভূতো নান্য কল-
কলেশ্বরঃ ॥ ৮ ॥ কৃতমগ্রে তদা কুণ্ডং নান্য কলহ-
নাশনম্ । স্মানে তত্র কৃতে ব্যাস জাতাকলহিনী

অষ্টম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন ।—হে মুনে ! সর্বধর্ম্মনিরত !
আচার পরম ধর্ম্ম । আচারবান, স্বধর্ম্মনিরত,
জিতক্রোধ, জিতেক্রিয় ব্যক্তি ক্রতুলোকে গমন
করিয়া থাকে ; এ বিষয়ে আমার কোন সংশয়
নাই । আর তাহার শঙ্কু ব্যতিরেকে কেবল
ক্ষেত্রমহাক্ষ্য ও যম-নিয়মাদি দ্বারাও অন্ত্যস্ত
লোকে গমন করিয়া থাকে, কিন্তু তপোনিয়ম-বর্জিত
শ্রী, ম্লেচ্ছ, পশু, পক্ষী, যুগ, মুক, জড়, অন্ধ ও
বধির—ইহারা মহাকালবনে যুত হইলে কোন্ গতি
লাভ করিয়া থাকে ? ইহা আপনি বলুন । সনৎকুমার
বলিলেন,—শ্রী, ম্লেচ্ছ, যুত, পশু, পক্ষী, ও যুগ,
ইহারা মহাকালবনে যুত হইলে ক্রতুলোকে গমন
করিয়া থাকে এবং দিব্য রূপগুণালঙ্কৃত হইয়া
শ্রেতসঙ্কুল শ্মশানে শঙ্কুর সহিত ক্রীড়া করে ।
পূর্বে দেবৌ পাক্ষতী, মহাদেব কর্তৃক কালী নামে
আভাহত হইয়া আপনাকে নির্ভৎসিত বোধে
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন । ইহার কলে হর-
গৌরীর পরস্পর কলহ উপস্থিত হয় । একান্ত
দেব শঙ্কর ঐ স্থানে কলকলেশ্বর নামে সমুদ্ভূত
হন । এবং ঐ স্থানে একটী কলহ-নাশক কুণ্ড

প্রিয়া ১২। তস্মিন্স্থীর্থে নরঃ স্নাত্বা পূজয়িত্বা
মহেশ্বরম্ । উপোষ্য রজনীমেকাং কুলানিঃ
তারয়েচ্ছতম্ ১০। তত্র যচ্ছতি যো দানং ক্রটি-
মাত্রঞ্চ চন্দনম্ । আত্মনা তারিতাস্তেন দশ পূর্বে
দশাপরে ১১। ভূমিদানঞ্চ যন্তত্র প্রদাত্ততি নরো
মুনে । অপি গোচর্যমাত্রেণ সর্বভূম্যাধিপো ভবেৎ
১২। গামেকাং রক্তিকামেকাং ভূমেরপোক-
মঙ্গলম্ । যঃ প্রদাত্ততি ভক্ত্যা হি স বৈ রাজা
ভবিষ্যতি ১৩। ধেনুস্বাস্তিলান্ বস্তুং ভাজনং
তাম্রদোহনম্ । উপানহন্ত চ্ছত্রঞ্চ তথা চ শ্রেষ্ঠ-
পাত্ৰকে ১৪। যে প্রদাত্তস্তি বিপ্রৈর্যন্তেষাং
লোকাঃ সদাক্ষয়াঃ । তস্ত দক্ষিণপার্শ্বে তু পৃষ্ঠে
মাত্ৰাধ্যদেবতাঃ ১৫। সা তত্র সর্বলোকানাং
দেবী ত্বরিতহারিণী । সর্বতীর্থন্তু বিজ্ঞেয়ং মণিকর্ণিক-
মুত্তমম্ ১৬। তস্মিন্ স্নাত্বা তু যঃ পশ্চাৎ পৃষ্ঠমাতর
আদদাৎ । স মুক্তঃ পৰ্ব্বপাপেভ্যঃ সিদ্ধিমাশ্নোতি
বাহিতাম্ ১৭। তাসাং তু দর্শনং কৃত্বা মার্গে
গমনমাচরেৎ । ন ভয়ং তস্ত চোরৈভ্যো রক্ষা-

ভূতভয়ং তথা ১৮। স্বদেশে পরদেশে বা
পৰ্বতেষ্টবীষু চ । ন সমুদ্রে ভয়ং তস্ত তথা বৈ
দৃষ্টভাবনা ১৯। গ্রহপীড়ানু সন্ধানু তথা রাজ-
ভয়াদিকম্ । বস্তুং বা যদি বা মেঘং মহিষং চাপি
ঘাতয়েৎ ২০। দেবীমুদ্ভিষ্টা যো বিপ্র সোহতীষ্ট-
কলমমুত্তে । আশ্বিনস্ত সিতাষ্টম্যামর্দরাজিগতে
নরঃ ২১। যঃ স্নাত্তি পুরতো দেব্যাঃ স সিদ্ধিঃ
লভতে পরাম্ । যতপুত্রা চ যানারী কুণ্ডে স্নাত্বা
সভর্জকা ২২। স্নাত্তি বৈ কলকুন্তেন অগ্রে দেব্যা
বিধানতঃ । স্নাত্বা নাস্তমুখং পশ্চাৎ কুন্তস্নানেন বৈ মুনে ২৩।
তস্ত সজায়তে পুত্রো যথা দেবঃ স্বভাননঃ ।
পৃষ্ঠে মাতুঃ পরং পুণ্যং তীর্থমপ্সরসাং শুভাম্ ২৪।
রূপসৌভাগ্যসম্পন্নস্তত্র স্নাতো ভবেন্নরঃ । উৰ্বশী
বৈ পুরা ব্যাস তীর্থং যাস্ত প্রভাবতঃ ২৫। ভর্তা
পুরুষবা লক ঐলেয়োহসৌ মহীপতিঃ । ইতি
কৌতুহলং শ্রুত্বা ব্যাসো বচনমব্রবীৎ ২৬।
ব্যাস উবাচ । কথমপ্সরসাং তীর্থং তত্র জাতং
মহামুনে । কারণেন যথা তেন যস্মিন্ কালে প্রতি-
ষ্ঠিতম্ । তথা তন্মে সবিস্তারে সরহস্তঃ প্রকীৰ্ত্তয় ২৭।

আবিষ্কার করেন। ঐ কুণ্ডে স্নান করিলে
প্রিয়া কলহ-প্রিয়া হন না। ঐ তীর্থে নর
স্নান করিয়া মহেশ্বরের পূজা ও একরাত্র
উপবাস করিলে, নিজের শতকুল উদ্ধার করিতে
পারে। যে মানব ঐ স্থানে দানকার্য্য করে
এবং ক্রটিমাত্র চন্দন দান করে, সেই মানব আপনা-
আপনিই নিজের পূর্বাপর দশ কুল উদ্ধার করিয়া
থাকে। হে মুনে! ঐ স্থানে যে ব্যক্তি গোচর্য্য-
পরিমিত ভূমিও দান করে, সে সার্বভৌম হয়।
যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক ঐ স্থানে একটি গাভী,
একটি রক্তিকা (পুষ্প বিশেষ) ও একাঙ্গুল ভূমি
প্রদান করে, সেই ব্যক্তি রাজা হয়। ধেনু, অশ্ব,
তিল, বস্তু, ভাজন, তাম্রদোহন, উপানৎ, ছত্র
তথা শ্রেষ্ঠ পাত্ৰকাযুগল, যে জন ঐ স্থানে বিপ্র-
গণকে প্রদান করে, তাহার অক্ষয় লোক লাভ
হয়। পূর্ব্বোক্ত তীর্থের দক্ষিণ পার্শ্বে পৃষ্ঠমাতৃ
নামে এক দেবতা আছেন। তিনি ঐ স্থানে
সর্বলোকের ত্বরিত হরণ করেন। মণিকর্ণিকা
উত্তম শাক্ত তীর্থ। এই মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া
যে মানব আদরপূর্ব্বক পৃষ্ঠমাতৃদেবীর পূজা করে,
সে সর্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বাহিত
সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ঐ মাতৃদেবীকে দর্শন করিয়া
পথে গমন করিলে, চোরভয়, রাক্ষসভয় ও

ভূতভয় হয় না। ১—১৮। স্বদেশে, পরদেশে, পৰ্বতে,
অটবীতে এবং সমুদ্রে কোন ভয় বা দৃষ্টভাবনা
থাকে না। সর্ব প্রকার গ্রহপীড়া বা রাজভয়
সম্ভবে না। হে বিপ্র! ঐ দেবী উদ্দেশে যদি
কেহ ছাগ, মেঘ বা মহিষ বলিদান দেয়, তাহা
হইলে সে অভীষ্ট কললাভ করে। আশ্বিন মাসের
শুক্রা অষ্টমীতে যে মানব দেবীর অগ্রে স্নান করে,
সে সিদ্ধিলাভ করে। যে নারীর সন্তান জন্মিয়া
মারা পড়ে, সেই নারী ভর্তার সহিত ঐ মাতৃকুণ্ডে
স্নান করিবে। স্নান করার পর দেবীর অগ্রে
সকল কুন্ত স্থাপনপূর্ব্বক তাহার জলে স্নান করিয়া
অন্ত কাহারও মুখ দেখিবে না। হে মুনে! এরূপ
করিলে স্নাত ব্যক্তির কার্তিকের মত সন্তান জন্মে।
এ সন্তান আর নষ্ট হয় না। পৃষ্ঠ মাতৃদেবীর পরম
পুণ্য অপ্সরঃসেবিত, রূপ সৌভাগ্যদায়ক এই
তীর্থে নর স্নান করিবে। পূর্বে এই তীর্থপ্রভাবে
উৰ্বশী পুরুষবাক্যে ভর্জরূপে লাভ করিয়াছিল।
এই কৌতুহল-জনক বাক্য শুনিয়া ব্যাসদেব
বলিলেন,— হে মহামুনে! কি প্রকারে ঐ স্থানে
অপ্সরাদিগের তীর্থ আবির্ভূত হইল? যে কারণে,
যে সময়ে ঐ তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা

২৭। কথং পুরুষবাচসো ভাষ্যন্ত বরাহ্মরাঃ ।
 উৰ্বশী নাম কা সা তু কেন জাতা বরাহ্মনা । সর্ষ-
 বেতস্বধাবৃত্তঃ বহ কোতুহলঃ কি মে । ২৮ । সনৎ-
 কুমার উবাচ । নরনারায়ণো পুংসঃ যত্র বৈ তেপতু-
 স্তপঃ । ২৯ । বদরিকাময়সৌ তৌ তেনেসৌ
 ভয়মাগতঃ । সর্ষাচাপ্রসৌ বদা রূপযৌবন-
 নর্পিভাঃ । ৩০ । আদিষ্টো যা মঘবতা বিব্রাধে চ
 সমাগতাঃ । তৌ দৃষ্টাপ্রসস্তত্র রমন্তীশ্বদবিহ্বলাঃ ।
 ৩১ । বিব্রাথমিহ আয়াতাস্তদা দেবো জজ্ঞজতুঃ ।
 অশ্বাকং ন শ্রিয়ঃ সন্তি তেন বৈ বিব্রকারণম্ । ৩২ ।
 এবং সঞ্জয়া চ নরো নারায়ণমুবাচ হ । করিষ্যাম্যহ-
 মেকাং বৈ আসান্ত রূপতোহধিকাম্ । ৩৩ । মঞ্জর্যা
 সহকারস্ত্রীমুকুত্যাং চকার হ । রূপেণাপ্রতিমাং
 লোকে সর্ষাভরণভূষিতাম্ । ৩৪ । উখিতাং
 প্রমদাং দৃষ্টা জলনাভাং বরাহ্মনাম্ । গতা শশং-
 স্তুভাঃ শক্রং ন তৌ লোভয়িতুং কমাঃ । ৩৫ ।
 শক্রস্তাসাং বচঃ শ্রুত্বা গতা দেবাবুবাচ হ । প্রণামা-

আমায় আপনি বিস্তৃতরূপে বলুন । কিরূপে
 পুরুষবা বরাহ্মনা বরাহ্মরা উৰ্বশীকে ভাষ্যরূপে
 লাভ করিয়াছিলেন? উৰ্বশীই বা কে এবং কেই
 বা তাহাকে সৃজন করিল? এই সকল বৃত্তান্ত
 আপনি যথাযথ খ্যাপন করিয়া আমার কোতুহল
 নিবারণ করুন । সনৎকুমার বলিলেন,—একদা
 নর-নারায়ণ বদরিকাম্যে তপশ্চরণ করেন । তাঁহা-
 দেয় তপস্তায় ইন্দ্র ভয়প্রাপ্ত হন । ভীত হইয়া তিনি
 রূপ-যৌবন-নর্পিভা হৃদয়োগাদিনী অপ্সরা সকলকে
 নর-নারায়ণের তপস্তা-বিয়োৎপাদনার্থ প্রেরণ
 করেন । দেবেন্দ্র-প্রেরিত বরাহ্মরাগণ তাঁহাদিগকে
 দেখিয়া বিবিধ লীলা-বিনাসাদি বিস্তার করত
 অতি বিচিত্ররূপে ক্রীড়া করিতে থাকে । ঐ
 দেবদয় তখন তাহাদিগকে দেখিয়া পরামর্শ করেন
 যে, ইহারা আমাদের তপোবিষ্মার্ক আগমন করি-
 যাচ্ছে । আমাদের নিকট স্ত্রী নাই বলিয়াই এই
 স্রীগণ আমাদের তপোবিষ্মের হেতু হইয়াছে । নর
 এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া নারায়ণকে বলিলেন,—
 'আমি ইহাদের অপেক্ষা রূপবতী এক গুণবতী
 রমণীয়ত্ব সৃজন করি । এই বলিয়া তিনি সহকার-
 মঞ্জরী দ্বারা নিজ উরুযুগল হইতে এক স্রীরত্ন
 উৎপাদন করিলেন । ঐ প্রমদা অলোক-সামান্য
 রূপবতী, ও সর্ষাভরণভূষিতা হইল । আগত
 অপ্সরাগণ ঐ অনলকাস্তি বরাহ্মনাকে উখিত

বনতো কুত্বা কুত্বা শিরসি চাঞ্জলিম্ । ৩৬ । অহ-
 যশী শ্রিয়াচাত্তাঃ প্রসাদঃ ক্রিয়তামিতি । ততস্তাঃ
 দদতুর্দেবাবিত্রায় পরমেশ্বরো । ৩৭ । অশ্বচন-
 সামর্থ্যাৎগগাণ্ডোঃ সমুৎসীম্ । উকৃত্যাং জনিতা
 যশ্মারয়েণেয়ঃ বরাহ্মনা । ৩৮ । মঞ্জর্যা সহকারস্ত
 তেনেসমুৎসী স্মৃতা । পুরন্দরো গৃহীত্বা তামুৎসীং
 পরমাজনাম্ । ৩৯ । গতা স্বর্গমথাহু চিত্রাঙ্গদমুবাচ
 হ । শিক্ষাস্তাঃ ক্রিয়তাঃ চিত্র যথা নৃত্যে বিচক্ষণা ।
 ৪০ । ক্রিয়তামচিত্রাদেয়া যত্নমাহুয় শোভনম্ ।
 এবমুক্তে তু শক্রেণ কৃতা তেন বিচক্ষণা । বরঃ
 প্রবীণা সা জাতা নৃত্যে গীতে চ কোবিদা । ৪১ ।
 এবং সা স্তবসস্তত্র সুরসদ্বনি সুন্দরী । গতে
 বহুতিথে কালে তজ্জাগাৎস নরেশ্বরঃ । ৪২ । ইনস্ত
 পুত্রো ধর্ম্মাশ্বা নারী চৈব পুরুষবাঃ । ইন্দ্রস্বর্গাসন-
 গতো নৃত্যং পশ্যতি তত্র হ । ৪৩ । নৃত্যস্তীঃ
 বাসবস্তাগ্রে উরুশীঃ রীক্ষ্য কামুকঃ । হতচিত্তস্তয়া

হইতে দেখিয়া দেবেন্দ্রকে গিয়া বলিল,—আমরা
 ঋষিযুগলকে বিকোভিত করিতে পারিলাম না ।
 ইন্দ্র, তাহা শুনিয়া দেবদয়ের নিকটে উপস্থিত
 হইয়া অবনতমস্তকে কৃতাজলিপুটে বলিলেন,—
 আমি এই স্রীরত্নটিকে প্রার্থনা করিতেছি, আপ-
 নারা অনুগ্রহপূর্বক আমাকে এই রত্নটী দিন ।
 অনন্তর তাঁহারা উভয়ে প্রমদাকে ইন্দ্র-হস্তে সমর্পণ
 করিলেন এবং বলিলেন,—আমাদের বাক্যানুসারে
 আপনি এই উরুশীকে গ্রহণ করুন । এই বরা-
 হ্মনা নর-কর্তৃক উরু হইতে সহকারমঞ্জরী দ্বারা
 উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম হইল,
 উরুশী । পুরন্দর তখন পরমাজনা উরুশীকে
 গ্রহণ করিয়া স্বর্গে গমনপূর্বক চিত্রাঙ্গদকে আহ্বান
 করিয়া বলিলেন,—হে চিত্র ! যাহাতে এই প্রমদা
 নৃত্যকুশলা হয়, তুমি সেইভাবে ইহাকে শিক্ষা
 প্রদান কর । ১২—৪০ । অচিত্রাৎ ইহাকে যত্নপূর্বক
 নিপুণা কর । শক্র একরূপ বলিলে, চিত্রাঙ্গদ প্রমদাকে
 বিচক্ষণা করিয়া তুলিল । ঐ সুন্দরী সুশিক্ষার
 গুণে নৃত্যগীতে প্রাবীণ্য ও পরম পাণ্ডিত্য লাভ
 করিল । সুন্দরী নৃত্য-গীতে সুশিক্ষিতা হইয়া
 সুরভবনে বাস করিতে থাকিলে একদা পুরুষবা
 ইন্দ্রালয়ে আগমন করেন এবং ইন্দ্রের অর্ঙ্গাসন-
 ভাগী হইয়া নৃত্য দেখিতে থাকেন । তিনি
 উরুশীকে বাসবের সম্মুখে নৃত্য করিতে
 দেখিয়া অত্যন্ত কামাতুর হইয়া পড়েন । রাজা

রাজা ন কিঞ্চিৎপ্রত্যপদ্যত । ৪৪ । ধৈর্য্যং চিত্তে
সমাবেষ্ট যুহুর্ভঃ পর্য্যবহিতঃ । উর্ধ্বশী চ তদা তেন
দর্শনাত্তমানসা । ৪৫ । তৎপ্রদেশাধিনিহ্রম্য
কামার্তা চাতিবিহ্বলা । ভূমৌ সা গতিতা বালা
উচ্ছিতাভ্রমণ্ডলাৎ । ৪৬ । অখাণ্ডানঞ্চ সংবেদ্য
উখিতা ভূমিমণ্ডলাৎ । দৃষ্টা সা রাজসিংহেন
মগ্নধেন প্রপীড়িতা । ৪৭ । গতঃ পুরুষবা ভূমি-
তামেব মনসা স্মরন্ । স্মরন্তী রাজশাৰ্দূলঃ গত।
সাপ্যুর্ধ্বশী গৃহম্ । ৪৮ । চিত্রাঙ্গদং গৃহে গয়া দূতং
সাধ চকারহ । চিত্রাঙ্গদেন সা নীতা রাজৌ
যত্র পুরুষবাঃ । ৪৯ । উর্ধ্বশী রহিতঃ স্বর্গঃ
শূন্তোহপ্যাসীদ্বিবৌকসাম্ । রাজাবেব চ সা তেন
আনীতা জ্বিদিবঃ পুনঃ । ৫০ । তয়া বিরহিতঃ
সোহপি শূন্তচিত্তঃ পরিভ্রমন্ । উন্নততাং গতৌ
ব্যাস ষষ্টিবর্ষাণি পার্শ্বিবঃ । ৫১ । পরিভ্রমন্ স
তীর্থানি মহাকালবনং গতঃ । গন্ধর্বেণোর্ধ্বশী স্বর্গে
নীতা সা পরমাপ্সরাঃ । ৫২ । নাপি শেতে ন বা
স্মৃতি হে রাজরিত্তি জল্পতি । তাবদপ্সরসঃ সর্কাস্তাঃ

কর্তৃক হৃতচিত্ত হইয়া আত্মহার্য্য হন ।
তিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যুহুর্ভকাল সেখানে
অবস্থান করেন । উর্ধ্বশীও তখন রাজদর্শনে
হৃতচিত্ত কামার্ত ও অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া
রক্তমণ্ডপ হইতে নিজান্ত হইবার সময় ভূমিতে
পতিত হয় । এই সময় উর্ধ্বশী রাজসমীপে আত্ম-
নিবেদন করত স্মর-শরে পীড়িত হইয়া স্তম্ভিতার
স্তায় দণ্ডায়মান থাকে । অনন্তর পুরুষবা
উর্ধ্বশীকে স্মরণ করিতে করিতে স্বতবনে
প্রত্যাগমন করেন । উর্ধ্বশীও রাজশাৰ্দূলকে
স্মরণ করিয়া গৃহে গমন করে । সে চিত্রাঙ্গদের
গৃহে গমন করিয়া তাহাকে দূতনিক্কাচন করে ।
চিত্রাঙ্গদও সেই অমুসারে রাজিকালে উর্ধ্বশীকে
রাজার নিকট লইয়া যায় । তাহাতে দেবতাদিগের
স্বর্গভূমি উর্ধ্বশী-রহিত হইয়া শূন্তবৎ প্রতিভাত
হয় । চিত্রাঙ্গদ রাজিকালেই আবার উর্ধ্বশীকে
জ্বিদিবপথে আনয়ন করে । হে ব্যাসদেব ! পরে
রাজা উর্ধ্বশী-বিরহিত হইয়া ষষ্টি বর্ষকাল উন্নতের
স্তায় অতিবাহিত করেন । ঐ অবস্থায় তিনি
তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে মহাকালবনে গমন
করেন । এ দিকে বরাপ্সরা উর্ধ্বশীও চিত্রাঙ্গদ
গন্ধর্ব্ব কর্তৃক স্বর্গে নীত হইয়া সেখানে শয়ন

প্রাপ্তা যত্র চোর্ধ্বশী । ৫৩ । রক্তা চ মেনকা চৈব
প্রমোচা পুঞ্জিকহনী । জলপূর্ণাঞ্চপূর্ণা চ বসন্তা চন্দ্রিকা
তথা । ৫৪ । সূর্য্যদন্তা বিশালাক্ষী চন্দ্রা চন্দ্রপ্রভা
তথা । আগত্য তাত্ত সহিতা উর্ধ্বশীঃ বাক্যমব্র-
বন্ । ৫৫ । কিং যোদিষি বরারোহে মর্ত্যাহেতোঃ
সুলোচনে । তথাক্যমুর্ধ্বশী তাসাং ঋত্বা বচনম-
ব্রবীৎ । ৫৬ । সৌখ্যং যচ্চো ন জনাতি সদ্ধাৎ
দ্রীপুঃসম্বোধি যৎ । অনয়োপময়া জেয়ং তস্তার্থে
কৃতনিশ্চয়া । ৫৭ । ঋত্বা চেতি বচন্তস্তাস্তাঃ সমুদ্রা
সমাহিতাঃ । অবিদিতো চ দেবানাং মহাকালবনে
গতাঃ । ৫৮ । নৃপঞ্চ দদৃশুস্তত্র বৃক্ষচ্ছায়ানিবে-
বিতম্ । দৃষ্টা চাধ নৃপং সর্কাস্তা ভৃশং জাতাঃ সুবিহ্বলাঃ ।
৫৯ । দৃষ্টা তথাবিধাঃ সর্কাস্তাঃ কামার্তাঃ স্মরযোষিতাঃ ।
মূঢ়চিত্তাঃ প্রহন্তেবমুর্ধ্বশী বাক্যমব্রবীৎ । ৬০ । উর্ধ্ব-
শীবাচ । অয়ং স পুরুষব্যাজো বিনা যেনাহমিদৃশী ।
ঐলঃ পুরুষবা নাম বিখ্যাতো জগতীপতিঃ । ৬১ ।
এবং ক্রবন্ত্যাং বৈ তস্তামুর্ধ্বশীমপ্সরোগণঃ ।
মোনীভূতশ্চিরং তস্যো লজ্জয়ানতকঙ্করঃ । ৬২ ।
এতস্মিন্নস্তরে প্রায়ান্তগবাংস্তত্র নারদঃ । দৃষ্টা তথা-
গতাঃ সর্কাস্তা উর্ধ্বশী সহিতং নৃপম্ । ৬৩ । সন্তোষ্য

বা ভোজন কিছুই করিতেছে না; কেবল “হা
রাজন্! হা রাজন্!” বলিয়া বিলাপ করিতেছে ।
রক্তা, মেনকা, প্রমোচা, পুঞ্জিকহনী, জলপূর্ণা,
অক্ষপূর্ণা, বসন্তা, চন্দ্রিকা, সূর্য্যদন্তা, বিশালাক্ষী,
চন্দ্রা ও চন্দ্রপ্রভা, প্রভৃতি অপ্সরারা উর্ধ্বশীর
নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিতেছে,—স্মরি
বরারোহে! সুলোচনে! তুমি কি জন্ত একজন
মানবের নিমিত্ত রোদন করিতেছ; তাহাদের
বাক্যে অতি ক্রোশে উর্ধ্বশী বলিল,—অগ্নি সধিগণ!
যও যেমন দ্রী-পুরুষ-সংসর্গ-সুখ অবগত নহে,
তদ্রূপ তোমরাও না জানিয়াই এরূপ বলিতেছ?
উর্ধ্বশীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অপ্সরোগণ
তখন উর্ধ্বশীর সহিত পরামর্শ করিয়া দেবতাদিগের
অজ্ঞাতনারে মহাকালবনে গিয়া বৃক্ষচ্ছায়াসমাসীন
রাজাকে দর্শন করিল । দেখিবামাত্র তাহারা উৎ-
কণ্ঠিতা কামার্তা, ও মূঢ়চিত্তা হইয়া পড়িল । তখন
উর্ধ্বশী বলিল,—এই সেই পুরুষব্যাজ, বাহার
বিরহে আমি এতাদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি ।
ইনিই সেই ঐল পুরুষবা—বিখ্যাত জগতীপতি ।
উর্ধ্বশী এই কথা বলিলে, অপ্সরোগণ মোনভাবে
লজ্জায় অবনতকঙ্কর হইল । এমন সময়ে ভগবান

চ ততঃ প্রাহ কিং যুগ্মিহ ঈশ্বরাঃ । ত্যক্তা তথা-
বিধং রম্যমিন্দ্রশালয়মুত্তমম্ ॥ ৬৪ ॥ বরঞ্চ ত্রিযতাং
শীঘ্রং বিয়োগো ন ভবিষ্যতি । মাহাত্ম্যঃ চাস্ত
তীর্থস্ত কথয়ামাস নারদঃ ॥ ৬৪ ॥ অশ্বিন্ হি দুর্ভাগা
তীর্থে স্নাত্বা স্ত্রী পুরুষোহপি বা । সৌভাগ্যং নততে
সম্যক্ সৰ্ব্বভোগাঃ স্তথোত্তমান ॥ ৬৬ ॥ আত্মানং
তালয়েদ্যত্ন তিলৈর্বা লবণেন বা । শর্করাভিষ্ঠ
বহ্নীভির্বিষ্টশাঠ্যবিবর্জিতঃ ॥ ৬৭ ॥ শুভেন মধুনা
বাপি দেবীযুদ্ভিষ্ঠ পার্শ্বতীম্ । লবণেন সুরূপাঢ্য-
স্তিলৈঃ সৰ্ব্বাঙ্গশোভনঃ ॥ ৬৮ ॥ দ্রব্যাবৃদ্ধিঃ শর্করয়া
শুভেনাদেযু পূর্ণতা । মধুনা চৈব সৌভাগ্যং তীর্থ-
শাস্ত্র প্রভাবতঃ ॥ ৬৯ ॥ দ্বাদশৈব তু যুগ্মানি দেব্যা
দেবস্ত ভোজয়েৎ । কৃপীং নখরিণীং দদ্যাত্তাটকং
কতকাঙ্গনম্ ॥ ৭০ ॥ বেত্রজাং কঙ্কুকীঞ্চৈব বস্ত্রে
কৌশুম্ভকে তথা । খেতান্নলেপনং পুংসাং স্ত্রীনাং
দদ্যাক্ত কুঙ্কুমম্ ॥ ৭১ ॥ আঘাটে শ্রাবণে বাপি
মাসি ভাদ্রপদে তথা । শুক্রাশ্বিনতৃতীয়ায়ামুত্তমং

নারদ যুনি তথায় আগমন করিলেন । তিনি
অপ্সরাদিগকে এবং উর্ধ্বশীর সহিত নৃপকে
অবলোকন করিয়া বলিলেন,—কি নিমিত্ত তোমরা
তথাবিধ রম্য ইন্দ্রালয় পরিত্যাগ করিয়া মোন-
ভাবে এখানে বসিয়া রহিয়াছ? তোমরা শীঘ্র
আমার নিকট বর প্রার্থনা কর । কদাচ তোমাদের
বিয়োগ ঘটিবে না । এই বলিয়া যুনিবর মহাকাল-
বনতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন ।
তিনি বলিলেন,—এই তীর্থে যাহারা দুর্ভাগা,
তাহারা জ্ঞান করিলে সুভাগা হয় এবং দুর্ভাগ্য
পুরুষগণও এখানে জ্ঞান করিয়া সৌভাগ্যলাভ
করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি বিষ্টশাঠ্যরহিত হইয়া
এখানে দেবী পার্শ্বতীর উদ্দেশে তিল, লবণ,
শর্করা, শুভ বা মধু দ্বারা অ পনাকে তোলিত
করে, সে লবণ দানহেতু সুরূপাঢ্য, তিলদান
হেতু সৰ্ব্বাঙ্গশোভন, শর্করা দান হেতু দ্রব্য-
বৃদ্ধি, শুভদান হেতু পূর্ণতা এবং মধু দান হেতু
সৌভাগ্যলাভ করে । ব্রত আচরণ করিয়া এখানে
দেব ও দেবীর উদ্দেশে দ্বাদশটা অথবা যুগ্ম
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে । কৃপী, নখরিণী, তাটক,
কনকাঙ্গন, বেত্রজা, কঙ্কুকী এবং কুশুম্ভ-বস্ত্রগল
দান করিবে । পুরুষ-দেবতাকে খেতান্নলেপন এবং
স্ত্রী-দেবতাকে কুঙ্কুম দান করিবে । আঘাট, শ্রাবণ,

ব্রতমাচরেৎ ॥ ৭২ ॥ উত্তমা জায়তে নারী যথা দেবী
উমা তথা । উমামহেশ্বরৌ কার্যৌ সৌবর্ণৌ চ
স্বশক্তিতঃ ॥ ৭৩ ॥ ধার্যৌ নার্যা হি তৌ দেবৌ
স্বয়ং তুলাবরোহণে । কলানি চৈব দেয়ানি শাকানি
বিবিধানি চ ॥ ৭৪ ॥ তত্র দত্তং হতং জপ্তং সৰ্ব্বং
কোটিগুণং ভবেৎ । এবং যা কুরুতে তত্র তীর্থে
নারী সমাহিতা ॥ ৭৫ ॥ গন্ধর্বাঙ্গরসাঃ লোকে যুতা
যাতি ন সংশয়ঃ । অত্র তীর্থে চ হে লিঙ্গে পূজিতে
দেবদানবৈঃ ॥ ৭৬ ॥ দৃষ্ট্বা তে পরমাং সিদ্ধিং
প্রাপ্নুতো দম্পতৌ তদা । কার্তিক্যাস্ত বিশেষেণ
কুহা তত্র প্রজাগরম্ । সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পৈশ্চ ক্রদ্র-
লোকমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৭৭ ॥ যথা দেব্যাঃ স্বরূপেণ
বিয়োগো নৈব দৃশ্যতে । তথা তয়োর্বিয়োগশ্চ
দৃশ্যতে ন কদাচন ॥ ৭৮ ॥ এবং কুহাথ তাং বিপ্র
সৰ্ব্বাশ্চ ত্রিদিবং গতাঃ । উত্তমঙ্গরসাং তীর্থং
তীর্থান্তরমথোচ্যতে ॥ ৭৯ ॥ দক্ষিণে পৃষ্ঠদেব্যা বৈ
মহিষং কুণ্ডমুচ্যতে । মহিষো দানবঃ পূর্বে বিহতো
গণনাযকৈঃ ॥ ৮০ ॥ তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা মাতৃঃ

ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের শুক্রা তৃতীয়াতে ব্রত আচ-
রণ করিলে নারী উমাসদৃশী হয় । ঐ ব্রতে সুবর্ণময়
উমামহেশ্বর নির্মাণ করিতে হয় । ৫০—৭৩ নারী স্বয়ং
আরোহণ করিয়া ঐ প্রতিমাদ্বয় তুলায় ধারণ করিবে
এবং বিবিধ কল, শাক প্রদান করিবে ; তথায় হোম
জপ বা দান যাহা কিছু করা যায়, তাহা কোটিগুণ
কল দায়ক হইয়া থাকে । যে নারী ঐ স্থানে
সমাহিত হইয়া ব্রত-ধারণ করে, সে জীবনান্তে
গন্ধর্ব ও অপ্সরোলোকে গমন করিয়া থাকে ।
এই তীর্থে দুইটা শিবলিঙ্গ আছে ; তাহারা দেব-
দানব কর্তৃক পূজিত হন । দম্পতি ঐ লিঙ্গ-
দ্বয় দর্শন করিলে সিদ্ধিলাভ করে । বিশেষতঃ
কার্তিক মাসে জাগরণ করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা উক্ত
লিঙ্গের পূজা করিলে, ক্রদ্র লোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ।
যেমন দেবের সহিত দেবীর কদাচ বিয়োগ সম্ভবিত
হয় না, তেমনি ঐ লিঙ্গদ্বয়ের কদাচ বিয়োগ দৃষ্ট হয়
না । হে বিপ্র! অপ্সরোগণ এইরূপ ব্রতচরণ
করিয়া সকলে ত্রিদিবধামে গমন করে । এই
আমি আপনার নিকট অপ্সরা-তীর্থের বিষয় কীর্তন
করিলাম, ইদানীং অস্ত্র তীর্থের বিষয় বলিতেছি ।
এই তীর্থে পৃষ্ঠদেবীর দক্ষিণে মহিষকুণ্ড আছে ।
মহিষ দানব পূর্বে ঐ স্থানে গণনাযক কর্তৃক নিহত

সম্পূজ্য যত্নতঃ। প্রেতরক্ষঃপিশাচানাং পীড়য়া স
বিমুচ্যতে। ৮১।

ইতি ঋকান্দে হপসরঃকুণ্ডমাহাত্ম্য-বর্ণনং
নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ। ৮।

নবমোহধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। কথং তন্মাহিষঃ কুণ্ডঃ মাতৃগা-
মাকৃতিঃ কথম্। ক্রদ্রশ্চেব কথং ক্ষেত্রে মহিষো
দানবো হতঃ। ১। সনৎকুমার উবাচ। কপাল-
খণ্ডমাদায় মহাদেবোহপ্যতিপ্রভম্। ব্রহ্মতেজোময়ঃ
দিব্যঃ জগজ্জমিব চার্চিষা। ২। ক্রৌড়মানো জগ-
ন্নাথো যোহয়ামাস বৈ সুরান্। নিমেবাৎ স ইমং
লোকং যোগাত্মা যোগলীলয়া। ৩। প্রাপ্য পুণ্য-
তমং ক্ষেত্রং যত্রাতিষ্ঠনমহাপ্রভুঃ। তত্র তচ্চ মহ-
দ্বিবাং কপালং দেবতাধিপঃ। ৪। স্থাপয়ামাস
দীপ্তার্চির্গণানামগ্রতঃ প্রভুঃ। তৎস্থাপিতমথো দৃষ্ট্বা
গতাঃ সর্বে মহোজসঃ। ৫। বিনদৎসু মহানাদং
নাদয়ন্তো দিশো দশ। কোভার্ণবানিপ্রথ্যং নভো
যেন বিদীর্ঘ্যতে। ৬। তেন শব্দেন ঘোরেন
দানবো দেবকণ্টকঃ। হালাহল ইতি খ্যাতো দেশঃ

হইয়াছিল। নর ঐ তীর্থে গ্নান করিয়া যত্নপূর্বক
মাতৃগণের পূজা অহুষ্ঠানান্তে প্রেত, রক্ষঃ ও পিশা-
চের পোড়া হইতে মুক্তিলাভ করে। ৭৪—৮১।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে মূনে! পুরোক্ত মাহিষকুণ্ড
কি প্রকার? মাতৃগণের আকৃতিই বা কি প্রকার?
এবং ক্রদ্রক্ষেত্রে কিরূপেই বা মহিষ দানব নিহত
হইল? ইহা আপনি বলুন। সনৎকুমার বলি-
লেন,—ভগবান্ মহাদেব অমিতপ্রভ, ব্রহ্মতেজোময়,
দ্বিবা, তেজঃ প্রদীপ্ত কপালখণ্ড গ্রহণ করিয়া সুর-
গণকে মোহিত করত যোগলীলাক্রমে নিমেঘমধ্যে
এই পুণ্যতম ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া ঐ অতি মহৎ দিব্য
প্রদীপ্ত তেজস্ক কপাল গণসমূহের অগ্রে স্থাপন
করেন। তদর্শনে শিবসহচর মহোজা গণসমূহ
তৈরব হৃদ্ধারে দশদিক্ নিনাদিত করে। এই
সময় কোত্তিত অর্ণব ও অশনিপাতের স্তায়

তমভিধাবিতঃ। ৭। অময়ামাণঃ ক্রোধার্ভো হুরাশ্বা
হৃর্জয়ঃ সুরৈঃ। ব্রহ্মদত্তবরশ্চেব মাহিষঃ বপুর্গা-
স্থিতঃ। ৮। দৈত্যৈঃ পরিবৃত্তো ঘোরৈঃ কোটিভি-
শ্চোদ্যতায়ুধৈঃ। তমায়াস্তং তু সক্রোধং মহিষং
দেবকণ্টকম্। ৯। সমাবেক্ষ্যাহ বৈ দেবো
গণান্ সর্গান্ পিনাকধুক্। মায়াবী গণপা দৈত্য-
শ্চৈলোক্যস্তাপি কটকঃ। ১০। আয়াতি সুরিতে
যুযং তস্মাদেনং বিনিম্রথ। কপালস্ত গতিং সর্ব
আশ্রিতা গণনায়কাঃ। ১১। ততো দেবগণা দৃষ্ট্বা
তমায়াস্তং মহানুরম্। গর্জমানং মহানাদং ভ্রমমাণং
মহাভূজম্। ১২। বিভিহুঃ শূলসজ্জাতৈরসিভি-
র্মুদলৈস্তথা। সন্নহ শরজালেন ভতো ভূমৌ স্তপা-
ভয়ন। ১৩। হতে তস্মিন্ মহাদেবো দেবান্
প্রোবাচ বৈ তদা। অহো দর্পাতিমুচঃ স দর্পেণ
নিধনং গতঃ। ১৪। এতস্মিন্নস্তরে ব্যাস তৎ-
কপালাৎ সুরৈরবাঃ। দীপ্তাস্তা মাতরঃ সর্বাঃ
প্রচণ্ডাস্থা মহাবলাঃ। ১৫। অত্যধাবঃস্তমুদেহঃ
মহাদেবঃ নিবেদা বৈ। দৈত্যঃ তা ভক্ষয়ন্তি অ
ভিষা ভিষা মহাবলাঃ। ১৬। কপালমাতরস্তস্মাৎ

ঘোর রবে নভোমণ্ডল বিকীর্ণ করত দেবকণ্টক
দানব হালাহল ঐ স্থানে আপতিত হইল।
ঐ হুরাশ্বা অতীব হৃদ্ধর্ষ, ক্রোধার্ভ ও সুরহৃর্জয়।
সে ব্রহ্মদত্ত বরে মাহিষ বপু ধারণপূর্বক
ভয়ঙ্কররূপে আয়ুধ উদ্যত করিয়া কোটি
দৈত্য সমভিব্যাহারে ঐ স্থানে আগমন
করিল। দেবদেব তখন ঐ দেবকণ্টক ক্রুদ্ধ মহিষকে
আপতিত দেখিয়া গণসমূহকে বলিলেন—হে গণ-
পালগণ! এই মায়াবী দেবকণ্টক মহিষ সুরা সহ-
কারে সমাগত হইয়াছে, অতএব তোমরা ইহাকে
নিহত কর। দেবদেবের আদেশে গণসমূহ কপালের
পক্ষ আশ্রয় করিয়া এবং দেবগণ শূল অসি মুঘল
ও শরজাল গ্রহণপূর্বক ঘোররবে সমাগত মহাভূজ
ইতস্তত ভ্রমমাণ ঐ মহিষাসুরকে বিদ্ধ করত ভূমিতে
পাতিত করিলেন। ১—১৩। তাহা দেখিয়া মহাদেব
দেবগণকে বলিলেন,—হে দেবগণ! এই মহিষাসুর
অত্যন্ত গর্জিত হইয়াছিল; সেই গর্জের কলেই
পাপাত্মা নিধন প্রাপ্ত হইল। এই কথা বলিতে
বলিতে মহাদেবের কপাল হইতে তৈরবী দীপ্তাস্থা
প্রচণ্ডাস্থা মহাবলা মাতৃকাগণ আবির্ভূত হইয়া
মহিষোদ্দেশে ধাবিত হইলেন এবং শঙ্করাদেশে
দৈত্যগণকে ভেদ করিয়া ভক্ষণ করিতে

খ্যাতিঃ কেবলঃ বহাবলাঃ । মহাকপালমুখাটম্
 স্মৃতিঃ পরিকীর্তিতাঃ ১৭ । স্থাপিতস্ত কপালস্ত
 ত্রিভুজঃ সর্বপুত্রাঃ । খ্যাতঃ শিবতড়াগঃ সর্ব-
 পাপনাশনম্ ১৮ । তদ্যাপি মহাদিবাঃ সরস্বতী
 প্রকাশিতা । ত্রি লোকেষু বিখ্যাতঃ গণগন্ধর্ব-
 সেবিতম্ ১৯ । পাতালমুখঃ বাপি শীতোষ্ণঃ
 কথিতঃ জনম্ । রৌদ্রঃ সরঃ পুনাতীহাঃ সমধাব-
 ত্ততো যথা ২০ । প্রাগাদ্ভ্রম্যাপি তং দেশং দেব-
 তানাং শতৈর্ভূতঃ । স্বর্গলোকস্ত নিঃশ্রেণী কীর্তিতা
 ব্রহ্মণা যমম্ ২১ । অত্র ত্যজন্তি যে প্রাণান ক্র-
 লোকঃ ত্যজন্তি তে । যন্তা ব্যাস নরা মর্ত্যো মহা-
 কালবনে স্থিতাঃ ২২ । রৌদ্রে সরসি যে স্নাস্তি
 জনঃ বাপি পিবন্তি যে । স্বর্গ্যাচারনিব্রতাঃ পশুস্তী-
 শানমীষরম্ ২৩ । ইতি স্বর্গগতা দেবাঃ স্পৃহাঃ
 কুরুন্তি নিত্যশঃ ২৪ । ইদং শুভং দিব্যমধর্ম-
 নাশনং মহাকপালং সুরদৈত্যপুঞ্জিতম্ । মহাপ্রভঃ
 পাপহরঃ সনাতনঃ সুরেশলোকাদপি দুর্লভঃ সদা ২৫ ।
 তপোরতৈঃ সিদ্ধগণৈরতিষ্ঠিতঃ যথা নভঃ

লাগিলেন । এই জন্ত তাঁহারা কপালমাতৃকা নামে
 খ্যাত হইলেন ; আর ঐ কপালও মহাকপাল নামে
 কীর্তিত হইল । পূর্বে ঐ মহাকপাল ভেদ করিয়া
 ঐ স্থানে এক শিব-তড়াগ প্রাচুর্য্য হইয়া, ঐ তড়াগ
 সর্বপাপনাশন । উহা অদ্যাপি ঐ স্থানে মহৎসরোবর
 রূপে প্রকাশ পাইতেছে । ঐ সরোবর ত্রিলোক-
 বিখ্যাত ও গণ-গন্ধর্ব-সেবিত । ঐ সরোবরজন
 উদ্ধৃত করিয়া পাতাল করিলে উহা প্রয়োজনমত শীত,
 উষ্ণ বা কথিত হইয়া থাকে । ক্র-সরোবর
 অশ্বমেধের অবতৃত্যনের জায় লোক সকল
 পবিত্র করে । পূর্বে ভগবান্ ব্রহ্মা শতদেবতা-
 পরিবৃত্ত হইয়া ঐ সরোবরে আগমন করিয়াছিলেন ।
 তিনি ঐ স্থানে আগমন করিয়া ঐ সরসীকে স্বর্গের
 সিঁড়ি বলিয়া কীর্তন করিয়াছিলেন । যে জন
 এখানে প্রাণত্যাগ করে, সে ইন্দ্রলোকে গমন
 করে । হে ব্যাসদেব ! যাহারা এই মহাকাল-
 বনে বাস করিয়া থাকে, তাহারা ধন্ত । যে মানব
 রৌদ্রসরোবরে স্নান বা তাহার জলপান করে,
 সে ঈশানকে দর্শন করিয়া থাকে । এই জন্ত
 স্বর্গগত দেবতারাও শুভ, দিব্য, অধর্মনাশন,
 সুরদৈত্য পুঞ্জিত, মহাপ্রভ, পাপহর, সনাতন,
 সুরলোক হইতেও দুর্লভ, এই মহাকপালতীর্থ
 বাছা করিয়া থাকেন । যে মানব তপোনিব্রত

দিননাথমণ্ডলম্ । য একচিত্তঃ শৃণুয়াৎ প্রসাদত-
 স্ত্রিবিষ্টপং গচ্ছতি সৌভাগ্যনিদিতঃ ২৬ ।

ইতি শ্রীকান্দে মহাবল্লভকুরুজসরোমাহাত্ম্যবর্ণনঃ
 নাম নবমোহধ্যায়ঃ ১ ।

দশমোহধ্যায়ঃ

সনৎকুমার উবাচ । অখাতঃ সন্ত্রবক্যামি
 তীর্থং ত্রৈলোক্যবিক্রমম্ । স্বয়মুভয়ং মহেশস্ত
 খ্যাতং কুটুম্বিকেশ্বরম্ ১ । মুচ্যতে সর্বপাপৈশ্চ
 সপ্তজন্মকৃতৈরপি । শুচিঃ পশুতি যো দেবঃ কৃদ্বা শ্রদ্ধাঃ
 যথাবিধি ২ । সর্বলোকানতিক্রম্য শিবলোকং স
 গচ্ছতি । যন্ত সর্বাণি শাকানি কন্দানি বিবিধানি
 চ ৩ । তীরে তন্ত প্রযচ্ছেত স প্রাপ্নোতি পরাং
 গতিম্ । পৌষে প্রতিপদি সিতে অষ্টম্যাং বা সমা-
 হিতঃ ৪ । একেনৈবোপবাসেন অশ্বমেধকলঃ
 লভেৎ । আশ্বিনাঃ পৌর্ণমাসাঞ্চ শুচিঃ পশুতি
 মানবঃ ৫ । পটুবদ্ধঃ মহেশস্ত স বিপাপ্য দিবঃ

সিদ্ধগণ কর্তৃক অভিষ্টত নভঃস্থ দিননাথমণ্ডলসদৃশ
 ঐ কেন্দ্রমাহাত্ম্য একচিত্ত হইয়া শ্রবণ করে, সেই
 ব্যক্তি দেবপ্রসাদে অভিনন্দিত হইয়া স্বর্গে গমন
 করিয়া থাকে । ১৪—২৬ ।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত । ১ ।

দশম অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—অতঃপর আমি
 ত্রৈলোক্যবিক্রম স্বয়মুভয় মহেশের কুটুম্বিকেশ্বর
 নামক তীর্থ বলিতেছি । এই তীর্থ সেবা করিলে
 সদ্য জন্মকৃত পাপ হইতে মানব মুক্তি লাভ করে ।
 যে মানব শুচিতাবে শ্রদ্ধা করিয়া যথাবিধি দেব
 দর্শন করে, সে সর্ব লোক অতিক্রম করিয়া
 শিবলোকে গমন করিয়া থাকে । যে মানব সর্ব-
 বিধ শাক ও বিবিধ কন্দ ঐ সরোবরতীরে
 প্রদান করে সে পরমা গতি প্রাপ্ত হয় । পৌষ
 মাসের সিতপক্ষীয় প্রতিপৎ ও অষ্টমীতিথিতে
 সমাহিতভাবে ঐ স্থানে একটী মাত্র উপবাস করিলে
 মানব অশ্বমেধ-কল লাভ করে । যে নর আশ্বিন
 মাসীয় পৌর্ণমাসীতে ঐ স্থানে শুচিতাবে মহেশের
 পটুবদ্ধ দর্শন করে, সে বিগতপাপ হইয়া স্বর্গে

ব্রজেৎ । চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চম্যাং সমু-
পোষিতঃ । ৬ । কর্পূরং কুঙ্কুমং চৈব যুগনাতি
সচন্দনম্ । নিবেদয়তি দেবায় নৈবেদ্যং স্তুত-
পায়সম্ । ৭ । স্বরূপং চৈব বিপ্রেন্ন সত্যর্থাৎ
ভোজয়েদ্বিজম্ । ক্রতুলোকমবাপ্নোতি যাবদিত্রা-
চতুর্দশ । ৮ ।

ইতি ঐকাদশে কুটুবিবেশরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দশমোহধ্যায়ঃ । ১০ ।

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

অধাতঃ সস্ত্রবক্ষ্যামি তীর্থং বিদ্যাধরস্ত তু ।
তত্র স্নানং শুচির্ভূত্বা বিদ্যাধরপতির্ভবেৎ । ১ ।
বাস উবাচ । কথং তীর্থমিদং কেষ্ট্রে জাতমত্র
মহামুনে । প্রসাদাদ্ভ্রুহি মে ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামি
সাম্প্রতম্ । ২ । সনৎকুমার উবাচ । বিদ্যাধর-
পতিঃ কচ্চিদাসীজপথরঃ পুরা । গ্রীষ্মিতা পারি-
জাতস্ত মালা তেন মনোরমা । ৩ । গৃহীত্বা চ স
তাং মালাং গতো বাসববেশ্মনি । নৃত্যন্তী
বাসবস্তাণ্ডে দৃষ্টা তেন চ যেনকা । ৪ । দস্তা তন্তে

গমন করিয়া থাকে । চৈত্রমাসের সিতপক্ষীয়
পঞ্চমীতিথিতে উপবাসী থাকিয়া যে মানব কর্পূর,
কুঙ্কুম, যুগননাতি, চন্দন ও স্তুতপায়স দেবদেবকে
নিবেদন করে, এবং সত্যর্থাৎ হিজকে ভোজন
করায়, যাবৎ চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকারকাল,
তাবৎ ক্রতুলোকে বাস করে । ১—৮ ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০ ।

একাদশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব ! অনন্তর
আমি বিদ্যাধরদিগের তীর্থমাহাত্ম্য কীর্তন করি-
তেছি । ঐ তীর্থে শুচিতাবে স্নান করিলে বিদ্যাধর-
পতি হয় । ব্যাস বলিলেন,—হে দেব ! এখানে এই
তীর্থ কি জন্ত সন্মত হইল ? আপনি তাহা আমাকে
বলুন, আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । সনৎকুমার
বলিলেন,—পূর্বে এক রূপবান বিদ্যাধরপতি
ছিলেন ; তিনি একটা মনোহর পারিজাত-মালা
প্রদান করেন । পরে ঐ মালা লইয়া ইন্দ্রালয়ে

তদা তেন সা মালা নৃত্যমাব্রিতঃ । সা যেনকা
স্বতাত্তানে মালায়া মোহিতাভবৎ । ৫ । কোপা-
বিষ্টেন শক্রেণ শণ্ডো বিদ্যাধরস্তদা । পৃথিব্যাং
গচ্ছ পাপিষ্ঠ নৃত্যতঙ্গয়িত্বা কৃতঃ । ৬ । বিদ্যাধর-
পদং ত্যক্তা মম শাপাচ্চ সাম্প্রতম্ । এবমুক্তস্ত
শক্রেণ বাক্যং বিদ্যাধরোহব্রবীৎ । ৭ । অজানতা
ময়া নাথ অপরাধঃ কৃতোহধুনা । অল্পগ্রহমতো
দেব কুরু মে হং প্রসাদতঃ । ৮ । এবমুক্তঃ স
শক্ৰো বৈ বিদ্যাধরমুবাচ হ । গচ্ছাবন্তীং যমদৈব
যজ্ঞান্তে গান্ধরী শুভা । ৯ । তস্তাশ্চোত্তরভাগে তু
বিদ্যাতে তীর্থমুত্তমম্ । ধাতং তত্রিষু লোকেষু
নায়া বিদ্যাধরঃ শুভম্ । ১০ । তত্ৰাত্ত তত্র কৃত্যে
স্নানে বিদ্যাধরপতির্ভবেৎ । অতঃপরে তত্রৈব
কুরু স্নানং প্রযত্নতঃ । ১১ । এবমুক্তঃ স শক্রেণ
আগতোহবস্তিমণ্ডলে । স্নানং কৃৎবা চ তেনৈব
তীর্থে তস্মিন্ মনোরমে । ১২ । প্রভাবান্তস্ত
তীর্থস্ত পুনঃ প্রাপ্তং পদং স্বকম্ । এবং ব্যাস সমা-

যান এবং তথায় গিয়া যেনকাকে ইন্দ্রসম্মুখে
নৃত্য করিতে দেখেন । তদর্শনে তিনি ঐ
মনোহারিণী মালা যেনকাকে প্রদান করিয়া স্বয়ং
ভাঁহার সহিত নৃত্য করিতে থাকেন । যেনকা ঐ
মালা দ্বারা অস্থানে উপহৃত হইয়া মোহ প্রাপ্ত
হয় । তদর্শনে শক্ৰ কোপাবিষ্ট হইয়া বিদ্যাধর-
পতিকে শাপ প্রদান করেন ; বলেন,—পাপিষ্ঠ !
তুতলে পতিত হ, যে হেতু তুই নৃত্যতঙ্গ করিলি ।
১—৬ । অধুনা তুই আমার শাপে বিদ্যাধর-পদবী
হইতে ভ্রষ্ট হ । বিদ্যাধরপতি শক্ৰ কর্তৃক এইরূপ
অভিশপ্ত হইয়া বলিলেন,—হে নাথ ! আমি
অজানবশতই অধুনা এই অপরাধ করিয়াছি ।
হে দেব ! আপনি আমায় ক্ষমা করুন । অনন্তর
শক্ৰ ভাঁহার অল্পনয়বাক্যে বলিলেন, তুমি অদ্য
অবন্তীনগরে গমন কর, তথায় গান্ধরী শুভা
বিরাজিত । ঐ শুভায় উত্তরদিগ্ভাগে উত্তম
তীর্থ বিদ্যমান । ঐ তীর্থ জিলোকবিখ্যাত এবং
বিদ্যাধর তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ । ঐ তীর্থে তত্তি-
পূর্বক স্নান করিলে বিদ্যাধরপতি হয় । অতএব
তুমি ঐ তীর্থে গমন করিয়া যত্ন সহকারে স্নান
কর । বিদ্যাধরপতি শক্ৰের এই অল্পগ্রহবাক্যে
অবন্তীনগরে আগমন করিয়া ঐ মনোরম তীর্থে
স্নান করত তীর্থপ্রভাবে পুনরায় স্বীয় পদবী

খ্যাতিঃ তীর্থং বিদ্যাধরঃ শুভম্ । ১৩ । তত্র
পুন্সাবি যো দদ্যাচ্চন্দনঞ্চ বিলেপনম্ । লভেৎ
সমস্তভোগান্ স ইহ লোকে পরত্র চ । ১৪ । "

ইতি শ্রীকান্দে বিদ্যাধরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ । ১১ ।

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । উত্তরে তু প্রবক্ষ্যামি
মৰ্কটেশ্বরমুত্তমম্ । তত্র তীর্থঞ্চ বিখ্যাতং সৰ্বকাম-
প্রদায়কম্ । ১ । তদ্বিঃস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা গৌশতস্ত
কলং লভেৎ । বিস্ফোটানাং প্রশান্ত্যর্থং বালানাং
চৈব কারণে । ২ । মাপেন মাপিতান্ কৃৎস্না মন্থরাং-
স্তত্র কুটয়েৎ । শীতলায়াঃ প্রভাবেন বালঃ সন্ত
নিরাময়াঃ । ৩ । যে পশুস্তি নরা তক্ত্যা শীতলাং
হুরিতাপহাম্ । ন তেষাং তুষ্কতং কিঞ্চিদ্র দারিদ্র্যং
দিক্জোস্তম । ৪ । ন চ রোগভয়ং তেষাং গ্রহপীড়া
তথৈব চ । ৫ ।

ইতি শ্রীকান্দে শীতলামাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বাদশোহধ্যায়ঃ । ১২ ।

লাভ করিলেন । হে ব্যাসদেব ! এই আমি
যক্ষলময় বিদ্যাধরতীর্থের বিষয় কীৰ্ত্তন করিলাম ।
যে জন ঐ তীর্থে চন্দন বা অস্ত্র কোন বিলেপন
বস্ত্র দান করে, যে ইহ লোকে ও পরলোকে
সমস্ত ভোগ উপভোগ করিয়া থাকে । ১—১৪ ।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১১ ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—বিদ্যাধর তীর্থের
উত্তর দিক্‌ভাগে মৰ্কটেশ্বর নামে এক তীর্থ আছে,
ঐ তীর্থ বিখ্যাত এবং সৰ্বকামপ্রদায়ক । ঐ
তীর্থে স্নান করিয়া মানব গৌশতহানের কল
লাভ করিয়া থাকে । বালকদিগের বিস্ফোট
নাটকের অস্ত্র মান ভব্য দ্বারা মাপিত করিয়া ঐস্থানে
মন্থর কুটন করিতে হয় ! এরূপ করিলে শীতলা
দেবীর প্রসাদে বালকগণ নিরাময় হয় । যে জন
হুরিতাপহা শীতলাদেবীকে ভক্তিপূৰ্ব্বক দর্শন

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । স্বর্গদ্বারে নরঃ স্নাত্বা
দেবঞ্চ ভৈরবম্ । শ্রাদ্ধং তথৈব কুব্বীত পিতৃমু-
দিশ্চ ভক্তিতঃ । ১ । পিতৃশ্চ স নরো ব্যাস
ভারয়েদাত্মনা সহ । স্বর্গদ্বারেণ যোহভ্যোতি ক্রতুস্ত
পরমং পদম্ । ২ । ভৈরবস্তাগ্রতো দেবী পূর্বে
তিষ্ঠতি চান্দিকা । তাং তু দৃষ্ট্বা নরঃ স্ত্রী বা মুচ্যতে
সৰ্বপাতকৈঃ । ৩ । মহানবম্যাং পুরুষঃ কৃৎস্না বস্ত্র-
ময়ং বলিম্ । মহিষং বা সুরাং মাংসং মালাং বিশ্ব-
ময়ীং শুভাম্ । তক্ত্যা নিবেদ্য দেবৈব্য তু সৰ্বাং
সিদ্ধিমবাগ্নুয়াৎ । ৪ । তত্র স্নাত্বা নরো তক্ত্যা
পূজাং কৃৎস্না মহেশ্বরে । স্বর্গদ্বারেণ সোহভ্যোতি
ক্রতুস্ত ভবনং দ্বিজ । ৫ ।

ইতি শ্রীকান্দে স্বর্গদ্বারমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ । ১৩ ।

করে, তাহার কিছুমাত্র দারিদ্র্য, তুষ্কত, রোগভয়
বা গ্রহপীড়া হয় না । ১—৫ ।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১২ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব ! স্বর্গদ্বার-
তীর্থে নর স্নান ও ভৈরব দর্শন করিয়া পিতৃলোক
উদ্দেশে ভক্তিপূৰ্ব্বক শ্রাদ্ধ করিবে । এরূপ
করিলে ঐ নর, অপরার সহিত পিতৃলোককে
উদ্ধার করে । স্বর্গদ্বারে যে মানব ক্রতুর পরম
পদ এবং ভৈরবের অগ্রভাগে দেবীকে দর্শন
করে, সে সৰ্বপাতক হইতে মুক্ত হয় । মহানবমী-
দিনে ঐ স্থানে মানব ছাগ, মহিষ, সুরা, মাংস,
ও বিশ্বপত্রেয় মালা ভক্তিপূৰ্ব্বক দেবদেবীকে নিবে-
দন করিয়া সিদ্ধিলাভ করে । ঐ স্থানে স্নান করিয়া
ভক্তিপূৰ্ব্বক মহেশ্বরের পূজা করিলে মানব স্বর্গদ্বার
দিয়া ক্রতুভবনে উপস্থিত হয় । ১—৫ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩ ।

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । স্নাত্বা চতুঃসমুদ্রে তু
পাণ্ডুরাজহলং শিবম্ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ পুত্র-
বান্ জায়তে নরঃ । ১ । সমুদ্রঃ সন্তি চত্বারঃ
কারকীরদধৌকবঃ । সমীপে তন্ত দেবন্ত স্তুত্বায়েন
প্রতিষ্ঠিতাঃ । ২ । ব্যাস উবাচ । রাজহলসমীপে
তু সমুদ্রাঃ কেন হেতুনা । কথয় স্বঃ মুনিশ্রেষ্ঠ
স্তুত্বায়েন প্রতিষ্ঠিতাঃ । ৩ । লক্ষযোজনপর্যন্তঃ
জম্বদ্বীপঃ স্তুশোভনম্ । মর্যাদায়াঃ স্থাপিতোহয়ং
সমুদ্রঃ কারসংক্রিতঃ । ৪ । শাকদ্বীপে ছিলক্ তু
কীরাদ্বিঃ সন্তপ্রতিষ্ঠিতাঃ । দধ্যাক্ষি কুশদ্বীপে চতু-
র্লকে প্রতিষ্ঠিতাঃ । শাল্মলে দ্বিস্রজলধিঃ ষ্টলকে
প্রতিষ্ঠিতাঃ । ৫ । চত্বারস্তে সমাখ্যাতাঃ সমুদ্রা
ভূমিমণ্ডলে । রাজহলসমীপে তু কথমেকজ
সঙ্গতাঃ । ৬ । সনৎকুমার উবাচ । স্তুত্বায়েন নাম
রাজাসীং পুরাকল্পে স্তুত্বায়েন । তন্ত পত্নী বরা-
রোহা নামা খ্যাতা স্তুদর্শনা । ৭ । মুনিঃ দালভ্যক
সা দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ স্তুতকাম্যয়া । ভগবন্ কেন দানেন
স্নানেন বিধিনাথবা । ৮ । সর্বলক্ষণসম্পূর্ণঃ পুত্রো

চতুর্দশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—চতুঃসমুদ্রে স্নান করিয়া
মানব রাজহল-শিব দর্শন করিবে—বাহার দর্শন-
মাত্র নর পুত্রবান্ হইয়া থাকে । চারিটি
সমুদ্রে আছে; কার, কীর, দধি, ও ইক্ষু ।
এই সমুদ্রসকল সেই দেবের সমীপে স্তুত্বায়ে কৰ্ত্তক
প্রতিষ্ঠিত ।—ব্যাস বলিলেন,—হে মুনীন্দ্র ! স্তুত্বায়ে
কৰ্ত্তক রাজহলের নিকট সমুদ্র প্রতিষ্ঠিত হইল
কেন ? লক্ষযোজন পর্য্যন্ত জম্বদ্বীপ স্তুশোভন ;
ইহারই সীমায় এই কারসমুদ্র সংস্থাপিত । ছিলক-
যোজনব্যাপী শাকদ্বীপে কীরাদ্বি প্রতিষ্ঠিত । এই-
রূপে চতুর্লক যোজন কুশদ্বীপে দধ্যাক্ষি এবং
অষ্ট লক্ষ যোজন শাল্মলদ্বীপে ইক্ষু জলাধি
অবস্থিত । ভূমণ্ডলে ঐ চারিটি সমুদ্র প্রসিদ্ধ ।
উহার কিজন্ত রাজহলসমীপে সঙ্গত হইল ?
সনৎকুমার বলিলেন,—পুরাকল্পে স্তুত্বায়ে নামে
এক রাজা ছিলেন । তাঁহার পত্নীর নাম স্তুদর্শনা ।
স্তুতকামা স্তুদর্শনা দালভ্য মুনিকে দেখিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্ ! দান স্নান বা
অপর কোন বিধি অবলম্বন করিলে সর্বলক্ষণ
পুত্র লাভ করা যায় ? হে বিপ্রধে ! আপনি

লভ্যো ময়া কথম্ । এতদাখ্যাহি বিপ্রধে যথা-
তথ্যঃ সবিস্তরম্ । ১ । দালভ্য উবাচ । বিহিতান্তে
পুরা পুত্রাকরঃ পুত্রোপসৌক্যমাত্মকঃ । স্বয়মুবেন দেবেন
ব্রহ্মণা লোককারিণা । ১০ । তেষু রাজা কতে
স্নানে তব পুত্রো ভবিষ্যতি । শঙ্করারাদনে পুত্রি
তস্মাৎ প্রেরয় বল্লভম্ । ১১ । দালভ্যস্তেব তু
বাকোন বিচিহ্নাখ্যানকেন চ । প্রস্থাপয়ামাস পতিং
শঙ্করারাদনে কৃতম্ । ১২ । স গতা তোষয়ামাস
শঙ্করঃ গঙ্ঘমাদমে । সন্তুষ্টঃ শঙ্করঃ প্রাহ শশি-
স্বর্য্যায়িলোচনঃ । ১৩ । অবস্তীং গচ্ছ রাজেন্দ্র পুত্র-
প্রাপ্যসি শোভনম্ । মচ্ছাসনাজলধয়ো গমিষ্যন্তি
কুশহলীম্ । ১৪ । মেরুরূপে স্থলে রাজন্ সমীপে
শঙ্করস্ত চ । দ্রক্যসি স্বঃ নরশ্রেষ্ঠ জলধীঃ স্তজ
সঙ্গতান্ । অভ্যর্থিতাশ্চ তত্র স্থাস্তস্তি কলয়া
সদা । ১৫ । এবমুक्ता মহাদেশো জগামাদর্শনং বিভূঃ ।
স্তুত্বায়ে ভার্য্যা সার্কমাজগাম কুশহলীম্ । ১৬ ।
আগতস্ত কুশহল্যাঃ সমুদ্রাঃ চ দদর্শ হ । তাং
দৃষ্ট্বা নমস্কৃত্য রাজহলসমীপতঃ । ১৭ । তে বৈ

ইহা আমার নিকট যথাযথ কীৰ্ত্তন করুন । ১—২ ।
দালভ্য বলিলেন,—হে পুত্রি ! পূর্বে লোককারী
স্বয়মু ব্রহ্মা তোমার পুত্র ইচ্ছা করিয়া উত্তম অকি
বিধান করিয়াছেন । ঐ সকল সমুদ্রে রাজা স্নান
করিলে তোমার পুত্র জন্মিবে । পুত্রি ! তুমি
তোমার বল্লভকে শঙ্কর-আরাধনার নিমিত্ত প্রেরণ
কর । রাজ্যী মুনি দালভ্যের বাক্যে নীচ-স্বীয়
পতিকের শঙ্করার্চনার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন ।
রাজা গঙ্ঘমাদন পর্বতে গমন করিয়া অর্চনায়
শঙ্করকে তুষ্ট করিলেন । শশি-স্বর্য্যায়িলোচন
শঙ্কর তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে
রাজেন্দ্র ! অবস্তীতে গমন কর; শোভন পুত্র
লাভ করিবে । আমার আদেশে জলধিসকল
কুশহলীতে গমন করিয়াছে । হে রাজন্ ! ঐ
স্থানে মেরুরূপ স্থলে শঙ্করসমীপে তুমি জলধি
সমূহের মিলন দেখিতে পাইবে । তোমা কর্ত্তক
অভ্যর্থিত হইয়া তাহার কল-কল শব্দের সহিত
নিত্য বিদ্যমান থাকিবে । ইহা বলিয়া বিষ্ণু
মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন । রাজা স্তুত্বায়ে
ভার্য্যার সহিত কুশহলীতে আগমন করিলেন ।
তথায় আসিয়া তিনি সমুদ্র সকল দর্শন করিলেন ।
রাজহল-সন্নিধানে তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া

দৃষ্টা চ সূতায়ঃ প্রণতঃ ভক্তবৎসলম্ । প্রোচুর্বারি-
ধয়ঃ সর্বৈ বরং বরয় সূত্রত ॥ ১৮ ॥ স বচো মনসা
পূজাঃ সর্বলক্ষণসংযুতম্ । উবাচ চ পুনা রাজা
যাবন্তিষ্ঠতি মেদিনী । তাবদজৈব হাতব্যাং রাজহল-
সমীপতঃ ॥ ১৯ ॥ সমুদ্রা উচুঃ । তাবৎহাস্তামহে-
হজৈব যাবৎকল্লাবসানকম্ ॥ ২০ ॥ ভবিষ্যতি চ
তে পুত্রঃ সর্বলক্ষণসংযুতঃ । অত্র হুতে স্নানমাত্রেণ
তস্মাৎস্নানঃ সমাচর ॥ ২১ ॥ স্থলে চাত্রে শুভে
রাজন্ হাস্তামঃ কলয়া সহ । এবং ব্যাস সমুদ্রান্ত
সুহৃৎসেনাবতারিতাঃ ॥ ২২ ॥ কুরুতে তেহু যো
যাত্নাঃ তস্ত পুণ্যকলং শৃণু । স্নানং কৃৎস্না মহাপুণ্যে
সমুদ্রে কারসংজ্ঞকে ॥ ২৩ ॥ কুর্যাদ্ভ্যাক্ষঃ ততো
ব্যাস পিতৃণাং ভক্তিতৎপরঃ । পূজয়েচ্চ মহাদেবং
হলহং পার্বতীপতিম্ ॥ ২৪ ॥ মণ্ডকাংচ্চ ততো
দদ্যাৎস্নানম্বে বেদপারগে । পাত্নাঃ তাম্রময়ং কার্য্যং
লবণেন প্রপূরিতম্ ॥ ২৫ ॥ সহিরণ্যং চ দাতব্যং
ভ্রাম্মণে বেদপারগে । সপ্তধাতুসমায়ুক্তং বেণুজং
বস্ত্রবেষ্টিতম্ ॥ ২৬ ॥ সদক্ষিণং কলৈর্ভুক্তমর্ঘ্যং
দদ্যাৎপ্রযত্নতঃ । কীরাক্ষিঃ চ ততো গয়া স্নানং

নমস্কার করিলেন । সমুদ্রগণ ভক্তবৎসল রাজা
সুতায়কে প্রণত দেখিয়া বলিলেন,—হে সূত্রত !
বরগ্রহণ কর । রাজা মনে মনে সর্বলক্ষণসম্পন্ন
পুত্র বররূপে প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন,
যত দিন থাকিবে, ততদিন আপনারা এই কুশ-
হলীতে অবস্থান করুন । সমুদ্রগণ বলিলেন,—
আমরা কল্লাবসান কাল পর্যন্ত এই স্থানে থাকিব ।
এই স্থানে স্নানমাত্রে তোমার সর্বলক্ষণযুক্ত পুত্র
হইবে । অতএব তুমি এই স্থানে স্নান কর ।
হে রাজন্ ! এই শুভ স্থানে কলার সহিত আমরা
থাকিব । হে ব্যাসদেব ! এইরূপে রাজা সুতায়
কর্তৃক সমুদ্রগণ অবতারিত হইয়াছিল । ঐ স্থানে
যাহারা যাত্রা করে, তাহাদের শুভফলের কথা
শ্রবণ করুন । মহাপুণ্য কীরসমুদ্রে স্নান করিয়া
ভক্তি-তৎপর হইয়া পিতৃলোকের আশ্ব করিবে,
হলহ পার্বতীপতি মহাদেবের পূজা করিবে;
বেদপারগ ভ্রাম্মণকে মণ্ডা সন্দেশ প্রদান করিবে,
তাম্রময় পাত্ন লবণ দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহার
সহিত সুবর্ণ দিয়া বেদপারগ ভ্রাম্মণকে দান
করিবে; সপ্তধাতু-সমায়ুক্ত বেণুজ, বস্ত্রবেষ্টিত,
সদক্ষিণ কলযুক্ত অর্ঘ্য যত্নসহকারে দান করিবে;
জানকুর কীরাক্ষিতে গমন করিয়া পূর্ববৎ স্নান

কুর্য্যচ্চ পূর্ববৎ ॥ ৪৭ ॥ কীরঃ তত্র প্রদাতব্যঃ
তাম্রপাত্নেণ পুরিতম্ । দধ্যাকৌ চ তথা কৃৎস্না
দদ্যাৎস্নানম্বে শুভম্ ॥ ২৮ ॥ ইক্ষকৌ চ তথা
কৃৎস্না দদ্যাৎস্নানম্বে শুভম্ । যাত্নাঃ কৃৎস্না তু বৈ
ব্যাস গাং চ দদ্যাৎ পশ্বিনীম্ ॥ ২৯ ॥ এবং যঃ
কুরুতে যাত্নাঃ রাজহলসমীপতঃ । ভব্যঃ হি
লভতে লক্ষ্মীঃ পুত্রাংস্তাপি মনোরমান ॥ ৩০ ॥
যতে স্বর্গমবাপ্নোতি যাবদিত্র্যাক্ততুর্দশ । তাবৎ
স্বর্গকলং ভুক্তা পশ্চাদ্যোকঃ প্রযাস্ততি ॥ ৩১ ॥

ইতি কীরাক্ষে চতুঃসমুদ্রমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । শৃণু ব্যাস মহাতীর্থং নাম
শঙ্করবাপিকা । ক্রীড়মানেন দেবেন নির্মিতং
তীর্থমুত্তমম্ ॥ ১ ॥ প্রক্লিপ্তং দেবদেবেন কপাল-
কালনং জলম্ । বাণীগতং কৃতং যস্মাদতঃ
শঙ্করবাপিকা ॥ ২ ॥ অর্কাষ্টম্যাং নরঃ স্নাত্বা দিশাসু
বিদিশাসু চ । পুন্নিদিক্রমতো যাবদ্বাপীমধ্যে তথৈব

করিবে । ঐ স্থানে তাম্রপাত্ন-পুরিত কীর প্রদান
করিবে; ঐরূপ দধিসমুদ্রে গমন করিয়া স্নান করিবে
ও দধিদান করিবে । ইক্ষুসমুদ্রেও ঐরূপ করিয়া
বিপ্রকে শুভ দান করিবে । হে ব্যাস ! ঐ স্থানে
যাত্রা করিয়া পশ্বিনী দেখি দান করিবে । রাজ-
হল সন্নিধানে যাত্রা করিয়া যাহারা এই প্রকার
অনুষ্ঠান করে, তাহারা অচলা লক্ষ্মী এবং মনো-
রম পুত্রলাভ করে এবং জীবনান্তে স্বর্গগমন
করিয়া যাবৎ চতুর্দশ ইন্দ্র, তাবৎ কাল বাস করে ।
তাবৎকাল স্বর্গ ভোগ করিয়া পশ্চাৎ মোক্ষ লাভ
করে ॥ ১০—৩১ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব ! শঙ্কর-
বাপিকা নামক মহাতীর্থের কথা শ্রবণ করুন,—
দেবদেব ক্রীড়া করিতে করিতে এই তীর্থ নির্মাণ
করেন । দেবদেব ঐ স্থানে কপাল-কালিত জল
প্রক্ষেপ করেন । উহাকে বাণীগত করেন বলিয়া

৫।৩। হবিষ্যন্নযুতান ব্যাস দদ্যাচ্চ করকান্নবান্ ।
শাকমূলাংশ্চ বিপ্রৈভ্যস্তস্ত পুণ্যকলং শৃণু ॥ ৪ ॥
পরত্র চেহ য়ে লোকাঃ সর্বভাবসমধিতাঃ । তত্রতত্র
সমায়াতি ত্বনৈক্যার্থ্যমুত্তমম্ ॥ ৫ ॥ যে নরাঃ
কৌর্ভয়িষ্যন্তি মাহাত্ম্যমতিভাবিকাঃ । ক্রুদ্রলোকেহপি
তে পুজ্যাস্তেভ্যোহপি সততং নম ॥ ৬ ॥ সনৎকুমার
উবাচ । ততো বৈ দেবদেবেশঃ পিনাকী বৃষভধ্বজঃ ।
তুষ্টাব প্রযতো ভূহা দেবদেবঃ দিবাকরম্ ॥ ৭ ॥
আজগাম দিবানাথঃ সন্তুষ্টঃ প্রাহ শঙ্করম্ ॥ ৮ ॥
স্বর্ধ্য উবাচ । বরং বরয় ভূতেশ বরদোহস্মি দদামি
তে । তমাহ বরদশ্চেষ্টয় যাচ্যমানঃ কুরুষ মে ॥ ৯ ॥
অংশেন স্বীয়তামত্র হিতার্থঃ সর্বদেহিনাম্ ।
অবতীর্ণো রবিস্তত্র ঋহা মাহেশ্বরঃ বচঃ ॥ ১০ ॥
ততো দেবাধিদেবস্ত শঙ্করস্ত মহোজসঃ । বাক্যেন
ভাস্করস্তত্র যযৌ খ্যাতিং মহাত্ম্যতিঃ ॥ ১১ ॥
শঙ্করাদিত্যনামেতি লোকান্নগ্রহকারকঃ । দেবা
দৈত্যাস্ত গন্ধর্বা বিস্মিতাঃ সহ কিম্বরৈঃ ॥ ১২ ॥

উহার নাম শঙ্করবাপিকা । যে নর অর্কাষ্টমীতে
দিগ্বিদিক্ বা পূর্বাদিক্রমে যে স্থানে ইচ্ছা, জ্ঞান,
করিয়া বাপীমধ্যে হবিষ্যন্নসহ নব করকা ও শাক-
মূল দান করে, তাহার পুণ্যফলের কথা শ্রবণ
করুন । ইহ পরকালে লোক সকল যে যে বাঞ্ছিত
ভোগ ইচ্ছা করে, তাহার জন্ম গ্রহণ করিয়া
সেই সেই ভোগ প্রাপ্ত হয় । যে সকল নর এই
তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে, তাহার ক্রুদ্রলোকে
পূজিত হয়, স্মৃতরাং তাহাদিগকে নমস্কার ! সনৎ
কুমার বলিলেন,—একদা পিনাকী বৃষভধ্বজ দেব-
দেব জীত হইয়া দেবদেব দিবাকরের স্তব করেন ।
তাহাতে দিবাকর সমুপস্থিত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন
এবং শঙ্করকে বলিলেন,—হে ভূতেশ ! আপনি
বর গ্রহণ করুন, আমি আপনাকে বর প্রদান
করিতেছি । দেবদেব আদিত্যকে বলিলেন,—
আপনি যদি আমাকে বর দিবেন, তাহা হইলে
আমাকে এই বর দেন যে, আপনি এই স্থানে
অংশরূপে সর্বদেহীর হিতের নিমিত্ত অবস্থান
করুন । রবি মাহেশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ
স্থানে অবতীর্ণ হইলেন । অনন্তর ভাস্কর দেব-
দেবের বাক্যে ঐ স্থানে খ্যাতিলাভ করিলেন ।
আদিত্য ঐ স্থানে লোকান্নগ্রাহক ও শঙ্করাদিত্য
নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন । দেব, দৈত্য,
গন্ধর্ব ও কিম্বরগণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইল ।

অহো ধন্তমিদং স্থানংযজ্ঞান্তেত্রিপুরাস্তকঃ । ভাস্করো-
হপি চ তত্রস্থতীর্থমধ্যে চ বর্ততে ॥ ১৩ ॥ তত-
স্তষ্টাশ্চ তে সর্বে ব্রহ্মাদ্যাঃ সুরসন্তমাঃ । দেবেশং
পূজয়ামাসুরাদিত্যং শঙ্করং তথা ॥ ১৪ ॥ মূর্ত্তিমস্তশ্চ
তে দেবা অবতীর্ণা চ শোভনম্ । স্থাপয়িত্বা-
ববীষাক্যং যেহত্র নাস্তস্তি মানবাঃ ॥ ১৫ ॥ ন ক্লেঃ
জায়তে তেষাং জরামরণশোকজম্ । সর্বযজ্ঞেষু
যৎপুণ্যং সর্বদানেষু যৎকলম্ । তন্মাতৈবাবিকং
হত্র শঙ্করাদিত্যদর্শনাৎ ॥ ১৬ ॥ ব্যাধয়ো নাধর্যশ্চৈব
দারিড্র্যং ন কদাচন । ঐশ্বর্য্যং চাতুলং তেষাং
জায়তে ভুবি সর্বদা ॥ ১৭ ॥ ন যোগো ন চ
দারিড্র্যং বিয়োগো ন চ বন্ধুভিঃ । জায়তে মুনি-
শাৰ্দূল শঙ্করাদিত্যদর্শনাৎ ॥ ১৮ ॥ ইত্যেবং
দেবদেবেন পুরা বৈ শূলপাণিনা । শঙ্করাদিত্য-
নাম্ভা চ স্থাপিতং পরমং পদম্ ॥ ১৯ ॥

ইতি জীকান্দে শঙ্করাদিত্যমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ
নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

তাহারা ভাবিল,—অহো এই স্থান ধন্ত ! যেখানে
ত্রিপুরাস্তক বিরাজিত ! ঐ তীর্থে আবার ভাস্করও
বিদ্যমান ! অনন্তর ব্রহ্মাদি সুরসন্তমগণ সন্তুষ্ট হইয়া
শঙ্কর ও ভাস্করের পূজা করিলেন । ঐ দেবগণ
সশরীরে ঐ স্থানে অবতীর্ণ হইয়া দেব শঙ্কর ও
ভাস্করকে স্থাপন করত বলিলেন,—যে মানব
এখানে জ্ঞান করিবে, তাহার জরা-মরণ জনিত-ক্লেঃ
হইবে না । সর্বযজ্ঞে যে পুণ্য হয়, সর্বদানে
যে কল হয়, এই স্থানে শঙ্করাদিত্য দর্শন করিলে
ঐ সকল অপেক্ষা অধিক কল লাভ হইয়া থাকে ।
এই তীর্থে আধি, ব্যাধি ও দারিড্র্য কখনই নাই ।
যে এই তীর্থসেবা করে, তাহার ভূতলে অতুল
ঐশ্বর্য্য লাভ হয় । হে মুনিশাৰ্দূল ! শঙ্করাদিত্য
দর্শনে রোগ, দারিড্র্য, ও বন্ধুবিয়োগ, এ সকল
হয় না । পূর্বে শূলপাণি দেবদেব শঙ্করাদিত্য
নামক এই তীর্থ স্থাপন করিয়াছেন । ১—১৯ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫ ।

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । অধাত্তং সম্প্রবক্ষ্যামি
তীর্থানাং তীর্থযুক্তমম । স্থাপিতং পরমং তীর্থং
বনাম্মা মুনিসত্তম ॥ ১ ॥ একদা সময়ে ব্যাস কপাল-
কালনাথ বৈ । নীৰ্বোধকং গৃহীত্ব তু কপালেন
মহেশ্বরঃ ॥ ২ ॥ প্রকাল্য চাক্ষিপদ্বুমৌ তত্র তীর্থ-
যুক্তমম । নাম্না গন্ধবতী পুণ্য নদী ত্রৈলোক্য-
বিশ্রুতা ॥ ৩ ॥ ব্রহ্মণো রুধিরেণাশু পরিপূর্ণাভবৎ
কণাৎ । তস্তাং স্থানং সদা শস্তং স্বয়ং দেবেন
ভাবিতম্ ॥ ৪ ॥ শ্রাদ্ধং চ তর্পণং কৃৎস্বা তৎসর্বং চাক্ষয়ং
ভবেৎ । বায়ুভূতান্ত পিতরস্তস্তান্তীয়ে তু দক্ষিণে ॥
৫ ॥ তিষ্ঠন্তি মুনিশার্দূল চিস্তয়ন্তি সগোত্রজম্ ।
আগমিষ্যতি পুত্রোহদ্য নপ্তা বা সন্ততাবিহ ॥ ৬ ॥
সংযাবং পায়সং বাপি শ্লামাকং সনিবারকম্ । সৰুৎ
কৌজতি নৈর্যুক্তং পিতুং দাস্ততি বৈ কদা ॥ ৭ ॥
তেন পিতৃপ্রদানেন তৃপ্তিৰ্ভবতি চাক্ষয়া । যন্ত
নাস্তা চ বৈ পিতুং দদ্যাৎ চৈব চন্দ্রপক্ষিণি ॥ ৮ ॥
পিতরৌ দ্বাদশাদানি তৃপ্তিং যাস্তন্তি তস্ত

ষোড়শ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—অতঃপর আমি তীর্থ-
সকলের উত্তম তীর্থসমূহ কীৰ্ত্তন করিতেছি । এই
তীর্থ সকল দেবদেব স্বনামে নাম দিয়া প্রতিষ্ঠা
করেন । হে ব্যাসদেব ! একদা মহাদেব কপাল-
কালনের নিমিত্ত তীর্থোদক গ্রহণ করিয়া যে স্থানে
ঐ কপালকালিত জল প্রক্ষেপ করেন, ঐ স্থান
হইতে গন্ধবতীনাথী ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা পুণ্যনদী
প্রবাহিত হয় । ঐ নদী কণকাল মধ্যে ব্রহ্মার
রুধিরে পরিপূর্ণ হয় । ঐ নদীতে স্নান করা প্রশস্ত ;
উহা পরম তীর্থ, ইহা স্বয়ং দেবদেব বলিয়াছেন ।
ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ বা তর্পণ করিলে, তৎসমস্ত অক্ষয়
হয় । পিতৃগণ ঐ নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থান করত
স্বীয় বংশজাত সন্তানগণকে এইরূপে চিন্তা করেন,
—সন্তবতঃ অদ্য আমাদের পুত্র বা পৌত্র সন্তান-
গণ এখানে আসিয়া আমাদের সন্ধ্যাব, পায়স,
ও নীবারের তিল-মধু-যুক্ত পিণ্ড একবারও প্রদান
করিবে । তাঁহাদিগকে এইরূপে পিণ্ড প্রদান
করিলে তাঁহাদের অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হয় । যে
নয় স্নান করিয়া ঐ স্থানে পিতৃগণকে চন্দ্রযুক্ত
পক্ষদিনে পিণ্ড প্রদান করে, তদীয় পিতৃলোকগণ
তাঁহাতে দ্বাদশাক তৃপ্তি লাভ করে । যে সুবিধান

বৈ । যেহজাগত্য সুবিধাংসো মানবা বা তথা

। ৯ ॥ পিতৃন সন্তপয়িষ্যন্তি স্বর্গস্তেষাং
সদাক্ষয়ঃ । তত্র যদীয়তে দানং ত্রিমাত্রং তু
কাঞ্চনম্ ॥ ১০ ॥ অক্ষয়ং তস্ত তৎ প্রোক্তং ব্রহ্মণা
বৈ স্বয়মুবা । গন্ধাধারে প্রয়াগে চ কুরুক্ষেত্রে-
হথ পুঙ্করে ১১ ॥ বারানস্তাং গয়ায়াং চ সা ন
তৃপ্তিৰ্ভবিষ্যতি । তুষ্ঠাশ্চ পিতরৌ নুণাং দাস্তন্তি
কাঙ্ক্ষিতান্ বরান ॥ ১২ ॥ যো যমুদ্দিষ্ট বৈ কামমিহ
শ্রাদ্ধং করিষ্যতি । তস্ত তজ্জায়তে সর্বং যুতস্ত
পরমা গতিঃ ॥ ১৩ ॥ অষ্টমী নবমী চৈব অমাবস্তাথ
পূর্ণিমা । সর্বাণ্যেতানি বৈ ব্যাস রবেঃ সঙ্ক্রম
এব চ ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মেন্দ্রকুর্জদেবাংশ্চ সূর্য্যাগ্নিব্রহ্ম-
দৈবতান্ । বিবেদেবান্ সগন্ধর্কান্ যক্ষাংশ্চ
মল্লজান পশূন ॥ ১৫ ॥ সরীসৃপান পিতৃগণান্
যচ্চাত্তদ্বি সংস্থিতম্ । শ্রাদ্ধং বৈ শ্রদ্ধয়া কুর্কন
জীর্ণয়ত্যখিলং জগৎ ॥ ১৬ ॥ মাসিমাস্তসিতে
পক্ষে পঞ্চদশাঃ দ্বিজোত্তম । ইন্দুকয়ে যদা মৈত্রঃ
বিশাখাঃ চৈব রোহিণীম্ ॥ ১৭ ॥ শ্রাদ্ধে পিতৃগণা-
তৃপ্তিং প্রয়াস্তি পিতরোহর্জিতাম্ । বাসবাজৈক-
পাদর্কে পিতৃণাং তৃপ্তিমিচ্ছতা ॥ ১৮ ॥ তন্ত্যা শ্রাদ্ধং
প্রকর্তব্যং পিতরস্তেন তর্পিতাঃ । অপি ধম্মাঃ

মানব এই তীর্থে আগমন করিয়া পিতৃলোকের
তৃপ্তি-বিধান করেন, তাঁহার সদা অক্ষয় স্বর্গ লাভ
হয় । ঐ তীর্থে ত্রিমাত্র কাঞ্চন দান করিলে,
তাঁহার অক্ষয় তৃপ্তি হয় ; গন্ধাধার, প্রয়াগ, কুরু-
ক্ষেত্র, বারানসী ও গয়ায় তাদৃশ তৃপ্তি হয় না । ঐ
তীর্থে শ্রাদ্ধ দান করিলে পিতৃগণ তুষ্ট হইয়া শ্রাদ্ধ-
কর্তাকে অভিলষিত বর প্রদান করেন । ১—১২ ।
যে মানব যাহা কামনা করিয়া ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ করে,
তাঁহার তাহাই হইয়া থাকে ।—অধিকন্তু জীবনান্তে
তাঁহার পরমা গতি লাভ হয় । হে ব্যাস ! রবিসংক্র-
মণযুক্ত নবমী, অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় এই
তীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া মানব ব্রহ্ম, ইন্দ্র, কুর্জ দেব,
সূর্য, অগ্নি, ব্রহ্মদেবতা, বিশ্বদেব, গন্ধর্ক, যক্ষ,
মল্লজ, পশু, সরীসৃপ, পিতৃগণ প্রভৃতি অন্ত যাহা
কিছু আছে, তৎসমস্তকেই জীত করিতে পারে ।
মাসে মাসে অসিত পক্ষে পূর্ণিমায় এবং ইন্দু-
কয়ে যখন মৈত্র, বিশাখা, ও রোহিণী নক্ষত্র
বিদ্যমান থাকিবে, ঐ সময় শ্রাদ্ধ প্রদত্ত হইলে
পিতৃগণ তৃপ্তি লাভ করেন । পিতৃলোকদিগের
তৃপ্তি ইচ্ছা করিয়া যে মানব ভক্তিপূর্বক এই

কুলে জাতা অশ্বাকং মতিশালিনঃ ॥ ১৯ ॥ যে
কুর্কৃষ্ণি ১৮ বৈ শ্রাকং পিণ্ডান্ যে নির্কৃপন্তি ৮।
তেন পিণ্ডপ্রদানেন তৃপ্তির্নো ভবিতাক্ষয়া ॥ ২০ ॥
ইহৈত্যা বৈ পুণ্যজলেষু সম্যক্ শ্রাদ্ধা নরস্তাংস্ত
লভেত কামান্ । যান্ প্রাপ্য ৮ প্রেতগণৈঃ
সমেতঃ স মোদতে দেববৃত্তোহথ সিদ্ধঃ ॥ ২১ ॥
চিত্তং ৮ বিস্তং ৮ নৃগাং ৮ শুদ্ধং শস্ত্ৰং কালঃ
কথিতো বিবিশ্চ । পাত্রং যথোক্তং পরমা ৮
ভক্তিনৃগাং প্রযচ্ছন্তি হি বাহিতানি ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে নীলগন্ধবতীপ্রভাববর্ণনং নাম
ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । দশাশ্বমেধিকে শ্রাদ্ধা দৃষ্ট্বা
দেবং মহেশ্বরম্ । দশানামশ্বমেধানাং কলং
প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১ ॥ মনুনা মানবেন্দ্রেণ রাজ্ঞা
চৈব যযাতিনা । রঘুণোশনসা চৈব লোমশেন
মহর্ষিণা ॥ ২ ॥ অত্রিণা ভৃগুণা ব্যাস দত্তাত্রেয়েণ
ধীমতা । পুরুষবসা পুণ্যেন নহ্ষেণ নলেন ৮ ॥

স্থানে শ্রাদ্ধ করে, তৎকর্তৃক পিতৃগণ পরিতর্পিত
হন এবং তাঁহারা মনে মনে বলেন, ধন্য আমাদের
বংশজাত মতিমান পুত্রগণ ।—যাহারা, আমাদিগের
শ্রাদ্ধ করিতেছে এবং পিণ্ডানবপণ করিতেছে ।
এই সকল পিণ্ডদ্বারা আমাদের অক্ষয় তৃপ্তি হইবে ।
জনগণ এই তীর্থে আগমনপূর্বক জ্ঞান করিয়া সেই
সেই কাম লাভ করেন, যাহা লাভ করিয়া তাঁহারা
প্রেতগণের সহিত সিদ্ধি লাভ করিয়া মোদিত হন ।
এই তীর্থসেবী ব্যক্তি শুদ্ধ চিত্ত, বিস্ত, প্রশস্তকাল,
বিধি, পাত্র ও পরমা ভক্তি লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৩ ২২
ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন—দশাশ্বমেধিক তীর্থে
জ্ঞান করিয়া ও তত্রতা মহেশকে দর্শন করিয়া
মানব দশটি অশ্বমেধের কল লাভ করে । হে
ব্যাসদেব ! মানবেন্দ্রে মনু, রাজা যযাতি, রঘু,
উশনা, মহর্ষি লোমশ, অত্রি, ভৃগু, ধীমান্ দত্তা-
ত্রেয়, পুণ্যাত্মা পুরুষবা, নহ্ষ, ও নল, এই স্থানে

৩। অত্র জ্ঞানেন সম্প্রাপ্তং দশাশ্বমেধিকং কলম্ ।
সম্প্রাপ্তে দ্বাপরস্তাস্তে রাজ্ঞা বাকলিনা তথা ॥ ৪ ॥
দশানামশ্বমেধানাং কলং প্রাপ্তং দ্বিজোত্তম । কৃষ্ণ-
বর্ণং তথা লিঙ্গং পূজিতং ভক্তিতঃ সদা ॥ ৫ ॥
দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা ৮ তং দেবং প্রাপ্তক্লং লভতে কলম্ ।
চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং দেবং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ ॥
৬ ॥ অশ্বং দদ্যাচ্চ বিপ্রায় সুরূপঞ্চ গুণাধিতম্ ।
যাবন্তি তস্ত রোমাণি গণ্যস্তে সংখ্যায়া দ্বিজ ॥ ৭ ॥
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি শিব-লোকে মহীয়তে । শিবলোকাৎ
পরিভ্রষ্টঃ সার্কভৌমো ভবেদ্বিবি ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে দশাশ্বমেধমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ

সনৎকুমার উবাচ । একানংশাং নমস্কৃত্য দেবীং
ত্রৈলোক্যবিশ্রুতাম্ । পূজাং কৃৎস্না বিধানেন সর্ব-
সিদ্ধিকলং লভেৎ ॥ ১ ॥ অনিমাদিগুণান্ সর্বান
শুটিকাসিদ্ধিমঞ্জরম্ । খড়্গাঞ্চ পাত্ৰকে চৈব বিলবাসং

জ্ঞান করিয়া দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের কল প্রাপ্ত
হইয়াছেন । হে দ্বিজোত্তম ! দ্বাপর যুগের অব-
সান সময়ে রাজা বাকলি এ তীর্থে সেবা করিয়া
দশাশ্বমেধের কল লাভ করিয়াছেন । এই তীর্থে
ভক্তিপূর্বক কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গের পূজা, দর্শন, ও স্পর্শন
করিয়া মানব পূর্ব-কথিত কল লাভ করে । চৈত্র-
মাসীয় সিতাষ্টমীতে ভক্তিপূর্বক দেবের পূজা
করিয়া মানব ব্রাহ্মণকে সুরূপগুণাধিত অশ্বদান
করিবে, এরূপ করিলে ঐ অশ্বের যতগুলি লোম
আছে, তাবৎ বর্ষ শিবলোকে সে বাস করিয়া
পূজিত হইবে । শিবলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া
ঐ ব্যক্তি ভূতলে সার্কভৌম হইয়া জন্ম গ্রহণ
করিবে । ১—৮ ।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা
একানংশা দেবীকে নমস্কার করিয়া বিধিপূর্বক
তাঁহার পূজা করিয়া মানব সর্বসিদ্ধি কল লাভ
করিবে । সমস্ত অনিমাদিগুণ, শুটিকাসিদ্ধি,

রসায়নম্ । সৰ্ব্বং তুষ্টিং প্রযচ্ছত নাট্র কার্ধ্যা
বিচারণা ॥ ২ ॥ সুরমাংসোপহারৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ
পূজিতা । সৰ্বান্ কামান্ নৃণাং দেবী তুষ্টিং দদ্যাচ্চ
সৰ্বদা ॥ ৩ ॥ মহানবম্যাং যো দেবীঃ মহিষেণ
প্রপূজয়েৎ । মেঘেণ বা যথালভঃ সৰ্বান্ কামা-
নবাগ্নুয়াৎ ॥ ৪ ॥ ব্যাস উবাচ । কথং দেবী সমুৎ-
পন্ন৷ একানংশেতি বিজ্ঞতা । তৎসৰ্বং শ্রোতু-
মিচ্ছামি সৰ্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ৫ ॥ সনৎকুমার
উবাচ । পুরা কৃতযুগস্তাদৌ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
নিশাং সম্মার ভগবান্ স্বাং তনুং পূৰ্বসম্ভবাম্ ॥ ৬ ॥
ততো ভগবতী রাজিরূপতম্বে পিতামহম্ । তাং
বিবিক্তে সমালোক্য ব্রহ্মোবাচ বিভাবরীম্ ॥ ৭ ॥
ব্রহ্মোবাচ । বিভাবরি মহামায়ে বিবুধানামুপ-
স্থিতম্ । যৎকর্তব্যং ত্বয়া দেবি শৃণু চার্থস্ত নিশ্চয়ম্ ॥
৮ ॥ তারকো নাম দৈত্যেশ্বরঃ পুরশক্তয়নির্জিতঃ ।
ভবেন তন্ত বৈ দেবাস্ততাঃ সৰ্বৈ দিবৌকসঃ ॥ ৯ ॥
তস্মাস্তদ্রে মহেশো বৈ জনয়িস্যতি চেদ্বরম্ ।
সুতং স ভবিতা তন্ত তারকস্তাস্তকঃ কিম্ ॥ ১০ ॥

অন্নন, খড়্গ, পাত্ৰকাষুগল, বিলবাস, ও রসায়ন—
এ সকল একানংশা দেবী পূজিতা হইয়া জন-
গণকে প্রদান করিয়া থাকেন ; এ বিষয়ে কোন
সংশয় নাই । এই দেবী মদ্য-মাংস-উপহার ও
সৰ্ববিধ ভক্ষ্যভোজ্য দ্বারা পূজিত হইয়া সৰ্বদা
নরগণকে সৰ্ব অভিলষিত বস্তু প্রদান করিয়া
থাকেন । যে মানব মহানবমীদিনে মহিষ বা
মেঘবলি দ্বারা দেবীর পূজা করে, সেই ব্যক্তি
সকল কামনা লাভ করেন । ব্যাস বলিলেন,—
একানংশা নামে বিখ্যাত দেবী কি জন্ত সমুৎপন্ন
হইলেন ? এই সৰ্বপাপপ্রণাশিনী কথা আমি
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । সনৎকুমার বলিলেন,
—পূৰ্বে কৃতযুগের আদিতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা
পূৰ্বসম্ভবা স্বীয়তনু নিশাকে স্মরণ করেন
ভগবতী রজনী তাঁহা কর্তৃক স্মৃত হইয়া তাঁহার
সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন । ভগবান্ ব্রহ্মা বিভা-
বরীকে নির্জনে অবলোকন করিয়া বলিলেন,—
হে মহামায়ে বিভাবরি ! বিবুধদিগের যে কর্তব্যকর্ম
উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি শ্রবণ করুন ।
দৈত্যেশ্বর—দুর্জয় তারকাসুর, পুরগণের শত্রু
হইয়াছে । তাহার ভয়ে দেবগণ সৰ্বদাই সশ-
ঙ্কিত । হে তদ্রে ! এই জন্তই জানাইতেছি যে,
মহেশ যদি একটি পুত্র উৎপাদন করেন, তাহা

শত্রুরস্তাভবৎ পত্নী সতী দক্ষসুতা তু যা । সা
পিতৃঃ কুপিতা ভদ্রে কশ্মিন্শ্চিৎ কারণান্তরে ॥ ১১ ॥
ভবিজী হিমশৈলস্ত তুহিতা লোকপাবনী ।
বিরহেণ হরস্তস্তা মদ্রা শূন্তং জগত্রয়ম্ ॥ ১২ ॥
অতপদ্ধিমশৈলস্ত কন্দরে সিদ্ধসেবিতে । প্রতীক-
মাগন্তজয় কিঞ্চিৎ কালং বসিষ্যতি ॥ ১৩ ॥ তস্মাৎ
সুতপ্ততপসোৰ্ভবতো যো মহাপ্রভুঃ । স ভবিষ্যতি
দৈত্যস্ত তারকস্ত নিবারকঃ ॥ ১৪ ॥ ক্লান্তমাত্ৰা তু
সা দেবী স্বল্পসংজ্ঞেব ভামিনী । বিরহোৎ-
কণ্ঠিতা গাঢ়ং হরসঙ্গমনানসা ॥ ১৫ ॥ তয়োঃ
সুতপ্ততপসোঃ সংযোগঃ স্তাৎ সুযুক্তয়োঃ । পার্শ্বতী-
হরয়োস্তস্মাৎ সুরতং শক্তিকারণম্ ॥ ১৬ ॥ ভবেত্তজ
সুরাণাং চ কার্ধ্যার্থে বিরমাচর । বিয়ং ত্বয়া
বিধাতব্যং যথা তাভ্যাং তথা শৃণু ॥ ১৭ ॥
গর্তস্থানেহথ তাং মাতঃ শ্বেন রূপেণ রঞ্জয়
ততো রহসি শরস্তাং বিভদানন্দপূৰ্বকম্ ॥ ১৮ ॥
হাস্যিষ্যতি কালৌতি ততঃ সা কুপিতা সতী
প্রযাস্ততি তপঃ কর্তুং ততঃ সা তপসা যুতা ॥ ১৯ ॥

হইলে এই পুত্র তারকাস্তক হয় ১১—১০। যে সতীনারী
দক্ষসুতা শত্রুরের পত্নী ছিলেন ; তিনি কোন কারণ
বশতঃ স্বীয় পিতার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া দেহ পরিহার-
পূৰ্বক হিমশৈলের তুহিতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করি-
বেন । হর তখন তাঁহার বিরহে জগত্রয় শূন্তের
স্তায় অবলোকন করিয়া হিমশৈলের সিদ্ধসেবিত
কন্দরে তপস্তা করিবেন । তিনি তথায় সেই
দেবীর জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া কিছু কাল বাস করেন ।
তপস্থ হর-পার্বতী হইতে যে মহাপ্রভু জন্ম গ্রহণ
করিবেন ; সেই মহাত্মাই তারক দৈত্যের বিনা-
শক হইবেন । পার্বতী হিমশৈলের ভবনে জন্মিবা-
মাত্রই বিরহোৎকণ্ঠিতা হইয়া গাঢ়রূপে হর-সঙ্গম
ইচ্ছা করিবেন । তপোযুক্ত সুর্যুক্ত হর-পার্বতীর
যে সুরত, তাহাই শক্তি-কারণ । তুমি সুরকার্ধ্য
সিদ্ধির জন্ত তপোবিহীন হর-পার্বতীর সুরতে
বিশ্র উৎপাদন করিয়া সুরকার্ধ্য সম্পাদন কর ।
তুমি যে প্রকারে বিশ্র উৎপাদন করিবে, তাহা
শ্রবণ কর । হে মাতঃ । তুমি পার্বতীকে গর্ত-
স্থানে স্বীয়রূপ অঙ্ককার দ্বারা রঞ্জিত করিবে ।
তাহা হইলেই শত্রু আনন্দভরে নির্জনে তাঁহাকে
গ্রহণ করিয়া তাঁহার উদরের কাল রং অবলোকন-
পূৰ্বক তিনি তাঁহাকে কালী বলিয়া হাসিবেন

জনয়িষ্যতি যঃ শর্কাদিন্দুবজ্যোতির্মণ্ডলম্ । স
ভবিষ্যতি হস্তা বৈ সুরারীণাং ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥
অয়াপি দানবা দেবি হস্তব্যা লোকদুর্জয়াঃ ।
যাবচ্চ ন সতীদেহে সঙক্রান্তগুণসঞ্চয়া ॥ ২১ ॥
তৎসকলেন তাবৎ দৈত্যান হস্তঃ ভবিষ্যসি ।
এবং কৃতে অয়া দেবি তপঃ কালী করিষ্যতি ॥
২২ ॥ সমাপ্তনিয়মা স চ যদা গৌরী ভবিষ্যতি ।
তদা ত্বাপি সারূপ্যং শৈলজা সম্প্রদাত্তি ॥
২৩ ॥ ততস্ত্বাপি সহজা সৈকানংশ ভবিষ্যতি ।
রূপাংশেন চ সংযুক্তা অমুখ্যা ভবিষ্যসি ॥ ২৪ ॥
একানংশেতি লোকস্বাং বরদে পূজয়িষ্যতি ।
ভেদৈর্কহবিধাকারৈঃ সর্বগাং কামসাধনীয় ॥ ২৫ ॥
ওঙ্কারবক্তা গায়ত্রী অমেব ব্রহ্মবাদিনী ।
অক্রান্তকচিরাকারা রাজ্যং চাহবশালিনী ॥ ২৬ ॥
বিশাং স্বঃ কমলাদেবী শূদ্রাণাং জননী স্বয়ম্ ।
জ্ঞানিনাং জ্ঞেয়রূপা স্বঃ স্বঃ গতিঃ সর্বদেহি-
নাম্ ॥ ২৭ ॥ স্বঃ চ কীর্ত্তিমতাং কীর্ত্তিস্বঃ
ভূতিঃ সর্বদেহিনাম্ । রতিদা রক্তচিত্তানাং

আর সতী তখন মহাদেবের কথায় কুপিতা হইয়া
তপস্বী করিতে যাইবেন । তপস্বী করিলেই তিনি
তপোযুক্তা হইবেন । তার পর তিনি শম্ভু হইতে
যে ইন্দুবৎ জ্যোতির্ময় স্নুত উৎপাদন করিবেন,
সেই স্নুতই তারকহস্তা হইবে ; ইহাতে আর
সংশয় নাই । হে দেবি ! তোমা কর্তৃকই এক
প্রকার লোকদুর্জয় দানব নিহত হইবে ; কেন না,
তুমি যদি দেবীর অঙ্গ-সংক্রান্তা না হইবে, তাহা
হইলে দেবী, তপস্বী করিবেন না । এ জন্ত
তোমাকেও দানব-হস্তী বলা যাইতে পারে ।
কালী যখন নিয়ম সমস্ত করিয়া গৌরী হইবেন,
তখন শৈলজা তোমার স্বরূপ্য তোমায় প্রদান
করিবেন । অতএব তিনি তোমার সহজ
একানংশা হইবেন । তুমি তাঁহার একাংশে
সংযুক্তা হইয়া উমা আখ্যা লাভ করিবে । হে
বরদে ! তুমি বহুবিধাকার, সর্বগা এবং
কামসাধনী ; লোকে তোমাকে একানংশা বলিয়া
পূজা করিবে । তুমি ওঙ্কারবক্তা, তুমি গায়ত্রী
এবং ব্রহ্মবাদিনী । তুমি অক্রান্তকচিরাকারা এবং
রাজগণের আহবশালিনী । তুমি বৈষ্ণবদিগের
কমলাদেবী এবং শূদ্রদিগের জননী । তুমি
জ্ঞানিগণের জ্ঞেয়, এবং সর্বদেহীর গতি । তুমি
কীর্ত্তিমানদিগের কীর্ত্তি, সর্বদেহীর ভূতি, অমুরজ-

ঈতিস্বঃ স্নেহবর্জিনাম্ ॥ ২৮ ॥ স্বঃ কান্তিঃ কৃত-
ভূষণাং স্বঃ শান্তিহৃষ্টকর্ণণাম্ । স্বঃ ভ্রান্তির-
বোধনাং স্বঃ কীর্ত্তিঃ ক্রমযাজিনাম্ ॥ ২৯ ॥ মহাবেলা
সমুদ্রাণাং বিলাসস্বঃ বিলাসিনাম্ । সমুদ্রিষ্ণুঃ
পদার্থানাং স্থিতিস্বঃ লোকশালিনাম্ ॥ ৩০ ॥ ইত্য-
নেকবিধৈর্দেবি রূপৈর্লোকেষু চর্চিতা । যে স্বাঃ
পশুস্তি বরদে পূজয়িষ্যতি চাপি যে । কামানাপ্যস্তি
তে সর্বৈ নিয়তং নাজ সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥ ইত্যেবং
স । সমুৎপন্ন ব্রহ্মণা সংস্কৃতা সতী । একানংশা
মহাদেবী দ্ব্যাতব্যা সাপি ভক্তিতঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি ঈকান্দে একানংশামোহাত্ম্যবর্ণনঃ
নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । অখাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি
হরসিদ্ধিঃ সুসিদ্ধিদাম্ । পার্শ্বত্যা হরণে যজ
সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা হরণে চ ॥ ১ ॥ বলিনো দানবো
জাতৌ নায় চওপ্রচওকৌ । উৎখায় জিহ্বিং

দিগের রতি, স্নেহবানদিগের ঈতি, ভূষিতদিগের
কান্তি, হৃষ্টকর্ণাদিগের শান্তি, অবোধদিগের
ভ্রান্তি, ক্রমযাজীদিগের কীর্ত্তি, সমুদ্রগণের মহা-
বেলা, বিলাসীগণের বিলাস, পদার্থ সকলের
সমুদ্রিষ্ণু এবং লোকশালীদিগের স্থিতি ; হে দেবি !
তুমি এই সকল রূপে লোকে পূজিত হও । হে
দেবি ! যে তোমাকে পূজা করে, এবং দেখে
সেসকল অভিলষিত প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে বিম্ব-
মাত্র সংশয় নাই । ব্রহ্মা কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া
একানংশা দেবী এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ।
ইনি যত্ন সহকারে সকলেরই জাতব্য ॥ ১২—৩২ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

উনবিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—অতঃপর আমি সিদ্ধি-
দায়িকা হর-সিদ্ধির কথা বলিতেছি—যেখানে
হর পার্শ্বতীহরণে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।
একদা চও ও প্রচও নামে দুই বলবান
দানব প্রাহর্তুত হয় । উহার স্বর্গে গমন করিয়া

সৰ্বং গিরিঃ কৈলাসমাগতো । ২ । দৃষ্ট্বা তত্র
গিরিশং তু উদ্যতাকাক্ষহস্তকম্ । নাগেশং
শশিখট্টাকং গৃহীত্বা দক্ষিণে করে । ৩ । দেবি-
দেবীতি অন্নমঃ দাসস্তেহস্মীতিবাদিনম্ । যাব-
দেকং তু কলকং ভাবদ্যুতং প্রবর্ততাম্ । ৪
রাগীকৃত্তে তদা দেবে তৌ প্রাপ্তৌ দেবকণ্টকৌ
উৎসাদিতাঃ শিবগণা নন্দিনা প্রতিবেধিতৌ । ৫
ততস্তাত্যাং তদা নন্দী শূলাভ্যাং প্রবিদারিতঃ
সমং সব্যদক্ষিণং বৈ স্প্রশ্যাব কধিরং বহু । ৬
নন্দিনং তাদিতং দৃষ্ট্বা তদা শিলাদনন্দনম্ । খ্যাতা
হরেন সা দেবী প্রণতা সাগ্রতঃ স্থিতা । ৭
বধ্যতাং তৌ মহাদৈত্যৌ বধ্যমীতি বচোহব্রবীৎ
গৃহীত্বা মুদগরং ঘোরমতিক্রোধাতাড়য়ৎ । ৮
যদা তস্মা হতৌ দৃষ্টৌ দানবৌ বলগর্ষিতৌ । হর-
স্তামাহ হে চণ্ডি সংহৃতৌ হৃষ্টদানবৌ । ৯ । হরসিদ্ধি-

পক্ষাৎ কৈলাসে গিয়া উপস্থিত হয়। তথায়
গিয়া তাহার। ভগবান মহেশকে দর্শন করে।
মহেশ তখন দক্ষিণ করে নাগেশ, শশী ও খট্টাক
লইয়া দূতকৌড়ার জন্ত 'দেবি দেবি' বলিয়া দেবীকে
আজ্ঞান করিতেছেন। যেমন তিনি দেবীর
সহিত একটা কলকে উপস্থিত হইলেন, অমনি
দূতকৌড়া আরম্ভ হইল, তাঁহার। যখন দূত অত্যন্ত
আসক্ত হইয়াছেন, এমন সময় ঐ দেবকণ্টক
দৈত্যদ্বয় গিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। উহার।
শিলাদনন্দন নন্দী কর্তৃক নিবারিত হইলেও
শিবগণ সকলকে উৎসাদিত করিয়া কেলে এবং
নন্দীকেও তাহার। শূল দ্বারা দারিত বরে।
নন্দীর সব্যাসব্য উভয় অবয়ব হইতে রক্তধারা
সমভাবে করিত হইতে থাকে। তাঁহাকে তথাবধ
প্রকৃত দেখিয়া দেবদেব দেবীকে ধ্যান করিতে
লাগিলেন। দেবী তাঁহা কর্তৃক চ্যুত হইয়া
তাঁহার অগ্রে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন।
দেবদেব তখন তাঁহাকে বলিলেন,—ঐ মহা-
দৈত্যদ্বয়কে বধ কর; দেবী বলিলেন—করিতেছি;
এই বলিয়া তিনি ঘোর মুদগর ধারণ করত
দৈত্যদ্বয়কে তাড়না করিলেন। ঐ তাড়নেই
তাঁহার। পঞ্চদ প্রাপ্ত হইল। তখন দেবদেব
দেবী কর্তৃক ঐ বলগর্ষিত দৈত্যদ্বয়কে নিহত
দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে চণ্ডি! তুমি
দৈত্যদ্বয়কে নিহত করিয়া আমার ইষ্টসিদ্ধি করিলে,

বৃত্তো লোকে নান্না খ্যাতিং গমিষ্যসি । ততঃ
প্রভৃতি সা দেবী হরসিদ্ধিপ্রদায়িনী । হরসিদ্ধি-
দ্রিতি খ্যাতা মহাকালে বভূব হ । ১০ । যঃ
পশ্চোৎ পরয়া ভক্ত্যা হরসিদ্ধিঃ নরোত্তমঃ । সোহক্ষয়-
ন্নন্ততে কামান্ মৃতঃ শিবপুরং ব্রজেৎ । ১১ ।
আদিসিদ্ধিঃ মহাদেবীং নিত্যং ব্যোমস্বরূপিণীম্ ।
হরসিদ্ধিঃ প্রপশ্চোদ্যঃ সোহভীষ্টঃ লভতে কলম্ ।
১২ । যঃ স্মরেক্বরসিদ্ধীতি মন্ত্রঞ্চ চতুরক্ষরম্ ।
ন বৈরিণো ভয়ং তস্ত দারিদ্ৰ্যং নৈব জায়তে ।
১৩ । নরো মহানবম্যাং যো হরসিদ্ধিঃ প্রপূজয়েৎ ।
মহিষঞ্চ বলিং দদ্যাৎ স ভবেদুপতির্ভুবি । ১৪ ।
নবম্যাং পূজিতা দেবী হরসিদ্ধির্হরপ্রিয়া । তুষ্ঠা
নৃণাং সদা ব্যাস দদাত্যনবমং কলম্ । ১৫ । সা
পুণ্যা সা পবিত্রা চ সর্বত্র সুখদায়িনী । স্মৃতা
সম্পূজিতা দৃষ্টা ধনপুত্রসুখপ্রদা । ১৬ । মহানবম্যাং
যে ব্যাস হস্তস্তে মুহিষাদিঃ । সর্বে তে সর্গতিং
যান্তি ব্রতাং পাপং ন বিদ্যতে । ১৭ ।

ইতি শ্রীশ্চান্দে হরসিদ্ধিমাহাত্ম্যাবর্ণনং

নার্মেকোনবিংশোহধ্যায়ঃ । ১৯ ।

অতএব লোকে হরসিদ্ধি বলিয়া তুমি খ্যাতি লাভ
করিবে। তদবধি ঐ দেবী হরসিদ্ধি প্রদান করিয়া
মহাকালে হরসিদ্ধি নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।
যে নরোত্তম ভক্তিপূর্বক হরসিদ্ধি দর্শন করেন,
তিনি অক্ষয় লোক লাভ করিয়া জীবনান্তে শিব-
লোকে গমন করিয়া থাকেন। আদিসিদ্ধি,
মহাদেবী, নিত্য, ব্যোমস্বরূপিণী ঐ হরসিদ্ধি
দেবীকে যে ব্যক্তি দর্শন করে, সে অভীষ্ট কল
লাভ করিয়া থাকে। যিনি হরসিদ্ধি ও তাঁহার
চতুরক্ষর মন্ত্র স্মরণ করেন, তাঁহার বৈরিভয় ও
দারিদ্ৰ্যভয় হয় না। মহানবমী তিথিতে হরসিদ্ধি
দেবীর পূজা করিলে এবং বলি দিলে, নয় ছুতলে
ভূপতি হয়। হরপ্রিয়া হরসিদ্ধিদেবী নবমীতে
পূজিতা হইয়া উৎকৃষ্ট কল প্রদান করেন। ঐ
পুণ্যা, পবিত্রা, সুখদায়িনী দেবী স্মৃতা, পূজিতা
ও দৃষ্টা হইয়া ধন, পুত্র ও সুখ প্রদান করিয়া
থাকেন। হে ব্যাসদেব! মহানবমীর দিন যে
মানব মহিষাদি বলি প্রদান করে, তাহার স্বর্গে
গতি হয় এবং হস্তা ব্যক্তির পাপ হয় না। ১—১৭।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৯ ।

বিংশোধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । মাসমেকং নরো ভক্ত্যা
পশ্যেৎ বটযক্ষিনীম্ । পূজয়েৎ স্বর্ণপুষ্পৈশ্চ তন্ত
সিদ্ধির্ন হীয়তে ॥ ১ ॥ শিশাচকে ' স্নাত্ব
চতুর্দশাং বিশেষতঃ ॥ তিলান্ দদাতি যো
ভক্ত্যা ন শিশাচঃ প্রজায়তে ॥ ২ ॥ যঃ সমুদ্ভিষ্ট
যদন্তঃ তদক্ষয়তরং ভবেৎ ॥ তৎকুলং হি
শিশাচদ্বানুচ্যতে নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥ যন্ত নাত্মা নরঃ
স্নাত্তি শিশাচদ্বাং স মুচ্যতে । কুস্তান্ বা কয়কান্বাপি
যোহত্র দদ্যাৎ সমগুকান ॥ ৪ ॥ তন্ত বৈ শাশ্বতী মুক্তিঃ
কুলে প্রেতো ন জায়তে । শিশ্রাণ্ডক্ষেত্রং দৃষ্ট্বা
কুদভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥ মুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যঃ
কঙ্কুকেন কণী যথা । স্নাত্বাগস্ত্যশ্বরং পশ্চেদ-
যোহতিভক্তা চ মানবাঃ ॥ ৬ ॥ ত্যক্তা যমগৃহং ব্যাস
কুদলোকং স গচ্ছতি । শিশ্রাণ্ডাং যো নরঃ স্নাত্বা
পশ্চেদুচুণ্ডেশ্বরং শিবম্ ॥ ৭ ॥ সোহশ্বমেধকলং
ব্যাস লভতে নাত্ৰ সংশয়ঃ । দেবেনাত্ৰ পুরা ব্যাস

বিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—একমাসকাল যাবৎ
ভক্তিপূর্বক যে নর বটযক্ষিনী দর্শন করে,
এবং স্বর্ণপুষ্প দ্বারা পূজা করে, তাহার
সিদ্ধি অহীন থাকে । নর চতুর্দশীতে শিশাচক
তীর্থে স্নান করিয়া তিলদান করিলে
শিশাচ হয় না । ঐ তীর্থে যত্নদেখে যাহা প্রদান
করা যায়, তাহা অক্ষয় কইয়া থাকে । যাহা
কর্তৃক শিশাচক তীর্থে এই সকল অল্পপ্রতিত হয়,
তাহার গৃহে কদাচ শিশাচ ভয় হয় না । নর যাহার
নাম করিয়া এই তীর্থে স্নান করে, তাহার শিশাচ-
আবেশ দূরীকৃত হয় । যে ব্যক্তি এই তীর্থে
সমগুক কুস্ত বা কয়ক প্রদান করে, তাহার শাশ্বতী
মুক্তি হয় এবং তাহার কুলে প্রেত জন্মে না ।
শিশ্রা-গুণ্ডেশ্বর দর্শন করিয়া কুদভক্ত জিতেন্দ্রিয়
ব্যক্তি কঙ্কুক হইতে কণীর আয় সৰ্ব পাপ হইতে
মুক্তি লাভ করে । স্নান করিয়া যে ব্যক্তি ভক্তি-
পূর্বক অগস্ত্যশ্বর দর্শন করে, সে যমলোক
পারিত্যাগ করিয়া কুদলোকে গমন করে
শিশ্রা স্নান করিয়া যে নর চুণ্ডেশ্বর শিবদর্শন
করে, হে ব্যাসদেব ! সেই ব্যক্তি অশ্বমেধ
কল লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয়

বাদিতো ডমকর্ষতঃ ॥ ৮ ॥ দেবন্তেন সমাখ্যাতো নাত্ৰ
ডমককেশরঃ । ভক্ত্যা পশ্চেদরো যন্ত দেবঃ ডমক-
কেশরম্ ॥ ৯ ॥ নৈব ব্যাধিভয়ং তন্ত যুতঃ শিবপুরং
ব্রজেৎ ॥ অনাদিককেশরঃ যন্ত ভক্ত্যা পশ্চতি
মানবঃ ॥ ১০ ॥ রাজ্যং স লভতে স্বর্গং যথা দেবঃ
পুরন্দরঃ । দেবানামপ্যসৌ ব্যাস স্পর্ধনীয়ঃ সদা
ভবেৎ ॥ ১১ ॥ কল্পকোটিশতঃ সাগ্রং ভোগবৃক্ষ-
মোদতে ! পশ্চেৎ সিদ্ধেশ্বরঃ যন্ত বীরভদ্র-
চণ্ডিকাম্ ॥ ১২ ॥ সোহজৈব লভতে সিদ্ধিঃ জয়ঃ
সর্বত্র মানবঃ । স্বর্ণজালেশ্বরঃ দৃষ্ট্বা স্নাত্ত্বীর্থে
ত্রিবিষ্টপে ॥ ১৩ ॥ স্বর্ণেন পূজয়েদেবঃ সৰ্বপাপৈঃ
প্রমুচ্যতে । স্নাত্বা পশ্চেদরো ভক্ত্যা যঃ কর্কোট-
েশ্বরং শিবম্ ॥ ১৪ ॥ সৰ্পতো ন ভয়ং তন্ত দারিড্র্যং
নৈব জায়তে । যঃ পশ্চেৎপরয়া ভক্ত্যা মহামায়াং
সনাতনৌম্ ॥ ১৫ ॥ বিষ্ণুমায়াবিনির্মুক্তঃ স যতি
পরমং পদম্ । অর্চয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা যঃ কপালে-
শ্বরং নরঃ ॥ ১৬ ॥ স মুচ্যেত মহাপাপৈর্বদ্যপি ব্রহ্মহা

নাই । হে ব্যাসদেব ! পূর্বে এই স্থানে দেবদেব
ডমকবাদন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এই স্থানে
ডমককেশর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । ভক্তি-
পূর্বক ডমককেশর শিবকে দর্শন করিয়া নর
ব্যাধিভয় হইতে মুক্ত হইয়া শিবপুরে গমন
করিয়া থাকে । হে ব্যাস ! মানব ভক্তিপূর্বক
অনাদিককেশরকে দর্শন করিলে রাজ্য ও স্বর্গ
লাভ করে ; সে পুরন্দর হয়, দেবতাদিগেরও
স্পর্ধনীয় হয় ; এবং কল্পকোটিশতকাল ভোগবৃক্ষ
হইয়া আনন্দ প্রাপ্ত হয় । যে মানব এই স্থানে
বীরভদ্র, চণ্ডিকা ও সিদ্ধেশ্বরকে দর্শন করে,
সেই ব্যক্তি সিদ্ধি ও জয় লাভ করে । স্বর্ণ-
জালেশ্বরকে দর্শন করিয়া স্নানতীর্থে ত্রিবিষ্টপে
স্বর্ণ দ্বারা যে মানব দেবদেবের পূজা করে, সে
সৰ্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে । স্নান করিয়া
ভক্তিপূর্বক যে নর কর্কোটেশ্বর শিব দর্শন করিয়া
থাকে, সে অকুতোভয় হয়, এবং কদাপি দারিড্র্য-
গ্রস্ত হয় না । যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক সনাতনৌ মহা-
মায়াকে দর্শন করে, সে বিষ্ণুমায়া পরিত্যাগ
করিয়া পরমপদ লাভ করে । যে নর পরম ভক্তি
সহকারে কপালেশ্বর শিব দর্শন করে, সে ব্রহ্মবাণী
হইলেও উক্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া

ভবেৎ । স্বর্গদ্বারে নবঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং চ তৈরবম্ ।
১৭ ॥ দর্শনাত্তস্ত দেবস্ত শতযজ্ঞকলং ভবেৎ ॥১৮॥

ইতি ঈকাদশে চতুর্দশতীর্থযাত্রাবর্ণনঃ নাম
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । অখাস্তংসম্প্রবক্ষ্যামি দেবঃ
ত্রিংশপূজিতম্ । হনুমৎকেশরং নাম ভুক্তিমুক্তি-
কলপ্রদম্ ॥ ১ ॥ শৈবে সরসি যঃ স্নাত্বা পশ্চেক্ষ-
মৎকেশরম্ । কল্পকোটিসহস্রাণি বায়ুলোকে স
মোদতে ॥ ২ ॥ ব্যাস উবাচ । হনুমৎকেশরো
যন্ত হ্যজ্ঞঃ পূর্ষঃ ত্রয়ানঘ । কথাং কথয় হেতস্ত
বৃত্তপূর্ষাং সনাতনীম্ ॥ ৩ ॥ সনৎকুমার উবাচ ।
ত্রৈলোক্যকণ্টকঃ পূর্ষঃ রাবণো নাম রাক্ষসঃ ।
বিষ্ণুনা রামরূপেণ লঙ্কায়াং বিনিপাতিতঃ ॥ ৪ ॥
যাতরিহা তু তং তুষ্টং সীতামাদায় জানকীম্ ।
বানরৈঃ সহ ঋকৈশ্চ নগরীং স্বায়ুপাগতঃ ॥ ৫ ॥
তত্র রাজ্যমবুপ্রাপ্য ঋষিভিঃ পরিবারিতঃ ।

ধাকে । নর স্বর্গদ্বার তীর্থে স্নান করিয়া এবং
তদ্রত্য তৈরবকে দর্শন করিয়া স্নাননিবন্ধন শত-
যজ্ঞের কল লাভ করিয়া থাকে । ১—১৮ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২০ ।

একবিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—অনন্তর ভুক্তি-মুক্তি-
প্রদায়ক হনুমৎকেশর নামক অস্ত্র এক ত্রিংশ-পূজিত
দেবের কথা বলিতেছি । শৈব সরোবরে স্নান
করিয়া যে ব্যক্তি হনুমৎকেশর দর্শন করে, সেই
ব্যক্তি কল্পকোটিকাল বায়ুলোকে বিহার করে ।
ব্যাসদেব বলিলেন,—হে অনঘ ! তুমি যে পূর্বে
হনুমৎকেশরের বিষয় বলিলে, তৎসম্বন্ধীয় পূর্বতন
সনাতনী কথা প্রকাশ করিয়া বল । সনৎকুমার বলি-
লেন,—পূর্বে ত্রৈলোক্যকণ্টক রাক্ষস রাবণ,
রামরূপী বিষ্ণু কর্তৃক লঙ্কায় নিহত হয় । রাম
রাক্ষসকে নিপাতিত করিয়া জনকনন্দিনী সীতাকে
গ্রহণ করত ঋক ও বানরগণ সমভিব্যাহারে নিজ
পুরী অযোধ্যায় আগমন করেন । পুরী প্রাপ্ত
হইয়া তিনি ঋষিগণের সহিত মিলিত হইলেন ।

কথাবসানে রায়েণ হৃগন্ত্যো মুনিসত্তমঃ ॥ ৬ ॥
পুপ্রচ্ছ চ স্বয়ৌবীর্ধ্যং শম্ভুবাতজয়োস্তদা । তদা
দাশরথিঃ প্রাহ অগস্তির্মুনিসত্তমঃ ॥ ৭ ॥ অনৌপম্যো
যথা দেবো যুদ্ধে শৌর্য্যে মহেশ্বরঃ । জ্যেয়ো
বায়ুস্ততস্তত্বেত্যমেতদব্রবীমি তে ॥৮॥ এতচ্ছ্রুত্বাধ
হনুমান্ যদ্বরেণোপমা মম । কৃতা মুনিবরেণেহ প্রত্যক্ষঃ
রাঘবস্ত হ ॥ ৯ ॥ গমিষ্যে নগরীং লঙ্কাং লিঙ্গমেকং
প্রযাচিতুম্ । রাক্ষসেন্দ্রঃ মহাভাগঃ বিভীষণমকল্য-
ণম্ ॥ ১০ ॥ ততো গতঃ স লঙ্কায়াং বিভীষণমুবাচ
হ । দেহি মে ত্বং মহাভাগ লিঙ্গমেকঞ্চ শোভনম্ ॥
১১ ॥ উক্তঞ্চ রাক্ষসেন্দ্রেণ গৃহাণৈতদযথাক্রটি ।
এতানি বহু চ লিঙ্গানি রাবণস্থাপিতানি বৈ ॥ ১২ ॥
ত্রৈলোক্যবিজয়াং পূর্ষঃ মম ভ্রাতা মহাশ্বনা ।
এতেষু যদভীষ্টস্তে লিঙ্গং কথয় শ্রুত্বত । তৎ
প্রযচ্ছামি তেহদৈব সত্যমেতৎ প্রবক্ষ্যম্ ॥ ১৩ ॥
ততো জগ্রাহ হনুমান্ লিঙ্গং মৌক্তিকসন্নিভম্ ।
যদেতদ্বৃণ্ডতে বীর ত্বৎপ্রযচ্ছ মমানঘ ॥ ১৪ ॥ ঋত্বা
হনুমতো বাক্যমথোবাচ বিভীষণঃ । দত্তমেতন্নহা-
বীর লিঙ্গং যদ্ধতবানসি ॥ ১৫ ॥ ঋয়তে হি পুরা-

রামচন্দ্রের সহিত ঋষিগণের কথোপ-কথন
শেষ হইলে মুনিসত্তম অগস্ত্য শম্ভু ও বায়ু-
পুত্রের শৌর্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । এইরূপ
পৃষ্ট হইয়া দাশরথি মুনিসত্তম অগস্ত্যকে বলিলেন,
—মহেশ্বর সেমন যুদ্ধে শৌর্য্যে অনৌপম্য, বায়ু-
পুত্রকেও তদ্রূপ জানিবেন, ইহা আমি যথার্থ
বলিলাম । হনুমান্ রাঘব-সমক্ষে অগস্ত্যকে হরের
সহিত তাহার তুলনা করিতে দেখিয়া মনস্থ করিলেন
যে, আমি রাক্ষসেন্দ্র মহাভাগ বিভীষণের নিকট
লিঙ্গ প্রার্থনার নিমিত্ত লঙ্কায় গমন করিব । অন-
ন্তর হনুমান্ লঙ্কায় গমন করিয়া বিভীষণকে বলি-
লেন—হে মহাভাগ ! তুমি আমাকে একটি শিব-
লিঙ্গ প্রদান কর । রাক্ষসেন্দ্র বলিলেন,—ত্রৈলোক্য
বিজয়ের পূর্বে আমার ভ্রাতা রাক্ষসাধিপতি রাবণের
স্থাপিত এই ছয়টি শিবলিঙ্গ আছে, তুমি যথাক্রটি
গ্রহণ কর । হে শ্রুত ! ইহার মধ্যে কোনটি
তোমার অভিমত, তাহা তুমি বল, আমি প্রদানকরি-
তেছি ॥ ১—১৩ ॥ এই যে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,
এইটি আমাকে দিন, এই বলিয়া হনুমান্ তখন
একটি মৌক্তিকসন্নিভ লিঙ্গ গ্রহণ করিলেন । হনু-
মানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ বলিলেন,—
হে বীর ! তুমি যে লিঙ্গ ধারণ করিয়াছ, তাহাই

বৃত্তং লিঙ্গমেতদ্বনেশ্বরঃ । ক্রদ্র তক্ত্যাসমাবৃত্ত-
ত্রিকালমপ্যপূজয়ৎ । ১৬ । রাবণেন যদা বদ্ধ-
স্তদানীং হি ধনেশ্বরঃ । লিঙ্গস্তাত্ত প্রভাবেন
বিমুক্তঃ সমপদ্যত । ১৭ । প্রসাদাস্তত্ত লিঙ্গস্ত
ধনেশো ধনরক্ষকঃ । গৃহীত্বা তন্নহালিঙ্গং যযৌ
জাতৌহধ বানরঃ । ১৮ । সনৎকুমার উবাচ ।
গৃহীত্বা তু ততো লিঙ্গং প্রস্থিতো বিমলেহধরে ।
সপ্তমে দিবসে চৈব সম্ভাষণোহবন্তিকাং পুরীম্ ।
১৯ । তত্র ক্রদ্রসরস্বতীরে স্থাপ্য স্নানমধাকরোৎ ।
মহাকালস্ত পূজার্থং গমনং প্রত্যচিন্তয়ৎ । ২০ ।
উদ্ধর্তুকামস্তলিঙ্গমুদ্ধর্তুং ন শশাক সঃ । ২১ । ততো
ব্যবস্থিতো দেবঃ প্রাহ তং বায়ুনন্দনম্ । অগ্নিন
ক্ষেত্রে হনুম্নাঃ স্মরাত্যেব প্রতিষ্ঠাপয় । ২২ । হনু-
মৎকেশরং চাধ লোকে খ্যাতং ভবিষ্যতি । শৈল-
বচ্চোরতং লিঙ্গং স্থাপিতং বায়ুহুনা । ২৩ ।
শনৌ পশ্চৈররো যন্ত হনুমৎকেশরং শিবম্ । তন্ত
শক্রভয়ং নাস্তি সংগ্রামে জয়মাণুয়াৎ । ২৪ । ন চ
চৌরভয়ং তন্ত ন দারিদ্ৰ্যং ন দুর্গতিঃ । তৈলাভি-
ষেকং যঃ কুর্ধ্যাক্তহনুমৎকেশরে শিবে । ২৫ । তন্ত

রোগাঃ প্রলীয়ন্তে গ্রহপীড়া ন জায়তে । যে
দ্রব্যান্তি নরা তক্ত্যা তেষাং মোক্ষো ভবি-
ষ্যতি । ২৬ ।

ইতি শ্রীকান্দে হনুমৎকেশরমাহাত্ম্যাবরণঃ
নামৈকবিংশোহধ্যায়ঃ । ২১ ।

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীসনৎকুমার উবাচ । যমেশ্বরস্ত যঃ পশ্চৈৎ
স্নাপয়িত্বা তিলাস্তসা । কুঙ্কুমেণ সমালিপ্য পূজয়েৎ-
পলৈস্ততঃ । ১ । দধেৎকৃষ্ণাঙ্কং ধূপং দাপয়ে-
স্তিলতপ্পলান । য এবমর্চয়েৎদেবমীশ্বরং শূলহস্ত-
কম্ । ২ । যত্র কুত্র যতশ্চাপি যমঃ পিতৃসমো
ভবেৎ । ৩ । সনৎকুমার উবাচ । কথমাযি পরং
ব্যাস তীর্থং তীর্থেষু চোত্তমম্ । নারা ক্রদ্রসরঃ
প্রোক্তং ত্রিষু লোকেষু বিষ্ণুতম্ । ৪ । তত্র স্নাত্বা
ভূচির্ভূত্বা পশ্চৈৎ কোটেশ্বরং শিবম্ । মুচ্যতে সর্ব-
পাপেভ্যো ক্রদ্রলোকং স গচ্ছতি । ৫ । শ্রীকঃ
তত্রৈব কৃত্বা তু শূণ্ণং যৎকলমাণুয়াৎ । দশানামশ-

আমি তোমাকে প্রদান করিলাম । আমি পুরাকৃত
অনিয়াছি যে, ক্রদ্রভক্ত ধনেশ্বর ত্রৈকালিক ভক্তি-
পূর্বক এই লিঙ্গ পূজা করিতেন । ধনেশ্বর যখন
রাবণ কর্তৃক বদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি এই
লিঙ্গপ্রভাবে মুক্তি লাভ করেন । ঐ লিঙ্গ-
প্রসাদেই ধনেশ্বর ধনরক্ষক হইয়াছিলেন । হনু-
মান ঐ মহালিঙ্গ গ্রহণ করিয়া শান্তিলাভ করিলেন ।
সনৎকুমার বলিলেন,—হনুমান শিবলিঙ্গ গ্রহণ-
পূর্বক বিমল অশ্বরে গমন করিতে লাগিলেন ।
তিনি সপ্ত দিবসে অবস্থানগর পুরী প্রাপ্ত হইলেন ।
ঐ স্থানে ক্রদ্রসরোবরের তীরে ঐ লিঙ্গ স্থাপন
করিয়া তিনি স্নান করিতে লাগিলেন । স্নানান্তে
তিনি মহাকালের পূজা করিতে গিয়া ঐ লিঙ্গ
তুলিতে ইচ্ছা করিয়া তাহা তুলিতে পারিলেন
না । অনন্তর বিশেষরূপে অবস্থিত হইয়া ঐ লিঙ্গ
বায়ুনন্দনকে বলিলেন,—এই ক্ষেত্রে তুমি আমাকে
তোমারই নামে নাম দিয়া প্রতিষ্ঠা কর । এই
লিঙ্গ হনুমৎকেশর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে । শৈলবৎ
উন্নত ঐ লিঙ্গ ঐ স্থানে হনুমান কর্তৃক স্থাপিত
হইয়াছে । শনিয়ারে যে নর ঐ লিঙ্গ দর্শন করে,
তাহার শত্রুভয় হয় না এবং সংগ্রামে সে জয় লাভ
করে ; চৌরভয় হয় না, বা দারিদ্ৰ্য-দুর্গতি হয়

না । যে ব্যক্তি হনুমৎকেশর শিবলিঙ্গের গাত্রে
তৈল মর্দন করে, তাহার কোন রোগ ও গ্রহপীড়া
হয় না । যে নর তাঁহাকে ভক্তিপূর্বক দর্শন করে,
তাহার মোক্ষ হয় । ১৪—২৬ ।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২১

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—যে ব্যক্তি তিল তৈল
দ্বারা স্নান করাইয়া যমেশ্বরকে দর্শন করে ; কুঙ্কম
দ্বারা লেপন করিয়া উৎপল দ্বারা পূজা করে,
সমীপে কৃষ্ণাঙ্ক ধূপ পোড়ায় এবং তিলতপ্পল
দান করে, শূলহস্ত দেবকে এইরূপে অর্চনাকারী
সেই ব্যক্তি যে কোন স্থানে যত হটক না কেন,
যম তাহার পিতৃসম হয় । সনৎকুমার বলিলেন,—
হে ব্যাসদেব ! তীর্থ গণনের মধ্যে ত্রিলোকবিখ্যাত
উক্ত তীর্থ ক্রদ্রসরোবরের কথা কীর্তন করিতেছি ।
ঐ তীর্থে স্নান করিয়া ভূচি হইয়া নর কোটেশ্বর
শিবকে দর্শন করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া
ক্রদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে । ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ
করিয়া মানব যে ফল লাভ করে, তাহা অরণ কর ।

মেধানাং বাজপেয়শতম্ ৫। ৬। কলং কোটিগুণং
ব্যাস লভতে নাত্র সংশয়ঃ। পিতৃহৃদিষ্ট যৎ
কিঞ্চিৎকোটিতীর্থে প্রদীয়তে। ৭। তৎসৰ্বং কোটি-
গুণিতং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা
ধ্যায়ৈদম্ পরমাকরম্। ৮। যুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যো
নির্মোক্শেণ যথোরগঃ। প্রাতঃকথায় যো বিপ্র তত্র
গ্নানং করোতি বৈ। ৯। দৃষ্ট্বা দেবং মহাকালং
গোসহস্রকলং লভেৎ। কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা
সপ্তরাজোষিতঃ শুচিঃ। ১০। চান্দ্রায়ণসহস্রম্ কলং
প্রাপ্নোতি মানবঃ। জাগরং তত্র কুৰ্যাদযো
কনককলমম্বুতঃ। ১১। গন্ধপুষ্পার্চনং কৃৎস্না
মহান্নপনপূৰ্বকম্। য এবং নয়তে রাজিঃ সোপবাসো
জিতেন্দ্রিয়ঃ। ১২। লভতে সৰ্বকামিষং যৎসুতৈরপি
হৃদিতম্। কার্তিক্যামখ বৈশাখ্যাং দেবং তত্র
প্রপূজয়েৎ। ১৩। গন্ধপুষ্পৈশ্চ কালীনৈস্তথা বস্ত্রৈঃ
শুশোভনৈঃ। কর্পূরং কুঙ্কমং ঔষৈ জীৰ্ণমগুরুং
তথা। ১৪। সমভাগানি কৃৎস্না তু শিলাপৃষ্ঠে চ
পেযয়েৎ। অমূলিপ্য মহাকালং কুদন্তানুচরো
ভবেৎ। ১৫।

ইতি শ্রীকাল্পে কুদন্তরোমাহাদ্যাবর্ণনং

নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ। ২২।

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। অথ যাত্রাং প্রবক্ষ্যামি মহা-
কালস্ত যদ্রতঃ। শিবাং পুণ্যাং শ্রেয়স্করীং পুণ্যলোক-
প্রদায়িনীম্। ১। স্নাত্বা সরসি কুদন্ত দৃষ্ট্বা
কোটেশ্বরং শিবম্। নমস্কৃত্য ততো গচ্ছেন্নহাদালং
সনাতনম্। ২। গঠৈঃ পুষ্পৈর্নর্মকাতৈঃ সম্পূজ্য জিহ-
বেশ্বরম্। প্রণিপত্য ততো গচ্ছেদেবং কপাল-
মোচনম্। ৩। তত্রৈব দেবদেবেশঃ কপালং স্তম্ভ-
বান্ কিত্তো। কপালে তৎকণার্ন্যস্তে তজ্জাহ্নিক-
মুত্তমম্। ৪। কপালমোচনং নাম সৰ্বপাপপ্রণা-
শনম্। তত্র বৈ স্নপনং কুৰ্যাদাজ্যপনশতেন বৈ। ৫।
তদর্দ্ধার্দ্ধেন পাদেন বিস্তৃষ্টাণ্যবিবর্জিতঃ। কালে
পূর্ণে স বিপ্রেন্দ্র শিবলোকে মহীয়তে। ৬।

দেবের পূজাকরিতে; নর কর্পূর, কুঙ্কম, জীৰ্ণ, ও অশুক প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সমভাগে একত্র শিলাতটে পেয়ণ-পূৰ্বক মহাকালের গাত্রে লেপন করিয়া কুদন্তের অনুচর হইবে। ১—১৫।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

সে দশ অধ্যমেধের এবং শত বাজপেয়ের কোটি-
গুণ কল লাভ করে; হে ব্যাসদেব! এ বিষয়ে
সন্দেহ নাই। পিতৃলোক উদ্দেশে কোটি তীর্থে
স্নাত্বা প্রদান করা যায়, তৎসমস্ত কোটিগুণিত হয়,
ইহাতে কোন সংশয় নাই। কোটি গ্নান করিয়া
যে নর পরমাকর ধ্যান করে, সে উরগের
নির্মোক্শত্যাগের জায় সৰ্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়।
প্রাতঃকালে উখিত হইয়া যে নর ঐ তীর্থে গ্নান
করে, সে দেবদেবকে দর্শন করিয়া গোসহস্র
কল লাভ করে। কোটিতীর্থে গ্নান করিয়া
নর সপ্তরাজ শুচিভাবে বাস করিবে; এরূপ
করিলে চান্দ্রায়ণসহস্রের কল লাভ করে। যে
ব্যক্তি ঐ স্থানে জাগরণ করে, সে অনন্ত
কল লাভ করিয়া থাকে। মহান্নপনপূৰ্বক গন্ধ-
পুষ্প দ্বারা অর্চনা করিয়া যে জিতেন্দ্রিয় উপবাসী
ধাকিয়া এইরূপে রাজিজাগরণ করে, সে সুর-
হৃদিত সৰ্বকামিষ লাভ করে। কার্তিকী পূর্ণিমা
ও বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে ঐ তীর্থে ঋতুকাল-
জাত পুষ্প, গন্ধ, ও শুশোভন বস্ত্রাদি দ্বারা

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

সনৎকুমার বলিলেন,—অনন্তর আমি যত্ন
সহকারে মঙ্গলময়ী শ্রেয়স্করী পবিত্রা পুণ্যলোক-
প্রদায়িনী যাত্রার কথা বলিতেছি। কুদন্তরোমারে
গ্নান করিয়া এবং কোটিেশ্বর শিবকে দর্শন ও
নমস্কার করিয়া নর পশ্চাৎ সনাতন মহাকাল-
সান্নিধানে গমন করিবে। গন্ধ, পুষ্প, ও নমস্কার
দ্বারা দেবদেবের পূজা ও প্রণিপাত করিয়া পশ্চাৎ
কপালমোচনতীর্থে গমন করিবে। ঐ কপাল-
মোচনতীর্থে দেবদেব কিত্তিতলে কপাল স্তম্ভ করিয়া
ছিলেন। কপাল স্তম্ভ করিলে তৎকণাং ঐ
স্থানে এক লিঙ্গ উদ্ভূত হয়। কপাল-মোচনতীর্থে
সৰ্বপাপপ্রণাশন। মানব ঐ স্থানে শত পল
আজ্য দ্বারা লিঙ্গকে গ্নান করাইবে; অথবা
বিস্তৃষ্টা বর্জন করিয়া তাহার পাদ-পরিমিত আজ্য
দ্বারাও গ্নান করাইবে। হে বিপ্রেন্দ্র! যে এইরূপ
করে, সে শিবলোকে পূজিত হয়। ১—৬। এই

নমস্কৃত্য ততো গচ্ছেৎ কপিলেশ্বরমুত্তমম্ । দর্শনা-
দস্ত দেবস্ত মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া ॥ ৭ ॥ হনুমৎকেশ্বরং
দেবং ততো গচ্ছেৎ সমাহিতঃ । ঐশ্বর্যমতুলং
ব্যাস দর্শনাদস্ত জায়তে ॥ ৮ ॥ ততো গচ্ছেন্নহা-
দেবং পৈশলাখ্যং সনাতনম্ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ
মুক্তিঃ স্তাদ্বিজসত্তম ॥ ৯ ॥ অপ্রেম্বরং ততো গচ্ছে-
ভক্তিপ্রদাসমবিতঃ । দর্শনাদস্ত দেবস্ত হৃৎস্পন্দ
বিনশতি ॥ ১০ ॥ ততো গচ্ছেন্নহাদেবমীশানং
বিশ্বতোমুখম্ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ বিশ্বস্তেব পতি-
র্ভবেৎ ॥ ১১ ॥ সোমেশ্বরং ততো গচ্ছেজিত-
ক্রোধো জিতেজ্রিয়ঃ । কুষ্ঠরোগাদিদোষেভ্যো
দর্শনাদস্ত মুচ্যতে ॥ ১২ ॥ বৈশ্বানরেশ্বরং ব্যাস
ততো গচ্ছেৎ সমাহিতঃ । তন্ত বুদ্ধিঃ সদা লোকে
জায়তে তন্ত দর্শনাৎ ॥ ১৩ ॥ বীজপূরকহস্তস্ত
নকুলীশং ততো ব্রজেৎ । ক্রদ্ধং দর্শনাত্তন্ত
জায়তে নাত্ত সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥ ততো গচ্ছেন্নহাদেবং
গদ্যাণেশ্বরমুত্তমম্ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ জায়ন্তে সর্ব-
সিদ্ধয়ঃ ॥ ১৫ ॥ অভ্যর্থিতঃ সদা দেবৈঃ পূজিতঃ
সিদ্ধিকারণাৎ । তেনাত্যর্থিতেষ্বরোহয়ং বিখ্যাতো

স্থানে দেবদেবকে নমস্কার করিয়া পশ্চাৎ উত্তম
কপিলেশ্বর তাঁর গমন করিবে । এই দেবের দর্শন
মাত্রে ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতেও মুক্তি লাভ করে ।
অনন্তর মানব সমাহিত হইয়া হনুমৎকেশ্বর
সমীপে গমন করিবে । হে ব্যাসদেব ! নর
উহার দর্শনমাত্রেই অতুল ঐশ্বর্য লাভ
করিয়া থাকে । পশ্চাৎ পৈশলাখ্য মহাদেবের দর্শ-
নের নিমিত্ত গমন করিবে ; হে দ্বিজসত্তম ! তাঁহার
দর্শনে মুক্তি লাভ হয় । অনন্তর অপ্রেম্বর লিঙ্গ-
সমীপে গমন করিবে ; এই দেবের দর্শন মাত্রে
হৃৎস্পন্দ নাশ হয় । অনন্তর বিশ্বতোমুখ ঈশান
মহাদেবের সন্নিধানে গমন করিবে ; ঐহার দর্শনে
মানব বিশ্বপতি হয় । অনন্তর জিতক্রোধ ও
জিতেজ্রিয় হইয়া সোমেশ্বর সমীপে গমন করিবে ;
এই দেবের দর্শনমাত্রে মানব কুষ্ঠাদি রোগ হইতে
মুক্তি লাভ করে । হে ব্যাসদেব ! অতঃপর
সমাহিত হইয়া বৈশ্বানরেশ্বর সমীপে গমন করিবে ।
তাঁহার দর্শনে মানবের বুদ্ধি লাভ হয় । অনন্তর
বীজপূরকহস্ত নকুলীশ সমীপে গমন করিবে ; তাঁহার
দর্শনে ক্রদ্ধপ্রাপ্তি ঘটে । অনন্তর গদ্যাণেশ্বর
সমীপে গমন করিবে ; যাহার দর্শনে সর্ব
সিদ্ধি লাভ হয় । দেবগণ ঐ দেবকে সিদ্ধির

বিঘ্ননাশকঃ ॥ ১৬ ॥ বয়োবৃদ্ধং ততো গচ্ছেন্নহাকালং
সনাতনম্ । ন রোগো ন জরা ব্যাধির্দর্শনাত্ত
সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ বিঘ্ননাশং ততো গচ্ছেৎ প্রাণীশং
বলমুত্তমম্ । স্নানং ঘটশতৈস্তন্ত কুর্যাদভ্যাস
সমাহিতঃ ॥ ১৮ ॥ তন্ত চৈব কৃতে স্নানে লভ্যন্তে
সর্বসিদ্ধয়ঃ । স্বর্গস্তাপি সদা ব্যাস দর্শনাদস্ত
জায়তে ॥ ১৯ ॥ তনয়ং তমনুজ্ঞা দণ্ডপাণিঃ ততো
ব্রজেৎ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ যমলোকো ন দৃশ্যতে ॥
২০ ॥ পুষ্পদন্তং ততো গচ্ছেভক্তিপ্রদাসমবিতঃ ।
যন্ত দর্শনমাত্রেণ মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ২১ ॥
শুভং চৈব মহাকালং ততো গচ্ছেৎসমাহিতঃ । যন্ত
দর্শনমাত্রেণ শুভপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২২ ॥ ততো
গচ্ছেৎসমাধিস্থো তুর্কাসেশ্বরমুত্তমম্ । যন্ত দর্শন-
মাত্রেণ কৃতকৃত্যো নরো ভবেৎ ॥ ২৩ ॥ শাসাবরো-
ধনং কুহা তুর্কাসসঃ সমীপতঃ । গৌরীং গহা মহা-
তুর্গাং ত্যজেচ্ছাসমনস্তরম্ ॥ ২৪ ॥ ততোছাসো
বিমোক্তব্যস্তামভ্যর্চ্য তু সর্বথা । কামেশ্বরং ততো

জন্ত সর্বদা উপাসনা করেন । তাঁহাদের কর্তৃক
অভ্যর্থিত হইয়া এই দেব বিঘ্ননাশকরূপে বিখ্যাত ।
৭—১৬ । অনন্তর বয়োবৃদ্ধ সনাতন মহাকালদর্শনে
গমন করিবে ; ইহার দর্শনে রোগ, জরা, ব্যাধি—
এ সকল কিছুই হয় না, এ বিষয়ে সংশয় নাই ।
অনন্তর প্রাণীশ বিঘ্ননাশ দর্শনে গমন করিবে ;
ইনি উত্তম বলদায়ক । ভক্তিপূর্বক সমাহিতভাবে
শত ঘট দ্বারা তাঁহার স্নান করাইতে - হয় ।
তাঁহাকে স্নান করাইলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয় । অধিকন্তু
ইহাকে দর্শন করিলেও স্বর্গ লাভ হয় । অনন্তর
দণ্ডপাণি তাঁর গমন করিবে । উহার দর্শনে
যমলোক দর্শন হয় না । অনন্তর ভক্তিপ্রদাসমবিত
হইয়া পুষ্পদন্ত তাঁর গমন করিবে ; এই তাঁর দর্শন
করিলেও সর্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।
অনন্তর সমাহিতভাবে শুভ মহাকাল কেহে গমন
করিবে,—ঐহার দর্শনমাত্রে শুভ পাপ হইতে মুক্ত
হওয়া যায় । অনন্তর সমাধিস্থ হইয়া তুর্কাসেশ্বর
সমীপে গমন করিবে । ঐহার দর্শনে নর কৃত্য-
কৃত্য হয় । তুর্কাসালিঙ্গের সমীপে শাসাবরোধ করিয়া
গৌরীতীরে গমন করিবে ; করিয়া—শাস পরিত্যাগ
করিবে । এই স্থানে গৌরী দেবীর অর্চনা
করিয়া সর্বথা উচ্ছাস মোচন করা কর্তব্য ।
অনন্তর কামেশ্বর কেহে গমন করিবে ; এখানে

গচ্ছেদেবদেবঃ মহেশ্বরম্ ২৫। যন্ত দর্শনমাত্রেণ যম
লোকঃ ন শঙ্কতি। বিদীশঃ চ ততো গচ্ছেদেবদেবঃ
মহেশ্বরম্ ২৬। যন্ত দর্শনমাত্রেণ বধিরহঃ ন
জানতে। কীর্তয়েদ্যদ্যনো নাম স্থানং গোত্রং চ
তন্ত বৈ ২৭। ন কীর্তয়েদ্যদ্যনো নাম সা যাত্না
বিক্রীতবেৎ। দেবস্তাগ্রে ততো ব্যাস উপবিশ্ত
সমাহিতঃ ২৮। ভক্তিবুদ্ধস্ততো ক্রয়ারমমুতা
পুনঃপুনঃ। যথা সমর্পিতা যাত্না স্বং প্রসাদান্নমহেশ্বর ২৯।
সংসারসাগরাদ্ঘোরান্নামুদ্বার জগৎপতে।
অনেন বিধিনা যন্ত মহাকালং প্রদক্ষয়েৎ ৩০।
প্রদক্ষিণীকৃত্য তেন সপ্তদ্বীপা বসুধরা। গোলকঃ
বিজলকায় দদ্য। যদ্রভতে কলম্ ৩১। তৎকলং
দেবদেবস্ত সত্বদক্ষ্য প্রদক্ষিণম্। ভক্ত্যা পরময়া
যুক্তো মহাকালং প্রদক্ষয়েৎ ৩২। পদেপদে
যজ্ঞকলমিতি মে শঙ্করোহব্রবীৎ। ষষ্টিকোটি-
সহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ ৩৩। পুজিতানি
ভবন্ত্যত্র : যাত্রেণরসমর্চনাৎ। য এবং কুরুতে
যাত্নাং শিবদ্যানপরায়ণঃ ৩৪। সহস্রদক্ষিণাঃ

দেবদেব মহেশ্বরের দর্শনে যমলোক দেখিতে হয়
না। অনন্তর দেবদেব মহেশ্বর বিদীশ সমীপে গমন
করিবে; যাহার দর্শন মাত্রে মানব বধির হয় না।
স্থানে আপনার নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া স্নান
করিতে হয়। যদি নাম কীর্তন না করা হয়, তাহা
হইলে তীর্থযাত্রা বিফল হয়। হে ব্যাসদেব!
ঐ স্থানে সমাহিত হইয়া উপবেশনপূর্বক ভক্তিবুদ্ধ
হৃদয়ে পুনঃপুন বলিবে যে, হে মহেশ্বর! আমি
তোমার প্রসাদে যাত্না সমাপন করিলাম, হে জগৎ-
পতে! তুমি আমায় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার
কর। এই বিধানে যে ব্যক্তি মহাকালের প্রদক্ষিণ
করে, তাহার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হয়। লক্ষ
বিজকে লক্ষ গো দান করিয়া যে কল লাভ হয়,
দেবদেবকে একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করিলে সেই
কল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরমভক্তিয়োগে মহা-
কালের প্রদক্ষিণ করা কর্তব্য, এরূপ করিলে
পদেপদে যজ্ঞ করার কল লাভ হয়, একথা
আমায় শঙ্কর বলিয়াছেন। যাত্রেণরের অর্চনা
করিলে ষষ্টি কোটি সহস্র ও ষষ্টি কোটি
শত বার পূজা করার কল হয়। যে ব্যক্তি
শিবদ্যানপরায়ণ হইয়া এরূপ যাত্না করে, এবং
সহস্র দক্ষিণা প্রদান করে, তাহার পুণ্যকল শ্রবণ

দদ্যাত্তস্ত পুণ্যকলং শুনু। সপ্তজন্মকৃতাং পাপা-
মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ৩৫। এবং যাত্নাং সমাপ্যার্থ
গম্য নিজগৃহং নরঃ। যাত্নাদৈবতসংখ্যান্ বৈ
ষষ্টিং শতিবিজ্ঞেয়তমান্ ৩৬। ভোজয়েচ্ছিবভক্তাং
শিবদ্যানপরায়ণান। সবস্ত্রাং দক্ষিণাং দদ্য।
প্রাপ্যাহুজ্ঞাং বিসর্জয়েৎ ৩৭। যাত্নাক্রমণ
চৈকৈকং দ্বারান্তরমমুদ্রাজেৎ। ধর্মোপদেশকে
পশ্চাৎ সর্বোপকরণসংযুতাম্ ৩৮। ধেনুং পয়স্বিনীং
দদ্য। বিস্তাশাঠ্যাবিবর্জিতঃ। ভূম্মীতাধ স্বয়ং ব্যাস
সর্বভূত্যসমবিশিঃ ৩৯। দীনানাথদরিদ্রাঙ্ক বিক-
লাদ্যাং চ ভোজয়েৎ। যদত্র কলমুদ্বিষ্টং তদ্বদামি
শৃণু মে ৪০। কুলানাং শতমুদ্রুত্যা মাতাপিত্রোঃ
সমাহিতঃ। কল্পকোটিসহস্রাণ শিবলোকে স
মোদতে ৪১।

ইতি ত্রীকান্দে মহাকালেঃ শ্রীযাত্নামাহাশ্রবণনঃ
নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ২৩।

করুন। তাহার সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি
লাভ হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এইরূপে
যাত্না সমাপন করিয়া নর নিজ গৃহে গমন করিবে;
করিয়া—যাত্না-দৈবতসংখ্যক শিবভক্ত শিবদ্যান-
পরায়ণ ষষ্টি শত উত্তম বিজকে ভোজন করাইবে।
সহস্র মুদ্রা দক্ষিণা দিবে, অমুদ্রা লাভ করিয়া
ভাঁহাদিগকে বিদায় দিবে। যাত্নাক্রমে এক একটা
দ্বারান্তরে গমন করিবে; এবং বিস্তাশাঠ্য বর্জন
করিয়া ধর্মোপদেশটাকে সর্ব উপকরণসংযুক্ত
পয়স্বিনী ধেনু প্রদান করিবে। অনন্তর সর্বভূত্যা-
সমবিত হইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে; এবং দীনদরিদ্র
অন্ধ ও বিকলাদিদিগকে ভোজন করাইবে।
এ বিষয়ের কলশ্রুতি কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ
করুন। সমাহিত হইয়া যে এইরূপ কার্য করে,
সে পিতামাতার কুল উদ্ধার করিয়া কল্পকোটি সহস্র
কাল শিবলোকে আনন্দযুক্ত হয়। ১৭—৪১।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । বাম্বীকেশ্বরমিত্যাখ্যং যন্ত
দেবং প্রপূজয়েৎ । মৌনী ধ্যানপরো কৃষা স
কবিস্বয়মবাপ্নোত ॥ ১ ॥ ব্যাস উবাচ । কথমত্র
সমুৎপন্নঃ কোহসৌ বাম্বীকেশ্বরঃ প্রভুঃ । যন্ত দর্শন-
মাত্রেন কবিস্বয়মুৎপাদ্যতে ॥ ২ ॥ সনৎকুমার উবাচ ।
আসীদ্যাস পুরা বিপ্রঃ স্মৃতিভূতবংশজঃ । রূপ-
যৌবনসম্পন্নো তন্ত ভার্য্যাম্ কৌশিকী ॥ ৩ ॥ তন্ত
পুত্রঃ সমুৎপন্নো হরিশর্মেতি নামতঃ । স পিত্রা
প্রোচ্যমানোহপি বেদান্ত্যাসং ন মস্ততে ॥ ৪ ॥
ততো বহতিথে কালে অনারুষ্টিরুৎপাদ্যত । তন্তা-
বিপদগতঃ সোহথ দক্ষিণামাশ্রিতো দিশম্ ॥ ৫ ॥
ততোহগ্নৌ স্মৃতিবিপ্রঃ সভার্য্যঃ সমুতস্তুখা
বিদেশং কাননং প্রাপ্তঃ কৃষা আশ্রমমাস্রিতঃ ॥ ৬ ॥
আভীরৈর্দম্ব্যতিঃ সার্কং সঙ্কোহভূদগ্নিশর্মণঃ
আগচ্ছন্তি পথা তেন যন্তঃ হস্তি স পাপকৃৎ ॥ ৭ ॥
স্মৃতির্নষ্টা গতা বেদা গতং গোত্রং গতা ঋতিঃ
কস্মিন্চিদথ কালে তু তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গতঃ ॥ ৮ ॥
সপ্তর্ষয়ঃ পথা তেন সূত্রতাঃ সমুৎপন্নিতাঃ । অগ্নিশর্ম্মা

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—বাম্বীকেশ্বর নামক
শিবলিঙ্গের যিনি মৌনী ধ্যান পরায়ণ হইয়া পূজা
করেন, তিনি কবিস্বয়মুৎপাদক হন । ব্যাস বলিলেন,—
এখানে কি প্রকারে তিনি সমুৎপন্ন হইলেন ?
বাম্বীকেশ্বর প্রভু কে ?—তাহার দর্শনে কবিস্বয় লাভ
হয় ? সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব !
পূর্বে স্মৃতি নামে ভূতবংশীয় এক বিপ্র ছিলেন ;
রূপযৌবনসম্পন্ন কৌশিকা নামে তাঁহার এক
ভার্য্যা ছিল । তাঁহাদের অগ্নিশর্ম্মা নামে এক পুত্র
জন্মিয়াছিল । পুত্র পিতা কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া
বেদান্ত্যাস করিত না । এই ভাবে বহুকাল গত
হইলে একদা অনারুষ্টি উপস্থিত হয় । এই অনা-
রুষ্টি সময়ে স্মৃতি বিপ্র বিপদগ্রস্ত হইয়া ভার্য্যা-
পুত্র সমভিব্যাহারে বিদেশে পর্যটন করিয়া
অবশেষে কাননে গিয়া আশ্রম স্থাপিত করেন ।
আভীর দম্ব্যদিগের সহিত অগ্নিশর্ম্মার সঙ্গ
হয় । তাহাতে ঐ পাপমতি ঐ পথে যে আসিত
তাহাকেই হনন করিত । তাহার ঋতি, বেদ,
গোত্র, স্মৃতি প্রভৃতি সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছিল ।
একদা তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সূত্রত সপ্তর্ষিগণ ঐ পথে

তান্ দৃষ্ট্বা হস্তকামোহব্রবীদিদম্ ॥ ১ ॥ বস্ত্রাণীমানি
মুচ্যধ্বং ছত্রিকোপানহৌ তথা । হস্তব্যাহি ময়া যুগং
গন্তারো যমসাদনে ॥ ১০ ॥ তন্ত তৎকালে কৃষা
অজিহ্বচনমব্রবীৎ । অস্বৎ-পীড়নজং পাপং কথং
তে হৃদি বর্ততে । বয়ং তপস্বিনো কৃষা তীর্থ-
যাত্রাকৃতোদ্যমাঃ ॥ ১১ ॥ অগ্নিশর্ম্মোবাচ । যমাস্তি
মাতাং পিতা স্মৃতো ভার্য্যা গরীয়সী । পোষ্যামি
সদা তাংস্ত এতন্নে হৃদি সংস্থিতম্ ॥ ১২ ॥
অজিহ্ববাচ । পীড়াদীনাং পৃচ্ছস্ব স্বকর্ম্মোপার্জিতং
প্রতি । যদযুগ্মদর্শং ক্রিয়তে পাপং তৎ কন্ত কথ্যতাম্ ॥
১৩ ॥ যদি তে কথয়ন্তি স্ম ময়া যুগাং প্রাণিনো
হবধীঃ ॥ ১৪ ॥ অগ্নিশর্ম্মোবাচ । ন কদাচিৎকরা তে
তু সংপৃষ্ঠা ত্রৈলোক্যং বচঃ । যুগ্মকং বচসা মেহদ্য
প্রতিবোধঃ প্রবর্ততে ॥ ১৫ ॥ গদা পৃচ্ছামি
তান্ সর্বান কন্ত ভাবন্ত কৌদৃশঃ । যুগ্মমজ্জৈব
তিষ্ঠধ্বং যাবদাগমনং মম ॥ ১৬ ॥ ইত্যুক্তা
তান্ জগামাং পিতরং স্বমুবাচ হ । ধর্ম্মন্ত প্রতিষ্ঠাতেন
প্রাণিনাং পীড়নেন চ ॥ ১৭ ॥ স্মহৃদুৎপাতে পাপং

উপস্থিত হন । অগ্নিশর্ম্মা তাঁহাদিগকে নিধন-
করিবার মানসে এই কথা বলিল,—তোমরা
তোমাদের বস্ত্র, ছত্র ও উপান সকল মোচন কর,
আমি তোমাদিগকে নিহত করিব ; তোমরা
যমসদনে গমন করিবে । তাহার বাক্য শুনিয়া
ভগবান্ অজি বলিলেন,—আমরা তপস্বী ; তীর্থ-
যাত্রায় চলিয়াছি, আমাদের হত্যাজনিত পাপ
তোমার হৃদয় কি জন্ত ধারণ করিবে ? অগ্নিশর্ম্মা
বলিল—আমার মাতা, পিতা, স্মৃত ও ভার্য্যা
আছে আমি তাহাদিগকে পোষণ করি, এই জন্তই
আমার হৃদয় পাপ ধারণ করিয়া থাকে ॥ ১১—১২ ॥ অজি
বলিলেন,—তুমি গৃহে যাইয়া তোমার পিতা
প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা কর যে, তোমাদের জন্ত আমি
যে পাপ করিতেছি, তাহা কাহার হইবে ?
যদি তাঁহারা বলেন যে, আমাদের জন্ত নয় ;
তাহা হইলে বুঝা কেন প্রাণিবধ করিবে ?
অগ্নিশর্ম্মা বলিল,—আমি কখন তাহাদিগকে
জিজ্ঞাসা করি নাই । তোমাদের কথায় অদ্য
আমার প্রতিবোধ জন্মিল । আমি গৃহে যাইয়া
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—তাহাদের কাহার
কৌদৃশ্য ভাব । তোমরা এই স্থানে থাক, যাবৎ
আমি ফিরে না আসি । তাঁহাদিগকে এই কথা
বলিয়া অগ্নিশর্ম্মা বাড়ী গিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা

কন্তু তৎ কথ্যতাং মম । পিতা প্রাহ তথা মাতা
 নাপুণ্যমাবয়োরিহ ॥ ১৮ ॥ স্বং জানাসি যৎ কুরুষে
 কৃতং ভাব্যং পুনরুহা । তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভাৰ্য্যাং
 বচনমব্রবীৎ ॥ ১৯ ॥ তদাপুস্তকং ন মে পাপং
 পাপমেতত্ত্ববৈব হি । তদাক্যমব্রবীৎ পুত্র বালো-
 হহমিতি সৌহব্রবীৎ ॥ ২০ ॥ তজ্জজ্ঞাত্বা হৃদয়ং
 তেষাং চেষ্টিতং তৈব তদ্বচনং । নষ্টৌহহমিতি
 মদানং শরণং মে হপস্বিনঃ ॥ ২১ ॥ ক্ষিপ্তাশ্ব
 লগুড়ং কৃকং যেন বৈ জন্তবো হতাঃ । প্রকীৰ্ণা
 কেশাঃ স্তরিতাঃ স্বৰ্ণাণামগ্রতঃ স্থিতাঃ ॥ ২২ ॥ প্রণম্য
 দণ্ডপাভেন ততো বচনমব্রবীৎ । ন মে মাতা
 ন চ পিতা ন ভাৰ্য্যা ন চ মে সূতঃ ॥ ২৩ ॥
 সৰ্বৈকৈস্তৈঃ পরিমুক্তোহহং ভবতাং শরণং গতঃ ।
 সূৰ্য্যপদশদানান্যায়ং নরকাস্রাতুমর্হথ ॥ ২৪ ॥
 এবং তং বাদিনং দৃষ্ট্বা স্ববয়োহজ্রিমথাক্রবন্ ।
 ভবতো বচনাদস্ত প্রতিবোধঃ সমাগতঃ ॥ ২৫ ॥

করিল,—স্বর্ষ প্রতিঘাত ও প্রাণিন্ধীন করিয়া
 আমি যে পাপ অর্জন করি, ঐ পাপ কাহার ?
 পিতা ও মাতা বলিলেন,—পাপ আমাদের মতে ।
 য'হা তুমি কর, তাহা তুমিই জন, কৃত কার্যের
 কল তুমিই ভোগ করিবে । মাতাপিতার কথা
 শুনিয়া ভাৰ্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিল । ভাৰ্য্যাও সেইরূপ
 উত্তর করিল ; বলিল আমি-পাপভাগী নহি, পাপ—
 তোমারই । সে পুত্রকেও জিজ্ঞাসা করিল, পুত্র
 বলিল,—আমি ছেলেমানুষ, পাপপুণ্যের ধার ধারি
 না । তখন অগ্নিশর্মা তাহাদের হৃদয় ও চেষ্টিত
 ভবতঃ অবগত হইয়া মনে করিল,—আমি অধঃ-
 পাতে গিয়াছি, এখন সেই তপস্বীগণই আমার
 শরণ । এই মনে করিয়া সে তখন তাহার কৃকবর্ণ
 লগুড়,—যাহাযারা প্রাণিহত্যা করিত, তাহা
 দূরে নিক্ষেপ করিল । সে তখন নিজের
 কেশপাশ আলুলায়িত করিয়া স্বৰ্ণগণের অগ্রে
 দণ্ডায়মান হইল । তাঁহাদগকে দণ্ডবৎ প্রণাম
 করিয়া বলিল,—না মাতা, না পিতা, নাভাৰ্য্যা,
 না পুত্র, কেহই আমার পাপভার গ্রহণ করিল না,
 তাহাদের কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমি আপনা-
 দের শরণ প্রাপ্ত হইলাম । আপনারা
 আমাকে সত্পদে প্রদান করিয়া নরক হইতে
 উদ্ধার করুন । তাহাকে এই কথা বলিতে দেখিয়া
 স্বৰ্ণগণ ভগবান্ অত্রিকে বলিলেন,—আপনার
 বাক্যে প্রতিবোধ হইয়াছে । আপনি ইহাকে

ভবতায়মব্রুগ্ৰাহঃ শিষ্যে । ভবতু তে মূনে ।
 তথৈতু্যক্কাথ তান্ প্রাহ চাগ্নিঃ ধ্যানং সমাচর ॥
 ২৬ ॥ অনেন ধ্যানযোগেন মহামজ্জপেন চ ।
 অনেকদুস্তরাত্যগ্রপাপকৃচ্ছনঘাতকঃ । সংস্থিতো
 বৃক্ষমূলে স্বং পরা সিদ্ধিং গমিষ্যসি ॥ ২৭ ॥
 ইত্যুত্বা তে যযুঃ সৰ্বৈ স কামং সৌহপি তজ
 বৈ । তদ্যানন্থোহভবদ্যোগী বৎসরাণি ত্রয়োদশ ॥
 ২৮ ॥ তন্তোপর্য্যভবত্তত্র বন্যীকোহবিচলন্ত চ ।
 নিবৃত্তান্ত পথা তেন মুনয়ন্তত্র শুশ্রবুঃ ॥ ২৯ ॥
 উদীরিতঃ ধ্বনিং তেন বন্যীকে বিশ্বয়াধিতাঃ ।
 ততঃ খনিয়া বন্যীকং কাষ্ঠীভূতোরুশব্দভিঃ ॥ ৩০ ॥
 তং দৃষ্টোখাপয়ামাসুর্মুনয়ো নয়সং, তম্ । নমস্ক্রেহথ
 তান্ সর্কান সবিজ্ঞো মুনিপুঙ্গবান্ ॥ ৩১ ॥ তাম্
 প্রাহ প্রণতো ভূত্বা তপসা দীপ্ততেজসঃ ।
 প্রসাদান্তবতামদ্য জ্ঞানং লব্ধং ময়া শুভম্ ॥ ৩২ ॥
 দীনোহহমুদ্বতঃ সৰ্বৈর্নগ্নোহহং পাপকর্দমে । শ্রুত্বা
 তন্তোতি তে বাক্যমুচুঃ পরমধার্মিকাঃ ॥ ৩৩ ॥
 বন্যীকেহস্মিন স্থিতঃ পুত্র যতস্বমেকচিত্ততঃ ।

অনুগ্রহ করুন, এ আপনার শিষ্য হউক ।
 তাহাই হউক, এই কথা বলিয়া ভগবান্
 অত্রি তাহাকে বলিলেন,—তুমি অগ্নির ধ্যান কর ।
 তুমি অত্যন্ত দুস্তর ও অত্যগ্র পাপকারী ও
 জনঘাতক । তুমি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া এই
 ধ্যানযোগে এবং মহামজ্জপে সিদ্ধি লাভ করিবে ।
 এই কথা বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট স্থানে গমন করিলে
 সেও নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়া ধ্যানস্থ হইল এবং
 ঐ অবস্থায় তাহার ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত
 হইল । সে অবিচল অবস্থায় তপস্বী করিতে
 থাকিলে উহার উপরিভাগে বন্যীক উৎপন্ন হইল ।
 তখন ঐ পথে প্রত্যাবৃত্ত সেই মুনিগণ ঐ
 স্থানে উপস্থিত হইয়া বন্যীক হইতে
 উৎখিত ধ্বনি শ্রবণ করত বিস্মিত হইলেন ।
 তাহারা ঐ বন্যীক খনন করিয়া কাষ্ঠীভূত
 অগ্নিশর্মাকে অবলোকনপূর্বক উপাষিত করি-
 লেন । সে ঐ মুনিপুত্রসদগকে নমস্কার করিল
 এবং প্রণত হইয়া বলিল,—আপনাদের প্রসাদে
 আমি অদ্য জ্ঞান লাভ করিলাম । আমি দীন ;
 পাপকর্দমে আমি মগ্ন ছিলাম, আপনারা তাহ
 হইতে আমার উদ্ধার করিয়াছেন । পরমধার্মিক
 স্বৰ্ণগণ তখন তাহার বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—
 হে পুত্র ! তুমি বন্যীক মধ্যে ছিলে বলিয়া এই

বাণ্যাবিরিতি তে নাম ভুবি খ্যাতঃ ভবিষ্যতি ।
৩৪। ইত্যাঙ্ক মুনয়ো জগ্মুঃ স্বাঃ দিশাং তপসাবিত্রঃ
গতেষু মুনিমুখ্যেষু বাণ্যৌকিস্তপতাঃ বরঃ
কুশল্যামধাগম্য সমাধায়া মহেশ্বরম্ । ৩৫
তস্মাৎ কবিশ্রমাসাদ্য চক্রে কাব্যং মনোরমম্
রামায়ণঞ্চ যৎ প্রাচ্যঃ কথ্যং সূত্রমস্থিতাম্
৩৬ । ততঃ প্রভৃতি দেবেশো বাণ্যৌকেশ্বরসংজ্ঞকঃ
খ্যাতোহবস্ত্যঃ ততো ব্যাস নৃণাং কবিশ্রদায়কঃ
৩৭ । ইতি তে কথিতং লিঙ্গং বাণ্যৌকেশ্বরমুত্তমম্
বস্ত দর্শনমাত্রেণ কবিশ্রমপদ্যতে । ৩৮ ।

ইতি শ্রীকান্দে বাণ্যৌকেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ
নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ । ৪ ।

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । শুক্রেশ্বরঃ সমভ্যর্চ্য
সিতপুষ্পৈর্বিলেপনৈঃ । প্রণিপত্য ততো ভক্ত্যা
কুডলোকে মহীয়তে । ১ । ভীমেশ্বরং নরো দৃষ্টা
ভক্ত্যা সম্পূজ্য যত্নতঃ । ন ভয়ং লভতে ব্যাস
রণে রাত্নৌ জলেহনলে । ২ । গর্গেশ্বরং স্নাপয়িত্বা
তিলতৈলেন মানবঃ । বিশ্বপত্রেস্ত সম্পূজ্য ধর্ম-

পৃথিবীতে বাণ্যৌক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করবে ।
এই কথা বলিয়া মুনিগণ যথাগত পথে গমন করি-
লেন । তাঁহারা প্রস্থিত হইলে তপোনিধি বাণ্যৌক
তখন কুশল্যাত্মে গমন করিয়া মহেশ্বরের আরাধনা-
পূর্বক কবিত্ব লাভ করত মনোরম রামায়ণ কাব্য
প্রণয়ন করিলেন । এই রামায়ণই প্রথম কাব্য । তদ-
বধি অবল্যতে দেবদেব বাণ্যৌকেশ্বর নামে খ্যাত
হইয়াছেন । ইনি মরুগণের কবিশ্রদায়ক । এই আপ-
নাকে বাণ্যৌকেশ্বর লিঙ্গের কথা বলিলাম—যাহার
দর্শন মাত্রেই নর কবিত্ব লাভ করে । ১৩-৩৮ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪ ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—সিতপুষ্প ও বিলেপন
দ্বারা শুক্রেশ্বরের অর্চনা ও প্রণাম করিয়া মানব
কুডলোকে গমন করে । ভক্তিপূর্বক যত্ন সহকারে
ভীমেশ্বর দর্শন করিয়া নরগণ রণে রাত্রিকালে,
জলে ও অনলে ভয় প্রাপ্ত হয় না । মানব তিল-

বুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ । ৩ । উপোষিতচতুর্দশাঃ তিল-
প্রস্থতিলান্তসা । স্নাপয়িত্বা তিলৈরিষ্টা সদা
সৌখ্যমবাপ্নুয়াৎ । ৪ । গোসহস্রং নরো দদ্বা ভাবং
কুদ্রা বিশেষতঃ । ভববদ্ধবিনির্মুক্তো কুডলোকে
স গচ্ছতি । ৫ । কামেশ্বরঃ সমভ্যর্চ্য কুঙ্কমা-
বিলেপনৈঃ । কামিকেন বিমানেন যাতি স্বর্গং
ন সংশয়ঃ । ৬ । চুড়ামণিঃ নমস্কৃত্য নবমীং
কার্ত্তিকে সিতে । ন বিযোনিং নরো যাতি ধর্মবুদ্ধি
স জায়তে । ৭ । চণ্ডীশ্বরঃ সমভ্যর্চ্য কুকাষ্টম্যা-
নুপোষিতঃ । নির্মাল্যোজ্জ্বলনোথেন ন শোকেনাপি
লিপ্যতে । ৮ । ইত্যাদিতীর্থানি মহেশ্বরস্ত পুণ্যানি
সর্বাণি নরোহাভগম্য । বিগুহ্যচিন্তো ভুবি
ভাবিতাত্মা প্রয়াতি শস্তোভূবনং সুরম্যম্ । ৯ ।

ইতি শ্রীকান্দে শুক্রেশ্বরভীমেশ্বরগর্গেশ্বরকামেশ্বর-
চুড়ামণীশ্বরচণ্ডীশ্বরাদিতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ
নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ । ২৫ ।

তৈল দ্বারা শক্রেশ্বরকে স্নান করাইয়া এবং বিশ্বপত্র
দ্বারা পূজা করিয়া ধর্মবুদ্ধি প্রাপ্ত হয় । উপবাসী নর
ঐ স্থানে তিলপ্রস্থ ও তিলজল দ্বারা লিঙ্গকে
স্নান করাইয়া এবং তিল দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন
করিয়া সক্ষম সৌখ্য প্রাপ্ত হয় । ঐ স্থানে
নর গোসহস্র প্রদান করিয়া ভববদ্ধবিনি-
মুক্ত হয় এবং কুডলোকে গমন করে । কুঙ্কম ও
বিলেপন দ্বারা কামেশ্বরের অর্চনা করিয়া নর
কামগামী বিমানঃ স্বর্গ গমন করে, এ বিষয়ে কোন
সংশয় নাই । কার্ত্তিকমাসীয় সিতা নবমীতে
চুড়ামণি লিঙ্গকে নমস্কার করিয়া নর বিজাতীয়
যোনি প্রাপ্ত হয় না । কুকাষ্টমীতে উপবাসী নর
চণ্ডীশ্বরের অর্চনা করিয়া নির্মাল্য উজ্জ্বল-জন্ত
শোকেও লিপ্ত হয় না । মহেশ্বরের এই সকল
পুণ্যতীর্থ প্রাপ্ত ও পরিজ্ঞাত হইয়া নর বিগুহ্যচিন্ত ও
ভাবিতাত্মা হইয়া শস্তুর সুরম্য ভবনে গমন
করে । ১-৯ ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫

ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রাহ্ম উবাচ । গুহ্যস্থানে পবিত্রাণি কীর্ত্তিতানি
 ধীরা যুনে । প্রমাণং কথয়ন্যাদ্য মহাকালবনস্ত মে ।
 ১ । সনৎকুমার উবাচ । যথাক্রমং যথা পূৰ্ব্বঃ
 গদতো ব্রহ্মণঃ স্বয়ম্ । তন্ত্বেহং সম্প্রবক্ষ্যামি
 শৃণু স্বং গদতো মম । ২ । যোজননৈশ্চ পৰ্য্যন্তং
 চতুর্দিক্পশোভিতম্ । সৌবর্ণৈস্তোরণৈশ্চৈবমুক্তাদাম-
 বিলম্বিতৈঃ । ৩ । দ্বারাণি তত্র শোভন্তে কাঞ্চনৈঃ
 কলশৈঃ স্থিতৈঃ । সিতপদ্মমুখৈর্দ্বারৈরনেকমণি-
 মণ্ডিতৈঃ । ৪ । মহেশ্বরপ্রযুক্তাশ্চ দ্বারাধ্যক্ষা মহাবলাঃ ।
 দ্বারেবু তেষু শোভন্তে লোকানুগ্রহকারকাঃ । ৫ ।
 পিকলেশঃ স্থিতঃ পূৰ্বে বালরূপো বিভাবনুঃ ।
 তীর্থস্তাতিমুখো গোরো গুরুগণৈরথানুগঃ । ৬ ।
 দক্ষিণেহপি মহাযোগী কায়াবরোহণেশ্বরঃ । বিবেশঃ
 পশ্চিমে দ্বারে ক্বেতস্তাতিমুখঃ স্থিতঃ । ৭ । নিযুক্তো
 বৈ মহেশেন বাক্রণীঃ দিশমাহিতঃ । উত্তরাং
 দিশমাহিত্য স্থিতৈশ্চৈবোত্তরেশ্বরঃ । সাধকঃ
 সর্বকাৰ্য্যাণামাদিষ্টঃ শঙ্করেণ সঃ । মানবা যে

ষড়বিংশ অধ্যায় ।

ব্রাহ্ম বলিলেন,—হে যুনে! ত্যাপনি গুহ্য
 স্থানের পবিত্র তীর্থ সকল কীর্ত্তন করিলেন, অধুনা
 মহাকালবনের প্রমাণ বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করুন ।
 সনৎকুমার বলিলেন,—আমি পূর্বে যথা ব্রহ্মার
 প্রযুক্তাং শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা কীর্ত্তন করি-
 তেছি, শ্রবণ করুন । ঐ মহাকালবন যোজনপৰ্য্যন্ত
 মুক্তাদামবিলম্বী সুবর্ণ-তোরণে উহার চতুর্দিক
 উপশোভিত; কাঞ্চনকলস দ্বারা উহার সিত-
 পদ্মমুখ দ্বার সকল পরিশোভিত; উহার অসংখ্য
 দ্বার বহুমণি-মাণিক্যমণ্ডিত; ঐ দ্বার সকলে
 মহাবল দ্বারপালগণ মহাদেব কর্ত্তক নিযুক্ত হইয়া
 লোকানুগ্রাহকরূপে শোভা পাইতেছে । ঐ বনের
 পূর্বদ্বারে পিকলেশ নামক বাল স্তম্ভ অবস্থিত;
 উনি তীর্থস্তাতিমুখ, গোরবর্ণ, গুরু এবং
 গণগণ কর্ত্তক উপাসিত । দক্ষিণ দিকে মহাযোগী
 কায়াবরোহণেশ্বর । পশ্চিমদ্বারে বিবেশ, তিনি
 ক্বেতস্তাতিমুখে অবস্থিত । ইনি মহেশ কর্ত্তক নিযুক্ত
 হইয়া বাক্রণী দিক আশ্রয় করিয়াছেন । উত্তর
 দ্বারে উত্তরেশ্বর অবস্থিত; ইনি সকল কাণ্ডের
 সিদ্ধিদাতা এবং শঙ্কর কর্ত্তক আদিষ্ট হইয়া ঐ স্থানে

বসন্ত্যত্র ক্বেতস্তমধ্যে স্তম্ভাধিকাঃ । ১ । যত্না ক্রতুপুং
 যান্তি বিমানৈঃ সার্ককামিকৈঃ । কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশা-
 মথ বার্ককসঙ্গমে । ১০ । পঞ্চেশানীঃ নমস্কৃত্য
 প্রতিলোমানুলোমতঃ । উপোষিতো দিনৈকেন
 ধ্যায়মানো মহেশ্বরম্ । ১১ । মৃত্যতে সর্বপাপৈশ্চ
 বহুজন্মকুটৈরপি । এবঞ্চ বিপ্র যো যাজ্ঞাং
 পঞ্চেশানীঃ সমারভেৎ । ১২ । অনেনৈব স্বদেহেন
 ক্রতুলোকং স গচ্ছতি । পঞ্চেশানীমধাত্তাং তে
 সুখেন ক্রিয়তে যথা । ১৩ । তথা শৃণু প্রবক্ষ্যামি
 সর্বপাপপ্রণাশিনীম্ । প্রাতঃ শ্রাদ্ধা ক্রতুসর-
 শ্চোকাদশ্রাদ্ধাং সমাহিতঃ । ১৪ । শ্রাদ্ধং কৃত্বা মহাকালং
 নম্রা চেশানীম্বরম্ । পিকলেশং ততঃ প্রাপ্য
 শ্রাদ্ধা শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ । ১৫ । উপগম্য ততো
 দেবং গণেশং পিকলেশ্বরম্ । গটৈঃ পুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ
 তমভ্যর্চ্য নিবর্ত্তয়েৎ । ১৬ । মহাকালেশ্বরং প্রাপ্য
 ভূয়ঃ শ্রাতো জিতেন্দ্রিয়ঃ । অর্চয়েদেবদেবেশং
 স্বয়ম্ভুবং সনাতনম্ । ১৭ । ঈশানে গময়েদ্রাতিং

অবস্থিত হইয়াছেন । যে সকল ধার্মিক মানব এই
 ক্ষেত্রে বাস করেন, তাঁহারা জীবনান্তে কামগামী
 বিমানে রত্নপুরে গমন করিয়া থাকেন । কৃষ্ণপক্ষীয়
 চতুর্দশীতে অথবা অর্ককসঙ্গমে প্রতিলোমানুলোম
 ত্রমে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, আর শেষ হইতে
 প্রথম পর্য্যন্ত এই ভাবে পঞ্চেশানীকে নমস্কার
 করিয়া একদিন উপবাসী থাকিয়া, মহাদেবের ধ্যান
 করিয়া বহুজন্মকৃত সর্বপাপ হইতে মানব মুক্তি লাভ
 করে । এই প্রকারে যে বিপ্র পঞ্চেশানীর যাজ্ঞা
 আরম্ভ করে, সেই ব্যক্তি এই দেহেই ক্রতুলোকে
 গমন করিয়া থাকে । পঞ্চেশানী যাজ্ঞা—যে
 প্রকারে সুখে কৃত হয়, তাহা শ্রবণ করুন, আমি
 বলিতেছি । ঐ পঞ্চেশানী সর্বপাপপ্রণাশিনী ।
 মানব একাদশী তিথিতে সমাহিত হইয়া প্রাতঃকালে
 ক্রতুসরোবরে স্নান করিবে; শ্রাদ্ধ করিয়া মহা-
 কালকে নমস্কার করিবে; অনন্তর পিকলেশ-সন্নি-
 ধানে গমন করিবে এবং ঐ স্থানে স্নান করিয়া
 শ্রাদ্ধ প্রদান করিবে । ১-১৫ । অনন্তর পিকলেশ্বর
 গণেশের নিকট গমন করিবে; গমন করিয়া গন্ধ,
 পুষ্প, ধূপ, ও দীপ দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া
 নিবর্ত্তিত হইবে । অনন্তর মহাকালেশ্বর সমীপে
 গমন করিয়া স্নানান্তে জিতেন্দ্রিয় হইবে । এবং
 সনাতন স্বয়ম্ভু দেবদেবের অর্চনা করিবে । অন-

কৃষ্ণা বৈ নক্তভোজনম্ । ধ্যায়মানো মহেশানং
ভূমৌ বিস্তৃত্য বিগ্রহম্ ॥ ১৮ ॥ দ্বাদশাং পূর্ববৎ সৰ্বাং
প্রাতঃ শ্রাদ্ধা ব্রজেন্নরঃ । কায়াবরোহণং গহ্বা
পিঙ্গলেশ্বরবদ্যজ্ঞে ॥ ১৯ ॥ ত্রয়োদশামথাপ্যেবং
বিশেষঃ পশ্চিমৈর্হর্ষয়ে ॥ চতুর্দশাং তথা সৌম্যে
পূজয়েত্তুরেশ্বরম্ ॥ ২০ ॥ অমাবস্তাং শুচিঃ শ্রাদ্ধো
মহাকালেশ্বরঃ যজ্ঞে ॥ গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ
নৈবেদ্যৈঃ পূজয়েত্তথা ॥ ২১ ॥ গীত-নৃত্যাদিকং কৃষ্ণা
প্রণিপত্য কামায়ে ॥ যাজ্ঞাং কৃষ্ণা তু পূর্বোক্তাং
ভক্তো নিজগৃহং ব্রজে ॥ ২২ ॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ
পঞ্চ শিবভক্তিপরায়ণান্ । প্রণম্য দেবতারূপান্-
মহাকালোষিতান্ দ্বিজান্ ॥ ২৩ ॥ পূজয়িত্বা হিরণ্যেন
স্বস্ত্যবস্ত্রভূষণৈঃ । রথং পিঙ্গলকে দদ্যাৎ গজং
কায়াবরোহণে ॥ ২৪ ॥ দ্বা বিবেশ্বরে চান্দ্রং বৃষং
দ্বা তু চোত্তরে । ধেনুং দ্বা মহাকালে সর্ষাপক্ষর-
সংযুতম্ ॥ ২৫ ॥ য এবং কুরুতে ব্যাস তস্তা পুণ্যফলং
শৃণু ॥ ২৬ ॥ পিতৃকৈশ্বাভূকৈঃ সার্কং কুলৈঃ স
দিবি মোদতে । অপ্সরোগীতনৃত্যাদৈর্দ্যক্ষিমানৈঃ

স্তর ঈশানসমীপে গমনপূর্বক নক্ত-ভোজনে
যামিনী যাপন করিবে । ভূমিতে পতিত হইয়া
মহেশ্বর ধ্যান করিবে । নর দ্বাদশী তিথিতে পূর্ব-
বৎ শ্রাদ্ধা করিয়া কায়াবরোহণতীর্থে গমন করিবে ;
ঐ স্থানে গমন করিয়া পিঙ্গলেশ্বরবৎ দেবদেবের
পূজা করিবে । পশ্চিমদ্বারে ত্রয়োদশীতিথিতে
এইরূপ বিশেষের অর্চনা করিবে । চতুর্দশী
তিথিতে উত্তরেশ্বরের পূজা করিবে । অমাবস্তা
তিথিতে শ্রাদ্ধা করিয়া শুচিতাবে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও
বিবিধ নৈবেদ্য দ্বারা মহাকালেশ্বরের পূজা করিবে ।
পূজা সমাপন করিয়া গীত-নৃত্যাদি করিবে ; এবং
প্রণাম করিয়া কমা প্রার্থনা করিবে । অনন্তর
পূর্বোক্ত প্রকারে যাত্রা করিয়া নিজগৃহে গমন
করিবে । গৃহে গমন করিয়া শিবভক্ত পাঁচটি
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে । মহাকালতীর্থবাসী
দেবতারূপী ঐ দ্বিজগণকে প্রণাম করিয়া নূতন স্বস্ত্র-
স্বত্ররচিত বস্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া পিঙ্গলেশ্বকে রথ
প্রদান করিবে । কায়াবরোহণে গজ প্রদান
করিবে ; বিশেষ্বরে অশ্বদান করিবে ; উত্তরেশ্বরে
বৃষদান করিবে এবং মহাকালে সর্ষাপক্ষরযুক্ত ধেনু
দান করিবে । হে ব্যাসদেব ! যে ব্যক্তি এরূপ
করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ করুন । সে স্বীয়কুল
ও মাতা-পিতাদিগের সহিত স্বর্গে আমোদ প্রাপ্ত হয়

সার্ককামিকৈঃ ॥ ২৭ ॥ যন্ত প্রদক্ষিণাঃ কুর্য্যাদ্রিগ্মেন
কুশস্থলীম্ । প্রদক্ষিণীকৃত্য তেন সপ্তদ্বীপা
বস্তুর্ভবতি ॥ ২৮ ॥ যন্ত পদ্মাবতীঃ পশ্চৈর্দক্ষয়েৎ
পঙ্কজৈর্নরঃ । দ্বা ধূপং সনৈবেদ্যং যতো ব্রহ্মপুং
ব্রজে ॥ ২৯ ॥ স্বর্ণশৃঙ্গাটিকাং ব্যাস কুশুমৈঃ স্বর্ণ-
সন্নিভৈঃ সমভ্যর্চ্য মহাভক্ত্যা স যাতি শিবমন্দিরম্ ॥
৩০ ॥ অবস্ত্যন্যোঃ তু যঃ পশ্চৈর্দেবীং ত্রৈলোক্যবিশ্র-
তাং । কামিকেন বিমানেন যাতি পৌরন্দরং পুরম্ ॥
৩১ ॥ অর্চয়েৎ পঙ্কজৈর্ভক্ত্যা যো দেবীমমরাবতীম্ ।
অমরৈঃ সহ সংহৃষ্টো মোদতে দিবি সর্বদা ॥ ৩২ ॥
দেবীমুজ্জয়িনীং ভক্ত্যা যঃ পশুতি সমাহিতঃ । সর্ষ-
পায়াসমাযুক্তো কুডলোকে মহীয়তে ॥ ৩৩ ॥ বিশালাঃ
চৈব যঃ পশ্চৈর্ভক্ত্যা সমাহিতঃ । মূচ্যতে ত্রিবিধৈঃ
পাটৈর্পার্শ্ব কার্য্য্য বিচারণা ॥ ৩৪ ॥ শৃণু ব্যাস মহাতীর্থং
পুরা যদ্ব্রহ্মণাচ্চিতম্ । অকুরেশ্বরমিত্যাখ্যং যত্র
সিদ্ধিঃ পিতামহঃ ॥ ৩৫ ॥ তত্র দেবার্চনং কৃষ্ণা
কৃষ্ণাষ্টম্যামুপোষিতঃ । জিতেন্দ্রিয়ঃ শুচির্দাক্তো

এবং সার্ককামিক বিমানে অপ্সরোগণ নৃত্য-গীত
করিতে করিতে তাহাকে বহন করে । ইহা পঙ্ক-
শানীয়াত্রা মাহাত্ম্য । যে ব্যক্তি নিয়মপূর্বক কুশস্থলী
প্রদক্ষিণ করে, তাহার সপ্তদ্বীপা মহী প্রদক্ষিণ করা
হয় । যে নর পঙ্কজ দ্বারা পদ্মাবতীর অর্চনা করে,
তাঁহাকে দর্শন করে, এবং সনৈবেদ্য ধূপ প্রদান
করে, সে ব্রহ্মপুরে গমন করিয়া থাকে । ১৬-২৯ ।
হে ব্যাসদেব ! স্বর্ণ সন্নিভ কুশুম দ্বারা ভক্তিপূর্বক
স্বর্ণশৃঙ্গাটিকা দেবীর অর্চনা করিলে শিবলোকে
গতি হয় । ত্রৈলোক্যবিশ্রতা অবস্ত্যন্যী দেবীকে
যে ব্যক্তি দর্শন করে, সে কামগামী বিমানে
পুরন্দর-পুরে গমন করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি
ভক্তিপূর্বক পঙ্কজ দ্বারা অমরাবতী দেবীর অর্চনা
করে, সে হৃষ্ট হইয়া অমরগণের সহিত স্বর্গে
আমোদ প্রাপ্ত হয় । যে সমাহিতচিত্তে উজ্জয়িনী-
দেবীকে দর্শন করে, সে ব্যক্তি সকল ঐশ্বর্য্যযুক্ত
হইয়া কুডলোকে পূজিত হয় । সমাহিতচিত্তে
ভক্তিপূর্বক বিশালাদেবীকে দর্শন করিলে
বিবিধ পাপ হইতে মুক্ত লাভ করা যায় ;
এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই । হে
ব্যাসদেব ! পূর্বে ভগবান্ ব্রহ্মা যে তীর্থের
অর্চনা করিয়াছিলেন ; এবং তিনি যেখানে সিদ্ধি
লাভ করিয়াছিলেন ; সেই অকুরেশ্বর তীর্থের
কথা শ্রবণ করুন । এই তীর্থে কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাসী

কুজলোকমবাগুয়াৎ । ৩৬ । ন বদেৎ কেনচিৎ সার্কং
নরঃ প্রাতর্গৃহে স্থিতঃ । দৃষ্টাকুরেশ্বরং দেবং
হেমদানকলঃ লভেৎ । ৩৭ । যন্ত পশুতি
ব্রহ্মাণং শুচিঃ স্নাতো জিতেন্দ্রিয়ঃ । মুচ্যতে
পাতকাদ্ঘোরাদব্রহ্মলোকং যতো ব্রজেৎ । পদ্মা-
সনস্থিতো ব্রহ্মা ধ্যায়মানঃ পরং পদম্ ।
বসিষ্ঠাদৈর্মুনিবরৈর্ষিজগুঃ কৰ্মসম্ভবান্ । ৩৮ ।
ঋষয় উচুঃ । আদিত্য মরুতঃ সাধ্যাস্থথা চৈবান্নি-
বৃত্তো । পিতরো য়ে চ লোকানাং পূজ্যন্তে ভুবি
মানবৈঃ । ৪০ । গ্রহাৰ্কতারকা যক্ষা দিগ্গজা-
শ্চানলানিলাঃ । অমৌ দেবা বয়ং সৰ্ব্বৈ হৃদংশাঃ
পরিপঠ্যতে । ৪১ । ‘কথং ধ্যায়াস দেবেশ এতৎ
সৰ্বং অবীহি নঃ । ৪২ । ব্রহ্মোবাচ । হে বিদ্যে
তত্ত্বরূপে যে পরা চৈবাপরা তথা । তে হে চ মম
রূপে হে নিত্যে মূর্ত্যাক্ষিকে মম । ৪৩ । ঋষয় উচুঃ ।
পিতামহ কথং বিদ্যা তবস্তং পরমং বিভূম্ ।
যেনাস্মাকং পরা সিদ্ধির্জায়তে তব দৰ্শনাৎ । ৪৪ ।
ব্রহ্মোবাচ । মাহেশ্বরঃ পরং ক্ষেত্রং কুশস্থলীতি-

ধাকিয়া দেবার্চন করিলে জিতেন্দ্রিয়, শুচি, ও
দান্ত, হওয়া যায় এবং কুজলোকে গতি হয় । নর
প্রাতঃকালে গৃহে ধাকিয়া কাহারও সহিত কথা
না কহিয়া অকুরেশ্বরকে দর্শন করিলে
হেমদানের কল লাভ করে । শুচি
শাস্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মাকে দর্শন
করিলে, পাপমুক্ত ও জীবনান্তে ব্রহ্মলোকে গতি
হয় । ব্রহ্মা পদ্মাসন-স্থিত হইয়া পরম পদ ধ্যান
করিতেছেন, এমন সময়ে বসিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ
তাঁহাকে কৰ্মসম্ভব বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন ; তাঁহারা
বলিলেন,—আদিত্য, মরুৎ, সাধ্য, অশ্বিনীকুমার-
ঋষ এবং পিতৃগণ প্রভৃতিকে মানবগণই পূজা
করিয়া থাকে । গ্রহ, অৰ্ক, তারকা, যক্ষ, দিগগজ,
অনল ও অনিল প্রভৃতি আমরা সকলে আপনার
অংশদত্ত ; অতএব আপনি ধ্যান
করিতেছেন কেন ? তাহা আমাদিগকে বলুন ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—তত্ত্বরূপ যে দুইটি বিদ্যা আছে ;
তাহা পরা ও অপরা । ঐ বিদ্যাভয় নিত্যা
ও মূর্ত্যাক্ষিকা ভেদে আমারই দুইটি রূপ । ঋষিগণ
বলিলেন,—হে পিতামহ ! আমরা কি প্রকারে
আপনাকে তত্ত্বত জানিতে পারিব ?—যাহাতে
আপনার দর্শন মাঝে আমাদের সিদ্ধি লাভ হইবে ।
ব্রহ্মা বলিলেন, কুশস্থলী নামে যে পরম মাহেশ্বর

শক্তিভূত । যজ্ঞাৰ্চিনা যয়া দেবঃ শ্রীকৃষ্ণ পার্শ্বতা-
পতিঃ । ৪৫ । যাচিতস্তেন দেবেন উক্তোহহং
পরমেষ্ঠিনা । সমস্তাদ্ঘোজনঃ সাগ্রং ক্ষেত্রমেতৎ
পিতামহঃ । ৪৬ । যয়া দত্তং তব বিভো মহাকাল-
বনাদৃতে । বারিতঃ স যয়া তত্র বনে শুণ্ডো হি
রোষতঃ । কপর্দিনা চ তত্রোক্তো যাস্তামো ন
তবাস্তিকম্ । ৪৭ । আরকো বৈ ততো যজ্ঞো
নারায়ণপরিগ্রহাৎ । জাতস্তথাপি মে যজ্ঞো দেব-
দেবেন শম্ভুনা । ৪৮ । যজ্ঞবাটং কপদীশস্ততো
ভিক্ষার্থমাগতঃ । যাজ্ঞিকৈঃ সোহথ তত্রোক্তো
মাত্ৰতিষ্ঠ জুগুপ্সিতঃ । ৪৯ । কপর্দিনা চ তে তত্র
উক্তা যাস্তাম্যহং পুনঃ । এবমুক্তা কপালং স ভূমৌ
সংস্থাপ্য তত্র হি । ৫০ । স্নাতুং নদীং যযৌ শিপ্রাং
কপদী পরমেশ্বরঃ । উক্তং তস্মিন্ গতে শিপ্রাং
কপর্দিনি দ্বিজাতিভিঃ । ৫১ । কথং হি ক্রিয়তে
হোমঃ কপালে সদসি স্থিতে । অকপালানি
শৌচানি পুরা প্রোক্তং মনৌষিভিঃ । ৫২ । তৎ
কপালং সদন্তেন উৎকৃষ্টং পানিনা ধ্রুয়ম্ ।
তস্মিন্ ক্ষিপ্তেহতবচ্ছাত্তং পুনঃ ক্ষিপ্তেহতবৎ

ক্ষেত্র আছে, আমি তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিব
বলিয়া মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করি । তিনি
আমাকে বলেন,—হে পিতামহ ! এই ক্ষেত্র
চতুর্দিকে ঘোজন-পরিমিত । আমি মহাকালবন
ব্যতীত তোমাকে ইহা প্রদান করিলাম । মহা-
কালবনে যাইতে বারিত হইয়া আমি ঐ বন
পালন করিতে লাগিলাম । কপদী আমাকে
বলিলেন,—আমি তোমার নিকটে যাইব না ।
আমি তখন নারায়ণকে লইয়া যজ্ঞারম্ভ করিলাম ।
শম্ভু তাহাজানিতে পারিলেন । ৩০-৪৮ । অনন্তর তিনি
ভিক্ষার্থ যজ্ঞবাটে উপস্থিত হইলেন । যাজ্ঞকগণ
তাঁহাকে বলেন,—হে জুগুপ্সিত ! তুমি কখনকাল
অবস্থান কর । তাহাতে কপদী বলিলেন,—আমি
প্রত্যাবর্তন করি । এই কথা বলিয়া তিনি কপাল
ভূমিতে রক্ষা করিয়া স্নানার্থ শিপ্রা নদীতে গমন
করেন । কপদী সেখানে যাইলে দ্বিজাতিগণ
তাঁহাকে বলেন,—সভায় আপনার কপাল থাকিতে
কি প্রকারে হোম করা যাইতে পারে ? পূর্বে
মনৌষিগণ কর্তৃক কথিত হইয়াছে যে, কপালসংসর্গ-
বজ্জনই শৌচ । অতএব ঐ কপাল মুনিসম্মতগণ
স্বয়ং উৎক্ষেপণ করিয়া ফেলেন । পরন্তু একটি ক্ষেপণ
করিলে আর একটি হয়, পুনরায় তাহা ক্ষিপ্ত হইলে

পুনঃ ৫০। এবং নাস্ত্যং কপালানাং প্রাপ্য তে
মুনিসত্তমাঃ । রুদ্রং কপর্দিনং যদ্বা শরণং তং সমা-
গতাঃ ৫৪। ততঃ স দর্শনং প্রাদাভক্ত্যা তুষ্টৌ
মহেশ্বরঃ । কপালপার্শ্বগবায়ামুবাচ ততঃ প্রভুঃ ৫৫।
বরং বরয় ভো ব্রহ্মন্ যন্তে মনসি
বর্ততে । নাস্ত্যদেয়ং যদ্বা তুভ্যং সর্বং দাস্তামি
তত্ত্বতঃ ৫৬। ব্রহ্মোত্তরমিদং স্থানং যদ্বা দত্তং
চতুর্ভুজ । কারয়স্ব যথাকামং যথাবর্ণচতুষ্টয়ম্ ৫৭।
এবং বদন্তঃ বরদমৌশানঃ পরমেশ্বরম্ । তথৈতি
চোক্তা সদসি ন যদ্বান্তো বরো বৃতঃ ৫৮।
উজ্জয়িনীতি বৈ নাম কুশস্থল্যাং নিবেশিতম্ ।
কুণ্ডং মন্দাকিনী তত্র যদ্বা কৃতমনস্তরম্ ৫৯
তত্র বিপ্রাঃ কৃতে স্থানে সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে
তস্তাঃ সংস্থাপয়েদিস্তু চতুরোহথঘটান্ শুভান্ ৬০।
সতিলাংস্থান সবস্তাংশ্চ সকলান্নগটকৈঃ সহ
কার্ত্তিক্যমথ মাঘ্যাঞ্চ চাতুর্দশৈর্দ্যে প্রদাপয়েৎ ৬১
প্রথমঞ্চ ঋগ্বেদায় যজুর্বেদায় দক্ষিণম্ । পশ্চিমং
সামবেদায় অথর্বশ্বে তথোত্তরম্ ৬২। বেদাঙ্ক-

দিশ্চ চাপ্যেবং ক্রীড়তাং মে পিতামহঃ । কৃতে চৈবঃ
হি যৎ পুণ্যং তজ্জুগুধং সমাহিতাঃ ৬৩। সর্ব-
তীর্থেষু যৎ পুণ্যং মন্দাকিনী তথা ভবেৎ । সহস্র-
শুণিতং স্থানং জাপাং লক্ষশুণং ভবেৎ ৬৪।
দানং কোটিশুণং জ্ঞেয়ং মন্দাকিনী ন সংশয়ঃ ।
কৌমুদে মাসি সম্প্রাপ্তে গোদানং তত্র কারয়েৎ ৬৫।
শ্রুতধেহুঃ কার্ত্তিকাং মাঘ্যাং তিলময়ীং
তথা । জলধেহুঃ তু বৈশাখ্যাং দ্বা মূচ্যেত
পাতকৈঃ ৬৬। বাচিকং মানসং পাপং কৰ্ম্মজং
যচ্চ হৃদতম্ । বিনষ্টে কিম্বিধং সর্বং মন্দাকিনী
দর্শনাৎ ৬৭। মন্দাকিনীসমং তীর্থং পৃথিব্যাং
নৈব দৃশ্যতে । যন্ত দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মলোকে স
মোদতে ৬৮। মন্দাকিনী যঃ স্থানং কুদ্বা ব্রাহ্ম
প্রদাস্ততি । দর্শে চ পূর্ণিমায়াং বা পিতৃলোকে স
মোদতে ৬৯। পিতামহঃ তু যো ভক্তা নিত্যং
পশ্চতি মানবঃ । অশ্বমেধসহস্রেন রাজস্বয়শতেন
চ ৭০। যুজ্যতে নাত্র সন্দেহঃ সত্যমেতত্তপো-
ধনাঃ । ততো মনস্তরেহতীতে প্রাপ্তে বৈবস্বতে-
পুনঃ ৭১। তেনৈবোন্নতবেশেন উর্দ্ধশেষো মহে-

আবার অস্ত্র একটি হয় । ঐরূপে মুনিসত্তমগণ
কপালের অস্ত্র না পাইয়া কপালীকে ক্রুদ্ধ মনে
করিয়া তাঁহার শরণ প্রাপ্ত হন । অনন্তর ভক্তি-
তুষ্ট মহেশ্বর দর্শন দান করেন । ঐ সময় ভগবান্
কপালী আমাকে বলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! তোমার
যাহা মনে হয়, তুমি বর প্রার্থনা কর । তোমাকে
আমার অদেয় কিছুই নাই, সকলই তোমাকে
দিতে পারি । হে চতুর্ভুজ ! ব্রহ্মোত্তর নামক এই
স্থান আমি তোমাকে দান করিলাম । এখানে
তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর । এখানে তুমি বর্ণচতুষ্টয়
স্থাপন কর । পরমেশ্বর ঈশান এই কথা বলিলে,
আমি ‘তাহাই হউক’ এই বলিয়া আর অস্ত্র বর
চাহিলাম না । আমি উজ্জয়িনী নামে প্রসিদ্ধ
কুশস্থলীতে এক কুণ্ড আবিষ্কার করিলাম । ঐ
কুণ্ডের অব/বহিত সন্নিধানে মন্দাকিনী বিরাজিত ।
ঐ স্থানে স্থান করিলে বিপ্রগণ সকল পাপ হইতে
মুক্ত হন । ঐ কুণ্ডের চতুর্দিকে চারিটি শুভ
অর্ঘ্যঘট সংস্থাপিত করিবে । ঐ ঘটগুলি সতিল,
সবস্ত্র, সকল, এবং মণ্ডা-বিশিষ্ট হইবে । কার্ত্তিকী
বা মাঘী পূর্ণিমায় স্থাপিত হইলে উহার চতুর্দিক
প্রদান করে । প্রথম ঘটটি ঋগ্বেদ, দক্ষিণস্থিত
যজুর্বেদ, পশ্চিমস্থিত সামবেদ ও উত্তরদিকস্থিত
ঘটটি অথর্ববেদার্থ স্থাপন করিবে । ঐরূপে

বেদ উদ্দেশে প্রার্থনা করিবে যে, আমার প্রতি
পিতামহ ক্রীত হউন । এইরূপ করিলে যে পুণ্য
হয়, তাহা সমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন । ৪৯—৬৩।
সমস্ত তীর্থে যে কল হয়, এক মন্দাকিনীতেই সে কল
প্রাপ্ত হওয়া যায় । অস্ত্র তীর্থের স্থানে যে কল,
মন্দাকিনীতে তাহার সহস্রশুণ, এই স্থানে জপ
লক্ষশুণ, এবং দান কোটিশুণ হয় ; ইহাতে কোন
সংশয় নাই । কার্ত্তিক মাস প্রাপ্ত হইলে ঐ স্থানে
গোদান করিতে হয় । কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় শ্রুতধেহু,
মাঘী পূর্ণিমায় তিলধেহু, এবং বৈশাখী পূর্ণিমায়
জলধেহু দান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া
যায় । বাচিক, মানসিক ও যাহা কৰ্ম্মজ পাপ, এ
সমস্তই মন্দাকিনীদর্শনে বিনষ্ট হইয়া থাকে ।
মন্দাকিনীসদৃশ তীর্থ পৃথিবীতে দৃষ্ট হয় না—যাহার
দর্শন মাত্রে ব্রহ্মলোকে মোদিত হওয়া যায় ।
পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় মন্দাকিনীতে স্থান করিয়া
ব্রাহ্ম করিলে পিতৃলোকে গমন করিয়া আনন্দিত
হওয়া যায় । ঐ স্থানে ব্রহ্মাকে নিত্য দর্শন করিলে
সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজস্বয় যজ্ঞের কল পাওয়া
যায় ; হে তপোধনগণ ! ইহা সত্য । অনন্তর
মনস্তর অতীত হইলে বৈবস্বত মনস্তরের প্রাপ্তিতে
দেবদেব উন্নতবেশে উর্দ্ধলিঙ্গ হইয়া ব্রহ্মার যজ্ঞ-

৭১। প্রবিষ্টো ব্রহ্মণঃ সজে দৃষ্টতৈর্দ্বিজসত্তমৈঃ ।
 ৭২। তে ব্রাহ্মণাঃ শপন্তি ন নিন্দাঃ কুর্ষন্তি
 চাপরে। অপরে পাণ্ডিত্যঃ শিশুঃ সন্তি তজ্জা-
 শপন্ বিজাঃ ৭৩। লোট্টৈর্লগুড়কৈশ্চান্দ্রে সন্তি
 তং বলগর্জিতাঃ। জটামুকটকং কেচিদ্ধ্বা কথন্তি
 চাপরে ৭৪। পৃচ্ছন্তি ব্রতচর্যাং বৈ কেন ব্রতক
 দর্শিতম্। অত্র চৈব স্ত্রিয়ঃ সন্তি কথমেতৎস্বা
 কৃতম্ ৭৫। ব্রহ্মণা চেদৃশী চর্যা বিহুনা বা কৃত্য
 স্বয়ম্। গিরিশেনাপি দেবেন কেনেদং ত্রুততঃ
 কৃতম্ ৭৬। মা বিভৃষ দেবেশং বধেয়া হি নত্ব-
 মদ্য বৈ। এবং তৈর্হস্তমানস্ত ব্রাহ্মণৈস্তত্র শকরঃ।
 ৭৭। স্মিতং কুহাববৌ সর্কান ব্রাহ্মণান্ পরমে-
 স্বয়ঃ। কিং যুয়ং মামভিহথ হ্যায়ন্তঃ নষ্টচেতসম্।
 ৭৮। যুয়ং কারুণিকাঃ সর্কে মৈত্রভাবে বা দ-
 হ্বিতাঃ। তমেবংবাদিনঃ দেবঃ জাল্যরূপধরঃ
 হরম্ ৭৯। মায়া তস্ত দেবস্ত মোহিতান্তে
 বিজাতয়ঃ। পুনঃ কপর্দিনঃ জয়ঃ পানিপাদেন বৈ
 দ্বিজাঃ ৮০। তাত্যমানস্ত তৈর্বিট্রৈঃ পরং কোপ-
 যুপাগতম্। ততো দেবেন তে শপ্তা যুয়ং বেদ-

কেজে উপস্থিত হইলেন। একরূপ অবস্থায় দ্বিজ-
 সত্তমগণ তাঁহাকে দর্শন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ
 তাঁহাকে শাপ দিতে লাগিলেন, অপরে নিন্দা করিতে
 লাগিলেন; কেহ কেহ তাঁহার শিশুে ধূলি নিক্ষেপ
 করিয়া প্রহার করিতে লাগিল এবং বলিল—এখানে
 রমণীগণ রহিয়াছে, কি জন্ত তুমি একরূপ বীভৎস
 আচরণ করিতেছ? ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ইহাদেরই বা
 ব্যবহার কিরূপ? দেব গিরিশকে একরূপ ত্রুত আচ-
 রণ করিবার জন্ত কেন তাঁহার প্রশ্রয় দিতেছেন?
 দেবেশ! তুমি একরূপ আচরণ করও না; করিলে
 তুমি আমাদের বধ্য হইবে। শকর ব্রাহ্মণগণ
 কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া প্রহৃত হইতে
 লাগিলেন। তথাবিধ প্রহৃত হইয়া একটু মৃদুহাসি
 হাসিয়া তিনি ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন, আমি
 উন্নত হইয়াছি, আমার জ্ঞান লোপ পাইয়াছে;
 কেন তোমরা আমাকে একরূপ প্রহার করি-
 তেছ; তোমরা সকলে কারুণিক; আমাকে
 মিত্রভাবে দর্শন কর। বীভৎসরূপধারী হয় এই
 কথা বলিলে, তাঁহার কথায় মোহিত হইয়া দ্বিজাতিগণ
 পুনরায় তাঁহাকে পানিপাদ দ্বারা প্রহার করিতে
 লাগিলেন। বিপ্রগণ কর্তৃক তাড়িত হইয়া তিনি
 তখন কুপিত হইলেন; হইয়া—তিনি তাঁহাদিগকে

বিবর্জিতাঃ ৮১। উর্দ্ধজটাঃ সলগতাঃ পর-
 দারোপজীবিনঃ। রতা দ্যুতে চ বেষ্ঠায়াং পিতৃ-
 মাতৃবিবর্জিতাঃ ৮২। ন পুত্রে পিতৃবিভ্রক বিদ্যা
 বাপি ভবিষ্যতি। শেষো যম হতো যৈশ্চ তে
 সর্কেশ্রিয়বর্জিতাঃ ৮৩। রৌজাঃ তিকাঃ তু
 ভিকন্তঃ পরপিণ্ডোপজীবিনঃ। আত্মানং বর্ণয়িষ্যন্তি
 ধনধান্যদিবর্জিতাঃ ৮৪। যৈশ্চ তত্র কৃত্য বিট্রৈ-
 হস্তমানে কুপা ময়ি। তেষাং ধনক পুত্রাশ দাসী-
 দাসাদয়শ্চ বৈ ৮৫। কুলোৎপন্নাস্চ বৈ নার্যো
 ভবিষ্যন্তি বরান্যম। এবং শাপং বরং দদ্বা গতৌহস্ত-
 র্কানমৌশ্বরঃ ৮৬। ততো দ্বিজা গতে দেবে মদ্বা
 তঃ শকরং বিভূম্। অশেষয়ন্তো যন্তুন মহাকাল-
 বনং গতঃ ৮৭। স্নাত্বা সরসি ক্রুদন্ত জপন্তঃ
 শতকুজিয়ম্। জাপাবসানে তান দেবোহশরীরিণ্যা
 গিরাববৌ ৮৮। অনূহং ন ময়া প্রোক্তং
 শ্বৈরেষপি কৃতঃ সুখম্। ভূয়োহপ্যমুগ্রহং বিপ্রা

শাপ দিলেন যে, তোমরা বেদবর্জিত হইবে;
 উর্দ্ধজট, উর্দ্ধলগুড় ও পরদারোপজীবী হইবে;
 দ্যুতে রত হইবে; মাতাপিতৃবর্জিত হইয়া
 বেষ্ঠাসক্ত হইবে; তোমাদের পুত্রে পিতৃবিভ্র
 ও পিতৃবিদ্যা বর্ত্তিবে না; এই যে তোমরা
 আমার শিশুকে প্রহার করিলে, এ কারণ
 তোমরা ইন্দ্রিয়বর্জিত লইবে; রৌজীতিকা
 অবলম্বন করিয়া পরপিণ্ডোপজীবী হইবে; এবং
 ধনধান্যদিবর্জিত হইয়া “আমি দরিদ্র, আমাকে
 ভিক্ষা দাও” বলিয়া আন্ন-পরিচয় প্রদান করিয়া
 বেড়াইবে। ৬৪—৮৪। যাহারা আমার প্রতি
 কুপাপরবশ হইয়া তোমাদিগকে নিবেদ
 করিয়াছিল, তাহাদের ধন, পুত্র ও দাস-
 দাসী হইবে; সংকুলজাতা স্ত্রী তাহারা লাভ
 করিবে। এই প্রকার শাপ ও বর প্রদান
 করিয়া দেবেশ অন্তর্ধান করিলেন। দেব
 অন্তর্হিত হইলে তখন দ্বিজগণ তাঁহাকে শকর
 বলিয়া জানিতে পারিয়া সযত্নে অন্বেষণ
 করিতে করিতে মহাকালবনে গমন করিলেন।
 তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার ক্রুদ-সরে স্নান
 করিয়া শতকুজীয় জপ করিতে লাগিলেন।
 জপাবসানে দেবদেব তাঁহাদিগকে আকাশবাণী
 দ্বারা বলিলেন,—আমি তোমাদিগকে যাহা
 বলিয়াছি, তাহা অসত্য হইবার নহে; হে

যুগ্মকং করবাণ্যহম্ ॥ ৮৯ ॥ শাস্তা দাস্ত্যচ, যে
বিপ্রা ভক্তিমন্তো ময়ি হিতাঃ । ন তেষাং হিদ্য়তে
বংশো ন ধনং ন চ সম্ভতিঃ ॥ ৯০ ॥ অগ্নিহোত্ররতা
যে চ ভক্তিমন্তো জনাৰ্দ্দনে । পূজয়ন্তি চ ব্রহ্মণঃ
তেজোরশিঃ দিবাকরম্ ॥ ৯১ ॥ নাশুভং বিদ্যাতে
তেষাং যেষাং সাম্যো হিতা মতিঃ । এতাবহুকা
দেবেশস্বকীমাসীজগৎ প্রভুঃ ॥ ৯২ ॥ এবং শাপঃ
বরঃ লজ্জা দেবদেবান্নহেশ্বরাৎ । আজয়ুঃ সহিতাঃ
সৰ্কে যত্র দেবঃ পিতামহঃ ॥ ৯৩ ॥ বিরিক্টিমথ
তে জাপৈপ্যন্তোবয়ন্তোহগ্রতঃ হিতাঃ । তুষ্টস্তান-
ব্রবীদব্রহ্মা মন্তোহপি ত্রিযতাং বরঃ ॥ ৯৪ ॥
ব্রহ্মণস্তেন বাক্যেন তুষ্টাঃ সৰ্গে দ্বিজোত্তমাঃ ।
কো বরো যাচ্যতাং বিপ্রাঃ পরিতুষ্টে পিতামহে ॥
৯৫ ॥ একে তত্রাক্রবন্ বিপ্রা বেদান্ বৈ বৃণবামহে ।
ততোহন্তে চ ধনং ধাত্তং ত্রিযতামবিশক্তিতৈঃ ॥ ৯৬ ॥
অন্তে প্রাহুঃ কিমস্মাকং ধনৈশ্চষ্টে পিতামহে ।
অগ্নিহোত্রাণি বেদাশ্চ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ৯৭ ॥

বিপ্রগণ! আমি তোমাদিগকে পুনরায় অমুগ্রহ
করিলাম । যে সকল শাস্ত দাস্ত দ্বিজ আমার প্রতি
ভক্তিযুক্ত হয়, তাহাদের বংশ, ধন, ও
সম্ভতি উচ্ছিন্ন হয় না । যাহারা অগ্নিহোত্ররত,
জনাৰ্দ্দন ভক্তিযুক্ত এবং ব্রহ্মা ও তেজোরশি
দিবাকরের পূজা করিয়া থাকে, তাহা সমদানী-
দিগের কদাচ অশুভ হয় না । এই
কথা বলিয়া জগৎপ্রভু মোনাবলদন করিলেন ।
বিপ্রগণ এইরূপে দেবদেব হইতে শাপ ও বর
লাভান্তে সকলে সমবেত হইয়া পিতামহসমীপে
উপস্থিত হইলেন । তাহারা বিরিক্টির স্তব করিয়া
তাঁহাদের অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন । তিনি তুষ্ট
হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমার নিকটও
তোমরা বর গ্রহণ কর । তাঁহাদের কথা শুনিয়া ব্রহ্ম-
গণ অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া এই বিতর্ক আরম্ভ
করিলেন যে, পিতামহ সন্তুষ্ট হইয়াছেন; এখন
ইহার নিকট কোন বর প্রার্থনা করা যাইবে ।
তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় বিপ্র বলিলেন,—বেদ-
প্রাপ্তিরূপ বর গ্রহণ করাই আমাদের উচিত
অন্ত কতিপয় বলিলেন,—নিশ্চয়ে ধনধাত্ত বর
গ্রহণ করাই আমাদের উচিত । অপর কতিপয়
বলিলেন,—পিতামহ যখন তুষ্ট হইয়াছেন, আর
আমাদের ধনের প্রয়োজন কি? বর প্রত্যাহার

শাস্তা আচ্যাস্ত লোকাশ্চ বরদানান্তবন্ত নঃ ।
এবং প্রজয়তাং তত্র বিপ্রাণাং কোপ আবিশৎ ॥
৯৮ ॥ পরস্পরং বরার্থেহর্থ যুদ্ধং কর্তুং সমুদ্যতাঃ ।
যুধ্যন্তে সাযুধাঃ কেচিৎ কেচিত্ত্রয়োপসর্পকাঃ ॥ ৯৯ ॥
কেচিৎবিপ্রা উদাসীন্যঃ কেচিৎচৈ মোনমাস্থিতাঃ ।
দৃষ্টৈবং ভগবান্ প্রাহ বিপ্রান্ যুদ্ধং প্রকৃষ্যতঃ ॥ ১০০ ॥
যস্মাৎ কুমন্ত্রিতা বিপ্রাঃ শালায়া বাহুসংস্থিতে ।
তস্মাদামূলতো বিপ্রা গুল্মে যুদ্ধোপসর্পকাঃ ॥ ১০১ ॥
উদাসীনস্ত যো গুল্মো বৃন্তিহীনো ভবিষ্যতি ।
বেদান্তস্ত ভবেয়ুর্বে যস্তুস্তি মোনসংস্থিতঃ ॥ ১০২ ॥
তৃতীয়ঃ সাযুধো গুল্মো খোদীকামস্ত যঃ স্থিতঃ ।
পরদারেবু বেণ্ডায়াং দূতে চৌর্যো সদা রতঃ ॥
১০৩ ॥ চতুর্ধিঃ স বৈ বিপ্রো বৃন্তিহীনো ভবি-
ষ্যতি । এবমুকা যযৌ ব্রহ্মা বৈরাজঃ ভবনো-
ত্তমম্ ॥ ১০৪ ॥ এবং মে পরমং ক্ষেত্রং মুনয়োহবস্তি-
মগুলে । যাং দেবনগরীং লোকে প্রবদন্তীহ
মানবা ॥ ১০৫ ॥ তস্মাস্তু যে দ্বিজাঃ শাস্তা বসন্তি
ক্ষেত্রবাসিনঃ । ন তেষাং হর্লভঃ কিঞ্চিন্নম লোকে
ভবিষ্যতি ॥ ১০৬ ॥ কোলামুখে কুরুক্ষেত্রে নৈমিষে

হোত্র, বেদ, বিবিধশাস্ত্র, এবং লোক সকল শাস্ত্র ও
আচ্য হউক । এইরূপ জল্পনা করিতে করিতে
তাঁহাদের মধ্যে কোপের আবির্ভাব হইল । সকলে
বর প্রার্থনা লইয়া যুদ্ধারম্ভ করিয়া দিলেন । কেহ
কেহ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কেহ
কেহ বা স্থান পরিত্যাগ করিলেন; কতিপয়
উদাসীন; এবং কতিপয় মোনাবলদন করিলেন ।
ভগবান্ ব্রহ্মা বিপ্রগণকে এইরূপ যুদ্ধ করিতে
দেখিয়া বলিলেন,—যে হেতু বিপ্রগণ এই যজ্ঞ-
শালায় বাহু সংস্থানে কুমন্ত্রণা করিয়াছে; অতএব
আমূলত বিপ্রগণ গুল্মে যুদ্ধোপসর্পক হইবে । ৮৫-১০১
উদাসীন যে গুল্ম, তাহা বৃন্তিহীন হইবে । আর
যাহারা মোনাবলদন করিয়াছিল, তাহারা বেদ
লাভ করিবে । এই মোনাবলদ্বিগণই তৃতীয় ।
সায়ুধ যুদ্ধকামী যে গুল্ম, তাহারা পরদার, বেণ্ডা,
দূত, ও চৌর্য্য সদা রত হইবে । এই সম্ভাদায়হ
বিপ্রগণ উক্ত প্রকারে চতুর্ধি হইয়া বৃন্তিহীন
হইবে । এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা বৈরাজ ভবনে
গমন করিলেন । হে মুনিগণ! এই প্রকারে
আমার অবস্ত্যমণ্ডলে পরম ক্ষেত্র বিহিত হই
যাহাকে মানবগণ দেবনগরী বলিয়া থাকে ।
অবস্ত্যমণ্ডলস্থ ঐ ক্ষেত্রে যাহারা বাস করে, তাহা-

পুঙ্করেষু চ। বারানস্তাং প্রভাসে চ তথা বদ-
রিকাক্রমে। ১০৭। গঙ্গাধারে প্রয়াগে চ গঙ্গা-
সাগরসঙ্গমে। ক্রতুকোট্যাং বিরূপাক্ষে মিত্রস্তাপি
তথা বনে। ১০৮। তীর্থেষু তেষু ক্ষেত্রেষু যা
সিদ্ধির্দাদশাদিকা। প্রাপ্যতে মানবৈলোকে সা
মাসেনেহ লভ্যতে। উজ্জয়িন্ত্যাং ন সন্দেহে
ব্রহ্মর্ষ্যে মনো যদি। ১০৯। তীর্থানাং প্রবরং
তীর্থং ক্ষেত্রাণামপি চোত্তমম্। সদাতিরুচিতং
মহ্যমেতদে মুনিসত্তমাঃ। ১১০। মন্দাকিনীস্ত
মাহাত্ম্যং ক্ষেত্রস্তোত্রপতিকৃতম্। ভূয়ঃ কিমন্ত-
দিচ্ছান্তি শ্রোতুং বৈ দ্বিজসত্তমাঃ। ১১১। সনৎ-
কুমার উবাচ। এতন্তে ব্রহ্মণো বাক্যং শ্রুত্বা বাস
তথাবিধম্। বসিষ্ঠাদ্যাশ্চ মুনয়ঃ পরং ধ্যানমথো
গতাঃ। ১১২। ধ্যাত্বা তু স্মৃতিরং কালং তত্র বাসে
মনো দধুঃ। সান্নিহোত্রাঃ সপত্নীকা গতাশ্চাবস্থি-
মণ্ডলে। ১১৩। মহাকালবনং দৃষ্ট্বা শিপ্রাঃ চৈব
মহানদীম্। আশানমুসরং চৈব নদীং গন্ধবতীং
তথা। ১১৪। কোটিতীর্থপুষ্পশ্চ চতুর্বিদগ্ধ তত্র
বৈ। স্মৃত্বা তদব্রহ্মণো বাক্যং রুচিস্তেষাং তদা-
ভবৎ। ১১৫। অরুন্ধত্যা বসিষ্ঠশ্চ গমনং প্রতি

দেয় মদীয় লোকে গতি হয়। কোলামুখ,
কুরুক্ষেত্র, নৈমিষ, পুঙ্কর, বারানসী, প্রভাস,
বদরিকাক্রম, গঙ্গাধার, প্রয়াগ, গঙ্গাসাগর সঙ্গম,
ক্রতুকোটী, বিরূপাক্ষবন এবং মিত্রবন, এই সকল
তীর্থে যে ছাদশবৎসরলভ্য সিদ্ধি, তাহা এই
স্থানে এই উজ্জয়িনীতে এক মাসে প্রাপ্ত হয়,—যদি
তাহার ব্রহ্মর্ষ্যে মন থাকে। ইহা তীর্থোত্তম
এবং ক্ষেত্রোত্তম। হে মুনিসত্তমগণ! ইহা আমার
সদা প্রীতিদায়ক। মন্দাকিনীর মাহাত্ম্য, এই
ক্ষেত্রের উৎপত্তি কথা, তাহার মধো—হে বিপ্রগণ!
তোমরা আর কি ভাবিতে ইচ্ছা কর? সনৎকুমার
বলিলেন—হে ব্যাসদেব! বসিষ্ঠাদি মুনিগণ
ভগবান্ ব্রহ্মার তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা
তৎপ্রবর্তিত ক্ষেত্রে বাস করিতে মনস্থ করিলেন।
সান্নিহোত্র সপত্নীক মুনিগণ অবস্ত্রীমণ্ডলে গমন-
পূর্বক মহাকালবন, মহানদী শিপ্রা, আশান, উসর-
ভূমি, গন্ধবতী নদী ও কোটিতীর্থে জল স্পর্শ
করিয়া ঐ স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।
ভগবান্ ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের ঐ
স্থানে বাস করিতে অনুরাগ জন্মিতে লাগিল।
মহাত্মা বসিষ্ঠ স্বীয় ভাৰ্য্যা অরুন্ধতী কর্তৃক ঐ

নোদিতঃ। উবাচ ত্ভ্যং মহাত্মাসৌ স্বাং ভাৰ্য্যাং
মুনিসত্তমাঃ। ১১৬। মহাকালঃ সন্নিচ্ছিত্তা গতি-
শ্চৈব স্মৃনির্মলা। উজ্জয়িন্ত্যাং বিশালাক্ষি বাসঃ
কন্তু ন রোচডে। ১১৭। স্নানং কুহা নরো যন্ত
মহানদ্যাং হি দুর্লভম্। মহাকালং নমস্কৃত্য
নরো মৃত্যুং ন শোচয়েৎ। ১১৮। মৃতঃ
কোটঃ পতঙ্গো বা ক্রতুস্তাশ্চরো ভবেৎ।
যত্রৈবা শ্রদ্ধতে মুক্তিঃ কথং সা ত্যজ্যতে
ময়া। ১১৯। এবং প্রজন্ম্যাধ মুনিপ্রধানস্তত্রৈব
বাসঃ সহসা চকার। বনস্ত বাষ্টিং পরিকীৰ্ত্তয়ন্ত
স্থিতঃ সত্বেবাত্ত মুনিপ্রধানৈঃ। ১২০।

ইতি শ্রীমদে মন্দাকিনীক্ষেত্রমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ। ২৬।

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। যোহবস্ত্র্যামকপাদাথ্যে
পশ্চোদ্রামজনাঙ্গিনো। যয়োর্দর্শনমাত্রেণ যমলোকঃ
ন পশ্যত। ১। ব্যাস উবাচ। কথং তাবক-

স্থানে বাস করিবার জন্ত প্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে
বলিয়াছিলেন,—যেখানে মহাকাল, সর্বিৎ শিপ্রা,
এবং গতি—স্মৃনির্মলা—হে বিশালাক্ষি! সেই
উজ্জয়িনীতে বাস করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?
সেখানে মহানদীতে স্নান করিয়া ভগবান্ মহা-
কালকে নমস্কার করিয়া মৃত্যুর জন্ত শোক করিতে
হয় না। কোট পতঙ্গাদি ঐ স্থানে মৃত হইয়া
কণ্ডের অন্তর হয়। যেখানে মুক্তি এত সুলভ
বলিয়া কথিত হয়, সে স্থান আমি কি পরিত্যাগ
করিতে পারি? মুনিপ্রধান বসিষ্ঠ ইরূপ কথোপ-
কথনের পর সত্বর ঐ স্থানে বাস করিলেন।
তিনি মুনিগণের সহিত ঐ স্থানের মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন
করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১০২-১২০।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

—:—

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—অবস্ত্রীর অকপাদে
ব্রাম-জনাঙ্গিনকে দর্শন করিলে যমলোক দর্শন
করিতে হয় না। ব্যাসদেব বলিলেন,—হে মহা-

পাদাখ্যে যাতাবজ মহামুনে । ন পশ্চৈদ্যমলোকং
স যদ্যপি ব্রহ্মহা ভবেৎ ৷ ২ ৷ সনৎকুমার উবাচ ।
ভাৱাবতারণার্থায় দেবৌ রামজনার্দনৌ । অবতীৰ্ণৌ
যদোৰ্ষঃশে দিব্যরূপৌ মহাত্মতী ৷ ৩ ৷ কংসঃ
হস্তা সচানুৱমুগ্ৰসেনং নরাধিপম্ । অভিষিচ্য স্বয়ং
রাজ্যে যত্ৰসিংহ উবাচ তম্ ৷ ৪ ৷ কিং কাৰ্য্যাস্তে
ময়া ক্রহি কৰ্ত্তব্যং তে স্মৃতে হতে । এবমুক্তঃ স
রাজা বা উগ্রসেনোহব্রবীদিদম্ ৷ ৫ ৷ সৰ্ষঃ
সম্পৎস্তুতে কৃক ভবতো হি ন দুৰ্লভম্ । বিজ্ঞাতা-
খিলবিজ্ঞানৌ ভবিতারাবুভাবপি ৷ ৬ ৷ গচ্ছন্ত-
মুক্ৰমিষ্ঠাং বৈ কৃতবিদ্যৌ ভবিষ্যথঃ । ততঃ
সান্দৌপনিং বিপ্রং জগ্মতু রামকেশবৌ ৷ ৭ ৷ কণ্ঠ-
স্থান্চক্ৰতুৰ্দ্ধেদানাত্চাৰমখিলং চ তৌ । সরহস্তাং
ধনুৰ্দ্ধেদং সসংহারং তথৈব চ ৷ ৮ ৷ অহোৱাট্ৰৈ-
শ্চতুৰ্ঘষ্ট্যা তদদ্ভুতমভূদ্ভিজ্জ । সান্দৌপনিরসম্ভাবাং
তয়োঃ কৰ্ম্মাতিমানুষম্ ৷ ৯ ৷ বিচিন্ত্য তৌ তদা
মেনে প্রাপ্তৌ চন্দ্রদিবাকরৌ । ততঃ কিঞ্চিৎস
নোবাচ প্লাতুং তীৰ্থমথাযযৌ ৷ ১০ ৷ শিষ্যৈশ্চ
সহিতৌ বিপ্রৌ মহাকালবনেহবিশৎ ৷ শিষ্যৈঃ

মুনে! রামজনার্দন কি জন্ত অৰূপাদে গমন
কৰিয়াছিলেন? এবং ব্রহ্মহা হইলেও কি জন্ত
ঐহাদিগকে দৰ্শন কৰিয়া মানব যমলোক দৰ্শন
করে না। সনৎকুমার বলিলেন,—ভূভাৱ হরণের
নিমিত্ত দিব্যরূপ মহাত্ম্যতি দেব রাম-জনার্দন যত্ৰ-
বংশে অবতীৰ্ণ হন। যত্ৰসিংহ ত্রীকৃক সচানুৱ
কংসকে নিহত কৰিয়া নরাধিপ উগ্রসেনকে রাজ্যে
অভিষিক্ত কৰিয়া ঐহাকে বলিলেন,—হে নরাধিপ!
আমি আপনাত পুত্ৰকে নিহত কৰিয়াছি বটে;
কিন্তু আপাতত কি উপকাৰ কৰিব, তাহা বলুন?
ভগবান্ একুপ কহিলে উগ্রসেন বলিলেন,—হে
কৃক! তোমার সমস্তই সম্পদ্যমান হইবে, কিছুই
দুৰ্লভ থাকিবে না। অতএব তোমাৰা উভয়ে
অখিল বিজ্ঞান জ্ঞাত হও। তোমাৰা উজ্জয়িনীতে
গমন কৰিয়া কৃতবিদ্যা হও। হে দ্বিজ! অনন্তর
রামকৃক বিপ্র সান্দৌপনির নিকট গমন কৰিয়া
চতুৰ্ঘটি দিব্যসৈর মধ্যে চতুৰ্দ্ধেদ, অখিল আচাৰ,
এবং সরহস্তা সসংহার ধনুৰ্দ্ধেদ, আয়ত্ত কৰিলেন।
সান্দৌপনি ঐহাদের অত্যদ্ভুত অমাত্মিক কৰ্ম্ম
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং ঐহাদিগকে “চন্দ্র-
সূৰ্য্য সমাগত হইয়াছেন” বলিয়া মনে কৰিলেন।
আর কিছু বলিলেন না। তীৰ্থস্থানে গমন কৰি-

সহপ্রবিষ্টৌ যৌ তদা তৌ রামকেশবৌ ৷ ১১ ৷ বন্দ-
মানৌ মহাকালং স তং কেশবমব্রবীৎ । ইয়া নাথেন
দেবানাং মাহুযাহে তি তিষ্ঠতা ৷ ১২ ৷ সুখমাসীচ্চ
সাধুনাংজ্ঞানানাঞ্চ সৰ্ষদা । জনে পীড়াকরা যে তু
সদা বা বলদৰ্পিতাঃ ৷ ১৩ ৷ যুবাভ্যাং তে হতাঃ
সৰ্ষে কংসপ্রমুখতো নৃপাঃ । মুনিসিদ্ধসুৱাদীনাং
স্থিতিঃ কাৰ্য্যা ইয়াহনঘ ৷ ১৪ ৷ কৰিষ্যামি তমি-
তাক্কা স নমস্ত ততো যযৌ । দৃষ্টৌ সান্দৌপনিং
শিষ্যা উচুৰ্বেবং দিনেদিনে ৷ ১৫ ৷ কস্ত ন ব্রদধে
তেষাং বচস্ততাদ্ভুতং যতঃ । স্বয়ং যযৌ ততো
দ্রষ্টুমাশ্চৰ্য্যাং শিষ্যভাষিতম্ ৷ ১৬ ৷ ততস্তজ্জোখিতঃ
শব্দঃ সংশ্লেসে চ তথা তয়োঃ । তাবাগতো
গৃহং তত্র গুরুৰ্দ্ধনমব্রবীৎ ৷ ১৭ ৷ ন বৈ জ্ঞাতৌ
ময়া বীৰৌ যত্ৰকুকুলোদ্ভবৌ । ততঃ সান্দৌ-
পনিং কৃকঃ কৃতকৃত্যোহব্রবীষচঃ ৷ ১৮ ৷

লেন। অনন্তর তিনি শিষ্য সমভিব্যাহারে
মহাকালবনে গমন কৰিলেন। রামকেশবও
মুনি-শিষ্যাগণের সহিত সেখানে উপস্থিত হইয়া
মহাকালবনের বন্দনা কৰিলেন। তখন সান্দৌপনি
মুনি কেশবকে বলিলেন,—তুমি দেবতাদিগের নাথ
হইয়া মনুষ্যহে বৰ্ত্তমান থাকিতে সাধু ও অজ্ঞান-
দিগের সুখ বৰ্ত্তমান রহিয়াছে। যাহারা জন-
পীড়াকরী বা বলদৰ্পিত, তুমি এতাদৃশ কংসপ্রমুখ
নৃপতিদিগকে সংহার কৰিয়াছ। হে অনঘ!
তুমি মুনি, সিদ্ধ ও সুৱদিগের মৰ্যাদা স্থাপন কৰি-
য়াছ। ১—১৪। সান্দৌপনি কৰ্ত্তক কেশব এইরূপ
অভিহিত হইয়া বলিলেন,—হাঁ, আমি কৰিয়াছি!
এই বলিয়া তিনি মুনিকে নমস্কার কৰিয়া চলিয়া
গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে সান্দৌপনির শিষ্য-
গণ ঐহাৱ নিকট দিন দিন কেশবের গুণপণাৱ
কথা আলোচনা কৰিতেন। কে না ঐহাদের
বাক্যে ব্রহ্মা প্রকাশ কৰিবে? যেহেতু ঐহাদের
বাক্য অদ্ভুত। একদা মুনি, শিষ্যাগণের কথায়
অদ্ভুত রাম কেশব-লীলা দৰ্শন কৰিতে গেলেন।
ঐ স্থানে গিয়া তিনি রাম-কেশব ব্যায়াম-জনিত
উৎখিত শব্দ শুনিতে পাইলেন। অনন্তর রাম-
কেশব গৃহে আগমন কৰিলে মুনি ঐহাদিগকে
বলিলেন,—আমি জানিতাম না যে, তোমাৰা
যত্ৰ-কুকুলোদ্ভব বীৰ। কৃক তখন কৃতকৃত্য
হইয়া রামের সহিত পরামৰ্শ কৰিয়া রামকেই

কুর্গঃ কিং দদামৌতি সহ রামেন হর্ষিতঃ । তচ্ছ্রুত্বা
বচনং হৃদ্যং শুকঃ প্রোবাচ হর্ষিতঃ ॥ ১৯ ॥
পুত্রমিচ্ছাম্যহং যন্তো যো যন্তো লবণান্তসি । পুত্র
একো হি মে জাতঃ স চাপি তিমিনা হৃতঃ ॥ ২০ ॥
প্রভাসে তীর্থযাত্রায়াং যমেব অমিহানয় । তথ্যেতি
চাত্তবীং কৃষ্ণে রামস্তানুমতে গতঃ ॥ ২১ ॥ তং
সমুদ্র উবাচৈদং দৈত্যঃ পঞ্চজনো মহান । তিমিরপেণ
তং বালঃ গ্রাস্তবান্ময়ি সংহিতঃ ॥ ২২ ॥ ততঃ
পঞ্চজনঃ হৃদ্য গ্রাহরূপং মহাবলম্ । তন্ন্যাস্য চ
জগ্ৰাহ শব্দং গ্রাস্তো হি যঃ পুরা ॥ ২৩ ॥ জলেশ্বর-
গৃহান্তেন গ্রাহেণাতীব লৌলয়া । তন্তোদরে যদা
বালঃ নাপ্তবান্ জনার্দিনঃ ॥ ২৪ ॥ যমালয়গতঃ
মহা তদা বক্রগমত্রবীৎ । ভগবন্ যাদসামীশ
রথো মে দীয়তাং মহান ॥ ২৫ ॥ পুরাজিহ্নে হতা
দৈত্য্য দানবা বলদর্পিতাঃ । যদা যেন রথেনাদ্য
মহং স দীয়তাং রথঃ ॥ ২৬ ॥ স্তাসভূতো রথো
যন্তে বিধৃতো নিহতান্ধিগা । যদাধর্ম্যং পুরস্কৃত্য
স দীয়তামপাম্পতে ॥ ২৭ ॥ যেনাহবে প্রেত-

বলিলেন,—শুককে কি প্রদান করা যাইবে? শুক
সান্দীপনি এই কথা শুনিতে পাইয়া হৃষ্টাশ্রুতকরণে
বলিলেন,—আমি তোমার নিকট পুত্র প্রার্থনা
করি,—আমার পুত্র লবণ-সমুদ্রের জলে মগ্ন
হইয়া মৃত হইয়াছে। আমার সবেমাত্র একটি
পুত্র ছিল, তাহা তীর্থক্ষেত্র প্রভাসে তিমিতে গ্রাস
করিয়াছে। এই তুমি তাহাকে আনয়ন কর।
কৃষ্ণও রামের অনুমতি লইয়া বলিলেন—তাহাই
হইবে। অনন্তর তিনি সমুদ্রতীরে গেলেন
তখন সমুদ্র কেশবকে বলিলেন,—মহাদৈত্য
পঞ্চজন তিমিরপে সেই বালককে গ্রাস করিয়াছে;
ঐ দৈত্য আমারই আশ্রয়ে থাকিয়া ঐ কার্য্য
করিয়াছে। অনন্তর কেশব গ্রাহরূপী মহাবল ঐ
দৈত্য পঞ্চজনকে নিহত করিয়া তন্ন্যাস্য শব্দকে
গ্রহণ করিলে,—যে শব্দ পূর্বে জলেশ্বরগৃহ হইতে
গ্রাহক লৌল্যক্রমে গ্রাস্ত হইয়াছিল। জনার্দিন তাহার
উদরে যখন বালককে পাইলেন না, তখন যমালয়-
গত মনে করিয়া বক্রগকে বলিলেন,—হে ভগবন্!
যাদপতে! আপনি আমায় রথ প্রদান করুন।
—যাহা দ্বারা আমি পূর্বে বলদর্পিত দৈত্য-দানব-
গণকে নিহত করিয়াছিলাম। যে রথ অগ্নি নিহত
করিয়া আপনার নিকট স্তাস্বরূপ রক্ষা করিয়াছি;
আপনি ধর্ম্মানুসারে তাহা আমাকে প্রদান করুন।
ঐ রথ দ্বারা আমি প্রেতরাজকে রণে পরাজিত

রাজঃ জিহ্না পশ্চামি বালকম্ । এতচ্ছ্রুত্বা
প্রহৃষ্টায়া জাহা কার্য্যার্থিনঃ হরিম্ । দদৌ তু রথ-
মকোভ্যঃ রণে তন্মৈ সুরাসুরৈঃ ॥ ২৮ ॥ ততো
হরিঃ সমালোক্য রথং রত্নপরিষ্কৃতম্ । দ্বাপিচর্ম্ম-
পরীধানং বৈয়াত্রপরিবারিতম্ ॥ ২৯ ॥ নানাচিত্র-
বিচিত্রাক্ষং গরুড়ধ্বজরাজিতম্ । সংযুক্তং শৈব্য-
সুগ্রীবপুষ্পদন্তবলাহকৈঃ ॥ ৩০ ॥ অজৈয়ং দেব-
দেবেন্দ্রদানবাসুররাক্ষসৈঃ । অনেকায়ুধসম্পূর্ণং
মণিবিজয়ভূষিতম্ ॥ ৩১ ॥ সহস্রমূর্ত্যপ্রতিমং চাক্র-
বক্রচতুষ্টয়গম্ । কিকিণীশতশোভাঢ্যং ঘণ্টাচামর-
চল্লিকম্ ॥ ৩২ ॥ সংবর্ত্তাকারবিষমং খগেন্দ্রবর-
কেতনম্ । দৃষ্ট্বা কৃষ্ণঃ সরামস্ত মুমুদে বীতবিস্ময়াৎ ॥
৩৩ ॥ প্রদক্ষিণমুপাকৃত্য দেবতাভ্যঃ প্রণম্য চ ।
আকরোহ রথং বিমূর্খমানঃ সাগ্রযোজনম্ ॥ ৩৪ ॥
ততো জগাম হারতো জনার্দিনো জগন্নিবাসো যম-
লোকমাত্রিতাম্ । দিশং সহস্রৈঃ কিরণৈর্গতাঃ
পুত্রীং দদৌ চ শব্দং পরিগৃহ্য চাত্যতঃ ॥ ৩৫ ॥ তত্র
প্রথাপয়ামাস শব্দং শার্ঙ্গধর্ম্মকরঃ । তেন শব্দেন
বিজ্ঞাতাঃ কৃতান্তালয়বাসিনঃ ॥ ৩৬ ॥ নরকাস্তর্গতা
মর্ত্যাস্তাঃ পাপাচারপরায়ণাঃ । সুখমাপুঃ প্রসন্নাস্ত বহুয়ঃ
কৃষ্ণদর্শনাৎ ॥ ৩৭ ॥ শব্দাণি কুণ্ঠতাং প্রাপুর্ঘজাণি

করিয়া বালককে দর্শন করিব। কার্য্যতীর্থ হরির
এই কথা শুনিয়া প্রহৃষ্টায়া যাদপতি সুরাসুরাকোভ্য
সেই রথ তাঁহাকে প্রদান করিলেন ॥ ২৮-২৮ ॥
অনন্তর সরাম হরি বীতবিস্ময় হইয়া ঐ রথ
দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। ঐ রথ রত্নপরি-
ষ্কৃত দ্বাপিচর্ম্মপরিধান, বৈয়াত্র পরিবারিত, বিচি-
ত্রাক্ষ, গরুড়ধ্বজরাজিত, শৈব্য-সুগ্রীব-পুষ্পদন্ত
ও বলাহক-সংযুক্ত, দেব, দানব, অসুর ও রাক্ষস-
গণের অজৈয়, অনেকায়ুধসম্পূর্ণ, মণি-বিজয়-
ভূষিত, সহস্র মূর্ত্যপ্রতিম, চাক্রবক্র, চতুষ্টয়গ,
কিকিণীশতশোভাঢ্য, ঘণ্টা-চামর-চল্লিক, সংবর্ত্তা-
কার-বিষম, ও খগেন্দ্রবরকেতন। হরি ঐ
যোজনপরিমিত রথ প্রদক্ষিণ করিয়া দেবতা-
গণকে নমস্কারপূর্ব্বক তাহাতে আরোহণ করি-
লেন। অনন্তর জগন্নিবাস জনার্দিন হরিতগতিতে
যমালয়ের দিকে রথ চালনা করিলেন। ঐ যম-
পুরী সহস্র কিরণোজ্জ্বলা। শার্ঙ্গধর্ম্মকর অচ্যুত
রথ চালনা করিয়া শব্দ পূরিত করিলেন। সেই
শব্দশব্দে কৃতান্তালয়বাসিগণ বিজ্ঞস্ত হইল। নর-
কাস্তর্গত পাপাচার-পরায়ণ মর্ত্যগণ কৃষ্ণদর্শনে

বিবিধানি চ । বিদৌর্ণানি তদা চান্দ্রদেবদেবস্ত
দর্শনাৎ ৷ ৩৮ ৷ অসিপত্রবনগ্রাম নীর্ণপর্ণমজ্জায়ত ।
রৌরবং নাম নরকমতৈরবমভূতদা ৷ ৩৯ ৷ অতৈরবং
তৈরবাধ্যং কুস্তীপাকমবাচিকম্ । শৃঙ্গটং শৃঙ্গসদৃশং
লোহমৃচ্যপ্যমৃচিকা ৷ ৪০ ৷ দ্বস্তরা স্তূতরা জাতা
নদৌ বৈতরণী নৃণাম্ । নরকাস্তে তদা জাতে গতে
বিষেধরে বিভৌ ৷ ৪১ ৷ পাপক্ষয়ান্ততঃ সর্বে তে
যুক্তা নারকা নরাঃ । পদমবায়মাসান্য দৃষ্টা বিষ্ণুং
তমোহুপহম্ ৷ ৪২ ৷ বিমানেষু সহশ্রেষু হ্যাক্রুতাস্তে
সমস্ততঃ । সমীক্ষ্য পুণ্ডরীকাক্ষং মুক্তাস্তে সর্বপাত-
কাৎ ৷ ৪৩ ৷ ততঃ শূন্তং মূনে জাতঃ সর্বঃ নিরয়-
মণ্ডলম্ । দর্শনান্তস্ত দেবস্ত বিকোর্ধিগম্বরূপিণঃ ৷
৪৪ ৷ ততো দূতাঃ কৃতাস্তস্ত ক্রকঞ্চ যুদ্ধকারিণম্ ।
বারয়ামাসুরত্যাগা বিশস্তং নরকান প্রতি ৷ ৪৫ ৷
কিঙ্করা উচুঃ । মা বীরানেন মার্গেণ রথমানয়
মানবম্ । প্রযান্ত্যধোগতিং পাপাৎ পরহীন্স-
পহারকাঃ ৷ ৪৬ ৷ যমাদিষ্টা নরাঃ পাপা যেষমোচ্যা
বর্ষকোটিভিঃ । দৃষ্টা ত এব সদ্যস্মাং গতাঃ স্বর্গ-

নরকযাতনাতোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সুখী
হইল; এবং অতি প্রসন্ন হইল । দেবদেবকে দর্শন
করিয়া যমদূতদিগের বিবিধ অস্ত্র ও বিবিধ যন্ত্র কুণ্ঠতা-
প্রাপ্ত হইল এবং তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইল;
অসিপত্র নামক নরক নীর্ণপর্ণ হইল; রৌরব নরক
ভীতিশূন্য হইল; তৈরব নরক অতৈরব হইল; কুস্তী-
পাক বর্ণনাতীত হইল; শৃঙ্গট নরক শৃঙ্গসদৃশ হইল;
লোহমৃচী অমৃচিবৎ হইল; এবং দ্বস্তরা বৈত-
রণী নদী সুখতরণীয় হইয়া উঠিল! বিভূ বিষেধর,
নরক-সন্নিধানে গমন করিলে নরকবাসী সকলের
পাপক্ষয়নিবন্ধন তাহারা নরকভোগ হইতে মুক্তি লাভ
করিল; অধিকন্তু তাহারা বিষ্ণুদর্শনে অব্যয়
তমোপহ পদ প্রাপ্ত হইল । তাহারা সত্ব দিব্য
বিমানে আকৃষ্ট হইয়া চতুর্দিক্ হইতে পুণ্ডরী-
কাক্ষকে দর্শন করিতে করিতে সর্ব পাপ হইতে
নিকৃতি পাইয়া মুক্তি লাভ করিল । হে মূনে!
এইরূপে বিষ্ণুদর্শনে সমস্ত নিরয়মণ্ডল শূন্য হইয়া
গেল । তাহা দেখিয়া অত্যাগ্র কৃতাস্তদূতগণ
যুদ্ধার্থী ভগবান্ জীকৃৎকে দর্শন করিয়া নরকে
প্রবেশ করিতে নিবেদন করিল । তাহারা বলিল,
—হে বীর! আপনি এ পথে রথ পরিচালন
করিবেন না, এখানে পারদারিক ও পরস্বাপ-
হারক পাপিগণ যমাদিষ্ট হইয়া নরকভোগ করি

মপাত্তাঃ ৷ ৪৭ ৷ এতচ্ছুহা বচন্তেযাং কৃপয়া
পীড়িতো ভূশম্ । পুনঃ প্রোবাচ মধুহা মোক্ষায়াহ-
মুপাগতঃ ৷ ৪৮ ৷ সর্বেষাং স্বর্গদাতাহং যমলোক-
নিবারকঃ । অঙ্গসা যমরাজুদূতা যমায়ধ্যাত মে
বচঃ ৷ ৪৯ ৷ এতচ্ছুহা বচো দূতাঃ সহরা যম-
মাগতাঃ । সর্বমাচক্ষিরে বৃত্তং যথা নারকমোক্ষ-
ণম্ ৷ ৫০ ৷ ততো যমো কথাবিষ্টঃ প্রাহ তান্ যম-
কিঙ্করান্ । যঃ কশিদাগতো মর্ন্ত্যো মর্ন্ত্যাদাত্তেদ-
কররঃ ৷ ৫১ ৷ তং গহা বারয়ধ্বং বৈ গৃহীদানৌ-
য়তামিতি । অয়ং নরাস্তকো যাতু কিঙ্করঃ সহ
কিঙ্করৈঃ ৷ ৫২ ৷ এবমুক্তো যমেনাথ কিঙ্করঃ স
নরাস্তকঃ । গহা তং বারয়ামাস বাগুতিকগ্রাভিঃ-
চাতম্ ৷ ৫৩ ৷ যদা ন বারিতস্তসৌ তদা ক্রুদ্ধো
নরাস্তকঃ । তদা শটৈররতীবোঐক্যভিত্তেন
কেশবঃ ৷ ৫৪ ৷ বলদেবোহপি সমরে তাড়িতো
বিবিধৈঃ শটৈঃ । তাবুভৌ তাড়িতৌ ঘোড়ৈঃ
সমস্ত দ্বয়মকররৈঃ ৷ ৫৫ ৷ আদায় ধনুযৌ দিব্যে

তেছে, তাহারা কোটিবর্ষ নরকভোগ করিলেও
মুক্ত হইবার উপযুক্ত নহে । কিন্তু আপনি যদি
এদিকে আগমন করেন, তাহা হইলে তাহারা
আপনাকে দর্শন করিয়া সদ্য মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন
করিবে । ২৯—৪৭ । যমদূতদিগের এই কথা শুনিয়া
পরম কাকণিক হরি অত্যন্ত পীড়িত হইলেন;
এবং বলিলেন,—আমি নারকদিগকে মুক্তি
দিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি । আমি সক-
লের স্বর্গদাতা ও যমলোকনিবারক । ওরে দূতগণ!
তোরা শীঘ্র গিয়া তোদের যমরাজকে বল ।
এই কথা শুনিয়া যমদূতগণ সহর যম-সন্নিধানে
আগমনপূর্বক জীকৃৎকে নারকি-মোচন বৃত্তান্ত
দিবেদন করিল । তাহা শুনিয়া যম কোর্ধাবিষ্ট
হইয়া কিঙ্করগণকে বলিলেন,—যে মর্ন্ত্য মর্ন্ত্যাদা
লজ্জন করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে,
তাহাকে ঐরূপ কর্ম করিতে নিবেদন কর এবং
আমার নিকট ধরিয়া লইয়া আইস । এই নরা-
স্তক কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে তথায় যাউক ।
নরাস্তক প্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তথায় গমন
করিল এবং উগ্রবাক্যে অচ্যুতকে নিবেদন করিল
কিন্তু অচ্যুত নিবেদন মানিলেন না; তখন নরা-
স্তক উগ্র শর দ্বারা তাঁহাকে তাড়িত করিল ।
বলদেবও তাহার শরে তাড়িত হইলেন ।
তাঁহারা যমকিঙ্কর নরাস্তক কর্তৃক তাড়িত হইয়া

জয়তুম্যকিঙ্করান। বাণৈরনেকসাহসৈঃ ক্রুদ্ধো
রামজনর্দিনো। ৫৬। নরাস্তকোহপি সমরে বলেন
বলিনাঙ্গিতঃ। পপাত গদয়া ভিন্নো মূর্ধ্নি নির্ধাত-
লোচনঃ। ৫৭। ততো নরাস্তকে বীরে পতিতে
যমকিঙ্করে। কিঙ্করাণামভুং সৈন্তমার্তং রণপরা-
মুখম্। ৫৮। তে দূতা রামকৃষ্ণাভ্যাং হস্তমানা
স্তয়াতুরাঃ। যমায় কথয়ামাসুর্নরাস্তকস্ত পাতিতঃ।
৫৯। ততো যমো যযৌ ক্রুদ্ধঃ সমস্তাংকিঙ্করৈর্দূতঃ।
ততঃ প্রাহ যমঃ ক্রুদ্ধো নো জিতোহং পুরা পটৈঃ।
৬০। ততো বাদিত্তনির্বোদৈশ্চমূলানকগোমুটৈঃ।
নানাভয়কটৈশ্চৈব চিত্রগুপ্তশ্চ গচ্ছতি। ৬১।
দেবা বিদ্যাধরাঃ সিদ্ধা দৃষ্টা যাতুঃ মহাবলম্।
কৃতাস্তস্ত রণেহকোভ্যাং কামপালং জগৎপতিম্। ৬২।
ততস্তে কিঙ্করাঃ সর্বে চিত্রগুপ্তেন নোদিতাঃ।
রথমাবৃত্য বাণৌষৈঃ প্রবিব্যাধুঃ সমস্ততঃ। ৬৩।
বলক কেশবং সংখ্যা জয়তুম্যবুভাবপি। রণে
চ বিবিধৈর্কোণৈশ্চিত্রগুপ্তস্ত পশ্যতঃ। ৬৪। বিদ্যাধী
চ সহস্রাণি কিঙ্করাণাং সমস্ততঃ। কৃতাস্তানৌকিনী-
মধ্যে কৃতাস্ত ইব কেশবঃ। চচার রণতর্দ্বঃ কাম-

ধর্মদ্বারণ করত যমকিঙ্করগণকে তাড়িত করিতে
লাগিলেন এবং অচ্যুত স্বয়ং গদা দ্বারা ভীষণ
আঘাত করিলেন। ঐ প্রকারেই নরাস্তক
পতিত হইলে যমকিঙ্করগণ রামকৃষ্ণ কর্তৃক প্রহত
হইয়া ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল এবং
যমকে গিয়া বলিল, - নরাস্তক রণে পতিত হইয়াছে।
তাহা শুনিয়া যম ক্রুদ্ধ হইল। বহু সৈন্ত সমভি-
বাহারে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন এবং তথায় গিয়া
বলিলেন,—আমি কদাপি যুদ্ধে পরাজিত হই
নাই। যমের সঙ্গে চিত্রগুপ্ত যুগ্ম আনক-গোমুখ
প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্ত-নির্বোদ সহকারে যুদ্ধযাত্রা
করিলেন। তখন দেব, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ
জগৎপতিকে কৃতাস্তসমরে নিরীক্ষণ করিলেন।
চিত্রগুপ্ত তাঁহাকে রণাঙ্গনে আপতিত দেখিয়া
কিঙ্করগণকে উত্তেজিত করিলেন। তাহার
বাণসমূহ দ্বারা অচ্যুতের রথের চতুর্দিকস্থ বলসমূহ
ও তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। রামকৃষ্ণও
বিবিধ বাণ দ্বারা তাহাদিগকে নিহত করিতে
লাগিলেন। চিত্রগুপ্ত তাহা দেখিতে লাগিলেন।
কেশব তখন সহস্র সহস্র যমকিঙ্করকে নিহত করিয়া
কৃতাস্ত-অনৌকিনী মধ্যে কৃতাস্তের স্তায় দৃষ্ট হইতে
লাগিলেন। এইরূপে তিনি কামপাল কর্তৃক

পালন পালিতঃ। ৬৫। ততশ্চিত্রগুপ্তো রণে কিঙ্ক-
রাদ্যাং বিদৌর্ণ নিরীক্ষ্যার্তনাদং চকার। ৬৬। শটৈঃ
পঞ্চভিঃ কৃষ্ণমায়াস্তমাজৌ জঘানাষ্টভির্বক্রদেদে স
ভিন্নঃ। শরার্ভো রথোপস্থ আসীতদার্তস্তমালোক্য
ভিন্নং রণে নষ্টসংস্রম্। ৬৭। রথং স্ব সমাদায়
যাতঃ কৃতাস্তস্ততশ্চিত্রগুপ্তে শরার্ভে প্রস্থতে। রণে
কীর্তিলুপ্তে ভয়কোভযুক্তঃ স্বসৈন্তৈশ্চ যুক্তো
ভয়ার্ভো নিবধঃ। ৬৮। প্রধানাশ্চ ভয়া বিচিত্রাশ্চ
ভয়াস্ততশ্চিত্রগুপ্তঃ নিশম্যাথ ভয়ম্। স কালস্ত-
মায়াস্তমালোক্যদূরাধরং সৈন্তমাদায় দেবারিশঙ্কম্।
বিনাশায় যুদ্ধাঙ্গুগান্তে প্রজানাং যথা বাড়বো
জালরুদ্ধঃ প্রবৃত্তঃ। তমায়াস্তমালোক্য কালং
করালং শটৈরাবৃণোদস্তকং কালকল্লৈঃ। ৭০।
স কালঃ করালং সমাদায় দণ্ডং মূমোচাচ্যুতে পশ্যতাং
দেবতানাম্। ততঃ বাদিত্তঃ প্রজানাং শিনাশো
হরেঃ সন্নিকাশং সমভ্যাজগাম। ৭১। ততো
দেবগন্ধর্ষযক্ষা মুনীন্দ্রাঃ পরং বিশ্বয়ং প্রাপ-
রাবীক্ষ্য রামম্। জনস্তং চ জগ্ৰাহ কালস্ত
দণ্ডং স রামো বরং লৌলয়ানস্তমূর্তিঃ। ৭২।
গৃহীতে বলেনাহবে কালদণ্ডে মোক্তুকামে পুনঃ

পালিত হইয়া রণে বিচরণ করিতে লাগিলেন।
তখন চিত্রগুপ্ত যমকিঙ্করগণকে ঐরূপ তাড়িত
হইতে দেখিয়া আর্ন্তনাদ করিয়া উঠিলেন। ৬৮—৬৯।
ঐ সময় চিত্রগুপ্ত যুদ্ধে ক্রীকৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া
তাঁহাকে পঞ্চবাণে বিদ্ধ করিলেন এবং স্বয়ং মুখ-
মণ্ডলে অষ্টবাণ দ্বারা বিদ্ধ হইলেন। তখন
চিত্রগুপ্ত শরার্ভ হইয়া রথোপস্থ হইল। কৃতাস্ত
তাহা দেখিয়া এবং চিত্রগুপ্তকে প্রহত ও প্রস্থত
দেখিয়া নিজরথে আরোহণপূর্বক তথায় উপস্থিত
হইলেন; বলিলেন,—এই সময়ে আমার কীর্তি
লোপ পাইল! আমি সৈন্তে ভীত ও অবসন্ন
হইয়া পড়িলাম। কৃতাস্ত তখন প্রধান প্রধান
সৈন্তগণকে এবং চিত্রগুপ্তকে রণে ভয় দেখিয়া
এবং দূর হইতে অচ্যুতকে সম্মুখে সমাগত
অবলোকনপূর্বক তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য
প্রজ্বলিত বাড়বাগ্নির স্তায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অচ্যুত তখন করাল
কালকে তথাবিধ দর্শনপূর্বক কালকল্ল শরে তাঁহাকে
আচ্ছাদিত করিলেন। তখন করাল কালও
অচ্যুতের প্রতি দণ্ড মোচন করিলেন। দেবগণ
তাহা দেখিতে লাগিলেন। ঐ কালদণ্ড ক্রমে

কালনাশায় বৈ । তুর্নমন্ত্যত্য তজ্জাত্তরে পদ্মজন্তঃ
 য়ে বারয়ামাস কৃষ্ণং তদা ॥ ৭৩ ॥ মা যুকে-
 ত্যব্রবীষেধাঃ কালং কালায়ুধং বল । ত্বয়া বল-
 বতা বীর চরাচরধরা ধরা ॥ ৭৪ ॥ ধাধ্যাতে শিরসা
 দেব সংসারে নাস্তি তে সমঃ । ত্বয়া বিশ্বপতি-
 বিষ্ণুর্কৃৎসনে সন্দোহতে ॥ ৭৫ ॥ কোহন্তোহস্তি
 ত্বৎসমো রাম যো জগদ্ধহনে ক্ষমঃ । জগৎশ্রষ্টা
 জগদগোপ্তা জগদ্ধর্তা জগৎপতিঃ ॥ ৭৬ ॥ পাল্যতে
 যত্নয়া সোহপি বিষ্ণুর্বিবৈকনায়কঃ । কন্তে জ্জতি-
 করোহস্তৌহ কো গুণান বেত্তুমর্হতি ॥ ৭৭ ॥ ততো
 বয়ঃ স্বদঙ্কুর্বিষ্ণুনাভিতবা যতঃ । ইত্যাঙ্কা বলদেবক
 বাসুদেবঃ পুনর্বচঃ ॥ ৭৮ ॥ উবাচ চতুরাশ্রম জ্জতি-
 পূর্ষঃ কৃতঃ সুরৈঃ । কৃষ্ণকৃষ্ণ করালান্ধ কালশাস্ত্র
 কৃপাং কুরু ॥ ৭৯ ॥ যতো ভবন্তমায়াস্তং বিষ্ণুঃ
 বিবৈকনায়কম্ । বোক্ত নায়ঃ জগন্নাথঃ নরকার্ণব-
 তারকম্ ॥ ৮০ ॥ ত্বয়া বৈ ভগবন পূর্ষঃ যমঃ

সংস্থাপিতঃ পদে । নৃণাং হৃদয়কর্তৃণাং নরকায় যমঃ
 প্রভো ॥ ৮১ ॥ তস্মাদস্ত জগন্নাথ ক্ষম্যতাং পুরু-
 ষোত্তমে বিভো কৃপাং কুরুষাস্ত ক্রহি যন্তে বিব-
 কিতম্ ॥ ৮২ ॥ এতচ্ছ্রবাববীং কৃষ্ণো ধাতঃ শূণ
 গুরোর্বম । সান্দীপনেঃ সমানীতঃ সূতস্তেনাগতা-
 বিহ ॥ ৮৩ ॥ সমর্পিতাঃ সুরশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠায় গুরু-
 দক্ষিণা । আবাত্যাং বৈ প্রতিজ্ঞাতা তস্মাৎ সা
 পাল্যতাং বভো ॥ ৮৪ ॥ এতৎ পিতামহঃ ক্রহা
 যমঃ সমরনির্জিতম্ । সমাহুয়াব্রবীষিষ্ণুর্দ্রবীতি
 কুরুষ তৎ ॥ ৮৫ ॥ তচ্ছ্রুয়া ধর্ম্মরাজস্ত বিরঞ্-
 মিদমব্রবীৎ । ভগবন্ বিশ্বক্লোকে নৈব মার্গত্বয়া
 কৃতঃ ॥ ৮৬ ॥ যমলোকমবুপ্রাপ্য কাশ্যদীনঃ শরীর-
 বান্ । যৎ কাশ্যদীনঃ ততি নৈতদত্র প্রপদ্যতে ॥
 ৮৭ ॥ তচ্ছ্রুয়া হি পুনর্বীক্ষ্য বিশ্বশাস্ত্র বিভুঃ স্বয়ম্ ।
 বিশ্বকৃদ্বিশ্বদ্যম্মাদ্যদীচ্ছতি করোতু তৎ ॥ ৮৮ ॥
 তস্মাদর্পয় হ যুগেঃ সান্দীপনেচ্চ যঃ । নরকে
 যং পুনঃ কুহা ত চানয় মহামতে ॥ ৮৯ ॥ তচ্ছ্রুয়া

হরির নিকটবর্তী হইলে অনন্তমূর্ত্তি রাম ঐ প্রজ্জলিত
 কাল-দণ্ড ধারণ করিয়া ফেলিলেন । তাহা দেখিয়
 দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও মুনীলগণ অতিশয় বিস্ময়াপন্ন
 হইলেন । শ্রীহরি তখন রামগৃহীত ঐ দণ্ড স্বয়ং
 গ্রহণ করিয়া কালকে নিহত করিবার জন্ত তাহা
 পুনরায় মোচন করিবেন, এমন সময়ে পদ্মজন্মা
 তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীহরিকে বারণ করিলেন,
 এবং অনন্তকে বলিলেন,—আপনি কালসদৃশ
 কালায়ুধ দণ্ড মোচন করিবেন না । হে বীর !
 আ নি এই চরাচরধরা ধরা মস্তকে ধারণ করিয়া
 আছেন ; এই সংসারে আপনার তুল্য দেব
 আর কেহই নাই । আপনি সর্ব্বদা বিশ্বপতি
 বিষ্ণুকে উৎসঙ্গে বহন করিয়া থাকেন । হে
 রাম ! আপনার সদৃশ আর কে আছে ? আপনি
 জগৎ দহনে সমর্থ । আপনি জগৎশ্রষ্টা, জগৎ-
 পালয়িতা, জগদ্ধর্তা এবং জগৎপতি । আপনি
 যাহাকে পালন করেন, সেই বিষ্ণুও বিবৈকনায়ক ।
 এই সংসারে কে আপনার জ্জতি করিতে সক্ষম
 এবং কেই বা গুণবর্ণনে সমর্থ ? আমরা সকলে
 তোমার ভক্ত, এবং বিষ্ণুও নাভিপদ্ম হইতে
 জাত । দেববৃত্ত পদ্মজন্মা বলদেবকে এই কথা
 বলিয়া বাসুদেবকে জ্জতিময় বাক্যে বলিতে
 লাগিলেন,—হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ ! আপনি এ করাল
 কালের প্রতি কৃপা করুন । যে হেতু এই কাল
 আপনাকে নরকার্ণবতারক বিবৈকনায়ক জগন্নাথ

বিষ্ণু বলিয়া জানিতে পারেন নাই । হে ভগবন্ !
 আপনিই পূর্বে হৃদয়কারী নরগণকে নরক-যাতনা
 উপভোগ করাইবার জন্ত এই যমকে উহার পদে
 প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । হে পুরুষোত্তম ! অতএব
 আপনি উহাকে ক্ষমা করুন । হে বিভো ! আপনি
 উহাকে কৃপা করুন এবং আপনার যাহা বক্তব্য
 আছে, তাহা বলুন । এই কথা শুনিয়া বিষ্ণু,
 বিরঞ্জকে বলিলেন,—যম আমার গুরু সান্দী-
 পনির পুত্রকে আনয়ন করিয়াছে । এই জন্তই
 আমরা এখানে আগমন করিয়াছি ॥ ৮৭—৮৯ ॥ গুরু-
 পুত্রকে আমরা গুরুদক্ষিণারূপে প্রদান করিব । ইহা
 আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি । হে বিভো ! যাহাতে
 আমাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়, তাহা করিয়া দিউন ।
 পিতামহ এই কথা শুনিয়া সমর-নির্জিত যমকে
 আহ্বান করত বিষ্ণুকে সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন
 করিলেন । তাহা অবগত হইয়া যম বিরঞ্জকে
 এই কথা বলিলেন,—হে ভগবন্ বিশ্বকৃৎ ! এরূপ
 নিয়ম আপনি করেন নাই যে, যমলোকাগত
 জীবগণ কায়-রহিত হইয়া পুনরায় যমলোক হইতে
 প্রত্যাবর্ত্তন করে । ইহা কদাচ উপপন্ন হয় না ।
 ব্রহ্মা যমের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—
 এই অচ্যুত স্বয়ং বিশ্বের বিভু বিশ্বকৃৎ এবং বিশ্বত্বৎ,
 অতএব ইহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন । হে
 মহামতে ! অতএব আপনি সান্দীপনির পুত্রকে
 নরকভোগ হইতে মুক্ত করিয়া প্রত্যর্পণ করুন ।

ধর্মরাজ পুত্র সান্দীপনেস্তথা। সসর্জ বালরূপক
জদাম্বানং তদুভবম্ ॥ ১০ ॥ অর্পয়ামাস কৃষ্ণস্ত
বালং রূপসমধিতম্। স সর্গদেবতানাং তদন্তুত-
মিবাভবৎ ॥ ১১ ॥ ততঃ প্রাপ্য গুরোঃ পুত্রং প্রভুঃ
ঈতঃ প্রজাপতিম্। প্রাহ প্রাপ্তো ময়া ব্রহ্মন
স্বরূপো বিজ্ঞদারকঃ ॥ ১২ ॥ ত্রীকৃষ্ণ উবাচ। অদ্য
প্রভৃতি লোকেশ দেশে মচ্চরণাঙ্কিতে। অবস্থ্যা-
মকপাদাখ্যে মৃত্যু নেকন্তি তে যমম্ ॥ ১৩ ॥ মহা-
কালপুত্রে দেবমাদ্যং বৈ পুরুষোত্তমম্। বিবরূপক
গোবিন্দং শম্বোদ্ধারকং কেশবম্ ॥ ১৪ ॥ যে
পশ্যন্তি কুশল্যাংমেতেষাং মূর্তিপঞ্চকম্। তে নরা
ন গমিষ্যন্তি বিরকে নিরয়ং কচিৎ ॥ ১৫ ॥ তথৈবা-
গমনাদত্র মম রামস্ত নারকাঃ। বিমুক্তান্তে হৃদাদ-
ঘোরাং প্রাপ্তুবন্তুখিলা দিবম্ ॥ ১৬ ॥ ইতু্যন্তে
বচনে বেধাঃ প্রোবাচ ঈতিমান্ হরিম্। যযোক্তুং
বচঃ কৃষ্ণ তদন্তু সকলং সদা ॥ ১৭ ॥ যে চ হামাদি-
পুরুষং প্রথমং পুরুষোত্তমম্। প্রণম্য পশ্চাদ্ভ্যাহি
শ্রীহা শিবসরস্তপি ॥ ১৮ ॥ অধোজাং মহাকালঃ
সোহবমেধকং লভেৎ। এবমুক্তো হরিঃ পুত্র-
মাদায় বলিনা সহ ॥ ১৯ ॥ সন্ধ্যান্ত বেধসং কালঃ

তাহা শুনিয়া ধর্মরাজ ঐ বালকোত্তর আত্ম
বিসর্জনপূর্বক ঐ বালককে ত্রীকৃষ্ণের হস্তে অর্পণ
করিলেন। ঐ বালক তখন সর্গ দেবগণ কর্তৃক
অদ্ভুতরূপে দৃষ্ট হইল। ত্রীহরি বালককে প্রাপ্ত
হইয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মন! আমি অধুনা যথাস্বরূপ
বিজ্ঞপুত্রকে লাভ করিলাম। হে লোকেশ!
অদ্যাবধি নরগণ অবতীর্ণিত অকপাদাখ্য তীর্থে
মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া যমদর্শন করিবে না এবং যাহারা
মহাকালপুত্রে কুশল্যাত্মে আদ্য দেব পুরুষোত্তম,
বিবরূপ, গোবিন্দ, শম্বোদ্ধার ও কেশব এই পঞ্চমূর্তি
অবলোকন করিবে, তাহারা নিরয়গামী হইবে না।
আর আমার ও মদগুজ রামের এই স্থানে
আগমন বশতঃ নারকিগণ পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে
গমন করিবে। অচ্যুত এই কথা বলিলে ব্রহ্মা
ঈত হইয়া বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! আপনি যাহা
বলিলেন, তৎসমস্তই সিদ্ধ হউক। যে ব্যক্তি
পুরুষোত্তম আদিপুরুষ—আপনাকে প্রণাম করিয়া
পশ্চাৎ শিবসরোবরে স্নান করিয়া অধোজাল
মহাকালকে দর্শন করে, সে অর্ধমেধ যজ্ঞের
ফল লাভ করিয়া থাকে। হরি ব্রহ্ম কর্তৃক

সমারোহিতঃ ততঃ। শম্বোদ্ধারমাস কৃতকার্যো
জনর্দনঃ ॥ ১০০ ॥ মোক্ষায় নিরয়স্থানাং নৃণাং বৈ
পাপকর্মণাম্। ততস্তে শম্বোদ্ধারেন স্রবণেনাচ্যুতস্ত
চ ॥ ১১ ॥ দিব্যান্ বিমানানাক্রুত্ব দিবমেবাখিলা
গতাঃ। শৃষ্ঠং তন্নগুণং জাতং নারায়ণসমাগমে ॥
১০২ ॥ কালোহপি দণ্ডাসাদ্য বলদেবাং পুনঃ
পরম্। প্রবিবেশ ততো ধাতা তজ্জৈবাস্তরধীয়ত ॥
১০৩ ॥ কৃষ্ণোহপি বলবান্ ধীরঃ প্রাপ্ত উজ্জয়িনীঃ
পুরীম্। বলদেবসহায়স্ত সহরেণাভগামিনা ॥ ১০৪ ॥
ততঃ সান্দীপনেঃ পুত্রমর্পয়ামাস কেশিহা। গুরবে
যৎ প্রতিজ্ঞাতং স তস্মাদনুগোহতবৎ ॥ ১০৫ ॥ এবং
সান্দীপনিঃ পুত্রং দৃষ্ট্বা চ পুনরাগতম্। নাগরাজত্র
রাজা চ বিশ্বয়ং পরমং যযুঃ ॥ ১০৬ ॥ তৌ বীরাবর্চ-
য়ামাসুর্মহা দেবোত্তমোত্তমৌ। সান্দীপনিকবাচেদং
তৌ চ রামজনর্দনৌ ॥ ১০৭ ॥ ইহ স্থাস্তি বাং
কীর্তিধাবদাত্তসংপ্রবম্। স্থানে মদৌর এতস্মি-
ন্তিষ্ঠন্তৌ যত্নন্দনৌ ॥ ১০৮ ॥ ন বিজ্ঞাতৌ ময়া

এইরূপে আপ্যায়িত হইয়া গুরুপুত্রকে প্রহণ করত
ব্রহ্মা ও কালের যথোচিত সম্মানপূর্বক শম্ব বাদন
করিতে করিতে রথারোহণে প্রস্থান করিলেন।
৮৪—১০০। তাঁহার পবিত্র আগমনে নরকবাসী
পাপীদিগের মুক্তি হইল। ঐ নরকবাসী পাপিগণ
তাঁহার শম্বোদ্ধার শ্রবণে তাঁহাকে স্রবণ করিয়া
সকলেই দিব্য বিমানে আরোহণ করত স্বর্গে
গমন করিল। নারায়ণ-সমাগমে যমপুরী শৃষ্ঠ
হইল। কালও বলরামের নিকট হইতে স্বীয়
দণ্ড গ্রহণ করিয়া নিজপুরে গমন করিলেন।
তখন ধাতা ঐ স্থানে অস্তর্হিত হইলেন। ত্রীকৃষ্ণও
উজ্জয়িনী পুরী প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বলদেবের
সহিত দিব্য বিমানে আরোহণপূর্বক সান্দীপনির
সমীপে উপস্থিত হইয় তাঁহার পুত্রকে তাঁহার হস্তে
সমর্পণ করত স্বীয় প্রতিজ্ঞাধারণ হইতে মুক্তিলাভ
করিলেন। তখন সান্দীপনি স্বীয় পুত্রকে সমাগত
দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং রাজা ও নাগরিকগণ
তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহারা সকলে
ঐ দেবোপম রামকৃষ্ণকে যথোচিত পূজা করিতে
লাগিল। সান্দীপনি তাঁহাদিগকে বলিলেন,—কল্প-
কাল পর্য্যন্ত তোমাদের এই কীর্তি বর্তমান থাকিবে।
হে যত্নন্দনদ্বয়! তোমরা যে আমার গৃহে বাস
করিয়াছিলে, তাহা অদ্য আমার সার্বক হইল।
তোমরা যে যত্নকুল-সমুত, তাহা আমি জানিতাম

বীরো যত্নবিকুলোত্তরো। নরনারায়ণো দেবো
দেবকার্য্য মাগতো। ১০২। নাপমৃত্যুর্ভবেত্তস্ত ন
ব্যাহ্নিচ হৃগতিঃ। প্রাপ্য হুত্ৰ চ যঃ স্নাতি স্বর্গ-
লোকে স মোদতে। ১১০। শঙ্খিনঃ বিশ্বরূপক
গোবিন্দং চক্রিণং তথা। চত্বারি বিষ্ণুক্ষেত্রানি
অঙ্কপাদপঞ্চমঃ। ১১১। এষাং যাত্রাং প্রব-
ক্ষ্যামি যথা কার্য্য। মনৌষিভিঃ। মন্দাকিনীং কৃত-
স্নানো দৃষ্টা রামজনাদিনো। ১১২। শঙ্খোদ্ধারে
ততঃ স্নাত্বা প্রপঞ্চেদলকেশবো। স্নানং কৃৎস্না ততঃ
কুণ্ডে গোবিন্দক সমর্চয়েৎ। ১১৩। চক্রিণক
ততো দৃষ্টা দেবদেবক শঙ্খিনম্। অঙ্কপাদো ততো
দৃষ্টা বিশ্বরূপং ততো ব্রজেৎ। ১১৪। তস্তাগ্রতঃ
করীকুণ্ডে স্নানং কৃৎস্না যথাবিধি। পুনস্তেন প্রকা-
রেণ প্রপঞ্চেদলকেশবো। ১১৫। স্নানং কৃৎস্না ততঃ
কুণ্ডে গোবিন্দক সমর্চয়েৎ। তথৈব চক্রিহলিনো
দৃষ্টা তং কেশবং ব্রজেৎ। ১১৬। শিপ্রান্তসি নরঃ
স্নাত্বা ভক্ত্যা সম্পূজ্য কেশবম্। পরাবৃত্যঙ্কপাদে
তু তাং রাজিঃ গময়েচ্ছুচিঃ। ১১৭। প্রাতর্বে
ভোজয়েত্তত্র পঞ্চ বিপ্রাংশ্চ স্তুতান্। গোদক্ষিণাং

না। ভোমরা উভয়ে নর-নারায়ণ; দেব-কার্য্য
সাধনের জন্ত এই লোকে আগমন করিয়াছ।
যে ব্যক্তি তীর্থ স্থান প্রাপ্ত হইয়া এই স্থানে
স্নান করে তাহার কোন ব্যাহ্নি-হৃগতি হয় না
এবং সে স্বর্গলোকে মুদিত হয়। শঙ্খী, বিশ্বরূপ,
গোবিন্দ ও চক্রী, এই চারিটী বিষ্ণুক্ষেত্র; অঙ্ক-
পাদ পঞ্চম। এই তীর্থসকলের যাত্রার বিষয়
কীর্তন করিতেছি,—যে প্রকারে মনৌষিগণ এই
সকল তীর্থে যাত্রা করিবেন। নর মন্দাকিনীতে
স্নান করিয়া রামজনাদিনকে দর্শন করিবে।
অনন্তর শঙ্খোদ্ধারে স্নান করিয়া বল-কেশবকে
দর্শন করিবে। অনন্তর কুণ্ডে যথাবিধি স্নান
করিয়া পুনরায় উক্ত প্রকারে বল কেশবকে দর্শন
করিবে। অনন্তর পুনরায় কুণ্ডে স্নান করিয়া
গোবিন্দের অর্চনা করিবে। পূর্বোক্ত প্রকা-
রেই চক্রী ও হলীকে দর্শন করিয়া কেশব-
সন্নিধানে গমন করিবে। নরগণ শিপ্রাজলে
স্নান করিয়া ভক্তিপূর্বক কেশ বর পূজা করিবে।
অনন্তর তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া অঙ্কপাদে
ওচিভাবে রাজিঘাপন করিবে; প্রাতঃকালে পঞ্চ
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে; এবং শঙ্খদেবকে
গো দক্ষিণা প্রদান করিবে। এইরূপে বিশ্ব-

শঙ্খিনে তু বিশ্বরূপায় বৈ হুয়ম্। ১১৮। গোবিন্দায়
গজঃ দদ্যাৎ সর্ষং দদ্যাচ্চ কেশবে। উপোষ্য
হাদনীং বিপ্র যোহঙ্কপাদং সমর্চয়েৎ। ১১৯।
গন্ধপুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈস্তথা। ব্রাহ্মঃ
যঃ কুরুতে সর্ষং তস্ত পুণ্যকলঃ শৃণু। ১২০।
কুলানাং শতমুদ্রত্যা বিমাতৈঃ সার্ষকামিকৈঃ। গীত-
নৃত্যাদিভোগৈশ্চ বৈকুণ্ঠে স্তুচিরং বসেৎ। ১২১।
পুনর্লোকমিমং প্রাপ্য পবিত্রে জায়তে কুলে।
প্রাপ্নোত্যনন্তসন্তানং বিষ্ণুলোকং পুনর্ব্রজেৎ। ১২২।

ইতি ত্রীকান্দেহঙ্কপাদমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ। ২৭।

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। অধাত্তং সম্ভবক্ষ্যামি দেবঃ
ত্রৈলোক্যবিজ্ঞতম্। চন্দ্রাদিত্যমিতি ধ্যাত্তং
চন্দ্রাদিত্যার্চিতং পুরা। ১। যন্তং সমর্চয়েদেবং
সুরাসুরনমস্কৃতম্। গন্ধপুষ্পৈস্তথা ধূপৈর্নৈবেদ্যৈ-
র্বিবিধৈস্তথা। ২। চন্দ্রাদিত্যাদিসালোক্যং প্রয়াতি

রূপকে হয়, গোবিন্দকে গজ, এবং কেশবকে
সকল বস্তুই প্রদান করিবে। হে বিপ্র! যে
ব্যক্তি এই স্থানে হাদনীতে উপবাসী থাকিয়া
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও বিবিধ নৈবেদ্য দ্বারা অঙ্ক-
পাদের অর্চনা করে, এবং ব্রাহ্ম করে, তাহার
পুণ্যকল অবগণ করুন। যে ব্যক্তি ঐরূপ অঙ্ক-
ষ্ঠান করে, সে স্বীয় শতকুল উদ্ধার করিয়া
সার্ষকামিক বিমানে আরোহণপূর্বক নৃত-গীতাদি
বিবিধ ভোগের সহিত স্তুচির কাল বৈকুণ্ঠে বাস
করে; পুনরায় ইহলোকে উত্তমকুলে জন্ম গ্রহণ
করে, অনন্ত সন্তান প্রাপ্ত হয়, এবং বিষ্ণুলোকে
গমন করে। ১০১—১২২।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—অনন্তর ত্রৈলোক্য-
বিজ্ঞত চন্দ্রাদিত্যার্চিত চন্দ্রাদিত্য দেবের কথা
বলিতেছি। ঐ সুরাসুর-নমস্কৃত দেবকে গন্ধ,
পুষ্প, ও বিবিধ নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করিলে
যাবৎচন্দ্র-দিবাকর, সূর্যসন্ধ্যা বিমানে আরো-

সর্বকামিকম্ । বিমানৈঃ সূর্যাসজ্জাশৈবচন্দ্রাদিবাকরো
 ১৩ ৷ সনৎকুমার উবাচ । করভেশং ততো নম্বেদেব-
 দেবঃ মহেশ্বরম্ । যন্ত দর্শনমাজ্ঞেণ কুযোনো
 নৈব জায়তে ৷ ৪ ৷ ব্যাস উবাচ । করভেশমহং
 দেবঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ । কথং দেবঃ
 সমুৎপন্নঃ করভেশেতিসংজ্ঞিতঃ ৷ ৫ ৷ সনৎকুমার
 উবাচ । পুরা দেবগণৈঃ সার্কং দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।
 বনেহস্মিন্ ক্রীড়য়ামাস পরমাহ্লাদসংযুতঃ ৷ ৬ ৷
 ক্রীড়ন্ বহুতিথে কালে শঙ্করঃ করভোহভবৎ ।
 জায়তে চ স নো দেবৈঃ শঙ্করঃ করভাক্রাতঃ ৷ ৭ ৷
 অবেশয়ন্তি তে দেবাস্ততো বিস্ময়সংযুতঃ । ন
 পশ্যন্তি যদা তত্র তং দেবঃ শূলপাণিনম্ ৷ ৮ ৷
 দেবৈঃ পৃষ্টস্ততো ব্রহ্মা কাস্তি দেবো মহেশ্বরঃ ।
 ধ্যাহাথ ব্রহ্মণা দৃষ্টো গুপ্তো যোগপ্রভুইয়ঃ ৷ ৯ ৷
 দেবৈঃ সার্কং ততো ব্রহ্মা পশ্চচ্চ গণনায়কম্ ।
 ন দৃষ্টঃ শঙ্করোহস্মাভির্গতঃ কুত্র বিনায়ক ৷ ১০ ৷
 কথয়স্ব নমস্তভ্যং দাস্তামো লড্ডুকান্ বিভো ।
 এবমুক্তস্তদা হৃষ্টঃ প্রোবাচ গণনায়কঃ ৷ ১১ ৷
 করভোহয়ং মহাদেবো দৃষ্টতে বিবুধোত্তমাঃ ।

হণ করিয়া সর্বকামপ্রদ চন্দ্রাদিত্য-লোকে গমন করা
 যায় । সনৎকুমার বলিলেন, নর করভেশ তীর্থে
 গমন করিয়া দেবদেব মহেশ্বরের দর্শনে কুযোনি
 প্রাপ্ত হয় না । ব্যাস বলিলেন,—আমি করভেশ দেবের
 বিষয় বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । দেব
 করভেশের কি প্রকারে করভেশ এই নাম
 হইল ? সনৎকুমার বলিলেন,—পূর্বে দেবগণের
 সহিত মহাদেব এই বনে পরমাহ্লাদে ক্রীড়া
 করেন । তিনি বহুকাল ক্রীড়া করিয়া অবশেষে
 করভেশ প্রাপ্ত হন । কিন্তু দেবগণ তাহা বুঝিতে
 পারেন নাই । দেবগণ বিস্মিত হইয়া অবেশণ
 করিতে লাগিলেন । যখন তাঁহারা শূলপাণিকে
 দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহারা ব্রহ্মার নিকট
 গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেব মহেশ্বর
 এখন কোথায় আছেন ? ধ্যান করিয়া ব্রহ্মা
 দেখিলেন,—যোগপ্রভু হর এখন গুপ্ত অবস্থায়
 আছেন । অনন্তর ব্রহ্মা দেবগণের সহিত গণ-
 নায়কের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
 করিলেন,—হে বিনায়ক ! আমরা শঙ্করকে
 দেখিতে পাইতেছি না, তিনি কোথায় গেলেন ?
 হে বিভো ! আপনাকে লড্ডুক (লাড়) দিব,
 আপনি তাহা বলুন; আপনাকে নমস্কার । এই-

ব্রহ্মা চৈব বচো দেবাঃ প্রকৃষ্টাঃ করভঃ যদা ৷
 ১২ ৷ জাতোহস্মাভির্নহাদেব জয়ন্ত ইতি তে
 স্বয়ম্ । গহ্বা চৈব ততঃ সর্কে চতুর্দিক্ স্থিতাঃ
 স্বয়ম্ ৷ ১৩ ৷ বিচিন্ত্যতি কথং জাতঃ শঙ্করো
 বিস্ময়ং গতঃ । ত্যক্তাথ কারভং রূপং দেবদেবো
 মহেশ্বরঃ ৷ ১৪ ৷ লিঙ্গমুৎপাদয়ামাস দিব্যং
 যৎকরভেশ্বরম্ । তে দৃষ্ট্বাথ সুরাঃ সর্কে সাষ্টাঙ্গ-
 প্রণতিস্থিতাঃ ৷ ১৫ ৷ ততঃ প্রভৃতি বিধ্যাতঃ
 শঙ্করঃ করভেশ্বরঃ । কোটিতীর্থাগুস্তরস্মিন্ স্থাপয়া-
 মাস শিষ্যপম্ ৷ ১৬ ৷ স্বনাম্না প্রতিতং চক্রে করভং
 চাতিপূজিতম্ । স্নাত্বা তত্র শুচির্ভূত্বা যন্তমর্চয়তে
 শিবম্ ৷ ১৭ ৷ গন্ধপুষ্পৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ শূণ্ণ তেষাং
 চ যৎফলম্ । সর্বমেধেষু যৎপুণ্যং সর্বদানেষু
 যৎফলম্ ৷ ১৮ ৷ ততোহধিকং স লাভতে নাত্র
 কার্য্য বিচারণা । মহাকালং ততো গচ্ছন্ সম্পূর্ণং
 ফলমাশুয়াৎ ৷ ১৯ ৷ ততঃ প্রসিক্তো লোকে-

রূপে অভিহিত হইয়া গণনায়ক বলিলেন,—হে
 বিবুধোত্তমগণ ! মহাদেব করভেশরূপে বিচরণ করি-
 তেছেন । দেবগণ তাহা শুনিয়া “হে মহাদেব !
 আমরা জানিতে পারিয়াছি, জানিতে পারিয়াছি,”
 এই বলিতে বলিতে করভেশের নিকট গমন
 করিলেন । তাঁহারা ঐ স্থানে গমন করিয়া চতু-
 র্দিকে অবস্থিত হইলেন । ইহারা কি প্রকারে
 জানিতে পারিল ! এই বলিয়া মহাদেব বিস্মিত
 হইলেন । অনন্তর দেবদেব মহেশ্বর করভ-রূপ
 পরিত্যাগ করিয়া এক দিব্য লিঙ্গ উৎপাদন
 করিলেন,—যাহা করভেশ্বর নামে খ্যাত রহিয়াছে ।
 তখন দেবগণ ঐ লিঙ্গ দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গপ্রণাম
 পুরঃসর অবস্থিত হইলেন । ১১-১৫ । তদবধি ঐ শঙ্কর
 করভেশ্বর নামে খ্যাত লাভ করেন । কোটি-
 তীর্থের উত্তরে দেবদেব বিঘ্ননাশন ঐ লিঙ্গ
 স্থাপন করিলেন । ঐ অতিপূজিত লিঙ্গকে তিনি
 স্বনামে খ্যাপিত করিলেন । ঐ স্থানে স্নান করিয়া
 গন্ধ, পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চনা
 করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন ।
 সর্বমেধে যে পুণ্য হয়, এবং সর্বদানে যে ফল হয়,
 করভকে স্নান-পূজা করিয়া ঐ সমস্ত ফল হই-
 তেও অধিক ফল লাভ করা যায়; এ বিষয়ে
 বিচার করিবার প্রয়োজন নাই । অনন্তর মহাকালে
 গমন করিয়া সম্পূর্ণ ফল লাভ করা যায় । এই
 মহাকাল তীর্থ হইতেও করভক তীর্থ এই

হস্তিষ্কন্ধিঃ করভেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥ সনৎকুমার উবাচ ।
লড্ডুকৈশ্চ ততো দেবৈর্কিষ্কন্ধিঃ সমর্চিতঃ ।
তদাপ্রভৃতি বিখ্যাতো বিদ্রেশো লড্ডুকপ্রিয়ঃ ॥ ২১ ॥
যঃ সমর্চয়তে ভক্ত্যা তস্য বিদ্রো ন জাহ্নতে । তস্মৈ
দদাতি সন্তুষ্টিঃ সর্বান কামান্ বিনায়কঃ ॥ ২২ ॥
নিরাহারশ্চতুর্থাঃ চ স্নানশ্চ শিপ্রাঃ বিশেষতঃ ।
রক্তাঙ্ঘরো ভূত্বা রক্তপুষ্পৈর্কিনায়কম্ ॥ ২৩ ॥
রক্তচন্দনতোয়েন মন্ত্রৈঃ স্নপনপূর্বকম্ । চন্দনেনাপি
রক্তেন তং বিলপ্য প্রপূজয়েৎ ॥ ২৪ ॥ ধূপং দদ্যাত্তথা
দিব্যং সুগন্ধং লড্ডুকপ্রিয়ে । নৈবেদ্যে লড্ডুকা
দেয়া আজ্যখণ্ডপরিপ্লুতাঃ ॥ ২৫ ॥ ন তস্য জায়তে
ব্যাধিভয়ং বিষং কদাচন । লভতে চ তদাভীষ্টং
যতঃ শিবপুরং ব্রজেৎ ॥ ২৬ ॥ অবতীর্ণঃ পুনর্লোকে
জায়তে বসুধাধিপঃ । মতিমান্ পুত্রবান্ শূরো নাক্র
কার্ধ্যা বিচারণা ॥ ২৭ ॥ সনৎকুমার উবাচ ।
কুসুমেশঃ সুরদ্বারে . সুরাসুরনমস্কৃতম্ ।
অন্ধয়া পূজয়েদ্যন্ত শিবলোকে স মোদতে
॥ ২৮ ॥ জয়েৎশ্বরং তু যঃ পশ্চেদেবদেবং মহে-
শ্বরম্ । জয়ী স্মাৎ সর্বকার্যেষু শিবলোকং স

পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ ঋদ্ধিপ্রদ । এই করভেশ্বর-
মাহাত্ম্য কথিত হইল । সনৎকুমার বলিলেন,—
অনন্তর দেবগণ লড্ডুক দ্বারা বিদ্রনাথের অর্চনা
করেন । তদবধি লড্ডুকপ্রিয় বিদ্রেশ বিখ্যাত হন ।
যে ব্যক্তি ঐ বিদ্রেশের অর্চনা করে, তাহার
কোন বিষ উপস্থিত হয় না । বিনায়ক সন্তুষ্ট হইয়া
তাঁহাকে সর্বকাম প্রদান করেন । চতুর্থী তিথিতে
নিরাহার অবস্থায় যে ব্যক্তি শিপ্রাতে স্নান করিয়া
রক্তাঙ্ঘর পরিধানপূর্বক রক্তপুষ্প ও রক্তচন্দন দ্বারা
ঐ বিনায়ক দেবের পূজা করে, মন্ত্রপাঠ করত
তাঁহাকে স্নান করায়, তাঁহার গাত্রে রক্তচন্দন লেপন
করে ; ধূপ দেয়, দিব্য সুগন্ধ দ্রব্য প্রদান করে,
এবং নৈবেদ্যে আজ্যখণ্ড-পরিপ্লুত লড্ডুক প্রদান
করে, তাহার কখন ব্যাধি, ভয়, ও বিষ হয় না ।
সে সর্বদা অভীষ্ট লাভ করে ; শিবপুরে গমন
করে ; পুনরায় লোকে বসুধাধিপ হইয়া জন্মে,
এবং মতিমান্ পুত্রবান্ ও শূর হয় ; এ বিষয়ে
কোন সংশয় নাই । এই গণেশমাহাত্ম্য কথিত
হইল । সনৎকুমার বলিলেন,—কুসুমেশ সুরদ্বারে
সুরাসুরনমস্কৃত । অন্ধাপূর্বক যে ব্যক্তি এই কুসুমেশ
দেবের পূজা করে, সে শিবলোকে পূজিত হয় ।
দেবদেব মহেশ্বর জয়েৎশ্বরকে যে ব্যক্তি দর্শন

গচ্ছতি ॥ ২৯ ॥ শিবদ্বারে শিবং লিঙ্গমর্চয়েন্নানবো
যদি । ত্রিদিবং যাতি যানেন গাণপত্যং চ বিন্ধতি ॥
অথাস্তং সম্প্রবক্ষ্যামি মার্কণ্ডেশ্বরমুত্তমম্ । মার্কণ্ডেশো
মুনির্নয় তপ্তবান্ স্মমহন্তপঃ ॥ ৩১ ॥ দৃষ্ট্বা তং
শঙ্করং দেবং বাজপেয়কলং লভেৎ । সর্বপাণ-
বিশুদ্ধাত্মা চিরায়ুর্জায়তে নরঃ ॥ ৩২ ॥ শৃণু ব্যাস
মহাস্থানং যন্তাং পূর্য্যামনুত্তমম্ । যত্র তিষ্ঠতি সা
দেবী ব্রহ্মাণী হংসবাহিনী ॥ ৩৩ ॥ ভক্তানাং
পুরয়েদাশাং পুত্রবৎপরিপালয়েৎ । যথা মাতা তথা
দেবী দৃষ্ট্বা শান্তিপত্রৈরপি ॥ ৩৪ ॥ অর্চিতা ব্রহ্মাণী সা তু
ভক্তা দেবী সুরোত্তমৈঃ । অর্চয়েদাঙ্কপুষ্পৈশ্চ
নৈবেদ্যৈঃ সর্বসিদ্ধিদাম্ । অপি যা ব্রহ্মণঃ
পূর্বমভূদেব সুসিদ্ধিদা ॥ ৩৫ ॥ যঃ স্নান্য ব্রহ্মসুরসি
পশ্চেদ্রক্ষেশ্বরং শিবম্ । ভববন্ধনির্গুক্তো
ব্রহ্মলোকে স মোদতে ॥ ৩৬ ॥ অথাস্তাং সম্প্রবক্ষ্যামি
যজ্ঞবাপীমনুত্তমাম্ । যত্র বৈ ব্রহ্মাণী পূর্বমিষ্টো
যজ্ঞঃ সদক্ষিণঃ ॥ ৩৭ ॥ যজ্ঞার্থং যৎকৃতং কুণ্ডং
যজ্ঞবাপী চ সা স্মৃতা । পশুশ্চ পতিতো যন্তাত্তস্মাৎ

করে, সেই ব্যক্তি সর্বকার্যে জয়ী হয়, এবং শিব-
লোকে গমন করে । ১৬—২৯ । মানব যদি শিব-
দ্বারে শিবলিঙ্গের অর্চনা করে, তাহা হইলে সে
যানারোহণে ত্রিদিবে নীত হয় এবং গাণপত্য
লাভ করে । অতঃপর অপর মার্কণ্ডেশ্বরের কথা
বলিতেছি,—যেখানে মার্কণ্ডেশ্বর মুনি স্মমহৎ তপস্রণ
করিয়াছিলেন । ঐ স্থানে শঙ্করকে দর্শন করিয়া
মানব বাজপেয়-কল লাভ করে এবং চিরায়ু হয় ।
হে ব্যাসদেব ! এক উত্তম মহাস্থানের বিষয় অবগ
করুন—যেখানে দেবী হংসবাহিনী ব্রহ্মাণী ভক্তগণের
আশা পূরণ করেন ও তাহাদিগকে পুত্রবৎ প্রতি-
পালন করেন । শান্তিপরায়ণ ভক্তগণের সম্বন্ধে
ঐ দেবী মাতার স্মায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন । ঐ দেবী
ব্রহ্মা কর্তৃক অর্চিত এবং সুরগণ কর্তৃক ভক্ত হইয়া-
ছেন । গন্ধ, পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা দেবীর
অর্চনা করিলে তিনি সর্বসিদ্ধি প্রদান করেন, এই
দেবী পূর্বে ব্রহ্মাকে সিদ্ধি প্রদান করেন । ব্রহ্ম-
সরোবরে স্নান করিয়া ব্রহ্মেশ্বর শিবকে দর্শন
করিলে ভববন্ধ-নির্গুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে আমোদ
প্রাপ্ত হয় । অপর এক যজ্ঞবাপীর কথা বলিতেছি ;
যেখানে ব্রহ্মা পূর্বে সদক্ষিণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ।
তিনি যজ্ঞার্থে যে কুণ্ড করেন, ঐ কুণ্ডই যজ্ঞ-
নামে প্রসিদ্ধ । ঐ কুণ্ডে পশু পতিত হইয়া-

পতপতিঃ স্মৃতঃ । ৩৮ । তস্তাঃ শ্রীয়া তুর্ভিহা
পত্রেণ পতপতিঃ তু যঃ । উদ্ধরেণ স পিতৃন্ ব্যাস
পত্ৰোনিগতানপি । ৩৯ । সুবর্ণমণিমুক্তাদ্যৈ-
বিমানৈঃ সৰ্বকামগৈঃ । যাতি কুডপুং দিব্যং
যজ দেবো মহেশ্বরঃ । ৪০ । রূপকুণ্ডে নরঃ শ্রীয়া
সুরূপো জায়তে নরঃ । স্বর্গে স দেবগচ্ছকৈঃ
স্পৃহীয়বপুর্ভবেৎ । ৪১ । কুণ্ডে শ্রীয়াপ্যনন্নে যঃ
তুর্ভিহা সমাহিতঃ । পত্রেচ্চ দেবদেবেশমনেন্নৈ-
র্চিতঃ পুরা । কামঃ স লভতেহতীষ্টং যতো
যাতি শিবালয়ম্ । ৪২ । আষাঢ়ে তু সিতাষ্টম্যাং
জাগরৎ যজ্ঞ কারয়েৎ । কেদারে যৎকলং প্রোক্তং
তৎসমানমবাগুয়াৎ । ৪৩ । করীকুণ্ডে নরঃ শ্রীয়া
বিশ্বরূপং তু যোহর্চয়েৎ । মুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যো
বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি । ৪৪ । অজাগচ্ছ নরঃ
শ্রীয়া দৃষ্টা ব্রহ্মেশ্বরঃ শিবম্ । ব্রহ্মহত্যাশয়ং
পাপং তৎকণাৎ সংব্যপোহতি । ৪৫ । চক্রতীর্থে
নরঃ শ্রীয়া চক্রস্বামিনমর্চয়েৎ । জায়তে স নরো
বাস চক্রবর্তী সদা ভুবি । ৪৬ । সিদ্ধেশ্বরং যদা
পত্রেণ শ্রীয়া সুবিধিপূর্বকম্ । কামিকেন বিমানে
কুডলোকং স গচ্ছতি । ৪৭ । সোমবত্যাং নরঃ
শ্রীয়া যঃ সোমেশ্বরমর্চয়েৎ । সোমবগ্নিশ্রীলো ভূহা

ছিল বলিয়া তজ্জাত্য লিঙ্গ পতপতি নামে প্রসিদ্ধ হন ।
ঐ স্থানে শ্রীনাচরণপূর্বক শুচি হইয়া পতপতি দর্শন
করিলে পত্ৰোনিগত পিতৃলোককেও উদ্ধার করিয়া
সুবর্ণ-মণি-মুক্তাদিযুক্ত কামগামী বিমানে আরোহণ-
পূর্বক মহেশ্বরসম্বিহিত কুডপুরে গমন করা যায় ।
রূপকুণ্ডে নর শ্রীয়া শুরূপ হয় এবং স্বর্গে
গমন করিয়া সে দেব-গচ্ছকগণের স্পৃহণীয় বপু লাভ
করে । যে ব্যক্তি অনঙ্গকুণ্ডে শ্রীনাচ্রে শুচি হইয়া
অনঙ্গপূজিত দেবদেবকে দর্শন করে, সে অভিলষিত
বস্তু লাভ করিয়া জীবনাশ্রে শিবলোকে গমন করে ।
যে ব্যক্তি আষাঢ় মাসের সিতাষ্টমীতে জাগরণ
করে, সে কেদারতীর্থের সমান কল লাভ করে,
করীকুণ্ডে শ্রীয়া বিশ্বরূপের অর্চনা করিলে,
সর্বপাপ মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করা যায় ।
অজাগচ্ছ শ্রীয়া ব্রহ্মেশ্বর শিব দর্শন করিলে
তৎকণাৎ ব্রহ্মহত্যাশয় বিনষ্ট হয় । চক্রতীর্থে শ্রীয়া
করিয়া চক্রস্বামীর অর্চনা করিলে চক্রবর্তী হওয়া
যায় । বিধিপূর্বক শ্রীয়া সিদ্ধেশ্বর দর্শন
করিলে কামিক বিমানে কুডলোকে গতি হয় ।
সোমবতীতে শ্রীয়া সোমেশ্বরের অর্চনা

সোমলোকে স মোদতে । ৪৮ । ব্যাস উবাচ ।
তীর্থং সোমবতীনাং লিঙ্গং সোমেশ্বরং তথা ।
অভূদেতৎ কথং নাম শ্রোতুমিচ্ছামি তবতঃ । ৪৯ ।
সনৎকুমার উবাচ । শৃণু ব্যাস যথোৎপন্নং সোম-
তীর্থং সুশোভনম্ । সোমেশ্বরং যথা লিঙ্গমেতৎ
সত্যং বদামি তে । ৫০ । যো দেবো ভগবান্
সোমো লোকস্তাপ্যায়নং পরম্ । আসীদন্ত পুরা
বাস পিতা বিপ্রো মহাতপাঃ । ৫১ । অবস্ত্যাঞ্চ
মহাভাগো যোহজ্রিণীমা তপোনিধিঃ । বর্ষাণাং
জীবি দিব্যানি সহস্রানি তপো মহৎ । ৫২ । উর্ক-
বাহুঃ স বৈ তেপে ব্রহ্মধ্যানপরায়ণঃ । উর্কং গতং
ভতো ব্যাস ব্রাহ্ম্যং তেজো মহামনঃ । ৫৩ ।
নেত্রাত্যাং তেন স্পৃশ্য ভাসয়চ্চ দিশো দশ !
তেজস্তৎসহসা দৃষ্টা দিশো দশোদ্ধতঃ স্বতঃ । ৫৪ ।
দিশশ্চ তদ্যদা ব্যাস সর্বা ধর্তুঃ ন চাশকন্ ।
অসুশ্রবতদা দিগ্ভ্যস্তদ্বি তেজোহতিত্বঃসহম্ । ৫৫ ।
লোকাংশ্চ ভাসয়ৎসর্কান ধরণ্যাং বৈ পপাত হ ।
সোমো জাতস্ততস্তেন শীতাংশ্চ জনপ্রিয়ঃ । ৫৬
বারি সোমাৎ সমুৎপন্নঃ ব্যাস তেনৈব তেজসা ।

করিলে সোমবৎ নির্মল হইয়া সোমলোকে মৃদিত
হওয়া যায় । ব্যাস বলিলেন,—সোমবতী তীর্থের
সোমবতী নাম এবং সোমেশ্বর তীর্থের সোমেশ্বর
নাম কিপ্রকারে হইল; তাহা আমি তবতঃ
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । ৩০—৪৯ । সনৎকুমার
বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! যে প্রকারে সোমতীর্থ
ও সোমেশ্বর লিঙ্গ উৎপন্ন হইলেন, তাহা বলিতেছি,
শ্রবণ করুন । যে সোমদেব লোকের আপ্যায়ন-
স্বরূপ, হে ব্যাসদেব! এক মহাতপা বিপ্র তাঁহার
পিতা ছিলেন । ঐ বিপ্র অবস্তীনগরে বাস করি-
তেন; উহার নাম অজ্রি, উনি তপোনিধি ছিলেন ।
ঐ ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ অজ্রি উর্কবাহু হইয়া বর্ষসহস্রত্রয়
মহৎ তপ আচরণ করেন । তখন ঐ মহাত্মার
বাহুতেজ উর্কগামী হয় । নেত্রযুগল হইতে তেজ
গলিত হইয়া দশদিক্ উদ্ভাসিত করে । সহসা ঐ
তেজ দর্শন করিয়া দশদিক্ স্বতই উদ্ধত হইয়া
উঠে । হে ব্যাসদেব! দিক্ সকল ঐ তেজ ধারণ
করিতে সমর্থ হয় না । তখন ঐ অতিদুঃসহ তেজ
দিক্ সকল হইতে ক্ষরিত হইয়া লোক সকল উদ্ভা-
সিত করত ধরণীমণ্ডলে পতিত হয় । ঐ তেজ
হইতেই শীতাংশ জনপ্রিয় সোম দেব উৎপন্ন হন;
সোম হইতেই তাঁহার তেজে জল প্রাহুর্ভূত হয় ।

প্রবিষ্টা সা নদীঃ শিপ্রাময়ুতেনাতিপূরিতা ॥ ৫৭ ॥
ততঃ সোমবতী শিপ্রা বিখ্যাতা সর্বসিদ্ধিদা ।
সোমযুক্তাং নদীং শিপ্রাং দৃষ্ট্বা পাপং ব্যপোহতি ॥
৫৮ ॥ খ্যাতা চ ত্রিষু লোকেষু পাপিণাং পুণ্য-
দায়িনী । ব্রহ্মহা বা সুরাপো বা ক্ষেয়ী বা গুরু-
তল্লগাঃ ॥ ৫৯ ॥ চহারোহপ্যত্র পাপেন যুচ্যন্তে
দর্শনাদ্ভবম্ । অমাসোমৌ যদা যুক্তৌ সোম-
বত্যাং তদা যুনে ॥ ৬০ ॥ স্নানং দানঞ্চ যো বীমান-
জপং হোমং সমাচরেৎ । অক্ষয়ং তস্ত তৎসর্বং
যাবচ্ছদিবাকরো ॥ ৬১ ॥ তিলোদকপ্রদানেন
পিণ্ডদানেন কারিতা । অকালে কালিকৌ তৃপ্তিঃ
পিতৃণাঞ্চ যতো মতা ॥ ৬২ ॥ সর্বত্র দুর্লভা শিপ্রা
সোমঃ সোমগ্রহস্তথা । সোমেশ্বরঃ সোমবারঃ
সকারাঃ পঞ্চ দুর্লভাঃ ॥ ৬৩ ॥ শিপ্রানোমজলং
ব্যাস কোটিতীর্থকলপ্রদম্ । অমাসোমসমায়োগে
পিতৃতীর্থসমং স্মৃতম্ ॥ ৬৪ ॥ অমায়াং সোমবার-
ক্ষেত্ৰতীপাতো যদা ভবেৎ । শতগুণং গয়ায়াস্ত
সোমবত্যাং প্রকীর্তিতম্ ॥ ৬৫ ॥ এবং সোমবতী-
তীর্থং জাতমত্র মহামুনে । সোমং দৃষ্ট্বাথ পতিতং

কিতৌ ব্রহ্মা জগদগুরুঃ ॥ ৬৬ ॥ রথে তং স্থাপয়-
মাস লোকানাং হিতকাম্যয়া । স তু বেদময়ো
ব্যাস ধর্ম্মাঙ্কঃ সত্যসংগ্রহঃ ॥ ৬৭ ॥ যুক্তো বাজি-
সহস্রেন ব্রহ্মণা প্রেরিতস্তদা । দৃষ্ট্বা সোমং ততো
দেবা রথে তং ব্রহ্মণা যুতম্ ॥ ৬৮ ॥ তুইবুঃ সর্ব-
ভাবেন হৃষ্টাঃ সর্বৈ সমাহিতাঃ । তস্ত সংস্কৃ-
মানস্ত তেজঃ সোমস্ত ভাস্বরম্ ॥ ৬৯ ॥ আপ্যায়-
মানং ত্রীম্লোকান পপাত ধরণীতলে । ব্রহ্মা তেন
রথেনাথ সাগরাস্তাং বনুন্ধরাম্ ॥ ৭০ ॥ ত্রিঃসপ্ত-
রুহোহতিশযাচ্চকারাক্টিপ্রদক্ষিণম্ । তস্ত তৎ
পতিতং তেজো ব্যাস সোমস্ত নীতলম্ ॥ ৭১ ॥
তদেবৌষধয়ো দিব্যা জাতা ভুবি স্ননির্ম্মলাঃ ।
যাতির্ধার্য্যো হুয়ং লোকঃ প্রজাশ্চৈব চতুর্দ্বিধাঃ ॥
৭২ ॥ তুষ্টৌহথ ভগবান্ সোমো জগতেঃ সর্বদা
যুনে । দশবর্ষসহস্রাণি ত্রেপেহতিহুঃসহং তপঃ ॥
৭৩ ॥ ততস্তস্মৈ দদৌ বাক্যং ব্রহ্মা লোকপিতা-
। বীজৌষধানি বিপ্রাণাং সোমো রাজা বভূব
হ ॥ ৭৪ ॥ সপ্তবিংশতিং সোমায় দাক্ষায়ণীর্ব্রহ্ম-
বতাঃ । পত্নীঃ প্রাচেহসো দক্ষো দদৌ নক্ষত্র-
সংক্রকাঃ ॥ ৭৫ ॥ স তৎপ্রাপ্য মহাজ্যায়ং সোমো

ঐ জল নদীরূপে পরিণত হয় এবং ঐ অমৃতময়ী
নদী শিপ্রায় প্রবেশ লাভ করে । তদবধি ঐ শিপ্রা
সোমবতী নামে বিখ্যাতা ও সর্বসিদ্ধিদায়িকা হয় ।
সোমযুক্তা শিপ্রা নদী দর্শন করিলে সর্ব পাপ বিনষ্ট
হয় । শিপ্রা পাপীদিগের পুণ্যদায়িনী বলিয়া
ত্রিলোকবিখ্যাত । শিপ্রা দর্শন করিলে ব্রহ্মঘাতী,
সুরাপায়ী, ক্ষেয়ী ও গুরুতল্লগামী এই চারি ব্যক্তিই
পাপযুক্ত হইয়া থাকে । হে মুনে ! যখন অমাবস্তা
ও সোমবার উভয়ে মিলিত হইবে, তখন সোম-
বতী তীর্থে স্নান, দান, জপ, ও হোম করিলে যাবৎ
চন্দ্রদিবাকর ঐ সকল অরুণ্ঠিত কর্ম্ম অক্ষয় হইয়া
থাকে । ঐ স্থানে অকালে তিলোদক ও পিণ্ড
প্রদান করিলেও পিতৃলোকের যথাকালবিহিত তৃপ্তি
হইয়া থাকে । শিপ্রা সর্বত্র দুর্লভ এবং সোমরস
সোমগ্রহ, সোমেশ্বর নিজ ও সোমবার এই পঞ্চ
সকারই দুর্লভ । হে ব্যাসদেব ! শিপ্রা ও সোমজল
কোটিতীর্থ-কলপ্রদ ও অমা-সোম-সংযোগ পিতৃতীর্থ-
সদৃশ জানিবেন । অমায়ুক্ত সোমবারে যদি ব্যতী-
পাত হয়, তাহা হইলে সোমবতীতীর্থে এই যোগ
গয়ার শতগুণ কল প্রদান করে । হে মহামুনে !
এবম্প্রকারে এই স্থানে সোমবতী তীর্থ উৎপন্ন

হয় । জগদগুরু ব্রহ্মা সোমকে ক্রিতিতলে পতিত
দেখিয়া লোকহিত-কামনায় তাঁহাকে রথে স্থাপন
করিলেন । হে ব্যাসদেব ! ঐ সত্যসংগ্রহ
ধর্ম্মাঙ্ক বেদময় রথ যখন সহস্র বাজিযুক্ত হইয়া
ব্রহ্মা কর্তৃক চালিত হইল, তখন দেবগণ ব্রহ্মার
সহিত সোমকে রথারূঢ় অবলোকন করিয়া হৃষ্টা-
স্তঃকরণে সর্বতোভাবে তাঁহাদের স্তুব করিতে
লাগিলেন । তখন জুয়মান সোমের ভাস্বর
তোজোরীশ ত্রিলোক আপ্যায়িত করত ভূমণ্ডলে
পতিত হইল । ঐ সময় ভগবান্ ব্রহ্মা সাগরাস্তা
বনুন্ধরা ও অন্ধি একবিংশতি বার প্রদক্ষিণ
করিলেন । সোমের ধরণীপতিত নীতল তেজ
সেই হইতে ভুবনে ওষধিরূপে পরিণত হইল ;
সেই ওষধি সকল এই লোক ও চতুর্দ্বিধ প্রজা
ধারণ করিতেছে ॥ ৫০-৭২ ॥ অনন্তর ভগবান্ সোমদেব
জগতের প্রতি তুষ্ট হইয়া দশসহস্র বর্ষ অতি-
হুঃসং তপ আচরণ করেন । তাহার কলে
লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—হে
সোম ! তুমি বীজৌষধি এবং ব্রাহ্মণগণের রাজা
হইলে । প্রজাপতি দক্ষ এই সময় চন্দ্রকে তাঁহার
একবিংশতি নক্ষত্রনামিকা কল্পা প্রদান করিলেন ।

ভাৰ্ঘ্যায়ুতন্তদা । সমায়েভে রাজস্বয়ং সহস্রশত-
দক্ষিণম্ ॥ ৭৬ ॥ হোতা চ ভগবানত্রিরক্ষর্ধ্বাৰ্ভগবান
ভৃগুঃ । হিরণ্যগৰ্ভশ্চোদগাতা ব্রহ্মা ব্রহ্মব্রহ্মোদবান ॥
৭৭ ॥ সদস্তো ভগবানবিক্ৰঃ সনকাদিমুখৈর্গুতঃ ।
দদৌ স দক্ষিণাং সোমস্বীলোকান সুসমাহিতঃ ॥ ৭৮ ॥
সিনীবাণী কুহশ্চৈব রতিঃ পুষ্টিঃ প্রভা বসুঃ ।
কীৰ্ত্তিধৃতিশ্চ লক্ষ্মীস্তঃ দেবো দিবাঃ সিসেবিরে ॥
৭৯ ॥ প্রাপ্যাবভূধমব্যগ্রঃ সৰ্বদেবর্ষিপূজিতঃ ।
অতীব রাজতে চন্দ্রো দশধা ভাসয়ন দিশঃ ॥ ৮০ ॥
তন্ত তৎপ্রাপ্য তুপ্রাপ্যৈশ্বৰ্য্যমুনিঃসংস্কৃতম্ । বিন-
ভ্রাম মতির্ভ্যাস বিনয়াদামপাস্তা চ ॥ ৮১ ॥ বৃহ-
স্পতেন্তদা ভাৰ্ঘ্যঃ ভারানায়ীঃ যশস্বিনীম্ । জহার
তমসাম্ সাধ্বীমবমান্তাঙ্গিরঃসুতম্ ॥ ৮২ ॥ বাচা-
মানস্তদা সোমো দেবৈর্দেবর্ষিভিস্তথা । নৈব বাস
জয়ন্তারাং তস্মা আঙ্গিরসায় চ ॥ ৮৩ ॥ বৃহস্পতেন্ততঃ
পক্ষং শক্ৰো জগ্রাহ কোপতঃ । স তি শিনো মহাতেজা
ভুরোঃ পূৰ্ব্বঃ বৃহস্পতে ॥ ৮৪ ॥ ততো যুদ্ধমভূত্ব
সুঘোরঃ শক্রসোমরোঃ । দেবানাং দানবানাঞ্চ

চন্দ্র মহৎরাজ্য ও ভাৰ্ঘ্যায়ুত হইয়া শত সহস্র
দক্ষিণাশিত রাজস্বয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন । ঐ
যজ্ঞের হোতা ভগবান্ অত্রি, অধ্বর্যু ভৃগু, হিরণ্য-
গৰ্ভ উদগাতা এবং সনকাদি মুনিগণের সহিত ভগ-
বান্ বিষ্ণু সদস্ত হইলেন । সোম সম্ভবতাবে
ত্রিলোক দক্ষিণা প্রদান করিলেন । সিনীবাণী, কুহ,
রতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, কীৰ্ত্তি, ধৃতি, এবং লক্ষ্মী,
এই দিব্য দেবীগণ তাঁহার সেবা করিতে লাগি-
লেন । তিনি তখন অবভূথগ্নান ও সৰ্বদেবর্ষি-
পূজিত হইয়া দশ দিক্ উদ্ভাসিত করত অতীব
দীপ্তি পাইতে লাগিলেন । চন্দ্র তখন ঋষি-সংস্কৃত
তুপ্রাপ্য ঐশ্বৰ্য্য প্রাপ্ত হইয়া বিনয়াদি পরিত্যাগ-
পূৰ্ব্বক ভ্রাস্তমতি হইলেন । তিনি অজ্ঞানান্ধকারে
অন্ধ হইয়া বৃহস্পতিকে অবমানিত করত তাঁহার
ভাৰ্ঘ্য যশস্বিনী সাধ্বী তারাকে অপহরণ করি-
লেন । দেব ও দেবর্ষিগণ কর্তৃক তিনি
বহবার নিষিদ্ধ হইয়াও বৃহস্পতিকে তারা প্রত্য-
র্পণ করিলেন না । তখন শক্র জুদ্ধ হইয়া বৃহ-
স্পতির পক্ষ অবলম্বন করিলেন । শক্র
তাঁহার প্রধান শিষ্য এবং মহাতেজা । অনন্তর
শক্র ও সোমের ঘোরতর রণ উপস্থিত হইল ।
হে ব্যাসদেব ! ঐ যুদ্ধ দেব-দানবের ভ্রাস-
কর হইয়া উঠিল । ৭৩—৮৫ । দেবগণ

ব্যাস ভ্রাসকরং মহৎ ॥ ৮৫ ॥ সৰ্ব্বৈ ভীতান্ততো
দেবাব্রহ্মাণংশরণংগতাঃ । অগ্রতো ব্রহ্মণো যুদ্ধংকথিতং
শক্রসোমরোঃ ॥ ৮৬ ॥ দেবানাং বচনং ব্রহ্মা সার্কং
দেবৈঃ পিতামহঃ । আগত্য যুদ্ধভূমিঃ সোমবারয়-
দেবদানবান্ ॥ ৮৭ ॥ বারিতান্তে স্থিতা-
স্তত্র যুদ্ধং ত্যক্তা সুরাসুরাঃ । তারামাদায় স তদা
দদাবাঙ্গিরসে দ্বিজৈ ॥ ৮৮ ॥ তামন্তঃপ্রসবাং দৃষ্টা
প্রাচ ভাৰ্ঘ্যঃ বৃহস্পতিঃ । মদৌয়ায়াং ন তে যোন্তাঃ
গৰ্ভো ধাৰ্ঘ্যঃ কথঞ্চন ॥ ৮৯ ॥ উৎসসর্জ ততস্তারা
কুমারং দেবরূপিণম্ । ইবীকাস্তং সমাসাদ্য জলন্ত-
মিব পাবকম্ ॥ ৯০ ॥ স তেজো জাতমাত্রোহপি
দেবানামাক্ষিপচ্ছিত্তঃ । ততঃ সংশয়মাপন্না উচু-
স্তারাং দিবৌকসঃ ॥ ৯১ ॥ কস্তায়াং ক্রহি শুভগে
সোমস্তাথ বৃহস্পতেঃ । নাচচক্ষু তু দেবানাং বেধাঃ
পপ্রচ্ছ তাং পুনঃ ॥ ৯২ ॥ যদত্র সত্যং তদক্রহি
তারে কস্তা স্তুতো হ্যহম্ । সা প্রাঞ্জলিক্রবাচেদং
ব্রহ্মাণং বরদং বিভূম্ ॥ ৯৩ ॥ সোমস্তোতি রহঃ
সোময়ঃ কুমারো দেবসর্ষিতঃ । সোমস্ত তং স্তুতং
জাহ্না পরিষজ্য পিতামহঃ ॥ ৯৪ ॥ বৃধ ইত্যকরো-

ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণ প্রাপ্ত হইলেন । তাঁহার
ব্রহ্মার অগ্রে সোম-স্বর্ঘ্যের যুদ্ধের বিষয় কীৰ্ত্তন
করিলেন । পিতামহ তখন দেবগণের বাক্য
শুনিয়া যুদ্ধভূমিতে আগমনপূৰ্ব্বক যুদ্ধার্থী দেব-
দানবগণকে নিবারণ করিলেন । তাঁহার ব্রহ্মার
বাক্যে নিবারিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ।
তখন চন্দ্র তারাকে আঙ্গিরসের হস্তে প্রত্যর্পণ
করিলেন । বৃহস্পতি তারাকে অন্তঃপ্রসবা দেখিয়া
বলিলেন,—তুমি কোন প্রকারেই মদৌয় যোনিতে
গৰ্ভধারণ করিতে পার না । তাহা শুনিয়া তারা
ইবীকাস্ত গহণ করত জলন্ত পাবকের স্তায় দেবরূপী
কুমারকে পরিত্যাগ করিলেন । ঐ শিশু জাতমাত্র
স্বীয় তেজে দেবতাদিগের তেজ প্রতিহত করিতে
লাগিল । অনন্তর দেবগণ বালকের তেজে
সংশয়াপন্ন হইয়া তারাকে বলিলেন,—হে স্তুভগে !
এই তনয় কাহার ? বৃহস্পতির না সোমের ? ইহা
তুমি স্থির করিয়া বল । তিনি সাধারণ দেবগণকে
যখন এ কথা বলিলেন না, তখন বিধাতা গিয়া
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তারে ! এই
বালক কাহার পুত্র ? তাহা তুমি সত্য করিয়া বল ।
তিনি তখন একান্তে ব্রহ্মাকে কৃতাজলিপুটে বলি-
লেন,—এই দেবসর্ষিভকুমার সোমের । পিতামহ

গ্রাম তন্তু পুত্রস্ত বৈ তদয় পরদারাপহারাক্ষ
যৎপাপং তেন হুঃসহম্ ॥ ১৫ ॥ তেন সোমোহভবৎ
কুপী ক্ষয়রোগযুতস্তদা । ততো রাজ্যো স্বকং পুত্রঃ
স্থাপয়িত্বা যথাবিধি ॥ ১৬ ॥ অবন্তীমাজগামাস্ত
সোমো দেবদীদৃক্ষয়া । সোমাহে সোমবতাং
চ অমায়োগে জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥ গ্রাহা
সম্পূজয়ামাস সোমঃ সোমেশ্বরং ততঃ ॥ তন্ত
ভক্ত্যা চ সন্তুষ্টঃ প্রাহ সোমঃ মহেশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥
মৎপ্রসাদাধপুঃ কাস্তং তব সোম ভবিষ্যতি ॥
সোমেশ্বরমিতি খ্যাতং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥ ১৯ ॥
এবং ব্যাস তু তত্তোখং লিঙ্গং চৈবাত্তর্হলভম্ ॥
কথিতং তথ্যভাবেন ময়া তুষ্টেন সাম্প্রতম্ ॥ ১০০ ॥
শ্রাবণং প্রাপ্য যো মাসঃ সোমনাথং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
নিত্যং পশ্চেন্নরো ব্যাস তন্তু পুণ্যকলং শৃণু ॥ ১০১ ॥
সৌরাষ্ট্রে সোমনাথস্ত পূজয়াং প্রত্যহং ফলম্ ॥
লভতে স নরো ব্যাস নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১০২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সোমবতীতীর্গমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামাষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

সোমের কুমার জানিতে পারিয়া তাহাকে আলিঙ্গন
করিয়া তাহার নাম রাখিলেন 'বুধ' । এদিকে
পরদারাপহরণজনিত হুঃসহ পাপের ফলে চল
কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইলেন ; হইয়া তিনি পুত্র
বুধকে যথাবিধি রাজ্যে স্থাপনপুষ্টক দেবদর্শনের
নিমিত্ত অবন্তীনগরে সহর যাত্রা করিলেন ।
অনন্তর সোম সোমবতীতীর্থে গমন করিয়া অমা-
বস্তাধুক্ত সোমবারে জিতেন্দ্রিয়ভাবে শ্রান ও
সোমেশ্বরের পূজা করিলেন । তাহার পূজায়
সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর বলিলেন,—হে সোম ! আমার
প্রসাদে তোমার কমনীয় বপু হইবে । হে
ব্যাসদেব ! এইরূপে ঐ ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়ক
তীর্থ ও তত্ত্ব লিঙ্গ সোমেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ
হইয়াছে । ঐ তীর্থ ও লিঙ্গ অতীব দুর্লভ, আমি
ইহা হৃষ্টচিত্তে যথাযথ কীর্তন করিলাম । জিতেন-
্দ্রিয় হইয়া শ্রাবণমাসে সোমনাথকে দর্শন করিলে
যে পুণ্য হয়, তাহার ফল শ্রবণ করুন । ঐ
সোমনাথ দর্শনে সৌরাষ্ট্রে সোমনাথের প্রতিদিন
পূজা করিলে যে ফল, সেই ফল লাভ করা
যায়, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই । ৮৬—১০২ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮ ।

একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । তীর্থশ্রানরকস্তান্ত মাহাত্ম্যং
শৃণু সাম্প্রতম্ । তীর্থেন চানরকে শ্রাহা দৃষ্টা দেবঃ
মহেশ্বরম্ । ন পশ্চেন্নরকং কাপি যদ্যপি ব্রহ্মহা
ভবেৎ ॥ ১ ॥ ব্যাস উবাচ । কিয়ন্তো নরকা-
স্তাত কস্মিন স্থানে প্রতিষ্ঠিতাঃ । পতন্তি কেন
পাপেন পাপিনস্তেষ্ণু হুঃখিতাঃ ॥ ২ ॥ তৎকথং
প্রাণিনস্তত্র গচ্ছন্তি পাপকারিণঃ ॥ এতৎসর্বং
সমাখ্যাহি যদি তুষ্টোহসি মে প্রভো ॥ ৩ ॥
সনৎকুমার উবাচ । শৃণু নরকান্ ব্যাস যাবন্তো
যত্র সংস্থিতাঃ । ন লভ্যন্তে যথা চৈতে সত্য-
মেতদ্বদা মিতে ॥ ৪ ॥ পাতালনিলয়াঃ সর্গে
বিখ্যাতা হুঃখদাঃ সদা । পুণ্যপ্রাভেভে সর্গে
তির্থাগ্ণ্যাস্তি স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৫ ॥ রৌরবঃ
শুকরো রৌদ্রস্তালো বিনাশকস্তথা । তপ্তকুন্ত
তপ্তায়ো মহাজালস্তথৈব চ ॥ ৬ ॥ কুন্তীপাকঃ ক্রক-
চনস্তথা দেবাতিদাক্ষণ । কুমিভুক্তিচ্চ রক্তাখ্যো
লালাভক্ষচ্চ গণ্ডকঃ ॥ ৭ ॥ অধোমুখশ্চান্ধিতকো
যন্ত্রপীড়নকস্তথা । সন্দংশো কধিরাক্ষচ্চ যতোজ্যচ্চ

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—সম্প্রতি অনরকতীর্থে
মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন । অনরকতীর্থে শ্রান ও তত্ত্ব
দেব মহেশ্বরকে দর্শন করিলে ব্রহ্মঘাতীকেও
নরক দর্শন করিতে হয় না । ব্যাসদেব বলি-
লেন,—হে প্রভো ! আপনি যদি আমার প্রতি
তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নরক কতিবিধ ?
কোন স্থানে নরক অবস্থিত ? পাপিগণ হুঃখভোগ
করিবার নিমিত্ত কি হেতু ; ঐ নরকে পতিত হয় ?
পাপী জীব কি জন্তু ঐ স্থানে গমন করে ? এই
সকল যথাযথ কীর্তন করুন । সনৎকুমার বলি-
লেন,—হে ব্যাসদেব ! নরক যত প্রকার, ঐ সকল
নরক কোথায় আছে, এবং যাহাতে নরকে গমন
করিতে হয় না, এ সকল সত্য বলিতেছি ; আপনি
তাহা শ্রবণ করুন । নরক সকল পাতালে অবস্থিত ।
ঐ নরক সকল সর্বদা হুঃখদায়ক । জীব স্বীয়
দুর্কর্ম্মের ফলে নরকে গমন করিয়া থাকে ।
রৌরব, শূকর, রৌদ্র, তাল, বিনাশক, তপ্তকুন্ত,
তপ্তায়ো, মহাজাল, কুন্তীপাক ক্রকচন, দেবাতিদাক্ষণ,
কুমিভুক্তি, রক্তাখ্য, লালাভক্ষ, গণ্ডক, অধোমুখ,
অন্ধিতক, যন্ত্রপীড়নক, সন্দংশ, কধিরাক্ষ, যতোজ্য

কুভোজনঃ। ইত্যেবমাদয়ঃ সৰ্ব্বৈ নরকা ভূতদাক্ষণাঃ ।
 যমস্ত বিষয়ে সন্তি ভূতা হি ভয়দায়িনঃ ॥ ১০ ॥ পতন্তি
 পুরুষান্তেৰু পাপকৰ্ম্মরতাশ্চ যে । পতিতাস্চ প্রপ-
 চ্যন্তে নরাঃ কৰ্ম্মানুরূপতঃ ॥ ১০ ॥ যাতনাতিৰ্বিচ-
 জাতী রৌদ্রকৰ্ম্মকৰ্ম্মাদভূতম্ । সুগাঢ়ঃ হস্তয়ো-
 র্বকাস্তপশ্চালয়া নরাঃ ॥ ১১ ॥ মহাবৃক্ষাগ্রশৃঙ্গেষু
 লবন্তে যমকিঙ্করৈঃ । শোচন্তঃ স্থানি কৰ্ম্মাণি তুফৌঃ
 তিষ্ঠন্তি নিশ্চিনাঃ ॥ ১২ ॥ অগ্নিবর্ণৈঃ শঙ্খভিষ্ঠ লোহ-
 দণ্ডৈঃ সকটকৈঃ । হস্তান্তে কিঙ্করৈঃ ঘোরৈঃ সমস্তাং
 পাপকারৈণঃ ॥ ১৩ ॥ তন্তুৎক্ষণাৎ প্রদৌ-
 শ্তেন বহির্না চ বিশেষতঃ । সমস্ততঃ প্রক্ষি-
 প্যন্তে কৃতাস্চ জজ্জরীকৃতঃ ॥ ১৪ ॥ কূটসাক্ষী
 তথাসম্যকপক্ষপাতেন যো বদেৎ । যচ্চাত্তদনৃতং
 ক্রয়াৎ স নরো যাতি রোরবম্ ॥ ১৫ ॥ সুরাপো
 ব্রহ্মহা হৰ্ত্তা সুবর্ণস্ত চ সূচকঃ । প্রযান্তি নরকা-
 ন্টৈব তৈঃ সংসর্গমূৰ্খৈঃ যঃ ॥ ১৬ ॥ ক্রণহা গুরু-
 হস্তা চ গোবৃশ মুনিসত্তম । যান্ত্যেতে নরকং
 রৌদ্রং যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ ॥ ১৭ ॥ তন্তুলোষ্ট্রেবু
 পচ্যন্তে যন্ত ভক্তঃ পরিত্যজেৎ । সূনাং সূতাক

ও কুভোজন প্রভৃতি নবক সকল অত্যন্ত দাক্ষণ ।
 এই নরক সকল যমালয়ে অবস্থিত, অত্যন্ত
 ভয়দায়ক । পাপকৰ্ম্মরত পুরুষগণ স্বীয় কৰ্ম্মানুসারে
 এই স্থানে পতিত হয় । পতিত হইয়া তাহারা
 বিবিধ যাতনা উপভোগ করত পচিতে থাকে ।
 যমকিঙ্করগণ তন্তু শৃঙ্খলা দ্বারা পাপী জীবগণের
 হস্তদ্বয় দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া তাহাদিগকে বিশাল
 বৃক্ষের অগ্রদেশে লব্ধিত করে । তাহারা তখন
 আপন আপন কৃত কৰ্ম্ম স্মরণ করিয়া অত্যন্ত
 অল্পশোচনা করত নিশ্চলভাবে মোনাবলম্বন
 করিয়া থাকে । দম্ব অগ্নিবর্ণ শঙ্খ (ডাঙস) ও
 সকটক লোহদণ্ড দ্বারা তাহারা তাড়িত হয় । কখন
 যমকিঙ্করগণ ঐ পাপকারী ব্যক্তিদিগের প্রতি
 প্রদৌণ্ড বহিঃক্ষেপণ করিয়া তাহাদিগকে জজ্জরীভূত
 করে । কূটসাক্ষী ব্যক্তি, পক্ষপাতী ও অসম্যগ্বাদী
 ব্যক্তি এবং মিথ্যাবাদী ব্যক্তি, রোরবে গমন
 করে । সুরাপায়ী, ব্রহ্মহা, সুবর্ণহৰ্ত্তা ও সূচক,
 ইহারা নরকে গমন করে এবং ইহাদের সংসর্গে
 যে ব্যক্তি থাকে, তাহাকেও নরকে গমন করিতে
 হয় । ক্রণহা, গুরু হস্তা, গোঘাতী, ও বিশ্বাস-
 ঘাতক ব্যক্তি রৌদ্র নরকে গমন করে । যে
 ভক্তকে পরিত্যাগ করে, সে তন্তুলোষ্ট্রে পচিতে

যো গচ্ছেন্নহাজ্জালে স পাত্যতে ॥ ১৮ ॥ কুষ্ঠী-
 পাকে প্রযাত্যেব পান্দৈরুর্দ্ধৈরধোমুখঃ । কয়োতি
 কৰ্ম্ম বৈ নিত্যাং যশ্চ গাং প্রতিষেধয়েৎ ॥ ১৯ ॥
 স্বামিদ্ভোহী চ যো রৌদ্রস্তপ্তকুণ্ডে স পাত্যতে ।
 দেবদূষয়িতা যশ্চ বেদবিক্রয়িকস্তথা ॥ ২০ ॥ পরস্মী-
 গামিনো যে চ যান্তি ক্রকচনে তু তে । চৌরোহতি-
 দাক্ষণে যাতি মৰ্যাদাতেদকস্তথা ॥ ২১ ॥ দেবদ্বিজ-
 পিতৃদ্রোষ্টা রত্নদূষয়িতা চ যঃ । স যাতি কুমিভক্ষে
 বৈ রক্তাখ্যে চ পতন্তি তে ॥ ২২ ॥ পিতৃদেবগুরু-
 গাঞ্চ সপৰ্ব্যাং ন কয়োতি যঃ । লালাতক্ষে স
 যাত্যগ্রে কূটকৰ্ম্ম কয়োতি যঃ ॥ ২৩ ॥ অস্ত্য-
 জেভ্যো গ্রহীতা চ নরকে যাত্যধোমুখে । অস্থিভঙ্গে
 প্রযাত্যেব একো মিষ্টান্নভুঙনরঃ ॥ ২৪ ॥ কৃতঘ্নঃ
 পিণ্ডনঃ কুরঃ কূটমানী বিড়ম্বকঃ । যজ্ঞপীড়নকে
 যান্তি পরগুহপ্রকাশকঃ ॥ ২৫ ॥ লাক্ষ্যমাংসরসানাক
 তিলানাং রনকস্ত চ । বিক্রয়ী ব্রাহ্মণো যাতি
 সন্দংশে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥ মধুহা গ্রামহস্তা চ
 যাতি বৈতরণীং নরঃ । বর্ণাশ্রমবিক্রদ্ধ চ কৰ্ম্ম
 কুৰ্ব্বন্তি যে নরাঃ ॥ ২৭ ॥ কৰ্ম্মণা মমসা বাচা

থাকে । যে ব্যক্তি গুনা ও সূতাতে গমন
 করে, সে মহাজাল নরকে পতিত হয় । যে
 ব্যক্তি গোবৃশ আহারে বাধা প্রদান করে,
 তাহার পাদদ্বয় উর্দ্ধাদকে ও মস্তক নিম্নাদকে করিয়া
 তাহাকে কুষ্ঠীপাক নরকে পতিত করে । যে
 স্বামিদ্ভোহী হয়, তাহাকে তপ্তকুণ্ড নরকে পতিত
 করে । দেবদূষয়িতা, বেদবিক্রয়ী ও পরস্মীগামী
 ব্যক্তি ক্রকচন নরকে গমন করে । মৰ্যাদাতেদক
 ও চৌর, ইহারা অতি দাক্ষণ নরকে গমন করে ।
 দেব-দ্বিজ-পিতৃদ্রোষ্টা ও রত্নদূষয়িতা ব্যক্তি কুমি-
 ভক্ষ নরকে গমন করে । যে ব্যক্তি পিতৃ-দেব-
 গুরু পূজা না করে, সে রক্তাখ্য নরকে গমন
 করে । যে ব্যক্তি কূটকৰ্ম্ম করে, সে উগ্র লালাতক্ষ
 নরকে গমন করে । যে ব্যক্তি অস্ত্যজ জাতির নিকট
 প্রতিগ্রহ করে, সে অধোমুখ নরকে গমন করে ।
 একাকী মিষ্টান্ন ভোজী নর অস্থিভঙ্গ নরকে
 গমন করে । কৃতঘ্ন, পিণ্ডন, কুর, কূটমানী, বিড়-
 ম্বক, ও পরগুহপ্রকাশক ব্যক্তি যজ্ঞপীড়ক নরকে
 গমন করে । মাংস, লাক্ষ্য, রস ও তিলরস-
 বিক্রয়ী ব্রাহ্মণ সন্দংশ নরকে গমন করে ; ইহাতে
 সংশয় নাই । মধুহা ও গ্রামহস্তা নর বৈতরণীতে
 গমন করে । যে নর কায়-মনোবাক্যে বর্ণাশ্রম-

মহানদ্যাংপ্রয়াস্তি তে । গুরুণামবমস্তা চ শাস্ত্রদ্বয়িতা
চ যঃ ২৮ । অসিপত্রে প্রয়াতোব তথা পক্ষ-
বিলজ্বকঃ । ধনযৌবনমস্তা যে মর্যাদাতেদিনো
নরাঃ ২৯ । তে যাতি নরকে ঘোরে কৃষ্ণস্বত্রে-
হতিদাক্ষণে । অসংস্কৃতচ যো বিপ্রো বৃষলীঃ সেবতে
তু বৈ ৩০ । বৃষলীমিথুনো যশ্চ পতন্তাবুভা-
বপি । উচ্ছিষ্টো যে স্পৃশন্তীহ গাবোহগ্নিঃ জননৌ
ষিজান্ ৩১ । তে পচ্যন্তে কুভোজ্যে চ মিত্র-
দেষৌ বিশেষতঃ । পংক্তিভেদে দিবান্বপে যে নরো
ব্রহ্মচারিণঃ ৩২ । পুত্রৈরধ্যাপিতা যে বৈ তে
পতন্তি খভোজনে । এতে চান্তে চ নরকাঃ শত-
শোহথ সহস্রশঃ ৩৩ । তত্র তুষ্কতকর্মাণঃ পচ্যন্তে
যাতনাগতাঃ । নৃণাং স্বর্গাশ্চ যাবন্তস্তাবন্তো নিরয়া
স্তথা ৩৪ । পাপং কৃয়া তু বহুলং প্রায়শ্চিত্ত-
পরায়ুধাঃ । কৃতে পাপে চ বৈ তাপো যশ্চ পুংসঃ
প্রজায়তে ৩৫ । প্রায়শ্চিত্তস্ত তন্তেকং শিব-
সংস্মরণং পরম্ । তস্মাদহর্নিশং শম্ভুং সংস্মরন
পুরুষোত্তমঃ ৩৬ । ন যাতি নরকং শুদ্ধঃ শুদ্ধকীর্ণা-
খিলপাতকঃ । কার্ত্তিকস্থাসিতে পক্ষে কৃৎযা যা চ

চতুর্দশী । তস্তাং দীপঃ প্রদাতব্যো দেবদেবস্ত
চাগ্রতঃ ৩৭ ।

ইতি ত্রিংশান্দে নরককথনং নাটমেকোন-
ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ২৯ ।

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ । দীপেহস্মিন্ যৎকলং চান্তি
বিধিনা যেন দীপ্যতে । তৎসর্বং ক্রহি মে তাত
দীপোৎপত্তিঞ্চ শোভনম্ ১ । সনৎকুমার উবাচ ।
পুরা কৃতযুগে বাস পার্শ্বতীঃ শঙ্করো-
হগ্রনঃ । অভিপ্রয়াচিৎ যাহন্তয়পি শোভতি-
যাচিতঃ ২ । পার্শ্বত্যাচ । শরীরে কৃকতা
শস্তো মমাস্তি রূপহারিণী । তস্মাদ্যাচে
ভূশং শস্তো প্রসীদ দিব্যালোচন ৩ । ভবেন
বর্ণিতা সা বৈ অতীব শোভনা মম । লোচনে
পদ্মমালায়াঃ শোভসেহতিতরাং সদা ৪ । সিতাক্ষ-
সংস্থিতো ভূজো যথা শোভয়তে চ তম্ । তয়া তথা
যাচিতোহসৌ ধূর্জটির্ব্যভাসনঃ ৫ । বিরূপরূপ-

বিরুদ্ধে কার্য্য করে, সে মহানদীতে গমন করে ।
গুরুগণের অবমাননাকারী, শাস্ত্রদ্বয়িতা ও পক্ষ-
বিলজ্বী ব্যক্তি অসিপত্র নরকে পতিত হয় । ধন-
যৌবন-মদে যে ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করে, সে
অতিদাক্ষণ কৃষ্ণস্বত্র নরকে গমন করে । যে
অসংস্কৃত ব্রাহ্মণ বৃষলী-সেবা করে, এবং যে মিথুনী-
ভাবে বৃষলীতে রত হয়, এই উভয় ব্রাহ্মণই নরকে
পতিত হয় । যে ব্যক্তি উচ্ছিষ্ট-অবস্থায় গো, অগ্নি,
মিত্র, জননৌ ও দ্বিজকে স্পর্শ করে, সে এবং মিত্র-
দেষৌ ব্যক্তিও কুভোজ্য নরকে গমন করিয়া থাকে ।
যে ব্রহ্মচারী নর দিবান্বিতা ও পুত্রভেদ করে
এবং যে পুত্র কর্তৃক অধ্যাপিত হয়, এই উভয়েই
খভোজন নরকে গমন করে । ইত্যাদি শত শত
সহস্র সহস্র নরক বিদ্যমান আছে । ঐ সমস্ত
নরকেই তুষ্কতকর্ম্ম নরগণ যাতনায় পচ্যমান হয় ।
মানবগণের স্বর্গ ও যত প্রকার, নরক ও তত প্রকার
আছে । কৃতপাপ প্রায়শ্চিত্তরহিত ব্যক্তিগণ ঐ
সকল নরকে গমন করিয়া থাকে । পাপ করিয়া
যে মানবের তাপ উপস্থিত হয়, তাহার শিবস্মরণই
একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত । এই জন্যই উত্তম পুরুষগণ
অহর্নিশ শম্ভুস্মরণ করিয়া ক্ষীণপাতক ও শুদ্ধ হয় ;
তাহার ফলে তাঁহারা নরকে গমন করেন না ।

কার্ত্তিক মাসের অসিত পক্ষের যে চতুর্দশী, ঐ
তিথিতে দেবদেবের সম্মুখে দীপদান করিতে
হয় । ১৯—৩৭ ।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৯ ।

ত্রিংশ অধ্যায় ।

বলিলেন,—হে তাত ! দীপদানের
যাহা কল, যে বিধিতে দীপদান করিতে হয়, এবং
যে প্রকারে দীপের উৎপত্তি হয়, তৎসমস্ত আপনি
আমাকে বলুন । সনৎকুমার বলিলেন,—বাস-
দেব ! পুরে সত্যযুগে শঙ্কর পার্শ্বতীর নিকট এবং
পার্শ্বতী শঙ্করের নিকট কোন কিছু প্রার্থনার
নিমিত্ত গমন করেন । পার্শ্বতী বলিলেন,—হে
শস্তো ! আমার শরীরে রূপহারিণী কৃকতা বিদ্য-
মান । হে শস্তো দিব্যালোচন ! এই হেতু আমি
প্রার্থনা করিতেছি । ভব তাঁহাকে বলিলেন,—
তুমি আমার অতীব শোভনা, তুমি লোচনের
পদ্মমালার স্থায় অত্যন্ত শোভা পাইতেছ । শিব
সংস্থিত ভূজ যেমন সিতাক্ষকে শোভিত করে,
তেমনি তুমিও আমাকে শোভিত করিতেছ ।
পার্শ্বতী বলিলেন,—তুমি আমাকে বিরূপা বলিয়া

কর্তাসি ন শৃণোষি বচো যদা । তদা হুঃ নবৈ-
রাগ্যা চত্বয়ঃ হৃদয়ং তপঃ ॥ ৬ ॥ ভবন্ত্যেতি
চোক্ত্ব তস্তা বৈ পানিমগ্রহীৎ । কদাচিচ্ছকরো
দেবো রতিং যাচিতবান প্রিয়াম্ ॥ ৭ ॥ রতিং দত্ত-
বতী সা তু জহাস নাম কীৰ্ত্তয়ন্ । সূতঃ পিতাভবৎ
সা তু পরাসুখী বিহায় তম্ ॥ ৮ ॥ উবাচ রোম-
সংযুক্তা সংস্মৃত্য দেবভাষিতম্ । তপোবনং ব্রজা-
ম্যদ্য সুগৌরযোগলক্শয়ে ॥ ৯ ॥ সুবর্ণরূপরূপা চ
যদা পুনর্ভবামি চ । তদা তব সাহুস্রাণা ভবামি
চৈব নাস্তথা ॥ ১০ ॥ ইতীদমেব জল্পন্তী জগাম
বিদ্যাপর্যন্তম্ । হরঃ শুশোচ ততস্তাং ক গতা সা
বিহায় যাম্ ॥ ১১ ॥ অরন্তদেব চেষ্টিতঃ তদেব
পূর্ষভাষিতম্ । তদৈব মে বৃথা মতির্মুদা যদা ন
মানিতা ॥ ১২ ॥ যতো ময়া হিমাঙ্গি জা সমস্তলোক-
সুন্দরী । পুরৈব নাভিনন্দিতা গতা বিহায় যামিতি ॥
১৩ ॥ ইতীদমেব সোহবদদগাত্ত্বদর্শনং তনুঃ
প্রিয়বিরোগমৌদৃশং গুরুং ন সোচ্চুসুৎসহে ॥ ১৪ ॥

ইদ্রিত করিতেছে, আমার কথা শুনিতেছ না;
অতএব আমি বিরাগিণী হইয়া হৃদয় তপস্বী
করিব। দেবী এই কথা বলিলে ভব তাঁহার
কর গ্রহণ করিলেন। কোন সময়ে শঙ্কর শঙ্করী-
সমীপে রতি প্রার্থনা করেন, শঙ্করী তাহা দান
করেন। এই সময় ভব শঙ্করীর ‘কালী’
এই নাম কীৰ্ত্তন করিয়া হাস্য করেন। তাহাতে
তিনি অত্যন্ত হুঃখিতা হইয়া রতিদানে পরাসুখী
হন এবং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া জুদা হইয়া
দেবভাষিত অরণ্যপূর্বক বলিলেন,—আমি গৌরাদ্রী
হইবার নিমিত্ত তপোবনে গমন করি! যখন
আমার সুবর্ণের ঞ্চায় বর্ণ হইবে, তখন আমি
পুনরায় তোমার অনুরাগবর্ধিনী হইব; তাহা
না হইলে নহে। এই কথা বলিতে বলিতে দেবী
বিদ্যাচলে গমন করিলেন। হর তখন
এইরূপে শোক করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি
বলিলেন,—সেই দেবী আমায় পরিত্যাগ করিয়া
কোথায় গেলেন? তাঁহার সেই চেষ্টিত, সেই
পূর্ষ ভাষিত আমার অরণ্য হইতেছে। কেন
আমার তখন হুঃখ মতি হইল। আমি তাঁহাকে
উপহাস করিলাম। যেহেতু আমি ত্রিভুবনৈক-
সুন্দরী শঙ্করীকে অভিনন্দিত করি নাই, এই
জন্তই তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন
করিলেন। প্রিয়াদর্শনে কাতর হইয়া তিনি এইরূপ

ততো জগদ্ধি সঙ্কলং মহাভয়েন সংযুতম্ । সুরা-
সুরা মহর্ষয়ঃ পরংবিবাদমভ্যগুঃ ॥ ১৫ ॥ বিহায় মন্দিরাপি
তে পরং বিবাদমাগতাঃ । হরজ্জতিং পরাং চ তে
প্রচকুরদুতোপমাঃ ॥ ১৬ ॥ সনৎকুমার উবাচ ।
ন দৃশ্যতে যদা দেবো ক্রডো বালেন্দ্রশেখরঃ ।
নষ্টালোকং জগৎসকলং কাস্তারমভবন্তদা ॥ ১৭ ॥
ত্ৰীণি নেত্রাণি ক্রডন্ত যতঃ সূর্যোন্দ্রবরুণঃ । গতে
ক্রডে ন তে ভাস্তি জগত্যাশ্মিঃ চরাচরে ॥ ১৮ ॥
ততস্তমসি হস্তারে সমুত্তে লোমহর্ষণে । অস্তোন্তঃ
হি ন পশ্যন্তি সুরাসুরস্তমোবৃতাঃ ॥ ১৯ ॥ এষা
বুদ্ধিস্ততস্তেষামুৎপন্ন্য কার্যাসিদ্ধয়ে । যয়া বুদ্ধ্যা
জগন্নাথো জায়তে পার্শ্বতীপতিঃ ॥ ২০ ॥ ন হ্যালোকো
বিনা তেন শশিসূর্য্যাগ্নিচক্ষুষা । কঃ ক্রবন্তি
অ হুঃখিতান্তে বিসংজয়া ॥ ২১ ॥ হে দেব হে মূনে
সিদ্ধে হে ঋষে হে নিশাচর । হে দৈত্য হে দমুশ্চেষ্ট
হে মনুষ্যানিদেশক ॥ ২২ ॥ গতৌহসি কাঃ দিশঃ
ভাত কো বা লকন্তয়া বিতো । কচিৎপ্রশামভূমিস্তে

বলিতে লাগিলেন এবং ঐদৃশ প্রিয়াবিরোগ সহ্য
করিতে সমর্থ হইলেন না; সূতরাং তিনি অদৃশ
হইলেন। ইহার ফলে জগৎ মহাভয়ে স্কন্ধ হইয়া
উঠিল। সুরাসুর-মহর্ষিগণ বিষন্ন হইলেন। তাঁহার
সকলে স্বীয় স্বীয় মন্দির পরিত্যাগ করিয়া হরের
জ্জতি করিতে লাগিলেন। সনৎকুমার বলিলেন,—
বালেন্দ্রশেখর ক্রড যখন দৃষ্টিপথাভীত হইলেন,
তখন এই জগৎ আলোক-বিহীন কাস্তারে পরিণত
হইল। জগৎ আলোকবিহীন হওয়ার কারণ
এই যে, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, ইহারা তিনজন ক্রডের
তিনটি নেত্র; ক্রডের অভাবে ইহাদেরও অভাব।
ক্রড গমন করিলে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নিও এই চরাচরে
প্রকাশিত হইলেন না, হুস্তর লোমহর্ষণ তম আবির্ভূত
হইল। তাহার ফলে সুরাসুর অন্ধকারাবৃত হইয়া
পরস্পর কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইল না।
তখন তাঁহাদের কার্যাসিদ্ধির নিমিত্ত বুদ্ধি উপস্থিত
হইল—যে বুদ্ধি দ্বারা জগন্নাথ পার্শ্বতীপতিকে
জানিতে পারা যায়। শশি-সূর্য্যাগ্নিনেত্র ভব
ব্যতিরেকে আলোক কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?
তাঁহার বিসংজ্ঞ ও হুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—
হে দেব! হে মূনে! হে সিদ্ধ! হে ঋষে!
হে নিশাচর! হে দৈত্য! হে দমুশ্চেষ্ট! হে
মনুষ্যানিদেশক! হে ভাত! কোন দিক্ দিয়া
কাহাকে লাভ করিলে; কোথায় তোমার বিশ্রাম-

কচিদালম্বনেহপি বা । ২৩ । পাথেয়মস্তি কিঞ্চিতে
দিশি কিং বাধ কুজচিৎ । প্রকাশং বাহনং ছত্রমশনং
শয়নং গৃহম্ । ২৪ । কচিৎসি কথং তোয়মথবা
চিত্তনির্বৃত্তিঃ । বন্ধুঃ পুত্রোহসি বা তাত বৃক্ষচ্ছায়া
সুশীতলা । ২৫ । এবম্প্রকারঃ করুণং সমাভাষ্য
পরম্পরম্ । ভূয়শ্চিস্তাপরাঃ সৰ্বে দেবাশ্চৈশ্ব-
পুরোগমাঃ । ২৬ । ভূমেক্ষিবরমাত্রিত্য প্রাণিনো
যে বসন্ত্যপি । রসাতলে চ দৈতেয়াঃ সংস্থিতাঃ
পরগাশ্চ যে । ২৭ । ন তেষাং বিদ্যাতে স্বর্ঘ্যো
নেকুর্নাশ্তে মহাগ্রহাঃ । নাগ্নির্দেবমুখং বিদ্যাত্নৈব
তারককোটয়ঃ । ২৮ । কেনালোকেন পশ্যন্তি
সমানি বিবর্মানি চ । নরকস্থা নরা লোকে ন
পশ্যন্তস্তলোকগাঃ । ২৯ । বিচরন্তঃ সমং কো বা
মনোরথশতপ্রদঃ । তৃণান্তঃসুধিতারং চ শ্রান্তানামথ
বাহনম্ । ৩০ । সমে শয্যা জলে নোশ্চ রোগে
সংপরিচারকঃ । শ্রেষ্ঠৌবধৌভিঃ সন্নত্রেঃ সম্পদো
ব্যাদিশঙ্কটে । ৩১ । সুহৃদ্বিদেশে চ্ছায়োকৈ
নির্ধুমঃ শিশিরে শিখী । মহাভয়ে পারজাণং
প্রকাশন্ত মহানিশি । ৩২ । সস্রদশ্চৈব সৰ্বেষাং
মনোরথশতপ্রদঃ । এক এব ভবান্ দ্যোতস্থ্যং চ

স্থান ? কোন্ আশ্রয়ে যাইতেছেন ? তোমার
পাথেয় বাহন, ছত্র, আহাৰ্য্য, ও গৃহ আছে ত ?
কোথায় তুমি যাইতেছ ? তোয় কোথায় ? বন্ধু,
পুত্র, তাত, ও সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়া কোথায় ?
ইন্দ্রপ্রস্থ দেবগণ পরম্পর এইরূপ করুণ সস্তাষণ
করিয়া পুনরায় চিস্তাপরায়ণ হইলেন । প্রাণিগণ
বিবর আশ্রয় করিয়া বাস করিয়া থাকে । দৈত্য-
পরগগণ রসাতলে বাস করিয়া থাকে । তাহাদের
ত সুখ্য, চল, অন্তান্ত মহাগ্রহ, দেবমুখ অগ্নি,
বিদ্যা ও তারকা প্রভৃতি কোনপ্রকার জ্যোতিষ্ময়
পদার্থ নাই, তাহারা কোন্ আলোকে দর্শন ও
সম-বিষম নির্ধাচন করিয়া থাকে ? নরকস্থ নরগণ
দেখিতে পায় না, অন্তান্ত লোকগামী জনগণও
আলোকভাবে বিচরণ করে । কেই বা শত
মনোরথ প্রদান করিয়া থাকে ? কেই বা ভূমিত্তকে
জল, সুধিতকে অন্ন, পাণ্ডকে বাহন, শয়নেচ্ছুকে
শয্যা, জলে নোকা, রোগে সংপরিচারক, ব্যাধি-
সঙ্কটে সত্বপদেশ ও শ্রেষ্ঠ ঔষধ, বিদেশে সুহৃদ,
আতপে ছায়া, শিশিরে অগ্নি, মহাভয়ে জ্ঞান, এবং
মহানিশিতে আলোক প্রদান করে ? দেব সৰ্বদাই
সকলের মনোরথ শত প্রদান করিয়া থাকেন ।

জানৌমহে বয়ম্ । ৩৩ । ক্রবন্ত ইতি তে' ব্যাস
শুশ্রুষ্মধুরাং গিরম্ । ক্রতপূৰ্ব্বাঃ তমোমধ্যা-
দ্বিধোরতুলীকর্মণঃ । ৩৪ । ন জানন্তি স্থিতঃ কুজ
ভাবতে কেশবো বিভূঃ । শৃগুধ্বমিতি মে বাক্যং
সৰ্বে চৈব সমাহিতাঃ । ৩৫ । দানমেকং সদা
সম্যক্ চিস্তামণিসমং স্মৃতম্ । সৰ্বেষামেব দানানাং
দীপদানং প্রশস্ততে । ৩৬ । তচ্চ দেয়মতঃ সৰ্বৈঃ
শৃগুধ্বং তবতো ভূশম্ । যয়া রসাতলে পূৰ্ব্বং নাগা-
নামগ্নকম্পয়া । ৩৭ । উৎপাদিতো দীপবরো যেন
ধ্বস্তমিদং ভয়ম্ । এবম্ভুতস্ত বায়ুনাংপ্রধুবো
মহাপ্রভঃ ৩৮ । নিকম্পো নিশ্বলো হৃদ্যঃ সুহিরো
ভাস্করপ্রভঃ । নাত্যুৰ্জো নাতীশীতশ্চ দেব্যা যোগ-
সমুদ্ভবঃ । তেন দীপপ্রকাশেন গোকর্ণো নির্বৃত্তঃ
যযৌ । ৩৯ । নাগাঃ শেষাদয়ঃ সৰ্বে মোদ্যমানাশ্চ
সংঘাশঃ । দীপাদীপসহস্রাণি দহন্তে বৈ শিবাগ্রতঃ ।
৪০ । পৰ্বতেষু সমুদ্রেষু বনেষুপবনেষু চ । নদী-
তীরেষু সৰ্বত্র দীপান্ প্রজ্জাল্য রেমিরে । ৪১ ।

একমাত্র আপনাকেই ছাতিমান বলিয়া আমরা
জানি । এইরূপ বলিতে বলিতে দেবগণ তমো-
রাশির মধ্য হইতে অদ্ভুতকন্ম বিষ্ণুর ক্রতপূৰ্ব্ব
সুমধুর বাক্য শুনিতে পাইলেন । কিন্তু ভগবান্
কেশব কোন্ স্থান হইতে বলিতেছেন, তাহা
তাঁহারা জানিতে পারিলেন না । বিভূ বিষ্ণু বলিতে
লাগিলেন,—হে দেবগণ ! তোমরা সকলে সমা-
হিত হইয়া শ্রবণ কর । একমাত্র দানই সৰ্বদা সম্যক্
চিস্তামণি-সদৃশ ; তন্মধ্যে দীপদানই অন্তান্ত দান
অপেক্ষা প্রশস্ত । ৩৬—৩৭ । ঐ দীপদান সকলেরই
অনুষ্ঠেয় ; আমি এবিষয়ের একটা কথা বলি-
তোছি, তোমরা তাহা যথাযথ শ্রবণ কর । আমি
পূৰ্বে নাগাদগের প্রাণ কৃপা করিয়া রসাতলে এক
দীপগ্ৰেষ্ঠ উৎপাদন করিয়াছিলাম—যাহা দ্বারা এই
ভয় বিধ্বস্ত হইয়াছিল । ঐ দীপ বায়ুর অপ্রধ্বা,
মহাপ্রভ, নিকম্প, নিশ্বল, মনোজ্ঞ, সুহির, ভাস্কর-
প্রভ, নাত্যুৰ্জ, নাতীশীত, এবং দেবীর যোগ-
প্রভাবে সমুৎপন্ন । ঐ দীপ প্রকাশিত হওয়ায়
গোকর্ণ নির্বৃত্ত লাভ করে । শেষাদ নাগগণ
প্রমোদিত হয় । যাহারা শিব-সান্নিধ্যনে এক
হইতে সহস্র পর্য্যন্ত দীপ প্রদান করে ।
তাহারা পৰ্বত, সমুদ্র, বন, উপবন, নদীতীর
প্রভৃতি স্থানে দীপদান করিয়া ক্রীড়া করে ।

ভুজানাঃ পঞ্চ মূলানি দিব্যানি কীরসমুতম। পর-
মায়ক মাংসানি মকরন্দং স্বতোদনম্ ॥ ৪২ ॥ চন্দ্র-
শালিতবং ভক্তং তাম্বুলং সপ্তধা গতম্। মদ্য-
মষ্টপ্রকারস্তু ভার্ঘ্যাপীতাবশেষকম্ ॥ ৪৩ ॥ শয়নেষু
মহার্হেষু হৃদ্যানু বনরাজিষু। বৃক্ষমূলেষু সর্কেষু
বনচ্ছায়োপশোভিষু ॥ ৪৪ ॥ রম্যেষু চ তে সর্কেষু
হ্যবেষ্টেষু পরস্পরম্। কামতয়োপদিষ্টেষু শাঠ্যৈশ্চ
চূষনাদিভিঃ ॥ ৪৫ ॥ সূর্য্যতাপভয়ানুকূলচন্দ্ররশ্মি-
ভয়াক্রতে। বিষুকূল্য ভয়ানুঘোরাৎপিপীলিকো-
ভবান্তথা ॥ ৪৬ ॥ সূর্য্যতাপেন দাহঃ স্ফাচ্ছীতঃ চন্দ্র-
মরৌচিভিঃ। ময়ূরনকুলাদ্যৈশ্চ পিপীলীমরণাঙ্কয়ম্ ॥
৪৭ ॥ সৌবর্ণান্ দীপকান্ কুহা দ্বিজেন্দ্র্যস্তে দহুঃ
পুনঃ। তেন পাতালমাত্রিত্য কুহা ভোগবতীং
পুরীম্ ॥ ৪৮ ॥ বসন্তি সুখিনস্তত্র স্বর্গাদষ্টভুগৈঃ
সুখৈঃ। এবমহং তমো দেবাঃ পাতালাদীপতো
গতম্ ॥ ৪৯ ॥ এ দৃষ্ট্বাং ময়াখ্যাতং ভবতাং
চাক্ষুস্ময়া। দীপদানমতো ব্যুৎ কুরুধ্বং সুসমা-
হিতাঃ ॥ ৫০ ॥ দীপায়িত্বা বিনা নৈব তমোদাক
প্রদহতে। নারায়ণপরা দেবা নিশম্যাথ সমাহিতাঃ।

দিব্য মূল, কীর, পরমায়, মাংস, মকরন্দ
স্বতোদন, চন্দ্রশালিতব ভক্ত, সপ্তপ্রকার তাম্বুল এবং
ভার্ঘ্য-পীতাবশিষ্ট অষ্ট প্রকার মদ্য, এই সকল
পানীয় ও ভোজ্য দ্রব্য তাহারা পান ও ভোজন
করিয়া বনচ্ছায়োপশোভী বৃক্ষমূলে ও মনোহর
বনরাজিতে মহর্হ শয্যায় পরস্পর পরস্পরকে
বেষ্টন করিয়া কামতয়োপদিষ্ট চূষনাদি দ্বারা
ক্রীড়া করিতে লাগিল। তাহারা সূর্য্যতাপ,
চন্দ্ররশ্মি ও পিপীলিকা জনিত ভয় হইতে বিষুক্ত
হইল। সূর্য্যতাপে তাহাদের দাহ, চন্দ্ররশ্মিতে
শৈত্য এবং ময়ূর, নকুল ও পিপীলিকা হইতে
মরণভয় হইত। এইজন্য তাহারা সুবর্ণ দীপ
নিৰ্ম্মাণ করিয়া দ্বিজগণকে দান করিত। ঐ
দানের কালে তাহারা পাতাল আশ্রয় করত
তথায় ভোগবতী পুরী নিৰ্ম্মাণ করে এবং
তথায় স্বর্গ হইতেও অষ্টভুগ অধিক কলভাগী
হইয়া বাস করিতে থাকে। হে দেবগণ!
এইরূপে দীপপ্রভাবে পাতালতল হইতে তম
অপসারিত হয়। আমি দয়া করিয়া এই শুভ
বিষয় আপনাদের নিকট প্রকাশ করিলাম।
অধুনা আপনারা সুসমাহিতভাবে দীপদানের
অঙ্কঠান করুন; দীপায়িত্বা ব্যতিরেকে কদাপি

৫১। পপ্রচ্ছুন্তে পুঃ সর্কেষু হৃষ্টা দামোদরং
বিভুম্। ক্রাহি নোহ'য়ং জগন্নাথ স দীপো যেন
জায়তে ॥ ৫২ ॥ ঘোরে তমসি বৈ ময়া
নাগ্নিং জানীমহে বয়ঃ। দেবানাং মামসো
বহিরথ কৃৎসন কৌচিতঃ ॥ ৫৩ ॥ তেন দীপঃ
প্রতিজাল্য দেবাঃ শিবপরায়ণাঃ। দহন্তে শিব-
মুদিত্ত সর্গাভীষ্টফলপ্রা য় ॥ ৫৪ ॥ দন্তে দীপে
ততো দেবৈর্দেহী হৃষ্টো মহেশ্বরঃ। তিমির তদগতঃ
চাপি জগদযেন জড়ীকৃতম্ ॥ ৫৫ ॥ ততো দেবাঃ
সুখং প্রাপুঃ স্বর্গে দেবপুরোগমাঃ। রাজ্যং
ভোগাধিতং প্রাপ্য সার্কং স্ত্রীভিঃচ রেমিরে ॥ ৫৬ ॥
দীপদানফলং জাহ্না দৈতেয়াশ্চাপি বিস্মিতাঃ
তথৈব তৎকলং জাহ্না ব্যাস যক্ষাশ্চ বিস্মিতাঃ ॥ ৫৭ ॥
পূজয়িত্বা মহাদেবং পুষ্কৈশ্চ নিশ্বলৈর্জ্জলৈঃ
দহদীপসহস্রাণি সর্কেষু শিবপরায়ণাঃ ॥ ৫৮ ॥
স্বস্থানে চাতবন্ সর্কেষু দীপদানাচ্চ শোভনাঃ
স্বেচ্ছয়া ভূক্তে ভোগান্ বহুভুত্যা দিসংযুতাঃ ॥ ৫৯ ॥
নিরাহারান্ততো ব্যাস পিশাচ বৈ নিরাশ্রয়াঃ

তমঃ বিনষ্ট ও কাষ্ঠ দহ হই না। অনন্তর
নারায়ণ-পরায়ণ দেবগণ সমাহিতভাবে তাঁহার
বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন।
হে জগন্নাথ! আপনি আমাদেরকে অগ্নি কোথায়?
তাহা বনুন—যাহা দ্বারা আমরা দীপ প্রস্তুত
করিব। ৩৭—৫২। এই পৃথিবী ঘোর তমসা-
চ্ছন্ন, অগ্নি কোথায়, তাহা আমরা জানিতে
পারিতেছি না। দেবগণের কথা শুনিয়া কৃষ্ণ বলি-
লেন যে, বহি দেবগণের মনঃ-সমুত। তখন
কৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া শিবপরায়ণ দেবগণ সর্ক-
ভাষ্টফলপ্রদ দীপ প্রজালন করিয়া শিব-উদ্দেশে
প্রদান করিলেন। দীপ প্রদান করিয়া তাঁহারা
দেব মনোহরকে হৃষ্ট দর্শন করিলেন। তখন
অন্ধকার সংসা কোথায় চলিয়া গেল—যাহা পূর্বে
এই জগৎকে অন্ধীভূত করিয়া রাখিয়াছিল।
অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ সুখে স্বর্গে বাস করিতে
লাগিলেন। তাঁহারা ভোগাধিত রাজ্য প্রাপ্ত
হইয়া স্ত্রীগণের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন।
হে ব্যাসদেব! তখন দীপদানের প্রভাব দর্শন
করত দৈত্যগণ ও যক্ষগণ বিস্মিত হইয়া পুষ্ক
ও নিশ্বল জল দ্বারা মহাদেবের পূজা সমাপনান্তে
তদুদ্দেশে সহস্র দীপ প্রদান করিল। তাহারাও

দীপদানকলং জাহ্না সর্বে তেহতীব বিস্মিতাঃ ।
৬০ । চণ্ডানাদগ্নিমানীয় দহদীপং শিবে রতাঃ ।
দীপদানকলং তে বৈ পুত্রদারসমধিতাঃ । ৬১ ।
লৌচময়ং গাত্রসং পুতি পৰ্য্যাবিতং তথা । উচ্ছষ্টং
মৃতিকাস্পৃষ্টং ন মেধ্যং চাতিলাজিতম্ । ৬২ ।
ভুজানান্তে সদা হৃষ্টা রমন্তে হৃষ্টভূমিষু । বিদ্যাধর-
স্তথা মর্ত্যাঃ সিদ্ধাশ্চ শিবমানসাঃ । ৬৩ । দীপ-
দানকলং জাহ্না দহদীপং শিবাগ্রতঃ । দীপ-
দানান্ততঃ সর্বে সর্বভোগসমধিতাঃ । ৬৪ । স্থানেষু
মুদিতান্তেষু রমন্তে সুখিনস্তদা । তিমিরং
তদগতঃ চৈব ব্যাস লোকেষু দীপতঃ । ৬৫ । ততো
ঘোরং স্থিতং সম্যক্ প্রেতলোকেষু সৰ্বদা ।
প্রেতলোকং তদা দৃষ্টা ঘোরেণ তমসা বৃতম্ । ৬৬ ।
দামোদরং জগন্নাথমুচুঃ সর্বে সুরোত্তমাঃ । ঘোরং
চৈব তমো হৃদা প্রসন্নান্তে সদা বিতো । ৬৭ ।
গন্ধর্বাশ্চ তথা যক্ষাঃ সিদ্ধা বিদ্যাধরোরগাঃ । বয়ং
চৈব তথা মর্ত্যা সর্বভোগৈশ্চ সংযুতাঃ । ৬৮ । স্থানেষু
চ সদা হেষু সুখিনশ্চ রমামহে । প্রেতলোকে নরা

দীপদানের কলে বন্ধু-ভৃত্যাদি সমভিব্যাহারে
স্বীয় স্বীয় আবাসে যথেষ্ট ভোগ সকল উপভোগ
করিতে লাগিল । হে ব্যাসদেব ! অনন্তর
দীপদানের কল দেখিয়া নিরাশ্রয় নিরাহার পিশাচ-
গণ অত্যন্ত বিস্মিত হইল । তাহারা চণ্ডালগৃহ
হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া ভক্তিসহকারে শিব-
উদ্দেশে দীপদান করিল । দীপদানের কলে
তাহারা পুত্র-দার-সমধিত হইয়া লৌচ, বিশ্বদ,
পুতিগন্ধি, পৰ্য্যাবিত, উচ্ছষ্ট, মৃতিকা-স্পৃষ্ট,
অমেধ্য ও অতিলাজিত অন্ন ভোজন করিয়া
সৰ্বদা হৃষ্টভাবে হৃষ্টভূমিতে বিচরণ করিতে
লাগিল । বিদ্যাধর, মর্ত্য ও সিদ্ধগণ দীপদানের
কল প্রত্যক্ষ করিয়া শিবভক্তি সহকারে তাঁহার
অগ্রে দীপ দান করল, দীপদানের কলে তাহারা
সকলেই সর্বভোগসমধিত হইয়া আপন আপন
স্থানে সুখে আনন্দানুভব করিতে লাগিল ।
হে ব্যাসদেব ! দীপপ্রভাবে এইরূপে লোক
তিমিরশূন্য হইল । কেবল একমাত্র প্রেতলোকেই
তিমিরের অবস্থান হইল । তাহা দেখিয়া দেবগণ
জগন্নাথ দামোদরকে বলিলেন,—হে বিতো !
ঘোর তমঃ বিনষ্ট হওয়ায় সকলেই প্রসন্ন হইয়াছে ।
গন্ধর্ব, যক্ষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, মর্ত্যগণ, এবং
আমরা সকলে তিমির বিনষ্ট হওয়ায় সর্বভোগ-

যে বৈ ঘোরেণ তমসা বৃত্তাঃ । ৬৯ । বসন্তি চ
জগন্নাথ বর্তমন্তে তেহতিদুঃখিতাঃ । যৈর্নো কৃতং হি
তৎকর্ম কৃৎকালং পাপমোহিতৈঃ । ৭০ । ন তেষাং
বিদ্যাতে কিঞ্চিদযং প্রকাশং কয়োতি চ । ঘোরে
তমসি তে ময়াস্তত্র নার্কেন্দুবহুয়ঃ । ৭১ । ন সহায়ো
ন জায়েয়ং নালম্বো ন চ দেশিকাঃ । ন বাহনং ন
শয্যা চ কেবলং তু মহন্তমঃ । ৭২ । তত্রাষ্টাবিংশতিঃ
খ্যাতা ঘোরা নরককোটয়ঃ । তমোময়াশ্চ তাঃ
সর্বাঃ পাপিনাং ভয়দাঃ সদা । ৭৩ । সুখং তত্র
কথং কৃক্স লভন্তে দুঃখিতা নরাঃ । দারিদ্ৰ্যদুঃখ-
রোগৈশ্চ মায়ামোহৈশ্চ সৰ্বদা । ৭৪ । সনৎকুমার
উবাচ । ইতি শ্রুত্বা তু দেবানাং প্রার্থনাং
গন্ধর্ভধ্বজঃ । উবাচ বচনং হৃদ্যং মনোরথকল-
প্রদম্ । ৭৫ । শৃণুধ্বং ত্রিদেশাঃ সর্বে স্বপ্রবক্ষ্যামি
বো বচঃ । ৭৬ । অবস্ত্যাং বর্ততে তীর্থং সদ্যঃ পাপহরং
পরম্ । অনরকাখ্যং মহাপুণ্যং সর্বতীর্থোত্তমোত্তমম্ ।

সংযুক্ত হইয়া আপন আপন আবাসে সদা সুখে
রমণ করিতেছি ; কিন্তু প্রেতলোকে নরগণ ঘোর
তমসাক্ষর হইয়া অতিদুঃখে বাস করিতেছে ।
হে কৃক্স ! তাহারা পাপমোহিত হইয়া দীপদান
কর্মের অনুষ্ঠান করে নাই ; তাহাদের নিকট
এমন কিছু নাই, যাহা তাহাদের স্থান প্রকাশিত
করে । তাহারা ঘোরাক্ষকারে নিমগ্ন রহিয়াছে ।
তাহাদের নিকট চন্দ্র সূর্য ও অগ্নির সংস্পর্শও
নাই ; তাহাদের সেখানে সহায় নাই, জাহ্না
নাই ; অবলম্বন নাই ; উপদেষ্টা নাই ; বাহন
নাই, শয্যা নাই, কেবল মহৎ তমোরাশি
বিদ্যমান ! সেখানে অষ্টাবিংশতিসংখ্যক ঘোর
নরককোটি বিখ্যাত ; সেই নরক সকল আবার
ঘোর অন্ধকারময় ; পাপাদিগকে সৰ্বদা ভয় প্রদান
করিতেছে ! ৫৩—৭৩ । হে কৃক্স ! ঐ দুঃখিত নরগণ
সেখানে কি প্রকারে সুখ লাভ করিতে পারে ?
তাহারা যে সৰ্বদা সেখানে দারিদ্ৰ্যদুঃখ, রোগ ও
মায়ামোহে নিপীড়িত হইতেছে । সনৎকুমার
বলিলেন,—গন্ধর্ভধ্বজ তখন দেবগণের এবংবিধ
বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোরথ-কলপ্রদ এই হৃদয়গ্রাহী
বাক্য বলিলেন,—হে দেবগণ ! আমি যাহা বলি
তাহা তোমরা শ্রবণ কর । অবস্তী নগরে সদ্য
পাপহর এক উৎকৃষ্ট তীর্থ আছে । ঐ তীর্থের
নাম অনরক ; উহা মহাপুণ্য ও সর্বতীর্থোত্তম ।

৭৭। কার্তিকশাসিতে পক্ষে চতুর্দশাঃ সমাহিতাঃ ।
 তত্র স্নাত্বা নরো যন্ত যমধ্যানপরায়ণঃ ॥ ৭৮ ॥
 সংগৃহ্য বৈ তিলান্ কৃষ্ণান্ পিতৃভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 দক্ষিণাভিমুখে ভূত্বা মধ্যাহ্নে সুরসত্তমাঃ ॥ ৭৯ ॥
 অপসব্যঃ তথা কৃৎবা মন্ত্রেঃ সন্তর্পয়েদ্যমম্ ।
 যস্য ধর্মরাজায় যত্নাবে চান্তকায় চ ॥ ৮০ ॥
 বৈবস্বতায় কালায় দক্ষায় মনবে তথা । কৃষ্ণায়
 কৃষ্ণগুণায় প্রেতলোকপরায় চ ॥ ৮১ ॥ হরয়ে
 হরিপুত্রায় কালিন্দীসোদরায় চ । তথা বৈ
 শ্রাক্ষদেবায় পিতৃণাং পতয়ে তথা ॥ ৮২ ॥
 মন্ত্রেণৈর্ভিন্নমঃপ্রোক্তৈরোক্তারাদৈঃ সুশোভনৈঃ ।
 জলাঞ্জলিঃ সদভং বৈ দদ্যাচ্চ তিলসংযুতম্ ॥ ৮৩ ॥
 সন্তর্পয়েদ্যমং দেবং তিলপাত্রং সমাহিতাঃ । প্রাক্তো
 বিপ্রায় বৈ দদ্যাদ্বিস্তৃশাঠ্যাবিবর্জিতঃ ॥ ৮৪ ॥
 অনেন বিধিনা যন্ত সন্তর্পয়েদ্যমং বিভূম্ ।
 পিতরস্তস্ত মুচ্যন্তে নিরয়ে যে গতা অপি ॥ ৮৫ ॥
 রাজিঃ তজ্জাথ সম্প্রাপ্য মানবঃ কামসংযুতঃ । নমঃ
 পিতৃভ্যাঃ প্রেতেভ্যো নমো ধর্মায় বিষ্ণবে ॥ ৮৬ ॥
 নমঃ সূর্যায় কৃত্রায় কালান্তপতয়ে নমঃ ।
 এতির্ভৈর্জৈর্ধমে দীপং যো দদ্যাদ্ভূতপুত্রিতম্ ॥ ৮৭ ॥
 কার্তিকং হি সমগ্রং তু বর্জ্যে তস্ত সম্পদঃ ।

অসিতপক্ষীয় কার্তিকী চতুর্দশীতে নর যমধ্যান-
 পরায়ণ হইয়া ঐ তীর্থে স্নান করিবে। হে সুর-
 সত্তমগণ! পিতৃভক্ত ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া
 কৃষ্ণতিল সংগ্রহপূর্বক মধ্যাহ্নে দক্ষিণাভিমুখে
 অপসব্যক্রমে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে যমকে সন্তর্পিত
 করিবে; যন্ত যথা—আপনি যম, ধর্মরাজ, যত্ন্য,
 অস্তক, বৈবস্বত, কাল, দক্ষ, মনু, কৃষ্ণ, কৃষ্ণগুণ,
 প্রেতলোক-পরায়ণ, হরি, রবিপুত্র, কালিন্দী-সোদর,
 শ্রাক্ষদেব এবং পিতৃপিতৃ, অপনাকে নমস্কার।
 এই ওক্তাদি নমোহস্ত সুশোভন মন্ত্রসমূহে তিল-
 সংযুক্ত সদভ জলাঞ্জলি দ্বারা সমাহিতভাবে যম
 রাজকে সন্তর্পিত করিবে। মানব বুদ্ধিপূর্বক
 বিস্তৃশাঠ্য বর্জন করিয়া বিপ্রকে দান করিবে।
 এইরূপ বিধিতে যে ব্যক্তি যমরাজকে সন্ত-
 র্পিত করে, তাহার নিরয়গামী পিতৃলোক
 নরক-ভোগ হইতে মুক্তি লাভ করে। যে
 মানব সমগ্র কার্তিক মাস ব্যাপিয়া ঐ তীর্থে
 যামিনীযোগে সন্ধ্যাবে “পিতৃপ্রেত, ধর্ম, বিষ্ণু,
 সূর্য, কৃত্র ও কালান্তপতিকে নমস্কার” এই মন্ত্রে
 যমরাজকে স্তুতপুত্রিত দীপ দান করে, তাহার

সম্পূর্ণ কার্তিকে চৈব দীপোদ্যাপনমাত্রৈঃ ॥
 ৮৮ ॥ দিবাকরাহ্নেহস্তমিতে চ সূর্যে দীপস্ত
 বার্তাঃ পুরুষপ্রমাণাম্ । যুপাকৃতৌ দাক্ষম্যে কয়োতি
 যথা চ ধীমান্ যমভক্তিচতঃ ॥ ৮৯ ॥ নিক্ষিপ্য
 ভূমাবধ হস্তমাত্রং মুর্দ্ধিহিহস্তাষ্টদশাবিতস্ত । ধার্ম্যা-
 শ্চতশ্চ শুভপাটিকাচ্ছিত্রেণ যুক্তাচ্চতুরঙ্গুলেন ॥
 ৯০ ॥ তৎকর্ণিকায়াং তু মহাপ্রকাশো দোয়ো হি
 দীপঃ পরয়া চ ভক্ত্যা । উদযুধান্ দীপবরাংস্ত
 খাষ্টৌ দলেবু তস্তা স্তুতপূর্যমাণাঃ ॥ ৯১ ॥ অনঙ্গ-
 লয়ঃ ধবলকং বস্ত্রং নবং সুরভং হথবা সুভ্রম্ ।
 বর্ত্যং প্রদেয়কং স্বকে চ দদ্যাৎ স্নিগ্ধে হথগে
 সূসমে প্রণগ্ধে ॥ ৯২ ॥ তচ্ছালিপিষ্টোপরি সন্নি-
 ধায় যথা ন নির্ধাত ন কম্পতে চ । সক্ষং প্রকূর্যা-
 ত্রিগুণপ্রমাণং মধ্যাহ্নতস্তস্ত চ দীপরাজঃ ॥ ৯৩ ॥
 দলেবুশোভাধর্মতৌব কূর্য্যান্ননোরথপ্রত্যপলক্কে চ ।
 ঘটাস্টকং লবিতপুষ্পদাম সবস্তুশোভাষিতমত্র
 কার্যম্ ॥ ৯৪ ॥ সংলিপ্য ভূমিং হথ গোময়েন পুনঃ
 সূগন্ধেন জলেন লিপ্ত্বা । কূর্যাদিচ্ছিত্রং হথ মণ্ডলে

সম্পদৃষ্টি হয়। কার্তিক মাস সম্পূর্ণ হইলে দীপদান
 ব্রত উদ্যাপন করিবে। ৭৪—৮৮। যমভক্তি-পরায়ণ
 জন রাববারে সূর্য্য অন্তর্মিত হইলে পুরুষ-প্রমাণ
 বর্ত্তি নিম্মান করিয়া যুপাকৃতি কাষ্ঠোপরি তাহা
 স্থাপন করিবে। দীপাধার ঐ যুপাকৃতি কাষ্ঠের
 হস্তমাত্র ভূমিতে পোষিত করিয়া উহার মস্তকোপরি
 দ্বিহস্তপরিমিত অষ্টদলবিশিষ্ট অপর একখানি
 কাষ্ঠ সংলগ্ন করিবে। উহার উপরে চতুরঙ্গুল-
 পরিমিত প্রত্যেক ছিদ্রে চারিটি শুভপাটিকা
 সংযোজিত করিবে। এই পটিকার কর্ণিকায় পরম
 ভক্তি সহকারে সুপ্রকাশ দীপ প্রদান করবে।
 স্তুতপুত্রিত আটটি দীপ উত্তরমুখ করিয়া উক্ত কর্ণি-
 কায় সজ্জিত করিয়া দিবে। শুভ অথবা রাজত
 বস্ত্রের বর্ত্তি করিয়া ঐ দীপগুলিতে প্রদান করিবে।
 ঐ দীপগুলি সূক্ষ্ম প্রশস্ত ও শ্রেণীবদ্ধ থাকা
 আবশ্যক। দীপ সকল যাহাতে না নিক্ষেপিত ও
 কম্পিত হয়, এরূপে শালিপিষ্টের উপরে সংস্থাপিত
 করিবে। ঐ সজ্জিত দীপ সকল ত্রিগুণিত করিতে
 হইবে। দীপপঙক্তির মধ্যস্থানে দীপরাজকে
 সংস্থাপিত করিবে। দীপরাজের শোভা-সম্পাদন
 ও মনোরথ-সিদ্ধির মিন্ত প্রত্যেক দীপে এক
 একটা ঘট ও পুষ্পদাম লবিত করিয়া দীপ
 সকলকে সহস্রশোভাষিত করিবে। গোময় দ্বারা

চ দলষ্টকং বৈ কমলঞ্চ রম্যম্ । ৯৫ । ততো জলং
শীতলমানয়িত্বা আপুৰ্য্য চাষ্টৌ কলসাংস্চ রম্যান্ ।
নিধায় মূৰ্দ্ধি ক্রমশো হি ধীমান্ কলানি মূলানি
তথেষ্টকর্ণাণি । ৯৬ । মধ্যাজ্যযুক্তা দধিহৃতপূর্ণা
নৈঋত্যকোণাদথ দক্ষিণান্তম্ । ধর্ম্ময়ি দদ্যাদথ
শঙ্করায় দামোদরায়াপ্যথ বেধসে চ । ৯৭ । প্রজা-
পতিভ্যঃ ক্রমশো হি ভক্ত্যা প্রেতেভ্য ইন্দ্রায় তথা
পিতৃভ্যঃ । হোমাদিপাত্রং তিলচূর্ণমেব দদ্যা-
দ্বিজানাঞ্চ সদক্ষিণঞ্চ । ৯৮ । গাবো হিরণ্যং
রজতঞ্চ বসুঃ কলানি মূলানি যবাশ্চ ধাতুম্ ।
গৃহং রথং কুঞ্জরমশমেব মনোজ্ঞমন্ত্রং হৃদয়-
প্রিয়ং যৎ । ৯৯ । বিদ্যাধিকেভ্যো দ্বিজসন্ত-
মেভ্যঃ পৌরানিকেভ্যশ্চ তথা দ্বিজৈভ্যঃ । একৈক-
সুপ্রীণনমত্র কুর্ধ্যাদৌপৈর্দলৈশ্চ যমাদিকানাম্ ।
। ১০০ । ধর্ম্মায় দেয়স্থ মধ্যদীপ আজ্ঞাং চ লব্ধা
ব্রতদেশিকশ্চ । নৃত্যেন গীতেন সুশোভনে
যুক্তং সুবাদ্যেন চ কারয়েচ্চ । ১০১ । এতৎ-
সমগ্রং বিবিচক্ষ কুর্ধ্যাৎশক্তিমান্দৌ স্বধনং
সমীক্ষ্য । আহুয় বিপ্রাঙ্কুভতাবযুক্তান বদেচ্চ

তত্রত্য ভূমি সংলিপ্ত করত পুনরায় ঐ স্থান
সুগন্ধ জলে প্রক্ষালন করিয়া মণ্ডলোপরি অষ্টদল
রম্য কমল নির্মাণ করিবে এবং তদুপরি শীতল-
জলপূর্ণ রম্য অষ্টকলস স্থাপিত করিয়া কলস-
মস্তকে কল, মূল, ইক্ষু, মধু, আজ্য, দধি, দুগ্ধ
প্রদানান্তর নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া
ঐ সুসজ্জিত কলস দক্ষিণার সহিত ধর্ম্ম, শঙ্কর,
দামোদর, বেধা, প্রজাপতি, প্রেত, ইন্দ্র, ও পিতৃ-
গণকে ক্রমশঃ ভক্তিপূরক প্রদান করিবে । দক্ষি-
ণার সহিত তিলপূর্ণ হোমপাত্র ব্রাহ্মণকে প্রদান
করিবে । গা, হিরণ্য, রজত, বসু, কল, মূল, যব,
ধাতু, গৃহ, রথ, কুঞ্জর, অশ্ব ও অন্ত্র হৃদয়প্রিয় যাহা
মনোজ্ঞ বস্তু, তাহা বিদ্যাধিক পৌরানিক দ্বিজশ্রেষ্ঠ-
দিগকে দান করিবে এবং এক একটী করিয়া দলস্থ
দীপদ্বারা প্রীণিত করিবে । ব্রতদেশকের আজ্ঞা লইয়া
ধর্ম্মকে মধ্যস্থ দীপটি প্রদান করিবে । অতঃপর
সুশোভন নৃত্য, গীত ও বাদ্যোদ্যম করিবে ।
জনগণ প্রথমর্ত্ত নিজ শক্তি ও ধনের দিকে দৃষ্টি-
পাত করিয়া এই ধর্ম্ম বিধিবে সম্পাদন করিবে ।
ধীমান্ ব্যক্তি শুভ-ভাবযুক্ত বিপ্রগণকে ভক্তিপূরক
আহ্বান করিয়া বলিবেন,—হে বিপ্রগণ ! আপ-
নারা নবম দীপটি বর্জ্জন করিয়া এই সজ্জিত সমস্ত

ধীমান্ পরয়া চ ভক্ত্যা । ১০২ । দীপান্ সমগ্রান্ নব
বর্জ্জয়িত্বা সর্বং নয়েয়ুঃ স্থিতমত্র বিপ্রাঃ । প্রদক্ষিণী-
কৃত্য বিমুক্ত্য বিপ্রাঃস্ততো ভবেদৈ স চ নক্তভোজী
। ১০৩ । এবং রতে নাগলোকাদ্বিশিষ্টং সুখং
ভবেৎ প্রেতলোকে স্থিতানাম্ । ১০৪ । এবং
হনরকে ব্যাস দীপদানং করোতি যঃ । তটৈশ্চ
যৎকলং প্রোক্তং তদ্বৈহিকমনাঃ শৃণু । ১০৫ ।
বিমানে কামিকৈর্দৈব্যৈরপ্সরোগণসেবিতৈঃ । উহ-
মানো দিবং যাত যাবচ্ছাদিবাকরৌ । ১০৬ ।

ইতি শ্রীকান্দে নরকেশ্বর দীপদামহাত্ম্য
বর্ণনং নামত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোহধ্যায় ।

সনৎকুমার উবাচ । অথান্তং সবস্তুক্যামি
কেদারেশ্বরমুত্তমম্ । প্রবরং সর্বতীর্থানাং ত্রিষু
লোকেষু বিস্তৃতম্ । ১ । তত্র স্নাত্বা শুচিভূত্বা যঃ
পশুতি মহেশ্বরম্ । কেদারে যৎকলং প্রোক্তং
তদত্রাপি লভেত্তরঃ । ২ । সর্বপাপবিমুক্তঃ স্বকীয়-
কুলসংযুতঃ । বিমানেনার্কবর্ণেন শিবলোকে স

দীপ লইয়া যাউন । এই বলিয়া বিপ্রগণকে প্রদ-
ক্ষিণ করত তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া ব্রতী নক্ত-
ভোজী হইবেন । এরূপ করিলে প্রেতলোকবাসী
জনগণ নাগলোকবাসীদিগের অপেক্ষাও বিশিষ্ট
সুখ লাভ করিবে । হে ব্যাসদেব ! এই বিধি
অনুসারে অনরক তীর্থে যে ব্যক্তি দীপদান করে,
তাহার যে কল লাভ হয়, তাহা অনন্তমনে ধারণ
করুন । দীপদাতা ব্যক্তি দিব্য কামিক বিমান
দ্বারা অপ্সরোগণ কর্তৃক উহমান হইয়া স্বর্গে গমন
করে এবং তথায় যাবচ্ছাদিবাকর বাস করিয়া

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩০

একত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—অনন্তর ত্রৈলোক্য-
বিখ্যাত তীর্থপ্রবর কেদারেশ্বরতীর্থ বলিতেছি ।
ঐ তীর্থে স্নান করিয়া মানব মহেশ্বরকে দর্শন
করিলে, কেদারের যে কল উক্ত হইয়াছে, তাহা
লাভ করে এবং সর্বপাপনির্মুক্ত হইয়া স্বকীয়
কুলের সহিত আর্কবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া

মোদতে । ৩ । জটাপুঞ্জে নরঃ শ্রাহা শুচির্ভূতঃ
জিতেন্দ্রিয়ঃ । দৃষ্ট্বা জটেশ্বরং দেবং ততঃ পাপা-
বিমুচ্যতে । ৪ । মহাতপনমাদৌ চ কুহা গচ্ছে-
চ্ছিবঃ প্রতি । মাতৃকং পিতৃকং চৈব কুলানাং
ভারযেচ্ছতম্ । ৫ । ইন্দ্রতীর্থে নরঃ শ্রাহা দৃষ্ট্বা
চৈশ্বর্যং শিবম্ । বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যঃ শত্রু-
লোকে মহীয়তে । ৬ । কুণ্ডেশ্বরং তু যঃ পশ্যে-
চ্ছিবধ্যানপরায়ণঃ । লভতে স নরো ব্যাস শিব-
দীক্ষাকলং শিবম্ । ৭ । গোপতীর্থে নরঃ শ্রাহা
দৃষ্ট্বা গোপেশ্বরং শিবম্ । শিবলোকং নরো যাতি
হৃদ্যভ্যাসমরো যথা । ৮ । শ্রাহা তু চিপিটা-
তীর্থে শিবং দেবং প্রণম্য চ । তির্থাগৃহোনিং
নরো নৈব প্রযাতি মুনিপুংগব । ৯ । বিজয়ে চ নরঃ
শ্রাহা আনন্দেশ্বরপূজনাং বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যঃ
শরণীকে বিজয়ী ভবেৎ । ১০ । অথান্তঃ সম্প্রবক্ষ্যামি
কুশহল্যাং বিনির্দ্ভিতম্ । দেবং রামেশ্বরং ব্যাস
ভুক্তিমুক্তিপ্ৰদায়কম্ । ১১ । চিত্রকূটাং পুরা রামো
মৈথিল্যা লক্ষ্মণেন চ । সমন্বিতঃ সমাগত্য পপ্রচ্ছ
মুনিসত্তমম্ । ১২ । রাম উবাচ । কানি তীর্থানি পুণ্যানি
কিং বা ক্ষেত্রং মহামুনে । যত্র গম্মা ন চাপ্নোতি

শিবলোকে গমনানন্তর আমোদিত হয় । ইন্দ্রিয়
সংযমপূর্বক শুচিভাবে জটাপুঞ্জে শ্রান ও জটেশ্বরকে
দর্শন করিলে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।
এই তীর্থে প্রথমত মহাতপনে গমন করিয়া পরে
শিব দর্শন করিতে যাইতে হয় ; এরূপ করিলে
শত্রু মাতৃকুল ও শত্রু পিতৃকুল উদ্ধার করিতে
পারা যায় । ইন্দ্রেশ্বরতীর্থে শ্রান ও ইন্দ্রেশ্বর
দর্শন করিলে সর্বপাপমুক্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে
সম্মানিত হইতে পারা যায় । শিবধ্যান-পরায়ণ হইয়া
কুণ্ডেশ্বর দর্শন করিলে মঙ্গলময় শিবদীক্ষার কল
লাভ করিতে পারা যায় । গোপতীর্থে শ্রান করিয়া
গোপেশ্বরকে দর্শন করিলে শিবলোকে গমন
করিয়া অমৃতপানে অমরত্ব লাভ করিতে পারা
যায় । চিপিটাতীর্থে শ্রান ও তত্রত্য শিবকে
প্রণাম করিলে তির্থাগৃহোনি লাভ করিতে হয় না ।
বিজয়তীর্থে শ্রানান্তে আনন্দেশ্বরের পূজা করিলে
নিম্পাপ হইয়া স্বর্গে বিজয়ী হইতে পারা যায় ।
অতঃপর অস্ত্র এক ভুক্তিমুক্তিপ্ৰদায়ক রামেশ্বর
নামক কুশহলী-ব্রিত শিব-লিঙ্গের কথা বলিতেছি ।
পূর্বে রাম মৈথিলী ও লক্ষ্মণের সহিত সমাগত
হইয়া মুনিসত্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহা-

বিয়োগঃ সহ বাঙ্কবৈঃ । ১৩ । অনেন বনবাসেন
মরণেন পিতুঃ প্রভো । ভরতস্ত বিয়োগেন
প্রতপ্যোহহং জিতির্মুনে । ১৪ । তদাক্যং রাঘবে-
ণোক্তং শ্রদ্ধা বিপ্রব্রতস্তদা । ধ্যাহা তু শ্রুচিরং
কালমিদং বচনমব্রবীৎ । ১৫ । সাধু পৃষ্টঃ শ্রদ্ধা
বীর রঘুনাং বংশবর্দ্ধন । মম পিতা কৃতং ক্ষেত্রং
প্রদাত্য শিবমাদরাৎ । ১৬ । অবস্তীবিষয়ে রাম
পুরী তস্মিন্ কুশহলী । উজ্জয়িনীতি বৈ নাম্না
খ্যাতিং লোকে গতা বিভো । ১৭ । তস্তাং গম্মা
দশরথং পিতৃদানেন তর্পয় । সুরাসুরশত্রুভ্য
মহাকালো ব্যবস্থিতঃ । ১৮ । দেবঃ স বৈ সদা
রাজন্ বাহ্নিতার্থকলপ্রদঃ । দৃষ্ট্বা তস্মিৎগম্মাথে
বিয়োগো নৈব জায়তে । ১৯ । তত্র গচ্ছন্তি যে
বিপ্রা রাজা চৈব মহাবলঃ । লভন্তে পরমং স্থানং
যত্র দেবো মহেশ্বরঃ । ২০ । তীর্থানামপি ততীর্থং
প্রবিষ্টোহবাস্তমগ্নে । আজগাম ততোহবস্তীং সা
শিপ্রা যত্র পুণ্যদা । ২১ । তস্তাং শ্রাহা ততো

মুনে ! কোন্ কোন্ তীর্থ ও কোন্ কোন্ ক্ষেত্র
পুণ্যদায়ক,—যেখানে গমন করিলে বন্ধুবিয়োগ
হয় না ? হে প্রভো ! আমি আমার এই
বনবাস জন্ত, পিতার পরলোকপ্রাপ্তিজন্ত এবং
প্রাণাধিক ভরতের বিয়োগজন্ত—অতিশয়
পরিতপ্ত হইয়াছি । বিপ্রব্রত রাঘবের বাক্যে
কিছু কাল চিন্তিত হইয়া বলিলেন,—হে বীর
রঘুবংশবর্দ্ধন ! আপনি সাধু প্রহ্ন করিয়াছেন ।
আমার পিতা শিবকে প্রসাদিত করত তাঁহার
নিকট প্রার্থনা করিয়া এক ক্ষেত্র নির্মাণ করেন ।
১ - ১৬ । হে রাম ! ঐ ক্ষেত্র অবস্তীনগরের অস্থঃ-
পাতী কুশহলী নামক স্থানে অবস্থিত । ঐ নগরী
অধুনা উজ্জয়িনী নামে বিখ্যাত । আপনি ঐ
স্থানে গমন করিয়া আপনার পিতা দশরথকে
পিণ্ডদানে তর্পিত করুন । সুরাসুরশত্রু মহাকাল
ঐ স্থানে অবস্থিত । হে রাজন্ ! দেব মহাকাল
সদা বাহ্নিতার্থ-কলপ্রদরূপে ঐ স্থানে বিরাজমান ।
ঐ দেবকে দর্শন করিলে কদাচ বন্ধুবিয়োগ হয়
না । ঐ স্থানে যে বিপ্র, বা মহাবল রাজা গমন
করেন, তাঁহার সেই পরম স্থান লাভ করেন—
যেখানে দেব মহেশ্বর বিরাজিত । হে রাম ! ঐ
তীর্থ, তীর্থ সকলের মধ্যে উত্তম, আপনি প্রথমে
ঐ তীর্থক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া পরে অবস্তীনগরে
আগমন করিবেন,—যেখানে পুণ্যদায়িনী শিপ্রা

রামতপস্যামাস পূৰ্ণজান্ । মহাকালং যদা
দ্রষ্টুং প্রতপে রঘুনন্দনঃ ॥ ২২ ॥ বাণ্যা ততো-
অশরীরিণ্যা দেবদেবেন ভাবিতম্ । ভো ভো
রাঘব তদ্রস্তে অনার্য স্থাপয়স্ব মাম্ ॥ ২৩ ॥ অত্র
স্থানং ময়া দত্তং যা বিচারয় রাঘব । ততো হৃষ্টমনা
রামো লক্ষণং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৪ ॥ অল্পগৃহীতাঃ
সৌমিত্রে দেবদেবেন শঙ্কনা । তস্মাৎ স্থাপয়
তীৰ্থেহস্মিদ্ধিঃ রামেশ্বরং শুভম্ ॥ ২৫ ॥ বাক্যং
তল্লক্ষণঃ শ্রুত্বা স্থাপয়ামাস শকরম্ । দৃষ্ট্বা দেবং
পুরা রামো লক্ষণং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৬ ॥ এহি
লক্ষণ শীঘ্রং যং শিপ্রায়া জলমানয় । করিষ্যামি
যতোহুত্ৰাহং দেবস্ত স্পনং শুভম্ ॥ ২৭ ॥ লক্ষণস্ব-
ব্রবীষ্যাক্যং সীতয়া কিং করিষ্যসি । রাম নাহং
সৰ্বকালং দাসভাবং কৰোমি তে ॥ ২৮ ॥ ইয়ং চ
পুষ্টা সুদৃঢ়া পীবরা চ মমাগ্রতঃ । বদ রাঘব সত্যেন
অনয়া কিং করিষ্যসি ॥ ২৯ ॥ শ্রুত্বা রামো হি
তদ্বাক্যং লক্ষণেন প্রভাবিতম্ । বিমনা রাঘবস্তহৌ
সীতা চাপি বরাননা ॥ ৩০ ॥ যজ্ঞকং লক্ষণেনাথ

বিরাজমানা । রাম ঐ স্থানে স্নান করিয়া
পূৰ্ণপুরুষদিগের তর্পণ করিলেন । রঘুনন্দন,
যখন মহাকালদর্শনে প্রস্থান করিতেছেন,
এমন সময়ে দেবদেব অশরীরিণী বাণী দ্বারা
বলিলেন,—ভো ভো রাঘব! তোমার মঙ্গল
হউক; তুমি নিজের নামে আমাকে স্থাপন
করিও । এই স্থান আমি তোমাকে দান করিলাম,
স্থানের জন্ত তুমি ইতস্তত করিও না । অনন্তর
রাম অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া লক্ষণকে বলিলেন,—
সৌমিত্রে! আমরা দেবদেব শঙ্ক কর্তৃক অল্পগৃহীত
হইলাম । অতএব তুমি এই তীর্থে রামেশ্বর
নামক শুভ লিঙ্গ স্থাপন কর । লক্ষণ তাহা শ্রবণ
করিয়া লিঙ্গ স্থাপন করিলেন । রাম তাহা দর্শনে
লক্ষণকে বলিলেন,—লক্ষণ! শীঘ্র এস, শিপ্রার
জল আনয়ন কর, আমি সেই জলে দেবকে
স্নান করাইয়া শুভ লাভ করিব । লক্ষণ বলি-
লেন,—সীতা কি করিতেছেন? আমি তোমার
চাকর না কি? সীতা হৃষ্ট-পুষ্ট দৃঢ় ও স্থূল
হইয়া বাসিয়া রহিয়াছে; ছায়া আমার সাক্ষাতে
সত্য করিয়া বল দেখি,—ইহা দ্বারা তুমি কি
করিবে? লক্ষণের তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া
রাম বিমনা হইলেন । বরাননা সীতাদেবীও তাহা
শুনিয়া অবাক হইলেন । তখন সীতাদেবী লক্ষ-

তচ্চ সীতা চকার হ । শ্রুত্বা হুত্বা চ তৌ বীরৌ
মহাকালমুপাগতৌ ॥ ৩১ ॥ নীচা বিভাবরীঃ তত্র
গমনায় মনৌ দধে । উত্তিষ্ঠ বৎস সৌমিত্রে ব্রজাম্যে
দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ৩২ ॥ সৌমিত্রিরব্রবীষ্যাক্যং নাহং
গতা কথঞ্চন । ব্রজ ভ্রমনয়া সার্কং ভার্যয়া
কমলেক্ষণ ॥ ৩৩ ॥ নাহমগ্রে বনং যামি ন বাযোধ্যাঃ
কথঞ্চন । এবং ক্রবাণং সৌমিত্রিমুবাচ রঘুনন্দনঃ ॥
৩৪ ॥ কথং পূৰ্ব্বমযোধ্যায়া নির্গতোহসি ময়া সহ ।
বনে বসাম্যহং রাম নব বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ৩৫ ॥
প্রসাদঃ ক্রিয়তাং মহ্যং নয় মামপি রাঘব । ইদানীং
হুমর্দপথে কথং স্বাতাসি শক্ৰহন ॥ ৩৬ ॥ লক্ষণস্ব-
ব্রবীজাম নাহং গতা বনং পুনঃ । লক্ষণং বিকৃতং
জাহা রামো বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৭ ॥ যা মামুব্রজ
সৌমিত্রে হেহো যান্তামি কাননম্ । দ্বিতীয়াপি দ্বিয়ং
সীতা উক্তো রামেণ লক্ষণঃ ॥ ৩৮ ॥ ধনুঃ সংগৃহ্য
বিমনা উত্তহৌ লক্ষণস্তদা । প্রাণ্তৌ প্রাকারমধ্যাদাং
ক্ষেত্রসীমাং পরস্তপৌ ॥ ৩৯ ॥ ক্ষেত্রসীমাং সমুদ্রজ্বা
রামো লক্ষণমব্রবীৎ ॥ ৪০ ॥ নিবর্তয়স্ব সৌমিত্রে সমর্পয়

ণের বাক্যানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন ।
এদিকে উভয় ভ্রাতায় স্নান-ভোজন সারিয়া মহাকাল
দর্শনে গমন করিলেন । তথায় তাঁহারা যামিনীস্থাপন
করিয়া প্রত্যাগমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । রামচন্দ্র
বলিলেন,—বৎস সৌমিত্রে! গাজোখান কর এ
স্থান হইতে আমরা দক্ষিণদিকে গমন করিব ।
সৌমিত্রি তাহা শুনিয়া বলিলেন,—আমি কোন
প্রকারে যাইতে পারিব না । তুমি আপনার
ভার্য্যার সহিত গমন কর । আমি কোন প্রকারেই
অগ্রে বনে বা অযোধ্যায় গমন করিব না । তাহা
শুনিয়া রঘুনন্দন বলিলেন,—তবে কেন তুমি পূর্বে
অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আগমন
করিলে? আমি চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করিব ।
লক্ষণ! প্রসন্ন হও; এবং আমাকেও আনন্দিত
কর । হে শক্ৰহন! তুমি ইদানীং অর্দ্ধপথে কিরূপে
ধাকিবে? লক্ষণ বলিলেন,—আমি বনে গমন
করিব না । লক্ষণকে বিকৃত দোষিয়া তখন রাম
বলিলেন,—না না তোমাকে আসিতে হইবে না;
আমি একাকীই বনে যাইব; সীতাই আমার সঙ্গে
ধাকিবেন । তখন লক্ষণ বিমনা হইয়া ধনুঃগ্রহণ
করত উখিত হইলেন । তাঁহারা ক্রমে প্রাকার—
মধ্যাদা প্রাপ্ত হইলেন এবং ক্ষেত্রসীমা উল্লঙ্ঘন
করিয়া রাম, লক্ষণকে বলিলেন,—সৌমিত্রে! তুমি

৫ মে ধরুঃ । রামবাক্যমুপশ্রুত্যা সীতাং বৈ লক্ষণো-
হব্রবীৎ । ৪১ । কিমর্থং হি পরিত্যক্তঃ কোহপরাধঃ
কৃতো ময়া । রামেন হি পরিত্যক্তঃ প্রাণান্ত্যাক্যাম্য-
সংশয়ম্ । ৪২ । রামং ততোহব্রবীৎ সীতা কিমর্থং
লক্ষণম্ । দেব সন্ত্যজ্যটে বীরঃ স্মিতজানন্দি-
বর্ধনঃ । ৪৩ । রাঘবস্তব্রবীৎ সীতাং নাহং ত্যাক্যামি
লক্ষণম্ । ন কদাচিদপি স্বপ্নে লক্ষণসদৃশং প্রিয়ম্ ।
৪৪ । দৃষ্টপূর্ব্বং তু অশ্রোণি কেদন্তাস্ত বিচেষ্টিতম্ ।
অগ্নিন্ কেদ্রে ন সৌভ্রাতঃ সর্কো হি স্বার্থতৎপরঃ ।
৪৫ । পরম্পরং ন মন্তন্তে স্বার্থনিষ্ঠৈকহেতবঃ ।
ন শৃণন্তি পিতৃঃ পুত্রাঃ পুত্রাণাং বা তথা পিতা । ৪৬ ।
ন চ শিষ্যো গুরোর্ল্লীকাং গুরুর্বা শিষ্যকর্ম্ম চ
অর্থানুবন্ধিনী ত্রীতিন্ কশ্চিৎকশ্চিৎ প্রিয়ঃ । ৪৭
এবমুক্তা যযৌ রামো লক্ষণো জানকী তথা
লিঙ্গং তজ্জ প্রতীতাপ্য স্নানাত্মা বহুনন্দনঃ । ৪৮
রামতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা রামেশ্বরং শিবম্
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ শিবলোকং স গচ্ছতি
৪৯ । সনৎকুমার উবাচ । তীর্থে সৌভাগ্যকে

আমায় ধরু সমর্পণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কর । রামের
বাক্য শুনিয়া লক্ষণ সীতাকে বলিলেন,—কি জন্ত
আমায় পরিত্যাগ করিলেন? আমি কি অপরাধ
করিয়াছি? আমি রাম কর্ত্ত্বক পরিত্যক্ত হইয়া
নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব । তখন সীতাদেবী রামকে
বলিলেন,—হে দেব! আপনি কিজন্ত স্মিতজানন্দ-
বর্ধন লক্ষণকে পরিত্যাগ করিলেন? রাঘব
বলিলেন,—আমি লক্ষণকে পরিত্যাগ করি নাই ।
হে অশ্রোণি! আমি স্বপ্নেও কখন লক্ষণের স্তায়
প্রিয়জন দর্শন করি নাই; ইহা এই কেন্দ্রের মাহাত্ম্য ।
এই কেন্দ্রে সৌভ্রাত নাই, সকলেই স্বার্থতৎপর ।
এখানে স্বার্থপরায়ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মানে
না; এখানে পুত্র পিতার বাক্য শ্রবণ করে না এবং
পিতাও পুত্রের কথা শ্রবণ করে না । এইরূপ
শিষ্য গুরুর বাক্য শুনে না এবং গুরুও শিষ্যের
কোন কর্ম্ম করেন না । এখানে অর্থানুবন্ধিনী
ত্রীতি; কেহ কাহারও প্রিয় নয় । এই কথা
বলিয়া রাম, লক্ষণ ও সীতা গমন করিলেন ।
রামচন্দ্র ঐ স্থানে স্নানাত্মে নাম দিয়া এক লিঙ্গ
স্থাপন করিয়া গেলেন । ঐ রামতীর্থে স্নান ও
রামেশ্বর শিব দর্শন করি । লোকে সর্ব্বপাপ
হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শিবলোকে গমন
করিয়া থাকে । ইহা রামেশ্বর মাহাত্ম্য । সনৎ

স্নাত্বা দৃষ্ট্বা সৌভাগ্যমৌষরম্ । সর্ব্বপাপ-
বিনির্মুক্তঃ সৌভাগ্যং পরমং লভেৎ । ৫০ ।
স্বততীর্থে নরঃ স্নাত্বা ঘৃতেন স্নাপয়েচ্ছিবম্ । স্বত-
মগ্নাবধো হস্তা কুড্রলোকে মহীয়তে । ৫১ । দেবীঃ
যোগেশ্বরীঃ পূজ্য সুরাসুরনমস্কৃতাম্ । সর্ব্বপাপ-
বিনির্মুক্তঃ পরং যোগমবাগ্নুয়াৎ । ৫২ । শম্বাবর্ত্তে
নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপবিবর্জিতঃ । ধনধান্তসমায়ুক্তো
জায়তে নির্মলে কূলে । ৫৩ । অধোদকে চতুর্দিশাং
মুক্তার্থং স্নাপয়েন্নরঃ । শিবং অধেশ্বরং দৃষ্ট্বা ততো
মোক্ষগতির্ভবেৎ । ৫৪ । তথাস্তং সম্প্রবক্ষ্যামি
তীর্থং ত্রৈলোক্যবিষ্কৃতম্ । কিম্পুনেতি চ বিখ্যাতং
ব্রহ্মহত্যাবিমোচনম্ । ৫৫ । পূর্ব্বং ত্রেতাযুগে
ব্যাস স্নুনেত্রো নাম বৈ বিজঃ । তন্ত পুত্রঃ
সমুৎপন্নো বিশ্বাবসুরিতি স্মৃতঃ । ৫৬ । যব-
ক্রৌতস্ত শাপেন অপিতা তেন ঘাতিতঃ ।
ব্রহ্মহত্যাষিতো ব্যাস তীর্থতীর্থং পরিভ্রমন্ । ৫৭ ।
তীর্থে কিংপুনকে স্নাত্বা ধারাতির্থে গতো বিজঃ ।
ততঃ কপিলধারায় চিন্তয়ত্যস্বনা স্বপ্নম্ । ৫৮ ।

কুমার বলিলেন,—সৌভাগ্য তীর্থে স্নান ও তজ্জাত
সৌভাগ্যদেবকে দর্শন করিলে নিম্পাপ হইয়া
সৌভাগ্য লাভ করিতে পারা যায় । ১৭—৫০ । স্বত-
তীর্থে স্নান, স্বত দ্বারা তজ্জাত শিবকে স্নান ও অগ্নিতে
স্বত হোম করিলে কুড্রলোকে পূজিত হওয়া যায় ।
ঐ স্থানে সুরাসুর-নমস্কৃত দেবী যোগেশ্বরীকে
পূজা করিয়া পাপমুক্তি ও পরম যোগ লাভ করা
যায় । শম্বাবর্ত্ত তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ-
মুক্ত ও ধন-ধান্ত-সমায়ুক্ত হইয়া নির্মল কূলে
জন্ম লাভ করিতে পারা যায় । মুখকু ব্যক্তি
চতুর্দশীতিথিতে অধোদক তীর্থে স্নান করিবে ।
অধেশ্বর শিব দর্শন করিলে মোক্ষ লাভ করিতে
পারা যায় । অস্ত্র এক ত্রৈলোক্যবিষ্কৃত তীর্থ
কর্ত্তন করিতেছি । কিম্পুননামক এক ব্রহ্ম-
হত্যানাশক বিখ্যাত তীর্থ আছে । হে ব্যাসদেব!
পূর্ব্ব ত্রেতাযুগে স্নুনেত্র নামে এক ব্রাহ্মণ
ছিলেন । বিশ্বাবসু নামে তাঁহার এক পুত্র
ছিলেন । যবক্রৌতের শাপে বিশ্বাবসু স্বীয় পিতাকে
নিহত করেন । অনন্তর ব্রহ্মহত্যাষিত হইয়া ঐ
দ্বিজপুত্র তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে পরিভ্রমণ করিতে
করিতে কিম্পুনক তীর্থে উপস্থিত হইয়া তথায়
স্নানোচরণ করেন । পরে তিনি ধারাতির্থে যাইয়া
উপস্থিত হন । সেখান হইতে কপিলধারায় যাইয়া তিনি

কথং মে পতিতা ধারা অনূতা বা ঞ্জতিস্তথা । এবং
হৃচিস্তয়ং সোহথ পুনরায়াদবস্তিকাম্ । ৫৯ । অত্র
তীর্থে পুনঃ স্নাত্তি যাবতীনাং ততোহপূর্ণোৎ । কিং
পুনর্যায়সি ব্রহ্মন্ যেন জাতো বিজ্ঞোক্তমঃ । ৬০ ।
ন তেহস্মি ব্রহ্মহত্যা বৈ তীর্থজ্ঞানেন নৃশিতা । গচ্ছ
নীষঃ গৃহং বিপ্র পাপহীনো যথাসুখম্ । ৬১ ।
সনৎকুমার উবাচ । পুনরস্তৎ প্রবক্ষ্যামি পত্নেনশ্বর-
মুত্তমম্ । তত্র স্থিত্বা মহেশেন পুনঃ পত্ননমীক্ষিতম্ ।
৬২ । পত্ননেশ্বর ইত্যাত্মো দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।
যন্ত গঠৈশ্চ পুটৈশ্চ ধূটৈর্দীপৈর্মনোরমৈঃ । ৬৩ ।
ভাবযুক্তো নরো ব্যাস পূজয়েদ্বিধিবৎসদা ।
যথাবস্তিষ্ঠতে লিঙ্গং বংশচ্ছেদো ন জায়তে । ৬৪ ।
হংসযুক্তেন যানেন শিবলোকং স গচ্ছতি । তথাত্মং
সম্ভবক্ষ্যামি তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ । ৬৫ ।
দুর্দ্ধর্মমিতি বিখ্যাতং ব্রহ্মহত্যাবিমোচনম্ । পুরা
দিবাকরো ব্যাস চক্রে দুর্দ্ধর্মনামতঃ । ৬৬ । তীর্থ
মাসৌরদীতীরে বিখ্যাতং সূর্যসংস্কৃতম্ । তেজঃপুঞ্জঃ
ভবেল্লিঙ্গং গণগন্ধর্বপূজিতম্ । ৬৭ । সপ্তমা-

মথবাষ্টম্যাং সঙ্ক্রান্তো রবিবাসরে । উত্র স্নাত্বা
ওচির্ভূত্বা দিনমেকমুপোষিতঃ । ৬৮ । দৃষ্ট্বা
মহেশ্বরং তত্র শিপ্রাকূলে ব্যবহিতম্ । পূজয়িত্বা
তু ভাবেন যৎকলং তচ্ছৃণু মে । ৬৯ । পিতৃমাতৃ-
কুলং সর্বং সমুদ্রত্যা শিবং ব্রজেৎ । তত্র যচ্ছতি যো
দানং গোহেমাদি বিশেষতঃ । ৭০ । তাবত্তদক্ষয়ং
লোকে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ । তথাত্মং সম্ভবক্ষ্যামি
গোপীন্দ্রং তীর্থমুত্তমম্ । ৭১ । গৌতমেন পুরা যত্র
ইন্দ্রঃ শাপান্তগীকৃতঃ । ভগব্রীড়ায়ুতঃ শক্রঃ প্রবিশ্ত
বনমুত্তমম্ । ৭২ । অতোষয়ত্তদোগ্রেন তপসা
শকরং পুরা । তুষ্টেন শম্বুনা বিপ্র যে ভগান্ত-
চ্ছরীরগাঃ । ৭৩ । গোসহস্রীকৃতাস্তেন গোপীন্দ্রস্তেন
কথ্যতে । তত্র স্নাত্বা দিবং যাতি শক্রতুল্যপরাক্রমঃ ।
৭৪ । যে মৃতাস্তে পুনর্জন্ম নাশুবন্তি মহীতলে ।
গঙ্গাতীর্থে নরঃ স্নাত্বা পুণ্যমাপ্নোতি পুঙ্কলম্ । ৭৫ ।
জ্যেষ্ঠশুক্রদশম্যাং তু গঙ্গায়াং কলমাদিশেৎ । স্নাত্বা
পুষ্পকরগুপ্তে চ দৃষ্ট্বা পুষ্পকরগুপ্তকম্ । ৭৬ । পুষ্পকর্ণ
বিমানেন প্রয়াতো দিবি মোদতে । নরকাহঙ্করত্যাগ

আপনা-আপনি চিন্তিত হন,—কি জন্ত আমার উপর
ধারা পতিত হইতেছে; অথবা ইহা অনূতা ঞ্জতি ।
এইরূপ চিন্তার পর তিনি পুনরায় অবস্তীক্ষেত্রে
প্রত্যাবর্তন করিলেন । এখানে আসিয়া তিনি
এক অশরীরিণী বাণী শ্রবণ করিয়া পুনরায়
জ্ঞান করিলেন । সেই বাণী এই—হে ব্রহ্মন্ ! আপনি
কি চিন্তা করিতেছেন ? আপনার ব্রহ্মহত্যাভাজিত
পাপ আর নাই, তাহা বিনষ্ট হইয়াছে । হে বিপ্র !
আপনি নীষ গৃহে গমন করুন; আপনি পাপহীন
হইয়াছেন । ইহা কিম্পূন-মাহাত্ম্য । সনৎকুমার
বলিলেন,—পুনরায় আমি অত্র আর এক উত্তম
শিবপত্ননেশ্বর ক্ষেত্র বর্ণন করিতেছি । এই তীর্থে
ধাকিয় মহেশ পুনরায় পত্নন দর্শন করিয়াছিলেন ।
অত্রত্য মহেশ্বর পত্ননেশ্বর-নামধেয় । যে জন
মনোহর গন্ধপুষ্প ও ধূপ, দীপ দ্বারা ভাবযুক্ত
হইয়া বিধিবৎ ঐ লিঙ্গের পূজা করে, তাহাদের
বংশের চিহ্ন সর্বদা বিদ্যমান থাকে, কদাচ
বংশচ্ছেদ হয় না; অধিকন্তু সে শিবলোকে গমন
করে । অপর আর এক ত্রৈলোক্যবিশ্রুত তীর্থ
বলিতেছি; এই তীর্থ দুর্দ্ধর্ম নামে বিখ্যাত এবং
ইহা ব্রহ্মহত্যা-বিমোচন । হে ব্যাসদেব! পূর্বে
দিবাকর এই তীর্থের নাম করিয়াছিলেন,—দুর্দ্ধর্ম ।
এই সূর্যসংস্কৃত তীর্থ নদাতীরে অবস্থিত ছিল ।

অত্রত্য লিঙ্গ তেজঃপুঞ্জবিশিষ্ট ও গণ-গন্ধর্ব-
পূজিত । সপ্তমী, অষ্টমী, সংক্রান্তি বা রবিবারে
ঐ তীর্থে স্নানান্তে ওচি হইয়া একদিন উপবাসের
পর শিপ্রাকূলস্থ মহেশ্বরকে দর্শন করত ভক্তি-
ভাবে তাঁহার পূজা সমাপন করিবে । এরূপ
পূজনের ফল শ্রবণ কর,—এরূপ অমুষ্ঠান করিলে
নর পিতৃ-মাতৃ-কুল উদ্ধার করিয়া শিবলোকে
গমন করে । ঐ তীর্থে যে ব্যক্তি গোহেমাদি
দান করে—ঐ দান যাবৎ চন্দ্রদিবাকর অক্ষয়
হয় । অনন্তর অপর এক গোপীন্দ্র নামক উত্তম
তীর্থ বলিতেছি । ৫১—৭১ । পূর্বে—ইন্দ্র গৌত-
মের শাপে ভগাঙ্গ হইয়াছিলেন । তিনি ভগ-
ব্রীড়ায় বনপ্রবেশপূর্বক উগ্রতপে শকরকে প্রসাদিত
করেন । হে বিপ্র ! শকরের তপস্তায় শম্বু/সমুপ্ত
হইলে, তাঁহার শরীরস্থ ভগসমূহ গো-(চন্দ্ৰ)
সহস্রে পরিণত হয়; এজন্ত ঐ শিবের নাম হয়,—
গোপীন্দ্র । ঐ তীর্থে স্নান করিলে স্বর্গে গমন
করে এবং শক্রতুল্য পরাক্রমী হয় । ঐ তীর্থে মৃত
হইলে মহীতলে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয়
না । গঙ্গাতীর্থে স্নান করিলে পুঙ্কল পুণ্য লাভ করা
যায় । জ্যেষ্ঠমাসীয় শুক্ল দশমীতে গঙ্গাস্নানের
প্রভূত ফল কীর্তিত হইয়াছে । পুষ্পকরগুপ্ত স্নান
ও পুষ্পকরগুপ্ত দর্শন করিলে পুষ্পকর্ণবিমানে স্বর্গ-

নরঃ স্নাত্ত্বোত্তরেণরে ॥ ৭৭ ॥ ইষ্টভোগসমাপনো
যাতি স্বর্গং ন সংশয়ঃ । ভূতেশ্বরে নরঃ স্নাত্ত্বা
ভূতেশ্বরমধার্কয়েৎ ॥ ৭৮ ॥ গন্ধপুষ্পাদিনৈবেদ্যমুত্তো
কুজপুংসং ব্রজেৎ । শিপ্রায়াং তু নরঃ স্নাত্ত্বা কৈলাসং
তু নমস্কৃতি ॥ ৭৯ ॥ সূর্য্যাহতঃ তমো যদন্তঃপাপং
প্রণশ্বতি । অদ্যালিকাং চ যঃ পশ্যেৎ সমাধিনিয়মেণ
চ ॥ ৮০ ॥ স যুক্তঃ সৰ্পপাপেভ্যঃ কঙ্ককেন কণী
যথা । ঘণ্টেশ্বরং প্রবক্ষ্যামি যৎসুরৈরপি পূজিতম্ ॥
৮১ ॥ যত্র কূপোদকং পীত্বা সৌভাগ্যমতুলং
লভেৎ । অর্চয়েদ্যন্ত দেবেশং গন্ধপুষ্পৈরগ্নিক্রমাৎ ॥
৮২ ॥ শিবলোকে বসেত্তাবদ্যাবদিত্যশ্চতুর্দশ ।
পুণ্যেশ্বরং তু যঃ পশ্যেচ্ছ্রুতিঃ স্নাত্ত্বা জিতেন্দ্রিঃ ॥
৮৩ ॥ স গাণপত্যমাপ্নোতি যৎসুরৈরপি তুল্যম্ ।
লম্পেশ্বরে নরঃ স্নাত্ত্বা সমভ্যর্চ্য মহেশ্বরম্ ॥ ৮৪ ॥
ন যাতি নরকং মর্ত্যঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ।
তথাস্তং সম্প্রবক্ষ্যামি যৎসুরৈরপি তুল্যম্ ॥ ৮৫ ॥
পূজিতঃ ব্রহ্মণা পূর্ব্বঃ স্ববিরাধ্যঃ বিনায়কম্ । তত্র

গমন করিয়া তথায় আয়োদিত হয় । নর
উত্তরেণরে স্নান করিয়া নরক হইতে স্বকুল উদ্ধার
করত যথেষ্ট ভোগসমাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন
করে, ইহাতে কোন সংশয় নাই । ভূতেশ্বর
তীর্থে স্নান ও গন্ধ-পুষ্পাদি-নৈবেদ্য দ্বারা তত্রত্য
ভূতেশ্বর লিঙ্গের অর্চনা করিলে এবং তথায়
যত হইলে কুজপুংসে গতি হয় । শিপ্রায় স্নান করিয়া
তত্রত্য কৈলাসেশ্বর শিবকে নমস্কার করিলে
সূর্য্যোদয়ে তমোনাশের স্তায় পাপরাশি নষ্ট হইয়া
থাকে । সমাধিনিয়মযুক্ত হইয়া অদ্যালিকা দর্শন
করিলে কঙ্কক হইতে কণীর স্তায় সমস্ত পাপ
হইতে মুক্ত হওয়া যায় । অতঃপর ঘণ্টেশ্বরতীর্থ
বলিতেছি ।—যাহা সুরগণ পূজা করিয়া থাকেন ।
যেখানে কূপোদক পান করিয়া অতুল সৌভাগ্য
লাভ করা যায় । যে ব্যক্তি গন্ধপুষ্প দ্বারা দেবে-
শের অর্চনা করে, যাবৎ চতুর্দশ ইন্দ্র, তাবৎ সে
শিবলোকে বাস করিয়া থাকে । শুচি, শান্ত ও
জিতেন্দ্রিয় হইয়া পুণ্যেশ্বরে স্নান ও তাঁহার দর্শন
করিলে সুরতুল্য গাণপত্য লাভ হয় । লম্পে-
শ্বর তীর্থে স্নান ও তত্রত্য শিবলিঙ্গের অর্চনা
করিলে নরকে যাইতে হয় না এবং স্বর্গে পূজিত
হওয়া যায় । সুরতুল্য অস্ত্র এক তীর্থ বলিতেছি ;
—পূর্ব্বক ব্রহ্মা কর্তৃক এই তীর্থ স্ববিরাধ্য ক্রিয়া-

স্নাত্ত্বা শুচিভূত্যা পূজয়েদ্যো বিনায়কম্ ॥ ৮৬ ॥
গান্ধধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্ভোজ্যৈর্ভোজ্যৈঃ কলং ধূপ ।
সমীহিতা ভবেৎসিদ্ধিমৃতঃ শিবপুংসং ব্রজেৎ ॥ ৮৭ ॥
নবনদ্যাঃ সমীপে তু পার্বতীং পূজয়েদ্বিধুঃ । গন্ধ-
পুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ সৌভাগ্যমতুলং লভেৎ ॥ ৮৮ ॥
কামোদকে নরঃ স্নাত্ত্বা দৃষ্ট্বা কামং রতিপ্রিয়ম্ ।
স্বর্গে চ দেবগন্ধর্ব্বস্পৃহণীয়বপুর্ভবেৎ ॥ ৮৯ ॥ প্রয়াগে
তু নরঃ স্নাত্ত্বা প্রয়াগেশস্ত পশ্যতি । সৰ্বলোকানতি-
ক্রম্য শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৯০ ॥

ইতি ত্রীকান্দে সৌভাগ্যেশ্বরাদিনানাতীর্থমাহাশ্র-
বণনঃ নানৈকত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । অথাস্তং সম্প্রবক্ষ্যামি নরা-
দিত্যাং দিবাকরম্ । যত্র দর্শনমাত্রেণ সৰ্বরোগ-
বিমূচ্যতে ॥ ১ ॥ স্থাপনাস্তে প্রবক্ষ্যামি নরাদিত্য
বাদৃশী । যুদ্ধে নিবারণিতে তস্মিন রক্তশ্বেদজয়োঃ
পুরা ॥ ২ ॥ নরনারায়ণৌ দেবাবতীর্ণৌ ধরাতলে ।

য়ক পূজিত হইয়াছিলেন । ঐ তীর্থে স্নান করিয়া
যে মানব গন্ধ, ধূপ, নৈবেদ্য ও ভোজ্য-ভোজ্য
দ্বারা দেব বিনায়কের পূজা করে, তাহার পুণ্য-
কলের কথা শ্রবণ করুন । ঐ ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ
করিয়া শিবপুরে প্রয়াগ করে । যে ব্যক্তি নব নদীর
সমীপে গন্ধ-পুষ্প ও ধূপ দ্বারা পার্বতীর পূজা
করে, সে অতুল সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে ।
কামোদক তীর্থে স্নান ও তত্রত্য রতিপতি কামকে
দর্শন করিলে স্বর্গে গমন করিয়া দেবগন্ধর্ব্বগণের
স্পৃহণীয় শরীর লাভ করা যায় । প্রয়াগে স্নান করিয়া
প্রয়াগেশ লিঙ্গ দর্শন করিলে সৰ্বলোক অতিক্রম-
পূর্ব্বক শিবলোকে পূজিত হওয়া যায় । ৭২—৯০ ।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১ ।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,— অতঃপর নরাদিত্য
দিবাকরের মাহাশ্রয় বলিতেছি,—যাহার দর্শন
মাত্রে সৰ্বরোগ হইতে মুক্তি লাভ করা যায় ।
নরাদিত্যের স্থাপনা যে প্রকারে হয়, তাহা
বলিতেছি । পূর্ব্বক রক্তজ ও শ্বেদজের যুদ্ধ নিবারণিত

কুন্ত্যাং দেব্যাং দেবক্যাং মধুরায়ামজায়তাম্ ॥ ৩ ॥
এবং তৌ বর্তিতৌ লোকে কান্তৌ বৃদ্ধিঃ পরাঃ
গতৌ । অস্তম্মাং কারণাং কুবোহস্তম্মাজ্জাতো
ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪ ॥ কংসাদৌ দানবান্ সর্দান্ নিজঘান
রণে হি সঃ । স্বর্গং গতস্ততঃ পার্থো বাসবাদস্ত-
সিদ্ধয়ে ॥ ৫ ॥ কৃতাস্ত্রেন তু বীরেন দেবরাজস্ত
দক্ষিণা । সংসৃতো দেবরাজস্ত যযাচে তাং হি দক্ষি-
ণাম্ ॥ ৬ ॥ নিবাতকবচা হ্যগ্ৰা হিরণ্যপুরবাসিনঃ ।
বধ্যস্তামজ্জুন কিপ্রমেবা মে গুরুদক্ষিণা ॥ ৭ ॥
অজ্জুনেন প্রতিজ্ঞাতো বধস্তেষাং হুরাঘনাম্ ।
ঐন্দ্রং স রথমাস্থায় গৃহীত্বা সশরঃ ধনুঃ ॥ ৮ ॥
নিহত্য তাংস্ততঃ পার্থঃ কুত্বা কশ্য শূদ্রকরম্ । প্রীতি-
মুৎপাদয়ামাস সর্ষেবাঞ্চ দিটৌকসাম্ ॥ ৯ ॥ কৃত-
কার্যং তদা শক্রস্বজ্জুনং বাক্যমববৌ ॥ যন্তেহতি-
কচিরং বীর যত্নালোকে শূদ্রলভম্ ॥ ১০ ॥ মনসা
কাঙ্ক্ষিতঃ পার্থ বরং ত্বং বরয়োস্তমম্ । স বরে
প্রতিমে হে তু যেহর্চিতো ব্রহ্মণা স্বয়ম্ ॥ ১১ ॥

হইলে নর-নারায়ণ দেবদ্বয় ধরাভলে অবতীর্ণ
হন । তাঁহারা দেবী কুন্তী ও দেবকীর উদরে
জন্ম গ্রহণ করিয়া মধুরাতে ভূমিষ্ঠ হইলেন ।
জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহারা উভয়ে কমনীয় রূপে
বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন । উভয়ের মধ্যে কৃষ্ণ
এককার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত এবং ধনঞ্জয় অপর এক
কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করেন । কৃষ্ণ
কংসাদি দানবগণকে রণে নিহত করেন । এদিকে
পার্থ অস্ত্র শিকার নিমিত্ত স্বর্গে দেবেশ্বরের নিকট
গমন করেন । তিনি কৃতাস্ত্র হইয়া দক্ষিণা
প্রদানের নিমিত্ত দেবেশ্বরের স্তব করেন ।
দেবেশ্বর তাঁহার নিকট এই দক্ষিণা প্রার্থনা
করিলেন যে, অত্যাগ্র নিবাতকবচগণ হিরণ্যপুরে
বাস করিতেছে । হে অজ্জুন ! তুমি সহর তাহা-
দিগকে বধ কর ; ইহাই আমার প্রাত্ত তোমার
গুরুদক্ষিণা । অজ্জুন ঐ হুরাঘাদিগের বধ
প্রতিজ্ঞা করিয়া ঐন্দ্ররথে আরোহণপূর্ব্বক সশর
শরাসন গ্রহণ করত নিবাতকবচপুরে যাত্রা
করিয়া তাহাদিগকে বধ করিলেন । তিনি এই
শূদ্রকর কার্য্য করিয়া দেবগণের প্রীতি উৎপাদন
করিলেন । তখন কৃতকার্য্য অজ্জুনকে দেবেশ্বর
বলিলেন,—হে বীর ! যাহা এই লোকে শূদ্রলভ
এবং যাহা তোমার কাঙ্ক্ষিত, তুমি সেইরূপ বর
আমার নিকট প্রার্থনা কর । অজ্জুন বলিলেন,—

ব্রহ্মণা প্রীতিযুক্তেন দক্ষায় প্রতিপাদিতে । দক্ষ-
ণাপি যুগং সাগ্রং পূজিতে তিমিরাপহে ॥ ১২ ॥
সুরাণামসুরাণাঞ্চ বিগ্রহে সমুপস্থিতে । দানবৈ-
র্নির্জিতঃ শক্রো হস্তরাজ্যো বনং গতঃ ॥ ১৩ ॥
তপশ্চচার তুর্দ্ধর্ম্মেকপাদঃ শতক্রতুঃ । দিব্যবধ-
সহস্রস্ত্র ধিষণস্তং দদর্শ হ ॥ ১৪ ॥ দৃষ্টো তু দেব-
রাজস্তং বৃহস্পতিকবাচ হ । হিহা ত্রিদিবমাঘাতঃ
কথং শক্র হি দং বনম্ ॥ ১৫ ॥ একাকিনা বনস্থেন
ন সাধ্যাঃ শত্রবস্তয়া । জাটেশ্বরং দেবরাজ ত্বং শীঘ্রং
দক্ষাশ্রমং ব্রজ ॥ ১৬ ॥ পূজার্পে ব্রহ্মণা দত্তে পারি-
জাতসমুত্তবে । চকার বিশ্বকর্মা যে তে যাচস্ব প্রজা-
পতিম্ ॥ ১৭ ॥ শক্রণাঞ্চ কয়ো ভাবৌ প্রসাদা-
দর্চয়োস্তুয়োঃ । ভরোস্ত তেন বাক্যেন হৃষ্টো দেবঃ
শতক্রতুঃ ॥ ১৮ ॥ জগাম সৎসরস্তত্র যত্র দক্ষঃ
প্রজাপতিঃ । বিনয়াবনতো ভূত্বা যযাচে প্রতিমে
ভূতে । দদৌ তস্মৈ ততো দক্ষঃ শক্রায় প্রতিমে
ভূতে ॥ ১৯ ॥ পূজিতে প্রতিমে ব্যাস শক্রেণ শরদাঃ

হইল প্রতিমা প্রার্থনা করিতেছি,—যে প্রতিমা ব্রহ্মা
স্বয়ং অর্চনা করিয়াছিলেন । ব্রহ্মা প্রীতিযুক্ত হইয়া
পরে প্রতিমাদ্বয় দক্ষকে প্রদান করেন । দক্ষ তাহা
সাগ্রয়ুগ যাবৎ পূজা করেন । অনন্তর সুরাসুর
যুদ্ধ সম্বন্ধিত হইলে দানবগণ কর্তৃক নিরুদ্ধ হইয়া
শক্র বনগমন করেন । ১—১৩ । বনে গিয়া তিনি
দিব্য সহস্র বৎসর কাল একপাদে অবস্থান করত
তপশ্চারণ করেন । বৃহস্পতি তাহা দর্শন
করেন । তাহাকে দেখিয়া তখন বৃহস্পতি
বলিলেন,—হে শক্র ! তুমি ত্রিদিবমাম পরিত্যাগ
করিয়া কি জন্ত এখানে আসিয়াছ ? তুমি একাকী
বনে থাকিলে শত্রুগণ তোমার আঘাত হইবে না ।
হে দেবরাজ ! তুমি ইহা জানিয়া দক্ষালয়ে গমন
কর । পারিজাতসমুদ্ভূত যে প্রতিমাদ্বয় ব্রহ্মা
দক্ষকে পূজার্থ প্রদান করিয়াছিলেন ; যাহা বিশ্ব-
কর্মা নির্মাণ করেন ; ঐ প্রতিমাদ্বয় তুমি দক্ষ
প্রজাপতির নিকট গিয়া প্রার্থনা কর । ঐ অর্চনা-
দ্বয়ের প্রসাদে তোমার শত্রুকর্য্য হইবে । দেব
শতক্রতু তখন গুরু বাক্যে হৃষ্ট হইলেন এবং
সৎসর দক্ষ প্রজাপতির নিকট গমন করিলেন ।
যাইয়া বিনয়াবনতভাবে ঐ প্রতিমাদ্বয় তাঁহার
নিকট প্রার্থনা করিলেন । প্রার্থনা করিবামাত্র
তিনি তাহা শতক্রতুকে প্রদান করিলেন । হে

শতম্। তয়োঃ তেজসা সর্কে বিনাশং দানবা
গতাঃ। ২০। প্রতিমে চোচতুঃ শক্রং বরযুধ বরো-
ত্তমম্। ভক্ত্যানয়া পরং তুষ্টাবাবাঃ জানীহি বাসব।
২১। বরং বত্রে তদা শক্রঃ প্রসন্নাত্মা দ্বিজোত্তম।
অস্মাকং প্রতিপক্ষা যে দানবাঃ পাপচেতসঃ। ২২।
সর্কে তে নাশমুচ্ছন্ত বর এষ মতো মম। যুবাঃ
পুজিতুমিচ্ছামি যাবদিস্তো ভবাম্যহম্। ২৩। তথৈতি
চোক্ষা প্রতিমে তে নাকং প্রতি জগ্নতুঃ। তত্তু
যাচে হুবন্তার্থে বরার্থে প্রতিমাধয়ম্। ২৪। ইন্দ্র
উবাচ। সাধু পার্থ পুনঃ সাধু যত্নেখং প্রতিষ্ঠিতঃ।
ইমে চ প্রতিমে পার্থ শক্রেণ মহাস্থনা। ২৫।
সুরজৈঃ শতপত্রৈশ্চ পুজিতে ব্রহ্মণো দিনম্।
ত্রৈলোক্যপালনার্থায় পুজিতে বিষ্ণুনা পুরা। ২৬।
নীলোৎপলৈঃ স্নগদ্বৈশ্চ সহস্রপরিবৎসরান্। ততঃ
প্রজাপতিঃ সৃষ্টিং কর্তুকামঃ সমাহিতঃ। ২৭। পুজয়া-
মাস প্রতিমে পদ্মে রক্তোৎপলৈঃ শুভৈঃ। ইমেব
হি কথং পার্থ যত্নালোকে নথিবিদ্যাতি। ২৮।

ব্যাসদেব! শক্র শতবৎসর যাবৎ এই প্রতিমা
পূজা করিলে তাহার তেজে দানবগণ বিনাশ
প্রাপ্ত হইল। প্রতিমাধয় শক্রকে বলিলেন,—বর
প্রার্থনা কর। হে বাসব! আমরা তোমার ভক্তিতে
তুষ্ট হইয়াছি, জানিবে। হে দ্বিজোত্তম! তখন
শক্র সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের নিকট এই বর প্রার্থনা
করিলেন যে, আমাদের প্রতিপক্ষ পাপচেতা
দানবগণ নাশ প্রাপ্ত হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা
বলিয়া জানিবে। আমি যতদিন না পুনরায় ইন্দ্র-
পদ প্রাপ্ত হই, ততদিন আপনাদিগের পূজা করিতে
ইচ্ছা করি। ‘তাঁহাই হইবে,’ এই বলিয়া প্রতিমা-
ধয় নাকলোকে গমন করিলেন। আমি এই ভবল্লক
প্রতিমাধয় আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি।
ইন্দ্র বলিলেন,—সাধু পার্থ! পুনঃ সাধু! যে হেতু
তোমাতে এই প্রতিমাধয় অবস্থান করিবে। হে
পার্থ! পূর্বে সুরজ শতপত্র দ্বারা শক্রে ব্রহ্মার
একদিন যাবৎ এই প্রতিমাধয় পূজা করিয়াছেন;
বিষ্ণু সহস্র বৎসর কাল স্নগদ্ব নীলোৎপল দ্বারা
ত্রৈলোক্য পালনের নিমিত্ত এই প্রতিমাধয়ের
পূজা করিয়াছেন; এবং ব্রহ্মাও সৃষ্টি করিবার
জন্তু সমাহিত হইয়া শুভ রক্তোৎপল দ্বারা এই
প্রতিমাধয়ের পূজা করিয়াছেন। হে পার্থ! তুমি
ইহা কিরূপে যত্নালোকে (নরলোকে) লইয়া

এতাত্যাং রহিতঃ স্বর্গো যত্নাতুল্যো ভবিষ্যতি।
ঐদাতুকামঃ দেবেশ্বরঃ প্রপিপত্য তমর্জুনঃ। ২৯।
উবাচ নাহমর্থ্যান্নি বরেনানেন বৈ প্রভো। ততঃ
শক্রঃ পুনঃ পার্থমুবাচ মুনিপুঙ্গব। ৩০। গৃহীত্বা
হুমিমে বীর কুশল্লভ্যাং নিবেশয়। শিপ্রায় উত্তরে
তীরে কেশবাকং তু কেশবঃ। ৩১। প্রতিষ্ঠিত
বৈ যত্র সর্বপাপপ্রণাশনঃ। সংস্থাপয়ত্ব বৈ তত্র
সর্বপাপপ্রণাশনে। ভবিষ্যতি তদা যাত্রা আযাত্রী
চাখ কোমুদী। ৩২। আগমিষ্যাম্যহং তত্র সহি-
তোহপ্সরসাং গণৈঃ। মরুতশ্চাগমিষ্যন্তি মেঘা-
শ্চৈব সবিদ্র্যতঃ। ৩৩। মেঘসমূহে সমুদ্ভূতে ময়ি তত্র
প্রবর্ষতি। প্রবদিষ্যন্তি বৈ লোকাঃ প্রাপ্তো দেবঃ
পুরন্দরঃ। ৩৪। ভাস্করঞ্চ নমস্কৃত্য ব্রহ্মাদৈঃ
পুজিতং বিভুম্। প্রতিযামি তু বীভৎসো পুনরেব
যথাগতম্। ৩৫। এবং মূর্তিধয়ং ব্যাস দত্ত্বা পার্থায়
বাসবঃ। ত্রৈলোক্যং প্রেষয়ামাস সূতেন সহ পাণ্ডবম্।
নারদো দ্বারকায়াস্তু কৃষ্ণস্তাহ্বানকারণাৎ। দেব-
রাজস্ত তদ্বাক্যং সরহস্তঞ্চ কেশবম্। ৩৬। আব্রা-

যাইবে? এই প্রতিমাধয় রক্ষিত হইলে স্বর্গ মর্ত্য-
তুল্য হইবে। অর্জুন তখন দেবেশ্বরকে প্রতিমাধয়
দান করিতে অসম্মত দেখিয়া বলিলেন,—হে
প্রভো! আমি অন্ত বরের প্রার্থী নহি। হে
মুনিপুঙ্গব! তখন শক্র পার্থকে পুনরায় বলি-
লেন,—হে বীর! তুমি ইহা গ্রহণ করিয়া কুশল্ল-
ভীতে নিবেশিত কর—যেখানে শিপ্রায় উত্তর
তীরে সর্বপাপপ্রণাশন কেশবাক বিরাজিত।
এ সর্বপাপপ্রণাশক স্থানে তুমি ইহা স্থাপন করিবে।
এ স্থানে আযাত্র মাসের শুক্লপক্ষে মহা মহোৎসব
হইবে। ১৪—৩২। আমি এই সময় অপ্সরোগণের
সহিত তথায় উপস্থিত হইব এবং মরুদগণ ও সবি-
দ্র্য মেঘসমূহও এই স্থানে তখন উপস্থিত হইবে।
মেঘসমূহ সমুদ্ভূত হইলে আমি সেখানে বর্ষণ
করিব। লোকে বলিবে,—দেব পুরন্দর আগমন
করিয়াছেন। হে অর্জুন! ব্রহ্মাদিপূজিত বিভু
ভাস্করকে নমস্কার করিয়া আমি যথাগত মার্গে
প্রত্যাগমন করিব। হে ব্যাসদেব! অতঃপর
বাসব পার্থকে মূর্তিধয় প্রদানপূর্বক তাঁহার সন্ধে
জয়ন্তকে দিয়া ত্রৈলোকে প্রেরণ করিলেন। ভগ-
বান্ নারদ মুনি তখন জীকৃষ্ণের আহ্বান
বশত দ্বার দ্বারকায়া আগমন করিয়া স-ব্রহ্ম
এ কথা কৃষ্ণকে অবগত করাইলেন এবং তাঁহাকে

মাস বিপ্রেক্ষঃ এহি কৃষ্ণ কুশস্থলীম্ । অর্চে হি
পারিজাতস্ত বিশ্বকর্ষশ্চকারিতে । ৩৮ । ইত্রেণাথ
প্রদত্তে বৈ তে তৃত্যং পাণ্ডবায় চ । ঋত্বা শৌরিশ্চ
তদ্বাক্যং প্রতস্থেহবস্তিনীং পুরীম্ । ৩৯ । অবাতরচ্চ
আকাশান্তমালিন্দ্য চ পাণ্ডবম্ । প্রীতঃ প্রোবাচ বচনং
পরিষজ্য চ কান্তনম্ । ৪০ । জন্ম মে সকলং জাতং
প্রীতির্মে জনিতার্জুন । যতো মে প্রীতিরতুলা
ক্রিয়তাং কার্যমুত্তমম্ । ৪১ । ইত্যুক্তা তৌ তদা
ব্যাস সমায়াতো কুশস্থলীম্ । পার্থঃ প্রাহ তদা কৃষ্ণঃ
শুসম্পূর্ণমনোরথঃ । ৪২ । গতাৰ্জুন দিশং প্রাচীং
মূর্তিমেকাং নিবেশয় । পূর্বাঙ্কে হি শুভং লগ্নং
ভবিষ্যতি মনোরমম্ । ৪৩ । অহমপ্যুত্তরাং যামি
স্থাপনার্থং নদীং যুনে । মম শঙ্খস্ত্র নাদেন প্রতি-
তিষ্ঠ রবিং প্রভুম্ । ৪৪ । পূর্বাং গহা ততঃ পার্থং
শুভং স্থানং ব্যলোকয়ৎ । ব্যাস সংস্থাপয়ামাস
দিননাথঞ্চ সুস্থিরম্ । ৪৫ । অর্কং দেবং স্থাপ-
য়ামি যাবদধো চ পাণ্ডব । তাবৎ সং চাত্রবৌদেনং
স্থানং কারয় শৌভনম্ । ৪৬ । কথয়ামাস পার্শ্বায়
তেজসা তেন হুঃসহম্ । সব্যসাচী ততো ভীতো

বলিলেন,—হে কৃষ্ণ ! কুশস্থলীতে আগমন করুন ।
তথায় বিশ্বকর্ষার নির্মিত পারিজাতের দুইটি প্রতিমা
তোমার নিমিত্ত ও মধ্যম পাণ্ডবের নিমিত্ত প্রেরিত
হইয়াছে । শৌরি তাহা শুনিয়া অবস্তিপুরে প্রস্থান
করিলেন । যাইতে যাইতে আকাশ-পথেই তিনি
প্রীত হইয়া পাণ্ডবকে আলিঙ্গন করিলেন এবং
বলিলেন,—হে অর্জুন ! অদ্য আমার জন্ম সকল
হইল ; আমি প্রীত হইলাম । আমার যখন প্রীতি
হইয়াছে, তখন এক কার্য করিতে হইবে । এই
বলিয়া তাঁহার উভয়ে কুশস্থলীতে সমাগত হইলেন ।
শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণমনোরথ হইয়া পার্থকে বলিলেন,—হে
অর্জুন ! তুমি প্রাচীদিকে গমন করিয়া এক মূর্তি
প্রতিষ্ঠা কর, পূর্বাঙ্কে এক মনোহর শুভ লগ্ন আছে ।
আর আমি উত্তরদিকে—যেখানে নদী আছে,
মূর্তিস্থাপনের নিমিত্ত ঐ স্থানে গমন করি । তুমি
আমার শঙ্খ-নাদে প্রভু রবির প্রতিষ্ঠা কর ।
অনন্তর পার্শ্ব পূর্বদিকে গমন করিয়া শুভস্থান
অবলোকন করিলেন । হে ব্যাসদেব ! তিনি
স্থান নির্বাচন করিয়া দিননাথকে ঐ স্থানে সুস্থির-
ভাবে স্থাপন করিলেন । পাণ্ডব যাবৎ “অর্চাদেবকে
স্থাপন করিলাম”, এইরূপ চিন্তা করিয়াছেন, তাবৎ
ঐ অর্চাকৃপী অর্ক তাঁহাকে বলিলেন,—এই স্থানকে

দৃষ্টার্চাং তাং প্রজয়তীম্ । ৪৭ । তেজস্বসহমানো
বৈ দেবঃ বচনমব্রবীৎ । ক দেব যাং স্থাপয়ামি
কিং স্থানং তব যোচতে । ৪৮ । সৌম্যরূপঃ সুদ-
র্শন প্রজাত্যো ভব গোপতে । দিবি সংস্থান্চ যে
দেবা নাগাঃ পাতালসংস্থয়াঃ । ৪৯ । ভূবিস্থা মানবাঃ
পুতা ভবন্ত তব দর্শনাৎ । সোহর্জুনমব্রবীদেবো
মাতৈশ্বঃ মম দর্শনাৎ । ৫০ । দক্ষিণেন করেণাথ
হতয়েনাতয়প্রদঃ । সমাশাস্তাথ তং শাস্তং সৌম্য-
মূর্তির্কৃত্ব হ । ৫১ । প্রভাকরেণ দেবেন নিজঃ তেজঃ
প্রদর্শিতম্ । ততঃ সূর্যোহব্রবীৎ স্থানমেতদেবাচলং
মম । ৫২ । প্রাপ্তে লগ্নে চ হুরিণা শঙ্খস্ত্রাপুরিতো-
মহান্ । নরেণ চ স বৈ সূর্যঃ স্থাপিতোহমর-
সংস্কৃতঃ । ৫৩ । অর্জুন উবাচ । জয়তি কিরণমালী
ভানুরঃ শান্তসপ্তিঃ সর্বলভুবনধামা প্রাগ্দিগন্তাট-
হাসঃ । ভবতি বিগতপাপং কীর্তনাদেব যন্ত
প্রচুরকলুষদোষৈর্গ্রাস্তমঙ্গং নরাণাম্ । ৫৪ ।
ব্রহ্মাদৈর্গুণিভিরভিষ্টুতং পতঙ্গং কঃ স্তোতুং কবি-
রভিবাঙ্কতে প্রকামম্ । স্তোত্ব্যেহং তদপি সুবি-

শোভিত কর । পার্থের প্রতি এইরূপ হুঃসহ বাক্য
প্রযুক্ত হইলে সব্যসাচী তখন অর্চাকে তৎপ্রতি
ভাষমাণা দেখিয়া তাঁহার তেজ সহ করিতে না
পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেব ! তোমাকে
কোথায় স্থাপন করিব ? কোন্ স্থান, আপনার কচি-
কর হয় ? ৩৩—৪৮ । হে গোপতে ! আপনি প্রজা-
গণের সৌম্যরূপ সুদর্শনীয় হউন । স্বর্গে দেবগণ,
পাতালে নাগগণ, এবং ভূতলে মানবগণ সকলেই
আপনার দর্শনে পবিত্র হউন । সেই দেব তখন
অর্জুনকে বলিলেন,—তুমি আমাকে দর্শন করিয়া
ভীত হইও না ! তিনি দক্ষিণ কর দ্বারা তাঁহাকে
অভয় প্রদান ও সমাশস্ত করিয়া সৌম্যমূর্তি
হইলেন । তখন প্রভাকর দেব তাঁহার নিজ রূপ
প্রদর্শন করিলেন এবং তিনি বলিলেন,—এই
অচলই আমার স্থান । সূর্যদেব এই কথা বলিলে,
শুভলগ্নে নর অমরসংস্কৃত সূর্যকে স্থাপিত
করিলেন এবং হরি স্বয়ং শঙ্খ নিনাদিত করিলেন ।
অর্জুন বলিলেন,—প্রাগ্দিগন্তাটহাস, সকলভুবন-
ধামা, শান্তসপ্তি, ভানুর কিরণমালী, জয়যুক্ত
হউন,—তাঁহার কীর্তনে নরগণের প্রচুর কলুষভূষ্ট
অঙ্গ বিগতপাপ হয় । ব্রহ্মাদি দেব ও মুনিগণ
কর্তৃক অভিষ্ট সূর্যদেবকে কোন্ কবি স্তব
করিতে সমর্থ হয় ? হে সুবুদ্ধে ! এই জন্মই

স্তৱাৎ সুবুদ্ধে কিং দীপো জলতি হি নোদিতো
শশাঙ্কে । ৫৫ । শাস্ত্রার্থকামনিপুণৈর্ধুমিতিঃ, স্তৱস্ত
কিং বস্ত যত্নরচিতং বিবিধৈঃ প্রয়োগৈঃ । বৈপা-
য়নপ্রভৃতিভির্ধুমিতিঃ পুরাণৈরাপীতসারৌমহ ভাতি
জগৎ সমস্তম্ । ৫৬ । কামঃ তথাপ্যাহমহীম্ নিগাধ্য
বুদ্ধ্যা ভানোহিলোকগুরুপূজিতপাদযুগ্মম্ । রূপৈঃ
কুটার্ধমধুরাকরসন্ধিযুগৈস্তম্ভাঃ বৈ বিচিত্রগতিভিঃ
পরিকীর্তয়িষ্যে । ৫৭ । তাবজ্জগন্তবতি নিশ্চলমেব
সর্বং তাবৎ ক্রিয়াশ্চ বিবিধা ন চ যান্তি সিদ্ধিম্ ।
যাবচ্চ নাথ কমলামলমণ্ডল অমুক্তিষ্ঠসে ব্যাপনয়ন-
কিরণৈস্তম্ভাঃসি । ৫৮ । তাবন্ন ভাস্তি শিখরাণি মহী-
করাণাং গুচ্ছৈস্ত ফুল্লবনমীলিতলোচনানি । সুগুণানি
বোধয়সি যট্চরণাকুলানি যাবন্ন ভাতিরমলাভিরহস্ত-
মাত্তিঃ । ৫৯ । উদ্যন্তমহরতলে সুরসিদ্ধসংঘাঃ
সব্রহ্মদৈত্যমুনিকিররনাগযক্ষাঃ । আমর্চয়ন্তি বিবুধাঃ
প্রণতৈঃ শিরোভিচ্ছকৎকিরীটমণিভাতিরহস্তমাত্তিঃ
৬০ । অস্তং গতে হুয়ি জগন্তবতি প্রসুপ্তঃ ভূদ-
হুয়ি প্রতপতি প্রতিবোধমেতি । এবং সদা বরদ
লোকহিতার্থহেতোরেকমমমেব ভগবন্তিবিবস্ত হস্তা ।

আমি তাঁহাকে সুবিস্তররূপে স্তব করিতে ইচ্ছা
করিতেছি; যে হেতু শশাঙ্ক উদিত না হইলে
কদাপি প্রদীপ জলে না। শাস্ত্রার্থকামনিপুণ
বৈপায়ন প্রভৃতি পুরাণ যুনিগণ-সভা দেব স্বর্গ্য-
বিষয়ক অবশিষ্ট শব্দ আর কি আছে, যাহা দ্বারা
আমি তাঁহার স্তব করিব? এই জগতের যাবতীয়
শব্দাস্ত তাঁহার পান করিয়াছেন। তথাপি আমি
বুদ্ধিপূর্বক ত্রিলোকগুরু ভাস্কর পাদযুগ্ম মধুরাকর
বৃন্তদ্বারা কীর্তন করিতেছি। হে নাথ! হে কমলামল-
মণ্ডল! তুমি যাবৎ কিরণদ্বারা তমোরাশি অপনোদন
করিয়া উদীয়মান না হও, তাবৎ এই চরাচর
জগৎ নিশ্চল থাকে এবং ক্রিয়া সকল সুসিদ্ধ
হয় না। হে দেব! তুমি যাবৎ তোমার অমুক্তম
অমল প্রভা দ্বারা যট্চরণ-সজ্জল ফুল্লবনের মীলিত
নয়নস্বরূপ মহীকরদিগের সুগুণশিখর গুচ্ছে গুচ্ছে
প্রক্ষুটিত না কর, তাবৎ তাহার শোভিত হয় না
হে দেব! ব্রহ্ম, দৈত্য, মূনি, কিরর, নাগ ও যক্ষ
গণের সহিত সুর-সিদ্ধসংঘ অহরতলে প্রকাশমান
আপনাকে প্রণত যন্তকের কিরীটমণিপ্রভা দ্বারা
অর্চনা করিয়া থাকেন। হে দেব! তুমি অস্ত-
গমন করিলে এই জগৎ প্রসুপ্ত এবং তাপ
প্রদান করিলে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে; হে বরদ!

উৎসাহশক্তিনয়শৌৰ্য্যসমবিতানাং সেবাপ্রয়োগরচনা-
বিধিতংপরাণাম্ । কার্য্যানি বর কলদানি ভবন্তি
পুংসাং হেতুস্বভক্তিরিহ নাথ বেতি নূনম্ । ৬২ ।
যৎ সংযুগেব রথকুঞ্জরকুন্তশক্তি নারাচচক্রশরতোমর-
ভৌমখড়্গৈঃ । কিপ্রং নরাঃ সমুপযান্তি বিজিত্য
শত্রুন্ সর্বং সদা প্রণতবৎসল চেষ্টিতং তে । ৬৩ ।
কাহার্হর্গবিসমেষপি বর্তমানা ঋক্ষেভসিঃহবহকটক-
তঙ্করেব । তুকাষিতাশ্চ বহশো কবিমুচচিত্তাস্বৎ-
কীর্তনাকি গতমৃত্যুভয়া ভবন্তি । ৬৪ । তেজো-
রাশিস্বমিহ শরণং সর্বতো হুংখিতানাং স্বপুলো-
হন্তো জগতি সকলে নাস্তি কশ্চিদয়ানুঃ । স্বযো-
কস্মিন্ ভবতি সকলা ভক্তিরবিষমাণা স্বামাসাদ্য
প্রভবতি কুতো ব্যাধিহুংখং নরাণাম্ । ৬৫ । কঃ
কুষ্ঠাভিহতঃ ক চারিভিরথো কো ব্যাধিভিঃ পীড়িতঃ
কে পত্নহৃজড়াঃ ক লীর্ণচরণঃ কো বা বিপন্নক্রিয়ঃ ।
ইত্যেবং প্রসমীক্ষ্য দেব রূপয়া দোষাৎ পরিজ্ঞায়সে
কস্তান্তস্ত পরোপকারনিরতা চেষ্টা যথেষ্টা তব । ৬৬ ।

লোকহিতের নিমিত্ত কেবল তুমিই একমাত্র
জগতের তিমিরহস্তা। হে দেব! উৎসাহ, শক্তি,
নয়, শৌৰ্য্য, সেবা, প্রয়োগ, রচনা ও বিধিতংপর
পুরুষদিগের যে কার্য্যসিদ্ধি হয় না; তাহার
কারণ কেবল তোমার প্রতি তাহাদের ভক্তি না
থাকা। ৬২—৬২। হে দেব! শরণাগত-বৎসল নরগণ
যুদ্ধবাত্মা করিয়া রথ, কুঞ্জর, কুন্ত, শক্তি, নারাচ,
চক্র, শর, তোমর ও ভৌম খড়্গ দ্বারা যে শত্রু
জয় করে, তাহা কেবল আপনারই চেষ্টিত। হে
দেব! কাহার হর্গ, বিসম স্থানে, ঋক্ষ, ইত,
সিংহ, বহুকটক ও তঙ্করভয়ে পতিত, তুকার্হ,
এবং বহশোকবিমুচচিত্ত নরগণ তোমার নাম
কীর্তন করিয়াই মৃত্যুভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ
করিয়া থাকে। হে দেব! তুমি তেজোরাশি, তুমিই
জগতে হুংখিত জনের একমাত্র শরণ, এই
জগতে তোমার যত দয়ালু আর কে আছে?
তোমাতেই সকলের একমাত্র ভক্তি হওয়া বাঞ্-
নীয়; তোমার শরণাত্মজনগণের ব্যাধি-হুংখ
কোথায়? কে কুষ্ঠাভিহত হইয়াছে—কে অরিকর্ষক
নিহত হইয়াছে?—কে ব্যাধিপীড়িত হইতেছে?
কে পত্ন?—কে অন্ধ?—কে জড়?—কে লীর্ণচরণ?
—কে বিপন্নক্রিয়?—হে দেব! আপনি এই প্রকারে
জনগণকে পারদর্শন করিয়া তাহাদিগকে তাহা-
দিগের দোষ হইতে পরিজ্ঞান করেন; এরূপ

ধর্ম্যঃ পরত্র কিল তিষ্ঠতি সেবিতোহসৌ কালাস্তুরেণ
বিবুধা বরদা ভবন্তি । স্বং সেবিতঃ প্রণতবৎসল
ভূতিকাটমৈঃ সদ্যঃ প্রযচ্ছসি কলং যদভীপ্সিতং তৈঃ ।
৬৭ । বিভ্রাস্তকাস্তহরিণীসদৃশেক্ষণাভিঃ কাস্তো-
কহারমণিকুণ্ডলমেখলাভিঃ । তেষাং ভবন্তি ভব-
নানি বিলাসিনীভির্ঘোষাঃ নৃণাং স্বমসি বৈ বরদঃ
প্রসন্নঃ । ৬৮ । যৈস্বঃ নরৈঃ সক্রদপি প্রণতঃ কথ-
ক্ষিত্বাতোহধবা ভুবননাথ তথাস্তকালে । নিষ্কলম্বা
জগতি হৃদ্ধতিনো ভবন্তি তে নিশ্বলাঃ স্কুদ্ধতিনো
গতিমানুবন্তি । ৬৯ । যে স্বাং কুতর্কমতিভিন্নমস্তি
ভক্ত্যা রোমাঞ্চককুশলতাকুলিতৈঃ শরীরৈঃ । তে
নির্ধনাঃ পরগৃহেষবদ্ধৃতময়ঃ স্কৃৎকামকণ্ঠবদনাঃ
পরিভর্কয়ন্তি । ৭০ । উদধিজলতরঙ্গকোভ-
লোলাক্ষিযুগ্মৈঃ সফনিমণিময়ুখোভাসিতৈর্লেহিহস্তিঃ ।
প্রণিপতিতশিরোভিন্নাগমুখৈরঙ্গশ্রং ক্রতিভিরম্প-
মাভিঃ স্কৃৎসে পুঙ্কলাভিঃ । ৭১ । তব সুরবর
গচ্ছতোহমুসরন্তি ত্রিদশনদীকমলোদগতানি
বার্ভিতঃ । কনককমলরেণুপিঞ্জরিতানি ভ্রমরকুলানি

পরোপকারচেষ্টা আপনি ব্যতীত আর কোন্ দেব-
তার আছে? হে দেব! ধর্ম্য সেবিত হইয়া কাল-
স্তরে কলপ্রদান করে, বিবুধগণ কালাস্তরে বর
প্রদান করেন; কিন্তু হে প্রণতবৎসল! আপনি
ভূতিকাট জনগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া সদ্যই
অভীপ্সিত কল প্রদান করিয়া থাকেন। হে দেব!
তুমি যাহাদিগকে বর প্রদান কর, তাহাদের
ভবন সকল—বিভ্রাস্ত কমনীয় হরিণীগণের নয়নের
স্থায় নয়নযুক্তা এবং মনোহর বৃহৎ হার, মণি,
কুণ্ডল, ও মেখলালঙ্কৃত কামিনীগণে সুশোভিত হয়।
হে দেব! আপনি যে নর কর্তৃক প্রণত ও মরণ
কালে ধ্যাত হন, ঐ নর হৃদ্ধতী হইলেও
স্কুদ্ধতী হয় এবং উত্তম গতি লাভ করে। হে
দেব! যাহারা কুতর্ক অবলম্বনে ভক্তিপূর্বক
রোমাঞ্চিতশরীরে তোমাকে প্রণাম করে না;
তাহারা, নির্ধন হইয়া স্কৃৎকামভাবে পরগৃহে
উচ্ছিষ্টারের জন্ত প্রার্থনা করে। হে দেব!
নাগগণ, উদধিজলের কোভ বশত চকল অক্ষি-
যুক্ত কণা-মণি-ময়ুখ দ্বারা উভাসিত ও লেলিহান
মস্তক দ্বারা প্রণতিসহকারে অঙ্গশ্র আপনায়
স্তব করে। হে সুরবর! তুমি যখন গমন কর,
তখন ত্রিদশনদীর কমল হইতে উদগত, কনক-
কমল-রেণুপিঞ্জরিত ভ্রমরকুল গতিবেগজনিত

পতঙ্গ চামরাণি । ৭২ । তদ্ব্যানং জলনিধি-
নিবন্ধে স্থিহা স্থিহা চরণনিবন্ধৈঃ । আজীবার্থং
প্রতপসি ভগবন্ কস্তে তুল্যাস্ত্রভুবনসময়ে । ৭৩ ।
উদয়াজ্রিনিতহসংস্থিতস্ত হ্যাদ্যেষমস্তময়েষু চারুতস্ত ।
কিরণাস্তপনীয়সপ্রভাস্তে বিলসন্তস্তাভিতো বিড়-
হয়ন্তি । ৭৪ । যথাযথা ব্রজতি রথস্তবাহরে বিপা-
টয়ন্ ঘনতিমিরৌঘসঞ্চয়ান্ । তথাতথা স্কৃতিতমহা-
নিলাস্ততঃ প্রতীয়তে স্মৃহরিব হৃন্দুতির্বধা । ৭৫ ।
চাক্রপদ্মবিনিমীলিতেক্ষণাঃ চক্রবাককলহংসমেখলাম্ ।
কামিনৌমিব রতিশ্রমালসাং তাং বিবোধয়সি পদ্মিনৌঃ
করৈঃ । ৭৬ । নীললোলমতিকাস্তমুৎপলং ভৃঙ্গ-
ভৃঙ্গচরণাকুলীকৃতম্ । স্বংপ্রভাভিরমুরাগরঞ্জিতং
পদ্মরাগমিব শোভতে ভূশম্ । ৭৭ । স্কুরচ্ছশাক-
হারনিশ্বলং খগ স্বদক্বেষচকলম্ । বিভাত্যতীব
কাস্তমম্বরং সমং বৃহচ্চৈকপাটলম্ । ৭৮ । হরিতি
চ তাবনুহির্নিষেবিততমস্তত্ত্বতঃ ভবতি চ যাবদেব
কিরণৈস্তব পূজিততরম্ । ঋষিভির্শুনিভিকদারধীভিঃ
শাশ্বতমার্গপরৈর্ধরদ ন শক্যতে তব গুণভতিরাত্র-

বায়ুবশে তোমার চামরের স্থায় অল্পগমন করে।
৬৩-৭২। হে দেব! তুমি চরণ সমূহ দ্বারা জলনিধি
সমূহে অবস্থান করিতে করিতে আজীবার্থ উত্তম
করিয়া থাক; স্মৃতরাং তোমার তুল্য দেবতা জিহুবনে
আর কে আছে? হে দেব! তুমি যখন উদয়-
কালে উদয়াজ্রির নিতম্বে এবং অস্তগমনকালে
অস্তগিরিতে অবস্থিতি কর, তখন তোমার
সুবর্ণসদৃশপ্রভ কিরণমালা ভড়িতের অল্পকরণ
করে। হে দেব! অম্বরে তোমার রথ ঘন-
তিমিরৌঘ বিপাটিত করত যেমন যেমন গমন করে,
তেমনি তেমনি হৃন্দুতিশব্দের স্থায় স্কৃতিত মহা-
নিলের সংসরণশব্দ উশ্বিত হয়, হে দেব। আপনি
নিমীলিত-পদ্মেক্ষণা চক্রবাক-কল-হংস-মেখলা
পদ্মিনীকে রতিশ্রমালসা কামিনীর স্থায় কর দ্বারা
বিবোধিত করিয়া থাকেন। হে দেব! ভৃঙ্গ
চরণাকুলীকৃত নীল লোল উৎপল, তোমার প্রভা
দ্বারা রঞ্জিত হইয়া পদ্মরাগের স্থায় অত্যন্ত
শোভা পায়। হে খগ! শশাক-হার-নিশ্বল কম-
নীয় অম্বর, তোমার অঙ্কদেপে অচকলভাবে
শোভা পাইয়া থাকে। তমোময় দিক্ সকলে
তাবৎ অশ্রুভবরূপ তম বিরাজিত থাকে,—যাবৎ
তোমার কিরণ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ না করে।
হে বরদ! শাশ্বতমার্গপর উদারধী শূনিগণও

মিতুঃ ॥ ১১ ॥ ঋং বিষ্ণুঃ শশাঙ্কমসুরমথনঃ
বগুধ্বং ধনেশ্বং কালঃ চ ধাতা ক্রিতিধর-
মলয়াশ্রয়ঃ হতাশঃ। ওঙ্কারঃ বিজ্ঞানাং
ঋমিহ জলনিধিঃ শরৎ চ ক্রতুঃ সূর্য্যঃ পয়োদো
ব্রতমনিরমাতঃ জগৎ সর্বমেব ॥ ৮০ ॥ ইমনিন্দ্য
গোপতে ত্রিপুরমথন মন্থদাহকরমসুরভীমদর্পহা
পাহি মাম্। ত্রিদশাধিপকমলবরাননঋমিহ দেব-
গুরুর্ভগবাঃ ত্রিভুবনমণ্ডলেহস্তি কতমস্তব তুল্যভাঃ ॥
৮১ ॥ আদিত্য ভাস্কর দিবাকর সপ্তসপ্ত মার্ত্তণ্ড
সূর্য্য হরিদ্রপতে চ তানো। অশ্রাস্তবাহাথরূপ
গভাস্তিমালিঃ স্বাঃ লোকনাথ শরণং প্রতিপদ্যে-
হসৌ ॥ ৮২ ॥ প্রাগ্দিগধুতিলকভাসুরকর্ণপূর মন্দা-
কিনীদয়িতনাথ জগৎপ্রদীপ। হেমাভিতাপন নভ-
স্তলহারিরত্ব সঙ্ঘ্যাক্রনাবদনরাগ নমো নমস্তে ॥ ৮৩ ॥
ব্রহ্মৈব সত্য শুভমঙ্গল লোকনাথ ব্যোমাক্রনেশ
মুনিসংস্কৃত বিশ্বমূর্ত্তে। আর্তশ্চ শোকহর কিঙ্কর-
পালকশ্চ ত্বং মে প্রসীদ ভগবৎশরণাগতশ্চ ॥ ৮৪ ॥
কুহাঙ্কলিং শিরসি পঙ্কজকুণ্ডলাভং যৎসংস্কৃতঋমিহ
দেব ময়াদ্য ভক্ত্যা। তেন প্রতো ভব মমোপরি

সৌম্যমূর্ত্তিধর্ম্মে মতিং কুরু সদা ত্রিমূর্ত্তিতাং চ ॥ ৮৫ ॥
নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুবে জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশ-
হেতবে। ত্রয়োময় ত্রিগুণাধারিণে বিরঞ্চিতারায়ণ-
শঙ্করাঙ্কনে ॥ ৮৬ ॥ সূর্য্য উবাচ। তুষ্টোহহমধুন পার্থ
স্তোত্রোণেনে নু ব্রত। বরং দাস্তামি যত্নেন যন্তে
মনসি বর্ত্ততে ॥ ৮৭ ॥ মদর্শনং হি বিকলং ন
কদাচিৎ প্রজায়তে। শূরাণাং চ বিশেষেণ হৃদেয়ং
নাস্তি যত্নতঃ ॥ ৮৮ ॥ অর্জুন উবাচ। এষ
এব বরো ময়ং বরাণামুত্তমোত্তমঃ। অত্র
সম্বিহিতো দেব সর্বকালং ভব প্রভো ॥
৮৯ ॥ যে চ ত্বাং মানবা ভক্ত্যা স্তোষ্য
প্রণতাঃ সদা। তেষাং ধনং চ ধাতুং চ পুত্র-
দারাদিকং বসু ॥ ৯০ ॥ মনসশ্চৈষিতং সর্বং
দাতব্যং হি বরো মম। সনৎকুমার উবাচ।
আদিত্যোহস্মৈ বরং দদ্বা হ্যবাচ বচনং শুভম্ ॥
৯১ ॥ যত্নংকৃতেন। স্তোত্রোণ মাং স্তোত্বা তি
নরোত্তমঃ। শ্রিয়া ন বিচ্যুতিস্তশ্চ ভবেদেধ বরো
মম ॥ ৯২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে অর্জুনস্ততিবর্ণনং নাম

ষাট্ৰিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

তোমার গুণশ্রুতি করিতে সমর্থ হন না। হে
দেব! তুমি বিষ্ণু, তুমি শশাঙ্ক, তুমি অসুরমথন
এবং তুমি বগুধ্ব, ধনেশ, কাল, ধাতা, ক্রিতিধর,
মলয়াশ্রয়, হতাশ, বিজগণের ওঙ্কার, জলনিধি,
শর, ক্রতু, সূর্য্য, পয়োদ, ব্রত, যম, নিয়ম ও সর্ব-
জগৎ। তুমি অনিন্দ্য, গোপতি, ত্রিপুরমথন, মন্থদ-
াহকর, ও অসুরদর্পহা, তুমি আমাকে পালন
কর; তুমি ত্রিদশাধিপ, কমল-বরানন, দেবগুরু ও
ভগবান, ত্রিভুবনে তোমার তুল্যগুণ কে আছে?
হে আদিত্য, ভাস্কর, দিবাকর, সপ্তসপ্তি, মার্ত্তণ্ড,
সূর্য্য, হরিদ্রপতি, ভাস্কু, অশ্রাস্তবাহন, গভাস্তিমালী
ও লোকনাথ! আমি তোমার শরণ লইতেছি।
হে প্রাগ্দিগ-বধূবাতলক, ভাস্কর কর্ণপূর, মন্দা-
কিনীদায়িত-নাথ, জগৎপ্রদীপ, হেমাভিতাপন, নভ-
স্তলের মনোহর রত্ন এবং সঙ্ঘ্যাক্রনা-বদন
রাগ! তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। হে ব্রহ্ম,
সত্য, শুভ, মঙ্গল, লোকনাথ, ব্যোমাক্রনার ঐশ,
মুনিসংস্কৃত, বিশ্বমূর্ত্তে, আর্তশোকহর, ও কিঙ্কর-
পালক। শরণাগতের প্রতি প্রসন্ন হও। হে দেব!
যে হেতু আমি অদ্য মস্তকে পঙ্কজ-কুণ্ডলাভ অঞ্জলি
বন্ধনপূর্ব্বক আপনার স্তব করিয়াছি, হে দেব!

আমার এই স্তবের ফলে আপনি সৌম্যমূর্ত্তি
হউন এবং আমার উজ্জ্বিতা শ্রী ও ধর্ম্মে মতি
করুন। হে সবিতঃ, জগদেকবক্ষু, জগতের প্রসূতি-
স্থিতিনাশহেতু, ত্রয়োময়, ত্রিগুণাধারী, ও বিরঞ্চিত-
নারায়ণ-শঙ্করাঙ্কন! তোমাকে নমস্কার। সূর্য্য
বলিলেন,—সুব্রত পার্থ! আমি তোমার স্তবে
তুষ্ট হইয়াছি; আমি তোমাকে বর প্রদান করিব—
যাহা তোমার মন—প্রার্থনা কর। আমার দর্শন
কদাচ বিকল হয় না। বিশেষতঃ শূরদিগকে আমার
অদেয় কিছুই নাই। অর্জুন বলিলেন,—এই বরই
আমার বর সকলের মধ্যে উত্তম বলিয়া মনে হয়
যে, আপান সর্বকাল এই স্থানে এই ভাবে অবস্থান
করুন। যে মানব তোমাকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব
করিবে, তাহার ধন, ধাতু, পুত্র-দারাদি, বসু এবং
তাহার মনের যাবতীয় ঐপিপিত—এই সমস্তই
আমি তাহাকে প্রদান করি। সনৎকুমার বলিলেন,
—আদিত্য অর্জুনকে বর প্রদান করিয়া এই শুভ
বাক্য বলিলেন,—যে নরোত্তম তোমার কৃত স্তোত্র
দ্বারা আমার স্তব করিবে, তাহার কদাচ ত্রীর সহিত
বিচ্যুতি হইবে না, ইহাই আমার বর ॥ ১৩.৯২ ॥

ষাট্ৰিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । নারায়ণোহপি সংস্থাপ্য
শব্দং দধৌ প্রযততঃ । তুষ্ঠাব প্রযতো ভূহা
স্তোত্রোণেনৈন ভাস্করম্ । ১ । ত্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
আদিত্যঃ ভাস্করঃ ভাস্কঃ রবিঃ সূর্য্যঃ দিবাকরম্ ।
দিবাকরঃ দিবানাথঃ তপনঃ তপতাং বরম্ । ২ ।
বরেণ্যঃ বরদঃ বিষ্ণুমনঘঃ বাসবান্ধুজম্ । বলবীৰ্য্যঃ
সহস্রাংগঃ সহস্রকিরণহ্যতিম্ । ৩ । ময়ুখমালিনঃ
বিশ্বঃ মার্কণ্ডঃ চণ্ডরোচিসম্ । সদাগতিঃ সুভান্ধবঃ
সপ্তসপ্তিঃ সুখোদয়ম্ । ৪ । দেবদেবমহিবীৰ্য্যঃ
ধামাঃ নিধিমহুত্তমম্ । তপোব্রহ্মময়ালোকঃ লোক-
পালমপান্ধতিম্ । ৫ । জগৎপ্রবোধজনকঃ
জগদ্বীজঃ জগৎপ্রভুম্ । অর্কঃ নিঃশ্রেয়সপরঃ
কারণঃ শ্রেয়সাঃ পরম্ । ৬ । ইনঃ প্রভাবিণঃ
পুণ্যঃ পতঙ্গঃ পতগেশ্বরম্ । দাতারঃ বাহিতার্থানাং
দৃষ্টাদৃষ্টকলপ্রদম্ । ৭ । গৃহঃ গৃহকরঃ হংসঃ
হরিদম্বঃ হতাশনম্ । মঙ্গল্যঃ মঙ্গলঃ মেধ্যঃ
ক্রবঃ ধর্ম্মপ্রবোধনম্ । ৮ । ভবসম্ভাবিতঃ ভাবঃ
ভূতভব্যভবান্ধকম্ । তুর্গমঃ তুর্গতিহরঃ হরনেত্রঃ
ত্রয়োময়ম্ । ৯ । ত্রৈলোক্যতিলকঃ তীর্থঃ তরুণিঃ
সর্বতোমুখম্ । তেজোরশিঃ সুনীলানঃ বিশেষঃ

ত্রয়স্বিংশ অধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার বলিলেন,—নারায়ণও সূর্য্যদেবকে
স্থাপিত করিয়া যত্ন সহকারে শব্দনাদ করিলেন
এবং প্রযত হইয়া এইরূপে তাঁহার স্তব করিতে
লাগিলেন,—যিনি আদিত্য, ভাস্কর, ভাস্ক, রবি, সূর্য্য,
দিবাকর, দিবানাথ, তপন, তাপদাতৃশ্রেষ্ঠ, বরেণ্য,
বরদ, বিষ্ণু, অনঘ, বাসবান্ধুজ, বলবীৰ্য্য, সহস্রাংগ,
সহস্রকিরণহ্যতি, ময়ুখমালী, বিশ্ব, মার্কণ্ড, চণ্ডরোচিঃ,
সদাগতি, সুভান্ধব, সপ্তসপ্তি, সুখোদয়, দেবদেব,
অভিব্রু, ধামনিধি, তপোব্রহ্মময়ালোক, লোকপাল,
অপাংপতি, জগৎপ্রবোধজনক, জগদ্বীজ, জগৎ-
প্রভু, অর্ক, নিঃশ্রেয়সপর, কারণ, শ্রেয়ঃপর, ইন,
প্রভাবী, পুণ্য, পতঙ্গ, পতগেশ্বর, বাহিতার্থদাতা,
দৃষ্টাদৃষ্টকলপ্রদ, গৃহ, গৃহকর, হংস, হরিদম্ব,
হতাশন, মঙ্গল্য, মঙ্গল, মেধ্য, ক্রব, ধর্ম্মপ্রবোধন,
ভবসম্ভাবিত, ভাব, ভূত, ভব্য, ভবান্ধক, তুর্গম,
তুর্গতিহর, হরনেত্র, ত্রয়োময়, ত্রৈলোক্যতিলক,
তীর্থ, তরুণি, সর্বতোমুখ, তেজোরশি, সুনীলান,

ধাম সান্ধতম্ । ১০ । কল্পঃ কল্পানলঃ কালঃ
কালবক্রঃ ক্রতুপ্রিয়ম্ । ভূষণঃ মকতঃ সূর্য্যঃ
মণিরত্নঃ সুনোচনম্ । ১১ । তুষ্ঠারঃ বিষ্টারঃ বিশ্বঃ
সদসৎকর্ম্মসাক্ষিকম্ । সবিতারঃ সহস্রাকঃ প্রজা-
পালমধোকজম্ । ১২ । ব্রাহ্মণঃ বাসরারস্তে
রক্তবর্ণঃ মহাহ্যতিম্ । শুক্রঃ মধ্যঃ দিনে ক্রডঃ
শ্রামঃ বিষ্ণুঃ দিনকয়ে । ১৩ । নারায়ণশতঃ
দিব্যঃ বিষ্ণুনা সমুদাহৃতম্ । য ইদং প্রযতো
ভূহা পঠেত্তুস্তা সমাহিতঃ । ১৪ । ন তস্ম
বিপদঃ কাপি সর্বত্রাপি শুভা গতিঃ । ধনধান্ত-
সুখাবাপ্তিঃ পুত্রনাভ্যশ্চ জায়তে । ১৫ । তেজঃ
প্রজ্ঞাঃ পরঃ লাভঃ জ্ঞানঃ চ লভতে গতিম্ ।
এতৎ শুভা জগন্নাথো জগামাদর্শনং ততঃ । ১৬ ।
কেশবাক্ষমুখঃ দৃষ্টো পদ্মরাগসমপ্রভম্ । বিমুক্তঃ
সর্বপাপেভ্যঃ সূর্য্যালোকে মহীয়তে । ১৭ ।
কেশবাক্ষসমীপে তু রেণুতীর্থং প্রচক্ষতে । তদৃষ্টো
সর্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ । ১৮ ।

ইতি ত্রীকান্দে কেশবাদিত্যমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ নাম
ত্রয়স্বিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৩ ।

বিশেষ, ধাম, সান্ধত, কল্প, কল্পানল, কাল,
কালবক্র, ক্রতুপ্রিয়, ভূষণ, মকত, সূর্য্য, মণিরত্ন,
সুনোচন, তুষ্ঠা, বিষ্টার, বিশ্ব, সদসৎ-কর্ম্মসাক্ষী,
সবিতা, সহস্রাক, প্রজাপাল, ও অধোকজ;
তাঁহাকে আমি বন্দনা করি। হে দেব!
আপনি বাসরারস্তে—ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ ও মহাহ্যতি।
মধ্যাহ্নে—শুক্র। দিনকয়ে—ক্রড, শ্রাম ও বিষ্ণু।
এই অষ্টাধিক শতনাম ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক
উদাহৃত হইয়াছে। যে ব্যক্তি প্রযত ও সমাহিত-
ভাবে ভক্তিসহকারে ইহা পাঠ করে, তাহার
কোথাও বিপদ হয় না; পরন্তু শুভাগতি, ধন-
ধান্ত-সুখ, পুত্র, তেজ, প্রজ্ঞা, ও জ্ঞান, লাভ
হইয়া থাকে। জগন্নাথ এই প্রকার স্তব করিয়া
অন্তর্হিত হইলেন। পদ্মরাগ-সমপ্রভ কেশবাক্ষের
মুখ নিরীক্ষণ করিলে, সর্বপাপমুক্ত হইয়া সূর্য্য-
লোকে পূজিত হওয়া যায়। কেশবাক্ষের সমীপে
রেণুতীর্থ আছে। তাহা দর্শন করিলে সর্বপাপ হইতে
মুক্ত হওয়া যায়; ইহাতে কোন সংশয় নাই। ১১—১৮।

ত্রয়স্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩

চতুঃত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । তীর্থমন্ত্রদ্বয়া বাক্যে শক্তি-
ভেদমিতি শ্রুতম্ । স্বন্দস্ত ৫ জটীভদ্রঃ চক্রে যত্র
পুরা শিবঃ ১ । তারকং ৫ তথা দৈত্যঃ হস্তা যত্র
সুরধিবম্ । শক্তিঃ স্বন্দঃ স্বয়ং ক্রুদ্ভো নিশ্চিন্কেপ
মহীতলে ২ । ব্যাস উবাচ । ভগবন ক্রুহি যত্নেন
সংশয়ো মে মহায়ুনে । কথং স্বন্দঃ সমুৎপন্ন এতদি-
চ্ছামি বেদিতুম্ ৩ । সনৎকুমার উবাচ । পুরা
দেবাসুরে যুদ্ধে নির্জিতা দানবৈঃ সুরাঃ । দিবং
ত্যাগ্য দিশো যাতাঃ শক্রাদ্যা ভয়বিহ্বলাঃ ৪ ।
তত্র তু দেবরাজেন তপসোগ্রেন বৈ যুনে । আরা-
ধিতো মহাদেবস্ত্র্যধকস্তুপুরাস্তকঃ ৫ । ততস্তষ্টো
মহাদেবঃ শক্রস্তাভিমুখঃ স্থিতঃ । উবাচ বচনং নঃ
বরমিষ্টং দদামি তে ৬ । শক্র উবাচ । যদি তুষ্টো-
হসি ভগবন কাকুগায়ম শঙ্কর । মহাসেনাপতিং
দেব প্রযচ্ছ পরমেশ্বর ৭ । হর উবাচ । উৎপাদ-
য়ামি দেবেন্দ্র স্ববীৰ্য্যাদুর্জিতং শ্রুতম্ । সেনাত্মাং ৮

চতুঃত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—অতঃপর শক্তিভেদ
নামক এক তীর্থের বিবরণ বলিতেছি—যেখানে
ভগবান্ শিব পুঙ্খ স্বন্দের জটীভদ্র করিয়াছিলেন ।
—যেখানে স্বন্দ সুরধিই তারকাসুরের নিধন
সাধনপূর্বক স্বয়ং ক্রুদ্ধ হইয়া মহীতলে শক্তিপ্রক্ষেপ
করেন । ব্যাস বলিলেন,—হে মহায়ুনে ! আপনি
ইহা যত্নপূর্বক বলুন, এ বিষয়ে আমার সংশয়
আছে ; কিরূপে স্বন্দ উৎপন্ন হইলেন,—ইহা
আমি জানিতে ইচ্ছা করি । সনৎকুমার
বলিলেন,—পূর্বে দেবাসুরযুদ্ধে দানব কর্তৃক
নির্জিত হইয়া শক্রাদি দেবতাগণ ভয়-বিহ্বল হইয়া
স্বর্গপরিভ্রাণপূর্বক দিগ্দিগন্তে গমন করেন ।
শক্র শক্তিভেদ তীর্থে গমন করিয়া উগ্র তপস্বী
অবলম্বনে ত্রিপুরাস্তক মহাদেব ত্র্যম্বকের আরাধনা
করেন । তাঁহার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া দেবদেব
শক্তের অভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া মৃগমধুর বাক্যে
বলিলেন যে, তোমাকে আমি বর প্রদান করি-
তেছি । শক্র বলিলেন,—হে ভগবন্ শঙ্কর ! আপনি
যদি ককণার্জ হইয়া আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন,
তাহা হইলে হে দেব, পরমেশ্বর ! আপনি আমা-
দিগকে মহাসেনাপতি প্রদান করুন । হর বলি-
লেন,—হে দেবেন্দ্র ! আমি স্ববীৰ্য্যো সুরগণের

মহাসেনঃ সুরাণাং ভয়হারকম্ ৮ । সনৎকুমার
উবাচ । ইত্যাক্রান্তর্দধে দেবঃ সর্বভূতপতিঃ ।
শ্রুতচিন্তাপরো দেবো জগাম ৫ হিমালয়ম্ ১০ । দেব-
দাকবনে তস্মৈ জ্ঞানধ্যানপরোহভবৎ । ব্রহ্মাদয়ো-
হপি যং দেবং যোগিনো ধ্যানচিন্তকাঃ ১০ । ধ্যানস্তি
নিয়তাত্মানঃ প্রাণায়ামপর্য যুনে । লিঙ্গমূর্ত্তিচ যো
নিত্যং পূজ্যতে সর্বজজ্ঞাতঃ ১১ । স ধ্যানস্তি
কিমর্থং তন্ন বিদ্যাঃ পরমার্থিনঃ । এবং ধ্যানপরে
দেবে দেবী হিমবতো গৃহে ১২ । মধ্যে বয়সি
বর্ত্তন্তী যাসীদাক্ষায়নী সতী । পিতৃগৃহে নিকো
দেহো যয়া যোগাধিসর্জিতঃ ১৩ । নিমন্ত্রিতো
ন মে ভর্ত্তা ইতি কোপং চকার য়া । তাং দেবীং
হিমবান পূর্বং শ্রদ্ধা দেবর্ষিনারদাৎ ১৪ । ভবভার্যা
ভবিত্রীতি নাম্নঃ বরমচিন্তয়ৎ । তপস্বতি চ ক্রজায়
সা সখীভ্যাং সমধিতা ১৫ । কথং হি শঙ্করো
দেবো মম ভর্ত্তা ভবিষ্যতি । যাবদেবং গতো
দেবো দেবী হিমবতঃ শ্রুতা ১৬ । ততঃ সমাগতা

ভয়হারক সেনানীরও সেনানী এক উর্জিত শ্রুত
উৎপাদন করিব । ১—৮ । সনৎকুমার বলিলেন,—
দেব সর্বভূতপতি হর এই কথা বলিয়া অস্তহিত
হইলেন । দেব ত্রিলোচন চিন্তাবিত্ত হইয়া হিমালয়ে
গমন করিলেন । সেখানে গিয়া তিনি দেবদাকবনে
ধ্যান-পরায়ণ হইয়া বাস করিতে লাগিলেন । তদ্ব-
চিন্তকগণ নিয়তাত্মা প্রাণায়াম-পরায়ণ যোগিগণ
ঐ দেবকে নিয়ত ধ্যান করিয়া থাকেন । ঐ লিঙ্গ-
মূর্ত্তি দেবদেব সর্বদা সর্বজজ্ঞ কর্তৃক পূজিত হইয়া
থাকেন । কিন্তু তিনি কি নিমিত্ত কাহার ধ্যান
করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না !
দেব ঐ স্থানে ধ্যান-পরায়ণ হইলে এদিকে দেবী
দাক্ষায়নী সতী মধ্য বয়সে পদার্পণ করিয়া হিমালয়ের
গৃহে বর্ত্তমানা । যিনি পিতৃগৃহে যোগাবলম্বনে স্বীয়
দেহ পারিত্যাগ করিয়াছিলেন । “আমার ভর্ত্তাকে
পিতা নিমন্ত্রণ করিলেন না” এই অভিমানে যিনি
কোপাবিত্ত হইয়াছিলেন । হিমবান পূর্ব হইতেই
দেবর্ষি নারদের মুখে “ইনি ভব-ভার্যা হইবেন”
ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার বিবাহের জন্ত আর
অন্ত বর অবেষণ করেন নাই । এদিকে দেবী
সখীগণ-সমধিতা হইয়া ক্রুদ্ধের জন্ত তপস্বী করিতে
লাগিলেন । তিনি ভাবিলেন,—কি প্রকারে দেব
শঙ্কর আমার ভর্ত্তা হইবেন । দেব হরও যেমন
হিমালয়ে তপস্বী গমন করেন, দেবীও তেমনি

দেবাঃ কৃত্বাগ্নে বলস্বদনম্ । জগদ্রক্ষসদঃ পুণঃ
জষ্টঃ ব্রহ্মাণমব্যয়ম্ । ১৭ । তে সুরাস্ত্যন্ততিঃ কৃত্বা
বাক্যমেতৎ সর্মেরয়ন্ । শরণং ভব দেবানাং
দানবৈর্কিঞ্জিতাশ্বনাম্ । ১৮ । ততোহর্বোচৎ সুরান্
ব্রহ্মা জ্ঞাতং কার্য্যং সমাহিতম্ । নৈতচ্ছঙ্কোর্কিনা
বীৰ্য্যং কায়সিদ্ধির্ভবিষ্যতি । ১৯ । তথা যতধ্বং
দেবেশঃ যথা বাহতি পার্শ্বতীম্ । ইত্যাকান্তর্দধে
ব্রহ্মা স্বপ্নে লক্শং ধনং যথা । ২০ । ততো মেকং
সমাগত্য পুনর্দ্বয়ং প্রচকিরে । তেষামাহেদৃশং
শক্রশ্রুতঃ শত্রুঃ পুরা যম । ২১ । প্রতিপন্নং চ
দেবেন স্বাক্ষাৎ সেনাপতিং প্রতি । তস্মাদেবং গতে
কার্য্যে কারণং মকরধ্বজঃ । ২২ । ইতি সন্ধিস্ত্য
দেবেশঃ কামমাহুয় সত্বরম্ । উবাচ বচনং হৃদাং
দেবানামমুকম্পয়া । ২৩ । যথা দেবো ভজেদেবীঃ তথা
কাম বিধীয়তাম্ । কারণং মহাদেতদে দেবানাং
সমুপস্থিতম্ । ২৪ । কামো ষাক্যঃ হরেঃ কৃত্বা
প্রহস্তেদমুবাচ হ । করিষ্যে সর্মমেবং হি সখা মে

চেতবেয়ধুঃ । ২৫ । তস্মিন্ কণেতৎ শক্রেণ কাম-
বাক্যাননন্তরম্ । সমাদিষ্টৌ মধুঃ কিঞ্চ কামস্তাহু-
চরৌ ভব । ২৬ । লব্ধা কামো মধুঃ মিত্রং প্রতপ্তে
ভার্য্যা সহ । কৃত্বা সজ্জং ধর্ম্মকোপং পৌশ্পং পাণৌ
সমাহিতঃ । ২৭ । যত্র দেবাধিদেবেশো দেবদাকু-
বনে স্থিতঃ । নন্দীশ্বরঃ প্রতীহারঃ কৃত্বা নোহবতি-
তিষ্ঠতি । ২৮ । চূতবৃক্ষাশ্রিতঃ কামো যাবদাণং
সুমোহনম্ । সন্দধ্যাত্যস্তরে চাস্মিন্ দেবৌ প্রাপ
ভবাম্মম । ২৯ । ত্যক্তধ্যানব্রতো দেবৌ হৃষ্ট-
শাহ্লাদচেতনঃ । ততো বিলোকয়ামাস দিশঃ সর্গাঃ
প্রযত্নতঃ । ৩০ । চূতবৃক্ষাশ্রিতঃ কামমপশ্চচ্চ ক্রমা-
দিতঃ । তস্মাকৃতকৃত্তীয়াশ্চ বহির্জালাবতা ততঃ ।
৩১ । দেবোহপ্যন্তর্দধে তস্মাৎ স্থানাদাত্ত গণৈঃ
সহ । পার্শ্বতী বিম্বিতা সাধবী লজ্জিতা কুণ্ঠিতা-
ভবৎ । ৩২ । হিমবাস্তাঃ সমুখাপ্য নিনায়াত্ত নিজঃ
গৃহম্ । গতে দেবে চ দেব্যাঞ্চ কামপত্নী সূদুঃ-

তপস্কার্থ গমন করেন । অনন্তর দেবগণ বলস্বদনকে
অগ্নে করিয়া অব্যয় ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার
জন্তু পুণ্য ব্রহ্মসভায় উপস্থিত হইলেন । সুরগণ
তথায় উপস্থিত হইয়া ভূতিপূর্বক তাঁহাকে এই
কথা বলিলেন,—হে দেব ব্রহ্মন ! আপনি দানব-
নির্জিত দেবগণের সহায় হউন । দেবগণের বাক্য
শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি তোমাদের
কার্য্য জ্ঞাত হইয়াছি । শত্রুর বীৰ্য্য বাতিরেকে
এ কার্য্য তোমাদের সিদ্ধ হইবার নহে ।
তোমরা দেবদেবের প্রতি সেইরূপ যত্ন কর,
যাহাতে তিনি পার্শ্বতীকে বাহ্য করেন । এই কথা
বলিয়া দেব ব্রহ্মা স্বপ্নলক্শ ধনের স্তায়, অন্তর্হিত
হইলেন । অনন্তর দেবগণ পুনরায় মেকশৈলে
গমন করিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । শক্র
বলিলেন,—পূর্বে আমার প্রতি শক্রর তুষ্ট হইয়া
এইরূপ বর দিয়াছিলেন যে, তিনি স্বীয় অঙ্গ হইতে
সেনাপতি সৃজন করিবেন । অতএব এ কার্য্যে
মকরধ্বজকে আবশ্যক হইতেছে । এইরূপ চিন্তা
করিয়া দেবেশ সত্বর কামকে স্মরণ করিলেন এবং
তাঁহাকে মনোহর বাক্যে বলিলেন,—হে কাম !
যাহাতে দেবদেব দেবীকে ভজনা করেন, তুমি
সেইরূপ চেষ্টা কর । এই কার্য্যে দেবগণের
মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তাঁহাদের অস্ফীমৎ কার্য্য
উপস্থিত হইয়াছে । কাম ইন্দের এইরূপ বাক্য

শ্রবণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—আমি সমস্তই
করিতে পারি, যদি আমার সখা মধু বিদ্যমান
থাকেন । কামের কথা শুনিয়া শক্র তৎক্ষণাৎ
স্বয়বাক্যের অনন্তরই মধুকে আদেশ করিলেন
যে, তুমি শীঘ্র কামের অমুচর হও । কাম তখন
সমাহিতভাবে জ্যা-যুক্ত পুষ্পময় মোহন ধর্ম্মকোপ-
হস্তে মধুকে সগা লাভ করিয়া ভার্য্যা রতির সহিত
প্রস্থান করিলেন । এদিকে দেবদেব তখন দেব-
দাকুবনে তপস্যায় নিমগ্ন রহিয়াছেন । নন্দীশ্বর
প্রতীহার-কার্য্য করিতেছেন । এ হেন সময়ে
কামদেব চূতবৃক্ষাশ্রিত হইয়া যেমন সুমোহন বাণ
মহাদেবের অন্তরে সন্ধান করিলেন, অমনি তখন
দেবৌ পার্শ্বতী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হই-
লেন । দেবেশ তখন ধ্যানব্রত পরিত্যাগ করিয়া
সর্ম্মান্তঃকরণে দিক্‌সকল নিরীক্ষণ করিতে লাগি-
লেন । তিনি দেখিলেন,—কাম চূতবৃক্ষ আশ্রয়
করিয়াছে । তাহা দেখিয়া কোণে অস্থির হইয়া
তিনি তৃতীয় অক্ষি-সমুদ্ভব বহির্জালায় কামকে
ভ্রম করিয়া ফেলিলেন ; এবং তৎক্ষণাৎ তিনি
গণসমভিব্যাহারে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিলেন ।
তাহা দেখিয়া দেবী বিম্বিতা, লজ্জিতা ও অত্যন্ত
কুণ্ঠিতা হইলেন । হিমবান্ তখন তাঁহাকে উখা-
পিত করিয়া সত্বর গৃহে আনয়ন করিলেন । দেব
ও দেবী তথা হইতে প্রস্থান করিলে কামপত্নী

খিতা । ৩৩ । ভৃগুভূতঃ পতিং দৃষ্ট্বা বিলাপ
 স্নহঃখিতা । দৃষ্ট্বা রতিং স্নহঃখিতা বাণবর্চাশরী-
 রিণী । ৩৪ । আশ্বিনীকৃত্যঃ কৃপয়া সখীমিব স্নহঃ-
 খিতা । মা রোদীষ্যঃ শুভাপাঙ্গি তব ভর্তা করি-
 য়তি । ৩৫ । সর্গকাৰ্য্যাদ্যানকোহপি মিত্রকাৰ্য্যঃ
 বিধানতঃ । যদা চায়ং মহাদেবঃ পরিণেয্যতি পার্শ্ব-
 তীৰ্ণ । ৩৬ । ততঃ শস্তোরহুধ্যানানুশাস্তি ন
 সংশয়ঃ । স্বাপরাস্ত্রে যদা কৃকো দ্বারকায়াঃ নিবৎ-
 স্ততি । ৩৭ । তৎপুত্রো ভবিষ্য দেবী প্রহায়ে নাম
 তে পতিঃ । ইত্যুক্তা সাজহাচ্ছোকমাকাশাজাতয়া
 গিরা । ৩৮ । অচিন্তয়ন্তদা দেবী উমাপি হিমবদ্-
 গৃহে । কামস্ত দহনং তেজঃ শস্তোরহুদন্তুমম ।
 ৩৯ । কথং ভর্তা ভবেদেবঃ কামস্তোথাপনং কথম্ ।
 নৈত্তস্তপো বিনা কাৰ্য্যং কচিৎ কস্তাপি সিধ্যতি ॥ ৪০ ॥
 এবং সন্ধিস্থিরিহাথ সখীভিঃ সহিতা কৃতঃ । তপ-
 স্চকার স্নহৎ পিতৃদেবশাচ্ছূভরতা । ৪১ । বর্ষাশ-
 ভাবকাশহা হেমন্তে জলশায়িনী । গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি
 তপ্তাকী তপস্ব্যাগ্রে সমাহিতা । ৪২ । তাং দৃষ্ট্বা

তখন অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া ভৃগুভূত পতিকে
 দর্শন করত বিলাপ করিতে লাগিল । রতি এই-
 রূপ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলে তখন এক
 অশরীরিণী বাক্ সখীর ত্রায় রহিকে আশ্বাসিত
 করিয়া বলিতে লাগিল,—অগ্নি শুভাপাঙ্গি । রোদন
 করিও না ; যখন এই মহাদেব পার্শ্বতীকে পরিণয়
 করিবেন ; তখন তোমার ভর্তা অনঙ্গ হইলেও
 মিত্রগণের নিদেশানুসারে সকল কাৰ্য্যই করিবে ।
 তখন তোমার পতি শম্ভুর অরুধ্যান বশত উত্থান
 করিবে ; ইহাতে কোন সংশয় নাই । স্বাপরাস্ত্রে
 যখন কৃক দ্বারকাতে বাস করিবেন, তখন তোমার
 পতি পুনরায় দেবী হইয়া প্রহায়ে নামে জন্ম গ্রহণ
 করিবে । রতি তখন আকাশবাণী শুনিয়া শোক
 পরিত্যাগ করিলেন । এতদন সময়ে উমা
 হিমালয়ের গৃহে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, শম্ভুর
 কামদহনতেজঃ অতি চমৎকার । দেবদেব কিরূপে
 আমার ভর্তা হইবেন এবং কামেরই বা পুনরুত্থান
 হয় কি প্রকারে ? এ কাৰ্য্য কদাচ কাহারও বিনা
 তপস্যায় সিদ্ধ হয় না । তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া
 পিতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সখী সমভিব্যাহারে
 স্নহৎ তপস্তা করিতে আরম্ভ করিলেন ।
 তিনি বর্ষাকালে আচ্ছাদনরহিত স্থানে থাকিয়া—

তপসোপেতাঃ ব্রহ্মচারিবয়া হরঃ । আজগামাশ্রমং
 দেব্যাঃ কৃতান্তিধ্যোহব্রবীদিদম্ । ৪৩ । কৃশমধ্যে
 কৃশাপাঙ্গি কিমর্থং নবযৌবনে । তপঃ করোষি
 কল্যাণি কস্তার্থে কারণং বদ । ৪৪ । উবাচ
 চোত্তরং সা বৈ সত্যং চ মধুরং তথা । বটৌ
 তপঃসমারম্ভঃ ক্রিয়তে শঙ্করাগুয়ে । ৪৫ । বিচার্য্য
 চ হরঃ ব্রহ্মানন্দয়ৎ কাৰ্য্যমাত্মনঃ । উমাত্তি-
 পরীক্ষার্থং শিবং বাচা নিনিদ্ বৈ । ৪৬ ।
 তস্ত তদ্বচনং ব্রহ্মা ন সেহে সা গিরেঃ সূতা ।
 গন্তকাম্যামুমাং যদা তদ্বাৎ স্থানান্নহেবরঃ । স্ব-
 বপুর্দর্শয়ামাস ত্রিনেত্রঃ শূলপাণিনম্ । ৪৭ । লজ্জিতা-
 ভূতবানীশং দৃষ্ট্বা তদ্বাবধৌমুখী । বিজয়াধাহ
 যোগীন্দ্রং প্রার্থ্য চাভিজনে দ্বিয়ম্ । পার্শ্বতীহরণার্থায়
 যত্নং চ প্রকরোম্যহম্ । ৪৮ । ইত্যুক্তাস্তদধে
 দেবো দেব্যাগাচ্চ পিতৃগৃহম্ । দেবীলাভায়
 সপ্তবীন সম্মার স্মরণাননঃ । ৪৯ । প্রণেমুস্তেহপাথা-

হেমন্তে জলশায়িনী হইয়া—গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি-তপ্তাকী
 হইয়া উগ্র তপস্যায় মনঃসমাধান করিলেন । ২ - ৪২।
 ঐ সময় ভগবান্ হর তপচারিণী পার্শ্বতীকে দেখি-
 বার জন্ত ব্রহ্মচারিবশে তাঁহার আশ্রমে আসিয়া
 উপস্থিত হইলেন এবং দেবীকর্তৃক কৃতান্তিধ্যা হইয়া
 এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন,—অগ্নি কৃশমধ্যে,
 কৃশাপাঙ্গি, কল্যাণি ! তুমি এই নবযৌবনকালে কি
 নিমিত্ত তপস্তা করিতেছ ; তাহা বল ? পৃষ্ট হইয়া
 দেবী সত্য ও মধুর বাক্যে বলিলেন,—হে বটৌ !
 আমি শঙ্করকে প্রাপ্ত হইবার জন্ত তপস্তা করি-
 তেছি । দেবদেব হর তাহা শুনিয়া মনে মনে
 বিচার করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন । তিনি
 উমার ভক্তিপরীক্ষা করিবার জন্ত শিবনিন্দা
 করিতে লাগিলেন ; গিরিসুতার তাহা সহ্য হইল
 না । তিনি স্থান পরিত্যাগ করিয়া গমনোদ্যত
 হইলেন । তাহা দেখিয়া ভগবান্ শম্ভু তখন
 তাঁহাকে স্বীয় শূলধারী ত্রিনেত্র মূর্তি দর্শন করাই-
 লেন । দেবী তখন উমাপতি-মূর্তি অবলোকন করিয়া
 লজ্জায় অধৌমুখী হইয়া থাকিলেন । অনন্তর বিজয়া
 যোগিরাজকে বলিলেন,—ইহায় বান্ধব-সমীপে
 আপনি ইহাকে প্রার্থনা করুন । “আমি পার্শ্বতী-
 হরণের নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছি” এই কথা বলিয়া
 দেব অস্তর্হিত হইলেন । দেবীও পিতৃগৃহে গমন

গম্য সংস্রুতাঃ পরমেশ্বরম্ । উচুশ্চ প্রাঞ্জলিপূটে
কুর্শ্ব কিং শাধি নো ভূশম্ । ৫০ । ততোহব্রবীন্মুনী-
নীশঃ সমস্তাংস্ত গিরেগৃহম্ । গতা তথা কুরুধ্বং
মে পার্বতী স্তাদ্যথা প্রিয়া । ৫১ । তথৈতি তে
প্রতিজ্ঞায় সঙ্কেতং শম্বুনা সমম্ । কুত্বা জগ্মু সপত্নীক।
গিরীশ্চ নিবেশনম্ । ৫২ । দত্তার্য্য। ভূধরেন্দ্রেন
কৃতাসনপরিগ্রহাঃ । উচুরদ্রিমুমাং যচ্ছ শঙ্করা-
য়ার্থিনে প্রিয়াম্ । ৫৩ । দত্তেতু্যক্তা গিরীশ্চেন
নিক্রপোদাহ-বাসরম্ । লঙ্কারজ্ঞাঃ সমায়াতা যজ্ঞান্তে
স মহেশ্বরঃ । ৫৪ । উচুস্তে শঙ্করং সর্কে
দত্তা হিমবতা শিবা । কৃতকার্য্যাস্ত সর্কেহপি বর-
জুস্তে যথাগতম্ । ৫৫ । চক্রুর্বিবাহসামগ্রীং ব্রহ্মে-
ন্দ্রাদিশুরাস্তদা । বৃষাসনো জগামাধ নন্দীশপ্রমুখৈ-
গণৈঃ । ৫৬ । শঙ্কহৃদুভিনাদৈশ্চ ব্রহ্মাদৈরমরৈঃ
সহ । প্রাপ্যাগেন্দ্রালয়ং হীশঃ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ ।

৫৭ । বিবাহেমাং বিধানেন জগাম স্থালয়ং পুনঃ ।
তত্রৈকান্তরতির্দেবো যাবন্তিষ্ঠতি কামবান্ । ৫৮ ।
তাবজ্রস্তেঃ সুরৈরগ্নিঃ প্রেযিতোহগায়ত্রেবরম্ ।
অগ্নৌ তজ্জ গতে দেবো রতিঃ কুত্বা মহেশ্বরঃ । ৫৯ ।
নিচিক্ষেপ মুখে বহুঃ সুরেতো ব্রীড়িতো ভূশম্ ।
রেতসা তেন তপ্তোহগ্নির্গজাতোয়ে নিক্ষিপবান্ ।
৬০ । হররেতোহগ্নিনোদগীর্ণং গজামধ্যে পপাত
হ । তস্মা তু স্তবটে স্তম্ভং দদম্য। ক্রদ্ররেতসা । ৬১ ।
সপ্তবীণাঞ্চ বটপদ্ম্যঃ স্তানার্বঃ জাহবীঃ যযুঃ ।
শীতার্তাস্তাঃ কৃতম্নান! দৃষ্ট্ব। তেজস্তটে ক্ষলৎ । ৬২ ।
মহাগ্নিমিতি তাঃ সর্কাস্তপস্তি স্নাত্তেচ্ছয়া । তপতী-
নাঞ্চ বৈ তাসাং তদ্বীজসম্ভবং মূনে । ৬৩ । বড়া-
ননং সমাকুটং শ্রোণিধারেণ সহরম্ । যদাস্তোক্ত-
মুৎপতিতুং শঙ্ক। নাগ্নিপুয়োগমাৎ । ৬৪ । চিত্তাং
জগ্মুস্তদা সর্ক। মুনিজ্ঞাসান্ততো ভয়াৎ । ততশ্চ
তপসো বীৰ্য্যানি কৃম্য স্তোদয়ান্তক্ । ৬৫ । বড়ুভি-

করিলেন। একদা দেব সুরশাসন দেবকে লাভ
করিবার জন্ত সপ্তবীণাকে সুরগ করিলেন। সুরগ
করিবামাত্র তাঁহারা দেবসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া
তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাজলিপুটে
বলিলেন,—বলুন,—আমরা কি করিব? তখন
ঈশ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আপনারা গিরিগৃহে
গমন করিয়া যাহাতে পার্বতী আমার প্রিয় হন,
সেইরূপ অনুষ্ঠান করুন। “তাহাই হউক” এই
বলিয়া তাঁহারা শম্বুর সহিত সঙ্কেত করিয়া সকলে
সপত্নীক গিরীশ্চ ভবনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা
গিরীশ্চ-ভবনে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে
ভক্তি সহকারে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করিলেন।
তাঁহারা আসনাদি পরিগ্রহ করিয়া অদ্রি রাজকে
বলিলেন,—প্রিয়াখী শঙ্করকে উমা সম্প্রদান করুন।
গিরীশ্চ কোন আপত্তি না করিয়া বলিলেন,—
আমি দান করিয়াই রাখিয়াছি। গিরীশ্চ এইরূপ
বলিলে তাঁহারা তখন বিবাহ-বাসর নিক্রপণ করিয়া
তাঁহারা অনুজ্ঞা লাভ করত মহেশ্বর সন্নিধানে
আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—
হিমবান্ উমা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইয়া-
ছেন। এই বলিয়া তাঁহারা যথাগত পথে
গমন করিলেন। ব্রহ্মাদি সুরগণ বিবাহ-সামগ্রীর
আয়োজন করিতে লাগিলেন। নন্দীশ-প্রমুখ
গণগণ সহ বৃষাসন গমন করিলেন। অনন্তর কৃত-
কৌতুক-মঙ্গল হর, ব্রহ্মাদি অমরগণের সহিত শঙ্ক-

হৃদুভি প্রভৃতি বিবধ বাদ্যোদ্যম সহ গিরীশ্চ-
ভবনে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি উমাকে বিবাহ
করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। আলয়ে
প্রত্যাগত হইয়া তিনি কামবান্ ও একান্তরতি-
পরায়ণ হইলেন। ৫৩—৫৮। তাহা জানিতে পারিয়া
সুরগণ অত্যন্ত অস্ত হইল। অগ্নিকে মহেশ্বরসন্নিধানে
প্রেরণ করিলেন। অগ্নিও মহেশ্বর সন্নিধানে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অগ্নি সে স্থানে উপস্থিত
হইলে দেবদেব রতি করিয়া অগ্নির মুখে সুরেতঃ
নিক্ষেপ করিলেন;—এরূপ করিয়া—তিনি অত্যন্ত
লাজিত হইলেন। অগ্নি ঐ রেতোদ্বারা অত্যন্ত
ভূষ্ট হইয়া তাহা গজাতোয়ে নিক্ষেপ করিলেন।
অগ্নি-উদগীর্ণ হররেত! গজামধ্যে পতিত হইল।
গজাদেবী রেতস্তেজে দগ্ধ হইয়া তাহা স্তবটে
স্তম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে অকল্পিত ব্যতীত
সপ্তবীণ-পত্নীগণ গজায় স্নান করিতে আসিয়াছিলেন।
তাঁহারা স্নানান্তে শীতার্ত হইয়া তটদেশে প্রক্ষলিত ঐ
তেজ দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা অগ্নি মনে করিয়া
নিকটে গিয়া তাহার তাপ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।
তখন ঐ বীৰ্য্য-সম্ভব বড়ানন তাঁহাদের শ্রোণি-
ধারে সহর সমাকুট হইলেন। তখন তাঁহারা ঐ
অগ্নির নিকট হইতে উঠিয়া যাইতে পারিলেন না।
স্বামিগণের ভয়ে ভীতা হইয়া তাঁহারা অত্যন্ত
চিন্তিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা স্বীয় স্বীয়
হৃদোবীৰ্য্যে তাহা স্বীয় স্বীয় উদর হইতে নিঃসারিত

রেক্ষমাণ্য ষেতপর্কিতমন্তকে । মধ্যে শরাণাং বৈ
কৃত্য নিক্ষিপ্তং বীৰ্য্যমুত্তমম্ ॥ ৬৬ ॥ শুক্রায়াঃ প্রতি-
পদ্যাসীদ্ধিতৌহায়াঃ সমীকৃতঃ । তৃতীয়ায়াঃ সাকারঃ
সর্বলক্ষণলক্ষিতঃ ॥ ৬৭ ॥ চতুর্থ্যাং পরিপূর্ণাঙ্গঃ যগুধো
দাদশেকণঃ । অলঙ্কৃতস্ত পঞ্চম্যাং ষষ্ঠীয়াঃ স সমু-
খিতঃ ॥ ৬৮ ॥ তেজসা ষেততাম্রেন ততাপ স
জগদ্রথম্, জাতমিখং সমাকর্ণ্য সর্বে শত্রুগুণাঃ
সুরাঃ ॥ ৬৯ ॥ সমাগত্যাস্ত সংস্কারং ব্রহ্মা চক্রে
যথাবিধি । তুষ্টেন পার্শ্বতীশেন শক্তির্দত্তা দৃঢ়া শুভা ॥
৭০ ॥ ততো গোষ্ঠ্যা ক্ষুরশ্চ বাহনে পরিকল্পিতঃ ।
ছাগশ্চৈবাগ্নিনা দত্তঃ কুকুটং সরিতাং পতিঃ ॥ ৭১ ॥
শূলেণ কৃত্তিকাভিষেচ বাধতঃ পুত্রকাম্যয়া । ততস্ত
প্রাপ্তসংস্কারো ব্রহ্মা দৈব্যরভিনন্দিতঃ ॥ ৭২ ॥ শক্তি-
হস্তোহভিষিক্তঃ দেবসেনাসমারূঢ়ঃ । বিস্তাধিপেন
সাঙ্ঘেন পাবকিঃ যগুধোহংশতঃ ॥ ৭৩ ॥ গান্ধেয়ঃ
কার্ত্তিকেয়শ্চ শুভঃ কন্দ উমাসুতঃ । দেবসেনাপতিঃ
স্বামী সেনানীশ্চ শিখিধ্বজঃ ॥ ৭৪ ॥ কুমারঃ শক্তি-
ধারী চ তস্ত নামানি বোদ্ধব । যঃ পঠেদ্যানবো
ভক্ত্যা বাধা তস্ত ন জায়তে ॥ ৭৫ ॥ এবং জাতো
মহাসেনো দানবানাং কয়করঃ । কুশস্থল্যাং সমা-

করিয়া সকলে একীভূত করত ষেতপর্কিত মন্তকে
শরবণের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন । ঐ শিববীৰ্য্য
শুক্রা প্রতিপদে শরবণে ক্ষিপ্ত হয়, দ্বিতীয়ায়
উহা সমীকৃত, তৃতীয়ায় সাকার ও সর্বলক্ষণ লক্ষিত,
চতুর্থীতে পরিপূর্ণাঙ্গ যগুধ ও দাদশেকণ, পঞ্চমীতে
অলঙ্কৃত এবং ষষ্ঠীতে সমুখিত হইল । উখিত
হইয়া উহা ষেত-তাম্র তেজে ত্রিজগৎ তপ্ত করিতে
লাগিল । শক্রপ্রমুখ সুরগণ তাহা জানিতে পারিয়া
তাহার নিকটে আসিলেন । ব্রহ্মা তাঁহার যথাবিধি
সংস্কার করিলেন । পার্শ্বতীশ তখন তুষ্ট হইয়া
তাঁহাকে শক্তি অর্পণ করিলেন । অনন্তর দেবী
গৌরী ময়ুরকে তাঁহার বাহনরূপে বহন
করিলেন । এইরূপে অগ্নি ছাগ, এবং সরিৎপতি
কুকুট প্রদান করিলেন । তিনি শূল ও কৃত্তিকাদি
দ্বারা বর্জিত হইয়া সংস্কার প্রাপ্ত ও ব্রহ্মাদি
দেবগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইলেন । শক্তিহস্ত
অভিষিক্ত হইয়া দেবসেনা-সমারূঢ় হইলেন ।
কুবের তাঁহার পাবকি, যগুধ, গান্ধেয়, কার্ত্তিকেয়,
শুভ, কন্দ, উমাসুত, দেবসেনাপতি, স্বামী, সেনানী,
শিখিধ্বজ, কুমার ও শক্তিধারী নাম রাখেন ।
যে মানব এই নামাবলী পাঠ করে, তাহার কোন

ন্যূতঃ শত্ৰুনা হানকারণাৎ ॥ ৭৬ ॥ অভিষিক্তঃ
স তেনাসৌ ভদ্রিতঃ স জটাঃ পুরা । তেন ভদ্র-
জটং নাম দেবতীর্থক কথ্যতে ॥ ৭৭ ॥ কৃতান্তিবেকঃ
লক্ষ্যঃ মহাসেনঃ মহেশ্বরঃ । জম্বুবাচ সমধুরঃ
সর্বদেবসমাগমে ॥ ৭৮ ॥ রক্ষা কার্য্যা দ্বারা পুত্র
সামরন্ত শতক্রতোঃ । দেবানাং বাধকাঃ সর্বে
নিহন্তব্যাঃ সুরধিব্যঃ ॥ ৭৯ ॥ ইখং মহোৎসবে
জাতে দৃষ্টপ্রমথসাগরে । মাতরোহবাগতাঃ সর্বাঃ
পাতালতলসংস্থিতাঃ ॥ ৮০ ॥ তাসামাহারসংজ্ঞাভি-
শক্রে নামানি শকরঃ । যানি তানি প্রবক্ষ্যামি
শৃণু স্বং মুনিপুঙ্গব ॥ ৮১ ॥ বটভোজনকামা যা
জ্ঞেয়াস্তা বটমাতরঃ । ভুঞ্জতে চর্ণটাস্তা তা বৈ
চর্ণটমাতরঃ ॥ ৮২ ॥ ক্রৌড়ার্ধঃ শত্ৰুনা চাধ প্রাপ্তা
যাঃ পৌলভোজনে । বহুবতিমাতরঃ সত্যঃ সর্বাস্তাঃ
পৌলমাতরঃ ॥ ৮৩ ॥ সর্বাঙ্গাং দর্শনং পুণ্যং গ্রহ-
ভূতবিনাশনম্ । প্রযত্নতঃ সদা দেব্যো ভ্রষ্টব্যা
মানবৈশ্মুনে ॥ ৮৪ ॥ লক্ষ্য শক্তিঃ মহাসেনো
দেবসেনো মহাব্রতঃ । জঘান দানবেশ্বরং তং

বাধা হয় না । দানবদিগের ভয়ঙ্কর মহাসেন এইরূপে
জাত হইয়া শত্ৰু কর্তৃক কুশস্থলীতে আনীত হইয়া
সংস্কাপিত হন ॥ ৬৯—৭৬ ॥ তিনি তাঁহা কর্তৃক অভি-
ষিক্ত হইয়া পূর্বে জটা ভদ্রিত করেন, এজন্ত
ভদ্রজট নামক দেবতীর্থ প্রসিদ্ধি লাভ করে ।
তখন মহাদেব কৃতান্তিবেক লক্ষ্য মহাসেনকে
সর্বদেবসন্নিধানে মধুরবাক্যে বলেন,—হে পুত্র !
তুমি নিখিল অমরগণের সহিত শতক্রতুকে রক্ষা
করিবে । দেববাধক দানবগণকে তুমি নিহত
করিবে । এইরূপ দৃষ্ট-প্রমথসাগর মহোৎসব জাত
হইলে পাতালতলস্থিত মাতৃগণ সমাগত হইলেন ।
শকর তাঁহাদের আহারসংজ্ঞা দ্বারা নামকরণ
করিলেন । ঐ নাম সকল বলিতেছি, হে
মুনিপুঙ্গব ! শ্রবণ করুন । যিনি বটভোজনকামা,
তাঁহার নাম বটমাতৃকা ; যিনি চর্ণটভোজনকামা,
তাঁহার নাম চর্ণটমাতৃকা । আর শত্ৰু পৌল
ভোজনে ক্রৌড়ার্ধ যে বহুবতি মাতৃকা প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন, তাহাদের সকলের নাম পৌল
মাতৃকা । ঐ মাতৃকাগণকে দর্শন করিলে পুণ্য
হয়, এবং উহাদের দর্শন গ্রহভূতবিনাশন । হে
মুনে ! মানবগণ সর্বদা যত্ন সহকারে ইহাদিগকে
দর্শন করিবে । মহাব্রত দেবসেন মহাসেন শক্তি

তারকং তরসা তদা ॥ ৮৫ ॥ দয়া রাজ্যং তথৈ-
জ্ঞায় স্বীতং নিহতকণ্টকম্ । কুশস্থলোঃ সমাগম্য
তত্র বাসং সমাচরৎ ॥ ৮৬ ॥ এবং নিহত্য দৈত্যৈশ্বর্য-
স গাঙ্গেয়ো মহাবলঃ । শক্তিং শিপ্রাজলে মুক্তা
পাতালং চ বিভেদ সা ॥ ৮৭ ॥ ততো ভোগবতী
বাস শক্তিভেদেন নির্গতা । বন্দিতা সর্বদেবৈশ্চ
মুনিভিষ্ঠ তপোধনৈঃ ॥ ৮৮ ॥ পৃথিব্যাং যানি
তীর্থানি সমুদ্রাদ্রিগতানি চ । শক্তিভেদে তু স্তস্তানি
শতকোটিসহস্রশঃ ॥ ৮৯ ॥ অতোহতিপুণ্যঃ
ত্রৈলোক্যে কোটিতীর্থমুদাহৃতম্ । ব্রহ্মণা স্থাপিত-
স্তত্র কোটিতীর্থেশ্বরঃ শিবঃ ॥ ৯০ ॥ কোটিতীর্থে
নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা কোটীশ্বরং শবম্ । মুচ্যতে
সর্বপাপেভ্যো নির্মোকাদিব পরগঃ ॥ ৯১ ॥
ব্রাহ্মণঃ করোতি যন্তত্র পিতৃভক্তো নরো মুনৈঃ ।
দশানামধমেধানাং প্রাপ্নোতি সকলং ফলম্ ॥ ৯২ ॥
পিতৃহৃদিষ্ঠ যৎকিঞ্চিৎ কোটিতীর্থে প্রদীয়তে ।
তৎসর্বং কোটিভূগিতং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৩ ॥
তত্র তীর্থে নরো যন্ত গাং দদাতি পয়স্বিনীম্ ।
সর্বলোকানতিক্রম্য স গচ্ছৎ পরমাং গতিম্ ॥

লাভ করিয়া, দানবেশ তারকাসুরকে নিহত
করিলেন এবং ইন্দ্রকে নিষ্কণ্টক বর্জিত রাজ্য প্রদান
করিয়া কুশস্থলীতে আগমনপূর্বক বাস করিতে
লাগিলেন । এই মহাবল দৈত্যৈশ্বর্যকে নিহত করিয়া
শিপ্রাজলে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, তাঁহার নিক্ষিপ্ত
শক্তি পাতাল ভেদ করিল । এই শক্তিভেদ-
নিবন্ধন ভোগবতী নির্গতা হইলেন । সর্বদেব
মুনি ও তপোধনগণ তাঁহার বন্দনা করিলেন ।
পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ, সমস্তই সমুদ্রগত, কিন্তু
শতকোটি সহস্র তীর্থ এই শক্তিভেদে স্তম্ভ আছে ।
এই স্তম্ভই ত্রৈলোক্য মধ্যে কোটিতীর্থ অতিপুণ্য
বলিয়া কীর্তিত হয় । ব্রহ্মা এই কোটিতীর্থে কোটি
তীর্থেশ্বর নামক শিব স্থাপন করেন । কোটিতীর্থে
স্থান করিলে ও তত্রত্য মহেশ্বরকে দর্শন করিলে
নির্মোকমুক্ত পরগের স্তায় পাপমুক্ত হইতে পারা
যায় । হে মুনৈঃ! যে ব্যক্তি এই স্থানে ব্রাহ্মণ করে,
সে দশ অশ্বমেধের ফল লাভ করিয়া থাকে ।
কোটিতীর্থে পিতৃলোক-উদ্দেশে যাহা কিছু প্রদান
করা যায়, তৎসমস্তই কোটিভূগ ফলদায়ক হইয়া
থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই । এই তীর্থে যে
নর পয়স্বিনী দেখু প্রদান করে, সে সর্বলোক
অতিক্রম করিয়া পরমাগতি লাভ করে । দেখু

৯৪ । যাবস্ত্যঙ্গেষু রোমাণি তৎপ্রসূতিকূলেষু চ ।
তাবদ্বৃক্ষসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৯৫ ॥
পৌর্ণমাস্তামমাবাস্তাং পশ্চেক্ষত্ৰিধরস্ত যঃ । নাপুজো
নাধনো রোগী সপ্তজন্মসু জায়তে ॥ ৯৬ ॥ জন-
প্রবেশঃ যঃ কুধ্যাত্ত্ব তীর্থে নরোত্তমঃ । সোহক্ষয়ঃ
লভতে লোকং যাবচ্ছ্রদিবাকরো ॥ ৯৭ ॥ বৃষোৎ-
সর্গস্ত যঃ কুধ্যাত্ত্ব পিতৃভক্তো নরো মুনৈঃ । সোহক্ষয়ঃ
লভতে স্থানং যৎপুত্রৈরপি হর্ষিতম্ ॥ ৯৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শক্তিভেদতীর্থমাহাঙ্গমাবর্ণনং নাম
চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । স্বর্ণকুরে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা
দেবং মহেশ্বরম্ । কপিলাশতদানন্ত ফলমপ্যধিকং
ভবেৎ ॥ ১ ॥ বাপ্যাং পিতামহস্তাপি যঃ স্নাত্বা-
ষিজিতেন্দ্রিয়ঃ । হংসযুক্তেন যানেন ব্রহ্মলোকং স
গচ্ছতি ॥ ২ ॥ তৈলাভিধানমাতৃনাং ব্রাহ্মো যচ্ছতি
যো বলিম্ । তন্ত সিদ্ধির্ভবেৎ সদ্যো মৃতঃ শিব-

প্রসূতিকূলের গাঙ্গে যাবৎ সংখ্যক রোম থাকে,
এ দেখুপ্রদাতা ব্যক্তি তাবৎসংখ্যক বৎসর
শিবলোকে পূজিত হয় । যে ব্যক্তি পূর্ণিমা ও
অমাবস্যায় এই তীর্থে শক্তিধরকে দর্শন করে,
সে সপ্ত জন্ম যাবৎ অপুত্রক, নির্ধন ও রোগী হয়
না । এই তীর্থে জনপ্রবেশ করিলে যাবৎ চন্দ্র-
দিবাকর অক্ষয় লোকে বাস হয় । এই তীর্থে
বৃষোৎসর্গ করিলে পিতৃ-ভক্ত মানব পুত্রহর্ষিত
অক্ষয় লোক লাভ করে । ১১—১৮ ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ৩৪

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন,—স্বর্ণকুর তীর্থে নর স্নান
ও দেবদর্শন করিয়া কপিলাশতদানেরও অধিক
ফল লাভ করে । যে নর জিতেন্দ্রিয় হইয়া
পিতামহের বাপীতে স্নান করে, সে হংস-
যুক্ত বিমান আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে
গমন করে । যে নর ব্রাত্মিকালে তৈলাভিধান
মাতৃকার নিকট বলি প্রদান করে, তাহার সদ

পুরং ব্রজেৎ ৩। বিষ্ণুবাণ্যঃ নরঃ শ্রাব্য চৈত্রে
বা কান্তনেহধবা। জাগরং যন্ত কুবীঠ সোপ-
বাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ। মূচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যো।
বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ৪। অভয়েশ্বরদেবস্ত
ভক্ত্যা নিয়তমানসঃ। পূজাবহুমথো দৃষ্টা ক্র-
লোকং স গচ্ছতি ৫। লোকে তু জায়তে
দাতা সার্বভৌমো মহীপতিঃ। যন্তগন্ত্যেশ্বরঃ গচ্ছে-
দেকচিত্তো নরো মূনে ৬। দৃষ্টাগন্ত্যেশ্বরং দেবং
সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ। অগন্ত্যাদয়বেলায়াং
মূচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ৭। কৃষ্ণাগন্ত্যঞ্চ সৌবর্ণং
রৌপ্যং বাথ স্বশক্তিভঃ। পঞ্চরত্নসমায়ুক্তং বস্ত্রৈশ্চ
চ সমধিতম্ ৮। তৎকালীনৈঃ কলৈঃ পুষ্পৈঃ
পূজনীয়ো বিধানতঃ। বিধানং তন্ত বক্ষ্যামি চাতু-
বর্ণ্যে দ্বিজোত্তম ৯। সপ্ত ধাত্তানি মুখ্যানি তাব-
ন্ত্যেব কলানি চ। একং ধাত্তং কলং চৈকমগ্রে
ত্যাজ্যং ভবেমূনে ১০। যাবদৈ সপ্ত বর্ষাণি
ব্রতমেব সমাচরেৎ ১১। কাশপুশ্পপ্রতীকাশ
বহুমাক্তসম্ভব। মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুন্তয়োনে
নমোহস্ত তে ১২। দত্তেহর্ঘ্যো যৎকলং ব্যাস

সিদ্ধি লাভ ও জীবনান্তে শিবপুরে গতি হইয়া
থাকে। চৈত্র বা কান্তন মাসে বিষ্ণুবাণীতে যে
নর শ্রান করে, জাগরণ করে, ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া
উপবাস করে, সে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।
নিয়তমানস ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক অভয়েশ্বরের পূজা
করিলে ক্রলোকে গমন করিয়া থাকে। পরে সার্ব-
ভৌম মহীপতি হইয়া পরম দাতা হয়। অগন্ত্যেশ্বরে
গমন করিয়া উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অগন্ত্যা-
দয়সময়ে তত্ৰত্য দেব দর্শন করিলে সৰ্ব পাপ
হইতে মুক্তি লাভ ঘটে। শক্তি অনুসারে সুবর্ণ
বা রৌপ্য দ্বারা অগন্ত্য নির্মাণ করিয়া তাঁহাকে
পঞ্চরত্নসমায়ুক্ত ও বস্ত্রাবৃত করত তৎকালজাত
কল ও পুষ্প দ্বারা পূজা করা কর্তব্য। চাতুর্বর্ণ্য-
ক্রমে ঐ পূজাবিধি কীৰ্ত্তন করিতেছি। সপ্ত
ধাত্ত ও সপ্ত কল এই কণ্ঠে মুখ্য। হে
মূনে! ঐ ধান ও কল বৎসর-বৎসর এক
একটি পরিত্যাগ করিবে। সপ্ত বর্ষ পর্যন্ত
উত্তমক্রমে ব্রতচরণ করিবে। অর্ধ্যমন্ত যথা,—
হে কাশপুশ্পপ্রতীকাশ, বহুমাক্তসম্ভব, মিত্রা-
বরুণতনয়, কুন্তয়োনে! তোমাকে নমস্কার। হে
ব্যাসদেব! অর্ধ্য প্রদান করিলে যে কল লাভ
হয়, তাহা একমনে শ্রবণ করুন,—অর্ধ্যপ্রদাতা

ভাঃ হেকমনাঃ শৃণু। পুত্রবান ধনবাংষ্ট্রৈব জায়তে
নাভ্য সংশয়ঃ ১৩। মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নোতি সম্পন্নৈ
জায়তে কুলে। মর্ত্যালোকং পুনঃ প্রাপ্য মহা-
যোগীশ্বরো ভবেৎ ১৪। যৎচৈতচ্ছ পুষ্কারিত্যং
পঠেদ্বা অসমাহিতঃ। সৰ্বপাপবিনির্মুক্তো মুনিলোকে
স মোদতে ১৫।

ইতি শ্রীকান্দেহগন্ত্যেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ৩৫।

ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। মহাকালং কিমর্থং তু কিং বা
শিবপদং শ্রুতম্। কোটীশ্বরং কিমর্থং তু পাবকং
তৎকিমূচ্যতে ১। নরদীপং কিমর্থং তু দ্বিতীয়া
বটমাতরঃ। অভয়েশ্বরং কিমর্থং তু শঙ্খোদ্ধা-
রণমেব চ ২। শূলেশ্বরং কিমর্থং তু কিমোদ্ধারস্ত
কথ্যতে। ধূতপাপং কিমর্থং তু কিমঙ্গারেশ্বরং
তথা ৩। পুরী চোজ্জয়িনী দিব্যা সপ্তকল্পা কথং
শ্রুতা। কথয়ন্ত মুনিশ্রেষ্ঠ তন্ত্ৰা নামানি যানি চ ৪।
সনৎকুমার উবাচ। শৃণু ব্যাস যথা খ্যাতা পুরী
দিব্যা কুশল্লবী। নামতঃ কৰ্ম্মতঃ শ্রেষ্ঠা সপ্তকল্পানু-

নর, পুত্রবান ধনবান, জীবনান্তে স্বর্গভাগী, উত্তম
কুলে জন্মগ্রহীতা, ও মর্ত্যালোকে মহাযোগীশ্বর হয়।
যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া ইহা নিত্য শ্রবণ বা পাঠ
করে, সে সৰ্বপাপমুক্ত হইয়া মুনিলোকে আমোদ
প্রাপ্ত হয়। ১—১৫।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

ব্যাস বলিলেন,—মহাকাল কি জন্ত প্রার্থিত,
শিবপদই বা কি? কোটীশ্বর কি নিমিত্ত হইয়াছেন?
পাবকই বা কি? নরদীপ কিজন্ত উদ্ভূত? দ্বিতীয়
বটমাতৃকা কি নিমিত্ত আবির্ভূত? অভয়েশ্বর ও
শঙ্খোদ্ধার কিজন্ত আবির্ভূত? শূলেশ্বর কি নিমিত্ত
প্রার্থিত? ওদ্ধার কাহাকে বলে? ধূতপাপতীর্থ কি
জন্ত হইল? অঙ্গারেশ্বর কি জন্ত প্রার্থিত হইলেন?
উজ্জয়িনী পুরীকে কি জন্ত সপ্তকল্পা বলে? এবং
ইহার যে সকল নাম আছে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহা
আপনি কীৰ্ত্তন করুন। সনৎকুমার বলিলেন,—হে
ব্যাসদেব! যেভাবে এই দিব্যা সপ্তকল্পানুবাহিনী

বাসিনী । ৫ । প্রাকল্পে স্বর্ণশ্রুত্যা দ্বিতীয়ে তু
কুশলী । তৃতীয়েবস্তিকা প্রোক্তা চতুর্থে অমরা-
বতী । ৬ । বিখ্যাতা পঞ্চমে কল্পে পুরী চূড়ামণিতি
৮ । ষষ্ঠে পদ্মাবতী জেয়া সপ্তমে চোজ্জয়িনী পুরী ।
৭ । পুনরন্তে তু কল্পস্ত স্বর্ণশ্রুত্যা দ্বিতীয়ে । এতানি
সপ্ত নামানি প্রাকল্পায়া যঃ পঠেৎ । ৮ । সপ্তজন্ম-
কৃতাং পাপানুচ্যতে নাক্ষ সংশয়ঃ । উজ্জয়িনী
পুরা রাজা বভূব কিল চাক্ষকঃ । ৯ । তস্ত পুত্রো
মহাবীর্যো নাক্ষ কনকদানবঃ । যুদ্ধার্থং স মহাবীৰ্য্যঃ
শক্রং যুদ্ধে সমাহ্বয়ৎ । ১০ । ক্রোধাদিস্তেজঃ সংগ্রামে
যুগ্মানো নিপাতিতঃ । নিহত্যা দানবঃ শক্রেণ ভয়া-
দঙ্কাস্থরস্ত তু । ১১ । জগাম শকরাধেয়ী কৈলাসং
শকরাগম্য । দৃষ্ট্বা প্রণম্য দেবেশং চন্দ্রার্ককৃত-
শেখরম্ । ১২ । ভীতো বিজ্ঞাপয়ামাস স চান্দ্রাকুল-
লোচনঃ । অভয়ং দেহি মে দেব দানবাদঙ্ককাচ্চ
বৈ । ১৩ । শক্রেস্তেজঃ বচঃ ক্রহা শরণাগতবৎসলঃ ।
দদাবভয়মেবাসৌ মা তৈত্তমদঙ্ককাচ্চি বৈ । ১৪ ।
ক্রহা রূপং মহাদেবো বিশ্বরূপং স্তুতৈরবম্ । সর্পৈর্লল-

স্তিরত্যাগে । ১৫ । পাতালো
দররূপেণ তৈরবারাবন'দিতিঃ । ভূজৈরনেক-
সাহস্রৈর্বহশস্ত্রধৃতৈস্তথা । ১৬ । সিংহচর্মপরিধানং
ব্যাঘ্রবস্ত্রস্তরীয়কম্ । গজাজিনকৃতাটোপং চন্দ্রায়ি-
রবিলোচনম্ । ১৭ । মহামহীধতুল্যাভাং জজ্ঞাত্যাং
ভূষিতং সদা । কোভয়ংচ্চালয়ন্ সর্পান পাতালস্ত
তলাবধি । ১৮ । ঐদৃগ্গেপং বিধায়েশো দম্বদৈত্য-
ভয়াবহম্ । অবাতরন্নহীঃ ভীমঃ পাদেদৈনকেন
শঙ্করঃ । ১৯ । তত্রৈব হি হৃদো জাতঃ সর্পদৈবত-
বন্দিতঃ । খ্যাতঃ শিবপদং তু দ্বি যৎপদাক্রান্তবান
বিভুঃ । ২০ । পাপানাং চ পুরা কোটিঃ পাদাক্রান্তেন
দারিতা । কোটিতীর্থমতঃ খ্যাতঃ সর্পপাপপ্রণা-
শনম্ । ২১ । অগস্ত্যেন তথা কোটিতীর্থানামবধারিতা ।
অতোহপীদং শুভং লোকে কোটিতীর্থং সদা স্মৃতম্ ।
২২ । দৃষ্ট্বা তু ত্রিদশাঃ সর্পে স্নাতা বৈ হিতকাময়া ।
মহাকালকৃতং রূপং মহাকালস্ততঃ স্মৃতঃ । ২৩ ।
অঙ্কাসুরোহপি দম্বজঃ পুত্রঃ ক্রহা হতঃ যুধি ।
ক্রোধেন তমসাবিষ্টো রণতুর্যাণ্যবাদয়ৎ । ২৪ ।

শ্রেষ্ঠা কুশলী পুরী নামতঃ কৰ্ম্মতঃ বিখ্যাতা হই-
য়াছে, তাহা আপনি শ্রবণ করুন । এই পুরী প্রথম
কল্পে স্বর্ণশ্রুত্যা, দ্বিতীয় কল্পে কুশলী, তৃতীয়ে
অবস্তিকা, চতুর্থে অমরাবতী, পঞ্চমে চূড়ামণি, ষষ্ঠে
পদ্মাবতী এবং সপ্তমকল্পে উজ্জয়িনী নামে বিখ্যাতা
হয় । পুনরায় কল্পান্তে এই পুরীর এই ভাবে সপ্ত
নাম হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রো-
থান করিয়া এই সপ্ত নাম পাঠ করে, সে সপ্তজন্ম-
কৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, এ বিষয়ে কোন
সংশয় নাই । এই উজ্জয়িনী নগরীতে পূর্বে অঙ্কক
নামে এক রাজা ছিল । তাহার কনকদানব
নামে এক মহাবীৰ্য্য পুত্র হয় । সে একদা
শক্রে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে এবং ক্রোধ-পরায়ণ
হইয়া ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিলে তাঁহা কর্তৃক
নিপাতিত হয় । শক্র ঐ দানবকে নিহত করিয়া
অঙ্কাসুরের ভয়ে শকরকে অবেষণ করিতে করিতে
তদীয় ভবন কৈলাসে উপস্থিত হন । তথায় উপ-
স্থিত হইয়া তিনি দেবদর্শনপূর্বক তাঁহাকে প্রণাম
করেন,—হে দেব ! আপনি আমাকে অঙ্কক দান-
বের ভয় হইতে রক্ষা করুন । শরণাগতবৎসল
দেবদেব শক্রে এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া
তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন এবং বলিলেন,—
অঙ্কক হইতে তোমার কোন ভয় নাই । ইন্দ্রকে

এই বলিয়া শকর বিষবহন, ভীষ্মদংষ্ট্র, অত্যাগ্র,
লোলিহান সর্গগণ ও পাতালোদররূপ তৈরবারাবী,
বহশস্ত্রযুক্ত অনেক সহস্র ভূজ দ্বারা স্তুতৈরব বিশ্বরূপ
রূপ ধারণ করিলেন । ১—১৬। তিনি সিংহচর্ম পরিধান
করিলেন ; ব্যাঘ্রচর্মের উত্তরীয় লইলেন ; গজাজিন
দ্বারা সর্পিঙ্গ আবৃত করিলেন ; তিনি মহামহীধন
জজ্ঞাত্যাগলে শোভিত হইলেন ; তিনি পাতালতলা-
বধি সমস্ত কোষিত করিতে লাগিলেন ; তিনি দম্ব-
দৈত্য-ভয়াবহ এইরূপ রূপ ধারণ করিয়া ভীমরূপে
একপাদ দ্বারা মহীতটে অবতীর্ণ হইলেন । ঐ স্থানে
সর্পদৈবতবন্দিত এক হৃদ জন্মিল । দেবদেব ঐ
স্থান পাদ দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ হৃদ
শিবপদ আখ্যায় অভিহিত হইল । তিনি পূর্বে
পাদাক্রান্ত দ্বারা কোটি দারিত করিয়াছিলেন, সেইজন্ত
ঐ সর্পপাপপ্রণাশন স্থান কোটিতীর্থ আখ্যায় অভি-
হিত হয় । অগস্ত্য এই স্থানে কোটিতীর্থ অবধারণ
করেন, এ জন্তও এই স্থান কোটিতীর্থ নামে প্রসিদ্ধি
লাভ করে । দেবগণ হিতকামনায় ঐ স্থানে মহা-
কালকৃত রূপ দর্শন করিয়া স্থান করেন, এ জন্ত
ঐ তীর্থের নাম মহাকাল হইয়াছে । অঙ্কাসুর
দানব যুদ্ধে পুত্রের নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত-
ক্রোধে রণতুর্য্য বাদিত করে, এবং যেখানে দেবগণ

সমৈস্তে নিৰ্গতঃ প্রাপ্তো যত্র তে ত্রিংশদ্বিঃ হিতাঃ ।
মহত্যা সেনয়া সর্পিঃ রথবারণযুক্তয়া ॥ ২৫ ॥ তদেব
দানবাম্ বীক্ষ্য মহাবলকৃতোদ্যমান । বেপস্থস্তে
শুসরদ্ধাঃ শকুং শরণমাযযুঃ ॥ ২৬ ॥ মা ভৈরিত্তি
মহাকালো দেবায়ুক্তা ত্রিলোচনঃ । গৃহীত্বা শূল-
যাতিদষ্টাদংষ্ট্রাধরো ক্রবা ॥ ২৭ ॥ কোপযুক্তে
বিক্রপাক্ষে জালাতিঃ পুরিতঃ নভঃ । অঙ্ককেনাথ
কঠেন শরকোটিভ্য হুঃসহা ॥ ২৮ ॥ যুক্তা জগাম
দেবানাং ননাশ শলভাকৃতি । বিফুলিঙ্গার্চিষং বহিঃ
যুক্তমানঃ পিনাকধৃক্ ॥ ২৯ ॥ শতশঃ শকলীচক্রে তঞ্চ
বাণৈরুতাড়য়ৎ । অঙ্ককোহপি হি যুদ্ধস্থঃ শিখিলঃ
শিখিলাযুধঃ ॥ ৩০ ॥ নিকৃদ্ধঃ শম্ভুনা বাণৈরলিভিঃ
পঙ্কজং যথা । তস্মৈ সৈন্তং প্রবিদ্ধঞ্চ তদাগ্নৈর্গুধি
যোধিভিঃ ॥ ৩১ ॥ যোধবরৈর্হতা দিব্যৈঃ স্বাণু-
সান্নিধ্যমাত্রিতৈঃ । ততোহঙ্ককেন সৈন্তং স্বঃ ভিন্নং
দৃষ্ট্বা তথা সুরৈঃ ॥ ৩২ ॥ আত্মানঞ্চ মহেশেন বিদ্ধং

বসতি করিতেছেন, তদভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করে ।
দানব রথ-বারণযুক্ত মহতী সেনা সমভিব্যাহারে যুদ্ধ-
ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় । দেবগণ মহারবে ক্রোধোদ্যম
দানবসেনা অবলোকন করিয়া ভয়ে কাঁপিতে
কাঁপিতে সকলে সমবেত হইয়া শম্ভুর শরণ
গ্রহণ করেন । মহাকাল ত্রিলোচন দেবতাদিগকে
বলেন,—তোমাদের কোন ভয় নাই । এই বলিয়া
তিনি শূল গ্রহণ করিয়া দংষ্ট্রা দ্বারা অধর দংশন
করত অবস্থান করিতে লাগিলেন । বিক্রপাক্ষের
ক্রোধোদয় হইলে জালা-মালায় নভস্থল পুরিত
হইল । অঙ্কক তখন অত্যন্ত কষ্ট হইয়া হুঃসহ
শরকোটি মোচন করিতে লাগিল । দানব যুদ্ধ
ঐ শর দেবসমীপে গমন করিয়া বহিঃ সমীপে
শলভের স্তায় বিনষ্ট হইল । পিনাক-ধৃক্ তখন
ফুলিঙ্গার্চিঃ বহিবল্ল বাণ মোচন করিতে করিতে
শত শত বাণ দ্বারা তাহাকে তাড়িত করিতে লাগি-
লেন । অঙ্কক যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমশঃ শিখিলাযুধ
ও অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল । অনিকুল
যেমন পঙ্কজকে আবৃত করে, তদ্রূপ শম্ভুযুক্ত
বাণজাল তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলে
শিবগণ অঙ্কক-সৈন্তগণকে ভীষণরূপে বিদ্ধ করিতে
লাগিল । তাহার এইরূপে শিবগণ-গণ কর্তৃক
বিদ্ধ হইয়া সকলে নিধন প্রাপ্ত হইল । তখন
অঙ্কক সৈন্তগণকে নিহত ও ভিন্ন দেখিয়া
নিজেও মহেশ কর্তৃক বাণকোটি দ্বারা বিদ্ধ

৬ বাণকোটিভিঃ । বিদলীকৃতদেহোহসৌ ভয়-
মাত্রিত্য বৈ গতঃ ॥ ৩৩ ॥ চকার তামসীঃ মায়াঃ
মায়াশতবিশারদঃ । তয়াস্তহিতদেবেশো জগাম
দিশমুত্তরাম্ ॥ ৩৪ ॥ শম্ভুর্ভীতিভরং বিলম্বজাম্ ভুবি
ভিন্নহৃৎ । যন্মিয়ার্গে গতো দেবস্বেন দৈত্যো
জগাম হ ॥ ৩৫ ॥ বদন্ত দৃষ্টতে কাসৌ গতো হৃষ্টঃ
পুনঃ পুনঃ । উবাচ চান্দকঃ শকুং তথোবাচ মহে-
শ্বরঃ ॥ ৩৬ ॥ তত্র তীর্থমধোংপরং বাগঙ্ককমভি-
শ্রুতম্ । তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা যো বৈ দদ্যাৎ
সশর্করম্ ॥ ৩৭ ॥ নবম্যাং মার্গশীর্ষস্থ শুক্রা-
য়াং শ্রদ্ধয়াধিতঃ । অক্ষয়ং তদ্ববেদন্তঃ দাতা
শিবপুরং ব্রজেৎ ॥ ৩৮ ॥ পিতৃহৃদিষ্টা যৎকিঞ্চি-
দীয়তে ভক্তিতঃ শিবে । তৃপ্তান্তিষ্ঠতি তে
তাবদ্যাবদাভূতসংপ্রবম্ ॥ ৩৯ ॥ তমসা চ্ছাদিতা
দেবাঃ সহভূবুঃ সমাকুলাঃ । সম্ভ্রান্তমনসঃ সর্কে ন
কিঞ্চিদপি মেনিরে ॥ ৪০ ॥ এতন্নিরন্তরে ব্যাস
নরাদিত্যঃ স্বতেজসা । উত্তম্ভো নররূপেণ
কুর্স্বন বিতিমিরা দিশঃ ॥ ৪১ ॥ নষ্টে তমসি দৈত্যোহপি

হইয়া বিদলীকৃতদেহ হইল । সে অত্যন্ত ভীত
হইয়া পলায়ন করিল ; ঐ মায়াবিশারদ তামসী
মায়া অবলম্বন করিল । তখন দেবদেবও মায়া
দ্বারা অস্তহিত হইয়া উত্তরদিকে পলায়ন করিলেন ।
১৭—৩৩ । শম্ভু ভিন্নহৃদয় হইয়া ভয়ে ভূমণ্ডলে ভ্রমণ
করিতে লাগিলেন । যে দিকে দেবদেব গমন
করিলেন, সেই পথে দৈত্য তাঁহার পশ্চাৎ
ধাবিত হইল এবং পুনঃপুন বলিতে লাগি-
লেন,—তুষ্ট অদৃষ্ট হইয়া কোথায় পলায়ন করিল ?
তখন অঙ্কক এক বিকট সিংহনাদ করিয়া
উঠিল, মহেশ্বরও তদ্রূপ সিংহনাদ করিলেন । ঐ
স্থানে বাগঙ্কক নামে তীর্থ উৎপন্ন হইল । ঐ
তীর্থে স্নান করিয়া শুচি হইয়া মার্গশীর্ষের শুক্রা
নবমীতে শর্করার সহিত যাহা কিছু দান করিলে
দত্ত বস্তু অক্ষয় এবং দাতা শিবপুরে গমন
করেন । ঐ স্থানে পিতৃ-উদ্দেশে যাহা
কিছু বস্তু শিবে দান করা যায়, তাহাতে
পিতৃলোকগণ আভূতসংপ্রব কাল তৃপ্ত থাকেন ।
একদা দেবগণ তমসাচ্ছাদিত হইয়া আকুল
হইয়া পড়েন । তাঁহার সম্ভ্রান্তমানস হইয়া কিছুই
দেখিতে পান না । হে ব্যাসদেব ! এমন
সময়ে নরাদিত্য দেব স্বীয় তেজে দিক্ সকল
ভিমিরহীন করিয়া নররূপে উৎখিত হইলেন, তম

প্রকাশে প্রকটে সতি। দেবা যুদমবাপুস্তে দৃষ্টা।
নরঃ বিলোচনৈঃ । ৪২ । অবন্তো বিবিধৈঃ
স্তোত্রৈর্নররূপঃ দিবাকরম্ । উত্তমো নররূপেণ
দীপ্তো যশ্মাদিবাকরঃ । ৪৩ । তেনাস্ত্র নাম তে
চকুর্নরদীপ ইতীশ্বরঃ । যঃ পশুতি নরো ভক্ত্যা
নরদীপং দিবাকরম্ । ৪৪ । সূচ্যতে সর্ষপাপেভ্যো
যদ্যপি ব্রহ্মহা ভবেৎ । ষষ্ঠ্যমর্কদিনে বিপ্র
সপ্তম্যামুপবাসয়েৎ । ৪৫ । দিনচ্ছিদ্রেহধ সংক্রান্তো
গ্রহণে বিষুবত্যধ । কুণ্ডে স্নানো শুচির্ভূত্বা
জপায়িতমানসঃ । ৪৬ । নরদীপঃ নরঃ পশ্যেৎ
স্তোত্রবাদিভ্রমজলৈঃ । গঠৈধুপৈস্তথা দীপৈর্নৈবেদ্যৈঃ
পূজয়েস্তথা । ৪৭ । গীতং বাদ্যং পুরস্কৃত্য
প্রণম্যষ্টাঙ্গমেব চ । প্রাতর্ধ্যাপয়াক্ষু বা কুহার্কম্
প্রদক্ষিণাম্ । ৪৮ । স যুক্তঃ সর্ষপাপৈস্ত সপ্তজন্ম-
কুতৈরপি । সূর্য্যকোটিপ্রতীকানির্মিতানৈঃ সার্ক-
কামকৈঃ । ৪৯ । সূর্যালোকঃ প্রযাত্যাত্ত যৎ
সূরৈরপি দূর্লভম্ । শক্রাৎ প্রাপ্য পুরা যশ্মাদাহুরহ
প্রতিষ্ঠিতঃ । ৫০ । নরেনৈব প্রসাদেন নরদীপস্ততো

ও দৈত্য বিনষ্ট হইলে জগৎ প্রকাশিত হইল এবং
দেবগণ যুদাবিত হইয়া নরকে দর্শন করিলেন।
তাঁহারা বিবিধ স্তোত্রে নররূপ দিবাকরের স্তব
করিতে লাগিলেন। দীপ্ত দিবাকর, নররূপে
ঐ স্থানে উখিত হন বলিয়া দেবগণ উহার নাম
রাখেন—নরদীপ। যে নর ঐ নরদীপ দিবাকরকে
দর্শন করে, সে ব্রহ্মঘাতী হইলেও সর্ষপাপ
হইতে মুক্তি লাভ করে। হে বিপ্র! রবিবারে,
ষষ্ঠীদিনে, সপ্তমীতিথিতে, দিনচ্ছিদ্রে, সংক্রান্তি,
গ্রহণ, ও বিষুবদিনে উপবাসী থাকিয়া কুণ্ড-স্নানে
শুচি হইয়া নিয়তমানসে নরদীপের পূজা-জপ
সমাপনপূর্ব্বক মানব স্তোত্র, বাদিত্র ও মঙ্গল
অনুষ্ঠান সহকারে তাঁহাকে দর্শন করিবে এবং
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা তাঁহার
পূজা করিবে। পরে গীত-বাদ্য-পুরঃসর সাষ্টাঙ্গে
প্রণাম করিবে। যে ব্যক্তি প্রাতে, মধ্যাহ্নে
ও সন্ধ্যাহ্নে দেবকে প্রদক্ষিণ করে, সে সপ্ত-
জন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে এবং সূর্য্য-
কোটিপ্রতীকাশ কামগামী বিমানে আরোহণ করিয়া
সুরহর্ষত সূর্যালোকে গমন করে। পূর্বে শক্র-
সমীপ হইতে আনীত হইয়া এই ভানুদেব নর
কর্তৃক ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছেন, এই জন্তই
ঐ দেবের নাম নরদীপ হইয়াছে। হে ব্যাসদেব!

হয়ম্ । তদৈবাস্ত পুরা বাস যাত্রা শক্রেণ নির্মিতা ।
আগমিষ্যাম্যহং পার্শ্ব সার্কং দেবৈঃ সমাহিতঃ ।
জ্যৈষ্ঠে সিতে দ্বিতীয়ায়াঃ নরদীপে তু সর্ষদা । ৫২ ।
তজ্জাহ্মাগতো জ্যেয়ো লোকে দেবস্ত বর্ষণাৎ ।
ততোহনন্তরমাগত্য দেবা যে ত্রিংশালয়াৎ । ৫৩ ।
দৃষ্টা দেবং তথাক্রুতং নরদীপং সূদীপিতম্ । কুহা
যাত্রাঞ্চ তে যান্তি দেবযানৈরিতস্ততঃ । ৫৪ । যঃ
পশ্যেদ্যানবো ভক্ত্যা নরদীপং রথস্থিতম্ ।
সর্ষপাপবিনির্মুক্তঃ সূর্যালোকে মহীয়তে । ৫৫ ।
রথযাত্রামথো বক্ষ্যে নরদীপস্ত যা মুনে । তাং
কুহা চৈব যৎপুণ্যং মুনিভিঃ পরিকীর্তিতম্ । ৫৬ ।
জ্যৈষ্ঠে সিতে দ্বিতীয়ায়াঃ রথস্থো হি দিবাকরঃ ।
কুশহলাং দ্বিজৈঃ শ্রেষ্ঠৈর্বাহকৈঃ প্রণীয়তে । ৫৭ ।
উত্তরাং দিশম্যাস্তঃ যঃ পশুতি দিবস্পতিম্ । অগ্নি-
ষ্টোমস্তা যজ্ঞস্তা লভতে সোহগ্নিনং ফলম্ । ৫৮ ।
নিবৃত্ত্য কেশবাক্ষদৃশ্যো রথঃ পশুতি মানবঃ । শুভীর-
শ্বামিনো যাত্রা ক্রতা তেন ন সংশয়ঃ । ৫৯ । রথ-
মাকর্ষতে যন্ত রজ্জ্বাকর্ষণে বৈ মুনে । কুলমুকুরতে

ঐ সময় হইতে ঐ স্থানে ইন্দ্রিয়কর্তৃক ঐ দেবের
মহোৎসব প্রবর্তিত হইয়াছে। সেই সময় দেবেস্ত
অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে পার্শ্ব! আমি দেবগণসম-
ভিষ্যাহারে ঐ স্থানে আগমন করিব। জ্যৈষ্ঠমাসীয়
সিতে দ্বিতীয়ায় ঐ স্থানে নরদীপদেবের যাত্রা
বসিবে। লোকে বর্ষণ করিবার নির্মিত আমি উক্ত
যাত্রাকালে আগমন করিব। ঐ সময় দেবগণ
ত্রিংশালয় হইতে ঐ স্থানে আগমন করিয়া যাত্রা-
কৃত নরদীপকে সূদীপিত দর্শনপূর্ব্বক যাত্রানর্কিহ
করত দেবযানারোহণে ইতস্তত বিচরণ করিবে।
৩৫—২৪। যে মানব ভক্তিসহকারে নরদীপকে রথস্থ
দর্শন করে, সে সর্ষপাপমুক্ত হইয়া সূর্যালোকে
পূজিত হয়। হে মুনে! অতঃপর নরদীপের রথযাত্রা,
ও তৎকরণে মুনিগণকীর্তিত পুণ্যের কথা বলি-
তেছি, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ বাহকৈপপুরঃসর জ্যৈষ্ঠমাসীয়
সিতে দ্বিতীয়ায় কুশহলীতে দেব দিবাকরকে
রথস্থ করিবেন। যে মানব দেব দিবস্পতিকৈ
উত্তরদিকে আগত দর্শন করে, সেই ব্যক্তি অগ্নি-
ষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে! কেশবাক্ষ
তীর্থ হইতে নিবৃত্ত হইয়া যে মানব নরদীপের রথ
দর্শন করে, তাহার শুভীরশ্বামীর যাত্রা করা হয়,
ইহাতে কোন সংশয় নাই। হে মুনে! যে ব্যক্তি
নরদীপের রথরজ্জ্ব আকর্ষণ করে, তাহার পূর্ব্ব

সোহপি পূর্বান পিতৃপিতামহান । ৬০ । দক্ষিণাভি-
মুখং যান্তঃ নরদীপং দ্বিজোত্তম । যে • সংযতঃ
প্রপশ্যতি তে যান্তি চ ত্রিবিষ্টপম্ । ৬১ । স্বর্জেণ
বেষ্টয়েৎ ক্ষেত্রং রথঃ দেবমথাপি বা । সর্বান কামা-
নবাপ্রোতি কৃতপুণ্যশ্চ জায়তে । ৬২ । প্রদক্ষিণাস্ত
স্বর্ঘ্যস্ত তজ্জ্যা কুর্কন্তি যে নরাঃ । প্রদক্ষিণীকৃতা
তৈস্ত সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা । ৬৩ । প্রাতঃকথায় যো
তজ্জ্যা মোনী যান্তি দিবাকরম্ । দৃষ্টা তু পূর্ব-
দ্বারেণ নমস্কৃত্য দ্বিজোত্তমম্ । ৬৪ । প্রবিষ্ট দক্ষিণে-
নৈব রথচক্রং প্রপূজয়েৎ । তেন দ্বারেণ নিজ্জমা
প্রণিপত্য ব্রহ্মেত্ততঃ । ৬৫ । পশ্চিমং দ্বারমাশ্রিত্য
রথস্থং স্বর্ঘ্যমর্চয়েৎ । চামরঞ্চ বিতানঞ্চ ঘণ্টাদীনি
নিবেদয়েৎ । ৬৬ । পূর্বদ্বারে তু গোদেয়া তথাশ্ব-
শ্চৈব দক্ষিণে । পশ্চিমে চ গজঃ প্রোক্ত উত্তরে
রথ এব চ । ৬৭ । কূর্ঘ্যাদেবং তু যো যাত্রাং নর-
দীপস্ত মানবঃ । সর্বান কামানবাপ্রোতি কৃতপুণ্যশ্চ
জায়তে । ৬৮ । গোস্বর্ঘ্যশিবশক্রাণাং স্বর্লোকং
লভতে শুভম্ । প্রদক্ষিণা মহামেরোঃ কৃতা তেন
ভবেনুনে । ৬৯ । দদ্যাঙ্গবাং সহস্রং যো ব্যতী-
পাতশতে নরঃ । অশ্বানাঞ্চ সহস্রেন যদ্যায়াত্ৰং-

পিতৃ-পিতামহকুল উদ্ধৃত হইয়া থাকে । হে দ্বিজো-
ত্তম ! যে নরদীপকে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে
দেখে, সে স্বর্গে গমন করে । শূত্র দ্বারা ক্ষেত্র,
রথ ও দেবকে বেষ্টন করিতে হয়, এরূপ করিলে,
মানব সর্বকাম লাভ করে । যে নর ভক্তিপূর্বক
স্বর্ঘ্যের প্রদক্ষিণ করে, তাহার সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা
প্রদক্ষিণ করার কল হয় । প্রাতে গাত্রোথানপূর্বক
যে মানব ভক্তিপূর্বক মোনী হইয়া দিবাকরসমীপে
গমন করে,—পূর্বদ্বার দিয়া তাঁহাকে দর্শন করে,
নমস্কার করে, দক্ষিণ দিক দিয়া প্রবেশ করত
রথচক্রের পূজা করে; পুনরায় ঐ দ্বার দিয়াই
নিজান্ত হইয়া প্রণিপাতপূর্বক প্রস্থান করে; পশ্চিম
দ্বার আশ্রয় করিয়া রথস্থ স্বর্ঘ্যের অর্চনা করে;
চামর, বিতান ও ঘণ্টাদি তাঁহাকে নিবেদন করে,
পূর্বদ্বারে গো, দক্ষিণ দ্বারে অশ্ব, পশ্চিম দ্বারে গজ
উত্তরদ্বারে দেবকে রথ প্রদান করে; যে
মানব নরদীপের এই প্রকারে যাত্রা করে, সে সর্ব-
কাম লাভ করে, কৃতকৃত্য হয়, গো, স্বর্ঘ্য, শিব ও
শক্র-সমান শুভ লোকে গমন করে এবং তাহার
মহামেক প্রদক্ষিণ করার কল হয় । যে ব্যক্তি
ব্যতীপাত যোগে ঐ তীর্থে সহস্র গো প্রদান করে,

কুলং লভেৎ । ৭০ । নরদীপে রথারূঢ়ে বপনং
কারয়েদু যঃ । ত্রিষা ন বিচ্যতিস্তস্য স্বর্ঘ্যালোকে
মহীয়তে । ৭১ । স্বর্ঘ্যস্ত পুরতো বাপ্যাং মাসং
নিত্যং সরস্বতী । যন্তামালোকতে মর্ত্যো দ্বঃস্বপ্নং
তস্ত নশ্চতি । ৭২ । তজ্জ্যা যোহনুদিনং ব্যাস
নরদীপং প্রপশ্যতি । উত্তমং স্থানমাসাদ্য পুত্র-
পৌত্রসমধিতঃ । ৭৩ । প্রকীড্য বহুভিঃ সার্কং যতঃ
স্বর্ঘ্যপুরং ব্রজেৎ । প্রনষ্টে তিমিরে বিপ্র জাতে
সর্বত্র সুপ্রভে । ৭৪ । হতেহঙ্ককে মহেশেন শূলেন
ত্রিশিখেন বৈ । প্রহৃষ্টাশ্চ সুরাঃ সর্কে ব্রহ্মেন্দ্রপ্রমুখা-
স্তদা । ৭৫ । শঙ্খাং দধৌ তদা বিষ্ণুঃ সুরাণাং
হিতকামায়া । তত্র তীর্থমধোংপরং শঙ্খোদ্ধারণ-
সংজ্ঞকম্ । ৭৬ । তত্র সন্নিহতো বিষ্ণুর্লিঙ্গকৈব
চতুর্মুখম্ । অনাদ্যকৈব বিপ্রেন্দ্র লিঙ্গকৈব সমী-
পতঃ । ৭৭ । দেবস্ত দক্ষিণে ভাগে শূলেনাধিষ্ঠিতঃ
স্থিতঃ । চতুর্দিশাং তথাষ্টম্যাং যে পশ্যন্তিজিতেন্দ্রিয়াঃ ।
৭৮ । তে কীণাশেষপাপোঘাঃ প্রাপ্যান্তি পরমাং
গতিম্ । যোগিনীনাং বলিং যন্ত যথাবৎ সম্প্রদা-
শ্চতি । ৭৯ । ভূতপ্রেতপিশাচাদৈর্নাসো কেনাপি
বাধ্যতে । দ্বাদশীং সমুপোষ্টব্যব স্নাত্বা দেবং
সে সহস্র অশ্বমেধকারীর পুণ্যকল লাভ করে ।
৭৫—৭০ । দেব নরদীপ রথারূঢ় হইলে যে ব্যক্তি
বপন করে, সে কদাচ জীভষ্ট হয় না; পরন্তু স্বর্ঘ্য-
লোকে পূজিত হয় । স্বর্ঘ্যদেবের পুরোভাগস্থিত
সরস্বতী দেবীকে অবলোকন করিলে মানবের দ্বঃস্বপ্ন
নষ্ট হয় । হে ব্যাসদেব ! যে ব্যক্তি অনুদিন ভক্তি-
পূর্বক দেব নরদীপকে দর্শন করে, সে উত্তম স্থান,
পুত্র, পৌত্র ও বহু-বান্ধব লাভ করিয়া তাহাদের
সহিত যথেষ্ট আনন্দানুভব করত জীবনাশ্চে স্বর্ঘ্য-
পুরে গমন করে । হে বিপ্র ! পরে তদানীন্তন
তিমির বিনষ্ট হইয়া সর্বস্থান আলোকিত হইলে
মহেশ ত্রিশিখ শূল দ্বারা অঙ্ককাসুরকে নিহত
করেন । ঐ সময় বিষ্ণু সুরগণের হিত-কামনায় শঙ্খ
নাদ করেন । এই জন্ত সেই স্থানের নাম হয়,—
শঙ্খোদ্ধারণ । ঐ স্থানে বিষ্ণু এবং এক চতুর্মুখ
লিঙ্গ নিত্য সন্নিহিত । আর ঐ লিঙ্গের দক্ষিণভাগে
অমতিদূরে এক অনাদ্য নামক বৃক্ষ আছে । যে
ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়ভাবে চতুর্দশী বা অষ্টমীতে
ঐ সকল দর্শন করে সে অশেষ পাপমুক্ত
হইয়া পরম গতি লাভ করে । যে ব্যক্তি ঐ
স্থানে যোগিনীগণকে যথাযথ বলি প্রদান করে,
সে কদাচ-ভূত-প্রেত পিশাচ কর্তৃক বাধিত হয়

জনান্দনয় । ৮০ । যঃ পশ্চৈচ্ছানঃ দেবঃ
সোহচ্যুতঃ স্থানমাগ্নয়াৎ । ৮১ । যঃ স্থূলস্থূল-
প্রকটপ্রকাশো যঃ সর্বভূতো ন চ সর্বভূতঃ ।
বিষঃ যতশ্চৈব হি বিবহেতুর্নমোহস্ত তস্মৈ পুরুষো-
ত্তমায় । ৮২ ।

ইতি ত্রিংশদে নরদীপমাহাঙ্গাবর্ণনং নাম
ষট্টিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৬ ।

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ

সনৎকুমার উবাচ । ভিন্নৈহককে ত্রিশূলেন
ধ্বনৌ ক্রদন্ত নিগতঃ । তত্রোক্তারঃ সমুৎপন্নো
দেবদেবো মহেশ্বরঃ । ১ । তত্র স্নাত্বা শুচিভূত্বা
সমাধিনিয়মেন চ । দৃষ্টোক্তারঃ মহাদেবঃ মুচ্যতে
সর্বপাতকৈঃ । ২ । ইত্যাককে ত্রিশূলশ্চ ভোগবত্যা
জলে যযৌ । দৃষ্টা শূলং স্মৃতেজস্কং হাটকো
বিস্ময়ঃ গতঃ । পপ্রচ্ছ কেন কার্ষ্যেণ ভবানিহ
সমাগতঃ । ৩ । কথ্যামাস শ্লোহসৌ শঙ্করেণাহ-
মীরিতঃ । অঙ্ককস্ত বধার্থায় পাপবৃন্তেঃ সূক্ষ্মতঃ ।

না । যে মানব স্বাদশীতিধিতে উপবাস ও স্নান করিয়া
তত্রত্য দেব জনান্দনকে দর্শন করে, তাহার অচ্যুত
লোকে গতি হইয়া থাকে । যিনি স্থূল স্থূল ও প্রকট
প্রকাশ ; যিনি সর্বভূতস্বরূপ এবং ভূত হইতে
পৃথক্, যাহা হইতে এই বিশ্ব এবং যিনি বিশ্বের
হেতু, সেই দেব পুরুষোত্তমকে নমস্কার । ৭১—৮২।

ষট্টিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৬ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—ত্রিশূল দ্বারা অঙ্কক
নির্ভিন্ন হইলে তখন ভগবান্ ক্রদন্ত ধ্বনি নির্গত
হয় । এই ধ্বনি হইতেই দেবদেব মহেশ্বরস্বরূপ
ওক্তার সমুৎপন্ন হয় । এই তীর্থে স্নানান্তে শুচি
হইয়া সমাধিনিয়ম দ্বারা ওক্তারেশ্বর নামক মহা-
দেবকে দর্শন করিয়া মানব সর্বপাতক হইতে
মুক্তিলাভ করে । মহাদেবের ত্রিশূল অঙ্কককে নিহত
করিয়া ভোগবতীর জলে গিয়া পতিত হয় । তত্রত্য
হাটক স্মৃতেজস্ক শূলকে দর্শন করিয়া বিস্মিত
হইয়া জিজ্ঞাসা করে,—কি কাজের জন্য আপনি
এখানে রহিয়াছেন ? শূল প্রত্যুত্তরে বলেন,—আমি

৪ । ভিক্ষা তমহমাগ্নাতো ভোগবত্যা জলে
ভূতে । গমিষ্যামি পুনস্তত্র যত্র তিষ্ঠতি শঙ্করঃ ।
৫ । শ্লোক্তঃ বচনঃ স্নাত্বা পরমেশ-
দিদৃক্ষয়া । হাটকঃ শূলমার্গেণ নির্জগাম জবেন
সঃ । বহুবক্রসমাকীর্ণঃ স্প্রশতঃ স্মনোরমম্ । ৬ ।
তং দৃষ্ট্বা ত্রিদশাঃ সর্বৈ শূলেশঃ হাটকেশ্বরম্ ।
প্রণম্য হৃষ্টরোমাণো যথা প্রোৎফুল্লপঙ্কজম্ । ৭ ।
তুষ্টবুর্জিবৈধেঃ স্তোত্রৈব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমাঃ ।
হাটকেশ্বরনামাসীৎ পাতালে যো ব্যবস্থিতঃ । ৮ ।
নিগতঃ শূলমার্গেণ তেন শূলেশ্বরঃ স্মৃতঃ । ধূতপাপঃ
চ যতীর্থঃ দেবদেবস্ত চোত্তরে । ৯ । তত্র পাপঃ
স দৈত্যোক্তো ধূতঃ শূলেণ বীৰ্য্যবান্ । তেন তীর্থ-
মিদং ব্যাস ধূতপাপঃ নিগদ্যতে । ১০ । অষ্টম্যাং
বা পৌর্ণমাস্যাং চতুর্দশ্যাং শনৌ তথা । উপোষ্য
রজনৌমেকাঃ শিবভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ । ১১ ।
ধূতপাপঃ তু যঃ পশ্চৈদেবদেবঃ মহেশ্বরম্ । বিমুক্তঃ
সর্বপাপৈঃ স সপ্তজন্মকুতৈরপি । ১২ । কুলানাং
শতমুদ্রত্য শিবলোকঃ চ গচ্ছতি । কৃতাভিষেকঃ
যঃ পশ্চৈৎ পৌষে মাসি স বৈ নরঃ । ১৩ । শূলেশ্বর-

দৃশ্যতি পাপবৃন্ত অঙ্কককে বধ করিবার নিমিত্ত
মহেশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহাকে ভেদ
করিয়া ভোগবতীর পবিত্র জলে এই অবগাহন
করিতেছি ; এখন আমি পুনরায় শঙ্কর-সমীপে
গমন করিব । ১—৫। হাটক (সুবর্ণ), তখন শূলের
বচন শুনিয়া পরমেশ্বরের দর্শনমানসে শূল মার্গে
অবলম্বন করিয়া বেগে তথা হইতে নির্গত হইল ।
দেবগণ এই বহুবক্রসমাকীর্ণ স্প্রশত স্মনোরম
উৎফুল্ল পঙ্কজবৎ হাটকেশ্বরকে দর্শন করিয়া
রোমাঞ্চিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া
স্তব করিলেন । ইনি পাতালে হাটকেশ্বর নামক
শিব ছিলেন ; শূলমার্গে এখানে আগমন করিলেন
বলিয়া এই তীর্থে ইহার নাম হইল,—শূলেশ্বর ।
দেবদেবের উত্তরে ধূতপাপ নামক যে তীর্থ,
এই তীর্থে বীৰ্য্যবান্ দৈত্যোক্ত শূল দ্বারা ধূত
(নিহত) হয় ; এজন্য এই তীর্থের নাম হয়,—ধূত-
পাপ । অষ্টমী, পৌর্ণমাসী বা চতুর্দশী তিথিতে
শনিবারে যে মানব এখানে জিতেন্দ্রিয়ভাবে এক
রজনী উপবাসী থাকিয়া ধূতপাপদেবকে দর্শন
করে, সে সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ
করিয়া স্বীয় শতকুল উদ্ধার করত শিবলোকে
গমন করে । যে নর পৌষমাসে কৃতাভিষেক

প্রভাবেন মূচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া । বিমানানাং সহশ্রেন
মৃতো য়াতি পরঃ পদম্ ॥ ১৪ ॥ ইতি চাক্ষুশলোহয়ঃ
যাবজ্জোগবতীঃ গতঃ । তাবৎ সমুখিতা ঘোরা অশুরা
কধিরোত্তবাঃ ॥ ১৫ ॥ খড়্গহস্তা মহাবীৰ্যা অনেক-
শতসংখ্যায়া । চতুর্দিকু স্থিতৈর্ঘোরৈর্হস্তমানো
মহেশ্বরঃ । সিংহনাদং মুমোচাথ পীড়িত-
স্তৈর্হুঁরাশ্চিঃ ॥ ১৬ ॥ সিংহনাদেন তে পাপা মুচ্ছিতাঃ
পতিতা ভুবি । পুনঃ সমুখিতা জগ্মুর্দেবদেবঃ
মহেশ্বরম্ । বিজ্ঞাতাশ্চ ততো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণু-
পুরোগমাঃ ॥ ১৭ ॥ অসাধ্যাস্তাঃস্তথা মহা মন্ত্রঃ
কৃতা হিতৈষিণঃ । ততো দেবা বিচার্যাথ স্ত্রীং
সৃজাম ইতি শ্রবম্ ॥ ১৮ ॥ ইত্যুচ্চোৎপাদয়ামাস ব্রহ্মা
হংসাসনাঃ শুভাম্ । চতুর্ভুজাং চতুর্হস্তাং ব্রহ্মাণীং
রূপধারিণীম্ ॥ ১৯ ॥ কুমারশ্চৈব কোমারীং ময়ূরবর-
বাহিনীম্ । রক্তমালাধরধরাঃ শক্তিকুটুবারিণীম্ ॥
২০ ॥ পুনঃ কুমারঃ কোমারীং পক্ষীশ্রবরবাহিনীম্ ।
কৃকাং করালদশনাং ধর্মরাজশ্চ বাহিনীম্ ॥ ২১ ॥
দৈত্যদেহপ্রমথনীঃ দণ্ডমুদারধারিণীম্ । ললাট-
লোচনাং নীলাং কপালকরভূষিতাম্ ॥ ২২ ॥ সিংহা-

শূলেধরদেবকে দর্শন করে, সে ব্রহ্মহত্যাপাপ
হইতে মুক্তি লাভ করিয়া জীবনান্তে সহস্র-বিমানে
পরম পদে উন্নীত হয় । এই অন্ধকঘাতী শূল ভোগবত
পর্যন্ত গমনকরিয়াছিল, সেই স্থান হইতে কধিরোত্ত
ঘোর বহুসংখ্যক অশুর উখিত হয় । এই অশুর-
গণ মহাবীৰ্য্য ; তাহারা এই সময় চতুর্দিকু হইতে
মহাদেবকে প্রহার করিতে থাকে । তাহাদের
প্রহারে পীড়িত হইয়া মহাদেব সিংহনাদ করেন ।
এই সিংহনাদে পাপাত্মা অশুরগণ মুচ্ছিত হইয়া
ভূতলে পতিত হয় । পরে উখিত হইয়া পুনরায়
তাহারা মহাদেবকে তাড়িত করে । তখন ব্রহ্মাদি-
দেবগণ ভীত হইয়া তাহাদিগকে হৃদমণীয় মনে
করেন এবং তাঁহারা তাহার প্রতিবিধানকল্পে এক
মন্ত্রাঙ্গসভার আহ্বান করেন । এই সভায় “এক স্ত্রী
সৃষ্টি করিতে হইবে” ইহাই নিরূপণ করিয়া ব্রহ্মা
শ্রবঃ হংসাসনা নামী এক শুভা রমণী সৃজন করেন ।
এ রমণীর নাম চামুণ্ডা এবং তিনি চতুর্ভুজা,
চতুর্হস্তা, ব্রাহ্মণী । পুনরায় কুমার-কোমারী শক্তি
সৃজন করেন, এই শক্তি ময়ূরবর-বাহিনা, রক্ত
মালাধর-ধরা, শক্তিকুটু-ধারিণী, কৃকবর্ণা, করাল-
দশনা, ধর্মরাজবাহনশ্রুপা, দৈত্যদেহমথনী, দণ্ড-
মুদার-ধারিণী, ললাট-লোচনা, নীলা, কপাল-

জিনধরাং কৃকাং সর্ষভূষণভূষিতাম্ । কজীহস্তাঃ
খড়্গহস্তাঃ খেটখট্টাধারিণীম্ । চর্ম্মাঙ্ঘিকেশবপুং
চামুণ্ডামস্তজং প্রভুঃ ॥ ২৩ ॥ বটশ্চ নিকটে পূর্ব্বং
নির্ম্মিতা লোকমাতরঃ । ততো লোকে সুবিখ্যাতাঃ
প্রত্যক্ষা বটমাতরঃ ॥ ২৪ ॥ তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা
মাতুঃ পশ্চাতি যো নরঃ । স মুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো
মাতৃলোকে মহীয়তে ॥ ২৫ ॥ সিংহনাদোহপি দেবেন
কৃতো যত্র মহামুনে । তত্র সিংহেশ্বরো দেবঃ সর্ব-
দুষ্কৃতনাশনঃ ॥ ২৬ ॥ দর্শনাত্তস্ত দেবস্ত সিংহবৎ স
বলী ভবেৎ । সিংহনাদে কৃতে যত্র জাতঃ কণ্টকিতঃ
বপুঃ ॥ ২৭ ॥ তত্র কণ্টেশ্বরো দেবো ভক্তানাং সর্বদঃ
সদা । তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা কণ্টেশ্বরং শিবম্ ॥
২৮ ॥ গ্রন্থভূতপিশাচেভ্যো ন ভয়ং প্রাপুয়াৎ কচিৎ ।
ত্রস্তা গাতরঃ সর্বা আদিষ্টান্ত হরেন বৈ ॥ ২৯ ॥
অন্ধানুরশ্চ রোদ্রশ্চ পিবধঃ কধিরং দ্রুতম্ ।
এতস্মিন্নস্তরে ব্যাস প্রজ্ঞসঞ্জলনোপমঃ ॥ ৩০ ॥
অভয়ং শত্রু মা ভৈষ্যৎ যত্রোবাচেতি শত্রুয়ঃ
তত্র লিঙ্গং সমুদ্ভূতমভয়েশ্বরমুত্তমম্ ॥ ৩১ ॥ বন্দিতঃ
দেবগন্ধর্ষৈঃ সিন্ধুবিদ্যাধরোরগৈঃ । তত্র স্নাত্বা
শুচির্ভূত্বা সোপবাসো জি হস্ত্রিয়ঃ ॥ ৩২ ॥ অর্চয়ে-

কর-ভূষিতা, সিংহাজিন-ধরা, সর্ষ-ভূষণ-ভূষিতা,
কজীহস্তা, খড়্গহস্তা, খেট-খট্টাধারিণী এবং তাঁহার
শরীরে চর্ম্ম, আঁহ ও কেশ বিরাজিত । তিনি
চামুণ্ডা । পূর্ব্ব বটতরুর নিকটে লোকমাতৃকাগণ সৃষ্ট
হইয়াছেন বলিয়া ইহারা জগতে বটমাতৃকা নামে
বিখ্যাত । এই স্থানে শুচিতাবে স্নান করিয়া নর সর্ব
পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে এবং মাতৃ-লোকে
পূজিত হয় ৬—২৫। হে মহামুনে ! যেখানে দেবদেব
সিংহনাদ করিয়াছিলেন, এই স্থানে দেব সিংহেশ্বর
বিরাজমান । তদর্শনে মানব সিংহবৎ বলবান হয় ।
যেখানে সিংহনাদ শুনিয়া দেবগণ কণ্টকিত হন,
সেই স্থানে দেব কণ্টেশ্বর বিদ্যমান । এই তীর্থে
নর স্নান ও দেবদর্শন করিয়া গ্রন্থ, ভূত ও পিশাচ
হইতে কদাপি ভীত হয় না । অনন্তর মাতৃকাগণ
অন্ধকানুরের কধির পান করিবার জন্ত মহাদেব
কর্জুক আদিষ্ট হন । হে ব্যাসদেব ! এমন সময়ে
প্রজলিত অনলের স্থায় ভগবান শত্রু যেখানে
“হে শত্রু ! তোমার কোন ভয় নাই” বলিয়া
শত্রুকে অভয় প্রদান করেন, সেই স্থানে দেব-
গন্ধর্ষ-সিন্ধু-বিদ্যাধর-বন্দিত অভয়েশ্বর নামে
উত্তম লিঙ্গ সমুদ্ভূত হন । এই স্থানে স্নানান্তে শুচি

দেবদেবেশমধমেধকলঃ লভেৎ । ভূতপ্রেত-
শিশাচেত্যে তস্য ন বিদ্যাতে ॥ ৩৩ ॥ সিংহ-
যুক্তেন যানেন শিবলোকং স গচ্ছতি । অঙ্ককস্ত
তু যা মায়া রক্তানুরসমুদ্ভবা ॥ ৩৪ ॥ মাতৃভির্বুধ্য-
মানাভিঃ কয়মাণ্ড জগাম সা । দেব্যাঃ পিবন্ত্যো
রক্তোষং দৈত্যৈতত্ত্বতশ্চাতম ॥ ৩৫ ॥ ঘটতপ্তিঃ
পরমাং জগ্মূর্ন তু তপ্তা ললাটজা । হতমায়ঃ শষ্টকস্ত
ভিন্নশূলতলুচ্ছদঃ ॥ ৩৬ ॥ উত্তরাভিমুখঃ শূলমঙ্ককো-
হকর্ষয়ছলী । সন্নিকঙ্কো মহাদেহো বারিতো গণপেন
সঃ ॥ ৩৭ ॥ মহাবিনায়কঃ খ্যাতস্তম্মাল্লোকেহতবন
মুনে । দর্শনাস্তস্ত দেবস্ত ন বিদ্যেঃ পীড়্যতে নরঃ ॥
৩৮ ॥ মাসে মাসে চতুর্থ্যাং যো গণেশং পূজয়েদ্ভিজ ।
ন তস্ত বিয়ং জায়েত ইহ লোকে পরজ ৫ ॥ ৩৯ ॥
শ্বেদবিন্দুরথো তস্ত ললাটাদপতন্তুবি । তস্মাদঙ্গা-
রকো জাতো রক্তমান্যাতুলেননঃ ॥ ৪০ ॥ আবস্ত্য
বিষয়ে জাতো লোহিতাক্ষো ধরাসুতঃ । অঙ্গারকস্ত
রক্তাক্ষো মহাদেবসুতস্তথা ॥ ৪১ ॥ নামভিব্রক্ষণা
জ্জ্বা গ্রহমধ্যোহধিরোপিতঃ । তত্র তীর্থমধ্যোপন্ন-
মঙ্গারেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ৪২ ॥ ব্রক্ষণা স্থাপিতং লিঙ্গং

হইয়া তত্রত্য দেবদেবের অর্চনা করিলে অধমেধ-
কল লাভ হয় ; ভূত প্রেত শিশাচ হইতে কোন
ভয় থাকে না ; সে সিংহযুক্ত যানে শিবলোকে
গমন করে । রক্তানুর-সমুদ্ভবা যে অঙ্কক-মায়া,
তাহা যুগ্মমান মাতৃকাগণ দ্বারা আশু বিনষ্ট হয় ।
ঊঁহার দৈত্যতলুপরিষ্কৃত কধির সমস্ত পান
করিতে থাকেন । ইহাতে ঊঁহাদের মধ্যে ঘট-
মাতৃকা পরমা তপ্তি লাভ করেন ; কিন্তু ললাটজাতা
মাতৃকা তপ্তিলাভ করিতে পারেন না । তখন বিগত-
মায়, ভিন্ন শূল-তলুচ্ছদ বলবান অঙ্কক উত্তরাভিমুখে
শূল আকর্ষণ করিতে থাকে ; এই সময় এই মহাকায়
গণপতি কর্তৃক নিবারিত হয় । এই জন্তই এই
স্থানের দেবতা মহাবিনায়ক নামে প্রসিদ্ধি লাভ
করেন । এই দেবের দর্শনে নর কোন বিষ দ্বারা
পীড়িত হয় না । হে ভিজ ! মাসে মাসে চতুর্থী
তিথিতে এই স্থানে গণেশের যে পূজা করে, তাহার
ইহ পরকালে কখন কোন বিষ হয় না । যেখানে
অঙ্ককের ললাট হইতে শ্বেদবিন্দু ছুতলে পতিত হয়,
এ স্থানে রক্তমান্যভূষিত অঙ্গারক নামে দেব প্রা-
র্ভূত হন । লোহিতাক্ষ ধরাসুত অবস্তৌপ্রদেশে জন্ম
গ্রহণ করেন । উনি অঙ্গারক, রক্তাক্ষ ও মহাদেব-
সুত প্রভৃতি নামে ব্রহ্মা কর্তৃক স্তুত হইয়া গ্রহ-

গণগঙ্করসেবিতম্ । শুচিত্ত্ব ৫ যঃ স্রাতি নরো
হঙ্গারবাসরে ॥ ৪৩ ॥ দৃষ্টাক্ষারেশ্বরং সৌম্য মুচ্যতে
সর্ষপাতকৈঃ । চতুর্থ্যাং মঙ্গলদিনে নক্তে চার্বাঃ
নিবেদয়েৎ ॥ ৪৪ ॥ যাবৎ পূর্ণাশ্রিত্যঃ স্রাস্তাবৎ
কার্বাঃ প্রযত্নতঃ । পঞ্চ বৈ করকাঃ কার্বা-
স্তাশ্রপাশ্রোণ সংযুতাঃ ॥ ৪৫ ॥ শুকপীঠময়াঃ কার্বা
রক্তবস্ত্রসমধিতাঃ । রক্তচন্দনসংযুক্তা রক্তপুষ্পৈশ্চ
পূজিতাঃ ॥ ৪৬ ॥ তিলতণ্ডুলসম্পূর্ণমেকং তত্রৈব
কারয়েৎ । দ্বিতীয়ং লডুকৈশ্চৈব তৃতীয়ং পয়সা
তথা ॥ ৪৭ ॥ উত্তরীতিশ্চতুর্থং ৫ পঞ্চমং মূলকৈস্তথা ।
কুজা হেবং বিধানেন মঙ্গোণার্বাঃ নিবেদয়েৎ ॥ ৪৮ ॥
কুজায় লোহিতাক্ষায় গ্রহমধ্যস্থিতায় ৫ । কার্ত্তিকৈ-
য়ানুরূপায় সুরূপায় নমো নমঃ ॥ ৪৯ ॥ শিবললাট-
সমুত ধরণীগর্ভসম্ভব । রূপার্থং দ্বাঃ প্রপন্নোহস্মি
গৃহাণার্বাঃ নমোহস্ত তে ॥ ৫০ ॥ জলিতাক্ষার-
বর্ণাভ নিম্ববিদ্রুমভানুর । পুত্রার্থী দ্বাঃ প্রপন্নোহস্মি
গৃহাণার্বাঃ ধরাস্তজ ॥ ৫১ ॥ আবস্ত্যমণ্ডলে জাতো
ধরণ্যাং ৫ শিবেন বৈ । পুত্রং দেহি ধনঃ দেহি
যশো দেহি নমোহস্ত তে ॥ ৫২ ॥ এবং সম্পূজিতো

মধ্যে অধিরোপিত হন । এ জন্ত ঐ স্থানে অঙ্গা-
রেশ্বর নামক দেব প্রকাশিত হন । এই লিঙ্গ ব্রহ্মা
কর্তৃক সংস্থাপিত এবং গণ-গঙ্করগণ কর্তৃক সেবিত ।
যে নর স্নানান্তে শুচিতাবে অঙ্গারেশ্বর দর্শন করে,
সে সর্ষপাতক হইতে মুক্তি লাভ করে । মঙ্গলবার
চতুর্থীতে এই স্থানে স্রাতিকালে দেবদেবকে অর্ঘ্য
প্রদান করিবে । যাবৎ না চারিটি করকা পূর্ণ হয়,
তাবৎ অর্ঘ্য নিষ্কাশন করিবে । তাম্রময় পাঁচটি
করকা করিবে । এই করকা শুক-পীঠময়, রক্তবস্ত্র-
সমধিত, রক্তচন্দনযুক্ত এবং রক্ত পুষ্প দ্বারা
পূজিত হইবে ॥ ২৬—৪৬ ॥ অর্ঘ্য সকলের মধ্যে প্রথম
অর্ঘ্যটি তিল-তণ্ডুল পূর্ণ, দ্বিতীয়টি লডুকপূর্ণ, তৃতী-
য়টি হুয়পূর্ণ, চতুর্থটি উত্তরীপূর্ণ এবং পঞ্চমটি
মূলকপূর্ণ করিবে । এই বিধানে অর্ঘ্য নিষ্কাশন
করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে নিবেদন করিবে ; যথা—হে
কুজ, লোহিতাক্ষ, গ্রহমধ্যস্থিত, কার্ত্তিকেশ্বররূপ,
সুরূপ ! তোমাকে নমস্কার, নমস্কার । হে
শিব-ললাট-সমুত, ধরণীগর্ভসম্ভব ! রূপের নিমিত্ত
তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, অর্ঘ্য গ্রহণ কর ;
তোমাকে নমস্কার । হে জলিতাক্ষারবর্ণাভ, নিম্ব-
বিদ্রুম-ভানুর ! আমি পুত্রার্থী হইয়া তোমার
শরণাগত হইতেছি ; হে ধরাস্তজ ! অর্ঘ্য গ্রহণ

ভৌমচতুর্থাঃ সুনিস্তম । ভূক। ভোগাঃস্তথা
পূজান্ প্রাপ্য বৈ ক্রতিমণ্ডলে । ৫৩ । মৃতঃ স্বর্গ-
স্বাপ্নোতি বাবদিত্রাচতুর্দশ । ৫৪ ।

ইতি ঐকাদেহকারক-চতুর্থাঃতমাহাশ্রাবণঃ
নাম সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৭ ।

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । নাস্তি শ্রেয়ঃ যদা রক্তং
পীষমানঃ চ রক্তসঃ । চামুণ্ডায়াস্ততো রক্তমভূদাস্তং
চ ভাসুরম্ । ১ । কৃষ্ণঃ কৃতান্তকরাস্তং করালদশ-
নাধরম্ । প্রজলত্যঙ্কে শাস্তং জলংকেশরলোচ-
নম্ । ২ । বর্ষধরনির্ঘোষক্ষীতকেৎকারবিলম্বম্ ।
তাক্যপককৃতাপীড়ঃ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাকুরোজ্জলম্ । ৩ ।
তন্নিম্নখে কপালাগ্রঃ নিধায় ক্রবিতাননা । অপি-
বজ্রধিরং চণ্ডী চণ্ডদোদর্দণ্ডমণ্ডিতা । ৪ । তয়া
পিবন্ত্যাদৈত্যৈঃ শরীরে ক্রশতাং গতাঃ । কয়ং

কর । হে শিবকর্তৃক ধরণীমধ্যস্থ অবস্তীমণ্ডলে
জাত ! তুমি আমায় পুত্র দাও, ধন দাও, যশ
দাও, তোমাকে নমস্কার । হে সুনিস্তম ! যে
মানব এই প্রকারে চতুর্থাঃ তিথিতে ভৌম দেবের
পূজা করে, সে সমস্ত ভোগ ও বহু পুত্র লাভ
করিয়া জীবনান্তে চতুর্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকালপরিমিত
কাল স্বর্গলোক ভোগ করে । ৪৭—৫৪ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৭ ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—যখন চামুণ্ডা অঙ্কেয়
কৃধির পান করিয়া শেষ করিতে পারিলেন না, তখন
তাঁহার বদন রক্তবর্ণ, ভাসুর, ও কৃতান্তবক্রবৎ
করাল হইয়া উঠিল । অঙ্ক উত্তেজিত হইলে
তাঁহার শাস্ত্র লোচন প্রজলিত অনলের স্থায়
হইয়া উঠিতে লাগিল । তাঁহার বদন-কমল হইতে
ঘোর ঘর্ঘর নির্ঘোষের সহিত বিশ্বর ক্ষীত কেৎকার
নির্গত হইতে লাগিল । তিনি মস্তকে তাক্য-
পক্কের চূড়া বাঁধিয়াছিলেন; এবং তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা-
কুরে তাঁহার আনন উজ্জল হইয়াছিল । ঐ
চণ্ডদোদর্দণ্ড-মণ্ডিতা চণ্ডী তখন ক্রবিতাননে কপাল-
পাত্র দ্বারা কৃধির পান করিতে লাগিলেন । তিনি

নিষ্টেহং সজ্জীণঃ ক্ষুদ্রক্ষুভিতবীকণঃ । ৫ । ইখং
নির্বীৰ্য্যদেহোহসৌ বভূবাক্কদানবঃ । সর্কীঃ
সংহত্য মায়াং যো বলং কীণমথাকরোৎ । ৬ ।
তীব্রঃ ভয়ং সমাসাদ্য প্রাণজ্ঞাপরায়ণঃ ।
নাস্তাং গতিং লোকে দৈত্যভট্টাব শঙ্করম্ । ৭ ।
কৃতাজলিপুটো ভূহা রোমাঞ্চিতশরীরকঃ । সাত্বিকং
ভাবমাপন্নস্তাক্ষা চৈব রজস্তমঃ । ৮ । লোকানাং
কারণং দেবং বিবুধাধিপতিং প্রভুং । শব্দদ্ব্য-
ধিতো ভক্ত্যা নির্মলেনাস্তরাশ্রনা । ৯ । শ্রাব্যঃ
শিবং চ তুষ্টাব দেবং চন্দ্রার্দ্ধশেখরম্ । ১০ ।
অঙ্ক উবাচ । কুংসন্ত যোহন্ত জগতঃ সচরাচরন্ত
কর্তা কৃতন্ত চ তথা স্মৃৎস্বদাতা । সংসারহেতু-
রাপি যঃ পুনরন্তকালে তং শঙ্করং শরণদং শরণং
ব্রজামি । ১১ । যঃ যোগিনাং বিগতমোহতমো-
রজস্ব ভক্ত্যেকতানমনসা বিনিবৃত্তকামাঃ । ধ্যায়ন্তি
যেহখিলধিয়োহমিতদিব্যভূতিং তং শঙ্করং শরণদং
শরণং ব্রজামি । ১২ । যচ্চন্দ্রখণ্ডমমলং দিলস-
ন্নয়ুখং বদ্ধা সদা সুরসরিচ্ছিন্নসা বিভর্তি । যন্তাঙ্ক-
দেহমভজদগিরিরাজপুত্রী তং শঙ্করং শরণদং শরণং
ব্রজামি । ১৩ । যঃ সিদ্ধচারণনিষেবিতপাদপদ্মো

এইরূপে কৃধির পান করিতে থাকিলে তখন
দৈত্যৈশ্বরের শরীর ক্রশ হইয়া আসিল ।
দৈত্যৈশ্বরের অক্ষিযুগল কীর্ণ, ক্ষুদ্র ও ক্ষুভিত
হইল । এইরূপে দৈত্য নির্বীৰ্য্য হইলে সে
তাহার সকল মায়া সংহার করিয়া কীর্ণবল হইয়া
পড়িল । ১—৬ । তীব্রভয়ে প্রাণ-জ্ঞাপরায়ণ হইয়া
গত্যন্তর না দেখিয়া দৈত্য তখন রোমাঞ্চিত
শরীরে সাত্বিক ভাব অবলম্বন করত কৃতাজলি-
পুটে লোক-কারণ দেব দেবাধিদেব প্রভু চন্দ্রার্দ্ধ-
শেখরের স্তব করিতে লাগিল; সে বলিল,—
যিনি এই সচরাচর জগতের কর্তা, স্মৃৎস্ব-
দাতা, এবং যিনি অস্তকালে সংহারের হেতু,
আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত হইলাম ।
বিগতমোহতমোরজস্ব ভক্তিনিরতচিত্ত নিবৃত্ত-
কাম নিখিলধীসম্পন্ন যোগিগণ বাঁহাকে
ধ্যান করেন; আমি সেই দিব্যমূর্তি শরণদ
শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত হইলাম । যিনি ক্ষুরিত-
ময়ুখ অমল চন্দ্রখণ্ড এবং সুর-সরিৎ মস্তকে
ধারণ করিয়াছেন; গিরিরাজপুত্রী বাঁহার ভজনা
করেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ
প্রাপ্ত হইলাম । সিদ্ধচারণ-গণ বাঁহার পাদপদ্ম

গঙ্গাং মহোদধিবিষমাং গগনাংপতন্তোয় । যুক্তা দধে
অজমিব জিজগৎ পুনন্তীঃ তং শঙ্করঃ শরণদং
শরণং ব্রজামি । ১৪ । কৈলাসশৈলশিখরং
প্রবিকম্প্যমানং কৈলাসপৃষ্ঠসদৃশেন দশাননেন ।
যঃ পাদপদ্মপরিপীড়নসেব্যমানন্তঃ শঙ্করঃ
শরণদং শরণং ব্রজামি । ১৫ । দক্ষাধ্বরে চ
নয়নে চ তথা ভগন্ত পৃথন্তথা দশনপঙ্ক্তি-
মশাতয়দ্ যঃ । ব্যষ্টস্তয়ং কুলিশহস্তমধেঃশ্রমীশং তং
শঙ্করঃ শরণদং শরণং ব্রজামি । ১৬ । যেনাসক-
দিতিসুতাশ্চ দনোঃ সুতাশ্চ বিদ্যাধরোরগগনাশ্চ
বরৈঃ সমগ্রৈঃ । সংযোজিতা মুনিবরাঃ কলমূল-
ভকান্তঃ শঙ্করঃ শরণদং শরণং ব্রজামি । ১৭ । এবং
কৃতেহপি বিষয়েষপি সন্তুভাবা জ্ঞানেন চ কৃতগুণৈ-
রপি তেন যুক্তাঃ । যং সংপ্রিতাঃ সুখভূজঃ পুরুষা
ভবন্তি তং শঙ্করঃ শরণদং শরণং ব্রজামি । ১৮ ।
ব্রহ্মেশ্ববিষ্ণুমক্ৰতাঞ্চ সমগুণানাং যোহদাদরান্ সু-
বহশো ভগবান্নহেশঃ । সূতঞ্চ মৃত্যুবদনাং পুনরু-
জ্জহার তং শঙ্করঃ শরণদং শরণং ব্রজামি । ১৯ ।
আরাধিতস্ত তপসা হিমবত্রিকুঞ্জে ধূম্রব্রতেন তপসা
চ পরৈরগম্যঃ । সঞ্জীবনীঃ সমদদাদভৃগবে মহাশ্ম

তং শঙ্করঃ শরণদং শরণং ব্রজামি । ২০ । ক্রৌড়ার্ধ-
মেব ভগবান্ ভুবনানি সন্ত নানানদীবিহগপাদপ-
মণ্ডিতানি । সত্রক্ষকাণ সসৃজে সুরুতাভিধানি তং
শঙ্করঃ শরণদং শরণং ব্রজামি । ২১ । যঃ সব্য-
পাণিকমলাগ্রনখেন দেবস্তংপঞ্চমং প্রসভমেব করাল-
রজ্জম্ । ব্রাহ্মঃ শিরস্তরশিপিদ্বনিভঃ চক্ৰস্ত তং
শঙ্করঃ শরণদং শরণং ব্রজামি । ২২ । যে হ্যং
সুরোত্তমগুরুং পুরুষা বিধৃতা জানন্তি নাস্ত জগতঃ
সচরাচরস্ত । ঐশ্বর্য্যমানবিগমেহমুশয়েন পশ্চাত্তে
যাতনামমুভবন্তি যথাহমেব । ২৩ । যঃ পঠেৎ শুভি-
মিমাং শুচিকৰ্ম্মা যঃ শৃণোতি সততং শিবভক্তঃ ।
বিপ্রসংসদি সদা শুভকৰ্ম্মা স প্রযাতি শিবলোক-
মখণ্ডম্ । ২৪ । সনৎকুমার উবাচ । তন্ত্বেবং
শ্রবতো দেবঃ শূলপার্শ্বির্দধক্শ্বজঃ । পূর্ণে বর্ষশতশ্রাব্তে
প্রীতঃ প্রোবাচ শঙ্করঃ । ২৫ । পুত্র তুষ্টোহস্মি
ভদ্রং তে জাতস্বং নির্মলোহধুনা । দিব্যং দদামি তে
চক্ষুঃ পশু মাং বিগতজ্বরঃ । ২৬ । যচ্চ তে মনসা
বাপি কিঞ্চিচ্চ কাঙ্ক্ষিতং কলম্ । তন্ত্বেসকলং
প্রদাস্তামি ক্রহি দানবসন্তম । ২৭ । দানব উবাচ ।
ব্রাহ্মঃ বৈষ্ণবমৈশ্র্যং বা পদমারুস্তিলকম । বিদিতং

সেবা করেন, গগন-পতিতা মহোদধিবিষমা
জগৎপাবনী গঙ্গাকে যিনি মালার স্তায়
দন্তকে ধারণ করিয়াছেন, আমি সেই শর-
ণদ শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত হইলাম । দশানন
কঙ্ক প্রকম্পিত কৈলাস-শৈল-শিখর, যিনি পাদ-
পদ্ম-পীড়নে স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন; আমি
সেই শরণদ শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত হইলাম ।
যিনি দক্ষাধ্বরে ভগ্ন সূর্য্যের চক্ষু ও পুষা সূর্য্যের
দন্তপঙ্ক্তি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন এবং বজ্রহস্ত
ইন্দ্রকে তাড়িত করিয়াছিলেন; আমি সেই শর-
ণদ শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত হইলাম । যিনি বার বার
দিতিসুত, দনুসুত, বিদ্যাধর, উরগগণ, ও
মুনিগণকে বর প্রদান করেন; আমি সেই
শরণদ শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত হইলাম । সুখেচ্ছ
পুরুষগণ ভক্তিভাবে বাহার পাদপদ্ম আশ্রয়
করেন; আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত
হইলাম । যিনি যগুখের সহিত ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেব-
তাকে বর প্রদান করিয়াছেন এবং যিনি নিজ
সূতকে মৃত্যুবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন,
আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত হইলাম ।
যিনি হিমবত্রিকুঞ্জে আরাধিত হইয়া ভূতকে সঞ্জী-

বনৌ বিদ্যা প্রদান করেন; আমি সেই শরণদ
শঙ্করের শরণাপন্ন হইলাম । যিনি ক্রৌড়ার্ধ নদী-
বিহগ-পাদপসঙ্কুল এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন,
আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত হইলাম ।
যিনি সব্য পাণির নখাগ্র দ্বারা ব্রহ্মার মস্তক কণ্ঠন
করিয়াছিলেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ
প্রাপ্ত হইলাম । যে ঐশ্বর্য্যভোগী বিমূঢ় ব্যক্তি
ঐ সুরোত্তমগুরু মহেশকে জানিতে পারে না,
সে আমারই মত যাতনা অনুভব করিয়া থাকে ।
যে ব্যক্তি শুচিভাবে এই স্তব পাঠ বা বিপ্রসভায়
শ্রবণ করে, সে অখণ্ড শিবলোকে গমন করিয়া
থাকে । সনৎকুমার বলিলেন,—অঙ্কক এইরূপে
শঙ্করের স্তব করিলে প্রভু শঙ্কর শত বর্ষের পর
প্রীত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—পুত্র! আমি তোমার
প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক; তুমি
অধুনা নির্মল হইয়াছ । তুমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান
করিলাম, বিগতজ্বর হইয়া আমাকে দর্শন কর । হে
দানবসন্তম! যাহা তোমার মনোগত, যাহা কাঙ্ক্ষিত,
তাহা তুমি বল, আমি তোমায় প্রদান করিতেছি;
দানব বলিল,—ব্রাহ্মা, বৈষ্ণব ও ঐশ্বর্য্যপদ আর্জ্জি-
রহিত নয়; ইহা আমি জানি; আমি ঐ সকল পদ

মম তৎসৰ্বং মনাগপি ন কাঙ্ক্ষয়ে । ২৮ । যদি
তুষ্টিহসি দেবেশ গাণপত্যং দদস্ব মে । সৰ্বিশেষঃ
বিশুদ্ধ উদকযাক সৰ্বদা । ২৯ । মহাদেব
উবাচ । অমরো জরয়া ত্যক্তঃ সৰ্বভূতবিব-
ৰ্জিতঃ । ভবিষ্যসি গণাধ্যক্ষঃ সৰ্বলোক-
নমস্কৃতঃ । ৩০ । কামরূপো মহায়োগী মহাসত্ত্বো
মহাবলঃ । অগ্নিমাদিগুণৈযুক্তঃ প্রিয়শ্চ মম সৰ্বদা ।
৩১ । সনৎকুমার উবাচ । ততশ্চ সৌহৃদকঃ
শ্রীমান্ বরান্ধকো সুদীৰ্ঘতান্ । মহাদেবগণো ভূত্বা
তজ্জৈবান্তরধীয়ত । ৩২ । গতেহঙ্ককে ততো
দেবো ব্রাহ্মণ্যাদ্যাঃ সমাগতাঃ । স দেবো যত্র
ভগবানঙ্ককস্ত বরপ্রদঃ । ৩৩ । তাস্ত্বষ্টবৃক্ষমহাদেব-
মথ তুষ্টি মহেশ্বরঃ । চামুণ্ডা চ মহেশেন সমাপ্তস্তা
শিবাভবৎ । ৩৪ । শঙ্করং প্রণতং দৃষ্ট্বা তাসামগে
ব্যবহিতম্ । ব্রহ্মাদয়োহপি তে হৃষ্টাশ্চষ্টবৃক্ষবিশিষ্টে
স্তবৈঃ । ৩৫ । প্রশান্তাস্তা যদা দৃষ্টাঃ শমুনা কধিরা-
শনাঃ । তদা'বাচদিদং বাক্যং তাসাং স্থিত্যর্থ-
মুত্তমম্ । ৩৬ । আবস্তো বিষয়ে সৰ্বা যন্মাজ্জাতা
মহাবলাঃ । আবস্ত্যমাতরস্তন্মাতং খাতা লোকে
ভবিষ্যথ । ৩৭ । অবস্ত্যাঃ শ্রীতিসম্পন্নঃ সৰ্বপাপ-

প্রার্থনা বরিও না। হে দেবেশ! যদি আমার
প্রতি তুষ্টি হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে গাণ-
পত্য প্রদান করুন। ঐ গাণপত্য বিশুদ্ধ ও
অক্ষয়। মহাদেব বলিলেন,—হে দানব! তুমি
অমর, জরারহিত, দুঃখবাজিত, গণাধ্যক্ষ, সৰ্বলোক-
নমস্কৃত, কামরূপ, মহায়োগী, মহাসত্ত্ব, মহাবল, অগ্নি-
মাদিগুণযুক্ত ও সৰ্বদা আমার প্রিয় হইবে। সনৎ-
কুমার বলিলেন,—এনস্তর শ্রীমান্ অঙ্কক দীর্ঘত
বর লাভানস্তর সেই স্থানেই অস্তহিত হইল। অঙ্কক
গমন করিলে ব্রাহ্মণ্যাদি দেবীগণ আগমন করি-
লেন—যেখানে অঙ্ককবর-প্রদাতা ভগবান্ দেব-
দেব বিরাজিত ছিলেন। মাতৃকাগণ দেব মহেশের
স্তব করিলেন। মহেশ তাহাতে তুষ্টি হই-
লেন। চামুণ্ডা মহেশ কর্তৃক সমাপ্ত হইয়া
শিবা হইলেন। মহেশ তখন মাতৃকাগণ-
সন্নিধানে প্রণত হইলেন। তাহা দেখিয়া
ব্রহ্মাদি দেবগণ হৃষ্ট হইয়া স্তব করিতে
লাগিলেন। মাতৃকাগণ কধিরপানে হৃষ্ট ও প্রশান্ত
হইলে তখন মহাদেব বলিলেন,—হে মহাবলাগণ!
যেহেতু তোমরা আবস্ত্যবিষয়ে জন্ম গ্রহণ করি-
য়াছ, অতএব তোমরা আবস্ত্যমাতৃকা নামে খ্যাত

প্রণালিনীঃ । স্থিরা বসন্তো লোকানাং বরদাশ্চ
ভবিষ্যথ । ৩৮ । শ্রাবণস্ত তু মাসস্ত অমাবাস্তাঃ
সমাহিতাঃ । যে দ্রব্যান্তি সদা ভক্ত্যা তেষাং
লোকা মহোদয়াঃ । ৩৯ । অপুত্রো লভতে পুত্রান্
ধনাধী লভতে ধনম্ । রূপবান্ সুভগো ভোগী সৰ্ব-
শাস্ত্রবিশারদঃ । ৪০ । হংসযুক্তেন যানেন পিতৃলোকে
মহীয়তে । পুরীমিমাঞ্চ রক্ষস্বং কল্লেকল্লৈ ক্রমেণ
তু । ৪১ । এবমুক্তা তু দেবেশো গতঃ কৈলাস-
পৰ্বতম্ । স্তম্ভমানো গগৈ রৌদ্রেদৈত্যা মরগণে-
খরৈঃ । ৪২ । অশুরশুরগণানাং নায়কশ্চানুকীৰ্ত্তিঃ
কথয়তি কখনীয়াঃ শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোতি । সকলসুখ-
নিধানং রুদ্রলোকং স কাস্তঃ শুরগণদহুনাধৈরর্চিতঃ
যাত্যনন্তম্ । ৪৩ ।

ইতি শ্রীকান্দেহঙ্ককবৃত্তান্তবর্ণনং নামাষ্ট-
ত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৮ ।

একোদশচারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ । ভগবন্ ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং কথিতক
যথাতথম্ । তীর্থানামুত্তমং তীর্থং পুণ্যানাং পুণ্য-

লাভ করিবে। হে মাতৃকাগণ! তোমরা শ্রীতি
সহকারে এই অবন্তীপুরে বাস করিয়া সকলের
পাপ নাশ কর এবং সকলের প্রতি বরপ্রদা হও।
শ্রাবণমাসের অমাবস্তা তিথিতে যে মানব সমাহিত
ভাবে মাতৃকাগণকে দর্শন করিবে, সে মহৎ লোক
লাভ করিবে, অধিকন্তু অপুত্র হইলে পুত্র, ধনাধী
হইলে ধন এবং রূপসুভগ, ভোগশালি ও সৰ্ব-
শাস্ত্রপারদর্শিত্ব লাভ করিয়া হংসযুক্ত বিমানে পিতৃ-
লোকে গমন করিয়া পূজিত হইবে। হে দেবীগণ!
তোমরা কল্লৈ কল্লৈ এই পুরী রক্ষা কর। গণাদি-
পরিষ্টে, তু দেবদেব এই কথা বলিয়া কৈলাস পৰ্বতে
গমন করিলেন। যে ব্যক্তি এই শুরাশুরনায়ক
দেবদেবের গুণকীৰ্ত্তি শ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক শ্রবণ করে, সে
সকল সুখনিধান শুরাশুরগণ-গণপূজিত কমলীয়
রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে । ২১—৪৩ ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৮ ।

উনচছারিংশ অধ্যায় ।

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি ক্ষেত্র-
মাহাত্ম্য ও পুণ্যবৰ্দ্ধন উত্তম তীর্থমাহাত্ম্য যথাযথ

বর্জনম্ । ১ । কতি সন্ত্যজ তীর্থানি লিঙ্গানি চ
তথা কতি । কথং প্রসাদেন পূজ্যন্তে মম সাম্প্র-
তম্ । ২ । সনৎকুমার উবাচ । ষট্ঠিকোটিসহস্রাণি
ষট্ঠিকোটিশতানি চ । মহাকালবনে ব্যাস লিঙ্গ-
সংখ্যান বিদ্যতে । ৩ । অকামো বা স কামো বা
জায়তে যোহজ্ঞ মানবঃ । মহাকালবনে রম্যে শিব-
লোকে মহীয়তে । ৪ । কৃতকামানি তীর্থানি প্রাসা-
দায়তনানি চ । তেষু স্নাত্বা শুচিভূত্বা শিবলোকে
মহীয়তে । ৫ । পুণ্যানি সর্বতীর্থানি সিদ্ধিক্ষেত্রাণি
সর্বতঃ । তেষাং মুখ্যতমং বিদ্ধি ক্ষেত্রং তীর্থং
তথোক্তমম্ । ৬ । যঃ শৃণোতি মহাজ্ঞাত্য স খাতি
পরমাং গতিম্ । ৭ ।

ইতি শ্রীকালন্দে মহাকালবনমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকোনচত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৯ ।

চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ । ভগবন্ ভবতা সৰ্বং ভব-
ভীতিবিনাশকম্ । ঈশ্বরস্থানমাখ্যাতং সমস্তাং
সাগ্রযোজনম্ । ১ । যত্র ক্ষেত্রে মৃত্যু মর্ত্য্যঃ

কীৰ্ত্তন করিলেন ; কিন্তু এখানে কত তীর্থ, এবং কত
লিঙ্গ আছে, তাহা সম্প্রতি অল্পগ্রহপূৰ্ব্বক আমার
নিকট কীৰ্ত্তন করুন । সনৎকুমার বলিলেন,—
ব্যাসদেব ! এই মহাকালবনে সট্ঠিসহস্র এবং
সট্ঠিশত লিঙ্গসংখ্যা বিরাজিত । ইচ্ছায় বা
অনিচ্ছায় যে মানব এই তীর্থে গমন করে, সে
শিবলোকে পূজিত হয় । কামপ্রদ প্রাসাদ, তীর্থ
ও আয়তন সকলে স্নানান্তে শুচি হইয়া মানব
শিবলোকে পূজিত হয় । ঐ স্থানের সকল তীর্থই
সিদ্ধক্ষেত্র এবং পুণ্যময় । ঐ সকলের মধ্যে
ক্ষেত্রতীর্থই উত্তম । এই তীর্থের মাধ্যমে যে
ব্যক্তি ভক্তিপূৰ্ব্বক শ্রবণ করে, সে পরম গতি
লাভ করিয়া থাকে । ১—৭ ।

উনচত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৯ ।

চত্রিংশ অধ্যায় ।

ব্যাস কহিলেন,—হে ভগবন্ ! আপনি ভব-
ভীতি-বিনাশক সকল তীর্থ কীৰ্ত্তন করিলেন ;
কিন্তু যে ক্ষেত্রে সদাচার মর্ত্যগণ মৃত হইয়া

সদাচারান্তধোক্তমাঃ । বিমানস্থাঃ পুরে নূনমৈবরে
তে বসন্তি চ । ২ । যত্র কীটপতঙ্গাদ্যা মৃত্যু যান্তি
পর্যং গতিম্ । কিং তীর্থং পুণ্যমন্তচ্চ মহাকাল-
বনাদৃতে । ৩ । তস্মাদক্রহি মমৈকং তু প্রথং তথ্যেন
সাম্প্রতম্ । কথং কনকশৃঙ্গতি খ্যাতা হেবা পুরা
মুনে । ৪ । কুশস্থলী কথং নাম তথাবস্তী কথং
মৃত্যুতা । পদ্মাবতী কথং সাধো কথমুজ্জয়িনী তথা ।
৫ । নাস্তাং হেতুমথো তেষাং ক্রহি ত্বং মুনিসত্তম ।
৬ । সনৎকুমার উবাচ । শৃণু ব্যাস প্রবক্ষ্যামি
যথা পূৰ্ব্বং বিরঞ্জিনা । কথিতং বামদেবায় গৌর-
কল্পে পুরাতনে । ৭ । মহেশেন ভগবতা বিধি-
শ্চৈবাজ্ঞ হেতুতঃ । পৃষ্টম্ স্বচ্যুতানাং চ কুতো
নিবসতাং সুখম্ । ৮ । স্বর্গপ্রাপ্তিঞ্চ ভবতি
শ্বেচ্ছাচারবিহারিণাম্ । কোহতিপুণ্যতমঃ শ্রেষ্ঠঃ
প্রদেশঃ পাপহারকঃ । ৯ । কুতো নিবর্জিতঃ চিত্তঃ
জায়তে বসতাং কচিৎ । বসতামপি লোকে
শমৈহিকং পারলৌকিকম্ । এতন্মে ভগবন্ ক্রহি
হিতার্থং সর্বদেহিনাম্ । ১০ । সনৎকুমার উবাচ ।
এবমাদৌ পুরা কল্পে প্রোক্তঃ শ্রেষ্ঠঃ স শমুনা । ১১ ।
প্রোবাচ পার্শ্বতীকাস্তং প্রভুঃ শ্রীতঃ পিতামহঃ ।

বিমানারোহণে ঈশ্বরপুরে গমন করে, এবং তথায়
বাস করে, যে ক্ষেত্রে কীট-পতঙ্গাদিও জীবনান্তে
পর্য গতি লাভ করে, মহাকালবন ব্যতীত এমন
কোন তীর্থ আছে ? তাহা আপনি আমায়
বলুন । সম্প্রতি ইহাই আমার একমাত্র প্রশ্ন ।
আরও এক কথা এই যে, কি জন্ত এই পুরীর
কনকশৃঙ্গা, কুশস্থলী, অবস্তী, পদ্মাবতী ও
উজ্জয়িনী নাম হইল ? হে মুনিসত্তম ! এই
সকল নামের হেতু কি, তাহা আপনি আমায় বলুন
১—৬ । সনৎকুমার বলিলেন—হে ব্যাসদেব ! পূৰ্ব্বে
মহেশ, বিধিকে প্রশ্ন করেন যে, স্বর্গচ্যুত ব্যক্তিগণ
কোথায় বাস করিলে সুখী হয় ? কোথায় বাস
করিলে শ্বেচ্ছাচারবিহারীদিগেরও স্বর্গপ্রাপ্তি
হয় ? কোন্ প্রদেশ অতি পুণ্যতম ও পাপহারক ?
কোথায় বাস করিলে মানব চিত্তনিবর্তিত লাভ করে ?
এবং কোথায় বাস করিলে মানবের ঐহিক ও
পারলৌকিক ফল লাভ হয় ? সর্বদেহীর হিতের
নিমিত্ত ইহা আমাকে বলুন । সনৎকুমার
কহিলেন,—ভগবান্ বিধি পুরাতন কল্পে মহেশ
কর্তৃক এইরূপই পৃষ্ট হইয়াছিলেন ; শমু
প্রশ্ন করিলে শ্রীত পিতামহ তাহাকে বলিলেন,—

ভগবন্ সৰ্বকৰ্ত্তা হুং সৰ্বদৰ্শী সদাশিবঃ । ১২ ॥
 অজ্ঞানগ্ৰিব হুং সৰ্বং মাং পৃচ্ছসি সনাতন । যত্র
 কল্পান্তকো বহিঃপৃথিবীলঃ প্রতিষ্ঠিতঃ । ১৩ ॥ ইমেব
 চ মহাকালঃ সৰ্বং বৈ জায়তে ইয়া । নাথ যে
 মানবাস্তত্র সদাচারান্তধাপরে । ১৪ ॥ নিবসন্তি
 ন তে মৰ্ত্ত্যাঃ সুরাস্তে বৈ ন সংশয়ঃ । লভন্তে চ
 পুনঃ স্বৰ্গঃ মৃত্যু বৈ কালপর্য্যয়ে । ১৫ ॥ বৰ্ত্ততে চ
 পুরী তত্র রম্যহৰ্ম্যা সুরশোভনা । যন্তাং ভাস্তি
 বিচিত্রাণি হৰ্ম্যাণি বিবিধানি চ । ১৬ ॥ স্বৰ্ণশৃঙ্গাশ্চ
 প্রাসাদা বিহিতা বিশ্বকৰ্ম্মণা । দেবাঃ সন্তি সদা
 তত্র তীৰ্থানি বিবিধানি চ । ১৭ ॥ পূৰ্ব্বকল্পে স্থিতো-
 হুং চ যত্র হুং কেশবস্তথা । তামেব চ পুরীঃ
 জষ্টুং সৰ্ব্বং লোকা অবস্থিকাম্ । ১৮ ॥ তথা দেবৰ্ষয়ঃ
 সিদ্ধা যক্ষকিন্নরদানবাস্তাঃ । আজগুঃ স্থাপুনা সার্কঃ
 বেদসা ব্রহ্মযোনিরা । ১৯ ॥ তথৈব চ বরা নার্যো
 দেবানামভিবজ্জতাঃ । সমাপেতুঃ সহস্রাণি জষ্টু-
 মত্যন্তুতাং পুরীম্ । ২০ ॥ আগত্য চ যদা দেবঃ
 সহ দেবৈশ্চৈবৈরঃ । বৌদ্ধতে নগরো রম্যামপজ-
 দাতুতাং তথা । ২১ ॥ প্রাসাদৈঃ স্বৰ্ণশৃঙ্গাট্যৈশ্চ
 রত্নবিভূষিতৈঃ । বিশ্বরূপো হি ভগবান্ রাজা বিবৈক-

হে ভগবন্! আপনি তো সৰ্বকৰ্ত্তা, সৰ্বদৰ্শী
 সদাশিব; আপনি অজ্ঞান লোকের মত কেন
 জিজ্ঞাসা করিতেছেন?—আপনাতে কল্পান্তক বহিঃ
 প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আপনি মহাকাল, আপনি সবট
 বিদিত। হে নাথ! যে মানব সদাচারী হইয়া
 তথায় বাস করে, তাহার কদাচ মৰ্ত্ত্য নহে,
 নিশ্চয়ই তাহার দেবতা। তাহার কালপ্রাপ্ত
 হইয়া স্বৰ্গলাভ করিয়া থাকে। সেই স্থানে এক
 রম্যহৰ্ম্যা সুরশোভনা পুরী আছে—সেখানে বিচিত্র
 বিবিধ আরও হৰ্ম্যা শোভা পাইতেছে। যে স্থানের
 প্রাসাদ সকল বিশ্বকৰ্ম্ম-নিৰ্ম্মিত। দেবগণ ঐ সকল
 প্রাসাদে সৰ্বদা বাস করিয়া থাকেন। সেখানে
 বিবিধ তীর্থ বিরাজিত। পূৰ্ব্বকল্পে ঐ স্থানে আমি
 তুমি এবং কেশবও বাস করিয়াছিলাম। লোক
 সকল, দেবর্ষি, সিদ্ধ, যক্ষ, কিন্নর ও দানবগণ স্থাপুর
 সহিত তখন ঐ পুরী দেখিবার জন্ত আগমন
 করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া দেব-দুৰ্লভ বরনারীগণও
 এই অত্যন্তুতা অবস্থিকা পুরী দর্শন করিতে
 আগমন করিয়াছিলেন। হে দেব! যখন আপনি
 দেবগণের সহিত এই নগরী দর্শন করিতে আগমন
 করেন, তখন এই নগরী স্বৰ্ণশৃঙ্গাট্য মণিরত্ন-

নায়কঃ । ২২ ॥ তত্রাস্তে শোভনে দিব্যে প্রাসাদে
 মণিভূষিতে । সেব্যমানঃ সুরৈঃ সিন্ধৈশ্চ
 বিদ্যাধরোরগৈঃ । ২৩ ॥ ততো মহেশশ্চ পিতামহশ্চ
 সমেত্য তং বিশ্বপতিং নন্দতুঃ । সমর্চিতৌ তেন
 যথার্হমাদরঃ সহায়ুগাবাগমনঃ স্বপৃচ্ছৎ । ২৪ ॥
 কিমাগতো বা জিদিবামহীতলঃ সহায়ুগাবাগমশ্চ
 কথ্যতাম্ । ততস্ত তাবুচতুরজ্জেশ্বরৌ ভবান্ হরে
 যত্র চ তত্র নো রতিঃ । ২৫ ॥ ইয়া বিনা নৈব সুরা-
 লয়ে সুরঃ মহীতলে যথ রসাতলেহস্তি নঃ । কদা
 ইয়া কাঞ্চনশেখরা পুরী নিবেশিতা বৈশ্ববতী
 বিচিজিতা । ২৬ ॥ হরিকবাচ । ইদম্বেবেশ বিশেষ-
 শালিনী সৃষ্টা হি বৈ সৰ্বগুণাকরা ময়া । প্রযচ্ছ
 বিশেষ্বর চাবয়োরিহ স্থানঞ্চ তীর্থং প্রলয়েহক্ষয়ঞ্চ ।
 ২৭ ॥ দদাম্যতীষ্টং যুবয়োরিহালয়ং প্রজাপতে
 হান্তরতন্তব স্থিতিঃ । মহেশ্বর হুং ব্রহ্ম দক্ষিণালয়ং
 স্থানং সুদন্তঃ যুবয়োঃ সুরশোভনম্ । ২৮ ॥ মহা-
 কালো হুংখোজ্যলো জগদাত্মা প্রভুঃ স্থিতঃ ।

বিভূষিত বিবিধ প্রাসাদে আবৃত ছিল। ভগ-
 বান্ বিশ্বরূপ বিবৈকনায়ক আপনি এই
 দিব্যমণিভূষিত প্রাসাদে রাজা হইয়াছিলেন।
 সুর, সিদ্ধ, যুনি, বিদ্যাধর ও উরগগণ আপনার
 সেবানিরত ছিল। ১৭—২৩ তখন অস্ত্র এক মহেশ ও
 পিতামহ প্রভৃতি মিলিত হইয়া আপনাকে অভি-
 নন্দিত করিতেন। তখন তাহার আপনি কর্তৃক
 সমর্চিত হন এবং আপনি তাহাদিগের আগমন-
 কারণ জিজ্ঞাসা করেন,—কি জন্ত আপনার স্বর্গ
 হইতে মহীতলে আগমন করিয়াছেন? আপনা-
 দের আশয় কি, তাহা বলুন। অনন্তর অজ্ঞযোনি
 ও ঈশ্বর বলিলেন,—হে হরে। আপনি যেখানে
 আছেন, আমাদেরও সেই স্থানে থাকিবার
 ইচ্ছা। আপনা ব্যতীত সুরালয়ে রসাতলে
 বা মহীতলে কুত্রাপি সুর নাই। আপনি কবে এ
 কাঞ্চন-শেখরা বিচিত্রা বৈশ্ববতী পুরী নিৰ্ম্মাণ করি-
 লেন? হরি বলিলেন,—আমি আপনার জন্ত
 বিশেষশালিনী সৰ্বগুণাকরা পুরী সৃজন করি-
 য়াছি। তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বলিলেন,—হে বিশেষ্বর!
 আপনি আমাদের স্থান প্রদান করুন।—যাহা
 তীর্থ এবং যাহা প্রলয়েও অক্ষয় থাকিবে। তখন
 বিশেষ্বর বলিলেন,—হে প্রজাপতে! আপনা-
 দিগকে আমি এই স্থানে স্থান দিলাম। এই
 উত্তরাদিকে আপনার অবস্থিতি হইবে। আর হে

গণৈরনেকসাহসৈরাধৃতঃ পরমেশ্বরঃ । ২৯ ।
ক্রীড়ার্থং নগরী সৃষ্টা সৰ্বভূতহিতৈষিণী । ময়াদ্য
বুবয়োৰ্দস্তা বিহারাচলমাশ্রয়ঃ । ৩০ । ভবন্ত্যাং হেম-
শৃঙ্গৈতি যস্মাচ্চ সমুদীরিতা । পুরী কনকশৃঙ্গৈতি
লোকে খ্যাতা ভবিষ্যতি । ৩১ । এবং কনক-
শৃঙ্গৈতি প্রথমং নাম কথ্যতে । ৩২ । জপন্ত্য-
হিতা যত্র ব্রহ্মবিক্রমহেশ্বরঃ । নিত্যং ব্রহ্মস্তি
ভক্তানাং সৰ্বাভীষ্টকলপ্রদাঃ । ৩৩ ।

ইতি ক্রীড়ান্দে কনকশৃঙ্গাভিধানবৃত্তাস্তবর্ণনং নাম
চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪০ ।

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । শৃগু ব্যাস যথেষ্ট
প্রোচ্যতে হি কুশস্থলী । কল্পে তৎপুরুষে পূৰ্ব্বঃ
বেদবিভির্ননীষিতিঃ । ১ । বেদসা সৃজিতঃ বিশ্বঃ
দৈত্যাদানবরাক্ষসবৃ । অন্তোন্তমদসম্বন্তমন্তোন্ত-
ষেষি বৈ রণে । ২ । দেবাশ্চ দানবাঃ সংখ্যে নিত্যঃ

মহেশ্বর ! তুমি দক্ষিণালয়ে গমন কর । ঐ
সুশোভন স্থান তোমাকে প্রদত্ত হইল !
অধজ্ঞান জগদাত্মা প্রভু মহাকাল অনেক গণ-
পরিবৃত্ত হইয়া ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত এই নগরী
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন । আমি সেই পুরী অদ্য
আপনাঙ্গিকে প্রদান করিলাম । আপনারা এই
পুরীকে কনকশৃঙ্গা বলিয়াছেন বলিয়া ইহার নাম
কনকশৃঙ্গা হইবে । এই কনকশৃঙ্গা নাম অবস্তী
নগরীর প্রথম নাম । এই নাম জপ করিয়া ব্রহ্ম-
বিক্রম-মহেশ্বর ঐ স্থানে বাস করিতেছেন । তাঁহারা
ভক্ত-বাক্তা পূরণ করিয়া সৰ্বদা ঐ স্থানে ক্রীড়া
করিতেছেন । ২৪—৩৩ ।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪০ ।

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব ! শ্রবণ
করুন,—যে প্রকারে পূৰ্ব্বে তৎপুরুষ কল্পে বেদবিৎ
মনীষগণ অবস্তীপুরীর কুশস্থলী এই নামকরণ
করেন । বিধাতা সদৈত্য-দানব-রাক্ষস এই বিশ্ব
সৃজন করেন । ঐ দৈত্য-দানবগণ মদমত্ত হইয়া
পরস্পর রণ করে । তাহারা যুদ্ধে নিত্য স্পর্ধা

স্পর্ধাসমধিতাঃ । মনুষ্যা মনুষ্যৈঃ সার্কঃ সিদ্ধবিদ্যা-
ধরৈঃ সহ । ৩ । চারণাঃ কিররৈঃ সার্কমেবং তে
ষেবতৎপরাঃ । যুদ্ধঃ কুরুন্তি সততমবিস্পষ্টার্থয়া
গিরা । ৪ । সৰ্কৈ চৈব চ বালিনো তুর্কলৈর্মনুষ্যৈঃ
সহ । পশবঃ পশুভিঃ সার্কঃ পক্ষিণঃ সহ পক্ষিভিঃ ।
৫ । এবমন্তোন্তমন্তোন্ত নিৰ্ম্মখ্যাদমিদং জগৎ ।
দৃষ্টা বিশ্বস্ত কর্তারঃ বিকুং বিশ্বেশ্বরঃ পরম্ । ৬ ।
ব্রহ্মামি শরণং দেবঃ শরণার্থিহরঃ হরিম্ । এবং
মনসি সজ্জায় দধ্যৌ ধ্যানেন মাধবম্ । ৭ । ততো
ধ্যাতো মহাযোগী বিশ্বরূপধরো হরিঃ । লোহদণ্ড-
ধরঃ ক্রীমানিদমাহ পিতামহম্ । ৮ । ব্রহ্মন্ ধ্যাতব্যম্
সম্যগ্ধ্যানযোগেন পশু মাম্ । সমায়াস্তং তথা
ধ্যাতং জগতাং পাতুমুদ্যতম্ । ৯ । ততো ধাতা
নিশম্যেতস্ত্যক্তা ধ্যানমবেক্ষ্য তম্ । সমুখায়েক-
মনসা নমস্তঃক্রেহর্চয়ৎ পুনঃ । ১০ । পাদ্যেনাচ-
মনীয়েন মধুপর্কেণ কেশবম্ । পূজয়িত্বা
পুনর্বাচ্যমুবাচাত্মতমজ্জঃ । ১১ । ব্রহ্মোবাচ ।
দেবদেব জগন্নাথ জগৎ সৃষ্টমিদং ত্বয়া । ঋতে

করিতে লাগিল । মনুষ্যাগণ মনুষ্যের সহিত,
সিদ্ধ-বিদ্যাধরগণ সিদ্ধাদির সহিত, চারণগণ
চারণগণের সহিত এবং কিররগণ কিররগণের
সহিত পরস্পর বিষেবতাবাপন্ন হইয়া সতত
যুদ্ধ করিতে লাগিল । প্রায় সমস্ত বলবান
জন্তুগণই তুর্কল মনুষ্যাগণের সহিত এবং পশুগণ
পশুগণের সহিত, পক্ষিগণ পক্ষিগণের সহিত,
পরস্পর নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিল । তখন
এই জগৎ নিৰ্ম্মখ্যাদ হইয়া উঠিল । ঐ সময় ব্রহ্মা
বিশ্বেশ্বর বিকুকে বিশ্বকর্তা জানিয়া ঐ শরণার্থিহর
হরির শরণাপন্ন হই, এই সঙ্কল্প করিয়া তাঁহাকে
ধ্যান করিলেন । ১—৭ । অনন্তর ধ্যাত মহাযোগী
লোহদণ্ডধারী বিশ্বরূপধর হরি পিতামহকে এই কথা
বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আমি তোমা কর্তৃক সম্যক
ধ্যাত হইয়াছি ; তুমি ধ্যানযোগে আমায় দর্শন কর
—আমি সমাগত, ধ্যাত ও জগৎ পালন করিতে
উদ্যত রহিয়াছি । অনন্তর ধাতা তাহা শ্রবণ করিয়া
ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া গাত্ৰোত্থানপূর্ব্বক নমস্কার
করত একমনে তাঁহার পুনরায় অর্চনা করিতে
লাগিলেন । তিনি পাদ্য, আচমনীয় ও মধুপর্ক
দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন । পূজা করিয়া
পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেবদেব, জগন্নাথ !
তুমি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ, তোমা ব্যতীত

অগ্নি জগদ্বিকো নৈবাবস্থাতুমর্হতি । ১২ । শাস্তা
 অমন্ত বিশ্বস্ত বিভক্তস্ত চ নাপরঃ । অকোহস্তীদং
 জগৎ সর্বং তস্মাদ্ভূতশাসনঃ । ১৩ । দেবদানব-
 গন্ধর্বাঃ সযক্ষোরগরাক্ষসঃ । হায়তে পুণ্ডরীকাকং
 ব্যাপিতাশেষবিগ্রহাঃ । পরম্পরং বিনিব্রজি তাংস্ত
 স্বঃ রক্ষিতুং ক্রমঃ । ১৪ । অমন্ত বিশ্বস্ত চরাচরস্ত
 স্থিতেঃ সদা প্রাণভূদাম্বরূপিণী । ১৫ । ইয়া ধৃতঃ
 সর্বমিদং জগদেব যতস্ততোহসি অমুপেন্দ্রসংজ্ঞঃ ।
 প্রবেশনং ব্যাপ্তমিদং স্বধাম যবমুচ্যসে বিকুরতো
 মুনীন্দ্রেঃ । ১৬ । নিবাসিতং বিশ্বমিদং ইয়াদ্য
 বাসন্ত ধাতোরিতি বাসুদেবঃ । তবাহুগং বিশ্বমিদং
 বিভূষমশেষবিশ্বস্ত বিভাসি রাজা । ১৭ ।
 সেনাহুরূপং জগদেব যস্মাদতঃ স্মৃতস্ত্বং কিল
 বিশ্বসেনঃ । বিলেক্ষনাদস্ত চরাচরস্ত কৃতেন্দ্র
 ধাতোহমতোহসি কৃষ্ণঃ । ১৮ । জিতং ইয়া দেব
 জগদ্রয়ং যজ্ঞিতেন্দ্র ধাতোহমতোহসি জিহ্বুঃ ।
 তস্মাৎ সমস্তগ্রহলোকপালঃ জগদ্বিতো পালয়
 সর্বকালম্ । ১৯ । অমন্ত সর্বস্ত তবাদিরাজ

এ জগৎ কদাচ স্থিতিশীল নহে। তুমি এই
 বিশ্বের শাস্তা, অপর কেহ নহে। তোমা হইতেই
 এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব তুমি
 এই জগৎ অস্থায়ী শাসন কর। হে দেব! তোমা
 ব্যতিরেকে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও
 রাক্ষসগণ পরস্পর বিদ্বেষ্ট হইয়া নিধন প্রাপ্ত
 হইতেছে; তুমিই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে
 সক্ষম। তুমি এই চরাচর বিশ্বের স্থিতিকারণ
 তুমি সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছ। তুমিই
 উপেন্দ্রসংজ্ঞক। তুমিই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত
 করিয়া রহিয়াছ। এ জন্ত তুমি মুনীন্দ্রগণ কর্তৃক
 'বিষ্ণু' আখ্যায় অভিহিত হও। এই বিশ্ব
 তোমাতে বাস করিতেছে বলিয়া বস ধাতু হইতে
 তোমার নাম হইয়াছে,—বাসুদেব। হে দেব!
 এই বিশ্ব তোমার অহুগত, তুমি বিভু, এবং তুমিই
 এই অশেষ বিশ্বের রাজা। এই বিশ্ব সেনাহুরূপ
 বলিয়া তোমার নাম বিশ্বসেন; এই চরাচরের
 বিলেক্ষন হেতু কৃ ধাতু হইতে তোমার নাম হই-
 য়াছে,—কৃষ্ণ; এবং তুমি এই জগৎত্রয় জয় করিয়াছ
 বলিয়া জি ধাতু হইতে তোমার নাম হইয়াছে,—
 জিহ্বু। হে বিভো! অতএব গ্রহ ও লোকপাল-
 গণের সহিত এই জগৎ তুমিই সর্বকাল পালন
 করিতেছ। তুমি এই চরাচরের জন্মের আ

স্তবাস্ত তদ্রাসনমধিতীয়ম্ । প্রদক্ষিণাবর্তনকস্ত শব্দঃ
 করহিতঃ শোভতি পুরুষস্ত । ২০ । সুদর্শনঃ
 নাম তবাস্তি চক্রমতো হি গীতঃ কবিভিঃ চক্ৰী ।
 ধ্বজোহস্তি তে দেব সুপর্ণসেবিতস্তথা সুপর্ণস্ত
 তবাস্তি বাহনম্ । ২১ । তুরঙ্গমাঃ সন্ত তবারি-
 সংহরে তথা হৃষীকেশ সুদন্তদন্তিনঃ । কিরীট-
 নিকাজদকর্ণপুরুকেয়ুরহারোত্তমহেমমুদৈঃ । ২২ ।
 বিচিত্রবস্ত্রোত্তমরক্তমাল্যৈর্কিঙ্করিতস্তব ভীমসেনঃ ।
 শ্রিয়া কদাচিচ্চ ন মুচ্যতে তবান্ তবস্তি তে নিত্য-
 মনন্তসম্পদঃ । ২৩ । তবাহুগা ভক্তিরিহাস্ত বৈ
 সতী যুক্ণ ভক্তে অমন্তঃ প্রসীদ মে । ২৪ ।
 সনৎকুমার উবাচ । স এবমুক্তস্ত পুরো দিবৌকসাং
 বিভূঃ প্রসন্নমুদিতমববীক্ষরিঃ । বিরিক্ষ মে দর্শয়
 তস্ত মণ্ডলং ইয়া বিমুক্তং চ সদাশিবং বিভো । ২৫ ।
 স্থিরং স্থিতো যত্র জগৎকরোম্যহং ততো বিরিক্ষিঃ
 কুশমুষ্টিমাদদে । পবিত্রদেশস্ত নিদর্শনায় জগাম
 পুণ্যং চ্যবনাশ্রমং তদা । ২৬ । ততঃ স্থলীমুচ্চ-
 তরামবাণ্য পিতামহঃ কেশবমাহ চাদরাৎ । বহুভবঃ

রাজা তোমারই ইহা অধিতীয় ভদ্রাসন; প্রদ-
 ক্ষিণাবর্তন শব্দ তোমারই করে শোভা পায়।
 তোমারই সুদর্শন নামক চক্র; এই জন্তই
 কবিগণ তোমাকে চক্ৰী বলিয়া থাকেন। হে
 দেব! তোমারই সুপর্ণসেবিত ধ্বজ বিদ্যমান,
 এবং বাহনও তোমার সুপর্ণ। ৮—২১। হে
 দেব! অগ্নি সংহার করিবার জন্ত তোমার বহু
 তুরঙ্গ, এবং বহু সুদন্ত মাতঙ্গ আছে। হে দেব!
 কিরীট, নিক, অঙ্গদ, কর্ণপূর, কেয়ুর, হার, উত্তম
 হেমমুদ্র, বিচিত্র বস্ত্র, এবং উত্তম রক্তমালা দ্বারা
 তুমি সর্বদা ভূষিত। শ্রীদেবী কদাচ তোমাকে
 পরিত্যাগ করেন না; তোমার নিত্য নিত্য অনন্ত
 সম্পদ বিরাজিত। হে দেব! আমার এই সতী ভক্তি
 সক্ষমা তোমাতেই বিরাজমানা; অতএব এই
 ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হউন। সনৎকুমার বলিলেন,
 —বিভু হরি দেবগণ সকাশে এইরূপ স্তব হইয়া
 প্রসন্ন বদনে বলিলেন,—হে বিরিক্ষে! তুমি
 আমার স্বৎকর্তৃক পরিযুক্ত সদাশিবের মণ্ডল
 দেখাও; যেখানে স্থির থাকিয়া আমি জগৎ পালন
 করি। অনন্তর বিরিক্ষ কুশমুষ্টি গ্রহণ করিলেন
 এবং পবিত্র দেশের নিদর্শনের নিমিত্ত পুণ্য
 চ্যবনাশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর উচ্চতর
 স্থলী প্রাপ্ত হইয়া পিতামহ কেশবকে বলিলেন,—

চাত্ত পবিত্রমণ্ডলং যত্র বিবৃক্তং চ সদা শিবং বিভো ।
২৭ । যমেব বিকুর্ষিবুধার্চিতঃ সদা স্মৃতো মুনীন্দ্রৈঃ
স চ বিষ্টরশ্রবাঃ । নিবীদ বিবেশ কুশস্থলঃ যদা
তদাভিতো মাধবমাসন্নপবান্ । ২৮ । কুশস্থলীঃ
সংহিত এব দেব ইখঃ বিধাতা পুরুষোত্তমঃ ততঃ ।
স্থলীঃ কুশৈরাভ্যরিতামুপাविष্য কুশস্থলীঃ দেব-
মুনীন্দ্রসেবিতাম্ । ২৯ । সমস্ততো যোজন
সংখ্যায়াতাং ততো বিধাতা পুরুষোত্তমস্তথা । কুশ-
স্থলীতি প্রথিতং জগদ্রয়ে প্রচকতুর্নাম চ তাবুভা-
বপি । ৩০ । তত্র বিধপতিঃ শ্রীমান্ বিশেষো বিশ্ব-
কৃষিভূঃ । বিশ্বঃ শশাস বিশ্বাত্মা সর্ববিশ্বস্ত নায়কঃ ।
৩১ । এবং কুশস্থলী খ্যাতা হেমশূদ্রেতি বা পুরা ।
স্তীর্ণা কুশৈর্ষতো ধাতা কুশস্থলী ততঃ স্মৃতা । ৩২ ।
ইতি শ্রীকান্দে কুশস্থলীনামহেতুকধাবর্ণনং নার্মৈক-
চত্বারিংশোধ্যায়ঃ । ৪১ ।

হে বিভো! এই তোমার পবিত্র উপাস্তি-স্থান;
তুমি এই সদা মঙ্গলময় স্থান পরিত্যাগ করিয়াছ।
তুমি বিষ্ণু, তুমি সর্বদা বিবৃধগণ কতক অর্চিত
হও এবং তুমিই মুনীন্দ্রগণ কতক বিষ্টরশ্রবা
বলিয়া স্মৃত হও। হে বিবেশ! এই কুশস্থল,
তুমি এই স্থানে উপবেশন কর। অনন্তর মাধব
কুশস্থল আশ্রয় করিলেন। পুরুষোত্তম বিধাতা
কতক এইরূপে তত হইয়া দেবমুনীন্দ্রসেবিতা
কুশাস্তীর্ণা স্থলীতে উপবেশন করিলেন। ঐ
কুশস্থলী যোজন-পরিমিতা তুমি। কুশস্থলী জগৎ-
দ্রয়ে প্রসিদ্ধ। বিধাতা ও বিষ্ণু উভয়ে এই
স্থানের কুশস্থলী এই নামকরণ করেন। এই
স্থানে অবস্থান করিয়া বিশ্বপতি শ্রীমান্ বিশেষ
বিশ্বকৃৎ বিশ্বাত্মা বিশ্বনায়ক বিশ্ব শাসন করেন।
এইরূপে এই স্থান কুশস্থলী নামে প্রসিদ্ধি লাভ
করে। ইহার প্রথম নাম হেমশূদ্রা। বিধাতা
এই স্থানে কুশ ছড়াইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম
হইয়াছে,—কুশস্থলী। ২২—৩২।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪১ ।

বিচচারিংশোধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । পুরা চৈশানকল্পে তু স্মৃতা-
বস্তী যথা পুরী । তথা শৃণু সূরৈঃ পূর্বে দৈত্যসৈন্ত-
পরাজিতৈঃ । ১ । আভিতং মেকশিখরং বনকন্-
ডহারুতম্ । তত্র গতা বিজয়েত মন্ত্রক চক্ৰকল্যাণাঃ ।
২ । অস্তোত্তক সমাগাদ্য সমভ্যর্চ্য পরম্পরম্ ।
জগুঃ সর্কে সুরগণা যত্র ত্রাতা প্রজাপতিঃ । ৩ ।
নিবেদয়াক্ষিক্রে সর্কং তজাগমনকারণম্ । তেষাং
তবচনং শ্রুত্বা দেবানাং স প্রজেশ্বরঃ । ৪ ।
জগাম ত্রিদশৈঃ সাকং দেবদেবং মহেশ্বরম্ ।
স চ পি হগমস্তত্র বৈকুণ্ঠং ধাম যত্র নৈব । ৫ । ঋদ্ধি-
সিদ্ধিপ্রদং নিত্যং মুনিচারণসেবিতম্ । কিম্বৈ-
গীষমানং চ অপ্সরোগণসেবিতম্ । ৬ । ঋষিভি-
র্ভার্গবাদিভির্দেবর্ষিনারদোত্তমৈঃ । সিদ্ধগন্ধর্বমুখ্যৈশ্চ
কুমারৈঃ সনকাদিভিঃ । ৭ । প্রজাপতিগণাকীর্ণং
মানবৈশ্চ চতুর্দশৈঃ । বহুভির্বিষদৈবৈশ্চ পিতৃগণ-
মুত্তমৈর্গণৈঃ । ৮ । সংসেব্যং চ সদাচারৈঃ পুণ্য-
বভির্জনৈস্তথা । দিব্যং দিব্যৈশ্চ প্রাসাদৈর্দিব্যপাদপ-
শোভিতম্ । ৯ । মণিরত্নৈশ্চ সোপানৈর্দিব্যঃ সরস-

বিচচারিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন—পূর্বে ঐশানকল্পে এই
পুরীর নাম যে প্রকারে অবস্তী স্মৃত হইয়াছিল,
তাহা শ্রবণ করুন। পূর্বে দৈত্যসৈন্ত-পরাজিত
সুরগণ বন-কন্দর-গুহারুত মেকশিখর আশ্রয় করেন
ঐ স্থানে গিয়া তাঁহারা মন্ত্রণা করেন। ঐ স্থানে
মিলিত হইয়া তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অর্চনা-
পূর্বক যেখানে প্রজাপতি ত্রাতা অবস্থান করিতে-
ছেন, তাঁহারা সেই স্থানে গমন করিলেন এবং
তথায় তাঁহাদের উপস্থিতির কারণ জানাইলেন।
প্রজেশ্বর দেবগণের অভিযোগ শ্রবণ করিয়া
তাঁহাদের সহিত মহেশ্বরসন্নিধানে গিয়া উপস্থিত
হইলেন। মহেশ্বর তাহার তাঁহাদের সহিত
বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ঐ বৈকুণ্ঠ ধাম
ঋদ্ধি-সিদ্ধিপ্রদ, মুনি-চারণ-সেবিত, কিম্বৈ-
গীষমিত, অপ্সরোগণ-সেবিত, ভার্গবাদি ঋষি-
নারদাদি দেবর্ষি,—সিদ্ধ-গন্ধর্বমুখ্য—অশ্বিনী-কুমার
—সনকাদি ও প্রজাপতি-গণাকীর্ণ, চতুর্দশ-
মন্ত্র-সেবিত, বহু, বিষদেব ও পিতৃগণ-সেবিত,
এতদ্বিধ অনেকানেক পুণ্যজন-সেবিত, দিব্য
প্রাসাদ ও দিব্য পাদপগণে পরিদোষিত। ঐ

শোভিতম্ । হংসকারণবাকীণঃ মণিভাতিঃ সূতাস-
রম্ । ১০ । বড়ুর্শিরহিতঃ স্থানঃ ধর্ম তিষ্ঠতি
পক্ষিণঃ । তত্র গতা সুরাঃ সর্বে বাসুদেবদীক্ষয়া ।
অভিয়ারেভিরে কর্তুঃ দেবদেব-জগৎপতেঃ । ১১ ।
দেবা উচুঃ । নমোহনন্তায় বৃহতে কৃষ্যায় বৈ নমো-
নমঃ । ১২ । নৃসিংহরূপায়োগ্রায় নমো বারাহ-
রূপিণে । রাঘবায় চ রামায় ব্রহ্মণেহনন্তশক্তয়ে । ১৩ ।
বাসুদেবায় শান্তায় যদুনাং পতয়ে নমঃ । নমো
বুদ্ধায় শুদ্ধায় কলয়ে শ্লেচ্ছনাশিনে । ৪ । ইতি
স্তব্ধাভিযুক্তানাং বাণবাচাশরীরিণী । শৃণুধ্বং ভোঃ
সুরাঃ সর্বে ভূষা চৈকাগ্রমানসাঃ । ১৫ । মহাকাল-
বনে রম্যে ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতৈ । তত্র পুণ্যা পুরী
হেমা সর্বকামফলপ্রদা । ১৬ । নামা কুশস্থলী রম্যা
সিদ্ধগন্ধর্বসেবিতা । কল্পাদৌ কল্পমধ্যে বা যত্র
সম্মিহিতো হয়ঃ । ১৭ । কল্পকয়ে কয়ং যাস্তি
স্বাবরাণি চরাণি চ । তীর্থানি চৈব সর্বাণি পুণ্যা-
ভায়তনানি চ । ১৮ । সরিতঃ সাগরাঃ সর্বে
সরা স্যুপবনানি চ । ওষধীর্লক্ষবল্লীশ্চ যত্র মন্ত্রঃ
শুভাশুভম্ । ১৯ । জ্যোতীঃশি চন্দ্রসূর্য্যো চ সর্বঃ
বিষ্ণুময়ঃ জগৎ । তেষাং বীজং চ পুণ্যঞ্চ বীজ

কর্ম্মাশয়ং তথা । ২০ । সর্বমাদায় ভগবাত্তরস্তত্র
তিষ্ঠতি । সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্বদেবময়ী হরিঃ ।
২১ । সর্বযজ্ঞময়ো দেবঃ সর্বাধর্ম্মময়ী দয়া । রেবা
চ সরিতাঃ শ্রেষ্ঠা ভূবি পুণ্যকৃতাধিকা । ২২ ।
তস্মাদ্ধিতকরং ক্লেত্রং কুরুণাং বৈ সুরোত্তমাঃ ।
তস্মাদ্ধশগুণং মস্ত্রে প্রয়াগং তীর্থমুত্তমম্ । ২৩ ।
তস্মাদ্ধশগুণা কালী কাল্পা দশগুণা গয়া । ততো
দশগুণা প্রোক্তা কুশস্থলী চ পুণ্যদা । ২৪ ।
উপরাগসংস্থানি ব্যতিপাতায়ুতানি চ । অমালকং
তু এতস্তাঃ কলাঃ নার্ষ্ণি যোড়শীম্ । ২৫ । লক্ষ-
মিন্দুক্ষে দানং সহস্রং চায়নঘয়ে । ব্যতীপাতে চ
কোটিঃ স্রাজাকায়্যং চ অনন্তকম্ । ২৬ । তস্মাদ্ধিতকরা
দেবা পুরী হেমা কুশস্থলী । অনন্তানন্দসম্প্রদাতা
দানং কিঞ্চিৎকৃতং নরৈঃ । ২৭ । তৎসদং ভোঃ
সুরশ্রেষ্ঠাঃ সর্বং তচ্চাক্ষয়ং ভবেৎ । তস্মাৎ সদ-
প্রযত্নেন যুগং যাত হি মা চিবম্ । ২৮ । কীর্ণপুণ্যা
ভবন্তো বৈ বাধস্তে তেন বঃ সুরাঃ । মহাকালবনে
রম্যে পুরী হেমা কুশস্থলী । ২৯ । তত্র গতা
ভবন্তো বৈ স্নানদানাদিকং ভূবি । আচরণঞ্চ
সুবিধিনা পুণ্যাং স্বর্গমবাপ্যথ । ৩০ । এতচ্ছ্রুত্বা

স্থানের সরোবর সমূহ মণিরত্ন-মণ্ডিত সোপান-রাজ
দ্বারা সুশোভিত হংসকারণবাকীণ এবং মণিপ্রভায়
সুভাষর । এই স্থান বড়ুর্শি-রহিত; এই স্থানে পক্ষিগণ
অবস্থান করিতে পারে । দেবগণ বাসুদেব-দর্শন-
লালসায় এই স্থানে গমন করিয়া দেবদেব জগৎপতির
স্ততি করিতে আরম্ভ করিয়া গিলেন । দেবগণ বলি-
লেন,—হে অনন্ত, বৃহৎ, কৃষ্য! তোমাকে
নমস্কার । তুমি নৃসিংহ, উগ্র, বরাহরূপী, রাঘব,
রাম, ব্রহ্মা, অনন্তশক্তি, বাসুদেব, শান্ত, যদুপতি,
বুদ্ধ, শুদ্ধ, কলি, এবং শ্লেচ্ছনাশী; তোমাকে
নমস্কার । দেবগণ এইরূপ স্তব করিতেছেন,
এমন সময়ে অশরীরিণী বাণী বলিল,—সুরগণ!
শ্রবণ করুন,—আপনারা একাগ্রমানসে ব্রহ্মর্ষিগণ-
সেবিত রম্য মহাকালবনে গমন করুন । এই স্থানে
সর্বকামপ্রদা এক পুণ্যা পুরী আছে; এই পুরীর
নাম কুশস্থলী, উহা সিদ্ধগন্ধর্বগণ সেবিত—সেখানে
কল্পাদিতে কল্পমধ্যে বা কল্পান্তে ভগবান্ ভব
সম্মিহিত থাকেন । কল্পকয়ে চরাচর সমস্ত পদার্থ,
সকল তীর্থ, সমুদয় পুণ্য আয়তন, সরিৎ, সাগর,
সরোবর, উপরন, ওষধি, বৃক্ষ, বল্লী, শুভাশুভ যজ্ঞ,
মন্ত্র, জ্যোতিঃসকল, চন্দ্র, সূর্য্য, সমস্ত বিষ্ণুময়

জগৎ, ইহাদের বীজ কর্ম্মআশয়, এ সমস্তই
কয়প্রাপ্ত হয় । এই সমস্ত পদার্থ লইয়া ভগবান্
ভব এই স্থানে বাস করিতেছেন । যেমন সর্বদেবময়ী
গঙ্গা, সর্বদেবময় হরি, সর্বদেবময় বেদ, সর্বাধর্ম্মময়ী
দয়া, তেমনি রেবা—নদীর শ্রেষ্ঠা । ইহা ভূতলে
পুণ্যদায়িকা । ১—২২ । হে সুরোত্তমগণ! কুরুক্লেত্র
ধিতকর, প্রয়াগ তাহা হইতে দশগুণ পুণ্য-
দায়ক, তাহা হইতে দশগুণ অধিক কালী,
আর কালী হইতে দশগুণ অধিক পুণ্যদায়িনী
কুশস্থলী । ব্যতিপাত-যুক্ত সহস্র উপরাগ, ও লক্ষ
অমাবস্তা ইহার যোড়শী কলার যোগ্য নহে । ইন্দু-
ক্ষে লক্ষদান, অয়নঘয়ে সহস্র দান, ব্যতিপাত
কোটি দান, এবং স্রাজায় অনন্ত দান, হে দেবগণ! এ
সকল হইতেও এই কুশস্থলী পুরী হিতকরী । হে
সুরগণ! এই কুশস্থলীতে যদি কিঞ্চিৎকৃত দান করা
যায়, তাহা হইলে তাহা অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে,
অতএব তোমরা সকলে অচিরে এই স্থানে গমন
কর । হে দেবগণ! তোমরা কীর্ণপুণ্য; রম্য
মহাকালবনে কুশস্থলী পুরী—তোমরা এই পুরীতে
গিয়া স্নান-দানাদি আচরণ কর,—পবিত্র হইয়া
স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে । ব্রহ্মা, ঈশান প্রভৃতি

বচস্তু। বাণ্যাশ্চাকাশগং তদা। প্রণম্য শিরসা
তন্ত্ৰে ব্রহ্মেশানপুৰোগমাঃ ॥ ৩১ ॥ পুনর্জন্মঃ পুরাঃ
সর্বৈ যত্র মাহেশ্বরঃ বনম্ । পুরীঃ চৈব দ্বিজশ্রেষ্ঠ
সর্বকামফলপ্রদাম্ ॥ ৩২ ॥ চাতুর্লক্ষ্যসমাকীর্ণমুষ্ণি-
গন্ধর্বসেবিতাম্ । পুণ্যবন্তির্জটৈঃ পূর্ণাঃ সিদ্ধচারণ-
সেবিতাম্ ॥ ৩৩ ॥ দরিদ্রো ন জড়ো মূর্খো ন রোগী
ন চ মৎসরী । ন ব্যাধিতো নাপকারী জনঃ কচিৎ
প্রদৃশ্যতে ॥ ৩৪ ॥ দান্তাঃ শান্তাঃ সুলীলাচ্চ জরা-
রোগবিবর্জিতাঃ । স্বধর্মনিরতা নিত্যং সদাচার-
তিথিপ্রিয়াঃ ॥ ৩৫ ॥ নরা যত্র নিবসন্তি নাধ্যৈশ্চৈব
পতিত্বতাঃ । মহোৎসবাঃ সুগীতানি হব্যং কব্যাং
গৃহেগৃহে ॥ ৩৬ ॥ ঐন্দ্রীঃ চ পুরীঃ দৃষ্টা দেবা হর্বঃ পরঃ
গতাঃ । তত্র তীর্থং সমাখ্যাতং নাম পৈশাচমোচনম্ ॥
৩৭ ॥ পুণ্যবন্তিঃ সদা সেব্যং সর্বতীর্থনিষেবিতম্ ।
তস্মিন্ স্নানং চ জপ্তা চ হস্তা দ্বা চ দেবতাঃ ॥ ৩৮ ॥
পুণ্যং চাধাক্ষয়ং লক্ষ্য পুনর্ধাতাঃ সুরালয়ম্ । জিহ্বা-
সুরান্নশাষ্ট্রান্ স্নানং প্রাপ্তাঃ স্বকং স্বকম্ ॥ ৩৯ ॥
যেহস্তাঃ কুর্য়ুর্ন্যহাভাগাঃ স্নানং দানং তথার্চনম্ ।
হবনং তর্পণং পিতৃস্তৃৎসর্গং স্নানানন্তকম্ ॥ ৪০ ॥
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন এতৎকার্য্যং সদা বুধৈঃ ।

দেবগণ আকাশবাণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
তৎক্ষণে প্রণাম করত পুনরায় সকলে
মাহেশ্বর বনে গমন করিলেন। তত্রত্য
পুরী সর্বকামফলপ্রদা; চাতুর্লক্ষ্য-সমাকীর্ণা ও ঋষি-
গন্ধর্বসেবিতা। ঐ পুরী সমুদ্র পুণ্যজন পরিপূর্ণ।
উহা সিদ্ধচারণসেবিত। দরিদ্র, জড়, মূর্খ, রোগী,
মৎসরী, ব্যাধিত, ও অপকারী, ব্যক্তি ঐ স্থানে
দেখা যায় না। দান্ত, শান্ত, সুলীল, জরারোগ-
বর্জিত, স্বধর্মনিরত, নিত্য সদাচার, অতিথিপ্রিয়,
নর সকল ঐ স্থানে বাস করিয়া থাকেন। ঐ
স্থানের নারীগণ পতিত্বতা। ঐ স্থানে মহোৎসব,
গীত ও হব্য-কব্যা-গৃহে গৃহে বিরাজিত। ঐন্দ্রী
পুরী দর্শন করিয়া দেবগণ অত্যন্ত হুগু হইলেন।
এ স্থানে পৈশাচমোচন নামক বিখ্যাত তীর্থ আছে।
ঐ সর্বতীর্থ নিষেবিত তীর্থ পুণ্যবান ব্যক্তি মাত্রেই
সেব্য। ঐ তীর্থে স্নান, জপ, হোম ও দানান্তে
অক্ষয় পুণ্য লাভ করিয়া সুরগণ সুরালয়ে গমন
করিয়া তত্রত্য হুগু অসুরগণকে জয় করত স্বীয় স্বীয়
স্থান লাভ করিলেন। হে মহাভাগগণ! যাহারা এই
তীর্থে স্নান, দান, অর্চনা, হবন, ও পিতৃতর্পণ করে;
তাহাদের ঐ সকল কর্ম অনন্ত ফলজনক হয়।

দেবতীর্থোমধী বীজভূতানাং চৈব পালনম্ ॥ ৪১ ॥
কল্পেকল্পে চ যন্তাং বৈ তেনাবস্তী পুরী স্মৃতা।
অদ্যপ্রভৃতি পুরী হেমা নামাবস্তী কুশলী ॥ ৪২ ॥
ইত্যুক্তা বৈ তদা দেবাঃ স্বধাম পরমং গতাঃ।
তদারভ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ হবন্তী ভুবি বিজ্ঞতা ॥ ৪৩ ॥
য এতাঃ শ্রুকথাঃ দিব্যাং পুণ্যাং চ পাপহারিণীম্।
শৃণুয়াজ্জাবয়েদ্যো বৈ সর্বপাপৈঃ সমুচ্যতে ॥ ৪৪ ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধনমাপুয়ান্।
বাজপেয়-সহস্রাণাং রাজহৃদয়তাদিকম্ ॥ ৪৫ ॥ পুণ্যং লক্ষ্য
নরো নিত্যং শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৪৬ ॥

ইতি লীলাদে অবস্ত্যভিধানকথাবর্ণনঃ

নাম দ্বিচত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ। এতদ্বিস্ময়ন্তরে ব্যাস
যথোক্তয়নৌ স্মৃতা পুরী। তথাহং সম্ভাবক্যামি
শৃণুয স্বং সমাহিতঃ ॥ ১ ॥ ত্রিপুরাখ্যো মহাদৈত্যঃ
সর্বদৈত্যজনেশ্বরঃ। তপস্তপে স্তুত্বর্বং ব্রহ্মণ-

সর্বপ্রযত্নে বৃধব্যক্তি এ স্থানে এই সকল স্নান
দানাদি কারবেন। দেব, তীর্থ, ওষধি, বীজ
ও ভূতগণের অবন বা পালন হয় বলিয়া কল্পে
কল্পে এই পুরীর ‘অবস্তী’ এই নাম
হইয়া থাকে। অদ্যাবধি এই কুশলীর
নাম হইল—অবস্তী। এই কথা বলিয়া দেবগণ
স্থানে গমন করিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেই
হইতে এই পুরী পৃথিবীতে ‘অবস্তী’ বলিয়া খ্যাত
হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই শ্রুকথা শ্রবণ করে,
বা কাহাকেও শ্রবণ করায়, সে সর্বপাপ হইতে
মুক্তি লাভ করিয়া থাকে এবং অপুত্র হইলে
পুত্র, নির্ধন হইলে ধন, সহস্র বাজপেয়-কল ও
শতাধিক রাজহৃদ-কল লাভ করিয়া শিবলোকে
পূজিত হয়। ২৩—৪৬।

দ্বিচত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! এই
পুরীর নাম যেরূপে উক্তয়িনী হইয়াছে, তাহা
আমি বলিতেছি, সমাহিতভাবে শ্রবণ করুন।
সর্বদৈত্যেশ্বর মহাদৈত্য ত্রিপুরাখ্য দৈত্য ব্রহ্মার

ভট্টিকারণাং ২। আতপে চাগ্নিসেবাং বৈ প্রাণি
 যেষত্বয়ম্। দধিষা তদানান শীতকালে
 জলাশয়ে ৩। শীর্ণজলাহারো বায়ুতক্ষী
 নিরাশ্রয়ঃ। গায়ত্রীতমাহায় ত্যক্তসর্গপরিগ্রহঃ।
 ৪। এবং বর্ষসহস্রং তু তপস্তপ্তং যুহুচরম্।
 পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ব্রহ্মা প্রীততমোহব্রবীৎ। ৫।
 ত্রিযতাং তোহনুরশ্বেষ্ঠ বরং যন্তোহভিবাচিতম্।
 তৎসর্গং সান্ত্রতং লোকে বরং তুভ্যং দদামি বৈ।
 ৬। এসমুক্তঃ স বিধিনা দৈত্যত্রিপুরসংজিতঃ।
 উবাচ হনঃ সদ্যো ব্রহ্মাণং সংশিতব্রতম্। ৭।
 ত্রিপুর উবাচ। যদি তুষ্টমনা ব্রহ্মন্ বরং মে
 দাতুমিচ্ছাস। দেবদানবগন্ধর্বপিশাচোরগরাকসৈঃ।
 অবধ্যোহহং সদা ভূয়াং বরমেতদুগোম্যহম্।
 ৮। ব্রহ্মোবাচ। এবং ভবতু তো বৎস
 বিচরনাকুতোভয়ঃ। ইত্যুত্বা সহসা ব্রহ্মা তত্রৈ-
 বাস্তরধীয়ত। ৯। তদায়ত্যা মহাদৈত্যো
 দেবানাং কদনং মহৎ। চকার কোপপূর্ণো বৈ
 পূর্ববৈরমহুশ্রয়ন। ১০। বাসগিত্বা যজ্ঞ তত্র
 ত্রিপুরাণি চরাণি চ। অত্র বাসকৃতঃ সর্কে বর্ণাশ্রম-
 পরা জনাঃ। ১১। তেষাং বৈ কদনং চক্রে নানো-

সন্তোষ-সাধনের নিমিত্ত তুর্ক্বে তপ আচরণ করে।
 সে আতপে অগ্নিসেবা, বর্ষায়
 শীতকালে জলাশয়ে অবস্থান, শীর্ণ পর্ণ, জল ও
 বায়ু তক্ষণ করিয়া নিরাশ্রয়ে ত্রাস্তা করিতে থাকে।
 সে সর্ক অবলম্বনীয় পরিত্যাগপূর্বক গায়ত্রীতম
 অবলম্বনে সহস্র বর্ষ কাল যুহুচর তপস্থা করে।
 সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাহাকে
 বলিলেন,—হে অনুরশ্বেষ্ঠ! তুমি আমার
 নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, আমি
 তোমায় বর প্রদান করিব। তখন ব্রহ্মার
 তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিপুরাসুর বলিল,—
 হে ব্রহ্মন্! যদি আপনি তুষ্ট হইয়া বর দান
 করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তবে আমি এই বর
 প্রার্থনা করি যে, আমি যেন দেব, দানব, গন্ধর্ব,
 পিশাচ, উরগ, ও রাক্ষসগণের অবধ্য হই, এই
 বর প্রদান করুন। ব্রহ্মা বলিলেন—“তথাস্ত”
 বৎস! তুমি অকুতোভয়ে বিচরণ কর। এই কথা
 বলিয়া ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ অস্তহিত হইলেন। তদবধি
 ঐ দৈত্য পূর্ব বৈর শ্রবণ করিয়া দেবতাদিগের মহৎ
 ক্রোধ উৎপাদন করিতে লাগিল। এই তীর্থে যে
 সবল বর্ণাশ্রমচারী ব্যক্তি বাস করেন, গান।

পায়েন পাপধীঃ। ভস্মিন পুরে তুষ্টবাসে ব্রাহ্মণা
 বেদপারগাঃ। ১২। ন জুহুশ্চাগ্নিহোজং সোমপানং
 ন কহিচিৎ। কুতশ্চিৎ শূকৃতং কশ্ব জনাঃ কুর্কশ্চি
 নো যুনে। ১৩। স্বাহাকারস্বাহাকারববট্কারবিব-
 র্জিতাঃ। ১৪। নোৎসবো দৃষ্টতে গেহে কশ্চিছুবি
 বিকৃতঃ। ১৫। দেবতায়তনং নাস্তি তথা
 নো শিবপূজনম্। নাস্তি যজ্ঞো ন দানানি ন
 গোব্রাহ্মণপূজনম্। ১৬। সদাচারজনো নাস্তি দয়া
 মানববর্জিতঃ। ন দানী নোপকারী চ তপস্বী নৈব
 দৃষ্টতে। ১৭। এবং ব্যাস পুরে ভস্মিন্নষ্টপ্রায়মিদং
 জগৎ। প্রজানাং ব্রাহ্মণা মূলং বেদমূলমি
 ব্রাহ্মণাঃ। ১৮। বেদমূলপরা যজ্ঞা যজ্ঞমূলমি
 দেবতাঃ। তস্মাদ্যাস হতং সর্কং কৃতং তেন হুয়া-
 ত্বনা। ১৯। তেন দেবগণাঃ সর্কে হতপ্রায়া হতো-
 জসঃ। বিচরন্তি যথা মর্ত্যে ভূবি তেন পরাজিতাঃ।
 ২০। অস্তোমকৃতসঙ্কানা মত্ৰং কৃত্বা সমাহিতাঃ।
 জগুস্তে তত্র যজ্ঞান্তে প্রজাপতিরকন্মবঃ। ২১।
 ত্রিদিশাঃ কথ্যামাসুরাশ্চব্যাসনকারণম্। তজজ্ঞাত্বা
 সহসোখায় ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। ২২। জগাম

উপায়ে ঐ পাপধী তাঁহাদেরও ক্রোধ উৎপাদন
 করিতে লাগিল। ঐ পুরে তুষ্ট ত্রিপুরাসুরের
 বাস-নিবন্ধন বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ হোম, অগ্নি-
 হোজ ও সোমপান পর্য্যন্তও কোন প্রকারে করিতে
 সমর্থ হইলেন না। ১২-১৩। তাঁহারা স্বাহাকার, স্বাহাকার
 ববট্কারবর্জিত হইলেন। ভূতলে কাহার
 গৃহে কোন উৎসব দৃষ্ট হইল না। তখন
 দেবতায়তন, শিবপূজা, যজ্ঞ, দান,
 গো-ব্রাহ্মণপূজা, সদাচার ব্যক্তি, দয়া-মান,
 দানী, উপকারী, ও তপস্বী, এ সকল কিছুই
 আর দেখিতে পাওয়া গেল না। হে ব্যাসদেব!
 তখন এই জগৎ নষ্টপ্রায় হইয়া উঠিল। প্রজা
 সকলের মূল ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মূল বেদ, বেদমূল
 যজ্ঞ, ও যজ্ঞমূল দেবতা; শূন্য হইয়াছে ব্যাসদেব!
 ঐ হুয়াত্বা ব্রাহ্মণের ক্রিয়ালোপ করিয়া সকলই
 নষ্ট করিল। দেবগণ হতপ্রায় হতবল ও
 তৎকর্তৃক পরাজিত হইয়া মর্ত্যের স্থায় ভূতলে
 বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পর
 সমাহিতভাবে মত্ৰণা করিয়া—যেখানে অকন্মব
 প্রজাপতি বিরাজমান, সেই স্থানে গমন করি-
 লেন। তাঁহারা পিতামহ-সম্মিথানে উপস্থিত হইয়া
 কুণ্ঠ কারণ নিবেদন করিলে পিতামহ সহসা ঐশ্বিত্য

ত্রিদেশঃ সাক্ষিঃ মহাকালবনোত্তমম্ । যত্রাঙ্কে সততঃ
দেব উমগা সহিতঃ শিবঃ ॥ ২২ ॥ যত্রাবন্তী পুরী
দিব্যা সৰ্বতীর্থনিবেষিতা । তত্রাগত্য সুরৈঃ সাক্ষিঃ
স্বয়মুচ্চতুরামমঃ ॥ ২৩ ॥ স্নানং দানং জপং হোমং
কৃৎস্না কৃত্তসরে তদা । পূজয়িত্বা মহাকালং ব্রহ্মা বচন-
মববীৎ ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ । দেবদেব মহাদেব
ভক্তগণামভয়কর । অয়তাং ভোঃ সুরশ্রেষ্ঠ দেব-
কার্যমহুত্তমম্ ॥ ২৫ ॥ ত্রিপুরো নাম দৈত্যেন্দ্রো
দেবানাং কদনঃ মহৎ । করোতি সততঃ দৈত্যো
দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ ॥ ২৬ ॥ বাসয়িত্বা পুরতিষ্ঠো
বিস্তীর্ণা বিচরত্যথ । তত্র স্থিতানি ভূতানি নাশং
যান্তি হুরাক্ষনা ॥ ২৭ ॥ এবং কৃৎস্না প্রজাঃ সৰ্বাঃ
কয়ং নীতান্তরাচরাঃ । উদাসিতানি দ্বীপানি গ্রামাশ্চ
নগরাণি চ ॥ ২৮ ॥ স্বদীপামাশ্রমাঃ সৰ্ব্বৈঃ যতীনা-
মায়তনানি চ । এবং কৃৎস্না সুরাঃ সৰ্ব্বৈঃ ভট্টরাজ্যাঃ
পরাজিতাঃ ॥ ২৯ ॥ বিচরন্তি যথা মৰ্ত্ত্যাস্ত্রিপুৰেণ
হুরাক্ষনা । মন্তো লকবরো নিত্যং ব্রজতোবাকুতো-
ভয়ঃ ॥ ৩০ ॥ তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন বধন্ত্যস্ত বিচিন্ত্য-

তাম্ ॥ ৩১ ॥ ইতি ব্রহ্মা বচন্ত্যস্ত ব্রহ্মণঃ সংশিতা-
শ্বনঃ । চিরং ধ্যানত্বা মহাদেবো ব্রহ্মণঃ তমুবাচ হ ॥
৩২ ॥ মহাদেব উবাচ । অয়তাং ভোঃ সুরশ্রেষ্ঠা
ব্রহ্মশক্রপুরোগমাঃ । জয়োপায়ং করিষ্যামি দৈত্য-
শাস্তং হুরাক্ষনঃ ॥ ৩৩ ॥ তপশ্চরত যুয়ং বা আশ্বনো
জয়কাঙ্ক্ষিণঃ । অবস্ত্যাং যদুতঃ দন্তঃ তৎসৰ্বং
চাক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥ ইতুঃ ক্ৰা সৰ্বদেবানাং তজ্জৈ-
বাস্তাহিতঃ শিবঃ । গতাঃ শ্মশাননিলয়ে ভূতপ্রেত-
নিবেষিতে ॥ ৩৫ ॥ জয়ার্থং ভক্ত দৈত্যস্ত ত্রিপুরস্ত
হুরাক্ষনঃ । উপাসাক্রিক্রে তত্র চামুণ্ডায়াঃ সুরে-
শ্বরাঃ ॥ ৩৬ ॥ মহাবৈশ্ণব মহামেধ্যঃ পশুপুস্পার্ঘ্য-
তর্পণৈঃ । বলিতিবিবিধৈর্দানৈর্ধূপদীপায়িতর্পণৈঃ ।
পূজয়িত্বা তদা দেবীং তামীড়ে বৃষভধ্বজঃ ॥ ৩৭ ॥
দুর্গাঃ ভগবতীঃ ভদ্রাঃ দুর্গসংসারতারিণীম্ । ত্রি-
পুরাস্তকারিণীঃ কৃত্যাং চণ্ডমুণ্ডবধোদ্যমাম্ ॥ ৩৮ ॥
দৈত্যমেদোমদোন্নতাং রক্তাখ্যাং রক্তদন্তিকাম্ ।
রক্তাশ্বরথরাং ধীরাং রক্তপুস্পাবতীং সতীম্ ॥ ৩৯ ॥
মহিষবাহিনীং শ্রামাং যক্ষাসনপরিগ্রহাম্ । দ্বীপি-
চর্মপরীধানাং শুকমাংসাত্তৈত্তরবাম্ ॥ ৪০ ॥ পূজ-
য়িত্বা প্রসন্নাত্মা ধ্যানমাস্থায় সংস্থিতঃ । তদা ভগ-

হইয়া তাঁহাদের সহিত—বেখানে সতত শঙ্করীয়
সহিত শঙ্কর বিরাজ করিতেছেন, সেই উত্তম
মহাকালবনে গমন করিলেন । এই মহাকালবন
মধ্যেই সৰ্বতীর্থশ্রেষ্ঠা দিব্যা অবতীপুরী বিরাজ-
মানা । চতুর্মুখ দেবগণের সহিত এই স্থানে
আগমনপূর্বক স্নান, দান, জপ, হোম, এই সকল
কর্ম ও মহাকাল পূজা কৃত্তসরে সমাপন করিয়া
দেবদেব-সম্মুখানে বলিতে লাগিলেন,—হে দেব-
দেব, মহাদেব, ভক্তগণের অভয়প্রদ ! হে সুর-
শ্রেষ্ঠ ! অমুত্তম দেবকার্য্য অবগণ করুন,—দেব-
ব্রাহ্মণ-নিন্দক ত্রিপুর নামক দৈত্যেন্দ্র দেবগণের
মহৎ ক্রেশ উৎপাদন করিয়াছে । এই দৈত্য ত্রিভু-
বনের ভয় প্রদান করিয়া বিচরণ করিতেছে এবং
প্ৰাণিগণকে নিপীড়িত করিতে কুর্চিৎ হইতেছে না ।
এইরূপে এই হুরাক্ষা চরচার জগৎ অস্তিম দশায়
উপনীত করিয়াছে ; এই পামর দ্বীপ, গ্রাম, নগর,
স্বামগণের আশ্রম, যতিদিগের আয়তন, এ সকল
ভাঙ্গিয়া কোলিয়াছে । সুরগণ পরাজিত ও ভট্ট-
রাজ্য হইয়া মৰ্ত্ত্যবাসীর স্তায় দীনভাবে বিচরণ
করিতেছেন । এই পাপাত্মা আমার নিকট বর-
লাভ করিয়া অকুতোভয়ে বিচরণ করিতেছে ।
অতএব সৰ্বপ্রযত্নে তাহার বধের বিষয় চিন্তা

করুন । বিধাতার বাক্য শুনিয়া মহাদেব তাঁহাকে
বলিলেন,—হে ব্রহ্মশক্রপ্রমুখ সুরগণ ! আপনারা
অবগণ করুন,—আমি এই হুরাক্ষা দৈত্যের জয়ো-
পায় করিতেছি ॥ ১৪—৩৩ ॥ তোমরা জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া
তপশ্চরণ কর । অবস্তীতে যাহা হোম বা দান করা
যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে । এই কথা
বলিয়া দেব ত্রিলোচন তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন ।
দেবগণ তখন মহাকালবনস্থ ভূত-প্রেতনিবেষিত
শ্মশাননিলয়ে গমন করিয়া হুরাক্ষা ত্রিপুরদৈত্যের
জয়ার্থ চামুণ্ডার উপাসনা করিতে লাগিলেন ।
মহিষ, মহামেধ্য পশুপুস্পার্ঘ্য তর্পণ, বিবিধ বাল-
দান, ধূপ, দীপ, অগ্নি-তর্পণ, দ্বারা পূজা করিয়া
বৃষভধ্বজ দেবী চামুণ্ডার ধ্যান করিলেন ; যথা—
তিনি দুর্গা, তিনি ভগবতী, তিনি ভদ্রা, এবং
তিনি দুর্গসংসারতারিণী, ত্রিপুরাস্তকারিণী, কৃত্যা,
চণ্ড মুণ্ডবধোদ্যমা, দৈত্যমেদো-মদোন্নতা, রক্তাখ্যা,
রক্তদন্তিকা, রক্তাশ্বরথরা, ধীরা রক্তপুস্পাবতী,
সতী, মাহিষবাহিনী, শ্রামা, যক্ষদলপরিগ্রহা, দ্বীপি-
চর্ম-পরিধানা, ও শুকমাংসাত্তৈত্তরবা । তিনি
এই ভাবে পূজা করিয়া ধ্যাননিমগ্ন হইলেন । তখন

বতী ভদ্রা যয়েদং ধার্যতে জগৎ । প্রসন্নবদনা
কৃত্বা প্রত্যকং প্রাহ চণ্ডিকা । ৪১ । দেব্যাবাচ ।
ত্রিযতাং ভোঃ সুরশ্রেষ্ঠ বরং যতোহভিবাঞ্ছিতম্ ।
সৰ্বং যয়োক্তং যচ্ছামি জগতামৃণকারকম্ । ৪২ । শ্রীহর
উবাচ । যদি তুষ্টাসি বৈ দেবি দেহি মে বরমুত্তমম্ ।
যেন হস্মি মহাদৈত্যং ত্রিপুরং দেবকণ্টকম্ । ৪৩ ।
শ্রীদেব্যাবাচ । জয় হেনং মহাদেব গৃহাণ পাণ্ডপতং
পরম্ । ময়া দত্তং সুরশ্রেষ্ঠ দৈত্যনাশকরং পরম্ । ৪৪ ।
মহাপাণ্ডপতং শস্ত্রং করে কৃত্বা চ শঙ্করঃ । ৪৫ ।
উজ্জহার তদা শত্রুদৈত্যনাশায় সত্বরঃ । মহাভঙ্ঘ-
রিকো ভূহা সৰ্বপ্রাণিভয়ঙ্করঃ । ৪৬ । স্তুতিং কৃত্বা
যযৌ বাগ্ভিঃ 'পৃষ্ঠতোহমুযয়ুঃ সুরাঃ । শরৈর্গৈকেন
বৈ ক্রডো জঘান তং মহাসুরম্ । ৪৭ । মায়িনং তং
ত্রিধা ভিষ্মা মায়াযুদ্ধেন শঙ্করঃ । পুনরাগাং পুরী-
র্মৈতামবস্তীমমরসেবিতাম্ । ৪৮ । জয়াশিষাং
প্রযুক্তানা ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ । তুষ্টবৃষ্ট তদা দেবা
জয়শব্দেন হর্ষিতাঃ । ৪৯ । অঙ্গরা ননৃতুস্তত্র
গন্ধকা ললিতং জন্তুঃ । ববৌ তদা পুণাতমো বায়ুঃ
সুখপ্রদো নৃনাম্ । ৫০ । জয়শব্দস্তদা জাতঃ

ভগবতী ভদ্রা চণ্ডিকা—যিনি এই জগৎ ধারণ করি-
তেছেন, প্রসন্নবদনে বলিলেন,—ভো সুরশ্রেষ্ঠ!
তুমি আমার নিকট অভিবাঞ্ছিত বর প্রার্থনা
কর । জগতের উপকারক তোমার প্রার্থিত সমস্ত
বস্তুই আমি প্রদান করিব । তখন শঙ্কর বলিলেন,
—হে দেবি ! যদি তুষ্টা হইয়াছেন, তবে এই
বর দিন—যাহাতে আমরা দেবকণ্টক মহাদৈত্য
ত্রিপুরকে নিহত করিতে পারি । শ্রীমতী দেবী
বলিলেন,—হে মহাদেব ! ঐ দৃষ্টকে জয় করুন,
এই পাণ্ডপত অস্ত্র গ্রহণ করুন ; হে সুরশ্রেষ্ঠ !
আমি এই দৈত্য নাশকর পরমোত্তম প্রদান করিতেছি
তখন শঙ্কর মহাপাণ্ডপত অস্ত্র গ্রহণ করত মহা-
ভঙ্ঘরে সমগ্রপ্রাণিভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করিয়া দৈত্য-
বিনাশের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন । ঐ সময়
সুরগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার স্তব করিতে করিতে
গমন করিতে লাগিলেন । ভগবান রুদ্র একই
শব্দপ্রহারে ঐ মহাসুরকে নিহত করিলেন ।
তিনি ঐ মায়াবী দানবকে মায়াযুদ্ধে ত্রিধা ভিন্ন
করিয়া পুনরায় সুরসেবিত অবস্তীপুরীতে প্রত্যা-
গমন করিলেন । তদর্শনে মহর্ষি ও সিদ্ধ, চারণগণ
তাঁহাকে জয়াশীর্ষাদ প্রদান করিতে লাগিলেন ;
দেবগণ হুষ্ট হইয়া জয় শব্দে তাঁহার স্তব ।

প্রাণিনাঞ্চ গৃহে গৃহে । জর্জলুষ্ঠারয়ঃ শান্তাঃ শান্তা
দিগ্জনিভবনাঃ । ৫১ । প্রবর্তন্তে তদা যজ্ঞা মহোৎস-
বসদক্ষিণাঃ । দেবাঃ প্রপেদিরে স্থানং স্বকীয়ং
পুনরাদৃতম্ । ৫২ । উজ্জিতো দানবো যস্মাৎত্রৈ-
লোকে স্থাপিতঃ যশঃ । তস্মাৎসর্বৈঃ সুরশ্রেষ্ঠ-
ঋষিভি সনকাদিভিঃ । ৫৩ । কৃতং নাম হবস্ত্যা
বা উজ্জয়িনী পাপনাশিনী । অবস্তী চ পুরা প্রোক্তা
সৰ্বকামবরপ্রদা । ৫৪ । অদ্যপ্রভৃতি পুরী ব্যাস
উজ্জয়িনী সমাধিতাঃ । যেহস্তাং চ স্নানদানাদি
ভুবি কুর্কস্তি মানবাঃ । ৫৫ । ন তেষাং দৃষ্টতঃ
কিঞ্চিদেহে তিষ্ঠতি পাপজম্ । ৫৬ । বিদ্যার্থী
গিরীশং ধনাধী ধনেশং সূতাধী সূতেশং দিনেশং
সুখাধী । ধিয়োধী গণেশং প্রিয়ার্থী বসেসে গিরাং
গ্রাহমানী জনশ্চোজ্জয়িনী । ৫৭ । য এতস্তাং
মহাভাগ সদা বসতি মানবঃ । ভূক্ষা কামায়নো-
হতীষ্টায়তঃ শিবপুরং ব্রজেৎ । ৫৮ । তত্রৈব
বসতে নিত্যং কল্পকোটিশতাধিকম্ । ৫৯ ।

করিতে লাগিলেন, অঙ্গরোগণ নৃত্য করিতে
লাগিল ; গন্ধর্ভগণ সুললিতভাবে গান করিতে
লাগিল ; নরগণের সুখপ্রদ পুণ্য বায়ু বহিতে
লাগিল ; এবং প্রাণিগণের গৃহে গৃহে
জয় শব্দ উদ্ভিত হইল । তখন শান্ত অগ্নি
পুনরায় প্রজ্বলিত হইল ; নানাদিকের উৎপাত শব্দ
শান্ত হইল ; মহোৎসব এবং দক্ষিণার সহিত
যজ্ঞ প্রবর্তিত হইল ; এবং দেবগণ স্ব স্ব
স্থান লাভ করিলেন, দানবকে জয় করিয়া
ত্রৈলোক্যে বশ সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া সুর-
শ্রেষ্ঠগণ এবং সনকাদি ঋষিগণ এই পুরীর নাম
রাখিয়াছিলেন,—উজ্জয়িনী । এই উজ্জয়িনী পাপ-
নাশিনী । ইহার পুঙ্ক নাম—সৰ্বকামবরপ্রদা
অবস্তী । হে ব্যাসদেব ! অদ্যাবধি এই পুরীর
নাম উজ্জয়িনী হইল । যে মানব এই স্থানে স্নান-
দানাদি করিবে, তাহার দেহে কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎও দৃষ্ট
থাকিবে না । বিদ্যার্থী গিরিশ, ধনাধী ধনেশ,
সূতাধী সূতেশ, সুখাধী দিনেশ, জ্ঞানার্থী গণেশ,
এবং প্রিয়ার্থী ও বাগ্মিতার্থী ব্যক্তি উজ্জয়িনীর
আশ্রয় লইবে । হে মহাভাগ ! যে ব্যক্তি এই
স্থানে বাস করে, সে অভিমত ভোগ করিয়া
শিবপুরে গমন করে এবং তথায় গমন করিয়া কল্প-
কোটি শতাধিক কাল অর্থাৎ নিত্যকাল বাস করে

য এতাং বৈ কথাং পুণ্যাং পঠতে শৃণুতেহথবা ।
মুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যো গোসহস্রকলং লভেৎ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীকামে অবস্তীকৈত্মাহাশ্রম্য উজ্জয়িত্তি-
ধানকথনং নাম ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । অখাতঃ সম্ভবক্যামি
পদ্মাবতী যথাভবৎ । শৃণু চাদৃতো ব্যাস বহু-
পুণ্যকৃতাং কথাম্ ॥ ১ ॥ একদা সৰ্বরত্নানাং হানি-
জাতা হুরাশ্রুতিঃ । ধৰ্ম্মগ্নানির্নিরোধশ্চ জাতো বৈ
হৃষ্টদানবৈঃ ॥ ২ ॥ তদা সুরাসুরৈঃ সর্কৈর্নিগিহা
মধিতোহমুখিঃ । মেরুবংশোদধিঃ পাত্ৰং রজ্জুর্বাশুকি-
পন্নগঃ ॥ ৩ ॥ কূৰ্মপৃষ্ঠে বিধিঃ কৃশা রত্নানি হুত্বহস্তদা ।
আদৌ লক্ষ্মীর্বিনিধাতা কৃশায় প্রতিপাদিতা ॥ ৪ ॥
তেন কৃশা বিষাদোহুদ্ভেদবদানবয়োস্তদা । এতস্মিন্ন-
স্তরে প্রাপ্তো নারদো দেবদর্শনঃ ॥ ৫ ॥ বারিতঃ
কলহস্তেন দেবদৈত্যসমুদ্ভবঃ । মহাকালবনে সাত্ত
পদ্মা সিদ্ধসমুদ্ভবা ॥ ৬ ॥ সাগরাস্তে চ রত্নানি তিষ্ঠন্তি
বিবিধানি চ । তানি সর্বাণি চাদায় ভবতাং বৈ

যে মানব এই কথা পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সৰ্বপাপ
হইতে মুক্ত হইয়া গোসহস্রদানের কল লাভ
করে ॥ ৩৪—৫৪ ॥

ত্রিচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চছারিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব ! আপনি
সাদরে শ্রবণ করুন,—অতঃপর অবস্তীপুরীর ‘পদ্মা-
বতী’ নামের বিবরণ বলিতোছি । এই কথা অতি
পুণ্যদায়িনী । পূর্বে মেরুকে মহানদণ্ড, উদধিকে
পাত্ৰ ও বাশুকিকে রজ্জু এবং কূৰ্মপৃষ্ঠকে আধার
কল্পনা করিয়া রত্ন সকল দোহন করা হইয়াছিল ।
তাহাতে সৰ্বপ্রথমে লক্ষ্মীদেবী উদ্ভূতা হন, এবং
তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের করে অর্পণ করা হয় । ইহাতে
দেব-দানবের মধ্যে মনোমালিন্ত উপস্থিত হয় ।
এমন সময়ে দেবদর্শন নারদমুনি তথায় উপস্থিত
হন । তিনি উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কলহ
মিটাইয়া দেন এবং তিনি বলেন,—পদ্মা মহাকাল-
বনে অবস্থান করুন । সাগরমধ্যে বিবিধ রত্ন
আছে, তাহা লইয়া আমি তোমাদিগকে প্রদান

দদাম্যহম্ ॥ ৭ ॥ মধ্যতামুদধিঃ শীঘ্রং নাত্ত কার্য্য
বিচারণা । পুনস্তে তুদ্যমং চক্ররম্যত্বাং সুরাসুরাঃ
৮ ॥ মধ্যমানেহমুখো তেষাং মণিঃ প্রাপ্তশ্চ কৌন্তভঃ
পারিজাততকঃ পশ্চাৎ সুরা জাতা ততঃ পরম্ ॥ ৯
ধবন্তরিরথোৎপন্নশ্চক্রো জাতোহপি বৈ ততঃ
কামধেনুস্ততো জাতা গজরত্নং ততঃ পরম্ ॥ ১০
উট্টৈঃশ্রবা হযশ্রেষ্ঠঃ সুরা রত্না ততস্ততঃ । ততঃ পরঃ
চ সারঙ্গং ধনুঃ সর্কাস্তসত্তবম্ ॥ ১১ ॥ পাঞ্চজন্তুশ্চ
শঙ্খঃ করে তিষ্ঠতি মুরধিবঃ । নিধিরেষ মহাপদ্মো
বিধঃ হলাহলং ততঃ ॥ ১২ ॥ চতুর্দশাপি রত্নানি
প্রাপ্তানি বিবিধানি চ । সমাদায় গতাস্তজ যজ্ঞ
মাহেশ্বরং বনম্ ॥ ১৩ ॥ গচ্ছা তে চ সমাসীনা মন্ত্রঃ
চক্রঃ পরম্পরম্ । অহং পূর্বমহং পূর্বমিতি তে
সমযজ্ঞিতাঃ ॥ ১৪ ॥ কোলাহলস্তথোৎপন্নো নারদঃ
পুনরভ্যাগাৎ । তেষাং কলিমলং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুমারাদয়-
স্ততঃ ॥ ১৫ ॥ মোহনীরূপমাহায় নারীকৃশাভ্যাগাদরিঃ ।
অতিরূপবতী তদ্বী তামালোক্য মহাসুরাঃ ॥ ১৬ ॥
বিহ্বলাঙ্গাশ্চ তে সর্কৈ কামবাণবশজতাঃ । এতাস্মিন্ন-

করিব । শীঘ্র তোমরা উদধি মন্থন কর । এ বিষয়ে
আর ইতস্ততঃ করিবার আবশ্যক নাই । তাঁহার
কথায় দেব-দানব উভয় দলেই পুনরায় অমৃতার্থ
উদধিমন্থন আরম্ভ করিল ॥ ১—৮ ॥ মন্থন-কার্য চলিতে
থাকিলে কৌন্তভমণি, অনন্তর পারিজাত তরু,
পশ্চাৎ সুরগণ, তারপর ধবন্তরি, তদনন্তর চক্র,
তারপর কামধেনু, তদনন্তর গজরত্ন, অতঃপর হয-
শ্রেষ্ঠ উট্টৈঃশ্রবা, অনন্তর সুরা, তারপর রত্না, তার-
পর শার্ঙ্গধনু, তারপর পাঞ্চজন্তু শঙ্খ, তারপর নিধি
মহাপদ্ম, তারপর হলাহল, এই চতুর্দশ ও
আরও বিবিধ রত্ন উদ্ভূত হইল । এ সমস্তই
লইয়া তাঁহারা মাহেশ্বর বনে গমন করিলেন ।
তথায় সমবেত হইয়া তাঁহারা পরম্পর মন্ত্রণা
করিতে লাগিলেন । ঐ সময় তাঁহাদের
“অহমহমিকার” শ্রুতি কোলাহল উথিত হইল । তখন
নারদ পুনরায় ঐ স্থানে আগমন করিলেন ।
তাঁহাদের কলহ দর্শন করিয়া তিনি বিষ্ণুর
আরাধনা করিলেন । ভগবান্ বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ
মোহনী নারীমূর্তি ধারণ করিয়া তথায় আবিভূত
হইলেন । অসুরগণ তখন তাঁহাকে অতি রূপ-
বতী তদ্বী কামিনীমূর্তি অবলোকন করিয়া বিহ্ব-
লাঙ্গ ও কামবাণে নিতরাং বিদ্ধ হইয়া পড়িল ।

স্বরে তেবাং সুরাং প্রাদাং সুরেশ্বরঃ । ১৭ । হস্ত-
লাঘবযোগেন দেবানামমৃতং দদৌ । এতদ্বিরক্তরে
বাস রাহজ্ঞপথারকঃ । ১৮ । তেবামন্তরগো কুহা
পগৌ চামৃতমুত্তমম্ । তজ্জাহা চ ক্রতঃ বিষ্ণুঃ শির-
শ্চক্রেণ চাচ্ছিনৎ । ১৯ । সুধাশ্পর্শপ্রসঙ্গেন ম মমরা-
সুরসুদা । রাহুঃ কেতুরীত খ্যাভৌ ক্ষেত্রেহশ্মিন
মুনিসত্তমঃ । ২০ । রাহুকায়াং সমুদ্রতঃ বহু সূতাব
শোণিতম্ । তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহতীর্ষঃ জাতঃ তদোষ-
নাশনম্ । ২১ । তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা রাহোর্দর্শন-
তৎপরঃ । ন তেবাং জায়তে কিঞ্চিৎ রাহুপীড়া
কদাচন । ২২ । বাহিতার্থমবাপ্নোতি গোসহস্র-
কলং ভবেৎ । ততস্তানি চ রত্নানি মহাকালবনে
সুরাঃ । ২৩ । বিভজ্য ভাগাংস্তে সর্কে প্রাপ্য
রত্নভূজোহভবন্ । মণিঃ পদ্মাঃ ধনুঃ শম্বাঃ বিকুবে
নারদো দদৌ । ২৪ । সূর্য্যায় চ দদৌ হুং সপ্তাংস্ত-
চাচ্ছিসত্তমম্ । ঐরাবতঃ গজশ্বেতঃ বাসবায় সম-
পর্ষৎ । ২৫ । পীযুষং দিব্যবদগান্ দদৌ চক্রে চ
শতবে । পারিজাতঃ তরুশ্বেতঃ রত্নাঃ চৈব বরা-
জনাং । ২৬ । ইন্দ্রকীড়াবনে রম্যে নন্দনে চ

এই সময়ে সুরেশ্বর তাহাদিগকে সুরা এবং
[হস্ত-লঘুতা] সহকারে ঋতিতি দেবতাগণকে অমৃত
প্রদান করিলেন। এই সময়ের মধ্যে রাহু গিয়া
ভাঁহাদের মধ্য হইতে উত্তম অমৃত পান করিয়া
কেলিল। তাহা জানিতে পারিয়া বিষ্ণু চক্র
দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। কিন্তু সুধা-
শ্পর্শপ্রসঙ্গে রাহু প্রাণে মারা পড়িল না। হে
মুনিসত্তম! এই ক্ষেত্রে রাহু কেতু নামে বিখ্যাত
হয়। শিরশ্ছেদ নিবন্ধন রাহুর কায় হইতে বহু
রত্নস্রাব হইয়াছিল। ঐ ক্ষেত্রে রাহুদোষ-নাশক
এক মহৎ তীর্ষ আবিষ্কৃত হইল। ঐ স্থানে স্নানান্তে
শুচি হইয়া রাহুদর্শন করিলে, কদাচ রাহুপীড়া হয়
না, অপিচ বাহিতার্থ ও গোসহস্রদানের কল লাভ
হইয়া থাকে। অনন্তর সুরগণ মহাকালবনে মন্থন-
লব্ধ রত্ননিচয় ভাগ করিয়া লইলেন এবং সকলে
এক একজন রত্নভুক হইলেন। নারদমুনি বিষ্ণুকে
কৌন্তভমনি, লক্ষ্মী, শার্ঙ্গধনু ও পঞ্চজন্ত শম্ব দান
করিলেন। এইরূপে তিনি সূর্য্যকে সপ্তাং, বাসবকে
গজশ্বেত ঐরাবত, সূর্য্যবাসিগণকে পীযুষ এবং শকুকে
চক্রে, প্রদান করিলেন। তিনি তরুশ্বেত পারিজাত ও
বরাঙ্গনা রত্নকে ইন্দ্রের কীড়োদ্যান নন্দনবনে

পমর্ষৎ । ঋষীণাং সমদাক্ষেপ্তং কামদোষ্ট্রীঃ বজ্র-
শিক্রে । ২৭ । নিধিরেশ মহাপদ্মঃ কুবেরভবনং
গতঃ । যন্তকালাহলং প্রোক্তং বিষ্ণুঃ কেনাপি
নাস্ততম্ । ২৮ । যতোযতঃ প্রসরতি প্রলয়ঃ স্যাদি
জন্তব । দধার তদ্বিষ্ণুঃ শঙ্কুর্জগতাং হিতকাম্যয়া ।
২ । তদাপ্রভৃতি মহাদেবো নীলকণ্ঠ ইতি স্মৃতঃ ।
রত্নকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা নীলকণ্ঠঃ চ পশুতি । ৩০ ।
মুক্ষা স সর্বপাপেভ্যঃ সর্বরত্নভূজো ভবেৎ ।
শতাবধিকং পুণ্যং লব্ধ্বা শিবপুরং ব্রজেৎ । ৩১ ।
তদাদায় সুরাঃ সর্কে ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমাঃ । উচুচ
তে তদা ব্যাস হর্ষনির্ভরমানসাঃ । ৩২ । উজ্জয়িনীং
সমাসাদ্য জাতা রত্নভূজো বয়ম্ । পদ্মাদ্রাশ্চ নিবাসেন
যস্মাৎ সর্বসুখাবহা । ৩৩ । তস্মাৎ সর্কেষু কালেষু
পদ্মা বসতু নিশ্চলা । অদ্যপ্রভৃতি পুরেবা পদ্মা-
বতীতি চ স্মৃতা । ৩৪ । য এতস্তাং মহাভাগাঃ
স্নানং দানং তথার্চনম্ । তর্পণং চৈব দেবানাং
পিতৃণাং চ বিশেষতঃ ; ন তেবাং দ্রুতং কিঞ্চিন্ন
দারিদ্ৰ্য্যং ন দুর্গতিঃ । শতং কুলানি সর্কানি ভারয়ে-
ন্নরায়ান্তদা । ৩৬ । ধনাধী চৈব পুত্রাধী বিদ্যাধী

রক্ষা করিলেন। তিনি ঋষিগণকে যজস্কির
নিমিত্ত কামধেনু প্রদান করিলেন। নিধি মহাপদ্ম
কুবেরভবনে গমন করিল। কিন্তু হলাহল বিষ্ণু আর
কেহ গ্রহণ করিলেন না। এ হলাহল যে দিক্ দিয়া
প্রসৃত হইতে লাগিল, সেই দিকের জীবজন্তুগণ
কালগ্রাসে পুতিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া
জগতের হিতের নিমিত্ত শঙ্কু তাহা ধারণ করিলেন।
তদবধি মহাদেব নীলকণ্ঠ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।
নর রত্নকুণ্ডে স্নান করিয়া নীলকণ্ঠকে দর্শন
করিলে পাপমুক্ত হইয়া সর্বরত্নভাগী ও শতাব-
ধিকপুণ্যভাগী হইয়া শিবপুরে গমন করে। ২—৩১।
হে ব্যাস! ব্রহ্ম-বিষ্ণু-প্রমুখ সুরগণ তখন হর্ষনির্ভর
মানসে বলিতে লাগিলেন,—আমরা সকলে উজ্জ-
য়িনী প্রাপ্ত হইয়া রত্নাধিকারী হইলাম। পদ্মার
নিবাস-নিবন্ধন এই স্থান সর্বসুখাবহ হইয়াছে।
পদ্মা এই স্থানে চিরকাল বাস করুন। এই পুরী
অদ্যাবধি পদ্মাবতী নামে বিখ্যাত হউক। হে
মহাভাগগণ! এই স্থানে বাহারা স্নান, দান, অর্চনা,
দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করেন, ভাঁহাদের দ্রুত,
দারিদ্ৰ্যতা, বা দুর্গতি লাভ হয় না; ভাঁহারা
স্বীয় শত কুল উদ্ধার করিয়া থাকেন। ধনাধী,
পুত্রাধী, বিদ্যাধী ও বহু কামুক ব্যক্তি যে কোন

বহুকামকঃ। যত্র কুজ হিতো হুয়া পদ্মাবতীতি চ
স্মরেৎ। ৩৭। সর্কান্ কামানবাশ্রোতি শিবঃ
সাকান্তবেশরঃ। এতদ্যাস কলং নারঃ কিং চিরং
সেবনেন বৈ। ৩৮। যে শৃংখলি কথং, পুণ্যং যে
শ্রাবয়ন্তি নিত্যশঃ। ন তেবাং পাতকং কিঞ্চিদ-
মেধকলং লভেৎ। ৩৯।

ইতি জীকান্দে পদ্মাবতীনামকথাবর্ণনং নাম
চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। ৪৮।

পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। শৃংখাবহিতো ব্যাস কথং
পাপহরাং পরাম্। এষা কুমুদভী জাতা যথা পদ্মা-
বতী পুরী। তথাহং সন্ত্রবক্ষ্যামি যথা মে লোমশো-
হব্রবীৎ। ১। লোমশ উবাচ। শৃং বৎস ময়া দৃষ্টা
বহুপুণ্যতমা পুরী। একদা তীর্থযাত্রায়াং গতো-
হং বৈ কুশলমীম্। শুভাদৃষ্টতরং স্থানং যত্র
সম্মিহিতো হরঃ। ২। যন্ত দর্শনমাজ্ঞেয় ব্রহ্মহত্যাং
ব্যপোহতি। যত্র তত্র হিতা বিপ্রা ব্রহ্মবোধম-

স্থানে থাকিয়াও যদি এই পদ্মাবতী পুরী স্মরণ
করে, তাহা হইলে, সে সর্বকাম লাভ করিয়া
সাক্ষাৎ শিব হয়। হে ব্যাসদেব! এই হইল—
এই তীর্থের নামের কল। ইহার চির সেবনের
কল আর কি বলিব? যাহারা এই কথা শ্রবণ
করে বা শ্রবণ করায়, তাহাদের কোন পাপ
হয় না; অপিচ তাহারা অবমেধকল লাভ
করে। ৩২-৩৯।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৮।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! অব-
হিতচিত্তে এই পাপহরা কথা শ্রবণ করুন—যেহূপে
এই পদ্মাবতী পুরীর নাম কুমুদভী হইয়াছিল।
এ সম্বন্ধে লোমশ আমাকে যেহূপ বলিয়াছিলেন,
আমি আপনাকেও আবকল সেইরূপ বলিতেছি।
ভগবান্ লোমশ বলিয়াছিলেন,—হে বৎস! শ্রবণ
কর,—আমি বহু পুণ্যতমা পুরী দেখিয়াছি। আমি
একদা কুশলমী উদ্দেশে তীর্থযাত্রা করি। ঐ স্থান
শুভ হইতেও শুভতর। ঐ স্থানে ভগবান্ হর সম্মি-
হিত, হরদর্শনে মানবের ব্রহ্মহত্যা পাপও বিনষ্ট হয়।

কুর্ষত। ৬। যজ্ঞাংশৈব তথা চিত্তানুস্থিভোদার-
কর্ষণঃ। ৭। ঋষিগণমহাত্মাঃ প্রকুর্ষন্তি সমাহিতাঃ।
৮। ঋষিগণাস্তথা সাধব্যাঃ পরিচর্য্যাতঃ প্রকুর্ষতে।
দশবিহুসমাঃ খ্যাতান্ত্রৈব নিবসন্তি তে। ৯।
কজা হেকাদশ প্রোক্তা দ্বাদশাকান্ত্রৈব চ। অষ্টৌ
চ বসবঃ খ্যাতা বিবেদেবাস্ত্রয়োদশ। ১০। অষ্টৌ চ
দিগ্গজাংশৈব মনবশ্চ চতুর্দশ। মরুদগণাশ্চ তে
সর্ষে ত্রৈলোক্যপুত্রোদগমাঃ। ১১। গন্ধর্বাঙ্গরস-
শৈব কিররোরগরাক্ষসঃ। সিদ্ধান্তপশ্বিনো বৎস
ত্রৈলোক্য সমুপহিতাঃ। ১২। অষ্টৌ বৈ তৈরবাঃ
খ্যাতান্ত্রৈব পবনাস্ত্রজাঃ। ১৩। বিনায়কাস্চ যট
প্রোক্তা দেব্যশ্চ চতুর্দশশক্তিঃ। ১৪। এতে দেবগণাঃ
প্রোক্তা রৌদ্রাংশৈব তথা গণাঃ। ব্রহ্মা বেদবিদাঃ
শ্রেষ্ঠো মরীচিকস্তপাদয়ঃ। ১৫। দক্ষঃ প্রজাপতি-
শ্রেষ্ঠো দিতির্বে দেবমাতরঃ। সুরভীপ্রমুখা গাবঃ
স্বাবরাণি চরাণি চ। ১৬। তীর্থানি যানি সর্কানি
নদ্যাঃ প্রস্রবণানি চ। ক্ষেত্রানি চৈব সর্কানি শুবি
পুণ্যতমানি বৈ। ১৭। সন্ত পুণ্যস্ত্রয়ো গ্রামা নবা-
রণ্যা নবোবরাঃ। চতুর্দশানি শুভানি মুক্তিদ্বারানি
ভূতলে। ১৮। সমুদ্রাংশৈব চহারো রত্নানি বিবি-
ধানি চ। সতী পতিব্রতাঃ সাধবাস্তথা ব্রহ্মগণো-
হমলাঃ। রাজর্ষয়স্তথা শাস্ত্রা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
১৯। বেদাঃ পুরাণস্মৃতিয়ো গাথা গীতিপ্রহেলিকাঃ।
উপাসাধিক্রিরে তন্ত দেবদেবেরূপমপতেঃ। ২০।

ঐ স্থানের যেখানে সেখানে ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মবোধ করি-
তেছেন। ঐ স্থানের যজ্ঞ সকল বিচিত্র, ঋষিকগণ
উদারকর্মা, ঋষিগণ মহাত্মা এবং ঋষিকৌগল সাধবী,
ও পরিচর্য্যারত! ঐ স্থানে বিহুস দশাবতার,
একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিভ্য, অষ্টবহু, ত্রয়োদশ
বিবেদেব, অষ্টে দিগ্গজ, চতুর্দশ মরু, মরুদগণ ইত্যাদি
দেবগণ, গন্ধর্ভগণ, অঙ্গরোগণ, কিররগণ, উরুগণ
রাক্ষসগণ, সিদ্ধগণ, তপস্বীগণ, অষ্ট তৈরব, চারি
পবনাস্ত্রজ যট বিনায়ক, চতুর্দশশক্তি দেবী, সমস্ত
দেবগণ, রুদ্রগণ, গণগণ, ব্রহ্মা, মরীচি, কশাপাদি,
দক্ষ প্রজাপতি, দেবমাতা অদিতি, সুরভি প্রভৃতি,
অস্বাবর, স্বাবর, সর্কতীর্থ, নদী প্রস্রবণ, সর্কপুণ্যতম
ক্ষেত্র সন্তপুরী, তিন গ্রাম, নব অরণ্য নবউষর ভূমি,
চতুর্দশ শুভ মুক্তিদ্বার, চারি সমুদ্র, বিবিধ রত্ন,
সতী পতিব্রতা, অমল ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি, শাস্ত্র বেদ-
পারায়ণ ব্রাহ্মণ, বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, গাথা, নীতিও
প্রহেলিকা, ইহার সকলেই দেবদেব উপাসিত

তন্ত দর্শনমাত্রেণ জাতোহং বিজরোহমলঃ ।
 দীর্ঘায়ুর্দীর্ঘতপসা জরারোগবিবর্জিতঃ ॥ ১৬ ॥
 জাতোহং সর্বতীর্থেষু শুচিভূমি সমাহিতঃ । প্রসন্ন-
 মানসো জাতঃ সর্বপাপপরাশুখঃ ॥ ১৭ ॥ দৃষ্টা পদ্মা-
 বতীঃ শুদ্ধাঃ সর্বকামবরপ্রদাঃ । ন যত্র দৃষ্টতে
 কশ্চিচ্ছোকরোগপরো জনঃ ॥ ১৮ ॥ ন হুংখী ন চ
 দারিদ্রো ন মূর্খো নাজিতেন্দ্রিয়ঃ । পরস্পরবিরোধী
 ন নৃতির্ধ্যক্ষু চ দৃষ্টতে ॥ ১৯ ॥ অন্তোন্তঃ সর্ব-
 মিত্রাণি অন্তোন্তঃ চোপকারিণঃ । সর্বৈ দাতাশ্চ
 শাস্তাশ্চ সর্বৈ বিদ্যোপদেশিনঃ ॥ ২০ ॥ উদ্যানানি
 চ রম্যাণি বনাঙ্কুশপূর্ণানি চ । হর্ম্যাণি চ সুভ্রাণি
 শ্রেণীবদ্ধানি ভাস্ত্র বৈ ॥ ২১ ॥ নানারত্নসমাকীর্ণ-
 হেমকুণ্ডৈঃ সুশোভনৈঃ । বিরাজন্তে বিচিত্রাণি
 গীতবাদ্যমহোৎসবৈঃ ॥ ২২ ॥ সতৈব বসতে যত্র
 উময়া সহ শঙ্করঃ । চন্দ্রচূড়ঃ কান্তবাসাশ্চ তা-
 ভ্রম্যন্তেনপনঃ ॥ ২৩ ॥ চন্দ্রজ্যোৎস্নাকলাপূর্ণ-
 মরীচিভিঃ সদা বভৌ । যত্র নো কৃষ্ণপক্ষোহভূতামা-
 বাস্তা ন বৈ তমঃ ॥ ২৪ ॥ সদেব পুষ্পতা শ্রুমা
 বাল্যরূপবতী যথা । হর্ম্যপৃষ্ঠে গবাঙ্কে চ দ্বারা-
 জিরগৃহাস্তরে ॥ ২৫ ॥ গিরিগঙ্ধরকুঞ্জে শুভায়াঃ ।

উপাসনা করিয়া থাকে ১১-১৫। উমাপতির দর্শনমাত্রে
 আমি অমল, জয়শীল, দীর্ঘায়ু, দীর্ঘতপা ও জরা-
 রোগবিবর্জিত, হইলাম । আমি সর্বতীর্থে স্নান করিয়া
 শুচি, সমাহিত প্রসন্নমানস, ও সর্বপাপ পরাশুখ
 হইলাম । সর্বকামবরপ্রদা পদ্মাবতীকে দর্শন
 করায় যে স্থানের নরগণ শোকরোগপরাশুখ,
 হুংখী, দারিদ্র, মূর্খ, আজিতেন্দ্রিয় ও পরস্পর বিরোধী
 দৃষ্ট হয় না ; পরন্তু তাহারা পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন,
 উপকারী, দাতা, শান্ত ও বিদ্যোপদেশী, দৃষ্ট
 হয় । ঐ স্থানে রম্য রম্য উদ্যান, বন, উপবন
 ও শ্রেণীবদ্ধ সুভ্র হর্ম্যরাজ শোভা পাইতেছে ।
 নানারত্নসমাকীর্ণ সুশোভন হেমকুণ্ড ঐ স্থানে
 বিরাজত । ঐ স্থানে সর্বদা গীত বাদ্য ও মহোৎসব
 চলিতেছে । ঐ স্থানে শঙ্কর সর্বদা শঙ্করার পাং৩
 বিদ্যমান । কান্তবাসা চন্দ্রচূড় সর্বদা ঐ স্থানে
 ভ্রমণপূর্ণ সর্বদা চন্দ্রে পূর্ণকলা মরীচিধারা দীপ্ত
 পাইতেছেন । ঐ স্থানে কৃষ্ণপক্ষ, অমাবস্যা ব-
 ভূম নাই । ঐ পুরী যেন সর্বদাই পুষ্পতা, শ্রুমা
 ও বাল্যরূপবতীর স্তায় দৃষ্ট হইয়া থাকে । ঐ পুরীর
 হর্ম্যপৃষ্ঠে, গবাঙ্কে, দ্বারে, আজরে গৃহাস্তরে
 গিরিগঙ্ধরকুঞ্জে, শুভায়া, আশ্রমে, রম্য বন উপবনে,

স্তরেষু চ । আশ্রমেষু চ রম্যেষু বনেষুপবনেষু চ
 ২৬ ॥ গৃহদীর্ঘিকানু রম্যানু শালামালানু সর্বতঃ ।
 চন্দ্রজ্যোৎস্নাসমা পূর্ণা দৃষ্টন্তে ধবলা দিশঃ ॥ ২৭ ॥
 কুমুদতীপ্রকুলানি বিরাজন্তে সরাংসি চ । জ্যোতি-
 র্গণসমাকীর্ণ শরদীব নভঃস্থলম্ ॥ ২৮ ॥ নদ্যঃ
 সরাংসি সর্বাণি বাপীকূপনুপদ্বাভাঃ । কুমুদত্যা
 সমাকীর্ণা আসীচ্চাত্মসী মহী ॥ ২৯ ॥ যন্মাৎ
 সর্বেষু কালেষু প্রকুলা চ কুমুদতী । তন্মাৎ পদ্মা-
 বতী হেবা জাতা কুমুদতী পুরী ॥ ৩০ ॥ কুমুদত্যাঃ
 নরাণে তু শ্রদ্ধাঃ কুর্ঘ্যঃ সমাহিতাঃ । ন তেষাং
 পিতরঃ স্বর্গাচ্চ্যবন্তে হি কদাচন ॥ ৩১ ॥ অক্ষয়ং
 লভতে শ্রদ্ধাঃ পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ । স্নানং দানং
 তথা হোমো দেবতারাদনং তথা ॥ ৩২ ॥ যৎকিঞ্চিৎ
 ক্রিয়তে কস্ম তৎসর্বং চাক্ষয়ং ভবেৎ । এবং কুমু-
 দতী জাতা পুরী ব্যাস সনাতনী ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কুমুদতীপ্রভাবকথনং নাম
 পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

গৃহদীর্ঘিকায় ও শালামালায় সর্বদা চন্দ্রজ্যোৎস্না
 প্রসারিত রহিয়াছে । তাহার ফলে দিক্ সকল
 সর্বদা ঐ স্থানে ধবলিত রহিয়াছে । জ্যোতির্গণ-
 সমাকীর্ণ শরৎকালীন নভস্তলের স্তায় সরোবর-
 সকলে কুমুদতী প্রকুটিত রহিয়াছে । নদী, সরোবর
 বাপী, কূপ ও পদ্বল সর্বদা প্রকুটিত কুমুদে সমা-
 কীর্ণ রহিয়াছে । অধিক কি ঐ স্থান সর্বদা চন্দ্র-
 কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে । ঐস্থানে সর্বদা
 কুমুদতী বিকসিতা হয় বলিয়া পুরীর নাম হইয়াছে
 কুমুদতী । যে নর কুমুদতীতে সমাহিতভাবে শ্রদ্ধা
 করে, তাহার পিতৃলোক স্বর্গ হইতে কদাচ খলিত
 হয় না । ঐ স্থানে প্রদত্ত শ্রদ্ধা স্নান, দান, হোম ও
 দেবতারাদন এ সকলই অক্ষয় হইয়া থাকে ।
 এমন কি এখানে যাহা কিছু কর্য করা যায়, তৎ-
 সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে । হে ব্যাসদেব ! এইরূপে
 ঐ সনাতনী পুরীর নাম কুমুদতী হইয়াছে । ১৬-৩৩ ।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৫ ।

ষট্ চত্বারিংশোহায়ায় ।

সনৎকুমার উবাচ । অমরাবতী যথা জাতা
পুত্রী হেয়া কুশলী । শৃণু ব্যাস মহাত্মাগ যথা
ব্রহ্মাবতীং পুরান্ । ১ । তথাহং সম্ভবক্যামি
বিস্তরেণ তপোধন । একদা ব্রহ্মাদিষ্টে প্রজা-
মুখিসত্তমঃ । ২ । মারীচঃ কণ্ঠপস্তেপে তপঃ পরম-
দুষ্করম্ । মহাকালবনে রম্যে দিব্যে স হি মতা-
নুধিঃ । ৩ । শীর্ণপত্নানিলাহারো বায়ুভক্ষী জিতে-
ক্রিয়ঃ । পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু বাণ্ডবাচাশরীরিণী । ৪ ।
ঋত্যাং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠ মম বাক্যমহুত্তমম্ । যস্মা-
ন্তপসি তপস্তীত্রং কলমুদিত্তম্ সূত্রত । ৫ । তস্মান্তে
সন্ততিস্তাত যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ । তাবতিষ্ঠতু
মেদিস্তাং যশসা পুত্রপৌত্রকঃ । ৬ । অদিতিস্তে
সতী ভার্যা ত্বয়া সহচরস্তপঃ । তস্মাৎ সর্বেষু
কালেষু ছায়াভূতা যশস্বিনী । ৭ । ভবিষ্যন্তি
শ্রুতাঃ সর্বে বিষ্ণুশ্চৈল্যপুরোগমাঃ । অমরা নিজরা
দেবা দিবি খ্যাতাঃ সর্দৈব হি । ৮ । ত্বং চাপি চ
ঋষিশ্রেষ্ঠঃ প্রজাপতিরকল্যণঃ । ভবিষ্যসি ন

সন্দেহো মম বাক্যাঙ্কিজোত্তম । ৯ । ইত্যাঙ্কা চ
পুনর্দেবী তত্রৈবাস্তরধীয়ত । তদারভ্য পুরীং ব্যাস
কুশলীমহুত্তমাম্ । ১০ । কণ্ঠপঃ সহ দাক্ষিণ্য
সাগ্নিকঃ সমুপাশ্রিতঃ । প্রজাপি ববুধে তস্মাৎ
সদেবাপুত্রমাহুবা । ১১ । মরীচঃ কণ্ঠপো জজ্ঞে
ততঃ সর্গং প্রতিষ্ঠিতম্ । সূধাপানকৃতো দেবাঃ
শাশ্বতেনামরাঃ কৃতাঃ । ১২ । নন্দনং চাপি তত্রৈব
মহাকালবনোত্তমে । কামধেনুঃ সমাখ্যাতা মনো-
রথবরপ্রদা । ১৩ । সা সিম্বেবে সদা তত্র মহাকালঃ
মহেশ্বরম্ । পারিজাততরুশ্রেষ্ঠস্তথ চান্নানপঙ্কজম্ ।
বিন্দুসরঃ সমাখ্যাতং মানসং সর উত্তমম্ । হংস-
সারসসমাকীর্ণঃ সুরসিদ্ধনিষেবিতম্ । ১৪ । মুক্তা-
মণিসমাকীর্ণঃ রত্নশোভনশোভিতম্ । নিধিরেষ
মহাপদ্মঃ কল্লারকুমুদোজ্জ্বলঃ । ১৫ । যানি যানি চ
দিব্যানি সন্তি ব্রহ্মাণ্ডগোলকে । তানি সর্বাণি তিষ্ঠন্তি
মহাকালবনে শুভে । ১৬ । তেন তেনাঙ্কযোগেন
মানবাশ্চাত্র সংস্থিতাঃ । তদাহারাস্তদাচারাস্তজ্ঞপা-
স্তৎপরাক্রমাঃ । ১৭ । অতোত্তমঃ চ সমাকীর্ণঃ
সর্বে চামরসন্নিভাঃ । বিচরন্তি যথা দেবাঃ পুরীমেতাং

ষট্ চত্বারিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব ! এই
কুশলী পুরীর নাম যে প্রকারে অমরাবতী হইয়া-
ছিল, তাহা আগনি শ্রবণ করুন । ইহা বিধাতা
পুত্রগণকে যে ভাবে বলিয়াছিলেন, আমিও অবি-
কল সেই ভাবে আপনাকে বলিতেছি,—একদা
বিধাতা ঋষিসত্তম মারীচ কণ্ঠপকে প্রজা-সৃষ্টির
নিমিত্ত আদেশ করেন । তিনি আদিষ্ট হইয়া
রম্য মহাকালবনে শীর্ণ পর্বা ও বায়ুভক্ষী হইয়া
তপস্যা করিতে লাগিলেন । তাঁহার তপস্যার
সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে তখন এক অশরীরিণী বাক্
বলিল,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমার অহুত্তম বাক্য
শ্রবণ করুন । হে সূত্রত ! তুমি কলাকাজ্ঞী হইয়া
তীত্র তপস্তা করিয়াছ । ইহার কলে তোমার
সন্ততি লাভ হইবে । তোমার সন্ততিগণ পুত্র-
পৌত্রাদির সহিত যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর যশস্বী হইয়া
পৃথিবীতে অবস্থান করিবে । সতী অদিতি তোমার
ভার্যা । তিনি তোমার সহিত তপশ্চরণ করিয়া-
ছেন । ঐ যশস্বিনী ছায়ায় ত্বয়া তোমার অহু-
গামিনী হইবেন । ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ তোমার সন্তান
হইবেন । হে দ্বিজোত্তম ! তুমি একজন ঋষিশ্রেষ্ঠ
প্রজাপতি হইবে । ইহাতে কোন সংশয় নাই ।

এই কথা বলিয়া দেবী অশরীরিণী বাণী সেই
স্থানেই অস্তিত্ব হইলেন । হে ব্যাসদেব ! দেবর্ষি
সাগ্নিক মহর্ষি কণ্ঠপ অদিতির সহিত ঐ অহুত্তমা
কুশলী পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন । সদেবা-
পুত্রমাহুবা তাঁহার প্রজা সকল রুদ্ধি পাইতে
লাগিল । ১—১১ । মরীচি হইতে কণ্ঠপ জন্মেন ।
তাঁহাতেই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত । সূধাপানকারী দেব-
গণকে তিনি উৎপাদন করিলেন । ঐ মহাকালবনেই
নন্দনবন, মনোরথবরপ্রদা কামধেনু মহাকালের
সেবা করেন । ঐ স্থানে পারিজাত তরু, ও অন্নান
পঙ্কজ বিরাজিত । বিন্দুসর ও মানস সরোবর,
সর্বদা ঐ স্থানে হংস-সারস-সমাকীর্ণ, সুরসিদ্ধ-
নিষেবিত, মুক্তামণি-গণাকীর্ণ ও রত্নশোভন-
শোভিত দৃষ্ট হইতেছে । মহাপদ্ম নিধি ঐ স্থানে
বিরাজিত । ঐ স্থানের সরোবর সকল কল্লার
ও কুমুদরাজি দ্বারা সর্বদা সুশোভিত । অধিক
আর কি বলিব ? এই ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে বাহা
দিব্য বস্তু আছে, তৎসমস্তই ঐ মহাকালবনে বিরা-
জিত । মানবগণ ঐ স্থানে তদাহার, তদাচার,
তদ্রূপ ও তৎপরাক্রম হইয়া দেবগণের ত্বয়া বাস
করে । দেবগণ যেমন স্বর্গে বিচরণ করেন, ঐ

জনী ভূবি । ১৯ । অমরাবতী নাম নারীঃ সর্দৈব
হিরযৌবনাঃ । ঐদৃশী চ পুরী দৃষ্টা ভূবি ব্যাস
সনাতনৌ । ২০ । দেবদানবগন্ধর্ভৈঃ কিমরোরগ-
রাক্ষসৈঃ । ভুক্তিমুক্তিপ্রদা নিত্য। বহুকালকল-
প্রদা । ২১ । অমরাণাং কটকং হৃত্য তস্মাজ্জাতা-
মরাবতী । য এতস্তাঃ মহাভাগাঃ প্রসঙ্গেন
সমাগতাঃ । ২২ । স্নানদানাদিকং কৃত্বা পশ্চাত্ত্যেব
মহেশ্বরম্ । ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিপুত্রতো
ধনতোহপি বা । ২৩ । সর্বভোগানবাপ্নোতি যতঃ
শিবপুরং ব্রজেৎ । পঠনাক্ষুবণাঘাপি শতকদ্রিয়-
কলং লভেৎ । ২৪ ।

ইতি ত্রিষ্টোত্রে অমরাবতী নামকধনং নাম
ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪৬ ।

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । শৃণু ব্যাস মহাভাগ পুরী
হেয়ামরাবতী । বিশালা চ সমাখ্যাতা সর্বলোকেষু
গীয়তে । ১ । তথাহং সম্প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা কথিতং ।

মহাকালবনবাসী মানবগণও তজ্জপ এই পুরীতে
বাস করিয়া থাকেন । ঐ স্থানের নারীগণও
অমরাবতী নামের স্ত্রী সর্দৈব হিরযৌবনা হইয়া
থাকে । হে ব্যাস ! ঐদৃশী সনাতনৌ পুরী আমি
দর্শন করিয়াছি । ঐ পুরী সুর, দেব, দানব,
গন্ধর্ভ, কিম্বর, উরগ ও রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ, ভুক্তি-
মুক্তিপ্রদা, নিত্য ও বহুকালকলপ্রদা । এই
স্থানে অমরাবতী নামের কটক আছে বলিয়া এই পুরীর
নাম হইয়াছে,—অমরাবতী । যাহারা এই স্থানে
প্রসঙ্গক্রমেও আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এখানে
আসিয়া স্নানদানাদি করার পর মহেশ্বর দর্শন করে,
ভঁাহার পুত্র এবং ধনের কোনরূপ অভাব থাকে না ;
অপিচ সর্বভোগ উপভোগ করিয়া ওস্তে শিবলোকে
গমন করে । ইহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে শতকদ্রিয়
পাঠের কল লাভ হয় । ১২—২৪ ।

ষট্ চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৬ ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে মহাভাগ ব্যাসদেব !
যে প্রকারে এই অমরাবতী পুরী বিশালা নামে
বিখ্যাত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন । ইহা পূর্বে

পুরা । ওহাদ্ভুতরং ক্ষেত্রং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।
২ । উময়া সহিতো দেব এক এবাচরঘনে ।
ততো ভুতগণাঃ সর্বে পশ্চাৎসর্বে সুরাসুরাঃ ।
৩ । বিষ্ণুর্দশাকৃতির্ভুজ দেব্যো বৈ লোকমাতরঃ ।
বিনায়কাস্ত বৈতালাঃ কুম্বাণ্ডা ভৈরবাদয়ঃ । ৪ ।
কল্লোদ্ভেদাস্ত লিঙ্গাস্ত চতুরাশীতিসংখ্যকাঃ ।
ক্ষেত্রানি ক্ষেত্রপালাস্ত ঋদ্ধিঃ সিদ্ধিস্তথৈব চ । ৫ ।
পিতরো লোকপালাস্ত সিদ্ধাঃ সিদ্ধিপ্রদাস্ত যে ।
ঋষয়স্ত মহাভাগা ঋষিপত্ন্যোহমলাশয়াঃ । ৬ ।
কিম্বরা দেবগন্ধর্ভা অমরাশ্চ বরাবনাঃ । মরুদগাশ্চ
যে সর্বে সাধকানাং গণাস্ত মে । ৭ । যক্ষা
ওহকসজ্জাস্ত পিশাচোরগরাক্ষসাস্ত । হাবরা
জন্মাস্ত সর্বে ধ্যানং মানসমাস্তিতাঃ । ৮ ।
উপাসাক্ষিরে তত্র দেবদেবমুমাপতিম্ । তান্
দৃষ্ট্বা সা তদা দেবী পার্শ্বতী গিরিজা তদা ।
উবাচ শ্রুত্বা বাচা শব্দবৎ জগদাশ্রয়ম্ । ৯ ।
পার্ষ্বত্যাচ । দেবদেব জগদ্রাথ জগদাধারতৎপর ।
পশু এতান্ মহাভাগান্ ধ্যায়মানাস্তবাস্তিতান্ । ১০ ।
নামুপেক্ষ্যাস্ত তান্ সর্কান্ বাতবর্ষাতপাদিতান্ ।
কল্পয় ত্বং মহাভাগ এতেষামাস্তনো হিতম্ । ১১ ।
যথাযোগ্যং বাসনার্থং স্থানং পরশোভনম্ ।

বিধাতা যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমিও তজ্জপ বলি-
তেছি । এই পুরী ওহ হইতেও ভুতর ও সর্ব
পাপ প্রণাশন । একদা দেবদেব উমার
সহিত বনে বিচরণ করেন । তখন ভুতগণ,
সুরাসুরগণ, দশাকৃতি বিষ্ণু, লোকমাতৃকা, বিনায়ক,
বেতাল, কুম্বাণ্ড, ভৈরব, কল্লোদ্ভেদ, চতুরাশীতি-
সংখ্যক সিদ্ধ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রপাল ঋদ্ধি, সিদ্ধি,
পিতৃ, লোকপাল, সিদ্ধিপ্রদ, সিদ্ধ, মহাভাগ, ঋষি,
অমলাশয়া ঋষিপত্নী, কিম্বর, দেব, গন্ধর্ভ, অমরা,
বরাবনা, মরুদগণ, সাধকগণ, যক্ষ ওহক, পিশাচ,
উরগ, রাক্ষস, হাবর ও জন্ম ইহারা সকলে
দেবদেব উমাপতির উপাসনা করিতে থাকেন । তাহা
দেখিয়া পার্শ্বতী গিরিজা জগৎকারণ শব্দকে
মৃদু-মধুর বাক্যে বলেন,—হে দেবদেব, জগৎকারণ !
আপনি দর্শন করুন,—আপনার আশ্রিত এই
সুরাসুরগণ আপনাকে ধ্যান করিতেছে । ১—১০ ।
ইহারা আপনার উপেক্ষণীয় নহে । ইহারা বাত,
বর্ষা ও আতপে পীড়িত হইয়াছে । হে মহাভাগ !
আপনি ইহাদের হিত বিধান করুন । আপনি
ইহাদের বাসের নিমিত্ত স্থান প্রদান করুন । হে

পুরীঃ কল্পয় মে নাথ বাসার্থঃ সৰ্বকামদাম্ । ১২ ।
এষা মে বাসনা স্বামিন্ তবতাঃ যদি রোচতে ।
ইতি শ্রদ্ধা বচস্ততাঃ পার্শ্বত্যাঃ পরমেশ্বরঃ ।
কল্পয়ামাস পুরীঃ রম্যাঃ সৰ্বকৃতমনোরমাম্ । ১৩ ।
আশ্বনোহপি হিতাং পুণ্যাং শত্ৰুঃ সৰ্বাশ্বনা তদা ।
বহুযোজনবিত্তীর্ণাঃ দিব্যাঃ দিব্যজনপ্রিয়াম্ । ১৪ ।
দিব্যাভিপ্রায়সংযুক্তাঃ দিব্যস্থানমনোরমাম্ ।
দিব্যসৰ্বগোপেতাঃ বিশালাঃ বিরজাঃ শুভাম্ ।
১৫ । ক্রমবিক্রমসম্পন্নহট্টাটলকচন্দ্রাম্ । বহুহর্ষা-
গৃহাকীর্ণাঃ সৌধপঙ্ক্তিবিরাজিতাম্ । ১৬ ।
ফটিকাভিত্তিরিচিতাঃ বৈদূর্যমণিভূমিকাম্ । প্রবাল-
স্তম্ভপ্রবরাঃ হেমাতরুণসম্ভরাম্ । ১৭ । আরক্ত-
মণিদেহল্যাঃ দ্বারশাখাভিমণ্ডিতাম্ । জাম্বুনদ-
কপাটাত্যাঃ বজ্রার্গলসুসংযুক্তাম্ । ১৮ । মণিরত্ন-
সমাক্ষুর্মিহারাজিরগুমাস্তরাম্ । ঘোষজালাতিরম্যাঃ
চ মুক্তাদামবিলম্বিনীম্ । ১৯ । হেমস্তম্ভ-
ধ্বজোপেতাঃ পাতকাচ্চ গৃহেগৃহে । কলসাস্ত
বিরাজস্তে মণিহেমার্চিতা গৃহে । ২০ । বাপী-
কূপতড়াগানি সরাংসি বিমলানি চ । পদ্মকিঙ্ক-
গঙ্ঘানি জনযম্রোপশোভিতাম্ । ২১ । হংসকারণবা-
কীর্ণাঃ শিখণ্ডিগণশোভিতাম্ । জনযম্রকুতাধারাঃ

নাথ ! আপনি আমার বাসের নিমিত্ত এক সৰ্ব-
কামদায়িনী পুরী নির্মাণ করুন । হে স্বামিন্ !
যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে আমার বাসনা
পূর্ণ করুন । পরমেশ্বর গিরিজার বাক্য শ্রবণ
করিয়া সৰ্বকৃতমনোরমা এবং নিজেরও হিতকরী
এক রম্যা পুরী কল্পনা করিলেন । এই পুরী বহু-
যোজনবিত্তীর্ণা, দিব্যা, দিব্যজনপ্রিয়া, দিব্যাভিপ্রায়-
যুক্তা, দিব্যস্থানমনোরমা, সৰ্বগোপেতা, বিশালা
বিরজা, শুভা, ক্রমবিক্রমসংগৃহীত-বহুহট্টাটলক-
বিশিষ্টা, বহুহর্ষাসংযুক্তা, সৌধপঙ্ক্তিশালিনী,
ফটিকনির্মিতভিত্তি, বৈদূর্যমণিভূমিকা, প্রবাল-
স্তম্ভা, হেমাতরুণভূষিতা, আরক্তমণিদেহলী,
দ্বারশাখা-যুক্তিতা, জাম্বুনদকপাটাত্যা, ও বজ্রার্গল-
সংযুক্তা । এই পুরীর দ্বার, চন্দ্র, গৃহাভ্যন্তর ও সভা-
ভূমি এ সমস্তই মণি-নির্মিত, উহা ঘোষজালাতিরম্যা
মুক্তাদামবিলম্বিনী ও হেমস্তম্ভধ্বজোপেতা । এই
পুরীর গৃহে গৃহে পতাকা, এবং মণিহেমার্চিত
কলস বিরাজিত । এই পুরীর বাপী, কূপ, ও তড়াগ
সকল পদ্মকিঙ্ক-গঙ্ঘাবিশিষ্ট ; এই পুরীতে স্থানে
স্থানে জনযম্র উপশোভিত ; উহা হংস-কারণবাকীর্ণা,

গৃহবাপীবনাকরাম্ । ২২ । কচ্ছিত্যস্তি ময়ুরাঃ
কচ্ছিৎ কৃজ্জষ্টি কোলিকাঃ । ক্রমরানীটপুষ্পাট্য-
স্তবকা বনরাজয়ঃ । ২৩ । নরনারীগণাকীর্ণাঃ
বর্ণাশ্রমনিবেষিতাম্ । হর্ষ্যাস্তরগতা নার্যো
বিলোকনপর্য বহুঃ । ২৪ । চক্ৰমালাকৃতশ্রেণী-
তোরণানীব শোভতে । এবং ব্যাস পুরী
রম্যা আশ্বযোগেন বাসিতা । ২৫ । যত্রালকা-
পুরী রম্যা কুবেরভবনাঙ্কিতা । ধবলা পুণ্যজনৈঃ
কীর্ণা পক্ষিতিলোপশোভিতা । ২৬ । তত্র ভোগবতী
দিব্যা বক্রণালয় উত্তমঃ । নাগকম্ভাতিকপ্রাভির্নাগ-
পত্নীতিঃ সঙ্কুলা । ২৭ । সংযমনী পুরী শ্রেষ্ঠা
ধর্মরাজেন পালিতা । সদাচারজনৈঃ পূর্ণা কৃত্য
কৃতবিচকণৈঃ । ২৮ । দেবতানাং পুরী রম্যা
বাসবেনাভিরঞ্জিতা । পুণ্যশ্রীনাং গণাকীর্ণা
কিন্নরোদ্রাসীতমণ্ডিতা । ২৯ । এবংবিধানি রম্যাণি
পুরা বহুতরাণি চ । বহুবিত্তীর্ণমানানি সূত্রাণ্যভি-
তরাণি চ । ৩০ । কচ্ছিত্যকৃতদ্বারা যবাকুরঘটাঃ
শুভাঃ । কচ্ছিগায়ন্তি গঙ্ঘর্বাঃ কচ্ছিত্যস্তি নর্তকাঃ ।
৩১ । কচ্ছিমালাঃ পঠন্তি অ বেদাধ্যয়নকা দ্বিজাঃ ।

শিখণ্ডিগণশোভিতা, জনযম্রকুতাধারা, এবং গৃহ-
বাপীবনাকরা । উহার কোন স্থানে ময়ুরগণ
নৃত্য করিতেছে ; কোথাও কোকিলকুল কুজন
করিতেছে ; কোথাও কোথাও বনরাজির পুষ্পগৃহে
অলিকুল মধুপান করিতেছে ; নরনারীগণ সৰ্বদা
বিচরণ করিতেছে ; উহা বর্ণাশ্রমনিবেষিতা ; কোথাও
কোথাও হর্ষ্যাস্তরগতা বিলোকন-পর্য নারীগণ
শোভা পাইতেছে ; তাহাতে বোধ হইতেছে যেন
চাঁদের মালায় তোরণ সকল সজ্জিত রহিয়াছে ।
হে ব্যাসদেব ! এই পুরীতে বহু আশ্বযোগনিরত
মহাত্মা বাস করিতেছেন । ১১-২৫ । এই নগরী মধ্যে
অলকাপুরী বিরাজিতা ; এই অলকাপুরীতে কুবের-
ভবন বিদ্যমান । এই পুরী ধবলা, পুণ্যজন-সমাকীর্ণ
ও পক্ষিসমূহ দ্বারা উপশোভিতা । এই পুরীতে ভোগ-
বতী, বক্রণালয়, নাগকম্ভা, নাগপত্নী, ধর্মরাজ-
পালিত সংযমনী পুরী, সদাচারী জন, বিচকণ
ব্যক্তি, বাসব-রঞ্জিত দেবপুরী, ও পুণ্যশ্রী, সকল
বিরাজিত । এই পুরী বহু বিস্তৃত শুভ রম্যা হর্ষ্য
সকলে পরিপূর্ণ । এই পুরীর কোথাও কোথাও দ্বারে
রম্ভাতরু এবং যবাকুরবিশিষ্ট পূর্ণ ঘট বিরাজ করি-
তেছে । কোথাও গঙ্ঘর্ভগণ গান করিতেছে, কোথাও
নর্তকগণ নৃত্য করিতেছে ; কোথাও বালকগণ

কচিদ্যজ্ঞান যজ্ঞস্তিঃ স্ব যজমানাঃ সখ্যহিজঃ । ৩২ ।
 কচিচ্চাবভূধন্নাতাঃ কচিদানান্তকুর্ষত । কচিৎ-
 কচিৎপনয়নং বিবাহারিপরিত্রহম্ । ৩৩ । কচিদারাম-
 পূর্তং বৈ কচিদ্যাজ্ঞাবধারণম্ । বাপীকুপতভাগানাং
 তথৈব বিধিপূর্বকম্ । ৩৪ । কচিৎকথাপ্রসঙ্গাংশ্চ
 পরিশংসন্তি বাচকাঃ । কচিৎগাথাঃ প্রকুর্ষন্তি
 কবয়ঃ পুর উত্তমে । ৩৫ । কচিৎপলা প্রনিযুধ্যন্তে
 নট্য নট্যপরাঃ কচিৎ । ভাগানি বিরাজন্তে
 মণিসোপানপঙ্ক্তিত্তিঃ । ৩৬ । চঞ্চলাশ্চপলা
 বালাঃ শ্রীমাঃ ষোড়শবার্ষিক্যঃ । বারিহারপরাস্তত্র
 মণিহেমঘটোৎকট্যঃ । ৩৭ । এবং ব্যাস পুরী রম্যা
 নিশ্চিতা যোগমায়য়া । শঙ্কুনা সর্ষপাপরী প্রিয়া-
 প্রিয়চিকীর্ষয়া । ৩৮ । বিশালা বহুবিস্তীর্ণা
 পুণ্যা পুণ্যজনাশ্রয়া । তস্মাৎ সর্ষেযু কালেযু
 সর্ষলোকেযু গীয়তে । ৩৯ । বিশালেতি সমাখ্যাতা
 পুরী রম্যা সনাতনী । যত্র তত্র স্থিতো বাপি
 সর্ষাবস্থাং গতোহপি বা । ৪০ । বিশালেতি বদে-
 ত্রিত্যং শিবলোকে মহীয়তে । সৈদৃশী ন পুরী

পাঠ করিতেছে; কোথাও দ্বিজগণ বেদাধ্যয়ন
 করিতেছেন; কোথাও যজমানগণ ঋত্বিক্গণের
 সহিত যজ্ঞ-কর্ম সমাধা করিতেছেন; কোথাও অব-
 ভূতস্নাত ব্যক্তি দান করিতেছে; কোথাও উপনয়ন
 হইতেছে; কোথাও বিবাহারি প্রজলিত হইতেছে,
 কোথাও আরাম প্রতিষ্ঠা হইতেছে; কোথাও যাত্রা
 নির্ধারিত হইতেছে; কোথাও বাপী, কুপ, ভাগ
 প্রভৃতির; বিধিপূর্বক প্রতিষ্ঠা হইতেছে; কোথাও
 কথাপ্রসঙ্গ চলিতেছে; কোথাও বাগ্মী জন বক্তৃতা
 করিতেছে, কোথাও কস্তাগণ গাথা কৌতুক
 করিতেছে। কোথাও মল্লগণ মল্লযুদ্ধ করিতেছে;
 কোথাও নটগণ নাট্য করিতেছে, এবং ঐ পুরীর
 কোন অংশে ভাগ সকল মণিময় সোপানরাজি
 দ্বারা শোভা পাইতেছে, ঐ পুরীতে চঞ্চলবসনা
 বালা ও ষোড়শবার্ষিকী শ্রীমা স্ত্রীগণ মণিময়
 হেমঘট কক্ষে করিয়া বারি আহরণে গমন করিয়া
 থাকে। হে ব্যাসদেব! ঐ বিশালা পুরী মহাদেব
 যোগমায়ার নিমিত্ত নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ
 বিশালা পুরী পুণ্যা, ও পুণ্যজনাশ্রয়া, বহু বিস্তীর্ণা।
 এই ভক্ত উহার নাম সর্ষলোকে বিশালা বলিয়া
 বিখ্যাত। মানব যেখানে সেখানে থাকিয়া যদি,
 যে কোন অবস্থায় 'বিশালা' এই নাম উচ্চা-
 রণ করে, তাহা হইলে, সে শিবলোকে পূজিত

ব্যাস ভূবি ব্রহ্মাণ্ডগোলকে । ৪১ । বিশালাসদৃশী
 চাত্তা ভুক্তিমুক্তিপ্রদা নৃণাম্ । পিতৃহৃদিত্ত কুর্ষন্তি
 ব্রাহ্মণঃ কালে নশ্বা যদি । ৪২ । তদক্ষয়ঃ ভবে-
 ত্তেষাং পিতৃকল্পে চ গীয়তে । জ্ঞানদানাদিকং যৈশ্চ
 বিশালায়াং প্রসঙ্গতঃ । ৪৩ । যত্র কুত্র গতান্তে বৈ
 যত্না যান্তি শিবালয়ম্ । ধন্থাঃ পুণ্যতমা লোকে
 ত্রীতির্জেষাং সদাচলা । ৪৪ । বিশালায়াং কলঃ
 শব্দচ্ছেদ্যঃ শক্তো ন বর্ণিতুম্ । কথাশ্রবণমাত্রেণ
 বাচ্যমানেন তৎক্ষণাৎ । মহাপাপোন্তবাৎপাপান-
 মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ । ৪৫ । এবং ব্যাস পুরী
 জাতা বিশালা চ কুশস্থলী । প্রতিকল্পা যথা যাতা
 তথা মে শৃণু ভাষতঃ । ৪৬ ।

ইতি শ্রীকান্দে বিশালাভিধানকথনং নাম
 সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪৭ ।

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । শৃণুস্বাবহিতো ব্যাস
 স্থিতিমেকাগ্রমানসঃ । যয়া ব্যাসমুখাংপ্রাপ্তা কল্প-

হয়। হে ব্যাসদেব! বিশালা সদৃশী ভুক্তিমুক্তি-
 প্রদা পুরী ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই। এখানে যদি
 পিতৃলোক-উদ্দেশে শ্রদ্ধা করা যায়, তাহা হইলে
 তাহা অক্ষয় হইয়া পিতৃকল্পে গীত হয়। যে মানব
 প্রসঙ্গক্রমেও বিশালা পুরীতে জ্ঞান-দানাদি করে,
 সে যে কোন স্থানে গমন করুক না কেন, জীব-
 নাশ্তে নিশ্চয়ই শিবালয়ে গমন করে। এই তীর্থের
 প্রতি যাহার অতলা ভক্তি থাকে, সে ব্যক্তি এই
 পৃথিবীতে ধন্থ ও পুণ্যতম হয়। বিশালা তীর্থের
 পুণ্যকল নিত্য; ইহা শেষও বর্ণন করিতে সক্ষম
 নছেন। যে ব্যক্তি এই কথা শ্রবণ করে, সে তৎ-
 ক্ষণাৎ মহাপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে, ইহাতে
 সংশয় নাই। হে ব্যাসদেব! কুশস্থলীরই এইরূপে
 বিশালা নাম হইয়াছে। এই পুরী যেকূপে প্রতিকল্পা
 হয়, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। ২৬—৪৬।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৭ ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন,—শ্রবণ করুন,—আমি
 হে ব্যাসদেব! আপনি যে কথা কল্পভেদে
 অত্র ব্যাসমুখে শ্রবণ করিয়াছি। ঐ কথা শুনা,

ভেদে কথা শুভা ১ । শুভাদৃশ্যতরা শ্রেষ্ঠা ন
দেয়া যন্ত কস্তচিৎ । নাস্তিকায় কৃত্যায় নাসিধ্যায়
কদাচন ২ । এষা পুণ্যতমা ব্যাস কথা পাপহরা
পর। যন্তাঃ শ্রবণমাত্রেণ কল্পদোষো ন বাধতে ।
৩ । প্রমাণং কল্পপর্যন্তং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
মহন্তরেষু সর্বেষু কল্পকল্পান্তরেষু চ ৪ । যাবৎ-
সংখ্যাপরিমিতা তাবতী শৃণু সত্তম । অহোরাত্র্যঞ্চ
ভজতে সূর্যো মাহুযদৈবতম্ ৫ । তাযুপাদায়
গণনাং শৃণু সংখ্যাং দ্বিজোত্তম । নিমেষৈঃ পঞ্চ-
দশভিঃ কাষ্ঠা ত্রিংশদু ভাঃ কলা ৬ । ত্রিংশৎকলা
মুহূর্ত্তা ত্রিংশতা তৈর্মনীষিণঃ । অহোরাত্র্যমিতি
প্রাক্ষপাদিত্যগতিস্তদা ৭ । রবিগতিবিশেষেণ
সঙ্খ্যায়াং যাতি নিত্যশঃ । তদহন্ত মনুষ্যাণাং
রাজিষ্ঠৈব তু তাদৃশী ৮ । পক্ষৌ মাসা ঋতু-
শাস্ত্রময়নে চ প্রকীর্ত্তিতে । পিতৃণাং চৈব দেবানাং
ব্রহ্মণশ্চ যথাতথম্ ৯ । যাবৎ সংখ্যা সমাখ্যাতা
আয়ুরন্তশ্চ তাদৃশঃ । অহোরাত্র্যঃ পঞ্চদশ পক্ষ
ইত্যভিশদিতঃ ১০ । পক্ষৌ যৌ তৌ কৃতৌ
মাসৌ মাসৌ দ্বাবতুর্কৃত্যতে । অয়নঃ চতুর্ভিঃ

শুভ হইতেও শুভতরা, শ্রেষ্ঠা, এবং যে কোন
ব্যক্তিকে প্রদেয় নহে । নাস্তিক, কৃত্য, এবং যে
শিষ্য নহে, এরূপ ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করিতে
নাই । হে ব্যাসদেব ! এই কথা পুণ্যতমা, ও পাপ-
হরা । ইহার শ্রবণমাত্রে কল্পদোষ বাধা প্রদান
করে না । পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার প্রমাণ কল্প পর্যন্ত । সমস্ত
মহন্তর ও কল্প কল্পান্তরে যাবৎ সংখ্যা নির্দিষ্ট
আছে, তাহা শ্রবণ করুন । হে দ্বিজোত্তম ! সূর্য
মাহুযদৈবত অহোরাত্র্য ভজনা করেন । ঐ গণনা
অবলম্বন করিয়া আমি সংখ্যা বলিতেছি, শ্রবণ
করুন । পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎকাষ্ঠায়
এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎ
মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র্য । ইহা হইল,—চন্দ্রাদিত্য-
গতি । রবি গতিবিশেষ অবলম্বন করিয়া সঙ্খ্যা-
কালে নিত্য অন্তাচলে গমন করেন ।
উহাই হইল,—মনুষ্যদিগের দিন ; রাত্রিও
ঐরূপ জানিবে । পক্ষ, মাস, ঋতু, অক্ষ, অয়ন এ
সমস্তও পিতৃ, দেব ও ব্রহ্মার নামানুসারে
যথার্থ কথিত হইতেছে । ইহাদিগের আয়ু ও
অন্ত কথিতক্রমে কথিত হইবে । পঞ্চদশ
আহোরাত্র্যে এক পক্ষ হয় । দুই পক্ষে এক মাস,
দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন, দুই

রক্ষঃ ছে অয়নে স্মৃতম্ ১১ । দক্ষিণঃ চোত্তরঃ
চৈব সংখ্যাতবিশারদৈঃ । মানেনানেন যৌ মাসঃ
পক্ষদ্বয়সমধিতঃ ১২ । পিতৃণাং তদহোরাত্র্যমিতি
কালবিদো বিদুঃ । শুক্রপক্ষদ্বয়ন্তেষাং কৃষ্ণপক্ষ
শর্করী ১৩ । কৃষ্ণপক্ষে দ্বিহ ব্রাহ্মণঃ পিতৃণাং
বর্ত্ততে দ্বিজ । মাহুযেন তু মানেন যৌ বৈ সংবৎ-
সরঃ স্মৃতঃ ১৪ । দেবানাং তদহোরাত্র্যং দিবা
চৈবোত্তরায়ণম্ । দক্ষিণায়নং স্মৃতা রাত্রিঃ প্রাক্ষে-
স্তদ্বার্বকোবিদৈঃ ১৫ । দিব্যমক্ষঃ শতগুণং দিব্য-
মক্ষসহস্রকম্ । মুনিভিষ্ঠৈব তত্ত্বজৈরহোরাত্র্যং
মনোঃ স্মৃতম্ ১৬ । অহোরাত্র্যং দশগুণং মানবঃ
পক্ষ উচ্যতে । পক্ষাদশগুণো মাসৌ মাসা দ্বাদশভি-
র্গুণৈঃ ১৭ । ঋতুর্মনুনাং সম্প্রাক্তঃ প্রাক্ষেস্তদ্বার্ব-
দর্শিভিঃ । যডুভিষ্ঠৈর্দ্বয়ং সম্প্রাক্তঃ তেন সংখ্যা
নিবধ্যতে ১৮ । চত্বার্ষ্যেব সহস্রাণি বর্ষাণাম্ কৃতং
যুগম্ । তাবতী তু তবৎ সঙ্খ্যা সঙ্খ্যাংশ্চ তথা-
বিধঃ ১৯ । ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি জ্যেষ্ঠা তৎপরি-
মাণতঃ । তস্মাশ্চ ত্রিংশতী সঙ্খ্যা সঙ্খ্যাংশ্চ তথা
পরঃ ২০ । তথা বর্ষসহস্রে ছে দ্বাপরঃ পরি-
কীর্ত্তিতম্ । তস্ম চ দ্বিশতী সঙ্খ্যা সঙ্খ্যাংশ্চ তথা

অয়নে এক অক্ষ হয় । ঐ অয়ন দুই প্রকার—
দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ, ইহা সংখ্যাতবিশিষ্ট পণ্ডিত-
গণ কর্ত্তক কীর্ত্তিত হইয়াছে । উক্ত মানে পক্ষদ্বয়-
সমধিত যে মাস, তাহা পিতৃগণের এক অহোরাত্র্য ;
ইহা কালবিৎগণ বলেন । ঐ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে
শুক্রপক্ষ পিতৃগণের দিন এবং কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি
জানিবে । হে দ্বিজ ! কৃষ্ণপক্ষে পিতৃলোকদিগের
শ্রাদ্ধ করিতে হয় । মাহুযমানের এক বৎসরে দেব-
গণের এক অহোরাত্র্য হয়; উত্তরায়ণ তাঁহাদের দিবা
আর দক্ষিণায়ন রাত্রি । ১—১৫ । দিব্য শতগুণ অক্ষ
ও দিব্য অক্ষসহস্র তত্ত্বজ মুনিগণ কর্ত্তক মনুর এক
অহোরাত্র্য কথিত হইয়াছে । দশগুণ অহোরাত্র্যে
মনুর এক পক্ষ কথিত হয় । পক্ষের দশগুণ অধিক
মাস, দ্বাদশমাসে ঋতু এবং ছয় ঋতুতে এক বৎসর ।
চারিসহস্র বর্ষে সত্যযুগ এবং উহার সঙ্খ্যা ও
সঙ্খ্যাংশ রূপ তথাবিধ অর্থাৎ চারি চারি শত বৎসর
করিয়া । জ্যেষ্ঠায়ুগের পরিমাণ তিন সহস্র বৎসর ।
ইহার সঙ্খ্যাও সঙ্খ্যাংশের পরিমাণ তিনশত বৎসর
করিয়া । দ্বাপরযুগের পরিমাণ দুই সহস্র বৎসর ।
ইহার সঙ্খ্যাও সঙ্খ্যাংশের মান দুই দুইশত বৎসর ।

পরঃ ২১। কলির্বর্ষসহস্রং সংখ্যা চোক্তা মনী-
 বিতিঃ। তন্ত চৈকশতী সঙ্খ্যা সঙ্খ্যাংশচ তথা
 বিধঃ ২২। এষা দ্বাদশসাহস্রী যুগসংখ্যা প্রকী-
 র্ত্তিতা। দিব্যোমানেন মানেন যুগসংখ্যাঃ নিবোধ-
 মে ২৩। সসর্জ স পুনস্তাত জগৎ সর্জমিদং
 ততঃ। কৃতং ত্রোতা দ্বাপরঞ্চ কলিচৈব চতুর্থুগম্ ২৪।
 যুগং তদেকসপ্তত্যা গুণিতঃ দ্বিজসত্তম।
 মন্বন্তরমিতি প্রোক্তং সংখ্যানার্থবিশারদৈঃ ২৫।
 অয়নং চাপি তৎ প্রোক্তং বেদেয়নে দক্ষিণোত্তরে।
 মন্বঃ প্রলীয়তে হুত সস্ত্রাপ্তে জগতঃ প্রভৌ ২৬।
 ততোহপরো মন্বঃ কালমেতাবন্তঃ ভবেৎ
 পুনঃ। সমভীতে তু রাজেন্দ্র প্রোক্তঃ সংবৎ-
 সরায বৈ ২৭। তদৈব চায়নং প্রোক্তং
 যুনিরা তদ্বদর্শিনা। ব্রহ্মপশুদহঃ প্রোক্তঃ কল্প-
 চেতি স উচ্যতে ২৮। সহস্রযুগপর্যন্তং সা
 নিশা প্রোচ্যতে বুধৈঃ। নিমজ্জত্যত্র চোব্বী সা
 সশৈলবনকাননা ২৯। তস্মিন্ যুগসহস্রে তু পূর্ণে
 বৈ দ্বিজসত্তম। ব্রাহ্মে দিবসপর্যাস্তে কল্পো
 নিঃশব উচ্যতে ৩০। যুগানি সপ্ততিং তানি
 সাগ্রাণি কথিতানি তে। কৃতজ্ঞোতাদিযুক্তানি মনো-
 রন্তরমুচ্যতে ৩১। চতুর্দশৈতে মনবঃ কথিতাঃ

কলিযুগের সংখ্যা সহস্র বৎসর। ইহারও সঙ্খ্যা ও
 সঙ্খ্যাংশের মান এক একশত বৎসর। এই দ্বাদশ-
 সাহস্রী যুগসংখ্যা কথিত হইল। এই দিব্য মান
 দ্বারা যুগসংখ্যা অবগত করুন। বিধাতা এই সমস্ত
 জগৎ সৃজন করিয়াছেন এবং কৃত, ত্রোতা, দ্বাপর,
 ও কলি এই চতুর্যুগও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন।
 একসপ্ততিযুগে এক মন্বন্তর হয়। ইহা সংখ্যাবিদগণ
 বলিয়া থাকেন। অয়ন দুইটা ;—দক্ষিণায়ন ও
 উত্তরায়ন। জগৎপ্রভু সস্ত্রাপ্ত হইলে মনু লয় প্রাপ্ত
 হয়। অনন্তর অপর মনু এতাবৎ কাল ব্যাপিয়া
 স্বীয় অধিকার পালন করেন। এই কাল অতীত
 হইলে, উহাদের এক বৎসর হয়। উহারও দুইটা
 অয়ন আছে। উক্ত কালেই ব্রহ্মার একদিন ও
 উহাই কল্প। পণ্ডিতগণ সহস্রযুগ পর্য্যন্ত কল্পনিশা
 কীর্ত্তন করেন। এই সময় সশৈল-বনকানলা
 উব্বী নির্মাজ্জিত হয়। হে দ্বিজসত্তম! যুগ
 সহস্র পূর্ণ হইলে ব্রাহ্ম দিবস পর্য্যন্ত যে সময়
 উহাতে কল্প নিঃশেষ হয়। কৃত ত্রোতাদি সপ্ততি
 যুগকে মন্বন্তর বলে। বেদ ও পুরাণে কীর্ত্তিবর্ধন

কীর্ত্তিবর্ধনাঃ। বেদেষ্ণু সপুরাণেষ্ণু সর্কেষ্ণু প্রো-
 বিকবঃ ৩২। প্রজানাং পত্নয়ো ব্যাস ব্রহ্মমেবাং
 প্রকীর্ত্তন ৩৩। মন্বন্তরেষ্ণু সংহারঃ সংহারান্তেষ্ণু
 সন্তবাঃ। ন শক্যমন্তেবাং বৈ বক্তুং বর্ষশতৈরপি ৩৪।
 বিসর্গচ প্রজানাং বৈ সংহারন্ত চ ভারত।
 মন্বন্তরেষ্ণু সংহারঃ জয়তে ভারতবর্ষত ৩৫। যত্র
 তিষ্ঠান্তি বৈ দেবাঃ সর্কে সপ্তর্ষিভিঃ সহ। তপসা
 ব্রহ্মচর্য্যেণ ক্রতেন চ সমধিতাঃ ৩৬। পূর্ণে
 যুগসহস্রে তু কল্পো নিঃশেষ উচ্যতে। তত্র সর্কাপি
 ভূতানি দধ্যাতাদিত্যরশ্মিভিঃ ৩৭। ব্রহ্মাণমগ্রতঃ
 কৃদ্বা সহাদিত্যৈর্গণৈর্বিজ। প্রবিশন্তি সুরশ্রেষ্ঠঃ
 हरिं नारायणं प्रभुम् ৩৮। স সৃষ্টা সর্কভূতানাং
 কল্পান্তে তু পুনঃপুনঃ। অব্যক্তঃ শাবতো দেব-
 স্তস্ত সর্জমিদং জগৎ ৩৯। স এব বিদ্যাতে ব্যাস
 মহেশা সহ সংযুতঃ। মহাকালবনে বাসঃ চকার
 জগদীশ্বরঃ ৪০। প্রলয়ো ন বাধতে ব্যাস
 মহাকালবনোত্তমে। কল্পে জল্পে চ বৈ রম্যা
 পুরী হেবা কুশলী ৪১। নিরাময়া নিরাত-
 তকা নির্বিকারা যুগেযুগে। মার্কণ্ডেয়োপদিষ্টানি
 কল্পানি সন্তবন্তি চ ৪২। অজৈব চ বনে রম্যে
 ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। প্রজানাং পত্নয়ো বে

চতুর্দশ মনু কথিত হয়। ইহারা প্রজাপতি ; ইহা-
 দেব : গুণকীর্ত্তন প্রশংসনীয় ১৬—৩৩। মন্বন্তরে
 সংহার এবং সংহারান্তে পুনরায় উৎপত্তি হয়। তে
 ভারত। ইহার অন্ত শত বর্ষেও বলিতে সমর্থ হওয়া
 যায় না। এইরূপে প্রজাদিগের সৃষ্টি ও সংহারকার্য
 চলিতেছে। ঐ সময়ে ব্রহ্মচর্য্য, তপ ও ক্রতিসম্বিত
 হইয়া দেব ও সপ্তর্ষিগণ অবস্থান করেন। যুগসহস্র
 পূর্ণ হইলে কল্প নিঃশেষ হয়। কল্পান্তকালে আদিত্য-
 রশ্মি দ্বারা সর্কভূত দধ হইয়া আদিত্য ও গণের
 সহিত বিধাতাকে অগ্রবর্তী করত সুরশ্রেষ্ঠ নারায়ণ
 हरिं प्रवेश করে। তিনি পুনঃপুন কল্পান্তে সর্ক-
 ভূতের সৃষ্টি করেন। অব্যক্ত, শাবত দেব
 এই সময় জগৎ সৃজন করেন। হে ব্যাসদেব!
 কল্পান্তকালে একমাত্র তিনিই মহেশ্বরের সহিত
 বিদ্যমান থাকেন। ঐ জগদীশ্বর তখন মহাকাল-
 বনে বাস করেন। প্রলয়েও মহাবনের কিছু আসিয়া
 যায় না। এই রমণীয় কুশলী পুরী কল্পে কল্পে
 নিরাময়া নিরাতকা নির্বিকারা। মার্কণ্ডেয়-উপদিষ্ট
 কল্প এই স্থান হইতেই সজ্জাতিত হয়। এই রম্য-
 বনে লোকপিতামহ ব্রহ্মা এবং দক্ষ, মরীচি, কণ্ডপ

তে দক্ষঃ প্রাচৈতসস্তথা । ৪০ । মরীচিঃ কল্পপো
কয়ো যেহস্তে তৃণাদয়স্তথা । কল্পাদৌ সমুজ্জৈ
লোকাঃ চরাচরান যথা তথা । ৪১ । এবমাদৌ পুরা
বাস কল্পঃ কল্পায়তে তদা । বুরাহবামনবিকু-
পিতৃণাং বৈ তর্ধৈব চ । ৪২ । কল্পভেদাঃ সমাখ্যাতা
মহাকালবনে শুভে । চতুরাশীতিকল্পানি সঙ্গাতানি
ষিজোন্তম । ৪৩ । ভাবন্তি যোগলিঙ্গানি বনে
তিষ্ঠন্তি সন্তম । পুনর্জাতাঃ পুনর্নষ্টা মহীসাগর-
পর্কতাঃ । ৪৪ । পুনঃ পুনর্ভবিষ্যন্তি পুরী হেবা-
চলা শ্মুতা । তস্মাৎসর্কেষু কালেষু সর্কলোকেষু
সীযতে । ৪৫ । প্রতিকল্পেতি বিখ্যাতা ভুবি ব্যাস
ভবিষ্যতি । যেহস্তাং বৈ মানবা দান্তাঃ স্নানদানা-
দিকং তথা । ৪৬ । জপং হোমং তথা শ্রাদ্ধং পিতৃ-
হুদ্ভিঃ দেবতাঃ । ন তেষাং পুনরাবৃতিঃ কোটি-
কল্পশতৈরপি । ৪৭ । প্রতিকল্পামনুপ্রাপ্য দৃষ্ট্বা
দেবং মহেশ্বরম্ । বৈশাখে পৌর্ণমাস্তাং বৈ স্নাপয়
স্ত্যেকবাসরম্ । ৪৮ । প্রসঙ্গতো রজঃক্রান্তাঃ
শিপ্রান্তসি চ মানবাঃ । ন তেষাং হৃদ্রতং কিঞ্চি-
দ্বিকূলোকে বসন্তি তে । ৪৯ । মনস্তরসহস্রেষু
কাশিবাসেষু যৎকলম্ । তৎকলং প্রাপুযাজ্জন্ত
প্রতিকল্পঃ কণাদপি । ৫০ । প্রতিকল্পে চ কল্পান্তে

কল্প, ও ভূত প্রভৃতি প্রজাপতিগণ কল্পাদিকালে
চরাচর লোক সৃজন করেন। হে ব্যাসদেব।
পূর্বে মহাকালবনে বুরাহ, বামন, বৈকব, ও পৈতৃ
প্রভৃতি কল্পভেদ সমাখ্যাত হয়। হে ষিজোন্তম!
চতুরাশীতি প্রকার কল্প সঙ্গাত হয়। ঐ করিমাণে
যোগলিঙ্গ সকল মহাকাল বনে অবস্থান করে। মহী,
সাগর, পর্কত এ সকল পুনঃপুন হইতেছে, এবং
যাইতেছে; কিন্তু এই পুরী অচলা। ইহা সর্ক-
কালে প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া ইহা প্রতিকল্পা নামে
বিখ্যাত। যে দমনশীল মানব এই স্থানে স্নান-দানাদি
করে এবং পিতৃলোক ও দেবতার উদ্দেশে জপ,
হোম ও শ্রাদ্ধ করে, তাহার কোটিকল্পশত কালেও
পুনরাবৃতি হয় না। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে যে
মানব প্রতিকল্পায় গমন করিয়া মহেশ্বর দর্শন,
তাঁহাকে একদিনমাত্র স্নপন এবং প্রসঙ্গক্রমে শিপ্রা-
জলে স্নান করে, তাহার কিঞ্চিৎকালও হৃদ্রত থাকে
না। অপিচ সে বিকূলোকে বাস করিয়া থাকে। সহস্র
মনস্তর কাশীবাস করিলে যে কল হয়, মানব প্রতি-
কল্পাভীর্থে কণকালমাত্র বাস করিয়া ঐ কল লাভ
করিয়া থাকে; প্রতিকল্পেই ঐ মহাপুরী বিরাজিত।

সৈবাসীচ্চ পুরী শুভা। তস্মাৎ সর্কজনৈঃ খ্যাতা
প্রতিকল্পা ষিজোন্তম । ৫১ । যে চৈতস্তাং মহাতাগাঃ
প্রীতিং কুরুন্তি মানবাঃ । ন তেষাং কল্পভেদোহয়ং
স্বপ্নবজ্জায়তে কণাৎ । ৫২ । যঃ পুণোতি কথাং
পুণ্যাং প্রতিকল্পোত্তবাঃ শুভাম্ । শ্রাবয়েথা প্রবক্ষ্যে
ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি । ৫৩ ।

ইতি ত্রীকান্দে প্রতিকল্পাভিধানকথনং নামাষ্ট-
চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪৮ ।

একোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । এবং ব্যাস পুরী রম্যা
নামভূতা সনাতনৌ । যুগেযুগে যথা জাতা তথা
খ্যাতা ময়ানব । ১ । ব্যাস উবাচ । ভূয়োহহং
শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মো ব্রহ্মবিদাং বর । শিপ্রায়াশ্চ
কথাং পুণ্যাং পবিত্রাং পাপহারিণীম্ । ২ । স্তম্ভরঃ
কুণ্ডমাখ্যাতঃ পিশাচমোচনঃ তথা । নীলগঙ্গা ইতি
প্রোক্তা কর্করাজমতঃ পরম্ । ৩ । পুঙ্করাণি স
সর্করাণি গয়াভীর্ধমহুত্তমম্ । গোমতীকুণ্ডমাখ্যাতঃ
নারা ধর্মসরস্তথা । ৪ । খ্যাতং সঙ্গমজং তীর্থং
শনেজ্জন্মকথাং শুভাম্ । চ্যবনাশ্রমে চ যা বার্তা
তথা নাগালয়ে শুভে । ৫ । পুঙ্কযোত্তমমহিমানং

আছে। এই জন্তই উহার নাম—প্রতিকল্পা
হইয়াছে। যে মহাতাগ মানবগণ এই তীর্থে
প্রীতি অনুভব করে, তাহাদের কদাপি কল্পভেদ
হয় না, তাহা স্বপ্নবৎ কণমাত্র মনে হইয়া থাকে।
এই প্রতিকল্পাসম্বন্ধীয় কথা যে মানব শ্রবণ করে
বা শ্রবণ করায়, তাহার ব্রহ্মহত্যা-পাপ বিনষ্ট
হইয়া থাকে। ৩৪—৫৬।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৮ ।

উনপঞ্চাশ অধ্যায়

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব। এই
রম্যা সনাতনৌ পুরী যুগে যুগে ষে রূপে জন্মে, আমি
তাঁহা কীর্তন করিলাম। ব্যাস বলিলেন,—হে
ব্রহ্মবিদবর! আমি শিপ্রার পবিত্র পাপহারিণী কথা,
এবং স্তম্ভর কুণ্ড, পিশাচমোচন, নীলগঙ্গা, কর্করাজ,
পুঙ্কর, গয়াভীর্থ, গোমতীকুণ্ড, ধর্মসর, সঙ্গমজতীর্থ,
শনির জন্মকথা চ্যবনাশ্রমবার্তা, নাগালয়বার্তা, ও

কালে কেন কথং ভবেৎ। এতষেদিভুমিচ্ছামি
যন্তে মনসি বর্ততে। ৬। সনৎকুমার উবাচ। শৃণু
ব্যাস মহাভাগ কথং পাপহরাং পরাম্। যস্মিন
কালে যদা জাতা মহাকালবনে শুভে। ৭। নাস্তি
বৎস মহীপৃষ্ঠে শিপ্রায়াঃ সদৃশী নদী। যন্তাস্তৌরে
ক্ষণায়ুক্তিঃ কিং চিরাৎ সেবনেন বৈ। ৮। বৈকুণ্ঠে
জায়তে শিপ্রা জরয়ী চ সুরানয়ে। মহাদ্বারে চ
পাপয়ী পাতালেহমৃতসম্ভবা। ৯। বারাহকল্পে বৈ
প্রোক্তা বিষ্ণুদেহেতি নামতঃ। শিপ্রাবস্ত্যাং
সমাখ্যাতা কামধেনুসমুদ্ভবা। ১০। ব্যাস উবাচ।
বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভবতা ঋষিসত্তম। বভুর্মহসি
শিপ্রায়াঃ সমাসেন কথং শুভাম্। ১১। সনৎ
কুমার উবাচ। ব্রাহ্মঃ কপালমাদায় ভিক্ষার্থং
সঙ্করয়তীম্। মহাদেবো বিমুক্তান্না সর্বলোকেষু
সর্বতঃ। ১২। অপ্রাপ্তভিক্ষা ভিক্ষার্থী বৈকুণ্ঠ-
মগমদ্বিভূঃ। গতচ্চাতিথ্যবেলায়াং ভ্রামমাণো
যতন্ততঃ। ১৩। লোকনিন্দাপরঃ ক্রুদ্ধঃ ক্ষুধিতো
বহবাসরৈঃ। ভিক্ষাং দেহীতি ভো ব্রহ্মন্ ক্ষুধিতো-
হহং সমাহিতঃ। ১৪। কপালং চ করে কৃশা

ইত্যাচ পুনঃপুনঃ। গৃহতাং হর ভিক্ষাং তে
দদামীতি হরিস্তদা। ১৫। ইত্যুত্কা করমুদ্যাম্য
তর্জন্তুনিমাদধৎ। তদা ক্রুদ্ধঃ সমাখ্যাতদ্রিশু লেনা-
হনক্রুৎ। ১৬। তদাঙ্গুলিসমুদ্ভূতঃ বহু স্রাব
শোণিতম্। তেনাশু পাত্রং তৎপূর্ণং শঙ্করস্ত করে
স্থিতম্। ১৭। তদা উচ্ছেলিতা সা বৈ ধারা জাতা
সমস্ততঃ। তত্র স্থানে সমুদ্ভূতা শিপ্রাশ্রদ্ধারসম্ভবা।
১৮। বৈকুণ্ঠে চাভবৎ সদ্যো নদী ত্রৈলোক্যপাবনী।
এবং শিপ্রা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা ত্রিষু লোকেষু বিস্তৃতা। ১৯।
জরয়ী চ যথা প্রোক্তা তথা ব্যাস ব্রবীম্যহম্। যদা
বাণাসুরো দৈত্যঃ কৃকেন সহ সংযুগে। ২০।
যোধয়ামাস দৈত্যোন্তো হনিক্রুদ্ধপ্রহেলনঃ। সহস্র-
বাহভিক্বীরো নানাপ্রহরণোদ্যতঃ। ২১। তস্মাৎ
ক্রুদ্ধো বাসুদেবশ্চক্রমাদায় সহস্রঃ। চিচ্ছেদ
বাণাসুহস্রঃ করপ্রেশাগামিনা। ২২। স তদা
ভগ্নসঙ্কল্পশিহ্নদোশ্চ ব্রণাদিতঃ। পরাশুখপরো
ভূত্বা শঙ্করং শরণং যযৌ। ২৩। তদাগতং
মহাদৈত্যং সমীপে ভয়বিহ্বলম্। ত্রিলোক্য
রূপয়াবিষ্টো গতে সংগ্রামমূর্দ্ধনি। ২৪। হিষ্টা

পুরুষোত্তমমাহাশ্রয়, এই সকলের বিবরণ শ্রবণ
করিতে ইচ্ছা করি। সনৎকুমার বলিলেন,—হে
মহাভাগ ব্যাসদেব! মহাকালবন সম্বন্ধি
পাপহারিণী কথা শ্রবণ করুন। হে বৎস!
মহীপৃষ্ঠে, শিপ্রাসদৃশী নদী নাই। যাহার
তীর মাত্র স্পর্শ করিলে, কথকালের মধ্যে
মুক্তি হইয়া থাকে, তাহার আর সেবনের কথা কি
বলিব? শিপ্রা বৈকুণ্ঠে জন্মিয়াছে। উহা সুরা-
লয়ে জরয়ী, মহাদ্বারে পাপয়ী এবং পাতালে অমৃত
নামে খ্যাত। বরাহকল্পে ইহার নাম হি, —
বিষ্ণুদেহ। অবস্তীতে ঐ নদী কামধেনু হইতে
জন্মে এবং উহার নাম হয়,—শিপ্রা। ব্যাস
বলিলেন,—হে ঋষিসত্তম! আপনার এই কথা
বিচিত্র। আপাতত আপনি সংক্ষেপে শিপ্রার কথা
কীৰ্ত্তন করুন। সনৎকুমার বলিলেন,—একদা মহা-
দেব ব্রহ্মার কপাল গ্রহণ করিয়া ভিক্ষার্থ সর্বলোক
বিচরণ করেন। তিনি কুত্রাপি ভিক্ষা না পাইয়া
অবশেষে বৈকুণ্ঠে গমন করেন। তিনি ইতস্তত
ভ্রমণ করিয়া আতিথ্য-বেলায় সেখানে গিয়া
উপস্থিত হন। তিনি বহুদিনের ক্ষুধায় ক্ষুধিত ও
ক্রুদ্ধ হইয়া লোকের নিন্দা করিতে করিতে
‘ভিক্ষাং দেহি ভো ব্রহ্মন্!’ বলিয়া সমাহিত

ভাবে দণ্ডায়মান ন এবং কপালহস্তে পুনঃ
পুনঃ ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। তখন হরি বলি-
লেন,—হে হর! এই আমি আপনাকে ভিক্ষা
দিতেছি গ্রহণ করুন। এই বলিয়া তিনি তর্জনী
অঙ্গুলি প্রদান করিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া
তাঁহার অঙ্গুলি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ অঙ্গুলি
হইতে বহু শোণিত স্রাব হইতে লাগিল। ঐ রক্তে
শঙ্করের হস্তস্থিত কপাল পাত্র পূর্ণ হইল। ১—১৭।
তখন ঐ রক্তধারা উচ্ছলিত হইয়া ভূতলে পতিত
হইল। ঐ ভূপতিত রক্তধারা হইতে শিপ্রা সমুদ্ভূত
হইল। বৈকুণ্ঠেও ঐ ত্রৈলোক্যপাবনী নদী
প্রবাহিত হইল। এই প্রকারে সরিৎ-শ্রেষ্ঠা শিপ্রা
ত্রিলোক-বিস্তৃত হইল। হে ব্যাসদেব! অধুনা
এই শিপ্রা যে প্রকারে জরয়ী হইয়াছিল, তাহা
বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যখন অনিরুদ্ধকে
আবদ্ধ করিয়া নানাপ্রহরণধারী সহস্র বাহ
বাণাসুর সমরে কৃকোর সহিত যুদ্ধ করে, তখন
চক্রধারী বাসুদেব আত্মগামী সুরপ্রাস্ত দ্বারা তাহার
সহস্র বাহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময়
বাণাসুর ভগ্নসঙ্কল্প, ছিন্নবাহু, ব্রণাদিত ও রণ-
পরাসুখ হইয়া শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত হইল। তখন
মহাদেব ভয়বিহ্বল শরণাগত মহাদৈত্যকে দর্শন

বাহুসহস্রং বৈ দৈত্যরাজস্ত চাহবে । কৃষ্ণঃ
কৃষ্ণে মহাবাহুঃ পরসেনাস্তকো বরঃ । ২৫ । স্থিতে
যজ্ঞাচলো ব্যাস তজাগতো মহেশ্বরঃ । বরয়ামাস
কৃষ্ণং বৈ শরৌষ্মৈচ সমাকিরন্ । ২৬ । অস্তোত্তমঃ
চ সমাসাদ্য কৃষ্ণা যুদ্ধং তু দাক্ষণম্ । শস্ত্রাশ্বেচ
মহাশৌরৈঃ সর্বপ্রাণিতয়করৈঃ । ২৭ । বৈকবাস্ত্রং
তদা কৃষ্ণঃ সন্দধে হরজিঘাংসয়া । পাণ্ডপতং চ
নামাস্ত্রং সর্বসংহারকারকম্ । ২৮ । সন্দধে বৈ
তদা শম্ভুঃ কৃষ্ণপ্রাণহরোৎসুকঃ । হাহাকারস্তদা
জাতঃ সর্বলোকেষু শ্রয়তে । ২৯ । মোহনাস্ত্রং
পুনঃ কৃষ্ণঃ শিবোপরি যুগোচ, হ । তেনাস্ত্রেণ তদা,
শম্ভুর্মোহিতো দেবমায়য়া । ৩০ । জুস্তমাণঃ স্থিতঃ
সংখ্যে কিঞ্চিৎকালং মুহুর্ভূতঃ । লক্ষসংখ্যঃ পুন-
র্জাতো যদা ক্রোধো মহাহবে । ৩১ । তদা ক্রোধা-
ভিভূতেন ক্রতো মাহেশ্বরো জরঃ । ললাটফলকাৎ
সদ্যো বীরতজো মহাবলঃ । ৩২ । ত্রিনেত্রশিখিরা
ব্রহ্মসিঙ্গাদো বর্করাকৃতিঃ । ক্ষুদ্রো জটিলভস্মাক্রো
মহাব্যাধির্ভরত্যয়ঃ । ৩৩ । কৃষ্ণসেনাঃ সমাসাদ্য

করিয়া রূপা-পরবশ হইলেন এবং যেখানে
মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ শত্রু-সেনার নিধন সাধন ও
দৈত্যরাজের সহস্র বাহু ছেদন করিয়া অচলের
স্থায় অবস্থান করিতেছেন, তিনি সেই স্থানে
আগমন করিলেন । আগমন করিয়াই তিনি
শরবর্ষণে কৃষ্ণকে নিবাসিত করিলেন । তখন
পরস্পর দাক্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল । সর্বপ্রাণি-
তয়কর মহাঘোর শস্ত্রাস্ত্র সকল প্রযুক্ত হইতে
লাগিল । কৃষ্ণ হরজিঘাংসায় বৈকবাস্ত্র সজ্জান
করিলেন । শম্ভুও তখন কৃষ্ণের প্রাণনাশ-ইচ্ছায়
সর্বসংহারক পাণ্ডপতাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন ।
ঐ সময় জৈলোক্যে হাহাকার রব উখিত
হইল । পুনরায় কৃষ্ণ মহাদেবের প্রতি মোহন
অস্ত্র মোচন করিলেন । ঐ অস্ত্রপ্রহারে মোহিত
হইয়া শম্ভু তখন অলস হইয়া কিঞ্চিৎ কালের জন্য
স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন । পরে যখন শম্ভু পুন-
রায় সময়ে সংজ্ঞা লাভ করিলেন, তখন ক্রোধাভি-
ভূত হইয়া তিনি মাহেশ্বর জর সৃষ্টি করিলেন ।
ঐ জর মহাদেবের ললাটপট হইতে সজাত
হইল । উহা মহাবীর, মহাবল, ত্রিনেত্র, ত্রিশিরস্ক,
ব্রহ্ম, জিহাদ, বর্করাকৃতি, ক্ষুদ্র, জটিল, ভস্মাক্র,
মহাব্যাধি, ও ভরত্যয় । এই জর মহাদেব কষ্টক
প্রেরিত হইয়া কৃষ্ণসেনায় সংক্রামিত হইল এবং

মহাদেবেন প্রেরিতঃ । প্রাণিনাং কদনং চক্রে
সর্কেষাং কৃষ্ণসঙ্গিনাম্ । ৩৪ । পরাধুখপরা
ভয়া জরাভিঘাতপীড়িতা । বভূব সহসা ব্যাস
সেনা কৃষ্ণেন পালিতা । ৩৫ । তথাভূতাঃ
সমালোক্য জুস্তমাণাঃ কজাদিতাম্ । স্বসেনাঃ
ভগ্নসঙ্কল্পাঃ মাহেশজরপীড়িতাম্ । ৩৬ । সমর্জ
বৈকবং তাপং কৃষ্ণঃ পরমকোপনঃ । তেন সহ
বৈকবেন মাহেশ্বরেণ জরেণ চ । ৩৭ । অস্তোত্তম-
ভবদ্যুদ্ধং ঘোরং ঘোরতরং মহৎ । সংগ্রামং বহলং
কৃষ্ণা ভগ্নো মাহেশ্বরো জরঃ । ৩৮ । সর্বলোকেষু
গহ্বা বৈ ন শান্তিঃ প্রতিজগ্মিবান্ । মহাকালবনে
রম্যে প্রাপ্তস্তেনাতিপীড়িতঃ । ৩৯ । নিমগ্নোহথ বৈ
শিপ্রায়াং ততঃ শান্তিঃ পরাং যযৌ । দৃষ্ট্বা মাহেশ্বরং
শান্তং জরং পরমকোপণম্ । ৪০ । বৈকবোহপি
সমাসাদ্য তস্তাং মজ্জনমাচরৎ । তস্তা প্রভাবসন্নস্তৌ
জরৌ হরিহরোত্তরৌ । ৪১ । তস্মাৎ সর্কেষু কালেষু
জরদ্বী সাতবৎক্ষণাৎ । জরাভিভূতাস্তাং প্রাপ্য
জনাঃ পরমভুংখিতাঃ । ৪২ । নিমজ্জন্তি চ শিপ্রায়াং
ব্যাসোষসি সমাহিতাঃ । ন তেষাং বাধতে পীড়া
জরোদ্ভূতা কদাচন । ৪৩ । সত্যযুদ্ধঃ তদা ব্যাস
ব্রহ্মহরিহরেণ চ । ৪৪ । যে শৃংখলি কথাং দিব্যাং

এবং কৃষ্ণপক্ষীয় যাবতীয় সেনাসমূহকে নিপীড়িত
করিতে লাগিল । ১৮—২৪ । তখন জরাভিঘাত-
পীড়িত কৃষ্ণসেনা রণ-পরাদুখ হইয়া পড়িল । ঐ
কৃষ্ণ স্বীয় সেনাগণকে মাহেশ্বর জরে পীড়িত ও
জুস্তিত দর্শন করিয়া অতি রোষে বৈকব তাপ
সৃজন করিলেন । তখন ঐ উভয় জরে পরস্পর
তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল । এইরূপে বহু
সংগ্রাম করিয়া মাহেশ্বর জর রণে ভঙ্গ দিয়া ব্যাকু-
লিতভাবে ত্রিভুবন পর্যটন করিল । বিষ্ণুজর
কষ্টক পীড়িত হইয়া মাহেশ্বর জর অবশেষে
মহাকালবনে গমন করত শিপ্রাজলে অবগাহন-
পূর্বক শান্তি লাভ করিল । বৈকব জরও
মাহেশ্বর জরকে শিপ্রাতে স্নান করিয়া শান্তি লাভ
করিতে দেখিয়া সেই স্থানেই স্নানাচরণ করিল ।
ঐ উভয় জর শিপ্রায় মজ্জন করিয়া বিগত-তাপ
হইল । বলিয়া সর্বকালেই ঐ শিপ্রাকে লোকে
জরদ্বী বলিয়া থাকে । যাহারা জরাভিভূত
হইয়া প্রাতঃকালে ঐ শিপ্রাজলে স্নানাচরণ করে,
তাহার কদাচ জরজন্য পীড়া থাকে না । হে

নরাষ্ট্রকাগ্রমানসাঃ । ন তেবাং জায়তে কিঞ্চিচ্ছর-
সস্তাপজং ভয়ম্ । ৪৫ ।

ইতি জীকান্দে অরাজুগ্রহো নার্টমকোন-
পক্কাণোহধ্যায়ঃ । ৪৬ ।

পক্কাণোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । পাপনাশিনী বিখ্যাতা যথা
শিখা পয়সিনী । তথাহং সস্তবক্যামি সমাসেন
পরস্তপঃ । ১ । পুরা কৃতযুগে ব্যাস দমনো
নাম বৈ নৃপঃ । কীকটেষু সমাধ্যাতো রাজা
পরমকোপনঃ । ২ । উৎপদী সর্ষধর্ম্মাণাং গো-
ব্রাহ্মণবিনন্দকঃ । সুরাপাদী হেমহারী মৎসরী
ভকতভগঃ । ৩ । প্রজাসর্ষবহর্তা চ পরদারান্তি-
মর্শকঃ । ধূর্তকো ধূর্তসদী চ পিত্তনস্তকরা-
কৃতিঃ । ৪ । গোগ্রহঃ পুরভেদী চ বন্দী
বন্দিজনপ্রিয়ঃ । কুংসিতঃ কোপপূর্ণচ বেদশাস্ত্র-
বিবর্জিতঃ । ৫ । সাধুসঙ্গপরিভ্যাগী হৃষ্টো হৃষ্টজন-
প্রিয়ঃ । কুলাঙ্গনাপরিভ্যাগী পণ্যস্বীকৃতলীপতিঃ ।
৬ । ধর্ম্মনিন্দাকরো নিত্যমধর্ম্মে রমতে মতিঃ । ন
হুম্মন্তে ন পূজ্যন্তে ন জয়ন্তে কথা বৃধৈঃ । ৭ । বেদা

ব্যাসদেব ! একথা কদাচ মিথ্যা নহে । একাগ্র
মনে যে মানব এই কথা শ্রবণ করে, তাহার কদাচ
অর-সস্তাপ-জনিত ভয় ক্রেশ হয় না । ৩৫—৪৫ ।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৬ ।

পঞ্চাশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে পরস্তপ ! এই
যশস্বিনী শিখা নদী যেখানে পাপনাশিনী হইল,
আমি তাহা কীর্জন করিতেছি,—পূর্বে সত্যযুগে
কীকটদেশে দমন নামে এক নৃপতি ছিলেন । ঐ
নৃপ অতিক্রোধী, উৎপদগামী, ধর্ম্মভেদ, গো-ব্রাহ্মণ-
নিন্দক, সুরাপাদী, হেমহারী, মৎসরী, ভকতভগ,
প্রজা-সর্ষবহর্তা, পারদারিক, ধূর্ত, ধূর্তসদী, পিত্তন,
তকরাকৃতি, গোগ্রহ, পুরভেদী, বন্দী, বন্দিজন-প্রিয়,
কুংসিত, কূড়, বেদবর্জিত, সাধুসঙ্গপরিভ্যাগী,
হৃষ্ট, হৃষ্টজন-প্রিয়, কুলাঙ্গনা-পরিভ্যাগী, পণ্যস্বীকৃত,
বলীপতি, এবং ধর্ম্মনিন্দক ছিলেন । তাঁহার
নিত্য অধর্ম্মে মতি ছিল । তিনি পূজা, হোম ও
পণ্ডিতগণের কথা শ্রবণ করিতেন না । তিনি বেদ,

যাজ্ঞাঞ্চ দেবানাং মূর্তিঃ পঠ্যাক্ তাড়্যতে । এবং
হৃষ্টতরো রাজা ন কৃতো ন ভবিষ্যতি । ৮ । স
একদা বনে ঘোরে যুগয়াবনগোচরঃ । ইতস্ততো
ভ্রমমাণো ব্যাধৈঃ পরিবৃত্তঃ খলঃ । ৯ । ন লম্বা
খোটকং কিঞ্চিৎ কুর্বার্ত্তকৃষিতঃ খলঃ । একাকী
বিগতোহসন্মো মহাকালবনান্তিকে । ১০ । রাজিঃ
সমাগতা তত্র ঘোরা ঘোরনিবেষিতা । বৃক্ষমূলমুপা-
বৃত্ত্য শয়নার্থী কুর্বার্ত্তিতঃ । ১১ । তত্রাধঃ বিটপে
বদ্ধা শয়মেব ভবীদত । তদৈব কালে বৃক্ষাট্টে সর্পঃ
পপাত মস্তকে । ১২ । কিমিদং কুত আশ্চর্য্যং কৃষা
হস্তেন বারিতঃ । তেন বারয়িতা রাজা দষ্টোহকুর্ভে
তদাহিনা । ১৩ । দষ্টমায়ে চ নৃপতিব্যধিতঃ কিত্তি-
মাগতঃ । কিয়ৎকালে ব্যাধাবিষ্টো যুমোহ কীণ-
মঙ্গলঃ । ১৪ । এতৎকণাৎ প্রেতভূতো ঘোরে
নরকসঙ্কয়ে । যমদূতৈস্তাড্যমানো বিবিধাশ্চৈঃ
স্বকর্ম্মজৈঃ । ১৫ । হর্ষিতাশ্চ গণাঃ সর্ষে যমরাজস্ত
কিঙ্করাঃ । বদ্ধা পাঠৈশ্চ তং নিম্নাঃ পাণিষ্ঠঃ যম-

যজ্ঞ, দেবমূর্তি, এ সকল পাদ দ্বারা ঠেলিয়া কেলিয়া
দিতেন । ইহার মত হৃষ্ট রাজা ইহার পূর্বে হয়
নাই ও হইবেও না । তিনি একদা কতিপয় ব্যাধ
সমভিব্যাহারে যুগয়া-প্রসঙ্গে বনগমন করিয়া ইত-
স্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অত্যন্ত ক্ষুধিত
ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়েন । ঐ সময় তিনি
মহাকালবন-সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন
ঘোরা ঘোরনিবেষিতা রজনী উপস্থিত হইল ।
তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা কাতর হইয়া বৃক্ষমূল আশ্রয়
করিলেন এবং তত্রত্য বৃক্ষে অশ্র বহন করিয়া শয়ন
ঐ বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন । উপবেশন
করিবামাত্র বৃক্ষ হইতে তাঁহার মস্তকে এক সর্প
পতিত হইল । এক—এটা কোথা হইতে—কি—
আমার মস্তকে পতিত হইল ? এই বলিয়া
তাহা অপসারিত করিবার জন্ত যেমন মস্তকে হস্ত
প্রদান করিলেন, অমনি ঐ সর্প তাঁহার অঙ্গুষ্ঠে
দংশন করিল । দংশন করিবার নৃপতি কুতলশায়ী
হইলেন । কিয়ৎকাল পরে তিনি এমনি ব্যথিত
হইলেন যে, তিনি মোহপ্রাপ্ত হইলেন, ক্রমে তাঁহার
জীবনাশা কীণ হইয়া আসিল । ১—১৪ । তিনি প্রেত-
রূপে ঘোর নরকে উপস্থিত হইলেন । যমদূতগণ
তাঁহার কর্ম্মের কলে তাঁহাকে বিবিধ অস্ত্রদ্বারা
তাড়না করিতে লাগিল এবং তাহার তাঁহাকে প্রহার
করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল । দূতগণ

মন্দিরে ১৭। এতদ্বিরস্তরে ব্যাস ক্র্যাদৈঃ
খাদিতঃ শবম্। কিঞ্চিচ্ছেষতরং প্রাতর্বাযসেনাভি-
লকিতম্। ১৭। তত্র গহানয়মাংসং তুণেন
বিয়দ্যগতঃ। ততোহষ্টৈর্বাযঃসর্মগো ভ্রাম্যমাণ ইত-
স্ততঃ। ১৮। তত্রাটতো হি যত্রাস্তে দিব্যা শিপ্রা
পর্যবিনী। কিঞ্চিৎ কণ্ঠবিপাকেন বায়সাস্তগতঃ
কলম্। ১৯। পতিতঃ বৈ জলে তস্তাঃ শিপ্রায়া-
স্তস্ত কায়জম্। তেন পুণ্যপ্রভাবেন শিবোহজায়ত
তৎকণাৎ। ২০। ত্রিনেত্রোহথ জটাজুটী ব্যাজ্রাঘর-
পরীবৃতঃ। শূলহস্তো বৃষাক্রটো ভালচস্ত্রো হ্যমা-
পতিঃ। ২১। ইত্যশ্চর্য্যময়ং রূপং দৃষ্ট্বা দূতাস্ত
ধর্মিতাঃ। তদগণৈস্তাভিতা ময়া ধর্ম্মরাজে শশা-
সিরে। ২২। অয়তাং ভো মহারাজ ধর্ম্মরাজ
নমোহিহ তে। দূতানাং যদ্বচো রম্যাঃ বহ্ন্যাশ্চর্য্যময়ং
পরম্। ২৩। কীকটাদিপরিতর্নদঃ পাণিষ্ঠো বৃষলী-
পতিঃ। দমনো নাম রাজাত্মং সমস্তে ক্ষিত্তিমণ্ডলে।
২৪। যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যা সমানি চ।
তানি সর্কানি তেনাপি কৃতানি ভুবি সত্তম। ২৫।
মর্যাদাভেদকো মূঢ়ো বর্ণাশ্রমসুধর্ম্মিণাম্। কুসঙ্গী

এইরূপ প্রহার করিতে করিতে তাঁহাকে যম-
মন্দিরে লইয়া গেল। এদিকে তখন তাঁহার সেই
বৃক্কতলপতিত শবদেহ লইয়া মাংসাসী হিংস্রজন্তুগণ
পরস্পর টানাটানি করিতেছে। ক্রমশ তাহার
ঐ শবদেহ প্রায় খাইয়া কেলিয়াছে। পরদিন
প্রাতে বায়সসমূহ অবশিষ্ট একটুকরা ঐ শবমাংস
দেখিতে পাইয়া তাহা চঞ্চুপুটে ধারণ করিয়া আকাশে
উড়ীন হয়। তাহার যদৃচ্ছাক্রমে উড়িতে উড়িতে
শিপ্রানদীর উপরে যখন আসিয়াছে, তখন সেই
মাংসখণ্ড লইয়া তাহাদের পরস্পর ঝগড়া উপস্থিত
হওয়ায় তাহাদের চঞ্চুপুট হইতে দৈবাৎ একটুকরা
মাংস ঐ শিপ্রাজলে পতিত হয়। পতিত হইবা-
মাত্র ঐ পুণ্যের কলে যমানয়গত নৃপ তৎকণাৎ শিব
হইলেন। তিনি ত্রিনেত্র, জটাজুটী, ব্যাজ্রাঘর-
পরিবৃত, শূলহস্ত, বৃষাক্রট, ভালচস্ত্র ও উমাপতি
হইলেন। যমদূতগণ ঐ আশ্চর্য্যরূপ দর্শন করিয়া
গণগণ কর্তৃক ধর্মিত ও তাড়িত হইয়া ধর্ম্ম-
রাজকে গিয়া বলিল,—মহারাজ ধর্ম্মরাজ! প্রণাম
হই; আশ্চর্য্যের কথা শ্রবণ করুন,—বৃষলী-
পতি, পাণিষ্ঠ অতিমন্দ দমন নামে কীকটদেশের
এক রাজা ছিল। ঐ রাজা ব্রহ্মহত্যা সদৃশ যাহা
কিছু পাপ আছে, তৎসমস্তই করিয়াছিল। ঐ রাজা

দ্যুতকোদানী বতব্যজতরঃ খলঃ। ২৬। যমদণ্ড-
পরঃ পানী অম্বাকং হর্ষবর্জনঃ। স কথং শিব-
রূপী স্মাৎ কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্। ২৭। যাবন্তঃ
পতিতাঃ পূর্বে পাপিনঃ সর্ক এব হি। কৃষ্ণেন
ভারিতাঃ সর্ক ব্রহ্মপুত্রার্থিনা তদা। ২৮। তদা-
প্রভাত সর্কানি কুণ্ডানি নরকস্ত বৈ। শুকাপি
চৈব দৃষ্টান্তে গ্রীষ্মাস্তে বৈ হৃদা যথা। ২৯। ন
চৈবার্ত্তরবং কিঞ্চিৎ শ্রয়তে তব মন্দিরে। অম্বাকং
জীবনং নাস্তি কিমুপায়ঃ বদস্ব নঃ। ৩০। এক
এবাগতো লোকৈ বৃত্তিদো নো যমাধিপ। সোহপি
শিবস্বমাপন্নঃ কস্মিন্নো জীব্যতে কথম্। ৩১।
ধর্ম্মরাজস্তদাশ্রিত্য কিঙ্করাণাং পরং বচঃ। চিরং
ধ্যাত্বা স্বকান্দো দেশকালোচিতং বচঃ। ৩২। ধর্ম্ম-
রাজ উবাচ। অয়তাং ভো গণাঃ সর্কৈঃ ক্ষতিরেকা-
গ্রমানসৈঃ। যেন পুণ্যপ্রভাবেন পাণিষ্ঠঃ শিবতাং
গতঃ। ৩৩। ভুবি পুণ্যতমে দেশে মহাকালবনে
ভূতে। শিপ্রানম সরিচ্ছ্রুতা সর্কপাপহরা পরা। ৩৪।
যেবাং শিপ্রোষকম্পর্শো জায়তে ভুবি কিঙ্করাঃ। ন
তেবাং পাতকং কিঞ্চিন্মতঃ শিবপুরং ব্রজেৎ। ৩৫।
মনসা বপুষা নচ পাপানি বিবিধানি চ। তৎকণাৎ

মর্যাদাভেদক, মূঢ় বর্ণাশ্রমবিরোধী, কুসঙ্গী, দ্যুতক,
উন্মাদী, ও খল ছিল। এইজন্য সে যমদণ্ডের উপ-
গুরু হইয়া আমাদের হর্ষবর্জন করিতেছিল! সে হঠাৎ
কি প্রকারে শিবরূপ ধারণ করিল। ইহাতে আমরা
যারপর নাই আশ্চর্য্যাবিত হইয়াছি। ১৫—২৭। পূর্বে
যখন একবার কৃষ্ণ এক ব্রাহ্মণপুত্রকে পুনর্জীবিত
করিবার জন্য যাবতীয় নরকপতিত পানীকে
উদ্ধার করিয়াছিল তদবধি নরককুণ্ড সকল গ্রীষ্ম-
কালের হৃদেই শুষ্ক রহিয়াছে। এখন আর
তোমার মন্দিরে পাণিগণের আর্ন্তনাদ শুনা যায়
না; আমাদের কাজ-কর্ম্ম কিছুই নাই; এখন
আমাদের উপায় কি বল। হে যমরাজ! আমা-
দের বৃত্তিপ্রদ একটি মাত্র পানী এখানে আগ-
মন করিয়াছিল, সেটিও আমাদের ভাগ্যদোষে
শিব হইয়া গেল; এখন আমাদের বৃত্তি বজায়
ধাকে কি প্রকারে? ধর্ম্মরাজ স্বীয় কিঙ্করগণের
বাক্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তার পর তাহা-
দিগকে দেশকালোচিত বাক্য বলিলেন,—হে কিঙ্কর-
গণ! যে পুণ্যপ্রভাবে ঐ পাণিষ্ঠ রাজা শিবরূপ
করিয়াছেন, তাহা অনন্তমনে শ্রবণ কর। কৃতলে
মহাকালবন নামে এক মঙ্গলময় পুণ্যতম ক্ষেত্র

শ্রবণং যান্তি শিপ্রাসরিষিবেবনাং । ৬৬ ।
 শিপ্রেতি যো ক্রতে যজ্ঞ কুজাপি মানবঃ ।
 শিবতাং যান্তি ন জানে স্নানজং ফলম্ । ৬৭ ।
 যজ্ঞ কীটপতঙ্গাশ্চ শিপ্রাবারিচরাশ্চ যে ।
 শিবপুরং যান্তি শিপ্রানীরনিবেবনাং । ৬৮ ।
 মহাপাপং যেহস্তে শিপ্রাতটং স্রিতাঃ ।
 কিনোহপ্যেতে স্ততা যান্তি শিবালয়ম্ । ৬৯ ।
 মাসি সস্ত্রাপ্তে নিমজ্জন্তি নরোত্তমাঃ ।
 নিরয়ং কিকিচ্ছিবরূপাশ্চরন্তি তে । ৭০ ।
 সেনাদ্রুতং মাংসং তস্ত রক্তং কৃতাগসং ।
 জলে ক্ষিপ্তং কা তজ্জ পরিদেবনা । ৭১ ।
 তড়াগাদি অধিকাধিকসংকলম্ ।
 নদীষু উজাগতে । ৭২ ।
 তস্মাদশগুণা তর্হি গোদা-
 পুণ্যা ততোহধিকা । তস্মাদশগুণা রে বা গঙ্গা

শিপ্রা-
 স এব
 ৩৭ ।
 যতাঃ
 হ্যাত্তজ
 হাপাত-
 মাধবে
 তেবাং
 বায়-
 প্রাগাধ-
 পীকুপ-
 পুণ্যং
 গোদা-
 বা গঙ্গা

পুণ্যা ততোহধিকা । তস্মাদশগুণা শিপ্রা পবিজ্ঞা
 পাপনাশিনী । ৭৩ । দমনস্ত শরীরস্ত মাংসং শিপ্রা-
 সমাগতম্ । তেন পুণ্যপ্রভাবেন শিবরূপধাত্রো-
 হতবৎ । ৭৪ । ক্লেদশা চ নদী রম্যা অবস্ত্যাং হ্রি
 বর্ততে । বাহুস্তি দেবতাঃ সর্কাস্তস্তা তুল্লভ-
 দর্শনম্ । ৭৫ । ধর্ম্মরাজবচঃ শ্রুত্বা গণা বিস্ময়
 মাগতাঃ । মনসা চ নিরাতঙ্কাঃ শিপ্রাং শরণ-
 মাগতাঃ । ৭৬ । সনৎকুমার উবাচ । তদাপ্রভৃতি
 বিখ্যাতা শিপ্রেয়ং পাপনাশিনী । গীয়তে চ
 পুরাণেষু যন্তা মহাশ্রাম্যমুত্তমম্ । ৭৭ । দমনস্ত চ
 নির্মুক্তিঃ শিপ্রামাহাশ্রাম্যমুত্তমম্ । যমদূতানাং সংবাদং
 শ্রুত্বা মুক্তির্ন সংশয়ঃ । ৭৮ ।

ইতি শ্রীকান্দে শিপ্রামাহাশ্রম্য পঞ্চাশো-
 হধ্যায়ঃ । ৫০ ।

আছে, ঐ ক্ষেত্রে সর্পপাপহরা শিপ্রা । নারী
 এক শ্রেষ্ঠা নদী বিরাজিতা । হে কি স্বরগণ !
 যাহাদের ঐ শিপ্রাজল স্পর্শ ঘটে, তাহাদের কিঞ্চি-
 ত্রাজ্ঞও পাতক থাকে না । অপিচ তাহারা শি বলোকে
 গমন করিয়া থাকে । শিপ্রা সরিষিমাত্র সেব নে কায়
 মন ও বাক্য দ্বারা যে সকল পাপ উপার্জন করা
 যায়, তাহা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে । : মানব যে
 কোন স্থানে থাকিয়া যদি “শিপ্রা শিপ্রা” এই
 কথা বলে, সে শিবহ্রলাভ করে ; কিন্তু তাহা র জলে
 স্নান করিলে যে কি হয়, তাহা আমি বর্ণন করিতে
 সক্ষম নহি । শিপ্রার কীট পতঙ্গগণও শিপ্রাবারি
 সেবন হেতু শিবলোকে গমন করিয়া থাকে ।
 অস্ত্রজ মহাপাপ করিয়া যে মানব শে ষ-দশায়
 শিপ্রাতট আশ্রয় করে, সে মহাপাতকী হইলেও
 জীবনান্তে শিবালয়ে গমন করিয়া থাকে ।
 বৈশাখমাসে শিপ্রাজলে অবগাহন করিলে নিরয়ে
 গমন করিতে হয় না, অপিচ শিবরূপ লাভ
 করিয়া জগতে বিচরণ করা যায় । পাতকী
 কীকটরাজের শবদেহের মাংস কাকে আনিয়া
 দৈবাৎ শিপ্রাজলে ফেলিয়াছিল, তাহাতে ই তিনি
 শিব হ্র লাভ করিয়াছেন ; আর শিপ্রার অগাধ
 জলে বিধিপূর্বক শবের দেহাংশ বিক্ষিপ্ত হইলে
 তাহার কলের কথা আর কি বলিব ? বাহী, কুপ,
 তড়াগাদি অধিকাধিক সংকলপ্রদ । তাহা হইতে
 নদীস্থানে দশগুণ অধিক ফল পাওয়া যায় । সাধা-
 রণ নদী হইতে তাপী দশগুণ অধিক পুণ্য পায়িনী ;
 গোদাবরী তাহা হইতেও অধিক ; রেবা

একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । পুণ্ড্র ব্যাস মহাবুদ্ধে শিপ্রা-
 মাহাশ্রাম্যমুত্তমম্ । যথামৃতভবা খ্যাতা পাতালে নাগ-
 সম্মতে । ১ । একদা ক্রোধে ভিক্ষার্থ নাগলোকে বৃহু-

গোদাবরী হইতেও দশগুণ অধিক পুণ্যদায়িনী ।
 শিপ্রা তাহা হইতেও দশগুণ অধিক পবিজ্ঞা ও
 পাপনাশিনী । দমনরাজার দেহাংশের সহিত শিপ্রা-
 সমাগম হওয়ায় ঐ পুণ্যপ্রভাবে তিনি শিব হ্র লাভ
 করেন । অবস্তীতে এইরূপ এক স্বমণীয় নদী
 আছে । দেবতাগণও ঐ তুল্লভ স্থানের দর্শন
 প্রার্থনা করেন । ধর্ম্মরাজের বাক্য শুনিয়া কিস্কর-
 গণ বিস্ময়াপন্ন হইল এবং তাহারা নিরাতঙ্কচিত্তে
 শিপ্রার শরণ প্রাপ্ত হইল । সনৎকুমার বলিলেন,—
 তদবধি শিপ্রা পাপনাশিনী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে ।
 শিপ্রার উত্তম মাহাশ্রম্য পুরাণসকলে গীত হইয়াছে ।
 যমদূত-সংবাদে দমন-নির্মুক্তিরূপ শিপ্রামাহাশ্রম্য শ্রবণ
 করিলে মুক্তি নিঃসংশয় জানিবে । ২৮—৪৯ ।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫০ ।

একপঞ্চাশ অধ্যায়

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব ! যে
 শিপ্রা পাতালে অমৃতভবা নামে খ্যাত হইয়াছে,
 তাহার মাহাশ্রম্য শ্রবণ করুন,—একদা বৃহুকিত রুদ্র

কিঃ। করে কপালমাদায় ভোগবত্যাঃ সমাগতঃ।
২। তিকাং দেহি বচো দীনং বাচয়িত্বা গৃহেগৃহে।
তিকা কেনাপি নো দত্তা ক্ষুধিতস্ত চ ধূর্জটেঃ। ৩।
তদা ক্রোধাতিরক্তাক্ষঃ শূলপাণিঃ ক্ষুধাদিতঃ। ভ্রাম-
য়িত্বা পুরীং সর্বাং শনৈর্বহির্বিনির্ঘয়ো। ৪। এক-
বিংশতিকুণ্ডানি পীযুষস্ত দ্বিজোত্তম। যত্র তিষ্ঠতি
সর্বাণি নাগলোকস্ত রক্ষণে। ৫। তত্র গহ্বা স
ভগবান্ শঙ্কুঃ সর্বাঙ্গসম্ভবঃ। অপিবন্তেজমার্গেণ
তৃতীয়েন চ শঙ্করঃ। ৬। রিক্তানি পীযুষকুণ্ডানি
কৃৎবা তত্রৈব সোখিতঃ। কম্পিতস্ত তদা লোকো
নাগানাং সর্বতোমুখম্। ৭। কস্তেদং কস্য কিং
জাতং সূখা যন্মাদিতো গতা। ইত্যাঙ্ক চৈব তে
সর্বে নাগা বাসুকিপুত্রোগমাঃ। ৮। মহদতি-
ক্রমণে শঙ্কঃ পুরাস্তে নির্যযুর্বহিঃ। কিং কুর্কাম ক
গচ্ছাম কস্তেদং হেলনং কৃতম্। ৯। যেনাস্মাকং
কোপিতেন হতং চামৃতমুত্তমম্। অস্মাকং জীবনং
তস্মাৎ কথং জীবাম পরগাঃ। ১০। ইতুঙ্ক
পরগাঃ সর্বে সস্ত্রীবাণপরিগ্রহাঃ। হরিঞ্চ জঘ্নুঃ
শরণং মনসা পরিশঙ্কিতাঃ। ১১। তেষামনুগ্রহা-
র্থায় বাণবাচাশরীরিণী। শ্রয়তামুরগাঃ সর্বে

কপালহস্তে তিকার্থ পাতালে গমন করিয়া ভোগ-
বতীতীরে উপস্থিত হন। তিনি তথায় গৃহে গৃহে
দীনভাবে তিকাটন করেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে
তিকা প্রদান করে না। তখন ক্ষুধার্ত শূলপাণি
ক্রোধকষায়িত-লোচনে সমস্ত পুরী ভ্রমণ করিয়া
ধীরে ধীরে পুরীর বহির্ভাগে আগমন করেন। এই
স্থানে নাগলোক-রক্ষিত একবিংশতিটি অমৃতকুণ্ড
আছে। ভগবান্ শঙ্কু দেখিবামাত্র তাহা তৃতীয়
নেত্র দ্বারা পান করিয়া ফেলিলেন। তিনি অমৃত-
কুণ্ডগুলিকে একবারে রিক্ত করিয়া উত্থিত হইলেন।
তখন নাগলোক যুগপৎ কম্পিত হইয়া উঠিল। এ
কাহার কস্য? কি হইল? আমাদের সূখা এখান
হইতে কোথায় গেল? এইরূপ বিতর্ক করিয়া
বাসুকি-প্রমুখ নাগগণ শঙ্কিতমনে পুর হইতে নির্গত
হইল। কি করি? কোথায় যাই? কাহাকে
আমরা অবহেলা করিয়াছি—যে কুপিত হইয়া
আমাদের এই অমৃত অপহরণ করিল? আমাদের
জীবন গতপ্রায়, আমরা কি প্রকারে জীবনধারণ
করিব? এই প্রকার খেদ করিয়া সপুত্র-কলত্র
নাগগণ হরিষ শরণ প্রাপ্ত হইল। তাহাদের প্রতি
অনুগ্রহ করিয়া এক অশরীরিণীবাক্ বলিল,—হে

সুখাভির্দেবহেলনম্। ১২। তিকার্থমাগতঃ শঙ্কুঃ
ক্ষুধার্তস্ত গৃহেগৃহে। বিদিত্বাতিথিবেলায়াঃ কপাল-
করতিঙ্করঃ। ১৩। দত্তা ন তিকা কেনাপি ভোগ-
বত্যাং পিনাকিনঃ। তদা বহির্গতো নাথঃ ক্ষুধিতো
ধর্মবিগ্রহঃ। ৪। তেন নষ্টা সূখা সর্বা কুণ্ডান্তে
পরগোত্তমাঃ যুগং প্রয়াত পাতালায়হাকালবনো-
ত্তমে। ১৫। তত্রৈকা বৈ সরিদ্ধেষ্ঠা শিপ্রানামেতি
বিক্রতা। ত্রৈলোক্যপাবনী হেবা সর্বকামকলপ্রদা।
১৬। যন্তা দর্শনমাতেঃ সর্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ।
তত্র গহ্বা ভবতিষ্ঠ স্নানং কার্য্যং যথাবিধি। ১৭।
ভজনং দেবদেবস্ত ততঃ পূজাঃ করিষ্যথ। ভজনা-
দেবদেবস্ত শিপ্রাসলিলমজ্জনাৎ। ১৮। ভবিষ্যতি
ততঃ সদাঃ সূখা লোকে পুরেব বঃ। ইতি সস্ত্রীয়া
ভাঙ্গাংস্ত্রৈলোক্যবাস্তবধীয়ত। ১৯। বাণীং ব্যাস
তদা দিব্যাং সহসা লোকসাক্ষিনীম্। জগদ্বে-
রিতাঃ বাণীং তথেষ্ট্যাক্ষা চ পরগাঃ। ২০। স্ত্রীবাণ-
বৃদ্ধসহিতা মহাকালবনং যযুঃ। তত্র গহ্বা দদৃশুস্তে
নদীং ত্রৈলোক্যবন্দিতাম্। ২১। সর্বত্র কুসুমা-
কীর্ণাঃ তত্র চ্ছায়াভিরাশ্রিতাম্। হংসকারওবাকীর্ণাঃ

উরগগণ!—তোমরা শ্রবণ কর; তোমরা দেব-
তাকে অবহেলা করিয়াছ। ভগবান্ শঙ্কু
অতিথি-বেলায় ক্ষুধার্ত হইয়া কপালহস্তে তিকার্থ
আগমন করিয়া তোমাদের গৃহে গৃহে পর্যটন
করেন। তোমরা কেহই তাঁহাকে তিকা প্রদান
কর নাহি। এজন্য এই ধর্মবিগ্রহ পুরবহির্গত
হইয়া ক্ষুধিত অবস্থায় সূখাকুণ্ড দর্শন করত তাহা
নিঃশেষে পান করিয়াছেন। তোমরা সকলে
পাতাল হইতে মহাকালবনে গমন কর। এই বনে
শিপ্রা নামে এক ঋষ্ঠা নদী আছে। এই নদী
ত্রৈলোক্য-পাবনী ও সর্বকামকলপ্রদা। উহার
দর্শনমাতে সর্বপাপ ক্ষয় হয়। এই নদীতে গমন
করিয়া তোমরা অবগাহন, ও তত্রত্য দেবদেবের
পূজা কর। দেবদেবের ভজনা ও শিপ্রা নদীতে
স্নান করিলে তোমাদের পুরে পূর্ববৎ সূখা হইবে।
এ বাণী এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অস্তহিতা
হইল। ১—১১। হে ব্যাস! নাগগণ তখন লোক-
সাক্ষিনী দেব-কথিতা দিব্যা বাণী শ্রবণ ও স্বীকার
করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মহাকাল বনে গমন
করিল। এই স্থানে গমন করিয়া তাহারা ত্রৈলোক্য-
বন্দিতা এই নদী দর্শন করিল। এই নদী সর্বত্র
কুসুমাবীর্ণা; উহা তরুচ্ছায়া-সমবিত্ত, হংসকারওবা-

মণিমুক্তাপ্রবালকাঞ্চ । ২২ । মণিসোপানরচিতাং
পদ্মখণ্ডমণ্ডিতা । সারং প্রাণৈঃ স্থিতা বিপ্রাঃ
সঙ্কোচপানভংগরাঃ । ২৩ । ঋষিষ্ট মহাভাগা
ভৃগুজিহ্বাসমুখ্যকাঃ । গন্ধর্ব্বাষ্টৈব তত্রৈব দেবর্ষি-
নারদাদয়ঃ । ২৪ । কলবশ্চ তথা দিত্যা হৃষিনৌ
মকুতস্তথা । ক্রদ্রাঃ সাধ্যাশ্চ দেবাশ্চ পিতরো
বিমলাশয়াঃ । ২৫ । উপাসতে চ শিপ্রাঃ
বৈ সঙ্ক্যাবেলাং সমাহিতাঃ । ঋষিপুত্রো মহা-
ভাগা দেবকস্তাপ্সরোগণাঃ । ২৬ । পতি-
ব্রতা মহাভাগান্ত্রৈব পতিভিঃ সহ । উপাসন্তে
সদাচার্য্য বর্ণাশ্রমপুরোগমাঃ । ২৭ । রাজর্ষয়ঃ
সমাসীনা নির্ঝাণপদবীঃ গতাঃ । সিদ্ধা যোগেশ্বর্য্যঃ
শাস্তাস্তাপসাঃ শংসিতব্রতাঃ । ২৮ । নানাদেশো-
ক্তবা লোকা যাজ্ঞিণঃ সমুপাগতাঃ । শিপ্রাকূলে
সমাসীনা নরনারীসমাহিতাঃ । ২৯ । কুরুতে তত্র
ধর্ম্মানি মহাদানানি সর্ব্বশঃ । এবহিধাং সমালোক্য
ব্যাস জৈলোক্যবন্দিতা । ৩০ । নদীঃ সুধাময়ীঃ
সর্গাঃ নাগাঃ পরমহর্ষিতাঃ । স্নানদানাদিকং কৃৎস্না
মহাদেবমুপাসিরে । ৩১ । বেদোক্তবিধিনা সর্ব্বৈ
ভক্ত্যা পরগসন্তমাঃ । পঞ্চাঙ্গপূর্ব্বকং স্নানং যক্ষ-
কর্ম্মমলেনম । ৩২ । অন্নানপঙ্কজাং মালাং নানা-

কীর্ণ, মণিমুক্তা-প্রবালময়ী, মণিময়-সোপানবিশিষ্টা,
ও পদ্মখণ্ডমণ্ডিতা । সঙ্ক্য-উপাসনাভংগর বিপ্র-
গণ সারং ও প্রাণতঃকালে ঐ স্থানে অবস্থিত থাকেন ।
ভৃগু, অজিরা প্রভৃতি মহাভাগ ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ,
নারদাদি দেবর্ষি, বশু, আদিত্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়,
মকুত, ক্রদ্র, সাধ্যদেব, ও বিমলাশয় পিতৃগণ
সঙ্ক্যাকালে সমাহিত হইয়া শিপ্রার উপাসনা করেন ।
মহাভাগা ঋষিপুত্রীগণ, দেবকস্তাগণ, ও অপ্সরা-
সমূহ এবং পতিব্রতাগণ পতির সহিত শিপ্রার উপা-
সনা করেন । বর্ণাশ্রমধর্ম্মী সদাচার রাজর্ষিগণ
শিপ্রা-সমীপে অবস্থান করিয়া নির্ঝাণ-পদবী প্রাপ্ত
হইয়াছেন । সিদ্ধ, যোগেশ্বর, শাস্ত ও শংসিতব্রত
ভাপসগণ, নানাদেশীয় অভ্যাগত নর-নারী—যাজ্ঞি-
গণ শিপ্রাকূলে সমাসীন হইয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম—মহা-
দানাদির অকুষ্ঠান করে । হে ব্যাসদেব ! এব-
হিধা জৈলোক্যবন্দিতা সুধাময়ী নদী দর্শন করিয়া
নাগগণ হস্তান্তকরণে স্নান-দানাদি সমাপনান্তে মহা
দেবের অর্চনা করিল । পরগসন্তমগণ ভক্তিপূর্ব্বক
বেদোক্ত বিধানে পঞ্চাঙ্গ স্নান, যক্ষ-কর্ম্মমলেন,

পুষ্পাকটৈস্তথা । বাসঃস্রগমলেনপনার্য্যৈশ্চন্দনৈ-
র্গন্ধধূপকৈঃ । ৩৩ । দীপদানাদিনৈবেদ্যস্তানুল-
মথ দক্ষিণাঃ । কর্পূরার্ভিকরাঃ সর্ব্বৈ মহাদেব-
মুপাগতাঃ । ৩৪ । ভতিমারেভিরে কর্পূঃ সুধাকামান্তদো-
রগাঃ । ৩৫ । সর্পা উচুঃ । নমোহনস্তায় বৃহতে
সর্ব্বদেব নমো নমঃ । চন্দ্রমৌলে নমস্তেহস্ত কপ-
র্দ্দিন পরমাত্মনে । বৃষধ্বজ নমস্তেহস্ত ত্রিশূলবর-
ধারিণে । ত্র্যম্বকায় নমস্তেহস্ত জটায়ুর্ভূটধারিণে ।
শেষহার নমস্তেহস্ত চিত্তাভ্যাম্বধারিণে । ৩৬ ।
কুন্তিবাস নমস্তেহস্ত গিরীশায় নমো নমঃ । ত্রিপুরর
নমস্তেহস্ত অরাস্তক নমোহস্ত তে । ৩৭ । যুগব্যাধ
নমস্তেহস্ত ঘনায় নমো নমঃ । শঙ্করাশ্রমমস্তেহস্ত
সর্ব্বকামকলপ্রদ । ৩৮ । সর্ব্বসাক্ষিনমস্তেহস্ত
সর্ব্বভূতাশয়াকুতে । সর্বাধার নমস্তেহস্ত সর্ব্বশক্তি-
ধরায় চ । ৩৯ । সর্ব্বভোগ নমস্তেহস্ত সর্ব্ববীজ-
সমুদ্ভব । দিব্যহাস নমস্তেহস্ত নমোহমৃতঅয় চ ।
৪০ । কাম্যকায় নমস্তেহস্ত সর্ব্বকামবরপ্রদ ।
নমঃ শিবায় শান্তায় পশুনাং পতয়ে নমঃ । ৪১ ।
নমো মূর্ডায় দান্তায় শাস্তরূপায় বৈ নমঃ । ৪২ ।
এবং প্রসাদিতো নাগৈর্ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ ।
প্রসন্নবদনো ভূত্বা প্রত্যক্ষঃ প্রাহ পরগান্ । ৪৩ ।
শ্রীমহাদেব উবাচ । শৃণুধ্বমুরগাঃ সর্ব্বৈ বচস্তথাং

বিকট কমলের মালা, বিবিধ পুষ্প, অকুত, বাস,
মালা, অম্ললেপন, চন্দন, গন্ধ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য,
তানুল, দক্ষিণা, ও কর্পূরের নীরাঞ্জনা দ্বারা দেব-
দেবের উপাসনা করিয়া সুধাকামী হইয়া এই বলিয়া
ভাঁহার স্তব করিতে লাগিল ; যথা—হে অনন্ত, বৃহৎ,
সর্ব্বদেবময় ! আপনাকে নমস্কার—নমস্কার । হে
চন্দ্রমৌলি, কপর্দ্দিন, পরমাত্মন, বৃষধ্বজ, ত্রিশূলবর-
ধারিন ! আপনাকে নমস্কার । হে ত্র্যম্বক, জটায়ু-
ভূটধারিন, শেষহার, চিত্তাভ্যাম্বদ্বজ, কুন্তিবাস,
গিরিশ ! তোমাকে নমস্কার—নমস্কার । হে ত্রিপুরর,
অরাস্তক যুগব্যাধ, ঘনায়, শঙ্কর, আশ্রম,
সর্ব্বকামকলপ্রদ, সর্ব্বসাক্ষিন, সর্ব্বভূতাশয়াকুতে,
সর্বাধার, সর্ব্বশক্তিধর, সর্ব্বভোগ, সর্ব্ববীজ-
সমুদ্ভব, দিব্যহাস, অমৃতঅব, কাম্যকাম, সর্ব্ব-
কামবরপ্রদ ! আপনাকে নমস্কার—নমস্কার ।
হে শিব, শান্ত, পশুপতি, মূর্ড, দান্ত, শাস্ত-
রূপ ! আপনাকে নমস্কার—নমস্কার । ২০—৪২ ।
ভগবান্ বৃষভধ্বজ নাগগণ কর্তৃক এইরূপে প্রসাদিত
হইয়া প্রসন্নবদনে তাহাদের সাক্ষাভ্যুত হইলেন

বদামি বঃ । নাগলোকে পুরা নিত্যং ভিক্ষাৰ্হ চাগতোহম্যহম্ । ৪৪ । গৃহেগৃহে ভোগবত্যাং ব্যচরৎ কুধিতো ভৃশম্ । কপালঃ চ করে কুহা ধুহা কহাঃ সূচীৰকাম্ । ৪৫ । অপ্রাপ্তভিক্ষো ভিক্ষার্থী পুনরাগাং ততো গৃহম্ । তেন পাপপ্রসঙ্গেন সূধা নষ্টা চ বঃ স্থলাৎ । ৪৬ । কিঞ্চিপুণ্যপ্রসঙ্গেন মহাকাল-বনোন্তমে । যুগং প্রাপ্তা মহাতাগা হিহা নাগালয়ো-ক্তমম্ । ৪৭ । আবালবৃদ্ধেঃ সস্ত্রীভিদৃষ্টা শিপ্রা সরিহরা । যন্তা দৰ্শনমাত্ৰেণ সূনিপ্পাপোহম্যহং পুরা । ৪৮ । শিপ্রায়াঃ স্নানজং পুণ্যং বক্তুং শক্তো ন কৌদৃশম্ । দৰ্শনাজ্জায়তে শত্ৰুভুৎকণাভুবি পরগাঃ । ৪৯ । যস্মাৎ স্নানং কৃতং সৰ্বৈঃ শিপ্রায়াঃ পরগোস্তমৈঃ । তেন পুণ্যপ্রভাবেন সূধাষ্ট বো গৃহেগৃহে । ৫০ । নীহা শিপ্রোদকং পুণ্যং কুণ্ডেযু পরিষিক্তত । তেনৈতানি চ কুণ্ডানি অমৃতাত্তৈক-বিংশতিঃ । ৫১ । সম্পূর্ণানি ভবিষ্যন্তি হিরণি পন্নগোস্তমাঃ । তথৈতু্যক্তা চ তে সৰ্বৈ ধুহা শিপ্রোদকং কটৈঃ । ৫২ । গতাস্তে বৈ স্বকং লোকং নমস্কৃহা মহেশ্বরম্ । ততঃ প্রভৃতি সা শিপ্রা নাগলোকেহমৃতোত্তবা । ৫৩ । সৰ্বলোকেষু বিখ্যাতা

ব্যাস শিপ্রামৃতোত্তবা । যে তু তস্তাঃ প্রকুৰ্বন্তি নরাঃ স্রমাদিকং ভুবি । ৫৪ । ন তেবাং হৃদ্ধতং কিঞ্চিরাপদো ন চ হৃগতিঃ । ন বিয়োগো ভবেত্তেবাং পুত্ৰদারাদিকৈঃ কদা । ৫৫ । ন চ মিজাণি হব্যন্তি ন দেহগা ন দরিদ্রতা । কথাঃ পাপহরাঃ পুণ্যাঃ সৰ্বকামবরপ্রদাঃ । পঠনাক্কুবণাখাপি গোসহস্রকলং লভেৎ । ৫৬ ।

ইতি জীকান্দ শিপ্রামাহাষ্মেহমৃতোত্তবানামকথা বৰ্ণনং নাট্যৈকপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ । ৫১ ।

দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । ভূয়ঃ শৃণু মহাতাগ শিপ্রামাহাষ্মমুক্তমম্ । যন্ত অবণমাত্ৰেণ হমমেধকলং ভবেৎ । ১ । শিপ্রা চ সৰ্বতঃ পুণ্যা পবিজা পাপহারিণী । অবস্ত্যাং চ বিশেষেণ শিপ্রা চোত্তর-বাহিনী । ২ । তথাপি তৎসমুৎপত্তিঃ বিস্তরাদদতো মম । যথা বারাহতনয়া বিকুদেহোত্তবা শিবা । শৃণু ব্যাস মহাপুণ্যাং কথাং পৌরানিকীঃ শুভাম্ । পুরা মহাসুরো জাতো হিরণ্যাক্ষো মহাবলঃ । ৩ ।

বলিলেন,—হে উরগগণ! আমি তোমাদিগকে তথ্য বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর,—পূৰ্বে আমি নাগ-লোকে ভিক্ষার্থ গমন করিয়া কুহার জালায় গৃহে গৃহে কপালহস্তে বিচরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু কোথাও ভিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া অবশেষে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। সেই পাপপ্রসঙ্গে তোমা-দের সূধাস্থল হইতে সূধা নষ্ট হইয়াছে। তোমাদের কিঞ্চিপুণ্য ছিল, তাই তোমরা নাগলোক পরিত্যাগ করিয়া মহাকালবনে আগমন করিয়াছ। তোমরা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সরিহরা শিপ্রা দৰ্শন করিলে—যাহার দৰ্শনে পূৰ্বে আমি নিষ্পাপ হইয়াছিলাম। শিপ্রায় স্নান করার ফল আমি বলিতে সক্ষম নহি; ইহার দৰ্শনে তৎক্ষণাৎ শিবস্থলাভ হয়। তোমরা যখন শিপ্রায় স্নান করিয়াছ, তখন তোমাদের ঐ পুণ্যের ফলে গৃহে গৃহে সূধা হইবে। তোমরা শিপ্রাবারি লইয়া গিয়া কুণ্ডে কুণ্ডে সিক্তন কর। তাহাতেই তোমাদের ঐ একবিংশতি সূধাকুণ্ড সূধা দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে। তাহা শুনিয়া নাগগণ শিপ্রাবারি গ্রহণ করিয়া মহাদেবকে নমস্কারপূৰ্ব্বক স্বীয় লোকে গমন করিল। তদবধি ঐ শিপ্রা নাগলোকে

অমৃতোত্তবা নামে খ্যাত হইয়াছে। হে ব্যাসদেব! অপরাপর সমস্ত লোকেও শিপ্রা অমৃতোত্তবা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে নরগণ শিপ্রায় স্নানাদি করে, তাহাদের হৃদ্ধত, আপদ, হৃগতি, পুত্ৰদারাদির সহিত বিয়োগ, মিত্রদোষ, রোগ, ও দরিদ্রতা এ সকল কিছুই হয় না। শিপ্রার পাপহরা বরপ্রদা কথা পাঠ ও শ্রবণ করিলে গোসহস্র দানের ফল লাভ হইয়া থাকে। ৪৩—৫০।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫১ ।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

সনৎকুমার বলিলেন,—হে মহাতাগ! পুনরায় শিপ্রামাহাষ্ম শ্রবণ করুন,—যাহা শ্রবণ করিলে অশ্বমেধ-ফল লাভ হয়। শিপ্রা সকল স্থানেই পাপহারিণী, বিশেষতঃ অবতীতে উত্তর-বাহিনী শিপ্রা অত্যন্ত পাপহারিণী। যেভাবে এই বরাহ-তনয়া শিবা শিপ্রা বিকুদেহোত্তবা হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট হইতে বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করুন। হে ব্যাসদেব! আপনি এই মহাপুণ্য পৌরানিকী শুভ কথা জ্ঞাত হউন। পূৰ্বে হিরণ্যাক্ষ নামে

স চেমাং সকলাং পৃথ্বীং বশীকৃত্য চকার ২। রাজ্যং
চ সার্কভৌমানাং দানবৈশ্চ হ্রাস্তাভিঃ ৩। জিহ্বা
চ সকলান্নৌকান্ অরানিস্রপুৰোগমান্। দিকপালান্
বহুপালাংশ্চ তিরস্কৃত্যসুরাধিপঃ ৬। স সর্কান
সর্কলোকৈত্যঃ স্বয়মেবাধিত্তি। স্বর্গাধিরাকৃত্যঃ
সর্কৈ তেন দেবগণা ভুবি ৭। বিচরন্তি যথা
মর্ত্যা ভট্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ। অলকশরণাঃ
সর্কৈ ব্রহ্মাণঃ শরণং যযুঃ ৮। তত্র গত্বা নমস্কৃত্য
দৈত্যকৃত্যঃ ভবেদয়ন। ভগবন্ কিমিদং কার্যং
ভবতা পরমেষ্ঠিনা ৯। যেন দেবগণাঃ সর্কৈ
নষ্টপ্রায়াশ্চ তৎকণাৎ হিরণ্যাক্ষেণ দৈত্যেন
হৃতঃ স্বর্গমকটকম্ ১০। যজ্ঞভাগাংশ্চ বৈ সর্কান্ন-
পান্নাতি পৃথক্ পৃথক্। কেনোপায়েন জীবাম কথং
তিষ্ঠাম হুতলে ১১। ইতি বিক্ৰবিতং তেষাং
দেবানাং স পিতামহঃ। উবাচ বচনং রম্যং তৎ-
কালসমযোচিতম্ ১২। ব্রহ্মোবাচ। শৃণুধ্বং ভোঃ
পুত্রশ্রেষ্ঠা যুয়ং সর্কৈ সমাহিতাঃ। পুরাণং পার্শদশ্রেষ্ঠো
দ্বারপালঃ সমাহিতঃ ১৩। বৈকুণ্ঠভবনে রম্যে

এক মহাবল অশুর ছিল। ঐ অশুর
পৃথিবী বশীকৃত করিয়া সার্কভৌম লাভ করে।
হিরণ্যাক্ষ, হ্রাস্তা দানবগণের সহিত সর্কলোক,
ইন্দ্রাদি দিকপাল, ও বহুপালগণবে তিরস্কৃত ও
জয় করিয়া আধিপত্য লাভ করে। সে সকল
লোক হইতে সর্ক বস্তু অধিকার করিয়া আনে
এবং স্বর্গ হইতে দেবগণকে নিরাকৃত করে।
দেবগণ তৎকর্তৃক নিরাকৃত ও ভট্টরাজ্য হইয়া
হুতলে মর্ত্যগণের স্তায় বিচরণ করিতে লাগিলেন।
ঐ অবস্থায় তাঁহারা কাহাকেও শরণ লাভ করিতে
না পারিয়া ভগবান্ বিধাতার শরণ লইলেন।
বিধাতার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা
নমস্কারপূর্বক দৈত্যকৃত্য নিবেদ্য করিলেন—
হে ভগবন্ পরমেষ্ঠিন্! আমরা কি করিব?
দেবগণ বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে। হিরণ্যাক্ষ দৈত্য
আমাদের নিষ্কণ্টক রাজ্য—স্বর্গ—জয় করিয়া
লইয়াছে। সে আমাদের পৃথক পৃথক যজ্ঞভাগ
হরণ করিয়াছে। আমরা আর কি উপায়ে জীবন-
ধারণ করিব? হুতলে বাসই বঁ আমরা কি
প্রকারে করি? পিতামহ দেবগণে এই কাত-
রোক্তি শ্রবণ করিয়া তৎকালোচিত রমণীয় বাক্য
বলিলেন;—হে সুরগণ! সমাহিতভাবে শ্রবণ
করুন,—পূর্বে এই অশুর হিরণ্যাক্ষ অতুলভেজা

বিকোরতুলভেজসঃ। জয়োনাম মহাবাহর্কিজয়েন
সমধিতঃ ১৪। দাবেব সচিবৌ দাত্তৌ বিষ্ণুবেষ-
ধরাবুভৌ। আন্তয়ষ্টী চ বিক্রান্তৌ দ্বারে সন্তিষ্ঠতঃ
সদা ১৫। একদা বৈ মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মণো
মানসান্বজাঃ। শৈবঃ চরন্তো লোকানাং বিকোর্ভবন-
মাগতাঃ ১৬। সনকাদযৌ মহাভাগা ভগবদর্শন-
লালসাঃ। তাভ্যাং নিবারিতাঃ সর্কৈ পেতুর্কৈ
ধরণীতলে ১৭। মুমূহুশ্চ তদা ব্যাস কুমারা ভূশ-
হুখিতাঃ। ততোহগাং মহাবাহর্ভগবান্ কমলেক্ষণঃ ১৮।
দদর্শ সহসা বিষ্ণুঃ কুমারান্ ভুবি হুখিতান্ উখা-
প্যাক্ষং সমারোপ্য সশ্বজে মধুসূদনঃ ১৯। মুর্দ্ধি চাভ্রায়
বাহুভ্যাং পরিষজ্য হ্যবাচ হ। কশ্মাদ্বঃ কশ্মল-
মিদং কেনাপি হুখিতা ভূশম্ ২০। সর্কং তৎ-
কারণং বালা ক্রত নো ধর্ম্যবিত্তমাঃ ২১। কুমারা
উচুঃ। অয়তাং ভো মহারাজ অশ্মাকং হুখমী-
দৃশম্। যেন প্রাপ্তা বয়ং ব্রহ্মন্ দশামেতাং শৃণু
হ ২২। আয়াতা ভ্রাতবোহেতে চহারৌ লোক-
পর্যটনাঃ। দর্শনার্থং রমানাথ সাভিলাষাঃ শুচাদিতাঃ।

বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠভবনে দ্বারপাল ছিল। ইহারা দুই-
জনই দ্বারপালই নিযুক্ত ছিল। একের নাম জয়
ও অন্যের বিজয়। এই দুইজনই প্রধান দ্বারপাল
ছিল। ইহাদের বেশ ছিল,—বিষ্ণুর মত। এই
মহাবলদ্বয় যষ্টি গ্রহণ করিয়া সর্কদা দ্বাররক্ষা করিত।
একদা ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি মহাভাগগণ
ভগবদর্শন-মানসে বিষ্ণুভবনে আগমন করিয়া
দ্বারদেশে ঐ রক্ষদ্বয় কর্তৃক সবলে নিবারিত
হইয়া হুতলে পতিত হন ১—১৭। পতিত
হইয়া তাঁহারা অতি হুখে মুচ্ছিত হইয়া
পড়েন। ঐ সময় ভগবান্ কমলাক্ষ ঐ স্থানে
আগমন করিয়া সহসা কুমারগণকে দ্বারে পতিত
ও নিতান্ত হুখিত দর্শন করেন। তথাবিধ অব-
লোকন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে স্বীয় কোড়ে
উঠাইয়া লইয়া সশ্বজে আলিঙ্গন ও মন্তকাস্ত্রাণ
করেন। বাহুগলে আলিঙ্গন করিয়া তিনি
তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎসগণ! কি
জন্ত তোমাদের এই কষ্ট? কে তোমাদিগকে
এরূপ দশায় উপনীত করিল? হে পুত্রগণ!
তাহা তোমরা বল। কুমারগণ বলিলেন,—হে
মহারাজ! আমরা যেক্রমে এই দশা প্রাপ্ত হই-
লাম এবং আমাদের হুখ যেক্রমে তাহা শ্রবণ করুন,
—আমরা চারি ভ্রাতায় লোক পর্যটন করিয়া
একান্ত অভিলাষ হওয়ায় আপনাকে দর্শন করিবার

৩২ । সর্গোন্নরাকৃতাঃ সর্বে ব্রহ্মরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ ।
 বিচরন্তি যথা মর্ত্যাস্তেন দেবগণা ভুবি । ৩৩ ।
 স্বধাক্ষো বযহ্কারঃ স্বাহাকারো ন দৃশ্যতে ।
 দেবপুংস্কার্চনং নাস্তি ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ । ৩৪ ।
 নৈব তীর্থং প্রকাশেত পুণ্যান্ভায়তনানি চ ।
 আশ্রমৈশ্চ সর্বেষু ঋষীণাং চ মহাশ্রবণম্ । ৩৫ ।
 উদ্বৃষ্টং চ প্রকুৰ্ব্বন্তি হৃষ্টদৈত্যৈঃ প্রহারিণঃ ।
 বর্ণাশ্রমবিভাঃ ধর্ম্মাঃ স্ত্রীণাং চৈব সুনীলতা । ৩৬ ।
 উচ্ছিন্না হি তদা জাতাস্তস্মিন রাজি হুয়াস্তনি ।
 হৃষ্টাচায়া হুয়াস্তানো মাগিনো বহুমানিনঃ । ৩৭ ।
 পার্থিৱানোহপরাক্রান্তাঃ সর্বে ধর্ম্মবহির্মুখাঃ ।
 পশুধনমিতাঃ সর্বে সর্বে ব্রহ্মেতিশঃসিনঃ ।
 ৩৮ । বহুল্পেচ্ছা বহুল্পেশা বহুবাধাবানী কৃতা ।
 কো বেদাদঃ কা স্মৃতিঃ পুণ্যা কো যজ্ঞঃ কা চ দক্ষিণা ।
 ৩৯ । তমৌভূতং জগৎ সর্বং দৃশ্যাস্তে বসুধাতলে ।
 এবং ব্যাস যদা জাতং হৃষ্টং সর্বং জগদ্রয়ম্ ।
 ৪০ । যদা যদা হি ধর্ম্মস্ত গানির্ভবতি ভারত ।
 অভ্যুৎপাদনমধর্ম্মস্ত তদাত্মনঃ সজ্জামাহম্ । ৪১ ।
 ইতি ব্রাহ্মা-মহাবিশ্বকর্মায়াং বপুরাণবান্ । দধায়

তাঁহাতে 'র রাজ্য অধিকার করে। তাহাতে দেব-
 গণ হইতে নিরাকৃত ভট্টরাজ্য ও পরা-
 জিত হইয়া মর্ত্যগণের স্বায় ধরণীতলে বিচরণ
 করেন। তখন স্বধাকার, বঘট্কার, ও স্বাহাকার
 দৃষ্ট হইত না; ব্রাহ্মণেরও দেবপূজা ছিল না; তীর্থ-
 প্রকাশিত হইত না; পুণ্যায়তন দেখা যাইত না;
 মহাশ্মাশ্রমের আশ্রম, দৃষ্ট দৈত্যগণ প্রহার
 করিয়া শূন্য করিয়াছিল। তখন বর্ণাশ্রমাদিগের
 ধর্ম ও ক্রীড়ার সূচীলতা উচ্ছিন্ন হইয়াছিল। সেই
 দৈত্য রাজ্য হইলে লোক সকল এইরূপ
 হইয়াছে। ঐ সময় লোক সকল কদাচার, দুরাশ্রম,
 যাদুবাণী, পামণ্ডা, অপরাক্রান্ত, ধর্মবাহঁত, ও
 পশুধর্ম রত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন সকলে "ব্রহ্ম-
 লিঙ্গ" ব্রহ্মাণ্ড মূখে মাত্র ব্রাহ্ম ধর্ম খ্যাপন
 করিয়া আকার্য্য-কুকার্য্য কিছুই বিবেচনা করিত না।
 তখন ব্রহ্মাণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল। পৃথিবী ক্লেশ-
 বহন হইয়া উঠিয়াছিল। তখন কি বেদ—বি-
 স্মৃতি—কি পুণ্য—কি যজ্ঞ—কি দক্ষিণা—এমন বি-
 সমস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হে ব্যাস-
 দেব! তখন জগদ্রম এইরূপে দৃষ্টভাবাপন্ন হইল
 যখন যখন ধর্মের মানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়
 তখন তখন আমি জগৎপ্রদর্শন করিয়া থাকি। ঐ

লীলায়া দিব্যং বেতসীপোপমং শুভম্ । ৪২ । যুপ-
দংষ্ট্রো হবির্গন্ধো বীজৌষধিতনুহঃ । বেদপাদঃ
ওচিদণ্ডী জিহ্বাগিষ্ঠানুকাহতিঃ । ৪৩ । অস্ত্রাস্ত্র-
কচাদাঢ্যো যজ্ঞকায়ঃ সূদক্ষিণঃ । উদগানযুধুরো-
মাদো বিহার ঋত্বিজাকৃতিঃ । ৪৪ । হোত্রাসপরো
দক্ষসদস্তাবয়বঃ স্মৃতঃ । পুচ্ছকর্শ্মাশনো নিত্যঃ
যজমানশ্রুমানদঃ । ৪৫ । বেদিপবনসংস্তারো ব্রহ্মা-
ধ্বৰ্য্যবনাকরঃ । লোককল্পো লোকসাকী পরাবর-
বহঃ ওচিঃ । ৪৬ । আদ্যঃ পুরুষ ঙ্গণানঃ পুরুহুতঃ
পুরুষ্টুতঃ । তেনাসৌ নিহতো দৈত্যো হিরণ্যাক্ষো
হুয়াসদঃ । ৪৭ । সংগ্রামান্ অবহুন্ কৃত্বা বহুকষ্টেন
বিফুনা । দৈত্যেন পীড়িতা পৃথ্বী রসাতলতলঙ্গতা ।
৪৮ । উদ্ধৃতা চ বরাহেণ দংষ্ট্রয়া চন্দ্রেথয়া
হতান্তে দানবাস্তে সর্বে শেবাঃ পাতালিমায়ুঃ । ৪৯ ।
ববুঃ পুণ্যাস্থখা বাতাঃ স্প্রশ্তোহুর্ভূদিবাকরঃ ।
জজলুচ্চায়ঃ শাস্তাঃ শাস্তা দিগ্জানিতম্বনাঃ । ৫০ ।
সরিতো মার্গবাহিন্তঃ সাগরাঃ প্রকৃতিং গতাঃ । দৃষ্ট্বা
দেবোহবিলং ব্যাস প্রসন্নাত্মা বভূব হ । ৫১ ।
বারাহমূর্তির্ভগবান্ সর্বকামকলপ্রদঃ । আনন্দ-
নির্ভরো দেবো হতদৈত্যো বরপ্রদঃ । ৫২ । তস্তাপি

বলিয়া বিফু লীলাক্রমে বেতসীপোপম বরাহ-
শরীর ধারণ করিলেন । তাঁহার ঐ বপু যুপদংষ্ট্র,
স্বতগন্ধ, বীজ ও ঔষধিরূপ রোমবিশিষ্ট, বেদপাদ,
ওচি, দণ্ডী, জিহ্বাগিষ্ঠানুকাহতি, যজ্ঞকায়, সূদক্ষিণ,
উদগান, যুধুরনাদী, ঋত্বিজাকৃতি, হোত্রাসপর,
দক্ষসদস্তাবয়ব, পুচ্ছকর্শ্মাশন, যজমান-মানদ, বেদি-
পবন-সংস্তার, ব্রহ্মাধ্বর্য্য, বনাকর, লোককল্প, লোক-
সাকী, পরাবরবহ, ওচি, আদ্যপুরুষ, ঙ্গণান, পুরুহুত
ও পুরুষ্টুত । ঐ বিফুই বহু সংগ্রাম করিয়া বহুকষ্টে
হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে নিহত করেন । পৃথিবী ঐ
দৈত্যের পাপভারে আক্রান্ত হইয়া রসাতল-তলে
গমন করিয়াছিলেন । জ্যোৎস্নাধবল দস্ত দ্বারা
বরাহ তাঁহাকে উদ্ধার করেন । হিরণ্যাক্ষ তাঁহা কর্তৃক
নিহত হইলে অবশিষ্ট দানব পাতালতলে গমন
করে । তখন পুণ্য বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল ;
দিবাকর স্প্রশ্ত হইলেন ; শাস্ত অগ্নি প্রজলিত
হইল ; দিক্ সকলের হাহাকার নিবৃত্ত পাইল ;
সরিত্ সকল স্বপথে প্রবাহিত হইল, এবং সাগর
প্রকৃতিগত হইল । হে বরাসদেব ! দেব তখন ভাষা
দর্শন করিয়া প্রসন্ন হইলেন । সর্বকাম-কলপ্রদ
ভগবান্ বরাহমূর্তি দৈত্যকে নিহত করিয়া আনন্দ-

হৃদয়াজাতা নদী হেবা সনাতনী । আনন্দজল-
সম্পূর্ণা সর্বানন্দবরপ্রদা । ৫৩ । বহুবোজনবিস্তারী
বহলা কামচারিণী । পদ্মাকরসমাকীর্ণা হংসকারণ-
সঙ্কুলা । ৫৪ । সরলা তরলচ্ছায়া যক্ষগন্ধর্ব-
সেবিতা । কিররীগীয়মানা চ গীয়মানা ধগালিভিঃ ।
৫৫ । অঙ্গরোত্তিনৃত্যমানা স্তম্ভমানা মহর্ষিভিঃ ।
হুয়মানা হত্যাগিভী রাজর্ষিভিঃ সমাপ্রিতা । ৫৬ ।
তুঙ্গস্তনতরাক্রান্তযোষিভিঃ ক্রীড়িতান্তরা । কচিৎ
করিবরান্দোষ্টৈ রম্যমাণা বিরাজিতা । ৫৭ । বেদ-
বিদ্বিদ্ধিজৈঃ সেবায়া ঋষিভিঃ সংশিতাভিঃ । সর্বদা
সর্বকালে চ সিদ্ধৈঃ সিদ্ধিপ্রদা নৃণাম্ । ৫৮ । মহা-
কালবনে রম্যো রম্যা পদ্মাবতী পুরী । সুন্দর
কুণ্ডমপরং রম্যং প্রাচীনকং শুভম্ । ৫৯ । যত্র
স্নাত্বা নরা যান্তি শিবলোকং সনাতনম্ । যত্র নীলা
পর্য্যাস শিপ্রা বৈ লোকপাবনী । ৬০ । বারাহেণ
কৃতং সর্বং হৃষ্টদৈত্যানিবর্হণম্ । তেন দেবা নিরা-
তঙ্কাঃ কৃত্বা বারাহমূর্তিনা । ৬১ । কৃতপ্রাজ্ঞনয়ঃ
সর্বে দেবা ইন্দ্রপুৰোগমাঃ । স্ততিং কৃত্বা মহা-

ভরে বরপ্রদ হইলেন । তাঁহারই হৃদয় হইতে
এই সনাতন নদী প্রাভূত হয় । ঐ নদী
আনন্দ-জল-সম্পূর্ণা, সর্বানন্দবরপ্রদা, বহুবোজন-
বিস্তারী, বহলা, কামচারিণী, পদ্মাকর-সমাকীর্ণা,
হংস-কারণ-সঙ্কুলা, সরলা, তরলচ্ছায়া ও যক্ষ-
গন্ধর্ব-সেবিতা । কিররীগণ ঐ নদীতীরে গান
গাহিয়া বেড়ায় ; পক্ষিকুল ঐ নদীকূলজাত তরু-
রাজিতে অনবরত কুজন করে ; অঙ্গরোগণ
ঐ নদীতীরে নৃত্য করিতে করিতে বিচরণ করে ;
মহর্ষিগণ ঐ নদীতে স্নান, হোম, ও স্তবপাঠ
করেন ; রাজর্ষিগণ ঐ নদীকূলে বাস করিয়া-
থাকেন ; তুঙ্গস্তনভারাক্রান্ত রমণীগণ উহার
জলে ক্রীড়া করে ; কখন কখন করিগণ ঐ নদীর
জলে খেলা করে ; বেদবিদ্বিজগণ ও সংশিতা
ঋষিগণ সমদা ঐ নদীর সেবা করিয়া থাকেন ;
এবং সিদ্ধগণও ঐ স্থানে বাস করেন ; রম্য
মহাকালবনে রমণীয়া পদ্মাবতী পুরী এবং এক
সুন্দর কুণ্ড আছে—যেখানে স্নান করিয়া নরগণ
সনাতন শিবলোকে গমন করিয়া থাকে । ঐ স্থানেই
লোকপাবনী নীলা শিপ্রানদী বিরাজিতা । ১৮—৬০ ।
ভগবান্ বরাহদেব সমস্ত হৃষ্ট দৈত্যের উচ্ছেদ-
সাধন করেন । তাহাতেই দেবগণ নিরাতঙ্ক হন ।
তখন ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ কৃতাজলিপুটে এই বলিয়া

বিকোঃ সততঃ পুরতঃ স্থিতাঃ ॥ ৬২ ॥ দেবদেব
জগন্নাথ পুণ্যশ্রবণকীৰ্ত্তন । কিং দানং কিং তপঃ
পুণ্যং কিং তীৰ্থং কা চ দেবতা ॥ ৬৩ ॥ যেন পুণ্য-
প্রভাবেন পুনঃ স্বর্গো হুবাশ্র্যতে । এতন্নিশ্চিত্য
নো জাহি সৰ্ব্বং শুভতরং বিভো ॥ ৬৪ ॥ বিষ্ণুকবাচ ।
শৃণুঃ তোঃ সুরাঃ সৰ্ব্বে যুস্মাকং সিদ্ধিকারণম্ ।
শুভাদ্ভুতরং পুণ্যং মহাকালবনং শুভম্ ॥ ৬৫ ॥
যম দেহোভবা শিপ্ৰা যত্র নীলা পয়স্বিনী । নীলগঙ্গা
সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যত্র প্রাচী সরস্বতী ॥ ৬৬ ॥ পুষ্করং চ গয়া-
তীৰ্থং পুষ্করোত্তমসরঃ শুভম্ । তত্রৈব গচ্ছত কিপ্রং
পুনর্লোকানবাশ্র্যথ ॥ ৬৭ ॥ ইতি জহা পরং
বাক্যং দেবদেবজগদ্ভরোঃ । তত্র দেবগণাঃ
সৰ্ব্বে ব্রহ্মশক্রপুরোগমাঃ ॥ ৬৮ ॥ মহাকালবনে
রম্যে যত্র শিপ্ৰা সরিচ্ছরা । স্নানদানাদিকং
কৃৎবা শ্রাদ্ধং কৃৎবা যথোচিতম্ ॥ ৬৯ ॥ তেন
পুণ্যপ্রভাবেন স্বকামলোকান গতাঃ সুরাঃ । এবং
ব্যাস সমাখ্যাতা শিপ্ৰা নৈ লোকপাবনৌ ॥ ৭০ ॥
জাতং সরো বরাহস্ত বিকোরতুলভেজসঃ । যন্ত
দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ॥ ৭১ ॥ অত্র

মহাবিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন,—হে দেবদেব
জগন্নাথ, পুণ্যশ্রবণ-কীৰ্ত্তন ! কি দান প্রভাবে
কি তপস্তা প্রভাবে—কি পুণ্য প্রভাবে—কি তীর্থ
প্রভাবে—কি দেবতাপ্রভাবে—কাহার প্রভাবে
আমরা পুনরায় স্বর্গলাভ করিব ? ইহা আপনি
আমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলুন । বিষ্ণু
বলিলেন,—হে সুরগণ ! তোমাদের সিদ্ধি-কারণ
শ্রবণ কর ; উহা শুষ্ক হইতেও শুভতর, পুণ্য
শুভ মহাকালবন এবং আমার দেহোভবা শিপ্ৰা—
যেখানে পয়স্বিনী নীলগঙ্গা, সরিৎ-শ্রেষ্ঠা প্রাচী,
সরস্বতী, পুষ্কর, গয়াতীর্থ ও পুষ্করোত্তম সরোবর
বিরাজিত, সেই স্থানে—মহাকালবনস্থিত শিপ্ৰা
নদীতে স্নান গমন কর ; তাহাতে তোমরা
তোমাদের দ্রুত লোক প্রাপ্ত হইবে । বিধাতৃ-
প্রসূত দেবগণ তখন দেবদেব জগদ্ভরুর বাক্য
শ্রবণ করিয়া—যেখানে সরিচ্ছরা শিপ্ৰা বিরাজিতা,
সেই রম্য মহাকালবনে গমন করিলেন এবং
সেখানে স্নান-দানাদি ও শ্রাদ্ধ বিধান করিয়া
তজ্জনিত পুণ্যপ্রভাবে স্বীয় লোক প্রাপ্ত হইলেন ।
হে ব্যাসদেব ! এই জম্বুই শিপ্ৰা লোক-পাবনৌ
বলিয়া বিখ্যাত । ঐ মহাকালবন প্রদেশে বরাহ-
রূপী অতুলভেজা বিষ্ণুর এক সরোবর আছে ।

স্নান পয়ঃ পৌহা শ্রাদ্ধং কৃৎবা যথোচিতম্ ।
পয়স্বিনী চ গাং দৃষ্টা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৭২ ॥

ইতি ত্রিকান্দে শিপ্ৰামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ত্ৰিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্ৰিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

সনৎকুমার উবাচ । পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি
তানি সৰ্ব্বাণি শ্রুতত । অবস্ত্যাং স্তুন্দরে তীর্থে
তিষ্ঠন্তি সৰ্ব্বদা ভূবি ॥ ১ ॥ ব্যাস উবাচ । কিমিদং
স্তুন্দরং কুণ্ডং কদা কালেহভবৎ কিতৌ । নির্বৃত্তং
কেন কো দেবঃ কিং বা তন্ত কলং স্মৃতম্ ॥ ২ ॥
সনৎকুমার উবাচ । শৃণু পুণ্যতমে কেত্রে স্তুন্দরাখ্যং
যদাভবৎ । সৰ্ব্বপাপপ্রশমনং বাহিতার্থকলপ্রদম্ ॥ ৩ ॥
যন্ত শ্রবণমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি । অশ্বমেধা-
দিকং পুণ্যং বাজপেয়শতাধিকম্ ॥ ৪ ॥ পুরা কল্প-
কয়ে ব্যাস নষ্টকল্পা চ মেদিনী । প্রচণ্ডবাতবর্ষাত্যাং
ঘৃণিতো মেকপর্কতঃ ॥ ৫ ॥ তদাত্ত পতিতঃ ব্যাস

তদর্শনে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ বিনষ্ট হয় । ঐ
সরোবরে স্নান, তাহার জল পান এবং তথায়
শ্রাদ্ধ ও পয়স্বিনী দেখে দান করিলে মানব বিষ্ণু-
লোকে পুজিত হইয়া থাকে । ৬১—৭২ ।

ত্ৰিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্ৰিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে শ্রুত ! পৃথিবীতে
যত তীর্থ আছে, তৎসমস্তই অবস্তীনগরের
স্তুন্দরতীর্থে বিদ্যমান ! ব্যাস বলিলেন,—এই
স্তুন্দর কুণ্ড কি প্রকার ? কোন্ সময়ে কি নির্মিত
ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল ? ঐ তীর্থে কোন্
দেবতা আছেন ? ঐ স্থানে কি কল লাভ
করা যায় ? সনৎকুমার বলিলেন,—যে প্রকারে
পুণ্যতমকেত্রে মহাকালবনে সৰ্ব্ব পাপপ্রশমন
বাহিতার্থ-কলপ্রদ স্তুন্দরাখ্য তীর্থ উৎপন্ন হইয়াছে,
তাহা শ্রবণ করুন,—যাহা শ্রবণ করিলে ব্রহ্মহত্যা-
পাপ বিনষ্ট হয় এবং অশ্বমেধাদি-জনিত ও
শতাধিক বাজপেয়জনিত পুণ্য লাভ হয় । হে
ব্যাসদেব ! পূর্বে কল্পকয় কালে মেদিনী নষ্টহুই
হইলে প্রচণ্ড বাত ও বর্ষাঘাত ঐ সময় মেকপর্কত

বৈকুণ্ঠশিখরোত্তমম্ । মহাকালবনে ঘোরে শুভে
চাব্যকে কবে ৬ । তৎক্ষণাৎ পতিতে শূন্যে
কুণ্ডঃ জাতঃ স্তম্ভিতম্ । রত্নসোপানমচ্ছাদঃ
মুক্তাসৈকতপূরিতম্ ৭ । জাম্বনদকরারোহঃ হেম-
পদ্মবিরাজিতম্ । কল্পক্রমকৃতচ্ছায়ঃ চিত্তামণিসমু-
দ্ভিতম্ ৮ । হংসকারণবাকৌণঃ চক্রবাকোহপ-
শোভিতম্ । বীজৌষধিগণাকৌণঃ সৰ্বতৰাভি-
সংবৃতম্ ৯ । কল্পক্ষেত্রে ন কৌশল্যে যানি তদানি
সৰ্বশঃ । তানি তত্র প্রতিষ্ঠিত্তি মূৰ্ত্তিমন্তি পরাণি চ ১০ ।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি গাথাগীতিকরাকরারঃ ।
ওঙ্কারশ্চ ববট্কারো গায়ত্রী ত্রিপদা পরা ১১ ।
কলাঃ কাষ্ঠা মুহূৰ্ত্তাশ্চ লবকটিপলঃ ঘটিঃ । অহ-
র্নিশঞ্চ যামাশ্চ পক্ষমাসাভ্যুত্থা ১২ । সংবৎ-
সরযুগশ্চৈব কুণ্ডে তিষ্ঠতি মূৰ্ত্তিতঃ । দেবা
যক্ষাশ্চ নাগাশ্চ গুহ্যকাঃ কিম্বরাস্তথা ১৩ ।
গন্ধৰ্বাপ্রসঙ্গো যক্ষাঃ সিদ্ধাঃ কিম্পুরুষাশ্চথা ।
উপাসাধিক্রিয়ে তস্ত কল্পদোষভয়াতুরাঃ ১৪ ।
ব্রহ্মা ক্রতুশ্চ কালশ্চ লোকপালা মহোজসঃ । কেচি-
দ্রূপানপরাঃ সিদ্ধাস্তাপসাঃ শংসিতব্রতাঃ ১৫ ।
তিষ্ঠন্তি বহুযুগং ব্যাস যাবৎ কল্পঃ সমাপাতে ।
সুদর্শনসমাকারঃ পুরিতং চামৃতাস্থিতঃ ১৬ । দিব্য-
পাদপসংযুক্তঃ পারিজাতগুণাধিতম্ । দিব্যস্ত্রীগ্রান-

রূপিত হয়। তাহার কলে বৈকুণ্ঠ-শিখর মহা-
কালবনে ভাসিয়া পড়ে। ঐ শিখর পতিত
হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ এক কুণ্ড উৎপন্ন হয়।
ঐ কুণ্ড রত্নসোপানবিশিষ্ট, পরিষ্কৃত, মুক্তা-সৈকত-
পূরিত, জাম্বনদকরারোহ, হেম-পদ্মময়, কল্পক্রম-
কৃতচ্ছায়, চিত্তামণিবিশিষ্ট, হংসকারণবাকৌণ,
চক্রবাকপরিশোভিত, বীজ ও ওষধিসমাকৌণ
ও সৰ্ব তৰাভিসংযুক্ত। বেদশাস্ত্র, পুরাণ, গাথা,
নীতি, কর, অক্ষর, ওঙ্কার, ববট্কার, গায়ত্রী,
ত্রিপদী, কলা, কাষ্ঠা, মুহূৰ্ত্ত, লব, ক্রটি, পল, ঘটি,
অহর্নিশ, যাম, পক্ষ, মাস, ঋতু, সহস্রসর ও যুগ
প্রভৃতি যে সকল তত্ত্ব কল্পক্ষেত্রে ক্ষয় না হয়, সেই
সকল মূৰ্ত্তিমান পরম বস্তু ঐ কুণ্ডে প্রতিষ্ঠিত
থাকে। দেব, যক্ষ, নাগ, গুহ্যক, কিম্বর, গন্ধৰ্ব,
অপ্সর, যক্ষ, সিদ্ধ ও কিম্পুরুষগণ কল্পক্ষেত্রে
ভয়ে ভীত হইয়া ঐ কুণ্ডের উপাসনা করিয়া
থাকেন। ব্রহ্মা, ক্রতু, কাল, লোকপাল, ধ্যানপরায়ণ
সিদ্ধ ও শংসিতব্রত তাপসগণ কল্পসমাপ্তিকাল
পর্যন্ত ঐ স্থানে বাস করেন। ঐ কুণ্ড সুদর্শন

গচ্ছোদৈর্ঘ্যসিভোদগারিসৌরভম্ ১৭ । কচিয়মুরা
নৃত্যন্তি কচিংকজন্তি কোকিলাঃ । কচিং কেকারবাঃ
কাপি মেঘঘোষসমাকুলম্ ১৮ । সুন্দরং সুন্দরা-
কার সুন্দরং তেন চোচ্যতে । বহুপুণ্যকরং ব্যাস
সৰ্বপাপহরং পরম্ ১৯ । যত্র সরিহিতো বিষ্ণুঃ
শিবঃ শক্ত্যা যুতো বশী । উপাসাধিক্রিয়ে শবৎ
সৰ্বকালেষু সৰ্বদা ২০ । পঞ্চার্দ্ধং পঞ্চমেকঞ্চ
সুন্দরকুণ্ডে নরো বসেৎ । বৈকুণ্ঠে নিয়তং বাসো
যাবৎকল্পশতং ভবেৎ ২১ । পক্ষিকীটপতঙ্গাশ্চ
নৃত্য যান্তি শিবালয়ম্ । কিং পুনর্যনবা লোকে
জ্ঞানপুত্ৰাশ্চ তত্র বৈ ২২ । যে দদতি তিলান্ ধেনুঃ
গজবাজিরথাবনীঃ । দাসৌর্দাসান্শুবর্ণঞ্চ রত্নানি বিবি-
ধানি চ ২৩ । শয্যাদানবিমানানি দানানি বিবি-
ধানি চ । ন তেষাং দানজং বেদ্বি কৌদৃগ ব্যাস কলং
ভবেৎ ২৪ । ভূয়ঃ শৃণু পরং ব্যাস সুন্দরকুণ্ডকলং
স্মৃতম্ । একদা বহুপাপেন পতিতঃ পাপঘোনিষু ২৫ ।
পিশাচো মোক্ষমাপন্নঃ শিবরূপধরো গতঃ ।
পিশাচমোচনে স্নাত্ব দৃষ্ট্বা দেবং মহেশ্বরম্ ২৬ ।

সমাকার, অমৃতাস্ত্র-পূরিত, দিব্যপাদপযুক্ত,
পারিজাত-গুণাধিত, দিব্য স্ত্রীগণের স্নানজলে উত্তা
বাসিত। উহার কোন অংশে ময়ুর নৃত্য করে,
কোকিল কুজন করে; কোন স্থানে মেঘঘোষ-
সমাকুল কেকারব শুনা যায়; উহা সুন্দর ও
সুন্দরাকার। এই জন্তই উহা সুন্দরকুণ্ড নামে
খ্যাত হইয়াছে। হে ব্যাসদেব! ঐ কুণ্ড বহু পুণ্য-
জনক ও সৰ্বপাপহর। ১—১৯ ঐ স্থানে বিষ্ণু এবং
শক্তিযুক্ত হয় সৰ্বদা নিত্য বস্তুর আরাধনা
করেন। মানব যদি এক পক্ষ কিম্বা পঞ্চার্দ্ধ
পরিমিত কাল ঐ কুণ্ডে বাস করে, তাহা হইলে
তাহার কল্পশতকাল বৈকুণ্ঠে বাস করার ফল
হয়। পক্ষী, কীট ও পতঙ্গ সকল যখন ঐ স্থানে
মৃত্যুগ্রস্ত হইলে শিবালয়ে গমন করিয়া থাকে,
তখন আর তদ্রূপ স্নান-পুত মানবের কথা কি
বলিব? যে মানব ঐ স্থানে তিল, ধেনু, গজ,
বাজী, রথ, অবনৌ, দাসী, দাস, শুবর্ণ, বিবিধ রত্ন,
শয্যা, বিবিধ দান, ও বিমান, দান করে, তাহার
ফলের কথা আমি বলিতে সক্ষম নহি। হে
ব্যাসদেব! পুনরায় সুন্দর-কুণ্ডের ফল অবগ
করুন। একদা বহু পাপের ফলে পাপঘোনিপ্রাপ্ত
এক পিশাচ ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া পাপ হইতে
মুক্তি লাভ করিয়া শিবরূপ প্রাপ্ত হয়। ঐ পিশাচ-



মুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যো যদ্যপি ব্রহ্মহা ভবেৎ । ২৭৭
ব্যাস উবাচ । কোহসৌ পিশাচ ইতি খ্যাতঃ কিং
তেম হৃদ্যতঃ কৃতম্ । যেন পাপপ্রসঙ্গেন পিশাচ-
মুপাগতঃ । ২৮ । কথং তীর্থপ্রসঙ্গেহস্ত জাতো
বৈ দ্বিজসত্তম । এতদ্বেদিভুমিচ্ছামি যন্তো ব্রহ্মবিদাঃ
বর । ২৯ । সনৎকুমার উবাচ । শৃণু ব্যাস মহাখ্যানং
তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্ । যন্ত শ্রবণমাত্রেণ সৰ্বপাপ-
ক্ষয়ো ভবেৎ । ৩০ । ব্রাহ্মণো দেবলো নাম
দাক্ষিণাত্যো দ্বিজাধমঃ । সদা পাপরতো লোভী
কূটসাক্ষী চ লম্পটঃ । ৩১ । গুরুদ্রোহী কিতবো
ধূৰ্ত্তো গুরুহা গুরুতল্লগঃ । হেমহারী সুরাগী চ ব্রহ্মহা
স্বামিদ্ভোহকঃ । ৩২ । অভক্ষ্যভক্ষকশ্চৈব বেদ-
শাস্ত্রবিবৰ্জিতঃ । অনেকজন্মার্জিতপাপৌ সৰ্বধৰ্ম্ম-
বহিষ্কৃতঃ । ৩৩ । বিশ্বাসঘাতকো মানী চোরসম-
রতঃ খলঃ । দেশান্তরগতো মন্দচৌরকার্য্যার্থ-
সাধকঃ । ৪ । বহবো নিহতা মার্গে পাপাচারেণ
জন্তবঃ । মগধে স গতো দুষ্টঃ প্রসঙ্গাৎ পাপকারি-
ণাম্ । ৩৫ । তত্রৈকো ব্রাহ্মণো দাস্তো বেদবেদাঙ্গ-
পারগঃ । সারিকঃ শুদ্ধস্বভাষো ব্রহ্মকৰ্ম্মরতঃ সদা ।
৩৬ । শতরূপে হিতা ভাৰ্য্যা তামাদায় যশস্বিনীম্ ।
চলিতো যানমাক্রুত্ব তেন পাপেন ঘাতিতঃ । ৩৭ ।

মোচনে স্থান করিলে, মানব ব্রহ্মহাতী হইলেও
সৰ্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে । ব্যাস
বলিলেন,—হে ব্রহ্মবিদবর ! ঐ পিশাচ কে ? সে কি
হৃদ্যত করিয়াছিল ? কোন্ পাপের ফলেই বা সে
পিশাচ লাভ করে ? এই তীর্থের প্রসঙ্গ উহার
কিজন হইল ? ইহা আমি আপনার নিকট জানিতে
ইচ্ছা করি । সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব !
যাহার শ্রবণমাত্র সৰ্ব পাপ ক্ষয় হয়, ঐ উত্তম
তীর্থ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন,—এক দ্বিজাধম দাক্ষি-
ণাত্য দেবল ব্রাহ্মণ ছিল । ঐ দেবল সদা
পাপরত, লোভী, কূটসাক্ষী, লম্পট, গুরুদ্রোহী,
কিতব, ধূৰ্ত্ত, গুরুহা, গুরুতল্লগ, হেমহারী, সুরা-
পায়ী, ব্রহ্মহা, স্বামিদ্ভোহী, অভক্ষ্যভক্ষক, বেদ-
বিবৰ্জিত, পাপী, সৰ্বধৰ্ম্মবাহিষ্কৃত, অশ্রদ্ধাশী,
গৰ্ব্বী, চোরসমরত, খল, দেশান্তরগত, মন্দ ও
চৌরকার্য্যনিরত । ঐ পাপাত্মা বহু জন্তু নিহত
করিয়াছিল । পাপকারীদিগের সহিত ঐ দুষ্ট মগধে
গমন করে এবং সেখানে গিয়া দেখে,—এক
ব্রহ্মকৰ্ম্মরত শুদ্ধস্ব সারিক বেদপারগ সংযমী
ব্রাহ্মণ শতরূপে হইতে আপনার ভাৰ্য্যাকে লইয়া

তস্ত স্ত্রী চ বরারোহা রূপলাবণ্যশালিনী । পতিব্রতা
মহাতাগা দৃঢ়চিত্তা শুচিস্মিতা । ৩৮ । হতে ভৰ্ত্তরি
হৃৎখার্ত্তা পতিবিরহকাতরা । বনে ঘোরে পরিভ্রষ্টা
কাষ্ঠাত্মাদায় ভামিনী । ৩৯ । আকরোহ চিতাং
দীপ্তাং পতিনা হৃষ্টমানসা । স চ দুষ্টতরঃ সৰ্ব্ব-
তস্ত বিপ্রস্ত জীবনম্ । ৪০ । গৃহীত্বা চলিতো
মার্গে গৃহীতো রাজকিঙ্করৈঃ । বন্ধয়িত্বা চ তৈঃ
সৰ্বৈস্তেন বিস্তেন বৈ সহ । নীতোহসৌ
রাজভবনঃ নিবেদিতে রাজসন্নিধৌ । ৪১ ।
পাতিতো বৈ গলে বন্ধা রজ্জুনা বৃক্ষকোটরে ।
চাণ্ডালৈশ্চ ষ্টিতো ভূমাবিতস্ততঃ স্বপাকিভিঃ । ৪২ ।
তেন কৰ্ম্মবিপাকেন রৌরবঃ নরকং গতঃ । ষষ্টি-
বর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং ক্রমিতাং গতঃ । ৪৩ । ততোহস্তং
নরকং প্রাপ্তো যমশাসনকারকৈঃ । অসিপত্নবনং
ঘোরমায়সং তপ্তসায়কম্ । ৪৪ । মুদগৈরস্তাডা-
মানো হি শৃঙ্গলাভিচ্চ কিঙ্করৈঃ । কুস্তীপাকগতো
রৌতি বৈতরণ্যাং সুপীড়িতঃ । ৪৫ । এবং বহু-

যানারোহণে গমন করিতেছেন । তাহা দেখিয়া
ঐ পাপাত্মা দেবল তাহাকে নিহত করে । তখন
ঐ নিহত ব্রাহ্মণের রূপ-লাবণ্যশালিনী পতি-
ব্রতা স্ত্রী স্বীয় ভৰ্ত্তাকে নিহত দর্শন করিয়া পতি-
বিরহে হৃৎখার্ত্তা ও কাতরা হইয়া তদ্রূপ বনমধ্যে
কাষ্ঠ আহরণ করিল এবং ঐ কাষ্ঠে চিতা নির্মাণ ও
তাহা প্রদীপ্ত করিয়া হৃষ্টমানসে পতির সহিত
তাহাতে আরোহণ করিল । তখন দুষ্ট দেবল
যুত বিপ্রের সৰ্ব্বম্ব অপহরণ করিয়া পথে যাইতে
যাইতে রাজকিঙ্করগণ কর্তৃক ধৃত হইল । রাজ-
কিঙ্করগণ ঐ দুষ্টকে বন্ধন করিয়া তাহার অপহৃত
ধনের সহিত তাহাকে রাজভবনে আনয়ন করিল ।
২০—৪১। অনন্তর রাজাদেশে ঘাতকগণ তাহার
গলদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া বৃক্ষকোটরে তাহাকে
অবস্থাপিত করিতে লাগিল । তাহাদের তীব্র তড়নায়
নিহত হইয়া পাপাত্মা ভূমিতে পতিত রহিল এবং স্বীয়
হৃদয়ের ফলে সে রৌরব নরকে পতিত হইয়া
ক্রমিক্রমে ষষ্টিসহস্র বৎসর বিষ্ঠায় অবস্থান করিল ।
পরে যমদূতগণ তাহাকে অসিপত্নবন, তপ্তসায়ক ও
ঘোর আয়স প্রভৃতি অস্ত্রাস্ত্র নরকে পাতিত করিয়া
মুদগর দ্বারা ভীষণরূপে প্রহার করিতে লাগিল ।
এইরূপে তাহারা তাহাকে কখন বা রজ্জু দ্বারা বন্ধন
করিতে লাগিল ; কখন বা তাহারা তাহাকে কুস্তী-
পাকে বৈতরণীতে পাতিত করিল । ঐ দুষ্ট দাক্ষ

বিধানং কৃত্বান্ ভুক্ষা পানী নরাশ্চবান্। ততঃ
 প্রেতশ্চাপরো যুগানাং পঞ্চসপ্ততিম্। ৪৬। মহা-
 কাযো মহাবাহো মহোদরঃ সূচীমুখঃ। কুতুভ্ভ্যাং
 চ পরাক্রান্তো মরুদেশং সমাশ্রিতঃ। ৪৭। ততঃ
 কষ্টতরাং প্রাপ্য পৈশাচীং তদুমাশ্রিতঃ। কুটিলো
 হৃষ্টেতাবশ্চ হৃষ্টচারী দিগম্বরঃ। ৪৮। বিমুজ্জ্বলিতো-
 দ্ধিষ্টপুতিপদ্যুতভোজনঃ। অশানোচ্ছিষ্টভোজী চ
 কুন্তিবাসা বিলোচনঃ। ৪৯। ভগবান্ পিতৃভাগে চ
 শুক্লবৃক্ষ নিরুদকে। প্রাকারপরিধাগারে শূভা-
 গারে নদীতটে। ৫০। নিবাসো রোচতে তন্ত
 সর্বদা সর্বসদ্বিশু। এবং বহুযুগে বাতে মহাকাল-
 বনে গতঃ। ৫১। যত্র মাহেশ্বরং লিঙ্গং সুন্দরং
 কুণ্ডমুত্তমম্। তজ্জ্যোতিতম্যমাজ্জেন সিংহেন বিনি-
 পাতিতঃ। ৫২। ষাতিম্বা চ তং পাপং জলাধী
 কুণ্ডমাশ্রিতঃ। দংষ্ট্রাস্তরগতং চাহ্যপতন্তম্ মুখা-
 জ্জলে। ৫৩। তেন পুণ্যপ্রভাবেণ সর্বপাপং ক্লয়ং
 গতম্। মৃত্যুমায়ে চ লিঙ্গং তদ্রোজাস্তরগতং তদা।
 ৫৪। বিদ্যা পৈশাচকং দেহং জ্যোতিস্তল্লিকমাশ্রিতঃ।
 তদারভ্য পরং ব্যাস তীর্থং পৈশাচমোচনম্। ৫৫।

যজ্ঞার্থ চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপে বিবিধ
 নরককুণ্ডে বাতনা ভোগ করিয়া ঐ পানী পঞ্চসপ্ততি
 যুগের অস্ত প্রেতশ্চাপ্রাপ্ত হইল। ঐ অবস্থায় সে
 মহাকার, মহাবাহ, মহোদর, ও সূচীমুখ, হইয়া
 কুণ্ড-ভুক্ষায় কাতর হইয়া মরুদেশ প্রাপ্ত হইল।
 সে কষ্টময় পৈশাচ দেহ লাভ করত কুটিল হুই,
 দিগম্বর ও বিমুজ্জ্বল, উচ্ছিষ্ট, পুতি-পদ্যুতভোগী,
 অশানোচ্ছিষ্টভোজী, কুন্তিবাসা ও বিলোচন, হইয়া
 ভগবত্ভাগ, শুক্লবৃক্ষ, প্রাকার, পরিধা, শূভাগার
 ও নদীতটে বাস করিতে লাগিল। এইরূপে
 তাহার বহুযুগ অতিবাহিত হইলে সে মহাকালবনে
 গিয়া উপস্থিত হইল—যেখানে সুন্দরকুণ্ড ও
 মাহেশ্বর লিঙ্গ বিরাজিত। ঐ স্থানে গমন করিয়া
 যাত্রা তদ্রূপে সিংহ তাহাকে আঘাত করিয়া পাতিত
 করিল। সে আহত হইয়া জল জল করিতে
 করিতে সস্রমে অন্তিমভাবে সুন্দরকুণ্ডে গিয়া
 পতিত হইল। ঐ সময় তাহার একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া
 কুণ্ডজলে পতিত হয়। ঐ পুণ্যের প্রভাবে তাহার
 সর্বপাপ ক্লয়প্রাপ্ত হইল। পৈশাচ মৃত্যুমায়ে দেখিতে
 দেখিতে শিবলিঙ্গরূপে পরিণত হইল। সে
 পৈশাচ দেহ পরিত্যাগ করিলে তাহার ভেজ গিয়া
 লিঙ্গে প্রবেশ করিল। হে ব্যাসদেব! তদবধি ঐ

পৈশাচমোচনেশতি দেবঃ ষাতিং ততো গতঃ।
 তাবদগর্জন্তি পাপানি মদোন্নতগজা যথা। ৫৬।
 যাবন্নাস্তি শিপ্রাস্তীতীর্থে পৈশাচমোচনে। পৈশাচ-
 মোচনে স্নান্য তচ্চিহ্নম্ সমাহিতঃ। ৫৭। পৈশাচ-
 মোচনং দেবং পূজয়িত্বা যথাবিধি। সর্বপাপ-
 বিমুক্তায়া জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। ৫৮। পৈশাচ-
 মোচনে ব্যাস মহাদানানি কারয়েৎ। ন তন্ত
 পুনরাশ্রুতিঃ শিবলোকাৎ কদাচন। ৫৯। পৈশাচ-
 মোচনকথাং পবিত্রাং পাপহারিণীম্। যঃ পঠেৎকুণ্ডা-
 চৈব হরমেধকলং লভেৎ। ৬০।

ইতি শ্রীকান্দে সুন্দরকুণ্ডপৈশাচমোচনতীর্থমাহাত্ম্য-
 বর্ণনং নাম ত্রিংশোধ্যায়ঃ। ৫৩।

চতুঃপঞ্চাশোধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। কুয়ন্ত জ্যামি যতো
 অশ্ববিদাং বর। নীলগঙ্গা কদা অশ্বপ্রাকুণ্ডে
 সমাগতা। ১। সনৎকুমার উবাচ। শৃণু ব্যাস
 মহাতীর্থং সর্বতীর্থকলপ্রদম্। নীলগঙ্গা নরঃ স্নাত্বা

তীর্থ পৈশাচমোচন নাম ধারণ করিয়াছে এবং
 তদ্রূপে লিঙ্গের নাম —পৈশাচমোচন।
 যাবৎ না শিপ্রাস্তীতীর্থে পৈশাচমোচন তীর্থে
 আগমন করা যায়, তাবৎ পাপ মদোন্নত গজের
 স্তায় গর্জন করিতে থাকে। পৈশাচমোচন তীর্থে
 স্নানান্তে তচ্চিহ্ন হইয়া সমাহিতভাবে পৈশাচমোচন
 দেবের যথাবিধি পূজা করিলে মানব সর্বপাপ হইতে
 মুক্তিলাভ করিয়া বিমুক্তায়া হয়; ইহাতে কেন
 সংশয় নাই। পৈশাচমোচন তীর্থে মহাদান করিতে
 হয়; করিলে—শিবলোক হইতে কদাচ ভ্রষ্ট হইতে
 হয় না। পাপহারিণী পবিত্রা পৈশাচমোচন কথা শ্রবণ
 করিলে অরমেধ-কললাভ হইয়া থাকে। ৫২—৬০।

ত্রিংশোধ্যায় সমাপ্ত। ৫৩।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

ব্যাস বলিলেন—হে অশ্বন! নীলগঙ্গা কোন
 সময়ে শিপ্রাকুণ্ডে মিলিত হইয়াছিল, আমি তাহা
 শুনিতে ইচ্ছা। সনৎকুমার বলিলেন,—হে
 ব্যাস! সর্বতীর্থকলপ্রদ মহাতীর্থ কথা শ্রবণ করুন,—

সঙ্গমেবরমর্চয়েৎ । ২ । হৃঃসঙ্গসত্ত্বঃ দোষা ন
ভবন্তি কদাচন । একদা ব্রহ্মলোকে বৈ গঙ্গা ত্রিপথগা
নদী । ৩ । গঙ্গা পুনস্তৌ ত্রীলোকানীলবাসা
ভূচাৰ্দ্দিতা । ভগবন্ কিমিদং জাতং পাতকং মে
কৃতং পুরা । ৪ । হৃষ্টাচারাপরাধেন যেনেমাং
প্রাপিতা দশাম্ । সৰ্বলোকেষু যৎকিঞ্চিজ্ঞানানাং
পাতকং ভুবি । ৫ । তৎসৰ্বং তিষ্ঠতি ময়ি সৰ্বেষামপি
দেহিনাম্ । তেনাহং বৈ ভরাক্রান্তা নো শক্যা
চলিতুং ধরাম্ । ৬ । নীলভাসা বিবর্ণা চ সৰ্বধর্ম-
বহির্মুখা । যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কস্মিৎ শুভং বা যদি
বাস্তবম্ । ৭ । ময়ি ত্যক্তা পুনস্তৌহ জন্তবঃ সৰ্ব-
শোহমলাঃ । তিষ্ঠন্তি পুণ্যলোকেষু ভুক্তিযুক্তিপ্রদেষু
চ । ৮ । অস্মাকং চ মহৎকষ্টং জাতং ধাতঃ পরং
মলম্ । ন হি শস্য ন বৈ শাস্তির্ন নিদ্রা ন চ নির্মতিঃ ।
ন লোকে চ স্থিতির্শ্বেতদ্যাপাণিষ্ঠায়াঃ সনাতনৌ ।
হৃষ্টসঙ্কোদবৈদৌষৈঃ প্রাবিতাহং জগদ্গুরো । ১০ ।
কিং করোমি কং গচ্ছামি যেন শান্তির্ভবেন্নম ।
কিং তপঃ কিং চ দানং মে কিং তীর্থং কিং চ

সাধনম্ । ১১ । যেনাহং পাপলিপ্তাক্ষৌ পুনঃ প্রকৃতি-
মাণুয়াম্ । এবং জ্ঞানী মহাযোগিন যথা যোগ্যং তথা
কুরু । ১২ । ব্রহ্মোবাচ । শ্রয়তাং ভোঃ সরিচ্ছ্রেষ্ঠে
কারণং পাপনাশনম্ । মহাকালবনে রম্যো পুরী
হেঘামরাবতী । ১৩ । তত্র শিপ্রা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা
বর্ততে ভুবি পাবনী । তস্তা দর্শনমাত্রেণ সৰ্বপাপ-
ক্ষয়ো ভবেৎ । ১৪ । তত্র গচ্ছ মহাভাগে সদ্যশ্চা-
বিশুদ্ধয়ে । ব্রহ্মণেতি সমাখ্যাতং ব্রহ্মা গঙ্গা
সরিদ্বরা । ১৫ । তমভিজায় সম্প্রাপ্তা মহাকালবনং
শুভম্ । পুঙ্করস্নাগ্নিভাগে চ যত্র দেবো মক্ৰৎসুতঃ
১৬ । বিদ্বান্শ্চ চোত্তরে ভাগে অঙ্কুশাশ্রমমুত্তমম্
সা পুত্রেণ তপস্তপে পবিত্রা ব্রহ্মচারিণী । ১৭
পতিব্রতাতিঃ সৰ্বাভিঃ পতিভিব্রহ্মচারিভিঃ
দেবান্ধর্মান্ভির্বহুভিঃ ক্রৌড়ন্তিকালকুঞ্জরৈঃ । ১৮
সরসীকুলকলারৈর্মন্তালিকুলনাদিতৈঃ । নির্দৈর-
জন্তুভিঃ সেব্যং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্ । ১৯ । মনোহ্লাদ-
করং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্ । তত্র প্রবেশ-
মাত্রেণ নীলবাসাঃ সরিদ্বরা । ২০ । শুক্রবাসা-

নর নীলগঙ্গায় গ্নান করিয়া সঙ্গমেবরের অর্চনা
করিবে। একপ করিলে কদাচ হৃঃসঙ্গজনিত দোষ
স্পর্শে না। একদা ত্রিপথগা গঙ্গা ত্রিভুবন পবিত্র
করিয়া জন্তুগণের পাপে নীলবর্ণা ও তজ্জন্ত শোকা-
তুরা হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তিনি তথায়
উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—ভগবন্! আমার কি এ
পাতক জন্মিল? হৃষ্টাচার জন্তুগণের পাপে আমার এই
দশা উপস্থিত হইয়াছে! লোক সকলে জন্তুগণ যে
সকল পাপ করে, ঐ সকল পাপ তাহারা আমাতে
কালন করে। সেই সকল পাপভারে আমি
ভারাক্রান্ত হইয়াছি। আমি ধরায় যাইব না।
পাপের কালিমা লাগিয়া আমার দেহ বিবর্ণ
হইয়া গিয়াছে। সৰ্বধর্মবহির্ভূত ব্যক্তিগণ যাহা
কিছু শুভাশুভ কর্ম করে, ঐ সকল কর্মজনিত
পাপ তাহারা আমার তরঙ্গে ত্যাগ করত অমন
দেহ লাভ করিয়া ভুক্তিযুক্তিপ্রদ পুণ্যলোকে বাস
করে; আর আমার এই মহৎ ক্রেশ! ধাতঃ!
এজন্ত আমার সুখ-শান্তি ও নিদ্রানিদ্রুতি
কিছুই নাই। • আমি এই উত্তম লোকে বাস
করিতে পাই না। আমি পাপিষ্ঠা! নতুবা
কেন আমি হৃষ্টসঙ্কোদব দোনে প্রাবিত হইব!
জগদ্গুরো! আমি কি করি, কোথায় যাই, কিরূপে
আমার শান্তি হয়! তপ—কি দান—কি

ভোগ—কি সাধন—যাহাতে এই পাপলিপ্তাক্ষৌ পুনঃ
প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে—হে মহাযোগিন!
আপনি সেইরূপ বিধান করুন। ১—১২। গঙ্গার এই-
রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সরি-
দ্বরে! পাপনাশের কারণ শ্রবণ করুন,—রম্য
মহাকালবনে অমরাবতী নামে এক পুরী আছে।
তথায় শিপ্রা নামে এক পাবনী স্রোতস্বিনী বির-
জিতা। তাহার দর্শনমাত্রে সৰ্ব পাপ ক্ষয় হয়। হে
মহাভাগে! আপনি আশ্র-ভক্তির নিমিত্ত সেই স্থানে
গমন করুন। তখন সরিদ্বরা ব্রহ্মবাক্য শ্রবণ
করিয়া মহাকালবনে গমন করিলেন। তিনি
পুঙ্করের অগ্নিকোণ দিয়া—যেখানে দেব মক্ৰৎসুত
বিদ্বের উত্তর ভাগে অবস্থিত এবং পবিত্রা ব্রহ্ম-
চারিণী অঙ্কনৌ, পুত্রের সহিত তপস্যা করিয়া-
ছিলেন, সেট দিক দিয়া হৃদয়োন্মাদকর পুণ্য,
পবিত্র পাপনাশন মহাকালবনে উপস্থিত হই-
লেন। ঐ স্থানে পতিব্রতাগণ ব্রহ্মচারী পতির
সহিত বিরাজ করে; বহু দেবান্ধনা ঐ স্থানে
বিরাজিত; বালকুঞ্জরগণ ঐ স্থানে ক্রৌড়া করে;
মন্তালিকুলনাদিত সরসীকুল কলার ঐ স্থানে
সুশোভিত; জন্তুগণ ঐ স্থানে নির্দৈর হইয়া বাস
করে; এবং উহা ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত। নীলবাসা
গঙ্গা ঐ স্থানে প্রবেশ করিবামাত্র শুক্রবাসা হইলেন

ভৱং সৰ্বো নষ্টপাপমলা শুভা । শরচ্চলনিভাকার
ধূতপাপা পয়স্বিনী ॥ ২১ ॥ তত্রৈব চাশ্রমঃ চক্রে মনঃ-
সংহৰ্ষকারণম্ । তৎপ্রভৃতি সমাখ্যাতং সৰ্বলোকেষু
পুণ্যদম্ ॥ ২২ ॥ নীলগন্ধেতি বৈ ব্যাস তীর্থ-
কিৰ্ব্বিবাশনম্ । অশ্বিনস্তীর্থে নরঃ শ্রাদ্ধা হনুমন্ত-
মথার্চয়েৎ ॥ ২৩ ॥ তন্ত সিদ্ধিঃ করগতা ভবিষ্যতি
ন সংশয়ঃ । আশ্বিনে মাসি সম্প্রাপ্তে কৃষ্ণপক্ষে
সমাহিতঃ ॥ ২৪ ॥ দর্শে পিতৃন সমুদ্दिष्ट শ্রাদ্ধং
কুৰ্ঘ্যান্নহালয়ম্ । তারিতং চ কুলং সৰ্বং তেনাতৈ-
কোত্তরং শতম্ ॥ ২৫ ॥ সমগোত্রেষু যে জাতাঃ
পূৰ্ব্বেজা নিরয়বাসিনঃ । তে সৰ্বাে সদগতিং যান্তি
তেষাং লোকাঃ সনাতনঃ ॥ ২৬ ॥ শ্রাদ্ধা তিলাঞ্জলি-
দদ্যাৎ পিতৃমুদ্दिष्ट তৎপরঃ । অক্ষয়া জায়তে তৃপ্তিঃ
স্বৰ্গলোকে মহীয়তে ॥ ২৭ ॥ ভোজয়েদ্ভ্রাতৃশান্ সপ্ত
শ্রাদ্ধং কৃদ্বা তু পায়সৈঃ । অক্ষয়ং লভতে শ্রাদ্ধ-
মশ্বমেধকলং লভেৎ ॥ ২৮ ॥ তীর্থং পুণ্যতরং ব্যাস
শৃণু চান্ধদ্যমি তে । হৃদকুণ্ডমিতি খ্যাতং ত্রিষু
লোকেষু বিজ্ঞতম্ ॥ ২৯ ॥ সৰ্বপাপহরং পুণ্যং সৰ্ব-
কামবরপ্রদম্ । পুরা হৃদ্বরা দেবী পৃথুনা ধর্ম-
মূর্তিনা ॥ ৩০ ॥ হৃদ্বং সৰ্বং হবির্ভাব্যং সৰ্বেষাং

এবং তাঁহার কালিমাময় কলসরাশি বিনষ্ট হইল ।
তিনি ধূতপাপা হইয়া শরচ্চলনিভ আকার
ধারণ করিলেন এবং ঐ স্থানে তিনি এক
মনোভিমত আশ্রম করিলেন । হে ব্যাস !
তদবধি ঐ স্থান নীলগঙ্গা নামে খ্যাত হইল ।
নর এই তীর্থে স্নান করিয়া যদি হনুমান্ দেবকে
উপাসনা করে, তাহা হইলে তাহার সিদ্ধি কর-
গতা হয় । আশ্বিনমাসীর অমাবস্যায় সমাহিত-
ভাবে যে মানব পিতৃ-উদ্দেশে ঐ স্থানে মহালয়া-
শ্রাদ্ধ করে, সে নিজের একাধিক শত কুল
উদ্ধার করে এবং তাহার এই পুণ্যের ফলে
সগোত্র নিরয়বাসীগণও সদগতি লাভ করিয়া
থাকে । ঐ তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃ-উদ্দেশে তিলা-
ঞ্জলি প্রদান করিলে, পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি ও স্বর্গ-
লোকে বসতি হইয়া থাকে । এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিয়া
যদি পায়স দ্বারা সাতটি ভ্রাতৃগণ ভোজন করান যায়,
তাহা হইলে শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয় এবং শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি
অশ্বমেধকল লাভ করে । হে ব্যাস ! এক পুণ্য-
ময় তীর্থের কথা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন,—
হৃদকুণ্ড নামে এক ত্রিলোক-বিখ্যাত তীর্থ আছে ।
ঐ তীর্থ পাপহর, পুণ্যদায়ক ও কামবরপ্রদ ।

জীবনপ্রদম্ । দন্তঃ নিধায় কুণ্ডেহশ্বিনস্তেন হৃদ্বসরঃ
স্মৃতম্ ॥ ৩১ ॥ কুণ্ডে শ্রাদ্ধা পয়ঃ পীযা দদ্বা গাং চ পয়-
স্বিনীম্ । সৰ্ববাধাবিনিমুক্তো ধনধান্যসমধিতঃ ॥ ৩২ ॥
জায়তে সৰ্বকালেষু যতঃ স্বৰ্গপুরং ব্রজেৎ । ততঃ
পুঙ্করমাসাদ্য স্নানদানাদিকং চরেৎ ॥ ৩৩ ॥ সৰ্ব-
পাপবিনষ্টকাত্মা পুঙ্করস্ত কলং লভেৎ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীকান্দে নীলগঙ্গামাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নাম

চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ । কোহসৌ বিদ্যাগিরির্ব্রহ্মণ কদা
কালে সমাগতঃ । মহাকালবনে রম্যে কেন বা
প্রেমিতঃ পুরা ॥ ১ ॥ সনৎকুমার উবাচ । পুরা
রেনাজলৈর্ব্যাস প্রাবিতেয়ং বনুচ্ছরা । তদা সৰ্ব-
সুরৈরেবমগস্তির্মুনি সন্তমঃ ॥ ২ ॥ আরাধিতো মহা-
ভাগো ধরণীরাণকার্ণবঃ । তদাগত্য গিরৌ রম্যে
বিদ্যো স মুনি সন্তমঃ ॥ ৩ ॥ একাগ্রমানসো ভূহু ভবানীঃ
বিদ্যাবাসিনৌম্ । আরাধয়ামাস তদা তাং চ দেবীঃ

পূর্বে ধর্মমূর্তি পৃথুকর্তৃক পৃথিবী হুহমানা হন । ঐ হৃদ্ব
সকল হইতে সকলের জীবনস্বরূপ স্মৃত হয় । ঐ
হবি অত্রত্য কুণ্ডে প্রদত্ত হওয়ায় এই কুণ্ড হৃদ্বসর
নামে কথিত হইয়াছে । এই কুণ্ডে স্নান, পয়ঃপান ও
পয়স্বিনী দেব দান করিলে সৰ্বপাপমুক্ত ও ধনধান
হইয়া থাকে এবং জীবনাশ্বে স্বর্গে গমন করে ।
অনন্তর পুঙ্করে গমন করিয়া স্নান-দানাদি করিলে
সে সৰ্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পুঙ্করতীর্থের
ফল লাভ করে । ১৩—৩৪ ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—হে ব্রহ্মণ ! ঐ বিদ্যাগিরি কে ?
এবং ঐ গিরি কোন সময়ে রম্য মহাকালবনে কাহা
কর্তৃক প্রেমিত হইয়াছিল ? সনৎকুমার বলিলেন,—
হে ব্যাসদেব ! পূর্বে রেনানদীর জলে বনুচ্ছরা
প্রাবিত হয় । তখন সুরগণ ধরণীর উদ্ধারকল্পে
মুনি সন্তম অগস্তির আরাধনা করেন । সুরগণ
আরাধনা করিলে তিনি রমণীয় বিদ্যাচলে আগমন
করিয় বহুলাভেচ্ছায় একাগ্রমানসে বিদ্যাবাসিনী

আবল্যখণ্ডে - অবলীকিতমাহাত্ম্য

বরেপ্সয়া ॥৪॥ কংসবিদ্রাবণকরীমসুরাণাং কয়করীম্ ।
 তারাবতাবলীং পুণ্যাং বলদেবাহুজাং শুভাম্ ॥ ৫ ॥
 যশোদাগর্ভসমুতাং চাগুরবলমর্দ্দিনীম্ । বিদ্যাদাতাং
 নভঃস্বাং চ কৃষ্ণাং কৃষ্ণাহিমর্দ্দিনীম্ ॥ ৬ ॥ জননৌ
 দেবসেনস্ত কবীনাং বাচমৌশরীম্ । গায়ত্রীং দ্বিজ-
 মুখ্যানাং ব্যাহতিহৃদসাং বরাম্ ॥ ৭ ॥ সহস্রাক্ষীং
 তথেষ্টাং ঋষেচাক্রতীং পরাম্ । গবাং কামধুঘাং
 শ্রামাং লতাং মধুতমপ্রিয়াম্ ॥ ৮ ॥ অদিতিং সর্ব-
 মাতৃণাং পার্শ্বতী সর্বযোষিতাম্ । জ্যোৎস্নাং
 চান্দ্রমসৌ বালান্ সর্বকামবরপ্রদাম্ ॥ ৯ ॥ শারদী-
 যুতুবোলায়াং বৃন্দাবনচরীং বরাম্ । মায়িনাং বৈষ্ণ-
 বীং মায়্যাং সর্বদৈত্যবিমোহিনীম্ ॥ ১০ ॥ লক্ষ্মীং
 চ শ্রীমতামিষ্টাং যক্ষিণীং ধনদার্চিতাম্ । মহোদধৌ-
 প্লিতাং বেলাং রাজ্যাং চ রাজসম্পদম্ ॥ ১১ ॥
 বেদিকাং যজ্ঞশালানাং হবিরাহবনীং শুভাম্ ।
 দক্ষিণাং সর্বদীক্ষাণাং সর্বকামকলপ্রদাম্ ॥ ১২ ॥
 এবং শুভা তদা দেবী প্রত্যক্ষা বিদ্যাবাসিনী ।
 প্রাহ প্রসাদমুখৌ ঋষীণাং প্রবরং হৃষিম্ ॥ ১৩ ॥
 ত্রিয়তাং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠ যদম্মন্তোহভিবাঙ্কিতম্ ।
 যদৌপ্লিতা যদ্য বৎস শুভিশ্চে শুচিনা কৃত্য ॥ ১৪ ॥
 অগস্তিক্রবাচ । যদি মাতর্করো দেয়ো দেবানামুপ-

ভাবনীর আরাধনা পূর্বক এই বলিয়া স্তব করেন,
 —হে দেবি ! তুমি কংসবিদ্রাবণকরী, অসুরঘ্নী, তারাব-
 তারণী, পুণ্যা, বলদেবাহুজা, শুভা, যশোদাগর্ভসমুতা,
 চাগুরবলমর্দ্দিনী, বিদ্যাদাতা, নভঃস্বা, কৃষ্ণা, কৃষ্ণা-
 হিমর্দ্দিনী, দেবসেনজননী, কবিবাকু, ঐশ্বরী, দ্বিজ-
 গণের গায়ত্রী, ছন্দোমধোব্যাহতি, ইন্দ্রের সহস্রাক্ষী,
 ঋষির অক্রতু, গোগণের মধ্যে কামধেনু, শ্রামা,
 মধুতম-প্রিয়ালতা, সর্বমাতৃগণের মধ্যে অদिति,
 সর্বদীক্ষগণের মধ্যে পার্শ্বতী, চান্দ্রমসৌ জ্যোৎস্না,
 বাল্য, সর্বকামপ্রদা, ঋতুমধ্যে শারদীবেলা, বৃন্দাবনচরী,
 শ্রেষ্ঠা, মায়গণের পক্ষে সর্বদৈত্যবিমোহিনী বৈষ্ণবী
 মায়্যা, শ্রীমান্গণের ইষ্টা লক্ষ্মী, যক্ষিণী, ধনদা,
 পূজনীয়া, মহোদধির ঐপ্লিতা বেলা, রাজাদিগের
 রাজসম্পদ, বেদিকা, যজ্ঞশালা, আহবনীয় হবি ও
 সর্বদীক্ষার কামকলপ্রদা দক্ষিণা । এইরূপে
 বিদ্যাবাসিনী মুনিসত্তম কর্তৃক শুভ হইয়া প্রত্যক্ষ
 হইলেন এবং হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে বলিলেন,—হে
 দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! তুমি যাছা অভিলাষ করিয়াছ, তাহা
 আমার নিকট প্রার্থনা কর । তুমি আমার অভিমত
 শুভি করিয়াছ । অগস্তি বলিলেন,—হে মাতঃ ! দেব-

কারিণি । রেবেয়ং বর্দ্ধিতা লোকে সর্বলোকভয়-
 প্রদা ॥ ১৫ ॥ তয়েদং প্রাবিতঃ বিশ্বং তস্তান্ত গ্রহণং
 কুরু । ইতি সা প্রার্থিতা তেন তদা কালে মহ-
 র্ষিণা ॥ ১৬ ॥ আগাৎ সাধ্বী তদা ব্যাস মহাকালবনং
 শুভম্ । সাত্তপুর্ষং বচস্তথ্যমগস্তিমিদমব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥
 বারযিস্তে পরাং দেবীং বর্দ্ধমানাং ক্রতং হৃবে ।
 তাবৎকালং ন চোত্তিষ্ঠেদ্বিক্রোদা নাম মহাগিরিঃ ॥ ১৮ ॥
 যাবৎত্রিকূটে দ্বারে ত্বং স্থাস্তসি ঋষিসত্তম । দেব-
 কার্যোদ্যতো নিত্যং দক্ষিণাং দিশমুত্তমাম্ ॥ ১৯ ॥
 কুশস্থলৌ মহাপুণ্যা পবিত্রা পাপহারিণী । পুরী
 হেবা মুনিশ্রেষ্ঠ ত্রিষু লোকেষু বিষ্ণতা । তত্রৈবাহং
 চিরং কালং মাতৃভির্নবসামি বৈ ॥ ২০ ॥ তত্রাপি ত্বং
 সদা সিদ্ধক্ষেত্রাদিপত্যমাগুয়াঃ । মৎসরো নির্মলঃ
 পুণ্যং বিমলোদঃ চ বিষ্ণতম্ ॥ ২১ ॥ যত্র পুণ্যবতাং
 বাসো দেব্যাস্তিষ্ঠন্তি কোটিশঃ । তস্মিন্শ্রীর্ষে নরাঃ
 স্নাত্বা শুচীভূয় সমাহিতাঃ ॥ ২২ ॥ যজন্তি চৈব মাং
 ভজ্যন্ত ধূপদীপায়তর্পণৈঃ । কীরথগুজ্যভোজ্যৈশ্চ
 ভোজয়েদ্বিধিবাদ্বিজান্ ॥ ২৩ ॥ ন তেষাং দুর্লভং

গণের উপকারিণি ! যদি অমুগ্রহ করিয়া বরদানে
 ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর,—
 রেবানদী বর্দ্ধিত হইয়া সর্বলোকভয়প্রদা হইয়াছে
 সে এই বিশ্ব প্রাবিত করিয়াছে ; আপনি তাহাকে
 গ্রহণ করুন । ঋষি এইরূপ প্রার্থনা করিলে সাধ্বী
 তখন রমা মহাকালবনে আগমন করিলেন এবং
 আগমনকালে অগস্তিকে সাত্তাপুর্ষক এই কথা
 বলিলেন,—হে ঋষে ! আমি রেবাকে বর্দ্ধিতা হইতে
 নিবারণ করিব । কিন্তু তাবৎকাল মহাগিরি বিদ্য
 উত্থিত হইবে না, যাবৎ তুমি দেবকার্য্যার্থী হইয়া
 দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিয়া ত্রিকূটদ্বারে অবস্থান
 করবে । কুশস্থলী, মহাপুণ্যা, পবিত্রা ও পাপহারিণী
 হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! এই পুরী ত্রিলোকবিষ্ণত । ঐ
 স্থানে আমি মাতৃগণের সহিত বহুকাল বাস করি-
 তেছি ১৫-২০ । তুমিও ঐস্থানে বাস করিয়া সিদ্ধক্ষেত্র-
 দ্বিপত্য লাভ কর । ঐ স্থানে আমার সরোবর
 আছে । ঐ সরোবর নির্মল, পুণ্য, বিমলজল, ও
 প্রসিদ্ধ । ঐ স্থানে পুণ্যবানদিগের বাসস্থান এবং
 কোটি কোটি দেবী ঐ স্থানে বাস করিতেছেন ।
 ঐ স্থানে নর স্নানান্তে শুচি হইয়া সমাহিতভাবে ধূপ,
 দীপ, অগ্নি, কাষ্ঠ ও তর্পণ দ্বারা আমার পূজা করত
 কীর, খণ্ড, আজ্য, ও বিবিধ ভোজ্য, দ্বারা আদ্রণ
 ভোজন করাইলে তাহাৎ ত্রিভুবনে কিছুই দুর্ল

কিকিঞ্জিৰু লোকেষু বিদ্যতে । ধনধান্যধৈ-
র্য্যপুত্রাদিসম্পদাম্ ॥ ২৪ ॥ প্রাপ্যন্তে বিবিধা
ভোগা দেবানামপি দুর্লভাঃ । শক্রতো ন ভয়ং
তেষাং দম্ব্যভ্যো বা ন রাজতঃ ॥ ২৫ ॥ ন শস্ত্রানল-
তোয়োঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি । দৌৰ্গায়ুর্দুষ্টি-
মাল্লোকে উষিহা শাস্তীঃ সমাঃ ॥ ২৬ ॥ সৰ্বপাপ-
বিশুদ্ধায়া মৃতঃ শিবপুরঃ ব্রজেৎ । এবঃ ব্যাস
পুরীঃ প্রাপ্য রম্যাং চোজ্জয়িনীং শুভাম্ ॥ ২৭ ॥
সমাপ্তিত্বা তদা দেবৌ সততঃ বিদ্যাবাসিনৌ । তস্মিৎ-
স্তীৰ্ণে নরঃ স্নাত্বা সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৮ ॥
স্থিয়ো বা রজোদোষার্ভা বক্ষ্যাঃ কাকবকাদিকাঃ ।
দুর্ভগাঃ শীলহীনাস্চ সৰ্বকামবিবৰ্জিতাঃ ॥ ২৯ ॥
বিমলোদেহপি তাঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা বৈ বিদ্যাবাসিনীম্ ।
মুচ্যন্তে সৰ্বদোষৈস্তা নাত্ৰ কাৰ্য্য বিচারণা ॥ ৩০ ॥
অপুত্রাঃ প্রাপ্তুঃ পুত্রান্ কন্তা বীরপতিং বহুম্ ।
প্রাপ্যতে সৰ্বসৌভাগ্যং সৰ্বকামবরপ্রদম্ ॥ ৩১ ॥
বিদ্যাবান্ জয়তে বিপ্রঃ কত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ ।
বৈশ্ণবঃ বহলাভাচ্যঃ শূদ্রঃ সুখমথাম্বুতে ॥ ৩২ ॥
কথাং পুণ্যবতীমেতাং সৰ্বকামবরপ্রদাম্ । পঠন্
বাপ্যথবা শৃণ্বন্ গোসহস্রকলং লভেৎ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীহান্দে বিদ্যাবাসিনৌবিমলোদতীর্থমাশঙ্ক্য-
বর্ণনং নাম পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

থাকে না এবং সে ধন-ধান্যময় ঐশ্বর্য্য ও পুত্রাদি
সম্পদের সহিত দেবদুর্লভ বিবিধ ভোগ উপভোগ
করিয়া থাকে । কদাচ তাহার শত্রু, দম্ব্য, রাজা,
শত্রু, অনল ও তোয়রাশি হইতে ভয় হয় না এবং ঐ
স্থানে বাস করিয়া সে দৌৰ্গায়ু, বুদ্ধিমান ও পাপমুক্ত
হইয়া জীবনান্তে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে ।
হে ব্যাসদেব ! এইরূপে দেবৌ বিদ্যাবাসিনী রম্যা
উজ্জয়িনী পুরী আশ্রয় করেন । এই তীর্থে নর
জ্ঞান করিয়া সৰ্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে ।
নারীগণ রজোদোষার্ভা, বক্ষ্যা, কাকবক্ষা, ওভগা,
শীলহীনা, ও সৰ্বকামবর্জিতা হইলে যদি তাহারা
বিমলোদ তীর্থে স্নান ও বিদ্যাবাসিনীকে দর্শন
করে, তাহা হইলে সৰ্বদোষ হইতে মুক্তি লাভ
করিয়া থাকে ; এ বিষয়ে বিচার করিবার কিছুই
নাই । অপুত্রা পুত্র ও কন্তা বীরপতি এং সৰ্বকাম-
প্রদ সৌভাগ্য লাভ করে । ঐ তীর্থসেবী ব্যক্তি
বিপ্র হইলে বিদ্বান্, কত্রিয় হইলে বিজয়ী, বৈশ্ণ
হইলে বহলাভাচ্য, এবং শূদ্র হইলে বহু সুখ লাভ
করিয়া থাকে । এই পুণ্যবতী কথা সৰ্বকাম-বর-

ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । তীর্থমন্ততরং ব্যাস
জ্ঞাতাসঙ্গমসম্ভবম্ । যত্র তু স্নানমাত্রেণ মহাপাপৈঃ
প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥ অমা বৈ শনিবারেণ যদায়াতি
সমাহিতঃ । পিতৃহৃদিষ্ট যঃ কুৰ্য্যাক্ষাৎ চৈব
তিলোদকম্ ॥ ২ ॥ পশ্চোচ্ছনৈশ্চরং দেবং স্থাবরং
লিঙ্গমুত্তমম্ । তন্ত শানৈশ্চরী পীড়া ন ভবেত্তু
কদাচন ॥ ৩ ॥ ব্যাস উবাচ । মহাতীর্থং সমাখ্যাতং
মহাকালবনে শুভে । ভূয়ন্ত শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ
তপোধন ॥ ৪ ॥ সনৎকুমার উবাচ । শ্রবতাং ভো
দ্বিজশ্রেষ্ঠ কথা পৌরাণিকী শুভা । যন্তাঃ শ্রবণমাত্রেণ
মহাপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৫ ॥ রেবা চর্ম্মধতী জ্ঞাতা
তিশ্রো নদ্যঃ পুরানঘা । জাতাত্মৈলোক্য-
পাবন্তো ভুবি চামরকটকাৎ ॥ ৬ ॥ পুণ্যাঃ পুণ্যজলা
রম্যাঃ পবিত্রাঃ পাপহারকাঃ । পুনস্তাঃ সৰ্বলোকা-

প্রদা ; ইহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে গোসহস্রদানের
কল লাভ হইয়া থাকে । ২১--৩৩ ।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৫ ।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব ! যেখানে
স্নান করিলে মহাপাপ হইতে মুক্তি লাভ করা
যায়, জ্ঞাতা-সঙ্গম-সম্ভব এক এক তীর্থের বিষয়
শ্রবণ করুন । যে মানব শনিবার অমাবস্তায়
সমাহিতভাবে এই তীর্থে আগমন করিয়া পিতৃ-
উদ্দেশে শ্রাদ্ধ-তিলোদক প্রদানান্তে দেব শানৈশ্চর
ও উত্তম স্থাবর লিঙ্গকে দর্শন করে, সে কদাচ
শনিগ্রহ-জনিত পীড়া লাভ করে না । ব্যাস
বলিলেন,—হে তপোধন ! মহাকালবনের অনেক
মহাতীর্থের কথা আপনি কৌতুহল করিলেন বটে,
কিন্তু আমি পুনরায় তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা
করিতেছি । সনৎকুমার বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ !
যাহা শ্রবণ করিলে মহাপাপক্ষয় হয়, আমি
সেইরূপ পৌরাণিকী কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।
পূর্বে রেবা, চর্ম্মধতী, ও জ্ঞাতানদী ইহারা
অমরকটক হইতে ভূতরো ত্রৈলোক্যপাবনীরূপে
জন্মগ্রহণ করে । ও নদীত্ৰয় পুণ্যা, পুণ্যজলা,
রম্যা, পবিত্রা, পাপহরা, এবং স্নান ও পানে

নাং জ্ঞানাং পানাস্তথাপগাঃ ॥ ৭ ॥ একদোপবনে
রম্যে মাঙ্কাতৃক্ষেত্রে উত্তমে । মিথো রমন্তি সংস্থ্যঃ
পরম্পরজিগীষয়া ॥ ৮ ॥ কিঞ্চিদোষপ্রসঙ্গেন মিথো
ভেদো হুজায়ত । রেবাসঙ্গং পরিত্যাগ্য ভিত্তা
বিদ্যাগিরিং বরম্ ॥ ৯ ॥ মহাকালবনে রম্যে
সমায়াতা সরিষরা । যত্র শিপ্রা মহাপুণ্যা পুরী
হেমামরাবতী ॥ ১০ ॥ সর্বতীর্থবরং শ্রেষ্ঠং নায়া
কুঙ্গসরঃ স্মৃতম্ । ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নিত্যং সিদ্ধিগণ-
সেবিতম্ ॥ ১১ ॥ তজাগত্য পুরা কাতা শিপ্রাসঙ্গং
সমাশ্রিতা । তত্র তীর্থং পরং জাতং কাতাসঙ্গম-
সংজ্ঞিতম্ । যত্র ধৃতরজা জাতঃ সদ্যঃ প্রোক্তো
বিভাবশুঃ ॥ ১২ ॥ ব্যাস উবাচ । কথং সূর্য্যস্থয়া
প্রোক্তো বিরজো হতবৎ পুরা । এতদ্বৈদিতুমিচ্ছামি
যন্তো ব্রহ্মবিদাং বর ॥ ১৩ ॥ সনৎকুমার উবাচ ।
পুরাঙ্গসূর্য্যঃ সাবিত্রীং স্থষ্টা স্বতনয়াং দদৌ ॥ ১৪ ॥
পতিধর্ম্মরতা নিত্যং সিসেবে লোকচক্ষুষে । তন্ত্ৰাং
বৈ মিথুনং জজ্ঞে লোকসাক্ষিবিভাবসোঃ ॥ ১৫ ॥
যমো বৈবস্বতো জাতো যমুনা লোকপাবনী ।
ততঃস্থষ্টাববীচ্ছায়াং স্বকীয়াং স্ননুতাং গিরম্ ॥ ১৬ ॥

সর্বলোক-পাবনী । একদা ইহার রম্য উপবন
মাঙ্কাতৃক্ষেত্রে হুষ্ঠাস্তঃকরণে জিগীষায় পরম্পর
ক্রীড়া করে । এই অবস্থায় কিঞ্চিৎ দোষ প্রসঙ্গে
তাহাদের পরম্পরভেদ উপস্থিত হইল । তাহার
ফলে কাতা রেবাসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যা-
গিরি বিদারণপূর্ব্বক—যেখানে মহাপুণ্যা শিপ্রা
ও হেমরাবতী পুরী বিরাজিতা, সেই রম্য মহা-
কালবনে আসিয়া উপস্থিত হইল । ঐ স্থানে
সর্বতীর্থশ্রেষ্ঠ ভুক্তিমুক্তিপ্রদ সিদ্ধিগণ-সেবিত কুঙ্গ-
সরোবর বর্তমান । ঐ স্থানে আগমন করিয়া
কাতা পূর্বেই শিপ্রাসঙ্গ লাভ করে । তাহাতে ঐ
স্থানে কাতাসঙ্গম নামক উত্তম তীর্থ প্রাপ্ত হইল ।
ঐ স্থানে বিভাবশু সদ্য ধৃতরজা হইয়াছিলেন ।
ব্যাস বলিলেন,—সূর্য্য বিরজা হইয়াছিলেন আপনি
একথা বলিলেন, পরন্তু ইহা কি প্রকার ? আমি
তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি । সনৎকুমার বলিলেন,—
পূর্বে ব্রহ্মা স্বতনয়া সূর্য্যাসুরাগিণী সাবিত্রীকে
তাহার করে সম্প্রদান করেন । পতিধর্ম্মরতা
সাবিত্রী নিত্য লোকচক্ষু সবিতার সেবা করিলেন ।
তাহার ফলে সাবিত্রীতে বিভাবশু হইতে যম
ও যমুনা জন্ম গ্রহণ করিলেন । তখন সাবিত্রী
ছায়ায় স্ননুত বাক্যে বলিলেন,—হে ছায়ে ।

মিথুনং যে তবোৎসঙ্গে ধৃতং স্বং পরিপালয় । তাব-
দেবমিহ চ্ছায়ে যাবৎপিতৃগৃহেচরৌ ॥ ১৭ ॥ রবিত্তি-
রতা নিত্যং চর স্বং মম বেশ্মনি । নো বাচ্যাহং
কদা চ্ছায়ে পিতৃবেশ্মগতা রবেঃ ॥ ১৮ ॥ এবং সা
সময়ং কৃত্বা সাবিত্রী হুগমন্তদা । পিতৃবেশ্মগতা বালা
সবিতুর্ভয়বিহ্বলা ॥ ১৯ ॥ পিতা নিবাসিতা সদ্যো
বড়বারূপধারিণী । বিচারা বনে রম্যে বহুলোদক-
শাঙ্কলে ॥ ২০ ॥ একদা যাচিতা তেন বৈবস্বতেন
বুভুক্ষতা । নোদনং বৈ তয়া দত্তং যাঃ যামাস তৎ-
ক্ষণাৎ ॥ ২১ ॥ তদা পদা হতা তেন চ্ছায়া তং চ
শশাপ হ । যতন্ত্বং মে পদাঘাতং কৃতবান বাল-
ভাবনাৎ ॥ ২২ ॥ তস্মাৎ ৬ পদা খঞ্জো ভবিষ্যসি
ন সংশয়ঃ । এবং শপ্তো ব্রহ্মাক্রান্তো বিলম্বা-
প্তচাঙ্গিতঃ ॥ ২৩ ॥ এতস্মিন্নস্তরে ব্যাস পরিভূয়
বসুন্ধরাম্ । ভাবয়ন্ সকলান্লোকান্ গ্রহচারী বিভা-
বশুঃ ॥ ২৪ ॥ দৃষ্টা চ তনয়ং পশুমিত্যুবাচ বিভা-
বশুঃ । কিমিদং বৎস তে কষ্টং কুতঃ প্রাপ্তং
ত্ৰয়ানঘ ॥ ২৫ ॥ ইতি পৃষ্টো যদা তেন সবিত্রা লোক-

যতদিন আমি পিতৃগৃহে থাকি, ততদিন তুমি
এই মিথুন পরিপালন কর । ইহাদিগকে আমি
তোমার ক্রোড়ে প্রদান করিলাম । তুমি পতি-
ভক্তিরতা হইয়া আমার ভবনে ধর্ম্মাচরণ কর ।
আমি পিতৃগৃহে বাস করিতেছি, তুমি ইহা রবিকে
কদাচ বলিও না ॥ ১৭—১৮ ॥ সাবিত্রী ছায়ায় এইরূপ
বলিয়া ভয়ে ভয়ে পিতৃভবনে গমন করিলেন ।
তিনি পিতৃভবনে আগমন করিয়া পিতামহ কর্তৃক
নিবাসিত হইলেন । তখন তিনি বড়বারূপ ধারণ
করিয়া বহুঘাস-জলশালী রম্য বনে বিচরণ করিতে
লাগিলেন । একদা বৈবস্বত স্মৃধর্ত্ত হইয়া ছায়ায়
নি. টে অন্ন প্রার্থনা করিলে ছায়া তাহাকে তৎ-
ক্ষণাৎ অন্ন প্রদান করিতে পারে নাই বলিয়া
সে ছায়ায় পদাঘাত করে । পাদাহতা হইয়া
ছায়া তখন তাহাকে এই বলিয়া শাপ দেয়,—
যে হেতু তুমি আমাকে বালভাবে পদাঘাত করিলে,
অতএব তুমি খঞ্জ হইবে ইহাতে কোন সংশয়
নাই । যম তখন ছায়া কর্তৃক শপ্ত হইয়া বিলম্ব
করিতে লাগিল । ইত্যবসরে গ্রহচারী বিভাবশু
ত্রিলোক উদ্ভাসিত ও তেজে বসুন্ধরাকে পীড়িত
করিয়া তনয়কে পশু দর্শন করত বলিলেন,—
অগ্নি বৎস ! তোমার এ কি হইয়াছে, তোমার
এই কষ্টের কারণ কি ? পিতা সাবিত্রী এইরূপ

ভাষ্যতা। উবাচ গদগদাং বাচং ধমঃ সংযমিনী-
পতিঃ ॥ ২৬ ॥ প্রাতরাশায় মে নাথ যাচিৎ মাতু-
রন্তিকাৎ ॥ নো দত্তং ভোজনং কিপ্রং বালভাবেন
তাড়িতা ॥ ২৭ ॥ পাদৌ মে গলিতৌ সদ্যো মাতুঃ
শাপপরাভবৌ ॥ তচ্ছ্রুত্বা মোহমাপন্নো রবির্ধ্যান-
পরায়ণঃ ॥ ২৮ ॥ বিচিত্রমিদমাখ্যাতং মাতুঃ শাপস্ত
কারণম্ ॥ এবং ধ্যানা চিরং কালং জ্ঞাতবান্ রবি-
রংগমান্ ॥ ২৯ ॥ নেয়ং সা কচিরাপাক্তৌ বৃদ্ধী
লোকস্ত পাবনী ॥ কেয়ং বা কুত আয়াতা কাসি
ঋং চ শুচিস্মিতে ॥ ৩০ ॥ ছায়েবাচ ॥ নানুসূর্য্যা
মহারাজ ছায়া তস্তাঃ স্বসম্ভবা ॥ গতাবৈ সা পিতু-
র্গেহে বারিতাহং তয়ানঘ ॥ ৩১ ॥ সবিভ্রে নৈব
বক্তব্যং ছায়ে কিঞ্চিৎ কথঞ্চন ॥ এষ মে সময়ো নাথ
তেনাহং মোনমাস্থিতা ॥ ৩২ ॥ তচ্ছ্রুত্বা ভগবাংস্বষ্টুঃ
সমীপং রোষমাস্থিতঃ ॥ জগাম সহসা তানুর্বহরোষ-
সমধিতঃ ॥ ৩৩ ॥ তং দৃষ্ট্বা সহসোখায় বৃষ্টা লোক-
পিতামহঃ ॥ পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ঞ্চ মধুপকৈরপূজয়ৎ ॥

জিজ্ঞাসা করিলে স্মৃত রবিশ্রুত তখন গদগদ
কণ্ঠে বলিলেন,—পিতঃ! আমি মাতার নিকট
প্রাতরাশ প্রার্থনা করিলে তিনি আমাকে তাহা
দিলেন না। এ জন্ত আমি বাল-শূলভ চপলতার
বশীভূত হইয়া তাঁহাকে তাড়না করিয়াছিলাম।
তাই তিনি আমাকে শাপ দিয়াছেন, সেই শাপ-
প্রভাবে আমার পাদদ্বয় গলিয়া পড়িয়াছে। বাল
পুত্রের প্রতি মাতার শাপবাণী শ্রবণপূর্বক তিনি
মুগ্ধ হইয়া ধ্যানস্থ অবস্থায় এইরূপ সত্য তৎ
অবগত হইলেন,—এ সেই কচিরাপাক্তৌ বিধাতা-
নন্দিনী নহে। এ কে, কোথা হইতে বা আগমন
করিল! এইরূপ বিচকি করিয়া সবিভা সেই
ছায়াকে জিজ্ঞাসিলেন,—হে শুচিস্মিতে! তুমি কে?
এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ছায়া বলিল,—মহারাজ!
আমি আপনার অনুগতা নহি। আমি সাবিত্রীর
ছায়া। তিনি আপনাকে বলিতে নিবেদন করিয়া
পিতৃগৃহে গমন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন,
—ছায়ে। তুমি কোন প্রকারে কিঞ্চিৎকৃত
আমার পিতালয়-যাত্রার কথা বলিও না। পূর্বে
আমি তাঁহার নিকট প্রতিক্ষিত ছিলাম বলিয়া
আপনাকে না বলিয়া মোনাবলদন করিয়াছিলাম।
তৎকালে মুগ্ধ হইয়া সবিভা সহসা বিধাতৃভবনে
গমন করিলেন। বিধাতা তাঁহাকে দেখিয়া সহসা
গাত্তোখান করত পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও

৭৪ ॥ নত্বা পাদৌ পরিক্রম্য বহুমানপুরঃসরম্ ॥
উবাচ মধুরয়া বাচা প্রিয়স্তে করবাম কিম্ ॥ ৩০ ॥
রবিকবাচ ॥ ক সানুসূর্য্যা সাবিত্রী মমানুপ্রিয়-
কারিণী ॥ আগতা তে গৃহং তাত মম মার্গানু-
মোদিনী ॥ ৩৬ ॥ বৃষ্টোবাচ ॥ ন জানীমো বয়ং
তাত প্রিয়া মে ক গতাত্মতা ॥ ইত্যুক্তে বচনে
বৃষ্টা রবিশ্রুতস্তমানসঃ ॥ ৩৭ ॥ কিং করোমি ক
গচ্ছামি ক চ প্রিয়তরা মম ॥ ইতি সন্তাপমাণে তু
বৃষ্টা বাক্যমধাববৌৎ ॥ ৩৮ ॥ তব স্তেজঃপরিভ্রষ্টা
ভগ্না কাসি গতাবলা ॥ যদি তে বল্লভা ভার্যা
তেজস্বঃ পরিশাময় ॥ ৩৯ ॥ সূর্য্য উবাচ ॥ যদ্যেবং
হুঃসহঃ তেজো মম পূর্বপিতামহ ॥ তদা তে রোচতে
সম্যগ্ধ্যা স্তাং তথা কুরু ॥ ৪০ ॥ ইতি সূর্য্যবচঃ
শ্রুত্বা শাণং কৃৎস্না সূদর্শনম্ ॥ সৃষ্টিতঃ সুরধারেণ
লঘীয়াগ্নির্মলোহভবৎ ॥ ৪১ ॥ তস্ত সৃষ্টিতমাত্রেণ
বৃষ্টা চক্রে বিবস্বতঃ ॥ শাণং সূদর্শনং চক্রে সৈকতা
মণিজাতয়ঃ ॥ ৪২ ॥ তদা বৃষ্টাববীধাক্যং মধুরং
সূর্য্যসন্নিধৌ ॥ মহাকালবনে রম্যে ঈড়বারূপ-

মধুপক প্রদানে অর্চনা করিলেন। পরে নমস্কার
ও বহুমানপুরঃসর প্রদক্ষিণ করিয়া মধুর বাক্যে
বলিলেন,—আপনার কি করিব বলুন। তখন রবি
বলিলেন,—আমার প্রিয়কারিণী সাবিত্রী কোথায়?
তিনিলাম,—এখানে আগমন করিয়াছে। বৃষ্টা
বলিলেন,—তাত! আমার প্রিয় পুত্রী কোথায়
গমন করিয়াছে, এ বিষয়ে আমি ত কিছুই অবগত
নহি। বিধাতা এই কথা বলিলে রবি তখন
চিন্তিত-মানসে—কি করি, কোথায় যাই, আমার
প্রিয়া কোথায় গেল? এই বলিয়া বিলাপ করিতে
থাকিলে বৃষ্টা বলিলেন,—সম্ভবতঃ তোমার তেজ
নাহতে না পারিয়া অধুনা কোথায় গমন করিয়াছে।
সে তোমার যদি বল্লভা ভার্যা হয়, তাহা হইলে
তুমি তোমার তেজ কিছু কমাইয়া লও। ২—৩৯।
সূর্য্য বলিলেন,—হে পিতামহ! যদি আপনি আমার
তেজ একরূপ হুঃসহ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে
আপনি ইহার প্রতিকার যেরূপ মনে করেন,
তাহা করুন। সবিভার বাক্য শ্রবণপূর্বক বিধাতা
সূদর্শনকে শাণ করিয়া বৃদ্ধারা সূর্য্যকে ঘর্ষণ
করিতে লাগিলেন। তাহাতে সূর্য্য লঘু এবং নির্মল
হইলেন। বৃষ্টা সূর্য্যঘর্ষণে সূদর্শনকে শাণ ও
মণিসমূহকে সৈকতা করিলেন এবং সূর্য্যকে
বলিলেন,—আপনি শীঘ্র মহাকালবনে গমন

ধারিণী ॥ ৪৩ ॥ গৃহতাং ভোঃ সুরশ্রেষ্ঠ নীষং গ - তু
শাধলে । যত্র শিপ্রা সরিক্লেষ্ঠা যত্র কাতা সমা-
গতা ॥ ৪৪ ॥ উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র তত্র মুক্তির্ন
সংশয়ঃ । তত্র তাং সূতগাং পত্নীং প্রাপ্যাসি স্বং
ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ ইতি তন্ত বচঃ ক্রহা সবিভা
সর্বতাপনঃ । তত্রাগমদ্বয়ং যত্র মহাকালস্ত পাবনম্ ।
কাতাসঙ্গমসংযুক্তা যত্র শিপ্রা পয়স্বিনী । তত্র
ভুক্তিষ্ঠ মুক্তিষ্ঠ ধনধান্তসমাগমঃ ॥ ৪৬ ॥ তত্রাগত্য
প্রিয়াং ভার্য্যাং বড়বারূপধারিণীম্ । দদর্শ তাং পুনঃ
ভ্রামাং হরিরূপধরো হরিঃ ॥ ৪৮ ॥ নাসিকাস্রাণ-
মাশ্রোণে যত্র জাতৌ সূতাবৃত্তৌ । দর্শনীয়ৌ সুন-
য়াকৌ ভিষজৌ তৌ দিবৌকসাম্ ॥ ৪৯ ॥ ছায়া চ
সুসুবে তত্র মিথুনং দ্বিজসন্তম । তাপীং শনৈশ্চরং
চৈব সর্বলোকপ্রতাপনম্ ॥ ৫০ ॥ শনিযোগে যদামা
বৈ জায়তে সর্বকামদা । তদা স্নানং চ দানং চ
শ্রাদ্ধং চৈব তু কারয়েৎ ॥ ৫১ ॥ তন্ত হস্তগতা লক্ষ্মী-
জায়তে সর্বদা ভুবি । কাতা সঙ্গমে নরঃ স্নাত্বা
দানং দত্ত্বা চ শক্তিতঃ ॥ ৫২ ॥ স্বাবরেশং সমভ্যর্চ্য

করুন । সাবিজ্ঞৌ বড়বারূপ ধারণ করিয়া তত্রত্য শাধল
ক্ষেত্রে গমন করিয়াছে । হে সুরশ্রেষ্ঠ ! আপনি
সেখানে গিয়া তাহাকে গ্রহণ করুন । ঐখানে সরিষয়া
শিপ্রা কাতার সহিত মিলিত হইয়াছে । ঐ সঙ্গমে
মুক্তি নিশ্চিত । আপনি ঐ স্থানে আপনার সূতগা
পত্নীকে লাভ করিবেন, ইহাতে কোন সংশয়
নাই । সবিভা বিধাতার বাক্য শুনিয়া—যেখানে
পবিত্র মহাকালবন বিরাজিত, যেখানে স্রোত-
স্বতী কাতা শিপ্রার সহিত মিলিত, যেখানে
ভুক্তি-মুক্তি ও ধন-ধান্তসম্পদ নিত্য বিরাজিত
সেই স্থানে আগমন করিয়া বড়বারূপধারিণী
ভার্য্যাকে দর্শন করিলেন । তিনি হররূপ ধারণ
করিয়া তাহার নাসিকাস্রাণ করিলে ঐ স্থানে
যমজ সন্তান উৎপন্ন হইল । ঐ সূতযুগল
দর্শনীয় ও সুকুমার-সম্পন্ন হইল । উহারাই
দেবতাদিগের ভিষক্ । হে দ্বিজ-সন্তম । ঐ
স্থানে ছায়াও এক পুত্র ও এক কন্যা প্রসব
করে । উহাদের এক জনের নাম তাপী ও
অন্যের নাম শনৈশ্চর । ঐ শনৈশ্চর সর্বলোক-
প্রতাপন । শনিবার অমাবস্যায় ঐ স্থানে স্নান-
দান ও তপস্যা করিলে, লক্ষ্মী তাহার হস্তগতা
হয় । নর কাতা-সঙ্গমে স্নান, শক্ত্যনুসারে
দান ও স্বাবরেশের পূজা করিলে, তাহার সর্ব

তন্ত পাপকৃষো ভবেৎ । সৌরিঃ শনৈশ্চরো মন্দঃ
কৃষ্ণোহনন্তোহস্তকো যমঃ ॥ ৬৩ ॥ পিতৃহায়াসুতো
বক্রঃ স্বাবরঃ পিঙ্গলায়নঃ । এতানি শনিনামানি প্রাতঃ
কালে পঠেদ্রয়ঃ ॥ ৬৪ ॥ তন্ত শনৈশ্চরৌ পীড়া ন ভবেদু
কদাচন । যমধর্ম্মোহপি চাট্টেব তপস্তপে সূহৃদ্রয়ম্ ॥
৬৫ ॥ যজ্ঞকুণ্ডেভ্যে ভাগে যত্র তিষ্ঠতি মাকৃতিঃ ।
ধর্ম্মসরোত বিখ্যাতং নাম্না ততীর্থমুত্তমম্ ॥ ৬৬ ॥ যত্র
সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তস্তপসা পবনাস্বজঃ । তস্মি-
ন্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা দত্ত্বা বৈ কাংস্তভাজনম্ ॥ ৬৭ ॥
সবাসোমনিমুক্তাভিঃ কাঞ্চনালঙ্কৃতং বরম্ । ব্রাহ্ম-
ণেভ্যঃ স্বলঙ্কৃত্য বেদবিদ্যাস্ত সাদরম্ ॥ ৬৮ ॥
মাতুলোকং সমুত্তীর্ণা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে । শ্রাবণে
মাস্ম্যতে পক্ষে একাদশীতে যো নরঃ ॥ ৬৯ ॥ ধর্ম্ম-
তীর্থে সদাচারী স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ । করোতি
সততং তন্ত বিষ্ণুলোকঃ সনাতনঃ ॥ ৭০ ॥ চ্যবনা-
শ্রমে নরঃ স্নাত্বা চ্যবনেশ্বরং বিলোকয়েৎ । যত্র
সিদ্ধিং গতো পুণ্যাবস্থিনো ভিষজাঃ বরো ॥ ৭১ ॥
চ্যবনস্ত প্রসাদেন দেবপণ্ডিতম্বাপতুঃ । চ্যবনেন
পুরা দৃষ্টিঃ প্রাপ্তা বৈ দেবভেষজাৎ ॥ ৭২ ॥ তস্মি-
ন্তীর্থে দ্বিজশ্রেষ্ঠ দিব্যদৃষ্টির্ভবেদ্রয়ঃ । অত্রৈব প্রাপ্ত-

পাপ ক্ষয় হয় । সৌরি, শনৈশ্চর, মন্দ, কৃষ্ণ,
অনন্ত, অস্তক, যম, পিতৃ, ছায়াসুত, বক্র, স্বাবর,
ও পিঙ্গলায়ন, এই সকল শনিনাম প্রাতঃকালে
যে নর পাঠ করে, তাহার শনিজনিত পীড়া হয় না ।
৪০—৫৫ ধর্ম্মরাজ যমও এই স্থানে সূহৃদ্রয় তপস্যা
করেন । সেখানে যজ্ঞকুণ্ডের উত্তরদিকে মাকৃতি
বাস করিয়া থাকেন, ঐ তীর্থে ধর্ম্মসর বলে ।
ঐ স্থানে পবনাস্বজ পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া-
ছিলেন । ঐ তীর্থে স্নান করিয়া নর যদি বাস,
মণি, মুক্তা ও কাঞ্চনপরিপূরিত কাংস্তপাত্র
অলঙ্কৃত করিয়া বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে সাদরে প্রদান
করে, তাহা হইলে সে মাতুলোক উত্তীর্ণ হইয়া
ব্রহ্মলোকে পূজিত হয় । শ্রাবণ মাসের উভয়
পক্ষীয় একাদশীতে যে নর, সদাচারী হইয়া
ধর্ম্মতীর্থে স্নান-দানাদি ক্রিয়া করে, সনাতন
বিষ্ণুলোক তাহার নিশ্চিত । নর চ্যবনাশ্রমে
স্নান করিয়া চ্যবনেশ্বরকে দর্শন করিবে । ঐ স্থানে
অধিনীকুমার-যুগল চ্যবনের প্রসাদে সিদ্ধি ও
দেব-পণ্ডিত লাভ করিয়াছিলেন । পূর্বে চ্যবন
ঐ স্থানে দেবভিষক হইতে দৃষ্টিলাভ করিয়াছিলেন ।
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! ঐ স্থানে নর দিব্যদৃষ্টি লাভ

বান্ স্বৰ্ঘ্যঃ সান্নিহোজাশ্রমঃ পরম্ ॥ ৬৩ ॥ ঐহুস্বৰ্ঘ্যঃ
মহাভাগাঃ সান্নিহোজাঃ লোকবিশ্রুতাম্ ॥ স্বৰ্ঘ্যলোকঃ
সমাসাদ্য বৃহজে বিপুলঃ শ্রিয়ম্ ॥ ৬৪ ॥ তস্মাৎসান্নিহোজা
পরং তীর্থং কাতাসঙ্গমসংজিতম্ ॥ সৰ্বপাপহরং
পুণ্যং সৰ্বকামবরপ্রদম্ ॥ ৬৫ ॥ য এতাস্তু কথাঃ
পুণ্যাঃ শৃণোতি ভুবি ভক্তিতঃ ॥ পঠেৎ প্রাতঃ-
কথায় তস্মৈ পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৬৬ ॥ কাপলা-
গোসহস্রেন কলং ভবতি পৰ্বণি ॥ তৎকলং
সমবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬৭ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে কাতাসঙ্গমমাহারাবর্ণনং নাম
ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । শৃণু ব্যাস প্রবক্ষ্যামি
তীর্থমেকমতঃ পরম্ ॥ তীর্থানামুত্তমং তীর্থং গয়া
নামেতি নামতঃ ॥ ১ ॥ তত্র স্নাত্বা নরো নিত্যং
মুচ্যতে চ ঋণজয়াৎ ॥ দেবান্ পিতৃন সমভ্যর্চ্য
বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ২ ॥ ব্যাস উবাচ ।

করে । এই স্থানে স্বৰ্ঘ্য সান্নিহোজাশ্রম লাভ
করিয়া মহাভাগা সান্নিহোজাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন
এবং পরে স্বীয় লোকে গমন করিয়া বিপুল আনন্দ
উপভোগ করিয়াছিলেন । হে ব্যাস ! কাতা-
সঙ্গম নামক তীর্থ সৰ্বপাপহর ও সৰ্বকামপ্রদ ।
যে ব্যক্তি ভক্তপূৰ্ব্বক এই পুণ্য কথা শ্রবণ করে,
এবং প্রাতঃকালে গায়ত্রীখান করিয়া পাঠ করে,
তাহার পুণ্যফল শ্রবণ করুন,—এ স্থানে পক্ষ-
দিবসে কাপলা গো-সহস্র দান করিলে যে ফল
প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে ব্যক্তির তৎসম ফল লাভ
হইয়া থাকে, এ বিষয়ে বিচার করিবার আবশ্যক
নাই । ৫৬—৬৭ ।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৬ ।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাস ! গয়ানামক
এক উত্তম তীর্থের কথা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ
করুন ;—নর এই তীর্থে স্নান করিয়া দেব ও
পিতৃলোকের পূজা করিলে ঋণজয় হইতে মুক্ত
হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে । ব্যাস

কীকটে গয়া পুণ্যা নদী পুণ্যা পুনঃপুনা ।
চ্যবনশ্রামঃ পুণ্যঃ পুণ্যো রাজগিরিস্থতা ॥ ৩ ॥ স
কথং বিদিতো দেশে মহাকালবনে শুভে । এত-
দ্বৈদিতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ তপোধন ॥ ৪ ॥ সনৎ-
কুমার উবাচ । শৃণু ব্যাস কথাঃ পুণ্যাঃ পবিত্রাঃ
পাপহারিণীম্ ॥ যন্তাঃ শ্রবণমাত্রেণ পিতরো যান্তি
সদাতিম্ ॥ ৫ ॥ পুরা কৃতযুগে পুণ্যে যুগাদিদেব-
নামতঃ । রাজাসীৎ স তু ধর্ম্মাচ্ছা পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ॥
৬ ॥ তস্মৈ পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবোরসান্ ।
বভূবুঃ সৰ্বসম্পত্তা বর্দ্ধমানাঃ সমস্ততঃ ॥ ৭ ॥ ধর্ম্ম-
চতুষ্পদো নিত্যং যাম্বন্ রাজা প্রশাসতি । কাল-
বধা চ পর্জন্ত ঋতবঃ স্বাক্ষচারিণঃ ॥ ৮ ॥ বহশস্ত্র-
ফলা পৃথ্বী গাবশ্চ বহুধৃদাঃ । বেদবাদরতা বিপ্রাঃ
ক্ষত্রিয়া বাহুশালিনঃ ॥ ৯ ॥ বৈশ্ণা ধনপর্য্য নিত্যং
শূদ্রাঃ শুশ্রূষণে রতাঃ । ধর্ম্মমরতাঃ সর্বৈ সর্বৈ
ধর্ম্মোপদেশকাঃ ॥ ১০ ॥ ঋতিস্মৃতিপরো ধর্ম্মো
হৃষ্টপুষ্টিজনাকরঃ । নাধিব্যাধাভিভূতশ্চ লক্ষ্যতে
কোহপি মানবঃ ॥ ১১ ॥ হৃশীলা হৃদগা নারো বিধবা
নৈব লক্ষ্যতে । বহুপুত্রান্নপুত্রা চ মৃতপুত্রা ন
বক্ষ্যকা ॥ ১২ ॥ রূপশীলশুণোপেতা পতিব্রতপরা-

বলিলেন,—কীকটে পুণ্যা গয়া, পুণ্যা পুনঃপুনা
নদী, পুণ্য চ্যবগাশ্রম, ও পুণ্য রাজগিরি
বিরাজিত । এই সকল স্থান মহাকালবনে কিরূপে
বিদিত হওয়া যাইতে পারে ? ইহা আমি
বিস্তররূপে জানিতে ইচ্ছা করি । ৩—৪ । সনৎকুমার
বলিলেন,—হে ব্যাস । যাহা শ্রবণ করিলে
পিতৃলোক সদাতি লাভ করেন, সেই পাপহারিণী
পুণ্য কথা শ্রবণ করুন,—পূর্বে সত্যযুগে যুগাদিদেব
নামে এক রাজা ছিলেন । তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন ।
তাহার গুণ-গাথা শ্রবণ ও কীর্তন করিলে পুণ্য
হয় । তিনি পুত্রান্বিতিশেষে প্রজাপালন করিতে
থাকিলে তাহার বর্দ্ধিষ্ণু ও সর্বদা সর্বসম্পদে সম্পন্ন
ছিল । তাহার শাসনকালে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ, পর্জন্ত
কালবধী, ঋতু স্বাক্ষচারী, পৃথ্বী বহশস্ত্র-ফলা, গো
সকল বহুকীরা, বিপ্রগণ বেদরত, ক্ষত্রিয়গণ বল-
শালী, বৈশ্ণা ধনাঢ্য, শূদ্রগণ শুশ্রূষারত, ও সকলেই
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-রত ও ধর্ম্মোপদেশী ছিল । তখন
ধর্ম্ম,—ঋতি ও স্মৃতিসঙ্গত এবং মানবগণ—হৃষ্টপুষ্টি
ছিল । কোন মানবকেই তখন ব্যাধি-পীড়িত দেখা
যাইত না । তখন নারোগগ হৃদগা, বিধবা, বহুপুত্র
বা অল্পপুত্র মৃতপুত্র, ও বক্ষ্য হইত না ; প্রস্তু

য়ণা । নো মার্গঃ কণ্টসঙ্কীর্ণো দম্ব্যাদোষৈশ্চ দূষিতঃ ॥ ১৩ ॥ হুয়তাং ভূজ্যতাং শব্দদীয়তাঞ্চ গৃহেগৃহে । দদ্যাদানভপোহোমজপযজ্ঞক্রিয়াপরাঃ ॥ ১৪ ॥ জনাঃ সৰ্বত্র দৃশ্যন্তে সৰ্বধৰ্ম্মপরায়ণাঃ । চতুস্পাদচরো ধৰ্ম্মো অধৰ্ম্মোহপাদবিগ্রহঃ ॥ ১৫ ॥ এবং রাজা স ধৰ্ম্মাত্মা যুগাদিদেবসংজিতঃ । যেনেয়ং পালিতা পৃথ্বী ধৰ্ম্মেণ বর্জিতাঃ প্রজাঃ ॥ ১৬ ॥ অবস্ত্যাঞ্চ পুরা ব্যাস যজ্ঞকোটিং সমাচরৎ । তস্মিন্ কালেহতি-
বিক্রান্তহুগো নাম দানবঃ ॥ ১৭ ॥ তেন সৰ্বং বশং নীতং চরাচরমিদং জগৎ । ঘোরং তপ্তা তপঃ পুণ্যং ব্রহ্মলক্শবরঃ খলঃ ॥ ১৮ ॥ নৈব দেবা ন যজ্ঞাশ্চ বেদমার্গবিবর্জিতাঃ । দেবতাপূজনং নাস্তি স্বধা স্বাহা ন দৃশ্যতে ॥ ১৯ ॥ উৎসন্নো ধৰ্ম্মমার্গো-
হয়ং শাপ্তো বৈ হুয়ান্না । নষ্টপ্রায়াঃ সুরাস্তেন কভাঃ সৰ্ব্বে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মাণঃ শরণং জগ্মুঃ পিতৃতিঃ সহ সাধুভিঃ । কিং কুৰ্ম্মো বা ক গচ্চাম তুহগুণে পরাজিতাঃ ॥ ২১ ॥ ইতি ব্রহ্মা বচন্তেযাঃ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । সমুখায় ততঃ

তাঁহারা রূপ-শীল-গুণোপেতা, ও পতিব্রত-পরায়ণা হইত । পথ সকল কণ্টকাকীর্ণ ও দম্ব্যাদোষে দূষিত ছিল না, গৃহে গৃহে যজ্ঞ ও ‘দীয়তাং ভূজ্যতাং’ লাগিয়াই থাকিত ; জনগণকে সৰ্বত্র দয়া, দান, তপ, হোম, জপ, যজ্ঞ ও ধৰ্ম্ম-পরায়ণ দেখা যাইত ; ধৰ্ম্ম চতুস্পাদে বিচরণ করিতেন ; কিন্তু অধৰ্ম্মের পাদ ও বিগ্রহ কিছুই ছিল না । যুগাদিদেব রাজা এরূপ ধৰ্ম্মাত্মা ছিলেন যে, এই পৃথিবী তাঁহা কর্তৃক পালিত হইয়া সৰ্ব্বতোভাবে বর্জিত হইয়াছিল । হে ব্যাসদেব ! ঐ সময় অতি বিক্রান্ত তুহগু নামক এক দানব অবস্তীতে কোটি যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া এই চরাচর জগৎ বশীভূত করে । সে ঘোর তপস্তা করিয়া ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়াছিল । তখন দেবগণ অদৃশ্য হইয়াছিলেন ; যজ্ঞ ছিল না ; সক-
লেই বেদমার্গ-বিবর্জিত হইয়াছিল ; দেবপূজা স্বাধা-
স্বধা মন্ত্রোচ্চারণ এ সকল দেখা যাইত না ; ঐ হুয়ান্না শাপ্ত ধৰ্ম্মমার্গকে উৎসন্ন দিাছিল ; ঐ সময় সুরগণ ও দ্বিজগণ, পিতৃ ও সাধুগণের সহিত বিনষ্টপ্রায় হইয়া ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—‘আমরা কি করিব ? কোথায় যাইব ? তুহগু কর্তৃক আমরা পরাজিত হইয়াছি । তাঁহারা এইরূপ বলিলে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাহা

সৰ্বৈবিকুলোকং জগাম হ ॥ ২২ ॥ তত্র গয়া সমা-
রাধ্য বিষ্ণুং দেবগণৈঃ সহ । অতিং পুরুষস্বক্লেণ
বিষ্ণোরতুলতেজসঃ ॥ ২৩ ॥ প্রচক্ৰঃ সৰ্ব্ব এবৈতে
হাস্মনোহভ্যাদয়ায় চ । তদা হেমাঃ শমিচ্ছন্তী বাণ-
বাচাশরীরিণী ॥ ২৪ ॥ শ্রীযতাং ভোঃ সুরশ্রেষ্ঠা
ভবতাং শ্রেয় উত্তমম্ । যুয়ং যাত কিতৌ কিপ্রং
মহাকালবনং প্রতি ॥ ২৫ ॥ গুহাদগুহতরং পুণ্যং
পবিত্রং পাপনাশনম্ । নো যত্র মায়ায়াং মায়া
প্রকাশয়তি ভূতলে ॥ ২৬ ॥ সৰ্ব্বতীর্থময়ং তীর্থং
কোটিতীর্থবরপ্রদম্ । যত্র শিপ্ৰা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা সৰ্ব্ব-
কামফলপ্রদা ॥ ২৭ ॥ দৈত্যাজ্ঞকারিণী দিব্যা মহা-
কালী কুলেশ্বরী । কোটিকোটিগণাকীর্ণা মাতৃগাং
শক্তিবর্দ্ধিনী ॥ ২৮ ॥ যত্র গয়া মহাপুণ্যা
কঙ্কশ্চৈব মহানদী । পুরুষোত্তমগিরিশ্রেষ্ঠা যত্র
বুদ্ধগয়া স্মৃতা ॥ ২৯ ॥ তথৈবাদ্যগয়া খ্যাতা ত্রিষু
লোকেষু বিস্তৃতা । বিষ্ণোঃ সোড়শপদীতীর্থং
গদাধরবিনির্মিতম্ ॥ ৩০ ॥ সৰ্ব্বপাপহরা পুণ্যা যত্র
প্রাচী সরস্বতী । মহাসুরনদী প্রোক্তা যত্র তিষ্ঠতি
পুণ্যদা ॥ ৩১ ॥ স্তম্ভাধশ্চাক্ষরো নিত্যঃ পুরা
প্রোক্তো মহর্ষিণা । তত্রৈব সা শিলা প্রোক্তা
প্রেতমোক্ষকরী শুভা ॥ ৩২ ॥ তত্রৈব সন্তি তাঃ
সৰ্বা দেবতাঃ পিতৃকল্পজাঃ । সৰ্ব্বাক্ষরময়োকারঃ
সৰ্বদেবময়ো হরিঃ ॥ ৩৩ ॥ সৰ্ব্বতীর্থময়া দেবা

শ্রবণ করিয়া গাত্ৰোত্থানপূর্বক দেবগণের সহিত
মিলিত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করলেন । সেখানে
যাইয়া তাঁহারা বিষ্ণুর অর্চনা করিয়া পুরুষস্বক্লে
দ্বারা আপনাদের অভ্যাদয়ের নিমিত্ত তাঁহার স্তব
করিলেন । এমন সময় দেবগণের মঙ্গলদায়িনী
অশরীরিণী বাণী বলিল,—‘হে সুরগণ ! যেখানে
মায়াবোধিগের মায়া প্রকাশ পায় না ; যেখানে
সৰ্ব্বতীর্থময় বরপ্রদ কোটিতীর্থ বিরাজিত, যেখানে
কাম-ফলপ্রদা সরিছরা শিপ্ৰা প্রবাহিতা ; যেখানে
কোটি কোটি গণাকীর্ণা মাতৃগণের শক্তিবর্দ্ধিনী
দৈত্যাদলনী কুলেশ্বরী মহাকালী বিরাজমানা ;
যেখানে মহাপুণ্যা গয়া, মহানদী কঙ্ক ও গিরিশ্রেষ্ঠ
পুরুষোত্তম অবস্থিত ; যেখানে বুদ্ধগয়া, আদ্যগয়া,
ও গদাধরনির্মিত বিষ্ণুর সোড়শপদীতীর্থ বিদ্যমান ;
যেখানে সৰ্ব্বপাপহরা মহাসুরনদী পুণ্যা প্রাচী সর-
স্বতী, অক্ষবট, প্রেতমুক্তিকরী শুভা শিলা, পিতৃ-
কল্পজা দেবতা, সৰ্ব্বাক্ষরময় ওকার, সৰ্বদেবময় হরি
এবং সৰ্ব্বতীর্থময় দেবগণ অবস্থান করিতেছেন,

গয়া তীর্থমুত্তমম্ । শীঘ্রং গচ্ছত তত্রৈব পরাং
সিদ্ধিমবাপ্যথ ॥ ৫৪ ॥ যত্র প্রবিষ্টমাত্রেণ পিতরো
নিরয়স্থিতাঃ । তে সৰ্ব্বাঃ স্বর্গমায়াস্তি ব্রহ্মভূয়ায়
করতে ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীশ্রদ্ধাশাস্ত্রে গয়াতীর্থপ্রশংসাবর্ণনঃ নাম
সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ । বিচিত্রমিদমাখ্যাতং গয়ামাহার্য-
মুত্তমম্ । ভগবন্ ভবতা সৰ্ব্বাঃ বিদিতাঃ বিশ্বমূর্তিনা ॥
১ ॥ তৎসৰ্ব্বাঃ শ্রোতুমিচ্ছামি শ্রাদ্ধস্ত কলমুত্তমম্ ।
ক্ষেত্রস্ত চ দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিস্তরেণ তপোধন ॥ ২ ॥
কিয়ন্তুঃ পিতরো নিত্যাঃ তৃপ্তা যান্তি পুরানয়ম্ ।
কেবাং কে পিতরঃ প্রোক্তাঃ কিমুদ্দেশ্যাঃ পুরানঘ ॥
৩ ॥ সনৎকুমার উবাচ । ধনোহসি কৃতকৃত্যোহসি
যন্ত তে নৈষ্টিকী মতিঃ । তথাপি শৃণু বৈ বৎস
শ্রাদ্ধস্ত বিধিমুত্তমম্ ॥ ৪ ॥ শ্রাদ্ধে প্রকল্পিতা লোকাঃ
শ্রাদ্ধে ধনঃ প্রতিষ্ঠিতঃ । শ্রাদ্ধে যজ্ঞা হি তিষ্ঠন্তি
সৰ্ব্বকামকলপ্রদাঃ ॥ ৫ ॥ শ্রদ্ধয়া দীযতে কিঞ্চিদেবং

তোমরা শীঘ্র সেই গুহ্য হইতেও গুহ্যতর পাপ-
নাশন মহাকালবনে গমন কর । ঐ স্থানে গমন
করিলে তোমরা শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করিবে । ঐ
স্থানে প্রবেশ করিবামাত্র নিরয়গামী পিতৃগণ স্বর্গে
গমন করিয়া ব্রহ্মহলাভ করেন । ৫—৩৫ ।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৭ ।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—হে ভগবন্ ! আপনি সম্যক
বিদিত বিচিত্র গয়ামাহার্য কীৰ্ত্তন করিলেন ।
আপাতত ঐ ক্ষেত্রপ্রদত্ত শ্রাদ্ধমাহার্য শ্রবণ করিতে
ইচ্ছা করি । হে অনঘ ! পিতৃগণ তৃপ্তলাভ করিয়া
কিরূপে স্বর্গে গমন করেন ? কে কাহাদের পিতা
এবং তাহাদের উদ্দেশ্য কি ? সনৎকুমার বলি-
লেন,—হে ব্যাসদেব ! আপনি ধন্ত ও কৃতকৃত্য,
যে হেতু আপনার এতাদৃশী নৈষ্টিকী মতি হই-
য়াছে । তথাপি আপনি আমার নিকট শ্রাদ্ধের
উত্তম বিধি শ্রবণ করুন । শ্রাদ্ধে লোক সকল
কল্পিত এতং ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছে । শ্রাদ্ধে সৰ্ব্বকাম

ব্রহ্মাণিতর্পণম্ । শ্রাদ্ধঃ তু তদ্বিজানীয়াৎ পুরা
প্রোক্তঃ মহর্ষিণা ॥ ৬ ॥ মনুষ্যা ঋষয়ঃ সৰ্ব্বাঃ
সুরসিদ্ধাশ্চ রাক্ষসাঃ । গন্ধৰ্ব্বাঃ কিম্বরা নাগা
ব্রহ্মেশানসুরেশ্বর্যঃ ॥ ৭ ॥ ত্রীন্ পিতৃংশ্চ সমুদ্ভি-
শ্রাদ্ধঃ দহ্যঃ সমাহিতাঃ । প্রাপ্নুবন্ত্যখিলান্ কামান্
সৰ্বান ব্যাস মনোগতান ॥ ৮ ॥ এবং পরম্পরামার্গঃ
প্রবর্তন্তে সনাতনম্ । তথাপি পিতরো হ্যেতে সমা-
খ্যাত-তমা ভূবি ॥ ৯ ॥ তৎসৰ্ব্বাঃ সম্ভবন্ত্যমি যথা
জ্ঞাতং তথা শৃণু । ত এতে পিতরো দেবা দেবাশ্চ
পিতরস্তথা ॥ ১০ ॥ অন্তোন্তঃ পিতরো হ্যেতে দেবাঃ
পিতৃগণৈঃ সহ । মার্কণ্ডেয় পুরা পৃষ্টং প্রশ্নমেতদ্বিজো-
ত্তম ॥ ১১ ॥ নিবোধ হং মতং সৰ্ব্বং যজ্ঞস্তং
তৎসমাহিতং । যাবন্তস্তে পিতৃগণাস্তস্মি ন্লোকে চ
যে গতাঃ ॥ ১২ ॥ সনৎকুমার উবাচ । সপ্তৈতে
যজ্ঞাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সৰ্ব্বাঃ পিতৃগণাঃ স্মৃতাঃ । চত্বারো-
হমূর্তিমন্তো বৈ ত্রয়ন্তেষাঞ্চ মূর্তয়ঃ ॥ ১৩ ॥ তেষাং
লোকং বিসর্গঞ্চ কীৰ্ত্তয়িষ্যামি তচ্ছৃণু । প্রতাবং হং
মহর্ষঞ্চ বিস্তরেণ তপোধন ॥ ১৪ ॥ ধর্মমূর্তিধরাঃ স্তেবাং
তপো যে পরমং গতাঃ । তেষাং নামান লোকাংশ্চ
কীৰ্ত্তয়িষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ১৫ ॥ লোকাঃ সনাতনা নাম
যত্র তিষ্ঠন্তি ভাস্বর্যঃ । অমূর্তয়ঃ পিতৃগণাস্তে বৈ

কলপ্রদ যজ্ঞ সকল বিদ্যমান । শ্রদ্ধাপূর্বক দেব ও
পিতৃ-উদ্দেশ্যে যাহা কিছু প্রদান করা যায় তাহা-
কেই শ্রাদ্ধ বলিয়া জানিবেন । ইহা পূর্বে মহর্ষিগণ
কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । মনুষ্যা, ঋষি, সুরসিদ্ধ,
রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিম্বর, নাগ, ব্রহ্মা, ঈশান, ও সুরে-
শ্বর পিতৃগণের তিন পুরুষ উদ্দেশ্য সমাহিতভাবে
শ্রাদ্ধ প্রদান করেন । হে ব্যাস ! ইহাতে ভীষণা সৰ্ব্ব
অভিমতলাভ করিয়া থাকেন । ১—৮ । এইরূপই
পরম্পরাগত সনাতন মার্গ কথিত আছে । তথাপি
পিতৃগণ এইলোকে যেভাবে বিখ্যাত আছেন, আমি
তাহা যথাশ্রুত বলিতেছি, শ্রবণ করুন—পিতৃগণ
দেবতা এবং দেবগণই পিতা, পিতৃগণ ও দেবগণ
ইহারা পরস্পর পরস্পরের পিতা । হি দ্বিজোত্তম
পূর্বে মার্কণ্ডেয় আমাকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন
পিতৃলোক যতগুলি এবং পিতৃলোকে যাহারা গমন
করিয়াছেন, আপনি সমাহিতভাবে তাহা শ্রবণ
করুন । সনৎকুমার বলিলেন,—সপ্ত পিতৃজন পূজ-
নীয়তম বলিয়া কথিত । ইহাদের মধ্যে চারিজন
মূর্তিমান আর তিন জন অমূর্তি । ইহাদের লোক-
সৃষ্টি, প্রতাব, ও মহিমা, বিস্তৃতরূপে বলিতেছি
শ্রবণ করুন,—সনাতন নামক ইহাদের ভাস্বর

পুত্রাঃ প্রজাপতেঃ । ১৬ । বিরাজন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ
বৈরাজা ইতি নঃ কৃতম্ । যজন্তে তান্ দেবগণা
বিধির্দৃষ্টেন কর্মণা । ১৭ । এতে বৈ যোগবিভ্রষ্টা
লোকান্ প্রাপ্য সনাতনান্ । পুনরুগসহস্রান্তে জায়ন্তে
ব্রহ্মবাদিনঃ । ১৮ । তে প্রাপ্য তাং স্মৃতিং ভূয়ঃ
সান্ধ্যযোগমমুত্তমম্ । যান্তি যোগগতিং সিদ্ধাঃ
পুনরাবৃন্তিহর্লভাম্ । ১৯ । এতে স্মাঃ পিতরন্তাত
যোগিনাঃ যোগবর্দ্ধনাঃ । আপ্যায়ন্তি যে পূর্বঃ
সোমঃ যোগনলেন বৈ । ২০ । তস্মাক্ষাদানি
দেয়ানি যোগিনাঃ দ্বিজসত্তম । এষ বৈ প্রথমঃ
কল্পঃ সোমপানামমুত্তমঃ । ২১ । এতেষাং মানসৌ
কন্তা মেনা নাম মহাগিরেঃ । পত্নী হিমবতঃ
শ্রেষ্ঠা যন্তাঃ মৈনাক উচ্যতে । ২২ । মৈনাকস্ত
পুত্রঃ ক্রীমান্ ক্রৌঞ্চো নাম মহাগিরিঃ । অগ্নিষাত্তাঃ
পিতৃগণাস্তত্র তিষ্ঠন্তি ভান্সরাঃ । ২৩ । যাম্যাঃ
বহিষদশাসন পমাশ্চ পশ্চিমাঃ দিশম্ । সোমপাশ্চো-
ত্তরাঃ প্রাপ্তা দিশঃ ধনদপালিতাম্ । ২৪ । অমূর্তি-
মন্তাবাকাশে কব্যবাড়নলৌ কিতৌ । ২৫ । যক্ষ-
রক্ষঃপিশাচাশ্চ যজন্তে ভাবিতান্মনঃ । সাধ্যা

লোক বিরাজিত । এই লোকে মূর্তিহীন পিতৃ-
গণ বাস করেন ; অমূর্ত পিতৃগণ প্রজাপতির
পুত্র । বিরাজের পুত্রগণ বৈরাজ-পিতৃ নামে
প্রসিদ্ধ । দেবগণ বিধিপূর্বক ইহাদের পূজা
করেন । ইহারা যোগবিভ্রষ্ট হইয়া সনাতন
লোক সকল লাভ করত পুনরায় যুগসহস্রান্তে
ব্রহ্মচারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন । পরে
স্মৃতি লাভ করত অমুত্তম সাংখ্য-যোগাবলম্বনে
পুনরাবৃন্তি-হর্লভ যোগগতি প্রাপ্ত হন । হে তাত !
এই ত যোগবর্দ্ধন পিতৃগণের বিবরণ কাথিত
হইল । এই পিতৃগণই পূর্বে যোগবলে
সোমকে আপ্যায়িত করেন । হে দ্বিজ-
সত্তম ! স্মৃত্যঃ ইহাদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান করা
কর্তব্য । এই সোমপায়ীদিগেরই প্রথম সৃষ্টি
হয় । মহাগিরি হিমালয়ের পত্নী মেনা ইহাদের
মানসী কন্তা ; এই মেনাতে মৈনাক উৎপন্ন
হন । মহাগিরি ক্রৌঞ্চ মৈনাকের পুত্র । ভান্সর
অগ্নিষাত্তাদি পিতৃগণ ঐ স্থানে বাস করেন ।
বহিষদ পিতৃগণ যাম্যাদিক্ যমপিতৃগণ পশ্চিমাদিক্
সোমপা পিতৃগণ ধনদ-পালিত উত্তরাদিক্ অমূর্ত
পিতৃগণ আকাশ এবং কব্যবাট ও অনল পিতৃগণ
কিত্তি আশ্রয় করিয়া থাকেন । যক্ষ, রক্ষ ও পিশাচ-
গণ ভাবিতা পিতৃগণের পূজা করেন । সাধ্যগণ

দেবান্ যজন্তি স্ম বিবেদেবা ঋষীংস্তথা । ২৬ । মানবাঃ
শ্রাদ্ধদেবক ঋষয়ো ব্রহ্ম সনাতনম্ । এবং পরম্পরা-
প্রাপ্তঃ শ্রাদ্ধধর্মঃ সনাতনঃ । ২৭ । দেবকার্য্যাপরং
কার্য্যং পিতৃকার্য্যং বিশিষ্যতে । ভরদ্বাজাশ্রজাঃ সপ্ত
শ্রাদ্ধধর্মপরাযণাঃ । ২৮ । জাতিস্মরণমাপরা নির্কাল-
পদবীঃ গতঃ । গুরোশ্চ দোগ্ধ্রীঃ গাং হস্মা
সপৈশ্তে বৈ দ্বিজাধমাঃ । ২৯ । পিতৃহৃদিষ্ট তে
সর্কে ভক্ষয়ন্তঃ কুধাদিতাঃ । তেন পুণ্যপ্রভাবেন
যোগভ্রষ্টা দিবং গতঃ । ৩০ । সপ্ত জাতিস্মরণান্তে
বৈ যোগযুক্তা বভূবিরে । তস্মাক্ষাদ্ধঃ পরং প্রোক্তং
স্মৃতিভিঃ পরমাস্মভিঃ । ৩১ ।* শ্রাদ্ধে প্রতিষ্ঠিতা
লোকাঃ শ্রাদ্ধে যোগঃ পরমুত্তম । এবস্তে পিতরঃ
প্রোক্তাঃ শ্রাদ্ধস্ত চ বিধিঃ শৃণু । ৩২ । ব্রহ্মচর্য্যরতো
দাস্তো ন ক্রোধো ন চ মৎসরী । শৌচাচারপরো
ধীরঃ শাস্তদৃষ্টির্জিতেন্দ্রিয়ঃ । ৩৩ । এবং যঃ কুরুতে
শ্রাদ্ধং তীর্থৈ চৈব বিশেষতঃ । ততোহধিকতরা
প্রোক্তা তৃপ্তির্ক্যাস কয়েহহনি । ৩৪ । বুদ্ধিশ্রাদ্ধে
তথা প্রোক্তা মহালয়ে শতাধিকা । ততো দশগুণা
প্রোক্তা প্রয়াগে দ্বিজসত্তম । ৩৫ । প্রয়াগাদশগুণা

দেবতাদিগের, বিবেদেবগণ ঋষিদিগের, মানবগণ
শ্রাদ্ধদেবের এবং ঋষিগণ ব্রহ্মসনাতনের অর্চনা
করিয়া থাকেন । এইরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রাদ্ধধর্ম
সনাতন । এই পিতৃকার্য্য দেবকার্য্য হইতেও বিশিষ্ট
পূর্বে শ্রাদ্ধধর্ম-পরাযণ সপ্ত ভরদ্বাজ-তনয় শ্রাদ্ধ-
প্রভাবে জাতিস্মরণ প্রাপ্ত হইয়া নির্কাল-পদবী
লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহারা কুধাদিত হইয়া পিতৃ-
উদ্দেশে গুরুর হৃদয়ানা গাতী হনন করিয়া ভক্ষণ
করেন । এই পুণ্যপ্রভাবে তাঁহারা যোগভ্রষ্ট হইয়া
স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন । পিতৃ-উদ্দেশে গোহত্যা
করায় ইহারা জাতিস্মরণ ও পরম যোগী হইয়া-
ছিলেন । এই জন্ত পিতৃগণ শ্রাদ্ধকে উৎকৃষ্ট
বলিয়া কৌতুহল করেন । ২৬—৩১ । শ্রাদ্ধে লোক সকলও
যোগ প্রতিষ্ঠিত । এই ত আপনার নিকট পিতৃ-
গণের কথা কৌতুহল করিলাম । অতঃপর শ্রাদ্ধ-
বিধি শ্রবণ করুন । ব্রহ্মচর্য্যরত, দান্ত, অক্রোধী,
অমৎসরী, শৌচাচার-পরাযণ, ধীর, শাস্তদৃষ্টি, ও
জিতেন্দ্রিয়, হইয়া শ্রাদ্ধ ও বিশেষত তীর্থশ্রাদ্ধ
করিলে তাহাতে পিতৃগণের যেরূপ তৃপ্তি হয়,
কয় দিবসে শ্রাদ্ধ করিলে তাঁহাদের ততোধিক
তৃপ্তি হইয়া থাকে । এইরূপ মহালয়ে বুদ্ধিশ্রাদ্ধ
করিলে শতগুণ অধিক তৃপ্তি, প্রয়াগে তাহা

তৃপ্তিঃ কুরুক্ষেত্রে চ সতম । কুরুক্ষেত্রাত্তো ব্যাস
দশাধিকা গয়া স্মৃতা ॥ ৩৬ ॥ ততো দশাধিকা ব্যাস
মহাকালবনে শুভে । অবস্থাং সৰ্বতঃ পুণ্যং গয়া-
তীর্থে চ সৰ্বদা ॥ ৩৭ ॥ যেষাং নিরয়মাপন্যঃ পিতরো
জন্মজন্মনি । তেষামুদ্ধরণার্থায় তীর্থমেতৎ সুহৃৎভম্ ॥
৩৮ ॥ সৰ্ব্বস্বরণমাত্রেণ পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ । যে
নরা রণমধ্যস্থাঃ পিতৃবংশবিবর্জিতাঃ ॥ ৩৯ ॥ গৰ্ভ-
পাতে মৃত্যু য়ে চ নামগোত্রচ্যুতাস্থথা । যুগোত্রে
পরগোত্রে বা আশ্রমাতমৃত্যুঃ পরে ॥ ৪০ ॥ তেষা-
মুদ্ধরণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তাম্ । উদ্বন্ধনমৃত্যু
য়ে চ বিষশস্ত্রৈর্মৃত্যুশ্চ য়ে ॥ ৪১ ॥ দংষ্ট্রিভির্ক্লান্তো
বাপি দৌৰ্ব্রিক্ষণ্যে মৃত্যুশ্চ য়ে । তেষামুদ্ধরণার্থায়
অত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ৪২ ॥ অগ্নিদগ্ধাশ্চ য়ে জীবা
নাগ্নিদগ্ধাস্থথা পরে ॥ ৪৩ ॥ বিহাদঘাতেন য়ে কেচি-
নুদগরাভিহতাঃ পরে । তেষামুদ্ধরণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং
বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥ রোরবে চাক্ষতামিশ্রে কালস্থ্রে
চ য়ে গতাঃ । অনেকযাতনাসংস্থাঃ প্রেতলোকে চ
য়ে গতাঃ ॥ ৪৫ ॥ অসিপত্রবনে ঘোরে কুস্তীপাকে
চ য়ে গতাঃ । পশুযোনিগতা য়ে চ পক্ষিকীট-

হইতে দশগুণ অধিক, কুরুক্ষেত্রে তাহা হইতে
দশগুণ অধিক, গয়ায় তাহা হইতে দশগুণ
অধিক, মহাকালবনে তাহা হইতে দশগুণ
অধিক, এবং অবস্থীস্থ গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ প্রদান
করিলে পিতৃগণ সৰ্বতীর্থ অপেক্ষা অধিক তৃপ্তি
লাভ করেন । যাহাদের পিতৃগণ নিরয়গামী হইয়া-
ছেন, তাহাদের নিরয়গামী পিতৃগণের উদ্ধারের
নিমিত্ত এই গয়াতীর্থ সুহৃৎভ । একবারমাত্র স্মরণ
করিলে পিতৃগণের প্রদত্ত জব্য অক্ষয় হইয়া থাকে ।
যাহারা সমর-মৃত, পিতৃবংশ বিবর্জিত, গৰ্ভপাত-মৃত,
নামগোত্র-চ্যুত, আশ্রমাতী, ও পরগোত্রগত হই-
য়াছে; তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত এই গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ
করিতে হয় । যাহারা উদ্বন্ধনমৃত, বিষমৃত, শস্ত্রমৃত, দংষ্ট্রী
দষ্ট্র ও দৌৰ্ব্রিক্ষণ্যহেতু মৃত, তাহাদের উদ্ধারের জন্ত
গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য । যাহারা অগ্নিদগ্ধ ও
অনগ্নিদগ্ধ-মৃত বিহাদঘাত-মৃত ও মুদগরাভিহত,
তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত গয়ায় শ্রাদ্ধ-বিধান
কর্তব্য । যাহারা রোরব, অক্ষতামিশ্র, ও কাল-
স্থ্রে গমন করিয়াছে; অনেক যাতনা পাইয়া
মরিয়াছে, প্রেতলোকে গমন করিয়াছে; অসিপত্র-
বন ও ঘোর কুস্তীপাক নরকে গমন করিয়াছে;
পশুযোনিতে গমন করিয়াছে; এবং পক্ষী, কীট ও

সরীসৃপাঃ । তেষামুদ্ধরণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং বিধী-
য়তে ॥ ৪৬ ॥ উদকেষু মৃত্যু য়ে চ নারীস্বতীমৃত্যু-
স্থথা ॥ ৪৭ ॥ অশ্ব-শূকরকুমির্দংষ্ট্রিশৃঙ্গিশকটাহতাঃ ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ৪৮ ॥
ভগদংষ্ট্রাশ্চ শস্ত্রাশ্চৈক্যাত্তাহিগজভূমিপৈঃ । শল-
ভৈর্দংশিকৈর্দংষ্ট্রিচোটৈর্যে চাপি ঘাতিতাঃ । তেষা-
মুদ্ধরণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ৪৯ ॥ অষ্টশল্যে-
মৃত্যু য়ে চ শৌচাচারবিবর্জিতাঃ । বিস্মৃতিকামৃত্যু
য়ে চ য়ে চাত্তীসারহো মৃত্যুঃ । তেষামুদ্ধরণার্থায়
অত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ৫০ ॥ শাকিন্তাদিগ্রহগ্রাস্তজল-
মধ্যে চ য়ে মৃত্যুঃ । অস্পৃশ্ণসংস্পৃষ্টাঃ পাপা
অপত্যবর্জিতাঃ । তেষামুদ্ধরণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং
বিধীয়তে ॥ ৫১ ॥ জন্মান্তরসহস্রাণি ভ্রমন্তি স্নেন
কর্মণা । মানুষ্যাং দুর্লভং যেষাং তেভ্যঃ শ্রাদ্ধং
বিধীয়তাম্ ॥ ৫২ ॥ য়েহন্তজন্মন্তবান্ধবা য়েহন্তজন্মনি
বান্ধবাঃ । য়েহন্তজন্মনি সন্ধকা মিত্রামিত্রে তথা
পরে । তেষামুদ্ধরণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ৫৩ ॥
পিতৃবংশে মৃত্যু য়ে চ মাতৃবংশে তথৈব চ । গুরু-
শুশ্রুবন্ধুনাং য়ে চাত্তে বান্ধবা মৃত্যুঃ । তেষামুদ্ধ-

সরীসৃপ-যোনিতে গমন করিয়াছে; তাহাদের
উদ্ধারের নিমিত্ত গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য ।
যাহারা জলমগ্ন হইয়া মরিয়াছে, স্মৃতিকাগৃহে মৃত
হইয়াছে, এবং অশ্ব, শূকর, কুমি, দংষ্ট্রী, কুকুর,
শৃঙ্গী ও শকট দ্বারা য়ে কোনরূপে মৃত হইয়াছে,
তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ-বিধান
করা কর্তব্য । যাহারা ভগদংষ্ট্রে হইয়া এবং শল,
অশ্ব, ব্যাঘ্র, অহি, গজ, ভূমিপ, শলভ, দংশিক, দংষ্ট্রী,
ও চোর দ্বারা ঘাতিত হইয়াছে; তাহাদের উদ্ধা-
রের নিমিত্ত এই গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ বিধান করিবে ।
যাহারা অষ্ট শল্য দ্বারা মৃত, শৌচাচার-বিবর্জিত,
বিস্মৃতিকামৃত, ও অতীসার-মৃত, তাহাদের উদ্ধারের
নিমিত্ত এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিবে । যাহারা শাকি-
ন্তাদিগ্রহ-গ্রাস্ত হইয়া মৃত এবং অস্পৃশ্ণ-সংস্পর্শ-
সংস্পৃষ্ট, পাপ, ও অপত্য-বর্জিত, তাহাদের
উদ্ধারের নিমিত্ত এই স্থানে শ্রাদ্ধ করা উচিত ।
যাহারা স্বীয় কর্মের ফলে জন্মান্তরসহস্র ভিন্ন ভিন্ন
যোনিতে গমন করিয়াছে, এবং যাহাদের মানুষ
যোনি দুর্লভ, তাহাদের নিমিত্ত এই স্থানে শ্রাদ্ধ করা
কর্তব্য । যাহারা অন্ত জন্মে বান্ধব-রহিত, যাহারা
জন্মান্তরের বান্ধব ও অন্ত জন্মে মিত্রামিত্র-সন্ধক
বিশিষ্ট, তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত এই স্থানে শ্রাদ্ধ

রণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তে । ৫৪ । যে মে কুলে
লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারাদিবর্জিতাঃ । ক্রিয়ালোপগতা
যে চ তেভ্যঃ শ্রাদ্ধং বিধীয়তে । ৫৫ । পশুকুজা
বিক্রপাশ্চ আমগর্ভাশ্চ যে মৃত্যুতঃ । জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ
কুলে যে চ তেভ্যঃ শ্রাদ্ধং বিধীয়তে । ৫৬ । আরক-
ভুবনাদ্ যে চ অষ্টৈর্হৃষ্মনৈর্মৃত্যুতঃ । তেনামুকর-
ণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তে । ৫৭ । ভূমার্ভাঃ
ক্ষুধিতাশ্চৈব হাপিতাশ্চৈব যে মৃত্যুতঃ । প্রেত-
যোনিং গত্যাশ্চৈব শ্লেচ্ছযোনিং গত্যাশ্চ যে । তেষা-
মুকরণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তে । ৫৮ । এবং
শ্রাদ্ধবিধিং ব্যাস তস্মিন্শ্রীর্থে সমাচরেৎ । ঋণ-
ত্রয়নির্মুক্তো বাহিতার্থঃ লভেত সঃ । গয়ায়াং চ
সমাসাদ্য সুরা ইন্দ্রপুরোগমাঃ । চক্ৰশ্চ বিধিবৎ
সর্বৈ তহুঙ্কং দেবভাষয়া । ৫৯

ইতি শ্রীহান্দে শ্রাদ্ধবিধিবর্ণনং নামাষ্ট্র-
পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ৫৮ ।

বিধান করা কর্তব্য । যাহারা পিতৃবংশে ও মাতৃ-
বংশে মৃত, এবং গুরু, পুত্র ও বন্ধুদিগের যে মৃত
বান্ধব, তাহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত এই ক্ষেত্রে
শ্রাদ্ধ করা উচিত । যাহারা লুপ্তপিণ্ড, পুত্র-দার-
বিবর্জিত, ও ক্রিয়ালোপগত, তাহাদের নিমিত্ত এই
স্থানে শ্রাদ্ধ করা উচিত । যাহারা পশু, কুজ, বিক্রপ,
ও আমগর্ভ হইয়া মৃত হয়, এবং যাহারা কুলে
অজ্ঞাত বা জ্ঞাত, তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত এই
স্থানে শ্রাদ্ধ করা উচিত । নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যাহারা হৃষ্ম-
রণে মৃত হইয়াছে, তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত এই
স্থানে শ্রাদ্ধ বিধান করিবে । যাহারা ভূমার্ভ,
ক্ষুধার্ভ, পরিত্যক্ত, প্রেতযোনিগত, ও শ্লেচ্ছ-
যোনিগত, তাহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত এই
স্থানে শ্রাদ্ধ বিধান করিবে । হে ব্যাসদেব !
এইরূপে ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ করা বিধেয় । একরূপ
করিলে ঋণত্রয় হইতে মুক্তিনাভাস্তে বাহিতার্থ লাভ
ঘটে । ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ গয়াতীর্থ প্রাপ্ত হইয়া
দেবভাষায় যেরূপ বিধি উক্ত হইয়াছে, সেই বিধি
অমুসারে বিধিবৎ শ্রাদ্ধ করেন । ৩২—৫৯ ।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৮ ।

৭ একোনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । ততঃ সুরগণাঃ সর্বৈ ধৃত-
পাপাঃ সমাহিতাঃ । পুনর্যোগবলং প্রাপ্য স্বাধিকারং
যযুঃ পুরা । ১ । এবং ব্যাস গয়াতীর্থং কুমুদভাঃ
সুনিশ্চিতম্ । গয়ায়াং যানি তীর্থানি পুণ্যাত্মানানি
চ । ২ । ততীর্থেষু নরঃ স্নাত্বা ততীর্থকলং লভেৎ ।
তথৈব চ গয়াক্ষেত্রং গয়াশ্রাদ্ধকলপ্রদম্ । ৩ ।
কঙ্কশ্চ সরিতাং শ্রেষ্ঠা তথৈব কলদায়িনী । আদি-
গয়া বৃদ্ধগয়া তথা বিষ্ণুপদী স্মৃতা । ৪ । গয়াকোষ্ঠ-
তথা প্রোক্তো গদাধরপদানি চ । বেদিকা ষোড়শী
প্রোক্তা তথৈব চাক্রয়ো বটঃ । ৫ । প্রেতমুক্তিকরী
নিত্যাং শিলা চোক্তা তথৈব চ । অচ্ছোদা নিয়গা
প্রোক্তা পিতৃণাং চাশ্রমোত্তমঃ । ৬ । দেবানাং দান-
বানাং চ যক্ষকিন্নররক্ষসাম্ । পরগানাং চ সর্বেষাং
তথৈবাশ্রম উত্তমঃ । ৭ । এতৎস্থানেষু সর্বেষু স্নান-
দানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ । শ্রাদ্ধং চ বিধিবদ্দেয়ং তততীর্থ-
কলং লভেৎ । ৮ । গয়ায়াং পিতৃরূপেণ স্নয়মেব
জনর্দ্দিনঃ । তং ধাত্বা পুণ্ডরীকাকং মুচ্যতে চ ঋণ-
ত্রয়াৎ । ৯ । এবং ব্যাস গয়াতীর্থং পুরাবস্ত্যাং প্রতি-
ষ্ঠিতম্ । পশ্চাত্তু কৈকটে জাতং যত্র সন্নিহিতো-

উনষষ্টিতম অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—অনন্তর সুরগণ বিধৃত-
পাপ হইয়া যোগবলাবলদ্বনে স্বাধিকার প্রাপ্ত হই-
লেন । হে ব্যাসদেব ! গয়াতীর্থ এবং গয়াক্ষেত্রে
যে সকল তীর্থ ও পুণ্যায়তন বিরাজিত আছে,
ঐ সকলই কুমুদতীতে অবস্থিত । ঐ তীর্থে নর
স্নান করিয়া গয়াক্ষেত্রবৎ কল লাভ করে । তত্ৰত্য
গয়াক্ষেত্রও গয়াক্ষেত্রবৎ শ্রাদ্ধকলপ্রদ । কঙ্ক সরিৎ-
সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং কলদায়িনীও তুঙ্গপ ।
আদিগয়া, বৃদ্ধগয়া, বিষ্ণুপদী, গয়াকোষ্ঠ, গদাধরপদ,
ষোড়শী বেদিকা, অক্ষয় বট, প্রেতমুক্তিকরী শিলা,
অচ্ছোদা নদী, পিতৃগণের উত্তম আশ্রম এবং দেব,
দানব, যক্ষ, কিন্নর, রাক্ষস, ও পরগণার উত্তম
আশ্রম, এই সকল স্থানে স্নান দানাদিক্রিয়া, ও
বিধিবৎ দেয় শ্রাদ্ধ ততৎ তীর্থের উপযুক্ত কল
প্রদান করিয়া থাকে । গয়ায় পিতৃরূপে স্নয় জনর্দ্দিন
অবস্থিত । ঐ পুণ্ডরীকাককে ধ্যান করিয়া মানব
ঋণত্রয় হইতে মুক্তি লাভ করে । ১-৯ । হে ব্যাস !
এইরূপ গয়াতীর্থ অবস্থীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর
যেখানে গয়াসুর সন্নিহিত, ঐ কৈকটদেশে পুনরায়

হস্তয়ঃ ॥ ১০ ॥ তদারভ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ গয়া তত্র প্রতি-
 ঠিতা । গদাধরপদাঘাটৈর্মহানুরো নিপাতিতঃ ॥ ১১ ॥
 তৎপদে চ মহিমানঃ জনার্দনসমর্পিতম্ ॥ ১২ ॥
 পঞ্চকোশঃ গয়াক্ষেত্রঃ কোশমেকং গয়াশিরঃ ।
 যত্র তত্র করিষ্যামি পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ । সর্বদা
 সর্বকালেষু গয়াশ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ১৩ ॥ সংবৎসরে
 পরং ব্যাস দিনমেকং প্রতিষ্ঠিতম্ । কস্তাশ্বে চ দিবা-
 নাথে হস্তনক্ষত্রসংযুতে । মহালয়েতি তৎ প্রোক্তং
 পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১৪ ॥ সর্বদা সর্বকালেষু
 গয়াশ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ১৫ ॥ সংবৎসরে পরং ব্যাস
 দিনমেকং প্রতিষ্ঠিতম্ । অশ্বষ্টকায়াঃ কুর্কন্তি
 মাতৃণাং শ্রাদ্ধমুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥ অক্ষয়া জায়তে তৃপ্তিঃ
 পিতৃণাং কল্পসংখ্যায়া । এবং ব্যাস পুরী রম্যা
 স্নানদানাদিকর্ম্মসু ॥ ১৭ ॥ ভূয়স্ত্ব সস্ত্রবক্ষ্যামি
 মাহাত্ম্যং পরমাদ্বুতম্ । তচ্ছৃণুষ ময়াখ্যাতং পবিত্রং
 পাপনাশনম্ ॥ ১৮ ॥ সপ্তর্ষীগণং চ যা ভাগ্যা
 ঋষিপত্ন্যাঃ পতিব্রতাঃ । স্নানাদোষপরিভ্রষ্টা দূষিতাঃ
 পাবকেন চ ॥ ১৯ ॥ ঋষিভিঃ পরিত্যক্তা বভ্রুমুশ্চ
 বনাবনম্ । এবং বহুতিথে কালে নারদো

অবস্থিত হয় । ঐ সময় হইতেই সেই গয়াতীর্থ
 প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে । গদাধরপদাঘাটে
 মহানুর গয়াসুর ঐ স্থানে নিপাতিত হয় । ঐ
 পদের মহিমা জনার্দন কর্তৃক সমর্পিত হইয়াছে ।
 গয়াক্ষেত্র পঞ্চকোশপরিমিত এবং গয়াশির এক-
 কোশপরিমিত । উক্ত স্থানের যেখানেই শ্রাদ্ধ
 করা যাউক না কেন, প্রদত্ত মাত্র তাহা অক্ষয়
 হইয়া থাকে । হে ব্যাসদেব ! সংবৎসরের মধ্যে
 একটি শ্রাদ্ধের প্রশস্ত দিন আছে, তাহা বলিতেছি ।
 হস্তনক্ষত্রযুক্ত রবি কন্যারশিহু হইলে মহালয়া হইয়া
 থাকে । উহাতে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় হইয়া থাকে ।
 গয়াশ্রাদ্ধ সর্বদা সর্বকালে বিহিত । হে ব্যাস !
 সংবৎসর মধ্যে শ্রাদ্ধের আরও একটি প্রকাণ্ড
 দিন আছে, তাহা অশ্বষ্টকা; অশ্বষ্টকায়
 পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধ করিলে কল্পসংখ্যক কাল
 তাঁহাদের অক্ষয় তৃপ্তি হইয়া থাকে । হে ব্যাস !
 স্নান-দানাদিকার্য্য বিষয়ক অন্ত এক তীর্থের কথা
 বলিতেছি, শ্রবণ করুন,—ঐ তীর্থের মাহাত্ম্য পর-
 মাদ্বুত এবং উহা পবিত্র ও পাপনাশন । সপ্তর্ষীগণের
 যে পতিব্রতা পত্নীগণ আছেন, স্নানাদোষে উহারা
 পাবক কর্তৃক দূষিত হইয়া পরিভ্রষ্ট হন । তাহার
 কালে তাঁহারা ঋষিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বন
 হইতে বনান্তরে পর্যটন করেন । এইরূপে তাঁহা-

দেবদর্শনঃ ॥ ২০ ॥ তাসাং চ প্রিয়মবিচ্ছন্ সমায়াতো
 বনান্তরে । তাভিঃ সৎকৃতো নিত্যং সমাসীনো
 যুতব্রতঃ ॥ ২১ ॥ উবাচ ব্রহ্মা বাচা দেশকালোচিতং
 বচঃ । কিমিদং বিকৃতং জাতং ভবতীনাং পরাভবঃ ॥
 ২২ ॥ কস্মাচ্চ ঋষিভিস্ত্যক্তা লোকমাতরঃ
 পতিব্রতাঃ ॥ ২৩ ॥ ঋষিপত্ন্যা উচুঃ । ন জানীমো
 বয়ং তাত্ যেন দোষেণ তাপসৈঃ । বিমুক্তাঃ
 সাগ্নিকৈঃ ক্ষিপ্ৰং কার্ত্তিকেয়প্রসঙ্গতঃ ॥ ২৪ ॥
 লোকাপবাদজং কিঞ্চিজাতং দিষ্টবশাদঘম্ । কিং
 কুর্ম্যো বা ক গচ্ছামঃ কিং তপঃ কা চ দেবতা ॥
 ২৫ ॥ যন্তারাধনপুণ্যেন পতিসান্নিধ্যমাধুযুঃ ।
 এতন্নিশ্চিত্য ভো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মি ত্বং বেদ তত্ত্বতঃ ॥
 ২৬ ॥ ইতি পৃষ্টস্তদা তাভিঃ ঋষিপত্নীভির্নারদঃ ।
 উবাচ সূচিরং ধ্যানত্বে তাসাং স শর্ম্মহেতবে ॥ ২৭ ॥
 নারদ উবাচ । শ্রয়তাং ভোস্তপঃশ্রেষ্ঠা ভবতীনাং
 চ কারণম্ । মহাকালবনে রম্যে গয়াতীর্থমুত্তমম্ ॥
 ২৮ ॥ তত্রৈব চাক্ষ্যো নাম ত্রাগ্রোধঃ শাশিনাং বরঃ ।
 তত্রাগমনমাত্রেণ ধৃতদোষা ভবিষ্যথ ॥ ২৯ ॥
 সর্বদোষহরঃ তীর্থং সর্বকামবরপ্রদম্ । সর্বসৌখ্য-

দের বড়কাল গত হইলে দেবদর্শন নারদ তাঁহাদের
 হিতবিধান মানসে বনমন্যে আগমন করিলেন এবং
 সপ্তর্ষি পত্নীগণ কর্তৃক সংকত ও সমীপে সমাসীন
 হইয়া মধুর সম্ভাষণে তাঁহাদিগকে দেশকালোচিত
 বাচ্য বলিলেন,—কিভাবে আপনাদের পরাভব-
 স্বরূপ বিকৃতি জন্মিল ? আপনারা লোকমাতা পতি-
 ব্রতা হইয়া কিজন্ত ঋষিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া-
 ছেন ? ১০-২৩ । ঋষিপত্নীগণ বলিলেন,—হে তাত !
 ঋষিগণ কি দোষে আমাদের পরিত্যাগ করিয়াছেন,
 তাহা আমরা জানি না । তবে, আমাদের ভাগ্য-
 দোষে কার্ত্তিকেয় প্রসঙ্গে লোকাপবাদজনিত কিঞ্চিৎ
 পাপ আমাদের ঘটিয়াছে । আমরা এখন কি করি,
 কোথায় যাই, কোন্ তপস্যা বা কোন দেবতার
 আরাধনা করি । যে দেবতার আরাধনা করিয়া
 আমরা পতি-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারি, তাহা
 তুমি নিশ্চয় করিয়া বল । ঋষিপত্নীগণ কর্তৃক
 জিজ্ঞাসিত হইয়া নারদ কিয়ৎকাল ধ্যানস্থ থাকার
 পর তাঁহাদের হিতকর বাচ্য বলিলেন,—হে
 তাপসীশ্রেষ্ঠাগণ ! আপনাদের দ্বন্দ্ব-নিবৃত্তির
 উপায় শ্রবণ করুন । রম্য মহাকালবনে অনুত্তম
 গয়াতীর্থ বিরাজিত । ঐ তীর্থে শাশিশ্রেষ্ঠ
 অক্ষয় বট অবস্থিত । সেইস্থানে গমন মাত্র

কঁরং পুণ্যং তত্র গচ্ছত মা চিরম্ । ৩০ । নারদস্ত
বচঃ ক্রহা ঋষিপত্ন্যাঃ সূচোদিতাঃ । মহাকালবনে
বাস ইচ্ছন্ত্যঃ প্রিয়মাস্বনঃ । ৩১ । আজমু-
স্তননং তত্র যত্র তীর্থং গয়াভিধম্ । তত্র গয়া
শুচীভূয় স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ । ৩২ । কৃতান্তাভিষ্ট
পুণ্যাভির্নতস্তাস্মিত্তেতরে । পঞ্চম্যামৃষিসংজ্ঞায়াঃ
তাভিঃ সূচরিতং ব্রতম্ । ৩৩ । উপোষ্য
চৈকরাত্রং তু জাগরং চৈব যোগতঃ । কৃতমাত্রৈ
ব্রতে ব্যাস ধৃতপাপা বভূঃ ক্ষণাৎ । ৩৪ ।
ভর্জকোপপরিভ্রষ্টাঃ সদ্যঃ প্রাপ্তা গৃহাশ্রমম্ । ঋষিভিঃ
সায়িকং দত্তং পূর্ববদৃষিসত্তম । ৩৫ । তদাপ্রভৃতি
লোকেহস্মিন্ পঞ্চমী ঋষিসংজ্ঞিতা । যে নরাশ্চাথ
নার্যো যান্তাঃ কুর্ষন্তি তু ভক্তিতঃ । ৩৬ । নৌবারা-
হারকং ক্রহা শুচীভূয় সমাহিতাঃ । ৩৭ । ন তেনাঃ
জায়তে কিঞ্চিদাপদুঃখং কদাচন । তুর্ভগহঃ চ
নারীগাং ন বিয়োগশ্চ মাতৃভিঃ । ৩৮ । পুত্রতো
ধনতো বাপি কদাচিত্ সন্তুর্বিম্যতি । এবং ব্যাস
সমাখ্যাতং যজ্ঞয়া পরিপৃচ্ছিতম্ । ৩৯ । অবস্থ্যামৌ-
দৃশং তীর্থং বর্ততে ভূবি সত্তম । তাদৃশং পুণ্যদং
কিঞ্চিন্নাস্ত ব্রহ্মাণ্ডগোলকে । ৪০ । অস্মিন্স্থীর্থৈ নরঃ

আপনাদের সমস্ত দোষ কালিত হইবে। এই
তীর্থ সর্বদোষহর, সর্বকামবরপ্রদ, সর্ব সৌখ্য-
কর এবং পুণ্যজনক। এই স্থানে আপনারা
গমন করুন। নারদের বাক্যে ঋষিপত্নীগণ
আশ্ব-হিতবাহ্য যথানে গয়াক্ষেত্র অবস্থিত, সেই
মহাকালবনে গমন করিলেন। তাঁহারা এই স্থানে
আগমন করিয়া ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী
তিথিতে একরাত্রি উপবাস ও জাগরণপূর্বক
ব্রতাবলম্বন করিলেন। এইরূপে ব্রতচরণ মাত্র ক্ষণ-
কালের মধ্যে তাঁহাদের সর্ব পাপ বিদূরিত হইল।
ব্রতচরণের ফলে তাঁহারা ভর্জকোপ হইতে মুক্তি
লাভ করিয়া গৃহাশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। হে ঋষিসত্তম!
তদবধি এই লোকে ঋষি-পঞ্চমী ব্রত প্রসিদ্ধি লাভ
করিয়াছে। নর এবং নারী, সকলেই ভক্তিপূর্বক
শুচি ও সমাহিত হইয়া নৌবার আহারপূর্বক এই
ব্রত করিবে। ইহাতে তাহাদের আপদ বা দুঃখ
কদাচ হইবে না। এই ব্রত করিলে নারীগণের
তুর্ভগহ, এবং মাতা, পুত্র ও সম্পত্তি হইতে কদাচ
বিয়োগ হয় না। হে ব্যাস! আপনি যেমন
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তীর্থ কথিত হইল।
অবস্থীতে একপ তীর্থ বিদ্যমান আছে, যাহা

কশ্চিন্নহাদানানি চেষ্টরেৎ । অক্ষয়ানি ভবন্ত্যন্ত
বিষ্ণুলোকে মহীয়তে । ৪১ । যো বৈ নিয়মবান্ ভূয়া
কথামেতাঃ শৃণোতি বা । পঠেচ্চ সততং ব্যাস
হয়মেধকলং লভেৎ । ৪২

ইতি শ্রীহনুমান গয়াতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ
নামৈকোনবষ্টিতমোহধ্যায়ঃ । ৫২ ।

ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

ব্যাস উবাচ । পুরুষোত্তমং পরং তীর্থং যয়া
প্রোক্তং পুরানঘ । মাহাত্ম্যং তন্ত তীর্থন্ত বিস্তরাধদ
মে ব্রতো । এতত্ত্বং হোতুমিচ্ছামি ব্রতো ব্রহ্মবিদাং
বর । ১ । সনৎকুমার উবাচ । শৃণু ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠ
কথাং পাপহরাং পরাম্ । ২ । যন্তাঃ শ্রবণমাত্রেন মহা-
পাপক্ষয়ো ভবেৎ । পুরাকল্পেষু বৈ ব্রহ্মন্ বৈকুণ্ঠে
বিমলে শুভে । ৩ । সমাসীনো রমানাথঃ পার্শ্বদৈঃ
সনকাদিভিঃ । মহর্ষিভিঃ সদাচারৈঃ পিতামহপুরো-
গমৈঃ । ৪ । ঋদ্ধিসিদ্ধিগুণোপেতৈস্তৈস্তৈর্ভবদা-
দিভিঃ । গণগন্ধর্বসজ্জৈশ্চ সেব্যমানঃ সমন্ততঃ ।
৫ । কিনরোদ্যানসম্মানৈর্নৃত্যান্তিরঙ্গরোগণৈঃ

ব্রহ্মাণ্ডগোলকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই
তীর্থে কোন মানব যদি মহাদান আচরণ করে,
তাহা হইলে সে বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। যে
মানব নিয়মাবলম্বনে এই কথা শ্রবণ বা পাঠ করে,
সে অশ্বমেধকল লাভ করিয়া থাকে। ২৪—৪২।

উনবষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫২ ।

ষষ্টিতম অধ্যায়

ব্যাস বলিলেন,—হে অনঘ! আপনি পূর্বে
পুরুষোত্তম তীর্থের কথা কীর্তন করিয়াছিলেন;
আপাতত আপনি এই তীর্থের মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে
বলুন। ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। সনৎ-
কুমার বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যাহা শ্রবণ
করিলে মহাপাপক্ষয় হয়, সেই পাপহর কথা
শ্রবণ করুন,—পুরাকল্পে বিমল শুভময় বৈকুণ্ঠে
রম্যপতি পার্শ্বদগণের সহিত উপবিষ্ট আছেন,
পিতামহাদি মহাদিতৃষ, ও ঋদ্ধিসিদ্ধিগুণোপেত
সদাচার মহর্ষিগণ ও গণগন্ধর্বসত্তম এই সত্য
বিদ্যমান ছিলেন। এই সময় চিন্তামণিগৃহের

চিন্তামণিগৃহোদগারনলিতাজনভূমিষু ॥ ৬ ॥ কল্পক্রম-
কৃতচ্ছায় আসীনো হি মুরদ্বিধঃ । ধর্ম্যবাদরতাঃ
সর্বৈ ব্রহ্মমার্গানুনিশ্চিতাঃ ॥ ৭ ॥ তেষাং মধ্যে পরা
ভাষা হৃৎপৃচ্ছং কমলাপতিম্ । লক্ষ্মীকবাচ । পুণ্য
কানাংবিধিংনাথ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ । সর্গজ্ঞোহসি
মহাপ্রাজ্ঞ বাচ্যতাং যদি রোচতে ॥ ৯ ॥ শ্রীভগ-
বানুবাচ । দানং জ্ঞানং তপঃ শ্রাদ্ধং সদা শস্ত্রং হি
শোভনে । তথাপি বিধিনা প্রাপ্তং তৎসর্বং চাক্ষয়-
ভবেৎ ॥ ১০ ॥ দেশে কালে পরীক্ষি চ তীর্থে চায়-
তনে পদে । দানং জ্ঞানং তপঃ শ্রাদ্ধং মূনিভিঃ
পরিকীর্তিতম্ ॥ ১১ ॥ পূর্ণমাস্যামমাবাস্তাং সংক্রান্তে
গ্রহণে তথা । বৈধৃতো চ ব্যতীপাতে দানবৃদ্ধি-
পরা স্মৃতা ॥ ১২ ॥ গঙ্গায়াং ভাস্করক্ষেত্রে কুরু-
ক্ষেত্রে চ পুন্ডরিক্যে । গোদাবর্যাং গয়ায়াং তীর্থে
চামরকণ্টকে ॥ ১৩ ॥ অবস্ত্যাক্ষং হুতং দত্তং তৎ-
সর্বং চাক্ষয়ং ভবেৎ । তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন পর্ক-
তীর্থঃ সমাচরেৎ ॥ ১৪ ॥ কুটিলো হৃৎগো মুখে
জড়ো রোগসমবৃত্তঃ । তীর্থপর্কপরিভ্রষ্টো নরো
ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৫ ॥ কে যোগাঃ পুরুতানাঞ্চ
কর্তব্যাস্ত বিশেষতঃ ॥ ১৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ । সাধু

গৃহঃ প্রয়ে প্রশ্নঃ পুণ্যকানাং ত্য়ানঘে । মলমাসে
সমায়াতে যে নরা ব্রতবর্জিতাঃ । জন্মজন্মানি দারিদ্র্য-
তেষাং ভবতি শোভনে ॥ ১৭ ॥ শ্রীকৃষ্ণ্যুবাচ ।
কৌদৃশো হি মলো মাসঃ কেন যোগেন জায়তে ।
কদা কালে সমায়াতি এতন্মো বদ বিস্তরাৎ ॥ ১৮ ॥
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ । যুক্তযুক্তং ত্য় দেবি প্রশ্নঃ কালে-
হয়মৌদৃশঃ । দেবতাপিতৃকার্য্যাণি বিধিনা হি
মলিনুচে ॥ ১৯ ॥ ক্ষৌরঃ মোক্ষী বিবাহশ্চ ব্রতো-
পবাসকং তথা । বিশেষেণ গৃহস্থানাং বর্জ্যং
মুনিবরোক্তমৈঃ ॥ ২০ ॥ সংবৎসরত্রয়াস্তে চ মাসো-
হয়মধিগচ্ছতি । অসংক্রমে রবিরশ্মিঃ স্তম্বাদধিক-
মাসকঃ ॥ ২১ ॥ অধিমাসাধিপত্যোহহং সর্দৈব
পুরুষোত্তমঃ । মমাত্তিধানং তীর্থং চ মহাকালবনে
শুভম্ ॥ ২২ ॥ পুরুষোত্তমাখ্যং মে ধাম সর্দৈবাত্ত
প্রতিষ্ঠতি । তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গন্তব্যং হি ত্য়
সহ ॥ ২৩ ॥ মহাকালবনে শুভ্র যত্র তীর্থং মমাত্তিধম্ ।
প্রাণিনো যে সমায়াস্তি মজ্জনানং প্রিয়ে ক্রবন্ ॥ ২৪ ॥
তেসামিহ মমাদেয়ং ন কদাপি ভবিষ্যতি । ধনধান্ত-
কলত্রাদিপুত্রসৌখ্যং সর্দৈব হি ॥ ২৫ ॥ অসংক্রান্তে-
হপি সম্প্রাপ্তে মামুদ্दिষ্ট্য ব্রতং চরেৎ । অধিমাসাধি-

ললিত অঙ্গনভূমিতে কিম্বরগণের গান ও
অঙ্গরোগণের নৃত্য হইতেছিল । ছায়ায়
কল্পক্রমের তলে ঐ সভা বসিয়াছিল । ঐ সভার
সভ্যগণ ব্রহ্মমার্গ নিশ্চয় করিয়া মুরহরের ধর্ম্য-
বাদে নিয়ত ছিলেন । ইত্যবসরে কমলা কমলা-
পতিকে বলিলেন,—হে নাথ ! যদি আপনার
ইচ্ছা হয়, তবে আপনি পুণ্যবিধি কীর্ত্তন
করুন । আপনি সর্গজ্ঞ ও মহাপ্রাজ্ঞ । শ্রীভগবান্
বলিলেন,—হে শোভনে ! জ্ঞান, দান, তপ,
ও শ্রাদ্ধ প্রশস্ত বটে, তথাপি এই সকল,
বৈধভাবে হইলে অক্ষয় হয় । দেশ, কাল, পর্ক,
তীর্থ ও আয়তনে, জ্ঞান, দান, তপ, শ্রাদ্ধ, মূনিগণ
কীর্ত্তন করিয়াছেন । পূর্ণিমা, অমাবস্তা, সংক্রান্তি,
গ্রহণ, বৈশ্বতি, ও ব্যতীপাতে দান করিলে তাহা
বর্জিত হইয়া থাকে । গয়া, ভাস্করক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র,
পুন্ডরিক, গোদাবরী, গয়া, অমরকণ্টক, ও অবস্ত্যাক্ষে
হুত ও দত্ত বস্তু অক্ষয় হইয়া থাকে । স্মৃতরাং সকলে
যত্র সহকারে তীর্থ-সেবা করিবে । কুটিল হৃৎগ,
মুখ, জড় ও রোগী ব্যক্তি নিশ্চয়ই তীর্থ-পর্ক-পরি-
ভ্রষ্ট হইয়া থাকে । পুরুত ব্যক্তিদিগের যোগই
বা কি এবং কর্তব্যই বা কি ? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—

অগ্নি প্রিয়ে অনঘে ! তুমি সাধু প্রশ্ন করিয়াছ ।
মলমাসে যে নর রথনিয়মাদি ব্রতচরণ না
করে, তাহার জন্ম জন্ম দারিদ্র্য লাভ ঘটয়া
থাকে । শ্রীকৃষ্ণী বলিলেন,—হে প্রভো ! মল-
মাস কিপ্রকার ; কিরূপে হয়, এবং কোনকালে
তাহা সম্ভটিত হইয়া থাকে ? ইহা বিস্তৃতরূপে
বলুন । ১—১৮ । শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে দেবি !
তুমি যুক্তযুক্ত প্রশ্ন করিয়াছ । মলমাসে দেব
ও পিতৃকার্য্য, ক্ষৌর, মোক্ষী, বিবাহ, এবং
ব্রতোপবাস, গৃহস্থগণের বর্জনীয় । সংবৎসর-
ত্রয়াস্তে এই মাস আগমন করে । রবির অসং-
ক্রমণ—নানাধিক গতিবশতঃ অধিমাস অর্থাৎ
একমাস অধিক হয় । আমিই ঐ অধিক
মাসের অধিপতি । মহাকাল বনে আমার নামে
এক শুভ তীর্থ আছে । পুরুষোত্তমাখ্য আমার
ধাম ঐ স্থানে বিরাজিত । স্মৃতরাং তোমার
সহিত ঐ স্থানে আমার গমন করা উচিত । হে
প্রিয়ে ! যে সকল মানব জ্ঞানার্থে ঐ তীর্থে আগমন
করে, তাহাদিগকে আমার আদেয় কিছুই নাই ।
তাহাদের বন, ধান, কলত্র, পুত্র ও স্ত্রী সর্বদা
নিদামান থাকে । রবির অসংক্রমণ সম্প্রাপ্ত

পঠোহহং সদা বৈ পুরুষোত্তমঃ । ১৬ । জ্ঞানং
দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্ । দেবতার্চা
চ মধ্যাহ্নে যে কুর্কৃষ্ণি নরোত্তমাঃ । ২৭ । অক্ষয়ং
চ ভবেৎ সর্বং তেষাং বৈ কমলে ঋবম্ । মলমাসো
গতঃ শূন্তো যেষাং দেবি প্রমাদতঃ । ২৮ । দারিদ্র্যঃ
চ সদা তেষাং শোকরোগবিবর্দ্ধনম্ । অধিমাসে
সমায়াতে অবস্থ্যাং ব্রতমাচরেৎ । ২৯ । তেষাং
দদাম্যহং ত্রীত্যা ত্র্যমেব চ ন সংশয়ঃ । স্বল্পং
দানমলং কার্য্যং যৎকিঞ্চিদিহ যৎকৃতম্ । তৎসর্বং
মৎপ্রসাদেন হনন্তং প্রিয়দর্শনে । ৩০ । ত্রীকবাচ ।
ঐদৃশো হি স্বয়া প্রোক্তো হুধিমাশস্ত সুব্রত । ৩১ ।
মহিমা হপি লোকানাং সর্বকামবরপ্রদঃ । অধিমা-
সব্রতং পুণ্যং কথয়স্ব প্রসাদতঃ । ৩১ । ত্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
অসংক্রান্তো যদা মাসঃ প্রাপ্যতে মানবৈঃ প্রিয়ে ।
মহোৎসবস্তদা কার্য্য আত্মনোহিতকাজ্জিভিঃ । ৩৩ ।
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশীং নবম্যাং বা সুরেশ্বরি । অষ্টম্যাং
চাধ কৰ্ত্তব্যং ব্রতং শোকবিনাশনম্ । ৩৪ । যথা-
লাভোপহারেণ মাসে চাপি মলিন্যুচে । পুণ্যাহ্নে
প্রাতঃকথায় কৃৎস্না পৌর্নমাসিকীং ক্রিয়াম্ । ৩৫ । গৃহীত্বা

হইলে আমার উদ্দেশে ব্রতচরণ করিবে
মৎস্বরূপী পুরুষোত্তম ক্ষেত্রই অধিমাশাধিপ
ঐ সময়ে ঐ ক্ষেত্রে যে মানব জ্ঞান, দান,
জপ, হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ, ও দেব-
পূজা অনুষ্ঠান করে, তাহার ঐ সকল কৰ্ম্ম
নিশ্চয়ই অক্ষয় হয়। হে দেবি! মলমাস যাহা-
দের শূন্ত অবস্থায় গমন করে, তাহার সর্বদা
রোগ-শোক-বিবর্দ্ধন দারিদ্র্য লাভ করে। অধি-
মাস সমাগত হইলে অবস্থীতে ব্রতচরণ করিতে
হয়। যাহারা করে, আমি তাহাদিগকে তোমাকে
প্রদান করি অর্থাৎ তাহাদের ত্রীবৃদ্ধি হয়। এই
স্থানে যৎকিঞ্চিৎ স্বল্প বস্তুও প্রদত্ত হইলে, তাহা
আমার প্রসাদে অনন্ত হইয়া থাকে। ত্রী বলি-
লেন,—হে সুব্রত! আপনি লোক সকলের সর্ব-
কামপ্রদ অধিমাশমহিমা কীৰ্ত্তন করিলেন। অধুনা
কৃপা করিয়া আপনি পুণ্যজনক অধিমাশব্রত কীৰ্ত্তন
করুন। ত্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে প্রিয়ে! মানব
যখন অসংক্রান্ত (মলমাসাধিত) মাস প্রাপ্ত হইবে,
তখন তাহার নিজহিতকামনায় মহোৎসব করিবে।
হে সুরেশ্বরি! কৃষ্ণাচতুর্দশী, নবমী বা অষ্টমীতে
শোকবিনাশক ব্রত করিবে। মলমাসীয় পুণ্যাহ্নে
প্রাতে গায়েত্র্যাক্ষ করিয়া মানব পৌর্নমাসিকী ক্রিয়া

নিয়মঃ পুচ্ছাশ্বাসুদেবঃ হৃদি স্মরন্ । উপবাসঃ
চ নক্লং চ একভুক্তং চ মানিনি । ৩৬ । একস্ত
নিশ্চয়ঃ কৃৎস্না ততো বিপ্রাগ্নিমজ্জয়েৎ । সপত্নীকান্
সদাচারান্ কুলীনান্ জ্ঞাতিসম্ভবান্ । ৩৭ । ততো
মধ্যাহ্নসময়ে লক্ষ্মীযুক্তং সনাহনম্ । স্থাপয়েদব্রণে
কুন্তে বেদমন্ত্রৈর্দ্বিজাতিভিঃ । ৩৮ । পূজয়েৎ পরয়া
ভক্ত্যা গোত্রিভিঃ সপিতামহম্ । গন্ধতোয়েন
সংস্থাপ্য পঞ্চামৃতৈস্তথৈব চ । ৩৯ । মিষ্টান্নৈর্নবভি-
শ্চৈব নৈবেদ্যধূপদীপকৈঃ । আচ্ছাদনৈশ্চ বস্ত্রৈশ্চ
পীতকৌশেয়কৈস্তথা । ৪০ । ঘণ্টামৃদঙ্গনিহাট্টৈ-
র্ঘোষধ্বনিসমম্বিতৈঃ । আর্য্যৈশ্চ ব্রতী কুর্ধ্যাৎ
কপূরাঙ্কুরচন্দনৈঃ । ৪১ । অলাভে তুল্যমেকৈশ্চাপি
কলশানন্ত্যাহেতব । তাম্রপাত্রস্থিত তোয়ে চন্দনা-
ঙ্কতপুষ্পকৈঃ । ৪২ । অর্ঘ্যং দদ্যাৎ সপত্নীকঃ
প্রহৃষ্টেনান্তরাশ্রনা । পঞ্চরত্নৈঃ সমাযুক্তৈর্জাহ্ননী
কৃত্য ভূতলে । সমাদায় চ পাণিত্যাং সর্বভাজ-
সমম্বিতঃ । ৪৩ । কৃপাবন্ সর্বভূতেষু জগদানন্দ-
কারক । গৃহাণার্য্যমিমং দেব সম্পূর্ণকলদো ভব ।
৪৪ । স্বয়ম্ভুবে নমস্কৃত্যং ব্রহ্মণেহমিততেজসে ।
নমোহস্ত তে শ্রিয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দ কৃপাকর । ৪৫ ।

সমাপনান্তে যথালভোপচারে আমাকে হৃদয়ে
স্মরণ করিয়া উপবাসী বা একভুক্ত হইবে এবং
সদাচার, কুলীন, জ্ঞাতি-সম্ভব সপত্নীক ব্রাহ্মণ-
দিগকে নিমন্ত্রণ করিবে। ১৯—৩৭। অনন্তর মধ্যাহ্ন
বেদমন্ত্রে গোত্রসমুত্ত দ্বিজাতিগণ দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক
অব্রণকুণ্ডে সপিতামহ লক্ষ্মী-নায়ায়ণের জ্ঞান ও
পূজা করাইবে। গন্ধতোয় ও পঞ্চামৃত দ্বারা
তাঁহাকে জ্ঞান করাইয়া নব মিষ্টান্ন, নৈবেদ্য, ধূপ,
দীপ, পীত-কৌশেয়ক আচ্ছাদনবস্ত্র এবং ঘণ্টা ও
মৃদঙ্গাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। অতঃপর
ব্রতী উদ্ধৃকালে কলানন্ত্যাহেতু কপূর ও অঙ্কুর
চন্দন দ্বারা নৌরাজন করিবে। তাম্রপাত্রস্থিত
জলে চন্দন, পুষ্প, অঙ্কত ও পঞ্চ রত্ন প্রদান
করিয়া সপত্নীক ব্রতী হৃষ্টান্তঃকরণে জাহ্নযুগল
ভূতলে পাতিত করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রদান
করিবে। মন্ত্র যথা—হে সর্বভূত-দয়ানিধে, জগদা-
নন্দনকারক! আপনি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করুন
এবং সম্পূর্ণ কল-দায়ক হউন। প্রার্থনা-মন্ত্র যথা—
হে স্বয়ম্ভু! তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মা,
অমিততেজা, ত্রীদেবীর আনন্দদায়ক, ব্রহ্মানন্দ ও

এবং সম্ভাষ্য গোবিন্দঃ পূজয়েদ্ভ্রাতৃশূন্যং স্বয়ম্ ।
 সপত্নীকান্ শুচীন্ স্নাতান্ স্নানারায়ণৌ স্বরন ॥ ৪৬ ॥
 পূজয়িত্বা বিধানেন ভোজয়েদ্ব্রতপায়সৈঃ ॥ ৪৭ ॥
 ভোজয়িত্বা বিধানেন সপত্নীকং যথোচিতম্ । বিদ্যা-
 বিনয়সম্পন্নং তথা পত্ন্যা সমব্রিতম্ ॥ ৪৮ ॥ পূজ-
 যিত্বা যথাশক্ত্যা বস্ত্রালঙ্কারকুঙ্কুমৈঃ । গোস্তম্ভাস-
 কপিথৈশ্চ খৰ্জুরৈঃ কদলীকলৈঃ ॥ ৪৯ ॥ পনসৈ-
 র্গারিকৈলৈশ্চ নারিকৈর্দাড়িমৈস্তথা । স্নতপ কান্ন-
 গোধূমৈঃ শুভৈঃ সোমানিকৈর্কটৈঃ ॥ ৫০ ॥
 শর্করামৃতপুটৈশ্চ কণিকৈঃ খণ্ডমণ্ডকৈঃ । উর্সাক-
 ককটীশাকৈঃ শৃঙ্গবেটৈঃ সুলকৈঃ ॥ ৫১ ॥ অষ্টৈশ্চ
 বিবিধৈঃ শাকৈরাষ্ট্রৈঃ পটৈঃ পৃথক্ পৃথক্ । ভক্ষা-
 ভোজ্যালেহপেয়কন্দকানি বিশেষতঃ ॥ ৫২ ॥ সুবা-
 সিতান্ গোরসান্চ পরিবেশ্য মৃদু ক্রবন । ইদং
 স্বাহ্ রসং ভোজ্যং ভবদর্থে প্রকল্পিতম্ ॥ ৫৩ ॥
 যাচ্যতাং রোচতে যচ্চ যন্নয়া পাচিতং প্রভো ।
 ধন্তোহস্ম্যহুগৃহীতোহস্মি কৃতং সার্থক মন্দিরম্ ॥ ৫৪ ॥
 বিসর্জয়েত্ততো বিপ্রান্ দত্ত্বা তাম্বুলদক্ষিণাঃ । চতুর্ভি-
 র্মিলিতৈর্দেবি তাম্বুলং মম বহুভম্ ॥ ৫৫ ॥ যো

রূপাকর, তোমাকে নমস্কার । এইরূপে গোবি-
 ন্দের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া লক্ষ্মী-নারায়ণ
 স্মরণপূর্বক স্বয়ং শুচি, স্নাত, সপত্নীক ব্রাহ্মণগণের
 পূজা করিবে । এইরূপে পূজা করিয়া বস্ত্রালঙ্কার
 প্রদানান্তে গোমুত্র, স্নত, পায়স, আম্র, কপিথ,
 খৰ্জুর, কদলীকল, পনস, নারিকেল, নারঙ্গ, দাড়িম,
 স্নত-পক অন্ন, গোধূম, সোমানিক, বট, শর্করা,
 স্নতপুত্র, কণিক, খণ্ড, মণ্ড, উর্সাক, ককটীশাক,
 শৃঙ্গবেট, মূলক, অষ্টাষ্ট্র বিবিধ শাক, পক আম্র,
 নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ পেয় কন্দ ও সুবাসিত
 গোরস দ্বারা সপ্তীক তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিয়া
 মৃদুভাবে বলিবে,—এই সুস্বাদু ভোজ্য আমি
 আপনাদের জন্ত প্রস্তুত করিয়াছি । হে প্রভুগণ !
 আপনাদের জন্ত আমি যাহা পাক করাইয়াছি,
 তাহার মধ্যে যদি কিছু আপনাদের ইচ্ছা হয় ত
 আমায় বলুন । আমি ধন্ত ও অহুগৃহীত হইলাম ।
 আমার গৃহ অদ্য পবিত্র ও সার্থক হইল । অন-
 ন্তর তাম্বুল ও দক্ষিণা প্রদান করিয়া বিপ্রগণকে
 বিদায় দিবে । হে দেবি ! চারিটি দ্রব্য (পান,
 চূর্ণ, খদির, সুপারি) মিলিত করিয়া তাম্বুল প্রদান
 করিলে তাহা আমার অভিমত ও প্রিয় হয় ।
 বিপ্রকে যে একরূপ প্রদান করে, সে সুভগ হয় ।

দদাতি দ্বিজশ্রেষ্ঠে স ভবেৎ সুভগো নরঃ । সুভগা
 চ সদাচার্য বহুভা স্বজনে সদা ॥ ৫৬ ॥ পূজ-
 সৌভাগ্যযুক্তা চ তাম্বুলৈর্জজ্ঞায়তে প্রিয়ে । পটৈশ্চ
 কেশবঃ স্ত্রীতঃ পুংগরীশঃ সহোময়া ॥ ৫৭ ॥ চূর্ণকে-
 নানলঃ স্ত্রীতঃ খদিরেণ তু মন্থথঃ । চতুর্ভির্বি-
 রূপোহসৌ যঃ পুণ্যতি জগজ্জয়ম্ ॥ ৫৮ ॥ পরিতোষ্য
 স' স্ত্রীকান্ হস্তে দত্ত্বা চ মোদকান্ । আসীমান্ত-
 মম্বরজ্য ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥ ৫৯ ॥ অসঙক্রান্তে
 ব্রতং নারী যা করোতীহ সুপ্রিয়ে । দারিদ্ৰ্য্যঃ
 পুত্রশোকঞ্চ বৈধব্যাং নাপ্নুয়াৎ কচিৎ ॥ ৬০ ॥ নরো
 বা যদি বা নারী যঃ কুর্য্যাক্ত মলিন্মুচে । স
 সর্বসুখভোক্তা চ ভবেন্নাস্ত্যেব সংশয়ঃ ॥ ৬১ ॥
 মলিন্মুচে প্রাপ্য ন পূজিতো যৈর্নারায়ণোহহং
 পরয়েহ ভক্ত্যা । কথং ভবেয়ুঃ সুখপুত্রসম্পৎ
 সুহৃৎসুভাৰ্য্যাঃ সুগুণৈরুপেতাঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীক্যান্দে দানাদিমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

নারী একরূপ প্রদান করিলে সুভগা, সদাচার্য্য, স্বজন-
 বহুভা ও পুত্রসৌভাগ্যযুক্তা হয় । তাম্বুলের পত্র
 দ্বারা কেশব, পুংগরীশ দ্বারা উমার সহিত উমেশ চূর্ণক
 দ্বারা অনল ও খদির দ্বারা মন্থথ স্ত্রীত হন । আর
 এই চারি বস্তু মিলিত তাম্বুল দ্বারা বিধিরূপ—যিনি
 জগজ্জয় পোষণ করেন, তিনি স্ত্রীত হন । ভুক্ত
 সপত্নীক ব্রাহ্মণগণকে মোদক দানে পরিতুষ্ট করিয়া
 সীমান্ত পর্য্যন্ত অহুগমন করিবে । অতঃপর স্বয়ং
 বন্ধুগণের সহিত ভোজন করিবে । হে প্রিয়ে !
 যে নারী রবি-অসংক্রমণে ব্রত করে, তাহার
 দারিদ্ৰ্য্য, পুত্রশোক, ও বৈধবা কদাচ ঘটে না । নর
 অথবা নারী যদি মলমাসে এই ব্রত আচরণ করে,
 তাহা হইলে তাহার সর্বসুখভাগী হয়, এ বিষয়ে
 কোন সংশয় নাই । মলমাস প্রাপ্ত হইলে যে নর
 পরম ভক্তি সহকারে আমার পূজা না করে, সে
 কিরূপে সুখ, পুত্র, সম্পৎ, সুহৃৎ ও গুণবতী ভাৰ্য্যা
 লাভ করিবে ? ৩৮—৬২ ।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৬০ ।

একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । অধিমাংসঃ সমাসাদ্য যো-
হন্তজ্জ স্থিতিমান্ননঃ । করোতি স নরো মূৰ্খো মহা-
কালবনাদৃতে ১ । অধিমাংসে নরো ব্যাস তীর্থে
পুরুষোত্তমাভিধে । শ্রীত্বা দ্বা চ দানানি তেষাং
লোকাঃ সনাতনঃ ২ । পুরুষোত্তমঃ সমভ্যর্চ্য
রমানালিতপাদকম্ । তথৈব চ উমাং দেবীং শঙ্ক-
রেণ চ পূজয়েৎ ৩ । বাহিতার্থশতং প্রাপ্য বিষ্ণু-
লোকে মহীয়তে । ভাদ্রপদে সিতে পক্ষে একা-
দশাং সমাহিতঃ । উপোষ্য বিধিবদ্যাস রাজৌ
জাগরণং চরেৎ ৪ । বিকোশ্চ পূজনং কার্য্যং
জলযাজ্ঞা তথৈব চ । পুরুষোত্তমসত্তে নিত্যং তস্মৈ
পুণ্যকলং শৃণু ৫ । পুত্রদারধনং সমাগায়রারোগ্য-
সম্পদঃ । ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিদ্ভিষু লোকেষু
বিদ্যতে ৬ । তস্মৈ পূর্বতরে ভাগে জটেশ্বর-
মহেশ্বরঃ । তিষ্ঠতি তাপসস্তীরে যত্র রাজা ভগী-
রথঃ ৭ । তপস্তপ্তা পরং লেভে পুণ্যং পুণ্যবতাং
বরঃ । গজাং ভূতলমানীয় সর্বলোকসুখায় বৈ ৮ ।

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—মলমাস প্রাপ্ত হইয়া
যে নর মহাকালবন পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্র
বাস করে, সে মূৰ্খ । হে ব্যাসদেব ! যে নর
অধিমাংসে পুরুষোত্তম তীর্থে শ্রীত্বা ও দানাদি
করে, তাহার সনাতন লোক লাভ হয় ।
ঐ স্থানে রম্যপূজিত পুরুষোত্তমের অর্চনা
করিয়া যদি কেহ উমার সহিত শঙ্করের পূজা
করে, তাহা হইলে সে শত বাহিতার্থ লাভ
করিয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হয় । হে ব্যাস !
নর ভাদ্র-সিতপক্ষীয় একাদশীতে উপবাস করিয়া
ঐ তীর্থে রাজাজাগরণ করিবে এবং বিষ্ণু-
পূজাস্তে পুরুষোত্তমসরোবরে বিষ্ণুর যাজ্ঞ
করিয়া সম্পাদন করিবে । এরূপ করিলে
তাহার যে পুণ্য হয়, তাহা শ্রবণ করুন,—পুত্র
দার, ধন, আয়, আরোগ্য, ও সম্পদ, এ সকল
তাহার কদাচ দুর্লভ হয় না । এই তীর্থের পূর্ব-
দিক্ভাগে জটেশ্বর মহাদেব বিরাজিত । সর্ব-
লোক-সুখের নিমিত্ত ভূতলে গজা আনয়নপূর্বক
এই স্থানে রাজা ভগীরথ তপস্তা করিয়া পরম
শ্রেয় লাভ করিয়াছিলেন । এই তীর্থে নর শ্রীত্বা

তস্মৈ তীর্থে ১১ : শ্রীত্বা তিলধেনুং প্রদাপয়েৎ । সর্ব-
যজ্ঞকলং প্রাপ্য পুত্রবান্জায়তে নরঃ ১২ । তপ্তেশান-
তরে ভাগে রামো ভার্গবসত্তমঃ । তপস্তপে শুধ-
শ্রীত্বা আশ্বকায়বিশুদ্ধয়ে ১৩ । কোশিকী চ সরিচ্ছ্রুতা
সর্বতীর্থবরপ্রদা । তত্র শ্রীত্বা নরো জাতিহত্যা-
দোষবিবর্জিতঃ ১৪ । রামেশ্বরং সমালোক্য ধূত-
পাপো ভবেন্নরঃ ১৫ ।

ইতি শ্রীকান্দেহধিমাংসশ্রীমানদানাদিমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ৬৭ ।

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ । গোমতীকুণ্ডঃ স্মৃতা প্রোক্তঃ
পুরা ব্রহ্মন্ সনাতনম্ । কস্মিন্ কালে কদা জাতঃ
তস্মৈ বদ সুবিস্তরাৎ ১ । সনৎকুমার উবাচ ।
শৃণু ভো মহাপ্রাজ্ঞ কথাং পাপহরাং পরাম্ ।
গোমতীকুণ্ডোদ্ভবাং পুণ্যাং পুরা ক্রতুৈশ্চ ভাষিতাম্ ২ ।
নৈমিষে চ সমাসীনা ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ ।
কথয়ন্তি কথাং পুণ্যাং সর্বতীর্থোদ্ভবাং শুভাম্ ৩ ।

করিয়া তিলধেনু দান করিবে । এরূপ করিলে
সর্বযজ্ঞ-কল লাভ করিয়া পুত্র প্রাপ্ত হয় । এই
স্থানের ঈশানকোণে ভার্গবসত্তম রাম আশ্বকায়-
সিদ্ধির নিমিত্ত তপস্তা করেন । এই স্থানে
কোশিকী নামে সর্বতীর্থ-কলপ্রদা নদী আছে ।
এই নদীতে শ্রীত্বা করিলে নর জাতিহত্যা-
জনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে । এই
তীর্থে রামেশ্বর শিবদর্শন করিয়া মানব বিগত-
পাপ হইবে । ১—১২ ।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৭ ।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আপনি পূর্বে
গোমতীকুণ্ড নামে যে সনাতন তীর্থ কীৰ্ত্তন
করিয়াছেন, তাহা কোন্ কালে, কোন্ সময়ে
জন্মিয়াছিল ? ইহা আমায় বলুন । সনৎকুমার
বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ ! আপনি কদ্রুদ্বিত
গোমতীতীর্থ-বিষয়ক পুণ্যকথা শ্রবণ করুন । একদা
নৈমিষারণ্যবাসী শৌনকাদি মুনিগণ সর্বতীর্থ-
বিষয়ক পুণ্যকথার প্রস্তাব করিলে ঐ সময় ভগবান্

তন্নিবসরে পুণ্যে কালীমাহাত্ম্যমুত্তমম্। কথিতং
নারদেনৈব পবিত্রং পাপহারকম্। ৪। উষরঃ পুণ্য
পাপানাং ধন্থা বারানসী পুরী। ক্রবং লভন্তে
মোক্ষঞ্চ সমং চণ্ডালপণ্ডিতাঃ। ৫। অসীবরণয়ো-
র্নধো পঞ্চকোশী মহাকলম্। অমরা মরণমিচ্ছন্তি
কা কথা ইতরে জনাঃ। ৬। ইতি শ্রুত্বা তদা ব্যাস
শ্রয়ন্তুঃ প্রত্যাভাষত। শ্রুতাং সর্ষদেবানামৃষীণাঞ্চ
পরম্পর। ৭। নদী ন গোমতীতুল্যা কৃষ্ণতুল্যা ন
দেবতা। সর্ষপাতালভূমধ্যে ন দ্বারকাসমা পুরী।
৮। ইতি তে নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
যত্র তত্র স্থিতাঃ সর্ষে প্রাতঃসন্ধ্যাযুপাসিতুম্। ৯।
তত্রৈব গোমতীতীরে চক্রস্তে বৈ ধৃতব্রতাঃ। সান্দী-
পনোহপি তত্রৈব প্রাতঃসন্ধ্যাং সমাচরৎ। ১০।
এবং বহুতিথে কালে চরতস্তস্মৈ বৈ ব্রতম্।
সান্দীপনস্ত বৈ ব্যাস হবন্তীপুরবাসিনঃ। ১১।
তত্রৈব কামপূর্ত্যর্থং বিদ্যার্থিনো রামজনাদিনো।
সমায়াতো স্কুমারাক্ষৌ সততং ব্রহ্মচারিণৌ।
১২। নিবাসং চক্রতস্তস্মৈ গুরোর্গেহে পরম্পর
তস্ত পাঠয়তঃ সম্যগুবিদ্যাং সর্ষক্ষতীঃ পরম্।
১৩। উষসু্যসি তত্রৈব দৃষ্টতে ন তদা

নারদ পাপ-হারক পবিত্র কালী-মাহাত্ম্য কীর্তন
করেন। ঐ ধন্থা বারানসীপুরী পাপ ও পুণ্যের
উষরক্ষেত্রস্বরূপ। চণ্ডাল ও পণ্ডিত ঐ স্থানে সম-
ভাবে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। অসি ও
বরণার মধ্যবর্তী যে পঞ্চকোশী স্থান, তাহাই
মহাকল কাশী নামে প্রসিদ্ধ। অমরগণও ঐ
স্থানে মরণ ইচ্ছা করেন; অস্ত্রে পরে কা কথা?
এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রয়ন্তু দেব ও ঋষিগণকে
বলিলেন,—গোমতীর তুল্য নদী, কৃষ্ণতুল্য দেবতা,
এবং দ্বারকার সমান পুরী, স্বর্গ, পাতাল ও ভূমধ্যে
কুত্রাপি নাই। শৌনকাদি ঋষিগণ এই নিশ্চয়
জ্ঞাত হইয়া গোমতীতীরের যেখানে-সেখানে সন্ধ্যা
উপাসনা করিতে লাগিলেন। সান্দীপনি মুনিও ঐ
স্থানে প্রাতঃসন্ধ্যা আরাধনা করিলেন। ঋষিগণ
এইরূপে তথায় ব্রতচরণ করিতে থাকিলে
অবন্তীপুরবাসী সান্দীপনিমুনির কামনা-পূরণের
জন্ত রাম-কৃষ্ণ বিদ্যার্থীরূপে তাঁহার নিকট অধ্যয়ন
করিতে আগমন করিলেন। উঁহারা স্কুমারাক্ষ
ও ব্রহ্মচারী। তাঁহারা গুরুগৃহে বাস করিয়াই
সর্ষবিদ্যা ও সর্ষক্ষতি পাঠ করিতে লাগি-
লেন। তাঁহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে গুরুকে

গুরুঃ। বদ্যোপদেশকালোহয়ং ক গতো নো
গুরুর্ষরঃ। ১৪। ইতি পৃষ্টে তয়োরেবং গুরুপত্নী
হাবাচ হ। সর্ষদেব কুরুতে বৎস প্রাতঃসন্ধ্যাত্যা-
পাসনম্। ১৫। তত্রৈব যাতি বৈ নিত্যং গুরুস্তে
জ্ঞানকারণাৎ। গোমতী বৈ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা দ্বার-
কায়াঞ্চ পাবনী। ১৬। ইতি শ্রুত্বা তদা কৃষ্ণো
রামেণ সহ সংযুতঃ। কিং কর্তব্যমিহাশ্রাতি-
রাগ্ননো হিতমুত্তমম্। ১৭। গুরোরাগমনং কাঙ্ক্ষে
অত্রৈব স্থিতিকাক্ষয়া। এতন্নিবেব কালে তু
সান্দীপনিরগাদগৃহম্। ১৮। তত উখায় ভৌ
বীরৌ গুরোরাবন্দনং ততঃ। প্রজ্ঞাবনতো কৃষ্ণা
হকৃত্যাং বচনং গুরুম্। ১৯। শ্রুত্বা তে
মহাযোগিগ্নশ্রাকং বাসকারণম্। বিদ্যার্থিনাবিহ
প্রাপ্তৌ যুগ্মাকঞ্চ গৃহোত্তমে। ২০। প্রাতঃকালে চ
তে ব্রহ্মন্ সময়ো নাস্তি নো প্রভো। এতচ্ছ্রুত্বা
বচস্তস্মৈ কৃষ্ণস্ত চ বলস্ত চ। ২১। উবাচ ভগবান
ব্যাস আশ্রনো ব্রহ্মকারণম্। অশ্রাকং পরমং বৎস
ব্রহ্মং বৈ শাস্তং মতম্। ২২। গোমতীজ্ঞানং কর্তব্যং
প্রাতঃকালে সদা বৃধেঃ। তত্রৈবোপাসনং পুণ্যং
সন্ধ্যায়া ইতি নিশ্চিতম্। ২৩। ইতি নিশ্চিত্য

দেগিতে পাইতেন না বলিয়া একদিন গুরু-
পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইহা বিদ্যা
উপদেশের সময়, আমাদের গুরু কোথায় গেলেন?
গুরুপত্নী বলিলেন,—হে বৎসদয়! তোমাদের গুরু
সন্ধ্যা উপাসনা ও জ্ঞানচরণার্থ প্রতিদিন দ্বারকাস্থ
পাবনী গোমতী নদীতে গমন করেন। ১—১৬।
ইহা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ রামের সহিত তাঁহাদের
হিতের নিমিত্ত “কর্তব্য কি” এই বিতর্কের পর
ঐ স্থানেই গুরুর আগমনাকাঙ্ক্ষায় থাকা কর্তব্য
এরূপ নির্বাচন করিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহা-
দের গুরু স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি
প্রত্যাগমন করিবা মাত্র ঐ বীরযুগল গাত্ৰো-
ত্থান করিয়া গুরুর বন্দনা করিলেন এবং বিনয়ান্বিত
হইয়া গুরুকে বলিলেন,—হে মহাযোগিন্! আপনি
আমাদের এখানে অবস্থানের কারণ শ্রবণ করুন,—
আমরা বিদ্যার্থী হইয়া আপনার গৃহে আগমন
করিয়াছি। কিন্তু প্রাতঃকালে আপনার সময় নাই।
মুনি—কৃষ্ণ ও রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া স্বীয়
ব্রতের কথা বলিলেন,—হে বৎসদয়! ব্রতই
আমাদের পরম ধর্ম; পণ্ডিতগণের সর্ষদা গোমতী
নদীতে প্রাতঃজ্ঞান ও সন্ধ্যা উপাসনা করা কর্তব্য,
ইহা নিশ্চয় জানিবে। হে বৎসদয়! এই আমার

[আতির্ঘদ্যোগ্যং ক্রিয়তাং তথা । তচ্ছ্রদ্ধা ভগবান
বিষ্ণুর্মায়ামানুবরূপবান ॥ ২৪ ॥ গোমতীরাধনং
চক্রে কুশস্থল্যাং দ্বিজোত্তম । যত্র শিবেশ্বরো
দেবো যজ্ঞকুণ্ডমনুত্তমম্ ॥ ২৫ ॥ কন্থডেশ্বরস্তোত্রে
ভাগে গোমতী সা সমাগতা । পাতালতলভেদ্য
সরস্বত্যা সহাগতা ॥ ২৬ ॥ প্রাতরুথায় তে সর্বে
গোমতীঃ সরিতাঃ বরাম্ । দদৃশুঃ কচিরাপাঙ্গীঃ
ব্যাস স্বাশ্রমগামিনীম্ ॥ ২৭ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
অত্রৈব চাগতা ব্রহ্মন্ গোমতী সরিতাংবরা । স্নান-
দানাদিকং সর্বমত্রৈব সমুপাসয় ॥ ২৮ ॥ গোমত্যত্র
সমানীনা যজ্ঞকুণ্ডে সরস্বতী । তদাপ্রভৃতি লোকে-
হস্মিন্ গোমতীকুণ্ডমুচ্যতে ॥ ২৯ ॥ সর্বেষামপি
লোকানাং মার্গোহত্রৈব চ বিদ্যতে । তস্মাদ্ব্যাস
মহাপুণ্যং ভূবি তীর্থমনুত্তমম্ ॥ ৩০ ॥ গোমতী-
কুণ্ডমাখ্যাতং সর্বপাপপ্রণাশনম্ । ভাদ্রে মাস্ত্র্যসতা-
ষ্টম্যাং কৃষ্ণজন্মসমৃদ্ধবম্ ॥ ৩১ ॥ তত্র স্নাত্বা নরো
নিত্যং স্নাত্বো জাগরণং চরেৎ । উপোষ্য বিধিব-
দ্ব্যস সশিষ্যং ব্যাসমর্চয়েৎ ॥ ৩২ ॥ বৈকুণ্ঠাংশ
নর্যাংশ্চৈব কৃষ্ণজন্মোৎসুকান্ বরান্ । নানাসুগন্ধ
পুষ্পাদৈর্দ্যাক্ষপালঙ্কারসংযুতৈঃ ॥ ৩৩ ॥ গোব্রাহ্মণানাং

পূজাশ্চ ক্রিয়ন্তে যৈঃ সমাহিতৈঃ । ন তেষাং দূর্লভং
কিঞ্চিৎসর্বলোকেষু বিদ্যতে ॥ ৩৪ ॥ গোমতীস্নান-
জাৎ পুণ্যাদ্বানুদেবসমাগমাৎ । মনোরথকলপ্রাপ্তি-
র্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ তথা চৈত্র্যসিতে
পক্ষে যাবচ্চৈকাদশী ভবেৎ । তদ্দিনে চ নরঃ স্নাত্বা
গোমত্যাং চ বিশেষতঃ ॥ ৩৬ ॥ স্নাত্বো জাগরণং
কৃৎবা বিষ্ণুপূজাং তথৈব চ । আমলকীং ততো গন্ধা
প্রদক্ষিণাং পদে পদে ॥ ৩৭ ॥ গোসহস্রকলং তেষাং
প্রাপ্যতে নাত্র সংশয়ঃ । যে শৃণুস্তি কথ্যং পুণ্যং
পবিত্রাং পাপহারিণীম্ ॥ ৩৮ ॥ সর্বপাপবিনিমুক্তা
বিষ্ণুলোকং প্রয়াস্তি তে ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গোমতীতীর্থকুণ্ডমাহাত্ম্যবর্ণনং
নাম দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । কন্থডেশ্বর ইতি খ্যাতং
তত্র তীর্থমনুত্তমম্ । তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা
দেবং মহেশ্বরম্ ॥ ১ ॥ মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যঃ শুচিঃ

নিশ্চিত কথা অবগত হইয়া যাহা উচিত হয়, তাহা
তোমরা কর । হে দ্বিজোত্তম ! গুরুর এইরূপ
বাক্য শ্রবণ করিয়া মায়ামানুবরূপধারী ভগবান
বিষ্ণু কুশস্থলীতে গোমতীর আরাধনা করিতে
লাগিলেন । ঐ স্থানে দেব শিবেশ্বর ও
অনুত্তম যজ্ঞকুণ্ড বিরাজিত । কন্থডেশ্বর শিবের
উত্তরদিকে পাতালতল ভেদ করিয়া গোমতী নদী
সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়াছে । হে ব্যাসদেব !
তাহারা সকলে প্রাতে গাত্ৰোত্থান করিয়া কচিরা-
পাঙ্গী সরিৎসরা গোমতীকে স্বাশ্রমগামিনী দর্শন
করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! এই
স্থানে সরিৎসরা গোমতী বিরাজিতা । আপনি এই
স্থানেই স্নান-দানাদি আচরণ করুন । এই
যজ্ঞকুণ্ডে সরস্বতী ও গোমতী মিলিত হইয়াছে ।
এই জন্তই ইহা গোমতীকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ । এই
স্থানেই সর্বলোকের গতি বিরাজিত । হে ব্যাস !
ভূতলে এই মহাপুণ্য তীর্থ অনুত্তম । ইহা গোমতী-
কুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ এবং সর্বপাপপ্রণাশন । ভাদ্র-
মাসীয় অসিতাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় । ঐ সময়
নর ঐ তীর্থে স্নানান্তে স্নাত্বি জাগরণ, উপবাস ও
ব্যাসদেবের অর্চনা করিলে এবং না ॥ সুগন্ধ

পুষ্পাদি ও বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা কৃষ্ণজন্মোৎসুক বরগীয়
নর ও গো-ব্রাহ্মণের যথাবিধি সমাহিতভাবে পূজা
করিলে । এরূপ করিলে তাহার কোন লোকে কিছুই
দূর্লভ থাকে না । গোমতী-স্নান-জনিত পুণ্য, ও
বানুদেব-সমাগমবশত মানবের মনোরথ-প্রাপ্তি
ঘটে ; ইহাতে কোন সংশয় নাই । এরূপ চৈত্র-
মাসের সিতপক্ষীয় একাদশীতে নর গোমতীতে
স্নান, স্নাত্বিজাগরণ ও বিষ্ণুপূজা করিয়া আমলকী
তীর্থে গমনপূর্বক পদে পদে তাহার প্রদক্ষিণ
করিলে । এরূপ করিলে সে গোসহস্রদানের
কল প্রাপ্ত হয় । এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ।
এই পবিত্র পাপহারিণী কথা যে ব্যক্তি শ্রবণ করে,
যে সর্বপাপ-বিনিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন
করে ॥ ১৭—৩৯ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬০ ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—কন্থডেশ্বর নামে এক
উত্তম তীর্থ আছে । ঐ তীর্থে নর স্নানান্তে
মহেশ্বর দর্শন করিলে সর্ব পাপ হইতে মুক্তিলাভ

প্রযতমানসঃ। বিমানশতসংযুক্তঃ শিবলোকে মহী-
যতে ॥ ২ ॥ ভূবি পুণ্যতমঃ তীর্থঃ সর্ষপাপহরঃ
পরম্। খগর্ভাসঙ্গমো যত্র গঙ্গেশ্বরসমীপতঃ ॥ ৩ ॥
মহাপাপহরঃ পুণ্যঃ মহাপুণ্যকলপ্রদম্। আকাশাৎ
পতিতা যত্র গঙ্গা ত্রৈলোক্যপাবনৌ ॥ ৪ ॥ বিধুতা
শিরসি সদ্যো মহাদেবেন শঙ্কুনা। তস্মিন্শীর্ষে
নরঃ স্নাত্বা গঙ্গেশমবলোকয়েৎ ॥ ৫ ॥ গঙ্গান্নান-
ফলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীযতে। বীরেশ্বরমমু-
প্রাপ্য তস্মিন্শীর্ষে নরো বসেৎ ॥ ৬ ॥ সর্ষপাপ-
বিশুদ্ধাত্মা বীরলোকমবাপুয়াৎ। তীর্থমন্ত্রমহাপুণ্যং
ভূবি পুণ্যতমঃ মহাবিভিঃ ॥ ৭ ॥ বামনকুণ্ডেতি বিখ্যাতং
ত্রিষু লোকেষু বিষ্ণুতমম্। যন্ত দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যাং
ব্যাপোহতি ॥ ৮ ॥ মনোরথশতং প্রাপ্য পঞ্চাঙ্গিষ্ণু-
পুরং ব্রজেৎ। ব্যাস উবাচ। কদা কালে সমুৎপন্নঃ
বামনাথ্যঃ পুরানঘ ॥ ৯ ॥ তৎসর্ষঃ শ্রোতুমিচ্ছামি
ত্বন্তো ব্রহ্মবিদাং বর। সনৎকুমার উবাচ। শৃণু
তো দ্বিজশ্রেষ্ঠ কথ্যং পাপহর্যঃ পরাম্ ॥ ১০ ॥ যত্র
শ্রবণমাত্রেণ সর্ষপাপাৎ প্রমুচ্যতে। দৈত্যৈশ্চ
পুরা প্রোক্তো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ ॥ ১১ ॥ প্রহ্লাদ

করে এবং শুচি ও প্রযতমানসে শত বিমানে
আরোহণপূর্বক শিবলোকে গমন করিয়া সেখানে
পূজিত হয়। ভূতলে সর্ষপাপহর অস্ত্র এক তীর্থ
আছে। এই তীর্থে গঙ্গেশ্বরসমীপে খগর্ভাসঙ্গম
বিরাজিত। ঐ স্থান মহাপাপহর, পুণ্য ও মহাপুণ্য
কলপ্রদ। ত্রিলোক-পাবনৌ গঙ্গা আকাশ হইতে
ঐ স্থানে পতিত হন। মহাদেব তাহা মস্তকে
ধারণ করেন। নর ঐ তীর্থে স্নানান্তে গঙ্গেশকে
অবলোকন করিলে গঙ্গান্নানের ফললাভ করিয়া
বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। অনন্তর নর বীরেশ্বর
তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া ঐ স্থানে বাস করিবে। একপ
করিলে নর সর্ষ-পাপ-বিশুদ্ধাত্মা হইয়া বীরলোক
প্রাপ্ত হয়। অস্ত্র এক ভুবন-বিখ্যাত মহাপুণ্য-
জনক বামনকুণ্ড নামক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থ
দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ অপগত হয়
এবং মনোরথশত লাভ করিয়া পঞ্চাঙ্গ বিষ্ণুপুরে
গমন করে। ব্যাস বলিলেন,—হে অনঘ! পূর্বে
কোন সময়ে বামন উৎপন্ন হইয়াছিলেন? ইহা
আমি আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।
সনৎকুমার বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পরম
পাপহর্য্য কথা শ্রবণ করুন, এই কথা শ্রবণ করিলে
সর্ষ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। পূর্বে

ইতি বিখ্যাতঃ সর্ষধর্ম্মভূতাং বরঃ। আচারবিজিতো
ধর্ম্মঃ সত্যেন বিজিতা রমা ॥ ১২ ॥ ধৈর্য্যেণ চ ধৃতা
লোকাঃ ক্ষময়া বিধুতা মহী। গান্ধীর্ঘ্যেণার্ণবা দিব্যাঃ
শৌর্ঘ্যেণ শক্রুণাং গণাঃ ॥ ১৩ ॥ প্রমথ্যেণাত্যাগতাশ্চ
জিতান্তেন মহাব্রহ্মণা। দক্ষিণাভিজিতে যজ্ঞো হবিষা
হব্যবাহনঃ ॥ ১৪ ॥ শৌচাচারবিশুদ্ধাত্মা তপসা চ
হতাশুভঃ। দানমানজিতা বিপ্রা ভোজনাচ্ছদনা-
দিভিঃ ॥ ১৫ ॥ সংস্কারেণ জিতং জন্ম দমেনাস্তা
সনাতনঃ। প্রাণায়ামজিতো বায়ুর্যোগধ্যানজিতো
হরিঃ ॥ ১৬ ॥ ঐদৃশশ্চ মহাযোগী সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
প্রহ্লাদেন সমো ধীরো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥
তস্ত পৌত্রঃ সদাচারী বলিরিত্যভিধীয়তে। তস্ত
পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ সম্যগ্ভববর্জিতাঃ ॥ ১৮ ॥
নান্নায়র্ন জড়ো মূর্খো ন রোগী ন চ মৎসরী।
অপুত্রো অব্যহীনশ্চ কোহপি নাস্তি মহীতলে ॥ ১৯ ॥
মহারাজো মহীপালো যজ্ঞা বিপুলদক্ষিণঃ। সপ্তদ্বীপ-
বতী তেন পালিতা বশুধা সদা ॥ ২০ ॥ একদা চ
সমাসীনে সভামধ্যে বরাসনে। জয়শব্দে বর্ত্তমানে
গঙ্করী ললিতং জগুঃ ॥ ২১ ॥ বাদ্যমানেষু বাদ্যেষু
ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ। কথায়্যঃ কথ্যমানায়্যঃ শুভায়্যঃ
চ বিচক্ষণৈঃ ॥ ২২ ॥ সূতা বৈতালিকাঃ সিদ্ধাচারণাশ্চ

বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ প্রহ্লাদ নামে এক পরম ধার্ম্মিক
দৈত্য ছিলেন। তিনি আচারে ধর্ম্ম, সত্যে রমা,
ধৈর্য্যে লোক, ক্ষমায় মহী, গান্ধীর্ঘ্যে অর্ণব, শৌর্ঘ্যে
শক্রগণ, বিনয়ে অভ্যাগত, দক্ষিণায় যজ্ঞ, হবিতে
হব্যবাহন, শৌচাচার ও তপস্যায় অশুভ, দান-মান ও
ভোজনাচ্ছাদনে বিপ্র, সংস্কারে জন্ম, দমে সনা-
তন আত্মা, প্রাণায়ামে বায়ু ও যোগ-ধ্যানে
শ্রীহরিকে জয় করিয়াছিলেন। ১২ ১৬। ঐদৃশ সত্য-
ধর্ম্মপরায়ণ ধীর যোগী হয় নাই হইবেও না।
তাঁহার পৌত্রের নাম বলি। তিনি সদাচারী
ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে প্রজাগণ সর্ব্বতো-
ভাবে বর্জিত হইয়াছিল। তখন কেহ জড়, মূর্খ,
রোগী, মৎসরী, অজব্যা, ও অপুত্র ছিল না।
তিনি মহারাজ, মহীপাল, যজ্ঞা ও বিপুলদক্ষিণ
ছিলেন। তিনি সপ্তদ্বীপবতী মহী পালন করেন।
একদা তিনি সভামধ্যে বরাসনে সমাসীন হইলে
জয়শব্দ সমুথিত হইল; গঙ্করগণ ললিত স্বরে
গান গাহিতে লাগিল; উত্তম উত্তম বাদ্যযন্ত্র
বাদিত হইলে অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল;
বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ শুভ কথার প্রস্তাব করিলেন;

বহুশ্রুতাঃ । স্বয়ম্ সমায়াতান্ত্রৈব দ্বিজসত্তম ॥২৭॥
অনুপমুদতুহুগাদ্যা মহিমানুরকোদণাঃ । শুভ-
নিশুভধ্বজকালকেশ্যে দানবাঃ ॥২৮॥ কালমেঘি-
বিক্রান্তো দৌহৃদো মুষকো যমঃ । নিকুন্তঃ কুন্ত-
বিশঠো হৃদকশ মহাবলঃ ॥২৯॥ শঙ্খো জলধরো
রৌদ্রো বাতাপী চ বলাধিকঃ । সর্ষজিহ্বিহস্তা চ
কামচারী হলায়ুধঃ ॥৩০॥ এতে চান্তে চ বহবো
দম্ববংশবিবর্কনাঃ । উপাসাক্রি়ে তত্র বলিরাজ-
মকল্যম ॥৩১॥ সিদ্ধা নাগাশ্চ যক্ষাশ্চ কিম্বরাঃ
কিম্পুরুষাস্তথা । খেচরা ভূচরা বালা রাক্ষসাস্চৈব
দাকৃণাঃ ॥৩২॥ এতে চান্তে চ বহবো রাজানঃ
পর্যাপাসত । তত্র সভা মহাদিব্যা শুভে চ
দ্বিজোত্তম ॥৩৩॥ গ্রহৈকজলিতৈঃ কৌর্ণো শরদীব
নভঃস্থলম্ । তৎসভায়াং সমাসীনো বরাজ
বলিরাটু তথা ॥৩৪॥ মরুত্তিরিব সংবীতো বাসবো
দ্বিবি দৈবতৈঃ । একদা চ সভামধ্যে নারদো দেব-
দর্শনঃ ॥৩৫॥ আগতন্তেষু সর্ষেযুদানবেষু স্থিতেষু চ ।
দৃষ্ট্বা তমাগতং সর্ষে হ্যন্তুর্দ্বিতিনন্দনাঃ ॥৩৬॥
ববন্দিরে সর্ষশ্চ বলিনা কিম্বরোত্তমম্ । সংকৃত্য
চাসনং দত্ত্বা পপ্রচ্ছ কুশলং নৃপঃ ॥৩৭॥ কৃত্বা-
তিথ্যং সমাসীনো নারদঃ প্রাহ সত্তমঃ । মেঘ-
গন্তীরয়া বাচা বলিঃ প্রাহর্ষিসত্তমঃ ॥৩৮॥ নারদ

এবং সূত্র, মাগধ, বৈতালিক, সিদ্ধ, চারণ, বহুশ্রুত
ঋষি, সুন্দ, উপসুন্দ, তুহুগু, মহিমানুর, শুভ, নিশুভ,
ধ্বজ, কালকেশ, কালনেমি, বিক্রান্ত, দৌহৃদ, মুষক,
যক্ষ, নিকুন্ত, কুন্ত, বিশঠ, মহাবল, অঙ্কক, শঙ্খ,
রৌদ্র, জলধর, বলাধিক, বাতাপী, সর্ষজিহ্ব, বিশ্ব-
হস্তা, কামচারী হলায়ুধ, সিদ্ধ, নাগ, যক্ষ, কিম্বর
কিম্পুরুষ, খেচর, ভূচর, বালা, দাকৃণ রাক্ষস ও অন্যান্য
সকলে রাজা বলির উপাসনা করিতে লাগিল । হে
দ্বিজোত্তম ! উজ্জলগ্রন্থগণ সমাকর্ণ শরৎকালীন নভ-
স্থলের স্থায় এই মহতী সভা শোভা পাইতে লাগিল ।
এতাদৃশী সভায় বলিরাজ স্বর্গে দেবগণপারিত
দেবেশ্বরের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন । এব-
শুভ সময়ে ভগবান দেবর্ষি নারদ এই দানব-পরিবৃত্ত
সভামণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহাকে
সমাগত দেখিয়া দ্বিতিনন্দনগণ সকলেই গাতোখান
করিলেন । রাজা বলি উত্তীর্ণ হইয়া আসনাদি
প্রদানে তাঁহার সৎকার করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা
করিলেন । ঋষিসত্তম নারদ সমাসীন হইয়া মেঘ-
গন্তীর বচনে বলিরাজকে বলিলেন,—হে রাজন ।

উবাচ । শ্রুত্যাং দ্বিতিজশ্রেষ্ঠ গতোহং বৃষমন্দিরে ।
তত্র দেবসভা রম্যা দিব্যাভিপ্রায়সংযুতা । তত্র
দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ পুরন্দরপুরোগমাঃ ॥৩৯॥ সমা-
সীনাঃ কথাং পুণ্যাং কথয়ন্তি পরস্পরম্ । তত্র
দৈত্যকথাং শুভ্রাং যয়া খ্যাতাং ন সেহিরে ॥৪০॥
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যাঃ পুরাসীচ্চ প্রজাপতিঃ ।
ত্রৈলোক্যবিজয়ী নেতা যেনেয় বশুধা জিতা ॥৪১॥
সর্ষলোকং বশীকৃত্য বৃভুজে চ বশুধরাম্ । অতীব
তেজঃসম্পন্নো মহাবলপরাক্রমঃ ॥৪২॥ বশী সর্ষজগঃ
কামৌ নৃসিংহেন নিপাতিতঃ । বলিঃ কিম্বদলং
লোকে নারদ ত্বং প্রশংসসি ॥৪৩॥ ইতি মাং ধ্ব-
ষিত্বা চ বিভোজ্য লোকসংগ্রহী । বহুধা বাদয়ন্
বাদান্ কটুকান্ দানবোত্তম ॥৪৪॥ তস্মাৎ দানব-
শ্রেষ্ঠ পিতৃপর্যাগতাং মহীম্ । বিজিত্য সার্ষভৌমত্বং
লভস্ব বশুধাধিপ ॥৪৫॥ কিম্বদলধৃত্য নুনং দেবাস্চ
দম্বজোত্তম । পলায়নপর্য দাস্তাঃ সদৈব রণ-
ভীরবঃ ॥৪৬॥ মম বাক্যপরো ভূত্বা ত্রৈলোক্যাধি-
পতির্ভব । নারদস্ত বচঃ শ্রুত্বা বলির্বৈরোচনিস্তদা ॥

দৈত্যশ্রেষ্ঠ ! শ্রবণ কর, আমি একদিন দেবেশ্ব-
তবনে দেব-সভায় গমন করি । ঐ সভায় গন্ধর্ব-
গণ এবং ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সমবেত হইয়াছিলেন ।
সমাসীন দেবগণ তথায় পুণ্য কথার পরস্পর আলাপ
করিতে থাকিলে আমি সুবিমল দৈত্যকথার
অবতারণা করি ; কিন্তু দেবগণ তাহা সহিতে
না পারিয়া বলিলেন,—দৈত্য হিরণ্যকশিপু নামে
পূর্বে এক প্রজাপতি ছিলেন বটে ; ইহা আমরা
স্বীকার করি । তিনি ত্রৈলোক্যবিজয়ী নেতা
ছিলেন ; তিনি বশুধা জয় করিয়াছিলেন ; এবং
সর্ষলোক বশীভূত করিয়া বশুধর ভোগ করিয়া-
ছিলেন । তিনি অতীব তেজঃসম্পন্ন, মহাবল-পরা-
ক্রম, বশী, সর্ষজগ, ও কামৌ ছিলেন । পরে দেব
নৃসিংহ তাঁহাকে নিপাতিত করেন । বলি, জগতে
কতটুকু বল ধারণ করে ? নারদ ! তুমি তার প্রশংসা
করিতেছ ! ১৭—৩৯ এই বলিয়া দেবেশ্ব আমায়
অপ্রতিভ তোমাদের বহু প্রকার কটুবাদ
বলিতে লাগিলেন । হে দানবোত্তম ! অতএব
আপনি আপনার পিতৃ-পূর্বাগত মহী পুনরায় জয়
করিয়া সার্ষভৌমত্ব লাভ করুন । দেবতারা আর
কতটুকু বল ধারণ করে ? তাহারা রণভীরু ; সর্ষ-
দাই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে । তুমি আমার
কথা শুনিয়া ত্রৈলোক্যাধিপতি হও । দেবর্ষি নার-

৪৩। চকার কোপমতুলং ত্রৈলোক্যবিজয়ে দ্বিজ ।
মহাসিদ্ধান্তুরান্ সৰ্বান্ সৰ্বদৈত্যজনেশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥
সংগ্রামমকরোত্তীত্বং বাসবেন বলীয়সা । জিহ্বা চ
সকলান্ দেবান্ বশীচক্রে সবাসবান্ ॥ ৪৫ ॥
সৰ্বলোকেশ্বরো জাতো বলির্কৈরোচনোহম্বরঃ ।
হতাহিকারাদ্বিদশা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
বিচরন্তি যথা মর্ত্যাস্তেন দেবগণা ভূবি । কিঞ্চিৎ-
কালং সমাসাদ্য ব্রাহ্মণং শরণং যযুঃ ॥ ৪৭ ॥
ভো ব্রহ্মন্ বলিনা ভ্রষ্টা দেবলোকাং পরমুপ ।
কিং কুৰ্মঃ ক চ গচ্ছামঃ কমুপায়ঃ চরামহে ॥ ৪৮ ॥
ব্রহ্মোবাচ । শ্রুত্বাঃ ভোঃ সুরশ্রেষ্ঠা যুস্মাকং সাধনং
পরম্ । যুগং যাত পুরীং রম্যাং পদ্মাবতীমম
রোত্তমাঃ ॥ ৪৯ ॥ তত্র তীর্থবরং শ্রেষ্ঠং নান্য-
চোত্তরমানসম্ । যত্রাষ্টসিদ্ধিদা খ্যাতা মহাসিদ্ধিপ্রদা
নৃণাম্ ॥ ৫০ ॥ নিধয়ন্ত নদৈবাপি তত্র তিষ্ঠন্তি
সন্তম । তেষ্টব দক্ষিণে ভাগে বিষ্ণুতীর্থমনুত্তমম্ ॥
৫১ ॥ তত্র স্নাত্বা নরঃ পশ্চোৎ সিদ্ধেশ্বরীং
সুসিদ্ধিদাম্ । ঋদ্ধিসিদ্ধিপরো ভূত্বা বিষ্ণুলোকে
মহীয়তে ॥ ৫২ ॥ অগ্নিনস্ত সিতে পক্ষে দশম্যাঃ

দেব এইরূপ বাক্যে বৈরোচনি তখন ত্রৈলোক্য-
বিজয়ের নিমিত্ত অত্যন্ত জুড় হইয়া উঠিলেন । তিনি
অম্বরগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্বক বাসব সহ তুমুল
সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন । তিনি সমরে ইন্দ্রের
সহিত দেবগণকে পরাভূত করিয়া সৰ্বলোকেশ্বর
হইলেন । দেবগণের অধিকার বিনষ্ট হইলে
ঊঁহার রাজ্যভ্রষ্ট ও পরাজিত হইয়া মর্ত্যের স্থায়
ভূতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন । এইরূপে
কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে ঊঁহার ব্রাহ্মণ শরণ
লইলেন এবং ঊঁহাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! বলি
আমাদিগকে দেবলোক হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে ।
আমরা কি করি, কোথায় যাই, উপায়ই বা আমা-
দের কি হয় ? ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ !
আপনাদের এক উপায় আছে, শ্রবণ করুন । আপ-
নারা রমণীয় পদ্মাবতী পুরীতে গমন করুন । ঐ
স্থানে উত্তরমানস নামে তীর্থবর বিরাজিত ।
মহাসিদ্ধিপ্রদা পদ্মাবতী নরগণের অনিমায়াষ্ট-
সিদ্ধিদায়িনী । ঐ স্থানে নবনিধি বর্তমান । এই
স্থানের দক্ষিণদিকে অত্যুত্তম বিষ্ণুতীর্থ । নর এই
তীর্থে স্নান করিয়া সিদ্ধিদায়িনী সিদ্ধেশ্বরীকে অব-
লোকন করিলে সিদ্ধিপরায়ণ হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন
করে । অগ্নিনমাসের সিতপক্ষীয় দশমী ত্রিবিধ

। দিবসে তথা । অষ্টসিদ্ধিশমীদেশে গণেশ্বরং
প্রপূজয়েৎ ॥ ৫৩ ॥ বিজয়ী সৰ্বলোকেষু জায়তে
নাত্র সংশয়ঃ । শমীমূলস্থিতঃ নিত্যমুদ্বিসিদ্ধিবর-
প্রদম্ ॥ ৫৪ ॥ পূজয়েদে নরো নিত্যং গণেশঃ
সৰ্বকামদম্ । সৰ্বকামবরং লব্ধ্বা পুত্রবান্
ধনবান্ ভবেৎ ॥ ৫৫ ॥ তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন
মহাকালবনং ব্রজেৎ । যত্র বিষ্ণুসরস্তীর্থং তত্র
গচ্ছত মা চিরম্ ॥ ৫৬ ॥ উপাসনাং সুরশ্রেষ্ঠা
বিষ্ণোরতুলতেজসঃ কুরুধ্বং সৰ্বভীতিভ্যক্তাতা স
স্তাৎ সুরোত্তমাঃ ॥ ৫৭ ॥ ইতি ব্রহ্মা বচস্তস্মৈ
ব্রহ্মণঃ শংসিতাস্থনঃ । মহাকালবনে প্রাপ্তা
দেবাস্তে কার্যসাধকাঃ ॥ ৫৮ ॥ অজাগত্য শুচীভূয়
স্নানদানাদিকৰ্ম্মভিঃ । উপাসাকৃষ্ণিরে সিদ্ধা বিষ্ণু-
ভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ৫৯ ॥ ব্রহ্মাণমথ তে সৰ্বৈ
পশ্চচ্ছুৰ্দ্ধিবিমাদরাৎ । উপাসনায়া দেবস্ত দেবাঃ
শক্রপুরোগমাঃ ॥ ৬০ ॥ দেবা উচুঃ । ব্রহ্মন্
কেন প্রকারেণ বিষ্ণুভক্তিঃ পরা ভবেৎ । তৎসৰ্বং
শ্রোতুমিচ্ছামহন্তো ব্রহ্মবিদাঃ বর ॥ ৬১ ॥
ব্রহ্মোবাচ । শ্রুত্বাঃ ভোঃ সুরশ্রেষ্ঠা বিষ্ণুভক্তি-
মনুত্তমাম্ । শুক্লাদ্রবধরং দেবং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্ ॥
৬২ ॥ প্রসন্নবদনং ধ্যানেন সৰ্ববিঘ্নোপশান্তয়ে ।

অষ্টসিদ্ধিদায়ক শমীমূলে গণেশ্বরের পূজা করিলে
মানব সৰ্বলোকে বিজয়ী হয়, এ বিষয়ে কোন সংশয়
নাই । শমীমূলস্থিত ঋদ্ধি-সিদ্ধিবরপ্রদ সৰ্বকামদ
গণেশদেবের নিত্য পূজা করিয়া নর সৰ্বকাম বর
লাভ করত পুত্রবান হয় । হে সুরগণ ! সুরত্যাং
তোমরা সৰ্বপ্রযত্নে মহাকাল বনে গমন কর । ঐ
স্থানে বিষ্ণুসর তীর্থ বিদ্যমান আছে । তথায় অতুল-
তেজা বিষ্ণুর উপাসনা কর, তিনি সৰ্বভয়ের ত্রাতা ।
৪০—৫৭ । শংসিতাস্থা ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া
সুরগণ কাব্য-সাধনার্থ মহাকালবনে গমন করি-
লেন । তথায় উপস্থিত হইয়া ঊঁহার স্নান-দানাদি
কৰ্ম্মাচরণান্তে উপাসনা করিতে লাগিলেন এবং ঐ
সময় ঊঁহার ভগবান ব্রহ্মার নিকট উপাসনার্থি
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । ঊঁহার বলিলেন,—হে
ব্রহ্মবিদর ! কিরূপে বিষ্ণু-ভক্তি উদিত হয় ?
ইহা আমরা আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা
করি । ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ ! অত্যা-
ন্তম বিষ্ণুভক্তি শ্রবণ করুন,—ভগবান বিষ্ণু শুক্লা-
দ্রবধারী, শশিপ্রভ, চতুর্ভুজ, ও প্রসন্নবদন । বিষ্ণু-
শাস্ত্রের জন্ত তাহাকে এইরূপ ধ্যান করিতে হয় ।

লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কৃতস্তেষাং পরাজয়ঃ ।
৬৩ ॥ যেযামিন্দীবরশ্চামো হৃদয়স্থো জনার্দনঃ ।
অতৌপিতার্থসিদ্ধার্থঃ পূজ্যতে যঃ সুরৈরপি ॥ ৬৪ ॥
সর্ববিঘ্নহরস্তৈশ্চ গণাধিপতয়ে নমঃ । কল্পাদৌ
সৃষ্টিকামেন প্রেরিতোহহং চ শৌরিণা ॥ ৬৫ ॥
ন শক্তো বৈ প্রজাঃ কর্তুং বিষ্ণুধ্যানপরায়ণঃ ।
এতন্নিরন্তরে সদ্যো মার্কণ্ডেয়ো মহাশ্বসিঃ ॥ ৬৬ ॥
সর্বসিদ্ধেশ্বরো দাশ্তো দীর্ঘায়ুর্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ । ময়া
দৃষ্টোহথ গতা তং তদাহং সমুপস্থিতঃ । ততঃ
প্রফুল্লনয়নো সংকৃত্য চেতরেতরম্ ॥ ৬৭ ॥ পৃচ্ছ-
মানো পরং শাস্ত্র্যং সুখাসীনো সুরোত্তমাঃ । তদা
ময়া স পৃষ্ঠো বৈ মার্কণ্ডেয়ো মহাশ্বসিঃ ॥ ৬৮ ॥ ভগ-
বন্ কেন প্রকারেণ প্রজা মেনাময়া ভবেৎ । তৎ-
সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ মুনিবন্দিত ॥ ৬৯ ॥
শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । বিষ্ণুভক্তিঃ পরা নিত্যা
সর্বার্তিহংগনাশিনী । সর্বপাপহরা পুণ্যা সর্বসুখ-
প্রদায়িনী ॥ ৭০ ॥ এষা ব্রাহ্মী মহাবিদ্যা ন দেয়া
যশ্চ কশ্চিৎ । কৃত্যয় হৃদিশ্যায় নাস্তিকায়ানুতায়
চ ॥ ৭১ ॥ ঈর্ষ্যায় চ ক্রুদ্যায় কামিকায় কদাচন ।
তদাতং সর্বং বিঘ্নন্তি যতদ্ব্যং সনাতনম্ ॥ ৭২ ॥

যাহারা ইন্দীবরশ্চাম জনার্দনকে হৃদয়ে ধারণ করে,
তাহাদের সর্বদাই লাভ ও জয় হইয়া থাকে ;
কুত্রাপি তাহাদের পরাজয় হয় না । অতৌপিতার
নিমিত্ত পুরগণও যাহার পূজা করিয়া থাকেন, সেই
সর্ববিঘ্নহারী গণাধিপতিকে নমস্কার । শ্রীহরি
কল্পাদিকালে সৃষ্টিকরণার্থ আমায় নিযুক্ত করেন ।
কিন্তু আমি সৃষ্টি করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহাকে ধ্যান
করিতে লাগিলাম । এমন সময়ে বিজিতেন্দ্রিয় সর্ব-
সিদ্ধেশ্বর দীর্ঘায়ু মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আসিয়া উপস্থিত
হইলেন । আমি তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার
সংস্পর্শক উপবেশন করাইলাম । তিনি উপ-
বেশন করিয়া আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ।
অনন্তর আমি তাঁহাকে বলিলাম,—হে ভগবন্
মুনিবন্দিত ! কিরূপে আমাদের অনাময় হইবে ?
ইহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি । মার্কণ্ডেয় বলি-
লেন,—সর্বদুঃখপ্রণাশিনী পুণ্যা পাপহরা নিত্যা পরা
বিষ্ণুভক্তিই সর্বদুঃখার্তিনাশিনী । এই ব্রাহ্মী মহা-
বিদ্যা, কৃত্যয়, হৃদিশ্যায়, নাস্তিক, অনৃতী, ঈর্ষ্যক, ক্রুদে,
ও কামিক প্রভৃতি ব্যক্তিকে দেওয়া উচিত
নহে । ঐ সকল ব্যক্তিকে প্রদান করিলে তদগত

এতদুৎকৃষ্টম্ শাস্ত্রং সর্বপাপপ্রণাশনম্ । পবিত্রঞ্চ
পবিত্রাণাং পাবনানাঞ্চ পাবনম্ ॥ ৭৩ ॥ বিষ্ণো-
নামসহস্রঞ্চ বিষ্ণুভক্তিকরং শুভম্ । সর্বসিদ্ধিকরং
নুগাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শুভম্ ॥ ৭৪ ॥ ওঁ অশ্রু
শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রমস্তম্ মার্কণ্ডেয় ঋষিঃ বিষ্ণু-
দেবতা অনুরূপেচ্ছন্দঃ সর্বকামাপ্যর্থার্থে জপে
বিনিয়োগঃ । অথ ধ্যানম্ । সজলজলদনৌলং
দর্শিতোদারশীলং করতলধৃতশৈলং বেণুবাদ্যে রসা-
লম্ । ব্রজজনকুলপালং কামিনীকেনিলোলং
তরুণতুলসিমালাং নোমি গোপালবালম্ ॥ ৭৫ ॥
ওঁ বিশ্বং বিষ্ণুর্হৃদীকেশঃ সর্বাশ্চ সর্বভাবনঃ । সর্বগঃ
শর্বরীনাথো ভূতগ্রামাশয়াশয়ঃ ॥ ৭৬ ॥ অনাদি-
নিধনো দেবঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বসম্ভবঃ । সর্বব্যাপী জগদ্ধাতা
সর্বশক্তিধরোহনঘঃ ॥ ৭৭ ॥ জগদ্বীজং জগৎস্রষ্টা জগ-
দীশো জগৎপতিঃ । জগদুর্জগন্নাথো জগদ্ধাতা
জগন্ময়ঃ ॥ ৭৮ ॥ সর্বাকৃতিধরঃ সর্ববিশ্বরূপী জনা-
র্দনঃ । অজন্মা শাস্ত্রতো নিত্যো বিশ্বাধারো বিভূঃ
প্রভুঃ ॥ ৭৯ ॥ বহুরূপৈকরূপশ্চ সর্বরূপধরো হরঃ ।
কালাগ্নিপ্রভবো বায়ুঃ প্রলয়াস্তকরোহক্ষয়ঃ ॥ ৮০ ॥
মহার্ণবো মহামেঘো জলবৃদ্ধসম্ভবঃ । সংস্কৃতো

সনাতন গুণ নষ্ট হইয়া যায় । এই উৎকৃষ্টতম শাস্ত্র
সর্বপাপপ্রণাশন এবং পবিত্রেরও পবিত্র । এই
বিষ্ণুর সহস্রনাম বিষ্ণু, ভক্তিদায়ক, মঙ্গল্য,
সর্বসিদ্ধিকর, ও ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়ক । এই
সহস্রনামস্তোত্র মন্ত্রের ঋষি মার্কণ্ডেয় দেবতা
বিষ্ণু, ছন্দঃ অনুরূপ এবং সর্ব কামনা সিদ্ধির
জপ উহার নিয়োগ জানিবেন । বিষ্ণুর ধ্যান যথা
—যিনি সজল জলদের আয় নীনবর্ণ উদারস্বভাব,
করতলে যিনি শৈল ধারণ করিয়াছেন, বেণুবাদ্যে
যিনি রসাল, যিনি ব্রজজন-কুল-পালক, কামিনী-
কোল-লোল, এবং তরুণতুলসীমালার্মণ্ডিত, সেই বাল
গোপালকে আমি নমস্কার করি ॥ ৭৮—৭৫ ॥ তিনি
বিশ্ব, বিষ্ণু, হৃদীকেশ, সর্বাশ্চ, সর্বভাবন, সর্বগ,
শর্বরীনাথ, ভূতগ্রামাশয়, অনাদিনিধন, দেব, সর্বজ্ঞ,
সর্বসম্ভব, সর্বব্যাপী, জগদ্ধাতা, সর্বশক্তিধর,
অনঘ, জগদ্বীজ, জগৎস্রষ্টা, জগদীশ, জগৎপতি,
জগদুর্জ, জগন্নাথ, জগদ্ধাতা, জগন্ময়, সর্বা-
কৃতিধর, সর্ববিশ্বরূপী, জনার্দন, অজন্মা, শাস্ত্রত,
নিত্য, বিশ্বাধার, বিভূ, প্রভু, সর্বরূপ, এক-
রূপ, সর্বরূপধর, হর, কালাগ্নিপ্রভব, বায়ু,
প্রলয়াস্তক, অক্ষয়, মহার্ণব, মহামেঘ, জলবৃদ্ধ

বিকৃতো মৎস্তো মহামৎস্তমিঞ্জিৎ : ৮১ ।
 অনস্তো বাসুকিঃ শেবো বরাহো ধরনীধরঃ । পয়ঃ-
 কীরবিবেকাচ্যো হংসো হৈমগিরিস্থিতঃ ৮২ ।
 হৃদগ্রীবো বিশালাক্ষো হৃদকর্ণো হৃদাকৃতিঃ । মন্থনো
 রত্নহারী চ কৃষ্ণো ধরধরাধরঃ ৮৩ ।
 বিনিভ্রো নিভ্রিতো নন্দৌ সুনন্দো নন্দনপ্রিয়ঃ । নাভিনাল-
 মণালী চ স্বয়ম্ভুচতুরাননঃ ৮৪ ।
 প্রজাপতিপরো দক্ষঃ সৃষ্টিকর্তা প্রজাকরঃ । মরীচিঃ কণ্ডপো দক্ষঃ
 সুরাসুরগুরুঃ কবিঃ ৮৫ ।
 বামনো বামমাগী চ বাস-
 কৰ্ম্মা বৃহদ্রথপুঃ । ত্রৈলোক্যক্রমণো দীপো বলিযজ্ঞবিনা-
 শনঃ ৮৬ ।
 যজ্ঞহর্তা যজ্ঞকর্তা যজ্ঞেশো যজ্ঞ-
 ভূগৃবিভূঃ । সহস্রাংগুর্ভগো ভানুবিবস্বান্ রবিরংগু-
 মান্ ৮৭ ।
 তিগ্মতেজাচ্চাল্লভেজাঃ কৰ্ম্মসাক্ষী
 মন্থর্ষমঃ । দেবরাজঃ সুরপতির্দানবারিঃ শচীপতিঃ ।
 ৮৮ ।
 অগ্নির্বাযুসখো বহির্বরুণো যাদসাং পতিঃ ।
 নৈঋতৌ নাদনোহনাদৌ যক্ষরক্ষোধনাধিপঃ ৮৯ ।
 কুবেরো বিত্তবান্ বেগো বসুপালো বিলাসকৃৎ ।
 অমৃতশ্রবণঃ সোমঃ সোমপানকরঃ সুধীঃ ।
 ৯০ ।
 সর্কৌষধিকরঃ ক্রীমান্ নিশাকরদিবাকরঃ ।
 বিহারিবিষহর্তা চ বিষকর্ষণরো গিরিঃ ৯১ ।
 নীলকণ্ঠো বৃষী ক্রজ্রো ভালচন্দ্রো হ্যমাপতিঃ ।
 শিবঃ শান্তো বশী বীরো ধ্যানৌ মানৌ

চ মানদঃ ৯২ ।
 কুমিকৌটো যুগব্য্যাধো যুগহা
 যুগলাহনঃ । বটুকো ভৈরবো বালঃ কপালী দণ্ড-
 বিগ্রহঃ ৯৩ ।
 শ্মশানবাসী মাংসানী হৃষ্টনাশী
 বরাস্তকৃৎ । যোগিনীত্ৰাসকো যোগী ধ্যানহো
 ধ্যানবাসনঃ ৯৪ ।
 সেনানী সেনদঃ স্কন্দো
 মহাকালো গণাধিপঃ । আদিদেবো গণপতির্বিষহা
 বিঘ্ননাশনঃ ৯৫ ।
 ঋদ্ধিসিদ্ধিপ্রদো দস্তৌ ভালচন্দ্রো
 গজাননঃ । নৃসিংহ উগ্রদংষ্ট্র নখী দানবনাশকৃৎ ।
 ৯৬ ।
 প্রহ্লাদপোষকর্তা চ সর্বদৈত্যজনেশ্বরঃ ।
 শলভঃ সাগরঃ সাক্ষী কল্পজ্জমবিকল্পকঃ ৯৭ ।
 হেমদো হেমভাগী চ হিমকর্তা হিমাচলঃ । ভূধরো
 ভূমিদো মেরুঃ কৈলাসশিখরো গিরিঃ ৯৮ ।
 লোকা-
 লোকাস্তরোলোকৌ বিলোকৌ ভুবনেশ্বরঃ । দিকৃপালো
 দিকৃপতির্দিব্যো দিব্যাকাশো জিতেন্দ্রিয়ঃ ৯৯ ।
 বিরূপো রূপবান্ রাগী নৃত্যগীতবিশারদঃ । হাহা
 হুহুচিহ্নরথো দেবর্ষির্নারদঃ সখা ১০০ ।
 বিশ্বদেবাঃ
 সাধ্যদেবাঃ যুতাশীচ চলোহচলঃ । কপিলো জল্পকো
 বাদৌ দন্তো হৈহয়সজ্জরাট ১০১ ।
 বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ
 সপ্তর্ষিপ্রবরো ভৃগুঃ । জামদগ্ন্যো মহাবীরঃ ক্ষত্রিয়ান্ত-
 করো হ্যাবিঃ ১০২ ।
 হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষো
 হরপ্রিয়ঃ । অগাস্ত্যঃ পুলহো দক্ষঃ পৌলস্ত্যো রাবণো
 ঘটঃ ১০৩ ।
 দেবারিস্তাপসস্তাপী বিভীষণ-

সম্ভব, সংস্কৃত, বিকৃত, মৎস্ত, মহামৎস্ত, তিমি-
 জিল, অনস্ত, বাসুকি, শেব, বরাহ, ধরনীধর,
 পয়ঃকীর-বিবেকাচ্য, হংস, হৈমগিরিস্থিত, হৃদগ্রীব,
 বিশালাক্ষ, হৃদকর্ণ, হৃদাকৃতি, মন্থন, রত্নহারী, কৃষ্ণ,
 ধরধরাধর, বিনিভ্র, নিভ্রিত, নন্দৌ, সুনন্দ, নন্দনপ্রিয়,
 নাভিনাল-মণালী, স্বয়ম্ভু, চতুরানন, প্রজাপতিপর,
 দক্ষ, সৃষ্টিকর্তা, প্রজাকর, মরীচি, কণ্ডপ, দক্ষ, সুরা-
 সুরগুরু, কবি, বামন, বামমাগী, বামকৰ্ম্মা, বৃহদ্রথপু,
 ত্রৈলোক্যক্রমণ, দীপ, বলিযজ্ঞবিনাশন, যজ্ঞহর্তা,
 যজ্ঞকর্তা, যজ্ঞেশ, যজ্ঞভূক, বিভূ, সহস্রাংগু, ভগ,
 ভানু, বিবস্বান, রবি, অংগুমান, তিগ্মতেজা, অল্ল-
 ভেজা, কৰ্ম্মসাক্ষী, মন্থ, যম, দেবরাজ, সুররাজ,
 দানবারি, শচীপতি, অগ্নি, বাযুসখ, বহি, রুণ, যাদ-
 সাংপতি, নৈঋত, নাদন, অনাদৌ, যক্ষ, রক্ষ, ধনাধিপ,
 কুবের, বিত্তবান, বেগ, বসুপাল, বিলা-
 সকৃৎ, অমৃতশ্রবণ, সোম, সোমপানকর, সুধী,
 সর্কৌষধিকর, ক্রীমান, নিশাকর, দিবাকর, বিহারি,
 বিষহর্তা, বিষকর্ষণর, গিরি, নীলকণ্ঠ, বৃষী, ক্রজ্র,
 ভালচন্দ্র, উমাপতি, শিব, শান্ত, বশী, বীর, ধ্যানৌ,

মানী, মানদ, কুমিকৌট, যুগব্য্যাধ, যুগহা, যুগলাহন,
 বটুক, ভৈরব, বাল, কপালী, দণ্ডবিগ্রহ, শ্মশান-
 বাসী, মাংসানী, হৃষ্টনাশী, বরাস্তকৃৎ, যোগিনী,
 ত্রাসক, যোগী, ধ্যানহ, ধ্যানবাসন, সেনানী,
 সেনদ, স্কন্দ, মহাকাল, গণাধিপ, আদিদেব,
 গণপতি, বিষহা, বিঘ্ননাশন, ঋদ্ধি-সিদ্ধিপ্রদ, দস্তৌ,
 ভালচন্দ্র, গজানন, নৃসিংহ, উগ্রদংষ্ট্র, নখী, দানব-
 নাশকৃৎ, প্রহ্লাদপোষকর্তা, সর্বদৈত্যজনেশ্বর,
 শলভ, সাগর, সাক্ষী, কল্পজ্জমবিকল্পক, হেমদ,
 হেমভাগী, হিমকর্তা, হিমাচল, ভূধর, ভূমিদ, মেরু,
 কৈলাসশিখর, গিরি, লোক-লোকাস্তর, লোকী,
 বিলোকী, ভুবনেশ্বর, দিকৃপাল, দিকৃপতি, দিব্য,
 দিব্যাকাশ, জিতেন্দ্রিয়, বিরূপ, রূপবান, রাগী, নৃত্য-
 গীতবিশারদ, হাহা, হুহু, চিহ্নরথ, দেবর্ষি, নারদ,
 সখা, বিশ্বদেব, সাধ্যদেব, যুতাশী, চল অচল,
 কপিল, জল্পক, বাদৌ, দন্ত, হৈহয়সজ্জরাট, বশিষ্ঠ,
 বামদেব, সপ্তর্ষিপ্রবর, ভৃগু, জামদগ্ন্য, মহাবীর,
 ক্ষত্রিয়ান্তকর, ঋষি, হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, হর-
 প্রিয়, অগাস্ত্য, পুলহ, দক্ষ, পৌলস্ত্য, রাবণ, ঘট,

হরিপ্রিয়ঃ । তেজস্বী তেজদন্তেজী ঈশো রাজপতিঃ
প্রভুঃ । ১০৪ । দাশরথী রাঘবো রামো রঘুবংশ-
বিবর্ধনঃ । সীতাপতিঃ পতিঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মণ্যো
ভক্তবৎসলঃ । ১০৫ । সম্রাটঃ কবচী খড়্গী চীর-
বাসা দিগম্বরঃ । কিরীটী কুণ্ডলী চাপী শঙ্খচক্রী
গদাধরঃ । ১০৬ । কৌশল্যানন্দনোদারো ভূমি-
শায়ী গুহপ্রিয়ঃ । সৌমিত্রো ভরতো বাণঃ শক্রয়ো
ভরতাগ্রজঃ । ১০৭ । লক্ষ্মণঃ পরবীরয়ঃ স্ত্রীসহায়ঃ
কপীশ্বরঃ । হনুমান্ করাজশ্চ সূত্রীবো বালিনাশনঃ ।
১০৮ । দূতপ্রিয়ো দূতকারী হৃদ্যদো গদতাং বরঃ ।
বনধ্বংসী বনো বেগী বানরধ্বজলাঙ্গুলী । ১০৯ ।
রবিদংশী চ লক্ষাহা হাহাকারো বরপ্রদঃ । ভব-
সেতুর্মহাসেতুর্বকসেতু রমেশ্বরঃ । ১১০ । জানকী-
বল্লভঃ কামী কিরীটী কুণ্ডলী খণ্ডী । পুণ্ডরীক-
বিশালাক্ষো মহাবাহুর্ধনাকৃতিঃ । ১১১ । চক্ৰলচপলঃ
কামী বামী বামাজবৎসলঃ । স্ত্রীপ্রিয়ঃ স্ত্রীপরঃ স্নেহঃ
স্নিয়ো বামাজবাসকঃ । ১১২ । জিতবৈরী জিত-
কামো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ । শাস্তো দাস্তো
দয়ারামো হেকস্ত্রীত্রতধারকঃ । ১১৩ । সাত্ত্বিকঃ
সত্বসংস্থানো মদহা ক্রোধহা খরঃ । বহুরাক্ষস-
সংবীতঃ সর্বরাক্ষসনাশকৃৎ । ১১৪ । রাবণারী
রণকুদ্রদশমস্তকচ্ছেদকঃ । রাজ্যকারী যজ্ঞকারী

দেবারি, তাপস, তাপী, বিভীষণ, হরিপ্রিয়, তেজস্বী,
তেজদ, তেজী, ঈশ, রাজপতি, প্রভু, দাশরথি,
রাঘব, রাম, রঘুবংশবিবর্ধন, সীতাপতি, পতি,
শ্রীমান্, ব্রহ্মণ্য, ভক্তবৎসল, সম্রাট, কবচী, খড়্গী,
চীরবাসা, দিগম্বর, কিরীটী, কুণ্ডলী, চাপী, শঙ্খচক্রী,
গদাধর, কৌশল্যানন্দন, উদার, ভূমিশায়ী, গুহ-
প্রিয়, সৌমিত্র, ভরত, বাণ, শক্রয়, ভরতাগ্রজ,
লক্ষ্মণ, পরবীরয়, স্ত্রীসহায়, কপীশ্বর, হনুমান,
করাজ, সূত্রীব, বালিনাশন, দূতপ্রিয়, দূতকারী,
অঙ্গদ, গদতাংবর, বনধ্বংসী, বনো, বেগী, বানর-
ধ্বজ, লাঙ্গুলী, রবিদংশী, লক্ষহা, হাহাকার, বরপ্রদ,
ভবসেতু, মহাসেতু, বকসেতু, রামেশ্বর, জানকী-
বল্লভ, কামী, কিরীটী, কুণ্ডলী, খণ্ডী, পুণ্ডরীক-
বিশালাক্ষ, মহাবাহু, ধনাকৃতি, চক্ৰল, চপল, কামী,
বামী, বামাজবৎসল, স্ত্রীপ্রিয়, স্ত্রীপর, স্নেহ, স্ত্রী-
বামাজবাসক, জিতবৈরী, জিতকাম, জিতক্রোধ,
জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত, দাস্ত, দয়ারাম, একস্ত্রীত্রতধারক,
সাত্ত্বিক, সত্বসংস্থান, মদহা, ক্রোধহা, খর, বহুরাক্ষস-
সংবীত, সর্বরাক্ষসনাশকৃৎ, রাবণারি, রণকুদ্র, দশ-

দাতা ভোক্তা তপোধনঃ । ১১৫ । অযোধ্যাধি-
পতিঃ কাস্তো বৈকুণ্ঠোহকুণ্ঠবিগ্রহঃ । সত্যব্রতো ব্রতী
শূরস্তপী সত্যকলপ্রদঃ । ১১৬ । সর্বসাক্ষীঃ সর্বগচ্
সর্বপ্রাণহরোহব্যয়ঃ । প্রাণচাখাপ্যাপানচব্যানো-
দানঃ সমানতঃ । ১১৭ । নাগঃ কুকলঃ কূর্ম্যশ্চ দেব-
দন্তো ধনঞ্জয়ঃ । সর্বপ্রাণবিদো ব্যাপী যোগধারক-
ধারকঃ । ১১৮ । তত্ত্ববিস্তরদন্তবী সর্বতত্ত্ববিশারদঃ ।
ধ্যানহো ধ্যানশালী চ মনস্বী যোগবিস্তমঃ । ১১৯ ।
ব্রহ্মজ্ঞো ব্রহ্মদো ব্রহ্মজ্ঞাতা চ ব্রহ্মসম্ভবঃ । অধ্যাত্ম-
বিদ্বিদো দীপো জ্যোতীরূপো নিরঞ্জনঃ । ১২০ ।
জ্ঞানদোহজ্ঞানহা জ্ঞানী গুরুঃ শিষ্যোপদেশকঃ ।
শুশিষ্যঃ শিক্ষিতঃ শালী শিষ্যশিক্ষাবিশারদঃ । ১২১ ।
মজ্জদো মজ্জহা মজ্জী তজ্জী তজ্জজনপ্রিয়ঃ । সম্রাটো
মজ্জবিন্দ্রী যজ্ঞমজ্জৈকতজ্ঞনঃ । ১২২ । মারণো
মোহনো মোহী স্তম্ভোচ্চাটনকৃৎ খলঃ । বহুমায়ো
বিমায়শ্চ মহামায়াবিমোহকঃ । ১২৩ । মোক্ষদো
বন্ধকো বন্দী হাকর্ষণবিকর্ষণঃ । ত্রীকারো বীজরূপী
চ ক্রীকারঃ কৌলকাধিপঃ । ১২৪ । সৌভাগ্যঃ শক্তি-
মাত্তক্তিঃ সর্বশক্তিধরো ধরঃ । অকারোকার
ওকারছন্দোগায়ত্রিসম্ভবঃ । ১২৫ । বেদো বেদ-
বিদো বেদী বেদাধ্যায়ী সদাশিবঃ । ঋগ্‌যজুঃ-
সামাধিক্শেপঃ সামগানকরোহকরী । ১২৬ । ত্রিপিদী

মস্তকচ্ছেদক, রাজ্যকারী, যজ্ঞকারী, দাতা, ভোক্তা,
তপোধন, অযোধ্যাধিপতি, ক্রান্তবৈকুণ্ঠ, অকুণ্ঠ-
বিগ্রহ, সত্যব্রত, ব্রতী, শূর, তপী, সত্যকলপ্রদ,
সর্বসাক্ষী, সর্বগচ্, সর্বপ্রাণহর, অব্যয়, প্রাণ, অপান,
ব্যান, উদাম, সমান, নাগ, কুকল, কূর্ম্য, দেবদন্ত,
ধনঞ্জয়, সর্বপ্রাণবিৎ, ব্যাপী, যোগধারক-ধারক,
তত্ত্ববিৎ, তত্ত্বদ, তত্ত্বী, সর্বশাস্ত্রবিশারদ, ধ্যানহু,
ধ্যানশালী, মনস্বী, যোগবিস্তম, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মদ,
ব্রহ্মজ্ঞাতা, ব্রহ্মসম্ভব, অধ্যাত্মবিৎ, বিদ, দীপ,
জ্যোতীরূপ, নিরঞ্জন, জ্ঞানদ, অজ্ঞানহা, জ্ঞানী,
গুরু, শিষ্য, উপদেশক, শূশিষ্য, শিক্ষিত, শালী,
শিষ্য শিক্ষাবিশারদ, মজ্জদ, মজ্জহা, মজ্জী, তজ্জী;
তজ্জজনপ্রিয়, সম্রাট, মজ্জবিৎ, মজ্জী, যজ্ঞমজ্জৈকতাজন,
মারণ, মোহন, মোহী, স্তম্ভোচ্চাটনকৃৎ, খল, বহুমায়,
বিমায়, মহামায়াবিমোহক, মোক্ষদ, বন্ধক, বন্দী,
আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ত্রীকারবীজরূপী, ক্রীকারকৌলকা-
ধিপ, সৌভাগ্য-শক্তিমান, শক্তি, সর্বশক্তিধর ধর,
অকার, উকার, ছন্দ, গায়ত্রিসম্ভব, বেদ, বেদবিৎ,
বেদী, বেদাধ্যায়ী, সদাশিব, ঋগ্‌যজুঃসামাধিক্শেপ,

বহুপাদৌ চ শতপথঃ সৰ্বতোমুখঃ । প্রাকৃতঃ সংস্কৃতো
 যোগী গীতগোবিন্দঃ ॥ ১২৭ ॥ সঙণো বিভণচ্ছন্দো
 নিঃসঙ্গো বিভণো গুণী । নিঃসঙণো গুণবান্ সঙ্গী কৰ্ম্মা
 ধৰ্ম্মা চ কৰ্ম্মদঃ ॥ ১২৮ ॥ নিঃসঙ্গা কামকামৌ চ নিঃসঙ্গঃ
 সঙ্গবর্জিতঃ । নিরোভো নিরহঙ্কারী নিষ্কিঞ্চন-
 জনপ্রিয়ঃ ॥ ১২৯ ॥ সঙ্গসঙ্গকরো রাগী সৰ্বভাগী
 বহিষ্চরঃ । একপাদো দ্বিপাদো বহুপাদোহল্পপাদকঃ ॥
 ১৩০ ॥ দ্বিপদদ্বিপদোহপাদৌ বিপাদৌ পদসংগ্ৰহঃ ।
 খেচরো ভূচরো ভ্রামী ভৃঙ্গকীটমণ্ডপ্ৰিয়ঃ ॥ ১৩১ ॥
 ক্রতুঃ সংবৎসরো মাসো গণিতার্কো অহর্নিশঃ । ক্রতঃ
 ত্রেতা কলিচৈব দ্বাপরশ্চতুরার্কতিঃ ॥ ১৩২ ॥
 দিবাকালকরঃ কালঃ কুলধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ । কলা
 কাষ্ঠা কলা নাড্যো যামঃ পক্ষঃ সিতাসিতঃ ॥ ১৩৩ ॥
 যুগো যুগঙ্করো যোগ্যো যুগধৰ্ম্মপ্রবর্তকঃ । কুলাচারঃ
 কুলকরঃ কুলদৈবকরঃ কুলী ॥ ১৩৪ ॥ চতুরাশ্রমচারী
 চ গৃহস্থো অতিথিপ্রিয়ঃ । বনস্থো বনচারী চ
 বানপ্রস্থশ্রমোহশ্রমী ॥ ১৩৫ ॥ বটুকো ব্রহ্মচারী
 চ শিখান্দ্রী কমণ্ডলী । ত্রিজটী ধ্যানবান্ ধ্যানী
 বজ্রিকাশ্রমবাসকৃৎ ॥ ১৩৬ ॥ হেমাঙ্গপ্রভবো হৈমো
 হেমরাশিহিমাকরঃ । মহাপ্রস্থানকো বিপ্রো বিরাগী
 রাগবান্ গৃহী ॥ ১৩৭ ॥ নরনারায়ণোহনাগো
 কেদারোদারবিগ্রহঃ । গঙ্গাদারতপঃসারস্তপোবন-

সামগানকর, অকরী, ত্রিপদ, বহুপাদী, শতপথ, সৰ্ব-
 তোমুখ, প্রাকৃত, সংস্কৃত, যোগী, গীতগোবিন্দ, হেলিক,
 সঙণ, বিভণ, ছন্দ, নিঃসঙ্গ, বিভণ, গুণী, নিঃসঙণ,
 গুণবান্, সঙ্গী, কৰ্ম্মা, ধৰ্ম্মা, কৰ্ম্মদ, নিঃসঙ্গা, কামকামৌ,
 নিঃসঙ্গ, সঙ্গবর্জিত, নিরোভ, নিরহঙ্কার, নিষ্কিঞ্চন-
 জনপ্রিয়, সঙ্গসঙ্গকর, রাগী, সৰ্বভাগী, বহিষ্চর,
 একপাদ, দ্বিপাদ, বহুপাদ, অল্পপাদক, দ্বিপদ,
 ত্রিপাদ, অপাদী, বিপাদী, পদসংগ্ৰহ, খেচর,
 ভূচর, ভ্রামী, ভৃঙ্গকীট, মণ্ডপ্ৰিয়, ক্রতু, সংবৎসর,
 মাস, গণিতার্ক, অহর্নিশ, ক্রত, ত্রেতা, কলি, দ্বাপর,
 চতুরার্কতি, দিবাকালকর, কাল, কুলধৰ্ম্ম, সনাতন,
 কলা, কাষ্ঠা, কলা, নাডী, যাম, পক্ষ, সিতাসিত,
 যুগ, যুগঙ্কর, যোগ্য, যুগধৰ্ম্মপ্রবর্তক, কুলাচার, কুল-
 কর, কুলদৈবকর, কুলী, চতুরাশ্রমচারী, গৃহস্থ,
 অতিথিপ্রিয়, বনস্থ, বনচারী, বানপ্রস্থশ্রম, আশ্রমী,
 বটুক, ব্রহ্মচারী, শিখান্দ্রী, কমণ্ডলী, ত্রিজটী,
 ধ্যানবান্, ধ্যানী, বজ্রিকাশ্রমবাসকৃৎ, হেমাঙ্গপ্রভব,
 হৈম, হেমরাশি, হিমাকর, মহাপ্রস্থানক, বিপ্র,
 বিরাগী, রাগবান্, গৃহী, নর-নারায়ণ, অনাগ,

তপোনিধিঃ ॥ ১৩৮ ॥ নিধিরেষ মহাপদ্মঃ পদ্মাকর-
 শ্রিয়ালয়ঃ । পদ্মনাভঃ পরীতাক্ষা পরিবাটী
 পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৩৯ ॥ পরানন্দঃ পুরাণশ্চ সম্রাড্রাজ-
 বিরাজকঃ । চক্রহৃৎচক্রপালহৃৎচক্রবর্তী নরাধিপঃ ॥
 ১৪০ ॥ আগুর্দেদবিদো বৈদ্যো ধ্বস্তরিশ্চ রোগহা ।
 ঔষধীবীজসমুত্তো : রোগী রোগবিনাশকৃৎ ॥ ১৪১ ॥
 চেতনশ্চেতকোহচিন্ত্যশ্চিত্তচিন্তাবিনাশকৃৎ । অতী-
 শ্রিয়ঃ সুখস্পর্শশ্চরচারী বিহঙ্গমঃ ॥ ১৪২ ॥
 গক্ৰুঃ পক্ষিরাজশ্চ চাক্ষুষো বিনতাক্ষজঃ । বিষ্ণু-
 যানবিমানস্থো মনোময়তুরঙ্গমঃ ॥ ১৪৩ ॥ বহুবৃষ্টি-
 করো বর্ষা ঐরাবণবিরাবণঃ । উটৈঃশ্রবাকৃণো
 গামী হরিদশ্বো হরিপ্রিয়ঃ ॥ ১৪৪ ॥ প্রাবৃষো
 মেঘমালী চ গজরত্নপুরন্দরঃ । বসুদো বসুধারশ্চ
 নিদ্রালুঃ পন্নগাশনঃ ॥ ১৪৫ ॥ শেষশায়ী জলেশায়ী
 ব্যাসঃ সত্যবতীশ্রুতঃ । বেদব্যাসকরো বাগ্মী
 বহুশাখাবিকল্পকঃ ॥ ১৪৬ ॥ স্মৃতিঃ পুরাণধৰ্ম্মাখী
 পরাবরবিচক্ষণঃ । সহস্রশীলা সহস্রাক্ষঃ সহস্রবদনো-
 জ্জলঃ ॥ ১৪৭ ॥ সহস্রবাহুঃ সহস্রাংগুঃ সহস্রকিরণো
 নরঃ । বহুশীর্ষকশীর্ষশ্চ ত্রিশিরা বিশিরাঃ শিরী ॥
 ১৪৮ ॥ জটিলো ভাস্করাগী চ দিব্যান্দ্রধরঃ শুচিঃ ।
 অণুকপো বৃহজ্জপো বিকপো বিকরাকৃতিঃ ॥ ১৪৯ ॥

কেদার, উদারবিগ্রহ, গঙ্গাদার, তপঃসার, তপো-
 বন, তপোনিধি, নিধি, মহাপদ্ম, পদ্মাকর, শ্রিয়ালয়,
 পদ্মনাভ, পরীতাক্ষা, পরিবাটী, পুরুষোত্তম, পরা-
 নন্দ, পুরাণ, সম্রাট, রাজবিরাজক, চক্রহৃৎ, চক্র-
 পালহৃৎ, চক্রবর্তী, নরাধিপ, আগুর্দেদবিৎ, বৈদ্য,
 ধ্বস্তরিশ্চ, রোগহা, ঔষধীবীজসমুত্ত, রোগী, রোগ-
 বিনাশকৃৎ, চেতন, চেতক, অচিন্ত্য, চিত্তাচিন্তাবিনাশ-
 কৃৎ, অতীন্দ্র, সুখস্পর্শ, চরচারী, বিহঙ্গম, গক্ৰু,
 পক্ষিরাজ, চাক্ষুষ, বিনতাক্ষজ, বিষ্ণুযানবিমানস্থ,
 মনোময়তুরঙ্গম, বহুবৃষ্টিকর, বর্ষা, ঐরাবণ-বিরাবণ,
 উটৈঃশ্রবা, অরুণগামী, হরিদশ্ব, হরিপ্রিয়, প্রাবৃষ,
 মেঘমালী, গজরত্ন, পুরন্দর, বসুদ, বসুধর,
 নিদ্রালু, পন্নগাশন, শেষশায়ী, জলেশায়ী, ব্যাস,
 সত্যবতীশ্রুত, বেদব্যাসকর, বাগ্মী, বহুশাখা-বি-
 ল্পক, স্মৃতি, পুরাণধৰ্ম্মাখী, পরাবর-বিচক্ষণ, সহস্র-
 শীলা, সহস্রাক্ষ, সহস্রবদনোজ্জল, সহস্রবাহু,
 সহস্রাংগু, সহস্রকিরণ, নর, বহুশাখ, একশীর্ষ,
 ত্রিশিরা, বিশিরা, শিরী, জটিল, ভাস্করাগী, দিব্যা-
 দ্রধর, শুচি, অণুকপ, বৃহজ্জপ, বিকপ, বিকরা-

সমুদ্ভূতমাতৃকো মাথী সর্গরত্নহরো হরিঃ । বজ্রবৈদ্য-
ধ্যাকো বজ্রী চিন্তামণিমহামণিঃ । ১৫০ ॥ অনিন্দ্যলো-
লহামূল্যো নিখুলাঃ সুরভিঃ সুখী । পিতা মাতা
শিশুরক্ষুর্জাতা ব্রহ্মাধ্যমা যমঃ । ১৫১ ॥ অন্তঃস্থো
বাহ্যকারী চ বহিঃস্থো বৈ বহিঃচরঃ । পাবনঃ পাবকঃ
পাকী সর্গভক্ষী হতাশনঃ । ১৫২ ॥ ভগবান্
ভগহা ভাগী ভবভঙ্গো ভয়ঙ্করঃ । কাশ্বঃ কার্যকারী
চ কার্যকর্তা করপ্রদঃ । ১৫৩ ॥ একধর্মী দ্বিধর্মী
চ সুখী দূত্যোপজীবকঃ । বালকস্তারকস্তা ভা কালো
মুসকভক্ষকঃ । ১৫৪ ॥ সঞ্জীবনো জীবকর্তা সজীবো
জীবসম্ভবঃ । ষড়্বিংশকো মহাবিশ্বঃ সর্বব্যাপী
মহেশ্বরঃ । ১৫৫ ॥ দিব্যাস্ত্রদো মুক্তমানী জীবৎসো
মকরধ্বজঃ । শ্রামমূর্তির্গনশ্রামঃ পীতবাসাঃ শুভা-
ননঃ । ১৫৬ ॥ চৌরবাসা বিবাসাশ্চ ভূতদানব-
বল্লভঃ । অমৃতোহমৃতভাগী চ মোহিনীরূপধারকঃ ।
১৫৭ ॥ দিব্যদৃষ্টিঃ সমদৃষ্টির্দেবদানববধকঃ । কবন্ধঃ
কেতুকারী চ স্বর্ভানুশ্চন্দ্রতাপনঃ । ১৫৮ ॥ গ্রহ-
রাজো গ্রহী গ্রাহঃ সর্গগ্রহবিমোচকঃ । দানমান-
জপো হোমঃ সান্নকুলঃ শুভগ্রহঃ । ১৫৯ ॥ বিঘ্ন-
কর্তাপহর্তা চ বিঘ্ননাশো বিনায়কঃ । অপকারোপ-
কারী চ সর্গসিদ্ধিকলপ্রদঃ । ১৬০ ॥ সেবকঃ সাম-
দানী চ ভেদী দণ্ডী চ মৎসরী । দয়াবান্ দান-

নীলশ্চ দানী যজ্ঞা প্রতিগ্রহী । ১৬১ ॥ হবিরগ্নিচক-
স্থালী সর্গিষ্ঠচানিলো যমঃ । হোতোদগতা শুচিঃ
কুণ্ডঃ সামগো বৈকৃতিঃ সবঃ । ১৬২ ॥ দ্রব্যঃ পাত্ৰাণি
সঙ্কলো মূলো হরণিঃ কুশঃ । দীক্ষিতো মণ্ডপো
বেদির্ধ্যাজমানঃ পশুঃ ক্রতুঃ । ১৬৩ ॥ দক্ষিণা স্বস্তিমান্
স্বস্তি হানীর্দাদঃ শুভপ্রদঃ । আদিবৃক্ষো মহাবৃক্ষো
দেববৃক্ষো বনস্পতিঃ । ১৬৪ ॥ প্রয়াগো বেণুমান্ বেণী
শ্রোগ্রোধচাক্ষরো বটঃ । সূতীর্থসূতীর্থকারী চ তীর্থ-
রাজো ব্রতী ব্রতঃ । ১৬৫ ॥ বৃন্তিদাতা পৃথুঃ পুত্রো
দোদ্রা গোবৎস এব চ । কীরঃ কীরবহঃ কীরী
কীরভাগবিভাগবিৎ । ১৬৬ ॥ রাজ্যভাগবিদো ভাগী
সর্গভাগবিকল্পকঃ । বাহনো বাহকো বেগী পাদচারী
তপশ্চরঃ । ১৬৭ ॥ গোপনো গোপকো গোপী
গোপকস্তাবিহারকুৎ । বাসুদেবো বিশালাক্ষঃ
কৃষ্ণো গোপীজনপ্রিয়ঃ । ১৬৮ ॥ দেবকীনন্দনো
নন্দী নন্দগোপগৃহাশ্রমী । যশোদানন্দনো দামী
দামোদর উলুখলী । ১৬৯ ॥ পুতনারিঃ পদাকারী
লীলাশকটভঙ্ককঃ । নবনীতপ্রিয়ো বাগ্মী বৎসপাল-
কবালকঃ । ১৭০ ॥ বৎসরূপধরো বৎসী বৎসহা
ধেহুকান্তকুৎ । বকারির্কনবাসী চ বনক্রৌড়াবিশারদঃ ।
১৭১ ॥ কৃষ্ণবর্ণকৃতিঃ কান্তো বেণুবেত্রবিহারকঃ ।
গোপমোক্ষকরো মোক্ষো যমুনাগুলিনেচরঃ । ১৭২ ॥

কৃতি, সমুদ্ভূতমাতৃক, মাথী, সর্গরত্নহর, হরি, বজ্র-
বৈদ্যক, বজ্রী, চিন্তামণি-মহামণি, অনিন্দ্যলো,
মহামূল্য, নিখুলা, সুরভি, সুখী, পিতা মাতা
শিশু, বন্ধু, ধাতা, ব্রহ্মা, অধ্যমা, যম, অন্তঃস্থ,
বাহ্যকারী, বহিঃস্থ, বহিঃচর, পাচন, পাচক, পাকী,
সর্গভক্ষী, হতাশন, ভগবান্, ভগহা, ভাগী,
ভবভঙ্ক, ভয়ঙ্কর, কাশ্ব, কার্যকারী, কার্যকর্তা,
করপ্রদ, একধর্মী, দ্বিধর্মী, সুখী নৃত্যোপজীবক,
বালক, তারক, ভাতা, কালমুসকভক্ষক, সঞ্জী-
বন, জীবকর্তা, সজীব, জীবসম্ভব, ষড়্বিংশক,
মহাবিশ্ব, সর্বব্যাপী, মহেশ্বর, দিব্যাস্ত্রদ, মুক্তমানী,
জীবৎস, মকরধ্বজ, শ্রামমূর্তি, ঘনশ্রাম, পীতবাসা,
শুভানন, চৌরবাসা, ভূতদানববল্লভ, অমৃত,
অমৃতভাগী, মোহিনীরূপধারক, দিব্যদৃষ্টি, সমদৃষ্টি
দেবদানব-বধক, কবন্ধ, কেতুকারী, স্বর্ভানু,
চন্দ্রতাপন, গ্রহরাজ, গ্রহী, গ্রাহ, সর্গগ্রহ-
বিমোচক, দান, মান, জপ, হোম, সান্নকুল,
শুভগ্রহ, বিঘ্নকর্তা, অপহর্তা, বিঘ্ননাশ, বিনায়ক,
অপকার, উপকারী, সর্গসিদ্ধিকলপ্রদ, সেবক,

সামদানী, ভেদী, দণ্ডী, মৎসরী, দয়াবান্, দান-
নীল, দানী, যজ্ঞা, প্রতিগ্রহী, হবি, অগ্নি,
চক্ৰস্থলী, সর্গিষ্ঠ, অনিল, যম, হোতা, উদ্-
গাতা, শুচি, কুণ্ড, সামগ, বৈকৃতি সব, দ্রব্য, পাত্ৰ,
সঙ্কল, মূল, অকণি, কুশ, দীক্ষিত, মণ্ডপ, বেদী,
যজমান, পশু, ক্রতু, দক্ষিণা, স্বস্তিমান্,
হানীর্দাদ, শুভপ্রদ, আদিবৃক্ষ, মহাবৃক্ষ, দেববৃক্ষ,
বনস্পতি, প্রয়াগ, বেণুমান, বেণী, শ্রোগ্রোধ, অক্ষয়-
বট, সূতীর্থ, তীর্থকারী, তীর্থরাজ, ব্রতী, ব্রত, বৃন্তি-
দাতা, পৃথু, পুত্র, দোদ্রা, গো, বৎস, কীর, কীর-
বহ, কীরী, কীরভাগবিভাগবিৎ, রাজ্যভাগবিৎ,
ভাগী, সর্গভাগবিকল্পক, বাহন, বাহক, যোগী, পাদ-
চারী, তপশ্চর, গোপন, গোপক, গোপী, গোপকস্তা-
বিহারকুৎ, বাসুদেব, বিশালাক্ষ, কৃষ্ণ, গোপীজন-
প্রিয়, দেবকীনন্দন, নন্দী, নন্দগোপগৃহাশ্রমী, যশোদা-
নন্দন, দামী, দামোদর, উলুখলী, পুতনারি, পদা-
কারী, লীলাশকটভঙ্কক, নবনীতপ্রিয়, বাগ্মী,
বৎসপালক-বালক, বৎসরূপধর, বৎসী, বৎসহা,
ধেহুকান্তকুৎ, বকারি, বনবাসী, বনক্রৌড়াবিশারদ,

মায়াবৎসকরো মায়া ব্রহ্মমায়াপমোহকঃ। আত্মসার-
বিহারজ্ঞো গোপদারকদারকঃ। ৩৭০। গোচারী
গোপতির্গোপী গোবর্দ্ধনধরো বলী। ইন্দ্রহ্যয়ো
মথধ্বংসী বৃষ্টিহা গোপরক্ষকঃ। ১৭৪। সুরভি-
জ্ঞাপকর্তা চ দাবপানকরঃ কলী। কালীষ্মদনঃ
কালী যমুনাভ্রদবিহারকঃ। ১৭৫। সঙ্ঘর্ষণো
বলপ্রাচ্যো বলদেবো হল্যুধঃ। লাজলী মুঘলী
চক্রী রামো রোহিণিনন্দনঃ। ১৭৬। যমুনা-
কর্ষণোদ্ধারো নীলবাসা হলো হলী। রেবতী-
রমণো লোলো বহমানকরঃ পরঃ। ৭৭। ধেনু-
কার্ণির্মহাবীরো গোপকন্তাবিদূষকঃ। কামমানহরঃ
কামী গোপীবাসোহপতঙ্গরঃ। ১৭৮। বেণুবাদী চ
নাদী চ নৃত্যগীতবিশারদঃ। গোপীমোহকরো গানী
রাসকো রজনীচরঃ। ১৭৯। দিব্যমালী বিমানী চ
বনমালাবিভূষিতঃ। কৈটভারিচ কংসারির্মধুহা
মধুহৃদনঃ। ১৮০। চাণুরমর্দনো মল্লো মুষ্টি মুষ্টিক-
নাশকঃ। মুরহা মোদকো মোদী মদয়ো নরকাস্ত-
কঃ। ১৮১। বিদ্যাধ্যায়ী ভূমিশায়ী স্নান্যাস্নসখা
সুখী। সকলো বিকলো বৈদ্যঃ কলিতো বৈ কল-
নিধিঃ। ১৮২। বিদ্যাশালী বিশালী চ পিতৃমাতৃ-
বিমোক্ষকঃ। কল্লিণীরমণো রম্যঃ কালিন্দীপতিঃ
শঙ্খহা। ১৮৩। পাঞ্চজন্তো মহাপদ্মো বহনায়ক-

কৃষ্ণবর্ণাকৃতি, কান্ত, বেণুবেজবিহারক, গোপমোক্ষকর,
মোক্ষ, যমুনাগুলিনেচর, মায়াবৎসকর, মায়া,
ব্রহ্মমায়াপমোহক, আত্মসার, বিহারজ্ঞ, গোপদারক-
দারক, গোচারী, গোপতি, গোপ, গোবর্দ্ধনধর,
বলী, ইন্দ্রহ্যয়, মথধ্বংসী, বৃষ্টিহা, গোপরক্ষক,
সুরভিজ্ঞাপকর্তা, দাবপানকর, কলী, কালীষ্মদন,
কালী, যমুনাভ্রদবিহারক, সঙ্ঘর্ষণ, বনপ্রাচ্য, বনদেব,
হল্যুধ, লাজলী, মুঘলী, চক্রী, রাম, রোহিণীনন্দন,
যমুনাকর্ষণোদ্ধার, নীলবাসা, হল, হলী, রেবতী-রমণ,
লোল, বহমানকর, পর, ধেনুকারি, মহাবীর, গোপ-
কন্তাবিদূষক, কামানহর, কামী, গোপীবাসোপতঙ্গর,
বেণুবাদী, নাদী নৃত্যগীতবিশারদ, গোপীমোহকর,
গানী, রাসক, রজনীচর, দিব্যমালী, বিমানী, বন-
মালাবিভূষিত, কৈটভারি, কংসারি, মধুহা, মধুহৃদন,
চাণুরমর্দন, মল্ল, মুষ্টি, মুষ্টিকনাশক, মুরহা, মোদক,
মোদী, মদয়, নরকাস্তক, বিদ্যাধ্যায়ী, ভূমিশায়ী,
স্নান্যাস্নসখা, সুখী, সকল, বিকল, বৈদ্য, কলিত,
কলানিধি, বিদ্যাশালী, বিশালী, পিতৃ-মাতৃবিমো-
ক্ষক, কল্লিণী-রমণ, রম্য, কালিন্দীপতি, শঙ্খহা,

নায়কঃ। ধুম্মারো নিকুন্তয়ঃ শব্দরাস্তো রতিপ্রিয়ঃ।
১৮৪। প্রহ্লাদচানিকুন্ত সাহতাং পতিরজ্জুনঃ
কান্তনচ শুভাকেশঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ। ১৮৫।
কিরীটী চ ধনুস্পানিধির্দুর্বেদবিশারদঃ। শিখণ্ডী
সাত্যকিঃ শৈব্যো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ। ১৮৬।
পাঞ্চালচাতিমহু্যচ সৌভজো দ্রৌপদৌপতিঃ।
যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মরাজঃ সত্যবাদী শুচিত্রতঃ। ১৮৭।
নকুলঃ সহদেবচ কর্ণো দুর্ঘোষনো যুগী। গান্ধেয়ো-
হথ গদাপানিভীমো ভাগীরথীসুতঃ। ১৮৮। প্রজ্ঞা-
চক্ষুতরাষ্ট্রো ভারদ্বাজোহথ গৌতমঃ। অশ্বখামা
বিকর্ণচ জহুযুধির্দুর্বেদবিশারদঃ। ১৮৯। সৌমন্তিকো
গদী শাশ্বো বিশ্বামিত্রো দুরাসদঃ। দুর্ধাসা দুর্ধিনী-
তচ মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ। ১৯০। লোমশো
নির্ম্মলোহলোমী দীর্ঘায়ুচ চিরোহচিরী। পুনর্জীবী
মৃতো ভাবী ভূতো ভব্যো ভবিষ্যকঃ। ১৯১।
ত্রিকালোহথ ত্রিলিঙ্গচ ত্রিনেত্রিপ্রদৌপতিঃ। যাদবো
যাজ্ঞবল্ক্যচ যজ্ঞবংশবিবর্দ্ধনঃ। ১৯২। শল্যক্রৌড়ী
বিক্রৌড়চ যাদবাস্তকরঃ কলিঃ। সদয়ো হৃদয়ে দায়ো
দায়দো দায়ভাগুদয়ী। ১৯৩। মহোদধিমহীপৃষ্ঠো
নীলপর্ষতবাসকঃ। একবর্ণো বিবর্ণচ সর্ববর্ণ-
বহিষ্চরঃ। ১৯৪। যজ্ঞনিন্দী বেদনিন্দী বেদবাহো
বলো বলিঃ। বোদ্ধারির্কোধকো বাধো জগন্নাথো

পাঞ্চজন্ত, মহাপদ্ম, বহনায়ক-নায়ক, ধুম্মার, নিকু-
ন্তয়, শব্দরাস্ত, রতিপ্রিয়, প্রহ্লাদ, অনিকুন্ত সাহতাং-
পতি, অজ্জুন, কান্তন, শুভাকেশ, সব্যসাচী, ধনঞ্জয়,
কিরীটী, ধনুস্পানি, ধনুর্বেদবিশারদ, শিখণ্ডী,
সাত্যকি, শৈব্য, ভীম, ভীমপরাক্রম, পাঞ্চাল, অতি
মহু্য, দ্রৌপদৌপতি, যুধিষ্ঠির, ধর্ম্মরাজ, সত্যবাদী
শুচিত্রত, নকুল, সহদেব, কর্ণ, দুর্ঘোষন, যুগী,
গান্ধেয়, গদাপানি, ভীম, ভাগীরথীসুত, প্রজ্ঞাচক্ষু,
যুতরাষ্ট্র, ভারদ্বাজ, গৌতম, অশ্বখামা, বিকর্ণ, জহু-
যুধির্দুর্বেদবিশারদ, সৌমন্তিক, গদী, শাশ্ব, বিশ্বামিত্র, দুরা-
সদ, দুর্ধাসা, দুর্ধিনীত, মার্কণ্ডেয় মহামুনি, লোমশ,
নির্ম্মল অলোমী, দীর্ঘায়ু, চির, অচিরী পুনর্জীবী, মৃত,
ভাবী, ভূত, ভব্য, ভবিষ্যক, ত্রিকাল, ত্রিলিঙ্গ,
ত্রিনেত্র, ত্রিপদৌপতি, যাদব, যাজ্ঞবল্ক্য, যজ্ঞবংশ-
বিবর্দ্ধন, শল্যক্রৌড়, বিক্রৌড়, যাদবাস্তকর, কালি,
সদয়, হৃদয়, দায়, দায়াদ, দায়ভাক, দায়ী, মহো-
দধি, মহীপৃষ্ঠ, নীলপর্ষতবাসক, একবর্ণ, বিবর্ণ,
সর্ববর্ণবহিষ্চর, যজ্ঞনিন্দী, বেদনিন্দী, বেদবাহু, বল,

জগৎপতিঃ । ১১৫ । ভক্তিভাগবতো ভাগী বিভক্তো
ভগবৎপ্রিয়ঃ । ত্রিগ্রামোৎথ নবারণ্যো গুহোপ-
নিষদাসনঃ । ১১৬ । শালিগ্রামঃ শিলাযুক্তো বিশালো
গণ্ডকাশ্রয়ঃ । ঋতদেবঃ ঋতঃ শ্রাবী ঋতবোধঃ ঋত-
শ্রবাঃ । ১১৭ । ককিঃ কালকলঃ ককো হৃষ্টম্লেচ্ছ-
বিনাশকৃৎ । কুঙ্কুমী ধবলো ধীরঃ কুমাকরো কুমা-
কপিঃ । ১১৮ । কিঙ্করঃ কিম্বরঃ কথঃ কেকৌ কিম্পুরুষা-
ধিপঃ । একরোমা বিরোমা চ বহুরোমা বৃহৎকবিঃ ।
১১৯ । বজ্রপ্রহরণো বজ্রী বজ্রায়ো বাসবান্ধজঃ । বহু-
তীর্থকরস্তীর্থঃ সৰ্বতীর্থজনেশ্বরঃ । ২০০ । ব্যতী-
পাতোপরাগশ্চ দানবুদ্ধিকরঃ শুভঃ । অসংখ্যো-
হপ্রমেয়শ্চ সংখ্যাকারো বিসংখ্যকঃ । ২০১ । মিহি-
কোত্তারকস্তারো বালচন্দ্রঃ সূধাকরঃ । কিংবর্ণঃ
কৌদৃশঃ কিঞ্চিৎ কিংস্বভাবঃ কিমাশ্রয়ঃ । ২০২ ।
নির্লোকশ্চ নিরাকারৌ বহ্নাকারৈককারকঃ । দোহিত্রঃ
পুত্রিকঃ পৌত্রো নপ্তা বংশধরো ধরঃ । ২০৩ । দ্রবী-
ভূতো দয়ালুশ্চ সৰ্বসিদ্ধিপ্রদো মণিঃ । ২০৪ ।
আধারোহপি বিধারশ্চ ধরাস্থঃ স্তম্ভজলঃ । মঙ্গলো
মঙ্গলাকারো মাজল্যঃ সৰ্বমঙ্গলঃ । ২০৫ । নাম্নাং
সহস্রং নামেদং বিষ্ণোরতুলতেজসঃ । সৰ্বসিদ্ধিকরং
কাম্যং পুণ্যং হরিহরাস্তকম্ । ২০৬ । যঃ পঠেৎ
প্রাতঃকথায় শুচিৰ্ভূত্বা সমাহিতঃ । যশ্চৈদং শৃণুয়া-

ব্রিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ । ২০৭ । ত্রিসঙ্খ্যঃ শ্রদ্ধয়া
যুক্তঃ সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । নন্দতে পুত্রপৌত্রৈশ্চ
দারৈর্ভৃত্যৈশ্চ পূজিতঃ । ২০৮ । প্রাপ্নুতে
বিপুলং লক্ষ্মীং যুচ্যতে সৰ্বসঙ্কটাহ । সৰ্বান
কামানবাप्নোতি লভতে বিপুলং যশঃ । ২০৯
বিদ্যাবান্ জায়তে বিপ্রঃ কত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ
বৈশ্বশ্চ ধনলাভাঢ্যঃ শূদ্রঃ সুখমবাগ্নুয়াৎ । ২১০
রণে ঘোরে বিবাদে চ ব্যাপারে পারতন্ত্রকে
বিজয়ী জয়মাप्নোতি সৰ্বদা সৰ্বকৰ্ম্মসু । ২১১
একধা দশধা চৈব শতধা চ সহস্রধা । পঠতে হি
নরো নিত্যং তথৈব কলমগ্নুতে । ২১২ । পুত্রার্থী
প্রাপ্নুতে পুত্রান্ ধনাৰ্থী ধনমব্যয়ম্ । মোক্ষার্থী
প্রাপ্নুতে মোক্ষং ধৰ্ম্মার্থী ধৰ্ম্মসঞ্চয়ম্ । ২১৩ । কৰ্ম্মার্থী
প্রাপ্নুতে কৰ্ম্মাং তুল্লাভাং যশ্চৈবৈবমপি । জ্ঞানার্থী
জায়তে জ্ঞানী যোগী যোগেষু যুজ্যতে । ২১৪ ।
মহোৎপাতেষু ঘোরেষু তুর্ভিক্ষে রাজবিগ্রহে । মহা-
মারীসমুদ্ভূতে দারিদ্র্যে দুঃখপীড়িতে । ২১৫ ।
অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নিপরিবারিতে । সিংহ-
ব্যাভ্রাভিভূতেহপি বনে হস্তিসমাকুলে । ২১৬ ।
রাজ্যে ক্রুদ্ধেন চাক্ষুণ্ডে দমু্যভিঃ সহ সঙ্গমে ।
বিদ্যাৎপাতেষু ঘোরেষু অর্জব্যাং হি সদা নরৈঃ ।
২১৭ । গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু বধবন্ধগতাবপি । মহার্ঘবে

বলি, বৌদ্ধারি, বাধক, বাধ, জগন্নাথ, জগৎপতি,
ভক্তি, ভাগবত, ভাগী, বিভক্ত, ভগবৎপ্রিয়, ত্রিগ্রাম,
নবারণ্য, গুহোপনিষদাসন, শালিগ্রাম, শিলাযুক্ত,
বিশাল, গণ্ডকাশ্রয়, ঋতদেব, ঋত, শ্রাবী, ঋতবোধ,
ঋতশ্রবা, ককি, কালকল, কক, হৃষ্টম্লেচ্ছবিনাশকৃৎ,
ধবল, ধীর, কুমাকর, কুমাকপি, কিঙ্কর,
কিম্বর, কথ, কেকী, কিম্পুরুষাধিপ, একরোমা,
বিরোমা, বহুরোমা, বৃহৎকবি, বজ্রপ্রহরণ, বজ্রী,
বজ্রয়, বাসবান্ধজ, বহুতীর্থকর, তীর্থ, সৰ্বতীর্থজনেশ্বর,
ব্যতীপাতোপরাগ, দানবুদ্ধিকর, শুভ, অসংখ্য,
অপ্রমেয়, সংখ্যাকার, বিসংখ্যক, মিহিকোত্তারক,
তার, বালচন্দ্র, সূধাকর, কিংবর্ণ, কৌদৃশ, কিঞ্চিৎ,
কিংস্বভাব, কিমাশ্রয়, নির্লোক, নিরাকারী, বহ্নাকার,
এককারক, দোহিত্র, পুত্রিক, পৌত্র, নপ্তা, বংশধর,
ধর, দ্রবীভূত, দয়ালু, সৰ্বসিদ্ধিপ্রদ, মণি, আধার,
বিধার, ধরাস্থ, স্তম্ভজল, মঙ্গল মঙ্গলাকার, মাজল্য,
ও সৰ্বমঙ্গল, অতুলতেজা ভগবান্ বিষ্ণু এই সহস্র
নাম সিদ্ধিপ্রদ, কাম্য, পুণ্যপ্রদ, ও হরিহরাস্তক ।
ইহা যে মানব প্রাতঃকালে গাত্ৰোত্থান করিয়া শুচি

ও সমাহিত ভাবে পাঠ ও নিশ্চলমানসে ত্রিসঙ্খ্য
শ্রবণ করে, সে সৰ্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া
থাকে । পুত্র, পৌত্র, দার, ও ভৃত্যগণ কর্তৃক পূজিত
ও আনন্দিত হয়; সৰ্বসঙ্কট হইতে মুক্তি লাভ করিয়া
বিপুল লক্ষ্মী লাভ করে; এবং সৰ্ব অস্তিমত ও বিপুল
যশ প্রাপ্ত হয় । ১৬-২০৯ এই সহস্র নাম পাঠের কালে
বিপ্র বিদ্বান্ ও কত্রিয় বিজয়ী, হয় এবং বৈশ্ব ধনলাভ
ও শূদ্র সুখ লাভ করে; ঘোর রণ, বিবাদ, ও পার-
তন্ত্রক ব্যাপারে সৰ্ব কৰ্ম্মে সৰ্বদা জয়লাভ করিয়া
থাকে । নর ইহা সৰ্বদা একবার দশবার, শতবার ও
সহস্রবার পাঠ করিলে এরূপ করিলে তদুপযুক্ত
কল লাভ করিয়া থাকে । পুত্রার্থী পুত্র, ধনাৰ্থী ধন,
মোক্ষার্থী মোক্ষ, ধৰ্ম্মার্থী ধৰ্ম্মসঞ্চয়, ও কৰ্ম্মার্থী ব্যক্তি
দেবতুল্লাভ কৰ্ম্ম লাভ করে । ইহা পাঠ করিলে
জ্ঞানার্থী জ্ঞানী ও যোগী যোগযুক্ত হইয়া থাকে ।
মহোৎপাত, ঘোর তুর্ভিক্ষ, রাজবিগ্রহ, মহামারী,
দারিদ্র্য, বিবিধ দুঃখজনিত পীড়া, অরণ্য, প্রান্তর,
দাবাগ্নি-পরিবৃত সিংহব্যাভ্রও হস্তি-সমাকুল বন,
ক্রুদ্ধ রাজার আদেশ, দমু্য-সঙ্গ, ঘোর বিদ্যাৎপাত,

মহানদ্যাং পোতস্থেষু ন চাপদঃ । ২১৮ । রোগগ্রস্তো
বিবর্ণশ্চ গতকেশনখহ্রঃ । পঠনাক্ষুবণাঙ্গাপি
দিব্যকায় ভবন্তি তে । ২১৯ । তুলসীবনসংস্থানে
সরোদীপে সুরালয়ে । বদ্রিকাশ্রমে শুভে দেশে
গঙ্গাধারে তপোবনে । ২২০ । মধুবনে প্রয়াগে চ
হারকায়ঃ সমাহিতঃ । মহাকালবনে সিদ্ধে নিযতাঃ
সর্বকামিকাঃ ২২১ । যে পঠন্তি শতাবর্তং ভক্তিমন্তো
জিতেন্দ্রিয়াঃ । তে সিদ্ধাঃ সিদ্ধিদা লোকে বিচরন্তি
ক্ষীতলে । ২২২ । অন্তোন্তভেদভেদানাং মৈত্রী-
করণমুত্তমম্ । মোহনং মোহনানাং চ পবিত্রং
পাপনাশনম্ । ২২৩ । বালগ্রহবিনাশায় শাস্তী-
করণমুত্তমম্ । হর্ষভানাং চ পাপানাং বুদ্ধিনাশকরং
পরম্ । ২২৪ । পতঙ্গার্ভা চ বক্ষ্যা চ শ্রাবিনী
কাকবক্ষ্যকা । অনায়াসেন সততং পুত্রমেব
প্রসূয়তে । ২২৫ । পয়ঃপুঙ্কলদা গাবো বহুধাতু-
কলা কৃষিঃ । শ্বামিধর্মপরা ভৃত্যা নারী
পতিব্রতা ভবেৎ । ২২৬ । অকালমৃত্যুনাশায়
তথা হৃৎপ্রদর্শনে । শাস্তিকর্মণি সর্বত্র
শ্রুতব্যং চ সদা নরৈঃ । ২২৭ । যঃ পঠত্যবহং
মর্ত্যঃ শুচিমান্ বিষ্ণুসন্নিধৌ । একাকী চ জিতা

উগ্র গ্রহপীড়া, বধ-বহন-গতি, মহার্ঘ্য, মহানদী ও
পোত, এই সকলে সর্বদা ইহা নরগণের স্মরণ
করা কর্তব্য । যে এরূপ করে, তাহার কোন
আপদ হয় না । রোগী, বিবর্ণ, গতকেশ-নখহ্র
ব্যক্তি সকল ইহা পাঠ ও শ্রবণ করিয়া দিব্যকায়
হয় । তুলসীবন-সন্নিধানে সরোদীপে, সুরালে
শুভ দেশ, বদ্রিকাশ্রম, গঙ্গাধার, তপোবন, মধুবন,
প্রয়াগ ও সিদ্ধ মহাকালবনে যে সকল মানব ভক্তি-
পূর্বক জিতেন্দ্রিয় ভাবে শতাবৃত্ত করিয়া এই স্তোত্র
পাঠ করে, তাহার সিদ্ধিলাভ করিয়া জগতে সিদ্ধি
বিতরণ করিয়া থাকে । এই স্তোত্র পরস্পর ভেদ-
ভিন্ন ব্যক্তিগণের উত্তম মৈত্রীকরণ, মোহন, পবিত্র,
পাপনাশন, বালগ্রহবিনাশের নিমিত্ত উত্তম শাস্তি-
কর, এবং হর্ষভূত পাপীদিগের বুদ্ধিনাশকর । ইহার
প্রভাবে পতিতগর্ভা, বক্ষ্যা, শ্রাবিনী ও কাকবক্ষ্যা
নারীগণও অনায়াসে পুত্রলাভ করে । গাভীকে
পুঙ্কলহৃদদায়িনী, কৃষিকে বহুধাতুকলা, ভৃত্যকে
শ্বামিধর্ম-পরায়ণ, নারীকে পতিব্রতা, অকালমৃত্যু-
বিনাশ, হৃৎপ্রদর্শন, ও শাস্তিকর্ম করণার্থ নর ইহা
সর্বদা স্মরণ করিবে । যে মানব জিতাহার,
জতক্রোধ, ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া শুচিভাবে বিষ্ণু-

হারো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ । ২২৮ । গরুড়া-
রোহসম্পন্নঃ পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ । বাহ্লিতঃ প্রাপ্য
লোকেহস্মিন্ বিষ্ণুলোকে স গচ্ছতি । ২২৯ । একতঃ
সকলা বিদ্যা একতঃ সকলং তপঃ । একতঃ সকলো
ধর্মো নাম বিষ্ণোস্তথৈকতঃ । ২৩০ । যো হি
নামসহস্রেন স্তোতুমিচ্ছতি বৈ দ্বিজঃ । মোহয়মেকেন
শ্লোকেন শুভ এব ন সংশয়ঃ । ২৩১ । সহস্রাক্ষঃ
সহস্রপাং সহস্রবদনোজ্জ্বলঃ । সহস্রনামানস্তাক্ষঃ
সহস্রবাহ্নর্মোহনস্তে । ২৩২ । বিষ্ণোর্নামসহস্রঃ বৈ
পুরাণং বেদসম্মতম্ । পঠিতব্যং সদা ভক্তৈঃ
সর্বমঙ্গলমঙ্গলম্ । ২৩৩ । ইতি স্তবান্তিযুক্তাং
দেবানাং তত্র বৈ দ্বিজ । ২৩৪ । ঐ ভগবান্নুবাচ । ব্রহ্মাণ্ডে
তোঃ সুরাঃ সর্বৈরোহস্মৈ । ইতি বাহ্লিতঃ । তৎসং
সম্প্রদাতামি নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ২৩৫ ॥ বো
উচুঃ । বরদোহসি যদা বিষ্ণো বরমেতং দ দ
নঃ । অদিত্যেগর্ভসমুতঃ শক্রশ্চাপ্যমুজো ভব ॥
২৩৬ ॥ ত সম্প্রার্থিতো দেবৈব্রহ্মশক্রপুত্রো গমৈঃ ।

সন্নিধানে একাকী এই মন্ত্র পাঠ করে, সে ইহ-
লোকে বাহ্লিতার্থ লাভ করত পীতবাস ও চতুর্ভুজ
হইয়া গরুড়ারোহণে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া
থাকে । ২২৯-২২৯। এক বিষ্ণু নাম হইতেই সকল বিদ্যা,
সকল তপ, এবং সকল ধর্ম লাভ হইয়া থাকে ।
যিনি নামসহস্র দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুকে স্তব করিতে
ইচ্ছা করেন, তিনি এই একটী শ্লোক দ্বারাই তাঁহার
স্তব করিতে পারেন; যথা—তিনি সহস্রপাং,
সহস্রাক্ষ, সহস্রবদন দ্বারা উজ্জ্বল, সহস্রনাম, অন-
স্তাক্ষ ও সহস্রবাহ্ন, তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি ।
বিষ্ণুর সহস্রনাম বেদ ও পুরাণ সম্মত । এই
সর্বমঙ্গল-মঙ্গল স্তব সদা পঠনীয় । হে দ্বিজ ! বর-
দায়ক ভগবান্ বিষ্ণু স্তবান্তিযুক্ত দেবগণ কর্তৃক
অর্চিত হইয়া তাঁহাদের সাক্ষাছুত হইলেন এবং
বলিলেন,—হে সুরগণ ! তোমরা আমার নিকট
অভিবাঞ্ছিত বর গ্রহণ কর, তোমাদের যাহা অভি-
লষিত, তাহা আমি প্রদান করিব, এ বিষয়ে কোন
আপত্তি নাই । দেবগণ বলিলেন,—দেব ! আপনি
যখন আমাদের প্রতি বরদ হইয়াছেন, তখন
আমরা এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি
অদিত্যগর্ভে ইন্দের অনুজ হইয়া জন্ম গ্রহণ করুন ।
ব্রহ্ম-শক্র প্রভৃতি দেবগণ কর্তৃক ঐরূপ প্রার্থিত
হইয়া তিনি ‘তথাস্থ’ বাক্যে অনুমোদনপূর্বক

তথেষ্টাচ্চ। ৫ ভগবাংস্ত্রৈবাস্তবধীয়ত । ২৩৭ ।
ততঃ কতিপয়ে কালে ভগবানদিতিনন্দনঃ । বিষ্ণু-
রূপধরোহনস্তো বামনস্তাচ্চ বামনঃ । ২৩৮ ।
বলির্কৈরোরোচনো ব্যাস বাজিমেষধনতেন চ । ইজ্ঞে
বিজবরশ্চেষ্ট ইন্দ্ররাজ্যজিহীৰ্ষয়া । ২৩৯ । ঋষিজঃ
কল্পণঃ কৃষ্ণা হোতারঃ ভৃগুসন্তমঃ । ব্রহ্মা তত্রা-
স্তবকৈব স্বয়মেব পিতামহঃ । ২৪০ । অশ্বর্ষ্যুর্ভগ-
বানজিহ্বীভূব মুনিসন্তমঃ । উদগাতা নারদশ্চৈব
বশিষ্ঠস্ত সভাসদঃ । ২৪১ । যে যত্র বিহিতাঃ সর্কে
তত্র তত্র মুনীশ্বরাঃ । বলিস্ত্রাজ্যভবব্যাস দৌকিতো
রাজসন্তমঃ । ২৪২ । এবং প্রবর্তমানেষু যজ্ঞেষু
মুনিসন্তমঃ । হুয়তাঃ ভূজ্যতাঃ চৈব দীযতাঃ ধীয়তাঃ
তথা । ২৪৩ । ইতি বাচঃ শুভাস্তত্র ঋষস্তে চ
দ্বিজোত্তম । তস্মিন্ কালে স্তুতিজেষু বামনো-
হগাচ্চুচিস্মিতঃ । ২৪৪ । পঠমানো মুখাগ্রৈণ
চাতুর্কৈদিকমন্ত্রকান্ । দ্বারে তিষ্ঠতি রাজেন্দ্র
বামনো দ্বিজসন্তমঃ । ২৪৫ । প্রতিহারেণ বৈ
ব্যাস সর্কঃ রাজ্ঞে নিবেদিতম্ । উখায় চ মহারাজো
বলির্কৈরোরোচনিস্তদা । ২৪৬ । অর্ঘ্যমাদায় তৎসর্কঃ
জগাম তৈঃ সভাসদৈঃ । পূজয়িত্বা যথাস্থায়ঃ

সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । ইহার কিছুকাল
পরেই বিষ্ণুরূপধর ভগবান্ হরি অদিতিনন্দন হইয়া
জন্ম গ্রহণ করিলেন । ইনিই অনন্ত ও ব্রহ্মই
বশতঃ বামন নামে অভিহিত । হে ব্যাসদেব !
এই সময় বিরোচন-নন্দন বলি ইন্দ্ররাজ্য হরণ-
মানসে শতাব্দীমধ্যে যজ্ঞ করিতে লাগিলেন । ঐ
যজ্ঞে কল্পণ ঋষিক, ভৃগু হোতা, স্বয়ং পিতামহ
ব্রহ্মা, অত্রি অশ্বর্ষ্য, নারদ, উদগাতা, ও বশিষ্ঠ
সভাসদ হইলেন । হে ব্যাস ! ঋষিগণের মধ্যে
যিনি যে কন্ঠে ব্রতী হইয়াছিলেন, বলি সেই সকলের
নিকটই দীক্ষিত হইলেন । হে দ্বিজোত্তম ! যজ্ঞ
প্রবর্তিত হইলে যজ্ঞক্ষেত্রে কেবল “দীযতাং,
ভূজ্যতাং, হুয়তাং, ধীয়তাং” এইরূপ শুভ বাক্য
শ্রুত হইতে লাগিল । এমন সময় স্তুতিন্মিত
ভগবান্ বামনদেব চাতুর্কৈদিক মন্ত্র সকল তুণ্ডে
পাঠ করিতে করিতে গিয়া যজ্ঞাগারদ্বারে উপস্থিত
হইলেন । প্রতিহারিগণ এ সংবাদ রাজা
বৈরোচনিকে নিবেদন করিল । রাজা বৈরোচনি
সংবাদ শ্রুত হইবামাত্র অর্ঘ্য গ্রহণপূর্বক সভাসদ-
গণের সহিত দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া লোকভাবন
বামনের যথাবিধি পূজা করত তাঁহাকে সভার

বামনঃ লোকভাবনম্ । ২৪৭ । আনয়িত্বা সভামধ্যে
দহাসনপরিগ্রহম্ । কুতস্থাগমনং ব্রহ্মন্ কিং
তেহভীষ্টং দদামি বৈ । ২৪৮ । বামন উবাচ ।
রাজরাজাধিনা সৃষ্টিব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ । ততো-
হহমাগতো ভূমন্ যজ্ঞঃ চৈব দিদৃক্ষমা । ২৪৯ ।
বক্রগন্ত চ যজ্ঞো বৈ দৃষ্টো মে বৈ পুরানম্ ।
যজ্ঞাধিপতেন্নুনঃ চ যজ্ঞঃ বৈ দৃষ্টবানহম্ ।
২৫০ । ধর্ম্মস্তাপি চ যজ্ঞো মে প্রজাপতেন
সন্তম । বায়োর্ধ্বজো মহারাজ দৃষ্টো মে বিধি
পূর্বকঃ । ২৫১ । রাজর্ষীণাং চ যে যজ্ঞঃ
দৃষ্টোহস্তেহপি মহাব্রত । যাদৃশং বৈ মহারাজ যজ্ঞঃ
তে দৃষ্টবানহম্ । ২৫২ । ঐদৃশো রাজরাজেন্দ্র ন
ভূতো ন ভবিষ্যতি । তস্মাদিহাগতে রাজন্ যাচ-
নার্থং তবানম্ । ২৫৩ । বলিঃবাচ । যাচম্ব স্বং
দ্বিজশ্চেষ্ট কিং তেহভীষ্টং দদাম্যহম্ । ২৫৪ ।
বামন উবাচ । দেহি মে রাজরাজেন্দ্র পদানি
দ্রৌণি মেদিনীম্ । বাসার্থং রোচতে তেহদ্য যদি
পার্থিবসন্তম । ২৫৫ । বলিঃবাচ । কিমিদং যাচিতং
বিপ্র স্বল্পং তে নহি তে পরম্ । গজবাজিরথাঃ
কৌলীরত্নানি বিবিধানি চ । ২৫৬ । দাসদাসী-
বরারোহাঃ স্ত্রিয়ো নানা বহুনি চ । দ্রব্যানি

মধ্যে আনয়ন করিয়া আসন প্রদান করিলেন এবং
জিজ্ঞাসিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! কোথা হইতে আগ-
মন করিতেছেন ? আপনার অভিলষিত কি ? তাহা
বলুন, আমি প্রদান করি । বামন বলিলেন,—এই
নিখিত সৃষ্টি ব্রহ্মার ; এই জন্তই আমি যজ্ঞদর্শনঃ
মানসে এখানে আগমন করিয়াছি । আমি বক্রগন্ত,
যজ্ঞাধিপতির যজ্ঞ, ধর্ম্মের যজ্ঞ, প্রজাপতি-যজ্ঞ,
বায়ু-যজ্ঞ ও রাজর্ষি-যজ্ঞ দর্শন করিয়াছি ; কিন্তু
আপনি যেক্রপ যজ্ঞ করিতেছেন, এক্রপ যজ্ঞ আমি
কুত্রাপি দর্শন করি নাই । এক্রপ যজ্ঞ কখন হয়
নাই এবং হইবেও না । হে অনম্ ! আমি
যাচঞা করিতে এখানে আগমন করিয়াছি ।
বলি বলিলেন,—হে দ্বিজশ্চেষ্ট ! আপনি অতীষ্ট
বস্ত প্রার্থনা করুন, আমি প্রদান করিতেছি । বামন
বলিলেন,—হে পার্থিবসন্তম । আপনার যদি ইচ্ছা
হয়, তবে বাসার্থ আমাকে ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি
প্রদান করুন । বলি বলিলেন,—হে বিপ্র ! আপন
এ কি স্বল্প প্রার্থনা করিতেছেন ; আপনার উৎকৃষ্ট
গজ, বাজী, রথ, কৌলী, বিবিধ রত্ন, দাস-দাসী,
বরারোহা স্ত্রী, বিবিধ ধন ও দ্রব্য নাই ; এই সকল

বাসনৌ শুভ্রে যাচম্ স্বং দ্বিজোত্তম ॥ ২৫৭ ॥
 পাশ্বোহসি কৃতকৃত্যোহসি বেদবেদাঙ্গপারগ ॥ ২৫৮ ॥
 বামন উবাচ । ন মে কিঞ্চিৎস্পৃহা রাজন বিদ্যাতে
 ভূমি মানদ । দেহি স্বং ত্রিপদাং ভূমিং যদি
 প্রদাস্তি তেহুনা ॥ ২৫৯ ॥ ইত্যুক্তে বামনেনাথ
 বলির্বচনমব্রবীৎ । গৃহাণ ত্রিপদাং ভূমিং বাসস্তার্থং
 হি মানদ ॥ ২৬০ ॥ ইত্যুক্তা স চ রাজর্ষিদদৌ
 ভূমিং দ্বিজায় বৈ । বারিতোহপি তদা বাস
 ভৃগুণা দৈবনোদিতঃ ॥ ২৬১ ॥ দত্তমাত্রে জলে
 সদ্যো ব্রহ্মাণ্ডং চাক্রমক্ৰরিঃ । সার্কপাদদ্বয়ং জাতা
 সশৈলবনকাননা ॥ ২৬২ ॥ বনুধেয়ং তদা বাস
 বলিনা চার্চিতং বনু । জিহ্বাসুরগণান্ সর্ষান
 রাজ্যং দদ্বা শতকৃতোঃ ॥ ২৬৩ ॥ পশ্চাৎ কুম্ভভীঃ
 প্রাপ্তো বিষ্ণুর্বামনরূপধৃক ॥ ২৬৪ ॥ ঋক্সিদ্ধ্যাশ্রমে
 পুণ্যে তীর্থং ক্রহাস্তসম্ভবম্ । নিবাসমকরোহ্যাস
 তত্রৈব স পুরোত্তমঃ ॥ ২৬৫ ॥ বামনেন কৃতং
 তীর্থং বামনং কুণ্ডমুচ্যতে । ভাদ্রে মাসি সিতে
 পক্ষে দ্বাদশী শ্রবণাষিতা ॥ ২৬৬ ॥ বামনদ্বাদশী
 প্রোক্তা হত্যাকোটবিনাশিনী । অশ্মঃস্তোর্গে নরঃ

আপনি প্রার্থনা করুন । আপনি বেদবেদাঙ্গপারগ ;
 সূতরাং দানের উপযুক্ত পাত্র । আপনি দান
 গ্রহণ করিয়া কৃতকৃত্য হউন । বামন বলিলেন,—
 হে রাজন ! পৃথিবীতে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা
 নাই । আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে
 ত্রিপদমাত্র ভূমিই প্রদান করুন । বামন এই কথা
 বলিলে বলি বলিলেন,—হে মানদ ! এই আপনি
 বাস করিবার নিমিত্ত ত্রিপদা ভূমি গ্রহণ করুন ।
 এই কথা বলিয়া রাজর্ষি বলি ভৃগু কর্তৃক বারিত
 হইলেও বামনকে ভূমি দান করিলেন । বলি
 যেমন উৎসর্গ-জল সিকন করিয়াছেন, অমনি
 হরি ব্রহ্মাণ্ড আক্রমণ করিলেন । হে বাস !
 তখন ভগবানের সার্কদ্বয়পদ সশৈল-বন-কাননা
 বনুধারূপে পরিণত হইল । তিনি অসুরগণকে
 জয় করিয়া শতকৃত্যকে রাজ্যপ্রদান করিলেন
 এবং দানানন্তর তিনি কুম্ভভীতে গমন করি-
 লেন । তিনি ঋক্সিদ্ধ্যাশ্রমে এক আশ্র-সম্ভব তীর্থ
 প্রতিষ্ঠা করিলেন । তিনি ঐ শীর্ষেই বাস করিতে
 লাগিলেন । বামনদেব ঐ তীর্থ করেন বলিয়া
 উহার নাম—বামনকুণ্ড হয় । ভাদ্রমাসীয় শুক্লপক্ষে
 শ্রবণানকত্রাধিত দ্বাদশীতে বামনদ্বাদশী হয়, এইদ্বাদশী
 হত্যা-কোটবিনাশিনী । এই তীর্থে নর দান করিয়া

স্নাত্বা হপোষ্যেদাদশীঃ যদা ॥ ২৬৭ ॥ রাশৌ
 জাগরণং কুর্যাদ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে । দ্বাদশ্যাঃ
 বৈ বিবিশেষেণ মহাদানানি কুর্যতে ॥ ২৬৮ ॥
 ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিদ্ভিষু লোকেষু বিদ্যাতে ।
 এবং বৈ বামনং তীর্থং পুরা প্রোক্তং মহর্ষিণা ॥
 ২৬৯ ॥ সর্ষপাপহরং পুণ্যং সর্ষকামবর-
 প্রদম্ । প্রাপ্যতে তেন সর্ষং হি নাত্র কার্য্যা
 বিচারণা ॥ ২৭০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বামনকুণ্ডমহিমাবিস্কৃসহস্রনাম-
 কথনং নাম ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । অতঃপরঃ প্রবক্ষ্যামি
 বীরেশ্বরমথো শৃণু । তস্মিন্‌স্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা
 বীরলোকমবাগ্নুযাৎ ॥ ১ ॥ নাগানাং প্রবরং
 তীর্থং সর্ষকামবরপ্রদম্ । কালভৈরবমিত্যাখ্যঃ
 তচ্চ তীর্থং পরং স্মৃতম্ ॥ ২ ॥ যস্তা দর্শনমাত্রেণ
 সর্ষদুঃখাভিগো ভবেৎ ॥ ৩ ॥ বাস উবাচ ।
 কস্মিন কালে হি বিখ্যাতং কালভৈরবসংজ্ঞিতম্ ।

যদি একাদশীর উপবাস করে এবং রাজিজাগরণ
 করে, তাহা হইলে সে ব্রহ্মহ লাভ করিয়া থাকে ।
 বিশেষতঃ যদি ঐ স্থানে মহাদান করে, তাহা
 হইলে তাহার এই লোকে কিছুমাত্র দুর্লভ থাকে
 না । এইরূপ বামনতীর্থ পূর্বে মহর্ষিগণ কর্তৃক
 কীর্তিত হইয়াছে । এই তীর্থ সর্ষপাপহর, পুণ্য
 ও সর্ষকামবরপ্রদ । এই তীর্থ হইতে সমস্ত পাওয়া
 যায়; এ বিষয়ে তর্ক করা উচিত নহে । ২৩০—২৭০ ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় অমাপ্ত । ৬৩ ।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—অতঃপর বীরেশ্বরতীর্থ
 বলিতেছি, শ্রবণ করুন । এই তীর্থে নর স্নান
 করিয়া বীরলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সর্ষকাম-
 বরপ্রদ নাগপ্রবর এক তীর্থ আছে । উহার নাম
 কালভৈরব এবং উহা উৎকৃষ্ট তীর্থ । ঐ তীর্থ
 দর্শন করিলে মানব সর্ষ দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ
 করে । বাস বলিলেন,—হে মুনিবরশ্রেষ্ঠ ! কোন
 কালে কালভৈরব তীর্থ প্রসিদ্ধি লাভ করে ? তাহা

তীর্থঃ শূনিবরখেষ্ঠ এতদ্বিস্তরতো বদ ॥ ৪ ॥
 সনৎকুমার উবাচ। পুরাণং ভৈরবো যোগী
 যোগিনীত্ৰাসকারকঃ । কালচক্রকৃত্যঃ কৃত্য
 যোগিনীনাং গণাস্তদা ॥ ৫ ॥ তাসাং • কালোতি
 বিখ্যাতা যোগিনী পরমোক্তমা । তদ্যায়ং পালিতে
 নিত্যং পুত্রবষ্টৈরবোহমলঃ ॥ ৬ ॥ তেনৈতে চ
 বিনিধূতা দোষোৎপাতাশ্চ সন্তম । ত্রিবিধা ভূবি
 বিখ্যাতাঃ সৰ্ববিষয়করাঃ পরাঃ ॥ ৭ ॥ কালকৃত্য-
 স্তদা তেন ভ্রংশিতাঃ পরমাত্মনা । মহামারী পুতন
 কৃত্যা শকুনী রেবতী খলা ॥ ৮ ॥ কোটরী
 তামসী মায়া নবৈতা মাতৃকাঃ স্মৃতাঃ । হৃষ্টদোষবহা
 হৃষ্টাঃ সৰ্বপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ ॥ ৯ ॥ বশীচক্রে স ধন্যাত্মা
 সৰ্বকামবরপ্রদাঃ । শিপ্রাতীরে স্থিতো নিত্যং
 কুলে চোত্তরতঃ শুভে ॥ ১০ ॥ উষরশ্চ পরে পূৰ্বে
 সোহপি তিষ্ঠতি সৰ্বদা । আষাঢ়শ্চ সিতে পক্ষে
 রবিবারে সমাহিতঃ ॥ ১১ ॥ নবমীঃ চাষ্টমীঃ প্রাপ্য
 চতুর্দশ্যং বিশেষতঃ । পূজাং কুর্নস্তুি যে কেচিন্নরা
 নিশ্চলমানসঃ ॥ ১২ ॥ বিবাহে পুত্রজননে মাজলো
 চ শুভে পরম্ । পুত্রপুঙ্গবাগৈশ্চ নৈবেদ্য-
 বিবিধৈঃ স্তথা ॥ ১৩ ॥ তাম্বলবাসগন্ধাদৈঃ পূজয়েৎপরদ-
 রুপিণম্ । বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈস্তপয়েৎ সততং

আপনি বিস্তৃতরূপে বলুন । সনৎকুমার বলিলেন,—
 পূৰ্বে ভৈরব যোগী যোগিনীত্ৰাসকর ছিলেন ।
 যোগিনীগণের কালচক্র-কৃত এক কৃত্য হয় ।
 পূৰ্বোক্ত যোগিনীগণের মধ্যে কালীই উৎকৃষ্টা
 হন । তাঁহা কর্তৃক ভৈরব পুত্রবৎ পালিত হন ।
 ঐ ভৈরব কর্তৃক যোগিনীগণ বিনিধূত হন । একা-
 রণ ইহারা ভুবনে ত্রিবিধ ও সকলের বিষয়কর হন ।
 ঐ পরমাত্মা ভৈরব কর্তৃক তখন কালকৃত্য ভ্রংশিত
 হয় । মহামারী, পুতনা, কৃত্যা, শকুনী, রেবতী,
 খলা, কোটরী, তামসী, ও মায়া—এই নয় জন মাতৃকা
 বনিয়া কথিত । ইহারা হৃষ্টদোষবহা, হৃষ্টা, ও সৰ্ব-
 প্রাণিভয়ঙ্করা । ঐ ধন্যাত্মা ভৈরব মাতৃকাগণকে
 বশীভূত করেন । ইনি শিপ্রার শুভ উত্তরকূলে
 অবস্থান করিয়াছিলেন এবং ইনি উষরের পরে ও
 পূৰ্বে সৰ্বদা বাস করিতেন । আষাঢ়ীয় সিতপক্ষাধি-
 করণক রবিবারে এবং নবমী, অষ্টমী ও চতু-
 র্দশীতে সমাহিতভাবে যে কোন নর নিশ্চলমানসে
 ঐ তীর্থস্থ ভৈরবের পূজা করিবে । বিবাহ, পুত্র-
 জন্ম ও মাজল্যকর্মে, পত্র, পুষ্প, অর্ঘ্য, গন্ধ,
 বিবিধ নৈবেদ্য, তাম্বল, বাস ও গন্ধাদি দ্বারা

বিভূম্ ॥ ১৪ ॥ এতৎ পরমকল্যাণমেতৎপরম-
 মঙ্গলম্ । নহা স্তহা চ তং দেবং সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥
 ১৫ ॥ সকলকলুষহারী ধূর্তহৃষ্টান্তকারী সূচিরচরিত-
 চারী মুণ্ডমোক্ষপ্রচারী । করকলিতকপালী কুণ্ডলী
 দণ্ডপাণিঃ স ভবতু সুখকারী ভৈরবো ভাবহারী ॥
 ১৬ ॥ বিবিধরাসবিলাসবিলাসিতঃ নববধূরবধূত-
 পরাক্রমম্ । মদবিঘূর্ণিতগোম্পদগোম্পদং ভবপদং
 সততং সততং স্মরে ॥ ১৭ ॥ অমলকমলনেত্রঃ
 চাক্রচন্দ্রাবতঃসং সকলগুণগারিষ্ঠঃ কামিনীকামরূপম্ ।
 পরিহৃতপরিভাপং ডাকিনীনাশহেতুঃ ভজ জন
 শিবরূপং ভৈরবং ভূতনাথম্ ॥ ১৮ ॥ সবলবল-
 বিঘাতঃ ক্ষেত্রপালৈকপালঃ বিকটকটিকরালঃ
 হৃষ্টহাসঃ বিশালম্ । করগতকরবালঃ নাগযজ্ঞোপ-
 বীতঃ ভজ জন শিবরূপং ভৈরবং ভূতনাথম্ ॥
 ভবভয়পারহারঃ যোগিনীত্ৰাসকারঃ সকলসুর-
 গণেশঃ চাক্রচন্দ্রার্কনেত্রম্ । মুকুটকচিরভালঃ
 মুক্তমালঃ বিশালঃ ভজ জন শিবরূপং ভৈরবং
 ভূতনাথম্ ॥ ২০ ॥ চতুর্ভুজঃ শঙ্খগদাধরায়ুধঃ
 পীতাহরঃ সান্দ্রপয়োদসৌভগম্ । জীবৎসলস্বয়ং

বরদরূপী ভৈরবের পূজা করিবে । ত্ৰাশ্বণভোজন
 ও হোম দ্বারা বিভূকে সৰ্বদা তর্পিত করিবে ।
 এই কল্প পরম কল্যাণদায়ক এবং পরম মঙ্গলপ্রদ ।
 সৰ্বকামসিদ্ধির নিমিত্ত ঐ দেব ভৈরবের নমস্কার
 ও পূজা করা উচিত । সকলকলুষহারী, ধূর্ত ও হৃষ্টের
 অন্তকারী, সূচির চরিতচারী, মুণ্ড-মোক্ষপ্রচারী,
 কর-কলিতকপালী, কুণ্ডলী, দণ্ডপাণি ও ভাবহারী
 ভৈরব সুখকারী হউন । যিনি বিবিধ রাসবিলাসে
 বলাসী, নববধূগণের ক্রীড়ারসে যাহার পরাক্রম
 অবরূত হইয়াছে, মদ দ্বারা যাহার গোপাদবৎ চক্ষু
 আঘূর্ণিত হইয়াছে, সেই ভবাবার বিরাট পুরুষকে
 স্মরণ করি । যিনি অমলকমলনেত্র, চাক্রচন্দ্রাবতঃসং,
 সকলগুণগারিষ্ঠ, কামিনীকামরূপ, পরিহৃতপরিভাপ ও
 ডাকিনীনাশহেতু, সেই শিবরূপী ভূতনাথ ভৈরবকে
 ভজনা কর । যিনি সবল-চল-বিঘাত, ক্ষেত্রপালৈক-
 পাল, বিকটকটিকরাল, সাট্‌হাস, বিশাল, করবাল-
 ধারী ও নাগযজ্ঞোপবীতী, হে জনগণ! সেই শিব-
 রূপী ভূতনাথ ভৈরবকে ভজনা কর । যিনি ভবভয়-
 পারহারক, যোগিনীত্ৰাসকারী, সকলসুরগণেশ
 চাক্রচন্দ্রার্কনেত্র, মুকুটকচিরভাল মুক্তমাল ও বিশাল
 সেই শিবরূপ ভূতনাথ ভৈরবকে ভজনা কর ।
 যিনি চতুর্ভুজ, শঙ্খ গদা ও আয়ুধধারী, পীতাহর

গলশোভিকৌতুভঃ শীলপ্রদঃ শঙ্কররক্ষণঃ ভজে ।
 ২১ । লোকাভিরামঃ ভুবনাভিরামঃ প্রিয়াভিরামঃ
 যশসাভিরামঃ । কীৰ্ত্ত্যাভিরামঃ তপসাভিরামঃ তং
 ভূতনাথঃ শরণং প্রপদ্যে ॥ ২২ ॥ আদ্যঃ ব্রহ্ম সনা-
 তনঃ শুচি পরঃ শুদ্ধিপ্রদঃ কামদঃ সেব্যঃ ভক্তিসম-
 দিতঃ হরিহরৈঃ সৃষ্ট্যাসহঃ সাধুভিঃ । যোগাঃ
 যোগবিচারিতঃ যুগধরঃ যোগ্যাননঃ যোগিনঃ
 বন্দেহঃ সকলঃ কলঙ্করহিতঃ সংসেবিতঃ ভৈরবম্ ॥
 ২৩ ॥ ভৈরবাষ্টকমিদং পুণ্যং প্রাতঃকালে পঠেন্নরঃ ।
 হৃৎস্পন্দনাশনং তন্তু বাহিতার্থকলং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
 রাজদ্বারে বিবাদে চ সংগ্রামে সঙ্কটে তথা ।
 রাজ্যে ক্রুদ্ধেন চাক্ষুশে শত্রুবন্ধগতে তথা ॥ ২৫ ॥
 দারিদ্র্যদুঃখনাশায় পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ । ন
 তেবাং জায়তে কিঞ্চিদুর্লভং ভুবি বাহিতম্ ॥ ২৬ ॥
 অগ্নিস্তীর্ণার্থে প্রকর্তব্যং স্নানদানাদিকং নরৈঃ ।
 সংসারভয়ভীতৈশ্চ পূজিতো ভৈরবো বরঃ ।
 তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন কর্তব্যং তীর্থযুক্তমম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কালভৈরবতীর্থযাত্রাবর্ণনং নাম
 চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

সাম্রপয়োদসুভগ, শ্রীবৎসচিহ্নযুক্ত, কৌন্তভধারী, শীল-
 প্রদ ও শঙ্কররক্ষক তাঁহাকে ভজনা কর। যিনি
 লোকাভিরাম, ভুবনাভিরাম, প্রিয়াভিরাম, যশোভি-
 রাম, কীৰ্ত্ত্যাভিরাম ও তপোভিরাম সেই ভূতনাথকে
 শরণরূপে প্রাপ্ত হই। যিনি আদ্য ব্রহ্ম সনাতন,
 শুচি, শুদ্ধিপ্রদ, কামদ, সেব্য, ভক্তিসমপিত,
 যোগ্য, যোগবিচারিত, যুগধর, যোগ্যানন, যোগী,
 সকল, কলঙ্করহিত এবং সংসেবিত, সেই ভৈরব-
 দেবকে আমি বন্দনা কর। নর এই ভৈরবাষ্টক
 প্রাতঃকালে পাঠ করিবে। একপ কবিলে তাহার
 হৃৎস্পন্দনাশ ও বাহিতার্থ লাভ হইয়া থাকে। রাজ-
 দ্বার, বিবাদ, সংগ্রাম, সঙ্কট, ক্রুদ্ধ রাজার আক্রা,
 শত্রু বন্ধপ্রাপ্তি ও দারিদ্র্য ও দুঃখনাশ বিষয়ে ইহা
 সমাহিতভাবে পঠনীয়। ভূতলে বাহিত ভ্রব্যের
 মধ্যে পাঠকারীর কিছুই দুর্লভ হয় না।
 সংসারভয়-ভীত নর এই তীর্থে স্নান দানাদি ও
 ভৈরবের পূজা করিবে। এই ভৈরবের যত্নপূর্বক
 সকলেরই সেবা করা কর্তব্য ॥ ১৬—২৭ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ । নাগতীর্থং যয়া ব্রহ্মন্ পুরা
 প্রোক্তং যশস্বিনা । তন্তু তীর্থবরস্তাপি মহিমানঃ
 চ সত্তম ॥ ১ ॥ ভূয়ন্ত শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মো ব্রহ্মবিদাঃ
 বর । কিংকালে সমাখ্যাতমেতদ্বিস্তরতো বদ ॥
 ২ ॥ সনৎকুমার উবাচ । শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি
 তবাগ্রে নাগতীর্থজাম্ । কথাং পুণ্যতমাং তুভ্যঃ
 ভুবি শাপহরাং পরাম্ ॥ ৩ ॥ যন্তাঃ শ্রবণমাত্রেণ
 শাপমুক্তো ভবেন্নরঃ । পুরা নাগাঃ পরিভ্রষ্টা মাতুঃ
 শাপাৎ পরন্তপ ॥ ৪ ॥ জনমেজয়েন দধ্যাস্তে
 মোক্ষিতা হ্যস্তিকেন চ । পপ্রচ্ছুস্তে দ্বিজশ্রেষ্ঠ
 জরৎকারীভ্যজং তদা ॥ ৫ ॥ নাগা উচুঃ । ব্রহ্মন্তব
 প্রসাদেন মোক্ষিতা হব্যবাহনাৎ । জনমেজয়ন্ত
 যজ্ঞেহস্মিন্ দেবরাজস্ত সন্নিধৌ ॥ ৬ ॥ অস্ম্যকং
 ভূতিমবিস্কৃন্ বাসস্তার্থং পরন্তপ । যস্মিন্ স্থানে সদা
 ব্রহ্মগ্নিবাসো জায়তেহভয়ঃ ॥ ৭ ॥ আস্তীক
 উবাচ । শ্রয়তাং মাতুলশ্রেষ্ঠা যুস্ম্যকং হিতমুত্তমম্ ।
 মহাকালবনে রম্যে যা বৈ কুশল্লী স্মৃতা ॥ ৮ ॥
 তস্তা হি দক্ষিণে ভাগে পূর্বতীর্থং সনাতনম্ ।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—যশস্বিন! আপনি পূর্বে
 নাগতীর্থ কহিয়াছেন। আমি ইহা পুনরায় আপ-
 নার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। কোন্ কালে
 এই তীর্থ প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল? ইহা আপনি
 বিস্তৃতভাবে বলুন। সনৎকুমার বলিলেন,—
 হে ব্রহ্মন্! শ্রবণ করুন, আমি আপনার নিকট
 নানা তীর্থের কথা কহিতেছি। এই কথা ভূতলে
 পুণ্যতমা ও পাপহারিণী। এই কথা শ্রবণ করিলে
 নর পাপমুক্ত হয়। হে পরন্তপ! পূর্বে নাগগণ
 মাতৃশাপপরিভ্রষ্ট হইয়া জনমেজয় কর্তৃক দধ্য ও
 আস্তিক কর্তৃক মোচিত হয়। তাহার জরৎ-
 কারক আত্মজকে এইরূপে প্রশ্ন করে,—হে
 ব্রহ্মন্! আপনার প্রসাদে আমরা জনমেজয়-
 যজ্ঞে হব্যবাহন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি।
 অধুনা আপনি হিতকামনা করিয়া আমাদের
 অক্ষয় বাসস্থান কল্পনা করুন। আস্তীক বলিলেন,—
 হে মাতুলশ্রেষ্ঠগণ! আপনাদের হিতকর স্থান
 কীতন করিতেছি, শ্রবণ করুন,—রম্য মহাকাল-
 বনে কুশল্লীনারী এক পুরী আছে ॥ ১—৮ ॥ তাহার

নাগালয়ঃ পুরা প্রোক্তঃ যত্র সন্নিহিতো হরিঃ ।
৯ । যোগনিজাঃ সমাসাদ্য শেতে ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
শেষশায়ীতি বিখ্যাতঃ সর্বলোকেষু গীযতে ॥ ১০ ॥
কল্পদোষো ন তত্রৈব বাধতে সূর্যদেহিনাম্ ।
বকদালভ্য ঋষিস্তত্র তপস্তপে ধৃতব্রতঃ ॥ ১১ ॥
লোমশচ মহাতেজাস্তত্রৈব প্রতিষ্ঠিতি । দীর্ঘায়ুষ্টুঃ
সমাপন্নো মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ॥ ১২ ॥ ন বর্ততে
কালচক্রঃ মহাকালপ্রতাপতঃ । কপিলঃ সিদ্ধিমাপন্নো
যত্র তীর্থবরোত্তমো ॥ ১৩ ॥ হরিশ্চন্দ্রো বিমুক্তো-
হুৎসাহ্যচণ্ডালযোনিতঃ । সপ্তর্ষিপ্রবরা যে তে
নির্বাণপদবীং গতাঃ ॥ ১৪ ॥ এতস্মাৎ কারণাৎ
সর্বৈস্তত্র বিখ্যাতাঃ সদা । মাতুঃ শাপোন্তবো
দোষো যুগ্মকং নৈব বাধতে ॥ ১৫ ॥ এতস্তে
বচনং শ্রুত্বা মহর্ষেরাস্তিকস্ত চ । আগচ্ছন্তত্র
তে নীত্রং বাসার্থং পরগোত্তমাঃ ॥ ১৬ ॥ এলাপত্রঃ
কখলচ ককোটকধনঞ্জয়ো । বাসুকিঃ পরগশ্রেষ্ঠ-
স্তককো নীল এব চ ॥ ১৭ ॥ পদ্মকশ্চাৰ্কুদশ্চৈব
নাগান্তে সৰ্ব এব হি । অত্রাগত্য স্বস্থানানি
চক্রুস্তে স্মৃতিব্রতঃ ॥ ১৮ ॥ তত্র রম্যাণি তীর্থানি

জাতানি । পরমাণি চ । নবানি চক্ৰুঃ কুণ্ডানি
তীর্থভূতানি সন্তম ॥ ১৯ ॥ মহাপুণ্যপ্রদান্তাহ-
ৰ্ষহাপাপহরাণি চ । যত্র সিদ্ধাশ্চ গন্ধৰ্বা ঋষয়ঃ
সংশিতব্রতঃ ॥ ২০ ॥ অঙ্গরোগণসংজ্ঞ্যশ্চ সেব্যস্তে
চ সদা বরৈঃ । যত্র শেযো মহানাগঃ পুরা
প্রোক্তো মহর্ষিণা ॥ ২১ ॥ শেষশায়ী হুগং বিষ্ণু-
ভগবান্ কমলেক্ষণঃ । তত্র সৰ্বাণি তীর্থানি
তিষ্ঠন্তি ভূবি সৰ্বদা ॥ ২২ ॥ শ্বেতদ্বীপেতি-
বিখ্যাতা মণিবিজ্ঞাস্তভূমিকা । যত্র পুণ্যাশ্চ বৈ
বৃক্ষাঃ পুষ্পিতাশ্চৈব সৰ্বশঃ ॥ ২৩ ॥ হংসকারণ-
কাকাদিপিককোকিলসারসাঃ । পদ্মখণ্ডগণাস্তত্র
নৃত্যন্তি চ শিখণ্ডিনঃ ॥ ২৪ ॥ নিধিরেষ মহাপন্নো
নীলোৎপলশুগন্ধিনা । বাসিতো বায়ুনা তত্রঃ
কিন্নরোদগারনাদিতঃ ॥ ২৫ ॥ যত্র সুসংস্কৃতা নার্যো
বিহরন্তি সুরাঙ্গনাঃ । নাগকন্তাভী রম্যাভির্নৃত্যন্তি
পরমাদৃতম্ ॥ ২৬ ॥ যত্র স্নাত্বা নরো যাতি বৈকুণ্ঠঃ
ধাম শোভনম্ । শেষশায়ী হরিশ্চ শেতে হি চ
রম্যপতিঃ ॥ ২৭ ॥ তত্র রম্যসরো নাম তীর্থং পরম-
শোভনম্ । যত্র স্নাত্বা নরো নিত্যং ত্রীমান্ ভবতি
নাগগণা ॥ ১৮ ॥ এবং ব্যাস পরং স্থানং সৰ্বপাপ-

দক্ষিণদিকে পূর্বতীর্থ বিরাজিত । ঐ স্থানে নাগা-
লয় আছে । ঐ নাগালয়ে হরি সন্নিহিত । তিনি
যোগ-নিজা প্রাপ্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন ।
এজন্তই তিনি শেষশায়ী বলিয়া গীত হন ।
ঐ স্থানে দেহিগণের কল্পদোষ নাই । বক-দালভ্য
ঋষি ঐ স্থানে ব্রত ধারণ করিয়া তপস্বী করিয়া-
ছিলেন । মহাতেজা লোমশ মুনিও ঐ স্থানে
অবস্থিত ছিলেন । দীর্ঘায়ুষ্টু-সম্পন্ন মহামুনি
মার্কণ্ডেয়ও ঐ স্থানে বাস করিয়াছিলেন । মহা-
কালের প্রতাপে ঐ স্থানে কালচক্র প্রবর্তিত হইত
না । ঐ তীর্থবরোত্তমেই কপিলমুনি সিদ্ধি প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন । রাজা হরিশ্চন্দ্র নির্দত্ত চণ্ডাল-
যোনি হইতে ঐ স্থানেই মুক্তিলাভ করেন ।
সপ্তর্ষিগণ ঐ স্থানেই নির্বাণপদবীলাভ করিয়াছেন ।
এই সকল কারণদৃষ্টে আমি বলিতেছি যে,
আপনারা ঐ স্থানে বাস করুন । মাতৃশাপ-জনিত
দোষ আপনাদের বাধবে না । মহর্ষি আস্তীকের
এই বাক্য শ্রবণে নাগগণ বাসার্থ সহস্র ঐ স্থানে
আগমন করিল । এলাপত্র, কখল, ককোটক,
ধনঞ্জয়, বাসুকি, পরগশ্রেষ্ঠ, তকক, নীল, পদ্মক
ও অৰ্কুদ এই সকল নাগ ঐ স্থানে আগমন
করিয়া স্ব স্ব স্থান করনা করিল । ঐ স্থানে

রমণীয় পরম তীর্থ প্রাপ্ত হইল । তাহার
তীর্থভূত নৃতন কুণ্ড করিল ; ঐ সকল কুণ্ড
মহাপুণ্যপ্রদ ও মহাপাপহর বলিয়া কথিত । ঐ
সকল স্থানে সিদ্ধ, গন্ধৰ্ব ও সংশিতব্রত ঋষিগণ
অঙ্গরোগণ কর্তৃক সদা সেবিত হন ॥ ১৯—২০ ॥ ঐ স্থানে
মহানাগ শেষ পূর্বে মহর্ষিগণ কর্তৃক শেষ-
শায়ী ভগবান্ কমলেক্ষণ বিষ্ণু বলিয়া কথিত
হইয়াছিল । ঐ স্থানে শ্বেতদ্বীপাখ্য মণিবিজ্ঞাস্ত ভূমিক
বিরাজিত । ঐ স্থানে পুণ্য বৃক্ষসকল সৰ্বদাই পুষ্পিত ।
ঐ স্থানে হংস, কারণ, কাকাদি, পিক, কোকিল,
সারস, পদ্মখণ্ডগণ ও শিখণ্ডগণ নৃত্য করিতেছে ।
ঐ স্থানে কিন্নরোদগারে নাদিত মহাপন্ন নিধি
নীলোৎপল সুগন্ধি বায়ুদ্বারা বাসিত হইতেছে ।
সুরাঙ্গনাগণ ঐ স্থানে বিহার করিয়া থাকে । রম-
ণীয়াকৃতি নাগকন্তাগণ কর্তৃক ঐ স্থান অদ্রুতভাবে
মণ্ডিত । ঐ স্থানে স্নান করিয়া নর শোভন বৈকুণ্ঠ
ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ঐ স্থানে রম্যপতি হরি
শেষ শয়্যায় শয়ন করিয়া আছেন । ঐ স্থানে
রম্যসর নামে পরমশোভন তীর্থ আছে । তাহাতে
স্নান করিয়া নর ত্রীমান্ হয়, ইহার অন্তথা হয় না ।

হরঃ পরম্ । অত্রৈব চ পরম তীর্থং বলেরাশ্রমমহু-
তম্ ॥ ২১ ॥ অত্র নানাধিকং কার্যং যত্র সন্নিহিতো
হরিঃ । সৰ্পপাপবিমুক্তায়া নরো ভবতি তৎ-
ক্ষণাৎ ॥ ৩০ ॥ কিয়ৎপ্রমাণমাত্মকং যে দদন্তি
বস্তুহরাম্ । তনুহানি যাবন্তি তাবৎকাল-
শুসজ্জয়া ॥ ৩১ ॥ অকম্যা লভ্যতে বুদ্ধিস্তেবাং
লোকাঃ সনাতনঃ । শ্রাবণে মাসি দর্শে চ পঞ্চম্যাং
সোমবাসরে ॥ ৩২ ॥ নাগানাং পূজনং কার্যং শ্রাদ্ধং
দর্শে বিধীয়তে । অক্ষয়ং জায়তে শ্রাদ্ধং বাহিতার্থ-
ভবেত্তরুঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবতঃ নাগতীর্থমহিমাবর্ণনং নাম
পঞ্চমস্তিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ

সনৎকুমার উবাচ । ভূয়ঃ শৃণু পরম ব্যাস
তীর্থানামুত্তমং বরম্ । ততীর্থং সৰ্পপাপহ্নঃ নৃসিংহস্ত
মহাম্বনঃ ॥ ১ ॥ যন্ত দর্শনমাত্রেণ সৰ্পপাপং
সমুত্তরেৎ । দৈত্যরাজঃ সমাখ্যাতো হিরণ্যকশিপুঃ
পুরা ॥ ২ ॥ তেনৈয়ং বসুধা সৰ্বা সম্প্রাপ্তা চ

হে ব্যাস ! ঐ স্থান এইরূপ সৰ্পপাপহর । এই
স্থানেই পরম তীর্থ বলির আশ্রম আছে । এখানে
নানাধি করণীয় । এই স্থানে হরি সন্নিহিত । ঐ
খানে নানাধি করিলে নর তৎক্ষণাৎ সৰ্পপাপবিমু-
ক্তা হইয়া যায় । যে বস্তুহর দান করে, তাহার আর
কিয়ৎ পরিমাণ পুণ্য হয় ? এই তীর্থসেবী ব্যক্তির-
যতগুলি গাত্রলোম থাকে, তাবৎ পরিমাণ
কাল সে অব্যয় লোক ও বুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ।
শ্রাবণ মাসের অমাবস্যা এবং সোমবার পঞ্চমীতে
নাগগণের পূজা করা কৰ্ত্তব্য । অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধই
বিধেয় । একরূপ করিলে শ্রাদ্ধ অক্ষয় ও বাহিতার্থ-
ফলপ্রদ হয় ॥ ২১—৩৩ ॥

পঞ্চমস্তিতম অধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্ঠিতম অধ্যায়ঃ

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাস ! এক তীর্থো-
ত্তমের বিষয় শ্রবণ করুন । ইহা সৰ্পপাপহর ও ভগ-
বান্ নৃসিংহের এই তীর্থ । ইহার দর্শনমাত্রে সৰ্প-
পাপ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় । পূর্বে হিরণ্যকশিপু
নামে বিখ্যাত এক দৈত্যরাজ ছিল । ঐ দৈত্যরাজ

হিরাক্ষনা । হৃষ্টদৈত্যবলৈর্ক্যাণ্ডা ভারাক্ষাস্তা
উচাৰ্জিতা ॥ ৩ ॥ গোৰ্ভূহাঙ্গমুখী দেবৈব্রহ্মাণঃ
শরণং যযৌ । ভারাক্ষাস্তাঃ ধরাং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা লোক-
পিতামহঃ ॥ ৪ ॥ উবাচ ব্রহ্মা বাচা তস্তাঃ শ্রমং
ব্যপোহিতুম্ । ক্রয়তাং ভোহবনে পুণ্যে ভবত্যা
উপকারকম্ ॥ ৫ ॥ বচো বদামি তে তথ্যং দেশ-
কালোচিতং তথা । পুরানেন তপশ্চীর্ণং হৃদয়ং
সৰ্বদেহিনাম্ ॥ ৬ ॥ গায়ত্র্যুপাসনা ভেন কৃতা
সুনিয়তান্ননা । ময়া চান্ত বরো দত্তঃ প্রীতিযুক্তেন
চেতসা ॥ ৭ ॥ ন দিবা ন তথা রাত্রে নাস্তরিক্ষে ন
ভূতলে । নাতিশুষ্কেণ চার্দ্ৰেণ ন চান্ত্রশশ্বঘাতনৈঃ
৮ ॥ ন দেবানুগন্ধকৈর্ন যক্ষোরগকিন্নরৈঃ ।
পিশাচৈর্গন্ধকাঈর্দৈত্যৈশ্চ রাক্ষসৈর্ন কদাচন ॥ ৯ ॥ মানবৈঃ
পক্ষিজাতৈশ্চ ন মে মৃত্যুর্ভবেদিতি । এককরতলা-
ঘাতৈঃ স কুলবলবাহনম্ ॥ ১০ ॥ মারয়িষ্যতি মাং
বীরঃ স মে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি । তথেষ্টাক্রান্তিহৃষ্টায়া
তমহং তদাবনে ॥ ১১ ॥ আগমকৈব লোকং
সং স দৈত্যো ঘোরশাসনঃ । বভূব সৰ্বলোকানাং
শাস্তা চাতুলবিক্রমঃ ॥ ১২ ॥ তন্ত্বেবাধিকৃতা

এই সমগ্র বসুধা প্রাপ্ত হইয়াছিল । তখন পৃথ্বী
দেবী হৃষ্ট দৈত্যবল-পরিব্যাপ্ত ভারাক্ষাস্তা ও অত্যন্ত
শোকাভূত হইয়া গৌরুপ ধারণপূর্বক অঙ্গ বিসর্জন
করিতে করিতে গিয়া ব্রহ্মার শরণ লইলেন ।
লোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার শ্রমাপনোদনের জন্ত
মধুর বাক্য বলিলেন,—হে পৃথ্বী ! শ্রবণ কর,—
আমি তোমার হিতকর দেশ-কালোচিত বাক্য
বলিতেছি । পূর্বে এই হিরণ্যকশিপু সৰ্বদেহিগণের
হৃদয় তপশ্চরণ করিয়াছিল ও সুনিয়তভাবে
গায়ত্রীর উপাসনা করিয়াছিল । এই জন্ত আমি
প্রীত হইয়া উহাকে বর দান করিয়াছিলাম যে, না
দিনে, না রাত্রে, না অন্তরীক্ষে, না ভূতলে, না
অতিশুষ্কে, না আর্দ্রে, না অন্ত্র-শশ্বঘাতনে, না
দেবানু-গন্ধক দ্বারা, না যক্ষোরগকিন্নর দ্বারা, না
পিশাচ দ্বারা, না গুহক দ্বারা, না রাক্ষস দ্বারা, না
পক্ষিজাত দ্বারা, না মানব জাতি দ্বারা, কিছুতেই
তোমার মৃত্যু হইবে না । দৈত্য বলিল, যে বীর আমার
এক করতলাঘাতে কুল, বল ও বাহনের সহিত
মারিবে । তাহার হস্তেই যেন আমার মৃত্যু হয় ।
হে অবনে ! আমি হৃষ্ট হইয়া তাহাকে ঐ রূপ বরই
প্রদান করিয়াছিলাম এবং স্থানগে গমন করিয়া-
ছিলাম । বরলাভ করিয়া ঐ ঘোরশাসন চাতুলবিক্রম
দৈত্য সৰ্বলোকের শাস্তা হইয়াছিল ॥ ১—১২ ॥

লোকে বহুবর্ষিগতজরাঃ । ত্রৈলোক্যং বৃদ্ধে ।
নিত্যং সর্বদৈত্যজনেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥ তস্মাদ্ভূম্বং বনং
যাত মহাকালং মহেশিতুঃ । তত্র তীর্থং মহচ্চাসীৎ
সর্বতীর্থবরোত্তমম্ ॥ ১৪ ॥ সঙ্গমেশ্বরস্ত দক্ষিণে
কর্করাজোত্তরে তথা । শিপ্রাতীরে শুভে
দেশে পুষ্কং বৈকুণ্ঠসন্নিভম্ ॥ ১৫ ॥ নৃসিংহাখ্যঃ
পরং ধাম তস্ত তীর্থং প্রতিষ্ঠিতম্ । তত্র গহ্বা
সুরশ্রেষ্ঠাঃ স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১৬ ॥ কুরুত
সহস্রং সর্কে পুনর্লোকানবাপ্যথ । তে তস্ত বচনং
শ্রুত্ব দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ১৭ ॥ মহাকালবনং
প্রাপ্তা যত্র শিপ্রা পয়স্বিনী । নৃসিংহতীর্থোপকূলে
উবিহ্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ১৮ ॥ স্নানদানাদিকং
কৃৎবা নৃসিংহস্মার্তনং তথা । এবং কৃৎবা বিধানেন
পর্য্যং সিদ্ধিমিত্তো গতাঃ ॥ ১৯ ॥ নৃসিংহস্ত স্বরূপেণ
হতো দানবপুঞ্জবঃ । সভামধ্যে তদা ব্যাস হরি-
ণামিত্রবাচিনা ॥ ২০ ॥ করৈর্নৈকপ্রহারেণ হিরণ্য-
কশিপুহৃতঃ । ততঃ সুরগণাঃ সর্কে স্বাধিকারান-
যমুস্তদা ॥ ২১ ॥ তদারভ্য সুরাঃ সর্কে মধ্যাহ্নোপা-
সনং তদা । প্রকুর্কৃষ্ণি চ তত্রৈব যত্র তীর্থে হরিঃ
পরম্ ॥ ২২ ॥ এবং তীর্থং পরং ব্যাস অবস্থ্যাং
বিদ্যতে ভুবি । অস্মিন্স্থীর্থে দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্নানদান-

লোক সকল তৎকর্তৃক অধিকৃত হইয়া বিগতজর
হইল । সে সর্ক দৈত্যজনেশ্বর হইয়া ত্রৈলোক্য
ভোগ করিতে লাগিল । অতএব আপনারা মহা-
কালবনে গমন করুন । এই স্থানে সর্বতীর্থবরোত্তম
মহৎ তীর্থ আছে । সঙ্গমেশ্বরের দক্ষিণে ও কর্ক-
রাজের উত্তরে শিপ্রাতীরে শুভদেশে বৈকুণ্ঠ-
সন্নিভ নৃসিংহ নামক নৃসিংহদেবের এক তীর্থ প্রতি-
ষ্ঠিত আছে । হে সুরশ্রেষ্ঠগণ ! এই স্থানে গমন
করিয়া আপনারা স্নান-দানাদি ক্রিয়া করুন, স্বর্লোক
প্রাপ্ত হইবেন । ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ
করিয়া মহাকালবনে—যেখানে পয়স্বিনী শিপ্রা বির-
জিত সেই নৃসিংহতীর্থের উপকূলে বহু বৎসর বাস
করিয়া স্নান-দানাদি ক্রিয়া ও নৃসিংহদেবের অর্চনা-
পুঙ্ক পরম সিদ্ধি লাভ করেন । হে ব্যাসদেব !
পরে অমিত্রঘাতী হরি সভামধ্যে নৃসিংহরূপে দানব-
পুঞ্জকে নিহত করেন । এক করপ্রহারে হিরণ্য-
কশিপু নিহত হয় । অতঃপর সুরগণ অধিকার
প্রাপ্ত হইলেন । তদবধি হরি-সন্নিহিত এই তীর্থে
সুরগণ মধ্যাহ্ন-উপাসনা করিতে লাগিলেন । হে
ব্যাসদেব ! এই প্রকল্প উৎকৃষ্ট তীর্থ অ তে

দিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৩ ॥ যে কুর্কৃষ্ণি নরাঃ পুণ্যাশ্চে
যান্তি পরমাং গতিম্ । সর্বদা সর্বকালেষু পুণ্যদং
তীর্থমুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥ কদাচিৎ নৃসিংহতিথিঃ প্রাপ্য
চৈব চতুর্দশীম্ । স্নানং কৃৎস্মার্তনং তস্ত নৃসিংহস্ত
চ ধীমতঃ ॥ ২৫ ॥ নৃসিংহেশ্বরদেবেশং পূজয়েদ্ব্যঃ
সমাহিতঃ । তস্ত হস্তগতা লক্ষ্মীর্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
২৬ ॥ ততোহগস্ত্যেশ্বরং দেবং যঃ পশ্যেৎ সুষমা-
হিতঃ । তস্ত ব্যাস কিতৌ কিঞ্চিদূর্লভং নৈব
দৃশ্যতে ॥ ২৭ ॥ যত্র সিদ্ধিঃ পরাঃ প্রাপ্তো হুমান
পবনাস্রজঃ । ব্রহ্মচারী সদাচারো যতিঃ সর্কার্থ-
সাধকঃ ॥ ২৮ ॥ তিষ্ঠতি পরদৈবজঃ সর্কাকামার্থ-
সিদ্ধয়ে । যস্মিন্ বটে পুরা তপ্তং তপঃ পরম-
হুচরম্ ॥ ২৯ ॥ মিত্রাবরুণপুত্রোণ সিদ্ধিহেতোস্তপ-
স্বিনা । বোধী স্ত্রোগ্রোধ ইত্যাক্ষো হুগস্তিবট এব চ ॥
৩০ ॥ নরো নারীসমায়ুক্তঃ সাবিজীৱতমাচরেৎ ।
সৌভাগ্যং লভতে নিতাং সাবিজ্যাস্ত পরস্তপ ॥ ৩১ ॥
যস্মিন্স্থীর্থে নরঃ স্নাত্বা দদ্বা দানঞ্চ সৌভগম্ । অষ্ট-
সৌভাগ্যসম্পূর্ণং বংশপাত্রং সবাসকম্ ॥ ৩২ ॥ সপ্ত-
ধাতুসমোপেতং পঞ্চরত্নপরিভূতম্ । সৌগন্ধ্যাদৌনি
মাল্যানি মোলিস্বত্ৰসমায়ুক্তম্ ॥ ৩৩ ॥ সাবিজীঃ
হাটকীং কৃৎবা যথাশক্তি পরস্তপ । যো বৈ দদাতি

বিদ্যমান আছে । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! এই তীর্থে যে
সকল নর স্নান-দানাদি ক্রিয়া করে, তাহারা পরম
গতি লাভ করিয়া থাকে । এই উত্তম তীর্থ সর্বদা
পুণ্যদায়ক ॥ ১৩-২৪ ॥ কদাচিৎ নৃসিংহ তিথি ও চতুর্দশী
প্রাপ্ত হইয়া স্নান ও নৃসিংহদেবের অর্চনা করিলে
লক্ষ্মী হস্তগতা হন ; ইহাতে কোন সংশয় নাই । অন-
ন্তর সমাহিতভাবে যে মানব অগস্ত্যেশ্বর দেবেশের
দর্শন করে, পৃথিবীতে তাহার কিছুই দূর্লভ থাকে
না । এই তীর্থে পবনাস্রজ হুমান সিদ্ধপ্রাপ্ত হইয়া
ব্রহ্মচারী, সদাচার, যতি ও সর্কার্থ সাধক হন । হু-
মান পরদেবতা জ্ঞাত হইয়া সর্কার্থসাধক নিমিত্ত
এ স্থানে অবস্থান করেন । যে তীর্থে বটমূলে
পুর্বে মিত্রাবরুণ-পুত্র সিদ্ধলাভের নিমিত্ত তপশ্চরণ
করিয়াছিলেন, এই স্থানে বোধী, স্ত্রোগ্রোধ ও
অগস্তি-নামক বট বিরাজিত । এই বটমূলে নর
নারীসমায়ুক্ত হইয়া সাবিজীৱতাচরণ করিলে
সৌভাগ্য লাভ করে । এই তীর্থে স্নান করিয়া
নর অষ্টসৌভাগ্য-সম্পূর্ণ সপ্তধাতোপেত পঞ্চরত্ন-
বিশিষ্ট মোলিস্বত্ৰসমায়ুক্ত সবস্ত্র বংশপাত্র, মাল্য
ও সুবর্ণময়ী সাবিজী বেদ-বেদাঙ্গবিৎ বিশ্রকে দান

বিপ্রায় দেববেদাঙ্গধীমতে । ৩৪ । লভতে বিপুলং
লক্ষীং বহুভোগকরীং শুভাম্ । ভুক্ষ্য বৈ বিবিধান
ভোগান্ পুনঃ স্বর্গমবাধুয়াৎ । ৩৫ । সাবিত্রীব্রত-
কুমারী জায়তে পতিব্রতা । পতিব্রতা মহাভাগা
বিধবা ন কদাচন । ৩৬ ।

ইতি ক্রীকান্দে নৃসিংহতীর্থমহিমবর্ণনং নাম
ষট্শষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । শৃণু ব্যাস পরং তীর্থং
ভূবি বিখ্যাতমুত্তমম্ । কুটুবেশ্বরেতি বিখ্যাতো
নায়া চৈব মহেশ্বরঃ । ১ । তস্য তীর্থং বরং তীর্থং
সর্বতীর্থকলপ্রদম্ । যস্মিন্ স্তীর্থে নরঃ শ্রাদ্ধা কুটুবে
জায়তে ক্রবম্ । ২ । কুটুবেশ্বরং তপস্তপে পুরা
দক্ষঃ প্রজপতিঃ । নারদেন পুরা ব্যাস পুত্রযষ্টি-
কিঁবাসিতা । ৩ । প্রজাকামঃ স ধর্ম্মাত্মা সূচিরং
ব্রতমাচরৎ । সপত্নীকো মহাতেজা নিরাহারো
জিতেন্দ্রিয়ঃ । ৪ । অস্মিন্ স্তীর্থে শুচিঃ শ্রাতো জপন
ব্রহ্ম সনাতনম্ । বর্ষণামমৃতং ব্যাস তপস্তপে

করিবে । এরূপ করিলে শুভকরী বিপুল লক্ষী
লাভ হয় এবং বিবিধ ভোগ উপভোগের পর স্বর্গে
গমন করিয়া থাকে । সাবিত্রীব্রতকারিণী নারী
পতিব্রতা, পতিব্রতা, ও মহাভাগা হয় এবং সে
কদাচ বিধবা হয় না । ২৫—৩৬ ।

ষট্শষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৬ ।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব ! এক
পরমতীর্থের বিষয় বলিতেছি ; এই তীর্থ কুটুবেশ্বর
নামে বিখ্যাত এবং এই স্থানে মহেশ্বর দেব বিরাজিত ।
এ তীর্থ উৎকৃষ্ট ও সর্বতীর্থকলপ্রদ । এই তীর্থে
শ্রাদ্ধ করিয়া নর কুটুবে হয় । পূর্বে দক্ষপ্রজাপতি
কুটুবেশ্বর এই স্থানে তপস্বী করেন । হে ব্যাসদেব !
নারদ পূর্বে দক্ষের ষষ্টিপুত্র নির্বাসিত করিয়াছিলেন ।
পরে ধর্ম্মাত্মা দক্ষ প্রজাকামী হইয়া এই স্থানে সূচির-
কাল ব্রতচরণ করেন । এই মহাতেজা দক্ষ নিরাহার
জিতেন্দ্রিয় ও সপত্নীক হইয়া এই তীর্থে শ্রাত ও শুচি হইয়া
অমৃত বর্ষকাল যাবৎ সনাতন ব্রহ্ম জপ করিয়া সূদা-

সুদাক্ষণম্ । ৫ । তেন তীর্থপ্রসাদেন লভেৎ স
বহুলাং প্রজাম্ । প্রজাপতিরिति খ্যাতো জাতো
দক্ষঃ প্রতাপবান্ । ৬ । ব্রহ্মাপি তত্র বৈ পশ্চাত্তপঃ
কৃত্বা সূত্করম্ । নিকলঙ্কমলং রূপং প্রাপ্তবান্
ক্ষণাধিঃ । ৭ । মহাদেবোহপি তত্ৰৈব প্রাপ্তবান্
ব্রহ্মণঃ পদম্ । চতুর্শুখধরং লিঙ্গং দৃষ্টতেহদ্যপি
সত্তম । ৮ । ভদ্রপীঠধরা দেবী ভদ্রকালীতি
বিশ্রুতা । তত্ৰৈব চ সদা ব্যাস ক্রীড়তি স্মৃতব্রতা ।
৯ । দ্বারে তিষ্ঠতি তত্ৰৈব ভৈরব ক্ষেত্রপালকঃ ।
পাদেন খঞ্জতাং যাতঃ পুরা দৈত্যবরাদিতঃ । ১০ ।
পুত্রবৎ পালিতো দেব্যা সদা তিষ্ঠতি তৎস্থলে । যে
তে দেবগণাঃ সর্বৈ তস্মিন্ স্তীর্থে প্রতিষ্ঠিতাঃ । ১১ ।
ঋষয়োহপি মহাভাগাঃ সদা পর্কণিপর্কণি । আয়াস্তি
চৈব সঙ্ক্যার্থং বহুপুত্রপ্রদে সরে । ১২ । অস্মিন্ স্তীর্থে
সদাচার্য্যঃ শ্রানং কুরুন্তি যে নরাঃ । ন তেষাং
হ্রলভং কিঞ্চিজ্জায়তে জন্মজন্মনি । ১৩ । মহাবাধাসু
ঘোরাসু মহামারীষু তৎপটৈঃ । হবনং ক্রিয়তে
নিত্যং সর্ষপৈ রাজিকৈর্ধনৈঃ । ১৪ । পায়স-
কিঁবিধৈর্ভোগৈস্তেষাং দোষো ন জায়তে । তুর্ভিক্ষে
রাজ্যভ্রংশে চ সংগ্রামে ভ্রশদাক্ষণে । ১৫ । পূজয়েৎ

কণ্ড তপস্বী করেন । ১—৫ । অনন্তর তিনি এই তীর্থ-
প্রভাবে বহু প্রজা লাভ করিয়া প্রজাপতি নামে
বিখ্যাত হন । ব্রহ্মাও পূর্বে এই স্থানে সূত্কর
তপস্বী করিয়া তৎক্ষণাৎ নিকলঙ্ক রূপ প্রাপ্ত
হন । হে সত্তম ! অদ্যাপি এই স্থানে চতুর্শুখধর
লিঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে । ভদ্রপীঠধরা দেবী এই স্থানে
ভদ্রকালী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সর্বদা ক্রীড়া করেন ।
ক্ষেত্রপাল নামক ভৈরব এই স্থানে দ্বারে অবস্থান
করেন । ইনি ইতিপূর্বে দৈত্যপতি কর্তৃক আদিত
হইয়া খঞ্জ হইয়াছিলেন । অধুনা দেবীকর্তৃক পুত্র-
বৎ পালিত হইয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন ।
এ তীর্থে যে সকল দেব ও মহাভাগ ঋষিগণ বাস
করেন, তাঁহারা পর্কে পর্কে সঙ্ক্যা-উপাসনার নিমিত্ত
বহুপুত্র হইয়া সর্বোবরে আগমন করেন । যে সকল নর
সদাচার হইয়া এই তীর্থে শ্রান করে, তাহাদের জন্ম
জন্মান্তরে কিছুই হ্রলভ হয় না । মহাবাধা ও ঘোর
মহামারী উপাশ্রিত হইলে মানব এই স্থানে সর্ষপ,
রাজিক, যব, পায়স ও বিবিধ ভোগ দ্বারা হোম
করিবে । এরূপ করিলে কোন দোষ জন্মে না ।
মানব তুর্ভিক্ষ, রাজ্যভ্রংশ, সংগ্রাম ও আপদে সমা-

ক্ষেত্রপালক সর্ষাপদি সমাহিতঃ । সর্ষহ খবিন-
মুক্তো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥ স্নাত্ব
কুটুম্বকে তীর্থে পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্ । দানং
কুশাণ্ডকং দদ্যাদব্রাহ্মণায় তপস্বিনে ॥ ১৭ ॥ সৌবর্ণ-
মণিমুক্তাভির্কাসোহলঙ্কারসংযুক্তম্ । ধনধান্তসমায়ুক্তঃ
কুটুম্বী জায়তে নরঃ ॥ ১৮ ॥ কাঙ্ক্ষনে চ সিতে
পক্ষে যা বৈ চতুর্দশী ভবেৎ । ত্রয়োদশীযুক্তা
ব্যাস শিবরাত্রিস্তথোচ্যতে ॥ ১৯ ॥ তদ্দিনে চ নরঃ
স্নাত্ব রাত্রে জাগরণং চরেৎ । বিশোদকেন গন্ধেন
বহুপুষ্পকলৈস্তথা ॥ ২০ ॥ ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্য-
কাসোহলঙ্কারকাদিভিঃ । পূজয়েদ্যো নরো ভক্ত্যা
গিরীশং সগণং পরম্ ॥ ২১ ॥ তস্ত পাপং ক্ষয়ং
যাতি শিবলোকে মহীয়তে । দ্বাদশৈকাদশীপুণ্যং
লভতে ভুবি মানবঃ ॥ ২২ ॥ অশ্বমেধকলং তস্ত
জাগরে চ ক্ষণেকণে । ততস্ত প্রাতরুথায় স্নান-
দানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৩ ॥ কুশা তু বিধিবদ্যাস
শিবপূজার্চনং তথা । বিপ্রাশ্চ ভোজয়েৎ সপ্ত
তস্ত পুণ্যকলং শৃণু ॥ ২৪ ॥ কপিলানাং সবৎসানাং
সহস্রাণি চতুর্দশ । বাজপেয়সহস্রস্ত কলং প্রাপ্নোতি
নানুথা ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে কুটুম্বেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

হিত হইয়া ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে । একপ
করিলে সর্ষ হুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় । কুটু-
ম্বক তীর্থে স্নান ও মহে রের পূজা করিয়া সুবর্ণ-
মণি-মুক্তা-যুক্ত ও বস্ত্রালঙ্কারবিশিষ্ট কুশাণ্ড দান
করিলে নর ধনধান্ত-সমায়ুক্ত ও কুটুম্বী হয় । হে
ব্যাসদেব ! ত্রয়োদশীযুক্ত কাঙ্ক্ষনমাসীয়ে অসিতা
চতুর্দশীকে শিবরাত্রি বলে । ঐ শিবরাত্রিদিনে
নর স্নান করিয়া রাত্রিজাগরণ করিবে এবং বিশো-
দক, গন্ধ, বহু পুষ্প-কল, ধূপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র ও অল-
ঙ্কারাদি দ্বারা ভক্তিপূর্বক সগণ গিরিশের পূজা
করিবে । একপ করিলে তাহার সর্ষ পাপ ক্ষয় হয়
এবং সে শিবলোকে পূজিত হইয়া থাকে । অধিকন্তু
সে দ্বাদশ একাদশীর পুণ্য এবং জাগরণ সময়ের
ক্ষণে ক্ষণে অশ্বমেধ-কল লাভ করিয়া থাকে ।
হে ব্যাসদেব ! শিবরাত্রির জাগরণের পরদিন প্রাতঃ
কালে গাত্রোপথান করিয়া ত্রী ব্যক্তি স্নান-দানাদি
আচরণ ও শিবপূজা নিম্নোক্তে ব্রাহ্মণভোজন
করাইবেন । একপ ত্রাত্ত্রীকান করিলে যেরূপ
কল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন,—শিবরাত্রি-

অষ্টষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । শৃণু ব্যাস মহাপুণ্যং
তীর্থং পরমশোভনম্ । দেবপ্রয়াগমাখ্যাতং সর্ষ-
পাপপ্রণাশনম্ ॥ ১ ॥ দেবানাক পয়ঃ স্থানং যত্র
তীর্থং পরম্পদ । সোমতীর্থোত্তরে ভাগে প্রয়াগস্ত
চ দক্ষিণে ॥ ২ ॥ শিপ্রায়াঃ পূর্বভাগে চ যত্র তীর্থং
প্রতিষ্ঠিতম্ । তত্র তীর্থেনরঃ স্নাত্ব পশ্চৈচ্চৈব
সুরোত্তমম্ ॥ ৩ ॥ দেবঃ মাধবমিত্যাখ্যঃ ভুবি
সর্ষফলপ্রদম্ । দদাতি তস্ত দেবেস্তো বাহিতার্থং
জগৎপতিঃ ॥ ৪ ॥ আনন্দভৈরবস্তত্র সর্ষদেব-
নমস্কৃতঃ । যস্ত দর্শনমাত্রেণ সর্ষপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥
৫ ॥ ন তস্ত জায়তে ব্যাস যাতনা ভৈরবী কদা ।
স্বর্গদ্বারে সদা ব্যাস জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান ॥ ৬ ॥
জ্যেষ্ঠে মাসে সিতে পক্ষে দশম্যাং বৃধহস্তয়োঃ ।
গয়ানন্দে ব্যতীপাতে কস্তাচন্দ্রে বৃষে রবৌ ।
দশালা জায়তে বৎস গন্ধাজয় পরঃ শুচি ॥ ৭ ॥
তদ্দিনে চ নরঃ স্নাত্ব সর্ষতীর্থকলং লভেৎ ।

ত্রাত্ত্রী ব্যক্তি উক্ত প্রকারে ত্রাত্ত্রয় করিলে
চতুর্দশ সহস্র সবৎসা কপিলা দানের ও সহস্র
বাজপেয়-যজ্ঞের কল লাভ করিয়া থাকে ॥ ৬—২৫ ॥

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৭ ।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব ! এক
পরমশোভন মহাতীর্থের কথা শ্রবণ করুন । এই
তীর্থ দেবপ্রয়াগ নামে আখ্যাত, সর্ষপাপপ্রণাশন
ও দেবগণের উৎকৃষ্ট স্থান । সোমতীর্থের উত্তর-
ভাগে, প্রয়াগের দক্ষিণে ও শিপ্রার পূর্বদিকে
এই তীর্থ প্রতিষ্ঠিত । নর এই তীর্থে স্নান করিয়া
সর্ষফলপ্রদ মাধবাখ্য দেবকে দর্শন করিবে ।
ঐ দেবদেব, দর্শনকারী ব্যক্তিকে বাহিতার্থ
প্রদান করেন । এই স্থানে সর্ষদেব-নমস্কৃত
আনন্দভৈরব বিরাজ করিতেছেন । আনন্দ-
ভৈরবের দর্শনমাত্র সর্ষ পাপ ক্ষয় হয় । দর্শন-
কারী ব্যক্তির কদাপি ভৈরবীষাভনা হয় না
এবং সে স্বর্গদ্বারে নির্ভয় হয় । জ্যেষ্ঠমাসীয়
সিতপক্ষে বৃধবার দশমীতে, হস্তানক্ষত্রে, গরকরণে
ঐতিযোগে, ব্যতীপাতে, চন্দ্রে কস্তায়াশি ও রবি
কৃষ্ণাশিতে স্থিত হইলে দশালা নামক যোগ হইয়া

অথগুপ্ত পরঃ তীর্থঃ শৃণু ব্যাস হতঃ পরম্ ॥ ৮ ॥
 যন্ত শ্রবণমাত্রেণ ব্রতভঙ্গে ন জাহতে । এক এব
 পুরা ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিস্তমঃ ॥ ৯ ॥ ধর্মশশ্যেতি
 বিখ্যাতঃ সদাচাররতঃ শুচিঃ । বহুব্রতধরো দাস্তো
 দেববেদাঙ্গপারগঃ ॥ ১০ ॥ কিক্কদোষপ্রসঙ্গে
 ব্রতপূর্জির্ন চাতবৎ । এবং বহুতথৈ কালে নারদো
 দেবদর্শনঃ ॥ ১১ ॥ তন্ত গেহাগতো ব্রহ্মগতিথার্থঃ
 মহাতপাঃ । তদোখায় দ্বিজো নিত্যঃ বহুমানপুরঃ-
 সরম্ ॥ ১২ ॥ সংকৃতা নারঃ ভূমন্ বিধদুস্তেন
 কর্মণা । পূজয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ পপ্রচ্ছ মুনিমন্তমম্ ॥
 ১৩ ॥ ভগবন্ ভবতা সক্ষঃ বিদিতঃ জ্ঞানচক্ষুবা ।
 অস্মাকঞ্চ পরঃ দোষঃ কিক্কজ্জাহঃ পুণানঘ ॥ ১৪ ॥
 যেন পাপপ্রসঙ্গে ব্রতভঙ্গেহতবদ্ববম্ । কারণং
 ক্রহি মে নাথ কিং দোষোহয় তু গণাতে ॥ ১৫ ॥
 নারদ উবাচ । শ্রয়তাং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভবদ্বিচ্ছ
 পুরাকৃতম্ । মহারাষ্ট্রে সুবখ্যাতো ব্রাহ্মণো ধন-
 সঞ্চকঃ ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মদন্তেত্যাসৌ বিপ্রো বেদব্রাহ্মণ-
 নিন্দকঃ । ধনলোভী পরাক্রান্তঃ সর্বধর্মবহির্মুখঃ ॥

থাকে । ইহা গঙ্গার পবিত্র জন্ম দিন । মানব ঐ
 দিনে এই স্থানে স্নান করিয়া সর্ব তীর্থ ফল লাভ
 করে । হে ব্যাসদেব ! অতঃপর উৎকৃষ্ট অথগু-
 তীর্থের কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন, ইহা শ্রবণ
 করিলে ব্রতভঙ্গ হয় না । হে ব্রহ্মন্ ! পুণে
 ধর্মশশ্য নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । ঐ
 ব্রাহ্মণ বিখ্যাত সদাচারী শুচি বহু ব্রত-ধর দাস্ত ও
 বেদ-ব্রাহ্মণপারগ ছিলেন । কিক্কৎ দোষপ্রসঙ্গে
 ভগবতঃ ব্রতভঙ্গ হয় । কিছুকাল অতঃপর হইলে
 একদা দেবদর্শন নারদ আশ্রমের নামে গুহ্যে উপস্থিত হন ।
 নারদ দর্শন গাত্রোথন করিয়া
 ঐ দ্বিজ বহুমানপুরঃসর বিববৎ মহাবঃ সংকর
 ও অর্চ্যপুংসক ভাষ্যে জজ্ঞাসা করিলেন,—
 হে ভগবন্ ! আপনি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা কি
 অবলোকন করিয়া বাচেন । পূর্ব অর্চ্য এক
 দোষ সজ্জাতিত হয় । এই দোষ বহুতথৈ আম
 ব্রত হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে । হে নাথ ! সত্য ত
 আপনি ঐ দোষ কি ? তাহা বলিয়া দিন । নারদ
 বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আপনি আপনার
 পুরাকৃত শ্রবণ করুন । মহারাষ্ট্রে এক বিখ্যাত
 ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাহার নাম ব্রহ্মদন্ত । তিনি
 বেদ-ব্রাহ্মণনিন্দক, ধনলোভী, পরাক্রান্ত, সর্বধর্ম-

১৭ ॥ নাস্তিকো দেবতীর্থেষু পরদ্রব্যাপহারকঃ ।
 পরস্ত্রীষু রতো নিত্যং দ্যুতবাদী চ তক্ষরঃ ॥ ১৮ ॥
 এবমায়ুঃপারক্ষীণো ধনহীনোহতবস্তদা । ইত-
 স্তুতোহভ্রমদ্রষ্টো নদীতীরে সুবিস্মলঃ ॥ ১৯ ॥
 গতশৌর্য্যপ্রসঙ্গে যাত্রিকৈঃ সহ সঙ্গতঃ । কিক্কৎ-
 কালেষু হৃণীলো মৃতিং প্রাপ্তো রুজাদিতঃ ॥ ২০ ॥
 নীতঃ সংযমনীঃ বিপ্রস্তৎকালং যমকিক্করৈঃ ।
 যমরাজপুরং প্রাপ্তো বহুপাপকরো দ্বিজঃ ॥ ২১ ॥
 দৃষ্টোহসৌ ধর্মরাজেন তদা পাপপরায়ণঃ । নিরীক্য
 সংসোবাচ ধর্মপুংসমিদং বচঃ ॥ ২২ ॥ শৃণুধ্বং
 কিক্করাঃ সসৈ যুয়মেকাগ্রমানসাঃ । অনেনার্চরিতং
 সক্ষং ত্বকর্ম্ম সক্ষীকার্ষমম্ ॥ ২৩ ॥ গোদাতীরে মৃতঃ
 পাপা হতঃ কারণং ন হি । তিস্রঃ কোট্যোহর্ক-
 কোটিশ্চ যানি তীর্থাত্তর্হর্নিশম্ ॥ ২৪ ॥ অয়াস্তি গৌতমী-
 তীরে সিংহস্বেহাপ বৃহস্পতো । তেমান্ত বায়ুসংস্পর্শো
 জাতোহ্যাহন্তে কলেবরে ॥ ২৫ ॥ তেন পুণ্যপ্রভাবেন
 নোহস্মাকং কারণং ক্রটিৎ । গ্রাহ্যো ভবান্তর্নৈবায়ং
 মৃত্যুতাং ভোঃ পুরঃসরাঃ ॥ ২৬ ॥ এবং তৈর্যোঃিতা

বহির্মুখ, নাস্তিক, দেবতীর্থেষু পরদ্রব্যাপহারক, পরস্ত্রী-
 রত, দ্যুতবাদী ও তক্ষর ছিলেন ১৭—১৮। তিনি
 এই সকল ত্বকর্ম্মের ফলে ক্ষীণায়ু ও ধনহীন হন ।
 তিনি ঐ অবস্থায় ইতস্তত নদীতীরে ভ্রমণ করিতে
 করিতে চৌর্য্যপ্রসঙ্গে চোর ব্যক্তির সহিত সঙ্গত
 হন । পরে ঐ সকল ত্বকর্ম্ম কারণে কালক্রম
 মৃত্যুতে পতিত হন । তখন যমকিক্করগণ তাহাকে
 সংযমনীপুরীতে লইয়া যায় । ঐ ব্রাহ্মণ যমপুরে
 নীত হইলে যমরাজ তাহাকে দর্শন করেন । দর্শন
 করিয়া এই ব্রহ্মনয় বাক্য বলেন ,য, হে কিক্করগণ !
 তোমরা অনন্তমনে শ্রবণ কর । এই ব্রাহ্মণ সক্ষ
 একর ত্বকর্ম্ম—সকল প্রকার পাপ অশুষ্ঠান করিয়া
 ছিলেন, কিক্ক হীন গোদাতীরে জীবন
 বিলম্বজন করিয়াছেন, এ জন্ত হইবার প্রতি আমরা
 উচিত নাহি । ঐ গোদাতীরে সাক্ষী একোট তীর্থ
 স্নান করিয়া ব্রাহ্মণ হই । সিংহস্ব বৃহস্প হইলে ঐ সকল
 তীর্থ গমনতীরে অগমন করে । ঐ সকল তীর্থ-
 যান বায়ু হইবার আশ্রমকালে কলেবরে স্পৃষ্ট
 হইয়াছে । ঐ পুণ্যের প্রভাবে উহর প্রতি আমাদের
 প্রভাব বিস্তারের কারণ দেখিতেছি না ! হে কিক্কর-
 গণ ! ইহাকে তোমরা গ্রহণ করিও না, সক্ষাগ্র
 মোচন কর । পরে ঐ বিপ্র যমকিক্করগণ কর্তৃক
 মোচিত হইয়া ব্রহ্মগতি লাভ করেন । হে দ্বিজবর !

বিপ্রঃ পুনর্ভ্রম্যতি গতাঃ । তেন পাপপ্রসঙ্গেন
ব্রতভঙ্গী গতো ভুবি ॥ ২৭ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ ।
ব্রহ্মণ কেন প্রকারেণ সর্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ।
কিং তপঃ কিং চ দানং চ কিং তীর্থব্রতসেবনম্ ॥
২৮ ॥ যেন পুণ্যপ্রভাবেন ব্রতভঙ্গো ন জায়তে ॥
২৯ ॥ নারদ উবাচ । শৃণু হি জবরশ্রেষ্ঠ মহাকাল-
বনং শ্রুতম্ । যত্র ক্রতুসরঃ প্রোক্তমুষণা তদ্বদর্শনা ॥
৩০ ॥ কোটিকোটিশুতীর্থানি বর্তন্তে হি জসন্তম্ ।
কোটিতীর্থৈতি বিখ্যাতং তস্মাদ্বিজ সনাতনম্ ॥ ৩১ ॥
ততীর্থস্তোত্তরে ভাগে শ্রুতীর্থং সর্বকামদম্ ।
নান্নাথগুসরঃ খ্যাতমথগুশ্বরসন্নিধৌ ॥ ৩২ ॥ যন্ত
দর্শনমাত্রেণ সর্বযজ্ঞফলং লভেৎ । তস্মাদ্ধ সর্বধা
বৎস গচ্ছ স্বং তত্র মা চিরম্ ॥ ৩৩ ॥ ইতি তন্ত
বচঃ শ্রুত্বা স হিজোহগাৎ কুমুদতীর্থম্ । স্নাত্বা-
হথগুসরে ব্যাস দৃষ্ট্বা দেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৩৪ ॥ সদ্যঃ
পুণ্যবতাং লোকান্ প্রাপ্তো বৈ হিজসন্তমঃ । এবাং
ব্যাস মহাতীর্থমথগুশ্বরমুত্তমম্ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দেহথগুশ্বরমহিমবর্ণনং
নামাষ্টমষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

আপনিই ঐ মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ ছিলেন । উক্ত-
প্রকার পাপপ্রসঙ্গে আপনার ব্রতভঙ্গ ঘটিয়াছে ।
ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মণ! কি প্রকারে সর্ব-
পাপ ক্ষয় হয়? কোন তপ, কোন দান, বা কোন
তীর্থ সেবা করিলে তত্তৎ কৰ্ম্মজনিত পুণ্যপ্রভাবে
ব্রতভঙ্গ সঙ্ঘটিত হয় না? নারদ বলিলেন,—হে
হিজবর! শ্রবণ করুন,—মহাকালবন নামে এক
প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে । তদ্বদশী ঋষিগণ ঐ স্থানে
ক্রতুসর বিদ্যমান বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন ।
ঐ স্থানে কোটি কোটি শ্রুতীর্থ বিরাজিত । এ জন্ত
ঐ স্থান কোটিতীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে ।
ঐ তীর্থের উত্তর ভাগে অথগুশ্বরের সমীপে
অথগুসর নামক সর্বকাময় শ্রুতীর্থ বিদ্যমান আছে ।
তাঁহার দর্শন মাত্রে সর্বযজ্ঞ ফল লাভ হয় ।
হে হিজোত্তম! অতএব আপনি ঐ তীর্থে
অচিরে গমন করুন । ঐ হিজ তখন মহাধর্ম
নারদের বাক্যে কুমুদতীর্থ গমন করিলেন
এবং তত্রস্থ অথগুসরে স্নান ও দেবদর্শন
করিয়া পুণ্যবান্দিগের লোকে গমন করিলেন ।
হে ব্যাসদেব! অথগুশ্বর নামক মহাতীর্থ এই
কথিত হইল । ১৯—৩৫ ।

অষ্টমষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৮ ।

• একোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । হৃদয় শৃণু পরঃ তীর্থঃ
সর্বতীর্থকলপ্রদম্ । কীর্ত্তিতং ব্রহ্মণা পূর্বঃ
মার্কণ্ডেয়স্ত পৃচ্ছতঃ ॥ ১ ॥ শৃণু বৎস মহাপৃষ্ঠে
শিপ্রা দিব্যতরা নদী । তস্তান্তীরে বরং তীর্থং
কর্করাজৈতি বিস্তৃতম্ ॥ ২ ॥ যন্ত দর্শনমাত্রেণ
মহাপাপক্ষয়ো ভবেৎ । বিকারা মানসাঃ সর্বে
চলো মানসসম্ভবঃ ॥ ৩ ॥ তন্ত স্থানেগতো
ভানুর্ধামায়নকরঃ পরঃ । ঋতুজয়ঃ সমাখ্যাতং
বিধ্বার্চিস্তদ্রূঢ়্যতে ॥ ৪ ॥ তত্র যুতাঃ প্রবর্তন্তে
যোগিনোহপি পরম্পর । চাতুর্মাশ্ত্রে হরৌ শূণ্ডে
যে নরা ব্রতবর্জিতাঃ ॥ ৫ ॥ ন তেষাং সদাতিবৎস
সত্যমেব ব্রবীমি তে । চাতুর্মাশ্ত্রে যুতা যে চ
যে যুতা দক্ষিণায়নে ॥ ৬ ॥ তেষামুদ্বরণার্থায়
তীর্থমেতদ্বিনির্মিতম্ । কর্করাজ ইতি খ্যাতং সর্ব-
লোকেষু গীযতে ॥ ৭ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । ভগবন
ভবতা সর্বং নির্মিতং বিশ্বমূর্তিনা । চরাচরমিদং
বিশ্বং জগৎসর্বং জগৎপতে ॥ ৮ ॥ চাতুর্মাশ্ত্রে
হরৌ শূণ্ডে ধর্ম্মাচারবিধিঃ শ্রুতঃ । তদহং

উনসপ্ততিতম অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! সর্ব-
তীর্থকলপ্রদ এক তীর্থ শ্রবণ করুন । এই তীর্থ-
কথা ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথকারী মার্কণ্ডেয়কে এইরূপ
বলিয়াছিলেন যে, মহাপৃষ্ঠে শিপ্রানারী এক নদী
আছে । ইহার তীরে কর্করাজ নামে প্রসিদ্ধ
এক উত্তম তীর্থ বিরাজিত । ইহা দর্শন করিলে
মহাপাপ ক্ষয় হয় । তথায় মানস বিকার সকল
মানস সম্ভব চল্ল হইয়াছে । শূর্ধা ঐ স্থানে গমন
করায় ঋতুজয়ে তাহার দক্ষিণ গতি হইয়াছে এবং
তিনি বিধ্বার্চ নামে অভিহিত হইয়াছেন । হে
পরম্পর! ঐ স্থানে যুত হইলে মানব যোগী হইয়া
থাকে । ঐ স্থানে হরিশয়নে যে নর চাতুর্মাশ্ত্র ব্রত-
বাজিত হয়, তাহার কদাচ সদগতি লাভ হয় না;
ইহা আমি সত্য বলিতেছি । চাতুর্মাশ্ত্রে এবং
দক্ষিণায়নে যে জন ঐ তীর্থে যুত হয়, তাহাদের
উদ্ধারের নিমিত্তই এই কর্করাজ তীর্থ সর্বত্র
প্রসিদ্ধ । মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভগবন!
আপনি এই চরাচর জগৎ সমস্তই নির্মাণ করিয়া-
ছেন । চাতুর্মাশ্ত্র ও হরিশয়নে ধর্ম্মাচার-বিধি

শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মবিদ্যাং বর ৷১৯৷ ব্রহ্মোবাচ ।
 শৃণু বৎস বরং পুণ্যং চাতুর্শ্রীশ্রুতকলং শুভম্ ।
 যচ্ছ্রুত্বা ভারতে খণ্ডে নৃণাং মুক্তির্ন দূর্লভা ৷ ১০ ৷
 মুক্তিপ্রদোহয়ং ভগবান্ সংসারোত্তারকারণঃ ।
 যন্ত স্বরণমাত্রেণ সর্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ৷ ১১ ৷
 মানুষ্যঃ দূর্লভঃ লোকে তত্রাপি চ কুলীনতা ।
 তত্রাপি সংযমিত্বং চ তত্র সংসঙ্গমঃ শুভঃ ৷ ১২ ৷
 সংসঙ্গমো ন যত্রাস্তি বিষ্ণুভক্তিব্রতানি ন ।
 চাতুর্শ্রীশ্রেণ বিশেষেণ বিষ্ণুভক্তকরঃ শুভঃ ৷ ১৩ ৷
 চাতুর্শ্রীশ্রেহব্রতী যন্ত তন্ত পুণ্যং নিরর্থকম্ ।
 সর্বতীর্থানি দানানি পুণ্যশ্রায়তনানি চ ৷ ১৪ ৷
 বিষ্ণুমাত্রিত্য তিষ্ঠন্তি চাতুর্শ্রীশ্রে সমাগতে । স
 বিষ্ণুমাত্রিতো নিত্যং কর্করাজং স্মৃতীর্থকম্ ৷
 ১৫ ৷ অপুষ্ঠেন চ দেহেন জীবিতং তন্ত শোভনম্ ।
 চাতুর্শ্রীশ্রে সমাগতে হরির্যেনাচ্চিহ্নস্তদা ৷ ১৬ ৷
 কৃতার্থাস্তন্ত বিবুধা যাবজ্জীবং বরপ্রদাঃ । সম্প্রাপ্য
 মানুষ্যং দেহং চাতুর্শ্রীশ্রে পরামুখঃ ৷ ১৭ ৷ তন্ত
 পাপশতান্ভাছর্দেহস্থানি ন সংশয়ঃ । মানুষ্যঃ
 দূর্লভঃ লোকে হরিভক্তশ্চ দূর্লভা ৷ ৮ ৷ চাতুর্শ্রীশ্রে

কথিত আছে । হে ব্রহ্মবিদ্যাংবর ! আপনার নিকট
 হইতে তাহা শ্রবণ করি । ব্রহ্মা বলিলেন,—হে
 দ্বিজোত্তম ! পুণ্যময় শুভ চাতুর্শ্রীশ্রুতকল শ্রবণ করুন ।
 ইহা শ্রবণ করিয়া ভারতবর্ষবাসীদিগের মুক্তি
 দূর্লভ হয় না । ইহা মুক্তিপ্রদ ও উদ্ধার-
 কারক । ইহার শ্রবণে সর্বপাপক্ষয় হয় । এই
 লোকে প্রথমত মানুষ্যই দূর্লভ, তাহার উপর
 কুলীনতা, কুলীনতার উপর সংযমিত্ব, তদুপরি
 সংসঙ্গ দূর্লভ । এই সংসঙ্গ যেখানে নাই,
 সেখানে বিষ্ণুভক্তিও নাই । কিন্তু চাতুর্শ্রীশ্রে
 বিষ্ণুভক্তি বিরাজিত । যে ব্যক্তি চাতুর্শ্রীশ্রে
 অব্রতী, তাহার পুণ্য নিরর্থক । সর্বতীর্থ, দান,
 পুণ্য আয়তন, এ সকল চাতুর্শ্রীশ্রে বিষ্ণুকে
 আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে । ঐ বিষ্ণুই
 আবার স্মৃতীর্থ কর্করাজে অবস্থিৎ । চাতুর্শ্রীশ্রু
 সমাগত হইলে যে ব্যক্তি হরির অর্চনা করে,
 তাহার দেহ অপুষ্টি ও জীবন শোভিত হইয়া
 থাকে এবং দেবগণ যাবজ্জীবন তাহার প্রতি
 বরদায়ক হন । যে ব্যক্তি মানব-দেহ লাভ
 করিয়া চাতুর্শ্রীশ্রু ব্রতে পরামুখ হয়, তাহার
 দেহে শত পাপ আশ্রয় গ্রহণ করে ; ইহাতে
 কোন সংশয় নাই । এই লোকে মানুষ্য

বিশেষেণ সূপ্তে দেবে জনাৰ্দ্দনে । চাতুর্শ্রীশ্রে নরঃ
 শ্রীত্বা কর্করাজে দ্বিজোত্তম ৷ ১৯ ৷ সর্বকৃতকলং
 শ্রীত্বা দেববদ্বিবি মোদতে । বিশেষেণ তু তৎ-
 স্মানং কর্করাজেপি দিবাকরে ৷ ২০ ৷ দূর্লভঃ
 সর্বজন্তুনাং সসুরাসুরমাণুষম্ । দেহশুদ্ধিঃ
 বিধায়াদৌ মুক্তিমার্গমবাণুয়াৎ ৷ ২১ ৷ তত্রাপি
 নিব্বারে কুপে তড়াগে বা সরস্বতী । তন্মাত্রাদধিকং
 পুণ্যং সমাখ্যাতং সুরাসুরৈঃ । তেষু যঃ স্মৃতি বৈ
 নিত্যং তন্ত পাপক্ষয়ো ভবেৎ ৷ ২২ ৷ তন্মাত্রাদধিকা
 পুণ্যা সমাখ্যাতা সুরাসুরৈঃ । পুঙ্করে চ প্রয়াগে
 চ যত্র কাপি মহাজলে ৷ ২৩ ৷ চাতুর্শ্রীশ্রে তু
 যঃ স্মৃতি পুণ্যসংগ্যা ততোহধিকা । রেবায়াং
 ভাস্করে ক্ষেত্রে প্রাচ্যাং সাগরসঙ্গমে ৷ ২৪ ৷
 একাহমপি যঃ স্মৃতি চাতুর্শ্রীশ্রে ন হুংখভাক্ ।
 দিনত্রয়ং চ যঃ স্মৃতি নৰ্মদায়াং সমাহিতঃ ৷ ২৫ ৷
 সূপ্তে দেবে জগন্নাথে পাপং যাতি সহস্রধা ।
 পক্ষমেকং তু যঃ স্মৃতি গোদাবরীয়াং দিনোদয়ে ৷
 ২৬ ৷ স তিষ্ঠা কস্মজং দেহং যাতি বিষ্ণোঃ

দূর্লভ, মানুষ্যেই হরিভক্তি আরও অধিক
 দূর্লভ । হে দ্বিজোত্তম ! হরিশ্রবণে চাতুর্শ্রীশ্রু
 ব্রত অবলম্বন করিয়া কর্করাজ-তীর্থে গ্নান
 করিলে মানব সর্বকৃত-ফল লাভান্তে দেববৎ
 আমোদ প্রাপ্ত হয় । বিশেষতঃ দিবাকর কর্কট-
 রাশিহু হইলে ঐ তীর্থে গ্নান সুরাসুর
 মাণুষ সকলেরই পক্ষে দূর্লভ । কিন্তু গ্নান করিতে
 পারিলে দেহশুদ্ধি ও মুক্তিমার্গ প্রাপ্ত হয় । ১—২১।
 সুরাসুরগণ তত্রত্য নিব্বার, কুপ, তড়াগ ও সরো-
 বর-গ্নানকে তীর্থগ্নান অপেক্ষা অধিক বলিয়াছেন ।
 ঐ সকল নিব্বারাদিতে যে মানব নিত্য গ্নান
 করে, তাহার পাপক্ষয় হয় । নদীগ্নান পুরোক্ত
 গ্নান সকলে গ্নান করা অপেক্ষা অধিক পুণ্য
 দায়ক ; ইহা সুরাসুরগণ বলিয়াছেন । পুঙ্কর,
 প্রয়াগ, বা যে কোন মহাতীর্থজলে চাতুর্শ্রীশ্রে যে
 গ্নান করে, পুরোক্ত গ্নানাপেক্ষা তাহার অধিক
 পুণ্য হয় । বেরা, ভাস্করক্ষেত্র পূর্বে সাগর-
 সঙ্গমে চাতুর্শ্রীশ্রে একাহমাত্র যে মানব গ্নান করে,
 সে কদাপি হুংখভাগী হয় না । যে ব্যক্তি হরি-
 শ্রবণে তিন দিন মাত্র নৰ্মদায় গ্নান করে,
 তাহার পাপ সহস্রধা চূর্ণ হইয়া যায় অর্থাৎ থাকে
 না । যে মানব গোদাবরীতে পক্ষকাল প্রাতঃ-
 গ্নান করে, সে স্বীয় কস্মজ দেহ ভেদ করিয়া

।

সলোকতাম্ । অবস্থ্যাং কৰ্করাজে তু সাক্ষাৎ-
ৰ্ভবেন্নরঃ । কণমেকং কণাঙ্কং বা চাতুৰ্ম্মাস্তে
হতিমজ্ঞয়েৎ ॥ ২৭ ॥ তিলোদকেনামলসংযুতেন
বিশ্বোদকেনাপি চ মজ্জয়েদ্যঃ । ন তস্ম জ্ঞানামি
কলাধিকং বৈ কিং তস্ম কৌতুভূমিতিঃ প্রণীতম্ ।
২৮ ॥ গঙ্গাং স্মরতি যো নিত্যমুদপানসমীপতঃ ।
তদগাঙ্গেয়জলং জাতং তেন জ্ঞানং সমাচরেৎ ॥ ২৯ ॥
গঙ্গাপি দেবদেবস্ম চরণাস্থষ্টবাহিনী । পাপহা
সা সদা প্রোক্তা চাতুৰ্ম্মাস্তে বিশেষতঃ ॥ ৩০ ॥
চাতুৰ্ম্মাস্তে জলগতো দেবো নারায়নো ভবেৎ ।
সৰ্বতীৰ্থাধিকং জ্ঞানং বিষ্ণুতেজোহংশসঙ্গতম্ ॥
৩১ ॥ জ্ঞানং দশবিধং কাৰ্য্যং বিষ্ণুনায়া মহাকলম্ ।
জপে দেবে বিশেষেণ নরো দেবস্বমাণুয়াৎ ॥ ৩২ ॥
বিনা জ্ঞানং তু যৎকৰ্ম্ম পুণ্যকাৰ্য্যময়ং শুভম্ ।
ক্রিয়তে বিফলং ব্রহ্মস্কন্দগুহুস্তি হি ব্রাহ্মসাঃ ॥ ৩৩ ॥
জ্ঞানেন সত্যমাপ্নোতি সত্যে ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ ॥
ধৰ্ম্মায়োক্ষপথং প্রাপ্য পুনর্নৈবাবসীদতি ॥ ৩৪ ॥
যে চাধ্যাত্মবিদঃ পুণ্যা যে চ বেদান্তপারগাঃ ।

বিষ্ণু-সালোক্য প্রাপ্ত হয় । অবস্থীস্থিত কৰ্করাজ
তীর্থে চাতুৰ্ম্মাস্তে কণমাত্রকাল বা কণাঙ্ককাল
যাপন করিলে, নর সাক্ষাৎ বিষ্ণু হয় ।
আমলকীযুক্ত তিলোদক বা বিশ্বোদক দ্বারা যে
মানব ঐ তীর্থে জ্ঞান করে, তাহার ফলপ্রাপ্তির
কথা মূনিগণ কিরূপ কৌতুভূমি করিয়াছেন, তাহা
অবগত নহি । যে মানব নিত্য উদপান-
সমীপে গঙ্গা স্মরণ করে, তাহার সঙ্গক্ষে ঐ
উদপান-জল গঙ্গাজল তুল্য হয় ; সুতরাং
ঐ জলে জ্ঞান করিবে । গঙ্গা, দেবদেবের
চরণাস্থষ্টবাহিনী । তিনি নিত্য পাপহারিণী ;
বিশেষতঃ চাতুৰ্ম্মাস্তে তিনি অধিকতর পাপহারিণী ।
চাতুৰ্ম্মাস্তে নারায়ণ জলগত হন । ঐ সময় বিষ্ণু-
তেজঃস্বরূপ জলে জ্ঞান, সৰ্বতীৰ্থসেবা অপেক্ষা
অধিক ফলদায়ক । বিষ্ণুনায়াস্বারে জ্ঞান দশবিধ ।
উহা মহাকলদায়ক । হরিশ্রয়নে জ্ঞান করিয়া নর
দেবস্ব প্রাপ্ত হয় । হে ব্রহ্মন ! জ্ঞান ব্যতিরেকে
অল্পাধিত পুণ্য কৰ্ম্ম বিফল হয় এবং সেই কৰ্ম্ম
ব্রাহ্মসংগ গ্রহণ করে । জ্ঞান হইতে সত্য লাভ
হয় ; সত্যে সনাতন ধৰ্ম্ম প্রতিষ্ঠিত । ধৰ্ম্ম হইতে
মোক্ষপথ লাভ করিলে আর মানবকে অবসাদ
প্রাপ্ত হইতে হয় না । তীৰ্থপ্রার্থী ব্যক্তিগণ,
অধ্যাত্মবিদ, পবিত্র, বেদান্তপারগ এবং দানকারী

সৰ্বদানপ্রদানে চ তেষাং জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥ ৩৫ ॥
কৃতজ্ঞানস্তু হি হরির্দেহমাত্রিত্য তিষ্ঠতি । সৰ্বজ্ঞান-
কলং যেসু সম্পূর্ণফলদং ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥ সৰ্বপাপ-
বিনাশায় দেবতাতোষণায় চ । চাতুৰ্ম্মাস্তে জলজ্ঞানং
সৰ্বপাপক্ষয়বহম্ ॥ ৩৭ ॥ নিশায়াং চৈব ন জ্ঞানং
সদ্যয়াং গ্রহণং বিনা । উক্কোদকেন ন জ্ঞানাদ্রাজৌ
শুদ্ধির্ন জায়তে ॥ ৩৮ ॥ ভাস্কুসন্দর্শনাচ্ছুদ্ধির্বিহিতা সৰ্ব-
কৰ্ম্মসু । চাতুৰ্ম্মাস্তে বিশেষেণ জলশুদ্ধিঞ্চ ভাবিনী ॥
৩৯ ॥ অশক্ত্যাং তু শরীরস্তু ভাস্কুজ্ঞানেন শুধ্যতি ।
মজ্জজ্ঞানেন বিপ্রেক্ষ্য বিষ্ণুপাদোদকেন বা ॥ ৪০ ॥
নারায়ণাগ্রতঃ জ্ঞানং ক্ষেত্রে তীর্থে নদীষু চ ।
বিশেষতঃপি শিপ্রায়াং তীর্থে কৰ্কতীর্থে বরে ॥ ৪১ ॥
যচ্চ জ্ঞানং নরো নিত্যং স যতি বৈকবং পদম্ ।
তস্মাৎ ভার্গবশ্রেষ্ঠ তত্র গচ্ছস্ব মা চিরম্ ॥ ৪২ ॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যান্তায়তনানি চ ।
তানি সৰ্বানি তিষ্ঠন্তি কৰ্করাজজলে সদা ॥ ৪৩ ॥
কৰ্কস্ব চ দিবানাথে জ্ঞানং কুর্কন্তি যে নরাঃ ।
ন তেষাং পুনরারুতিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৪৪ ॥
চাতুৰ্ম্মাস্তং সমাসাদ্য তত্রৈব নিবসাম্যহম্ ।
নাস্তি রেবাসমা পুণ্যা নদী ব্রহ্মাণ্ডকূতলে ॥ ৪৫ ॥ মহেশ্বরা-

ব্যক্তিগণের জ্ঞান শুদ্ধিলাভ করেন । হরি কৃত-
জ্ঞান ব্যক্তির দেহে নিত্য অবস্থান করেন ।
জ্ঞানান্তে আচরিত সৰ্ব কৰ্ম্মই সম্পূর্ণ ফলদায়ক
হয় । সৰ্ব পাপক্ষয় এবং দেবতার তুষ্টিবিধানার্থ
চাতুৰ্ম্মাস্তে জলজ্ঞান সৰ্বপাপক্ষয়কর হইয়া থাকে ।
গ্রহণ ব্যতিরেকে রাজিতে এবং উক্কোদকে জ্ঞান
করিবে না । নৈশ জ্ঞান শুদ্ধিজনক নহে । ভাস্কু-
দর্শন সঙ্গটিত হইলে সৰ্ব কৰ্ম্মে শুদ্ধি বিহিত
হয়, বিশেষতঃ চাতুৰ্ম্মাস্তে জল দ্বারাই শুদ্ধি হইয়া
থাকে । শরীরের অসম্পর্কে ভাস্কু বা মজ্জ-
জ্ঞান দ্বারাই শুদ্ধি লাভ হয় । বিষ্ণুপাদোদক ধারণ
করিলেও জ্ঞানসিদ্ধি হয় । নারায়ণাগ্রে, তীর্থক্ষেত্রে,
নদীতে, বিশেষতঃ শিপ্রায় এবং কৰ্কতীর্থে জ্ঞান
করিলে নর বিষ্ণুপদ লাভ করে । হে ভার্গব-
শ্রেষ্ঠ ! অতএব আপনি অচিরে পূর্বোক্ত তীর্থে
গমন করুন । পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ ও পুণ্য
আয়তন আছে, তৎসমুদয়ই ঐ কৰ্কতীর্থেই
বিরাজিত । দিবানাথ কৰ্কটরাশিস্থিত হইলে যে
নর কৰ্কতীর্থে জ্ঞান করে, শত কল্পকোটি কালেও
তাহার পুনরারুতি হয় না । চাতুৰ্ম্মাস্তে আমি ঐ
তীর্থে বাস করিয়া থাকি । যেমন ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে

পরো দেবো মুক্তিদো ন জনাৰ্দ্দিনাৎ । উজ্জয়িনীসমা
নাস্তি পুরী কামবরপ্রদা ॥ ৪৬ ॥ কর্করাজসমং
তীর্থং নাস্তি বৎস মহীতলে । যন্ত দৰ্শনমাত্রেণ
মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ ॥ ৪৭ ॥ এবং ব্যাস সমাখ্যাতঃ
অক্ষণা ভার্গবায় চ । তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন মহাকালবনং
ব্রজ ॥ ৪৮ ॥ অস্মাকং চাপি তত্রৈব স্থানং পরম-
শোভনম্ । চাতুৰ্ম্মাস্ত্রে হরৌ স্পৃশ্তে যাবদযায়াং
প্রবোধিনী ॥ ৪৯ ॥ তাবৎকালং হি তত্রৈব
মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ । চাতুৰ্ম্মাস্ত্রে হরৌ স্পৃশ্তে
জহাতি চেৎ কলেবরম্ ॥ ৫০ ॥ যমনোকে চিরং
বাসো জায়তে নাত্ৰ সংশয়ঃ । তস্মাদ্ভূলসিকাভাগে
শালিগ্রামে সুরালয়ে ॥ ৫১ ॥ অদ্বানং হি পণীকৃত্য
তত্রৈব সন্নিযোজয়েৎ । যাবৎ প্রবোধিনী চৈতি
দাদশী দ্বিজসত্তম ॥ ৫২ ॥ পশ্চাদ্ভূতসুবর্ণেন
মোচয়িত্বা স্বকং নয়েৎ । চাতুৰ্ম্মাস্ত্রোদ্ভবঃ দোষঃ
বাধতে ন চ মানবম্ ॥ ৫৩ ॥ যন্ত শিপ্ৰোদকে
স্থানং কর্করাজেহুজায়তে । এবং ব্যাস বরং
তীর্থং সৰ্বতীর্থকলপ্রদম্ ॥ ৫৪ ॥ পৃথিব্যাং যানি
তীর্থানি সরিতঃ সাগরাশ্চ যে । তে সৰ্বে চ ।

বেরা তুল্য নদী নাই, মহেশ ও জনাৰ্দ্দিন চইতে
মুক্তিদায়ক দেবতা আর নাই এবং উজ্জয়িনীও
সমান কামবরপ্রদা নদী নাই, তজ্জপ কর্করাজ
তুল্য তীর্থ মহীতলে আর নাই । ঐ তীর্থদশনে
নর মুক্তিভাগী হয় । হে ব্যাসদেব ! ভগবান
অক্ষা ভার্গবকে এই সকল তীর্থকথা বলিয়াছিলেন ।
অত্ৰৈব আপনি মহাকালবনে গমন করুন ।
আমাদেরও ঐ স্থানে পরম শোভন স্থান আছে ।
চাতুৰ্ম্মাস্ত্রে হরিশয়নে যাবৎকাল হরি প্রবুদ্ধ না
হন, তাবৎ ঐ স্থানে মুক্তি বিরাজিত ; এ বিষয়ে
সংশয় নাই । চাতুৰ্ম্মাস্ত্রে হরিশয়নে যে নর ঐ
স্থানে কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহাকে যমনোকে
চিরকাল বাস করিতে হয়, ইত্যাহে কোনও সংশয়
নাই । এ জন্ত মানব প্রবোধিনী দাদশী পর্য্যন্ত
কাল অর্থাৎ যত দিন না উথান-একাদশী আসে,
ততদিন তুলসিকাভাগে সুরালয়ে বা শালিগ্রামে
উক্তস্থানে আপনাকে নিত্রয় করিয়া বাস
করিবে । পশ্চাৎ যত ও সুবর্ণ দ্বারা আপনাকে
মুক্ত করিয়া লইবে । এরূপ করিলে মানবের
চাতুৰ্ম্মাস্ত্রোক্ত দোষ জন্মে না । যাহারা শিপ্ৰায় স্থান
করিয়া তৎপশ্চাৎ কর্করাজে স্থান করে, তাহাদের
সৰ্বতীর্থকল লাভ হইয়া থাকে । হে দ্বিজোত্তম ।

সমায়াস্তি চাতুৰ্ম্মাস্ত্রে দ্বিজোত্তম ॥ ৫৫ ॥ তস্মাচ্চ
তদ্বরং তীর্থং কর্করাজ ইতি শ্রুতম্ ॥ ৫৬ ॥ য এতাং
বৈ কথাং পুণ্যাং শৃণ্বন্তি শ্রাবয়ন্তি চ । ন তেষাং
জায়তে দোষচাতুৰ্ম্মাস্ত্রোদ্ভবঃ কদা ॥ ৫৭ ॥

ইতি ত্রীকান্দে কর্করাজতীর্থমহিমবর্ণনঃ
নামৈকোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । মেরোশ্চ দক্ষিণে ভাগে
দ্বন্দ্বকুণ্ডোত্তরে তথা । ঋষভঃ পৰ্ব্বতশ্রেষ্ঠো দেব-
গন্ধৰ্বসেবিতঃ ॥ ১ ॥ যত্র দেবাক্সনা রম্যাঃ ক্রীড়ন্তি
সততং দ্বিজ । তত্র রম্যসরো নাম তিষ্ঠতে সৰ্ব-
কামদম্ ॥ ২ ॥ তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা স্নাতগো
জায়তে ক্রবম্ । দেবৈশ্চ ক্রীড়তে নিত্যং ভূবি
বিখ্যাতকঃ পরম্ ॥ ৩ ॥ ভাদ্রপদসিতাষ্টমী মৈত্রকেণ
সমধিতা । তদ্দিনেহহু সমাগম্য স্নানদানাদিকাঃ
ক্রিয়াঃ ॥ ৪ ॥ করোতি সততং ব্যাস তেষাং লোকাঃ
সনাতনাঃ । মেরোশ্চেশানকে তীর্থং দিব্যং পরম-

পৃথিবীতে যাবতীয় তীর্থ, সরিৎ ও সাগর বিদ্যমান
আছে, তৎসমুদয়ই চাতুৰ্ম্মাস্ত্রে কর্করাজ তীর্থে
আগমন করে । এ কারণ ঐ কর্করাজ তীর্থ
তীর্থোত্তম বলিয়া কথিত । যে এই কথা শ্রবণ
কবে বা শ্রবণ করায়, কদাপি তাহাব চাতু-
ৰ্ম্মাস্ত্রোদ্ভব দোষ সজ্জাটিত হয় না । ২২—৫৭ ।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্ততিতম অধ্যায়

সনৎকুমার বলিলেন,—মেরুর দক্ষিণ ভাগে
দ্বন্দ্বকুণ্ডের উত্তরে দেব-গন্ধৰ্বসেবিত ঋষভনামক
পৰ্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিরাজিত । ঐ পৰ্ব্বতে রম্য দেবাক্সনা-
গণ সতত ক্রীড়া করিয়া থাকেন । ঐ পৰ্ব্বতো-
পর রম্যসর নামক সরোবর বিদ্যমান আছে ।
ঐ তীর্থে নরগণ স্নান করিয়া অচিরে স্নাতগ হয়
এবং ভূতলে বিখ্যাত হইয়া দেবগণের সহিত
ক্রীড়া করে । ভাদ্রপদীয়
সিতাষ্টমীতে যে নর উক্ত তীর্থে গমন করিয়া
স্নান-দানাদি ক্রিয়া করে, তাহার সনাতন লোক
লাভ হয় । মেরুর দক্ষিণ দিকে দিব্য এক পরম

শোভনম্ ॥ ৫ ॥ বিষ্ণুসরেতি বিখ্যাতং সৰ্বকাম-
বরপ্রদম্ । গঙ্গা সরস্বতী পুণ্যা সরযুশ্চ পয়স্বিনী ॥
৬ ॥ এতাঃ সরিৎসরা যাতান্তত্র সত্যবতীশুত ।
যে সিদ্ধা স্যে চ সাধ্যাশ্চ তপস্বিনো ধৃতবৃত্তাঃ ॥ ৭ ॥
উপাসাঞ্চকিরে তত্র তন্ত তীর্থন্ত সৰ্বদা । তস্মি-
ন্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা সৰ্বা নি প্রাপ্নুতে ক্রবম্ ॥ ৮ ॥
ভাদ্রপদে চ শুক্লা বৈ চতুর্থী যা প্রকীর্তিতা ।
সিদ্ধা সা সৰ্বদা প্রোক্তা যত্র জাতো গণাধিপঃ ॥ ৮ ॥
মনঃকামেশ্বরঃ খ্যাতঃ সৰ্বকামবরপ্রদঃ । তন্ত তীর্থে
নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং গণেশ্বরম্ । মনোরথশতং
প্রাপ্য কামচারী ভবেন্নরঃ ॥ ১০ ॥ ব্যাস উবাচ ।
অস্মিন্ ক্লেদ্রে শুভে ব্রহ্মকালকালবনোত্তমে ॥ ১১ ॥
তীর্থানি কতিসংখ্যানি দেবতায়তনানি চ । যানি
কানি চ খ্যাতানি তানি নো বদ বিস্তরাৎ ॥ ১২ ॥
সনৎকুমার উবাচ । শৃণু ব্যাস ঋষিশ্রেষ্ঠ কথ্যং
পাপহর্যং পরাম্ । অবস্ত্যাং যানি তীর্থানি লিঙ্গানি
চ মহামুনে ॥ ১৩ ॥ তানি বর্ণয়িতুং শক্তঃ স্বয়ম্ভু-
শ্চতুরাননঃ । বর্ষণামযুতৈঃ ষড়্ভির্ন চ বক্তুং
কথঞ্চন ॥ ১৪ ॥ যাবন্তো মেঘমালানাং বিন্দবো
হি স্রবন্তি চ । ধরিজ্যাং তৃণসংখ্যা বৈ পৃথিব্যাং
সিকতাস্থখা ॥ ১৫ ॥ নভসো জ্যোতিষাং সংখ্যাং

বক্তুং কোহপি ন শরুতে । ন হি তীর্থলিঙ্গসংখ্যাঃ
সন্তাবস্ত্যাং তপোধন ॥ ১৬ ॥ অস্তরিক্কে চ মেদিন্যাং
তীর্থভূতা পুরী হি যম্ । বাপীকুপতড়াগাদি-
প্রস্রবোদগরণানি চ ॥ ১৭ ॥ নদ্যাঃ সরাঃসি খাতাশ্চ
তীর্থভূতাঃ হি সঙ্গশঃ । তথাপি দেবযাজ্ঞায়াং
প্রসঙ্গেন নিবোধ মে ॥ ১৮ ॥ যানি কানি চ মুখ্যানি
তানি তুভ্যাং বদাম্যহম্ । যজ্ঞজ্ঞাহা মোক্ষ্যসে
নিত্যাং পুষ্পাচৌর্ণশুভাশুভৈঃ ॥ ১৯ ॥ প্রাতরুখায়
যো নিত্যাং শুচিঃ প্রযতমানসঃ । বিষ্ণুস্মরণসম্পন্নঃ
সৰ্বকামক্রিয়াদিকম্ ॥ ২০ ॥ কুহা বৈ সৰ্বগন্ধাদি-
তিলাক্তসমম্বিতঃ । স্নাত্বা কুর্দসরে তাত তথৈব
চ ব্রতং চরেৎ ॥ ২১ ॥ উর্জ্জমাধবযোশ্চৈব
বৈশাখাষাঢ়য়োস্তথা । শিবরাজ্যাং বিশেষেণ দেবযাজ্ঞা
প্রশস্ততে ॥ ২২ ॥ যন্ত দেবন্ত যন্তীধঃ যন্ত দেবন্ত
সন্নিধৌ । তত্রাভিষেকঃ কার্যো বৈ দেবতায়ান্ত
পূজনম্ ॥ ২৩ ॥ বিধিবচ্চাচরেদ্যন্ত স সৰ্বং
কলমপ্নুতে । তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন দেবযাজ্ঞাং
সমাচরেৎ ॥ ২৪ ॥ ব্যাস উবাচ । ব্রহ্মন্ কেন
প্রকারেণ দেবযাজ্ঞাং চরেন্নরঃ । তৎসৰ্বং শ্রোতু-
মিচ্ছামি বিস্তরেণ তপোধনঃ ॥ ২৫ ॥ সনৎকুমার
উবাচ । শৃণু ব্যাস পরং শুভং প্রবক্ষ্যামি যথা-

শোভন তীর্থ আছে । ঐ তীর্থের নাম বিষ্ণুসর
উহা সৰ্বকামবরপ্রদ । গঙ্গা, সরস্বতী, পুণ্যা,
সরযু, পয়স্বিনী, এই সকল সরিৎসরা ঐ তীর্থ
দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে । সিদ্ধগণ, সাধ্যগণ এবং
ধৃতবৃত্ত তপস্বিগণ সৰ্বদা ঐ তীর্থের উপাসনা
করিয়া থাকেন । মানব ঐ তীর্থে স্নান করিয়া
সৰ্ব অভিলষিত লাভ করিয়া থাকে । ভাদ্রপদের
যে শুক্লা চতুর্থী, উহা সিদ্ধা বলিয়া কথিত । ঐ
চতুর্থীতে মনঃকামেশ্বর সৰ্বকামবরপ্রদ গণাধিপ
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । নর তাঁহার তীর্থে স্নান
করিয়া গণাধিপকে দর্শনপূর্বক শত মনোরথ লাভ
করে এবং কামচারী হয় । ব্যাস বলিলেন,—
হে ব্রহ্মন্ ! এই শুভ মহাকালবনোত্তমে কত-
গুলি বিখ্যাত তীর্থ এবং কতগুলি দেবতায়তন
আছে, তাহা আপনি বিস্তৃতরূপে বলুন । সনৎ-
কুমার বলিলেন,—হে ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাস ! এই
পাপহারিণী কথা শ্রবণ করুন । অবস্ত্যীতে যতগুলি
তীর্থ ও লিঙ্গ আছে, তাহা স্বয়ং চতুরাননও ছয়
অযুত বৎসরে কদাপি বর্ণন করিতে সক্ষম নহেন ।
যেমন মেঘমালা হইতে পতিত বারিবিদ্যু, পৃথিবী

তৃণ ও সিকতা, এবং নভোমণ্ডলস্থ নক্ষত্রসমূহের
সংখ্যা কেহ বলিতে পারে না, তেমনি অবস্ত্যীস্থিত
তীর্থ ও লিঙ্গসংখ্যাও কেহ করিতে সক্ষম নহে ।
এই পুরী অস্তরিক ও মেদিনীর তীর্থভূতা । এই
তীর্থান্ত বাপী, কুপ, তড়াগ, প্রস্রবণ, হ্রদ,
নদী, সরোবর, খাত, এতৎসমুদায়ই তীর্থভূত ।
তথাপি দেবযাজ্ঞাপ্রসঙ্গে তত্রত্য মুখ্য মুখ্য
তীর্থাদির আমি উল্লেখ করিতেছি । তাহা শ্রবণ
করিয়া আপনি পুষ্পাচরিত শুভাশুভ কর্মকল
হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন । ১—১৯ । নর প্রাতে
গাজোখান করিয়া, শুচি ও প্রযতভাবে বিষ্ণুস্মরণ-
পূর্বক গন্ধাদি তিলাক্ত দ্বারা সৰ্বকামক্রিয়া সমা-
পনান্তে কুর্দসরে স্নান ও ব্রতাচরণ করিবে । জ্যৈষ্ঠে
চৈত্রে বৈশাখে ও আষাঢ়ে এবং শিবরাজিতে দেব-
যাজ্ঞা প্রশস্ত । যে দেবতার সন্নিধানে যে দেবতার
যে তীর্থ, সেই তীর্থে স্নান ও তদেবতার বিধিবৎ
পূজা করিলে সৰ্ব কল লাভ হয় । অতএব সক-
লেরই সৰ্বদা দেবযাজ্ঞা আচরণ করা কর্তব্য । ব্যাস
বলিলেন,—হে তপোধন ! কি প্রকারে দেবযাজ্ঞা
আচরণ করিতে হয়, তৎসমস্ত আমি শুনিতে

শ্রুতম্ । উমামহেশ্বরসংবাদঃ দেবযাত্রাদিকশ্চনু ॥
২৬ ॥ উমোবাচ । প্রভাবঃ কথ্যতাং দেব ক্ষেত্রশাস্ত্র
মহেশ্বর । যানি তীর্থানি বিদ্যন্তে যানি লিঙ্গানি
সন্তি বৈ । তাত্ত্বাদিতো মে ভূমন্তঃ বদন্ত বদন্তাঃ-
বর ॥ ২৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রযত্নেন
প্রভাবং পাপনাশনম্ ॥ ২৮ ॥ ক্ষেত্রমাদ্যঃ মহাদেবি
মমাতীব প্রিয়ং সদা । যত্র শিপ্রা মহাপুণ্যা দিব্যা
নবনদী প্রিয়া ॥ ২৯ ॥ নীলগঙ্গাসঙ্গমঃ চ তথা
গঙ্গবতী নদী । চতশ্রো মে প্রিয়া নদাঃ কুণ্ডতাং
হি শ্রুততে ॥ ৩০ ॥ ঈশ্বরাস্তুরানীতিস্থখাষ্টৌ সন্তি
ভৈরবাঃ । একাদশ তথা রুদ্রা আদিত্যা দ্বাদশ
স্মৃতাঃ ॥ ৩১ ॥ ষড়্ভৈব বিনায়কাস্তর দেবাস্ত
চতুর্কিংশতিঃ । যতোহহমাগতো ভদ্রে মহাকাল-
বনোত্তমে ॥ ৩২ ॥ বিষ্ণুব্রহ্মাদয়ঃ সর্বৈ হৃদৈব
নিহিতাঃ শুভে । দেবৈর্ব্যাগুমিদং ক্ষেত্রং দেবি
যোজনমায়তম্ ॥ ৩৩ ॥ দশ বিষ্ণুঃ সমাখ্যাতা-
ন্তেষাং নামানি মে শৃণু । বাসুদেবো হনস্তশ্চ
বলরামো জনার্দনঃ ॥ ৩৪ ॥ নারায়ণো হৃষীকেশো
বারাহো ধরণীধরঃ । বিষ্ণুর্ভামনরূপেণ শেবশায়ী

ইচ্ছা করি । সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাস !
শ্রবণ করুন,—আমি এক পরম শুভ বিষয়
উমামহেশ্বরসংবাদ দেবযাত্রাদি কথ্যে বলিতেছি ।
উমা বলিলেন,—হে মহেশ্বর ! আপনি এই
অবন্তীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করুন । ঐ
ক্ষেত্রে যাবতীয় তীর্থ ও যাবতীয় লিঙ্গ আছে,
হে বাগ্মিপ্রবর ! আপনি তৎসমস্ত বর্ণন করুন ।
ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! তুমি যত্নপূর্বক ঐ
ক্ষেত্রের পাপনাশন প্রভাব শ্রবণ কর । অবন্তী-
ক্ষেত্র আদ্য ক্ষেত্র ; উহা আমার অতীব প্রিয় । ঐ
স্থানে নদী শিপ্রা বিরাজিতা । ঐ শিপ্রায় নব নদী
মিলিত হইয়াছে । ঐ স্থানে নীলগঙ্গাসঙ্গম, গঙ্গবতী
নদী ও কুণ্ডবতী সঙ্গতা চারিটি আমার প্রিয় নদী
আছে । এবং ঐস্থানে চতুরশীতি লিঙ্গ, অষ্ট ভৈরব,
একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ষট্‌সংখ্যক বিনায়ক,
ও চতুর্কিংশতি দেবী আছেন । হে ভদ্রে !
এই জন্তই আমি মহাকালবনে অবস্থান
করিতেছি । হে দেবি ! ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ
এই স্থানেই অবস্থান করেন । এই ক্ষেত্র
যোজনপরিমাণ আয়ত । এই ক্ষেত্রে দশ
বিষ্ণু প্রসিদ্ধ ; ইহাদের নাম শ্রবণ কর,—বাসু-
দেব, অনন্ত, বলরাম, জনার্দন, নারায়ণ, হৃষীকেশ

শ্রিয়ালয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ দশৈতে বৈকবাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব-
পাপহরাঃ পরাঃ ॥ ৩৬ ॥ উমোবাচ । ভগবন
শ্রোতুমিচ্ছামি দেবানামনুপূর্বতঃ । মহাকালবনে
রম্যো যে বসন্তি সুরেশ্বর ॥ ৩৭ ॥ বিনায়কা
ভৈরবা দেবো য়ে সন্তি পবনাস্বজাঃ । রুদ্রাদি-
তাস্তথা চাত্তে তেষাং নামানি মে বদ ॥ ৩৮ ॥
ঈশ্বর উবাচ । ঋদ্ধিদঃ সিদ্ধিদো নিত্যং কামদো
বৈ গদাধিপঃ । বিষ্মহা চ প্রমোদৌ চ চতুর্ধীরতক-
প্রিয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ ষড়্ভৈতে বৈ সমাখ্যাতা বিঘ্ননাশকরাঃ
পরাঃ । উমা চণ্ডীশ্বরী গৌরী ঋদ্ধিসিদ্ধিপ্রদা
নৃণাম্ ॥ ৪০ ॥ বটযক্ষিণী বীরভদ্রা ইত্যোতাস্তাষ্ট
মাতরঃ ॥ ৪১ ॥ মহামায়া সতী খ্যাতা কপালমাতৃকা
তথা । অদ্বিকা শীতলা চৈব একানংশা চ সিদ্ধিদা ॥
৪২ ॥ ব্রহ্মাণী পার্শ্বভী চৈব যোগিনী যোগশালিনী ।
কোমারী ভগবতী চৈব ষট্‌কৃত্তিকাস্তথৈব চ ॥ ৪৩ ॥
চর্ণটামাতৃকাঃ খ্যাতা বটমাতর এব চ । সরস্বতী
তথা খ্যাতা মহালক্ষ্মী চ বৈ স্মৃতা ॥ ৪৪ ॥ যোগিনী
মাতৃকা খ্যাতা চতুর্ধীরতকঃ স্মৃতাঃ । কালিকা চ
মহাকালী চামুণ্ডা ব্রহ্মচারিণী ॥ ৪৫ ॥ বৈকবী চ
সমাখ্যাতা বারাহী বিদ্যাবাসিনী । অঙ্গা অঙ্গালিকা
চৈব চতুর্কিংশতিকাঃ পরাঃ ॥ ৪৬ ॥ হনুমান্ ব্রহ্মচারী
চ কুমারশ্চ মহাবলী । চহারো বৈ সমাখ্যাতা মধ্য

বরাহ, ধরণীধর, বামনরূপী বিষ্ণু ও লক্ষী-অধিষ্ঠিত
শেবশায়ী । বিষ্ণুর এই দশ মূর্তি সর্বপাপহর ।
২০—৩৬ উমা বলিলেন,—হে ভগবন ! রম্য মহা-
কালবনে যে সকল সুরেশ্বর, বিনায়ক, ভৈরব,
দেবী, পবনাস্বজ, রুদ্র ও আদিত্য আছেন, আমি
আনুপূর্বক্রমে তাঁহাদের নাম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা
করি । ঈশ্বর বলিলেন,—ঋদ্ধিদ ! সিদ্ধিদ, কামদ,
গদাধিপ, বিষ্মহা, প্রমোদৌ ও চতুর্ধীরতাপ্রিয় এই ছয়
দেবতা পরমাবিঘ্ননাশকর । উমা চণ্ডীশ্বরী, গৌরী
নরগণের ঋদ্ধিসিদ্ধিপ্রদা বটযক্ষিণী ও বীরভদ্রা ইহারা
অষ্টমাতৃকা । সতী নামে খ্যাতা মহামায়া, কপাল-
মাতৃকা, অদ্বিকা, শীতলা, একানংশা, সিদ্ধিদা, ব্রহ্মাণী,
পার্শ্বভী, যোগিনী, যোগশালিনী, কোমারী, ভগবতী,
ষট্‌কৃত্তিকা, চর্ণটামাতৃকা, বটমাতৃকা, সরস্বতী,
মহালক্ষ্মী, যোগিনীমাতৃকা, চতুর্ধীরতাপ্রিয়, কালিকা,
মহাকালী, চামুণ্ডা, ব্রহ্মচারিণী, বৈকবী, বারাহী,
বিদ্যাবাসিনী, অঙ্গা, অঙ্গালিকা, ইহার, চতুর্কিংশতি-
সংখ্যক । হনুমান্, ব্রহ্মচারী, কুমার ও মহাবলী
ইহারা পবনাস্বজ বলিয়া আমি কর্তৃক আখ্যাত

তে পবনাজ্ঞাঃ । ৪৭ । দণ্ডপাণিচ বিক্রান্তো । মহাভৈরবসিতাসিতাঃ । বটুকো বালকো নন্দী মটপকাশিতিকোহপরঃ । ৪৮ । কালভৈরবচ বিখ্যাতঃ ক্ষেত্রপালস্তথাষ্টমঃ । অষ্টৈবু ভৈরবাঃ খ্যাতা মহাপাপহরাঃ পরাঃ । কপদী চ কপালী চ কলানাথো রূষাসনঃ । ৪৯ । ত্র্যম্বকঃ শূলপাণিচ চৌরবাসা দিগম্বরঃ । গিরীশঃ কামচারী চ সর্ষঃ সর্ষাঙ্গভূষণঃ । ৫০ । কুদ্রাষ্টৈকাদশ প্রোক্তাঃ শক্র-পক্ষবিনাশনাঃ । অরুণঃ সূর্য্যো বেদাঙ্গো ভানু-রিত্রো রবিরংগমান্ । ৫১ । সুবর্ণরেতাহঃকর্তা মিত্রো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ । ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ সর্ষরোগহরাঃ পরাঃ । ৫২ । অগস্ত্যোশ্বরমুখ্যানাং লিঙ্গানাং চতুরাশিনাম্ । হিমাচলসূত্রে নিত্যং নামানি গদতঃ শৃণু । ৫৩ । অগস্ত্যোশ্বর আখ্যাতো গুহেশ্বরস্ততঃ পরম্ । চুণ্ডেশ্বরস্ততঃ প্রোক্তো ডমরু-কেশ্বরচ ভামিনি । ৫৪ । অনাদিকল্পেশ্বরঃ শম্ভুঃ স্বর্ণজালেশ্বরঃ পরঃ । ত্রিবিষ্টপেশ্বরো দেবঃ কপালে-শ্বরসংজ্ঞকঃ । ৫৫ । কর্কটকেশ্বরঃ শম্ভুঃ সিদ্ধে-শ্বরস্ততঃ পরম্ । স্বর্গদ্বারেশ্বরো কুদ্রো লোকপালে-শ্বরোহপরঃ । ৫৬ । কামেশ্বর ইতি খ্যাতঃ কুটুবে-শ্বরস্ততঃ পরম্ । ইন্দ্রহায়েশ্বরঃ খ্যাত ঈশানেশ-স্ততঃ পরম্ । ৫৭ । অঙ্গরেশ্বর ইতি খ্যাতঃ কলকলেশ্বর এব চ । নাগচণ্ডেশ্বরো দেবো দিবা-

হইয়াছে । দণ্ডপাণি, বিক্রান্ত, মহাভৈরব, সিত অসিত, বটুক, বালক, নন্দী, অপর মট-পকাশী বিখ্যাত কালভৈরব, অষ্ট ক্ষেত্রপাল, মহাপাপহর অষ্টভৈরব, কপদী, কপালী, কলা-নাথ, রূষাসন, ত্র্যম্বক, শূলপাণি, চৌরবাসা, দিগম্বর, গিরিশ, কামচারী, সর্ষাঙ্গভূষণ, ইহার একাদশ কুদ্র নামে বিখ্যাত এবং শক্রপক্ষ-বিনাশক । অরুণ, সূর্য্য, বেদাঙ্গ, ভানু, ইন্দ্র, রবি, অংগমান্, সুবর্ণরেতা, অহঃকর্তা, মিত্র, বিষ্ণু, সনাতন, ইহার দ্বাদশ আদিত্য নামে প্রসিদ্ধ এবং সর্ষপাপহর । হে হিমাচলসূত্রে ! অগস্ত্য-শ্বর লিঙ্গের নিত্য নাম সকল আমি কৌতুহল করিতেছি তুমি শ্রবণ কর,—অগস্ত্যোশ্বর, গুহে-শ্বর, চুণ্ডেশ্বর, ডমরুকেশ্বর, অনাদিকল্পেশ্বর, শম্ভু, স্বর্ণজালেশ্বর, ত্রিবিষ্টপেশ্বর, কপালেশ্বর, কর্কট-কেশ্বর, শম্ভু, সিদ্ধেশ্বর, স্বর্গদ্বারেশ্বর, লোকপালেশ্বর, কামেশ্বর, কুটুবেশ্বর, ইন্দ্রহায়েশ্বর, ঈশানেশ্বর, অঙ্গরে-শ্বর, কলকলেশ্বর, নাগচণ্ডেশ্বর, দিবা পাপহর,

পাপহরোহপরঃ । ৫৮ । প্রতিহারেশ্বরশ্চৈব কুক-টেশস্ততঃ পরম্ । মেঘনাদেশ্বরঃ পুণ্যো মহাকালে-শ্বরঃ পরঃ । ৫৯ । মুক্তেশ্বরঃ সমাখ্যাতঃ সোমেশ্বর-স্ততঃ পরম্ । অনরকেশ্বরো দেবো জটেশ্বরস্ততঃ পরম্ । ৬০ । রামেশ্বরো মহাদেবশ্চাবনেশস্ততঃ পরম্ । অখণ্ডেশঃ সমাখ্যাতঃ পদ্মনেশস্ততঃ স্মৃতঃ । ৬১ । অনন্দেশস্ততঃ প্রোক্তঃ কন্যভেশস্ততঃ পরম্ । ইন্দ্রেশ্বর ইতি খ্যাতো মার্কণ্ডেশস্ততঃ পরঃ । ৬২ । শিবেশ্বর ইতি প্রোক্তঃ কুসুমেশস্ততঃ পরম্ । অকুরেশ ইতি খ্যাতঃ কুণ্ডেশ্বরস্ততঃ পরম্ । ৬৩ । পুষ্পেশ্বরঃ সমাখ্যাতো গজেশ্বরস্ততঃ পরম্ । শূলে-শ্বরেতি বিখ্যাত ওঙ্কারেশস্ততঃ স্মৃতঃ । ৬৪ । কণ্ট-কেশো মহাকুদ্রঃ সিংহেশ্বরস্ততঃ পরম্ । রেবন্তেশ্বরঃ পরো দেবো ঘণ্টেশ্বরপূরঃসরঃ । ৬৫ । প্রয়াগেশ্বরো মহাদেবঃ সিদ্ধেশ্বরস্ততঃ পরম্ । মাতঙ্গেশ্বরঃ পরো দেবঃ সৌভাগ্যেশস্ততো বরঃ । ৬৬ । রূপেশ্বরেতি বিখ্যাতো ব্রহ্মেশ্বরস্ততঃ পরম্ । জম্বেশ্বরস্ততো দেবঃ কেদারেশ্বর এব চ । ৬৭ । পিশাচেশ্বরশম্ভুচ সঙ্গমেশস্ততঃ পরঃ । তুর্দর্শেশচ বিখ্যাতচণ্ডাদিত্যে-শ্বরস্ততঃ । ৬৮ । করভেশ্বরঃ পরঃ প্রোক্তো রাজহুলেশ্বরঃ শিবঃ । বড়লেশ্বরস্ততঃ প্রোক্তো হরুণেশস্ততঃ স্মৃতঃ । ৬৯ । পুষ্পদন্তেশ্বরো দেবো

প্রতিহারেশ্বর, কুকটেশ্বর, মেঘনাদেশ্বর, মহাকালে-শ্বর, মুক্তেশ্বর, সোমেশ্বর, অনরকেশ্বর, জটেশ্বর, অনন্তর রামেশ্বর, তৎপশ্চাৎ চাবনেশ্বর, অতঃপর অমমণ্ডেশ, তদনন্তর পদ্মনেশ, অনন্তর আনন্দেশ, তৎপশ্চাৎ কন্যভেশ, তৎপশ্চাৎ ইন্দ্রেশ্বর, তৎ-পশ্চাৎ মার্কণ্ডেশ, তৎপশ্চাৎ শিবেশ্বর, তৎপশ্চাৎ কুসুমেশ, তৎপশ্চাৎ অকুরেশ, তৎপশ্চাৎ কুণ্ডে-শ্বর, তৎপশ্চাৎ লুপ্তেশ্বর, তৎপশ্চাৎ গজেশ্বর, তৎপশ্চাৎ শূলেশ্বর, তৎপশ্চাৎ ওঙ্কারেশ্বর, তৎ-পশ্চাৎ কণ্টকেশ, তৎপশ্চাৎ সিংহেশ্বর, তৎপশ্চাৎ রেবন্তেশ্বর, তৎপশ্চাৎ ঘণ্টেশ্বর, তৎপশ্চাৎ প্রয়াগে-শ্বর, তৎপশ্চাৎ সিদ্ধেশ্বর, তৎপশ্চাৎ মাতঙ্গেশ্বর, তৎপশ্চাৎ সৌভাগ্যেশ্বর, তৎপশ্চাৎ রূপেশ্বর, তৎপশ্চাৎ ব্রহ্মেশ্বর, তৎপশ্চাৎ জম্বেশ্বর, তৎ-পশ্চাৎ কেদারেশ্বর, তৎপশ্চাৎ পিশাচেশ্বর, তৎ-পশ্চাৎ সঙ্গমেশ্বর, তৎপশ্চাৎ তুর্দর্শেশ, তৎপশ্চাৎ চণ্ডাদিত্যেশ্বর, তৎপশ্চাৎ করভেশ্বর, তৎপশ্চাৎ রাজহুলেশ্বর, তৎপশ্চাৎ বড়লেশ্বর, তৎপশ্চাৎ হরুণেশ, তৎপশ্চাৎ পুষ্পদন্তেশ, তৎপশ্চাৎ

অবিমুক্তেশ্বরস্ততঃ। ইন্দ্ৰমন্ত্রেণরো দেবো বিম্বে-
 শ্বরস্ততঃ পরম্ । ১০ । অগ্নেশ্বর ইতি খ্যাতঃ
 সিন্ধেশ্বরস্ততঃ পরঃ । নীলকণ্ঠেশ্বরো দেবঃ স্বাবরেশ-
 ততঃ পরম্ । ১১ । কামেশ্বর ইতি প্রোক্তঃ প্রতি-
 হারেশ্বরস্ততঃ । পশুপতীশ্বরঃ প্রোক্তো বিম্বেশ্বর-
 ততঃ পরঃ । স্বর্ণজালেশ্বরঃ প্রোক্তো মনঃকামেশ্বর-
 । ১২ । তুর্কাসেশ্বরনামাসৌ নাগচণ্ডেশ্বর-
 ততঃ । ঋগ্বেদশচ বিখ্যাতো ব্রহ্মেশ্বরস্ততঃ পরম্
 ১৩ । পাতালেশ্বর আখ্যাতো শুভেশ্বরস্ততঃ পরঃ
 কপিলেশ্বর ইত্যখ্যো যোগযোগেশ্বরঃ পরঃ । ১৪
 ভীমেশ্বরেতি বিখ্যাতো ধনুঃসহস্রাভিধঃ পরঃ
 অগ্নীশ্বরঃ পরঃ প্রোক্তো দেবেশ্বরস্ততঃ পরঃ । ১৫
 দ্বাদশার্কঃ সমাখ্যাতো দশাধর্মেশ্বরেণ । গদা-
 ধরেশ্বরঃ খ্যাতো বৈজনাথেন শঙ্করাট্ । ১৬ ।
 সোমনাথেশ্বরঃ খ্যাতো ধুম্রেশ্বরস্ততঃ পরঃ । ভীম-
 শঙ্কর ইত্যখ্যো ঘণ্টেশ্বরস্ততঃ পরঃ । ১৭ । উষ-
 রেণ্বরসংজ্ঞশ্চ চন্দ্রাদিত্যেশ্বরঃ পরঃ । কেশবাকঃ
 সমাখ্যাতঃ শক্তিভেদেশ্বরঃ পরঃ । ১৮ । রামেশ্বরঃ
 পরো দেবো বাম্নীকেশ্বরশঙ্করঃ । জালেশ্বরঃ শিবঃ
 প্রোক্তো হৃদয়েশ্বরস্ততঃ পরঃ । ১৯ । বিম্বহস্তে-
 শ্বরঃ প্রোক্তশ্চক্লেশ্বরস্ততঃ পরঃ । পুরুষো-
 ত্তমেতি বিখ্যাতো বীরেশ্বরস্ততঃ পরঃ । ২০ ।

অবিমুক্তেশ্বর, তৎপশ্চাৎ ইন্দ্ৰমন্ত্রেণরো, তৎপশ্চাৎ
 বিম্বেশ্বর তৎপশ্চাৎ অগ্নেশ্বর, তৎপশ্চাৎ সিন্ধেশ্বর,
 তৎপশ্চাৎ নীলকণ্ঠেশ্বর, তৎপশ্চাৎ স্বাবরেশ,
 তৎপশ্চাৎ কামেশ্বর, তৎপশ্চাৎ প্রতিহারেশ্বর, তৎ-
 পশ্চাৎ পশুপতীশ্বর, তৎপশ্চাৎ বীরেশ্বর, তৎপশ্চাৎ
 স্বর্ণজালেশ্বর, তৎপশ্চাৎ মনঃকামেশ্বর, তৎপশ্চাৎ
 তুর্কাসেশ্বর, তৎপশ্চাৎ নাগচণ্ডেশ্বর, তৎপশ্চাৎ
 ঋগ্বেদেশ্বর, তৎপশ্চাৎ ব্রহ্মেশ্বর, তৎপশ্চাৎ পাতালে-
 শ্বর, তৎপশ্চাৎ শুভেশ্বর, তৎপশ্চাৎ কপিলেশ্বর,
 তৎপশ্চাৎ যোগেশ্বর, তৎপশ্চাৎ ভীমেশ্বর, তৎ-
 পশ্চাৎ ধনুঃসহস্রাভিধ, তৎপশ্চাৎ অগ্নীশ্বর, তৎ-
 পশ্চাৎ দেবেশ্বর, তৎপশ্চাৎ দ্বাদশার্ক, তৎপশ্চাৎ
 দশাধর্মেশ্বরেণ, তৎপশ্চাৎ গদাধরেশ্বর, তৎ-
 পশ্চাৎ বৈজনাথ শঙ্করাট্, তৎপশ্চাৎ সোমনাথে-
 শ্বর, তৎপশ্চাৎ ধুম্রেশ্বর, তৎপশ্চাৎ ভীমশঙ্কর,
 তৎপশ্চাৎ ঘণ্টেশ্বর, তৎপশ্চাৎ উষরেণ্বর, ও
 তৎপশ্চাৎ চন্দ্রাদিত্যেশ্বর দর্শন করা কর্তব্য ।
 এইরূপ পরে পরে কেশবাক, শক্তিভেদেশ্বর,
 রামেশ্বর, বাম্নীকেশ্বর, জালেশ্বর, অন্তরেণ্বর,

কর্ণেশ্বরশচ বিখ্যাতঃ পৃথুশ্চেশ্বরস্ততঃ পরম্ ।
 আনন্দেশশচ বিখ্যাতঃ কোটেশ্বরস্ততঃ পরঃ । ২১ ।
 অবিমুক্তেশ্বরঃ প্রোক্তো ইন্দ্ৰমন্ত্রেণরো পরঃ ।
 বিম্বেশ্বরেতি বিখ্যাতশ্চক্লেশ্বরস্ততঃ পরঃ । ২২ ।
 বিন্দুশ্চেশ্বরঃ বিখ্যাতো বাম্নীকেশ্বরসংজ্ঞকঃ ।
 বৃহস্পতীশ্বরো দেবো হংসখ্যাতেশ্বরস্ততঃ । ২৩ ।
 যানি কানি চ তীর্থানি তানি লিঙ্গানি সন্তম ।
 তিষ্ঠন্তি তত্র পুণ্যানি তানি বন্দ্যানি সর্বশঃ । ২৪ ।
 চত্বারো বিদিতাঃ সর্বে দ্বারপালা মহাত্মভিঃ ।
 পিঙ্গলেশ্বরেতি চ খ্যাতঃ পূর্বদ্বারে দ্বিজোত্তম ।
 ২৫ । দক্ষিণে চ তথা দ্বারে কাশ্যবরোহণেশ্বরঃ ।
 বিশ্বকেশ্বরেতি বিখ্যাতঃ পশ্চিমদ্বারমাশ্রিতঃ । ২৬ ।
 দর্দুরেশ্বরস্ততঃ প্রোক্তো দ্বারে চোত্তরসংজ্ঞকে ।
 এতে চাত্তে চ বহুবো লিঙ্গাখ্যাস্তিভুবনেশ্বরঃ ।
 ২৭ । মহাকালবনে রম্যো সমাখ্যাতা হি পাবনাঃ ।
 ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ । ২৮ ।
 মহাকালবনে ব্যাসং লিঙ্গসংখ্যা ন বিদ্যতে ।
 তথাপি চ প্রধানেন ময়াত্র পরিকীর্তিতাঃ । ২৯ ।
 যত্র দেবস্ত যতীর্থঃ তত্রায়া পরিকীর্তিতম্ ।
 তত্রা দ্বা চ তদানং ততীর্থস্ত কলং লভেৎ ।
 ৩০ । তথা নবগ্রহাঃ পুণ্যাঃ সমাখ্যাতাঃ পুরানঘ ।

বিম্বহস্তেশ্বর, চক্লেশ্বর, পুরুষোত্তম, বীরেশ্বর,
 কর্ণেশ্বর, পৃথুশ্চেশ্বর, আনন্দেশ্বর, কোটেশ্বর, অবি-
 মুক্তেশ্বর, ইন্দ্ৰমন্ত্রেণরো, বিম্বেশ্বর, চক্লেশ্বর,
 বিন্দুশ্চেশ্বর, বাম্নীকেশ্বর, বৃহস্পতীশ্বর ও অসংখ্যা-
 তেশ্বর শিব বিরাজিত । ৩১-৩২। যে কোন তীর্থ বা
 যে কোন লিঙ্গ যেখানে আছে, তৎসমস্তই
 পুণ্য ও বন্দনীয় । প্রত্যেক তীর্থমন্দিরে চারিজন
 করিয়া দ্বারপাল থাকেন । হে দ্বিজোত্তম ! পূর্ব-
 দ্বারে পিঙ্গলেশ্বর, দক্ষিণদ্বারে কাশ্যবরোহণেশ্বর,
 পশ্চিমদ্বারে বিশ্বকেশ্বর এবং উত্তরদ্বারে দর্দুরে-
 শ্বর দেব অবস্থান করেন । এতদ্ব্যতীত অস্তান্ত
 বহু ত্রিভুবনেশ্বর লিঙ্গ এই রম্য মহাকালবনে অব-
 স্থিত । মহাকালবনে ষষ্টিকোটিসহস্র ও ষষ্টি
 কোটিশত লিঙ্গ অবস্থিত । কলতঃ এই স্থানে
 কত লিঙ্গ আছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই । আমি
 প্রধান প্রধান লিঙ্গেরই উল্লেখ করিলাম । যে
 দেবতার যে তীর্থ, তাহার তীর্থই নামে বিখ্যাত ।
 মানব তীর্থে স্নান ও দান করিয়া নির্দিষ্ট কল
 লাভ করিয়া থাকে । হে অনঘ ! পূর্বে এই বনে
 নবগ্রহগণ প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাহাদের পুণ্য-

তেষাং নামানি পুণ্যানি তীর্থানি চ তথা শৃণু ।
১১ । নরাদিত্য ইতি ধাতঃ সোমেশ্বরস্ততঃ পরঃ ।
মঙ্গলেশ্বরঃ সমাখ্যাতো বুধেশ্বরস্ততঃ পরম্ ॥ ১২ ॥
বৃহস্পতীশ্বরঃ প্রোক্তস্তথা শুক্রেশ্বরঃ শিবঃ ।
হাবরেশ্বরো মহাদেবঃ সমাখ্যাতো মুনীশ্বরৈঃ ॥ ১৩ ॥
ব্রাহ্মকেতু সমাখ্যাতো তেষাং তীর্থানি স্তম ।
তস্তীর্থেষু নরৈঃ স্নাত্বা সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৪ ॥
গ্রহা রাজ্যং প্রযচ্ছন্তি গ্রহা রাজ্যং হরন্তি চ ।
গ্রহৈশ্চ ব্যাপিতঃ সৰ্বঃ জৈলোক্যঃ সচরাচরম্ ॥
১৫ ॥ গ্রহতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গ্রহাণামর্চনং চরেৎ
ন তস্ত গ্রহপীড়া বৈ বাধতে হি কদাচন ॥ ১৬ ॥
এবং ব্যাস সমাখ্যাতা যয়া দেবাশ্চ তীর্থকাঃ ।
যাজ্ঞা পুণ্যতরা শ্রেষ্ঠা পবিজ্ঞা পাপনাশিনী ॥ ১৭ ॥
গ্রহপীড়ানু চোগ্রাশু দারিড্র্যে ঘোরসঙ্কটে ।
তেষাম্ভরণার্থায় দেবযাজ্ঞা প্রকীর্তিতা ॥ ১৮ ॥
ক্ষেত্রস্তাস্তগৃহীঃ নিত্যং যে কুর্ক্বন্তি নরোত্তমাঃ ।
ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিল্লিখু লোকেষু বিদ্যতে ॥
১৯ ॥ অপুত্রো লভতে পুত্রং নিষর্নো ধনমাপুয়াৎ ।
বিদ্যাবান্ জায়তে বিপ্রঃ কত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ ॥
১০০ ॥ অক্ষয়া সন্ততিস্তস্ত শিবলোকে
মহীয়তে ॥ ১০১ ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবতস্য দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।
কাদিকথনং নাম সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

ময় নামে যে সকল পুণ্যতীর্থ প্রসিদ্ধি লাভ
করিয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন ; যথা,—নরাদিত্য,
সোমেশ্বর, মঙ্গলেশ্বর, বুধেশ্বর, বৃহস্পতীশ্বর,
শুক্রেশ্বর, হাবরেশ্বর, মুনীশ্বর, ব্রাহ্ম, কেতু ও
তন্মামক তীর্থ, এই সকল তীর্থে নর স্নান করিয়া
সৰ্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। গ্রহগণ
রাজ্য দান করেন ; আবার রাজ্য হরণও করিয়া
থাকেন। এই সচরাচর জৈলোক্য গ্রহগণ ব্যাপিয়া
আছেন। নর গ্রহতীর্থে স্নান করিয়া গ্রহগণের
অর্চনা করিবে। একরূপ করিলে তাহার কদাচ
গ্রহপীড়া সঙ্ঘটিত হয় না। হে ব্যাসদেব ! এই
আমি আপনার নিকট দেবতা ও তীর্থের কথা বর্ণন
করিলাম। দেবযাজ্ঞাও পরম পবিজ্ঞা ও পাপ-
নাশিনী। ভয়ানক গ্রহপীড়া, দারিড্র্য, ও ঘোরসঙ্কটে
নরগণের উদ্ধারের নিমিত্ত দেবযাজ্ঞা কীর্তিত হয়।
যে সকল শ্রেষ্ঠ মানব ক্ষেত্রমধ্যে পুরোক্তরূপ যাজ্ঞা
করে, জৈলোক্যে তাহাদের কিছুই অভাব থাকে
না ;—অপুত্র পুত্র, নির্ধন ধন, বিপ্র বিদ্যা ও

একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ। ভগবন্ ভবতা সৰ্বং কথিতং
দেবমুর্ত্তিনা। অবন্তীতীর্থমাশ্রম্য পবিত্রং বেদ-
সম্মতম্ ॥ ১ ॥ ভূয়স্তু শ্রোতুমিচ্ছামি বন্তো ব্রহ্মবিদাঃ
বর। মহাকালবনে রম্যে অবস্ত্যাং ভূবি স্তম ।
তীর্থানি কতিসংখ্যানি বিদ্যাস্তে হত্র শ্রুতত ॥ ২ ॥
সনৎকুমার উবাচ। শ্রয়তাং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠ কথাং
পাপহরাং পরাম্ ॥ ৩ ॥ উমামহেশ্বরসংবাদং নারদস্ত
চ ধীমতঃ। নারদেন পুরা পৃষ্ঠং প্রশ্নমেতদ্বিজোত্তম ॥
৪ ॥ নারদ উবাচ। ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি
মহাকালবনে শুভে। তীর্থানি যানি বর্তন্তে তানি
নো বদ বিস্তরাৎ ॥ ৫ ॥ ইতি পৃষ্ঠস্তদা বিপ্র
নারদেন পুরানম্। উবাচ প্লক্ষয়া বাচা উময়া
সহিতো হরঃ ॥ ৬ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। শৃণু
ভো ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাকালবনে শুভে। তীর্থানি
যানি ত্রিষ্ঠন্তি তানি বক্ষ্যামি শ্রুতত ॥ ৭ ॥
পুষ্করাদ্যানি তীর্থানি যানি কানি মহীতলে।
তানি সৰ্বাণি বর্তন্তে মহাকালবনোত্তমে ॥ ৮ ॥

কত্রিয় বিজয়লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের
সন্ততিগণ শিবলোকে পূজিত হয় ॥ ৭০ ৮১—১০১ ॥

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

একসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—হে ভগবন্ দেবমুর্র্তে ! আপনি
বেদ-সম্মত পবিত্র অবন্তীতীর্থ-মাশ্রম্য কীর্তন
করিয়াছেন ; কিন্তু আমি পুনরায় আপনার প্রমুখাৎ
তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে শ্রুত ! রম্য
মহাকালবনস্থিত অবন্তী নগরীতে কতিসংখ্যক
তীর্থ বিদ্যমান আছে, তাহা আপনি বলুন। সনৎ-
কুমার বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! ভবৎপৃষ্ঠে তাপ-
হারিণী কথা শ্রবণ করুন। এই কথা উমেশ উমাকে
বলিয়াছিলেন। হে দ্বিজোত্তম ! বিষয়ে কথা দেবর্ষি
নারদ তাহাদের নিকট এইরূপে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—
হে ভগবন্ ! মঙ্গলময় মহাকালবনে যে সকল তীর্থ
আছে, তাহা আপনি বিস্তৃতরূপে বর্ণন করুন ;
শুনিতে ইচ্ছা করি। পূর্বে নারদ কর্তৃক পৃষ্ঠ
হইয়া ভগবান্ হর ভগবতীর সহিত মধুর বাক্যে
এই কথা বলিয়াছিলেন,—হে ঋষিশ্রেষ্ঠ ! শুভ
মহাকালবনে যতগুলি তীর্থ আছে, আমি তাহা

অসংখ্যাতসংখ্যানি কোটিকোটীনি সত্তম । রুদ্রসরে
নিমজ্জন্তি কোটিতীর্থঃ তথোচ্যতে ॥ ১০ ॥ নীহার-
কণিকাবৃষ্টিঃ গিরৌ বর্ষন্তি কিররাঃ । হেমন্তে চৈব
বৃষ্ণন্তে তীর্থে পৈশাচমোচনে ॥ ১০ ॥ ন হি
সংখ্যা বিজানামি তীর্থানি ভুবি সত্তম । কিমন্তি
সন্তি তীর্থানি লিঙ্গানি চ তথৈব চ ॥ ১১ ॥
তথাপি চ প্রযাত্তেন কথয়িষ্যামি সত্তম । সংবৎসরস্ত
যাবন্তি অহানি চ দ্বিজোত্তম ॥ ১২ ॥ তাবন্তি
প্রাপনীযানি প্রসিদ্ধানি পরস্তপ । বৎসরে পরিপূর্ণে
চ জায়তেহবন্তিযাত্রিকা ॥ ১৩ ॥ বিধিবৎকুরুতে
যত্র সাক্ষাৎ শঙ্কুর্ভবেচ্চ সং । যবন্তরসহস্রেষু
কাশীবাসে চ যৎকলম্ ॥ ১৪ ॥ তৎকলং জায়তে-
হবন্ত্যাং বৈশাখে পঞ্চতির্দিনৈঃ । অবন্তীযাত্রা

কৌর্জন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন । মহৌতলে
পুষ্করাদি যাবতীয় তীর্থ বিদ্যমান আছে, তাবৎ-
সংখ্যক তীর্থই মহাকালবনে বিরাজিত । অসংখ্য
সহস্র ও কোটি কোটি তীর্থ তত্রত্য রুদ্রসরে নিম-
জ্জিত আছে, এই জন্তই ঐ তীর্থের নাম কোটিতীর্থ
হইয়াছে । হেমন্তকালে পৈশাচমোচন তীর্থে কিরর-
গণ নীহার-কণিকা বৃষ্টি করিয়া থাকে, ইহা দেখা যায় ।
হে সত্তম ! পৃথিবীতে তীর্থ ও লিঙ্গ যে কত আছে,
তাহার সংখ্যা আমি জানি না । তথাপি প্রধান
প্রধান তীর্থ ও লিঙ্গের বিবরণ কৌর্জন করি-
তেছি । হে দ্বিজোত্তম ! বৎসর মধ্যে যত দিন
আছে, অবন্তীক্ষেত্রে গমন করিতে করিতে ততদিন
অতিবাহিত করা কর্তব্য । বৎসর পূর্ণ হইলে
অবন্তীযাত্রা সম্পন্ন হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি বিধি-
পূর্বক অবন্তীযাত্রা করে, সে সাক্ষাৎ শঙ্কু হইয়া
থাকে । সহস্র যবন্তরকাল কাশীবাস করিলে যে ফল
হয়, বৈশাখ মাসে অবন্তীতে পাঁচদিন মাত্র স্নান

কর্তব্য প্রযত্নেন যুযুক্ষা ॥ ১৫ ॥ মাধবেহপি
বিশেষেণ হবন্তীস্নানমাচরেৎ । যো হি বৈশাখমাসাদ্য
অবন্ত্যাং ব্যাস মানবঃ ॥ ১৬ ॥ সংবৎসরত্রতৌ
স্নাত্তৌর্থেতৌর্থে যথাবিধি । দদ্যা দানানি সর্গানি
সমূলং ফলমগ্নুতে ॥ ১৭ ॥ ভুক্তা ভোগান
অবিপুলান শিবলোকে মহীয়তে ॥ ১৮ ॥ মাহাত্ম্য-
মেতচ্ছিবভক্তিবর্দ্ধনঃ যশস্করং পুণ্যবিবর্দ্ধনঃ চ ।
যঃ শ্রাবয়েদ্বা শৃণুয়াচ্চ ভক্ত্যা কুলং সমুদ্ভূত্যা হরেঃ
পদং ব্রজেৎ ॥ ১৯ ॥

ইতি জীকান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্রাং

সংহিতায়াং পঞ্চম আবন্ত্যখণ্ডেহবন্তী-

ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে ব্যাসসনৎকুমার-

সংবাদেহবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্য-

বর্ণনং নামৈকসপ্ততিতমো-

অধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

করিলে তৎকল হইয়া থাকে । যুযুক্ষ ব্যক্তি যত্ন-
সহকারে অবন্তীযাত্রা করিবে । মধু-মাসে অবন্তী-
স্নান অবশ্য কর্তব্য । যে মানব বৈশাখ মাসে
অবন্তীক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া সংবৎসর যাবৎ তীর্থে
স্নান করিয়া বেড়ায় এবং যথাবিধি দান
করে, তাহার অশেষ ফল লাভ হইয়া থাকে ।
সে ঐ কন্মের ফলে বিপুল ভোগ ভোগ
করিয়া শিবলোকে পূজিত হয় । যে মানব
পুণ্যবিবর্দ্ধন যশস্কর এই শিবভক্তি-মাহাত্ম্য শ্রবণ
করে, বা শ্রবণ করায়, সে নিজ কুল উদ্ধার
করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় । ১—১৯ ।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭১ ।

চতুৰ্ণীতিলিঙ্গ-মাহাত্ম্য

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

উমোবাচ । পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যাশ্চ সন্নি-
স্তথা । কথ্যস্তাং তানি যত্নেন শ্রদ্ধাং যেষু প্রদীয়তে ।
১ । ঈশ্বর উবাচ । অস্তি লোকেষু বিখ্যাতা
গঙ্গা ত্রিপথগামিনী । সেবিতা দেবগন্ধর্বৈশ্বনিভিষ্চ
নিষেবিতা । ২ । তপনস্ত স্মৃতা দেবৌ যমুনা
লোকপাবনৌ । পিতৃণাং বল্লভা দেবি মহাপাতক-
হারিণী । ৩ । চল্লভাগা বিতস্তা চ নৰ্ম্মদামর-
কটকে । কুরুক্ষেত্রং গয়া দেবি প্রভাসং নৈমি-
ত্থা । ৪ । কেশরং পুষ্করঞ্চৈব তথা কায়াবরো-
হণম্ । তথা পুণ্ড্রীকং দেবি মহাকালবনং শুভম্ ।
৫ । যজ্ঞান্তে ত্রীমহাকালঃ পাপেদ্ধনহতাশনঃ ।
ক্ষেত্রং যোজনপৰ্য্যন্তং ব্রহ্মহত্যা-বিনাশনম্ । ৬ ।
ভুক্তিদং মুক্তিদং ক্ষেত্রং কলিকল্পনাশনম্ ।

প্রথম অধ্যায়

উমা বলিলেন,—হে দেব! পৃথিবীতে যে
সকল তীর্থ ও নদী আছে,—যে সকল স্থানে
শ্রদ্ধা প্রদত্ত হয়, আপনি যত্ন সহকারে তৎসমুদয়
কীৰ্ত্তন করুন । ঈশ্বর বলিলেন,—এই লোকে
ত্রিপথগামিনী গঙ্গা নামে এক নদী আছে । ঐ
নদী দেব, গন্ধৰ্ব ও মনিগণ কর্তৃক সেবিত । তপন-
নন্দিনী লোকপাবনৌ দেবী যমুনা পিতৃগণের বল্লভা
এবং মহাপাতকহারিণী । হে দেবি! চল্লভাগা,
বিতস্তা, অমরকটকস্থ নৰ্ম্মদা, কুরুক্ষেত্র গয়া,
প্রভাস, নৈমিষ, কেশর, পুষ্কর, কায়াবরোহণ ও
মহাকালবন—এ সমুদয় স্থানই মঙ্গলদায়ক । এই
মহাকালবনে পাপ-ইক্ষনের হতাশন স্বরূপ ত্রী-
মহাকাল বিরাজিত । ঐ ক্ষেত্র যোজনপরিমিত,
ব্রহ্মহত্যা-বিনাশন, ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ, কলিকল্প

প্রলয়েহপ্যক্ষয়ং দেবি দুষ্প্রাপ্যং ত্রিদশৈরপি । ৭
উমোবাচ । প্রভাবঃ কথ্যতাং দেব ক্ষেত্রস্তাং
মহেশ্বর । ৮ । যানি তীর্থানি বন্দ্যানি যানি লিঙ্গানি
সন্তি বৈ । তান্নহং শ্রোতুমিচ্ছামি পরং কোতুহল
হি মে । ৯ । ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রসক্তো
প্রভাবঃ পাপনাশনম্ । ক্ষেত্রমাদ্যং মহাদে
মমাতীব প্রিয়ং সদা । ১০ । যজ্ঞান্তি চ মহাপুণ
সৰ্পপাপহরা পরা । তথা গন্ধবতী পুণ্যা দিব্যা
নবনদী প্রিয়া । ১১ । নীলগঙ্গা চতুর্থী তু শ্রেষ্ঠ
নদ্যঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । আসাং তু সঙ্গমে শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা
যঃ কুরুতে নরঃ । ১২ । গঙ্গায়ান্নিগুণং দেবি চতু-
র্দগ্ধলপ্রদম্ । ক্ষেত্রং যোজনপৰ্য্যন্তমবস্ত্য বিদ্বি
শুভতে । ১৩ । সিদ্ধালিঙ্গানি তিষ্ঠন্তি ভুক্তিমুক্তি-

নাশন, প্রলয়কালেও অক্ষয় এবং দেবগণেরও
দুষ্প্রাপ্য । উমা বলিলেন,—হে মহেশ্বর! ঐ
তীর্থের প্রভাব এবং ঐ স্থানে যে যে তীর্থ ও
লিঙ্গ বন্দনীয় তাহা আপনি কীৰ্ত্তন করুন, শ্রবণ
করিবার নিমিত্ত আমার পরম কোতুহল জন্মিয়াছে ।
ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! ঐ ক্ষেত্রের পাপনাশন
প্রভাব শ্রবণ কর । ঐ ক্ষেত্র আমার অত্যন্ত
প্রিয় এবং উহা আদ্য ক্ষেত্র । ১১-১০ । ঐ ক্ষেত্রে মহা-
পুণ্যা সৰ্পপাপহরা গন্ধবতী নদী ও দিব্যা নবনদী
বিরাজিত । ঐ নবনদী নদী সকলের মধ্যে
শ্রেষ্ঠা । ইহাদের মধ্যে নীলগঙ্গা চতুর্থী । যে
নর ইহাদের সঙ্গমে শ্রদ্ধা করিয়া শ্রদ্ধা করে,
তাঁহার প্রদত্ত ঐ শ্রদ্ধা গয়াপ্রদত্ত শ্রদ্ধাপেকা
তিনগুণ অধিক পুণ্যদায়ক ও চতুর্দগ্ধলপ্রদ । হে
শুভতে অবস্থীক্ষেত্র যোজন পরিমিত । ঐ স্থানে
ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ সিদ্ধ লিঙ্গ সকল, চতুৰ্ণীতি

করাণি চ । ঈশ্বরাস্তুরাশীতিস্তথাষ্টৌ সন্তি
ভৈরবাঃ । ১৪ । একাদশ তথা ক্রদ্রা আদিত্যা
দ্বাদশ স্মৃতাঃ । যদুর্ভব বিনায়কাস্তাশ্চ চতুর্দ্বিংশতি-
মাতরঃ । ১৫ । যদাহং গতবাংস্তাশ্চ মহাকালবনে
শুভে । ব্রহ্মবিষ্ণুদ্বয়ঃ সর্বে তত্রাজগুর্মুদাধিতাঃ
১৬ । এতিব্যাপ্তঃ ক্ষেত্রমিদং দেবি যোজনমায়তম্
দশস্থানগতো বিষ্ণুঃ সর্বপাপপ্রণাশনঃ । ১৭
এতন্নামানি যোহধীতে প্রভাতে ভক্তিতঃ পুমান্
বিমুক্তঃ সর্বপাপৈশ্চ ক্রদ্রলোকং স গচ্ছতি । ১৮
উমোবাচ । চতুরাশীতিলিঙ্গানি ত্রয়োক্তানীহ যানি
তু । তানি বিস্তরতো ক্রাহ সর্বপাপহরাণি তু ।
১৯ । হর উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তেষাং
নামানি যানি চ । খাতং পৃথিব্যাং প্রথমমগস্ত্য-
শ্বরমুত্তমম্ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ কৃতকৃত্যো নরো
ভবেৎ । ২০ । উমোবাচ । অগস্ত্যশ্বরনামেহ
কথং লক্ষ্যমেনৈ বৈ । কস্মিন স্থানে কথং জ্ঞানং
বিস্তরাযুক্তমহীসি । ২১ । হর উবাচ । শৃণু দেবি
মহাভাগে কথামস্ত পরাতনৌম্ । সর্বপাপপ্রশমনী

দেবতা! অষ্ট ভৈরব, একাদশ ক্রদ্র, দ্বাদশ আদিত্য,
ষট্ বিনায়ক, এবং চতুর্দ্বিংশতি মাতৃক বিদ্যমান
হিস্থাছেন। হে শুভে! আমি যখন মহাকালবনে
গমন করি, তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ
মুদাধিত হইয়া ঐ স্থানে আগমন করেন।
যোজন-পরিমিত ঐ ক্ষেত্র ইহারাই পরিব্যাপ্ত
করেন। সর্বপাপপ্রণাশন বিষ্ণু দশস্থানগত।
যে ব্যক্তি প্রভাতে ঐ সকল নাম ভক্তিপূর্বক
পাঠ করে, সে সর্বপাপমুক্ত হইয়া ক্রদ্রলোকে
গমন করে। উমা বলিলেন,—আপনি যে ঐ
ভীষণ চতুরাশীতি লিঙ্গের কথা বলিলেন,—তাহা
বিস্তৃতরূপে বলুন, আমি ঐ সকল সর্বপাপহর
লিঙ্গের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। হর বলি-
লেন,—হে দেবি! ঐ সকল লিঙ্গের নাম আমি
কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ এই
পৃথিবীতে অগস্ত্যশ্বর নামক উত্তম লিঙ্গ প্রসিদ্ধি
লাভ করেন। তাঁহার দর্শনমাত্রে নর কৃতকৃত্য
হয়। উমা বলিলেন,—হে দেব! কি প্রকারে
এই লিঙ্গ অগস্ত্যশ্বর নাম প্রাপ্ত হইলেন? এবং
কোন স্থানে বা কি প্রকারে এই লিঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন?
তাহা আপনি বিস্তৃতরূপে বলুন। হর বলি-
লেন,—হে দেবি! মহাভাগে! ইহার পুরাতনী
কথা শ্রবণ কর। এই কথা সর্বপাপপ্রশমনী এবং

সমীহিতকলপ্রদাম্ । ২২ । পুরানুরৈর্জিতা দেবা
নিক্রুৎসাহাশ্চ তে ততঃ । ত্রাগাশ্চৈব জহাঃ সর্বে
নিরাশাঃ পিতরঃ ক্রতাঃ । ত্র ঈশ্বর্যাস্তদা দেবি
চেকর্দ্দেবা মহীন্দ্রে । ২৩ । ততঃ কদাচিত্তে দীন্য
দৌপ্তমাদিত্যাবর্চসম্ । দদুস্তেজসা যুক্ত-
মগস্ত্যঃ বিপুলব্রতম্ । ২৪ । অভিবাদ্য ততো দেবা
দৃষ্টা তং তেজসা ব্রতম্ । ইদমুচুর্মহাত্মানমগস্ত্যঃ
লোকবিশ্রুতম্ । ২৫ । দানবৈর্নির্জিতা যুদ্ধে সর্বে
স্বর্গাচ্চ পাতিতাঃ । ততশ্চ নো ভয়াস্তীরাভ্রায়শ্চ
মুনিপুঙ্গব । ২৬ । ইত্যুক্তঃ স তদা দৈবৈরগস্ত্যঃ
কুপিতোহভবৎ । প্রজজ্ঞান চ তেজস্বী কালাগ্নি-
রিব সংক্ষয়ে । ২৭ । তদা দৌপ্তাঃশুজালেন নির্দ্বন্দ্বা
দানবাস্তথা । অন্তরিক্কাশ্বদেবি পতিতাশ্চ সহস্রশঃ ।
২৮ । দহমানাস্ততো দৈত্যাস্তস্তাগস্ত্যস্ত তেজসা ।
স্বেষ্ট দানবাঃ সশ্বে পাতালং ব্রহ্মজুর্ভয়াৎ । ২৯ ।
ততোহগস্ত্যো মন হাত্মা বৈ তাহ্মা শোকমুর্চ্ছিতঃ ।
বভূবাতিশয়ং চাটৌ চিন্তয়োদ্বিগ্ধমানসঃ । ৩০ । কৃতং
ঘোরং মহৎপাপং হতা যদানবা ময়া । অহিংসা

সমীহিতকলপ্রদা। পূর্বে দেবগণ অসুরগণ
কর্তৃক পরাজিত হইয়া নিক্রুৎসাহ হইয়া পড়েন।
তাঁহাদের ভাগ অপহৃত হয় এবং তজ্জন্ত সকলে
অতীব নিরাশ হন। হে দেবি! তখন তাঁহারা
ঐশ্বর্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মহীন্দ্রে বিচরণ করিতে
থাকেন। অনন্তর কদাচিত্তে তাঁহারা দীনভাবে
বিচরণ করিতে করিতে দৌপ্ত আদিত্যতেজা
ব্রতচারী অগস্ত্যকে দর্শন করিলেন। দর্শন
করিয়া মাত্র তাঁহারা তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক
এই কথা বলিলেন,—আমরা দানবগণ কর্তৃক
নির্জিত হইয়া স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি এবং
ভূতলে পতিত হইয়া মর্ত্যাবৎ বিচরণ করিতেছি।
হে মুনিপুঙ্গব! আপনি আমাদেরকে ঐ ভীষণ ভয়
হইতে রক্ষা করুন। দেবগণের বাক্যে ভগবান
অগস্ত্য দৈত্যগণের প্রতি কুপিত হইয়া প্রলয়াগ্নির
স্তায় প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দৌপ্তা-
শুজালে নির্দ্বন্দ্ব হইয়া দৈত্যগণ অন্তরিক্ষ হইতে
পতিত হইল। তাহারা মুনির ভীষণ ভেজে দহ
হইয়া ভয়ে পাতালে প্রবেশ করিল। ১১-২৯ অনন্তর
মহাত্মা অগস্ত্যমুনি দৈত্যগণকে নিহত করিয়া
শোক-মুর্চ্ছিত ও অতিশয় চিন্তিত হইলেন।
তিনি ভাবিলেন, আমি দৈত্যগণকে নিহত করিয়া

মো ধর্মো মনুনা কথ্যতে যতঃ । কিং কয়োমি
গচ্ছামি কথং শুভ্যে চাপ্যহম্ ॥ ৩১ ॥ এবং
স্বয়তন্তু সমাগচ্ছৎ পিতামহঃ । প্রোবাচ স মুনিঃ
ত্র কথ্যং শে কবিস্বলঃ ॥ ৩২ ॥ লক্ষ্যসে মুনি-
র্দীল কারণং কথ্যতাং স্বরম্ । স ব্রহ্মাণঃ নমস্কৃত্য
ধরামাস পৃচ্ছতঃ ॥ ৩৩ ॥ দেবদেব জগন্নাথ
হোহন্তুমানসং মম । ব্রহ্মহত্যা সমায়ত্যা যন্মহা
নিবাহতাঃ ॥ ৩৪ ॥ মমোপায়ঃ সমাচক্ষু প্রসাদাৎ
রসতম । বহুলালজিতং দেব গতং মে সংক্ষয়ং
পঃ ॥ ৩৫ ॥ প্রোবাচেদং সুরশ্রেষ্ঠঃ শৃণু ত্বং যত্নতঃ
পরম্ । উপায়ং সন্নিপাপস্ত কয়ো যেন ভবেদ্রবম্ ॥
৩৬ ॥ মহাকালবনে দিব্যে যক্ষগন্ধমসৌবতে ।
উত্তরে বটযাক্ষিণ্যা যতাল্লঙ্গমন্তমম্ ॥ ৩৭ ॥ পিণ্ডাচ-
শ্রাপি তীর্থস্ত ভাগে দাক্ষিণতঃ স্থিতম্ । তং
সমারাধ্যতঃ সর্বং পাপং নাশমবাধুয়াৎ ॥ ৩৮ ॥
আরাধ্য শুভং লিঙ্গং সর্বপাপপ্রণাশনম্ । বাঢ়ং
প্রোবাচ ধন্বান্মহাকালবনং যযৌ ॥ ৩৯ ॥ তস্মিন্ স

মহাপাপ করিলাম; ভগবান্ মনু অহিংসাকে পরম
ধর্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কি করি? যাই
কোথায়? কি প্রকারে আমার শুদ্ধি লাভ হয়?
তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে
ভাঁহার নিকট পিতামহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
আসিয়াই তিনি বলিলেন,—হে মুনির্দীল!
কি জন্ত তোমাকে শোক-বিস্ময় দেখিতেছি?
শীঘ্র ইহার কারণ কি বল? মুনিপুঙ্গব
নমস্কারপূর্বক বালিলেন,—হে দেবদেব জগন্নাথ!
আমার হৃদয় নিরন্তর দক্ক হইতেছে।
ব্রহ্মহত্যা আমার প্রাপ্ত হইয়াছে; আমি
দৈত্যগণকে নিহত করিয়াছি। হে সুবংশম!
আপনি আমার পাপমুক্তর উপায় বালিয়া দিউন।
আমার বহুলালজিত পুণ্য বিনষ্ট হইয়াছে। মহা-
মুন অগস্ত্যের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বালিলেন—যাহাতে আপনার সন্নি-
পাপ ক্ষয় হইবে, তাহার উপায় শ্রবণ করুন। যক্ষ-
গন্ধমসৌবত দিব্য মহাকালবনাদেশে পিণ্ডাচ-
তীর্থের দক্ষিণে এবং বটযাক্ষীর উত্তরে যে
অতুল্য লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, আপনি তাঁহার
আরাধনা করুন; তাহা হইলে আপনার সন্নিপাপ
বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। আপনি সর্বপাপ-প্রণাশন
ঐ শুভ লিঙ্গের আরাধনা করুন। ভগবান্ বিবা-
তার এই বাক্যে মহামুনি অগস্ত্য 'বাঢ়ং' বলিয়া

লিঙ্গে দেবেশি স্মারাধনতৎপরঃ । বভূবাহর্নিশং
ভক্ত্যা তদ্যানৈকরতো মুনিঃ ॥ ৪০ ॥ অহং তুষ্টি-
স্তদা দেবি মুনেষু মহান্ননঃ ॥ ৪১ ॥ প্রোক্তং
ময়া মহাভাগ মূনে শৃণু সমাহিতঃ । বরং বরয়
বিপ্রেস্ত যত্তে মনসি বর্ততে ॥ ৪২ ॥ তুষ্টিহৃদমনয়া
ভক্ত্যা তপসা ত্বক্রেণ তু । লিঙ্গস্তাং প্রভাবেণ
জাতম্ নিশ্চলোহবুনা ॥ ৪৩ ॥ প্রনষ্টা ব্রহ্মহত্যা
তে দানবোখা মুনীশ্বর । মদীয় বচনং শ্রুত্বা
তেনোক্তং বরবার্ণিন ॥ ৪৪ ॥ যদি দেব প্রসন্নঃ
শরণাগতবৎসলঃ । স্বদজ্জিযুগলে ভূয়ান্ম ভক্তি-
শ্রহেশ্বর ॥ ৪৫ ॥ তপস্তথ তথা ধর্মো ন মে বিয়ো
ভবেদিত্যি । তন্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা কুন্তযোনেশ্বরা-
ন্মনঃ । ময়া প্রোক্তং বিশালাক্ষি মূনে এবং ভবি-
ষ্যতি ॥ ৪৬ ॥ যস্য পুজিতো দেবো ব্রহ্মহত্যা-
বিনাশনঃ । স্বরায়া ত্রিষু লোকেষু সৌম্যং খ্যাতো
ভাবিয়াত ॥ ৪৭ ॥ অগস্ত্যেশ্বরদেবোহপি বিখ্যাতো
ভুবনত্রয়ে । এবমুক্তো ময়া দেবি স বিপ্রস্তত্র
সংস্থিতঃ । কৃপয়া তন্ত লিঙ্গস্ত পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতঃ

মহাকালবনে গমন করিলেন এবং সেখানে গমন
করিয়া ভক্তিপূর্বক অনন্তমনে অহর্নিশ পূর্বোক্ত
লিঙ্গের আরাধনা করিতে লাগিলেন। হে
দেবি! আমি তাহাতে তুষ্ট হইলাম এবং
বালিলাম,—হে মহাভাগ মূনে! সমাহিত হইয়া শ্রবণ
করুন। আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, বর গ্রহণ করুন।
আমি আপনার ভক্তি ও ত্বকর তপস্যায় তুষ্টি লাভ
করিয়াছি। এই লিঙ্গপ্রভাবে আপনি অধুনা
নিপাপ হইয়াছেন। দানববর্ধনমিত্ত ব্রহ্মহত্যা
আপনার নিবর্তিত হইয়াছে। হে বরবার্ণিন!
আমার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনি বালিলেন,—
হে শরণাগতবৎসল! আমার প্রাত যদি প্রসন্ন
হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই হটক—যেন আপ-
নার ঐচরণযুগলে আমার ভক্তি থাকে এবং
আমার যেন কদাচ তপস্যায় ও ধর্মো অন্তরায়
ঘটে না। হে বিশালাক্ষি! তখন মুনি
কুন্তযোনির বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি ভাঁহাকে
বালিলাম,—‘তবাস্ত’। আপনি যে ব্রহ্মহত্যা-বিনাশন
দেবের পূজা করিয়াছেন, আপনার নামে
ভাঁহার নাম ত্রিলোক-বিখ্যাত হইবে। ৩০-৪৬। তিনি
অগস্ত্যেশ্বর নামে ত্রিভুবন-বিখ্যাত হইবেন।
হে দেবি! আমি এইরূপ বলিলে ঐ বিপ্র তখন
সেই লিঙ্গের অমুগ্রহে পঞ্চমুদ্রা-বিভূষিত হইয়া

যে নরাস্তম্মহালিঙ্গঃ নিরৌক্ষিয্যস্তি ভক্তিতঃ । সৰ্ব-
পাপবিনিৰ্মুক্তাঃ সৰ্বকামৈরলঙ্কৃতাঃ ॥৪৯॥ ভবিষ্যন্তি
মহাত্মানঃ পুত্রেণৈবসমৰিতাঃ । অন্তকালে চ মাং
যান্তি বিমানৈঃ সৰ্বকামদৈঃ ॥ ৫০ ॥ স্ততা গন্ধৰ্ব-
মুখ্যৈশ্চ কুডলোকে চ শাস্বতে । যেহর্চয়ন্তি সদা
দেবমগস্ত্যেণসংস্কৃতম্ ॥ ৫১ ॥ কৃতপুণ্যা নরা
মৰ্ত্যাস্তে যান্তি পরমং পদম্ । সংস্মৃতে দেবদেবেশে
নরাণাং কোটিজন্মজম্ ॥ ৫২ ॥ অশুভং কথমাপ্নোতি
কন্তুং ন প্রণমেচ্ছিবম্ । যঃ প্রণম্য নরো ভক্ত্যা
দেবং তঞ্চ নিষেবতে ॥ ৫৩ ॥ যুচ্যতে ব্রহ্ম-
হত্যাদিপাতকৈর্নরকপ্রদৈঃ ॥ ৫৪ ॥ রাজস্বয়-
শতেনৈব যৎপুণ্যঞ্চ ভবিষ্যতি । তৎ পুণ্য
মধিকং দেবি দর্শনাচ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৫৫
কিং তৌর্ধৈর্কিবিধৈঃ স্নানৈঃ কিং দানৈর্কিবিধৈঃ
কুঠৈঃ । তে প্রাপ্যন্তি কলং সৰ্বৈ মৎপ্রসাদান্ন
সংশয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং দিনে সোমস্ত
শক্তিতঃ । যঃ করিষ্যতিলিঙ্গস্ত পূজাংভক্তিসমৰিতঃ ।
কুলানাং তারয়ত্যেব মাতৃকং পিতৃকং শতম্ ॥ ৫৭ ॥
যে চ পশুন্তি পুরুষা ভাবহীনঃ প্রসঙ্গতঃ । ন তে

ঐ স্থানে বাস করিলেন । হে দেবি ! ঐ মহালিঙ্গ
যে সকল নর ভক্তিপূর্বক দর্শন করে, তাহারা
সর্বপাপবিনিৰ্মুক্ত, ও পুত্রেণৈব-সমৰিত হইয়া
অন্তকালে সর্বকামদ বিমান দ্বারা মর্দীয়
লোকে গমন করিয়া থাকে এবং শাস্বত কুডলোকে
গমন করিয়া তাহারা গন্ধৰ্বমুখ্যাগণ কর্তৃক স্তত
হইয়া থাকে । তাহারা নিত্য অগস্ত্যেণর দেবের
অর্চনা করে, সেই সমস্ত লোক কৃতপুণ্য হইয়া
পরমপদ লাভ করিয়া থাকে । ঐ লিঙ্গ মাত্র
স্মরণ করিলে নরগণের কোটিজন্মজাত পাপ নষ্ট
হয় । অতএব কোন্ ব্যক্তি না তাঁহাকে প্রণাম
করবে? যে নর ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিয়া ঐ
লিঙ্গের সেবা করে, সে নরকপ্রদ ব্রহ্মহত্যা
মহাপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । রাজ-
স্বয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে যে পুণ্য অর্জিত হয়,
ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে ততোধিক পুণ্য হইয়া
থাকে । বিবিধ তীর্থস্নান ও বিবিধ দানের
প্রয়োজন কি? মানবগণ আমার প্রসাদে তত্তৎ-
কর্মজনিত কল লাভ করিয়া থাকে; ইহাতে
কোন সংশয় নাই । সোমবার অষ্টমী বা চতু-
র্দশীতে যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক লিঙ্গার্চন করে,
সে মাতৃ ও পিতৃকুল উদ্ধার করিয়া থাকে ।

পশুন্তি সংসারে নরকং বৈ কদাচন ॥ ৫৮ ॥ এতন্তে
কথিতং দেবি লিঙ্গমাহাত্ম্যমুত্তমম্ । প্রথমং কথিতং
লোকে দ্বিতীয়ং শৃণু যত্নতঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি লীলাদে চতুরশীতিলিঙ্গমাহাত্ম্যবর্ণনঃ
নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ । শৃণু শুভেশ্বরং লিঙ্গং দ্বিতীয়ং
পাপনাশনম্ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ জায়তে সিদ্ধি-
কৃতমা ॥ ১ ॥ পুরা রাখন্তরে কল্পে দেবদাকুবনে
শুভে । ঋষির্মঙ্কণকো নাম বেদবেদাঙ্গপারগঃ ।
যোগাত্যাসরতো নিত্যং শাস্তিদান্তিসমাস্থিতিঃ ॥ ২ ॥
সিদ্ধিকামস্তপস্তপে কথং সিদ্ধো ভবাম্যহম্
রক্তময়বিকারোহয়ং কথং যাস্তি সংক্ষয়ম্ ॥ ৩ ॥
ইতি সঙ্কিস্ত্য হৃদয়ে প্রারব্ধং তপ উত্তমম্ ।
বহুত্বদসহস্রাণি তস্মাত্তীতানি পার্শ্বতি ॥ ৪ ॥
কস্মিংশ্চিদথ কালে তু বিদ্বন্ত পর্বতাশ্রজে ।
করাচ্ছাকরসো জাতঃ কুশাগ্রেণ তদৈব হি ॥

যে সকল পুরুষ ভক্তিহীন হইয়াও প্রসঙ্গাধীন
অগস্ত্যেণর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহাদিগকেও
কদাচ নরক দর্শন করিতে হয় না । হে দেবি !
এইত তোমাকে লিঙ্গমাহাত্ম্য বলিলাম । এইটাই
প্রথম লিঙ্গ ; অতঃপর দ্বিতীয় লিঙ্গের কথা
বলিতেছি, যত্নসহকারে শ্রবণ কর । ৪৭—৫৯ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । ১ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে দেবি ! তাহার দর্শন-
মাত্রে উত্তমা সিদ্ধি লব্ধ হইয়া থাকে, সেই পাপনাশন
দ্বিতীয় লিঙ্গ শুভেশ্বরের মহিমা শ্রবণ কর । পূর্বে
রাখন্তর কল্পে শুভ দেবদাকুবনে মঙ্কণক নামক
ঋষি “কিরূপে আমি সিদ্ধি লাভ করিব? কিরূপে
আমার এই রক্তময় বিকার-দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে”
এইরূপ মনে করিয়া সিদ্ধি কামনায় তপস্তা
করিতেন । তিনি সর্বদা যোগাত্যাসরত, শাস্তি-
দান্তি-সম্পন্ন, ও সিদ্ধিকামী ছিলেন । তিনি
পূর্বোক্ত প্রকার চিন্তা করিয়া তপস্তা আরম্ভ করি-
লেন । অগ্নি পার্শ্বতি ! এইরূপে তাঁহার বহু অঙ্গ
অতীত হইলে একদা কুশাগ্র দ্বারা তাঁহার হস্ত বিদ্ধ

৫ । স চ দৃষ্টা তদাশ্চর্য্যং বিশ্বয়ং পরমং গতং ।
মেনে সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তাং সগর্ভো বাক্যম-
ব্রবীৎ ॥ ৬ ॥ অহো তপঃপ্রভাবোহয়ং প্রাপ্তা
সিদ্ধির্মহাদ্য বৈ । মত্তুল্যো নাস্তি বৈ বিজ্ঞো যেন
সিদ্ধিঃ সমাগতা ॥ ৭ ॥ শরীরং কুৎসিতং চেদং
মলমুদ্রেণ সংযুতম্ । মজ্জন্মায়ুবসাপৃক্তমাংসশোণিত-
পূরিতম্ । হর্ষেণ মহতা যুক্তং স ননর্ভ দ্বিজস্তথা ॥
৮ ॥ এতন্মিহ নৃত্যতি বিপ্রে জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ।
অনৃত্যজাগসংযুক্তং প্রভাবাস্তম্ বৈ যুনেঃ ॥ ৯ ॥ ন
স্বাধ্যায়ো বযট্কারঃ কৰ্ম্মকাণ্ডো ন চ কাণ্ডে ॥ ১০ ॥
এতন্মিহস্তরে দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুপুরঃসরাঃ । মামুচু-
ষ্মিতাঃ সর্বে নাথ নৃত্যং তদা কুরু ॥ ১১ ॥ ঋষৌ
মজ্জনকে দেব নৃত্যতি নৃত্যতি সর্বতঃ । স দেবা-
শ্চুরমাশ্রয়ঃ সর্বং লোকত্রয়ং বিভো ॥ ১২ ॥ চলিতাঃ
পৰ্বতাঃ স্থানাং ক্ষুভিতা মেঘপঙ্ক্তয়ঃ । শিখরাণি
বিশীর্ণান্তে ধরণী পীড়িতা ভূশম্ ॥ ১৩ ॥ স্রোতো-
মাত্রা মহানদয়ো গ্রহা উন্মার্গতঃ স্থিতাঃ ॥ ১৪ ॥
ত্রৈলোক্যং ব্যাকুলীভূতং যাবন্নায়াতি সংক্ষয়ম্ ।
তাবন্নিবারয়শ্চৈনং নাথঃ শঙ্কো বিনা ভয়া ॥ ১৫ ॥

হইলে তাঁহার হস্ত হইতে শাকরস উৎপন্ন হইল ।
তিনি তদর্শনে অত্যন্ত চিহ্নিত হইলেন এবং মনে
করিলেন—আমি পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি । তখন
তিনি সগর্ভে এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন,—
অহো ! আমার তপঃপ্রভাব ! আমি অদ্য সিদ্ধি
প্রাপ্ত হইয়াছি । আমার তুল্য সিদ্ধিপ্রাপ্ত বিপ্র
আর জগতে নাই । এই মল-মুত্র-সংযুক্ত শরীর
অতি কুৎসিত । ইহা মজ্জা, স্নায়ু, বসা, মাংস, ও
শোণিত-পূরিত । দ্বিজ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া
নৃত্য করিতে লাগিলেন । তিনি নৃত্য আরম্ভ
করিলে সচরাচর জগৎ তাঁহার প্রভাবে রাগসংযুক্ত
হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল । তখন আর স্বাধ্যায়,
বযট্কার, কৰ্ম্মকাণ্ড কিছুই কোথাও থাকিল না ।
এমন সময়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ বিস্মিত হইয়া
আমায় বলিলেন,—হে নাথ ! নৃত্য নিবারণ করুন ।
ঋষি মজ্জনক নৃত্য করায় সচরাচর জগৎ নৃত্য করি-
তেছে । পৰ্ব্বত সকল স্থানচ্যুত হইতেছে, মেঘ-
শ্রেণী ক্ষুভিত হইতেছে, অচলশিখর বিলীন হই-
তেছে, ধরণী পীড়িতা হইতেছেন ; মহানদীর জল
সমুদয় উচ্ছলিত হইতেছে ; গ্রহগণ উন্মার্গগামী
হইতেছে ; এবং ত্রৈলোক্য ব্যাকুলীভূত হইতেছে ।
হে দেব ! যাহাতে প্রবল উপস্থিত না হয়,

তেষাং তদ্বচনং ব্রহ্মা ত্রিদশানাং যশস্বিনি । প্রতি-
জ্ঞাতং যমাত্যর্থং গম্বা তন্ত সমীপতঃ ॥ ১৬ ॥ দ্বিজ-
রূপং সমাস্বায় যম পৃষ্ঠো দ্বিজোত্তমঃ । কিমর্থং নৃত্যসি
ব্রহ্মন্ কস্মাস্তে হর্ষ আগতঃ ॥ ১৭ ॥ বিরুদ্ধধ্বি-
ধর্ম্মাণাঃ কামরাগেণ নর্ভনম্ । গীতক নর্ভনঃ চৈব
যুবতীজনবল্লভম্ ॥ ১৮ ॥ ব্রাহ্মণস্ত তপোভ্রংশঃ
সদাচারস্ত সত্তম । ইতি মহা দ্বিজশ্রেষ্ঠ কিমর্থং
নৃত্যসে ভূশম্ ॥ ১৯ ॥ ঋষিকবাচ । কিং ন পশ্যসি
ভো ব্রহ্মন্ করাচ্ছাকরসং চ্যুতম্ । অতএব হি মে
নৃত্যং সিদ্ধোহহং নাত্ত সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥ তন্ত তদ্বচনং
ব্রহ্মা হাসোহতীব যম কৃতঃ । অক্লৃষ্টস্তাভিতঃ
স্বীয়োহক্লৃষ্ট্যাগ্রেণ চ পার্শ্বতি ॥ ২১ ॥ ততো বিনির্গতং
ভস্ম তৎক্ষণাচ্ছিমপাণ্ডুরম্ । হাসেনোক্তো বিশা-
লাক্ষি সগর্ভো ব্রাহ্মণো যম ॥ ২২ ॥ পশু মেহক্লৃষ্টতো
ব্রহ্মন্ ভূরি ভস্ম বিনির্গতম্ । ন নৃত্যোহহং ন মে
হর্ষস্তথাপি মুনিসত্তম ॥ ২৩ ॥ তদৃষ্টা মহদাশ্চর্য্যং
লজ্জিতো দ্বিজসত্তমঃ । ধৈর্য্যক তাদৃশং দৃষ্টা বিশ্বয়ঃ

আপনি তাহা করুন । আপনি তাহার নৃত্য নিবারণ
করুন । আপনি ব্যতীত নিবারণ করিতে আর কেহ
সক্ষম নহে । হে যশস্বিনি ! আমি তখন দেবগণের
বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বিপ্রে সমীপে
গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিলাম,—হে বিপ্র ! কি জন্ত আপনি নৃত্য
করিতেছেন ; আপনার এরূপ হর্ষের কারণ কি ?
কামরাগে নর্ভন, ঋষি-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ । গীত, নর্ভন,
ও যুবতী-জন-বাল্লভ্য, এই সকল ব্রাহ্মণের তপ ও
সদাচারের অন্তরায়-স্বরূপ । ইহা জানিয়া-শুনিয়াও
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! কি জন্ত আপনি নৃত্য করিতেছেন ?
ঋষি বলিলেন,—আপনি কি দেখিতে পাইতেছেন
না,—আমার হস্ত হইতে শাকরস চ্যুত হইয়াছে ;
এই জন্তই আমি নৃত্য করিতেছি ; আমি নিশ্চয়ই
সিদ্ধ হইয়াছি, ইহাতে কোন সংশয় নাই । ১—২০ ।
হে পার্শ্বতি ! আমি তখন বিপ্রে বাক্য শ্রবণ করিয়া
অত্যন্ত হাস্য করিলাম এবং অক্লৃষ্টা দ্বারা অক্লৃষ্ট
তাড়িত করিলাম । তৎক্ষণাৎ আমার অক্লৃষ্ট
হইতে ভস্ম বিনির্গত হইল । তখন আমি সগর্ভে
হাস্য করিতে করিতে ব্রাহ্মণকে বলিলাম,—দেখুন—
আমার অক্লৃষ্ট হইতে ভূরি ভস্ম নির্গত হইল ; কিন্তু
আমি তোমার মত হর্ষে নৃত্য করিতেছি না । তদ-
র্শনে দ্বিজসত্তম অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আমার
তাদৃশ ধৈর্য্য দর্শনপূর্ব্বক অতিশয় বিস্মিত হইলেন

পরমং গতঃ ২৪ । অত্রবীৎ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিস্মিতে-
নাস্তরাশ্মিনা । নাস্তং দেবমহং মন্তে হাঃ মুক্তা
বৃষভধ্বজম্ ২৫ । নাস্তস্ত বিদ্যাতে শক্তিরীদৃশী
ভুবনজয়ে । তস্মাৎ কস্য দেবেশ ময়াজ্ঞানাদমু-
চিতম্ ২৬ । তপঃকয়করঃ কস্য বিরুদ্ধং নর্তনং
সত্যম্ । বহুকালার্জিতং পুণ্যং তপসা হৃদয়েণ তু ।
তদগতং সহসা দেব মদীয়ং নর্তনেন তু ২৭ ।
তস্ত তদ্বচনং ক্ৰুহা ময়োক্তো দ্বিজসত্তমঃ । বরং
বরয় ভদ্রস্তে তুষ্টোহহং দ্বিজসত্তম ২৮ । জ্ঞানেনা-
নেন বিপ্রেন্স কং তে কামং করোম্যহম্ ২৯ ।
ঋষিকবাচ । যদি দেব প্রসন্নঃ শরণাগতবৎসল ।
যথা ন স্তাস্তপোহানিস্থথা নীতির্বধীয়তাম্ ৩০ ।
ময়া প্রোক্তং প্রসন্নেন তস্ত বিপ্রস্ত পার্শ্বতি ।
তপস্তে বর্দ্ধতাং বিপ্র মহাকালবনং ব্রজ ৩১ ।
তজ্ঞাস্তে সর্বদা পুণ্য সপ্তকল্লোদ্ভবা গুহা ।
পিশাচেশ্বরদেবস্ত উত্তরেণ ব্যবস্থিতা ৩২ । তত্র
দ্রক্ষ্যসি যল্লিঙ্গং সপ্তকল্লোদ্ভবং শুভম্ । তস্ত
দর্শনমাত্রেণ তপস্তে বৃদ্ধিমেষ্যতি ৩৩ । কাম-

এবং কৃতাজ্ঞলি-পুটে বিস্মিতভাবে বলিলেন,—আমি
অদ্য হইতে আপনি ব্যতীত আর অন্য দেবতাকে
মানিব না, ত্রিভুবন মধ্যে অন্য দেবতার আপনার
স্তায় শক্তি নাই । অতএব হে দেবেশ ! আপনি
আমাকে কমা করুন । আমি অজ্ঞান বশতই
ঐরূপ তপঃকয়কর অসজ্জনোচিত নর্তন
করিয়াছিলাম । আমি বহুকাল হৃদয়
তপস্তা করিয়া পুণ্য অর্জন করিয়াছিলাম ; নর্তন
দ্বারা আমার সে পুণ্য বিনষ্ট হইল । তাঁহার বাক্য
শুনিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম,—হে দ্বিজসত্তম !
আমি আপনার ঐদৃশ জ্ঞান দর্শনে তুষ্ট হই-
য়াছি । আপনি বর প্রার্থনা করুন । হে বিপ্রেন্স !
আমি আপনার কোন কস্য করিব, তাহা
বলুন ? ঋষি বলিলেন,—হে শরণাগত-বৎসল !
যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে যাহাতে
আমার তপোহানি না হয়, আপনি তাহা করুন ।
হে পার্শ্বতি ! আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম,—
হে বিপ্র ! আপনার তপস্তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে,
আপনি মহাকালবনে গমন করুন । ঐ স্থানে
সপ্তকল্লোদ্ভবা এক গুহা গুহা আছে । ঐ গুহা
পিশাচেশ্বরের উত্তর দিকে অবস্থিত । ঐ স্থানে
আপনি লিঙ্গ দেখিবেন, ঐ লিঙ্গ সপ্তকল্লোদ্ভব
এবং শুভ । তাঁহার দর্শনমাত্রে আপনার

ক্রোধোদ্ভবং পাপং লোভমোহসমবিতম্ । ঈর্ষ্যামৎ-
সরজং চৈব নাশং যাতি চ কিঞ্চিদম্ ৩৪ । মদীয়ং
বচনং ক্ৰুহা স বিপ্রো বেদপারগঃ । ক্ৰুহা চ নিয়মং
দেবিত্যমহুত্বং স ততো দ্বিজঃ ৩৫ । নিঃসৃতো
নিঃসৃতো ভূহা নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ । আজগাম গুহা
যত্র মহাকালবনোত্তমে ৩৬ । দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং
তপসো বর্দ্ধনং পরম্ । দ্বাদশাদিত্যসঙ্কাশো জাতো
বৈ লিঙ্গদর্শনাৎ ৩৭ । এতস্মিন্নস্তরে দেবি দেবৈ-
কত্বং নভস্তলে । গোপ্যং লিঙ্গং গুহোখং তু দৃষ্টং
মঙ্গলকেন তু ৩৮ । সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা দ্বিজেনৈব
দর্শনেন সুহৃৎতা । তস্মাদ্গুহেশ্বরো দেবি ভবি-
য্যতি মহীতলে ৩৯ । ভক্ত্যা পরময়োপেতা য়ে
দ্রক্ষ্যন্তি গুহেশ্বরম্ । ন তেষাং জায়তে বিয়ো
ধর্ম্যস্ত তপসস্তথা ৪০ । অষ্টম্যাং বা চতুর্দশ্যাং
দর্শনং যঃ করিষ্যতি । ব্রহ্মলোকং গাম্যযান্তি
পিতরস্তস্ত দেহিনঃ ৪১ । অত্রাগত্যা প্রযত্নেন
দর্শনং যঃ করিষ্যতি । উদ্ধরিষ্যতি চাত্মানং পুরুষা-
নেকবিংশতিম্ ৪২ । ক্ৰুহা পাপসহস্রা দর্শনং যঃ
করিষ্যতি । স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো মহে-

তপস্তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । আপনার কাম, ক্রোধ,
লোভ, মোহ, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য-জনিত যে কিছু
পাপ নষ্ট হইবে । হে দেবি ! তখন আমার বাক্য
ও মন্ত্র নিয়ম শুনিয়া দ্বিজ আমাকে পুনঃপুনঃ
নমস্কারপূর্বক যেখানে গুহা বিদ্যমান, সেই
মহাকালবনে আগমন করিলেন । ঐ স্থানে
আগমন করিয়া তিনি তপোবর্দ্ধন সেই লিঙ্গ দর্শন
করিলেন এবং দর্শন করিবার মাত্র তিনি দ্বাদশা-
দিত্যসঙ্কাশ হইয়া গেলেন । এমন সময়ে নভ-
স্থল হইতে দেবগণ বলিতে লাগিলেন,—এই
গুহোখ গোপ্য লিঙ্গ মঙ্গল দর্শন করিলেন ।
ইহার কলে ইনি সুহৃৎ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন
আর এই লিঙ্গ অদ্য হইতে মহীতলে গুহেশ্বর নামে
খ্যাত হইলেন । ২১—৩৯ । যে নর ভক্তি সহকারে
এই গুহেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবে, কদাচ তাহার
ধর্ম্য ও তপস্তার ব্যাঘাত জন্মিবে না । অষ্টমী বা
চতুর্দশীতে যে মানব এই লিঙ্গ দর্শন করিবে,
তাহার পিতৃলোকগণ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া
থাকেন । ঐ স্থানে আগমন করিয়া পরম যত্ন
সহকারে ষাঁহার লিঙ্গ দর্শন করেন, তাঁহার আপ-
নাকে এবং স্বীয় একবিংশতি পুরুষকে উদ্ধার
করিয়া থাকেন । যে মানব সহস্র পাপ করিয়া ঐ লিঙ্গ

ধ্বংসঃ । ৪৩ । ব্রহ্মহত্যা সুরাপানঃ স্তেয়ঃ গুরুজন-
গমঃ । দর্শনাত্তম্য লিঙ্গস্ত সর্বং যান্ত্রিতি সংকল্পম্ ।
৪৪ । যৎকিঞ্চিদন্তঃ কন্ম জন্মকোটিশতর্জিতম্ ।
কন্ম যান্ত্রিতি তৎসর্বং স্পর্শমাত্রেণ নাত্তথা ॥ ৪৫ ॥
মহাপাতকযুক্তা হি দেহিনো যে মহীতলে । তেহপি
লিঙ্গং সমাসাদ্য মূচ্যন্তে সর্বপাতকৈঃ ॥ ৪৬ ॥
ইত্যাক্ৰাস দ্বিজো দেবি দিব্যো মঙ্গলকো মুনিঃ ।
কৃষ্ণাশ্রমপদং পুণ্যং তত্রৈব তপসি স্থিতঃ ॥ ৪৭ ॥
এব বৈ কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । শ্রবণাৎ
কৌর্জনাস্থাপি সর্বপাতৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গুহেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ । চুণ্ডেশ্বরঃ তৃতীয়স্ত সূখস্বর্গ-
কলপ্রদম্ । সর্বপাপহরং লিঙ্গং নৃণাং দুষ্কৃতনাশ-
নম্ ॥ ১ ॥ চুণ্ডচাসৌ পুরা দেবি কৈলাসে গণ-
নাথকঃ । স চ কামৌ হ্রাচারো ব্যাসনোপহতে-

দর্শন করে, সে মহেশ্বরপ্রতিষ্ঠিত পরম স্থানে গমন
করে । ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুরুজনগমন
প্রভৃতি পাপ, তাঁহার দর্শনমাত্রে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ।
জন্মকোটিশতর্জিত যাহা কিছু অশুভ কন্ম,
তাহা লিঙ্গস্পর্শনমাত্রে ক্ষয় হইয়া যায় । এই
মহীতলে যাহারা মহাপাতকযুক্ত তাহারা এই লিঙ্গ-
সমীপে আগমন মাত্রেই সর্বপাতক হইতে মুক্ত
লাভ করিয়া থাকে । হে দেবি ! এই কথা
বলিয়া মঙ্গলক মুনী আশ্রম প্রস্তুত করিয়া ঐ
স্থানেই তপশ্রায় নিরত হইলেন । হে দেবি
এই আমি গুহেশ্বর লিঙ্গের পাপনাশন প্রভাব
কৌর্জন করিলাম । ইহা শ্রবণ ও কৌর্জন করিলে
সর্ব পাপ বিনষ্ট হয় । ৪০—৪৮ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ২ ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে দেবি ! যতঃপর
চুণ্ডেশ্বর নামক তৃতীয় লিঙ্গের কথা শ্রবণ কর ।
এই লিঙ্গ সূখস্বর্গকলপ্রদ, সর্বপাপহর, ও নর-
গণের দুষ্কৃতিনাশন । হে দেবি ! চুণ্ড নামে কৈলাসে

স্থিতঃ ॥ ২ ॥ গর্তোহসৌ শক্রলোকস্ত কোতুকার্থঃ
যদৃচ্ছয়া । যত্র নৃত্যতি সা রক্তা শক্রস্তাগ্রে বিবৃ-
ণতী ॥ ৩ ॥ ভাবান্ বহুবিধান রম্যান্ দৃষ্টিহস্তাদিকান্
ভুতান্ । সূচীবিদ্ধাদিকরণান্ পতাকাদিকহস্তকান্ ।
নৃত্যং হস্তাদিসংযুক্তং লম্বতানামুগং তথা ॥ ৪ ॥
শক্রোহপি ত্রিদশেঃ সার্কঃ তনুখাসক্তলোচনঃ ।
বভূব হৃষ্টচেতা বৈ হৃষিতাক্ষকহাননঃ ॥ ৫ ॥ এত-
শ্চিন্নস্তরে দেবি চুণ্ডস্তল্ললিতেন তু । কামরাগবশে-
নৈব ভাব্যর্থেন চ মোহিতঃ ॥ ৬ ॥ তেন রক্তরতা
রক্তা পুষ্পগুচ্ছেন তাড়িতা । স শৃঙো বাসবেনৈব
দৃষ্টান্তায়ং গণস্ত তু ॥ ৭ ॥ পত স্বঃ মানুষ লোকঃ
রক্তভঙ্গদ্বয়া কৃতঃ । ইতি শৃঙো গণো দেবি শক্রে-
ণামিততেজসা ॥ ৮ ॥ পতিতো মানুষে লোকে
বিসংজ্ঞো বিহ্বলেন্দ্রিয়ঃ । কাদিগৃভূতো হতোৎ-
সাহো বিললাপ পুনঃপুনঃ ॥ ৯ ॥ অহোহস্তায়কলং
প্রাপ্তঃ যয়া মোহাদবুষ্ঠিতম্ । তন্মারীতিবিধাতব্য
পুরুষেণ বিজানতা ॥ ১০ ॥ স্তায়মার্গং সমাপ্রিত্য

এক গণনাথক ছিল । সে অত্যন্ত কামৌ, হ্রাচার
ও ব্যাসনোপহতেন্দ্রিয় ছিল । একদা চুণ্ড
কৌতুকার্থ যদৃচ্ছাবশে শক্রলোকে গমন করে ।
সেখানে গিয়া সে দেখে যে, রক্তা শক্তের সম্মুখে
নৃত্য করিতেছে এবং নাচিতে নাচিতে
দৃষ্টিভঙ্গী, হস্তভঙ্গী, সূচীবিদ্ধাদি করণ প্রভৃতি বহু-
বিধ রমণীয় ভাব বিস্তার করিতেছে । সে পতাকা-
ধারণভঙ্গীতে এবং হস্তাদিসংযোগে লম্বতান
সন্নিবেশিত করিয়া সুললিত রূপে মৃত্য করি-
তেছে । শক্র অপরাপর দেবগণের সাহত
তনুখাসক্তদৃষ্টি হইয়াছেন । তিনি হৃষ্টচেতা ও
রোমাঞ্চিত হইয়াছেন । হে দেবি ! এমন সময়ে
চুণ্ড রক্তার লালিত নৃত্যে মুগ্ধ হইয়া কামভাবে
সংজ্ঞাহীন ও বিহ্বলেন্দ্রিয়ভাবে মানুষ লোকে পতিত
হইল এবং পতিত হইয়া নিরুৎসাহভাবে পুনঃপুন
এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিল,—আমি মোহবশে
অস্ত্রাচারণ করিয়া তাহার নিদাক্ষণ কল প্রাপ্ত
হইলাম । অতএব জ্ঞানপূর্বক পুরুষগণ নাতি

যেন সিদ্ধিৰ্ভবেন্নম । ১১ । ইত্যুক্তাং স তপস্তপে
মহেন্দ্রে পৰ্বতোত্তমে । ত্রীশৈলে মলয়ে বিদ্যে
পারিষাঙ্গে যমালয়ে । ১২ । নো সিদ্ধোহসৌ যদা
দেবি তদা গঙ্গামহন্তটম্ । যমুনাং চন্দ্রভাগাঞ্চ
বিতস্তাং নন্দাদাং নদীম্ । ১৩ । গোদাবরীং ভীম-
রথীং কৌশিকীং শারদাং শিবাম্ । চর্ম্মথতীং সমা-
সাদ্য শ্রাব্য ত্যক্তক্রিয়ে হভবৎ । ১৪ । তীর্থ-
ব্যর্থং তপো ব্যর্থং তীর্থযাত্রাকলং যতঃ । ন প্রাপ্তং
চ ময়াভীষ্টমটতা কৰ্ম্মভূমিষু । ১৫ । এতস্মিন্নস্তরে
দেবি বাণ্ডবাচাশরীরিণী । আশ্বাসয়ন্তী গণপং মহা-
কালায়নে ব্রজ । ১৬ । প্রয়াগাদ্যানি তীর্থানি
পৃথিব্যাং যানি সন্তি বৈ । সদা সিদ্ধিকরং তেষাং
মহাকালং বিশিষ্যতে । ১৭ । তজ্জাঙ্গে স্তুমহাপুণ্যং
লিঙ্গং সৰ্ব্বার্থসাধকম্ । পিশাচেশ্বরসান্নিধ্যে তমা-
রাধয় সত্বরম্ । ১৮ । প্রসাদাত্তস্ত লিঙ্গস্ত পুন-
র্যন্তসি শাকরম্ । লোকং তেজস্বিনাং গম্যং দুর্লভং
পাপিনাং সদা । ১৯ । ইতি ব্রহ্মা ততো
বাণীমাকাশস্থাং গণস্তদা । আজগাম যুদা
যুক্তো মহাকালবনোত্তমে । ২০ । দদর্শ তত্র

অবলম্বন করিবেন । জায়মার্গ অবলম্বন করিলে
আমার সিদ্ধিলাভ হইবে, এইরূপ স্থির করিয়া
চুণ্ড মহেন্দ্র পর্বতে, ত্রীশৈলে, মলয়ে, বিদ্যে,
পারিষাঙ্গে, ও যমালয়ে তপস্বী করিল । কিন্তু
তাঁহাতে যখন সিদ্ধি লাভ করিতে পারিল না,
তখন সে গঙ্গা, যমুনা, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, নন্দাদা,
গোদাবরী, ভীমরথী, কৌশিকী, শারদা, শিবা,
চর্ম্মথতী প্রভৃতি নদীতে স্নানচরণ করিয়া
তাঁহাতেও অসিদ্ধি দর্শনপূর্বক সে মনে মনে
বলিতে লাগিল,—তীর্থ ব্যর্থ, তপ ব্যর্থ, ও তীর্থ-
যাত্রা-কল ব্যর্থ ; যেহেতু আমি এই সকল অনুষ্ঠান
করিয়াও অভীষ্টলাভ করিতে পারিলাম না । হে দেবি !
এমন সময়ে এক অশরীরিণী বাণী তাঁহাকে সমা-
শ্বাসিত করিয়া বলিল,—তুমি মহাকালবনে গমন
কর । প্রয়াগাদি যাবতীয় তীর্থ পৃথিবীতে বিদ্যমান
আছে, তৎসমুদয় অপেক্ষা মহাকালবন বিশিষ্ট এবং
সিদ্ধিদায়ক । ঐখানে পিশাচেশ্বরসান্নিকটে মহাপুণ্য
সৰ্ব্বার্থ-সাধক এক লিঙ্গ আছে । তুমি সত্বর তাঁহার
আরাধনা কর । তাঁহার প্রসাদে তুমি পাপোদগের
দুর্লভ তেজস্বিগম্য শকর লোকে গমন করিবে ।
চুণ্ড এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া মহাকাল-
বনোত্তমে আগমন করিল । তথায় আগমন করিয়া

তল্লিঙ্গং সৰ্ব্বসম্পৎকরং শুভম্ । পূজয়ামাস
দেবেশং ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ । ২১ । লিঙ্গ-
মধ্যান্ততো বাণী নিঃসৃত্য পৰ্বতান্নজে । অহো
তুষ্টোহস্মি তে বৎস কিং কামঃ প্রদদাম্যহম্ ।
২২ । চুণ্ড উবাচ । যদি তুষ্টোহসি দেবেশ
শরণাগতবৎসল । ত্বৎপাদপঙ্কজে ভূয়াস্তক্তিস্থে-
হবিচলা সদা । ২৩ । বরমেনং প্রযচ্ছাণ যদি তুষ্টো
মহেশ্বরঃ । ২৪ । যে চ ত্বাং মানবা দেব পশ্যন্তি
পরমেশ্বর । পাপাং সদ্যো বিনিমুক্তান্তে ভবন্ত
মহীতলে । ২৫ । চুণ্ডস্ত ভাষিতং ব্রহ্মা লিঙ্গে-
নোক্তং যশস্বিনি । যে চ মাং পূজয়িষ্যন্তি ব্রহ্মা
পরয়া পুনঃ । তে ভবিষ্যন্তি সততং সদা পাতক-
বর্জিতঃ । ২৬ । লম্প্যন্তি তে পরান্ কামান্ ভবি-
ষ্যন্ত গণোত্তমাঃ । পূজ্যাঃ সৰ্ব্বেষু লোকেষু সৰ্ব্বা-
লঙ্কারভূষিতাঃ । ২৭ । এবং লববরো চুণ্ডঃ
প্রাজ্জলিঃ পুনরববীৎ । মমায় প্রথিতং লিঙ্গং সমুদ্রা-
ভবনে সদা । ২৮ । এবমাস্মাত লিঙ্গেন প্রোক্তং
তুষ্টেন পার্জ্বতি । তদাপ্রভৃতি বিখ্যাতো দেবো
চুণ্ডেশ্বরঃ পরঃ । ২৯ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ সদা

সে সৰ্ব্বসম্পৎকর শুভ লিঙ্গ দর্শন করিল এবং
পরম ভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা সমাধা করিল ।
তখন লিঙ্গমধ্য হইতে এইরূপ বাণী উদ্ভূত হইল,—
হে বৎস ! আমি তুষ্ট হইয়াছি, তোমায় কি কামবর
প্রদান করিব, তাহা তুমি বল । চুণ্ড বলিল,—হে
শরণাগতবৎসল ! আপনি যদি আমার প্রতি ৬
হইয়াছেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যে,
যেন আপনার পাদপঙ্কজে আমার সৰ্ব্বদা অচলা
ভক্তি থাকে । আপনি যদি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা
হইলে আমায় এই বরই প্রদান করুন । হে পরমে-
শ্বর ! যে সকল মানব আপনাকে দর্শন করে, তাহার
সদা পাপ হইতে নিমুক্ত হইয়া মহীতলে বিরাজ
করিয়া থাকে । হে যশস্বিন ! চুণ্ডের বাক্য শ্রবণ
করিয়া লিঙ্গ বলিলেন, যাহারা পরম ব্রহ্মা সহকারে
আমার পূজা করিবে, তাহার সৰ্ব্বদা পাতকবর্জিত
হইবে ; পরম কামনা লাভ করিবে ; এবং সৰ্ব্বল-
ঙ্কারভূষিত গণোত্তম হইয়া সৰ্ব্বলোকে পূজ্য হইবে ।
চুণ্ড পূর্বোক্ত প্রকার বরলাভ করিয়া কৃতাজলিপুটে
পুনরায় বলিল,—এই লিঙ্গ আমার নামে জগতে
প্রথিত হউক । লিঙ্গ তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—
'এবমস্ত' । তদবধি ঐ লিঙ্গ চুণ্ডেশ্বর নামে
বিখ্যাত হইল । ঐ চুণ্ডেশ্বর লিঙ্গ দর্শনমাত্রে

সিদ্ধিভবেরূপাম্ । ৩০ ॥ ভক্ত্যা যে পূজয়িষ্যতি
দেবঃ তুণ্ডেশ্বরঃ পরম্ । আজন্মপ্রভবঃ পাপং
তেষাং যান্তি তৎক্ষণাৎ । ৩১ ॥ স এব স্মৃতা
লোকে স এব মম বল্লভঃ । যঃ পশ্চতি নরো ভক্ত্যা
লিঙ্গং তুণ্ডেশ্বরঃ পরম্ । ৩২ ॥ রাজস্বয়শতেনৈব
যৎপুণ্যং চ ভবিষ্যতি । ততো ভবিষ্যত্যধিকং
তুণ্ডেশ্বরনিরাক্ষণাৎ । ৩৩ ॥ মানসঃ বাচিকঃ বাপি
কাযিকঃ শুভসম্ভবম্ । প্রকাশঃ বাপ্রকাশক
প্রসঙ্গাদপি যৎকৃতম্ । তৎসৰ্বং যান্তি কিপ্রং
তুণ্ডেশ্বরস্ত দৰ্শনাৎ । ৩৪ ॥ ইত্যুক্তম্ যদা দেবি
স তুণ্ডো গণনায়কঃ । কতো লিঙ্গস্ত মহাশ্রাদ্ধগতো
লোকে মদীয়কে । রেজে চ গণপৈঃ সার্কৈঃ মমা-
ভীষ্টতরোহভবৎ । ৩৫ ॥ এব তে কথিতো
দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । শ্রবণাৎ কীৰ্ত্তনাদপি
মম লোকে মহীয়তে । ৩৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে তুণ্ডেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
তৃতীয়োহধ্যায়ঃ । ৩ ।

মানবের সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি
ভক্তিপূৰ্ব্বক তুণ্ডেশ্বরের পূজা করে, তাহার
আজন্ম-কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় ।
ভক্তি পূৰ্ব্বক তুণ্ডেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে
মানব স্মৃতা ও আমার প্রিয় হয় । শত রাজ-
স্বয় বজে যে পুণ্য লাভ হয়, তুণ্ডেশ্বর নিরাক্ষণে
ততোধিক পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । মানস,
বাচিক, কাযিক, শুভ-সম্ভূত প্রকাশ, অপ্রকাশ বা
সঙ্গাধীন যে সকল পাপ হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ই
তুণ্ডেশ্বর দর্শনে বিনষ্ট হইয়া থাকে । হে দেবি!
তুণ্ড আমা কর্তৃক উক্ত হইয়া লিঙ্গ পূজা করিয়া
লিঙ্গ-মাহাত্ম্য মদীয় লোকে গমন করিল
এবং আমার প্রিয়তম হইয়া গণপতিগণের সহিত
বিরাজ করিতে লাগিল । হে দেবি! এই আমি
তোমার নিকট পাপনাশন প্রভাব কীৰ্ত্তন করি-
লাম, ইহা শ্রবণ ও কীৰ্ত্তন করিলে মদীয় লোকে
গতি হইয়া থাকে । ২২—৩৬ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ৩ ।

● চতুর্থোৎসাহাদ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ । খ্যাতোহবন্ত্যাঃ চতুর্থো-
হসৌ দেবো ভয়ককেশ্বরঃ । দৃষ্টে যস্মিন্ জগন্নাথে
যাতি পাপক সংক্ষয়ম্ । ১ ॥ পুরা বৈবস্বতে করে
ককর্ণাম মহাসুরঃ । তন্ত পুত্রো মহাবাহুব্রজো নাম
মহাবলঃ । বভূব স মহাকাযস্তীক্ৰদংষ্ট্রো ভয়ঙ্করঃ ।
২ ॥ তেন দেবাঃ স্বাধিকারাজালিতান্দিদশালয়াৎ ।
৩ ॥ ততো নীতঃ ধনঃ তেবাঃ ব্রহ্মাণঃ তে ততো
যযুঃ । ব্রহ্মাপি ভয়সংবিগ্নো বভূবাকুলিতেশ্রিয়ঃ ।
৪ ॥ জাহ্নবীধ্যাঃ সুরৈঃ সার্কৈঃ সর্কৈঃ সোধথ মহা-
বলঃ । তেষু নষ্টেষু যে বিপ্রা যজ্ঞানোহথ তপস্বিনঃ ।
তান্ জঘান স হৃষ্টোহা যে চান্তে ধর্মচারিণঃ । ৫ ॥
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারঃ তদাসীদ্ধরগীতলম্ । মষ্ট-
যজ্ঞোৎসবঃ দেবি হাহাতুতমচেতনম্ । ৬ ॥ ততঃ
প্রব্যথিতা দেবাস্তথা সর্কৈ মহর্ষয়ঃ । সমেত্যামন্ত্র-
য়ন্ত্রঃ বধার্থং তন্ত হৃষ্মতেঃ । ৭ ॥ ততঃ কাযো-
হভবৎ সদ্যঃ সর্কৈষাং পুরতস্তদা । তেষাং চিন্ত-
য়তাং দেবি তেজঃপুঞ্জন চারুতঃ । ৮ ॥ তস্মাৎ

চতুর্থ অধ্যায় ।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—যাহা দর্শন করিলে
পাপ ক্ষয় হয়, অবস্থান্ধিত সেই চতুর্থলিঙ্গ ভয়ক-
কেশ্বরের মাহাত্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বে
বৈবস্বত মন্বন্তরে রুদ্র নামে এক দৈত্য ছিল ।
তাহার পুত্রের নাম বজ্র । বজ্র মহাবল বীর মহাকায
তীক্ৰদংষ্ট্র ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল । তাহার প্রতাপে
দেবগণ স্বাধিকারচ্যুত হন । তাঁহাদের ধন-বস্তুদি
সমুদয় ঐ দৈত্য অপহরণ করে । এমন সময়ে
দেবগণ ব্রহ্মার শরণ লন । ব্রহ্মাও বজ্রদৈত্যকে
অবধ্য জানিয়া ভয় সংবিত্ত ও বাকুলিতেশ্রিয়
হইয়া পড়েন । অনন্তর দেবগণ পলায়ন-পরায়ণ
হইলে যজ্ঞা তপস্বী ধর্মচারী বিপ্রগণ ঐ হৃষ্ট
দৈত্য কর্তৃক নিহত হইতে লাগিলেন । তখন
স্বাধ্যায়, বষট্কার, যজ্ঞ, উৎসব, এ সমুদয় পৃথিবী
হইতে অন্তরিত হইল । ধরগীতল হাহাকারময়
হইয়া উঠিল । ঐ সময় দেবগণ ও মহর্ষিগণ
অত্যন্ত ব্যাধিত হইলেন এবং তাঁহারা সমবেত
হইয়া হৃষ্মত দৈত্যের বধের নিমিত্ত মন্ত্রণাত করিতে
লাগিলেন । ১—৭ । তাঁহারা মন্ত্রণা করিতে থাকিলে
তাঁহাদের সম্মুখে তেজঃপুঞ্জাত এক দেহ আবি-

কৃত্যা সমুৎপন্ন দিব্যা কমললোচনা । দ্যোতয়ন্তী
 দিশঃ সর্বাঃ স্বভেজোভঃ সমস্ততঃ ॥ ৯ ॥ সাত্ববীণ
 ত্রিদেশান্ সর্বান কস্মাৎ সৃষ্টা হুহং সুরাঃ । যৎ
 কর্তব্যং ময়া কস্মৈ তচ্ছীভঃ সন্নিবেদ্যতাম্ ॥ ১০ ॥
 ততস্ত ত্রিদেশাঃ সর্বে ঋত্বা তস্তাঃ শুভা গিরঃ ।
 আচখ্যুঃ সকলং তন্তৈ তদা বজ্রস্ত চেষ্টিতম্ ॥ ১১ ॥
 ঋত্বা জহাস সা দেবী সাত্বহাসং মুহূৰ্হুহঃ । তস্তা
 হসন্ত্যা নিঃসফ্রঃ কস্তাঃ কমললোচনাঃ ॥ ১২ ॥
 পাশাঙ্কুশধরা রৌদ্রা জালামালারূতাননাঃ । কেৎ-
 কারেণ চ সন্নাদৈশ্চালয়ন্ত্যশ্রাচরম্ ॥ ১৩ ॥ গতাঃ
 সর্বা মহাদেবি যত্র বজ্রো মহাসুরঃ । যুদ্ধং তু
 তুমুলং জাতং তাভিস্তস্ত ভয়াবহম্ ॥ ১৪ ॥ শস্ত্রা-
 ন্ধ্রৈবহুধা যুক্তৈর্ব্যাগুঠৈব দিগন্তরম্ । সন্নদ্ধাখিল-
 সৈন্ত্যস্তে যুধুঃ সমরে ভূশম্ ॥ ১৫ ॥ ততঃ প্রব-
 রূতে যুদ্ধঃ তয়া দেব্যা সুরধিষাম্ । ততো মাতৃ-
 গণং ক্রুদ্ধং মন্দয়ন্তঃ মহাসুরান্ । পরাশ্রুৎ বলং
 দৃষ্ট্বা বজ্রো মায়ামধ্যাজৎ ॥ ১৬ ॥ তামসীং নাম

হুঃসাধ্যাং যথা মুহুতি কস্তকাঃ ॥ ১৭ ॥ তমোভূতে
 ততস্তস্মিন্ সা দেবী ভয়বিহ্বলা । তাভিঃ সার্কং
 সমায়াতা মহাকালবনোত্তমম্ ॥ ১৮ ॥ কপালবান্
 হরো যত্র লিঙ্গাকারেণ সংস্থিতঃ । জাত্বা মাতৃগণং
 নষ্টং ততো মায়াপ্রভাবতঃ ॥ ১৯ ॥ বজ্রো-
 হপি ত্রিদেশান্ জাত্বা দেব্যা সার্কমথোষিতান্ ।
 আজগাম তমুদ্দেশং স্বসৈন্তপরিবারিতঃ ॥
 ২০ ॥ মহাকালবনে দিব্যে রথকোটিশতৈর্বৃতঃ ।
 সমস্তাচ্চ বনং দেবি তৎক্রুদ্ধো বাক্যমব্রবীৎ ॥
 ২১ ॥ অদ্য দেবান্ হনিষ্যামি তয়াস্মাকং সূত-
 ঙ্গয়া । কস্তাভিঃ সহ যা নষ্টা তমোমায়া-
 বলেন তু ॥ ২২ ॥ এতাস্মন্নস্তরে কালে নারদো
 মুনিসত্তমঃ । সোৎসুকস্ত সমায়াতো মন্দরে চাক্র-
 কন্দরে ॥ ২৩ ॥ কথয়ামাস দেবানাং বজ্রাদেব-
 পরাভবম্ ॥ ২৪ ॥ মহাকালবনে দেব তাড়িতাত্রিদেশাঃ
 প্রভো । বজ্রেন ক্রকপুত্রেন তস্মাদ্যাহি মহেশ্বর ॥
 ২৫ ॥ নারদস্ত বচঃ ঋত্বা ততোহহং পরমেশ্বরি ।
 মন্দরাদাগতস্ত্বং কুত্বা রূপং সূতৈরবম্ ॥ ২৬ ॥

ভূত হইল । তাহা হইতে দিব্যা কমললোচনা
 এক কৃত্যা সমুৎপন্ন হইলেন । ঐ কৃত্যা স্বীয়
 তেজে দিক্ সকল প্রদীপিত করিয়া বলিলেন—হে
 সুরগণ! কি জন্ত আমায় স্বজন করিলে?
 আমাকে যাহা করিতে হইবে, তাহা শীঘ্র
 নিবেদন কর । অনন্তর দেবগণ তাঁহার শুভ
 বাক্যের স্তুতি করিয়া হুয়াগা বজ্র-চেষ্টিত
 আয়ুলতঃ নিবেদন করিলেন । তৎশ্রবণে
 দেবী মুহূৰ্হু অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন ।
 তখন তাঁহার অট্টহাস্য হইতে কমললোচনা বহু কস্তা
 নিঃসৃত হইল । ঐ কস্তাগণ পাশাঙ্কুশধরা বিভৌষিকা-
 ময়ী ও জালা-মালাবৃত্তাননা । তাহাদের কেৎকার
 শব্দে ও গভীর নাদে চরাচর জগৎ কম্পিত হইতে
 লাগিল । হে মহাদেবি! এইরূপে তাঁহার মণা-
 সুর বজ্র উদ্দেশে যাত্রা করিলেন । দৈত্য বজ্রের
 সহিত তাঁহাদের তুমুল ভয়াবহ রণসজ্জা উপস্থিত
 হইল । বহুধা-মুক্ত শস্ত্রাঙ্গ দ্বারা দিগন্তর পরিপূর্ণ
 হইল । সন্নদ্ধ সৈন্তগণ সমরে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে
 লাগিল । অনন্তর দেবীর সহিত দৈত্যগণের যুদ্ধ
 আরম্ভ হইল । মাতৃকাগণ ক্রুদ্ধ দৈত্যসৈন্তগণকে
 নিহত করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের তেজ সহ
 করিতে না পারিয়া দৈত্যসৈন্তগণ রণ-পরাস্রুত
 হইল । তদর্শনে বজ্র তাহার হুঃসাধ্যা তামসী মায়া

স্বজন করিল । ঐ মায়া-প্রভাবে মাতৃকাগণ মোহ
 প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । তখন রণস্থল তমোভূত
 হইয়া উঠিল । ঐ সময় দেবী ভয়-বিহ্বলা হইয়া
 মাতৃকাগণের সহিত মহাকাল বনোত্তমে আগমন
 করিলেন । ঐ স্থানে কপালবান্ হর লিঙ্গাকারে
 অবস্থিত । দৈত্য বজ্র স্বীয় মায়া-প্রভাবে মাতৃকা-
 গণকে নিহত মনে করিল এবং দেবীর পক্ষে দেবগণ
 অবস্থিত, ইহা মনে করিয়া সসৈন্তে রথকোটি-পরি-
 বৃত হইয়া তাঁহাদের উদ্দেশে মহাকালবনে আগমন
 করিল । ঐ স্থানে আগমন করিয়া সে সক্রোধে
 বলিতে লাগিল যে, অদ্য আমি সেই হুস্তার সাহিত
 হুয়াগা দেবগণকে নিহত করিব । সে হুস্তা আমার
 তমো-মায়া-বলে মাতৃকাগণের সহিত রণে পৃষ্ঠ
 প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছে । ৮—২২ । বজ্র
 এইরূপ আফালন করিতে থাকিলে, তাঁকে
 মহাবি নারদ কোতুহলাক্রান্ত হইয়া চাক্রকন্দর
 মন্দরে হর-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং
 তাঁহাকে বজ্রদৈত্য হইতে দেবগণের পরাভব-
 বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । মূনি বলিলেন—হে
 প্রভো মহেশ্বর! হুস্ত বজ্র দৈত্য কর্তৃক দেবগণ
 মহাকালবনে তাড়িত হইয়াছেন । হে পরমেশ্বর!
 তখন আমি নারদমুখে দেব-পরাভব শ্রবণ করিয়া
 ভৈরবরূপ ধারণপূর্বক সত্তর মন্দর-কন্দরে আগমন

সপৈর্গসত্তিরত্যাগৈভৌগৈর্গণসংবৃতঃ । অগ্রে দৃষ্টঃ
মহৎসৈন্তঃ দানবানাং ভয়াবহঃ ॥ ২৭ ॥ মহাকালবনঃ
কুপ্তঃ সমস্তাদিমুরেণ তু । বজ্রেণ কুরুপুত্রেণ হুঃসহেন
যশস্বিনী ॥ ২৮ ॥ তদাগত্য ময়া ভাড্য রোদ্রঃ
ভমরকং তথা । মোহিতঃ সহসা সৈন্তঃ বজ্রশ্চৈব
হুয়াশ্বনঃ ॥ ২৯ ॥ ভমরকস্ত নাদেন হ্যখিতঃ লিঙ্গ-
মুত্তমম্ । বিদার্য বসুধাং দেবি জালামালাকুলঃ
তদা ॥ ৩০ ॥ তস্ত লিঙ্গস্ত চ তদা মহাজালা বিনি-
র্গতা । একদেশাঘটারোহে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী তথা ।
লিঙ্গস্তান্তপ্রদেশাভ্যু বায়ুঃ সমভবন্নশান্ ॥ ৩১ ॥
ভেজোজালাসমূহেন বাহেন প্রেরিতেন চ । সহ
চক্রেণ তৎসৈন্তং দহ্যং ভস্মহমাগতম্ ॥ ৩২ ॥ ততো
দেবগণাঃ সর্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ । নমস্কুর্হুতে
তস্মিন্ কুরুপুত্রে মহাবলে ॥ ৩৩ ॥ অস্ত দেবস্ত
মাহাত্ম্যাদিত্যো বজ্রো মহাবলঃ । সৈন্তোহভূত-
স্তস্মাদেব ভমরকেশ্বরঃ । খ্যাতিং যাস্ততি
লোকেহস্মিন্ সর্ষকামকলপ্রদঃ ॥ ৩৪ ॥ ভমরকস্ত তু
নাদেন জাতো যস্মান্নহীতলে । অতঃ পূজ্যবরো
দেবো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ দৃষ্ট্বা যে পূজয়ি-
ষ্যন্তি দেবং ভমরকেশ্বরম্ । তে সর্ষে হুঃপনি

করিলাম ! ভীষণ অত্যাগ্র লেলিহান সর্পগণ ও
গণগণ আমার অল্পগমন করিল । আমি সম্মুখেই
সুমহৎ ভয়ানক দানব-সৈন্ত অবলোকন করিলাম ।
আরও দেখিলাম যে, তখন কুরুপুত্র হুঃসহ বজ্র
মহাকালবনের চতুর্দিক অবরোধ করিয়া অবস্থান
করিতেছে । ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়াই আমি
ভয়ানক রূপে ভমর তাড়িত করিলাম । তাহাতেই
তুষ্ট দৈত্যর সৈন্তগণ মোহিত হইয়া পড়িল । ভমর-
নাদে ঐ স্থানে পৃথিবী বিদারণপূর্বক জালা-মালা
কুল এক উত্তম লিঙ্গ উৎখিত হইল । ঐ সময়
লিঙ্গের একাংশ হইতে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী মহা-
জালা নির্গত হইতে লাগিল এবং অপরাংশ হইতে
মহান বায়ু প্রবাহিত হইল । তখন ভেজ ও বায়ু
প্রেরিত চক্র দ্বারা দৈত্য-সৈন্ত ভস্মসাৎ হইয়া
গেল । মহাবল কুরুপুত্র নিহত হইলে দেবগণ
অত্যন্ত শ্রীত হইয়া আমায় নমস্কার করিতে
লাগিলেন । ঐ লিঙ্গমাহাত্ম্যেই মহাবল বজ্র
সৈন্তে দহ্য হইল । ভমর-নাদে জাত বলিয়া
ঐ লিঙ্গ এই লোকে সর্ষকাম কলপ্রদ ভমরকে-
শ্বর নামে খ্যাত হইয়াছে । ঐ দেব পূজনীয়
হইবেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ! যে

ভবিষ্যন্তি গজজরাঃ ॥ ৩৭ ॥ চাত্রায়ণানাং বিধিব-
চ্ছতানামথ যৎকলম্ । তৎকলং সমবাপ্নোতি
ভমরকেশ্বরপূজনাং ॥ ৩৮ ॥ অস্মিন স্থানে
স্থিতং লিঙ্গং ভক্ত্যা ভমরকেশ্বরম্ । প্রসঙ্গাদপি
পশ্যন্তি হপি পাপপরা নরাঃ ॥ ৩৯ ॥ তেহপ্যবশ্যং
তু যাস্তন্তি কুদ্রলোকঃ সনাতনম্ । ভক্তাঃ
স্তোষ্যন্তি যে লিঙ্গং খ্যাতং ভমরকেশ্বরম্ ॥
৪০ ॥ মানসৈঃ পাতকৈর্মুক্তা যাস্তন্তি পরমং পদম্ ।
অশ্বমেধসহস্রং তু বাজপেয়শতং ভবেৎ । গোসহস্র-
কলং চাত্র দৃষ্ট্বা প্রাপ্যন্তি মানবাঃ ॥ ৪১ ॥ যো
যাতি সঙ্গরে ধীরো দৃষ্ট্বা ভমরকেশ্বরম্ । জয়েদ্ভি-
প্নন্থাস্তে স কুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৪২ ॥ এষ তে
কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । ভক্ত
কীর্তিতশ্চৈব সর্ষাভৌগৈকলপ্রদঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীলঙ্কাদে ভমরকেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

ব্যক্তি দর্শনানন্তর ভমরকেশ্বরের পূজা করে সে
সর্ষ হুঃ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বিগতজর হয় ।
বিধিবৎ শত চাত্রায়ণ অনুষ্ঠান করিলে যে কল
লাভ হয়, এক ভমরকেশ্বর পূজনে তৎকল প্রাপ্ত
হওয়া যায় । অত্রত্য ভমরকেশ্বর লিঙ্গ প্রসঙ্গ
বশতঃও ভক্তিপূর্বক দর্শন করিলে পাপ-পরায়ণ
নরও সনাতন কুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে । যে
ভক্ত বিখ্যাত ভমরকেশ্বর লিঙ্গের স্তব করে, সে
মানস পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরম পদ
লাভ করিয়া থাকে এবং সহস্র অশ্বমেধ-কল, শত
বাজপেয়কল ও গোসহস্র দানের কল লাভ করিয়া
থাকে । যে মানব ভমরকেশ্বর দর্শন করিয়া যুদ্ধ-
যাত্রা করে, সে রিপুজয় করিয়া জীবনান্তে কুদ্র-
লোকে পূজিত হয় । হে দেবি ! এই আমি তোমার
নিকট পাপনাশক ভমরক লিঙ্গপ্রভাব কীর্তম
করিলাম । এই লিঙ্গ স্তব ও কীর্তিত হইয়া সর্ষা-
ভৌগ প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২৩—৪৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ঐকুজ উবাচ । অনাদিকল্পেণ দেবং পঞ্চমং
বিদ্ধি পার্শ্বতি । সৰ্বপাপহরং নিত্যমনাদিগৌরবতে
সদা ॥ ১ ॥ কল্পস্তাদৌ পুরা দেবি লিঙ্গমেতন্নি-
ৰ্গতম্ । যদা নান্নিৰ্ণাচিতো ন ভূমিৰ্ণ দিশো ন
ধম ॥ ২ ॥ ন বায়ুৰ্ণ জলং চৈব ন দ্যৌর্নে-
ন্দ্রগ্রহা ন চ । ন দেবান্সুরগন্ধৰ্বা ন পিশাচা ন
রাক্ষসাঃ ॥ ৩ ॥ অতো লিঙ্গাৎ সমুদ্ভূতং জগৎ
স্বাবরজজন্মম্ । কলেন চ লয়ং যাতি লিঙ্গহস্মিন্
পৰ্বতাস্তজে ॥ ৪ ॥ অশ্মালিঙ্গাৎ সমুদ্ভূতা বংশা
দেববিপৈতৃকাঃ । মনস্তরাণি বংশানি বংশানুচরিতং
চ যৎ ॥ ৫ ॥ যাবত্যঃ সৃষ্টয়ৈচ যাবন্তঃ প্রলয়া-
স্তথা । সমুদ্রাঃ পৰ্বতাস্তব নিয়গাঃ কাননানি চ ॥
৬ ॥ ভূলোকাদ্যাশ্চ যে লোকাঃ পাতালাঃ সপ্ত
যে স্মৃতাঃ । গতিস্তথাক্সোমাদিগ্রহক্ৰজ্যোতিষা-
মপি ॥ ৭ ॥ দৃষ্টাদৃষ্টং চ তৎসৰ্বমতো
লিঙ্গাবয়বাননে । অনাদিকারণং যতদব্যক্তাখ্যঃ
মহর্ষয়ঃ । যদাহঃ পুরুষঃ স্মৃষ্ণঃ নিত্যঃ সদাসদা-
শ্রবম্ ॥ ৮ ॥ এবমক্ষয়মজরমমেয়ং নান্তসংশ্রয়ম্ ।
গন্ধরূপরসৈহীনঃ শব্দস্পর্শবিবর্জিতম্ ॥ ৯ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

ঐকুজ বলিলেন,—হে পার্শ্বতি ! অতঃপর পঞ্চম
অনাদিকল্পেণ নামক লিঙ্গের বিবরণ শ্রবণ কর ।
এই লিঙ্গ সৰ্বপাপহর ও অনাদি । হে দেবি !
যখন অগ্নি, আদিত্য, ভূমি, দিক্, আকাশ, বায়ু,
জল, স্বৰ্গ, গ্রহ, ইন্দু, দেব, অসুর, গন্ধৰ্ব, পিশাচ,
রাক্ষস প্রভৃতি কিছুই ছিল না, সেই কল্পাদি
কালে এই লিঙ্গ আবির্ভূত হন । এই লিঙ্গ
হইতেই সচরাচর জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে । আবার
কালে ইহাতেই ঐ সমস্ত লয় পাইয়া থাকে । হে
বরাননে ! এই লিঙ্গ হইতে দেববি-বংশ, পিতৃ-
বংশ, মনস্তর, বংশ, বংশানুচরিত যাবতীয় সৃষ্টি,
যাবতীয় প্রলয়, সমুদ্র, পৰ্বত, নদী, কানন, ভূলো-
কাদি, সপ্ত পাতাল, সোম-স্বর্ঘ্যাদি গ্রহ, নক্ষত্র ও
জ্যোতিঃপদার্থ-গণের গতি, ও অপরাপর দৃষ্টাদৃষ্ট
সমুদয় উদ্ভূত হইয়াছে । এই লিঙ্গ অনাদি কারণ ;
সুতরাং ইহাকে মহর্ষিগণ অব্যক্ত বলিয়া থাকেন ।
ইনি স্মৃষ্ণ, নিত্য, সদাসদাশ্রব, এব, অক্ষয়, অজর,
অমেয় ও নান্তসংশ্রয়, পুরুষ । ইনি মহর্ষিগণ কর্তৃক
গন্ধ-রূপ-রস-হীন, শব্দস্পর্শ-বিবর্জিত, অনাদ্যন্ত,

অনাদ্যন্তঃ জগদ্যোনিঃ ত্রিগুণপ্রভবাব্যয়ম্ ।
অসাদৃশ্যমবিভেদ্যং লিঙ্গং প্রোক্তং মহর্ষিভিঃ ॥ ১০ ॥
প্রলয়স্তাস্তে তেনেদং দিব্যমাসীদশেষতঃ ॥ ১১ ॥
অহমূৰ্ব্বাং, প্রবুদ্ধ জগদাদিরনাদিমান । সৰ্ব-
হেতুরচিন্ত্যাত্মা পরঃ কোহপ্যপরক্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥
প্রকৃতিঃ পুরুষঃ চৈব প্রদর্শ্যাত্ত জগৎপতিঃ
কোভয়ামাস যোগেন পরেণ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥
যথা সন্নিধিমাভ্ৰেণ গন্ধঃ কোভায় জায়তে । মনসো
নোপকর্তৃহাস্তধাসৌ পরমেশ্বরঃ । অনাদিঃ কথ্যতে
দেবো জগৎকারণতৎপরম্ ॥ ১৪ ॥ প্রধানং
কোভয়ামাণং তু তেন লিঙ্গেন পার্শ্বতি । জায়তে
ভুবনাধারো ব্রহ্মাণ্ড ইতি বিজ্ঞাতঃ ॥ ১৫ ॥ যস্মিন্
খণ্ডে জগৎসৰ্বং স দেবান্সুরমাহুযম্ । উৎপন্নং
চ বিলীনং চ যস্তাস্তোহপি ন লভ্যতে ॥ ১৬ ॥
স এব কোভকঃ পূৰ্ব্বং স কোভ্যঃ পৃথিবীপতিঃ ।
স সঙ্কোচবিকাসাত্যাং প্রধানত্বৈ ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৭ ॥
উৎপন্নঃ স জগদ্রাথো নির্গুণোহপি রজোগুণঃ । ভূতন্
প্রবর্ততে সর্গং ব্রহ্মহং সমুপাগতঃ ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মত্বৈ
সৃজতে লোকাঃস্ত তঃ স স্বাতিরেকতঃ । বিষ্ণুয়মেত্যা
ধর্মেণ কয়োতি পরিপালনম্ ॥ ১৯ ॥ ততস্তমো-
গুণোত্তিমো রুদ্রহেনাখিলঃ জগৎ । উপসংহৃত্য
বৈ শেতে ত্রৈলোক্যং ত্রিগুণোহগুণঃ ॥ ২০ ॥ যথা

জগদ্যোনি, ত্রিগুণপ্রভব, অব্যয় অসাদৃশ্য ও অবি-
ভেদ্য লিঙ্গ বলিয়া কথিত । এই লিঙ্গ প্রলয়ান্তেও
বিদ্যমান থাকেন । আমাকেই ঐ লিঙ্গরূপে উল্লি-
খিত প্রাচুর্য জ্ঞানিবে । ঐ লিঙ্গ জগদাদি, অনাদি;
সৰ্বহেতু, অচিন্ত্যাত্মা, পর ও অপরক্রিয় । মন
যেমন গন্ধ সন্নিধিমাভ্রে স্কৃক হয়, তদ্রূপ ঐ জগৎপতি
পরমেশ্বর, পুরুষ সন্দর্শন করাইয়া প্রকৃতিকে
কোভিত করেন । হে পার্শ্বতি ! ঐ দেব অনাদি
ও জগৎ-কারণ-কারণ । প্রকৃতি ঐ লিঙ্গকর্তৃক
কোভিত হইয়া জগদাধার ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হন ।
ঐ অণ্ডে স দেবান্সুর সমস্ত জগৎ উৎপন্ন ও বিলীন
হইয়া থাকে । কিন্তু অণ্ডের অন্ত পাওয়া যায়
না । তিনি কোভক, কোভ্য, ও পৃথিবীপতি
তিনিই সঙ্কোচ ও বিকাশগুণশালিনী প্রকৃতি
ও প্রধানরূপে প্রতিষ্ঠিত । ১—১৭ । তিনি নিগুণ
হইলেও রজোগুণবিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হন ।
তিনিই ব্রহ্মহ প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি প্রবর্তিত করেন ।
তিনি ব্রহ্মা হইয়া লোক সৃজন করেন । তিনিই
বিষ্ণু হইয়া সত্ত্বগুণাবলম্বনে জগৎ পালন করেন
এবং তিনিই তমোগুণাবলম্বী হইয়া রুদ্ররূপে

প্রাপ্তবাপকঃ ক্ষেত্রী পালকো লাবকস্তথা । স সংজ্ঞা
যাতি তদ্বচ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুহরুদ্রতাঃ ॥ ২১ ॥ ব্রহ্মহে
সৃজতে লোকান্ রুদ্রহে সংহরত্যপি । বিষ্ণুহে
পাত্ত তান্ সর্বাংশিশ্রোহবস্থাঃ স্মৃতাঃ সদা ॥ ২২ ॥
রজো ব্রহ্মা তমো রুদ্রঃ সৰ্বং বিষ্ণুর্জগৎপতিঃ । এত
এব ত্রয়ো বেদা এত এব ত্রয়ো নরাঃ ॥ ২৩ ॥ কল্পে
কল্পে হুনাদিস্ত গীয়তে ত্রিদশৈঃ সদা । পিতৃভিঃ
গণৈঃ সিদ্ধৈরতোহুনাদিকল্পেশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥ নাম
প্রাপ্তঃ বিশালাক্ষি মহাকালবনঃ সদা । যদা জাতো
বিবাদস্ত ব্রহ্মাঃ কেশবস্ত চ ॥ ২৫ ॥ অহং জ্যোত্শা-
নহং জ্যোত্শান্ কল্পাদৌ সৃষ্টিকারণাৎ । দিব্যা সমু-
খিতা বাণী নিরালম্বা তদাস্বরাৎ ॥ ২৬ ॥ মহাকাল-
বনে লিঙ্গং কল্পেশ্বরেতি সংজ্ঞকম্ । তস্মাদিমথবাস্তং
চ যঃ পশুতি স চ প্রভুঃ । ভাবয়তি ন সন্দেহো ন
বাদঃ ক্রিয়তামিতি ॥ ২৭ ॥ ততো দেবি গন্তো ব্রহ্মা
উর্দ্ধলোকমনন্তকম্ । অধোলোকং গতৌ বিষ্ণুস্তেন
বাক্যেন সহরম্ ॥ ২৮ ॥ নৃদিদৃষ্টৌ ন চান্তশ্চ
ব্রহ্মণা কেশবেন তু । তদা তৌ বিস্ময়াপন্নৌ

সংহার কারয়া শয়ন করেন । তিনি ত্রিগুণ এবং
নির্গুণ । তিনি পূর্বে যেমন বাবক ক্ষেত্রী, পালক ও
নায়ক সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ এই লিঙ্গ ও
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র-সংজ্ঞায় অভিহিত হন । ইনি
ব্রহ্মহে লোকসৃষ্টি, ও রুদ্রহে সংহার ও বিষ্ণুহে
পালন করিয়া থাকেন । ইহাই ঐ লিঙ্গের তিন
অবস্থা । রজঃ ব্রহ্মা, তম রুদ্র, এবং সৰ্ব জগৎ-
পতি বিষ্ণু । ইহারাই তিন বেদ ও তিন নর ।
এতৎসমুদয়স্বরূপ ঐ লিঙ্গই অনাদি বলিয়া কল্পে
কল্পে কীর্তিত হইয়া আসিতেছেন । হে বিশা-
লাক্ষি ! এই জন্তই পিতৃ, গণ, ও সিদ্ধগণ
কল্পক মহাকাল বনে ঐ লিঙ্গ অনাদিকল্পেশ্বর নামে
বিখ্যাত । কল্পাদিতে সৃষ্টির নিমিত্ত ‘আমি বড়
আমি বড়’ বলিয়া যখন ব্রহ্মা ও কেশবের বিবাদ
উপস্থিত হয় । তখন এই আকাশবাণী উখিত
হয় যে মহাকালবনে কল্পেশ্বর নামে যে লিঙ্গ
আছেন, তাঁহার আদি অথবা অন্ত আপনাদের
মধ্যে যিনি দেখিতে পাইবেন, তিনিই প্রভু
হইবেন ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । আপনারা
বিবাদ করিবেন না । হে দেবি ! তখন আকাশ-
বাণীর বাক্যে ব্রহ্মা সহর অনন্ত উর্দ্ধলোকে এবং
বিষ্ণু অধোলোকে গমন করিলেন । কিন্তু ব্রহ্মা
লিঙ্গের আদি ও বিষ্ণু লিঙ্গের অন্ত দর্শন

তুষ্টিবাক্তে পরস্পরম্ ॥ ২৯ ॥ বেদোক্তসৃষ্টিক্ষিবিধৈ-
রভিনন্দ্য পুরঃস্থিতৌ । নাদিরস্তি ন চান্তশ্চ
ন চ কল্পোহয় দৃশ্যতে ॥ ৩০ ॥ তস্মাদনাদিকল্পো-
হয়মদ্যপ্রভৃতি ভূতলে । খ্যাতিঃ যাস্থতি নাস্তা চ
মহাকালবনোত্তমে ॥ ৩১ ॥ পঞ্চপাতকসংযুক্তো যো
মর্ত্যে ॥ হৃষ্টমানসঃ । মোহপি গচ্ছেচ্ছিবং দৃষ্টানা-
দিকল্পেশ্বরং শিবম্ ॥ ৩২ ॥ শিবমস্ত সদা তেষাং
যেষাং হৃৎ দর্শনং গতঃ । তে ধন্তা মানুসে
লোকে যে হৃৎ শরণমাগতাঃ ॥ ৩৩ ॥ সর্বতীর্থান্তি-
বেকেষু যৎপুণ্যং প্রাপ্যতে নষ্টম্ । তৎসর্বমধিকং
দেব লভ্যতে তব দর্শনাৎ ॥ ৩৪ ॥ তাবৎপতন্তি
সংসারে সুখদুঃখসমাকুলে যাবদ্ব দৃশ্যতে দেব
সংসারার্ণবতারকঃ ॥ ৩৫ ॥ যদা পাপকয়ঃ পুংসাঃ
তদা হৃদদর্শনং ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥ ব্রহ্মহা বা সুরাপো বা
স্তেয়া চ গুরুভগ্নগঃ । তৎসংসর্গী নরো যন্ত মহা-
কিন্ধিকারকঃ । সোহপি যাতি পরং স্থানং পুন-
রাবৃতিবজ্জিতম্ ॥ ৩৭ ॥ যৎকলং চাখমেধেন রাজ-
সুয়েন যৎকলং । তৎকলম্ সমবাপ্নোতি তব দেব
সমর্চনাৎ ॥ ৩৮ ॥ তে নরাঃ পশবো লোকে তেষাং

করিতে পারিলেন না । তখন তাঁহারা উভয়ে
বিস্ময়াপন্ন ও সমুগবর্তী হইয়া বিবিধ বেদোক্ত
সৃষ্ট দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন, ইহার আদি
অন্ত ও সৃষ্টি, কিছুই দৃষ্ট হয় না । এজন্ত ইনি
অদ্য হইতে জগতে আদিকল্পেশ্বর শিব নামে
বিখ্যাত হইবেন । হে দেব ! আপনি
দৃষ্টি-গোচর হইবেন, তাহাদের মঙ্গল হইবে ।
যাহারা আপনার শরণ লইবে, তাহারা সর্বদা
লোকে ধন্ত । নরগণ নিখিল তীর্থে স্থান করিয়া
যে পুণ্য লাভ করে, আপনার দর্শনে তাহারা
ততোধিক পুণ্য লাভ করিবে । হে দেব !
যাবৎ না মানবের আপনার দর্শন লাভ ঘটে,
তাবৎ তাহাদিগকে সুখদুঃখসমাকুল সংসারে
পতিত হইতে হয়, তাবৎ তাহারা সংসারার্ণবতারক
দেখিতে পায় না, এবং তাবৎ তাহাদের পাপ কয়
হয় না । ব্রহ্মহা, সুরাপায়ী, স্তেয়ী, গুরুভগ্নগামী
বা যে কোন প্রকার মহাপাপকারী ব্যক্তি যদি
আপনার সংসর্গ করে, তাহা হইলে সে পুনরাবৃতি-
বজ্জিত স্থানে গমন করিয়া থাকে । অশ্বমেধ ও
রাজসুয় যজ্ঞে যে ফল লাভ হইয়া থাকে, মানব
আপনার অর্চনা করিলে সেই সকল ফল লাভ
করিতে পাবে । যাহারা অনাদিকল্পেশ্বর শিব

জন্ম নিরর্থকম্ । যৈর্ন দৃষ্টো মহাদেবোহনাদিকল্পে-
শ্বরঃ শিবঃ ॥ ৩৯ ॥ ইত্যুক্তা কেশবো দেবো
ব্রহ্মা চৈব বরাননে । বামে দক্ষিণভাগে চ তস্ম
লিঙ্গস্ত সংস্থিতৌ ॥ ৪০ ॥ এষ তে কথিতো
দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । যন্ত শ্রবণমাত্রেণ
লভ্যতে পরমং পদম্ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে হনাদিকল্পেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ । স্বর্ণজালেশ্বরঃ ষষ্ঠঃ বিদ্ধি
চাত্র যশস্বিনি । যন্ত দর্শনমাত্রেণ ধনবানিহ জায়তে ॥
১ ॥ পুরা সার্কিং স্বয়া দেবি ক্রৌড়তো মম মন্দিরে ।
জাতং বর্ষশতং দিব্যং সুরতৈকরসস্ত ৮ ॥ ২ ॥
দেবৈঃ সর্কৈস্ততো বহিঃ প্রেরিতো মম সন্নিধৌ ।
ততো বহিঃ সমায়াতস্ত্রৈলোক্যার্থে যশস্বনি ॥ ৩ ॥
ততো বহিঃস্থে কিস্তং বীর্ধ্যং স্বং ক্রৌড়তা ময়া
দহমানস্তদা তেন গঙ্গাং বহির্জগাম হ ॥ ৪ ॥ তত্র
গয়া প্রচিক্বেপ বীর্ধ্যমগ্নিঃ সূহৃদ্রম্ । তথাপি দহতে

দর্শন করে নাই, তাহার পশু এবং তাহাদের
জন্ম নিরর্থক । হে বরাননে ! কেশব ও ব্রহ্মা
ইহারা উভয়ে এইরূপ স্তব করিয়া লিঙ্গের বামে
ও দক্ষিণে অবস্থান করিলেন । হে দেবি ! যাহা
শ্রবণ করিলে পরম পদ লাভ হয়, আমি সেই পাপ-
নাশনলিঙ্গপ্রভাব তোমার নিকটে কীর্তন করি-
লাম ॥ ১৮—৪১ ॥

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে যশস্বিনি ! যাহার
দর্শন মাত্রে মানব ধনবান হয়, আমি সেই ষষ্ঠ স্বর্ণ-
জালেশ্বর লিঙ্গের কথা বলিতেছি,—হে দোব ! পূর্বে
স্বগৃহে উপবিষ্ট হইয়া আমি তোমার সহিত সুরত-
ক্রৌড়া করি । দেবতারা ঐ সময়ে বহিকে আমার
নিকটে প্রেরণ করেন । বহিও দেবতাদেশে আমার
নিকটে সমাগত হন । আমি ক্রৌড়া করিতে করিতে
বহির মুখে বীর্ধ্যক্ষেপ করি । বহি বীর্ধ্যতেজে
দহমান হইয়া গঙ্গায় গমন করেন । গঙ্গায় গমন
করিয়া ঐ সূহৃদ্র বীর্ধ্য গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন । কিন্তু

বহিবীর্ধ্যশেষেণ পার্শ্বতি ॥ ৫ ॥ জাতং রম্যং ততো
দিব্যং বীর্ধ্যশেষেন কাঞ্চনম্ । জলস্তং চাতিতাপেন
দুঃসহং হৃদ্রং প্রিয়ে ॥ ৬ ॥ অগ্নেরপত্যং প্রথমং
দৃষ্টোৎপন্নং তু পার্শ্বতি । লোভাভিভূতা অসুরাঃ
সুরা গন্ধর্ককিন্নরাঃ ॥ ৭ ॥ যক্ষাঃ সাধ্যাঃ পিশাচাশ্চ
মরুত্যা রাক্ষসাঃ খগাঃ । অভ্যধাবন্ সুসংরক্ষাস্তে
সুবর্ণজিস্বক্ষবঃ ॥ ৮ ॥ সুবর্ণার্থে মহান্নাদো মমেদ-
মিতি জল্পতাম্ । অজ্ঞানাং সঙ্গরশ্চৈব সঞ্জাতঃ
প্রাণহারকঃ ॥ ৯ ॥ অথাবরণমুখ্যানি নানাপ্রহরণানি
চ । প্রগৃহ্যভ্যানদন্নাদৈর্দেবৈঃ সার্কিং যশস্বিনি ॥ ১০ ॥
অসুরা অসুরৈঃ সার্কিং মরুত্যা মারুতৈঃ সহ । গন্ধর্কাঃ
সহ গন্ধর্কৈঃ কিন্নরৈঃ সহ কিন্নরাঃ ॥ ১১ ॥ ভূতৈঃ
সার্কিং চ ভূতানি রাক্ষসৈঃ সহ রাক্ষসাঃ । বেতালৈঃ
সহ বেতালৈঃ যুদ্ধং চক্ৰুঃ সূদারুণম্ ॥ ১২ ॥ পুত্রস্ত
পিতরং দ্রোষ্টা পিতা পুত্রং তথৈব চ । হস্তি ভাৰ্য্যা
স্বভর্তারং ভর্তা চ স্বাং প্রিয়াং তথা ॥ ১৩ ॥ মাতরং
স্বসুতো হস্তি মাতা পুত্রং হিনস্তি চ । ততো
বৈরবিনির্বন্ধঃ সঞ্জাতঃ স্বর্ণকারণাং ॥ ১৪ ॥ সুরাণাম-
সুরাণাং চ সর্কিং ঘোরতরং মহৎ । প্রাসাশ্চ বিপুল-
শ্রীক্সা স্তপতস্ত সহস্রশঃ । তোমরাশ্চ স্ত্রীক্সাণাঃ

অবশিষ্ট বীর্ধ্য তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকায় তাহার
জালায় বহি দগ্ধ হইতে থাকেন । অনন্তর ঐ
বীর্ধ্যশেষে দিব্য কাঞ্চন উৎপন্ন হয় । ঐ জাজল্য
মান দুঃসহ সুবর্ণ বহির পুত্ররূপে বিরাজ করে ।
তখন লোভাভিভূত হইয়া অসুর, সুর, গন্ধর্ক,
কিন্নর, যক্ষ, সাধ্য, পিশাচ, মরুত্যা, রাক্ষস ও খগগণ
সুবর্ণগ্রহণাভিসায়ে ধাবিত হয় । তাহাতে তখন
“ইহা আমার, ইহা আমার” এইরূপ মহানাদ উখিত
হয় । ক্রমশঃ তাহাদের মধ্যে প্রাণহারক সংগ্রাম উপ-
স্থিত হয় । তখন দেবগণের সহিত দেবগণ
নানা প্রহরণ ও নানা আবরণ ধারণ করিয়া হকার
করিতে থাকে । এইরূপ অসুর অসুরের সহিত,
মরুত মরুতের সহিত, গন্ধর্ক গন্ধর্কের সহিত,
কিন্নর কিন্নরের সহিত, ভূত ভূতের সহিত,
রাক্ষস রাক্ষসের সহিত ও বেতাল বেতালের সহিত
সূদারুণ যুদ্ধ করিতে লাগিল ১—১২ । সুবর্ণলাভের
জন্ত পুত্র পিতাকে ঘেষ করিতে লাগিল এবং পিতা
পুত্রকে ঘেন করিতে লাগিল । এইরূপ ভাৰ্য্যা
ভর্তাকে ভর্তা ভাৰ্য্যাকে, মাতা পুত্রকে, ও পুত্র
মাতাকে সুবর্ণের জন্ত হত্যা করিতে লাগিল । এদিকে
সুরাসুরগণের ঘোরতর বিপুল শ্রীক্স সহস্র সহস্র

শস্ত্রাণি বিবিধানি চ । ১৫ । সুবর্ণার্থে মহাদেবি
বমস্তো কধিরং বহু । ১৬ । অসিশক্তিগদাখণ্ডেয়া
নিপেতুর্করীতলে । ছিন্নানি পট্টশৈশ্চ শিরাঃসি
মুখি দাক্ষণৈঃ । ১৭ । কধিরেণাবলিগুণা নিহ
তাশ্চ পরস্পরম্ । অজীণামিব কূটানি ধাতু-
যুক্তানি শেরতে । ১৮ । হাহাকারঃ সমভবদ্ভয়ক্লুচ
সহস্রশঃ । অতোন্তঃ ছিন্দভাঃ শস্ত্রৈঃ সুবর্ণস্ত চ
কারণাৎ । ১৯ । পরিশৈরায়সৈঃ পাশৈর্কল্পকল্পৈশ্চ
মুষ্টিভিঃ । নিম্নতাং সমরেহন্তোন্তঃ শব্দো দিবমিবা-
ম্পৃশৎ । ২০ । ছিন্দিভিন্দি প্রধাব ত্বং পাতয়াধি-
সরেতি চ । অজ্ঞায়ন্ত মহাঘোরাঃ শব্দান্তত্র সমস্ততঃ ।
২১ । এবং তু তুমুলে যুদ্ধে বর্তমানে মহাভয়ে ।
কম্পিতা ধরণী দেবি দেবাস্তস্তাঃ সবাসবাঃ । ২২ ।
ক্ষুভ্যস্তি অসমুদ্রাশ্চ চেলুশ্চ ধরণীধরাঃ । তন্তার্থে
পীড়িতং সর্বং সদেবাসুরমানুষম্ । ২৩ । ঋষয়ো
বালখিল্যাদ্যা দেবাঃ শক্রপুরুষগমাঃ । বৃহস্পতিঃ
পুরস্কৃত্য ব্রহ্মলোকং গতাঃ স্থিঃ । ২৪ । সোচ্ছ্রাসা
কথয়ামাসুর্জর্জরীকৃতমস্তকাঃ । বৃত্তান্তং বিস্তরাৎ

প্রাসাদ নিপতিত হইতে লাগিল । চারিদিক্ হইতে
ডাঁকাগ্ৰ তোমর, ও বিবিধ শস্ত্র পতিত হইতে
লাগিল । কেহ কেহ কধির বমন করিতে লাগিল ।
ইতস্ততঃ অসি, শক্তি, গদা, ও যষ্টি নিক্ষেপ্ত হইতে
লাগিল । দাক্ষণ পট্ট দ্বারা যুদ্ধে শির সকল ছিন্ন
হইতে লাগিল । জনগণ রক্তাক্ত কলেবরে পরস্পর
নিহত হইতে লাগিল এবং তাহারা ধাতুযুক্ত অদি
কূটের স্তায় সমরাজনে শয়ন করিতে লাগিল ।
তখন মহান্ হাহাকার শ্রুত হইতে লাগিল এবং
চতুর্দিক্ বিভীষিকাময় হইয়া উঠিল । সুবর্ণের
নিমিত্ত এইরূপ পরস্পর পরস্পরকে ছেদন করিতে
লাগিল । জনগণ লৌহময় পরিঘ, বজ্রকল্প প্রাস ও
যষ্টিপ্রহারে পরস্পর একরূপ মনন করিতে লাগিল
যে, ঐ শব্দে আকাশ পরিপূর্ণ হইল । ঐ স্থানে
কেবল “ছেদ কর, ভেদ কর, পাতিত কর, অল্পধাবন
কর” এইরূপ মহাঘোর শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল ।
এই প্রকার মহাভয়প্রদ তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে
ধরণী কম্পিতা ও সবাসব দেবগণ জস্ত হইয়া
উঠিল । সমুদ্র কোম্পিত ও ধরণীধর সকল চালিত
হইতে লাগিল । সুবর্ণের স্রুত এইরূপে সদেবাসুর-
মানুষ পীড়িত হইতে লাগিল । তখন বালখিল্যাদি
ঋষগণ এবং শক্রপ্রমুখ দেবগণ বৃহস্পতিকে অগ্রে
করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন । তাহারা

সর্বং লোকত্রয়বিনাশনম্ । ২৫ । তচ্ছ্রুত্বা বচনং
তেষাং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । চিন্তয়িত্বা চ তৈঃ
সার্কমাজগাম মমাস্তিকম্ । ২৬ । ময়া পৃষ্টাশ্চ তে
সর্বৈ কেতনৈতে জর্জরীকৃতাঃ । শস্ত্রাশ্চ পীড়িতাঃ
কেন কস্মাৎ ভয়মাগতম্ । ২৭ । কচ্চাসৌ দানবো
হুষ্ঠো যেন বৈ পীড়িতা ভূশম্ । তৎসর্বং কথিতং
দেবি মমাগ্রে ভয়বিহ্বলৈঃ । ২৮ । তে মামুচুস্তদা
দেবা ব্রহ্মাদ্যা ভয়কারণম্ । ২৯ । লোভাৎ সর্বৈ
বিনষ্টাঃ অসু বর্ণস্ত চ কারণাৎ । পীড়িতং চ জগৎ
সর্বং সদেবাসুরমানুষম্ । ৩০ । ইতি তেষাং বচঃ
শ্রুত্বা ময়া জ্ঞাতং বরাননে । তন্তার্থে কলহো ঘোরঃ
সজ্জাতো হি পরস্পরম্ । ৩১ । লোকত্রয়বিনাশশ্চ
সহসা যেন বৈ কৃতঃ । যমুদ্ভিষ্ট ত্যজ্যেৎ প্রাণাং-
স্তমাহব্রহ্মঘাতকম্ । ৩২ । ব্রহ্মহা বৃহস্পজ্ঞ
যমুদ্ভিষ্ট যতো জনঃ । শরীরং শবলং চৈব সবিকারং
ভবিষ্যতি । ৩৩ । ধাতবো হি ভবিষ্যন্তি তন্ত দেহে
ন সংশয়ঃ । লক্ষ্যতে হুঃখমতুলং ছেদদাহাদিঘর্ষণম্ ।

তথায় উপস্থিত হইয়া জর্জরীকৃত-মস্তকে সোচ্ছ্রাসে
সেই লোকত্রয় বিনাশন-বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণন
করিলেন । তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া লোক-
পিতামহ ব্রহ্মা চিন্তা করত তাঁহাদের সহিত আমার
সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ১৩—২৬ । আমি
তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—ফোন্ ব্যক্তি কর্তৃক
তোমরা জর্জরীকৃত হইলে ? কে তোমাদিগকে শস্ত্র
দ্বারা প্রহার করিল ? কাহা হইতেই বা তোমরা ভয়
পাইয়াছ ? কোন দানব একরূপ হুষ্ঠ হইয়াছে,—
যাহা কর্তৃক তোমরা প্রহৃত হইয়াছ ? হে দেবি !
দেবগণ তখন ভয়-বিহ্বল হইয়া আমার অগ্রে
সমস্ত নিবেদন করিলেন । ব্রহ্মাদি দেবগণ তখন
আমায় ভয়-কারণ বিজ্ঞাপন করিলেন যে, তাহারা
লোভাকৃষ্ট হইয়া একরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন ও
সদেবাসুরমানুষ পীড়িত হইয়াছে । হে বরাননে !
আমি তাহাদের এই বাক্য শুনিয়া জানিলাম যে,
সুবর্ণের নিমিত্ত তাহাদের পরস্পর কলহ হইয়াছে
এবং এই কারণেই লোকত্রয়বিনাশ সজ্জাতিত
হইয়াছে । যাহার উদ্দেশে লোকে প্রাণ পরিত্যাগ
করে, তাহাকে ব্রহ্মঘাতক বলে । বহুলোক বহি-
পুত্রের উদ্দেশে জীবন বিসর্জন করায় সে ব্রহ্ম-
ঘাতী হইয়াছে । অতএব উহার শরীর শবল
ও সবিকার হইবে । উহার দেহ হইতে ধাতু
উৎপন্ন হইবে ; ইহাতে কোন সংশয় নাই এবং

৫৪। এতশ্চিন্নস্তরে বহির্দৃষ্টা পুত্রস্ত চেষ্টিতম্।
জাহ্না ক্রোধঃ মদীয়ঃ তু ভীতো বৈ পুত্রকারণাৎ ॥
৩৫। আজগাম সুবর্ণেন সাক্ষং দেব মমাস্তিতম্।
প্রসাদিতোহহং পুরাণে বহুনা হি বরাননে ॥ ৩৬ ॥
রক্ষণীয়স্তয়া দেব পুত্রোহহং তব শঙ্কর। ভাণ্ডাগারে
শক্যে তু ক্রিয়তাং পরমেশ্বর ॥ ৩৭ ॥ অগ্নি তুষ্টি
মহাদেব প্রাপ্যোহহং নাহ সংশয়ঃ। ইচ্ছয়া দায়িত্বং
দেব যন্ত কন্ত জনস্ত চ ॥ ৩৮ ॥ ইতি তন্ত বচঃ শ্রুত্বা
পিতৃদেবমুখস্ত চ। তথোক্ত চ প্রতিক্রান্তঃ ময়া
লোভাদ্যশশ্বিন ॥ ৩৯ ॥ শ্বেহান্নয়া বহুপুত্র উৎসঙ্গে
চ কৃতস্তদা। শ্বেহাশ্বে চুহিতো মুর্দ্ধা পারশ্বকঃ
পুনঃপুনঃ ॥ ৪০ ॥ দদামি তে মহাভাগ বরং বরয়
শোভনম্। পরিতুষ্টোহস্মি বৈ কামঃ যথেষ্টং
সমবাপ্তুহি ॥ ৪১ ॥ অহমাজ্ঞাপয়ামি ত্বাং শ্রেষ্ঠৈশ্চৈব-
মবাপ্সাসি। মমাতীষ্টকরং স্থানং বিদ্যতে
পৃথিবীতলে ॥ ৪২ ॥ অক্ষয়ং প্রলয়ে পুত্র মহাকাল
বনং শুভম্। তত্রৈব বিদ্যতে লিঙ্গং কর্কোটকস্ত
দক্ষিণে ॥ ৪৩ ॥ মহাপাপহরং পুত্র দর্শনাদ্দীপ্ত-

ছেদ-দাহাদি বহু দুঃখও লক্ষিত হইবে।
আমি এইরূপ মনে করিতেছি, এমন সময়ে বাহু
পুত্রচেষ্টিত ও তৎপ্রতি আমার ক্রোধ অবগত
হইয়া পুত্রের মঙ্গল নিমন্ত সহর সুবর্ণের
সহিত আমার নিকট আগমন করিলেন। হে বরা-
ননে! বাহু কর্তৃক আমি প্রসাদিত হইলাম। বা
বলিলেন,—হে দেব! আপনি ইহাকে রক্ষা করুন।
এ আপনারই পুত্র। হে পরমেশ্বর! আপনি
ইহাকে আপনার ভাণ্ডাগারে স্থাপন করুন।
হে দেব! আপনি তুষ্ট হইলে লোক ইহা প্রাপ্ত
হইবে। দেবী ইচ্ছাপূরক যাহাকে তাহাকে ইহা
প্রদান করিবেন। আমি পিতৃদেবপ্রধান বহির
এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া লোভবশত ‘হেবাস্ত’
বলিলাম এবং শ্বেহবশত বহুপুত্রকে ক্রোধে
করিয়া চুহন ও পুনঃপুন তাহার মস্তক আঘাত
করিলাম। তাহাকে বলিলাম,—হে মহাভাগ!
তোমাকে বর দান করিতেছি, গ্রহণ কর।
আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। অভি-
লষিত প্রাপ্ত হইবে। আমি আজ্ঞা করিতেছি,
তুমি শ্বেগোলাভ করবে। এই পৃথিবীমধ্যে
আমার এক অভীষ্টতম স্থান আছে। হে পুত্র!
এ স্থান প্রলয়েও অক্ষয় থাকে এবং তাহার নাম
মহাকালবন। এ স্থানে কর্কোটকের দক্ষিণে এক

দায়কম্। তন্ত দর্শনমাত্রেন কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥
৪৪। পুণ্যশ্চৈব পবিত্রেন তুর্লভশ্চ ভবিষ্যতি।
অকুলীনঃ কুলীনস্ত সমলো নিশ্বলো নরঃ ॥ ৪৫ ॥
বিরূপো 'রূপবাংশৈশ্চ তৎপ্রসাদাত্তাব্যতি।
দানানি পরিপূর্ণানি ব্রতানি নিয়মান্তথা ॥ ৪৬ ॥
যজ্ঞাশ্চৈবোপবাসাশ্চ তীর্থং পিণ্ডাদিকং ত্বয়া।
সুসম্পূর্ণা ভবিষ্যন্তি তব দানেন সুব্রত ॥ ৪৭ ॥
সর্বেষাং চৈব ব্রতানামাধিপত্যং করিষ্যসি।
প্রিয়াভীষ্টো হি দেবানাং লোকানাং চ ভবিষ্যসি ॥
৪৮ ॥ ইত্যুক্তোহসৌ মহাদেবি বিবরূপো বরাননে।
জালামালাবৃতঃ পুণ্যো নিশ্বলো হি বভূব হ ॥ ৪৯ ॥
নিঙ্গেনোক্তঃ সুবর্ণস্ত দিষ্ট্যাষ্ট্যেতি কাঞ্চনম্।
অদ্যপ্রভৃতি নাত্মা বৈ খ্যাতিং যাস্তসি ভূতলে ॥ ৫০ ॥
স্বাতব্যঃ মৎসমীপে তু বহুপুত্র ত্বয়া সদা। অক্ষয়া
ভাবিতা কর্ত্ত্বদীপ্তা ভুবনজয়ে ॥ ৫১ ॥ ইত্যুক্তো
দেব নিঙ্গেন বহুপুত্রোহর্হানিশ্বলঃ। জালাবৃত-
তনুজ্জাতঃ সূর্য্যকোটীসমপ্রভঃ ॥ ৫২ ॥ দীপ্তিলক্ষা সুব-
র্ণেন জালামালাকুলা তদা। অতো দেবি সুবিখ্যাতঃ
স্বর্ণজালেশ্বরঃ শিবঃ ॥ ৫৩ ॥ যন্তমর্চয়তে তত্র
স্বর্ণজালেশ্বরং শিবম্। তন্ত সজায়তে দেবি
বিজয়ো রাজ্যমুজ্জতম্। ঐশ্বর্য্যং দান-

লিঙ্গ আছে। এই লিঙ্গ মহাপাপহর এবং দর্শনে
দীপ্তিদান করেন। তাহার দর্শনে তুমি কৃতকৃত্য
হইবে এবং তোমার তুর্লভ পুণ্য লাভ হইবে।
তৎপ্রসাদে অকুলীন কুলীন, সমল নিশ্বল ও বিরূপ
রূপবান হইবে। হে সুব্রত! এই স্থানে তোমাকে
দান করিলে দান, ব্রত, নিয়ম, যজ্ঞ, উপবাস, তীর্থ,
ও পিণ্ডাদি সুসম্পূর্ণ হইবে। তুমি এই স্থানে সকল
ব্রতের উপর আধিপত্য করিবে এবং দেবগণের ও
লোক সকলের নিয় ও অভীষ্ট হইবে। ২৭—৪৮।
হে দেবি! এই কথা বলিবামাত্র বহুপুত্র দিব্যরূপ,
জালামালাবৃত ও নিশ্বল হইল। লিঙ্গ তখন বহু-
পুত্রকে বলিলেন,—অদ্য হইতে তুমি ভূতলে সুবর্ণ
ও কাঞ্চন বলিয়া পাত্র লাভ করিবে। হে বহুপুত্র!
তুমি মৎসমীপে অবস্থান কর, ভুবনজয়ে
তোমার কীর্তি অক্ষয় হইবে। হে দেবি! বহুপুত্র
লিঙ্গ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অর্তিনিশ্বল,
জালামালাবৃততনু ও সূর্য্যকোটীসমপ্রভ হইল।
সে জালামালাকুলা দীপ্তি লাভ করিল। হে দেবি!
এই জন্তই স্বর্ণজালেশ্বর শিব খ্যাত হইয়াছেন।
যে নর ভক্তিপূর্ব্বক স্বর্ণজালেশ্বর শিবের অর্চনা

শক্তিঞ্চ পুত্রপৌত্রমনন্তকম্ ॥৫৪॥ জ্ঞানতোহজ্ঞানতো
বাঁপ যৎপাপং কুরুতে নরঃ । তৎফলং
দেহোখং দর্শনারাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ যৎফলং
পিণ্ডদানেন গয়ায়াং লভতে নরঃ । তৎফলং
দ্বিগুণং প্রোক্তং পূজয়া নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ গায়ত্র্যাঃ
শতসাহস্রৈঃ সম্যগ্জপ্তৈশ্চ যৎফলম্ । তৎফলং
সমবাপ্নোতি স্বর্ণজালেখরম্বতেঃ ॥ ৫৭ ॥ যৎপুণ্যং
সমদানেন দত্তেন বিধিপূরকম্ । তৎফলং সম-
বাপ্নোতি কৌর্টনারাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ পূজয়াস্ত
চতুর্দশাং স্বর্ণজালেখরম্বতেঃ ॥ ৫৯ ॥ পূজয়াস্ত
লক্ষ্যা পুরয়ন্ত্যা মনোরথান্ ॥ ৬০ ॥ রক্ষিতঃ
ত্রিদশৈর্দেবৈ গণৈর্নানাবিধৈস্তথা । লিঙ্গং কশ্চিন্ন
জানাতী মম মায়াবিমোহিতঃ ॥ ৬১ ॥ মম প্রসাদা-
ন্তদেবি দৃশ্যতে লিঙ্গমুত্তমম্ । এতত্তে কথিতং
সম্যগ্জপ্তু বরাননে ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীশ্বান্দে স্বর্ণজালেখরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

করে, তাহার বিজয়, উজ্জিত রাজ্য, ঐশ্বর্য, দান-
শক্তি, ও অনন্ত পুত্র পৌত্র লাভ হয় । নর জ্ঞান-
পূরক বা অজ্ঞানপূরক পাপ করিলে ঐ লিঙ্গ দর্শন
মাত্র তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় । মানব গয়ায় পিণ্ডদান
করিয়া যে ফল লাভ করে; ঐ লিঙ্গপূজায় তাহার
দ্বিগুণ ফল লব্ধ হইয়া থাকে । ইহাতে কোন সংশয়
নাই । লক্ষবার গায়ত্রী জপ করিয়া মানব যে ফল
লাভ করে, স্বর্ণজালেখরের স্ততিমাত্র করিলে তৎ-
ফল লাভ হইয়া থাকে । নির্মল দানে যে ফল
পাওয়া যায়, স্বর্ণজালেখরের নামকৌর্টনে তৎফল
লাভ হইয়া থাকে । যাহারা চতুর্দশীতে স্বর্ণজালে-
খরের পূজা করে, লক্ষ্যী তাঁহাদের মনোরথ পূরণ
করিয়া সর্বদা পূজা করিয়া থাকেন । হে দেবি!
আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া কেহ কেহ এই
নানাবিধ গণদেব-রাক্ষস এই লিঙ্গ দেখিতে পায়
না । আমার প্রসাদেই এই লিঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে ।
হে বরাননে ! এই তোমাকে সমস্ত বলিলাম ;
অধুনা অস্ত্র বিষয়-শ্রবণ কর । ৪৯—৬২ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ । ত্রিবিষ্টপেশ্বরং দেবি
সপ্তমং পশ্যতাং যজ্ঞে । যন্ত দর্শনমাত্রেণ লভ্যতে
তান্নাবষ্টপম্ ॥ ১ ॥ পুরা বারাহকল্পে তু দেবর্ষি-
নারদোহমলঃ । ত্রিবিষ্টপং গতৌ দেবি ভ্রুকামঃ
শতক্রতুম্ ॥ ২ ॥ তত্রোদ্যানবনে রম্যো কল্পবৃক্ষ-
বিরাজতে । সর্বত্র কুশুমোদমুখস্পর্শানিলাকুলে ॥
৩ ॥ বোণাবেগুরবেধুষ্ঠে দেবগন্ধর্বসেবিতৈ ।
বজ্রেন্দ্রনীলবৈদূর্য্যচন্দ্রকান্তাদদীপিতৈ ॥ ৪ ॥ ব্রহ্ম-
লোকাদিভিলোকৈকরনোপম্যগুণৈ শুভৈ । দদর্শ
তত্র দেবেশমুপবিষ্টং শতক্রতুম্ । সূর্যমানং মুদা
দেবৈঃ সিন্ধুগারগাকরৈঃ ॥ ৫ ॥ পৃষ্ট্বস্ত নারদো
দেবীং বাসবেন মহামুনিঃ । কথয়ামাস মাহাত্ম্যং
মহাকালবনস্ত চ ॥ ৬ ॥ মহাকালবনং রম্যং সদা-
নন্দকরং শুভম্ । সেব্যং পুণ্যং পবিত্রঞ্চ তীর্থানা-
মুত্তমোত্তমম্ ॥ ৭ ॥ পুণ্যং পশ্যন্তি যে লোকা মহা-
কালবনং শুভম্ । ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং তেষাং
নশ্চতি নিশ্চিতম্ ॥ ৮ ॥ স্বয়ং তিষ্ঠতি দেবোহত্র

সপ্তম অধ্যায় ।

শ্রীমহাদেব বর্ণিলেন,—হে দেবি ! যাহার দর্শন
মাত্র স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে, সেই সপ্তম লিঙ্গ
ত্রিবিষ্টপেশ্বরের বিষয় শ্রবণ কর—পূর্বে বরাহ-
কল্পে দেবর্ষি নারদ শতক্রতুকে দর্শন করিবার জন্ত
স্বর্গে গমন করেন এবং তত্রত্য ক্রৌড়োদ্যানে
শতক্রতুকে উপবিষ্ট ও দেব-সিন্ধু-গারগ-কিরণগণ
কর্তৃক তাঁহাকে সূর্যমান দর্শন করিলেন । ঐ
ক্রৌড়োদ্যানে বহু কল্পবৃক্ষ বিরাজিত । ঐ উদ্যানের
সর্বত্র কুশুমোদিত মুখস্পর্শ অনিল প্রবাহিত ।
ঐ স্থানে বোণাবেগুরব সমদাই ক্ষত হইয়া থাকে ।
দেব-গন্ধর্বগণ ঐ স্থানে সমদা বিরাজ করেন ।
ঐ উদ্যান বজ্র, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, চন্দ্রকান্ত
প্রভৃতি মণিগণে প্রদীপিত এবং তথায় অল্পপম
লোক সকল অবস্থিত । অনন্তর শতক্রতু কর্তৃক
জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবর্ষি নারদ মহাকালবনের
মাহাত্ম্য কৌর্টন করিতে লাগিলেন । তিনি বর্ণি-
লেন,—মহাকালবন রম্য ; সদানন্দকর, শুভ, সেব্য
পুণ্য, পবিত্র, ও তীর্থ সকলের মধ্যে অতুত্তম ।
যাহারা এই পুণ্য শুভ মহাকালবন দর্শন করে, তাহা-
দের ব্রহ্মহত্যাাদি পাপ নিশ্চয় বিনষ্ট হইয়া থাকে ।
২—৮ । স্বয়ং দেব এইস্থানে ভূতগণে পরিবৃত্ত হইয়া

সর্বভূতগণৈর্বৃতঃ । তস্মাদন্ততীর্থমুখ্যানাং প্রবরঃ
কথ্যতে বুধৈঃ ॥ ৯ ॥ পৃথিব্যাং নৈমিষং পুণ্যং সর্ব-
পাপপ্রণাশনম্ । তস্মাদদশগুণং প্রোক্তং পুঙ্করং
তীর্থমুত্তমম্ ॥ ১০ ॥ ততো দশগুণং প্রোক্তং প্রয়াগং
সর্বকামিকম্ । তস্মাদদশগুণং প্রোক্তং বিখ্যাত-
মমরেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥ প্রাচী সরস্বতী পুণ্যা তস্মাদদশ-
গুণা স্মৃতা । তস্মাদদশগুণং প্রোক্তং গয়াকূপং বিশি-
ষ্যতে ॥ ১২ ॥ তস্মাদদশগুণং দেবি কুরুক্ষেত্রং
বিশিষ্যতে । কুরুক্ষেত্রাদদশগুণা পুণ্যা বারাণসী
তথা ॥ ১৩ ॥ তস্মাদদশগুণং শ্রেষ্ঠং মহাকালং বিশি-
ষ্যতে । মহাকালবনং শক্র কিল ত্রৈলোক্যভূষণম্
১৪ ॥ ষষ্টিকোটীসহস্রাণি ষষ্টিকোটীশতানি চ ।
লিঙ্গানি তত্র বিদ্যন্তে ভুক্তিমুক্তিকরাণি চ ॥ ১৫ ॥
শক্রয়ো নব কোটিশ্চ তস্মিন্ ক্ষেত্রে বসন্তি হি ॥ ১৬ ॥
কুমিকৌটপতঙ্গাশ্চ যুতা যত্র শতক্রতো । যান্তি
দিবৈব্যবিমানৈশ্চ রুদ্রলোকং সনাতনম্ । মাহাত্ম্য-
মদ্ভুতং শ্রদ্ধা নারদাং পুরসত্তমঃ ॥ ১৭ ॥ সর্বদেব-
গণৈঃ সার্কিমাজগাম স্বরাষিতঃ । বাসবঃ স্রীমহাকাল-
বনং হর্ষসমপ্নিতঃ ॥ ১৮ ॥ দৃষ্ট্বা তথাবিধং রম্যং মহা-
কালবনং শুভম্ । ত্রিবিষ্টপাদপাধিকং প্রলয়েহপা-
ক্যং স্মৃতম্ ॥ ১৯ ॥ বিচিত্রাণি চ হস্ম্যাণি কাঞ্চনানি

বাস করেন । এই জন্তই পাণ্ডুতগণ ইহাকে তীর্থ-
প্রবর বলিয়া থাকেন । পৃথিবীর মধ্যে নৈমিষ তীর্থ
সর্বপাপপ্রণাশন ; পুঙ্কর তাহা হইতেও দশ-
গুণ অধিক, প্রয়াগ তাহা হইতে দশগুণ অধিক,
অমরেশ্বর তাহা হইতে দশগুণ অধিক, পুণ্যা
সরস্বতী তাহা হইতে দশগুণ অধিক, গয়াকূপ তাহা
হইতে দশগুণ অধিক, কুরুক্ষেত্র তাহা হইতে
দশগুণ অধিক, বারাণসী তাহা হইতেও দশগুণ
অধিক, আর মহাকালবন তাহা হইতে দশগুণ
অধিক । হে শক্র ! এই মহাকালবন ত্রৈলোক্য-
ভূষণ । ঐ স্থানে কোটিসহস্র ও ষষ্টি কোটি শত
ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ লিঙ্গ আর নবকোটি শক্তি বর্তমান ।
হে শক্র ! কুমি-কৌট-পতঙ্গও ঐ স্থানে যুত হইলে
তাহারা দিব্য বিমানে সনাতন রুদ্রলোকে গমন
করিয়া থাকে । পুরসত্তম, দেবর্ষি নারদের মুখে
মহাকালবনের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সব
দেবগণের সহিত সহস্র সহস্র স্রীমহাকালবনে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রম্য মহাকালবন
দর্শন করিলেন । তাঁহারা দেখিলেন,—মহাকাল-
বন স্বর্গ হইতেও মনোরম এবং উহা প্রলয়েও

শুভানি চ । প্রাসাদাঃ শতশো ভৌমমণিবিভ্রম-
ভূষিতাঃ ॥ ২০ ॥ বজ্রেন্দ্রনীররচিতাঃ শুদ্ধফটিক-
সান্নিভাঃ । তোরণানি বিচিত্রাণি মাণিক্যরচিতানি
চ । দৃষ্ট্বা তথাবিধং রম্যং মহাকালবনোত্তমম্ ॥ ২১ ॥
নারদং প্রশংসুস্তে সর্বৈ দেবা মুদাষিতাঃ । দেব-
বীণাং মহাপ্রাজ্ঞো যেনেয়ং কথিতা কথা ॥ ২২ ॥ ন
কৈলাসং গমিষ্যামো ন চ মেরুং তথাবিধম্ । ন
মন্দরং গমিষ্যামো ন যাস্তামগ্নিবিষ্টপম্ ॥ ২৩ ॥
এষামরাবতী শ্রেষ্ঠা হেবা ভোগবতী শুভা । এষা
পৈতামহো লোকো বিষ্ণুমোক্ষস্তথৈব চ ॥ ২৪ ॥ এত-
স্মিন্নস্তরে দেবি শূন্তং জাতং ত্রিবিষ্টপম্ । জাত্বা
শূন্তমথাত্মনঃ চিন্তয়িত্বা পুনঃপুনঃ । গমনায় মতিং
চক্রে কুহা দেহমথাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥ ত্যক্তা মাং
ত্রিদশাঃ সর্বৈ মহাকালবনং গতাঃ । অহং তত্রৈব
যাস্তাম যত্র তে ত্রিদশা গতাঃ ॥ ২৬ ॥ ইত্যুক্তা
তৎক্ষণং প্রাপ্তো মহাকালবনোত্তমে । কোতুকাৎ
সোহথ বৈ শ্রেষ্ঠং তীর্থং তত্রাপি ভূতলে । দদর্শ রমণীয়ং

ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না । উহার হর্ম্ম সকল বিচিত্র ;
উহাতে শুভদর্শন কাঞ্চন বিরাজিত । শত শত
প্রাসাদ ঐ স্থানে ভৌম মণি-বিভ্রম দ্বারা শোভা
পাইতেছে । বজ্রেন্দ্রনীর মণি দ্বারা ঐ প্রাসাদ
সকল রচিত হইয়া শুদ্ধ ফটিকের জায় দীপ্তি
পাইতেছে । প্রাসাদ-তোরণ সকল মণি-মাণিক্য-
রচিত এবং বিচিত্র । দেবগণ মহাকালবনের
এতাদৃশ শোভা দেখিয়া সানন্দে দেবর্ষি নারদের
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । কারণ—তিনিই
তাঁহাদিগকে এই মহাকালবনের কথা বলিয়াছিলেন ।
৯—২২। তাঁহারা বলিলেন,—এই মহাকালবনই শ্রেষ্ঠা
অমরাবতী, শুভা ভোগবতী, পৈতামহ লোক, এবং
বিষ্ণুলোক । হে দেবি ! এই সময় ত্রিদশালয়
শূন্ত হইয়াছিল । ত্রিদশালয় আপনাকে শূন্ত
দেখিয়া পুনঃপুন চিন্তাপূরক দেহধারণ করত
মহাকালবনে আগমন করিবার জন্ত কৃতনিশ্চয়
হইল এবং ত্রিবিষ্টপ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল
যে, দেবগণ আমায় পরিত্যাগ করিয়া মহাকালবনে
গমন করিয়াছেন । দেবগণ যেখানে গমন করিয়াছেন,
আমিও সেই স্থানে গমন করি । এইরূপ চিন্তা করিয়া
ত্রিবিষ্টপ তৎক্ষণাৎ আসিয়া মহাকালবনে উপ-
স্থিত হইল । কলে কোতুকবশত ত্রিবিষ্টপও ভূতলে
ঐ তীর্থশ্রেষ্ঠে আগমন করিল ! আসিয়া দেবগণ-

তৈর্দেবৈঃ পরিবৃতঃ তদা ॥ ২৭ ॥ এতন্মিন্নেব
কালে তু বাণবাচাশরীরিণী । ভোভোহ্রিবিষ্টপাত্রৈব
স্বনাম্না স্থাপয়স্ব মাম্ । কর্কোটকস্ত পূর্বে তু মহামায়াশ্চ
দক্ষিণে ॥ ২৮ ॥ ইত্যুক্তো দেবদেবেন হৃষ্টেন্দগত-
চেতসা । স্বনাম্না স্থাপয়ামাস দেবং ত্রিবিষ্টপেশ্বরম্ ॥
২৯ ॥ পূজয়িত্বা শুভৈঃ পুষ্পৈরুবাচৈদং বরাননে ।
অদ্যপ্রভৃতি ভুলোকে নাম্না খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥ ৩০ ॥
যে স্থাং পশুস্তি যত্নেন অপি দৃষ্টতকারিণঃ । তে
যান্তস্তি পরং স্থানং দিব্যালঙ্কারভূষিতাঃ ॥ ৩১ ॥
অষ্টম্যাং চ চতুর্দশ্যাং সংক্রান্তৌ বা বিশেষতঃ । যঃ
করিষ্যতি পূজাঞ্চ ভক্তিয়ুক্তো হি মানবঃ ॥ ৩২ ॥
বিমানবরমাস্থায় কামগং রত্নভূষিতম্ । উদিতাদিত্য-
সঙ্কাশং যৎসমীপে বসিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥ কিং দাতৈ-
র্কিবিধৈর্দৈতৈঃ কিং যজ্ঞৈর্কিবিধৈঃ কুতৈঃ । তে
প্রাপ্যস্তি ফলং সর্বং যে স্থাং দ্রক্ষ্যস্তি ভক্তিতঃ ॥
৩৪ ॥ যঃ যঃ কামমতিধ্যায় পূজয়িষ্যস্তি মানবাঃ ।
তত্তন্মনোরথপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
ত্রিদশৈশ্চ পুনঃ প্রোক্তং দৃষ্ট্বা মল্লিঙ্গমুক্তমম্ । ত্রিবিষ্ট-

পরিবৃত রমণীয় মহাকালবন দর্শন করিল । এমন
সময়ে এক অশরীরিণী বাক্ বলিল,—ভো ভো
ত্রিবিষ্টপ ! তুমি কর্কোটকের পূর্বে এবং
মহামায়া দক্ষিণে স্বনামে আমাকে স্থাপন কর ।
দেবদেব কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ত্রিবিষ্টপ
স্বনামে তাঁহাকে স্থাপন করিল । এজন্য তাহার
নাম হইয়াছে,—ত্রিবিষ্টপেশ্বর । হে বরাননে !
ত্রিবিষ্টপ শুভ পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া
বলিল,—অদ্যাবধি ভুলোকে আপনি ত্রিবিষ্টপেশ্বর
নামে খ্যাতি লাভ করিবেন । দৃষ্টতকারী ব্যক্তিও
যদি আপনাকে দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার
দিব্য অনঙ্কারে ভূষিত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত
হইবে । অষ্টমী, চতুর্দশী বা সংক্রান্তিতে যে
মানব ভক্তিয়ুক্ত হইয়া আপনার পূজা করিবে,
সে রত্নভূষিত আদিত্যসঙ্কাশ কামগ বিমানে
আরোহণ করিয়া আমার সমীপে আগমনপূর্বক
বাস করিবে । যাহারা ভক্তিপূর্বক আপনাকে
দর্শন করে, তাহাদের বিবিধ দান বা বিবিধ যজ্ঞের
প্রয়োজন কি ? তাহার বাঞ্ছিত সকল ফলই
লাভ করিবে । যাহা যাহা কামনা করিয়া
মানব আপনার পূজা করিবে, তাহাদের সেই সেই
কামনাই পূর্ণ হইবে ; ইহাতে কোন সংশয় নাই ।
দেবগণ পুনরায় আমার লিঙ্গ দর্শন করিয়া বল-

পেন ধন্তেন^১ স্থাপিতঃ দেবমীশ্বরম্ ॥ ৩৬ ॥ পূজ-
য়িষ্যস্তি যে ধন্তা দেবং ত্রিবিষ্টপেশ্বরম্ । তেষাং
বাসোহক্ষয়ো দিব্যো । ভবিষ্যতি ত্রিবিষ্টপে ॥ ৩৭ ॥
ইত্যুক্তা পূজয়ামাস ভূয়ো লিঙ্গং ত্রিবিষ্টপম্ । সার্কং
ত্রিবিষ্টপেনৈব পুনঃ স্থানং স্বকং গতঃ ॥ ৩৮ ॥ এষ তে
কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । শ্রবণাৎ-
কৌতুহলাপি স্বর্গলোকোহক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ত্রিবিষ্টপেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং

নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীকন্দ উবাচ । কপালেশ্বরসংজ্ঞক হৃষ্টমং বিদ্ধি
পার্বতি । যস্য দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা প্রণশ্চতি ॥
১ ॥ পুরাবৈবস্বতে কল্পে ত্রেতাকালে সমাগতে ।
মহাকালবনে দিব্যে যজ্ঞে পৈতামহে প্রিয়ে ॥ ২ ॥
উপবিষ্টেষু বিপ্রেষু হৃদ্যমানে হতাশনে । বেষঃ
কাপালিকং কুত্বা গতৌহং তত্র সংসদি ॥ ৩ ॥
জীর্ণকস্কারতো দেবি মুগ্ধঃ খট্টোজ্জ্বারকঃ । চিতা-

লেন,—ত্রিবিষ্টপ ধন্ত, যে হেতু সে এই দেব
ঈশ্বরকে স্থাপন করিল । যে ধন্ত ব্যক্তি সকল
ত্রিবিষ্টপেশ্বরের পূজা করে, ত্রিবিষ্টপে তাহাদের
অক্ষয় বাস হইয়া থাকে । এই কথা বলিয়া
তাঁহার ত্রিবিষ্টপের সহিত পুনরায় ত্রিবিষ্টপেশ্বর
লিঙ্গের পূজা করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন ।
হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট পাপনাশন
লিঙ্গপ্রভাব বর্ণন করিলাম । ইহা শ্রবণ ও
কৌতুহল করিলে অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ হইয়া
থাকে । ২৩—৩৯ ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭ ।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীকন্দ বলিলেন, হে পার্বতি ! যাহার দর্শন
মাত্রে ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হয় ; আমি সেই কপালেশ্বর
নামক অষ্টম লিঙ্গের কথা বলিতেছি । পূর্বে
বৈবস্বত কল্পে ত্রেতাযুগ সমাগত হইলে দিব্য
মহাকালবনে পিতামহ এক যজ্ঞ করেন । ঐ যজ্ঞে
ব্রতী ব্রাহ্মণগণ উপবিষ্ট আছেন । হতাশনে হোম
হইতেছে ; এমন সময়ে আমি কাপালিক বেশধারণ-
পূর্বক ঐ স্থানে উপস্থিত হইলাম । আমার সঙ্গে

ভস্মবিলিষ্টাক্ষো বিকৃতো বিকৃতাননঃ । কপালঞ্চ
করে কৃৎস্না কপালকৃতভূষণঃ ॥ ৪ ॥ ব্রাহ্মণাশ্চ ততঃ
কৃৎস্না দৃষ্টো মাং জ্ঞানকৃৎপণম্ । কপালধারিণং সর্ষে
ধিক্শকৈশ্চ জগার্হহরে ॥ ৫ ॥ অসকৃৎ পাপপাপেতি
গচ্ছগচ্ছ বিভীষতাঃ । কথঞ্চ হোমঃ ক্রিয়তে প্রাপ্তে
কাপালিকে পুরঃ ॥ ৬ ॥ অকপালানি শৌচানি ইতি
বেদেষু গীয়তে । যজ্ঞবেদির্নৈহী তু মনুয্যাস্থি-
ধরস্তা বৈ ॥ ৭ ॥ ময়া প্রোক্তাশ্চ তে বিপ্রাঃ শ্রয়তাঃ
দ্বিজসন্তমাঃ । যুগং কার্কাণকাঃ সর্ষে পরতুঃখেন
দুঃখিতাঃ ॥ ৮ ॥ কর্তব্য্য চ দয়া সন্তিঃ সর্ষদা সর্ষ-
দেহিনাম্ । সর্ষেষামেব জন্তুনাং মিত্রং ব্রাহ্মণ
উচ্যতে ॥ ৯ ॥ অহং কাপালিকো বিপ্রো ভস্ম-
ভূষিতবিগ্রহঃ । কাপালব্রতমায়া চরামি পৃথিবী-
তলে ॥ ১০ ॥ আরাধয়ামি সততং মহাদেবং জগৎ-
পতিম্ । ব্রহ্মহত্যাবিনাশায় ব্রতং দ্বাদশবার্ষিকম্ ॥
১১ ॥ অঘণ্ডং বিকৃতং লোকে প্রারকং হি ময়া
দ্বিজাঃ । প্রায়শ্চিত্তনিমিত্তস্ত শুক্লো যাস্তামি সঙ্গতিম্ ॥

কহা, মুণ্ড ও খট্টাঙ্গ আছে । আমার গাত্রে চিতাভস্ম
বিলিষ্ট তাহাতে আমি বিকৃত ও বিকৃতানন হই-
য়াছি । করে আমার কপাল আছে এবং কপাল
দ্বারা ভূষণ করিয়াছি । ব্রাহ্মণগণ আমাকে এইরূপ
বীভৎসরূপী ও কপালধারী দর্শনপুষ্টক ধিক্ ধিক্
বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল । বার বার তাহারা
আমায় ‘পাপ, পাপ—দূর দূর’ বলিয়া গালি দিতে
লাগিল । তাহারা বলিল, সম্মুখে কাপালিক থাকিতে
কিরূপে হোম করা যাইতে পারে ? বেদে বলে—
“অকপালানি শৌচানি”ওহে ! তুমি যজ্ঞবেদির নিকট
হইতে পলায়ন কর ; তোমার শরীরে মনুষ্যের
অস্থি রহিয়াছে । আমি তাহাদিগকে বলিলাম,—
হে দ্বিজ সন্তমগণ ! শ্রবণ করুন । দেখুন, আপনারা
পরম কার্কাণক এবং পরতুঃখে কাতর । আপনারা
আমাকে দয়া করুন । সৎব্যক্তির সর্ষদা সকলকে
দয়া করা উচিত । আরও দেখুন, ব্রাহ্মণগণ সক-
লেরই মিত্র । ইহা শাস্ত্রে বাল্যে থাকে । আমি
কাপালিক, আমার সর্ষাক্ষে ভস্ম । আমি কপাল-
ব্রত অবলম্বন করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছি । আমি
জগৎপতি মহাদেবের আরাধনা করি । আমি
ব্রহ্মহত্যাপাপবিনাশের জন্য দ্বাদশবার্ষিক ব্রত
অবলম্বন করিয়াছি । এই ব্রত পাপম্ন বলিয়া লোকে
প্রসিদ্ধ ; এ জন্ত আমি প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত ইহা
আচরণ করিতেছি । শুদ্ধ হইয়া সঙ্গতি লাভ

১২ ॥ মদীয়ং বচনং শ্রুত্বা তৈঃ প্রোক্তং দ্বিজ-
সন্তমৈঃ । অতীব পাপিষ্ঠতরো যো হেবং ভাষসে-
হধম ॥ ১৩ ॥ কপালৈর্ভূষিতো নিন্দ্যো বিশেষণ
তু বিপ্রহঃ । নাকারিতো মহাদেবো দক্ষযজ্ঞমহোৎ-
সবে ॥ ১৪ ॥ যস্মিন যজ্ঞে সমায়াতা আদিত্যা
বসবস্তথা । বিশ্বদেবাশ্চ মরুতো গন্ধর্বাঃ কিন্নরা-
স্তথা ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সহস্রাক্ষো বরুণো বায়ু-
রেব চ । ধনদঃ সাগরা নদ্যঃ সরাসি সকলানি চ ॥
১৬ ॥ সূপর্ণা গিরয়ো নাগাঃ সর্ষে চাকারিতাঃ
ক্রতো । সান্নগাস্তে সভার্যাশ্চ ব্রাহ্মণা দেবপারগাঃ ।
১৭ ॥ ব্রহ্মর্ষয়ো মহাভাগাস্তথা দেবর্ষয়োহমলাঃ ।
এবমুক্তা মহাদেবং মানুয্যাস্থিবিভূষিতম্ ॥ ১৮ ॥
অপবিত্রমিতি জ্ঞাহা কথং ত্বং বক্তুমর্হসি । প্রবেশো
দায়িত্বং মহং বিশেষণাসি ব্রহ্মহা ॥ ১৯ ॥ ইত্যুক্তো-
হহং যদা বিপ্রৈর্ময়া প্রোক্তং বচস্তদা । প্রতীক্ষ্যতাং
মুহূর্ত্তস্ত তু ক্রা যাস্তাম্যহং পুনঃ ॥ ২০ ॥ ইত্যুক্তে
বচনে দেবি তাড়িতোহহং ভূশং তদা । লোট্টে-
লঙড়কৈঃ পাদৈর্মুষ্টিভিঃ পুনঃপুনঃ ॥ ২১ ॥ অথ
প্রহস্ত তৎক্ষিপ্তা তাং বেদিং দর্ভসংস্কৃতাম্ । কপাল-
দৌপবনষ্টো ন জাতোহহং দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ২২ ॥ ময়ি

করিব ১—১২। আমার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া
তখন দ্বিজগণ বলিল,—রে অধম ! যে ব্যক্তি এরূপ
কথা বলে, সে অতীব পাপিষ্ঠতর । তুই জানিস্ না
যে, কপালভূষিতদেহ মহাদেব দক্ষযজ্ঞে আহুত হন
নাই । ঐ যজ্ঞে আদিত্য, বসু, বিশ্বদেব, মরুৎ,
গন্ধর্ষ, কিন্নর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সহস্রাক্ষ, বরুণ, বায়ু,
ধনদ, সাগর, নদী, সরোবর, সূপর্ণ, গিরি, নাগ,
সভৃত্য সভার্য বেদপারগ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষি-
গণ সমাগত হইয়াছিলেন । তাঁহারা মানুয্যাস্থিবিভূ-
ষিত মহাদেবকে অপবিত্র বলিয়াছেন, ইহা জানিয়া-
শুনিয়া তুই কিজন্ত এরূপ বলিতেছিস্ । এখন
আমাদিগকে পথ প্রদান কর, তুই পাপী, ব্রহ্মহা ।
বিপ্রগণ যখন আমাকে এরূপ বলিল, তখন আমি
বলিলাম,—তোমরা একটুকুণ অপেক্ষা কর, আমি
চারটি খাইয়া লই । তারপর যাইতেছি । হে
দেবি ! আমি যেমন ওই কথা বলিয়াছি, অমনি
তাহারা আমাকে লোট্ট, লঙড়, পদাঘাত ও মুষ্টি-
ঘাতে প্রহার আরম্ভ করিয়া দিল । এই সময় আমি
হাস্ত করিয়া দর্ভ-সংস্কৃতা সেই যজ্ঞ-বেদি
কপালক্ষেপণ করিয়া অন্তর্হিত হইলাম । তখন ঐ

নষ্টে কপালং তৎকিঞ্চিৎ মণ্ডপবাহতঃ । অথাত্ত-
ত্র সজাতং তাদৃগ্ৰূপং যশস্বিনি ॥ ২৩ ॥ এবং
শতসহস্রাণি প্রযুতান্ধকুণ্ডানি চ । তত্র ক্ষিপ্তানি
জাতানি ততস্তে বিস্ময়াবিতাঃ ॥ ২৪ ॥ অথাহিত্তানি
সর্ষে নেদমন্তস্তা চেষ্টিতম্ । ঋতে দেবান্নহাদেবাদ্-
গজাচন্দ্রার্দ্ধশেখরাৎ ॥ ২৫ ॥ ততোহহং বিবিধৈঃ
জ্যোতৈঃ স্ততো বিপ্রৈঃ পৃথক পৃথক । হোমঃ চক্ৰুশ্চ
তে বহৌ মন্ত্রেণ শতকুজিযৈঃ ॥ ২৬ ॥ অহং তুষ্টি-
স্তদা দেবি দ্বিজানামনুকম্পয়া । বিয়তাং ব্রাহ্মণাঃ
সর্ষে বরং যন্নসেপ্সিতম্ ॥ ২৭ ॥ তদা তে ব্রাহ্মণাঃ
প্রোচুর্ঘজ্ঞদানাদ্বধস্তব । কৃতস্তেন কৃত্যাম্মভির্ব্রহ্ম-
হত্যা জগৎপ্রভো ॥ ২৮ ॥ ব্রহ্মহত্যাভিনাশায়
প্রসাদং কুরু নঃ প্রভো । বরয়ামো বরং হোমং
নান্নং বরমভীপ্সিতম্ ॥ ২৯ ॥ দ্বিজানাক তদা
তেসামগ্রে কথিতবানিদম্ । যত্র রাশিঃ কপালানাং
ভবন্তিবিহিতো ভূবি ॥ ৩০ ॥ অন্মদিলিঙ্গং ততাসৌ-
চ্ছরং কালবিপর্যয়ে । পশুস্ত বিপ্রাস্তলিঙ্গং ব্রহ্ম-
হত্যাভিমোচনম্ ॥ ৩১ ॥ কৃত্য মদ্যপি বিপ্রেন্দ্রা

ব্রহ্মহত্যা স্বয়ং পুরা । ছিন্দতা ব্রহ্মণঃ শৌধং পঞ্চমং
তেজসোৎকটম্ ॥ ৩২ ॥ ব্রহ্মহত্যা ততো জ্ঞান
মমাতীব সূক্ষ্মসহা । কপালং চ করে লগ্নং তথা
চাতীব সূক্ষ্মসহা ॥ ৩৩ ॥ দহমানস্ততশ্চাতঃ বাত্যা
বৈ ব্রহ্মহত্যায়া । নাশায় সধরং তস্যঃ স্বাধ্যায়ঃ প্রমং
গতঃ ॥ ৩৪ ॥ গতঃ সপ্তেব তৌর্থেব নৈব দুঃসহ
হত্যায়া । ততো দুঃখী সূক্ষ্মসহা নৈব মেতে
সুখং কটিৎ ॥ ৩৫ ॥ এতান্নমন্ত্রে দেবো বাত-
বাচাশরারিণী । গচ্ছাবস্তীং স্বয়ং নাথ কিমহং
খিদ্যতে রুধা ॥ ৩৬ ॥ মহাকালবনং পুনাং ব্রহ্ম
নাথ বিনির্মিতম্ । কপালকরসংস্থানং ক্রদমধুত-
দর্শনম্ । ন জানাসি কথং ক্ষেত্রং মহাপাতকনাশ-
নম্ ॥ ৩৭ ॥ তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহালিঙ্গং গজরূপস্ত
সম্মিথো । বিদ্যতে পশু দেবেশ ব্রহ্মহত্যা প্রণ-
শ্রুতি ॥ ৩৮ ॥ ততোহহমাগতঃ স্তবং বাক্যং শ্রুত্বা
ব্রহ্মহত্যায়া । মহালিঙ্গং ময়া দৃষ্টং কপালকরসংস্থ-
তম্ ॥ ৩৯ ॥ মম হস্তাতদা বিপ্রাঃ কপালমপতন্তুর্বি ।
কপালেশ্বরদেবোহয়মিহি নাম ময়া কৃতম্ ॥ ৪০ ॥

কপাল তাহারা বাহিরে নিক্ষেপ করিল; নিক্ষেপ
করিবামাত্র তথায় আর একটা কপাল উড়ুত হইল ।
এইরূপে তাহারা শত সহস্র ও অশুত অর্ধদ
কপাল নিক্ষেপ করিল, আর নিক্ষেপ করিবামাত্র
তৎক্ষণাৎ আবার তথায় শত সহস্র ও অশুত
অর্ধদ কপাল জন্মিতে লাগিল । তদর্শনে তাহারা
অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বুদ্ধিপূরক বলিল যে, ইহা
চন্দ্রার্দ্ধশেখর মহাদেব ভিন্ন অন্য কাহারও কার্য
নহে । তখন তাহারা পৃথক পৃথক বিবিধ
স্তোত্রে আমার স্তব করিল । শতকুজি মন্ত্রে
অগ্নিতে আমার হোম করিল । আমি তাহাদের
প্রতি তুষ্ট হইলাম । তাহাদিগকে দয়া করিয়া বলি-
লাম,—হে ব্রাহ্মণগণ! তোমাদের যথাক্রমে বর গ্রহণ
কর । তাহারা বলিল,—হে দেব! আমরা অজ্ঞান-
পূরক আপনাকে আঘত করিয়াছি । আমাদের
ব্রহ্মহত্যা সংঘটিত হইয়াছে । আপনি রূপা করিয়া
আমাদের ব্রহ্মহত্যা বিনাশ করুন । আমরা
আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করিতেছি,
অন্ত বরের আবশ্যক নাই । আমি তখন দ্বিজ-
গণকে বলিলাম,—তোমরা যেখানে কপাল নিক্ষেপ
করিয়া কপালের রাশি করিয়াছ, সেই স্থানে প্রচ্ছর-
ভাবে এক লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন । তোমরা ঐ
ব্রহ্মহত্যাভিমোচক লিঙ্গ দর্শন কর । হে বিপ্রেন্দ্রগণ!

আমিও পূর্বে ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক ছেদন করিয়া
ব্রহ্মহত্যাভাগী হইয়াছিলাম । ঐ ব্রহ্মহত্যা আবার
অত্যন্ত দুঃসহ হইয়াছিল এবং ঐ সময় আমার হস্তে
কপাল সংলগ্ন হয় । তাহাও আমার অত্যন্ত দুঃসহ
হইয়াছিল । এইরূপে আমি ব্রহ্মহত্যা-ব্যাপ্ত হইয়া
অতিশয় দাহ প্রাপ্ত হই । এ কারণ আমি ব্রহ্ম-
হত্যা নাশের জন্ত তীব্রবাক্তা করি । আমি সকল
ভীর্থেই গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু ব্রহ্মহত্যা হইতে
মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই । তাহাতে অত্যন্ত
দুঃখে পারিতপ্ত হইয়া কোথাও সুখ লাভ করিতে
পারি নাই । ১৩—৩৫ । এই সময় এক দৈববাণী হয়
যে, হে দেব! অবস্তীক্ষেত্রে গমন করুন, কি জন্ত
রুধা ক্রেশ পাইতেছেন! আপনিই ত মহাকালবন
নির্ম্মাণ করিয়াছেন । ঐ মহাকালবনে কপালকর-
সংস্থান অধুনা দর্শন করুন বিরাজিত । হে দেব! এই
মহাপাতকনাশন ক্ষেত্র আপনার আবাদত হইল
কিরূপে? ঐ ক্ষেত্রে গজরূপের নিকটে মহালিঙ্গ
অবস্থিত; ঐ লিঙ্গ আপনি দর্শন করুন; তাহা শুধ-
লেই ব্রহ্মহত্যা হইতে নির্দ্ধাত লাভ করিলেন । অ-
ন্তর আমি দৈববাণী শুনিয়া সধর মহাকালবনে আগ-
মনপূরক কপালকর-সংস্থত মহালিঙ্গ দর্শন কর-
লাম । তখন আমার হস্ত হইতে কপাল ভূমিতে
এই অজুসারে আমি ঐ লিঙ্গের

পশুস্ত বিপ্রান্তঃ দেবঃ কপালেশ্বরসংজ্ঞকম্ ।
 যন্ত দর্শনমাত্রেণ নিষ্কলঙ্ক ভবিষ্যৎ ॥ ৪১ ॥ লিঙ্গং
 দৃষ্টং তদা তৈশ্চ কপালৈর্ষর্ভাভির্ভূতম্ । কৃত্যাস্তে
 তদা জাতাস্তস্ত লিঙ্গস্ত দর্শনাৎ ॥ ৪২ ॥ অতোহসৌ
 ভূব বিপ্রাতঃ কপালেশ্বরসংজ্ঞকঃ । যেহর্চয়ন্তি
 মহাদেবি কপালেশ্বরসংজ্ঞকম্ ॥ ৪৩ ॥ কৃতপুণ্যা
 নরা দেবি তে যান্তি পরমং পদম্ । কৃত্যপি পাতকং
 ঘোরং ব্রহ্মহত্যাদিকং নরঃ ॥ ৪৪ ॥ তৎপাপং বিলয়ং
 যাতি লিঙ্গস্তাশ্চ চ দর্শনাৎ । কশ্মণা মনসা বাচা
 যৎপাপং সমুপাজ্জিতম্ । তৎক্ষণ্যতি দেবোহয়ং
 চতুর্দশাং সমর্চিভঃ ॥ ৪৫ ॥ প্রসঙ্গাদপি যে পূজাং
 করিষ্যন্তি বরাননে । তেহপি কামানবাপুস্তি
 যাংচ কাংশ্চিৎসুদূর্তান্ । ঐশ্বর্যং ধর্মমতুলং
 দীর্ঘমায়ুররোগভায় ॥ ৪৬ ॥ নিঃসপত্নমতুলং
 যচ্চাত্তদবাপুধাৎ । অতীব পাপিনো যে চ
 ক্রুরকর্ম্মরতা নরাঃ ॥ ৪৭ ॥ বিপাপ্যানো ভবিষ্যন্তি
 গণেশাশ্চ মম প্রিয়ে । নিয়মেণ প্রপশুন্তি যে দেবঃ
 বৎসরং প্রিয়ে । তে পশুন্তি তনুং তাক্রা মদীয়ং
 ভবনং প্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥ এন তে কথিতো দেবি
 প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । কপালেশ্বরদেবস্ত স্বর্গদ্বারে-
 শ্বরং শৃণু ॥ ৪৯

ইতি শ্রীকান্দে কপালেশ্বরমাহাশ্রাবণং

নামাষ্ট্রমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নাম রাখিলাম—কপালেশ্বর দেব । তে বিপ্রগণ !
 তোমরা ঐ লিঙ্গ দর্শন কর । উহার দর্শনমাত্রে
 নিষ্কলঙ্ক হইবে । তখন বিপ্রগণ বহুকপাল-পরি-
 বৃত লিঙ্গ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন । এই জন্ত ঐ
 লিঙ্গ ভূতলে কপালেশ্বর-সংজ্ঞক হইয়াছেন । হে
 মহাদেবি ! যাহারা এই লিঙ্গের অর্চনা করে,
 তাহারা কৃতপুণ্য হইয়া পরম পদ লাভ
 করে । নর ব্রহ্মহত্যাদি ঘোর পাপ করিয়া লিঙ্গ-
 দর্শন করিলে লিঙ্গপ্রভাবে তাহার ঐ পাপ
 বিনষ্ট হয় । চতুর্দশীতে ঐ লিঙ্গের অর্চনা করিলে,
 কায়-মনো-বাক্যে অর্জিত পাপ বিনষ্ট হয় । হে
 বরাননে ! প্রসঙ্গাধীনও যদি কেহ ঐ লিঙ্গপূজা
 করে তাহা হইলে সেও অতি দুর্লভ অভিলষিত
 লাভ করে । অধিকন্তু ঐ ব্যক্তি ঐশ্বর্য, অতুল
 ধর্ম, দীর্ঘায়ু, আরোগ্য, ও নিঃশেষত্ব লাভ করিয়া
 থাকে । যাহারা অতিপাপী, অতি ক্রুরকর্ম্মরত,
 তাহারাও লিঙ্গার্চনা করিয়া বিগতপাপ ও গণাধি-
 পত্য লাভ করে । হে প্রিয়ে ! যাহারা বৎসরকাল

নবমোহধ্যায়ঃ

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ । স্বর্গদ্বারেশ্বরঃ লিঙ্গঃ নবমঃ
 বিদ্ধি পার্ধ্বতি । সর্বপাপহরঃ দেবি স্বর্গমোক্ষকল-
 প্রদম্ ॥ ১ ॥ যদা দেবি সমায়াতাঃ কৈলাসে পর্বতো-
 ত্তমে । অশ্বিনাদ্যা ভগিন্যস্তাস্থাং দৃষ্টা বিস্ময়া-
 দ্বিতাঃ ॥ ২ ॥ নিমজ্জিতা বয়ং যজ্ঞে সকাশ্চাঃ সপরি-
 গ্রহাঃ । শ্বেতেন দেবি তাতেন বহমানপুরঃসরম্ ॥
 ৩ ॥ কচ্চিৎ স্মৃতা বিশালাক্ষি কিং বা তাতস্ত
 বিস্মৃতিঃ । কারণং কিং সমুদ্ভিত্ত তাতেন ন নিম-
 জ্জিতা ॥ ৪ ॥ তাসাং তদ্বচনং শ্রুত্বা অবমানান্তদা
 হুয়া । প্রাণা মুক্তাস্ত যোগেন পুরতস্তাসু পার্ধ্বতি ।
 ৫ ॥ অথ তাঃ শোকসন্তপ্তা গতা যত্র প্রজাপতিঃ ।
 আচখ্যাঃ সকলং বৃন্তঃ দক্ষস্তাগ্রে যথাতথম্ ॥ ৬ ॥
 তক্ষুহা দারুণং বাক্যং দক্ষো নোবাচ কিঞ্চন ॥ ৭ ॥

নিয়মপূর্বক ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, তাহারা আমার
 প্রিয়লোকে গমন করিয়া থাকে । হে দেবি ! এই
 আমি তোমার নিকট পাপনাশন কপালেশ্বর-লিঙ্গ-
 প্রভাব কীর্তন করিলাম । অতঃপর স্বর্গদ্বারেশ্বরের
 মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ৩৬—৪৯ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮ ।

নবম অধ্যায়ঃ

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে পার্ধ্বতি ! সর্বপাপহর
 স্বর্গমোক্ষকলপ্রদ স্বর্গদ্বারেশ্বর নামক নবম লিঙ্গের
 কথা শ্রবণ কর । হে দেবি ! যখন অশ্বিনী আদি
 তোমার ভগিনীগণ কৈলাসে আগমন করিয়া তোমার
 অবলোকনপূর্বক বিস্মিত হই এবং তাহারা বলে,
 সপরিবারে মগ্নে তাত কতক আমরা বহমানপুরঃ-
 সর নিমজ্জিত হইয়াছি । হে বিশালাক্ষি ! ইহা
 তোমার মনে পড়ে কি ? মনে পড়িবে বৈ কি ?
 —তাত-চরিত কি কেহ কখন বিস্মৃত হইতে
 পারে ? তোমার ভাগিনীগণ তোমাকে জিজ্ঞাসা
 করে,—কি জন্ত পিতা তোমাদিগকে নিমজ্জণ
 করেন নাই ; ইহার কারণ কি ? তুমি তখন
 ভাগদের বাক্যে অবমানিত হইয়া তাহাদের
 অগ্রে যোগাবলম্বনে প্রাণ পরিত্যাগ কর । অনন্তর
 তোমার ভাগিনীগণ দুঃখিত হইয়া প্রজাপতি-
 সমীপে গমন করে । তাহারা পিতার নিকট উপ-
 স্থিত হইয়া তোমার কথা যথাযথ বর্ণন করে । কিন্তু
 তোমার পিতা সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়াও বাড়ি-

ময়া দৃষ্টা যদা দেবি ভূমৌ পঞ্চম্মাগতা । যজ্ঞ-
প্রধ্বংসনার্থায় তদা বৈ প্রেরিতা গণাঃ ॥ ৮ ॥ তে
গহাথ গণা রৌদ্রাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ । বিরূপা
ভীষণা রৌদ্রা নানাশস্ত্রা মহাবলাঃ । যুযুতুঃ শর-
বর্ষণি কুর্কস্তো ভৈরবান রবান ॥ ৯ ॥ ততো দেব-
গণাঃ সর্গে বসবঃ সহ ভাস্করৈঃ । বিশ্বেদেবাশ্চ
সাধাশ্চ ধনুর্হস্তা মহাবলাঃ ॥ ১০ ॥ যুদ্ধায় চ
বিনিক্রাস্তা যুযুতুঃ সায়কান্ সিতান । তে
সমেত্যাথ যুযুধঃ প্রমথ্য বিবুধৈঃ সহ । যুযুতুঃ
শরবর্ষণি বারিধারা যথা ঘনাঃ ॥ ১১ ॥ তেষাং
মধ্যে গণো নাম বীরভদ্রো মহাবলঃ । স শক্রং
তাড়য়ামাস শূলেন হৃদয়ে তথা ॥ ১২ ॥ স তু তেন
প্রহারেণ বিসংজ্ঞো নিষসাদ হ । অথ যুষ্ঠ্যা হতঃ
কুন্তে নাগ ঐরাবতস্তথা ॥ ১৩ ॥ স হতঃ সহসা
তেন গজেন্দ্রো ভৈরবান্ রবান্ । বিনদন ভয়মান্বায়
যজ্ঞবাটম্পাদবৎ ॥ ১৪ ॥ এতস্মিন্নস্তরে দেবাঃ
কৃতান্তেন পরাধুখাঃ । তন্ত্বে শরণং জগ্মুর্বিষ্ণুঃ
বিশেষকনায়কম্ ॥ ১৫ ॥ ততঃ কোপসমাবিষ্টো
বিষ্ণুর্দৃষ্টা দিবালয়ান্ । গণৈঃসজ্জাবিতান সর্গান

মুমোচাশ্চ স্মদর্শনম্ ॥ ১৬ ॥ তদাপহত্বে বেগেন
চক্রং বিকোঃ স্মদর্শনম্ । প্রসার্য বক্রং সহসা
ভাদরস্বং চকার হ ॥ ১৭ ॥ তস্মিন্চক্রে তদা গ্রস্তে
হমোঘে দৈত্যাস্থদনে । ক্রুদ্ধো নারায়ণো দেবি
বীরভদ্রম্পাদবৎ ॥ ১৮ ॥ গৃহীত্ব পাদয়োর্ভূমৌ
নিজঘানাতিদূরতঃ । হস্তমানস্তাথ ভূমৌ গদয়া চ
স্মদর্শনম্ ॥ ১৯ ॥ কধিরোদগারসংক্রমং বক্রাক্রুচ্চ
বিনির্গতম্ । মত্তো লকবরো দেবি বীরভদ্রো
গণোত্তমঃ । ন তু পঞ্চম্মাপন্নো গদয়া তাড়িতো-
হপি সঃ ॥ ২০ ॥ ততস্তু প্রমথ্য সর্গে বিষ্ণুবীৰ্য্য-
বলার্দ্দিতাঃ । কচ্ছের সহসা প্রাপ্তা যত্রাহ' দেবি
সংস্থিতঃ ॥ ২১ ॥ মাং দৃষ্টা শূলহস্তং তু বিষ্ণুচাস্তর-
ধীয়ত । ইন্দ্রোহপি ত্রিদশৈঃ সার্কং পিতৃভির্ব্রাহ্মণৈঃ
সহ ॥ ২২ ॥ মত্তস্যাসপরীতাত্মা ততশ্চাদর্শনং গতঃ ।
এনং বিশ্বংসিতে যজ্ঞে নষ্টো দেবগণো যদা ॥ ২৩ ॥
ময়া নিরুপিতো দেবি স্বর্গদ্বারে গণস্তদা । প্রবেশো
নৈব দাতব্যাসিদ্ধশানাং গণেশ্বর ॥ ২৪ ॥ দ্বারাবরোধঃ
কর্তব্যো যত্নতঃ শাসনান্নম । যঃ কোহপি দৃষ্টতে
দেবঃ সহস্রবো ন সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥ উদ্বসন্ত ততো

নিষ্পত্তি করেন না । হে দেবি ! আমি তখন তোমার
পঞ্চম্প্রাপ্ত দেহ ভূতলে নৃ ঐত দেখিয়া তোমার
পিতার যজ্ঞ ধ্বংস করিবার জন্য গণগণ প্রেরণ
করি । শত শত সহস্র সহস্র বিরূপাকার ভীষণ
মহাবল গণ সকল তখন নানা শস্ত্র গ্রহণপূর্বক ভৈরব
নাদ করিতে করিতে যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া শর
বর্ষণ করিতে থাকে । তখন তোমার পিতার পঞ্চ
হইতে দেব, বশু, ভাস্কর, বিশ্বেদেব ও মহাবল
সাধাগণ যুদ্ধের নিমিত্ত নিক্রাস্ত হইয়া সমরে সিত
সাদক সকল মোচন করিতে থাকে । এইরূপে
দেবগণে আর প্রমথগণে তুমুল সংগ্রাম চলিতে
থাকে । উভয় পক্ষ হইতে বারিধারার ন্যায়
শর বর্ষণ হইতে থাকে । ঐ সময় গণগণ-
মধ্যে মহাবল বীরভদ্র নামক এক গণ
শক্তের হৃদয়ে ভীষণরূপে শূলঘাত করে । ঐ
প্রহারে শত্রু বিসংজ্ঞ হইয়া বসিয়া পড়েন । তাহার
ঐরাবতের কুন্তপ্রদেশেও বীরভদ্র যষ্টিপ্রহার করে ;
ঐ প্রহারে ভয়ানকরূপে আহত হইয়া নাগরাজ
ভগ্নর শব্দে যজ্ঞকাঠে চতুর্দিকে ধাবন করিতে
থাকে । এইরূপে বীরভদ্রের সমরে পরাধুখ হইয়া
দেবগণ বিশেষকনায়ক বিষ্ণুর নিকট গমন করেন ।
বিষ্ণু তাঁহাদিগকে গণ-বিজাবিত দেখিয়া সক্রোধে

গণগণের প্রতি স্মদর্শন চক্র মোচন করেন । ঐ
ভীষণ চক্র মহাবেগে পতিত হইবামাত্র মহাবল
বীরভদ্র তখন বদন ব্যাদানপূর্বক সহসা তাহা
গ্রাস করিয়া ফেলে ॥ ১৬—১৭ ॥ হে দেবি ! তখন মধু-
সূদন কর্তৃক দৈত্যাস্থদন চক্র, বীরভদ্র গ্রস্ত
হইতে দেখিয়া সক্রোধে বীরভদ্রের প্রতি
ধাবিত হইলেন এবং দূর হইতে তিনি বীর-
ভদ্রের পাদদ্বয়ে গদা প্রহার করিলেন । গদাঘাতে
বীরভদ্র ভূমিতে পতিত হইলে তাহার মুখ হইতে
কধিরোদগার সহ স্মদর্শন চক্র ভূমিতে পতিত হইল ।
সনাতন বীরভদ্র নারায়ণ কর্তৃক তথাবিধ তাড়িত
হইয়াও আমার বরপ্রভাবে পঞ্চম্প্রাপ্ত হইল না ।
অনন্তর প্রমথগণ বিষ্ণুবীৰ্য্যে পীড়িত হইয়া অতি
কষ্টে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল । বিষ্ণু
আমাকে শূলধারী দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অস্তহিত হই-
লেন । দেব, পিতৃ ও ব্রাহ্মণগণের সহিত ইন্দ্রও
আমার নিকটে ভয় পাইয়া অদৃষ্ট হইলেন । এইরূপে
যজ্ঞ ধ্বংস ও দেবগণ বিনষ্ট হইলে আমি স্বর্গদ্বারে
গণগণকে নিযুক্ত করিলাম । তাহাদিগকে বলিয়া
দিলাম, তোমরা দেবগণকে প্রবেশ করিতে দিবে
না । আমার আজ্ঞায় তোমরা স্বর্গদ্বার রুদ্ধ কর ।
যে কোন দেবতা দ্বারে উপস্থিত হইবে, তাহাকে

জাতঃ স্বর্গো দেবাঃ বিনির্জিতাঃ ॥ ২৬ ॥ স্বর্গদ্বারে
নিকটে তু শক্রাদ্যা ভয়বিস্মৃতাঃ । ব্রহ্মলোকং গতা
দেবাঃ স্মৃতিয়া পুনঃপুনঃ ॥ ২৭ ॥ তস্মাগ্রে কথিতং সর্বং
স্বর্গদ্বারাবরোধনম্ । মহেশ্বরগণৈর্ন্যাপ্তং স্বর্গদ্বারং
পিতামহ ॥ ২৮ ॥ প্রবেশো দুর্লভো জাতঃ কুতে
দ্বারাবরোধনে । কেনোপায়েন যাস্থামঃ স্বর্গলোকং
কথাবিধম্ ॥ ২৯ ॥ নাম্নাকং জায়তে ত্রীতির্নিম্না
স্বর্গং পিতামহ ॥ ৩০ ॥ ইতি তেনাং বচঃ শ্রুত্বা
প্রোকং তু ব্রহ্মা তদা । আরাধাঃ শক্রো দেবো
মহাদেবো জগৎপতিঃ ॥ ৩১ ॥ স্বত্যো বন্দ্যো
নমস্কার্যঃ সৃষ্টিসংহারকারকঃ । দুর্লভস্ত সুরাঃ
স্বর্গো বিনা তস্মৈ প্রসাদতঃ ॥ ৩২ ॥ গোপ্তা স্ত্রী
সমর্থশ্চ স চাস্মাকং পরা গতিঃ । স এবারাদনো-
যন্ত স চ পূজ্যতমো মহতঃ ॥ ৩৩ ॥ তস্মাৎসম-
প্রবৃত্তেন গম্যাতাং শরণং শিবঃ । উপায়ং কথয়িষ্যামি
ক্ষমতাং সাবধানতঃ ॥ ৩৪ ॥ ত্রিদশৈঃ সহিতঃ শক্র
চরণং গচ্ছ নমাজ্জয়া । মহাকালবনে রম্যে কপালে-
শ্বরপূর্বকঃ ॥ ৩৫ ॥ স্বর্গদ্বারপরং লিঙ্গং নিদাভে
ভক্ত্য বানব । লোকানামনুকম্পার্থ মহাদেবেন

নির্মিতম্ । তমারাধয়ত ক্ষিপ্ৰং স বঃ কামং প্রদা-
স্তুতি ॥ ৩৬ ॥ ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা ত্রিদশা
মুদিতা ভূশম্ । সমায়াতা মহাদেবি মহাকালবনঃ
তদা ॥ ৩৭ ॥ স্বর্গদ্বারপ্রদং পুণ্যং দদৃশুর্লিঙ্গমুত্ত-
মম্ । তস্মৈ দর্শনমাত্রেণ স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥
স্বর্গলোকং গতাঃ সর্বে যথাপূর্বং যশস্বিনি । নিঃ-
শঙ্কাঃস্বিদশান্ দৃষ্ট্বা বিজ্ঞপ্তোহহং গণৈস্তদা ॥ ৩৯ ॥
মযাজ্ঞপ্তাশ্চ তে সর্বে নিবর্ত্তধ্বং গণোত্তমাঃ । স্বয়-
মেব প্রহিজ্ঞাতং কথং মিথ্যা ভাবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥
স্বর্গদ্বারপ্রদো দেবো দৃষ্টো দেবৈর্ন সংশয়ঃ । মহা-
কালবনে রম্যে কথিতো হি বিরঞ্চিতা ॥ ৪১ ॥
স্বর্গদ্বারং গতাঃ সদ্যঃ শক্রাদ্যাস্বিদশা গণাঃ । অতঃ
প্রভৃতি বিখ্যাতঃ স্বর্গদ্বারেশ্বরঃ শিবঃ ॥ ৪২ ॥ খ্যাতিং
যাস্তুতি ভুলোকে স্বর্গলোকপ্রদায়কঃ ॥ ৪৩ ॥ যে
পশুস্তি নরা লোকে স্বর্গদ্বারেশ্বরং শিবম্ । তে
যান্তি স্বর্গলোকং হি স্বর্গদ্বারেশ্বরার্চনাৎ ॥ ৪৪ ॥
স্বর্গদ্বারেশ্বরং দেবং যে পশুস্তি প্রসঙ্গতঃ । ন তেনাং
ভয়মস্তীতি কল্পকোটিং তরপি ॥ ৪৫ ॥ যথমেব-
সহস্রেন যৎপুণ্যং সবদাহতম্ । তৎ পুণ্যমাবকং

প্রদত্ত কথিয়া তাদিত্ত ববিবে । দেবি ! তখন স্বর্গ
উদ্বাস্ত হইল ; দেবগণ নিজ্জিত হইলেন । শক্রাদি
দেবগণ ভয়বিস্মৃত হইয়া মঙ্গলাপূর্বক ব্রহ্মলোকে
গমন করিলেন । ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া তাঁহারা
স্বর্গদ্বারেশ্বরের কথা পিতামহকে জ্ঞাইলেন ।
তাঁহারা বলিলেন,—হে পিতামহ ! মহেশ্বরপ্রেরিত
সেনাগণ স্বর্গদ্বার অবরুদ্ধ করিয়াছে । আমরা
স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিতেছি না ; কি উপায়ে
আমরা স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারি ? স্বর্গ
ভিন্ন অন্য স্থান আমাদের জীতিপ্রদ নহে । দেব-
গণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান
ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবগণ ! লোকনা জগৎপতি
শক্তরের আরাধনা কর । তিনি আমাদের স্মৃতি,
বন্দনীয়, নমস্কার্য ও সৃষ্টি-সংহার-কারক ।
তাঁহার অনুগ্রহ বাহিরেকে স্বর্গ লাভ করা দুর্লভ ।
তিনি আমাদের গোপ্তা, স্ত্রী, সামর্থ্য ও পরম-
গতি । তিনি আমাদের আরাধ্য ও পূজ্যতম ।
অতএব সর্বপ্রযত্নে শিবের শরণ গ্রহণ কর ।
আমি এই উপায় বলিলাম । হে শক্র !
দেবগণের সহিত রম্য মহাকালবনে গমন কর ।
ঐ স্থানে কপালেশ্বরের পূর্বে স্বর্গদ্বার নামক
পরম লিঙ্গ আছেন লোকানুগ্রহের নিমিত্ত ঐ

লিঙ্গ স্বয়ং মহাদেব নির্মাণ করিয়াছেন । আপনারা
শীঘ্র ঐ স্থানে গিয়া লিঙ্গারাধনা করুন । তিনি
নিশ্চয়ই আপনাদিগকে অভিলষিত প্রদান করি-
বেন ॥ ১৮—৩৬ ॥ হে দেবি ! তখন পিতামহের বাক্যে
দেবগণ সানন্দে মহাকালবনে আগমন করিলেন ।
আগমন রিয়া স্বর্গদ্বারপ্রদ উত্তম লিঙ্গ দর্শন
করিলেন । তাঁহার দর্শনমাত্র তাঁহাদের স্বর্গদ্বার
মুক্ত হইল । তাঁহারা তখন স্বর্গলোকে গমন
করিলেন । এই সময় দেবগণকে নিঃসঙ্কোচে
যাইতে দেখিয়া গণগণ আমাদের জানাইল । আমি
নাহাদিগকে বলিলাম,—হে গণগণ ! অতঃপর
লোকনা নিবর্ত্তিত হও । আমিই প্রসিদ্ধা করি-
যাছি যে, উক্ত লিঙ্গ স্বর্গদ্বারপ্রদ ; এখন তাহা
মিথ্যা হইবে । এক সকায়ে ৭ দেবগণ বিবিধ কড়ক
উপদ্রিষ্ট হইয়া মহাকালবনে আগমন করিয়া স্বর্গ-
দ্বারেশ্বর লিঙ্গ দর্শনপূর্বক সদা স্বর্গে গমন
করিতেছেন । এই কারণে অন্য হইতে এই লিঙ্গ
স্বর্গদ্বারেশ্বর শিব নামে ভূতলে খ্যাতি লাভ
করিবে । যাহারা এই স্বর্গদ্বারেশ্বর শিব দর্শন ও
তাঁহার অর্চনা করে, তাহারা স্বর্গলোকে গমন করিয়া
থাকে । যাহারা প্রসঙ্গবশতও স্বর্গদ্বারেশ্বর লিঙ্গ
দর্শন করে, কল্প-কোটি শত কালেও তাহাদের

দেবি স্বর্গদ্বারেশ্বরার্চনাং । ৪৬ । জন্মান্তরসহস্রৈঃ
যৎপাপং পূর্বসঞ্চিতম্ । তৎপাপং বিলয়ং যান্তি
লিঙ্গস্মাত্ ৫ কীর্তনাং । ৪৭ । অষ্টম্যাং বা চতু-
র্দশামথবা চন্দ্রবাসরে । যে পশুস্তি নরা ভক্ত্যা
স্বর্গদ্বারেশ্বরং শিবম্ । তে দেবি মে শরীরস্ত
প্রমিষ্টোষপুনর্ভবাঃ । ৪৮ । দশকোটিসহস্রাণি তস্মিন
লিঙ্গে তু পূজিতে । পূজিতানি ভবন্তীহ লিঙ্গাশ্চতুঃ-
স্থিতানি তু । ৪৯ । স্পর্শনাস্তস্মৈ লিঙ্গস্য কীর্তনাদ-
যজ্ঞনাস্তথা । স্মৃণেহ স্বর্গমায়ান্তি যথা কামানবা-
পুয়াং । ৫০ । অকামা বা সকামা বা যে পশুস্তি
দিনে দিনে । তেহপি পুণ্য মহাভাগাঃ স্বর্গলোকং
প্রযান্তি বৈ । ৫১ ।

ইতি ত্রীক্ষান্দে স্বর্গদ্বারেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
নবমোহধ্যায়ঃ । ৯ ।

দশমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ । কর্কোটেশ্বরসংক্রমঃ চ দশমং
বিদ্ধি পার্শ্বতি । যন্ত দর্শনমাত্রেণ বিবৈর্নৈবাভি-
ভূয়তে । ১ । যাত্রা চ ভূজগাঃ শপ্তাঃ স্ববচোভঙ্গ-

কোন ভয় হয় না । সত্বে অশমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান
কবিলে যে পুণ্য নির্দিষ্ট আছে, স্বর্গদ্বারের
অর্চনায় ততোধিক পুণ্য লাভ হইয়া থাকে ।
পূর্বে জন্মান্তরসহস্রে যে পাপ সঞ্চিত থাকে, তাহা
এই লিঙ্গ-মাহাত্ম্যকীর্তনে বিনষ্ট হইয়া থাকে । হে
দেবি ! যাহারা স্বর্গদ্বারেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে,
তাহারা আমার শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে,
তাহাদের আর পুনরাবৃতি হয় না । ঐ লিঙ্গের
পূজা করিলে দশকোটি লিঙ্গের পূজা করা হয় । ঐ
লিঙ্গের স্পর্শন কীর্তন ও যজ্ঞন করিলে স্মৃণে স্বর্গে
গমন করিয়া অভিলষিত প্রাপ্ত হয় । ইচ্ছায় বা
অনিচ্ছায় যাহারা প্রতিদিন ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, সেই
পুণ্য মহাভাগ ব্যক্তিগণ স্বর্গলোকে প্রয়াণ করিয়া
থাকেন । ৩৭—৫১ ।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দশম অধ্যায় ।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে পার্শ্বতি ! যাহার
দর্শনমাত্রে বিষদোষ নষ্ট হয়, সেই দশম লিঙ্গ
কর্কোটেশ্বরের বিবরণ শ্রবণ কর । একদা ভূজগ-

কারণাৎ । মদ্যচো ন কৃতং যস্মাদ্ভবন্তিঃ পাপ-
কর্মণি । ২ । বহির্হি ধন্যতে যুমান সত্রে জন্মেজয়স্ত
হি । শ্রদ্ধা শাপং ততো মাতৃমৃত্যুভীতাশ্চ পরগাঃ ।
৩ । গতাঃ সর্ষে যথাস্থানং জীবনার্থং যশস্বিনি
হিমশৈলং গতঃ শেষস্তপঃ কর্তুং ততঃ প্রিয়ে । ৪
সর্পশ্চ কন্দলো নাম লোকং পৈতামহং গতঃ । শঙ্খ-
চূড়োহথ নাগেন্দ্রো মণিপূরং গতস্ততঃ । ৫ । যমুনা-
স্তসি সংলীনঃ কালিয়ো ভয়বিহ্বলঃ । ৬ । এবং তে
সর্পরাজানো নাগাঃ স্মৃশ্বিতশোভনে । কুরুক্ষেত্রে
গতাঃ সর্ষে তপশ্চর্তুং যশস্বিনি । ধৃতরাষ্ট্রস্তথা নাগঃ
প্রয়াগমগমৎ প্রিয়ে । ৭ । এলাপত্রস্ত নাগেন্দ্রো
ব্রহ্মলোকং জগাম হ । প্রণম্য তমথোবাচ মাতৃকৃৎ-
সঙ্গসংস্থিতাঃ । ৮ । মাত্রা শপ্তা বয়ং দেব কুরুয়া
ভব সন্নিধৌ । সা কথং শাপকালে তু ভবতা ন
নিরাবিতা । ৯ । ব্রহ্মোবাচ । নিষিদ্ধা নৈব তে মাতা
ভাবিকর্মবলান্মম । সর্পসত্ত্বো হি ভবিতা রাজো
জন্মেজয়স্ত চ । ১০ । হং চ বৎস মমাদেশান্নশাকাল-
বনং ব্রজ । শাস্ত্যর্থং সর্ষনাগানাং ভক্ত্যা
সহরম্ । ১১ । সমারাময় দেবেশং মহামায়াসমৌ-

গণ মাতৃবাক্য পালন না করার জন্য মাতা কর্তৃক
এইরূপে অভিশপ্ত হয় যে, যেহেতু তোমরা আমার
বাক্য পালন করিলে না ; অতএব তোমরা জনমে-
জয়ের যজ্ঞে বহি কর্তৃক দগ্ধ হইবে । পরগণ
মাতৃমুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃত্যুভয়ে সকলে
যথেষ্ট স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল । হে প্রিয়ে !
শেষ হিমশৈলে তপস্কার্য গমন করিলেন । কন্দল
নামক সর্প বৎসদন, নাগেন্দ্র শঙ্খচূড় মণিপূর,
এবং কালিয় সর্প ভয়-বিহ্বল হইয়া যমুনাতে
গমন করিল । হে স্মৃশ্বিতশোভনে ! অপরাপর
নাগরাজগণ কুরুক্ষেত্রে তপস্কা করিবার জন্য
গমন করিল । ধৃতরাষ্ট্র নাগ প্রয়াগ, এবং
এলাপত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিল । এলাপত্র
পিতামহকে প্রণিপাত-পুরঃসর নিবেদন করিল,
—হে দেব ! আমরা উৎসঙ্গস্থিত অবস্থায়

মাতা কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি । কি জন্য
আপনি শাপকালে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন
না । ১—৯ । ব্রহ্মা বলিলেন,—দেখ এলাপত্র ! অবশু-
স্তাবী কর্মের বাধা হইয়া আমি তোমার
মাতাকে নিবারণ করিতে পারি নাই । রাজা
জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ হইবে । বৎস ! সর্ষনাগের
শাস্তির জন্য ভক্তিযুক্ত হইয়া সত্বর তুমি মহাকাল-

পতঃ । ভবিভা তত্র তে সিদ্ধিদেবদেবপ্রসাদতঃ ॥ ১২ ॥
তত্র গহ্বাথ কৰ্কোটঃ স্বয়ং দেবি সমাহিতঃ । দেব-
মারাধয়ামাস মহামায়াপুরঃস্থিতঃ । তস্ত তুষ্ণোহথ
দেবেশো বরং প্রসাদয়শস্মিন ॥ ১৩ ॥
যে দন্দশূকাঃ ক্রুরাশ্চ পাপচারা বিষোধনাঃ ।
ক্লেমাঃ বিনাশো ভবিভা ন তু যে ধর্ম-
চারিণঃ ॥ ১৪ ॥ ভক্ত্যা তবাদ্য তুষ্ণোহস্মি অং মে
সায়ুজ্যতাং ব্রজ । দেবে তত্র বিলীনোহথ নাগঃ
কৰ্কোটকঃ প্রিয়ে ॥ ১৫ ॥ কৰ্কোটকেশ্বরঃ খ্যাতি-
স্ততো দেবো মহেশ্বরঃ । তস্ত দর্শনমাত্রেণ ব্যাধয়ো
যান্তি সংক্ষয়ম্ ॥ ১৬ ॥ যন্তুং পূজয়তে দেবং ভক্ত্যা
যুক্তো হি মানবঃ । ঐশ্বৰ্য্যং জায়তে তস্ত কুলানাং
তারয়েচ্ছতম্ ॥ ১৭ ॥ ব্যাধিতো ব্যাধিতো যুক্তো
দুঃখী দুঃখাৎ প্রমুচ্যতে । দর্শনাভু ভবেৎ সদ্যঃ
সর্বপাতকবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥ নিয়মেন প্রপশুন্তি যে চ
কৰ্কোটকেশ্বরম্ । তে সর্বকামানাপ্যন্তি বসন্তান্তে
চ মৎপুরে ॥ ১৯ ॥ পঞ্চম্যাক্ চতুর্দশাং যে পশুন্তি

বনে গমন কর । সেখানে মহামায়া সমীপে
দেবদেবের আরাধনা কর । তাঁহার প্রসাদে
তুমি সিদ্ধি লাভ করিবে । হে দেবি ! তখন
ঐ সকল নাগ ঐ স্থানে গমন করত মহামায়া
সম্মুখস্থ দেবদেবের আরাধনা করিল । তাহার
আরাধনায় তিনি প্রসন্ন হইয়া এইরূপ বর প্রদান
করিলেন যে, সর্পগণের মধ্যে যাহারা ক্রুর, পাপা-
চার ও তীর্থাবিষ; তাহারাষ্ট বিনষ্ট হইবে, ধর্ম-
চারিগণ বিনষ্ট হইবে না । আমি অদ্য তোমার
ভক্তিতে তুষ্ট হইয়াছি; তুমি আমার সায়ুজ্য
লাভ কর । হে প্রিয়ে ! তখন কৰ্কোটক নাগ
দেব-শরীরে বিলীন হইল । তদবধি দেব মহে-
শ্বর কৰ্কোটকেশ্বর নামে বিখ্যাত হইলেন । তাঁহার
দর্শনমাত্রে ব্যাধি নষ্ট হয় । যে মানব ভক্তিপূর্বক-
ঐ দেবের পূজা করে, তাহার ঐশ্বৰ্য্য লাভ হয়
এবং সে শত কুল উদ্ধার করে । ঐ দেবের পূজা
করিলে ব্যাধিত ব্যক্তি ব্যাধি হইতে এবং দুঃখী
ব্যক্তি দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ।
তাঁহার দর্শনে লোক সর্বথা পাতক হইতে মুক্তি
লাভ করে । যাহারা নিয়মপূর্বক কৰ্কোটকেশ্বর লিঙ্গ
দর্শন করে, তাহারা সর্ব অভিলষিত লাভ করিয়া
অন্তে মদীয় পুরে বাস করিয়া থাকে । রবিবার
পঞ্চমী বা চতুর্দশীতে যে নর কৰ্কোটকেশ্বর দর্শন

রবেদ্বিনে । ন তেষাং তু কুলে সর্পাঃ পীড়া কুর্যন্তি
কর্হিচৎ ॥ ২০ ॥ যা নারী দুর্ভগা সাপি সৌভাগ্য-
লভতে সদা । শুক্লিনী লভতে পুত্রমরোগং কুল-
ভূষণম্ । শিশুগ্রহাশ্চ নশুন্তি নাপমৃত্যুভয়ং ভবেৎ ॥
২১ ॥ যং যং কামমতিধায়েন্ননসা ভক্তিমান নরঃ ।
তং তং দুর্লভমাপ্নোতি কৰ্কোটেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ২২ ॥
এন তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ
কৰ্কোটেশ্বরদেবস্ত শৃণু সিদ্ধেশ্বরং পরম্ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কৰ্কোটেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ । লিঙ্গমেকাদশং বিদ্ধি দেবি
সিদ্ধেশ্বরং শুভম্ । বীরভদ্রসমীপে তু সর্বসিদ্ধি-
প্রদায়কম্ ॥ ১ ॥ দেবদাক্ষবনে পূর্বং বিপ্রা যোগ-
সমাধিতাঃ । স্পর্কয়া সিদ্ধিলিঙ্গাং তপোহকুর্তত
সংযতঃ ॥ ২ ॥ শাকাহারা নিরাহারাঃ পর্ণাহারা-
করে, সর্পগণ তাহার কুলে কদাচ পীড়া উৎপাদন
করে না । দুর্ভগা নারী উক্ত লিঙ্গের অর্চনা
করিলে সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে । ঐ
লিঙ্গার্চনা করিয়া শুক্লিনী কুলভূষণ আরোগী
পুত্র লাভ করে, তাহার শিশুগ্রহ নষ্ট হয় এবং
তাঁহার কদাচ অপমৃত্যুভয় থাকে না । ভক্তিমান
নর মনে যাহা যাহা কামনা করে, কৰ্কোটকেশ্বর
দর্শনে তাহার সেই সেই কামনা সিদ্ধ হইয়া
থাকে । হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট
কৰ্কোটকেশ্বর দেবের পাপনাশন প্রভাব কীর্তন
করিলাম, অতঃপর সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গের মহিমা শ্রবণ
কর । ১—২৩ ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০ ।

একাদশ অধ্যায়

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর
বীরভদ্রসমীপস্থ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক শুভ একাদশ
লিঙ্গ সিদ্ধেশ্বরের মাহাত্ম্য অবগত হও । পূর্বে
দেব-দাক্ষবনে বিপ্রগণ সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত পরস্পর
স্পর্ক করিয়া যোগ করিতে আরম্ভ করেন ।
তাঁহাদের মধ্যে কেহ শাকাহারে, কেহ নিরাহারে,

স্থাপরে । দন্তোলুখলিনঃ কেচিদশ্বকুটাস্থাপরে ।
৩ । কেচিঘোঁরাসনরতা ধূমপানরতাঃ পরে । পাদৈ-
কর্কৈরধোবন্ধৈঃ কেচিদভাবকাশিকাঃ ॥ ৪ ॥ কচ্ছ-
চান্দ্রায়ণাদৌনি কুর্কস্যন্তে সমাহিতাঃ ১ ন চাপি
পরমা প্রাপ্তা সিদ্ধিবর্ষণতৈরপি ॥ ৫ ॥ হুঃখার্ভা-
শ্চিন্তয়ামাসুঃ কথং সিদ্ধির্ভবিষ্যতি । তপসা হুঙ্করে
নৈব সিদ্ধির্নৈবাত্ম লভ্যতে ॥ ৬ ॥ বার্থা ঋতিস্তথা
জাতা যা গীতা মুনিভিঃ পুরা । তপসা লভ্যতে
সর্বং তপোমূলমিদং জগৎ ॥ ৭ ॥ অঙ্গনং গুটিকা
চৈব পাত্কাগমনং তথা । খজ্জাসিদ্ধির্বিলে বাস-
শ্চিন্তামণিরপেক্ষিতম্ ॥ ৮ ॥ এবং তেহচিন্তয়ন্ সিদ্ধাঃ
পরমামর্বপূরিতাঃ । উৎসর্গ্য তত্তপোধর্ম্যং নাস্তিকাঃ
ভাবমাগতাঃ ॥ ৯ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু বাণ্ডবাচা-
শরীরিণী । আশ্বাসয়ন্তী তান্ সিদ্ধান্ মাতা পুত্র-
মিবৌরসম্ ॥ ১০ ॥ মাবমন্ত্রধর্মার্থা হি ঋতিব্যাথা
মহীতলে । তপো ন নিন্দ্যং ধর্মো বা ঋতিতামত্র
কারণম্ ॥ ১১ ॥ ভবিতা ভবতাং সিদ্ধিরত্র নৈব
তপোধনাঃ । স্পর্কিয়া সিদ্ধিকামৈশ্চ তপস্তদ্বি কৃতং

বুধা ॥ ১২ ॥ কামাচ্চ তপসো হানিরহঙ্কারাচ্চ
বিস্ময়ঃ । ক্রোধাল্লোভাতুখা মোহাজ্জায়তে নাত্র
সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥ স্পর্কিয়া রহিতো যন্ত কামক্রোধ-
বিবাজ্জিতঃ । কতোহি কস্য ভাবেন স তপঃফল-
মশ্নুতে ॥ ১৪ ॥ বাসনাবাসিতো যন্ত একচিত্তঃ
সমাহিতঃ । আস্তিক্যঃ শ্রদ্ধাবানশ্চ স তপঃফলমশ্নুতে ॥
১৫ ॥ মাতৃবৎ পরদারানি পরদ্রব্যানি লোষ্ট্রবৎ । যঃ
পশুতি নরো নিত্যং স তপঃ ফলমশ্নুতে ॥ ১৬ ॥
ঈদৃশে পুরুষোবপ্রাস্তপঃসিদ্ধিচ্চ দৃশ্যতে । ভবন্তঃ
স্পর্কিয়া চৈব কৃতবস্তুশ্চ হুঙ্করম্ ॥ ১৭ ॥ তস্মাদ্বর্ষ-
সহস্রেন নৈব সিদ্ধির্ভবিষ্যতি । যদি মদ্বচনং কার্য্যং
নির্মিকল্লেন চেতসা ॥ ১৮ ॥ মহাকালবনং গহ্বা
যুগং সর্পে সমাহিতাঃ । আরাধয়ন্তঃ দেবেশং সদা
সিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ১৯ ॥ দর্শনাত্ম্য দেবগ্ন লভ্যতে
সিদ্ধিকল্পনা । সনকাদয়োহপি যে দেবমাসাদ্য যোগ-
তৎপরঃ । পূজয়িত্বাপি ভাবেন সংসিদ্ধিং পরমাং
গতাঃ ॥ ২০ ॥ রাজা বশুমতা পূর্বং খজ্জাসিদ্ধাঃ
শুদ্বলভা । প্রাপ্তা দর্শনমাত্রেণ লিঙ্গশ্চাস্ত প্রভাবতঃ ॥

কেহ পর্ণাহারে, কেহ দন্তোলুখলী হইয়া, কেহ
অশ্বকুট হইয়া, কেহ কেহ ঘোঁরাসনে, কেহ কেহ
ধূমপানে, কেহ কেহ উর্কপদে ও অধোমুখ হইয়া,
কেহ কেহ আকাশস্থ হইয়া এবং কেহ কেহ কচ্ছ-
চান্দ্রায়ণ অবলম্বনে সমাহিতভাবে তপস্যা করিতে
লাগিলেন । কিন্তু শত বর্ষ তপস্যা করিয়াও সিদ্ধি
লাভ করিতে পারিলেন না । তখন তাঁহারা
চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কিরূপে আমাদের
সিদ্ধি লাভ হইবে ? হুঙ্কর তপস্যাচরণেও আমাদের
সিদ্ধি লাভ হইল না ! তপস্যা দ্বারা সমস্তই লাভ
করা যায় । এই জগৎ তপোমূল । তপস্যা দ্বারা
অঙ্গন, গুটিকা, পাত্কাগমন, খজ্জাসিদ্ধি ও চিন্তামণি
সিদ্ধি লব্ধ হইয়া থাকে । এই মুনিগণগীত ঋতি
বিকল হইল ! বিপ্রগণ অমবকসায়িত হইয়া এইরূপ
চিন্তা করিতে লাগিলেন । তাঁহারা অনুর্যে তপ
পরিত্যাগ করিয়া নাস্তিক্য অবলম্বন করিলেন ।
এমন সময় মাতা যেমন পুত্রদিগকে আশ্বাসিত
করেন, তেমনি অশরীরিণী বাক্ তাঁহাদিগকে
আশ্বাসিত করিয়া বলিল,—হে আশ্রয়গণ ! আপনারা
ঋতিবাক্যে অবজ্ঞা করিবেন না । ঋতিবাক্য
ব্যর্থ হয় না । তপ বা ধর্ম নিন্দনীয় নহে । তবে
যে আপনার ফল প্রাপ্ত হন নাই, ইহার কারণ
শ্রবণ করুন । এখানে আপনারদের সিদ্ধি লাভ

হইবে না । বুধা আপনারা পরস্পর স্পর্কি সহকারে
তপস্যা করিতেছেন । কাম, অহঙ্কার, ক্রোধ,
লোভ ও মোহ হইতে তপস্যার হানি হয়;
ইহাতে কোন সংশয় নাই । যে ব্যক্তি স্পর্কারহিত
ও কামক্রোধ-বিবাজ্জিত হইয়া ভক্তিসহকারে তপো-
বুষ্ঠান করে, সে অবশ্যই তপঃফল লাভ করিয়া
থাকে । যে মানব বাসনা-রহিত একান্ত সমাহিত,
আস্তিক্য ও শ্রদ্ধাবান, সে নিশ্চয়ই তপঃফল প্রাপ্তি
হইয়া থাকে ১১—১৭ । যে মানব পরদারে মাতৃবৎ ও
পরদ্রব্যে লোষ্ট্রবৎ দ্রাবন করিয়া থাকে, সে অবশ্যই
তপঃফল ভোগ করে । হে বিপ্রগণ ! ঈদৃশ পুরু-
ষেই তপঃসিদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে । আপনারা স্পর্কি
সহকারে তপস্যা করিয়াছেন, এ জন্ত বর্ষ সহস্রেও
আপনাদিগের সিদ্ধি লাভ ঘটিবে না । যদি আপনারা
নিঃসন্দেহে আমার বাক্য পালনীয় মনে করেন,
তাহা হইলে সমাহিতভাবে আপনারা মহাকালবনে
গমন করুন । সেখানে গমন করিয়া সিদ্ধিপ্রদায়ক
দেবেশের সদা আরাধনা করুন । তাঁহার দর্শন-
মাত্রে তৎক্ষণাৎ উত্তমা সিদ্ধি লাভ করিবেন ।
যোগ ভৎপর সনকাদি দেবগণ ঐখানে আগমন
করিয়া দেবেশের পূজাপূর্বক পরমা সিদ্ধি লাভ
করিয়াছেন । রাজা বশুমান্ দেবদর্শনমাত্রে খজ্জা-
সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । মহাত্মা হৈহয় পাত্কাসিদ্ধি

২১ । পাদুকাগমনং লক্ষং হৈহয়েন মহাত্মনা । কৃত-
বীরাযজ্ঞেনৈব বাধনাং চ সহস্রকম্ ॥ ২২ ॥ অদৃশ্য-
করণং চৈব প্রাপ্তং চানুকণা পুরা । স্নর্গসিদ্ধিঞ্চ
সিদ্ধেন পাদলেপো রসায়নম্ । অগ্ননং চ তথা লক্ষং
লিঙ্গস্মাত্তা চ দর্শনাৎ ॥ ২৩ ॥ আকাশবচনং শ্রদ্ধা
তে সিদ্ধা বিশ্বযাষিতাঃ । সমায়াতা যুদা যুকা মহা-
কালবনোক্তমে ॥ ২৪ ॥ সর্গসিদ্ধিপ্রদং চৈব
দদৃশুর্লিঙ্গমুত্তমম্ । দর্শনাস্তত্ত্ব লিঙ্গস্য সংসিদ্ধিঃ
পরমাং গতাঃ ॥ ২৫ ॥ ততঃ প্রভৃতি বিখ্যাতো
দেবৈঃ সিদ্ধেশ্বরঃ পরঃ । যে পশুন্তি নরা
দেবি দেবঃ সিদ্ধেশ্বরঃ পরম্ । ন কেবাঃ
দুর্লভা সিদ্ধির্ভবিষ্যতি মহীতলে ॥ ২৬ ॥ সিদ্ধেশ্বরঃ
গমিষ্যন্তি ভাবহীনাঃ প্রসঙ্গতঃ । সংসিদ্ধাস্তে
ভবিষ্যন্তি নিয়তা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥ মহাপাতক-
সংযুক্তো যস্ত সিদ্ধেশ্বরঃ স্মরেৎ । সংসিদ্ধস্য
ভবেরুনং জ্ঞানৈর্গর্ভাসমধিতঃ ॥ ২৮ ॥ নিয়মেণ তু
যঃ পশ্যেদেবং সিদ্ধেশ্বরঃ পরম্ । যথাসাজ্জায়তে
সিদ্ধির্বাঞ্ছিতা যা ভবেদ্ধৃদি ॥ ২৯ ॥ অষ্টম্যাং চ
চতুর্দশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ । সিদ্ধেশ্বরং তু যঃ
পশ্যেৎ স পশ্যেয়ম মন্দিরম্ ॥ ৩০ ॥ অপুত্রো

প্রাপ্ত হইয়াছেন । কৃত বীরাযজ্ঞ সহস্রবাহু পাউয়া-
ছেন । অনূক গ্রন্থানে আগমন করিয়া স্নর্গসিদ্ধি,
পাদলেপ রসায়ন, ও অগ্নন প্রাপ্ত হইয়াছেন ।
বিপ্রগণ এইরূপ আকাশবচন শ্রবণ করিয়া সহর্ষে
মহাকালবনোক্তমে আগমন করিলেন । তথায়
আগমন করিয়া সর্গসিদ্ধিপ্রদ লিঙ্গ দর্শন করিলেন ।
লিঙ্গদর্শন মাতেই উক্তমা সিদ্ধি লাভ করিলেন ।
তদবধি ঐ লিঙ্গ দেবগণ কর্তৃক সিদ্ধেশ্বর নামে
বিখ্যাত হইলেন । হে দেবি ! যাঁহারা ঐ সিদ্ধেশ্বর
লিঙ্গ দর্শন করে, সিদ্ধি তাহাদের দুর্লভ নহে ।
যদি কেহ অনিচ্ছায় প্রসঙ্গবশতও সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ
দর্শন করিয়া ফেলে, তাহা হইলেও তাহার সিদ্ধি-
প্রাপ্তি ঘটে, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই । মহা-
পাতকসংযুক্ত ব্যক্তি যদি সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গের স্মরণ-
মাত্র করে, তাহা হইলে তাহার সিদ্ধি ও জ্ঞানৈর্গর্ভা
লাভ হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি নিয়মপূর্বক সিদ্ধে-
শ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়া থাকে, যথাসম্মত মনো
তাহার বাঞ্ছিতাশিদ্ধি ঘটিয়া থাকে । অষ্টমী বা
চতুর্দশীতে বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষে যে জন সিদ্ধেশ্বর
লিঙ্গ দর্শন করে, সে মদীয় মন্দিরে গমন করিয়া
থাকে । সিদ্ধেশ্বরলিঙ্গপূজক অপুত্র ব্যক্তি পুত্র,

লভতে পুত্রঃ নির্ধনস্ত ধনং লভেৎ । বিদ্যাধী
লভতে বিদ্যাং ভাষ্যার্থী লভতে জ্ঞানম্ ॥ ৩১ ॥
সংক্রান্তো সোমবারে চ গ্রহণে চৈব যোহর্চয়েৎ ।
কুলানাং শতমুচ্ছ্রুত্যা পৈতৃক স্বাধিকং প্রিয়ে ।
মোদতে মম লোকে চ যাবদিস্ত্যাস্ততুর্দশ ॥ ৩২ ॥
এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ
সিদ্ধেশ্বরস্ত দেবস্ত লোকপালেশ্বরঃ শৃণু ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনঃ

নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীহর উবাচ । দ্বাদশং বিদ্ধি দেবেশি লোক-
পালেশ্বরং শিবম্ । যস্ত দর্শনমাত্রেণ সর্গপাপৈঃ
প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥ পুরা দৈত্যগণা দেবি প্রাহুর্ভূতাঃ
সহস্রশঃ । হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃশ্বলাদতিপরাক্রমাঃ ॥
২ ॥ তৈরিয়ং বধুধা বাপ্তা সশৈলবনকাননা ।
বিধ্বস্তাঃ স্বাশ্রমাঃ সর্গে যজ্ঞা বিধ্বংসিতাস্থবা ॥ ৩ ॥
ব্রাহ্মণা ভক্ষিতাশ্চৈব বেদবেদাঙ্গপারগাঃ । পুরিতা-

নির্ধন ব্যক্তি ধন, বিদ্যাধী বিদ্যা ও ভাষ্যার্থী ভাষ্যা
লাভ করিয়া থাকে । সংক্রান্তি, সোমবার ও
গ্রহণে যে জন সিদ্ধেশ্বরের অর্চনা করে, সে
নিজের উদ্ধার সাধন করিয়া পৈতৃক শতকুল উদ্ধার
করিয়া থাকে এবং ১২০ দিন ইন্দ্রের অধিকার-
কাল সাবৎ সে মদীয় লোকে আমন্দ উপভোগ
করে । হে দেবি ! এই আমি সিদ্ধেশ্বরলিঙ্গের
পাপনাশন প্রভাব তোমার নিকট বর্ণন করি-
লাম । অতঃপর লোকপালেশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণ
কর ॥ ১৬-৩০ ॥

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

শ্রীহর বলিলেন,—হে দেবেশ ! যাঁহার দর্শন
দ্বাদশ মাত্র মানব সর্গপাপ হইতে মুক্ত লাভ
করে, সেই লোকপালেশ্বর শিবের মাহাত্ম্য অবগত
হও । হে দেবি ! পুর্বে হিরণ্যকশিপু বক্ষুশ্বল
হইতে বহু সহস্র দৈত্য প্রাহুর্ভূত হয় । তাহারা
সশৈলবনকাননা এই পৃথিবী অবরোধ করে ।
তাহারা শাস্ত্রম সকল ও যজ্ঞ ধ্বংস করিতে
লাগিল । তাহারা বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণকে

অগ্নিকুণ্ডানি পাংসুনা মধুনা তথা ॥৪॥ বিধ্বস্তাঃ কলসাঃ
সর্কে যুতাণ্ডাদি চ চূর্ণিতম্ । নিঃস্বাধ্যাববট্কারা
স্বধা-স্বাহাবিবর্জিতা ॥৫॥ কৃত্য চ ধরণী দেবি
নষ্টযজ্ঞোৎসবাতবৎ । লোকপালান্ততো ভীতা
মাধবঃ শরণং গতাঃ ॥৬॥ উচুঃ প্রাজলয়ঃ সর্কে
ক্ষুধার্তা হুঃখিতাঃ কৃত্যঃ । বয়ং শ্মানিং গতা দেব
যজ্ঞভাগং বিনাকৃত্যঃ ॥৭॥ বয়ং জাতাস্থগ্না পূর্বে
নমুচের্বষপর্ষণঃ । হিরণ্যকশিপো রৌদ্রান্নরকাস্ত
মুরোসুখা ॥৮॥ তথা রক্ষ সুরশ্রেষ্ঠ ভয়ং নঃ
সমুপস্থিতম্ ॥৯॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা শঙ্খচক্র-
গদাধরঃ । জগাম স ততো দৈত্য্যঃ প্রবিষ্টো বক্রণা-
লয়ম্ ॥১০॥ তে নিজ্জম্য ততো রাজৌ নিম্নস্তি
দ্বিজসত্তমান্ । তাপসান্ দৌকিতান্ দেবি বশ্মত-
পরায়ণান্ ॥১১॥ অথ স্বর্গং গতাঃ কাস্তে জিতঃ
শক্রো মরুৎপতিঃ । তথৈব দক্ষিণামাশাং ধর্ম্মরাজৌ
জিতস্ততঃ ॥১২॥ গাহাথ পশ্চিমামাশাং জলরাজৌ
বিনির্জিতঃ । উত্তরে ধনদো দেবি তৈর্দৈত্য্যঃ স
বিনির্জিতঃ ॥১৩॥ ততস্তে ব্যাকুলা জাতা বিষ্ণুং

ভক্ষণ করিতে লাগিল ; অগ্নিকুণ্ড সকল ধূলি ও
মদ্য দ্বারা পূরণ করিল , আশ্রমস্থ কলসসমুদয়
ভগ্ন ও ভাঙনিচয় চূর্ণ করিল । তখন এই ধরণী
নিঃস্বাধ্যায়, ববট্কার-রহিত ও স্বধা-স্বাহা-বিবর্জিত
হইল । পৃথিবীতে আর উৎসব দেখা যাইল না ।
লোকপালগণ নারায়ণের শরণ গ্রহণ করিলেন ।
তাঁহারা কৃত্যঞ্জলিপুটে নারায়ণকে বালিলেন,—হে
দেব ! আমরা ক্ষুধার্ত হইয়া অতিশয় হুঃখভোগ
করিতেছি । যজ্ঞভাগ বিনষ্ট হওয়ায় আমরা শ্মান
হইয়া পড়িয়াছি । পূর্বে আপনি আমাদের নমুচি,
বৃষপক্ষী, হিরণ্যকশিপু, নরক, ও মুর দৈত্য হইতে
রক্ষা করিয়াছিলেন । অধুনা আমাদের দৈত্য্য
উপাস্ত হইয়াছে । আপনি আমাদের রক্ষা
করুন । দেবগণের এবধিধ বাক্য শ্রবণে শঙ্খ-চক্র-
গদাধর শ্রীহরি দৈত্যগণ উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন ।
দৈত্যগণ তখন বক্রণালয়ে প্রবেশ করিল । রাজ-
কালে তাঁহারা নির্গত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ দৌকিত
তাপস দ্বিজসত্তমদিগকে হিংসা করিতে লাগিল ।
ক্রমে তাঁহারা স্বর্গ আক্রমণপূর্বক শক্রকে জয়
করিয়া পরে দক্ষিণদিকে যাত্রা করিল । ঐ
যাত্রার কালে যমরাজ পরাজিত হইলেন ।
দৈত্যগণ এইরূপে পশ্চিম দিকে যাত্রা করিয়া
বক্রণকে, ও উত্তরে কুবেরকে পরাজিত করিল ।

শরণমাগতাঃ । উপায়ঃ কথিতো দেবি দেবেভ্যো
বিষ্ণুনা তদা ॥১৪॥ মহাকালবনং গতা দেবা
ভক্ত্যা সমাহিতাঃ । আরাধ্যত সর্কেণঃ শঙ্করং
লোকশঙ্করম্ ॥১৫॥ ভবতাং ভবিতা সিদ্ধিস্তত্র
তস্য প্রসাদতঃ ॥১৬॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা
কৃষ্ণামিততেজসঃ । প্রস্থিতা লোকপালান্তে
মহাকালবনে শুভে ॥১৭॥ তাবন্তত্বেব সংক্কা
দৈত্য্যঃ শস্তুধরৈস্তদা । ভূয়ো নষ্টাশ্চ সম্প্রাপ্তা
যত্র দেবো জনার্দনঃ ॥১৮॥ কথয়ামাস্তুরত্যাগং
যথা ক্রদ্ধং জগদ্রয়ম্ । নারায়ণেন তে প্রোক্তা
লোকপালাঃ পুনঃপুনঃ ॥১৯॥ যুয়ং ব্রতধরা ভূত্বা
কপালৈশ্চ বিভূষিতাঃ । খট্টাঙ্গধারিণঃ শাস্তাঃ পঞ্চ-
মুদ্রাবিভূষিতাঃ ॥২০॥ ভস্মভূষিতসর্পাঙ্গাঃ ক্ষুদ্র-
ঘণ্টাবিরাজিতাঃ । মহাব্রতধরা ভূত্বা মহাকাল-
বনোত্তমম্ । গচ্ছধ্বং ব্রহ্মণা সার্কং পাদবন্ধৈশ্চ
নৃপুতৈঃ ॥২১॥ অথ তে লোকপালান্ত শ্রুত্বা
কৃষ্ণা ভাসিতম্ । সমায়াতা মহাদেবি কৃত্বা
কাপালিকং বপুঃ ॥২২॥ তত্র দৃষ্টং মহল্লিঙ্গং
তেজসাং রাশিমদ্ভুতম্ । স্তবতঃ চ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈ-
লোকপালৈঃ পুনঃপুনঃ ॥২৩॥ ততস্ত তস্য লিঙ্গস্য

অনন্তর দেবতা ব্যাকুলিতভাবে বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ
করিলেন । ঐ সময় ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণকে এই
উপায় বলিয়া দিলেন যে, হে দেবগণ ! আপনারা
মহাকালবনে গমন করিয়া সমাহিতভাবে ভক্তিপূর্বক
লোক-শঙ্কর দেবদেব ভগবান্ শঙ্করের আরাধন্য
করুন । তাঁহার প্রসাদে আপনাদের সিদ্ধিলাভ
হইবে ॥১৪-১৬॥ দেবগণ তখন অমিততেজা বিষ্ণুর এই
বাক্য শ্রবণ করিয়া শুভমহাকালবনে প্রস্থান করি-
লেন । দৈত্যগণ পুনরায় তাঁহাদিগকে আক্রমণ
করিল । তাঁহারা আবার দেব জনার্দনের নিকট
প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং দৈত্যগণের পুনরায়
তীব্র আক্রমণের কথা নিবেদন করিলেন । তৎশ্রবণে
নারায়ণ পুনঃপুনঃ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আপনারা
ব্রতচারী হইয়া কপাল, খট্টাঙ্গ, পঞ্চমুদ্রা, ভস্ম ও ক্ষুদ্র
ঘণ্টা ধারণ করত পাদদ্বয়ে নৃপুত্র বন্ধনপূর্বক মহা-
কালবনে পুনরায় গমন করুন । হে মহাদেবি !
অনন্তর লোকপালগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া
কাপালিক বেশে মহাকালবনে আগমনপূর্বক অদ্ভুত
তেজোরাশি মহালিঙ্গ দর্শন করিলেন । লিঙ্গ দর্শন
করিয়া তাঁহারা পুনঃপুনঃ বিবিধ স্তোত্রদ্বারা তাঁহার
স্তুত করিতে লাগিলেন । ভগবান্ ঐ দেবগণের

বহিঃজালা বিনিঃসৃত। যথা তে দানবাঃ সর্বে দক্ষা
ভক্ষয়মাগতাঃ ॥ ২৪ ॥ জাহ্নবী লিঙ্গস্ত মাহাশ্মাং নাম
চক্ষুঃ সমাহিতাঃ । সেবিতং লোকপালৈস্ত লিঙ্গং
হেজোময়ং পরম ॥ ২৫ ॥ লোকপালেশ্বরো নাম
ব্যাতিঃ যান্তি হ তলে । ইত্যুত্বা ত্রিংশাঃ সর্বে
লোকপালৈঃ সমাপ্তাঃ । স্বপ্তস্থানংগতা দিব্যঃযথাপূর্বঃ
মুদাশিতাঃ ॥ ২৬ ॥ যে পশুস্তি নরা দেবি লোকপালে-
শ্বরঃ শিবম্ । সম্যক্ৰিতিঃ সুসম্পন্ন ভবেয়ুর্জন্মজন্মসু ॥
২৭ ॥ ন দারিদ্ৰ্যং ন চ ব্যাধির্নাকালমরণঃ তথা ।
ঐশ্বর্যং চাতুলং তেবা । জায়তে দর্শনাৎ সদা
॥ ২৮ ॥ যো যমুদিশু বৈ কামঃ দর্শনং তু করি-
য়াতি । তস্মৈ হজ্জায়তে সর্বং যুতস্মৈ পরমা
গতিঃ ॥ ২৯ ॥ অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য সম্যগিষ্টস্য
যৎফলম্ । তৎফলং লভতে দেবি লোকপালে-
শ্বরার্চনাৎ ॥ ৩০ ॥ প্রসঙ্গেনাপি যঃ পশ্চোল্লোক-
পালেশ্বরঃ শিবম্ । মোদতে সর্বলোকে স
লোকপালৈঃ সমং সদা ॥ ৩১ ॥ সংক্রান্তৌ সৌমবারে
চ চতুর্দশ্যং বিশেষতঃ । যে পশুস্তি নরা তক্র্যা
হুষ্টিম্যাময়নদ্বয়ে ॥ ৩২ ॥ তে দুর্দশা ভবন্তীহ শক্রণাং

হইতে বহিঃজালা নিসৃত হইল । দৈত্যগণ ঐ বহিঃ-
জালায় দক্ষ হইয়া ভক্ষমাৎ হইয়া গেল ।
ঐ সময় দেবগণ লিঙ্গ-মাহাশ্মা অবলোকন করিয়া
সমাহিতভাবে তাঁহার নামকরণ করিলেন । ঐ
তেজোময় লিঙ্গ দেবগণ কর্তৃক সেবিত হইলেন ।
দেবগণ বলিলেন,—এই লিঙ্গ অদ্য হইতে
লোকপালেশ্বর নামে ভুবনে খ্যাতি লাভ করিবে ।
এই বলিয়া দেবগণ লোকপালেশ্বরের সন্নি-
হিত স্থানে প্রস্থান করিলেন । তে দেবি !
যাহারা এই লোকপালেশ্বর শিব দর্শন করে,
তাহারা জন্মে জন্মে সুসমৃদ্ধ হইয়া থাকে এবং
কদাপি তাহাদের দারিদ্ৰ্য, ব্যাধি, অকালমরণ ও
ঐশ্বর্য্যভাব সঞ্চিত হয় না । যে ব্যক্তি যাহা
কামনা করিয়া ঐ দেবকে দর্শন করে, সে সেই
কামনানুযায়ী বস্তুই লাভ করিয়া থাকে এবং
জীবনান্তে তাহার পরম গতি হয় । অশ্বমেধ
যজ্ঞ সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে, যে ফল লাভ হয়,
লোকপালেশ্বরের অর্চনা করিলেও সেই ফল লব্ধ
হইয়া থাকে । প্রসঙ্গবশতও যদি কেহ লোক-
পালেশ্বর দর্শন করে, তাহা হইলে সে লোকপাল-
েশ্বরের সন্নিহিত স্বর্গে আনন্দানুভব করিয়া থাকে ।
দৈত্যগণ, নোমবার, চতুর্দশী, অষ্টমী ও অশ্বিনদ্বয়ে

সঙ্গরে তথা । যুতা যান্তি বিমানেন শক্রলোকং
সুদুর্লভম্ ॥ ৩৩ ॥ ক্রমেণ কারণং লোকং ধনদন্ত
যথাসুখম্ । পুনঃ পৈতামহং যান্তি লোকং দৈবৈঃ
সুদুর্লভম্ ॥ ৩৪ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ
পাপনাশনঃ । দুর্লভঃ পরমো গুহ্যঃ কামেশ্বরমথো
শুশু ॥ ৩৫ ॥

ইতি ত্রীকান্দে লোকপালেশ্বরমাহাশ্মাবর্ণনঃ
নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

হর উবাচ । বিদ্ধি কামেশ্বরং দেবি তত্র
লিঙ্গং ত্রয়োদশম্ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ সৌভাগ্যং
জায়তে শুভম্ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মণো ধ্যায়মানস্ত
প্রজাকামস্ত পার্শ্বতি । উৎপন্নোহর্কপ্রভাকারো
লাবণ্যনিচয়ো মহান । অলঙ্কারাবৃতঃ কাণ্ডো
দিব্যমণ্ডনমণ্ডিতঃ ॥ ২ ॥ তং দৃষ্ট্বা পরমং দিব্যং
কাণ্ডঃ সৌভাগ্যশোভিতম্ । অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞে
ব্রহ্মা প্রোবাচ তং তদা ॥ ৩ ॥ কো ভবান কিং নিমিত্তং

যাহারা লোকপালেশ্বর দর্শন করে, তাহারা
সংগ্রামে শত্রুগণের দুর্দয় হয় এবং জীবনান্তে
বিমানযানে ক্রমানুসারে সুদুর্লভ শক্রলোক,
বক্রলোক, কোবেরলোক ও সুদুর্লভ পৈতামহ
লোকে গমন করিয়া থাকে । হে দেবি ! এই
আমি তোমার নিকট দুর্লভ লোকপালেশ্বরপ্রভাব
কীভূত করিলাম, এখন কামেশ্বরলিঙ্গ-মাহাশ্মা
শ্রবণ কর । ১৭—৩৫

দ্বাদশ অব্যাহি সমাপ্ত

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হর বলিলেন,—হে দেবি ! যাহার দর্শনমাত্রে
পরম সৌভাগ্য লাভ হয়, সেই ত্রয়োদশ লিঙ্গ
কামেশ্বরের মাহাশ্মা শ্রবণ কর । হে পার্শ্বতি !
প্রজাকামনায় একদা পিতামহ ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইলে
এক আদিত্যসঙ্কাশ লাবণ্য-সমষ্টি উৎপন্ন হয় ।
ঐ লাবণ্য-সমষ্টি অলঙ্কৃত, কমনীয়, ও দিব্যমণ্ডন-
মণ্ডিত । ভগবান ব্রহ্মা ঐ পরম সৌভাগ্য-শোভিত
অপ্রতর্ক্য অবিজ্ঞেয় মূর্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—
আপনি কে ? কি নিমিত্ত এখানে প্রাক্তীর্ণ হই-

তু ইহ বা কিমুপাগতঃ । বদ ত্বং মন্থধাকার কন্দর্প ইব লক্ষ্যসে ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মণো বচনং ব্রহ্মা প্রোক্তং তেনৈব সাদরম্ । অহং তে সৃষ্টিকামস্ত ভাবেন বিহিতোহংশকঃ । প্রজাপতে মহাতাগ কিং কেরোমি দিশস্ব মাম্ ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মোবাচ । ময়া তু সৃষ্টিকামেন যে প্রজাপত্যঃ কৃতঃ । ন তে শক্তাঃ প্রজাঃ সৃষ্টুঃ কামৈতে সুখমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৬ ॥ ইমগ্রণীঃ প্রজা-সর্গে স্বদধীনমিদং জগৎ । কুরু সৃষ্টিং বিচিত্রাঞ্চ কন্দর্প মম শাসনাৎ ॥ ৭ ॥ ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা দেবি জগামাদর্শনং স্বরঃ । ক্রুদ্ধেন ব্রহ্মণা শপ্তো বিনাশঃ যাস্তসি ঐবম্ ॥ ৮ ॥ মম্বচো ন কৃতং যস্মাদ্ভবনে-নেজোদ্ভবাগ্নিনা । তচ্ছ্রুত্বা দারুণঃ শাপঃ কন্দর্পো ভয়বিহ্বলঃ । ব্রহ্মাণঃ প্রণতো ভূত্বা প্রহসঃ প্রাজলি-রব্রবীৎ ॥ ৯ ॥ প্রসীদ দেবদেবেশ অনস্তাগতিকে ময়ি । নহি নির্ভরতাং যাস্তি প্রভূণামাশ্রিতে ক্রমঃ ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মোবাচ । যস্মাস্তে ভক্তিরতুলা ময়োপরি মহামতে । তস্মাৎ স্থানানি দত্তানি তব দ্বাদশ

লেন ? আপনাকে কন্দর্পের স্তায় দেখিতেছি । বিধাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ লাভণ্য-সমষ্টি বলিল,—আমি আপনার সৃষ্টিকামনায় আপনার অংশরূপে উপাদিত হইয়াছি । হে মহাতাগ প্রজাপতে ! আমি এখন কি করিব ? তাহা আদেশ করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি সৃষ্টি কামনায় যে সকল প্রজাপতি সৃষ্টি করিয়াছি, তাঁহারা অধুনা প্রজা সৃষ্টি করিতে অক্ষম; তাঁহারা ইদানীং বিজ্ঞানভ্রান্ত করিবেন । তুমিই প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে অগ্রণী হইলে । এই জগৎ তোমার অধীন হইল । হে কন্দর্প ! তুমি অধুনা মদীয় শাসনে বিচিত্রা সৃষ্টি প্রবর্তিত কর । বিধাতা এই কথা বলিলে কন্দর্প অস্তহিত হইলেন । বধাতা তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন,—যে হেতু তুমি আমার বাক্য অনুমোদন করিলে না, এই অপরাধে তুমি ভবনেজোদ্ভব অগ্নিতে নিশ্চয়ই দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে । কন্দর্প বিধাতার এই দারুণ বাক্যে ভয়বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক বিনীতভাবে কৃতাজলিপুটে বলিল, হে দেবদেব ! এই অনন্তোপায় জনে প্রসন্ন হউন । দেখুন, আশ্রিত জনের প্রতি প্রভুগণের রোষ-পরতন্ত্র হওয়া উচিত নহে । ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সুবুদ্ধে ! আমার প্রতি যখন তোমার অতুল ভক্তি, তখন আমি তোমায় দ্বাদশসংখ্যক স্থান

সম্ভাষ্য ॥ ১১ ॥ কামিনীনাং কটাক্ষেষু কেশ-পাশেষু চৈব হি । জঘনস্তননাভৌ তু দৌষলৈ-হধরপল্লবে ॥ ১২ ॥ বসন্তেকোকিলানাং জ্যোৎস্নায়াং জলদাগমে । কামার্থে চ ময়া দত্তৌ সবলৌ মধুমাধবৌ ॥ ১৩ ॥ স্নিয়োহমৃতময়া ধন্থাঃ সংসারে সারকারণম্ । রতৈশ্চৈব নিধানানি সন্তানার্থং বিনির্মিতাঃ ॥ ১৪ ॥ এতাভিধরনারীভির্জগদেবং বশীকৃতম্ । স্ত্রীভিরাসক্তমনসঃ কৃতঃ পুংসো মন-স্বিতা ॥ ১৫ ॥ কৃতশ্চাপি স্ববশতা স্ত্রীগৌরবগতস্ত চ । স্নিয় এব বিনাশায় পূর্বসামমরদ্বিধাম্ ॥ ১৬ ॥ স্নিয় এব হি দেবানামিস্ত্রাদীনাম্ তদ্ব্যভ্রযাঃ । নার-ভিল্লকরুস্তেচ পুরুষস্তাপি সর্বত্রঃ ॥ ১৭ ॥ পরাভবঃ প্রভবতি বিবশস্বক ভীষণম্ । স্ত্রীভিরাজিতচিত্তস্ত শূলভো বিপদোদয়ঃ ॥ ১৮ ॥ ইত্যুক্তো মন্থধো ভদ্রে ব্রহ্মণা চ বিসর্জিতঃ । দহা বৈ পুংসকং চাপং তথা বৈ বাণপঞ্চকম্ ॥ ১৯ ॥ রতিজীতিসমায়ুক্তে ঋধকেতুর্মনোভবঃ । বিভ্রময়তি লোকাঃ স্ত্রীন-সসহায়ো ধনুর্ধরঃ ॥ ২০ ॥ পাণ্ডতাঃস্তাপসান বীরান সুধিযশ্চ জিতেন্দ্রিয়ান । কালে কুশলভাবজ্ঞান দেবান

প্রদান করিতেছি । কামিনীগণের কটাক্ষ, কেশ-পাশ, জঘন, স্তন, নানাভিদেশ, বাহুমূল ও অধর-পল্লব এবং বসন্ত, কোকিলাপ, জ্যোৎস্না, ও জলদাগম এই দ্বাদশ স্থান তোমায় আমি প্রদান করিলাম । আর আমি তোমার সাহায্যার্থ তোমায় মধু, মাধব ও অমৃতময়ী স্ত্রী সমর্পণ করিলাম । এই স্ত্রীজাতিই সংসারের মূল কারণ ও রতি-নিধান এবং ইহারাই আমা কর্তৃক সন্তানার্থ বিনির্মিত হইয়াছে । বরনারীগণ কর্তৃক জগৎ বশীকৃত হয় । স্ত্রীজনাসক্ত-চিত্ত পুরুষের মনস্বিতা বিনষ্ট হয় । স্ত্রীগৌরব-গত পুরুষের স্বাধীনতা থাকে না । স্ত্রীগণই পূর্বে দৈত্যবিনাশের হেতু হইয়াছিল । স্ত্রীজাতিই ইন্দ্রাদি দেবগণের ভয়ের কারণ । স্ত্রীকবলিত পুরুষের সর্বত্রই ভীষণতর পরাভব ও পরাধীনতা সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং স্ত্রীজিত-চিত্ত ব্যক্তি মাত্রেই বিপদোদয় শূলভ জানিবে । হে ভদ্রে ! এই সকল কথা বলিয়া বিধাতা মন্থধকে বিদায় দিবার সময় পুষ্পচাপ, ও পঞ্চবাণ প্রদান করিলেন । তখন রতিজীতি-সমায়ুক্ত মীনকেতন সসহচর মনোভব ধনুর্ধরপঞ্চক পাণ্ডিত, বীর, তাপস, সুধী, জিতেন্দ্রিয়, কাল-কুশল-ভাবজ, দেব,

পিতৃগণাস্তথা ॥ ২১ ॥ ভূতপ্রেতপিশাচাংশ্চ যক্ষ-
গন্ধর্বকিন্নরান্ । কুমিকীটপতঙ্গাংশ্চ ভূতগ্রামঃ
চতুর্বিধম্ ॥ ২২ ॥ মমার্থে চ কৃতো যত্নশ্চিন্তয়িত্বা
পুনঃপুনঃ । হুঃসাধাঃ শক্তরো দেবঃ ক্ষয়তে ভুবন-
জয়ে । তস্মৈ দেবস্তু কঃ শক্তঃ ক্ষোভণার্থঃ ময়া
বিনা ॥ ২৩ ॥ ইতু্যক্তা তু সমায়াতো যত্রাহং তপসি
স্থিতঃ । রক্তা যুতঃ স গর্বেণ সখ্যাহং মধুনাস্তিতঃ ॥
২৪ ॥ দৃষ্টেবায়াং তদা কামঃ পিঙ্গকূটজটাসটম্ ।
কিকিরিমিত্ততোহনিদ্রঃ ভোগীন্দ্রকৃতভৃষণম্ ॥ ২৫ ॥
প্রেক্ষমাণয়জ্ঞস্থানং নাসাবংশাগ্রলোচনম্ । ততো-
হবমরকারমালদ্ব্যাক্রম্যত্ৰকম্ ॥ ২৬ ॥ প্রবিষ্টে
কররঞ্জেণ মদনো হৃদয়ে মম । রত্নার্থঃ কামরঞ্জেণ
সংস্মৃতা ভবতী ময়া ॥ ২৭ ॥ সমাধেভাবনা
দিব্যা লক্ষ্যপ্রত্যক্ষরূপিণী । গত্যা মম বিমলতা
ভংগণাদেব পার্শ্বতি ॥ ২৮ ॥ উন্নততাং গতৌহং
বৈ বিমতিং মদনাস্তিক্যম্ । নিরাকৃতং ময়া দেবি
ধৈর্যমালম্ব্য যত্নতঃ ॥ ২৯ ॥ দৃষ্টো মায়াহৃদয়ে

পিতৃ, ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নর, কুমি-
কাট-পতঙ্গ ও চতুর্বিধ ভূতগ্রাম, এমন কি নিগিল
জগৎকেই নিপীড়িত করিতে লাগিল। পরে
আমাকে নির্ধাতিত করিবে, মনে করিয়া সে
পুনঃপুনঃ এইরূপ চিন্তা করিয়াছিল যে, শুনি-
য়াছি,—ত্রিভুবনের মধো দেব শক্তর হুঃসাধা।
আমি ভিন্ন অপর কেহই সেই দেবকে ক্ষোভিত
করিতে সক্ষম নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়া মীন-
কেতন—আমি যেখানে তপস্যা করিতেছি, সেই
স্থানে আগমন করিল। সে রতি ও সখা মধুর
সহিত আগমন করিয়া আমাকে দর্শন করিল। তখন
আমার কুটিল জটাজুট পিঙ্গরিত রহিয়াছে। কোন
কারণ বশত আমি বিগতনিদ্র হইয়াছি। ভোগীন্দ্র-
গণ আমার অঙ্গে ভৃষণ-শোভা সম্পাদন করিতেছে।
আমার দৃষ্টি তখন ঋজুভাবাপন্ন এবং আমার নাসা-
বংশাগ্রে নিহিত। আমি তখন মাত্র অবমরক (অতি-
সূক্ষ্ম জন্ত) আকার অবলম্বন করিয়া অবস্থিত। এমন
সময় মদন কররঞ্জ দিয়া আমার হৃদয়ে প্রবেশ
করিল। আমি কামাভিভূত হইয়া রত্নার্থ সমাধির
ভাবনারূপা দিব্যা লক্ষ্য-প্রত্যক্ষরূপিণী তোমাকে
স্মরণ করিলাম। হে দেবি! স্মরণমাত্রে তৎ-
ক্ষণে আমার বিমলতা বিদূরিত হইল। কণকাল
পরে আবার আমার মান্নথ বিকার উপস্থিত
হইল। আমি উন্নত হইলাম। পরে মান্নথ

মন্থখোহপথ্যকারকঃ । দেহস্থং নির্দেহিয্যামি প্রত্যা-
হারপ্রয়োগতঃ ॥ ৩০ ॥ অমানুষ্যীঃ ব্রজেদ্যোনিং
যোগিনঃ প্রবিশেদ্যদি । বাহ্যায়ো ধারণাঃ কুহ্মা
দেহসংস্থে বিনির্দেহে ॥ ৩১ ॥ এতন্নিবন্তরে
সোহপি সন্তপ্তো মদনো ভৃশম্ । ইচ্ছাশরীরো
হর্জেয়ো নিঃসৃতো বাসনাশ্লবঃ ॥ ৩২ ॥ সহকার-
তৎপোষুনে ভূহা মধুসখস্তদা । মুমোচ মোহনং নাম
মার্গণং মকরধ্বজঃ ॥ ৩৩ ॥ স চাপি হৃদয়ে প্রাপ্তো
মদৌয়ে লৌলয়া শরঃ । ততোহহং কুপিতো দেবি
নেত্রং কুহ্মা তৃতীয়কম্ ॥ ৩৪ ॥ তন্নেত্রবিকুলিঙ্গেন
ক্রোশতাং নাকবাসিনাম্ । গমিতো তন্মসাত্ত্বঃ
কন্দর্পঃ কামিদর্পকঃ ॥ ৩৫ ॥ তস্মিন দধে ততঃ কামে
রতিঃ শোকপরায়ণা । বিললাপ স্নঃখার্জা পতি-
ভক্তিপরায়ণা ॥ ৩৬ ॥ হা নাথ হা মম প্রাণ হা
স্বামিন কং জগাসি মাম্ । পতিত্বতাং পতিপ্রাণাং
কস্মায়াং ত্যজ্যসি প্রভো ॥ ৩৭ ॥ এবঞ্চ বিলপন্তীং

বিকার নিরাকরণ করিয়া যত্নপূর্বক ধৈর্য ধারণ
করিলাম। আমি অহিতকর মন্থথকে হৃদয়ে দর্শন
করিলাম এবং প্রত্যাহারপ্রয়োগে আমার দেহে
অবস্থানকালেই আমি তাহাকে দধ করিলাম। সে
অমানুষ্যী যোনি লাভ করিল। যোগিশরীরে প্রবেশ
করিলে অমানুষ্যী যোনি লক্ষ হইয়া থাকে। বাহ্য
অগ্নিতে ধারণা করিয়া আভ্যন্তর অগ্নিতে দাহ
করিতে হয়। একজ্ঞ আমি আভ্যন্তর অগ্নিতে
মন্থথকে দধ করিলাম। মদন এই সময়ে
অভ্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া ইচ্ছাশরীর ধারণ করত
অতিদুঃখে মদৌয় দেহ হইতে নিঃসৃত হইল
এবং সে সখা মধুর সহিত সহকার তরুর মূল-
দেশ আশ্রয় করিয়া মৃদুদেশে মোহন বাণ মোচন
করিল। ১—৩৩। ঐ বাণ লৌল্য সহকারে মদৌয় হৃদয়ে
প্রবেশ করিল। হে দেবি! তখন আমি অত্যন্ত
কুপিত হইয়া তৃতীয় নেত্র সৃজন করিলাম।
এবং ঐ নেত্রোখ ফুলিঙ্গ দ্বারা তাহাকে তন্মাবশেষ
করিলাম। কন্দর্প তন্মাবশিষ্ট হইলে দেবগণ
হাহাকার করিতে লাগিল। এ দিকে পতিমরণ
জন্ত পতি-ভক্তি-পরায়ণা দুঃখার্জা রতি হুঃসহ
শোকে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল,—
হা নাথ! হা প্রাণাধিক! হা স্বামিন্! কি নিমিত্ত
পরিত্যাগ করিলে? হে প্রভো! আমি যে পতি-
ত্বতা—পতি-প্রাণা, কি জন্ত আমায় পরিত্যাগ
করিলে? রতি এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে

তাং বাণবাচাশরীরী । মা অং রুদ বিশালাক্ষি
পুনরেষ পতিস্তব । প্রসাদাদেবদেবস্তা উথাস্ততি
শিবস্ত চ । ৩৮ । প্রার্থিতোহং ততো দেবি
তন্নিবসরে প্রিয়ে । এষ কামস্তয়া দম্বঃ ক্রোধেন
পরমেশ্বর । ৩৯ । যেমানেন প্রভো নষ্টো সৃষ্টিকৈ
ধরণীতলে । রূপাং বিধেহি দেবেশ দীনায়ৈ দেহি মে
পতিম্ । ৪০ । ততোহহমক্রবং দেবী তাং রতিং দীন-
ভাসিনীম্ । অনেন মদনেনাদ্যা কৃতং তরলিতং
মনঃ । ৪১ । ততো দম্বঃ ময়াস্তাকং জীবয়ে অং-
প্রসাদতঃ । অঙ্গঃ দম্বঃ ময়াস্তাদ্য তৃতীয়নেত্র-
বহিনা । ৪২ । তস্মাদনন্ত এবেস প্রজাসু বিচ-
রিত্যতি । অনন্তোহপি যদাবস্ত্যাং লিঙ্গং সংসেব-
য়িত্যতি । ৪৩ । দেবানামনুসংস্পর্শমনন্তোহসৌ
কৃতো ময়া । ত্রিদশৈশ্চ সমাদিষ্টেঃ কামোহবস্ত্যাং
জগাম হ । ৪৪ । তত্র গতা হনন্তোহপি ভক্তি-
ভাবসমবিতঃ । দদর্শ পরমং লিঙ্গং সমৌহিত-
কলপ্রদম্ । ৪৫ । প্রোক্তং তুষ্টেন লিঙ্গেন কাম
কামমবাপ্যসি । অনন্তোহপি সমগম্য ভবিষ্যসি
ন সংশয়ঃ । ৪৬ । জন্ম প্রাপ্যসি কল্লিণ্যা গর্ভে

কৃষ্ণস্ত সঙ্গমাৎ । ভবিতা বিষ্ণতো লোকে নান্না
শব্দরহস্যদনঃ । ৪৭ । অনন্তেন ত্বয়া সম্মান্য-সা
তোষিতোহপি সন্ । তস্মাৎ ধ্যাতিং গমিষ্যামি
হরাস্তা কাম সর্গদা । ৪৮ । যে ত্বাং পশ্যন্তি কন্দর্প-
ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ । প্রাপ্নুবন্তি গতিং নিতাং
তে সদানন্দদায়িকাঃ । ৪৯ । দীর্ঘায়ুসো ভবিষ্যন্তি
রূপং তেষাং ভবিষ্যতি । কুলং চ নির্মলং তেষাং
যে ত্বাং পশ্যন্তি যম্মথ । ৫০ । ঐশ্বর্য্যং পরমান
ভোগান্ হ্রিয়ো দিব্যকলাষিতাঃ । অরোগা সন্ততি-
স্তেষাং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ । ৫১ । চৈত্রশুক-
ক্রয়োদশ্চাং যে মাং পশ্যন্তি ভক্তিতঃ । দেবলোকং
সমাসাদ্য মোদিত্যন্তি হি তে নরাঃ । ৫২ । যক্ষা
গণেশ্বর্য্যঃ সিদ্ধাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতাঃ । রুদ্রলোকঃ
গমিত্যন্তি বিমানৈঃ সর্গকামিকৈঃ । ৫৩ । ইতুঃ
কামদেবোহপি লিঙ্গেন পরমেশ্বর । তত্রাশ্রমপদং
চক্রে তস্ত লিঙ্গস্ত সন্নিধৌ । ৫৪ । এষ তে কথিতো
দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । কামেশ্বরস্ত শৃণু
কুটুম্বেশ্বরবেভবম্ । ৫৫

ইতি শ্রীকান্দে কামেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
অয়োদশোহধ্যায়ঃ । ১৩ ।

অশরীরী বাক্ তাহাকে বলিল,—হে বিশালাক্ষি !
রোদন করিও না ; পুনরায় তোমার পতি দেব-
দেব শঙ্কর-প্রসাদে জীবিত হইবে । হে দেবি ! এই
সময় আমি রতি কর্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হই যে,
হে পরমেশ্বর ! এই কামকে আপনি দম্ব করিলেন ;
কিন্তু ইহাতে ধরণীতলে সৃষ্টি নষ্ট হইল । হে
দেবেশ ! আপনি রূপা করিয়া এই দীনায় পতি
প্রদান করুন । হে দেবি ! অনন্তর আমি দীন-
ভাসিনী রক্তিকে বলিলাম,—মদন অদ্য আমার
মনকে তরলিত করিয়াছিল ; এ জন্ত আমি ইহার
অঙ্গ দম্ব করিয়াছি । পুনরায় তোমায় প্রসন্ন হইয়া
আমি উহাকে জীবিত করিব । অদ্য আমি
তৃতীয় নেত্রোন্ম বহি দ্বারা ইহার অঙ্গ দম্ব
করিয়াছি বলিয়া ইহাকে লোকে অনঙ্গ বলিবে ।
অনঙ্গ হইয়াও এ অবস্থাতে লিঙ্গসেবা করিবে ।
দেবগণের প্রতি অনুকম্পা করিয়া আমি ইহাকে
অনঙ্গ করিলাম । অনন্তর কাম দেবগণ কর্তৃক
আদিষ্ট হইয়া অবস্থীকৃত্যে গমন করিল । অনঙ্গ
হইলেও সেখানে গমন করিয়া সে সমৌহিত কলপ্রদ
পরম লিঙ্গ দর্শন করিল । লিঙ্গ তুষ্ট হইয়া বলি-
লেন,—কাম ! তুমি অভিলষিত লাভ করিবে ।
অনঙ্গ হইলেও তুমি সমর্থ হইবে ; ইহাতে কোন

সংশয় নাই । তুমি কক্ষের সঙ্গমে কল্লিণীর গর্ভে
জন্ম লাভ করিবে এবং “শব্দরহস্যদন” বলিয়া
লোকে ধ্যাতি লাভ করিবে । অনঙ্গ হইলেও
তুমি যখন মন দ্বারা আমাকে তোষিত করিয়াছ,
তখন আমি নিশ্চয়ই তোমার নামে ধ্যাতি লাভ
করিব । যাহারা তোমাকে পরম ভক্তি সহকারে
দর্শন করিবে, তাহারা সদানন্দদায়িকা গতি লাভ
করিবে । হে যম্মথ ! যাহারা তোমাকে দর্শন
করে, তাহারা দীর্ঘায়ু, রূপ, নির্মল কুল, ঐশ্বর্য্য,
পরম ভোগ, দিব্যকলাষিতা প্রী, নীরোগ সন্ততি
লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই ।
চৈত্রমাসে শুক্লা চতুর্দশীতে যাহারা আমাকে
দর্শন করে, তাহারা দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া আমোদ
অনুভব করে এবং যক্ষ, গণেশ্বর, সিদ্ধ, ও
সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-সেবিত হইয়া সার্বকামিক বিমানে
রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে । হে পরমেশ্বর !
কামদেব লিঙ্গ কর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া
ঐ স্থানে ঐ লিঙ্গের নিকট আশ্রম স্থাপন করিল ।
এই আমি কামেশ্বর লিঙ্গের পাপনাশক প্রভাব

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

ঈমহাদেব উবাচ । কুটুদেবসংজ্ঞস্ত দেবঃ
বিক্রি চতুর্দশম্ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ গোত্রবিক্রি
জায়তে ॥ ১ ॥ যদা দেবাসুরৈঃ পূর্বং মথিতঃ কীর-
সাগরঃ । তদা চ নির্গতঃ দেবি ত্বর্করঃ ত্বঃসহঃ
বিষম্ ॥ ২ ॥ কালকূটময়ঃ রৌদ্রঃ বিষঃ জালা-
বিভীষণম্ । দহতে চ জগতেন স দেবাসুরমাহুযম্ ॥
৩ ॥ ততো দেবগণাঃ সর্বে সানুরা যক্ষরাক্ষসঃ ।
বিষজালাতিভীতাশ্চ মামেব শরণং গতাস্তে ॥ ৪ ॥
ততোহহং বিবিধৈঃ স্তোত্রৈরিদমুক্তং বরাননে ।
অমৃতার্থে কৃতো যত্নঃ সম্প্রাপ্তং মরণং বিভো ॥ ৫ ॥
অন্তথা চিস্তিতং কার্য্যং দৈবেন কৃতমন্তথা । অতি-
মথিতুমারকো লোভাশ্চৈ কীরসাগরম্ ॥ ৬ ॥ উৎ-
পন্নঃ কালকূটঃ যেন দধঃ চরাচরম্ । ততোহস্মাকং
ভয়ং জাতং কালকূটোত্তবং প্রভো ॥ ৭ ॥ রক্ষাং

বর্ণন করিলাম ; অতঃপর কুটুদেবসংজ্ঞা-মাহাত্ম্য
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩ ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

ঈমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি ! ঈশ্বর দর্শন-
মাত্র গোত্র বর্জিত হয়, আমি কুটুদেব নামক সেই
চতুর্দশ লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, অব-
গত হও । পূর্বে যখন দেবাসুরগণ মিলিত হইয়া
কীরসাগর মন্থন করে, তখন ত্বর্কর ত্বঃসহ বিষ
উৎপত্ত হয় ! এই বিষ কালকূটময় ও ভীষণ জালা-
যুক্ত । ঐ বিষপ্রভাবে যখন স দেবাসুরমাহুয
জগৎ দধ হইতে লাগিল, তখন সযক্ষ রাক্ষস
দেবগণ বিষজালায় ভীত হইয়া আমার শরণ গ্রহণ
করেন এবং ত্রিবিধ স্তোত্রদ্বারা তাঁহার স্তুতি করিয়া
বলিলেন,—হে দেব ! আমরা অমৃতার্থ যত্ন করিয়া-
ছিলাম ; কিন্তু তাহাতে আমাদের মরণ উপস্থিত ।
আমরা এক উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেছিলাম ; কিন্তু
তাহা অন্য প্রকার হইয়া পড়িল । আমরা লোভ
বশতঃ কীরসাগর অত্যন্ত মন্থন করিলে কালকূট
উৎপন্ন হইল । ঐ কালকূটপ্রভাবে এখন চরাচর
দধ হইতে বসিয়াছে । হে প্রভো ! কালকূট হইতে
আমাদের এই ভয় উপস্থিত । হে শরণাগতবৎসল
জগন্নাথ ! আপনি আমাদের রক্ষা করুন ।

কুরু জগন্নাথ শরণাগতবৎসল । হিতার্থঃ সর্বা-
লোকানাং যথা ন প্রলয়ো ভবেৎ ॥ ৮ ॥ ময়া
তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ত্রিদশানাং যশস্বিনি ।
মায়ুরং রূপমাস্থায় দেবানামহুকম্পয়া । কঠে ধৃতঃ
মহারৌদ্রঃ কালকূটোত্তবঃ তদা ॥ ৯ ॥ ত্বং ভীতা
সহসানষ্টা রূপং দৃষ্ট্বা তু মামকম্ । বিষবৃক্ষমসেব্যং
তু ততোহহং ত্বংখিতোহভবম্ ॥ ১০ ॥ নদীসঙ্ঘ-
সমায়ুক্তা গঙ্গা দৃষ্ট্বা চ পার্শ্বতঃ । সা চ প্রোক্তা ময়া
দেবি সাদরং স্তুতিপূর্বকম্ ॥ ১১ ॥ কালকূটবিষঃ
গঙ্গে বেগান্নয় মহোদধিম্ । নান্থা শক্তা সমানেতুঃ
ত্বাং বিনা লোকপাবনি ॥ ১২ ॥ গঙ্গোবাচ । নাস্তি
মে ভগবৎকৃতিবিবোচনং চ জগৎপতে । রৌদ্ররূপী চ
ত্বংসেব্যো দহত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥ ততস্ত যমুনা
প্রোক্তা ন সমর্থী সরস্বতী । অন্তাশ্চ বিবিধা নদ্যা
মন্যহতাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৪ ॥ অশক্তাস্তাঃ সমানেতুঃ
কালকূটোত্তবং বিষম্ । তদাহতা ময়া দেবি শিপ্রা
ব্রহ্মসমুদ্ভবা ॥ ১৫ ॥ শিপ্রে পুত্রি মমাদেশায়মহা-
কাল বনঃ ব্রজ । গৃহীত্বা কালকূটং তু পুরঃ কামে-
শ্বরস্তা হি ॥ ১৬ ॥ বিদ্যতে গবমং লিঙ্গং তন্মিল্লিঙ্গে

আপনি না রক্ষা করিলে সর্ব লোকের প্রলয় উপ-
স্থিত হইবে । হে যশস্বিনি ! আমি তখন তাহাদের
বাক্য শ্রবণ করিয়া রূপাপূর্বক স্বীয় কঠে সেই
অভীভীষণ কালকূট নামক বিষ ধারণ করিলাম ।
তদর্শনে আমি ভীত হইয়া অস্থিহিত হইলে, কারণ,
বিসবৃক্ষ অসেবা । আমি দুঃখিত হইলাম ১—১০ । ঐ
সময়ে আমি পার্শ্বে নদীগণযুক্তা গঙ্গাকে দর্শন করিয়া
স্তুতিপূর্বক বলিলাম—হে দেব ! আমি এই কাল-
কূট বিষ ভবক্ষসঙ্গে সাগরে লইয়া যাও । আমি
ভিন্ন এ কার্য্য করতে আর কেহ সমর্থ নহে ।
গঙ্গা বলিল,—হে ভগবন ! আমার কালকূট-
বহন করবার শক্তি নাই । এই রৌদ্ররূপ ত্বংসেবা
বিষ নিশ্চয়ই দধ করবে, ইহাতে কোন সংশয়
নাই । অনন্তর যমুনা, সরস্বতী ও অন্যান্য
বিবিধ নদী আমাকর্তৃক পৃথক্ পৃথক্ভাবে আহৃত
হইয়া সকলেই বিষ বহনে অসম্মতি জ্ঞাপন
করিল । তাহার সকলেই কালকূট-বহনে অস-
ম্মতি জ্ঞাপন করিলে আমি ব্রহ্ম-সমুদ্ভবা
শিপ্ৰাকে আহ্বান করিয়া বলিলাম,—পুত্রি শিপ্রে !
তুমি আমার আদেশে এই কালকূট বহন করিয়া
মহাকালবনে গমন কর । সেখানে গমন করিয়া
দেখিবে,—কামেশ্বর লিঙ্গের নিকটে এক পরম লিঙ্গ

নিয়োজয়। ময়া প্রোক্তা তদা প্রাহ ব্রহ্মণঃ পরমা
কলা ॥ ১৬ ॥ এষান্মি প্রস্থিতা দেব তব বাক্যাদ-
সংশয়ম্ । ত্বংস্পর্শঃ কালকূটোহয়ং নুনং মাং তক্ষয়ি-
ষ্যসি ॥ ১৮ ॥ অসেব্যাঃ ভবিষ্যামি ত্বষ্টসম্পর্ক-
যোগতঃ । ততো ময়া পুনঃ প্রোক্তা শিপ্রা পাতক-
নাশিনী ॥ ১৯ ॥ যানি তীর্থানি ভুলোকে পাতালে
যানি সন্তি বৈ । স্বর্গলোকে হস্তরিক্ষে পুণ্যানি চাক্র-
হাসিনি ॥ ২০ ॥ তানি সর্বাণি সেবার্থমাগত্য মম
বাক্যতঃ । আজ্ঞাঃ তব করিষ্যন্তি গচ্ছ পুত্রি
মমাজ্ঞয়া ॥ ২১ ॥ এবমুক্তা তদা শিপ্রা গৃহীত্বা কাল-
কূটকম্ । সমায়াতা বরারোহে যত্র লিঙ্গমব্রুতমম্ ॥
২২ ॥ তদ্বিষং কালকূটাহং নিষ্কিপ্তং লিঙ্গমুর্দ্ধনি ।
বিষলিঙ্গস্ততো জাতো দৃষ্টো মৃত্যুপ্রদায়কঃ ॥ ২৩ ॥
পশুঃ পক্ষী নরো বাপি যো হি পশুতি তং শিবম্ ।
শ্রিয়তে স তদা দেবি তন্ত দেবস্ত দর্শনাৎ ॥ ২৪ ॥
তীর্থযাত্রাঃ ততঃ কর্তুং তজ্জায়াতাস্তপোধনাঃ । তঞ্চ
দেবং ততো দৃষ্ট্বা মৃত্যুঃ সর্বৈ চ তৎক্ষণাৎ ॥ ২৫ ॥
ততো হাহাকৃতং দেবি ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
হাহাকারং মহচ্ছূয়া ময়া তে দ্বিজসন্তমাঃ । সঞ্জীব-

বিদ্যমান আছেন । এই বিষ তুমি তাঁহাতে নিয়ো-
জিত করিবে । ব্রহ্মার পরমা কলা শিপ্রা তখন
বলিল—দেব ! এই আমি আপনার বাক্যে
তথায় প্রস্থান করিতেছি । এই ত্বংস্পর্শ কালকূট
নিশ্চয়ই আমাকে তক্ষণ করিবে এবং আমি এই
ত্বষ্টসম্পর্শে জনগণের অসেবা হইব । তখন
আমি পুনরায় শিপ্রাকে বলিলাম—হে পুত্রি !
ভুলোকে, পাতালে, স্বর্গে এবং অন্তরীক্ষে যত পুণ্য-
তীর্থ আছে, আমার বাক্যে ঐ সমুদয় তীর্থই আসিয়া
তোমার সেবা করিবে । আমি আজ্ঞা করিতেছি,
তুমি আমার আজ্ঞায় কালকূট লইয়া গমন
কর । হে বরারোহে ! তখন শিপ্রা কালকূট
গ্রহণপূর্বক পুরোক্ত লিঙ্গসমীপে উপস্থিত হইল
এবং ঐ বিষ লিঙ্গমস্তকে নিহিত করিল ।
হে দেবি ! বিষনিক্ষেপে ঐ লিঙ্গ বিষ-লিঙ্গ
হইল । তখন ঐ লিঙ্গ দর্শনমাত্র মৃত্যু ঘটতে
লাগিল । পশু, পক্ষী, নর, যে কেহ ঐ লিঙ্গ
দর্শন করিতে লাগিল, তাহারাই মৃত্যুমুখে পতিত
হইতে লাগিল । ঐ সময় কতিপয় তপোধন
তীর্থদর্শনবাসনায় ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেব
দর্শনপূর্বক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । ত্রৈলোক্যে
হাহাকার উখিত হইল । হে দেবি ! -এখন আমি

তাচ্চ বৈ সর্বৈ দৃষ্টিপাতেন পার্জতি ॥ ২৬ ॥ তুষ্টবু-
প্রণতা বিপ্রা যামতো বিবিধৈঃ স্তবৈঃ । ময়া
প্রোক্তান্ত তে বিপ্রা বৃক্ষং বরমব্রুতমম্ ॥ ২৭ ॥
তৈককৃতং প্রণতৈর্দেবি লোকানাং চ হিহাৰ্থতঃ ।
সম্মিয়ন্তে প্রজা দেব লিঙ্গেনানেন শঙ্কর ॥ ২৮ ॥
তাঃ সংরক্ষ জগন্নাথ হেযোহস্মাকং বরঃ প্রভো ।
প্রতিজ্ঞাতঃ ময়া দেবি লোকানামব্রুকম্পয়া ॥ ২৯ ॥
ক্ষেমারোগ্যকরং লিঙ্গং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ । কায়া-
বরোহণাদ্বিপ্রাঃ স্বয়মজাগমিষ্যতি ॥ ৩০ ॥ লকুলীশ-
স্তদা চায়ং দেবঃ স্পৃশ্তো ভবিষ্যতি । বুদ্ধিকারী
কুটুঙ্গস্ত ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥ কুটুঙ্গেশ্বর
ইতি নাম্না লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি । ইত্যুক্তান্তে
ময়া বিপ্রান্তত্বেব তপসি স্থিতাঃ ॥ ৩২ ॥ লকুলীশোহথ
তল্লিঙ্গমাকরোহ মমাজ্ঞয়া । জনয়ন বিন্ময়ং
লোকে কীর্ত্তিঃ জনপদে তথা ॥ ৩৩ ॥ কুটুঙ্গেশ্বরসংজ্ঞঃ
তু যে পশুস্তি যশস্বিনি । তেষাং কুলে তু বুদ্ধিঃ স্মাৎ
কুটুঙ্গস্ত ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ আশ্বিনাসিতপঞ্চমাঃ দর্শনং
যঃ করিষ্যতি । বহুপুত্রো বহুধনো ভবিষ্যতি ন
সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ মহতীং শ্রিয়মাপ্নোতি রৌগৈশ্চাপি

হাহাকার শ্রবণ করিয়া ঐ তপোধনগণকে দৃষ্টিপাত-
মারে জীবিত করিলাম । বিপ্রগণ আমাকে
বিবিধ স্তব দ্বারা তুষ্ট করিয়া প্রণাম করিল ।
আমি তাহাদিগকে বলিলাম,—হে বিপ্রগণ ! বর
গ্রহণ কর । ১১—২৭ । তাহার প্রণতিপূর্বক
বলিল,—হে শঙ্কর ! এই লিঙ্গদর্শনে প্রজাগণ
বিনষ্ট হইতেছে, আপনি লোক-রক্ষা করুন ।
হে জগন্নাথ ! ইহাই আমাদের বর । হে
দেবি ! তখন আমি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম
যে, এই লিঙ্গ ক্ষেমারোগ্যকর হইবে ; ইহাতে
কোন সংশয় নাই । হে বিপ্রগণ ! কায়াব-
রোহণার্থ এই স্থানে লকুলীশ আগমন করিবেন ।
তিনি আগমন করিলেই এই লিঙ্গ স্পৃশ্ত ও
কুটুঙ্গবুদ্ধিকারী হইবেন ; ইহাতে কোন সংশয় নাই ।
ঐ লিঙ্গ সেই সময় হইতে কুটুঙ্গেশ্বর নামে খ্যাতি
লাভ করিবেন । আমি এই কথা বলিলে বিপ্রগণ ঐ
স্থানে তপস্তা করিতে লাগিল । আমার আদেশে
লকুলীশ তদ্রূপে লিঙ্গে আরোহণ করিলেন ।
ইহাতে লোক সমুদয় বিস্মিত ও লোকে তাঁহার
কীর্ত্তি স্থাপিত হইল । যাহারা কুটুঙ্গেশ্বর দর্শন
করে, তাহাদের কুলে কুটুঙ্গ বর্দ্ধিত হয়, ইহাতে
কোন সংশয় নাই । আশ্বিনমাসের অসিতা

প্রযুগতে । সৰ্বকামসম্বন্ধোহসৌ মম লোকে
মোদতে ॥ ৩৬ ॥ দৰ্শনং যে করিষ্যন্তি স্পর্শনং
যজ্ঞনং হুতা । তে সৰ্বে কামসম্পূর্ণাঃ প্রযান্তি মম
মন্দিরম্ ॥ ৩৭ ॥ সমীপে তু সরিচ্ছিত্রা বাপীকূপেন
সংযুতা । যন্তা দৰ্শনমাত্রেণ নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥
৩৮ ॥ সোমবারেহর্কবারে চ স্নাত্বা তস্তাং সমাহিতাঃ ।
অষ্টমাং বা চতুর্দশীং যঃ পশ্যেৎ কুটুবেশ্বরম্ ॥ ৩৯ ॥
রাজহৃদয়সম্ভ্রম বাজপেয়শতম্ ৫ । কলং স লভতে
দেবি সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৪০ ॥ এষ তে কথিতো
দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । কুটুবেশ্বরদেবস্ত
হিন্দ্রহায়েশ্বরঃ শৃণু ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কুটুবেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ । ইন্দ্রহায়েশ্বরঃ বিদ্বি শিবঃ
পঞ্চদশঃ প্রিয়ে । যন্ত দৰ্শনমাত্রেণ যশঃ কীর্তিচ

পঞ্চমীতে যাহারা ঐ লিঙ্গদর্শন করে, তাহারা বহুপুত্র
ও বহুধন হইয়া থাকে; এ বিষয়ে কোন সংশয়
নাই। অপিচ সে শ্রী আরোগ্য ও সৰ্বকাম-
সম্পাদক লাভ করিয়া মর্ত্য লোকে আনন্দ অনু-
ভব করে। যাহারা ঐ লিঙ্গ দর্শন, স্পর্শন ও
যজ্ঞন করে, তাহারা পূর্ণকাম হইয়া মম মন্দিরে
গমন করিয়া থাকে। যাহার দর্শনমাত্র নর সৰ্ব
পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, সেই বাপীকূপ-
সংযুক্তা সরিৎ শিপ্রা ঐ লিঙ্গসমীপে বিরাজিত।
সোম বা রবিবারে যে মানব শিপ্রায় গ্নান করিয়া
অষ্টমী বা চতুর্দশীতে কুটুবেশ্বর দর্শন করে,
সে সহস্র রাজহৃদ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের কল
লাভ করিয়া থাকে। হে দেবি! ইহা আমি
সত্য বলিলাম। হে দেবি! এই আমি তোমার
নিকট কুটুবেশ্বর দেবের পাপনাশন প্রভাব কীর্তন
করিলাম, অতঃপর ইন্দ্রহায়েশ্বর-মাহাত্ম্য শ্রবণ
কর ॥ ২৮—৪১ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে প্রিয়ে! যাহার দর্শন
যাত্রা পরম যশ উপার্জিত হয়, আমি সেই ইন্দ্র-

জায়েতে ॥ ১ ॥ আসীদ্রাজা পুরা দেবি ইন্দ্রহায়ে
মহীপতিঃ । যেনেয়ঃ রক্ষিতা পৃথ্বী পিতা পুত্র-
মিবোরসম্ ॥ ২ ॥ ইষ্টা সোহথ বহু যজ্ঞান ভূমৌ
প্রচুরদক্ষিণান । গতঃ স্বর্গঃ মহাত্মা বৈ সৰ্বকাম-
কলপ্রদম্ ॥ ৩ ॥ স চাথ প্রচ্যুতঃ স্বর্গান্নষ্টকীর্তির্দা-
কিতো । পপাত ভূমৌ সহসা গতপুণ্যো নরাধিপঃ
পতিতশ্চিস্তয়ামাস ভূশঃ শোকপরিপ্লুতঃ ॥ ৪ ॥
কৃতস্ত কৰ্ম্মণস্ত্বয় ভূজাতে যৎকলং দিবি
ন চান্তৎ ক্রিয়তে তদ্যদ্বৃত্তলব্ধেন ভূজাতে ॥ ৫ ॥
সোহত্র দোষো মতস্তত্ত্বামতস্তৎপতনঃ চ যৎ
পতনাত্তু মহদুঃখং পরিতাপস্ত জায়তে ॥ ৬ ॥
স্বর্গভাজো ভবন্তীহ যাবৎকীর্তিচ জায়তে । দিবঃ
স্পৃশতি ভূমিং চ শব্দঃ পুণ্যস্ত কৰ্ম্মণঃ । যাবৎ
স শব্দো ভবতি তাবৎপুরুষ উচ্যতে ॥ ৭ ॥
অকীর্তিঃ কীর্তাতে যন্ত লোকে ভূতস্ত কস্তচিৎ ।
স পততাম্যল্লোকাম যাবৎ শব্দোহস্ত কীর্তিতঃ ॥
৮ ॥ তস্মাৎ কল্যাণবৃত্তঃ স্তাদন্তথা পতনং হুবি ।
বিধায় বৃত্তং পাপিষ্ঠং কীর্তিমেবাভিবর্দ্ধয়েৎ ॥ ৯ ॥
অত্যন্তঃ শ্লাঘয়াম্যত্র কীর্তিঃ স্বর্গকরাঃ পরাম্ ॥

হায়েশ্বর নামক পঞ্চদশ লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্তন
করিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি! পূর্বে ইন্দ্র-
হায়ে নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পুত্র-
নির্কিংশে প্রজাপালন করিতেন। তিনি ভূতলে
প্রচুরদক্ষিণ বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কালে
সৰ্ব কামকলপ্রদ স্বর্গ লাভ করেন। ক্রমে
তাহার পুণ্যক্ষয় হইলে তিনি ভূতলে সহসা
পতিত হন। পতিত হইয়া তিনি লোকে এইরূপ
চিন্তা করেন,—স্বর্গে, কৃত কৰ্ম্মের কল ভোগ হইয়া
থাকে। সেখানে এমন কোন কৰ্ম্ম করা হয়
না, যাহার কল ভূতলে পতিত হইয়া ভোগ করা
যায়; ইহাই মহৎ দোষ। স্বর্গ হইতে পতিত
হইলে মহৎ দুঃখ ও পরিতাপ জন্মে। যাবৎ
কীর্তি বিদ্যমান থাকে, তাবৎ মানব স্বর্গভাগী হয়।
পুণ্য কৰ্ম্মের শব্দ, স্বর্গ ও মর্ত্য স্পর্শ করিয়া
থাকে। যতদিন কীর্তি বিদ্যমান থাকে, তত দিন
পুরুষকে জীবিত বলা যায়। এই লোকে যাহার যত
দিন অকীর্তি কীর্তিত হয়, সে ততদিন অধম
লোকে পতিত হইয়া থাকে। অতএব ভূত-
মাত্রেয়ই কল্যাণবৃত্তি হওয়া আবশ্যক। অন্তথা
পতন অনিবার্য। পাপিষ্ঠবৃত্তাচরণেও কীর্তিবর্দ্ধন
করা উচিত। কীর্তি অত্যন্ত শ্লাঘনীয়। কীর্তি

দেবৈরপি হি সা কীর্তিঃ কাঙ্ক্ষ্যতে পরমা যতঃ ॥
১০ ॥ যাবৎকীর্তির্মহাশয়ানাং বর্ততে ভুবি চাক্ষয়া ।
তেজঃপুঞ্জন যুক্তানি শরীরানি ভবন্তি হি ॥ ১১ ॥
ন হ্যেদো ন চ দৌর্গন্ধাঃ পুরীষঃ মুত্রমেব বা ।
তেষাং নির্বচনং রাজা বিধাতা চ ত্রিবিষ্টপে ।
উহস্তু তে বিমানৈশ্চ নানাতরুণভূষিতাঃ ॥ ১২ ॥
এবং বিমৃশ্য নৃপতিরিন্দ্রহায়া বরাননে । স্বর্গকামো
জগামাথ হিমবন্তঃ নগোত্তমম্ ॥ ১৩ ॥ যত্র তেপে
তপস্তীৰ্ণঃ মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ । দৃষ্ট্বা প্রণম্য
শিরসা সাষ্টাঙ্গং চ পুনঃপুনঃ । পপ্রচ্ছ বিনম্রো-
পেতস্তম্বিঃ শংসিতব্রতম্ ॥ ১৪ ॥ বিদিতাস্তব
ধর্ম্যস্ত দেবদানবরাক্ষসাঃ । রাজবংশাশ্চ বিবিধা
ঋষিবংশাশ্চ শাস্বতাঃ ॥ ১৫ ॥ ন তেহস্ত্যবিদিতং
কিঞ্চিদস্মিল্লোকে দ্বিজোত্তম । এতদিচ্ছাম্যহং
শ্রোতুং ত্বেন কথ্যতাং হি ॥ কথং কীর্তিক্রবা
লোকে জায়তে কিস্তপঃকলাৎ ॥ ১৬ ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ । হস্ত তে কথ্যমিহামি যতঃ
কীর্তিঃ সমীহসে । যাবৎ কীর্তিভূমিসংস্থা তাবদস

সুতৈঃ সহ । তদাচ্ছ শীঘ্রং ধর্ম্যস্ত মহাকালবনো-
ত্তমম্ ॥ ১৭ ॥ কঙ্কলেশ্বরদেবস্ত সমীপে বামভাগতঃ ।
লিঙ্গং পাপহরং তত্র সমাধায় যত্নতঃ ॥ ১৮ ॥
তস্ত্যার্চনমাত্রেণ লম্পাসে কীর্তিমুক্তমাম্ । স্বর্গং
সমাতনং চৈব যৎসুতৈরপি ত্বর্ণভম্ ॥ ১৯ ॥ গতা স
পূজয়ামাস তল্লিঙ্গং কীর্তিতং হি দম্ । ততো দেবাঃ
সগন্ধর্বাঃ প্রশস্তা চ মুদাধিতাঃ ॥ ২০ ॥ অন্তরিক্ষে
বিমানস্থাঃ প্রোচুর্বাচঃ নরাধিপম্ । যৎকীর্তির্নির্মলা
জাতা লিঙ্গস্ত্যস্ত সমর্চনাৎ ॥ ২১ ॥ অদ্যপ্রভৃতি
রাজেন্দ্র লিঙ্গং ত্বয়াম নামতঃ । খ্যাতিং যাস্ততি
লোকেহস্মিন্নিন্দ্রহায়েতি নিশ্চিতম্ ॥ ২২ ॥ ইন্দ্র-
হায়েশ্বরং দেবং পূজয়িস্যতি যেনরাঃ । সর্বপাপ-
বিনশ্যুন্না বিমানৈঃ সস্বকামিকৈঃ ॥ ২৩ ॥ স্বর্গং
যাস্ত্যন্ত তে হৃষ্টাঃ সূর্য্যমানাঃ সুরধিভিঃ । কিঞ্চিচ্চ
ত্বর্ণভং লোকে তেষাং নৈব ভবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥
দর্শনং যে করিস্যন্তি লোভাদ্বাপি প্রসঙ্গতঃ । তেষাং
কীর্তির্ধ্বং পুণ্যং ধর্ম্যশ্চৈব ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥ ন
স্বর্গাৎ পতনং তেষাং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ । যে চ

পরম স্বর্গকরী । দেবগণ ও কীর্তি আকাঙ্ক্ষা করেন ।
ভূতলে মানবগণের যতদিন কীর্তি বিরাজ করে,
ততদিন তাহার কলেবর তেজঃপুঞ্জের হইয়া থাকে ।
অপিচ তাহাদের শরীরে স্নেহ, দৌর্গন্ধ্য, পুরীষ ও
মূত্র এ সব কিছুই থাকে না । তাহাদের উদা-
হরণ, রাজা ও বিধাতা । কীর্তিমান লোক সকল
কালে নানা আভরণ-ভূষিত হইয়া স্বর্গীয় বিমান
বাহিত হয় । হে বরাননে ! যেখানে মহামুনি
মার্কণ্ডেয় তাঁর তপস্যায় নিরত ছিলেন, ইন্দ্রহাষ
নরপতি এই সকল বিতর্ক করিয়া স্বর্গকামনায় সেই
নগোত্তম হিমালয়ে গমন করিলেন । তিনি ঐ
স্থানে উপস্থিত হইয়া পুনঃপুন সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত-
পুরসের সর্বিনয়ে ঋষিকে বলিলেন,—হে ধর্ম্যস্ত !
দেব, দানব, রাক্ষস, বিবিধ রাজবংশ ও ঋষি-
বংশ, এ সকল আপনার সমস্ত বিদিত ।
হে হিজোত্তম ! এই লোকে আপনার অবদিত
কিছুই নাই । এই সকল আমি আপনার নিকট
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ; আপনি ত্বরিত কীর্তন
করুন । হে দেব ! কোন তপস্যায় ফলে কি
প্রকারে কীর্তি হইয়া থাকে ? তাহা আপনি
প্রকাশ করুন । মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—আপনি
যখন কীর্তির নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিতে-
ছেন, তখন আমি তাহা বালহেঁচি, শ্রবণ

করুন,—ভূতলে যতদিন কীর্তি ঘোষিত হয়,
ততদিন স্বর্গবাস হইয়া থাকে । অতএব হে
ধর্ম্যস্ত ! আপনি মহাকালবনে গমন করুন । ঐ স্থানে
কঙ্কলেশ্বরের বামভাগে অনতিদূরে এক পাপহর
লিঙ্গ আছে, সেখানে গিয়া যত্নপূর্বক তাঁহার
আরাধনা করুন । :—১৮ । তাঁহার আরাধনা মাতে
উত্তমা কীর্তি এবং সমাতন স্বর্গ লাভ করিবেন ।
ইহা সুরগণেরও ত্বর্ণভ । অনন্তর রাজা ঐ
স্থানে গমন করিয়া উক্ত লিঙ্গের পূজা করিলেন ।
তাহাতে দেবগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া অন্তরিক্ষে
বিমানে অবস্থানপূর্বক বলিতে লাগিলেন,—
লিঙ্গ অর্চনার ফলে আপনার নিশ্চল কীর্তি
জন্মিয়াছে । হে রাজন ! অদ্য হইতে এই লিঙ্গ
আপনার নামে নাম প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রহাষ সংক্রায়
লোকে খ্যাতি লাভ করিবে । যাঁহারা এই
ইন্দ্রহাষ লিঙ্গের পূজা করিবে, তাঁহারা সর্ব
পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সাক্ষিকামিক
বিমানে আরোহণপূর্বক হৃষ্টান্তঃকরণে স্বর্গে
গমন করিবে । ঐ সময়ে সুরাধীগণ তাহাদের
স্তব করিবেন । লোকে তাহাদের ত্বর্ণভ
কিছুই থাকিবে না । যাঁহারা লোভ বা প্রসঙ্গবশে
ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, তাহাদের কীর্তি, যশ, পুণ্য
ও ধর্ম্য হইয়া থাকে এবং তাঁহারা চতুর্দশইন্দ্রের

পূজাং করিষ্যন্তি চতুর্দশাং বিশেষতঃ । তে কুলং
তারিষ্যন্তি মাতৃকং পৈতৃকং সদা ॥ ২৬ ॥ ইত্যুক্তা
ত্রিংশাঃ সর্গে লিঙ্গং সম্পূজ্য যত্নতঃ । ইন্দ্রহ্যস্মৈন
সহিতাঃ পুনঃ স্বর্গং গতাঃ প্রিয়ে ॥ ২৭ ॥ এব তে
কথিতো দৌব প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । ইন্দ্রহ্যস্মৈন
দেবশ্চ শ্রয়তামপরঃ প্রিয়ে ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমাদে ইন্দ্রহ্যস্মৈনমহাশ্রয়বর্ণনং
নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ঈশানেশ্বরসংজ্ঞকু ষোড়শং লিঙ্গি
পার্বতি । যন্ত দর্শনমাত্রেণ ঐশ্বর্যং জায়তে নৃণাম্ ॥
১ ॥ তুহুগুণে পুবা দৌব সর্গে হুপদ্রুতাঃ সুরাঃ ।
ঋষয়শ্চ মহাভাগা যক্ষগন্ধর্বা কিনরাস্তথা ॥ ২ ॥ নন্দনাগাং
বনং সর্গং তদধীনমভূৎ কিম । ঐরাবতং দিপেন্দ্রক
জিহ্বা দ্বারি সমাদবৎ ॥ ৩ ॥ উচ্চৈশ্বেদসংজ্ঞকু
হতবান্ দানবেশ্বরঃ । দেবাজ্ঞানানাং সন্মাসাং বিদ্বদাং
কর্তৃমুদ্যতঃ ॥ ৪ ॥ স্বর্গমার্গঃ খিলো হুতস্তদ্ব্যয়েন ২৬

অধিকারকাল যাবৎ স্বর্গ হইতে পারিত হয় না ।
যাহারা চতুর্দশী ত্রিখিতে ঐ লিঙ্গের পূজা করে,
তাহারা মাতৃ ও পিতৃ কুল উদ্ধার করিয়া থাকে ।
দেবগণ এই কথা বর্ণিয়া ইন্দ্রহ্যস্মৈন সহিত পুনরায়
স্বর্গে গমন করিলেন । হে দেবি । এত আমি
তোমার নিকট ইন্দ্রহ্যস্মৈনলিঙ্গের পাপনাশন
প্রভাব কীর্তন করিলাম ; অতঃপর অপর লিঙ্গ-
মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ১৯—২৮ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫ ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে পার্বতি ! যাহার দর্শন-
মাত্রে ঐশ্বর্য জন্মে আমি সেই ঈশানেশ্বর সংজ্ঞক
ষোড়শলিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, অবগত
হও । পূর্বে তুহুগু নামক এক দৈত্য সুর ঋষি, যক্ষ,
গন্ধর্বা, ও কিনরগণকে উপদ্রুত করে । নন্দনবন
ঐ দৈত্যের অধিকারভুক্ত হয় । সে ঐরাবতকে
জয় করিয়া নিজ দ্বারে বন্ধন করে । হুয়রত্ন
উচ্চৈশ্ববাকে হরণ করিয়া লইয়া যায় ।
দেবাজ্ঞনাগণকে ধর্ষিত করে । এই সময়ে ঐ দৃষ্ট
দৈত্যেরভয়ে স্বর্গমার্গ খিলোভূত হয় । দেবগণ হতা-

সতি । হতাধিকারা দেবাশ্চ মন্ত্রং সমুপচক্রেমুঃ ॥ ৫ ॥
তস্মিন্ কালে চ কালজ্ঞো নারদোহথ মহামুনিঃ ।
আজগাম মহাতেজা ভ্রমমাগচ্চ মজ্জিতিঃ ॥ ৬ ॥
দেবৈর্নমস্কৃতঃ সোহথ পূজিতশ্চ যথাবিধি । নিবে-
দিতং যথাবৃদ্ধং তুহুগুশ্চ বিচেষ্টিতম্ ॥ ৭ ॥ পপ্রচ্ছ-
রথ তে মন্ত্রং নারদং মুনিসত্তমম্ । কথয়ন্ত
মহাবুদ্ধে সর্গং জানাসি সর্বতঃ ॥ ৮ ॥ ঈদৃকালে
সমাদ্রাতে কিং কর্তব্যং মহামুনে । নাক্সাতং ত্রিষু
লোকৈব কিঞ্চিদেবধিসত্তম ॥ ৯ ॥ যুহুর্ভুং ধ্যান-
মালস্য কিঞ্চিন্নাল্য চ লোচনে । উপায়ং কথয়া
মাস সর্গহুংখবিনাশনম্ ॥ ১০ ॥ মহাকালবনে রম্যে
শীঘ্রং গচ্ছত্ব বিহ্বলাঃ । ইন্দ্রহ্যস্মৈনেষ্টেব পশ্চাত্তাগে
ব্যবস্থিতাঃ । সেবধ্বং পরমং লিঙ্গমীশানেশ্বর-
সংজ্ঞকম্ ॥ ১১ ॥ পুরা চেশানকল্পে তু ঈশানেন
জুথেন হি । মুনিনা শ্রোত্রিয়েণৈব বেদাভ্যাসরতেন
বৈ । উত্তমাজ্ঞপদং লক্ষং শঙ্করস্তা চ মুর্ধনি ॥ ১২ ॥
তস্মারাবনমাত্রেণ মনোহভ্যষ্টং হি লভ্যতে ॥ ১৩ ॥
নারদস্তা বচঃ শ্রুত্বা দেবা মুদিতমানসঃ । জগুর্গুত্র
মর্গজদং কতিং সর্গেহপ্যকুস্মত ॥ ১৪ ॥ ঈশানেশান

বিকার হইয়া এখন মরণী করিতে থাকেন । ইত্যব-
সরে মর্গাননি নারদ ঐ স্থানে আগমন করেন ।
দেবর্ষি ইত্যতঃ নমন করিতে করিতে ঐ স্থানে
আসিয়া উল্লিখিত হইলে দেবগণ যথাবিধি নমস্কার-
পুষিক তৎপরভাবে তুহুগুচেষ্টিত বিবৃত করিয়া
মন্ত্রনা জিজ্ঞাসা করিলেন ; তাহার বর্ণিলেন,—
হে মুনিমহা ! আপনি সমস্তই অবগত আছেন ;
ইদানীং আমাদের কর্তব্য কি ? তাহা নিশ্চয় করিয়া
দিন । ত্রিগোকমধ্যে আপনার অবিদিত কিছুই নাই ।
১—৯ দেবগণ কতক জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবর্ষি তখন
যুহুর্ভুকাণ্ডে জন্ত ব্যানাবলম্বন করত লোচনদ্বয়
ঈশং মীলিত করিয়া সর্গহুংখবিনাশক উপায় বলিতে
লাগিলেন,—আপনারা সর্বর রম্য মহাকালবনে
গমন করুন । সেখানে ইন্দ্রহ্যস্মৈনের পশ্চাত্তাগে
এক লিঙ্গ বিরাজিত । ঐ লিঙ্গের নাম ঈশানেশ্বর ।
আপনারা তাহার আরাধনা করুন । পূর্বে
ঈশানকল্পে ঈশাননামক কোন বেদাভ্যাসরত
শ্রোত্রিয় মুনি শঙ্করমস্তকে উত্তমাজ্ঞ-পদ লাভ
করেন । উক্ত লিঙ্গের আরাধনামাত্রে মনোভীষ্ট
লাভ হয় । দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেব-
গণ ঐ স্থানে গমন করিয়া মুদিতমনে এই বলিয়া
লিঙ্গের স্তব করিতে লাগিলেন ; হে ঈশানেশ !

ঐশান তৎপুরুষ নমোহস্ত তে । নমো বাম
মহাঘোর সদ্যোমুখ নমো নমঃ ॥ ১৫ ॥ ত্র্যক্ষ ভর্গ
মহাদেব উমাকান্ত নমো নমঃ । নমঃ শিব নমো
ভীম নমঃ সর্ষ নমোনমঃ ॥ ১৬ ॥ নমঃ শস্ত্রো
নমো রুদ্র বিরূপাক্ষ নমো নমঃ । ইয়া দেব প্রজাঃ
সর্ষাঃ সদেবাসুরমাহুবাঃ ॥ ১৭ ॥ স্বাবরাণি চ
ভূতানি জঙ্গমানি চরাণি চ । ব্রহ্ম বেদাশ্চ বেদ্যাঃ
চ ইয়া সৃষ্টাঃ মহেশ্বর ॥ ১৮ ॥ শিরস্ত্রে গগনং
দেবা নেত্রে শশিদিবাকরৌ । নিঃশ্বাসঃ পবনশ্চাপি
তেজোহগ্নিঃ চ তবাত্যতঃ ॥ ১৯ ॥ বাহবস্তে দিশঃ
সর্ষাঃ কুক্ষিশ্চৈব মহার্ঘবঃ । উরু তে স্ক্রীতা দেব
চরণৌ পৃথিবী মহা ॥ ২০ ॥ ইন্দ্রসোমাদ্ভিবরুণা
দেবাসুরমহোরগাঃ । প্রহ্লাসামনুভিষ্ঠন্তি স্ববস্ত্রো
বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥ ১ ॥ ইয়া ব্যাপ্তানি ভূতানি সর্ষাণি
ভুবনেশ্বর । ইয়ি তুষ্টে জগত্তুষ্টে ইয়ি ত্র্যক্ষে
মহত্ত্বয়ম্ ॥ ২২ ॥ ভয়ানামপনেত্রাসি ইমেকঃ শত্রু
সুদনঃ । অসুরাণাং সমগাণাং বিনাশক ইয়া কৃতঃ ॥ ২৩ ॥
ন চ বিক্রমণৈর্দেব নির্যাসমগমৎপরম্ । হং হি
কর্তা বিকর্তা চ ভূতানামিহ সর্ষণঃ ॥ ২৪ ॥ আর্যবিশ্বা
সর্ষে তে নমস্তান্তি চ সর্ষণঃ । এতান্মরুত্রে দেব

লিঙ্গমধ্যাৎসমুখিতা ॥ ২৫ ॥ ধূমাবতা মহাজালা
যয়া দন্ধঃ সন্দানবঃ । তুহগো যুগপুত্রস্ত সৈন্ত-
পরিবারিতঃ ॥ ২৬ ॥ স্বাধিকারঃ চ সম্প্রাপুর্লিঙ্গশাস্ত্র
প্রভাবতঃ । সুরৈশ্চাখ্যা সমাদিষ্টো লিঙ্গশাস্ত্রোব
হাশতৈঃ ॥ ২৭ ॥ ঐশ্বর্যশীলমস্ত্রাস্ত্রীত্যাকং চ
বিনিশ্চিতম্ । ঐশান ইতি বিখ্যাতৈল্লোকো চ
ভবিষ্যতি ॥ ২৮ ॥ ঐশানেশ্বরসংক্রঃ তু যে সমা-
রাবয়ন্তি চ । কৌর্ভিলক্ষ্মীকৃৎ বা তেষাং সিদ্ধিঃ প্রীতি-
র্ভবিষ্যতি ॥ ২৯ ॥ পূজ্যমানঃ সদা দেবৈর্গন্ধর্ষাপর-
সাক্ষণৈঃ । স্বর্গলোকং গমিষ্যন্ত বিমাতৈরুজ্জলৈ-
শ্চুদা ॥ ৩০ ॥ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্ণবাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়ঃ
কুমারিকাঃ । যথাভিলষিতান্ কামানাপ্নুবন্তি ন
সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥ যঃ কৰোতি নরঃ সম্যগ্দর্শনং
নিয়মাস্থিতঃ । ন কুত্র তস্মৈ হানিঃ স্তাদ্যাবজ্জন্মশতং
ভবেৎ ॥ ৩২ ॥ সর্ষদা সর্ষকার্যো যু তে সমর্থ্য যশস্বিনি ।
ঐশানেশ্বরসংক্রঃ তু যে পশ্যন্তি দিনেদিনে ॥ ৩৩ ॥
এবং তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ ।
ঐশানেশ্বরদেবস্তা ক্ষয়তামপরেশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ঐশানেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

তৎপুরুষ, মহাঘোর সদ্যোমুখ ! তোমাকে নমস্কার ।
হে ত্র্যক্ষ, ভর্গ, মহাদেব, উমাকান্ত, শিব, ভীম,
সর্ষ ! তোমাকে নমস্কার । হে শস্ত্রো, রুদ্র, বিরূ-
পাক্ষ ! তোমাকে নমস্কার । হে দেব ! তুমি
সদেবাসুর নিমিত্ত প্রজা, স্বাবর, জঙ্গম ভূত, চর,
ব্রহ্ম, বেদ, ও বেদা, এ সমস্তই সৃজন করিয়াছ ।
গগন ও দেবগণ আপনার মস্তক, শশী ও দিবাকর
আপনার নেত্রমুগল, পবন আপনার নিঃশ্বাস, অগ্নি
আপনার তেজ, দিব সফল আপনার বাহু, মহার্ঘব
আপনার কুক্ষি, গন্ধর্ষ আপনার উরু, এবং
পৃথিবী আপনার চরণমুগল । ইন্দ্র, সোম, অগ্নি,
বরুণ, দেব অসুর, মহোরগগণ বিনোতভাবে
আপনার স্তব ও পূজা করিয়া থাকেন ।
আপনি সমস্ত ভূত ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ।
আপনি তুষ্ট হইলেই জগৎ তুষ্ট হয় এবং আপনি
ত্র্যক্ষ হইলেই মহৎ ভয় হইয়া থাকে । হে শত্রু-
সুদন ! আপনিই এক মাত্র ভয়ের অপনেত্র ।
আপনিই মহাবল অসুরদিগকে নিহত করিয়াছেন ।
তাহারা আপনার নিকট বিক্রম প্রকাশ করার
জন্ত নির্যাসপদবী লাভ করিতে পারে নাই ।
আপনিই ভূতগণের কর্তা, এবং বিকর্তা । সকলেই

আপনার আরাধনা করিয়া নমস্কার করে । হে
দেবি ! দেবগণ এইরূপ স্তব করিলে ঐ লিঙ্গ মধ্য
স্থিতে ধূমাকীর্ণা মহাজালা নির্গিত হইল । ঐ
জালাপ্রভাবে সৈন্ত-পরিবারিত যুগ-পুত্র তুহগ
দন্ধ হইয়া গেল । অসুরগণ লিঙ্গপ্রভাবে স্বাধিকার
লাভ করিলেন । এই সময়ে অসুরগণ হুগ্ন হইয়া ঐ
লিঙ্গের আখ্যা প্রদান করিলেন । তাহারা বলিলেন,
—যে হেতু আমরা লিঙ্গপ্রভাবে ঐশ্বর্য ও শীল
প্রাপ্ত হইলাম, অতএব এই লিঙ্গ ত্রৈলোক্যে ঐশান
নামে বিখ্যাত হইবে । তাহারা এই ঐশানেশ্বর
লিঙ্গের আরাধনা করিলে, তাহারা কৌর্ভি, শ্রী,
সিদ্ধি, ও প্রীতি লাভ করিলে । অপিচ তাহারা
দেব, গন্ধর্ষ ও অপ্সরোগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া
উজ্জল দিমাণে আরোহণপূর্বক স্বর্গলোকে গমন
করিলে । এই লিঙ্গের পূজা করিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য, শূদ্র স্ত্রী ও কুমারী, ইহারা যথাভিলষিত ফল
প্রাপ্ত হইবে ; ইহাতে কোন সংশয় নাই । যে নর !
নিয়মস্থিত হইয়া দেব দর্শন করে, শতজন্মেও
কৃত্যপি কিছুই তাহার হানি হয় না । তাহারা
প্রতিদিন ঐশানেশ্বর দর্শন করে, তাহারা সর্ষদা
সর্ষকার্যে সমর্থ হয় । হে দেবি ! এই আমি

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । দেবং সপ্তদশং বিদ্ধি বিখ্যাত-
মপ্সরেশ্বরম্ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ লোকোহভীষ্টান-
বাণুয়াৎ ॥ ১ ॥ নন্দনাথ্যে বনে দেবি সর্বকাম-
সমধিতে । সিদ্ধচারণগন্ধর্বকিররোপকীতনাদিতে ॥
২ ॥ শুককোকিলচক্রাঙ্ককোরকুররারুতে । দিব্য-
লোকোপমস্থানে ত্রিবিষ্টপবিভূষণে ॥ ৩ ॥ তত্রোপ-
বিষ্টো বৃদ্ধারিঃ সুরজ্যেষ্ঠশ্চ সেবিতঃ ।
ননর্তু রস্তা তত্রাগ্রে নৃত্যভাবান্ বিবৃণতী ॥ ৪ ॥
ততোহন্তচিত্তা সজ্জাতা কিঞ্চিৎসুহা প্রমাদতঃ । লয়-
তালবিহীনা চ দৃষ্টা নৈব বাসবেন সা ॥ ৫ ॥ চূকোপ
চ সুরশ্রেষ্ঠস্তম্ভাঃ শাপং দদৌ কিল । বিস্মৃতি-
শ্মানুসং কৰ্ম্ম ন দিব্যং কাপি দৃশ্যতে । তস্মাদ্তু মানুসে
লোকে গচ্ছ স্বং নিম্প্রভা সতী ॥ ৬ ॥ অথৈল-
কোপসংকোভাৎ পতিতা ভূবি সাপ্সরাঃ । নিশেচষ্টা
বিকলৌভুতা রুদতী বিশ্বরং বভ ॥ ৭ ॥ করুণ

তোমার নিকট ঈশানের দেবের পাপনাশন প্রভাব
কীৰ্ত্তন করিলাম, অধুনা অপ্সরেশ্বর নিঙ্গ-মাহাত্ম্য
শ্রবণ কর । ১০—৩৪ ।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬ ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

• ঈশ্বর বলিলেন,—তাহার দর্শনমাত্রে লোক অভীষ্ট
লাভ করে, আমি সেই অপ্সরেশ্বর নামক সপ্তদশ
নিঙ্গের মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিতেছি ; শ্রবণ কর ।
একদা দেবেন্দ্র দিব্যালোকোপম স্বর্গগোরব নন্দন-
বনে উপবিষ্ট আছেন । সিদ্ধ, চারণ গন্ধর্ব, ও
কিররগণ গান করিতেছে । শুক, কোকিল, চক্র-
বাক, চকোর ও কুরর প্রভৃতি পক্ষিগণ ইতস্তত
বৃক্ষে বৃক্ষে বিচরণ করিতেছে । নৃত্যভাব সকল
বিস্তার করিয়া রস্তা নাচিতেছে । নাচিতে নাচিতে
সে কি মনে করিয়া অত্মমনস্ক হইল ! তাহার ফলে
লয়-তাল বিচ্ছিন্ন ও অসঙ্গত হইতে লাগিল । তদ-
র্শনে বাসব ক্রুদ্ধ হইয়া এই বলিয়া তাহাকে শাপ
দিলেন যে, বিস্মৃতি মানুষের ধর্ম্ম ; স্বর্গবাসীদিগের
নহে । তুই বিস্মৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিস্ ; অতএব
প্রতাহীন হইয়া মানুষলোকে গমন কর ।
অনন্তর দেবেন্দ্রশাপপ্রভাবে অপ্সরা রস্তা স্বর্গ
হইতে ভূতলে পতিত হইল । পতিত হইয়া সে

বিলপন্তী চ কিং ময়া হৃদ্যতং কৃতম্ । নিশ্মলং ন
তপস্তপ্তং কথং নারাদিতঃ সুরঃ ॥ ৮ ॥ অথাপ্সরো-
গণঃ সর্বঃ সখীগণসমধিতঃ । রস্তা যত্রৈব পতিতা
সমায়াতো বরাননে । তস্তাঃ শোকাগ্নিদাহেন
সন্তপ্তোহপ্সরসাং গণঃ ॥ ৯ ॥ সূক্ষ্মা পদ্মিনী
সান্ত্রে যথা নৈব বিরাজতে । তথা শাপেন বিধ্বস্তা
রস্তা নো রাজতে সদা ॥ ১০ ॥ সখীগণৈঃ পরিকৃতা
রস্তা দৃষ্টা বরাননে । দেবর্ষিণা নারদেন বিস্মিতে-
নান্তরাহুনা ॥ ১১ ॥ কস্মাদপ্সরসঃ সদ্যো দৃশ্যন্তে
শোকবিহ্বলাঃ । কস্মাচ্চ করুণং রস্তা রোদিত্যেমা
মুতর্জুঃ ॥ ১২ ॥ পপ্রচ্ছ চ সমাগত্য কস্মাদপ্সরসো
বরাঃ । বিষমবদনা দীনাঃ কথ্যতাং যম সাদরম্ ॥
১৩ ॥ বৃত্তাস্তং কথয়ামাসুস্তাশ্চ তৈশ্চ পুরাতনম্ ।
ক্ষত্বা চ নারদস্তত্র ধ্যানাসক্তোহভবগুনিঃ ॥ ১৪ ॥
উপায়ং কথয়ামাস হিতং ভাসাং প্রযতুতঃ ।
গচ্ছত্বাপ্সরসঃ সর্বা মহাকালবনোত্তমে ॥ ১৫ ॥

স্পন্দনহীন ও বিকলাঙ্গ হইয়া বিকৃতস্বরে রোদন
করিতে লাগিল । সে করুণগরে এই বলিয়া
বিনাপ করিতে লাগিল,—হায় ! আমি কি হৃদ্য
করিলাম । আমি কখন নিশ্মল তপ উপাঙ্গন
করি নাই । কেন আমি দেবগণের আরাধনা
করিলাম না ? অনন্তর অপ্সরোগণ সকলে সখীগণ
সমভিব্যাহারে, যেখানে রস্তা পতিত হইয়াছে, সেই
স্থানে আগমন করিল । তাহারা ঐ স্থানে আগমন
করিয়া সকলেই তাহার হৃদয়ে সমবেদনা প্রকাশ
করিতে লাগিল এবং তাহারা তথা মেঘাচ্ছন্ন
দিনের সূক্ষ্মা পদ্মিনীর স্থায় শাপ-বিধ্বস্তা
রস্তাকে অবলোকন করিল । এমন সময় দেবর্ষি
নারদ তথায় আগমন করিয়া তাহাদিগকে তথা-
বিধ দর্শন করিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করি-
লেন,—হে অপ্সরোগণ ! তোমাদিগকে এরূপ
শোক-বিহ্বল দেখিতেছি কেন ? কি জন্তই বা
রস্তা মতর্জু করুণস্ববে রোদন করিলে ? মূনি
নিকটে গিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—
অপ্সরোগণ ! কিজন্ত তোমরা বিষমবদনে
দীনাভাবে রোদন করিতেছ সাদরে বল ? ১—১৩ ।
দেবর্ষি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা যথারূপে
বর্ণন করিল । তখন দেবর্ষি তাহা শ্রবণ করিয়া
কিঞ্চিৎ কালের জন্ত ধ্যানাসক্ত হইলেন এবং
তাহাদিগকে এই হিতোপদেশ প্রদান করিলেন
যে, হে অপ্সরোগণ ! তোমরা যত্ন সহকারে মহা-

আরাধয়ধ্বং দেবেশং লিঙ্গং সর্বার্থসাধকম্ । পূজা-
দেব্যাস্ত পুরতঃ পুরা কল্পে প্রপূজিতম্ ॥ ১৬ ॥
উষষ্ঠা মমবাকোন ভর্তা প্রাপ্তঃ পুরুষবাঃ ।
নারদস্ত বচঃ শ্রুত্ব সমাজগুর্গাস্তথা ॥ ১৭ ॥ মহা-
কালবনে রম্যে লিঙ্গারাধনকাময়া । ততস্তথৈঃ
স্বয়ং ক্রুদ্ধস্তাসাং ভক্ত্যা বরং দদৌ ॥ ১৮ ॥ রম্ভে
প্রাপ্যসি সৌভাগ্যং স্বর্গলোকং যশস্বিনি । ভবিষ্যসি
মহাভাগে জিহ্বোদ্বং বলভা ক্রবম্ ॥ ১৯ ॥
তস্মাল্লিবিষ্টপং গচ্ছ সজ্জনানেন পূজিতা । আরা-
ধিতোহপ্সরোভিষ্ঠ পুরা স্বর্গার্থকাময়া । অতো-
হপ্সরেশ্বর খ্যাতো যযৌ খ্যাতিং জগত্রয়ে ॥ ২০ ॥
যে সমারাধয়িষ্যন্তি ভক্ত্যা চাপ্সরসেশ্বরম্ । তে
সক্কামসম্পূর্ণা ভবিষ্যন্তি যুগেযুগে ॥ ২১ ॥
প্রেয়সিস্যন্তি যে লোকে দর্শনার্থং যশস্বিনি ।
স্থানভ্রংশো বিয়োগশ্চ তেষাং স্বপ্নে ন জায়তে ॥ ২২ ॥
কিং দর্শনং কিং তপোভিষ্ঠ কিং যজ্ঞৈর্বিহৃদক্ষিণৈঃ ।
স্পর্শনালভতে রাজ্যং স্বর্গং মোক্ষং ক্রমেণ তু ॥ ২৩ ॥
এস তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ ।
অপ্সরেশ্বরদেবস্ত শ্রুত্বাং কলকলেশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে চতুঃসপ্তক-মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

কালবনে গমন কর। গমন করিয়া কথায় সর্বার্থ-
সাধক দেবেশ লিঙ্গের আরাধনা কর। পূর্বে
উষষ্ঠী আমার উপদেশে পূজাদেবীর পুরোভাগে
লিঙ্গারাধনা করিয়া ভর্তা পুরুষবাকে লাভ করিয়া-
ছিল। দেবদেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার
রম্য মহাকালবনে গমন করিল। অনন্তর
ক্রুদ্ধ তাহাদের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া বর প্রদান

সৌভাগ্য ও স্বর্গলোক পুরায় প্রাপ্ত হইবে
এবং পুনরায় তুমি জিহ্বা বলভা হইবে।
তুমি সজ্জনগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া স্বর্গে গমন
কর। এই লিঙ্গ পূর্বে অপ্সরোগণ কর্তৃক পূজিত
হইয়াছিলেন বলিয়া ইনি জগত্রয়ে অপ্সরেশ্বর নামে
খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। যাহারা ভাঁকপুর্ষিক
অপ্সরেশ্বর লিঙ্গের অর্চনা করে, তাহারা যুগে
যুগে সফলমনোরথ হইয়া থাকে। হে যশস্বিনি!
যাহারা ঐ লিঙ্গ দর্শনার্থ মানবগণকে প্রেরণ করে
তাহাদের স্বপ্নেও কদাপি স্থান-চ্যুতি ও বিয়োগ
সম্ভটিত হয় না। দান, তপস্যা ও বহুদক্ষিণ যত্ন
করিবার আবশ্যক কি? কারণ, এই অপ্সরেশ্বর

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ

শ্রীশিব উবাচ । দেবমষ্টাদশং বিদ্ধি খ্যাতিং
কলকলেশ্বরম্ যন্ত দর্শনমাত্রেণ কলহো নৈব
জায়তে ॥ ১ ॥ সর্ষভঃখোপশমনং পূর্বপাপ-
প্রমোচনম্ । ব্যাধিসর্পাগ্নিচৌরাণাং শমনং
বাহিতপ্রদম্ ॥ ২ ॥ মম দেবি ত্বয়া সাক্ষিঃ
কলহঃ সমপদ্যত । পুরা বিস্তরতো বচি
শুথেকাগ্রমনাঃ শুভে ॥ ৩ ॥ যদা ত্বং হিমশৈলস্ত
দৃহিতা বরবর্ণিনি । তদা বিবাহিতং কান্তে যথোক্ত-
বিধিনা ময়া ॥ ৪ ॥ বিনিবৃতে বিবাহে চ ত্বয়া সাক্ষিঃ
বরাননে । মহাকালীতি নাম্না বৈ বর্ণেনাপি চ
তাদৃশী ॥ ৫ ॥ নীলোৎপলনিভপ্রখ্যা নীলকুঙ্কিত-
মূর্ধজা । অপ্যেকস্মিন্দাদা ত্বং হি মাতৃগাং মণ্ডপে
শুভে । মধো সমুপবিষ্টাসি কৃষ্ণাঙ্গনসমপ্রভা ॥ ৬ ॥
কালি সুন্দরি মৎপার্শ্বে বলভে ত্বমুপাবিশ । শরীরে

লিঙ্গ স্পর্শ করিলেই রাজ্য, স্বর্গ, ও মোক্ষ লাভ
হইয়া থাকে। হে দেবি! এই ত তোমার নিকট
অপ্সরেশ্বর লিঙ্গের পাপ-নাশন প্রভাব কীর্তন
করিলাম; অধুনা কলকলেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য
বর্ণন কর। ১৪—২৪।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

শ্রীশিব বলিলেন,—হে দেবি! যাহার দর্শন-
মাত্রে কলহ হয় না, সেই কলকলেশ্বর নামক
অষ্টাদশ লিঙ্গ-মাহাত্ম্য অবগত হও। এই লিঙ্গ
সর্ষভনাশক, সর্প পাপমোচন, ব্যাধি-সর্প-অগ্নি,
ও চৌরভয়নাশক এবং বাহিতপ্রদ। হে দেবি!
পূর্বে এক সময় তোমার সহিত আমার কলহ
হইয়াছিল। তাহা বিষ্ণুরূপে বলিতেছি, অনন্তমনে
শ্রবণ কর। হে বরবর্ণিনি! তুমি যখন হিমশৈলের
দৃহিতা ছিলে, তখন আমি তোমায় যথোক্ত বিধানে
বিবাহ করিয়াছিলাম। তোমার সহিত আমার
বিবাহ হইয়া গেলে তুমি মহাকালী নামে অলঙ্কৃত
হও এবং তোমার বর্ণও তখন ঐরূপই ছিল। তুমি
তখন নীলোৎপল-প্রখ্যা ও নীলকুঙ্কিতকেশা ছিলে।
ঐ সময় একদিন তুমি মাতৃকাগণ মধ্যে উপবিষ্টা
থাকিয়া কৃষ্ণাঙ্গনসমপ্রভায় শোভা বিস্তার করিতে-
ছিলে। ঐ সময় আমি তোমাকে বলিলাম,—হে

মম ভদ্রজি সিতে ভাস্তসিহুতিঃ ॥ ৭ ॥ ভুজঙ্গী-
বাসিতা শুভ্রে সংশ্লিষ্টা চন্দনে তরৌ । রজনীবাসিতে
পক্ষে দৃষ্টিদোষহরানি মে ॥ ৮ ॥ ইতাকাসি ময়া
দেবি গিরিজে চাক্রাসিনি । তদা শ্রোতুং
শ্রয়া বাক্যং মামুদিশু সগদাদম্ ॥ ৯ ॥ যদা
শ্রয়া মদর্শে তি প্রেরিতা বেদপারগাঃ । সপ্তর্ষয়ো
মহাভাগাঃ কিস্ককে ন তদাথ মাম্ ১০ ॥ তদাশ্রয়া
মদর্শেপি প্রার্গিতো জনকোমম । হিমাद्रিরাজোবত্নেন
কিং কালৌ ন তদাথ মাম্ ১১ ॥ যদাপুত্রং
শ্রয়া দৈত্যান্মদর্শে গচ্ছ নারদ । প্রার্থ্যতাং পান্ডবৌ
শীঘ্রং কিং কালৌ ন তদাথ মাম্ ১২ ॥ সত্যোঃ
লৌকিকৌ গাথা ন বুধা পরিজায়তে । যদুতেন
জনঃ সর্গৌ জাডোন পরিভূতঃ ১৩ ॥ অব-
শ্যমখী প্রাপ্পোতি খণ্ডনাঃ তুণ্ডমুণ্ডনাম্ । তপোনি-
দীর্ঘচরিতৈর্বরাং প্রার্গিতবতাইম্ ১৪ ॥ তস্মা
মে নিয়তশ্বেষ হ্যমানঃ পদে পদে । নৈবাস্মি
কুটিলারোদ্রা বিবমা ন চ ধূর্জটে ১৫ ॥ নাকু-
লীনা বুধাচার্য্য ন তুষ্টি ন সমৎসরা । সর্বিসং

কালি! হে বসন্তে! হে স্নানকার! তুমি আমার
পাশে উপবেশন কর। ইহাতে তুমি চন্দনতরু-
স্থিত কৃষ্ণা ভুজঙ্গীর দ্বারা আমার শুভ শরীরের
শোভা বর্ধন করিবে এবং অসিতপক্ষীর রজনীর
দ্বারা দৃষ্টি-দোষ উৎপাদন করিবে। হে চাক্রাসিনি
গিরিজে! আমি তোমায় এই কথা বলিলে তখন
তুমি গদগদ-কণ্ঠে আমায় বলিলে,—যখন তুমি
আমার জন্ম মহাভাগ বেদপারগ সপ্তর্ষিগণকে
প্রেরণ করিয়াছিলে, তখন কেন আমায় কালী
বল নাই? যখন তুমি আমায় জন্ম আমার
পিতা হিমাद्रিরাজের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া-
ছিলে, তখন কেন আমায় ‘কালী’ বল নাই? যখন তুমি
আমার জন্ম দীনভাবে দেবর্ষি
নারদকে বলিয়াছিলে,—নারদ! শীঘ্র যষ্টিগা পাণ্ডব
তীর নিকট আমার প্রার্থনা জানাও, তখন কেন
আমায় ‘কালী’ বল নাই? এই লৌকিকী গাথা
কখন মিথ্যা হইবার নহে যে, নিজের সার্থের
জন্ম লোককে সঙ্কুচিত হইতে হয়। অথবা ব্যক্তি
নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যাত ও তুণ্ড-মুণ্ডনা প্রাপ্ত হইয়া
থাকে। আমি যেমন দীর্ঘ তপস্যা করিয়া তোমায়
প্রার্থনা করিয়াছিলাম,—তেমনি তুমি আমার পদে
পদে অবমাননা করিতেছ। হে ধূর্জটে! আমি
তোমার মত কুটিল, ক্রোধশীল, বিবমা, অকু-

যতঃ খ্যাভো ব্যক্তং দোষাকরাশ্রয়ঃ ১৬ ॥
অকুলীনো বুধাচার্য্যো মাৎসর্য্যোণাশ্রিতঃ সদা ।
নাহং মূর্খামি নয়নে তত্র হস্তা স্বমেব চ ১৭ ॥
আদিতাস্থাং বিজানাতু ভগবান দ্বাদশাশ্বকঃ ।
ময়া নোৎপাটিনা দন্তাঃ কস্মাপি নিরপত্রপ ১৮ ॥
পুনা দেবো বিজানাতি দ্বাদশাশ্বা দিবাকরঃ ।
মুর্ধ্নি শূলং তব যতঃ শৈবদৌর্ভিক্ষামধিক্ষিপঃ ১৯ ॥
যত্র মামাহ কুরুতি মহাকালেতিবিশ্রুতঃ ।
ইতথাপি প্রবাদোহয়ং প্রবরঃ খ্যামি তে হর ২০ ॥
নিদর্শনার্গং ন দেবাকুরা তং কন্তুমহঁসি । বিরূপো
মাবদাদর্শে নান্ননঃ পশুতে মুগম্ ২১ ॥ মন্ততে
হাবদান্ননমন্তোভ্যো রূপবত্তমম্ । যদা তু মুখ-
মাদর্শে বিরুতং সৌহৃতিবীক্ষতে ২২ ॥ তদে-
বং বিজানাতি হ্যাত্মনঃ নেতরং জনম্ । সত্য-
ধর্ম্মচ্যুতাং পুংসঃ ক্ষুদ্রাদাশীবিষাদিব ২৩ ॥ স
নাস্তিকোহপ্যাদিজতে জনঃ কিং পুনরাস্তিকঃ ।
ইতাকোহহং শ্রয়া দোষ ময়া কোলাহলঃ সতঃ ২৪ ॥

লীনা, বুধাচার্য্য, সমৎসরা ও তুষ্টি নহি। দেখ,
তুমি গরলময়, বলিয়া লোকে দোষাকরাশ্রয় বলিয়া
খ্যাত হইতেছ। তুমি অকুলীন, বুধাচার্য্য এবং
মাৎসরী। আমি তোমার দৃষ্টি-দোষ উৎপাদন
করি নাই। তোমা দ্বারা তাহা সঙ্ঘটিত
হইয়াছিল। ভগবান দ্বাদশাশ্বা আদিতা তোমাকে
জানেন। হে নিরজি! আমি কাহারও দন্ত
উৎপাটন করি নাই। ইহা দ্বাদশাশ্বা দেব পুনা
জানেন। তুমি মন্তক দ্বারা শূল বহন কর। তুমি
কুরু তুমি আমাকে দোষ দেখিতেছ। দেখ,
তুমি আমায় কৃষ্ণা বলিলে; কিন্তু তুমি অহং মহাকাল
নামে খ্যাত। হে হর! নিদর্শনার্গ এই একটা
মাব প্রকাণ্ড প্রবাদ তোমাকে দেখাইয়া দিলাম;
ইহা আমি ছেদ বশতঃ বলি নাই। ইহা শুনিয়া
তুমি অহংপর বিরত হও। বিরূপ ব্যক্তি যতক্ষণ
আদর্শে আপনার মুখ না দেখে, সে ততক্ষণই
আপনাকে অন্য হইতে রূপবান বলিয়া মনে
করে। যখন সে আপনার বিরূত বদন আদর্শে
নিরীক্ষণ করে, তখন আর ইতরকে নির্দিত
বলিয়া মনে করে না। ক্ষুদ্র আশীবিনের দ্বারা
ঐরূপ সত্যধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তি হইতে নাস্তিক ব্যক্তিও
উৎপীড়িত হয়, আস্তিক ব্যক্তির কথা আর কি
বলিব? হে দেবি! তুমি এই সকল কথা বলিলে
আমি তখন এই বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠিলাম

অনান্নজ্যাসি গিরিজ্যে যুড়ে পণ্ডিতমানিনি । সত্যঃ
সর্ষৈরবয়বৈঃ স্ততোহপি সদৃশঃ পিতুঃ ॥ ২৫ ॥
কাঠিন্তঃ কষ্টমভোতি ধাতুভ্যো বহুঘাতিতা
কুটিলহঃ চ সর্ষৈভ্যোহসেব্যঃ চ হিমাদিব ॥ ২৬ ॥
ইত্যুক্তাসি ময়া দেবি পুনঃ প্রোক্তং ত্বয়া বচঃ ।
তথাপি দৃষ্টসংসর্গাৎ সংক্রান্তং সর্ষমেব হি ॥ ২৭ ॥
ব্যালৈভ্যোহনেকজিহ্বহঃ ভস্মতঃ স্নেহবজ্জন্মম্ ।
হৃৎকালুযাৎ শশাকাদৈ হৃষৌধহঃ বৃষাদপি ॥ ২৮ ॥
শ্মশানবাসাভৌরহঃ নগ্নহঃ চ ন লজ্জয়া । নিবৃণহঃ
কপালাচ্চ দয়া তে বিগতা চিরম্ ॥ ২৯ ॥ এবং
তদাভবদ্রোহঃ কলহো ভয়ঙ্করোভূতঃ । এবং প্রবৃত্তে
তু তদা কম্পিতং ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৩০ ॥ ভীতাশ্চ দেব-
গন্ধর্বা যক্ষগন্ধর্বরাক্ষসাঃ । তস্মাৎ কোলাহলো
ভূমিঃ ভিরা লিঙ্গমভূতদা ॥ ৩১ ॥ লিঙ্গমব্যাৎ
সমুৎপন্নো বাণী সূতকরৌ শুভা । আশ্বাসয়ন্তৌ দেবান
বৈ ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৩২ ॥ নামাস্তা চতু-
র্দেবেশাস্তদা কলকলেশ্বরম্ । স্বরনামানৌ ততো-

যে, হে অনান্নজ্যে গিরিজ্যে, যুড়ে পণ্ডিতমানিনি! সত্যসত্যই তুমি সর্ষাবয়বে তোমার পিতার সদৃশ হইয়াছ। তুমি ধাতুনিচয় হইতে কষ্টজনক কাঠিন্ত এবং বহুঘাতিতা, অপরাপর পানিত্য বহু-নিচয় হইতে কুটিলতা ও হিম হইতে অসেব্য লাভ করিয়াছ। হে দেবি! আমি এই কথা বলিলে পুনরায় তুমি আমাকে বলিলে, তুমি যাহা বলিলে সত্য, তথাপি তোমার সংস্কারবীর্ণ বলিয়া দৃষ্ট সংসর্গবশতঃ আমার আরও অনেক দোষ সংক্রামিত হইয়াছে। বায়ুসংসর্গে আমার জিহ্বা বহু হইয়াছে; ভস্ম-সংসর্গে স্নেহ-বজ্জিত হইয়াছি; শশাক হইতে হৃৎ-কালুযা ঘটিয়াছে; বৃষারোহণে আমার হৃষৌধ জন্মিয়াছে, শ্মশান-বাসে আমি ভীত হইয়াছি, আর লজ্জাবশত উলঙ্গিনী হই নাই মাত্র। কপাল স্পর্শ করিয়া আমার নিবৃণ জন্মিয়াছে এবং তোমার সহবাস হেতু দয়াও আমার বহুদিনই হিরোহিত হইয়াছে। হে শুভে! তখন তোমার আশ্বাস এইরূপ ভয়ঙ্কর কলহ হইতে থাকিলে ত্রিভুবন কম্পিত হইল। দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সকলে ভয় পাইল। এমন সময় ঐ কোলাহলভূমি ভেদ করিয়া এক লিঙ্গ উৎখিত হইল। ঐ লিঙ্গ হইতে শুভকরী বাণী উৎখিত হইয়া সচরাচর ত্রৈলোক্য দেবগণকে আশ্বাসিত করিল। দেবগণ তখন ঐ

হৃৎকরো ভূবি বিষ্কৃতঃ ॥ ৩৩ ॥ যন্তমর্চয়তে
ভক্ত্যা দেবঃ কলকলেশ্বরম্ । ন রাক্ষসাঃ পিশা-
চাশ্চ ন ভূতা ন বিনায়কাঃ । বিঘ্নং কুর্খ্যাব্যারোহে
কলহো ন ভবেদ্গৃহে ॥ ৩৪ ॥ সূশীলা গৃহিণী তস্মা
সুতপা সুভগা প্রিয়ে । বহুপুত্রা বহুধনা জায়তে
দর্শনাত্বয়া ॥ ৩৫ ॥ যে পশুন্তি চতুর্দশাং দেবং
কলকলেশ্বরম্ । ন দুঃখঃ ন জরাব্যাধির্নাকালমরণং
তথা ॥ ৩৬ ॥ ন চ শত্রুভয়ং তেষাং জায়তে গিরি-
পুত্রিকে । নোকোহক্ষণো ভবেদেবি যাবদিত্যশ্চতু-
র্দশ ॥ ৩৭ ॥ এন তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপ-
নাশনঃ । যন্তা শ্রবণমাত্রেণ ক্ষেমমত্র পরত্র চ ॥ ৩৮ ॥

গান্ধে কলকলেশ্বরমাহা শ্রাবণনং নামা-
ষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮

— — —

একোনিবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । একোনিবিংশতিতমঃ নাগচণ্ডে-
শ্বরঃ প্রিয়ে । নিম্নাল্যলঙ্ঘনাৎ পাপানুচ্যতে যন্ত
লিঙ্গের নাম করিলেন, কলকলেশ্বর। ঐ লিঙ্গ
ভূতলেশ্বররূপে বিষ্কৃত হইলেন। যে ব্যক্তি ভক্তি-
পূর্বক ঐ কলকলেশ্বর লিঙ্গের আরাধনা করে,
রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, ও বিনায়ক, ইহারা কদাপি
তাহার বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। অপিচ
তাহার গৃহে কখন কলহ হয় না। হে প্রিয়ে! ঐ
লিঙ্গ দর্শন করিলে সূশীলা, সুতপা, সুভগা, বহু-
পুত্রা ও বহুধনা গৃহিণী লাভ হইয়া থাকে। যাহারা
চতুর্দশীতে দেব কলকলেশ্বরকে দর্শন করে, তাহারা
দুঃখ, জরা, ব্যাধি, অকালমরণ, ও কদাচ শত্রুভয়
প্রাপ্ত হয় না। অপিচ তাহাদের অক্ষয় লোক লাভ
হইয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার
নিকট পাপনাশন কলকলেশ্বরপ্রভাব কীর্তন করি-
লাম; ইহা শ্রবণমাত্রে ইহ পরত্র কল্যাণ লাভ
হয়। ১—৩৮।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

উনিবিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে প্রিয়ে! যাহার দর্শন-
মাত্রে নিম্নাল্য-লঙ্ঘন-জনিত পাপ হইতে মুক্তি

দর্শনাৎ ॥ ১ ॥ তস্মৈ প্রভাবঃ সুভগঃ কথ্যামাখ
বিস্তরাৎ ॥ শৃৎথেকাগমনা দেবি সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥
পুরা দেবধিগন্ধার্ষ্যচারণা গুহ্যকান্তথা ॥ উপবিষ্টাঃ
সুধৰ্ম্মায়াঃ কথয়ন্তঃ শুভাং কথাম্ ॥ ৩ ॥ এতস্মি-
নন্তরে শক্ৰো দেবধিঃ নারদঃ মুনিম্ ॥ পপ্রচ্ছ
সাদরং দেবি সমায়াতঃ শুচিব্রতম্ ॥ ৪ ॥ দৃষ্ট্বা
বিনয়সম্পন্নং ব্রহ্মচর্যাপরায়ণম্ ॥ মেখলাজিন-
কৌপীনং বৌগাদগুবিভূষিতম্ ॥ ৫ ॥ ত্রয়া দৃষ্টেমিদং
সধঃ ত্রৈলোক্যং ভূভুবাদিকম্ ॥ উৎপাদ্যমানমুৎ-
পন্নং প্রলয়াক্ত সহস্রশঃ ॥ ৬ ॥ অতুল্যো নাশ্তি
লোকেহস্মিন্মুদৈকং পরমেষ্ঠিনম্ ॥ জগৎকারণ-
মব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্ ॥ ৭ ॥ যোগেন
তপসা ভক্ত্যা যজ্ঞা পারিতোষিতঃ ॥ ত্রৈলোক্য-
মভিজানাসি তৎসৰ্বং সৰ্বতঃ স্মৃতম্ ॥ ৮ ॥ অনৌহতং
প্রষ্টুমিচ্ছামি কথাতাং মম নিশ্চয়ম্ ॥ পৃথিব্যাং প্রবরং
ক্ষেত্রং পাবনং ভূক্তিমুক্তিদম্ ॥ ৯ ॥ এবং ক্ষত্রা তদা
ধ্যাত্বা চিন্তয়ামাস নারদঃ ॥ চিন্তয়িত্বা চিরং কালমিদং
বচনমববীৎ ॥ ১০ ॥ দেবরাজ যুতং পুণ্যং ক্ষেত্র-
রাজমমুত্তমম্ ॥ ক্ষেত্রাণামুত্তমং ক্ষেত্রং প্রসাদগু-

জাভ করা যায়, আমি শেই একোনবিংশতিতম
নাগচণ্ডের লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি ;
শ্রবণ কর ॥ হে দেবি ! আমি তাঁহার সঙ্গাপা-
প্রণাশন সুভগ প্রভাব কীর্তন করিতেছি
অনন্তমনে শ্রবণ কর ॥ হে দেবি ! পূর্বে দেব-
গন্ধার্ষ চারণ ও গুহ্যগণ সুধৰ্ম্মা নামে অভিহিত
বেত হইয়া হিতকরী কথা বারিতোছিলেন, ত্রৈলোক্যের
দেবধি নারদ ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ শক
শুচিব্রত, বিনয়ী, ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, মেখলা, অজিন
ও কৌপীনধারী এবং বৌগাদস্ত অর্ধেক সমাগত
দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মণ !
আপনি সহস্র সহস্র বার এই ভূভুবাদ ত্রৈলোক্যের
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় দর্শন করিয়াছেন ॥ এই চরাচরে
আপনার মত মুক্ত পুরুষ দৃষ্ট হয় না ॥ আপনি
পরম ভক্তিযোগ ও তপস্যা দ্বারা সদসদাত্মক নিত্য
অব্যক্ত পুরুষ জগৎকারণকে দর্শন করিয়াছেন এবং
এই ত্রৈলোক্য সমস্ত স্মুটরূপে অবগত আছেন ॥
এই জন্তই আমি আপনাকে প্রণম করিতেছি ;
আপনি আমায় পবিত্র ভূক্তি-মুক্তিপ্রদ পৃথিবীর মধ্যে
যাহা উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন ॥
ইহা শুনিয়া ভগবান্ নারদ চিন্তা করিলেন ॥ এই-
রূপে তিনি অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

প্রশস্ততে ॥ ১১ ॥ তস্মাদদশগুণং ক্ষেত্রং মহা-
কালম্ কথ্যতে ॥ ভূক্তিদং মুক্তিদং তচ্চ দর্শনাদপি
বাসব ॥ এতচ্ছ্রদ্ধা সহস্রাক্ষো বর্ণয়িত্বা চ তং মুনিম্ ॥
সর্ধৈর্দেবগণৈঃ সার্কং বিমানহস্তরাধিতঃ ॥ ১৩ ॥
অন্তরিক্ষস্থিতো জিহ্বরজ্রাক্ষীচ্ছ সুরৈঃ সহ ॥ ক্ষেত্রং
লিঙ্গৈঃ সমাকৌর্ণমঙ্গুলশান্তরং ন হি ॥ ১৪ ॥ ষষ্টি-
কোটীসহস্রাণি ষষ্টিকোটীশতানি চ ॥ মহাকালবনে
রম্যে নিশ্চাল্যঃ লজ্জ্যতে কথম্ ॥ ১৫ ॥ নিশ্চাল্যলজ্জনা-
দোষো মহান্ ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ইত্যালোচ্য পুন-
র্দেব জগ্মুঃ স্বর্গে মনোরমাঃ ॥ ১৬ ॥ নিশ্চাল্যদোষ-
ভীতান্তে ক্ষেত্রে ন বিচিন্তুঃ সুরাঃ ॥ এতস্মিনন্তরে
দেবি বিমানস্থো গণোত্তমঃ ॥ ১৭ ॥ গণৈর্নানাবিধৈঃ
সেবোপাধায়মানস্ত কিমুরৈঃ ॥ চারুণৈঃ স্তম্ভমানস্ত
স্বর্গলোকং ব্রজন্ সুরৈঃ ॥ ১৮ ॥ প্রসন্নমনেদৃষ্টঃ
কোহবং ধন্তো মহাপাঃ ॥ তেজসা দীপ্যমানোহয়-
মপ্সরোভিষ্ঠ সেবতে ॥ ১৯ ॥ পপ্রচ্ছরমরাঃ সর্ধৈ
কোহবং কুর্জানতো গণঃ ॥ যাতি কুত্র মহাবাহো

হে দেবরাজ ! ক্ষেত্র সকলের মধ্যে অতুল্য
ক্ষেত্ররাজ হইতেছে প্রয়াগ ॥ আর প্রয়াগ হইতে
দশগুণ অধিক হইতেছে,—মহাকালবন ॥ এই
মহাকালবন দৃষ্টমানে ভূক্তি-মুক্তি প্রদান করিয়া
দাতক ॥ যানবাহন নাকি শ্রবণ করিয়া শক
দেবগণ সম্মতিব্যাহারে বিমানবরে আরোহণপূর্বক
গন্তারক্ষ হইতে লিঙ্গবন ও ক্ষেত্র দর্শন করিলেন ॥
তিনি বলিলেন,—এ ক্ষেত্রে অঙ্গুলপারিতম্ভ ও অব-
কাশ নাই ॥ ১৩ ॥ ষষ্টি কোটি স্তম্ভ এবং ষষ্টিকোটী
শত লিঙ্গ ঐ ক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছেন ॥ তিনি
ভাবিলেন,—এই স্থানে গমন করিয়া কিরূপে
লোকে নিশ্চাল্য লজ্জন করে ? নিশ্চাল্য লজ্জনে
মহান্ দোষ জন্মে ॥ এইরূপ সংশয়াপন্ন হইয়া
নিশ্চাল্যলজ্জন-ভয়ে তিনি অপরাপর দেবগণের
সহিত ক্ষেত্রে প্রবেশ না করিয়া স্বর্গে গমন করি-
লেন ॥ এই সময় কোন এক গণোত্তম বিমানবরে
আরোহণপূর্বক স্বর্গলোকে গমন করতে লাগি-
লেন ॥ আর গণগণ তাহার সেবা করিতে লাগিল,
কিম্বরগণ তাহার নিকট গান করিতে লাগিল ;
এবং চারুগণ তাহার স্তব করিতে লাগিল ॥
তখন দেবগণ তাহাকে প্রসন্নমনে দর্শন করিয়া
এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—এই যে কুর্জানিত
হেজঃপুঞ্জ পুরুষ অপ্সরোগণ কর্তৃক সেবিত হইতে-
ছেন ; ইনি কে ? এই মহাবাহু হাদিমুখে হৃষ্টাঙ-

কৃষ্টাশ্চ প্রহসন্যুখঃ ২০ । পৃষ্টস্তদা সূরৈঃ সর্বে-
ক্স্মিগ্ন্যবিষ্টমানসৈঃ । কস্যঃ পুরুষশর্দূল কিং ত্বয়া
সুকৃতং কৃতম্ ২১ । দেবানাং পুরুতো দেবি
নিঃশেষঃ কথিতং তদা । মহাকালো মহাদেবঃ
পূজিতো ভক্তিতঃ স্ততঃ ২২ । হৃষ্টেন তেন মে
দন্তং গণত্বং যৎ সুহৃৎভম্ । নাম দন্তঞ্চ সুভগং নাগ-
চণ্ড ইতি ক্রবম্ ২৩ । পপ্রচ্ছুরমরাস্তচ্চ সাদরং
গণসন্তম । নাগচণ্ড ত্বয়া তত্র নিখীলাং পতিতং
ত্বথ ২৪ । মহাকালবনে পুণ্যে লজ্জিতং চরতা
ত্বয়া । সঞ্চারো নাস্তি তত্রৈব লিঙ্গসঙ্কীর্ণতা যতঃ ২৫ ।
উপায়স্তেন কথিতো দেবানাং পুরতস্তদা ।
তত্র তিষ্ঠতি দেবেশা লিঙ্গং সর্বকলপ্রদম্ ২৬ ।
ঈশানেশ্বরদেবস্ত তিষ্ঠতীশানভাগতঃ । তস্ত দর্শন-
মাত্রেণ ন স গচ্ছতি দ্বন্দ্বতম্ ২৭ । নিখীলা-
লজ্জনোদ্ধৃতং যৎ পাপং জায়তে মহৎ । তৎসর্বং
নাশমায়াতি তস্ত লিঙ্গস্ত দর্শনাৎ ২৮ । ততো
দেবগণাঃ সর্বে মহাকালবনে পুনঃ । সমায়াতা
মহাভাগা মহাকালচ পূজিতঃ ২৯ । যথা লিঙ্গঞ্চ

করণে কোথায় যাইতেছেন? এই প্রকার বিতর্ক
করিয়া সুরগণ বিস্মিতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন,—হে পুরুষশর্দূল! আপনি কে? আপনি
কি এমন সুকৃত করিয়াছেন যে, স্বর্গে দেবগণ
সন্নিধানে বিচরণ করিতেছেন? এইরূপ
জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি দেবগণসন্নিধানে বলিতে
লাগিলেন,—আমি ভক্তিপূরক মহাকাল মহাদেবের
অর্চনা ও স্তব করিয়াছি। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া
আমায় সুহৃৎ গণত্ব প্রদান করিয়াছেন এবং
আমার নাম দিয়াছেন,—নাগচণ্ড। তখন দেবগণ
তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নাগচণ্ড!
এ ক্ষেত্রে বহু নিখীলা পতিত রহিয়াছে;
আপনি নিখীলা লজ্জন না করিয়া কিরূপে এই স্থানে
অবস্থান করিয়াছেন? এই স্থান লিঙ্গ
সঙ্কীর্ণতাবশতঃ দুঃসঞ্চারণীয়। দেবগণ এইরূপ
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এই উপায় বলিলেন যে,
এ স্থানে এক সর্বকলপ্রদ লিঙ্গ আছে। এই
লিঙ্গ ঈশানেশ্বর দেবের ঈশান ভাগে অবস্থিত।
তাঁহার দর্শন মাত্রে আর কোন ব্যক্তি দ্বন্দ্বভাগী
হয় না। নিখীলা-লজ্জনা জনিত যে পাপ হয়, এই
লিঙ্গ দর্শন করিলে সেই পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে
অনন্তর দেবগণ সকলে মিলিত হইয়া মহাকাল
বনে গমন করিয়া সেই লিঙ্গ পূজা করিলেন। এই

তদৃষ্টে সর্বদোষক্ষয়করম্ । তস্ত দর্শনমাত্রেণ
নিখীলালজ্জনাদিভিঃ । দোষো নষ্টঃ সুরাণাঞ্চ
ততো নামান্ত চক্রিরে ৩০ । অস্মাকং তেন
কথিতং নাগচণ্ডেন ধীমতা । নাগচণ্ডেশ্বরাত্মান-
মতো লোকে ভবিষ্যতি ৩১ । কহাস্ত নাম তে
দেবা জগ্মুঃ স্বর্গেহযুক্তমম্ । পূজয়িষ্যন্তি যে কেচি-
রাগচণ্ডেশ্বরং শিবম্ । নিখীলালজ্জনোদ্ধৃতং তেষাং
নশ্বতি পাতকম্ ৩২ । নাগচণ্ডেশ্বরং দেবং যে
পশ্যন্তি দিনেদিনে । অজ্ঞানাজ্ঞানতঃ পাপং তেষাং
নশ্বতি নাত্মথা ৩৩ । আহ্লাদং নির্বৃতিং স্বাস্থ্যমা-
রোগ্যং চাকরূপতাম্ । সপ্তজন্মান্বাপ্নোতি দর্শনেন
ন সংশয়ঃ ৩৪ । প্রাপ্নোত্যভিমতান্ কামান দেবা-
নামপি হর্লভান্ । কৌর্ভনাত্মা সন্দেহো নাগচণ্ডে-
শ্বরস্ত চ ৩৫ । এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ
পাপনাশনঃ । নাগচণ্ডেশ্বরশ্চৈব প্রতীকারেশ্বরঃ
শৃণু ৩৬

ইতি শ্রীকান্দে নাগচণ্ডেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনঃ

নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ১১ ।

সর্বদোষহর লিঙ্গ দর্শনমাত্রে দেবগণের নিখীলা-
লজ্জনজনিত দোষ নষ্ট হইল। এই জন্ত তাঁহারা
এ লিঙ্গের নামকরণ করিলেন,—নাগচণ্ডেশ্বর।
তিনি এই নামে লোকে বিখ্যাত হইলেন। দেবগণ
তাঁহার নামকরণ করিয়া নিজ আলায়ে প্রত্যাগমন
করিলেন। তাহারা নাগচণ্ডেশ্বর লিঙ্গের পূজা
করে, তাহারা নিখীলালজ্জনজনিত পাপ হইতে
মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। তাহারা জ্ঞান বা
অজ্ঞানপূরক প্রতিদিন নাগচণ্ডেশ্বর লিঙ্গ দর্শন
করিয়া থাকে, তাহাদের পাপ নাশ হয়, কদাচ ইহার
অশ্রুতা হয় না। এই লিঙ্গদর্শনে সপ্ত জন্মাবচ্ছিন্ন
আহ্লাদ, নির্বৃতি, স্বাস্থ্য, আরোগ্য ও সুচাকরূপ
লাভ করে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই লিঙ্গের
মাহাত্ম্য কীর্তন করিলে দেব-হৃৎ অভিযত, লাভ
হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। হে
দেবি! এই আমি তোমায় নাগচণ্ডেশ্বরের পাপ-
নাশক প্রভাব কীর্তন করিলাম; অধুনা প্রতী-
কারেশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণ কর ১৫—৫৬।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১১ ।

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । প্রতীকারেণবঃ দেবি বিদ্ধি
 বিশাতিমং প্রিয়ে । যন্ত দর্শনমাত্রেণ ধন-
 বানিহ জায়তে ॥ ১ ॥ দক্ষকোপসং ৮ দেবি
 পুরা প্ৰাণৈর্দিশিষ্টিতঃ । হিমাচলে তথা জাতা
 ময়া প্রাপ্তা পুনঃ প্রিয়ে ॥ ২ ॥ প্রারক্য চ ময়া দেবি
 জয়া সার্কং রতিস্তদা । দিব্যং বর্ষণতঃ জাতং
 সাগ্ৰং দেবি প্রমোদতঃ । অনুরাগবশাচ্চৈব
 মন্থথেন প্রপীড়িতা ॥ ৩ ॥ মহারাতি সমীক্ষ্যথ
 দেবাঃ সঙ্কুমানসঃ । চক্রবর্ত্তঃ যথাকালং
 বাসবাদ্যা যথোচিতম্ ॥ ৪ ॥ দিব্যং বর্ষণতঃ ক্রতো
 গৌরীয়া সহ সদা রতিম্ । কুর্গাস্তিষ্ঠতি দেবোহলৌ
 মন্দরে চাক্রকন্দরে ॥ ৫ ॥ অনয়োদ্যাজসম্পদোঃ
 পুত্রো যো হি ভবেদ্রজা । বিনশ্যেতেন ত্রৈলোক্য-
 মখিলং চ ন সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥ তস্মৈ হেজোহপি নো
 বোচুঃ সমর্থী নিশ্চিতং বদম্ । তস্মাত্তৎক্রিয়তাং
 কৰ্ম্ম রতির্ধেনোপশামানি ॥ ৭ ॥ উপায়ং দৃষ্টবাৎ-
 স্তত্র দেবানাং গুরুবর্গণীঃ । বৃহস্পতিশ্চাত্তেজা
 বেদশাস্ত্রার্থপারগঃ ॥ ৮ ॥ গচ্ছন্ত ত্রিদশাঃ সর্বে শিবস্ত

বিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! সীতার দর্শনমাত্রে
 লোক ধনবান হয়, আমি সেই বিংশ ঈশ্বর প্রতী
 কারেণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।
 হে দেবি! তুমি দক্ষকোপে প্রাণ বিসর্জন দিয়া
 হিমাচলে জন্ম গ্রহণ করিলে পুনরায় আমি তোমাকে
 প্রাপ্ত হইয়া তোমার সহিত দিব্যবর্ষণতব্যাপিনী
 রতি আরম্ভ করি । হে দেবি! ঐ সময়ে তুমি
 অরপীড়িতা হইয়া প্রমোদতরে অনুরাগবতী হইয়া-
 ছিলে । ইন্দ্রাদি দেবগণ তখন আমাদের মহারতি
 অবলোকনপূর্বক 'সঙ্কুমানসে' এইরূপ মন্থনা
 করেন যে, ভগবান ভব মন্দরের চাক্রকন্দরে দেবী
 গৌরীর সহিত ধারাবাহিকরূপে দিব্যবর্ষণ-
 ব্যাপিনী রতি করিতেছেন । উহাদের বীজ-সম্পত্তি
 হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সে নিশ্চয়ই এই
 ত্রৈলোক্য বিনাশ করিবে, ইহাতে কোন সংশয়
 নাই । আর আমরা তাঁহার তেজও সহ্য করিতে
 সক্ষম হইব না । ইহা নিশ্চিত । অতএব এক
 কৰ্ম্ম কল্প যাউক ; যাহাতে ঐ রতি উপশম প্রাপ্ত
 হয় । এবিষয়ে বেদশাস্ত্রার্থপারগ মহাতেজা দেব-

তু সমীপতঃ । স্বয়ং বিজ্ঞাপাতাং দেবস্তৎকৰ্ম্ম ন
 করিস্যতি ॥ ৯ ॥ ইতি নিশ্চিত্য তে দেবি জয়ঃ
 শীঘ্রং সুরাস্তদা । মন্দরাদ্রেঃ শুভে দ্বারি স্থিতাস্তে
 বিস্ময়াবিন্দঃ ॥ ১০ ॥ গগানামধিপো নন্দী দ্বারি
 তিষ্ঠতি যত্রতঃ । ত্রয়া সার্কমহং দেবি কুর্গাস্তিষ্ঠামি
 তাং রতিম্ ॥ ১১ ॥ অথ প্রবেশো দেবানাং হৃদরো
 মম পার্শ্বতঃ । তদা চিন্তয়মানাশ্চ তত্র তিষ্ঠন্তি তে
 সুরাঃ ॥ ১২ ॥ অগ্নিনা তদ্বিতং বাক্যমুক্তং তেষাং
 গুরঃ শুভম্ । হংসরূপং সমাস্তায় যাস্তামি শিব-
 সন্নিধৌ ॥ ১৩ ॥ বক্ষ্যিষ্য প্রতীকারং কৃতং তেন
 তদৈব চ । হংসরূপেণ কথিতং কণে মম শুচিস্মিতে ॥
 ১৪ ॥ ইন্দ্রাদ্যা অমরা দেবা দ্বারি তিষ্ঠন্তি সংযতাঃ ।
 জয়া তস্মৈ চ তদ্বাক্যং ততোহহং দ্বারমাগতঃ ॥
 ১৫ ॥ ততশ্চৈতঃ ক্রতো মহং প্রণামশ্চ যথাক্রমম্ ।
 ময়া দৃষ্টাশ্চ তে দেবা যুযাকং কিং করোম্যহম্ ॥
 ১৬ ॥ তৈরুক্তং ত্যজ্যতাং তৈব সন্তোগস্ত
 সুদাক্ষণ । তথা ময়া কৃতং দেবি গতাশ্চৈব ত্রিদিবং
 পুনঃ ॥ ১৭ ॥ ততঃ শস্তো ময়া নন্দী ত্রৈলোক্যং গচ্ছ

গুরু বৃহস্পতি উপায় নির্ধারণ করিয়া বলিলেন যে,
 হে দেবগণ! তোমরা সকলে মিলিত হইয়া দেব-
 সন্নিধানে উপস্থিত হও । এবং স্বয়ং তাঁহাকে
 বিজ্ঞাপন কর, তাহা হইলে তিনি তৎকৰ্ম্ম হইতে
 নিবৃত্ত হইবেন । হে দেবি! দেবগণ তখন
 বৃহস্পতির বাক্যে মন্দরাদ্রের দ্বারে আসিয়া
 উপস্থিত হন । ঐ সময়ে নন্দী দ্বারে প্রতীকারার্থে
 নিযুক্ত ছিল । আর আমি তোমার সহিত রতি করি-
 তেছিলাম । ১—১১ দেবগণ আমার নিকট আগমন
 করিতে সমর্থ হন নাই । তাঁহারা দ্বারে অবস্থান
 করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন । তখন তাঁহাদের
 মধ্য হইতে অগ্নি এই হিতকর বাক্য বলেন,—
 আমি হংসরূপ ধারণ করিয়া শিবসন্নিধানে গমন
 করি । এই বাক্য নিশ্চয়ের পর অগ্নি হংসরূপে
 প্রতীকারভূমি আক্রমণ করিয়া আমার নিকট
 আগমনপূর্বক কাণে কাণে বলিলেন, হে দেব!
 ইন্দ্রাদি দেবগণ দ্বারে অবস্থান করিতেছেন ।
 তৎকারণে আমি দ্বারে উপস্থিত হইলাম । দেবগণ
 আমায় যথাক্রমে প্রণাম করিলেন । আমি
 দেবগণকে দর্শন করিয়া বলিলাম, তোমাদের
 কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিব? তাঁহারা বলিলেন,—
 হে দেব! এই সুদাক্ষণ সন্তোগ পরিত্যাগ করুন ।
 আমি তাহাই করিলাম । তাঁহারা ত্রিদশালয়ে

সহরম্ । ততঃ শাপপরিভ্রষ্টঃ পৃথিব্যাং পতিতস্তদা ॥ ১৮ ॥ সোচ্ছ্রাসহৃদয়ো দীনৌ দৃঃখবাকুললোচনঃ ।
বিলপংশ্চ তথা নন্দী বিলুষ্ঠঙ্কোকতো ভূবি ॥ ১৯ ॥
বঞ্চিতশ্চাগ্নিনা বাঢ়ং বাসবেন বিশেষতঃ । কিং ময়া
হৃকৃতং কৰ্ম্ম কৃতং কিঞ্চিৎপুৰাতনম্ ॥ ২০ ॥ স দৃষ্টৌ
লোকপালৈশ্চ তামবস্থাং গতো গণঃ । পৃষ্টেণ তৈঃকুতো
নন্দিন বিলাপং কুরুসে মহৎ ॥ ২১ ॥ সস্নঃ নিবেদিতঃ
তেন তেষামগ্রে চ নন্দিনা । উপায়ঃ কপিকটৈশ্চ মহা-
কালবনে ততঃ ॥ ২২ ॥ ততশ্চ বচনঃ ঋত্বা নন্দী
রোমাঞ্চকঙ্কঃ । মহাকালবনে দেবি জগাম স
তদা গণঃ । পূজ্যামাস বিধিবদ্ধ্বা কাপালিকীঃ
তনুম্ ॥ ২৩ ॥ অশরীরসমুৎপত্তা বাণী লিঙ্গাতদা
প্রিয়ে । সঞ্জাতা শাপমোক্ষস্তে প্রতীহার সুভক্তিতঃ ।
পূজিতোহসৌ মহাতত্কা প্রতীহারেণ নন্দিনা ॥ ২৪ ॥
তদাপ্রভৃতি লোকেহস্মিন্ প্রতীহারেশ্বরেশ্বরঃ । ময়া
তে কথিতো দৈবী প্রতীহারেশ্বরশ্চ চ । প্রভাবঃ
সম্লোকানামত্যভীষ্টকলপ্রদঃ ॥ ২৫ ॥ পূজয়িষ্যন্তি
যে তত্কা প্রতীহারেশ্বরং শিবম্ । স্থানভ্রংশো

গমন করিলেন । পরে আমি নন্দীকে শাপ
দিলাম । নন্দী শাপপ্রভাবে ভূতলে পতিত
হইল । পতিত হইয়া সোচ্ছ্রাসহৃদয়ে দীন
ও দৃঃখবাকুললোচনে লোকে বিলাপ করিতে
করিতে লুপ্ত হইতে লাগিল এবং সে মনে
মনে বলিতে লাগিল,—আমি অগ্নি ও বাসব
কর্তৃক বঞ্চিত হইলাম । আমি পূর্বে কোন হৃকৃত
করিয়াছিলাম । এই সময় লোকপালগণ তাহাকে
ঐ অবস্থায় দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—হে
নন্দিন! তুমি বিলাপ করিতেছ! কেন? নন্দী
সমস্ত শাপ-বিবরণ তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলে
তাঁহারা তাহাকে শাপ-মুক্তির উপায় বলিয়া
দিলেন যে তুমি মহাকালবনে গমন কর । নন্দী
তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যান্বিত
হইয়া মহাকালবনে আগমন করিল এবং তথায়
কাপালিক-তনু ধারণ করত দেবদেবের পূজা
করিল । হে প্রিয়ে! পূজা করিলাম লিঙ্গ-মধ্য
হইতে এই অশরীরী বাণী উচ্চারিত হইল যে,
হে প্রতীহারিন্! অদৃষ্ট ভক্তিপ্রভাবে তোমার শাপ-
মোক্ষ হইয়াছে । প্রতীহারী নন্দী কর্তৃক পূজিত
হওয়ায় তদবধি ঐ লিঙ্গ প্রতীহারেশ্বর নামে বিখ্যাত
হইল । হে দেবি! আমি তোমার নিকটপ্রতীহারেশ্বর
লিঙ্গের সম্লোকাত্যভীষ্টকলপ্রদ-মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম ।

বিয়োগশ্চ তেষাং অপ্রেহপি নো ভবেৎ ॥ ২৬ ॥
সম্ভজমকৃতং পাপং স্বপ্নং বা যদি বা বহু । তৎসৰ্বং
নাশমায়াতি প্রতীহারেশ্বরার্চনাৎ ॥ ২৭ ॥ মনসা
যে অরিষ্যন্তি প্রতীহারেশ্বরং শিবম্ । এবং তস্মা
কুলং সৰ্বং যাতি স্বৰ্গং ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি ত্রীকান্দে প্রতীহারেশ্বরমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং
নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । একবিংশতিকং বিদ্ধি কুরুটে-
শ্বরসংজ্ঞকম্ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ তিৰ্য্যাকুযোনির্ন
লভাতে ॥ ১ ॥ কোশিকো নাম রাজাভূৎ কুরুটৌ
জায়তে সদা । দৃশ্যতে বাসরে ভাগে সম্ভাভরণ-
ভূষিতঃ ॥ ২ ॥ ব্যাপ্তা চ পৃথিবী তেন সশৈলবনকাননা ।
পূৰ্ব্বকর্ম্মপ্রভাবেন প্রাপ্তঃ রাজ্যমকটকম্ ॥ ৩ ॥ বিশালা
নাম বিখ্যাতা ভার্যা তস্মা মহাপতেঃ । রূপলাবণ্য-
সংযুক্তা চতুঃষষ্টিকলাধিতা ॥ ৪ ॥ তয়া চকার
সহিতঃ স রাজ্যং রাজসদৃশম্ । সা বল্লভাপি নৃপতেঃ

যাহারা ভক্তিপূৰ্ব্বক প্রতীহারেশ্বর লিঙ্গের পূজা
করে, অপ্রে ও কখন তাহাদের স্থানভ্রংশ ও বিয়োগ
সংঘটিত হয় না । প্রতীহারেশ্বরের অর্চনা করিলে
স্বপ্ন হউক আর অধিকষ্ট হউক, সম্ভজম-কৃত
পাপ বিনষ্ট হয় । যাহারা মনে মনে প্রতীহারেশ্বর
শিবের পূজা করে, তাহাদের সমস্ত কুল স্বর্গে গমন
করিয়া থাকে ; ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১২—২৮ ॥

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২০ ।

একবিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যাহার দর্শন-
মাত্রে তিৰ্য্যাকুযোনি লাভ কারিতে হয় না,—আমি
সেই একবিংশলিঙ্গ কুরুটেশ্বরের মাহাত্ম্য বলিতেছি,
শ্রবণ কর । কোশিক নামে এক রাজা ছিলেন ।
তিনি রাত্রিকালে কুরুট এবং দিবাভাগে সম্ভা-
ভরণভূষিত পুরুষ হইয়া থাকিতেন । তিনি পূৰ্ব্ব
জন্মের ক্রমফলে সশৈলবন-কাননা এই সমগ্র
পৃথিবী নিকটকে ভোগ করিতেন । রাজার
পত্নীর নাম ছিল,—বিশালা । রাজ্যী রূপ-লাবণ্য-
বতী ও চতুঃষষ্টিকলাধিতা ছিলেন । নৃপতি এবং
সিদ্ধা রাজ্যের সাহস্র ভূমে রাজ্য করিতেন

প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী ॥ ৫ ॥ তয়া সার্কঃ কদাচিত্ত
 সুরতঃ নাস্তি পার্শ্বতি । সন্তপ্তা সৰ্বদা সা চ
 রত্যভাবাষড়্ব হ ॥ ৬ ॥ এবং গচ্ছতি কালে
 তু সহ রাজ্ঞা স্মরাতুরা । সৰ্বসম্বন্ধতজ্ঞা সা
 বিশালা বিপুলেক্ষণা । দদর্শ কৌটমিথুনমনঙ্গ-
 কলহাতুরম্ ॥ ৭ ॥ প্রসাদয়ঃস্তথা কৌটঃ স্বাং প্রিয়াঞ্চ
 মুহুৰ্ভুতঃ । দাসোহস্মি তব কান্তেহহং রূপসৌভাগ্য-
 স্পন্দরি ॥ ৮ ॥ ভজস্ব মাং যথাকামমনঙ্গশরপীড়িতম্ ।
 শিরসা প্রণতেনৈব রচিতস্তে ময়াঞ্জলিঃ ॥ ৯ ॥ ন
 ত্বয়া সদৃশী লোকে কামিনী বিদ্যতে কচিৎ ।
 সুবর্ণবর্ণসদৃশী মন্তুজা চাক্রহাসিনী ॥ ১০ ॥ কুতো
 বা ময়ি দীনে ত্বং কুদেব প্রিয়বাদিনি । কিমর্থং
 বদ কল্যাণি সরোষবদনা স্থিতা ॥ ১১ ॥ সা
 তমাহ প্রকোপাচ্চ কিমালপসি মাং বৃথা । ত্বয়া
 মোদকচূর্ণং তু মাং বিহায় মনোরমাম্ । প্রদত্তং
 কামলুকেন অন্তস্তে কৌটকাধম ॥ ১২ ॥ নাহমেবং
 করিষ্যামি কৌটঃ প্রাহ পুনঃপুনঃ । স্পৃশ্যামি পাদৌ
 সত্যেন প্রণতস্ত প্রসাদ মে ॥ ১৩ ॥ ইতি তদ্বচনং

রাজ্ঞী নৃপতির প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী ও বলভা
 হইলেও রাজার সহিত কখনও তাঁহার সুরত
 সঙ্ঘটিত হয় নাই । সুরতাভাবে রাজ্ঞী সৰ্বদা সন্তপ্তা
 থাকিতেন । এইরূপে কালান্তিপাত হইতে থাকিলে
 একদা সৰ্বস্ব কলহাতুরা স্মরাতুরা রাজ্ঞী রাজার
 সহিত একাসনে উপবিষ্টা আছেন, এমন সময় অনঙ্গ-
 কলহাতুর এক কৌটমিথুন তাঁহার নয়নপথে
 পতিত হইল । তিনি দেখিলেন,—স্মরাতুর কৌট
 মুহুৰ্ভুত স্বীয় প্রিয়াকে প্রসাদিত করিতেছে । সে
 বলিতেছে,—অয়ি কান্তে ! অয়ি রূপ-সৌভাগ্যবতি !
 হে স্পন্দরি ! আমি তোমার দাস । তুমি এই
 অনঙ্গ-পীড়িত দাসকে যথেষ্ট ভজনা কর । আমি
 তোমাকে মন্তুক দ্বারা প্রণাম করিতেছি এবং
 তোমার জন্ত এই অঞ্জলি রচনা করিয়াছি । আমি
 তোমার মত সুবর্ণ-বর্ণসদৃশী চাক্রহাসিনী মন্তুজা
 কামিনী ত্রিভুবনে দর্শন করি নাই । হে প্রিয়-
 বাদিনি ! কিজন্ত তুমি আমার উপর কোপ করি-
 যাছ ? হে কল্যাণি ! বল,—কিজন্ত তোমার
 বদন মলিন দেখিতেছি ! তখন কৌট-কামিনী
 সঙ্কেপে বাজল,—হে কৌটাদম ! কিজন্ত তুমি বৃথা
 আলাপ করিতেছ ? তুমি আমার স্থায় রমণীয়া
 কামিনীকে পারত্যাগ করিয়া কামলোভে অন্ত
 কামনার নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে মোদক-

ক্রিয়া সা প্রসন্নভবতদা । আত্মানমর্পয়ামাস
 কামনায় পিপীলিকা ॥ ১৪ ॥ দৃষ্ট্বা তন্মহদাশ্চর্য্যং সা
 রাজ্ঞী বিললাপ হ । ধিত্রাজ্যং ধিক্ চ মে রূপং ধিক্ চ
 যৌবনমদ্য মে । ন কামিতাহং কান্তেন মরিষ্যামি
 ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥ এবং বিলপ্য বহুধা বিনিঃসৃত
 পুনঃপুনঃ । উন্মত্তেব বিশালাক্ষী গালবস্ত্রাশ্রমং
 গত ॥ ১৬ ॥ দৃষ্ট্বা তদ্বিষমাসীনং তপোযোনিং দৃঢ়-
 ব্রতম্ । উবাচ প্রণতাজ্ঞী সা শোকসন্তপ্তমানসা ॥
 ১৭ ॥ একোহয়ং সংশয়ো ব্রহ্মন্ হৃদয়ে পরিবর্ততে ।
 বস্ত্রোহপি হি চ মে ভর্তা রূপলাবণ্যবানপি । ন
 জানে কারণং কিং তু সঙ্গমো নোপজায়তে ॥ ১৮ ॥
 যো গহা প্রমদারাজ্যং জিত্বা সৰ্ব্বাঃ পুরা রণে ।
 আজহার শুভাস্তাগাং মধ্যাদষ্টৌ বরাঙ্গনাঃ । নৈব
 কাময়তে তান্মু কিমেতদিতি স্মরত ॥ ১৯ ॥ বাজিনো
 বারণাশ্চৈব ধনধান্তমনন্তকম্ । বর্ততে হি জনঃ
 সৰ্ব্বো মমাজ্ঞাং পালয়ন্ কিতৌ ॥ ২০ ॥ কেন কৰ্ম-

প্রদান কর । তখন কৌট বার বার বলিল,
 আমি আর এরূপ কখন করিব না । তোমার
 পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি ॥ তুমি প্রণতজনের
 প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ১১—১৩ ॥ কৌট-নায়কের এতাদৃশ
 অনুনয়বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌট-কামিনী তখন
 প্রসন্ন হইয়া কামভাবে আত্মসমর্পণ করিল । রাজ্ঞী
 কৌটদিগের এই আশ্চর্য্য প্রিয়ানুবর্তিতা দর্শন করিয়া
 দুঃখে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন,—
 আমার রাজ্যে ধিক্ আমার রূপযৌবনে ধিক্ ! যে
 হেতু কান্ত আমায় কামনা করেন না । আমি
 নিশ্চয়ই এ জীবন বিসজ্জন দিব । এই প্রকার
 বিলাপ করিয়া রাজ্ঞী পুনঃপুন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-
 পূর্বক উন্মত্তার স্থায় গালবস্ত্রাশ্রমে গমন করিলেন
 এবং তথায় তপোযোনি দৃঢ়ব্রত ধ্বিসন্তমকে সমাসীন
 দেখিয়া প্রণিপাতপূর্বক শোকসন্তপ্ত মানসে বলিলেন,
 হে ব্রহ্মন্ ! আমার হৃদয়ের সংশয় এই যে, আমার
 ভর্তা বশ্ত ও রূপলাবণ্যবান হইলেও—জানি না,—
 কি কারণে আমাদের সঙ্গমসংঘটিত হয় না । আমার
 স্বামীই পূর্বে একবার প্রমদারাজ্যে গমন করিয়া
 রণে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদেরই
 মন্য হইতে অষ্টবরাঙ্গনা আহরণ করিয়াছিলেন ;
 কিন্তু কখনও তাহাদের প্রতি কামনা করেন না । হে
 স্মরত ! এক ? হে ব্রহ্মন্ ! আমার বাজী,
 বারণ, অনন্ত ধনধান্ত বিদ্যমান । পৃথিবীই সকলেই
 আমার আজ্ঞা পালন করে ; কিন্তু তাহাতে কি

বিপাকেন মমেদং যৌবনং দৃঢ়ম্ । ব্যর্থং জাতং
ষিজ্জেষ্ট রতিং ন কুরুতে নৃপঃ ॥ ২১ ॥ দৃষ্টতে
বাসরে ভাগে রাজৌ চৈব ন দৃষ্টতে । ইহজন্মকৃতং
চৈতদাহোষিৎপারলৌকিকম্ ॥ ২২ ॥ হৃকভাবজ্জনং
ব্রহ্মন্ মমেদং বক্রুমর্হসি । তস্তাস্তবচনং শ্রুত্বা
গালবো বাক্যমববীৎ ॥ ২৩ ॥ শৃণু পুত্রি পুরাতনং
বালভাবেন যৎকৃতম্ । অনেন রাজ্ঞা ধর্ম্মজ্ঞে
রাজৌ যেন ন দৃষ্টতে ॥ ২৪ ॥ বিদূরথস্ত তনয়স্তব
ভর্ত্তা স নিশ্চিতম্ । মাংসাহারী দোষরতিবিষয়া-
সক্তমানসঃ ॥ ২৫ ॥ কুকুটানাঞ্চ মাংসেন ত্রীতি-
স্তস্ত তদাভবৎ । বহবঃ কুকুটাস্তেন ভক্ষিতা
রাজহুন্য ॥ ২৬ ॥ এবং ভক্ষয়তস্তস্ত বহুশো
বৎসরা গতঃ । কালেন মহতা রাজ্ঞা তাম্রচূড়েন
মজ্জিগৎ । পৃষ্টাঃ কিং কারণং নাত্ত সমায়াস্তি হি
কুকুটঃ ॥ ২৭ ॥ অথ কেনাপি কথিতং কুকুটানাঞ্চ
ভক্ষণম্ । বিদূরথস্ত পুত্রেণ কৌশিকেন হুরাষ্ট্রনা ।
ভক্ষিতাঃ কুকুটঃ সর্কে বিনা কারণতো নৃপ ॥ ২৮ ॥
তাম্রচূড়োহথ সংজুহো দদৌ শাপং হুরাষ্ট্রনে ।
কৌশিকায় ক্ষয়ো রোগো ভবিষ্যতি ভয়াবহঃ ॥ ২৯ ॥

হয়? আমার এই দৃঢ় যৌবন কোন্ কর্ম্মবিপাকে
ব্যর্থ হইতেছে? নৃপ আমার সহিত রতি করেন
না। তাঁহাকে দিবাভাগে দেখিতে পাওয়া যায়,
রাত্রিকালে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা আমার
ঐহিক বা পারত্রিক হৃকৃতির ফল! হে ব্রহ্মন্! তাহা
আপনি দয়া করিয়া বলুন। রাজ্যীর এই প্রকার
বাক্য শ্রবণ করিয়া গালব বলিলেন—হে পুত্রি! শ্রবণ
কর,—এই রাজা বালভাবে যাহা করিয়াছিলেন,
এবং যে জন্ত রাত্রিতে তিনি দৃষ্ট হন না। বিদূ-
রথের পুত্র তোমার ভর্ত্তা হইয়াছেন, ইহা নিশ্চিত।
ঐ বিদূরথ-তনয় মাংসাহারী, দোষরতি ও
অত্যন্ত বিষয়াসক্ত ছিলেন। কুকুট-মাংসে তাঁহার
অত্যন্ত ত্রীতি ছিল। রাজপুত্র বহু বৎসর কাল
বহু কুকুট ভক্ষণ করিয়াছিলেন। বহুকাল
এইরূপে গত হইলে একদা কুকুট-রাজ তাম্রচূড়
মজ্জিগণকে প্রশ্ন করিলেন যে, কি জন্ত কুকুট
সকল আর এখানে বিচরণ করেন না? ঐ সময়
কোন এক কুকুট বলিল,—বিদূরথ-পুত্র হুরাষ্ট্র
কৌশিক, কুকুট সকলকে ভক্ষণ করিয়াছে। হে
নৃপ! বিনা কারণেই কুকুটগণ ভক্ষিত হইয়াছে।
এই কথা শুনিয়া রাজা তাম্রচূড় সজ্ঞেবে হুরাষ্ট্র
কৌশিককে এই শাপ দিল যে, ঐ হুরাষ্ট্র

তদাপ্রভৃতাভূৎ কীণো রাজপুত্রো দিনেদিনে ।
ঔষধৈরধিকোহভ্যোত বাধিনা পীড়িতো ভৃশম্ ॥
৩০ ॥ অথ কেনাপি কামেন বামদেবাত্মমং গতঃ ।
ক্ষয়রোগাতিভূতোহসৌ মরণোৎসুকমানসঃ । পপ্র-
বামদেবং স নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ ॥ ৩১ ॥ ভগবন্
কেন পাপেন ক্ষীয়েত্বেহহর্নিশং বপুঃ । মদীয়ং
পোষ্যমাণং হি মাংসেন বাবধেন চ ॥ ৩২ ॥ বাম-
দেবোহথ তং প্রাহ কুকুটো ভক্ষিতাশ্চয়া । তাম্র-
চূড়েন শপ্তোহসি কুকুটানাং নৃপেণ হি ॥ ৩৩ ॥
তমেব শরণং গচ্ছ স উপায়ং বদিষ্যতি । ততঃ স
তাম্রচূড়স্তাত্যর্থাগান্নপান্নজঃ ॥ ৩৪ ॥ দৃষ্ট্বা চ তাম্র-
চূড়ং তং মহাভক্ত্যা কৃতাজ্জলিঃ । প্রোবাচ প্রণতো
ভূত্বা পাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৩৫ ॥ অজ্ঞানান্তক্ষিতা
দেব কুকুটঃ পুষ্টিকারণাৎ । ক্ষমমর্হসি দেবেশ
মমাগঃ রূপণস্ত চ ॥ ৩৬ ॥ প্রোবাচ তাম্রচূড়োহথ
যস্মাৎ প্রাণ্যসে নৃপ । তস্মাক্তে বাসরে প্রাপ্তে
পুরুষহং ভবিষ্যতি ॥ ৩৭ ॥ শাস্তা গোপ্তা চ
লোকানাং রাজা দণ্ডধরঃ প্রভুঃ । কুকুটো ভবিতা
রাজৌ সর্বভোগবিবর্জিতঃ ॥ ৩৮ ॥ অতো ন দৃষ্টতে

ভয়াবহ ক্ষয়রোগ হইবে। তদবধি রাজপুত্র দিন
দিন কীণ হইতে লাগিলেন। ঔষধে ব্যাধি অধিক
হইতে লাগিল। রাজপুত্র কোন কার্য্যসিদ্ধির
নিমিত্ত একদা বামদেবাত্মমে গমন করেন। ঐ সময়
তিনি ক্ষয় রোগের নিদারুণ পীড়ায় জীবন বিসর্জন
দিতে ইচ্ছা করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক মুনি বামদেবকে
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! কোন্ পাপে
আমার এই বিবিধমাংস-পুষ্ট তনু কীণ হইতেছে।
বামদেব বলিলেন,—তুমি কুকুট ভক্ষণ করিয়াছ,
তজ্জন্ত কুকুটরাজ তাম্রচূড় তোমাকে শাপ দিয়াছে।
তুমি তাহার শরণ গ্রহণ কর। অনন্তর রাজতনয়
মুনিবাকো কুকুটরাজ তাম্রচূড়ের নিকট গমন
করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক
তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে দেব!
আমি রোগাগত, আমাকে রক্ষা করুন। আমি
অজ্ঞান বশে নিজ দেহের পুষ্টির নিমিত্ত কুকুট
সকল ভক্ষণ করিয়াছি। হে দেব! আপনি এই
অপরাধীকে ক্ষমা করুন ॥ ৩৪—৩৬ ॥ অনন্তর তাম্রচূড়
বলিলেন,—হে নৃপ! তুমি যখন আমার নিকট
প্রাথনা জানাইতেছ, তখন তুমি দিবসে পুরুষ
হইয়া লোক-পালক দণ্ডধর রাজা হইবে; আর
রাত্রিকালে কুকুট হইয়া সর্বভোগ-বিবর্জিত হইবে।

পুত্রি তির্থাগৃভাবঃ সমাশ্রিতঃ । ৩৯ । ইতি তস্মৈ
বচঃ শ্রুত্বা গালবস্ত মহান্বনঃ । সা সম্পূজ্য বিশা-
লাক্ষী গালবং মুনিসক্ৰমম্ । পপ্রচ্ছ পরয়া ভক্ত্যা
শাপান্তো হি কথং ভবেৎ ॥ ৪০ ॥ গালবঃ কথয়া-
মাস ধ্যানেনালোক্য যত্নতঃ ॥ ৪১ ॥ মহাকালবনে
লিঙ্গং পক্ষিয়োনিবিমোচনম্ । জালেশ্বরস্ত দেবস্ত
পূর্বভাগে ব্যবস্থিতম্ । তস্মৈ দর্শনমাত্রেণ শাপ-
স্তান্তো ভবিষ্যতি ॥ ৪২ ॥ সা প্রণম্য মুনিশ্রেষ্ঠমাজ-
গাম স্বরাধিতা । যজ্ঞান্তে নৃপশার্দুলো বিধান্ বহু-
বিধান্ যুগান্ ॥ ৪৩ ॥ প্রফুল্লনয়নাত্যাং সা দৃষ্টা
লোলেক্ষণা প্রিয়া । আশ্লাদিতা বহুবিধৈঃ কোমলৈ-
র্বচনামৃতৈঃ ॥ ৪৪ ॥ ততস্তেন তদা রাজা প্রোক্তা
সা যুগলোচনা । ইদানীং কিং ময়া কাস্তে কার্য্যং
ভবতি কথ্যতাম্ ॥ ৪৫ ॥ তয়া প্রোক্তং মহারাজ
গম্যতেহদ্য ময়া সহ । মহাকালবনে পুণ্যে সর্ব-
দুষ্কৃতনাশনে ॥ ৪৬ ॥ তস্মাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা স্বরমাণো
মুদাধিতঃ । তয়া নীতোহথ নৃপতিলিঙ্গস্তাস্ত সমী-
পতঃ ॥ ৪৭ ॥ পূজয়িত্ব তল্লিঙ্গং পক্ষিয়োনিবিমো-

অয়ি পুত্রি ! এই জন্তই তুমি রাত্রিকালে রাজাকে
দেখিতে পাও না । রজনীতে তিনি তির্থাগৃভাব
অবলম্বন করেন । বিশালাক্ষী রাজ্যে তখন
মুনিবর গালবের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
পূজাপূরক ভাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেব !
কি প্রকারে তাঁহার শাপান্ত হইবে ? গালব
কিঞ্চিৎকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া বলিলেন,—মহাকাল-
বনে জালেশ্বর দেবের পূর্বভাগে পক্ষিয়োনি-
বিমোচন এক লিঙ্গ আছে । তাঁহার দর্শনমাত্রে
শাপ-বিমোচন হইবে । মুনিবাক্য শ্রবণ করিয়া
রাজ্যী তখন প্রণামপূরক ভাঁহার নিকট হইতে
বিদায় গ্রহণ করিয়া—যেখানে নৃপশার্দুল যুগয়া
করিতেছিলেন, সত্বর সেই স্থানে গমন করিলেন ।
তথায় গমন করিবামাত্র রাজা হৃষীকেশ-নয়নে
অবলোকন করিয়া বহুবিধ কোমল বচনামৃত বর্ণনে
ভাঁহাকে আপ্যায়িত করত বলিলেন,—হে কাস্তে !
অধুনা আমায় কি করিতে হইবে, তাহা বল ?
তখন রাজ্যী বলিলেন,—অদ্য আমার সহিত
আপনাকে দুষ্কৃত-নাশন পুণ্য মহাকালবনে গমন
করিতে হইবে । রাজ্যীর ব্যাক্যামৃত পান করিয়া
নৃপতি মুদাধিত ও সত্বর হইলেন, পরে তিনি
রাজ্যীর সঙ্গিত মহাকালবনে উপস্থিত হইয়া

চনম্ । তত্ৰৈব চ স্থিতো রাজা প্রিয়য়া সহ পার্ষতি ।
৪৮ ॥ তস্মাৎ রাজো ন সজাতঃ কুকুটো যাদৃশঃ
সদা । শিবপ্রসাদাভবদ্বিব্যাক্রণী মনোহরঃ ॥ ৪৯ ॥
রূপেণ নির্জিতঃ কামস্তেনাপ্রতিমহেজসা । ততো
বিস্ময়মাপন্নচিন্তয়ামাস পার্থিবঃ । কোহয়ং প্রভাবো
যেনাহং শাপানুকৃতঃ সুহৃস্তয়াং ॥ ৫০ ॥ প্রিয়াং
পপ্রচ্ছ নৃপতিঃ পূর্ণেন্দুবদনাং ভূশম্ । কথং শাপা-
দ্বিমুক্তোহহং কেন পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ॥ ৫১ ॥ অথ সা
কথয়ামাস বৃত্তান্তং বিস্তরানুদা । গালবেন হি
যৎপ্রোক্তং যৎকিঞ্চিচ্ছাপমোক্ষণম্ ॥ ৫২ ॥ রাজ-
জ্ঞাপাদ্বিমুক্তোহসি লিঙ্গস্তাস্ত প্রভাবতঃ । পুনঃ
প্রসাদ্য তল্লিঙ্গং ভুক্তা ভোগাংশিরঃ ভুবি ॥ ৫৩ ॥
তয়া সার্কং যযৌ রাজা স্বাং সুরগণৈঃ সতঃ । তদা
প্রভৃতি তল্লিঙ্গং কুকুটেশ্বরসংজ্ঞকম্ ॥ ৫৪ ॥ বিখ্যাতং
দৌব লোকেহস্মিন্ সর্বকামফলপ্রদম্ । তচ্চ যে
পূজয়িষ্যন্ত কুকুটেশ্বরসংজ্ঞকম্ । তির্থাগৃযোনিং
ন যান্তিস্ত ন বিয়োগো ভবিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥ ন চাপি
নরকাবাণ্ডির্ন হুংখং ন জরা ভয়ম্ । নাকালে মরণং

পক্ষিয়োনিবিমোচন লিঙ্গের পূজা করত ঐ
দিবস ঐ স্থানে অবস্থান করিলেন । ৩৭—৩৮ । লিঙ্গ
পূজার ফলে ঐ দিন রাত্রিতে তিনি আর পূর্ববৎ
কুকুট হইলেন না ; দিব্যরূপার মনোরম পুরুষ
হইলেন । তাঁহার অপ্রতিম সৌন্দর্য্যে কন্দর্প
নির্জিত হইল । তখন বিস্মিত হইয়া পার্থিব
এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে—এই লিঙ্গের
কি অপূর্ব প্রভাব ! প্রভাব দ্বারা আমি সুহৃস্তর শাপ
হইতে মুক্তি লাভ করিলাম । তিনি তখন ভাঁহার
পূর্ণেন্দুবদনা প্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে
প্রিয়ে ! আমি কোন পুণ্যপ্রভাবে শাপ হইতে মুক্তি
লাভ করিলাম ? তখন মহিষী রাজা কর্তৃক জিজ্ঞা-
সিত হইয়া মুনিবরগালবের কথিত সমস্ত বৃত্তান্ত যথা-
যথ বর্ণন করিয়া বলিলেন,—রাজন্ ! আপনি এই
লিঙ্গপ্রভাবে শাপ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন ।
তখন রাজা পুনরায় লিঙ্গার্চনা করিয়া বিবিধ ভোগ
উপভোগ করত মহিষীর সহিত সুরপুরে গমন
করিলেন । ঐ সময় সুরগণ ভাঁহার স্তব করিতে
লাগিলেন । হে দেবি ! তদবধি ঐ সর্বকামফলপ্রদ
লিঙ্গ কুকুটেশ্বর নামে ভূবন-বিখ্যাত হইয়াছেন ।
যাহারা ঐ কুকুটেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে, তাহারা
কদাচ তির্থ্যক্ যোনি লাভ করে না এবং কদাপি
তাহাদের বিয়োগ সংজ্ঞিত হয় না । ঐ লিঙ্গ

নৃণাং ন চ কষ্টং ভবিষ্যতি । ৫৬ । রূপসৌভাগ্য-
সম্পন্ন ভবিষ্যন্তি যুগেযুগে । চতুর্দশাং প্রপত্ত্বি
লিঙ্গং যে কুরুটেশ্বরম্ । তেষাং কুলে চ যে কেচিৎ
পিতরো নিরয়স্থিতাঃ । ৫৭ । ত্রিবাংগুয়োনিগতা যে
চ পশুযোনিং তু যে গতাঃ । বৃক্ষমথবা প্রাপ্তান্তেষাং
মোক্ষো ভবিষ্যতি । ৫৮ ।

ইতি শ্রীকান্দে কুরুটেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকবিংশোহধ্যায়ঃ । ২১ ।

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীবিষ্ণুনাথ উবাচ । দ্বাবিংশতিতমং লিঙ্গি কৰ্কটে-
শ্বরসংজ্ঞকম্ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ ত্রিবাংগুয়োনির্ন
দৃশ্যতে । ১ । আনৌৎ পুরা বৃহৎকল্পে ধর্ম্মমূর্ত্তির্জনা-
ধিপঃ । সূক্ষ্ণকল্পে নিহতা যেন দৈত্যাস্তঃ সহস্রশঃ । ২ ।
সোমসূর্য্যাদয়ো যন্ত তেজসা ঈশ্বরঃ কৃতঃ ।
প্রজ্ঞাশ্চ পালিতা যেন নিহতা সমরে দ্বিষঃ । ৩ ।
যথেষ্টরূপধারী চ সংগ্রামেষপরাজিতঃ । তন্ত ভানু-
মতী নাম ভাৰ্য্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী । ৪ । রাজসুত্যাগ্র-

অর্চনা করিলে মানবগণের নরকপ্রাপ্তি, দুঃখ, জরা,
ভয়, অকালমৃত্যু ও কষ্ট হয় না । পরন্তু তাহার
যুগে যুগে রূপসৌভাগ্য-সম্পন্ন হইয়া থাকে ।
যাহারা চতুর্দশী তিথিতে ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, তাহা-
দের বংশী নিরয়গামী ত্রিবাংগুয়োনি-গত, পশু-
যোনিগত ও বৃক্ষ-প্রাপ্ত পিতৃগণ মুক্তি লাভ করিয়া
থাকে । ৪৯—৫৮ ।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২১ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

শ্রীবিষ্ণুনাথ বলিলেন,—হে দেবি ! ঐহাকে দর্শন
করিলে ত্রিবাংগুয়োনি লাভ করিতে হয় না, আমি
সেই কৰ্কটেশ্বরসংজ্ঞক দ্বাবিংশতিতম লিঙ্গের
মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর । পুর্বে বৃহৎ-
কল্পে ধর্ম্মমূর্ত্তি নামে এক রাজা ছিলেন । ইন্দ্ৰের
সহিত তাঁহার সখ্য ছিল । তিনি সহস্র সহস্র দৈত্য
রণে নিহত করিয়াছিলেন, তিনি স্বীয় তেজে চন্দ্র সূর্য্য-
কেও নিপ্প্রভ করিয়াছিলেন । এবং বহু শত্রু তাঁহা
কর্ত্তক জিত হইয়াছিল । তিনি কামরূপী ও সমরে
অপরাজিত ছিলেন । ভানুমতী নামে তাঁহার এক

মহিষী প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী । দশনারীসহস্রাণাং
মধ্যে শ্রীরিবরাজিতা । ৫৫ । নৃপো নৃপসহস্রেশ ন কদাচিৎ
প্রমুচ্যতে । কদাচিদেকান্তগতঃ পপ্রচ্ছ স্বপুৰোহিতম্ ।
বিস্ময়েনাব্রুমণা বর্শিষ্ঠম্বিসমুদয়ম্ । ৬ । ভগবন
কেন ধর্ম্মেণ মম লক্ষ্মীরব্রুম্য । কস্মাচ্চ নিপুলং
তেজো হুঃসহং যম দৃশ্যতে । ৭ । বর্শিষ্ঠ উবাচ ।
পুরা ভ্রমবনৌপাসীঃ শূদ্রজাতিসমুদ্ভবঃ । বহুদোষ-
সমাবিষ্টো হৃষ্টয়া ভাৰ্য্যায়ানন্ত । ৮ । নিবসন হৃষ্টহৃদয়ো
বর্ধাণি শুবহুতাপি । মহাক্রোধাভিভূতাস্থা সদা নির্ভয়-
জলকঃ । ৯ । সদা ব্রহ্মসংহারী ত্বং সদা বেদ-
বিনিন্দকঃ । সদা চান্ধকো রাজান সদা বিশ্বাস-
ঘাতকঃ । ১০ । অথ পঞ্চমাপন্নঃ কালে নরকমাপ্ত-
বান্ । তাস্মিন্ভাষ্ট্রে পরং দগ্নো দশবর্ধাণি পঞ্চ চ । ১১ ।
রৌরবে কুন্তীপাকে চ মহারৌরবসংজ্ঞকে । স্মৃশ্বাপি
তিলমাত্রাণি কুহা খণ্ডান্তনেকশঃ । ১২ । মুষায়াং
ধমিতো রাজস্বসিপত্রে চ দারিতঃ । শেষপাতক-
শুদ্ধার্থং ধরায়ামবতারিতঃ । ১৩ । বিধায় কার্কটং
রূপং যমেন ত্বয়ি পার্থিব । শিবস্ত সর্বো বিখ্যাতঃ
মহাকালবনোত্তমো । ১৪ । দত্তং জপ্তং কৃতং যচ্চ

অলোকসামান্য-রূপবতী প্রাণাধিকা মহিষী ছিলেন ।
তিনি অধুত নারীর মধ্যে লক্ষ্মীর আয় বিরাজ
করিতেন । নৃপতিও সর্বদা সহস্র নরপতি পরি-
বেষ্টিত থাকিতেন । একদা তিনি নির্জনে স্বপুৰোহিত
বসিষ্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে ভগবন ! কোন
ধর্ম্ম বশতঃ আমার অল্পভ্রম লক্ষ্মী ও হুঃসহ তেজ
লক্ষ হইয়াছে ? ১—৭ । বর্শিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাজন !
পুর্বে আপনি শূদ্রজাতিসমুদ্ভব এক নরপতি ছিলেন ।
বহুদোষ আপনাতে বিদ্যমান ছিল এবং এই মহি-
ষীই আপনার মহিষী ছিলেন । হে রাজন ! আপনি
হৃষ্টহৃদয়ে বহু বর্ষ বাস করিয়া ছিলেন, আপনি অত্যন্ত
ক্রোধী, পরুষভাষী, ব্রহ্মসংহারী, বেদনিন্দক, অস্বা-
পরায়ণ, ও বিশ্বাস-ঘাতক ছিলেন । অনন্তর আপনি
কালে পঞ্চম প্রাপ্ত হইয়া নরকে গমন করেন ।
তথায় পঞ্চদশ বর্ষ তাস্মিন্ভাষ্ট্রে আপনি দগ্ন হন ।
অতঃপর রৌরব, কুন্তীপাক ও মহারৌরব নামক
নরকে আপনাকে পাতিত করিয়া স্মৃশ্ব স্মৃশ্ব খণ্ড
করিয়া ছেদন করে । পরে যমদূতগণ মুষায় পাতিত
করিয়া আপনাকে ধমিত ও অসিপজবনে পাতিত
করিয়া দারিত করে । অনন্তর পাতকশেষের
শুদ্ধির নিমিত্ত যম কর্ত্তক আপনি কৰ্কটরূপে
ধরাতলস্থ মহাকালবনমধ্যগত বিখ্যাত শিব-সর্বো-

হতং দেবার্চনাং যৎ । সৰ্বং তদক্ষয়ং কৰ্ম তন্নিব
সরসি বিজ্ঞতম্ । ১৫ । নিষ্কিপ্তস্বঃ তদা তেন ভাবি
পুণ্যেন কৰ্মণা । তত্র স্থিতস্বঃ ভূপাল বর্ষণাং পঞ্চক
তথা । ১৬ । কদাচিত্তৌরভূমাং স্ব গতঃ সংক্রৌড়িতু
শনৈঃ । সমীক্ষ্য তত্র কাকেন ধূয়া চঞ্চুপুটেন চ । ১৭ ।
আকাশমার্গং চোড্ডীনঃ স স্বয়া তাড়িতো ভূশম্
অন্তীক্সপাঠৈশ্চরনৈস্তাড়িতো ব্যথিতস্তদা । ১৮ ।
মুক্তস্বঃ চঞ্চুপুটতো বায়ুপৈনাকুলেন তু । স্বর্গদ্বারম্
পূর্বে তু দেব্যাগারে সুপুণ্যদে । ১৯ । শিবম্
কিপ্তস্বঃ শীঘ্রং চক্ষাক্ষেপপ্রপীড়িতঃ । যুতোহপি
সন্নিবো তত্র দেবম্ পরমেষ্ঠিনঃ । ২০ । বিমুচ্য
দেহং তজ্জীর্ণং যাবতং কাকটং পুরা । তৎক্ষণাদিব্য-
দেহশ্চ দিব্যাতরনভূষিতঃ । ২১ । তস্মাৎ লিঙ্গম্
মাহাত্ম্যাদুহা বিদ্যাধরেশ্বরঃ । কামগেন বিমানেন
পূজ্যমানো গণেশ্বরৈঃ । ২২ । স্বর্গে ব্রজংস্বঃ সম্পৃষ্ট
সুরসজ্জৈশ্চ সাদরম্ । কোহয়ং মহাত্মা যুদিতো যাতি
দিব্যপথোহস্বরায় । ২৩ । ততো রুদ্রগণৈঃ সৰ্বং
সুরাণাং কথিতং পুরা । বৃন্তাস্তং বিস্তরাৎ সৰ্বং

বরে পাতিত হন । এই স্থানে যাহা কিছু দত্ত, জপ্ত,
কৃত ও হৃত হয়, এতৎসমস্ত এবং দেবার্চনাং
অক্ষয় হইয়া থাকে । হে ভূপাল ! আপনি পূর্বপুণ্যের
কলে এই স্থানে নিষ্কিপ্ত হইয়া পঞ্চ বর্ষ কাল অব-
স্থান করেন । এই সময় একদিন আপনি তীর
ভূমিতে ক্রৌড়া করিতে যান । তাহা দেখিয়া এক কাক
আপনাকে চঞ্চুপুটে ধারণ করিয়া আকাশমার্গে
উড্ডীন হয় । আপনি আপনার ত স্ক চরণ দ্বারা
তখন কাককে তাড়িত করেন । কাক অত্যন্ত
পীড়িত হইয়া স্বর্গদ্বারের পূর্বে পুণ্যদায়ক দেবী-
আগারে শিব-সম্মুখে আপনাকে ক্ষেপণ করে ।
আপনি কাক-চঞ্চুমুক্ত হইয়া এই স্থানে পতিত
হন এবং স্বীয় কাকটদেহ পরিত্যাগ করেন ।
তাহার কলে তৎক্ষণাৎ আপনি দিব্য দেহ
ধারণ ও দিব্যাতরন ভূষিত হইয়া বিদ্যাধরে-
শ্বররূপে কামগ বিমানে আরোহণপূর্বক স্বর্গে গমন
করিতে লাগিলেন । এই সময় গণেশ্বরগণ আপ-
নার স্তব করি ত লাগিল । তাহারা ঐরূপ
স্তব করতে থাকিলে, সুরগণ তাহাদিগকে
জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে ওই মহাত্মা অস্বরতলে
দিব্য পথে গমন করিতেছেন ? তখন তাহারা
লিঙ্গপ্রভাবে আপনার কাকটবিমুক্তি বৃন্তাস্ত
সমস্ত বর্ণন করিল এবং বলিল,—হে দেবগণ !

কাকটবিমোচনম্ । ২৪ । তস্মাৎ লিঙ্গম্ দেবেশঃ
প্রভাবোহয়মুপস্থিতঃ । দেবৈঃ প্রোক্তঞ্চ সহসা
লিঙ্গম্ প্রভাবতঃ । ২৫ । কাকটীযোনিমুক্তম্
প্রাপ্তং স্বর্গমুখং যতঃ । কাকটেশ্বরনামায়মতো লোকে
ভবিষ্যতি । ২৬ । তদাপ্রভৃতি দেবোহয়ং কাকটে-
শ্বরসংজ্ঞকঃ । স্বয়া স্বর্গে মহাভোগা ভূক্তা রাজন্
যথেষ্টয়া । ২৭ । আগতোহসি পুনর্ভূমৌ লঙ্কঃ
রাজ্যমকটকম্ । তস্মাৎ লিঙ্গম্ মাহাত্ম্যাজ্জাতং সৰ্বং
তবানু । ২৮ । তস্মাৎ পার্থিব ভূয়স্বঃ লিঙ্গমাত্রা-
ধয় কৃতম্ । জাতিশ্রবণমাপনো বশিষ্ঠবচনাতদা ।
২৯ । পূর্বং কৰ্ম্ম স্মৃতং তেন স্বকীয়ং পার্থিবেন
তু । পুনর্গত্বা চ তল্লিঙ্গং পূজয়ামাস যত্নতঃ । ৩০ ।
তন্নিগ্নিঙ্গে লয়ং প্রাপ্তঃ স্বশরীরেণ পার্শ্বতি । যে-
হর্চয়ন্তি সদা তক্ত্যা কাকটেশ্বরসংজ্ঞকম্ । ভূক্তা
ভোগাংশ্চিরং ভূমৌ তে যাতি পরমাং গতিম্ । ৩১ ।
নিয়মেন প্রপশুন্তি যে দেবঃ কাকটেশ্বরম্ । অষ্টম্যাং
বা চতুর্দশ্যাং তেষাং পুণ্যকলং শৃণু । ৩২ । স্বর্ঘ্য-
দাপ্তিপ্রতিকাশৈবিমানেঃ সৰ্বকামিকৈঃ । যত্না মম
পুরং যাতি ॥ ত্রিসপ্তকুলসংযুতাঃ । ৩৩ । তত্র দিব্যে-

সেই লিঙ্গের প্রভাব এই উপস্থিত হইয়াছে । দেব-
গণ সহসা বলিলেন,—কি, ইহা লিঙ্গের প্রভাব !
ইনি লিঙ্গপ্রভাবে কাকটীযোনি হইতে মুক্তিলাভ
করিয়াছেন । অতএব এই লিঙ্গ লোকে কাকটেশ্বর
নামে বিখ্যাত হইব । তদবধি এই লিঙ্গ কাকটে-
শ্বর নামে অভিহিত হইয়াছেন । আর আপনি
স্বর্গে মহাভোগ ভোগ করিয়া পুনরায় ভূতলে আগ-
মনপূর্বক লিঙ্গটিকে রাজ্য ভোগ করিতেছেন ।
সেই লিঙ্গের প্রভাবেই অধুনা আপনার এই সমস্ত
ঐশ্বর্য সজ্জাটিত হইয়াছে । হে নৃপতে ! অতএব
আপনি পুনরায় ঐ লিঙ্গে আরাধনা করুন ।
বশিষ্ঠবাক্যে নৃপাত তখন জাতিশ্রবণ লাভ
করিয়া স্বীয় পূর্বচরিত্র অবগত হইলেন ।
এবং পুনরায় মহাকালবনে গমন করিয়া সেই
লিঙ্গের অর্চনা করিয়া স্বীয় শরীরের সহিত ঐ
লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইলেন । হে পার্শ্বতি ! যাহারা
ঐ লিঙ্গ অর্চনা করে, তাহারা ভূতলে সুচিরকাল
ভোগ উপভোগকরতঃ শেষে পরম গতি লাভ রিয়া
থাকে । ১—৩১ । যাহারা অষ্টমী বা চতুর্দশী তিথিতে
নিয়মপূর্বক কাকটেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহাদের
পুণ্য-কল শ্রবণ কর,—তাহারা দেহান্তে স্বর্ঘ্যসঙ্কাশ
সার্বকামিক বিমানে আরোহণপূর্বক একবিশতি

বংশভোগৈঃ স্ত্রীসহশ্রৈর্মনোরমৈঃ । কল্পকোটিশত-
দেবি সেব্যমানা বসন্তি হি ॥ ৩৪ ॥ তদন্তে বিষ্ণু-
ভবনে তাবৎকালঞ্চ সন্তি হি । বৈকবৈবিবিধৈ-
র্ভোগৈঃ স্ত্রীসহশ্রৈশ্চ সেবিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ বিষ্ণুলোকাৎ-
ব্রহ্মলোকং সম্প্রাপ্য মুদিতাঃ পুনঃ । ভোগান্নান-
াবধান ভুক্তা ততো যা স্ত পরং পদম্ ॥ ৩৬ ॥ দশাশ্ব-
মেধৈর্ঘণ্যং তৎফলং তীর্থযাত্রয়া । কর্কটেশ্বর-
দেবস্ত মেঘনাদেশ্বরং শৃণু ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কর্কটেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীহর উবাচ । মেঘনাদেশ্বরং দেবি ত্রয়োবিংশ-
তিমং শৃণু । বস্ত দর্শনমাত্রেণ প্রাপ্যন্তে সর্ব-
সিদ্ধিযঃ ॥ ১ ॥ রাজমুলা মহাদেবি যোগক্ষেমাঃ
সুপ্রসূতাঃ । প্রজাশ্চ ব্যাধয়শ্চৈব মরণঞ্চ ভয়ানি চ ॥
২ ॥ রাজা কৃতং তথা ত্রেতা দ্বাপরশ্চ তথা কলিঃ ।

কুলের সহিত মদীয় লোকে গমন করিয়া থাকে ।
স্বাধীন গমন করার পর তাহার সহস্র সংখ্যক
মনোরমা নারী কর্তৃক কল্পকোটিশত কাল যাবৎ

সংরত থাকে । অতঃপর তাহার বিষ্ণুলোকে
গমনপূর্বক তাবৎকাল বাস করত বিবিধ বৈকবভোগ
কাল দ্বারা সহস্র সুবর্তী কর্তৃক সেবিত হইয়া সেখান
হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করে । সেখানে গমন করিয়া
বিবিধ ভোগ ভোগ করত পরে পরমপদ লাভ
করিতা থাকে । কর্কটেশ্বর তীর্গ যাত্রা করিলে দশা-
শ্বমেধে যে পুণ্য হয়, তাহা লাভ করা যায় । অতঃপর
মেঘনাদেশ্বর-লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর ॥ ৩২—৩৭ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২২ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

শ্রীহর বলিলেন,—হে দেবি ! ঋতুর দর্শন-
মাত্রে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়, সেই ত্রয়োবিংশতিতম
মেঘনাদেশ্বর-লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । হে মহা-
দেবি ! যোগক্ষেম সুপ্রসূতি, প্রজা, ব্যাধি, মরণ, ও
ভয়, এ সমস্তেরই কারণ রাজা ! রাজাই নত,

রাজমুলানি সর্বাণি রাজা ধর্ম্যস্ত কারণম্ ॥ ৩ ॥ রাজা
বভূব লোকেহস্মিন্ মদাক্ষো নাম পার্শ্বতি । অহ-
ঙ্কারাতো দৃষ্টো দেবব্রাহ্মণকণ্টকঃ ॥ ৪ ॥ কলি-
দ্বাপরয়োঃ সঙ্কো তস্ত দোষাচ্চ ভামিনি । অনা-
বৃষ্টিরভূদ্বোরা লোকে দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ৫ ॥ ন
ববর্ষ সহস্রাক্ষঃ প্রতিলোমোহতবৎ প্রভুঃ । নাদৃশ্য-
স্তাপি ব্রাহ্মণে কুত এবাব্রজাতয়ঃ ॥ ৬ ॥ নদ্যঃ
সংক্ষিপ্ততোয়ৈঃ কচিদন্তর্হিতাস্তদা । নিবৃত্তযজ্ঞ-
স্বাধ্যায় নির্যবচ্চকারমঙ্গলাঃ ॥ ৭ ॥ উচ্ছিন্নকৃষি-
গোরক্ষা নিবৃত্তবিপণাস্তথা । অস্থিকালসঙ্কীর্ণা
হাহাভূতনরাকুলাঃ ॥ ৮ ॥ শূন্যভূমিগরা দক্ষগ্রাম-
নিবেশিনঃ । গোহজাশ্বমহিষহীন ভক্ষ্যমাণাঃ
পরস্পরম্ ॥ ৯ ॥ আশ্রমান সম্প্রিত্যজ্য পর্য-
ধাবগ্নিতস্ততঃ । ব্রাহ্মণা দুঃখবহলা মৃত্যু নষ্টাশ্চ
পার্ষ্বতি ॥ ১০ ॥ সৃষ্টিকুলিতা সর্বা জন্মমা স্বাব-
রাগিণা । এতস্মিন্নস্তরে দেবাঃ শক্রাদ্যা ভয়-
বিহ্বলাঃ ॥ ১১ ॥ শরণ্যঃ শরণং জগদুর্দেবদেবঃ
জনর্দনম্ । ক্ষীরোদস্তোতরে কূলে খেতদ্বীপঃ
মনোরমম্ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মলোকাদিভিলোকৈরনৌপম্য-

ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই যুগচতুষ্টয় । সকলেরই
মূল রাজা এবং রাজাই ধর্মের কারণ । হে দেবি !
এইলোকে রাজগণ সময়ে সময়ে মদাক্ষ, অহঙ্কারী,
দৃষ্ট, ও বেদ-ব্রাহ্মণ-কণ্টক হইয়া থাকে । হে দেবি !
একদা কলি ও দ্বাপরের সন্ধিসময়ে রাজদোষে মহতী
দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি সঙ্ঘটিত হয় । তখন দেবেশ
প্রতিকূলবর্তী হইয়া বর্ষণ করিতেন না । ব্রাহ্মণে
কোথাও মেঘ দৃষ্ট হইত না । তাহাতে নদী সকল
সংক্ষিপ্তস্রোতা এবং কাঁচৎ অস্থহিত হইল । যজ্ঞ,
স্বাধ্যায়, বনচ্চার, মঙ্গল, কৃষি, গোরক্ষা ও বিপণি,
সমুদয় তখন পৃথিবী হইতে অস্থহিত হইল । নর-
গণ অস্থি-চর্ম্মসার হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল ।
নগর সকল শূন্য হইল । গ্রাম ও উপনিবেশ-সমুদয়
দক্ষ হইল । গো, অশ্ব ও মহিষ সকল পরস্পর
পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতে
লাগিল । ব্রাহ্মণগণ কেহ কেহ অতি দুঃখে আশ্রম
পরিভ্রমণ করিয়া পলায়ন করিলেন এবং কেহ
কেহ বিনষ্ট হইলেন । ১—১০ এইরূপে সচরাচর সৃষ্টি
উন্মূলিত হইতে লাগিল । এই সময় শক্রাদি
দেবগণ ভয়-বিহ্বল হইয়া শরণ্য দেবদেব
জনর্দনের শরণ গ্রহণ করিলেন । ক্ষীরোদের
উত্তরকূলে ননোহর খেতদ্বীপ । ব্রহ্মলোকাদি

গুণঃ শুভম্ । সদানন্দকরং শাস্ত্রং স্বর্ঘ্যকোটিসম-
প্রভম্ ॥ ১৩ ॥ স্বেচ্ছাকল্পিতবিভাসপ্রাসাদশয়-
নাসনম্ । বজ্রেন্দ্রনীলবৈদূর্য্যচন্দ্রকান্তাদিদীপিতম্ ॥
১৪ ॥ জরায়ুত্যাভয়োপেতসর্বব্যাবিববজ্জিতম্ ।
তস্মিন্ দ্বীপে ততো দেবি স্বর্ঘ্যকোটিসমপ্রভম্ ।
সাপ্তাঙ্গাং প্রণতিং কৃতা তে দেবাঃ স্ততিমক্ৰবন্ ॥ ১৫ ॥
ভবান্ ব্রহ্মা চ ক্রুদ্ভ্য চ মহেন্দ্রো দেবসন্তমঃ ।
কর্তা বিকর্তা চ লোকানাং প্রভবোহব্যয়ঃ ॥ ১৬ ॥
এবং চ সত্যং পরমং তপশ্চ পরমং তথা । পবিত্রং
পরমং মার্গং যজ্ঞস্ত্বং পরমং প্রভো ॥ ১৭ ॥ পরং
হৌত্রং পরং ধাম হ্যামাহুঃ পুরুষং পরম্ । এবং
স্তুতস্তদা তৈস্ত দেবদেবো বরাননে ॥ ১৮ ॥ প্রাহ
দেবাঃ স্তুতঃ কৃষ্ণঃ কিং করোমাদা বঃ ১৯ ॥
বিজ্ঞপ্তস্তৈর্হরির্দেবো হৃনাপৃষ্ঠ্যা প্রপীড়িতঃ ॥ ২০ ॥
উপায়ঃ কথ্যতাং দেব তুষ্টিপুষ্টির্থতা ভবেৎ ।
ধ্যানেন চিন্তয়িত্বা চ কথয়ামাস কেশবঃ ॥ ২১ ॥
গচ্ছধ্বং ত্রিদেশাঃ সর্বৈ মহাকালবনে শুভে ।
লিঙ্গং বৃষ্টিকরং তত্র পুরা মেঘৈঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২২ ॥
মেঘা বৃষ্টিকরাঃ সর্বৈ স্তস্মি লিঙ্গে চ সন্তি দেব !
তস্ম লিঙ্গস্য

মাহাত্ম্যাদবৃষ্টিরেব ভবিষ্যতি ॥ ২২ ॥ প্রতীহারেণরা-
দেবাদীশানে বিদ্যতে সুরাঃ । তস্ম তদ্বচনং
শ্রুত্বা বাসুদেবস্য উপাস্তি ॥ ২৩ ॥ মহাকালবনে
প্রাপ্তা যদ্রাস্তে লিঙ্গমুত্তমম্ । তুষ্টিবুঃ পরয়া ভক্ত্যা
দৃষ্টা দেবঃ মনোরমম্ ॥ ২৪ ॥ নমস্তেহস্ত মহেশায়
নমোহনন্তায় মানিনে । নমস্তেজসমূর্ত্যায় নমঃ
সৌন্দর্য্যশালিনে ॥ ২৫ ॥ নমো যোগায় বেদায় নমঃ
পিঙ্গজটায় তে । অনন্তজ্ঞানদেহায় নমঃ ঈশ্বর-
মূর্তয়ে ॥ ২৬ ॥ নমঃ শুভ্রাট্টহাসায় নমস্তেহস্ত
শিখাণ্ডনে । শঙ্করায় নমস্তেহস্ত নমস্তেহস্ত
পিনাকিনে ॥ ২৭ ॥ নমোহস্তকায় ভব্যায় ত্র্যম্বকায়
তে নমঃ । নমস্তে বহুরূপায় নমস্তেহচিন্ত্যামূর্তয়ে ।
নমো যোগশরীরায় নমস্তে সর্ব সর্বদা । নষ্টং
দেব জগৎসর্বমনারূঢ়্যা প্রপীড়িতম্ ॥ ২৮ ॥
সুপৃষ্ঠ্যা দেবদেবেশ পাহি নঃ শরণাগতান্ । এতস্মিন্ন-
স্তরে মেঘা পাক্ষণাক্ষারবর্চসঃ ॥ ২৯ ॥ লিঙ্গমধ্যাৎ
সমুত্তস্যাদয়ঃ নভস্তলম্ । অস্তোত্তবেগাভিহতা
বরষভূতলে তদা ॥ ৩০ ॥ জাতং বিনিপ্প্রভং সর্বং
ন প্রাজ্ঞাত কিঞ্চন । তিমিরোধপারিক্ষিতা রেজুচাখ

লোকসমূহ তাহার উপমাস্থানীয় নহে । ঐ
দ্বীপ মঙ্গলময়, সদানন্দকর ও কোটিস্থানা-
নিভ । স্বেতদ্বীপের প্রাসাদ-শয়নাসনাদি স্বেচ্ছা-
কল্পিত । সেই দ্বীপ বজ্র, ইন্দ্রনীল ও চন্দ্রকান্ত
মণিনিচয় দ্বারা প্রদীপিত । সেখানে জরা ও মৃত্যু-
ভয় নাই এবং ব্যাধিভয়ও তথায় বিরল । হে
দেবি ! ঐ স্বর্ঘ্যসঙ্কাশ দ্বীপে দেবগণ উপাস্ত
হইয়া জনাদিনকে সাপ্তাঙ্গ প্রণতিপূর্ব্বক এই বালিকা
স্তব করিতে লাগিলেন,—হে দেব ! আপনি ব্রহ্মা,
ক্রুদ্ভ, মহেন্দ্র, দেবসন্তম, কর্তা, বিকর্তা, লোকপ্রভব,
অব্যয়, সত্য, পরম তপ, পবিত্র পরম মার্গ, যজ্ঞ,
পরম হৌত্র, এবং পরম ধাম । হে দেবি ! জনা-
দিন তখন এইরূপে স্তুত হইয়া বলিলেন,—হে সুর-
গণ ! আমি তোমাদের কি উপকার করিব—তাহা
বল ? তখন দেবগণ বলিলেন,—হে দেব ! আমরা
অনারূষ্টি দ্বারা পীড়িত হইতেছি । আপনি ইহার
প্রতিকার করুন । এবং যাহাতে আমাদের তুষ্টি
ও পুষ্টি হয়, তাহা বলুন । জনাদিন তখন ব্যানাব-
লম্বনে চিন্তিত হইয়া বলিলেন,—হে দেবগণ !
তোমরা শুভ মহাকালবনে গমন কর । পূর্বে
ঐ স্থানে মেঘকর্তৃক বৃষ্টিদায়ক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়া-
ছিল । ঐ লিঙ্গে বিষ্টিপ্রদায়ক মেঘ সকল বিরাজি-

আছে । ঐ লিঙ্গমাহাত্ম্যোৎপত্তি হইবে ১১—২২ । ঐ
লিঙ্গ প্রতীহারেণর লিঙ্গের ঈশানকোণে অবস্থিত ।
হে পাদাত ! সুরগণ তখন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ
করিয়া মহাকালবনে—যেখানে লিঙ্গ বিরাজ
করিতেছেন, সেই স্থানে উপাস্ত হইয়া দেবদর্শন-
পূর্ব্বক ভক্তিমত্বকাবে এই বলিয়া স্তব করিতে লাগি-
লেন,—হে মহেশ, অনন্ত, মানাবারিন, তেজো-
মূর্ত্তে, সৌন্দর্য্যশালিন ! আপনাকে নমস্কার । হে
দেব ! আপনি যোগ, বেদ, পিঙ্গজট, অনন্তজ্ঞান-
দেহ, ও ঈশ্বরমূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার । হে দেব !
আপনি শুভ্রাট্টহাস, শিখাণ্ড, শঙ্কর ও পিনাকী,
আপনাকে নমস্কার । হে দেব ! আপনি অনন্ত
ভব্য, ত্র্যম্বক, বহুরূপ, অচিন্ত্যামূর্ত্তি, ও যোগশরীর,
আপনাকে ভূয়োভূয় নমস্কার । হে দেব ! অনা-
রূষ্টিতে এই জগৎ প্রপীড়িত হইতেছে ; আপনি
সুপৃষ্ঠ দ্বারা এই শরণাগত জনগণকে পালন করুন ।
এইদপ স্তব করিতে থাকিলে ঐ লিঙ্গ মধ্য
হইতে পাক্ষণাক্ষারসদৃশ মেঘনিচয় উদ্ভিত হইয়া
গম্ভীরগজ্জনে নভস্তল মিনাদিত করিতে
লাগিল এবং পরস্পরের বেগে পরস্পর
অভিহত হইয়া ভূতলে বর্ষণ করিতে লাগিল ।
তখন সমস্ত নিপ্প্রভ হইয়া পড়িল ; কিছুই দৃষ্ট

দিশো দশ । ৩২ । তে ওস্ত দেবদেবস্ত মাহাত্ম্যেন
প্রতোষিতাঃ । দেবাঃ প্রীতিং পরাং জঘুঃ সর্বে-
হমৃতমিবোক্তমাঃ । ৩৩ । ততস্তমঃ সংহরন্তো
বিনেতুশ্চ বলাহকাঃ । প্রববুঃ শীতলা বাতাঃ
প্রশান্তাশ্চ দিশো দশ । ৩৪ । শুদ্ধপ্রভাণি জ্যোতীঃষি
সোমঃ চকুঃ প্রদক্ষিণাম্ । অবিগ্রহঃ গ্রহাশ্চকুঃ
প্রশান্তাশ্চাপি সিদ্ধবঃ । ৩৫ । মহর্ষয়ো বিশোকাস্চ
গন্ধর্বাশ্চ কলং জঘুঃ । অভুং সৃষ্টিঃ পুনঃ সর্বা
লিঙ্গস্তাস্ত্ৰ প্রভাবতঃ । ৩৬ । সুরৈঃ সম্পূজা
ভক্ত্যা তে চকুর্নাম যথার্থতঃ । অস্ত্ৰ লিঙ্গস্ত
মাহাত্ম্যং দৃষ্ট্বা প্রীতাঃ সুরা বহু । ৩৭ । মেঘনাদে-
শ্বরঃ নাম ভবিষ্যত্যস্ত সর্বতঃ । মেঘনাদেশ্বরা-
খ্যানং যয়া তে কথিতং প্রিয়ে । ৩৮ । ভবিষ্যন্তি
নরা ভূমৌ কৃতার্থাস্ত্ৰ প্রভাবতঃ । দর্শনাদস্ত
লিঙ্গস্ত কামরূপ্তির্ভবিষ্যতি । ৩৯ । কল্পকোটিসহ-
স্রাণি কল্পকোটিশতানি চ । কুর্ষলিঙ্গস্ত্র পুনঃ
কুডলোকে মহীয়তে । ৪০ । প্রভাবঃ পর্যাতে যত্র
মেঘনাদস্ত পার্বতি । অতিরূপ্তিঃ চ ব ভলো ভবি-
ষ্যতি চ ভূতলে । ৪১ ।

ইতি শ্রীকান্দে মেঘনাদেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ । ২৩ ।

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । মহানয়ঃ মহাভাগে চতুর্বিংশ-
তিকং শুভম্ । ব্রহ্মাদিস্তদপৰ্য্যন্তং ত্রৈলোক্যং
সচরাচরম্ । ১ । উৎপাদিতং ধৃতং ব্যাপ্তং ত্রয়া
দেব ময়া কৃতম্ । ত্রয়েকেন বিশুদ্ধেন সর্বেগেন
মহাত্মনা । ২ । অত্যাখ্যঃ মুনয়ঃ সর্বে মুদিতা
মোনি নোহব্যয়াঃ । বদন্ত কারণং চাস্ত ত্রৈলোক্যস্ত
মহেশ্বর । ৩ । ত্রয়া সর্বমিদং সৃষ্টং ত্রৈলোক্যং
ভূভুবাদিকম্ । উৎপাদ্যমানমুৎপন্নং প্রলীয়চ্চ
সহস্রশঃ । ৪ । দেবদানবগন্ধর্বাশ্চ মুনিচারণভোগি-
নাম্ । উৎপত্তিস্থিতিসংহারাস্ত্রয়া দৃষ্টা মুহূর্মুহঃ । ৫ ।
জগচ্চরাচরং দেব কুত্র স্থিতা সৃজন্তলম্ । লীলয়া
সংহরন্তোহুৎ প্রসাদাদকুমর্হসি । ৬ । কোহসৌ
মহানয়ো রৌদ্রগ্রহকৃপী বাবস্থিতঃ । যস্মিন ধৃতং
ত্রয়া সর্বা ত্রৈলোক্যাঃ ভূভুবাদিকম্ । ৭ । ইতি

উৎপত্তিঃ । যেখানে মেঘনাদলিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্তিত
হয়, সেখানে অতিরূপ্তি হইয়া থাকে । ২৩—৪১ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

হইল না । তিমির-লিঙ্গ হইয়াই যেন শ-
দিক্ অন্ধকার হইয়া আসিল ! তখন দেবগণ লিঙ্গ-
মাহাত্ম্যে তোসিত হইয়া অমৃতবৎ প্রীতি লাভ করি-
লেন । অনন্তর বলাহকনিচয় তম, সংহার করত
বিনাশ প্রাপ্ত হইলে তখন শীতল বায়ু প্রবাহিত
হইল । জ্যোতিষ্কগণ বিমলপ্রভ হইয়া নিশানাথকে
প্রদক্ষিণ করিল । গ্রহগণ অবিগ্রহ ও সিদ্ধ প্রশান্ত
হইল । মহর্ষিগণ শোক-শূন্য ও গন্ধর্বাগণ কলস্বরে
গান তৎপর লাগিল । লিঙ্গপ্রভাবে পুনরায় সৃষ্টি
হইল । সুরগণ অর্চনাপূর্বক তাঁহার নাম করণ
করিলেন । তাঁহার লিঙ্গমাহাত্ম্য দর্শনপূর্বক প্রীত
হইয়া লিঙ্গকে মেঘনাদেশ্বর নাম প্রদান করিলেন ।
হে প্রিয়ে ! এই আমি তোমার নিকট মেঘনাদেশ্বরের
আখ্যান কীর্তন করিলাম । লিঙ্গপ্রভাবে ভূতলে
নরগণ কৃতার্থ হইল । ঐ লিঙ্গ দর্শন করিবামাত্র
কল্পকোটী সহস্র বৎসর এবং কল্পকোটী-শতবৎসর
যথেষ্ট রূপ্তি হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি ঐ লিঙ্গকে
মান করায়, সে কুডলোকে পূজিত হইয়া থাকে ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহাভাগে ! মহানেশ্বর
নামক চতুর্বিংশতিতম লিঙ্গের বিবরণ শ্রবণ কর ।
হে দেবি ! তুমি আমার পূর্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে
যে, হে দেব ! আমি শুনিয়াছি যে, আপনিই বিশুদ্ধ
সংসার ও মহান আত্মা ; আপনি ব্রহ্মাদিস্তদাদি পর্য্যন্ত
সচরাচর জগৎ উৎপাদন করেন, আপনিই ধারণ
করেন এবং আপনিই এই ত্রৈলোক্যে ব্যাপ্ত
থাকেন । হে মহেশ্বর । মুনিগণ আপনাকেই এই
ত্রৈলোক্যের কারণ বলিয়া থাকেন । হে দেব !
আপনিই ভূভুবাদি এই সমুদয় ত্রৈলোক্য সৃষ্টি
করিয়াছেন এবং আপনাতেই সমগ্র বিশ্ব উৎপাদ্যমান
হইতেছে ও হইয়া থাকে, আবার আপনাতেই ইহা
প্রলীন হয় । দেব দানব, গন্ধর্ব্ব, মুনি, চারণ ও
ভোগী, এতৎসমুদয়েরই উৎপত্তি, স্থিতি, লয়,
মুহূর্মুহ আপনাতেই হইয়া থাকে । হে দেব !
আপনি কোথায় অবস্থিত থাকিয়া এই চরাচর জগৎ
সৃজন ও সংহার করিতে সমর্থ হন ? অনুরূপপূর্বক
আপনি তাহা বলুন । ১—৬ হে দেব ! যাইতে আপনি
এই ভূভুবাদি ত্রৈলোক্য নিহিত রাখিয়াছেন, সেই

পৃষ্ঠস্থয়া দেবি ময়া তে কাথিতং পুরা। ইদানীং
কথয়িষ্যামি। শৃণুশ্চৈকাগ্রমানসা ॥ ৮ ॥ পৃথিব্যাদীনি
ভূতানি মহাকালবনে প্রিয়ে। ধূতানি প্রলয়স্থাস্তে
একোদেশে মহালয়ে ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মলোকাদিভিলোকৈ-
রনোপম্যগুণঃ শুভম্। স্থানং মহালয়ং তত্র
মমানন্দকরং পরম্ ॥ ১০ ॥ পরং ব্রহ্মময়ং লিঙ্গং
তত্র তিষ্ঠতি সর্বদা। তস্য লিঙ্গস্য মধ্যে তু ধূতং
কুৎসং চরাচরম্ ॥ ১১ ॥ তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা
বিষ্ণুস্তত্রৈব সংস্থিতঃ। লিঙ্গস্তাত্ম্যত্রে দেবি
সর্বমেবাধিতিষ্ঠতি। তস্মাল্লিঙ্গাৎ সগুণপন্নো মহা-
নাশ্বা মহামতিঃ ॥ ১২ ॥ ভূতাদিশ্চাপ্যহঙ্কারো
বিষ্ণুঃ শঙ্কুশ্চ পার্শ্বতঃ। বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞা ধৃতিঃ খ্যাতিঃ
স্মৃতির্লজ্জা সরস্বতী ॥ ১৩ ॥ সর্বভূতপাণিপাদং
তৎ সর্বতোহক্ষিপিরোনুখম্। সর্বভূতক্ষতিমলোকৈ-
সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥ অস্মাদ্ভূতানি লিঙ্গানি
মহাভূতানি পঞ্চ বৈ। পৃথিবী বায়ুরাকাশ
মাপো জ্যোতিঃ প্রলীয়তে ॥ ১৫ ॥ স্থলমাপ-
স্তথাকাশঃ জন্ম চাপি চতুর্বিধম্। অণু-
জোতিষজ্ঞঃ সবেদং জরায়ুজমথাপি বা ॥ ১৬ ॥

রোজ গ্রন্থরূপী মহালয় কোথায় অবস্থিত? হে
দেবি! পূর্বে তুমি আমায় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে
আমি তোমায় যাহা বলিয়াছিলাম, ইদানীং তাহা
বলিতেছি, একাগ্রমনে শ্রবণ কর,—হে প্রিয়ে! প্রলয়
কালে আমি পৃথিব্যাदि ভূত সকল মহাকালবনস্থ
মহালয়ের একদেশে ধারণ করিয়া রাখি। এই
স্থান ব্রহ্মলোকাদি হইতেও উৎকৃষ্ট গুণ-সম্পন্ন এবং
মমানন্দকর। এই স্থানে পরম ব্রহ্মময় লিঙ্গ বিরাজিত।
এ লিঙ্গমধ্যে সমস্ত চরাচর ধূত হইবে। এই লিঙ্গেই
ব্রহ্মাদি দেবগণ ও বিষ্ণু অবস্থিত আছেন। হে দেবি!
লিঙ্গ মধ্যেই সমস্ত বিরাজিত। এই লিঙ্গ হইতেই
মহামতি মহান্ আশ্বা উৎপন্ন হইয়াছেন এবং উহা
হইতেই ভূতাদি, অহঙ্কার, বিষ্ণু, শঙ্কু, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা,
ধৃতি, খ্যাতি, স্মৃতি, লজ্জা, সরস্বতী উৎপন্ন
হইয়াছেন। এই লিঙ্গের চতুর্দিকেই পাণি-পাদ
এবং চতুর্দিকেই অক্ষি, শির, মুখ, বিদ্যমান!

লিঙ্গের সর্বদিকেই জ্ঞতি বিরাজিত এবং
তিনি সমস্ত জগৎ আবৃত করিয়া অবস্থিত। তাঁহা-
তেই ভূতগণ ও কারণীভূত মহাভূত—পৃথিবী, বায়ু,
আকাশ, জল ও জ্যোতি, এই সমুদয়ই প্রলীন
হইয়া থাকে। স্থল, জন, আকাশ, চতুর্বিধ
সৃষ্টি—অণুজ, উদ্ভিজ্জ, বেদজ ও জরায়ুজ প্রভৃতি,

চতুর্দী জন্মচিহ্নঃ যল্লিঙ্গেহস্মিন্বেব লক্ষ্যতে। তপঃ
কর্ম চ পুণ্যঞ্চ ব্রতং দানং তথৈব চ ॥ ১৭ ॥ রজঃ
সঙ্ঘং তমোভাবস্তস্মাল্লিঙ্গাচ্চ জায়তে। তস্মি-
ন্থচ্ছ্রুয়তে সত্যং জ্যোতির্ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১৮ ॥
অব্যক্তকারণং সূক্ষ্মং যদ্বৎসদসদাত্মকম্। সস্মাৎ
পিতামহো জজ্ঞে প্রভুরেকঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১৯ ॥ বিশ্বে-
দেবাস্তথা দিত্যা বসবোহথাশ্বিনাবপি। যক্ষাঃ
সাধ্যাঃ পিশাচাশ্চ গুহ্যকাঃ পিতরস্তথা ॥ ২০ ॥
আপো দেবোঃ পৃথিবী বায়ুরন্তরীক্ষং দিশস্তথা। সর্ব-
সরভবো মাসাঃ পক্ষাহোরাত্রয়স্তথা ॥ ২১ ॥ যচ্চা-
দপি তৎসংসং সমুৎপত্তং লোকসাম্বিকম্। যদিহ
দৃশ্যতে কিঞ্চিৎস্থাস্তে চ প্রলীয়তে ॥ ২২ ॥ অস্তা
মহানয়ো নাম বিখ্যাতো ভুবনত্রয়ে। মুক্তীশ্বরঃ
দেবশ্চ দক্ষিণে সংব্যবস্থিতঃ ॥ ২৩ ॥ যঃ পূজাত
হল্লিঙ্গং ক্রদমূর্তিঃ মহানয়ম্। তৈলোকাবজয়ী
নিত্যং কীর্তিমান স নরো ভবেৎ ॥ ২৪ ॥ মহালয়ে
শ্বরে পুণ্যে পূজিতে পরমেশ্বরে। ভক্ত্যা পবনয়া
চৈব সর্বে দেবাঃ সুপূজিতাঃ। ভবন্তীহ মহা ভাগে
যতৈস্তুরপি পূজ্যতে ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহালয়েশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

এ সমুদয়ই এই লিঙ্গে লক্ষিত হইয়া থাকে। তপ,
কর্ম, পুণ্য, ব্রত, দান, সঙ্ঘ, রজ, ইম, ওৎসবমত
এ লিঙ্গ হইতে জন্মিয়া থাকে। অতীত কাল
কারণ সদসদাত্মক পঞ্চ জ্যোতি সনাতন ব্রহ্ম —
যাহা হইতে পিতামহ ব্রহ্মা পিতৃপিতৃ জন্ম গ্রহণ
করেন, তিনিও এই লিঙ্গে উদ্ভূত হইয়া থাকেন।
বিশ্বেদেব, আদিত্য, বসু, অশ্বিনাশ্বিনাশ্বিন, মাস,
সাধ্য, পিশাচ, গুহ্যক, পিতৃগণ, জন, দিশ পৃথিবী,
বায়ু, অন্তরীক্ষ, দিক, সর্ববৎসব, মা
আহোরাত্র, এবং অস্ত্র যাহা কিছু দৃষ্ট
সমস্তই এই লিঙ্গে প্রলীন হইয়া থাকে।

এ লিঙ্গ মহালয় নামে ভুবনত্রয়ে বিখ্যাত
এই লিঙ্গ মুক্তীশ্বর দেবের দক্ষিণে এবং
যে ব্যক্তি ক্রদমূর্তি এই মহালয়ালিঙ্গের আরাধনা
করে, সে ত্রৈলোক্যবজয়ী ও কীর্তিমান হয়।
ভক্তিপূর্বক মহালয়ের লিঙ্গ পূজিত হইলে সকল
দেবতাই পূজিত হন, কারণ, দেবগণও তাহার
পূজা করিয়া থাকেন। ১—২৫।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪।

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীহর উবাচ । পঞ্চবিংশতিকং দেবং বিদ্ধি
মুক্তীধরং প্রিয়ে । যস্য দর্শনমাত্রেণ মুক্তির্ভবতি
পার্বতি । ১ । পুরা রাখন্তরে কল্পে বভূব
রজসন্তমঃ । মুক্তির্নাম মহাভাগে সংশিতায়া
জিতেন্দ্রিয়ঃ । ২ । মহাকালসমীপে তু মুক্তিলিঙ্গ-
মন্তুমম । মহাকালবনে রম্যে তত্রাস্তে যোগতৎ-
পরঃ । ৩ । ততশ্চৈবে জিতাহারো বৎসরাণি
ত্রয়োদশ । কদাচিৎ সোহভিষেকায় আজগাম
মহানদীম্ । ৪ । শিপ্রাং বিপ্রপ্রিয়াং পুণ্যং
মহাপাতকনাশিনীম্ । তত্র স্নাত্বা জপন বিপ্রো
দদর্শাত্মমগ্নতঃ । ৫ । ব্যাধঃ মহাবলুপ্পাণিঃ
রক্তনেত্রঃ স্তম্ভায়ণম্ । বদন্তঃ হস্তকামঃ বৈ
বক্লনাং জিহ্বাক্ষয়া । ৬ । তং দৃষ্ট্বা কুন্তিলে
বিপ্রো ব্রহ্মহুতা ভয়াদিত্তি । ধ্যায়ন্তারায়ণং দেবং
তস্তো তত্বেব স দ্বিজঃ । ৭ । তং দৃষ্ট্বা স্তম্ভায়ণো
ভীত ইবাগতঃ । বিহায় সশরং চাপং ততো
নচনমরবীৎ । ৮ । ব্যাধ উবাচ । হস্তমিচ্ছুরহং
ব্রহ্মণ ভগবন্তমিহাগতঃ । ইদানীং সা গতা

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

শ্রীহর বলিলেন,—হে পার্বতি! ঋত্বার দর্শন
মাত্রে সদ্য মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, আমি সেই
পঞ্চবিংশতিকং লিঙ্গ মুক্তীধর দেবের মাহাত্ম্য
কাটন করিলেছি, শ্রবণ কর,—হে দোব। পূর্বে
রাখন্তর কল্পে মুক্তির্নামক এক বিজয়ন্তম ছিলেন।
তিনি সংশিতায়া ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। রম্য
মহাকালবনে মহাকালের সমীপে মুক্তিলিঙ্গ অব-
স্থিত। ঐ মুক্তিলিঙ্গের নিকট জিতাহার বিজয়ন্তম
মুক্তি ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থাপন করেন। এক দিন তিনি
প্রানার্গ মহাপাতক নাশিনী মহানদী শিপ্রায় আগমন
করেন। তিনি স্নান ও জপ সমাপনান্তে এক
আরক্তনেত্র ভাষণ ধলুপ্পাণি ব্যাধকে নিরীক্ষণ
করিলেন। ঐ ব্যাধ ক্ষলল,—আমি বক্লনের
নিমিত্ত তোমাকে নিহত করিব। বিপ্র তখন ঐ
ব্রহ্মঘাতী ব্যাধের ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া সতয়ে
নারায়ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ব্যাধ তখন
সম্মুখে বিপ্রা গুহ্য হরিকে দর্শন করিয়া সশর ধলু
পরিভাগপূর্বক বলিল,—হে ব্রহ্মণ! আমি
অপনাকে নিহত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম।

বুদ্ধিভাং দৃষ্টেব মহাপ্রভম্ । ৯ । ব্রাহ্মণানাং
সহস্রাণি স্ত্রীণামযুতশস্তথা । নিহতানি ময়া ব্রহ্মণ
বৃন্তিহেতোঃ কুটুম্বিনা । ১০ । ন চ মে ব্যথিতং
চিত্তং কদাচিদপি জায়তে । ইদানীং তৎপুমিচ্ছামি
তপোহহং তৎসমীপতঃ । ১১ । উপদেশপ্রদানেন
প্রসাদং কর্তুমর্হসি । এবমুক্তো হসো বিপ্রো
নোত্তরং প্রত্যপদ্যত । ১২ । ব্রহ্মহা পাপকণ্ঠেতি
মহা ব্রাহ্মণপুঙ্গবঃ । অমুক্তোহপি সধর্ম্ম
বান্দন্তত্বেব তস্থিবান্ । ১৩ । স্নাত্বা সদ্যঃ
সমাস্নাতো মুক্তিলিঙ্গসমীপতঃ । দ্বিজেন সহিতো
দেবি দৃষ্ট্বা দেবং স্নাতনম্ । ১৪ । তৎক্ষণা-
দিবাদেহস্ত তস্মি লিঙ্গে লয়ং গতঃ । দৃষ্ট্বা
তন্মহাদার্চ্যং মুক্তিবিপ্রো নিজাস্তরে । চিন্তয়ামাস
সহসা মুক্তিং প্রাপ্তা বরাননে । ১৫ । ব্যাধেন
পাপযুক্তেন সমাধিরহিতেন চ । ময়া পুনঃ সমাচরণং
তপঃ পরমদুষ্করম্ । ১৬ । ন প্রাপ্তা পরমা
মুক্তির্মুক্তির্নৈব চ লভ্যতে । এবং স চিন্তয়িত্বাথ
বৈরাগ্যদ্বাঙ্গণবতঃ । অন্তর্জলগতো ভূত্বা চচার
বিপুলং তপঃ । ১৭ । কশ্চিৎকথং কালম্ভ তাং

অধুনা আপনাকে মহাপ্রভ দর্শন করায় আমার
জ্ঞান জন্মিল। হে ব্রহ্মণ। আমি কুটুম্ব প্রতি-
পালনের জন্য সহস্র ব্রাহ্মণ ও অযুত স্ত্রী নিহত
করিয়াছি। কিন্তু কখনও আমার চিত্ত ব্যথিত হয়
নাই, আজ আপনাকে দর্শন করিয়া আপনার নিকট
আমার তপস্যা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। উপদেশ
প্রদান করিয়া আপনি আমায় দয়া করুন। ব্যাধ
এই সকল কথা বলিলেও বিপ্র উহাকে ব্রহ্মঘাতী পাপ
কন্মজ্ঞানে কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। তিনি
কোনরূপ উত্তর প্রদান না করিলেও ব্যাধ ঐ স্থানেই
উপবিষ্ট থাকিল এবং ক্ষণকাল পরে সে স্নান করিয়া
আসিয়া ব্রাহ্মণের সহিত তৎ-সমীপবস্তী মুক্তি-
লিঙ্গেশ্বর দর্শন করিল। দর্শন করিবামাত্র তৎ-
ক্ষণাৎ সে দিব্যদেহ হইয়া ঐ লিঙ্গে লয়প্রাপ্ত হইল।
হে বরাননে। তখন বিপ্র আশ্চর্য-জনক মুক্তি-
প্রাপ্তি দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন,—এই ব্যাধ পাপী
ও সমাধি-রহিত হইয়া মুক্তিলাভ করিল। আর
আমি পরম দুষ্কর তপ আচরণ করিয়াছি; কিন্তু ঐরূপ
দিব্য মূর্ত্তি ও মুক্তি লাভ করিতে পারিলাম না।
এইরূপ চিন্তা করিয়া বৈরাগ্যবশতঃ ব্রাহ্মণবত জল-
মধ্যস্থ হইয়া বিপুল তপস্যা করিতে লাগিলেন। ১২-১৭।

নদীমগমং কিল । ব্যাঘ্রো বভূক্ষিতঃ সান্ধি তং
বিহন্তঃ সমুদ্যতঃ । ১৮ । অস্তর্জলচরং বিপ্রং যাবদ্যাব্য্রো
জিহ্বকতি । নমো নারায়ণায়ৈতি ভাবদ্ব্যক্যং
দ্বিজোহব্রবীৎ । ১৯ । ব্যাঘ্রোণপি ক্রতো
মজ্রোহজহাৎ প্রাণাংশ্চ তৎক্ষণাৎ । দিব্যান্বরধরো
দেবি দিব্যাভরণভূষিতঃ । দিব্যালঙ্কারশোভাঢ্যঃ
পুরুষচাতবৎ শুভঃ । ২০ । সোহব্রবীদ্যামি তং
দেশং যত্র বিষ্ণুঃ সনাতনঃ । ত্বৎপ্রসাদাদ্বিজশ্রেষ্ঠ
মুক্তা শাপান্নিরাময়ঃ । ২১ । ইত্যুক্তে ব্রাহ্মণঃ
প্রোহ কোহসি ত্বং পুরুষধ্বজ । সোহব্রবীদস্মি
রাজেন্দ্রঃ প্রতাপী পূর্ষজমনি । ২২ । দীর্ঘবাহুরিতি
খ্যাতঃ সর্ষধর্মবিশারদঃ । অহং জানামি বেদাংশ্চ
শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ । ২৩ । শুভাশুভমহং বোধি
সর্বজ্ঞোহহং মহীতলে । ব্রাহ্মণৈর্নৈব মে কার্য্যং কিং
বস্ত ব্রাহ্মণা ইতি । ২৪ । তশ্চৈকস্মিন দিনে বিপ্রাঃ
সর্বৈ ক্রোধসমম্বিতাঃ । দহুঃ শাপং দুরাধ্বং ক্রুবো
ব্যাঘ্রো ভবিষ্যতি । ২৫ । অপমানেন বিপ্রাণাং
মাংসাহারী ভয়াবহঃ । সজ্জাতোহস্মি দ্বিজশ্রেষ্ঠ

একদা এক বভূক্ষিত ব্যাঘ্র জনপানার্থ ঐ নদীতীরে
আগমন করিয়া বিপ্রকে নিহত করিবার জন্য উদ্যত
হইল । ব্যাঘ্র জলমধ্যস্থিত ব্রাহ্মণকে যেমন ধরিতে
যাইবে, অমনি ব্রাহ্মণ তখন “নমো নারায়ণায়”
এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন । ব্যাঘ্র ঐ মন্ত্র শ্রবণ
করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া
দিব্যান্বরধর দিব্যাভরণ-ভূষিত এক রমণীয়
পুরুষ মূর্তি ধারণপূর্বক বলিল, — হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ !

লাভ করিলাম, অধুনা আমি যেখানে সনাতন
বিষ্ণু বিরাজিত, সেই অনাময় লোকে গমন
করিব । ঐ পুরুষ এইকথা বলিলে তখন ব্রাহ্মণ
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পুরুষধ্বজ ! আপনি
কে ? তখন ঐ পুরুষ বলিল,—হে ব্রাহ্মণ ! আমি
পূর্ষজন্মে দীর্ঘবাহু নামে এক প্রতাপী সর্ষধর্ম-
বিশারদ রাজা ছিলাম । আমি বেদ, বিবিধ
শাস্ত্র, ও শুভাশুভ যাবতীয় বিষয় অবগত আছি,
আমাকে আপনি সর্ষজ্ঞ বলিয়া জানিবেন ।
আমার ব্রাহ্মণ দ্বারা কার্য্য নাই ; ব্রাহ্মণ অতি
কুৎসিত বস্ত । আমার এইরূপ ধারণা হইলে
তঁাহারা এক দিন ক্রোধে সম্বিত হইয়া আমায়
‘কুর ব্যাঘ্র হ’ বলিয়া শাপ প্রদান করেন ।
হে দ্বিজবর ! আমি বিপ্রাবমাননায় শাপ-

পশু কালবিপর্য্যয়ে । ২৬ । ইত্যুক্তোহহং পুরা
তৈষ ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ । ত্বর্কযৌহয়ং ময়া প্রাপ্তো
ব্রহ্মশাপো দ্বিজধ্বজ । ২৭ । ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্বৈ
প্রণিপত্য ময়া মূনে । প্রসাদিতাভূষণং বিপ্র তদা
গদগদয়া গিরা । ২৮ । জানামি তেজো বিপ্রাণাং মহা-
ভাগ্যক ধীমতাম্ । অপেষঃ সাগরঃ ক্রোধাৎ
কৃতো যৈল্লবনোদকঃ । ২৯ । তথৈব দীপ্ততপসাং
মুনীনাং ভাবিতান্বনাম্ । যেসাং ক্রোধায়িরদ্যাপি
কণ্ডকে নোপশাম্যতি । ৩০ । ব্রাহ্মণানাং পরী-
ভাবাদ্ভাতাপিচ দুরান্বনান্ । অগস্তিমুখিমাশাদ্য জীর্ণঃ
ক্রুরো মহাসুরঃ । ৩১ । সর্বভক্ষঃ কৃতো বহি-
ভৃগুণা কারণান্তরে । গৌতমেন পুরা শক্রঃ স
সহস্রভগঃ কৃতঃ । ৩২ । দশধা কেশবো
জজ্ঞে ব্রহ্মশাপাৎ সূদৃশ্তরাৎ । প্রসন্নৈর্কালখিল্যৈশ্চ
পক্ষীন্দ্রৈ গরুড়ৈঃ কৃতঃ । ৩৩ । অশ্বিনৌ দেব-
ভিসজৌ চ্যবনেন মহান্বনান্ । বিষ্টম্বয়িত্বা
কুলিশঃ কৃতো ভৌ সোমপায়িনৌ । ৩৪ । কার্ত্ত-
বীর্য্যার্জ্জুনেনৈব বাহুনাকং সহস্রকম্ । দত্তাত্রেয়-
প্রসাদেন প্রাপ্তং পরমহর্ষভম্ । ৩৫ । পুরা সেন্সা
বশিষ্ঠেন রক্ষিতাপিদিবোকসঃ । ব্রাহ্মণপ্রভবঃ

প্রভাবে ভয়াবহ মাংসাহারী হইলাম ; এখন
আমার কালবিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে । হে
দ্বিজধ্বজ ! আমি পূর্বে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ
কণ্ডক এইরূপ ত্বর্কণ শাপ প্রাপ্ত হইয়া প্রণাম-
পূর্বক গদগদ বাক্যে ভাগ্যদগকে প্রসাদিত
করিলাম । এজন্য আমি ধীমান বিপ্রগণের ভাগ্য
ও তেজের বিষয় অবগত আছি । তঁাহারা ক্রোধে
সাগর জল লবণাক্ত করিয়া অপেষ করিয়াছিলেন
তঁাহাদের ক্রোধায়ি অদ্যাপি কণ্ডকে বিরাজিত
রাহিয়াছে ; উপশান্ত হয় নাই । তঁাহাদের মধ্যে
মহার্ষি অগস্তি দুরান্ব ক্রুর মহাসুর বাতাপিকে
জীর্ণ করিয়াছিলেন । ভৃগু বহিকে সর্বভক্ষ
এবং গৌতম শক্রকে সহস্রভগ করেন । সূদ-
শ্বর ব্রহ্মশাপ হইতেই কেশবকে দশধা জন্মগ্রহণ
করিতে হইয়াছিল । বালখিল্যগণ প্রসন্ন হইয়া
পক্ষীন্দ্র গরুড়কে উৎপাদন করেন । মহান্বা
চ্যবন ইল্লবজকে প্রাতিহত করিয়া দেবভিষক
অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপায়ী করেন । ভগবান্
দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সহস্র বাহু
লাভ করিয়াছিলেন । ১৮—৩৫ । পূর্বে ইন্দ্রাদি দেবগণ
বসিষ্ঠ কর্ত্তক রক্ষিত হইয়াছিলেন । সোধ্য, কীর্ত্তি,

সৌখ্যং কীর্তিরাযুধশো বলম্ ॥ ৩৬ ॥ লোক-
শরশৈব সর্বে ব্রাহ্মণপূর্বকাঃ । এতে হি
সোমরাজান ঈশ্বরঃ সুখদুঃখয়োঃ ॥ ৩৭ ॥
ভস্মাকুর্ষুর্জগদিদং ক্রুদ্ধাঃ প্রত্যক্ষদর্শনাঃ ।
প্রভাবা বহবশ্চাপি ক্ষয়ন্তে ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ৩৮ ॥
ক্রোধশ্চ বিপুলঃ সদাঃ সদাঃ প্রত্যয়-
কারকঃ । অহং কোপাদ্বিজেন্দ্রাণাং গতো নিরয়-
যাতনাম্ ॥ ৩৯ ॥ নিত্যং ক্রোধাচ্ছিয়ং রক্ষে-
দ্ধনং রক্ষেৎ সমৎসরাৎ । বিদ্যাং মানাপমানাভ্যা-
মায়ানং তু প্রমাদতঃ ॥ ৪০ ॥ ময়াজানাতং কৃতং
পাপং রাজগর্বেণ দৈবতঃ । ক্ষতুমর্হথ বিপ্রেন্দ্র-
ভবতঃ শরণাগতম্ ॥ ৪১ ॥ অথ তুষ্টিা দ্বিজাঃ সর্বে
ত উচুর্মামিদং মুদা । যষ্ঠানকালিকস্তেহগ্রে যদা
স্থাস্তি কশ্চন ॥ ৪২ ॥ মাংসভোক্তা চ ভবিতা
ককিৎকালং নরাধিপ । যদা শিপ্ৰান্তরে পুণ্যে
শ্রাতস্ত দ্বিজসন্তমঃ ॥ ৪২ ॥ অন্তর্জলগতেনোক্তো
নমো নারায়ণেতি চ । জিহ্বাসুর্বাধ্বরূপেণ তদা
মুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৪৪ ॥ এবং স ভবতা প্রোক্তো
নমো নারায়ণেতি চ । মন্ত্রঃ শ্রুতো ময়া ব্রহ্মস্বস্ত্যে
নৃষ্টিরাগতা ॥ ৪৫ ॥ জাতোহহং দিব্যদেহস্ত প্রসাদা-

আমি, বশ, বল, এ সমস্তই ব্রাহ্মণপ্রভব । লোকা-
লোকেশ্বর সকলেই ব্রাহ্মণপূর্বক । ইহঁরাই
সোমাদিকারী এবং সুখদুঃখের ঈশ্বর । এই
প্রত্যক্ষ দেবতা ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া জগৎকে
ভস্মীভূত করিতে পারেন । ইহঁদের বহুবিধ
প্রভাব শ্রুত হয় । ইহঁদের ক্রোধ অতি ভয়ঙ্কর,
সদা প্রত্যয়কারক এবং ক্ষয়স্থায়ী । আমি ইহঁ-
দেরই কোপে নিরয়যাতনা অনুভব করিয়াছি ।
ক্রোধ হইতে শ্রী, সমৎসর হইতে ধন, মান ও অপ-
মান হইতে বিদ্যা ও প্রমাদ হইতে আত্ম-রক্ষা
করিবে । আমি রাজ্যগর্বে গর্ভিত হইয়া অজান-
বশে মহৎ পাপ করিয়াছিলাম । হে বিপ্রেগণ !
আমি আপনাদের শরণ গ্রহণ করিলাম, আপনারা
আমায় ক্ষমা করুন । তাঁহারা তুষ্ট হইয়া আমায়
বলিলেন,—যখন তোমার অগ্রে কোন যষ্ঠান-
কালিক উপস্থিত হইবে; হে নরাধিপ ! তখন
তুমি কিছুকালের জন্ত মাংসভোক্তা হইবে ।
যখন শিপ্ৰাজলে শ্রাত দ্বিজসন্তম জনমধ্যে
ধাকিয়া “নমো নারায়ণায়” এই উচ্চারণ করি-
বেন, তখন তুমি তাঁহাকে ধরিতে গিয়া শাপ
হইতে মুক্তিলাভ করিবে । এই জন্তই আমি
আপনার উচ্চারিত নমো নারায়ণায় মন্ত্র শ্রবণ করিয়া

ভব সুভূত । স কৃতার্ণোহস্মি সঞ্জাতো ভগবন
দর্শনাত্তব ॥ ৪৬ ॥ বরঞ্চ গৃহীতাং মন্তো যশ্চ তে
সংশয়ো হৃদি । তং চ ত্রিভিঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্বং সম্পা-
দয়ামি হে ॥ ৪৭ ॥ তবোপদেশদানেন আনুগ্যঃ
গন্তুমুৎসাহে ॥ ৪৮ ॥ ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা দিব্য-
দেহস্য স দ্বিজঃ । প্রোবাচ পরয়া তুষ্ট্যা প্রফুল্লমুখ-
পঙ্কজঃ ॥ ৪৯ ॥ অদ্য মে সকলং জ্ঞানমদ্য মে
সকলং তপ । অদ্য মে সকলা জিহ্বা সকলং
চক্ষুরদ্য মে ॥ ৫০ ॥ শ্রুতং দেবেন সম্প্রোক্তং শ্রুত্বা
পশ্চাৎ দেহিনঃ । প্রাক্শরীরগতং তেহদ্য ব্যাঘ্র-
রূপং তপোত্তম ॥ ৫১ ॥ তেজোময়ঃ শরীরঃ তু
ব্রহ্মরূপং সনাতনম্ । যদি ব্রহ্মরূপোহসি যদ্যেবং
কতুমর্হসি ॥ ৫২ ॥ কারণং শ্রোতুমিচ্ছামি হৃদি মে
বর্ত্ততে চিরম্ । কথং মুক্তির্মহাভাগ মুক্তিকামেন
যত্নতঃ ॥ ৫৩ ॥ যোগাভ্যাসরতেনাপি বৎসরাশ্চ
ত্রয়োদশ । ন লক্সা পরমাশ্রম্যঃ তপসা হৃকরেন
তু ॥ ৫৪ ॥ ব্যাঘ্রোপাশ্রয়ং তেন প্রাপ্তা মুক্তিঃ
ক্ষণেন তু । অত্র মে সংশয়ো জাতঃ কো হেতুঃ
কথ্যতা ত্বম্ ॥ ৫৫ ॥ তস্মৈ তদ্বচনং শ্রুত্বা ততো

মুক্তিলাভ করতঃ আপনার প্রসাদে দিব্য দেহ লাভ
করিলাম । হে ভগবন ! আমি আপনার দর্শন
লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম । আপনার যাহা অভি-
লাষ এবং আপনার যাহা হৃদয়ের সংশয়, আপনি
আমার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া বর গ্রহণ করুন ।
আমি আপনার সমস্ত অভিলষিত সম্পাদন করিব ।
আমি আপনাকে তপশ্চা-বিষয়ক উপদেশ করিয়া
আনুগ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করি । দ্বিজসন্তম
তাঁহার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে
প্রফুল্লবদনে বলিলেন,—অদ্য আমার জ্ঞান, তপ,
জিহ্বা ও চক্ষু সকল হইল । হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ ! অদ্য
তোমার প্রাক্শরীরগত ব্যাঘ্ররূপ বিনষ্ট হইয়া
সনাতন ব্রহ্মরূপ উপস্থিত হইয়াছে । যদি তুমি
আমাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে
আমি মুক্তিকারণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ;
আমার হৃদয়ে মহান সংশয় উপস্থিত হইয়াছে,
হে মহাভাগ ! কিরূপে মুক্তিকামী ব্যক্তিগণের
মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ? আমি ত্রয়োদশ বৎসর
হৃকর যোগাভ্যাস করিয়াছি ; কিন্তু কি আশ্চর্য্যের
বিসয়, মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই । পূর্বে
এক ব্যাঘ্র আমার সাক্ষাতে ক্ষণকালের মধ্যে
মুক্তিলাভ কর । আমার এ বিষয়ে সংশয়

বচনমব্রবীৎ ! কথয়ামি পরং শুভং রহস্যং মুক্তি-
লক্ষণম্ ॥ ৫৬ ॥ মহাদেবম্পাস্তাশু যুনে মুক্তিঃ
সুদূর্লভা । পুরাতনৈশ্চ বিদ্বন্তিরিদমুক্তং মহাত্মাভঃ ॥
৫৭ ॥ শৃণুৈষকমনা বিপ্র কুরু যত্নং যথার্থতঃ ।
ময়িযোগাদ্বিজশ্রেষ্ঠ ততো মুক্তিমবাপ্যসি ॥ ৫৮ ॥
শস্তোহহং তৈর্দদা বিপ্রৈস্তদা মে তোষিতা ভূশম্ ।
মমাত্মকম্পয়া প্রোক্তং মুক্তিস্তে ভবিতা নৃপ ॥ ৫৯ ॥
মুক্তিকামো মহাকালে মুক্তির্ব্রাহ্মণসত্তমঃ । বিদ্যাতে
তপসা যুক্তঃ স তে প্রশ্নং করিষ্যতি ॥ ৬০ ॥ মুক্তৌশ্বরং
তদা নিষ্কং তস্তাগ্রে কথয়িষ্যসি । তবাপি তস্য
মুক্তেষ্ট মুক্তিবেবং ভবিষ্যতি ॥ ৬১ ॥ পূর্বং ই
চ্ছিতং কস্মৈ দেহিনো ন বিমুক্ত্যতি । ধাতা বিধিরয়ং
দৃষ্টো বহুধা কস্মভিষ্চ যঃ ॥ ৬২ ॥ ইতি তস্য বচঃ
শ্রুত্বা স বিপ্রো ব্রহ্মবিত্তমঃ । অস্তজলাৎ সমুত্থায়
ততো বচনমব্রবীৎ ॥ ৬৩ ॥ দিষ্ট্যা তমাগতো ভূপ
দিষ্ট্যা তে সঙ্গতং ময়া । ঈদৃশা দুর্লভা লোকে নরা
মুক্তিপ্রদর্শকঃ ॥ ৬৪ ॥ ইত্যুক্তা নৃপবিপ্রৌ তৌ

জন্মিয়াছে । আপনি রহস্যোদঘাটন করিয়া আমার
সংশয় অপনয়ন করুন । ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ
করিয়া তখন ঐ দিব্য পুরুষ বলিল,—আমি পরম
শুভ মুক্তিলক্ষণ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন,—
হে যুনে ! আপনি সহস্র মহাদেবের উপাসনা
করুন ; সুদূর্লভ মুক্তিলাভ করিবেন । পুরাণ ও
বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ এই কথা বলিয়া থাকেন । হে
বিপ্র ! আপনি অনন্তমনে শ্রবণ করুন । শ্রবণ
করিলে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিবেন । বিপ্রগণ
যখন আমাকে শাপ প্রদান করেন, তখন আমি
ঈশাদিগকে প্রসাদিত করিয়াছিলাম । তাঁহারা এই
কথা বলিয়াছিলেন যে, হে নৃপ ! আপনার মুক্তি
হইবে । এক মুক্তিকামী ব্রাহ্মণসত্তম মহাকালবে
মুক্তি-বিষয়ক তোমায় প্রশ্ন করিবেন । তুমি তাঁহার
অগ্রে মুক্তৌশ্বরালঙ্কার কথা বলিবে ; তাহা হইলে
তোমার ও তাঁহার উভয়েরই মুক্তিলাভ হইবে ।
পূর্বজন্ম-কৃত কস্মৈ দেহীকে পরিত্যাগ করে না,
স্বয়ং বিধাতা এই বিধি নির্দেশ করিয়াছেন ।
ব্রহ্মবিত্তম ঐ বিপ্র তখন তাঁহার বাক্য শ্রবণ
করিয়া জল হইতে উত্থিত হইলেন এবং বলি-
লেন,—হে ভূপ ! আপনি ভাগ্য বশতঃ এখানে
আগমন করিয়াছিলেন এবং ভাগ্যবশেই আপ-
নার সহিত আমার মিলন হইল । ভবাদৃশ
মুক্তিপথপ্রদর্শক লোক জগতে বিরল হে ।

মুক্তিনিষ্কং সমাগতো । দর্শনার্থং বিশালাক্ষি দৃষ্টা
দেবঃ সনাতনম্ ॥ ৬৫ ॥ তৎক্ষণাৎ সশরীরৌ তৌ
হস্মিংশিক্ষে লয়ং গতো । ঈদৃশোহয়ং ময়া দেবি-
মহিমা কথিতস্তব ॥ ৬৬ ॥ অস্ত নিষ্কস্ত সংস্পর্শা-
ন্যুক্তির্ভাতি নানুথা । যোহর্চয়েতু সদা ভক্ত্যা
মুক্তিনিষ্কং সনাতনম্ । অপি পাপসমায়ুক্তঃ স যাতি
পরমাং গতিম্ ॥ ৬৭ ॥ রে মুঢ়াঃ কিং তপোভিষ্চ
কিং দাতেন্নিয়মৈশ্চ কিম্ । কুরুধ্বং মুক্তিনিষ্কস্ত দর্শনং
মুক্তিদায়কম্ ॥ ৬৮ ॥ ন মাং বিদুর্দেবগণা নাস্মুরা ন
মহর্ষয়ঃ । পবং রূপং বিশালাক্ষি যদশ্রুত্বাতি নিশ্চলম্ ॥
৬৯ ॥ ন মে বেত্তি পরং রূপং স্বয়ং সাক্ষাৎ প্রজা-
পতিঃ । ন বিমুক্তিদশশ্রেষ্ঠাঃ কুলোত্তে মুনয়ঃ প্রিয়ে ॥
৭০ ॥ যদেতদ্দৃষ্ট্বোক্তে তেজো নিষ্করূপং যশস্বিনি ।
এতদেব শুকাদা হি ধ্যায়ন্তি ত্রিদশা অমৌ ॥ ৭১ ॥
অনেকজন্মসংস্কৃতা যোগিনোহমুগ্রহায়ম । প্রবিশন্ত
তন্মুং দেবি মদীয়াং মুক্তিদায়িকাম্ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মুক্তৌশ্বরমাত্মাবর্ণনঃ নাম

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

বিশালাক্ষি । এই কথা বলার পর উভয়ের
তাঁহারা দর্শনার্থ মুক্তিনিষ্কের সমীপে উপস্থিত
হইলেন । তাঁহারা দর্শন করিবামাত্র উভয়েই
ঐ নিষ্কে লয় প্রাপ্ত হইলেন । হে দেবি ! এই
আমি তোমার নিকট মুক্তিনিষ্কের মাত্মা
কীর্তন করিলাম । এই নিষ্ক স্পর্শ করিলে মুক্তি
নিশ্চিত, ইহার অন্তথা নাই । যাহারা ভক্তি-
পূরক মুক্তিনিষ্কের অর্চনা করে, তাঁহারা পী
মুক্ত হইয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকে । রে
মুঢ়গণ ! তপ, দান, নিয়ম, করিয়া কি হইবে ?
মুক্তিদায়ক মুক্তিনিষ্ক দর্শন কর । হে বিশালাক্ষি !
দেব, অশুর, মহর্ষি ইত্যাদি কেহই আমার ঐ
নিষ্করূপ অবগত নহে । সাক্ষাৎ প্রজাপতিও
আমার রূপ অবগত নহেন । বিষ্ণুও আমার রূপ
অবগত নহেন । অপর দেব ও মুনীগণের কথা
আর কি বলিব ? হে যশস্বিনি ! এই যে নিষ্ক-
রূপ আমার রূপ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাই শুকাদি মুনি-
গণ এবং দেবগণ ধ্যান করিয়া থাকেন । হে দেবি !
বহু পুণ্যের ফলে অনেক জন্মসংস্কৃত মুনিগণ আমার
মুক্তিদায়িকা তন্মতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন । ৩৬ - ৭২

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫ ।

ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । বিদ্ধি ষড়বিশকং দেবি দেবং
সোমেশ্বরং পরম্ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ নিষ্কলঙ্কো
নরো ভবেৎ ॥ ১ ॥ অত্রির্নাম মহাভাগো ব্রহ্মণো
মানসঃ স্মৃতঃ । প্রজাপতিরভূদেবি কল্পে বারাহ-
সংজ্ঞকে ॥ ২ ॥ তন্ত পুত্রোহভবৎ সোমো দক্ষোহথ
মাতৃভাগতঃ । সপ্তাবংশতির্ধাঃ কন্তা দাক্ষায়ণ্যঃ
প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৩ ॥ সোমপত্ন্যা হি মন্তব্যাস্তাসাং
শ্রেষ্ঠা তু রোহিণী । তামেব ভজতে সোমো নেতরা
ইতি শুম্ভম্ ॥ ৪ ॥ ইতরাঃ প্রোচুরাগত্য দক্ষস্তাগ্রে
যথাতথম্ ॥ দক্ষোহথ স তদাগত্য তমুবাচ স
নাকরোৎ ॥ ৫ ॥ যদা ন বারিতস্তস্থো দক্ষঃ ক্রুদ্ধ-
স্তদা প্রিয়ে । শশাপ সোমং সঙক্রুদ্ধঃ শীঘ্রমস্তহিতো
ভব । শশাপ সোমো দক্ষস্ত ভবানপি ভবি-
ষ্যতি ॥ ৬ ॥ অমেকং বিহায়ৈতজ্জলদেহং
সনাতনম্ । অতঃ প্রাচেতসো দক্ষো ব্রহ্মপুত্রোহপি
গীয়তে ॥ ৮ ॥ এবমস্তহিতঃ সোমো গতৌ বৈ দক্ষ-
শাপতঃ । দেবাশ্চ নাগা যক্ষাশ্চ গন্ধর্বাঃ পিতৃভিঃ

ষড়বিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! যাহার দর্শন-
মাত্রে নর নিষ্কলঙ্ক হয়, আমি সেই ষড়বিংশ লিঙ্গ
সোমেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।
হে দেবি ! বারাহকল্পে ব্রহ্মার মানসপুত্র মহাভাগ
অত্রি প্রজাপতি ছিলেন । তাহার পুত্র সোম ও
দক্ষ । দক্ষের সপ্তাবংশতি কন্যা ছিলেন ।
তাহারা দাক্ষায়ণী বলিয়া প্রসিদ্ধ । ইহারা সকলেই
সোমের পত্নী ছিলেন । রোহিণী ইহাদের মধ্যে
শ্রেষ্ঠা ছিলেন । সোম অপর পত্নীগণকে উপেক্ষা
করিয়া তাঁহাকেই ভজনা করিতেন । ইহা আমরা
শুনিয়াছি । তখন অপরাপর দক্ষকন্যাগণ ঐ কৃতান্ত
দক্ষকে জানাইলেন । দক্ষ চন্দ্রকে নিষেধ করি-
লেন, কিন্তু চন্দ্র তাঁহার নিষেধ মানিলেন না ।
নিষেধ অগ্রাহ্য করিলে দক্ষ চন্দ্রকে “শীঘ্রমস্তহিতো
ভব” বলিয়া শাপ দিলেন । শাপপ্রভাবে চন্দ্র
অস্তহিত হইলেন । চন্দ্রও দক্ষকে “ভবানপি ভবি-
ষ্যতি” বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন । দক্ষ সেই হইতে
জলদেহ লাভ করেন । তিনি প্রাচেতস ব্রহ্মপুত্র
বলিয়া খ্যাত হইলেন । চন্দ্র দক্ষশাপে অস্ত-
হিত হইলে দেব, নাগ, যক্ষ, ও গন্ধর্বগণ পিতৃ-

সহ । বৈরাজঃ ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মাণং সমুপস্থিতাঃ ॥ ৯ ॥
তস্তাগ্রে কথয়ামাস্তূর্নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ । ভগবন্
সকলভূতানামাদিকর্তা স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ১০ ॥ অষ্টা চ হব্য-
কব্যানাং পাহিনঃ শরণাগতান্ । দেবানাং বচনং
ঋহা জাহ্না দেবঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১১ ॥ আশা-
সয়ামাস সুরান্ স্তম্ভিষ্টৈর্কচনাশ্রুতিঃ । অবশ্যং
ত্রিদশান্তেন প্রাপ্তব্যং কৰ্ম্মণঃ কলম্ ॥ ১২ ॥ শাপান্তং
ভগবান্ দেবো বিষ্ণুরেব কারয়তি । এতচ্ছূয়া
ততো দেবা বাক্যং পঞ্চজজন্মনঃ । শরণ্যঃ শরণং
বিষ্ণুপতঙ্গুর্গতব্যথাঃ ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মণা সহিতা দেবি
স্তুতিং চক্ৰুঃ সমাহিতাঃ । নমস্তে দেবদেবেশ নমস্তে
বিশ্ণুভাবন । নমস্তেহস্ত হৃষীকেশ মহাপুরুষপূর্বজ ।
১৪ ॥ নারায়ণ জগন্নাথ দেবাস্থাঃ শরণং গতাঃ ।
স্বং হি নঃ পরমো ধোয়স্বং হি নঃ পরমো গুরুঃ ॥
১৫ ॥ স্বং হি নঃ পরমো দেবো ব্রহ্মাদীনাং
সুরোত্তম । অন্তর্দীনং গতঃ সোমো দক্ষশাপা-
জ্জনর্দন ॥ ১৬ ॥ বিনা সোমেন চৌষধ্যো নষ্টা
দেব মহীতলে । তেষাং তদ্বচনং ঋহা বিষ্ণুর্কচনম-
ববীৎ ॥ ১৭ ॥ ভয়ং ত্যজধ্বমমরা অভয়ং বো
দদাম্যহম্ । নষ্টং চন্দ্রমসং শীঘ্র মানয়িষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥

গণের সহিত বৈরাজ ব্রহ্মসদনে উপস্থিত হইয়া
তাঁহারা অগ্রে নমস্কার করিলেন,—হে ভগবন্ !
আপনি সকলভূতের আদিকর্তা ও হব্য-কবোর অষ্টা ।
আমর আপনার শরণ গ্রহণ করিয়াছি, আপনি এই
শরণাগত জনগণকে রক্ষা করুন । দেব প্রজাপতি
দেববাক্যে সমস্ত অবগত হইয়া স্তম্ভিষ্ট বচনবারি
সিদ্ধন করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিলেন ।
বলিলেন, হে ত্রিদশগণ ! চন্দ্র অবশ্যই কৰ্ম্মফল ভোগ
করিবেন । ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার শাপান্ত করিবেন ।
এই কথা শুনিয়া সুরগণ ভগবান্ বিষ্ণুকে শরণ-
রূপে প্রাপ্ত হইলেন এবং ব্রহ্মার সাহিত তাঁহারা
সকলেই জনার্দনের এই বলিয়া স্তব করিতে
লাগিলেন,—হে দেবদেবেশ, বিশ্ণুভাবন, হৃষীকেশ,
মহাপুরুষপূর্বজ, নারায়ণ জগন্নাথ ! আপনাকে
ভূয়োভূয় নমস্কার, আমরা আপনাকে শরণরূপে
প্রাপ্ত হইয়াছি । আপনি আমাদের পরমধোয়,
পরমগুরু এবং পরম দেবতা । হে জনার্দন !
দক্ষশাপে সোম অস্তহিত হইয়াছেন । হে দেব ।
সোম ব্যতিরেকে ওষধি সকল বিনষ্ট হইতেছে ।
বিষ্ণু দেবগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—
হে অমরগণ ! ভয় পরিত্যাগ কর, আমি তোমা-
দিগকে অভয় প্রদান করিতেছি । আমি নিঃশঙ্ক

১৮। এবমুক্তা তু ভগবান্ বিসৃজ্য ত্রিদশেশ্বরান্।
সোমঃ সন্মার সহসা শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ১৯ ॥ যদা
স্মৃতো ন চাত্যোতি তদা ক্রুদ্ধো জনাৰ্দ্দিনঃ।
পুরাণপুৰুষো দেবো ব্রহ্মাণমিদমব্রবীৎ ॥ ২০ ॥
দেবৈরশুরসংজ্ঞৈশ্চ মধ্যতাং কলসোদধিঃ। ভবিষ্যতি
পুনশ্চল্লো মধ্যমানে মহোদধৌ ॥ ২১ ॥ অমৃতং
তত্র লপ্যধ্বং রত্নানি বিবিধানি চ। তস্ম তদ্বচনং
শ্রুত্বা বাসুদেবস্ত পার্শ্বতি ॥ ২২ ॥ মন্থানং মন্দরং
কৃতা নেত্রং কৃতা চ বাসুকিম্। দেবা মথিতুমারকাঃ
সমুদ্রং নিধিমন্তসাম্ ॥ ২৩ ॥ সোমার্থে চ পুরা
দেবি তথৈবাসুরদানবাঃ। এতৈর্ধুমুপাশ্লিষ্টৌ নাগ-
রাজৌ মহেষ্যয়া ॥ ২৪ ॥ বিবুধাঃ সহিতাঃ সর্কে
যতঃ পুচ্ছং ততঃ স্থিতাঃ। অতো বৈ ভগবান্
দেবো যতো নারায়ণস্ততঃ ॥ ২৫ ॥ শিরস্বাদম্যা নাগ-
স্ত পুনঃপুনরবাঙ্কপৎ। উদধৌ মধ্যমানে বৈ
মহাক্রুদ্ধো বভূব হ ॥ ২৬ ॥ তত্র নানাজলচরা
বিনিপ্পিষ্টা মহাভিগা। বিলয়ঃ সমুপাজগ্মুঃ শত-
শৌহৰ্শ সহস্রণঃ ॥ ২৭ ॥ তস্মিংশ্চ মাথতে দেবি
প্রযত্নাৎ কেশবস্ত চ। প্রসন্নাত্মা সমুৎপন্নঃ সোমঃ

নষ্ট চন্দ্রকে আনয়ন করিব। ভগবান্ বিষ্ণু
দেবগণকে বিদায় দিয়া সহসা সোমকে স্মরণ
করিলেন। কিন্তু সোম উপস্থিত হইলেন না।
তদর্শনে জনাৰ্দ্দিন ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন,—
হে ব্রহ্মন্! দেবাসুর মিলিত হইয়া কলসোদধি
মন্থন করা যাউক। একরূপ করিলে পুনরায় চন্দ্র
জন্মিবে। অধিকন্তু অমৃত ও বিবিধ রত্ন লাভ
হইবে। দেবগণ জনাৰ্দ্দিনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ
করিয়া মন্দরকে মন্থন ও বাসুকিকে রজ্জু কারিয়া
অস্ত্রোনিধি মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন।
হে দেবি! তখন অশুর-দানবগণ পুনরায় সোমার্থে
উদধি মন্থন করিতে লাগিলেন। দানবগণ প্রবল
ঈর্ষ্যায় বাসুকির মুখের দিক ধারণ করিল।
দেবগণ বাসুকির পুচ্ছের দিকে অব-
স্থিত ছিলেন। নারায়ণ বাসুকির পুচ্ছ উদ্য-
মিত করিয়া তাহাকে আক্ৰান্ত করেন। এই-
ভাবে উদধি মথিত হইতে থাকিলে মহান
শব্দ উদ্ভূত হইল। ঐ সময় শত শত সহস্র
সহস্র জলচর সকল মহাভিগা দ্বারা বিনিপ্পিষ্ট
হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কেশবের
প্রযত্নে এইরূপে সাগর মথিত হইতে থাকিলে

শীতাংকুরজ্জলঃ ॥ ২৮ ॥ তমেব দেবা মনুজাঃ
পিতরশ্চ যশস্বিনি। উপজীবন্তি বৃক্ষাশ্চ তথৈ-
বৌষধয়ো বিধুম্ ॥ ২৯ ॥ সমুৎপন্নমথো দৃষ্টা ভগ-
বান্ প্রাধ কেশবঃ। পালয়েমাঃ প্রজাশ্চল্ল স্বং
জ্যোষ্ঠো জগতো ভব ॥ ৩০ ॥ ইত্যাক্রো বাসুদেবেন
প্রজাঃ পালয়িতুং শনী। পূৰ্ব্বং সোমোহপি যো নষ্টঃ
প্রবিষ্টো গহনং বনম্ ॥ ৩১ ॥ তস্মাগ্রে নারদঃ সর্কং
কথয়ামাস সহরম্। দেবর্ষেৰ্ৰচনং শ্রুত্বা নারদস্ত
মহাম্বনঃ ॥ ৩২ ॥ পীড়িতো দক্ষশাপেন সোমো-
হপ্যস্তহিতস্তদা। জগাম শরণং দেবি ব্রহ্মাণং
পরমেষ্ঠিনম্ ॥ ৩৩ ॥ তত্র গহ্না যথাশাপং কথয়া-
মাস গদগদঃ। পূৰ্ব্বচন্দ্রবচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা বচনম-
ব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥ অয়ং মে প্রথমঃ পুত্রঃ পীড়িতঃ
শাশনা ভৃশম্। নবেনোদধিজাতেন কিং ময়া
ক্রিয়তে পুনঃ ॥ ৩৫ ॥ বিষ্ণুনা চ বলং দত্তমশ্রৈ
চন্দ্রমসে দৃঢ়ম্। তস্মাদ্যাস্তামি তত্রাহং যত্র দেবো
জনাৰ্দ্দিনঃ ॥ ৩৬ ॥ তং দৃষ্টা মধুহস্তারং ব্রহ্মা বিষ্ণু-
মুবাচ হ। স্বদাদেশাজ্জগন্নাথ এষ চন্দ্রঃ কতো ময়া ॥
৩৭ ॥ স চায়ং পীড়িতো দেব শশাঙ্কেন নবেন

প্রসন্নাত্মা শীতাংকু সোম প্রাপ্তবুভূত হইলেন।
দেব, মনুষ্য, পিতৃ, বৃক্ষ, ঔষধি ইহারা সকলেই
তাঁহাকে অবলম্বন করিলেন। বিধুকে সমুৎ-
পন্ন দেখিয়া ভগবান্ কেশব বলিলেন,— হে
চন্দ্র! তুমি প্রজা পালন কর। তুমিই এই
জগতে জ্যেষ্ঠ হইলে। —৩০। বাসুদেব এই কথা
বলিলে শশী প্রজা পালন কারিতে আরম্ভ করি-
লেন। পূৰ্ব্ববিনষ্ট সোমও ঐ সময়ে গহনবনে
প্রবেশ করিলে দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে সকল
বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। দেবর্ষির বাক্য
শ্রবণ করিয়া দক্ষশাপগ্রস্ত সোম অত্যন্ত দুঃখিত
হইয়া পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করিলেন।
ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি গদগদ
বাক্যে বিজ্ঞাপ্য বিজ্ঞাপন করিলে ভগবান্ ব্রহ্মা
বলিলেন, তুমি আমার প্রথম পুত্র, তুমি নবোদিত
শশী কঙ্ক পীড়িত হইতেছ বটে; কিন্তু
আমি কি করিব; বিষ্ণু তাঁহাকে দৃঢ় ক্ষমতা
প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক আমি জনাৰ্দ্দিনের
নিকট গমন কারিতেছি। এই কথা বলিয়া তিনি
বিষ্ণুকে দেখিয়া বলিলেন,—হে জগন্নাথ! আপনার
আদেশে এই প্রথম চন্দ্রকে আমি সৃজন কারিয়া
ছিলাম, এ এখন নব শশাঙ্ক কঙ্ক পীড়িত হই-

বে। ইত্যুক্তো ব্রহ্মা দেবি বাসুদেবো জগৎ-
পতিঃ। বৃতাঙ্কং কথয়ামাস ব্রহ্মাণ্ডে চ পুনঃপুনঃ।
৩৮। ব্রহ্মাপি পূৰ্ব্বেচন্দ্রার্থে বিষ্ণুং লোকনৃমহতম।
তুষ্টাব প্রণতো হুয়া প্রাজ্ঞলিঃ প্রণতঃ স্থিতঃ। ৩৯।
নমঃ কৃষ্ণ নমো বিষ্ণো নমো জিষ্ণো নমো নমঃ।
নমো বামন গোবিন্দ নমোহনন্ত নমোহচ্যুত।
৪০। জয়ন্ত গোবিন্দ মহানুভাব জয়ন্ত বিষ্ণো
জয় পদ্মনাভ। জয়ন্ত সৰ্বাদা গদাধরেশ জয়ন্ত
বিশেষর বিশ্বমূর্ত্তে। ৪১। এবং অন্তস্তদা দেবি
ব্রহ্মা লোককারিণা। সমীপস্থঃ সমালোক্য সোমঃ
বচনমব্রবীৎ। ৪২। গচ্ছ সোম মমাদেশান্নহা-
কালবনোত্তমে। উত্তরে মুক্তিলিঙ্গস্ত লিঙ্গং কাস্তি-
করং পরম। তমারাবয় যত্নেন স তে দেহং
প্রদাস্তি। ৪৩। ইত্যুক্তো বাসুদেবেন ব্রহ্মা
চ পুনঃপুনঃ। আজগাম মহাদেবি মহাকালবনো-
ত্তমে। লিঙ্গং দৃষ্ট্বা চ তুষ্টাব স্তোত্রোপায়েন শূন্যতে।
৪৪। চন্দ্র উবাচ। নমো দেবাধিদেবায় ত্রিনে-
ত্রায় মহান্মনে। রক্তপিঙ্গলনেত্রায় জটামুকুট-
ধারিণে। ৪৫। ভূতবেতালজুষ্টায় মহাদেবায়
শূলিনে। ভীমাট্টহাসযুক্তায় কপর্দিহাগবে নমঃ।

৪৬। পূৰ্বে দন্তবিনাশায় তথাককবিনাশিনে।
কৈলাসবরবাসায় সৰ্বদেবায় তে নমঃ। ৪৭।
বিকরালোৰ্দ্ধিকেশায় তৈরবায় নমো নমঃ। অগ্নি-
জালাকরালায় কলিধর্ম্মবিবাসিনে। ৪৮। তথা
দাকবনধ্বংসকারিণে তিগ্মশূলিনে। কৃতকঙ্কণ-
ভোগীশ্বরকঠমুদ্রায় শূলিনে। ৪৯। প্রচণ্ডদণ্ডহস্তায়
বড়বাগ্মিযুথায় চ। বেদান্তবেদ্যায় নমো যজ্ঞমূর্ত্তে
নমো নমঃ। ৫০। দক্ষযজ্ঞবিনাশায় জগদ্বয়করায়
চ। বিশেষরায় দেবায় শূলমুদ্রায় শস্তবে।
কপর্দিনে করালায় সৰ্বদেবায় তে নমঃ। ৫১। এবং
অন্তস্তদা দেবি চন্দ্রোপায়েন চ। লিঙ্গরূপী
মহাদেবস্তোত্রো বাক্যমথাব্রবীৎ। ৫২। স্তোত্রোপায়েন
তুষ্টোহস্মি ক্রহি সোম কিমিচ্ছসি। যন্তেহন্তিলবিতং
সৰ্বং তৎকর্ত্ত্বাস্মি ন সংশয়ঃ। ৫৩। সোম উবাচ।
যদি ব্রহ্মহুগ্রাহো যদি তুষ্টোহসি মে প্রভো। কাষ্ঠ্যা
দীপ্ত্যা তথা মূর্ত্ত্যা তথা রূপেণ চ প্রভো। ৫৪।
স্বপদং কৰ্ত্ত্বমিচ্ছামি ব্রহ্মপ্রসাদান্নহেশ্বর। এবমবস্থিতি
লিঙ্গেন তৎক্ষণাদ্রজনীচরঃ। ৫৫। দ্বিজরাজেন
তৎপ্রাপ্তং লিঙ্গস্তাস্ত্র প্রসাদতঃ। সোমেনারাধিতো
যস্মাদেবদেবো মহেশ্বরী। ৫৬। তেন সোমেশ্বরো নাম

তেছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু-সমীপে এই কথা বলিলে
জগৎপতি বাসুদেব প্রথমচন্দ্র-বিষয়ক যাবতীয়
বৃতাঙ্ক বর্ণন করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মাও পূৰ্ব্বেচন্দ্রের
নিমিত্ত কৃতাজলিপুটে লোক-নমস্কৃত বিষ্ণুকে প্রণাম-
পূৰ্ব্বক এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন,—হে
কৃষ্ণ, বিষ্ণো জিষ্ণো, বামন, গোবিন্দ, অনন্ত, অচ্যুত,
আপনাকে ভূয়োভূয় নমস্কার। হে গোবিন্দ মহানু-
ভাব, বিষ্ণো, পদ্মনাভ, সৰ্বাদ্য, গদাধরেশ বিশেষ-
শ্বর, বিশ্বমূর্ত্তে! আপনার বারম্বার জয় হউক।
ব্রহ্মা এই প্রকার স্তব করিলে ভগবান্ বিষ্ণু, সমীপস্থ
সোমকে বলিলেন,—হে সোম! মহাকালবনো-
ত্তমে গমন কর। ঐ স্থানে মুক্তিলিঙ্গের উত্তরে
কাস্তিকর লিঙ্গ বিরাজিত আছেন। যত্নপূৰ্ব্বক
তুমি তাঁহার আরাধনা কর। তিনি তোমাকে
দেহ প্রদান করিবেন। হে দেবি! ব্রহ্মা ও বাসু-
দেব এই কথা বলিলে তখন সোম মহাকালবনে
আগমন করিলেন এবং লিঙ্গদর্শনান্তে এই স্তোত্রে
তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন,—হে দেবাধিদেব,
ত্রিনেত্র, মহান্মন, রক্তপিঙ্গল-নেত্র, জটামুকুটধারিন্,
ভূতবেতালভূষ্ট, মহাদেব, শূলিন, ভীমাট্টহাস-

যুক্ত, কপর্দিন, স্থাণো, দন্তবিনাশ, অঙ্কক-
বিনাশ, কৈলাসবরবাস, সৰ্বদেব, আপনাকে
নমস্কার। হে বিকরাল, উৰ্দ্ধকেশ, তৈরব,
অগ্নিজালাকরাল, কলিধর্ম্মবিনাশিন্, দাকবন-
ধ্বংসকারিন্, তিগ্মশূলিন্, ভোগীশ্বরকৃতকঠমুদ্রা,
ভোগীশ্বরকৃত-কঙ্কণ, প্রচণ্ডদণ্ডহস্ত, বড়বাগ্মিযুথ,
বেদান্তবেদ্য, যজ্ঞমূর্ত্তে! আপনাকে নমস্কার। হে
দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্, জগদ্বয়কর, বিশেষর, দেব, শূল,
মুদ্রা, শস্তো, কপর্দিন, করাল, সৰ্বদ! আপনাকে
নমস্কার। চন্দ্র এইরূপ স্তব করিলে তখন লিঙ্গরূপী
মহাদেব তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—সোম!
আমি তোমার স্তবে 'তুষ্ট হইয়াছি, তুমি কি ইচ্ছা-
কর বল। তোমার যাহা ইচ্ছা, আমি তাহাই
করিব ইহাতে কোন সংশয় নাই। সোম বলিলেন,
—হে প্রভো! যদি আমার অঙ্কগ্রহ করেন, যদি
আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কাস্তি,
দীপ্তি, মূর্ত্তি ও রূপ প্রদান করিয়া আমার স্বপদে
স্থাপন করুন। লিঙ্গ 'তথাস্ত' বলিলে দ্বিজরাজ তৎ-
ক্ষণাৎ নিশানাথ হইলেন। হে মহেশ্বরী! সোম
আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ লিঙ্গ ভুবনজয়ে

বিখ্যাতঃ ভুবনত্রয়ে । যেহর্চয়ন্তি মহাদেবি দেবং
সোমেশ্বরং পদম্ ॥ ৫৭ ॥ কৃতপুণ্য নরা মর্ত্যান্তে
যান্তি পরমং পদম্ । যঃ পশ্যতি নরো ভক্ত্যা লিঙ্গ
সোমেশ্বরং প্রিয়ে ॥ ৫৮ ॥ বিমুক্তো জন্মদুঃখাট্ট্য-
লীয়তে ময়ি মানবঃ । তে নরাঃ পশবো লোকে
কিং তেষাং জীবিতে কলম্ ॥ ৫৯ ॥ যৈশ্চ
সোমেশ্বরো দেবো ন দৃষ্টো ন চ পূজিতঃ । সংসারে-
হাস্মিন্নহাঘোরে জন্মরোগভয়াকুলে ॥ ৬০ ॥ একঃ
সোমেশ্বরঃ পূজ্যঃ কুষ্ঠরোগবিনাশনঃ । স এব
শুক্ৰতী লোকে কুলং তেনাত্যলঙ্কৃতম্ ॥ ৬১ ॥
আধারঃ সৰ্বলোকানাং যেন সোমেশ্বরো-
হৃচ্চিতঃ । স কৃত্যর্চ্য সোমেশ্বঃ বিশ্বপত্রেণ
মানবঃ । মুক্তো ভোগী নিরাতঙ্কো মম লোকে বসে-
চ্চিরম্ ॥ ৬২ ॥ কাঞ্চনৈঃ কুমুদৈর্দেবি লিঙ্গং
সোমেশ্বরং প্রিয়ে । পূজয়ন্তি নরা ভক্ত্যা তে যান্তি
পরমাং গতিম্ ॥ ৬৩ ॥ এষ তে কথিতো দেবি
প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । সোমেশ্বরশ্চ দেবশ্চ শৃণু-
হাননকেশ্বরম্ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে সোমেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সোমেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । যাঁহারা ঐ
সোমেশ্বরের অর্চনা করে, তাঁহারা পবিত্র হইয়া
পরম পদে গমন করে । যে মানব ভক্তিপূর্বক
সোমেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, সে জন্মজন্মিত
দুঃখ হইতে মুক্ত লাভ করিয়া আমাতে লীন
হইয়া থাকে । যাঁহারা সোমেশ্বর দেবকে দর্শন
বা তাঁহার পূজা করে নাই, তাঁহারা পশুরূপ;
তাঁহাদের জীবনে প্রয়োজন কি? জন্মরোগ-
ভয়াকুল এই মহাঘোর সংসারে একমাত্র সোমে-
শ্বরই পূজ্য । ইনি কুষ্ঠরোগ-বিনাশন । যে ব্যক্তি
লোকাধার সোমেশ্বরের অর্চনা করিয়াছে, সে-ই
শুক্ৰতী এবং সে-ই কুলভূষণ । মানব একবারমাত্র
বিশ্বপত্র দ্বারা সোমেশ্বরের অর্চনাপূর্বক মুক্ত, ভোগী
ও নিরাতঙ্ক হইয়া মদীয় লোকে সুচির কাল বাস
করে । হে প্রিয়ে! যে সকল মানব কাঞ্চন-
কুমুম দ্বারা সোমেশ্বর লিঙ্গের অর্চনা করে,
তাঁহারা পরম গতিলাভ করিয়া থাকে । হে দেবি!
এই আমি তোমার নিকট সোমেশ্বর লিঙ্গের পাপ-
নাশন প্রভাব কীর্তন করিলাম, অতঃপর অনরকে-
শ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর ॥ ৩১—৬৪ ॥

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬ ।

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ । সপ্তবিংশতিমং দেব্য-
নরকেশ্বরসংজ্ঞকম্ । যন্তদর্শনমাত্রেণ শ্রেণেহপি নরকঃ
কৃতঃ ॥ ১ ॥ পুরা কলিযুগে দেবি কল্পে বারাহ-
সংজ্ঞকে । কলুষঃ কালমাসাদ্য সত্যে চ প্রলয়ঃ
গতে ॥ ২ ॥ নিশ্মর্যাদা নিরাধারা নিরৌকা
নাস্তিকা জনাঃ । বর্ণাশ্রমাশ্চ সজ্জাতা বঞ্চয়ন্তি পর-
স্পরম্ ॥ ৩ ॥ নার্চয়ন্তি সুরান বিপ্রাঃ কশ্ম কুর্কন্তি
কুৎসিতম্ । লোভমোহপর্য ভূহা কামাসক্তাশ্চ
মানবাঃ ॥ ৪ ॥ বৈরবন্ধাশ্চ সজ্জাতাঃ পরস্পরবধে
রতাঃ । নিবৃত্তযজ্ঞশাধ্যায়পিণ্ডোদকবিবর্জিতাঃ
৫ ॥ ভ্রাক্ষণাঃ সৰ্বভক্ষ্যাশ্চ মৃষাবাদপরায়ণাঃ
ভূয়িষ্ঠঃ কুটমাতৈশ্চ পণ্যং বিক্রীণতে তদা ॥ ৬ ॥
দৃষ্টান্তে ষোড়শে বর্ষে নরাঃ পলিতনঃ প্রিয়ে
আয়ুঃকয়ো মনুষ্যাণাং ক্ষিপ্ৰমেব প্রপদ্যতে ৭
এবংবিধাঃ সমুদ্ভূতা নরা নার্যশ্চ পাতকৈঃ ।
নরকেষু প্রপদ্যন্তে ক্রমাৎপাপানুসারতঃ ৮ ॥
কুঠারৈর্ভিন্নমূর্দ্ধানঃ ক্রকচৈঃ পাটিতাঃ পরে ।
অগ্নিবর্ণৈশ্চ সন্দংশৈক্ৰপাটিত-বিলোচনাঃ ৯ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহারা
দর্শনমাত্রে শ্রেণেও কদাচ নরক দর্শন হয় না, আমি
সেই সপ্তবিংশতিম অনরকেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । হে দেবি! পুর্বে
সত্যযুগাবসানে বারাহকল্পে কলিযুগে বর্ণাশ্রমী
জনগণ নিশ্মর্যাদ, নিরাধার, নিরাশ্রয় ও নাস্তিক
হইয়া পড়ে এবং তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে
বঞ্চনা করিতে থাকে । বিপ্রগণ দেবার্চনা
পরিত্যাগ করিয়া কুৎসিত কশ্মে প্রবৃত্ত হন ।
মানবমাত্রেই লোভ-মোহপরায়ণ ও কামাসক্ত,
বন্ধবৈর, পরস্পর বধানরত, নিবৃত্তযজ্ঞ-শাধ্যায়,
ও নিবৃত্ত-পিণ্ডোদক হইয়া পড়িল । ভ্রাক্ষণগণ
সৰ্বভক্ষ, মৃষাবাদপরায়ণ ও পণ্যবিক্রয়ী হইলেন ।
ষোড়শ বর্ষেই নরগণ পলিতযুক্ত হইতে লাগিল
মনুষ্যের শীঘ্র শীঘ্র আয়ুঃকয়, হইতে লাগিল । নর-
নারীগণ এইরূপে পাপসঞ্চয় করত ক্রমাৎ পাপানু-
সারে নরকে পাতিত হইতে লাগিল । যমদূতগণ
কুঠার দ্বারা কাঁহার কাঁহার মস্তক ছেদন করিতে
লাগিল; কাঁহাকে বা ক্রকচ দ্বারা পাটিত করিতে
লাগিল । অগ্নিবর্ণ সন্দংশ দ্বারা কাঁহারও লোচন-

তিরাচারোময়েস্তীকৈরিত্তৈশ্চ কৌলকৈঃ ।
 পীড়্যন্তে শৈলশিখরৈশ্চূর্ণ্যন্তে কুরূধরৈঃ ।
 ১০ । কিপ্যন্তে তন্তুকুণ্ডে দহন্তে বহিরাণবু ।
 অমেধ্যোহধোমুখাশ্চান্তে মর্দিতা দণ্ডপাণিনা ।
 ১১ । লোহৈশ্চ শৃঙ্গলৈর্বদ্ধা হৃদোবক্রৈশ্চ
 লবিতৈঃ । অন্তরীক্ষে পরিক্ষেপাৎ ক্রন্দন্তোহভৌব
 হুঃখিতাঃ । ১২ । কুমিভ্রমরৈস্তীকৈর্দংশৈশ্চ
 মশকৈস্তথা । লোহতুণ্ডৈশ্চ বিহগৈর্নির্দয়ের্ভীকিতা
 নরাঃ । ১৩ । কোচিৎ কৃত্তাঃ প্রধাবন্তি তোয়ার্থক
 তৃষাতুরাঃ । সমুজ্জং পানিতাশ্চৈতঃ স্তুভিতাশ্চাপ
 ষাতনৈঃ । ১৪ । যৈশ্চাকৈঃ পতিতঃ কর্ম ক্রিয়তে
 পুরুষৈর্ভূবি । তেষাং তাস্তেব চাক্রানি শোধ্যন্তে
 যাতনাগতৈঃ । ১৫ । যে পশ্যন্তি গুরুং দেবান্
 ব্রাহ্মণান্ কৃদ্ধচক্ষুযা । হৃষ্টেন পরদারাংশ্চ বীক্ষন্তে
 লোচনেন যে । তেষাং নেত্রাণি ভিদ্যন্তে কুষাশ্চ
 লোহশঙ্কুভিঃ । ১৬ । শ্রবণৌ চ প্রপৃথ্যন্তে লোহেন
 শঙ্কুনা ততঃ । পুনশ্চ শব্দৈঃ কুষাশ্চ পুনস্তপ্তৈশ্চ
 কৌলকৈঃ । ১৭ । লোহৈর্বেগান্নিখন্তন্তে যৈঃ ক্রতঃ

গুরুনিন্দনম্ । মিঞাণাং দেবতানাঞ্চ সাধ্বীনাঞ্চবা
 কচিৎ । ১৮ । শতশ্চ পাট্যতে জিহ্বা বহিবর্ণৈ-
 রয়োমুখৈঃ । শঙ্খাভস্তীক্ৰম্মাশ্চৈঃ পৃথ্যন্তে চানিনৈঃ
 পুনঃ । ১৯ । তদ্বক্রাণিবহনবারান্বেহপবাদরতা নরাঃ ।
 যে গুরুং মাতরং বাপি পাক্ষ্যোণ বদন্তি বৈ । ২০ ।
 যে নিরস্তি হুয়াচারাঃ সুরার্থায়োপকল্পিতে । আরামে
 পুন্মপজ্ঞাণ তেষামজ্ঞানি কুন্ততি । ২১ । যৈরপ্যা-
 লিজিতা নারী পরস্ত চ হুয়াস্ততিঃ । তেষাময়োময়ী
 নারী বহিবর্ণা তু বক্ষসি । ২২ । স্থাপ্যতে বধ্যতে
 চাপি প্রচটৌর্ধমাকরতৈঃ । নার্যশ্চ পুরুষৈস্তপ্তৈ-
 রালিজ্যন্তে হয়োময়ৈঃ । ২৩ । তদা লোহময়ে
 গেহে জলিতানলসংস্তরে । নিকিপ্যন্তে নরৈঃ
 সার্কমাসাদ্য কালসংক্ষয়ম্ । ২৪ । যাবতী বেদনা
 দেহে ইহ লোকে প্রদৃষ্টতে । নরাণামঙ্গপীড়া বৈ
 তস্মাচ্ছতগুণা ভবেৎ । ২৫ । কটিকৈশ্চ বৃষ্টিকৈ-
 গৃধ্রৈর্ভীক্যন্তেহপ্যপরে নরাঃ । দহমানা বিলপন্তি
 ভ্রাতৃত্বাতোত চাকুলাঃ । বদন্ত্যসকৃদ্বিগ্না ন চ শান্তং
 লভন্তি বৈ । ২৬ । হুঃখানি তে প্রাপ্নুবন্তি যাত-

উৎপাতিত হইতে লাগিল । কেহ বা লোহময় তীক্ষ্ণ
 অগ্নিতপ্ত কৌলক দ্বারা ভিন্ন হইতে লাগিল । কেহ
 কেহ বা শৈলশিখর দ্বারা পীড়িত ও চূর্ণিত হইল ।
 কেহ বা তন্তুকুণ্ডে কিপ্ত হইতে লাগিল । কেহ বা
 বহির্কুণ্ডে দহন্ত হইতে লাগিল । কাহাকেও বা
 অধোমুখে অমেধ্যপূর্ণ কুণ্ডে পাতিত করিয়া দণ্ড-
 পানি দূতগণ মর্দন করিতে লাগিল । কেহ কেহ
 লোহময় শৃঙ্গল দ্বারা বদ্ধ হইয়া অধোমুখে লবিত
 হইতে লাগিল ; কেহ কেহ বা অন্তরীক্ষে কিপ্ত
 হইয়া অতীতদুঃখেক্রন্দন করিতে লাগিল । নরগণ
 কুমি, ভ্রমর, তীক্ষ্ণ দংশ, মশক, ও নির্দয় লোহশৃঙ
 বিহগগণ কর্তৃক ভীকিত হইতে লাগিল । কেহ
 কেহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পিপাসায় ধাবন করিতে
 থাকিলে যমদূতগণ তাহাদিগকে ধরিয়া সমুজ্জ পান
 করাইতে লাগিল । যাহারা যে অঙ্গ দ্বারা পাপ
 কর্ম করে, যমদূতগণ তাহাদের সেই অঙ্গে
 প্রহার দিয়া শোধন করিয়া দেয় । যাহারা কোপ-
 চক্ষে গুরু, দেব, ও ব্রাহ্মণকে দর্শন করে, এবং
 যাহারা পরদার দর্শন করে, যমদূতগণ লোহশঙ্কু
 দ্বারা তাহাদের নেত্র উৎপাটন করিয়া দেয় ।
 যাহারা মিঞা, দেব, সাধ্বী স্ত্রী ও গুরুনিন্দা
 শ্রবণ করে, যমদূতগণ লোহ শঙ্কু দ্বারা তাহাদের
 কর্ণ পরিপূর্ণ করিয়া দেয় ; অপিচ, শত্রু, তপ্ত

কৌলক ও লোহশৃঙ দ্বারা তাহাদের কর্ণ কর্ণণ
 ও খনন করিয়া থাকে । যে সকল নর অপ-
 বাদনিরত, যমদূতগণ বহিবর্ণ অয়োমুখ দ্বারা
 তাহাদের জিহ্বা পাতিত করে এবং বহবার তীক্ষ্ণ
 সূক্ষ্মাশ্র শঙ্কু দ্বারা তাহাদের বদন পূর্ণ করিয়া দিয়া
 থাকে । যাহারা গুরু বা মাতার প্রতি পুরুষ ভাষা
 প্রয়োগ করে এবং যাহারা দেবোপকল্পিত পুন্ম
 পত্ন নষ্ট করিয়া দেয়, যমদূতগণ তাহাদের দেহ-
 ছেদ করিয়া থাকে । ১১-২১। যাহারা পরনারী আলিঙ্গন
 করে, যমকিঙ্করগণ লোহময়ী অগ্নিবর্ণা দহনারী,
 তাহাদের বক্ষস্থলে স্থাপন করিয়া বন্ধন করিয়া
 দেয় । আর যে সকল নারী পরপুরুষ আলিঙ্গন
 করে, অগ্নিতপ্ত লোহিতবর্ণ লোহময় পুরুষ
 তাহাদিগকে আলিঙ্গন করায় । যমকিঙ্করগণ
 মধ্যে অগ্নি প্রজলিত করিয়া লোহময় গৃহ-
 মধ্যে পাপীদিগকে নিক্ষেপ করিয়া থাকে ।
 ইহলোকে নরগণের যেকোন অঙ্গপীড়া হয়, যমপুরে
 তাহার শতগুণ অধিক হইয়া থাকে । কাক, বৃষ্টিক,
 ও গৃধ্রগণ পাপীদিগকে ভক্ষণ করে । পাপিগণ
 দহমান হইয়া “হা ভ্রাতঃ, হা ভ্রাতঃ !” বলিয়া রোদন
 করিয়া থাকে, কোন রকমেই শান্তি লাভ করিতে
 পারে না, অপার দুঃখ অকৃত্রিম করিয়া থাকে । পাপি-

সহানি পার্শ্বতি । এবং তে যাতনাক্রমঃ প্রাপ্তবন্তি
 স্নানশ্চিত্তম্ । নির্মিতম্ মহাভাগো যমমার্গং দদর্শ
 হ ॥ ২৭ ॥ রোদ্রঃ ভয়ানকঃ দুর্গঃ পুরিতঃ পাপ-
 কর্ম্মভিঃ । তমসা সংবৃত্তৈশ্চ কেশশৈবালশাখলম্ ॥
 ২৮ ॥ সম্পৃক্তং পাপকুলগন্ধৈর্মাসংশোণিতকর্দমৈঃ ।
 বহির্জ্বালেন দীপ্তেন সমস্তাং পরিবারিতম্ ॥ ২৯ ॥
 অধোমুখৈশ্চ কর্কোটৈশ্চৈব সমভিজ্ঞতম্ । সূচী-
 মুখৈশ্চৈব প্রৈতৈর্বিদ্যুশৈলোপমৈর্দূতম্ ॥ ৩০ ॥
 কুটিলৈশ্চৈব হিরবাহুকপাণিভিঃ । নিকটোদর-
 হস্তৈশ্চ তত্র তত্র প্রচারিতৈঃ ॥ ৩১ ॥
 বৃতং কুণপ-
 দুর্গৈশ্চৈব শিবঃ ভোগবাজ্জিতম্ । অসিপত্রবনৈশ্চৈব
 সমস্তাং পরিবারিতম্ ॥ ৩২ ॥
 করস্তবালুকাকর্ণ-
 মায়সীশ্চ শিলাঃ পৃথক্ । দদর্শ চাপি দেহোথ-
 যাতনাং পাপকর্ম্মণাম্ ॥ ৩৩ ॥
 স তং দুর্গদ্ব-
 মালক্ষ্য পুরুষং তমুবাচ হ । কিয়দধ্বানমস্মা-
 ভিগন্তব্যমিদমববৌ ॥ ৩৪ ॥
 দেশোহয়ং কশ্চ
 দেবানামেতাং দচ্ছামি বোদতুম্ । ইত্যুক্তো যম-
 দূতঃ দণ্ডহস্তোহাগ্রসম্ভ্রতঃ । পুরতো দর্শয়ন্মার্গ-
 মিত এহীতুবাচ হ ॥ ৩৫ ॥
 ভূয়ঃ স রাজা তং
 প্রাহ কিঙ্করং বিনয়াদ্বিতঃ । ভো যাম্যপুরুষাচক্ষু কিং
 ময়া ত্বকতং কৃতম্ ॥ ৩৬ ॥
 যেনেদং ব্যসনং প্রাপ্তং

গণ এইরূপে যমপুরে যাতনা ভোগ করে । মহাভাগ
 নিমি যমমার্গ দর্শন করিয়াছিলেন । ঐ মার্গ রোদ্র,
 ভয়ানক, দুর্গম, পাপপুরিত, তমসাচ্ছন্ন ও কেশ-
 শৈবাল-শাখল । ঐ স্থান পাপীদিগের মাংস-
 শোণিতগন্ধে পরিপূর্ণ, বহির্জ্বালাময়, এবং গৃধ্র ও
 কর্কোটকগণ অধোমুখে অতিবেগে ঐ স্থানে উৎ-
 পতিত হইতেছে । শৈলোপম সূচীমুখ প্রেতগণ ঐ
 স্থানের সর্বত্র বিচরণ করিতেছে । হিরবাহু পাণি
 ও ছিন্নোদর-হস্ত পাতকী প্রাণী সকল তথায় ইতঃ-
 স্তত বিচরণ করিতেছে । ঐ স্থান শব দুর্গদ্বময়,
 অশিব ও ভোগবাজ্জিত । অসিপত্রবন ঐ স্থানের
 সর্বত্রই বিরাজিত, ঐ স্থান করস্তবালুকাপূর্ণ ।
 নিমি ঐ স্থানের পাপকারী ব্যক্তিগণের দেহোথ
 যাতনা দর্শন ও অত্যন্ত দুর্গদ্ব অল্পভব করিয়া যম-
 পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—আর কতদূর
 আমাকে গমন করিতে হইবে ? ইহা দেবগণের
 কোন্ স্থান, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি ।
 যমদূত নিমি কর্তৃক পূর্বোক্ত প্রকারে আভাষিত হইয়া
 বলিল,—এই সম্মুখে পথ, এই পথেই আগমন কর ।
 পুনরায় রাজ বিনীত ভাবে দূতকে জিজ্ঞাসা করি-

ময়া চ ধার্ম্মিকেন হি । নিমিমায়াহং বিখ্যাটো জন-
 কানাং কুলে ॥ ৩৭ ॥
 জাতো বিদেহবিষয়ে
 সম্যগমুজপালকঃ । চাতুর্ধন্যঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ কুহা
 সংরক্ষিতং ময়া ॥ ৩৮ ॥
 ধর্ম্মপ্রধানকলেন মনুনা
 যথা পুরা । যজ্ঞৈশ্চৈবৈষ্ট্যং বহুভির্দ্রব্যৈঃ পালিতা
 মহী ॥ ৩৯ ॥
 নোৎসৃষ্টৈশ্চৈব সংগ্রামো নাতিধি-
 বিমুখোহভবৎ । কুতা স্পৃহা চ ন ময়া পরস্রীবিভ-
 বাদিষু ॥ ৪০ ॥
 সৌহৃদ্যং কথমিমং প্রাপ্তো নরকং
 ভ্রূশদাক্রমম্ । ইতি পৃষ্টস্তদা তেন নিমিমা যম-
 কিঙ্করঃ । উবাচ প্রণতো ভূত্বা কুরোহপি
 প্রথিতং বচঃ ॥ ৪১ ॥
 পুরুষ উবাচ । মহারাজ
 যথাথ ত্বং তথৈতন্নাত্ত সংশয়ঃ । কিন্তু স্বল্পং কৃতং
 পাপং ভবন্তং স্মারয়ামি তৎ ॥ ৪২ ॥
 উক্তা যা
 দক্ষিণা শ্রাদ্ধে ন দত্তা সা ত্বয়া নৃপ । প্রমাদা-
 দ্বিস্মৃতা চৈব তস্মৈদং কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥ ৪৩ ॥
 এতাবদেব
 তে পাপং নাত্তং কিঞ্চন বিদ্যতে । বৈদেহাগচ্ছ
 পুণ্যানামুপভোগায় পার্থিব ॥ ৪৪ ॥
 এবং ক্রত্বা তু

লেন—হে যমপুরুষ ! তুমি বল, আমি কি পাপ
 করিয়াছি ?—আমি ধার্ম্মিক হইয়াও যদ্বারা এতদূশ
 ব্যসন প্রাপ্ত হইলাম । আমি জনকের কুলে নিমি
 নামক বিখ্যাত রাজা । আমি বিদেহ নগরে
 মনুজপালক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি । আমি
 চাতুর্ধন্য ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছি । ধর্ম্ম-
 রক্ষণ কল্পে ভগবান্ মনু যেমন যজ্ঞাদি দ্বারা মহী
 পালন করিয়াছিলেন, আমিও তজপ বহু যজ্ঞাদি
 অনুষ্ঠানপূর্বক এই মহী পালন করিয়াছি । আমি
 কদাপি সংগ্রাম পরিত্যাগ করি নাই । অতিথি,
 আমার নিকট হইতে কদাচ বিমুখ হয় নাই । আমি
 কখনও পরস্রী ও পর ধনে লোভ করি নাই ॥ ২২-৪০ ॥
 তবে এক জন্ত আমি এই দাক্ষণ নরক প্রাপ্ত
 হইলাম ? রাজা নিমি কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত
 হইয়া কুরস্বভাব হইলেও প্রশ্নটিপূর্বক যমাক্ষর
 বলিল,—হে মহারাজ ! আপনি যাহা বলিলেন,
 তাহা সত্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই । কিন্তু
 আপনি স্বল্প পাপ করিয়াছিলেন । তাহা আমি
 আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি । হে নৃপ !
 আপনি প্রমাদ বশতঃ শ্রাদ্ধে দাক্ষণ প্রদান করেন
 নাই, তাহারই ফলে আপনার এই নরকদর্শন ।
 হে রাজন্ ! ইহাই আপনার পাপ ; আর অস্ত
 কোন পাপ আপনার নাই । হে বৈদেহ ! আপনি

রাজর্ষির্নির্মিতমখ্যাবীৎ । খাস্তামি দেবানুচর
যত্র মাং হ্রঃ হি নেয্যসি ॥ ৪৫ ॥ কিঞ্চিৎ
পৃচ্ছামি তে তৎ হ্রঃ যথাবদ্বক্তুমর্হসি । বজ্র-
তুণ্ডমৌ কাকাঃ পুংসাং নয়নহারিণঃ ॥ ৪৬ ॥
পুনঃপুনশ্চ নেত্রাণি তদ্বস্তেযাং ভবন্তি হি ।
কিং কৃতং কৰ্ম্ম দূতেষু কথয়েতজ্জুগুপ্সিতম্ ॥ ৪৭ ॥
হরন্তেযাং তথা জিহ্বাং জায়মানাং পুনর্নবাম্ ।
করপত্রেণ পাট্যস্তে কস্মাদেতে স্তুত্বাখিতাঃ ॥ ৪৮ ॥
কিমেতে নষ্টচিত্তাশ্চ তুদ্যন্তেহহর্নিশং নরাঃ ।
এতান্শাস্তাশ্চ দৃষ্ট্বন্তে যাতনাঃ পাপকৰ্ম্মিণাম্ ।
কিয়ংকালং ভবিষ্যন্তি তন্নমোদেদেতো বদ ॥ ৪৯ ॥
পুরুষ উবাচ । যন্মাং পৃচ্ছসি ভূপাল পাপকৰ্ম্ম-
কলোদয়ম্ । তত্তেহং সম্প্রবক্ষ্যামি সঙ্কেপেণ
যথাতথম্ ॥ ৫০ ॥ পুণ্যা পুণ্যে হি পুরুষঃ
পর্যায়েন সমমুতে । ভুঞ্জতশ্চ ক্ষয়ং যাতি পুণ্যং
পাপমখাপি বা ॥ ৫১ ॥ ন তু ভোগাদৃতে পুণ্যং
পাপং কৰ্ম্ম চ মানবঃ । পরিত্যজ্যতি রাজেন্দ্র সত্যমেত-
দ্বদাহতম্ ॥ ৫২ ॥ এবমেতে মহাপাপা যাতনাভি-

রহর্নিশম্ । কপয়াস্ত মহাঘোরঃ নরকাস্তরবর্তিনঃ
৫৩ ॥ দেবহেহং মনুষ্যহে তিথ্যক্বেহং ওভাত্তম
পুণ্যাপোদ্ভবঃ ভুজেকু সুখদুঃখং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
এতদ্দেশতো রাজন্ ভবতা কথিতং ময়া
স্বকৰ্ম্মকলমোক্ষাণাং পুণ্যানাং পাপিনাং তথা ॥ ৫৫ ॥
তদেহন্তত্র গচ্ছামি যথা দৃষ্টং স্বয়াধুনা । ততস্তমগ্রতঃ
কুত্বা স রাজা গন্তুমুদ্যতঃ ॥ ৫৬ ॥ তদা হি
সর্কৈকদৃষ্টং যাতনাস্থার্য্যাতনুভিঃ । প্রসাদং কুরু
ভূপতি তিষ্ঠতাবনুহর্ত্তকম্ । স্বদঙ্গসঙ্গী পবনো দেহান্
হ্লাদয়তে হি নঃ ॥ ৫৭ ॥ পরিতাপং চ গাত্রেভ্যঃ
পৌড়া বাধাশ্চ কুৎসনশঃ । অপহন্তি নরব্যাত্র কৃপাং কুরু
মহীপতে ॥ ৫৮ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তেযাং তং যাম্য-
পুরুষং নৃপঃ । পপ্রচ্ছ কথমেতেষামাহ্লাদো ময়ি
তিষ্ঠতি ॥ ৫৯ ॥ কিং ময়া কৰ্ম্ম তৎপুণ্যং মর্ত্যালোকে
মহৎকৃতম্ । প্রহ্লাদজননৌ দৃষ্টির্বশেষঃ তদুদীৰ্য্যতাম্ ॥
৬০ ॥ পুরুষ উবাচ । স্বয়া দৃষ্টৌ মহাকালে
বিখ্যাতোহনরকেশ্বরঃ । আশ্বিনস্ত চতুর্দশাং তন্তেদং

পুণ্য উপভোগের নিমিত্ত আগমন করুন । দূতের
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি নিমি বলিলেন,—
হে দেবানুচর ! তুমি আমাকে যখানে লইয়া
যাইবে, আমি সেই স্থানেই যাইব । আমি
তোমাকে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করি, তুমি তাহার উত্তর
প্রদান কর । ঐ যে বজ্রতুণ্ড কাক সকল যে
সকল নরের পুনঃপুনঃ জায়মান নয়ন উৎপাটন
করিতেছে, তাহারা কোন্ জুগুপ্সিত কৰ্ম্ম
করিয়াছে ; ঐ যে, উহাদের পুনঃপুনঃ জায়মান
জিহ্বা কর্ত্তিত হইতেছে এবং করপত্র দ্বারা উহা-
দিগকে পাটিত করিতেছে, ইহারা কি জন্ত এরূপ
দুঃখ ভোগ করিতেছে ? ঐ যে কতিপয় নর নিরস্তর
নিপীড়িত হইতেছে, ইহারা কি পাপ করিয়াছে ?
এই যে পাপিগণ যাতনা ভোগ করিতেছে, এবং
আরও অন্তান্ত যে সকল যাতনা তাহারা ভোগ
করিয়া থাকে, এই সকল যাতনা তাহারা কতাদন
ভোগ করিয়া থাকে, তাহা তুমি আমার নিকট নিবে-
দন কর । যমপুরুষ বলিল,—হে ভূপাল ! আপনি
যে আমায় পাপকৰ্ম্মের কল জিজ্ঞাসা করিতেছেন,
তাহা আমি সংক্ষেপে বলিতোছি, শ্রবণ করুন,—হে
রাজন্ ! মানব পর্য্যায়ানুসারে পুণ্যাপুণ্য ভোগ
করিয়া থাকে এবং ভোগ সমাপ্ত হইলেই তাহা
ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । ভোগ ব্যতিরেকে কোন প্রকারেই

তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না । এইজন্তই ঐ মহাপাপ-
গণ নরকে পতিত হইয়া পাপকল যাতনা ভোগ
করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছে । কি দেবতা,
কি মনুষ্য, কি তিথ্যক্ জাতি,—সকলেই পুণ্য-
পাপোদ্ভব সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । হে
রাজন্ ! এই আমি আপনার নিকট পুণ্যজন ও
পাপিগণের স্ব-কৰ্ম্ম-কল মোক্ষের কথা কীৰ্ত্তন
করিলাম । এখন আপনি পাপীদিগকে দেখিতে
দেখিতে আমার সঙ্গে আসুন অন্তত্র গমন
করি । অনন্তর রাজা পুরুষের অনুগমন করিতে
লাগিলেন । ঐ সকল যাতনা-ভোগকারী পাপিগণ
নৃপকে দেখিয়া বলিতে লাগিল,—হে নৃপ ! অনু-
গ্রহপূর্ব্বক আপনি মুহূর্ত্ত মাত্র দণ্ডায়মান থাকুন,
আপনার অঙ্গসংসর্গী বায়ু, আমাদের গাত্রে সংলগ্ন
হইয়া আমাদের শরীর শীতল ও যাতনা-শূন্য
করিতেছে । তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
নৃপ তখন যাম্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—
কিজন ইহারা আমাকে দর্শন করিয়া আহ্লাদিত
হইতেছে । আমি ধরাতলে এমন কি পুণ্য কৰ্ম্ম
করিয়াছিলাম যে, তাহার কলে ইহারা আমাকে
দর্শন করিয়া আপ্যায়িত হইতেছে ? যমপুরুষ বলি-
লেন,—হে নৃপ ! আপনি আশ্বিন মাসের চতু-
র্দশীতে মহাকালে অনরকেশ্বর দেবকে দর্শন

কলমৌদ্রশম্ । ৬১ । ততস্তদাঙ্গসংসগী পবনো
 হ্লাদদায়কঃ । পাপকর্মকৃতাং রাজন্ যাতনা ন
 প্রবাধতে । ৬২ । রাজোবাচ । যদি মৎসন্নিধানে
 সা যাতনা ন প্রবাধতে । ততো ভদ্রমুখাঙ্গঃ
 হ্যন্তো হ্যগুরিবাচলঃ । ৬৩ । পুরুষ উবাচ । এহি
 রাজেন্দ্র গচ্ছাবো নিজপুণ্যসমার্জিতান্ । ভুঙ্ক্ষু
 ভোগান্ন যান্তোতাং যাতনাং পাপকর্মণাম্ । ৬৪ ।
 রাজোবাচ । ন স্বর্গে ব্রহ্মলোকে বা তৎসুখং
 প্রাপ্যতে নরৈঃ । যদার্তজন্তুঃ নির্দাণমানেতুমিতি
 মে মতিঃ । ৬৫ । তস্মান্ন ভাবদ্যাস্তামি যাবদেতে
 সুখংখিতাঃ । মৎসন্নিধানাংসুখিনো ভবন্তু নরকো-
 কসঃ । ৬৬ । প্রাপ্যস্তে তে যদি সুখং বহুবো
 দুঃখিতে ময়ি । কিমু প্রাপ্তং ময়া সর্বং তস্মাৎ
 ব্রজ মা চিরম্ । ৬৭ । পুরুষ উবাচ । এষ ধর্মশ্চ
 শক্রশ্চ হ্যং নেতুং সমুপাগতো । অবশ্চমস্মাদাস্তব্যং
 তস্মাৎপার্শ্ব গম্যতাম্ । ৬৮ । এতস্মিন্নন্তরে ধর্মঃ
 শক্রেণ সহিতোহব্রবীৎ । নিমে পরমধর্মজ্ঞ প্রীতা
 দেবগণান্তব । ৬৯ । এহেহি পুরুষব্যাত্ত কৃতমেতা-

করিয়াছিলেন, সেই জন্য - উহার। আপনাকে দর্শন
 করিয়া পরিতাপশূন্য হইতেছে এবং সেই কারণেই
 আপনার অঙ্গসংসগী বায়ু পাপিদগের আনন্দ-
 দায়ক ও পরিতাপনাশক হইয়াছে। রাজা বলি-
 লেন,—হে ভদ্রমুখ! আমি অবস্থান করিলে যদি
 উহাদের যাতনার লাঘব হয় তাহা হইলে আমি
 এই স্থানে স্থাপুর স্থায় অচল হইয়া অবস্থান
 করি। যমপুরুষ বলিল,—হে রাজন্! আপনি
 আমার সঙ্গে থাকুন, নিজ পুণ্যকর্মের ফল
 উপভোগ করুন, পাপকর্মের ফল উপভোগ
 করিবেন না। রাজা বলিলেন,—নর যদি দুঃখার্ত
 ব্যক্তির দুঃখ নাশ করিতে পারে, তাহা হইলে
 তাহাতে তাহার যে সুখ হয়, এরূপ সুখ ব্রহ্মলোকে
 বা স্বর্গেও লব্ধ হয় না। অতএব আমি এস্থান হইতে
 যাইব না, এই নরকপতিত দুঃখার্ত ব্যক্তিগণ
 আমার সান্নিধ্যে সুখ লাভ করুক। আমি একাকী
 দুঃখ ভোগ করিলে যদি এই বহুসংখ্যক নরকগামী
 পাপী সুখ লাভ করে, তাহা হইলে আমার কি না
 লব্ধ হয়? অতএব তুমি গমন কর। পুরুষ বলি-
 লেন,—হে রাজন্! ধর্ম এবং স্বয়ং শক্র আপনাকে
 লইতে আসিয়াছেন, অবশ্চ আপনাকে এস্থান
 হইতে গমন করিতে হইবে, অতএব আপনি চলুন।
 ইত্যবসরে ধর্ম ও শক্র আগমন করিয়া নৃপকে বলি-

বতা প্রভো। সাক্ষিঃ প্রাপ্তা ইয়া রাজলৌকা-
 ন্তাপ্যকয়ারিতাঃ । ৭০ । ন চ মহ্যাত্ময়া কার্য্যঃ শূন্য
 মে বচনং বিভো। অবশ্চ নরকস্তাবদ্রষ্টব্যঃ
 সর্বরাজভিঃ । ৭১ । নয়ামি হ্যামহং স্বর্গং ইয়া
 সম্যগুপাসিতঃ । বিমানবরমাক্ষ বিমলং চাদ্য
 গম্যতাম্ । ৭২ । নিমিক্রবাচ । নরকে মানবা
 ধর্ম পীড়্যন্তেহজ সহস্রশঃ । জাহীতি বার্তাং ক্রন্দন্তো
 মামতো ন ব্রজাম্যহম্ । ৭৩ । ইন্দ্র উবাচ । কর্মণা
 নরকে প্রাপ্তিরেষাং চ পাপকর্মণাম্ । স্বর্গে ইয়াপি
 গন্তব্যং নৃপ পুণ্যেন কর্মণা । ৭৪ । রাজোবাচ ।
 পরিজনানসি ধর্মজ্ঞ হং বা শক্র শচীপতে । বিশিষ্টং
 মম কিং পুণ্যং শুভং তদ্বক্তুমর্হসি । ৭৫ । ধর্ম
 উবাচ । আশ্বিনস্ত তু মাসস্ত কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী ।
 তস্তাং ইয়া মহাবাহো মহাকালবনোত্তমে । দৃষ্টো
 দেবঃ সুবিখ্যাতঃ স্বর্গদোহনরকেশ্বরঃ । ৭৬ । তদ্বিশিষ্টং
 চ তে পুণ্যং তস্ত সংখ্যা ন বিদ্যতে । স্বকর্মো-
 পার্জিতং পুণ্যং ভুঙ্ক্ষু রাজন্ যথাসুখম্ । এতে
 নারকিকাঃ সর্বে ক্ষপয়ন্তু স্বকর্মজাম্ । ৭৭ ।

লেন,—হে নিমে! দেবগণ আপনার প্রতি প্রসন্ন
 হইয়াছেন, আপনি আসুন, আপনি সিদ্ধি ও অক্ষয়
 লোক লাভ করিয়াছেন। হে বিভো আপনি
 ক্রোধ করিবেন না, আমার বাক্য শ্রবণ করুন।
 সকল রাজাই নরক দর্শন করিয়া থাকেন। আমি
 আপনাকে স্বর্গে লইয়া যাইব। অদ্য আপনি বিমান-
 বরে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করুন। ৭০—৭১।
 রাজা বলিলেন,—হে ধর্ম! এই নরকে সহস্র সহস্র
 নর পীড়িত হইতেছে। তাহার। “জাহি জাহি”
 বলিতেছে। অতএব আমি স্বর্গে গমন করিব
 না। ইন্দ্র বলিলেন,—হে নৃপ। পাপকর্মের
 ফলে ইহার। নরকে পতিত হইয়াছে, আপনি
 পুণ্যকর্মের প্রভাবে আমাদের সহিত স্বর্গে গমন
 করুন। রাজা বলিলেন,—হে ধর্মজ্ঞ শক্র! আমি
 আপনার নিকট জ্ঞানিতে ইচ্ছা করি যে, আমি কি
 বিশিষ্ট পুণ্য কর্ম করিয়াছি? আপনি ইহা আমার
 নিকট প্রকাশ করুন। ধর্ম বলিলেন,—হে
 নৃপ। আপনি আশ্বিন মাসের চতুর্দশী তিথিতে
 মহাকালবনে অনরকেশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন।
 ইহাই আপনার বিশিষ্ট পুণ্য, এ পুণ্যের সীমা
 নাই। হে রাজন্! আপনি স্বকর্মের ফল ভোগ
 করুন; আর এই পাপিগণ পাপকর্মোচিত যাতনা
 ভোগ করিয়া নির্দিষ্ট কাল অতিবাহিত করুক।

রাজোবাচ । কথং স্পৃহাং করিষ্যন্তি সৎসঙ্গেষু চ ।
মানবাঃ । যদি মৎসন্নিধাবেষামুৎকর্ষো নোপজায়তে
৭৮ । তস্মাদযৎ স্কৃতং কিঞ্চিৎশিষ্টিতরমাস্তি বৈ ।
ভেন মুচ্যন্ত নরকাৎ পাপিনো যাতনাগতাঃ । ৭৯ ।
ধর্ম উবাচ । রাজস্বয়া কৃতং পূর্বেহনরকেশ্বর
দর্শনম্ । তৎপুণ্যস্ত পুণ্যস্ত কালমেভ্যঃ প্রযচ্ছ
বৈ । ৮০ । তৎপুণ্যস্ত প্রভাবেণ মোক্ষ্যন্তে
নরকাদিমে । তথা কৃতে ততস্তেন বিমুক্তা
নরকাক্ত তে । ৮১ । ততোহব্রবৌকর্মরাজো নিমিঃ
শক্রসমবিতঃ । এবং শ্রেষ্ঠতরং স্থানং ত্বয়া প্রাপ্তং
মহৌপতে । ৮২ । এতাংচ নারকান্ পশু বিমুক্তান্
পাপকর্মণঃ । ততোহপতৎপুণ্যবৃষ্টিস্তোপরি মহৌ-
পতেঃ । ৮৩ । বিমানং চাধিরোপৈযনং স্বলোক-
মনয়ঙ্করিঃ । যে যে তত্রাভবন্ পাপাযা তনাভ্যঃ
পরিচ্যুতাঃ । ৮৪ । প্রভাবাত্তস্ত দেবস্ত স্বর্গলোকং
গতাঃ প্রিয়ে । অতো দেবঃ সুবিখ্যাতঃ স
দেবোহনরকেশ্বরঃ । ৮৫ । স্তুতো দেবগণৈঃ
সর্ধৈর্নরকাদবতারকঃ । জাতঃ স এব স্কৃতভৌ কুলং

তেনৈব পাবিতম্ । ৮৬ । যঃ পশুতি নরো নিত্যং
দেবং চানরকেশ্বরম্ । যেহর্চয়ন্তি নরা ভক্ত্যা
দেবং চানরকেশ্বরম্ । তেষাং বিলীয়তে পাপং
পূর্বজন্মশতোত্তমম্ । ৮৭ । যেহুমোদন্তি দেবস্ত
দর্শনং পর্বতান্নজে । তেহপি পাপবিনিপ্তক্কাঃ
প্রয়াস্তি মম মন্দিরে । ৮৮ । সমতীতং ভবিষ্যচ্চ
কুলানামযুতং নরঃ । মম লোকং নয়ত্যাণ্ড তস্ত
লিঙ্গস্ত দর্শনাৎ । ৮৯ । শিবযোগসমায়ুক্তা কৃকা
যা চ চতুর্দশী । সা প্রোক্তা বল্লভা তস্ত সর্বপাপ-
প্রণাশিনী । ৯০ । যে চায়াস্তি নরাস্তম্ভাং দেবং
চানরকেশ্বরম্ । উপোষ্য পাটৈর্মুচ্যন্তে তে নরাঃ
শতজন্মজৈঃ । ৯১ । কর্মণা মনসা বাচা যৎপাপং
সমুপার্জিতম্ । তৎকালয়ন্তি দেবোহসৌ তিথৌ
তস্তাং সমর্চিতঃ । ৯২ । এব তে কথিতো দেবি
প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । জটেশ্বরস্ত দেবস্ত শৃণু
মাহাত্ম্যমুত্তমম্ । ৯৩ ।

ইতি শ্রীক্ষান্দেহনরকেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ । ২৭ ।

রাজা বলিলেন—আমার সন্নিবিমাত্রে যদি
ইহাদের উৎকর্ষ না জন্মিল, তাহা
আর কি জন্ত সৎসঙ্গে স্পৃহা জন্মিবে? অতএব
আমার যাহা কিছু বিশিষ্ট পুণ্য আছে, সেই পুণ্য-
প্রভাবে এই নরকগত পাপিগণ যাতনাভোগ
হইতে মুক্তি লাভ করুক। ধর্ম বলিলেন,—হে
রাজন্! আপনি পূর্বে যে অনরকেশ্বর দর্শন
করিয়াছিলেন, তজ্জানিত পুণ্যের কলামাত্র ইহাদি-
গকে প্রদান করুন, সেই পুণ্যপ্রভাবেই ইহারা নরক-
যাতনা হইতে মুক্তি লাভ করিবে। অনন্তর
তাহাই অল্পকাল হইল, নরকবাসিগণও মুক্তিলা
করিল। এই সময়ে শক্র ও ধর্মরাজ, নিমিকে
বলিলেন,—হে নরপতে! এই পুণ্যকর্মের
ফলে আপনি শ্রেষ্ঠতর লোক লাভ করিলেন;
আর এদিকে দেখুন, নারকিগণ নরকভোগ হইতে
মুক্তি লাভ করিল। ইত্যবসরে নৃপতির মস্তকে
পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। ইন্দ্র তাহাকে বিমানে
আরোহণ করাইয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন। যে
সকল পাপী নরকে যাতনা ভোগ করিতেছিল,
তাহারা নৃপপ্রভাবে যাতনা হইতে মুক্তি লাভ
করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিল। হে প্রিয়ে!
এই জন্তই লিঙ্গের নাম হইল,—অনরকে-
শ্বর। অনন্তর ঐ নরক-তারক নৃপ, দেবগণ কর্তৃক

স্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি স্কৃতভৌ পুরুষ এবং
তিনিই জন্ম দ্বারা স্বীয় কুল পবিত্র করিয়াছেন; যিনি
অনরকেশ্বর দেবকে নিত্য দর্শন করেন। যে ব্যক্তি
নিত্য তাঁহার অর্চনা করে, তাহাদের শত পূর্বজন্মো-
দ্ভব পাপ বিনষ্ট হয়। হে পর্বতান্নজে! যাহারা অনর-
কেশ্বর দেবের দর্শন অশ্রুমোদন করে, তাহারা
পাপবিনিপ্ত হইয়া মদীয় মন্দিরে গমন করিয়া থাকে।
ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে নর অতীত ও ভবিষ্যৎ
অযুত কুল মদীয় লোকে প্রেরণ করে। শিবযোগ-
সমায়ুক্তা কৃকা চতুর্দশী, শিবের অত্যন্ত প্রিয় এবং
সর্বপাপপ্রণাশিনী। যাহারা ঐ তিথিতে অনরকে-
শ্বর দেব সন্নিধানে অ্যগমন করিয়া ঐ স্থানে উপ-
বাস করে, তাহারা শতজন্মজ পাপ হইতে মুক্তি
লাভ করিয়া থাকে। ঐ তিথিতে দেব অনরকেশ্বর
অর্চিত হইয়া লোকের কায়-মন ও বাক্য দ্বারা
উপার্জিত পাপ ক্ষালন করিয়া দেন। হে দেবি!
এই আমি তোমার নিকট অনরকেশ্বরের প্রভাব
কীর্তন করিলাম, অতঃপর জটেশ্বরমাহাত্ম্য অবর্ণ
কর। ৭২—৯৩ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭ ।

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীদেবদেব উবাচ । অষ্টাবিংশতিকং বিদ্ধি
বিখ্যাতং চ জটেশ্বরম্ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ মুক্তো
ভবতি মানবঃ ॥ ১ ॥ পুরা রথন্তরে কল্পে বীরধন্বা
মহীপতিঃ । ধর্ম্মাত্মা চ যশস্বী চ বভূব ভুবি বিক্রমতঃ ॥
২ ॥ স কদাচিদ্বনং গতা যুগহেতোর্বরাননে । ব্যাপা-
দয়ন্ যুগগণান্ ধনুসা ক্রোধবিহ্বলঃ ॥ ৩ ॥ জগাম তত্র
যজ্ঞাসন্ ভ্রাতরঃ পঞ্চ সূত্রতাঃ । সংবর্ত্তস্ত সূতা দেবি
যুগরূপেণ সংস্থিতাঃ ॥ ৪ ॥ তে কদাচিদ্বনে পঞ্চ দৃষ্ট্বা
হরিণপোতকান্ । ঋনতো জাতমাত্রাংশ্চ কোতুহল-
সমধিতাঃ ॥ ৫ ॥ একৈকং জগৃহস্তত্র সূতাস্তে হতি-
হুঃখিতাঃ । ততঃ সর্ব্বৈ চ তে পঞ্চ যথূর্ধ্ব পিতুরপ্তি-
কম্ ॥ ৬ ॥ প্রায়শ্চিত্তং সমীহন্তঃ সংবর্ত্তং সাংসর্দে-
বৃতম্ । উচুস্তে বচনং চেদং যুগহিংসাপ্রিতং তদা ॥
৭ ॥ জাতমাত্রা যুগাঃ পঞ্চ অশ্মাভির্নিহিতাঃ প্রভো ।
অকামতস্ততোহস্মাকং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তাম্ ॥ ৮ ॥
উচে স শুদ্ধিমাশ্রোতি প্রায়শ্চিত্তে কৃতে সতি । অন-
ধীত্য ধর্ম্মশাস্ত্রং প্রায়শ্চিত্তং দদাতি যঃ । প্রায়শ্চিত্তৌ
ভবেৎ পুতঃ কিম্বিৎ দাতরি ব্রজেৎ ॥ ৯ ॥ ধর্ম্ম-

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি । যাহার
দর্শনমাত্রে মানব মুক্তিলাভ করে, আমি সেই বিখ্যাত
জটেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ
কর । পূর্বে রথন্তর কল্পে বীরধন্বা নামে এক
রাজা ছিলেন । তিনি ধার্ম্মিক, যশস্বী ও ভুবন-
বিখ্যাত ছিলেন । হে বরাননে ! তিনি একদা যুগযুগ
বনে গমন করিয়া সক্রোধে ধনু দ্বারা বহু যুগ
ব্যাপাদন করত যেখানে সংবর্ত্ত-সূত পঞ্চ ভ্রাতা
যুগরূপে বিরাজিত, সেই স্থানে গমন করিলেন ।
একদা ঐ পঞ্চ ভ্রাতা সদ্যোজাত, লুপ্তিত পঞ্চ
হরিণশিশুকে দর্শনপূর্ব্বক কোতুহলাক্রান্ত হইয়া এক
একটিকে গ্রহণ করেন, এবং গ্রহণ করিবামাত্র
তাহারা পঞ্চই প্রাপ্ত হইল । ইহাতে তাহারা অত্যন্ত
হুঃখিত হইয়া পিতার নিকট গমন করত প্রায়শ্চিত্ত
করিবার অভিলাষে বলিল,—হে প্রভো ! আমরা
অনিচ্ছায় সদ্যোজাত পঞ্চ যুগশিশু নিহত করি-
য়াছি । আপনি আমাদের প্রায়শ্চিত্ত বিধান
করুন । তাহাদের পিতা বলিল,—প্রায়শ্চিত্ত করিলে
নিশ্চয়ই শুদ্ধিলাভ করিবে । ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন
না করিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রদান করিলে,

শাস্ত্রসমাক্রুতা বেদখণ্ডগধরা দ্বিজাঃ । ক্রৌড়ার্ম্মমপি
যদক্রয়ঃ স ধর্ম্মঃ পরমঃ স্মৃতঃ ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মচ্ছিন্নঃ
জপচ্ছিন্নঃ যচ্ছিন্নঃ যজ্ঞকর্ম্মণি । অচ্ছিন্নঃ জায়তে
সর্ব্বঃ ব্রাহ্মণৈরুপপাদিতম্ ॥ ১১ ॥ অচ্ছিন্নমিতি
যদ্বাক্যং যদন্তি ক্রিতিদেবতাঃ । প্রণশ্চত্যধিলঃ
পাপমগ্নিষ্টোমফলং ভবেৎ ॥ ১২ ॥ ইত্যেবং বদতি
শ্রেষ্ঠে সংবর্ত্তে দ্বিজসত্তমে । সমাগতাশ্চ সুনয়ো
ভূত্বাঙ্গিরসাদয়ঃ ॥ ১৩ ॥ তেষামর্থে যথারূপং
কথয়ামাসুরেব তে । সংবর্ত্তস্ত সূতা দীনা ভক্তি-
নম্রাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ১৪ ॥ তেহপ্যচূর্ধ্বশাস্ত্রাণি বিহি-
তানি যথার্থতঃ । প্রায়শ্চিত্তং যথোদ্দিষ্টং দেশ-
কালবিভাগতঃ ॥ ১৫ ॥ অশীতিধ্বস্ত বর্ষাণি বালো
বাপ্যনষোড়শঃ । প্রায়শ্চিত্তাঙ্গমহন্তি স্ত্রিয়ো বৈ
ব্যধিতস্ত চ ॥ ১৬ ॥ দেশং কালং বয়ঃ শক্তিং
পাপং চাবেক্ষ্য যত্নতঃ । প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্প্য
শ্রাদ্ধিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৭ ॥ ইদানীং যুগ-
চর্ম্মাণি পরিধায় যত্নতঃ । চরধ্বং পঞ্চ বর্ষাণি
ততঃ শুদ্ধা ভবিষ্যথ ॥ ১৮ ॥ এবমুক্তাশ্চ তে বালা
যুগধর্ম্মোপজীবিনঃ । বনং বিবিশুরব্যগ্রা ধ্যায়ন্তো

প্রায়শ্চিত্তৌ ব্যক্তি পুত হয়, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তৌর পাপ,
ব্যবস্থাপক ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয় । ধর্ম্মশাস্ত্রাধি-
কৃত বেদ-খণ্ডগধরা দ্বিজগণ ক্রৌড়ার্ম্ম ও যাহা বলেন,
তাহা পরম ধর্ম্ম । ব্রহ্মচ্ছিন্ন, জপচ্ছিন্ন ও যজ্ঞচ্ছিন্ন,
এই সকল যদি ব্রাহ্মণ কর্ত্তক উপপাদিত হয়,
তাহা হইলে অচ্ছিন্ন হইয়া থাকে । ভূসুরগণ যদি
অচ্ছিন্ন বাক্য বলেন, তাহা হইলে, অধিল পাপ
বিনষ্ট হয় এবং অগ্নিষ্টোমফল লব্ধ হইয়া থাকে ১১-১২।
দ্বিজসত্তম সংবর্ত্ত এই কথা বলিতে থাকিলে ভৃগু,
অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি মুনিগণ ঐ স্থানে আগমন
করিয়া যথারূপ প্রায়শ্চিত্তবিধি বলিতে লাগিলেন ।
সংবর্ত্তের সূত্রগণ বিনীতভাবে অবস্থান করিল ।
মুনিগণ দেশ-কালবিভাগ অনুসারে যথার্থ ধর্ম্মশাস্ত্র
বলিতে লাগিলেন । তাহারা বলিলেন—যাহারা
অশীতিপর বৃদ্ধ, যাহারা ষোড়শ বৎসরের ন্যূন-
বয়স্ক, স্ত্রীজাতি এবং ব্যধিত, ইহারা অর্দ্ধ প্রায়-
শ্চিত্ত করিবে । দেশ, কাল, বয়স, শক্তি, এই
সকল যত্নপূর্ব্বক দর্শন করিয়া প্রায়শ্চিত্তের বিধান
দিতে হয়; ইহাই ধর্ম্ম-সিদ্ধান্ত । হে সংবর্ত্ত-
পুত্রগণ ! তোমরা ইদানীং যুগচর্ম্ম পরিধান-
পূর্ব্বক পঞ্চবর্ষ কাল যাবৎ ব্রতচরণ কর;
ইহাতেই শুদ্ধি লাভ করিবে । ঐ বালকগণ

ব্রহ্ম শাস্ত্রম্ । ১৯ । ততো বর্ষে হতিক্রান্তে
বীরধ্বা মহীপতিঃ । তত্রাজগাম যশ্চিন্তে চরন্তি
মৃগরূপিণঃ । ২০ । তে চাপ্যেকতরোর্মূলে মৃগ-
ধর্ম্মোপজীবিনঃ । জপন্তঃ সংস্থিতান্তে হি রাজা
দৃষ্টা মৃগা ইতি । ২১ । মহা বিক্রান্ত নারীচৈর্মূলাস্তে
ব্রহ্মবাদিনঃ । তান দৃষ্টা চ মৃতান রাজা ব্রাহ্মণান
সংশিতব্রতান । ভয়েন বেপমানস্ত দেবরাতাশ্রমং
যযৌ । ২২ । তত্রাপৃচ্ছদ্রব্রহ্মবধ্যা মম জাতা
মহামুনে । আমূলান্তঃ বধাস্তস্ত কথয়িত্বা নরাধিপঃ ।
ভৃশং শোকপরীতাত্মা কুরোদ ভৃশদুঃখিতঃ । স
ঋষির্দেবকল্পস্ত কদম্বং নৃপসত্তমম্ । ২৪ । উবাচ
মা ভৈনূপতে অপনেষ্যামি পাতকম্ । পাতালে
সুতলাখ্যে তু নিমজ্জন্তৌ যথা ধরা । ২৫ । উক্লুতা
দেবদেবেন বিষ্ণুনা ক্রোড়মূর্তিনা । তদ্বদন্তস্তং
রাজেন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপরিপ্লুতম্ । উদ্ধরিষ্যতি দেবো-
হসৌ স্বয়মেব জনাৰ্দ্দনঃ । ২৬ । এবমুক্তস্ততো
রাজা হুরিতো বাক্যমববৌৎ । ২৭ । কিমেনে
দ্বিজেনৈব নিষ্প্রভেন হুরান্ননা । উদ্ধৰ্ত্তুং নৈব

শক্নোতি স্বয়মেব দ্বিজাধমঃ । ২৮ । ইত্যুক্তা
কোপরক্তাক্ষঃ খড়্গেনৈব জঘান তম্ । মৃতঃ দৃষ্টা
দ্বিজং রাজা ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ । ২৯ । তাস্মি-
ন্নেব বনে দেবি পাপসজ্জেন মোহিতঃ । জঘান
কপিলাং দোদ্ধ্রুতঃ সবৎসাং গালবস্ত চ । ৩০ ।
ক্ষুধার্ত্তং তৃষার্ত্তং বাল্যায়োহাচ্চ সাহসাৎ । কুরা
বুদ্ধিঃ সমভবজ্জটীভূতঞ্চ পাতকম্ । ৩১ । জটী-
ভূতেন পার্শ্বেন বভ্রাম গহনে বনে । স কদাচি-
ত্তুরঙ্গেন হতো দূরং মহদ্বনম্ । ৩২ । ব্যাঘ্রসিংহ-
গজাকীর্ণং মৃগশবরসেবিতম্ । একাকী তত্র
রাজাসাবলং মুক্তা তরোরধঃ । ৩৩ । কুশোপরি
তদা তত্র সুষাপ চ স নির্ভয়ম্ । তত্র ব্যাধাঃ সম-
চরন্ দৃষ্টা সুপ্তং চ নির্ভয়ম্ । ৩৪ । তে গতাশ্রিতা
ব্যাধাঃ স্বভৰ্ত্তুঃ কথনায় বৈ । স্বামিনা হেন নির্দিষ্টা
নিগ্রহীতুং প্রচক্রমুঃ । ৩৫ । তাবদ্রাজঃ শরীরাত্ত
খেতাভরণভূষিতা । উথায় চক্রমাদায় তয়া স্নেচ্ছাচ্চ
পাতিতাঃ । ৩৬ । দম্ব্যনিহত্যা সা দেবী তত্রৈবা-
দর্শনং গতা । ৩৭ । অথ রাজা তয়া মুক্তঃ প্রতিবুদ্ধো-

এইরূপ অভিহিত হইয়া মৃগচর্য্য পরিধান করত
শাস্ত্রত ব্রহ্ম ধ্যানপূর্ব্বক ধীরভাবে বনগমন
করিল । অনন্তর বর্ষাকাল অতীত হইলে
বীরধ্বা মহীপতি—যেখানে ঐ মৃগরূপী পঞ্চভ্রাতা
বিচরণ করিতেছিল, ঐ স্থানে আগমন করিলেন ।
ঐ মৃগধর্ম্মাক্রান্ত পঞ্চভ্রাতা এক তরুমূলে অবস্থিত
হইয়া জপ করিতেছিল, ঐ সময় নৃপতি তাহাদিগকে
দেপিতে পাঠিলেন । তিনি ঐ অবস্থায় তাহা-
দিগকে মৃগ মনে করিয়া বিদ্রুপ করিলেন । বিদ্রুপ
হইবা মাত্র তাহারা পঞ্চরূপ প্রাপ্ত হইল । রাজা
তখন ঐ সংশিতব্রত ব্রাহ্মণকুমারদিগকে মৃত
অবলোকন করিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দেব-
রাতাশ্রমে গমন করিলেন । সেখানে উপস্থিত
হইয়া তিনি বলিলেন,—হে মহামুনে ! আমি
ব্রহ্মহত্যাভাগী হইয়াছি । এইরূপে তিনি
আমূলান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক একান্ত
শোকাভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ।
দেবকল্প ঋষি বলিলেন,—হে নৃপতে ! ভয়
নাই, আপনার পাতক অপনয়ন করিব । দেবদেব
জনাৰ্দ্দন সুতলাখ্য পাতাল হইতে যেমন
নিমজ্জিতা মহীকে উদ্ধার করিয়াছেন, তেমনি
তিনি আপনাকেও ব্রহ্মহত্যা হইতে উদ্ধার
করিবেন । ঐ হুরিতকারী রাজা তখন মুনিবাক্য

শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—এই নিস্তেজ হুরাত্মা দ্বিজা-
ধম কোন কার্য্যেরই উপযুক্ত নহে । এই দ্বিজাধম
স্বয়ং উদ্ধার করিতে সক্ষম নহে । এই কথা বলি-
য়াই ক্রোধাক্রণনেত্রে খড়্গ দ্বারা তাঁহাকে নিহত
করিলেন । রাজা তখন ঐ মুনিকে মৃত দেখিয়া
কোপকষায়িতনেত্রে ঐ বনে ভ্রমণ করিতে করিতে
একদিন গালবের দোদ্ধ্রুত সবৎসা কপিলাকে নিহত
করিলেন । ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষার্ত্ত ঐ রাজার বাল্য,
মোহ ও সাহস বশতঃ পাপ জটীভূত হইল । তাহার
ফলে তিনি গহন বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ।
তিনি একদা তুরঙ্গ কর্ত্তক দূর ভয়ঙ্কর বনে নীত
হইলেন । ঐ বন ব্যাঘ্র সিংহ ও গজাকীর্ণ এবং
মৃগ-শবর-সেবিত । রাজা একাকী তরুতলে অশ-
বন্ধনপূর্ব্বক কুশোপরি নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছেন,
এমন সময় কতিপয় ব্যাধ ঐ স্থানে আগমন করিয়া
রাজাকে তদবস্থ দর্শন করিল । তদর্শনে তাহারা
ক্রতপদে গমন করিয়া ঐ সংবাদ তাহাদের স্বামীকে
বিজ্ঞাপন করিল । তাহাদের স্বামী কর্ত্তক তাহারা
রাজাকে নিগ্রহীত করিতে আদিষ্ট হইয়া তথাবিধ
আচরণে যেমন প্রবৃত্ত হইবে, অমনি সুপ্ত রাজার
শরীর হইতে সালঙ্কারা দেবী চক্রহস্তে নিঃসৃত
হইয়া ঐ দম্ব্য ব্যাধগণকে পাতিত করত সেই
স্থানেই অস্থিত হইলেন । ১৩—৩৭ । রাজা এইরূপে

হৃৎ তৎক্ষণাৎ । স্নেহাংগ নিহতান দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস
পার্শ্বিণঃ ॥ ৩৮ ॥ গোবধ্যা ব্রহ্মবধ্যা চ বনে স্থান্ধিন
সুদাক্ষণা । কথং ময়া নৃশংসেন প্রাপ্তা পাপপরম্পরা ॥
৩৯ ॥ এবং স চিন্তয়িত্বাথ নিঃশ্বস্ত চ পুনঃপুনঃ ।
তমেবাশ্বঃ সমাক্রুত্ব বামদেবাশ্রমং যযৌ ॥ ৪০ ॥
মুনিবা বামদেবেন দৃষ্ট্বা রাজা তথাবিধঃ । জটী-
ভূতেন পাপেন পীড়িতো হুংখিতস্তদা ॥ ৪১ ॥
বামদেব উবাচ । অয়ং স পুরুষব্যাত্তো বীরধন্য
মহীপতিঃ । সোমবংশসমুৎপন্নো দশাং কষ্টাং
সমাগতঃ ॥ ৪২ ॥ উৎসরিষ্যামি রাজানমেনং পুরুষ-
সন্তমম্ । ইত্যালোচ্য তদা বিপ্রো বামদেবো মহা
তপাঃ । প্রত্যাচ মহীপালঃ বীরধন্যমাতুরম্ ॥ ৪৩ ॥
ভো ভো রাজন্ মহীপাল বীরধন্যেতিবিশ্রুতঃ । বিদূ-
রথস্ত তনয়ো বিখ্যাতো ভুবনভ্রমে ॥ ৪৪ ॥ প্রাগ্ভবে
ব্যাক্রপেণ নিহত্য বিপিনে মৃগান্ । দৃঢ়ং জাগরণং
রাজীবামলক্যাস্তরোরধঃ ॥ ৪৫ ॥ কাস্তনামলপক্ষে
দ্ব্যমলক্যোকাদশী শুভা । পুষ্পাক্ষ্যোগিনী তস্তাং
জামদগ্ন্যপ্রদক্ষিণা ॥ ৪৬ ॥ পূজা লোকৈঃ কৃত্বা
দৃষ্টা বিশ্বয়েন স্বয়া পুরা । অকামাতপবাসোহভূ-
তস্তাং জাগরণং পুনঃ ॥ ৪৭ ॥ তৎপ্রভাবাদভূ-

দশুহস্ত হইতে মুক্তি লাভ করত প্রত্নিবৃদ্ধ হইয়া
দেখিলেন যে, কতিপয় স্নেহ নিহত হইয়া পতিত
রহিয়াছে । তদর্শনে তিনি এইরূপ চিন্তা করিলেন
যে, গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি সুদাক্ষণ পাপ-
পরম্পরা আমি এই বনে প্রাপ্ত হইয়াছি । তিনি
এই প্রকার চিন্তা করিয়া পুনঃপুন নিশ্বাস পরি-
ত্যাগপূর্বক সেই অশ্রে আরোহণপূর্বক বামদেবা-
শ্রমে গমন করিলেন । মুনি বামদেব তাঁহাকে পাপে
জটীভূত ও হুংখিত অবলোকন করিলেন এবং
বলিলেন,—এই সেই পুরুষ-ব্যাত্ত সোমবংশীয়
মহীপতি বীরধন্য, কষ্টের দশা প্রাপ্ত হইয়া-
ছেন ! আমি পুরুষসন্তমকে উদ্ধার করিব ।
মুনিবর তখন এইরূপ চিন্তা করিয়া মহীপালকে
বলিলেন,—ভো ভো রাজন্ ! বিদূরথতনয় বীর-
ধন্য ! আপনি ভুবন-বিখ্যাত পুরুষ । পূর্বজন্মে
আপনি বিপিনে বহুমুগ হিংসা করিয়া কাস্তনামাসীয়া
শুভ্রা পুষ্পাক্ষ্যোগিনী আমলক্য-একাদশী
তিথিতে রাজিকালে আমলক্য-তরুতলে জাগরণ
করিয়াছিলেন । ঐ দিন সাধারণ লোক ঐ স্থানে
পূজা করিতেছিল । তদর্শনে আপনি বিস্মিত হন ।
সে দিন ঐ স্থানে অনিচ্ছায় আপনার জাগরণ ও

রাজা মহাবলপরাক্রমঃ । তথা সংরক্ষিতো রাজন্
স্নেহবর্গাধনেহধুনা ॥ ৪৮ ॥ নিহতাঃ শত্রবঃ সর্বের
তথৈব শুভমাপ্যসি । পূর্বকর্মবিপাকেণ ব্রহ্মহত্যা
সমাগতা ॥ ৪৯ ॥ জাতা তপঃপ্রভাবেন ময়া যোগ-
বলেন চ । জটীভূতঃ শরীরং তে পাপসজ্জেন
পার্শ্বিণ ॥ ৫০ ॥ ইদানীং পালয়িষ্যামি শৃণু মে বচনং
পরম্ ॥ ৫১ ॥ ইত্যুক্তো বামদেবেন মুনিবা স
মহীপতিঃ । প্রণম্য প্রয়াতা ভূত্বা পপ্রচ্ছ চ পুনঃ-
পুনঃ ॥ ৫২ ॥ কথং যাস্তস্তি মে হত্যা গোব্রাহ্মণ-
সমুদ্ভবাঃ । উপদেশপ্রদানেন প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥
৫৩ ॥ তস্তা তদ্বচনং শ্রুত্বা বামদেবো মহামুনিঃ ।
কথয়ামাস মাহাত্ম্যং লিঙ্গস্তাস্ত যশস্বিনি ॥ ৫৪ ॥
মহাকালবনং গচ্ছ মহারাজ মমাজ্ঞয়া । তত্রাস্তে
দেবদে বাহপি জগদ্ব্যাপী জটেশ্বরঃ ॥ ৫৫ ॥ পাপ-
সজ্জপ্রহর্তা চ সর্বদেবেষু পঠ্যতে । দেবস্থানরকেশস্ত
উত্তরে স ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫৬ ॥ তস্তা তদ্বচনং শ্রুত্বা
বামদেবস্ত পার্শ্বিণঃ । আজগাম অরায়ুক্তো
মহাকালবনোত্তমে ॥ ৫৭ ॥ তত্র দৃষ্ট্বা জগদ্ব্যাপ্যং
দেবদেবং জটেশ্বরম্ । স্তুতিং চকার রাজেন্দ্রো

উপবাস সজ্জাতিত হইয়াছিল । তাহারই প্রভাবে
আপনি মহাবল রাজা হইয়াছেন । সে দিন বনে
আপনি দেবী কর্তৃক স্নেহদিগের হস্ত হইতে পরি-
ত্যাগ হইয়াছেন । দেবীই আপনার শত্রুগণকে
নিহত করিয়াছেন । আপনি শুভ লাভ করিবেন ।
আপনি প্রাক্তন কর্মবিপাকে ব্রহ্মহত্যা প্রাপ্ত হইয়া-
ছেন । এ সমস্তই আমি যোগবলে অবগত হই-
য়াছি । হে পার্শ্বিণ ! পাপে আপনার শরীর জটীভূত
হইয়াছে, আমি উহা রক্ষা করিব । আপনি আমার
বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ৩৮—৫১ ॥ বামদেব কর্তৃক এই-
রূপ অভিহিত হইয়া মহীপতি প্রণামপূর্বক তাঁহাকে
বলিলেন,—হে মুনে ! কি প্রকারে আমার গোহত্যা
ও ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ বিনষ্ট হইবে ? আপনি
তাহা উপদেশ দিন । নৃপবাক্য শ্রবণ করিয়া মুনি
লিঙ্গ মাহাত্ম্য বলিতে লাগিলেন । তিনি বলিলেন,—
হে মহারাজ ! আপনি মহাকালবনে গমন করুন ।
এই স্থানে জগদ্ব্যাপী দেবদেব জটেশ্বর বিরাজিত ।
ইনি সর্বদেবের মধ্যে উত্তম পাপসংহর্তা এবং
অনরকেশ্বরের উত্তর দিগ্ভাবে অবস্থিত । এইরূপ
মুন্যবাক্য শ্রবণ করিয়া পার্শ্বিণ বনোত্তম মহাকালে
গমন করিলেন । ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি
দেবদর্শনপূর্বক ভক্তি সহকারে তাঁহার এইরূপ

ভক্ত্যা পরময়া পুনঃ । ৫৮ । শিবায় তে নমো
নিত্যং বিশ্বায় নমো নমঃ । নমো দিব্যায়
গুহ্যায় গূঢ়ব্রতশরীরিণে । ৫৯ । নমো জটায় রামায়
মায়াক্রান্তকারিণে । নমোহস্ত বহুরূপায় নমো
নীলাভরূপিণে । ৬০ । নমো ভোগায় ধূমায় নমো-
হস্ত গগনাত্মনে । নমো বহুসমূহায় নমস্তে নিৰ্মলা-
কর । ৬১ । নমো মহাস্থকারার্ক নমস্তে শক্ৰ-
ঘাতিনে । নমঃ সংসারপারায় দিব্যরূপশরীরিণে ।
নমঃ কনকবর্ণায় নমো মোহিতমোহিনে । ৬২ । নমঃ
সুরূপায় সুরার্চিতায় নমো বিরূপায় প্রকৃতেঃ পরায় ।
নমো নমো রূপনিরাশ্রয়ায় শ্রামাসুরূপায় নমো
নমস্তে । ৬৩ । ইতি তন্তুদা দেবি মহাদেবো মহে-
শ্বরঃ । জটাবেষ্টিতসর্বাঙ্গো লিঙ্গমধ্যাচ্চ নিঃসৃতঃ ।
৬৪ । ভাস্কচর্চিতসর্বাঙ্গো ভোগিভোগাঙ্গদোজ্জ্বলঃ ।
হিমরাশিনিভাকারো রজতালনিৰ্মলঃ । ৬৫ । মুক্তা
লতানিভাভিঃ জটাবিভূষিতো বিভূঃ । কপিলভিঃ
করালভিবিবিকটভিঃ বেষ্টিতঃ । ৬৬ । ভোগীন্দ্রকণ-
বদ্ধাভিঃ সিতপীতাদিতিস্তথা । নদীকূপাভিকূপাভিঃ
শোভিতোহসৌ জটেশ্বরঃ । ৬৭ । রাজানং প্রত্যা-
বাচেনং বচনং পর্মিতাঙ্গজৈ । স্কোত্রেশ্বানে
রাজেন্দ্র তুণ্ডোহং তোনিতস্তথা । ৬৮ । জটীভূতঞ্চ

স্মৃতি করিতে লাগিলেন,—হে শিব! আপনাকে
নমস্কার; হে বিশ্বক! আপনাকে ভূয়োভূয় নমস্কার
হে দিব্য, গুহ্য, গূঢ়ব্রতশরীরিন, জট, রাম, মায়া
ক্রান্তকারিন! আপনাকে ভূয়োভূয় নমস্কার। হে
বহুরূপ নীলাভরূপিন, যোগ, ধূম, গগনাত্মন, বহু-
সমূহ, নিৰ্মলাকার, মহাস্থকার, অর্ক, শক্ৰঘাতিন
সংসারপার দিব্যরূপশরীরিন, কনকবর্ণ, মোহিত,
মোহিন, সুরূপ, সুরার্চিত, বিরূপ, প্রকৃতিপর, রূপ-
নিরাশ্রয় ও শ্রামাসুরূপ! তোমাকে ভূয়োভূয় নম-
স্কার। হে দেবি! রাজা এই প্রকার স্তব
করিলে জটাবেষ্টিতসর্বাঙ্গ মহাদেব মহেশ্বর
লিঙ্গমধ্য হইতে নির্গত হইলেন তাঁহার সর্বাঙ্গ
ভাস্কচর্চিত, তিনি ভোগি-ভোগাঙ্গদ্বারে প্রদীপ্ত
এবং হিমরাশি ও রজতালের আয় বিরাজিত।
মুক্তালতানিভ, কপলবর্ণ, করাল, বিকট, ভোগীন্দ্র-
কণবদ্ধ, সিতপীত, নদীসদৃশ জটাপটল তাঁহার
শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। তিনি রাজাকে
বলিলেন—হে রাজেন্দ্র! আমি তোমার স্তবে
পারিতুষ্ট হইয়াছি। আমার দর্শনমাত্রই তোমার
জটীভূত পাপ বিনষ্ট হইয়াছে। অধুনা তুমি

তে পাপং গতং মদর্শনেন বৈ । তস্মাৎ স্থানং পরং
গচ্ছ মদীয়ং শাস্তং মুদা । ৬৯ । ইত্যাক্তো দেব-
দেবেন বীরধ্বা মহীপতিঃ । জগাম পরমং স্থানং
গহপ্রলয়বর্জিতম্ । ৭০ । কামগেন বিমানেন
স্বয়মানো গগৈঃ প্রিযে । পাপসঙ্ঘেন মুক্তোহসৌ
জটীভূতেশদর্শনাৎ । ৭১ । লিঙ্গশ্চাতঃ সমাখ্যাতো
নাম্না দেবো জটেশ্বরঃ । জটেশ্বরঃ বরারোহে যে
পশ্যন্তি স্তুভক্তিতঃ । তেষাং পাপং জটীভূতং তৎ-
ক্ষণাদেব নশ্বতি । ৭২ । যেহর্চয়ন্তি সদা দেবি
দেবদেবং জটেশ্বরম্ । তেষাং বলং প্রভাবশ্চ
সৌভাগ্যঞ্চ ভবিষ্যতি । ৭৩ । যেহপ্যন্তে দেব-
গন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসমানবাঃ । লিঙ্গঞ্চ পূজয়িষ্যন্তি
বিধিবদ্ভক্তিতাবতঃ । ৭৪ । তেহপি কামানবাপ্ত স্তি
যাংশ্চ কাংশ্চ সুহৃলভান্ । ঐশ্বর্য্যং ধর্ম্মমতুলং দীর্ঘ-
মায়ুররোগতাম্ । ৭৫ । নিঃসপত্নমতুলং যচ্ছান্ত-
তদবাগ্নুয়াৎ । পাপিনঃ ক্রুরকর্ম্মাণো যেহপি লিঙ্গং
সমাশ্রিতাঃ । তেহপি পাপবিনির্মূক্য ভবিষ্যন্তি
গতজরাঃ । ৭৬ । জটেশ্বরঃ প্রপশ্যন্তি ভক্ত্যা যে
চ দিনে দিনে । তে ধর্ম্মধনসৌভাগ্যৈর্ভবিষ্যন্তি

নিত্য ধাম মদীয় লোকে গমন কর। মহীপতি
বীরধ্বামহাদেব কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া
কামগ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দাহ প্রলয়াদি
বর্জিত পরম ধামে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে-
গণসমূহ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল। ঐ
লিঙ্গ দর্শনে তিনি জটীভূত পাপসঙ্ঘ হইতে
মুক্তি লাভ করিলেন বলিয়া লিঙ্গের নাম হইল,—
জটেশ্বর। হে বরারোহে! যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক
জটেশ্বর দর্শন করে, তাহাদের জটীভূত পাপ
তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ৫২—৭২। হে দেবি! যাহারা
দেবদেব জটেশ্বরের অর্চনা করে, তাহাদের
বল, প্রভাব, সৌভাগ্য হইয়া থাকে। দেব,
গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, বা মানব যে কেহ এই
জটেশ্বর লিঙ্গের বিধিবৎ পূজা করে, তাহারা
যে কোন সুহৃলভ অভিনয়িত লাভ করিতে পারে।
অধিকন্তু তাহারা ঐশ্বর্য্য, অতুল ধর্ম্ম দীর্ঘায়ু,
অরোগিগা, অদৈব এবং আরও অন্যান্য যাহা
কিছু হিতকর, তাহা লাভ করিয়া থাকে।
পাপী এবং ক্রুরকর্ম্মা হইলেও যাহারা লিঙ্গাশ্রয়
করিবে, তাহারা বিগতজর হইয়া পাপ-নির্মূক
হইবে। যাহারা প্রতিদিন জটেশ্বর লিঙ্গ দর্শন
করে, তাহারা ধর্ম্ম, ধন ও সৌভাগ্য লাভ করিয়া

সমষ্টিভাঃ ১৭৭ ৷ ব্যাধিতো ব্যাধিনা যুক্তো হৃৎখী
হৃৎখী প্রমুচ্যতে । দর্শনাত্তু ভবেৎ সদাঃ সর্ব-
পাতকবর্জিতঃ ১৮ ৷ জটেশ্বরস্তা মহাত্ম্যং যে
পঠিষ্যন্তি পার্শ্বতি । শ্রোষ্যন্তি যেহপি মন্ত্রজ্ঞা
প্রযতাঃ শ্রদ্ধয়াষিতাঃ ১৯ ৷ তে সর্বকামানাপ্নাস্তি
গতিমন্তে চ মৎপুরে । যা নারী হৃৎগা সাপি
সৌভাগ্যাঃ লভতে সদা ২০ ৷ গুর্জিনী লভতে
পুত্রমরোগঃ ক্ষতিভূষণম্ । শিশুগ্রহাচ্চ নশ্চন্তি
নাপমৃত্যুভয়ং ভবেৎ ২১ ৷ মাক্সল্যামিদমাযুযাং
ধর্ম্মকামাশ্রয়ঃ মহৎ । হৃৎস্বপ্নজং ভয়ং ঘোরং পাপজং
যাতি সঙ্কয়ম্ ২২ ৷ হৃৎকৃতং হৃৎজনস্পর্শং যচ্চা-
ল্লায়ুকরং ভবেৎ । লিঙ্গাপানকথাং শ্রুত্বা বিনশ্চতি
ন সংশয়ঃ ২৩ ৷ শ্রীক্ষেপ্ যঃ পঠেদেতাং জটেশ্বর-
কথাং শুভাম্ । তদক্ষয়ং ভবেচ্ছ্রদ্ধাং পিতৃণাং ক্রীতি-
বর্দ্ধনম্ ২৪ ৷ এষ তে কথনো দেবি প্রভাবঃ পাপ-
নাশনঃ । জটেশ্বরস্তা দেবস্তা শৃণু রামেশ্বরং
শিবম্ ২৫ ৷

ইতি শ্রীকান্দে জটেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ নামাষ্ট্র-

বিংশোহধ্যায়ঃ ২৮ ৷

একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীহর উবাচ । একোনত্রিংশতং বিদ্ধি দেবঃ
রামেশ্বরঃ প্রিয়ে । যন্ত দর্শনমাত্রেণ মুচ্যতে
ব্রহ্মহত্যা ১ ৷ পুরা ত্রেতাযুগে দেবি রামঃ
শত্রুভূতাঃ বর । শূরঃ সর্বগুণোপেতঃ পিতৃভক্তো
বভূব হ ২ ৷ রেণুকাগর্ভসমুতঃ স্বয়ং রামো
বভূব হ । বিষ্ণুরেবাবতীর্ণোহসৌ ভূগোঃ শাপাৎ
সুহৃস্তরাৎ ৩ ৷ স কদাচিরিযুক্তোহসৌ মুনির্না
জমদগ্নিনা । শিরশ্ছিক্তীভূত্বাভেদং মাতৃশ্চে বিপুলং
সুত ৪ ৷ স পিতৃর্ষচনং শ্রুত্বা ভ্রাতৃণাং মাতুরেব
চ । শিরাংসি চিচ্ছিদে রামো জমদগ্নির্ষরং দদৌ ।
সর্ষেবাঃ পৃথিবীশানাঃ স্বমজ্জেষ্যে ভবিষ্যসি । সর্ব-
ক্ষয়করো ভাবী নচিরাদেব ভার্গব ৬ ৷ গৃহাণ
পরশুং পুত্র বহিষ্কালোদ্ভবং দৃঢ়ম্ । অনেন শিত-
শস্ত্রেণ ততঃ খ্যাতো ভবিষ্যতি ৭ ৷ অথ কেনাপি
কালেন কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনো নৃপঃ । হৈহয়ানাং কুলে
জাতঃ সহস্রবাহুবিষ্ণুতঃ ৮ ৷ জঘান জমদগ্নিঃ
কামধেনুং কতে কুবীঃ । পিতরং নিহতং দৃষ্ট্বা রামঃ

থাকে । জটেশ্বর লিঙ্গ দর্শনে পীড়িত ব্যক্তি
পীড়া হইতে এবং হৃৎখী ব্যক্তি হৃৎখ হইতে মুক্তি
লাভ করিয়া থাকে । জটেশ্বর দর্শনে সকল
পাতকই বিনষ্ট হইয়া থাকে । তে পার্শ্বতি ! যাহারা
জটেশ্বর লিঙ্গের মহাত্ম্য পাঠ এবং ভক্তিপূর্ণক
প্রযত্ন হইয়া শ্রবণ করে, তাহারা সর্ব অভিলষিত
লাভ করিয়া অষ্টে মদীয় পুরে গমন করিয়া থাকে ।
হৃৎগা নারী যদি উহার অর্চনা করে, তাহা
হইলে সে সুভাগা হইয়া থাকে । এইরূপে গুর্জিনী
স্ত্রী ক্ষতিভূষণ অরোগ পুত্র লাভ করে । অপিচ
তাহার শিশুগ্রহ বিনষ্ট হয় এবং অপমৃত্যু সম্ভবিত
হয় না । এই লিঙ্গ-মহাত্ম্য মঙ্গলকর, আয়ুদ্য,
ধর্ম্মকামাশ্রয় ও মহৎ । এই লিঙ্গ-মহাত্ম্য-কথা শ্রবণ
করিলে হৃৎস্বপ্নজনিত ভয়, পাপজভয়, সংকয়,
হৃৎকৃত, হৃৎজনস্পর্শ এবং যাহা অল্লায়ুকর, তাহা
বিনষ্ট হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই । যে ব্যক্তি
শ্রীক্ষেপ জটেশ্বর মহাত্ম্য পাঠ করে, তাহার অন্তর্গত
শ্রীক্ষেপ পিতৃলোকের ক্রীতিবর্দ্ধক ও অক্ষয় হয় ।
হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট জটেশ্বর
লিঙ্গের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর
রামেশ্বর শিবের প্রভাব শ্রবণ কর । ১৩—২৫ ।

অষ্টোবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮ ।

উনবিংশ অধ্যায় ।

শ্রীহর বলিলেন,—হে দেবি । যাহার দর্শন
মাত্রে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা
যায়, আমি সেই একোনত্রিংশতম রামেশ্বর
লিঙ্গের মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।
পূর্বে ত্রেতাযুগে শত্রুধারিণী রাম জন্ম গ্রহণ
করেন । তিনি শূর, সর্বগুণোপেত ও পিতৃভক্ত
ছিলেন । রেণুকার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয় ।
ভৃগুর সুহৃস্তর শাপপ্রভাবে ভগবান্ বিষ্ণুই এই
পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হন । একদা মুনি
জমদগ্নি রামকে বলিলেন,—পুত্র ! তুমি তোমার
মাতার শিরশ্ছেদ কর । পিতৃবাক্য শিরোধার্য্য
করিয়া তিনি মাতৃমস্তক ছেদন করিলেন ।
তিনি মাতৃমস্তক ছেদন করিলে তাঁহার পিতা
সন্তুষ্ট হইয়া ভ্রাতৃকে এই বাল্য বর প্রদান
করিলেন যে, তুমি নিখিল ভূপতির অজ্ঞেয়
ও অচিরাৎ সর্বক্ষত্রিয়-ক্ষয়কর হইবে । অগ্নি
পুত্র ! তুমি এই বহিষ্কালোদ্ভব দৃঢ় পরশু গ্রহণ
কর । তুমি এই শিত শস্ত্র দ্বারা পৃথিবীতে খ্যাত
হইবে । অনন্তর একদা হৈহয়কুল-সমুত সহস্রবাহু-
সমষ্টিত কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন কামধেনুর নিমিত্ত রাম-

কুঙ্কোহবৌদিদম্ । ১ । অথ পশুস্ত মে বীৰ্য্যঃ
জয়ো লোকাঃ সনাতনম্ । ২ । স চ পশুতু দুৰ্ব্বুদ্ধিৰ্ব্রজ্জহা
কৃতবীৰ্য্যজঃ । ১০ । মৎপিতা নিহতো যেন সংকৰ্ম্ম-
নিরতঃ সদা । তস্ম বাহুসহস্রং তু ছেৎসামীহ ন
সংশয়ঃ । ১১ । ইত্যুক্রা ক্রোধরক্তাক্ষঃ কার্ত্তবীৰ্য্য-
জ্ঞানং ভুবি । ধৰ্ম্ময়িত্বা যথাকামং ক্রোশমানং পুনঃ
পুনঃ । ১২ । কৃৎস্নং বাহুসহস্রং চ চিচ্ছেদ ভৃগুনন্দনঃ ।
পরশ্বধেন তীক্ষ্ণেন জ্ঞাতিভিঃ সহিতং তদা । ১৩ ।
রথস্থং পাতয়ামাস জঘান নৃপতিং প্রিয়ে । ত্রিঃসপ্ত-
কৃৎস্নঃ পৃথিবী তেন নিঃকজ্রিয়া কৃতা । ১৪ । কৃৎস্না
নিঃকজ্রিয়াং চৈব ভার্গবঃ স মহাবলঃ । সৰ্ব্বপা-
বিনাশায় বাজ্রমেধেন চেষ্টেবান্ । ১৫ । তস্মিন যজ্ঞে
মহাদানে দক্ষিণাং ভৃগুনন্দনঃ । মারীচায় দদৌ
প্ৰীতঃ কপ্তপায় বসুন্ধরাম্ । ১৬ । বাকুণাঃ সুরগান
শুভান্ রথং চ রথিনাং বরঃ । হি গ্যমক্ষয়ঃ
ধেনূর্গজেষ্ট্রাঃ চ মহামতিঃ । ১৭ । তদা তস্মিন্নহাযজ্ঞে
বাজ্রমেধে মহাযশাঃ । তথাপি ন গতা হত্যা
হ্নেকপ্রাণিসম্ভবা । ১৮ । এবং কিল পুরাণেষু
সম্মাগমভিদাদিষু । বিশ্বস্তঘাতিনাং চৈব নিষ্কৃতিঃ

পিতা জয়দগ্নিকে নিহত করে। রাম পিতাকে
তথাবিধ নিহত দেখিয়া সক্রোধে বলিলেন,—অদ্য
ত্রিলোকবাসিগণ আমার সনাতন বীৰ্য্য অবলোকন
করুক আর অবলোকন করুক,—সেই ব্রহ্মঘাতী
দুৰ্ব্বুদ্ধি কৃতবীৰ্য্যপুত্র—যে সংকৰ্ম্মনিরত মদীয়
পিতাকে নিহত করিয়াছে। অদ্য সেই দুরাচার
সহস্রবাহু ছেদন করিব, ইহাতে আর কোন সংশয়
নাই। এই কথা বলিয়া ক্রোধরক্তাক্ষ রাম
কার্ত্তবীৰ্য্যজ্ঞানকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত ও
যথেষ্ট ধর্ম্মিত করিয়া তীক্ষ্ণধার পরশু দ্বারা তাহার
সহস্রবাহু ছেদন করিলেন। ঐ সময়ে কার্ত্তবীৰ্য্যজ্ঞান
পুনঃপুন আর্তনাদ করিতে লাগিল। তিনি
কেবল কার্ত্তবীৰ্য্যজ্ঞানকে নিহত করিয়া ক্ষান্ত
হন নাই, তাঁহার জ্ঞাতিগণকেও নিহত করিয়া-
ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি একবিংশতি
বার পৃথিবীকে নিঃকজ্রিয়া করেন। পৃথিবীকে
নিঃকজ্রিয়া করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক ঐ
যজ্ঞে দক্ষিণাস্বরূপ সমস্ত পৃথিবী—ভুরগ, রথ,
হিরণ্য, ধেনু, গজেষ্ট্র প্রভৃতি বাহ্য কিছু মারীচ
কশ্যপকে প্রদান করেন। এই প্রকার দানাদি
করিলেও তাঁহার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ অপগত
হইল না। তিনি ভাবিলেন,—সকল আগম

শ্রয়তে যথা । ১৯ । অশ্বমেধেন যজ্ঞেন ব্রহ্মহত্যা
বিনশ্চতি । অথবা দ্বাদশাদেন যদ্যেকাস্মা কৃতা
ভুবি । ২০ । ময়া পুনর্নৃশংসেন বহবঃ প্রাণিনো
হতঃ । বিশ্বস্তাশ্চ প্রমত্তাশ্চ গৰ্ভস্থাশ্চ পুনঃপুনঃ । ২১ ।
স্থিয়ো বৃদ্ধাশ্চ বাল্যশ্চ মাতা চৈব বিশেষতঃ । ইতি
দুঃখান্বিতো রামো বিষাদঃ পরমং গতঃ । ২২ । চিন্তয়িত্বা
মুহূর্ত্তং তু গতৌ রৈবতকং গিরিম্ । তথা তপো-
হতদ্বোরং বহুন্ বর্ষগগান্ প্রিয়ে । ২৩ । তথাপি
ন গতা হত্যা হ্নেকপ্রাণিসম্ভবা । অথ রামো
জগামাথ মাহেস্ত্রে মলয়ে তথা । ২৪ । সযে
হিমালয়ে রম্যো পুণ্যে বদরিকাশ্রমে । চরিত্বা পর্ব্বতান্
সর্ব্বান স্মানার্থং নশ্বদাং যযৌ । ২৫ । যমুনাং
চন্দ্রভাগাং চ গঙ্গাং ত্রিপথগামিনীম্ । ইরাবতীং
বিতস্তাং চ পরাং চর্ম্মগতীং শুভাম্ । ২৬ ।
বিশালাং কপিলাং দুর্গাং গভীরাং গোমতীং শিবাম্ ।
গোদাবরীং দশার্ণাং চ পুণ্যাং ভীমরথীং তথা ।
২৭ । গয়াং চৈব কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুন্ডরং তথা
অট্টহাসং প্রভাসং চ কেদারমমরেশ্বরম্ । ২৮ ।
কৃতযাত্রোহপি দুঃখান্বিতস্তয়ামাস ভার্গবঃ । ন নুনং
তীর্থমাহাৰ্য্যং দৃশ্যতে ভুবি সাম্প্রতম্ । ২৯ । ন
গতা ব্রহ্মহত্যা মে কৃতৌ ধর্ম্মো নিরর্থকঃ । মিথ্যা
তৎকথ্যতে শাস্ত্রে তীর্থদানাদিভিঃ শুভৈঃ ।

পুরাণাদিতেই বিশ্বস্তঘাতীরও নিষ্কৃতি শ্রুত হওয়া
যায়, অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে,
অথবা যদি দ্বাদশাদ একাসনে উপবেশন করে,
তাল ইলেক ব্রহ্মহত্যা অপগত হয় । ১—২০ । আমি
নৃশংসভাবে বিশ্বস্ত, প্রমত্ত, গৰ্ভস্থ, স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক
এবং বিশেষত মাতা—এইরূপ বহু প্রাণী নিহত
করিয়াছি। রাম এইরূপ দুঃখান্বিত হইয়া বিপৎ-
সাগরে মগ্ন হইলেন। তিনি মুহূর্ত্তকাল এইপ্রকার
চিন্তা করিয়া মহেল্ল, মলয়, মহা, হিমালয়, পুণ্য
বদরিকাশ্রম, অন্যান্য সমস্ত পর্ব্বত, নশ্বদা, যমুনা,
চন্দ্রভাগা, ত্রিপথগামিনী গঙ্গা, ইরাবতী, বিতস্তা,
চর্ম্মগতী, বিশালা, কপিলা দুর্গা, গভীরা, গোমতী,
শিবা, গোদাবরী, দশার্ণা, ভীমরথী, গয়া, কুরুক্ষেত্র,
নৈমিষ, পুন্ডর, অট্টহাস, প্রভাস, কেদার ও অমরেশ্বর
তীর্থে গমন করিয়া দুঃখিতভাবে এইরূপ চিন্তা
করিতে লাগিলেন,—সম্প্রতি আর আমি তীর্থ
মাহাৰ্য্য দেখিতে পাইতেছি না। আমার
ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হইল না; অল্পাধিক ধর্ম্ম নিষ্ফল
হইল। তীর্থযাত্রা দানাদি দ্বারা ধর্ম্ম অর্জিত

যদি সত্যং সত্যমেতচ্চ নষ্টং জাতং কথং মম ।
 ৩০ ॥ এতস্মিন্বেব কালে তু নারদো যুনিপুঙ্গবঃ ।
 আজগাম তদুদ্দেশঃ যত্র রামো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩১ ॥
 বিষমবদনো দীনশ্চিস্তয়ানঃ পুনঃপুনঃ । দৃষ্টা
 তথাবিধো রামঃ প্রত্যাচাখ্য নারদম্ ॥ ৩২ ॥
 ভো ভো নারদ দেবর্ষে শৃণু মে পরমং বচঃ ।
 জননৌ নিহতা পূৰ্ব্বং পিতৃবাক্যাদ্বিজোত্তম ॥ ৩৩ ॥
 পিতুঃ পরাভবাত্মনো ভূমিপালা ময়া হতাঃ । গর্ভা
 বিদারিতাঃ স্ত্রীণাং বাল্যবৃদ্ধাশ্চ যোষিতঃ ॥ ৩৪ ॥
 নিরন্তরা হতা লোকাংশিশোকেনাদয়ালুনা । পশ্চাদ্-
 যুগা সমুৎপন্ন্য পরলোকং যমেক্ষতঃ ॥ ৩৫ ॥ যজ্ঞঃ
 কৃতোহশ্বমেধশ্চ দত্তং দানমনেকধা । স্নাতোহহং
 সৰ্ব্বতীর্থেষু সৰ্ব্বপ্রশবণেষু চ ॥ ৩৬ ॥ পৰ্বতেষু
 তপস্তপ্তং হতং জপ্তং নিরন্তরম্ । ব্রহ্মহত্যা-
 বিনাশার্থং কিং কিং নাত্ৰ ময়া কৃতম্ ॥ ৩৭ ॥
 পরং নৈব গতা হত্যা তস্মাৎ সৰ্ব্বং নিরর্থকম্ ॥
 ৩৮ ॥ ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা নারদো ভগবানুবাচ ॥

প্রত্যাচাখ্য হিতং সত্যং চিরং ধ্যান্য বচস্তদা । ভো
 ভো রাম কিমাত্মানং ন স্মরন্তধুনা হরিম্ ॥ ৩৯ ॥
 ত্র্যয়েব কথিতং পূৰ্ব্বং ব্রহ্মহত্যা-বিনাশনম্ । মহাকাল-
 বনে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রাণামুত্তমং পরম্ । তস্মিন ক্ষেত্রে
 মহালিঙ্গং ব্রহ্মহত্যা-বিনাশনম্ ॥ ৪০ ॥ জটেশ্বরো
 মহাভাগ বিদ্যতে সৰ্বসিদ্ধিদম্ । কৃতাবতার রাম
 হং তত্র গচ্ছাবিলম্বিতম্ । নারদস্ত বচঃ শ্রুত্বা
 স্মৃতা ক্ষেত্রমনুত্তমম্ ॥ ৪১ ॥ জগাম ত্বরিতং দেবি
 মহাকালবনে ততঃ । লিঙ্গমারাধ্যামাস ততো
 হত্যা গতা ক্ষয়ম্ । লিঙ্গমধ্যাদহং দেবি প্রসন্নো
 নির্গতস্তদা ॥ ৪২ ॥ জামদগ্ন্যো ময়া প্রোক্তঃ কাস্ত-
 কামং দদামাহম্ । স প্রোবাচ ততো রামো ভক্তি-
 নম্রান্নকঙ্করঃ ॥ ৪৩ ॥ ত্বংপাদপঙ্কজে ভূয়াত্তক্তির্মে
 বিপুলো সদা । বরমেকং প্রযচ্ছাদ্য যদি তুষ্টো
 মহেশ্বর ॥ ৪৪ ॥ ইত্যুক্তোহহং তদা তেন যথা
 তুষ্টেন পার্শ্বতি । তস্মৈ দত্তা ময়াভীষ্টা বরা কীর্তি-
 করা স্থিতিঃ ॥ ৪৫ ॥ অদ্যপ্রভৃতি তে নাত্ৰ দেবঃ
 ভো ভবিত্যতি । তদা রামেশ্বর ইতি ত্রিষু

হয় বলিয়া পুরাণাদি শাস্ত্রে যে উক্ত হইয়াছে,
 তাহা মিথ্যা; আর তাহা যদি সত্য হয়, তাহা
 হইলে আমার তীর্থযাত্রা নিশ্চল হইবে কেন?
 এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ যখন রাম অবস্থান
 করিতেছিলেন, সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হই-
 লেন। তিনি দেখিলেন,—রাম বিষমবদনে ও
 দীনভাবে চিন্তা করিতেছেন। এমন সময়ে রাম
 তাঁহাকে দর্শন করিয়া বলিলেন,—ভো ভো দেবর্ষি
 নারদ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন,—আমি
 পূৰ্ব্বে পিতৃবাক্যে জননৌকে নিহত করিয়াছি।
 পিতৃপরাভব বশতঃ আমি ভূমিপালদিগকে বধ
 করিয়াছি এবং এতদুপলক্ষে কত স্ত্রীগণের গর্ভ
 বিদারণ করিয়াছি। নিরন্তর নির্দয় ও বিলোক
 হইয়া বালক, বৃদ্ধ, ও স্ত্রীহত্যা করিয়াছি।
 পরলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অধুনা আমার
 যুগা জন্মিতেছে। আমি পূৰ্ব্বে অশ্বমেধ যজ্ঞ
 করিয়াছি, অনেক দান করিয়াছি, সৰ্ব্ব তীর্থ
 ও প্রশবণে স্নান করিয়াছি; এবং পৰ্বতে
 পৰ্বতে নিরন্তর হোম ও জপ করিয়াছি।
 ব্রহ্মহত্যা বিনাশের জন্য আমার অননুষ্ঠিত
 কিছুই নাই। কিন্তু ঐ সকল কৰ্ম্মানুষ্ঠানে
 আমার ব্রহ্মহত্যা অপগত হইল না;
 সকল কৰ্ম্মই নিরর্থক হইল। রামের এতাদৃশ

বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ নারদ ঋষি ধ্যানান্তে
 বসিলেন,—হে রাম! তুমি কি আত্মবিস্মৃত হইয়াছ?
 পূৰ্ব্বে তুমিই ব্রহ্মহত্যা-বিনাশন উপায় বলিয়াছিলে।
 মহাকালবনের মধ্যে এক উত্তম ক্ষেত্র আছে। ঐ
 ক্ষেত্রে ব্রহ্মহত্যা-বিনাশক এক মহালিঙ্গ আছে।
 ২১—৪০। তাঁহার নাম জটেশ্বর, তিনি সৰ্বসিদ্ধি-
 দায়ক। হে কৃতাবতার রাম! তুমি অবিলম্বে ঐ
 স্থানে গমন কর। হে দেবি! তখন রাম স্মৃতি-
 প্রাপ্ত হইয়া সত্ত্বর ঐ স্থানে গমন করিলেন এবং
 তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি লিঙ্গারাধনার কালে
 ব্রহ্মহত্যা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। হে
 দেবি! আমি তখন প্রসন্ন হইয়া লিঙ্গমধ্য হইতে
 নিষ্কান্ত হইলাম এবং জামদগ্ন্যকে আমি কমনীয় ও
 অভিলষিত বাক্য বলিলাম। জামদগ্ন্য অবনত-
 মস্তকে বলিল,—হে দেব! আপনার পাদপঙ্কজে
 আমার বিপুল ভক্তি হউক। হে মহেশ্বর!
 আপনি যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা
 হইলে আমার উক্ত বরই প্রদান করুন। হে
 পার্শ্বতি! আমি তখন রাম কর্তৃক ঐরূপ অভিহিত
 হইলে অভীষ্টপ্রদ কীর্তিকরী স্থিতি তাহাকে প্রদান
 করিলাম; বলিলাম,—অদ্যাবধি তোমার নামে এই
 দেব খ্যাত হইবেন। সেই হইতে এই লিঙ্গ

লোকেষু গীয়তে । ৪৬ । ভক্ত্যা যে পূজয়িষ্যন্তি
দেবং রামেশ্বরং পরম্ । আজন্মপ্রভবং পাপং
তেষাং নশ্চতি তৎক্ষণাৎ । ৪৭ । স এব
পুণ্যবান্ পূজ্য ইহ লোকে পরত্র চ । যঃ
পশ্চতি নরো ভক্ত্যা দেবং রামেশ্বরং শিবম্ ।
৪৮ । যেহুযমোদন্তি দেবস্ত দর্শনং যজনং তথা ।
তেহপি পাপবিনির্মুক্তাঃ প্রয়াস্তি মম মন্দিরম্ । ৪৯ ।
যচ্চাপি পাতকং ঘোরং ব্রহ্মহত্যা সহস্রকম্ । তৎপাপং
বিলয়ং যাতি রামেশ্বরসমর্চনাৎ । ৫০ । তুষ্ণাপ্যাং
যৎকলং বিপ্রৈর্কাজপেয়াদিভির্ষথৈঃ । প্রাপ্যতে
তৎসুখেনৈব শ্রীরামেশ্বরদর্শনাৎ । ৫১ । যে
হতাতিমুখাঃ শূরা গোবিপ্রার্থে রণাজিরে । গতি-
রভাধিকা তেভ্যো দৃষ্টা রামেশ্বরং শিবম্ । ৫২ ।
জিতাস্তেন সদা লোকা রামৈণৈব জগত্রয়ম্ । দৃষ্টং
যেন সদা ভক্ত্যা লিঙ্গং রামেশ্বরং শিবম্ । ৫৩ ।
এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ ।
রামেশ্বরস্ত দেবস্ত শৃণু ত্বং চ্যবনেশ্বরম্ । ৫৪ ।

ইতি শ্রীশ্বান্দে রামেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকোন-
ত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ২৯ ।

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীবিষ্ণুনাথ উবাচ । ত্রিংশতমং বিজানীহি ত্বং
দেবি চ্যবনেশ্বরম্ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ স্বর্গভ্রংশো ন
জায়তে । ১ । ভৃগোর্ষ্যহর্ষেঃ পুত্রস্ত চ্যবনো
নাম পার্শ্বতি । স্থানুভূতস্তপস্তপে নিরাহারো
মহামুনিঃ । ২ । বিতস্তায়াস্তটে রম্যো বহুবর্ষ-
গগান্ কিল । স বন্যাকোহভবদ্বিপ্ৰো লতা-
ভিরভিসংবৃতঃ । ৩ । কালেন মহতা দেবি সমা-
কীর্ণঃ পিপীলিকৈঃ । তথা স সংবৃতো ধীমান্ যুৎ-
পিণ্ড ইব সর্পশঃ । ৪ । আজগাম তমুদ্দেশং
বিহর্ভুং বন উত্তমে । শর্ঘ্যতির্নাম ধর্ম্মাত্মা
সকুটুদ্বো মুদাধিতঃ । ৫ । তন্ত স্ত্রীণাং
সহস্রাণি চত্বার্ব্যাসন্ পরিগ্রহঃ । একৈব তু সূতা
সুক্রঃ স্ককস্তা নাম নামতঃ । ৬ । সা সখীভিঃ
পরিবৃত্তা সর্ষাতরণভূষিতা । সা ভ্রম্যমাণা বন্যাকৈ
দৃষ্টা ভার্গবচক্ষুসী । ৭ । সা কোতুকাৎ কণ্টকেন
বুদ্ধিমোহবতী তদা । কিং হু পশ্বদমিত্যুচ্চা
নির্ম্মিভেদাস্ত লোচনে । ৮ । অভবৎ স তয়া বিদ্বো
নেত্রয়োঃ পরমার্তিমান্ । ততঃ শর্ঘ্যতিসৈন্তস্ত

ত্রিংশ অধ্যায়

রামেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । যাহারা ভক্তি-
পূর্ব্বক এই রামেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে, তাহাদের
আজন্মপ্রভব পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় । যে নর
ভক্তিপূর্ব্বক রামেশ্বর-শিবদর্শন করে, সেই ইহলোকে
পূজনীয় এবং পুণ্যবান্ । যাহারা ঐদেবের দর্শন ও
যজন অহুমোদন করে, তাহারা পাপমুক্ত হইয়া মন্দির
গমন করিয়া থাকে । সহস্র ব্রহ্মহত্যা
প্রভৃতি যে সকল ঘোর পাতক আছে, রামেশ্বর-
শিবদর্শন করিলে তৎসমস্তই বিলয় প্রাপ্ত হয় । বাজ-
পেয়াদি যজ্ঞান্ত্রীণেও বিপ্রদিগের যে কল তুষ্ণাপ্য
হয়, তাহা তাহাদের শ্রীরামেশ্বরের দর্শনে সুলভ
হইয়া থাকে । যে সকল শূর, গো-বিপ্রার্থে রণক্ষেত্রে
জীবন বিসর্জন দেয়, তাহাদের অপেক্ষাও অধিক
পুণ্য রামেশ্বরদর্শনে সজ্জাতিত হইয়া থাকে । যে
ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক রামেশ্বর-লিঙ্গদর্শন করিয়াছেন,
তিনি রামেশ্বরের স্তায় ত্রিলোকবিজয়ী হইয়া থাকেন ।
হে দেবি ! এই আমি রামেশ্বর দেবের পাপনাশক
প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর চ্যবনেশ্বর
লিঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ৪১—৫৪ ।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৯

শ্রীবিষ্ণুনাথ বলিলেন,—হে দেবি ! যাহার দর্শন
মাত্রে মানব স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হয় না, আমি সেই
ত্রিংশতম চ্যবনেশ্বর-লিঙ্গ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি,
শ্রবণ কর । হে দেবি ! ভৃগু মহর্ষির পুত্র চ্যবন
নামক এক মহামুনি ছিলেন । তিনি নিরাহারে তপস্তা
করিয়া স্থানুভূত হন । রম্য শিপ্ৰাতটে তপস্তা
করিয়া তাহার বহুবর্ষ অতীত হয় । তপস্তা করিতে
করিতে ক্রমে তিনি বন্যাক ও লতায় জড়িত হইয়া
যান । হে দেবি ! ক্রমে পিপীলিকা সকল চ্যবনের
গাত্র আকীর্ণ করিল । তখন তিনি যুৎপিণ্ডের স্তায়
হইলেন । ঐ সময়ে ধর্ম্মাত্মা শর্ঘ্যতি সপরিবারে ঐ
স্থানে বিচরণার্থ আগমন করিলেন । তাঁহার সঙ্গে
তাঁহার পরিণীতাচারি হাজার স্ত্রী ও স্ককস্তা নামে
তাঁহার এক কস্তা আসিয়াছিলেন । সর্ষাতরণ-
ভূষিতা স্ককস্তা সখীগণপরিবৃত্তা হইয়া ইতস্তত বিব্র-
রণ করিতে করিতে বন্যাকমধ্যে চ্যবনের চক্ষু
(খদ্যোতের স্তায়) মিট মিট করিতেছে, দেখিতে
পাইলেন । তদর্শনে তিনি ‘ইহা কি?’ এইরূপ
কোতুহলাক্রান্ত হইয়া কণ্টক দ্বারা তাঁহার লোচনযুগল
বদ্ধ করিলেন । তিনি নেত্রে বদ্ধ হইয়া অতীব

শকুনুজঃ সমাক্রণৎ ॥ ৯ ॥ ততো কৃষ্ণে শকুনুজ্রে
পর্যাপ্যত পার্শ্ববঃ। প্রত্যাচ ততঃ কৃষ্ণো
রাজা গদগদয়া গিরা ॥ ১০ ॥ কেনাপকৃতমদোহ
ভার্গবস্ত মহান্ননঃ। তপোনিভাস্ত বৃদ্ধস্ত রোষণস্ত
বিশেষতঃ ॥ ১১ ॥ জ্ঞাতং বা যদি বাজ্ঞাতং
তদিদং কৃত মা চিরম্। তমুচুঃ সৈনিকাঃ সর্বে
ন বিদ্যোহপকৃতং বয়ম্ ॥ ১২ ॥ ততঃ স পৃথিবী-
পালঃ সান্না চোগ্রেণ চ স্বয়ং। পর্যাপৃচ্ছৎ স্ববর্গক
ভূয়োভূয়ঃ সুহৃৎখিতঃ ॥ ১৩ ॥ পিতরং হৃথিতং
দৃষ্টা শূকন্তা তমথাব্রবীৎ। ময়া কিঞ্চিচ্চ বন্মীকে
দৃষ্টং সম্ভবতিচ্ছবি ॥ ১৪ ॥ খদ্যোতবদভিজ্ঞাতং
তন্নয়া বিদ্ধমন্তিকম্। এতচ্ছূয়া তু পর্যাতিবন্মীকঃ
ক্ষিপ্ৰমভ্যাগাঁৎ ॥ ১৫ ॥ তত্রাপশুতপোবৃদ্ধং বয়ো
বৃদ্ধক ভার্গবম্। প্রার্থয়ামাস সৈন্তার্থে প্রাজ্ঞলিঃ স
মহীপতিঃ ॥ ১৬ ॥ অজ্ঞানান্ধানয়া যতেহপকৃতং তু
মহীশুর। ইমামেব চ তে কন্তাঃ দদামি সুদৃঢ়-
ব্রতাম্ ॥ ১৭ ॥ ভার্ঘ্যার্থে স্বং গৃহাণেমাং প্রসাদ
দ্বিজসন্তম। ততোহব্রবীন্মহীপালং চ্যবনো ভার্গব-

পীড়িত হইলেন। ইহার ফলে শর্যাতির সমুদয়
সৈন্তের মল-মূত্র-রোধ হইল। তাহা দেখিয়া শর্যাতি
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গদগদ বাক্যে বলিলেন,
—সম্ভবতঃ কেহ অদ্য তোমরা বৃদ্ধ ক্রোধপরায়ণ
ভার্গব চ্যবনের অপকার করিয়াছ। এ সম্বন্ধে
তোমরা কিছু জান কি না শীঘ্র বল? সৈনিকগণ
বলিল,—আমরা তাঁহার অপকারের বিষয় কিছুই
অবগত নহি। অনন্তর পৃথিবীপাল হৃৎখিত হইয়া
স্বীয় কুটুম্ববর্গকে ভূয়োভূয় জিজ্ঞাসা করিলেন।
শূকন্তা তখন পিতাকে হৃৎখিত দেখিয়া বলিলেন,
আমি কিঞ্চি বন্মীকে একটা জ্যোতির্ময় খদ্যোতবৎ
বস্তু দেখিয়াছিলাম এবং আমি কোতুললাকান্ত হইয়া
তাহা কটক দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলাম। শর্যতি
কন্তার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্তর বন্মীক-
সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া তিনি
তপোবৃদ্ধ এবং বয়োবৃদ্ধ ভার্গবকে দর্শন করিলেন।
তিনি তখন কৃতাজলিপুটে সৈন্তদিগের ক্ষমা
প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন,—হে ভূ-স্ব!
অজ্ঞান বশতঃ আমার কন্তা যে আপনার
নিকট অপরাধ করিয়াছে, আপনি তাহাকে ক্ষমা
করুন। আমি এই দৃঢ়ব্রতা কন্তাকে ভার্ঘ্যার্থ
আপনাকে সমর্পণ করিলাম। আপনি প্রসন্ন হইয়,
ইহাকে গ্রহণ করুন। তখন চ্যবন মহীপালকে

স্তথা ॥ ১৮ ॥ যদ্যেবং প্রতিগৃহ্ণেতাঃ ক্ষমিষ্যামি
মহীপতে। দদৌ হৃথিতরং তন্মৈ চ্যবনায় মহী-
পতিঃ ॥ ১৯ ॥ প্রতিগৃহ্ণ চ তাং কন্তাং ভগবাম
প্রসাদ হ। প্রাপ্তে প্রসাদে রাজাথ সসৈন্তো
বিষয়ং গতঃ ॥ ২০ ॥ শূকন্তাপি পতিং লব্ধা তপ-
স্বিনমনিন্দিতা। নিত্যং পর্যচরৎ ক্রীত্যা তপসা
নিয়মেন চ ॥ ২১ ॥ কশ্চচিৎখ কালস্ত নাসভ্যাব-
শ্বিনো প্রিয়ে। কৃতান্তিবেকাং বিরতাং শূকন্তাং
ভামপশুতাম্ ॥ ২২ ॥ তাং দৃষ্টা দর্শনীয়াঙ্গীঃ দেব-
রাজশূতামিব। উচুতুঃ সমুপকৃত্য কন্তা স্বমতি-
শোভনে ॥ ২৩ ॥ সা প্রোবাচ মহাভাগা পতিব্রত-
পরায়ণা। শর্যাতিতনয়াং চৈব ভার্ঘ্যাক চ্যবনস্ত হি ॥
২৪ ॥ ততোহশ্বিনো প্রহস্ট্যনামক্ৰতাং পুনরেব তু।
কস্মাদেবংবিধা ভূয়া জরাজর্জরিতং পতিম্ ॥ ২৫ ॥
স্বমপাস্তেহ কল্যাণি কামভোগবহিকৃতা। বৃদ্ধং
চ্যবনমুৎসৃজ্য বরয়ৈশ্বকমাবয়োঃ ॥ ২৬ ॥ পত্যর্থং
দেবগর্ভাতে মা বৃথা যৌবনং কৃথাঃ। এবমুক্তা
শূকন্তা তু দশৌ ভাবিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥ যতাহং

বলিলেন,—হে মহীপতে! যদি তোমার কন্তাকে
প্রতিগ্রহ করি, তাহা হইলে অবশ্যই ক্ষমা করিতে
হইবে। মূনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা তাঁহাকে
কন্তা-সম্প্রদান করিয়লেন। তিনি কন্তা লাভ করিয়া
নৃপের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। এই অবসরে নৃপ রাজ-
ধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ১—২০। এদিকে
অনিন্দিতা শূকন্তাও তপস্বী তর্ভা লাভ করিয়া তপ
নিয়মের সতিত ক্রীতি সহকারে নিত্য তাঁহার সেবা
শুদ্ধর্য কারিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল
অতীত হইলে একদা অশ্বিনীকুমার-যুগল দেবরাজ-
কন্তার ন্যায় দর্শনীয়াঙ্গী কৃতজ্ঞানা শূকন্তাকে
বিরতা দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে অতি
শোভনে! তুমি কাহার—? শূকন্তা জিজ্ঞাসিত
হইয়া বলিলেন,—আমি রাজা শর্যতির কন্তা এবং
মহান্নি চ্যবনের ভার্ঘ্যা। শূকন্তার এতাদৃশ বাক্য
শ্রবণ করিয়া তাঁহারা হাস্ত সহকারে বলিলেন,—কি
জন্ত তুমি এতাদৃশী রূপবতী হইয়া জরাজর্জরিত
পতির উপাসনা করত কামভোগে, বহিকৃত হইয়াছ?
বৃদ্ধ চ্যবনকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি আমাদের
একজনকে পতিত্বে বরণ কর যৌবন বৃথা অতি-
বাহিত করিও না। তাঁহারা এইরূপ বলিলে,
শূকন্তা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমি চ্যবনদেবে

চ্যবনে দেবে যৈবং মা পর্যাপ্ততম্ । ততোহক্রতাং ।
পুনশ্চেনামাবাং দেবভিষগুবরৌ ॥ ২৮ ॥ যুবানঃ
রূপসম্পন্নঃ করিষ্যাবঃ পতিং তব । এতেন সম-
য়েনাবামামজয় স্মৃধ্যমে ॥ ২৯ ॥ সা তৈর্যোর্বচনঃ
শ্রুত্বা কথয়ামাস ভার্গবে । তচ্ছ্রুত্বা চ্যবনো ভার্গ্যাঃ
ক্রিয়তামিত্যভ্যবত ॥ ৩০ ॥ উচতু রাজপুত্রীঃ তাং
পতিস্তব বিশতপঃ । ততোহপ্সু চ্যবনঃ শীঘ্রং
রূপার্থী প্রবিবেশ হ ॥ ৩১ ॥ অশ্বিনাবাপ তৎকালে
সরঃ প্রাবিশতাং প্রিয়ে । ততো মুহূর্ত্তাহুতীর্ণাঃ সর্কে
তে সরসস্তদা ॥ ৩২ ॥ দিব্যরূপধরাঃ সর্কে যুবানো
দিব্যকুণ্ডলাঃ । তুল্যবেষধয়াশ্চৈব মনসঃ ক্রীতি
বর্জনাঃ ॥ ৩৩ ॥ তেহক্রবন্ সহিতাঃ সর্কে বৃণীকান্ত-
তমং শুভম্ । অশ্বাকমীপিতং ভদ্রে পতিহে বর-
বর্ণিনি ॥ ৩৪ ॥ সা সমীক্ষ্য তু তান্ সর্কাস্তল্যরূপ-
ধরান স্থিতান্ । নিশ্চিত্য মনসা বুদ্ধ্যা দেবৌ বরে
শ্রকং পতিম্ ॥ ৩৫ ॥ লক্ষ্মী তু চ্যবনো ভার্গ্যাং বয়ো
রূপং তু বাঞ্ছিতম্ । হৃষ্টোহববীৰ্য্যহাতেজাস্তৌ
নাসত্যাবিদং বচঃ ॥ ৩৬ ॥ যদহং রূপসম্পন্নো বয়সা
চ সমবিতঃ । কৃতো ভবন্ত্যাং বৃদ্ধঃ সন্ ভার্গ্যাক

রতা, আমাকে ওসকল কথা বলিবেন না ।
তঁাহারা পুনরায় বলিলেন,—আমরা দেবভিষক্,
আমরা তোমার পতিকেরূপসম্পন্ন করিব ।
এই অল্পযোগে তুমি আমাদিগকে আহ্বান কর ।
সুকন্তা তাহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া
ভার্গবকে তাহা নিবেদন করিলেন । চ্যবন
তাহাতে সন্মতি প্রকাশ করিলেন । দেবভিষক্-
দ্বয় তখন রাজপুত্রীকে বলিলেন,—তোমার পতি
জলে নিমজ্জিত হউন । রূপার্থী চ্যবন বিনা
আপত্তিতে জলে প্রবেশ করিলেন । ঐ সময়
অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও জলমগ্ন হইলেন । অনন্তর
মুহূর্ত্তকাল পরে তঁাহারা সকলেই যুগপৎ জল
হইতে উথিত হইলেন—সকলেই দিব্যরূপধর,
সকলেই যুবা, সকলেই দিব্য কুণ্ডলধারী, তুল্য
বেষধর এবং সকলেই ক্রীতিপ্রকলমানস ।
তঁাহারা সকলেই একবারে বলিলেন,—হে বর-
বর্ণিনি ! তুমি ইচ্ছামত আমাদের মধ্যে এক
জনকে পতিহে বরণ কর । তখন তিনি সকলেই
তুল্যরূপধারী দর্শন করিয়া মনে মনে বুদ্ধিপূরক
নিশ্চয় করত স্বায় পতি চ্যবনকেই বরণ করিলেন ।
তখন চ্যবন ভার্গ্যা, যৌবন ও বাঞ্ছিত রূপ লাভ
করিয়া হৃষ্টোৎকরণে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলি-

প্রাপ্তবানিহাম্ ॥ ৩৭ ॥ তস্মাদ্যুবাং করিষ্যামি
ক্রীত্যাং সোমপায়িনৌ । সত্যমেতন্ন সন্দেহো
দেবরাজস্ত পশ্যতঃ ॥ ৩৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বা হৃষ্টমনসৌ
দিবং দেবৌ প্রজগ্মতুঃ । যাজয়ামাস সোমাহৌ
নাসত্যাবশিनावিতি ॥ ৩৯ ॥ ভিষজৌ দেবতানাং
হি কৰ্ম্মণা তেন গর্হিতৌ । আত্ম্যমর্থায় সোমং যং
প্রদাস্তসি যদি স্মরম্ ॥ ৪০ ॥ বজ্রং তে প্রহরিষ্যামি
ঘোররূপং সূদাক্ষণম্ । এবমুক্তঃ স্মরিত্তমভিবীক্য
স ভার্গবঃ । বলিনং বাসবং জাত্বা চিন্তয়ামাস
সহরম্ ॥ ৪১ ॥ দেবমারাদয়িষ্যামি মহাদেবং মহে-
শ্বরম্ । যস্ত কৰ্ম্মকরঃ শক্ৰো যস্ত দেবা বশান্তুগাঃ ।
যঃ সমর্থো জগৎপোস্তা অষ্টিসংহারকারকঃ ॥ ৪২ ॥
ইত্যাশ্বা চ্যবনো দেবি মহাকালবনং গতঃ । রামে-
শ্বরস্ত দেবস্ত লিঙ্গমৌশানতঃ স্থিতম্ । শ্রদ্ধয়া রাধিতং
তেন চ্যবনেন মহাত্মনা ॥ ৪৩ ॥ তস্ত প্রসন্নো ক্রদন্ত
স বজ্রাদভয়ং দদৌ । তস্ত প্রহরতো বাহুঃ স্তম্ভয়া-
মাস ভার্গবঃ ॥ ৪৪ ॥ সমারাদনতুষ্টস্ত লিঙ্গস্তাস্ত

লেন,—আপনারা যখন বৃদ্ধ আমাকে রূপ, বয়ঃ
ও এই ভার্গ্যাসম্পন্ন করিলেন, তখন আমি
আপনাদিগকে নিশ্চয়ই সোমপায়ী করিব ; ইহাতে
কোন সংশয় নাই । দেবরাজ ইহা চাহিয়া চাহিয়া দেখি-
বেন । নানিবাক্য শ্রবণ করিয়া দেবদ্বয় স্বর্গে গমন
করিলেন । চ্যবন তঁাহাদিগকে সোমার্হ করিয়া যাজন
করিতে লাগিলেন । তঁাহারা ভৈষজ্য কন্মের
জন্যই দেবসভায় নিন্দিত ছিলেন । অশ্বিনীকুমার-
দ্বয়কে সোমাধিকারী দর্শন করিয়া দেবেশ্র চ্যবনকে
বলিলেন,—আপনি যদি ভিষক্দ্বয়কে সোম প্রদান
করেন, তাহা হইলে এই ভয়ঙ্কর বজ্র দ্বারা আপ-
নাকে প্রহার করিব । ইন্দ্রকে বলবান জানিয়া
চ্যবন এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি
দেবদেব মহেশ্বরের আরাধনা করি । শক্ৰ ইহার কৰ্ম্ম-
কর এবং অপরাপর দেবগণও তঁাহার বশীভূত ! তিনি
সমর্থ, জগৎপালক ও অষ্টি-সংহারকারক । ২১--৪২ ।
হে দেবি ! এই সকল পর্যালোচনা করিয়া চ্যবন
মহাকালবনে গমন করিলেন । সেখানে উপস্থিত
হইয়া তিনি রামেশ্বর দেবের ঈশানভাগে অবস্থিত
লিঙ্গের শ্রদ্ধা সহকারে আরাধনা করিতে লাগি-
লেন । তঁাহার আরাধনায় ক্রদ প্রসন্ন হইয়া তঁাহাকে
বজ্রভয় হইতে অভয় প্রদান করিলেন । ইন্দ্র
তঁাহাকে বজ্র প্রহার করিতে উদ্যত হইলে তিনি
আরাধনতুষ্টি লিঙ্গপ্রভাবে তাহার বাহু স্তম্ভিত

প্রভাবতঃ। এতদ্বিস্তরে জালা নিঃসৃত্য লিঙ্গ-
মধ্যতঃ ॥ ৪৫ ॥ তয়া দেবগণাঃ সৰ্কে দহমানা
বিচেতসঃ। প্রোচুর্গদগদয়া বাচা ধূমেনাকীকৃত-
ক্ষণাঃ ॥ ৪৬ ॥ ক্রিয়েতাং সোমপাবেতাবস্থিনো বল-
সুদন। দেবানাং বচনং শ্রদ্ধা চ্যবনং ভয়পীড়িতঃ।
প্রত্যাচাচ ততঃ শক্রঃ প্রণামানতকঙ্করঃ ॥ ৪৭ ॥
সোমপার্বিনাবেতাবদ্যপ্রভৃতি ভার্গব। ভবিষ্যত-
স্ততঃ সৰ্বমেতৎ সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ৪৮ ॥ মা
তে মিথ্যাভিসংরস্তো ভবিষ্যতি তপোধন। লিঙ্গ-
শাস্ত্র প্রভাবোহয়ং যদহং নিম্প্রভীকৃতঃ ॥ ৪৯ ॥ তত-
শ্চরামধেয়েন প্রসিদ্ধিৰ্ভুবি যাস্ততি। আরাধিতং যতো
দেবি চ্যবনেন মহাত্মনা ॥ ৫০ ॥ চ্যবনেশ্বরমেতদ্বৈ
খ্যাতং ত্রিভুবনেহভবৎ। তজ্জা যে পূজয়িস্যন্তি
দেবেশং চ্যবনেশ্বরম্। আজন্মপ্রভবং পাপং তেষাং
নশ্ততি তৎক্ষণাৎ ॥ ৫১ ॥ যঃ পশুতি নরো নিত্যং
চ্যবনেশ্বরসংস্কৃতম্। জন্মদুঃখজরারোগৈর্মুক্তো মুক্তি-
মবাশুয়াৎ ॥ ৫২ ॥ যঃ যঃ কামমভিধ্যায়েন্ননসাভি-
মতং নরঃ। তঃ তঃ দুর্লভমাপ্নোতি চ্যবনেশ্বর-
দর্শনাৎ ॥ ৫৩ ॥ নিয়মেন প্রপশুন্তি যে দেবং
চ্যবনেশ্বরম্। তে প্রয়ান্তি তনুং ত্যক্তা মদীয়ে

করিলেন এবং লিঙ্গ মধ্য হইতে জালা নির্গত
হইয়া দেবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। দেবগণ ঐ
জালার ধূমে অকীকৃত হইয়া বলিতে লাগিলেন;—
হে বলসুদন! আপনি অগ্নিনীকুমারদ্বয়কে সোম-
পায়ী করুন। দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া
দেবেশ্র ভয়ে অবনতমস্তকে চ্যবনকে প্রণাম
করিয়া বলিলেন,—হে ভার্গব! অদ্যাবধি অগ্নিনী-
কুমারদ্বয় সোমপায়ী হইল। ইহা আমি আপ-
নাকে সত্য কহিলাম। আপনি লিঙ্গপ্রভাবে
আমাকে নিম্প্রভ করিয়াছেন বলিয়া ঐ লিঙ্গ আপ-
নার নামানুসারে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। হে
দেবি। এই লিঙ্গ চ্যবন কর্তৃক আরাধিত হইয়া-
ছিলেন বলিয়া এই লিঙ্গের নাম হইয়াছে,—
চ্যবনেশ্বর। যে সকল ভক্ত চ্যবনেশ্বর লিঙ্গের
অর্চনা করে, তাহাদের আজন্মপ্রভব পাপ
তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। যে নর নিত্য চ্যবনেশ্বর
দর্শন করে, সে জন্ম, দুঃখ, জরা ও রোগ হইতে
মুক্ত লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
মানব যাগ যাহা অভিলষিত অভিলাম্ব করে,
চ্যবনেশ্বর দর্শন করিলে তাহাদের সেই সেই
অভিলষিত লব্ধ হইয়া থাকে। যাহারা নিয়ম-

ভুবনে প্রিয়ে ॥ ৫৪ ॥ যঃ শৃণোতি কথাং পুণ্যাং
সৰ্বপাপহরাং শুভাম্। স পুণ্যাশ্চা পরং স্থানং যাতি
দিব্যাং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ ভক্তিহীনঃ ক্রিয়াহীনো যঃ
পশুতি প্রসঙ্গতঃ। স পুণ্যাং গতিমাপ্নোতি যোগি-
গম্যাং যশস্বিনি ॥ ৫৬ ॥ পুষ্পৈর্বিচিত্রৈর্বে দেবং
যজন্তে চ্যবনেশ্বরম্। সংসারার্ণবমুদ্রজ্য তে যান্তি
পরমং পদম্ ॥ ৫৭ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ
পাপনাশনঃ। চ্যবনেশ্বরদেবস্ত শৃণু খণ্ডেশ্বরঃ
শিবে ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে চ্যবনেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ। একত্রিংশতমং বিদ্ধি দেবং
খণ্ডেশ্বরং প্রিয়ে। সম্পূর্ণং জায়তে যন্ত দর্শাদান-
ব্রতাদিকম্ ॥ ১ ॥ আসৌন্দ্রেতাযুগে দেবি ভদ্রাশ্বো
নাম পার্শ্বিকঃ। যন্ত নাম্নাভবদ্বর্ষং ভদ্রাশ্বং নাম নামতঃ ॥
২ ॥ তস্তাগস্ত্যঃ কদাচিৎ তু গৃহমাগম্য সন্তমঃ।

পূর্বক চ্যবনেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহারা তনু-
ত্যাগ করিয়া মদীয় লোকে গমন করিয়া থাকে।
যে ব্যক্তি এই সৰ্বপাপহরা কথা শ্রবণ করে, সেই
পুণ্যাশ্চা ব্যক্তি মদীয় দিব্য লোকে গমন করিয়া
থাকে। ভক্তিহীন অথবা ক্রিয়াহীন যে কোন
ব্যক্তি প্রসঙ্গবশতও যদি ঐ দেবদর্শন করে, যোগি-
গম্যা পুণ্যা গতি লাভ করিয়া থাকে। যাহারা
বিচিত্র পুষ্প দ্বারা দেব চ্যবনেশ্বরের পূজা করে,
তাহারা সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া অস্ত্রে পরম পদে
উপনীত হয়। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট
চ্যবনেশ্বর দেবের পাপনাশক প্রভাব কীৰ্ত্তন করি-
লাম, অনন্তর খণ্ডেশ্বর-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর ॥ ৫৩—৫৮ ॥

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! যাহারা
দর্শনমাত্রে দানব্রতাদি সম্পূর্ণ হয়, সেই এক-
ত্রিংশতম খণ্ডেশ্বরলিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।
ত্রেতাযুগে ভদ্রাশ্ব নামক এক নৃপ ছিলেন। তাহার
নামে ভদ্রাশ্ব নামক বর্ষ প্রচলিত হইয়াছে। একদা

উবাচ সপ্তরাজঃ তু বসামি ভবতো গৃহে । ৩ । তঃ
রাজা শিরসা নহা স্বাস্ত্যামিত্যভাবত । তস্ত কাস্তি-
মতী নাম ভাৰ্য্যা পরমশোভনা । ৪ । তস্তান্তেজঃ
সমভবদ্বাদশাদিত্যসন্নিভম্ । সপত্নীনাং শতং তস্তা
বিদ্যাতে বরবর্ণিনি । ৫ । তা দাস্ত ইব কৰ্ম্মাণি
কুৰ্ব্বন্ত্যহরহঃ সদা । কাস্তিমত্যাঃ প্রভাবেন ভয়োব্রহ্মাঃ
সুলোচনাঃ । ৬ । তামগস্ত্যস্তথা দৃষ্ট্বা তনুগাসক্ত-
লোচনাম্ । এবমুতাং তথা দৃষ্ট্বা রাজ্ঞীঃ পরম-
শোভনাম্ । সাধু সাধু জগন্নাথোতাগস্ত্যঃ প্রাহ
হৰ্ষিতঃ । ৭ । দ্বিতীয়ে দিবসেহপোবৎ রাজ্ঞীঃ দৃষ্ট্বা
মহাপ্রভাম্ । অহো স্বপ্ননয়া যুগ্মং জগদেতচ্চরা-
চরম্ । ৮ । ইত্যগস্ত্যো দ্বিতীয়েহহি রাজ্ঞীঃ দৃষ্টে-
তুবাচ হ । তৃতীয়েহহি চ তাঃ দৃষ্ট্বা পুনরেবমুবাচ
হ । ৯ । অহো মুঢ়া ন জানন্তি লিঙ্গমাহাশ্বাসমুত্তমম্ ।
মহাকালবনে ক্লেবে চ্যবনেশস্ত পূৰ্ব্বতঃ । ১০ ।
খণ্ডবতানি জায়ন্তে পূর্ণানি দৰ্শনাদ্যতঃ । চতুর্থে
দিবসে হস্তাবুৎকিপ্য পুনরববীৎ । ১১ । সাধু সাধু
জগন্নাথ সাধু ভদ্রাশ্ব সূত্রত । পঞ্চমে দিবসেহপোবৎ
যষ্ঠে চৈব পুনঃপুনঃ । ১২ । নৃত্যস্তঃ সপ্তমে দৃষ্ট্বা

নৃত্যসমধিতঃ । ১৩ । অগস্ত্য উবাচ । অহো ভূপাল
মুচ্যঃ মহামূৰ্খাশ্চ মজ্জিণঃ । অহো পুরোহিতো মুখো
যে ন জানন্তি মে মতম্ । ১৪ । ঈদৃশা অপি জায়ন্তে
রাজানো যস্ত দৰ্শনাৎ । এবমুক্তস্ততো রাজা কৃত্য
ঞ্জলিরভাবত । ১৫ । ন জানৌমো বয়ং ব্রহ্মপ্রতি-
প্রায়ং তবাধুনা । কথং মহাভাগ যদ্যনুগ্রহকৃত্তবান্ ।
১৬ । অগস্ত্য উবাচ । ইয়ং রাজ্ঞী স্বদীয়াভূদাসী
বৈশ্বস্ত বৈদিশে । নগরে হরিদত্তস্ত ব্রহ্মস্থাঃ পতি-
য়েব চ । খণ্ডবতপ্রভাবেন জাতঃ কৰ্ম্মকরো
ভবান্ । ১৭ । স চ বৈশ্বো মহাকালে গতা দেবঃ
মহেশ্বরম্ । অৰ্চয়ামাস বিধিবদাঙ্গপুষ্পাদিভিঃ
শুভৈঃ । ১৮ । অভ্যর্চ্য তু গৃহং যাবন্তবস্তো ব্রহ্ম-
পালকৌ । ততঃ কালেন মহতা যুতো দ্বাবপি
দম্পতৌ । ১৯ । তেন পুণেন তে জন্ম প্রিয়ব্রত-
গৃহেহভবৎ । ইয়ঞ্চ পত্নী তে জাতা পুরা বৈশ্ব-
প্রদাসিকা । ২০ । পরকীর্ত্তনসঙ্গেন সজ্জাতা ভূমি-
কৃত্তমা । রাজ্যং পত্নী সূতা সাধুরিত্যুক্তং বচনং
দিনে পত্ন্যা সমধিতঃ । প্রোবাচ চৈনং রাজা স
বিস্মিতেনাম্মরায়নান । কিং হৰ্ষকারণং ব্রহ্মন্ যেন

ভগবান্ অগস্ত্য তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া
বলেন,—আমি তোমার গৃহে সপ্তরাত্র বাস
করিব । রাজা মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া
তাঁহাকে বলিলেন,—আপনি বাস করিবেন, ইহাতে
আর আপাত্ত কি ? বাস করুন । রাজার
কাস্তিমতী নামে পরমশোভনা ভাৰ্য্যা । দ্বাদশ
আদিত্যের স্থায় তিনি তেজস্বিনী । তাঁহার
একশত সপত্নী । তাহার কাস্তিমতীর প্রভাবে
ভীতব্রহ্ম হইয়া অহরহ দাসীর স্থায় তাঁহার কার্য্য
করিত । একদিন মুনি রাজ্ঞীকে তনুখাসক্তদৃষ্টি
অবলোকন করিয়া সহর্ষে বলিলেন,—“সাধু সাধু
জগন্নাথ !” “দ্বিতীয় দিবসেও ঐরূপ রাজ্ঞীকে
অতি লাবণ্যবতী অবলোকন করিয়া তিনি
বলিলেন,—অহো ! এই অঙ্গনা চরাচর জগৎ
স্বকৃত করিয়াছে । তৃতীয় দিবসে তিনি বলিলেন,—
“অহো ! ইহার সকলেই মুঢ়া ; কারণ ইহার মহা-
কালবনস্থ চ্যবনেশ লিঙ্গের মাহাত্ম্য অবগত
নহে । ঐ লিঙ্গ দর্শনে খণ্ডবত পূর্ণ হয় ।
মুনি চতুর্থ দিবসে হস্ত উৎকিষ্ট করিয়া
বলিলেন,—“সাধু সাধু জগন্নাথ ! সাধু ভদ্রাশ্ব
সূত্রত !” । পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবসেও তিনি
এইরূপই বলিলেন । পরে সপ্তম দিনে তাঁগকে

নৃত্য করিতে দেখিয়া রাজা রাজ্ঞীর সহিত বিস্মিত
হইয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আপনার হর্ষের
কারণ কি ? নৃত্য করিতেছেন কেন ? তখন
অগস্ত্য বলিলেন,—আহো ! ভূপাল ! তুমি মূৰ্খ,
তোমার মজ্জিগণ মহামূৰ্খ, এবং পুরোহিতগণও মূৰ্খ ;
যে হেতু তোমরা আমার অভিমত অবগত নহ ।
যাহাকে দর্শন করিলে তোমার মত রাজার উৎপত্তি
হয়, তাহাকে তোমরা কেহই জান না । তিনি এই
কথা বলিলে রাজা কৃত্যঞ্জলিপুটে বলিলেন—হে
ব্রহ্মন্ ! আমরা আপনার অভিপ্রায় অবগত নহি,
আপনি দয়া করিয়া প্রকাশ করুন । —১৬ অগস্ত্য
বলিলেন,—হে রাজন্ ! তোমার এই রাজ্ঞী
বিদিশা নগরে বৈশ্ব হরিদত্তের দাসী ছিল । আর
তুমি তাঁহার ভৃত্য ছিলে । এখন তুমি ইহার
পতি হইয়াছ । ঐ বৈশ্ব মহাকালে গমন করিয়া
শুভ পুষ্পাদি দ্বারা বিধিবৎ দেব মহেশ্বরের পূজা
করিয়াছিল । হোমরাও মহাকালে গমন করিয়া
লিঙ্গ পূজা করিয়াছিলে বলিয়া জীবনান্তে প্রিয়ব্রত-
গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ । আর তোমার এই
পত্নী বৈশ্বের দাসী ছিলেন । বৈশ্ব-সান্নিধ্য বশতঃ
ইনি উত্তম ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । এই
আমি রাজা, পত্নী, সূতা, সাধু বিষয়ক বাক্য

ময়া । ২১ । তন্তু দেবস্ত মাহাশ্চাদ্যজ্ঞঃ বিবিধৈ-
 র্থৈঃ । পশ্যামি হাঃ মহীপাল ভূপালশতবেদিতম্ ।
 ২২ । অতঃ সাধু পুরা প্রোক্তং ময়া তব মহীপতিঃ ।
 ইতি তন্তু বচঃ শ্রদ্ধা কুন্তয়ো নৈর্নহাশ্বনঃ । মহাকাল-
 বনে গন্তুং মতিং চক্রে মহীপতিঃ । ততঃ সান্তঃপুরঃ
 প্রায়াস্তেন সার্কং মহর্ষিণা । ২৪ । অগস্ত্যকথিতঃ
 লিঙ্গং দদর্শ শ্রদ্ধয়া পুনঃ । পূজয়ামাস বিধিবৎ পত্ন্যা
 সার্কং মহীপতিঃ । ২৫ । ততঃ সন্তোষিতা দেবো নৃপঃ
 প্রাহামিতহ্যতিঃ । মনোহরীষ্টং তপস্তেহম্ব ভোগ-
 মৈশ্বর্যমেব চ । ২৬ । কুলং প্রভাবঃ সৌভাগ্যং
 দীর্ঘমায়ুররোগিতাম্ । নিঃসপত্নং ততো রাজ্যং
 কৃত্বা স্বর্গমবাপ্যতি । ২৭ । ইত্যুক্তো দেবদেবেন
 গতৌহসৌ বিষয়ং স্বকম্ । নিকটকং ততো রাজ্যং
 কৃত্বা স্বর্গং গতঃ প্রিয়ে । ২৮ । অনেকজন্মচরিতং
 খণ্ডব্রতকদম্বকম্ । সম্পূর্ণমভবদেবি লিঙ্গশ্চান্ত
 প্রভাবতঃ । ২৯ । অতঃ খণ্ডেশ্বরো দেবো বিখ্যাতো
 ভুবনত্রয়ে । যে পশ্যন্তি নরা দেবি দেবঃ খণ্ডেশ্বরং
 শিবম্ । ৩০ । খণ্ডব্রতানি পূর্ণানি তেষামান্ত ভবন্তি
 হি । তপঃখণ্ডং ব্রতে খণ্ডং দানখণ্ডঞ্চ যৎকৃতম্ ।

বলিলাম । হে ভূপাল ! আমি সেই দেবপ্রভা-
 বেই আপনাকে বিবিধ যজ্ঞকারী ও নৃপতিগণ-
 পরিবেষ্টিত অবলোকন করিলাম । হে মহী-
 পতে ! এই জন্মই আমি তোমাকে পূর্বে
 সাধু বলিয়াছি । অতঃপর মহীপতি মুনি কুন্ত-
 যোনির বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাকালবনে গমন
 করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং অবরোধ জনের
 সহিত মুনি সমাভিবাগারে তথায় গমন করিয়া
 ভক্তিপূর্বক লিঙ্গ দর্শন করত পত্নীর সহিত তাঁহার
 পূজা করিলেন । নৃপ কর্তৃক পূজিত হইয়া অমিত-
 ত্যুতি দেবদেব তাঁহাকে বলিলেন, তুমি মনো-
 , তপ, ভোগ, ঐশ্বর্য, কুল, প্রভাব, সৌভাগ্য,
 অরোগিতা, অবৈর, ও রাজ্য লাভ
 করিয়া অস্তে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে । দেবদেব কর্তৃক
 এইরূপ কথিত হইয়া নৃপ স্বীয় রাজধানীতে গমন
 করিলেন এবং রাজ্যে গমন করিয়া রাজ্য
 ভোগ করত অবশেষে স্বর্গ প্রাপ্ত হইলেন ।
 হে দেবি ! তাঁহার অনেকজন্মচরিত খণ্ডব্রত-
 সমূহ লিঙ্গপ্রভাবে সম্পূর্ণ হইল । অতঃপর
 ঐ লিঙ্গ ভিভুবনে খণ্ডেশ্বর নামে বিখ্যাত হইলেন ।
 হে দেবি ! বাহারা খণ্ডেশ্বর দেব দর্শন করে,
 তাঁহাদের খণ্ডব্রত সকল আশু পূর্ণ হয় । খণ্ডে-

তৎসর্বং পূর্ণতাং যাতি শ্রীখণ্ডেশ্বরদর্শনাৎ । ৩১ ।
 দৃষ্ট্বা খণ্ডেশ্বরং দেবং পাপবিত্তৈঃ প্রমুচ্যতে । সপ্ত-
 জন্মকৃতের্দেবি মনোবাক্যায়কর্ম্মভিঃ । ৩২ । দৃষ্ট্বা
 খণ্ডেশ্বরং দেবং কৃতকৃত্যস্বমাপ্যতে । তন্তু নশ্চতি
 দৌর্ভাগ্যং সপ্তজন্মোত্তবং প্রিয়ে । ৩৩ । খণ্ডেশ্বরে-
 হর্ষিতে দেবে সর্কে দেবাঃ সবাসবাঃ ।
 বরদাশ্চৈব ভবন্তি বরবর্ণিণি । ৩৪ । দেবঃ খণ্ডে-
 শ্বরং যে বৈ যজন্তি শ্রদ্ধয়া প্রিয়ে । পুণ্যার্ণানাবিধৈঃ
 স্নানৈঃ সুগন্ধৈশ্চ বিশেষতঃ । ৩৫ । ধূপদীপৈর্নম-
 স্কারৈর্জপৈঃ স্তোত্রৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ । তে সর্কে কাম-
 সম্প্রদাঃ শ্রীমন্তো রাজ্যসংযুতাঃ । ৩৬ । দীর্ঘায়ুঃ
 শুভাচার্য জায়ন্তে দেহিনোহমলাঃ । অতিশ্রেষ্ঠা
 গতিস্তেষাং বিশোকা নিত্যমক্ষয়াঃ । খণ্ডেশ্বর-
 প্রসাদেন জায়ন্তে নাত্র সশয়ঃ । ৩৭ । এতে চ
 বিষ্ণুব্রহ্মেশ্বকুবেরদহনাদয়ঃ । পরাং সিদ্ধিং হুস-
 স্প্রাপ্তাঃ খণ্ডেশ্বরসমর্চনাৎ । ৩৮ । এষ তে
 কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । খণ্ডেশ্বরস্ত
 দেবস্ত শৃণু বে পত্নেনেশ্বরম্ । ৩৯ ।

ইতি শ্রীকান্দে খণ্ডেশ্বরমাহাশ্চাযবর্ণনং নামৈক-

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩১

শ্বর দেব দর্শন করিলে তপঃখণ্ড, ব্রতখণ্ড ও দান-
 খণ্ড প্রভৃতি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে । হে দেবি ! খণ্ডে-
 শ্বর দেব দর্শন করিলে সপ্তজন্মকৃত কাম-মনো-
 বাক্য-জাত পাপ সকল হইতে মুক্তিলাভ করা যায় ।
 খণ্ডেশ্বর দেব দর্শন করিলে মানব সপ্তজন্ম-জাত
 দুর্ভাগ্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া
 থাকে । খণ্ডেশ্বর অর্চিত হইলে সবাসব দেবগণ সন্তুষ্ট
 ও বরদ হন । বাহারা বিবিধ পুষ্প, স্নান, সুগন্ধ দ্রব্য,
 ধূপ, দীপ, নমস্কার, জপ ও স্তোত্র দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে
 দেব খণ্ডেশ্বরের অর্চনা করে, তাহারা কামসম্পন্ন,
 শ্রীমান, রাজ্যসংযুক্ত, দীর্ঘায়ু ও শুভাচার ও অমল
 হইয়া থাকে । খণ্ডেশ্বরপ্রসাদে মানব শ্রেষ্ঠগতি-
 প্রাপ্ত, বিশোক ও নিত্য অক্ষয় হয় । এই খণ্ডে-
 শ্বরের অর্চনা করিয়া বিষ্ণু ব্রহ্ম ইন্দ্র কুবের ও
 অনল, ইহার পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া-
 ছিলেন । হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট
 খণ্ডেশ্বর দেবের পাপনাশক প্রভাব কোর্তন বরি-
 লাম, অনন্তর পত্নেনেশ্বরমাহাশ্চায শ্রবণ কর ।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১ । ১৭—৩৯।

দ্বাত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতঃ দ্বাত্রিংশ-
তমমুত্তমম্ । বিদ্ধি সিদ্ধিপ্রদং পুংসাং পত্নেনশ্বর-
মৌশ্বরম্ ॥ ১ ॥ পুরাঃপর্যন্তে দেবি মন্দরেচাকন্দরে ।
ক্রৌড়ন সার্কং ত্রয়া পৃষ্ঠঃ কদাচিদ্ভ্রহসি স্থিতঃ ॥ ২ ॥
কিমখং পর্যন্তং তাত্ত্বা কৈলাসং রমণীয়কম্ । মুক্তা-
ফলশিলাশুভ্রং শঙ্খচন্দ্রাংগুনির্মলম্ ॥ ৩ ॥ সিদ্ধি-
চারণগঙ্ধর্বকিররোদপীতনাদিতম্ । সদাপুষ্পক্রমচ্ছরং
কদলীবনরাজিতম্ ॥ ৪ ॥ অথ কোকিলচক্রাহ-
চকোরকুররাকুলম্ । পুণ্যলোকোপমং স্থানং
ত্রিবিষ্টপবিভূষণম্ ॥ ৫ ॥ মহাকালবনে শূন্তে নানা-
শুল্ললতাবৃতে । গজেন্দ্রগজশার্দূল সিংহশবর-
সঙ্কুলে ॥ ৬ ॥ ঋক্ষবানরগোমায়ুজন্তুকাদिवিরাজিতে ।
ময়ুরসর্পমার্জ্জারমূষিকাদিবিরাজিতে ॥ ৭ ॥ কথং
বাসঃ কৃতো দেব কোতুহলমিদং মম ॥ ৮ ॥ ইতি
পৃষ্ট্বয়া দেবি মন্দরে চাকন্দরে । ময়া প্রোক্তং
প্রসন্নেন পত্ননং চ মম প্রিয়ে ॥ ৯ ॥ মহাকালবনং

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! মানবগণের
সিদ্ধিপ্রদ ত্রিলোকবিখ্যাত দ্বাত্রিংশতম লিঙ্গ পত্নে-
শ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর ।—হে দেবি! আমি
পূর্বে মন্দরের চাক কন্দরে তোমার সহিত অত্যন্ত
আসক্তির সহিত ক্রৌড়া করিতে থাকিলে তুমি
আমায় জিজ্ঞাসা করিলে যে, হে দেব! কি
জন্তু আপনি পুণ্যলোকোপম স্বর্গালঙ্কারস্বরূপ
রমণীয় পরিচ্ছন্ন কৈলাস পর্যন্ত পরিত্যাগ-
পূর্বক এই শূন্ত মহাকালবনে বাস করিলেন?
দেখুন,—কৈলাসচল—মুক্তাফল-শুভ্র, শঙ্খচন্দ্রাংগু-
নির্মল, সিদ্ধি চারণ গঙ্ধর্ব ও কিররগণের গীত-
নাদিত, পুষ্পক্রম-সমাচ্ছন্ন, কদলীবন-বিশিষ্ট এবং
কোকিল, চক্রবাক, চকোর ও কুররকূলে সমাকুল ।
আর এই মহাকাল বন—নানা শুল্ল-লতাবৃত
এবং গজেন্দ্র, গজ, শার্দূল, সিংহ, শবর,
ঋক্ষ, বানর, গোমায়ু, ময়ুর সর্প, মার্জ্জার,
মূষিক প্রভৃতি নানাবিধ হিংস্র ও অহিংস্র
জন্তুতে পরিব্যাপ্ত । কি জন্য এখানে আপনি
বাস করিলেন? ইহা আমার কোতুহলের বিষয়
হইয়াছে । হে দেবি! তুমি এই কথা বলিলে
আমি মন্দর-কন্দরে অবস্থিত থাকিয়া দৃষ্টচিন্তে
তোমায় আমার রম্যপূর মহাকালবনের কথা বলি-

রম্যং স্বর্গাৎ সুখকরং পরম্ । অশানপীঠসং-
ক্ষেত্রবনৌশ্বরসমাশ্রিতম্ ॥ ১০ ॥ অনৌপম্যগুণং
বিদ্ধি পত্ননং পর্যন্তান্বজে । এবং পত্ননদেবো বৈ
ন দৃষ্টো ভুবনত্রয়ে । গীতবাদিত্রচাতুর্থে স্পর্ধিতে
যঃ সুরালয়ম্ ॥ ১১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবি দেবর্ষি-
নারদো যুনিঃ । দ্রষ্টুকামঃ সমাগাতো মন্দরে মাং
যশস্বিনী ॥ ১২ ॥ বিনোদার্থং ময়া পৃষ্ট্ব্যৎপ্রিয়াখং
কুতুহলাৎ । ক যয়া গমিতঃ কালঃ কল্পসংখ্যো
মহামুনে ॥ ১৩ ॥ কস্মিন্নাশ্রমসংস্থানে তপসঃ সঞ্চয়ঃ
কৃতঃ । তীর্থানি কানি ভ্রাস্তানি ক তে রতিবহু-
চিরম্ ॥ ১৪ ॥ কোতুকং দৃষ্টপূর্বং তু বদ মে
যুনিসত্তম । ইতি পৃষ্টো ময়া দেবি ব্রহ্মপুত্রো
মহামুনিঃ । কথয়ামাস বৃতাস্তং পত্ননস্ত প্রযত্নতঃ
বহুনি সম্পরিক্রম্য তীর্থান্তায়তনানি চ । পত্ননানি
বিচিহ্নানি দেশাশ্চ নগরাণি চ ॥ ১৫ ॥ অটনর্থং
মহাদেব জম্বুদ্বীপে মনোরমে । দৃষ্টঃ পত্ননরাজশ্চ
সদানন্দকরঃ পরঃ ॥ ১৬ ॥ স্বেচ্ছাকল্পিতবিস্তানঃ
প্রাসাদশতকল্পিতঃ । ইচ্ছাকামকলাবাণ্ডিরনির্দেশ-

লাম । এই মহাকালবন রম্য ও স্বর্গ হইতেও
সুখদায়ক । এখানে অশান পীঠ সংক্ষেত্র বন
উশ্বর-ভূমি বিরাজিত । ইহা অতুলনীয় গুণসম্পন্ন ।
এরূপ গুণ আমি ত্রিভুবনে কুত্রাপি দেখি নাই ।
এই পূর গীতবাদিত্র ও চাতুর্থে সুরালয় অপেক্ষাও
শ্রেষ্ঠ ॥ ১১-১২ ॥ হে দেবি! আমি তোমার নিকট এই
সকল কথা বলিতেছি, এমন সময়ে আমার সহিত
সাক্ষাৎ করিবার জন্য নারদ যুনি আসিয়া উপস্থিত
হইলেন । আমি তোমার কোতুহল বর্ধনের জন্য
নারদকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে মহামুনে! তুমি
এই কল্পসংখ্যক কাল কোথায় যাপন করিলে?
কোন আশ্রমেই বা তপস্যা করিয়াছ? কোন তীর্থ
ভ্রমণ করিয়াছ? কোন তীর্থেই বা তোমার চিরা-
ভূরাগ এবং যেখানে যাহা কোতুহলজনক বস্তু
নিরীক্ষণ করিয়াছ, তৎসমস্ত তুমি আমার নিকট
কীৰ্ত্তন কর । নারদ আমা কর্তৃক এইরূপ পৃষ্ট
হইয়া পত্ননবৃত্তাস্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন
যে, হে মহাদেব! আমি তীর্থ, আয়তন, বিচিত্র
পত্নন, দেশ, নগর প্রভৃতি বহু স্থান ভ্রমণ
করত অবশেষে মনোরম জম্বুদ্বীপে উপদ্বীপে
উপস্থিত হইয়া যে পত্ননরাজ দর্শন করি-
লাম, তাহা সদানন্দকর, স্বেচ্ছাকৃতবিস্তান,
প্রাসাদশত-রাজিত । ঐ স্থানে ইচ্ছায় অভিলষিত

সুখাবহঃ । ১৮ । সৰ্ব্বভুকুসুমামোদসুখম্পর্শা-
 নিলাবৃতঃ । বীণাবেণরবৈষুট্টো মনঃপ্রহ্লাদকারকঃ ।
 ১৯ । বজ্রেন্দ্রনীলবৈদূর্য্য-চন্দ্রকাস্তাদিদীপিতঃ ।
 জরামৃত্যুভয়োপেতঃ সৰ্ব্বব্যাদিবিবর্জিতঃ । ২০ ।
 শক্রাগ্নিযমরক্ষোহকিবাগসোমেশসেবিতঃ । উর্দ্ধাধঃ-
 সপ্তলোকেষু পুণ্যেষু নিবসন্তি হি ॥ ২১ ॥ সদা
 প্রমুদিতা দেবাস্তেহপি কাজ্জলন্তি পতনম্ । তত্র
 শান্তা মহাঘ্রানো নিবসন্তি মহেশ্বর ॥ ২২ ॥ বিদ্যোতীত-
 দিশো দাস্তাঃ সূর্য্যাবৈশ্বানরপ্রভাঃ । দিব্যাস্বরধরা
 ধীরা জটায়ুকুটধারিণঃ ॥ ২৩ ॥ বিপ্রা মাহেশ্বর্য্যঃ
 পুণ্য্যঃ ক্ষত্রিয়া হরতৎপর্য্যঃ । মুমুক্শবস্তপোনিষ্ঠা
 বৈশ্ণবাঃ শূদ্রাশ্চিরায়ুযঃ ॥ ২৪ ॥ স শুভ্ররূপঃ স চ
 লোহিতাকৃতিঃ স চাপি পীতঃ স সিতৈতরঃ কচিৎ ।
 সনামধেয়ঃ স চ নামবর্জ্য্যঃ সোহদৃশ্যরূপঃ স চ
 দৃষ্টরূপঃ ॥ ২৫ ॥ কচিদ্ভবিসহস্রাক্ষঃ কচিদেকরবিপ্রভঃ ।
 কচিচ্চন্দ্রাধিশিষ্যোত কচিদঙ্গুলিকান্তিমান ॥ ২৬ ॥
 জন্মমৃত্যুজরারোগৈর্গতঃখানি বিবিধানি চ । প্রয়াস্তি
 বিলয়ং তানি প্রসন্নৈ পত্নেনশ্বরে ॥ ২৭ ॥ এষ তে

কল লাভ করা যায়; সুখের ইয়ত্তা নাই; সকল
 পত্নেই কুসুমামোদ-সুখকর সুখম্পর্শ অনিল
 সঞ্চারিত; চতুর্দিকেই ঐদয়ানন্দকর বীণা-বেণর
 বজ্রার এবং বজ্র, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, ও চন্দ্রকাস্ত-
 মণির প্রভা সর্বত্র বিরাজিত। জরা-মৃত্যু-ভয় তথায়
 নাই। ঐ স্থান সর্বব্যাদিবিবর্জিত। শক্র, অগ্নি,
 যম, রক্ষ, বায়ু ও সোম প্রভৃতি দেবতা ঐ স্থানের
 উর্দ্ধ, অধঃ প্রভৃতি সপ্ত পুণ্য লে কে বিরাজ
 করেন। হে মহেশ্বর! মহাত্মা শান্ত দেবগণ
 হস্তান্তঃকরণে সর্বদা ঐ স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা
 করেন। সূর্য্য-বৈশ্বানরপ্রভ দিব্যাস্বরধর জটায়ু-
 মুকুটধারী ধীর মাহেশ্বর বিপ্রগণ দিক্ সকল
 প্রদ্যোতিত করিয়া ঐ স্থানে বাস করিতেছেন।
 ঐ স্থানের ক্ষত্রিয়গণও হর-তৎপর, মুমুক্শু ও তপো-
 নিষ্ঠ। তত্রত্য বৈশ্ণব ও শূদ্রগণও চিরায়ু। তত্রত্য
 দেব পত্নেনশ্বর শুভ্ররূপ, লোহিতাকৃতি, পীত,
 সিতৈতরবর্ণ, স নামধেয়, নাম-বর্জিত, অদৃশ্যরূপ,
 কখন দৃষ্টরূপ, কখন তিনি রবি-সহস্রাক্ষ, কখন এক
 রবিপ্রভ, কখন তিনি চন্দ্র হইতেও বিশিষ্ট এবং
 কখনও তিনি অঙ্গুলিকান্তিমান। ঐ দেব পত্নেনশ্বর
 লিঙ্গ প্রসন্ন হইলে জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ ও বিবিধ
 ক্লেশ, এ সমস্তই প্রলয় প্রাপ্ত হয়। হে দেবি! এই

কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । পত্নেনশ্ব
 দেবস্ত আনন্দেশমতঃ শৃণু ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পত্নেনশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
 দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীহর উবাচ । ত্রয়ত্রিংশমং দেবমানন্দেশ্বর-
 মৌশ্বরম্ । বিদ্ধি পাপহরং পুণ্যং সৰ্ব্বসম্পৎকরং
 সদা ॥ ১ ॥ পুরা রথন্তরে কল্পে বভূব পৃথিবীপতিঃ ।
 অনমিত্র ইতি খ্যাতঃ সার্বভৌমো মহীতলে ॥ ২ ॥
 স ধর্ম্মাত্মা মহাত্মা চ পরাক্রমধনো নৃপঃ । অতীত্য
 সৰ্ব্বভূতানি বভৌ ভানুরিবাব্যয়ঃ ॥ ৩ ॥ সমঃ শত্রৌ
 চ পুত্রো চ মিত্রে চ পরধর্ম্মবিৎ । গিরিভদ্রা গিরেঃ
 পুত্রী তেনোঢ়া বরবর্ণিনী ॥ ৪ ॥ অতীব বলতা সা
 চ প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী । আনন্দ ইতি পুত্রো-
 হভূতস্ত জ্ঞানরতঃ সুধীঃ ॥ ৫ ॥ জাতমাত্রো নিরোৎ-
 সঙ্গে স্থিরমূল্যাপ্য বৈ পুনঃ । পরিষজ্জতি হার্দেন
 উল্লাপয়তি পুনঃপুনঃ ॥ ৬ ॥ স জাতিশ্রমণো জাতো
 মাতুরুৎসঙ্গমাস্থিতঃ । জহাস চ তদা মাতা সংস্কৃতা

আমি তোমার নিকট পত্নেনশ্বর দেবের পাপনাশন
 প্রভাব কৌতুহল করিলাম, অতঃপর আনন্দেশ্বর
 লিঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ১২—২৮ ।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২ ।

ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায় ।

শ্রীহর বলিলেন,—হে দেবি! সর্বসম্পৎকর
 পাপহর পুণ্য ত্রয়ত্রিংশ লিঙ্গ আনন্দেশ্বরের মাহাত্ম্য
 শ্রবণ কর,—পূর্বে রথন্তরে কল্পে অনমিত্র নামে এক
 সার্বভৌম নরপতি ছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক, মহাত্মা,
 ও পরাক্রম-ধন, ছিলেন। তিনি সর্বভূত অতিক্রম
 করিয়া ভানুর স্থায় দীপ্তি পাইতেন। ঐ পরধর্ম্মবিৎ
 রাজা শত্রু মিত্র ও পুত্র সমজ্ঞান করিতেন।
 গিরিভদ্রানাম্নী গিরিপুত্রী বরবর্ণিনীকে তিনি বিবাহ
 করিয়াছিলেন। গিরিভদ্রা তাঁহার প্রণাপেক্ষাও গরী-
 যসী ও বলতা ছিলেন। কালে ইহাদের আনন্দ নামে
 এক জ্ঞানরত সুধী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। জাতমাত্র
 জননী তাহাকে কোড়ে করিলেন এবং স্নেহ বশত
 আলিঙ্গন করিয়া শিশুকে বারবার সোহাগ করিতে
 ঐ বালক জাতমাত্র জাতিশ্রম হইয়া

বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১ ॥ ভীতান্মি কিমিদং বৎস হাসো
যদ্বদনে তব । অকালবোধঃ সজ্জাতঃ কিংস্বিপশ্যসি
শোভনম্ ॥ ৮ ॥ ইত্যাক্তো মাতরং প্রাহ, সর্বোহপি
স্বার্থমীহতে । মাং নেতুমিচ্ছতি পুরো মার্জারী
কিং ন পশ্যসি । অন্তর্দানগতা চেয়ং দ্বিতীয়া জাত-
হারিণী ॥ ৯ ॥ পুত্রপ্ৰীত্যা চ মাতস্বমতঃ স্বার্থং
সমীহসে । উল্লাপ্যোল্লাপ্য বহুশঃ পরিষজসি মাং
বত ॥ ১০ ॥ উদ্ধৃতে বালকে শ্লেহাৎ সমুদ্যাত্ত্বী-
জনোহপ্যয়ম্ । ততোহয়মাগতো হাসঃ শৃণু চাপ্যত্র
কারণম্ ॥ ১১ ॥ স্বার্থে প্রসক্তা মার্জারী লোলুপা
মামবেক্ষতে । তথাস্তর্দানগা চেয়ং দ্বিতীয়া জাত-
হারিণী ॥ ১২ ॥ অং তু ক্রমোপভোগ্যঃ মন্তঃ
কলমভীপসি । ন মাং জানাসি কোহপ্যেবং ন বৈ
চোপকৃতং ময়া ॥ ১৩ ॥ সঙ্গতির্নাতিবালানাং পঞ্চসপ্ত
দিনাশ্বকম্ । তথাপি স্নিহাসি প্ৰীত্যা পরিষজসি
সম্ভতম্ ॥ ১৪ ॥ তাত্তিকি বৎস ভো ভদ্র ইত্যলৌকঃ

ববৌষি মাম্ । পুত্রস্ত বচনং শ্রুত্বা ক্রুদ্ধা মাতা-
ববৌষি ॥ ১৫ ॥ নাহং স্বামুপকারার্থং বৎস
প্ৰীত্যা পরিষজে । স্বার্থো ময়া পরিত্যক্তো যদ্বত্তো
মে ভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥ ইত্যাক্তা সা তমুৎসৃজ্য
নিষ্ক্রান্তা স্মৃতিকাগৃহাৎ । জহার তৎপরিত্যক্তং সা
তদা জাতহারিণী ॥ ১৭ ॥ সা হুয়া তং তদা বালং
পূর্বজাতিস্মরং প্রিয়ে । হৈমিস্তাঃ শয়নে স্তম্ভ-
দিক্রান্তস্ত মহীভূতঃ ॥ ১৮ ॥ মহা স্বকীয়ং পুত্রস্ত
বিক্রান্তেন মহীভূতা । কৃতং বৈ নামকরণমানন্দ
ইতি বিস্মতম্ ॥ ১৯ ॥ বিক্রান্তস্ত স্মৃতো নীতো
বোধস্ত চ দ্বিজন্মনঃ । চৈত্রনামা কৃতস্তেন সংস্কৃতো
বেদমন্ত্রকৈঃ ॥ ২০ ॥ তৃতীয়ং ভক্ষয়ামাস বোধপুত্রং
নিশাচরী । জাতিস্মরোহপ্যথানন্দঃ কৃতোপনয়ন-
স্তদা ॥ ২১ ॥ গুরুণা সমুজ্জাতং ক্রিয়তামভিবাদনম্ ।
জনন্তাঃ প্রাপ্তপশুনমিত্যাক্তো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২২ ॥
বন্দ্যা মে কতমা মাতা জনিত্বৌ পালিনী চ বা ।

জননীর উৎসঙ্গে অবস্থানপূর্বক হাসিতে লাগিল ।
তখন জননী ক্ষুধা হইয়া বলিলেন,—হে বৎস ! এ
কি ! আমি ভীতা হইয়াছি । তোমার বদনে হাশু
দেখিতেছি, এ অকাল-বোধ তোমার কিরূপে হইল ?
তুমি কি দেখিতেছ ? জননী এই কথা বলিলে শিশু
বলিল,—সকলেই স্বার্থ আকাঙ্ক্ষা করে । ঐ
দেখ মা ! তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে,
সম্মুখে মার্জারী আমাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি-
তেছে । আর এই জাতহারিণী এদিকে অন্তর্হিত
রহিয়াছে । হে মাতঃ ! ইহাদের মধ্যে তুমিও
পুত্রপ্ৰীতিবশতঃ স্বার্থ ইচ্ছা করিতেছ ; দেখ,—
বারবার তুমি আমায় সোহাগ করিয়া করিয়া আলি-
ঙ্গন করিতেছ । তুমি সদ্যঃ প্রসূত বালককে শ্লেহ
করিতেছ ; এই জন্তই আমার হাসি ধামিতে-
ছিল । আরও হাসির অন্য কারণ শ্রবণ কর,—
দেখ, একদিকে স্বার্থের অধীন হইয়া এই মার্জারী
আমাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে, আর
একদিকে জাতহারিণী আমায় গ্রহণ করিবার জন্ত
অন্তর্হিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছে ; আর
অন্যদিকে তুমিও আমা হইতে ক্রমোপভোগ্য ফলা-
কাঙ্ক্ষা করিতেছ । তুমি কি জানিতে পারিতেছ না ?
ইহা কে না বুঝিতে পারে যে, আমি তোমার
উপকার করিতে পারিব না—বালকদিগের সঙ্গতি
নাই ? আমি মাত্র পাঁচ সাত দিনের শিশু ।
তথাপি তুমি প্ৰীতিবশত আমায় শ্লেহ সহকারে

আলিঙ্গন করিতেছ । তুমি আমায় নিতা তাত !
বৎস ! ভদ্র ! বলিয়া অলৌক সম্বোধন করিতেছ ।
পুত্রবাকা শ্রবণ করিয়া জননী তখন ক্রুদ্ধা হইয়া
বলিলেন,—বৎস ! আমি তোমায় উপকারের
জন্ত প্ৰীতি সহকারে আলিঙ্গন করি নাই । তোমা
হইতে আমার যে স্বার্থ রক্ষিত হইবে, আমি
তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি । এই কথা বলিয়া
জননী শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া স্মৃতিকাগৃহ
হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন । জননী পরিত্যাগ
করিলে ঐ জননী-পরিত্যক্ত শিশুকে তখন জাত-
হারিণী হরণ করিয়া লইয়া বিক্রান্ত নরপতির
পত্নী হৈমিনীর শয়ান রক্ষা করিল ॥ ১—১৮ ॥ বিক্রান্ত
নরপতি স্বীয়পুত্র মনে করিয়া ঐ শিশুর নাম-
করণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন । বালকের নাম
রাখিলেন,—আনন্দ । শিশু ঐ নামে বিখ্যাত
হইল । বিক্রান্ত নরপতির সন্তানকে লইয়া
জাতহারিণী বোধ নামক এক দ্বিজের গৃহে তাঁহার
সন্তানকে অপহরণপূর্বক রক্ষা করিল ।
ঐ পুত্রের নাম রাখিল,—চৈত্র । ব্রাহ্মণ চৈত্রের
যথাবিধি সংস্কার সম্পন্ন করিলেন । ঐ জাতহারিণী
নিশাচরী অবশেষে পারবর্তনোদ্ভূত তৃতীয় বোধ-
পুত্রকে ভক্ষণ করিল । একদা গুরু উপনয়ন-
কালে আনন্দকে তাহার মাতাকে অভিবাদন
করিতে বলিলে, সে বলিল,—আমি কোন্ মাতাকে
অভিবাদন করিব—জনমিত্রী না পালয়িত্রীকে ?

আনন্দস্ত বচঃ শ্রদ্ধা গুরুবচনমব্রবীৎ ॥ ২৩ ॥
 নব্বয়ং তে মহাভাগ জনিতৌ জনকান্বজা। বিক্রা-
 স্তস্তাগ্রমহিষী হৈমিনী নাম নামতঃ ॥ ২৪ ॥
 আনন্দ উবাচ। চৈত্রস্ত প্রসবিত্রীং চৈত্রোহয়ং
 দ্বিজবেশ্মনি। সংস্কৃতো ব্রাহ্মণৈর্মজৈর্গিরিভদ্রাসুত-
 ব্ধম্ ॥ ২৫ ॥ গুরুবচনং ততঃ কথং চৈত্রঃ কো বা
 দ্ব্যমোচ্যতে। ততঃ স কথয়ামাস পূর্ববৃত্তান্তমাদিতঃ ॥
 ২৬ ॥ গুরুবচ। অতীব গহনং বৎস সঙ্কটং
 মহদাগতম্। ন বেদ্বি কিঞ্চিন্মোহেন ভ্রমন্তি মম
 বুদ্ধয়ঃ ॥ ২৭ ॥ আনন্দ উবাচ। মোহস্তাবসরঃ
 কোহত্র জগতোবং ব্যবস্থিতঃ। কঃ কস্ত পুত্রো
 বিপ্রর্ষে কো বা কস্ত ন বান্ধবঃ ॥ ২৮ ॥ অতঃ
 সংসারতা হস্তি সংসারং প্রাণিনামিহ। মহামোহহতং
 চেতশ্চিদ্ভ্রমত্ কথং শুরো ॥ ২৯ ॥ ব্রহ্মপুত্রস্ত দুঃসহস্ত
 সূতা ভুবি। জাতহারিণিকা নাম পার-
 বর্তয়তে সূতান্ ॥ ৩০ ॥ মাতৃদ্বয়ং ময়া প্রাপ্তমশ্বিনেব
 হি জন্মনি। মাতৃদ্বয়মথো প্রাপ্তং জাতিং সংস্মরতা
 সতা ॥ ৩১ ॥ সোহহং তপঃ কারয়ামি চৈত্র আনো-
 যতামিতি। ততঃ সুবিশ্মিতো রাজা সভার্যঃ সহ

বন্ধুভিঃ ॥ ৩২ ॥ তস্মান্নিবর্ত্য মমতামনুমেনে চ তং
 প্রতি। চৈত্রমানীয় তনয়ং রাজ্যযোগ্যং চকার
 সঃ ॥ ৩৩ ॥ সমান্ত ব্রাহ্মণং যেন পুত্রবুদ্ধ্যা স
 পালিতঃ। সোহপ্যানন্দস্তপস্তপে মহাকালবনে
 শুভে ॥ ৩৪ ॥ ইন্দ্রেয়রস্ত দেবস্ত পশ্চিমে লিঙ্গ-
 মৃতমম্। ভক্ত্যা হারাধয়ামাস তপসা দ্বকরেণ তু।
 ৩৫ ॥ তপস্তস্তং ততস্তং তু দেবঃ প্রাহ শুচিস্মিতে।
 কিমর্থং তপ্যসে বৎস তপ্তস্তীৰং ব্রবীমি তে ॥ ৩৬ ॥
 মনুনা ভবতা ভাব্যং যঠেন বজ্র তৎকুরু। অলং
 তে তপসা তস্মিন্শুভো মুক্তিমবাপ্যসি ॥ ৩৭ ॥
 ইতুক্তো দেবদেবেন তথৈত্যাহ মহামতিঃ। বভূব স
 মনুর্দেবি ব্রহ্মতুল্যো মহাযশাঃ ॥ ৩৮ ॥ পুত্রোহুৎ-
 পাদয়ামাস লিঙ্গস্তাস্ত সমর্চনাৎ। কৃতং নাম
 তদা দেবৈরানন্দেশ্বরমৃতমম্ ॥ ৩৯ ॥ আনন্দেন
 যতঃ প্রাপ্তা সিদ্ধির্দেবি সুদুর্লভা। অতো নাম
 সুবিখ্যাতমানন্দেশ্বরমৌল্যতাম্ ॥ ৪০ ॥ যে পশুস্তি
 বিশালাক্ষি আনন্দেশ্বরমৌল্যম্। তে পুত্রপৌত্র-
 সম্পন্ন ভবিষ্যন্তি মহৌতলে ॥ ৪১ ॥ যেষাং ক্লানং
 নৃণাং পাপং কোটিজন্মশতোত্তমম্। তেষাং ভবতি

আনন্দের বাক্য শুনিয়া গুরু বলিলেন—হে
 মহাভাগ! নরপতি বিক্রান্তের জ্যেষ্ঠা মহিষী
 হৈমিনীইত তোমার জনয়িত্রী মাতা। আনন্দ বলিল,
 —ইনি চৈত্রের প্রসবিত্রী। চৈত্র এখন বোধ নামক
 দ্বিজের গৃহে সংস্কৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে।
 আমি গিরিভদ্রার পুত্র। তখন গুরু বলিলেন,—
 তাহা হইলে তুমি কে; এবং চৈত্রই বা কে? তাহা
 তুমি বল? অতঃপর আনন্দ পূর্ববৃত্তান্ত বিবৃত
 করিল। গুরু বলিলেন,—বৎস! আমি তোমার
 কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহা অতি
 সঙ্কট। আমার বুদ্ধি ভ্রমযুক্ত হইতেছে। আনন্দ
 বলিল,—হে বিপ্রর্ষে! এ বিষয়ে মোহের কারণ
 কিছুই নাই। জগতের ব্যাপারই এইরূপ। এ
 জগতে কে কার পুত্র? বা কে কার বান্ধব? সংসারই
 প্রাণিগণের সংসার মোচন করে। জীবের চিত্ত
 সর্বদাই মোহসঙ্কুল। এবিষয়ে আর চিত্র কি শুরো!
 দুই ব্রহ্মপুত্র দুঃসহের সূতা—নাম—জাতহারিণী।
 সে-ই সূতসকলকে পারবর্তন করিয়া থাকে। এই
 কারণেই আমি এই জন্মেই দুই মাতা প্রাপ্ত হই-
 য়াছি। আমি জাতিশ্রম বলিয়া সমস্ত অবগত
 আছি। আমি তপস্কা করিব। আপনারা আপনা-
 দের পুত্র চৈত্রকে আনয়ন করুন। তাহার বাক্য

শ্রবণ করিয়া রাজার সহিত রাজ্যী এবং বন্ধু-বান্ধব
 সকলেই বিস্মিত হইলেন। তখন রাজা, পুত্রবুদ্ধিতে
 পালন করিয়াছিলেন বলিয়া চৈত্র-পিতা ব্রাহ্মণকে
 সম্বোধন করিয়া তাহার অনুমতিক্রমে চৈত্রকে আনয়ন
 করিয়া রাজ্যযোগ্য করিলেন। ১৯—৩৩। তখন ঐ
 আনন্দ ভক্তিপূর্বক মহাকালবনে ইন্দ্রেয়র দেবের
 পশ্চিমাদিকে অবস্থিত লিঙ্গের আরাধনা করিতে
 লাগিল। হে শুচিস্মিতে! দেব সম্বোধন হইয়া
 তাহাকে বলিলেন,—হে বৎস! তুমি কি জন্ত
 এই তীর তপস্কা করিতেছ? তোমায় আমি বড়-
 ক্ষর মন্ত্র উপদেশ দিতেছি, আর তোমার তপস্কা
 করতে হইবে না। তুমি আমার নির্দিষ্ট স্থানে
 গমন কর, সেই স্থানে মুক্তি লাভ করিবে। দেব-
 দেব এই কথা বলিলে ঐ মহামতি তাহা স্বীকার
 করিল। মন্ত্রপ্রভাবে ঐ মহাযশা ব্রহ্মতুল্য হইল।
 লিঙ্গার্চনার ফলে ঐ আনন্দ পুত্রোৎপাদন করিল?
 তখন দেবগণ ঐ লিঙ্গের নাম রাখিলেন,—
 আনন্দেশ্বর। এই নামের কারণ,—আনন্দ এই
 স্থানে সুদুর্লভ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই
 জন্তই ভুবনে ইহা আনন্দেশ্বর নাম খ্যাত আছে।
 হে বিশালাক্ষি! যাহারা আনন্দেশ্বর দর্শন করে,
 তাহারা মহৌতলে পুত্র-পৌত্র-সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সা তক্তিরানন্দেধরদর্শনাৎ ॥ ৪২ ॥ তদৈব পুরুষো
মুক্তো জন্মমৃত্যুজরাতিভিঃ । যদা পশুতি দেবেশ
মানন্দেধরসংক্রমম্ । ময়োক্তং মুক্তিদং নৃণামানন্দে-
ধরদর্শনম্ । স্বর্গাপবর্গদং দেবমানন্দং লিঙ্গমুত্তমম্ ।
অত্র দেবৈর্বিশালাক্ষি পূজিতং লিঙ্গমুত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥
এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ ।
আনন্দেধরদেবস্ত শৃণু ত্বং কহুড়েশ্বরম্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে আনন্দেধরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রয়স্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

চতুঃত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীহর উবাচ । চতুঃত্রিংশতমং বিদ্ধি দেবং বৈ
কহুড়েশ্বরম্ । যস্ত দর্শনমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ
প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥ বিতস্ত্যাস্তটে রম্যে ব্রাহ্মণো
নিবসন্ পুরা । বভূব পাণ্ডবো নাম দারিদ্ৰ্যেণাতি-
পীড়িতঃ ॥ ২ ॥ জ্ঞাত্তিভিঃ পরিত্যক্তো হৃষ্টয়া
ভার্যয়া তথা । কন্যাপোকা স্থিতা যস্ত সর্বস্বপ্রেম-

যে সকল নরের কোটিজন্মশতোদ্ভব পাপ বিদ্যমান,
আনন্দেধরদর্শনে তাহাদের সে পাপ ক্ষীণ হইয়া
ভক্তিতে পরিণত হয় । পুরুষ যখন আনন্দেধর দেব
দর্শন করে, তখন সে জন্ম, মৃত্যু, জরা ইত্যে
নির্দ্ধতি লাভ করিয়া থাকে । আমি এই মানবগণের
স্বর্গাপবর্গপ্রদ আনন্দেধর দর্শন বর্ণন করি-
লাম । হে দেবি ! এই স্থানে দেবগণও
ঐ লিঙ্গের উপাসনা করিয়া থাকেন । হে দেবি
এই আমি আনন্দেধর দেবের পাপনাশন প্রভাব
কীৰ্ত্তন করিলাম, এক্ষণে কহুড়েশ্বরের মাহাত্ম্য
শ্রবণ কর । ৩৪—৪৫ ।

ত্রয়স্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩ ।

চতুঃত্রিংশ অধ্যায় ।

শ্রীহর বলিলেন,—হে দেবি ! বাঁহর দর্শন-
মাত্রে মানব সর্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে,
আমি সেই কহুড়েশ্বর চতুঃত্রিংশতম লিঙ্গের মাহাত্ম্য
কীৰ্ত্তন করিতেছি । পূর্বে বিতস্তাতটে এক ব্রাহ্মণ
বাস করিতেন । ঐ ব্রাহ্মণের নাম পাণ্ডব । তিনি
অত্যন্ত দারিদ্ৰ্য-পীড়িত ছিলেন । তাঁহার জ্ঞাতি ও
ভার্য্যা সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল ।

ধারিণী ॥ ৩ ॥ তেনাহং স্মৃতকামেন তোষিতো
গিরিগহ্বরে । ময়াপুত্রঃ বিশালাক্ষি পুত্রস্তব
ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥ তস্ত পুত্রঃ সমুৎপন্নঃ কন্যামধ্যাদযো-
নিজঃ । শীতোক্তবারিণী কন্যা তস্ত পুত্রস্ত সাতবৎ ॥
৫ ॥ স চ লবঃ প্রসাদেন মদীয়েন বরাননে ।
কুদ্রেণ চ বরো দত্তঃ কন্যায়া ভবিতা পুনঃ ॥ ৬ ॥
অথ ষষ্ঠে গতে বর্ষে মোজীবন্ধমচিন্তয়ৎ । তদামৃত্য
মুনীন্ সর্দান্ প্রসাদা চ পুনঃপুনঃ । নমস্কৃত্য
ঋষীন্ সর্দান্ পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৭ ॥
ফলৈর্বিস্তানুসারেণ মেজৌ তস্তাপ্যবদ্ধত ।
হেহপুত্রা মনয়ঃ সর্ষে প্রসাদা চ পুনঃপুনঃ ॥ ৮ ॥
দীর্ঘতামাশিবো হ্যৈশ্ব পুত্রায় মুনিসত্তমাঃ । মম
পুত্রস্ত পুত্রোহয়ং দীর্ঘায়ুর্জায়তাং চিরম্ ॥ ৯ ॥
তুদীপ্ততাঃ স্থিতাঃ সর্ষে তচ্ছ্রুত্বা নোত্তরং দত্তঃ ।
যদা তে নোত্তরং প্রোচুস্তদা মুনিবরঃ স্বয়ম্ ।
ধ্যানে চিন্তয়ামাস নৃনমল্লায়বং স্মৃতম্ ॥ ১০ ॥
ইতি জ্ঞাত্বা তু সম্বোধমগমৎ সহসা মুনিঃ
বিললাপ স তুঃখার্তঃ স্মৃতমেহেন তুঃখিতঃ ॥ ১১ ॥
বাড়ব উবাচ । দত্তঃ স্বয়ং মহেশেন ময়ান্নায়ুঃ

স্বপ্নের মধ্যে তাঁহার এক সর্বস্ব-প্রেমধারিণী কন্যা
ছিল । ঐ বিপ্র মুক্তিকামী হইয়া একদা গিরিগহ্বরে
আমার তপস্শ্রা করে, আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে
বলি যে, তোমার পুত্র হইবে । আমার বাক্যে
কন্যা হইতে তাহার পুত্র জন্মিল । ঐ কন্যা শীতোক্ত-
বারিণী ছিল । হে দেবি ! মদীয় প্রসাদে বিপ্রের
পুত্র লাভ হইল । আমার বরে কন্যা হইতেও
পুত্র জন্মিয়াছিল । অনন্তর বর্ষবর্ষ উপস্থিত হইলে
বিপ্র পুত্রের মোজীবন্ধ করিলেন । তদুপলক্ষে
আমন্ত্রিত হইয়া বহু মুনি আগমন করিলেন । বিপ্র
ভাঁহাদিগকে ভক্তিপূর্বক নমস্কার ও পূজা করি-
লেন । বিস্তানুসারে বিপ্রকুমারের মোজীবন্ধ শেষ
হইয়া গেল । মুনিগণ সকলেই প্রসাদিত হইয়া
বলিলেন,—সকলেই বিপ্রপুত্রকে আশীর্বাদ প্রদান
করুন । বিপ্র বলিলেন,—আমার পুত্রকে আপ-
নারা দীর্ঘায়ু বর প্রদান করুন । বিপ্রবচনে মুনিগণ
সকলেই নিরুত্তর রহিলেন । ইহাতে বিপ্র সন্দিগ্ধ
হইয়া ধ্যানাবলম্বনে জানিলেন যে, আমার পুত্র
ভাল্লায়ু; সেই জন্ত ইহারা দীর্ঘায়ু বর প্রদান করি-
লেন না ॥ ১—১০ ॥ বিপ্র ইহা বুঝিতে পারিয়া পুত্র-
স্নেহবশত অত্যন্ত তুঃখিত হইলেন এবং তিনি এই
বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, এই পুত্র

কথং স্মৃতঃ। ক্রজেণ চ বরো দত্তঃ প্রসন্নেন
পুত্রা মম ॥ ১২ ॥ মন্তুলাবীৰ্য্যঃ পুত্রস্তে কন্বামধ্যা-
ভবিষ্যতি। জাভঃ চ দত্তা হুগ্নায়ুঃ মিথ্যা ত্র্যক্ষস্ত
তদ্বচঃ ॥ ১৩ ॥ পিতরং হুগ্নিতং দৃষ্ট্বা তুক্ষীভূতো
মুনিস্তদা। স বালঃ সহসা বাক্যং বভাষে
হর্ষবর্জনম্ ॥ ১৪ ॥ ত্যজত ভয়মিদানীং যন্নমার্থে
বিষণ্ণা বিনিহতনিজযত্নঃ প্রেতরাজঃ করোমি।
শৃণুত মম গিরং ভোঃ সেখরা লোকপালাঃ পিতৃ-
পতিবিজয়ার্থং সংপ্রতিজ্ঞা মমৈব ॥ ১৫ ॥ অতি-
বিষমতপোভিঃ শকরং তোমসিহা স্বপিতুরপি চ
ভক্ত্যা হনি মৃত্যোৰ্জয়াশাম্। কিমতিশয়বিবাদ-
ব্যাকুলান্তাত সর্কে সপদি পিতৃপতিং তং স্যে বশে
স্থাপয়ামি ॥ ১৬ ॥ প্রয়ামি ক্রজং শরণং মহেশ্বরং
দেবং বরং চাপ্যুময়্যাবিশোনম্। শৃণুত সর্কে মুনয়ঃ
সমস্তান্ মাদৃশে মৃত্যুপরাভবোহস্তি ॥ ১৭ ॥ তপোভি-
কর্কশৈঃ শিতিকণ্ঠপাদৌ প্রসাদ্য মৃত্যুং অচিরা-
ধিনেষ্যে। কন্বাজবাক্যামৃতলোলনেত্রাঃ সঞ্জাত-
রোমাঞ্চলসংস্বদেহাঃ ॥ ১৮ ॥ পত্রচ্চুরেনং মুনয়ঃ
শিশুং তং জানাসি ক্রজং পরমং কথং ত্বম্। বয়ং

স্বয়ং মহেশ আমায় প্রদান করিয়াছেন, এ কি জন্ত
অল্লায়ুঃ হইল। ক্রজ আমায় প্রসন্ন হইয়া এই বর
দিয়াছিলেন যে, তোমার পুত্র আমার তুল্যবল
হইয়া কন্বামধ্য হইতে জন্মগ্রহণ করিবে। তাঁহার
এ বাক্য মিথ্যা হইল কি প্রকারে? বিপ্রবালক
তখন পিতাকে হুগ্নিত দেখিয়া কিয়ৎকাল তুক্ষীভূত
থাকিয়া হর্ষজনক বাক্য বলিল,—হে পিতঃ! আপনি
বিষন্ন হইবেন না। আমি স্বয়ং প্রেতরাজকে হত-
চেষ্টিত করিব—হে সর্দেব লোকপালগণ! আপনারা
আমার এই পিতৃপতিবিজয়িনী প্রতিজ্ঞা শ্রবণ
করুন। আমি অতি বিষম তপস্যা দ্বারা শকরকে তুষ্ট
করিয়া স্বীয় পিতারও মৃত্যুভয় বিদূরিত করিব।
হে তাত! আপনি কিজন্ত যমভয়ে ভীত হইতেছেন?
আমি ঝটিতি সেই কৃতাস্তকে স্ববশে স্থাপন করিব।
আমি অচিরে উমাসহ দেব মহেশ্বরের শরণ গ্রহণ
করিব। হে মুনিগণ! আপনারা চতুর্দিক্ হইতে
শ্রবণ করুন যে, মাদৃশ ব্যক্তির কদাপি মৃত্যু-পরা-
ভব সম্ভব হইতে পারে না। আমি তপস্যা দ্বারা
শিতিকণ্ঠ-পাদপদ্ম প্রসাদিত করিয়া অচিরাৎ
মৃত্যুকে বিনষ্ট করিব। কন্বা-পুত্রের এই উজ্জ্বল
বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিগণ চকিতনেত্র ও রোমা-
ঞ্চিত হইলেন এবং তাহারা তথাবিধ অবস্থায়

চিরং কালমুপাসমানান্তপোভিকর্কশৈর্ভসক্ৰৈশ্চ ॥
১৯ ॥ তথাপি বিদ্যো ন বয়ং মহেশং জ্ঞাতস্বয়াসৌ
কথমর্ভকেণ। ঈহামহে তং কিল পুত্র সম্যক্ শ্রোতুং
প্রহর্ষাদ্ভূতজাতরোমাঃ ॥ ২০ ॥ জ্ঞাতস্বয়া কুত্র কথং
মহেশো মহেশরো বৈ ভুবনৈকনাথঃ ॥ ২১ ॥ ইতি
তেবাং বচঃ শ্রুত্বা মুনীনাং ভাবিতান্মনাম্। স বালঃ
কথয়ামাস বৃদ্ধান্তং পর্ষতাশ্চজে ॥ ২২ ॥ মমাত্র
ক্রৌড়তঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সমুপাগতঃ। বিজ্ঞায়াম্মায়ুষং
মাং তু বাৎসল্যাদব্রবৌদিদম্ ॥ ২৩ ॥ গচ্ছ পুত্র
মমাদেশান্নশকালবনোত্তমে। দক্ষিণে চান্তি
যল্লিঙ্গমানন্দেশ্বরলিঙ্গতঃ ॥ ২৪ ॥ তমারাদয় শীঘ্রং
ত্বং চিরজীবী ভবিষ্যসি। তন্ত্রোপদেশদানেন
জ্ঞাতং সম্যগ্ মহেশ্বরং ॥ ২৫ ॥ নান্তো দেবোহস্তি
লোকেব্ সত্যং সত্যং মুনীশ্বরঃ। তস্মাদদ্যেব
যাস্মামি মহাকালবনে শুভে ॥ ২৬ ॥ লিঙ্গমারাদয়ি-
ষ্যামি বিষাদস্তাজ্ঞাতামিহ। তস্মা তদ্বচনং শ্রুত্বা
ভেন সাক্ষিঃ মহর্ষয়ঃ ॥ ২৭ ॥ পিতা চ বিস্মিতো
দেবি সর্ক এব সমাগতঃ। দেবমারাদয়ামাস বালঃ

তাৎকালে নিজস্বা করিলেন,—কিরূপে তুমি সেই
পরম ক্রজকে অবগত হইলে? আমরা স্মৃতিরকাল
ব্যাপিয়া বহু তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিয়া তাঁহার
তত্ত্ব অবগত হইতে পারি নাই, তুমি বালক হইয়া
কিরূপে তাঁহাকে জানিতে পারিলে? ইহা আমরা
তোমার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। হে
অর্ভক! তুমি কোথায় কিপ্রকারে সেই ভুবনৈক-
নাথকে জানিতে পারিলে ১১—২১। হে পর্ষতা
শ্চজে! বালকের সেই বাক্য শুনিয়া মুনিগণ চমৎকৃত
হইলে ঐ বালক তাঁহাদিগকে বৃদ্ধান্ত বলিতে
লাগিল,—আমি এই স্থানে ক্রৌড়া করিতে-
ছিলাম, আর স্বয়ং সিদ্ধিদায়ক এই স্থানে উপস্থিত
হইয়াছিলেন। তিনি আমাকে অল্লায়ু জানিয়া
বাৎসল্যবশে বলিলেন,—হে পুত্র! আমার
আদেশে তুমি মহাকালবনে গমন কর। ঐ স্থানে
আনন্দেশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণে যে লিঙ্গ আছে, তুমি
তাঁহার আরাধনা করিবে। করিলে নিশ্চয়ই তুমি
চিরজীবী হইবে। তাঁহার উপদেশে আমি
জানিয়াছি যে, মহেশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা আর
নাই। অতএব আমি আজই মহাকালবনে গমন
করিব—করিয়া তথায় লিঙ্গারাধনা করিব, আপ-
নারা সকলে বিষাদ পরিত্যাগ করুন। হে দেবি! ঐ
বালকের বাক্য শুনিয়া তাহার পিতার সহিত সকল

কালজিঘাংসয়া ॥ ২৮ ॥ লিঙ্গমধ্যান্ততো বাণী
নিঃসৃত্য পর্ষতাশ্বজে । অহো তুষ্টোহস্মি তে
বৎস কং কামং প্রদদামাহম্ ॥ ২৯ ॥ বাল
উবাচ । যদি তুষ্টোহসি মে দেব যে ত্বাং
পশ্যন্তি শকর । পাপকন্থাবিনিস্কৃত্যন্তে সন্ত চির-
জীবিনঃ ॥ ৩০ ॥ বালস্ত ভাষিতং শ্রুত্বা লিঙ্গেনোক্তং
যশস্বিনি । যে চ মাং পূজয়িষ্যন্তি শ্রদ্ধয়া পরয়া
যুতাঃ । তে ভবিষ্যন্তি সততং জরামরণবর্জিতাঃ ॥
৩১ ॥ লপ্যন্তে পরমান কামান্ ভবিষ্যন্তি গণো-
ত্তম । পূজ্যাঃ সর্ষেষু লোকেষু সর্গালঙ্কারভূমিতাঃ ॥
৩২ ॥ এবং লক্শবরঃ কন্থঃ প্রাজ্ঞগিঃ সমুপস্থিতঃ ।
লিঙ্গেনোক্তং প্রসন্নেন ভূয়ো বরয় সুব্রত ॥ ৩৩ ॥
বরা বৈ ত্বলভো লোকে দেবদানবশৃঙ্গৈকঃ । ময়া-
বতারিতো যস্মান্নাস্ত্যদেয়ং তবাধুনা ॥ ৩৪ ॥ বালৈ-
নোক্তো মহাদেব যদি দেযো বরঃ পুণঃ । মন্মাতা
দেব তে প্যাহি তুভ্যাহ্নিভুবনে ভুবি ॥ ৩৫ ॥ এব-
মস্থিতি লিঙ্গেন প্রোক্তং তুষ্টেন পার্শ্বতি । তদা

মুনিই বিস্মত হইলেন । অনন্তর ঐ বালক মৃত্যু-
জিঘাংসায় দেবদেবের আরাধনা করিল । তাহার
ফলে লিঙ্গমধ্য হইতে এই বাণী উদ্ভূত হইল যে,
বৎস ! আমি তুষ্ট হইয়াছি, কোন্ অভিলষিত
তোমায় প্রদান করিব, তাহা বল ? বালক বলিল,
—হে দেব ! যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন,
তবে এই বর দিন যে, যাহারা আপনাকে
দর্শন করিবে, তাহারা যেন পাপ কন্থ হইতে
মুক্তি লাভ করিয়া চিরজীবী হয় । বালকের
বাক্য শুনিয়া তখন লিঙ্গ বলিলেন,—যাহারা
শ্রদ্ধা সহকারে আমার পূজা করিবে, তাহারা
জরামরণবর্জিত হইয়া পরম অভিলষিত লাভ
করিবে এবং সর্গালঙ্কারভূমিত গণোত্তম হইয়া
সর্বলোকে বিচরণ করিবে । কন্থ উক্ত প্রকার
বর লাভ করিলে লিঙ্গ প্রসন্ন হইয়া পুনরায় বলি-
লেন,—হে সুব্রত ! তুমি দ্বিতীয়বার বর প্রার্থনা
কর । এই বর দেব-দানব ও গুহকগণের দুর্লভ,
আমি ইহা তোমার জন্যই অবতারিত করিয়াছি ;
সুতরাং আমি তোমাকেই প্রদান করিব । লিঙ্গ
এই কথা বলিলে ঐ বালক কন্থ বলিল,—হে দেব !
যদি আমায় বর প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি
এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার নামে
আপনি জিহুবনে প্রসিদ্ধি লাভ করুন । লিঙ্গ তখন
তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—তাহাই হইবে । হে পার্শ্বতি !

প্রভৃতি দেবেশো বিখ্যাতঃ কন্থডেশ্বরঃ । যস্ত দর্শন-
মাত্রেণ চিরায়ুর্জায়তে নরঃ ॥ ৩৬ ॥ যঃ সমীক্ষতি
তল্লিঙ্গং কন্থডেশ্বরমীশ্বরম্ ॥ ৩৭ ॥ পাপকন্থাবিনি-
স্কৃত্যো মুক্তিং যাস্ততি গৌরি সঃ । পুণ্যং যশস্তং
গেয়ং তল্লিঙ্গং পাপপ্রণাশনম্ । পুনাতি পাতকান্
সর্গান্ মম নামানুকীর্ণনাং ॥ ৩৮ ॥ তেহংস্তাঃ
পুরুষা লোকে তেষাং জন্ম নিরর্থকম্ । যৈর্ন
দৃষ্টো মহাকালে দেবোহসৌ কন্থডেশ্বরঃ ॥ ৩৯ ॥
এব তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ ।
কন্থডেশ্বরদেবস্ত ইন্দ্রেশ্বরমথ্যে শৃণু ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কন্থডেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুস্তিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ । পঞ্চত্রিংশস্তমং দেবমিন্দ্রেশ্বরং
মনুস্তমম্ । মহাসিদ্ধিপ্রদং দেবি ব্রহ্মহত্যা-বিনাশনম্ ॥
১ ॥ আসীৎ প্রজাপতিশৃষ্ঠা তস্ত পুত্রঃ কুশধ্বজঃ ।
স্বকর্মনিরতো দান্তো বাসবেন নিপাতিতঃ ॥ ২ ॥

তদবধি ঐ লিঙ্গ কন্থডেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ
করিয়াছেন । ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে নর চিরায়ু
হইয়া থাকে । অয়ি গৌরি ! যে মানব ঐ কন্থডে-
শ্বর লিঙ্গ নিরীক্ষণ করে, সে পাপ-কন্থা-নিপুঞ্জ
হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । ঐ লিঙ্গ পবিত্র,
যশস্য, কীর্তনীয় ও পাপপ্রণাশন ; উহার নম
কীর্তন করিলে সম্ভাব্য পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে ।
যাহারা মহাকালবনে কন্থডেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে
নাই, তাহারা অধন্য এবং তাহাদের জন্ম নিরর্থক ।
হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট কন্থডেশ্বর-
মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম, অধুনা ইন্দ্রেশ্বরমাহাত্ম্য
শ্রবণ কর । ২২—৪০ ।

চতুস্তিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৪

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর
ব্রহ্মহত্যা-বিনাশন মহাসিদ্ধিপ্রদ পঞ্চত্রিংশ লিঙ্গ
ইন্দ্রেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।
কুশধ্বজ নামে প্রজাপতি শৃষ্ঠার এক পুত্র ছিলেন ।
তিনি স্বকর্ম-নিরত ও দান্ত ছিলেন । বাসব তাঁহাকে

তস্ম পুত্রঃ হতঃ শ্রদ্ধা হৃষ্টা ক্রুদ্ধঃ প্রজাপতিঃ ।
 অবলুচ্য জটামেকামিদং বচনমববীৎ ॥ ৩ ॥ অদ্য
 পশ্যন্তু মে বীৰ্যাং ত্রয়ো লোকাঃ স দেবতাঃ । স চ
 পশ্যন্তু হর্ষদ্বিধং ক্রোধং পাকশাসনঃ ॥ ৪ ॥ স্বকর্ম্মনিরতো
 যেন মৎপুত্রো বিনিপাতিতঃ । ইতু্যক্তা কোপ-
 রজ্জ্বাক্ষো জটামগ্নৌ জুহাব তাম্ ॥ ৫ ॥ ততো বৃত্রঃ
 সমুত্থ্য জালামালাসমাকুলঃ । মহাকাযো মহাদংষ্ট্রো
 ভিন্নাঙ্গনচয়প্রভঃ ॥ ৬ ॥ ইন্দ্রশক্ররমেঘান্না হৃষ্ট-
 স্তেজোহতিবৃহিতঃ । অহমুহানি সোহবর্দ্ধদিশুপাতং
 মহাবলম্ ॥ ৭ ॥ বধায় চান্ননো দৃষ্টো বৃত্রঃ শক্রো মহা
 পুরম্ । চিন্তয়ামাস সইসা কিং কৃতং সুরুতং ভবেৎ ॥
 ৮ ॥ এতান্নরস্তরে প্রাপ্তো বৃত্রো বলবতাং বরঃ ।
 দদর্শ বাসবং তত্র দেবৈঃ সাক্ষিং বরাননে ॥ ৯ ॥
 দৈত্যো বৃত্রো মহাকাযশ্চক্রে সংগ্রামমুদ্বলম্ ।
 নানাশস্ত্রাস্ত্রসংকোভং ভটসজ্জটসঙ্কটম্ ॥ ১০ ॥
 ছিন্নভিন্নতল্লজাণক্ৰোধরক্তধরাতলম্ । লুনাননাস্ত্র-
 প্রকরং করপল্লবহর্ম্মম্ ॥ ১১ ॥ কবন্ধসজ্জঘটনং

নিহত করেন । প্রজাপতি হৃষ্টা বাসব কর্তৃক পুত্র
 নিহত হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া ক্রোধে স্বীয় জটা
 উৎপাটনপূর্ব্বক বলিলেন,—অদ্য দেবগণের সহিত
 ত্রিলোকবাসী আমার বীৰ্যা অবলোকন করুন ;
 আর অবলোকন করুক,—সেই হর্ষদ্বিধ ব্রহ্মঘাতী
 পাকশাসনঃ । ঐ হর্ষদ্বিধ স্বকর্ম্মনিরত মৎপুত্রকে
 নিহত করিয়াছে । হে দেবি ! হৃষ্টা কোপরক্ত
 নয়নে এই কথা বলিয়া স্বীয় উৎপাটিত জটা আগ্নেতে
 হোম করিলেন । তাহার ফলে জালামালা-সমাকুল
 বৃত্র উৎপন্ন হইল । ঐ বৃত্র মহাকায, মহাদংষ্ট্র, ও
 ভিন্নাঙ্গনচয়প্রভ । ঐ বৃত্র অমরান্না হৃষ্টার তেজে
 ইন্দ্রশক্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া দৈনন্দিন বুদ্ধি
 পাইতে লাগিল । তখন শক্র স্বীয় বধের নিমিত্ত
 বৃত্রকে উৎপন্ন হইতে দেখিয়া নিজ মঙ্গলের
 বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন । এমন সময় বলি-
 শ্রেষ্ঠ বৃত্র আপতিত হইয়া দেবগণের সহিত বাস-
 বকে দর্শন করিল । হে বরাননে ! ঐ সময় বৃত্র
 অতি অসহনীয় ঘোর রণ আরম্ভ করিল । রণ-
 স্থল, নানা শস্ত্রাস্ত্রের পরিচালনে ক্ষোভিত এবং
 ভটগণের সংঘর্ষে সঙ্কট হইয়া উঠিল । ধরাতল,
 ক্রোধপরায়ণ যোধসমূহের তল্লজাণ সকল ইতস্ততঃ
 ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িলে রক্তপ্রবাহে রঞ্জিত হইয়া
 গেল । যোধগণের কর্তৃত মুখ-কমলে রণভূমি
 পরিপূর্ণ হইল । এত ছিন্ন হস্ত পতিত হইল যে,

ষটিতামরসৈনিকম্ । বিকীর্ণাভরণক্ষৌতক্ষুরদ-
 যোধাক্ষভূষণম্ ॥ ১২ ॥ কল্লোলকধিরোদগারপাটলী-
 কৃতদিগ্মধম্ । তস্মিন্ রণে মহাভীমে দেবান্ ভিষ্মা
 সগুহকান্ ॥ ১৩ ॥ বাসবঃ বদ্ধয়িত্ব তু স্বর্গলোকং
 জগাম হ । রাজ্যং চকার নিঃশক্ভো নিঃসপত্নঃ
 বরাননে ॥ ১৪ ॥ ততস্ত বন্ধে দেবেস্তে বৃহস্পতি-
 কদারবীঃ । আজগাম তমুদ্দেশং যত্র বন্ধঃ শতক্রতুঃ ॥
 ১৫ ॥ দৃষ্টো তথাবিধঃ শক্রমাশীর্ভিরভিনন্দ্য চ ।
 বন্ধনান্নোচয়িত্ব তু প্রোবাচেদং বচস্তদা ॥ ১৬ ॥ অহু-
 ক্লো ন কালোহয়ং সুরেশস্ত তবাধুনা । উদ্যোগঃ
 সুমহান্ দৃষ্টঃ সজ্জাতশ্চ সুরদ্বিভাম্ । দৃষ্টো হি প্রবরাঃ
 সর্ষে ময়া তত্র মহাপুরাঃ ॥ ১৭ ॥ একৈকোহপি
 বিজেতুং শ্বাং শক্রং শ্রাদ্ধিতি মে মতিঃ । ন তাদৃক্
 সক্ষম শক্র কদাচিত্ত সুরবিদ্বিষাম্ । দৃষ্টো বাপি
 শ্রতো বাপি যাদৃশো হবলোকিতঃ ॥ ১৮ ॥ বৃহস্পতি-
 বচঃ শ্রদ্ধা শক্রঃ সম্ভ্রমমাগমৎ । ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তং
 প্রোবাচ বৃহদ্বুদ্ধে বৃহস্পতে ॥ ১৯ ॥ কিমত্র প্রতি-
 কর্তব্যং বদ তাবদবৃহস্পতে । বহবো বলবন্তশ্চ

রণভূমি ভ্রগ্ন হইয়া উঠিল । কবন্ধসমূহ নৃত্য
 করিতে লাগিল । রণাঙ্গনে বিকীর্ণ আভরণ সকল
 মৃত-পতিত ও ক্ষৌত-ক্ষুরিত যোধগণের অঙ্গভূমা
 ন পাদন করিতে লাগিল । প্রবাহিত কধির-কল্লোলে
 এনা ঐ করাবরকণা ইতস্তত বিকীর্ণ হওয়ায় দিগ্মধ
 পালিকন হইল । আয় বরাননে ! এই মহাভয়ঙ্কর
 সমরে বৃত্র দেবদল ছিন্ন-ভিন্ন করত ইন্দ্রকে বন্ধন
 করিয়া স্বর্গলোকে গমনপূর্ব্বক নিঃশক্ভভাবে নিক-
 টকে রাজ্য করিতে লাগিল ১—১৪ । দেবেস্তে শক্র
 কর্তৃক শৃঙ্খলিত হইলে তখন উদারধী বৃহস্পতি
 তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন । তিনি শক্রকে
 তথাবিধ দর্শন করিয়া তাঁহাকে আশীষাদপ্রয়োগে
 অভিনন্দিত করিলেন, এবং বন্ধন-মোচন করিয়া
 দিয়া এই কথা বলিলেন,—হে সুরেশ । তোমার
 এখন মন্দ সময় ; দৈত্যদিগের সুমহান্ উদ্যোগ ;
 আর তাহাদের দলও অত্যন্ত পুষ্ট । আমি তাহা-
 দের সকলকেই অতি নিপুণ দেখিলাম, তাহারা
 সকলেই মহাপুর ; আমার বোধ হয়,—তাহাদের
 প্রত্যেকেই তোমার নিধন-সাধনে সক্ষম । আমি
 এতাদৃশ সংগ্রাম কখন দেখি নাই এবং শুনি নাই ।
 বৃহস্পতির এবদ্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া শক্র সসন্ত্রমে
 গাত্রোখান করিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা করত বলিলেন,—
 হে মহাবুদ্ধে বৃহস্পতে ! অল্প দিনের মধ্যেই যে

দানবাঃ স্বল্পকৈর্দীনৈঃ । মৎসকাশং সমেষাস্তি স চ
ব্রজো মহাবলঃ ॥ ২০ ॥ ইতি শক্রবচঃ শ্রুত্বা বৃহস্পতি-
কৃৎসনঃ তম্ । উপায়ঃ ক্রিয়তাং তুং গচ্ছ শক্র
মমাজ্ঞয়া ॥ ২১ ॥ মহাকালবনে রম্যে খণ্ডেশ্বরস্ত
দক্ষিণে । সর্বসম্পৎকরং লিঙ্গং বিদ্যাতে তত্র
বাসব ॥ ২২ ॥ তদারাধয় যত্নেন তত্তে কামঃ
প্রদাশ্চতি । বৃহস্পতিবচঃ শ্রুত্বা শক্রঃ নৈব্রতরং
গতঃ ॥ ২৩ ॥ মহাকালবনে দেবি দৃষ্টো লিঙ্গমবু-
ত্তমমম্ । স্তুতিং চকার সহসা ভক্তিনত্যাগকক্ষরঃ ॥
২৪ ॥ নমো দেবাধিদেবায় শঙ্করায় বৃষায় চ ।
কাম্যায় বহুরূপায় ব্যালযজ্ঞোপবীতিনে । বরেণ্যায়
নমো নিত্যং নমস্তে সর্বকামদ ॥ ২৫ ॥ আদ্যঃ
প্রজাসৃষ্টিকরস্বমেব কালঃ প্রজাঃ সংহরসি স্বমেব ।
অপাংপতিভূতপতিস্বমেব ধনেশ্বরস্বঃ দহনস্বমেব ॥
২৬ ॥ চন্দ্রশ্চ সূর্য্যঃ পবনস্বমেব ধাতা বিধাতা পরমঃ
পুরাণঃ । জলাশয়স্বঃ বরুণস্বমেব শৈলোত্তমস্বঃ
ভূজগেশ্বরশ্চ । ডিওর্দ্বীপকাল বৃষস্বমেব বিনায়কো
গুহ্যবরস্বমেব ॥ ২৭ ॥ ইতীরিতাং স্তুতিং শ্রুত্বা
লিঙ্গেনোক্তঃ শতক্রতুঃ । গচ্ছ শক্র মমাদেশান-
মন্তেজোবৃংহিতো রণে । হনিয়াসি ন সন্দেহো বৃত্রং

রিপুবিদারণ ॥ ২৮ ॥ তস্মা লিঙ্গস্ত মাহাত্ম্যাদপাং
কেনেন পার্শ্বতি । জঘান সমরে বৃত্রং পশ্চতাং
ত্রিদশদ্বিষাম্ ॥ ২৯ ॥ নিহত্য দানবান্ পশ্চাত্তোলয়া
রণকর্কশঃ । উবাচেন্দ্রশ্রুত্বা দেবান্ ততো বৃত্রো
মহারণে ॥ ৩০ ॥ ত্রৈলোক্যাধিকৃত্য প্রাপ্তো ভবন্তো
মৎপরাক্রমাৎ । এবমুক্তাস্ত শক্রেন তে দেবা
বিস্ময়াবিতাঃ ॥ ৩১ ॥ অস্মা দেবস্ত মাহাত্ম্যাদ্রতো
বৃত্রো মহাসুরঃ । শরীরে চ স্থিতাঃ পাপা দর্শনাৎ
সংক্ষয়ং গতাঃ ॥ ৩২ ॥ ইন্দ্রেনারাধিতো যস্মাদেব-
দেবো মহেশ্বরঃ । তস্মাদিন্দ্রেশ্বরো নাম খ্যাতো
ভুবি ভবিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥ দর্শনাদস্মা লিঙ্গস্ত পুরী-
মিস্তস্ত শোভনাম্ । পাপিনোহপি গমিষ্যন্তি
সম্পাতকবর্জিতাঃ ॥ ৩৪ ॥ যঃ পশ্চতি নরো
নিত্যং শ্রীইন্দ্রেশ্বরসংক্রম্য । স মুক্তঃ পাতকৈঃ
সমৈষাদিবি মোদয়াতে চিরম্ ॥ ৩৫ ॥ ইন্দ্রেনারা-
ধিতং লিঙ্গং ভক্ত্যা যঃ পূজায়য্যতি । স যাতি বৈ
পরং স্থানং দিব্যকল্পচতুষ্টয়ম্ ॥ ৩৬ ॥ যেন চেন্দ্রে-
শ্বরো দেবো ভক্ত্যা সমাক্ প্রপূজিতঃ । তেন
বিষ্ণুপ্রভৃতয়ো বয়ং সর্গে সवासবাঃ । মুনয়ো লোক-
পালাশ্চ পূজিতাঃ সূর্য্য সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ ইত্যুক্তঃ

অতি বীৰ্য্যবান্ বহু দানব বীর—বিশেষ মহাবল
ব্রজ প্রাহুর্ভূত হইয়া আমাকে আক্রমণ করিল,
ইহার প্রতিকার কি? ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ
করিয়া বৃহস্পতি বলিলেন,—হে শক্র! এক
উপায় আছে, তুমি আমার আদেশে মহাকালবনে
গমন করিয়া খণ্ডেশ্বরের দক্ষিণে যে এক সর্ব
সম্পৎকর লিঙ্গ আছে, তাহার আরাধনা কর,
তিনি তোমার অভিলষিত পূরণ করিবেন ।
হে দেবি! তখন শক্র বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ
করিয়া মহাকালবনে গমন করত লিঙ্গারাধনাপ্রার্থক
অবনতমস্তকে এইরূপে তাঁহার স্তুতি করিতে
লাগিলেন,—হে দেবাধিদেব, শঙ্কর, বৃষ কাম্য,
বহুরূপ, ব্যালযজ্ঞোপবীতী, বরেণ্য, সর্বকামদ!
আপনাকে নমস্কার । হে দেব! আপনিই আদ্য,
প্রজাসৃষ্টিকর, কাল, প্রজাসংহারকর্তা, অপাংপতি,
ভূতপতি, ধনেশ্বর, দহন, চন্দ্র, সূর্য্য, পবন, ধাতা,
বিধাতা, পরম, পুরাণ, জলাশয়, বরুণ, শৈলোত্তম
ভূজগেশ্বর, ডিও, মহাকাল, বৃষ, বিনায়ক, ও গুহ্য-
চর । হে দেবি! লিঙ্গ শক্রের এবদ্বিধ স্তুতি
শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে শক্র! তুমি গমন কর;
আমার তেজে তুমি রণে নিশ্চয়ই বৃত্রকে বিনাশ

করিবে; ইহাতে কোন সংশয় নাই । অনন্তর শক্র
লিঙ্গের বরে জলকেন দ্বারা বৃত্রকে দৈত্যগণের
সমন্বয়ে সমরে নিহত করিলেন । অপরা-
পর দৈত্যগণকেও তিনি এই মহাসমরে
অবলোলাক্রমে নিহত করিয়া দেবগণকে বলি-
লেন,—হে দেবগণ! আপনারা আমার পরা-
ক্রমে ত্রৈলোক্যাধিকার লাভ করিলেন । শক্র এই
কথা বলিলে দেবগণ অতিশয় বিস্ময়াবিত হইলেন ।
এই দেব-মাহাত্ম্যে মহাসুর বৃত্র নিহত হইল । তাঁহার
দর্শনে শরীরস্থিত পাপপুঞ্জ বিলয় প্রাপ্ত হয় ।
ইন্দ্র এই লিঙ্গের আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া
ইহার নাম হইয়াছে,—ইন্দ্রেশ্বর । ইহার দর্শনমাত্র
পাপিগণও ইন্দ্রের শোভনা পুরী লাভ করিয়া
থাকে । যে মানব এই ইন্দ্রেশ্বর লিঙ্গ নিত্য দর্শন
করে, সে সর্বপাপ-মুক্ত হইয়া স্বর্গে আমোদ উপ-
ভোগ করিয়া থাকে । যে মানব এই ইন্দ্রারাধিত
লিঙ্গের পূজা করে, সে দিব্য কল্পচতুষ্টয় কাল যাবৎ
পরশ্রেষ্ঠ লোকে বাস করিয়া থাকে । যিনি ভক্তি-
পূর্ব্বক ইন্দ্রেশ্বর লিঙ্গের অর্চনা করেন, তৎকর্তৃক
বিষ্ণু প্রভৃতি সवासব দেবগণ, মুনি ও লোকপাল

স সুরৈঃ শক্ৰো বৈকুণ্ঠাদ্যৈঃ সমন্ততঃ । তৈরেব
সহিতো দেবো জগামাথ ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৩৮ ॥ ইন্দ্রে-
শ্বরস্ত দেবস্ত প্রভাবঃ কথিতস্তয়ম্ । মার্কণ্ডেয়েশ্বরঃ
দেবঃ শূনু পার্শ্বতি সাম্প্রতম্ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ইন্দ্রেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীহর উবাচ । মার্কণ্ডেয়েশ্বরং বিদ্ধি ষট্‌ত্রিংশ-
তমমৌষরম্ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ পুত্রবান্ জানতে
নরঃ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মবংশসমুৎপন্নো মৃকণ্ডো নাম তাপসঃ ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স চাপুত্রো বভূব হ ॥ ২ ॥ পুত্রার্থ-
চিন্তয়ামাস কথং পুত্রো ভবেদিতি । অপুত্রস্ত কুতো
লোক ইতি বেদেষু পঠ্যতে ॥ ৩ ॥ তস্মাক্তপঃ
করিষ্যামি যেন মে তনয়ো ভবেৎ । এবং সঙ্কিন্ত্য
বহুধা স জগাম হিমালয়ম্ ॥ ৪ ॥ চকার বসতিং চাপি
তপসে ভাবিতাত্মবান্ । বায়ুভক্ষোহমৃভক্ষশ্চ নিরা-
হারোহর্কপাদকঃ ॥ ৫ ॥ শাকমূলফলাহারঃ পর্ণাশ্চেক-
দ্বিপর্ণভুক । এবমাদৌনি চাত্তানি তপাংসি

পূজিত হন । শক্ৰ সুরগণ কর্তৃক এইরূপ কথিত
হইয়া তাঁহাদের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন । হে
দেবি ! এই আমি ইন্দ্রেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য
কীর্তন করিলাম, অতঃপর মার্কণ্ডেয়েশ্বর দেবের
মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ১৫—৩৯ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫ ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

শ্রীহর বলিলেন,—হে দেবি ! যাহার দর্শনে নর
পুত্র লাভ করে, আমি সেই ষট্‌ত্রিংশ মার্কণ্ডেয়েশ্বর
লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।
মৃকণ্ড নামক তাপস ব্রহ্মবংশে সমুৎপন্ন হন । ইনি
অপুত্রক ছিলেন । ইনি এইরূপে বহু চিন্তা করেন
যে, কিরূপে আমার পুত্র হইবে ? অপুত্রক
ব্যক্তির গতি নাই, ইহা বেদে কথিত আছে ।
অতএব আমি তপস্যা করিব । তপস্যা করিলে
আমার সন্তান উৎপন্ন হইবে । এইরূপ চিন্তা
করিয়া মৃকণ্ড হিমাচলে গমন করিলেন । সেখানে
গমন করিয়া তিনি বায়ুভক্ষ, অমৃভক্ষ, নিরাহার,
উর্কপাদ, শাক-মূলফলাহারী, পর্ণালী, একপর্ণাহারী

সুবহুতপি ॥ ৬ ॥ চকার স মুনিস্তত্র বর্ষানি দ্বাদশৈব
তু । ন তুষ্টিহং তদা দেবি তপসা হৃকরেণ তু ॥ ৭ ॥
ততো জাহা মতিং তন্ত বিজ্ঞপ্তোহহং তদা ত্বয়া ।
করোত্যেব তপঃ কুরং পুত্রহেতোর্মুনির্নহান্ ॥ ৮ ॥
ভেজসা দীপয়ন্তৈলং শোষণয় সাললাশয়ান্ । তপসা
হৃকরেণৈব ক্ষুভিতা নাকবাসিনঃ ॥ ৯ ॥ সমুদ্রাঃ
ক্ষুভিতাঃ সর্পে চন্দ্রাদিত্যৌ তথৈব চ । ঋষয়ো
বিস্মৃতিং প্রাপ্তাঃ কম্পিতে চাপি রোদসৌ । অকাল-
প্রলয়ো দেব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ মুনয়ে
তন্মৃকণ্ডায় পুত্রো বৈ দীয়তামিতি । ময়া প্রোক্তং
বরারোহে পুত্রমিচ্ছত্যাযোনিজম্ ॥ ১১ ॥ অক্ষয়ঃ
সুবিশালাক্ষি সহস্রাক্ষমিবাপরম্ । চন্দ্রাভঃ চন্দ্রবদনঃ
চন্দ্রবদ্রুবনপ্রিয়ম্ ॥ ১২ ॥ নীলোৎপলদলশ্রামং
নীলোৎপলদলেক্ষণম্ । বিশালচাক্রজঘনং চাক্র-
কুণ্ডলমণ্ডিতম্ । পুত্রমিচ্ছতি দেবোশি মৃকণ্ডোহয়ং
মহামুনিঃ ॥ ১৩ ॥ ত্বয়াপুত্রং পুনর্দেবি কারুণ্যাভক্তি-
বৎসলে । ন দদামি মুণেঃ পুত্রং তপ্যতো বিষমং
তপঃ ॥ ১৪ ॥ ফলস্ত দাতা তপসা কথং ত্বং গীষসে
বুধৈঃ । কস্যং ন শরণঃ গচ্ছেল্লোকানাং সম্ভবং

ও দ্বিপর্ণাহারী হইয়া বহু তপস্যা করিতে লাগিলেন ।
হে দেবি ! মুনি মৃকণ্ড এইরূপ দ্বাদশবর্ষ তপস্যা
করিলেন ; কিন্তু আমি তাহার তাদৃশ হৃকর
তপস্যাতেও তুষ্ট হইলাম না । তখন তুমি
আমায় বলিলে এই মহামুনি মৃকণ্ড পুত্র নির্মিত
তপস্যা করিতেছেন—তাঁহার তপঃপ্রভাবে শৈল
সকল প্রদীপ্ত, জনাশয় শুষ্ক, স্বর্গবাসী সমুদ্র ও
চন্দ্রাদিত্য ক্ষুভিত, ঋষিগণ বিস্মৃতিপ্রাপ্ত, এবং
রোদসী কম্পিত হইতেছে । হে দেব ! মুনির
তপঃপ্রভাবে অকালে প্রলয় উপস্থিত হইবে,
ইহাতে কোন সংশয় নাই । আপনি মুনিকে
পুত্র প্রদান করুন । হে বিশালাক্ষি ! আমি
তখন তোমায় বলিলাম,—এই মুনি অযোনিজ,
অক্ষয়, ইন্দ্রতুলা, চন্দ্রাভ, চন্দ্রবদন, চন্দ্রের স্তায়
ভুবনপ্রিয়, নীলোৎপলদলের স্তায় স্ত্রামবর্ণ,
নীলোৎপলদলের স্তায় নেত্রযুক্ত, বিশাল ও চাক্র-
জঘনবিশিষ্ট এবং চাক্রকুণ্ডল-মণ্ডিত পুত্র প্রার্থনা
করেন ১—১৩ হে দেবি ! তুমি পুনরায় আমায়
বলিলে,—এই মুনি বিষম তপস্যা করিতেছেন,
আপনি যদি ইহাকে পুত্র প্রদান না করেন, তাহা
হইলে লোকে কি জন্ত আপনাকে তপঃফলপ্রদাতা
বলিবে, এবং কেই বা আপনার শরণ লইবে ?

ভবম্ । ১৫ । করোষি সৰ্বদৈত্যানাং সৰ্বদেবাকুল-
কুলম্ । অয়াহং সূচিরং দেব সংকুতা কক্কা-
কর । ১৬ । নাত্তো মামনুকম্পার্থঃ প্রযচ্ছোৎ প্রবরঃ
বরম্ । স ত্বঃ সৰ্বজগন্নাথ প্রভুঃ কৰ্ত্তা প্রশাসিতা ।
১৭ । হেতুঃ স্বামী মহেশানো দয়ালুভক্তবৎসলঃ ।
সৰ্বেশ্বর স্তোতৃতীৰ্থঃ কিং ন বিপ্রায় দীয়তে । ১৮ ।
তপসা কৌণপাপস্ত ব্রহ্মত্বে ভাবিতান্ননঃ । অস্ত পুত্র-
প্রদানঃ ত্বঃ কুরু মনুচনাচ্ছিব । ১৯ । ময়া ত্বঃ বর্ণিতা
দেবি শ্বেহাক্ষরপদৈঃ শুভৈঃ । লোলপঙ্কজপত্রাক্ষি
গৌরি ভূধরগাত্রজ্জ্বে । ২০ । স্বন্দমাতঃ কলাপূর্ণচন্দ্র-
বিন্ধনিভাননে । কুশোদরি বিনিঃস্পৃষ্টচামীকরনিভ-
হ্যতে । ২১ । অযোক্তঃ প্রকরিস্যামি বাক্যং দ্বিরদ-
গামিনি । ত্বঃ সিদ্ধিঃ সাধকা সাধ্যাঃ ত্বঃ ক্রিয়া
প্রক্রমাশ্রয়া । ২২ । ত্বঃ মায়া শ্রীহৃতিঃ শ্রীমচ্ছূদ্ধা-
ক্ৰাচরসমুত্তিঃ । কৃত্বা মানং বহুবধং ময়েব সহ
সুন্দরি । ২৩ । ভ্রাজসে বিবিধাকারা মোহয়িত্বা-
খিলং জগৎ । অয়াপ্যুক্তঃ পুনর্দেবি ক্রিয়তাং তু
বচো মম । ২৪ । মুনয়েহৈশ্বর্যে তপঃকৌণসৰ্বগাত্ৰায়

সাম্প্রতম্ । বরঃ প্রদীয়তামৈশ্বর্যে ব্রাহ্মণায় মহেশ্বর ।
২৫ । ময়াপ্যুক্তঃ বিশালাক্ষি শ্রয়তাং বচনং মম ।
অসৌ গচ্ছতু বিপ্রেন্দ্রো মহাকালবনোত্তমঃ । ২৬ ।
পত্নেনেশ্বরপূৰ্বে তু তত্ৰাস্তে লিঙ্গমুত্তমম্ । পুত্রপ্রদং
বিশালাক্ষি মহাপাতকনাশনম্ । ২৭ । মদীয়ং বচনং
শ্রদ্ধা অয়াপ্যুক্তো দ্বিজোত্তমঃ । মহাকালবনং গচ্ছ
পুত্রার্থম্বিসমুত্তম । তত্র লিঙ্গং সমায়াধ্য লপ্যসে
পুত্রমুত্তমম্ । ২৮ । অয়া সম্প্রেরিতো বিপ্রস্তথৈতি
কৃতনিশ্চয়ঃ । আশয়া পরয়া যুক্তঃ পুত্রকামো জগাম
সঃ । ২৯ । তত্র দৃষ্ট্বা মহালিঙ্গং পুত্রদং পাপনাশনম্ ।
ভক্ত্যা সংসেবয়ামাস তপসা হৃদরেণ তু । ৩০ ।
অথ কেনাপি কালেন নিঃসৃতোহহং অয়া সহ ।
লিঙ্গমধ্যাহরারোহে স চ প্রোক্তো দ্বিজোত্তমঃ
। ৩১ । শৰ্কোহহমিতি জানৌহি ক্রহি কিং
করবাণি তে । আবাং পুরা প্রসন্নো তে জাতঃ
তব বিচেষ্টিতম্ । ৩২ । যমিচ্ছসি বরং ব্রহ্মস্তুদদ্য
প্রদদামি তে । ময়া প্রোক্তঃ প্রসন্নেন মুনিঃ পরম-
বিস্মিতঃ । ৩৩ । প্রহঃ প্রাহ সুহৃদয়ে স হৃষ্টো
মুনিসমুত্তমঃ । অপত্যহেতোর্দেবেশো কিমলভ্যঃ

হে দেব! আপনি আমার সম্মান রক্ষার্থ সৰ্ব
দেব ও দৈত্যগণকে আকুলিত করিয়াছেন।
অনুকম্পা করিয়া আমাকে বর প্রদান করিতে
আপনি ভিন্ন অন্য কেহ আর নাই। হে দেব!
আপনি জগন্নাথ, প্রভু, কৰ্ত্তা, স্বামী, শাস্তিকারণ
মহেশান, দয়ালু, ভক্তবৎসল এবং সৰ্বেশ্বর; কি
জন্ত আপনি স্তুত হইয়াও বিপ্রকে অভীষ্ট বর
প্রদান করিতেছেন না? এই মুনি তপঃপ্রভাবে
কৌণপাপ হইয়াছেন এবং ইনি ব্রহ্মভাবে
ভাবিতাশ্রা। আপনি আমার বাক্যে ইহাকে
পুত্র প্রদান করুন। হে দেবি! তুমি এই সকল
কথা বলিলে আমিও তোমাকে সম্মুখে বলিলাম,—
হে লোলপঙ্কজপত্রাক্ষি! তুমি গৌরী, ভূধরাজা,
স্বন্দমাতা, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা, কুশোদরী এবং তোমার
কান্তি সুবর্ণের স্তায়। হে দ্বিরদগামিনি! আমি
তোমার বাক্যানুযায়ী কার্য্য করিব। তুমি সাধ্বী,
সাধকসাধ্যা, প্রক্রমাশ্রয়া, ক্রিয়া, মায়া, শ্রী, হৃতি,
শ্রদ্ধা ও কৃতি। হে দেবি! তুমি বহুবধ মান
করিয়া এইরূপে বিবিধাকারে অখিল জগৎ মোহিত
করত আমার সহিত দীপ্তি পাইয়া থাক। আমি এই-
রূপ বলিলে তুমি পুনরায় আমায় বলিলে,—আপনি
সম্প্রতি আমার বাক্য রক্ষা করিয়া তপঃকৌণগাত্ৰ

মুনিকে পুত্র প্রদান করুন। আমি বলিলাম,—আমার
বাক্য শ্রবণ কর, ঐ বিপ্র মহাকালবনে গমন করুন।
ঐ স্থানে পত্নেনেশ্বর লিঙ্গের পূৰ্বে এক উত্তম লিঙ্গ
আছেন। ঐ লিঙ্গ পুত্রপ্রদ ও মহাপাতকনাশন।
১৪-২৭। হে দেবি! ঐ সময় আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া
তুমিও ঐ বিপ্রকে বলিলে যে আপনি পুত্রার্থ
মহাকালবনে গমন করুন। ঐ স্থানে লিঙ্গায়াধনা
করিলে আপনি উত্তম পুত্র লাভ করিবেন।
তোমার বাক্যে কৃতনিশ্চয় হইয়া বিপ্র পুত্র কামনায়
মহাকামবনে গমন করিলেন। সেখানে গমন
করিয়া তিনি ভক্তি সহকারে লিঙ্গার্চনাপূর্ব্বক
অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় এক দিন
তোমার সাহিত আমি লিঙ্গমধ্য হইতে আবির্ভূত
হইয়া বিপ্রকে বলিলাম,—হে বিপ্র! আমি শৰ্ক,
তোমার কি উপকার করিব বল। আমরা উভয়ে
পূর্ব্ব হইতেই তোমার প্রতি প্রসন্ন আছি এবং
আমরা তোমার অভিমত অবগত আছি। হে
ব্রহ্মন্! আপনি যে বর ইচ্ছা করেন, তাহা অদ্য
প্রদান করিব। আমি এই কথা বলিলে মুনি
অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। হে দেবি! তখন মুনি
নম্রভাবে হৃষ্টাস্তঃকরণে বলিলেন,—হে দেব ও
দেবি! আমি পুত্রের জন্ত তপস্যা করিতেছি,

ভবেন্নমঃ ॥ ৩৪ ॥ ময়া প্রোক্তস্তদা দেবি মুকুতো
মুনিসত্তমঃ । অযোনিজস্তে তনয়ো মানুসো বৈ
ভবিষ্যতি । ঐশ্বর্যজ্ঞানসম্পন্নো দীর্ঘায়ুঃ সৰ্ববিৎ

মহাতপাঃ । পুত্রঃ পরমধৰ্ম্মাত্মা মার্কণ্ডেয়ো মহা-
মুনিঃ ॥ ৩৬ ॥ স জাতমাত্রেণ ধৰ্ম্মাত্মা তত্ৰৈব তপসি
স্থিতঃ । দেবমারাধয়ামাস স তুষ্ণোহথ বরং দদৌ ।
৩৭ ॥ ত্রয়াহং জাতমাত্রেণ তপসা তোষিতো যতঃ ।
তস্মাৎ খ্যাতিং গমিষ্যামি ত্রয়ায় দ্বিজসত্তম ॥ ৩৮ ॥
যে মাং পশুন্তি বিপ্ৰেস্ত ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ ।
প্রাপ্নুবন্তি গতিং নিত্যং তে সদানন্দদায়িনীম্ ॥
৩৯ ॥ প্রসঙ্গাদযে গমিষ্যন্তি তে সদা তুঃখবর্জিতাঃ ।
দেবদেবঃ সমারাধ্য মোদিষ্যন্তি হি তে নরাঃ ॥ ৪০ ॥
ত্ৰ্যক্ষা গণেশ্বরঃ সিদ্ধাঃ সিদ্ধগন্ধৰ্বসেবিতাঃ
ভবিষ্যন্তি সততং মম ভক্তাশ্চ যে নরাঃ ॥ ৪১ ॥
যে মাং সম্পূজয়িষ্যন্তি হৃদৈঃ পুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ ।
দীর্ঘায়ুশো ভবিষ্যন্তি সদা তুঃখবর্জিতাঃ ॥ ৪২ ॥
ইত্যুক্তে তেন লিঙ্গেন মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ ।
তপশ্চারণ তত্ৰৈব মহাকালবনে স্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥

ইহা কি আমার অলভ্য হইবে? মনি এই কথা
বলিলে আমি বলিলাম,—হে মুনিসত্তম! তোমার
অযোনিজ মানুষ্য পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। তোমার
ঐ পুত্র ঐশ্বর্যসম্পন্ন, দীর্ঘায়ু, সৰ্ববিৎ ও সুখী
হইবে। আমি এই কথা বলিতে বলিতেই মূনির
মার্কণ্ডেয় নামে পরম ধৰ্ম্মাত্মা মহাতপা পুত্র প্রাকটুত
হইলেন। ঐ ধৰ্ম্মাত্মা জন্মিবামাত্র তপস্যা করিতে
লাগিলেন। তাঁহার তপস্যায় দেব তুষ্ট হইয়া
তাহাকে এই বর প্রদান করিলেন যে হে দ্বিজ-
সত্তম! তুমি জন্মিবামাত্র যখন আমাকে তুষ্ট
করিয়াছ, তখন আমি তোমার নামে খ্যাতিলাভ
করিব। হে বিপ্ৰেস্ত! যাহারা ভক্তিপূৰ্ব্বক আমাকে
দর্শন করিবে, তাহারা নিত্য সদানন্দদায়িনী গতি
প্রাপ্ত হইবে। যাহারা প্রসঙ্গাধীন আমাকে দর্শন
করে, তাহারাও সৰ্বদা তুঃখবর্জিত হইয়া আনন্দ-
উপভোগ করে। যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা
ত্রিভুজ, গণেশ্বর সিদ্ধ ও সিদ্ধগন্ধৰ্বসেবিত হয়।
যাহারা মনোরম সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা আমার অর্চনা
করে, তাহারা দীর্ঘায়ু ও সৰ্বদা তুঃখবর্জিত হয়।
লিঙ্গ এই সকল কথা বলিলে মহাতপা মার্কণ্ডেয়
মহাকালবনে তপস্যা করিতে লাগিলেন। হে

প্রভাবঃ কথিতো দেবি মার্কণ্ডেয়ৈশ্বরশ্চ ৮।
শিবৈশ্বরশ্চ দেবশ্চ মাহাত্ম্যং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মার্কণ্ডেয়ৈশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীহর উবাচ । সপ্তত্রিংশস্তমং বিদ্ধি শিবৈশ্বর-
মনস্তকম্ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ জায়ন্তে সৰ্বসম্পদাঃ ।
১ ॥ রাজা রিপুঞ্জয়ো নাম ব্রহ্মকল্লৈ পুরাতনবৎ ।
মহাকালবনে রম্যো প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ২ ॥ দেব-
পূজাং ব্রতং দানং ধ্যানং স্বাধ্যায়সংক্রিয়াম্ ।
প্রজাপালনকং কুত্বা ন স জানাতি কিঞ্চন ॥ ৩ ॥
স প্রজাঃ পালয়ামাস পুত্রবৎপরিপালিতাঃ । প্রজাস্তাঃ
সুখসংবৃদ্ধা জরায়ুত্যাগবর্জিতাঃ ॥ ৪ ॥ পুত্রিণো
ধনধান্যাদ্যাঃ সৰ্বকামসমাবৃতাঃ । তত্শ্চৈব তজ্জসা
বাপ্তং মহাকালপুরং প্রিয়ে ॥ ৫ ॥ এতান্নব্রতরে
পৃথুং তস্মিন শাসতি পার্শ্বতঃ । মহাকালবনং দেবি
স্বপুরং চিহ্নিতং ময়া । বিনা চোজ্জয়িনীং গন্তুং ন
রতিং প্রাপ কুত্রাচন ॥ ৬ ॥ তদা ময়া গণেশস্ত

দেবি! এই আমি মার্কণ্ডেয়ৈশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য
কীৰ্ত্তন করিলাম, সম্প্রতি শিবৈশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য
শ্রবণ কর । ২৮—৪৪

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৬ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীহর বলিলেন,—হে দেবি! যাহার দর্শন
মাত্র সৰ্ব সম্পদ লাভ হয়, সেই অসীম-মহিম
সপ্তত্রিংশস্তম শিবৈশ্বর-লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।
পূর্বে ব্রহ্মকল্লৈ মহাকালবনে রিপুঞ্জয় নামে এক
রাজা ছিলেন। তিনি দেবপূজা, দান, ব্রত, ধ্যান,
স্বাধ্যায়, সংক্রিয়া, ও প্রজাপালন, এই সকল
লইয়াই থাকিতেন, অন্য কিছু জানিতেন না।
তিনি পুত্রবৎ প্রজাপালন করিতেন। তাঁহার
শাসনকালে প্রজাগণ সুখী, জরামৃত্যুরহিত, পুত্র-
বান, ধনবান, আঢ্য ও সৰ্ব কাম-সমপ্ত ছিল। ঐ
সময়ে তাঁহার তেজে মহাকালবন ব্যাপ্ত হইয়াছিল।
আমিও তখন স্বপুর মহাকালবন চিহ্নিত করিয়া
লইলাম। উজ্জয়িনী ব্যতিরেকে অন্য কুত্রাপি

শিবসংক্ষেপে গণাগ্রণীঃ । চিন্তিতস্তৎক্ষণাৎ প্রাপ্তঃ
কিং করোমীত্যাচ হ । ৭ । ময়াপ্যাক্তো গণেশো
হি গচ্ছ পুত্র মম প্রিয়ম্ । মহাকালপুরঃ ব্যাপ্তঃ
রাজা রিপুঞ্জয়েন হি । ৮ । ইত্যাক্তঃ সময়া দেবি
তথেষ্ট্যাক্তা কৃতাজ্জলিঃ । গতৌহসৌ মাহুষে লোকে
মমাজ্জাহ্বিতাননঃ । ৯ । গতে শিবগণে দেবি
সম্ভ্রষ্টৌহং শুচিস্মিতে । যুক্তিজ্ঞানবৃত্তৌ দক্ষঃ
প্রভোভূত্যো হি দুর্লভঃ । ১০ । ততঃ স ভিক্ষু
রূপেণ বহ্নৌষধিপরিশ্রুতঃ । গৃহীত্বা দুন্দুভিঃ স্বদে
বচনং চেদমব্রবীৎ । ১১ । কণ্ঠ ভূতবিষগন্তো
নানাদৌষৈঃ সমাশ্রিতঃ । কস্ত কো ব্যাধিরত্যাগো
যমহং প্রশমং নয়ে । ১২ । কোহপুত্রঃ পুত্রবানস্ত
মন্নজবলমাশ্রিতঃ । বৈদ্যোহস্মি সৰ্বযুক্তিজ্ঞঃ সৰ্ব-
কামপ্রদায়কঃ । ১৩ । তস্ত বাক্যং সমাকর্ণ্য কোতু-
হলসমধিতঃ । সত্বদ্বালনারীকো জনস্তমভিজগি-
বান্ । ১৪ । তেষাং স নাশয়ামাস ব্যাধিং দুর্জয়-
মপ্যতি । তে চ তস্মৈ স্তমহতীং পূজাং চতুঃ

গমনে আমার ইচ্ছা হইত না । তৎকালে আমি
শিব নামক গণাগ্রণীকে চিন্তা করিলাম । চিন্তা
করিবামাত্র সে উপস্থিত হইয়া বলিল,—আমাকে
কি করিতে আচ্ছা হয় ? আমি বলিলাম,—হে
পুত্র ! তুমি মহাকালবনে গমন কর । ঐ স্থান
রাজা রিপুঞ্জয় অধিকার করিয়া আছে । আমি
এই কথা বলিলে গণেশ কৃতাজ্জলি হইয়া ‘হৃথাস্ত’
বাক্যে আমার আচ্ছা শিরোধার্য্য করত নির্দিষ্ট
স্থান মাহুসলোকে গমন করিল । আমি তাহার
আচ্ছাপালনে সম্বলিত হইলাম, কারণ যুক্তি-জ্ঞান নিপুণ
ভূত প্রভুর পক্ষে দুর্লভ । অনন্তর ঐ গণাগ্রণী
ভিক্ষুরূপ ধারণ করিয়া বহু ওষধি সংগ্রহপূর্ব্বক স্বদে
বিত্ত দুন্দুভি ত্যাগ কর । এইরূপ বলিতে বলিতে
গমন করিতে লাগিল যে, ওহে কাহাকেও
ভূতে পাইয়াছে—কাহাকেও কোন দোষ আশ্রয়
করিয়াছে—কাহারও কোন ব্যাধি আছে ? তাহা
হইলে আমায় বল, আমি ঐ সকল উপশমিত
করিব । কে অপুত্র আছ বল ? আমি মন্ত্রবলে
পুত্রবান করিয়া দিব । আমি সৰ্বযুক্তিজ্ঞ বৈদ্য, আমি
সকল অসুখ প্রদান করিতে পারি । তাহার
এইরূপ বাক্য শুনিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই
কোতুহলাবিত হইয়া তাহার নিকটে আসিয়া
উপস্থিত হইল । গণাগ্রণী ঐ সকল সমাগত লোকের
দুঃখরোগ্য ব্যাধি সকল বিনষ্ট করিতে লাগিল ।

সুহৃদিভাঃ । হেমরত্নাধরধনৈর্দান্তগ্রামপুরাদিভিঃ ।
১৫ । এবং স স্তবসত্ত্ব বর্ষাণি চ চতুর্দশ ।
নৃপতেরস্তরপ্রেক্ষী ন চাস্তরমবাপ সঃ । ১৬ ।
অহোহতিদুঃখরো রাজা অহো লোকপরায়ণঃ । অহো
তেজোনিধিবীরো দুর্জয়োহসৌ মহামতিঃ । ১৭ ।
এবং স চিন্তয়ন্তত্র ভিক্ষুরূপী শবো গণঃ । জীর্ণো-
দ্যানলতাজালগহনে সংবৃতঃ স্থিতঃ । ১৮ । অত্রাস্তরে
তু নৃপতৈস্তত্র লোকব্রতস্ত তু । মহিষী নির্জরা
রাজঃ প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী । ১৯ । রূপেণা প্রতিমা
লোকে সা চাপুত্রা স্তুতান্বিতা । সপত্নীবহলা দেবী
ঋত্বা ভিক্ষুং সমাশ্রিতা । ২০ । সৰ্বকামপ্রদং জ্ঞাত্বা
নাগরাণাং সকৌতুকম্ । স্বাং সখীং প্রেষয়ামাস
সুনন্দাং নাম ভামিনী । ২১ । ভিক্ষোরায়তনে
শুশ্রুমস্তঃ পুরমতল্লিতা । তদা চাসাদিতো
কিচিন্ত্য নগরং তদা । উবাচ চিন্তাপরমং ভিক্ষুং
ভিক্ষাসমধিতম্ । ২২ । প্রণম্য প্রাঞ্জলিভূত্বা কার্যার্থং
বিগতব্যাথা । ভগবন্মহিষী রাজঃ প্রাণেভ্যোহপি
গরীয়সী । বক্ষ্যা পুত্রার্থিনী দেবী শুভং স্বাং
দ্রষ্টুমিচ্ছতি । ২৩ । ভবান্ রূপাকরঃ প্রায়ঃ

নীরোগ ব্যক্তিগণ তাহাকে দৃষ্টান্তঃকরণে ধন,
রত্ন, গ্রাম ও পুরাদি প্রদানে আপ্যায়িত করিতে
লাগিল । ঐ গণাগ্রণী এই ভাবে ঐ স্থানে চতুর্দশ
বর্ষ অতিবাহিত করিল । সে নৃপতির ছিদ্ৰ দেখিবার
জন্ত অবস্থান করিয়াও কিছুতেই তাহা দেখিতে
না পারিয়া এই প্রকার চিন্তা করিতে
লাগিল,—অহো ! এই রাজা কি দুঃখর ! অহো
এই রাজা কি লোকপরায়ণ । অহো এই রাজা
তেজস্বী ! অহো ! এই রাজা অতি দুর্জয়, অতি
বুদ্ধিমান । ঐ গণাগ্রণী এইরূপ চিন্তাপরায়ণ হইয়া
সেই স্থানে এক জীর্ণোদ্যানে লতাবৃত্ত হইয়া
অবস্থান করিতে লাগিল । ১৫-১৮ ইত্যবসরে সপত্নী-
বহলা স্তুতান্বিতা রাজার প্রাণাধিকা মহিষী জন-
রবে সৰ্বকামদ ভিক্ষুর আগমন জানিতে পারিয়া
তাহার নিকট স্বীয় সখীকে শুশ্রুতাবে প্রেরণ
করিলেন । সখী ভিক্ষু-সমীপে উপস্থিত হইয়া
প্রণামপূর্ব্বক কৃতাজ্জলিপুটে বলিতে লাগিল,—
হে ভগবন্ ! রাজার প্রাণাধিকা মহিষী বক্ষ্যা ;
তিনি পুত্রার্থিনী হইয়া শুশ্রুতাবে আপনাকে দর্শন
করিতে ইচ্ছা করেন । হে ভগবন্ ! আপনি
প্রায়ই রূপা করিয়া জনগণকে অভিলষিত প্রদান

প্রাজ্ঞানামীহিতপ্রদঃ । এবং ঋত্বা শিবগণো লক্ষা
রজ্জমুবাচ হ । ২৪ । ভিক্ষুকবাচ । ভদ্রে কেয়ং
তব মতির্বিপরীতপ্রলাপিনী । অবিজ্ঞাতো নরপতে-
গৃহমেহীতি ভাষসে । অবিজ্ঞাতঃ পুরে দৃষ্টঃ সাহসৌ
পুরুষো ভবেৎ । ২৫ । এবং মত্বা ব্রজ ক্ষিপ্ৰং
শ্রমেবাস্তঃপুরং শুভে । নাহং তত্রাগমিষ্যামি যাবন্ন
নৃপতের্কচঃ । ২৬ । সা তু তস্মৈ বচঃ ঋত্বা ভিক্ষোঃ
স্মৃতিতমানসা । জগামাস্তঃপুরং তূর্ণং দেবো তচ্চ
ভবেদয়ং । ২৭ । সখীবচন্ত সা ঋত্বা দেবৌ দীনা
উবাচ তাম্ । শুনন্দে ব উপায়োহস্তি রাজা যেন
প্রবর্ততে । ভিক্ষোরানয়নে ক্ষিপ্ৰং যাবন্নাসৌ
ব্রজেৎ কচিৎ । ২৮ । উবাচ সা তাং যুক্ত্যবং
শুনন্দা যুক্তভাষিনী । ত্বং তস্মৈ বল্লভা রাজঃ
প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী । ২৯ । তস্মাদম্বহচিত্তং
রাজঃ স্বং সম্প্রদর্শয় । হেতুনা তেন রাজা চ
বাক্যং তব করিষ্যতি । ৩০ । এতস্মিন্নেব কালে তু
দেব্যো দর্শনলালসঃ । জগামাস্তঃপুরং রাজা প্রিয়াং
দীনাং দদর্শ হ । তামপৃচ্ছত্ততো রাজা শ্বেহাদী-

করিয়া থাকেন । গণ এই কথা শুনিয়া ছিদ্র
পাইয়া বলিল,—হে ভদ্রে ! তোমার এ কি বিপ-
রীত বুদ্ধি ! আমি নরপতির অপরিচিত বাক্তি ;
আমাকে তুমি অস্তঃপুরে গমন করিতে বলিতেছ !
অস্তঃপুরে অবিজ্ঞাত পুরুষ দৃষ্ট হইলে সে চোর
বলিয়া ধৃত হয় । অয়ি শুভে ! ইহা বিবেচনা
করিয়া অস্তঃপুরে প্রস্থান কর । আমি নৃপবাক্য-
ব্যতিরেকে সেখানে যাইতে পারিব না !
সখী ভিক্ষুর এবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বস্থানে
প্রস্থানপূর্বক মহিষীকে সমস্ত নিবেদন করিল ।
সখীবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজ্যী দীনভাবে তাহাকে
বলিলেন,—শুনন্দে ! ভিক্ষু এ স্থান হইতে প্রস্থান
করিতে না-করিতে তাঁহাকে এ স্থানে আনয়ন
করাইবার নিমিত্ত রাজাকে সম্মত করিবার
উপায় কি বল দেখি ? রাজ্যীর এতাদৃশ বাক্য
শ্রবণ করিয়া যুক্তভাষিনী শুনন্দা বলিল,—আপনি
রাজার প্রাণাধিকা বল্লভা মহিষী ; অতএব আপনি
রাজাকে আপনার অসুস্থতাব প্রদর্শন করুন ।
এরূপ করিলে রাজা অবশ্যই আপনার বাক্যানুযায়ী
কার্য্য করিবেন । সখী ও রাজ্যীর পরস্পর এই
রূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় রাজা দেবীর
দর্শনকামনায় অস্তঃপুরে আগমন করিয়া দেবীকে
সখীপরামর্শানুসারে দীনভাবে অবস্থান করিতে

কৃতমানসঃ । ৩১ । রাজ্যোবাচ । কিমিদং দেবি তে
রূপং বিমনস্কেব ভাষসে । ভগ্নাসি কেন হুঃখেন
কস্তাপকৃতমৌদৃশম্ । ৩২ । নৃপস্ত বচনং ঋত্বা
রাজ্যী বচনমব্রবীৎ । ন পুত্রা নৃপ মে সন্তি তেন
মে নাস্তি নির্বাতিঃ । ৩৩ । ক্রৌড়নং পীড়নায়ৈব
তেষাং যে পুত্রবর্জিতাঃ । অপুত্রা জগতো দীনা
হুঃখিতাঃ পুত্রবর্জিতাঃ । অপুত্রে চ গতির্নাস্তি সূতা-
পুত্রবিবর্জিতে । ৩৪ । সুখিনস্তে জনা লোকে যে
বালং পাংসুভূষিতম্ । পরিষজন্তি সসুতমক্ষুটাকর-
ভাষকম্ । ৩৫ । অনেন কারণেনাস্মি নির্বেদং
পরমং গতাম্ । উপায়ো হি ময়া দৃষ্টঃ পুত্রার্থে মম
সাম্প্রতম্ । ৩৬ । ইহ ভিক্ষুঃ সমায়াতো দেবরূপী
সনাতনঃ । তস্মৈ চাব্যাহতা শক্তিঃ শ্রয়তে সর্ব-
বস্তম্ । ৩৭ । সস্ত্রীবালো জনশ্চাত্ত শরণং যন্ত
গচ্ছতি । তস্মৈ ভিক্ষোঃ প্রসাদেন সূতবত্যো বয়ং
নৃপ । ভবিষ্যামোহত্র সন্দেহো ন মে মনসি বর্ততে ।
৩৮ । তস্মাৎ স বচনং ঋত্বা জীর্ণোদ্যানং জগাম

দেগিলেন । রাজা মহিষীকে তথাবিধ দর্শন করিয়া
শ্বেহাদীকৃত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবি !
কি জন্তু তোমার রূপ এরূপ মলিন দেখিতেছি ?
কি হেতু তোমাকে অন্তমনস্কার ভাষ্য অবলোকন
করিতেছি ? হে দেবি ! কি হুঃখে তুমি এরূপ
ভগ্নমনা হইয়াছ ? কে তোমার ঈদৃশ অপকার করি
য়াছে ? ১৯-৩২ । রাজার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
রাজ্যী বলিলেন,—হে রাজন্ ! আমার পুত্র নাই,
এই জন্তই আমি হুঃখিত । দেখুন,—যাহারা পুত্র-
বর্জিত, ক্রৌড়া তাহাদের পীড়াদায়ক হয় । জগতের
মধ্যে অপুত্রক ব্যক্তিই দীন এবং অপুত্রক
ব্যক্তিই হুঃখিত । সূতা-পুত্র বর্জিত মানবের গতি
নাই । যাহারা অক্ষুটাকরভাষী পাংসুভূষিত
স্বীয় পুত্রকে অলিঙ্গন করে, তাহারাই এ জগতে
সুখী । হে স্বামিন্ ! এই জন্তই আমি নির্বেদ
প্রাপ্ত হইয়াছি । আমি পুত্রার্থ এক উপায় নির্ধারণ
করিয়াছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন—এই স্থানে
একজন দেবরূপী সনাতন ভিক্ষু আগমন করিয়া-
ছেন ; সর্ব বিষয়ে তাঁহার অব্যাহত শক্তি । আপা-
মর সাধারণ সকলেই তাঁহার শরণ লইয়াছে । হে
নৃপ ! আমার মনে হয়,—আমরাও তাঁহার প্রসাদে
পুত্রধন লাভ করিব । এ বিষয়ে আর কোন
সন্দেহ নাই । রাজা রাজ্যীর এবদ্যুত বাক্য
শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত জীর্ণোদ্যানে গমন

হ । প্রিয়য়া সহিতো রাজা তঞ্চ ভিক্ষুং দদর্শ হ ।
৩৯ । দৃষ্টমাত্রে নৃপতিনা ভিক্ষুর্লিঙ্গমগতঃ ।
দৃষ্টা স্মমহদাশ্চর্য্যঃ ভক্তিনম্রো মহৌপনিঃ । পূজয়ামাস
বিধিবত্তল্লিঙ্গং ভিক্ষুরূপকম্ । ৪০ । অপুত্রোহস্মৌ-
ত্বাবাচেদং ধন্তেয়ং মহিষৌ মম । দেহি মে তনয়ং
দেব শিবো ভবান্ মহেশ্বরঃ । ৪১ । ইত্যুক্তো
রাজসিংহেন ভিক্ষুর্লিঙ্গাকৃতিস্তদা । প্রত্নাবাচ মহৌ-
পালং পুত্রস্তে ভবিতা নৃপ । ৪২ । ততঃপ্রভৃতি
রাজাসৌ সকলত্রো মহাগতিঃ । সর্বভাবেন তং
দেবং জগাম শরণং যুদা । ৪৩ । দেবদেবস্ত
মাহাত্ম্যং পুত্রো জাতো মহাবলঃ । ধর্ম্মাশ্রা
চ যশস্বী চ সার্কভৌমো গুণাধিকঃ । ৪৪ ।
অধাৎ মন্দরাদেবি কোতুকাত্তু সমাগতঃ ।
লিঙ্গাকারং গণং দৃষ্টা রাজানং সেবকং তথা ।
৪৫ । যোগৈশ্বর্য্যেণ চ ময়া কৃতং বৈ পুর-
মাত্মনঃ । নানারত্নপ্রভাদ্যোক্তং নানাসিদ্ধিনিষে-
বিতম্ । তচ্ছিবং শাস্তং স্থানং দত্তং দেবি তদা
ময়া । ৪৬ । মার্কণ্ডেয়ৈশ্বরাদেবাক্তরে বরবর্ণিনি ।
তদাপ্রভৃতি দেবোহসৌ শিবেশ্বর ইতি স্মৃতঃ । ৪৭ ।
যেহর্চয়িষ্যন্তি সততং শিবেশ্বরমমৃতমম্ । নিধুত-

করিয়া ভিক্ষুকে দর্শন করিলেন । রাজা দেখিবা-
মাত্র ভিক্ষু লিঙ্গ হইয়া গেল । রাজা এই মহৎ
আশ্চর্য্য বাপার দর্শন করিয়া ভক্তিনম্রভাবে
ভাঁহার বিধিবৎ পূজা করিলেন এবং প্রার্থনা
জানাইলেন যে হে দেব ! আমি অপুত্রক আর
আমার এই মহিষী । হে শিব মহেশ্বর ! আপনি
আমাদিগকে পুত্র-ধন প্রদান করুন । নৃপ এইরূপ
প্রার্থনা জানাইলে লিঙ্গাকৃতি ভিক্ষু বলিলেন,—হে
নৃপ ! আপনার পুত্র হইবে । রাজা পুত্রবর লাভ
করিয়া তদবধি সকলত্র সর্বহোভাবে ঐ দেবের
শরণ গ্রহণ করিলেন । লিঙ্গপ্রভাবে ভাঁহার মহা-
বল সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল । ঐ সন্তান ধার্ম্মিক,
যশস্বী, সার্কভৌম ও গুণী হইল । হে দেবি ! আমি
কোতুকবশত মন্দর হইতে আগমন করিয়া লিঙ্গাকার
গণ ও সেবক রাজাকে দর্শনপূর্ব্বক যোগৈশ্বর্য্য দ্বারা
আপনার পুর নির্মাণ করিয়া লইলাম । ঐ পুর
নানারত্নপ্রভাদীপ্ত, ও নানা সিদ্ধি-সেবিত । হে
দেবি ! আমি ঐ শাস্ত স্থান লিঙ্গ উদ্দেশে প্রদান
করিলাম । এই জন্তই ঐ লিঙ্গ মার্কণ্ডেয়ৈশ্বরের
উত্তরে শিবেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া অবস্থিত
আছেন । যাহারা ঐ শিবেশ্বর লিঙ্গের অর্চনা

সর্বপাপান্তে ভবিষ্যন্তি গণোত্তমাঃ । ৪৮ । বিদি-
যার্থকুরুং লোকং যে দ্রক্ষ্যন্তি শিবেশ্বরম্ । অন্ত-
কালে প্রদান্ত্যামি তেষাং জ্ঞানমমৃতমম্ । ৪৯ ।
মোক্ষং সুহৃৎতং মহা সংসারং চাতিভীষণম্ । অপুন-
র্ভবহেতুহাং সংসেবোহসৌ শিবেশ্বরঃ । ৫০ ।
সর্বাবহোহপি যো মর্ত্য্যঃ সংশ্রয়েত্তং শিবেশ্বরম্ ।
স তাং গতিমবাপ্নোতি যজ্ঞৈর্দানৈর্হি যা গতিঃ । ৫১ ।
আখ্যানং প্রযতো মর্ত্য্যো য ইদং শ্রাবয়েচ্ছুচিঃ ।
পঠেদ্বা বাচয়েদ্বাপি স মুচ্যেৎ সর্বকিঞ্চিৎ । ৫২ ।
এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । শিবে-
শ্বরস্ত দেবস্ত কুসুমেশ্বরতঃ শৃণু । ৫৩ ।

ইতি শ্রীকান্দে শিবেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৭ ।

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অষ্টত্রিংশতমং বিদ্ধি কুসুমে-
শ্বরসংজ্ঞকম্ । দেবং স্বর্গপ্রদং দেবি মহাপাতক-
নাশনম্ । ১ । পুরা বৈবস্বতে কল্পে প্রাপ্তে

করে, তাহার বিগতপাপ হইয়া গাণপত্য লাভ
করে । পুত্রপ্রদ জানিয়া যাহারা শিবেশ্বর
লিঙ্গ দর্শন করে, আমি তাহাদিগকে অন্তকালে
অত্যুত্তম জ্ঞান প্রদান করি । মোক্ষ সুহৃৎত,
সংসার অতিভীষণ এবং শিবেশ্বরলিঙ্গদর্শন অপুন-
র্ভবহেতু, ইহা জানিয়া লোক সকল ঐ লিঙ্গের
সেবা করিবে । যে কোন অবস্থায় যে কোন ব্যক্তি
যদি শিবেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহা হইলে সে
যজ্ঞ-দানে যে গতি লাভ হয়, সেই গতি লাভ করিয়া
থাকে । যে মানব প্রযত হইয়া এই আখ্যান শুনায়ে,
পাঠ করে বা পাঠ করায়, সে সর্ববিধ পাপ হইতে
মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । হে দেবি ! এই আমি
তোমার নিকট শিবেশ্বর লিঙ্গের পাপনাশন প্রভাব
কীর্তন করিলাম, অতঃপর কুসুমেশ লিঙ্গ-মাহাত্ম্য
শ্রবণ কর । ৩৩—৫৩ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৭ ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মহাপাতক-
নাশন স্বর্গপ্রদ অষ্টত্রিংশলিঙ্গ কুসুমেশ্বরের মাহাত্ম্য
শ্রবণ কর । পূর্বে বারাহ সংজ্ঞক বৈবস্বতে কল্প উপ-

বারাহসংক্রমে। প্রাক্তুতে বিশালাক্ষি কৈলাসাদহ-
মাগতঃ। ২। মহাকালবনে রম্যে রমমাণস্ত
পার্বতি। অয়া সাক্ষং মমাত্মকশ্চ প্রাহরাসৌমহা-
স্বনঃ। ৩। পৃষ্ঠোহহং চ তদা শ্রদ্ধা শব্দং চাতৌব
দুঃসহম্। শব্দোৎপত্তির্ভয়া দেবি কথিতা সা অদ-
শ্রুতঃ। ৪। এতে গণেশাঃ কৌড়ন্তি মধ্যো বৈ
বীরকো গণঃ। কুসুমৈর্ভূষিতোহত্যাং মমাতৌব
সুবল্লভঃ। ৫। কুসুমৈর্ভূষিতোহত্যাং পূজ্যতে
কুসুমোৎকরেঃ। স এব বীরকো দেবি সদা মে
হর্ষদায়কঃ। ৬। নানাশ্রীয়া গুণাধারো গণেশ্বর-
শতার্চিতঃ। মদীয়ং বচনং শ্রদ্ধা শ্রদ্ধাপুস্তকং
বরাননে। ৭। ন দৃষ্টতে বিনা পুণ্যৈঃ পুত্রসান-
নপঙ্কজম্। ঐদৃশস্ত স্মৃতস্তাপি মমোৎকর্ষা মহেশ্বর।
৮। কদাহমৌদৃশং পুত্রং দ্রক্ষ্যাম্যানন্দদায়কম্।
ময়া তব বচঃ শ্রদ্ধা হসিতা চ পুনঃপুনঃ। প্রোক্তং
পার্বতি পুত্রোহয়ং প্রদত্তো বীরকোহয়ন। ৯।
এষ এব স্মৃতস্তেহস্ত নয়নানন্দদায়কঃ। শ্রদ্ধা মাত্ৰা
কৃতার্থস্ত বীরকঃ কুসুমার্চিতঃ। ১০। মদীয়ং

স্থিত হইলে আমি কৈলাস হইতে আগমন করিয়া
রম্য মহাকালবনে তোমার সহিত রমণ করিতে
থাকিলে আমার অক্ষমালা হইতে মহান শব্দ উৎপন্ন
হয়। তুমি শব্দ শ্রবণ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা
কর যে, একপ দুঃসহ শব্দ কিজন্ত উৎপন্ন হইতেছে ?
তুমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে আমি শব্দোৎপত্তি-
বিষয় তোমায় এইরূপ বিজ্ঞাপন করিলাম যে,
গণপতিগণ কৌড়া করিতেছে; ইহাদের মধ্যে
কুসুম-ভূষিত, আমার অত্যন্ত প্রিয় গণ বীরক
কুসুম দ্বারা আহত ও পূজিত হইতেছে। হে দেবি !
ঐ বীরক আমার অত্যন্ত হর্ষদায়ক। ঐ
বীরক নানা আশ্রীয়া গুণ-সম্পন্ন ও গণেশ্বর-
শতার্চিত। হে বরাননে ! ঐ সময় তুমি আমার
বাক্য শ্রবণপূর্বক বলিলে,—পুণ্য ব্যাপ্তিরেবে
পুত্রের কখন মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। হে
মহেশ্বর ! আমার ঐদৃশ পুত্র লাভ করিবার নিমিত্ত
উৎকর্ষা জন্মিয়াছে। কবে আমি আনন্দদায়ক
ঐদৃশ পুত্রমুখ অবলোকন করিব ? অগ্নি পার্বতি !
আমি তোমার এই সকল কথা শুনিয়া বলিলাম,—
অধুনা আমি তোমাকে এই বীরককে পুত্ররূপে প্রদান
করিলাম। এই গণানন্দদায়ক বীরক তোমার
পুত্র হইল। বীরক তোমাকে জননীরূপে লাভ
করিয়া কৃতার্থ হউক। আমি এই কথা বলিলে

বচনং শ্রদ্ধা প্রেযিতা বিজয়া শ্রদ্ধা। দত্তো হরেন
মে পুত্রো বিজয়ে শীঘ্রমানয়। ১১। বিজয়োবাচ
গণপং গণমধ্যে চ বর্তিনম্। এহি বীরক চাপল্যা-
শ্রদ্ধা দেবঃ প্রকোপিতঃ। কিমুস্তুবদত্যাং নৃত্য-
রাগেণ মোহিতঃ। ১২। ইতাজ্জো ভয়সঙ্কতঃ
কুসুমৈর্ভূষিতস্তদা। অংসমীপং সমায়াতো
বিজয়ানুগতঃ শনৈঃ। ১৩। ভূষিতঃ কুসুমৈর্দৃষ্টা
ভয়ত্রস্তঃ চ বীরকম্। শ্রদ্ধা চাকারিতো দেবি গিরা
মধুরবর্ণা। ১৪। এহেহি জাতোহসি মে পুত্রকঙ্কঃ
দেবেন দত্তোহয়ন বীরকোহসি। উক্তবতোব্যমঙ্কে
নিধায়া তং পর্যাচুক্ষঃ কপোলে কলংবাদিনম্। ১৫।
মুগ্ধরূপাভ্রায় সম্মার্জ্য গাত্রানি সা ভূষয়ামাস দিব্যৈঃ
স্বয়ং ভূষণৈঃ। কিঙ্কণীমেখলানুপূরৈঃ সন্ধানীক-
কেয়ুরহারোৎকরেঃ সদৃশৈঃ। ১৬। কোমলৈঃ
পল্লবৈশ্চত্রিতৈশ্চাকর্ষিতৈর্দিব্যমস্ত্রোদ্ভবৈস্তস্ত
শুভ্রৈ-
স্ততঃ। ভূষিতশ্চাকরোর্মিশ্চসিদ্ধার্থকৈরঙ্গরক্ষা-
বিধৌস্তস্ত তুষ্টা সতী। ১৭। এবমাধায় চৈবকথ
কথ্য অঙ্গং মুগ্ধ গোবোচনাপত্রভঙ্গোজ্জলৈঃ।

তুমি আমার কথা শুনিয়া বীরককে আনাইবার জন্ত
বিজয়াকে তাহার নিকট প্রেরণ করিলে। ঐ
যে তুমি বিজয়াকে বলিলে, হর আমাকে বীরককে
এরূপে প্রদান করিয়াছেন, তুমি শীঘ্র তাহাকে
অনয়ন কর। বিজয়া গাম্ভীর্যবতী বীরকের নিকট
উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিল,—বীরক ! এস;
চৈব ল্যবণতঃ তুমি দেবকে কুপিত করিতেছ, নৃত্য-
রাগে মুগ্ধ হইয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়াছ ! এ কি ! বিজয়া
এই কথা বলিলে কুসুম-ভূষিত বীরক ভীত হইয়া
বিজয়ার সঙ্গে তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত
হইল। হে দেবি ! তখন তুমি কুসুম-ভূষিত ভয়-
ত্রস্ত বীরককে দেখিয়া মধুরবর্ণী বাক্যে বলিলে—
পুত্র বীরক ! এস; দেব আমায় তোমাকে
প্রদান করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া তুমি তাহার
কপোলে চুষ্টন করিলে, বীরক কলকণ্ঠে
তোমার সহিত কথা কহিতে লাগিল। ১—১৫। তুমি
তাহার মস্তকোদ্ভাগপূর্বক গাত্রমার্জন করিয়া
দিয়া তাহাকে কিঙ্কণী, মেখলা, নুপুর, মণি,
নিক, কেয়ুর, হার প্রভৃতি দিব্য ভূষণ ও
কোমল পল্লব দ্বারা অলঙ্কৃত করিলে এবং মস্তপুত
শুভ্র বিভূতি ও সিদ্ধার্থক দ্বারা তাহার অঙ্গরক্ষা
করিয়া অত্যন্ত আহলাদিত হইলে। তুমি তাহার
মস্তকে মালা দিয়া গোবোচনা দ্বারা উজ্জল পত্রভঙ্গ

বৎস গচ্ছাধুনা ক্রৌড় সার্কং গণৈরপ্রমত্তো যথা
বালচর্যাং শনৈঃ ॥ ১৮ ॥ সোহপি সিদ্ধাকুলে
গণ্ডশৈলে মিলদ্রত্জালে বৃহচ্ছালতালাকুলে । কণং
কুলমালাত্মালানিমালে কণং বৃক্ষমূলে বিলোলানি-
মালে ॥ ১৯ ॥ কণং স্বল্পপঙ্কে জলে পঙ্কজালে কণং
বৃক্ষখণ্ডে স্মৃতে নিকলক্কে । পরিক্রৌড়তে বালকো
বৈ বিহারী গণেশাধিপো দেবতানন্দকারী ॥ ২০ ॥
এবং বিক্রৌড়তন্ত্ৰস্ত বীরকস্ত গণস্ত চ । সঙ্ক্যা
তমোময়ী প্রাপ্তা বিজ্ঞপ্তোহহং হুয়া প্রিয়ে ॥ ২১ ॥
ঐশ্বর্যং দৌর্যতামস্ত মম পুত্রস্ত শকর । শরীরার্কং
গণেশহং লোকপালহমগ্রতঃ ॥ ২২ ॥ লিঙ্গহুমকয়হং
চ স্থানং দিব্যং সুহৃৎভম্ । বন্দ্যমানং যথা দেব
সিদ্ধগন্ধর্ষকিস্রৈঃ । ব্রহ্মেন্দ্রবরুণাদিতালোকপালে-
শ্বরেশ্বরৈঃ ॥ ২৩ ॥ এতৈরেব গণৈঃ সার্কং স্তূয়-
মানং মহাশ্রুতিঃ । অলঙ্কৃতো ময়া যস্মাৎ কুসুমৈ-
র্বিবিধৈঃ শুভৈঃ ॥ ২৪ ॥ কুসুমেশ্বরসংজ্ঞস্ত তস্মাৎ
খ্যাতো ভবন্বিতি । ময়াপুঙ্কঃ বিশালাক্ষি বীরকং
দদিতং মম ॥ ২৫ ॥ মৎপ্রভাবসমং দিব্যং সেবিতং
গণৈঃ সদা । শৃণু গন্ধর্ষগীতানাং মাধুর্যমমৃতো-
পমম্ ॥ ২৬ ॥ পশু কিস্ররনারীণাং গায়ন্তীনাং মনো-

রমম্ । পশ্চাপ্রঃসমুহস্ত নৃত্যমেতরিরন্তরম্ ॥ ২৭ ॥
বিদ্যাধরৈঃ পরিবৃত্তঃ কুসুমেশো বরাননে । বিশে-
ষতো ময়া দেবি প্রথমং প্রমথেশ্বরঃ । কুসুমেশ্বরতাং
নৌনো যদা কুসুমমগ্নিতঃ ॥ ২৮ ॥ স্থানং দত্তং
বিশালাক্ষি শিবলিঙ্গস্ত চোত্তরে । বরো দত্তো
বহুমত্তো ভূপ্পাপ্যস্তিদশৈরপি ॥ ২৯ ॥ যে ত্বাং
ঐক্যন্তি গণপ কুসুমেশ্বরসংজ্ঞকম্ । ন তেষাং
জায়তে পাপং পদ্মপত্রে যথা জলম্ ॥ ৩০ ॥ কুসুমৈ-
রর্চয়িস্যন্তি যে নরাঃ কুসুমেশ্বরম্ । মৎস্থানং তে
সমাসাদ্য মোদিষ্যন্তি গতব্যাথাঃ ॥ ৩১ ॥ যোহপ্যেকং
দিবসং মর্ত্যস্থাঃ পশুতি সমাহিতঃ । সমুত্তঃ
পাতকৈঃ সর্কৈর্মম লোকং গমিষ্যতি ॥ ৩২ ॥ যঃ
পূজয়তি ভাবেন কুসুমৈঃ কুসুমেশ্বরম্ । স
প্রাপ্যতি পরং স্থানং পুনরাবৃতিহর্ষভম্ ॥ ৩৩ ॥
এবমাদিবরৈঃ পুষ্টঃ কৃতোহয়ং কুসুমেশ্বরঃ । কৃত-
কৃত্যো গণো দেবি নিঃসেনেশ্বরতাং গতঃ ॥ ৩৪ ॥
কুসুমেশ্বরদেবস্ত প্রভাবঃ কথিতস্তম্ । অকুরেশস্ত
দেবস্ত ক্ষয়তাং তদনন্তরম্ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কুসুমেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট-
ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

রচনা করিয়া দিলে এবং বলিলে,—বৎস ! অধুনা
গণসমূহ ও প্রমথগণের সহিত অপ্রমত্ত ভাবে ক্রৌড়া
কর । তখন বীরক কখন সিদ্ধাকুল শাল-তাল-তমাল-
মালিতরত্বরাজিত গণ্ডশৈলে, কখন অলি-মালা-গুঞ্জিত
বৃক্ষমূলে, কখন স্বল্পপঙ্ক জলে, কখন পঙ্কে এবং কখন
বৃক্ষখণ্ডে, ক্রৌড়া করিতে লাগিল । হে দেবি !
বীরক এইরূপে ক্রৌড়া করিতে করিতে তমোময়ী
সঙ্ক্যা সমাগত হইল তখন তুমি আমায় বলিলে,—
হে শকর ! আপনি বীরককে নিজের শরীরার্ক
গণেশহ, লোকপালহ, লিঙ্গহ, অক্ষয়রূপ ঐশ্বর্য ও
দিব্য সুহৃৎভ স্থান প্রদান করুন এবং যাহাতে
দেব, সিদ্ধ, গন্ধর্ষ, কিস্রর, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ,
লোকপাল ও লোকপালেশ্বরগণ ইহার বন্দনা
করেন, আপনি সেইরূপ ব্যবস্থা করুন । আর
আমি কুসুম দ্বারা ভূষিত করিয়াছি বলিয়া এ জগতে
কুসুমেশ্বর নামে বিখ্যাত হউক । হে দেবি ! ঐ
সময়ে আমিও তোমাকে বলিলাম,—বীরক আমার
প্রিয়পাত্র । জনগণ সর্বদা ইহাকে আমার সমান
দেখিবে । হে দেবি ! ঐ গন্ধর্ষগণের মধুর গীত
শ্রবণ কর, ঐ দেখ কিস্ররমণীগণ গান কবিতেছে ;

ঐ দেখ,—ওদিকে অপ্সরোগণ বীরককে বেষ্টন
করিয়া নিরন্তর নৃত্য করিতেছে ; এদিকে ঐ
অবলোকন কর, বিদ্যাধরগণ কুসুমেশ বীরককে
বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । দেবি ! আমি প্রথমেই
যখন ও কুসুমমগ্নিত ছিলাম, তখন উহাকে কুসুমে-
শ্বরহ প্রদান করিয়াছি ; শিবলিঙ্গের উত্তরে স্থান
দিয়াছি এবং বহুমত্ত দেবভূক্ত বর প্রদান করি-
য়াছি । যাহারা ঐ কুসুমেশ্বরকে দর্শন করে,
তাহাদের শরীরে পদ্মপত্রের জলের স্তায় পাপ
স্থির থাকিতে পারে না । যাহারা কুসুমেশ্বরকে
কুসুম দ্বারা অর্চনা করে, তাহার বিগতব্যথা হইয়া
মদীয় লোক প্রাপ্ত হয় । যে মানব একদিন মাত্রও
সমাধিতভাবে কুসুমেশ্বরকে দর্শন করে, সে সর্ব
পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মদীয় লোকে গমন
করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে কুসুম দ্বারা
কুসুমেশ্বরের অর্চনা করে, সে পরম স্থান প্রাপ্ত
হয়, তাহার আর পুনরাবৃতি ঘটে না । হে দেবি !
আমি কুসুমেশ্বরকে উক্ত প্রকার গুণসমষ্টিতে ভূষিত
করিয়াছি, ও কৃতকৃত্য হইয়াছি । বীরক ঐশ্বর্য
লাভ করিয়াছে । হে দেবি ! এই আমি এই
কুসুমেশ্বর দেবের প্রভাব কীর্তন করিলাম, অতঃ-

একোন্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

হর উবাচ । অতুরেশ্বরমেকোন্চত্বারিংশতমং
শৃণু । যন্ত দর্শনমাংগে শুবুদ্ধিজায়তে নৃণাম্ ॥ ১ ॥
পুরা ত্বয়ৈব কল্পাদৌ পরয়া শক্তিরূপয়া । কৃতং
কৃৎস্নং বরারোহে দ্বৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ২ ॥
ততশ্চ সংস্জতা দেবৈঃ সন্ধিরমহোরগৈঃ । প্রদ-
ক্ষিণাং প্রকুর্ক্ণন্তি গণা নানাবিধাস্ত তে ॥ ৩ ॥
নমস্কারং প্রকুর্ক্ণন্তি স্তোত্রং কুর্ক্ণন্তি চাপরে । ন
করোতি নমস্কারমেকো ভূঙ্গিরিটিস্তদা ॥ ৪ ॥ কুরাঃ
বুদ্ধিং সমাসাদ্য গর্হেণাতীব গর্হিতঃ ॥ ৫ ॥ একো
দেবো মহাদেবঃ জিয়া কিমনয়া মম । যদা নায়াতি
তে পার্থং তদা প্রোক্তস্বয়াগতঃ ॥ ৬ ॥ কস্মিন্ন
কুরুষে পূজাং প্রদক্ষিণমথো স্ততিম্ । মন্ত্রক্লে
মদধীনোহসি মম পুত্রো ময়া কৃতঃ । ইথস্তুতগণেশ
ত্বং কিং বৈ লৌল্যেন বর্তসে ॥ ৭ ॥ ইতি ভূঙ্গিরিটিঃ
ঋত্বা ক্রুদ্ধস্তামাহ গর্হিতঃ । নাহং পার্শ্বতি তে পুত্রঃ
পর অতুরেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি
শ্রবণ কর । ১৬—৩৫ ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৮ ।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

হর বলিলেন,—হে দেবি! ষাণ্ডার দর্শন মাত্র
নরগণের শুবুদ্ধি জন্মে, আমি সেই উনচত্বারিংশ
অতুরেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ
কর । হে দেবি! পূর্বে কল্পাদিতে তুমি শক্তি-
রূপে এই সচরাচর ত্রৈলোক্য সৃজন কর । তখন
দেব, কিন্নর, ও মহোরগগণ তোমার স্তব করে,
গণসমূহ তোমায় প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করে
এবং অপরাপর সকলে স্তোত্রপাঠ করিতে থাকে;
কেবল ভূঙ্গিরিটি হর্ষবুদ্ধিপরিচালিত ও গর্হিত
হইয়া তোমায় নমস্কার করে না । সে বলিত,—
একমাত্র দেবতা মহাদেব, তাঁহার স্ত্রী দ্বারা আমার
কি সিদ্ধ হইতে পারে? এই সকল কথা বলিয়া
যখন তোমার নিকটে আসিত না, তখন তুমি
তাহাকে বলিয়াছিলে,—কি জন্ত তুমি আমার পূজা,
প্রদক্ষিণ ও স্ততি কর না? তুমি আমার ভক্ত,
আমার অধীনে । আমি তোমাকে পুত্র করিয়াছি;
তুমি আমার গণেশের মত হইয়াছ, কি জন্ত
চপলতা দেখাও? তখন ভূঙ্গিরিটি তোমার কথায়

পুত্রোহহং শঙ্করস্ত তু ॥ ৮ ॥ এষ এষ চ মে মাতা
এষ এষ চ মে পিতা । এবং রাত্রিদিনং যামি শরণং
পরমেষ্ঠিনম্ ॥ ৯ ॥ ত্বমপ্যেষ্টেব শরণং নহু পার্শ্বতি
সংস্থিতা । যদি চ ত্বামহং বন্দে তদ্বন্দে সকলান্
গণান্ ॥ ১০ ॥ ইতি ভূঙ্গিরিটিঃ ঋত্বা বাক্যং কুপি-
ত্বা ত্বয়া । ততোক্তং প্রমথেশস্ত ভীক ভূঙ্গিরিটে-
রিতম্ ॥ ১১ ॥ স্মৃতো ত্বা তবান্ কস্মাদদাক্ষিণ্যং
ত্রবাসি মাম্ । ত্বয়াংসশোণিতাক্তং চ মাতৃকং তনয়স্ত
তু ॥ ১২ ॥ নখদস্তাঙ্গিসজ্জাতঃ শিশ্নঃ বাক্যং শিশ্ন-
স্তথা । তথৈব শুক্রং গণপৈপতৃকং তু শরীরকম্ ॥
১৩ ॥ ইতি ভূঙ্গিরিটিঃ ঋত্বা সদ্যো যোগবলেন
তু । মাংসাদি ভ্যক্তবান্ সর্গং মাতৃকং ভাগমেব
হি ॥ ১৪ ॥ ততঃ প্রভৃতি বামোক্ত নখদস্তাঙ্গি-
নাসিকঃ । স চ কুরাঃ মতিং কৃত্বা ক্রোধসংরক্ত-
লোচনঃ ॥ ১৫ ॥ ত্বাং পরিত্যজ্য দ্বংখার্ত্ত আজগাম
মমাস্তকম্ । অথ ত্বয়া তদা শপ্তো গণো ভূঙ্গিরিটিঃ
প্রিয়ে ॥ ১৬ ॥ কুরা বুদ্ধিঃ কৃত্য যস্মাদ্ভয়া কুমলিনা
ভূশম্ । তস্মাবং মানুষে লোকে গামিষ্যসি ন

ক্রুদ্ধ হইয়া বলে,—পার্শ্বতি! আমি তোমার পুত্র
নাহি; শঙ্করের পুত্র । এই মহাদেবই আমার মাতা
এবং উনিই আমার পিতা । এই জন্তই আমি রাত্রি-
দিন তাঁহার শরণ লইয়া থাকি । হে পার্শ্বতি!
তুমিও ত উহারই শরণ লইয়া আছ । আমি
যদি তোমারই পূজা করিব, তাহা হইলে গণসমূহের
পূজা করিতে হানি কি? ১—১০ । হে ভীক! তুমি
ভূঙ্গিরিটির এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়া
তাহাকে বলিলে,—ভূঙ্গিরিটে! তুমি পুত্র হইয়া
কি জন্ত আমার অপমান-সূচক বাক্য বালতেছ,
পুত্রের স্বক, মাংস, শোণিত ও অঙ্গ, এ গুলি
মাতা হইতে জন্মে; আর নখ, দন্ত, অঙ্গি, শিশ্ন,
বাক, মস্তক, ও শুক্র, এ গুলি পিতা হইতে
জন্মিয়া থাকে । ভূঙ্গিরিটি তোমার এই সকল
কথা শুনিয়া যোগবলে নিজ শরীরের মাংসাদি
মাতৃ অংশ পরিত্যাগ করিল । হে বামোক্ত!
তখন ভূঙ্গিরিটি নখ-দস্তাদি পিতৃ-অংশে মাত্র শরীর
ধারণ করিয়া ক্রোধকষায়িতনেত্রে তোমার নিকট
হইতে মৎসরধানে আসিয়া উপস্থিত হইল ।
ঐ সময় তুমি তাঁহাকে এই শাপ দিলে যে,
রে কুমতি! যে হেতু তুই অত্যন্ত ক্রুরবুদ্ধি
প্রাপ্ত হইয়াছিস, অতএব তুই মানুষলোকে গমন

সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ ইত্যুক্ত্বা ত্রয়া দেবি গণো ভূক্তি-
রিটিস্তথা । পপাত মানুষ্যং লোকং পুণ্যাস্তে স্মৃকতৌ
যথা ॥ ১৮ ॥ স গহা পুষ্করদ্বীপং তপসে ভাবিতান্ন-
বান্ । তত্রৈকপাদূর্দ্ধভূজো দশপদ্যান্ ব্যবস্থিতঃ ।
দক্ষীভূতঞ্চ তপসা জগদৈ দ্বকরেণ তু ॥ ১৯ ॥ ততো
ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ ত্রিদশৈঃ সহ । বয়ঞ্চ চাক্র-
জঘনে তৎসমীপং সমাগতঃ ॥ ২০ ॥ উপগম্য
ততস্তত্ত্ব কথিতং পুরতো ময়া । অলং কুরেণ
তপসা লোকস্তোৎসাদনেন বৈ ॥ ২১ ॥ ত্রৈলোক্য-
মপি নিঃসংজ্ঞং জাতমেবং স্থিতে ত্রয়ি । সংহরন্ত
তপো ঘোরং লোকসম্ভাপনং মহৎ ॥ ২২ ॥ প্রার্থ্যতাঃ
পার্বতী পুত্র সা দাস্ততি বরং চ তে । অস্তাঃ
প্রসাদানুজ্ঞিস্তে শাপাচ্চৈব ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥
এবমুক্তস্তদা তেন প্রার্থিতা ত্রয়ং মহেশ্বরী । গণেন
ভূক্তিরিটিনা ভক্তিনশ্চৈব সাদরাৎ ॥ ২৪ ॥ ত্রয়া
প্রোক্তং বিশালাক্ষি পুত্র গচ্ছ - মমাজ্ঞয়া । মহা-
কালবনে রম্যে তত্রাকুরো ভবিষ্যসি ॥ ২৪ ॥
পুনঃ প্রাপ্যসি কৈলাসং সিদ্ধগন্ধর্বসেবিতম্ ।
অক্ষপাদাগ্রতো লিঙ্গং সপ্তকল্পাপুগং মহৎ । যস্য
দর্শনমাত্রেণ শুভা বৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ২৫ ॥ কৃত্বা

কর । হে দেবি ! তুমি এইরূপ শাপ প্রদান করিলে
ভূক্তিরিটি পুণ্যক্ষেয়ে স্মৃকতৌ ব্যক্তির জায় বরাহলে
পাতিত হইল । ভূতলে পাতিত হইয়া সে পুষ্কর-
দ্বীপে গমনপূর্বক সেখানে একপাদে অবস্থান
করত দশপদ্য-পরিমিত কাল যাবৎ তপস্যা করিল ।
তাহার দ্বন্দ্বের তপস্যায় জগৎ দক্ষীভূত হইলে ব্রহ্মা,
বিষ্ণু, শক্র প্রভৃতি দেবগণ ও আমি, আমরা সকলে
মিলিত হইয়া ঐ স্থানে গমন করিলাম এবং আমিরাম
তাহাকে বলিলাম,—এই কুর লোকোৎসাদন তপ-
স্তার প্রয়োজন কি ? তুমি এই ভাবে তপস্যা
করায় ত্রৈলোক্য নিঃসংজ্ঞ হইতেছে ; তুমি এই
লোক-সম্ভাপন মহৎ তপ উপসংহার করিয়া
পার্বতীর নিকট প্রার্থনা কর ; তাহার প্রসাদে
তোমার মুক্তি হইবে । তাহাকে এই কথা
বলিলে সে তোমার নিকট আসিয়া ভক্তিনশ্চভাবে
প্রার্থনা জানাইল । তুমি তাহাকে বলিলে, অয়ি
পুত্র ! রম্য মহাকালবনে গমন কর ; সেখানে গমন
করিয়া তুমি অকুর হইবে এবং সিদ্ধ-গন্ধর্ব সেবিত
কৈলাসধামে উপস্থিত হইবে । ঐ স্থানে সপ্তকল্প
কাল হইতে অক্ষপাদের অগ্রে এক লিঙ্গ বিরাজ
করিতেছেন, ইহার দর্শন মাত্রে লোক শুভবৃদ্ধি

নাস্তিকাঃ কুরা যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ । মহাপাত-
কিনো যে চ যে চ শাপবশং গতাঃ । দর্শনাস্তত্ত্ব
লিঙ্গস্ত তেহপি স্বর্গভূজো নরাঃ ॥ ২৭ ॥ কুরাঃ
বুদ্ধিং সমাসাদ্য কংসং হত্বা চ কেশিহা । বলদেবেন
সহিতস্ত্যক্তা তাং মথুরাং পুরীম্ ॥ ২৮ ॥ মহাকাল-
বনং গহা ভোষয়িত্বা মহেশ্বরম্ । অকুরহঞ্চ
সম্প্রাপ্তং কৌর্ত্তিলকা চ শাপতৌ ॥ ২৯ ॥ ত্রদীযঃ
বচনং কুরা গণো ভূক্তিরিটিস্তদা । তথৈতি প্রত্যয়ী
জাতো মহাকালবনং গতঃ । দেবমারাদয়ামাস
তপসা দ্বকরেণ তু ॥ ৩০ ॥ এতন্নিবন্তরে দেবি
লিঙ্গমধ্যাষ্মুখিতা । অর্দ্ধাঙ্গং মামকং কুরা স্বকীয়াক্র-
মধার্কিতঃ । কণীন্দ্রবদ্ধজুটাক্ষমর্দ্ধমিল্লভূবিতম্ ॥ ৩১ ॥
পত্রবল্লীবিচিহ্নাক্ষমর্দ্ধচন্দ্র-বিরাজিতম্ । মুক্তাহার-
নিবদ্ধাক্ষমর্দ্ধং সর্পৈশ্চ বেষ্টিতম্ ॥ ৩২ ॥ ততো
ভূক্তিরিটির্দেবি দৃষ্টা তন্নহদধুতম্ । চিন্তয়ামাস
হৃদয়ে ময়াজ্ঞানাদমুদ্রিতম্ ॥ ৩৩ ॥ উমা চ শঙ্কর-
শ্চৈব দেহমেকং সনাতনম্ । একা মূর্তিরনির্দেহা
দ্বিধা ভেদেন দৃশ্যতে ॥ ৩৪ ॥ এবং চিন্তয়তস্তত্ত্ব

পাতি করে । কৃত্বা, নাস্তিক, কুর, বিশ্বাসঘাতক,এং
মহাপাতকী ব্যক্তিগণ ঐ লিঙ্গ দর্শন করি । সর্গ-
ভাগী হয় ॥ ১১-২৭ ॥ ভগবান্ কেশিহা কুর বুদ্ধি প্রাপ্ত
হইয়া কংসের নিধন-সাধনপূর্বক বলদেবের সহিত
মথুরা পুরী পরিত্যাগ করত মহাকালবনে উপস্থিত
হন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া মহেশ্বরের আরা-
বনাপূর্বক অকুরহ ও শাপতৌ কৌর্ত্তি লাভ করেন ।
তোমার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া গণ ভূক্তিরিটি
বিশ্বস্তহুত্রে মহাকালবনে গমন করিল । সেখানে
যাইয়া সে দ্বন্দ্বের তপস্করণে দেবারাধনা করিতে
লাগিল । হে দেবি ! এই সময়ে তুমি লিঙ্গমধ্য
হইতে আবির্ভূত হইলে । ঐ সময়ে তোমার দেহ
আমার অর্দ্ধ অঙ্গে ও তোমার অর্দ্ধ অঙ্গে ভূষিত
হইল । তোমার মস্তকের একাংশে কণীন্দ্র-বদ্ধ
জুটাজুট আর অপরাংশে পশ্লিল শোভা পাইতে
লাগিল । এইরূপ তোমার ললাটের একাংশ পত্রবল্লী
দ্বারা ও অপরাংশ অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা শোভিত হইল ।
তোমার গলদেশের একভাগে মুক্তার হার ও
অপর ভাগে সর্প বিরাজিত হইল । তখন ভূক্তি-
রিটি তোমার এবদ্বিধ অদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়া
চিন্তা করিল যে, আমি অজ্ঞানবশতই পার্বতীর
অপমান করিয়াছিলাম । উমা ও শঙ্কর, একই
সনাতনদেহ, একই মূর্তি ; ভেদজ্ঞান করিলে

ଭକ୍ତିନୟନ ପାରିତି । ପ୍ରୋକ୍ତଃ ହ୍ୟା ପ୍ରସନ୍ନାହଃ ବରଃ
ବରଃ ପୁତ୍ରକ । ୩୫ । ତେନୋକ୍ତଃ ଯଦି ତୁଷ୍ଟାସି
ମାତର୍ଭୟ ମହେଶ୍ଵରି । ଅସ୍ତ ଲିଙ୍ଗଂ ମାହାତ୍ମ୍ୟାଂ କୁରା
ବୁଦ୍ଧିର୍ଗତା ମମ । ୩୬ । ଅକୃତ୍ରେଶ୍ଵରନାମାୟଃ ଦେବଃ
ଧ୍ୟାତୋ ଭବନ୍ତି । ହଃ ଦେବି ସର୍ବଭାବାନାମେକା
କାରଣସ୍ଵଚାତେ । ୩୭ । ହଃ ମୂର୍ତ୍ତା ପୁଣ୍ୟାନ୍ନିଚ୍ୟା ହଃ ଗତିଃ
ପୁଣ୍ୟସେବିନାମ୍ । ପିତା ମାତା ଅହଃକୃତ୍ତ୍ଵମେକା କାରଣଂ
ପରମ୍ । ୩୮ । କୁକ୍ ପୁଣ୍ୟତମଃ ସ୍ଥାନଃ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାଦି-
ନାଶନମ୍ । ଭୂକ୍ତିଦଃ ମୁକ୍ତିଦଃ ଚୈବ ବାଞ୍ଛିତାର୍ଥପ୍ରଦାୟ-
କମ୍ । ୩୯ । ତଥେତି ଚ ହ୍ୟା ପ୍ରୋକ୍ତଃ ଶିରା ମଧୁରଂ
ତଦା । ସତେ ପ୍ରିୟତମଃ ବଂସ ତଂସର୍ବଂ ପ୍ରକରୋମ୍ୟହମ୍ ।
୪୦ । ନ ମେହନ୍ତି ହଃକରଂ ପୁତ୍ର ହଂକୃତେ କନକପ୍ରଭ ।
ଅସ୍ମିନ୍ ସ୍ଥାନେ ତୁ ଯେ ଦେବମକୃତ୍ରେଶ୍ଵରସଂଜ୍ଞକମ୍ ।
ପ୍ରସନ୍ନାଦପି ପଞ୍ଚାଶ୍ଚ ଅପି ପାପରତା ନରାଃ । ତେହପ୍ୟ-
ବଞ୍ଚଃ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ହଂସମା ମିଷତଃ ଗଣାଃ । ୪୧ । ତତ୍କା
ନ୍ତୋବାସ୍ତି ଯେ ନାମ ଲିଙ୍ଗଂ ଚ ମାନବାଃ । ମାନସେଃ
ପାତକୈର୍ମୁକ୍ତା ଯାନ୍ତି ସ୍ଵର୍ଗମକ୍ଷୟମ୍ । ୪୨ । ଗ୍ରାହା ତୁ
ବିଧିବଂ ପୂଜାଂ ଯଃ କରନ୍ତି ମାନବାଃ । ସ ମୁକ୍ତଃ
ପାତକେଃ ସର୍ବେଃ ପ୍ରାପ୍ନାତେ ରବିମଣ୍ଡଳମ୍ । ୪୩ ।

ଦିଧା ପ୍ରତୀତି ହିୟା ଥାକେ । ହେ ଦେବି ! ସେ ଏହି
ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରিলେ ତୁମି ପ୍ରସନ୍ନା ହିୟା ତାହାକେ
ବଲିଲେ,—ବଂସ ! ଆମି ପ୍ରସନ୍ନା ହିୟାଛୁ, ତୁମି
ବର ଗ୍ରହଣ କର । ତୋମାର ଏତାଦୃଶ ବାକ୍ୟେ ଭୂଜି-
ରିଟି ବଲିଲ,—ହେ ମାତଃ ମହେଶ୍ଵରି ! ଯଦି ତୁମି
ଆମାର ପ୍ରତି ତୁଷ୍ଟ ହିୟାଛୁ, ତାହା ହିଲେ ଆମାର
ଏହି ବର ପ୍ରଦାନ କର ଯେ, ଏହି ଲିଙ୍ଗପ୍ରସାଦେ ଆମାର
କୃତ୍ରେଶ୍ଵର ବୁଦ୍ଧି ବିନଷ୍ଟ ହଉକ ; ଆଉ ଏହି ଲିଙ୍ଗ ଅକୃତ୍ରେଶ୍ଵର
ନାମେ ବିଖ୍ୟାତ ହଉନ । ହେ ଦେବି ! ତୁମିହି ସର୍ବ
ସଂପଦାର୍ଥର ଏକମାତ୍ର କାରଣ, ତୁମି ମୂର୍ତ୍ତ, ତୁମି ପୁଣ୍ୟ-
ନିଚୟ, ତୁମି ପୁଣ୍ୟସେବୀଦିଗର ଗତି, ତୁମି ପିତା, ମାତା,
ଅହଃ, ବହୁ ଏବଂ ତୁମିହି ପରମ କାରଣ । ହେ ଦେବି !
ତୁମି ଭୂକ୍ତି-ମୁକ୍ତିଦ ବାଞ୍ଛିତାର୍ଥ-ପ୍ରଦାୟକ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା-
ବିନାଶନ ପୁଣ୍ୟତମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କର । ହେ ପ୍ରିୟେ !
ଏହି ସମୟ ତୁମି ତାହାକେ ବଲିଲେ,—ଅସି ବଂସ !
ତୁମି ଯାହା ଭାବସ, ଆମି ତଂସମସ୍ତହି କରିବ ।
ଅସି ପୁତ୍ର ! ହେ ଶର୍ମବର୍ଣ ! ତୋମାର ଜନ୍ମ
ଆମାର କିଛିହି ହଃକର ନହେ । ଏହି ସ୍ଥାନେ ଯାହାରା
ପ୍ରସନ୍ନ ବଶତଃ ଦେବ ଅକୃତ୍ରେଶ୍ଵରକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ,
ତାହାରା ପାପୀ ହିଲେଓ ତୋମାର ସମାନ ହିବେ ।
ଯାହାରା ଭକ୍ତିପୁରୁଷକ ଏହି ଲିଙ୍ଗେର ଶ୍ରବ କରିବେ,
ତାହାରା ମନୋଗହ ପାପ ହିଲେଓ ମୁକ୍ତି ଲାଭ

ଆୟୁରାରୋଗ୍ୟାୟାର୍ଥଃ କାମମତ୍ର ହି ବାଞ୍ଛିତମ୍ । ଗୋ-
ସହସ୍ରକଳଂ ଚାତ୍ର ସ୍ପୃଷ୍ଟା ପ୍ରାପ୍ନାତି ମାନବଃ । ୪୪ ।
ଗ୍ରାହା ମନ୍ଦାକିନୀକୁଣ୍ଡେ ଯୋହକୃତ୍ରେଶ୍ଵରମୌସରମ୍
ସେହିବିଧେଃ ପୁଷ୍ପର୍ବହାପାପହତୋଽପି ବା । ୪୫ ।
ବିମାନଃ ଦିବ୍ୟମାରୁତୋ ଯାବଂ କଲ୍ପଚତୁଷ୍ଠୟମ୍ । ଗନ୍ଧର୍ବ-
ଗୌରୀମାନସୋଽପି ସ୍ଵର୍ଗଂ ଗମିଷ୍ୟାତି । ୪୬ । ଇତ୍ୟୁକ୍ତଃ
ସ ଗଣୋ ଦେବି ସଂସମୌପମୁପାଗତଃ । ଶାପାୟୁକ୍ତସ୍ୟା
ସାର୍ଦ୍ଧଂ ବିସ୍ମୃତା କିଂ ବରାନନେ । ୪୭ । ଏସ ତେ
କଥିତୋ ଦେବି ପ୍ରଭାବଃ ପାପନାଶନଃ । ଅକୃତ୍ରେ-
ଶ୍ଵରଦେବସ୍ତ ଶୃଣୁ କୁଣ୍ଡେଶ୍ଵରଂ ପରମ । ୪୮ ।

ଇତି ଶ୍ରୀକ୍ଷାନ୍ଦେହକୃତ୍ରେଶ୍ଵରମାହାତ୍ମ୍ୟାବର୍ଣନଂ ନାମେକୋନ-
ଚତ୍ଵାରିଂଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ । ୩୯ ।

ଚତ୍ଵାରିଂଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ।

କୃତ୍ରେଶ୍ଵର ଉବାଚ । ଚତ୍ଵାରିଂଶତମଂ ବିଦ୍ଧି କୁଣ୍ଡେଶ୍ଵରମତଃ
ଶୃଣୁ । ସନ୍ତ ଦର୍ଶନମାତ୍ରେଣ ଲଭାତେ ସମ୍ପାତିଃ ପରା ।

କରିଯା ଅକ୍ଷୟ ସ୍ଵର୍ଗ ଲାଭ କରିବେ । ଯେ ମାନବ ଗ୍ଞାନ
କରିଯା ବିଧିବଂ ଏ ଲିଙ୍ଗେର ପୂଜା କରେ, ସେ ସର୍ବ
ପାପ-ମୁକ୍ତ ହିୟା ରବିମଣ୍ଡଳେ ଗମନ କରିଯା ଥାକେ ।
ମାନବ ଏ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରিলେ ଆୟୁ, ଆରୋଗ୍ୟ,
ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ, ଅଭିଳାଷିତ ଓ ଗୋସୁନ୍ଦର ଦାନକଳ ଲାଭ
କରିଯା ଥାକେ । ଯେ ବାଞ୍ଛି ମନ୍ଦାକିନୀକୁଣ୍ଡେ ଗ୍ଞାନ
କରିଯା ବିଧିବ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ଵାରା ଅକୃତ୍ରେଶ୍ଵର ଲିଙ୍ଗେର
ପୂଜା କରେ, ସେ ପାପୀ ହିଲେଓ ଦିବ୍ୟ ବିମାନେ
ଆରୋହଣପୁରୁଷକ ଗନ୍ଧର୍ବଗଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୀତ ହିଲେଓ
ହିଲେଓ ସ୍ଵର୍ଗେ ଗମନ କରିଯା ଥାକେ । ହେ ଦେବି !
ଆମି ଏହି କଥା ବଲିଲେ ଏ ଗଣ ଆମାର ନିକଟେ
ଆସିଯା ଉପାସ୍ତ ହିଲ ଏବଂ ସେ ଶାପ ହିଲେଓ
ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରଲ । ହେ ବରାନନେ ! ତୁମି କି
ହିସା ବିସ୍ମୃତ ହିୟାଛୁ ? ଏହି ଆମି ଅକୃତ୍ରେଶ୍ଵର
ଦେବେର ପାପନାଶନ ପ୍ରଭାବ କୌଣସି କାଳେଣ,
ଏକ୍ଷଣେ କୁଣ୍ଡେଶ୍ଵର-ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର । ୨୮—୪୮ ।

ଉନଚତ୍ଵାରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ । ୩୯ ।

ଚତ୍ଵାରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ।

କୃତ୍ରେଶ୍ଵର ବାଲିଲେ,—ହେ ଦେବି ! ଯାହାର ଦର୍ଶନ-
ମାତ୍ରେ ସମ୍ପାତି ଲାଭ ହୁଏ ଆମି ସେହି ଚତ୍ଵାରିଂଶ
ଲିଙ୍ଗ କୁଣ୍ଡେଶ୍ଵରମାହାତ୍ମ୍ୟ କୌଣସି କରିତେହି, ଏବଂ

১ । বিজ্ঞপ্তোহহং ত্বয়া দেবি মন্দরে চাক্কন্দরে ।
বীরকং ত্বইমিচ্ছামি ক গতো মম পুত্রকঃ ২ ।
ময়া শোকঃ বিশালাক্ষি মহাকালবনোন্তমে । জন-
মধ্যে স্থিতস্তপে তপঃ পরমদাক্ষণ্য ৩ । মুনিভিঃ
সহিতো দীমান ভ্রাজমানোহ'শ্বমানিব । গচ্ছাম-
স্তত্র তং ত্রষ্টুঃ গণৈঃ সার্কিঃ বরাননে ৪ । মদীয়ং
বচনং শ্রুত্বা ত্বয়াহং প্রেরিতস্তদা । উত্তিষ্ঠ শস্ত্রো
গচ্ছামো বৃষমাক্রুহ সহরম্ ৫ । সপ্রসর্বো স্তনো
জাতো সদাঃ সংস্মৃত্য বীরকম্ । ময়া স্মৃতো বৃষো
দেবি ধর্মরূপী সনাতনঃ ৬ । মদীয়ং চিস্তিতং
স্রাস্ত্বা মম পার্শ্বমুপাগতঃ । আকুটোহহং ত্বয়া সার্কিঃ
তস্মিন্বেব বৃষে তদা ৭ । প্রস্থিতস্তৎকণাচ্ছৌর্যং
গণৈর্নানাবিধৈঃ সহ । বেগাৎ প্রয়াতো বৃষতশ্চক্কা
লদ্বিতয়া ত্বয়া ৮ । রণদ্বলয়বাহতাং গাঢ়মা-
লিঙ্গিতো হুহম্ । ত্বং ভীতা চ তদা জাতা যদাতীব
প্রণোদিতঃ ৯ । বৃষো ময়া বিশালাক্ষি স কুট্টো
গণপৈস্তদা । কুট্টঞ্চ সহরং দৃষ্ট্বা প্রোক্তঞ্চ ভীতয়া

কর । হে দেবি ! একদা মন্দরের চাক্ক কন্দরে
তুমি আমায় বলিলে,—আমি বীরককে দেখিতে
ইচ্ছা করি, আমার শ্বশুরের পুত্র বীরক কোথায়
গেল ? আমি বলিলাম,—অগ্নি বিশালাক্ষি ! মহা-
কালবনোন্তমে সে জনমধ্যে থাকিয়া তপশ্চরণ
করত ঋষিগণের সহিত অংশুমানের স্তায় বিরাজ
করিতেছে । আমরা গণসমূহের সহিত
তাহাকে দেখিতে যাইব । আমার বাক্য শ্রবণ
করিয়া তুমি আমায় তথায় যাইবার জন্ত
অনুরোধ করিলে ; বলিলে,—হে শস্ত্রো ! উত্তিষ্ঠ
হউন, সহর বৃষে আরোহণ করুন ; বীর-
কের নিকট গমন করিব । পুত্র বীরককে স্মরণ
করিয়া আমার স্তনযুগল ক্ষরিত হইতেছে । হে
দেবি ! আমি তখন ধর্মরূপী সনাতন বৃষকে স্মরণ
করিলাম, স্মৃত হইবামাত্র বৃষ আমার পার্শ্বে আসিয়া
উপস্থিত হইল । তখন আমি তোমার সহিত বৃষে
আরোহণ করিলাম । গণসমূহ অতিবেগে বৃষকে
চালিত করিল । সেই বেগে তুমি বৃষশ্চক্কে লদ্বিত
হইয়া গেলে এবং ভীত হইয়া আমাকে গাঢ়রূপে
আলিঙ্গন করিলে । ঐ সময়ে তোমার হস্তস্থিত
বলয় রণিত হইল । বৃষকে অতিবেগে চালিত
করায় তুমি ভীতা হইলে বলিয়া আমি গণসমূহ
দ্বারা বৃষকে সংযত করাইলাম । এ সময় বৃষকে
হঠাৎ আকর্ষণ করায় তুমি ভীত হইয়া বলিলে,—

তদা ১০ । শ্রাস্ত্বাম্মি সাস্ত্রতং দেব ত্ববেগেনানেন
ভীষিতা । তদ্বিশ্রমিতুমিচ্ছামি ত্বধরস্ত তটে
বিভো ১১ । কণং পঙ্খাং গমিষ্যামি বিষমোহহং
গিরির্মহান । তদীয়ং বচনং শ্রুত্বা বাঢ়মুত্তং প্রিয়ে
ময়া ১২ । মুহূর্তং চাক্কজঘনে শৈলপাদমুপাশ্রিতা ।
কুরু শ্রমাপনয়নং যাবদেগাৎ প্রয়াম্যাহম্ ১৩ ।
পহানং ত্বংসুখং যত্র তং বয়ং যুগম্যামহে । এষ
কুণ্ডো গণাধ্যক্ষস্বংসমীপে বসিস্যতি । ত্বদাজাবশ-
বন্তী চ কিঙ্করঃ স্থাপিতো ময়া ১৪ । এবমুক্তা
ততো দেবি সংস্থাপ্য গণরক্ষকম্ । আকুটোহহং
গিরেঃ শ্রান্তমুদয়াদ্রিং রবির্ধ্বা ১৫ । ততোহবলো-
কিতোহত্যর্থং রমণীয়ো মহাগিরিঃ । ইদং রম্য-
মিদং রম্যমিত্যস্মিন্ বরপর্কিতে ১৬ । পঙ্খতো
মম শৈলেন্দ্রং গতঃ সংবৎসরা দশ । ত্বয়াধ চিস্তিতং
দেবি ক গতস্ত্রিপুরাস্তকঃ ১৭ । নুনং ন মদনা-
তপ্তাং বেত্তি মাং রতিবজ্জিতাম্ । মাং বিহায়
মহাদেবো নির্কিংশকঃ ক বর্ততে ১৮ । হরস্ত

হে দেব ! আমি বৃষের অতিবেগে চালনে শ্রান্ত
হইয়াছি ও ভয় পাইয়াছি ; অতএব ওই ত্বধরের
তটদেশে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করি ।
১—১১ । আমি এখন পাদচারে কিছু দূর গমন
করিব । কারণ,—এই গিরিভূমি উচ্চাবচ । হে
প্রিয়ে ! তখন আমি তোমার বাক্যে অনুমোদন
করিয়াছিলাম,—হে চাক্কজঘনে ! তুমি এই শৈল-
পাদ আশ্রয় করিয়া শ্রমাপনয়ন কর ; ততক্ষণ আমি
জ্রতবেগে গমন করিয়া তোমার গমন-সুখকর পথ
পরিদর্শন করিয়া আসি । এই গণাধ্যক্ষ কুণ্ড তোমার
রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকুক । এ তোমার অত্যন্ত
বশবন্তী হইবে । হে দেবি ! এই কথা বলিয়া আমি
গণরক্ষককে সংস্থাপনপূর্বক প্রাতঃকালীন রবির
উদয়াদ্রি-আরোহণের স্তায় অচলোপরি আরোহণ
করিলাম । ঐ গিরি আমার অত্যন্ত রমণীয় বলিয়া
মনে হইল । আমি ঐ অচলবরে “এইটী অতি
সুদৃশ্য, এইটী অতি সুদৃশ্য” এইভাবে বিবিধ অপূর্ব
বস্তু অবলোকন করিতে করিতে দশ বৎসর কাল
অতিবাহিত করিয়া কেলিলাম । হে দেবি ! তখন
তুমি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলে যে, নিশ্চয়
শঙ্কর আমায় ভুলিয়া গিয়াছেন ; আমি রতিবজ্জিত
অবস্থায় মদনতাপে জর্জরিত হইতেছি, তিনি
আমায় পরিত্যাগ করিয়া নির্কিংশকভাবে কোথায়

কপি যাতস্র বৈরং সংস্রত্য চিত্তজঃ । বাধতে
মামনাক্রোহপি চাপবোদ্ধি মার্গণঃ । বিলোকয়ন্তীঃ
হা দৃষ্টা বিলপন্তীঃ পুনঃপুনঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ কুণ্ডো
গণাধ্যক্ষো জ্ঞাত্বা ভাবং হৃদীয়কম্ । উৎকৃষ্টেন
স্বরেণোকং মা দেবি বিমনা ভব ॥ ২০ ॥ আয়াত
এষ তে ভৰ্গা মা চেতঃ কলুষং কুরু । এতচ্ছূয়া
বচস্তস্মা কুণ্ডস্য কমলাননে ॥ ২১ ॥ হৃৎখাৰ্জয়া হুয়া
প্রোকঃ কুণ্ডে বেগ্নি ন শঙ্করম্ । ক গতঃ কিঞ্চ
কুরুতে কালং দীর্ঘমিমং শিবঃ । দর্শয়স্ব মহাদেব-
মিত্যাক্রোহসৌ পুনঃপুনঃ ॥ ২২ ॥ যদা ন দর্শিত-
স্তেন কুণ্ডেনাহং বরাননে । তদা শপ্তস্বয়া দেবি
শ্রদ্ধয়া গণরক্ষকঃ ॥ ২৩ ॥ গচ্ছ স্বং মানুষ্যং লোকং
যস্মিন্ন কথিতো হরঃ । এতন্নিরন্তরে দেবি
প্রাপ্তোহহং স্বংসমীপতঃ ॥ ২৪ ॥ পৃষ্টেচ্চাহং হুয়া
দেবি বিহায় ক গতোহসি মাম্ । তুর্গমে পরীতে
শৃণু তস্মাক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥ ২৫ ॥ গহাগ্রে
কুধরস্তাস্ত কিং কৃতঞ্চ হুয়া বিভো । ময়া তব বচঃ
শ্রুত্বা কথিতং সৰ্বমেব তৎ ॥ ২৬ ॥ হুয়াধর্মতরঃ

অবস্থান করিতেছেন! অনঙ্গের অঙ্গ না থাকি-
লেও সে হরকে অনুপস্থিত দেখিয়া পূর্ব বৈর স্মরণ
করত কুসুমচাপ দ্বারা আমায় প্রহার করিতেছে।
হে দেবি! ঐ সময় তোমাকে এই ভাবে পুনঃ-
পুনঃ বিলাপ করিতে দেখিয়া গণাধ্যক্ষ কুণ্ড
মধুর বাবো বলিল,—অগ্নি মাতঃ! ঐ পিতা
আসিতেছেন, মা! চিত্ত কলুষিত করিও না!
হে কমলাননে! তুমি কুণ্ডের ঐ বাক্য শ্রবণ
করিয়া হৃৎখিতভাবে বলিলে,—কুণ্ড! আমি
জানি না,—শঙ্কর কোথায় গিয়া এতকাল কি
করিতেছেন? তুমি আমায় তাঁহাকে দর্শন করাও।
কুণ্ড তোমার এই বাক্যে যখন আমাকে দেখাইতে
পারিল না তখন তুমি কুপিত হইয়া তাহাকে শাপ
দিগে। তুমি তাহাকে বলিলে—যেহেতু তুমি আমাকে
হর-দর্শন করাইলে না, অতএব তুমি মানুষ্যলোকে
গমন কর। হে দেবি! তুমি এই কথা বলিতেছ,
এমন সময়ে আমি তোমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত
হইলাম। তুমি আমাকে বলিলে,—হে দেব!
আপনি আমাকে এই তুর্গম জন-শূন্য গিরিভূর্গে
পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, অতএব
আমি আর এ জীবন রাখিব না। গিরিশিখর
হইতে পতিত হইয়া জীবন বিসর্জন দিব। আমি

শৈলঃ সমস্তাদুরতিক্রমঃ । স্বংপ্রিয়ার্থং মহাভাগে
ময়া মার্গোহবলোকিতঃ ॥ ২৭ ॥ যেন মার্গেণ বিশ্রকং
গমিষ্যামো' স্মমধামে । অহং কুণ্ডো গণো দেবি
বিষণ্ণো ব্যাকুলঃ কৃতঃ ॥ ২৮ ॥ হুয়াপ্যুক্তং মহাদেব
কুণ্ডঃ শপ্তো ময়া গণঃ । মমাজ্ঞা ন কৃত্বা যস্মাদ্বিকলং
ন বচো মম । তস্মাদ্ যাতু মমাদেশান্নশাকালবনং
শুভম্ ॥ ২৯ ॥ ভৈরবং রূপমান্বায় যত্র স্বং চোত্তরে
স্থিতঃ । তস্মাগ্রতঃ স্থিতং লিঙ্গং বর্ততে কামদং
সদা ॥ ৩০ ॥ তস্মা দর্শনমাত্রেণ গণপোহয়ং ভবি-
ষ্যতি । কুণ্ডেখরেতি বিখ্যাতঃ স দেবো বৈ ভবি-
ষ্যতি ॥ ৩১ ॥ ইত্যুক্তঃ স হুয়া দেবি সমাসাদ্য
পুনঃপুনঃ । প্রস্থাপিতস্বয়াদেশাদব্রজ কুণ্ড মমা-
জ্ঞয়া ॥ ৩২ ॥ মহাকালবনং নীলং লিঙ্গমারাধ্য সহ-
রম্ । কীর্তিস্তে ভবিতা পুত্র ত্রিষু লোকেষু শাস্বতী ।
ইত্যুক্তস্তৎক্ষণাৎ প্রাপ্তো দৃষ্টা লিঙ্গং তু শাস্বতম্ ।
উত্তরস্ত শিবস্তাগ্রে পূজয়ায়াস ভক্তিতঃ ॥ ৩৪ ॥
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ । যক্ষা

নোমার এতাদৃশ ভয়ানক বাক্য শ্রবণ করিয়া বলি-
লাম,—হে দেবি! এই শৈল অতি তুর্গম ও দুরতি-
ক্রমণীয়। তোমারই গমনসুখের জন্য আমি উত্তম
পথ দেখিয়া আসলাম। ঐ পথে গমন করিলে
আমরা সুখে গমন করিব। এই কুণ্ডকে বিষণ্ণ ও
ব্যাকুল দেখিতেছি কিজন্য? হে দেবি! আমি এই
সকল কথা বলিলে তুমি বলিলে,—হে মহাদেব!
কুণ্ড আমার কথা শুনে নাই, এজন্য আমি উহাকে
শাপ দিয়াছি আমার বাক্য বিকল হইবার
নহে, স্মৃতরাং কুণ্ড মহাকালবনে যেখানে উত্তর
দিকে ভৈরবরূপ অবলম্বন করিয়া আপনি অবস্থান
করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করুক। উক্ত
ভৈরবের সম্মুখভাগে এক কামদায়ী লিঙ্গ আছে,
সেই লিঙ্গ দর্শন করিয়া এই কুণ্ড গাণপত্য লাভ
করিবে এবং কুণ্ডেখর দেব বলিয়া বিখ্যাত হইবে।
১২—৩১। এই কথা বলিয়া তুমি তাহাকে বারম্বার
ক্রোড়ে করত মহাকালবনে পাঠাইলে এবং বলিলে,
—তুমি মহাকালবনে গমন করিয়া সহর লিঙ্গ
আরাধনা কর। হে পুত্র! ত্রিভুবনে তোমার
শাস্বতী কীর্তি বিদ্যমান থাকিবে। তুমি এই কথা
বলিলে কুণ্ড তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত
হইয়া তত্রত্য শিবের উত্তর দিকে শাস্বত লিঙ্গ
দর্শনপূর্বক ভক্তি সহকারে পূজা করিল। অনন্তর
ঐ স্থানে দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, ঋষি, যক্ষ ও অঙ্গরো-

চাপ্রসন্নৈব সমাজগুঃ সহস্রশঃ । ৩৫ । অথাহং
তৎকণাৎ প্রাপ্তস্য সার্কং গণৈর্বহঃ । দৃষ্টৌ কুণ্ডং
গণেশং তু লিঙ্গারাদনতৎপরম্ । ৩৬ । সমাধি
ধ্যাননিরতঃ প্রোক্তমম্মাভিরাদরাৎ । তুষ্টৌ তে
পার্কতৌ পুত্র প্রার্থিতাং বরমুত্তমম্ । ৩৭ । অক্ষয়ং
তু পদং প্রাপ্তং হুয়া লিঙ্গম্ দর্শনাৎ । অদ্যপ্রভৃতি
দেবোহয়ং খ্যাতে ভুবি ভবিষ্যতি । নাম্না কুণ্ডে
শ্বরো যস্মাৎ সর্বসম্পৎকরঃ সদা । ৩৮ । কুণ্ডে-
শ্বরমনাদিঃ তু ভক্ত্যা পশুতি যো নরঃ । সোহন্থমেধ
সহস্রম্ কলং প্রাপ্নোতি নাত্মথা । ৩৯ । তস্মা
দানকলং সধঃ সর্বতীর্থকলং সদা । লিঙ্গং কুণ্ডে-
শ্বরং যন্ত ভক্ত্যা সম্পূজয়িষ্যতি । ৪০ । দশানামশ-
মেধানামগ্নিষ্টোমশতম্ চ । স্পর্শনাৎ কলমাপ্নোতি
কুণ্ডেশ্বরম্ সর্বদা । ৪১ । প্রাতঃ পশুন্তি যে
ভক্ত্যা কুহা নিয়মপূর্বকম্ । সিদ্ধিং সুকামিকৌ
কুষ্টৌ সম্প্রাপ্ন্যন্তি ন সংশয়ঃ । ৪২ । এষ তে
কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । কুণ্ডেশ্বরম্
দেবম্ শৃণু লুম্পেশ্বরং পরম্ । ৪৩ ।

ইতি ত্রিষ্টোত্রে মহাপুরাণে কুণ্ডেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪০ ।

গণ আগমন করিল । আমিও তোমার সহিত গণ-
সমূহে পরিবৃত্ত হইয়া ঐ স্থানে গমনপূর্বক লিঙ্গ-
রাদনতৎপর ও সমাধিনিষ্ঠ কুণ্ডকে দর্শন করত
সাদরে বলিলাম,—অয়ি পুত্র! তোমার প্রাত
পার্কতৌ তুষ্ট হইয়াছেন, তুমি উহার নিকট বর
প্রার্থনা কর । তুমি 'লিঙ্গদর্শন-কলে অক্ষয় পদ
প্রাপ্ত হইয়াছ! অদ্যাবধি এই দেব ভূতলে
কুণ্ডেশ্বর নামে খ্যাত হইবেন । যে মানব ভক্তি-
সহকারে অনাদি লিঙ্গ কুণ্ডেশ্বর দর্শন করে, সে
সহস্র অশ্বমেধের কল লাভ করিয়া থাকে;
ইহার অন্তথা হয় না । যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক
কুণ্ডেশ্বর লিঙ্গের অর্চনা করে, তাহার দানকল
ও সর্বতীর্থকল লব্ধ হইয়া থাকে । কুণ্ডেশ্বর লিঙ্গ
স্পর্শ করিলে শত অগ্নিষ্টোম ও দশ অশ্বমেধ
যজ্ঞের কল লাভ হয় । যাহারা প্রাতঃকালে ভক্তি
সহকারে ঐ লিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহার অভি-
লষিত সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কোন
সংশয় নাই! হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট
কুণ্ডেশ্বরের পাপনাশন প্রভাব কীর্তন করিলাম
অতঃপর লুম্পেশ্বর-লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ৩২-৪৩।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪০ ।

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রিমহাদেব উবাচ । চত্বারিংশত্তমং সৈকমৌশ্বরং
বিদ্ধি পার্কতি । লুম্পেশ্বরমিতি খ্যাতং নাম যন্ত
মহীতলে । ১ । দেশে শ্লেচ্ছগণাকৌর্ণে বভূব জগতী-
পতিঃ । লুম্পাধিপ ইতি খ্যাতে মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ । ২ ।
তস্মাসৌদয়িতা ভার্যা বিশালা নাম নামতঃ ।
স যৌবনশৃণোপেতা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি । ৩ ।
স যুদ্ধকামো নৃপতিঃ পর্যাপৃচ্ছদ্বিজোত্তমান্ । ৪ ।
অথ কেনাপি কথিতমাশ্রমে সামগো দ্বিজঃ । তেন
সার্কং মহাবাহো যুধাশ্ব অং নৃপোত্তম । ৫ । ততঃ
স প্রস্থিতো রাজা শ্লেচ্ছঃ সার্কং সহস্রশঃ । তুষ্টৈর-
বর্বটৈরলুম্পৈঃ পহ্লবৈঃ শৃগণৈস্তথা । ৬ । দম্বাভিঃ
সংবৃতঃ ক্রুরৈঃ ক্রোধেনাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ । আজগামা-
শ্রমং পুণাং সামগম্ যুনেস্তদা । ৭ । মুনিরা পূজিত-
স্তেন মধুপর্কাদিবিষ্টৈঃ । এতস্মিন্নন্তরে রাজা
হোমধেহুং দদর্শ হ । ৮ । প্রার্থয়ামাস সহসা
ন দত্তা মুনিরা তদা । প্রমথ্য চাশ্রমং তস্মা হোমধেহুং
জহার সঃ । বনং বভূব সকলং তস্মা বিশ্বম্
পশুতঃ । ৯ । কাল্যমানাকং গাং দৃষ্টৌ বৎসং চাতীব

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

ত্রিমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! যিনি জগতে
লুম্পেশ্বর নামে বিখ্যাত, সেই একচত্বারিংশ লিঙ্গ-
মাহাত্ম্য আমার নিকট শ্রবণ কর । দেশ শ্লেচ্ছা-
কৌর্ণ হইলে ঐ সময়ে লুম্পাধিপ নামে এক নরপতি
ছিলেন । ঐ রাজা মহেন্দ্রের স্ত্রী বলশালী
ছিলেন । বিশালা নামে ইহার প্রিয়তমা মহিষী
ছিলেন । রাজ্যী যাবতীয় যৌবনশৃণে উপশোভিতা ও
অপ্রতিম রূপলাবণ্যবতী ছিলেন । একদা রাজা যুদ্ধ-
কামী হইয়া দ্বিজোত্তমগণকে বিজ্ঞাসা করিলেন ।
ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একজন বলিলেন,—আশ্রমে
সামগ দ্বিজ আছেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করুন ।
অনন্তর রাজা শ্লেচ্ছ, তুষ্ট, বর্বট, লুম্প, পহ্লব, শৃগণ
ও ক্রুর দম্বাগণ সমভিব্যাহারে ক্রোধাকুলিতভাবে
সামগ মুনির আশ্রম অবরোধ করিলেন । কিন্তু
মুনি তাঁহাকে মধুপর্ক ও বিষ্টের প্রভৃতি দ্বারা যথাবিধি
অভ্যর্থনা করিলেন । ইত্যবসরে রাজা মুনিবরের
হোমধেহু অবলোকন করিয়া তাহা প্রার্থনা করি-
লেন; কিন্তু মুনিবর হোমধেহু দিতে পারিলেন
না । তখন রাজা তাঁহার আশ্রম মথিত করিয়া
হোমধেহু বলপূর্বক গ্রহণ করিলেন এবং সমস্ত

দুঃখিতম্। উবাচ বচনং বিপ্রো মা রাজন্
নাঃসঃ কুরু। ১০। এবং বদন্তঃ বিপ্রেশ্বঃ
শরৈস্তৌকৈর্জ্ঞান হ। লুপ্তঃ ক্রোধসমাবিষ্টো
দৃষ্টো দৃষ্টেনৈবৃতঃ। ১১। অসকৃৎপুত্রপুত্রৈকি
বিলপন্তমনাথবৎ। ইদা চ সামগং বিপ্রং জগাম
স্বগৃহং নৃপঃ। ১২। এতস্মিন্নস্তরে পুত্রঃ সমিৎ-
পানিক্রপাগতঃ। দৃষ্টো চ পিতরং বিপ্রং তদা
মৃত্যবশংগতম্। অনাগসং মহাত্মনং বিলাপ
সুদুঃখিতঃ। ১৩। কেনেদং কুৎসিতং কৰ্ম্ম কৃতং
পাপেন মে পিতা। অযুধ্যামানো বৃদ্ধঃ সন হতঃ
শরশটৈঃ শিষ্টৈঃ। ১৪। বিলপ্যবং সককণং
বহু নানাবিধং তথা। প্রেতকার্য্যানি সন্ধানি
পিতৃশৃঙ্খ্রে বিধানতঃ। ১৫। দদাহ পিতরং চাগ্রো
ভোয়মাশয় সহরম্। তস্মা লুপ্তাধিপস্তাপি দদৌ
শাপং সুদারুণম্। ১৬। স্বধৰ্ম্মনিরতো বিদ্বান যেন
মে নিহতঃ পিতা। স পাপাত্মা দুরাচারঃ কুষ্ঠরোগ-
মবাণুয়াৎ। ১৭। এতস্মিন্নস্তরে রাজা কুষ্ঠরোগেণ

তপোবন বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। মুনিবর তাহা
সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন। রাজা গাভী ও বৎসকে
প্রহার করিতে থাকিলে তদদর্শনে মুনিবর তাঁহাকে
বলিলেন,—রাজন্! এতাদৃশ সাহস করিও না।
রাজা লুপ্ত, মুনিবরের এবদ্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া
ক্রোধে ভীকু শরজাল দ্বারা তাঁহাকে নিহত করি-
লেন। ঐ সময় মুনিবর ‘হা পুত্র! হা পুত্র!’ বলিয়া
বার বার আর্জুনাদ করিতে লাগিলেন। নৃপ তখন
মুনিকে নিহত করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। ১—১২
ইত্যবসরে কুশসমিধসংগ্রহ করিয়া মুনিবরের পুত্র
আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন এবং দেখিলেন
যে, পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মুনি-
পুত্র তখন নিরপরাধ স্ত্রী পিতাকে মৃত্যুগন্ত
দেখিয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—
কে এই কুৎসিত কৰ্ম্ম করিল! কোন পাতকী
আমার অযুধ্যমান বৃদ্ধ পিতাকে শত শত শানিত
শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছে! মুনিপুত্র এই প্রকার
বহু বিলাপ করিয়া বিধিবৎ মৃত পিতার প্রেতকার্য্য
সম্পন্ন করিলেন। তিনি পিতার শবদেহ দাহ
করিয়া রাজা জন আনয়নপূর্ব্বক লুপ্তকে এই বলিয়া
শাপ দিলেন যে, যে পাপাত্মা দুরাচার আমার
স্বধৰ্ম্ম-নিরত বিদ্বান পিতাকে নিহত করিয়াছে,
সে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইবে। হে বরাননে! মুনি-
পুত্রের শাপপ্রভাবে লুপ্তাধীশ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া

পীড়িতঃ। অচ্যুতক্রমণতাং প্রাপ্তো লুপ্তাধীশো
বরাননে। ১৮। ঔষধৈরধিকোহভ্যোতি ব্রহ্মশাপ-
প্রভাবতঃ। বৈরাগ্যান্মর্জুন্মামোহসৌ কাষ্ঠাত্মাদায়
দুঃখিনঃ। ১৯। চিন্তাং কর্ত্তুং সমারেভে সমায়’শো-
হথ নারদঃ। পূজিতো বিধিনা তেন দুঃখিতেন
নৃপেণ চি। ২০। অথ পপ্রচ্ছ লুপ্তোহসৌ নারদঃ
মুনিসত্তমম্। অকস্মাৎম দেবর্ষে কুষ্ঠরোগো বভূব
হ। তেনাহং পীড়িতোহভৌব ন চ শাস্তিঃ
ব্রজত্যসৌ। ২১। ঔষধৈর্ধর্ষক্ৰতে কস্মাদেতদাখ্যাতু-
মর্হসি। ন তেহস্ত্যাবদিতঃ কিঞ্চিদিহ লোকে পরত
চ। ২২। তস্মা তদ্বচনং শ্রুত্বা লুপ্তাধীশস্ত নারদঃ।
কথয়ামাস তৎসৰ্ব্বং ব্রহ্মশাপং সুদুস্তরম্। ২৩।
ততঃ সভার্য্যো নৃপতিঃ প্রার্থয়ামাস নারদম্। কথং
মে ভগবন্তাপো দুস্তরো যাস্ততি ক্ষয়ম্। ২৪।
এবমুক্ত্ব লুপ্তেন নারদো ভগবানৃষিঃ। কারুণ্যং
কথয়ামাস সভার্য্যস্ত যশস্বিনি। ২৫। মহাকালবনে
রাজল্লিঙ্গং কুষ্ঠহরং পরম্। সৰ্ব্বসম্পৎকরং তত্র
বিদ্যাতে পাপনাশনম্। ২৬। শিপ্রায়াশ্চ তটে
রম্যো কেশবাক্ষস্ত পূর্ব্বতঃ। তত্র স্বং গচ্ছ রাজেশ্ব

চলচ্ছক্তিরাহিত হইলেন। তিনি অপ্রতিকার্য্য
দারুণ কুষ্ঠরোগের মৰ্ম্মান্তিক যাতনায় কাতর হইয়া
বৈরাগ্যাবশত জীবন সমর্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প
হইলেন এবং দুঃখিতভাবে কাষ্ঠ আহরণ করাইয়া
চিতা প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। এমন সময়ে
ঐ স্থানে মহর্ষি নারদ আগমন করিলেন। নৃপ
দুঃখিতাস্তঃকরণে তাঁহার বিধিবৎ পূজা করিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবর্ষে! অকস্মাৎ আমার
কুষ্ঠরোগ জন্মিয়াছে, তাহাতে আমি শাস্তিলাভ
করিতে পারিতেছি না। ঔষধ প্রয়োগ করিলে
রোগবৃদ্ধি হইতেছে। হে দেব! আপনি ইহার
কারণ কি বলুন? জগতে আপনার অবিদিত
কিছুই নাই। দেবর্ষি রাজার এই কথা শুনিয়া
সুদুস্তর ব্রহ্মশাপের কথা বলিলেন,—দেবর্ষির
বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপতি ভার্য্যার সহিত তাঁহার
নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, হে ভগবন্! কি
প্রকারে আমার এই দুস্তর শাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে,
আপনি তাহা বলিয়া দিউন। দেবর্ষি এইরূপ
জিজ্ঞাসিত হইয়া করুণার্জচিত্তে বলিলেন,—হে
রাজন্! মহাকালবনে শিপ্রাতটে কেশবাক্ষের
পূর্ব্ব কুষ্ঠহর, সৰ্ব্বসম্পৎকর ও পাপ-নাশন এক
লিঙ্গ আছে। ঐ স্থানে আপনি গমন করুন।

কাহ্না যুক্তো ভবিষ্যতি । ২৭ । এবমুক্তস্ত লুম্পো-
হসো হ্যাজগাম স্বরাধিতঃ । মহাকালবনঃ রম্যঃ
মহর্ষিগণসেবিতম্ । ২৮ । প্রাপ্তঃ স্বর্গোপমঃ ভূপঃ
শিপ্রয়া পরিশোভিতম্ । বিবেশ চ যদা যুক্তো দৃষ্টা
লিঙ্গমহত্তমম্ । ২৯ । স্নাত্বা শিপ্রাজলে পুণ্যে
মহাপাতকনাশনে । দর্শনাত্তস্ত লিঙ্গস্ত দিব্যরূপো
বভূব হ । ৩০ । কুষ্ঠরোগেণ যুক্তস্ত যুক্তো বৈ
ব্রহ্মহত্যা । কৃতকৃত্যো নৃপো জাতো দর্শনাদেব
পার্বতি । ৩১ । স তত্র তামুষিষ্টৈকং রজনীং
পৃথিবীপতিঃ । তাপসানুং পরং চক্রে সংকারং
ভার্যয়া সহ । ৩২ । ততঃ কৃতশস্ত্র্যয়নস্তাপসৈস্তে-
র্নহাশ্চিভিঃ । দিব্যজ্ঞানাবিতৈর্দিব্যৈঃ সূর্য্যবৈশ্বানর-
প্রভৈঃ । ৩৩ । কৃতং নাম তদা তস্ত লিঙ্গস্ত
কমলাননে । লুম্পেনারাধিতো যস্মাদ্বেবোহয়ং
কুষ্ঠনাশনঃ । লুম্পেশ্বর ইতি খ্যাতো ভবি-
ষ্যতি মহীতলে । ৩৪ । পূজয়িষ্যন্তি য তক্তা
লিঙ্গং লুম্পেশ্বরং পরম্ । স্নাত্বা শিপ্রাজলে
পুণ্যে তে যাস্তান্তি পরং পদম্ । ৩৫ । প্রাগয়িষ্যন্তি
যান্ কামান্ মনসা চেপ্সিতান্ প্রিয়ান্ । তানাপ্যন্তি
ন সন্দেহো লুম্পেশসা চ দর্শনাৎ । ৩৬ । মহাপাপ-
সমায়ুক্তো যঃ পশুতি সমাহিতঃ । লিঙ্গং লুম্পেশ্বরং

ভাষা হইলে কান্তি লাভ করিবেন । দেবর্ষি এই
কথা বালিলে রাজা লুম্প সহর মহর্ষিগণসেবিত
মহাকালবনে আগমন করিলেন । ঐ শিপ্রা-
পরিশোভিত স্বর্গোপম স্থানে তিনি প্রবেশ করিয়া
লিঙ্গ দর্শনপূর্বক মহাপাতকনাশন শিপ্রাজলে
স্নান করিলেন এবং লিঙ্গদর্শনকালে দিব্য রূপ
প্রাপ্ত হইলেন । হে পার্বতি ! ঐ রাজা লিঙ্গ
দর্শনপ্রভাবে কুষ্ঠরোগ ও ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি
লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন । রাজা এক
রাত্রি ঐ স্থানে বাস করিয়া ভার্য্যার সহিত
ব্রততা তাপসগণের সংকার করিলেন ; দিব্য
জ্ঞানসম্পন্ন সূর্য্য-বৈশ্বানরপ্রভ মহাত্মা তাপসগণও
ঐহার স্বস্ত্যয়ন করিলেন ; ঐ সময় লুম্পারাধিত
বলিয়া ঐ কুষ্ঠনাশন লিঙ্গের নাম করা হইল,—
লুম্পেশ্বর । লিঙ্গ লুম্পেশ্বর নামে জগতে বিখ্যাত
হইলেন । যাহারা ভক্তিপূর্বক ঐ লিঙ্গের পূজা করে,
এবং পুণ্য শিপ্রাজলে স্নান করে, তাহারা পরমপদ
লাভ করিয়া থাকে । লুম্পেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে
যাহারা যে যে অভিলষিত কামনা করে, তাহারা
তাহা লাভ করিয়া থাকে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ

সোহপি দেবতুল্যো ভবিষ্যতি । ৩৭ । গোমুশ্চৈব
কৃতশ্চ মাতৃহা গুরুতল্লগঃ । দৃষ্টকর্ম্মসমাচারো
ভ্রাতৃহা পিতৃহা তথা । ৩৮ । লুম্পেশ্বরং স্কৃৎ
পশুন্ মুচ্যতে সর্বকিঞ্চিৎ । পূজিতোহপি দহেৎ
পাপং সপ্তজন্মাজ্জিতঞ্চ যৎ । ৩৯ । ইতুক্তা
মুনয়ঃ সর্গে পূজয়ামাস্বর্য্যিতাঃ । কুষ্ঠরোগাবিনি-
মুক্তো রাজা স্ববিষয়ং গতঃ । ৪০ । এব তে কথিতো
দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । লুম্পেশ্বরস্ত দেবস্ত শৃণু
গঙ্গেশ্বরং পরম্ । ৪১ ।

ইতি শ্রীকান্দে লুম্পেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈ-
কোদশচারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪৭ ।

দ্বিচত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীহর উবাচ । দ্বাচত্রিংশতং দেবং গঙ্গেশ্বর-
মথো শৃণু । যস্ত দর্শনমাত্রেণ সর্বতীর্থকলং ভবেৎ
ঋবধারং জগদ্যোনেঃ পদং নারায়ণস্ত তু । ১
পদাৎপ্রবৃত্তা যা দেবী গঙ্গা ত্রিপথগা নদী । সা
প্রবিশু সূর্য্যোনিং সোমমাধারমন্তসাম্ । ২ ।

নাই । মহাপাপসমায়ুক্ত ব্যক্তিও যদি এ লিঙ্গ
সমাহিতভাবে দর্শন করে, তাহা হইলে সে দেবতুল্য
হয় । গোমু, কৃতশ, মাতৃহা, গুরুগতল্ল, দৃষ্টকর্ম্ম, ও
ভ্রাতৃহা ব্যক্তিও যদি একবার মাত্র লুম্পেশ্বর লিঙ্গ
দর্শন করে, তাহা হইলে তাহারা ঐ সকল দৃষ্টকর্ম্ম-
জনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে
ঐ লিঙ্গ পূজিত হইয়া সপ্তজন্মাজ্জিত পাপকে দহ
করিয়া থাকেন । এই সকল কথা বলিয়া মুনিগণ
রাজাকে সম্মানিত করিলেন, রাজাও কুষ্ঠরোগ
হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যা-
বর্তন করিলেন । হে দেবি ! এই আমি তোমার
নিকট লুম্পেশ্বর দেবের মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম,
অতঃপর গঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ১৩—৪১ ।

এক চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪১ ।

দ্বিচত্রিংশ অধ্যায় ।

শ্রীহর বলিলেন — হে দেবি ! যাহার দর্শন মাত্র
সর্বতীর্থকল লাভ হয়, আমি সেই দ্বিচত্রিংশ লিঙ্গ
গঙ্গেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।
জগদ্যোনি নারায়ণের ঋবধার পদ হইতে দেবী
ত্রিপথগামিনী গঙ্গা প্রবাহিত হন । ঐ গঙ্গানদী

ততঃ সংবৰ্দ্ধমানাৰ্করশ্চিসঙ্গতিপাবনী । পপাত
মেকপৃষ্ঠে চ সা চতুর্দ্ধা ততো যযৌ ॥ ৩ ॥
মেককূটতটাস্তেভ্যো নিপতন্তৌ যশস্বিনৌ । বিকীৰ্ণা-
মাণসলিলা নিরালঙ্গা পপাত সা ॥ ৪ ॥ মন্দরা-
দিষু শৈলেষু প্রবিভক্তোদকা সমম্ । তত্র
সীতেতি বিখ্যাতা যযৌ চৈত্ররথঃ বনম্ ॥ ৫ ॥
তৎ প্রাবয়িত্বা চ যযাবরুণোদঃ সরিষরা ॥ ৬ ॥
তথৈবালকনন্দাখ্যা দক্ষিণে গন্ধমাদনে । মেক-
পাদবনঃ গহ্বা নন্দনে দেবনন্দনে ॥ ৭ ॥ মানসঞ্চ
মহাবেগাৎ প্রাবয়িত্বা সরোবরম্ । তস্মাচ্চ শৈল
রাজানং রম্যং ত্রিশিখরং গতা ॥ ৮ ॥ তস্মাচ্চ
পর্বতাঃ সর্বে প্রাবিতাস্তৎক্ষণাৎ প্রিয়ে । তান্
প্রাবয়িত্বা সম্প্রাপ্তা হিমবন্তঃ মহাগিরিম্ ॥ ৯ ॥ যয়া
ধৃতা চ তত্রৈব জটাজুটেন পার্কতি । ন যুক্তা চ
যদা গজা তদা জুহ্বা মমোপরি ॥ ১০ ॥ গাভ্রাণি
প্রাবয়ামাস মদীয়ানি বরাননে । যয়া চ ক্রুকা
ক্রোধেন জটামধ্যে যশস্বিনি ॥ ১১ ॥ তত্রৈব স
তপস্ক্রে বহুকল্পশতানি চ । ভগীরথেনোপবাসৈঃ

সুধাযোনি বারিনিদান চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশপূৰ্বক
পরে বৰ্দ্ধমান অৰুণশিসংসর্গে পবিত্র হইয়া মেকপৃষ্ঠে
আসিয়া পড়েন । মেকপৃষ্ঠে পতিত হওয়ার পর তিনি
চারিভাগে বিভক্ত হন এবং বিকীৰ্ণাঙ্গা সলিলা
হইয়া মেককূটতট হইতে নিরালঙ্গভাবে মন্দরাদি
শৈলে আগমন করেন । এই স্থানে তাঁহার জলরাশি
বিভক্ত হইয়া যায় এবং তিনি সিঁতা নামে বিখ্যাতা
হন । এই স্থান হইতে তিনি চৈত্ররথ বনে গমন
করেন, চৈত্ররথবন প্রাবিত করিয়া পরে অরুণোদ
পর্যন্ত প্রবাহিত হন । তথায় তাঁহার নাম হয়,—
অলকনন্দা । এই স্থানের দক্ষিণে অবস্থিত গন্ধ-
মাদনপর্বত প্রাবিত করিয়া পরে তিনি মেকপাদবনে
গমন করেন । তথা হইতে দেবনন্দন নন্দনে
গিয়া মহাবেগে মানস সরোবরপ্রাবিত করত তথা
হইতে শৈলরাজ ত্রিশিখরে পতিত হন । ত্রিশিখর
হইতে তিনি বহু পর্বত প্রাবিত করিয়া মহাচল
হিমালয়ে আগমন করেন । এইখানেই আমি
উঁহাকে জটাজুটে ধারণ করি । ধারণ করিয়া
আমি তাঁহাকে যখন পরিত্যাগ করিলাম না, তখন
তিনি আমার প্রতি জুহ্ব হইলেন । জুহ্ব হইয়া
আমার গাত্র প্রাবিত করিলেন । আমিও জুহ্ব
হইয়া তাঁহাকে জটামধ্যে ক্রুদ্ধ করিলাম । তখন
তিনি আমার জটামধ্যেই থাকিয়া তপস্শা করিতে

স্বত্যা চারাধিতো হুহুম্ ॥ ১২ ॥ তদা যুক্তা যয়া
দেবি গজা ত্রিপথগামিনী । মহাকালমহুপ্রাপ্তা
প্রাবয়িত্বোত্তরান্ কুরুন্ ॥ ১৩ ॥ সমুদ্রমহিবী জাতা
প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী । নদীনাযুক্তমা গজা সমুদ্রেণ
কৃতা তদা । স তয়া সহিতো রেমে সমুদ্রঃ সরিতাং
পতিঃ ॥ ১৪ ॥ ততঃ কদাচিদ্রক্ষাণমুপাসাঞ্চক্রে
সুরাঃ । তথার্ণবো জগামাথ ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ।
গজয়া সহিতো দেবি দর্শনার্থং মহোৎসবে ॥ ১৫ ॥ অথ
গজা সরিছেষ্ঠা সমুপায়াৎ পিতামহম্ । তস্তা বাসঃ
সমুদ্রতং মাকুতেন শশিপ্রভম্ ॥ ১৬ ॥ ততোহতবন
সুরগণাঃ সহসাবাস্থখান্তদা । মহাভিষক্ত রাজর্ষি-
নিঃশঙ্কো দৃষ্টবারদীম্ ॥ ১৭ ॥ তস্ত ভাবঃ বিদিত্বাথ
ব্রহ্মণা স তিরস্কৃতঃ । উক্তস্ত জাতো মর্ত্যেযু পুন-
লোকানবাপ্যসি ॥ ১৮ ॥ গজা শপ্তাথ জুহ্বেন
সমুদ্রেণ যশস্বিনি । মাং বিহায়াস্তসক্তাসি তস্মাদ-
যাগসি মানুসম্ ॥ ১৯ ॥ লোকমল্লায়ুসং দীনা তত্র
দুঃখমবাপ্যসি । তং শাপং দাক্ষণঃ শ্রুত্বা গজা বচন-
মববীৎ ॥ ২০ ॥ বিনাপরাধাচ্ছপ্তাহং কস্মাৎ দেব-

লাগিলেন । অনন্তর ভগীরথ উপবাস ও স্ততি
দ্বারা আমার আরাধনা করিলে আমি তাঁহাকে
মোচন করিলাম । তিনি আমাকর্তৃক যুক্ত হইয়া
মহাকালবনে গমনপূর্বক উত্তরকুরু প্রাবিত করত
সমুদ্রের প্রাণাবিকা প্রেয়সী হইলেন । সমুদ্র গজাকে
লাভ করিয়া তাহাকে নদী সকলের শ্রেষ্ঠা করিয়া
দিলেন এবং তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ।
১—১৪। একদা সুরগণ ব্রহ্মার উপাসনা করিলে সমুদ্র
উৎসব দর্শনার্থ গজার সহিত সনাতন ব্রহ্মলোকে
গমন করিলেন । গজা তথায় উপস্থিত হইয়া পিতা-
মহের নিকট সাক্ষাৎ করণার্থ উপস্থিত হইলেন ।
এ সময় মাকুতসঞ্চারে তাঁহার শশিপ্রভ পরিধেয়
বসন উড়িয়া গেল । সুরগণ সকলেই তখন
অধোবদন হইলেন । কিন্তু রাজর্ষি মহাভিষ নিঃশঙ্ক-
ভাবে তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিলেন । পিতামহ
রাজর্ষির ভাব অবগত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার-
পূর্বক বলিলেন,—তুমি মর্ত্যধামে জন্মগ্রহণ করিয়া
পুনরায় স্বীয়লোক প্রাপ্ত হইবে সমুদ্রও জুহ্ব
হইয়া গজাকে এইরূপ শাপ দিলেন যে, যে হেতু
তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তাসক্ত হইয়াছ,
অতএব তুমি অল্লায়ু মাল্লবলোকে গমন করিয়া
নিরন্তর দুঃখ ভোগ কর । গজাদেবী এই দাক্ষণ
শাপ শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে স্বামিন! কিজন্ত

সংসদি । পতিব্রতা পতিপ্রাণা পতিনা পরমার্থতঃ ।
২১ । প্রমাদাঙ্কনমুকুতঃ বায়না ব্যাপকেন তু ।
প্রভাবাচ কতো ব্রজা তাং নদীং লোকপাশনৌ ॥ ২২ ॥
বসুনাং কারণাদ্ধেবি শপ্তা যস্মান্নহানদি ।
ভাবার্থে তোয়নিধিনা তস্মাচ্ছৌভঃ ব্রজাধনা ॥ ২৩ ॥
মহাকালবনে রম্যে সিদ্ধগন্ধর্বসেবিতৈ । শিপ্রায়
দক্ষিণে ভাগে বিদ্যাতে লিঙ্গমুত্তমম ॥ ২৪ ॥ সর্ব-
সিদ্ধিকরং পুণ্যং সর্বপাতকনাশনম্ । তমারাধয়
যত্নেন স তে দাস্ততি বাঞ্ছিতম্ ॥ ২৫ ॥ পিতামহবচঃ
শ্রুত্বা তুষ্ঠা ত্রিপথগামিনী । গমনং তত্র মেহভীষ্টং
বিদ্যাতে যৎ সখী মম । শিপ্রাপি মে প্রিয়া পুণ্য
মহাপাতকনাশিনী ॥ ২৬ ॥ ইতি সঙ্কিন্ত্য মনসা
দিব্যা দেবনদী তদা । আজগাম মহাকালে হৃদয়-
লিঙ্গমুত্তমম ॥ ২৭ ॥ পূজয়ামাস পয়সা দিবোন বিধিনা
তদা । দৃষ্টা শিপ্রাং সখীং তত্র সংশ্লেশং চাভবন্তয়োঃ ॥
২৮ ॥ ততঃ প্রভৃতি সজ্জাতা সা শিপ্রা পূর্ববাহিনী ।
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতো দেবো গজেশ্বরঃ স্বয়ম্ ।

আমায় দেবসভায় দিনা অপরাধে অভিষাপ প্রদান
করিলেন? আমি পতিব্রতা ও পতিপ্রাণা; সর্বত্র
সঞ্চারী বায়ু আমার বস্তু উদ্ধৃত করিল, ইহাতে
আমার অপরাধ কি? গঙ্গার এই বিনীত বাক্য
শ্রবণ করিয়া ব্রজা বলিলেন,—গঙ্গে! তুমি
বসুদিগের জন্ত অভিষপ্ত হইলে অতএব
তুমি শীঘ্র তোয়নিধির সহিত সিদ্ধগন্ধর্ব-
সেবিত রম্য মহাকালবনে গমন কর । শিপ্রা
নদীর দক্ষিণে উত্তম লিঙ্গ বিরাজিত । ঐ
লিঙ্গ সর্বসিদ্ধিকর পবিত্র ও সর্বপাতকনাশন ।
তুমি ভক্তিসহকারে তাঁহার আরাধনা কর,
তিনি বাঞ্ছিত প্রদান করিবেন । ত্রিপথগা তখন
পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন,—ঐ
স্থানে গমন করিলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে;
আর ঐ স্থানে আমার প্রিয় সখী মহাপাতক-
নাশিনী শিপ্রা আছে, তাহার সহিতও সাক্ষাৎ
হইবে । এই প্রকার চিন্তা করিয়া দেবনদী গঙ্গা
মহাকালবনে আগমন করিয়া লিঙ্গ দর্শন করিলেন ।
লিঙ্গ দর্শন করিয়া তিনি দিব্য বিধি অনুসারে
তাঁহার পূজাজল দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং
তাঁহার সখী শিপ্রাকে দর্শন করিয়া তিনি তাঁহাকে
আলিঙ্গন করিলেন । ঐ সময় হইতে শিপ্রা
পূর্ববাহিনী হইয়াছেন । গঙ্গাদেবী অর্চনা
করিয়াছেন বলিয়া তদ্রূপ লিঙ্গ গজেশ্বর নামে

গঙ্গারাদিতো যস্মাৎ সমৌহিতকলপ্রদঃ ॥ ২৯ ॥
সংস্কৃতা দেবগন্ধর্বৈর্গঙ্গা দেবনদী তদা । ঋষিভি-
র্কালখিল্যাদ্যৈশ্চতৈশ্চুনিভিশ্চুদা ॥ ৩০ ॥ সমুদ্র-
স্তত্র সম্প্রাপ্তো মানিতা সা মহানদী । লিঙ্গেনোক্তা
তদা গঙ্গা কলয়া স্বীয়ভামিতি ॥ ৩১ ॥ তৎসমীপে
মহাপুণ্যে যাবন্তিষ্ঠতি মেদিনী । অঙ্গীকৃতং সমুদ্রেণ
যথোক্তং চ তথাস্থিতি ॥ ৩২ ॥ এবমুক্তা গতা গঙ্গা
কলয়া তত্র সংস্থিতা । গজেশ্বরং তু যঃ পশ্যেৎ স্নাত্বা
শিপ্রান্তসি প্রিয়ে ॥ ৩৩ ॥ গোমহশ্রফলং তস্মৈ
জায়তে নাত্র সংশয়ঃ । সর্বতীর্থফলং তস্মৈ সর্বধর্ম-
ফলং তথা ॥ ৩৪ ॥ সর্বযজ্ঞফলং সম্যক্ সর্বদানফলং
তথা । সর্বযোগফলং দেবি প্রাপ্নোত্যেব নিরন্তরম্ ॥
৩৫ ॥ তত্র তীর্থানি শ্রুতগে পৃথিব্যাং যানি কানিচিৎ ।
ধর্ম্মারণ্যং ফল্গুতীর্থং পুষ্করং নৈমিষং গয়া ॥ ৩৬ ॥
প্রয়াগং চ কুরুক্ষেত্রং কেদারমমরেশ্বরম্ । চম্পভাগা
বিপাশা চ সরযুর্দেবিকা কুহুঃ ॥ ৩৭ ॥ গোদাবরী
শতদ্রুঃ চ বাহদা বেত্রবতীপি । সর্বা এবাত্র সন্নিভাঃ
সঙ্গতাঃ সন্তি গঙ্গয়া ॥ ৩৮ ॥ শুশ্রুতানি পুণ্যতীর্থানি
সিদ্ধক্ষেত্রানি চৈব হি । তত্র সর্বাণি তিষ্ঠান্ত কলা-

ত্রিলোকবিখ্যাত হইলেন । গঙ্গাদেবী ঐ স্থানে
দেব, গন্ধর্ব, বালখিল্যাদি ঋষি ও অন্যান্য মুনি-
গণ কর্তৃক স্তুত হইয়াছেন । সমুদ্রও ঐ স্থানে
গমন করেন । মহানদী গঙ্গা তখন স্বামিসন্দর্শনে
মানিনী হইলেন । ঐ সময় লিঙ্গ বলিলেন,—অয়ি
গঙ্গে! যতদিন মেদিনী বিদ্যমান থাকিবে, তত-
দিন তুমি এই স্থানে কলামাত্র রূপে অবস্থান কর ।
সমুদ্রও তথাস্থ বাক্যে লিঙ্গবাক্যে অনুমোদন করি-
লেন । দেবী গঙ্গা লিঙ্গবাক্যে তথায় কলামাত্র
অবস্থিত হইয়া গমন করিলেন । হে প্রিয়ে! যে
ব্যক্তি শিপ্রাজলে স্নান করিয়া গজেশ্বর লিঙ্গ দর্শন
করে, তাহার গোমহশ্রদানফল, সর্বতীর্থফল, সর্ব-
ধর্মফল, সর্বযজ্ঞফল, সর্বদানফল ও সর্ব যোগফল
লভ্য হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৩৫—৩৮ ॥
অয়ি শ্রুতগে! ধর্ম্মারণ্য, ফল্গুতীর্থ, পুষ্কর, নৈমিষ,
প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, কেদার, অমরেশ্বর, চম্পভাগা,
বিপাশা, সরযু, দেবিকা, কুহু, গোদাবরী, শতদ্রু,
বাহদা ও বেত্রবতী প্রভৃতি যাবতীয় নদী, তীর্থ
ও ধর্ম্মারণ্য এই পৃথিবীতে আছে, তৎসমস্তই
এই স্থানে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে । আরও
যাবতীয় শুণ্ড পুণ্যতীর্থ ও সিদ্ধক্ষেত্র আছে,
তৎসমস্তও কলামাত্র ঐ স্থানে বিদ্যমান ।

মাত্রেণ পার্শ্বতি ॥ ৩৯ ॥ এতেষাং কলমাপ্নোতি
যঃ পশ্চাত্ত সমাহিতঃ । স্নাত্ব গঙ্গেশ্বরং দেবং সত্য-
মেতন্ময়োদিতম্ । অতঃ পুণ্যতমং স্থানং গীয়তে
গণবন্দিতে ॥ ৪০ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ
পাপনাশনঃ । গঙ্গেশ্বরস্তা দেবস্তা শৃংগারেশ্বরঃ
পরম্ ॥ ৪১ ॥

ইতি ত্রীক্ষাদে গঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যানবর্ণনং নাম
ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীশিব উবাচ । চত্বারিংশতমং বিদ্ধি ত্রাধিকং
পৰ্বতান্নজে । যস্তা দর্শনমাত্রেণ জায়ন্তে সৰ্বসম্পদঃ ॥
১ ॥ আদিকল্পে পুরা জাতো বক্রাক্ষো লোহিত-
চ্ছবিঃ । রৌদ্রস্বাক্ষরসদৃশো মম গাত্রাদ্বরাননে ।
ময়া ধৃতো ধরণ্যাং স বিখ্যাতো ভূমিপুত্রকঃ ॥ ২ ॥
জাতমাত্রে সূতে তস্মিন্মহাকায়ে ভয়াবহে । কম্পিতা
ধরণী দেবী দেবাস্থস্তাঃ সवासবাঃ ॥ ৩ ॥ কোভঃ
গতাঃ সমুদ্রাশ্চ চেলুশ্চ ধরণীধরাঃ । তেনৈব
পীড়িতং সৰ্বং স দেবাস্থরমানুষম্ ॥ ৪ ॥ ঋষয়ো

হে পার্শ্বতি ! যে ব্যক্তি এই স্থানে স্নান করিয়া
সমাহিতমনে গঙ্গেশ্বর দেবকে দর্শন করে, সে
পূর্বোক্ত যাবতীয় তীর্থস্নানের ফললাভ করিয়া
থাকে, ইহা আমি সত্য কহিলাম । অয়ি
গণবন্দিতে ! এই জন্তই এই স্থান অতি
পুণ্যতম । হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট
গঙ্গেশ্বর দেবের পাপনাশন মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম,
আপাতত অঙ্গারেশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণ কর ॥ ৩৬—৪১ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

শ্রীশিব বলিলেন,—হে দেবি ! যাহার
দর্শনমাত্র সৰ্ব সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে,
আমি সেই ত্রিচত্বারিংশ লিঙ্গমাহাত্ম্য কীর্তন
করিবো, শ্রবণ কর । পূর্বে আদিকল্পে
আমার দেহ হইতে অতি রৌদ্র অঙ্গার সদৃশ
লোহিতচ্ছবি বক্রাক্ষ জন্ম গ্রহণ করে । আমি
এ ভূমিস্থতকে ধরাধামে বিখ্যাত করি । এই
ভয়াবহ মহাকায় পুত্র জাতমাত্রে ধরণী কম্পিত,
সবাসব দেবগণ জন্ত, সমুদ্র কোষিত ও ধরণীধর-
গণ চালিত হইল । এমন কি স দেবাস্থর সমস্ত

বালগিল্যাশ্চ দেবাঃ শক্রপুৰোগমাঃ । বৃহস্পতিঃ
পুরস্কৃত্য ব্রহ্মলোকং গতাঃ প্রিয়ে ॥ ৫ ॥ সোচ্ছ্রাসাঃ
কথয়ামাস্থর্নমস্কৃত্য পিতামহম্ । বৃত্তান্তং বিস্তরাৎ
সৰ্বং লোকত্রয়বিনাশনম্ ॥ ৬ ॥ হরগাত্রোদ্ভবেনৈব
জাতমাত্রেণ লীলয়া । লোকত্রয়ং সমাক্রান্তং পীড়িতং
ভক্ষিতং তথা ॥ ৭ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং
ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । চিন্তয়িত্বা তু তৈঃ
সার্কমাজ্জগাম মমাস্তিকম্ ॥ ৮ ॥ ময়া পৃষ্টোহু তে
সৰ্বৈ কিমর্থং ভয়বিহ্বলাঃ । সোচ্ছ্রাসহৃদয়া দীনাঃ
কস্মাদ্বো ভয়মাগতম্ ॥ ৯ ॥ তৈঃ সৰ্বং কথিতং দেবি
মমাত্রে ভয়বিহ্বলৈঃ । স্বদঙ্গসমুদ্ভবেনৈব দেবদেব
জগৎপতে । পীড়িতং ভক্ষিতকৈব স দেবাস্থরমান-
বম্ ॥ ১০ ॥ ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ক্ষেমার্থং কুপয়া
ময়া । আকারিতো মৎসমীপমুবাচ বদতাং বরঃ ॥
১১ ॥ আদেশো দীয়তাং দেব কিং করোমীতু্যবাচ
সঃ । নাকৰ্ষ ত্বং জগদিদং ময়া প্রোক্তং পুনঃপুনঃ ॥
১২ ॥ মমাজ্জাজসা জাতস্তেনাক্ষারক উচ্চসে ।

জগৎ পীড়িত হইতে লাগিল । এই সময়ে বাপ-
গিয়া ঋষিগণ এবং শক্রব্রমুখ দেবগণ মহাভাগ
বৃহস্পতিকে অগ্রে কলিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করি-
লেন । হে প্রিয়ে ! ব্রহ্মলোকে গিয়া তাঁহারা প্রণাম-
পূর্বক এই লোকত্রয়বিনাশক বৃত্তান্ত পিতামহকে
বিস্তাররূপে বিজ্ঞাপন করিলেন যে, হে দেব ! হরগাত্র
হইতে ভূমিস্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে জাতমাত্র
ত্রিলোক পীড়িত ও ভক্ষিত হইতেছে । এই কথা
শ্রুতিয়া লোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা কিয়ৎকাল
চিন্তা করত তাঁহাদের সহিত আমার নিকট আগমন
করিলেন । আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—
কি জন্ত আপনাদিগকে ভয়বিহ্বল, সোচ্ছ্রাসহৃদয়,
দীন ও ক্ষীণ দেখিতেছি আপনারা কাহার
নিকট ভয়প্রাপ্ত হইয়াছেন ? ১—৯ । হে দেবি !
তাঁহারা ভয়-বিহ্বল হইয়া আমায় বলিলেন,—হে
দেব জগৎপতে ! আপনার অঙ্গসমুৎ ভূমিস্থত
এই স দেবাস্থর জগৎ পীড়িত করিয়া ভক্ষণ করি-
তেছে । আমি তাঁহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
কুপাপরবশ হইলাম এবং লোক মঙ্গলার্থ ভূমিপুত্রকে
আহ্বান করিলাম । সেই বাগ্ধিবর আমার নিকট
উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্বক বলিল,—হে দেব ! কি
করিতে হইবে, আদেশ করুন ? তাহার এই বাক্যে
আমি তাহাকে পুনঃপুন বলিলাম,—তুমি এই জগৎকে
পীড়িত করিও না, তুমি আমার অঙ্গ হইতে রজো-
গুণ-প্রভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ; এই জন্ত তুমি

লোকানাং স্বস্তয়ে নিত্যং মঙ্গলোহসি ময়া কৃতঃ ॥ ১৩ ॥
ইদানীং বক্রতাং যাভো বক্রস্তং গীয়েসে বৃধৈঃ ।
বিজ্ঞপ্তোহহং তদা তেন মম বাক্যঃ কৃতঃ যদা ।
আহারেণ বিনা দেব কথং তৃপ্তির্ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥
তস্মায়ে দেহি সুস্থানমাধিপত্যঞ্চ দেহি মে । শক্তিং
চ দেহি মে শীঘ্রমাহারং দেহি মে প্রভো ॥ ১৫ ॥
তস্মা তদ্বচনং শ্রুত্বা পুত্রোহয়ং মম বল্লভঃ । তস্মা-
দাস্তামি পরমং স্থানমক্ষয়মুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥ ইতি
সঙ্কিন্ত্য মনসা স্মৃতং স্থানং ময়োত্তমম্ । উৎসঙ্গে চ
স্মৃতং কৃত্বা প্রেমণা প্রোক্তং পুনঃপুনঃ ॥ ১৭ ॥ দত্তং
পুত্র ময়া স্থানং মহাকালবনোত্তমে । গঙ্গেশ্বরস্ত
পূর্বে তু প্রশস্তং স্থানমুত্তমম্ ॥ ১৮ ॥ খগর্ত্তা চৈব
শিপ্রা চ সঙ্গমস্তত্র বিদ্যতে ॥ ১৯ ॥ যদা ময়া যুতা
গঙ্গা তদা সা চন্দ্রমণ্ডলাৎ । প্রমাদাৎ পতিতা
ভূমৌ মহাকালবনোত্তমে ॥ ২০ ॥ খগর্ত্তেতি চ
বিপ্যাতা খাদ্ভট্টা প্রাপ . তৎ ক্ষিতৌ ।
অতো ময়াবতারস্ত সহসা তত্র বৈ কৃতঃ ॥ ২১ ॥
লিঙ্গমূর্ত্তিরহং পুত্র তিষ্ঠামি সুরপূজিতঃ । তৎস্থানং

দুর্লভং দেবৈস্তস্মাৎ গচ্ছ সহরম্ ॥ ২২ ॥ পূজিগ্ণো-
হহং ত্রয়া তত্র সঙ্গমে লোকপূজিতে । ত্রিষু লোকেষু
খাস্তামি খ্যাতিং বৈ তব নামতঃ ॥ ২৩ ॥ মধ্যে
গ্রহণাং সন্মেষমাধিপত্যং ময়া তব । দত্তং
তৃতীয়কং স্থানং তত্র তৃপ্তির্ভবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥ পূজাং
প্রাপ্যসি তজ্জৈব গ্রহমধ্যে ব্যবস্থিতঃ । তিথিদত্তা
চতুর্থী তে তস্মাৎ যে ব্রততৎপরঃ ॥ ২৫ ॥ হ্যামৃদিশ্চ
করিস্যন্তি পূজাং শাস্তিঃ সদক্ষিণাম্ । তেন সর্বেণ
তে তৃপ্তির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥ বারশ্চৈকশ্চ
তে দত্তো মঙ্গলার্থং ময়া তন্ন । নববস্ত্রপরীধানং
বিদ্যারম্ভং দিনে তব । তৈলাভ্যঙ্গং করিস্যন্তি ন
চ প্রাপ্যন্তি তে বলম্ ॥ ২৭ ॥ ইত্যুক্ত্বা ময়া
দেব বক্রাক্ষো মঙ্গলঃ স্মৃতঃ । অঙ্গারকেতি
বিখ্যাতস্তথেষ্টাক্ষৌচকার সঃ ॥ ২৮ ॥ সমুদ্রস্তেন
বাক্যেন মদৌয়েন বরাননে । আজগাম মুদা যুক্তো
মহাকালবনোত্তমে ॥ ২৯ ॥ শিপ্রায়াশ্চ তটে রম্যো
খগর্ত্তাসঙ্গমাস্তিকম্ । দৃষ্টোহহং লিঙ্গরূপেণ পরাঃ
তুষ্টিমুপাগতঃ ॥ ৩০ ॥ ময়া চার্ণাঙ্গিতঃ প্রেমণা চুষিতঃ

অঙ্গারক নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে । আমি লোক সকলের
নিত্য মঙ্গলের নিমিত্ত তোমাকে মঙ্গলময় করি-
য়াছি । ইদানীং তুমি বক্রভাবাপন্ন হইয়াছ বলিয়া
পণ্ডিতগণ তোমাকে বক্র বলিয়া কৌতুহল করিতে-
ছেন । ভূমিস্মৃত আমার এই সকল বাক্য শ্রবণ
করিয়া আমাকে বলিল,—হে দেব ! আহার ব্যতি-
রেকে কিরূপে আমার তৃপ্তি হইবে ? অতএব
আপনি শীঘ্র আমায় সুস্থান, আধিপত্য, শক্তি ও
আহার প্রদান করুন । আমি তাহার এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলাম যে, এ আমার প্রিয় পুত্র,
স্মৃতরাং ইহাকে অক্ষয় উত্তম স্থান প্রদান করিব ।
এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি উত্তম স্থান নির্বাচন
করিয়া তাহাকে ত্রোড়ে ধারণ করিলাম এবং
বাৎসল্য বশত বার বার বলিলাম,—হে জ্ঞ !
আমি তোমায় মহাকালবনোত্তমে উত্তম স্থান প্রদান
করিলাম । এই প্রশস্ত উত্তম স্থান গঙ্গেশ্বর লিঙ্গের
পূর্বে অবস্থিত । এই স্থানে খগর্ত্তা ও শিপ্রার
পুণ্যময় সঙ্গম সঙ্গটিত হইয়াছে । যখন আমি
জটাভূটে গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছিলাম, তখন গঙ্গা
প্রমাদ বশতঃ চন্দ্রমণ্ডল হইতে ভূমিতলে মহাকাল
বনে পতিত হন । এই সময়ে গঙ্গা এই স্থানে খগর্ত্তা
নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন । এই সকল কারণে
আমি এই স্থানে লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করিব; অবলীর্ণ

হই । সুরগণ তখন এই স্থানে আমার পূজা করেন ।
হে পুত্র ! এই স্থান অতি পবিত্র ও দেব-দুর্লভ,
অতএব তুমি সহর এই স্থানে গমন কর । পূর্বোক্ত
লোক-পূজিত সঙ্গমে আমি তোমা কর্তৃক পূজিত
হই । এই জন্ত আমি ত্রিভুবনে তোমার নামে
খ্যাতিলাভ করিয়াছি । তোমাকে আমি গ্রহগণের
আধিপত্য ও তৃতীয় স্থান প্রদান করিয়াছি, ইহাতে
তোমার তৃপ্তি হইবে । তুমি গ্রহমধ্যে ব্যবস্থিত
হইয়া পূজা লাভ করবে । আমি তোমাকে চতুর্থী
তিথি প্রদান করিলাম । ব্রততৎপর ব্যক্তি এই
তিথিতে তোমার উদ্দেশে দক্ষিণা পূজা ও
শাস্তি করিবে, ইহাতে তুমি পরম তৃপ্তিলাভ
করিবে ; ইহাতে কোন সংশয় নাই । আর
তোমার মঙ্গলের জন্ত আমি তোমাকে একটি
বারও প্রদান করিয়াছি । এই বারে মানবগণ নব
বস্ত্র পরিধান, বিদ্যারম্ভ ও তৈলাভ্যঙ্গ করিবে না ।
এরূপ করিলে তাহারা তোমার কোপপ্রাপ্ত হইবে ।
১০—২৭ । হে দেবি ! আমার এই সমুদায় বাক্য
শ্রবণ করিয়া অঙ্গারক নামে প্রসিদ্ধ মঙ্গল স্মৃত
মঙ্গল ‘বক্রাক্ষ’ বাক্যে আমার বাক্য অঙ্গীকার-
পূর্বক হৃষ্টচিত্তে মহাকালবনে—শিপ্রাতটে খগর্ত্তা-
সঙ্গম-সন্নিধানে আগমন করিল । আমি লিঙ্গরূপে
হৃষ্টান্তঃকরণে তাহা দর্শন করিয়া স্নেহ বশতঃ আনি-

শিরসি প্রিয়ে । বরো দত্তো বিশালাক্ষি বাহিতঃ
তে ভবিষ্যত । ৩১ । দৃষ্টোহং চ ত্বয়া পুত্র ভক্ত্যা
চারাধিত্বয়া । মম বাক্যং কৃৎস্নং যস্মাক্তম্ভ্রুষ্টোহস্মি
মঙ্গল । ৩২ । অঙ্গারেশ্বরনামাহমদ্যপ্রভাত পুত্রক ।
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতো ভাবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ৩৩ ।
যে মাং পশ্চান্ত সততং সঙ্গমেহত্র ব্যবস্থিতম্ । ন
তেষাং পুনরারূর্ত্তভবিষ্যতি মহৌতলে ৩৪ । যে
মাং সম্পূজয়িষ্যন্ত হুজ্জারকদিনে নরাঃ । কলৌ
যুগে কৃতার্থাস্তে ভবিষ্যন্ত ন সংশয়ঃ ৩৫ । চতুর্থ্যা
মঙ্গলাদিনে যে মাং পশ্চান্ত সূত্রতাঃ । ন তে যান্তান্ত
সংসারে ঘোরে দুঃখশতাকুলে ৩৬ । অমাবস্তা
চ ভৌমশ্চ সংযোগো দৃশ্যতে যদা । খগর্ত্তায়ান্চ
শিপ্রায়াঃ সঙ্গমে দেবপূজিতে ৩৭ । ত্বাভ্য তদা
প্রপশ্যন্তি মামজৈব ব্যবস্থিতম্ । তেষাং পুণ্যফলং
দেবি সমাসাচ্ছু সাস্প্রাম্য ৩৮ । বারানস্তাং
প্রয়াগে চ কুরুক্ষেত্রে চ যৎকলম্ । গয়ায়াং পুন্ডরে
প্রোক্তং তৎপুণ্যমধিকং ভবেৎ ৩৯ । এষ তে
কথিতো দৌব প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । অঙ্গারেশ্বর-
দেবস্ত আয়তামুত্তরেশ্বরম্ ৪০ ।

ইতি শ্রীকান্দেহঙ্গারকেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ

নাম ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ৪৩ ।

জনপূর্বক তাহার মন্তকাঙ্ক্ষা করিলাম এবং তাহাকে
বাহিত বর প্রদান করিলাম ; বলিলাম,—হে মঙ্গল !
তুমি ভক্তিতে আমাকে দর্শন করিয়াছ, আমার
আরাধনা করিয়াছ এবং আমার বাক্য প্রতিপালন
করিয়াছ, এজন্য আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি ।
হে পুত্র ! অদ্য হইতে আমি অঙ্গারেশ্বর নামে
ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইলাম, ইহাতে কোন সংশয়
নাই । যাহারা এই তীর্থসঙ্গমস্থলে আমাকে
দর্শন করিবে, কদাচ তাহাদের আর মহৌতলে
পুনরারূর্ত্তি হইবে না । যে সকল নর মঙ্গলবারে
আমার পূজা করিবে, এই কলিযুগে তাহারাই
কৃতার্থ ; ইহাতে আর সংশয় নাই । মঙ্গলবারগুরু
চতুর্থীতে যাহারা আমার দর্শন করিবে, তাহারা
শত দুঃসঙ্কুল ঘোর সংসারে কদাচ গমন করিবে
না : হে দেবি ! যাহারা মঙ্গলবার অমাবস্তায়
দে পূজিত খগর্ত্তা-শিপ্রা-সঙ্গমে স্নান করিয়া
এ স্থানে অবস্থিত আমাকে দর্শন করিবে,
সংকপে তাহাদের পুণ্যফল কীৰ্ত্তন করিতেছি,
শ্রবণ কর,—বারানসী, কুরুক্ষেত্র, গয়া, ও পুন্ডরে
বাহুশ পুণ্য লাভ হয়, এই স্থানে আমাকে দর্শন

চতুশ্চছারিংশোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । চছারিংশতমং বিদ্ধি চতুর্ভিরধিকং
পরম্ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ সমৌহিতফলং লভেৎ ।
উত্তরেশমিতি খ্যাতং সমৌহিতফলপ্রদম্ ১ ।
পুরা নিযুক্তাঃ শক্রেণ যে মেঘা বৃষ্টিকারকাঃ ।
তৈঃ প্রাবিতং জগৎ সর্বং সপর্কতমহৌতলম্ ২ ।
একারণে ভতো জাতে দেবা ভীতা বরাননে ।
নিঃস্বাধায়বষট্কারাঃ স্বধাস্বাহাবিজ্জিতাঃ ৩ ।
নৈবাপ্যায়নমস্মাকং বিনা হোমেন জায়তে । বয়-
মাপ্যায়িতা বিপ্রৈর্ষজ্জভাগৈর্ঘথোচিতৈঃ ৪ । তেষাং
বয়ং প্রযচ্ছামঃ কামান্ যজ্ঞাদিপূজিতাঃ । নাস্তি তৎ
সমমেবৈতদন্তোত্তমবদন সুরাঃ ৫ । দৃষ্ট্বা পৃথ্বীং
জলে মগ্নাং ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ । কথয়ামাসুর-
ভাগঃ নমস্কৃত্য পিতামহম্ ৬ । একারণা মহৌ

কারলে তাহাদের ততোধিক পুণ্যলাভ হইবে ।
হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট অঙ্গার-
কেশ্বরের পাপনাশন প্রভাব কীৰ্ত্তন করিলাম, অতঃ-
পর উত্তরেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ২৮—৪০ ।

ত্রিচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৩ ।

চতুশ্চছারিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! যাহার দর্শনমাত্র
অভিলষিত ফল লাভ হয়, আমি সেই চতুশ্চছারিংশ
লিঙ্গ উত্তরেশ্বরের মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ
কর । ঐ লিঙ্গ উত্তরেশ্ব নামে প্রসিদ্ধ ও সমৌহিত-
ফলপ্রদ । পূর্বে শক্র যে সকল মেঘকে বৃষ্টিকার্য্যে
নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা বর্ষণ করিয়া সপর্কত-
মহৌতল সমস্ত জগৎ প্রাবিত করে । তাহার ফলে
জগৎ একারণবীকৃত হয় ; ইহাতে দেবগণ অত্যন্ত
ভীত হইয়া পড়েন । ব্রাহ্মণগণ স্বাধায় ও বষট্কার-
কীন এবং স্বাধাস্বাহাবিজ্জিত হন । হে দেবি ! ব্রাহ্মণ
গণ স্বাহা-স্বধা বিজ্জিত হওয়ায় আমরাও আর তাঁহা-
দের দ্বারা আপ্যায়িত হইলাম না ; তাঁহাদের যজ্ঞাদি
কার্য্যইতো আমরা আপ্যায়িত হইয়া থাকি । তাহা-
দের দ্বারা পূজিত হইয়া আমরা তাঁহাদিগকে অতি-
বাহিত বর প্রদান করি । এই সকল কথ্য রাখত হই-
য়া সুরগণ গরুড়ের পরামর্শ মন্ত্রে পৃথিবীকে জল-
ময় দেখিয়া ভগবান্ অঙ্গার শরণ গ্রহণ করিলেন ।
তাহারা পিতামহ-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে

জাতা বিনষ্টাঃ কৃতবঃ প্রভো । নিঃস্বাধ্যায়বর্ষট্-
কারং জগজ্জাতং পিতামহ ॥ ৭ ॥ দেবানাং বচনং
ব্রহ্মা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । মুহূর্ত্তং চিন্তয়ামাস
কিমেতদিত্তি বিস্মিতঃ ॥ ৮ ॥ অকালে প্রলয়ঃ কস্মা-
ন্নিমগ্না পৃথিবী জলে । গতা সৃষ্টির্মদৌয়া তু বার্গঃ
জাতং বচো মম ॥ ৯ ॥ ইতি সঙ্কিস্তা হৃদয়ে সম্মার
বলহৃদনম্ । স্মৃতমাত্রস্ত বনহা হ্যাজগাম পিতা-
মহম্ ॥ ১০ ॥ প্রোবাচ বচনং ব্রহ্মা নমস্কৃত্য পিতা-
মহম্ । স্মৃতোহহং কেন কার্যেণ দেবাজ্ঞাং মে
পিতামহ ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মণোক্তস্তদা শক্রঃ কিমর্থঃ
প্লাবিতা মহী । অসম্বন্ধৈশ্বদৌয়েশ্চ মেঘৈঃ কিং
সহসা কৃতম্ ॥ ১২ ॥ ততঃ সর্কে সমাহুতা মেঘাঃ
শক্রেণ পার্জতি । পিতামহসমক্ষস্তু সমায়াতাশ্চ তৎ-
ক্ষণাৎ ॥ ১৩ ॥ পিতামহেন শক্রেণ মর্যাদা চ কৃত্বা
তদা । গজো নাম মহামেঘঃ পূর্ব্বস্কাং দিশি নির্মিতঃ ॥
১৪ ॥ গজাকারৈস্ততো মেঘৈঃ সহস্রৈর্দশভির্দ্রুতঃ ।
গবয়ো দক্ষিণামাশাং ষট্‌সহস্রাধিপঃ কৃতঃ ॥ ১৫ ॥

প্রণতিপুরঃসর উগ্রভাবে বলিলেন,—হে প্রভো!
মহী একাৰ্ণবা এবং ক্রতু সকল বিনষ্ট হইয়াছে,—
জগৎ নিঃস্বাধ্যায় ও বর্ষট্‌কারহীন হইয়াছে । দেব-
গণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকপিতামহ
ব্রহ্মা বিস্মিতভাবে “একি সজ্জাটিত হইল” বলিয়া
এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কি হেতু অকালে
প্রলয় সজ্জাটিত হইল! পৃথিবী জলমগ্না হইয়াছে ।
কি নিমিত্তই বা আমার সৃষ্টি বিনষ্ট হইল ও
বাক্য বিফল হইল! ১—৯। তিনি এই প্রকার চিন্তা
করিয়া দেবেন্দ্রকে স্মরণ করিলেন; স্মরণ করিবা-
মাত্র দেবেন্দ্র পিতামহসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নম-
স্কারপূর্ব্বক বলিলেন,—হে দেব! কি জন্ত
আমায় স্মরণ করিয়াছেন? কি কারণে হইবে,
আদেশ করুন । তখন ভগবান্ ব্রহ্মা বলিলেন,—
হে দেবেন্দ্র! তোমার মেঘ সকল অসম্বন্ধ হইয়া
কি জন্ত পৃথিবী প্লাবিতা করিয়াছে? উহার
একরূপ অন্তায় সাহস করিল কেন? পিতামহ এই
কথা বলিলে দেবেন্দ্র তৎক্ষণাৎ মেঘগণকে আহ্বান
করিলেন । আহুত হইবামাত্র মেঘেন্দ্র পিতামহ-
সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল । পিতামহ তখন
তাহাদের মধ্যে এইরূপ নিয়ম করিয়া দিলেন,—
তিনি পূর্ব্বদিকে গজ নামক মেঘকে দশদশ
মেঘের সহিত নিযুক্ত করিলেন । এষ্ট প্রকার
গবয়কে দক্ষিণ দিকে ষট্‌সহস্র মেঘের অধিপতি

শরভঃ পশ্চিমামাশাং সহস্রাধিপতিঃ কৃতঃ ।
উত্তরো নাম যো মেঘো মেঘৈঃ কোটিভিরাবৃতঃ ॥
১৬ ॥ উত্তরস্কাং দিশি তদা প্রভুহে সম্প্রতি-
ষ্ঠিতঃ । মর্যাদা চ কৃত্বা দেবি ব্রহ্মণা বাসবেন
তু ॥ ১৭ ॥ প্রারূঢ়কালে চ বর্ষধ্বং নক্ষত্রৈ-
র্জনৈর্জজ্ঞানম্ । আর্দ্রাদিস্মৃতিপর্য্যন্তং নক্ষত্রদশকং
স্মৃতম্ ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মশক্রবৎ ব্রহ্মা তথৈতি কৃত-
নিশ্চয়ঃ । বর্ষধ্বনিয়তে কালে তন্ময়ানি ভবন্তি হি ॥
১৯ ॥ এবং বাবস্থিতে লোকে মর্যাদায়াং স্থিতা
ঘনাঃ । বান্ধনা বিজরা জাতান্‌দশা মুদিতা ভূশম্ ॥
২০ ॥ তুরগ্রহৈরথো রুদ্ধান্তে মেঘা বৃষ্টিকারকাঃ ।
শনৈশ্চরেণ ভোমেন ভাস্করেণাথ কেতুনা ॥ ২১ ॥
পীড়িতাঃ শরণং জয়ুর্ধাসবঃ ভয়বিহ্বলাঃ । নিবে-
দিতঃ ভয়াৎ সর্গং নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ ॥ ২২ ॥
মেঘানাং বচনং ব্রহ্মা সজ্জস্তো বাসবস্তদা ।
উবাচ বচনং তেষাং নাহং শক্নো নিবারণে । গ্রহণাম-
সমর্থোহহং সসৈদেব পথোধরাঃ ॥ ২৩ ॥ অহং
রাজ্যাৎ পারিত্রঃ কৃতঃ তুরগ্রহৈঃ পুরা । স্থাপিতো-
হহং কদাচিত্ত সূত্রসনৈগ্রহৈঃ পদে ॥ ২৪ ॥ মম

করিয়া, শরভকে পশ্চমদিকে সহস্র মেঘের অধিপতি
করিয়া এবং উত্তর নামক মেঘকে উত্তরদিকে
কোটি মেঘের অধিপতি করিয়া নিযুক্ত করিলেন ।
হে দেবি! ব্রহ্মা ও বাসব এইরূপ নিয়ম স্থাপন
করিয়া মেঘনিচয়কে বলিলেন,—তোমরা জলাশ্রয়ী
নক্ষত্রগণের সহিত প্রারূঢ় কালে বর্ষণ করিবে ।
আর্দ্রাদি স্মৃতি পর্য্যন্ত দশটী নক্ষত্র জলাশ্রয়ী ।
মেঘ গণ ব্রহ্মা ও দেবেন্দ্রের বাক্যে উক্ত নিয়মে বর্ষণ
করিতে লাগিল । উক্তপ্রকার ব্যবস্থা সংস্থাপিত
হইলে মেঘ নিচয় যথানিয়মে কার্য্য করিতে লাগিল ।
ঐ সময় ব্রাহ্মণগণ জয়শীল ও দেবগণ আনন্দিত
হইলেন । একদা বর্ষণকারী মেঘনিচয় তুরগ্রহ শনৈশ্চর
ভোম, ভাস্কর ও কেতু কর্তৃক অত্যন্ত পীড়িত ও
ভীত হইয়া দেবেন্দ্রের নিকট গমনপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ
নমস্কার কর্তৃক নিবেদন করিল যে, আমরা গ্রহগণ
কর্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইতেছি । ১৩—২২। দেবেন্দ্র
মেঘদলের বাক্য শ্রবণ করিয়া সজ্জস্ত হইলেন এবং
বলিলেন,—হে মেঘদল! আমি গ্রহগণকে
নিবারণ করিতে সক্ষম নহি । হে জলধরগণ!
আমি গ্রহগণকে নিবারণ করিতে সক্ষম অসমর্থ
জানিবো । গ্রহগণ জুদ্ধ হইয়া আমাকেই রাজ্যভট্ট
করিয়াছেন, আমার ভীতরাষ্ট্র প্রসন্ন হইয়া আমার

মাস্ত্যশ্চ পূজ্যশ্চ গ্রহা এব যতোহধিকাঃ । গ্রহাঃ
সৰ্বহরাঃ প্রোক্তা ইতি মে বৰ্ত্ততে মতিঃ ॥ ২৫ ॥
একস্মিন্নন্তরে ভূমৌ সঞ্জাতা শতবার্ষিকী । অনা-
বৃষ্টির্হহারৌজা সৰ্বপ্রাণিবিনাশিনী ॥ ২৬ ॥ অস্থি-
কঙ্কালশকলা শ্বেতপৰ্বতসন্নিভা । পৃথিবী তৎক্ষণা-
জ্জাতা বিনা তোয়েন পার্শ্বতি ॥ ২৭ ॥ দেবাঃ সৰ্বে
পুনৰ্ভীতা ব্রহ্মাণঃ শরণং গতাঃ । উচুশ্চ প্রণতাঃ
সৰ্বে ত্বাহি নঃ শরণাগতান্ ॥ ৮ ॥ অনুবৃষ্ট্যা
জগৎ সৰ্বং পীড়িতং চ পিতামহ । অকালে
প্রলয়ো জাতঃ পুনরেব চ তাদৃশঃ ॥ ২৯ ॥ ত্বয়া চ
বাসবেনৈব নিযুক্তা যে পয়োধরাঃ । কুরগ্রহৈরতী-
বোত্রৈঃ পীড়িতাস্তে পিতামহ ॥ ৩০ ॥ দেবানাং বচনং
শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । অহং বিভেমি ভো দেবা
গ্রহৈস্তৈর্বলবন্তৈঃ ॥ ৩১ ॥ সৰ্বং জানামি মাহাত্ম্যং
গ্রহাণাং কুরচেতসাম্ । শনৈশ্চরেণ বক্রেন ভবন্তঃ
পীড়িতাঃ সদা ॥ ৩২ ॥ বক্রণো যাদসাং নাথো
মঙ্গলেন প্রপীড়িতঃ । রাজ্যভ্রষ্টস্ত বহবা কেতুনা

মদীয় পদে সংস্থাপন করেন । তাঁহারা মাননীয়
ও পূজ্য ; কারণ তাঁহারা বিপুল শক্তিশালী ।
আমার মনে হয়,—তাঁহারা সমস্তই বিনষ্ট করিতে
পারেন । মেঘনিচয়ের অভীষ্ট পূর্ণ হইল না ।
ইত্যবসরে অতি ভীষণ সৰ্বপ্রাণি-বিনাশিনী শত
বার্ষিকা অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল । অনাহারে
প্রাণিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকিলে
দুরাতলে স্থানে স্থানে শ্বেতপৰ্বতসন্নিভ
অস্থিরাশি দৃষ্ট হইতে লাগিল । ঐ সময়
দেবগণ পুনরায় অত্যন্ত ভীত হইয়া ভগবান
ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করিয়া প্রণতভাবে তাঁহাকে
নিবেদন করিলেন,—হে দেব ! আমরা আপনার
শরণ লইয়াছি, আপনি আমাদের পৰিত্রাণ
করুন । অনাবৃষ্টিবশতঃ সমস্ত জগৎ উৎসাদিত
হইতেছে ; পুনরায় বৃষ্টি বা অকালে প্রলয় সঙ্ঘটিত
হয় ! আপনি এবং দেবেন্দ্র, আপনারা উভয়ে পয়ো-
ধরনিচয়কে নিয়মবন্ধনপূর্বক নিযুক্ত করিয়াছিলেন
বটে, কিন্তু কুর গ্রহগণ কর্তৃক তাহারা অতিশয়
পীড়িত হইয়া মহতী অনাবৃষ্টি উৎপাদন করিয়াছে ।
দেবগণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া লোক-
পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবগণ ! আমিও
সেই অতি বলবান গ্রহগণকে ভয় করিয়া থাকি ।
আমি কুরচেতা গ্রহগণের বিচেষ্টিত সমস্তই অবগত
আছি । শনৈশ্চর গ্রহ বক্র হইয়া সৰ্বদা আপনা-

বাসবঃ কৃতঃ ॥ ৩৩ ॥ শিরশ্ছেদো ময়া প্রাপ্তো বক্রেন
রাবণা পুরা । একেকশঃ সমর্থাস্তে কিং পুনঃ সজ্জশ-
স্বমী । তস্মাৎ সৰ্বে মহাদেবঃ গচ্ছামঃ শরণং
বয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ ব্রহ্মাণো বচনং শ্রুত্বা সৰ্বে দেবাঃ
সবাসবাঃ । ব্রহ্মাণঃ চ পুরস্কৃত্য মামেব শরণং
গতাঃ ॥ ৩৫ ॥ উক্তোহহঃ ত্রিদশৈঃ সৰ্ভৈঃ পাহি নঃ
শরণাগতান্ । হং নো ধাতা বিধাতা চ সৃষ্টিসংহার-
কারকঃ ॥ ৩৬ ॥ কুরগ্রহৈর্হরাদেব কৃদ্ধা মেঘাঃ
সমন্ততঃ । ন কুর্মান্ত প্রভো বৃষ্টিমনাবৃষ্টিঃ সূদাক্ষণা ॥
৩৭ ॥ সৰ্বপ্রাণিবিনাশায় সঞ্জাতা শতবার্ষিকী । তেষাং
তদ্বচনং শ্রুত্বা ময়া জাতং বরাননে । কুরগ্রহাণাং
সামর্গ্যং যথা চ বিদিতং মম ॥ ৩৮ ॥ ইতি জাহ্না
মহাদেবি উপায়শ্চিন্তিতো ময়া । উত্তরো নাম যো
মেঘো মেঘৈঃ কোটিভিরাবৃতঃ । অহুতস্তৎক্ষণাৎ
প্রাপ্তঃ কিং করোমীত্যাচ হ ॥ ৩৯ ॥ ময় প্রোক্তো
মমাদেশাদগচ্ছ হং-ঘনসংযুতঃ । মহাকালবনং রম্যং
বাহিতার্থকলপ্রদম্ ॥ ৪০ ॥ গঙ্গেশ্বরস্ত দেবস্ত দক্ষিণে

দিগকে পীড়িত করিয়া থাকে । মঙ্গল গ্রহ যাদঃ-
পতি বক্রণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়াছিলেন ।
কেতুগ্রহ বহবার দেবেন্দ্রকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন ।
রাবণগ্রহ ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্বে আমার শিরশ্ছেদ করিয়া-
ছিলেন । গ্রহগণ এক একজনই ক্রুদ্ধ হইয়া অতি
উৎকট ক্রম সম্পাদন করিতে পারেন, সকলে
মিলিত হইলে যে ভয়ঙ্কর ক্রম সাধন করিবেন,
ইহার আর বৈচিত্র্য কি ? অতএব চল,
আমরা সকলে মহাদেবের শরণ গ্রহণ করি ।
হে দেবি ! ব্রহ্মার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ
করিয়া দেবগণ ব্রহ্মার সহিত আমার শরণ লই-
লেন । তাঁহারা আমার শরণ গ্রহণ করিয়া আমাকে
বলিলেন,—হে দেব ! আমরা আপনার শরণাগত,
আমাদিগকে রক্ষা করুন । আপনি ধাতা, বিধাতা
ও সৃষ্টিসংহার-কারক ; হে মহাদেব ! কুর
গ্রহগণ মেঘনিচয়কে একেবারে অবরুদ্ধ করিয়াছে ।
হে প্রভো ! মেঘবৃন্দ আর বর্ষণ করিতেছে না,
জগতে সূদাক্ষণ শতবার্ষিকী অনাবৃষ্টি উপস্থিত
হইয়া নিখিল প্রাণীর নিধন-সাধন করিতেছে । হে
বরাননে ! আমি তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কুর
গ্রহগণের সামর্থ্য সমুদয় অবগত হইলাম ॥ ২৩—৩৮ ॥
আমি মনে মনে উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া কোটি-
মেঘ-পরিবৃত উত্তর নামক মেঘকে তৎক্ষণাৎ
আহ্বান করিলাম । উত্তর আহ্বান হইয়া মাজ

লিঙ্গমুত্তমম্ । তমারাদয় যত্নেন স তে দাস্ততি
বাহ্বিঃ ॥ ৪১ ॥ এবমুক্তো ময়া মেঘ উত্তরো মেঘ-
সংযুতঃ । জগাম ইবদ্যা যুক্তা মহাকালবনে তমে ॥
৪২ ॥ দৃষ্টো বৃষ্টিকরঃ লিঙ্গং পূজয়ামাস ভাক্তঃ ।
শিপ্রাজলং গৃহীত্ব তু প্লাবাপ্লাব প্রযত্নতঃ ।
তাবদ্যাবজ্জলং শিপ্রাং পুনরেবাগতং প্রিয়ে ॥ ৪৩ ॥
এতন্নিবন্তরে তস্মাদ্ভূতং ধূমমণ্ডলম্ । লিঙ্গমধ্যা-
দ্বারোহে জালামালাকুলং মহৎ ॥ ৪৪ ॥ ততো
জালাময়ং সৰ্বমদ্ভুতদ্বরগোচরম্ । তন্ত জালাসমূহেন
দগ্ধং বৈ গ্রহমণ্ডলম্ ॥ ৪৫ ॥ সনক্ষত্রপথং যাবন্ততো
তৌ ল গ্রহাঃ প্রিয়ে । তমেব শরণং প্রাপ্তা ধূমজালা-
কুলাননাঃ ॥ ৪৬ ॥ ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ তদৃষ্টো
মহদভূতম্ । দেবৈর্বর্ত্তঃ সহস্রাক্ষো লিঙ্গান্তিকমুপা-
গতঃ ॥ ৪৭ ॥ তল্লিঙ্গং স্মমহাজালং জালাভিঃ পুরি-
তাহরম্ । দৃষ্টোক্ত্যং তুর্জিৎ ভীমং বর্দ্ধমানং দদর্শ
সঃ ॥ ৪৮ ॥ অক্লের্নিমেবমাত্রেণ বর্দ্ধবে যোজনাযুতম্ ।
দৃষ্টো তু বর্দ্ধমানস্ত লিঙ্গস্তাতাদ্ভূতাকৃতিম্ । সুরেশো
মোহমাপন্নো বিসংজ্ঞাশ্চ গ্রহাস্তদা ॥ ৪৯ ॥ ততস্ত

উপস্থিত হইয়া আমাকে বলিল,—হে দেব ! আমি
কি করিব, আদেশ করুন ? আমি তাহাকে
বলিলাম,—তুমি মেঘদলে পরিবৃত্ত হইয়া রম্য মহা-
কালবনে যেখানে নন্দীপুত্রের দক্ষিণ ভাগে উত্তম লিঙ্গ
বিরাজিত, সেস্থানে গমন কর । তুমি ঐ স্থানে
গমন করিয়া যত্নপূর্ব্বক ঐ লিঙ্গের আরাধনা কর, তিনি
সম্বন্ধে হইয়া তোমায় বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করিবেন ।
আমি এই কথা বলিলে উত্তর মেঘ, মেঘবৃন্দ-
পরিবৃত্ত হইয়া মহাকালবনে গমনপূর্ব্বক ভক্তি-
সহকারে শিপ্রাজল দ্বারা বৃষ্টিদায়ক লিঙ্গের আরা-
ধনা করিল । আরাধনা করিবার মাত্র ঐ লিঙ্গ-
মধ্য হইতে জালা-মালাসমাকুল এক ধূমমণ্ডল
উখিত হইল । ঐ ধূমমণ্ডল অদ্বরতলে উখিত হইয়া
সনক্ষত্র গ্রহগণকে আকুলিত করিল । তাহার ভদ্রকর
ধূমমণ্ডল দ্বারা আকুলিতানন হইয়া ঐ লিঙ্গের
শরণ গ্রহণ করিল । অনন্তর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, ইহার
মহৎ অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া দেবেশ্বরের সঙ্গিত লিঙ্গ-
সমীপে উপস্থিত হইলেন । তাঁহারা ঐ স্থানে
আগমন করিয়া ঐ লিঙ্গকে জালামালা-সমাকুল
দৃষ্টোক্ত্যং, তুর্জিৎ, ভীমকর ও বর্দ্ধমান দর্শন কার-
লেন । তাঁহাদের চক্ষুর নিমেষমাত্রে ঐ সময়
লিঙ্গ অযুতযোজন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন । তখন
লিঙ্গের মহতী আকৃতি দর্শন করিয়া দেবেশ্ব

তস্ত লিঙ্গস্ত বারিধারা বিনিঃসৃত্যঃ । একোদেশাদ্-
বরারোহে ধরা হেকাণবীকৃতা ॥ ৫০ ॥ লিঙ্গস্তান্ত-
প্রদেশান্তু বায়ুঃ সমভবন্নহান । ইতরাশ্চন্য প্রদেশে
তু সমুৎপাদিতামভূৎ ॥ ৫১ ॥ সধূমা সমভূজ্জালা লিঙ্গ-
স্তান্তপ্রদেশতঃ ॥ ৫২ ॥ এবমভ্যভূতং দৃষ্টো বর্দ্ধমানং
সমস্ততঃ । লিঙ্গমব্যাক্তমুদ্ভূতমাপুরিতম্ তাহস্তরম্ ॥
৫৩ ॥ গ্রহাশ্চ বিহ্বলা জাতা ধূমেনাকুলিতেন্দ্রিয়াঃ ।
তুর্জবুশ্চ তদা লিঙ্গং দহমানাঃ সমস্ততঃ ॥ ৫৪ ॥ গ্রহা
উচুঃ । নমঃ সুরূপায় সুরার্চিতায় নমো বিরূপ-
প্রকৃতিক্রিয়ায় । নমো নমো রূপনিরাশ্রয়ায় জল-
স্বরূপায় নমো নমস্তে ॥ ৫৫ ॥ ইতি শুভো যদা দেবি
গ্রহৈঃ ক্রেতৈস্তদা প্রিয়ে । লিঙ্গাৎ প্রাহুয়ভূৎ স্বহঃ
স্বরূপো বিগ্রহাকৃতিঃ ॥ ৫৬ ॥ ভাস্মধূসরসর্বাঙ্গো
ভোগিভোগাঙ্গদোজ্জলঃ । হিমরাশিনিভাকারো
রজতাচলনির্ম্মলঃ । উবাচ চৈতান্ প্রণতান্ গ্রহান
কম্পিতকঙ্করান্ ॥ ৫৭ ॥ কিং বা কামং মনোহভীষ্টং
ভবন্ত্যো যদদাম্যহম্ । মমামোঘমিদং সৰ্বং দর্শনং
চাতিতুল্যম্ ॥ ৫৮ ॥ ভবন্ত্যো লোকতুষ্টিার্থং দর্শনং
হি দদাম্যহম্ । এবমুক্তা গ্রহাঃ সর্বে প্রোচুঃ প্রাণ-
লয়স্তদা ॥ ৫৯ ॥ যদি দেবো বরো দেব যদি

মোহপ্রাপ্ত হইলেন, গ্রহগণ বিসংজ্ঞ হইল । ইত্যবসরে
লিঙ্গমধ্য হইতে মুষলধারে বারিধারা বিনিঃসৃত হইয়া
জগৎ একাণবীকৃত করিল ; আর লিঙ্গের অপরাংশ
হইতে মহান বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল ।
একাংশে বিহ্বাৎ চমকাইতে লাগিল । কোন অংশ
হইতে জালা-মালা বিনিঃসৃত হইতে লাগিল ।
এইরূপ অদ্ভুত, চতুর্দিকে বর্দ্ধিত, অব্যক্ত, উদ্ভূত
লিঙ্গকে নৈনভস্তল পুরিত করিতে দেখিয়া গ্রহগণ
ধূমাকুলিতনেত্রে আকুলীভূত ও দহমান হইয়া
এই বলিয়া তাঁহার স্তব কারিতে লাগিল,—হে সুরূপ,
সুরার্চিত, বিরূপপ্রকৃতিক্রিয়া, রূপনিরাশ্রয়, জল-
স্বরূপ ! আপনাকে নমস্কার । হে দেবি ! ক্রুর
গ্রহগণ এই প্রকার স্তব করিলে লিঙ্গমধ্য হইতে
এক ভাস্মধূসর সর্বাঙ্গ, ভোগিভোগাঙ্গদোজ্জল
হিমরাশিনিভ রজতাচলনির্ম্মল-বগ্রহ প্রাহুভূত
হইয়া কম্পিতকঙ্কর প্রণত গ্রহগণকে বলি-
লেন—আমি তোমাদিগকে যাহা প্রদান করিব,
এমন কি অভিলষিত তোমাদের আছে, তাহা
বল ? আমার সমুদয় কর্ম্মই অদ্ভুত ও অতি তুল্য ।
আমি লোকতুষ্টির নিমিত্ত তোমাদিগকে দর্শন
দিলাম । ৩৯—৫৮ । লিঙ্গ এই কথা বলিলে গ্রহগণ

পরে । দেদীপ্যমানসৌবর্ণকলসেন বিরাজিতে ॥৩॥
পার্ষ্ণেণ শশাঙ্কেন খেদাদিব সমাসিতে । তত্র
পারাবতদ্বন্দ্বং বসৎ শৈবং কৃতালয়ম্ ॥৪॥ প্রাতঃ
সায়ঞ্চ মধ্যাহ্নে কুর্শ্মরিত্যং প্রদক্ষিণম্ । উদ্ভীয়-
মানং পরিতঃ পক্ষবাটৈরিতস্ততঃ ॥ ৫ ॥ রজঃ
প্রাসাদসংলগ্নং দূরীকুর্শ্মদিশো দশ । ত্রিলোচনেতি
সতত নাম ভক্তৈরুদাহৃতম্ । ত্রিবিষ্টপেতি চ তথা
তয়োঃ কর্ণাতিথীভবেৎ ॥ ৬ ॥ চতুর্দ্বিধানি বাদ্যানি
শমুদ্রীতিকরণালম্ । তয়োঃ কর্ণগুহ্যং প্রাপ্য প্রতি-
শব্দং প্রতষতে ॥ ৭ ॥ মঙ্গলারাত্রিকজ্যোতিঃসিদ্ধ্যাং
পক্ষিণোন্তয়োঃ । নেত্রান্তং নিষ্কিশরিত্যং ভক্তচেষ্টাং
প্রদর্শয়ৎ ॥ ৮ ॥ প্রাণযাত্রাঃ বিহায়াপি কদাচিত্ত্বির-
মানসৌ । নোদ্ভীয় বাঞ্ছিতং যাতঃ পশুন্তৌ কোতুকং
খগৌ ॥ ৯ ॥ তত্রাসকুজ্জনাকীর্ণং প্রাসাদং পরিতো-
হবনৌ । তণ্ডুলাদি চরন্তৌ তৌ কুর্শ্মন্তৌ চ
প্রদক্ষিণম্ ॥ ১০ ॥ দেবদক্ষিণদিগভাগে বিষ্ণু-
দেহোদ্ভবং জলম্ । ত্বষাকৌ পিবন্তৌ নিত্যং শ্রাদ্ধা
চাজগতুশ্চ তৌ ॥ ১১ ॥ ত্রয়োবিধং বিচরন্তৌ-
ত্রিলোচনসমীপতঃ । অগাধভূতিখঃ কালো দ্বিজয়োঃ
সাধুচেষ্টয়োঃ ॥ ১২ ॥ অথ দেবালয়স্বন্ধে গবাঙ্কান্ত-

দ্বারা দেদীপ্যমান, দেব ত্রিলোচনের এক প্রাসাদ
ছিল । ঐ প্রাসাদটী দেখিলে মনে হইত,—যেন
পৌর্ণমাসীর পূর্ণচন্দ্র খেদ করিয়া ঐ স্থানে আসিয়া
অবতীর্ণ হইয়াছেন । ঐ প্রাসাদে দুইটী পারাবত
যদৃচ্ছাক্রমে আসিয়া নীড় নিম্মাণপুষ্পক বাস্তুকরিত ।
তাহারা প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়হ্নে ঐ প্রাসাদ প্রদ-
ক্ষিণ করিয়া পক্ষবাত দ্বারা প্রাসাদ-সংলগ্ন ধূলি
দূরীভূত করত ভক্তগণোচ্চারিত ত্রিলোচনের নাম
তাহারা সতত শ্রবণ করিত । শমুদ্রীতিকর চতু-
র্দ্বিধ বাদ্য নিত্য তাহাদের কর্ণের অতিথি
হইত এবং মঙ্গল-আরতির জ্যোতিঃসিদ্ধ্যা তাহা-
দের নেত্রে সংলগ্ন হইয়া তাহাদিগকে ভক্তচেষ্টা
প্রদর্শন করিত । একদা তাহারা উড়িয়া বাঞ্ছিত
খাদ্য লাভকরত জীবিকা নিষ্কাহের চেষ্টা পারিত্যাগ-
পুষ্পক স্থির মানসে কোতুক দেখিতে লাগিল ।
তাহারা বার বার প্রাসাদ জনাকীর্ণ অবলোকনে
অগত্যা প্রাসাদের চতুর্দিকে ভূতলে পতিত তণ্ডু-
লাদি ভক্ষণ করিতে করিতে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ
করিতে লাগিল ; পিপাসার্ত হইয়া দেবের
দক্ষিণদিকস্থিত গঙ্গা নদীর জল পান করিতে
লাগিল ; সময়ে সময়ে ঐ জলে স্নান করিয়া

গর্ত্তে চ তৌ । শ্রোতেন কেনচিদৃষ্টৌ জ্বরদৃষ্ট্যা
সুখং স্থিতৌ ॥ ১৩ ॥ তচ্চ পারাবতদ্বন্দ্বং শ্রোতঃ
পারিজয়ক্সয়া । অবতীর্ণ্যাদরাদাশ্চ উপবিষ্টঃ শিবা-
লয়ে ॥ ১৪ ॥ ততো বিলোকয়ামাস তদাগমবিনি-
র্গমৌ । কেন মার্গেণ বিশতো দুর্গমেণ পতন্ত্রিণৌ ॥
১৫ ॥ কেনাধ্বনা চ নির্যাতঃ কিংকালে কুরুতশ্চ
কিম্ । কথং যুগপদেভৌ মে গ্রাহ্যৌ শৈবং ভবি-
ষ্যতঃ ॥ ১৬ ॥ দুর্শ্বলোহিপাকলয়িতুং সহসারিণ
শক্যতে । করিণাঞ্চ সহশ্রেণ বরাস্থানাঞ্চ লক্ষতঃ ॥
১৭ ॥ ন কস্ম্ম সিদ্ধোন্মুপভৈর্দুর্গেণৈকেন যন্তবেৎ ।
দুর্গস্থো নাভিভূয়েত বিপক্ষঃ কেনচিৎ কচিৎ । স্বতন্ত্রং
যদি দুর্গং স্মাদপমার্গপ্রকাশকম্ ॥ ১৮ ॥ ইতি দুর্গ-
বলং শংসহ্যোনো রোষাক্রণেক্ষণঃ । অসাধ্বসৌ
কলরবৌ বীক্ষ্য যাতৌ নভোহঙ্গনে ॥ ১৯ ॥ অথ
পারাবতৌ দক্ষা বিপক্ষক্ষপণেক্ষণম্ । মহাবলং
দুর্গবলাৎ প্রাহ পারাবতং পতিম্ ॥ ২০ ॥ কলরবু-
বাচ । প্রিয় পারাবত প্রাজ্ঞ সর্বকামসুখারব । তব

আসিত । এ/ সাধুচেষ্ট পারাবতদ্বয় এই-
রূপে দেবসম্মিলনে থাকিয়া বহুকাল অতিবাহিত
করিল । এক সময় তাহারা দেবালয়স্বন্ধে গবাঙ্ক-
মধ্যে বিচরণ করিতেছে, এমন সময়ে এক শ্রোতপক্ষী
জ্বর দৃষ্টিতে ঐ খগদম্পাতকে দর্শন করিল । তাহা-
দিগকে গ্রহণেচ্ছায় শ্রোত ঐ শিবালয়ে উপবিষ্ট
হইল । ঐ স্থানে উপবিষ্ট হইয়া শ্রোত তাহাদের
আগম-নির্গম—তাহারা কোনপথ দিয়া প্রবেশ করে,
কোনপথ দিয়াই বা নির্গত হয়, কোন সময় কোন
কস্ম্ম করে, এই সকল দেখিতে লাগিল । কিরূপে
ইহারা যুগপৎ আমার গ্রাহ্য হইবে ; এইরূপ চিন্তা
করিয়া শ্রোত যুগত ভাবে বসিতে লাগিল,—অগ্নি
দুর্শ্বল হইলেও সহসা তাহাকে আকুলিত করা যায়
না । একমাত্র দুর্গ দ্বারা নৃপতির যে কার্য্য
সিদ্ধ হয়, তাহা সহস্র করৌ ও লক্ষ অশ্বদ্বারাও
সাধিত হয় না । দুর্গ যদি স্বতন্ত্র হয়, তাহার
পথ যদি অপ্রকাশিত থাকে, তাহা হইলে কেহ
কখন দুর্গস্থ বিপক্ষকে অতিভূত করিতে পারে
না । ১—১৮ । শ্রোত এইরূপে দুর্গের প্রশংসা করিয়া
রোষাক্রণিতনেত্রে নির্দম পারাবত যুগলকে
অবলোকন করিয়া নভঃ-ওলে উৎপতিত হইল ।
অনন্তর দক্ষা পারাবতৌ বিপক্ষক্ষপণেক্ষণ দুর্গবলে
বলীয়ান্ন নিঃপতি পারাবতকে বলিল,—হে প্রিয় !
আপান প্রাজ্ঞ এবং সর্বকামসুখভোগী, কিন্তু

দৃশ্যবয়ং প্রাপ্তঃ শ্ৰেনোহয়ং প্রবলো রিপুঃ ॥ ২১ ॥
 স চ তদ্বাক্যমাকর্ণ্য পারাবত্যাশ্চ সম্পত্তিঃ ।
 পারাবতীমুবাচেনং কা চিন্তেতি তব প্রিয়ে ॥ ২২ ॥
 পারাবত উবাচ । কতি নাম ন সন্তোহ সূভগে
 ব্যোমচারিণঃ । কতি দেবালয়াদোষু পগা
 নোপবসন্তি হি ॥ ২৩ ॥ কতি চৈব ন পশ্যন্তি নো
 সুখস্বাবিহ প্রিয়ে । তেভ্যো যদীহ ভেদব্যাং
 কুতো নো তৎসুখং প্রিয়ে ॥ ২৪ ॥ রম ত্বং চ
 ময়া সার্কং তাজ্জ চিন্তামিমাং শুভে । অস্ত
 শ্ৰেনবরাক্ষত্ গণনাপি ম মে হৃদি ॥ ২৫ ॥ ইথাং
 পারাবতবরাঙ্কুহা পারাবতী বচঃ । মোনমালদ্য
 সন্তপ্তে পত্ন্যঃ পাদার্পিতেক্ষণা ॥ ২৬ ॥ হিতবতো-
 পদিশ্চাপি প্রিয়ং প্রিয়চিকীর্ষয়া । পত্ন্যা জোষং
 সমাহেয়ং কার্য্যং পত্ন্যবচঃ সদা ॥ ২৭ ॥ অস্ত্র-
 ত্যরপ্যথায়াতঃ শ্ৰেনঃ পশুন স দম্পতী ।
 অপরিচ্ছিন্নয়া দৃষ্ট্যা যথা মৃত্যুর্গত্যায়ম ॥ ২৮ ॥
 অথ মণ্ডলগত্যা স প্রাসাদং পরিতো ভ্রমন ।
 প্রোবাচ প্রেয়সো নাথ দৃষ্টো দৃষ্টস্তয়াহিতঃ ॥ ২৯ ॥

দেখুন প্রবল রিপু শ্ৰেন অদ্য আপনার দৃষ্টিগথে
 পতিত হইয়াছে । পারাবতীর বাক্য শুনিয়া পারা-
 বত বলিল,—প্রিয়ে! তোমার চিন্তা কি? অগ্নি
 সূভগে! কোন্ ব্যোমচারী এখানে বাস করে
 নাই? কোন্ খগ এই দেবালয়ে অবস্থান
 করে নাই? কাহারাই বা আমাদেরকে এইখানে
 সুখে বাস করিতে দেখে নাই? ঐ সকল পক্ষীকে
 যদি ভয় করিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে
 আর আমাদের এখানে সুখ কি বল? অগ্নি শুভে!
 তুমি চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত ভ্রমণ
 কর; নগণ্য শ্ৰেনকে আমি গণনাও কর না।
 পারাবতী স্বীয় পতির এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
 তাহার পাদপদ্মে দৃষ্টি অর্পণ করিয়া মোনাবলদনে
 অবস্থান করিতে লাগিল; কারণ, হিতবতী পত্নী
 পতির প্রিয়কামনায় তাঁহাকে হিতোপদেশ প্রদান
 করিয়া মোনাবলদনপূরক পতিবাক্য প্রতিপালন
 করিবে। পরদিন আবার ঐ দৃষ্ট শ্ৰেন আসিয়া
 মৃত্যু যেমন গতায় ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করে তদ্রূপ
 প্রাসাদের উপরিভাগে মণ্ডলগতিতে ভ্রমণ করিতে
 করিতে অবিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে ঐ কপোত-দম্পতিকে
 নিরীক্ষণ করিল। তাহা দেখিয়া কপোতী বলিল—
 নাথ! ঐ দেখুন,—আবার আপনার শত্রু শ্ৰেন
 আসিয়া আপনাকে লোল দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছে।

তস্মা বাক্যং সমাকর্ণ্য পুনঃ কলরবোহব্রবীৎ । কিং
 করিষ্যতাসৌ মুক্কে মম ব্যোমবিহারিণঃ ॥ ৩০ ॥
 তুর্গক স্বর্গতুলাং মে যত্র নাস্ত্যরিতো ভয়ম্ ।
 অয়ং ন ত্বাং গতিং বেত্তি যাং বেদাহং নভোজনে ॥
 ৩১ ॥ প্রভীন্নোড্ডীনসংডীনকাণ্ডব্যাণ্ডকপাটিকা ।
 অস্মিনৌ মণ্ডলবতৌ গতয়োহষ্টাবুদাহতাঃ ॥ ৩২ ॥ যথৈ-
 তানু হি কোশল্যঃ ময়ি বর্ততি চ প্রিয়ে । গতিবু-
 দ্বাপি কস্তাপি পক্ষিণো ন তথাস্বরে । সুখেন
 তিষ্ঠ কা চিন্তা ময়ি জীবতি তে প্রিয়ে ॥ ৩৩ ॥
 ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা আস্থিতা মুকবৎ সতী ।
 অপরেহ্যরপি শ্ৰেনস্তজ্জায়াতঃ শিলাতলে ॥ ৩৪ ॥
 কিয়দন্তরমাসাদ্য উপবিষ্টোহতিহৃষ্টবৎ । আয়ামাস্তে
 চ স স্থিত্বা তৎকুলায়কুলস্ত চ ॥ ৩৫ ॥ পুনঃ
 শ্ৰেনো বিনির্ধাতঃ সাপি কাস্তাব্রবীৎ পুনঃ ।
 প্রিয় স্থানমিদং তাজ্জং দৃষ্টদৃষ্টিবিদূষিতম্ ॥ ৩৬ ॥
 অসৌ কুরোরহতি নিকটমুপবিষ্টোহতিহৃষ্টবৎ । সাবজ্ঞঃ
 স পুনঃ প্রাহ কিং করিষ্যতাসৌ প্রিয় ॥
 ৩৭ ॥ মৃগাক্ষীণাঃ স্বভাবোহয়ং প্রায়শো ভীকৃদন্তয়ঃ ।

প্রেয়সীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন কলরব বলিল,—
 অগ্নি মুক্কে! শ্ৰেন আসিয়া আমার কি করিবে?
 আমার তুর্গ স্বর্গতুলা; এই তুর্গে অবস্থান করিলে
 আর হইলে আমার কোন ভয় নাই। প্রিয়ে!
 আমি নভোমণ্ডলে উৎপতনের যে সকল গতি
 জানি, ঐ শ্ৰেন সে সকল গতি জানে না। প্রভীন,
 উড্ডীন, মণ্ডল, কাণ্ড, ব্যাণ্ড, কপাটিকা, অস্মিনৌ,
 ও মণ্ডলবতী, প্রভৃতি অষ্টবিধ গতি আছে।
 আকাশে উৎপতনকালে এই সকল গতিতে আমি
 যেমন কোশল দেখাইতে পারি, এমন কোন পক্ষীই
 পারে না। অগ্নি প্রিয়ে! তুমি সুখে অবস্থান কর;
 আমি জীবিত থাকিতে তোমার চিন্তা কি? ৩১—৩৩।
 পতিরতা কপোতী তখন পতির এতাদৃশ বাক্য
 শ্রবণ করিয়া মোনাবলদন করিয়া রহিল। পুনরায়
 পরদিন আবার শ্ৰেন আসিয়া কপোতদম্পতির
 কুলায় নিকটে শিলাতলে অতি হৃষ্টভাবে উপবিষ্ট
 হইল। এই দিন শ্ৰেন সেখানে কিঞ্চৎক্ষণ উপবিষ্ট
 থাকিয়া তথা হইতে নিজান্ত হইল। কপোত-কাস্তা
 আবার বলিতে লাগিল,—হে প্রিয়! এই শ্ৰেন-
 দৃষ্টিদূষিত স্থান পরিত্যাগ করুন; ঐ দেখুন,—
 ঐ কুর শ্ৰেন আমাদের নিকটেই অতি হৃষ্টভাবে
 উপবিষ্ট রহিয়াছে। প্রিয়! এই কথা শুনিয়া
 কপোত পুনরায় অবজ্ঞার সহিত বলিল,—প্রিয়ে!

ইতরেদ্যরপি প্রাপ্তঃ স চ শ্ৰেণো মহাবলঃ ॥ ৫৮ ॥
তয়োৱতিমুখ তত্র স্থিতো ধামদ্বয়াবধি। পুন-
র্বিলোক্য তদ্বর্ষ শীঘ্রং যাতো যথাগতম্ ॥ ৫৯ ॥
গতেহথ শকুনো তস্মিন সা বভাষে বিহঙ্গমম্।
নাথ স্থানান্তরং যাবো মৃত্যুর্বে নিকটেহবগাৎ ॥ ৬০ ॥
পুনর্দৃষ্টে প্রণষ্টে স্তাদাবাসচ্ অখং প্রিয়। প্রিয়
যন্তাস্তি পক্ষ্ম গতিঃ সর্বত্র সিদ্ধিদা ॥ ৬১ ॥ স
কিং স্বদেশরাগেণ নাশঃ প্রাপ্নোতি বুদ্ধিমান্।
সোপসর্গং নিজং দেশং ত্যক্তা যেহন্ত্যং তু ন ব্রজেৎ ॥
৬২ ॥ স পশুর্নাশমাপ্নোতি কুলস্থিত ইব জমঃ।
প্রিয়োদিতং নিশম্যোতি স ভবিষ্যদশাঙ্গিতঃ ॥ ৬৩ ॥
তাং বাক্যং পুনরপ্যাহ প্রিয়ে মাভৈঃ খগাদিতা।
অপরিস্রবহনি চ স শ্ৰেণঃ প্রাতরেব হি ॥ ৬৪ ॥
তদ্বারদেশমাসাদ্য সাযং যাবৎ স্থিতোহচলঃ।
অস্তাচলস্তা শিখরং যাতে ভানো গতে খগে ॥ ৬৫ ॥
কুলায়াহ্মমাগতোবাচ পারাবতৌ পতিম্। নাথ

শ্ৰেণ আমাদের কি করিবে? যুগাক্ষৌদগের
স্বভাবই এইরূপ তাহারা প্রায়ই ভীক হইয়া থাকে
পুনরায় আবার শ্ৰেণ পরদিন আসিয়া উপস্থিত,
এ দিন সে কপোতদম্পতির সম্মুখে প্রায় দ্বিপ্রহর
কাল উপবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের যাতায়াতের পথ
অবলোকনপূর্বক সদর স্বস্থান উদ্দেশে উদ্ভটন
হইল। শ্ৰেণ উদ্ভটন হইলে পুনরায় কপোতপ্রিয়া
বলিল,—নাথ! চুন, আমরা স্থানান্তরে গমন
করি; আমার মনে হইতেছে,—যেন মৃত্যু
আমাদের অনুগমন করিতেছে। ৬০ প্রিয়!
পুনরায় ঐ শ্ৰেণ দৃষ্ট হইলে আমাদের আনন্দ ও
সুখ উভয়ই বিনষ্ট হইবে। যাহাব পক্ষের গতি
আছে, তাহার সেই গতি সমগ্রই সিদ্ধিদায়ক হইয়া
থাকে। সেই বুদ্ধিমান কি কখন স্বদেশান্তরাগে নাশ
প্রাপ্ত হয়? যে ব্যক্তি শক সঙ্কুল নিজ দেশ
পরিত্যাগ না করে, সেই পশু কুলস্থিত জমের স্থায়
বিনষ্ট হইয়া থাকে। কপোত প্রিয়মুখে এই সকল
কথা শুনিয়া ভবিতব্যতা-পরিচালিত হইয়া পুনরায়
বলিল,—অয়ি প্রিয়ে! তুমি খগতয়ে ভীত হইও
না। পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় শ্ৰেণ আসিয়া
সাযংকালীন অচলের স্থায় তাহাদের দ্বারদেশে
উপবেশন করিল। পরে মরীচিমালী অস্তাচল-
চূড়া অবলম্বন করিলে সে ঐ স্থান পরিত্যাগ
করিয়া উদ্ভটন হইল। তখন কপোতকামিনী
কলরবী বাহিরে আসিয়া পতিকে আবার বলিল,—

নির্গমণস্তায়ং কালঃ কালোহস্তি দূরতঃ ॥ ৬৬ ॥
যাবত্তাবদ্ধিনির্ধাহি ত্যক্তা মামপি শংসিনীম্। অয়ি
জীবতি দৃষ্টাপাং ন কিকিঞ্জগতীতলে ॥ ৬৭ ॥
পুনর্দারাঃ পুনঃ পুত্রাঃ পুনর্বনু পুনর্গৃহম্। যদ্যায়া
রক্ষিতঃ পুংসাঃ দারৈরপি ধনৈরপি ॥ ৬৮ ॥ তদা
সর্বং হরিশ্চন্দ্রভূপভেরিব লভ্যতে। অয়মাত্মা
প্রিয়ো বন্ধুরয়মাত্মা মহক্লম্ ॥ ৬৯ ॥ ধর্মার্থকাম-
মোক্ষাণামযমাত্মাজ্জকঃ পরঃ। যাবদাত্মনি বৈ ক্ষেমঃ
ভাবৎ ক্ষেমং জগল্লয়ে ॥ ৭০ ॥ সোহপি ক্ষেমঃ সুগ-
হিনা যশসা সহ বাঞ্ছতে। যশোহীনঃ তু যৎ
ক্ষেমং তৎ ক্ষেমান্নিধনং বরম্ ॥ ৭১ ॥ তদ্যশঃ
প্রাপ্যতে পুস্তিনীতিমার্গপ্রবর্তিভিঃ। অতো
নৌতিপথং চিন্ত্যং নাথ স্থানাদিতো ব্রজ। ন ব্রজি-
ষাসি চেৎপ্রাতস্ততো মাং সংস্মরিস্যসি ॥ ৭২ ॥
ইত্যাক্রোহপি স বৈ পত্ন্যা পারাবত্যা স্তম্বেধয়া।
ন নির্ধয়ো ততঃ স্থানান্তবিজ্যা প্রতিবারিতঃ ॥ ৭৩ ॥
অথোবাসি সমাগতা শ্ৰেণেন বসিনা তদা। নির্গম-

হে নাথ! এই আমাদের পলায়নের উপযুক্ত
সময়, এই সময় কাল (শ্ৰেণ) দূরে অবস্থান
করিতেছে, সে পুনরায় আসিতে না-আসিতে
আপনি আমাকেও পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন
করুন। আপনি জীবিত থাকিলে জগতে
আপনার কিছুই দুর্লভ থাকিবে না। ধন এবং
দার-বিনিময়েও যদি আত্মাকে রক্ষা করিতে পারা
যায় তাহা হইলে পুনরায় গৃহ, ধন ও দার লব্ধ
হইতে পারে। হরিশ্চন্দ্র নরপতি এইরূপ করিয়া-
ছিলেন। দেখুন, এই আত্মাই প্রিয় বন্ধু, এই
আত্মাই মহৎ ধন, এবং এই আত্মাই ধর্মার্থ কাম-
মোক্ষের হেতু। যাবৎকাল আত্ম-মঙ্গল বিরাজিত
থাকে, ভাবৎকালই মানবের জগল্লয় মঙ্গলময়।
সুপুঙ্গি ব্যক্তিগণ ঐ আত্মমঙ্গল যশের সহিত
বন্ধা করিয়া থাকেন। যশোহীন যে আত্ম-মঙ্গল
তাহা হইতে নিধনতাও শ্রেয়ঃ। নীতিমার্গানুসারী
ব্যক্তি যশোযুক্ত আত্ম-মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন।
হে নাথ! অতএব আপনি নীতি-পথ চিন্তা করিয়া
এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন। আপনি কল্যা
প্রাতঃকালে যদি এ স্থান পরিত্যাগ না করেন,
তাহা হইলে আমাকে স্মরণ করিতে হইবে অর্থাৎ
আমি জীবন বিসর্জন দিব। ৩৪—৭২। কান্তা
এইরূপ অভিহিত হইয়াও কপোত ভবিতব্যতার
বশবর্তী হইয়া স্বস্থান পরিত্যাগ করিল না। অনন্তর

দ্বারমাক্রমঃ কক্ষিভুক্তবহা তদা ॥ ৫৪ ॥ দিনানি
কতিচিত্ত্রাতিষ্ঠাচ্ছেদ্যো মহাবলঃ । পারাবতমুবা-
চেদং দিক্কাং পৌরুষবর্জিতম্ ॥ ৫৫ ॥ কিং বা
যুধ্যস্ব ত্বর্কুকে কিং বা নির্ধাহি মে গিরা । ক্ষুধা-
ক্ষৌণো যতঃ পশ্চান্নিরয়ঃ পশুসি ধ্রুবম্ । বিধিরেব
হি সাহায্যং ন কুর্ধ্যাস্তব নোদিতম্ ॥ ৫৬ ॥ ইথং
শ্রোনেন স প্রোক্তঃ পত্ন্যা স সহিতঃ খগঃ । অযুধ্য-
স্তেন শ্রোনেন স্বর্গদ্বারমাশ্রিতঃ ॥ ৫৭ ॥ ক্ষুধিত-
স্তুষিতঃ সোহথ শ্রোনেন বলিনা ধৃতঃ । চরণেন
দৃঢ়েনাশু চক্ৰা সাপি ধৃত্য খগৌ ॥ ৫৮ ॥ তাবাদায়ো-
ডডয়াক্রে শ্রোণো ব্যোমনি সহরম্ । চিস্তয়ন
ভক্ষণস্থানমন্তং পক্ষিবিবর্জিতম্ ॥ ৫৯ ॥ তথ পত্ন্যা
কলরবঃ প্রোক্তস্তত্র স্মমেধয়া । যতোহবমানিতা
নাথ স্বয়াহং স্ত্রীতি বুদ্ধিহঃ ॥ ৬০ ॥ অতোহবস্থা-
মিমাং প্রাপ্তঃ কিং কুর্ধ্যামবলা যতঃ । অথনাপি
বচশ্চৈকং করোসি যদি মে প্রিয় ॥ ৬১ ॥ তদা হিতং
তে বক্ষ্যামি কুর্সেতদবিচারিতম্ । মমৈকনাকা-
করণাং স্ত্রীজিতো ন ভবিমাসি ॥ ৬২ ॥ যাবদাস্মাং

পরদিন প্রত্যুসে একটা ভক্ষা মুখে করিয়া দ্রুত
শ্রোণ আপতিত হইয়া তাহাদের দ্বারদেশ অবরোধ
করিল। সে দ্বার অবরোধ করিয়া কিছদিন ঐ
স্থানে বাস করিয়া পারাবতকে বলিল,—রে পৌরুষ-
বর্জিত! তোকে থিক্, রে ত্বর্কুকে! হয় আদিয়া
আমার সহিত যুদ্ধ কর, নচেৎ উড্ডীন হইয়া পলায়ন
কর। ক্ষুধার্ত হইয়া মরিলে তুই নিশ্চয় নিরয়ে
গমন করিবি। বিধি তখন তোর সাহায্য
করিবেন না। দ্রুত শ্রোণ এই কথা বলিলে,
তখন কপোত নিজ দ্বর্গদ্বার আশ্রয় করিয়া পত্নী
সমভিব্যাহারে শ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।
উপবাস-ক্লেশ কপোত-কপোতী শ্রোণ-যুদ্ধে পরাজিত
হইল। তখন ঐ কপোতাস্তক শ্রোণ স্ত্রী নগর
চরণে কপোতকে আর চক্ৰ দ্বারা কপোতীকে ধৃত
করিয়া ব্যোম-পথে উৎপতনপূর্বক মনে মনে
অন্ত পক্ষি-বর্জিত ভক্ষণস্থান অন্বেষণ করিতে
লাগিল। এই সময় মেধাবিনী কলরবী কলরবকে
বলিল,—হে নাথ! স্ত্রী বলিয়া তুমি আমার বুদ্ধিকে
অবজ্ঞা করিলে, এই জন্তই এরূপ অবস্থা সজ্জাটিত
হইল,—আমি অবলা; আমি আর কি করিব?
অগ্নি প্রিয়! এখনও যদি আমার একটা হিতকর
কথা শ্রবণ কর, তাহা হইলে আমি বলি। আমার
একটা কথা শুনিলে আপনাকে কেহ স্ত্রী বলিবে

গতাস্মাস্থ যাবৎস্বস্তো ন ভূমিগঃ । তাবদান্যবি-
মুক্ত্য স্বং চক্ৰা পাদং দৃঢ়ং দশ ॥ ৬৩ ॥ ইতি পত্নী-
বচঃ শ্রুত্বা তথা স কৃতবান খগঃ । স পীড়িতো দৃঢ়ং
পাদে শ্রোণশ্চীৎকৃতবান বহঃ ॥ ৬৪ ॥ তেন চীৎকরণে
নাথ মুক্তা সা মুখসম্পূর্তা ॥ পাদাঙ্গুলীনাং শূন্যে
সোহপি পারাবতোহপতৎ ॥ ৬৫ ॥ বিপদ্যপি চ
প্রাৈজ্ঞর্ন সন্তাজ্যঃ কচিহৃদ্যমঃ । ক চ চক্ৰপুটস্তস্ত
ক চ তৎপাদপীড়নম্ ॥ ৬৬ ॥ ক চ দ্বয়োস্তথাভূতং
দূরে মোক্ষণমদ্রুতম্ । ত্বর্কলেহপাদ্যমঃ শ্রেয়ানিতি
শাস্ত্রেয়ু গীয়তে ॥ ৬৭ ॥ তস্মাদ্ভাগ্যানুসারেণ কল-
তোব সদোদ্যমঃ । প্রশংসস্তাদ্যমঃ চাতো বিপদ্যপি
মনীষিগঃ ॥ ৬৮ ॥ অথ তো কালযোগেন জন্ম-
মার্গে মূর্তো তদা । জন্মমার্গে যুতা যে বৈ
তেষাং স্বর্গঃ সদাক্ষয়ঃ ॥ ৬৯ ॥ পুণ্যশেষে
তদা জাতো গন্ধর্ব্বজনয়ঃ শুভঃ । মন্দারদাম-
জনয়ো নামা পরিমল্লালয়ঃ ॥ ৭০ ॥ অনেকবিদ্যা-
নিলায়ঃ কলাকৌশলভাজনঃ । কোমারং বপুঃসাদ্য

না। এই বলিয়া বুদ্ধিমতী কপোতী বলিল,—নাথ!
শ্রোণ আমাকে উদযস্ব করিতে না-করিতে এবং ও
স্বস্থভাবে ভূমিতে বসিতে না বসিতে আপনি চক্ৰ
দ্বারা দৃঢ়রূপে উহার পাদদেশে দংশন করুন।
কপোত তখন পত্নীর হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া
তাহাই করিল। কপোতের দৃঢ় দংশনে অসহ
যাতনায় শ্রোণ তখন যেমন চীৎকার করিয়া উঠিল,
অমনি চক্ৰপুট বিস্তারিত হওয়ায় শ্রোণমুখ হইতে
কপোতী উৎপত্তি হইল। আর দংশনযাতনায়
শ্রোণের পদাঙ্গুলী শ্লথ হওয়ায় কপোতও উড্ডয়ন-
পর হইয়া পলায়ন করিল। অতএব বিপদেও
কাহারও উদ্যম পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে।
কোথায় কপোতের চক্ৰপুট, কোথায় শ্রোণের পাদ-
পীড়ন, আর কোথায় বা শ্রোণ-গৃহীত কপোত-
কপোতীর মুক্তিলাভ! দুর্বল ব্যক্তিরও উদ্যম
করা শ্রেয়; ইহা শাস্ত্রে গীত হইয়াছে। ভাগ্যানু-
সারে উদ্যম সাধনা ফলিত হইয়া থাকে; এই
জন্তই মনীষিগণ নিত্য উদ্যমের প্রশংসা করিয়া
থাকেন। ৫৩—৬৮। অনন্তর কালপ্রাপ্ত হইয়া ঐ
কপোত-দম্পতি জন্মমার্গে যুতাগ্রস্ত হইল। জন্মমার্গে
যাহারা যুত হয়, তাহাদের অক্ষয় স্বর্গ লভ্য হইয়া
থাকে। ঐ কপোত পুণ্যশেষে স্বর্গভোগান্তে
পরিমল্লালয় নামে মন্দারদাম গন্ধর্ব্বের তনয় হইয়া
জন্ম গ্রহণ করিল। এই গন্ধর্ব্বযোনিতে জন্মগ্রহণ

শিবভক্তিপরোহভবৎ ॥ ৭১ ॥ নিয়মং চাপি জগ্রাহ ।
বিজিতেন্দ্রিয়মানসঃ । একপত্নীব্রতং নিত্যং করিয়া-
মীতি নিশ্চিতম্ ॥ ৭২ ॥ পরযোষিৎসমাসক্তিরায়ুঃ
কীর্ত্তিঃ বলং সুখম্ । হরেৎ স্বর্গগতিং চাপি তস্মাক্তাং
বর্জয়েৎ সুধীঃ ॥ ৭৩ ॥ অপরং চাপি নিয়মং স
শুচিমান্ সমাদদে । গতজন্মান্তরাভ্যাসাল্লিলোচন-
সমশ্রয়াৎ ॥ ৭৪ ॥ সমস্তপুণ্যানিলয়ঃ সমস্তার্থপ্রকাশকঃ ।
সমস্তকামজনকং পুরানন্দৈককারণম্ ॥ ৭৫ ॥ যাবচ্ছ-
রীরং নিকৃজং যাবন্মেন্দ্রিয়বিপ্রবঃ । তাবল্লিলোচনো-
হবন্ত্যাং মন্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৬ ॥ ইথং মন্দারদামিঃ
স কাশ্যাং পরিমলানয়ঃ । নিত্যং ত্রিবিষ্টপং দ্রষ্টুং
সমাগচ্ছৎ প্রযত্নতঃ ॥ ৭৭ ॥ পারাবত্যপি সজ্জাতা
রত্নদীপস্তা মন্দিরে । নাগরাজস্তা পাতালে নাস্তা
রত্নাবলীতি চ ॥ ৭৮ ॥ সমস্তনাগকন্তানাং রূপশীল-
কলাগুণৈঃ । একৈব রত্নভূতাসৌদ্রদীপোরগা-
ন্বজা ॥ ৭৯ ॥ তস্তাঃ সখীদ্বয়ং চাসৌদেকা নাস্তা
প্রভাবতী । কলাবতী তথাচা চ নিত্যং তদনুগে
শুভে ॥ ৮০ ॥ স্বদেহাদনপায়িত্বো ছায়া কান্তী যথা

করিয়া সে অনেক বিদ্যা বিনয়-কল-কৌশল-ভাজন
ও শিবভক্তিপরায়ণ হইয়াছিল। সে জিতেন্দ্রিয়
হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি নিত্য
একপত্নীব্রত প্রতিপালন করিব, পরদারাসক্তি,
আগ, কীর্ত্তি, ধন, সুখ, এ সমস্তই ত্যাগ করিয়া
ধাকে অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি কদাচ এরূপ কণ্ড
করিবেন না। ত্রিলোচনের আশ্রয় হেতু গত জন্মের
অভ্যাসবশতঃ সে আরও এইরূপ এক নিয়ম
প্রতিপালন করিয়াছিল যে, যতদিন আমার শরীর
নীরোগ থাকিবে, এবং যতদিন আমার ইন্দ্রিয়গণ
সবল থাকিবে, ততদিন আমি অবস্থীতে গমন
করিয়া সমস্তপুণ্যানিলয় সর্বার্থপ্রদাতা, নিগিলকাম-
জনক, সেই পুরানন্দৈককারণের ভজন করিব;
ইহাতে কোন সংশয় নাই। ঐ মন্দারদামি (গন্ধর্ব-
তনয়রূপে জাত কপোত) এইরূপ নিয়মাবলী হইয়া
নিত্য কাশীতে থাকিয়া স্বর্গ দর্শন করিতে যাইত।
পারাবতী ও রত্নদীপ নামক নাগরাজের গৃহে তাহার
কন্তারূপে পাতালে জগ্নগ্রহণ করিল। তাহার নাম
হইয়াছিল রত্নাবলী। রত্নাবলী রূপ, গুণ ও কলা-
গুণে সমস্ত নাগ কন্তা হইতে শ্রেয়সী এবং রত্নভূতা
ছিল। তাহার দুই সখী ছিল; একজনের নাম
প্রভাবতী ও অপরের নাম কলাবতী। ছায়া ও
কান্তি যেমন দেহের অনপায়িনী তেমনি ঐ

তথা। পূর্বে সখ্যো ভবেতাং হি রত্নাবল্যা মহে-
শ্বরী ॥ ৮১ ॥ সা তু বাল্যে ব্যতিক্রান্তে কিঞ্চি-
দুদ্ভিন্নযৌবনা। শিবভক্তং স্বপিতরং দৃষ্ট্বা নিয়ম-
মগ্রহীৎ ॥ ৮২ ॥ পিতৃল্লিলোচনং কাশ্যামর্চয়িত্বা
দিনে দিনে। আভ্যাং সখীভ্যাং সহিতা মোনং
তাক্ষ্যামি নান্তথা ॥ ৮৩ ॥ এবং নাগকুমারী সা
সখীদ্বয়সমাযুতা। ত্রিলোচনং সমভার্চ্য গৃহানহ-
রহরাজৎ ॥ ৮৪ ॥ মাং প্রত্যগ্রেঃ সুকুমুদৈঃ
সুশুভৈরিষ্টগন্ধিভিঃ। সুবিচিত্রাণি মালায়ানি পরি-
শুশ্রুচ্যর্চয়দ্বিভূম্ ॥ ৮৫ ॥ তিস্রোহপি গীতং গায়ন্তি
ললিতকৈব সুস্বরম্। নারীমণ্ডলভেদেন লাস্ত্যং
তিস্রোহপি কুর্ষতে ॥ ৮৬ ॥ বীণাবেণুদক্ষাংশচ
লয়তালবিচক্ষণাঃ। বাদয়ন্তি যুদা যুক্তান্তিস্রোহপি
বিরমন্তি বৈ ॥ ৮৭ ॥ ইথমারাধয়ন্তীশং তিস্রো
নাগকুমারিকাঃ। বিচিত্রভঙ্গীমালাভির্চয়ন্ত্যা-
ল্লিলোচনম্ ॥ ৮৮ ॥ প্রাতঃচতুর্থীং তাঃ স্নাত্বা তীর্থে
পিলিপলে শুভে। ত্রিলোচনং সমর্চ্যাত্ম প্রমুগ্ধা
রঙ্গমণ্ডপে ॥ ৮৯ ॥ সুগ্ধাস্ত তাস্মৈ স শিবল্লিনেত্রঃ

সখীদ্বয় রত্নাবলীর অনুগতা ছিল। হে মহে-
শ্বরী! সখীদ্বয় রত্নাবলী হইতে বয়োধিকা
ছিল। রত্নাবলীর বাল্যকাল অতিক্রান্ত হইলে
যৌবন কিঞ্চিৎ উদ্ভিন্ন হইল। সে স্বীয়
পিতাকে শিবভক্ত দেখিয়া নিজেও নিয়ম গ্রহণ
করিল। সে পিতাকে বলিল,—পিতঃ! আমি
সখীদ্বয়ের সহিত প্রাতঃদিন কাশীতে গমনপূর্বক
ত্রিলোচনের অর্চনা করিয়া মোন পরিত্যাগ করিব,
নচেৎ মোন পরিত্যাগ করিব না। নাগকুমারী
এইরূপ নিয়মপূর্বক প্রাতঃদিন সখীদ্বয়ের সহিত
কাশীধামে ত্রিলোচনের আরাধনা করিয়া গৃহে
প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। সে এইভাবে
প্রত্যাহ অভিনব সুগন্ধি পুষ্পগ্রথিত বিচিত্র মালা
দ্বারা আশ্রয় আরাধনা করিতে লাগিল। আরা-
ধনান্তে তিনজনই সুস্বরে সুললিত গীত বাদিত্র
এবং নারীমণ্ডল ভেদ করিয়া তিন জনেই
নৃত্য করিত। লয়-তালবিচক্ষণা ঐ তিন জনই
হৃষ্টান্তঃকরণে বীণা-বেণু যুদঙ্গ বাদন করিয়া
পরিশ্রান্ত হইলে বিশ্রাম করিতে কুণ্ঠিত হইত না।
তাঁহারা এইরূপে বিচিত্র ভঙ্গী ও মালা দ্বারা
ত্রিলোচনের আরাধনা করিতে লাগিল। ৮৯—৮৮।
চতুর্থী তিথির প্রাতে শুভ পিলিপলা তীর্থে স্নান
করিয়া ত্রিলোচনের অর্চনাপূর্বক রঙ্গমণ্ডপে নিদ্রা

শশিভূষণঃ । বামার্দ্ধবিলমচ্ছক্তির্নাগযজ্ঞোপবীতকঃ ।
 লিঙ্গাদেব হি নির্গত্যা গঙ্গাপরগমেখলঃ । প্রত্যাচ
 ততঃ কস্তা বিভূকৃতিষ্ঠতেতি সং ॥ ১১ ॥ উখায়
 তা বিনির্মধ্যা লোচনে শ্রুতিসঙ্গমে । অঙ্গমোটন-
 বত্যাশ্চ তদা নিবৃর্ণিতেক্ষণাঃ ॥ ১২ ॥ যাবৎপশ্যন্তি
 পুরতঃ সম্মাপন্নমানসাঃ । অতর্কিতাগমস্তাবস্তাভি-
 দৃষ্ট্বিলোচনঃ ॥ ১৩ ॥ ববন্দিরেহথ তা বালা জাহ্ন
 লস্মভিরৌষরম্ । তুষ্ট্বুশ্চ প্রহৃষ্টাস্তাঃ সন্নকণ্ঠোহতি-
 বিক্রবম্ ॥ ১৪ ॥ জয় শম্ভো জয়েশান জয় সর্বগ
 সর্বদ । জয় ত্রিপুরসংহর্ত্তজয়াক্কনিবৃদন ॥ ১৫ ॥
 জয় জালঙ্ঘরহর জয় কন্দর্পদর্পহন । জয় ত্রৈলোক্য-
 জনক জয় ত্রৈলোক্যবন্দিত । জয় ভক্তজনাধীশ
 জয় প্রমথনায়ক ॥ ১৬ ॥ নমস্কৃত্যং নমস্কৃত্যং
 নমস্কৃত্যং নমোনমঃ । হিলোচন নমস্কৃত্যং ত্রিবিষ্টপ
 নমোহস্তু তে ॥ ১৭ ॥ ইত্যুচ্চা দণ্ডবদ্বুমো প্রণিপেতুঃ
 কুমারিকাঃ । অখোখ্যাপ্য কুমারীস্তাঃ প্রোবাচ
 শশিভূষণঃ ॥ ১৮ ॥ স্মৃতো মন্দারদায়শ্চ নার্যা পরি-
 মলালয় । পতিবিদ্যাধরবরো ভবতীনাং ভবি-
 য়তি ॥ ১৯ ॥ চিরং বিদ্যাধরে লোকে ভোগান
 ভুক্তা সমস্ততঃ । ততো হবাস্তকাং প্রাপ্য মাং ধ্যাহা

সিদ্ধিমাশ্রয় ॥ ১০০ ॥ জন্মান্তরেহপি মে ভক্তিভব-
 তীভিষ্ণ তেন চ । বিহিতা তেন বো জন্ম নিশ্চলঃ
 ভক্তিভাবিতম্ ॥ ১০১ ॥ এতৎপ্রভাবতীস্তোত্রং যে
 পঠিষ্যন্তি মে পুরঃ । তেভ্যঃ কামান্ প্রদাত্তামি
 ভবতীনাং বরঃ ॥ ১০২ ॥ ইত্যুক্তবতি দেবেশে
 তাঃ কস্তা হৃষ্টমানসাঃ । প্রণম্য প্রোচুরীশানঃ প্রবন্ধ-
 করসম্পূটা ॥ ১০৩ ॥ নাগকস্তা উচুঃ । পৃচ্ছামো
 ক্রহি নো নাথ করুণাকর শঙ্কর । জন্মান্তরে কথং
 গোবা চতুর্ভবতঃ কৃত্য ॥ ১০৪ ॥ ততঃ প্রাক্তন-
 বৃত্তান্তমেতস্তাপি কৃত্যন্বনঃ । অস্মাকমপি চাখ্যাহি
 কৃপাং কুরু কৃপানিধে ॥ ১০৫ ॥ ইতি ব্রূহা প্রণয়তো
 বালোদীরিতমৌপিতম্ । প্রোবাচ তাসামপি চ
 ভবান্তরবিচেষ্টিতম্ ॥ ১০৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণুস্ব
 নাগতনয়াস্তিস্রোহপি হি সমাহিতাঃ । প্রাগ্ভবং
 ভবতীনাং তস্তাপি কথয়াম্যহম্ ॥ ১০৭ ॥ এষা
 রত্নাবলী পূর্বমাসীৎ পারাবতী গণী । স চ বিদ্যাধর-
 বরঃ পতিরস্তাঃ খণ্ডোহভবৎ ॥ ১০৮ ॥ প্রাসাদে চ
 মমেন্দ্রভাষ্যবিতং সূচিরং সুখম্ । রজঃ প্রাসাদ-
 সংলগ্নং ব্রহ্মং পক্ষানিলৈঃ পূনঃ ॥ ১০৯ ॥ উপরিষ্টা-

যাইত । তাহারা নিদ্রিত থাকিলে শশিভূষণ
 ত্রিনেত্র বামার্দ্ধে শক্তি ও নাগ-যজ্ঞোপবীত ধারণ-
 পূর্বক গঙ্গা ও পরগ দ্বারা মেখলা রচনা করত লিঙ্গ
 হইতে নির্গত হইতেন এবং রঙ্গমণ্ডপে উপস্থিত
 হইয়া ঐ নাগ-কন্যাদিগকে উত্থাপিত করিতেন ।
 তাহারা উত্থিত হইয়া আকর্ণ বিস্ফারিত লোচন
 মথিত করত অঙ্গমোটন করিত । তাহারা
 সুষ্পোখিত হইয়া নিদ্রাবশে চক্ষু বিদূর্ণিত করত
 যেমন সম্মানভাবে নেত্র উন্মীলন করিত ; অমনি
 হে শম্ভো ! তোমার জয় হউক, তুমি ঈশান,
 সর্বগ, সর্বদ, ত্রিপুরসংহর্ত্তা, অদ্বক-নিবৃদন,
 জালঙ্ঘরহর, কন্দর্পদর্পহারিন্, ত্রৈলোেক্যজনক,
 ত্রৈলোক্য-বন্দিত, ভক্তজনাধীশ ও প্রমথনায়ক,
 তোমাকে নমস্কার নমস্কার নমস্কার । হে ত্রিলো-
 চন ! হে ত্রিবিষ্টপ ! তোমাকে নমস্কার । কুমারী-
 গণ এইরূপ স্তব করিয়া লিঙ্গকে দণ্ডবৎ প্রণাম
 করিত । ঐ সময় শশিভূষণ তাহাদিগকে উত্থা-
 পিত করত বলিয়াছিলেন, মন্দারদায় গঙ্গার
 পুত্র পরিমলালয় তোমাদের পতি হইবে । তোমরা
 সূচিরকাল গঙ্গার্লোকে ভোগ সকল উপভোগ
 করিয়া পরে অবশ্তী পুরীতে গমনপূর্বক সিদ্ধিলাভ

করিয়া । জন্মান্তরেও তোমরা তোমাদের পতির
 সহিত আমার ভক্তি করিবে । ইহা দ্বারা তোমাদের
 নিশ্চল ভক্তিভাবিত কুলে উৎপত্তি হইবে ।
 যাহার আমার সম্মুখে এই প্রভাবতীস্তোত্র পাঠ
 করিবে, তাহাদিগকে আমি অভিলষিত বর প্রদান
 করিব ॥ ১০১-১০২ ॥ দেবেশ এই কথা বলিলে ঐ
 কন্যাগণ হৃষ্টমানসে ও কৃতজ্ঞলিপুটে তাঁহাকে
 বলিল,—হে করুণাকর শঙ্কর ! আমাদের জিজ্ঞাসা
 এই যে আমরা চারিজন কিরূপে জন্মান্তরে আপ-
 নার সেবা করিলাম ? হে দয়ানিধে ! আপনি
 কৃপা করিয়া আমাদের ও ঐ গঙ্গাবতনয়ের জন্মান্তর-
 বৃত্তান্ত কীর্তন করুন । লিঙ্গদেব বালিকাদিগের
 জিজ্ঞাসিত শ্রবণ করিয়া তাহাদের জন্মান্তরচেষ্টিত
 বর্ণন করিতে লাগিলেন ; তিনি বলিলেন,—হে
 নাগকন্যাগণ ! তোমরা সমাহিত ভাবে শ্রবণ কর,
 আমি তোমাদের পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত কীর্তন করি-
 তেছি । এই বালিকা রত্নাবলী, এ পূর্বে পারা-
 বতী ছিল । আর সেই বিদ্যাধর পতি পরিমলা-
 লয় ইহার পতি কপোত ছিল । ইহারা উভয়ে সূচির-
 কাল অতি সুখে আমার প্রাসাদে বাস করিয়াছিল ।
 ইহারা পক্ষানিল দ্বারা আমার প্রাসাদ-সংলগ্ন

দধস্তাচ্চ কৃত্য ভুরিপ্রদক্ষিণাঃ। ব্যোমি সঞ্চর-
মাণাভ্যাং সঞ্চর্ণঞ্চ মমাজিরে ॥ ১১০ ॥ স্নাতং
চতুর্নদে তীর্থে পীতং তত্রাস্থ চাসকুৎ। আভ্যাং
কলরবাত্যাক কৃত্যঃ কলরবী মুদা ॥ ১১১ ॥
এতাভ্যাং স্থিরচিত্তাভ্যাং মুদিতা হুমতৌব হি। দৃষ্টা
হি কোতুকান্তত্র মম ভক্তৈঃ কৃত্যন্তপি ॥ ১১২ ॥
অমৃত্যং বহুশো দৃষ্টা মম মঙ্গলদীপিকা। পীতং
ঋতিপুটাত্যাক মম নামাক্ষরামৃতম্। তির্ধ্যগ্‌ঘোনি-
প্রভাবেণ ন মৃতৌ মম সন্নিধৌ ॥ ১১৩ ॥ জম্মুমাগে
মৃতৌ যস্মাৎ স্বর্গপ্রাপ্তিকরে ঋবম্। তস্মাৎ পারা-
বতৌ হেমা রত্নদীপসুতাভবৎ ॥ ১১৪ ॥ পতিঃ
পারাবতোহস্তাচ্চ জাতৌ বিদ্যাধরাজজঃ। এষা
প্রভাবতৌ নাগী নাগরাজস্ত সন্মানি। ইহ জন্মান
কন্তাসৌ পূর্বজন্ম ববৌমি চ ॥ ১১৫ ॥ ত্রিশিখস্তোর-
গেন্দ্রস্ত সূতা চেৎ কলাবতৌ। এতস্তা অপি বৃদ্ধান্তঃ
নিশাময় তু বচ্যাহম্ ॥ ১১৬ ॥ ভবান্তরে তৃতীয়েহতঃ

সম্মুখে ত্রিলোচনকে দেখিতে পাইত। তাহারা প্রতি-
দিন এইরূপে অতর্কিতাগত ত্রিলোচনকে দর্শন
করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বন্দনা ও স্তব করিত।
ধূলি অপসারিত করিত। প্রাসাদের উপরিভাগে
ও নিম্নভাগে ইহারা প্রদক্ষিণ করিত এবং আকাশে
সঞ্চরণ করিলেও ইহারা আমার অঙ্গন-সীমা অতি-
ক্রম করিত না। এই কলরব ও কলরবী, ইহারা
চতুর্নদে স্নান ও তথাকার জল পান করিয়া আনন্দে
কলরব করিত। হে দেবি! এই পারাবতদ্বয়
স্থিরচিত্ত হইলে তুমি অত্যন্ত আনন্দিত হইতে।
আমার ভক্তগণকৃত কোতুক দর্শনপূর্বক ইহারা বহু-
বার আমার মঙ্গল-আরাত্রিক দর্শন করিত। আমার
নামামৃত পান করিয়া ইহারা আনন্দিত হইত।
তির্ধ্যগ্‌ঘোনি বলিয়া ইহারা আমার নিকট প্রাণ-
ত্যাগ করে নাই। ইহারা জম্মুমাগে প্রাণত্যাগ
করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছে। সেই পারাবতাই
নাগকন্টারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া নাগরাজ রত্নদীপের
সুতা হইয়াছে, আর সেই পারাবত গন্ধর্ব্বরাজ-
তনয়রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া গন্ধর্ব্বদিগের অধিপতি
হইয়া পরিমলালয় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।
আর এই প্রভাবতৌ বর্ত্তমান জন্মে নাগকন্টারূপে
জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহার পূর্ব জন্ম বালভেছি।
কলাবতৌ ত্রিশিখ নামক উরগেন্দ্রের কন্তা। ইহারও
পূর্বজন্মবৃত্তান্ত বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর।

কন্তে চারায়ণস্ত চ। আস্তাং মহর্ষেঃ শীলাটো প্রেম-
বতৌ পরস্পরম্ ॥ ১১৭ ॥ পিতা চারায়ণেনাপি
তাভ্যাং সম্প্রস্রিতেন বৈ। আনুসায়ণপুত্রায় দত্তে
নারায়ণায় হি ॥ ১১৮ ॥ অপ্রাপ্তযৌবনোহরণ্যো সমিদা-
হরণায় বৈ। গতৌ বিধিবশাদষ্টৌ দন্দশূকেন
কাননে ॥ ১১৯ ॥ ভবানীগৌতমীনায়েণৌ তে তু
চারায়ণাঙ্গজে। বৈধব্যদুঃখমাপন্রে দৈন্তগ্রস্তে বভূ-
বতুঃ ॥ ১২০ ॥ অতএব প্রযত্নেন পরিণেতা বিবর্জ-
য়েৎ। দেবতাসরিদাহ্রানকন্তাপাণিগ্রহঃ সূবীঃ ॥ ১২১ ॥
অথর্ষেঃ কন্তচিদ্দেবাদাশ্রমে •দেবসন্নিভে। রস্তা-
কলান্তদন্তানি মোহাজ্জগ্রহতুস্তদা ॥ ১২২ ॥
কন্তা নানোপবাসাদিব্রতানি ব্রাহ্মণাঙ্গজে।
অধ্যাস্ত নিধনং কালাজ্জাখামগৌ বভূবতুঃ ॥ ১২৩ ॥
কলচৌর্য্যবিপাকেণ বানরহঃ তযোরভূৎ। শীল-
রক্ষণভাবেনাবস্ত্যাং জনিম্বাপতুঃ ॥ ১২৪ ॥ স চ
নারায়ণৌ বিপ্রঃ পিতৃশ্রীষণে রতঃ। দষ্টৌহপি
দন্দশূকেন কাশ্চাৎ পারাবতোহভবৎ ॥ ১২৫ ॥ এবং
ভবান্তরে চাসৌদেতয়োঃ পতিরেব সঃ। তিস্রণাং
ভবতানাঞ্চ ভাবী ভর্তা পুনঃ স বৈ ॥ ১২৬ ॥

এই জন্মের তৃতীয় জন্মে প্রভাবতৌ ও কলাবতৌ,
ইহারা উভয়ে চারায়ণ মহর্ষির কন্তা ছিল। ইহারা
উভয় ভগিনীই পরস্পর প্রেমবতৌ ও সংস্ভাবা
ছিল। পিতা ইহাদিগকে ইহাদের উদ্দেশে আগত
আনুসায়ণপুত্র নারায়ণকে প্রদান করেন।
ঐ নারায়ণ একদা সন্নিধি আহরণের জন্ত বনগমন
করিলে দৈবাৎ তাহাকে এক সর্প দংশন করে।
নারায়ণ কাল কবলিত হইলে ভবানী ও গৌতমী
নায়ে এই কন্তাদ্বয় বৈধব্য প্রাপ্ত হইয়া দৈন্তগ্রস্ত
হয়। এই জন্তই বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশেষ বিবেচনা-
পূর্বক দেবতা প্রতিষ্ঠা, সর্পি-আহ্রান ও কন্তা-
পাণিগ্রহ কার্য্য করবেন ১১৮ — ১২১। কোন সময় ঐ
বিধবা কন্তাদ্বয় কোন ঋষিকে দিবার নিমিত্ত প্রদত্ত
রস্তাকল তাঁহাকে না দিয়া মোহবশতঃ ভক্ষণ করে,
ইহার ফলে তাহারা বিবিধ উপবাসাদি ব্রত করিয়া
জীবনান্তে বানরী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কলচৌর্য্য-
নিবন্ধন পাশে ইহাদের বানরযোনি লাভ হয়। কিন্তু
স্বভাব বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া অবন্তীতে ইহারা জন্মে,
আর ইহাদের পতি নারায়ণ সর্পদংশনে অপমৃত্যুগ্রস্ত
হইলেও কাশীতে পারাবত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।
জন্মান্তরে এই নারায়ণই প্রভাবতৌ ও কলাবতৌর
পতি ছিল। আর অধুনা তোমাদের তিন জনেরই

প্রাসাদস্থাপি পার্শ্বে তু নৃত্যগোষ্ঠ মহানগঃ । তস্মিন্
শাখিনি বাসাচ্যে শাখায়গো) বভূবতুঃ ॥১২৭॥ বিষ্ণু-
দেহজলে তীর্থে ক্রোড়্য চ মমজ্জতুঃ । পাতুশ্চাপি
পানীয়ং তস্মিন্স্থীর্থে ত্রয়াতুরে ॥১২৮॥ জাতি-
স্বভাবচাপন্যাং ক্রোড়্যে চ প্রদক্ষিণম্ । চক্রতুর্দ-
কৃৎ লিঙ্গং দদৃশুর্দুর্ভহ ॥১২৯॥ বিচরন্ত্যাবিতঃ
স্বৈরং তত্র নৃত্যগোবসানবো । কেনচিদযোগবেষণে
পাশেন চ নিয়ন্ত্রিতে ॥১৩০॥ ভিক্ষাগং শিকিতে
ভেন ন প্লুং নিবর্তনম্ । অথ তে কাপি মর্কটৌ
কালধর্মবশং গতে ॥১৩১॥ অবস্থাবাসপুণ্যেন
ত্রিলোচনস্ত সেবয়া । প্রাদক্ষিণ্যাক্রুপেণ জাতে
নাগসূতে অপি ॥১৩২॥ অধুনা তং পতিং প্রাপ্য
বিদ্যাধরকুমারকম্ । নিমিষে স্বর্গভোগাংচাবস্থাং
নির্ভূতিমাপ্যথ ॥১৩৩॥ যৈরগ্নমপি চাবস্থাং কৃতং
কর্ম শুভাবহম্ । তস্মৈ মোক্ষঃ পরোপাকো নিশ্চিৎ
মদনুগ্রহাৎ । ত্রৈলোক্যেহপি চ সর্গস্থি ন শেষ্ঠাবস্তী
পুরী সদা ॥১৩৪॥ ততোহপি লিঙ্গমোক্ষারং
ততোহপ্যত্র ত্রিলোচনম্ । তিষ্ঠমানোহত্র লিঙ্গেশ্বরঃ

ভাবী ভর্তা সেই গন্ধর্বপতি পরিমলালয় । আমার
প্রাসাদের পার্শ্বে এক বিশাল বটবৃক্ষ আছে, ঐ
বৃক্ষে উক্ত বানরীদ্বয় বাস করিত; বিষ্ণুদেহজল-
তীর্থে জলক্রোড়া করিয়া অবগাহন করিত, ঐ জল
পিপাসার্ত্ত হইয়া পান করিত; জাতি-সুলভ স্বভাব-
চাপন্য বশত ক্রোড়া করিতে লাগিতে প্রাসাদ
প্রদক্ষিণ করিত; এবং বহুবার লিঙ্গ দর্শন করিয়া
নৃত্যগোষ্ঠবরে অবস্থানপুষ্টক উহার এইরূপে
কালান্তিপাত করিত । ইত্যবসরে একদিন উহার
যোগবেশের জনৈক পাশে নিয়ন্ত্রিত হয় । তাহার
ভিক্ষা করিবার জন্য ঐ বানরীদ্বয়কে শিক্ষা দিলেও
তাহারা লক্ষন-উলক্ষন প্রভৃতি কিছুই করিত না ।
অনন্তর উহার কালধর্মের বশবর্তী হইয়া জন্মান্তরে
অবস্থাবাস ও প্রাসাদ-প্রদক্ষিণ প্রভৃতির পুণ্যফলে
নাগ কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে । এই হইল,—
প্রভাবতী ও কলাবতীর পুঙ্কজন্মবৃত্তান্ত । অধুনা
ইহার বিদ্যাধরকুমারকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গীয়
ভোগ সকল উপভোগ করত অবস্থীতে নিকৃতি
লাভ করিবে । যাহারা অবস্থীতে কাঞ্চনাত্রাও
শুভাশুভ কর্ম করে, তাহার আমার অনুরূপে মুক্তি
লাভ করিয়া থাকে, ইহা নিশ্চিত । সমস্ত ত্রৈলো-
ক্যের মধ্যে এই অবস্থীপুরী শ্রেষ্ঠা, অবস্থী হইতে
ভক্ত্য ওঙ্কার লিঙ্গ শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতেও ত্রিলোচন

ভুক্তিঃ মুক্তিঃ দদামি বৈ ॥১৩৫॥ অতঃ সর্গ-
প্রযত্ননাবস্থাং পূজ্যস্ত্রিলোচনঃ । ইত্যুক্তা দেব-
দেবেশস্তং প্রাসাদান্তরেহবিশৎ ॥১৩৬॥ লিঙ্গস্বরূপ-
মাসাদ্য শুভং ত্রিভুবনাদপি । তাস্য স্বদনং প্রাপ্য
তদুত্তমশেষবতঃ । স্বমাতুঃ পুরতশ্চোক্তা কৃতকৃত্য
ইবাভবন্ ॥১৩৭॥ একদা মাধবে মাসি সহ সার্থাঃ
সমাগতাঃ । বিদ্যাধরাস্তথা নাগা মিলিতাঃ
সপরিচ্ছদাঃ ॥১৩৮॥ বিরজস্কে মহাক্ষেত্রে
ত্রিলোচনসমীপতঃ । দেবস্ত বরদানাচ্চ পৃষ্টান্তোচ্চং
কুলাবলিম্ ॥১৩৯॥ বিদ্যাধরায় তাং কন্যা নাগে-
স্তিস্তোহপি কলিতাঃ । মন্দারদামা সন্তপ্তাঃ প্রাপ্য
তচ্চ স্নুযাত্রয়ম্ ॥১৪০॥ রত্নদীপশ্চ নাগেশ্বরঃ পদ্মী
চ ভূজগেশ্বরঃ । বিশিখোহপি কলীলশ্চ হৃষ্টা এতে
ত্রয়োহপি চ । জামাতরং সমাসাদ্য শুভং পরিমলা-
লয়ম্ ॥১৪১॥ অন্তোচ্চং স্বজনাঙ্তে তু মুদা
বিকসিতেক্ষণাঃ । বিবাহোৎসবমারচ্য স্বংসং ভবনমা-
বিশন্ ॥১৪২॥ ত্রিলোচনস্ত লিঙ্গস্ত বর্ণয়ন্ত্যহপি
গৌরবম্ । স চ বিদ্যাধরঃ স্রীমন্নগীর্ভাসিপুলং
মুখম্ । মুকুটবস্ত্রাং ততঃ প্রাপ্য সংসেব্য চ

শ্রেষ্ঠ । আমি এই লিঙ্গে থাকিয়া ভুক্তি-মুক্তি প্রদান
করিয়া থাকি । অতএব সর্বপ্রযত্নে অবস্থীস্থ ত্রিলো-
চনের পূজা করা কর্তব্য । হে দোব ! বালিকাভ্রমকে
এই কথা বলিয়া দেবদেব লিঙ্গস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া
প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন । তাহারও সকলে
স্বভবনে গমন করিয়া লিঙ্গোক্ত বৃত্তান্ত স্বীয় পিতা-
মাতার নিকট নিবেদন করিয়া কৃতকৃত্য হইল ।
১২২—১৩৭ । একদা মধুমােসে নাগ ও বিদ্যাধরগণ
মিলিত ও সুপরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বিরজস্কে মহা-
ক্ষেত্রে ত্রিলোচনের সমীপে গমন করে । লিঙ্গের বর-
দানহেতু তাহার আপন আপন কুলাবলী পর্যালোচনা
করিলে নাগরাজ স্বীয় কন্যাভ্রমকে বিদ্যাধরপুত্র
পরিমলালয়কে প্রদান করিল । মন্দারদাম স্নুযাত্রয়
লাভ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় । এই বিবাহ
সম্বন্ধে নাগরাজ রত্নদীপ ভূজগেশ্বর, পদ্মী ও
বিশিখ, ইহার সকলেই হৃষ্ট হইল । পরিমলালয়কে
জামাতা লাভ করিয়া ইহার সকলেই হর্ষ-বিকসিত
নয়নে বিবাহ-উৎসব নিকাহ করিয়া স্ব স্ব ভবনে
প্রবেশ করিল । তাহার গৃহপ্রবেশকালে ত্রিলো-
চনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিল । অনন্তর
বিদ্যাধরপতি পরিমলালয় নাগকামিনীভ্রমকে
পদ্মী লাভ করিয়া তাহাদের সহিত বিপুল মুখ

ত্রিলোচনম্ । ১৪৩ । গায়ন গীতং সুমধুরং নাগীতিঃ
সহিতঃ কৃতৌ । আত্মানং চাতিবিস্মৃত্য মধ্যোল্লিঙ্গং
লয়ং গতঃ । ১৪৪ । ত্রিলোচনস্ত মহিমা
কলে দেবেন গোপিতঃ । ততোহল্লসহা মল্লজা
ন তল্লঙ্গমুপাসতে । ১৪৫ । ত্রিলোচনকথামেতাং
শ্রদ্ধা পাপাষিতোহপ্যহো । বিপাপো জায়তে
মৰ্ত্ত্যো লভতে চ পরাং গতিম্ । ১৪৬ । এষ তে
কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । ত্রিলোচনস্ত
দেবস্ত শৃণু বীরেশ্বরং পরম্ । ১৪৭ ।

ইতি শ্রীশঙ্করে ত্রিলোচনমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪৫ ।

ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীহর উবাচ । ষট্চত্বারিংশকং দেবি বীরে-
শ্বরমথো শৃণু । যন্ত দর্শনমাত্রেণ কুলবৃদ্ধির্ভবেদ-
ক্ৰবম্ । ১ । নিশাময় মহাদেবি বীরেশাবির্ভবঃ পরম ।
যচ্ছুরা পিতরং পুণ্যং প্রাপ্নুযুর্নিপুলং শিবে । ২ ।
আসৌদমিত্রজিহ্নাম রাজা পরপুরঞ্জয়ঃ । ধার্মিকঃ

অনুভব করত তাহাদের সহিত অবস্ৰীতে গমন-
পূর্বক ত্রিলো নকে দর্শন করিলেন । দেবদর্শনের
পব তিনি পত্নীদিগের সহিত সুমধুর গীত গাহিয়া
আত্মবিস্মরণপূর্বক লিঙ্গমধ্যে লয় প্রাপ্ত হইলেন ।
ঐ লিঙ্গ কলিকালে আত্মমহিমা গোপন করিয়াছেন ।
‘ই জন্তই অল্পবল মানবগণ ঐ লিঙ্গের উপাসনা
করে না । অহো ! এই লিঙ্গকথা শ্রবণ করিয়া
নর নিপাপ হইয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকে ।
হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট ত্রিলোচনের
পাপনাশন প্রভাব কীর্তন করিলাম, অধুনা বীরেশ্বর-
লিঙ্গমাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ১৩৮—১৪৭ ।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৫ ।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

শ্রীহর বলিলেন,—হে দেবি ! যাহার দর্শন-
মাত্রে কুলবৃদ্ধি হইয়া থাকে, আমি সেই বীরেশ্বর
লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।
যাহা শ্রবণ করিয়া পিতৃগণ বিপুল পুণ্য প্রাপ্ত হন,
আমি সেই বীরেশ্বর লিঙ্গের আবির্ভাব বিবরণ
কীর্তন করিতেছি,—শিবে ! তুমি সমাহিত ভাবে

সবসম্পন্নঃ প্রজারঞ্জনতৎপরঃ । ৩ । যশোঃনো
বদান্তশ্চ সুধীর্বাঞ্ছনদৈবতঃ । সদৈবাব্ধি স্নাতঃ
পরিক্রিন্নশিরোরুহঃ । ৪ । বিনীতো নীতিসম্পন্নঃ
কুশলঃ সর্বকর্ম্মশু । বিদ্যা-বিশারদশ্চাখ গুণবান্
গুণিবৎসলঃ । ৫ । কৃতজ্ঞো মধুরালাপঃ পাপকর্ম্ম-
পরাস্মুখঃ । সত্যবাক্তোচনিলয়ঃ সত্যবাগ্ বিজিতে-
ন্দ্রিয়ঃ । ৬ । রণাঙ্গনে কৃতান্তস্ত সংখ্যাবাৎস সদো-
হজিরে । কামিনীকেলিকালজ্ঞো যুবাপি স্থবির-
প্রিয়ঃ । ৭ । ধর্ম্মার্থধনকোশশ্চ সমৃদ্ধবলবাহনঃ ।
সুভগশ্চ সুরূপশ্চ সুমেধাঃ সুপ্রজাপ্রিয়ঃ । ৮ ।
শৈবৈর্ধ্যধৈর্য্যসমাপন্নো দেশকালবিচক্ষণঃ । যান্ত্রানান্
মানদো নিত্যং সর্বদৃষণবজ্জিতঃ । ৯ । বাসু-
দেবাজিযুগলে চেতোবৃত্তিঃ নিধায় চ । চকার
রাজ্যং নিবন্ধঃ ধিগ্ধিগীতিববজ্জিতম্ । ১০ । অনজ্যা-
শাসনঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ । অভুনক্ প্রব-
রান্ ভোগান্ সমস্তাদ্বিসংস্কৃতান । ১১ । হরেরার্য্য-
ধনান্ন্যট্টেঃ প্রতিশোধং পদেপদে । তন্ত রাজ্যে
সমভবন্নহাভাগনিধেঃ শিবে । ১২ । গোবিন্দগোপ-

শ্রবণ কর । আমিজ্যে নামে এক পরপুরঞ্জয় রাজা
ছিলেন, তিনি ধার্মিক, সবসম্পন্ন, প্রজারঞ্জন, যশস্বী,
বদান্ত, সুধী, বাঞ্ছনদৈবত, নিত্য-অবভৃত, স্নাত,
স্নান দ্বারা ক্রিন্ন-শিরোরুহ, বিনীত, নীতিসম্পন্ন,
কর্ম্মকুশল, বিদ্যা-বিশারদ, গুণবান্, গুণিবৎসল,
কৃতজ্ঞ, মধুরালাপী, পাপ-পরাস্মুখ, সত্যবাক্, শুচি,
বিজিতেন্দ্রিয়, রণাঙ্গনে কৃতান্তস্বরূপ, চহরে রণকারী
ও কামিনী-কেলি-কালজ্ঞ ছিলেন । তিনি কামিনী-
গণের সহিত কেলি করিবার কাল জানিতেন;
যুনা হইয়াও তিনি স্থবিরদিগকে ভাল বাসিতেন;
ধর্ম্মের নিমিত্তই তাঁহার ধনসঞ্চয় ছিল; তাঁহার বল-
বাহনের অভাব ছিল না; এবং তিনি সুভগ, সুরূপ,
সুমেধা, ও প্রজাপ্রিয় ছিলেন । ১—১০ । তিনি ধীর,
স্থির, দেশ-কালজ্ঞ ছিলেন এবং মাননীয়দিগের
সম্মান রক্ষা করিতেন । তাঁহার কোন দোষ ছিল
না । তিনি বাসুদেবের চরণ-কমলে মনো-মধু-
করকে নিহিত করত নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিতেন ।
কেহ কখন তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান করে নাই ।
তাঁহার শাসন কেহ কখন লঙ্ঘন করে নাই । সেই
শ্রীমান্ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ রাজা বিষ্ণুসংস্কৃত উৎকৃষ্ট
ভোগ সকল উপভোগ করিয়াছিলেন । অগ্নি
শিবে ! সেই রাজার রাজ্যে প্রতিশোধে পদে
পদে হরির আরাধনা হইত হে গোবিন্দ, গোপ,

গোপাল গোপীজনমনোহর। গদাপাণে গুণাতীত
 গুণাঢ্য গরুড়ধ্বজ। ১৩। কেশিহন কৈটভারাতে
 কংসারে কমলাপতে। ১৪। কৃষ্ণ কেশব কঙ্কাক
 কীনাশভয়নাশন। পুরুষোত্তম পাপারে পুণ্ডরীক-
 বিলোচন। ১৫। পীতকৌশেয়বসন পদ্মনাভ
 পরাংপর। জনার্দন জগন্নাথ জাহুবীজলজন্মভূঃ।
 ১৬। জয়িনাং জন্মহরণ জঙ্গপুকৌষনাশন।
 কঃ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকর শ্রেয়সাং নিধে। ১৭।
 শ্রীরঙ্গ শার্ঙ্গকোদণ্ড শৌরে শীতাংলোচন।
 দৈত্যারে দানবারারে দামোদর দুরন্তক। ১৮।
 দেবকীহৃদয়ানন্দ দন্দশূকেশ্বরেশ্বর। বিষ্ণো বৈকুণ্ঠ-
 নিলয় বাণারে বিষ্ণেরশ্রবঃ। ১৯। বিষ্ণুক্সেন বিভো
 বীর বনমালিন বলিপ্রিয়। ত্রিবিক্রম ত্রিলোকেশচক্ৰ-
 পাণে চতুর্ভুজ। ২০। ইত্যাদৌনিপবিভ্রাণি নামানি প্রতি
 মন্দিরে। শ্রীবৃদ্ধবালগোপালবদনোদীরিতানি তু।
 ২১। অয়তে যত্র কুত্রাপি রম্যাণি মধুবিদ্বিষঃ।
 সুরম্যকাননাশ্চেব বিলোক্যন্তে গৃহেগৃহে। ২২।
 বিচিত্রাণি চরিত্রাণি গীয়ন্তে চ গৃহেগৃহে। সৌধভিত্তিষু
 দৃশ্যন্তে চিত্রাণি ক্রতিমাণি চ। ২৩। ঋতে হরি-
 কথায়ান্ত নান্তা বার্তা নিশম্যতে। হরিণা নৈব
 বধ্যন্তে হরিনামাংসধারিণঃ। ২৪। তস্মৈ রাজ্যে

গোপাল ও গোপীজনের মনোহর! হে গদা-
 পাণি, গুণাতীত গুণাঢ্য, গরুড়ধ্বজ, কেশিহন,
 কৈটভারাতে, কংসারে, কমলাপতে, কৃষ্ণ, কেশব
 কঙ্কাক, কীনাশভয়নাশন, পুরুষোত্তম, পাপারে,
 পুণ্ডরীক-বিলোচন, পীত কৌশেয়বসন, পদ্মনাভ,
 পরাংপর, জনার্দন, জগন্নাথ, জাহুবীজলজন্মভূঃ,
 জয়ীদিগের জন্মহরণ, জঙ্গপুকৌষনাশন, শ্রীবৎসবন্ধুঃ,
 শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকর, শ্রেয়োনিধে, শ্রীরঙ্গ, শার্ঙ্গকোদণ্ড,
 শৌরে, শীতাংলোচন, দৈত্যারে, দানবারে, দামো-
 দর, দুরন্তক, দেবকীহৃদয়ানন্দ, দন্দশূকেশ্বরেশ্বর,
 বিষ্ণো, বৈকুণ্ঠনিলয়, বাণারে, বিষ্ণেরশ্রবঃ বিষ্ণুক্সেন,
 বিভো, বীর, বনমালিন, বলিপ্রিয়, ত্রিবিক্রম ত্রিলো-
 কেশ, চক্রপাণে ও চতুর্ভুজ! এইরূপ নাম সেই
 রাজার রাজ্যে প্রতিমন্দিরে শ্রী. বৃদ্ধ, বাল,
 গোপাল,—সকলকেই যেখানে সেখানে উচ্চারণ
 করিতে শুনা যাইত। তাঁহার রাজ্যে গৃহে গৃহে
 সুরম্য কানন ও গৃহে গৃহে বিচিত্র চরিত্রকর্ত্তন
 হইত। সৌধভিত্তিতে বিচিত্র ক্রতিম চিত্র সকল
 লক্ষিত হইত। হরিকথা ভিন্ন অন্য কথা ঐ স্থানে
 ক্রত হইত না। সিংহও তাঁহার রাজ্যে মৃগহিংসা

ভয়াঘ্যাধৈররণ্যে সুরচারিণঃ। ন মৎস্তা নৈব চ
 বকা বরাহাশ্চ ন কেনচিৎ। ২৫। হস্তস্তে কাপি
 তদ্বীত্যা। মৎস্তমাংসাশিনাপি বৈ। অপুত্রা ন
 নরাস্তস্ত রাষ্ট্রেহমিত্রজিতঃ কচিৎ। ২৬। স্তনপানং
 ন কুর্সন্তি সম্প্রাপ্য হরিবাসরম্। পশবোহপি
 তৃণাহারঃ পরিত্যজ্য হরের্দিনে। উপোষণপরা
 জাতা অশ্রেষাং কা কথ্য নৃণাম্। ২৭। মহামহোৎসবঃ
 সৰ্ব্বৈঃ পুরৌকোভির্নিত্যতঃ। অশ্বিন প্রশাসতি
 ভুব সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে। ২৮। যো বিষ্ণুভক্তি-
 রহিতঃ প্রাণৈরপি ধনৈরপি। স এব দণ্ডো ভুঞ্জেক
 যো রাষ্ট্রেহমিত্রজিতঃ। ২৯। অন্ত্যজা অপি
 দ্বাদাষ্টে শম্ভচক্রাক্ষবারণঃ। সম্প্রাপ্য বৈষ্ণবীং
 দীক্ষাং দীক্ষিতা ইতি সংব্রুতাঃ। ৩০। শুভানি
 যানি কথ্যানি ক্রিয়ন্তেহনুদিনং জনৈঃ। বাসু-
 দেবে সমর্প্যন্তে তানি তৈরফলেম্প্রতিঃ।
 ৩১। বিনা মুকুন্দগোবিন্দপরমানন্দমচ্যুতম্।
 নাত্মো জপোত নমোত সভাজেত জনঃ
 কচিৎ। ৩২। এব পরো বন্ধুস্তাসৌদবনৌ-
 পতেঃ। ৩৩। এবং তস্মিন মহীপালে রাজ্যে
 সম্যকপ্রশাসতি। একদা নারদঃ শ্রীমাংস্তং দিদ্মুঃ

পরিভাগ করিয়াছিল। বাধগণও ঐ স্থানে
 “অহিংসা পবমো ধর্মঃ” ছিল, তাহার রাজ
 ভয়ে কদাপি বরাহ, বক, এমন কি মৎস পাণ্ড
 হিংসা করিত না। মৎসামাংসানী বক্তিরাত
 রাজভয়ে হিংসা ত্যাগ করিয়া ছিল। তাঁহার
 রাজ্যে অপুত্রক নর ও অমিত্রজিত নর প্রাণে
 দৃষ্ট হইত না। হরিবাসরের দিন কেহ আহার
 করিত না, এমন কি স্তন্যপায়ী শিশুগণও স্তন্য
 পান করিত না। পশুগণও ঐ দিন তৃণাহার
 বর্জন করিত, অপরাপরের কথা আর কি বলিব?
 পুরবাসীরা হরিবাসরের দিন মহামহোৎসব করিত।
 যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তিরহিত হইত, সে ধনে-প্রাণে
 দণ্ডনীয় হইত। অন্ত্যজ ব্যক্তিগণও শম্ভচক্র চিহ্ন
 ধারণ করিত। সকলেই বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত
 হইত, এইরূপ নিয়ম ছিল। জনগণ কেহ দৈব কর্ম
 করিলে তৎকল-কামনা বাসুদেবে সমর্পণ করিত।
 জনগণ মুকুন্দ, গোবিন্দ, পরমানন্দ অচ্যুত বাহি-
 রেকে আর কাহারও জপ নমস্কার ও অর্চনা করিত
 না। শ্রীকৃষ্ণই ঐ অবনৌপতির একমাত্র পরম বন্ধু
 ছিলেন। মহীপাল এইরূপে রাজ্য শাসন করিতে
 থাকিলে একদা শ্রীমান্ নারদমুনি রাজার সাক্ষত

সমাযযো ৷৩৩৷ রাজা সমর্চিতঃ সোহ্ম মধুপর্কবিধানতঃ । নারদো বর্ণয়ামাস তমমিত্রজিতঃ নৃপম্ ৷৩৪৷
 ত্রীনারদ উবাচ । ধনোহস কৃতকৃত্যোহসি মানোহপ্যসি দিবৌকসাম্ । সর্বভূতেষু গোবিন্দঃ পরিপশ্বন বিশাম্পতে ৷ ৩৫ ৷ যো বেদপুরুষো বিষ্ণুর্হো যজ্ঞপুরুষো হরিঃ । যোহন্তরাশ্বা জগতঃ কর্তা ক্তাবিঃ বিভূঃ ৷ ৩৬ ৷ তন্ময়ঃ পশুতো বিশ্বং তব ভূপালসত্তম । দর্শনং প্রাপ্য শুভদঃ শুচিহ্মগমঃ পরম্ ৷ ৩৭ ৷ এষ এব হি সারোহত্র সংসারে ক্ষণভঙ্গুরে । কমলাকান্তপাদাজভক্তি-
 ভাবোহখিলপ্রদঃ ৷ ৩৮ ৷ পরিত্যজ্য হি যঃ সর্বং বিষ্ণুমেকং সদা ভজেৎ । শ্রুমেধসঃ ভজন্তে তং পদার্থাঃ সর্ব এব হি ৷ ৩৯ ৷ হৃষীকেশে হৃষীকণি যন্ত শৈব্যাং গতাশ্চহে । স এব শৈব্যামাপ্নোতি ব্রহ্মাণ্ডেহতীব চঞ্চলে ৷ ৪০ ৷ যৌবনং ধনমাযুষাং জলং পদ্মদলে যথা । অতীব চঞ্চল জাহ্নবীচ্যুতমেব সদাশ্রয়েৎ ৷ ৪১ ৷ বাঁচি চেতসি কর্ণেহথ যন্ত দেবো জনাৰ্দ্দনঃ । স এব সর্বদা বন্দ্যো নররূপী জনাৰ্দ্দনঃ । নির্যাজপ্রণিধানেন শীলয়িত্বা শ্রিয়ঃপতিম্ ৷ ৪২ ৷

সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিলেন । মধুপর্কবিধানে রাজা কর্তৃক সম্মানিত হইয়া মর্হর্ষি নৃপতির বর্ণন আরম্ভ করিলেন । তিনি বলিলেন,—
 হে বিশাম্পতে । আপনি সর্বভূতে গোবিন্দকে দর্শন করিয়া ধন্য কৃতকৃত্য ও দেবগণেরও মান্য হইয়াছেন । যিনি বেদপুরুষ, যিনি যজ্ঞপুরুষ, যিনি এই জগতের অন্তরাশ্বা, কর্তা, পালয়িতা ও বিভূ আপনি সেই বিষ্ণুকে জগন্ময় দেখিতেছেন, অদ্য আমি আপনার দর্শন লাভ করিয়া পবিত্র হইলাম । কমলাকান্তপদাধুজে যে ভক্তিভাব, ক্ষণভঙ্গুর সংসারে তাহাট সার এবং অখিলপ্রদ । যে ব্যক্তি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও একমাত্র বিষ্ণুর অর্চনা করে, নিখিল পদার্থই ঐ শ্রুমেধা ব্যক্তিকে ভজনা করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমপূর্বক হৃষীকেশে তিষ্ঠি সমর্পণ করে, সেই ব্যক্তি এই আশ্বর জগতে শৈব্যা লাভ করিয়া থাকে । যৌবন, ধন ও আয়ু এ সকল পদ্মপত্রের জলের ন্যায় অতীব চঞ্চল, ইহা জানিয়া জনগণ অচ্যুতের শরণ গ্রহণ করিবে । যাহার চিত্তে বাক্য ও কর্ণে জনাৰ্দ্দন সর্বদা বিরাজ করেন, সেই সকলের পূজনীয় এবং তিনিই নররূপী জনাৰ্দ্দন । নির্যাজ প্রণিধান

পুরুষোত্তমতাং কো ন প্রাপ্তুমিব ভূতলে । অনয়া বিষ্ণুভক্ত্যা তে সন্তুষ্টেষ্টিয়মানসঃ । উপকর্তৃমনা ক্রয়াং ত্রিশ্রাময় ভূপতে ৷ ৪৩ ৷ মানাবিদ্যাধর শ্রুতী নাত্মা মলয়গন্ধিনী । ক্রৌড়ন্তী পিতুরাক্রৌড়ে হতা কঙ্কালকেতুনা ৷ ৪৪ ৷ কপালকেতুপুত্রেন দানবেন বলীয়সা । আগামিত্যাং তৃতীয়ায়াং তন্তাঃ পাণিগ্রহঃ কিল ৷ ৪৫ ৷ পাতালে চম্পকাবত্যাং নগর্যাং সাস্তি সাস্ত্রতম্ । হাটকেশাং সমাগচ্ছঃ স্তয়াহং সাক্ষনেত্রয়া ৷ ৪৬ ৷ দৃষ্টেঃ প্রণম্য বিজ্ঞপ্তো যথা তচ্চ নিশাময় । ব্রহ্মচারিণ্যুনিশ্রেষ্ঠ গন্ধমাদনশৈলতঃ ৷ ৪৭ ৷ বালক্রৌড়নকাসক্তাঃ মাং জহ্রে তন্তমানসাম্ । কঙ্কালকেতুর্দুর্ভুতস্তস্ত নাস্তি চ ঘাতকঃ ৷ ৪৮ ৷ স স্বাত্মশূলঘাতেন ত্রিয়তে নাত্মথা রণে । জগৎ পর্য্যাকুলীকৃত্য নিদ্রাত্যথ বিনির্ভয়ঃ ৷ ৪৯ ৷ যদি কোহপি কৃতজ্ঞো মাং হৃদেমং দৃষ্টদানবম্ । মদন্তেন ত্রিশূলে নয়েদ্ভুজং চ বৈ কৃতম্ ৷ ৫০ ৷

দ্বারা ত্রীকান্তকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করিয়া কে না ভূতলে পুরুষোত্তমত্ব প্রাপ্ত হইবে? হে ভূপতে! বিষ্ণুভক্তির দ্বারা আপনার ইন্দ্রিয় ও মন সংযত হইয়াছে, আপনার উপকার করিবার ইচ্ছায় আপনাকে একটি গল্প বলিতেছি, শ্রবণ করুন,—হে রাজন! একদা মলয়গন্ধিনী নামী মানাবিদ্যাধর-শ্রুতী তাহার পিতার ক্রৌড়দেশে ক্রৌড়া করিতেছিল, এমন সময় দানব কপালকেতুর পুত্র কঙ্কালকেতু তাহাকে হরণ করে, আগামী তৃতীয়া তিথিতে ঐ বালিকার বিবাহ হইবে । অধুনা সে পাতালে চম্পকাবতী নগরীতে বাস করিতেছে । হে ভূপ! আমি হাটকেশ লিঙ্গ দর্শন করিয়া আসিতেছি, ঐ সময় ঐ সাক্ষনয়না কন্যা আমাকে প্রণামপূর্বক যাহা জানাইল, আমি তাহা আপনাকে জানাইতেছি, শ্রবণ করুন । ঐ কন্যা আমায় বলিল,—হে ব্রহ্মচারিন! মুনি-শ্রেষ্ঠ! একদা আমি গন্ধমাদনশৈলে ক্রৌড়নক লইয়া ক্রৌড়া করিতেছি, ঐ সময়ে দুর্ভুত কঙ্কালকেতু আমাকে হরণ করে । ঐ পাপাত্মার কাহারও হস্তে মৃত্যু নাহ, কেবল সে আমার ত্রিশূলপ্রহারে মৃত্যু-গ্রস্ত হইবে; যুদ্ধে সে কিছুতেই মরিবে না । ঐ দৃষ্ট এখন জগৎকে পর্য্যাকুলীকৃত করিয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছে । ৪৯—৪৯১ যদি কোন কৃতজ্ঞ ব্যক্তি মদন্ত ত্রিশূল দ্বারা এই দৃষ্ট দানবকে নিহত করিত

ষদ্যজ্ঞোপচিকীৰ্ণং বক্ষ্যমাং হৃষ্টদানবাৎ । মমাপি
হি বরো দত্তো ভগবতোময়া পুরা । বিষ্ণুভক্তো
যুবা ধীমান্ পুত্রিহাং পরিণেশ্যতি ॥ ৫১ ॥ আত্-

যথা তদ্বাক্যং তথ্যতাং ব্রজেৎ । তথা
নিমিত্তমাজ্ঞং হং ভব যত্নং সমাচর ॥ ৫২ ॥ ইতি
তদ্বচনোদ্ভাজন্ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণম্ । যুবানং চাপি
ধীমন্তং হামনুপ্রাপ্তবানহম্ ॥ ৫৩ ॥ তদাচ্ছ কার্য-
সিদ্ধৌ হং হৃষ্টা তং হৃষ্টদানবম্ । আনয়াশু মগ্না
বাহো শুভাং মলয়গঙ্গিনীম্ ॥ ৫৪ ॥ সা তু বিদ্যা-
ধরী বালা বিলোক্য হাং নরেশ্বর । অবশ্রমেব
তচ্ছলং দাস্ততীতি বিনিশ্চিতম্ । পার্শ্বতীবচনাদ্রষ্টে
ষাত্ময়িষ্যন্তসংশয়ম্ ॥ ৫৫ ॥ ইতি নারদবাক্যং স
নিশম্যামিত্তজিহ্বপঃ । অনল্লোৎকলিকো জাতো
বিদ্যাধরশ্রুতাং প্রতি ! উপায়ং চাপি পপ্রচ্ছ গন্তুং
বৈ চম্পকাবতীম্ ॥ ৫৬ ॥ নারদেন পুনঃ প্রোক্তঃ
স রাজা গিরিরাজজে । তুর্নমণবমাসাদ্য পূর্ণিমা-
দিবসে নৃপ ॥ ৫৭ ॥ ভবান্ দ্রক্ষ্যতি পোতশ্বকল্প-

আমার উদ্ধার-সাধন করে, তাহা হইলে বড় ভাল
হয়। আপনি যদি আমার উপকার করিতে ইচ্ছা
করেন, তাহা হইলে এই দানবের হস্ত হইতে
আমাকে মুক্ত করুন। পূর্বে ভগবতী উমা
আমাকেও এইরূপ বর দিয়াছিলেন যে, হে পুত্রি!
কোন এক বিষ্ণুভক্ত ধীমান্ যুবা তোমার পরি-
ণেতা হইবে। আগামী তৃতীয়া তিথির মধ্যে এই
বর আসিবে, ইহার জন্ত তোমাকে কিছু করিতে
হইবে না, তুমি নিমিত্ত মাত্র হইয়া যত্ন কর। হে
রাজন্! অদ্য আমি সেই বরানুসারেই আপনাকে
বিষ্ণুভক্ত ধীমান্ যুবাক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে
রাজন্! অধুনা আপনি কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত ঐ
হৃষ্ট দানবকে সহর নিহত করিয়া ঐ মলয়গঙ্গি-
নীকে আনয়ন করুন। ঐ কস্তা নিশ্চয়ই আপ-
নাকে শূল প্রদান করিবে। আর পার্শ্বতীর বর-
প্রভাবে আপনি ঐ দানবকে নিহত করিতে
পারিবেন; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। নৃপ
অমিত্তজিৎ দেবসি নারদের মুখে এই বাক্য শ্রবণ
করিয়া বিদ্যাধরশ্রুতার প্রতি অত্যন্ত উৎসুক হইয়া
উঠিলেন। তখন তিনি চম্পকাবতী গমনের
উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। হে গিরিজে! দেবর্ষি
নারদ পুনরায় তাঁহাকে এইরূপ পথ বলিয়া দিলেন
যে, হে নৃপ! আপনি পূর্ণিমা তিথিতে অর্ণবযানে
সমুদ্রে গাত্রা করিয়া যাউন। যাউন দেখিলেন

বৃক্ষরথাস্থিতাম্ । তত্র দিব্যাঙ্গনাং কাঞ্চিদিব্য-
পর্য্যাক্সস্থিতাম্ । বীণামাদায় গায়ন্তীং গাথামত্যন্ত-
সুস্বরম্ ॥ ৫৮ ॥ যৎকর্ম্ম বিহিতং যেন শুভং বাপ্য-
থবাশুভম্ । স এব ভুভেক্তু তদ্ব্যং বিধিস্তত্র
নির্যাজতঃ ॥ ৫৯ ॥ গাথামিমাং তু সঙ্গীষ সরথা
সমহীকহা । সপর্য্যাক্ষা ক্ষণাদেব মধ্যসিন্ধু প্রবে-
ক্ষ্যতি ॥ ৬০ ॥ ভবানপ্যবিশঙ্ক্য ততঃ পোতান্নহা-
র্গবে । তমনুব্রজতু ক্ষিপ্ৰং যজ্ঞবাহুরাহস্যবান্ ॥ ৬১ ॥
ততো দ্রক্ষ্যসি পাতালে নগরীং চম্পকাবতীম্ ।
মহামনোহরাং রাজন্ সনাথাং বালয়া তয়া ॥ ৬২ ॥
ইত্যুক্তাশ্চিহ্নিতো দৌব স চতুশ্চখনন্দনঃ । রাজা-
প্যর্ণবমাসাদ্য যথোক্তং পরিলক্ষ্য চ ॥ ৬৩ ॥ বিবে-
শান্তঃসমুদ্রঞ্চ নগরীমাসাদ্য তাম্ । সাপি বিদ্যা-
ধরী বালা নেত্রয়োঃ প্রাশুণীকৃতা ॥ ৬৪ ॥ তেন রাজ্ঞা
ত্রিজগতীসৌন্দর্য্যত্মীরিবৈকিকা । পাতালে দেব-
ভেয়ং বা মম নেত্রোৎসবায় কিম্ ॥ ৬৫ ॥ নিরমায়ি
মামাদেশাৎ শৃষ্টৃষ্টিবিলক্ষণা । কুহুং হৃদয়-
দেষ্যৎ কাণ্টিশ্চান্দ্রমসৌ কিম্ ॥ ৬৬ ॥ যোষিঃপং

পাইবেন,—পোতশ্ব বলযুক্ত রথে এক দিব্যাঙ্গনা
রূসাজ্জিত পর্য্যাক্ষোপরি শয়ন করিয়া বীণাস্বরযোগে
সুস্বরে একটি গাথা গান করিতেছে। সেই গাথা
এই,—যে ব্যক্তি শুভাশুভ যেরূপ কর্ম্ম করিবে,
সে তাহার ফল ভোগ করিবে; এই বিধি সূনি-
শ্চিত। ঐ কামিনী এই গাথা গান করিয়া রথ,
মহারথ ও পর্য্যাক্ষের সহিত ক্ষণকালের মধ্যে
সমুদ্রে গেলেন নিমিত্ত হইবে। আপনি ইহা দর্শন-
পূর্ব্বক গাঙ্কিত না হইয়া যজ্ঞবাহুর সহায় তাহার
অনুগমন করিবেন। অনন্তর পাতালে গমন করিয়া
ঐ বালিকাধ্যায়িতা মহামনোহরা চম্পকাবতী নগরী
দেখিতে পাইবেন। ৫০—৬২। হে দেবি! এই কথা
বলিয়া দেবর্ষি নারদ অস্তহিত হইলেন। রাজাও
অর্ণবযাত্রা করিয়া মূনিকথিত সমস্ত অবলোকনপূর্ব্বক
সমুদ্র-মধ্যে প্রবেশ করিয়া চম্পকাবতী নগরী
প্রাপ্ত হইলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র ঐ
বালিকা তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইল। তিনি
বালিকার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত বলিতে
লাগিলেন,—এই কুমারী কি ত্রিজগতের সৌন্দর্য্য-
ত্মী? না পাতালের দেবতা। না কেবল আমারই
নয়নোৎসবের জন্য শৃষ্টৃষ্টি-বিলক্ষণা এই মনো-
মোহিনী নির্মিত হইয়াছে। না কুহুং হৃদয় প্রতি

সমামিত্য তিষ্ঠত্যাকুতোভয়া । ইথং কণঃ
চ নির্কণ্য স রাজাগচ্ছদন্তিকম্ ॥ ৬৭ ॥ সা
বিলোক্যথ তং বালং নিতরাং মধুরাকৃতিম্ ।
বিশালোরঃস্থলতলপ্রলম্বতুলসৌম্যজম্ ॥ ৬৮ ॥ শঙ্খ-
চক্রাক্ষুভগভুজদ্বয়বিরাজিতম্ । হরিনামাক্ষর-
সুধাসুধোত্তরদনাদলিম্ ॥ ৬৯ ॥ ভবানীভক্তি-
বীজোখভুরুহঃ পুরুষাকৃতিম্ । অনেনাত্ত কৃতং
কশ্চ ভবনং মধুরাকৃতি ॥ ৭০ ॥ ইতি পর্যাঙ্কুলী-
কৃত্য চক্ষুষী চ মুহুর্মুহঃ । কঙ্কালকেতুর্হৃদন্তস্ববধ্যঃ
পরহেতিভিঃ ॥ ৭১ ॥ তাবদুগুপ্তং সমাতিষ্ঠ
শম্মাগারেহত্র গচ্ছরে । ন মে কন্তাবতঃ ভয়ং
সামর্থ্যাচ্ছক্তিকাবরাৎ ॥ ৭২ ॥ আগামিত্তাং তৃতীয়ায়াং
পরমঃ পাণিপৌড়নম্ । স চিকীর্ষাত হৃষ্টাশ্চ
গতায়ুর্মম শাপতঃ ॥ ৭৩ ॥ মা তদ্ব্যতিং কুরু
যুবংস্বংকার্য্যং ভবিতাচিরাৎ । বিদ্যাধর্য্যেতি চোক্তঃ
স শম্মাগারে নিগূঢ়বৎ ॥ ৭৪ ॥ ত্রিরো বীরো
মহাবাহুর্দানবাগমনেক্ষণঃ ॥ ৭৫ ॥ অথ সাধুঃ
সমায়াতো দানবো ভীষণাকৃতিঃ । ত্রিশূলং কলয়ন্

ভয়-দ্বেষ-হেতু চান্দ্রমসী শ্রী নারীরূপ ধারণ করিয়া
এই স্থানে অকুতোভয়ে বিরাজ করিতেছে ।
রাজা ক্ষণকাল এইরূপ বিতক করিয়া ঐ কামিনীর
নিকটে উপস্থিত হইলেন । ঐ বালিকা দেখিলেন
যে, তাঁহার বিশাল বক্ষস্থলে তুলসীমালা লব্ধিত
রহিয়াছে, তাঁহার ভুজদ্বয় শঙ্খচক্র-চিহ্নে চিহ্নিত,
হরিনামরূপ সুবাপানে তাঁহার দশনাবলী বিধোত
হইয়াছে, এবং ভবানীভক্তি বাজ দ্বারা তাঁহার
ভুরুহ টাখিত । বালিকা এইরূপ পুরুষাকৃতি দর্শন
করিয়া মুহুর্মুহঃ নম্রনয়নগল মাজন করত কহিলেন
হে মধুরাকৃতে ! আপনি এখানে আগমন করিয়া
এই ভবনকে মধুরাকৃতি করিলেন । এই হৃদন্ত
কঙ্কালকেতু পরাস্ব দ্বারা অবধ্য, অতএব আপনি
শম্মাগারস্থ গচ্ছরে গুপ্তভাবে অবস্থান করুন ।
চণ্ডিকাভ্রত সামর্থ্যে আমার কন্তাব্রত ভঙ্গ হয় নাই ।
আগামী পরম তৃতীয়া তিথিতে আমার পাণিগ্রহণ
করিবে বলিয়া ঐ হৃষ্টাশ্চা নিদ্রিত আছে । ও আমার
শাপে গতায়ু হইয়াছে । হে যুবন ! আপনি ভয়
করিবেন না, অচিরাৎ আপনার কার্য্যসিদ্ধি
হইবে । নৃপ অমিত্রজিৎ বিদ্যাধরী-বাক্যে দানবের
আগমন প্রতীক্ষা করিয়া শম্মাগারে গুপ্তভাবে
অবস্থান করিলেন । অনন্তর সাধুংকালে ঐ ভীষণা-
কৃতি দানব কঙ্কালেশ্বরও ভীতিপ্রদ প্রয়ানক ত্রিশূল

পাণৌ যুতোয়পি ভয়াবহম্ ॥ ৭৬ ॥ আগত্য
দানবো রোদ্ভঃ প্রলয়াবুদনিশ্বনঃ । বিদ্যাধরীং
জগাদেতি মদাঘূর্ণিতলোচনঃ ॥ ৭৭ ॥ গৃহাণেমানি
বত্তান দিব্যানি বরবর্ণিন । কন্তা ত্বং হি পর-
বশ্তে পাণিগ্রাহো ভবিষ্যতি ॥ ৭৮ ॥ দাসীনামুতঃ
প্রাতদাস্যামি তব সুন্দরি । আশুরীণাং
সুরীণাঞ্চ দানবীনাং মনোহরম্ ॥ ৭৯ ॥
গন্ধবীণাং কিন্নরীণাং সততং পরিচারিকাঃ । বিদ্যা-
ধরীণাং নাগীনাং যক্ষীণাঞ্চ শতানি যট্ ॥ ৮০ ॥
রাক্ষসীনাং শল্যন্তষ্টৌ শতম্পরসাং বরম্ । এতাস্তে
পরিচারিণো ভবিষ্যন্ত্যমলাশয়ে ॥ ৮১ ॥ যাবৎ-
সম্পত্তিসম্ভারো দিকৃপালানাং গৃহেষু বৈ । যৎপরি-
গ্রহতাং প্রাপ্তৌ তাবতস্বং মহেশ্বরৌ ॥ ৮২ ॥ দিব্যান
ভোগায়সা সার্কিঃ ভোক্ষ্যসে যৎপরিগ্রহাৎ । কদা
পরমো ভবিতা যাম্মন বৈবাহিকো বিধিঃ ॥ ৮৩ ॥
ত্বদঙ্গসঙ্গসংস্পর্শসুখস্বাদাতিমেহুরঃ । পরাং নির্কৃতি-
মাপ্যামি পরমো নিকটং যদি ॥ ৮৪ ॥ মনোরথা-
শ্চিরং যাবদ্যে মে হৃদি সমোধিতাঃ । তান কৃতার্থী-
করিষ্যামি পরমস্বত্ব সঙ্গমাৎ ॥ ৮৫ ॥ জিত্বা দেবা-

হস্তে ধারণ করিয়া সমাগত হইল । দানব ঐ
স্থানে আগমন করিয়া প্রলয়াবুদ নিঃশ্বনে বিদ্যা-
ধরীকে বলিল,—অয়ি বরবর্ণিন ! এই দিব্য রত্ন
সকল গ্রহণ কর । তুমি কন্তা অবস্ত্যয় আছ,
পরমদিনে তোমার পাণিগ্রহণ করিব । অয়ি
সুন্দরি ! কদা প্রাতঃকালে তোমায় দশ সহস্র
দাসী প্রদান করিব,—আশুরী, সুরী, দানবী,
গন্ধবী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী, নাগী ও যক্ষীদিগের
এক শত আট, রাক্ষসী ও যম্পরোগণের এক
শত আট,—ইহারা তোমার পরিচারিকা হইবে ।
অয়ি কন্তে ! তুমি আমায় বিবাহ করিলে দিকৃ-
পালগণের গৃহে যত সম্পত্তি আছে, ঐ
সমস্ত সম্পত্তি তুমি ভোগ করিবে । হায় ! যে
দিন আমার বিবাহ বিধি সম্পন্ন হইবে, সেই
পরম দিন কবে আসিবে ? ‘পরম’ যদি নিকটে
আসে, তাহা হইলে আমি তোমার অঙ্গ-
সংস্পর্শ-সুখের আশ্বাদ লইয়া অতি মেহুর
(মোলায়েম) ভাব ধারণ করত পরম নির্কৃতি
লাভ করি । ৬৩—৮৪ । হে পরম ! আমি সূচির-
কাল যাবৎ যে যে ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া
আসিতেছি, তোমার সমাগমে সেই সেই ভাব
চরিতার্থ করিব । অয়ি যুগলবাকি ! আমি রূপে

রণে সর্কানিত্রাদৌ নৃগলোচনে । জৈনোকৈশ্বর্য-
সম্পত্তেভ্যঃ করিষ্যামি চেবরৌ ॥ ৮৬ ॥ আধায়াকে
ত্রিশূলঞ্চ সুষাপেতি প্রলপ্য সঃ । নরমাংসস্ত
জ্ঞাদেন প্রমত্তো বীতসাধবসঃ ॥ ৮৭ ॥ বরং অরস্তৌ
সা গোঁর্যা বিদ্যাধরকুমারিকা । বিজ্ঞায় তং প্রমত্তঞ্চ
প্রসুপ্তং চাতিনির্ভয়ম্ । আহুয় তং নরবরং বরং
সর্কানন্দরম্ ॥ ৮৮ ॥ বিষ্ণুভক্তিকৃতজাণং প্রাণ-
নাথেনি জন্ম্য চ । শূলং তদজ্ঞাদাদায় দদৌ তস্মৈ
চ স্তুন্দরৌ ॥ ৮৯ ॥ তমাদায় ত্রিশূলঞ্চ স তদামিত্রজি-
হ্বপঃ । সংস্রবং চক্রিণং চিত্তে জগদ্রক্ষামণিং হরিম্ ॥
৯০ ॥ জগাদোত্তিষ্ঠ রে তুষ্টি কন্তাদৃষণলালস ।
যুধাশ্চ চ ময়া সার্কিং ন স্পৃষ্টং হন্যাৎ রিপুম্ ॥ ৯১ ॥ ইতি
সংক্রত্য সংপ্রাপ্তঃ কস্ত দৃষ্টোহদ্য চাস্তকঃ । ক
আয়ুযাদ্য সস্ত্যাকো যঃ প্রাপ্তো মম গোচরম্ ॥ ৯২ ॥
মম প্রচণ্ডদোদীওকতুঃকণ্ডুয়নক্ষমঃ । মাল্যো নরো-
হয়ং ভবিতা কিং ত্রিশূলে ন স্তুন্দরি ॥ ৯৩ ॥ মা
তৈর্মে কোতুকঃ পশু ভক্ষোহয়ং মম সাম্প্রদম্ ।
কালেন যন্তো ভীতেন স্বয়মেবোপচৌকিঃ ॥ ৯৪ ॥

ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাজিত করিয়া তোমাকে
জৈনোকৈশ্বর্য-সম্পত্তির ঈশ্বরী করিব ।
নরমাংসের জ্ঞাদে প্রমত্ত ও বীতভয় হইয়া ঐ দানব
এই সকল কথা বলিয়া কোড়দেশে ত্রিশূল রক্ষিত
করিয়া নিদ্রিত হইল । তখন বিদ্যাধর-কুমারী
দেবী গোঁরীর বর অরণপূরক প্রমত্তদানবকে
প্রসুপ্ত দেখিয়া লুক্ষিত অমিত্রজিৎ রাজাকে
আজ্ঞান করত ‘প্রাণনাথ’ বলিয়া তাঁহাকে সন্দোষন
করিল এবং ঐ প্রসুপ্ত দানবের কোড়দেশে হইতে
শূল গ্রহণপূরক নৃপহস্তে প্রদান করিল । তখন
নৃপ ঐ ত্রিশূল গ্রহণ করত মনে মনে জগৎ রক্ষা
মণি চক্রীকে অরণপূরক বলিলেন,—রে কন্তা-
দৃষণলালস তুষ্টি ! গাজোথান কর, আমার সহিত
যুদ্ধ কর, আমি স্পৃষ্ট ব্যক্তিকে নিহত করিব না ।
নৃপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দানব গাজোথান-
পূরক ক্রোধে বলিল,—হে স্তুন্দরি ! অদ্য কাহার
যত্ন উপস্থিত ? কে অস্তক দর্শন করিয়াছে ?
অদ্য কাহার আয়ুঃশেষ হইল ? কে আমার নিকট
উপস্থিত হইয়া আমার প্রচণ্ড দোদীওর কণ্ডু কণ্ডুনে
প্রবৃত্ত হইতেছে ? এ নর—মাল্যরূপ—তবে আর
ত্রিশূলের প্রয়োজন কি ? অগ্নি স্তুন্দরি ! ভয় নাই,
কোতুক দেখ ; এ এখনি আমার ভক্ষ্য হইবে ।
বাধ হয়—কাল ভীত হইয়া স্বয়ং যত ব্যক্তিকে

ইত্যাক্ষা যুষ্টিঘাতেন তেনোচ্চৈর্দণ্ডস্থননা । হৃদয়ে
নিহতো রাজা শিলাতিকঠিনে দ্রুতম্ ॥ ৯৫ ॥ স
চক্রিণা কৃতজাণঃ পীড়াং নান্নীয়সীমপি । বিবেদ
কঠিনোরস্কঃ করস্তস্ত প্রপীড়িতঃ ॥ ৯৬ ॥ অথ
কোপবতা রাজা হতো বক্ত্রে চপেটয়া । আঘূর্ণিত-
শিখা ভূমৌ পতিত্বা পুনরুত্থিতঃ । উবাচ চ বচো
ধৈর্যমবষ্টভ্য মহাবলৌ ॥ ৯৭ ॥ দানব উবাচ ।
জাতং তব মনুষ্যোহসি নরূপেণ চতুর্ভুজঃ ।
ততঃ ছিদ্ৰমাসাদ্য হস্তং মাং দানবাস্তক ॥ ৯৮ ॥
এবংবিধো হি মধুভির্দ্যদি স্বং বলবানসি । বিহায়ে-
তন্মহচ্ছূলং যুধাশ্চ স্বায়ুর্ধৈর্ময়া ॥ ৯৯ ॥ স্বয়া কপট-
রূপেণ বলিনা কৈটভাদয়ঃ । ন বলেন হতাঃ সংখ্যে
হতা এব ছিলেন হি ॥ ১০০ ॥ বলিং পাতালমনয়ন্ত
নৃবামনতাং দধৎ । নৃমৃগহেন ভবতা হিরণ্যকশিপু-
ইতঃ ॥ ১০১ ॥ তথা জাটিলরূপেণ লঙ্কেশো বিনি-
পাতিতঃ । গোপালবেষমালম্ব্য কংসাদ্যা ঘাতিতা-
স্তয়া । স্বীভূয় চাহরস্বং হি বিপ্রভার্যাসুরান সুধান্ ॥
২ ॥ যাদোরূপেণ ভবতা শঙ্খাদ্যা নিহতা ইহ ।

আমার উপহাররূপে প্রেরণ করিয়াছে । এই কথা
বলিয়া ক্রুদ্ধ দানব রাজার কঠিন বক্ষস্থলে মৃগ্যেঘাত
করিল । রাজা চক্রিপ্রভানে পরিজ্ঞান পাইয়া অণু-
মাত্রও বাধিত হইলেন না । তাঁহার বক্ষস্থলে
প্রহার করায় বরং দানবের হস্তই অত্যন্ত পীড়িত
হইল । অনন্তর রাজা অতিক্রোধে দানবের মুখে
এক চপেটাঘাত করিলেন । ঐ প্রহারে দানবের
মস্তক ঘূর্ণিত হওয়ায় সে পড়িয়া গেল । পুনরায়
উত্থিত হইয়া ধৈর্য ধারণ করত ঐ ক্রুদ্ধ দানব
বলিল,—আমি তব্বার্থ অবগত হইয়াছি, তুমি নর-
রূপী চতুর্ভুজ । হে দানবাস্তক ! এই জন্তই তুমি
ছিদ্ৰ প্রাপ্ত হইয়া আমাকে নিহত করিতে আসি-
য়াছ । ওইরূপ ছিলনা দ্বারাই তুমি ‘মধুজিৎ’
হইয়াছে । যদি তুমি বলবান হও, তাহা হইলে এই
মহৎ শূল পরিত্যাগ করিয়া নিম্ন আয়ুধ দ্বারা আমার
সহিত যুদ্ধ কর । ৮৫—৯৯ । তুমি ছিল দ্বারা কৈটভ
প্রভৃতিকে নিহত করিয়াছ, বল দ্বারা নহে । তুমি
কামরূপ ধারণপূরক বলিকে পাতালে প্রেরণ করি-
য়াছ, নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছ ;
জাটিলরূপে লঙ্কাপতিকে নিপাতিত করিয়াছ, গোপাল
রূপে কংসাদিকে ঘাতিত করিয়াছ, স্বীকৃত ধারণ
পূরক অসুরগণকে প্রতারণা করত সুধা হরণ
করিয়াছ এবং তুমি যাদোরূপে অগণ্য শঙ্খাদিকে

মায়াবিনা ত্রয়াগণ্যাঃ সৰ্বমৰ্মজ্ঞ মাধব । ৩ । ন
হস্তোহহং বিভেদ্যাদ্য সদ্যঃ পাতঃ শরীরিণাম্ ।
বরং তব শ্রেয় মৃত্যুং বলেনাপি ছলেন বা । ১০৪ ।
ন ত্যক্ত্যসি ত্রিশূলং ত্বং ন ত্বাং যোৎসামাহং বপে ।
অবশ্যমেব মৰ্ত্তব্যং ময়া প্রাতঃ শরীরিণা । ৫ ।
ইয়ং বিদ্যাধরী কস্তা ন ময়া দূষিতা সত্যী ! সাক্ষা-
চ্ছরীরিব মন্তব্য্য তবার্থং রক্ষিতা ময়া । ৬ । ইতুক্তা
বামদোর্দণ্ডপ্রহারেণাপি নিষ্ঠুরম্ । নিজঘান দনোঃ
স্বহস্তং শিলোচ্চয়ঘাতিনা । ৭ । নৃপতিস্বধ সংধাৰ্ঘ্য
বিষহ রণমূৰ্দ্ধনি । জঘানাশু তদা কুরং ত্রিশূলেনাথ
বক্ষসি । ১০৮ । তৎপ্রহারায়হাবাহুঃ পঞ্চমগমৎ
ক্ষণাৎ । লক্ষ্যচকার তদ্বক্রং ত্রিশূলং তোলয়ন
করে । ১১০ । পশুতোহশ্ব মহাবাহোঃ স চ প্রাণান্ জহৌ
ক্ষণাৎ । ইথং কঙ্কালকেতুং স নিহতা সুরকম্পনম্ ।
১১০ । বিদ্যাধরীঃ প্রপশুস্তীঃ প্রাহ হৃষ্টতনুৰুহঃ ।
নারদশ্চ মূনেৰ্বাক্যাত্তব স্মশ্রোণি বাঞ্ছিতম্ । ১১১ ।
কৃতং ময়া কৃতং কিং করবাঃ ধুনা বদ । শ্রেতি
তস্মা সা বাক্যং প্রাহ গম্ভীরচেতসা । ১১২ ।
মলয়গন্ধিন্যবাচ । অতাদারমতে বীর নিজপ্রাণৈঃ
পণীকৃতাম্ । কিং মাং পৃচ্ছসি যুবতীঃ কুলকন্তাম-

নিহত করিয়াছ। হে মাধব! আমি তোমাকে
ভয় করি না, কারণ—শরীরীদিগের শরীর পাত
অবশ্যস্তাবী। তুমি বলেই হউক বা ছলেই হউক
আমাকে নিহত কর; ত্রিশূল পরিত্যাগ করিও না,
আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না। আমি প্রাতঃ-
কালে অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিব। এই বিদ্যাধরী-
কন্তা, আমি ইহাকে দূষিত করি নাই, এ সত্য। এ
সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা, আমি তোমার জন্ত রক্ষা করি
য়াছি। এই বলিয়া শিলোচ্চয়প্রহারী দানব নিষ্ঠুর-
ভাবে নৃপতিকে বামদোর্দণ্ড দ্বারা প্রহার করিলেন।
অনন্তর নৃপতি অতিকোপে ত্রিশূল দ্বারা দানবের
বক্ষস্থলে প্রহার করিলেন, এই প্রহারে তৎক্ষণাৎ
দানব পঞ্চম প্রাপ্ত হইল। তখন তিনি ত্রিশূল
উত্তোলন করিয়া দানবের মুখের দিকে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ
করিলেন। এই মহাবাহুর সমক্ষে দানব প্রাণ
পরিত্যাগ করিল। তিনি সুরকম্পন দানব কঙ্কাল-
কেতুকে এইরূপে নিহত করিয়া দর্শনকারিণী
বিদ্যাধরীকে হৃষ্টাস্তঃকরণে বলিলেন,—হে স্মশ্রোণি!
আমি দেবর্ষি নারদের বাক্যে তোমার বাঞ্ছিত
পূরণ করিলাম অধুনা আর কি করিব বল?
রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া মলয়গন্ধিনী বলিল,—

দূষিতাম্ । ১১৩ । ইত ক্রবন্ত্যাঃ কন্তায়াঃ পুনঃ
শৈরচরো মূনিঃ । অন্তর্কিতাগমঃ প্রাপ্তো নারদো
দেবলোকতঃ । ১১৪ । ততঃস্বইবভূস্তো তু তং দৃষ্ট্বা
মুনিস্তমম্ ! কৃতপ্রণামো মূনিনা প্রকৃত্য প্রাপিতা-
শিবো । ১১৫ । পাণিগ্রহেণ বিধিনাভিষিক্তো নারদেন
তু । জগদ্বর্ণনারদাদিষ্টবর্চনা কৃতমঙ্গলো । ১১৬ ।
ন্যা মলয়গন্ধিন্যা বৃতঃ সোহমিত্তজিহ্বপঃ । পুরীঃ
চোজ্জয়িনীঃ প্রাপ্য পৌরৈর্কিহিতমঙ্গলাম্ । ১১৭ ।
তদ্বক্ষণাদপি নরো নারকীঃ নৈব জাতুচিৎ । গতিং
প্রাপ্নোতি মেধাবী তাং পুরীমবিশম্ভপঃ । ১১৮ । যন্তাং
পূর্ধ্যাং প্রবেশং ন লভন্তে বাসবাদয়ঃ । কৈবল্য-
জয়জৈত্ৰ্যাং হি তাং পুরীমবিশম্ভপঃ । ১১৯ । সাপি
বিদ্যাধর্যাবস্তীঃ সমৃদ্ধাঃ বীক্ষ্য দূরতঃ । নিম্ন
স্বর্গলোকঞ্চ পাতালনগরীমপি । ১২০ । প্রাপ্যামিত্ত-
জিতং কাস্তং তথা দৃষ্ট্বা ন সা বধুঃ । যথা দৃষ্টাপ্যহো-
হবস্তীঃ পরমানন্দদায়িনীম্ । ১২১ । সা
কৃতার্ণামিবান্নানঃ মন্ত্যমানা মনস্বিনী । তেন
পত্যোজ্জয়িন্যঞ্চ পরাং নির্বৃতিমাপ সা । ১২২ ।

অগ্নি অতিউদারবুদ্ধে বীর! আমি আপনার
নিজ প্রাণ দ্বারা পণীকৃত যুবতী কুলকামিনী এবং
অদূষিতা; সূতরাং আমায় আর কি জিজ্ঞাসা
করিতেছেন; কামিনী এই কথা বলিতেছে, তখন
শৈরচর দেবর্ষি নারদ অন্তর্কিতভাবে দেবলোক
হইতে এই স্থানে আগমন করিলেন। তাঁহার
উভয়ে দেবর্ষিকে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্বক স্তব
করিতে লাগিলেন। মূনি তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ
প্রদান করিলেন। অনন্তর তাঁহার মূনির কর্তৃক পাণি-
গ্রহণবিধানে অভিসিক্ত ও কৃতমঙ্গল হইয়া মূনি
আদিষ্ট পথে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মলয়গন্ধিনী
কর্তৃক বৃত হইয়া বিহিতমঙ্গল নৃপ অমিত্তজিৎ
পৌরগণ কর্তৃক উজ্জয়িনী নগরী প্রাপ্ত হইলেন।
নর এই নগরী দর্শন করিলে নারকী গতি প্রাপ্ত
হয় না। বাসবাদি দেবগণ এই নগরে প্রবেশ
লাভ করিতে পারেন না। নৃপ এই কৈবল্যবিজয়িনী
পুরীতে প্রবেশ লাভ করিলেন। ১০০—১১৯ ।
বিদ্যাধরসুন্দরীও দূর হইতে এই সমৃদ্ধা উজ্জয়িনী
নগরী দর্শন করিয়া স্বর্গ এবং পাতালপুরীও
নিন্দা করিলেন। বিদ্যাধরসুতা উজ্জয়িনী নগরী
দেখিয়া যেমন সন্তুষ্ট হইলেন, অমিত্তজিৎ নৃপতিকে
পতিহে লাভ করিয়াও তেমনি আহ্লাদিত হই-
লেন। এই মনস্বিনী আপনাকে কৃতার্থ মনে

সোহপ্যমিত্রজিদাসাদ্য পত্নীঃ মলয়গন্ধিনীম্ । ধর্ম-
প্রধানং সংসেব্য কামং প্রাপোক্তমং সুখম্ ॥ ১২৩ ॥
সাপতিং বিষ্ণুভজনে রতং প্রোবাচ ভামিনী ॥ ১২৪ ॥
রাজ্যুবাচ । ভূপ'ভীষ্টতৃতীয়ায়াঃ চরিত্যমি মহা-
ব্রতম্ । রাজোবাচ । দেব্য'ভীষ্টতৃতীয়ায়াঃ ব্রতং
কৌদৃশ্যভবেদদ ॥ ১২৫ ॥ ইতি রাজোদিতা রাজৌ
প্রবক্তুমুপচক্রমে । ইতিকর্তব্যতাং তস্মৈ ব্রতস্মৈ
সবিধানকাম ॥ ১২৬ ॥ রাজ্যুবাচ । পুরা দেবর্ষিণা
চেদং ব্রতং লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিতম্ । তয়া প্রাপ্তাস্ত
সকলাঃ কামাঃ স্বর্গাপবর্গদাঃ ॥ ১২৭ ॥ মার্গ-
শীর্ষতৃতীয়ায়াঃ শুক্লায়াঃ কলশোপরি । তাম্র-
পাত্রে নিধায়ৈব ততুলৈঃ পরিপূরিতম্ ॥ ১২৮ ॥
অচ্ছিন্নঞ্চ নবীনঞ্চ রজনীরাগরঞ্জিতম্ । বাসঃ
পাত্রোপরি লক্ষ্মী সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মতরং পরম্ ॥ ১২৯ ॥
তস্মোপরি শুভং পদ্মং রবিরশ্মিপ্রকাশিতম্ । তৎ-
কর্ণিকায়া উপরি চতুঃস্বর্ণনির্ম্মিতম্ । বিধিং
সম্পূয়েত্তজ্জা রক্তমালাদ্বরাতিভিঃ ॥ ১৩০ ॥ পুংসে-
শুগন্ধৈঃ কর্পূরকম্বুর্ধাদিভির্চর্চয়েৎ । রাজৌ জাগ-
রণং কার্য্যং বিপ্রাণাং পরমোৎসবৈঃ ॥ ১৩১ ॥ হোমঃ

করিয়া রাজার সহিত উজ্জয়িনীতে নির্ম্মতি লাভ
করিলেন । নরপতি আম্রজিৎও মলয়গন্ধিনী
বিদ্যাধরকামিনীকে পত্নী লাভ করিয়া ধর্ম-
প্রধান কামসকল সেবা করত উত্তম সুখ প্রাপ্ত
হইলেন । রাজা বিদ্যাধরকামিনী বিষ্ণুভজনে
রত নরপতি আম্রজিৎকে বলিলেন,—হে নৃপ !
আমি অভীষ্ট তৃতীয়াতে মহাব্রত আচরণ করিব ।
রাজা বলিলেন,—হে দেবি ! অভীষ্ট তৃতীয়াতে
কৌদৃশ্য ব্রত করিবে বল ? রাজা জিজ্ঞাসা করিলে
রাজা ব্রতের ইতিকর্তব্যতা বলিতে আরম্ভ
করিলেন,—তিনি বলিলেন,—পুণ্যে দেবর্ষি এই
ব্রত লক্ষ্মীকে প্রদান করিয়াছিলেন । তিনি এই
ব্রতচরণ করিয়া স্বর্গাপবর্গ প্রভৃতি কাম সকল
লাভ করিয়াছিলেন । মার্গশীর্ষের শুক্লা তৃতীয়াতে
কলসের উপরিভাগে অচ্ছিন্ন নবীন রজনীরাগ-
রঞ্জিত ততুলপূর্ণ তাম্রপাত্র নিহিত করিয়া
ততুলপরি সূক্ষ্মসূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্র রক্ষা করিয়া তাহার
উপরিভাগে রবিরশ্মিপ্রকাশিত পদ্ম নিহিত
করিয়া ঐ পদ্মের কর্ণকোপরি চারিটি স্বর্ণ-নির্ম্মিত
ব্রহ্মা সংস্থাপনপূর্ব্বক রক্ত মালাদ্বরাতি, সুগন্ধ
পুষ্প ও কর্পূর কম্বুরী প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার অর্চনা
করিতে হয় । বিপ্রগণের উৎসবের সহিত রাত্রি

কার্য্যে মহাভক্ত্যা সহস্রপরিসংখ্যয়া । নবপ্রসূতাং
কপিলাং দদ্যাচ্চ সুপয়স্বিনীম্ ॥ ১৩২ ॥ দদ্যাদা-
চার্য্যাবর্ধায় । সালঙ্কারাঃ সদক্ষিণাম্ । উপোষ্য
দম্পতী ভক্ত্যা নবান্বরবিভূষিতৌ ॥ ১৩৩ ॥ প্রাতঃ
স্নাত্বা চতুর্থ্যাক্ষ সম্পূজ্যাচার্য্যামাদিতঃ । বস্ত্রৈরাভ-
রণৈর্ম্মলৈর্দক্ষিণাভির্ম্মদাষিতঃ । সোপঙ্করাঞ্চ তাং
মূর্ত্তিমাচার্য্যায় প্রদাপয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥ নমো বিশ্ব-
বিধানজ্ঞে বিদ্যে বিবিধকারিণি । সূতঞ্চ শঙ্করং
দেহি তৃষ্টা হৃদ্যাদব্রতোক্তমাং ॥ ১৩৫ ॥ সহস্রং
ভোজয়িত্বাথ দ্বিজানাং ভক্তিপূর্ব্বকম্ । ভুক্তশেষেণ
চায়েন কুর্ব্যাদৈ পারণং ততঃ ॥ ১৩৬ ॥ ইখমেতদ্-
ব্রতং নাথ চিকীর্ষামি ত্বদাজ্ঞয়া । কুরু চৈতৎ প্রিয়ং
মহ্যমভীষ্টকললকয়ে ॥ ১৩৭ ॥ ইতি ভূপালবর্ধোণ
শ্রদ্ধা সংসৃষ্টচেতসা । তদা ব্রতং সমাচীর্ণং
সান্ত্বয়ন্তী বভূব হ ॥ ১৩৮ ॥ তয়াথ প্রার্থিতা
গৌরী গর্তিণী ভক্তিতোষিতা । পুত্রং
দেহি মহামায়ে সাক্ষাদ্বিষ্ণুংশসম্ভবম্ ॥ ১৩৯ ॥
জাতমাত্রে ব্রজেৎ স্বর্গং পুনরায়াতি চাত্র বৈ । ভক্তঃ
সদাশিবোহতাথঃ প্রসিদ্ধঃ সর্ব্বভূতলে । বিনৈব

জাগরণ করা উচিত । ভক্তিপূর্ব্বক সহস্র সংখ্যক
হোম করা কর্তব্য । সুপয়স্বিনী নবপ্রসূতা সাল-
ঙ্কারা সদক্ষিণা কপিলা আচার্য্যকে দান করা
বিধেয় । নবান্বর-বিভূষিত দম্পতি ভক্তিপূর্ব্বক
উপবাস করিয়া চতুর্থীতে প্রাতঃস্নানবিধানান্তে
বস্ত্র, আভরণ মালা ও দক্ষিণাদি দ্বারা আচার্য্যের
পূজা করিয়া সোপান্ধর পাজিত মূর্ত্তিগুলি তাঁহাকে
প্রদান করিবেন । মন্ত্র যথা—হে বিশ্ববিধানজ্ঞে
বিদ্যে বিবিধকারিণি ! তুমি এই ব্রতচরণ শ্রেতু
তৃষ্ট হইয়া মঙ্গলময় সূত্র প্রদান কর । অনন্তর ভক্তি-
পূর্ব্বক সহস্র দ্বিজ ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণের ভুক্ত
শেষ অন্ন দ্বারা পারণ করিবে । হে নাথ !
আমি আপনার আজ্ঞায় এই ব্রত আচরণ করিতে
ইচ্ছা করি । হে নাথ ! আপনি অভীষ্ট কললাভের
নিমিত্ত এই প্রিয় ব্রত করুন । ১২০—১৩৭ । নৃপতি
প্রিয়ার বাক্যে হৃষ্টচেত্রে ব্রতচরণ করিলেন, রাজা
অন্তর্য্যমী হইলেন । রাজা গর্তিণী হইয়া দেবী
গৌরীর নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, হে দেবি
মহামায়ে ! আপনি আমায় সাক্ষাৎ বিষ্ণুংশসম্ভূত
পুত্র প্রদান করুন । রাজা এইরূপ পুত্রপ্রার্থনা
করিলেন যে, পুত্র জাতমাত্র স্বর্গে গমন করিয়া
পুনরায় আগমন করিবে ; সদাশিবে অতীব

স্তম্ভপানেন ষোড়শাদাকৃতিঃ কণাৎ ১১৪০। এবস্তুতঃ
সুতো গোঁরি যথা স্তানে তথা কুরু। মৃদাভাপি
তথেষ্ট্যক্তা রাজ্যে ভক্ত্যাতিতুষ্টিয়া ১১৪১। অথ
কালেন তনয়ঃ মূলকৈ সাপ্যজীজনৎ। হিতৈ-
রমার্তৈরথ সা বিজ্ঞপ্তারিষ্টসংস্থিতা ১১৪২। দেবি
রাজার্ধিনী হং তু ত্যজ দৃষ্টকর্জঃ সূতম্। সা
মজ্জিবাক্যমাকর্ণ্য কেবলং পতিদেবতা ১১৪৩।
অত্যাঙ্কীভূতং তথা প্রাপ্তং তনয়ং নয়কোবিদা।
ধাত্রিকাং তু সমাহুয় প্রাহেদং সা নৃপাঙ্গনা ১১৪৪।
পঞ্চমুদ্রে মহাপীঠে বিকটা নাম মাতৃকা। তদগ্রে
হাপয়িত্বামুং বালং ধাত্রি হৃদং বদ ১১৪৫। গোঁরি
দত্তঃ শিশুরসো তবাগ্রে বিনিবেদিতঃ। রাজ্য্যা
পত্যুঃ প্রিয়ৈষণ্যা মজ্জিবিজ্ঞপ্তিহুরয়া ১১৪৬। সাপি
রাজ্যুদিতং শ্রদ্ধা বালং শিশুশশিপ্রভম্।
বিকটায়োঃ পুরোভাগে সংস্থাপ্য গৃহমাগতা ১১৪৭।
অথ সা বিকটা দেবী সমাহুয় চ যোগিনীঃ। উবাচ
নয়ত ক্ষিপ্রং শিশুং মাতৃগণাগ্রতঃ ১১৪৮। তাসামাক্রাৎ
চ কুরুত রক্ষভামুং প্রযতন্তঃ। যোগিন্যা

ভক্তিমান্ ও জগৎপ্রসিদ্ধ হইবে; এবং স্তম্ভপান
করিতে না-করিতেই ক্ষণকালের মধ্যে ষোড়শ
বর্ষ বয়সের ছায় দৃষ্ট হইবে। হে দেবি!
গোঁরি! সাহায্যে আমার এইরূপ পুত্র
হয়, আপনি তাহা করুন। এই বলিয়া রাজ্যী
তাঁহার স্তব করিলে, তিনি তথাক্শ বলিয়া অন্তহিত
হইলেন। রাজ্যীও যথাসময়ে শুভ নক্ষত্রে পুত্র প্রসব
করিলেন। অনন্তর হিতৈষী অমাত্যগণ রাজ্যীকে
বলিলেন,—“রাজ্যী! আপনি অরিষ্টসংস্থিতা হইয়া-
ছেন, হে দেবি! ইহাতে রাজ্যার অমঙ্গল হইবে,
আপনিও ত রাজ্যার মঙ্গলার্থিনী, সুতরাং এ
নক্ষত্রজাত শিশুকে পরিচর্যা করুন। তখন
পতিপ্রাণা রাজ্যী পতির মঙ্গলকামনায় মজ্জিবাক্য
শ্রবণ করিয়া ঐ প্রসূত তনয়কে পরিচর্যা করিলেন
তিনি ধাত্রীকে আহ্বান করাইয়া বলিয়া দিলেন যে,
পঞ্চমুদ্রে মহাপীঠে বিকটানামা মাতৃকা আছেন,
ঐ মাতৃকার অগ্রে এই বালককে রক্ষা করিয়া ঐ
কথা বলিবে,—হে গোঁরি! তুমি এই শিশু প্রদান
করিয়াছিলে, অতএব তোমারই অগ্রে ইহাকে
রাখিয়া চলিলাম। পতিহিতকারিণী রাজ্যী মজ্জি-
বাক্যে পুত্রের এই ব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর
ধাত্রী রাজ্যীনায়ে শশিপ্রভ শিশুকে লইয়া
বিকটার সম্মুখে সংস্থাপিত করত গৃহে

বিকটাবাক্যাৎ খেচর্য্যস্তৎক্ষণেন তম্ ১১৪৯।
নিহ্যর্গগনমার্গেণ ব্রাহ্মাদ্যা যত্র মাতরঃ। প্রণম্য
যোগিনীবৃন্দং তং শিশুং সূর্য্যবচসম্ পুরো নিধায়
মাতৃগাং প্রোচুচ বিকটোদিতম্ ১১৫০।
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী রৌদ্রী বারাহী নারসিংহিকা।
কোমারী চাপি মাহেশ্বরী চামুণ্ডা চৈব চণ্ডিকা ১১৫১।
দৃষ্ট্বা তং বালকং রম্যং বিকটাপ্রেমিতং ততঃ।
পত্রচ্চূর্ণগুণপদ্মাক্যং কস্তে বাল প্রমুখ্যকঃ ১১৫২।
মাতৃভিষ্ণেতি পৃষ্ট্বা যদা কিঞ্চিন্ন বাক্ত সঃ। তদা
চ যোগিনীচক্রং প্রাহ মাতৃগণস্থিতি ১১৫৩।
রাজ্যযোগ্যা ভবত্যেব মহালক্ষণলক্ষিতঃ।
পুনস্তত্রৈব নেতব্যো যোগিস্তত্ত্ববিলম্বিতম্ ১১৫৪।
পঞ্চমুদ্রা মহাদেবী তিষ্ঠতে যত্র কামদা। যন্তাঃ
সংসেবনানুগাং নিক্ষেপন্তীরদূরতঃ ১১৫৫। তৎ-
পীঠসেবনাদস্ত ষোড়শাদাকৃতেঃ শিশোঃ।
সিদ্ধির্ভবিত্যী পরমা কুজস্তানুগ্রহাৎ পরা ১১৫৬।

প্রহাগমন করিল। অনন্তর বিকটাদেবী যোগিনী
গণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—সহর এই
শিশুকে মাতৃগণের নিকট লইয়া যাও। তাঁহার
তোমাদিগকে যাহা বলবেন, তোমরা তাহাই
করিবে। খেচরী যোগিনীগণ তাঁহার বাক্যে তৎ-
ক্ষণাৎ ঐ শিশুকে আকাশ-মার্গে লইয়া যাইয়া বাহী
প্রভৃতি মাতৃকার নিকট লইয়া গেল। তাহার
মাতৃকা-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক সূর্য্য
কান্তি শিশুকে তাঁহাদের সম্মুখে রক্ষা করিয়া বিকটা
কথিত সমুদয় বাক্য বলিল। ১১৪৮—১১৫০। তখন
ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রৌদ্রী, বারাহী, নারসিংহিকা,
কোমারী মাহেশ্বরী, চামুণ্ডা, ও চণ্ডিকা, ইহারা
মকলে মিলিত হইয়া ঐ রমণীয়াকৃতি বালককে
দর্শনপূর্ব্বক যুগপৎ বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—
হে বাল! তোমার জন্মদাতা কে? মাতৃকাগণ
এইরূপ প্রশ্ন করিলে বালক যখন কিছুই বলিল
না তখন যোগিনীগণ মাতৃকাগণকে বলিল—এই
বালক রাজযোগ্য হইবে, মহালক্ষণ-লক্ষিত দৃষ্ট
হইতেছে। যোগিনীগণের এই কথা শুনিয়া
মাতৃকাগণ বলিলেন,—হে যোগিনীগণ! তোমরা
অবিলম্বে ইহাকে লইয়া কামদায়িনী মহাদেবী
পঞ্চমুদ্রার নিকট যাও। তাঁহার অর্চনামাত্র
নারায়ণের নিক্ষেপন্তীর নিকটস্থ হয়। তাঁহার সেবা-
মাত্র কুদানুগ্রহে এই ষোড়শাদাকৃতি শিশুর

এবং মাতৃগণাং সদ্যো যোগিনীভিঃ কণেন তু ।
প্রাপিতো মাতৃবাকোণ পঞ্চমুদ্রান্তিকং পুনঃ ॥ ১৫৭ ॥
সম্প্রাপ্য তন্নহাপীঠং স্বর্গলোকাদিহাগতঃ । মহা-
কালবনে পুণ্যে ততাপ বিপুলং তপঃ ॥ ১৫৮ ॥
তপসাতীব তৌরেণ নিশ্চলেন্দ্রিয়মানসঃ । তস্মাৎ
রাজকুমারস্য প্রসন্নোহভূৎসুখমধবঃ ॥ ১৫৯ ॥ আনির্বভূব
পুরতো লিঙ্গরূপেণ শঙ্করঃ । উবাচ চ প্রসন্নোহস্মি
বরং ক্রাহ নৃপাঙ্গজ ॥ ১৬০ ॥ সর্বজ্যোতির্ময়ঃ
লিঙ্গং পুরতো দৃষ্টবান্ স্বয়ম্ । সপ্তপাতালমুদ্রিতো-
খিতং বৃহদমুগ্ধহাৎ ॥ ১৬১ ॥ প্রণম্য দণ্ডবদ্যমৌ
পরিতুষ্টাব ধূর্জটিম্ । সূক্তৈর্জন্মান্তরাভ্যাসাৎ
সুহৃষ্টো ক্রুদ্ধদৈবতৈঃ । বরং চ প্রার্থয়াক্ষকে
পরিতুষ্টতনুরুহঃ ॥ ১৬২ ॥ দেবদেব মহাদেব যদি
দেয়ো বরো মম । তদত্র ভবতা স্তবঃ ভবতাপন্ন
সদা ॥ ১৬৩ ॥ অস্মিঙ্গিঙ্গি স্থিতঃ শস্তো কুরু ভক্তসমী-
হিতম্ । বিনা মুদ্রাদিকরণং মঞ্জেনাপি বিনা বিভো ॥
১৬৪ ॥ অস্মা লিঙ্গস্য যে ভক্তা মনোবাক্যকর্ম্মভিঃ ।
সদৈবানুগ্রহস্তেব কর্তব্যো বর এব মে ॥ ১৬৫ ॥
ইতি তদ্বরমাকর্ণ্য লিঙ্গরূপোহবদৎ প্রভুঃ । এব

পরম সিদ্ধি লাভ হইবে । যোগিনীগণ মাতৃকা-
বাক্যে পুনরায় ঐ শিশুকে পঞ্চমুদ্রানিকটে লইয়া
গেল । বালক ঐ মহাপীঠে প্রাপ্ত হইবানাব স্বর্গ-
লোক হইতে পুনরাগত হইল এবং মহাকালবনে
বিপুল তপশ্চরণ করিতে লাগিল । ঐ রাজকুমার
তপস্যায় নিশ্চলেন্দ্রিয় হইল । রাজকুমারের তপস্যায়
উমাকান্ত প্রসন্ন হইয়া লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইলেন
এবং বলিলেন,—হে রাজকুমার ! আমি প্রসন্ন হই-
য়াছি, তুমি বর গ্রহণ কর । কুমার দেখিলেন,—মহা-
কার লিঙ্গ সপ্ত পাতাল ভেদ করিয়া জ্যোতির্ময়রূপে
সন্মুখে উপস্থিত । তখন তিনি প্রণামপূর্বক উৎ-
কৃষ্ট বাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ।
স্তবানন্তর হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার নিবট এই বর
প্রার্থনা করিলেন,—হে দেবদেব মহাদেব ! যদি
আমাকে বর দিব বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা
হইলে এই বর প্রদান করুন যে, আপনি যেন
সর্বদা এই স্থানে থাকিয়া জনগণের ভবতাপ নিবা-
রণ করেন । হে শস্তো ! আপনি এই লিঙ্গে অব-
স্থান করিয়া ভক্তগণের বাঞ্ছা পূর্ণ করুন । যাহার
মুদ্রা-মন্ত্র-রহিত হইয়াও কায়, মন, বাক্যে আপনার
প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করবে, হে বিভো ! আপনি
তাঁহাদের প্রাতঃঅনুগ্রহ করবেন ; ইহাই আমার
বর । রাজকুমারের প্রার্থনা শুনিয়া লিঙ্গরূপী প্রভু

বীরেশ্বরঃ নাম লিঙ্গমেতদ্বদাখ্যায় । অবস্থাঃ
সম্প্রদাস্তামি ভক্তানাং চিস্তিতাত্ত্বহো ॥ ১৬৭ ॥ অত্র
দত্তং হতং জপ্তং স্তুতমর্চিতমেব চ । তদক্ষয়ং
মুস্ত যত্নস্তে বীর বৈকবহুনা ॥ ১৬৮ ॥ বীর
ভবেদত্র ভক্তানাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬৯ ॥ হং তু
রাজ্যং পরং প্রাপ্য সর্বভূপালহর্ষভম্ । ভুক্তা
ভোগাংশ্চ বিপুলানস্তে সিদ্ধিমবাপ্যসি ॥ ১৭০ ॥
এম তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । বীরে
শ্বরস্ত দেবস্ত নৃপূরেশমখো শৃণু ॥ ১৭০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বীরেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীদেবদেব উবাচ । সপ্তাধিকং বিজানীহি
নৃপূরেশ্বরসংজ্ঞকম্ । যস্ত দর্শনমাত্রেণ প্রাপ্যন্তে সর্ব-
সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥ পুরা রাখন্তরে কল্পে নৃপুরো নাম বৈ
গণঃ । ক্রুদ্ধভক্তিপরো নিত্যং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতঃ ॥ ২ ॥
স একদা কুবেরস্ত সভায়াং প্রাপ্য সংস্থিতঃ ।

দীপ্যমেন,—হে বীর বৈকবপুত্র ! তুমি যাহা বর্ণিলে
তাঁহাই হইবে । হে বীর ! তোমার নামানুসারেই
এই লিঙ্গ বীরেশ্বর নামে বিখ্যাত হইবে, আর আমি
অবস্থাতে অবস্থানপূর্বক ভক্তগণের অভিলষিত
প্রদান করিব । এই স্থানে ভক্তগণের দত্ত, হত,
জপ্ত ও অর্চিত, এ সমস্তই অক্ষয় হইবে । ইহাতে
কোন সংশয় নাই । তুমি সর্বরাজহর্ষভ রাজ্য
প্রাপ্ত হইয়া বিপুল ভোগ উপভোগ করত অস্তে
সিদ্ধি লাভ করবে । হে দেবি ! এই আমি
বীরেশ্বরের পাপনাশন প্রভাব কীর্তন করিলাম,
অধুনা নৃপূরেশ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ১৫১-১৭০ ।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৬ ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ।

শ্রীদেবদেব বলিলেন,—হে দেবি ! বাহার
দর্শনমাত্রে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়, সেই সপ্তচত্বারিংশ
লিঙ্গকে নৃপূরেশ্বর বলিয়া জানিবে । পূর্বে রাম
স্তব কল্পে নৃপুর নামে এক গণ ছিল । ঐ গণ
ক্রুদ্ধভক্ত এবং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিত ছিল । সে

দ্রষ্টুং মহোৎসবং তত্র অপ্সরোভিঃ কৃতং তদা ॥ ৩ ॥
ননুতুচ্চাপরাস্তত্র হ্যর্কশী যোষিতাং বরা । রস্তা
তিলোকতমা মেবা ননুতুর্হর্বসংযুতাঃ ॥ ৪ ॥ তাসাং
নৃত্যং তদা বীক্ষ্য নৃপুরো গণপস্তদা । কামবাণা-
র্দিতো নুনং তাসাং মধ্যে ননর্ভ হ ॥ ৫ ॥ নৃত্যমান-
স্ততো হৃষ্টঃ পুষ্পশ্চেন বক্ষসি । উর্ধ্বশীঃ তাড়য়া-
মাস কামবাণপ্রপীড়িতঃ ॥ ৬ ॥ উর্ধ্বশী তু ততঃ ক্রুত্বা
পুষ্পশ্চেন তাড়িতা । জগাম শরণং দেবং ধনদং
সর্বকামদম্ ॥ ৭ ॥ উবাচ ধনদস্তত্র ক্রোধেনাকুল-
মানসঃ ॥ ৮ ॥ যস্মাক্তয়া রত্নভঙ্গঃ কৃতঃ কামাৰ্দ্দিতেন
বৈ । তস্মাৎ মানুষ্যে লোকে পতন্ত পাপপুরুষ ॥ ৯ ॥
কুবেরস্ত চ শাপাত্তু জগাম ধরণীতলম্ । বিলাপ
শুভঃপার্শ্বঃ কিং কৃতং পাপিনা ময়া ॥ ১০ ॥ বিলাপ্য
শুভঃ সোহথ শরণং পরমেশ্বরীম্ । জগাম মনসা
দেবি ত্বাং স বৈ বরদায়িনীম্ ॥ ১১ ॥ জঃ তুষ্টি তু
তদা জাতা প্রত্যক্ষা পরমেশ্বরী । উবাচ গণপং
শ্রীত্যা ভক্তিনম্রং তদা ভূবি ॥ ১২ ॥ গচ্ছ পুত্র
মমাদেশান্নহাকালবনং শুভম্ । প্রাচী সরস্বতী
তত্র বাপ্যাকারা চ বিদ্যাতে ॥ ১৩ ॥ তস্মা দক্ষিণে

বৎস বিদ্যাতে লিঙ্গমুত্তমম্ । বাপ্যাং স্মাতা চ তল্লিঙ্গং
সমারাধয় ভক্তিতঃ ॥ ১৪ ॥ সা প্রাচী স চ দেবেশ-
স্বরায়্যা খাতিমেসাত্তি । ইত্যুক্তো নৃপুরো দেবি
মহাকালবনং গতঃ ॥ ১৫ ॥ ইয়া চ প্রেরিতো দেবি
কীর্ত্তার্থং তত্র গমাতাম্ । ইত্যুক্তো নৃপুরো দিব্যো
গণো হৃষ্টঃ ক্রতাজলিঃ ॥ ১৬ ॥ মহাকালবনং রম্যং
দেবগন্ধর্বসেবিতম্ । দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং সুরগন্ধর্ব-
সেবিতম্ ॥ ১৭ ॥ প্রাচী সরস্বতী তত্র বাপ্যাকারা চ
সংস্থিতা । তস্মাৎ স্মাতা কৃতো দেবং পূজয়ামাস
নৃপুরঃ ॥ ১৮ ॥ ততো দেবঃ প্রসন্নায়্যা প্রত্যাবাচাথ
নৃপুরম্ । সাধু নৃপুর ভদ্রং তে স্তুতি প্রাপ্তুহি সর্বদা ।
॥ ১৯ ॥ ভবিতা বলভো দেব্যাঃ পার্শ্বত্যাঃ শঙ্করস্ত
চ । ইত্যুক্তেন্নে লিঙ্গেন তৎক্ষণানুপুরঃ প্রিয়ে ॥
২০ ॥ উদ্ভিতাদিত্যসঙ্কাশো বিভাবসুসমভ্যাতিঃ ।
হেজোরাশিচ সজ্জাতো তর্নরীক্ষ্যাম্বিষ্টপৈঃ ॥ ২১ ॥
প্রভাবঃ তাদৃশং দৃষ্ট্বা দেবকৃত্তং বরাননে । অহো
লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং দৃষ্ট্বাহেহহ্যদুতং ভূবি ॥ ২২ ॥
প্রাপ্তা চ কামিনী সিদ্ধির্নৃপুরেণ চ দর্শনাৎ । অতো
দেবোহদাপ্রভৃতি বিখ্যাতো ভূতলেহভবৎ ॥ ২৩ ॥
সর্বকামপ্রদো নিনা নৃপুরেশ্বর নামতঃ । দর্শনং

একদা অপ্সরোগণ-কৃত মহোৎসব দেখিবার নিমিত্ত
কুবের-সভায় উপস্থিত হয় । দেখে,—সেখানে
স্বীয় উর্ধ্বশী, রস্তা, তিলোকতমা ও মেবা প্রভৃতি
অপ্সরোগণ হর্বসংযুতায় নৃত্য করিতেছে । তাহা-
দিগকে নৃত্য করিতে দেখিয়া গণপ নৃপুর কাম-
বাণাৰ্দ্দিত হইয়া তাহাদের মধ্যে নৃত্য করিতে
লাগিল । যে পুষ্পশ্চেন হৃদয়ে ধারণ করিয়া নৃত্য
করিতে করিতে কামবাণপ্রপীড়িত হইয়া উর্ধ্বশীকে
তাড়া দিয়া তাড়িত করে, উর্ধ্বশী পুষ্পশ্চেন তাড়িত
হইয়া ক্রোধে কুবেরের শরণ লইল । তখন
ধনদ ক্রোধাকুলিত-মানসে বলিলেন,—যে হেতু
তুই কামাৰ্দ্দিত হইয়া রত্নভঙ্গ করিয়াছিস্ ; অতএব
মানুষ লোকে পতিত হইয়া পাপপুরুষ হ । গণ
কুবের-শাপে ধরণীতলে পতিত হইয়া “হায় কবি-
লাম কি !” বলিয়া দুঃখিত হৃদয়ে বিলাপ করিতে
লাগিল । হে দেবি ! গণ উক্ত প্রকারে অত্যন্ত
বিলাপ করিয়া মনে মনে তোমাকে শরণরূপে প্রাপ্ত
হইল । তুমি তাহার প্রত্যক্ষীভূত হইয়া বলিলে—
হে পুত্র গণপ ! তুমি আমার আদেশে শুভ মহা-
কালবনে গমন কর । ঐ স্থানে সরস্বতী নদী
বাপীর আকারে বিরাজিত আছে । তাহার দক্ষিণে

উত্তম লিঙ্গ বিরাজিত । ঐ বাপীতে গ্নান করিয়া তুমি
লিঙ্গারাবণা করিবে । গ্নানের ফলে ঐ সরস্বতী ও
দেব লিঙ্গ নামের নামে প্যাতিলাভ করিবে ।
হে দেবি ! তুমি এই কথা বলিলে নৃপুর
মহাকালবনে গমন করিল । ঐ স্থানে গমন
করিয়া সে হৃদয়ভঙ্গরূপে ক্রতাজলিপুটে তোমার
বাক্য গ্রহণ করিয়া দেবগন্ধর্ব-সেবিত রম্য
মহাকালবনে গমনপূর্বক সুর-গন্ধর্বসেবিত লিঙ্গ
দর্শন করিল । ঐ স্থানে প্রাচী সরস্বতী বাপীর
আকারে বিরাজিত । তাহাতে গ্নান করিয়া নৃপুর
লিঙ্গের পূজা করিল । পূজায় তুষ্ট হইয়া দেব
নৃপুরকে বলিলেন—সাধু নৃপুর ! সাধু, তোমার
মঙ্গল হউক ; তুমি স্তুতি প্রাপ্ত হইবে । হে
প্রিয় ! তুমি দেবী পার্শ্বতী ও শঙ্করের প্রিয়
হইবে । হে প্রিয়ে ! তুমি নৃপুরকে এই কথা
বলিলে নৃপুর তৎক্ষণাৎ উদ্ভিতাদিত্য-সঙ্কাশ হইয়া
দেবগণ-পার্বরীকা হেজোরাশি হইয়া পড়িল । হে
বরাননে ! নৃপুরের প্রভাব দেখিয়া দেবগণ
বলিলেন,—অহো ! লিঙ্গের কি অদ্ভুত মাহাত্ম্য !
নৃপুর দর্শনমাগ্রে সিদ্ধলাভ করিল । অতএব
অদ্য হইতে দেব ভূতলে নৃপুরেশ্বর নামে বিখ্যাত

যে করিষ্যন্তি স্নাত্বা বাপ্যাং সমাহিতাঃ । ২৪ ।
 নৃপুত্রেণরুদ্রস্ত তে যান্তি পরমং পদম্ । যে চ
 পূজাং করিষ্যন্তি ভক্তিভাবসমবিতাঃ । বসন্তি
 মুদিতাঃ সর্গে যাবদাভূতসংগ্রবম্ । ২৫ । জন্মমৃত্যু-
 জরারোগদুঃখানি বিবিধানি চ । প্রয়ান্তি বিলয়ঃ
 সদাঃ পূজিতে নৃপুত্রেণরে । ২৬ । বাপী গঙ্গাসমা-
 সা তু স্বয়মেব শুভেক্ষণে । সঙ্গমস্ত বিতস্তায়াং
 যমুনায়াস্ত স্মরতে । প্রয়াগমেতজ্জানীহি ভূধরে-
 জ্ঞানসম্ভবে । ২৭ । সোমতীর্থে তদা দেবি সর্গ-
 পাতকনাশনম্ । তত্র স্নাত্বা পুমান্ দেবি বাজপেয়-
 ফলং লভেৎ । ২৮ । কৃষ্ণাষ্টম্যাং চ যঃ স্নাত্বা
 পূজয়েন্নৃপুত্রেণরম্ । কুলং বৈ তারয়েৎ সোহপি
 মাতৃকং পিতৃকং শতম্ । ২৯ । এন তে কথিতো
 দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । নৃপুত্রেণরদেবস্ত
 শ্রয়তামভয়েশ্বরম্ । ৩০ ।

ইতি শ্রীক্ষান্দে নৃপুত্রেণরমাগ্নানবর্ণনং

নাম সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪৭ ।

ও সর্বকামপ্রদ হইলেন । যাহারা বাপীতে স্নান
 করিয়া সমাহিতভাবে নৃপুত্রেণর লিঙ্গ দর্শন করে,
 তাহারা পরমপদ প্রাপ্ত হয় । যাহারা ভক্তিসহ-
 কারে নৃপুত্রেণরের পূজা করে, তাহারা পলম
 কাল পর্য্যন্ত মুদিতমনে স্বর্গে বাস করিয়া থাকে ।
 নৃপুত্রেণর পূজিত হইলে, জন্ম, মৃত্যু, জরা,
 রোগ ও বিবিধ দুঃখ সদা বিলয় প্রাপ্ত
 হয় । হে দেবি ! ঐ বিতস্তা-যমুনা-সঙ্গম-সমুদ্র
 বাপী গঙ্গাসদৃশী এবং ইহাকে প্রয়াগতুল্য
 জানিবে । ঐ স্থানেই সোমতীর্থ বিরাজিত ।
 ঐ তীর্থে সর্গপাতক-নাশন । ঐ তীর্থে স্নান করিয়া
 নর বাজপেয়ফল লাভ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি

তে স্নান করিয়া নৃপুত্রেণরের পূজা করে,
 সে নিজের পিতৃ-মাতৃ-কুল উদ্ধার করিয়া থাকে ।
 হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট নৃপুত্রেণর
 দেবের পাপ-নাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা
 অভয়েশ্বর-মহাশয় শ্রবণ কর । ১—৩০ ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৭ ।

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ । অষ্টাধিকং বিজানীহি চত্বারিংশ-
 শতমং প্রিয়ে । যন্ত দর্শনমাত্রেণ ন ভবন্ত ভয়ং
 ভবেৎ । ১ । কল্লাবসানে প্রথমে পাশ্বে পদ্মনিভে-
 ক্ষণে । নষ্টচন্দ্রার্কনক্ষত্রে নষ্টভূমিত্রিবষ্টপে । ব্রহ্মা
 বৈ চিস্তয়ামাস কথং সৃষ্টির্ভবেদিত । ২ । ইত্যা-
 কুলিতরূপস্ত তস্ত নেত্রদ্বয়ানুদা । পপাতাশ্রকণঃ
 স্থলো নেত্রদ্বয়ানুদা । ৩ । তস্মাদশ্রকণাজ্জাতো
 হারবো নাম দানবঃ । ভীকৃদংষ্ট্রো মহাকায়ে ভিন্না-
 ঙ্গনচয়প্রভঃ । ৪ । দক্ষিণান্নয়নাজ্জাতঃ কালকেলী-
 তি বিকৃতঃ । কৃষ্ণদেহোহতিদীর্ঘশ্চ মহাদংষ্ট্রোর্ধ্ব-
 রোমকঃ । ৫ । করালবদনো দৃষ্টো যমরূপো
 হরাসদঃ । কৃষ্ণাঙ্গনচয়াকারঃ পাশপাণিবিভীষণঃ ।
 ৬ । তৌ তু দৈত্যৌ সমাগত্য কৃতসঙ্কেতকৌ
 তদা । ব্রহ্মাণং হস্তমিচ্ছন্তৌ প্রমত্তাবভিধাবিতৌ ।
 ৭ । ততো ব্রহ্মা ভয়বিষ্টঃ কান্দিশীকৃচ্চার হ ।
 ততো জলেহতিগম্যৈরে সোহপশ্চদমিতদ্বাহিম্ ।
 ৮ । পুরুষং পীতবসনং শঙ্খচক্রগদাধরম্ । তমা-
 লোক্য ততো ব্রহ্মা সন্মাসং পরমং গতঃ । উবাচ

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে দেবি ! যাহার দর্শন
 মাত্রে ভয়-ভয় নিবারিত হয়, সেই লিঙ্গকে অষ্টচত্বা-
 রিংশ লিঙ্গ বলাইয়া জানিবে । হে কমলনিভেক্ষণে !
 প্রথম পাদ কল্পের অবসানকালে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র,
 পৃথিবী ও স্বর্গ এ সমস্ত বিনষ্ট হইয়া গেলে ব্রহ্মা
 সৃষ্টি-বিষয়ক চিন্তা করিতে লাগিলেন । তিনি
 এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে তাঁহার বাম নেত্র
 হইতে এক স্থূল অশ্রকণা পতিত হইল । ঐ
 অশ্রকণা হইতে হারব নামক এক দানব উৎপন্ন
 হয় । ঐ দানব ভীকৃদংষ্ট্র, মহাকায়ে ও ভিন্নাঙ্গন-
 চয়প্রভ । তাঁহার দক্ষিণ নেত্র হইতে কালকেলি
 নামে কৃষ্ণদেহ, অতিদীর্ঘ, মহাদংষ্ট্র উর্ধ্বরোমা, করাল-
 বদন, দৃষ্ট, যমরূপ, হরাসং, কৃষ্ণাঙ্গনিভ, পাশপাণি
 ও অতিভয়ানক দানব উৎপন্ন হয় । ঐ দৈত্যদ্বয়
 পরস্পর সঙ্কেত করিয়া প্রমত্তভাবে ব্রহ্মাকে নিহত
 করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল ।
 তদর্শনে বিধাতা কোন্ দিক্ দিয়া পলায়ন করিবেন,
 তাহা নিশ্চয় কারিতে না পারিয়া অতি গম্ভীর
 জলে শঙ্খ-চক্রধর, পীতবসন এক পুরুষমূর্ত্তি দর্শন-

কো ভবাত্তে নিঃশেষেহ্মিঃশচরাচরে । ১০ । তম্বাচ
ততো বিষ্ণুরহমেব জগৎপিতা । লোককুলোকসংহর্তা
লোকস্থিতিবিধায়কঃ । ১০ । ইত্যুক্তঃ পদ্মজন্তেন
কৃষ্ণেনাক্রিষ্টকর্ণাণা । প্রত্যাচ তদা ব্রহ্মা শ্রোতঃ
ভুবনত্রয়ে । ১১ । ময়া সৃষ্টঃ জগৎ সৰ্বং সদেবাসুর-
মানুষম্ । অত্রান্তরে চ তো দৈত্যাণ্যাতো বল-
দর্পিতো । ১২ । ভোক্তুকামো ক্ষুধাবিষ্টো দৃষ্টো ব্রহ্মা-
ববৌদিদম্ । কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং কম্পিতাধরপল্লবঃ ।
১৩ । যদি হং কারণং কিঞ্চিদস্ত লোকস্ত কথ্যসে ।
তদা তাবদুরো ভৌমো হস্তমর্হসি সম্প্রতি । ১৪ ।
তচ্ছ্রুত্বা তু তদা বিস্মৃজ্যাহা হুঃখং পরম্পরম্ । ক্রণং
বিশ্রম্যতাং তাবৎপশ্যাদ্ভ্যং ভবিষ্যতি । ১৫ । ইত্যুক্তো
কৃতসঙ্কেতো তো দৈত্যো বলদর্পিতো । ব্রহ্ম-
নারায়ণো হস্তং ধাবিতো তু হরাবিতো । ১
ব্রহ্মবিষ্ণু তদা দৃষ্টো দানবো হৃজ্জয়ো বণে । সন্মাসং
জগতুস্তত্র স্নেদকম্পপরিপ্লুতো । ১৭ । অস্তোন্ত-
মুচ্যন্তোহি দেশকালোচিতং বচঃ । কর্তব্যং কিং
ন বা কার্যং মম বা তব বা ভবেৎ । ১৮ ।

পূর্বক অন্তভাবে তাঁহার নিকট গমন করত
বলিলেন,—আপনি কে এই অসীম চরাচরে শায়িত
রহিয়াছেন? তিনি তখন বলিলেন,—আমি জগৎ
পিতা, লোককুল, লোকসংহর্তা ও লোকস্থিতি-
বিধায়ক। তিনি এই কথা বলিলে বিধাতা বলি-
লেন,—আমিই চ ত্রিভুবনের শ্রোতা । এই এই
সদেবাসুর সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি । তাঁহাদের
উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়
ঐ বলদর্পিত ক্ষুধার্ত দৈত্যদ্বয় ঐ স্থানে তাঁহাদিগকে
ভক্ষণ করিবার জন্য আগমন করিল। তখন
ব্রহ্মা কম্পিতাধরপল্লবে কমলপত্রাক্ষ ত্রিকর্ণকে
বলিলেন,—তুমি যদি এই বিশ্বের কারণ, তাহা
হইলে সম্প্রতি তুমি এই দৃষ্টে দৈত্যদ্বয়কে নিহত
কর। বিধাতাবাক্য শ্রবণপূর্বক বিষ্ণু পরম্পরের
হুঃখ অবগত হইয়া বলিলেন,—ক্ষণকাল বিশ্রাম
করুন, পরে দ্বন্দ্ব হইবে। এই কথা বলিয়া বল-
দর্পিত দৈত্যদ্বয়কে সঙ্কেত করিলেন। তখন দৈত্য-
দ্বয় হরাবিত হইয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে নিহত করিবার
জন্ত ধাবিত হইল। তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু রণহৃজ্জয়
দানবদ্বয়কে অবলোকন করিয়া সন্মাসে স্নেদ-কম্প-
পরিপ্লুত হইয়া পলায়ন করিতে করিতে পরস্পর
এই দেশকালোচিত বাক্য বলিতে লাগিলেন।—
এখন আপনার বা আমার কর্তব্য কি? এখন

উপস্থিতঃ ভয়ং ঘোরং তত্র কিং কার্যমস্তি নো ।
আসন্নং মরণং দৃষ্টো ব্রহ্মা প্রোবাচ কেশবম্ । ১৯ ।
গম্যতাং কৃষ্ণ শীঘ্রং বৈ মহাকালবনোত্তমম্ । প্রলয়ে-
হপাক্ষয়ং প্রোক্তং তত্র রক্ষা ভবিষ্যতি
অহং তত্র গমিস্যামি ব্রহ্ম হং তত্র কেশব । ২০ ।
ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা কৃষ্ণো জগাম সহ তেন বৈ ।
মহাকালবনং প্রাপ্তো ন চ দৃষ্টো মহেশ্বরঃ ।
তত্রাপি দশশাশ্বতঃ কালঃ পর্যটতোস্তয়োঃ ।
২১ । ততো জালাময়ং দিবাং নৃপুংস্বরদক্ষিণে ।
দৃষ্টো তল্লিঙ্গমাহাত্ম্যং ব্রহ্মবিষ্ণু ততঃ স্বয়ম্ । প্রার্থয়াক্ষ
কৃতদেবমভয়ং দেহি নো প্রভো । ২২ । শরণং
ভব দেবেশ দানবাত্যাং প্রপীড়িতো । অভয়ঞ্চ
ততো দত্তং তেন লিঙ্গেন পার্শ্বতি । ২৩ । শুশ্রাব
গজ্জিতং ভাত্যাং দানবাত্যাং পিতামহঃ । প্রত্যাচ
ভয়ব্রন্তো লিঙ্গং কম্পিতকঙ্করঃ । ২৪ । স এষ
মৃত্যুরশ্মাকর্মেত শীঘ্রং ভয়াবহঃ । দীযতামভয়ং
দেব কৃষ্ণেনোক্তং তদা প্রিয়ে । ২৫ । ভয়ার্তবচনং
শ্রুত্বা ব্রহ্মণঃ কেশবস্ত চ । তো দেবো তেন লিঙ্গেন

আমাদের ঘোর ভয় উপস্থিত। এইরূপ কথোপ-
কথনের পর বিধাতা মরণ নিকট দেখিয়া কেশবকে
বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি শীঘ্র মহাকালবনে গমন
কর। ঐ স্থান প্রলয়েও অক্ষয়থাকে, অতএব আমা-
দেরও রক্ষা হইবে চল, তোমায় আমায় উভয়েই
ঐ স্থানে গমন করি। বিধাতা এই কথা বলিলে
উভয়েই ঐ স্থানে গমন করিলেন। তাঁহারা মহা-
কালবন প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু মহেশ্বরকে দেখিতে
পাইলেন না। ঐ স্থানে পর্যটন করিতে করিতে
তাঁহাদের অযুত বৎসর কাল অতীত হইল। তখন
নৃপুংস্বর লিঙ্গের দক্ষিণ দিক্‌ভাগে জালাময় লিঙ্গ
দর্শন করিলেন। লিঙ্গ দর্শন করিয়া তাঁহারা তাঁহার
নিকট প্রাণনা করিলেন,—হে দেব! আপনি
আমাদিগকে অভয় প্রদান করুন, আমরা দানবদ্বয়
দ্বারা প্রপীড়িত হইয়াছি। তাঁহারা এইরূপ প্রার্থনা
জানাইলে দেব তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া অভয়
প্রদান করিলেন। তিনি অভয় প্রদান করিবামাত্র
পিতামহ ঐ দানবদ্বয়ের গর্জিত শ্রবণ করিলেন।
ঐ গর্জিতশ্রবণে ভীত হইয়া কেশব কম্পিতকঙ্করে
লিঙ্গকে জানাইলেন,—হে দেব! ঐ আমাদের
মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে। হে দেব! আমাদিগকে
অভয় প্রদান করুন। হে দেব! আমি তখন
কেশব ও বিধাতার ভয়ার্ত-বচন শ্রবণ করিয়া ঐ

‘জঠরে সন্নিবেশিতৌ ॥ ২৬ ॥ দৃষ্টং তাভ্যাং জগৎ
সৰ্বং সার্কচন্দ্রমহৌধরম্ । সসিদ্ধগন্ধৰ্বকুলং শৈল-
তাললতাকুলম্ ॥ ২৭ ॥ সমুদ্রপীঠসংযুক্তং নানা-
বর্ণাশ্রমোজ্জ্বলম্ । সপাতালতলং দৌৰ্ব সতুজঙ্গ-
মহৌরুহম্ ॥ ২৮ ॥ সসপ্তলোকবিন্যাসং সদেবা-
শুররাক্ষসম্ । পুনস্তৌ নিঃসৃতৌ তস্মাজ্জঠরা-
দ্বিস্ময়াযিতৌ ॥ ২৯ ॥ দৃষ্টৌ তস্মাকৃতৌ দৈত্যৌ
তেন লিঙ্গেন পার্শ্বতি । তুষ্টিবাত্তে পরং লিঙ্গং
ভক্ত্যা পরময়া যুক্তৌ ॥ ৩০ ॥ লিঙ্গেনোক্তং
প্রসন্নেন ভবন্ত্যাং । কং দদাম্যহম্ । যমামোঘমিদং
দেবৌ দর্শনং চাতিতুল্লভম্ ॥ ৩১ ॥ ততো ব্রহ্মা চ
বিষ্ণুশ্চ বরয়ামাসতুৰ্ব্বরম্ । যদি দেবৌ বরোহস্মাকং
নৃণামভয়দো ভব ॥ ৩২ ॥ যে চ ত্রাং পূজয়িষ্যন্তি
যজ্ঞ্যন্তি চ সমাহিতাঃ । সংস্মরিস্যান্তি সততং তেহা-
মভয়দো ভবে ॥ ৩৩ ॥ অভয়েশ্বরসংজ্ঞস্ব পাতো
ভুবি ভবিষ্যসি । তে কৃতার্থা ভবিস্যন্ত যে ত্রাং
পশুন্তি ভক্তিতঃ ॥ ৩৪ ॥ ভবিষ্যতি ভয়ং নৈব
সংসারপতনং তথা । ধনপুত্রকলত্রাণাং বিয়োগো

দেবদ্বয়কে স্বীয় জঠরমধ্যে সন্নিবেশিত করিলাম ।
হে দেবি ! তখন তাঁহারা আমার উদরস্থ হইয়া
উদরমধ্যে চন্দ্র, মহৌধর, সিদ্ধ, গন্ধৰ্ব, শৈল,
তাল, তমাল, সমুদ্র, নানা বর্ণাশ্রম, পাতালতল,
তুজঙ্গ, মহৌরুহ ও সদেবাসুর সপ্তলোকের সহিত
সপ্ত জগৎ দর্শন করিলেন । পুনরায় তাঁহারা উদর-
মধ্যে ঐ সকল দর্শন করিয়া বিস্মিতভাবে নিঃসৃত
হইলেন । নিঃসৃত হইয়া তাঁহারা ঐ দানবদ্বয়কে
লিঙ্গ-কর্তৃক তস্মাকৃত অবলোকনপূর্বক তাঁহারা
স্তব করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট
হইয়া লিঙ্গ বলিলেন, আমি প্রসন্ন হইয়াছি,
তোমাকে কি প্রদান করিব, তাহা বল ? হে
দেবদ্বয় ! আমার এই অমোঘ দর্শন অতি তুল্লভ ।
অনন্তর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বর গ্রহণ করিলেন ।
তাঁহারা বলিলেন,—হে দেব ! যদি আমাদের
বর দেয় বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আপনি
এই বর দেন যে, আপনি যেন নরগণের অভয়-
প্রদ হন । যাহারা আপনার পূজা করিবে, বা
স্মরণ করিবে, আপনি সতত তাহাদিগের অভয়প্রদ
হইবেন এবং আপনি অভয়েশ্বর নামে ভূতলে
খ্যাতি লাভ করিবেন । যাহারা আপনাকে ভক্তি-
পূর্বক দর্শন করিবে, তাহারা কৃতার্থ হইবে, কদাচ
তাঁহাদের সংসারপতনভয় হইবে না, এবং কদাচ

ন ভবিষ্যতি ॥ ৩৫ ॥ কুংখিতা কুর্ভগা নারী দর্শনং
যা করিষ্যতি । সৌভাগ্যাসুখসংযুক্তা ভবিষ্যতি ন
সংশয়ঃ । বীরং তু গুৰ্ব্বিণী কন্তা পতিমাপ্যতি
শোভনম্ ॥ ৩৬ ॥ যঃ যঃ কামমভিধায় যে ত্রাং
পশুন্তি মানবাঃ । তঃ তঃ মনোরথং সৰ্বং গমিষ্যন্তি
ন সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ এবং ভবিষ্যতীত্যাক্ষা
লিঙ্গেন পরমেশ্বরী । বিসর্জিতৌ গতৌ দেবৌ
ব্রহ্মবিষ্ণু স্বমালয়ম্ ॥ ৩৮ ॥ এষ তে কথিতো দেবি
প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । অভয়েশ্বরদেবস্ত শ্রয়তাং
পৃথুকেশ্বরম্ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দ অভয়েশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট-
চছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । শুন পঞ্চাশদেকোনং দেবেশং
পৃথুকেশ্বরম্ । যস্য দর্শনমাত্রেণ সার্বভৌমো নরো
ভবেৎ ॥ ১ ॥ বংশে স্বায়ত্ত্বং দেবি হুঙ্কো রাজা
বভূব হ । যতোজ্জ হুহিতা তেন পরিণীতা সুহৃদুগা ॥

তাঁহাদের ধন-পুত্র-কলত্র বিয়োগ সংঘটিত হইবে
না । কুংখিতা এবং কুর্ভগা নারী যদি আপনাকে
দর্শন করে, তাহা হইলে যে নিঃসংশয় সুভাগা ও
সুখসংযুক্তা হইবে । গুৰ্ব্বিণীগণ আপনাকে দর্শন
করিয়া বীরপুত্র এবং কন্যাগণ পতি লাভ করিবে ।
মানবগণ যাহা যাহা কামনা করিয়া আপনাকে
দর্শন করিবে তাহারা সেই সেই কামনা
লাভ করিবে ! হে দেবি ! তখন বিধাতা ও
কেশবের প্রাণায় লিঙ্গ তথাক্ বলিয়া তাঁহাদিগকে
বিদায় দিলে, তাঁহারা উভয়ে স্ব স্ব ভবনে গমন
করিলেন । হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট
অভয়েশ্বর দেবের পাপনাশন প্রভাব কীৰ্ত্তন করি-
লাম, অধুনা পৃথুকেশ্বর দেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ
কর । ১—৩৯ ।

অষ্টচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৮ ।

উনপঞ্চাশ অধ্যায়

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! যাহার দর্শন
মাত্রে নর সার্বভৌমপদবী প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই
পৃথুকেশ্বর দেবকে একোনপঞ্চাশত্তম লিঙ্গ বল ।
জানবে । স্বায়ত্ত্ববংশে অঙ্গরাজ জন্মগ্রহণ করেন

২। বেণনামা স্তুতো জাতো নাস্তিকো ধৰ্মদ্বন্দ্বকঃ ।
দেবব্রহ্মস্বহারী চ পরভাৰ্যাপহারকঃ ॥ ৩ ॥ স চ
শস্তো দ্বিজৈর্দেবি তৎকণাশ্লিষনং গতঃ । তদূরো-
ৰ্দ্ধমানাত্তু নিপেতুল্লৈচ্ছজাতয়ঃ ॥ ৪ ॥ শরীরে
মাতুরংশেন কৃষ্ণাঙ্গনচয়প্রভাঃ । পিতুরংশাৎ সমুৎ-
পন্নো ধাৰ্ম্মিকো দ্বিজসন্তমৈঃ । মথিতাদক্ষিণাক্ষস্তাৎ
পৃথুঃ প্রথিতবিক্রমঃ ॥ ৫ ॥ স বিপ্রৈৰভিষিক্তশ্চ তপঃ
কৃত্বা সূত্বকরম্ । বিষ্ণেৰ্বরেণ মহতা প্রভুত্বমগম-
ন্বপঃ ॥ ৬ ॥ স চ স্বাধ্যায়রহিতা নিৰ্ববট্-
কারিহাভূতাঃ প্রজা দৃষ্টা ততোহভূদুখিতো নৃপঃ ॥ ৭ ॥
স দোষমুচ্ছিন্নলোক্যঃ সদেবাসুরমানুষম্ ॥ ৮ ॥
এতান্নস্তুত্রে প্রাপ্তো নারদো মুনিসন্তমঃ । ক্রোধা-
বিষ্টং পৃথুং দৃষ্ট্বা বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥ ৯ ॥ লোক-
জয়বিনাশায় মা কোপং কুরু ভূপতে । পৃথ্বানয়া
গ্রাসিতানি শস্তানি বিবিধানি চ । গিলিতানি চ
অন্নানি বিদ্যোবৈতন্যতঃ মম ॥ ১০ ॥ নারদশ্চ চ
বাক্যেন ক্রোধঃ চক্রে পৃথুস্তদা । নির্দগ্ধমুচ্ছৎ
পৃথিবীং সশৈলবনকাননাম্ ॥ ১১ ॥ মুমোচ শস্ত-

তিনি মৃত্যুর সূত্বকর হইতাকে বিবাহ করিয়া-
ছিলেন। বেণনামে তাঁহার নাস্তিক ধৰ্মদ্বন্দ্বক পুত্র
হয়। ঐ বেণ দেবব্রহ্মস্বাপহারী, ও পরভাৰ্য্য-
পহারক ছিলেন। ঐ বেণ দ্বিজগণ কর্তৃক শস্ত
হইয়া নিধন প্রাপ্ত হন। তাঁহার মধ্যম উরুদেশ
হইতে স্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হয়, তাহাদের মাতৃ-
অংশজাত শরীর কৃষ্ণাঙ্গাচয়প্রভ ছিল। আর
তাঁহার মথিত দক্ষিণ হস্ত হইতে প্রথিতবিক্রম পৃথু,
পিতৃঅংশ হেতু ধাৰ্ম্মিক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।
তিনি বিপ্রগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া সূত্বকর
তপশ্চরণপূৰ্ব্বক বিষ্ণুর বরে প্রভুত্ব লাভ করেন।
এক সময়ে প্রজাগণকে স্বাধ্যায়-রহিত, নিৰ্ববট্-
কার, নিৰ্ধন ও হাশকার করিতে দেখিয়া
তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন। তিনি সদেবা-
সুর ত্রৈলোক্য দোহন করিতে ইচ্ছা করিলেন,
এমন সময় নারদ মুনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া
তাঁহাকে ক্রোধাবিষ্ট দৰ্শনপূৰ্ব্বক বলিলেন,—হে
ভূপতে! লোকজয়-বিনাশের নিমিত্ত কোপ করি-
বেন না। আমার মনে হয়, পৃথিবীই এই সমুদয়
শস্ত ও খাদ্য হরণ করিয়াছেন। মহারাজ পৃথু
তখন দেবর্ষি নারদের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া সশৈলবন-
কাননা পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন।
তিনি পৃথিবী-উদ্দেশে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন,

মাগ্নেয়ং তেন সা ধরণী তদা । দহমানা ভয়াৰ্ত্তা চ
গোৰ্ভূত্বা পৃথুমভাগাৎ ॥ ১২ ॥ সা বধ্যমানা তেনৈবং
নৃপঃ বচনমব্রবীৎ । শরণং সমনুপ্রাপ্তা গৌরহং
নৃপসন্তম ॥ ১৩ ॥ গৌরবধ্যা মহীপাল বৎসং কৃত্বা
চ হৃদ্ধি মাম্ ॥ ১৪ ॥ তস্তাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হৃদোহ নৃপ-
সন্তমঃ । ভাস্ক্রদ্রতানি শস্তানি কৃত্বা বৎসং হিমালয়ম্ ॥
১৫ ॥ জাতাঃ প্রজাশ্চ স্তম্বাঃ প্রবৃত্তশ্চ মহোৎসবঃ ।
প্রবৃত্তা যাগদানাদিক্রিয়া মঙ্গলপূৰ্ব্বিকাঃ ॥ ১৬ ॥
রাজাথ চিন্তয়ামাস ময়া পাপমিদং কৃতম্ ।
অবধ্যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ প্রোক্তা গৌরবধ্যা দ্বিজস্তথা ॥ ১৭ ॥
স্ত্রীকপধারিণী পৃথ্বী মোহাদেষা ময়া হতা ।
গোবধে চ কৃত্য বুদ্ধিরহো পাপপরম্পরা । তস্মা-
দ্বহিং প্রবেক্ষ্যামি চিতাং কৃত্বা ন সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥
এবং চিন্তয়তস্তত্ত্ব পৃথোরমিততেজসঃ । আজগাম
পুনস্তত্র নারদো ভগবানৃষিঃ ॥ ১৯ ॥ দৃষ্ট্বা তথাবিধং
দীনং চিন্তয়ানং পৃথুঃ প্রিয়ে । উবাচ নারদো ধীমান্
কিমেতদিহি পার্শ্বি ॥ ২০ ॥ ততঃ স কথয়ামাস ময়া
পাপমিদং কৃতম্ । অবধ্যা স্ত্রী হতা বিপ্র কৃত্য

তখন পৃথিবী ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে দহমান হইয়া
গণরূপে রাজসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহাকে বলি-
লেন,—হে রাজন! আমি আপনার শরণপ্রাপ্ত
হইলাম, আমি গো—অবধ্যা; অতএব আপনি
বৎস কল্পনা করিয়া আমাকে দোহন করুন। নৃপ-
সন্তম পৃথু-বাক্য শ্রবণানন্তর হিমালয়কে বৎস
কল্পনা করিয়া উজ্জল রত্ন সকল দোহন করিতে
লাগিলেন। দোহনের ফলে প্রজা জন্মিল,
মহোৎসব প্রবৃত্ত হইল এবং যজ্ঞ দানাদি ক্রিয়া
প্রবর্তিত হইল। তখন রাজা চিন্তা করিতে লাগি-
লেন যে, আমি পাপকর্ম করিয়াছি, স্ত্রী এবং গো,
শাস্ত্রে অবধ্য বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। আমি
মোহবশত এই স্ত্রীকপধারিণী পৃথুকে বধ করিয়াছি
এবং গোবধ করিবার জন্তও ইচ্ছা করিয়াছিলাম,
অহো! আমার মহৎ পাপ সঞ্চিত হইয়াছে। অতএব
আমি চিতা প্রস্তুত করিয়া নিঃসংশয়ে বহিঃপ্রবেশ
করি। ১—১৮। নৃপতি পৃথু এইরূপ চিন্তা করিতে-
ছেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ তৎসন্নিধানে আসিয়া
উপস্থিত হইলেন। রাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া
তিনি রাজাকে তথাবিধ চিন্তা করিতে দেখিয়া
বলিলেন,—“কিমেতৎ পার্শ্বি!” দেবর্ষি এই কথা
বলিলে রাজা বলিলেন,—হে দেব! আমি

বুদ্ধিঃ গোবধে ॥ ২১ ॥ কালোকানু গমিষ্যামি
কৃতা কৰ্ম্ম সুদাক্ষণ্য ॥ মরিষ্যামি ন সন্দেহে ব্রহ্ম
পাপপুরুষঃ ॥ ২২ ॥ অথ চেষ্টোপদেশেন হুংখাক্ষর
মাং দ্বিজ ॥ তস্মা তদ্বচনং শ্রুত্বা বধয়ামাস নারদঃ ॥
মহাপাপপ্রশমনং লিঙ্গমাহাশাস্ত্রমুক্তম্ ॥ ২৩ ॥ মহাকাল-
বনে লিঙ্গমভয়েশ্বরপশ্চিমে ॥ মহাপাপক্ষয়করং
বিদ্যাতে তত্র ভূপতে ॥ গচ্ছ স্বঃ সহসা রাজ্য-
স্তত্র পুত্রো ভবিষ্যসি ॥ ২৪ ॥ নারদস্ত বচঃ
শ্রুত্বা পৃথুস্তত্র জগাম সঃ ॥ দৃষ্ট্বা লিঙ্গঞ্চ
বৈ রম্যং বিপাপস্তংক্ষণাদভূৎ ॥ ২৫ ॥ দ্বাদশা-
দিত্যসঙ্কাশো বভূব পৃথিবীপতিঃ ॥ ২৬ ॥
ততোহস্তরিক্ষগৈর্দেবি কৃতং নাম বরাননে ॥ পৃথুনা
পূজিতো যস্মাদ্ভবিষ্যতি মহীতলে ॥ অদাপ্রভৃতি
বিখ্যাতো দেবোহয়ং পৃথুকেশ্বরঃ ॥ ২৭ ॥ যে চ
ভজাস্তি দেবেশঃ পৃথুকেশ্বরমৌশ্বরম্ ॥ তে সৰ্বকাম-
সম্পূর্ণা ভবিনাস্তি মহীতলে ॥ ৮ ॥ অজ্ঞানাজ-
জ্ঞানতো বাপি যৎপাপং জাগতে নৃণাম্ ॥ তৎপাপং
যাস্ততি কিপ্রং পৃথুকেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ২৯ ॥ বাচিকং

পাপ করিয়াছি,—আমি অবধা স্ত্রী হত্যা করিয়াছি
এবং গোবধে ইচ্ছা করিয়াছিলাম ॥ আমি দাক্ষণ
ভুক্ত্য করিয়াছি, কোন লোকে আমার গতি হইবে,
নিশ্চয় আমি নিরয়ে যাটব; কারণ আমি ব্রহ্মঘাতী
পাপপুরুষ ॥ হে দ্বিজ! অতএব আপনি হিষ্টোপ-
দেশ প্রদান করিয়া আমাকে হুংখ হইতে উদ্ধার
করুন ॥ দেবর্ষি নারদ তখন রাজার এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে নৃপ! মহাকালবনে
অভয়েশ্বর লিঙ্গের পশ্চিম দিক্ ভাগে মহাপাপ-
নাশন এক মহামহিম লিঙ্গ আছে, হে নৃপ! সহর
ঐ স্থানে গমন করুন, নিশ্চয়ই পবিত্রতা লাভ করি-
বেন ॥ দেবর্ষি নারদের বাক্যে পৃথু ঐ স্থানে
গমন করিলেন ॥ সেখানে গমন করিয়া তিনি লিঙ্গ
দর্শনে বিগত-পাপ হইলেন ॥ নৃপতি লিঙ্গ দর্শন
করিয়া দ্বাদশাদিত্যসঙ্কাশ হইলেন ॥ হে বরাননে!
অনন্তর অন্তরিক্ষচরণে গৈ লিঙ্গের এই নাম-করণ
করিলেন যে, মহারাজ পৃথু এই লিঙ্গের পূজা
করিয়াছেন ॥ বলিয়া ইনি ভূতলে পৃথুকেশ্বর নামে
বিখ্যাত হইবেন ॥ যাহারা এই পৃথুকেশ্বর লিঙ্গ
দর্শন করিবেন, ভূতলে তাঁহাদের সকল মনোরথ
সিদ্ধ হইবে ॥ মানবগণের অজ্ঞান বা জ্ঞানপুঙ্ক যে
সকল পাপ সজ্জাতিত হয়, পৃথুকেশ্বর দর্শন করিলে
তাঁহাদের সেই পাপ বিনষ্ট হয় ॥ পৃথুকেশ্বর দর্শন

মানসং বাপি কাযিকং গুহ্যসম্ভবম্ ॥ প্রকাশং ব,
কৃতং পাপং প্রসঙ্গাদপি যৎকৃতম্ ॥ তৎসর্বঃ
যাস্ততি কিপ্রং পৃথুকেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥ পূজয়ি
যাস্তি যে ভক্ত্যা দেবং বৈ পৃথুকেশ্বরম্ ॥ রাজ্যং
প্রাপ্যাস্তি তে সম্যগ্নূলোকে চ ত্রিবিষ্টপে ॥ ৩১ ॥
ভুক্তা রাজ্যং মনুষ্যাণাং দেবানাঞ্চ মহীতলে ॥
যাস্ততি পরমং স্থানং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩২ ॥
ইত্যাশ্রিত্য দেবসংজ্ঞৈশ্চ পূজিতঃ পৃথুকেশ্বরঃ ॥ পৃথুঃ
শশাস পৃথিবীং সপত্ন্যাং সপর্ষতাং ॥ ৩৩ ॥ এষ
তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ ॥ পৃথুকে-
শ্বর দেবস্ত শৃণু বৈ স্বাবরেশ্বরম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীশ্বান্দে পৃথুকেশ্বরমাহাশাস্ত্রাবর্ণনং নামৈ-
কোদশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ॥ শৃণু দেবি প্রযত্নেন পঞ্চাশ-
তমমৌশ্বরম্ ॥ যন্ত দর্শনমাত্রেণ গ্রহবাধা
ন জাতিতে ॥ ১ ॥ সংজ্ঞা নাম রবেভার্যা সা

করিলে মানবের কাযিক, বাচিক মানসিক, প্রকাশিত,
অপ্রকাশিত ও প্রসঙ্গজাত, যে কোন রকম পাপ,
তৎসমস্তই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ যাহারা ভক্তি-
পূর্বক পৃথুকেশ্বর লিঙ্গের অর্চনা করে, তাহার
নরলোকে ও দেবলোকে রাজালাভ করিয়া থাকে
এবং তাহার ভূতলে মনুষ্য রাজ্য ও স্বর্গে দেব
রাজ্য উপভোগ করিয়া অস্তে ব্রহ্মার পরম পদে
গমন করে ॥ এই সকল কথা বলিয়া দেব-
গণ লিঙ্গ পূজা করিলেন ॥ রাজা পৃথু সপত্ন্যা
সপর্ষতা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন ॥ হে
দেবি! এই আমি তোমার নিকট পৃথুকেশ্বর
লিঙ্গের পাপনাশন প্রভাব কীৰ্ত্তন করিলাম, অবুনা
স্বাবরেশ্বর লিঙ্গমাহাশাস্ত্র শ্রবণ কর ॥

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায় ।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! যাহার
দর্শন মাত্রে গ্রহবাধা বিনষ্ট হয়, তুমি সেই পঞ্চাশতম
লিঙ্গমাহাশাস্ত্র শ্রবণ কর ॥ রবির ভার্যার নাম
সংজ্ঞা, সংজ্ঞা ব্রহ্মার কন্যা ॥ কদাচিত্ সংজ্ঞা ভক্তার

সুতা বিশ্বকর্ষণঃ । তদ্বৃন্তেজোহসহস্রাথ কদাচি-
চ্চৈব সংজ্ঞা । ছায়াময়ী চান্দ্রনন্দ নির্মিতা
তরসা তথা ২ । সা প্রোক্তা সাদরৈর্নৈব
স্বীয়তাং স্বর্ধ্যসন্নিধৌ । পৃষ্ঠয়াপি ন বাচ্যং তে
মদীয়ং গমনং রবেঃ ৩ । ইত্যুক্তা সা তদা সংজ্ঞা
জগাম ভবনং পিতুঃ । সংজ্ঞয়মিতি মথানো
দ্বিতীয়াগ্নাং দিবস্পতিঃ । জনয়ামাস তনয়ং নামতো
ষঃ শনৈশ্চরঃ ৪ । তন্মিন্ জাতে ভয়ং জগ্মুঃ
সদেবাসুরমাহুযাঃ । ত্রৈলোক্যং জাতমাত্রেণ
আক্রান্তং সচরাচরম্ ৫ । ইন্দ্রোহপি ভয়সঙ্কস্তো
ব্রহ্মাণং শরণং গতঃ । স্বর্ধ্যপুত্রস্ত বৃদ্ধান্তং কথয়া-
মাস গদগদম্ ৬ । তিরং তু রোহিণীচক্রং ব্যাপ্তং
নক্ষত্রমণ্ডলম্ । জাতমাত্রেণ চাক্রান্তং ত্রৈলোক্যং
রবিস্থলনা ৭ । বাসবস্ত বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোক-
পিতামহঃ । আহুয় সহসা স্বর্ধ্যং বচনং চেদমব্রবীৎ ৮ ।
মর্ধ্যাদা ক্রিয়তাং ভানো-বার্ধ্যতাং পুত্র
ঔরসঃ । আক্রান্তং তেজসা তেন ত্রৈলোক্যং
ভূর্ভুবাদিকম্ ৯ । ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা রবিণা
প্রোক্তামৌদৃশঃ । অসাধ্যোহয়ং মম সূতো বার্ধ্যতাং

তেজ সহিতে না পারিয়া আপনার একটি ছায়াময়ী
মূর্তি সৃষ্টি করে । ছায়াময়ী মূর্তি করিয়া তাহাকে
বলে, তুমি আদরের সহিত স্বর্ধ্যসমীপে বাস কর ।
আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেও তুমি স্বর্ধ্যকে বলিও
না ; এই বলিয়া সংজ্ঞা পিতৃভবনে গমন করে ।
স্বর্ধ্য ছায়াকেই সংজ্ঞা বলিয়া মনে করিলেন ।
ছায়ার গর্ভে একটি পুত্র উৎপন্ন হইল ; তাহার
নাম হইল শনৈশ্চর । শনৈশ্চর জন্মিবামাত্র
সদেবাসুরমাহুয সকলেই ভীত হইলেন । শনৈ-
শ্চর জাতমাত্র সচরাচর ত্রৈলোক্য আক্রমণ
করিলেন । ইন্দ্রও ভয়ঙ্কর হইয়া ব্রহ্মার শরণ
লইলেন । বিধাতৃ-সমীপে উপস্থিত হইয়া দেবেল
গদগদকণ্ঠে এইরূপে তাঁহাকে শনৈশ্চরের বৃদ্ধান্ত
বিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন,—হে দেব ! স্বর্ধ্য-
পুত্র শনৈশ্চর জাতমাত্র রোহিণীচক্র ভেদ করি-
য়াছে, এবং নক্ষত্রমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়াছে ।
বাসবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিধাতা স্বর্ধ্যকে
আহ্বানপূর্বক এই কথা বলিলেন,—হে ভানো !
পুত্রকে সংযত কর, তাহাকে নিবারণ করিয়া
দিও । সে ভূর্ভুবাদি ত্রৈলোক্য আক্রমণ করি-
য়াছে । বিধাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া রবি এই
কথা বলিলেন,—পুত্র আমার সাধ্য ; অতএব

স্বয়মেব তম্ ১০ । পশু মে চরণৌ দক্ষৌ
দৃষ্টিমাত্রেণ লৌলয়া । ব্রহ্মাপি ভয়সঙ্কস্তো জগাম
মনসা হরিম্ ১১ । স্বর্ধ্যস্ত বচনং শ্রুত্বা হরিঃ
প্রাপ্তস্ত তৎক্ষণাৎ । ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা ভীতঃ
কৃকোহব্রবৌদিদম্ ১২ । গম্যতাং তত্র যজ্ঞান্তে
দেবদেবো মহেশ্বরঃ । কৃকস্ত বচনাৎ সর্বৌ মমা-
স্তিকমুপাগতাঃ ১৩ । বৃদ্ধান্তঃ কথিতঃ সর্বৌ
রবিপুত্রস্ত পার্শ্বতি । ময়া স্মৃতস্ত সম্প্রাপ্তঃ স্বর্ধ্য-
পুত্রস্ত তৎক্ষণাৎ ১৪ । অধোদৃষ্টির্নয়া দৃষ্টৌ
বক্রাঙ্গৌ রূপতোহসিতঃ । স্বৈর্ধ্যং কৃত্বা নমস্কৃত্য
বিজ্ঞপ্তোহহং শনৈঃ শনৈঃ ১৫ । কিমর্থং বৈ
স্মৃতৌ দেব দেহজ্ঞাং মম শকর । আদেশে তব
তিষ্ঠামি কিং করোমি প্রশাদি মাম্ ১৬ । ইত্যুক্তো-
হহং তদা তেন রবিপুত্রেণ পার্শ্বতি । ময়া স
বারিতোহত্যাং মা পীড়য় জগদ্রয়ম্ ১৭ ।
তেনোক্তং দেহি মে স্থানং পানমাহারমেব চ ।
ময়া দত্তং বিশালাক্ষি পূজার্থং স্থানমুত্তমম্ ১৮ ।

আপনি স্বয়ংই তাহাকে নিষেধ করিয়া দিবেন ।
এই দেখুন সে ক্রোড়া করিতে করিতে আমার
চরণের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করায় আমার
পা পুড়িয়া গিয়াছে । রবির এতাদৃশ বাক্য
শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাও মনে মনে ভীত হইয়া
তৎক্ষণাৎ হরির নিকট গমন করিলেন । হরিও
ব্রহ্মবাক্য শ্রবণে ভীত হইয়া এই কথা বলিলেন,—
হে বিধাতা ! আপনি মহেশ্বরের নিকট গমন
করুন । হে দেবি ! তখন কৃকবাক্যে সকলে
মিলিত হইয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত
হইলেন এবং রবিপুত্রের সমস্ত বিবরণ
আমাকে বিদিত করিলেন । আমি বিদিতার্থ
হইয়া রবিপুত্রকে স্মরণ করিলাম ; স্মরণ করিবা-
মাত্র তৎক্ষণাৎ সে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত
হইল । ২—১৪ । আমি তাহাকে অধোদৃষ্টি, বক্রাঙ্গ,
ও রূপবান্ দর্শন করিলাম । সে তখন নমস্কার
করিয়া আস্তে আস্তে আমায় নিবেদন করিল,—
হে দেব ! কি জন্ত আমায় স্মরণ করিয়াছেন ?
কোন আদেশ পালন করিতে হইবে বলুন । আমি
আপনার আদেশে বর্তমান, কি করিতে হইবে
আমায় বলুন । হে পার্শ্বতি ! রবিপুত্র আমায়
এই কথা বলিলে আমি জগৎপীড়ন করিতে নিষেধ
করিয়া দিলাম । সে আমাকে বলিল,—হে দেব !
আপনি তাহা হইলে আমাকে পানীয়, আহাৰ্য্য ও

মেবাদিরাশিসংস্থঃ সংস্থিঃশাসান প্রপীড়য় ।
 মানুমান ক্রমশো বৎস তত্র তৃপ্তিমবাপ্যসি । ১৯ ॥
 অষ্টমশ্চ চতুর্থশ্চ দ্বিতীয়ে জন্মসংস্থিতঃ । দ্বাদশ-
 রাশিসংস্থোহপি বিরুদ্ধো ভব সৰ্বদা । ২০ ॥
 একাদশো বা ষষ্ঠো বা তৃতীয়স্থানগোহথবা ।
 ভব ভব্যতরো নৃণামতঃ পূজা ভবিষ্যতি । ২১ ॥
 পঞ্চমো নবমশ্চৈব উদাসীনশ্চ সপ্তমঃ । ভব রাশি-
 গতৌ নিত্যং মানুষে কৰ্ম্মভিষুতে । ২২ ॥ পূজাং
 প্রাপ্যসি চাত্যর্থং গ্রহাণামধিকং সদা । গতিঃ স্থিরা
 ভবিজী তে বরঃ শ্রেষ্ঠোহভিধীয়তে । ২৩ ॥ অতন্তে
 স্থাবরং নাম ভবিষ্যতি মহীতলে । শনৈশ্চরস্থঃ
 রাশিস্থো গ্রহাণামধিকো যতঃ । ২৪ ॥ অতঃ শনৈশ্চরো
 নাম ভবিষ্যসি সদা ভুবি । গজগণনিভাকারো
 মম কণ্ঠসমোহপি চ । ২৫ ॥ বর্ণতো হুসিতো নাম
 ভবিষ্যসি মহীতলে । গ্রহমধ্যে হৃদোদৃষ্টির্গতিমন্দা
 ভবিষ্যতি । তুষ্ঠো দদাসি রাজ্যঞ্চ কুষ্ঠো বৈ হরসি
 ক্ষণাৎ । ২৬ ॥ দেবাসুরমনুষ্যাশ্চ সিদ্ধাবিদ্যাধরো-
 রুগাঃ । স্বংক্রুরদৃষ্টিনিহতা নাশং যাস্তাস্তি নাতুধা ।

স্থান প্রদান করুন। হে দেবি! শনৈশ্চর এইরূপ
 প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে পূজার্থ উত্তম স্থান
 প্রদান করিলাম; বলিলাম,—তুমি মেবাদি রাশি-
 স্থিত হইয়া ত্রিংশৎ মাস ব্যাপিয়া মনুষ্যদিগকে পীড়া
 দিবে, ইহাতে তোমার তৃপ্তি হইবে। অষ্টম, চতুর্থ,
 দ্বিতীয়, জন্মসানস্থিত ও দ্বাদশরাশিস্থিত হইয়া তুমি
 সৰ্বদা বিরুদ্ধ হইবে; আর একাদশ, ষষ্ঠ ও তৃতীয়
 স্থান প্রাপ্ত হইয়া তুমি মানবগণের শুভদায়ক
 হইবে; ইহাতে তুমি পূজা লাভ করিবে। পঞ্চম,
 নবম ও সপ্তম স্থানস্থিত হইয়া তুমি উদাসীন
 হইবে। মানুসগণ কৰ্ম্মযুক্ত থাকিলে তুমি নিত্য
 রাশিগত হইবে। তুমি সৰ্বদা গ্রহগণ অপেক্ষা
 অধিক পূজা লাভ করিবে। তোমার স্থির গতি
 হইবে, এবং তুমি স্বয়ং গ্রহমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে।
 তোমার গতি স্থির বলিয়া মহীতলে তোমার নাম
 হইবে স্থাবর। তুমি গ্রহশ্রেষ্ঠ। রাশিস্থ হইয়া তুমি
 মন্দ-মন্দ ভাবে বিচরণ কর বলিয়া ভুবনে তোমার
 শনৈশ্চর নাম হইবে। গজগণের স্থায় অথবা
 আমার গলদেশের স্থায় তোমার বর্ণ হইবে।
 গ্রহগণের মধ্যে তোমার অধোদৃষ্টি এবং মন্দা গতি
 হইবে। তুমি তুষ্ঠ হইলে রাজ্য দিবে এবং কুষ্ঠ
 হইলে তৎক্ষণাৎ নিধন করিবে। দেব, অসুর, মনুষ্য,
 সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরুগ, —ইহারা তোমার ক্রুরদৃষ্টি-

২৭। তব প্রসাদাৎ প্রাপ্যস্তু মনোহভীষ্টঃ
 সুদুর্লভম্ । অস্তচ্চ তে প্রদাস্তামি স্থানং শুভং
 মনোহরম্ । ২৮ ॥ মনোহভীষ্টকরং পুণ্যং দেব-
 দানবদুর্লভম্ । প্রলয়েহপ্যক্ষয়ং প্রোক্তং মহাকাল-
 বনং পরম্ । ২৯ ॥ তত্র গচ্ছ মমাদেশাৎ পৃথুকে-
 শ্বরপশ্চিমে । বিদ্যতে তত্র যল্লিঙ্গং তন্তে নাম্না
 ভবিষ্যতি । ৩০ ॥ কীর্ত্তিরেষা অদীয়াপি ত্রৈলোক্যে
 ভবিতা ধ্রুবম্ । ৩১ ॥ ইত্যুক্তঃ স্থাবরো দেবি
 মমাজ্ঞাপালকস্তদা । জগাম অরিতো রম্যং মহা-
 কালবনং শুভম্ । ৩২ ॥ দৃষ্ট্বা তত্রৈব তল্লিঙ্গং স্থানং
 লকং সুশোভনম্ । তল্লিঙ্গং ভুবনে খ্যাতং নামতঃ
 স্থাবরেশ্বরম্ । ৩৩ ॥ শনিনোক্তং তদা দেবি যেহত্র
 দ্রক্ষ্যস্তু তক্তিতঃ । ময়া প্রপূজিতং লিঙ্গং বিখ্যাতং
 স্থাবরেশ্বরম্ । তেষাং পীড়া মদীয়া তু ন ভবিষ্যতি
 কৰ্হিচিৎ । ৩৪ ॥ মদীয়ে চ দিনে যো বৈ নিয়মেন
 প্রপশ্যতি । তস্মাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্য-
 সংশয়ম্ । ৩৫ ॥ ধক্ষ্যামি সততং পীড়ামন্তগ্রহ-
 কৃতামপি । মদীয়ঞ্চ ভয়ং তস্মাৎ স্বপ্নেহপি
 ন ভবিষ্যতি । ৩৬ ॥ ন গ্রহা ন পিশাচাশ্চ

পাতে নিহত হইয়া বিনষ্ট হইবে, ইহার অস্তথা
 হইবে না। ১৫—২৭। জনগণ তোমার প্রসাদে
 সুদুর্লভ অভীষ্ট লাভ করিবে। আমি তোমাকে
 আরও অস্ত্র একটা শুভ মনোরম স্থান প্রদান
 করিব। ঐ স্থান মনোভীষ্টকর, পুণ্য, দেব-
 দানব-দুর্লভ, ও প্রলয়েও অক্ষয়। সেই
 স্থানের নাম মহাকালবন। ঐ স্থানে তুমি
 গমন কর। ঐ স্থানে পৃথুকেশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণ
 দিক্‌ভাগে এক লিঙ্গ আছে, ঐ লিঙ্গ তোমার
 নামে বিখ্যাত হইবেন। ইহাতে ত্রিভুবনে তোমার
 কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে। হে দেবি! আমার এই
 সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া শনৈশ্চর সহর মহাকাল-
 বনে গমন করিল। সেখানে সে লিঙ্গ দর্শন প্তে
 সুশোভন স্থান লাভ করিল এবং ঐ লিঙ্গ স্থাব-
 রেশ্বর নামে খ্যাত হইল। হে দেবি! তখন শনৈ-
 শ্চর বলিল,—যাহারা আমার পূজিত এই স্থাবরে-
 শ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহারা কদাচ আমার
 প্রদত্ত পীড়া পাইবে না। আমার দিনে যে ব্যক্তি
 নিয়মপূর্বক লিঙ্গ দর্শন করিবে, আমি তাহার সকল
 বাধা উপশমিত করিব, অপিচ অস্ত্র গ্রহ-কৃত
 পীড়া আমি তাহাদের দণ্ড করিব। স্বপ্নেও
 তাহারা আমার প্রদত্ত পীড়া অনুভব করিবে
 না। আমি তুষ্ঠ হইলে কি গ্রহ, কি পিশাচ,

ন যক্ষা ন চ রাক্ষসাঃ । বিষঃ কুর্ক্বেতি তস্মাপি
ময়ি তুষ্টে ন সংশয়ঃ । ৩৭ ॥ সংক্রান্তো
শনিবারে চ ব্যতীপাতেহয়নে তথা । যে
পশুস্তি নরা তক্ত্যা লিঙ্গং বৈ স্বাবরেণ্বরম্ ।
ভবিষ্যত্যক্ষয়ন্তেষাং স্থিরো বাসস্তিবিষ্টপে । ৩৮ ॥
নিয়মেন প্রপশুস্তি মম বারেহজ য়ে নরাঃ । ন তেষাং
দুষ্কৃতং কিঞ্চিদুষ্কৃতোখা ন চাপদঃ । ৩৯ ॥ ভবিষ্যতি
ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্ । দাস্ত্যামি পুত্র-
কামস্ত কলং পুত্রকৃতং সদা । ৪০ ॥ অধনস্ত ধনং
চৈব ভয়ান্তস্তাভয়ং তথা । স্বর্গং বৈ স্বর্গকামস্ত
প্রযচ্ছামি চ বাঞ্ছিতম্ । ৪১ ॥ ইত্যুক্তা পূজয়ামাস
ভূয়ো লিঙ্গং শনৈশ্চরঃ । পূজয়িত্বা শুভৈঃ পুষ্পৈ-
র্ভক্ত্যা তত্রৈব সংস্থিতঃ । ৪২ ॥ এস তে কথিতো
দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । স্বাবরেণ্বরদেবস্ত
শূলেণ্বরমখো শৃণু । ৪৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে স্বাবরেণ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ । ৫০ ॥

কি যক্ষ, কি রাক্ষস, কেহই তাহার বিষ উৎপাদন
করিতে পারে না, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।
সংক্রান্তি, শনিবার, ব্যতীপাত, ও অয়নে যে নর
ভক্তিপূর্বক স্বাবরেণ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, স্বর্গে
চাহার অক্ষয় নিবাস লাভ হয়। যাহারা শনি
বারে নিয়মপূর্বক আমাকে দর্শন করে, তাহাদের
কোন রকম দুষ্কৃত বা দুষ্কৃত জন্তু আপদ হয় না।
অপিচ কদাপি তাহাদের দারিদ্র্য ও ইষ্টে-বিয়োগ
সন্তুষ্ট হইয়া না। আমি পুত্রকামীকে পুত্র, নিরন্ধনকে
ধন, ভয়ান্তকে অভয় এবং স্বর্গকামীকে স্বর্গ প্রদান
করিয়া থাকি। অতঃপর শনৈশ্চর পুনরায় শুভ
পুষ্প দ্বারা ঐ লিঙ্গের পূজা করিয়া ঐ স্থানেই
অবস্থান করিলেন। হে দেবি! এই আমি তোমার
নিকট স্বাবরেণ্বর দেবের পাপনাশন মাহাত্ম্য কীর্তন
করিলাম, অতঃপর শূলেণ্বর দেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ
কর। ২৮—৪৩।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫০

একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । একাধিকং বিজানীহি পঞ্চাশ-
তমমীশ্বরম্ । দেবং শূলেণ্বরং দেবি সর্বব্যাধি-
বিনাশনম্ । ১ ॥ আদ্যে কল্পে প্রবৃন্তে চ রাজ্য-
হেতোর্করাননে । দেবানাং দানবানাং চ যুদ্ধ-
মাসীৎসুদারুণম্ । দৈত্যানামীশ্বরে জন্তে দেবানাং
চ শচীপতো । ২ ॥ ততো দেবাঃ পরাতুতা
দৈত্যা বিজয়িনোহভবন্ । অন্ধকো মন্দরঃ প্রাপ্তো
দূতং মে প্রাহিণোক্তদা । ৩ ॥ স দূতো মাযুবাচোচ্চৈঃ
সগর্ভো হৃষ্টমানসঃ । অন্ধকেনাহমাদিষ্টেঃ শৃণু
শকর মঘচঃ । ৪ ॥ গৌরীঃ মে দেহি পত্ন্যর্থং মন্দর-
স্ত্যজ্যতাময়ম্ । এবং কৃতে কৃতার্থমস্তথা নাস্তি
তে গতিঃ । ৫ ॥ উক্তোহহং তেন দূতেন যয়া
সহ মহাগিরো । স্মিতাননঃ ক্ষণং ভূত্বা ময়া প্রোক্ত-
মিদং বচঃ । ৬ ॥ গচ্ছ দূত মমাদেশাদন্ধকং ক্রহি
সহরম্ । ইহাভ্যেত্যাহবং কৃত্বা জিত্বেমাং সুন্দরীং
ময় । ৭ ॥ ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ দূতস্তেনাখ্যাতং বচো
মম । অন্ধকোহপি তদা দৈত্যাঃ সমরাধী তু মন্দ-

একপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর তুমি
সর্ব ব্যাধি-বিনাশন একপঞ্চাশতম লিঙ্গ শূলেণ্বরের
মাহাত্ম্য শ্রবণ কর,—আদ্য কল্পপ্রবৃত্তিকালে দেব-
দানবে সুদারুণ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ঐ সময় জন্ত
দৈত্যগণের এবং শচীপতি দেবতাদিগের অধিপতি
ছিলেন। যুদ্ধে দেবগণ পরাতুত আর দৈত্যগণ
জয়লাভ করে। জয়লাভ করিয়া অন্ধকাসুর
মন্দরপক্ষিতে আগমন করত যুদ্ধক্ষেত্রে দূত প্রেরণ
করিল। ঐ দূতমায়া দূত আমার নিকট
আগমনপূর্বক সগর্ভে উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—শকর!
অন্ধক তোমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহা
শ্রবণ কর। অন্ধক বলিয়াছেন,—হে শকর! তুমি
গৌরীকে আমার পত্নী করিবার জন্ত প্রদান
করিয়া অচিরে এই মন্দরাচল পরিত্যাগ কর।
এরূপ করিলে তোমার মঙ্গল হইবে, নচেৎ তোমার
গতি নাই। হে দেবি! তোমার সহিত আমি
এরূপ অভিহিত হইয়া ঈষৎ হাস্ত করত তাহাকে
বলিলাম,—দূত। তুমি অন্ধককে গিয়া বল যে,
সে যেন এখানে আগমনপূর্বক যুদ্ধ করত এই
সুন্দরীকে জয় করিয়া লইয়া যায়। আমি এই
কথা বলিলে দূত গিয়া তাহা অন্ধককে বলিল।

রম্ । সমায়াতিঃ সহামাত্যো বলেন চতুরঙ্গিণা ॥ ৮ ॥
 ময়া সহ ততস্তত্ত্ব ঘোরং যুদ্ধমভূচ্চিরম্ । অন্ধকশ্চ
 রথো ঘোরশিহ্নো ভিন্নঃ সমস্ততঃ ॥ ৯ ॥ ততঃ
 ক্রুদ্ধোহন্ধকো দেবি রথাত্তস্মাদবপ্লতঃ । মদ্রথং
 বলবান্ গৃহ্ম ময়া সহ বলোৎকটঃ । যুধুধে স মহা
 দৈত্যঃ শূলেন তাড়িতো ময়া ॥ ১০ ॥ ময়া ধৃতো-
 স্তুরিক্ষে স শূলপ্রোতো মহানুরঃ । শূলপ্রোতোহথ
 বৈ হৃষ্টস্তাবৎস ভ্রামিতো ময়া ॥ ১১ ॥ পুশ্রাব তস্ত
 গাজেষ্যঃ শোণিতৌষস্ততো মহান্ । বিন্দৌবিন্দৌ
 তু রক্তশ্চ তত্তুল্যা দানবাস্তথা ॥ ১২ ॥ সমুতাঃ
 কোটিশো দেবি তৈরহং পুনরর্দিতঃ । কিং কর্তব্য-
 মिति ধ্যায়েং স্থিতোহহং তত্র ভামিনি ॥ ১৩ ॥ ময়া
 চোৎপাদিতা দুর্গা রক্তদন্তা স্ত্রভীষণা । অন্ধকশ্চ
 তদা পীতং রক্তং বহুবিধং তয়া ॥ ১৪ ॥ তস্মিন্ পীতে
 ততো রক্তে নোতস্থুর্দেবি চাপরে । পূর্বোখিতা-
 স্ত্যৈবাস্ত নিহতা দানবাধিপাঃ । তেন শূলবরেণৈব
 তৎক্ষণাধিনং গতাঃ ॥ ১৫ ॥ স মামুবাচ হৃষ্টাশ্চ
 কৃতাজলিপুটোহন্ধকঃ । ইয়ি ভক্তিঃ সদা মেহস্ত
 হর্লভঃ তব দর্শনম্ ॥ ১৬ ॥ স্বামিনা নিহতশ্চাহঃ

অন্ধকও দূত মুখে মদীয় বাক্য শ্রবণপূর্বক চতুরঙ্গ-
 বলে সজ্জিত হইয়া অমাত্য সমভিব্যাহারে মন্দরা-
 চল আক্রমণ করিল । ঐ সময় আমার সহিত
 তাহার তুল্য যুদ্ধ হয় ; আমি তাহার রথ ভিন্ন-
 ভিন্ন করিয়া কেলিলে সে ক্রোধে লক্ষ্যপ্রদানপূর্বক
 আমার রথে পতিত হইয়া আমার সহিত ঘোরতর
 যুদ্ধ করে । আমি ঐ সময় তাহাকে শূল দ্বারা
 তাড়িত করি । শূল-প্রোত করিয়া ঐ হৃষ্ট অশুরকে
 আমি শূন্যমার্গে ভ্রামিত করিতে থাকিলে তাহার
 গাত্র হইতে রক্তবিন্দু সকল ভূতলে পতিত হইতে
 লাগিল । ঐ ভূ-পতিত রক্তবিন্দু হইতে
 কোটি কোটি তত্তুল্য দানব বীর উৎপন্ন হইয়া
 আমাকে অত্যন্ত পীড়িত করিতে লাগিল ।
 আমি তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্ত্রভী-
 ষণা রক্তদন্তিকা দুর্গাকে উৎপাদন করিলাম ।
 দেবী রক্তদন্তিকা অন্ধকাসুরের কধির পান করিতে
 থাকিলে আর অপর দানব বীর উখিত হইতে
 পারিল না । পূর্বোখিত দানববীরগণকে দেবী
 উৎকণাৎ শূল দ্বারা নিহত করিলেন । এই সময়
 অন্ধক হৃষ্ট হইয়া কৃতাজলিপুটে আমাকে বলিল, ...
 সর্বদা আমার আপনার প্রতি ভক্তি হউক ।
 আপনার দর্শন হর্লভ । আমি আপনা কর্তৃক

কোহস্তো ধনুত্তরো হি মৎ । ঐচ্ছুলেন বিনির্ভিন্নৌ
 হস্তরিক্ষে ততোহপ্যহম্ ॥ ১৭ ॥ সঙ্কল্পাক্ষেপ-
 বিক্ষেপং কল্পকার্যপ্রবর্তকম্ । সহস্রবক্রাশিরসং
 স্বামহং শরণং ব্রজে ॥ ১৮ ॥ গিরীশ্রতনয়ানাথং
 গিরীশ্রশিখরালয়ম্ । মহালয়কৃতাভাসং স্বামহং
 শরণং ব্রজে ॥ ১৯ ॥ এবং স্ততোহহং দৈত্যেন
 শূলপ্রোতেন স্তুন্দরী । ততো মে ককণা জাতা
 কৃতোহন্ধকো গণস্তদা ॥ ২০ ॥ স চ শূলবরো দেবি
 ময়া প্রোক্তো মুদা তদা । এহি শূল হতো দৈত্য-
 স্তয়া হৃষ্টোহন্ধকো যুধে ॥ ২১ ॥ পরিতুষ্টঃ প্রযচ্ছামি
 পরমং স্থানমুত্তমম্ । ন দেবৈর্ন চ গন্ধর্বের্নাপি
 তৎপরমর্থাভিঃ ॥ ২২ ॥ সম্প্রাপ্যং মামনারাধ্য তথা
 বিধবস্তকল্মষৈঃ । মামুবাচ ততঃ শূলঃ প্রণম্যানত-
 কঙ্করঃ ॥ ২৩ ॥ যদি প্রসন্নো ভগবন্ ককণা ময়ি
 তে যদি । কথয়স্ব পরং স্থানং মনো মে যত্র শুধ্যতি ।
 হৃষ্টসম্পর্কসজ্জাতমস্ত্যুৎপাতকমাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥ ততো
 ময়া সমাদিষ্টঃ ককণাঃ স্তিষ্টেচেতসা । মহাকালবনং

আহত হইয়াছি, আমি অপেক্ষা পূণ্যবান্ আর
 কে আছে ? আমি আপনার শূল দ্বারা নির্ভিন্ন হইয়া
 অস্তুরিক্ষে অনস্থান করিতেছি । ১—১৭ । আপনি
 সঙ্কল্পাক্ষেপবিক্ষেপাত্মক, কল্পকার্যের প্রবর্তক ,
 আপনার বক্র ও মস্তক সহস্র, আমি আপনার
 শরণ লইলাম । আপনি গিরীশ্রতনয়ার নাথ,
 গিরীশ্রশিখরে আপনার বাসস্থান ; আর মহালয়েও
 আপনি বাস করিয়া থাকেন, আমি আপনার শরণ
 লইলাম । হে স্তুন্দরি ! আমি দৈত্য কর্তৃক
 এইরূপে স্তত হইয়া তাহার প্রতি ককণা করত
 তাহাকে গণমধ্যে গণ্য করিয়া লইলাম । আর
 যে শূল দ্বারা আমি অন্ধককে বিদ্ধ করিয়া ছিলাম,
 সেই শূলকে বলিলাম,—হে শূল ! তুমি এস, তুমি
 যুদ্ধে হৃষ্ট দৈত্যকে নিহত করিয়াছ । আমি
 পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে উত্তম স্থান প্রদান করি-
 তেছি । বিগতকল্মষ দেব, গন্ধর্ব ও ঋষিগণও
 আমার আরাধনা না করিয়া ঐ স্থান প্রাপ্ত হয়
 না । আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শূল
 অবনতমস্তকে বলিল,—হে দেব ! যদি আমার
 প্রতি আপনার ককণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে
 এমন এক স্থান আমায় বলিয়া দিউন—যেখানে
 আমার মন ও হৃষ্টসম্পর্কজাত পাতক শুদ্ধি লাভ
 করিতে পারে । অনন্তর আমি ককণার্জিচ্ছে

রম্যমতিপুণ্যকলপ্রদম্ ॥ ২৫ ॥ তত্রাস্মৎপ্রাপ্তিদং
লিঙ্গং লোকানুগ্রহকারকম্ । পৃথুকেশ্বরপূর্বেণ
তদাশ্রয় যত্নতঃ ॥ ২৬ ॥ মদীয়ং বচনং শ্রুত্বা স
জগাম হর্যাবিতঃ । দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গমনেক-
কলদায়কম্ ॥ ২৭ ॥ লিঙ্গেন চ পুনর্দৃষ্টে শূলঃ
শঙ্করবল্লভঃ । সন্তুতোহনেকবক্রস্ত হর্ষাধ্বিন্মিত-
মানসঃ ॥ ২৮ ॥ স্নেহাৎ সংশ্লেষিতোহত্যর্থঃ পৃষ্টস্ত
কুশলং পুনঃ । কথিতং তেন শূলেণ হৃষ্টোক্তকবধঃ
তদা ॥ ২৯ ॥ প্রভুনা প্রেরিতোহত্যর্থঃ শুদ্ধার্থঃ
ভবতোহস্তিকে । তদর্শনেণ পুতোহহং যাস্তামি
শিবসন্নিধৌ । অদ্যপ্রভৃতি ভূলোকে মম্ময়া খ্যাতি-
মেব্যসি ॥ ৩০ ॥ ততো ভবিষ্যত্যধিকং দর্শনাভ্যে
বৃণোম্যহম্ । কিং তৌগৈবিবিধৈঃ স্নাতৈঃ কিং
দানৈবিবিধৈঃ কৃতৈঃ ॥ ৩১ ॥ তে প্রাপ্যস্তি ফলং
সকলং যে ত্বাং দ্রক্ষ্যস্তি ভক্তিতঃ ॥ ৩২ ॥ যঃ
করিস্যতি তে পূজাং ভক্তিযুক্তোহপি মানবঃ ।
অষ্টম্যাং বা চতুর্দশ্যাং দিনে তোমস্তু ভক্তিতঃ ॥
৩৩ ॥ বিমানবরমাস্তায় কামগাং রত্নভূষিতম্ ।

তাহাকে বলিলাম,—তুমি অতি রম্য, পুণ্যকলপ্রদ
মহাকালবনে গমন কর । ঐ স্থানে পৃথুকেশ্বর
লিঙ্গের পূর্বে লোকানুগ্রহকারক মৎপ্রাপ্তিদায়ক
এক লিঙ্গ আছেন, তুমি ঐ স্থানে গমন করিয়া
যত্নপূর্বক তাঁহার আরাধনা কর । আমার বাক্যে
শূল তথায় গমন করিয়া অনন্তফলদায়ক ঐ লিঙ্গ
দর্শন করিল । লিঙ্গও তাহাকে দর্শন করিলেন ।
ঐ দর্শনের ফলে শূল অনেকবক্র হইয়া বিস্মিত
হইল এবং লিঙ্গ কর্তৃক সন্মোহে আলিঙ্গিত ও
জিজ্ঞাসিত হইয়া সে স্বীয় কুশল ও অঙ্ককবধ-
বৃদ্ধান্ত বিজ্ঞাপন করিল । সে আরও বলিল,—
আমি প্রভু কর্তৃক শুদ্ধির নিমিত্ত আপনার নিকট
প্রেরিত হইয়াছি । এখন আমি আপনার দর্শন
লাভ করিয়া পবিত্র হইলাম ; স্মৃতরাং শিবসন্নিধানে
গমন করিতেছি । অদ্যাবধি আপান আমার
নামে খ্যাতি লাভ করিবেন । আপনার দর্শনে
মানব শ্রেয়োলাভ করিবে, ইহাই আমি আপনার
নিকট বররূপে প্রার্থনা করি । যাহারা ভক্তিপূর্বক
আপনাকে দর্শন করিবে, তাহাদের বিবিধ তীর্থ-
দান ও বিবিধ দান করার প্রয়োজন কি ?
তাহারা আপনাকে দর্শন করিয়াই স্বর্গফল
লাভ করিবে । যে মানব অষ্টমী চতুর্দশী বা
সোমবারে ভক্তি সহকারে আপনার পূজা করিবে,

উদিতাদিত্যসঙ্কাশং স মুদা বিচরিস্যতি ॥ ৩৪ ॥
হম্মাম যে গ্রহীষ্যন্তি সর্বদা ভয়পীড়িতাঃ ।
ব্যাধিভিঃ পীড়িতা নিত্যং ত্বুংথৈক্যা ক্লেশিতা ভূশম্ ।
ন ভবিষ্যতি ভীস্তেষাং ঘোরসংসারসাগরে ॥ ৩৫ ॥
যে ত্বাং দ্রক্ষ্যন্তি পুরুষা ভাবহীনাঃ প্রসঙ্গতঃ ।
ন পতিষ্যন্তি সংসারে নরকে চাতিদারুণে ॥ ৩৬ ॥
ইত্যুক্তং তেন শূলেণ লিঙ্গমাল্লিষ্য যত্নতঃ ॥ ৩৭ ॥
এব তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ ।
শূলেশ্বরস্ত দেবস্ত অথোক্তারেশ্বরং শূনু ॥ ৩৮ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে শূলেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রীবিংশেশ্বর উবাচ । দ্ব্যধিকং দেবি জানৌহি
পঞ্চাশত্তমমৌশ্বরম্ । ওক্তারেশ্বর ইত্যখ্যা যন্তাস্তি
ভূবনত্রয়ে ॥ ১ ॥ প্রাকৃতে কল্পসংজ্ঞে তু প্রথমে প্রথমঃ
ময়া । বক্রাভুৎপাদিতো দেবি পুরুষঃ কপিলাকৃতিঃ ॥

সে উদাদিত্যসঙ্কাশ রত্নভূষিত কামগামী
বিমানে আরোহণপূর্বক সানন্দে বিচরণ করিবে ।
যাহারা ভয়পীড়িত ব্যাধিপীড়িত ও অত্যন্ত
ক্লেশিত হইয়া আপনার নাম গ্রহণ করিবে,
তাহারা নির্ভয় হইয়া ঘোর সংসারসাগর হইতে
মুক্তিলাভ করিবে । যে সকল ভক্তিহীন মানব
প্রসঙ্গাধীন ও আপনাকে দর্শন করিবে, তাহারাও
সংসার এবং ঘোর নরকে পতিত হইবে না । শূল
যত্নপূর্বক লিঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া এই সকল
কথা বলিল । হে দেবি ! এই আমি তোমার
নিকট শূলেশ্বর লিঙ্গের পাপাপহ মাহাত্ম্য কীর্তন
করিলাম, অতঃপর ওক্তারেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ
কর । ১৮—৩৮ ।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ত্রীবিংশেশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! যিনি জগতে
ওক্তারেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ, আমি সেই দ্বিপঞ্চাশত্তম
লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।—
আমি পূর্বে প্রাকৃত কল্পে মুখ হইতে কপিলাকৃতি

। ২। উতঃ স পুরুষো দিব্যঃ কিং করোমীতু্যপ-
স্থিতঃ । বিভজ্ঞানমিত্যুক্তো ময়া স্তর্কানগো-
হভবৎ ॥ ৩ ॥ নির্কানশ্চৈব দীপশ্চ গতিস্তশ্চ ন
লক্ষিতা । ততস্তস্তাভবচ্ছিতা কথমায়া বিভ-
জ্যতে ॥ ৪ ॥ এবং চিস্তয়তস্তশ্চ চতুর্বিংশতি-
স্ততঃ । ত্রিবর্ণম্বরূপী চ চতুর্ভূগলপ্রদঃ ॥ ৫ ॥
ঋগ্‌যজুঃসামনামা চ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ । ব্যাধুবন
সকলান্নোকান্ প্রভাবৈঃ পৃথুতিস্তদা ॥ ৬ ॥ ওঙ্কার
ইতি তস্তাখ্যা ময়া দত্তা প্রসাদতঃ । তদোক্তাভি-
কদার্নাভিবাণীতিঃ সমলকৃতঃ ॥ ৭ ॥ হৃদয়াস্তশ্চ
দেবশ্চ বযট্কারঃ সমুখিতঃ । চন্দসাং প্রবরা দেবৌ
চতুর্বিংশতীশ্চ পরা ॥ ৮ ॥ ষট্‌কুক্ষিঃ সা ত্রিপাদা চ
পঞ্চলীর্ষোপলক্ষিতা । সমৌপবর্তিনী দেবৌ পার্শ্বে
তত্র ব্যবস্থিতা ॥ ৯ ॥ গায়ত্রী মধুরাভাষা সাবিত্রী
লোকবিজ্ঞতা । স চোঙ্কারো ময়া প্রোক্তো গায়ত্র্যা
সহ পার্শ্বতি । সৃষ্টিং কুরু মমাদেশাধিচ্ছিতামনয়া
সহ ॥ ১০ ॥ ইত্যুক্তস্ত্রিশিখো ভূত্বা হিরণ্যসদৃশা-
কৃতিঃ । সৃষ্টিমুৎপাদয়ামাস স্বশরীরান্নমাজয়া ॥ ১১ ॥
পূর্বং দেবগণাশ্চৈব ত্রয়স্রিংশচ্চ দেবতাঃ । মনুষ্যা

এক পুরুষ সৃষ্টি করি। ঐ পুরুষ “কি করিতে
হইবে?” বলিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়।
আমি তাহাকে বলি,—তুমি স্বীয় আত্মাকে বিভক্ত
কর। এই কথা বলিলে ঐ পুরুষ অন্তর্হিত
হইল। নির্কানপ্রাপ্ত দীপের স্থায় আর তাহার
স্থিতি লক্ষিত হইল না। অনন্তর সে “কিভাবে
আত্মাকে বিভক্ত করি?” এইরূপ চিন্তা করিতে
লাগিল। এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে আমার
প্রসাদে তাহার দেহ ভেদ করিয়া ত্রিবর্ণম্বরূপী
চতুর্ভূগলপ্রদ ঋক্‌-যজুঃ-সাম-নামক ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা-
ত্মক ওঙ্কার স্বীয় প্রভাবে অখিল লোক পরিব্যাপ্ত
করিয়া অবিভূত হইল। ঐ সময় আমার উদারা
বাণী দ্বারা সমলকৃত হইয়া ঐ ওঙ্কারের হৃদয় হইতে
বযট্‌কার উখিত হইল। আর চন্দ্রশ্রেষ্ঠা চতুর্বিংশ-
তীশ্চ ষট্‌কুক্ষি ত্রিপাদা পঞ্চলীর্ষা মধুরাভাষা দেবৌ
গায়ত্রীও তাহারই পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। এই
গায়ত্রী দেবীই সাবিত্রী নামে লোকে প্রসিদ্ধ। হে
পার্বতি! আমি গায়ত্রীসহিত ঐ ওঙ্কারকে বলিলাম,
—তোমরা উভয়ে বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি প্রবর্তিত কর।
আমি এই কথা বলিলে হিরণ্যসদৃশাকৃতি ত্রিশিখ
ওঙ্কার স্বীয় শরীর হইতে বিবিধ সৃষ্টি প্রকাশ
করিতে লাগিলেন। সর্ব প্রথমে বেদ প্রমাণানুসারে

ঋগ্‌যজুঃশ্রেষ্ঠ বেদপ্রমাণ্যতঃ কৃতাঃ ॥ ১২ ॥ তেষাং
দেহে ঐবিষ্টানাং প্রাহৃত্যবঃ পুনর্ভবেৎ । যথা সূর্য্যশ্চ
সততমুদয়াস্তমনঃ ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ সংহত্যোঙ্কার-
মখিলান্ দেবানুসঙ্গগান্ । কৃত্বাঙ্গগর্তে ভগবা-
নোঙ্কারো জগতঃ প্রভুঃ ॥ ১৪ ॥ সসর্জ সর্বভূতানি
কল্পান্তে পর্বতাত্মজৈঃ । অব্যক্তঃ শাশ্বতশ্চৈব তশ্চ
সর্বমিদং জগৎ ॥ ১৫ ॥ কর্তা চৈব বিকর্তা চ সংহর্তা
চ মহাশ্চ যঃ । ওঙ্কারপূর্বকো বেদা যজ্ঞাশ্চোঙ্কার-
পূর্বকঃ ॥ ১৬ ॥ ওঙ্কারপূর্বকং জ্ঞানং তপশ্চোঙ্কার-
পূর্বকম্ । স্বয়ম্ভুরিতি বিজ্ঞেয়ঃ স ব্রহ্মা ভুবনাধিপঃ ॥
১৭ ॥ স বায়ুরিতি বিজ্ঞেয়ঃ সর্ষভঃ স প্রজাকরঃ ।
বিশ্বেদেবাস্তথা সাধ্যা ক্রদাদিত্যাস্তথাশ্বিনৌ ॥ ১৮ ॥
প্রজানাং পতয়শ্চৈব সপ্ত চৈব মহর্ষয়ঃ । বসবো-
হপ্সরসশ্চৈব গন্ধর্বাশ্চৈব রাক্ষসাঃ ॥ ১৯ ॥ দৈত্যঃ
পিশাচা রক্ষাংসি ভূতানি বিবিধানি চ । ব্রাহ্মণাঃ
ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা শ্লেচ্ছাদয়ো ভূবি । সর্ষে চতু-
ষ্পদাশ্চৈব তির্ধ্যগু্যোনিগতাস্তদা ॥ ২০ ॥ জন্মানি
চ সর্ষানি যজ্ঞান্তজ্জীবসংজ্ঞকম্ । কৃত্বা সর্বমশেষং
চ মমাস্তিকমুপাগতঃ ॥ ২১ ॥ প্রণম্য প্রয়তো ভূত্বা
বচনং চেদমব্রবীৎ । কৃতা সৃষ্টির্ময়া দেব তৎপ্রসাদা-
ন্নহেশ্বর ॥ ২২ ॥ দেহি মে পরমং স্থানং যথা কীর্তি-

ত্রয়স্রিংশৎ দেবতা, মনুষ্য ও কতিপয় ঋষি
উৎপাদিত হইলেন। ইহারা দেহযুক্ত হইলে সূর্য্যের
উদয়াস্তের স্থায় ইহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব
হইতে লাগিল। হে পর্বতাত্মজ! এই জগৎ-
প্রভু ভগবান ওঙ্কার কল্পান্তকালে সর্বেশ্বর
নিখিল জগৎ সংহার করিয়া আঙ্গগর্তে নিহিত
করত পুনরায় সমুদয় ভূত সৃজন করিয়া থাকেন।
এই দেব অব্যক্ত ও শাশ্বত। ইনিই সর্ব জগৎ
সৃজন করিয়া থাকেন। ১—১৫। ইনি কর্তা, বিকর্তা,
সংহর্তা ও মহান। ওঙ্কার হইতেই বেদ, যজ্ঞ, জ্ঞান,
ও তপ প্রাহৃত্ত হইয়াছে। ওঙ্কারই ভুবনাধিপ
স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, বায়ু সর্ষভ, প্রজাকর, বিশ্বেদেব,
সাধ্য, ক্রদ, আদিত্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, প্রজাপতি,
সপ্তর্ষি, বসু, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, দৈত্য,
পিশাচ, রক্ষ, ভূত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,
শ্লেচ্ছাদি, চতুষ্পদ ও তির্ধ্যকু্যোনি। অনন্তর
ওঙ্কার আমার বাক্যে জন্ম মৃত্যু এবং অন্ত যাহা
কিছু জীবসংজ্ঞক, তৎসমস্ত সৃজন করিয়া আমার
নিকট উপস্থিত হইল এবং প্রণতিপূর্বক বলিল,—হে
দেব! আমি আপনার প্রসাদে সৃষ্টি করিয়াছি।

ক্ৰ'বা ভবেৎ । ওঙ্কারস্ত বচঃ শ্রদ্ধা ময়া প্রোক্ত-
বরাননে । ২৩ । মমাতীষ্টকরং স্থানং নিত্যমব্যয়-
মক্ষয়ম্ । মহাকালবনং দিব্যং সর্বসম্পৎকরং
ভুতম্ । ২৪ । তত্র তে ভবিতা কীর্তিঃ শাস্বতী
নাভ্র সংশয়ঃ । শূলেশ্বরস্ত দেবস্ত পূর্বভাগে ব্যব-
স্থিতম্ । ২৫ । ত্রিকল্পপ্রভবং লিঙ্গং ত্রয়ায়া খ্যাতি-
মেঘ্যতি । ওঙ্কারেশ্বর ইত্যখ্যা ভবিষ্যতি জগ-
ত্রে । ২৬ । ইতাজ্ঞো হি ময়া দেবি ওঙ্কারো
হৃষ্টমানসঃ । দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং তস্মিন্ লিঙ্গে লয়ং
গতঃ । ২৭ । ততঃ প্রভৃতি বেদেষু ওঙ্কারঃ ক্রিয়তে
দ্বিজৈঃ । পুণ্যার্থং মঙ্গলার্থঞ্চ প্রথমং সর্ববস্তম্ । ২৮ ।
লয়কতো যদোঙ্কারস্তদাপ্রভৃতি পার্শ্বতি । ময়োচ্য-
মানং লিঙ্গস্ত প্রভাবাতিশয়ং শৃণু । ২৯ । যদ্যুগাদি-
সহস্রেষু ব্যতীপাতশতেষু চ । অয়নানাং সহস্রেষু
যৎপুণ্যং সমুদাহৃতম্ । তৎপুণ্যমধিকং দেবি
ওঙ্কারেশ্বরদর্শনাৎ । ৩০ । চতুর্দশি চ বেদেষু
সমধীতেষু যৎকলং । ততোহধিকং কলং প্রোক্ত-
মোঙ্কারেশ্বরদর্শনাৎ । ৩১ । ব্রহ্মচর্যেণ যৎপুণ্যং
যাবজ্জীবং কৃতেন চ । তৎপুণ্যমধিকং প্রোক্ত-
মোঙ্কারেশ্বরদর্শনাৎ । ৩২ । করীষসাধনে পুণ্যং

আপনি আমাকে উত্তম স্থান প্রদান করুন, যদ্বারা
আমার অক্ষয় কীর্তি সংস্থাপিত হইবে। অগ্নি
বরাননে। আমি ওঙ্কারের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
বলিলাম,—আমার অভিমত স্থান মহাকালবন।
এ স্থান নিত্য, অব্যয়, অক্ষয়, মঙ্গলময় ও সর্বসম্পৎ-
কর। এ স্থানে তোমার শাস্বতী কীর্তি সংস্থাপিত
হইবে। শূলেশ্বর দেবের পূর্বভাগে ত্রিকল্প কাল
ব্যাপিয়া যে লিঙ্গ অবস্থান করিতেছেন, এ লিঙ্গ
তোমার নামে খ্যাতি লাভ করিবেন। ত্রিভুবনে
ভাঁহার ওঙ্কারেশ্বর, এই আপ্য প্রসিদ্ধি লাভ
করিবে। হে দেবি! ওঙ্কার আমা কর্তৃক এই-
রূপ অভিহিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে এ স্থানে এ
লিঙ্গকে দর্শন করিয়া ভাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইল।
তদবধি দ্বিজগণ পুণ্যার্থ ও মঙ্গলার্থ ওঙ্কারকে বেদে
এবং সকল বিষয়েরই প্রথমে স্থান প্রদান করি-
লেন। অগ্নি পার্শ্বতি! লিঙ্গমধ্যে ওঙ্কারের লয়
প্রাপ্তির পর হইতে আমি ভাঁহার প্রভাব কীর্তন
করিতেছি; শ্রবণ কর,—সহস্র যুগাদ্যায়, শত
ব্যতীপাতে ও সহস্র অয়নে যে পুণ্য কথিত আছে,
ওঙ্কারেশ্বর দর্শনে এ সকল পুণ্য লাভ হইয়া
থাকে। চতুর্দশ অধ্যয়ন করিলে যে পুণ্য

যত পুণ্যমনাশকে। তৎপুণ্যমধিকং দেবি ওঙ্কারে-
শ্বরদর্শনাৎ । ৩৩ । পূজায়াং যৎকলং প্রোক্তং
তস্ত সংখ্যা ন বিদ্যতে । ৩৪ । কিং যন্তৈর্কৈছ-
বিত্তাটোঃ কিং তপোভিঃ সূহৃৎকরৈঃ । ওঙ্কারদর্শনা-
দেব তৎকলং লভতে যতঃ । ৩৫ । পূজনাৎস্পর্শ-
নাদ্যপি কীর্তনাচ্ছুবনগাতৃথা । ওঙ্কারেশ্বরদেবস্ত
নরাঃ স্মার্ম্মুক্তিভাজনাঃ । ৩৬ । এষ তে কথিতো
দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । ওঙ্কারেশ্বরদেবস্ত
শৃণু বিশেষরং পরম্ । ৩৭ ।

ইতি ত্রীকান্দে ওঙ্কারেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ । ৫২ ।

ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ত্রিপঞ্চাশত্তমং বিদ্ধি সুপ্রসিদ্ধ-
মশেষরম্ । পরং বিশেষরং খ্যাতং বিশেষু
ভুবনেষপি । ১ । বভূব নৃপতিঃ পূর্বং বিদর্ভায়াং
বিদূরথঃ । সোহন্তঃপুরায়ুতোপেতং চক্রে রাজ্যমক-

লাভ হয়, ওঙ্কারেশ্বরদর্শনে ততোধিক পুণ্যপ্রাপ্তি
ঘটে। যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করিলে যে পুণ্য
অর্জিত হয়, ওঙ্কারেশ্বরদর্শনে ততোধিক পুণ্য
পাওয়া যায়। করীষসাধন এবং অহিংসায় যে
পুণ্য সঞ্চিত হয়, ওঙ্কারেশ্বরদর্শনে ততোধিক পুণ্য
সঞ্চিত হইয়া থাকে। ওঙ্কারেশ্বরের পূজা করিলে
যে পুণ্যপ্রাপ্তি হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।
বহুবিস্তার সাধ্য যত্ন এবং সূহৃৎ তপস্তা করিয়া
কি হইবে? কারণ ওঙ্কারেশ্বরদর্শন করিলেই
তৎপুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ওঙ্কারেশ্বরের পূজা,
স্পর্শ, ভাঁহার গুণকীর্তন ও তদগুণ শ্রবণ কারলে
নর যুক্তভাজন হইয়া থাকে। হে দেবি! এই
আমি তোমার নিকট ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য
কীর্তন করলাম; অধুনা বিশেষরের মাহাত্ম্য শ্রবণ
কর। ১৬—৩৭।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫২

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অধুনা বিশ্ববিখ্যাত
ত্রিপঞ্চাশ লিঙ্গ প্রসিদ্ধ বিশেষরের মাহাত্ম্য শ্রবণ
কর,—পূর্ব বিদর্ভানগরে বিদূরথ নামে নৃপতি

টকম্ । ২ । জঘান তাপসঃ সোহধ প্রমাদান্ গয়াং
গতঃ । কৃষ্ণাজিনধরঃ শাস্তং ধ্যায়ন্তঃ ব্রহ্ম শাখ-
তম্ । ৩ । যুগং মহা মহারণো ব্রাহ্মণঃ দৈব-
মোহিতঃ । তেন কৰ্ম্মবিপাকেন দেহান্তে রোরবং গতঃ ।
৪ । তত্রাসৌ যাতনা ঘোরা অনুভূয়াত্মকালতঃ ।
তন্মাদিহাগতো মৰ্ত্ত্যে সৰ্পো বিষধরোহভবৎ । ৫ ।
অদশং সোহপি কোপেন ব্রাহ্মণঃ চরণে প্রিয়ে ।
লকুটেন হতঃ সোহপি পঞ্চদ্ব্যং তৎক্ষণাদতঃ । ৬ ।
চ্যুতস্ত নরকাৎ সিংহো দ্বিতীয়েহভূৎ সূদাক্ষণঃ ।
রাজানং ভক্ষয়ামাস রাজলোকৈর্নিপাতিতঃ । ৭ ।
পুনর্জ্যাঘ্রো বভূবাসৌ তৃতীয়েহপি ভবান্তরে ।
তীক্ষ্ণপাদনৈর্ঘোরৈর্গাতয়ামাস শূকরান্ । ৮ ।
তেনাপি বৈশ্ণো নিধনং নীতঃ কশ্চিদনাস্তরে ।
নিষাদৈর্নিহতঃ সোহপি বাণৈঃ পঞ্চদ্ব্যমাগতঃ । ৯ ।
চতুর্থেহপি গজো জাতঃ সিংহাদধমবাপ্তবান্ । পঞ্চমে
মকরো জাতঃ ক্যারান্তসি মহোদধৌ । ১০ ।
স্নাতুকামামধো রামামাজঘানাতিপাপকৃৎ । ধীবরৈঃ
কৃতধিকারৈর্বভির্শৈঃ সন্নিপাতিতঃ । ১১ । পুঃ
যঠে ভবে জাতঃ পিশাচঃ পিশতাশনঃ । সিদ্ধমগ্নৈ-

ছিলেন । ইহার অযুত অন্তঃপুরিকা ছিল এবং ইনি
নিষ্কটকে রাজ্য পালন করিতেন । একদা নর-
পতি যুগয়া-গমন করিয়া দৈবাৎ যুগভ্রমে এক তাপস
বিপ্রকে নিহত করেন । তাপস কৃষ্ণাজিনধারী,
শাস্ত ও নিত্য ব্রহ্ম ধ্যান-পরায়ণ ছিলেন । রাজা
এই গুরুতর কৰ্ম্মবিপাকে দেহান্তে রোরব নরকে
গমনপূর্বক নির্দিষ্ট কালানুসারে তীব্র যাতনা উপ-
ভোগ করিয়া পরে ভোগান্তে তথা হইতে বিষধর
সর্প হইয়া মৰ্ত্ত্যে জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি সর্প
হইয়া এক ব্রাহ্মণের চরণে দংশন করিলেন ।
ব্রাহ্মণের লণ্ড-প্রহারে তিনি তৎক্ষণাৎ পঞ্চদ্ব্য
পাইয়া পুনরায় নরকভোগ করত দাক্ষণ সিংহ
হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন । এবার তিনি এক
রাজাকে ভক্ষণ করিয়া রাজপুরুষগণ কর্তৃক
নিপাতিত হন । পুনরায় তিনি ব্যাঘ্র হইয়া জন্ম-
গ্রহণ করত বহু শূকরের নিধন সাধনপূর্বক কোন
বনে এক বৈষ্ণকে বিনষ্ট করিয়া নিষাদের শরে
জীবন বিসর্জন দিলেন । এইবার তাঁহার চতুর্থ জন্ম,
এই চতুর্থ জন্মে তিনি গজরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া
সিংহ কর্তৃক খাদিত হইলেন । পঞ্চম জন্মে তিনি
মহোদধির কারবারিতে মকররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া
স্নানার্থিনী এক কামিনীকে ভক্ষণ করত ধীবরগণ

রথোদগৈরথর্ষপ্রভবৈর্ভূতম্ । ১২ । মন্ত্রা মন্ত্র-
বিদাং ত্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণস্তঃ জঘান হ । সপ্তমে স
পুনর্জাতো ত্রিবিদ্যাক্যবপুর্ভূতম্ । ১৩ । তীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ
করালান্ধো মাংসশোণিতভোজনঃ । শুক্লাঙ্গো
মকুভূমৌ পাপিষ্ঠো ব্রহ্মরাক্ষসঃ । ১৪ । আক্রম্য
নিমিরাজেন রাজ্যো রাক্ষসশক্রণা । সমারোপ্য ধনুঃ
সংখ্যো ব্রহ্মাস্ত্রেণ নিপাতিতঃ । ১৫ । দাক্ষণঃ
সারমেয়োহভূততিক্রমোহষ্টমে ভবে । স শূকর-
খুরঘাতব্রণৈঃ পঞ্চদ্ব্যমাগতঃ । ১৬ । নবমে জন্মকো
জাতঃ শ্মশানে স চ মাংসভুক্ । লৌল্যাৎ স
নিধনং প্রাপ্তো দুঃখার্ভো দাববহ্নিঃ । ১৭ । দশমে
দ্রবদগৃধ্রস্তীক্ষ্ণতুণ্ডো ভয়াবহঃ । পুতিমাংসবসাহারো
রোগেণ নিধনং গতঃ । ১৮ । একাদশেহপি
চণ্ডালো গতোহবস্ত্যাং বরাননে । দ্রব্যস্ত
হরণার্থং বৈ প্রবিষ্টো দ্বিজপেশানি । ১৯ । স
দণ্ডপাশিকেনৈব প্রাপ্তো বদ্ধশ্চ তৎক্ষণাৎ ।
অনৌতো হি বধার্থায় বৃক্ষাগ্রে হবলদ্বিতঃ । ২০ ।
ভৈত্রব লিঙ্গমাসন্নং সাধিব শূলেশরোত্তরে । তস্য
দৃষ্টিপথং প্রাপ্তমতিবিক্রবচেতসঃ । ২১ । ক্ষণেন

কর্তৃক বভির্শ দ্বারা নিপাতিত হন । ১—১১। যষ্ঠ জন্মে
তিনি পিশিতাশন পিশাচ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন ।
এই জন্মে কোন এক মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অথর্ষ-
প্রভব অত্যাগ সিদ্ধমন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে বিনাশ
করেন । সপ্তম জন্মে তিনি ত্রিবিদ্যাক্য, তীক্ষ্ণ-
দংষ্ট্র, করালান্ধ, মাংসানী, শোণিতপায়ী, শুক্লাঙ্গ,
পাপিষ্ঠ, ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া মকুভূমিতে জন্ম গ্রহণ
করেন । রাক্ষসশত্রু নিমিরাজ আক্রমণ করিয়া
যুদ্ধে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে নিহত করেন । অষ্টম
জন্মে ইনি সারমেয় হইয়া উৎপত্তি লাভ করত
শূকরখুরপ্রহারে পঞ্চদ্ব্য প্রাপ্ত হন । নবম জন্মে
তিনি শ্মশানবিহারী মাংসভুক জন্মুক হইয়া চাপল্য
বশতঃ অতিদুঃখে দাবাগ্নিতে জীবন বিসর্জন দেন ।
দশম জন্মে তিনি পুতিমাংসবসাহারী তীক্ষ্ণ ভয়ানক
গৃধ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করত রোগপ্রভাবে নিধন
প্রাপ্ত হন । অগ্নি বরাননে ! অবশেষে একাদশ
জন্মে ঐ রাজা অবস্তীতে চণ্ডালরূপে জন্মিয়া চূরি
করিবার নিমিত্ত এক ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবিষ্ট হন ।
ব্রাহ্মণ দণ্ড দ্বারা প্রহার করিয়া তৎক্ষণাৎ পাশবদ্ধ
করেন । পাশবদ্ধ করিয়া বধ করিবার নিমিত্ত
তাঁহাকে এক বৃক্ষে লব্ধি রাখেন । ঐ বৃক্ষের
সন্নিগটে শূলেশরের উত্তরে এক লিঙ্গ ছিলেন ।

নিধনং প্রাপ্তঃ স গতিশ্রদ্ধাশালয়ম্ । তত্র ভুক্তা
বরান ভোগানবতীৰ্য্য চ ভূতলে ॥ ২২ ॥ জাতঃ
খ্যাতো বিদৰ্ভায়াং বিশেষো নাম পার্থিবঃ । জাতি-
স্মরত্বমাপনো লিঙ্গদর্শনপুণ্যতঃ ॥ ২৩ ॥ হ্রলভান্
বভূজে ভোগান প্রাপ্তঃ রাজ্যং চকার সঃ ।
সৌভাগ্যবিচ্য স্মৃতং রাজ্যে বিনীতমতিধর্মবিৎ ।
সংস্মরন পূর্ববৃত্তান্তং জগামাবস্থিকাং পুরীম্ ॥ ২৪ ॥
তত্র দৃষ্ট্বা মহল্লিঙ্গং হৃদর্শমতিতেজসা । দিব্যেন
চক্ষুঃপশুল্লিঙ্গমধ্যে চরাচরম্ ॥ ২৫ ॥ লিঙ্গমধ্যে
স্থিতাঃ সর্কে সাগরাঃ সরিতস্তথা । দ্বীপাশ্চ
পর্বতাশ্চৈব তথাত্মা দিব্যভূতয়ঃ ॥ ২৬ ॥ চন্দ্রমাঃ
সহ নক্ষত্রৈরাদিত্যচাশ্রিতা সহ । ধনদো বরুণশ্চৈব
যমঃ শক্রো মরুৎপতিঃ ॥ ২৭ ॥ মরুতো দেবগন্ধর্বা
ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ । নাগা যক্ষাঃ পিশাচাশ্চ
রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ ॥ ২৮ ॥ ব্রহ্মাদ্যা দেবতাশ্চাত্মাঃ
কন্দো লঙ্ঘ্যদরস্তথা । সর্কঃ ত্রিভুবনং দেবি
লিঙ্গমধ্যে বিলোকিতম্ ॥ ২৯ ॥ প্রভাবং তস্মৈ
লিঙ্গস্মৈ জ্ঞাত্বা সম্যভুমহীপতিঃ । সংঘতঃ
পূজয়ামাস বিশ্বযোনিং মহেশ্বরম্ ॥ ৩০ ॥ প্রসন্ন-

অতি ব্যাকুলিতচিত্ত চণ্ডালযোনিপ্রাপ্ত রাজা ঐ
লিঙ্গকে দর্শন করিয়া নিধন প্রাপ্ত হন । ইহার
ফলে তিনি সুরপুরে গমন করেন । সেখানে
তিনি নিখিল শ্রেষ্ঠ ভোগ উপভোগ করত
পুনরায় ভূতলে বিদৰ্ভনগরে বিশেষ নামে নরপতি
হইয়া উৎপন্ন হন । এই জন্মে তিনি লিঙ্গ-দর্শন
পুণ্যে জাতিস্মরণ লাভ করেন । রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া
তিনি হ্রলভ ভোগ সকল উপভোগ করিতে
লাগিলেন । এইরূপে তিনি কিছুদিন রাজ্য
প্রতিপালন করিয়া বিনীত পুত্রকে যৌবরাজ্যে
অভিষিক্ত করত পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণপূর্বক অবশ্তী
নগরীতে গমন করিলেন । ঐ স্থানে উপস্থিত
হইয়া তিনি লিঙ্গ দর্শনপূর্বক অতি জ্যোতিষ্মান
দিব্যচক্ষু দ্বারা তন্মধ্যে চরাচর জগৎ দর্শন করি-
লেন । তিনি দেখিলেন,—লিঙ্গমধ্যে সাগর ও
সরিৎ সকল, দ্বীপ, পর্বত, অস্তাত্ম দিব্যমূর্তি,
চন্দ্রমা, নক্ষত্র, আদিত্য, অগ্নি ধনদ, বরুণ, যম,
শক্র, মরুৎপতি, মরুৎ, দেব, গন্ধর্বা, ঋষি, তপোধন,
নাগ, যক্ষ, পিশাচ, ভীমবিক্রম রাক্ষস, ব্রহ্মাদি
দেবতা, কন্দ, ও লঙ্ঘ্যদর—এমন কি সমস্ত ত্রিভুবনই
বিরাজিত রহিয়াছে । মহীপতি সম্যক-
রূপে লিঙ্গপ্রভাব অবগত হইয়া প্রথমতাবে

শ্রীভবন্ত বচনং চেদমববীৎ । বরং বরয় ভদ্রং
তে কিমভীষ্টং দদামি তে ॥ ৩১ ॥ তেনোক্তঃ
বচনং রাজা যদি ভূটোহসি মে প্রভো । যে
হ্যং পশ্যন্তি মনুজাঃ শ্রদ্ধয়াশ্রদ্ধয়াথবা ॥ ৩২ ॥
মা ভূক্তেযাং প্রপতনং ঘোরে সংসারসাগরে ।
বিশেষরৈতি নান্য বৈ প্রসিদ্ধো ভব ভূতলে ॥
৩৩ ॥ ইত্যুক্তে বচনং ভূয়ো বিশেষোহলঙ্কৃতো
গণৈঃ । বিমানেন সূদীপ্তেন গতৌ লোকং মদীয়কম্ ॥
৩৪ ॥ গণৈর্নানাবিধৈঃ সার্কং সূর্যমানো বরাননে ।
কিরীটী কুণ্ডলৌ চৈব মুক্তাহারবিভূষিতঃ । বিমানঃ
তস্মৈ তদ্বিব্যং পারিক্রম্য সমস্ততঃ ॥ ৩৫ ॥ সমহেল-
ধনাধ্যক্ষনানানাকনিবাসিনঃ । সুনয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্বা-
স্তথা চাম্বরসাং গণাঃ ॥ ৩৬ ॥ নৃত্যেনামরনারীগাং
বিলোকিতবিনোদকঃ । যুগকোটিসহস্রং তু মৎ-
সমীপে ব্যবস্থিতং ॥ ৩৭ ॥ অতো দেবি ভূবি
খ্যাতো দেবো বিশেষরেশ্বরঃ । দৃষ্ট্বা লিঙ্গং চ
বিশেষঃ পাতকৈর্বিপ্রমুচ্যতে ॥ ৩৮ ॥ সপ্তজন্ম-

বিশ্বযোনি মহেশ্বরের পূজা করিলেন ॥ ১২—৩০ ॥ লিঙ্গ
ভাঁহার অর্চনায় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—হে ভদ্র !
আমি তোমাকে কোন অভীষ্ট প্রদান করিব ? তাহা
তুমি প্রার্থনা কর । লিঙ্গবচনে রাজা বলিলেন,—
হে প্রভো ! যদি আপনি আমার প্রতি
হইয়াছেন, তাহা হইলে আমায় এই বর প্রদান
করুন যে, যাহারা শ্রদ্ধাপূর্বক আপনাকে দর্শন
করিবে, তাহাদিগকে যেন কদাচ এই ঘোর সংসার-
সাগরে পতিত হইতে না হয় ; আর আপনি
বিশেষরনামে ভূতলে প্রসিদ্ধি লাভ করুন ।
রাজা বিশেষ এই কথা বলিলেন । পরে তিনি
গণসমূহ কর্তৃক অলঙ্কৃত হইয়া সূদীপ্ত বিমানে মদীয়
লোকে গমন করিলেন । অগ্নি বরাননে ! ঐ সময়
গণসমূহ ভাঁহার স্তব করিতে লাগল ; তিন কিরীট,
কুণ্ডল ও মুক্তাহার প্রভৃতি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া
ঐ বিমানের চতুর্দিকে পাদচারণ করিতে লাগি-
লেন । মহেল, ও ধনাধ্যক্ষ, প্রভৃতি নানা
সুরপুরবাসী মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব এবং অপরোগণ
কর্তৃক তিনি আশ্রিত হইলেন । অমরনারীগণের
নৃত্যদর্শন করিয়া তিনি আমোদ প্রাপ্ত হইলেন । এই
ভাবে সেই নরপতি যুগকোটিসহস্র কাল মৎসমীপে
অবস্থিত রহিলেন । হে দেবি ! এই জন্মই ভূতলে
দেব বিশেষর নামে খ্যাত লাভ করিয়াছেন ।
মানবগণ বিশেষর লিঙ্গ দর্শন করায় সপ্ত জন্মের

কৃতৈর্দেহী মনোবাক্যকর্ম্মতিঃ । দৃষ্টা বিশেষরং
লিঙ্গং কৃতকৃত্যত্মাপ্যতে ॥ ৩৯ ॥ তস্ম নশ্চতি
দৌর্ভাগ্যমলম্মীর্নাশমেতি চ । প্রাপ্নোতি দেহী
কামাংশ্চ সমৃদ্ধিং মানসীং সদা ॥ ৪০ ॥ হৃৎস্বপ্নো
ব্যাধয়ঃ জুরা গ্রহা ভূতাশ্চ দারুণাঃ । প্রণশ্চতি
বরারোহে বিশেষে পূজিতে সদা ॥ ৪১ ॥ যে
কেচিদ্ধৃক্সা যুক্তা লিঙ্গমারাধয়ন্তি বৈ । তে
সর্বকামসম্পন্না জায়ন্তে চ যুগেযুগে ॥ ৪২ ॥
অন্তে গতিশ্চ সা দিব্যা জয়তে মৎপ্রসাদতঃ ।
যত্র সম্পূজ্যতে লিঙ্গং তস্মিন্ দেশে শুভাঃ ক্রিয়াঃ ॥
৪৩ ॥ ন তত্র হৃর্ত্তিকভয়ং নাপমৃত্যুভয়ং কচিৎ ।
প্রেতযোনৌ চ বৈতালানাং ন নাগানাং চ দংশিষ্ণুণঃ ॥
৪৪ ॥ এতে চ বিষ্ণুব্রহ্মৈশ্বরকুবেরবরুণাদয়ঃ ।
লিঙ্গার্চনেন সম্প্রাপ্তা পরাং সিদ্ধিং মহোজসঃ ॥
৪৫ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ ।
বিশেষরশ্চ দেবশ্চ কণ্ঠেশ্বরমতঃ শৃণু ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বিশেষরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

মনোবাক্যকর্ম্মকৃত পাতক হইতে মুক্তিলাভ
করিয়া থাকে । বিশেষর লিঙ্গ দর্শন করিলে
মানব কৃতার্থ হয় এবং তাহাদের দৌর্ভাগ্য ও
অলম্মী বিনষ্ট হইয়া থাকে । হে বরারোহে !
যাহারা বিশেষর লিঙ্গের পূজা করে, তাহারা
অভিলাষিত, মানসী সমৃদ্ধি লাভ করে এবং
তাহাদের হৃৎস্বপ্ন, ব্যাধি, জুর গ্রহ, আবিষ্ট দারুণ
ভূত এ সকল বিনষ্ট হয় । যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া
ঐ লিঙ্গারাধনা করে, তাহারা যুগে যুগে সর্বকাম-
সম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং মৎপ্রসাদে অন্তে
তাহাদের শুভা গতি হইয়া থাকে । যেখানে উক্ত
লিঙ্গ পূজিত হয়, সেখানকার ক্রিয়া শুভ হয় এবং
ঐ স্থানে হৃর্ত্তিকভয়, অপমৃত্যুভয়, প্রেতযোনি,
বৈতাল, নাগ, ও দংশিষ্ণু ইহারা তর্জিতে পারে না ।
বিষ্ণু, ব্রহ্মা ইন্দ্র, কুবের ও বরুণ, ইহারা লিঙ্গার্চনা
করিয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । হে দোব !
এই আমি তোমার নিকট বিশেষর দেবের পাপ-
নাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম । অতঃপর কণ্ঠেশ্বর-
মাহাত্ম্য শ্রবণ কর ॥ ৩১—৪৬ ॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৩ ।

চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ । চতুঃপঞ্চাশতং বিদ্ধি দেবং
কণ্ঠেশ্বরং প্রিয়ে । যস্ম দর্শনমাত্রেণ কৃতকৃত্যো
নরো ভবেৎ ॥ ১ ॥ আদ্যকল্পে পুরা দেবি
রাজাভূৎ সত্যবিক্রমঃ । স শক্রভিজ্জিতঃ সংখ্যে
হৃতকোশোহতিদুঃখিতঃ ॥ ২ ॥ বনং জগাম
গহনমেকাকী শ্রমকর্ষিতঃ । তত্রাশ্রমং দদর্শাথ
বসিষ্ঠশ্চ মহাম্মনঃ ॥ ৩ ॥ তেনর্ষিণা বসিষ্ঠেন
দৃষ্টমাত্রঃ স ভূপতিঃ । পূজিতো বিষ্ণুরাদ্যেন
রাজার্হেণ চ সাদরম্ ॥ ৪ ॥ জাহা তপঃপ্রভাবেণ
সূর্য্যবংশোদ্ভবঃ নৃপম্ । পপ্রচ্ছাগমনং দেবি
কুশলং চ পুনঃপুনঃ ॥ ৫ ॥ স নৃপঃ কথয়ামাস
বসিষ্ঠায় স্মৃৎখিতঃ । রাজ্যং চ সকলং ব্রহ্মন্
হৃতং বিদ্রোষিতর্ম্ম ॥ ৬ ॥ ত্র্যমহং শরণং প্রাপ্তো
দুঃখৈকায়তনো যতঃ । নিকটকং কথং রাজ্যং
ভবিষ্যতি পুনঃ প্রভো । উপদেশপ্রদানেন প্রসাদং
কর্তুমর্হসি ॥ ৭ ॥ তস্ম তদ্বচনং শ্রুত্বা বসিষ্ঠো
ভগবান্ ঋষিঃ । ধ্যাহা চ কথয়ামাস বহুকৌতু-

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় ।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি ! ষাঁহার
দর্শনমাত্রে নর কৃতকৃত্য হয়, আমি সেই ত্রিপঞ্চাশ
লিঙ্গ কণ্ঠেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ
কর । পূর্বে আদ্য কল্পে সত্যবিক্রম নামে এক রাজা
ছিলেন । তিনি শক্র কর্ত্তক যুদ্ধে পরাজিত ও হৃত-
কোশ হইয়া অতি দুঃখিতভাবে বনগমন করেন ।
বনগমন করিয়া তিনি মহর্ষি বসিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত
হন । মহর্ষি দেখিবামাত্র রাজাকে আশ্রমে
আসনাদি দ্বারা তাহার রাজোচিত সম্মান
করেন । তিনি ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারিলেন
যে, ঐ নরপতি সূর্য্যবংশীয় । তাহা জানিয়া তিনি
পুনঃপুন রাজাকে তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ।
রাজা দুঃখের সাহিত্য তাহাকে আমূলত পরিচয়
প্রদান করিলেন । তিনি বলিলেন,—ব্রহ্মন্ । শক্র-
গণ আমার রাজ্য অধিকার করিয়াছে । আমি অধুনা
আপনার শরণ লইতেছি । আমি ইদানীং দুঃখের
একমাত্র আশ্রয় হইয়াছি । হে দেব ! কিরূপে
আমি পুনরায় হৃত রাজ্য লাভ করিব ? আপনি
অমুগ্রহপূর্ব্বক আমায় এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান
করুন । নৃপতির এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
মহর্ষি বসিষ্ঠ কিয়ৎকাল ধ্যানাবলম্বনে বিদিতার্থ

হলাধিতঃ । ৮ । মহাকালবনং ভূপ ভজ ত্বং
কার্যসিদ্ধয়ে । দিব্যা নদী বনে তত্র বিজ্ঞতা
ভুবনজয়ে । ৯ । তস্তান্তরে শুভঃ লিঙ্গঃ পৃথকেশ্বর-
দক্ষিণে । জ্ঞাত্যসে নৃপশার্দূল তপস্বন্তঃ ৮
তাপসম্ । অস্থিচর্ম্মাবশেষঃ তু চৌরবঙ্কলধারিণম্ ।
১০ । বচনান্তস্ত বিপ্রস্ত বসিষ্ঠস্ত মহাম্বনঃ ।
জগাম মহসা রাজা মহাকালবনং শুভম্ ।
দদর্শ তাপসং তত্র চিরঞ্জীবিনমব্যয়ম্ । উপবাস-
কৃতকামং দ্বাদশাদিত্যবর্চ্চসম্ । ১২ । তাপসেন
নৃপো দৃষ্টো মিত্রোহয়ং মম বল্লভঃ । প্রাপ্তো রাজ্য-
পরিভ্রষ্টো জাত্বা বচনমববীৎ । ১৩ । এহেহি
নৃপশার্দূল দিষ্ট্যা প্রাপ্তোহসি মেহস্তিকে । ইত্যাঙ্কা
তাপসেনৈব হুকারচ্চ কৃতস্তদা । ১৪ । তদুকারাত্তু
পাতালং ভিষা পঞ্চ ৮ কস্তকাঃ । নির্যায়ুঃ কাঞ্চনং
পীঠমেকা তাসাং প্রগৃহ্য বৈ । ১৫ । ভুঙ্গারস্ত
গৃহীত্বান্মা নিঃসৃত্য জলসংভূতম্ । পাদপ্রক্ষালনার্থায়

হইয়া বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি মহাকাল-
বনে গমন করুন,—ইহাতে আপনার কার্যসিদ্ধি
হইবে। ঐ বনে ভুবনবিখ্যাত দিব্যা নদী
বিরাজিত। ঐ নদীর তীরে পৃথকেশ্বরের দক্ষিণ-
ভাগে মঙ্গলময় লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। হে
নৃপ! ঐ স্থানে গমন করিয়া আপনি তাহা
দেখিতে পাইবেন। আরও আপনি ঐ স্থানে
এক চৌরবঙ্কলধারী অস্থি-চর্ম্মসার তাপস দেখিতে
পাইবেন। নরপতি মহর্ষি বসিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ
করিয়া সহসা কল্যাণ-কর মহাকালবনে আগমন
করিলেন। ঐ স্থানে আগমন করিয়া তিনি এক
তাপসকে অবলোকন করিলেন। ঐ তাপস চির-
জীবী, অবিনাশী, উপবাসকৃৎ, এবং দ্বাদশাদিত্য-
ভূক্ত্য তেজস্বী। তাপস নৃপকে দেখিতে পাইয়া
কঁহার সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করিলেন এবং
তিনি যে রাজ্য-পরিভ্রষ্ট হইয়া আগমন করিয়া-
ছেন, তাহা বুদ্ধিতে পারিলেন। পরে তিনি
বিদিতার্থ হইয়া বলিলেন,—হে নৃপশার্দূল! আসুন
আসুন, সৌভাগ্যবশতই অদ্য আপন মৎ-
সমীপে আগমন করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া
তাপস এক হুকার করিলেন। ঐ হুকারের ফলে
পাতাল-তল ভেদ করিয়া পঞ্চ কস্তা উখিত হইল।
তাহাদের মধ্যে একজনের হস্তে কাঞ্চনপাঠ,
একজনের হস্তে জল-পূরিত ভুঙ্গার, তৃতীয়া
কামিনী নৃপতির পদপ্রক্ষালনের নিমিত্ত উদগ্রীব

তৃতীয়া সমুপস্থিতা । ১৬ । অস্ত্রে হে ব্যাজনে
গৃহ পার্শ্বাভ্যাং ৮ ব্যবস্থিতে । ততো হুকার-
মকরোৎপুনরেব মহাতপাঃ । ১৭ । তেন হুকার-
শব্দেন দেবলোকাং সমাগতম্ । দৃষ্ট্বা চাম্বরসাং
সজ্জং নৃত্যগীতমনোহরম্ । ১৮ । অনন্তরং দদর্শাথ
লিঙ্গং জ্যোতিষ্করং পরম্ । উৎপন্নঞ্চ জগদ্যস্মি-
ল্লীযতে সচরাচরম্ । ১৯ । তদুকারাত্তু
বিস্ময়াবিষ্টো বভূব
নৃপসত্তমঃ । প্রণমা শিরসা বিপ্রঃ কিমিদং বিজ-
সত্তম । ২০ । এবং পৃষ্টো নৃপেণাথ স বিপ্রো বাক্য-
মববীৎ । সপ্তজন্মানি রাজেন্দ্র ত্রয়াহং পরিতোষিতঃ ।
২১ । অতস্তে দর্শিতা মায়া তপসা দৃষ্করেন তু ।
লিঙ্গস্তাস্ত প্রভাবেণ পুণ্ড্র মে তপসো বলম্ । ২২ ।
হুকারেণ কৃতা পৃথ্বী জলপূর্ণা তু তৎক্ষণাৎ । হুকারাচ্চ
জলং গ্রস্তং মুখাদগ্নিরজায়ত । ২৩ । হুকারাৎপৃথিবী
সর্বা জাতা বহ্নিময়ী তদা । সংস্রুত্যা তৎক্ষণাৎবহ্নিঃ
মুখাভায়ুর্নির্ধায়ো । ২৪ । হুকারেণ কৃতং সর্বং
তৎক্ষণাদেব পার্শ্বতি । ন দিশঃ প্রদিশো বাপি ন

এবং অপর কামিনীদ্বয় ব্যাজনহস্তে নৃপতির হুই
পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইল। ১—১৬। অনন্তর মহাতপা
পুনরায় হুকার শব্দ করিলেন। এই হুকারশব্দে
দেবলোক হইতে অপ্সরাগণ মনোহর নৃত্যগীত
করিতে করিতে আগমন করিল। এই সময়
নৃপতি ঐ স্থানে এক জ্যোতির্ময় লিঙ্গ দেখিতে
পাইলেন। ঐ লিঙ্গ হইতে এই সচরাচর জগৎ
উৎপন্ন হইয়াছে, এবং উহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া
থাকে। নৃপসত্তম এই সকল অবলোকন করিয়া
বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করি-
লেন,—হে বিজসত্তম! এ সকল কি? নৃপ
কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাপস বিপ্র
বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আমি আপন কর্তৃক
সপ্তজন্ম পরিতোষিত হইয়াছি। এই জন্তই আমি
দ্রুতর তপস্তাপ্রভাবে আপনাকে এই সকল মায়া
প্রদর্শন করিলাম। এই লিঙ্গপ্রসাদে আমার এই-
রূপ তপস্তার ফল লব্ধ হইয়াছে, অবলোকন
করুন। এই বলিয়া ঐ তাপস তৎক্ষণাৎ হুকার দ্বারা
পৃথিবীকে জলপূর্ণা করিলেন। পুনরায় হুকার
দ্বারা তিনি মুখ হইতে অগ্নি উৎপাদন করি-
লেন। তখন পৃথিবী ঐ বহ্নিতে বহ্নিময়ী হইলেন।
তখন তিনি অগ্নি সংহার করিয়া মুখ হইতে বায়ু
প্রবাহ নিঃসারিত করিলেন। হে পার্শ্বতি! হুকার
দ্বারা ঐ বিপ্র এই সকল প্রাকৃত করিলেন

নক্ষত্রগ্রহাস্তদা ॥ ২৫ ॥ ততো বভ্রাম তন্মাস্তি স
নৃপো বিশ্বয়াবিতঃ । চিন্তয়ামাস সহসা ক লিঙ্গং ক
চ তাপসঃ ॥ ২৬ ॥ এবং চিন্তয়তস্তস্মা ততঃ শব্দো
মহানভূৎ । তস্মাচ্ছদাচ্চ সজ্জাতং পুরং প্রাকার-
সংযুতম্ ॥ ২৭ ॥ সূর্য্যাকক্ষারচিতং বিশালং
বিম্বজ্যাস্বনদভূসিতং চ । দিব্যার্জ্জুনৈঃ সেবিত-
মাত্মবিভির্দর্শ রাজা সহসা পুরং তৎ ॥ ২৮ ॥
ভূয়োহভবন্নশাদস্তস্মাৎ স্ত্রীযুগলং বভৌ । সিতবস্ত্র-
ধরা চৈকা কৃষ্ণবস্ত্রধরা সিতা ॥ ২৯ ॥ পুনঃ শব্দো
বভূবাহ তস্মাৎপুরুষসত্তমঃ । দ্বিশিরাঃ সগুণশ্চৈব
পাদৈর্দ্বাদশভিযুতঃ ॥ ৩০ ॥ পুনঃ শব্দাচ্চ সঞ্জ্ঞে
পুরুষঃ সপ্তধা গতঃ । সংহতঃ হি পুনস্তচ্চ দর্শয়িত্বা
দ্বিজেন তু । প্রোক্তমিখং বিশালাক্ষি জাতং
কণ্টকিতং নৃপম্ ॥ ৩১ ॥ পশু লোকমিমং মহ্যং
তপসা নিশ্চিতং নৃপ । ত্র্যংপ্রিয়ার্থময়ং লোকো
দর্শিতস্তে নৃপোত্তম ॥ ৩২ ॥ এবমুক্তস্তদা তেন

তখন আর দিক্, বিদিক্ নক্ষত্র, গ্রহ কিছুই লক্ষিত
হইল না । তখন নৃপ 'জগৎ নাই' মনে করিয়া
ভ্রাস্ত ও বিশ্বিত হইলেন এবং তিনি চিন্তা করি-
লেন যে, লিঙ্গই বা কোথায় গেলেন এবং তাপসই
বা কোথায় গেলেন? তিনি এইরূপ চিন্তা করি-
তেছেন, এমন সময় এক মহান শব্দ উথিত
হইল । ঐ শব্দে এক নগর—প্রাকার-সংযুত
প্রাসাদ-সম্বিত, বিম্বজ্যাস্বনভূষিত, ও দিব্য-
জন-সংসেবিত হইল । রাজা সহসা ঐ পুরী
দেখিলেন । পুনরায় এক মহান শব্দ উথিত হইল ।
এই শব্দে দুইটা স্ত্রীলোক জন্ম গ্রহণ করিল ।
ঐ স্ত্রীযুগলের মধ্যে একজন সিত বস্ত্রধারিণী
আর একজন কৃষ্ণবস্ত্রপরিধানা । অপর এক
ভীষণ শব্দ হইল, ঐ শব্দে পুরুষ উৎপন্ন হইল । ঐ
পুরুষের দুইটা মস্তক, ছয়টা বদন, এবং দ্বাদশটা
পদ । পুনরায় এক শব্দ হইল, ঐ শব্দে এক
পুরুষ প্রাক্তভূত হইল, প্রাক্তভূত হইবা মাত্র সে
সপ্তধা বিভক্ত হইয়া গেল । এই সময় দ্বিজ এই
প্রকার আশ্চর্য্যপ্রভাব প্রদর্শন করিয়া ঐ সকল
অদ্ভুত ব্যাপার উপসংহার করিলেন এবং ঐ সকল
দর্শনে কণ্টকিত-কলেবর নৃপতিকে বলিলেন,—
হে নৃপ ! আপনি যাহা দেখিলেন, এই সকল
লোক আমি তপস্শ্রাব্যপ্রভাবে সৃজন করিলাম ।
হে নৃপোত্তম ! আমি এই সকল লোক আপনার
স্রীতির নিমিত্তই প্রদর্শন করিলাম । তাপস এই

তাপসেন নরাধিপঃ । বিশ্বয়াপন্নহৃদয়ঃ পপ্রচ্ছ
প্রযতঃ সুনীঃ ॥ ৩৩ ॥ ভগবন সিতকৃষ্ণে হে কে
দ্বিয়ৌ দ্বিজসত্তম । কোহসৌ দ্বাদশপাদ্বিপ্ত দ্বিশিরাঃ
সগুণঃ পুনঃ ॥ ৩৪ ॥ কণ্ঠাসৌ পুরুষো ব্রহ্মন্ য একঃ
সপ্তবাহভবৎ । তস্মা তদ্বচনং শ্রুত্বা কথয়ামাস
তাপসঃ ॥ ৩৫ ॥ এতে দ্বিয়ৌ যুগ্মা দৃষ্টে সিতকৃষ্ণে
নৃপোত্তম । তে চ রাজ্যাহনৌ প্রোক্তে ব্রহ্মণা
নিশ্চিতৈ পুরা ॥ ৩৬ ॥ শীর্ষদ্বয়কং যদৃষ্টং তেহয়নে হে
প্রকীর্ত্তিতে । যুগ্মানি যানি দৃষ্টানি যটু চ তে
হ্যাতবঃ স্মৃতাঃ । পাদা দ্বাদশ যে দৃষ্টা মাসা দ্বাদশ
তে স্মৃতাঃ ॥ ৩৭ ॥ যঃ পুমান সপ্তধা জাত একী-
ভূতৌ নরেশ্বর । স সন্নদ্রস্ত বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তধৈকো
ব্যবহিতঃ ॥ ৩৮ ॥ এতৎসংসরং চক্রং ত্র্যংপ্রিয়ার্থং
নিদর্শিতম্ । এবং বিদিত্বা রাজেন্দ্র ন শোকং
কর্ত্তুমহসি ॥ ৩৯ ॥ . সর্বৌ বিনশ্বরৌ লোকঃ
সদেবাসুরমানুষঃ । যয়া দৃষ্টো হি বহুশো লিঙ্গস্মাস্ত
প্রভাবতঃ ॥ ৪০ ॥ কুরু শক্রবিনাশায় লিঙ্গস্মাস্ত চ
দর্শনম্ । রাজ্যং নিকটকং রাজন ভবিষ্যতি ন
স শয়ঃ ॥ ৪১ ॥ এবমুক্তস্তদা রাজা দৃষ্টবাল্লিঙ্গ-

কথা বলিলে নৃপ বিশ্বয়াবিত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম ! ঐ শুক্রবর্ণা ও কৃষ্ণবর্ণা
স্ত্রীযুগল কে ? দ্বাদশপাদ, দ্বিশিরা, সগুণ ঐ পুরুষ
কে ? এবং ঐ যে এক পুরুষ সপ্তধা বিভক্ত হইলেন,
উনিই বা কে ? নৃপতি এই প্রকার জিজ্ঞাসা
করিলে তাপস বলিলেন,—হে নৃপোত্তম ! আপনি
যে শুক্রবর্ণা ও কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীযুগল দর্শন করিয়া-
ছেন, তাহার রাজ্য ও দিন ; আর এক পুরুষের
যে দুই মস্তক দেগিয়াছিলেন, ঐ মস্তকদ্বয়ই
অয়নদ্বয় ; যে ছয় মুখ দেগিয়াছিলেন, উহা
ছয় ঋতু, এবং তাহার যে দ্বাদশটা পা দেগিয়া-
ছিলেন, ঐ পা দ্বাদশটা দ্বাদশ মাস । আর যে
পুরুষ এক হইয়া সপ্তধা বিভক্ত হইয়াছিলেন,
িনি সপ্ত সমুদ্র । আমি আপনার স্রীতির জন্য
ঐ সংবৎসর-চক্র আপনাকে প্রদর্শন করিয়াছি ।
হে রাজেন্দ্র ! এই সদেবাসুর মানুষলোক বিন-
শ্বর ; ইহা জানিয়া আপনি শোক পরিত্যাগ
করুন । আমি লিঙ্গ-প্রভাবে এ সকল
পরিদর্শন করিয়াছি । আপনি শক্রবিনাশের
জন্য লিঙ্গ-দর্শন করুন, লিঙ্গ দর্শন করিলে আপ-
নার রাজ্য নিকটক হইবে ; ইহাতে বিন্দুমাত্র
সংশয় নাই । রাজা তাপস কর্ত্তক এইরূপ কথিত

যুগ্মম্ । দর্শনাত্মক লিঙ্গস্ত কণ্টকা যে মহৌভূতঃ ।
বিষেধিণো যুতাস্তেহপি ঋতাস্তেন মহৌভূতা ॥ ৪২ ॥
গতন্তঃ বিষয়ঃ রাজা চক্রবর্তী বভূব হ । লিঙ্গ-
স্তাস্ত প্রভাবেণ রাজ্যং কুহা মহাধনৈঃ ॥ ৪৩ ॥
যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈরিষ্টা পরং নির্মাণমাপ্তবান্ । তাপ-
সেন ঋতং সর্বং দৃষ্টং ধ্যানেন তেন বৈ ॥ ৪৪ ॥
লকং নিকটকং রাজ্যং লিঙ্গস্তাস্ত চ দর্শনাৎ । মম
মিজেণ সহসা রাজ্যভ্রষ্টেন তেন বৈ ॥ ৪৫ ॥ অতো
নাম সুবিখ্যাতঃ কণ্টেশ্বর ইতি ক্রিতৌ । ভবিষ্যতি
ন সন্দেহো দর্শনাদ্রাজ্যদায়কঃ ॥ ৪৬ ॥ অদ্যপ্রভৃতি
পশুন্তি দেবং কণ্টেশ্বরং শিবম্ । তেষাঞ্চ কণ্টকাঃ
সদ্যো বিনশুন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ নৈমিষেহথ
কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাদ্বারে চ পুঙ্করে । শ্রানাত্ সংসেবনা-
দ্যপি যৎপুণ্যঞ্চ ভবিষ্যতি । তৎপুণ্যং ভবিতা
সম্যক্ শ্রীকণ্টেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৪৮ ॥ গৃহিণো লিঙ্গিনো
বাপি যে পশুন্তি যতব্রতাঃ । দেবং কণ্টেশ্বরং
ভক্ত্যা তেষাং সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥ জন্মান্তর-

হইয়া লিঙ্গদর্শনপূর্বক নিকটক হইলেন ।
তঁাহার শত্রুগণ সকলেই কালকবলে পতিত
হইয়াছে, ইহা তিনি ঐ স্থানে থাকিয়াই ঋত
হইলেন । অনন্তর তিনি স্বীয় রাজধানীতে গমন
করিয়া চক্রবর্তী রাজা হইলেন । তিনি লিঙ্গ-
প্রভাবে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়া বিবিধ
যজ্ঞ সমাপনান্তে অস্ত্রে নির্মাণপদবী লাভ করি-
লেন । তাপস এই সমস্ত সংবাদ জানিতে
পারিলেন । তিনি ধ্যান-দৃষ্টিতে সমস্তই দর্শন
করিয়াছিলেন ;—তিনি জানিয়াছিলেন যে, তঁাহার
রাজ্যভ্রষ্টে মিত্র লিঙ্গদর্শন প্রভাবে পুনরায়
নিকটক রাজ্য লাভ করিয়াছেন । আমার মিত্র
রাজা এই লিঙ্গ দর্শন করিয়া নিকটকে রাজ্য লাভ
করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষিত্তিতে এ লিঙ্গের নাম
হইল,—কণ্টেশ্বর ! ঐ লিঙ্গ দর্শন মায়ে রাজ্য
প্রদান করেন । অদ্য হইতে এই কণ্টেশ্বর লিঙ্গ
যাহারা দর্শন করিবে, তাহাদের কণ্টকসমূহ বিনষ্ট
হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই । নৈমিষে,
কুরুক্ষেত্রে, গঙ্গাদ্বারে, পুঙ্করে, শ্রান ও যজ্ঞাদি
করিয়া যে পুণ্য-লাভ হয়, শ্রীকণ্টেশ্বর দর্শন করিলে
সেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে । গৃহী সন্ন্যাসী বা
ব্রহ্মচারী—যে কেহ এই কণ্টেশ্বর লিঙ্গ দর্শন
করিবেন, তঁাহারা নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ করিবেন ।
শ্রীকণ্টেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে জন্মান্তরসহস্রকৃত

সহস্রোণ যৎপাপং পূর্বসঞ্চিতম্ । তৎসর্বং যান্ততি
ক্ষিপ্ৰঃ শ্রীকণ্টেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৫০ ॥ দন্তঃ জপ্তঃ
হতঃ চেষ্টঃ তপস্তপ্তঃ কৃতঞ্চ যৎ । ধ্যানমধ্যায়নং
চৈব সর্বং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ৫১ ॥ এবং ব্রহ্মাণং তৎ
বিপ্রঃ তাপসঃ সংশিতব্রতম্ । লিঙ্গেনোক্তং বিশা-
লাক্ষি তুষ্টেন বরপূর্বকম্ ॥ ৫২ ॥ জ্বরারোগবিনি-
শ্মুক্তঃ সর্বশোকবিবর্জিতঃ । ভবিষ্যতি গাণধ্যাক্ষো
বরদঃ সর্বপূজিতঃ । অবধ্যস্ত্যপি সর্বেষাং যোগৈ-
শ্বর্য্যসমাবৃতঃ ॥ ৫৩ ॥ এবমুক্তোহথ লিঙ্গেন তাপসো
গণতাং গতঃ । গণৈঃ পরিবৃত্তো দেবি মম পার্শ্ব-
মুপাগতঃ ॥ ৫৪ ॥ অঙ্ককেন পুরা যুদ্ধে সিংহনাদো
যদা কৃতঃ । তদা দেবি মদীয়ং তু জাতং কণ্টকিতং
বপুঃ ॥ ৫৫ ॥ উৎপন্নঞ্চ তদা লিঙ্গমশেষাবিনিশ-
নম্ । দেবানাং কণ্টকা যে চ দক্ষা লিঙ্গাগ্রিনা যতঃ ।
অতঃ কণ্টেশ্বরো দেবো বিখ্যাতো ভুবনজয়ে ॥ ৫৬ ॥
এব তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ
কণ্টেশ্বরস্তা দেবস্তা শৃণু সিংহেশ্বরং পরম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কণ্টেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পূর্বসঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয় । শ্রীকণ্টেশ্বর দর্শনে
দন্ত, জপ্ত, হত, ইষ্ট, তপ্ত, কৃত ও অধীত, যাহা
কিছু সংস্কৃতই অক্ষয় হইয়া থাকে । হে দেবি ! তাপস
ব্রাহ্মণ এই সকল বলিলে লিঙ্গ সন্মুখে হইয়া তঁাহাকে
এই বর দান করিলেন যে, তুমি জ্বরারোগ-মুক্ত,
শোক-বর্জিত হইয়া গাণধ্যাক্ষ হইবে । গাণধ্যাক্ষ
হইয়া বরদ, সর্বপূজিত, সকলের অবধ্য ও যোগৈ-
শ্বর্য্য-যুক্ত হইবে । লিঙ্গ এইরূপ বর প্রদান করিলে
তাপস গণত্ব লাভ করিলেন । গণত্ব লাভ করিয়া
অবশেষে আমার নিকট আগমন করিলেন । হে
দেবি ! পূর্বে যুদ্ধকালে যখন অঙ্কক সিংহনাদ
করিয়াছিল, তখন আমার শরীর কণ্টকিত হইয়া-
ছিল । ঐ সময় অশেষাবিনিশান এই লিঙ্গ
উৎপন্ন হন । এই লিঙ্গাগ্রি দ্বারা দেব-কণ্টক সকল
দক্ষাভূত হইয়াছে বলিয়া এই লিঙ্গের জিহুবনে
কণ্টকেশ্বর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে । হে দেবি !
এই আমি কণ্টকেশ্বর দেবের পাপনাশন প্রভাব
কৌতুক কারলাম, অতঃপর সিংহেশ্বরমাহাত্ম্য অবর্ণ
কর । ১৭—৫৭ ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । পঞ্চাধিকং বিজানৌহি
পঞ্চাশত্তমমীশ্বরম্ । সিংহেশ্বরং বরারোহে মহাভয়-
বিনাশনম্ ॥ ১ ॥ সদ্যঃকল্পে হৃদা দেবি মদর্থং হি
মহত্তপঃ । কৃতং নীলোৎপলাপাদি ভীষণং সংশিত-
ব্রতম্ । তপসা তব রৌদ্রেণ দধং হি ভুবনজয়ম্ ॥
২ ॥ হৃদয়ং হি তপো জ্ঞাত্বা ভগবাংস্ততুরাননঃ ।
আগত্যোবাচ দেবেশো দেবি ত্বাং শুভয়া গিরা ॥ ৩ ॥
কিং পুত্রি প্রাপ্তুকামাসি কিমলভ্যং দদামি তে ।
বিরম্যতামতিক্রেশাতপসোহস্মান্নমাজয়া ॥ ৪ ॥ অয়া
চ বচনং ব্রহ্মা গুরোগৌরবগর্ভিতম্ । প্রিয়ং তথ্যং
হিতং তত্র বর্ণনির্গতবাহিতম্ ॥ ৫ ॥ প্রত্যাভূঃ স
তদা ব্রহ্মা প্রণামনম্রয়াঃসয়া । তপসা দৃক্শ্রেণাপ্তঃ
পতিত্বৈ শঙ্করো ময়া ॥ ৬ ॥ স মাং শ্যামলবর্ণেতি
বহশঃ প্রোক্তবান্ ভবঃ । শ্যামাহং কাঞ্চনাকারা
বল্লভেন চ সংযুতা । ভর্তা ভূতপতির্কৃষ্ণঃ কথং
স্মাদিতি মে তপঃ ॥ ৭ ॥ হৃদীয়ং বচনং ব্রহ্মা
বরাহে বরদঃ প্রভুঃ । এবং ভবিষ্যতীত্যাহ
ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৮ ॥ কিম্বতা চৈব কালেন
বাহ্যসিদ্ধির্ভবিষ্যতি । গৌরীনায়া তু তে মূর্তিঃ

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! মহাভয়বিনাশন
পঞ্চপঞ্চাশ সিংহেশ্বর নিজ-মহাশক্তি শ্রবণ কর ।
সদ্যঃ কল্পে তুমি মদর্থ অতি ভীষণ মহৎ তপ
করিয়াছিলে । তোমার তপঃপ্রভাবে ত্রিভুবন দধ
হয়, দেখিয়া ভগবান্ চতুরানন তোমার নিকট উপ-
স্থিত হইয়া মঙ্গলময় বাক্যে তোমাকে বলিলেন,—
অগ্নি পুত্রি ! তুমি কি প্রার্থনা কর, কোন দ্রব্য ভব
তোমায় প্রদান করিব ? তাহা বল । আমার বাক্যে
তুমি এই অতি ক্রেশদায়ক তপশ্চরণ হইতে নিবৃত্ত
হও । বিধাতা এই কথা বলিলে তুমি সামপুঙ্কক
ভাঁহাকে এই গৌরবাসিত, প্রিয়, তথ্য, ও হিতকর
বাক্য বলিলে যে, আমি এই তপশ্চাপ্রভাবে ভগ-
বান্ শঙ্করকে পতিত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করি ।
তিনি আমাকে শ্যামলবর্ণী বলিয়া বহবার নিন্দা
করিয়াছেন । আমি শ্যামা, সূতরাং আমি কাঞ্চনা-
কারা হইয়া স্বীয় বল্লভের সহিত সংযুক্ত হইতে ইচ্ছা
করি । মদীয় ভর্তা ভূতপতিকে বশীভূত করিবার
জন্তই আমার এই তপশ্চা । তুমি এই কথা বলিলে
বরদ বিধাতা বলিলেন,—অহাই হইবে—কিছুকাল

কাল্যাদীপ্তা ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥ এতচ্ছ্রুয়া অয়া
বাক্যং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ । ক্রুদ্ধা ত্বং গিরিজৈ-
হত্যাং কালেহভীষ্টং ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥ কোথাং সিংহঃ
সমুদ্ভূতো বদনান্তে ভয়াবহঃ । বিরূতাস্তো মহারৌদ্রো
জটাজটিলকঙ্করঃ ॥ ১১ ॥ প্রোদ্ধুতবজ্রলাঙ্গুলো
দংষ্ট্রোৎকটমুখোৎকটঃ । তস্তাস্তো পতিতুং দেবি
ব্যবসায়ঃ কৃতশ্চয়া ॥ ১২ ॥ সোহপি সিংহঃ
ক্ষুধাবিষ্টস্থাঃ ভক্ষয়িতুমদ্যতঃ । নচৈবাসৌ সমর্থো-
হভুদ্বীক্ষিতুং বা তপোধিকাম্ ॥ ১৩ ॥ স দহমানঃ
সহসা তেজসা তপসা তব । পরাশ্রুথঃ সমভবৎ প্রাণ-
ত্রাণপরায়ণঃ ॥ ১৪ ॥ ততস্তবাকুৎ কক্ৰণা সিংহঃ
প্রতি যতব্রতে । ক্ষুধিতস্ত অয়া তস্ত কীরং
অমৃতসন্নিভম্ ॥ ১৫ ॥ উৎপাদিতং স্তনাত্যাং তু
তস্ত সিংহস্ত কারণাৎ । তথাপি দহতেহত্যাং
দৃষ্টভাবং যতো গতঃ ॥ ১৬ ॥ তেনোক্তং দহমানেন
মাতর্দগ্নোহস্মি তেজসা । অদীয়েন হ্রাচারো দৃষ্টোহহং
পাপবিগ্রহঃ ॥ ১৭ ॥ আমল্লুকামো দৃষ্টোহ্মা অয়াং

পরে তোমার বাহ্যসিদ্ধি হইবে । তোমার নাম
হইবে গৌরী এবং ঐ নামানুরূপই তোমার কাস্তি
ও দীপ্তি হইবে । ১—৯ । হে দেবি ! বিধাতা যে
তোমায় বলিয়াছিলেন যে, কিছুকাল পরে তোমার
অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, তুমি তাহার এই বাক্য শ্রবণ
করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলে । ঐ কোপের
ফলে তোমার মুখ হইতে এক ভয়ঙ্কর সিংহ প্রাভূত
হইল । ঐ সিংহ বিরূতাস্য, মহারৌদ্র, জট-
জটিল-কঙ্কর, মনোহরলাঙ্গুলযুক্ত, ও বিকট দশনে
করালান্ত । দেবি ! তুমি তখন ঐ সিংহের
বিরূতাননে পতিত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলে ;
সিংহও ক্ষুধার্ত ছল বলিয়া তোমাকে ভক্ষণ করিতে
উদ্যত হইয়াছিল ; কিন্তু সে তোমার তপঃপ্রভাবে
তোমার দিকে তাকাইতেও পারে নাই । সে
সহসা তোমার তেজে দহমান হইয়া প্রাণভয়ে পরা-
শ্রুথ হইল । অগ্নি যতব্রতে ! তখন সিংহের প্রতি
তোমার কক্ৰণা হইল । তুমি তাহাকে ক্ষুধিত
জানিয়া তাহার জন্ত নিজের স্তনদ্বয় হইতে
অমৃতসন্নিভ কীর ক্ষরিত করিলে । তথাপি
ঐ সিংহ তোমার নিকট উদ্ধতভাব প্রদর্শন
করিয়াছিল বলিয়া তোমার তেজে দধ হইতে
লাগিল । ঐ সময় সিংহ তোমায় বলিল,—মা !
আমি আপনার তেজে দধ হইতেছি, আমি
হ্রাচার, দৃষ্ট এবং পাপবিগ্রহ । মা ! তুমি আমায়

জনিতোহধুনা । তস্মাদযাস্তামি নরকং মাতৃহা
শুক্ৰঘাতকঃ । ১৮ ॥ তস্মা তদ্বচনং শ্রুত্বা হুঃখিতস্ত
শ্রুতস্ত তু । মমহেন বিশালাক্ষি সিংহস্ত কবিরঃ
শ্রুয়া । ১৯ ॥ অঘব্রুং বিদ্যাতে ক্ষেত্রং মহাকালবনং
শ্রুত । তত্র গচ্ছ মমাদেশাচ্ছীঘ্রং দেববিনির্গিতম্ ।
২০ ॥ কণ্টেশ্বরস্ত দেবস্ত সমীপে লিঙ্গমুত্তমম্ ।
সিংহনাদাৎসমুৎপন্নং শঙ্করস্ত মহাত্মনঃ । ২১ ॥
অঙ্ককানুরযুদ্ধে বৈ পীড়িতে বাসবে পুরা । স্বদীয়ং
বচনং শ্রুত্বা সিংহস্তরিতবিক্রমঃ । ২২ ॥ গতৌ
মহাকালবনং দৃষ্টৌ দেবোহথ তৎক্ষণাৎ । দিব্যদেহো
মৃগারিষ্ঠ জাতৌ লিঙ্গস্ত দর্শনাৎ । ২৩ ॥ মমহাত্তস্ত
লিঙ্গস্ত ত্বং গত তত্র পার্শ্বতি । সিংহিকারূপ-
মাহাত্ম্য শীঘ্রং সিংহস্তয়া প্রিয়ে । ২৪ ॥ দৃষ্টৌ দিব্য-
শরীরস্ত লিঙ্গস্তাশ্চ প্রভাবতঃ । তব তুষ্টিঃ পরা
জাতা দৃষ্টৌ সিংহং মহাহত্যতিম্ । ২৫ ॥ কৃতং নাম
ত্বয়া দেবি লিঙ্গস্তাশ্চ বরাননে । দিব্যদেহস্ত
সিংহোহথ জাতৌ লিঙ্গস্ত দর্শনাৎ । ২৬ ॥ অতঃ
সিংহেশ্বরো দেবো ভুবি খাতিতৌ ভবিষ্যতি ।
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা সম্প্রাপ্তস্তত্র সুরতে । উবাচ

ত্বাং বরারোহে দেবৈঃ পরিতুষ্টদা । ২৭ ॥ য
এষ সিংহঃ সমুৎপত্তব ক্রোধাৎ শ্রুতৌ যতঃ ।
ততোহসৌ বাহনো দেবি ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
২৮ ॥ লিঙ্গং সিংহেশ্বরং তজ্জা যঃ পশুতি
সমাহিতঃ । তস্মা বাসোহক্ষয়ো দিব্যৌ ভবিষ্যতি
ত্রিবিষ্টপে । ২৯ ॥ কৌর্ভনানুচ্যতে পাপাদ্ দৃষ্টৌ
ভজাপি পশুতি । স্পর্শনাদস্ত লিঙ্গস্ত পুনাত্যাসপ্তমং
কুলম্ । ৩০ ॥ মনসা চিন্তিতান কামাংস্তাংচ
প্রাপ্নোতি পুঙ্কলান্ । তদৈব পুঙ্কসো মুক্তৌ
জন্মভুংখজরাতিভিঃ । ৩১ ॥ যদা পশুতি সিংহেশং
সংসারার্ণবতারকম্ । ব্যালব্যাভাদয়শ্চৌরাস্তথা
সাহসিকাশ্চ যে । ৩২ ॥ তেভ্যো ভয়ং ন ভবতি
শ্রীসিংহেশ্বরদর্শনাৎ । যজ্ঞানাং তপসাং চৈব
দানাদানাং চ ঘৎকলম্ । তৎকলং জায়তে সম্যগ্-
দৃষ্টৌ সিংহেশ্বরং শিবম্ । ৩৩ ॥ মদীয়ং লোকমাপ্নোতি
শুরাসুরনমস্কৃতম্ । যঃ পশুতি প্রযত্নেন দেবং
সিংহেশ্বরং তদা । ৩৪ ॥ ইত্যুক্তাসৌ জগামাধ ব্রহ্মা
লোকং স্বকং প্রিয়ে । যদ্বপুস্তব পূর্বং স্তাৎকাল-
কান্তিকলঙ্কিতম্ । প্রভাবান্তপসস্তস্ত গৌরবং প্রাপ্ত-

উৎপাদন করিয়াছ, আর আমি তোমায় ভক্ষণ
করিতে গিয়াছি, আমি হইতে হুয়ায় আর কে আছে
মা ? আমি মাতৃহা,—শুক্ৰঘাতক, শ্রুতরাং নরক
আমার নিশ্চিত । অগ্নি বিশালাক্ষি ! তুমি তখন
হুঃখিত পুত্রের বিলাপ শ্রবণ করিয়া মমত্ব বশত
তাহাকে বলিলে,—অগ্নি শ্রুত ! মহাকালবন নামে
এক পাপান্ত্র ক্ষেত্র আছে, তুমি শীঘ্র ঐ স্থানে গমন
কর ; দেবদেব উধা নির্মাণ করিয়াছেন । ঐ স্থানে
কণ্টেশ্বরের সমীপে এক লিঙ্গ আছেন, অঙ্ককানুর-
যুদ্ধে যখন বাসব নিপীড়িত হন, তখন মহাত্মা
শঙ্কর সিংহনাদ করিয়াছিলেন, ঐ সিংহনাদ
হইতে উক্ত লিঙ্গ উৎপন্ন হন । তুমি এই কথা
বলিলে সিংহ হুঃখিত গমনে মহাকালবনে গমন
করিয়া লিঙ্গ দর্শনপূর্বক দিব্যদেহ হইল । অগ্নি
পার্শ্বতি ! তুমি ঐ সময় শ্রুতবাৎসল্যবশত সিংহ
দর্শনমানসে সিংহিকারূপ ধারণপূর্বক মহাকাল-
বনে গমন করিয়া সিংহকে লিঙ্গপ্রভাবে দিব্য-
শরীর অবলোকন করত তুষ্টিলাভ করিলে । অগ্নি
বরাননে ! অতঃপর তুমি লিঙ্গের নামকরণ
করিলে । সিংহ লিঙ্গদর্শনে দিব্যদেহ লাভ
করিল বলিয়া ঐ লিঙ্গের নাম হইল—সিংহেশ্বর ।
হে সুরতে ! এমন সময় ভগবান্ ব্রহ্মা ঐস্থানে

আগমন করিয়া দেবগণের সহিত তোমাকে বলি-
লেন,—হে দেবি ! তোমার ক্রোধ হইতে যে সিংহ
তোমার শ্রুতরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, সে তোমার
বাহন হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই । যে
ব্যক্তি সমাহিত ভাবে সিংহেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে,
স্বর্গে তাহার অক্ষয় বাস কল্পিত হয় । ঐ লিঙ্গের
গুণাগুণ কীর্তনে পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়, তাহাকে
দর্শন করিলে শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং স্পর্শ
করিলে সপ্ত কুল পর্যন্ত পবিত্র ও অভিলষিত
লাভ হইয়া থাকে । মানব যখন সিংহেশ্বর দেবকে
দর্শন করে, তখনই সে জন্ম-ভুংখ-জরাদি হইতে
মুক্তিলাভ করিয়া থাকে । সিংহেশ্বর লিঙ্গ দর্শন
করিলে ব্যাল, ব্যাভাদি, চোর ও সাহসিক প্রভৃতির
হস্ত হইতে মুক্তিলাভ হয় । যজ্ঞ, দান ও তপস্তা
করিলে যে ফল লভ হয়, সিংহেশ্বর শিব দর্শন
করিলে ঐ সকল ফল পাওয়া যায় । যে ব্যক্তি
দেব সিংহেশ্বরকে দর্শন করে, সে শুরাসুর-
নমস্কৃত মদীয় লোকে গমন করিয়া থাকে । অগ্নি
প্রিয়ে ! ভগবান্ ব্রহ্মা এই সকল কথা বলিয়া স্বীয়
লোকে প্রস্থান করিলেন । হে দেবি ! পূর্বে
তোমার যে কল্পকান্তিকলঙ্কিত দেহ ছিল, তাহা,

মুহুতম্ । ৩৫ । এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ
পাপনাশনঃ । সিংহেশ্বরস্ত দেবস্ত রেবন্তেশ্বরমহঃ
শুগ্ । ৩৬ ।

ইতি শ্রীকান্দে সিংহেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ । ৫৫ ।

ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ । ষট্‌পঞ্চাশত্তমং বিকি
রেবন্তেশ্বরসংজ্ঞকম্ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ পরাং সিদ্ধিঃ
প্রজায়তে । ১ । অসহন্তৌ পুরা সংজ্ঞা রেবন্তেশ্বো-
হতিহুঃসহম্ । তপঃ কৰ্ত্তুং গতা দেবি জাহ্নবা হৃদ্যে
সুত্রতা । ২ । অশ্বরূপং ততঃ কুহ্মজগামাখোত্তরান
কুরুন । দদৃশে তত্র সংজ্ঞাঃ চ বড়বারুপিণীং ।
৩ । গতা সা সম্মুখং তন্ত পৃষ্ঠরক্ষণং পরা ।
ততো ভূমাসিকাগোপস্তয়োস্তত্র সমেতয়োঃ । ৫ ।
নাসত্যদশৌ তনয়াবধবজ্রৌ গিনার্গৌ ।
রেতসোহস্তে চ রেবন্তঃ খড়্গৌ চন্দ্রৌ হনুত্রয়ক্ ।
৬ । অশ্বারূঢ়ঃ সমুদ্ভূতস্ততো বাণধনুর্ধরঃ । তেন

তোমার তপস্কার প্রভাবে গৌরবর্ণ হইল । আমি
দেবি! এই আমি তোমার নিকট সিংহেশ্বর
লিঙ্গের পাপনাশন প্রভাব কীর্তন করিলাম, অতঃ-
পর রেবন্তেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ১০—৩৬।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় ।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি! যাহার দর্শন
মাত্রে পরা সিদ্ধি জন্মে, আমি সেই ষট্‌পঞ্চাশ
লিঙ্গ রেবন্তেশ্বরের মাহাত্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ কর ।
পূর্বে সংজ্ঞা অতিহুঃসহ রবিতেজ সহিতে না
পারিয়া তপস্কার গমন করিলে, সুখ্য তাহা জানিতে
পারিয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করত উত্তর কুরুতে
উপস্থিত হন । ঐ স্থানে গমন করিয়া তিনি সংজ্ঞাকে
বড়বারুপিণী দর্শন করেন । বড়বাও পৃষ্ঠরক্ষণঃ
পর হইয়া অশ্বের সম্মুখে উপস্থিত হয় । অশ্ব
ও বড়বা উভয়ে মিলিত হইলে উহাদের পরস্পরের
নাসিকাসংযোগ হয় । তাহার ফলে নাসত্যা ও দশ,
এই তনয়দ্বয় জন্মগ্রহণ করেন । ইহারা অশ্বমুখ
হইয়াছিলেন । রেতঃপাতাবসানে খড়্গৌ, চন্দ্রৌ ও

বৈ জাহ্নবাত্রেণ অশ্বারূঢ়েন লৌলয়া । নির্জিতং চ
জগচ্চেদং স দেবানুরমাহুযম্ । ৭ । ততো দেবাঃ
পরভূতা ব্রহ্মাণঃ শরণং গতাঃ । প্রণম্য কথয়ামাসু-
র্ভয়কম্পিতকঙ্করাঃ । ৮ । অস্মাকং বিভবং তেজো
রবিপুত্রেণ নাশিতম্ । রেবন্তেন সুরেশ্ব্রেণ শুগু
লোকপিতামহ । ৯ । তন্ত গাত্রসমুদ্ভূতো বহির্ধাবতি
কালজিৎ । জলন্তি পাদপান্তেন পতন্তি শিখরাণি
চ । ১০ । সর্বতো ব্যাকুলীভূতঃ হাহাকারমচেতনম্ ।
তেনৈব পীড়িতং সর্বং জালামালাসমাকুলম্ ।
১১ । দশদিকু প্রবৃত্তোহয়ং সমক্কো হব্যবাহনঃ ।
সর্বং কিংকরসঙ্কলং প্রজলন্তি ব দৃষ্টতে ।
১২ । ইতি তেবাং বচঃ শ্রুত্ব ব্রহ্মণোক্তঃ
বরাননে । জাতং ময়া সুরশ্রেষ্ঠা ভবতাং কার্য-
মৌদৃশম্ । ১৩ । ভবিষ্যতি চ বস্তুচ্চ কাঙ্ক্ষিতং
যৎসুরোত্তমাঃ । গচ্ছধ্বং সহসা তস্মাচ্ছকরং শরণং
সুরাঃ । ১৪ । ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্ব মমাস্তিকমুপা-
গতাঃ । ত্রিদশা ভয়সঙ্কতা ন হা মামিদমব্রুবন । ১৫ ।
আদিত্যতনয়েনৈব রেবন্তেন মহেশ্বর । দক্ষঃ

তনুত্রয়ক রেবন্ত জন্মেন । রেবন্ত অশ্বারূঢ় হইয়া
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । পরে বাণ ও ধনু-
ধারী হন । রেবন্ত জন্মমাত্র অশ্বারূঢ় হইয়া স দেবা-
নুরমাহুয এই জগৎ জয় করেন । দেবগণ
পরভূত হইয়া ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করেন ।
বিধাতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রণামপূর্বক
ভয়-কম্পিতভাবে জানান যে, হে দেব! আমাদের
বিভব এবং তেজ রবিপুত্র রেবন্ত বিনষ্ট করিয়াছে ।
তাহার গাত্রসমুদ্ভূত কালজিৎ বহির্ধাবিত হইলে
পাদপ সকল প্রজলিত হয়, এবং পতন্তি শিখর
পড়িয়া যায় । তাহার প্রভাবে জালামালাকুল
সমুদয় জগৎ পীড়িত ও ব্যাকুলীভূত হইয়া হাহাকার
করিতেছে । সমিদ্ধ হব্যবাহন দশদিকে প্রজলিত
হইয়া উঠিয়াছে । সমস্তই প্রজলিত হইয়া কিংক-
র আকার ধারণ করিয়াছে । ১—১২ । হে বরাননে!
দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিধাতা বলিলেন,
—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আমি তোমাদের ঐদৃশ কার্য
অবগত আছি । তোমাদের কাঙ্ক্ষিত সিদ্ধি
হইবে । তোমরা শীঘ্র শঙ্করের শরণ লও ।
তাহারা বিধাতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
আমার নিকট আগমন করিলেন । ভয়সঙ্কস্ত
দেবগণ আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্বক
আমাকে বলিলেন,—হে দেব মহেশ্বর! আদিত্য-

ব্রহ্মনঃ সৰ্বং শরীরস্থেন বহিনা । তেজস
মহতা চৈব বিক্রমেণ বলেন চ । ১৬ । অসাধ্যাঃ
কিল সোহম্মাকং সৰ্বেষাং দেবসত্তম । ভবান্
প্রভবতে তন্তু নাত্তঃ শঙ্কর কশ্চন । ১৭ । ত্বাং
প্রপদ্যামহে সৰ্বৈ ভয়ান্তাঃ শরণার্থিনঃ । শরণ
বরদং দেবং ত্রিদশানাং মহেশ্বর । ১৮ । ময়া
স্মৃতঃ সূর্য্যপুত্রো রেবন্তস্তৎক্ষণাৎপ্রিয়ে । প্রাপ্তঃ
প্রীতিপ্রসন্নো বচনং চেদমববীৎ । ১৯ । কিং ময়
দেব কর্তব্যং ক্রহি সৰ্বমশেষতঃ । ততো ময়
সূর্য্যপুত্র উৎসঙ্গে চ কৃতস্তদা । ২০ । স্নেহাদা-
চুহিতো মুর্ধ্বি পরিষক্তঃ পুনঃপুনঃ । দদামি তে
মহাভাগ বরং বরয় সুব্রত । ২১ । পরিতুষ্টোহস্মি
তে কামঃ যথেষ্টং কামমাশুহি । ইদমাজ্ঞাপয়ামি
ত্বাং শ্রেয়শ্চৈবমবাপ্যাসি । ২২ । মমাতীষ্টং পরং
স্থানং বিদ্যাতে পৃথিবীতলে । অক্ষয়ং প্রলয়ে পুত্র
মহাকালবনং শুভম্ । তত্র দাস্তামি তে স্থানং
তত্র কীর্ত্তির্ভবিষ্যতি । ২৩ । পূৰ্বে কটেশ্বরস্তাপি
স্থানং পরমতুল্যম্ । তত্র ত্বং বস রেবন্ত লিঙ্গং

দ্রক্ষ্যসি শাস্তম্ । ২৪ । সৰ্বদা ত্রিদশৈঃ পূজ্যো
ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ । গুহ্যকাধিপতিত্বং চ
স্বৰ্গলোকে ভবিষ্যসি । ২৫ । অশ্বশালায় সৰ্বান্ন
পূজনীয়ো ভবিষ্যসি । নৃপতীনাং গৃহে চৈব
বসিষ্যসি সুপূজিতঃ । ২৬ । তেজো মদীয়ং তৎ-
স্থানং লিঙ্গাকারং সনাতনম্ । পূজিতং ত্রিদশৈস্তত্র
সংসেব্যং যত্নতস্তদা । ২৭ । এবমুক্তো ময়া দেবি
রেবন্তো রবিজন্তদা । জগামাকাশমাবিশ্চ মহাকাল-
বনং ক্ষণাৎ । ২৮ । দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং জ্যোতীরূপং
সনাতনম্ । সূর্য্যপুত্রস্তৎ রেবন্তো দৃষ্টো লিঙ্গেন
পার্কতি । ২৯ । প্রোক্তঃ প্রণয়পূৰ্বেণ দিষ্ট্য দৃষ্টো-
হসি সূর্য্যজ । অদ্যপ্রভৃতি তে নাম্না খ্যাতিং যাস্তামি
ভূতলে । ৩০ । স্থাতব্যং মৎসমীপে তু সূতপুত্র
ত্বয়া সদা । অক্ষয়া ভাবতা কীর্ত্তিস্বদীয়া ভুবন-
ত্ৰায়ে । ৩১ । রেবন্তেশ্বরসংজ্ঞাহঃ ভবিষ্যামি ন
সংশয়ঃ । যে মাং দ্রক্ষ্যন্তি রেবন্ত ভক্ত্যা
পরময়া যুতাঃ । তেষামস্থা ভবিষ্যন্তি বিজয়ো যশ
উর্জ্জিতম্ । ৩২ । ঐশ্বর্য্যং দানশক্তিস্ত চ পুত্রপৌত্র-

তনয় রেবন্ত শরীরস্থ বহি দ্বারা ত্রিভুবন দগ্ধ করি-
তেছে । হে দেবসত্তম ! সে আমাদের সন্ধি
অসাধ্য । আপনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহার
প্রতীকারে সক্ষম নহে । আমরা ভয়ান্ত, এজন্ত
আপনার শরণ লইলাম । হে মহেশ্বর ! আপনি
দেবগণের শরণ্য ও বরদ । হে প্রিয়ে ! দেব-
গণ এইকথা বলিলে আমি তৎক্ষণাৎ রেবন্তকে
স্মরণ করিলাম । সে স্মৃত হইবা মাত্র প্রীতি-প্রফুল-
বদনে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—
হে দেব ! কি করিতে হইবে ? সমস্ত সম্পূর্ণরূপ
বলুন । তাহার কথা শুনিয়া আমি তাহাকে ক্রোড়ে
ধারণ করিলাম এবং মেহবশত আলিঙ্গন
করিয়া পুনঃপুনঃ তাহার মস্তকে চুদন করিলাম ;
বলিলাম,—হে সুব্রত ! আমি তোমাকে বর
দান করিতেছি, তুমি প্রার্থনা কর । আমি
তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি যথেষ্ট বর
প্রার্থনা কর । আরও আমি তাহাকে বলি-
লাম,—তোমার শ্রেয়ো লাভ হইবে । পৃথিবীতলে
আমার অভীষ্ট এক উৎকৃষ্ট স্থান আছে, ঐ স্থান
প্রলয়েও অক্ষয়, উহার নাম মহাকালবন । আমি
ঐ স্থানে তোমাকে জ্ঞান প্রদান করিব, ইহাতে
তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইবে । ঐ
পরম তুল্য স্থান কটেশ্বরের পূর্বে বিরাজিত ।

অগ্নি রেবন্ত ! ঐ স্থানে তুমি বাস কর, শাস্ত
লিঙ্গ দেখিতে পাইবে ; দেবগণ তোমার পূজা
করিবেন ; ইহাতে কোন সংশয় নাই । তুমি স্বর্গ-
লোকে গুহ্যকাধিপতি হইবে । সমুদয় অশ্বশালায়
লোকে তোমার পূজা করিবে । নৃপতিগৃহে তুমি
সুপূজিত হইবে । ঐ স্থানে আমার লিঙ্গাকার
সনাতন তেজ বিরাজিত ; ঐ তেজ দেবপূজিত ;
তুমি উহা যত্নপূর্ব্বক সেবা করিবে । হে দেবি !
আমি রেবন্তকে এই কথা বলিলে সে আকাশে
অদৃশ্য হইয়া ক্ষণকালের মধ্যে মহাকালবনে উপস্থিত
হইল । ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া সে জ্যোতী-
রূপ সনাতন লিঙ্গ দর্শন করিল । লিঙ্গও ঐ সূর্য্য-
পুত্র রেবন্তকে দর্শন দিলেন এবং বলিলেন,—
হে সূর্য্যপুত্র ! আমি ভাগ্যবশতই তোমাকে
দর্শন দিলাম । আমি অদ্য হইতে ক্রিতিকালে
তোমার নামে খ্যাতি লাভ করিব । হে সূর্য্য-
পুত্র ! তুমি সৰ্বদা আমার নিকট অবস্থান করিবে ।
ইহাতে তোমার ভুবনত্ৰয়ে অক্ষয় কীর্ত্তি হইবে ।
আমি রেবন্তেশ্বর নাম ধারণ করিব, সন্দেহ নাই ।
হে রেবন্ত ! যাহারা আমায় ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন
করিবে, তাহাদের অশ্ব, বিজয়, যশ, ঐশ্বর্য্য, দান-
শক্তি, অনন্ত পুত্র-পৌত্র লাভ হইবে এবং তাদৃশ

মনস্তকম্ । গুহ্যকানাং পতিৰ্ভূত্বা স্বৰ্গলোকে স
বৎস্ৰতি ॥ ৩৩ ॥ লিঙ্গস্ত বচনং ব্রহ্ম প্রোক্তং বৈ
রবিস্মৃত্যন। রেবন্তেন বিশালান্ধি সন্তুষ্টেনাস্ত-
রাঙ্গনা ॥ ৩৪ ॥ দেহি মে হৃদলাং ভক্তিং দেহি মে
স্থানমুত্তমম্ । দেহি মে পরমং জ্ঞানং ব্রহ্ম কৌৰ্ত্তিঃ
চ দেহি মে ॥ ৩৫ ॥ ভগবন্ ভূতভব্যোশ ভববন্ধ-
ভয়াপহ । সংস্কৃতার্থোহস্মি সজ্জাতস্তব দেবস্ত
দর্শনাৎ ॥ ৩৬ ॥ জন্মকোটিমুসংস্কৃতা যে ত্বাং
পশুন্তি দেহিনঃ । ন তেষাং পুনরাবৃতির্ঘোরসংসার-
সাগরে ॥ ৩৭ ॥ ইত্যাক্ষা রবিস্মৃত্যন রেবন্তো
রবিবল্লভঃ । রেবন্তেশ্বরদেবস্ত সমীপে সংব্যবস্থিতঃ ॥
৩৮ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ ।
রেবন্তেশ্বরদেবস্ত ঘণ্টেশ্বরমথো শৃণু ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে রেবন্তেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । সপ্তপঞ্চাশতং বিদ্বি ঘণ্টেশ্বরমথো
শৃণু । যস্ত দর্শনমাত্রেণ কামাবাপ্তিস্ত জায়তে ॥ ১ ॥

ব্যক্তি গুহ্যকপতি হইয়া স্বর্গধামে বাস করিবে । হে
দেবি ! লিঙ্গবাক্য শ্রবণ করিয়া রবিস্মৃত রেবন্ত হৃষ্টা-
স্তকরণে বলিল,—হে দেব ! আপনি আমায় অচলা
ভক্তি, উত্তম স্থান, পরম জ্ঞান, ও ব্রহ্ম কৌৰ্ত্তি,
প্রদান করুন । হে ভগবন্ ভূতভব্যোশ ! আপনি
ভববন্ধ-ভয়াপহ । হে দেব ! আমি আপনার
দর্শন লাভ করিয়া সংস্কৃত হইলাম । যাহারা
আপনাকে দর্শন করে, তাহাদের কোটি জন্ম
পবিত্র হয় এবং ঘোর সংসারসাগরে তাহাদিগকে
আর আগমন করিতে হয় না । রবিস্মৃত রেবন্ত
এই সকল কথা বলিয়া রেবন্তেশ্বর লিঙ্গ-সমীপে
অবস্থিত হইল । হে দেবি ! এই আমি তোমার
নিকট রেবন্তেশ্বর লিঙ্গের পাপনাশক প্রভাব কৌৰ্ত্তন
করিলাম, অধুনা ঘণ্টেশ্বর-লিঙ্গমাহাত্ম্য শ্রবণ
কর ॥ ২৫—৩৯ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৬ ।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! যাহার দর্শনমাত্র
সর্বাভিলষিত লব্ধ হইয়া থাকে, আমি সেই সপ্ত-
পঞ্চাশ লিঙ্গ ঘণ্টেশ্বরের মাহাত্ম্য কৌৰ্ত্তন করিতেছি,

ঘণ্টো নাম গণশ্রেষ্ঠো বভূব মমবল্লভঃ । চাক্ষুষস্ত
মনোঃ কালে কৌতুকার্থং যদৃচ্ছয়া । প্রস্থিতো ব্রহ্ম-
সদনং দ্রষ্টুং ব্রহ্মাণমব্যয়ম্ ॥ ১ ॥ অধ্যায়ান্তঃ সমালোক্য
গন্ধর্ব্বঃ গীতকোবিদম্ । চিত্রসেনং গণশ্রেষ্ঠঃ পপ্রচ্ছ
কুশলং মুদা ॥ ৩ ॥ ময়া তত্রৈব গন্তব্যং সদনে
পরমেষ্ঠিনঃ । গীতৈরারাদয়িষ্যামি ব্রহ্মাণং জগতাং
পতিম্ ॥ ৪ ॥ চিত্রসেনোহধ তং দেবি প্রত্যুক্তো
ঘণ্টমববৌৎ । পদ্মযোনিঃ সুরৈঃ সার্কঃ গুহ্যং মন্ত্র-
মচৌকরৎ ॥ ৫ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা গণো ঘণ্টস্তম্ভো বিস্মিত-
মানসঃ । মুহূর্ত্তং চিন্তয়ামাসঃ প্রতিহারনিবারিতঃ ॥
৬ ॥ হিহা স্বামিনমীশানং দ্রষ্টুং ব্রহ্মাণমাগতঃ ।
প্রবেশোহপি ন লভ্যেত প্রসাদো দূরতঃ স্থিতঃ ॥ ৭ ॥
এবং চিন্তয়তস্তস্ত সাগ্রঃ সংবৎসরো গতঃ । ঘণ্টস্ত
ব্রহ্মণো দ্বারি প্রবেশো দেবি নাভবৎ ॥ ৮ ॥
নির্গচ্ছন্তমথালোক্য বীণাহস্তং সমুৎসুকম্ । নারদঃ
স গণশ্রেষ্ঠঃ পদ্মযোনিং গৃহোদরাৎ ॥ ৯ ॥ প্রোক্তো

শ্রবণ কর । চাক্ষুষ মন্ত্রর অধিকারকালে ঘণ্ট
নামে আমার এক প্রিয়তমগণ ছিল । সে কৌতুহলা-
ক্রান্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ব্রহ্মসদন দেখিবার নিমিত্ত
একালে গমন করে । ঐ স্থানে গমনপূর্ব্বক সে
গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার
কুশল জিজ্ঞাসা করে । অনন্তর গন্ধর্ব্বরাজ
বলেন,—আমিও ব্রহ্মসদনে গমন করিতেছি,
আমি জগৎপতি ব্রহ্মাকে গীত দ্বারা তোষিত
করিয়া থাকি । গন্ধর্ব্বরাজ এই কথা বলার পর
পুনরায় ঘণ্ট কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন,—
ভগবান্ পদ্মযোনি এখন সুরগণের সহিত
গুহ্য বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেছেন । ঘণ্ট গন্ধর্ব্ব-
রাজের এই কথা শুনিয়া কিয়ৎকাল বিস্মিত
ভাবে অবস্থান করিল এবং প্রতিহার-নিবারিত
হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে, আমি
স্বীয় প্রভু ঈশানকে পরিত্যাগ করিয়া প্রসাদলাভার্থ
বিধাতাকে দর্শন করিতে আসিলাম । আসিয়া
প্রবেশ লাভই করিতে পারিলাম না । প্রসাদ
লাভের কথা দূরে আস্তা । এইরূপ চিন্তা
করিতে করিতে ঘণ্টের বর্ষাধিক কাল অতীত
হইয়া গেল । প্রবেশলাভ তাহার ভাগ্যে
ঘটিল না । একদিন ঘণ্ট দেখিল যে, বীণাহস্তে
নারদ মুনি ব্রহ্মসভা হইতে সমুৎসুকভাবে নির্গত
হইতেছেন, নারদকে দেখিয়া সে বলিল,
হে মুনে ! আপনি আমার বিষয় ভগ-

ঘণ্টেন সহসা মাং নিবেদয় নারদ । গণোহং গীত-
তত্ত্বজ্ঞো মহাদেবস্ত বল্লভঃ । ১০ । দর্শনার্থং
সমাযাতো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ । ঘণ্টস্ত বচনং শ্রদ্ধা
প্রীতিমানভবমুনিঃ । নারদঃ প্রত্যুবাচেনং সমাশ্রাস্ত
সকৈতবম্ । ১১ । অহং বৃহস্পতেঃ পার্শ্বে প্রেষিতো
হস্মি গণাধিপ । কিঞ্চিৎকার্যাস্তরং প্রষ্টুং ব্রহ্মণা
লোককর্তৃণা । আয়াস্মামি কণেনৈব তাবৎকালং
প্রতীক্ষ্যতাম্ । ১২ । ইত্যুক্তা নারদো দেবি মম
পার্শ্বমুপাগতঃ । বৃত্তান্তঃ কথয়ামাস ঘণ্টস্ত মুনি-
সন্তমঃ । ১৩ । ঈদৃশো হ্রস্বভো ভূত্যো ঘণ্টেন
সদৃশঃ প্রভো । যন্তাং ত্যক্তা গতে দেব সেবায়ৈ
পরমেষ্ঠিনঃ । স্থিতঃ সংবৎসরং সাগ্রং প্রবেশং ন চ
লকবান্ । ১৪ । তচ্ছ্রদ্ধা বচনং তস্ত নারদস্ত
মুনেস্তদা । ময়া শপ্তস্ত কোপেন পত ঘণ্ট মহীতলে ।
১৫ । মাং ত্যক্তা হি গতৌহন্তত্র সেবার্থং পরবেশানি ।
ময়েত্যাঙ্কে চ বচনে ব্রহ্মচারি স্থিতৌহপি সন । ১৬ ।
পতিতো ভূতলে ঘণ্টো দেবদাকবনাস্তিকে । আত্মানং
পতিতং দৃষ্ট্বা ভূমৌ ঘণ্টেন পার্কৃতি । ১৭ । প্রোক্তং

বান্ পদ্মযোনিকে বলিয়া দিন, আমি একজন
গীতব্রজ মহাদেবের প্রিয়গণ । আমি তাঁহার
দর্শনার্থ এখানে আসিয়াছি । ঘণ্টের বচন শুনিয়া
মুনি প্রীতিমান হইলেন এবং সকৈতবে
তাহাকে সমাশ্রস্ত করিয়া বলিলেন,—হে গণাধিপ !
লোককর্ত্তা ব্রহ্মা একটী বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা
করিবার জন্ত আমাকে বৃহস্পতির নিকট প্রেরণ
করিয়াছেন, আমি সহর সেই কথাটী জিজ্ঞাসা
করিয়া আসি, তুমি কণকাল অপেক্ষা কর । হে
দেবি ! নারদ ঘণ্টকে এই কথা বলিয়া আমার
নিকট আগমনপূর্বক ঘণ্টের সমস্ত বিবরণ বিজ্ঞা-
পন করিল এবং অবশেষে বলিল,—হে প্রভো !
আপনার ঘণ্টের স্তায় ঈদৃশ হ্রস্বভ প্রিয় ভূত্য আপ-
নাকে ত্যাগ করিয়া পরমেষ্ঠীর সেবা করিবার জন্ত
গিয়াছে । সে সংবৎসর ব্যাপিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান
আছে, তাহাকে প্রবেশ করিতে দেয় নাই । আমি
নারদের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কোপে
তাহাকে এই বলিয়া শাপ দিলাম যে, পত ঘণ্ট !
মহীতলে ।—‘যেহেতু তুই আমাকে পরিত্যাগ
করিয়া সেবার্থ অপরের ভবনে গমন করিয়া-
ছিস্ । আমি এইরূপ শাপ প্রদান করিলে
সে ব্রহ্মচারে অবস্থিত থাকিয়াও ভূতলে দেবদাক-
বনের নিকট পতিত হইল । পতিত হইয়া শোকা-

শোকোস্তরেণৈব বচনং গঙ্গাদাকরম্ । সেবার্থং
যাতি যৌহন্তত্র পরিত্যক্ত্য স্বকং প্রভুম্ । ১৮ । স
যাতি নরকং ঘোরমপকীর্ত্তিঃ চ বিন্দতি । নারদেন
মম হৃদ্য বঞ্চিতস্তদ্বয়ংগতম্ । যন্তাংস্মামী ন মে ব্রহ্মা
ন চ দেবো মহেশ্বরঃ । ১৯ । এবংবিলপতস্তস্ত নারদো
মুনিসন্তমঃ । আজগাম তমুদ্দেশং যত্র ঘণ্টো
ব্যবস্থিতঃ । ২০ । দেবদাকবনে দেবি দর্শনার্থং
তপস্বিনাম্ । ঘণ্টেন নারদো দৃষ্টো ভীতেনাকুল-
চেতসা । ২১ । অবস্থামীদৃশীং কৃত্বা কিমন্তয়ে
করিষ্যতি । এবং তং চিন্তয়ানং তু নারদো
বাক্যমববৌৎ । ২২ । গণাধ্যক্ষ ন তে কার্য্যো
মহ্যঃ পুণ্যবিনাশনঃ । কীর্ত্ত্যর্থং পতিতো ঘণ্ট
প্রায়শ্চিত্তার্থমেব চ । ২৩ । প্রায়শ্চিত্তবিষয়কাত্মা
প্রভুঃ প্রাপ্যসি শঙ্করম্ । তস্মাদাগচ্ছ মমাদেশা-
মহাকালবনং শুভম্ । ২৪ । রেবন্তেশ্বরপূর্বে তু
বিদ্যাতে লিঙ্গমুত্তমম্ । সর্বসম্পৎকরং দিব্যং তন্ময়া

কুলচিন্তে গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—যে জন
স্বীয় প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া সবার্থ অন্তত্র
গমন করে, সে ঘোর নরকে পতিত হয় এবং
অপকীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে । দেবর্ষি নারদ
আমার সহিত বাক্য করায় আমার উভয় কুল
নষ্ট হইল । ব্রহ্মাও আমার স্বামী হইলেন না
আর দেব মহেশ্বরকে ত পূর্বেই পরিত্যাগ করি-
য়াছি । ১৯ ঘণ্ট এই প্রকার বিনাপ করিতে থাকিলে
মুনিসন্তম নারদ, যেখানে ঘণ্ট পতিত আছে,
তদুদ্দেশে তপস্বিগণের সহিত দর্শনবাসনায়
গমন করিলেন । দেবর্ষি গমন করিতেছেন,
এমন সময় ঘণ্ট তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভয়ে
আকুলিত হইয়া ভাবিতে লাগিল যে, ইনি আমাকে
এতবদন্ত করিয়াছেন, আবার যে কি করিবেন,
তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । ঘণ্ট এই-
রূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় নারদ ঐ স্থানে
উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—ঘণ্ট ! তুমি
ক্রোধ করিও না, ক্রোধ করিলে পুণ্য বিনষ্ট হয় ।
তুমি যে পতিত হইয়াছ, ইহাতে তোমার পাপের
প্রায়শ্চিত্ত হইল, এবং ইহা দ্বারা তোমার কীর্ত্তি
সংস্থাপিত হইবে । তুমি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিমুক্তাত্মা
হইয়া প্রভু শঙ্করকে প্রাপ্ত হইবে । অতএব তুমি
সহর শুভদায়ক মহাকালবনে গমন কর । ঐ
স্থানে রেবন্তেশ্বরের পূর্বে এক উত্তম লিঙ্গ আছে,
ঐ লিঙ্গ সর্বসম্পৎকর ; তোমার নামে তিনি

খ্যাতিমেস্যাতি । ২৫ । ইত্যাক্ষো নারদেদৈব
জৈগীষব্যঃ সমাগতঃ । তেনাপি কথিতঃ সৰ্বং
সত্যমুক্তমেনৈবৈ । ২৬ । নারদেন গণাধ্যক্ষ
কৌর্তিস্তে ভবিতাক্ষয়া । কণ্ঠপেন মুকণ্ঠেন কথেন
জমদগ্নিনা । ২৭ । অত্রিণা ভৃগুণা দেবি লোমশেন
শুরধিণা । প্রোক্তো ঘণ্টো গতঃ শীঘ্রং মহাকালবনং
শুভম্ । ২৮ । যত্র ঘণ্টানিনাদেন সুধ্যতো মম
সংযুগে । পাপক্ষয়করং দেবি সমুত্তং লিঙ্গমুক্তমম্ ।
দৃষ্টং তত্র গণেনৈব লিঙ্গং তেজোময়ং শুভম্ । ২৯ ।
দর্শনাত্তত্ত্ব লিঙ্গস্ত ভূয়ো ঘণ্টো গণোহভবৎ ।
লক্ষ্ম্যা কান্ত্যা সমায়ুক্তঃ সহস্রকিরণাকৃতিঃ । ৩০ ।
ঘণ্টোহভিনন্দিতোহত্যর্থঃ বিমানৈঃ সার্বকামিকৈঃ ।
মম পার্শ্বং সমায়াতো মমাতীব প্রিয়োহভবৎ । ৩১ ।
যে পশুস্তি বিশালাক্ষি দেবং ঘণ্টেশ্বরং শিবম্ ।
তে ঘণ্টাভিনাদিতাস্ত বিমানৈঃ সার্বকামিকৈঃ । ৩২ ।
যাস্তস্তি সূচিরং কালং মম লোকং সনাতনম্ ।
ঘণ্টেশ্বরং পরং লিঙ্গং নাথ্যেয়ং যন্ত কণ্ঠাচৎ । ৩৩ ।
ব্যাধিতো যদি বা দীনো দুঃখিতো বা ভবেন্নরঃ ।
যঃ পশুতি প্রসঙ্গেন দেবং ঘণ্টেশ্বরং প্রিয়ে ।

খ্যাতি লাভ করিবেন । মর্গ্য এই কথা বলিতে-
ছেন, ইতিমধ্যে ঐ স্থানে জৈগীষব্য আগমন করি-
লেন । তিনি উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—দেবর্ষি নারদ
যাহা বলিলেন,—সমস্তই সত্য । হে গণাধ্যক্ষ !
দেবর্ষি নারদের আদেশ পালন করিলে তোমার
কৌর্তি লাভ হইবে । হে দেবি ! কণ্ঠপ, মুকণ্ঠ,
কথ, জমদগ্নি, অত্রি, লোমশ ও ভৃগু, ইহারা
সকলেই ঘণ্টাকে মহাকালবনে গমন করিতে বলিলে
সে মহাকালবনে গমন করিল । হে দেবি ! আমি
যেখানে ঘণ্টানিনাদ করিতে করিতে মুক্ত করিতে
ছিলাম, সেই স্থানে পাপক্ষয়-কর এক লিঙ্গ
প্রার্ভূত হইলেন । ঘণ্টা ঐ তেজোময় লিঙ্গ দর্শন
করিল, এবং দর্শনমাত্রে সে পুনরায় গণমধ্যে
গণ্য হইল । সে অতিশয় । কান্তি-সম্পন্ন, সহস্র-
কিরণাকৃতি, ও অত্যন্ত অভিনন্দিত হইয়া সার্ব-
কামিক বিমানে আরোহণপূর্বক আমার নিকট
আগমন করত অতীব প্রিয় হইল । যাহারা
ঘণ্টেশ্বর শিব দর্শন করে, তাহারা ঘণ্টাবাদ্যযুক্ত
সার্বকামিক বিমানে আরোহণপূর্বক সূচিরকালের
জন্ত সনাতন মর্দীয় লোকে গমন করিয়া থাকে ।
এই ঘণ্টেশ্বর লিঙ্গের বিষয় যে কোন ব্যক্তিকে
বলা উচিত নয় । ব্যাধিত, দীন, ও দুঃখিত

দৌষ্টকাঞ্চনবর্ণাভৈর্মিমানেঃ সার্বকামিকৈঃ । ৩৪
গন্ধর্বাঙ্গরসাং মধ্যে স্বর্গে মোদতি মানবঃ ।
ঐষিতাঙ্গভতে কামান্ বীণাবেণুবিনোদিতঃ । ৩৫ ।
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ সর্বৈশ্বর্য্যসমবিতঃ । হিরণ্য-
ধাত্তসম্পূর্ণে সমুদ্রে জায়তে কুলে । রাজা বা
রাজতুল্যো বা জম্বুদ্বীপপতির্ভবেৎ । ৩৬ । যঃ
পূজয়তি দেবেশং শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ । স যাতি
পরমং স্থানমপুনর্ভবকারণম্ । ৩৭ । এষ তে
কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । ঘণ্টেশ্বরস্ত
দেবস্ত প্রয়াগেশমথো শৃণু । ৩৮ ।

ইতি ঐশ্বান্দে ঘণ্টেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ । ৫৭ ।

অষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঐশ্বর উবাচ । প্রয়াগেশ্বরসংস্কৃতং তু সর্বকামকরং
পরম্ । অষ্টাধিকং বিজানৌহি পঞ্চাশত্তমমৌশ্বরম্ ॥
১ ॥ আদৌ প্রথমকল্পে তু মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ পুরা ।
তস্ত প্রিয়ব্রতঃ পুত্রো যজ্ঞা পরমধার্মিকঃ ॥ ২ ॥ স

ব্যক্তি যদি প্রসঙ্গাধীনও এই লিঙ্গ দর্শন করে,
তাহা হইলে সে দৌষ্ট কাঞ্চনময় সার্বকামিক বিমানে
আরোহণ করিয়া স্বর্গগমনপূর্বক গন্ধর্ব ও অপ্সরো-
গণের সহিত আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে
এবং বীণাবেণুবিনোদিত হইয়া অভিলষিত সকল
লাভ করে । পরে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে
সর্বৈশ্বর্য্য-সমবিত হইয়া হিরণ্য-ধাত্ত-সম্পূর্ণ সমুদ্র
কূলে জন্মগ্রহণপূর্বক রাজা বা রাজতুল্য হইয়া
জম্বুদ্বীপে আধিপত্য করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি
পরম শ্রদ্ধাসহকারে ঘণ্টেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে,
সে পুনরাবৃতি-রহিত পরম ধামে গমন করিয়া
থাকে । হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট
ঘণ্টেশ্বরের পাপনাশন প্রভাব কীর্দন করিলাম,
অতঃপর প্রয়াগেশ লিঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ
কর । ২-—৩৮ ।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৭ ।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঐশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! প্রয়াগেশ্বর লিঙ্গকে
অষ্টপঞ্চাশত্তম বলিয়া জানিবে, এই লিঙ্গ সর্ব
অভিলষিত-দায়ক । পূর্বে প্রথম কল্পে স্বায়ম্ভুব
মন ছিলেন । তাহার পুত্র প্রিয়ব্রত ; ইনি পরম

চেষ্টা বহুভির্ঘৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ । সপ্তদ্বীপে
সম্প্রাপ্য ভরতাধীন স্মৃতান্ প্রিয়ে ॥৩॥ স্বয়ং বিশালাং
বদরীং গহ্বা তেপে মহতপঃ । কালেন বহুনা তত্র
নারদঃ সমুপস্থিতঃ ॥ ৪ ॥ পূজিতো বিষ্টেয়ার্গোণ
রাজ্ঞা প্রিয়ব্রতেন চ । স পৃষ্টে পূজয়িত্বা তু
কিমাশ্চর্য্যং বদস্ব মে ॥ ৫ ॥ ইত্যুক্তঃ কথয়ামাস
নারদো মুনিসত্তমঃ । শ্বেতদ্বীপে ময়া রাজন্ কণ্ঠা
দৃষ্টা সরোবরে ॥ ৬ ॥ সা চ পৃষ্টা বিশালাক্ষৌ
কস্মাদ্বসসি নির্জনে । কাসি ভদ্রে কথং বাসি কিং
বা কার্য্যমিহ জ্ঞয়া ॥ ৭ ॥ কর্তব্যং চাকুসর্ষাক্ষি
তন্মমাচক্ষু শোভনে । এবমুক্তা ময়া সা হি মাং
দৃষ্টা মীলিতেক্ষণম্ ॥ ৮ ॥ স্মৃৎ তু কৌংস্থিতা যাবতাবন্মে
জ্ঞানমুত্তমম্ । বিস্মৃতাঃ সর্ববেদাশ্চ সর্বশাস্ত্রাণি দৈব
হি ॥ ৯ ॥ ততোহহং বিস্ময়াবিষ্টেষ্টিষ্ঠামোহসমদ্বিতঃ ।
ভামেব শরণং গহ্বা যাবৎপশ্যামি পার্গিব ॥ ১০ ॥
তাবদ্বিব্যঃ পুমাংস্তস্যঃ শরীরে সমদৃশ্যত । তস্মাপি

ধর্ম্মিক ও যজনশীল ছিলেন । তিনি প্রচুর
দক্ষিণাদি দ্বারা বহু যজ্ঞ যজন করত সপ্তদ্বীপে
ভরতাধি স্বীয় পুত্রগণকে সংস্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং
বিশালা-স্থিত বদরীক্ষেত্রে গমন করিয়া মহতী
তপস্শা আচরণ করিতে লাগিলেন । তিনি এই-
রূপ তপস্শা করিতে থাকলে একদা ঐ স্থানে নারদ
মুনি আগমন করিলেন । তিনি ঐ স্থানে উপস্থিত
হইলে রাজা প্রিয়ব্রত আসনাদি প্রদানে তাঁহাকে
যথাবিধি সংকৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে
মুনে! আপনি কি আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছেন,
তাহা বলুন? রাজা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে
দেবর্ষি নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! আমি শ্বেত-
দ্বীপে সরোবরে এক কণ্ঠা দর্শন করিয়াছিলাম ।
আমি ঐ কণ্ঠাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—অয়ি
বিশালাক্ষি! তুমি কি জন্ম নির্জনে বসিয়া
রহিয়াছ? তুমি কে? কি জন্ম এখানে অবস্থিত?
তুমি কি করিতে ইচ্ছা কর এবং তোমার কর্তব্যই
বা কি? এই সকল তুমি আমাকে প্রকাশ করিয়া
বল । আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে কামিনী
নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া আমাকে দর্শন করিল
এবং কি যেন স্মরণ করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া
রহিল । কামিনী মৌনাবলম্বন করিলে আমি
সর্ব বেদ ও সর্ব শাস্ত্র বিস্মৃত হইলাম । এরূপ
হওয়ায় আমি বিস্ময়াবিষ্ট, চিন্তিত ও বিমুগ্ধ হইয়া
ঐ কণ্ঠার শরণ গ্রহণপূর্ব্বক যেমন তাহার দিকে

পুংসো হৃদয়ে দ্বিতীয়স্তস্মা চোরসি । তস্মাপি হৃদয়ে
চান্তৃতীয়স্ত বাবস্থিতঃ ॥ ১১ ॥ ততঃ পৃষ্টা ময়া
দেবি সা কুমারী কথঞ্চন । বেদা নষ্টা মমাশেষা
ভদ্রে কিং ত্রিহি কারণম্ ॥ ১২ ॥ কণ্ঠোবাচ ।
মাতাহং সর্বদেবানাং সাবিত্রী নাম নামতঃ । মাং ন
জানাসি যেন হুমতো বেদা হৃতাস্তব ॥ ১৩ ॥ এব-
মুক্তে ময়া পৃষ্টা বিস্ময়েন মহীপতে । বেদানাং ত্বং
তু মাতা বৈ কথয়স্ব মমানঘে ॥ ১৪ ॥ তদীয়হৃদয়ে
দেবি ক এতে পুরুষাস্তয়ঃ ॥ ১৫ ॥ কণ্ঠোবাচ । য
এষ মচ্ছরীরস্থঃ শুভাঙ্গশ্চাক্রশোভনঃ । এষ ঋগ্বেদ-
নামা তু যজুর্বেদৌ দ্বিতীয়কঃ ॥ ১৬ ॥ সামবেদস্তৃতী-
য়স্ত ত্রয়ো বেদা ময়ি স্থিতাঃ । ত্রয়োহয়স্বয়ম্যো দেবা
মচ্ছরীরে স্থিতা দ্বিজ ॥ ১৭ ॥ ইত্যুক্তা সা তদা কণ্ঠা
পশ্যতো মম ভূপতে । অন্তর্দানং গতা সদ্যস্ততো-
হহং বিস্মিতোহভবম্ ॥ ১৮ ॥ কিং করোমি ক
গচ্ছামি শরণং যামি কং শ্রভূম্ । কথমাবির্ভবিষ্যস্তি
বেদাঃ শাস্ত্রাণি সাম্প্রতম্ ॥ ১৯ ॥ কামিকস্তোর্থরাজস্ত
প্রথাগঃ শ্রমতে শ্রতো । অহং তত্র গামিষ্যামি জ্ঞানং

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, অমনি তাহার শরীরে এক
পুরুষ লক্ষিত হইল । ঐ লক্ষিত পুরুষের বক্ষঃ-
স্থলে আর একটি পুরুষ আবার তাহারও বক্ষঃ-
স্থলে আর একটি পুরুষ রহিয়াছে, দেখিলাম ১১-১১।
অনন্তর আমি ঐ কণ্ঠাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে
ভদ্রে! অধীত বেদ আমার স্মৃতিপথাভীত হইল
কেন? ইহার কারণ কি, তাহা তুমি বল? আমি
এই কথা বলিলে কণ্ঠা বলিল,—আমি বেদ-মাতা
সাবিত্রী । তুমি আমাকে জাননা বলিয়া বেদ
সকল তোমায় পরিত্যাগ করিয়াছে । হে নৃপ!
কণ্ঠা এই কথা বলিলে আমি তাঁহাকে বলি-
লাম,—হে কণ্ঠে! তুমি বেদমাতা, অতএব তুমি
বল, তোমার হৃদয়ে যে পুরুষত্রয় দৃষ্ট হইতেছে,
উহার কে? কণ্ঠা বলিল,—এই যে আমার
শরীরে যিনি অবস্থান করিতেছেন, ইনি ঋগ্বেদ,
দ্বিতীয় যজুর্বেদ, আর তৃতীয় সামবেদ, এই বেদত্রয়
আমাতে অবস্থিত । হে বিপ্র! আমার শরীরে
তিনটি অগ্নি ও তিন বেদ বিদ্যমান । হে ভূপতে!
এই বলিয়া ঐ কণ্ঠা, আমার সমক্ষেই অন্ত-
র্দান করিল । আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম;
ভাবিলাম, কি করি, কোথায় যাই, কাহার শরণ
লভি! বেদ এবং শাস্ত্র সকলই বা কি প্রকারে
আমার আবির্ভূত হইবে; ক্ষতিতে কনিয়াছি প্রথাগ

সম্যগ্ভবিস্যতি ॥ ২০ ॥ নষ্টবেদেন রৈভ্যেণ প্রাপ্তা
সিকিরমুত্তমা । সাবিত্রী ঋগতে তত্র অক্ষযাবট-
সন্নিধৌ ॥ ২১ ॥ এবং মনসি সন্ধায় গতৌহং
নৃপসত্তম । প্রয়াগঃ কামিকঃ তীর্থঃ সর্বদেবনম-
স্কৃতম্ ॥ ২২ ॥ তপস্তীর্থং ময়া তত্র তপ্তং
পরমভুঞ্জয়ম্ । অথাজগাম রাজেন্দ্র প্রয়াগো
মূর্তিমান্ স্বয়ম্ ॥ ২৩ ॥ উক্তৌহং প্রণয়াস্তুেন ন
মাং তাপয় নারদ । ব্রহ্মপুত্র প্রয়াগৌহং ভীষিত-
স্তপসা তব ॥ ২৪ ॥ ভবতঃ পার্শ্বমায়াতঃ প্রণয়েন
তপোধন । ধন্তৌহসি সর্বথা ব্রহ্মঃস্তপসা চ বিশে-
ষতঃ ॥ ২৫ ॥ ময়া সার্কং ত্বয়া ব্রহ্মন্ গতিঃ কার্ণা-
হবিকল্পতঃ । মহাকালবনে রমো তত্র তে জ্ঞান-
মুত্তমম্ । ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মম কীর্তিচ্চ
সুস্থিরা ॥ ২৬ ॥ এবং হি ক্রবতস্তস্মৈ প্রয়াগস্ত নৃপে-
ত্তম । প্রাহুর্ভূব সহসা পীতবাসা জনার্দনঃ ॥ ২৭ ॥
শঙ্খচক্রগদাপাণির্গকুড়স্তো বিয়দাতঃ । উবাচ
মেঘগম্ভীরঃ বাক্যং স পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৮ ॥ এহি
নারদ গচ্ছামঃ প্রয়াগো যত্র যাস্ততি । কৃক্সু বচনং

তীর্থ অভিলষিতপ্রদ । অতএব ঐখানেই গমন
করি, জ্ঞানলাভ হইবে । নষ্টবেদ রৈভ্য ঐ স্থানে
বেদ সকল পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । শুনা যায়
প্রয়াগে অক্ষয় বটসান্নিধানে সাবিত্রী আছেন ।
হে নৃপ ! আমি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া
সর্বদেবনমস্কৃত কামদায়ক তীর্থ প্রয়াগে গমন
করিলাম । ঐ স্থানে গমন করিয়া আমি ভুঞ্জয়
তীর্থ তপস্তা করিতে লাগিলাম । প্রয়াগতীর্থ সপ্ৰ-
ণয়ে আমায় বলিল,—হে নারদ ! আপনি আমাকে
তাপিত করিবেন না । আমি ব্রহ্মপুত্র প্রয়াগ,
তোমার তপস্তায় ভীত হইতেছি । আমি প্রণয়
বশতই তোমার নিকট আসিয়াছি । হে ব্রহ্ম ।
আপনি তপস্তা দ্বারা সর্বদা ধন্ত হইয়া আছেন ।
আপনি বিকল্পরহিত হইয়া আমার সহিত কাব্য
করুন । মহাকালবনে চলুন, ঐ স্থানে গমন করিলে
উত্তম জ্ঞান ও কীর্তি সুস্থির হইবে । প্রয়াগ আমায়
এই সকল কথা বলিতে থাকিলে ঐ সময় সহসা পীত-
বাসা জনার্দন ঐ স্থানে প্রাহুর্ভূত হইলেন ।
তিনি শঙ্খ-চক্র-গদাধারণপূর্বক গকুড়ারোহণে
আকাশ-পথে উথিত হইয়া মেঘ-গম্ভীর বাক্যে
আমায় বলিলেন,—হে নারদ ! এস, প্রয়াগ যেখানে
যাইবে, আমরাও সেই স্থানে গমন করি ।
ঐকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া আমি বলিলাম, হে

ঋষা ময়া প্রোক্তো জনার্দনঃ ॥ ২৯ ॥ জ্ঞানং মে
দেহি দেবেশ কথং যস্ম্যমি তদ্বনম্ । মহাকালঃ
জগন্নাথ ঋতজ্ঞানবিবর্জিতঃ ॥ ৩০ ॥ ইত্যুক্তঃ
শ্রীধরেনাং মহাকালবনং নৃপ । আনীতস্তৎ-
ক্ষণাচ্ছৌভঃ প্রয়াগসহিতস্তদা ॥ ৩১ ॥ ঘণ্টেশ্বরস্ত
পূর্বে তু নবনদ্যাং দক্ষিণে । তত্র লিঙ্গমনাদিস্ত
জ্যোতীরূপং সনাতনম্ ॥ ৩২ ॥ প্রয়াগঃ পূজ্যমাস
পশ্চতো মম ভূপতে । লিঙ্গেনোক্তং প্রসন্নেন
কিমর্থং ভূমিহাগতঃ ॥ ৩৩ ॥ প্রয়াগ প্রযতো ভূষা
প্রসন্নৌহং সদা তব । দর্শনঞ্চ মদীয়স্ত বিকলং
ন ভবিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥ ইত্যুক্তস্তেন লিঙ্গেন মদর্থং
প্রার্থিতস্তদা । জ্ঞানং দেহি দ্বিজায়াম্মৈ নার-
দায় মহাত্মনে ॥ ৩৫ ॥ নষ্টা বেদাশ্চ শাস্ত্রাণি
সাবিত্র্যা দর্শনাৎ প্রভো ॥ ৩৬ ॥ ততো লিঙ্গাৎ
সমুত্তসৌ ব্রহ্মা বেদৈর্দর্শিতস্তদা । ষড়ঙ্গৈঃ সরহষ্টৈশ্চ
পুরাণৈঃ সহিতস্তদা ॥ ৩৭ ॥ ইত্যুক্তৌহং তদা
দেব্যা সাবিত্র্যা নৃপসত্তম । লিঙ্গস্তাস্ত প্রভাবেণ
প্রয়াগাভার্গিতস্ত বৈ ॥ ৩৮ ॥ প্রতিভাস্তি তে
বেদা ধর্মশাস্ত্রাণি নারদ । ইত্যুক্তে বচনে ভূয়ঃ

দেবেশ ! আপনি আমায় ঋতজ্ঞান প্রদান করুন ;
নচেৎ কিরূপে তথায় যাইব ? হে নৃপ ! আমি এই
কথা বলিলে শ্রীধর তৎক্ষণাৎ প্রয়াগকে ও আমাকে
মহাকালবনে আনয়ন করিলেন । আমরা দেখি-
লাম,—ঐ স্থানে ঘণ্টেশ্বরের পূর্বদিগুভাগে ও নব
নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে জ্যোতীরূপ এক সনাতন লিঙ্গ
বিদ্যমান রহিয়াছেন । ১২—৩১ আমাদের সাক্ষাতে
প্রয়াগ ঐ লিঙ্গের পূজা করলেন । লিঙ্গ প্রয়াগকর্তৃক
পূজিত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—কিজন এখানে
আগমন করিয়াছে ? হে প্রয়াগ ! তোমার প্রতি
প্রসন্ন হইয়াছি ; আমার দর্শন বিকল হইবার নহে ।
লিঙ্গ এই কথা বলিলে প্রয়াগ আমার নিমিত্ত প্রার্থনা
করিলেন যে হে দেব ! আপনি বিপ্রবর নারদকে
জ্ঞান প্রদান করুন । হে প্রভো ! সাবিত্রীদর্শন
জন্ত ইনি সর্ব শাস্ত্র ও বেদ বিস্মৃত হইয়াছেন ।
এই কথা বলিবামাত্র লিঙ্গমধ্য হইতে পুরাণের
সহিত ষড়ঙ্গ সরহষ্ট বেদ-পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মা প্রাহ-
র্ভূত হইলেন । হে নৃপসত্তম ! সাবিত্রী দেবীও
আমার পূর্বে বলিয়াছিলেন,—হে নারদ ! প্রয়াগাভা-
র্থিত লিঙ্গের প্রভাবে বেদ ও ধর্ম শাস্ত্র সকল
তোমার প্রতিভাত হইবে । ইহাদের বাক্যে
পুনরায় বেদ ও ধর্মশাস্ত্র আমি প্রাপ্ত হইলাম

প্রাপ্তা বেদা ময়া নৃপ ॥ ৩৯ ॥ জ্ঞানং যজ্ঞসহিতং
শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ । লক্ষ্যজ্ঞানেন রাজৈস্ত্র ময়া
প্রোক্তং বচস্তদা ॥ ৪০ ॥ প্রয়াগেশ্বরার্চিতো দেবো
মম জ্ঞানস্ত কারণাৎ । প্রয়াগেশ্বরসংজ্ঞস্ত খ্যাতিং
লোকেষু যাস্ততি ॥ ৪১ ॥ তদাপ্রভৃতি তল্লিঙ্গং
তীর্থকোটিশতৈর্বৃতম্ । স্বর্গাপবর্গকলদং তত্র ত্বং
গন্তুমর্হসি ॥ ৪২ ॥ কিমেননাশমেধেন ইষ্টেন নৃপ-
সন্তম । অশ্বমেধশতকলং জায়তে তস্ত দর্শনাৎ ।
তপসা কিং স্নাতপ্তেন কায়ক্লেশকরণে তু ।
বাহ্নিতং লভতে সদ্যঃ প্রয়াগেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৪৪ ॥
ঈশ্বর উবাচ । নারদস্ত বচঃ শ্রুত্বা স্বায়ম্ভুবমুতো
নৃপঃ । প্রিয়ব্রতো মহাদেবি মহাকালবনং গতঃ ॥
৪৫ ॥ দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং নবনদ্যাস্ত দক্ষিণে ।
দর্শনাত্তস্ত লিঙ্গস্ত মৎসমীপং সমাগতঃ ॥ ৪৬ ॥
ময়া সম্মানিতো দেবি গণানামধিপঃ কৃতঃ । যে
পশুস্তি নরা ভক্ত্যা প্রয়াগেশ্বরমশ্বরম্ । তে
ধন্যামানুষ্যে লোকে ক্রিশাস্ত্র্যন্তে নিরর্থকাঃ ॥ ৪৭ ॥
যা গতির্যোগযুক্তস্ত সর্বহস্ত মনোবিণঃ । সা
গতির্জায়তে সম্যকপ্রয়াগেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৪৮ ॥

এবং লিঙ্গকে বলিলাম,—হে দেব! প্রয়াগ
আমার জন্ত আপনার অর্চনা করিয়াছেন;
অতএব আপনি প্রয়াগেশ্বর নামে জগতে খ্যাতি
লাভ করিবেন। হে নৃপ! ঐ সময় হইতে
লিঙ্গ শতকোটিতীর্থপরিবৃত ও স্বর্গাপবর্গকলদ
হইয়াছেন। তুমি ঐ স্থানে গমন কর। অশ্বমেধ
যজ্ঞ করিবার প্রয়োজন কি? ঐ লিঙ্গের দর্শন
মাত্রে অশ্বমেধকল লাভ হইয়া থাকে। দুঃখ-
দায়ক তপ ও ক্লেশকর কার্যা করিবার আবশ্যক
নাই, কারণ প্রয়াগেশ্বর দর্শন করিলে বাহ্নিত
কল লাভ হইয়া থাকে। ঈশ্বর বলিলেন,—হে
দেবি! দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বায়ম্ভুর
স্নাত নৃপ প্রিয়ব্রত মহাকালবনে গমন করিলেন।
ঐ স্থানে গমন করিয়া নবনদীর দক্ষিণে লিঙ্গ দর্শন
করিলেন। তিনি লিঙ্গ দর্শন করিয়া মৎ-
সরিধানে আগমন করিলেন। হে দেবি! আমি
তঁাহাকে সম্মানিত করিয়া গণনায়ক করিলাম।
যাহারা ভক্তিপূর্বক প্রয়াগেশ্বর দেবকে দর্শন করে,
তাহারা এই নরলোকে ধন্য; অপর সকল মানুষাই
নিরর্থক ক্লেশ উপভোগ করে। যোগযুক্ত সর্বহ
মনোবীদিগের যে গতি, প্রয়াগেশ্বর দর্শন করিলেও
সেই গতি লাভ হইয়া থাকে। যে সকল মানব

মাঘমাসে সমেষ্যস্তি প্রয়াগেশ্বরদর্শনম্ । কর্তুং যে
মানুষ্যাস্তেষামশ্বমেধঃ পদেপদে ॥ ৪৯ ॥ এষ তে
কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । প্রয়াগেশ্বর-
দেবস্ত শৃণু সিদ্ধেশ্বরং পরম ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে প্রয়াগেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট-
পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ । একোনষষ্টিকং বিদ্ধি দেবঃ
সিদ্ধেশ্বরং প্রিয়ে । যস্ত দর্শনমাত্রেন সিদ্ধিঃ পুংসাং
প্রজায়তে ॥ ১ ॥ আসীদশশিরা নাম রাজা পরম-
ধার্মিকঃ । সোহশ্বমেধেন যজ্ঞেন দৃষ্টো সবহ্নদাক্ষ-
ণম্ ॥ ২ ॥ স্নাতচাবভূথে হৃষ্টো ব্রাহ্মণৈঃ পরি-
বারিতঃ । যাবদাস্তে স রাজর্ষিস্তাবৎ সিদ্ধোহতি-
দৌপ্তিমান্ ॥ ৩ ॥ নানৌষধিপ্রভাবজ্ঞো মন্ত্রতন্ত্র-
বিশারদঃ । আযযৌ কপিলঃ শ্রীমান্ জৈগীষব্যশ্চ
সিদ্ধরাট্ ॥ ৪ ॥ তয়োশ্বরিতমুখ্যায় স রাজাত্যাগত-
ক্রিয়াম্ । চকার পরয়া যুক্তো মুদা বৈ পৃথিবী-
পতিঃ ॥ ৫ ॥ তাবর্চিতাবাসনস্থো কমানীলো

মাঘমাসে প্রয়াগেশ্বর দর্শন করিতে গমন করে,
তাহারা পদে পদে অশ্বমেধকল লাভ করিয়া থাকে।
হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট প্রয়াগেশ্বর
দেবের পাপনাশন প্রভাব কীর্তন করিলাম; অধুনা
সিদ্ধেশ্বর-লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৩৩—৫০।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৮।

উনষষ্টিতম অধ্যায় ।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! যাহার দর্শন
মাত্রে মানবের সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, সেই
একোনষষ্টিতম লিঙ্গকে সিদ্ধেশ্বর বলিয়া জানিবে।
অশ্বশিরা নামে এক পরমধার্মিক রাজা ছিলেন।
তিনি বহ্নদাক্ষণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া অবভূত-
স্নানান্তে ব্রাহ্মণগণপরিবৃত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে
অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় অতিদৌপ্তিমান
নানা ওষধিগুণজ মন্ত্রতন্ত্র-বিশারদ সিদ্ধ কপিল ও
সিদ্ধরাজ শ্রীমান্ জৈগীষব্য ঐ স্থানে আগমন
করিলেন। তঁাহারা উপস্থিত হইবামাত্র রাজা
গাজোত্থানপূর্বক পরম হর্ষ সহকারে তঁাহাদের বিধি-

উচিত্তো। মহোজসো মহাভাগো মুমুক্শুনি-
পুঙ্গবো। ৬। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নো ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণো।
অনেকশৃষ্টিসংহারস্থিতিকার্য্যপরায়ণো। ৭। উদয়া-
দিত্যসঙ্কশো বিভাবসুসমহাতা। তেজোরশি-
সমাযুক্তো হ্রির্নীরঞ্জনো পৃথগ্জনেঃ। ৮। বিনয়ে-
নোপসঙ্গম্য প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ। স রাজা
প্রাজ্ঞনির্ভূহা প্রশ্রমেনমপৃচ্ছত। ৯। অশ্বশিরা
উবাচ। ঋতং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠো নাত্যো দেবো
জনর্দ্দনাৎ। ধ্যাতোহথ পুজিতো নৃণাং মুক্তিদো
ভববন্ধনাৎ। ১০। সংস্মৃতো তু হ্রীকেশ
নরগণাং কোটিজন্মজন্ম। অশুভং ক্রয়মাপ্নোতি
কথং ন প্রণমেজরিন্। ১১। সমারাধ্য জগন্নাথঃ
শক্রাদ্যাহ্নিদিবোকসঃ। বসন্তি মুদিতাঃ স্বর্গে
দিব্যাহ্ন্যতিসমধিতাঃ। ১২। জন্মমৃত্যুজরারোগৈ-
র্দুঃখানি বিবিধানি চ। প্রয়াশ্চি বিলয়ং সদ্যঃ প্রসন্নৈ
গুরুধ্বজে। ১৩। ইতি পৃষ্টব্দদা তেন প্রার্থিতেন
যশস্বিনা। উচ্যন্তং নৃপং সিদ্ধৌ সিদ্ধিবিজ্ঞান-
কোবিদৌ। ১৪। ক এষ প্রোচ্যতে রাজঃস্বয়া
নারায়ণোহধুনা। আবাং নারায়ণৌ ধৌ তু স্ব-
-

বৎ সংকার করিলেন। এই মুনিদ্বয় ক্ষমাশীল,
উচিৎ, তেজস্বী, মহাভাগ, মুমুক্শু শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্, বিনয়ী,
ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, শৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতে সমর্থ,
উদয়াচলসঙ্কশ, আদিত্যহ্নি, তেজোরশিপুঙ্গু,
ও প্রাকৃতজনের হৃৎপ্রেক্ষা। ইহারা আচিত্ত হইয়া
অাসন পরিগ্রহ করিলে রাজা বিনীতভাবে নিকটে
যাইয়া প্রণিপাতপুষ্পক কুতাজলিপুটে এই প্রশ্ন করি-
লেন যে, হে মুনিশ্রেষ্ঠদ্বয়! আমি শুনিয়াছি যে,
জনর্দ্দন ব্যতিরেকে অন্য কোন দেবতাই ধ্যাত বা
পুজিত হইয়া মানবগণকে ভববন্ধন হইতে মুক্তি
প্রদান করিতে সক্ষম নহেন। হ্রীকেশ সংস্মৃত
হইবামাত্র নরগণের কোটিজন্মজিত অশুভ
ক্রয় পাইয়া থাকে; অতএব কি জন্ত লোকে
হরিকে প্রণাম না করবে? ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ
জগন্নাথের আরাধনা করত দিব্যাহ্ন্যতিসমধিত
হইয়া মুদিতমনে স্বর্গে বাস করিতেছেন।
তিনি প্রসন্ন হইলে জনগণের জন্ম-মৃত্যু-জরা
রোগ জনিত বিবিধ দুঃখবিলয় প্রাপ্ত হয়। রাজা
কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সিদ্ধিবিজ্ঞানকোটিদ
সিদ্ধ মুনিদ্বয় নৃপতিকে বলিতে লাগিলেন,—
হে রাজন্! আপনি অধুনা কাহাকে নারায়ণ
বলিতেছেন? আমরাইত দুইজনে নারায়ণ, আপ-

প্রত্যক্ষং গতো নৃপ। ১৫। অশ্বশিরা উবাচ।
ভবন্তৌ ব্রাহ্মণৌ সিদ্ধৌ তপসা দধ্বকিঞ্চিদৌ। যুবাং
নারায়ণৌ কস্মাদিতি বাক্যমুবাচ সঃ। ১৬। শঙ্খ-
চক্রগদাপাণিঃ পীতবাসা জনর্দ্দনঃ। গুরুভৃশো
হ্রীকেশঃ কন্তশ্চ সদৃশো ভূবি। ১৭। তশ্চ রাজো
বচঃ শ্রুত্বা সংসিকৌ যোগকোবিদৌ। দর্শয়ামাসতু-
স্তৌ হি কুত্বা নারায়ণং বপুঃ। ১৮। কপিলো
মন্ত্রমাগ্ন্যাং স্বয়ং বিষ্ণুর্ভূব হ। শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ
পীতবাসাশ্চ তৎক্ষণাৎ। ১৯। জৈগীষব্যশ্চ গুরুভৃ-
শ্চ তৎক্ষণাৎ সমজায়ত। ততঃ সমভবত্তত্র রাজবেশ্মনি
কৌতুকন্। ২০। দৃষ্ট্বা নারায়ণং দেবং গুরুভৃশ্চ
সনাতনম্। আশ্চর্য্যং তাদৃশং দৃষ্ট্বা স রাজা
বিস্ময়াযিতঃ। উবাচ কস্ম্যতাং সিদ্ধৌ নাযং বিষ্ণুরথৈ-
দৃশঃ। ২১। তশ্চ ব্রহ্মা সমুৎপন্নো নাভিপঙ্কজ-
মধ্যতঃ। তস্মাত্তু ব্রাহ্মণৌ ক্রুদঃ স বিষ্ণুঃ
পরমেশ্বরঃ। ২২। ইতি রাজো বচঃ শ্রুত্বা তদা
তৌ সিদ্ধসত্তমৌ। চক্রভূঃ পরমাং মায়াং যোগা-
চার্য্যৌ স্মৃত্বাশ্রিকৌ। ২৩। কপিলঃ পদ্মনাভশ্চ
পদ্মমধ্যে প্রজাপতিঃ। বভূব স্বয়মেবাত্ত সহসা

নার গোচরীভূত হইয়াছি। ১—১৫। অশ্বশিরা বলি-
লেন,—আপনারা ত সিদ্ধ ব্রাহ্মণ, তপঃপ্রভাবে বিগত-
পাপ হইয়াছেন; নারায়ণ হইবেন কি প্রকারে?
জনর্দ্দন ত শঙ্খ-চক্র-গদাপাণি, পীতবাসা, গুরুভৃশ
এবং হ্রীকেশ; তাঁহার সদৃশ জগতে কে আছে?
রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সিদ্ধ যোগ-কোবিদ
মুনিদ্বয় তাঁহাকে নারায়ণবপু দর্শন করাইলেন।
ভগবান্ কপিল মন্ত্রমাগ্ন্যাং স্বয়ং শঙ্খ-চক্র-গদাপাণি
পীতবাসা বিষ্ণু হইলেন আর জৈগীষব্য গুরুভৃ
হইলেন। তখন রাজবাটীতে এক মহান্ কৌতুক
উপস্থিত হইল। রাজা মুনিদ্বয়কে গুরুভৃশ-নাভন
নারায়ণ হইতে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং
বলিলেন,—হে সিদ্ধদ্বয়! কস্মা করুন, দেখুন,
বিষ্ণু ত একরূপ নহেন; তাঁহার নাভিকমল হইতে
ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইয়াছেন, আর ঐ ব্রহ্মা হইতে
ক্রুদ হইয়াছেন, অতএব ব্রহ্মা ও ক্রুদ, এতদুভয়ের
জনক যিনি, তিনিই পরমেশ্বর বিষ্ণু। রাজার এবম্বিধ
বাক্য শ্রবণ করিয়া সিদ্ধসত্তম মন্ত্রজ্ঞ যোগাচার্য্য
মুনিদ্বয় রাজার বাক্যানুযায়ী রূপ ধারণ করিলেন।
মহামুনি ভগবান্ কপিল সহসা যোগপ্রভাবে পদ্মনাভ
ও পদ্মমধ্যস্থ প্রজাপতি হইলেন; আর জৈগী-

যোগতত্ত্বদা ॥ ২৪ ॥ জৈগীষব্যোহথ ক্রদ্র তৈশ্চ-
বাক্ষে ব্যবস্থিতঃ । দদর্শ মহদাশ্চর্য্যং স রাজা
যোগমোহিতঃ ॥ ২৫ ॥ কোতুকাৎপ্রভ্রাবাচেদং ভীতঃ
কম্পিতকঙ্করঃ । নেথং ভবতি বিশেষো মায়েষা
যোগিনাং তদা । সর্ব্বরূপী হরিঃ শ্রীমান্ সর্ব্বগঃ
সর্ব্বদঃ স্মৃতঃ ॥ ২৬ ॥ ততো বাক্যাবসানে তু তস্মৈ
রাজ্যশ্চ সংসদি । মশকা মৎকুণা যুকা ভ্রমরাঃ
পক্ষিণো মৃগাঃ ॥ ২৭ ॥ অথ গাবো হয়াঃ সিংহা
ব্যাস্তা গোমহিষাস্তথা । অন্তেহপি পশনঃ কীটা
গ্রাম্যায়ণ্যাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২৮ ॥ দৃষ্টান্তে রাজভবনে
কোটিশঃ পর্ব্বতাংগজৈঃ । তং দৃষ্ট্বা ভূতসজ্জাতং রাজা
বিস্মিতমানসঃ ॥ ২৯ ॥ যাবচ্চিস্তয়তে কিং স্মাত্তাবজ
জাতং নৃপেণ হি । জৈগীষব্যস্তা মাহাত্ম্যং কপিলস্ত
মহাত্মনঃ ॥ ৩০ ॥ কৃতাজ্জলিপুটো ভূত্বা স রাজাশ-
শিরাস্তদা । পপ্রচ্ছ চ দ্বিজো ভক্ত্যা কিমিদং
সিদ্ধসত্তমো ॥ ৩১ ॥ সামর্থ্যমৌদৃশং লক্কং কস্মাদে
তপসো বলাৎ । অদ্য মে সফলোৎপত্তিরদ্য মে
সফলং শ্রুতম্ ॥ ৩২ ॥ সফলা মে মনোরুতি-
ধ্ববয়োদর্শনেন বৈ । তস্মৈ তদ্বচনং শ্রুত্বা
কপিলো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥ মহাকালবনে রাজন্
বিদ্যাতে লিঙ্গমুত্তমম্ । খ্যাতং সিদ্ধেশ্বরং নাম

সব্য ক্রদ্র হইলেন । রাজা তখন যোগমোহিত
হইয়া মহৎ আশ্চর্য্য দর্শনপূর্ব্বক কোতুক বশতঃ
ভীত ও কম্পিত কঙ্করে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিশেষ
বিষ্ণু একরূপ নহেন, এ কেবল যোগিগণের মায়া মাত্র ।
হরি সর্ব্বরূপী, সর্ব্বগ ও সর্ব্বদায়ক । হে পর্ব্বতা-
ংগজৈঃ ! রাজার বাক্য শেষ হইতে না হইতে রাজ-
সভায় মশক, মৎকুণ, যুক, ভ্রমর, মৃগ, পক্ষী, গো,
অশ্ব, সিংহ, ব্যাস্ত, মহিষ, অস্তান্ত আরও বহু গ্রাম্য
বহুবিধ কোটি কোটি পশু ও কীট দৃষ্ট হইতে
লাগিল । তখন রাজা ঐ জীবসমষ্টি দর্শন করিয়া
বিস্মিতমানসে যেমন ‘এ কি হইল’ বলিয়া চিন্তা করিতে
লাগিলেন, অমনি রাজা ভগবান্ কপিল ও জৈগী-
ষব্য মুনির প্রভাব দর্শন করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহা
দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজদ্বয় ! এ কি ?
আপনারা কোন্ তপস্তা প্রভাবে একরূপ সামর্থ্য লাভ
করিয়াছেন ? আপনাদের দর্শন লাভ করিয়া
অদ্য আমার জন্ম, শ্রুত ও মনোরুতি সফল হইল ।
রাজার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি কপিল বলি-
লেন,—হে রাজন্ ! মহাকালবনে এক উত্তম লিঙ্গ

সিদ্ধেশ্বরভ্যর্চিতং সদা ॥ ৩৪ ॥ সৌভাগ্যেশ্বরপূর্ব্বৈ
তু সৌভাগ্যারোগ্যদায়কম্ । প্রভাবাত্তস্তা লিঙ্গস্ত
প্রাপ্তা সিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ৩৫ ॥ জৈগীষব্যেন সিদ্ধেন
ময়া বৈ নৃপসত্তম । তস্মাদব্রজ মহাবাহো
মহাকালবনং শুভম্ ॥ ৩৬ ॥ তত্র দ্রক্ষ্যসি সর্ব্বেশং
শঙ্খচক্রগদাধরম্ । লিঙ্গমূর্ত্তৌ স্থিতং বিষ্ণুং যন্তে
সিদ্ধিং প্রদাস্ততি ॥ ৩৭ ॥ সংসিদ্ধা বহুবস্ত্রা সনকাদ্যা
নরেশ্বর । তস্মৈ তদ্বচনং শ্রুত্বা কপিলস্ত মহাত্মনঃ ॥
৩৮ ॥ জগাম সহসা তত্র সু রাজাশশিরাস্তদা
দদর্শ চৈব তো সিদ্ধৌ সিদ্ধেশ্বরসমীপতঃ ॥ ৩৯ ॥
অন্তে চ বহবঃ সিদ্ধাঃ সিদ্ধনাথাস্তথা পরে । জ্ঞাত্বা
সিদ্ধেশ্বরং দেবং সিদ্ধসংজ্ঞৈঃ সমর্চিতম্ ॥ ৪০ ॥
লিঙ্গমধ্যে স্থিতং বিষ্ণুং জ্ঞাত্বা স নৃপসত্তমঃ ।
পূজয়ামাস ভাবেন পরমেণ সমাধিনা ॥ ৪১ ॥
ততস্তথোহব্রবৌদেবো বরং বরয় শ্রুত । যন্তেহভি-
লষিতং সর্ব্বমহং দাস্তামি ভূপতে ॥ ৪২ ॥ লিঙ্গস্ত
বচনং শ্রুত্বা নৃপেণোক্তং চ তচ্ছৃণু । যদি মেহস্তি

আছেন, ঐ লিঙ্গের নাম সিদ্ধেশ্বর, তিনি সর্ব্বদা সিদ্ধ-
গণ কর্তৃক অর্চিত হন । ৩৬—৩৮। ঐ সৌভাগ্যদায়ক
লিঙ্গ, সৌভাগ্যেশ্বর লিঙ্গের পূর্ব্বদিক্‌ভাগে অবস্থিত;
আমরা ঐ লিঙ্গপ্রভাবে এই অনুত্তম সিদ্ধি লাভ
করিয়াছি । হে নৃপ ! আপনিও মহাকালবনে গমন
করুন, ঐ স্থানে গমন করিয়া আপনি শঙ্খ-চক্র গদা-
ধর সর্ব্বেশ বিষ্ণুকে উক্ত শিবলিঙ্গমধ্যে অবাস্ত-
দেখিতে পাইবেন । তাঁহাকে দর্শন করিলেই তিনি
আপনাকে সিদ্ধি প্রদান করিবেন । হে নরেশ্বর !
সনকাদি বহু মুনি ঐ স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ।
রাজা অশশির তখন ভগবান্ কপিলের ঐদৃশ বাক্য
শ্রবণ করিয়া সত্ত্বর ঐ স্থানে গমনপূর্ব্বক সিদ্ধেশ্বর
লিঙ্গসমীপে ঐ সিদ্ধ মুনিদ্বয় কপিল ও জৈগীষব্যকে
দর্শন করিলেন । অস্তান্ত বহুসংখ্যক সিদ্ধ ও
সিদ্ধনাথ ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছেন । রাজা
সিদ্ধ-সমূহ-পূজিত সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ এবং ঐ লিঙ্গমধ্যে
অবস্থিত বিষ্ণুকে সম্যক্ দর্শন করিয়া পরম ভক্তি
সহকারে পূজা করিলেন । অনন্তর পূজায় তুষ্টি
লাভ করিয়া দেবদেব বলিলেন,—হে সুব্রত ! তুমি
অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তোমার সমস্ত অভি-
লষিতই আমি তোমাকে প্রদান করিব । হে দেবি !
লিঙ্গবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা যাহা বলিলেন, তাহা
শ্রবণ কর । তিনি বলিলেন,—হে দেব ! যদি

দয়া দেব প্রসন্নোহসি হি চেৎপ্রভো ॥ ৪৩ ॥ যন্তে
রূপং পরং নাথ তদর্শয় মমাত্মত। এতদেব হি
মে দেব সদাভিলষিতং হৃদি ॥ ৪৪ ॥ আজ্ঞান্নো
জগন্নাথ কদা দ্রক্ষ্যে জনার্দনম্। এতদিচ্ছাম্যহং
দেব বরাণাং প্রবরং বরম্। দীযমানং ত্বয়াভীষ্টং
খ্যাভং সিদ্ধেশ্বরং কিতৌ ॥ ৪৫ ॥ নৃপশ্চ বচনং
জ্ঞাত্বা লিঙ্গেনোক্তং বরাননে। ন মে বিদুর্দেবগণা
নানুরা ন মহর্ষয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ পরং রূপং নৃপশ্চেষ্ট
কৃকোহহং লিঙ্গতাং গতঃ। মম লোকং তু যে
প্রাপ্তা যুনয়ো মন্ত্ৰভূষিতাঃ ॥ ৪৭ ॥ ন চৈতে মাং
বিজানন্তি পরমার্থেন পার্থিব। যদেতদৃশ্যতে তেজো
লিঙ্গরূপেণ মামকম্ ॥ ৪৮ ॥ এতদেব হি ব্রহ্মাদ্যা
ধ্যায়ন্তি ত্রিদশাশ্বমৌ। অতো ন মে পরং রূপং
দ্রষ্টুং কশ্চিৎকমো ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥ অনেকজন্মসংস্কৃদ্ধা
যোগিনো মদনুগ্রহাৎ। প্রবিশন্তি তনৌ মহ্যং
মুক্তাঃ সংসারবন্ধনৈঃ ॥ ৫০ ॥ এবং হি ক্রবতস্তস্মৈ
সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা নৃপেণ হি। বিষ্ণুরূপং সমাস্বায়
তস্মিন্ লিঙ্গে লয়ং গতঃ ॥ ৫১ ॥ অতো দেবি
সুবিখ্যাতং লিঙ্গং সিদ্ধেশ্বরং পরম্। যে পশ্যন্তি

আমার প্রতি আপনার দয়া হইয়া থাকে, যদি আমার
প্রতি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে
আপনি আপনার পরম রূপ আমায় প্রদর্শন করান ;
হে দেব! ইহাই আমার অভিলষিত। হে জগন্নাথ!
জন্ম গ্রহণ করিয়া কবে আমি জনার্দনকে দর্শন
করিব? জন্মাবধি এই ইচ্ছা আমার হৃদয়ে বিরাজ
করিতেছে। অতএব ইহাই আমার বর, আপনি
এই ইচ্ছা আমার পূসিদ্ধ করুন। কারণ, জগতে
আপনি সিদ্ধেশ্বর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।
নৃপাতর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া লিঙ্গ বলি
লেন,—হে রাজন্! দেব অশুর ও মহর্ষি, ইহারা
কেহই আমার পরম রূপ অবগত নহেন, লিঙ্গই
প্রাপ্ত আমিই শ্রীকৃষ্ণ। মন্ত্ৰভূষিত মুনিগণ—যাহারা
মদীয় লোকে গমন করিয়াছে, তাহারাও পরমার্থত
আমাকে জানেন না। লিঙ্গরূপী আমার যে তেজ
দৃষ্ট হয়, এই তেজ ব্রহ্মাদি দেবগণও ধ্যান করিয়া
থাকেন। অতএব কেহই আমার পরম রূপ দর্শন
করিতে সক্ষম নহে। যোগিগণ বহু জন্মের পর
আমার অনুগ্রহে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ
করিয়া মদীয় দেহে প্রবেশ লাভ করেন। তিনি এই
কথা বলিতেছেন, ইতিমধ্যে নৃপ সিদ্ধি লাভ করিয়া
বিষ্ণুরূপ ধারণ করত সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত

নরা ভক্ত্যা তেবাং সিদ্ধিঞ্চ শাস্বতৌ ॥ ৫২ ॥ অঙ্গনং
পাদলেপং চ পাদুকাংসিদ্ধিরেব চ। গুটিকা খড়্গা-
সিদ্ধিঞ্চ মহাসিদ্ধিঃ সূহৃৎভা ॥ ৫৩ ॥ দিব্যোষধৈশ্চ
যা সিদ্ধির্নাম্পর্শোদ্ভবা চ যা। এতাশ্চ সিদ্ধয়ঃ
প্রোক্তা অপরা লঘিমাংসয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ ধর্ম্মার্থকাম-
সিদ্ধিঞ্চ মোক্ষসিদ্ধিরনুত্তমা। জায়তে নাত্র সন্দেহঃ
শ্রীসিদ্ধেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৫৫ ॥ এবং তে কথিতো দেবি
প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। সেদ্ধেশ্বরস্ত দেবস্ত মতঙ্গেশ-
মথো শৃণু ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীহান্দে সিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈ-
কোনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ। মতঙ্গেশ্বরসংজ্ঞং তু
ষষ্টিসম্ব্যাকমৌখরম্। বিদ্ধি পাপহরং দেবি সমৌ-
হিতকরং সদা ॥ ১ ॥ পুণ্ডিতীর্নাম বিপ্রেন্দ্রো বভূব
দ্বাপরে যুগে। সত্যবাদী সদা দান্তো বেদাধ্যয়ন-
তৎপরঃ ॥ ২ ॥ মতঙ্গস্তস্ত পুত্রোহভূদান্যাদাক্রণতাং

হইলেন। হে দেবি! এই জন্তই সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ
খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। যাহারা ভক্তিপূর্বক ঐ
লিঙ্গ দর্শন করে, তাহারা শাস্বতৌ সিদ্ধি লাভ করিয়া
থাকে। অঙ্গন, পাদলেপ, পাদুকা, গুটিকা,
খড়্গা, সূহৃৎভ মহাসিদ্ধি, ও দিব্য ঔষধ দ্বারা
যে সিদ্ধি, ও মন্ত্ৰস্পর্শোদ্ভবা প্রভৃতি সিদ্ধি
এবং অপর যে লঘিমাংস সিদ্ধি, ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধি ও
মোক্ষসিদ্ধি, এই সকল সিদ্ধি সিদ্ধেশ্বর দর্শন করিলে
লাভ করা যায়, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। হে
দেবি! এই আমি তোমার নিকট সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গের
পাপনাশন প্রভাব কৌতুহল করিলাম, অতঃপর
মতঙ্গেশ-লিঙ্গবিবরণ শ্রবণ কর। ৩৫—৫৬।

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায় ।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! মতঙ্গেশ্বর
নামক ষষ্টিতম লিঙ্গ পাপহর ও অভিলষিতপ্রদ
বলিয়া জানিবে। দ্বাপরযুগে পুন্মতি নামক এক
বিপ্রেন্দ্র ছিলেন। তিনি সত্যবাদী, দান্ত, ও বেদা-
ধ্যয়নতৎপর ছিলেন। মতঙ্গ নামে তাঁহার এক

গতঃ । স বালঃ গর্দভঃ দেবি তিষ্ঠন্তঃ মাতুরস্তিকে ।
দণ্ডকাঠেন সহসা তাড়য়ামাস চাপলাৎ ॥ ৩ ॥ তং
তু তীব্রাহতং দৃষ্ট্বা গর্দভী পুত্রগৃহিণী । উবাচ মা
ভুতঃ পুত্র চণ্ডালোহয়ঃ ন বৈ দ্বিজঃ ॥ ৪ ॥ ব্রাহ্মণো
দাক্ষণ্যং নাস্তি মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে । তুদনু পাণা-
কৃতিরয়ং বালে ন কুরুতে দয়াম্ ॥ ৫ ॥ স্বকীয়ং ভজতে
চাখ প্রকৃতিঃ মানবঃ সদা । এতচ্ছূয়া মতঙ্গস্ত
দাক্ষণ্যং গর্দভীবচঃ ॥ ৬ ॥ দণ্ডকাঠঃ পার-
ত্যজ্য রাসভীঃ প্রত্যভাষত । ক্রুহি রাসভি
কল্যাণি মাতা মে যেন দূষিতা ॥ ৭ ॥ কথং মাং
বেৎসি চণ্ডালঃ যাযাবরকুলোদ্ভবম্ । কেন
জাতোহস্মি চণ্ডালো ব্রাহ্মণ্যং যেন মে গতম্ ॥ ৮ ॥
গর্দভ্যুবাচ । নাপিতেন প্রমত্তেন ব্রাহ্মণ্যং বৃষলেন
হি । ততশ্চমসি চণ্ডালো ব্রাহ্মণ্যং তেন তে
গতম্ ॥ ৯ ॥ এবমুক্তো মতঙ্গস্ত পিতরং
বাক্যমববীৎ । তাতাশ্চর্য্যং শ্রুতং মেহদ্য
জাতোহহং নাপিতেন বৈ ॥ ১০ ॥ গর্দভ্যা
কথিতং সম্যক্ তস্মাত্তপ্পো মহন্তপঃ । এব-
মুক্তা স পিতরং প্রতপ্তে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ১১ ॥ স

পুত্র ছিল, সে বাল্যকাল হইতেই অতি দুর্দান্ত ছিল ।
সে বালচাপল্যবশত মাতৃ-সমীপে স্থিত এক
গর্দভকে সহসা দণ্ড দ্বারা তাড়িত করে । বৎস-
বৎসলা গর্দভী বৎসকে তীব্ররূপে আহত দেখিয়া
বলিল,—পুত্র ! শোক করিও না, এ ব্রাহ্মণ নহে—
চণ্ডাল । ব্রাহ্মণে দাক্ষণ্য নাই ; ব্রাহ্মণ মিত্র বলিয়া
উক্ত হইয়াছেন ; কিন্তু এই পাপাকৃতি তোমাকে দয়া
না করিয়াই প্রহার করিল । মানব সর্বদা স্বীয় প্রকৃ-
তিই ভজনা করিয়া থাকে । মতঙ্গ গর্দভীর
এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দণ্ডকাঠ পরিত্যাগ-
পূর্ব্বক তাহাকে বলিল,—হে কল্যাণি রাসভি ! তুমি
বল,—কি প্রকারে আমার মাতা দূষিতা হইলেন ?
তুমি কিরূপে আমাকে যাযাবরকুলোদ্ভব চণ্ডাল
বলিয়া জানিলে ? কোন্ ব্যক্তি কর্তৃক আমি চণ্ডাল-
রূপে উৎপাদিত হইলাম ? মতঙ্গ এইরূপ জিজ্ঞাসা
করিলে গর্দভী বলিল,—এক নীচ প্রমত্ত নাপিত
কর্তৃক তুমি উৎপাদিত হইয়াছ, এই জন্ত তুমি
চণ্ডাল ; তোমার ব্রাহ্মণ্য বিনষ্ট হইয়াছে । গর্দভীর
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মতঙ্গ স্তব্ধ পিতাকে
বলিল,—হে পিতঃ ! আমি অদ্য এক আশ্চর্য্য কথা
শ্রবণ করিলাম । গর্দভী বলিল যে, এক
নাপিত আমার জন্ম দিয়াছে । অতএব আমি

গত্বা চ ততোহরণ্যমতপ্যত মহন্তপঃ । ততঃ সস্তা-
পয়ামাস বিবৃদ্ধান্তপসাবিতঃ ॥ ১২ ॥ তং তথা
তপসা যুক্তমুবাচ হরিবাহনঃ । মতঙ্গ তপ্যসে কিং
স্বং ভোগান্নুৎসৃজ্য মানুযান । বরং দদামি তেহহং
তং বৃণীষ স্বং যদিচ্ছসি ॥ ১৩ ॥ মতঙ্গ উবাচ ।
ব্রাহ্মণ্যং কাময়ানোহহমিদমারকবাস্তপঃ । দেহি মে
শাস্তং শত্রু বরং এষ বৃত্তো ময়া ॥ ১৪ ॥ এতচ্ছূয়া
তু বচনং তমুবাচ পুরন্দরঃ । ব্রাহ্মণ্যং যাচসে স্বং
হি হুপ্রাপমকৃতাশ্চ্যুতিঃ ॥ ১৫ ॥ নাশমেয্যসি হুর্বুদ্ধে
তদুপারম মা চিরম্ । চণ্ডালযোনৌ জাতেন ন
তৎপ্রাপ্যং কথঞ্চন ॥ ১৬ ॥ এবমুক্তো মতঙ্গস্ত
সংশিতাশ্চা যতব্রতঃ । অতিষ্ঠদেকপাদেন বর্ষাণাং
শতসংখ্যয়া ॥ ১৭ ॥ তমুবাচ ততঃ শত্রুঃ পুনরেব
মহাযশাঃ । ব্রাহ্মণ্যং ত্বর্লভং বীর মা কৃধাঃ সাহসং
বৃথা ॥ ১৮ ॥ ন হি শক্যং প্রাপ্তুম্বেবমচিরান্নাশমে-
য্যসি । বৃণু বা কামমন্তং স্বং ব্রাহ্মণত্বং স্তুত্বর্লভম্ ॥

তপশ্চরণ করিব । মতঙ্গ পিতাকে এই কথা
বলিয়া তপস্তার্থ প্রস্থান করিল ১২—১১ । বন গমন
করিয়া সে তপশ্চরণ করিতে লাগিল । তাঁহার
তপস্তাপ্রভাবে দেবগণ সন্তোষিত হইলেন । সে এই
রূপ তপস্তা করিতে থাকিলে হরিবাহন তাহাকে
বলিলেন,—হে মতঙ্গ ! তুমি ভোগ সকল পরিত্যাগ
করিয়া কি জন্ত তপস্তা করিতেছ ? তুমি যাহা ইচ্ছা
কর—বল ; আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি
মতঙ্গ বলিল,—আমি ব্রাহ্মণ্য কামনা করিয়া এষ্ট
মহৎ তপ আরম্ভ করিয়াছি । হে দেব ! আপনি
আমাকে ব্রাহ্মণ্যরূপ বর প্রদান করুন । মতঙ্গের
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরন্দর বলিলেন,—
হে মতঙ্গ ! তুমি ব্রাহ্মণ্য প্রার্থনা করিতেছ বটে ;
কিন্তু তাহা অকৃতাশ্চা ব্যক্তির ত্বর্লভ । হুর্বুদ্ধে !
তুমি নাশ প্রাপ্ত হইবে ; অতএব তুমি ইহা হইতে
বিরত হও । তুমি চণ্ডালযোনিতে জন্ম গ্রহণ
করিয়াছ, সুতরাং কোন প্রকারেই ব্রাহ্মণ্য লাভ
করিতে পারিবে না । দেবেন্দ্র এই কথা বলিলে
সংশিতাশ্চা যতব্রত মতঙ্গ শতবর্ষ কাল যাবৎ এক
পাদে অবস্থান করিয়া তপস্তা করিতে লাগিল ।
তদর্শনে মহাযশা দেবেন্দ্র পুনরায় তাহাকে বলি-
লেন,—হে বীর ! ব্রাহ্মণ্য অতি ত্বর্লভ, তুমি ব্রাহ্মণ্য
লাভের জন্ত এতাদৃশ সাহস করিও না ; বৃথা কেন
ক্লেশ অনুভব করিতেছ ? এরূপ করিলে তুমি
নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে । তুমি অন্য অভিলাষিত

১৯। এবমুক্তো মতঙ্গঃ সংশিতায়া দৃঢ়ব্রতঃ।
সহস্রমেবং পাদেন ততোহুদানামবর্তত ॥ ২০ ॥
তদেব চ পূনর্বাক্যমুবাচ বলরূপঃ। চণ্ডালযোনৌ
জাভেন নাবাপ্যন্তে কথঞ্চন ॥ ২১ ॥ অন্তঃ বরঃ
বৃণীষ ত্বং মা কথাস্তৎ স্বয়ং শ্রমম্। এবমুক্তো মতঙ্গঃ
ভূশঃ শোকপরায়ণঃ ॥ ২২ ॥ অতিষ্ঠত গয়াং গয়া
সোহনুষ্ঠেন শতং সমাঃ। সুহৃদরং বহনু যোগংপ্রাণা-
য়ামপরায়ণঃ ॥ ২৩ ॥ হৃগস্থিত্তো ধর্ম্মায়া
ততাপ পরমং তপঃ। তপস্তং তমভিজ্ঞাত্য
পরিজগ্নাহ বাসকঃ ॥ ২৪ ॥ বরাণামো-
শরো দাতা সর্বভূতহিতে রতঃ ॥ ২৫ ॥ শক্র
উবাচ। মতঙ্গ ব্রাহ্মণঃ হি বিরুদ্ধমিহ দৃষ্টতে।
ব্রাহ্মণ্যং দুর্লভং তাত হসতাং পাপশীলিনাম্ ॥ ২৬ ॥
ব্রাহ্মণে সর্বভূতানাং যোগক্ষেমঃ সমাহিতঃ। তদুৎ-
সৃজ্যেহ দুষ্প্রাপ্যং ব্রাহ্মণ্যমকুতান্নভিঃ ॥ ২৭ ॥ অন্তঃ
বরঃ বৃণীষ ত্বং দুর্লভোহয়ং হি তে বরঃ ॥ ২৮ ॥
মতঙ্গ উবাচ। কিং মাং তুদসি দুঃখার্ভং মৃতং
মারয়সে চ মাম্। তং তু শোচামি যো লক্সা ব্রাহ্মণ্যং

প্রার্থনা কর, ব্রাহ্মণ্য চাহিও না, তাহা দুর্লভ। দেবেন্দ্র
এই কথা বলিলে সংশিতায়া দৃঢ়ব্রত মতঙ্গ সহস্র
বর্ষ কাল যাবৎ একপাদে অবস্থান করিয়া তপস্যা
করিতে লাগিল। দেবেন্দ্র তাহাকে পুনরায় বলি-
লেন,—তুমি চণ্ডালযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ,
কোন প্রকারেই ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারিবে না,
অন্ত বর প্রার্থনা কর; বৃথা কেন শ্রম করিতেছ?
দেবেন্দ্র এই কথা বলিলে মতঙ্গ অত্যন্ত শোকাভূর
হইয়া গয়াক্ষেত্রে গমনপূর্বক শতবর্ষ যাবৎ অদুষ্ঠে
ভর করত দণ্ডায়মান থাকিয়া যোগ ও প্রাণায়াম
অনুষ্ঠান দ্বারা অগ্নি-চন্দ্রমাজ্যবশিষ্ট-শরীরে মহৎ
তপ করিতে লাগিল। সে এইরূপে তপ করিতে
থাকিলে সর্বভূতহিতৈষী বরাণা তাহাকে দেবেন্দ্র ধাবিত
হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন,—
হে মতঙ্গ! ব্রাহ্মণ্য তোমার পক্ষে বিরুদ্ধ দেখি-
তেছি। হে তাত! পাপকারী অসৎ ব্যক্তিগণের
পক্ষে ব্রাহ্মণ্য দুষ্প্রাপ্য। ব্রাহ্মণে সর্বভূতের
যোগক্ষেম নিহিত রহিয়াছে; অতএব তুমি দুষ্প্রাপ্য
ব্রাহ্মণ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্ত বর প্রার্থনা কর;
ব্রাহ্মণ্য দুর্লভ। মতঙ্গ বলিল,—হে শক্র! কি জন্ত
আপনি এই দুঃখার্ভ ব্যক্তিকে পীড়া দিতেছেন;
মৃতকে মারিয়া আপনার কি ফল হইবে? আমি
তাহাদের জন্ত শোক করিতেছি—যাহারা ব্রাহ্মণ্য

নাহুপালয়েৎ ॥ ২৯ ॥ ব্রাহ্মণ্যং যদি দুষ্প্রাপ্যং
ত্রিভুবনৈঃ শতক্রতো। তপসা চ কথং লক্সং
বিশ্বামিত্রেণ ভূভুজা ॥ ৩০ ॥ বীতহব্যঃ রাজর্ষি-
স্তপসা বিপ্রতাং গতঃ। তস্মাত্তপঃ করিষ্যামি
নির্দ্বন্দ্বো নিম্পরিগ্রহঃ ॥ ৩১ ॥ অহিংসাদমসত্যঃ
কথং নাহামি বিপ্রতাম্। দৈবেন কৃতমেতদ্ধি যদ্যহং
মাতৃদোষতঃ ॥ ৩২ ॥ এতামবস্থাং সম্ভ্রাপ্তো দৈব-
যোগাৎ পুরন্দর। নুনং দৈবং ন শক্যন্ত পৌরুষেণ
নিবর্তিতম্ ॥ ৩৩ ॥ যদহং যত্নবান্বেবং ন লভে
বিপ্রতাং বিভো। এবং জাহ্না তু দেবেশ দাতু-
মহঁসি মে বরম্ ॥ ৩৪ ॥ যদি তেহহমন্নগ্রাহ্যঃ
কিঞ্চিদা মুকুতং মম। তদুপায়ং হি মে শংস কথং
বিপ্রো ভবামি বৈ ॥ ৩৫ ॥ যথা মমাক্ষয়া কীর্ত্তির্ভবে-
দ্যপি পুরন্দর। কর্ত্তুমহঁসি তদেব শিরসা ত্বাং
প্রসাদয়ে ॥ ৩৬ ॥ ইত্যুক্তা হি মতঙ্গেন বাসবো
বলরূপঃ। কথয়ামাস সন্তুষ্টো লিঙ্গমাহাশ্রামমু-
দম ॥ ৩৭ ॥ ইন্দ্র উবাচ। মহাকালবনে

লাভ করিয়া তাহা পালন না করে। হে শতক্রতো!
ব্রাহ্মণ্য যদি তিন বর্ণেরই দুর্লভ হয়, তাহা হইলে
রাজা বিশ্বামিত্র কিরূপে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া-
ছিলেন ১১২—৩০। দেখুন,—বীতহব্য রাজর্ষি তপঃ-
প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব
আমি নির্দ্বন্দ্ব ও নিম্পরিগ্রহ হইয়া তপস্যা করিব
কেন আমি অহিংসা-দম-সত্য হইয়া ব্রাহ্মণ্য লাভ
করিতে পারিব না! দৈববশতঃ নাহয় এইরূপ
ঘটনাই ঘটিয়াছে! যদিও আমি মাতৃদোষে
এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি,—হে পুরন্দর! তা
বলিয়া কি আমি পৌরুষ দ্বারা দৈবকে নিবর্তিত
করিতে পারিব না? দেখুন, আমি এইরূপ যত্ন
করিতেছি, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারিতেছি
না, ইহা আপনি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া
দেখুন; দেখিয়া আমায় বর দান করিবেন।
যদি আমি আপনার অনুগ্রহের পাত্র হই—
কিছুমাত্রও যদি আমার মুকুত থাকে, তাহা
হইলে আপনি আমার উপায় বলিয়া দিন—
যাহাতে আমি ব্রাহ্মণ হইতে পারি। হে পুরন্দর!
যাহাতে আমার অক্ষয় কীর্ত্তি হয়, আপনি তাহা
করুন; আপনাকে আমি মস্তক দ্বারা প্রণাম করি-
তেছি। মাতঙ্গের এবন্ধিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাসব
তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া লিঙ্গ-মাহাশ্রাম বলিতে
লাগিলেন। ইন্দ্র কহিলেন,—পুর্বে ব্রাহ্ম মহাকালবনে

লিঙ্গং স্থাপিতং ব্রহ্মণা পুরা । দিব্যমূর্তিধরং দিব্যং
ত্রিসিদ্ধেশ্বরপূর্বতঃ ॥ ৩৮ ॥ তস্মৈ দর্শনমাত্রেণ বিপ্রহঃ
সমবাপ্স্যসি । বাসবস্ত চ বাক্যেন মতঙ্গো গতবাং-
স্তদা ॥ ৩৯ ॥ মহাকালবনং রম্যং সিদ্ধক্ষেত্রমথা-
পরম্ । দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গমশেষফলদায়কম্ ॥ ৪০ ॥
দৃষ্ট্বা সম্পূজয়ামাস পুষ্পৈর্নানাবিধৈস্তথা । পূজিতঃ
প্রত্যাবাচেদং মতঙ্গং দেবসত্তমঃ ॥ ৪১ ॥ অহো
মহান্ সভাগোহসি যত্নয়া তোষিতোহস্ম্যহম্ । মতঃ
সমঃ সমুদ্ভূতং ব্রহ্মণ্ডং ভূর্ভুবাদিকম্ ॥ ৪২ ॥
বরদোহস্মি বরাহাণাং শাপদোহস্মি হুরাশ্বনাম্ ।
ব্রাহ্মণ্যং মৎপ্রসাদাচ্চ অক্ষয়ং তে ভবিষ্যতি ॥ ৪৩ ॥
ততোহসৌ বিপ্রতাং যাতো মতঙ্গো লিঙ্গদর্শনাৎ ।
পুনঃ পূজাপ্রভাবেণ ব্রহ্মলোকং গতৌ দ্বিজঃ ॥ ৪৪ ॥
ব্রাহ্মণ্যং তুল্যং লকং লিঙ্গস্থাপ্য প্রভাবতঃ ।
মতঙ্গেন বরারোহে তস্মাদেবো বিগীয়তে ॥ ৪৫ ॥
মতঙ্গেশ্বরকো লোকে ব্রহ্মলোকপ্রদায়কঃ । বর্ণা-
শ্রমেষু বিদ্বিষ্টাঃ পান্ডুবচনে রতাঃ ॥ ৪৬ ॥
নিম্বৰ্ণাদা নিরাচারা নিঃশঙ্কান্চাতিলোলুপাঃ । নিম্বর্ণাঃ
জ্বরকর্ম্মাণো ধুষ্টা কলিযুগে নরাঃ । দর্শনাত্তস্মৈ লিঙ্গস্ত
তেহপি যান্তি ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৪৭ ॥ যে বিশুদ্ধা মহা-

এক লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন, সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গের
পূর্বদিক্‌ভাগে ঐ দিব্যমূর্তিধর লিঙ্গ বিরাজ
করিতেছেন । তাহার দর্শনমাত্র তুমি বিপ্রহ
লাভ করবে । মতঙ্গ বাসবের এই কথা শুনিয়া
সিদ্ধক্ষেত্র রম্য মহাকালবনে গমনপূর্বক অশেষ-
ফলদায়ক ঐ লিঙ্গ দর্শন করিল । দর্শনানন্তর
সে বিবিধ পুষ্প দ্বারা ঐ লিঙ্গের পূজা করিল ।
লিঙ্গ পূজিত হইয়া মতঙ্গকে বলিলেন—মতঙ্গ !
তুমি অতি ভাগ্যবান ; কারণ, তুমি আমায় তোষিত
করিয়াছ, আমি হইতে এই সমস্ত ভূর্ভুবাদি ব্রহ্মণ্ড
সমুদ্ভূত হইয়াছে । আমিই বরাহদিগকে বর, এবং
হুরাশ্বদিগকে শাপ প্রদান করিয়া থাকি । আমার
প্রসাদে তুমি অক্ষয় ব্রহ্মণ্য লাভ করিবে । অনন্তর
মতঙ্গ লিঙ্গদর্শনপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া
পুনরায় দেবদেবের পূজা করত ব্রহ্মলোকে গমন
করিল । হে বরারোহে ! মতঙ্গ ঐ লিঙ্গপ্রভাবে
তুল্য ব্রাহ্মণ্য লাভ করিল বলিয়া ঐ দেব, জগতে
ব্রহ্মলোক-প্রদায়ক মতঙ্গেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ
করিয়াছেন । বর্ণাশ্রম-বিদ্বিষ্ট, পান্ডু, নিম্বৰ্ণাদ,
নিরাচার, নিঃশঙ্ক, অতিলোলুপ, নিম্বর্ণ, জ্বরকর্ম্মা,
ও ধুষ্টগণও কলিযুগে উক্ত লিঙ্গ দর্শনমাত্র স্বর্গে

ভাগা ধ্যানিনো মুক্তিভাগিনঃ । তে পশ্যন্তি কলৌ
দেবি মতঙ্গেশ্বরমৌশ্বরম্ ॥ ৪৮ ॥ ব্রহ্মধ্যানপরা যে
চ যজ্ঞদানক্রিয়ারতাঃ । তে পশ্যন্তি কলৌ দেবি
মতঙ্গেশ্বরমৌশ্বরম্ ॥ ৪৯ ॥ যেহর্চয়ন্তি মহাদেবি
মতঙ্গেশ্বরমৌশ্বরম্ । কৃতপুণ্যা নরা মর্ত্যো তেষাং
বাসোহক্ষয়ো দিবি ॥ ৫০ ॥ এষ তে কথিতো দেবি
প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । মতঙ্গেশ্বরদেবস্ত শৃণু সৌভা-
গ্যমৌশ্বরম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি ত্রীম্বাদে মতঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । একষষ্টিতমং বিদ্ধি সৌভাগো-
শ্বরমৌশ্বরম্ । যস্য দর্শনমাত্রেণ সৌভাগ্যমতুলং
লভেৎ ॥ ১ ॥ প্রথমে প্রাকৃতে কলৌ রাজাভূদশ-
বাহনঃ । প্রাগ্জ্যোতিষপুরে রম্যে ধর্ম্মাশ্রা কীর্তি-
বর্ধনঃ ॥ ২ ॥ অনেকযজ্ঞকৃৎ প্রাজ্ঞঃ সংগ্রামেষপরা-

গমন করিয়া থাকে । হে দেবি ! যাহারা বিশুদ্ধ,
মহাভাগ, ধ্যাননিপুণ, ও মুক্তিভাগী হইতে ইচ্ছা
করিবে, তাহারাই কলিযুগে মতঙ্গেশ্বর দর্শন
করিবে । যাহারা ব্রহ্ম-ধ্যানপর ও যজ্ঞ-দান-রত,
তাহারাই কলিযুগে দেব মতঙ্গেশ্বরকে দর্শন
করিয়া থাকে । হে দেবি ! যাহারা ঈশ্বর মতঙ্গ-
েশ্বরকে দর্শন করে, তাহারাই মর্ত্যধামে পুণ্য অর্জন
করিয়া থাকে এবং স্বর্গে তাহাদের অক্ষয় নিবাস
হয় । হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট
মতঙ্গেশ্বর দেবের পাপনাশন প্রভাব কীর্তন
করিলাম ; অতঃপর সৌভাগ্যেশ্বরলিঙ্গ-মাহাত্ম্য
শ্রবণ কর । ৩১—৫১ ।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬০ ।

একষষ্টিতম অধ্যায়

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! যাহার দর্শন-
মাত্রে অতুল সৌভাগ্য লাভ হয়, সেই সৌভাগ্যেশ্বর
লিঙ্গকে একষষ্টিতম বলিয়া জানিবে । প্রথম
প্রাকৃতকলৌ রম্য প্রাগ্জ্যোতিষপুরে ধর্ম্মাশ্রা
কীর্তিবর্ধন অশ্ববাহন নামে এক রাজা ছিলেন ।
তিনি অনেক যজ্ঞহুতা, প্রাজ্ঞ ও সংগ্রামে

জিতঃ । তন্তু ভাৰ্য্যা বিশালাক্ষী নামা মদনমঞ্জরী ।
 ৩ । কাশীরাজমুতা সূক্ত রূপেণাভীৰ্ণা পোভমা ।
 দক্ষা সূশীলা ধৰ্ম্মিষ্ঠা গৃহব্যাপারকোবিদা । ৪ ।
 চতুঃষষ্টিকলাযুক্তা সদা ভৰ্তৃহিতে রতা । পূৰ্ণেন্দু-
 বদনা সৌম্যা সদা মধুরভাষিনী । ৫ । পূৰ্বকৰ্ম্ম-
 বশাদেবী তুৰ্ভগা সমজায়ত । সা নেষ্টা তন্তু নৃপতে-
 ন্নেত্রোদ্বেষগকরী সদা । ৬ । শ্রোত্রোদ্বেষগকরঃ বাক্যঃ
 তন্তু রাজঃ কৰোতি সা । দদাহ লোচনে রাজ-
 স্তম্ভাঃ সন্দৰ্শনং সদা । ৭ । মুচ্ছাং প্রাপ্নোত্য-
 সহ্যং স তন্তুঃ স্পর্শেন ভূপতিঃ । কদা
 চালোকিতো রাজা তয়া প্রেমা বরাননে ।
 দহমানোহতিতীৰ্ণেণ বহুনা বাক্যমববীৎ । ৮ ।
 দ্বাইষ্টতাং তুৰ্ভগাং ভাৰ্য্যামাদায় বিপিনে বনে ।
 পরিত্যজ্য তু নৈতন্তে বিচাৰ্য্যঃ বচনং মম । ৯ ।
 ততো নৃপস্ত বচনমবিচাৰ্য্যমবেক্ষ্য সঃ । দ্বাইষ্টতাজ
 তাং সূক্তমারোপ্য স্তন্দনং বনে । ১০ । সা চ
 ত্যক্তা বনে শূন্তে কদতী চ মুহুৰ্ম্মুহঃ । সম্মার
 তং মহীপালং তমমন্তত দৈবতম্ । ১১ । অথ সা
 চাক্রসৰ্ব্বাঙ্গী তত্রাসক্তা গ্ৰহমানসা । নিশ্বাসপরমা

অপরাজিত ছিলেন । তাঁহার ভাৰ্য্যার নাম মদন-
 মঞ্জরী । মদনমঞ্জরী বিশালাক্ষী ছিলেন । কাশীরাজ
 ইহার পিতা । ইনি সূক্ত, সূন্দরী, দক্ষা, সূশীলা,
 ধৰ্ম্মিষ্ঠা, গৃহকৰ্ম্মনিপুণা, চতুঃষষ্টি-কলাযুক্তা, ভৰ্তৃ-হিত-
 কারিণী, পূৰ্ণেন্দুবদনা, সৌম্যা ও সদা মধুরভাষিনী
 ছিলেন । রাজ্যী পূৰ্বকৰ্ম্মবশে তুৰ্ভগা ছিলেন ।
 রাজা তাঁহাকে ভাল বাসিতেন না । তিনি রাজার
 চক্ষুঃশূল ছিলেন এবং তাঁহার বাক্যও রাজার
 কণ্ঠশূল হইয়াছিল । রাণীকে দৰ্শন করিলে রাজার
 মেত্র দাহ-যুক্ত হইত । নৃপ রাজ্যের স্পর্শে
 অসহনীয় মুচ্ছা প্রাপ্ত হইতেন । অগ্নি বরাননে ।
 একদা রাজ্যী প্রেমভরে রাজাকে দৰ্শন করিলে
 তিনি যেন অতি তাঁব বাহু দ্বারা দধ হইলেন
 এবং বলিলেন,—রে দৌবারিকগণ ! শীঘ্র এই
 তুৰ্ভাগ্যবতী আমার ভাৰ্য্যাকে লইয়া তোরা
 অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া আয় ; ইহাতে তোদের
 বিচাৰ্য্য কিছুমাত্র নাই । অনন্তর দৌবারিক
 নৃপবাক্য অবিলম্বে ভাবিয়া রাজ্যীকে রথে
 আরোহণ করাইয়া লইয়া গিয়া বনে পরিত্যাগ
 করিল । রাজ্যী বনে পরিত্যক্তা হইয়া বারংবার
 রোদন করিতে লাগিলেন । তিনি রাজ্যীকে দেবতা
 জ্ঞানে পুনঃপুন চিন্তা করিতে লাগিলেন । এই ভাবে
 তিনি ঐ স্থানে স্তব্ধ আত্মায় মনঃসমাধানপূৰ্ব্বক

নিশ্চে দিনশেষং তথা নিশাম্ । ১২ । নিশ্বাসস্তা-
 নবদ্যাক্ষী হাহেতি কদতী মুহঃ । মন্দভাগ্যোতি
 চান্মানং নিনিদ মদিরেক্ষণা । ১৩ । ন বিহারে
 ন চাহারে রমণীয়ে ন তদ্বনে । ন কন্দরেষু
 শৈলানাং সা ববন্ধ তদা রতিম্ । ত্যক্তা তেন
 বরারোহে নিনিদ নিজযৌবনম্ । ১৪ । তুৰ্ভগাং
 ক জাতাত্ত তুষ্টদৈববশীকৃত । কথং প্রাপ্তঃ স মে
 ভৰ্ত্তা তাদৃশো নৃপসন্তমঃ । ১৫ । ধন্তোহয়মতি-
 পুণ্যোহয়ং যোহয়ং যৌবনগোচরঃ । অন্তাসাম-
 সতীনাঞ্চ রমিষ্যতি ন সংশয়ঃ । ১৬ । অভীষ্টা
 কস্তচিৎ কান্তা কান্তঃ কস্তাশ্চিদীপ্তিতঃ । পর-
 স্পরান্নুরাগাঢ্যং দাম্পত্যমতিদুর্লভম্ । ১৭ ।
 মমায়ং বল্লভো রাজা ন চাহং নৃপবল্লভা । পরস্পরান্ন-
 রাগো হি ধন্তানামেব জাযতে । ১৮ । যদ্যদ্য স
 মহীপালো ন ময়া সঙ্গমেম্যতি । তৎকামাগ্নিরবশ্তঃ
 মাঃ ক্ষপয়িষ্যতি তুঃসহঃ । ১৯ । রমণীয়মভূদযতু

কেবল নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দিন-
 যামিনী অতিবাহিত করিলেন । অনবদ্যাক্ষী রাজ্যী
 হাহাকার রবে কান্দিতে কান্দিতে কেবল দীর্ঘ-
 নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং বলিতে
 লাগিলেন,—হায় ! আমি কি মন্দভাগ্যা ,
 এই বলিতে বলিতে সেই রাজপত্নী বিহারে,
 আহারে, রমণী বনে, ও শৈলকন্দরে কুত্রাপি
 শান্তি লাভ করিতে পারিল না । হে বরারোহে !
 ঐ মদিরেক্ষণা রাজা কর্তৃক বনে পরিত্যক্তা
 হইয়া নিজ যৌবনের নিন্দা করিতে লাগিলেন
 আর বলিলেন,—তুষ্ট দৈব আমায় তুৰ্ভগা করিয়া
 সৃজন করিয়াছেন, আমি পুনরায় কিরূপে মদীয়
 ভৰ্ত্তা নৃপসন্তমকে প্রাপ্ত হইব ? তিনি ধন্ত ও
 অতি পুণ্য ; তিনি যৌবনপ্রাপ্ত ; স্তুরাং নিশ্চয়ই
 অন্ত কোন অসতী রমণীর সহিত রমণ করিবেন ;
 ইহাতে আর কোন সংশয় নাই । কোন কোন
 পুরুষ অভীষ্ট কান্তা লাভ করে, আর কোন কোন
 রমণী অভীষ্ট কান্ত লাভ করিয়া থাকে ; কিন্তু
 পতি ও পত্নী পরস্পরের অন্নুরাগাঢ্য দাম্পত্য
 অতি দুর্লভ । ১—১৭ । আমি রাজার প্রতি আনু-
 রাগবতী বটি, কিন্তু রাজার আমার প্রতি
 অন্নুরাগ নাই । পতি পত্নী পরস্পরের যে অন্নু-
 রাগ, তাহা ধন্ত ব্যক্তিগণেরই সজ্জাটিত হইয়া
 থাকে । মহীপাল যদি অদ্য আমার সঙ্গ না
 করেন, তাহা হইলে তাঁহার জন্ত আমার যে

পুংস্কোকিলনিদিতম্ । হীনঃ হি বলভেনৈবঃ
দহতীবাদ্য মে বনম্ । ২০ । ইথং সা মদনাবিষ্টা
বিলপন্তী পুনঃপুনঃ । দদর্শ তাপসং তত্র ত্রিকালজ্ঞঃ
দৃঢ়ব্রতম্ । ২১ । মেখলাজিনকৌপীনদণ্ডকাষ্ঠোপ-
জীবনম্ । মহৌজসং মহাভাগং মুমুকুং মুনিপুঙ্গবম্ ।
২২ । উদয়াদিত্যসঙ্কাশং বিভাবনুসমদ্যতিম্ । তং
দৃষ্ট্বা সহসোখায় সা রাজ্ঞী দুর্শ্বনা সতী । ২৩ ।
বিনয়েনোপসঙ্গম্য প্রণিপত্যাতিবাদ্য চ । বিয়োগ-
কারণং রাজ্ঞঃ পপ্রচ্ছ প্রণতা সতী । ২৪ । ভগবন্
কাশিরাজস্ত স্মৃতাহমতিবল্লভা । ভগিনী শক্রসেনস্ত
মাতৃশচাতীব বল্লভা । ২৫ । অশ্ববাহনসংজ্ঞেন
নৃপেণোঢ়া মহামুনে । ধর্ম্মতো ধর্ম্মকল্লেন প্রজাপতি-
সমেন তু । ২৬ । সা কিমর্থং ন চাতীষ্টা জাতাহং
তস্তা ভূপতেঃ । স চাতীব মমাতীষ্টো নৃপতিঃ
সর্বদা বিভো । ২৭ । দুর্ভগাহং কথং জাতা কশ্মণা
কেন তাপস । কথং ভবতি বশ্ণো মে ভর্তা
নৃপতিসত্তমঃ । সৌভাগ্যং চ কথং মে স্মাদিতি
সত্যং চ কথ্যতাম্ । ২৮ । তস্তান্তদ্বচনং শ্রুত্বা স

দুঃসহ কামাগ্নি, তাহা আমাকে নিশ্চয়ই দগ্ধ
করিবে । যেখানে পুংস্কোকিলকুজেন অতি
রমণীয়, বলিয়া মনে হয়, সেই বল্লভহীন
বন । অদ্য :আমায় 'দাহ' করিবে । হে দেবি !
সেই রাজ্ঞী মদনাবিষ্টা হইয়া এইরূপে বিলাপ
করিতে লাগিলেন । তিনি বিলাপ করিতে
করিতে ঐ স্থানে এক ত্রিকালজ্ঞ দৃঢ়ব্রত মুনিকে
দেখিতে পাইলেন । তাঁহার কটিদেশে মেখলা,
পরিধানে কৌপীন, এবং স্কন্ধে অজিন ; হস্তে
তাঁহার দণ্ডকাষ্ঠ বিরাজিত । তিনি মহৌজা,
মহাভাগ, মুমুকু মুনিমধ্যে শ্রেষ্ঠ, উদয়াদিত্যসঙ্কাশ,
ও বিভাবনুসমদ্যতি । রাজ্ঞী তাঁহাকে দর্শন
করিয়া সহসা গায়েখানপূর্বক বিনীতভাবে
তাঁহার নিকট গমন করত প্রণামান্তে স্বীয় বিয়োগ-
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্ ! আমি
কাশিরাজের অতি বল্লভা স্মৃতা, ও শক্রসেনের
ভগিনী । আমি মাতার অতি প্রিয়তমা কন্যা ছিলাম ।
রাজা অশ্ববাহন আমার পরিণেতা । তিনি ধর্ম্মে
সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও প্রজাপতি তুল্য ; কিঞ্চিৎ কিজন্ত আমি
তাঁহার অমুরাগভাগিনী হইলাম না ? হে বিভো !
তিনিই আমার একান্ত অভীষ্ট ! হে তাপস !
কিজন্ত আমি দুর্ভগা হইলাম, নৃপতিসত্তম ভর্তা
আমার কিরূপে বশীভূত হইবেন ? এবং কিরূপেই

মুনিঃ সংশিতব্রতঃ । জ্ঞানেন কথয়ামাস তস্তা
দৌর্ভাগ্যকারণম্ । ২৯ । পানিগ্রহণকালে ত্বং ঐহৈঃ
পাটৈর্বিলোকিতা । ভর্তা তে নৃপতিঃ পুত্রি ঐহৈঃ
সৌম্যৈর্বিলোকিতঃ । ৩০ । তেন তে বল্লভো রাজা
ন ত্বং ভূপস্তা বল্লভা । ইতি তস্তা বচঃ শ্রুত্বা
সা রাজ্ঞী দীনমানসা । পপ্রচ্ছ বিনয়োপেতা
ভক্তিনম্রায়কঙ্করা । ৩১ । ভগবন্ কেন দানেন
জ্ঞানেন নিয়মেন চ । কশ্মণা কেন সৌভাগ্যং
পরমং হি কথং ভবেৎ । ৩২ । ইতি তস্তা বচঃ
শ্রুত্বা স মুনিঃ সংশিতব্রতঃ । কথয়ামাস মাহাত্ম্যং
সৌভাগ্যং যেন লভ্যতে । ৩৩ । মহাকালবনে
পুত্রি লিঙ্গং সৌভাগ্যদায়কম্ । মতঙ্গেশ্বরপার্শ্বে
তু বিদ্যতেহভীষ্টদায়কম্ । তস্য দর্শনমাত্রেণ
সৌভাগ্যং সমাপ্যাসি । ৩৪ । ইন্দ্রাণ্যারাদিতং
লিঙ্গং পুরা সৌভাগ্যকারণাৎ । সৌভাগ্যং পরমং
লব্ধং নষ্টং শক্নোহপি বন্ধবান্ । তস্মাদ্ গচ্ছ
মমাদেশান্নহাকালবনং শুভম্ । ৩৫ । সৌভাগ্যং

বা আমি স্মৃতগা হইব ? এই সকল আপনি
সত্য করিয়া বলুন । রাজ্ঞীর তাদৃশ বচন শ্রবণ
করিয়া সংশিতব্রত মুনি জ্ঞান দ্বারা রাজ্ঞীর
দুর্ভগা হইবার এইরূপ কারণ নির্দেশ করিলেন
যে, অগ্নি পুত্রি ! পানিগ্রহণসময়ে তোমার প্রতি
পাপগ্রহণের আর তোমার ভর্তার প্রতি সৌম্য
গ্রহণের দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল । এই জন্তই
রাজা তোমার বল্লভ ; কিন্তু তুমি তাঁহার নহ ।
রাজ্ঞী তাঁহার উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দীনমানসে
বিনীতভাবে অবনতমস্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—
হে ভগবন্ ! কোন দান, কোন তীর্থস্থান, কোন
নিয়ম, কোন কশ্ম এবং কোন সৌভাগ্য দ্বারাই
বা আমার শ্রেয়োলাভ হইবে ? আপনি তাহা
বলিয়া দিন । সংশিতব্রত মুনি রাজ্ঞীর এতা-
দৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া যদ্বারা তাঁহার পতি লাভ
হইবে, সেইরূপ মাহাত্ম্য ও সৌভাগ্য বলিতে
লাগিলেন । তিনি বলিলেন,—অগ্নি পুত্রি ! মহা-
কালবনে মতঙ্গেশ্বর লিঙ্গপার্শ্বে সৌভাগ্য ও অভীষ্ট-
দায়ক এক লিঙ্গ আছেন, তাঁহার দর্শন মাত্রে তুমি
সৌভাগ্য লাভ করিবে । ১৮—৩৪ । পূর্বে ইন্দ্রাণী
সৌভাগ্যলাভের জন্ত ঐ লিঙ্গের আরাধনা
করিয়া ছিলেন । আরাধনা করিয়া তিনি পরম
সৌভাগ্য এবং নষ্ট পতিকে বল্লভরূপে লাভ
করিয়াছিলেন । অতএব তুমি শুভ মহাকাল

ভবিতা তত্র কাস্তেন সহ দর্শনম্। পুত্রো
ভবিষ্যতি শুভে তস্য লিঙ্গস্য দর্শনাৎ ॥ ৩৬ ॥
ইত্যুক্তা সা তদা তেন তাপসেন বরাননে। বিদ্যাতে
যত্র তন্নিজং মহাকালবনং গতা ॥ ৩৭ ॥ দদর্শ
প্রণয়োপেতা লিঙ্গং সৌভাগ্যদায়কম্। দর্শনান্তস্ত
লিঙ্গস্ত রাজা সন্মার তাং প্রিয়াম্ ॥ ৩৮ ॥ পপ্রচ্ছ
জমদগ্নিষ্ঠ ক গতা মে প্রিয়া বিভো। তচ্ছিতা
বিপিনে বিপ্র সিংহব্যাঘ্রনিশাচরৈঃ ॥ ৩৯ ॥ যয়া
ত্যাক্তা নৃশংসেন অহং, তস্মাচ্ছ বনভঃ। এবং
ব্রবাণো নৃপতিঃ প্রত্যাশ্তো জমদগ্নিনা ॥ ৪০ ॥
ন তচ্ছিতা সা ভূপাল সিংহব্যাঘ্রনিশাচরৈঃ।
সা চাবিপ্লুতচারিত্রা অদ্ভুত্যা চ পতিব্রতা ॥ ৪১ ॥
মহাকালবনং রাজন গতা সৌভাগ্যকাময়া।
ভাৰ্য্যা রক্ষ্যামহীপাল ইতি সা শ্রুতকৃতয়া ॥ ৪২ ॥
ভাৰ্য্যায়াং রক্ষ্যমাণায়াং প্রজা ভবতি রক্ষিতা।
আত্মা হি জায়তে তস্মাৎ সা রক্ষ্যাত্তো নরেশ্বর ॥
৪৩ ॥ ধর্মহানিশ্চানুদিনমভাৰ্য্যাস্ত ভবেন্নপ। নিত্য-
ক্রিয়ায়া বিভ্রংশঃ স চাপি পতনায় বৈ ॥ ৪৪ ॥

বনে গমন কর। ঐ স্থানে গমন করিলে সৌভাগ্য
এবং স্বীয় কাস্তের দর্শন লাভ করিবে। অগ্নি
পুত্রি! ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে তোমার পুত্র
হইবে। অগ্নি বরাননে! মুনিবাক্য শ্রবণান্তে রাজ্ঞী
—যেখানে সেই লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, সেই
মহাকাল বনে গমন করিলেন এবং ভর্তৃপ্রণয়-
কাঙ্ক্ষণী হইয়া সৌভাগ্যদায়ক লিঙ্গ দর্শন
করিলেন। দর্শন করিবামাত্র রাজা তাঁহাকে
স্মরণ করিলেন। তিনি প্রিয়াবিরোগে উৎকণ্ঠিত
হইয়া জমদগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিভো!
আমার প্রিয়া কোথায় গিয়াছেন? হে বিপ্র!
বোধ হয়,—আমার প্রিয়তমাকে সিংহ, ব্যাঘ্র বা
নিশাচরে ভক্ষণ করিয়াছে। আমি অতি নৃশংস,
তাই বনভ হইয়াও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি।
নৃপতি এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করিতে থাকিলে জমদগ্নি
তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভূপাল! তাঁহাকে সিংহ,
ব্যাঘ্র ও নিশাচরে ভক্ষণ করে নাই, তিনি পবিত্র-
চরিত্রা, অদ্ভুত্যা, ও পতিব্রতা; তিনি সৌভাগ্য
আকাঙ্ক্ষায় মহাকালবনে গমন করিয়াছেন। হে
মহীপাল! “ভাৰ্য্যা সর্বদাই রক্ষণীয়” এইরূপ
শ্রুতি আছে, ভাৰ্য্যা রক্ষিতা হইলেই প্রজাও
রক্ষিত হয়। হে নরেশ্বর! আত্মাই ভাৰ্য্যাতে জন্ম
গ্রহণ করে, অতএব আপনি তাঁহাকে রক্ষা করুন।

পত্ন্যাঙ্কুলয়া ভাব্যঃ যথালীলেখপি ভর্তরি।
দুঃশীলা হৃভগা ভাৰ্য্যা পোষণীয়া নরেশ্বর ॥ ৪৫ ॥
ইতি তস্ত বচঃ শ্রুত্বা সমায়াতো নরেশ্বরঃ। মহা-
কালবনে রম্যে দদর্শ স্বাং প্রিয়াং তদা ॥ ৪৬ ॥
সৌভাগ্যালঙ্কৃতাং সূত্রং পূজয়ন্তীঃ মহেশ্বরম্।
দৃষ্ট্বা স্নেহেন চানিঙ্গ্য প্রত্যাবাচ স তাং প্রিয়াম্।
৪৭ ॥ বিরহেণ অদৌয়েন সন্তপ্তোহহং বরাননে।
অদ্য মে সকলং চক্ষুজীবিতঞ্চ সূজীবিতম্ ॥ ৪৮ ॥
যবাং পশ্যামি সূভগে কৃতার্থোহহং কৃতস্তয়া। এবং
দৃষ্টাতিহর্ষণে সা দদর্শ তদা পতিম্। উবাচ চ
প্রসাদেতি ভূয়ো ভূয়ো মুদাবিতা ॥ ৪৯ ॥ ততঃ স রাজা
রভসাং পরিষজ্যাহ ভামিনীম্। প্রিয়ে প্রসন্ন
এবাহং ভূয়ো ভূয়ো ব্রবীমি কিম্ ॥ ৫০ ॥ ততঃ
সমাগমো জাতো জাতঃ পুত্রোহর্থাৎখানিক।
তস্ত লিঙ্গস্ত মাহাত্ম্যাদন্তো নাম স গীয়তে ॥ ৫১ ॥
সৌভাগ্যমতুলং লব্ধং তয়া দেব্যা হিমাশ্বজে।
সৌভাগ্যেশ্বরসংজ্ঞস্ত ততঃ প্রভৃতি ভূতলে ॥

ভাৰ্য্যাশীন ব্যক্তির দিন দিন ধর্মক্ষয় হয় এবং
নিত্য ক্রিয়া লোপ পাইয়া থাকে। এই সকল পতনের
কারণ। ভর্তা যেক্রপ স্বভাব-সম্পন্ন হউক না কেন,
পত্নী কিন্তু ভর্তার প্রতি অনুরূপ হইয়া থাকে।
অতএব দুঃশীলা ও হৃভগা ভাৰ্য্যাও পোষণ করা
কর্তব্য ৷ ৩৫—৪৫ ৷ রাজা মুনিবরের এই বাক্য শ্রবণ
করিয়া মহাকালবনে আগমনপূর্বক সৌভাগ্যালঙ্কৃতা
সূত্র প্রিয়াকে মহেশ্বরের পূজা করিতে দেখিলেন।
প্রিয়াকে তথাবিধ অবলোকন করিয়া রাজা স্নেহে
আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন,—অগ্নি বরাননে! আমি
তোমার বিরহে সন্তপ্ত হইয়াছি, অদ্য আমার
চক্ষুর জন্ম সকল হইল এবং আমারও জীবন সার্থক
বলিয়া মনে করিলাম; কারণ আমি তোমাকে
দেখিতে পাইয়াছি; তুমি আমাকে কৃতার্থ করিলে।
রাজ্ঞী প্রিয়কর্তৃক স্নেহে দৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে
দর্শন করিলেন এবং হর্ষ সহকারে পুনঃপুন বলি-
লেন,—হে স্বামিন! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।
অনন্তর রাজা নির্দয় নিপীড়ন করত বলিলেন,—
প্রিয়ে! আমি প্রসন্নই ত আছি, বার বার আর
বলিব কত? অনন্তর উভয়ের সমাগম হইল, তাহার
কলে অতি ধার্মিক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল।
লিঙ্গ-মাহাত্ম্যে ঐ পুত্র দত্ত নামে গীত হইয়া অতুল
সৌভাগ্য লাভ করিল। হে দেবি! তদবধি ঐ

৫২। যে পশ্চিমে বিশালাক্ষি সৌভাগ্যেশ্বর-
মৌর্যম্ । তেবাং কুলে ন দৌৰ্ভাগ্যং জায়তে
পৰ্বতাস্থজে । ৫৩। তবিত্যতি ন দারিদ্ৰ্যং বিয়োগো
ন চ বহুভিঃ । পুত্রমিত্রকলত্রাণাং লিঙ্গস্ত চ সমৰ্চ্চ-
নাৎ । ৫৪। নোপসর্গভয়ং তেবাং যে পশ্চিমে বরাননে ।
সৌভাগ্যেশ্বরসংজ্ঞাং তু ন গ্রহাদিত্যং ভবেৎ । ৫৫ ।
সৰ্ব্ববাধাবিনিৰ্মুক্তো ধনধান্তসমবিতঃ । মনুষ্যো
জায়তে দেবি সৌভাগ্যেশ্বরদৰ্শনাৎ । সম্পূজ্যঃ
সৰ্বলোকেষু সৌভাগ্যৈকনিধিৰ্ভবেৎ । ৫৬ । জায়তে
ভূপতির্লোকে সার্কভোমো বরাননে । নাপুত্রা
নাধনা নারী ন দীনা ন চ হুঃখিতা । জায়তে হুৰ্ভগা
নৈব সৌভাগ্যেশ্বরদৰ্শনাৎ । ৫৭ । ন বৈধব্যং ন চ
ব্যাদিনাকালমরণং প্রিয়ে । ন পুত্রভৰ্জ্জং হুঃখং
জায়তে লিঙ্গদৰ্শনাৎ । ৫৮ । যথা লক্ষ্মীর্হরেৰ্নিত্যং
সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ স্মৃতা । রোহিণী বরুভা চেন্দোঃ
শচী শক্রস্ত বরুভা । তথা সূ। জায়তে নারী
সৌভাগ্যেশ্বরদৰ্শনাৎ । ৫৯ । এব তে কথিতো
দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । সৌভাগ্যেশ্বরদেবস্ত
শুণু রূপেশ্বরং প্রিয়ে । ৬০ ।

ইতি ত্রীক্ষান্দে লিঙ্গমাহাত্ম্যে সৌভাগ্যেশ্বরমাহাত্ম্য-
বর্ণনং নানৈকযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ । ৬১ ।

লিঙ্গ ভূতলে সৌভাগ্যেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ
করিলেন । হে বিশালাক্ষি ! যাহারা সৌভাগ্যে-
শ্বর দেবকে দর্শন করে, তাহাদের কুলে কদাচ
দৌৰ্ভাগ্য জন্মে না । অপিচ কদাপি তাহাদের
দারিদ্ৰ্য ও পুত্র, পৌত্র, কলত্র প্রভৃতি বহু-
বিয়োগ সজ্জাতিত হয় না । যাহারা ঐ লিঙ্গ দর্শন
করে, তাহাদের কোন উপসর্গভয় বা গ্রহাদিত্য
ধাকে না । হে দেবি ! সৌভাগ্যেশ্বর লিঙ্গ দর্শন
করিলে মনুষ্য সৰ্ব্ব বাধা-বিনিৰ্মুক্ত হইয়া ধন-ধান্ত-
সমবিত, সৰ্বলোক-পূজ্য, সুভগ ও সার্কভোম
ভূপতি হইয়া থাকে । যে নারী সৌভাগ্যেশ্বর
লিঙ্গ দর্শন করে, সে অপুত্রা, অধনা, দীনা, হুঃখিতা
ও হুৰ্ভগা হয় না । অপিচ কদাচ তাহার বৈধব্য,
ব্যাদি, অকালমরণ ও পুত্রভৰ্জ্জং হুঃখ জন্মে না ।
সে হরির লক্ষ্মীর স্তায়, ব্রহ্মার সাবিত্রীর স্তায়,
চন্দ্রের রোহিণীর স্তায় এবং শক্রের শচীর স্তায়
পতি-বরুভা হইয়া থাকে । হে দেবি ! এই আমি
তোমার নিকট সৌভাগ্যেশ্বর দেবের পাপনাশন

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । দ্বিষষ্টিকং বিজানৌহি দেবঃ
রূপেশ্বরং প্রিয়ে । যন্ত দর্শনমাজ্ঞেয় রূপবান্ জায়তে
নরঃ । ১ । শাস্তকল্পে মহাদেবি পদ্মো নাম মহী-
পতিঃ । পদ্মগর্ভসমুদ্ভূতো বহুব্রাহ্মপরাক্রমী ।
পৃথিব্যাশ্চতুরস্তায়া জাতো ধর্ম্মরতো বলী । ২ । স
কদাচিত্তহাবাহঃ প্রভূতবলবাহনঃ । বনং জগাম
গহনং হয়নাগশতৈর্হৃতঃ । ৩ । বিদ্যার্কখদিরাকীর্ণং
কপিখবসকুলম্ । যুগসিংহৈর্হৃতং ঘোড়ৈরষ্টৈ-
শ্চাপি বনেচরৈঃ । ৪ । তত্র বস্ত্রসহস্রাণি হস্তা
সবলবাহনঃ । রাজা যুগপ্রসঙ্গে বনমন্ত্রবিবেশ
সঃ । ৫ । এক এবোত্তমবলঃ কুংপিপাসাসমবিতঃ । স
বনস্তাস্তমাসাদ্য মহদারণ্যমাসদৎ । ৬ । তচ্চাপ্য-
তীত্য নৃপতির্দর্শনামমুত্তমম্ । মনঃপ্রহ্লাদজননঃ

প্রভাব কীর্তন করিলাম, অতঃপর রূপেশ্বর দেবের
মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ৪৬—৬০ ।

একযষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬১ ।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! যাহার দর্শন
মাত্র মানব রূপবান্ হয়, সেই রূপেশ্বর লিঙ্গকে
দ্বিষষ্টিতম বলিয়া জানিবে । হে মহাদেবি । শাস্তকল্পে
পদ্ম নামে একমহীপতি ছিলেন । ভগবান্ পদ্ম-
গর্ভ হইতে তাঁহার জন্ম হয় । তিনি অত্যন্ত
পরাক্রমী ছিলেন । তিনি চতুর্দিগস্তা পৃথিবীর
একমাত্র বলীয়ান্ ধর্ম্মরত রাজা হইয়াছিলেন ।
একদা ঐ মহাবাহু নাগ, হয় প্রভৃতি প্রভূত বল-
বাহন সমভিব্যাহারে গহন বনে গমন করেন ।
ঐ বন—বিষ, অর্ক, খদির, কপিখ, ধবল প্রভৃতি
বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ ; ভয়ানক সিংহ, ব্যাঘ্র, যুগ
প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ সর্বদা ঐ বনে বিচরণ
করিতেছে । রাজা এই ঘোর অরণ্যে সবল-
বাহনে সহস্র সহস্র বস্ত্র জন্তু নিহত করিয়া
যুগপ্রসঙ্গে অস্ত্র এক বনে গিয়া প্রবেশ করিলেন ।
তিনি কতিপয় উত্তম বল সঙ্গে লইয়া বনমধ্যভাগে
এক মহৎ অরণ্য প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধা ও পিপাসায়
অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন । ক্রমশঃ তিনি ঐ
বন উত্তীর্ণ হইয়া এক অতু্যন্তম আশ্রম দর্শন করি-
লেন । ঐ আশ্রম দেখিলেই মনে আনন্দ উদ্ভিত

দৃষ্টিকান্তমতীৰ চ । ৭ । পুন্পিঠৈঃ পাদপৈঃ কীৰ্ণ-
মতীৰ সুখশাৰলম্ । ততোহগচ্ছন্নহাবাহরেকো-
হমাত্যান্ বিস্কৃত্য তান্ । ৮ । নাপশ্যদাশ্রমে তস্মি-
ন্তম্বিং সংশিতব্রতম্ । উবাচ ক ইহেতু্যট্টৈর্ভবনঃ
সন্নাদয়স্বিব । ৯ । শ্রদ্ধাধ তং তথা শব্দঃ কস্তা
ক্রিয়িব রূপিনী । নিশ্চক্রামাশ্রমাত্মাত্তাপসাকার
ধারিণী । ১০ । সা তং দৃষ্টেব রাজানং পদ্মগৰ্ভ-
সমুদ্ভবম্ । আসনেনার্চয়িত্বা চ পপ্রচ্ছ নাম তং
তদা । ১১ । উবাচ শ্রয়মানাধ কিং কার্যং ক্রিয়তা-
মিতি । তামববীক্ষতো রাজা কস্তাং মধুরভাষিণীম্ ।
১২ । দৃষ্ট্বা চৈবানবদ্যাক্ষাং যথাবৎপ্রতিপূজিতঃ ।
আগতোহহং মহাভাগে মুনিশ্রেষ্ঠমুপাসিতুম্
ক গতো ভগবান্ ভদ্রে ত্বয়মাচক্ষু শোভনে । ১৩-
মুক্তা তু সা কস্তা তেন রাজ্ঞা তদাশ্রমে । ১৪ ।
প্রত্যুবাচেদং বাক্যং সমধুরাক্ষরম্ । ১৪ । কস্তাং
পৃথিবীপাল কোমারব্রহ্মচারিণঃ । তপস্বিনো ধৃতি-
মতো ধর্ম্যজ্ঞস্ত মনস্বিনঃ । ১৫ । স্মৃতা কথস্ত
মামেবং বিদ্ধি ত্বং মনুজাধিপ । কথং হি পিতরং
মন্ত্রে পিতরং শ্রমজ্ঞানতী । ১৬ । তস্তান্তদ্বচনং

হয়, এবং উহা নয়নানন্দ-জনক । ঐ বনের সকল
স্থানে পুন্পিঠ পাদপ, ও সুখশাৰল । নৃপতি সম-
ভিব্যাহারী অমাত্যবর্গকে বিসর্জন দিয়া একাকী ঐ
আশ্রমপথে প্রবেশ করিলেন । আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া
তিনি সংশিতব্রত ঋষিকে দেখিতে পাইলেন না ।
এই সময় তিনি বনভূমি নিনাদিত করত উট্টেঃস্বরে
বলিলেন,—এখানে কে আছেন ? নৃপতির এই
গভীর নাদ শ্রবণ করিয়া মূর্ত্তমতী কাশ্মির ঞ্চায় এক
তাপসীরূপধারিণী মুনিকস্তা আশ্রমমধ্য হইতে
নিজাক্সা হইলেন । তিনি বাহিরে আসিয়া পদ্মগৰ্ভ-
সমুদ্ভব রাজাকে দর্শনান্তে আসনাদি দ্বারা তাঁহার
যথাবিধি সৎকার করত স্মিতপূরক জিজ্ঞাসা করি-
লেন,—আপনার কি কার্য্য করিব ? রাজা যথাবিধি
পূজিত হইয়া ঐ অনিন্দিতাক্ষী মধুরভাষিণী কস্তাকে
দর্শনপূরক বলিলেন,—অগ্নি মহাভাগে ! আমি মুনি-
বরের উপসনা করিতে আসিয়াছি, তিনি কোথায়
গিয়াছেন ? তাহা তুমি আমাকে বল ! রাজা এইরূপ
জিজ্ঞাসা করিলে মুনিকস্তা হাসিতে হাসিতে মধুরা-
করে বলিলেন,—হে মহাপাল ! জানিবেন, আমি
কোমার ব্রহ্মচারী, তপস্বী, ধৃতিমান্ ধর্ম্যজ্ঞ মনস্বী
ভগবান্ কথমুনির কস্তা ; আমার পিতা কে, তাহা
আমি জানি না, কথকেই পিতা বলিয়া জানি । মুনি

শ্রদ্ধা নৃপেণোক্তং বরাননে । সুব্যক্তং রাজপুত্রী ত্বং
যথা কল্যাণি ভাবসে । ১৭ । ভাৰ্য্যা মে ভব স্ত্রমোণি
ক্রাহি কিং করবাণি তে । সুবর্ণরত্নবাসাসি কুণ্ডলে
পরিহারকে । ১৮ । আহরামি তবাদ্যাহং ভাৰ্য্যা মে
ভব শোভনে । গন্ধর্বেণ চ মাং ভীক বিবাহেনৈব
সুন্দরি । বিবাহানাঞ্চ রন্তোক গাঙ্ধর্বঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ।
১৯ । নৃপস্ত বচনং শ্রদ্ধা কস্তা বচনমববীৎ । মুহূর্ত্তং
সম্প্রতীকস্ব স মাং তুভ্যং প্রদাস্তি । ২০ ।
রাজোবাচ । ইচ্ছামি ত্বাং বরারোহে ভজমানা-
মনিন্দিতে । তদর্থং মাং স্থিতং বিদ্ধি ত্বয়া মেহপ-
হৃতং মনঃ । ২১ । আত্মনো বন্ধুরাট্মেব গতিরাত্মেব
চাত্মনঃ । আত্মনৈবাত্মনো দানং কর্ত্তুমর্হসি ধর্ম্মং
২২ । কস্তোবাচ । যদি ধর্ম্মপথেষ্টেব যদি চাত্মা
প্রভুর্নম । সত্যং মে প্রতিজানীহি দত্তমাত্মানমদ্য
তে । ২৩ । ইতি তস্তা বচঃ শ্রদ্ধা পরিণীতা নৃপেণ
হি । গাঙ্ধর্বেণ বিধানেন কামাসক্তেন পার্শ্বতি ।
২৪ । কামিতা সা নৃপেণৈব ততো গন্তুং সমুদ্যত ! ।

কস্তার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপ বলিলেন,
—অগ্নি কল্যাণি ! তোমার মধুরানাপে আমার মনে
হইতেছে, তুমি নিশ্চয়ই রাজকস্তা । তুমি আমার
ভাৰ্য্যা হও, তোমার কি উপকার করিব বল ? অগ্নি
শোভনে সুবর্ণ, রত্ন, বাস, কুণ্ডল, এ সমস্ত অদ্য
আমি তোমাকে আহরণ করিয়া দিতেছি, অগ্নি
শোভনে ! অগ্নি সুন্দরি ! গাঙ্ধর্ব বিধানে বিবাহ
করিয়া তুমি আমার ভাৰ্য্যা হও । হে রন্তোক ! বিবাহ
সকলের মধ্যে গাঙ্ধর্ব বিবাহই উৎকৃষ্ট । ১—১৯ ।
নৃপের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিকস্তা বলি-
লেন,—হে নৃপ ! মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন, পিতা
আসিয়া আপনাকে আমায় সম্প্রদান করিবেন ।
রাজা বলিলেন,—হে অনিন্দিতে ! আমার ইচ্ছা
হইতেছে,—তুমি আমাকে ভজনা কর, আমি
তোমার নিমিত্ত এখানে অবস্থিত জানিবে । তুমি
আমার মন হরণ করিয়াছ । দেখ, আত্মাই আত্মার
বন্ধু, আত্মাই আত্মার গতি ; অতএব তুমি ধর্ম্মাশ্র-
মারে আপনা আপনিই আপনাকে দান কর । কস্তা
বলিল,—ইহা যদি ধর্ম্মপথ হয়, যদি আত্মা আমার
প্রভু হন, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন
যে, আমি আপনাকে আত্মপ্রদান করিয়াছি । হে
পার্কতি ! কামাসক্ত রাজা মুনিকস্তার এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া গাঙ্ধর্ব বিধানে তাহাকে বিবাহ করি-
লেন । কস্তা নৃপের প্রতি জাতকামা হইয়া তাঁহার

এতদ্বিস্তরে দেবি কৃষ্ণাশ্রমমভ্যাগাৎ ॥ ২৫ ॥
সা কন্তা পিতরং দৃষ্ট্বা হ্রিয়া নোপজগাম তম্ ।
বিজ্ঞান্যথ চ তাং বিপ্রো দিব্যজ্ঞানো মহাতপাঃ ।
উবাচ পরমং কৃষ্ণস্তাং কন্তাং কামমোহিতাম্ ।
অযাপি দৃষ্টে ব্রহ্মসি মামবজ্জায় যৎকৃতঃ ॥ ২৬ ॥ স্বয়ং
স্বয়ংবরো মোহান্তম্মাং কৃষ্ণা ভবিষ্যসি । কুৎসিতা
নিষ্কণা দীনা, নির্লজ্জা রূপবর্জিতা ॥ ২৭ ॥ অয়ং
তে নৃপতির্ভক্তা হৃষ্টরূপী ভবিষ্যত ॥ ২৮ ॥ ইত্যুক্তা
তৎকণাজ্জাতা সা কন্তা রূপবর্জিতা । কুরূপো
নৃপতির্জাতঃ শাপাত্তস্ত মহাশয়নঃ ॥ ৩০ ॥ অথ
প্রসাদয়ামাস সা কন্তা পিতরং তদা । বালানভিজ্ঞা
মূঢ়াঃ মন্থথেন প্রপীড়িতা ॥ ৩১ ॥ অজ্ঞানাত্ত কৃতং
পাপং তাত যঃ কন্তমহসি । অয়ং মহীপতিস্তাত
প্রত্যলীনো মহাব্রতঃ ॥ ৩২ ॥ ন চাহং প্রার্থিতা তেন
ময়্যাসৌ প্রার্থিতো নৃপঃ । তস্মাদনুগ্রহং তাত কর্তু-
মহসি চাবয়োঃ ॥ ৩৩ ॥ ইতি তস্মা বচঃ শ্রুত্বা স
বিপ্রোহতিক্রপাশ্বিতঃ । উবাচ স্মাং হৃহিতরমাস্বাশৈবং
পুনঃপুনঃ ॥ ৩৪ ॥ নৈব বাগনৃতং পুত্রি যাবদদ্য

অরাম্যাহম্ । দৈবমত্র পরং যন্তে ধিগ্‌বুদ্ধিঃ
ধিক্ পরাক্রমম্ ॥ ৩৫ ॥ অকার্য্যং কারিতো যেন
বলাদহমনিন্দিতে । উপদেশং প্রদাস্তাম তব
কর্তুমিহাহসি ॥ ৩৬ ॥ মহাকালবনে পুণ্যে লিঙ্গং
রূপপ্রদায়কম্ । পশুপেশ্বরপূর্বে তু বিদ্যাতেহতীষ্ট-
দায়কম্ ॥ ৩৭ ॥ তব গচ্ছ ব্রাহ্মজ্ঞা সহ ভক্তা
নুপেণ হি । রূপং প্রাপ্যসি তুপ্রাপ্যং লিঙ্গদর্শন-
মাত্রতঃ ॥ ৩৮ ॥ ইত্যুক্তা সা তদা কন্তা সহ ভক্তা
গতা প্রিয়ে । মহাকালবনে ব্রম্যে যত্র লিঙ্গমহুতমম্ ॥
৩৯ ॥ দদর্শ পরয়া ভক্ত্যা স চ রাজা নরোত্তমঃ ।
তৎকণাদিব্যদেহা সা রূপেণাভিমনোহরা । দিব্য-
বস্ত্রপরিধানা দিব্যালঙ্কারভূষিতা ॥ ৪০ ॥ স চ
রাজা তথা জাতঃ কন্দর্পসদৃশাকৃতিঃ । রূপেণা-
প্রতিমো লোকে তস্মৈ লিঙ্গস্ত দর্শনাৎ ॥ ৪১ ॥
অতো লোকেষু বিখ্যাতো দেবো রূপেশ্বরঃ
প্রিয়ে । রূপদো ধনদোহত্যর্থ পুত্রদঃ স্বর্গদ-
স্তথা ॥ ৪২ ॥ স চ রাজা স্বকং প্রাপ্তো রাষ্ট্রং
শস্তাদিসংযুতম্ । প্রিয়য়া পরয়া সার্কং চক্রে রাজ্য-
মকণ্টকম্ ॥ ৪৩ ॥ রাজ্যং কৃৎস গতাঃ স্বর্গং ভার্য্যা

সঙ্গে গমন করিতে উদ্যত হইলেন । এমন সময়
ভগবান্ কণ্ঠ আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন । কন্তা
তখন পিতাকে দর্শন করিয়া লজ্জায় তাঁহার সমীপে
গমন করিলেন না । মহাতপা কণ্ঠ দিব্য জ্ঞান দ্বারা
সমস্ত বিষয় সম্যক্ বিদিত হইলেন । বিদিতার্থ হইয়া
তিনি সক্রোধে কাম-মোহিতা কন্তাকে বলিলেন,—
রে হৃষ্টে ! তুই যখন আমাকে অবজ্ঞা করিয়া মোহ-
বশতঃ স্বয়ংবরা হইয়াছিস্, তখন তুই কৃষ্ণা,
কুৎসিতা, নিষ্কণা, দীনা, নির্লজ্জা, ও রূপবর্জিতা
হইবি । আর তোর এই ভক্তা হৃষ্টরূপ হইবে ।
যুনি এই কথা বলিবামাত্র শাপপ্রভাবে কন্তা রূপ-
বর্জিতা ও নৃপতি কুরূপ হইলেন । অনন্তর কন্তা
এই বলিয়া পিতাকে প্রসাদিত করিতে লাগিল যে,
হে তাত ! আমি বাল্য, অনভিজ্ঞা, মন্থথ কর্তৃক
প্রপীড়িত হইয়া আমি মূঢ়া হইয়াছিলাম, অজ্ঞান-
বশত এইরূপ করিয়া কেলিয়াছি, আপনি আমাকে
ক্ষমা করুন । হে তাত ! এই মহীপতি মহাব্রত,
ইনি আমাকে প্রার্থনা করেন নাই ; আমিই উঁাকে
প্রার্থনা করিয়াছি । হে তাত ! অতএব আপনি
আমাদের উভয়কেই অনুগ্রহ করুন । অনন্তর
বিপ্র কন্তার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণান্তে কৃপাপরতজ
হইয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক পুনঃপুনঃ

বলিলেন,—হে পুত্র ! আমার বাক্য মিথ্যা
হইবার নহে, দৈবাৎ কি না হয় ? আমার
বুদ্ধিকে ধিক্, আমার পরাক্রমকে ধিক্, যে
হেতু আমি দৈবাৎ অকার্য্য করিলাম । হে
পুত্র ! আমি উপদেশ প্রদান করিতেছি,
তাহা শ্রবণ কর ;—পুণ্য মহাকালবনে পশুপে-
শ্বর লিঙ্গের পূর্বদিক্‌ভাগে এক রূপপ্রদায়ক লিঙ্গ
আছেন, ভক্তার সহিত তুমি ঐ স্থানে গমন কর ।
লিঙ্গ দর্শন মাত্রে তুমি তুল্লভ রূপ প্রাপ্ত হইবে । হে
প্রিয়ে ! এই কথা বলিলে কন্তা ভক্তার সহিত রম্য
মহাকালবনে—যেখানে লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন,
ঐ স্থানে গমনপূর্বক ভক্তি সহকারে লিঙ্গ
দর্শন করিলেন ; দর্শন করিবামাত্র তৎকণাৎ
দিব্যবস্ত্রপরিধানা ও দিব্যালঙ্কারভূষিতা
হইলেন । এইরূপে রাজাও লিঙ্গপ্রভাবে কন্দর্প-
সদৃশাকৃতি অপ্রতিম রূপ লাভ করিলেন । লিঙ্গ
দর্শনে রাজা অলোক-সামান্ত রূপ ধারণ করিলেন ।
হে প্রিয়ে ! এই জন্তই দেব রূপেশ্বর লোকে
বিখ্যাত হইয়াছেন । ঐ লিঙ্গ রূপদ, ধনদ, পুত্রদ,
ও স্বর্গদ । অতঃপর ঐ রাজা প্রিয়ার সহিত শস্ত্র-
শালী স্বায় অকণ্টক রাষ্ট্র প্রাপ্ত হইলেন । রাজা

সহ পার্শ্বতী । দেদীপ্যমানো বপুষা দ্বিতীয় ইব ।
ভাস্করঃ । ৪৪ । বিমানেন সুদীপ্তেন বন্দমানো
দিবালয়ে । দর্শনাত্তম লিঙ্গম্ প্রাপ্তঃ পদমনা-
ময়ম্ । ৪৫ । যে পশুস্তি বিশালাক্ষি দেবঃ রূপে-
শ্বরঃ শিবম্ । ন তে রূপেণ হীয়ন্তে যশসা চ
কুলেন চ । ৪৬ । সঙ্গ রূপকরং লিঙ্গং ভুক্তিমুক্তি-
কলপ্রদম্ । যে পশুস্তি বরারোহে তেষাং লোকাঃ
সদাক্ষয়াঃ । ৪৭ । যেহর্চয়ন্তি নরা নিত্যং দেবঃ
রূপেশ্বরঃ পরম্ । তেহর্চিতা যান্তি যানেন মম
লোকঃ সনাতনম্ । ৪৮ । স এব স্কৃতী লোকে
কুলং তেনাপ্যলঙ্কৃতম্ । যঃ পূজয়তি রূপেশং রূপ-
সৌভাগ্যদায়কম্ । ৪৯ । যঃ পূজয়তি দেবেশং
প্রসঙ্গাদপি পার্শ্বতী । ধনবান্ রূপবান্ সোহপি রাজা
ভবতি ভূতলে । ৫০ । 'এষ তে কথিতো দেবি
প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । রূপেশ্বরস্ত দেবস্ত ধনুঃ-
সাহস্রকং শৃণু । ৫১ ।

ইতি ঋক্সান্দে রূপেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ । ৬২ ।

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

ঋক্স উবাচ । ধনুঃসাহস্রনামানমীশ্বরঃ শৃণু
পার্শ্বতী । দ্বিষষ্টিসম্ব্যকং দিব্যং দর্শনাৎপাপনাশ-
নম্ । ১ । বিদূরথো নাম নৃপঃ খ্যাতকীর্তিরতুভুবি ।
তস্ত পুত্রদ্বয়ং জাতং সুনীতিঃ সুমতিস্তথা । ২ ।
একদা তু বনং যাতো যুগয়াং স বিদূরথঃ । দদর্শ
গর্ভং সুমহত্তমেমুর্ধমিবোদগতম্ । ৩ । তং দৃষ্ট্বা
চিন্তয়ামাস কিমেতদিতি পার্শ্বিবঃ । পাতালবিবরং
মন্ত্রে বড়বানলসন্নিভম্ । ৪ । চিন্তয়ন্নিব তত্রাসৌ
দদর্শ বিজনে বনে । ব্রাহ্মণং সূত্রতং নাম তপাশ্বিন-
মকল্যষম্ । ৫ । স তং প্রপচ্ছ নৃপতিঃ কিমেতদিতি
ভো দ্বিজ । ৬ । ব্রাহ্মণ উবাচ । দানবঃ সুমহা-
বীৰ্য্যো বসত্যাগ্রো রসাতলে । কুজস্তো নাম বিখ্যাতো
ভিনস্তি বসুধামিমাম্ । ৭ । তমাজিত্বা কথং রাজ্যং
ভোক্ত্যসে বসুধাধিপ । তেন বিধ্বংসিতা বিপ্রা
রাজৌ নিঃসৃত্য পার্শ্বিবঃ । ৮ । উপক্রান্তাস্থা দেশা
ধ্বস্তাশ্চৈব তথাশ্রমাঃ । আপ্যায়য়তি দৈত্যোহংসঃ
স বলী মুঘলায়ুধঃ । ৯ । যদি স্বঃ ঘাতয়ন্তেনং

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

ভোগ করিয়া পরে সুদীপ্ত দিব্য বিমানে আরোহণ-
পূর্বক দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া ভাস্করের স্তায়
দীপ্ত-কলেবরে ভার্য্যার সহিত স্বর্গলোকে গমন
করিলেন । তিনি ঐ লিঙ্গ দর্শন করিয়া পবন
অনাময় পদ লাভ করিলেন । হে বিশালাক্ষি !
যাহারা রূপেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহারা উত্তম
রূপ, যশ ও কুল লাভ করিয়া থাকে । ঐ লিঙ্গ
সর্বদা রূপ ও ভুক্তি মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন ।
যাহারা ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, তাহাদের অক্ষয় লোক
লাভ হয় । যে সকল নর নিত্য রূপেশ্বর লিঙ্গের
অর্চনা করে, তাহারা অর্চিত হইয়া দিব্যখানে মদীয়
লোকে গমন করে । যে মানব রূপ-সৌভাগ্যদায়ক
রূপেশ্বর লিঙ্গের অর্চনা করে, সে-ই এই পৃথিবীতে
স্কৃতী এবং স্বীয় কুল অলঙ্কৃত করিয়া থাকে । হে
পার্শ্বতী ! যে মানব প্রসঙ্গক্রমেও ঐ লিঙ্গ দর্শন
করে, সে ধন-ধান্ত-রূপবান্ হইয়া ভূতলে রাজা
হয় । হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট রূপে-
শ্বর লিঙ্গের পাপনাশন প্রভাব কীর্তন করিলাম,
অধুনা ধনুঃসাহস্রক-লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ২০-৫১ ।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬২ ।

ঋক্স বলিলেন,—হে পার্শ্বতী ! হে দেবি ।
ধনুঃসাহস্রক নামক দ্বিষষ্টিতম লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ
কর । ভূতলে বিদূরথ নামে এক প্রখ্যাতকীর্তি
রাজা ছিলেন । তাঁহার দুই পুত্র ছিল, নাম—
সুনীতি ও সুমতি । বিদূরথ একদা যুগয়াং বন-
গমন করিয়া পৃথিবীর মুখের স্তায় এক গর্ভ অব-
লোকন করেন । তদর্শনে মূপ এটা কি ? এই
বলিয়া চিন্তা করিতে থাকেন । তিনি মনে করেন,
—এটা পাতাল-বিবর ; বাড়বানলের স্তায় ইহার
মুখ দেখা যাইতেছে ! এইরূপ চিন্তা করিয়া
তিনি ঐ বিজন বনে সূত্রত নামক এক অকল্যষ
তাপস ব্রাহ্মণকে দর্শন করিলেন । তিনি ব্রাহ্মণকে
করিলেন যে, হে দ্বিজ ! এটা কি ?
ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রসাতলে কুজস্ত নামে এক
মহাবীর দানব বাস করে, সে-ই এইখানে বসুধাকে
ভেদ করিয়াছে । হে বসুধাধিপ ! আপনি
তাহাকে জয় না করিয়া কিরূপে রাজ্য ভোগ করি-
তেছেন ? ঐ দানব রাজিকালে নিঃসৃত হইয়া
সমস্ত বিপ্রকে বিধ্বস্ত করিয়াছে । সে দেশ ও
আশ্রম যার পর নাই উপক্রান্ত করিয়াছে । ঐ
বলবান্ দানব মুঘলায়ুধ । যদি আপনি এই পাতাল-

পাতালান্তরগোচরম্ । ততঃ সমস্তবান্ধবপতিরেব
ভবিষ্যসি ॥ ১০ ॥ ইতি বিপ্রবচঃ শ্রুত্বা মন্ত্রয়ামাস
পার্শ্বিণঃ । মন্ত্ৰিভিঃ সহিতোহমোঘঃ শ্রুত্বা মুঘল-
মন্ত্ৰিকে ॥ ১১ ॥ তং মন্ত্রং ক্রিয়মাণস্ত স্মৃত্যুত্যাং সহ
মন্ত্ৰিভিঃ । তৎপার্শ্ববর্তিনী কন্তা শুশ্রূষায়া মুদাবতী ॥
১২ ॥ ততঃ কতিপয়াহে তু তাং কন্তাং জনজৈ-
ক্ষণাম্ । জহারোপবনাদৈত্যাঃ কুজস্তঃ স্বসখীবৃত্তাম্ ॥
১৩ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা মহীপালঃ ক্রোধপর্য্যাকুলেক্ষণঃ ।
উবাচ পুত্রো জানেহহং স কুজস্তো মহাসুরঃ ॥ ১৪ ॥
দৃষ্ট্বা ভূমৌ পুরা গৰ্ভং তত্র সংশয়িতে ময়ি । কথিতো
দ্বিজমুখ্যেন ময়া পৃষ্টেন পুত্রকৌ ॥ ১৫ ॥ স হস্ততাং
সোহপহৰ্ত্তা মুদাবত্যাঃ স্মৃতিঃ । প্রস্থিতো নৃপ-
ভক্ত্যাথ স্বসৈন্তপরিবারিতৌ ॥ ১৬ ॥ তৌ স্তুতো
তত্র সম্ভ্রান্তৌ পাতালে পিতৃশাসনাৎ । যুযুধাতে
কুজস্তেন স্বশক্ত্যা সেনয়া বৃতৌ ॥ ১৭ ॥ ততঃ
পরিষনিত্বিংশশক্তিশূলপরশধৈঃ । বাণৈশ্চিরতরং
যুদ্ধং তেষামাসীৎ সুদারুণম্ ॥ ১৮ ॥ ততো মায়াবলবতা
তেন দৈত্যেন তৎক্ষণাৎ । অমোঘেনাদ্বিতীয়েন

বাসৌ দানবকে নিহত করিতে পারেন, তাহা হইলে
আপনি সমস্ত বান্ধব অধিপতি হইবেন । বিপ্রের
এই সকল কথা শুনিয়া নৃপতি মন্ত্ৰিগণের সহিত
মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । রাজা, মন্ত্রী ও পুত্র-
দ্বয়ের সহিত মন্ত্রণা করিতে থাকিলে তাহার ঐ
মন্ত্রণা, রাজকন্তা মুদাবতী শুনিলেন । অনন্তর
একদা ঐ জনজৈক্ষণা মুদাবতী স্বীয় সখীগণ সমভি-
ব্যাহায়ে উপবনে বিহার করিতেছেন, ইত্যবসরে
দৈত্য কুজস্ত তাহাকে হরণ করিল । তচ্ছ্রবণে
মহীপাল ক্রোধকষায়িত-নয়নে পুত্রদ্বয়কে বলিলেন,
—হে পুত্রদ্বয় ! আমি ঐ কুজস্তকে জানি; সে মহা-
সুর । আমি পূর্বে ভূমিতে তৎকৃত গৰ্ভ দেখিয়াই
সংশয় করিয়াছিলাম । আমি ঐ গৰ্ভ দেখিয়া এক
দ্বিজপুত্রবকে ঐ গৰ্ভ সহজে জিজ্ঞাসা করি, তিনি
গৰ্ভবিষয়ক সমস্ত কথা আমায় বলেন । অয়ি
পুত্রদ্বয় ! তোমরা মুদাবতীর অপহৰ্ত্তা সেই দৃশ্য-
তিকে নিহত কর । এইরূপ পিতৃবাক্য শ্রবণ
করত রাজ-পুত্রদ্বয় সৈন্তপরিবারিত হইয়া পাতালে
গমন করিলেন । সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার
স্বীয় সৈন্ত সমভিব্যাহারে দৈত্য কুজস্তের সহিত যুদ্ধ
করিতে লাগিলেন । পরিষ, খড়্গ, শক্তি, শূল, পরশ
ও বাণ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র দ্বারা তাঁহাদের সুদারুণ
যুদ্ধ চলিতে লাগিল । হে পার্বতি ! উহাদের

মুঘলেন বরাননে ॥ ১৯ ॥ ইতসৈন্তৌ যুগে বকৌ
রাজপুত্রৌ মহাবলৌ ॥ ২০ ॥ ততঃ শ্রুত্বা মহীপালো
বিবর্ণবদনোহভবৎ । বন্ধপুত্রঃ পরামর্তিং জগাম
গিরিপুত্রিকে ॥ ২১ ॥ করোদ বহুধাত্যর্থং পুত্রদ্বয়েন
পার্শ্বিণঃ । ততো বিলপতস্তস্ত মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ।
অনেকসৃষ্টিসংহারদৃষ্টকার্য্যপরাবরঃ ॥ ২২ ॥ উদিতা-
দিত্যসঙ্কাশঃ সপ্তকল্পাশুগো বনী । আজগাম
নৃপাত্যাসে বিলপন্তঃ দদর্শ সঃ । রাজানং
কথয়ামাস ত্রিকালজ্ঞো মহামুনিঃ ॥ ২৩ ॥ মা শুচ্যঃ
মহীপাল ক্ষত্রিয়োহসি দৃঢ়ব্রতঃ । ঐ শোকঃ ঐ
মহীপালো হৃর্জেয়ো লোকপালবৎ ॥ ২৪ ॥ শোকঃ
কুপুরুষাটীর্ণং ত্যজ ত্বং রাজসত্তম । উদ্যমঃ কুরু
রাজেন্দ্র কুজস্তঃ ঘাতয়িষ্যাসি ॥ ২৫ ॥ নাভ্যুচ্চঃ
মেরুশিখরঃ নাতিনীচঃ রসাতলম্ । ব্যবসায়ঃ
সখা যশ্চ নাস্তি দূরে মহোদধিঃ ॥ ২৬ ॥ মহাকালবনে
লিঙ্গমারাধয় সমাহিতঃ । রূপেশ্বরস্ত দেবস্ত পার্শ্ব
দক্ষিণতঃ স্থিতম্ ॥ ২৭ ॥ ধনুঃসাহস্রতুলাং তু মুঘলস্ত

উভয় পক্ষ এইরূপ যুদ্ধ করিতে থাকিলে ঐ মায়াবী
বলবান দৈত্য অমোঘ অদ্বিতীয় মুঘল দ্বারা রাজ-
পুত্রদ্বয়ের সমস্ত বল ক্ষয় করিয়া তাঁহাদিগকে বন্ধ
করিল । পুত্রের বন্ধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহীপাল
বিষম ও আত হুঃখিত হইলেন । তিনি অপত্যদ্বয়ের
বনীভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন । রাজা
এইরূপ রোদন করিতেছেন এমন সময় মহামুনি
মার্কণ্ডেয় ঐ স্থানে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে তদবস্থ
দর্শন করিলেন । মুনি বহু সৃষ্টি-সংহার প্রারম্ভ ও
বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়াছেন; উদিত আদিত্যের
স্তায় তাঁহার দেহকাস্তি; এবং তিনি সপ্ত
কল্পজীবী ও বনী । ঐ ত্রিকালজ্ঞ মুনি রাজাকে
বলিলেন,—হে মহীপাল ! তোমার শোক করা
উচিত নহে; তুমি ক্ষত্রিয়, দৃঢ়ব্রত হও ।
কোথায় শোক, আর কোথায় হৃর্জেয় লোকপাল-
সদৃশ রাজা ! শোক কাপুরুষের আচরণীয় । হে
রাজন্ ! অতএব আপনি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক
উদ্যম করুন, কুজস্তকে নিহত করিতে পারিবেন ।
হে রাজন্ ! অধ্যবসায় যাহার সহায়, মেরুশিখরও
তাহার নিকট অতুচ্চ নহে, পাতালকেও সে অতি
নীচ মনে করে না এবং মহোদধিও তাহার সমী-
পস্থ হইয়া থাকে । হে রাজন্ ! মহাকালবনে
রূপেশ্বর দেবের দক্ষিণদিক্‌ভাগে এক লিঙ্গ আছে,ন,
তুমি সমাহিতভাবে তাঁহার আরাধনা কর, তাঁহার

নিবারণম্ । ধনুঃ প্রাপ্যসি রাজেন্দ্র কুজস্তং
 বিনিপাতয় ॥ ২৮ ॥ ধনুঃসাহস্রহস্তৈস্ত
 যোধসন্তমৈঃ । লিঙ্গং দেবানুরৈর্যুগ্মে সহস্রাক্ষেণ
 সেবিতম্ । ইন্দ্রেণ চ ধনুর্লঙ্কাং জন্তো বৈ যেন
 পাতিতঃ ॥ ২৯ ॥ তস্ম তদ্বচনং শ্রুত্বা স রাজাধ
 বিদূরথঃ । জগাম ঈরিতো দেবি মহাকালবনং
 শুভম্ ॥ ৩০ ॥ দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং পূজ্যমাস
 ভক্তিতঃ । তস্ম তুষ্টিস্তদা দেবো দদৌ দিব্যং
 ধনুস্তদা ॥ ৩১ ॥ ধনুঃসাহস্রতুল্যং চ মুঘলস্ত
 নিবারণম্ । ধনুর্লঙ্কা তদা রাজা বদ্ধগোধা-
 জুলিতবান্ । জগাম ধীরঃ পাতালং তেন গর্ভেণ
 সত্বরম্ ॥ ৩২ ॥ ততো জ্যাহ্ননমত্যাগ্ৰং স চক্রে
 পার্থিবস্তদা । যেন পাতালমখিলমাসীদাপুরিতাস্তরম্ ॥
 ৩৩ ॥ ততো জ্যাহ্ননমাকর্ণ্য কুজস্তো দানবেশ্বরঃ ।
 আজগামাতিকোপেন স্তম্ভৈশ্চপরিবারিতঃ ॥ ৩৪ ॥
 ততো যুদ্ধমভূতস্ত সহ রাজা বরাননে । দিনানি
 ত্রীণি স যদা যোধিতস্তেন দানবঃ ॥ ৩৫ ॥ ততঃ
 কোপপরীতায়া মুঘলায়াভ্যধাবত । গন্ধৈর্বালৈস্তথা
 ধুপৈঃ পূজ্যমানঃ স তিষ্ঠতি ॥ ৩৬ ॥ যাবদ্

আরাধনা করিলে তুমি সহস্রধনুতুল্য মুঘলনিবারক
 ধনুঃ প্রাপ্ত হইবে ; তাহা দ্বারা কুজস্তকে নিহত
 করিবে । পূর্বে দেবানুরসংগ্রামসময়ে এই দেবেন্দ্র-
 সেবিত লিঙ্গ যোধসন্তমগণ সহস্রধনু ধারণপূর্বক
 রক্ষা করিয়াছিল । দেবেন্দ্র তাঁহার অর্চনা করিয়া ধনু
 লাভ করিয়াছিলেন, সেই ধনু দ্বারা তিনি জন্তকে
 নিহত করেন । হে দেবি ! তখন রাজা বিদূরথ
 মুনবাক্য শ্রবণপূর্বক শুভ মহাকালবনে গমন
 করিয়া ভক্তিসহকারে লিঙ্গের পূজা করিলেন ।
 রাজা কর্তৃক পূজিত হইয়া লিঙ্গ তাঁহাকে দিব্য ধনুঃ
 প্রদান করিলেন । ঐ ধনুঃ সহস্রধনুতুল্য এবং
 মুঘলনিবারক । তাহা লাভ করিয়া তিনি গোধা
 ও অঙ্গুলি বদ্ধনপূর্বক ধীরভাবে পাতালে সত্বর
 গমন করিলেন । রসাতলে উপস্থিত হইয়া তিনি
 অত্যাগ্র জ্যাহ্ননলক্ষণ করিতে লাগিলেন । ঐ শব্দে
 সমস্ত পাতালতল আপুরিত হইল । অনন্তর জ্যাহ্নন
 শ্রবণ করিয়া দৈত্য কুজস্ত অতি কোপে স্তম্ভৈশ্চ
 পরিবৃত্ত হইয়া রাজাকে আক্রমণ করিল । এই
 সময় রাজার সহিত দানবের লোমহর্ষণ যুদ্ধ সজ্জাটিত
 হইল । দানব তিনদিন যাবৎ রাজার সহিত যুদ্ধ
 করিয়া অনন্তর অতীব ত্রুণ হইয়া মুঘলগ্রহণের
 নিমিত্ত ধাবিত হইল । মুঘল তখন গচ্ছ মালা

গৃহীতি মুঘলং তাবৎ সা চ মুদাবতী । পশ্পর
 চন্দনব্যাজৈরনৈকৈশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৭ ॥ ততঃ
 স গতা যুযুধে মুঘলেনানুরেশ্বরঃ । তদা মুঘল-
 পাতাস্তে ধনুষা নিম্প্রভীকৃতাঃ ॥ ৩৮ ॥ ধনুর্জ্যা-
 ঘাতশব্দেন পতিতে ভূতলে তদা । গতৌ
 বৈবশ্বতং লোকং কুজস্তো নাম দানবঃ ॥
 ৩৯ ॥ ততোহপতৎ পুষ্পবৃষ্টিস্তোপরি মহীপতেঃ ।
 জগদ্গন্ধর্কপতয়ো দেববাদ্যানি সমুভূঃ ॥ ৪০ ॥ স
 চাপি রাজা তং হত্বা পুত্রৌ লকা পুত্রাং তদা ।
 মুদাবতীং মুদা যুক্তৌ হর্ষগদগদনির্ভরঃ ॥ ৪১ ॥
 পুত্রাভ্যাং সহিতৌ দেবি স্তসম্পূর্ণমনোরথঃ ।
 সান্তঃপুরপরীবারঃ পুনরায়াদরাননে ॥ ৪২ ॥ মহা-
 কালবনে রম্যে যত্র তল্লিঙ্গমুত্তমম্ । পূজ্যমাস
 রত্নৈশ্চ বস্ত্রৈরাভরণৈস্তথা ॥ ৪৩ ॥ ততঃ স
 পূজিতো দৈবৈঃ শক্রেণ চ পুনঃপুনঃ । অস্ত
 লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যাক্ষরঃ প্রাপ্তং নৃপেণ বৈ ॥ ৪৪ ॥
 কুজস্তোহপি হতো দৈত্যো দেববিদ্বেষকারকঃ ।
 ধনুঃসাহস্রনামায়মতঃ খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥ ৪৫ ॥
 ভক্ত্যা যে পূজয়িষ্যন্তি ধনুঃসাহস্রমীশ্বরম্ ।

দ্বারা পূজিত হইতেছিল । দৈত্য যেমন মুঘল গ্রহণ
 করিবে, ঐ সময় মুদাবতী চন্দন গ্রহণচ্ছলে মুঘলটাকে
 বারম্বার স্পর্শ করিলেন । অনন্তর অনুরেশ্বর
 মুঘলগ্রহণে ঘোরতর যুদ্ধ করতে লাগিল । রাজা
 তাহার মুঘলপাত ধনুদ্বারা ব্যর্থ করিয়া দিলেন ।
 তখন নৃপতির বহুজ্যাঘাতশব্দে অস্তুর ভূতলে
 পতিত হইল । পতিত হইবামাত্র যমালয়ে গমন
 করিল । কুজস্ত নিহত হইলে মহাপতির
 উপর পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল ; গন্ধর্ক-
 গণ গান করতে লাগিল এবং দেব-বাদ্য সকল
 বাজিয়া উঠিল । রাজা দৈত্যকে নিহত করিয়া
 হৃষ্টাশ্রুতকরণে পুত্রদ্বয় ও গুণবতী মুদাবতার
 উকার সাধন করত পূর্ণমনোরথ হইয়া অস্তঃ-
 পুরবাসী পারবারবর্গের সহিত পুনরায় মহাকাল-
 বনে গমন করিলেন । সেখানে উপস্থিত হইয়া
 তিনি রত্ন, বস্ত্র, ও আভরণাদি দ্বারা লিঙ্গারাধনা
 করিলেন । শক্র এই লিঙ্গের পুনঃপুনঃ পূজা করিয়া-
 ছিলেন । নৃপতিও এই লিঙ্গ অর্চনার ফলে ধনু
 লাভ করিলেন । সেই ধনুদ্বারা দেবদেবীকুজস্তদৈত্য
 নিহত হইল । হে দেবি ! এইজন্তই এই লিঙ্গ
 ধনুঃসাহস্র নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন । ১—৪৫।
 দ্বারা ভক্তিপূর্বক ধনুঃসাহস্র দেবের আরাধনা করে,

যান্ত্রিক শত্রবন্তেষাং কথং নৈবাত্ত সংশয়ঃ । ৪৬
অর্চিতো দেবদেবেশে ধনুঃসাহস্রিকে শিবে
অর্চিতাঃ সর্বদেবাঃ স্যুর্করদাশ ন সংশয়ঃ । ৪৭
প্রাভর্ষ্যেহপরাহুে চ ধনুঃসাহস্রকং শিবম্ । যে
নমস্তি নরা নিত্যং ন তে নরকভোগিণঃ । ৪৮ ।
তীর্থানাঞ্চ যথা গঙ্গা রক্ষিতা যোধসত্তমৈঃ ।
তথায়ং রক্ষকো দেবো নারী ধনুঃসহস্রকঃ । ৪৯ ।
তত্র গঙ্গাদিতীর্থানি বিন্যস্তে বিবিধানি চ ।
সুহৃৎশ্রুতিপুণ্যানি সদ্যঃ পাপহরাণি চ । ৫০
তেষাং কলং ন নির্দিষ্টং যে পশুস্তি তু তজ্জিতঃ
ধনুঃসাহস্রকং নাম সদা শত্রুকষয়কম্ । ৫১
এব তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ
ধনুঃসাহস্রদেবস্ত দেবঃ পশুপতিং শৃণু । ৫২

ইতি শ্রীকান্দে ধনুঃসাহস্রমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ । ৬৩ ।

তাহাদের শত্রু নিধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; এ বিষয়ে
কিছুমাত্র সংশয় নাই । হে দেবি ! এই ধনুঃসাহস্র
দেব অর্চিত হইলে সর্বদেবতাই অর্চিত হইয়া বর
প্রদান করেন ; ইহাতে কোন সংশয় নাই । প্রাতে
মধ্যাহ্নে, ও সায়াহ্নে যাহারা উক্ত লিঙ্গকে প্রণাম
করে, তাহারা নরকভোগী হয় না । তীর্থ সকলের
মধ্যে যেমন গঙ্গা, সেনানীগণমধ্যে যেমন রাজা,
লিঙ্গসকলের মধ্যে তেমনি এই ধনুঃসাহস্রক
লিঙ্গ । সুশুভ, অতিপুণ্য সদ্যঃপাপহর গঙ্গাদি
বিবিধ তীর্থ ঐ লিঙ্গে বিরাজ করিতেছে । যাহারা
ধনুঃসাহস্রক নামক এই শত্রুকষয়ক লিঙ্গ দর্শন
করে, তাহাদের দর্শনফল অদ্যাপি নির্দিষ্ট হয়
নাই । হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট
ধনুঃসাহস্র দেবের পাপনাশক প্রভাব কীর্তন করি-
লাম, অতঃপর পশুপতি দেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ
কর । ৪৬—৫২ ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৩ ।

চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । শৃণু ত্বং পশুপত্যাখ্যঃ চতুঃ-
ষষ্টিকর্মীশ্বরম্ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ পশুযোনির্ন
লভ্যতে । ১ । পশুপালো মহাদেবি বভূব ভুবি
বিশ্রুতঃ । রাজা পরমধর্ম্মিষ্ঠঃ পশুনাং পালনে রতঃ ।
২ । দিদৃক্ষুঃ স কদাচিত্ত গতস্তোষনিধিঃ প্রতি
দদর্শ তত্র পুরুষান পঞ্চ প্রাধান্ততঃ স্থিতান । একা
স্ত্রী যুক্তকেশা সা ভ্রমন্তী চ পুনঃপুনঃ । ৩ । অথ
রাজা ভয়াবিষ্টো বিসংজ্ঞঃ সমুপদ্যত । সংবেষ্টিতো
দম্ভ্যভিত্তৈস্তম্ভা নার্যা বিশেষতঃ । ৪ । ততোহস্তে
সমপাতঞ্চ আগত্য নৃপসত্তমম্ । সংবেষ্ট্য সংস্থিতৈঃ
সর্কৈস্ততো কুদ্ধো মহীপতিঃ । ৫ । কুদ্ধে রাজনি
তে সর্কৈ একীভূতাস্ত দম্ভবঃ । ঘাতিতাঃ পশু-
পালেন ন যুতাঃ পুনর্কথিতাঃ । ৬ । তন্ত তাং
যুষ্টতাং জ্ঞাস্তা বৈধ্যঞ্চ নৃপতেষুধে । তন্তৈব নৃপ-
তের্দেহে লীনাস্তে দশ দম্ভবঃ । ৭ । অমূর্ত্তা ইব
তে সর্কৈ একীভূতাস্ততোহভবন । তান্ দৃষ্ট্বা
হৃগতো রাজা পশুপালোহভবৎ কণাৎ । ৮ । অথা-

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! যাহার দর্শন মাত্রে
পশুযোনিতে গমন করিতে হয় না, আমি সেই
চতুঃষষ্টিতম লিঙ্গ পশুপতিনাথের মাহাত্ম্য কীর্তন
করিতেছি, শ্রবণ কর । হে দেবি ! ভূতলে পশু-
পাল নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন । তাঁহার
ধর্ম্মে মতি ছিল এবং তিনি সর্বদা পশুপালনে রত
থাকতেন । একদা তিনি তোষনিধিদর্শনে গমন
করেন । সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি পাঁচজন বলিষ্ঠ
পুরুষ ও একটী স্ত্রী দেখিতে পান । স্ত্রীটির কেশ-
কলাপ আলুলায়িত এবং পুনঃপুন তিনি ভ্রমণ করিতে-
ছেন । রাজা তদর্শনে স-ভয়ে সংজ্ঞাহীন হন । তিনি
হতচেতন হইলে দম্ভ্যগণ,—বিশেষতঃ সেই নারী
ও অন্যান্য লোক যুগপৎ আগমন করিয়া সকলে
তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল । তিনি কুদ্ধ হইলেন, দম্ভ্য-
গণ সকলেই সমবেত হইল । এই সময় ঐ যুতপ্রায়
নৃপতি পুনর্কথিত হইয়া তাহাদিগকে ঘাতিত করি-
লেন । নৃপতির যুষ্টতা ও বৈধ্য দেখিয়া তাঁহারা সক-
লেই তাঁহার গাত্রে লীন হইল । অমূর্ত্তের স্থায় হইয়া
তাহারা একীভূত হইয়া গেল । তাহাদিগকে তথাবিধ
দর্শন করিয়া রাজা পশুপাল হৃগিত হইলেন । ১—৮ ।

পঞ্চতদায়াস্তং নারদং যুনিপুত্রবৎ । ব্রহ্মপুত্রং
তপোযুক্তং পশ্চচ্চ স নৃপসুতা ॥ ১৯ ॥ পশুপাল
উবাচ । ভগবন্ ব্রহ্মপুত্রাদ্য ময়া দৃষ্টং তু কৌতুকম্ ।
অকস্মাৎ পুরুষাঃ পঞ্চ সমায়াতা ভয়াবহাঃ ॥ ২০ ॥
তৈরহং বেষ্টিতো দৃষ্টৈর্ব্যাকুলশ্চ কৃতসুতা । মুষ্টিভি-
হস্তমানোহহং শ্বশো জাতো দ্বিজ কণাৎ ॥ ২১ ॥
ততোহস্তে পুরুষাঃ পঞ্চ সমায়াতা নিযুধ্য মাম্ ।
হস্ততাং হস্ততামেষ মুক্তিকামো নৃপাধমঃ ॥ ২২ ॥
এবং তৈঃ পীড়িতোহত্যর্থঃ পুনর্মোহনুপাগতঃ ।
এতস্মিন্নন্তরে সা স্ত্রী মামুবাচ পুনঃপুনঃ ॥ ২৩ ॥
দৃঢ়ো ভব মহারাজ মা বিষাদং কুরু প্রভো ।
হীনবীৰ্য্যো হমী চোরাঃ সমর্থস্বঃ স্থিরো ভব ॥ ২৪ ॥
তস্তা বাক্যেন বিপ্রেন্দ্র ময়া ধৈর্য্যেণ সংযুগে । দশ
প্রধানপুরুষা জিতাস্তে ন মৃত্যুঃ প্রভো ॥ ২৫ ॥
প্রলীনা মচ্ছরীরে তু কেহপ্যেতে কাপি সাবলা ।
পশুপালবচঃ শ্রুত্বা নারদো বাক্যমববৌৎ ॥ ২৬ ॥
যে স্বয়া পুরুষা দৃষ্টাস্থ্যি লীনা জিতা যুধে । বুদ্ধৌ-
শ্রিয়ানি তে পঞ্চ পঞ্চ কর্মৈল্লিয়ানি চ । ভ্রমস্তৌ যা

ঐ সময় রাজা, ব্রহ্মপুত্র তপোযুক্ত দেবর্ষি নারদকে
ঐ স্থানে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন,—হে ভগবন্! অদ্য আমি এক মহৎ
কৌতুক দর্শন করিলাম । অকস্মাৎ পাঁচ জন
পুরুষ আমার নিকট আগমন করিয়া তাহারা
আমাকে বেষ্টনপূর্বক মুষ্টিপ্রহারে পীড়িত করিল,
তাহার পর কণকাল মধ্যে শ্বশ্ব হইলাম । অন-
ন্তর অপর পাঁচ জন পুরুষ আসিয়া আমার সহিত
যুদ্ধ করত বলিল—এই মুক্তিকামী নৃপাধমকে
নিহত কর, নিহত কর । পরে আমি ঐ পাঁচ জন
কর্তৃক পীড়িত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইলাম । এই
সময় এক নারী? আমায় পুনঃপুন বলিল,—হে মহা-
রাজ! আপনি দৃঢ় হউন, বিব্রহ হইবেন না । ঐ
চোরগণ হীনবীৰ্য্য, আপনি বলবান, স্থির হউন!
হে দেব! অনন্তর আমি ঐ স্ত্রীর বাক্যে ধৈর্য্যা-
বলম্বনপূর্বক যুদ্ধে ঐ দশজন প্রকাণ্ড পুরুষকে
পরাজিত করিলাম; কিন্তু তাহারা মারিল না, আমার
শরীরে লীন হইল । হে দেব! উহারা কে এবং
ঐ নারীই কে? রাজা পশুপালের বাক্য শুনিয়া
নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি যে পুরুষ-
দিগকে জয় করিয়াছিলে, কিন্তু তাহারা মরে নাই,
ঐ পুরুষগণ ইন্দ্রিয় । তাহাদের পাঁচটি বুদ্ধিস্রৌষ
ও পাঁচটি কর্মৈন্দ্রিয় । আর যে নারীকে আপনি

চ নারী সা স্বয়া দৃষ্টা নৃপোত্তম ॥ ১৭ ॥ মনোরূপেণ
সা বুদ্ধিব্রহ্মতোয হি ন স্থিরা । জিতানি তানি
পূর্বেণ ব্রহ্মণা লোককর্তৃণা ॥ ১৮ ॥ সোহপি ক্রোধ-
বশং নীত ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ৈঃ প্রিয়ৈঃ । পিতামহেন
স্বৈ যজ্ঞে শস্তোভাগে, ন কল্পিতঃ ॥ ১৯ ॥ মহাদেবো
জগন্নাথঃ সৃষ্টিসংহারকারকঃ । ইন্দ্রিয়ৈর্মোহিতো
রাজন ক্রোধং চক্রে সুরান্ প্রতি ॥ ২০ ॥ সুরা
বিভূতয়ো যশ্চ ক্রীড়ার্থং ভুবনজয়ম্ । তেন ভাগ-
নিমিত্তার্থং চক্রে সজ্যাং ধনুস্তদা ॥ ২১ ॥ পৃথক্চ
দন্তাঃ সন্তগ্না মোহিতশ্চ দিবাকরঃ । নেত্রে ভয়ে
ভগ্নস্তাপি বিদ্ধো যজ্ঞো যুগাকৃতিঃ ॥ ২২ ॥ পশবশ্চ
কৃতা দেবা মুনয়ো বেদবর্জিতাঃ । ঋষীণাং ধর্ম্ম-
শাস্ত্রানি হতানি বিভূনা তথা ॥ ২৩ ॥ দুর্জয়ানী-
ল্লিয়ানাংহর্ম্মুনয়ো বেদপারগাঃ । মনোরূপেণ যা বুদ্ধিঃ
সা চাতৌব স্তুদুর্জয়া ॥ ২৪ ॥ তস্মাদ্রাজন্ মহাবাহো
মা বিষাদং বৃথা কৃথাঃ । তস্ম তদ্বচনং শ্রুত্বা নারদস্ত
মহান্বনঃ । পশুপালো মহাদেতি বক্তুং সমুপচক্রমে ॥
২৫ ॥ পশুপাল উবাচ । কথং তে ভগবন্ মুক্তা দেবাঃ
শক্রপুরোগমাঃ । পশুভাবাচ্চ ব্রহ্মাপি শ্রোতুমি-
চ্ছামি কথ্যতাম্ ॥ ২৬ ॥ তস্ম তদ্বচনং শ্রুত্বা নারদঃ

ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন, সে বুদ্ধি মনোরূপে
সর্বদা ভ্রমণ করিয়া থাকে, সে কদাচ স্থির থাকে
না । লোককর্তা বিধাতা পূর্বে তাহাদিগকে জয়
করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে ইন্দ্রিয়বিষয়গণ তাঁহাকেও
ক্রোধে বশীভূত করিয়াছিল; কেননা তিনি স্বীয় যজ্ঞে
শস্ত্র ভাগ-কল্পনা করেন নাই । হে রাজন! মহাদেব
—জগতের নাথ এবং সৃষ্টি-সংহারকারক; তিনিও
ইন্দ্রিয়গ্রাম কর্তৃক মোহিত হইয়া সুরগণের প্রতি
ক্রোধ করিয়াছিলেন । সুরগণ ষাঁহার বিভূতি, ত্রিভু-
বন ষাঁহার ক্রীড়ার নিমিত্ত, তিনি স্বীয় যজ্ঞভাগের
জন্ত নিজ ধনুকে জ্যা-রোপণ করেন এবং ইন্দ্রের
দন্তপর্জীকে উৎপাটিত, দিবাকরকে মোহিত,
ভগকে অন্ধ, যুগাকৃতি যজ্ঞকে বিদ্ধ, দেবগণকে
পশু, মুনিগণকে বেদবর্জিত, এবং ঋষিগণকে ধর্ম্ম-
শাস্ত্রহীন করিয়াছিলেন । ১—২৩ হে রাজন্! বেদ-
পারগ মুনিগণ ইন্দ্রিয়গ্রামকে দুর্জয় বলিয়াছেন । আর
মনোরূপিণী যে বুদ্ধি, সেও অপরাজেয়; অতএব
বৃথা খেদ করিও না । হে দেবি! রাজা পশুপাল
এতাদৃশ মুনিবাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে
বলিলেন,—হে দেব! বিধাতৃপ্রসূত দেবগণ কিরূপে
সেই পশুভাব হইতে মুক্তিনাভ করিলেন? আমি

পুনরববীৎ । পশুহেহপি গতা দেবা ঋষিভূমিভিঃ
সহ । ২৭ । ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃতা গতাঃ শরণমৌশরম্ ।
ভূতিভিস্তোষিতো দেবো ভক্তানুগ্রহকারকঃ । ২৮ ।
উবাচ বচনং রাজন্ যৎকর্তব্যং তদুচ্যতাম্ । ২৯ ।
দেবা উচুঃ । বেদশাস্ত্রাণি বিজ্ঞানং দেহি নো ভব
মা চিরম্ । দেবত্বং পূর্ববদেব যদি তুষ্টো
মহেশ্বরঃ । ৩০ । ঈশ্বর উবাচ । ভবন্তঃ
পশবঃ সর্কে ময়া সার্কক গম্যতাম্ । মহাকালবনে
ক্ষেত্রে পশুভাববিমোচকে । ৩১ । অহং পতির্কো
ভবিতা ততো মোক্ষমাবাপ্যথ । ভবতামনুকম্পার্থং
লোকানুগ্রহকারণম্ । লিঙ্গরূপী ভবিষ্যামি নান্না
পশুপতীশ্বরঃ । ৩২ । অথ তে ত্রিদশাঃ সর্কে
দৃষ্টা দেবঃ তমৌশরম্ । পশুভাববিনির্মুক্তা গতা
হৃষ্টান্ধিবিষ্টপম্ । ব্রহ্মা পশুপতিং প্রাহ প্রসন্নেনাস্ত-
রাশ্বনা । ৩৩ । যে ত্বাং পশুপতিং দেবেশ ভক্ত্যা পরময়া
যুতাঃ । তেবাং কুলে পশুত্বঞ্চ যে গতাঃ পিতরঃ
প্রভো । স্বকৈঃ কৰ্ম্মবিপাকৈশ্চ তেবাং মোক্ষো
ভবিষ্যতি । ৩৪ । অজ্ঞানাজ্ঞানতো বাপি যৎপাপং

ভূমিতে ইচ্ছা করি, বলুন । নৃপ জিজ্ঞাসা করিলে
মুনি পুনরায় বলিলেন,—পশু হইলেও ইন্দ্রাদি দেব-
গণ বিধাতাকে অগ্রে করিয়া দেবদেব ঈশ্বরের শরণ
গ্রহণপূর্বক ভূতি দ্বারা তাঁহাকে তোষিত করিলেন ।
তিনি দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে
বলিলেন,—হে দেবগণ ! তোমাদের কি করিতে
হইবে বল ? দেবগণ বলিলেন,—হে মহেশ্বর !
যদি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে পূর্ববৎ আমা-
দিগকে বেদশাস্ত্র এবং বিজ্ঞান প্রদান করুন ।
ঈশ্বর বলিলেন,—তোমরা পশুভাব প্রাপ্ত হইয়াছ ;
অতএব আমার সহিত পশুভাববিমোচন মহাকাল-
বনে গমন কর । আমি তোমাদের পতি হইব,
ইহাতে তোমরা মুক্তি লাভ করিবে । আমি
তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া লোকানুগ্রহকারক
পশুপতীশ্বর নামক লিঙ্গ হইব । অনন্তর ঐ পশু-
ভাবপ্রাপ্ত দেবগণ পশুপতীশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়া
পশুভাব হইতে মুক্তি লাভ করত হৃষ্টান্তঃকরণে
সকলে স্বীয়পুরে গমন করিলেন । বিধাতা প্রসন্ন
হইয়া পশুপতিকে বলিলেন—হে দেব ! যাহারা
ভক্তি সহকারে আপনাকে দর্শন করিবে, তাহাদের
কুলে যে সকল পিতৃলোক স্বীয় কৰ্ম্মবিপাকে পশু-
ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মুক্তি লাভ হইবে ।
জ্ঞানপূর্বক বা অজ্ঞানপূর্বক নরগণ যে সকল পাপা-

ক্রিয়তে নরৈঃ । তৎপাপং বিলয়ং যাতু তন্ত দেবন্ত
পূজনাৎ । ৩৫ । তে নরাঃ পশবো লোকে কিং
তেবাং জীবিতে কলম্ । যৈর্ন দৃষ্টঃ পশুপতিঃ
পশুযোনিবিমোচকঃ । ৩৬ । কোমারে যৌবনে
বাল্যে বার্ককে যত্পার্জিতম্ । তৎপাপং বিলয়ং
যাতি দৃষ্টা পশুপতিং শিবম্ । ৩৭ । পৌষমাসে
তু সম্প্রাপ্তে যে ত্বাং পশুপতিং মানবাঃ । তেবাং ত্বং
বরদো দেব সদাভীষ্টকরো ভবেঃ । ৩৮ । সূর্যা-
গ্রহে যথা দন্তঃ কুরুক্ষেত্রে বিশেষতঃ । পাত্রে
দানং সুবর্ণস্ত প্রোক্তমক্ষয়মব্যয়ম্ । ৩৯ । পৌষ-
মাসে দিনৈকেন নরাণামধিকং তথা । স্বদর্শনে
দেবেশ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ । ৪০ । ইত্যুক্তা
ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকং গতো নৃপ । কৃতকৃত্যঃ
প্রহৃষ্টোহ্মা মুনিভিঃ কবিভিঃ সহ । ৪১ । তস্মাৎ
মপি রাজেন্দ্র যদীচ্ছসি পরাং গতিম্ । সমাধায়
তল্লিঙ্গং পশুযোনিবিমোচনম্ । মহাকালবনং গতা
ইন্দ্রেশ্বরস্ত দক্ষিণে । ৪২ । তন্ত তদ্বচনং ব্রহ্মা
নারদস্ত মহাত্মনঃ । জগাম পশুপালোহপি মহা-
কালবনং প্রিয়ে । দর্শনান্তস্ত লিঙ্গস্ত গতোহসৌ

চরণ করিয়া থাকে, আপনাকে দর্শন করিলে তাহা-
দের সেই সকল পাপ প্রনষ্ট হইবে । যাহারা
পশুভাববিমোচক পশুপতি লিঙ্গ দর্শন না করিয়াছে,
তাহারা পশু ; তাহাদের জীবনে কল কি ? পশু-
পতি লিঙ্গ দর্শন করিলে কোমারে, যৌবনে, বাল্যে,
ও বার্ককে যে পাপাচরণ করা হইয়াছে, তাহা
বিলয় প্রাপ্ত হইবে । হে দেব ! পৌষমাসে যে
সকল মানব আপনাকে দর্শন করিবে, আপনি
সর্বদা তাহাদিগকে অভীষ্ট বর প্রদান করিবেন ।
হে দেব ! সূর্যাগ্রহে কুরুক্ষেত্রে কৃত দান ও সৎ
পাত্রে সুবর্ণদান অক্ষয় বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে ;
কিন্তু নরগণ যদি পৌষমাসে আপনাকে দর্শন করে,
তাহা হইলে তাহাদের ততোধিক কললাভ হইবে
ইহাতে কোন সংশয় নাই । হে নৃপ ! এই
কথা বলিয়া ভগবান্ বিধাতা কৃতকৃত্য হইয়া
হৃষ্টান্তঃকরণে মুনি ও কবিগণ সহ স্বীয় লোকে
গমন করিলেন । হে রাজেন্দ্র ! আপনিও যদি
পরম গতি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে মহাকালবনে
গমন করিয়া ইন্দ্রেশ্বর দেবের দক্ষিণদিক্‌ভাগে
অবস্থিত পশুযোনিবিমোচক পশুপতি লিঙ্গ দর্শন
করুন । হে প্রিয়ে ! দেবার্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ
করিয়া নরপতি পশুপাল মহাকালবনে গমন করি-

পরমাং গতিম্ ॥ ৪৩ ॥ এষ তে কথিতো দেবি
প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । পশুপত্যাখ্যাদেবশ্চ শৃণু
ব্রহ্মেশ্বরং শিবম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পশুপতীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীহর উবাচ । পঞ্চষষ্টিকসঙ্খ্যাকং বিদ্ধি ব্রহ্মেশ্বরং
প্রিয়ে । যশ্চ দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মলোকো হুবাধ্যতে ॥
১ ॥ পুলোমা নাম দৈত্যেন্দ্রো মহাবলপরাক্রমঃ ।
পোলোমানাং সহস্রৈশ্চ পূজ্যমানঃ স তিষ্ঠতি ॥ ২ ॥
আনর্চ্ছন্তেহপি তং দৈত্যঃ সুরেশঃ ত্রিদশা ইব । স
কদাচিৎ সমকস্তু দৈত্যানাং মিদমববৌৎ ॥ ৩ ॥ অদ্যাপি
লোকপালানামর্কেন্দুজলনাস্তসাম্ । শতক্রতোর্ধনেশশ্চ
যমশ্চ বরুণশ্চ চ ॥ ৪ ॥ যদি নাম ততঃ কিং মে
তপসা জীবিতেন চ । সোহহং বিদ্রাবয়িষ্যামি সর্বা-
নেব দিবোকসঃ ॥ ৫ ॥ সর্কৈরৈতৈঃ পরিবৃত্তঃ
পোলোমৈর্কলবস্তরৈঃ । ইত্যুক্তা গতবান্ দেবি
সাগরং দৈত্যসংবৃত্তঃ । তাবচ্ছ্যানং সহসা হপশ্চমব-

লেন । ঐ স্থানে গমন করিয়া লিঙ্গ দর্শনপুষ্পক
পরম গতি লাভ করিলেন । হে দেবি ! এই আমি
তোমার নিকটে পশুপতি লিঙ্গের পাপনাশন প্রভা ।
কীর্তন করিলাম, অতঃপর ব্রহ্মেশ্বরশিব মাহাত্ম্য
শ্রবণ কর ॥ ২৪—৪৪ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীহর বলিলেন,—হে প্রিয়ে ! ঋষীকে দর্শন
করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়, সেই পঞ্চষষ্টিতম
লিঙ্গকে ব্রহ্মেশ্বর বলিয়া জানিবে । পুলোমা নামে
মহাবলপরাক্রম দৈত্যাদিগের এক অধিপতি ছিল,
দেবগণের ইন্দ্রাধিনার স্ত্রায় সহস্র সহস্র পোলোম,
ঠাঁহার পূজা করিত । একদা পুলোমা দৈত্যগণের
সম্মুখে বলিল,—অদ্যাদি লোকপাল—অর্ক ইন্দু বহ্নি,
জল, শতক্রতু, ধনেশ, যম ও বরুণের আধিপত্য
বিরাজিত রহিয়াছে, অতএব আমার তপস্যা ও
জীবনে ধিক্ ! আমি এই সমস্ত বলবান্ পোলোম
পরিবৃত্ত হইয়া সমুদয় দেবগণকে বিদ্রাবিত করিব ।

স্বদনম্ ॥ ৬ ॥ শারদাত্রসমভাসং মধ্যেকালঃ
যথা ঘনম্ । তমালোক্য ততো দৈত্যানববৌদমুগাং-
স্তথা ॥ ৭ ॥ অয়ং স দানবগিরি-বজ্রো হি মধুস্বদনঃ ।
কৌর্তিকাস্তাকলাকেনি-বৈধব্যাদেশকো দ্বিষাম্ ॥ ৮ ॥
দৈত্যসৌমস্তিনৌকাস্ত-পত্রবল্লীপ্রভঙ্ককঃ । অয়মশ্রজয়-
বধু-বৈধব্যাদেশকঃ পরঃ ॥ ৯ ॥ গতশঙ্কঃ স্বপিত্যকঃ
সর্বদা কুটিলশয়ঃ । হস্তব্যস্তরয়া দৃষ্টঃ কাক্ষিকতো
দর্শনং গতঃ ॥ ১০ ॥ ইত্যুক্তা স হি দৈত্যেন্দ্রঃ পুলোমা-
তিক্রমাবিতঃ । অভিহুদ্রাব বেগেন তাবদগ্রে পিতা-
মহম্ । দদর্শ নাভিকমলে চিস্তয়ানং পুনঃপুনঃ ॥
১১ ॥ অথ ব্যাকুলতাং প্রাপ্তো ব্রহ্মা দৃষ্ট্বা তদদ্ভুতম্ ।
আয়ান্তঃ দৈত্যাসিংহানাং সৈন্তং রণসুহৃজয়ম্ ॥ ১২ ॥
অথ বোধঃ গতঃ কিপ্রং কৈটভারিষ্মহাবলঃ । দদ-
র্শাগ্রে পুলোমং তু স্বসৈন্তপরিবারিতম্ ॥ ১৩ ॥
অজৈয়ঃ সঙ্গরে ধীরো ব্রহ্মাণমিদমববৌৎ ॥ ১৪ ॥
বিষ্ণুকবাচ । পুলোমশ্চ বিনাশার্থমুদ্যোগঃ ক্রিয়তা-

এই বলিয়া পুলোমা দৈত্যপরিবৃত্ত হইয়া সাগরা-
ভিমুখে গমন করিল । তথায় উপস্থিত হইয়া
সহসা সাগরগর্ভে মধুস্বদনকে শয়ান দেখিল ॥ ১—৬ ॥
সে দেখিল,—শারদ অভ্রের স্ত্রায় ঠাঁহার কাস্তি,
এবং মধ্যদেশ ঠাঁহার কৃকবর্ণ । তথাবিধ মধু-
স্বদনকে দর্শন করিয়া দৈত্য, অনুগামী দৈত্যগণকে
বলিল,—এই সেই দানবগিরির বজ্রস্বরূপ মধু-
স্বদন ; এইই শক্রগণের কৌর্তিক-কাস্তার বৈধব্য-
জনক ; দৈত্যসৌমস্তিনীগণের কমনীয় পত্রবল্লী
এই ব্যক্তিই ভিন্ন কারয়া থাকে এবং এই-ই আমা-
দের জয়-বধুর বৈধব্যপ্রদাতা । এই কুটিলশয়
নিঃশঙ্ক চিত্তে নিদ্রা যাইতেছে ; আমি এই
দৃষ্টকে নিহত করিব ; আমি ইহারই দর্শন কামনা
কারতোছিলাম । এই কথা বলিয়া দৈত্যেন্দ্র পুলোমা
প্রবমে ঠাঁহার নাভি-কমলাস্থিত পিতামহ-উদ্দেশে
ধাবিত হইল । সে ধাবিত হইয়া দেখিল যে,
পিতামহ নাভি-কমলে অবস্থিত হইয়া পুনঃপুনঃ
ধ্যান করিতেছেন । ঐ সময় ব্রহ্মা দৈত্যপতি
পুলোমার রণসুহৃজ অত্যদ্ভুত সৈন্যগণকে আপতিত
দেখিয়া ব্যাকুলিত হইলেন । অনন্তর রণসুহৃজ মহাবল
কৈটভারি জাগরিত হইয়া সম্মুখে দৈত্যসৈন্তপরি-
বৃত্ত পুলোমাকে দর্শন করিলেন এবং তিনি তথা-
বিধ দর্শন করিয়া বিধাতাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন !
পুলোমাকে বিনাশ করিবার জন্ত উদ্যোগ করুন ,

মিতি । অসৌ লকবরো দৈত্যঃ সহসা মাং বিজেয্যতি ।
তস্মাদাচ্ছ ত্বরাযুক্তো মহাকালবনে শুভে । নিষ্কং
জক্যসি তজ্জৈব সপ্তকল্লোদ্ভবঃ পরম্ ॥ ১৬ ॥ উত্তরে
চাবনেশস্ত শিবশক্তিসমবিতম্ । তস্ত নিষ্কস্ত
মাহাত্ম্যাদলং প্রাপ্যতি শাশ্বতম্ ॥ ১৭ ॥ কুণ্ডেশ্বর-
করম্পর্শকারি বারি নিরন্তরম্ । তদানয় গৃহীত্বা
তু ভেনায়ঃ বধ্যতামিতি ॥ ১৮ ॥ ইতি তস্ত বচঃ
ব্রহ্মা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । আজগাম মুহূর্তেন
যত্র তল্লিঙ্গমুত্তমম্ ॥ ১৯ ॥ ভূতিং চকার সহসা
দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা পিতামহঃ ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মোবাচ । নমস্তে
দিব্যরূপায় নমস্তে বহুরূপিণে । নমোহবিষহবীৰ্য্যায়
নমো বিশ্বক্রিয়াক্ষনে ॥ ২১ ॥ নমঃ পিঙ্গকপর্দায়
নমঃ খণ্ডেন্দুধারিণে । নমঃ কনকবর্ণায় নমো বন-
নিবাসিনে ॥ ২২ ॥ বন্দে ত্বাং ভূতভর্তারং সদা
শত্রুবিনাশনম্ । রণংকনককেশ্বরং ধৃতপূর্ণেন্দুমণ্ড-
লম্ ॥ ২৩ ॥ বন্দে ত্বাং ত্রিদশাধ্যক্ষং বিশ্বাধ্যক্ষং
মহেশ্বরম্ । ক্ষৌণসংসারজুঃখোঘং মুনিধ্যাতপদং
সদা ॥ ২৪ ॥ বন্দে ত্বাং সর্বদা দেবং দৈত্যসম্ভাত-
নাশনম্ । টকপটিশশলাগ্রধনুঃখজাগদাধরম্ ॥ ২৫ ॥

ঐ দৈত্য বর প্রাপ্ত হইয়াছে ; ও সহসা
আমাকে জয় করিবে । অতএব আপনি
শীঘ্র মহাকালবনে গমন করুন । ঐ স্থানে গমন
করিয়া আপনি চাবনেশ্বরের উত্তরদিক্‌ভাগে
শিবশক্তি-সমবিত সপ্তকল্লোদ্ভব লিঙ্গ দেখিতে
পাইবেন ; পরে ঐ লিঙ্গ দর্শনফলে শাশ্বত বল-
লাভ করিবেন । ঐ স্থান হইতে আপনি কুণ্ডেশ্বর-
করম্পর্শকারী বারি আনয়ন করুন, তাহা দ্বারা এই
দুই দৈত্য নিহত হইবে । বিষ্ণুবাক্য শ্রবণ করিয়া
লোক-পিতামহ মুহূর্তকালের মধ্যে লিঙ্গসমীপে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি লিঙ্গসমীপে
উপস্থিত হইয়া দর্শনপূর্বক ভক্তিসহকারে বক্ষ্য-
মাণ প্রকারে তাঁহার ভূতি করিলেন ; যথা—হে
দিব্যরূপ, বহুরূপিন, অবিষহবীৰ্য্য, বিশ্বক্রিয়াক্ষন,
পিঙ্গকপর্দ, খণ্ডেন্দুধারিন, কনকবর্ণ, বননিবাসিন !
তোমাকে আমি পুনঃপুনঃ নমস্কার করি । হে দেব !
আপনি ভূতভর্তা, শত্রুবিনাশন, মুখরিত-কনক-
কেশ্বরবিশিষ্ট, পূর্ণচন্দ্রধারী, দেবকর্তা, বিশ্বাধ্যক্ষ,
মহেশ্বর, সংসারজুঃখবিহীন ও মুনিপুজিত-চরণ ;
আপনাকে আমি নমস্কার করি । হে দেব !
আপনি দৈত্যারি, এবং টক, পটিশ, শূল, ধনু,
খজা ও গদাধারী, আমি আপনার বন্দনা

এবং ভূতঃ স ভগবান্নিষ্করূপী মহেশ্বরঃ । কিঞ্চিৎ-
স্মিতমুখঃ প্রাহ ব্রহ্মাণঃ লোককারণম্ ॥ ২৬ ॥ কিং
তেহভীষ্টং করোম্যদ্য কিং দদামি পিতামহ ।
কস্মাৎ স্তৌষি মুনিশ্রেষ্ঠ কস্মাদার্তোহসি দৃষ্টসে ॥
২৭ ॥ ইতি নিষ্কবচঃ ব্রহ্মা কথিতং ব্রহ্মণা তদা ।
বৃত্তান্তং বিস্তরাৎ সর্বং লিঙ্গেনোক্তং তদা শ্রিয়ে ॥
২৮ ॥ জলং গৃহণ বাণীশ শাস্ত্রজং শত্রুবারণম্ ।
হনিষ্যসি কণেনৈব পুলোমং সহসৈন্তকম্ ॥ ২৯ ॥
ইত্যান্তঃ সম্বরো ব্রহ্মা পতো যত্র জনার্দনঃ ।
জলেন তেন তান্ দৈত্যান্ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৩০ ॥
স পুলোমা মহানাসীৎ স্বারোচিষেহস্তরে মনো ।
কুষোহপি ব্রহ্মণা সার্কিমাঙ্গগাম কুশস্থলীম্ ॥ ৩১ ॥
দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং নাম চক্রে জনার্দনঃ । ব্রহ্মণা
সংস্তুতো দেবো মমামুগ্রহকারণাৎ । তস্মাৎ
ব্রহ্মেশ্বরো নাম খ্যাতিং লোকেষু যাস্ততি ॥ ৩২ ॥
যে জক্যস্তি নরা ভক্ত্যা দেবং ব্রহ্মেশ্বরং শিবম্ ।
তে ব্রহ্মলোকমাত্মন্য সমেষ্যস্তি মমাস্তিকম্ ॥ ৩৩ ॥

করি । ১—২৫। ভগবান্ লিঙ্গরূপী মহেশ্বর বিধাতা
কর্তৃক এইরূপে ভূত হইয়া সম্মিতবদনে লোক-কারণ
ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে পিতামহ ! অদ্য আমি
তোমার কি উপকার করিব ? এবং কিইবা
তোমাকে প্রদান করিব ? কি জন্ত তুমি আমার
স্তব করিতেছ ? এবং কি জন্তই বা তোমাকে আর্ত
দেখিতেছি । লিঙ্গের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
ব্রহ্মা সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । বিধাতৃ-
বাক্য শ্রবণ করিয়া লিঙ্গ বলিলেন,—হে বাণীশ !
এই শাস্ত্রজ শত্রুনিবারক জল গ্রহণ কর । ইহা
দ্বারা কণকালের মধ্যে সসৈন্ত পুলোমাকে বিনষ্ট
করিতে পারিবে । ব্রহ্মা এই কথা শ্রবণান্তে জল
গ্রহণপূর্বক যোগানে জনার্দন অবস্থিত, সেই স্থানে
গমন করিলেন । তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি
জল দ্বারা দৈত্যগণকে নিহত করিলেন ।
স্বারোচিস মনুর অধিকারকালে পুলোমা দৈত্য-
গণের অবিপাতি ছিল । অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ
ব্রহ্মার সহিত কুশস্থলী পুরীতে আগমনপূর্বক
ঐ স্থানে লিঙ্গ দর্শন করত তাঁহার নামকরণ করি-
লেন যে, ব্রহ্মা আমার প্রতি অমুগ্রহের জন্ত আপ-
নার স্তব করিয়াছিলেন বলিয়া আপনি ব্রহ্মেশ্বর
নামে জগতে খ্যাতি লাভ করিবেন । যে সকল
নর ভক্তিপূর্বক ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহার
ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পর মদীয় লোকে আগমন

যন্ত পশ্চেৎ প্রসঙ্গেন দেবঃ ব্রহ্মেশ্বরঃ শিবম্ ।
কৃতকৃত্যঃ স পুরুষো ন শোচেন্নরগং সদা । ৩৪ ।
যঃ পুরুষঃ নরো গতা তপো বর্ষশতং চরেৎ ।
অন্তো ব্রহ্মেশ্বরঃ পশ্চেত্তস্ত পুণ্যং ততোহধিকম্ ।
৩৫ । পঞ্চপাতকসংযুক্তো যো মর্ত্যো দৃষ্টমানসঃ ।
সোহপি গচ্ছেচ্ছিবং স্থানং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মেশ্বরঃ শিবম্ ।
৩৬ । চান্দ্রায়ণানাং বিধিবদশানামেব যৎফলম্ ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি ব্রহ্মেশ্বরস্ত দর্শনাৎ । ৩৭ ।
ইত্যুক্তা গতবান্ বিষ্ণুর্বৈকুণ্ঠং শাশ্বতং প্রিয়ে ।
ব্রহ্মলোকং জগামাথ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । ৩৮ ।
এব তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ ।
ব্রহ্মেশ্বরস্ত দেবস্ত জন্মেশ্বরমথো শৃণু । ৩৯ ।

ইতি ত্রীক্ষান্দে ব্রহ্মেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ । ৬৫ ।

ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ষট্‌ষষ্টিতমকং বিদ্ধি দেবং
জন্মেশ্বরং প্রিয়ে । যন্ত দর্শনমাত্রেণ মহাপাপং

করিবে । যে ব্যক্তি প্রসঙ্গাধীনও ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ
দর্শন করিবে, সে কৃতকৃত্য হইয়া মরণশোক হইতে
নিষ্কৃতি লাভ করিবে । যদি কোন মানব পুরুষ
তীর্থে গমন করিয়া শতবর্ষ যাবৎ তপশ্চরণ করে,
আর অস্ত্র কেহ যদি ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে,
তাহা হইলে এতদূতয়ের মধ্যে ব্রহ্মেশ্বর দর্শন-
কারীরই অধিক পুণ্য লাভ হইবে । যে দৃষ্ট-মানস
মর্ত্য পঞ্চপাতকসংযুক্ত, সে ব্রহ্মেশ্বর শিবদর্শন কলে
শিবলোক প্রাপ্ত হইবে । বিধিবৎ দশবার চান্দ্রায়ণ
অনুষ্ঠান করিলে যে ফল লাভ হয়, ব্রহ্মেশ্বর
দর্শন করিলে তৎফল লাভ হইবে । হে
প্রিয়ে! এই সকল কথা বলিয়া ভগবান
বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে এবং লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বীয়
লোকে গমন করিলেন । হে দেবি! এই আমি
তোমার নিকট ব্রহ্মেশ্বরের পাপ-নাশন প্রভাব
কীৰ্ত্তন করিলাম, অতঃপর জন্মেশ্বর-মাহাত্ম্য
বর্ণন কর ২৬—৩৯ ।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৫ ।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যাহাকে দর্শন
করিবামাত্র মহাপাপ উপশমিত হয়, তুমি সেই

শমং ব্রজেৎ । ১ । জন্মো নাম মহাদেবি রাজাত্ত-
ভুবি বিক্রমঃ । সদা জন্মরতো নিত্যং জন্ম-
বাদপ্রবর্তকঃ । ২ । বিকল্পবহুলো নিত্যং সংসার-
গতিচিন্তকঃ । সুবাহুপ্রমুখাঃ পঞ্চ পুত্রা জাতা মহা-
বলাঃ । ৩ । তস্ত রাজ্যো বরারোহে মূর্ত্তাঃ পঞ্চায়ো
যথা । সুবাহুঃ শক্রমদৌ চ জয়ো বিজয় এব চ
বিক্রাস্তঃ পঞ্চমঃ পুত্রঃ সর্কে শত্ৰুস্বপারগাঃ । ৪
পিতা জন্মেন তে রাজা পৃথগ্ৰাজ্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ
পৃথক্ পুত্রা হি তে সর্কে পৃথগ্দেশাধিপাঃ কৃতাঃ । ৫
প্রাচ্যাং সুবাহুর্নৃপতির্ধাম্যাং বৈ শক্রমর্দনঃ
পশ্চিমায়াং জয়ো রাজা উত্তরে বিজয়ো নৃপঃ । ৬
মধ্যে বিক্রাস্তসংক্রান্ত স্বপদে বিনিযোজিতঃ । ব্যবস্থা-
মৌদুলীং কুহা স্বয়মেব বনং যযৌ । ৭ । বহুবুর্নম্রিণ-
শ্বেতাং হিতা বংশক্রমাগতাঃ । বহুভূঃ স্বস্বরাজ্যানি
মম্বিতিঃ সহিতাস্তদা । ৮ । বিক্রাস্তস্ত চ যো মম্বী
বিকল্পৈকপরায়ণঃ । তেনোক্তং বিজনে দেশে
বিক্রাস্তস্ত মহোভূতঃ । ৯ । যশ্চৈষা পৃথিবী কুৎসা
স সমর্থঃ প্রকীর্ত্তিতঃ । উদ্যমেন পদং লকং বাসবেন

ষট্‌ষষ্টিতম লিঙ্গকে জন্মেশ্বর বলিয়া জানিবে ।
হে দেবি! জন্ম নামে পৃথিবীতে এক রাজা
ছিলেন । তিনি সদা জন্মনা করিতে ভাল
বাসিতেন, এবং অনেক জন্মনা তিনি স্বয়ং প্রবর্তিত
করিয়াছিলেন । তাঁহার মন অত্যন্ত সন্দিগ্ধ
ছিল । তিনি সদা সংসারগতি চিন্তা করি-
তেন । সুবাহুপ্রমুখ তাঁহার মহাবল পাঁচ পুত্র
হয়, এই পাঁচ পুত্র পাঁচ অগ্নির স্তায় ছিল ।
ইহাদের নাম—সুবাহু, শক্রমর্দী, জয়, বিজয় এবং
পঞ্চম বিক্রাস্ত । ইহারা সকলেই শত্ৰুস্বপারগ ।
রাজা জন্ম ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যে
অভিষিক্ত করেন । ইহারা প্রত্যেকেই এক এক
দেশের অধিপতি হইয়াছিল । পূর্বদেশে সুবাহু,
দক্ষিণদেশে শক্রমর্দন, পশ্চিম দেশে জয়, উত্তরে
বিজয় এবং মধ্যদেশে স্বরাজ্যে বিক্রাস্ত পিতা
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল । জন্মরাজ এইরূপ
ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং বনগমন করিলেন । বংশ-
ক্রমাগত মম্বিগণ তাহাদের হিতকর মম্বী হই-
লেন । তাঁহারা স্ব স্ব মম্বিগণের সহিত রাজ্য ভোগ
করিতে লাগিলেন । ১—৮ । বিক্রাস্তের মম্বী বিকল্প-
পরায়ণ ছিলেন । একদা তিনি নির্জন স্থানে
রাজা বিক্রাস্তকে বলিলেন,—এই সমগ্রা পৃথিবী
যাহার, তিনিই সমর্থ । মহাত্মা বাসবও উদ্যম

মহাশয় । ১০ । ত্রিংশৎশতং লক্ষদ্বয়মেব মনো-
পতে । ১১ । হীনোদ্যম্য মানবা য়ে কত্রিযাশ্চ
বিশেষতঃ । তে হান্তাম্পদতাং যান্তি হীনবীৰ্যা
দিনে দিনে । ১২ । স্নেহং চ কুরুতে ভ্রাতা রাজ্য-
লুকোহর্থকারণাৎ । অর্থবীৰ্য্যেণ তেনৈব সন্তোষঃ
কুরুতে নৃপ । ১৩ । ক্রিয়তে ন কিমর্থস্ত ভূপ মজ্জ-
পরিগ্রহঃ । ভূজ্যতে সকলং রাজ্যং ময়া তে মজ্জিণা
বলাৎ । ১৪ । পরোহপি হিতবান্ বদ্ধবন্ধুরপ্যহিতঃ
পরঃ । অহিতো দেহজো ব্যাধির্হিতমারণ্যমৌষধম্ ।
১৫ । ভূমিমেতে নির্গিনস্তি সর্পা বিলশয়ানিব ।
রাজানমবিরোধারঃ ব্রহ্মাণঃ চাপ্রবাসিনম্ । ১৬ ।
মায়া মোহিতঃ সর্বঃ কো বা কস্ত চ বাহুবঃ ।
উদ্যমঃ ক্রিয়তাং তস্মাদ্ভ্রাতৃণাং নিগ্রহে জ্ঞতম্ । ১৭ ।
ভ্রাতৃভ্রাতৃতরঃ সর্বে নিহতা রাজ্যকারণাৎ । ধর্ম্যঃ চ
শান্তং জ্ঞাত্বা নিহতাশ্চানুরাঃ শুরৈঃ । ১৮ । ইতি
মজ্জিবচঃ শ্রুত্বা স রাজা বিস্ময়াধিতঃ । হসিত্বা প্রত্য-

দ্বারা স্বীয় পদ লাভ করেন । দেবগণ উদ্যম
হইতেই অমৃত প্রাপ্ত হন । যে সকল মানব
হীনোদ্যম, বিশেষতঃ কত্রিয় যদি অধ্যবসায়-
রহিত হয়, তাহা হইলে তাহার হান্তাম্পদতা
লাভ করিয়া দিন দিন হীনবীৰ্য্য হইয়া পড়ে ।
হে নৃপ ! দেখুন,—ভ্রাতৃগণ প্রায়ই রাজ্যলোভে
স্নেহ করিয়া থাকে, এনং অর্থবলে সন্তোষ বিধান
করে । হে নৃপ ! কিজন্য আপনি আমার
মজ্জ গ্রহণ করিতেছেন না ? আমার মত মজ্জীর
নীতি-কৌশলে আপনি সমস্ত রাজ্যই ভোগ
করিবেন । দেখুন,—বাহু বস্ত্র আরণ্য ঔষধের
জ্ঞান পরও হিতকর বন্ধু হয়, আর দেহজ ব্যাধি-
সদৃশ আত্মীয় গৃহস্থ বন্ধুও অহিতকর হইয়া
থাকে । সর্প যেমন সর্পকে উদরস্থ করে, তেমনি
রাজগণ ভূমিকে আয়ত্ত করিবেন । মায়াতে মুগ্ধ
হইয়াই রাজা অবিরোধী, আর ব্রাহ্মণ অপ্রবাসী
হইয়া থাকেন । মায়াতেই সমস্ত জগৎ বিমুগ্ধ
হইয়া রহিয়াছে ; এখানে কাহারও সহিত কাহারও
বন্ধুত্ব নাই । হে রাজন ! অতএব আপনি
ভ্রাতৃগণের উচ্ছেদ-সাধনের জন্ত উদ্যম প্রকাশ
করুন । দেখুন, রাজ্যলোভের নিমিত্ত ভ্রাতৃগণ
ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়া থাকে । ইহা শান্ত
ধর্ম্য ; ইহা জানিয়াই সুরগণ অসুরগণকে নিহত
করিয়াছিলেন । মজ্জীর এবাধি বাক্য শ্রবণ
করিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন এবং হান্ত সহ-

বাচেনঃ মমায়ঃ শক্ররাগতঃ । ১৯ । বিক্রান্ত উবাচ ।
বয়ং চ ভ্রাতরঃ পঞ্চ পৃথিবীঃ কাময়ামহে । অতুষ্ঠাঃ
পৃথগৈশ্বৰ্য্যঃ কথং কুৎস্না ভবিষ্যতি । ২০ । জ্যেষ্ঠো
ভ্রাতা সুবাহুশ্চ দ্বিতীয়ঃ শক্রমর্দনঃ । জয়শ্চ বিজয়-
শ্চৈব তেষাং লঘুরহং যতঃ । ২১ । মজ্জাবাচ ।
রাজ্যে স্থিতং পূজয়ন্তি জ্যেষ্ঠঃ পূজার্হৈর্গণৈঃ ।
কনিষ্ঠজ্যেষ্ঠতা কেয়ং রাজ্যং প্রার্থয়তাং নৃণাম্ । ২২ ।
তথেনি চ প্রতিজ্ঞাতে বিক্রান্তেন মহীভূতা । স মজ্জী
কাময়ামাস অভিচারবিধিঃ তদা । ২৩ । আধর্ষণেন
মজ্জেন পুরোধাঃ প্রচকার হ । জ্ঞাতঃ পুরোহিতৈ-
স্তেষাং তেহপি চক্রুঃ সমাহিতাঃ । ২৪ । অথ কৃত্যা
সমুৎপন্ন পশ্চাৎ কৃত্যচতুষ্টয়ম্ । সপুৰোহিতভৃত্যা-
স্তানগ্রসংস্ত সমং তদা । ২৫ । ততঃ সমস্তলোকস্ত
বিস্ময়শ্চাতবয়মহান । যদৈককালং নেতুস্তে পৃথক্-
পুরনিবাসিনঃ । ২৬ । ততঃ শ্রুত্বা চ নিধনং পুজাণাং
জগ্নকো নৃপঃ । বনে বশিষ্ঠং পপ্রচ্ছ কিমেতত্তগবন্

কারে স্বগত বলিলেন,—এ আমার শক্র
আসিয়াছে । অতঃপর বিক্রান্ত প্রকাশে বলিলেন,—
আমরা পঞ্চ ভ্রাতায় পৃথিবী ভোগ করিতেছি,
এখন অসন্তুষ্ট হইয়া আমি যদি সমগ্র ঐশ্বৰ্য্য ইচ্ছা
করি, তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে ? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
সুবাহু, দ্বিতীয় শক্রমর্দন, ইহাদের পর জয়-বিজয়,
তাহার পর আমি ; আমি সর্বকনিষ্ঠ । জ্যেষ্ঠগণ
বিদ্যমান থাকিতে, সর্ব কনিষ্ঠের সমগ্র ঐশ্বৰ্য্য-
ভোগ অসম্ভব । বিশেষতঃ তাঁহারা আমার পূজ-
নীয় । ১৯—২১ । রাজা বিক্রান্তের বাক্য শ্রবণ করিয়া
মজ্জী বলিলেন,—রাজ্যসনে অধিকৃত জ্যেষ্ঠকেই পূজা
করিতে হয় । রাজ্যপ্রার্থীদিগের আর কনিষ্ঠ-জ্যেষ্ঠতা
কি আছে ? মজ্জীর এই সকল কূটনীতি শ্রবণ
করিয়া মহীপাল বিক্রান্ত সন্মতি প্রদান করিলেন ।
তখন মজ্জী আধর্ষণ বিধি দ্বারা অভিচার করাইতে
লাগিলেন, পুরোধা নিযুক্ত হইলেন । ইত্যবসরে
প্রতিপক্ষগণও জানিতে পারিলেন, জানিতে পারিয়া
তাঁহারাও পুরোহিতগণকে নিয়োগ করিলেন,
তাঁহারাও সমাহিতভাবে কর্ম করিতে লাগিলেন ।
অনন্তর কৃত্যা উপস্থিত হইল । ক্রমশঃ কৃত্যা-
চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইয়া সপুৰোহিত-ভৃত্য তাহাদের
সকলকেই যুগপৎ গ্রাস করিল । পুরবাসিগণ এক-
কালে তাহাদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া সকলেই
বিস্মিত হইল । অনন্তর নৃপতি জগ্নক বনে

প্রভো ॥ ২৭ ॥ তেনাপি কথিতং সৰ্বং বশিষ্ঠেন
মহাশয়ান। দিব্যজ্ঞানেন বৃত্তান্তং বিকল্পং চাকরো-
ম্বপঃ ॥ ২৮ ॥ রাজোবাচ। নিমিত্তোহহং বিনাশস্ত
ধিগুং ধিগুং জন্ম মদীয়কম্। সার্কং অমাত্যপুত্রৈশ্চ মৃতং
ব্রাহ্মণপঞ্চকম্ ॥ ২৯ ॥ মতোহন্তঃ কঃ পাপরতো
ভবিষ্যতি মহান ভুবি। যদি জন্ম মদীয়ং স্মার চ
জাতু মহীতলে ॥ ৩০ ॥ ততস্তে ন বিনষ্টেয়ম্মম
পুত্রপুত্রোহিতাঃ। ধিগ্রাজ্যং ধিক্ চ মে জন্ম
ভুভুজ্যং চ মহাকূলে ॥ ৩১ ॥ কারণং গতো
যোহহং বিনাশস্ত দ্বিজম্মনাম্। কুর্কন্তঃ স্বামিনস্তেহং
পুত্রাণাং মম যাজকাঃ। নাশং যযূর্ন তুষ্ঠান্তে
তুষ্ঠোহহং নাশকারণে ॥ ৩২ ॥ ইথমুদ্বিগ্নহৃদয়ঃ স
জন্মঃ পৃথিবীপতিঃ। পপ্রচ্ছ চ পুনঃ প্রহ্লা বশিষ্ঠঃ
জ্ঞানিনাং বরম্ ॥ ৩৩ ॥ রাজোবাচ। ভগবন
ক্রহি মে তীর্থমবিয়োগকরং সদা। সদ্যঃ পাপহরং
বিপ্র লিঙ্গং বা কথয় প্রভো ॥ ৩৪ ॥ তস্ম তদ্বচনং
শ্রুত্বা জন্মস্ত পৃথিবীপতেঃ। বশিষ্ঠঃ কথয়ামাস
দিব্যজ্ঞানেন পার্শ্বতি ॥ ৩৫ ॥ গচ্ছ জন্ম মমাদেশা-

ধাকিয়াই পুত্রগণের নিধন-বার্তা শ্রবণ করত
মুনিবর বসিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভো!
কি জন্ম আমার পুত্রগণ যুগপৎ পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইল?
মুনিবর বসিষ্ঠ নৃপতি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া
দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে বিকল্প-কৃত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন
করিলেন—তচ্ছবণে রাজা বলিলেন,—আমিই
তাহাদের বিনাশের কারণ; আমার নিরর্থক
জীবনে ধিক্! কারণ,—অমাত্য-পুত্রগণের সহিত
পাঁচজন ব্রাহ্মণ নিহত হইয়াছেন। ভূতলে আমার
স্মায় পাপী আর কে আছে? ভূতলে যদি আমার
জন্ম না হইত, তাহা হইলে ত আমার পুত্র ও
পুত্রোহিতগণ বিনষ্ট হইতেন না। আমি রাজ-
কূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার জন্ম ও রাজ্যে
ধিক্! যে হেতু আমি ব্রাহ্মণবিনাশের কারণ
হইলাম। আমার পুত্রযাজক ব্রাহ্মণগণ তাহাদের
জন্তই নাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহা-
দিগকে তুষ্ট বলা যায় না, আমিই তাহাদের নাশের
কারণ। এই প্রকার উদ্বিগ্ন হইয়া রাজা জন্ম
পুনরায় বিনীতভাবে মুনিবর বসিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা
করিলেন যে, হে প্রভো! আমাকে এক
অবিয়োগকর তীর্থ ও সদ্যঃপাপহর লিঙ্গের কথা
বলিয়া দেন। হে পার্শ্বতি! তখন রাজবাক্য শ্রবণ

মহাকালবনোত্তমম্। কৃত্বা নিকল্লিয়াং পৃথ্বীং যত্র
রামস্তপস্শ্রুতি। তত্র লিঙ্গমনাদ্যং চ কুকুটেশ্বর-
পশ্চিমে ॥ ৩৬ ॥ তদারাধয় রাজেন্দ্র জামদগ্ন্যা-
শ্রমে স্থিতঃ। বশিষ্ঠস্ত বচঃ শ্রুত্বা জন্মোহসৌ
পৃথিবীপতিঃ ॥ ৩৭ ॥ দেবদাকুবনং ত্যজ্জল
মহাকালবনং গতঃ। দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গ-
মনাদ্যং দেবসংস্কৃতম্। পূজয়ামাস বিধিবৎ পরমেন
সমাধিনা ॥ ৩৮ ॥ তত্র বাণী সমুৎপন্না লিঙ্গমধ্যাহ্নরা-
ননে। ন ত্বং পাপসমাচারো ন ত্বং মরণকারণম্।
পুত্রাণাং নৃপ বিপ্রাণামদৃষ্টং তত্র কারণম্ ॥ ৩৯ ॥
বিপাকেন স্বকীয়েন গতা বৈবস্বতং পুরম্। যা
শোকং কুরু রাজেন্দ্র গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ৪০ ॥
অনেন শুদ্ধভাবেন তুষ্ঠোহহং নৃপসত্তম। যদভীষ্টং
বরং ক্রহি তত্তে দাস্তামি নান্তথা ॥ ৪১ ॥ রাজোবাচ
যদি তুষ্ঠোহসি মে দেব যদি দেযো বরো মম।
সংসারসাগরে ঘোরো মা ভবেন্নম জন্ম চ ॥ ৪২ ॥

করিয়া মুনি বলিলেন,—হে জন্ম! তুমি মহাকাল-
বনে গমন কর, পৃথিবীকে নিকল্লিয়া করিয়া রাম
ঐ স্থানে তপস্শ্রুতি করেন। ঐ স্থানে কুকুটেশ্বর
দেবের পশ্চিমদিক্‌ভাগে এক অনাদ্য লিঙ্গ আছে,ন,
তুমি জামদগ্ন্যের আশ্রমে অবস্থিত হইয়া ঐ
লিঙ্গের আরাধনা কর। অনন্তর রাজা বসিষ্ঠ-
বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবদাকুবন পরিত্যাগপূর্বক মহা-
কালবনে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া
তিনি দেবসংস্কৃত অনাদি লিঙ্গ দর্শনপূর্বক পরম
সমাধি অবলম্বনে তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ২২—৩৮ ॥
হে বরাননে! পরে ঐ লিঙ্গমধ্যাহ্ন হইতে এই
বাণী সমুৎপন্ন হইল যে, হে নৃপ! তুমি পাতকী বা
তোমার পুত্রাদির মরণের কারণ নহ; তোমার পুত্র
ও ব্রাহ্মণগণের মৃত্যুর কারণ—তাহাদেরই অদৃষ্ট।
তাহারা স্বকীয় কর্মবিপাক দ্বারা বৈবস্বতপুরে গমন
করিয়াছে। হে রাজেন্দ্র! তুমি শোক করিও না;
দেখ—কর্মের গতি অতি গহন। হে নৃপ! আমি
তোমার এই শুদ্ধভাবে তুষ্ট হইয়াছি, তোমার যাহা
অভীষ্ট, তাহা তুমি আমার নিকট প্রার্থনা
কর, আমি প্রদান করিতেছি। লিঙ্গ এই কথা
বলিলে, রাজা বলিলেন,—হে দেব! আপনি যদি
আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, যদি আমাকে
বর দেওয়া আপনার উচিত বলিয়া মনে হয়,
তাহা হইলে এই বর দেন,—যেন এই ঘোর
সংসারসাগরে আর আমার জন্ম না হয়। হে

অক্ষয়াং দেহি মে কীর্তিঃ নাম্না মে বিজ্ঞাতো ভুবি ।
অয়ং জন্মেশ্বরো দেবো জন্মেনারাধিতো বিভূঃ ॥৪৩॥
বদন্ত ত্রিদশাঃ সর্বে এষ মে তুর্লভো বরঃ । যে হাং
পশুস্তি মনুজা মন্বায়া খ্যাতিমাগতম্ । তেষাং
বিয়োগো মা ভূয়াৎ পুত্রতো ধনতোহপি বা ॥৪৪॥
ন সংসারভয়ং তেষাং দম্ব্যতো নৈব রাজতঃ । ন
ভূতগ্রহরোগেভ্যো ভয়মন্ত কদাচন ॥৪৫॥ শিবমন্ত
সদা তেষাং যেষাং জ্ঞঃ দর্শনং গতঃ । তে ধন্তা
মাল্লবে লোকে যে জ্ঞাঃ শরণমাগতাঃ ॥৪৬॥ সর্ব-
ভীরাভিষেকৈশ্চ যৎপুণ্যং প্রাপ্যতে নরৈঃ । তৎ
সর্বমধিকং দেব লভ্যতে তব দর্শনাৎ ॥৪৭॥
তাবৎ পততি সংসারে ঘোরে দুঃখশতাকুলে । যাবন্ন
দৃষ্টতে দেবঃ সংসারার্ণবতারকঃ ॥৪৮॥ যদা
পাপক্ষয়ঃ পুংসাং তদা তে দর্শনং ভবেৎ
সহসা শ্রুতেনৈব নাল্লেন তপসা প্রভো ॥৪৯॥
এবং ভবিষ্যতীত্যুত্থা তেহ লিঙ্গেন পার্কতি ।
পশুতাং সর্বদেবানাং স্বতনো সন্নিবেশিতঃ ॥৫০॥
তস্মিন্দিদে লয়ং প্রাপ্তে নৃপে জন্মে বরাননে ।

দেব! আর এক বর এই যে, আপনি আমার
নামে জগতে বিখ্যাত হইয়া আমার কীর্তি রাখুন ।
দেবগণ সকলে যেন বলেন,—এই বিভূ জন্ম কর্তৃক
আরাধিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে,
জন্মেশ্বর । হে দেব! ইহাই আমার তুর্লভ বর ।
যাহারা আপনাকে দর্শন করিবে, কদাচ তাহাদের
যেন পুত্র ও ধনবিয়োগ না হয় । হে দেব! যাহারা
আপনাকে দর্শন করিয়াছে, তাহাদের সংসারভয়,
দম্ব্যভয়, রাজভয় এবং ভূত,-গ্রহ, ও রোগভয়
যেন কদাচ না হয় এবং সন্মদা তাহাদের যেন মঙ্গল
হইয়া থাকে । হে দেব! যাহারা আপনার শরণ
লইয়াছে, তাহারা মাল্লবলোকে ধন্ত । নিখিল ভীর্থে
জ্ঞান করিয়া মানব যে ফল লাভ করে, আপনাকে
দর্শন করিলে তদপেক্ষা যেন অধিক ফল লাভ
হয় । হে সংসারার্ণবতারক! মানব যাবৎ
না আপনাকে দর্শন করে, তাবৎ সে ঘোরদুঃখ-
শতাকুল সংসারসাগরে পতিত হয় । হে দেব!
মানবের যখন পাপক্ষয় হয়, তখন মহৎ শ্রুত ও
বিপুল তপস্কার ফলে আপনাকে দর্শন করিয়া
থাকে । হে দেবি পার্কতি! রাজা জন্ম এই
সকল প্রার্থনা করিলে লিঙ্গ “এবমন্ত” বলিয়া
দেবগণ সমক্ষেই স্বীয় তনুতে অন্তর্ধান করিলেন ।
হে বরাননে! অতঃপর রাজা জন্মও ঐ লিঙ্গে

দেবো জন্মেশ্বরঃ খ্যাতো দেবৈকজ্ঞো মহৌতলে ।
ভুক্তিদো মুক্তিদশ্চৈব সদাভীষ্টকরঃ স্মৃতঃ ॥৫১॥
এষ তে কথিতো দেব প্রভাবঃ পাপনাশনঃ ।
জন্মেশ্বরস্ত দেবস্ত শূনু কেদারসংজ্ঞকম্ ॥৫২॥

ইতি শ্রীকান্দে জন্মেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ
নাম ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । সপ্তষষ্টিকসম্ব্যাকং কেদারেশ্বর-
সংজ্ঞকম্ । দেবঃ শূনু বরারোহে দর্শনাৎপাপ-
নাশনম্ ॥১॥ সৃষ্টিকালে পুরা দেবি দেবা ব্যাণ্ডা
হিমে ন হি । শীতার্ভা বিহ্বলাঃ সর্বে ব্রহ্মাণঃ শরণং
গতাঃ ॥২॥ হিমাড্রিগার্দ্ভিতাঃ সর্বে বয়ং দেব
জগৎপতে । ত্রাহি ভীতাঃ চতুর্দিক্ পিতামহ
নমোহন্ত তে ॥৩॥ দেবানাং বচনং শ্রুত্বা প্রোক্তং
বৈ ব্রহ্মণা প্রিয়ে । পীড়িতা হিমশৈলেন শঙ্করঃ শরৎ
চ ॥৪॥ নাহং যাতুং সমর্থোহস্মি সত্যমেতদ্ব্যমো-

লয়প্রাপ্ত হইলে দেব, দেবগণ কর্তৃক জন্মেশ্বর
নামে খ্যাত, ভুক্তিদ, মুক্তিদ ও সদা অভীষ্টকর
বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন । হে দেবি! এই
আমি তোমার নিকট জন্মেশ্বরমাহাত্ম্য কীর্তন
করিলাম, অতঃপর কেদারেশ্বর-মাহাত্ম্য শ্রবণ
কর ॥৩১—৫২॥

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন—হে দেবি! যাহাকে দর্শন
করিলে পাপনাশ হয়, সেই সপ্তষষ্টিতম কেদারেশ্বর-
লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । হে দেবি! পূর্বে সৃষ্টি-
সময়ে দেবগণ হিমাভিবিভক্ত হইয়াছিলেন । তাহাতে
ভীতারা শীতার্ভ ও অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বিধা-
তার শরণ গ্রহণ করেন । পিতামহসমীপে উপস্থিত
হইয়া ভীতারা বলেন,—হে দেব জগৎপতে!
আমরা সকলে হিমাড্রি কর্তৃক অর্দ্রিত হইয়া ভীত
হইয়াছি । আপনি আমাদের আশ্রয় করুন ;
আপনাকে নমস্কার । দেবগণের এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, হিমশৈল—শঙ্করের
শরৎ,—তিনি তোমাদিগকে পীড়া দিয়াছেন, আমি

দিতম্ । মহাদেবমুতে দেবা গতিরস্তা ন বিদ্যতে ।
৫ । স এব শরণং দেবঃ সৰ্ব্বেষাং নো ভবিষ্যতি ।
তস্তাজগী ময়া সৰ্ব্বৈ পৰ্বতা রচিতাঃ পুরা । ৬ ।
কুতা সৃষ্টিৰ্কিচিচ্চা চ হিমাচ্চিচ্চ ময়া কুতঃ । অসেবাঃ
সৰ্ব্বজন্তুনাং যস্যো হুৰ্গমো গিরিঃ । ৭ । হিমাচলস্ত
তন্তৈব শাস্তা দেবো মহেশ্বরঃ । তস্মাদ্যাস্তামহে
দেবা কৈলাসং পৰ্বতৌত্তমম্ । ৮ । যত্র তিষ্ঠতি
বিশ্বাত্মা দেবদেবো মহেশ্বরঃ । এবমুক্তা গতো ব্রহ্মা
দেবৈঃ সার্কং মমাস্তিকম্ । দৃষ্টৌহং পূজিত্তৈস্ত
স্তৌহং বিবিধৈঃ স্তবৈঃ । ৯ । ময়া সম্মানিতা
দেবাশ্চতুৰ্ভুজাঃ প্রপূজিতাঃ । পূজয়িত্বা ময়া পৃষ্ঠৌ
ব্রহ্মাগমনকারণম্ । ১০ । কিং কার্যং ত্রিদশৈঃ
সার্কমাগতোহসি পিতামহ । কথিতং ব্রহ্মণা সৰ্ব্বং
কৃতং সৰ্বং ময়া প্রিয়ে । ১১ । হিমাচলং সমাহুয়
মৰ্যাদা চ কুতা ময়া । শৈলানাং রাজরাজস্বে
হিমাচ্চিচ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ । ১২ । দেবানাং বিশ্বেশ্চৈব
গন্ধৰ্বানাং তথৈব চ । যক্ষণামথ নাগানাং কিন্নরাণাং

সেখানে যাইতে পারিব না, ইহা আমি তোমা-
দিগকে সত্য বলিলাম । হে দেবগণ ! মহাদেব
ব্যতিরেকে তোমাদের অন্ত গতি দেখিতেছি না ।
তিনিই তোমাদের সকলের সহায় হইবেন । আমি
পূর্বে তাঁহারই আজ্ঞায় পৰ্বত সকল উৎপাদন
করিয়াছিলাম । হিমাচ্চি আমার বিচিত্র সৃষ্টি;
উহা আমিই করিয়াছি । ইহা জন্তুগণের অসেবা
অধুষ্ট হুৰ্গম । মহেশ্বর হিমালয়ের শাস্তা । হে
দেবগণ ! চল, আমরা সকলে মিলিয়া পৰ্বতৌত্তম
কৈলাসে গমন করি । সেখানে দেবদেব হর
নিশ্চয় আছেন । এই কথা বলিয়া বিধাতা দেব-
গণের সহিত মৎসরিধানে আগমন করিলেন ।
সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাঁহার পূজাপূৰ্ব্বক বিবিধ
স্তোত্র দ্বারা আমার স্তব করিলেন । আমিও
দেবগণের সম্মান ও চতুর্ভুজের পূজা করিলাম ।
পূজাস্তে আমি তাঁহার আগমনকারণ জিজ্ঞাসা
করিলাম যে, হে ব্রহ্ম ! দেবগণ সমভিব্যাহারে
কি জন্ত আগমন করিয়াছেন । আমার এই
জিজ্ঞাসায় তিনিও বক্তব্য বিজ্ঞাপন করিলেন,
আমি তাহা শুনিলাম । ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া
আমি তোমার পিতাকে আহ্বান করিলাম
এবং মৰ্যাদা নির্দেশ করিয়া দিলাম ।
শৈলদিগের রাজরাজস্বে তিনিই প্রতিষ্ঠিত হই-
লেন । দেব, গন্ধৰ্ব, যক্ষ, নাগ, কিন্নর, ও বিদ্যা-

তথৈব চ । ১২ । বিদ্যাধরাণাং ক্রীড়ার্থং পৃথক্-
পৃথক্ নিবেশিতাঃ । রূপতো ভাতি শৈলেন্দ্রঃ শুক-
ফটিকসন্নিভঃ । ১৩ । জাহ্নবীনিবীরৌকীযঃ সৰ্ব্বাণী-
জনকস্তথা । ১৪ । সৰ্বদেবময়ো দিব্যঃ সৰ্ব-
তীর্থময়ঃ কুতঃ । সৰ্বাশ্রমনিবাসশ্চ সৰ্বামরনিবে-
বিতঃ । ১৫ । এবং সংস্থাপ্য শৈলেন্দ্রঃ লিঙ্গমুর্জি-
রহং স্থিতঃ । বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু কেদারেণ্ডর-
নামতঃ । ১৬ । উদকং নিষ্কৃতং তত্র মন্ত্রপূর্ণং ময়া
প্রিয়ে । মাহাত্ম্যং বিবিধং প্রোক্তং লিঙ্গস্ত চ
জলস্ত চ । ১৭ । যোহজাগত্য নরো ভক্ত্যা
সম্যক্তমাং পূজয়িষ্যতি । জনং যোহজৈব গৃহ্ণাতি
বিধানেন বরাননে । তস্তোদর ভবিষ্যামি
লিঙ্গরূপী ন সংশয়ঃ । ১৮ । ইত্যুক্তে বচনে
দেবি সদেবানুরপন্নগাঃ । যক্ষরক্ষঃপিশাচাশ্চ
ভূতবেতালকিন্নরাঃ । ১৯ । বিদ্যাধরগণাশ্চৈব মম
দর্শনলালসাঃ । সমায়াতা বরারোহে পীত্বা তত্র
জলং শুভম্ । ২০ । দৃষ্টৌহং বিধিনা তৈস্ত লিঙ্গ-
মুর্জিগতঃ প্রিয়ে । মম তুল্যাশ্চ তে জাতান্ত্রিবি-
বরে স্থিতাঃ । জনলোকগতৈঃ সিদ্ধৈঃ পূজ্যমানা
বরাননে । ২১ । অথ কালেন বহুনা ক্রত্বা মাহাত্ম্য-

ধর, ইহাদের ক্রীড়ার্থ পৃথক পৃথক ভূমি নির্দেশ
করিয়া দিলাম । শৈলেন্দ্র রূপে ঠিক শুক ফটি-
কের স্তায় হইলেন; জাহ্নবী নিবীর উকীষ
উকীষ হইল; তোমার পিতা সৰ্ব দেবময়, দিব্য,
সৰ্বতীর্থময়, সকল আশ্রমের নিবাস, এবং সৰ্বামর-
নিবেষিত । আমি এই ভাবে শৈলেন্দ্রের মৰ্যাদা
স্থাপনপূৰ্ব্বক ত্রিলোকবিখ্যাত কেদারেণ্ডর নামে
প্রসিদ্ধি লাভ করত লিঙ্গমুর্জিতে ঐ স্থানে বাস
করিলাম । ১—১৭ । হে দেবি ! আমি মন্ত্রপূর্ণ উদক
নিষ্কাশ করিলাম এবং ঐ জল ও লিঙ্গের মাহাত্ম্য
কীৰ্ত্তন করিলাম যে, যে ব্যক্তি এখানে অগমনপূৰ্ব্বক
আমার পূজা করিবে এবং বিধিপূৰ্ব্বক ঐ জল গ্রহণ
করিবে, তাহার উদরে আমি লিঙ্গরূপে উপস্থিত
হইব; ইহাতে কোন সংশয় নাই । হে দেবি ! আমি
এই কথা বলিলে সদেবানুর পন্নগ, যক্ষ, রক্ষ,
পিশাচ, ভূত, বেতাল, কিন্নর, ও বিদ্যাধরগণ
আমার দর্শনলালসায় আগমনপূৰ্ব্বক ঐ জল পান
করিয়া আমাকে যথাবিধি দর্শন করিল এবং তাহার
আমার সদৃশ হইয়া ঐ অদ্রিবরে বাস করিল । জন-
লোকগত সিদ্ধগণ তাহাদের পূজা করিতে লাগিলেন ।
অনন্তর ক্রিয়াকাল অতীত হইলে সেই জলের ও

মুত্তমম্ । কেদারেশ্বরদেবস্ত জলস্ত চ বিশেষতঃ ।
২৩ । মনুষ্যাঃ সমুপায়াতান্তে রজোবহলা যতঃ ।
তমঃপ্রায়া বিশালাক্ষি তদাহঃ মাহিষঃ বপুঃ । ২৪ ।
কৃতবাস্তস্তস্যার্থায় ন চ তে ভীতিমাগতাঃ । ইহ
দেবোহত্র দেবোহত্র বভ্রমুস্তে দিদৃক্ষবঃ । ২৫ ।
ন তৈর্দৃষ্টৌ মহাদেবি যতোহহং মহিষাকৃতিঃ ।
যতোহন্যলক্ষ্যরূপেণ ততস্তে দীনমানসাঃ ।
উদ্বিগ্না নিশসস্তস্ত বৈরাগ্যাং পরমং গতাঃ । ২৬ ।
নাত্র দেবো ন তীর্থানি ন গঙ্গা পুণ্যদায়িনী । ন
ধর্মো ন পরো লোকঃ সর্বমেতদ্বিভ্রমম্ । ২৭ ।
এবং কিল পুরাণেষু জ্ঞায়তে সর্বদা ঋতো । হিমা-
লয়ে চ কেদারঃ লিঙ্গং মোক্ষপ্রদায়কম্ । ২৮ । এবং
তু বদতাং তেষাং মানুষণাং যশস্বিনি । আকাশা-
হুখিতা বাণী ময়া প্রোক্তানুকম্পয়া । ২৯ । অমার্গঃ
মা বদন্তত্র ন নিন্দ্যাঃ ঋতয়োহব্যয়াঃ । পুরাণং নাত্তথা
প্রোক্তং ব্রহ্মণা লোককর্তৃণা । ৩০ । যে নিন্দন্তি পুরা-
ণানি ধর্মশাস্ত্রাণি নাস্তিকাঃ । তে যান্তি নরকং ঘোরং
যাবদাভূতসংপ্রবম্ । ৩১ । সদা দেবোহত্র কেদারঃ
স্বর্গমোক্ষপ্রদায়কঃ । বিদ্যাতে ত্রিদশৈ পূজ্যঃ

সততঃ নৈব দৃশ্যতে । ৩২ । করোতি পূজাং
হিমবান্ মাসানন্তৌ চ শাশ্বতান্ । হিমাভিস্তেন
পুণ্যেন নগেন্দ্রস্ত কৃতো নগৈঃ । দেব্যস্ত রমণীয়স্ত
সর্বতীর্থনমস্কৃতঃ । ৩৩ । সর্বরত্ননিধানস্ত দেবানাং
বল্লভস্তথা । গ্রীষ্মে চৈব বসন্তে চ দেবদেবোহত্র
দৃশ্যতে । ২৪ । নিয়তেনৈব কালেন মানুষণাঞ্চ
সর্বদা । যদি বুদ্ধিঃ পরা জাতা সর্বদা মম দর্শনে ।
৩৫ । আখ্যাস্তে তত্পায়ঞ্চ জ্ঞায়তাং সাবধানতঃ ।
মা বিকলোহত্র কর্তব্যঃ সর্বান্ কামানবাপ্যথ । ৩৬ ।
ক্ষেত্রাণামুত্তমং ক্ষেত্রং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ । প্রলয়ে-
হপ্যক্ষয়ং প্রোক্তং মহাকালবনং নরাঃ । ৩৭ ।
তত্রাহঃ সন্তবিষ্যামি লোকানামনুকম্পয়া । লিঙ্গ-
রূপেণ শিপ্রায়ান্তটে পুণ্যে স্মৃশোভনে । ৩৮ ।
সোমেশ্বরস্ত দেবস্ত পশ্চিমে স্থানমুত্তমম্ । প্রসিদ্ধ-
মুপযাস্তামি কেদারেশ্বরনামতঃ । ৩৯ । সর্বদা দর্শনং
তত্র ময়া সাক্ষং ভবিষ্যতি । সর্বেষাঞ্চ প্রদাস্তামি
সর্বান্ কামান্ সংশয়ঃ । ৪০ । ইহ যাবৎ কলং
তন্মাদাস্তামি হৃদিকং ততঃ । ইতি তে মানবাঃ
সর্বৈ ঋত্বা বাণীঃ মনোরমাম্ । আকাশাহুখিতাঃ

আমার মাহাত্ম্য শ্রবণপূর্বক রজ ও তমোবহল মনুষ্য-
গণ মৎসমীপে আগমন করিল । হে দেবি ! তখন আমি
তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য মাহিষ বপু ধারণ
করিলাম; কিন্তু তাহার ‘এইস্থানে দেব, এইস্থানে দেব
এই করিতে করিতে দর্শনাখী হইয়া ভ্রমণ করিতে
লাগিল । আমি মাহিষ আকৃতি ধারণ করিয়াছিলাম
বলিয়া তাহার আমায় দেখিতে পাইল না; আমি
অলক্ষ্যভাবে থাকিলাম । ইহাতে তাহার দীনমনা
হইল এবং উদ্বিগ্ন হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-
পূর্বক বৈরাগ্য সহকারে বলিতে লাগিল যে,
এখানে দেবতা, গঙ্গা, তীর্থ, ধর্ম, ও পরলোক, এ
সকল কিছু মাত্র নাই, সর্বের মিথ্যা, ঐ সকল কথা
বিভ্রমমাত্র । ঋতি এবং পুরাণে এইরূপ ঋত
হওয়া যায় যে, হিমালয়ে মোক্ষপ্রদায়ক কেদারেশ্বর
লিঙ্গ আছেন, কিন্তু তাহা কৈ? হে যশস্বিনি !
তাহারা এই প্রকার বাক্য বলিলে, আমার রূপায়
মৎসমীপে এইরূপ আকাশবাণী উখিত হইল যে
এখানে অধর্ম করিবে না, অব্যয় ঋতি সকলকে
নিন্দা করিবে না; ব্রহ্মকথিত পুরাণ শাস্ত্র নিন্দা
করিবে না । যে সকল নাস্তিক ধর্মশাস্ত্র পুরাণের
নিন্দা করিবে, তাহার আভূতসম্প্রব কাল ঘোর
নরকে পতিত থাকিবে । এই স্বর্গ-মোক্ষ-প্রদায়ক

কেদার লিঙ্গ সর্বদাই বিদ্যমান আছেন । ইনি
ত্রিদশপূজ্য, কখন কখন ইহাকে দেখিতে পাওয়া
যায় না । হিমবান্ অষ্টমাস যাবৎ ইহার পূজা
করেন, এই পুণ্য হেতুই ইনি নগাধিরাজ, সেব্য,
রমণীয়, সর্বতীর্থনমস্কৃত, সর্বরত্ননিধান ও দেব-
বল্লভ হইয়াছেন । গ্রীষ্ম ও বসন্তে নিয়মিত সময়ে
মানবগণ এই দেব কেদারেশ্বরকে দেখিতে পাইয়া
থাকে । যদি আমাকে দেখিবার নিমিত্ত কাহারও
ইচ্ছা হয়, তবে আমি উপায় বলিতেছি সাবধানে
শ্রবণ করুক । ইহাতে কেহ সন্দেহ করিবে না,
ইহা নিঃসংশয়ে ধারণা করিলে সর্বকাম লাভ
হইয়া থাকে । ১৮—৩৬ । হে নরগণ ! ভুক্তিমুক্তি-
প্রদ মহাকালবন ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে উত্তম
এবং ইহা প্রলয়েও অক্ষয় । ঐ মহাকালবনে
শিপ্রায় স্মৃশোভন পুণ্যতটে সোমেশ্বর দেবের
পশ্চিম দিক্‌ভাগে যে উত্তম স্থানে আছে, ঐ
স্থানে আমি লোকানুগ্রহের জন্য লিঙ্গরূপে অবতীর্ণ
হইব এবং আমি কেদারেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ
করিব । ঐ স্থানে সকলের সহিত আমার দর্শন
ঘটিবে, এবং আমি সকলকেই ঐ স্থানে অভি-
লষিত প্রদান করিব । এই স্থানে আমাকে দর্শন
করিয়া যে কল লাভ হয়, মহাকালবনে ততোধিক

অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অষ্টমষ্টিকসম্ব্যাকং পিশাচাখ্য-
মধেষ্বরম্ । শূণ্ণং দেবি প্রযত্নেন দর্শনাৎ পাপনাশনম্ ।
১ । আদৌ কলিযুগে দেবি শূদ্রো বহুধনোহভবৎ ।
সোমো নাম সুবিখ্যাতো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ । ২ ।
অব্রহ্মণ্যো নৃশংসশ্চ কদর্যো নিরপত্রপঃ । বিশ্বাস-
ঘাতকশ্চৈব পরস্বহরণে রতঃ । ৩ । ত্রিবর্গহস্তা
চাক্ষেয়ামাশ্রকামাশ্রবর্তকঃ । স কদাচিন্মৃতো দেবি
কষ্টেন পরমেণ চ । ৪ । মরুদেশে পিশাচোহভূময়ো
দীনো ভয়াবহঃ । নাশকঃ স পিশাচানাং স্বপক্ষো-
চ্ছেদকারকঃ । ৫ । বহুবো মর্দিতান্তেন পিশাচা
বলবন্তরাঃ । ৬ । তথ তেনৈব মার্গেণ কদাচিচ্ছা-
কটায়নঃ । স্বাধ্যায়নিরতো বিদ্বান বাগ্মী শম-
পরায়ণঃ । ৭ । উদয়াদিত্যসঙ্কাশো বিভাবসুসম-
হৃত্যতিঃ । শকটেন সদা যাতি স পশুন্ পর্বতান্বজে ।
৮ । গতো দদর্শ তং রোজং পিশাচকং ভয়াবহম্ ।
স পিশাচঃ ক্ষুধাবিষ্টো ভোক্তুকামোহভ্যাধাবত । ৯ ।
দৃষ্ট্বা তং শকটাক্রুতং ব্রাহ্মণং শাকটায়নম্ । শকটস্থ
ধ্বনিং শ্রুত্বা রূপং দৃষ্ট্বা দ্বিজস্ত চ । ১০ । তথারূপঃ
পিশাচস্ত কর্ণভ্যাং বধিরীকৃতঃ । আশ্রয়ত্রাণপরো হুত্বা

অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অধুনা দর্শনমাত্রে
পাপক্ষয়কারী অষ্টমষ্টিকম লিঙ্গ পিশাচেশ্বরমাহাত্ম্য
শ্রবণ কর । কলিপ্রারম্ভসময়ে এক শূদ্র অত্যন্ত
ধনাঢ্য হয়, তাহার নাম ছিল,—সোম ; সে নাস্তিক,
বেদনিন্দক, ব্রাহ্মণদেষ্টা, নৃশংস, কদর্য, নির্লজ্জ
বিশ্বাসঘাতক, পরস্বাপহারী, অশ্রের সুবর্ণাপহারক,
ও যথেষ্টচোরী, ছিল । একদা ঐ শূদ্র অতি কষ্টে
মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া মরুদেশে পিশাচ হয় । এই অবস্থায়
সে নগ্ন, দীন-ও ভয়ঙ্কর ছিল । ঐ পিশাচ পিশাচ-
দিগের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া স্বপক্ষোচ্ছেদক
হইয়াছিল, সে অনেক বলবান পিশাচকে মর্দিত
করিয়াছিল । একদা ঐ পথে স্বাধ্যায়নিরত,
বিদ্বান, বাগ্মী, শম-পরায়ণ, উদয়াদিত্যসঙ্কাশ,
বিভাবসুসমহৃত্যতি, বিপ্র শাকটায়ন শকটে আরোহণ
করিয়া যাইতে যাইতে ঐ ভয়াবহ পিশাচকে দর্শন
করিলেন । ঐ পিশাচও ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে
ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল । ধাবিত
হইয়া সে শকটধ্বনি শ্রবণ ও দ্বিজরূপ দর্শনপূর্বক
তথাবিধ বলবান দুর্দম হইলেও স্বীয় কর্ণ বধিরী-

নষ্টঃ কষ্টেন পার্জ্বলতি । তং ধাবন্তঃ সমালোকা পিশাচঃ
ব্রাহ্মণোহব্রবীৎ । ১১ । পিশাচ জন্তুরূপোহসি
ঘরিতশ্চৈব লক্ষ্যসে । ক ধাবসি সমাচক্ষু কুতস্তে
ভয়মগতম্ । ১২ । পিশাচ উবাচ । শকটস্থাস্ত
মহতো ঘোষণা শ্রুত্বা ভয়ঙ্করম্ । কর্ণভ্যাং বধিরো
জাতো বিসংজ্ঞস্তব দর্শনাৎ । ১৩ । ব্রাহ্মণ উবাচ ।
পিশাচানাং বলিষ্ঠাশ্চ শ্রয়ন্তে ব্রহ্মরাক্ষসঃ । স ত্বং
মাং ভোক্তুকামোহসি বিখ্যাতো ব্রহ্মরাক্ষসঃ । ১৪ ।
পিশাচ উবাচ । পিশাচানাং সমর্থোহস্মি নষ্টোহহং
তব দর্শনাৎ । হুংখং হি মৃত্যুঃ সর্বেষাং জীবিতক
সুহৃৎতম্ । অতো ভীতঃ পলায়ামি জীবহেতোঃ
সুখার্থতঃ । ১৫ । ব্রাহ্মণ উবাচ । কুতঃ পিশাচ
সৌখ্যং তে মরণং শ্রেয় এব তে । পৈশাচী কুৎসিতা
যোনিঃ পাপিনামেব জায়তে । ১৬ । পিশাচ উবাচ ।
সর্বত্র হি গতো জীবো ভবত্যেব সুখাশ্রয়ঃ । তস্মা-
জীবিতুমিচ্ছামি প্রসাদ ব্রহ্মরাক্ষস । ১৭ । ব্রাহ্মণ
উবাচ । নাহং ত্বাং ভোক্তুকামোহস্মি ব্রাহ্মণোহহং ন

কৃত হইতে দেখিয়া প্রাণভয়ে অতিকষ্টে পলায়ন
করিল । তখন পিশাচকে ধাবিত হইতে দেখিয়া
ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রে পিশাচ ! তোকে ভীত ও
এত ব্যগ্র দেখিতেছি কেন ? যাইতেছিস্ কোথায় ?
কাহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হইলি বল ? পিশাচ
বলিল,—এই মহৎ শকটের গতি-শব্দ শ্রবণ করায়
আমার কর্ণ বধির হইয়াছে, আর আপনাকে দর্শন
করিয়া আমার সংজ্ঞা লোপ পাইতেছে, এই জন্ত
পলায়ন করিতেছি । ১—১৩ ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তুনা
যায় যে, ব্রহ্মরাক্ষসগণ পিশাচের মধ্যে বলিষ্ঠ ;
তুইও ত একজন বিখ্যাত ব্রহ্মরাক্ষস ; আমাকে
খাইতে আসিয়াছিলি ; পিশাচ বলিল,—পিশাচগণের
মধ্যে আমি বলবান বটি ; কিন্তু তোমাকে দেখি-
য়াই যে আমি যাইতে বসিয়াছি ; মৃত্যু সকলেরই
হুংখদায়ক এবং জীবন সকলেরই সুখকর ; এই
জন্ত ভয়ে পলায়ন করিয়া সুখকর জীবন রক্ষা
করিতেছি । ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রে পিশাচ !
তোমার সুখ কোথায় ? তোমার মরণই সুখকর ;
কারণ তুই পাপিনভ্য কুৎসিত পিশাচযোনি লাভ
করিয়াছিস্ । পিশাচ বলিল,—জীব যে যোনিতে
গমন করুক না কেন, তাহাতেই সে সুখ অমৃতভব
করে ; এই জন্তই বাঁচিতে ইচ্ছা করিতেছি, হে
ব্রহ্মরাক্ষস ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ।
ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ওরে আমি তোকে ভোজন

রাক্ষসঃ । সর্বভূতহিতার্থায় বিচরামি মহীতলে । ১৮ ।
সর্বোষামেব জন্তুনাং মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে । যা
কুরুষ ভয়ং মন্তো মিত্রভাবগতো হৃদয়ঃ । ১৯ । তন্তু
তদ্বচনঃ শ্রদ্ধা পিশাচঃ শ্বহমানসঃ । প্রণম্য
প্রত্যাবাচেনং ব্রাহ্মণং শাকটায়নম্ । ২০ । যদি তে
সর্বভূতানাং দত্তা হৃদয়দক্ষিণা । কৰ্ম্মণা মনসা
বাচা মিত্রভাবঃ গতো যদি । ২১ । পৃচ্ছামি ত্বাং
মহাতাগ সংশয়ো হৃদয়ে স্থিতঃ । শ্রদ্ধানুকম্পয়া
সম্যক্ তয়ে ব্যাখ্যাতুমর্হসি । ২২ । কেন কৰ্ম্মবিপাকেণ
পৈশাচং যাতি মানবঃ । পিশাচত্বাং কথং যুক্তিঃ
প্রাপ্যতে পাপকৰ্ম্মাভিঃ । ২৩ । ইতি তন্তু বচঃ
শ্রদ্ধা পিশাচস্ত বরাননে । মমত্বেনাবৃতস্তন্থৈ
প্রাবোচচ্ছাকটায়নঃ । ২৪ । অপহৃত্য চ বিপ্রশ্বং
দেবশ্বং চ বিশেষতঃ । তেন পাপেন পাপিষ্ঠাঃ
পিশাচশ্বং প্রযাস্তি চ । ২৫ । পিতরং মাতরং চৈব
দ্বিগুণং বালং দ্বিজং তথা । বঞ্চয়িত্বা হরত্যর্থং স
পিশাচো ভবেন্নরঃ । ২৬ । রাজদ্রব্যং গৃহীত্বা তু ন
যজেন্ন দদাতি যঃ । আত্মানমেব পুণ্যতি পিশাচত্বং

করিতে চাহি না, আমি ব্রাহ্মণ, রাক্ষস নহি, সর্ব
ভূতের হিতের নিমিত্ত আমি মহীতলে বিচরণ
করিয়া থাকি। ব্রাহ্মণ সকল জীবেরই মিত্র,
আমি হইতে তোমার কোন ভয় নাই। তুই আমাকে
মিত্র বলিয়া জানিবি। পিশাচ ব্রাহ্মণের এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া স্তম্ভচিত্ত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম-
পূর্বক বলিল—হে ব্রাহ্মণ! তুমি যদি সর্বভূতে
অভয় প্রদান করিয়া থাক, এবং কায়মনোবাক্যে
সকলকেই যদি মিত্রভাবে দর্শন করিয়া থাক,
তাহা হইলে আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করিতে
ইচ্ছা করি, আমার হৃদয়ে একটা সংশয় আছে,
তুমি দয়া করিয়া আমার সেই সংশয় অপনোদন
কর। আমার সংশয় এই যে, কোন্ কৰ্ম্মবিপাকে
মানব পৈশাচা যোনি লাভ করিয়া থাকে এবং কি
উপায়েই বা পিশাচ-যোনি হইতে মুক্তিলাভ হয়?
অগ্নি বরাননে। শাকটায়ন পিশাচের এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া মমতাকষ্ট চিন্তে বলিলেন,—যাহারা
ব্রাহ্মণ ও দেবশ্ব হরণ করে, সেই পাপিষ্ঠগণ
পিশাচযোনি লাভ করিয়া থাকে। যাহারা পিতা,
মাতা, স্ত্রী, বালক ও দ্বিজকে বঞ্চনা করিয়া অর্থ গ্রহণ
করে, তাহারা পিশাচ হয়। যাহারা রাজার ধন গ্রহণ-
পূর্বক দান যজ্ঞনাদি না করিয়া সেই অর্থে আত্ম-
পোষণ করে, তাহারা পিশাচযোনি প্রাপ্ত হয়।

স গচ্ছতি । ২৭ । বিশ্বাসঘাতক যে চ পরদার-
রতাশ্চ যে । প্রাপ্তবস্তি পিশাচত্বং তথা যে বেদ-
নিন্দকাঃ । ২৮ । নিন্দন্তি যে পুরাণানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি
সর্বদা । তে ভবন্তি পিশাচাশ্চ যে যদা পিণ্ডনা
নরাঃ । ২৯ । ইতি তে কথিতং সর্বং বেদ-
প্রামাণ্যতোহধুনা । ইদানীং কথয়িষ্যামি যত্নঃ
জাতোহসি তচ্ছৃণু । ৩০ । সোমকো নাম শূদ্রশ্বঃ
পরমর্ষপ্রকাশকঃ । বিশ্বাসঘাতকো জাতো দেব-
ব্রাহ্মণদূষকঃ । ৩১ । নাস্তিকো ভিন্নমর্ধ্যাদো জন্ম-
ভ্রাতাপি সপ্তমে । সকুলং পাতয়িত্বা নরকে দারুণে
ভূশম্ । ৩২ । পিশাচযোনিং সম্প্রাপ্তঃ পুনঃ
প্রাপ্যসি রৌরবম্ । মহারৌরবসংজ্ঞং তু ক্রকচং
কালশূদ্রকম্ । যজ্ঞপীড়নকং রৌদ্রং মথনং কুস্ত-
বালুকম্ । ৩৩ । ইত্যেব বদন্তস্ত ব্রাহ্মণশ্চ যশস্বিনি ।
সম্মার প্রাক্তনং জন্ম সংসঙ্গাং কুৎসিতং শ্বকম্ । ৩৪ ।
দুঃখাভিভূতো নিশ্চেষ্টো ধিগ্ধিগিত্যসকৃদ্রবন্
পতিতো ভূতলে দেবি ইদং বাক্যমথাত্ববীৎ
৩৫ । অহো কেনাপি পুণ্যেন ভবতা সহ
দর্শনম্ । জাতং মমাল্পপুণ্যস্ত দীনস্ত রূপণস্ত
চ । ৩৬ । নাস্তি ধর্ম্মসমং মিত্রং নাস্তি ধর্ম্মসমা

যাহারা বিশ্বাস-ঘাতক, পরদাররত, বেদনিন্দক,
পুরাণনিন্দক, ধর্ম্মশাস্ত্র-নিন্দক ও পিণ্ডন, তাহারা
পিশাচযোনিতে গমন করিয়া থাকে। এই আমি
বেদপ্রমাণানুসারে পিশাচযোনিপ্রাপ্তির বিবরণ
বলিলাম, অতঃপর তুই কিরূপে পিশাচ হইয়াছিস্,
তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুই সপ্তম জন্মে
শূদ্র ছিলি। তোমার নাম ছিল,—সোমক। তুই
পরমর্ষপ্রকাশক, বিশ্বাসঘাতক, দেব-ব্রাহ্মণ-দূষক,
নাস্তিক, ও মর্ধ্যাদাতেদী ছিলি। তুই দারুণ নরকে
স্বীয় কুল পাতিত করিয়া এই পিশাচযোনি লাভ
করিয়াছিস্, ইহার পর তুই ক্রকচ কালশূদ্রক,
যজ্ঞপীড়ক, রৌদ্র, মথন ও কুস্তবালুক, প্রভৃতি
নরকে পতিত হইবি। হে যশস্বিনি! শাকটায়ন
এই কথা বলিলে সংসর্গগুণে পিশাচের পূর্বজন্ম-
বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদ্ভূত হইল। পিশাচ নিজ পূর্ব-
তন কুৎসিত জন্ম-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত
ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পুনঃপুন আপনাকে ধিকারপ্রদান
করত ভূতলে পতিত হইয়া এই কথা বলিতে
লাগিল,—হা!। অদ্য কোন্ পুণ্যের ফলে এই পাপী
দীন ও রূপণ আপনার দর্শন লাভ করিল।
হে প্রভো! আমি দেখিতেছি,—ধর্ম্মের তুল্য

গতিঃ । নাস্তি ধর্মসমঃ ত্রাণঃ স চ নাস্তি মম
প্রভো ॥ ৩৭ ॥ মগ্নোহহং দুঃখজলধৌ মগ্নোহহং
পাপকর্দমে । ভ্রান্তোহহমহতমসি ততস্তাঃ শরণঃ
গতঃ ॥ ৩৮ ॥ নমস্তেহস্ত মহাভাগ কিং
করোমি প্রশাধি মাম্ । হস্তপোবলনির্দিষ্টমিদং
প্রাপ্তং ময়াধুনা ॥ ৩৯ ॥ এবং নিগদতস্তস্মাৎ পিশাচস্ত
বরাননে । কথয়ামাস মাহাত্ম্যং স বিপ্রঃ শাক-
টায়নঃ ॥ ৪০ ॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্র-
গতানি বৈ ! ক্ষেত্রানি যানি সমুদ্র তেবাং ক্ষেত্রং
সুপুণ্যদম্ ॥ ৪১ ॥ মহাকালবনং ক্ষেত্রং প্রলয়েহপ্য-
ক্ষয়ং গতম্ । লিঙ্গং তত্র মহাক্ষেত্রে পিশাচহ-
বিনাশনম্ ॥ ৪২ ॥ চুড়েগরস্ত দেবস্ত দক্ষিণে
ত্রিদশার্চিতম্ । পৈশাচং বিদ্যাতে ভূয়ঃ পিশাচ-
যোনিবিনাশনম্ । তস্ত দর্শনমাত্রেণ পিশাচহাৎ
প্রমোক্ষ্যসে ॥ ৪৩ ॥ তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা স
পিশাচো বরাননে । আজগাম হরায়ুক্তো নম-
স্কৃত্য দ্বিজং তদা ॥ ৪৪ ॥ মহাকালবনে পুণ্যে
সমীহিতকলপ্রদে । দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং শ্রীত্বা
শিপ্রাজলে শুভে ॥ ৪৫ ॥ দর্শনাত্তস্ত লিঙ্গস্ত স
পিশাচো বরাননে । তৎক্ষণাদিবাদেহস্ত দিব্যা-

ভরণভূমিতঃ ॥ ৪৬ ॥ দিব্যং বিমানমাক্রুড়ো গতৌ
লোকে সনাতনে । উদ্ধৃত্য সকলং গোত্রং মাতৃকং
পৈতৃকং তথা ॥ ৪৭ ॥ দৃষ্ট্বা তন্মহদাশ্চর্য্যং মাহাত্ম্য-
তিশয়ং প্রিয়ে । প্রোক্তং দেবৈর্কিমাননৈঃ সিন্ধৈ-
রাকাশগৈস্তথা ॥ ৪৮ ॥ পিশাচোহপি গতঃ স্বর্গমস্ত
লিঙ্গস্ত দর্শনাৎ । অতো দেবঃ স বিখ্যাতো
ভবিষ্যতি মহীতলে । পিশাচেশ্বরসংজ্ঞস্ত সর্বপাপ-
প্রণাশনঃ ॥ ৪৯ ॥ যে পশুস্তি নরা দেবি পিশা-
চেশ্বরসংজ্ঞকম্ । তেবাং হি পিতরঃ সদ্যো যে চাপি
নিরয়ে স্থিতাঃ । পিশাচহাদিমুচ্যন্তে স্বর্গং যান্তি
ন সংশয়ঃ ॥ ৫০ ॥ অশ্বমেধস্ত যজ্ঞস্ত সম্যগিষ্টস্ত
যৎকলম্ । তৎকলং লভতে সোহপি পিশাচেশ্বর-
দর্শনাৎ ॥ ৫১ ॥ গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎপুণ্যং
সমুদাহৃতম্ । তৎপুণ্যমধিকং জেয়ং পিশাচেশ্বর-
দর্শনাৎ ॥ ৫২ ॥ যে পশুস্তি চতুর্দিক্কাং পিশাচেশ্বর-
সংজ্ঞকম্ । প্রেতহৃৎ পিশাচহঃ কূলে তেবাং
ন জায়তে ॥ ৫৩ ॥ ন বিযোনিং নরো যাতি
নরকং চ ন পশুতি । প্রসঙ্গেনাপি যঃ পশুৎ
পিশাচেশ্বরসংজ্ঞকম্ ॥ ৫৪ ॥ সর্গৈর্ষর্য্যসমায়ুক্তঃ
সর্ববন্ধুসমবিতঃ । মোদতে পিতৃলোকে স পিশাচে-

বন্ধু, ধর্মসদৃশী গতি এবং ধর্মসম পরিভ্রাণের
উপায় আর নাই । আমি দুঃখসাগরে এবং
পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছি, এবং ঘোর অন্ধকারে
ভ্রান্ত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি । হে
মহাভাগ ! আপনাকে নমস্কার ! আমি কি করিব ?
আমায় উপদেশ প্রদান করুন । আমি অধুনা
আপনার তপোবলজ্ঞ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম । হে
বরাননে ! ঐ পিশাচ এই সকল বাক্য বলিলে
শকটায়ন তাহার নিকট মহাকালবনমাহাত্ম্য বলিতে
লাগিলেন । পৃথিবীতে আসমুদ্র যাবতীয় তীর্থ
ও যাবতীয় ক্ষেত্র আছে, ঐ সকল অপেক্ষা
মহাকালবন সমধিক পুণ্যপ্রদ এবং উহা প্রল-
য়েও লয় প্রাপ্ত হয় না । ঐ ক্ষেত্রে চুড়েগরের
দক্ষিণ দিক্ভাগে পিশাচহ-বিনাশন লিঙ্গ আছেন,
ঐ লিঙ্গ পিশাচ-যোনি হইতে মোচন করিয়া থাকেন ।
অগ্নি বরাননে ! পিশাচ, ত্রাণ শাকটায়নের মুখে
এই কথা শ্রবণ করিয়া বাহিতার্থ কলপ্রদ পুণ্যময়
মহাকালবনে আগমন করিল । ঐ স্থানে আগমন
করিয়া সে লিঙ্গ দর্শনান্তে তাহাকে নমস্কারপূর্বক
তদ্রত্যা শিপ্রাজলে স্নান ও লিঙ্গ দর্শন করিল ।
লিঙ্গ দর্শনের কলে পরে সে তৎক্ষণাৎ দিব্য দেহ

লাভ করিয়া স্বীয় পিতৃ-মাতৃকুল উদ্ধার করত
মনোহর বিমান আরোহণপূর্বক সনাতন লোক
প্রাপ্ত হইল । তদর্শনে লিঙ্গের অত্যাশ্চর্য্য মাহাত্ম্য
উপলব্ধি করিয়া বিমানস্থ দেবগণ ও আকাশচারী
লিঙ্গগণ বলিতে লাগিলেন যে, এই লিঙ্গ দর্শন
করিয়া পিশাচও স্বর্গ প্রাপ্ত হইল । অতএব
ঐ লিঙ্গ মহীতলে সর্বপাপ-প্রণাশন পিশাচে-
শ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন । হে দেবি !
যাহারা পিশাচেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহাদের
নিরয়গামী পিতৃগণ ও পিশাচহ হইতে মুক্তিলাভ
করে, এ বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই । ঐ
ব্যক্তি সম্যক্ অভুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞের কল-
লাভ করিয়া থাকে । গয়ায় পিণ্ড প্রদান করিলে
যে পুণ্য লাভ হয়, পিশাচেশ্বর দর্শন করিলে সেই
পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । যাহারা চতুর্দিক্কাং
পিশাচেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহাদের কূলে কদাচ
প্রেতহ ও পিশাচহ সজ্জাটিত হয় না । যে ব্যক্তি
প্রসঙ্গাধীন ও এই লিঙ্গ দর্শন করে, সে কদাচ হীন-
যোনিতে জন্মগ্রহণ করে না এবং তাহাকে নরক
দর্শন করিতে হয় না । মানব পিশাচেশ্বরকে দর্শন
করিলে সর্ব ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও সর্ব বন্ধুসমায়ুক্ত হইয়া

শ্রবণদর্শনাৎ ৷ ৫৫ ৷ কীর্তনানুচ্যতে পাপাঙ্কুশা স্বর্গঃ
চ গচ্ছতি ৷ স্পর্শনাদস্তা লিঙ্গস্তা পুনাত্যাসপ্তমঃ
কুলম্ ৷ ২৬ ৷ তদৈব স নরো মুক্তঃ সংসার-
নিগড়াতিতিঃ ৷ যদৈব বীজতে লিঙ্গং পিশাচেশ্বর-
সংজ্ঞকম্ ৷ ৫৭ ৷ যজ্ঞানাং তপসাং চৈব দানানাং
চৈব যৎফলম্ ৷ তৎফলং কোটিগুণিতং জায়তে
তস্ত দর্শনাৎ ৷ ৫৮ ৷ যদি পশ্চোচ্চতুর্দশাং বৈশাখে
কার্ত্তিকে তথা ৷ তস্ত পুণ্যমসংখ্যাতং জায়তে নাত
সংশয়ঃ ৷ ৫৯ ৷ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ
পাপনাশনঃ ৷ পিশাচেশ্বরদেবস্তা শ্রবণতঃ সঙ্গমে-
শ্বরম্ ৷ ৬০ ৷

ইতি ত্রীকান্দে পিশাচেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট্র-
ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ৬৮

একোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । একোনসপ্ততিং দেবি শৃণু
পার্বতি যত্নতঃ । যস্তা দর্শনমাত্রেণ সঙ্গমো জায়তে
সদা ৷ ১ ৷ কলিঙ্গবিষয়ে দেবি সুবাহুর্নাম পার্শ্বিনঃ ।

পিছলোকে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে । এই
লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্তন করিলে পাপমুক্তি, দর্শন
করিলে স্বর্গগমন এবং স্পর্শ করিলে সপ্তম কুল
পর্যন্ত পবিত্র হইয়া থাকে । পিশাচেশ্বর লিঙ্গ
যখনই দর্শন করা যায়, তখনই সংসার-নিগড়
হইতে মুক্তি পাইতে পারা যায় । যজ্ঞ, তপ, ও
দানের যে ফল নির্দিষ্ট আছে, পিশাচেশ্বর দর্শনে
তাহার কোটিগুণ পুণ্যলাভ হইয়া থাকে । বৈশাখ
বা কার্ত্তিক মাসের চতুর্দশীতে যদি পিশাচেশ্বর
দেবকে দর্শন করা যায়, তাহা হইলে পুণ্যের আর
অবধি থাকে না, ইহা নিঃসন্দেহ । হে দেবি !
এই আমি তোমার নিকট পিশাচেশ্বর দেবের পাপ-
নাশন প্রস্তাব কীর্তন করিলাম, অতঃপর সঙ্গমেশ্বর
লিঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ১৪—৬০ ।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত

উনসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! যে লিঙ্গ দর্শন
করিলে অনবরত সঙ্গম সজ্জাটিত হইয়া থাকে,
সেই উনসপ্ততিতম লিঙ্গ-মাহাত্ম্য তুমি শ্রবণ কর ।—

বভূব ভুবি বিপ্যাতো যজ্ঞা পরমধার্মিকঃ ৷ ২ ৷
তস্ত পত্নী বিশালাক্ষী দ্বিহিতা দৃঢ়ধনঃ ৷ কাঞ্চীপুর-
নিবাসস্তা কাতরতরতস্ত ৷ ৩ ৷ পরম্পরানুরাগ-
হাৎ পরা ত্রীতিরভূতয়োঃ ৷ তস্ত রাজ্যঃ শিরোহর্তিস্ত
মধ্যাহ্নে জায়তে সদা ৷ ৪ ৷ আয়ুর্কৌদবিদ্যাঃ
মুখ্যোঃ শরীরস্তা চিকিৎসকৈঃ ৷ তৈঃ প্রণীতাঃ
প্রিয়ে যোগা ব্যাথারুদ্বির্দিনেদিনে ৷ ৫ ৷ এবং বহু-
তরে কালে গতে দেবি মহীপতিম্ ৷ প্রত্যাচ
বিশালাক্ষী ভর্তৃহুঃখেন পীড়িতা ৷ ৬ ৷ কথমেবা
শিরোরোগে জরা তে পৃথিবীপতে ৷ বৈদ্যাশ্চ
বহবো দেব নানাশাস্ত্রবিশারদাঃ ৷ প্রযতন্তেষ্ট
নাশায় তথাপ্যোস ন শাম্যতি ৷ ৭ ৷ এবং স প্রিয়য়া
প্রোকুঃ সুবাহুঃ পৃথিবীপতিঃ ৷ প্রত্যাচ প্রিয়াং
ভাৰ্য্যাং প্রেমাং প্রণবৎসলাম্ ৷ ৮ ৷ সুখদুঃখাশ্রয়ঃ
দেবি শরীরঃ সস্রদেদিনাম্ ৷ পূর্বকর্মানুসারেণ
সুখং দুঃখঞ্চ জায়তে ৷ ৯ ৷ ইতি সঙ্কোচিতা রাজ্ঞী
তেন রাজ্ঞা বরাননে ৷ পুনঃ প্রোবাচ হার্দেন তমে-
বাগঃ সুহৃৎপিতা ৷ ১০ ৷ বদা সা বারিতাতার্থং

কলিঙ্গদেশে সুবাহু নামে এক রাজা ছিলেন ।
পৃথিবীর মধ্যে তিনি একজন প্রসিদ্ধ যজ্ঞনশীল ও
পরম ধার্মিক । তাঁহার মহিষীর নাম বিশালাক্ষী
তিনি কাঞ্চীপুরনিবাসী কাতরধর্ম্মনিরত রাজা দৃঢ়-
ধর্ম্মার দ্বিহিতা । রাজা ও রাজ্ঞীর পরস্পরের
প্রতি অনুরাগ থাকায় তাঁহাদের পরম প্রীতি
জন্মিয়াছিল । রাজার শিরঃপীড়া ছিল । তাঁহার
এই পীড়া মধ্যাহ্নকালে প্রকাশ পাইত । শরীর-
চিকিৎসকমুখা আয়ুর্কৌদাবিদগণ বিধিপূর্বক যোগ
সকল প্রয়োগ করিতে থাকিলেও তাঁহার শিরঃপীড়ার
উপশম হইল না ; বরং দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে
লাগিল । এইরূপে ক্রিয়াকাল অতিবাহিত হইলে এক-
দিন ভর্তৃহুঃখে অতীব দুঃখিত হইয়া বিশালক্ষী মহী-
পতিকে বলিলেন,—হে মহীপাল ! আপনার শিরো-
রোগে এ কিরূপ কাতরতা ? বৈদ্যাগণ নানাশাস্ত্র-
বিশারদ, তাঁহারা এই পীড়া উপশমিত করিবার জন্ত
প্রাণপণে প্রতিকার করিতেছেন, তথাপি এই পীড়ার
উপশম হইতেছে না । ১—৭ । রাজ্ঞী এই সকল কথা
বলিলে রাজা তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেবি !
শরীরধারীদিগের শরীর সুখদুঃখের আধার ;
পূর্বজন্মের কর্ম্মের ফলেই সুখ-দুঃখ হইয়া থাকে ।
রাজা রাজ্ঞীকে সুখ-দুঃখসজ্জাটনের কথা এইরূপ
বুঝাইয়া দিলেও তিনি পুনরায় দুঃখিতভাবে বলিলেন

পৃচ্ছত্যেব পুনঃপুনঃ । তদা রাজা প্রহৃষ্টেব তাক্ষ
রাজ্যমুবাচ ॥ ১১ ॥ যদি ত্বং শ্রোতুকামাসি রোগ-
শাস্ত সমুদ্ভবম্ । কারণং তত্ত্বতো দেবি নাখ্যাশ্চা-
ম্যহমত্র বৈ ॥ ১২ ॥ মহাকালবনং গঙ্গা সিন্ধুগঙ্গক-
সেবিতম্ । তত্র তে কথয়িষ্যামি যদি কোতুহলং
তব ॥ ১৩ ॥ যঃ প্রভাতে গমিষ্যামি ত্বয়া সার্কং
শুচিস্মিতে । ইতি তস্মৈ বচঃ কৃৎস্না সা রাজ্ঞী বিস্মিতা
হিতা । উৎস্রুত্বা গমনার্থায় মহাকালবনং গুতম্ ॥
১৪ ॥ অথ সা রজনী বৃত্তা প্রভাতে নৃপসন্তমঃ ।
প্রতস্থে ভার্যয়া সার্কং সৈন্তেন মহতা বৃত্তঃ ॥ ১৫ ॥
আজগাম ক্রমেণৈব মহাকালবনং গুতম্ । আবাসং
বিদধে ধীমান্ শিপ্ৰাতীরে নৃপসন্তদা ॥ ১৬ ॥
পাতালবাহিনী তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী । দ্বিতীয়া
নৌগঙ্গা চ শিপ্ৰয়া সহ সঙ্গতা ॥ ১৭ ॥ তাসাং চ
সঙ্গমস্তত্র তল্লিঙ্গং সঙ্গমেশ্বরম্ । পূজিতং গঙ্গয়া
সার্কং শিপ্ৰয়া নৌগঙ্গয়া ॥ ১৮ ॥ অথ প্রাপ্তে
সুবাহৌ চ সা রাজ্ঞী বিস্ময়াবিতা । পপ্রচ্ছপ্রণয়োপেতা
কথ্যতামত্র কারণম্ । যদ্বয়োক্তং পুরা দেব
কথয়িষ্যামি তত্র বৈ ॥ ১৯ ॥ এবমুক্তঃ সুবাহুস্ত
প্রিয়য়া পৃথিবীপতিঃ । প্রত্যাচ প্রিয়াং প্রেমণা

লাগিলেন । রাজা তাহাকে বার বার প্রবোধ দিলেও
তিনি যখন পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,
তখন রাজা তাঁহাকে হাসিয়া বলিলেন,—হে দেবি !
তুমি যদি রোগের কারণ শুনিতে একান্তই ইচ্ছুক
হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি এখানে তোমাকে
তাহা বলিতে পারিব না, সিন্ধুগঙ্গা মহাকালবনে
গমন করিয়া সমস্ত বলিব । প্রভাতে আমি তোমার
সহিত মহাকালবনে গমন করিব । রাজ্ঞী রাজার
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিতা হইলেন এবং মহা-
কালবনে গমনের জন্ত উদ্গ্রোহা হইয়া রহিলেন ।
পরে রাত্রি প্রভাত হইলে তাঁহারা উভয়ে বহু সৈন্ত
সমভিবাহারে মহাকালবনে গমন করিলেন । ঐ
স্থানে গমন করিয়া তাঁহারা শিপ্ৰাতটে বাসস্থান
নিৰ্ম্মাণ করিলেন । ঐ স্থানে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা
পাতালবাহিনী হইয়াছেন । আর দ্বিতীয় নৌ
গঙ্গা ঐ স্থানে শিপ্ৰার সহিত মিলিতা হইয়াছেন ।
এই নৌগণের সঙ্গমস্থানে লিঙ্গ অবস্থিত বলিয়া
লিঙ্গের নাম হইয়াছে সঙ্গমেশ্বর এই সঙ্গমেশ্বর গঙ্গা,
নৌগঙ্গা ও শিপ্ৰাকর্তৃক পূজিত হইয়াছেন । রাজা
সুবাহ ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে রাজ্ঞী বিশালাক্ষী
রাজাকে বলিলেন,—হে দেব ! আপনি যে বলিয়া

প্রহৃত চ পুনঃপুনঃ ॥ ২০ ॥ স্তুতং স্বপিহি ভদ্রাঙ্গি
শ্রাস্তা বয়মনিন্দিতে । প্রভাতে কথয়িষ্যামি
শিরোরোগস্ত কারণম্ ॥ ২১ ॥ অথ সা রজনী বৃত্তা
প্রভাতে নৃপসন্তমঃ । কথয়ামাস মাহাত্ম্যং দেবস্ত
পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২২ ॥ অহমাসং কুশুদ্রস্ত সৰ্বদা
বেদনিন্দকঃ । বিশ্বাসঘাতকো নিত্যং ত্বমপ্যেবং
তথাবিধা ॥ ২৩ ॥ পুত্রো জাতস্ত হুঃশীলো দেব-
ব্রাহ্মণবধকঃ । কুরুপঃ কর্কশো হৃষ্টঃ প্রকৃত্যা
পাপপুরুষঃ ॥ ২৪ ॥ অথ দৌৰ্বেণ কালেন দ্বাদশাদং
ভয়াবহা । অনাবৃষ্টিস্ত সঞ্জাতা সৰ্বপ্রাণিত্যক্তরৌ ॥
২৫ ॥ বিয়োগস্ত ত্বয়া প্রাপ্তো ময়া সার্কং স্তুতেন
চ । ততোহহং হুঃখসন্তপ্তো বৈরাগ্যং পরমং গতঃ ॥
২৬ ॥ ইচ্ছতা নিধনং সদ্যো ময়া প্রোক্তমিদং
বচঃ । মম পুণ্যবিহীনস্ত পাপধ্যানরতস্ত চ ॥
২৭ ॥ স্তুতেন ভার্যয়া সার্কং সঙ্গমো হুর্লভঃ পুনঃ ।
কথং স্বপিত্তি পাপিষ্ঠঃ কৃৎস্না পাপং স্তুদাক্ষণম্ ॥
২৮ ॥ কুটুম্বার্থে করোত্যেবমেকাকৌ নিস্তর

ছিলেন, ঐ স্থানে গমন করিয়া রোগ কারণ সমস্ত
বিবৃত করিব, তা এখন আপনার রোগের কারণ
কি ? বলুন ৮—১৯। রাজ্ঞীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
রাজা পুনঃপুন হস্তপূৰ্ব্বক সপ্রেমে বলিলেন,—হে
অনিন্দিতাঙ্গি ! এখন স্তুত্রে নিদ্রা যাও, প্রভাতে
আমার শিরোরোগের কারণ তোমাকে সব বলিব ।
অনস্তর রাত্রি প্রভাত হইলে নৃপসন্তম রাজ্ঞীর নিকট
দেব পরমেষ্ঠীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন ।
তিনি বলিলেন,—দেবি ! পূৰ্ব্বজন্মে আমি এক হৃষ্ট
শূদ্র ছিলাম । বেদনিন্দা, বিশ্বাসঘাতকতা আমার
নিত্যকৰ্ম্ম ছিল । আর তুমিও আমারই মত
ছিলে । আমাদের এক পুত্র জন্মে । ঐ পুত্র
বেদব্রাহ্মণ, বধক হুঃশীল, কুরুপ, কর্কশ, হৃষ্ট
ও পাপিষ্ঠ ছিল । এই ভাবে আমাদের
কিঞ্চিৎদিন অতিবাহিত হইবার পর দ্বাদশাদ-
ব্যাপিনী সৰ্বপ্রাণিত্যক্তরৌ অনাবৃষ্টি উপস্থিত
হয় । ঐ সময় তুমি আমাদের পিতা-পুত্রের সহিত
বিগুক্ত হও । তাহার কলে হুঃখসন্তপ্ত হইয়া আমি
বৈরাগ্য প্রাপ্ত হই এবং প্রাণত্যাগবাসনায় এই
কথা বলি,—এই পুণ্যবিহীন পাপীর কি আর
পুনরায় পত্নী ও পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইবে ?
পাপিষ্ঠ ব্যক্তি দাক্ষণ পাপ করিয়াও কিরূপে
নিশ্চিন্ত থাকে ? সে একাকী কুটুম্ব জনের
জন্ত খেদ করে ; একাকীই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ

ভ্যসৌ । ধর্ম এব পরো বন্ধুর্ধর্ম এব পরা গতিঃ ।
 ধর্মেন সাধ্যতে সর্বং তস্মাদধর্মঃ সমাশ্রয়েৎ । ২৯ ।
 ইতি চিন্তয়তোহত্যাং মম প্রাণা গতাঃ প্রিয়ে ।
 বিবিধা যাতনা প্রাপ্তা ময়া নরককোটিষু । ৩০ ।
 অন্তকালেহপি ধর্মস্ত প্রশংসা যা ময়া কৃতা ।
 মৎস্তোহহং তেন গণ্যে ন জাতঃ শিপ্ৰাজলে শুভে ।
 ৩১ । অং চ শ্ৰোনৌ ততো জাতা তস্মিন্নেব
 বনোন্তমে । প্রারূটকালেহথ সম্প্রাপ্তে আল্পেষানু-
 গতে রবৌ । ৩২ । নদীতরয়র্যেণৈব নিঃসৃতোহহং
 জলান্ততঃ । অয়া শিরসি সম্প্রাপ্তো নথৈবিক্কোহস্মি
 সুনন্দরি । ৩৩ । আনৌতোহহং অয়া দেবি সঙ্গমেশ্বর-
 সন্নিধৌ । কৈবর্ত্তৈর্নিধনং প্রাপ্তং অয়া সার্কং
 বরাননে । ৩৪ । ত্রিয়মাণেন মে দৃষ্টো দেবোহসৌ
 সঙ্গমেশ্বরঃ । শিপ্ৰয়া আপিতোহত্যাং গঙ্গয়া
 নীলগঙ্গয়া । ৩৫ । তস্য দর্শনমাত্রেণ জাতোহহং
 পৃথিবীপতি । কলিঙ্গবিষয়ে দেবি সর্বভূপালবন্দিতঃ ।
 ৩৬ । সূতা অং বল্লভা জাতা কাঞ্চীপুরনিবাসিনঃ ।
 ক্রাত্তরতরতন্তৈব সূভগা দৃঢ়ধ্বনঃ । ৩৭ । আবাং
 রাজস্বমাপনৌ তস্ম লিঙ্গস্ত দর্শনাৎ । অয়া

হইয়া থাকে । ধর্মই পরম বন্ধু, ধর্মই পরম গতি
 এবং ধর্মদ্বারাই সমুদয় সাধিত হয়, অতএব ধর্মকে
 সকলেরই অবলম্বন করা উচিত । অয়ি প্রিয়ে!
 এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি প্রাণ পরিত্যাগ
 করিলাম । প্রাণত্যাগান্তে আমি যমালয়ে গমন
 করত বিবিধ নরক যাতনা ভোগ করিলাম । কিন্তু
 অন্তিমকালে ধর্মের প্রশংসা করার জন্য আমি
 শিপ্ৰাজলে মৎস্ত হইয়া জন্মিলাম । তুমিও তখন ঐ
 বনোন্তমে শ্রোনপক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ কর । একদা
 প্রারূটকালে রবি অল্পেষানুগত হইলে নদী-
 তরয়ের বেগে আমি জল হইতে নিঃসৃত হই-
 লাম । তুমি তখন ‘ছো’ মারিয়া নথ দ্বারা আমার
 মস্তক বিদ্ধ করত দৃঢ়রূপে ধারণপূর্বক আমাকে
 লইয়া সঙ্গমেশ্বর-সন্নিধানে গমন করিলে । ঐ
 সময় কৈবর্ত্তগণের হস্তে তুমি ও আমি, উভয়েই
 প্রাণত্যাগ করিলাম । প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া শিপ্ৰা,
 নীলগঙ্গা ও গঙ্গা কর্তৃক সঙ্গমেশ্বরকে আপিত হইতে
 দেখিলাম । তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আমি
 কলিঙ্গদেশের রাজা হইয়া জন্মিলাম । সকল নর-
 পতিই আমার চরণ বন্দনা করিল । এই সময়
 তুমি কাঞ্চীপুরাধীশ্বর ক্ষত্রধর্মনিরত দৃঢ়ধ্বার কস্তা-
 রূপে জন্মগ্রহণ করিলে । সেই দিন লিঙ্গ দর্শনের

করকর্ত্তৈবিক্কো মারিতো লঙড়ৈশ্চ তৈঃ । ২৮ ।
 মধ্যাহ্নে কদনং স্মৃতা ততো মে শিরসি ব্যথা ।
 অয়ামি জাতিমাত্মীয়ামস্ত দেবস্ত দর্শনাৎ । ৩১ ।
 এতন্তে কথিতং দেবি পৃষ্টোহহং যস্যয়া পুরা ।
 গচ্ছ সুনন্দরি তদ্রং তে যত্র তে বর্ত্ততে মনঃ ।
 ৪০ । স্বাতব্যাং চ ময়াইভেব সেব্যোহসৌ সঙ্গমেশ্বরঃ ।
 ৪১ । ততঃ সা নিরবদ্যাকৌ নীলোৎপলবিলোচনা ।
 ককণঃ সুশ্রবঃ কৃহা ভর্ত্তারমিদমববৌৎ । ৪২ ।
 ময়াপি সংস্মৃতং দেবং পূর্বজন্মনি চেষ্টিতম্ ।
 অস্ত লিঙ্গস্ত মাহাত্ম্যান্তির্ধ্যগৃহ্যোনিগতাবপি ।
 ৪৩ । প্রাপ্তাবাবাং মনুষ্যাত্মং নিশ্চলেষু কুলেষু
 চ । প্রাপ্তা ত্রীরতুলা লোকে প্রাপ্তং রাজ্যম-
 কটকম্ । ৪৪ । প্রাপ্তা ভার্য্যা প্রিয়াহং তে স্বক
 প্রাপ্তো ময়া নৃপ । খ্যাতোহহং ত্রিষু লোকেষু
 নামতঃ সঙ্গমেশ্বরঃ । ৪৫ । অস্ত দেবস্ত মাহাত্ম্যা-
 দ্বিয়োগো ন ভাবিষ্যতি । যথা কৃষ্ণস্ত লক্ষ্ম্যা চ
 পার্শ্বত্যা চ শিবস্ত চ । ৪৬ । পুনঃ প্রণম্য প্রণতা

কলে তুমি ও আমি রাজহ লাভ করিলাম । তুমি
 আমাকে নথর দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলে, কৈবর্ত্তগণ
 লঙড় দ্বারা প্রহার করিয়াছিল, এবং মধ্যাহ্ন-
 কালে এই সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছিল । অদ্যাপি
 আমার মধ্যাহ্ন সময়ে ঐ সমুদয় ঘটনা স্মরণ
 হয় । এই জন্যই আমার মধ্যাহ্নসময়ে এই
 শিরোবেদনা হইয়া থাকে । দেবদর্শনপ্রভাবে
 আমি জাতিস্মরণ লাভ করিয়াছি । হে দেবি!
 তুমি যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলে, তাহা আমি সমস্ত
 বলিলাম । তোমার যেখানে মন যায়, তুমি সেই
 স্থানে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক । আমি
 এই স্থানে থাকিয়া দেব সঙ্গমেশ্বরের আরাধনা
 করিব । ২০-৪১ । রাজার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
 নীলোৎপল-বিলোচনা অনিন্দিতাক্ষী রাজ্যী অতি
 ককণকণ্ঠে সুশ্রবে তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেব!
 আমারও পূর্বজন্মের চেষ্টিত সকল স্মরণ হয় যে,
 এই লিঙ্গপ্রভাবে আমার উভয়ে তির্ধ্যগৃহ্যোনি গত
 হইয়াও মনুষ্যাত্ম লাভ করত নিশ্চলকূলে জন্মগ্রহণ
 করিয়াছি ; করিয়া অতুল ত্রী ও নিফটক রাজ্য
 প্রাপ্ত হইয়াছি । আপনি আমাকে প্রিয় ভার্য্যারূপে
 লাভ করিয়াছেন এবং আমিও আপনাকে ভর্ত্তারূপে
 প্রাপ্ত হইয়াছি । এই লিঙ্গ জিহ্ববনে সঙ্গমেশ্বর
 নামে বিখ্যাত হইবেন । এই লিঙ্গমাহাত্ম্যে পতি-
 পত্নীর বিয়োগ সজ্জটিত হয় না, লক্ষ্মী-জনার্দন ও

সহস্রা মন্থধাকুলা । ভর্তা সুবাহুর্মে ভূষাদন্তশ্রিহ-
জয়নি । ৪৭ । তব দেব প্রসাদেন যদি ত্বং
সঙ্গমেশ্বরঃ । ততো বিনোক্ত্য সোমেষু কুসুমেষু
তরঙ্গিতাম্ । কাস্তাং পিবস্বিহ দৃশ্য প্রাহ তাং তর-
লেক্ষণাম্ । ৪৮ । সহজেনাভিজ্ঞেন গুণৈঃ কাস্ত্যা
বিভূষিতা । ময়া প্রাপ্তা বিশালাক্ষি প্রাপ্তং মজ্জয়নঃ
কলম্ । ৪৯ । ততস্তাং ভয়সম্ভ্রান্তাং কম্পিতাধর-
পল্লবাম্ । গৃহীত্বা চ কবে কাস্তাং জগামাস্তঃপুরং
নিজম্ । ৫০ । বদন কন্দর্পসর্পেণ দষ্টোহহং দৈব-
তোহধুনা । চচার তত্র নিঃসারং সংসারং কলয়ন
ধিয়া । ৫১ । পুরে মম বরারোহে চিত্রং রেমে
তয়া সহ । এবং রাজা প্রিয়াং প্রাপ্য নিবেদ্য
চ নিজাং কথাম্ । ৫২ । ভেজে রাজাং তথা
সাক্ষিঃ বিস্তারিতমহোৎসবঃ । অশান্তমিদং জাহ্নবী
অর্থিভ্যোহপি দদৌ ধনম্ । ৫৩ । অপূর্ব-
ত্যাগিনা তেন ত্রৈলোক্যং বিস্ময়ং যযৌ । রাজাং
কৃত্বা চিরং কালং সভার্যো নৃপসত্তমঃ । ৫৪ ।
ভূক্তা চ বিপুলান্ ভোগাংস্তস্মিংশ্লিঙ্গে লয়ং গতঃ ।

হর-পার্বতীর স্নায় চিরসঙ্গত থাকে । এই বলিয়া
মন্থধাকুলা রাজ্যী লিঙ্গ-সমীপে প্রণত হইয়া প্রার্থনা
করিলেন যে, হে দেব ! আপনি যদি সঙ্গমেশ্বর,
তাহা হইলে জন্মে জন্মে যেন এই নরপতি
সুবাহু আমার পতি হন । রাজ্যী লিঙ্গ-সমীপে
এইরূপ প্রার্থনা করিবামাত্র এদিকে নরপতি তখন
তরলেক্ষণা কুসুমেষু-তরঙ্গিতা কাস্তাকে সোমেষু
নয়নযুগল দ্বারা পান করিয়াই যেন বলিলেন,—হে
বিশালাক্ষি ! তুমি সহজ আভিজাত্য, বিবিধ গুণ,
ও কাস্তি দ্বারা বিভূষিতা, আমি তোমাকে লাভ
করিয়া জন্ম সফল মনে করিয়াছি । অনন্তর নরপতি
ভয়-সম্ভ্রান্তা কম্পিতাধরপল্লবা কাস্তাকে বলিলেন,—
“অগ্নি প্রিয়ে ! অধুনা আমায় দৈবাৎ কন্দর্প-সর্পে
দংশন করিল ।” এই কথা বলিয়া তাঁহার কর
ধারণ করিয়া অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । হে
পার্বতি ! এইরূপে ঐ দম্পতি মহাকালবনে গমনা-
গমনরহিত সংসার-ধর্ম্ম আচরণ করত রমণ করিতে
লাগিল । রাজা প্রিয়াকে পূর্বোক্ত সমস্ত কথা
বলিয়া নানা উৎসবের সহিত রাজ্যীয় সহিত রাজ্য
করিতে লাগিলেন । রাজা এই জগৎ অনিত্য
বুঝিয়া প্রার্থীগণকে দান করিতে লাগিলেন ।
তাঁহার দান দেখিয়া ত্রৈলোক্য বিস্মিত হইল । রাজা
সপত্নীক বহুকাল রাজ্য করিয়া বিপুল ভোগ

অতো দেবি সুবিখ্যাতো দেবোহসৌ সঙ্গমেশ্বরম্ ।
৫৫ । যঃ পশ্চেৎ পরয়া ভক্ত্যা তল্লিঙ্গং সঙ্গমেশ্বরম্ ।
ন বিয়োগো ভবেত্তস্ত পুজ্জাতপ্রিয়াদিভিঃ । ৫৬ ।
নিয়মেন তু যঃ পশ্চেত্তল্লিঙ্গং সঙ্গমেশ্বরম্ । রাজস্বয়-
সহস্রস্ত কলং তস্মাদধিকং ভবেৎ । ৫৭ । গাঙ্গক
সকলং পুণ্যং যামুনং নার্মদং তথা । জায়তে
চান্দ্রভাগকং সঙ্গমেশ্বরদর্শনাৎ । ৫৮ । যঃ পশ্চে-
চ্ছাবণে মাসি তল্লিঙ্গং সঙ্গমেশ্বরম্ । কার্তিকমাসিনো
যাত্রা কৃত্য তেন ন সংশয়ঃ । ৫৯ । মাসি চাশ্বিনে
দেবঃ যঃ পশ্চেৎসঙ্গমেশ্বরম্ । কৃত্য তেন সহস্রং
তু বাজপেয়ং বরাননে । ৬০ । যঃ পশ্চেৎ কার্তিকে
মাসি তল্লিঙ্গং সঙ্গমেশ্বরম্ । রাজস্বয়সহস্রং তু কৃত্য
তেন ন সংশয়ঃ । ৬১ । চতুরো বার্ষিকান্মাসান্ যঃ
পশ্চেৎ সঙ্গমেশ্বরম্ । স যাতি পরমং স্থানং মম-
ভীষ্টৈতরং প্রিয়ে । ৬২ । এব তে কথিতো দেবি
প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । সঙ্গমেশ্বরদেবস্ত শূ-
র্ধ্বর্ধ্বমৌশ্বরম্ । ৬৩ ।

ইতি শ্রীকান্দে সঙ্গমেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈ-
কোদশস্তোত্রমোহধ্যায়ঃ । ৬৯ ।

উপভোগ করত সঙ্গমেশ্বর লিঙ্গে লয়প্রাপ্ত হইলেন ।
হে দেবি ! এই জন্ত ঐ লিঙ্গ সঙ্গমেশ্বর নামে
বিখ্যাত হইলেন । যে ব্যক্তি পরম ভক্তি সহকারে
ঐ সঙ্গমেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে, তাহার কদাচ
পুজ্জ-ভাত ও প্রিয়াদির সহিত বিয়োগ হয় না ।
যাহারা নিয়মপূর্বক ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, তাহারা
রাজস্বয় যজ্ঞের অধিক কল লাভ করিয়া থাকে ।
সঙ্গমেশ্বর দর্শন করিলে গঙ্গা, যমুনা, নার্মদা ও
চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করার কল লাভ হয় ।
শ্রাবণমাসে যে ব্যক্তি সঙ্গমেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে,
তাহার নিশ্চয়ই কার্তিকমাসের যাত্রা করা হয়,
ইহাতে কোন সংশয় নাই । আশ্বিনমাসে যে ব্যক্তি
দেব সঙ্গমেশ্বরকে দর্শন করে, তাহার সহস্র বাজ-
পেয় যজ্ঞ করার কল হয় । যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে
ঐ লিঙ্গ দেখে, তাহার রাজস্বয়সহস্রের কল হয় ।
কার্তিকমাস হইতে চারিমাস যে ব্যক্তি ঐ লিঙ্গ
দর্শন করে, সে আমার অভীষ্ট পরম স্থান লাভ
করিয়া থাকে । হে দেবি ! এই আমি তোমার
নিকট সঙ্গমেশ্বর দেবের মহাত্ম্য কীর্তন করি-
লাম । অতঃপর শ্রীকান্দে দেবের মহাত্ম্য অবর্ণ
কর । ৪২—৬৩ ।

উদাস্তোত্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৯ ।

সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । শৃণু সপ্ততিকং দেব তুর্কর্ষে-
শ্বরমীশ্বরম্ । যন্ত দর্শনতো দেবি নরঃ পাপৈঃ
প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥ তুর্কর্ষো নাম রাজাভূম্নেপালবিষয়ে
পুত্রা । পুণ্যকেতুর্ধনশ্রী চ সত্যসন্ধো দৃঢ়ব্রতঃ ॥
২ ॥ তিস্তস্তভাবন ভাষ্যাস্ততুল্যাঃ শ্রমনোত্তরাঃ ।
বিহরন স বনোদ্যানেন বসন্তে পৃথিবীপতিঃ ॥
৩ ॥ কদা যুগরসাবিষ্টো দৈবাত্তে বাতরংহসা ।
তুরঙ্গেণোহিতঃ প্রাপ বনং কচিরপাদপম্ ॥ ৪ ॥
গজেন্দ্রযুগশার্দুলসিংহসম্বরসংকুলম্ ।
বানর-
বারাহগণকাদিবিরাজিতম্ ॥ ৫ ॥ তাম্রিন বনে
সুবিস্তীর্ণঃ কদলীখণ্ডমাণ্ডিতম্ । হংসকারণবাকোণং
চক্রবাকোপশোভিতম্ ॥ ৬ ॥ দদর্শ দর্পণম্বচ্ছং সরো
নীরজরাজিতম্ । স্নাতসিকবধূদকুচকুমপিঞ্জরম্ ॥
৭ ॥ দদর্শ কন্তাং তত্রৈব কাননশ্চেব দেবতাম্ ।
স তাং দৃষ্ট্বা সূচাক্ষরীঃ মন্থধেন প্রসীড়িতঃ ॥ ৮ ॥
চৈতন্ত্য ইব কিপ্রমভূদ্বিম্ময়নিশ্চলঃ । সা ভুজঙ্গীব

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! ঈশ্বার দর্শন
মত্রে নর পাপমুক্ত হয়। আমি সেই সপ্ততিতম
তুর্কর্ষেশ্বর নিজের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ
কর। পূর্বে নেপাল দেশে তুর্কর্ষ নামে এক রাজা
ছিলেন। তিনি পুণ্যকেতু, যশস্বী, সত্যসন্ধ ও
দৃঢ়ব্রত ছিলেন। তাঁহার মনোমত তিন ভাষ্য
ছিলেন। একদা তিনি বসন্তকালে বিচরণ
করিতে করিতে যুগরসাবিষ্ট হইয়া বাতবেগী
তুরঙ্গে আরোহণপূর্বক বনগমন করেন। ঐ বনে
সর্বদা গজেন্দ্র, যুগ, শার্দুল, সিংহ, সম্বর, ঋক,
বানর, বরাহ, ও গণ্ডক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু বিচরণ
করে। তিনি দেখিলেন,—বনমধ্যে সুবিস্তীর্ণ
এক সরোবর শোভা পাইতেছে। কদলীখণ্ড,
হংস, কারণব ও চক্রবাক প্রভৃতি তাহার শোভা
সম্পাদন করিতেছে; উহার জল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ,
মৎস্তাবলীবিরাজিত; এবং সিকবধুগণের কুচ-
চন্দনে উহা পিঞ্জরিত হইয়াছে। ঐ স্থানে তিনি
বনদেবতা স্বরূপিনী এক কন্তাকে নিরীক্ষণ করি-
লেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া কামপীড়িত
হইলেন। অরসীভায় তিনি চিত্তার্পিতের ন্যায়
নিশ্চল হইয়া পড়িলেন। ঐ কন্তা তখন নৃপকে
দেখিয়া মম্বাকৃষ্ট ভুজঙ্গীর ন্যায় তাঁহার নিকটে

সকৃষ্টা মন্ত্রেনেবাস্তিকং যযো ॥ ৯ ॥ কন্দর্পকোটি-
সদৃশং বিশ্রান্তং নৃপমব্রবীৎ । সূতাঃ মাং বিদ্ধি
রাজেন্দ্র কল্পস্ত প্রাণবল্লভাম্ ॥ ১০ ॥ তপোরতস্ত
শাস্তস্ত সর্বদা ব্রহ্মচারিণঃ । মদর্পে প্রার্থ্যতাং বিপ্র
স মাং তুভ্যং প্রদাস্ম্যত ॥ ১১ ॥ ইতি তস্তা বচঃ
শ্রুত্বা মন্থধেনাকুলীকৃতঃ । লজ্জাং ত্যক্তা স ভূপালো
যযাচে বিজনে চ তাম্ ॥ ১২ ॥ মম প্রাণবায়ঃ
সূক্স্মাং বিনা সমুপস্থিতঃ । কার্য্যাকার্য্যবিচারো হি
কন্ত জীবিতশাস্তয়ে ॥ ১৩ ॥ তাজাতে প্রাপ্তমমৃতং
যদেতদবুদ্ধিলাঘবম্ । কো জানীতে পরে লোকে
কন্ত কিং নু ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥ ভজ মামনবদ্যাদি
ভবৈতদ্বদনামৃতম্ । ন পায়য়সি চেম্মহং মৃতং জানীহি
মে প্রিয়ে ॥ ১৫ ॥ স্বয়ং পিবামি চেদ্বিদ্ধি পরলোক-
গতং হি মাম্ । শ্রুত্বৈতি চকিতা তদ্বী প্রোবাচ
বিনয়াবিতা ॥ ১৬ ॥ ভ্রষ্টায়াং ময়ি তাতস্ত বিনষ্টে
কন্তকাকলে । কুলং পততি নঃ সর্বং কস্মাদেত-
দ্বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ১৭ ॥ যদি তে পরমং প্রেম মমোপরি

গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঐ স্থানে উপস্থিত
হইয়া কন্তা কন্দর্পকোটীসদৃশ নৃপতিকে বিশ্রাম
করিতে দেখিয়া বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আপনি
আমাকে সর্বদা ব্রহ্মচারী শাস্ত তপোরত কল্পের
প্রাণবল্লভা কন্তা বলিয়া ডানবেন। হে রাজন্!
আপনি তাঁহার নিকট গিয়া আমাকে প্রার্থনা করুন,
প্রার্থনামাত্রে তিনি আমাকে আপনার হস্তে প্রদান
করিবেন। ১—১১। কন্তার কথা শ্রবণপূর্বক রাজা
কামপীড়িত হইয়া লজ্জা পরিত্যাগ করত ঐ বিজন
বনে তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে, অঘি
শুভ্র! তোমা ব্যতিরেকে আমার প্রাণনাশ হইতে
চলিয়াছে। দেখ, জীবন শাস্তি ব্যাপারে কাহার
কার্য্যাকার্য্য বিচার থাকে? লোকের বুদ্ধিলাঘব
হইলে প্রাপ্ত অমৃতও পরিত্যাগ করিয়া থাকে। পর-
লোকে যে কাহার কি হইবে, তাহা কে জানিতে
পারে? হে অনিন্দিতাদি! তুমি আমাকে
ভজনা কর। তুমি যদি আমার তোমার বদানামৃত
পান না করাও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় প্রাণ-
ত্যাগ করিব। আমি যদি স্বয়ং পান করি, তাহা
হইলে আমাকে পরলোকগত বলিয়াই জানিবে।
রাজার এই কথা শুনিয়া তদ্বী চকিত হইয়া বিনীত-
ভাবে বলিল,—হে নৃপ! আমি ভ্রষ্টা হইলে
আমার পিতার কন্তাদানের ফল বিনষ্ট হইবে,
আমাদের কুল পতিত হইবে, অতএব আপনি

মহীপতে । মদখে প্রার্থ্যতাঃ বিপ্র স মাং নুনঃ
প্রদাস্ততি । ১৮ । তস্তান্তরচনঃ ক্ষত্র নান্তথা মে
ভবিষ্যতি । জাহ্না কন্তাঃ দ্বিজৈশ্চব কল্পস্ত ব্রহ্ম-
চারিণঃ । ১৯ । গতা যযাচে প্রণতঃ স্থিতঃ নিজ
তপোবনে । মুনীশ্চন্দ্রবদনাং স চাষ্টৈ তাং দদৌ
মুদা । ২০ । তত্রৈব সঙ্গতো রাজা মন্থথেন বশী-
কৃতঃ । ব্রেমে রমণৈকর্ষোর্গৈর্ন সন্মার নিজং পুরম্ ।
২১ । কদলীখণ্ডকুঞ্জেষু রম্যাসু বনরাজিষু । বহলা-
মকদম্বেষু রাজা ভেজে নবাং বধুম্ । সিবাবে চাক্র
সুরতঃ স বিদগ্ধোহতিমুগ্ধয়া । ২২ । এবং হি বসত-
স্তস্ত দুর্দ্ধবস্ত বরাননে । আজগাম সুদুর্দ্ধবো
রাক্ষসোহতিভয়ঙ্করঃ । ২৩ । জলিতো বিকটাকারো
দংষ্ট্রোৎকটকটাননঃ । তং নৃপং মোহয়িত্বা তু তরসা
তরলেক্ষণাম্ । জহার মন্থথাবিষ্টো রূপযোবন-
শালিনীম্ । ২৪ । রাজা চ তাং হতাং দৃষ্ট্বা বিয়োগ-
বিষমুচ্ছিতঃ । স্মৃহাস্মৃহা স্মৃচাক্ষুঃ বিললাপাকুলে-
ল্লিখঃ । ২৫ । হা প্রিয়ে প্রেমপীযুষে প্রণয়ামৃতদৌষিকে ।

এ বিষয়ে বিবেচনা করুন । হে মহীপতে ! যদি
আপনার আমার প্রতি পরম প্রেম জন্মিয়াছে,
তাহা হইলে আপনি আমার পিতার নিকট
প্রার্থনা করুন, তিনি নিশ্চয়ই প্রদান করিবেন ।
রাজা তখন কন্তার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিজ
ব্রহ্মচারী কল্পের নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট
কন্তা প্রার্থনা করিলেন । প্রার্থনা করিবা মাত্র
মুনি চন্দ্রবদনা কন্তাকে তাঁহার হস্তে প্রদান
করিলেন । প্রদান করিবা মাত্র রাজা মন্থথবশী-
কৃত হইয়া ঐ স্থানেই সঙ্গত হইয়া রমণজনক
যোগ সকল দ্বারা কন্তার সহিত রমণ করিতে
লাগিলেন, নিজ রাজধানী আর স্মৃতিপথে উদ্ভিত
হইল না । কদলীকুঞ্জ, রমাবন-রাজি, ও বহলা-
মকদম্ব কুঞ্জে রাজা নববধু ভোগ করিতে লাগিলেন ।
এইরূপে ঐ বিদগ্ধ রাজা অতিমুগ্ধা মুনিকন্তার সহিত
সুচাক্র সুরত সেবা করিতে লাগিলেন । রাজা
দুর্দ্ধব এই ভাবে কালাতিপাত করিতে থাকিলে
এক দিন এক দুর্দ্ধব রাক্ষস আসিয়া তাঁহার নিকট
উপস্থিত হইল । ঐ রাক্ষস অতি ভয়ঙ্কর, জলিত
বিকটাকার, ও দংষ্ট্রা-করালবদন । রাক্ষস কামা-
বিষ্ট হইয়া রাজাকে যুদ্ধে জয় করিয়া বলপূর্বক ঐ
তরলেক্ষণা রূপযোবন-শালিনী কন্তাকে হরণ
করিল । রাজা কন্তাকে অপহৃত্য দর্শন করত
বিয়োগবিবে মুচ্ছিত হইয়া পুনঃপুনঃ স্মরণপূর্বক

হা স্মন্দরি বিশালাক্ষি ক গতা মাং বিহায় বৈ । ২৫ ।
পুনরিন্দুমিবানন্দং কদা দ্রক্ষ্যামি তে মুখম্ । ইতি
প্রলাপমকরোৎসরংস্তাং চাক্রহাসিনীম্ । উন্নত ইব
বভ্রাম তত্র তত্র স্মরাতুরঃ । ২৬ । এবং বিল-
পতস্তস্ত দুর্দ্ধবস্ত নৃপস্ত তু । আজগাম তমুদ্দেশঃ
কল্পো ব্রাহ্মণসত্তমঃ । দদর্শ নৃপতিং তত্র ভ্রমন্তঃ
ভ্রমরং যথা । ২৭ । জাহ্না জামাতরং সম্যক্ সমাশ্বাস্ত
বচোহববীৎ । এহি দুর্দ্ধব রাজেন্দ্র গহনা কন্ধ্যগো
গতিঃ । ক গতৌ হি মহীপাল নেপালবিষয়স্তব ।
২৮ । কুলীনা রূপবত্যশ্চ তিস্রো ভার্যা ক বৈ
গতাঃ । ক তে রাজ্যং গতং ভূপ কুত্র পুত্রী গত
মম । ৩০ । সর্বং বিনশ্বরং লোকে গন্ধর্ব-
নগরোপমম্ । অনিত্যং জীবিতং ভূপ রাজ্যং বৈ
বৃদ্ধদোপমম্ । ৩১ । এবমাস্বাসিতো রাজা কল্পেন
চ পুনঃপুনঃ । সন্মার তাং স্মৃচাক্ষুঃ মন্থথেন
প্রপীড়িতঃ । ৩২ । ক্রহি মে ভগবন্ সম্যগ্ যদি
তেহন্তি দয়া ময়ি । কথং রাজ্যং স্বকীয়ং স্তাৎকথং
মে স্মৃহদাগমঃ । ৩৩ । তিস্রো ভার্যাঃ কথং বিপ্র

এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—হা প্রিয়ে !
প্রেমপীযুষে, হা প্রণয়ামৃতদৌষিকে ! হা স্মন্দরি ! হা
বিশালাক্ষি ! আমায় পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায়
গেলেন ? আমি কবে আবার তোমার চন্দ্রবদন
নিরীক্ষণ করিব ? রাজা ঐ চাক্রহাসিনীকে স্মরণ
করিয়া করিয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন ।
উন্নতের স্থায় তিনি সেই স্থানে বিচরণ করিতে
লাগিলেন । ১২—২৭ । নৃপ এইরূপ বিলাপ করিতে
থাকিলে ব্রাহ্মণসত্তম কল্প, তাঁহার নিকট উপস্থিত
হইলেন । তিনি ঐ স্থানে আগমন করিয়া নৃপ-
তিকে ভ্রমরের স্থায় ভ্রমণ করিতে দেখিলেন ।
জামাতাকে তথাবিধ অবলোকনপূর্বক এই
কথা বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র দুর্দ্ধব ! এস দেখ
কন্ধ্যের গতি আতগহনা । তোমার নেপাল রাজ্য
কোথায় গেল ! কুলীনা রূপবতী ভার্যাদ্বয়ই বা
তোমার কোথায় ? তোমার রাজ্য কোথায়
গেল এবং আমার পুত্রীই বা কোথায় গেল ? এই
লোক গন্ধর্ব-নগরের স্থায় বিনশ্বর ! হে নৃপ !
জীবন অনিত্য এবং রাজ্য জলবুদ্বদবৎ । কল্প
কর্তৃক রাজা এইরূপ আশ্বাসিত হইলে রাজা ঐ
চাক্ষুকে স্মরণপূর্বক কামপীড়িত হইয়া তাঁহাকে
বলিলেন,—হে ভগবন্ ! আপনি দয়া করিয়া
বলিয়া দিন, কিরূপে আমার রাজ্য ও স্মৃহৎ

পশ্যামি পৃথিবীতলে । লাবণ্যযুতশালিস্তব পুত্র্য
 বিজোক্তম । কথং সমাগমো ভূয়ো ভবিষ্যতি ময়া
 সহ ॥ ৩৪ ॥ ইতি তন্ত বচঃ শ্রুত্বা বিপ্রেনোক্তঃ
 বরাননে । গচ্ছ ভূপাল নেপালঃ মহাকালঃ
 ততো ব্রজ ॥ ৩৫ ॥ তস্মিন্ ক্বেত্রে তীর্থবরে
 লিঙ্গং সর্বার্থসাধকম । বিদ্যাতে তত্র সূর্য্যেণ
 তপস্তপ্তং সূর্য্যকরম্ ॥ ৩৬ ॥ শিপ্রায়ান্ত তটে
 রম্যে পুণ্যে ব্রহ্মেশপশ্চিমে । তন্ত দর্শন-
 মাজ্ঞেণ তবাতীষ্টঃ ভবিষ্যতি ॥ ৩৭ ॥ কল্পস্ত
 বচনং শ্রুত্বা সহরো নৃপসন্তমঃ । নেপালক ততো
 গত্বা সমাশ্রান্ত সূর্য্যজ্জনম্ ॥ ৩৮ ॥ সান্তঃপুরপরী-
 বারো মহাকালবনং গতঃ । সর্বদা সর্বসিদ্ধৌনামা-
 শ্রমং বিষয়ং শ্রিয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ তত্র শ্রুত্বা জলে পুণ্যে
 শিপ্রায়ান্তাশ্চ সিদ্ধিদে । সূর্য্যেণারাদিতং লিঙ্গং
 দদর্শ নৃপসন্তমঃ ॥ ৪০ ॥ পূজয়ামাস রত্নৈশ্চ দিব্যৈ-
 বীজৈঃ সূর্য্যমণৈঃ । কপূরেণ স্নগন্ধেন লিঙ্গপূজা কৃত্য
 তদা ॥ ৪১ ॥ মুক্তাকলৈঃ সূতাইরশ্চ জলধারাবিরেব
 চ । ভক্ত্যা ননর্ভ তন্তাগ্রে সংস্বেদনবিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥
 ৪২ ॥ শুশ্রাব শ্রোত্রপীযুষং গীতং দেবগৃহে শুভে ।
 তক্ষুত্বা কোতুকাবিষ্টো ধ্বনিং শ্রুত্বা মনোরমাম্ ।
 প্রিয়ামপশুত্বাহাং লাবণ্যললনাবধিম্ ॥ ৪৩ ॥ তাং

লাভ হইবে ; আমি আমার ভাৰ্য্যাভয়কে কিরূপে
 দর্শন করিব ? হে মুনে ! কবে আবার লাবণ্য-
 যুতশালিনী আপনার পুত্রীর সহিত আমার সাক্ষাৎ
 হইবে ? হে পার্শ্বতি ! জামাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া
 মুনি বলিলেন,—হে ভূপাল ! নেপালে গমন করিয়া
 মহাকালে অবস্থিত সর্কার্থসাধন যে লিঙ্গ আছে,ন,
 যেখানে সূর্য্য পূর্বে তপস্তা করিয়াছিলেন, ঐ রম্য
 শিপ্রাতটে গমন করিয়া আপনি লিঙ্গ দর্শন করুন,
 দর্শনমাজ্ঞে আপনার অভীষ্ট লাভ হইবে । নৃপ-
 সন্তম তখন মুনি কল্পের বাক্য শ্রবণ করিয়া নেপালে
 গমনপূর্ব্বক সূর্য্যদ্বর্গকে সমাশ্রাসিত করত সপরি-
 বারে মহাকালবনে গমন করিলেন । ঐ স্থান
 সর্বসিদ্ধির আশ্রয় ও ত্রীনিকेतন । তথায় গমন
 করিয়া নৃপসন্তম আশু সিদ্ধিপ্রদ শিপ্রাজলে স্নান-
 চরণ করত সূর্য্যারাদিত লিঙ্গ দর্শন করিলেন ।
 দর্শনান্তে তিনি দিব্য রত্ন, ভূষণ, স্নগন্ধ কপূর
 মুক্তাকল ও জলধারা দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন ।
 বিবিধ স্তব পাঠ করিয়া তিনি লিঙ্গের পূজা করিলেন
 এবং দেবগৃহে শ্রোত্র-পীযুষ গীত শ্রবণ করিতে
 লাগিলেন । তিনি শিবালয়ে মনোরম ধ্বনি শ্রবণ-

দৃষ্ট্বা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনস্তনয়োহভবৎ । কিপ্রাং
 তদর্শনেনৈব স্মরেণ তরলীকৃতঃ ॥ ৪৪ ॥ জাহ্নবা
 মে সৈব পত্নীয়াং দৃষ্ট্বা দেবপ্রসাদতঃ । সাপি লাবণ্য-
 নলিনী রাজহংসং বিলোক্য তম্ ॥ ৪৫ ॥ কিপ্রাং
 পুনরিত্য তন্তা বিররাজ কুচস্থলী । এতস্মিন্ন্তরে
 দেবি বাণী লিঙ্গাৎসমুথিতা ॥ ৪৬ ॥ বিশ্বাবসোঃ
 সিদ্ধপতেঃ সূতৈবা প্রাণবল্লভা । কল্পেন পালিতা
 সম্যক্ হৃদরথং নৃপসন্তম ॥ ৪৭ ॥ আনীতা তে
 ময়া পত্নী হৃদ্য তং রাক্ষসাধিপম্ । গৃহাণ চ
 ময়া দত্তাং ভূত্ব রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৪৮ ॥
 ত্র্যম্বকোহসৌ গতৌ দেবি লক্সা ভাৰ্য্যাং
 প্রিয়াং সদা । সান্তঃপুরপরীবারো লিঙ্গস্তাশ্চ প্রভা-
 বতঃ ॥ ৪৯ ॥ আরাধিতো নরেন্দ্রেণ দুর্দ্ধর্ষেণ মহা-
 শ্বনা । তদাপ্রভৃতি দেবোহয়ং দুর্দ্ধর্ষেশ্বরসংজ্ঞকঃ ।
 ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতো বাহিতার্থকলপ্রদঃ ॥ ৫০ ॥ যে
 পশুস্তি বিশালানি দুর্দ্ধর্ষেশ্বরসংজ্ঞকম্ । তে দুর্দ্ধর্ষা
 ভবিষ্যন্তি শত্রুগাং সমরে সদা ॥ ৫১ ॥ সংক্রান্তৌ
 রবিবারে চ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ । গত্যর্চয়ন্তি যে
 দেবি দেবং দুর্দ্ধর্ষমৌশ্বরম্ । তে প্রয়াস্তি বিমানেন
 পূর্ব্বক কোতুকাবিষ্টে হইয়া লাবণ্য ও নলনার
 অবধিস্বরূপিনী স্ত্রী প্রিয়াকে দর্শন করিলেন ।
 প্রিয়াকে দর্শন করিয়া তিনি বিস্ময়োৎফুল্ল-
 লোচনে তনয় হইয়া স্মরণে পীড়িত হই-
 লেন । তিনি জানিতে পারিলেন যে, ইনিই
 আমার পত্নী, দেবপ্রসাদে ইহার দর্শন লাভ
 করিলাম । এদিকে লাবণ্য-নলিনীস্বরূপিনী প্রিয়া
 ও রাজ-হংসকে দর্শন করিলে তাঁহার কুচস্থলী
 পুনরিত্য হইল । হে দেবি ! ইত্যবসরে ঐ লিঙ্গ
 হইতে এইরূপ বাণী উদ্গীত হইল যে, হে নৃপসন্তম !
 ইনি সিদ্ধপতি বিশ্বাবসুর প্রাণবল্লভা সূতা । মুনি
 কল্প আপনার জন্ত ইহাকে পালন করিয়াছিলেন ।
 আমি সেই রাক্ষসাধিপকে নিহত করিয়া ইহাকে
 আনয়ন করিয়াছি, আপনি ইহাকে গ্রহণ করিয়া
 লিঙ্গটকে রাজ্য ভোগ করুন ॥ ২৮—৪৮ ॥ হে দেবি !
 তখন রাজা দেববাকে স্ত্রী পত্নী লাভ করত সপরি-
 বারে স্ত্রী পুরে গমন করিলেন । রাজা দুর্দ্ধর্ষ ঐ
 লিঙ্গের আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার
 নাম হইয়াছে দুর্দ্ধর্ষেশ্বর । ইনি ত্রিলোক বিখ্যাত
 ও বাহিতার্থকলপ্রদ । হে দেবি ! যাহারা এই
 দুর্দ্ধর্ষেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহার সর্বদা সমরে
 শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ হইয়া থাকে । সংক্রান্তি,
 রবিবার ও চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণসময়ে যাহারা ঐ

মদাঃ স্থানমুত্তমম্ । ৫২ । পাপাচারাস্তে যে জীবা
দুর্কর্মনিরতা নরাঃ । মুচ্যন্তে পাতকাৎসদ্যো দুর্কর্ষে
শ্রদর্শনাৎ । ৫৩ । দর্শনাৎস্পর্শনাৎসদ্যো নাম-
সকীর্তনাদপি । ব্রহ্মহত্যাসহস্রং হি তৎকণাদেব
নশ্চতি । ৫৪ । কৃতয়ো নিন্দকো দুষ্টে পাপকর্ম্মা
হরান্ধবান্ । পরদায়রতশ্চৌরো ব্রহ্ময়ো গুরুতল্লগঃ ।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো দুর্কর্ষেশ্রদর্শনাৎ । ৫৫ ।
অয়নে বিষুবে চৈব সম্প্রান্তে সোমপর্কণি । যে
পশুতি চ দুর্কর্ষং স্রাস্তা শিপ্রাজলে শুভে । গঙ্গায়া-
স্ত্রিগুণং পুণ্যং জায়তে নাত্ৰ সংশয়ঃ । ৫৬ । তত্র
যদীয়তে দানং তস্মৈ সন্ধ্যা ন বিদ্যতে । পিতর-
স্তোষিতাস্তেন স্রাস্তা বৈ তোষিতস্ততঃ । ৫৭ ।
কল্পকোটিসহস্রং তু মৎপুরে পূজিতো বসেৎ । যদা
যাতি চ ভুলোকে তদাসৌ ভূপতির্ভবেৎ । ৫৮ ।
অধ্ব্যঃ শক্রবর্গেণ কলং প্রাপ্নোতি চাক্ষয়ম্ । পদং
যল্লিদশৈর্কল্যং পুনরাবৃতিবর্জিতম্ । ৫৯ । এষ
তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । দুর্কর্ষেশ্বর-
দেবস্ত প্রয়াগেশমতঃ শৃণু । ৬০ ।

ইতি ত্রীক্ষান্দে দুর্কর্ষেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ । ৭০ ।

স্থানে গমন করিয়া দেব দুর্কর্ষেশ্বরের অর্চনা করে,
তাহারা বিমানারোহণে মদীয় পুরে উপস্থিত হয় ।
যে সকল নর পাপাচারী ও দুর্কর্মনিরত, তাহারা
দুর্কর্ষেশ্বর দর্শন করিয়া সদ্য সদাই মুক্তি লাভ
করিয়া থাকে । দর্শন, স্পর্শন ও নামসংকীর্ণনে, ও
লিঙ্গপ্রভাবে সহস্রব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নর মুক্তি
লাভ করে । কৃতঘ্ন, নিন্দক, দুষ্ট, পাপকর্ম্মা,
হরান্ধা, পরদায়-রত, ব্রহ্মঘ্ন ও গুরুতল্লগামী ব্যক্তি
দুর্কর্ষেশ্বর দর্শন মাতেই সর্ব পাপ হইতে মুক্তি
লাভ করিয়া থাকে । অয়ন, বিষুব ও সোমপর্কণে
যাহারা শিপ্রাজলে স্নান করিয়া দেবদর্শন করে,
তাহারা গঙ্গাস্নানের ত্রিগুণ ফল লাভ করিয়া থাকে ।
ঐ স্থানে যাহা দান করা যায়, তাহা অসংখ্য ফলপ্রদ
হইয়া থাকে এবং পিতৃগণ ও স্রাস্তা তোষিত হয় ;
অধিকন্তু দানকর্ত্তা কল্পকোটিসহস্র কাল পূজিত
হইয়া মদীয় পুরে বাস করিয়া থাকে । যখন সে
ভূতলে গমন করে, তখন ভূপতি হইয়া জগৎ গ্রহণ
করে, এবং শক্রবর্গের অধ্ব্য হইয়া ত্রিদশ-
বন্দিত পুনরাবৃতিবর্জিত পদ লাভ করে । হে
দেবি ! এই আমি তোমার নিকট দুর্কর্ষেশ্বর দেবের

একসপ্ততিতমোহধ্যায় ।

ঈশ্বর উবাচ । একসপ্ততিকং বিদ্ধি প্রয়াগেশ্বর-
সংজ্ঞকম্ । অধিতীয়ঃ বিজানৌহি মহাপাতকনাশ-
নম্ । ১ । হান্তিনেহতুংপুরে ত্রীমাহন্তরূপসত্তমঃ ।
বৈবস্বতেহস্তরে কল্পে যুগে দ্বাপরসংজ্ঞকে । ২ । স
চাত্তমহাবৌর্ধ্যো বজ্রসংহননো যুবা । সর্বশাস্ত্রেণ
কুশলঃ কলাপুঞ্জবিচক্ষণঃ । ৩ । বলেন বিষ্ণুসদৃশ-
স্তেজসা ভাস্করোপমঃ । গঙ্গামেষ চচাটৈরকঃ সিদ্ধ-
চারণসেবিতাম্ । ৪ । স কদাচিন্নহাবাহঃ প্রভূত-
বলবাহনঃ । বনং জগাম গহনং হয়নাগশতৈর্বৃতঃ ।
৫ । গতা তত্র যুগান্ ব্যাভ্রান্ দ্বাতয়ামাস লীলয়া ।
মহিষাশ্ববরাহাংশ্চ বিনিয়ন্ রাজসত্তমঃ । ৬ । স কদা-
চিৎসনে তস্মিন্দদর্শ পুরমাং স্ত্রিয়ম্ । জাজল্যমানাং
বপুষা সাক্ষাৎপদ্মামিবাপরাম্ । ৭ । তাং দৃষ্ট্বা
হৃষ্টরোমাভূদ্বিস্মিতো রূপসম্পদা । পিবস্বিচ চ
নেত্রাভ্যাস্ত নাতৃপ্যত নরাধিপঃ । ৮ । সা দৃষ্টেব চ

পাপনাশন প্রভাব কীর্তন করিলাম, অতঃপর
প্রয়াগেশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ৪২—৬০ ।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭০ ।

একসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! এই এক সপ্ততি-
তম লিঙ্গ প্রয়াগেশ্বরকে অধিতীয় মহাপাতকনাশন
জানিবে । পূর্বে দ্বাপরযুগে বৈবস্বত মন্ডর অধি-
কার কালে হস্তিনাপুরে শস্তরু নামে এক রাজা
ছিলেন । তাঁহার অসুত বৌর্ধ্য, বজ্রের স্তায়
প্রহারিতা, সর্বশাস্ত্রে নৈপুণ্য ও কলা সমূহে বিশেষ
বিচক্ষণতা ছিল । তিনি বলে বিষ্ণুসদৃশ ও তেজে
ভাস্করোপম ছিলেন । সিদ্ধচারণ সেবিতা গঙ্গাদেবী
তাঁহার সহচারিণী হন । একদা মহাবাহ শস্তরু প্রভূত
বল-বাহন ও হয়-নাগ-পরিবৃত হইয়া গহন বনে
গমন করেন । বনগমন করিয়া তিনি লীলাক্রমে
বহু যুগ ব্যাভ্র মহিষ ও বরাহ নিহত করেন ।
একদিন তিনি ঐ বনে বিচরণ করিতে করিতে
সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর স্তায় এক জাজল্যমানাকৃতি
সুন্দরী রমণী দেখিতে পাইলেন । ঐ রমণীকে
দেখিতে পাইয়া রাজা রোমাঞ্চিত হইয়া তাহার
রূপসম্পত্তি অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন ।
তিনি যেন নেত্রযুগল দ্বারা রমণীকে পান করিয়া

রাজানং বিচরন্তঃ মহাহৃতিষ্ । স্নেহাদাগত-
সৌহার্দ্যাতৃপ্যত বিলাসিনী ॥ ৯ ॥ তামুবাচ
ততো রাজা সাত্বয়ন্ শ্লক্শয়া গিরা । দেবী
বা দানবী ত্বং গন্ধর্ব্বী যদি বাঞ্পরাঃ ॥ ১০ ॥
যক্ষী বা পরগী বা ত্বং মানুসী বা স্তুমধামে ।
যাচে ত্বাভ্যোজগর্ভাতে ভার্য্যা মে ভব
শোভনে ॥ ১১ ॥ এতচ্ছুহা বচো রাজঃ
সংসৃতঃ যুহু বস্ত চ । অঙ্গীকৃতং তয়া দেবি সময়ং
প্রার্থিতো নৃপঃ ॥ ১২ ॥ বারিতা বিপ্রিয়ে বাপি
তাজেয়ং ত্বামসংশয়ম্ । ন প্রষ্টব্য ত্বয়া রাজন্
কাসি কন্তেতি সর্কধা ॥ ১৩ ॥ এবমব্ধিতি তেনোক্তং
সত্যেন স্কৃতেন চ । স তস্তাঃ শীলব্রতেন রূপো-
দার্য্যভূগেন চ ॥ ১৪ ॥ উপচারেণ চ ব্রহ্মস্বভোন
জগতীপতিঃ । দিব্যরূপা হি সা দেবী গঙ্গা ত্রিপথগা
নদী ॥ ১৫ ॥ মানুসং বিগ্ৰহং কৃহা ত্রীমন্তং বর-
বর্ণিনি । রাজানং ব্রময়ামাস যথা রেমে তথৈব
চ ॥ ১৬ ॥ স রাজা রতিসক্তঃ সাত্ত্বিকমদ্বৈতগৈর্হৃতঃ ।

তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না । ঐ
বিলাসিনী ব্রমণীও স্নেহ ও সৌহার্দ্যভরে
রাজাকে নিরীক্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে
পারিল না । রাজা তখন ঐ ব্রমণীকে সাত্ত্বিক-
পুঙ্খক মধুর-বাক্যে বলিলেন,—কে তুমিসুন্দরি ?
তুমি কি দেবী দানবী গন্ধর্ব্বী অঞ্পরা যক্ষী না
মানুসী ? অয়ি পঙ্কজপ্রভে ! আমি তোমাকে
প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার ভার্য্যা হও ।
হে দেবি ! রাজা এই কথা বলিলে ঐ তথাঙ্গী
তাঁহার যুহু-মধুর-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে
সম্মতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিল,—হে রাজন্ ! আপনি
আমার নিকটে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করুন যে,
আমি কোন অপ্রিয় আচরণ করিলে আপনি
আমাকে নিবেদন করিবেন না ; যদি করেন, তাহা
হইলে তৎক্ষণাৎ আমি আপনাকে পরিত্যাগ
করিব, আর আপনি আমাকে—তুমি কে ?
কাহার ? বলিয়া কোন প্রশ্ন করিবেন না । রাজা
তখন তথাঙ্গী বলিয়া এইরূপ সত্যবদ্ধ হইলেন
এবং ব্রমণীর স্বভাব, চরিত্র, রূপ, উদারতা ও
গুঢ় উপচারে পরম তুষ্টিলাভ করিলেন । ঐ
দিব্যরূপা ব্রমণী দেবী গঙ্গা ত্রিপথগা নদী ; তিনি
মানুষ্যবিগ্রহ ধারণ করিয়া রাজার সহিত
তথাবিধ রূপে ব্রমণ করিয়াছিলেন । রাজাও
অত্যন্ত রাততৎপর হইয়া উত্তম স্রীভূষণ দ্বারা হৃত-

সংবৎসরানুতুষ্ণাসার বৃবোধ বহুন্ গতান্ ॥ ১৭ ॥
ব্রমণস্তুয়া সার্কং যথাকামং নরেশ্বরঃ । অষ্টাবজনয়ৎ
পুত্রাংস্তুত্বামমরবর্ণিনঃ ॥ ১৮ ॥ জাতং জাতঞ্চ
সা পুত্রং কপত্যন্তসি মুক্তয়ে । ত্রীণামি
ত্বামহমিতি গঙ্গাশ্রোতসি পাবনে ॥ ১৯ ॥ নাস্ত
তত্তু প্রিয়ং রাজঃ শস্ত্রনোহভবস্তদা । নোবাচ
কিঞ্চিত্তাং দেবীঃ ত্যাগাভ্যুতো মহৌপতিঃ ॥ ২০ ॥
অধৈনামষ্টমে পুত্রেণ জাতে প্রহসতীমিব । উবাচ
রাজা হৃৎখার্ত্তঃ পুত্রীপ্সন্ পুত্রমাস্বনঃ ॥ ২১ ॥
মা বধীঃ কশ্চ কাসীতি ক্ৰুং বিধ্বংসি স্তুতানিতি ।
পুত্রহিংসা মহৎপাপং মা প্রাপ্সৌস্তিষ্ঠ গহিতে ॥ ২২ ॥
গঙ্গোবাচ । পুত্রকামা ন তে হস্মি পুত্রং পুত্রবতাংবর ।
জৌগন্ত মম বাসোহয়ং যথা মে সময়ঃ কৃতঃ ॥ ২৩ ॥
অহং গঙ্গা জহুস্তুতা মর্হর্ষিগণসেবিতা । দেব-
কার্য্যার্থসিদ্ধার্থমুসিত্বাহঃ ত্বয়া সহ ॥ ২৪ ॥ ইমে-
হষ্টৌ বসবো দেবা মহাতীমা মহৌজসঃ ।

চিত্ত হইলেন । তখন সংবৎসর ঋতু, মাস, ক
যে আতিবাহিত হইয়া গেল, তাহা তিনি কিছুই
বুঝিতে পারিলেন না ; কেবল ইচ্ছামত তাঁহার
সহিত ব্রমণ করিতে লাগিলেন । তাঁহার সঙ্গমের
ফলে গঙ্গাগর্ভে দেবরূপী অষ্ট পুত্র জন্ম গ্রহণ
করিল । ১—১৮ । জন্মিবামাত্র গঙ্গা “তোমাকে
প্রাণিত করতোছ” এই বালিয়া তাহাদিগকে মুক্তির
নিমিত্ত জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । যদিও
গঙ্গার এতাদৃশ আচরণ রাজার প্রিয় নহে, তথাপি
তিনি দেবীর ত্যাগভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে
কিছুই বলিতেন না । অনন্তর তাঁহার অষ্টম পুত্র
জন্মগ্রহণ করিলে তিনি হৃৎখিতভাবে পুত্রকে কোড়ে
লইয়া হস্তকারী গঙ্গাকে বলিলেন,—পুত্র বধ
করও না, তুমি কোথাকার কে ? কি নিমিত্ত পুত্র
বধ করিতেছ ? অয়ি নিন্দিতে ! পুত্রহিংসা
মহৎ পাপ ; এ পাপ অর্জন করিও না ; গঙ্গা
বলিলেন,—হে পুত্রবান্গণের শ্রেষ্ঠ ! আমি
পুত্রকামা, অতএব আপনার পুত্র আর নিহত করিব
না । এখানকার বাস আমার জৌর্ণ হইয়া আসিয়াছে,
যেহেতু আমি পুত্রের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম । হে
রাজন্ ! আমি গঙ্গা—জহুস্তুতা—মর্হর্ষিগণ-
সেবিতা । আমি দেবকার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত আগ-
নার সহিত বাস করিয়াছিলাম । আর আমার
যে আটটি পুত্র জন্মিয়াছে, তাহার মহাতীম,

পঠাপদোষণে মাছুষমুপাগতাঃ । ২৫ ।
 বামানসিতা নাভ্যদ্বন্দ্বৈত্রে ভুবি বিদ্যতে । মধিধা
 যৌ ধাতী ন চৈবান্তি কদাচন । ২৬ । তস্মাক্ত-
 ননীহেতোর্মাছুষমুপাগতা । স্বস্তি তেহম্
 াম্যামি পুত্রং পাহি মহাব্রত । ২৭ । সৈবযুক্তা
 গঙ্গা বিষ্ণুমায়াবিমোহিতা । রুরোদ মাছুষং
 বমাম্রিতা তনুমধ্যমা । ২৮ । অহো বত মহৎকষ্টং
 মৌ ষাতিতাঃ সূতাঃ । ময়া নৃশংসয়া মোহাজ্জলে
 প্তান্ত বালকাঃ । ২৯ । হা বৎসা হা সূতাঃ পুত্রা হা
 তান্তনয়াঃ ক বৈ । মাং বিহায় গতাঃ কুত্র হৃদয়ং
 ন দীর্ঘ্যতে । ৩০ । মাতর্মাতেতি করুণং
 বাণাঃ শ্রয়মাগতাঃ । উপশুভ্যে কদা পুত্রান
 বৎসবৎসেতি সৌহৃদ্যং । ৩১ । কস্ত জাতু প্রণীতেন
 জেন ক্রিতিরেণুনা । মমোত্তরীয়মুৎসঙ্গং কদাঙ্গং
 নশ্বিয়াতি । ৩২ । অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমুত্তা মনোহৃদয়-
 ন্দনাঃ । ময়া তু মাত্ৰা হা বৎসা মারিতা নিধনং
 তাঃ । ৩৩ । কাঁলোকায়ু গামিষ্যামি কৃহা কশ্ম
 দাক্রণম্ । কথং পুণ্যা ভবিষ্যামি পুত্রয়ী নির্দয়া

রত্যস্ত বলবান্ অষ্টবনু ; ইহারা মুনিবর বসিষ্ঠের
 াপে মাছুষভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল । হে মহাব্রত !
 আপনার মঙ্গল হউক, আমি এখন চলিলাম, আপনি
 এই পুত্রকে প্রতিপালন করুন । এই বলিয়া দেবী
 গঙ্গা বিষ্ণুমায়ায় বিমুক্ত হইয়া এইভাবে মাছুষীর
 শায় কাঙ্ক্ষিতে লাগিলেন ;—হায় কি কষ্ট—আমি
 পুত্রগণকে নিহত করিয়াছি ! হায় আমি অতি নৃশংসা,
 আমি পুত্রগণকে জলে নিক্ষেপ করিয়াছি । হা
 বৎসগণ, হা পুত্রগণ ! হা সূতগণ ! হা তাতগণ ! হা
 তনয়গণ ! তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া
 কাথায় গমন করিয়াছ ? হায় ! আমার হৃদয় কি
 বদৌর্ণ হইবে না ? অয়ি বৎসগণ ! কবে তোমরা
 করুণায় 'মা মা' বলিতে বলিতে আপনা-আপনি
 আমার কাছে আসিবে ! কবে আমি তোমাদিগকে
 'বৎস বৎস' বালয়া স্নেহে আলিঙ্গন করিব !
 কবে তোমরা আসিয়া অস্ত্রপ্রদত্ত-ধূলিধূসারিত গাত্রে
 আমার উত্তরীয় ও ক্রোড়দেশ মলিন করিবে ?
 অয়ি বৎসগণ ! তোমরা আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
 হইতে সমুত্ত হইয়াছিলে, তোমরা আমার মন ও
 প্রাণের আনন্দদায়ক,—হা বৎসগণ ! আমি যা
 হইয়া তোমাদিগকে কালগ্রাসে নিক্ষেপ করিয়াছি ।
 আমি এই দাক্রণ কৰ্ম করিয়াছি, আমি কোন লোকে
 গমন করিব ? আমি পুত্রঘাতিনী হইয়া কিরূপে

সতী । ৩৪ । ইত্যেবং করুণংকৃহা কদিত্বা চ পুনঃপুঃঃ
 মুচ্ছিতা পতিতাপ্যর্থা নিশ্চেষ্টা ধরণীতলে । ৩৫
 এতশ্চিরন্তরে দেবি নারদো মুনিসত্তমঃ । তস্মা
 বিলাপশব্দং তমাকর্ণ্য সহসা তদা । ৩৬ । বিশ্বযোৎস-
 ফুল্লনয়নঃ কিমেতদিতি চিস্তয়ৎ । এষা সা জাহুবৌ
 গঙ্গা পাবনৌ দেববন্দিতা । ৩৭ । সমুদ্রমাহিবৌ দিব্যা
 পুণ্যা ত্রিপথগা নদৌ । মাছুষং ভাবমাম্রিত্য কশ্মা-
 দ্রোদিতি বিহ্বলা । ৩৮ । ইত্যেবং চিস্তয়িত্বা চ
 সমীপমগমমুনিঃ । গঙ্গায়া বিলপন্ত্যাশ্চ ব্রহ্মপুত্রশ্চ
 নারদঃ । উবাচোচ্চৈর্বিয়ৎস্রোহসৌ দেবি গঙ্গে
 নমোহম্ভ তে । ৩৯ । নারদোহহং মহাপুণ্যে কশ্মা-
 দ্রোদিনি পাবনি । হিমাড্রিপুত্রৌ বিখ্যাতা দেবগন্ধর্ব্ব-
 সেবিতা । ৪০ । ধৃতা শিরসি দেবেন শিবেন
 পরমেষ্ঠিনা । ৪১ । নারদস্ত বচঃ শ্রুত্বা দিব্যা দেব-
 নদৌ তথা । অবলোকা বিমানশ্চ প্রত্যাচ মহা-
 মুনিম্ । ৪২ । ময়া নারদ মোহেন কৃতোহধর্ম্মো
 জুগুপ্সিতঃ । জানন্ত্যা স্মহৎ পাপং সপ্তপুত্রা হতা
 ময়া । ৪৩ । সমুদেণ বিয়োগশ্চ সজ্জাতো মম
 দৈবতঃ । ভার্যা জাতা মনুষ্যস্ত পুত্রা জাতা হতাশ্চ

পবিত্রতা লাভ করিব ! গঙ্গাদেবী এইরূপ করুণ
 রোদনের পর মুচ্ছিতা হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে ভূমি-
 তলে পতিত হইলেন । ১৯—৩৫ । হে দেবি ! ইত্যে-
 বসরে মুনিসত্তম নারদ সহসা গঙ্গাদেবীর বিলাপশব্দ
 শ্রবণ করিয়া 'একি হইল' বলিয়া চিন্তা করিয়া
 দৌরিলেন যে, সমুদ্র-মহিবৌ ত্রিপথগা নদী—দেব-
 বন্দিতা জাহুবৌ মাছুষের শায় ব্যাকুলভাবে রোদন
 করিতেছেন । এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহার
 নিকটে আগমন করিলেন । গঙ্গাদেবী সেই ভাবেই
 বিলাপ করিতেছেন, তখন ব্রহ্মপুত্র নারদ আকাশ
 হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—হে দেবি গঙ্গে !
 প্রণাম হই, আমি নারদ । হে পাবনি ! আপনি রোদন
 করিতেছেন কেন ?—আপনি হিমাড্রিপুত্রী, ত্রিভুবনে
 বিখ্যাত, দেব-গন্ধর্ব্ব আপনায় সেবা করে এবং
 দেবদেব মহাদেব আপনাকে মস্তকে ধারণ করি-
 যাছেন । নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবলোকন-
 পূর্ব্বক দেবনদী বিমানশ্চ নারদমুনিকে বলিলেন,—
 বৎস নারদ ! আমি মোহবশত অতিনিদিত অধর্ম্ম
 করিয়াছি, জানিয়া-শুনিয়া আমি মহৎ পাপ করি-
 য়াছি—আমার সাতটি পুত্রকে আমি নিহত করি-
 য়াছি ! দৈববশত সমুদ্রের সহিত আমার বিচ্ছেদ
 ঘটিয়াছে, অধুনা আমি মাছুষের ভার্যা হইয়াছি,

যে ৪৪ । অতো ময়া বিলপিতং ময়য়া শোক-
সাগরে । কথ্যতাং মম দেবর্ষে যেন পুণ্যভবামি
বৈ ৪৫ । ইতি তস্তা বচঃ শ্রুত্বা নারদো মুনি-
সন্তমঃ । ত্রিকালবেদী শুদ্ধাত্মা গজাং বচনমব্রবীৎ ।
নারদ উবাচ । কিং বিস্মৃতো জগদ্বন্দ্যে দেবানাং
সময়ঃ শুভঃ । প্রতিজ্ঞাতং হুয়া দেবি বহুনাং মোক্ষ-
কারণে ৪৬ । প্রাপ্তান্তে বসবো লোকান প্রসাদা-
ত্ত্বং সূত্রতে । অঘাবতারিতো দেবি সমুদ্রঃ শস্ত্র-
মৃতঃ ৪৭ । ইতি তস্তা বচঃ শ্রুত্বা নারদস্ত মহা-
ত্মনঃ । গজা ত্রিপথগা গুণ্যা প্রত্নাবাচ মহামুনিম্ ।
৪৮ । সত্যমুক্তং হুয়া ব্রহ্মন জাতং সৰ্বং ময়াধনা ।
কিস্ত যোনির্ধতো লক্সা মানুযৌ তেন মোহিতা ৪৯ ।
অপবাদভয়াভীতা ভবন্তঃ শরণং গতা । দীযতা-
মুপদেশো মে কথ্যতাং স্থানমুত্তমম্ ৫০ । নারদ
উবাচ । কিং বিস্মৃতো জগদ্বন্দ্যে দেবানাং সময়ঃ
কৃতঃ । অপবাদভয়াভীতা যদি হুং দেবি পুণ্যদে ।
মাং পৃচ্ছসি পরং স্থানং শৃণু হুং বচি সূত্রতে ৫১ ।
অবন্তী তু সমাখ্যাতা সপ্তকল্পসনাতনৌ । তস্তাং সখী
অদোয়া তু শিপ্রা বিপ্রপ্রিয়া সদা ৫২ । তস্তান্তৌরে

আমার অনেকগুলি পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহারা
কালক্রমে পতিত হইয়াছে, এই জন্ত আমি শোক-
সাগরে মগ্ন হইয়া ক্রন্দন করিতেছি ! হে দেবর্ষে
বলুন,—আমি কিরূপে পবিত্র হইব ? মুনিসন্তম
নারদ গজাদেবীর এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—
হে বন্দনোয়ে ! আপনি বসুগণের যুক্তির নিমিত্ত যে
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা কি আপনি ভুলিয়া
গিয়াছেন ? হে সূত্রতে ! আপনার প্রসাদে বসুগণ
যুক্তি লাভ করিয়াছে । হে দেবি ! সমুদ্র তোমা
কর্তৃক অবতারণিত হইয়া শস্ত্র হইয়াছেন । গজা
দেবী নারদের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বলি-
লেন,—হে ব্রহ্মন ! আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন,
অধুনা আমি সমস্ত জানিতে পারিলাম । আমি
এ জন্তই মানুযৌ যোনি প্রাপ্ত হইয়া মোহ প্রাপ্ত
হইয়াছিলাম । অধুনা আমি অপবাদভয়ে ভীত
হইয়া আপনার শরণ লইতেছি, আপনি আমাকে
উপদেশ দিন—একটি উত্তম ক্ষেত্রের কথা বলিয়া
দেন । নারদ বলিলেন,—হে দেবি ! আপনি
কি দেবগণের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়াছেন ; আপনি
যদি অপবাদভয়ে ভীত হইয়া থাকেন, তাহা
হইলে আমি উত্তম স্থানের কথা বলিতেছি,
শ্রবণ করুন । সপ্তকল্পসনাতনৌ অবন্তী প্রসিদ্ধা ।

শুভং লিঙ্গং তুর্দশৈবরদক্ষিণে । বিদ্যাতে ত্রিদেশঃ
পূজ্যং সর্বতীর্থৈশ্চ সেবিতম্ ৫৩ । তস্ত দর্শন-
মাজ্ঞেয় কৃতকৃত্য ভবিষ্যসি । তন্মাদগচ্ছ মহাপুণ্যে
গজে দেবর্ষিসেবিতে ৫৪ । ইত্যুক্তা সা ত্রিপথগা
নারদেন মহাত্মনা । গতাত্ত মহাপুণ্য সখীং শিপ্রাং
দদর্শ হ ৫৫ । সংশ্লিষৎ চ তদা কুহা লিঙ্গং দৃষ্টা
সুপাবনম্ । পূজয়ামাস ভাবেন তত্রৈব চ চিরং
স্থিতা ৫৬ । অথ সূর্যাস্তো দেবী যমুনা পাপ-
নাশিনী । তজ্জায়াতা সূহৃদেন যত্র গজা ব্যবস্থিতা ৫৭ ।
দদর্শ দেবী তাং গজাং ধ্যায়ন্তী শঙ্করং
শিবম্ । সাপি তত্রৈব তিষ্ঠন্তী পূজয়ন্তী পরং
শিবম্ ৫৮ । অথ তেনৈব কালেন প্রাচীদেবী
সরস্বতী । সমাখ্যাতা সূক্তা চ গজায়মনয়োজ্জলে ৫৯ ।
এতন্নিরন্তরে দেবি শক্রং প্রাহ স নারদঃ ।
ন দৃষ্টতে প্রয়াগস্ত মহাকালবনং গতঃ ৬০ ।
গজায়মনয়োর্মধ্যে যত্র শুভা সরস্বতী । প্রয়াগঃ স
তু বিজ্ঞেয়ঃ সর্বপাপপ্রণাশনঃ ৬১ । স সাস্থ্যতঃ

সেই অবন্তীতে আপনার সখী বিপ্রপ্রিয়া শিপ্রা বিরাজিতা । তাহার তীরে তুর্দশৈবরদক্ষিণে সর্ব-
দেবপূজিত ও তীর্থসেবিত এক শুভ লিঙ্গ বিরাজ
করিতেছেন, তাহার দর্শনমাজ্ঞে আপনি কৃতকৃত্য
হইবেন । অতএব হে দেবর্ষি সেবিতে মহাপুণ্যে !
আপনি ঐ স্থানে গমন করুন । ৫৩—৫৫ । দেবর্ষি
নারদ এই কথা বলিলে ত্রিপথগা গজা ঐ স্থানে
গমন করিয়া সখী শিপ্রাকে দর্শন করিলেন এবং ঐ
স্থানে বহুকাল যাবৎ অবস্থানপূর্বক পাবন লিঙ্গ
দর্শন করত ভক্তি সহকারে তাহার পূজা করিতে
লাগিলেন । অনন্তর যেখানে গজাদেবী অবস্থিতা
ছিলেন, সূর্যাস্তো পাপনাশিনী যমুনা সৌহার্দ্য-
বশতঃ ঐ স্থানে আসিয়া মিলিত হইলেন । যমুনা
ঐ স্থানে আগমনপূর্বক গজা দেবীকে শিবায়-
ধনা করিতে দেখিয়া তিনিও ঐ স্থানে অবস্থিত
হইয়া শঙ্করের পূজা করিতে লাগিলেন । এই
সময় প্রাচীদেবী সরস্বতী শুভভাবে আসিয়া গজা-
যমুনার জলে মিলিত হইলেন । এই সময় দেবর্ষি
নারদ শক্রসমীপে আগমনপূর্বক তাহাকে বলি-
লেন,—হে দেবরাজ ! এখন আর প্রয়াগ দেখিতে
পাওয়া যায় না, প্রয়াগ মহাকালবনে গমন করি-
য়াছে । যেখানে গজায়মুনার মধ্যে সরস্বতী
শুভভাবে প্রবাহিত হন, তাহাই সর্বপাপনাশন

প্রয়াগে মহাকালবনোত্তমে । কেনাপি কারণে-
নৈব গতৌ ন জায়তে ময়া । ৬৩ । ইতি তন্ত বচঃ
শ্রদ্ধা নারদস্ত মহাম্বনঃ । শক্রেণ সহিতাঃ সর্বে
হবন্তীঃ তু সমাগতাঃ । ৬৪ । অবন্তো বিবিধৈঃ
স্তোত্রৈর্গঙ্গাঃ ত্রিপথগাঃ শুভাম্ । গঙ্গে দেবি
নমস্তভ্যং সর্ষপাপপ্রণাশিনি । ৬৫ । বহুনাং
জননী দেবি বহুনাং মোক্ষদায়িনি । ত্রৈলোক্যপাবনী
নিত্যং হরেন শিরসা ধৃতা । ৬৬ । সেবিতা বাল-
খিল্যেচ্চ কৃষ্ণা পরমা কলা । যমুনে ত্বাং নমস্তামঃ
কালিন্দীঃ বরবাহিনীম্ । ৬৭ । স্মৃতা ত্বাং পাবিনী
দেবি মার্ত্তণ্ডস্ত দিবস্পতেঃ । শিপ্রে দেবি নমস্তভ্যং
ব্রহ্মদেহোত্তবে শুভে । ৬৮ । প্রাচী ত্বমেব বিখ্যাতা
পুণ্যদেহা সরস্বতী । যা প্রাচী কৌরবক্ষেত্রে পুঙ্করে
যা মহালয়ে । সা ত্বাং শিপ্ৰা প্রসিদ্ধা চ সর্ষপাতক-
নাশিনী । ৬৯ । ত্বাং দয়া সর্ষজন্তানাং ত্বাং স্বর্গঃ
শরণং নৃণাম্ । ত্বাং মাতা সর্ষজন্তানাং ত্বাং প্রাচী
ভূবি গীষসে । ৭০ । বহুজন্মকলঙ্কঃ দৃষ্টা যা
দেহিনাং ভূবি । করোষি কালনং দেবি সা ত্বাং
ত্রৈলোক্যসংস্থিতা । ৭১ । আসাঞ্চ সঙ্গমো যন্ত
স প্রয়াগো বৃধৈঃ স্মৃতঃ । অত্রাগত্য তু যুয্মাভিঃ

প্রয়াগ বলিয়া বিজ্ঞেয় । এই প্রয়াগ এখন মহা-
কালবনে কি জন্ত গমন করিয়াছে, আমি তাহা
জানিনা । দেবর্ষি নারদের এই বাক্য শ্রবণ
করিয়া দেবগণ শক্র সমভিব্যাহারে অবন্তীতে
গমন করিয়া বিবিধ স্তোত্রদ্বারা এই বলিয়া গঙ্গা-
দেবীর স্তুত্ব করিতে লাগিলেন ।—হে সর্ষপাপ-
প্রণাশিনি গঙ্গে ! আপনাকে নমস্কার । হে দেবি !
আপনি বহুদিগের জননী এবং বহুদিগের মোক্ষ-
দায়িনী । হে দেবি ! আপনি লোকত্রয়পাবনী ;
হয় আপনাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, বালখিলা-
গণ আপনার সেবা করিয়া থাকেন ; এবং আপনি
কৃষ্ণের পরমা কলা । হে বরবাহিনি কালিন্দী যমুনে !
আপনি ত্রৈলোক্যপাবনী,—মার্ত্তণ্ডের স্মৃতা, আপ-
নাকে নমস্কার । হে দেবি শিপ্রে ! আপনি ব্রহ্ম-
দেহোত্তবা পুণ্যদেহা সরস্বতী এবং আপনিই
প্রাচী নামে খ্যাতা । হে সর্ষপাতকনাশিনি শিপ্রে !
কৌরবক্ষেত্র, পুঙ্কর বা মহালয়ে যিনি প্রাচী বলিয়া
বিখ্যাতা, তিনিই তুমি । তুমিই সর্ষ জন্তর দয়া,
স্বর্গ, সহায়, ও মাতা ; তুমিই প্রাচী নামে কীর্তিতা
হও । হে দেবি ! দেহীদিগের বহুজন্মের কলঙ্কের
কালিয়া দর্শন করিয়া তুমিই তাহা কালন করিয়া

স্থাপিতঃ স্নাপিতোহধুনা । ৭২ । সৌহৃদ্য প্রভৃতি
দেবোহুয়ঃ প্রয়াগেশ্বরসংজ্ঞকঃ । ত্রিষু লোকেষু
বিখ্যাতঃ স্রবণাৎ পাপনাশনঃ । ৭৩ । অত্রাগত্য
প্রপত্ত্বি যে প্রয়াগেশ্বরং ততঃ । তে কৃতার্থা
ভবিষ্যন্তি সর্ষপাতকবর্জিতাঃ । ৭৪ । কুলঞ্চ
তারিতং তেষাং পৈতৃকং মাতৃকং তথা । গঙ্গায়া-
স্ত্রিযুগং পুণ্যং চতুর্ধ্বর্গকলপ্রদম্ । জায়তে নাত্র
সন্দেহঃ প্রয়াগেশ্বরদর্শনাৎ । ৭৫ । গঙ্গায়াঞ্চ প্রয়াগে চ
দেবদাক্ষবনে শুভে । নৈমিষে পুঙ্করে চৈব ত্রিষ্টেলে
চ ত্রিপুঙ্করে । ৭৬ । ত্র্যম্বকে ধোতপাপে চ
মহেন্দ্রে ভৈরবে তথা । গোকর্ণে চ স্রবর্ণাখ্যে
রেবাকপিলসঙ্গমে । ৭৭ । এতেষাং দর্শনে নৈব
যা সিদ্ধির্দ্বাদশাদিকা । সা লভ্যা মাসমাত্রেন
প্রয়াগেশ্বরদর্শনাৎ । ৭৮ । যে পত্ত্বি চতুর্দশা-
মষ্টমাঞ্চ বিশেষতঃ । ভক্ত্যা চ নিয়মং কৃৎস্না
প্রয়াগেশ্বরসংজ্ঞকম্ । ৭৯ । ন তেষাং পুনরাবৃতিঃ
কল্পকোটিশতৈরপি । ভোগদং মোক্ষদং লিঙ্গং
ভবিষ্যতি মহীতলে । ৮০ । কলাস্তিস্রো ভবি-
ষ্যন্তি লিঙ্গৈঃ স্মিত্যন্যোক্ষদে শুভে । গঙ্গা চ যমুনা

দাও । তোমাদের যে সঙ্গম, তাহাই প্রয়াগ নামে
অভিহিত হয় । এই স্থানে আগমন করিয়া আপ-
নার স্থাপন ও স্রবণ করিয়াছেন বলিয়া অত্রত্য
লিঙ্গ প্রয়াগেশ্বর নামে ত্রিলোক-বিখ্যাত হইবেন ।
যে মানব ইহাঁকে স্রবণ করিবে, তাহার সমস্ত
পাপ বিনষ্ট হইবে ।—৭৩ এই স্থানে আগমন করিয়া
যাহারা প্রয়াগেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহার সর্ষ
পাতকবর্জিত হইয়া কৃতার্থ হইবে । অপিচ, তাহার
স্বীয় পিতৃমাতৃকুল উদ্ধার করিবে । প্রয়াগেশ্বর
দর্শনে গঙ্গার তিনভুণ অধিক চতুর্ধ্বর্গপ্রদ
ফল লাভ হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই ।
গঙ্গা, প্রয়াগ, দেবদাক্ষবন, নৈমিষ, পুঙ্কর, ত্রিষ্টেল,
ত্রিপুঙ্কর, ত্র্যম্বক, ধোতপাপ, মহেন্দ্র, ভৈরব,
গোকর্ণ, স্রবর্ণ ও রেবা-কপিলসঙ্গম, দ্বাদশ বৎসর
ব্যাপিয়া এই সকল তীর্থ দর্শন করিলে যে সিদ্ধি
লাভ হয়, মাসমাত্র প্রয়াগেশ্বর দর্শন করিলে
সেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় । যাহারা চতুর্দশী ও
অমাবস্যাতে নিয়মপূর্বক প্রয়াগেশ্বর লিঙ্গ দর্শন
করে, কল্পকোটিশতকালেও তাহাদের পুনরাবৃতি
হয় না । এই লিঙ্গ মহীতলে ভোগ ও মোক্ষ দান
করিয়া থাকেন । গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী ইহাঁরা
এই মোক্ষদায়ক শুভলিঙ্গের তিনটি কলামাত্র ।

প্রাচী সর্ষপাতকনাশিনী । ৮১ । এবমুক্তা স্ততা
গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী । দেবৈঃ প্রণতিপূৰ্বেণ গতাঃ
স্থানং স্বকং তদা । ৮২ । দেবাঃ প্রহৃষ্টাঃ শক্রাদ্যাঃ
প্রয়াগেশ্বরসংজ্ঞকম্ । স্ততা চ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ
পূজয়িত্বা দিবং গতাঃ । ৮৩ । এষ তে কথিতো
দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । প্রয়াগেশ্বরদেবস্ত চন্দ্রা-
দিত্যেশ্বরং শৃণু । ৮৪

ইতি জীহ্বান্দে প্রয়াগেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ । ৭১ ।

দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । দ্বিসপ্ততীশ্বরং বিদ্ধি চন্দ্রাদিত্য-
েশ্বরং প্রিয়ে । যস্ত দর্শনমাত্রেণ কৃতকৃত্যো নরো
ভবেৎ । ১ । শব্দরেন পুরা দেবি নির্জিতাঃ সঙ্গরে
সুরাঃ । নষ্টা রণং পরিত্যজ্য প্রাণত্যাগপরায়ণাঃ । ২ ।
গ্রস্তঃ চ রাহুণা দৃষ্টা শশাঙ্কঃ ভয়বিহ্বলম্ । বিনতায়াঃ
সুতো জ্যেষ্ঠঃ প্রোক্তঃ সূর্য্যেণ সারথিঃ । ৩ । বহাক্রণ
রথঃ শীঘ্রং যত্র যুদ্ধং ন বিদ্যতে । ক্ষয়তে চন্দ্রসূর্য্যো
ভৌ দৈত্যানাং বলবত্তরো । ৪ । রাহুর্দংশ্ট্রাকরালস্ত

দেবগণ গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এবং দেব
প্রয়াগেশ্বরকে এইরূপে বিবিধ স্তব ও পূজা করিয়া
হুষ্ঠান্তঃকরণে স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন । হে
দেবি ! এই আমি তোমার নিকট প্রয়াগেশ্বর
লিঙ্গের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর
চন্দ্রাদিত্যেশ্বর দেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ৭৪—৮৪।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭১ ।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! যাহাকে দর্শন
করিয়া নর কৃতকৃত্য হয়, সেই দ্বিসপ্ততিতম লিঙ্গকে
চন্দ্রা দিত্যেশ্বর বলিয়া জানিবে । হে দেবি ! পূর্বে
শব্দর কর্ত্তক রণে পরাজিত হইলে দেবগণ শেষে
প্রাণত্যাগপরায়ণ হইয়া পলায়ন করেন । এই সময়
সূর্য্য ভীত চন্দ্রকে রাহুগ্রস্ত দেখিয়া বিনতার জ্যেষ্ঠ
পুত্র স্বীয় সারথি অক্রণকে বলিলেন,—হে অক্রণ !
যে স্থানে যুদ্ধ নাই, তুমি সেই স্থানে রথ চালনা
কর । দৈত্যগণের নিকট চন্দ্র-সূর্য্য বলবান বলিয়া
পরিচিত ছিলেন, কিন্তু অদ্য এই দংশ্ট্রাকরাল অতি

স তৃতীয়ে ভয়ঙ্করঃ । ন জায়তে রণে চন্দ্রো যতো
নষ্টোহথবা পুনঃ । ৫ । স চ ন জায়তে শক্রঃ ক
গতো বক্রণো রণে । যমো ন জায়তে কুত্র ধনদস্ত চ
কা কথা । ৬ । এবমুক্তোহক্রণো ক্রমো রবিণা
রণমধ্যতঃ । রথঃ সম্প্রেরয়ামাস যত্র যুদ্ধং ন
বিদ্যতে । ৭ । এতশ্চিরন্তরে চন্দ্রঃ সমায়াতস্ত তৎ-
ক্ষণাৎ । রাহুগ্রহগৃহীতৌহপি যত্র দেবো দিবস্পতিঃ ।
৮ । সস্তম্বঃ স বিলোলাক্ষঃ ক্ষণমাত্রমচেতনঃ । বভূব
সহসা চন্দ্রো দৃষ্টা দেবং দিবাকরম্ । ৯ । শব্দরেন
রণে ক্রদ্ধা ক্রুদাশ্চ ভয়বিহ্বতাঃ । জগ্মুর্দিশো দশ
ভয়াদমুরেন্দ্রবিভীষিতাঃ । ১০ । সাধ্যাঃ সর্ষে ভয়-
ত্রস্তা গতা যত্র ন দানবাঃ । তেষু ভয়েষু দেবেষু
হতশিষ্টেষু সঙ্গরে । ১১ । ব্যাধমৎ সর্ষগাত্মাণি বর্ষ্মাণি
চ জনক্ষয়ে । পলায়মানদেবানাংসুরো বলবচ্ছরৈঃ ।
১২ । পৃষ্ঠতো নিজঘানাথ নিকৃতাশ্চ সহস্রশঃ । অহং
নষ্টেছলেনৈব ব্যগ্রৌভূতেহসুরে তদা । ১৩ । আসুরং
রূপমাস্থায় প্রাণত্যাগপরায়ণঃ । শীঘ্রং চ গম্যতে
তাবদ্যাবস্মায়াতি শব্দরঃ । ১৪ । ইত্যুক্তং নিশি-

ভীষণ রাহুকে আমরা আমাদের অপেক্ষা অধিক
বলবান দেখিতেছি । বুঝিতে পারিতেছি না,—
চন্দ্র রণে নিহত হইল কি পলায়ন করিল ! শক্রকে
দেখিতে পাইতেছি না,—বক্রণ এই যুদ্ধ করিতেছিল,
সে কোথায় গেল ! যমকেও দেখিতে পাইতেছি না ।
কুবেরেরও কোন সংবাদ নাই ! সূর্য্য অক্রণকে এই-
রূপ রণবৃত্তান্ত প্রদান করিলে, অক্রণ, যে স্থানে যুদ্ধের
লেশমাত্র নাই, সেই স্থানে রথ লইয়া গেল । ১—৭ ।
ইত্যবসরে, চন্দ্র, রাহুগ্রহ-গৃহীত হইয়াই সূর্য্যসমীপে
আসিয়া উপস্থিত । চন্দ্র ভ্রস্ত, ও চকিত হইয়া ক্ষণে
ক্ষণে মুর্ছিত হইতে লাগিলেন । অনন্তর তিনি
সূর্য্যকে দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিলেন,—
শব্দরযুদ্ধে বিধ্বস্ত হইয়া ক্রুদ্ধগণ, ভয়ে পলায়ন
করিয়াছে ! সাধ্যগণ ভীত ও ভ্রস্ত হইয়া
যে স্থানে দানবসেনার গতিবিধি নাই, সেই
স্থানে প্রস্থান করিয়াছে ! সমুদয় দেবগণ রণে ভঙ্গ
দিলে যাহারা অবশিষ্ট ছিল, অসুরগণ তাহাদের
গাত্র, বর্ষ্মা, সমুদয়ই চূর্ণ করিয়া দিয়াছে ! পশ্চাৎ
দিক হইতে সহস্র সহস্র দেবতাকে নিহত করিয়াছে ।
ভাগ্যে অসুরগণ ব্যগ্র ছিল, তাই আমি অসুরগণের
রূপ ধারণ করিয়া পলায়ন দ্বারা প্রাণ রক্ষা
করিয়াছি । শব্দর আসিতে না-আসিতে এই
সময় শীঘ্র পলায়ন করি চল । হে পার্শ্বতি ! ভয়ভীত

নাথেন অজীতেন পার্শ্বতি । চন্দ্রাদিত্যৌ কণারীতা-
বরণেন রথেন বৈ ॥ ১৫ ॥ যত্র দেবো জগন্নাথো
গরুড়স্থো জনার্দনঃ । সুরসজ্জাতসঙ্কেতকিন্নরাকৌর্ণ-
কন্দরে ॥ ১৬ ॥ মন্দরে সুরনারীণাং নন্দনে বর-
চন্দনে । দৃষ্ট্বা তত্র জগন্নাথং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
জতিং তো চক্রতুর্দেবো চন্দ্রসূর্য্যো যশস্বিনি ॥ ১৭ ॥
নমো লোকত্রয়াধ্যক্ষ স্বপ্রভাজিতভাস্বর । নমো
বিক্ষেপ নমো জিক্ষেপ নমস্তে কৈটভাস্তক ॥ ১৮ ॥
নমঃ সর্বক্ৰিয়াকর্ত্রে জগজ্জাত্রে চ তে নমঃ । নম-
শ্চক্রাযুধাধর্য নমো দানবঘাতিনে ॥ ১৯ ॥ নমঃ
ক্রমত্রয়াক্রান্তদৈলোক্যাস্তহিতোদ্ভব । নমঃ প্রচণ্ড-
দৈত্যৈশ্চকুলকাল মহাবল ॥ ২০ ॥ নমো নাভিহৃদোদ্ভূত-
পদ্মগর্ভমহাপ্রভো । জনিতাশেষলোকেশবিরঞ্চায়
মহাদ্র্যতে ॥ ২১ ॥ অমরারিবিনাশায় মহাসমর-
শালিনে । নমস্তে বিবুধাধীশ শরণ ভব নঃ শ্রভো ॥
২২ ॥ চন্দ্রসূর্য্যকৃতং স্তোত্রং শ্রুত্বা দেবো জনার্দনঃ ।
আশ্বাস্ত জতিপূর্বেণ প্রাহ দেবো হবোক্ষজঃ ॥ ২৩ ॥
বিষ্ণুরবাচ । স্বাগতং চন্দ্রসূর্য্যো তো ভবন্তৌ জতি-
ভাজনৌ । কিংকারণমিহ প্রাপ্তৌ তদ্ব্রতং

নিশানাথ এইকথা বলিলে অরুণ, চন্দ্রাদিত্যকে রথে
আরোহণ করাইয়া যেখানে গরুড়স্থ জনার্দন
অবস্থিত, সেই স্থানে গমন করিল । অনন্তর চন্দ্র-
সূর্য্য ইহঁরা উভয়ে, যেখানে সুরসজ্জাতের সঙ্কেত
মাত্রে কিন্নরগণ যাইয়া উপস্থিত হয়, একপ মন্দর-
কন্দরে সুরনারী গণের নন্দন স্থানে শঙ্খ-চক্র-
গদাধর জগন্নাথকে দর্শন করিয়া এই বলিয়া
জতি করিতে লাগিলেন ।—হে লোকত্রয়াধ্যক্ষ,
স্বপ্রভাজিত, ভাস্বর, বিক্ষেপ, জিক্ষেপ, কৈট
ভারে, ক্রিয়াকর্তা, জগদ্ধাতা, চক্রাযুধ,
অধুবা, ও দানবারে ! তুমি পদক্রমত্রয়ে দৈলোক্য
ব্যাপ্ত করিয়াছিলে, তোমাকে পুনঃপুন নমস্কার-
হে প্রচণ্ড দৈত্যৈশ্চকুলের কাল, মহাবল ! তোমার
নাভিপদ্ম হইতে মহাপ্রভ পদ্মগর্ভ বিধাতা জন্ম
গ্রহণ করিয়াছেন, তোমাকে নমস্কার । হে জনিতা-
শেষলোক, বিরিক্ষে, মহাদ্র্যতে, অমরারিবিনাশ,
মহাসমরশালিন্ বিবুধাধীশ ! তোমাকে নমস্কার,
তুমি আমাদের সহায় হও । চন্দ্রসূর্য্যকৃত এই-
রূপ জতি শ্রবণ করিয়া দেব জনার্দন তাঁহাদিগকে
আশ্বাস প্রদান করত বলিলেন,—হে চন্দ্র-সূর্য্য !
আপনাদের স্মৃতি আগমন হইয়াছে ত ? আপনারা
জতিভাজন । কি জন্ত আপনাদের এখানে

বিগতজরৌ ॥ ২৪ ॥ নারায়ণেনৈবযুক্তৌ প্রোচতু-
শ্চক্রভাস্করৌ । সমরে নির্জিতা দেবাঃ শব্বরেণ
হরাস্থনা ॥ ২৫ ॥ ন জ্ঞাতাঃ ক গতাশ্চে চ আবাস-
নষ্টৌ প্রযত্নতঃ । অরুণেন ইহানীতো দৃষ্ট্বাং দেব
দৈবতঃ ॥ ২৬ ॥ শব্বরেণ জিতা দেবাঃ স চ সর্বত্র
দৃষ্টতে । স্থলে চৈব জলে চৈব শব্বরঃ ক্রুর-
পৌরুষঃ ॥ ২৭ ॥ নশ্রুতাঃ ত্রিদশেভ্রাণাং পৃষ্ঠতঃ
শরবৃষ্টিভিঃ । চিচ্ছেদ নরবর্ষ্মাণি চ্ছজাণি চ ধনুঃষি
চ ॥ ২৮ ॥ বর্ষ্মাণি চ বিচিজাণি মুকুটানি মহাস্তি
চ । পৃথুনি চাপি চাপানি চর্ম্মাণি বিবিধানি চ ॥
২৯ ॥ গজাশ্চ মদসস্তিরকপোলাঃ কোটিশঃ সুরাঃ !
বাজিনশ্চামরাপৌড়া রত্নপর্ধ্যাণভূষণাঃ ॥ ৩০ ॥
বিবুধা ধ্বস্তসম্রাশা বিগজা বিপদাভিনঃ । বিপদা-
মাকরাকারা বভূব সুরবাহিনী ॥ ৩১ ॥ ততো
দৈত্যাদিপো মানী পরিবৃত্তো মহারণাৎ ।
নির্জিতারির্নহাতেজা জালাবানিব পাবকঃ ॥ ৩২ ॥
বন্দ্যমানো মুনিগণৈঃ স্তুষ্যমানো মহাবিভিঃ । আন-
ন্দিতো জয়াশীভিঃ প্রবতৈর্দৈত্যপুঙ্গবৈঃ ॥ ৩৩ ॥
তত্র সর্বদ্বিসম্পূর্ণমাসনঃ হেমভূষণম্ । অধ্যতিষ্ঠত
দৈত্যৈশ্চকুল মঙ্গলবেশ্মনি । তত্রোপবিষ্টঃ শুভতে

আগমন, তাহা বলুন ? ৮—২৪ । নারায়ণ এই কথা
বলিলে চন্দ্র-সূর্য্য বলিলেন,—হে দেব ! শব্বরের সহিত
আমাদের যুদ্ধ হইয়াছিল, আমরা তৎকর্তৃক নির্জিত
হইয়াছি । অপরাপর দেবগণ যে কোথায় গেলেন,
তাহা কিছুই জানিতে পারিতেছি না, আমরা হই
জন অতি কোশলে পলাইয়া আসিয়াছি ; অরুণ
ঈশ্বরের আশ্রয় আমাদের এখানে আনয়ন করিয়াছে
বলিয়া আমরা আপনাকে দেখিতে পাইলাম ।
শব্বর দেবগণকে পরাজিত করিয়াছে । এখন
সর্বত্র—জলে, স্থলে ক্রুরপৌরুষ শব্বরকেই দেখা
যাইতেছে । দেবগণ বিনষ্ট হইলে শব্বর
পশ্চাদিক্ হইতে শরবর্ষণ করিয়া তাঁহাদের বর্ষ্ম,
ছত্র, বহু মুকুট, চাপ ও চর্ম্ম ছেদন করিয়াছে
মদ-সস্তিরকপোল গজগণ, কোটি কোটি সুরগণ,
রত্ন-পর্ধ্যাণ-ভূষণ বাজিগণ বিধ্বস্ত হইয়াছে ।
দেবগণ গজরহিত, বিপদাভি ও বিপদের আকর
স্বরূপ হইয়াছে ! আর নির্জিতারি মহাতেজা
জালামালা পাবকবৎ, মুনিগণবন্দ্যমান, মহাবিগণ-
জিত, জয়াশীর্ষাদে আনন্দিত, দৈত্যপতি শব্বর
মহারণ হইতে প্রত্যাৱৃত্ত হইয়া সর্বদ্বিসম্পন্ন,
হেমময় আসনে অবিরোহণ করিয়াছে । মহারণ

দৈত্যরাজো মহাযশাঃ ॥ ২৪ ॥ দিব্যচন্দনপুষ্পাঙ্কঃ
সুরপুঙ্গবমুজ্জলঃ । মুকুটাকারজুষ্টাঙ্কঃ সিতচামর-
বীজিতঃ । যুতোখিতৈস্তথা দৈত্যৈর্দৈত্যাধীশৈ-
রধিষ্ঠিতঃ ॥ ৩৫ ॥ ক্রতুভির্মুর্তিমস্তিষ্ঠ সেব্যমানো
মহাবলঃ । সর্বপুষ্পোৎকরযুতৈর্নানাবিহগনাদিভিঃ ॥
৩৬ ॥ তত্র স্ত্রীরতুলা লোকে তত্র লক্ষ্মীনিরগলা ।
তত্র কান্তিহর্যতিঃ শোভা শব্দরো যত্র দানবঃ ॥ ৩৭ ॥
এবং স দৈত্যনৃপতিঃ সত্যতন্ত্র মোদতে ।
স্বয়মিচ্ছত সজ্জাতচন্দ্রসূর্য্যো কুতো স্বকো ॥ ৩৮ ॥
তয়োরিতি বচঃ শ্রদ্ধা স দেবঃ পুরুষোত্তমঃ । চিরং
ধ্যাত্বা স্বমনসি তদাবোচদিদং প্রিয়ে ॥ ৩৯ ॥
চন্দ্রসূর্য্যো ময়া জাতং শব্দরশ্মি বিচেষ্টিতম্ । ব্রহ্মণো
বরদানেন ভোক্তব্যং তপসঃ ফলম্ ॥ ৪০ ॥ শব্দরায়
পুরা ক্ষিপ্তং বজ্রং কুলিশপাণিনা । হৃদয়ে নিহতঃ
সোহপি তথাপি ন যুতোহসুরঃ ॥ ৪১ ॥ গম্যতাং চ
ময়াজ্ঞপ্তো মহাকালবনোত্তমে । চন্দ্রসূর্য্যো
মমাদেশাত্তত্র সিদ্ধিং চ লপস্যথ ॥ ৪২ ॥ তত্রানন্তো
মহাকালো লিঙ্গরূপো মহেশ্বরঃ । তন্তু চোত্তরতো

দেশে লিঙ্গং কামপ্রদং শিবম্ ॥ ৪৩ ॥ তন্তু দর্শন-
মাত্রেণ কৃতকৃত্যো ভবিষ্যথঃ । তন্তু জ্ঞানাসমূহেন
মরণং শব্দরশ্মি চ । ভবিষ্যতি ন সন্দেহস্তস্মাত্তত্রৈব
গম্যতাম্ ॥ ৪৪ ॥ ইত্যুক্তো বাসুদেবেন চন্দ্রসূর্য্যো
যশস্বিনি । শব্দরং হৃষ্টরোমাণো মহাকালবনং
গতো ॥ ৪৫ ॥ তত্র দৃষ্টা মহাদেবং তেজসো রাশি-
মব্যয়ম্ । স্তবধং বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ পূজিতং কুসুমৈঃ
শুভৈঃ ॥ ৪৬ ॥ এতস্মিন্নস্তরে বাণী লিঙ্গমধ্যাং
সমুখিতা । আশাসয়ন্তী তরসা চন্দ্রসূর্য্যো হিমা-
শ্রজে ॥ ৪৭ ॥ হতঃ স শব্দরো দৈত্যো গতো তৌ
চন্দ্রভাস্করৌ । দৈত্যানাং নির্মিতৌ হৃষ্টৌ পাতা-
লাস্তরসংস্থিতৌ ॥ ৪৮ ॥ রাহুকেতু গ্রহাশ্চে তু
কুতো সময়পূর্ব্বকৌ । স্থাপিতঃ স্বপদে শক্রো দেবৈঃ
সহ ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥ স্বং স্বং স্থানং গতাঃ সর্ব্বৌ
লোকপালা মুদা যুতাঃ । কান্তিপ্রতাপসংযুক্তৌ
ভবন্তৌ ভুবনত্রয়ে ॥ ৫০ ॥ গগনে গ্রহনক্ষত্রৈঃ
সহিতৌ বিচরিস্যথঃ । পূর্ব্ববৎপাপাপানাম্ সাক্ষি-
ভূতৌ ভবিষ্যথঃ ॥ ৫১ ॥ ইত্যুক্তো চন্দ্রসূর্য্যো তু

দৈত্যরাজ দৈত্যগণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া
শোভা পাইতেছে । অধুনা দৈত্যপতির অঙ্গ
সকল দিব্য চন্দনে লিপ্ত হইতেছে, সে সুর-
পুষ্পের ন্যায় উজ্জল কান্তি ধারণ করিয়াছে ;
মুকুটের কান্তিতে তাহার অঙ্গ দীপিত হইয়াছে ;
সিত চামর দ্বারা তাহাকে বীজন করিতেছে ;
যুতোখিত দৈত্য ও দৈত্যাধিপতিগণ তাহার সেবা
করিতেছে ; নানা পুষ্পোৎকরযুত বিহগনাদী
ঋতুগণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার সেবা
করিতেছে । যেখানে শব্দর দৈত্য, সেই-
খানেই অতুলা স্ত্রী, নিরগলা লক্ষ্মী,
কান্তি, দ্যুতি, শোভা সমস্তই বিদ্যমান । দৈত্য-
নৃপতি এইরূপে পরিজনপরিবৃত হইয়া রাজ্য
করিতেছে । সে স্বয়ং ইচ্ছ হইয়াছে, নিজের চন্দ্র-
সূর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে । চন্দ্র-সূর্য্যের এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া বিষ্ণু বলি-
লেন,—হে চন্দ্র-সূর্য্য ! আমি হুয়াক্ষা শব্দরের
বিচেষ্টিত অবগত আছি । সে ব্রহ্মার বরদান-
প্রভাবে তপস্তার ফল ভোগ করিতেছে । পূর্ব্ব
কুলিশপাণ শব্দরের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া বজ্র
মিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু হুয়াক্ষা শব্দরের
তাহাতেও মৃত্যু হয় নাই । হে চন্দ্র-সূর্য্য !
আমার আদেশে মহাকাল বনে গমন কর ।

সেখানে গমন করিলে তোমাদের অভিলষিত
সিদ্ধি হইবে । সেখানে অনন্ত মহাকাল—লিঙ্গ-
রূপী মহেশ্বর বিরাজ করিতেছেন । তাঁহার
উত্তর দিক্‌ভাগে কামপ্রদ শিব বিদ্যমান । তাঁহার
দর্শন করিয়া তোমরা কৃতকৃত্য হইবে । ঐ
শিবের জ্ঞানাম্বু দ্বারা শব্দরের মৃত্যু হইবে,
ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ২৫—৪৪ ॥ হে যশস্বিনি !
বাসুদেব এই কথা বলিলে চন্দ্র-সূর্য্য হৃষ্টরোমা
হইয়া মহাকালবনে গমন করিলেন । ঐ স্থানে
অব্যয় তেজোরশি মহাদেবকে দর্শন করিয়া
তাঁহাকে মাজল্য কুসুম দ্বারা পূজা করিয়া পরে
বিবিধ স্তোত্র পাঠপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে
লাগিলেন । তখন লিঙ্গমধ্যা হইতে এক বাণী
নিঃসৃত হইল । ঐ বাণী চন্দ্র-সূর্য্য আশ্বাসিত
করিলেন ; বলিলেন,—শব্দরাসুর নিহত হইয়াছে ।
শব্দর-নির্ম্মিত চন্দ্র-সূর্য্যদ্বয় পাতালে গমন করি-
তেছে । রাহু ও কেতু নিয়মপূর্ব্বক গ্রহগণের অশ্বে
সম্মিবেশিত হইয়াছে । শক্র দেবগণের সহিত
স্বপদে স্থাপিত হইয়াছেন । লোকপালগণ সহর্ষে
স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়াছেন । কান্তি-প্রতাপ-
সমবিত হইয়া তোমরা চন্দ্র-সূর্য্য ত্রিভুবনে গগনে
গ্রহনক্ষত্রের সহিত বিচরণ করিতে থাক ।
তোমরা পূর্ব্ববৎ পাপ-পুণ্যের সাক্ষীভূত

তয়া বাণ্যা বরাননে । সন্তুষ্টৌ কৃতকৃত্যৌ তু সঞ্জাণৌ
লিঙ্গ-দর্শনাৎ ॥ ৫২ ॥ এতন্নিরন্তরে দেবা বিমানস্থাঃ
সমাগতাঃ । যচ্চ চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ মহাকালবনে
ভূভৌ ॥ ৫৩ ॥ জাহ্নবা লিঙ্গশ্চ মহাত্মাঃ নাম চক্রঃ
সমাহিতাঃ । সেবিতং চন্দ্রসূর্য্যাত্মাং লিঙ্গং তেজো-
ময়ং পরম্ ॥ ৫৪ ॥ চন্দ্রাদিত্যেশ্বরং নাম খ্যাতিং
যাস্ততি ভূতলে । লিঙ্গস্থাস্ত সমুখেন জালা-
সজ্জেন শব্দরঃ । দক্ষো ভূতাজনৈঃ সাক্ষিঃ চন্দ্র-
সূর্য্যাস্তসেবনাৎ ॥ ৫৫ ॥ ইত্যুক্তা ত্রিদেশাঃ সর্ব্বৈ
সমীপে সন্নিভাঃ স্থিতাঃ । অবন্তো বিবিধৈঃ স্তোত্রৈ
চন্দ্রাদিত্যেশ্বরং শিবম্ ॥ ৫৬ ॥ চন্দ্রাদিত্যো চ তত্রস্থৌ
স্থিতৌ লিঙ্গসমীপতঃ । আরাধ্যস্তৌ দেবেশং পদং
প্রাপ্তৌ চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৫৭ ॥ যে পশুস্তি নরা ভক্ত্যা
চন্দ্রাদিত্যেশ্বরং শিবম্ । তে যাস্তি সূর্য্যালোকং
তু চন্দ্রলোকং তথৈব চ ॥ ৫৮ ॥ বিমানৈঃ সূর্য্য-
সঙ্কটশেষস্থা চন্দ্রপ্রভৈঃ শুভৈঃ ॥ যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ
তাবন্তেষাং সুখং ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥ চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে
তু চন্দ্রাদিত্যেশ্বরং শিবম্ । যে পশুস্তি নরা ভক্ত্যা
জাহ্নবা শিপ্ৰাঃ চ পাবনৌ ॥ ৬০ ॥ তেষাং কুলশতং
যাবৎ পৈতৃকং মাতৃকং তথা । লোকে চন্দ্রশ্চ

হইবে। হে বরাননে! লিঙ্গোখিতা বাণী দ্বারা
চন্দ্র সূর্য্য সন্তুষ্ট ও কৃত-কৃত্য হইলেন। এমন
সময় দেবগণ বিমানবরে আরোহণপূর্ব্বক যেখানে
চন্দ্র-সূর্য্য বিদ্যমান ছিলেন, সেই স্থানে মহাকাল
বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার লিঙ্গ-
মাহাত্ম্য অবলোকন করিয়া তাহার এইরূপ নাম
করিলেন যে, চন্দ্র-সূর্য্য এই লিঙ্গের সেবা করিয়া-
ছেন বলিয়া এই লিঙ্গের নাম হইল,—চন্দ্রা-
দিত্যেশ্বর। চন্দ্র-সূর্য্যের লিঙ্গ-সেবার গুণে লিঙ্গ-
সমুখিত জালামালা দ্বারা সপরিজন এই শব্দর
দৈত্য নিহত হইল। ত্রিদেশগণ এই কথা বলিয়া
সকলে মিলিয়া চন্দ্রাদিত্যেশ্বর দেবের বিবিধ প্রকার
স্তব করিতে লাগিলেন। চন্দ্রাদিত্য, লিঙ্গ-সমীপে
বাস করিলেন। তাঁহার উভয়ে দেবদেবের
আরাধনা করিয়া পূর্ব্ব পদ প্রাপ্ত হইলেন।
যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক চন্দ্রাদিত্যেশ্বর শিব দর্শন
করে, তাহার চন্দ্র-সূর্য্যাত্ম বিমানে আরোহণ-
পূর্ব্বক যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর চন্দ্র সূর্য্যালোকে বাস
করিয়া থাকে। যাহারা চন্দ্র-সূর্য্যাগ্রহণে শিপ্ৰায়
জ্ঞান করিয়া ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, তাহাদের পিতা
মাতার শত কুল চন্দ্র-সূর্য্যালোকে গমন করিয়া

সূর্য্যশ্চ মোদতে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ৬১ ॥ অমাসৌম-
সমায়োগে যে পশুস্তি প্রসঙ্গতঃ । চন্দ্রাদিত্যেশ্বরং
দেবং ন তে যাস্তি যমালয়ম্ ॥ ৬২ ॥ এষ তে
কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । চন্দ্রাদিত্যে-
শ্বরেশ্চ শ্রয়তাং করভেশ্বরম্ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে চন্দ্রাদিত্যেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীহর উবাচ । ত্রিসপ্ততীশ্বরং বিদ্ধি করভেশঃ
বরাননে । যস্ত দর্শনমাত্রেণ কুয়োনির্নৈব লভ্যতে ॥
১ ॥ বীরকেতুরভূক্ষীমানযোধ্যায়া মহীপতিঃ ।
বিদ্যাবিনয়সৌভাগ্যলাবণ্যমৃত পুরিতঃ ॥ ২ ॥
স সম্যক পালয়ামাস প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্ ।
অতীতানাগতজ্ঞানপরিণিষ্ঠিতমানসঃ ॥ ৩ ॥ অথৈক-
স্মিন্ দিনে রাজা জগাম গহনং বনম্ ।
মৃগসিংহজাকীর্ণং ব্যাঘ্রসদৃশস্কুলম্ ॥ ৪ ॥ স তত্র
বিবিধান্ বস্তান্ বিব্যাধ পরবীরহা । মৃগাংশ্চ মহিষাং-

অনন্তকাল আনন্দ উপভোগ করে। সৌমবার
অমাবস্তায় যে মানব উক্ত লিঙ্গ দর্শন করে, তাহার
যমালয়ে গমন করে না। হে দেবি! এই আমি
তোমার নিকট চন্দ্রাদিত্যেশ্বরের পাপ-নাশন
প্রভাব কীকট করিলাম, অতঃপর করভেশ্বর-
মাহাত্ম্য শ্রবণ কর ॥ ৪৫—৬৩ ॥

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ।

শ্রীহর বলিলেন,—হে দেবি! যাহাকে দর্শন
করিলে কুয়োনি লাভ করিতে হয় না, সেই কর-
ভেশ্বর লিঙ্গকে ত্রিসপ্ততিতম বলিয়া জানিবে।
অযোধ্যায় বীরকেতু নামে এক নরপতি ছিলেন।
তিনি বিদ্যা, বিনয়, সৌভাগ্য, ও লাবণ্য
এই সকল গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি
ভূত ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া ঔরসপুত্র-
নির্নিশেষে প্রজা পালন করিতেন। একদা
রাজা মৃগ, সিংহ, গজ, ব্যাঘ্র, ও শব্দর-সকুল
গহনবনে গমন করেন। বনগমন করিয়া তিনি
মৃগ, মহিষ, বরাহ প্রভৃতি সহস্র সহস্র বস্ত

শৈব বরাহাংসঃ সহস্রশঃ ॥ ৫ ॥ লোড়িতং তদ্বনং
সৰ্বং পশুপক্ষিমৃগাকুলম্ । রহিতং স্থাপদৈঃ সৰ্বৈঃ
কৃতং তেন মহীভূতা ॥ ৬ ॥ যদা ন স্থাপদান্ত্বিন্
দৃষ্টান্তে গহনে বনে । তদা বিদ্বন্ত্ করতো
বাণেনানতপৰ্জ্জনা ॥ ৭ ॥ স চাপি করতো দেবি
বাণমাদায় সহস্রম্ । বিদ্বোহপি নিঃসৃতোহত্যর্থঃ
রাজস্তুশ্চৈব পশুতঃ । স চ রাজা বলী তুৰ্ণঃ সসার
করভঃ প্রতি ॥ ৮ ॥ ততো নিম্নস্থলং চৈব স
চোষ্ট্রোহজবদাশুগঃ । মুহূৰ্ত্তেন ততো দেবি
যোজনানি বহুস্তপি ॥ ৯ ॥ ততঃ স রাজা তাক্ৰণ্য-
দৌরসেন বলেন চ । সসার বাণাসনধ্বক্ সখজাঃ
সহস্রো নৃপঃ ॥ ১০ ॥ ততো নদারদীশৈব পশ্বলানি
বনানি চ । অতিক্রম্যানতিক্রম্য সসারৈব বনেচরম্ ॥
১১ ॥ স চাপি করতো দেবি আসাদ্যাসাদ্য তং
নৃপম্ । পুনরপ্যোতি জবনো জবেন মহতা ততঃ ॥
১২ ॥ স তস্ম বাণৈবভূতিঃ করতো বিহ্বলীকৃতঃ ।
পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতশ্চৈব পুনরভ্যোতি চান্তিকম্ । পুনশ্চ
জবমাস্থায় পার্শ্বে চাগ্রে চ দৃষ্টতে ॥ ১৩ ॥
অথারণ্যং মহারৌদ্রং প্রবিষ্টঃ করভ স্তদা ।

জন্তকে নিহত করেন । তাঁহার এই মৃগয়া-ব্যাপারে
পশু-পক্ষি-মৃগাকুল সেই বন স্থাপদশূন্য হইল ।
ঐ বনে যখন আর মৃগাদি দৃষ্ট হইল না, তখন তিনি
আনতপৰ্জ্জ বাণ দ্বারা এক করভকে বিদ্ধ করিলেন ।
ঐ করভ বিদ্ধ হইয়া বাণের সাহিত পলায়ন করিল ।
রাজা তাহা দেখিতে পাইয়া তাহার অনুসরণ করি-
লেন । করভ অতিবেগে এক নিম্নভূমিতে প্রবেশ
করিল । সে মুহূৰ্ত্তকালের মধ্যে বহু যোজন পথ
অতিক্রম করিয়া ফেলিল । রাজাও খুয়া, বল-
বীৰ্য্য-সম্পন্ন ; তিনি শরাসন ও খজা ধারণপূৰ্ব্বক
হয়োপরি আরোহণকরত করভের অনুসরণ করিতে
লাগিলেন । এইরূপে বহু নদ, নদী, পশ্বল, বন পুনঃ-
পুন অতিক্রম করিয়া তিনি তাহার অনুসরণ করিতে
ধাকিলেন । ঐ করভ তখন কখন কখন রাজার
নিকটবর্তী হইতে লাগিল, আবার কখন অতিজবে
দূরে গমন করিয়া প্রত্যাগত হইতে লাগিল । ঐ
সময় রাজা তাহাকে বহু বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিতে
লাগিলেন ; কিন্তু সে বিদ্ধ হইয়াও সন্নিহিত হইয়া
তাঁহার পশ্চাৎ দিকে ও পার্শ্বে আসিতে লাগিল ।
আবার কখন কখন তাহাকে অগ্রবর্তী হইয়া আত-
বেগে ধাবিত হইতে দেখা যাইতে লাগিল । এই-
ভাবে ধাবন করিতে করিতে ঐ করভ এক অতি

অন্তর্ধানঃ জগামাশ্চ স চ রাজা বনেহবিশৎ ॥
১৪ ॥ প্রবিষ্ট চ মহারণ্যং তাপসানামথামমম্ ।
আসসাদ ততো রাজা শ্রান্তাশোপাবিশৎ পুনঃ ॥ ১৫ ॥
তং কার্ষুককরং দৃষ্ট্বা শ্রমার্ভঃ ক্ষুধিতঃ তদা ।
সমভ্যোত্যর্থযন্তশ্চৈব পূজাং চকুৰ্যথাবিধি ॥ ১৬ ॥
স পূজামৃষিভির্দত্তাং প্রতিগৃহ্য যথাবিধি । অপৃচ্ছ-
তাপসান্ সৰ্বাঃস্তপসো বুদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ১৭ ॥ তে তস্ম
রাজো বচনং প্রতিগৃহ্য তপোধনাঃ । ঋষয়ো
রাজশার্দূলং পপ্রচ্ছস্তং প্রয়োজনম্ ॥ ১৮ ॥ কেন
ভদ্র সুখার্থেন সম্প্রাপ্তোহসি তপোবনম্ । পদাতি-
ৰ্বন্ধনিস্থিশো ধৰ্ম্মী বাণী নরেশ্বর ॥ ১৯ ॥
এতদিচ্ছামহে শ্রোতুং কুতঃ প্রাপ্তোহপি মানদ
কশ্মিন্ কুলে চ জাতস্তং কিংনামা ক্রহি পার্থিবঃ
২০ ॥ ততঃ স রাজা সৰ্বোভ্যো দ্বিজৈভ্যঃ পুরুষৰ্ষভঃ
আচখ্যো তদৃথান্তায়ঃ কুলং গোত্রকং তত্বতঃ
২১ ॥ ইক্ষাকুণাং কুলে জাতো বীরকেতুর্দ্বিজৰ্ষভাঃ
চরামি মৃগযুধানি বিব্রন্ বাণৈঃ সহস্রশঃ ॥ ২২ ॥ বলেন
মহতা যুক্তঃ সামাত্যঃ সপরিচ্ছদঃ । যদা ন লকো

ভীষণ গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া অন্তর্হিত
হইল । রাজাও বনে প্রবেশ করিলেন । তখন তিনি
অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া তাপসদিগের আশ্রমে গিয়া
উপস্থিত হইলেন এবং আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করি-
লেন । তিনি আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র তাপসগণ
তাঁহাকে কার্ষুকধর, শ্রমার্ভ এবং ক্ষুধিত অবলোকন
করিয়া যথাবিধি সৎকার করিলেন । তিনি ঋষিগণের
পূজা গ্রহণ করত ঐ তাপসগণকে তাঁহাদের উত্তম
তপোবুদ্ধির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । ঋষিগণ রাজার
বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আগমন কারণ জানিতে
চাহিলেন । তাঁহারা বলিলেন,—হে ভদ্র ! আপনি
কোন সুখের জন্য কি হেতু তপোবনে আগমন
করিয়াছেন ? হে নরেশ্বর ! কি হেতু আপনাকে
খজাধারণপূৰ্ব্বক ধর্ম্মী হইয়া পাদচায়ে
এখানে আসিতে দর্শন করিতেছি ? আপনি
কোথা হইতে আগমন করিলেন ? কোন কুলে
আপনার জন্ম, এবং আপনার নামই বা কি ?
এই সকল আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি
তাঁহা বলুন ॥ ১—২১ ॥ অনন্তর রাজা ঐ দ্বিজসত্তমগণ
কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—
হে দ্বিজগণ, ইক্ষাকুবংশে আমার জন্ম, আমার
নাম,—বীরকেতু ; আমি মহৎবল, অমাত্য ও
পরিজনবর্গের সাহিত বিচরণ করিতে করিতে বনে

গহনে যুগো বা শুকরোহপি বা ২৩ । মহিস-
চিন্তনো বাপি শশো বা শঙ্করো বনে । তদা মে
করভো বিদ্ধো বাণেনানন্তপর্কণা ২৪ । স প্রনষ্টঃ
কর্ণেনৈব সবাণো মম পশ্চতঃ । তং ত্রবন্তমহু-
প্রাপ্তো বনমেতদ্যদৃচ্ছয়া ২৫ । ভবৎসকাশং
নষ্টেজ্জীহতাশঃ শ্রমকর্ষিতঃ । ভবতাং বিদিতং সর্গং
সর্গজ্ঞা হি তপোধনাঃ । ভবন্তঃ স্তুমহাভাগাস্তস্মাৎ
পৃচ্ছামি সংশয়ম্ । ক গতঃ করভো বিদ্ধো ময়া
বাণেন সাস্ত্রতম্ । ক চ প্রাপ্যামি সহসা ক্রত
তৎ স্তুমহাহিতাঃ ২৬ । ততস্তেষাং সমস্তানামুযৌগা-
মুযিসন্তমঃ । ঋষভো দেবি করভঃ স্মরস্মিদমথা-
ত্রবীৎ ২৮ । গতঃ স করভো ভূপ মহাকালবনে
শুভে । গচ্ছ ত্বং চ মহারাজ মহাকালবনে শুভে ।
২৯ । যত্র দেবো মহাদেবঃ কারভঃ রূপমাস্থিতঃ ।
বিনোদার্থঃ চ দেবানাং লিঙ্গমূর্তিরভূৎপুয়া ৩০ ।
পশ্চিমে ক্ষেত্রপালস্ত কৈলাসস্ত মহৌপতে । সমীপে
তস্ত বিয়েশো মোদকপ্রিয়সংজ্ঞকঃ ৩১ । ব্রহ্মণা

বহুসহস্র যুগ নিহত করিয়াছি । প্রতিনিয়ত এই-
রূপে যুগবধ করায় যখন আর যুগ, শুকর, মহিষ,
চিন্তল, শশ ও শঙ্কর প্রভৃতি যুগ আর দেখিতে
পাওয়া গেল না, তখন আমি আনন্তপর্ক বাণ দ্বারা
এক করভকে বিদ্ধ করি । ঐ করভ বিদ্ধ হইয়া
বাণের সহিত ধাবিত হই, আমি তদর্শনে তাহার
অনুসরণ করি । ঐ করভের অনুসরণ করিতে
করিতে আমি নষ্টজী ও শ্রান্ত হইয়া আপনাদের
নিকট আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি । আপনা-
দের অবিদিত কিছুই নাই, যে হেতু তপোধনগণ
সর্গজ্ঞ । আপনারা মহাভাগ ; আমার এক সংশয়
অছে, তাহা আপনারা অপনয়ন করুন । আমার
সংশয় এই যে, আমি বাণবদ্ধ করিলে করভ বাণ-
সহ কোথায় গমন করিল ? এবং কোথায় আমি
তাহাকে প্রাপ্ত হইব ? আপনারা সমাহিত ভাবে
তাহা আমাকে বলুন । অনন্তর ঋষিসন্তম ঋষভ,
করভ-বিষয়ক ধ্যানপরায়ণ হইয়া বললেন,—
হে রাজন্ ! ঐ করভ মহাকালবনে গমন করি-
য়াছে । আপনিও ঐ মহাকাল বনে গমন করুন ।
পূর্বে হইতে ঐ স্থানে দেবদেব মহাদেব দেবগণের
বিনোদার্থ করভরূপ ধারণপূর্বক লিঙ্গরূপে অবস্থান
করিতেছেন । হে মহৌপতে ! এই লিঙ্গ ক্ষেত্রপাল
কৈলাসের পশ্চিমে বিরাজিত । ইহার নিকটে
মোদকপ্রিয় নামক বিঘ্ননাশনকারী এক লিঙ্গ

পুজিতে । রাজন্ দেবানামর্গসিদ্ধয়ে । স চ ধর্ম্মধ্বজো
রাজা হৈহয়ানাং কুলোদ্ভবঃ ৩২ । তুরগেণ কদাচিত্তু
নৌতো বদরিকাশ্রমম্ । প্রসিদ্ধং ত্রিষু লোকেষু নর-
নারায়ণাশ্রমম্ ৩৩ । তত্র চৌরাজিনধরং কৃশং বিপ্রং
দদর্শ হ । শরীরমপি রাজেন্দ্র ন কেনাপি সমং
তদা । দৃষ্ট্বা চ হসিতো বিপ্রস্তেন রাজা প্রমাদতঃ ।
৩৪ । যস্মাদ্ভসসি মাং দৃষ্ট্বা তস্মাদ্ভ্রষ্টো ভবিষ্যসি ।
লঙ্ঘোষ্ঠো লব্ধদন্তশ্চ বিশ্বরো বিকৃতাকৃতিঃ । ইত্যুক্ত-
স্তেন বিপ্রেণ শপ্তোহপি নৃপসন্তমঃ । তং বিপ্রং
প্রার্থয়ামাস স চ তৃপ্তোহববৌদিদম্ ৩৬ । ন মে
বাগনূতা ভূপ কদাচিদপি বিদ্যতে । অবশ্যং করভো
ভূত্বা পশ্চান্মুক্তিমবাপ্যসি ৩৭ । যদা ত্বং করভো
জাতো বিদ্ধো বৈ বীরকেতুনা । অযোধ্যাধিপভূপেন
গমিষ্যসি শরাহতঃ ৩৮ । মহাকালবনং দিব্যং তত্র
ত্বং লিঙ্গদর্শনাৎ । গমিষ্যাসি পরং স্থানং যত্র দেবো
মহেশ্বরঃ ৩৯ । স চেক্ষাকুলোদ্ভূতো বীরকেতু-
র্মহাবলঃ । লিঙ্গদর্শনতো ভূপ চক্রবর্ত্তিমবাপ্যতি ৪০ ।
ইত্যুক্তো নৃপ ভূপালঃ করভত্বং সমাগতঃ ।

আছেন । ব্রহ্মা দেবগণের প্রযোজনসিদ্ধির নিমিত্ত
এই লিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন । একদা
হৈহয়-কুলোদ্ভব রাজা ধর্ম্মধ্বজ, তুরঙ্গ
আরোহণ করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করেন ।
ঐ বদরিকাশ্রমের নরনারায়ণাশ্রম ত্রিলোক-
প্রসিদ্ধ । রাজা বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া
চৌরাজিনধর এক কৃশ বিপ্রকে দর্শন ক্রুরিয়া হস্ত
করেন । হে রাজন্ ! ঐরূপ শরীর আর কোথাও
দেখিতে পাওয়া যায় না ; এই জন্তই তিনি হস্ত
করিয়াছিলেন । বিপ্র কুণ্ঠিত হইয়া রাজাকে শাপ
প্রদান করিলেন যে, যে হেতু তুমি আমাকে
দেখিয়া হস্ত করিলে, অতএব তুমি লঙ্ঘোষ্ঠ,
লব্ধদন্ত, বিশ্বর, বিকৃতাকার উষ্ট্র হইবে । বিপ্র
কর্ত্তক এই রূপ অশিশু হইয়া রাজা তাঁহার
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি তুষ্ট হইয়া বলি-
লেন,—হে নৃপ ! আমার বাক্য কদাচ অন্তথা হই-
বার নহে, আমার বাক্যপ্রভাবে অবশ্যই তোমাকে
করভ হইতে হইবে ; কিন্তু পশ্চাৎ যুক্তি লাভ
করিবে । ২২—৩৭। তুমি যখন করভ হইয়া অযো-
ধ্যাধিপতি বীরকেতু কর্ত্তক বিদ্ধ হইয়া মহাকাল বনে
গমন করত লিঙ্গদর্শন করিবে, তখন তুমি দেবদর্শন-
ফলে শাপমুক্ত হইয়া মহেশ্বরের পরম পদ লাভ
করিবে । আর সেই বীরকেতু ঐ লিঙ্গ দর্শন করিয়া

স ত্রয়াতিহতো ভূপ বাণেনানন্তপক্ষণা । দ্রাক্যসি
 স্বং বিমানস্থং বিমুক্তং লিঙ্গদর্শনাৎ ॥ ৪১ ॥ ইত্যুক্তো
 নৃপতিস্তেন ঋষভেণ দ্বিজেন তু । আজগাম ত্রা-
 যুক্তো মহাকালবনং শুভম্ ॥ ৪২ ॥ দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং
 পূজিতং ত্রিদশৈঃ সদা । এতন্নিবন্তরে বাণী ক্রতা
 তেন মহীভূতা ॥ ৪৩ ॥ বিমানস্থেন যা প্রোক্তা
 তুষ্ট্রেণ মধুরস্বরা । ভো ভো রাজেন্দ্র মাং পশু
 বিমানে চোদ্ধতে শুভে ॥ ৪৪ ॥ দর্শনাদস্ত লিঙ্গস্ত
 প্রাপ্তা মে পরমা গতিঃ । ত্রয়া হতোহহং বাণেন
 তেনাহং আগতো বনে । সমীপমস্ত লিঙ্গস্ত স্বং মে
 বন্ধুঃ পরো যতঃ ॥ ৪৫ ॥ ইত্যুক্তা স নৃপঃ দেবি বচঃ
 সমধুরাক্ষরম্ । গতস্ত পরমং স্থানং নিত্যমব্যয়-
 মক্ষয়ম্ ॥ ৪৬ ॥ ততো দেবগণা ব্যোমি সাক্ষর-
 মহোরগাঃ । যক্ষরাক্ষসগন্ধর্বাঃ সপিশাচাপরো-
 গণাঃ ॥ ৪৭ ॥ ব্রহ্মেন্দ্রহরিমুখ্যাশ্চ বিমানৈর্দেবি
 সংস্থিতাঃ । আজগুমুদিতাস্তত্র ভ্রষ্টুঃ কৌতুক-
 মানসাঃ ॥ ৪৮ ॥ বিলোক্য করভং মুক্তং বিমানস্থং
 বিরাজিতম্ । লিঙ্গদর্শনমাত্রেণ সংস্কৃতং বিবিধৈঃ
 স্তবৈঃ ॥ ৪৯ ॥ অচ্ছরত্বসমূহেন মুকুটেনোজ্জ্বল-

চক্রবর্তিভ্য লাভ করিবেন । হে নৃপ ! এইরূপ অভি-
 হিত হইয়া ঐ ভূপতি করভস্থ প্রাপ্ত হন এবং তোমা
 কর্তৃক বাণ দ্বারা আহত হইয়াছেন । আপনি লিঙ্গ
 দর্শনের কালে উহাকে বিমুক্ত হইতে দেখিবেন ।
 ঋষভ দ্বিজ এই কথা বলিলে রাজা বীরকেতু মহা-
 কাল বনে আগমন করিলেন । আগমন করিয়া
 তিনি দেবগণকে মহেশ্বরের পূজা করিতে দেখি-
 লেন । এই সময় আকাশস্থ বিমান হইতে যে
 বাণী উদ্গত হইল, তাহা রাজা বীরকেতু শ্রবণ
 করিলেন । সেই বাণী এই যে, ভো ভো রাজন !
 আকাশস্থ বিমানে আমাকে অবলোকন কর ।
 লিঙ্গদর্শনের কালে আমি পরমগতি লাভ
 করিয়াছি । আপনি আমাকে বাণ দ্বারা নিহত
 করিবেন বলিয়াই আমি বনে আগমন করিয়া-
 ছিলাম । এই লিঙ্গ-সমীপে আপনি আমার বন্ধু
 হউন । হে দেবি ! এই কথা বলিয়া ঐ মুক্ত
 পুরুষ নিত্য অক্ষয় ধামে গমন করিল । অনন্তর
 কিরর, উরগ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ও
 অপ্সরোগণের সহিত ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ বিমানবরে
 আরোহণপূর্ব্বক কৌতুকাক্রান্ত হইয়া মুদিতমনে লিঙ্গ
 দর্শনের কালে করভক মুক্ত হইয়া বিমানে বিরাজ
 করিতেছে, তাহা দেখিবার জন্ত আগমন করিলেন ।

দ্বিষা । ভাসন্তঃ রবিকোটীনাং জগদানন্দকারকম্ ॥
 ৫০ ॥ নাম চক্ৰস্তুতো দেবা দৃষ্টা মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
 দর্শনাদস্ত লিঙ্গস্ত মুক্তোহহং করভো যতঃ ॥ ৫১ ॥
 তস্মাব্রিষপি লোকেষু বিখ্যাতঃ করভেশ্বরঃ । ভবি-
 য়তি ন সন্দেহঃ পশুযোনিবিমোচকঃ ॥ ৫২ ॥ ইত্যুক্তা
 ত্রিদশাঃ সর্বে গতাঃ স্বং ধিক্যমুত্তমম্ । অযো-
 ধ্যাধিপতিবীরো বীরকেতুঃ স্বমাজয়ম্ । সমুদ্রং
 নিঃসপত্ৰক ততো রাজ্যং চকার সঃ ॥ ৫৩ ॥ যঃ
 পশুতি নরো দেবি করভেশ্বরসংজ্ঞকম্ । স প্রয়াত্য-
 ক্ষয়াল্লোকান পূজ্যমানো গণাধিপৈঃ ॥ ৫৪ ॥ যদা
 কালাদিহায়াতো রাজরাজেশ্বরো মহান । পৃথিব্যা-
 মেকরাড্ভূত্বা ক্রমান্মোকমবাপুগাৎ ॥ ৫৫ ॥ ন
 হুঃখং জায়তে তস্ত ব্যাধিশোকভয়ং তথা । যে
 পশুস্তি প্রসঞ্জন তল্লিঙ্গং করভেশ্বরম্ ॥ ৫৬ ॥ সর্ব-
 মেধেযু যৎপুণ্যং সর্বদানেষু যৎকলম্ । তৎকলং
 ত্রিধিকং দেবি করভেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৫৭ ॥ ব্যাধয়ো
 নোপজায়ন্তে দারিদ্র্যং ন কদাচন । ঐশ্বর্য্যং চাতুলং
 তেষাং জায়তে দর্শনাৎ সদা ॥ ৫৮ ॥ পশুযোনি-

ঐ স্থানে আগমন করিয়া তাঁহারা বিবিধ রত্নখচিত
 মুকুটের প্রভাবে উজ্জলকান্তি জগদানন্দকারক দেবকে
 উদ্দীপিত করত বিবিধ স্তব দ্বারা তাঁহাকে প্রীত
 করিলেন ॥ ৩৮—৫০ ॥ অনন্তর তাঁহারা তাহার উত্তম
 মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া এই ভাবে নামকরণ করিলেন
 যে, করভক এই লিঙ্গ দর্শন করিয়াছে বলিয়া এই
 লিঙ্গও ত্রৈলোক্যে করভেশ্বরনামে বিখ্যাত হইবেন ।
 এই লিঙ্গ নিশ্চয়ই পশুযোনি বিমোচন করিবেন ।
 এই কথা বলিয়া দেবগণ আপন আপন আলয়ে
 গমন করিলেন । অযোধ্যাধিপতি রাজা বীরকেতুও
 স্বীয় রাজধানীতে গমন করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য
 ভোগ করিতে লাগিলেন । হে দেবি ! যে ব্যক্তি
 করভেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, সে গণাধিপগণ কর্তৃক
 পূজিত হইয়া শান্তধামে গমন করিয়া থাকে ।
 অপিচ সে যখন পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে, তখন পৃথি-
 বীর একচ্ছত্র রাজরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং
 ক্রমে মোক্ষপ্রাপ্ত হয় । প্রসঙ্গাধীনও যাহারা এই লিঙ্গ
 দর্শন করে, কদাচ তাহাদের ব্যাধি, শোক, ভয় ও
 হুঃখ জন্মে না । অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিলে যে পুণ্য, ও
 সকল প্রকার দান করিলে যে পুণ্য হয়, করভেশ্বর
 লিঙ্গ দর্শন করিলে ততোধিক পুণ্য লাভ হইয়া
 থাকে । উক্ত লিঙ্গ দর্শনের কালে কদাচ মানব-
 গণের ব্যাধি ও দারিদ্র্য হয় না, পরন্তু অতুল ঐশ্বর্য্য-

গতা যে চ পিতরো হুঃখিতাস্তে যে । তিষ্ঠন্তি চাহরে
তে তু চিস্তয়ন্তঃ স্বগোজ্জম্ । আগমিস্যতি নঃ
পুত্রো নপ্তা বা সম্ভতাবিহ । কদা পশ্যতি দেবেশং
করভেশ্বরমৌশ্বরম্ । তেন দর্শনমাত্রেণ মুক্তির্নো
ভবিতা ক্ৰবম্ ॥ ৬০ ॥ যো যমুদিশ্চ বৈ কামং দর্শনং
তু করিস্যতি । তস্মৈ তজ্জায়তে সৰ্বং মৃতস্য
পরমা গতিঃ ॥ ৬১ ॥ এষ তে কথিতো দেবি
প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । করভেশস্য দেবস্য শৃণু
রাজহুলেশ্বরম্ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে করভেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীহর উবাচ । চতুঃসপ্ততিকং বিদ্ধি শিবং
রাজহুলেশ্বরম্ । যস্য দর্শনমাত্রেণ সৰ্বপাপৈঃ
প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥ বিষ্ণুকল্পে পুরা বৃন্তে মনন্তরমুখে
প্রিয়ে । অরাজকে মহাপৃষ্ঠে ব্রহ্মা চিস্তাপরোহভবৎ ॥
২ ॥ ন মনুষ্যৈর্বিদ্যা দেবাঃ সমর্গা লোকধারণে ।

প্রাপ্তি হইয়া থাকে । যাহাদের পিতৃগণ পশুযোনি-
গত হইয়া হুঃখ পাইতেছে ; তাহারা অধরে
থাকিয়া এইরূপ মনে মনে করে যে, হায় ! কবে
আমাদের পুত্র-পৌত্র এই স্থানে আগমন করিয়া
করভেশ্বর দেবকে দর্শন করিবে ? আমরা তখন
মুক্তি লাভ করিব । যে ব্যক্তি যাহা কামনা
করিয়া এই লিঙ্গ দর্শন করে, সে তাহাই লাভ
করিয়া থাকে এবং অন্তে তাহার পরমগতি হয় ।
হে দেবি ! এই আমি করভেশ দেবের পাপনাশন
প্রভাব কীৰ্ত্তন করিলাম, অতঃপর রাজহুলেশ্বর
দেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ৫১—৬২ ।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৩ ।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

শ্রীহর বলিলেন,—হে দেবি ! বাহ্যক দর্শন
করিলে মানব সৰ্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে,
সেই রাজহুলেশ্বর লিঙ্গকে চতুঃসপ্ততিতম বলিয়া
জানিবে । পূর্বে মনন্তরমুখে বিষ্ণুকল্পে ধরাতলে
অরাজকতা উপস্থিত হইলে ভগবান্ চিন্তিত হন ।
তিনি ভাবিলেন যে, মনুষ্য ব্যতিরেকে দেবগণ

দানেজ্যাজপতো দেবা ভজন্তে পুষ্টিমুত্তমাম্ ॥ ৩ ॥
যোগো রাজা প্রজাপালঃ কো ভবেজ্জনবৎসলঃ ।
সোহপশ্যদথ রাজর্ষিঃ তপস্বন্তঃ রিপুঞ্জয়ম্ ॥ ৪ ॥
পৃথ্যাং সৰ্বগুণাকীর্ণঃ ধর্ম্মনিষ্ঠঃ মহাব্রতম্ ।
তমুবাচাথ দেবেশো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৫ ॥
ব্রহ্মোবাচ । রিপুঞ্জয় নিবোধেদং বচনং মম পুত্রক
রাজ্যং চ পাল্যতাং বৎস এককল্লেন চেতসা ॥ ৬ ॥
অনং তে তপসা তাত কষ্টেনানেন সাম্প্রতম্ ।
ধর্ম্মেণ বিজিতাঃ সর্বে জয়া লোকা নরোত্তম ॥ ৭ ॥
ক্রিয়তামধুনা লোকপালনং তু মমাজয়া । যতঃ
পরোপকারো হি কলং দেবস্য দেহিনঃ ॥ ৮ ॥ ন
ধর্ম্মস্তাদৃশোহন্তোহস্তি ন চান্তোহর্থস্ত সাধকঃ ।
নিরয়াশ্চিরপি শ্রেয় উপকৃত্যা পরস্ত বৈ ॥ ৯ ॥
নাপকারেণ ভূতানামপি শ্রাদ্ধুবনেশতা । সতঃ
লোককার্য্যার্থং মদাজাগৌরবেণ চ । পৃথ্বীং
সমুদ্রবসনাং প্রজাশ্চৈব প্রপালয় ॥ ১০ ॥ ইত্যুক্তঃ
স তু রাজর্ষিরক্ষণা পরিত্যজে । প্রোবাচ
প্রাঞ্জলীভূত্ব ব্রহ্মাণং তু রিপুঞ্জয়ঃ ॥ ১১ ॥ স্বভাবেনা

লোকরক্ষায় সমর্থ নহেন । দান, যজ্ঞ ও তপ
দ্বারা দেবগণ পুষ্টি লাভ করিয়া থাকেন । জন-
বৎসল উপযুক্ত রাজা কোথায় পাওয়া যায় ?
এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি রিপুঞ্জয় রাজাকে
তপস্বী করিতে দেখিলেন । এই রাজা পৃথিবীর
মধ্যে সৰ্বগুণালঙ্কৃত, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও মহাব্রত ।
তিনি রাজার ক তথাবিধ দর্শন করিয়া বলি-
লেন,—হে পুত্র রিপুঞ্জয় ! তুমি আমার কথা
শুন, হে বৎস ! তুমি বিনা আপত্তিতে রাজ্য
পালন কর, তোমার তপস্বী করিবার আবশ্যক
নাই ; অধুনা তোমাকে আর তপঃক্লেশ সহ্য করিতে
হইবে না । তুমি ধর্ম্ম দ্বারা সর্বলোক
করিয়াছ ; অধুনা তুমি আমার আদেশে পৃথিবী
পালন কর, যে হেতু পরোপকারই দেহীদেগের
দেহধারণের ফল ॥ ১—৮ ॥ পরোপকারের জ্ঞানধর্ম্ম ও
গর্হ-সাধন আর নাই ; পরোপকার করিয়া যদি
নিরয়ে গমন করিতে হয়, তাহাও ভাল । পরো-
পকার ব্যতীত কেহ কদাপি পৃথিবীর আধিপত্য
লাভ করিতে পারে না । তুমি আমার গৌরব
ব্রহ্মা করিয়া লোক-কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক এই
নাগরাদ্বারা ধরার শাসনভার গ্রহণ করত প্রজা
পালন কর । হে দেবি ! পিতামহ এই কথা
বলিলে নৃপতি কৃতাজলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন,—

চলা পৃথ্বী ত্রয়া পূৰ্ব্বঃ বিনিশ্চিতা । বিনৈব পালকঃ
 হেমা কুত্র যাস্ততি মেদিনী ॥ ১২ ॥ . যদ্যবশ্যং ময়া
 পৃথ্বী পালনীয় পিতামহ । দেহি মে নগরীং রম্যা-
 মবন্তীং সপ্তকল্পগাম্ ॥ ১৩ ॥ মনুষ্যালোকে বিখ্যাতা
 সকলে সামরাবতী । স্বৰ্গচ্যুতানাং দেবানাং নিবাসার্থং
 প্রতিষ্ঠিতা ॥ ১৪ ॥ মৰ্যাদামনুবর্তেয়ুর্য়দি মে নাক-
 বাসিনঃ । অদন্তে চ ময়া স্থানে ন বাসঃ কস্মচিদ-
 ভবেৎ । অমেন বিধিনা পৃথ্বীং পালয়িস্যাম্যহং
 প্রভো ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মোবাচ । ভবিষ্যত্যেষ তে
 কামো যন্তযোক্তো নরোত্তম । যে কোচান্দ্ৰিদশাঃ
 সন্তি মদগৌরববশেন তে । তবদেশং করিস্যন্তি
 সদা স্বৰ্গশবর্তিনঃ ॥ ১৬ ॥ দেবনাথেতি বৈ নাম
 ভবিষ্যতি চ সুব্রত । ইত্যুক্তান্তর্দধে ব্রহ্মা হংসযানং
 সমাস্থিতঃ ॥ ১৭ ॥ অথ রাজা প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মণা
 ভূমিপালনম্ । পৃথ্বীমুদঘোষয়ামাস প্রোবাচ
 ত্রিদিবৌকসান ॥ ১৮ ॥ ভবতাং বিহিতঃ স্বর্গো
 মনুজানাঞ্চ ভূতলম্ । যে চাত্ত কন্দররতাঃ স্থলে বা
 ভূধরেষু চ ॥ ১৯ ॥ যে স্থিতা যাস্ত তে দেবা মনুজানা-

হে দেব! আপনি যখন পূর্ব হইতেই পৃথিবীকে
 স্বভাবতই চলচ্ছক্তিহীন করিয়াছেন, তখন পালক
 না থাকিলেই বা এ পলাইবে কোথায়? যদিও
 আমি আপনার বাক্যে ইহাকে অবশ্যই পালন
 করিব, তথাপি আমার নিবেদন এই যে, আপনি
 সপ্তকল্পাঙ্গুগামিনী রম্যা অ স্তীপুরী আমায় প্রদান
 করুন। এই নগরী মানুষলোকে অমরাবতী
 বলিয়া বিখ্যাত। দেবগণ স্বর্গচ্যুত হইলে এই
 স্থানে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। অধুনা যদি
 তাঁহারা আমার নিয়মের অনুবর্তন করেন,
 আমি স্থান দিলে তাঁহারা বাস করিতে পাঠি-
 বেন নহে নহে। হে দেব! আপনি যদি
 আমায় এইরূপ ক্ষমতা প্রদান করেন, তাহা
 হইলে আমি মহীপালন করিতে প্রস্তুত আছি।
 ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নরোত্তম! তুমি যাহা বলিলে,
 তাহাই হইবে, যাবতীয় দেবতা আমার আদেশে
 তোমার বশবর্তী হইয়া আজ্ঞা পালন করিবেন,
 তুমি দেবনাথ নামে বিখ্যাত হইবে। এই
 কথা বলিয়া বিখ্যাত হংসযানে অস্থিত হইলেন।
 অনন্তর রাজা রিপুঞ্জয় পৃথিবীস্থ দেবগণের প্রতি
 ঘোষণা করিলেন যে, হে দেবগণ! স্বর্গ আপনা-
 দের; আর ভূতল অমাদিগের। আপনাদের
 মধ্যে যাহারা এই পৃথিবীতে কন্দরে, স্থলে, বা

মিয়ঃ ধরা। তচ্ছ্রুত্বা ঘোষিতঃ তন্ত রাজ্ঞো ভয়
 নিপীড়িতাঃ । ত্রিদশা ব্রহ্মণো বাক্যাদগৌরবান্দ্ৰিদিবঃ
 গতাঃ ॥ ২০ ॥ অথ প্রজাঃ স নৃপতির্কর্ষণেণাবর্জয়-
 তদা । পুত্রবৎস্নেহযুক্তেন হৃদয়েনাতিনির্বৃতাঃ ॥
 ২১ ॥ প্রজাস্তৎসুখসংবৃদ্ধা জরামৃত্যুবিবর্জিতাঃ ।
 পুত্রিণো ধনধান্যাঢ্যাঃ সর্বকামসমধিতাঃ ॥ ২২ ॥
 যৌবনস্বাস্চ নির্দ্বন্দ্বাঃ সততং ধর্মসংশ্রয়াঃ । নাসৌৎ
 পৃথিব্যাং শৈলশ্চ স্থলো বা দ্বীপ এব চ ॥ ২৩ ॥
 অকুণ্ঠপচ্যা পৃথিবী স্বাদবন্তিঃ কলৈর্গুতা । দেব-
 লোক ইবাসীদুঃ সর্বকামগুণোজ্জ্বলা ॥ ২৪ ॥ এবং
 ব্রজতি কালে বৈ রাজি রাজ্যং প্রকুর্ষতি । মহা-
 মর্ষপরা দেবা বিপ্রকার্যার্থমুদ্যতাঃ ॥ ২৫ ॥ প্রজানাং
 বহুঃখানি যুহঃ কুর্ষন্ত্যনেকশঃ । অথানারুষ্টি-
 মবরোৎ সুদীর্ঘাং পাকশাসনঃ ॥ ২৬ ॥ তথা
 সংহ্রিয়মাণেষু লোকেষু নৃপসত্তমঃ । মেঘো ভূত্বা
 দিব প্রাপ্য সুরষ্টিমকরোরপঃ ॥ ২৭ ॥ তেনৈবা-
 প্যায়িতো লোকঃ সুখী জাতো যশস্বিনি । ততঃ

ভূধরে বাস করিতেছেন, তাঁহারা শীঘ্র গমন করুন,
 ইহা অদ্য হইতে মনুষ্যদিগের নিজস্ব। পৃথিবীস্থ
 দেবগণ রাজার এইরূপ ঘোষণাবাক্য শ্রবণ করিয়া
 সতয়ে পৃথিবী ছাড়িয়া ত্রিদিব ধামে গমন করি-
 লেন ১৯—২০। রিপুঞ্জয় রাজা হইয়া ধর্মীভূসারে পুত্র-
 বৎ প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসন-
 কালে প্রজাগণ সমৃদ্ধ, জরামৃত্যুরহিত, পুত্রবান,
 ধনবান, আঢ্য, সর্বকামসমধিত, চিরযৌবন,
 নিঃস্বের ও ধার্মিক হইল। পৃথিবীতে শৈল,
 অসমতল ভূমি, দ্বীপ থাকিল না। কর্ষণ না
 করিলেও পৃথিবীতে আপনা-আপনি শস্ত উৎপন্ন
 হইতে লাগিল। বৃক্ষ সকল সুস্বাদু ফল ধারণ
 করিতে লাগিল। এইরূপে পৃথিবী বিবিধ কাম-
 গুণোপেতা হইয়া দেবলোকের স্তায় হইয়া উঠিল।
 রাজা রিপুঞ্জয়ের শাসনে কিয়ৎকাল এই ভাবে
 অতীত হইলে, দেবগণ তদর্শনে অমর্ষপরায়ণ হইয়া
 প্রজাগণের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ
 করিলেন। ইহাতে প্রজাগণ অত্যন্ত দুঃখ উপ-
 ভোগ করিতে লাগিল। পাকশাসন মহতী অনা-
 রুষ্টি স্বজন করিলেন, তাহাতে বহু প্রজা অকালে
 জীবন হারাইল। হে দেবি! ধার্মিক রাজা
 রিপুঞ্জয় তখন ঘোর প্রজানাশকর অনর্থ অবলোকন-
 পূর্বক স্বয়ং মেঘ হইয়া আকাশে গমন করত
 ধরাতলে সুরষ্টি করিতে লাগিলেন। ইহাতে

কালে তু কশ্মিঃশ্চিদবর্ষং পাকশাসনঃ । সংবর্ভো ।
বারিদো ভূত্বা মেঘান বৈ বিস্তপাতয়ৎ ॥ ২৮ ॥ ততস্ত
মাকতো ভূত্বা নৃপতিস্তামধারয়ৎ । ততোহনলঃ
প্রনষ্টোহভূৎ সর্বতঃ পৃথিবীতলাৎ ॥ ২৯ ॥ ন যজ্ঞা
ন জপো হোমো ন চ পক্তিরবর্তত । লোকশ্চ ব্যাধি-
সংক্ষুস্তদাভূদ্বিমমে স্থিতঃ ॥ ৩০ ॥ ততঃ স রাজা
তং দৃষ্ট্বা স্বভবদ্ধবাবাহনঃ । সোহধারয়ৎ প্রজাঃ
সর্বা যজ্ঞাংশ্চ ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ৩১ ॥ এতস্মিন্নস্তরে
দেবি ইয়া সার্কঃ সমাগতঃ । দর্শনার্থং স্বনগরীমহং
ভূতগণৈর্বৃতঃ ॥ ৩২ ॥ ততো দেবগণাঃ সর্বে স-
কিন্নরমহোরগাঃ । সযক্ষরক্ষোগন্ধর্বাঃ সিদ্ধবিদ্যা
ধরোরগাঃ ॥ ৩৩ ॥ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে
চান্তে গগনেচরাঃ । চত্বারঃ সাগরাশ্চৈব ক্ষারক্ষোরা-
দিসিদ্ধবঃ ॥ ৩৪ ॥ গঙ্গা চ যমুনা সিন্ধুচন্দ্রভাগা
সরস্বতী । চর্ম্মধতী ভৌমরথী পুণ্যা গোদাবরী নদী ॥
৩৫ ॥ বিপাশা দেবিকা পুণ্যা সরযুঃ কোশিকী
তথা । গোমতী ধৃতপাপা চ বাহুদা চ দৃষদ্বতী ॥ ৩৬ ॥
পারা বেদস্মৃতিশ্চৈব বেত্রঘ্নী নর্ম্মদা শিবা । বাপী
পয়োদ্ধী নির্দিক্যা সর্ভাস্তত্র সমাগতাঃ ॥ ৩৭ ॥ পুন্-
রশ্চ প্রয়াগশ্চ প্রভাসো নৈমিস্তথা । পৃথুতীথোদক-
শ্চৈব ত্রৈথ্যামরকটকঃ ॥ ৩৮ ॥ গঙ্গাদ্বারঃ কুশা-

লোক সকল সুখী হইল । অনন্তর পাকশাসন পুনরায়
বর্ণন করিতে লাগিলেন । তখন সদর্ভ বারিপ্রদ
হইয়া মেঘ, সকলকে বিনিপাতিত করিতে
লাগিলেন । তদর্শনে নৃপতি স্বয়ং বায়ু হইয়া ঐ মেঘ-
সকলকে স্তম্ভিত করিলেন । কিন্তু ইহাতে
অনল একেবারে নষ্ট হইয়া গেল । ইহাতে যজ্ঞ
জপ, হোম ও পাক প্রভৃতি কৰ্ম্ম রহিত হইয়া
পড়িল ; লোক সকল ব্যাধিযুক্ত হইতে লাগিল ।
ইহা দেখিয়া রাজা অনল হইলেন । তিনিই তখন
যজ্ঞাদি ও প্রজা সকল রক্ষা করিতে লাগিলেন । হে
দেবি ! ঐ সময় আমি ভূতগণপরিবৃত হইয়া
তোমার সহিত স্বনগরী দর্শনার্থ গমন করিলাম । ঐ
সময় আমার সঙ্গে দেব, কিন্নর, উরগ, যক্ষ, রক্ষ,
গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, ভূত, প্রেত, পিশাচ, গগন-
চারী, চারি সাগর, সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, চন্দ্র-
গঙ্গা, সরস্বতী, চর্ম্মধতী, ভৌমরথী, গোদাবরী,
বিপাশা, দেবিকা, সরযু, কোশিকী, গোমতী, ধুত-
পাপা বাহুদা, দৃষদ্বতী, পারা, বেদস্মৃতি, বেত্রঘ্নী,
নর্ম্মদা, শিবা, তাপী, পয়োদ্ধী, নির্দিক্যা, পুন্-
রয়াগ, প্রভাস, নৈমিস, পৃথুদক, অমরকটক,

বর্ভো বিশ্বকো নীলপর্কতঃ । বারাহপর্কতশ্চৈব
তীর্থং কনখলং তথা ॥ ৩৯ ॥ ভৃগুভৃঙ্গঃ শুব্রক্ষশ্যপ্যজ-
গন্ধশ্চ পার্কতি । কালিঃসরঃ সকেদারো কুদ্রকোটি-
মহানয়ঃ ॥ ৪০ ॥ স্থানানি চ সমস্তানি পুণ্যাস্থায়
তনানি চ । মেকর্ম্মহেত্রো মলয়ো মন্দরো গন্ধ-
মাদনঃ ॥ ৪১ ॥ মুনয়ো বালখিল্যাশ্চ বেদাশ্চত্বার
এব চ । এতে চান্তে চ বহবঃ সমায়াতা ময়া সহ ॥
৪২ ॥ অনন্তরং ময়া মেকঃ স্থলাকারঃ কৃতস্ততঃ ।
তস্মিন স্থলে স্থিতো দেব্রি উপবিষ্টঃ সুরৈর্বৃতঃ ।
নিযুক্তাঃ সাগরাঃ পার্শ্বে চত্বারো লবণাদয়ঃ ॥ ৪৩ ॥
অথ ব্যাকুলতাং প্রাপ্তঃ স চ রাজা রিপুঞ্জয়ঃ । স্ব-
স্থলস্থঞ্চ মাং দৃষ্ট্বা সমায়াতস্ত মাং প্রতি ॥ ৪৪ ॥
তেজসা দহমানোহপি মদীয়েন বরাননে । ভীতোহপি
তোষয়ামাস কোহসি দেব নমোহস্ত তে ॥ ৪৫ ॥
স্থলেহস্মিন্নপ রাজাহং ময়াপ্যুক্তং বিনোদতঃ । চতু-
র্দ্বারগচ্চতুর্মূর্ত্তিচতুর্দ্বা সংস্থিতো নৃপঃ ॥ ৪৬ ॥ তেনাহং
সর্বতো দৃষ্টো বায়ুযে সচরাচরে । অনন্তরং স্বত-
স্তেন ভক্ত্যা পরময়া প্রিয়ে ॥ ৪৭ ॥ প্রভাবমতুলং
দৃষ্ট্বা মদীযং ব্যাপকং পরম্ । ভক্ত্যা পরময়া দেবি
স চ মাং শরণং গতঃ ॥ ৪৮ ॥ ভূয়ঃ স্বতোহপি

গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত, বিদ্যা, নীলপর্কত, বরাহপর্কত,
কনখল, ভৃগুভৃঙ্গ, শুব্রক্ষ, অজগন্ধ, কালিঙ্গর,
কেদার, কুদ্রকোট, মহানদ, সমস্ত পুণ্যায়তন, মেক
ও মহেন্দ্র, মলয়, গন্ধ-মাদন, বালখিল্য মুনীগণ,
চারিবেদ ও অপরাপর সকলে আগমন
করিল ॥ ২১—৪২ ॥ ঐ সময় আমি মেককে স্থলাকার
করিয়া লইয়া তাহাতে দেবগণপরিবৃত হইয়া বাস
করিতে লাগিলাম । লবণাদি সাগরচতুষ্টয় আমার
পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল । অনন্তর রাজা রিপুঞ্জয়
আমার তেজে দগ্ধ হইয়া আমাকে স্থলস্থ নিরীক্ষণ
করত নিকটে আগমন-পূর্ব্বক আমাকে বলিল,—
হে দেব ! আমি ভীত হইয়া আপনাকে ভোষিত
করিতেছি, আপনি কে ? আপনাকে নমস্কার ।
হে দেবি ! আমি তখন সহর্ষে নৃপকে বলিলাম,—
হে নৃপ ! আমি এই স্থানের রাজা, এই স্থানে
চতুর্দ্বাররূপ আমার চারিটী মূর্ত্তি আছে, এজন্ত
আমি এখানে চারিভাগে অবস্থিত ; সচরাচর
বায়ুয় সমস্ত স্থানেই আমি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকি ।
হে প্রিয়ে ! আমি এই কথা বলিলে রাজা আমার
অতুল ব্যাপক প্রভাব দর্শন করিয়া স্তব করিলেন
এবং ভক্তিসহকারে আমার শরণ লইলেন ।

তেনাহং তুষ্ণো বৈ তস্মা ভূপতেঃ । তেনোক্তং যদি
মে দেব তুষ্ণঃ পরমেশ্বর ॥ ৪৯ ॥ ভক্তির্মে স্তুত্যা
ভূয়ায়ি সর্বেশ শাসতী । তুষ্ণোহহং তেন বাক্যেন
পুনঃ প্রোক্তো ময়া নৃপ ॥ ৫০ ॥ এবং ভবিষ্যতী-
ত্যাং পুনর্বাঃ জহি পার্থিব । হৃদিস্থিতশ্চ তে কামঃ
সর্বকালং ভবিষ্যতি ॥ ৫১ ॥ অধুষ্যঃ সর্বদেবানাং
সর্বদা সন্তুবিষ্যসি । তেনাহং প্রার্থিতো দেবি ভূয়ো
বরমমৃতমম ॥ ৫২ ॥ অতীব রাজতে দেব স্থলোহয়ঃ
তব সন্নিধৌ । মেকরেধন সন্দেহো বল্লভঃ সর্বদা
তব ॥ ৫৩ ॥ রাজস্থলেশ্বরোহসি ত্বং বিখ্যাতো
ভুবনজয়ে । ভবিষ্যসি যথা দেব তথা ত্বং কর্তুমহসি ॥
৫৪ ॥ অত্রাগত্য চ যো দেব ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ।
যাত্রাং করোতি ভাবেন পুরাণোক্তবিধানতঃ ॥ ৫৫ ॥
তস্মা ত্বয়া প্রদাতব্যং সর্বং মনাসি চিন্তিতম্ ।
অগ্নিমাতিগুণাঃ সর্বৈ শুটিকাসিদ্ধিরঙ্গমম্ ॥ ৫৬ ॥ খজাং
চ পাত্কাং চৈব জলবাসং রসায়নম্ । রাজস্থলে-
শ্বরং যন্ত ভক্ত্যা পশুতি মানবঃ ॥ ৫৭ ॥ দশম্যাং
তু বিশেষণ কৃত্বা নিয়মপূর্বকম্ । দেবানামপি
দেবত্বং সম্প্রাপ্নোতি মহেশ্বরঃ ॥ ৫৮ ॥ পূজনীয়স্ত
ত্রিদিবৈর্যথা দেবঃ পুরন্দরঃ । দৃষ্ট্বা রাজস্থলে দেবং

রাজা পুনরায় আমার স্তব করিলে, আমি তাঁহার
প্রতি তুষ্ট হইলাম । তিনি আমাকে বলিলেন,—
হে দেব ! যদি আপনি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া
থাকেন, তাহা হইলে আপনার প্রতি যেন আমার
দৃঢ়া ভক্তি জন্মে । আমি নৃপ-বাক্যে তুষ্ট লাভ
করিয়া বলিলাম,—তাহাই হইবে ; আপনি যে সময়
যাহা কামনা করিবেন, সেই সময় সেই সেই কাম-
নাই আপনার সম্পূর্ণ হইবে এবং আপনি সর্ব-
দেবের অধুষ্য হইবেন । হে দেবি ! নরপতি
পুনরায় এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, হে দেব ।
এই স্থান আপনার অবস্থিতিতে অতীব শোভা
পাইতেছে, আর এই স্থান আপনার অতি বল্লভ ;
অতএব আপনি রাজস্থলেশ্বর নামে ভুবনে খ্যাতি-
লাভ করুন । হে দেব ! এই স্থানে আগমন
করিয়া পরম ভক্তিসহকারে যাহারা পুরাণোক্ত
বিধানে আপনার যাত্রা করিবে, আপনি তাহা-
দিগকে অভিলষিত, সমস্ত অগ্নিমাতি সিদ্ধি ও
শুটিকাসিদ্ধি—খজা, পাত্কা, জলবাস, ও রসায়ন
সিদ্ধি প্রদান করিবেন । যে মানব সর্বদা বিশেষতঃ
দশমীদিনে ভক্তিপূর্বক রাজস্থলেশ্বর দেবকে
নিয়মপূর্বক দর্শন করিবে, সে দেবত্ব লাভ করিয়া

যোহর যাত্রাং করিষ্যতি ॥ ৫৯ ॥ তস্মা ত্রীর্ষিজয়-
শ্চৈব ভবত্যেব বরো মম । শত্রবঃ সঙ্কয়ং যাস্তু
সম্পদ্যস্তাং মনোরথাঃ ॥ ৬০ ॥ বুদ্ধির্ভবতু বংশে চ
দর্শনাত্তব শত্রুর । সর্বৈহত্র দেবাস্তিষ্ঠন্ত মেকরত্নৈব
তিষ্ঠতু । তিষ্ঠন্ত সাগরাঃ সর্বৈ তব দেব সমীপতঃ ॥
৬১ ॥ ইত্যুক্তোহহং তদা তেন ময়া চোক্তং
বরাননে । স্তুত্বায়ো নাম ভূপালো যদাত্তৈবাগমি-
ষ্যতি ॥ ৬২ ॥ পুত্রার্থং ভার্য্যা সার্কিং তদা দাস্যামি
বাঞ্ছিতম্ । তদা সমুদ্রাশ্চহারঃ স্থাস্তান্ত সকলাঃ
শ্রয়ম্ ॥ ৬৩ ॥ তস্মারাদনতো ভূপ পুত্রং দাস্যামি
শোভনম্ । যে চাত্র মানবা রাজন্ যাত্রাং কুর্বান্ত
ভক্তিতঃ । তেতাং মনোরথাবাঞ্ছিতবিষ্যতি ন
সংশয়ঃ ॥ ৬৪ ॥ রাজা রিপুঞ্জয়ো ভক্ত্যা গণাধীশঃ
কৃতো ময়া ॥ ৬৫ ॥ এব তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ
পাপনাশনঃ । রাজস্থলেশ্বরেশস্ত শ্রীযত্নাং
বড়লেশ্বরম্ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে রাজস্থলেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম

চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

পুরন্দরের শ্রী দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইবে ।
যে মানব রাজস্থলে দেবদর্শন করিয়া তাহার যাত্রা
বিধান করিবে, তাহার ত্রী ও বিজয় বন্ধিত হউক ॥ হে
দেব ! ইহাই আমার প্রার্থনা । হে দেব ! আপ-
নাকে যে দর্শন করিবে, তাহার শত্রুকন্য, মনোরথ-
সিদ্ধি, ত্রীবুদ্ধি ও বংশাবদ্বীত হউক । এই স্থানে
দেবগণ, মেক ও সাগর আপনার নিকট বাস
করুক । হে বরাননে ! নৃপতি এইরূপ বর প্রার্থন
করিলে আমি বলিলাম,—স্তুত্বায় নামক নরপতি
পুত্রার্থ সন্তীক যখন এখানে আসিবেন, আমি তখন
তাঁহাকে বাঞ্ছিত প্রদান করিব । তখন চারি সমুদ্র
সফল হইয়া এই স্থানে থাকিবে । তাঁহা কর্তৃক
আরাধিত হইয়া আমি তাঁহাকে শোভন পুত্র প্রদা-
করিব । হে রাজন ! যাহারা এখানে আমার যাত্রা
করিবে, আমি তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধি করিব
অতঃপর আমি রাজা রিপুঞ্জয়কে গণাধিপ করি
লইলাম । হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট রাজ
স্থলেশ্বর দেবের পাপনাশন প্রভাব কীর্তন করিলাম
অতঃপর বড়লেশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণ কর ॥ ৬৯—৬৬ ॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৭৪

পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । পঞ্চসপ্ততিকং দেবং বড়লেশ্বর-
সংজ্ঞকম্ । বিদ্ধি পাপহরং দেবি দর্শনাৎ কামদং
নৃণাম্ ॥ ১ ॥ ধনদস্ত সখা দেবি মণিভদ্রো বভূব
হ । ঈর্ষ্যাপ্রভাবস্তংপুত্রো বড়লো নাম কোপনঃ ॥
২ ॥ রূপবান্ সর্বদা কাম্যৈ সদা মন্তো বলাধিকঃ ।
কদাচিত্ স গতো রম্যাং নলিনীং ধনদস্ত চ ॥ ৩ ॥
রত্যাং কামসেবার্থং গুপ্তাং রহসি নিষ্পিতাম্ ।
দদর্শ কুসুমৈশ্ছরাং বজ্রবৈদূর্য্যভূষিতাম্ ॥ ৪ ॥
তাং বৈ বিক্রমসঙ্ঘরাং মুক্তাদামবিরাজিতাম্ ।
সুরম্যাং বিপুলচ্ছায়াং স্বর্ণপঙ্কজশোভিতাম্ ॥ ৫ ॥
কুবেরভবনাত্যাসে বল্লভাং ধনদস্ত চ । আকৌড়ঃ
রাজরাজস্ত কুবেরস্ত মহাশ্বনঃ ॥ ৬ ॥ রাক্ষসৈঃ
কিন্নরৈশ্চৈব গুপ্তাং খড়্গধরৈঃ সদা । তাং দৃষ্ট্বা
পরমস্মীতো বভূব বড়লস্তদা ॥ ৭ ॥ প্রিয়য়া সহিতো
রেমে স্থানে গুপ্তে মনোহরে । রেমে রমণ-
কৈর্ঘোণৈরনঙ্গেন বশীকৃতঃ ॥ ৮ ॥ তত্র গুপ্তা
রণে শূরা রাক্ষসা রণকোবিদাঃ । রক্ষস্তি শত-
সাহস্রং সর্বাযুধপরিচ্ছদাঃ ॥ ৯ ॥ তে তু দৃষ্টেব

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! এই পঞ্চসপ্ততি-
তম লিঙ্গ বড়লেশ্বরকে পাপহর ও দর্শন মায়ে
কামদায়ক বলিয়া জানিবে । মণিভদ্র নামে কুবের-
রের এক সখা ছিল, তাহার এক পুত্র হয় ।
তাহার নাম বড়ল, সে বড় কোপন, ঈর্ষ্যাক্রম, রূপ-
বান, কামবান, মন্ত ও বলশালী ছিল । একদা
বড়ল কামসেবার্থ প্রিয়া সমভিব্যাহারে কুবেরের
নলিনী নামক ক্রৌড়োদ্যানে বিহারার্থ গমন করে ।
উদ্যানে উপস্থিত হইয়া দেখে,—ঐ উদ্যান
সুরক্ষিত, সুনির্মিত, কুসুমাকীর্ণ, বজ্র-বৈদূর্য্যভূষিত,
বিক্রমমাণ্ডিত, মুক্তাদামপারিশোভিত, রমণীয়
বিপুলচ্ছায় ও স্বর্ণপঙ্কজ-ভূষিত । উহা কুবের-
ভবনের অনতিদূরে অবস্থিত । রাক্ষস ও
কিন্নরগণ খড়্গাস্ত্র হইয়া সর্বদা ঐ উদ্যানে
প্রহরিকার্য্য করিতেছে । উদ্যানের মনোহর
শোভা দেখিয়া বড়ল পরম স্মীত হইল । সে
কামমুক্ত হইয়া সুগুপ্ত মনোরম স্থানে রমণোপ-
যোগী উপকরণ ব্যবহার করত প্রিয়ার সহিত
রমণ করিতে লাগিল । এ দিকে সর্দদা ঐ স্থানে
রণকুশল আয়ুধসুসজ্জিত রাক্ষসগণ বিচরণ করি-

বড়লঃ মণিভদ্রস্তুতং প্রিয়ে । ভট্টক্যঃ সম্প্রসিতমুখং
দিব্যচন্দনভূষিতম্ ॥ ১০ ॥ কেতকৌগর্ভপত্রাভৈ-
র্দন্তৈর্দ্বিব্যতরাননম্ । যুদ্ধার্থে বন্ধনিহিংসং
শক্তিয়ুক্তমরিন্দমম্ ॥ ১১ ॥ ভাৰ্য্যাসহায়মুদ্যতং
পর্য্যঙ্কে চ স্থিতং সদা । রত্যাংমাগতং জ্ঞাত্বা
অন্তোন্তমভিচুক্রুঃ ॥ ১২ ॥ মা বীর্য্যানেন যার্গেণ
সভাৰ্য্যো গন্তুমহসি । আকৌড়োহয়ং কুবেরস্ত
ধনদস্ত মহাশ্বনঃ ॥ ১৩ ॥ দেবা দেবর্ষয়ো যক্ষা
গন্ধর্বাঃ কিন্নরাস্তথা । জ্ঞামজ্ঞা যক্ষপ্রবরং বিহরন্তি
রমন্তি চ ॥ ১৪ ॥ নেহ শক্যং বিনাদেশাধিহর্তুং
ক্রৌড়িতুং চিরম্ । ভাৰ্য্যামাত্যেন সুরদা কেনাপি
চ স্তুতেন চ ॥ ১৫ ॥ যেন কেনচিদন্ত্যাদবমন্ত
ধনেশ্বরম্ । বিহারঃ ক্রিয়তে দর্পাৎ স বিনশ্বেদ-
সংশয়ম্ ॥ ১৬ ॥ এবং স রাক্ষসৈর্ঘোণৈরর্কডলো
বিনিবারিতঃ । মা মৈবমিতি সক্রোধঃ ভর্ৎসয়ন্তিঃ
সমস্ততঃ ॥ ১৭ ॥ কদথীকৃত্য তু স তান্ রাক্ষসান্
ভৌমবিক্রমঃ । ব্যগাহত মহাতেজাস্তে সর্কৈ তং
চ্যবায়ন ॥ ১৮ ॥ গৃহীত বরীত নিকৃষ্টতৈনং

তেছে । তাহার দেখিয়াই মণিভদ্রস্ত বড়লকে
চিনিল ; দেখিল,—বড়ল তখন কি ভক্ষণ করি-
তেছে, ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বারা তাহার মুখ বিবর পূর্ণ
রহিয়াছে ; সর্কাদি তাহার চন্দন-চর্চিত রাহিয়াছে ;
কেতকৌপুষ্পের গর্ভপত্রের স্তায় দন্তপঙ্কজ দ্বারা
তাহার বদন শোভা পাইতেছে ; যুদ্ধার্থ সে
খড়্গ ও শক্তি উদ্যত করিয়া আছে । ঐ অরিন্দম,
সপত্নীক, উদ্যত ও পর্য্যঙ্কস্থিত, বড়লকে রতি নিমিত্ত
আসিতে দেখিয়া তাহার বলিল,—হে বীর !
তুমি এই স্থানে ভাৰ্য্যার সহিত বিচরণ করিও
না, ইহা রাজরাজের ক্রৌড়োদ্যান ; দেব, দেবর্ষি,
যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, ও কিন্নরগণ যক্ষরাজের সহিত এই-
স্থানে বিহার করিয়া থাকেন । যক্ষরাজের ভ্রাতা,
অমাত্য, সুর্য্য, এমন কি পুত্রও তাঁহার বিনা
অনুমতিতে অন্তায়পূর্ব্বক এখানে প্রবেশ করিতে
পারেন না ; যে এখানে দর্প বশত বিহার করে,
তাহার মরণ সুনিশ্চিত ॥ ১১—১৬ ॥ এই বলিয়া রাক্ষস-
রক্ষিগণ বড়লকে নিবারণ করিল এবং “এ স্থান
হইতে সহর প্রস্থান কর” এই কথা বলিয়া তাহার
ভাষাকে বার বার ভর্ৎসনা করিয়া নিষেধ করিল ।
কিন্তু ভৌমবিক্রম বড়ল তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া
মন্দবাক্য প্রয়োগ করত তাহাদের প্রতি ধাবিত

পিতাম খাদাম চ পুত্রানাম্ । ক্রুদ্ধা কুবন্তো
 হপতন্ ক্রতঃ তে শত্ৰুণি চোদ্যম্য বিরুদ্ধনেত্রাঃ ॥
 ১৯ ॥ ততঃ স শুক্লীঃ যমদণ্ডকল্লাঃ মহাগদাং
 কাঞ্চনপট্টনক্ষাম্ । প্রগৃহ্য তামভ্যপতন্তরস্বী
 ততোহববৌদ্ধিত্তি ত্রিষ্টতেতি ॥ ২০ ॥ তে তস্মা
 বৌধ্যঞ্চ বলঞ্চ দৃষ্ট্বা বিদ্যাবলং বাহুবলং তথৈব ।
 ন শক্নুবন্তঃ সহিতুঃ সমেতা হতাঃ প্রবীরাঃ সহসা
 নিবৃত্তাঃ ॥ ২১ ॥ বিদার্যমাণাস্তত এব তুর্ণমাকাল-
 মাস্তায় বিমূঢ়সংজ্ঞাঃ । কৈলাসশৃঙ্গাণ্যভিহুত্ববৃন্তে
 যক্ষাঙ্গিতা রক্ষপালাঃ প্রভয়াঃ ॥ ২২ ॥ স শক্র-
 বদানবদৈত্যসংজ্ঞান বিক্রম্য জিহ্মা মদনাভিতপ্তঃ ।
 বিগাহ্য তাং পুষ্করিণীং সমর্থঃ কামঃ স চিক্রৌড়তি
 যক্ষপুত্রঃ ॥ ২৩ ॥ ততস্ত তে রক্ষপালাঃ সমেতা
 ধনেশ্বরং বৈ বড়লেন বুভুঃ । যক্ষস্মা ধৈর্য্য-
 স্তবলঞ্চ সঙ্ঘ্যে যথাবদাচ্যুরতীব ভীতাঃ ॥ ২৪ ॥
 তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা মণিভদ্রো মহাযশাঃ ।
 শশাপ পুত্রং দম্বিতং বড়লং প্রভুকারণাৎ ॥ ২৫ ॥
 যস্মাৎ সা নলিনী রম্যা সেবিতা বড়লেন তু ।
 দম্বিতা ধনদস্তাপি যথা মাতা তথৈব সা ॥ ২৬ ॥

হইল। তাহারা তাহাকে নিবারণ করিয়া “ধর,
 বন্ধন কর, ছেদন কর, রক্তপান কর, ভক্ষণ
 কর,” এই সকল কথা বলিয়া সঙ্কোষে বিরুদ্ধনেত্র
 হইয়া অস্ত্র উদ্যত করত বড়লের নিকট আসিয়া
 পতিত হইল। অনন্তর বড়লও যমদণ্ডস্বরূপ
 কাঞ্চনপট্ট-রক্ষিত এক মহাগদা প্রহণপূর্বক আতি-
 বেগে তাহাদের প্রতি ধাবিত হইয়া বলিল, থাক
 থাক পলায়ন করিস্ না। বড়ল গদাহস্তে তাহা-
 দিগকে এইরূপ আক্রমণ করিলে তাহারা বড়লের
 বাহুবল ও বিদ্যাবল দর্শন করত তদীয় তেজ
 সহিতে না পরিয়া সহসা নিবৃত্ত হইল। তাহারা বড়ল
 কর্তৃক বিতাড়িত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া বিমূঢ়ভাবে
 আকাশ-মার্গে অবিলম্বে কৈলাসশৃঙ্গে পলায়ন
 করিল। শক্র যেমন দৈত্যগণকে জয় করিয়া-
 ছিলেন, তক্রূপ বড়ল তাহাদিগকে জয় করিয়া মদন-
 তপ্তভাবে তত্রত্য পুষ্করিণীতে ক্রৌড়া করিতে লাগিল
 অনন্তর বড়লের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া রক্ষী
 ব্রাহ্মসংগ ধনেশ্বরের নিকট গিয়া সমস্ত ঘটনা যথা-
 বৎ বর্ণন করিল। রক্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া
 মহাযশা মণিভদ্র প্রভুর নিমিত্ত দম্বিত পুত্র বড়লকে
 এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, এই নলিনী ধনদেব
 মাতার স্তায় দম্বিতা, যেহেতু বড়ল এই রম্যা নলি-

তস্মাৎ পুত্রো মদীয়ন্ত সর্বভোগবিবর্জিতঃ
 পশুহ্মো বধিরো দীনঃ ক্ষয়রোগমবাপ্যতি ॥ ২৭ ॥
 ইতি শপ্তস্তদা জাতো বড়লো ভোগবিবর্জিতঃ ।
 পতিতো ভূতলে চৈব তস্মিন্ স্থানে গতৌহপি সন ॥
 ২৮ ॥ পীড়িতঃ ক্ষয়রোগেন ন শশাক বিচেষ্টিতুম্ ।
 অকোহথ বধিরো জাতো শুক্লশাপহতস্তদা ॥ ২৯ ॥
 চিন্তয়ামাস সহসা শাপমত্যভুতং মহৎ । শপ্তোহহং
 কেন সহসা জীবন্ যোন্তস্তরং গতঃ ॥ ৩০ ॥ কথং
 শপ্তোহস্মি তাতেন মণিভদ্রেণ বল্লভঃ । পুত্রো যুবা
 চ শূরশ্চ শক্রপক্ষক্ষয়ঙ্করঃ ॥ ৩১ ॥ যন্তোহসৌ
 মণিভদ্রোহপি মত্তাতো যেন ভূতলে । প্রভুভক্ত্যা
 নিজঃ পুত্রঃ শপ্তস্ত্যক্তশ্চ তৎক্ষণাৎ ॥ ৩২ ॥ বড়লেন
 পুনঃ প্রোক্তং যন্তোহহং প্রভুকারণাৎ । উৎসবো
 নিধনং নাম ভর্তৃপিণ্ডোপজীবিনাম্ ॥ ৩৩ ॥ অস্তায়েন
 যথাকামং প্রারকং সঞ্চিন্তয়াম্ । তেনাহং শাপতাং
 প্রাপ্তো যাস্মায় নরকং ক্রবম্ ॥ ৩৪ ॥ এবং
 বিলপতন্তস্ত বড়লস্ত বরাননে । আজগাম তমু-
 দ্দেশঃ মণিভদ্রো মহাবলঃ । দদর্শ পুত্রং পশুক্ষং
 ক্ষয়রোগ-প্রপীড়িতম্ ॥ ৩৫ ॥ নিঃসন্তঃ স্তূৰ্ণখাভঃ

নীতে বিহার করিয়াছে, অতএব সে সর্ব ভোগ-
 বিবর্জিত, পশু, অন্ধ, বধির, দীন ও ক্ষয়রোগগ্রস্ত
 হইবে। বড়ল পিতা কর্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত
 হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর সে দারু-
 ক্ষয়রোগবিশিষ্ট, অন্ধ, ও বধির হইয়া নিজ শাপেব
 বিষ এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল যে, কে
 আমায় এইরূপ শাপ প্রদান করিল!—যে শাপ-
 প্রভাবে আমি জীবিত অবস্থাতেই যোন্তস্তর প্রাপ্ত
 হইলাম! কি জন্ত পিতা আমায় শাপ প্রদান
 করিলেন! আমি তাঁহার যুবা শূর, শক্রপক্ষ-
 ক্ষয়ঙ্কর, প্রিয় পুত্র ছিলাম। আমার পিতা মণি-
 ভদ্রকে যন্তবাদ দেওয়া উচিত; যেহেতু তিনি
 প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নিজ পুত্রকে
 আভিশপ্ত করিলেন। ৩২। বড়ল পুনরায় বলিল,—
 পিতা অদ্য আমায় যন্ত করিলেন; কারণ,
 ভর্তৃপিণ্ডজীবীদিগের নিধন উৎসবতুল্য হইয়া
 থাকে। আমি অস্তায়পূর্বক যে সকল পাপ
 সংঘ করিয়াছিলাম, তাহা দ্বারাই নরকে
 গমন করিতেছি। বড়ল এইরূপ চিন্তা করিতেছে,
 এমন সময় তাহার পিতা মণিভদ্র ঐ স্থানে আসিয়া
 উপস্থিত হইল। মণিভদ্র ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া
 পুত্রকে পশু, অন্ধ, ক্ষয়রোগগ্রস্ত, উচ্ছ্বসিত, দুঃখাভ

বিলপন্তঃ পুনঃপুনঃ । প্রভাবাচ সূতঃ যক্ষো মণি-
ভদ্রোহতিত্বঃখিতঃ । ময়া কুপিতা হা বৎস শপ্তস্বঃ
প্রভুকারণাৎ ॥ ৩৬ ॥ অয়েয়ং নলিনী রম্যা ধনদ-
শ্চাতিবল্লভা । সেবিতা কামতপ্তেন প্রবরা রাক্ষসা
হতাঃ ॥ ৩৭ ॥ তস্মাৎ পুত্রময়া শপ্তো ন মিথ্যা স
ভবিষ্যতি । প্রভুর্দেবঃ প্রভুঃ স্বামী প্রভুশ্চাতা
প্রভুঃ পিতা ॥ ৩৮ ॥ স্বামার্থে যঃ প্রিয়ান্ প্রাণান্
পরিত্যজ্যতি সঙ্গরে । স যাতি পরমং স্থানং ব্রহ্ম-
লোকং সনাতনম্ ॥ ৩৯ ॥ ন মন্তসাধ্যঃ শাপোহয়ং
নৌষধেন ত্রতেন চ । নিয়মেন চ দানেন তস্মা-
ন্বদচনং কুরু ॥ ৪০ ॥ ময়া ঋতং শক্রলোকে পুরাণং
স্বন্দকৌস্তিতম্ । ক্রবতো নারদশ্চৈব দেবানাং
সম্মিলিতো পুরা ॥ ৪১ ॥ প্রভাবো বর্ণিতস্তেন মহা-
কালবনশ্চ চ । ক্ষেত্রে হুস্মিন্নহালিঙ্গং স্বর্গদ্বারশ্চ
দক্ষিণে ॥ ৪২ ॥ বিদ্যাতে ব্যাধিশমনং রূপসৌভাগ্য-
দায়কম্ । তত্রাহং ত্বাং চ নেখ্যামি বিমানেনাত্ত-
গামিনা ॥ ৪৩ ॥ ইত্যাঙ্ক। মণিভদ্রেন সমানীতঃ
সুতস্তদা । যত্র দেবাধিদেবোহসৌ স্বর্গদ্বারশ্চ

দক্ষিণে ॥ ৪৪ ॥ স্পর্শনাত্তশ্চ লিঙ্গশ্চ চক্ষুযান্ রূপ-
বান বলৌ । সুপাদঃ ঋতিসংযুক্তস্তৎক্ষণাদভবত্তদা ॥
৪৫ ॥ দৃষ্টৌ সূমহদাশ্চর্যাঃ মণিভদ্রেন পার্শ্বতি ।
কৃতং নাম সূহৃষ্টেন স্বীয়পুত্রশ্চ নামতঃ । চক্ষুযান্
বড়লো জাতো লিঙ্গশ্চাত্ত প্রভাবতঃ ॥ ৪৬ ॥ অদ্য-
প্রভৃতি দেবোহয়ং বড়লেশ্বরসংজ্ঞকঃ । ভবিষ্যতি
ত্রিলোকেষু বিখ্যাতো নেত্রদায়কঃ ॥ ৪৭ ॥ পূজয়ি-
ষ্যন্তি যে দেবঃ বড়লেশ্বরসংজ্ঞকম্ । লিঙ্গং
লোকেষু বিখ্যাতং তে প্রাপ্যন্তি মনোরথম্ ॥ ৪৮ ॥
দৃষ্টৌ হরতি পাপানি স্পৃষ্টৌ রাজ্যং প্রযচ্ছতি ।
অর্চিতো ভক্তিভাবেন মোক্ষং দদ্যাদ্ভ সংশয়ঃ ॥
৪৯ ॥ কার্তিকে শুক্লপক্ষশ্চ তিথির্দেবদাদশী ভবেৎ ।
তস্মাৎ যে পূজয়িষ্যন্তি বড়লেশ্বরসংজ্ঞকম্ ॥ ৫০ ॥
দানং তৈঃ সততং দত্তং তে যাতি পরমং পদম্ ।
প্রয়াগে চ প্রভাসে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ৫১ ॥
তপস্তপ্তং ভবেদৈশ্চ তে মুক্তা নাত্ত সংশয়ঃ ।
গর্ভবাসে ন জায়ন্তে সর্বসৌখ্যসমধিতাঃ ॥ ৫২ ॥
গাণপত্যা ভবিষ্যন্তি শঙ্করশ্চ সদা প্রিয়াঃ ।
সৌভাগ্যরূপসম্পরাঃ পুত্রপৌত্রৈশ্চ সংযুতাঃ । জায়ন্তে

ও পুনঃপুন বিলাপ করিতে দর্শন করিল । পুত্রকে
তথাবিধ অবলোকনপূর্বক সে বলিল,—অয়ি বৎস !
আমি তোমার কু-পিতা ; যেহেতু আমি প্রভুর
নিমিত্ত তোমাকে অভিষাপ দান করিয়াছি ।
হে পুত্র ! তুমি কামতপ্ত হইয়া ধনদের এই রম্যা
অতিপ্রিয় নলিনীতে বিহার করিয়াছ, বড় বড়
রাক্ষস প্রহরীকে নিহত করিয়াছ, ঐ জন্তই আমি
তোমাকে শাপ দিতে বাধ্য হইয়াছি ; এ শাপ
আর অন্তথা হইবার নহে । দেখ,—প্রভুই
দেব, প্রভুই স্বামী, প্রভুই মাতা এবং প্রভুই
পিতা ; যে ব্যক্তি প্রভুর নিমিত্ত সংগ্রামে প্রিয়প্রাণ
পরিত্যাগ করে, সে সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া
থাকে । অয়ি বৎস ! এ শাপ—মন্ত, ঔষধ,
ত্রত, নিয়ম ও দান দ্বারা প্রতিকার্য্য নহে, অতএব
এক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর । আমি পূর্বে
শক্রলোকে দেবগণসমীপে নারদমুখে স্বন্দ-
কৌস্তিত পুরাণ শ্রবণ করিয়াছিলাম । তিনি মহা-
কালবনের প্রভাব বর্ণন করিয়াছিলেন । ঐ ক্ষেত্রে
স্বর্গদ্বারের দক্ষিণে এক মহালিঙ্গ আছে, ঐ লিঙ্গ
দর্শন করিলে যাবতীয় ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া যায়
এবং রূপ-সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে, চল, আমি
বিমান দ্বারা তোমাৎ ঐ স্থানে লইয়া যাই । এই

কথা বলিয়া মণিভদ্র, যেখানে স্বর্গদ্বারের দক্ষিণ-
দিক্‌ভাগে মহালিঙ্গ বিরাজ করিতেছে, ঐ স্থানে
পুত্রকে আনয়ন করিল । ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া
বড়ল লিঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র চক্ষুযান্, রূপবান,
বলৌ, সুপাদ, ও ঋতিসংযুক্ত হইল । ৩৩—৪৫ । অয়ি
পার্শ্বতি ! মণিভদ্র এই আশ্চর্য্য ব্যাপ্তির দর্শন
করিয়া পুত্রের নামে লিঙ্গের নামকরণ করিলেন,—
বড়লেশ্বর । এই দেবকে দর্শন করিবামাত্র
মানব নেত্র লাভ করিয়া থাকে । যাহারা
এই দেব বড়লেশ্বরের পূজা করিবে, তাহারা
ত্রিলোকবিখ্যাত হইয়া মনোরথ লাভ করিবে ।
এই দেব দৃষ্ট হইলে পাপহরণ, স্পৃষ্ট হইলে রাজ্য-
বিতরণ ও অর্চিত হইলে মোক্ষ প্রদান করিয়া
থাকেন । যে সকল মানব কার্তিক মাসের শুক্লা
দ্বাদশীতে বড়লেশ্বরের পূজা করে, তাহারা দান-
কল লাভ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয় । প্রয়াগে,
প্রভাসে ও গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে তপশ্চরণ করিলে যে
কল পাওয়া যায়, মানব বড়লেশ্বর দর্শন করিলে
সেই কল লাভ করিয়া থাকে । অপিচ তাহাকে
আর গর্ভে বাস করিতে হয় না ; সে গাণপত্য
লাভ করে এবং সৌভাগ্য-রূপ-সম্পন্ন হইয়া
সংসারে জন্ম গ্রহণ করত পুত্র-পৌত্র লাভ করিয়া

মানবা লোকে বড়লেশ্বরদর্শনাৎ ৷ ৫৩ ৷ গর্ভবাসে
মহাকষ্টে যন্ত বাসো ন রোচতে । সোহভ্যর্চয়তু
ভাবেন বড়লেশ্বরমীশ্বরম্ ৷ ৫৪ ৷ ন লিঙ্গেন বিনা
সিদ্ধির্হ্রীতং পরমং পদম্ । গতির্ন জায়তে স্বর্গে
যাবল্লিঙ্গন্ত নার্চয়েৎ ৷ ৫৫ ৷ লিঙ্গার্চনবিহীনানাং
সিদ্ধিঞ্চাপি সূহ্রলভা । মম পুত্রেণ সম্প্রাপ্তমীপ্সিতং
লিঙ্গতো যতঃ ৷ ৫৬ ৷ ইত্যাশ্বা মণিভদ্রোহপি
সুতেন সহিতো যযৌ । যত্র দেবো ধনাধ্যক্ষঃ স্থানং
স্বং পরমং গতঃ ৷ ৫৭ ৷ এষ তে কথিতো দেবি
প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । বড়লেশ্বরদেবস্ত শ্রবতা-
মকরণেশ্বরম্ ৷ ৫৮ ৷

ইতি শ্রীকান্দে বড়লেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ৷ ৭৫ ৷

ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ষট্‌সপ্ততিতমং দেবমকরণেশ্বর-
সংস্কৃতম্ । বিদ্ধি পাপহরং দেবি দর্শনাং কামদং
নৃণাম্ ৷ ১ ৷ পুরা দেবযুগে দেবি প্রজাপতিসুতে
শুভে । আস্তাং ভগিন্তৌ রূপেণ সমুপেতেহুভূতে-

থাকে । অত্র কষ্টদায়ক গর্ভবাসে বাস করিতে
যাহারা ইচ্ছা না হয়, তাহার বড়লেশ্বরের আরা-
ধনা করা উচিত । ঐ লিঙ্গ ব্যতিরেকে সিদ্ধি,
পরমপদ ও গতি দান করিতে আর কেহই নাই ।
যাহারা ঐ লিঙ্গের অর্চনা করে নাই, তাহাদের
সিদ্ধি সূহ্রলভ । আমার পুত্রও এই লিঙ্গ দর্শন
করিয়াই সিদ্ধি লাভ করেন । এই সকল কথা
বলিয়া মণিভদ্র পুত্রের সহিত যেখানে যক্ষেশ্বর
বিরাজিত, তত্রত্য নিজ গৃহে গমন করেন । হে
দেবি! এই আমি তোমার নিকট বড়লেশ্বরের
পাপনাশন মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা অকরণে-
শ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ৪৬—৫৮ ।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৫ ।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! ষট্‌সপ্ততিতম
লিঙ্গ অকরণেশ্বরকে পাপহর ও কামদ বলিয়া
জানিবে । পূর্বে দেবযুগে প্রজাপতির দুই কন্যা
হয় । ঐ কন্যাদ্বয়ের মধ্যে একের নাম কজ,

হনঘে ৷ ২ ৷ তে ভার্য্যো কস্তাপস্তান্তাঃ কজশ্চ
বিনতা তথা । প্রাদাতাত্যাং বরং প্রীতঃ প্রজা-
পতিসমঃ পতিঃ ৷ ৩ ৷ কস্তাপো ধর্ম্মপত্নীভ্যাং যুদা
পরময়া সুতঃ । বরাতিসর্গং ঋত্বৈব কস্তাপাত্তমং
তু তে ৷ ৪ ৷ হর্ষাদভ্যাধিকাং প্রীতিং প্রাপতুঃ স্ব
বরস্থিয়ৌ । বত্রে কজঃ সূতান্নাগান্ সহস্রং তুল্য-
বর্চসঃ ৷ ৫ ৷ দ্বৌ পুত্রৌ বিনতা বত্রে কজপুত্র-
ধিকৌ বলে । ওজসা তেজসা চৈব বিক্রমেণাধিকৌ
চ তৌ ৷ ৬ ৷ তস্মৈ তর্জা বরং প্রাদান্নপ্যাসে পুত্র-
কোত্তমৌ । এবমস্থিতি তাং চাহ কস্তাপো বিনতাং
তদা ৷ ৭ ৷ যথা চ প্রার্থিতং লক্ষা বরং তুষ্টাভবন্তদা ।
কৃতকৃত্যা তু বিনতা লক্ষা বার্য্যাধিকৌ সুতৌ ৷ ৮ ৷
কজশ্চ লক্ষা পুত্রাণাং সহস্রং তুল্যতেজসাম্ । ধার্য্যৌ
গর্ভৌ প্রযত্নেন ইত্যাশ্বা স মহাতপাঃ ৷ ৯ ৷ তে
ভার্য্যো বরসংক্লেপে কস্তাপো বনমাবিশৎ । কালেন
মহতা কজর্নাগানাং সা শতীর্দশ । জনয়ামাস চার্ব্বকী
দ্বৌ চাণ্ডে বিনতা তদা ৷ ১০ ৷ তয়োঃ গুণি নিদ্রাঃ
প্রহৃষ্টাঃ পরিচারিকাঃ । সোপশ্বেদেষু ভাণ্ডেষু পঞ্চ-
বর্ষশতানি চ ৷ ১১ ৷ ততঃ পঞ্চশতে কালে কজ-

অপরের নাম—বিনতা । এই দুই ভগিনীই রূপে-
গুণে পরস্পরের সদৃশ, অনির্ধ্বজনীয় প্রভাব-
শালিনী, ও অনঘা ছিল । ইহারা উভয়েই
কস্তাপের ভার্য্যা হয় । ভগবান্ কস্তাপ ধর্ম্মপত্নী-
দ্বয়ের সহিত পরম প্রীতি অনুভব করত তাহা-
দিগকে বর দান করিতে প্রতিশ্রুত হন । পতি
হইতে তাহারা উত্তম বর লাভ করিবে, ইহা
জানিতে পারিয়া তাহারা অধিকতর প্রীতি লাভ
করিল । কজ তুল্যবল সহস্র নাগ পুত্র প্রার্থনা
করিল, আর বিনতা, কজপুত্রগণ অপেক্ষা
অধিক বলবান্ পুত্র প্রার্থনা করিল । কস্তাপ তাহাকে
তেজ, বল, ওজঃ ও বিক্রম এই সর্ব্বরকমে বলবান্
পুত্র প্রদান করিলেন । বিনতা বলাধিক দুই পুত্র
আর কজ তুল্যবল সহস্র নাগ পুত্র লাভ করিয়া
তুষ্টা ও কৃতকৃত্যা হইল । এই সময় মহাতপা কস্তাপ
পত্নীদ্বয়কে বলিলেন,—তোমরা অতিযত্নে গর্ভদ্বয়
ধারণ করিবে, এই বলিয়া তিনি বনগমন করিলেন ।
অনন্তর বহুকালের পর কজ সহস্র নাগ ও বিনতা
দুইটি অণ্ড প্রসব করিল অনন্তর পরিচারিকা দুষ্টান্তঃ-
করণে তাহাদের অণ্ডগুলি একটী সোপশ্বেদ ভাণ্ডে
রাখিয়া দিল । অণ্ডগুলি ঐ ভাণ্ডে পঞ্চসহস্র বৎসর

পুত্রা বিনির্গতাঃ । অণ্ডাভ্যাং বিনতায়াঃ মিথুনং ন
ব্যদৃশত ॥ ১২ ॥ ততঃ পুত্রাধিনী দেবী ত্রীড়িতা সা
তপস্বিনী । অণ্ডং বিভেদ বিনতা তত্র পুত্রং দদর্শ
হ ॥ ১৩ ॥ পূর্বার্দ্ধকায়সম্পন্নমিতরেণাপ্রকাশিতম্ । স
পুত্রো রোষসংরক্তঃ শশাটৈনামিতি ক্রতম্ ॥ ১৪ ॥
যোহহমেবং কৃতো মাতৃদ্বয়া লোতপরীতয়া । শরী-
রেণাসমগ্রেণ তস্মাদাসী ভবিষ্যসি ॥ ১৫ ॥ পঞ্চবর্ষ-
শতান্তস্তা যয়া বিস্পর্ধসে সদা । এব তে চ স্মৃতো
মাতর্দাস্তাষৈ মোক্ষয়িষ্যতি ॥ ১৬ ॥ যদ্যেনমপি মাতৃদ্ব-
য়ামিবাণ্ডবিভেদনাং । ন করিষ্যন্তনঙ্গং বা পুত্র-
চাতি তরস্বিনম্ ॥ ১৭ ॥ প্রতিপালয়িতব্যস্তে জন্ম-
কালোহস্ত ধীরয়া । বিশিষ্টবলমৌপস্তুয়া পঞ্চবর্ষশতা-
ন্ততঃ ॥ ১৮ ॥ এবং শপ্তা ততো দেবি বিনতাং মাতরং
স্বকম্ । অকণো বিললাপাথ বাস্পশোকপরিপ্লুতঃ ॥
১৯ ॥ হাহা ময়া নৃশংসেন মাতা স্বজননী স্বকা ।
শপ্তা বিনাপরাধেন কথং যাস্তামি সদগতিম্ । মাতা
দেহারণিঃ পুংসাং মাতা হৃৎসহা পরা ॥ ২০ ॥

যাবৎ থাকিল । অনন্তর কজপুত্রগণ অণ্ড ভেদ
করিয়া নির্গত হইল । কিন্তু বিনতার অণ্ড দুটি
ফুটিল না । তখন বিনতা অণ্ড দুইটি প্রণিধানপূর্বক
দেখিতে লাগিল ; দেখিতে দেখিতে তাহার মনে
হইল, ইহাতে দুইটি সন্তান নাই । ইহাতে বিনতা
হুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া অণ্ডটিকে তাকিয়া কেনিল,
ভাঙ্গিবামাত্র সে পুত্রদ্বয় দর্শন করিল । সে দেখিল
যে পুত্রটি অর্দ্ধকায়-সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার অপর
অর্দ্ধাঙ্গ তখনও পূর্ণতালভ করে নাই । ক্রত
হওয়া যায় যে, তদবস্থ পুত্রই মাতার তাদৃশ চপলতা-
পূর্ণ কার্য্য দেখিয়া মাতাকে এইরূপ শাপ দিয়াছিল,
—অহি মাতঃ ! যে হেতু তুমি লুক্ক হইয়া অসম্পূর্ণ
অবস্থায় আমাকে এইরূপ করিলে, অতএব তুমি
যাহার সহিত স্পর্শ কর, পঞ্চ শত বৎসরের জন্ত
তাহার দাসী হইয়া থাকিবে । হে মাতঃ ! আর
এই যে এক পুত্র তোমার অণ্ডমধ্যে রহিয়াছে,
যদি তুমি আমার মত ইহাকেও অনঙ্গ না করিয়া
আর পঞ্চশত বর্ষ অধিক কাল ধীরভাবে কাটা-
ইতে পার, তাহা হইলে এই পুত্রই তোমাকে
শাপ হইতে মুক্ত করিবে । হে দেবি ! অকণ
এইরূপ মাতাকে শাপ প্রদান করিয়া বাস্পগদগদ
কণ্ঠে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল,—হায়
হায় ! আমি অতি নৃশংস ! আমি বিনা অপরাধে
মাতাকে শাপ প্রদান করিলাম ! আমার সদগতি

গর্ভক্লেশে পরঃ হৃৎপং মাতা জানাতি যাদৃশম্ ।
বাৎসল্যং চাধিকং মাতৃদৃশ্যতে ন তু পৈতৃকম্ ॥
২১ ॥ গুরুণামেব সর্বেষাং মাতা গুরুতরা স্মৃতা ।
একস্তাপি স্মৃতস্তৈব ন দৃষ্টা নিকৃতিঃ ক্রতো ॥
২২ ॥ যদি পিণ্ডপ্রদানং তু গয়ায়াং কুরুতে স্মৃতঃ ।
গতে পিতরি পঞ্চদ্বং মাতা পুত্রস্ত নির্বৃতিঃ । নচ
মাতৃবিহীনস্ত মমদ্বং কুরুতে পিতা ॥ ২৩ ॥ বিকলো
মাতৃহীনস্ত পুত্রো হি প্রোচ্যতে তদা । যদা স
বুদ্ধো ভবতি তদা ভবতি হৃৎখিতঃ । তদা শূন্তং
জগৎসর্কং যদা মাতা বিযুক্ত্যতে ॥ ২৪ ॥
সোহহং পাপসমাচারো জাতো মাতৃবিহিংসকঃ ।
মরিষ্যামি ন সন্দেহঃ সাধয়িত্বা হতাননম্ ॥ ২৫ ॥
জাতোহহং বিকলাঙ্গস্ত প্রাক্কুরুতেনৈব কৰ্ম্মণা ।
ন মাতা কারণং যস্মাৎ স্বকীয়ং কৰ্ম্ম ভুজ্যতে ॥
এবং বিলপতন্তস্ত কস্তপস্ত স্মৃতস্ত চ । অকণস্ত
বিশালাক্ষি নারদঃ সমুপাগতঃ ॥ ২৬ ॥ দৃষ্টাক্ষণং
সুহৃৎখার্ত্তং বিলপন্তঃ পুনঃপুনঃ । প্রভৃবাচ প্রসন্নাস্তা

হইবে কিরূপে ? মাতা দেহীদিগের দেহের উপা-
দানস্বরূপ, মাতার স্থায় পুত্রের হৃৎখতার আর
কেহই বহন করে না ! গর্ভধারণে যে কি হৃৎপ
অনুভব করিতে হয়, তাহা মাতাই জানেন !
পুত্রের প্রতি মাতার যাদৃশ বাৎসল্য দেখিতে পাওয়া
যায়, পিতার তাদৃশ নহে । গুরুপরম্পরার মধ্যে
মাতাই পরম গুরু । মাতৃখণ্ড পরিশোধ করিয়া পুত্র
কদাচ নিকৃতি লাভ করিতে পারে না,—তবে যদি
কখন পিতার পরলোক গমনের পর গয়ায় গিয়া
পিণ্ড প্রদান করিতে পারে, তাহা হইলে পুত্র এক
দিন নির্বৃতি লাভ করিতে পারে । পিতা, মাতৃহীন
পুত্রের প্রতি মমতা করেন না ঐ অবস্থায় ঐ
আকুল শিশুকে লোকে মাতৃহীন বলিয়া হৃৎপ প্রকাশ
করিয়া থাকে । মাতৃহীন বালক বৃদ্ধ হইলেও
মাতার জন্ত হৃৎপ প্রকাশ করিয়া থাকে । সন্তানের
যখন মাতৃবিয়োগ হয়, তখন তাহার এই জগৎ
শূন্ত বলিয়া মনে হয় । আমি অতি পাপী ; যেহেতু
আমি পুত্র হইয়া মাতৃহিংসক হইলাম ; অতএব
আমি বহি প্রজ্জলিত করিয়া তাহাতে এই পাপদেহ
আহুতি প্রদান করিব । ১—২৫ । আমি পূর্বকর্ম্মের
ফলেই বিকলাঙ্গ হইলাম, ইহাতে মাতার দোষ কি
আছে ? আমি স্বকর্ম্মের ফলভোগ করিতেছি । হে
বিশালাক্ষি ! অকণ এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে
ঐ সময় দেবর্ষি নারদ ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন ।

নারদঃ প্রহসন্নিব । ২৮ । অকণোহয়মহো যৌতি
কণ্ডপশ্চাত্তমস্তুবঃ । বিনতায়াঃ স্মৃতো জ্যেষ্ঠঃ সমুত-
স্তপসাং নিধিঃ । ২৯ । উৎপাদিতোহয়মল্লাহৈরর্ক-
কায়ো মহাবলঃ । এনমাশাসয়িষ্যামি বিনতাগর্ভ-
সমুতবম্ । মোহেন বিলপন্তঃ চ শ্রেয়ো মে ভবিতা
ক্ৰমম্ । ৩০ । ইতি সন্ধিস্ত্য মনসি বাটেক্যর্কধ্বমুতো-
পমৈঃ । প্রত্যাচাক্রণং তত্র নারদো দ্বিজসত্তমঃ । ৩১ ।
তাত কণ্ডপদায়াদ বিনতাগর্ভসমুতব । তেজোরাসে
দুরাধর্ষ সম্ভাপং মা কুথা বৃথা । ৩২ । ভাবিনোহর্থা
ভবন্তীহ দুঃখস্ত চ সুখস্ত চ । যদ্বয়া বিনতা শপ্তা
রহস্তং দেবনির্মিতম্ । ৩৩ । যদি তেহস্তি স্নগা চিন্তে
শপ্তায়জননৌ ত্বয়া । তদাগচ্ছ মমাদেশানমহাকাল-
বনং শুভম্ । ৩৪ । উত্তরে দেবদেবস্ত যাত্রেয়স্ত চ
পুণ্যদম্ । বিদ্যতে ত্রিদশৈঃ পূজ্যং সর্বদা সর্বদং
শিবম্ । ৩৫ । অকণশ্বেবযুক্তস্ত নারদেন মহাত্মনা ।
আজগাম কণাঙ্কেন মহাকালবনং শুভম্ । ৩৬ ।
দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং তেজঃকূটোপমং শুভম্ । পূজ্যা-
মাস বিধিবৎ পুষ্পৈর্ভাবসমাবৃত্তঃ । ৩৭ । লিঙ্গে-

তিনি তাহাকে ঐ ভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া
হাসিতে হাসিতে স্বগতভাবে বলিতে লাগিলেন,—
অহো! এই যে এ রোদন করিতেছে, এ অকণ—
কণ্ডপের পুত্র,—বিনতার গর্ভে হইয়াছে;—এই
জ্যেষ্ঠ—বিনতা ইহাকে অকালে প্রসব করিয়াছে—
সেই জন্তই অর্ধকায় হইয়াছে,—এরূপ ঘটনা না
ঘটিলে এ একজন মহাবল হইত,—এই বিনতার
পুত্র মুগ্ধ হইয়া বিলাপ করিতেছে আমি ইহাকে
আশ্বাসিত করি, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার শ্রেয়ো-
লাভ হইবে । এইরূপ চিন্তার পর তিনি অমৃতবৎ
মধুর বাক্যে অকণকে বলিলেন—অগ্নি তাত, কণ্ডপ-
বংশধর, বিনতাগর্ভ-সমুতব, তেজোরাসে, দুরাধর্ষ!
বৃথা খেদ করিও না,—বৎস! এই সংসারে সুখ-
দুঃখ যাহা কিছু অবশ্য ঘটনীয়, তাহাই ঘটিয়া থাকে ।
তুমি যে তোমার মাতাকে শাপ দিয়াছ, ইহা দেব-
নির্মিত রহস্য মাত্র । আর তুমি তোমার জননীকে
শাপ দিয়াছ, বলিয়া যদি তোমার চিন্তে স্নগা জন্মিয়া
থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার সঙ্গে মহাকাল-
বনে এস, ঐ স্থানে দেবদেব যাত্রেয়রের উত্তর
দিক্ ভাগে এক দেব-পূজ্য লিঙ্গ আছেন । নারদ
এই কথা বলিলে অকণ নারদের সঙ্গে মহাকালবনে
আগমন করিয়া তেজঃকূটোপম লিঙ্গ দর্শন করিল
এবং তত্ত্বিসহকারে পুষ্প দ্বারা পূজা করিতে

নোক্তোহকণো দেবি সারথ্যং কুরু সর্বদা । সূর্য্যস্ত
ভ্রমতস্তস্ত তত্তুল্যো নাস্তি সারথিঃ । ৩৮ । ময়া দত্তং
তু সামর্থ্যং সূর্য্যস্ত পুরতঃ সদা । উদয়ন্তেহকণ
প্রাগ্‌গৈব পশ্চাৎসূর্য্য উদেয্যতি । ৩৯ । ত্বয়া
ত্রিভূ লোকেষু খ্যাতোহয়মকণেশ্বরঃ । ভবিষ্যামি ন
সন্দেহো নৃণামর্থপ্রদায়কঃ । ৪০ । যে মাং পশুস্তি
সততং ত্বয়া চাক্রণেশ্বরম্ । তে যান্তস্তি পরং স্থানং
দাহপ্রলয়বর্জিতম্ । ৪১ । মোদিষ্যস্তি কুলৈঃ সার্কং
পিতৃমাতৃসমুদ্বৈঃ । কল্পকোটিসহস্রং তু যে পশুস্তি
সমাহিতাঃ । ৪২ । ন দুঃখং জায়তে তেষাং যে
পশুস্তি রবেদ্বিনে । সংসারসাগরোখং বৈ যাবদিন্দ্রা-
শ্চতুর্দশ । ৪৩ । যঃ পশুতি চতুর্দশাং কৃষায়ামকণে-
শ্বরম্ । ৪৪ । স নেয্যতি পিতৃন স্বর্গে নরকস্থান
সংশয়ঃ । সংক্রান্তৌ রবিবারে চ যঃ পশুদকণেশ্ব-
রম্ । শুভৌরশ্বামিনো যাত্রা কৃতা তেন ন সংশয়ঃ ।
৪৫ । ইত্যুক্তস্তেন লিঙ্গেন বিনতানন্দনস্তদা ।
আগতঃ কৃতকৃত্যাত্মা যত্র দেবো দিবস্পতিঃ । ৪৬ ।
অস্ত লিঙ্গস্ত মহাত্ম্যং কণ্ডপশ্চাত্তমস্তুবঃ । অকণো
দৃষ্টতে বোয়ি সূর্য্যস্ত পুরতঃ সদা । ৪৭ । এষ তে

লাগিল । লিঙ্গ ঐ সময় বলিলেন,—অকণ!
তুমি সূর্য্যের সারথ হও, তোমার তুল্য সারথি
আর কেহ হইবে না । হে অকণ! আমি তোমা-
কে এই অদ্বিতীয় সামর্থ্য প্রদান করিলাম । তুমিই
অগ্রে উদিত হইবে, পশ্চাৎ সূর্য্য উদিত হইবেন ।
আমি ত্রিভুবনে তোমার নামে বিখ্যাত হইব ।
যাহারা আমাকে দর্শন করিবে, তাহারা দাহ-প্রলয়-
বর্জিত পরম পদে গমন করিবে । যাহারা সমাহিত
ভাবে আমাকে দর্শন করিবে, তাহারা পিতৃ-মাতৃ
কুলের সহিত কোটি সহস্র কল্প কাল আমোদ
প্রাপ্ত হইবে । রবিবার দিন আমাকে দর্শন
করিলে কদাচ কাহার দুঃখ হয় না । যে ব্যক্তি
কৃষা চতুর্দশীতে অকণেশ্বর দর্শন করে, সে
আপনার নরকস্থ পিতৃগণকে স্বর্গে নীত করে,
ইহাতে কোন সংশয় নাই । রবিবার সংক্রান্তির
দিন যে মানব অকণেশ্বর দর্শন করে, তৎকর্তৃক
শুভৌর-শ্বামীর যাত্রা করা হয়, এবিষয়ে কোন
সংশয় নাই । বিনতা-নন্দন লিঙ্গকর্তৃক এইরূপ
অভিহিত হইয়া যেখানে দেব দিবস্পতি বিরাজিত,
সেই স্থানে আগমন করিল । এই লিঙ্গপ্রভাবে
কণ্ডপশ্চাত্তমস্তুব অকণকে সর্বদা সূর্য্যের অগ্রভাগে
দেখিতে পাওয়া যায় । হে দেবি! এই আমি

কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । অরুণেশ্বর-
দেবস্ত পুষ্পদন্তেশ্বরং শৃণু ॥ ৪৮

ইতি ত্রীকান্দেহরুণেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রীমহাদেব উবাচ । সপ্তসপ্ততিকং দেবি পুষ্প-
দন্তেশ্বরং শৃণু । যন্ত দর্শনমাত্রেণ গর্ভবাসো ন
জায়তে ॥ ১ ॥ শিনির্নাম দ্বিজো দেবি স চাপুত্রো-
হভবৎ পুত্রা । পুত্রার্থং চিন্তয়ামাস স তপাংসি
বহুনি হ ॥ ২ ॥ বায়ুভক্ষোহমৃতক্ষণ্ড নিরাহারোর্ধ্ব-
বাহকঃ । শাকমূলফলাহারঃ পর্ণাশ্চৈকদ্বিপর্ণভুক্ ॥
৩ ॥ এবমাদৌনি চান্তানি তপাংসি ত্রৈয়সে পরম্ ।
এতেষাং তপসাং মধ্যে তপ একং সমাশ্রয়ে ॥ ৪ ॥
পরং বিরোপশাস্ত্যর্থং তোষয়িষ্যেহমীশ্বরম্ ।
এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা উর্দ্ধবাহুর্ধ্বপাদকঃ । আভ্যাংন
স হ্রাসাদ্যো নাপরাধো ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥ তথা
চকার স মুনির্বর্ধনাং দ্বাদশৈব হি । তপস্তন্তং চ

তোমার নিকট অরুণেশ্বর-মাহাত্ম্য 'কৌর্টন করি-
করিলাম, অধনা পুষ্পদন্তেশ্বর মাহাত্ম্য শ্রবণ
কর । ২৮—৪৮ ।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৭ ।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ।

হে দেবি ! যাহাকে দর্শন করিলে গর্ভবাসের
সম্ভাবনা থাকে না, সেই পুষ্পদন্তেশ্বর লিঙ্গকে
সপ্তসপ্ততিতম বলিয়া জানিবে । পূর্বে শিনি
নামে এক অপুত্রক দ্বিজ ছিলেন । তিনি পুত্রার্থ
বহু ব্রত করিয়াছিলেন । তিনি এক সময় চিন্তা
করিলেন যে, বায়ুভক্ষ, অমৃতক্ষ, নিরাহার, উর্দ্ধ-
বাহু, শাক-মূল-ফলাহার, পর্ণাশী, এক-দ্বি-পর্ণভুক,
ইত্যাদি রূপে বহু ব্রত আছে, ইহার মধ্যে কোন
একটি আমি অবলম্বন করিব । কিন্তু বিরোপশমনের
জন্ত আমি যে দেবদেবকে পরিতুষ্ট করিব না,
এমন নহে ! সে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া
বাহু ও পাদ উর্দ্ধদিকে স্থাপনপূর্বক আমাদের
হ্রাসাদনীয় ও নিরপরাধ হইয়া দ্বাদশ বৎসর

তং দৃষ্ট্বা নিয়মে পরমে স্থিতম্ ॥ ৬ ॥ বিজ্ঞপ্তোহঃ
ত্বয়া দেবি মন্দরে চারুকন্দরে । করোত্যেতৎ তপঃ
কুরং পুত্রহেতোর্মুনির্বহান্ ॥ ৭ ॥ তেজসা দীপয়ন্তৈলঃ
শোষয়ন্ সলিলাশয়ান । তপসা হৃৎকরেণৈব কৃতিভা
নাকবাসিনঃ ॥ ৮ ॥ ব্যালেস্ত্রা ব্যাকুলীভূতা
বুলিতাশ্চাচলেশ্বরঃ । মুনয়ো বিস্মৃতিং প্রাপ্তাঃ
কম্পেতে চাপি রোদসী ॥ ৯ ॥ অযোনিজঃ শিনিবিপ্রঃ
পুত্রমিচ্ছত্যযোনিজম্ । ত্বং যোনির্গুণজ্ঞানাং ত্বং
যোনিস্তপসামপি ॥ ১০ ॥ ত্বং তপস্বঃ পরং ধাম
শিখিচন্দ্রার্কলোচন । সর্কেশ্বর স্মৃতোহভীষ্টঃ কিং
ন বিপ্রায় দীয়তে ॥ ১১ ॥ সুরাসুরগুরো কিং ন
পুত্রমৈশ্ব প্রযচ্ছসি । তপসা কৌণদোষস্ত ব্রহ্মহে
ভাবিতান্বনঃ ॥ ১২ ॥ শিনেঃ পুত্রপ্রদানং ত্বং কুরু মম-
চনাচ্ছিব । তপসা হৃৎকরেণৈব গাঢ়ং ক্রিষ্টো মহামুনিঃ ॥
১৩ ॥ তেজাংসি জ্যোতিষামেব মহতাং চ বিধি-
স্থিতঃ । অহরন্তেজসা শ্বেন তমাংসীব দিবাকরঃ ॥
১৪ ॥ তদ্বক্তৃশ্চ চ দেবেশ ব্যর্থঃ কস্মাৎ পরিশ্রমঃ ।
উদিতৈর্হর্কে তমাংসীহ ন ভবন্তি কদাচন ॥ ১৫ ॥
ত্বৎপরশ্চ ন দেবেশ যুক্তা হুঃখবিভীষিকা । ইত্যাহং

যাবৎ ঐ ভাবে তপস্তা করিতে লাগিল । তাহাকে
ঐ ভাবে তপস্তা করিতে দেখিয়া তুমি একদিন
আমাকে মন্দরের চারু কন্দরে বলিলে,—এই
মহামুনি অযোনিজ পুত্রহেতু তেজে সমগ্র শৈল
দীপিত, সলিলাশয় শোষিত, স্বর্গবাসীদিগকে
কোষিত, ব্যালেস্ত্রগণকে ব্যাকুলিত, পর্বত
সকলকে চালিত, মুনিগণকে আশ্চর্য্যায়িত এবং
পৃথিবীকে কম্পিত করত তপস্তা করিতেছেন;
আর আপনি হইতেছেন;—গুণসমূহ ও তপস্তার
যোনি; আপনি তপ, ও পরম ধাম; বহি, চন্দ্র ও
সূর্য্য আপনার লোচন, আপনি সর্কেশ্বর, অতএব
কি জন্ত আপনি ব্রাহ্মণকে পুত্র প্রদান করিতেছেন
না? আপনি হইতেছেন সুরাসুর গুরু, অতএব
কি জন্ত আপনি উহাকে পুত্র প্রদান করিতেছেন
না? আপনি আমার বাক্যে ভাবিতান্ব। কৌণদোষ
শিনিকে পুত্র প্রদান করুন, মুনি হৃৎকর তপস্তা
করিয়া গাঢ়রূপে ক্রিষ্ট হইতেছেন । মহৎ জ্যোতির
তেজঃস্বরূপ নিয়মস্থিত ঐ ব্রাহ্মণ দিবাকরের স্তায়
তম হরণ করিতেছেন । হে দেবেশ ! তিনি
আপনার ভক্ত, কি জন্ত তাঁহার পরিশ্রম ব্যর্থ
হইবে? দেখুন,—সূর্য্য উদিত হইলে কখনও
অন্ধকার স্থান পায় না । হে দেব ! যাহারা

প্রার্থিতো দেবি ত্বয়া পৰ্বতপুত্রিকে ॥ ১৬ ॥ বিপ্রাথ-
মহুকম্পার্থং পুত্রাণং চ বিশেষতঃ । আকারিতা ময়া
দেবি গণাস্তদগৌরবেণ তু ॥ ১৭ ॥ কদ্রাশ্চ হরভক্তাশ্চ
কুমাণ্ডা গগনেচরাঃ । রোমরোজা মহানীলাঃ
শিখাবন্তঃ সেকোকিলাঃ ॥ ১৮ ॥ অস্ত্রে চ বিবিধাকারঃ
কালান্তা হরিপিঙ্গলাঃ । জটাজুটধরাশ্চিরা বীথি-
নক্ষত্রচারিণঃ ॥ ১৯ ॥ নীলগ্রীবাঃ কৃষ্ণমুখাঃ পিঙ্গ-
ধোত-জটাসটাঃ । জরো ডিগ্ভির্মহাকালো লাক্ষ্মিশ্চ
মহেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥ ঘণ্টাকর্ণো বিশাখশ্চ পরিশেষা
গণাশ্চ যে । বৃষাকৃতাঃ কামতুল্যাঃ কামরূপবলান্তথা ॥
২১ ॥ শূলচন্দ্রধরা সর্কো সর্কো তুল্যপরাক্রমাঃ ।
মমাদেশাৎ সমায়াতাঃ কৃতাজ্জলিপুটাঃ স্থিতাঃ ॥ ২২ ॥
অবন্তো বিবিধৈঃ স্তোত্রৈরুচুরেবঃ সমাহিতাঃ ।
কিং কৰ্ত্তব্যমিহাস্মাভিরাদেশো দ্বৈদীয়তাং প্রভো ॥ ২৩ ॥
গণানাং বচনং শ্রুত্বা জাহ্নবা ভক্তিং চ তাদৃশীম্ ।
মহাতপঃপ্রভাবোহয়ং শিনিবিপ্রস্ত কীর্তিতঃ ॥ ২৪ ॥
পুত্রার্থং তপ্যতি তপঃ শিনিব্রাহ্মণসত্তমঃ ।
মহাক্যাং কো হু বিপ্রস্ত পুত্রত্বং সম্প্রযাস্তি ॥ ২৫ ॥
তস্তাহং সম্প্রদাস্তামি সন্নান কামান যথেষ্পিতান ।
অমরং চাজরং পুত্রং মুনির্দীক্ষতি সাম্প্রতম্ ॥ ২৬ ॥

আপনার প্রতি মন সমর্পণ করিয়াছে, তাহাদের
কদাচ দুঃখ-বিভীষিকা হওয়া উচিত নহে । হে
দেবি ! তুমি আমাকে এই সকল কথা বলিলে,
আমি তখন বিপ্রকে পুত্র প্রদান করিবার নিমিত্ত
কদ্র, হরভক্ত, কুমাণ্ড গগনেচর, রোমরোজ,
মহানীল, শিখাবন্ত, কোকিল, কালান্ত, হরিপিঙ্গল,
জটাজুটধর, বীথি-ক্ষেত্রচারী, নীলগ্রীব, কৃষ্ণমুখ,
পিঙ্গ ও ধোতজটাসট, জর, ডিগ্ভি, মহাকাল, লাক্ষ্মি,
মহেশ্বর, ঘণ্টাকর্ণ, বিশাখ, পরিশাখ, বৃষাকৃট,
কামতুল্য, কামরূপবল, শূল-চন্দ্রধর ও তুল্য-
পরাক্রম গণদিগকে আহ্বান করিলাম । তাহারা
আসিয়া আমার নিকট কৃতাজ্জলিপুটে অবস্থিত
হইল এবং বিবিধ স্তব দ্বারা সমাহিতভাবে
আমার স্তব করিতে লাগিল । তাহারা বলিল,
—হে প্রভো ! কি করিতে হইবে, আদেশ
করুন । আমি তখন গণসমূহের বাক্যে তাহা-
দের আমার প্রতি অচলা ভক্তি বুঝিতে পারিয়া
শিনি বিপ্রের প্রভাব তাহাদের নিকট বর্ণন
করিলাম ; বলিলাম,—ব্রাহ্মণসত্তম শিনি পুত্রার্থ
তপস্তা করিতেছেন, আমার বাক্যে কে তোমরা
তাহার পুত্রত্ব লাভ করিবে ? আমি তাহাকে

মহাক্যাং ক্রিয়তাং সদ্যো বিপ্রঃ ক্রেশাধিমুচ্যতাম্ ।
মহুকম্প ন সঙ্কল্পো মিথ্যাভবিতুমর্হতি ॥ ২৭ ॥ মদীয়ং
বচনং শ্রুত্বা সর্কো কম্পিতকঙ্করাঃ । সর্কো চাবামুখা
জাতা সর্কো ধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ২৮ ॥ ন কচ্ছিত্যবতে
কিঞ্চিন্ন কচ্ছিত্যবতে তদা । অথোক্তঃ পুষ্পদন্তেন
রভসান্মানিতেন তু ॥ ২৯ ॥ মম চিত্তমবিজ্ঞায়
গণানামনুকম্পয়া । ন যাস্তস্তি গণা দেব ত্বাং বিহায়
মহীতলম্ ॥ ৩০ ॥ ইহ স্থাস্তিস্তি সততং ত্বৎসমীপে
ন সংশয়ঃ । কথং যোনিং প্রযাস্তিস্তি সম্প্রাপ্য
মুদমুক্তমম্ ॥ ৩১ ॥ হীনাঃ রজোহধিকাঃ দীনাঃ
তমোবহলধারিণীম্ । কথং স্বর্গং পরিত্যজ্য
যাস্তামো নরকং পরম্ ॥ ৩২ ॥ কবরেবং ভ্রমেণৈব
ভাবার্থেন প্রণোদিতঃ । উক্তো ময়া বিশালাক্ষি
পুষ্পদন্তো গণাগ্রণীঃ ॥ ৩৩ ॥ পত ত্বং মানুসে লোকে
যস্মায়ে বিপ্রিয়ং কৃতম্ । শপ্তা তং পুষ্পদন্তং তু
বীরকঃ প্রেরিতো ময়া ॥ ৩৪ ॥ বিপ্রস্ত পুত্রতাং
তুণং পুত্র গচ্ছ মমাজয়া । ততস্তে সম্প্রদাস্তামি

সর্বাভিলষিত প্রদান করিব । মুনি অজর অমর
পুত্র প্রার্থনা করেন, আমার বাক্যে তোমরা মূনির
ক্ৰেশ মোচন কর, দেখ—আমার ভক্তের সঙ্কল্প
কদাচ মিথ্যা হইবার নহে । ১—২৭ । আমার কথা
শুনিয়া তাহারা সকলেই গ্রীবা কম্পিত করিল,
সকলেই অধোমুখ হইল ; এবং সকলেই চিন্তা
করিতে লাগিল । কেহ আর বাৎস্নিকি করিল
না ; কেহ তাকাইল না ; অনন্তর তাহাদের পক্ষ
হইতে সকলের প্রতিনিধিরূপে উথিত হইয়া
পুষ্পদন্ত বলিল,—হে দেব ! গণসমূহের মধ্যে
কেহও আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া মহীতলে
যাইতে স্বীকার করিতেছে না । এই স্থানে
আপনার নিকটেই উহার বরাবর থাকিতে চায় ।
এই পরমানন্দ-সন্দোহ পরিত্যাগপূর্বক কিজন্ত
উহার রজোহধিকা দীনা তমোবহলধারিণী হীনা
যোনি লাভ করিবে ? আর কেনই বা আমরা
স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া নরকে গমন করিব ?
পুষ্পদন্ত ভবিতব্যতায় প্রণোদিত হইয়া ভ্রমবশতঃ
এই কথা বলিলে আমি তাহাকে বলিলাম,—
যে হেতু তুমি আমার অপ্রিয়াচরণ করিলে,
অতএব তুমি মানুসলোকে পতিত হও । পুষ্প-
দন্তকে শাপ দিয়া বীরককে এই বলিয়া প্রেরণ
করিলাম যে, পুত্র ! তুমি আমার আদেশে
নীল্র বিপ্রের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হও । অতঃপর আমি

সর্বান কামান যথেষ্টিতান ॥ ৩৫ ॥ ইত্যুক্তো বীরকো
দেবি গতো বিপ্রস্ত পুত্রতাম্ । পুষ্পদন্তোহপি
করণং বিনলাপ স্তুত্বিতঃ ॥ ৩৬ ॥ পশ্চাত্তাপেন
সংযুক্তো নিশ্বস্ত চ পুনঃপুনঃ । অহো তৎসফলং
জন্ম যদাজ্ঞা ক্রিয়তে নরৈঃ ॥ ৩৭ ॥ প্রভুণামেক-
চিত্তেন তে ভূত্যা দুর্লভাঃ স্মৃতাঃ । তেষামর্থশ্চ
ধর্মশ্চ কুলং চৈব চ তারিতম্ ॥ ৩৮ ॥ প্রসন্নাস্থিদশা-
স্তেষাং প্রভুভক্তাশ্চ যে নরাঃ । সেবাধর্মো হি
গহনো যোগিনামপি দুষ্করঃ ॥ ৩৯ ॥ ন জ্ঞেয়ঃ কেন
তবেন হুরারাধ্যঃ প্রভূর্ভবেৎ । একেনাপ্যপরাধেন
প্রকোপং কুরুতে প্রভুঃ ॥ ৪০ ॥ বিনশ্চন্ত্যপকারাণি
তস্মাৎ সেবা স্তুত্বরা । স্বামী সর্গশ্চ বহিষ্ণু তপ্ত-
ভাবঃ ব্রজন্তি হি ॥ ৪১ ॥ তস্মাদ্যত্নেন সংসেব্যা
আত্মরক্ষণতৎপরৈঃ । সোহহং ভূমৌ নিপতিতঃ
প্রভোরাদেশভক্তকঃ ॥ ৪২ ॥ কাংস্ত লোকান
গমিষ্যামি কলুষৌ জনহা ইব । এবং বিনপা
বহশো মামেব শরণং গতঃ । উবাচ দীনয়া বাচা
প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ ॥ ৪৩ ॥ দীনোহস্মি জ্ঞানহীনো-
হস্মি প্রণতোহস্মি চ শঙ্কর । কুরু প্রসাদং দেবেশ

তাহাকে অভিলষিত সমস্ত প্রদান করিলাম । হে
দেব! আমার বাক্যে বীরক, বিপ্রের পুত্র হইল ।
এদিকে পুষ্পদন্ত করুণাম্বরে বিনাপ করিতে লাগিল ।
সে এই বলিয়া মৃত্যুভূমি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া
মনস্তাপ করিতে লাগিল,—হায় । তাহাদেরই জন্ম
সফল, যাঁহারা প্রভুর বাক্য পালন করিয়া থাকে ।
ঐরূপ ভূত্যা প্রভুর পক্ষে দুর্লভ । যাঁহারা
প্রভুভক্ত তাহাদের ধর্ম, কর্ম, কুল সংস্কৃত হইয়া
থাকে । সেবা-ধর্ম অতি দুষ্কর, ইহা যোগি-
গণেরও দুষ্কর । জানা যায় না যে, কোন তরু
প্রভু হুরারাধ্য হইবেন? একটীমাত্র অপরাধ
করিলেই প্রভু কোপ করিয়া থাকেন, আর সেই
একটীমাত্র দোষ দ্বারা ভূতাকৃত সমস্ত উপকারই
একেবারে নষ্ট হইয়া যায় । স্বামী, সর্গ, ও
বহিষ্ণু ইহারা তপ্তভাব ধারণ করিয়াই আছেন,
অতএব আত্মরক্ষা-তৎপর হইয়া জনগন প্রভু-
সেবা করিবে । প্রভুর আদেশ প্রতিপালন না
করিয়াই আমি ভূতলে পতিত হইয়াছি । আমি
কলুষৌ জনহর স্থায় কোন লোকে গমন করিব,
তাহার ইয়ত্তা নাই । পুষ্পদন্ত এইরূপ বিনাপ
কারী পুনরায় আমারই শরণ গ্রহণ করিল । সে
আমাকে পুনঃপুন প্রণাম করিয়া দীনভাবে বলিল,—

অপরাধং ক্ষমস্ব মে ॥ ৪৪ ॥ ন হি নির্বহণং যাস্তি
প্রভুণামাশ্রিতা ক্রমঃ । প্রসাদ দেবদেবেশ দীনস্ত
কৃপণস্ত চ ॥ ৪৫ ॥ অপি কীটপতঙ্গাঃ গচ্ছন্তঃ
তব শাসনাৎ । ভক্তোহহং সর্বদা দেব পুত্রহে হি
প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪৬ ॥ ইতি তস্ম বচঃ ক্রুত্বা পুষ্পদন্তস্ত
পার্বতি । মমত্বেন তদা দেবি প্রোক্তমিখং ত্বয়া
বচঃ ॥ ৪৭ ॥ গচ্ছ পুত্র মমাদেশান্নহাকালবনং
শুভম্ । লিঙ্গমারাধয় কিপ্রং তবগ্নায় ভবিষ্যতি ॥
৪৮ ॥ কীর্তিস্তে ভবিতা পুত্র যাবদাভূতসম্প্রবম্ ।
ইত্যুক্তে তু ত্বয়া দেবি ময়াপ্যুক্তং বরাননে ॥ ৪৯ ॥
ন মে মিথ্যা বচঃ পুত্র ভবিষ্যতি কথঞ্চন । দর্শনাদেব
লিঙ্গস্ত মমাতীষ্টো ভবিষ্যসি ॥ ৫০ ॥ বিমানে পুষ্প-
পাদে তু সমাক্রটো ভবিষ্যসি । পুষ্পৈঃ সম্পূজ্যমানস্ত
পদং প্রাপ্ত্ব্যসি শান্তম্ ॥ ৫১ ॥ গণৈঃ সার্কং ময়া
চৈব মৃদিতো বিচরিস্যসি । মমাপি ন রতির্কৎস
ভবিষ্যতি ত্বয়া মিনা ॥ ৫২ ॥ অহং তজাগমিষ্যামি
মহাকালবনে শুভে । ভূট্টোহহং সর্বদা বৎস
গণানামগ্রণীঃ কৃতঃ ॥ ৫৩ ॥ অন্যথা শুদ্ধয়া ভক্ত্যা
লোকানানুপকারকঃ । ভবিষ্যসি ন সন্দেহস্তস্মিন

হে দেব । আমি অজ্ঞান, প্রণত এবং দীন, আপনি
অনুগ্রহপূর্বক আমাকে ক্ষমা করুন । ভূত্যা ক্রমা
প্রার্থনা করিলে প্রভুগণের সঙ্কিত রোষ কদাচ
স্থায়িতাবে অবস্থান করে না । হে দেবদেব!
প্রসন্ন হউন, আমি অতি দীন, কৃপণ, আপনার
শাসনে আমি কীটপতঙ্গ হইয়াছি । হে দেব!
আমি আপনার তরু, তরু ও পুত্র সমান । অতএব
ক্ষমা করুন । ২৮-৪৮ হে পার্বতি ! আমি পুষ্পদন্তের
তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলাম,—
হে পুত্র ! আমার আদেশে তুমি মহাকালবনে
গমন কর । ঐ স্থানে গমন করিয়া লিঙ্গারাধনা
কর, লিঙ্গ তোমার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন ।
ইহাতে তোমার আশ্রয়স্থায়ী কীর্তি হইবে ।
হে পুত্র ! আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, তুমি
লিঙ্গ দর্শনমাত্রই অতীষ্ট লাভ করিবে, বিমানে
আরোহণ করিয়া পুষ্প দ্বারা পূজিত হইতে হইতে
নাশতপদ লাভ করিবে । গণসমূহও তোমার সহিত
সর্বদা বিচরণ করিয়া বেড়াইবে । হে বৎস !
তোমা ব্যতিরেকে আমিও সুখলাভ করিতে পারিব
না । আমিও তোমার সহিত মহাকালবনে গমন
করিব । আমি তুষ্ট হইয়া তোমাকে গণাগ্রণী করিব ।
এই শুভভাক্তিভেদে তুমি লোকোপকারক হইবে,

ক্ষেত্রে গতো ক্রবন্ ॥ ৫৪ ॥ ইত্যুক্তো হি ময়া
দেবি পুষ্পদন্তো গণাগ্রণীঃ । মানী মমাজ্ঞয়া মৌনৌ
মহাকালবনে শুভম্ ॥ ৫৫ ॥ লিঙ্গমারাধয়ামাস
তুর্কাসেশাদধোস্তরে । লিঙ্গেনোক্তস্ত সহসা তুষ্ণৌহং
গণসন্তম । ত্বন্নায়া খ্যাতিমেব্যামি প্রসাদস্তে
কৃতোহুধনা ॥ ৫৬ ॥ এতান্মনস্তরে দেবি ত্বয়া
সার্কমহং গতঃ । শক্রাদৈদ্যস্বিদশৈঃ সার্কঃ গণৈ-
র্নাভিধৈস্তথা ॥ ৫৭ ॥ হৃষ্টস্ত পুষ্পদন্তোহপি
পুষ্পপটাসনে শুভে । পুষ্পৈঃ প্রকীৰ্য্যমাণোহপি
পুনঃ প্রাপ্তো মমাস্তিকম্ ॥ ৫৮ ॥ ময়া সংশ্লেষিতঃ
স্নেহাত্মসঙ্কেহপ্যাধিরোপিতঃ । স্থানং দত্তং বিশা-
লাক্ষি ইদমুক্তং ময়া তদা ॥ ৫৯ ॥ যে পশ্যন্তি নরা
লিঙ্গং ত্বয়া সম্পূজিতং ভুবি । তে যাস্মান্তি পুষ্প-
কেণ ক্রৌড়স্তো বৈ ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৬০ ॥ গণাধ্যক্ষা
ভবিষ্যন্তি সৰ্ব্বকামৈরলঙ্কতাঃ । মম লোকে গণা-
ধ্যক্ষা যাবদিত্যশ্চতুর্দশ ॥ ৬১ ॥ দর্শনাৎ ক্ষীয়তে
পাপমৈহিকং পূৰ্ব্বকং তথা । ততঃ প্রসাদান্নে
সৰ্বং জ্ঞানং সমাগ্ভবিষ্যতি ॥ ৬২ ॥ যঃ পূজয়ে-
চ্চতুর্দশমষ্টম্যাং সোমবাসরে । অমরৈঃ সহ সংকৃষ্টো
মোদতে দিবি সৰ্বদা ॥ ৬৩ ॥ পৈতৃকৈর্ভাতৃকৈঃ

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । হে দেবি ! পুষ্পদন্ত
আমা কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া আমার
আদেশে মহাকালবনে গমনপূর্বক তুর্কাসেশ
লিঙ্গের উত্তরদিক্‌ভাগে লিঙ্গ পূজা করিতে লাগিল ।
সেই লিঙ্গ সহসা বলিলেন,—আমি তুষ্ণ হইয়াছি,
আমি তোমার নামে খ্যাতি লাভকরিব ; তোমাকে
অমুগ্ৰহ বিতরণ করিলাম । হে দেবি ! এই সময়
আমি শক্রাদি দেবতা, বিবিধ গণ ও তোমার সহিত
মহাকালবনে গমন করিলাম । পুষ্পদন্তও হৃষ্ট
হইয়া পুষ্পপটাসনে উপবেশনপূর্বক পুষ্প দ্বারা
প্রকীৰ্য্যমাণ হইয়া আমার নিকট আগমন করিল ।
আমি সন্মুখে তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম এবং সে
আমার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইল । আমি তাহাকে
বলিলাম,—হে দেবি ! তৎপূজিত ঐ লিঙ্গ যাহারা
দর্শন করে, তাহারা গণাধ্যক্ষ ও সৰ্বকামে অলঙ্কৃত
হইয়া পুষ্পকবিমানে ক্রৌড়া করিতে করিতে স্বর্গ
গমন করিয়া থাকে এবং তাহাদের ঐহিক ও প্রাক্তন
পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে । আমার প্রসাদ তাহা-
দের সম্যক্‌জ্ঞান লাভ হয় । যে ব্যক্তি সোমবার
অষ্টমী বা চতুর্দশীতে লিঙ্গ দর্শন করে, সে স্বর্গে
গমন করিয়া মাতা-পিতার সন্তকুল ও অমরগণের

সার্কঃ কুলৈশ্চ সপ্তাভির্ভূতঃ । ন বদেৎ কেনচিৎ
সার্কঃ নরো যঃ প্রাতঃকথিতঃ ॥ ৬৪ ॥ পুষ্পদন্তেশ্বরঃ
দৃষ্টো সোহম্মমেধফলং লভেৎ । মুচ্যতে পাতকা-
দৈশ্চ যঃ শাঠ্যোনাপি পশ্যতি ॥ ৬৫ ॥ যতো
গান্ধর্বলোকে তু যাতি বিদ্যাধরৈর্দূতঃ । ন তস্য
সন্ততিচ্ছেদো যঃ পশ্যতি দিনে দিনে । নিয়মেন
গণাধ্যক্ষ জায়তে ব্রহ্মণো দিনম্ ॥ ৬৬ ॥ ঐশ্বৰ্য্যং
সপ্তলোকেষু ভুক্তা ভোগান্ যথাক্রমম্ । পৃথিব্যা-
মেকরাড্ভূত্বা মমাক্ষে সন্তবিষ্যতি ॥ ৬৭ ॥ এষ তে
কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । পুষ্পদন্তে-
শ্বরেশস্য অবিমুক্তেশ্বরঃ শৃণু ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাদে পুষ্পদন্তেশ্বরমাহাত্ম্য-বর্ণনং

নাম সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অষ্টসপ্ততিকং বিদ্ধি অবিমুক্তে-
শ্বরং প্রিয়ে । যস্য দর্শনমাত্রেণ তীর্থযাত্রাকলং
লভেৎ ॥ ১ ॥ শাকলে নগরে দেবি চিত্রসেনো

সহিত সৰ্বদা হৃষ্টোত্তরকরণে আনন্দ উপভোগ করিয়া
থাকে । এই লিঙ্গ-প্রভাব যে কোন ব্যক্তির নিকট
প্রকাশ করা বিধেয় নহে । মানব প্রাতঃকালে গাত্রো-
ত্থান করিয়া পুষ্পদন্তেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে তাহার
অম্মমেধ ফল লাভ হয় । যে ব্যক্তি শাঠ্য বশতও
ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, সেও সৰ্ব পাপ হইতে মুক্ত
হয়; এবং জীবনান্তে গান্ধর্বলোকে গমন করিয়া
থাকে । যে মানব প্রতিদিন পুষ্পদন্তেশ্বর লিঙ্গ
দর্শন করে, তাহার সন্ততিবিচ্ছেদ হয় না, ব্রাহ্মদিন-
পরিমাণে সে গণাধ্যক্ষ হইয়া থাকে, এবং পৃথি-
বীস্থ যাবতীয় ভোগ উপভোগ করত ভূমণ্ডলে
সার্বভৌম নরপতি হইয়া জন্মে । হে দেবি ! এই
আমি তোমার নিকট পুষ্পদন্তেশ্বরের পাপনাশন
প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম অতঃপর অবিমুক্তেশ্বর-
মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ৪৭—৬৮ ।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ! ৭৭ ।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে প্রিয়ে ! যাহাকে দর্শন
করিলে যাবতীয় তীর্থযাত্রাকল লাভ হয়, সেই
অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গকে অষ্টসপ্ততিতম বলিয়া

মহীপতিঃ । বভূব ভুবি বিখ্যাতো রূপবান্য়থা-
ধিকঃ ॥ ২ ॥ তন্তু চন্দ্রপ্রভা ভার্যা প্রাণেভ্যোহপি
গরীয়সী । পতিব্রতা ধর্ম্মনীলা রূপযৌবনশালিনী ।
অপুত্রস্তাপি নৃপতেঃ পুত্রী জাতা মনোরমা । তন্তু
নাম তদা চক্রে পিতা পার্শ্ববসন্তমঃ ॥ ৪ ॥ সর্ব-
লক্ষণসম্পন্ন কন্তা লাবণ্যবতাপি । সাপি জাতি-
স্মরা দেবী সস্মার চ পুরাতনম্ ॥ ৫ ॥ বৈরাগ্যাদ-
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ চচার তনুমধ্যমা । কদাচিদ্যৌবনং
প্রাপ্তা সা চ পৃষ্ঠা নৃপেণ বৈ ॥ ৬ ॥ উৎসঙ্গে চ
নিজে কুন্তা মুর্ধ্বি চাব্রায় হর্ষিতঃ । পুত্রি প্রদান-
কালন্তে কট্ম দেয়া বরায় চ ॥ ৭ ॥ নৃপায়
নৃপপুত্রায় সস্মতায় দ্বিজায় বা । বৃদ্ধায় বহুভার্য্যায়
গ্রাম্যোণায় চ পুত্রিণে । হর্ষণে চাব্রতো রাজা পুনঃ
পপ্রচ্ছ তাং স্তুতাম্ ॥ ৮ ॥ পৃষ্ঠা চ সা যদা দেবী ন
চোবাচ নৃপং প্রতি । অধোমুখী চ সঙ্গতা পুনঃ
প্রোক্তা নৃপেণ তু ॥ ৯ ॥ যদি মদ্বচনং পুত্রি প্রতি-
ভাতি ন সাস্প্রতম্ । বরণং স্বেচ্ছয়া পুত্রি কুরু ত্বি
স্বয়ংবরম্ ॥ ১০ ॥ ইতুক্তা সা নৃপতিনা পিত্রা প্রোক্তা
পুনঃপুনঃ । কুরোদ সা বৈ কক্লুং শ্রদ্ধা তাং কুৎ-

সিতাং গতিম্ ॥ ১১ ॥ জহাস চাতিহাসেন পুনঃ
শাসাংস্চ মুখতি । প্রহর্ষঞ্চ পুনঃ কিপ্রং প্রাপ্য
বাস্পঞ্চ মুখতি ॥ ১২ ॥ তামবস্থাং গতাম্ দৃষ্ট্বা পুত্রী-
মুয়ন্ততাং গতাম্ । কিমেতদ্বিতি ভূপালো এসিতা
কিং গ্রহেণ বৈ ॥ ১৩ ॥ ভূতেন বা পিশাচেন যৎ-
স্তুতা লক্ষণৈর্ভূতা । ইতি চিন্তাপরো রাজা যদা
জাতো যশস্বিনী ॥ ১৪ ॥ তদা প্রোক্তস্তয়া পুত্র্যা মা
তাত বিমনা ভব । নাহং গ্রস্তা গ্রহেণেহ ন ভূতেন
ন রক্ষসা ॥ ১৫ ॥ ন পিশাচেন যক্ষেণ তব কন্তা
মহীপতে । জাতিস্মরাহমুৎপন্ন শ্রয়তাং মম জন্ম
চ ॥ ১৬ ॥ প্রাগ্জ্যোতিষে পুরে বিপ্রো হরস্বামী
বভূব হ । ভার্য্যাং হর্ভগা জাতা তন্তু বিপ্রস্ত
পার্শ্বি ॥ ১৭ ॥ রূপযৌবনসম্পন্ন তন্তু নাহং প্রিয়া
বিভো । সদা বিদ্বেষসংযুক্তো ময়ি নিহ্নরজলকঃ ॥
১৮ ॥ নান্তস্ত কন্তাচিদ্রুষ্টা মুক্কা মাং পৃথিবীপতে ।
পাণিগ্রহণকালে তু গ্রহঃ পাপৈবিলোকিতা ॥ ১৯ ॥
অহমুচ্য কুলীনেন দ্বিজেনাতিগুণেন চ । স চাব-
লোকিতো বিপ্রো গ্রহঃ পুণ্যৈর্নরাধিপ ॥ ২০ ॥ তেন
মে বলভো রাজন্ন চাহং তন্তু বলভা । স সদাচার-

জানিবে । শাকল নগরে চিত্রসেন নামে এক মহী-
পতি ছিলেন । তিনি কন্দর্পাধিক রূপবান্ ছিলেন ।
চন্দ্রপ্রভানাথী তাঁহার মহিষী ছিলেন । মহিষী তাঁহার
প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী ছিলেন । রাজ্যী চন্দ্রপ্রভা
পতিব্রতা, ধর্ম্মনীলা ও রূপ-যৌবনশালিনী ছিলেন ।
রাজা অপুত্রক ছিলেন । তাঁহার এক পুত্রী ছিল ।
রাজকন্তার নাম—লাবণ্যবতী ; লাবণ্যবতী
জাতিস্মরা ছিলেন । এজন্য তিনি নিজের পুত্র
জন্মের বৃত্তান্ত সমস্ত জানিতে পারিয়া বৈরাগ্যবশতঃ
ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন । একদা রাজা
স্বীয় কন্তাকে কোড়ে লইয়া মস্তকোত্তাপুঙ্ক লুপ্তঃ-
করণে বলিলেন,—অয়ি পুত্রি ! তোমার প্রদানকাল
উপস্থিত হইয়াছে, কিরূপ বরে তোমায় প্রদান করিব
বল দেখি ? রাজা,—রাজপুত্র,—সামন্ত—দ্বিজ—
বৃদ্ধ—বহুভার্য্য—শ্রীমান্—বা পুত্রবান্ ব্যক্তিকে
তোমায় দান করিব ? রাজা হর্ষাবিষ্ট হইয়া পুনরায়
স্বীয় কন্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, লাবণ্যবতী কোন
উত্তরই করিল না ; অধোমুখে অবস্থিত রহিল ।
পুনরায় রাজা বলিলেন,—পুত্রি ! যদি তোমার
আমার বাক্য পছন্দ না হয়, তাহা হইলে তুমি
স্বয়ংবরা হইবে । এইরূপে নৃপ বারম্বার বলিলে
কন্তা স্বীয় কুৎসিত গতি শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে

লাগিল, তখন আবার অটহাস্য হাসিয়া উঠিল,
শাস পরিভ্যাগ করিতে লাগিল ; তখন আবার
হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল ; পুনরায় ক্রন্দন করিয়া
বাস্প পরিভ্যাগ করিতে লাগিল । এইরূপ বিপর্য্য-
গ্রস্তা কন্তাকে দেখিয়া রাজা তখন মনে করিলেন,—
কন্তা কি আমার উন্মত্তা হইল ?—না কোন গ্রহ,
ভূত বা পিশাচ ইহাকে আশ্রয় করিল ? হে যশ-
স্বিনী ! রাজা এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে তখন
রাজকন্তা বলিলেন,—অয়ি তাত ! বিমনা হইবেন না,
আমি গ্রহ, ভূত, রাক্ষস, পিশাচ, বা কোন যক্ষ
কর্তৃক গ্রস্ত হই নাই । আমি জাতিস্মর, আমার জন্ম-
বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন । ১—১৬ । প্রাগ্জ্যোতিষপুরে
হরস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । আমি তাঁহার
রূপ-যৌবন-সম্পন্ন স্তুভগা ভার্য্যা ছিলাম । কিন্তু
তিনি আমায় স্নেহ করিতেন না । তিনি সর্বদা
আমার প্রতি বিদ্বেষযুক্ত ও নিহ্নরভাবী ছিলেন ।
আমা ব্যতীত আর কেহই তাঁহার ঘেষের পাত্র ছিল
না । পাণিগ্রহণকালে আমায় পাপগ্রহ দর্শন করিয়া-
ছিল । গুণবান্ কুলীন দ্বিজ আমার পতি হইয়া-
ছিলেন । বিবাহকালে পুণ্যগ্রহ কর্তৃক তিনি দৃষ্ট
হন, এই জন্তই তিনি আমার বলভ ছিলেন ; আর
আমি পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলাম বলিয়া

সংযুক্তো বেদাধ্যয়নতৎপরঃ ॥ ২১ ॥ নান্যত্র কুরুতে
ভাবং ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতঃ । ততোহহং ক্রোধ-
সংযুক্তা বশীকরণলম্পটাম্ । অপৃচ্ছঃ প্রমদাস্তাত
যাস্ত্যক্তাঃ পতিভিঃ কিল ॥ ২২ ॥ তাভিকৃত্য হহং
ভূপ বস্ত্রো ভর্তা ভবিস্যতি । অস্মাকং প্রত্যয়ো
জাতস্তস্মাস্থং কর্তুমহসি ॥ ২৩ ॥ তেষজৈর্বিবিধৈ-
শ্চূর্ণৈর্নৈর্জৈর্মোহকরৈঃ পরৈঃ । তৈষ্টৈস্তস্তু কৃতলেপো-
হপি ভবিতা দাসবৎ পতিঃ ॥ ২৪ ॥ ততোহহং
ঈরিতা গতা তাসাং বাকোন ভূপতে । চূর্ণং মজ্জং
গৃহীত্বা চ প্রাপ্তা ভর্তৃগৃহং পুনঃ ॥ ২৫ ॥ প্রদোষে
পয়সা যুক্তশ্চূর্ণো ভর্তরি যোজিতঃ । গৌবায়াক্ষ ময়া
মজ্জো স্তম্ভঃ সর্বাঙ্গসন্ধিযু ॥ ৩৬ ॥ যদা পীতশ্চ চূর্ণস্ত
মজ্জেনাতীব গুণিতঃ । বশগন্তৎক্ষণাক্সাতো মজ্জ-
চূর্ণপ্রভাবতঃ ॥ ২৮ ॥ দ্বারদেশে স্থিতঃ ক্রন্দন
দাসোহস্মি তব শোভনে । জাহি মাং শরণং প্রাপ্তং
ঈদৃশোহহং চ শোভনে ॥ ২৮ ॥ তত্তস্মা ক্রদিতং
জাহ্মা মজ্জমাহায়াতো নৃপ । স্বহীকরণযোগেন তদা
স্বহঃ কৃতঃ পতিঃ ॥ ২৯ ॥ ততঃ প্রভৃতি কাষ্টো
মে বস্ত্রোহভূত্ববনেন্স্থিতঃ । পঞ্চদশ গতা কালে তথা

ভাঁহার বল্লভা হই নাই । তিনি সদাচারপরায়ণ
ও বেদাধ্যয়নতৎপর ছিলেন বলিয়া অন্ত্র
কুজাপি ভাঁহার আসক্তি ছিল না । অনন্তর আমি
ভাঁহার প্রতি জুড় হইয়া ভাঁহাকে বশীভূত করিতে
ইচ্ছা করিয়া পতি-পরিত্যক্তা কতিপয় প্রমদাকে
জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা বলিল,—তোমার ভর্তা
বশীভূত হইবে ; আমাদের ইহা প্রত্যয় জন্মিতেছে ।
অতএব তুমি বিবিধ চূর্ণ ঔষধ ও মোহকর মজ্জ
দ্বারা বশীকরণ করিতে প্রবৃত্ত হও । ঐ সকল
মজ্জ দ্বারা প্রলেপ প্রয়োগ করিলে তোমার পতি
দাসবৎ বাধ্য হইবে । হে পতিঃ ! তাহাদের এই
বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি ঈরিত গমনে তাহাদের
নিকটে যাইয়া চূর্ণ ও মজ্জ আনয়নপূর্ব্বক ভর্তৃগৃহে
উপস্থিত হইয়া প্রদোষকালে চূর্ণকে পয়োযুক্ত কর
ভাঁহাকে প্রদান করিলাম ; আর ভাঁহার সর্বাঙ্গসন্ধিতে
মজ্জ স্তাস করিলাম । যখন তিনি এই মজ্জপুত চূর্ণ
পান করিলেন, তখন তিনি আমার বশীভূত হইয়া
দ্বারদেশে অবস্থান করত কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে
লাগিলেন,—অঘি শোভনে ! আমি তোমার দাস,
আমি তোমার শরণ লইতেছি, তুমি আমায় পরি-
জ্ঞাণ কর । পতি এইরূপ বলিলে আমি তখন
স্বহীকরণযোগ দ্বারা পুনরায় ভাঁহাকে সুস্থ করি-

নারকযাতনাম্ ॥ ৩০ ॥ তাম্রভ্রষ্ট্রে চ দন্ধাঃ যুগানি
দশ পঞ্চ চ । স্তম্ভানি তিলমাত্রানি কুহা খণ্ডান্ত-
নেকশঃ । ছেদিতা কালস্বদ্রেণ পীড়িতা ঘ্রাণযন্তকে ॥
৩১ ॥ কাথীভূতা তপ্ততৈলৈর্ঘটে দর্ক্যাত লোড়িতা ।
পিষ্টা চৈব শিলাপৃষ্ঠে কুট্টিতা লোহমুদগরৈঃ ॥ ৩২ ॥
দলিতা দন্তদলনে দন্ধাঃ রোরবে ভৃশম্ ।
অধোমুখা বিনিক্ষিপ্তা স্বমেধ্যে পুষ্যশোণিতে ॥ ৩৩ ॥
যাত্ৰাপি যুবতী তাত ভর্তৃবশ্তঃ সমাচরেৎ । বৃথা-
ধর্ম্মা হ্রাচারা পচাতে নরকে ভৃশম্ ॥ ৩৪ ॥ ভর্তা
নাথো গুরুভর্তা ভর্তা বৈ দৈবতঃ পরম্ । ভর্তা স্বামী
সুহৃদভর্তা ভর্তা চ পরমং পদম্ ॥ ৩৫ ॥ তুষ্টে
ভর্তরি নারীণাং তুষ্টাঃ স্ত্র্যাঃ সর্ষদেবতাঃ । বিমুখে
বিমুখাঃ সর্ষে তস্মাৎ সেব্যাঃ সদা পতিঃ । তস্মীভবতি
যা নারী যয়া ভর্তা ন ভোষিতঃ ॥ ৩৬ ॥ যন্ত
প্রদাৎপ্রাপাশ্চে ভোগাশ্চ বিবিধাঃ সদা । তং বস্ত্রং
কুরুতে যা চ সা কথং সুখমাপ্নয়াৎ ॥ ৩৭ ॥ তির্ঘাণা-
যোনিশতং যতি ক্রমিপাক্ষতানি চ । তস্মাক্ত-

লাম । তদবধি আমার পতি বশীভূত হইয়া
বাড়ীতেই থাকিলেন । অনন্তর আমি পঞ্চদশ পাইয়া
বমানয়ে গমন করিলাম । সেখানে খমপুরুষেরা
নরকে পাতিত করিয়া আমায় পঞ্চদশ বৎসর
তাম্রভ্রাজ্যে দন্ধ করে, স্তম্ভ স্তম্ভ করিয়া তিল
পরিমাণে ছেদন করে, কালস্বদ্রে ছেদিত ও
ঘ্রাণ যন্তে পীড়িত করে ; তপ্ততৈল দ্বারা আমায়
কাথীভূত করে, দকী দ্বারা লোড়িত করে ;
শিলাভ্রজে পেষণ করে, লোহ দ্বারা কুট্টি
করে ; এবং দণ্ডদ্বারা আমায় দলিত করে ।
এইরূপে ভীষণ রোরবে পাতিত হইয়া আমি অপায়
যাতনা অনুভব করিলে পর আমার আমরা অমেধ্য
পুষ্য-শোণিতে অধোমুখ করিয়া পাতিত করে ।
হে তাত ! যে সকল রমণী ভর্তাকে বশীভূত
করে, তাহারা এইরূপে আমার স্ত্রায় দাক্ষন্য নরকে
পচ্যমান হয় । ভর্তা নাথ, ভর্তাই গুরু, এবং ভর্তাই
পরম দেবতা । ভর্তাই স্বামী, ভর্তাই সুহৃদ এবং
ভর্তাই পরম পদ । ভর্তা তুই হইলে নারীর প্রতি
সকল দেবতাই তুষ্ট হইয়া থাকেন ; আর অসন্তুষ্ট
হইলে সকল দেবতাই তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন ।
রমণীগণের সর্ষদা পতিসেবা কর্তব্য । যে রমণী
ভর্তাকে ভক্তি না করে, সে ভস্মীভূত হয় । যে
পতির প্রদাদে রমণীগণ বিবিধ ভোগ উপভোগ
করে, সেই ভর্তাকে যে বশীভূত করিতে চায়, সে

তৎসদা কার্য্যঃ স্ত্রীভির্ভবচঃ কিল ॥ ৩৮ ॥ এবং
পুনর্নয়া ভুক্তা নরকা ভূশদাকণাঃ । তির্ধ্যগ্‌যোনি-
সহস্রস্ত কৰ্ম্মণা কুৎসিতেন চ ॥ ৩৯ ॥ কিঞ্চিৎ-
পাতকশুদ্ধার্থং চণ্ডালস্ত চ বেষ্মনি । জাতাহমতি-
রূপেণ পীড়িতা বিধিধৈব্র'নৈঃ ॥ ৪০ ॥ সারমেয়ৈর্দ্বিতা
দীনা ভক্ষ্যমাণা পুনঃপুনঃ । হৃষ্টাহং ভক্ষ্যমাণাপি
মার্গে কন্ধা বৃকৈরহম্ । তৈরহং তুদ্যমানাপি
মহাকালবনং গতাম্ ॥ ৪১ ॥ হৃষ্টো ময়া মহা-
দেবো দৈবতো যুগমাণয়া । সমীপে দেবদেবস্ত
পিপ্লনাদেশ্বরস্ত চ ॥ ৪২ ॥ তস্ত দর্শনমাত্রেণ
গতা শক্রপুং প্রতি । বিমানেন সূদৌপ্তেন
কিঞ্চিণীজালমালিনা । দিব্যাদরধরা দিব্যা দিব্য-
মালাবিভূষণা ॥ ৪৩ ॥ তত্রাহং পূজিতা দেবৈঃ
জাতাহং চারুণৈস্তথা । দর্শনাত্তস্ত লিঙ্গস্ত জাতাহং
তব বেষ্মনি ॥ ৪৪ ॥ বল্লভা রূপসম্পন্ন শাকলে
নগরে শুভে । স্মৃতা তু কুৎসিতাঃ যোনিঃ বিলা-
পশ্চ কৃতো ময়া ॥ ৪৫ ॥ স্মৃতা লিঙ্গস্ত মাহাত্ম্যং
হর্ষো জাতস্ত তৎক্ষণাৎ । তন্মে নৈব চ বাতুল্যং

কি প্রকারে সুখ ভোগ করিবে? সে কুমি, পক্ষী
প্রভৃতি শত শত তির্ধ্যক্‌ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া
থাকে। অতএব রমণীগণের সর্বদা পতিবাক্য
পালন করা উচিত। পতিকে বশীভূত করিয়া
আমি দুঃস্বপ্নের ফলে নরক ভোগ করিয়া করিয়া
সহস্রবার তির্ধ্যক্‌ যোনিতে গমন করিয়াছি। ক্রমে
আবার কিঞ্চিৎ পরিমাণে পাপক্ষয় হইলে আমি
এক চণ্ডালের গৃহে অতি রূপবতী হইয়া জন্ম গ্রহণ
করিয়া বিবিধ ব্রহ্মদ্বারা পীড়িত হই। এই অব-
স্থায় আমাকে সারমেয়গণ ঘেরিয়া ফেলিয়া পুনঃপুন
ভক্ষণ করে। পরে বৃকসম্মুখে পতিত হই;
বৃকগণও আমায় যথেষ্ট পীড়িত করে। অতঃপর
আমি মহাকালবনে গমন করি। এই স্থানে গমন
করিয়া অব্রমণ করিতে করিতে আমি পিপ্লনাদেশ্বর
সম্মুখানে এক লিঙ্গ দেখিতে পাই, তাঁহার দর্শন
মাত্রে দিব্যাদর ধারণ করিয়া কিঞ্চিণীজালমালী
দিব্য বিমানে আরোহণপূর্বক শক্রপুরে গমন
করি। এই স্থানে আমায় দেবগণ স্তুতি এবং চারণ
গণ পূজা করে। এই লিঙ্গদর্শনের ফলেই আমি
শাকলপুরে আপনার ভবনে রূপবতী ও বল্লভা
হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমি আমার পূর্বে-
কার কুৎসিত যোনি স্মরণ করিয়া বিলাপ করিয়া-
ছিলাম; লিঙ্গ স্মরণ করায় আমার হর্ষ হইয়াছিল;

গৃহীতা ন গ্রহেণ চ ॥ ৪৬ ॥ জাতা জাতিস্মরা তাত
ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতা । অতো যাস্তামি তং দেবং
দর্শনার্থং পুনঃ প্রভো । যথা ন ভূয়ো মে জন্ম
স্মাচ্চ সংসারসাগরে ॥ ৪৭ ॥ ইতি পুত্রীবচঃ শ্রুত্বা
চিত্রসেনো মহীপতিঃ । সতৃত্যমব্রিসহিতো মহা-
কালবনং গতঃ ॥ ৪৮ ॥ দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং পূজ্য-
মাস ভক্তিতঃ । সাপি দৃষ্টেব তল্লিঙ্গং তস্মিন্লিঙ্গে
লয়ং গতাম্ ॥ ৪৯ ॥ রাজা চ পুত্রবান্ জাতো লিঙ্গ-
দর্শনতঃ প্রিয়ে । বভূব চক্রবর্তী স যথা স্বায়ম্ভুবো
মনুঃ ॥ ৫০ ॥ এতস্মিন্নস্তরৈ দেবি দৃষ্টা দেবে লয়ং
গতাম্ । রাজপুত্রীং মহাদেবি কৃতং নাম মুদা-
বিতৈঃ ॥ ৫১ ॥ অবিমুক্তস্ত লিঙ্গস্ত দর্শনাদেব
তৎক্ষণাৎ । অবিমুক্তেশ্বরো দেব ইতি খ্যাতো
ভবন্থতি ॥ ৫২ ॥ যেহসৌ কাষ্ঠাঃ প্রসিক্কোহস্তি
দেবো বিবেশ্বরঃ শিবঃ । স চৈবাত্ম সুবি-
খ্যাতোহবিমুক্তেশ্বরসংজ্ঞয়া ॥ ৫৩ ॥ বারাগসী যথা
পুণ্যা তথাবস্তী চ মুক্তিদা । তস্তা দশগুণং পুণ্যং
শ্রীয়েতেহত্র বিশেষতঃ ॥ ৫৪ ॥ তস্মাদ্বিবেশ্বরো দেবঃ

আমি গ্রহগ্রস্ত হই নাই, আর আমার উন্মাদও
হয় নাই। হে তাত! আমি ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া
জাতিস্মরা হইয়াছি। অতএব আমি পুনরায় সেই
লিঙ্গ দেখিতে যাইব। এই লিঙ্গ দর্শন করিলে
আমার আর সংসারে পুনরায় জন্ম হইবে না।
পুত্রীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করত মহীপতি তৃত্য-
মাত্য সহ মহাকালবনে গমন করিলেন। এই
স্থানে গমন করিয়া লিঙ্গ দর্শনপূর্বক তাঁহার
পূজা করিলেন। তাঁহার কথ্য ও লিঙ্গ দর্শন
করিয়া এই লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইলেন। রাজা
লিঙ্গ দর্শনপ্রভাবে পুত্রবান্ এবং স্বায়ম্ভুব মনুর
স্তায় চক্রবর্তী হইলেন। হে দেবি! এই সময়
রাজা স্বীয় পুত্রীকে লিঙ্গে লয় পাইতে দেখিয়া
লিঙ্গের নামকরণ করেন। লিঙ্গদর্শন মাত্রে
অবিমুক্ত ব্যক্তির মুক্তিপ্রাপ্তি হয়, এজন্য
এই লিঙ্গের নাম হইল,—অবিমুক্তেশ্বর।
কাশীতে বিবেশ্বর দেব প্রসিক্ক আছেন,
তিনিই এই স্থানে অবিমুক্তেশ্বর নামে বিখ্যাত
হইয়াছেন। বারাগসী যেমন পুণ্যদায়িকা, এই
অবন্তীও তেমনি মুক্তিদায়িকা। বারাগসী হইতে
অবন্তী দশগুণ অধিক পুণ্যদায়িনী। অতএব
বিবেশ্বর দেব কুশস্থলীতে আগমন করিয়াছেন

সম্যাতঃ কুশলীম্ । যত্রাগত্য সুবিধাসো মানবাঃ
শংসিতব্রতাঃ । ৫৫ । পশুস্তি পরমা ভক্ত্যা হবি-
মুক্তেশ্বরং শিবম্ । তেষাং মুক্তির্ন সন্দেহো ভবিষ্যতি
সুনিশ্চলঃ । ৫৬ । অমুক্তা নৈব পশুস্তি মুক্তাঃ পশুস্তি
সর্বদা । ব্রহ্মচর্য্যব্রতৈঃ সম্যগিষ্টৈঃ সর্বমর্থৈর্ভবেৎ ।
৫৭ । তৎকলং প্রাপ্যতে সম্যগবিমুক্তেশদর্শনাৎ । নৈঃ-
শ্রেয়সী গতিঃ পুণ্য। দর্শনাদেব জায়তে । ৫৮ । যা
গতিঃ প্রাপ্যতে সাংখ্যৈর্ষৌদৈর্গর্ভা যা গতির্ভবেৎ ।
সা গতিঃ প্রাপ্যতে সম্যগবিমুক্তেশদর্শনাৎ । ৫৯ ।
জন্মমৃত্যুভয়ং হিহা স যাতি পরমাং গতিম্ । যঃ
পূজয়তি ভাবেন হবিমুক্তেশ্বরং শিবম্ । ৬০ । ব্রহ্ম-
হাপি চ যো গচ্ছেদবিমুক্তেশ্বরং যজ্ঞেৎ । তস্ত লিঙ্গস্ত
মাহাত্ম্যং সর্বপাপান্নিবর্ততে । ৬১ । শাঠ্যেনাপি চ
যঃ পশুদবিমুক্তেশ্বরং শিবম্ । স মুক্তি জরায়ু-
মৃত্যুঃ জন্ম চেতদশাশ্বতম্ । ৬২ । স্মৃতঃ সম্পূজিতো
ভক্ত্যা ভূতো বা বিবিধৈঃ স্তবৈঃ । মুক্তিং দদাতি
দেবেশো হবিমুক্তেশ্বরঃ শিবঃ । ৬৩ । এষ তে
কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । অবিমুক্তেশ্বরে-
শস্ত হনুমৎকেশ্বরং শৃণু । ৬৪ ।

ইতি শ্রীকান্দেহবিমুক্তেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ
নামাষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ । ৭৮ ।

বলিতে হইবে । এইখানে যে সকল বিদ্বান্ ব্যক্তি
আগমন করিয়া অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করেন,
ঐহাদের মুক্তি সুনিশ্চিত, ইহাতে কোন সন্দেহ
নাই । অমুক্ত ব্যক্তিগণ এই লিঙ্গ দেখিতে পায় না,
মুক্ত ব্যক্তিগণ কেবল দোঁখতে পান । সর্বপ্রকার
যজ্ঞ ও ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠিত হইলে যে কল, এই লিঙ্গ
দর্শনেও সেই কললাভ হইয়া থাকে । এই লিঙ্গ দর্শন
করিলে মুক্তিদায়িনী গতি হইয়া থাকে । সাংখ্য
বা যোগ দ্বারা যে গতিলাভ হয়, এই লিঙ্গ দর্শন-
মাত্রে সেই গতি লাভ হইয়া থাকে । যে মানব
ভক্তিপূর্বক অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ পূজা করে, সে জন্ম-
মৃত্যু-ভয় পরিত্যাগ করিয়া পরম পদ লাভ করে ।
ব্রহ্মহা ব্যক্তিও যদি ঐ স্থানে গমন করে, তাহা
হইলে লিঙ্গমাহাত্ম্যে তাহার সর্ব পাপ নিবর্তিত
হয় । শাঠ্য করিয়াও যদি কেহ অবিমুক্তেশ্বর দর্শন
করে, তাহা হইলে সে জন্ম, মৃত্যু ও জরার হস্ত
হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে । ভক্তি-
পূর্বক স্মৃত, পূজিত ও ভূত হইলে, অবিমুক্তেশ্বর
দেব মুক্তিদান করিয়া থাকেন । হে দেবি ! এই
আমি তোমার নিকট অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গের পাপ-

একোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ । একোনাশীতিকং বিদ্ধি
হনুমৎকেশ্বরং শ্রিয়ে । যস্ত দর্শনমাত্রেন সমৌহিত-
কলং লভেৎ । ১ । প্রাপ্তরাজ্যস্ত রামস্ত রাক্ষসানাং
বধে কৃতে । আগতা মুনয়ো দেবি রাঘবঃ প্রতি-
নন্দিতুম্ । ২ । রামেন পূজিতাঃ সর্বে হৃগন্তি-
প্রমুখা দ্বিজাঃ । প্রহৃষ্টমনসো বিপ্রা রামং বচনমব্র-
বন । ৩ । দিষ্ট্যা তু নিহতো রাম রাবণঃ পুত্রপৌত্র-
বান্ । দিষ্ট্যা বিজয়িনঃ হাদ্য পশ্চামঃ সহ ভার্য্যা ।
৪ । হনুমতা চ সহিতং বানরেণ মহান্মনা । দিষ্ট্যা
পবনপুত্রেন রাক্ষসাস্তকরেণ চ । ৫ । চিরং জীবতু
দীর্ঘায়ুর্বানরো হনুমান্ সদা । অঞ্জনৌগর্ভসমুতো
কুদ্রাংশো হি ধরাতলে । ৬ । আখণ্ডলোহগ্নির্ভগবান্
যমো বৈ নিখতিস্তথা । বক্রণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষ-
স্তথা শিবঃ । ব্রহ্মণা সহিতাশ্চৈব দিকপালাঃ পাস্ত
সর্বদা । ৭ । ঋহা তেষাং তু বচনং মুনীনাং ভাবি-
তান্মনাম্ । বিশ্বয়ং পরমং গহ্বা রামঃ প্রাজ্ঞানব্র-
হ্মণাম্ ।

নাশন মাহাত্ম্য কৌর্ভন করিলাম, অতঃপর হনুমৎ-
কেশ্বর-লিঙ্গমাহাত্ম্য অবর্ণ কর । ১৭—৬৪ ।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৮ ।

উনাশীতিতম অধ্যায়

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি ! ঐহাকে
দর্শন করিয়া মানব সমৌহিত কল লাভ করে, সেই
হনুমৎকেশ্বর লিঙ্গকে উনাশীতিতম বলিয়া জানিবে ।
রাম রাক্ষসগণকে বধ করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইলে
তখন মুনীগণ ঐহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্ত
ঐহার নিকট আগমন করেন । রাম ঐহাদের
যথাযথ পূজা করিলে ঐহারা হৃষ্টান্তঃকরণে ঐহাকে
বলিলেন,—হে রামচন্দ্র ! ভাগ্যবশতই রাবণ
পুত্র-পৌত্রগণের সহিত নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে ;
ভাগ্যবশতই পবনপুত্র রাক্ষসাস্তক হনুমান্ ও
ভার্য্যার সহিত তোমাকে আজ আমরা বিজয়ী
দেখিলাম ! বানর হনুমান্ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া
চিরজীবী হউক । অঞ্জনানন্দন সাক্ষাৎ কুদ্রাংশ ;
আখণ্ডল, অগ্নি, যম, নিখতি, বক্রণ, পবন ধনাধ্যক্ষ,
এবং ব্রহ্মার সহিত দিকপালগণ সকলে হনুমান্কে
রক্ষা করুন । রামচন্দ্র মুনীগণের এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে কৃতাজলিপুটে বলিলেন,—

বীং ৮ । কিমর্থঃ লক্ষণং ত্যক্তা বানরোহয়ঃ
প্রশংসিতঃ । কীদৃশঃ কিম্ভাবো বা কিংবোধ্যঃ
কিংপরাক্রমঃ ১১ । অথোচুঃ সত্যমেবৈতৎ কারণং
বানরোহয়মে । ন হস্ত সদৃশো বোধ্যে
বিদ্যাতে ভুবনজয়ে ১০ । এষ দেব মহাপ্রাজ্ঞো
যোজনানাং শতং প্লুতঃ । ধর্মযিত্ত্বা পুরীঃ
লক্ষাং রাবণাস্তঃপুরং গতঃ ১১ । প্রাদেশ-
মাত্রপ্রতিমং কৃতং রূপমেনৈব । দৃষ্ট্বা সম্ভাষিতা
সীতা পৃষ্টা বিশ্বাসিতা তথা ১২ । সেনাগ্রগা
মস্ত্রিপুত্রাঃ কিঙ্করা রাবণাজ্ঞাঃ । হতা হনুমতা
তত্র তাড়িতো রাবণালয়ে ১৩ । ভূয়ো বন্ধ-
বিমুক্তেন সম্ভাষ্য তু দশাননম্ । লক্ষা তস্মীকৃতা
তেন পাতকেনৈব মেদিনী ১৪ । ন কালস্ত
ন শক্রস্ত ন বিকোর্বেধসোহপি বা । শ্রীযন্তে তানি
কর্ম্মাণি যাদৃশানি হনুমতঃ ১৫ । রাম উবাচ ।
এতস্ত বাহুবৌর্ধ্যো লক্ষা সীতা চ লক্ষণঃ । প্রাপ্তো
মম জয়শ্চৈব রাজ্যং মিত্রাণি বান্ধবাঃ ১৬ ।
সখ্যং বানরপতির্মুক্তেনঃ হরিপুঙ্গবম্ । প্ররুতিমপি

হে মুনিগণ! আপনারা লক্ষণের প্রশংসা না
করিয়া কি জন্ত বানরের প্রশংসা করিলেন?
হনুমান কিপ্রকার? তাহার প্রভাব, বোধ্য ও
পরাক্রমই বা কিরূপ? মুনিগণ বলিলেন,—
হে রামচন্দ্র! বানরের উত্তমত্বের কারণ আছে,
শ্রবণ কর,—ঐভুবনে তাহার সমান বলবান নাই,
এই মহাবল, শতযোজন সমুদ্র লক্ষ প্রদান করিয়া
উত্তারণ হইয়াছে; এ লক্ষাপুরী বিধ্বস্ত করিয়া
রাবণের অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিল, স্বীয় দেহ
প্রাদেশপরিমিত করিয়াছিল। এ-ই প্রথমে
সীতা দর্শন করিয়া তাহার সম্ভাষণ, কুশলপ্রশ্ন ও
বিশ্বাসোৎপাদন করিয়াছিল। এ-ই রাবণের সেনা-
নাযক, মন্ত্রী, পুত্র, ও কিঙ্করদিগকে বিনাশ করিয়া
রাবণালয় হইতে তাড়িত হইয়াছিল। ইহাকে দধ
করিয়া ছাড়িয়া দিলে পাতক দ্বারা মেদিনীর ন্যায়
এই হনুমান লক্ষাকে ভস্মীভূত করিয়াছিল। হনুমান
যে রূপ অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছে, কাল, শক্র, বিষ্ণু,
ও বেধা ইহারাও সেরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম করেন নাই।
রাম বলিলেন,—এই হনুমানের বাহুবৌর্ধ্যই আমি
লক্ষা, সীতা, লক্ষণ, জয়, রাজ্য, মিত্র ও বান্ধব
সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বানরপতি
হরিপুঙ্গব ব্যতিরেকে সীতাপুত্রান্ত জানিতে
আর কেহই সমর্থ হইত না। কি জন্ত এ সুগ্রীবের

কো বেতুঃ জানক্যাঃ শক্তিমান্ ভবেৎ ১৭ ।
বালী কিমর্থমেতেন সুগ্রীবপ্রিয়কামায়া । তদা
বৈরে সমুৎপন্নে ন দধকৃণবৎ কথম্ ১৮ । নাযঃ
বিদিতবান্মন্তে হনুমানান্ননো বলম্ । উপেক্ষিতঃ
ক্রিষ্টমানে কিমর্থং বানরাধিপে ১৯ । এবং
ক্রবাণং রামং তু মুনয়ো বাক্যমব্রবন্ । সত্য-
মেতদ্বশ্রেষ্ঠ যদববৌসি হনুমতঃ ২০ । ন বলে
বিদ্যাতে তুল্যো ন গতৌ ন মতাবপি । অমোঘ-
বাক্যৈঃ শাপস্ত দত্তোহস্ত মুনিভিঃ পুরা ২১ ।
ন জাতং হি বলং যেন বলিনা বালি-
মর্দনে । বাল্যোহপ্যনেন যৎকর্ম্ম কৃতং নাম
মহান্নন ২২ । তন্ন বর্ণয়িতুং শক্যমেতস্ত তু
বলং মহৎ । যদি শ্রোতুং তবেচ্ছাস্তি
নিশাময় বদামহে ২৩ । অসৌ হি জাতমাত্রোহপি
বালার্ক ইব মূর্তিমান্ । গ্রহীতুকামো বালার্কঃ
পুপ্লাবান্নরমধ্যতঃ ২৪ । তুর্ণমাধাবতো রাম
শক্রেণ বিদিতান্নন ২৫ । হনুস্তেনাস্ত সহসা কুলিশে-
নৈব তাড়িতঃ ২৬ । ততো গিরৌ পপাতৈষ
শক্রবজ্রাভিতাড়িতঃ । পততোহস্ত মহাবেগাচ্ছামো
হনুন্নভজ্যত, অশ্মিংস্ত পতিতে বালে মৃতকল্পহর্শনি-
কতাৎ ২৭ । ততো বায়ুঃ সমাদায় মহাকালবনং

প্রিয়কামনায় বালীকে তুণবৎ দধ করে নাই?
১—১৮ । আমার মনে হয়, হনুমান আপনার শক্তির
পরিমাণ জানে না; নচেৎ কি জন্ত বালীকে
উপেক্ষা করিয়াছিল? রাম এই সকল কথা বলিলে
মুনিগণ তাহাকে বলিলেন,—হে রঘুশ্রেষ্ঠ! হনুমা-
নের বলের কথা তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য।
বলে, বিদ্যা, গতিতে, হনুমানের তুল্য কেহ নাই।
পূর্বে অমোঘবাক্য মুনিগণ ইহাকে শাপ দিয়াছিলেন,
এই জন্তই এ বালিমর্দন কালে স্বীয় বল জানিতে
পারে নাই। বাল্যে এ যে গুরুতর কার্য্য করি-
য়াছে, তাহা বর্ণন করা যায় না। যদি তোমার
শ্রুতিতে ইচ্ছা হয়, তবে শুনা, বলিতেছি,—হনুমান
বাল্যকালে বালার্কসদৃশ হইয়া জন্মিয়াছিল। এ
বালার্ক গ্রহণ করিবার জন্ত অন্তরতলে লক্ষ প্রদান
করিতে ইন্দ্র ইহাকে কুলিশ প্রহার করেন।
তাহাতে ইহার হনুদেশ তাড়িত হয়। বজ্রপ্রহারে
এ গিরিশিখরে পতিত হয়। অতিবেগে পতন
হেতু ইহার বাম হস্ত ডাঙ্গিয়া যায়। অশনি-
আঘাতে মৃতকল্প হইয়া পতিত হইলে, বায়ু ইহাকে
মহাকালবনে লইয়া যান। তিনি পুত্রের জন্য এই

গতঃ। লিঙ্গমারাধয়ামাস পুত্রার্থং পবনস্তদা ॥ ২৭ ॥
 স্পৃষ্টমাত্রাং লিঙ্গেন সমুত্তমো প্রবক্ষ্যমঃ। জলসিক্তঃ
 যথা শশ্রুং পুনর্জীবিতমাপ্তবান ॥ ২৮ ॥ প্রাণবন্তমিমাং
 দৃষ্ট্বা পবনো হসিতস্তদা। প্রত্যাচ প্রসন্নাস্তা
 পুত্রমাদায় সত্ত্বরম্ ॥ ২৯ ॥ স্পর্শনাদশু লিঙ্গশ্চ মম
 পুত্রঃ সমুখিতঃ। হনুমৎকেশরো দেবো বিখ্যাতো-
 হয়ঃ ভবিষ্যতি ॥ ৩০ ॥ এতস্মিন্নন্তরে শক্রঃ
 সমায়াতঃ সুরৈর্দ্রুতঃ। নীলোৎপলময়ীঃ মালাঃ
 সম্প্রগৃহ্ণেদমববৌৎ ॥ ৩১ ॥ মৎকরোৎসৃষ্টবজ্রেণ
 যস্মাদশু হনুর্হতঃ। তদৈন কপিশার্দুলো হনুমাঃ
 ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥ বক্রণোহশু বরং প্রাদান্নাস্তা
 যতুর্ভবিষ্যতি। যমো দণ্ডাবধ্যাঃ কামারোগাঃ
 ধনদো দদৌ ॥ ৩৩ ॥ সূর্য্যেণ চ প্রভা দত্তা
 পবনেন গতিজ্যুতা। লিঙ্গেন চ বরো দত্তো দেবানাং
 সন্নিধৌ তদা ॥ ৩৪ ॥ আয়ুধানাং তি সন্মেষামববো-
 হয়ঃ ভবিষ্যতি। অজরশ্চামরশ্চৈব ভবিষ্যতি ন
 সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ অমিত্রভয়দো হ্যেব মিত্রাণামভয়-
 প্রদঃ। অজ্ঞেযো ভবিষ্য যুদ্ধে লিঙ্গেনোক্তঃ
 পুনঃপুনঃ ॥ ৩৬ ॥ শত্রোর্বলোৎসাদনায় রাঘবপ্রীত্যে
 সদা। কিয়ৎকালং বলং স্বীয়ং ন স্মরিষ্যতি

স্থানে লিঙ্গারাধনা করেন। লিঙ্গ স্পর্শ করিবা
 মাত্র জলসিক্ত শশুর পুনর্জীবনপ্রাপ্তির ন্যায়
 হনুমান সমুখিত হয়। পবন তখন পুত্রকে প্রাণ
 পাইতে দেখিয়া তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন,—এই
 লিঙ্গ স্পর্শ করিবা মাত্র আমার পুত্র উৎখিত হইল;
 অতএব এই লিঙ্গের নাম রহিল,—হনুমৎকেশর;
 ইনি হনুমৎকেশর নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ
 করিবেন। পবন এই কথা বলিতেছেন, এমন
 সময় দেবগণের সহিত পুরন্দর নীলোৎপলের
 মালা লইয়া ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন
 এবং বলিলেন,—আমার হস্তকিঞ্চ বজ্র দ্বারা
 যখন ইহার হনু আহত হইয়াছে, তখন ইহার নাম
 হইল,—হনুমান। অনন্তর বক্রণ ইহাকে অমরভ
 বর, যম—স্বীয় দণ্ডাবধ্য, ধনদ—আরোগ্য,
 সূর্য্য প্রভা, এবং পবন ইহাকে দ্রুত গতি প্রদান
 করিলেন। অবশেষে লিঙ্গ এই বর দিলেন যে,
 এই হনুমান সর্ব্ব আয়ুধের অবধ্য, অজর, অমর,
 অমিত্রভয়দ, মিত্রগণের অভয়প্রদ ও শক্রগণের
 অজ্ঞেয় হইবে এবং রাঘবপীতির দ্রুত শত্রুবল
 উৎসাদন করিতে শাপপ্রভাবে কিয়ৎকাল বিমূর্ত্ত
 থাকিবে। সে রাবণ নিহত হইবার পর বিভীষণের

শাপতঃ ॥ ৩৭ ॥ ইতে তু রাবণে ভূয়ো রামশ্চানুমতে
 স্থিতঃ। বিভীষণং প্রার্থয়িত্বা মামত্র স্থাপয়িষ্যতি ॥
 ৩৮ ॥ ততো মাং ত্রিদশাঃ সর্বে পূজয়িষ্যন্তি
 ভাবিতাঃ। তেনৈব নান্য বিখ্যাতিং পুনর্য্যাস্তামি
 ভূতলে ॥ ৩৯ ॥ অথ গন্ধবহঃ পুত্রং প্রগৃহ্য গৃহ-
 মানয়ৎ। অজ্ঞনায়ৈ তদাচখ্যো বরলকিং চ লিঙ্গতঃ ॥
 ৪০ ॥ এবং লিঙ্গপ্রভাবাচ্চ বলবান্নাক্রতান্নজঃ।
 স জাতগ্নিবু লোকেবু রাম তস্মাৎ প্রশস্ততে ॥ ৪১ ॥
 পরাক্রমোৎসাহমতিপ্রভাপৈঃ সৌশীল্যমাধূর্য্যাদি-
 কৈশ্চ। গান্ধার্য্যচাতুর্ধ্যাসুবীর্ধ্যধৈর্য্যেহনুমতঃ কো-
 হত্যধিকোহস্তি লোকে ॥ ৪২ ॥ মমেব বিকোভিত-
 সাগরশ্চ লোকান্ দিধিক্ষোরিব পাবকশ্চ। প্রজা
 জিহীষোরিব চাপ্তকশ্চ হনুমতঃ স্থাস্তি কঃ পুরস্তাৎ ॥
 ৪৩ ॥ এতদ্বৈ কথিতং তুভ্যং যস্মাৎ স্বং পরিপৃচ্ছসি।
 হনুমতোহশু বালশ্চ কস্মাণ্যদুতবিক্রম ॥ ৪৪ ॥
 দৃষ্টং সভাজিতশ্চাপি রাম গচ্ছামহে বনং। এবমুক্তা
 গতঃ সর্বে মুনয়োহবন্তিমণ্ডলম্। পূজয়ামাসুরীশানঃ
 হনুমৎকেশরং শিবম্ ॥ ৪৫ ॥ সমর্চয়ন্তি যে ভক্ত্যা
 লিঙ্গং ত্রিদশপূজিতম্। হনুমৎকেশরং দেবং তে
 কৃতার্থাঃ কলৌ যুগে ॥ ৪৬ ॥ ব্রজন্ত্যেব সুহৃৎপ্রাপ্য

নিকট হইতে প্রার্থনা করিয়া আনিয়া আমায় এই-
 স্থানে স্থাপন করিবে। অনন্তর দেবগণ আমায় ভক্তি
 পূর্ব্বক পূজা করিবেন। আমি তাহার নামে খ্যাতি
 লাভ করিব ৷ ১৯—৩৯ ৷ অতঃপর গন্ধবহ স্বীয় পুত্রকে
 লইয়া গৃহে গমন করিলেন, এবং পুত্রের বরলাভের
 কথা অজ্ঞনাকে সমস্ত বলিলেন। হে রাম! হনুমান
 লিঙ্গপ্রভাবে এইরূপ বলবান হইয়া ত্রিলোক জাত
 হইয়াছে, সেই জন্য প্রশংসাই। পরাক্রম, উৎসাহ,
 প্রভাপ, সৌশীল্য, আয়ুধ, অমর, গান্ধার্য্য, চাতুর্ধ্য,
 সুবীর্ধ্য, ও ধৈর্য্যে হনুমান হইতে অধিক কে আছে?
 বিকোভিতসাগর আমার জ্ঞান, লোকদহনেচ্ছু পাব-
 কের জ্ঞান, এবং প্রজাজিহাব পাবকের জ্ঞান হনু-
 মানের অগ্রে কে হিঁসিতে পারে? হে রাম! এইত
 তুমি আমাদিগকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই
 হনুমৎকেশরিত আমরা সমস্ত বর্ণন করিলাম। অধুনা
 আমরা প্রস্থান করি। এই কথা বলিয়া মুনিগণ
 অবন্তীমণ্ডলে গমন করিলেন। ঐ স্থানে গমন
 করিয়া তাহার হনুমৎকেশর দেবের পূজা করি-
 লেন। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক ত্রিদশ-পূজিত লিঙ্গ
 হনুমৎকেশরের ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে, তাহার
 কলিযুগে কৃতার্থ হয় এবং সুহৃৎপ্রাপ্য ব্রহ্ম-সায়ুজ্য

ব্রহ্মসামুদ্র্যমব্যয়ম্ । সম্প্রাপ্য তু পুনর্জন্ম লভন্তে
মোক্ষমব্যয়ম্ ॥ ৪৭ ॥ যঃ পশুতি নরো লিঙ্গঃ
হনুমৎকেশরঃ প্রিয়ে । সোহধিকঃ কলমাপ্নোতি
সর্বভুখবিবজ্জিতঃ ॥ ৪৮ ॥ সর্বলোকেষু তন্ত্ৰৈব
গতির্ন প্রতিহন্ততে । দিব্যেনৈশ্বর্যযোগেন যুজ্যতে
নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥ বালস্বর্গ্যপ্রতীকাশবিমানে
সুবর্চসা । বৃতঃ স্ত্রীণাং সহস্রৈশ্চ স্বচ্ছন্দগমনাগমঃ ॥
৫০ ॥ বিচরত্যবিচারেণ সর্বলোকান্ দিবৌকসাম্ ।
স্পৃহণীয়তমঃ পুংসাঃ সর্ববর্ণোত্তমোহধুন ॥ ৫১ ॥
স্বর্গাচ্যুতঃ প্রযায়েত কূলে মহতি রূপবান্ । ধর্ম্যজ্ঞো
কুদ্রভক্তশ্চ সর্ববিদ্যার্থপারগঃ ॥ ৫২ ॥ রাজা বা
রাজতুল্যো বা দর্শনাদস্ত জায়তে । স্পর্শনাৎপরমং
পুণ্যং যজনাৎপরমং পরম্ ॥ ৫৩ ॥ এষ তে
কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । হনুমৎ-
কেশরেশশ্চ স্বপ্নেশ্বরমথো শূ ॥ ৫৪ ॥

ইতি জীক্ষান্দে হনুমৎকেশরমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকোনানীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৯ ॥

লাভ করিয়া পুনর্জন্মে মোক্ষ লাভ করে । হে
প্রিয়ে! যাহারা হনুমৎকেশর লিঙ্গ দর্শন করে,
তাহারা সর্বপাপবজ্জিত হয়, সর্বলোকে গমন
করিতে পারে, তাহাদের দিব্য ঐশ্বর্য লাভ হয় ।
ইহাতে কোন সংশয় নাই । বালস্বর্গ্যপ্রতীকাশ
বিমানে আরোহণপূর্বক সে সহস্র স্ত্রীপরিবৃত হইয়া
সমগ্র দেবলোকে সচ্ছন্দে বিচরণ করে, সে
বর্ণোত্তম এবং সকলের স্পৃহণীয় হয় এবং স্বর্গাচ্যুত
হইয়া মহৎ কূলে ধর্ম্যজ্ঞ, কুদ্রভক্ত ও সর্ববিদ্যা-
পারগ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে । ঐ লিঙ্গদর্শনমাত্রে
মানব রাজা বা রাজতুল্য হয়, স্পর্শ করিলে পুণ্য,
এবং যজ্ঞন করিলে পরমপদ লাভ হইয়া থাকে ।
হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট হনু-
মৎকেশর লিঙ্গের পাপ-নাশন প্রভাব কীর্তন
করিলাম, অতঃপর স্বপ্নেশ্বর-মাহাত্ম্য অবর্ণ
কর । ৪০—৫৪ ।

উনানীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৯ ।

অনীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অনীতিকং বিজানীহি দেবঃ স্বপ্নে-
শ্বরঃ প্রিয়ে । যস্ত দর্শনমাত্রেণ হৃৎস্বপ্নঃ নশ্ততি ক্রবম্ ॥
১ ॥ কল্মাষপাদেতি খ্যাতো লোকে রাজা বভূব ২ ।
ইক্ষাকুবংশজো দেবি তেজসা স্বর্ঘ্যবভূবি ২ ॥ স
কদাচিৎসনে রাজা বশিষ্ঠশ্রুতমোরসম্ । শক্তিঃ
পরমধর্ম্যজ্ঞঃ দদর্শ বিজিতেন্দ্রিয়ম্ । মার্গস্থিতং
তপোনিষ্ঠমপগচ্ছেতি চাত্রবৌ ৩ ॥ ৩ ॥ অমুকন্তং তু
পন্থানং তম্বিঃ নৃপসন্তমঃ । জঘান কশয়া মোহান্তদা
রাক্ষসবনুনিম্ ৪ ॥ কশাপ্রহারাত্তিতস্ততঃ স
মুনিপুংসবঃ । তং শশাপ কন্যাবিষ্টো বাশিষ্ঠঃ
ক্রোধমুচ্ছিতঃ ৫ ॥ হংসি রাক্ষসবদ্যস্মাদ্রাজাপসদ
তাপসম্ । তস্মাদ্ভ্রমদ্যপ্রভৃতি পুরুষাদো ভবিষ্যতি ৬ ॥
৬ ॥ সততং পিশিতাসক্তচরিত্যস মহৌমিযাম্ ।
স তু শপ্তস্তদা তেন তৎকণাৎ নৃপোত্তমঃ ৭ ॥
জগাম শরণং শক্তিং প্রসাদয়িতুমহয়ং । যদা ন
তুষ্টো বিপ্রধিঃ শক্তিঃ পরমকোপণঃ । প্রসাদ্য-
মানো ভূপেন তদা তেনাপি ভুক্তিতঃ ৮ ॥ শক্তিঃ
তং ভক্ষয়িত্বা তু বশিষ্ঠস্থাপরান্ শ্রুতান্ । ভক্ষয়ামাস
সহসা সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব ৯ ॥ তদাপ্রভৃতি

অনীতিতম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যাহার দর্শন
মাত্রে হৃৎস্বপ্ন বিনষ্ট হয়, সেই স্বপ্নেশ্বর লিঙ্গকে
অনীতিতম লিঙ্গ বলিয়া জানিবে । ইক্ষাকুবংশে
আদিত্যকল্প কল্মাষপাদ নামে এক রাজা ছিলেন ।
একদা তিনি বনে বসিষ্ঠপুত্র তপোনিষ্ঠ শক্তিকে
পথে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে
বলেন; কিন্তু তিনি পথ ছাড়েন না, এই অপ-
রাধে রাজা তাঁহাকে কশাঘাত করেন মুনিপুত্র
আহত হইয়া ক্রোধে তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ
দিলেন যে, রে রাজাপসদ! যে হেতু তুই অদ্য
তাপসকে রাক্ষসবৎ প্রহার করিলি, অতএব তুই
পুরুষাদ হইবি । তুই পিশিতাসক্ত হইয়া সর্বদা এই
মহৌতে বিচরণ করিবি । নৃপতি এইরূপে অভি-
শপ্ত হইবামাত্র তৎকণাৎ তাঁহার শরণ লইলেন ।
কিন্তু তিনি যখন কিছুতেই রাজার প্রতি
প্রসন্ন হইলেন না, তখন রাজা ক্রোধে তাঁহাকে
ভক্ষণ করিলেন । রাজা; তখন শক্তিকে ভক্ষণ
করিয়া বসিষ্ঠের অপরাপর পুত্রগুলিকেও সিংহ

সজ্জাতঃ পুরুষাদো নৃপোত্তমঃ । রাত্রৌ পশ্চতি
 হুঃস্বপ্নান্ পাপসজ্জেন মোহিতঃ ॥ ১০ ॥ দৃষ্টা
 ভয়ানকান্ স্বপ্নান্ স রাজা পর্য্যতপ্যত । পশ্চাত্তাপেন
 সংযুক্তো বিলাপ স্নঃখিতঃ ॥ ১১ ॥ অথাপ্যুক্ত-
 মমাত্যৈশ্চ কিং করোষি মহীপতে । কস্মাতে
 নিশ্চিতা কাস্তিবিবর্ণো হরিণঃ কৃশঃ ॥ ১২ ॥ স
 রাজা কথয়ামাস হুঃস্বপ্নানুপূর্ব্বশঃ । স্বপ্নেহহং
 সাগরং শুকং চন্দ্রং চ পতিতং ভূবি ॥ ১৩ ॥
 উপকৃদ্ধাং চ জগতীং ঘনেন তমসা ব্রতাম্ ।
 আত্মানং চাহমদ্রাক্ষ মলিনং মুক্তমুর্দ্ধজম্ ॥ ১৪ ॥
 পতন্তুমজ্জিশিখরাং কলুষে গোময়ে ব্রুদে ।
 পিবন্নজলিনা তৈলং হসন্নিব মুহূৰ্হুতঃ ॥ ১৫ ॥
 তৈলেনাত্যক্তসর্ষাকস্তৈলমেবাবগাহয়ন্ । পীঠে
 কার্কাষসে চৈব নিষণ্ণোহহমধোমুখঃ ॥ ১৬ ॥ গায়ন্তি
 প্রমদা রক্তা রক্তমালাবুলেপনাঃ । কৃষ্ণাদ্রবধরা-
 শ্চাত্তাঃ কৃষ্ণমালাবুলেপনাঃ ॥ ১৭ ॥ তাতিরাকৃষ্য-
 মাণোহপি নীতোহহং দক্ষিণাং দিশম্ । বদ্ধা রজ্জা
 সুবর্ণস্ত লোহস্ত রজতস্ত চ ॥ ১৮ ॥ পাংসুকর্দময়ো-

যেমন ক্ষুদ্র মৃগ ভক্ষণ করে, তদ্রূপ ভক্ষণ
 করিলেন । রাজা ঐ সময় হইতে পুরুষাদরূপে
 পরিণত হইলেন । তিনি রাত্রিকালে পাপমুগ্ধ
 হইয়া হুঃস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন । একদিন তিনি
 ভয়ানক স্বপ্ন দর্শন করিয়া পরিতাপ সহকারে
 বিলাপ করিতে লাগিলেন । তখন তাহার মন্ত্রিগণ
 তাহাকে বলিলেন,—হে মহীপতে ! কি জন্ত আপ-
 নার কাস্তি মলিন হইতেছে এবং আপনার দেহইবা
 হ্রস্বল হইতেছে কেন ? তখন রাজা স্বপ্নবৃত্তান্ত
 আনুপূর্ব্বিক বলিতে লাগিলেন,—আমি স্বপ্নে
 সাগরকে শুক, চন্দ্রকে ভূপতিত, মহীতল তমসাক্রম
 এবং আপনাকে মলিন ও মুণ্ডিতমস্তক দর্শন করি-
 লাম । আমার মনে হইতে লাগিল,—আমি যেন
 অজ্জি-শিখর হইতে কলুষিত গোময়ব্রুদে পতিত
 হইতেছি ; যেন হাসিতে হাসিতে মুহূৰ্হুত অজ্জলি
 অজ্জলি তৈল পান করিতেছি এবং সর্ষাকে তৈল
 মর্দন করিয়া তৈলমধ্যে অবগাহন করিতেছি ।
 আমি লোহময় পীঠে অধোমুখে অবস্থান করিয়া
 আছি ; আর রক্ত-মালাবুলেপনা, কৃষ্ণাদ্রবধরা এবং
 কৃষ্ণমালা-পরিহিতা রক্তা রমণীগণ আমার নিকট
 গান করিতেছে, তাহারা আমাকে আকর্ষণ করিলেও
 কে যেন আমায় সুবর্ণ লোহ এবং রজতনির্ম্মিত
 রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া দক্ষিণদিকে লইয়া যাই-

র্ষধ্যে মগ্নোহহং লোহযজ্জিতঃ । কপোতৈস্তদ্যমানো-
 হহং গৃধৈঃ কাটেক্ষ দাক্ষিণৈঃ ॥ ১৯ ॥ শৃগালৈ-
 র্ভক্ষমাণশ্চ স্থিতো মদগুরমস্তকে । ঋকবানর-
 যানস্থো গতোহহং দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ২০ ॥ নদীং
 নিমগ্নো নিশ্চেষ্টো জলহীনঃ মহীসমাম্ । দন্তে-
 বিদারিতো রাত্রৌ রাসভেনাহমর্দিতঃ ॥ ২১ ॥
 তাড়িতো হৃদয়েহত্যর্থং চরনৈর্বজ্রসন্নিভৈঃ । দৃষ্টিশ্চ
 হস্ততেহত্যর্থং বেতালৈর্লোহশঙ্কুভিঃ ॥ ২২ ॥ করালৈঃ
 কণ্টকৈঃ ক্রৌঞ্চৈঃ পুরুষৈরুদ্যতায়ুধৈঃ । স্বপ্নেহহং
 তাড়িতোত্যর্থমপ্রমাণৈঃ শিতৈঃ শটৈঃ ॥ ২৩ ॥ এব-
 মতন্নয়া দৃষ্টেমিমাং রাত্রিঃ ভয়াবহাম্ । সংখ্যাং
 কর্তুং ন শক্যোত হুঃস্বপ্নানপরান বহুন্ ॥ ২৪ ॥ ইমাং
 তু হুঃস্বপ্নগতিং নিরীক্ষ্য বৈ হ্নেনেকরূপামবিচিস্তিতাং
 পুরা । ভয়ং মহন্যে হৃদয়ং ন শুধ্যতি প্রগৃহ্য বাহু
 বিলপামানাথবৎ ॥ ২৫ ॥ নৃপস্ত বচনং শ্রুত্বা
 অমাত্যা ভূশহুঃখিতাঃ পশ্যন্তো দুর্নিমিত্তাংশ্চ উক-
 পাতাদিকাংস্তদা ॥ ২৬ ॥ সৌরিশূর্য্যাকুজাক্রান্তঃ

তেছে । আমি যেন লোহপাশে বদ্ধ হইয়া পাংসু-
 কদম মধ্যে মগ্ন হইতেছি । আমি যেন মদগুর-
 মস্তকে আরোহণ করিয়া আছি ; আর কপোত,
 গৃধ, ও বায়স-সমূহ যেন আমায় চক্ষু দ্বারা বিলিখন
 করিতেছে এবং শৃগাল কর্তৃক যেন আমি ভক্ষিত
 হইতেছি । আমি যেন ভল্লুক ও বানরযানে
 আরোহণ করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছি,
 মহীসম জলহীন নদীতে যেন আমি মগ্ন হইতেছি ।
 রাত্রিকালে গদভে যেন আমায় দস্ত দ্বারা বিদারিত,
 মর্দিত, ও তাহাদের বজ্রসন্নিভ খুর দ্বারা
 আমার হৃদয় তাড়িত করিতেছে । বেতালগণ
 যেন লোহশঙ্কু দ্বারা আমার চক্ষুতে আঘাত করি-
 তেছে । উদ্যতায়ুধ পুরুষগণ যেন কৃষ্ণবর্ণ করাল-
 কণ্টক দ্বারা আমায় বিদ্ধ করিতেছে এবং অসংখ্য
 শিত শর দ্বারা যেন আমি বিদ্ধ হইতেছি । হে
 মন্ত্রিগণ ! আমি এই ভয়াবহ রাত্রিতে এই সকল
 ও অন্তান্ত ভয়ানক ভয়ানক কত যে হুঃস্বপ্ন দর্শন
 করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না । এইরূপ
 অচিস্তিত-পূর্ব্ব হুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া আমার মনে
 অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে, আমার হৃদয় কিছু-
 তেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছে না । আমি
 তোমাদের বাহু ধরিয়া অনাথের ন্যায় ক্রন্দন
 করিতেছি । মন্ত্রিগণ নৃপের এইরূপ বাক্য,
 এবং উকপাতাদি দুর্নিমিত্ত সকল অবলোকন

নগরঃ দৃষ্টতেহধুনা । নাগঃ চতুৰ্পদং বিষ্টিং
কিন্তয় শকুনিং তথা ॥ ২৭ ॥ করণানি ন শক্যন্তে
মুহূর্তা দাক্ষণ্যভবন্ । বিদিত্বা নৃপভক্ত্য দেশভঙ্গং
কুলক্ষয়ম্ ॥ ২৮ ॥ আশ্বাসয়ন্তো রাজানমিদং বচন-
মব্রুবন্ । অলং শোকেন কাকুৎস্থ সত্যাসত্য্য হি
বিভ্রমাঃ ॥ ২৯ ॥ দৃষ্টান্তে ভাবিতাঃ পুংসি স্বপ্নে
ধাতুবশেন হি । তথা পিতৃাদিদেবাংশ্চ পূজয়
ব্রাহ্মণাংস্তথা ॥ ৩০ ॥ এতিস্তুতো মোক্ষ্যসে হং
মানসাদধিবিভ্রমাৎ । যস্মাদ্ভৈবোপঘাতানাং দৈবমেব
হি রক্ষণম্ ॥ ৩১ ॥ এবমাশ্বাসিতা ভূপো হুমাঠৈত্য-
ং কৈদৈঃ । তৎপাপং কথয়ামাস গুরুপুত্রবধা-
দিকম্ ॥ ৩২ ॥ বশিষ্ঠস্ত স্তুতো জ্যেষ্ঠঃ শক্তি-
বৈ ভক্তিভো ময়া । নৃশংসেন তথামাত্য্য একোনিং
ভক্তিতং শতম্ ॥ ৩৩ ॥ তেন পাপেন সন্তপ্তঃ
কথং স্বস্তো ভবামি বৈ । একাপি ব্রহ্মহত্যা যা
সাপি দৈবাৎ স্তুতকরা ॥ ৩৪ ॥ ময়া পুননৃশংসেন সা
তথা ন তু বর্জিতা । কাংশ্চ লোকান্গমিষ্যামি
কুত্বা কর্ম স্তুদাক্ষণম্ । রাক্ষসোহহমেনৈব শরী-
রেণ কুলান্তকৃৎ ॥ ৩৫ ॥ জাতং কুলে বধুণাং বৈ

পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ । সোহমত্র ময়িষ্যামি সাধাযত্না
হত্যাশনম্ ॥ ৩৬ ॥ ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা সৌদাসস্ত
সুবিম্বিতাঃ । অমাত্য্য বেদতত্ত্বজ্ঞাঃ সৰ্বশাস্ত্র-
বিশারদাঃ ॥ ৩৭ ॥ অহো পাপমিদং ভূরি কৃতং
পাপেন সৰ্বথা । প্রায়শ্চিত্তং ন জানোমো বশিষ্ঠেন
বিনাধুনা ॥ ৩৮ ॥ তস্মাদদৈব গন্তব্যমস্তু ভূপস্ত
কারণাৎ । যত্র তিষ্ঠতি বিপ্রর্ষির্ষশিষ্ঠো ভগবান-
মুনিঃ ॥ ৩৯ ॥ ইত্যুক্তা সহিতান্তেন তেহমাত্য্য
ভৃশক্ৰুঃখিতাঃ । গত্বা যত্রাশ্রমে বিপ্রো বশিষ্ঠো
ভগবানুনিঃ ॥ ৪০ ॥ অদৃষ্টান্তীঃ বধুং দীনাং যত্রা-
শ্বাসয়তি প্রভুঃ । অদৃষ্টান্তী তু তৎ দৃষ্টো কুরকর্মাণ-
মগ্রতঃ । ভয়সংবিগ্নয়া বাচা বশিষ্ঠমিদমব্রবীৎ ॥ ৪১ ॥
অসৌ যত্ন্যরিবোগ্রোণ দণ্ডেন বহগর্ষিতঃ ।
প্রগৃহীতেন কাঠেন রাক্ষসোহভ্যুত্যাতি ভীষণঃ ॥ ৪২ ॥
তন্নিবারয়িতুং শক্তো নাত্তো বৈ ভুবি কশ্চন ।
ভ্রাতৃতেহদ্য মহাভাগ সৰ্ববেদবিদাং বর ॥ ৪৩ ॥
ত্ৰাহি মাং ভগবন্ পাপাদস্মাদাক্ষণদর্শনাৎ । রাক্ষসো-
হয়মিহাগত্যা নুনমাবাং সমীহতে ॥ ৪৪ ॥ বশিষ্ঠ
উবাচ । যা ভৈঃ পুত্রি ন ভেতব্যঃ রাক্ষসাস্তে

করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন । ঐ সময় নগর
সৌরি-সূর্য্য ও কুজ কর্তৃক আক্রান্ত হইল ; নাগ,
চতুৰ্পদ, বিষ্টি, কিন্তয় ও শকুনি প্রভৃতি করণ সকল
অপ্রশস্ত এবং মুহূর্ত দাক্ষণ্য হইয়া উঠিল । তাঁহার
নৃপভক্ত, দেশভক্ত, ও কুলক্ষয়কর যোগ জানিতে
পারিয়া নৃপকে আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন,—হে
কাকুৎস্থ ! আপনি ইহার জন্য শোক করিবেন না,
ধাতুবশতঃ সত্যাসত্যময় ভ্রমাত্মক পূর্বাচিস্তিত বিষয়
সকল মানব স্বপ্নে দর্শন করিয়া থাকে । আপনি পিতৃ-
দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করুন, তাহা হইলে
আপনার ভ্রমাক্রান্ত হৃদয় শান্তি লাভ করিবে ।
দৈবোপঘাত সকলের দৈবই উপশমোপায় । ধর্ম্ম-
কোবিদ মন্ত্রিগণ রাজাকে এইরূপে প্রবোধিত
করিলে তিনি গুরুপুত্র-বধাদি স্বীয় পাপ কীর্ত্তন
করিলেন । তিনি বলিলেন,—হে মন্ত্রিগণ ! আমি
বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্তি এবং তাঁহার আরও
নবনবতিসংখ্যক পুত্র ভক্তি করিয়াছি । সেই পাপেই
আমি সন্তপ্ত হইতেছি, কিরূপে স্তুতলাভ করিব ।
আমি যে ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি, তাহা অতি স্তুতকর ।
আমি অতি নৃশংস যে আমি তাহাও করিতে কুণ্ঠিত
হই নাই । আমি স্তুদাক্ষণ কার্য্য করিয়া কোন
লোকে গমন করিব ? এই শরীর ধারণ করিয়া

রাক্ষসরূপে কুলান্তকারী হইব । আমি অতি
পাপাত্মা ও পাপ-সম্ভব হইয়া বধুকুলে জন্মগ্রহণ
করিয়াছি । আমি হত্যাশন প্রজালিত করিয়া তাহাতে
জীবন বিসর্জন দিই । ১—৩৬ । সৰ্বশাস্ত্রবিশারদ
বেদতত্ত্বজ্ঞ মন্ত্রিগণ নৃপের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া
সবিস্ময়ে স্বগতভাবে বলিতে লাগিলেন,—অহো !
এই পাপ ! মহৎ পাপাচরণ করিয়াছে । ভগবান্
বশিষ্ঠ ব্যতিরেকে ইহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না । অত-
এব ভগবান্ বশিষ্ঠ যেখানে অবস্থান করিতেছেন,
অদ্যই আমরা সেই স্থানে গমন করি । এই কথা
বলিয়া তাঁহার নৃপের সহিত যেখানে ভগবান্
বশিষ্ঠ স্বীয় পুত্রবধু দীনা অদৃষ্টান্তীকে সমাশ্বাসিত
করিতেছেন, সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হই-
লেন । তখন তাঁহাদের মধ্যে রাজাকে দেখিয়া
অদৃষ্টান্তী মুনিকে বলিতেছেন,—হে তাত ! ঐ
দেখুন,—সাক্ষাৎ কৃতান্তের স্থায় দণ্ডহস্তে অতি
ভীষণ এক রাক্ষস আসিয়াছে । আপনি ব্যতি-
রেকে অপর কেহই আর উহাকে নিবারণ করিতে
সক্ষম নহে । হে ভগবন্ ! আপনি এই দাক্ষণ-
দর্শন পাপ হইতে আমায় পরিজ্ঞান করুন । নিশ্চ-
য়ই এই রাক্ষস আমাদের দুইজনকে ভক্তি করি-
বার জন্য এখানে আসিয়াছে । বশিষ্ঠ বলিলেন,—

কথঞ্চন। নৈতদ্রক্ষ্যে ভয়ং যন্তাং পশ্যসি ত্বমুপ-
স্থিতম্। রাজা কল্যাণপাদোহয়মমাতৈত্যঃ সর্হতো
বিভুঃ। ৪৫। স এষোহস্মিন্ বনোদেশে সমায়াতো
মমাস্তিকম্। তমায়াস্তমখালক্য বশিষ্ঠো ভগবানুষিঃ।
বারয়ামাস তেজস্বী হস্তারেণ নৃপোত্তমম্। ৪৬।
মন্ত্রপুতেন চ ততঃ সমভ্যাক্য চ বারিণা। মোক্ষয়ামাস
বৈ ভাবাজ্ঞাসাজ্ঞাসত্তমম্। ৪৭। প্রতিভত্য ততঃ
সংজ্ঞামভিবাদ্য কৃতাজ্ঞনিঃ। উবাচ নৃপতিঃ কালে
বশিষ্ঠমুখিসত্তমম্। ৪৮। সৌদাসোহহং মহাভাগ
দাসোহহং তব সূত্রত। অস্মিন্ কালে যদিষ্টং তে
ক্রুহি কিং করবাণি তে। ৪৯। তস্ম তদ্বচনং শ্রুত্বা
নৃপস্ত বিজ্ঞসত্তমঃ। জ্ঞাত্বা তপোবলে নৈব বিশ্বামিত্রস্ত
চেষ্টিতম্। রাজানং প্রত্যাবাচেদং বিনযাবনতং
তথা। ৫০। জ্ঞাতমেব যথাকালং গচ্ছ রাজন্
কুশস্থলীম্। মহাকালসমীপে তু লিঙ্গং ত্বংস্বপ্ন-
নাশনম্। ৫১। রাজসম্পৎকরং দিব্যং পুত্রপৌত্র-
বিবর্দ্ধনম্। ব্রহ্মহত্যাশহস্রাণাং ক্ষোভনং পাপনাশ-
নম্। তস্ম দর্শনমাত্রেণ বিপাপ্যা চ ভবিস্যসি। ৫২।
ত্বংস্বপ্নজং ভয়ং ঘোরং বিনশ্যতি ন সংশয়ঃ। গ্রহাশ্চ
সান্নকুলান্তে ভবিষ্যন্তি নৃপোত্তম। ৫৩। ইত্যুক্তো

অয়িপুত্রি! রাক্ষস হইতে তোমার কোন ভয়
নাই। যাহা হইতে তুমি ভয় পাইয়াছ, ইনি রাক্ষস
নহেন, ইনি রাজা কল্যাণপাদ, অমাত্যগণপরিবৃত্ত
হইয়া এই বনোদেশে আমার নিকট আগমন
করিয়াছেন। অনন্তর ভগবান্ বশিষ্ঠ মন্ত্রগণ
সমভিব্যাহারে রাজাকে সমাগত দেখিয়া হস্তার
দ্বারা নিবারণপূর্বক মন্ত্রপুত্র বারি দ্বারা অভ্যাক্ষণ
করত তাঁহাকে রাক্ষসভাব হইতে মুক্ত করিলেন।
তখন রাজা সংজ্ঞালাভ করিয়া অভিবাদনপূর্বক
কৃতাজ্ঞলিপুটে মুনিকে বলিতে লাগিলেন,—হে
ভগবন্! আমি সৌদাস আপনার দাস; অধুনা
আমি আপনার কি করিব তাহা বলুন? তখন
মুনি নৃপের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া যোগবলে
“ইহা বিশ্বামিত্রের কার্য্য” ইহা জানিতে
পারিয়া বিনীত রাজাকে বলিলেন,—হে রাজন্!
আমি সমস্তই জ্ঞাত হইলাম, অধুনা আপন
কুশস্থলীতে গমন করুন। ঐ স্থানে মহাকালের
সমীপে এক ত্বংস্বপ্ননাশক, রাজ্যসম্পৎকর, পুত্র-
পৌত্রবর্দ্ধন, ব্রহ্মহত্যানাশক ও পাপাপহ লিঙ্গ
আছেন; আপনি তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র
নিষ্পাপ হইবেন; আপনার ত্বংস্বপ্নজনিত ভয়

শূক্ৰণা ভূয়ো বশিষ্ঠেন মহায়ন। জগাম হরিতো
দেবি মহাকালবনং শুভম্। দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং
দৃষ্টত্বংস্বপ্ননাশনম্। ৫৪। নষ্টাঃ সর্কেষপি ত্বংস্বপ্নাঃ
স্বপ্নপ্রাশ্চাতবস্তদা। রাজা নিকল্যষো ভূত্বা পুনঃ
প্রাপ্পোরিঙ্গং পদম্। অযোধ্যায়াং গতো রাজ্যং
চকার মুদিতস্তদা। ৫৫। তদাপ্রভৃতি দেবোহয়ং
স্বপ্নেশ্বরসংজ্ঞকঃ। বভূব ভুবনে খ্যাতঃ সর্ক-
ত্বংস্বপ্ননাশনঃ। ৫৬। অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশাং দেবং
স্বপ্নেশ্বরং শিবম্। দর্শনং যে করিষ্যন্তি স্নাত্বা
শিপ্রাজলে শুভে। আজন্মপ্রভবং তেষাং ত্বংস্বপ্নঞ্চ
বিনশ্যতি। ৫৭। স এব সর্কদা পূজ্য ইহ-
লোকে পরত্র চ। যঃ পশ্যতি নরো ভক্ত্যা
দেবং স্বপ্নেশ্বরং শিবম্। ৫৮। যঃ যঃ কামমভি-
ধ্যায় মনসাভিমতং নরঃ। তঃ তং তুর্লভ-
মাপ্নোতি; স্বপ্নেশ্বরদর্শনাৎ। ৫৯। নিয়মেন
প্রপশ্যন্তি দেবং স্বপ্নেশ্বরং সদা। তে প্রয়াস্তি তনুঃ
ত্যক্তা মদৌঘং ভবনং প্রিয়ে। ৬০। ভক্তিশীনঃ
ক্রিয়াহীনো যঃ পশ্যতি প্রসঙ্গতঃ। অপুণ্যাং গতি-
মাপ্নোতি যোগিগম্যাং যশস্বিনী। ৬১। যে চ পুষ্পৈ-

নিসংশয় বিদূরিত হইবে এবং গ্রহগণ
আপনার প্রতি অনুকূল থাকিবেন। ৩৭—৫৩। হে
দেবি! শূক্ৰ বসিষ্ট এই কথা বলিলে রাজা অচিরে
ঐ স্থানে গমন করিলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া
তিনি দৃষ্ট ত্বংস্বপ্ননাশক লিঙ্গ দর্শন করিলেন।
লিঙ্গ দর্শন মাত্রে তাঁহার ত্বংস্বপ্ন স্বপ্ন হইল।
রাজা তখন নিষ্পাপ হইয়া পুনরায় নিজপদ
লাভান্তে অযোধ্যায় গিয়া রাজ্য করিতে লাগি-
লেন। তদবধি ঐ লিঙ্গ স্বপ্নেশ্বর নামে ভুবনে
খ্যাত লাভ করিয়াছেন। যাহারা অষ্টমী বা চতু-
র্দশী তিথিতে শিপ্রাজলে স্নান করিয়া ঐ দেব
স্বপ্নেশ্বরকে দর্শন করে, আজন্মকাল দৃষ্ট ত্বংস্বপ্ন
তাহাদের বিনষ্ট হয়। যে মানব ঐ লিঙ্গ দর্শন
করে, সে ইহলোকে সর্কদা পূজ্য। নর যাহা
যাহা কামনা করিয়া ঐ স্বপ্নেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে,
সেই সেই অভিলষিতই লাভ করিয়া থাকে।
হে দেবি! যাহারা নিয়মপূর্বক দেব স্বপ্নেশ্বরকে
দর্শন করে, তাহারা মদৌঘ ভবনে গমন করিয়া
থাকে। ভক্তিশীন ক্রিয়াহীন নর যদি প্রসঙ্গাধীন
ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, তাহা হইলে তাহারা অপুণ্যা
যোগিগম্যা গতি লাভ করিয়া থাকে। যাহারা

বিচিত্রৈশ্চ পূজয়ন্তি চ পৰ্বতম্ । তে সৰ্বকামসম্পদাঃ
শ্রীবলারোগ্যসংযুতাঃ । দীর্ঘায়ুঃ শুভাচার্য জায়ন্তে
দেহিনোহমলাঃ ॥ ৬২ ॥ এতে চ ব্রহ্মবিষ্ণুশুকবে-
দহনাদয়ঃ । সুশ্রুতঃ পরমঃ প্রাপ্তাঃ শ্রীশ্রুতেশ্বর-
দর্শনাৎ ॥ ৬৩ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ
পাপনাশনঃ । শ্রুতেশ্বরস্ত দেবস্ত শৃণু লিঙ্গ-

ইতি শ্রীহান্দে শ্রুতেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামা-
শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮০ ॥

একশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । চতুর্দ্বারস্থিতং দেবি শৃণু লিঙ্গ-
চতুষ্টয়ম্ । যন্ত দর্শনমাত্রেণ কৃতকৃত্যো নরো ভবেৎ
১ । অহং পৃষ্ঠস্থয়া দেবি কৌতুকাচ্চ বরাননে ।
অতীব রমণীয়ং চ স্থলং দর্শয় মে প্রভো ॥ ২ ॥
সেবিতং বহুভিঃ সিদ্ধৈঃ পুনরাবৃত্তিকাক্ষিকিভিঃ
যদুশ্চ ৫ পবিত্রং চ প্রলয়েহপ্যবিনাশি যৎ ॥ ৩ ॥
অনন্তসদৃশং দিব্যং যতীর্ণং যন্তপোবনম্ । অসংখ্য-
গুণোপেতং ভুক্তিমুক্তিকরং শুভম্ ॥ ৪ ॥ সুবর্ণশৃঙ্গাঃ

বিবিধ পুষ্পাদি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করে,
তাহারা সৰ্বকাম-সম্পদ, শ্রীমান-আরোগ্যযুত,
দীর্ঘায়ু, শুভাচার ও নির্মূল হয় । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র,
কুবের ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণও শ্রুতেশ্বর
দর্শন করিয়া সুশ্রুত লাভ করিয়া থাকেন । হে
দেবি ! এই আমি তোমার নিকট শ্রুতেশ্বর দেবের
পাপনাশন প্রভাব কীৰ্ত্তন করিলাম ; অতঃপর
লিঙ্গচতুষ্টয়মাহাত্ম্য শ্রবণ কর ।—৬৪ ।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮০ ।

একশীতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! যাহা দর্শন
করিলে নর কৃতকৃত্য হয়, সেই চতুর্দ্বারস্থিত লিঙ্গ-
চতুষ্টয়ের কথা শ্রবণ কর । একদা তুমি আমাকে
বলিলে,—হে দেব ! আপনি আমাকে এমন
একটা রমণীয় স্থান দর্শন করান—যে স্থান পুনরা-
বৃত্তিকাক্ষী বহু সিদ্ধ সেবা করিয়া থাকেন ;
যাহা শুষ্ক, পবিত্র, প্রলয়েও অবিনাশী ও অনন্ত-
সদৃশ, যাহা অসংখ্য গুণোপেত এবং ভুক্তিমুক্তি-

প্রাপাদা হর্ষ্যানি বিবিধানি চ । উদ্যানানি বিচিত্রাণি
মার্গাশ্চ বিবিধাঃ শুভাঃ ॥ ৫ ॥ সমৌহিতফলাবাধির্ঘট
লভ্যা সুখেন বৈ । সিদ্ধচারণগঙ্ধর্বকিন্নরোদ্যাত-
নাদিতম্ ॥ ৬ ॥ পুণ্যলোকোপমস্থানং ত্রিবিষ্টপ-
বিভূষণম্ । এবমভ্যর্থিতো দেবি মন্দরে চাকবন্দরে ॥
৭ ॥ ময়া প্রোক্তং প্রসন্নেন স্থানং শৃণু সনাতনম্ ।
মহাকালবনং রম্যং স্বর্গাৎ সুখকরং পরম্ ॥ ৮
অনৌপম্যগুণোপেতং ভুক্তিমুক্তিকরং শুভম্
তৎসমং কোহপি ধন্তোহন্তো ন দৃষ্টো ভুবনজয়ে ॥ ৯ ॥
দেবগন্ধর্বসিদ্ধৈশ্চ সেব্যং বৈ মুক্তিকাক্ষিকিভিঃ
বিনোদার্থং ময়া সৃষ্টং ত্বৎপ্রিয়ার্থং কুতুহলাৎ ॥ ১০
তিলকং সর্বতীর্ণানাং জম্বুদ্বীপে মনোরমে
ইচ্ছাকামফলাবাধিরনামাসেন লভ্যতে ॥ ১১
জরারোগভয়েহীনং সর্বব্যাদিবিবর্জিতম্
শক্রাগ্নিযমরক্ষোহম্বু-বায়ুসোমেশসেবিতম্ । স্বর্গে
প্রমুদিতা দেবাস্তেহপি কাক্ষিকি সর্বদা ॥ ১২
অসংখ্যকলং তত্র অক্ষয়া চ গতিঃ সদা । যেন
সংসেবিতং স্থানং বঞ্চিতাস্তে নরা ভুবি ॥ ১৩ ॥
ক্ষেত্রস্ত চ গুণান্বকুং দেবদানবমানবৈঃ । ন শক্যতে

কর ও শুভ ; যেখানে সুবর্ণশৃঙ্গপ্রাসাদ, বিবিধ হর্ষ্য,
বিচিত্র উদ্যান, বিচিত্র পথ এবং যেখানে সমৌহিত
ফল নিত্য লাভ করা যায় ; এবং যাহা সিদ্ধ,
চারণ, গন্ধর্ব-কিন্নরদিগের গানে নাদিত ; পুণ্য-
লোকোপম ও ত্রিদিব-বিভূষণ স্বরূপ । হে দেবি !
তুমি মন্দরের চাকবন্দরে আমাকে এইরূপ
জিজ্ঞাসা করিলে আমি তোমাকে বলিলাম,—
হে দেবি ! সনাতন স্থান শ্রবণ কর,—স্বর্গইহাতেও
সুখকর ও রম্য মহাকালবন অল্পমগুণযুক্ত, মুক্তিকর
ও শুভ । এই স্থান যে দর্শন করিয়াছে, তাহা
অপেক্ষা পৃথিবীতে ধন্ত আর কেহ নাই । ১—২ ।
মুক্তিকাক্ষী দেব-গন্ধর্ব-সিদ্ধগণ এই স্থানে বাস
করিয়া থাকেন । হে দেবি ! এই স্থান আমি তোমার
বিনোদার্থ সৃজন করিয়াছি । ইহা জম্বুদ্বীপের মধ্যে
সর্বতীর্ণের তিলকস্বরূপ । এই স্থানে অনামাসে
অভিলষিত ফল লাভ হয় । এই স্থান জরা, রোগ,
ভয় ও সর্বব্যাদিবিবর্জিত । ইহা শক্র, অগ্নি,
যম, রক্ষ, অম্বু, বায়ু, সোম ও ঈশ-সেবিত । স্বর্গ-
বাসী দেবগণও এই স্থানে বাস ইচ্ছা করে ।
এই স্থানে অসংখ্য কল ও অক্ষয়গতি লাভ হইয়া
থাকে । যে নর এই তীর্থে আগমন করে নাই,
তাহার জীবন বৃথা । আমি যে স্থানে বাস করি-

প্রযত্নাচ্চ স্বয়ং যত্র স্থিতো হুহুম্ । ১৪ । যৎকিঞ্চিদ-
 শুভং কৰ্ম্ম কৃতং মানুষকৰ্ম্মণা । মহাকালবনং প্রাপ্য
 তৎসৰ্ব্বং ভক্ষ্যসান্তবেৎ । ১৫ । ন সা গতিঃ
 কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাধারে ত্রিপুররে । যা গতির্বিহিতা
 পুংসাং মহাকালবনে সদা । ১৬ । তিৰ্য্যগ্‌যোনিগতা
 গঙ্গা মহাকালবনে স্থিতাঃ । তত্রৈব নিধনং প্রাপ্তাস্তে
 যান্তি পরমাং গতিম্ । ১৭ । মেরুমন্দরমাজোহপি
 রাশিঃ পাপস্ত কৰ্ম্মণঃ । মহাকালবনং প্রাপ্য
 সর্বোহপি ব্রজতি কথম্ । ১৮ । শশানমিতি চাখ্যাং
 মহাকালবনং প্রিয়ে । তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা নারায়ণ-
 পুরোগমাঃ । ১৯ । যোগিনশ্চ তথা সাংখ্যাঃ সিদ্ধাশ্চ
 সনকাদয়ঃ । উপাসতে চ মাং ভক্ত্যা মন্তব্য-
 মৎপরায়ণাঃ । ২০ । যা গতির্যোগতপসাং যা
 গতির্ভজযাজিনাম্ । মহাকালবনে ক্ষেত্রে সা
 গতির্বিহিতা ময়া । ২১ । সংহরামি চ তত্রস্থ-
 ত্ত্বৈলোক্যং সচরাচরম্ । অতো দেবি সমাখ্যাং
 মহাকালবনং শুভম্ । ২২ । এবং বহুবিধান্ অহা
 শুণান্ বহুবিধান্ শুধা । দেবি হি বিস্মিতা জাতা
 গমনায় মনো দধে । ২৩ । ক্ষেত্রস্থালোকনে চিত্তং

তেছি, সেই এই স্থানের মাংসাব্য বর্ণন করিতে
 দেব, দানব ও মানবগণও সমর্থ হয় না । মানুস-
 কৰ্ম্ম লোক যাহা কিছু পাপ কৰ্ম্ম করিয়া যদি
 এই স্থানে আগমন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ
 তাহার অন্তর্গত ঐ পাপ ভক্ষ্যসাৎ হয় । মহা-
 কালবনে মানবের যে গতি বিহিত আছে, তাহা
 কুরুক্ষেত্রে, গঙ্গাধারে ও ত্রিপুররে নাই । তিৰ্য্যক্-
 যোনিগত ব্যক্তিগণ যদি মহাকালবনে গমন করে,
 ঐ স্থানে যাহারা নিধন প্রাপ্ত হয়, তাহারা পরম
 গতি লাভ করে । মেরুমন্দরসদৃশ পাপকৰ্ম্মের
 রাশিও মহাকালবনে বিলয় প্রাপ্ত হয় । হে প্রিয়ে!
 মহাকালবনকে শশানও বলা যায় । নারায়ণপ্রমুখ
 ব্রহ্মাদি দেবগণ, সাংখ্যযোগী, ও সনকাদি সিদ্ধ, এই
 সকল মদীয় ভক্ত ভক্তিপূরক ঐ স্থানে আমার
 উপাসনা করিয়া থাকেন । ষ্টিযোগী, তপস্বী ও যজ্ঞ-
 যাজীদিগের যে গতি, মহাকাল বনে সেই গতিই
 বিহিত আছে । ঐ স্থানে থাকিয়া আমি সচরাচর
 জগৎ সংহার করিয়া থাকি । হে দেবি! এই
 জন্তই মহাকাল বন খ্যাত হইয়াছে । তুমি মহা-
 কালবনের এই সকল গুণ-গাথা শ্রবণ করিয়া
 বিস্মিত হইলে এবং ঐ স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা

জাতমুৎকর্ষিতং তব । ত্বয়া সার্কং সমাগতা মহা-
 কালবনে শুভে । ২৪ । পশু দেবি বিচিত্রাখ্যঃ
 যন্ময়া কথিতঃ তব । অমরেশপুরস্পর্ধি বর্দ্ধিতানন্দ-
 সুন্দরম্ । বর্ণিতং যন্ময়া দেবি ভুক্তিমুক্তিকরং
 পরম্ । ২৫ । ত্বয়া প্রোক্তং বিশালাক্ষি দৃষ্টো ক্ষেত্র-
 মনুভূতম্ । অস্ত স্থানস্ত রক্ষার্থং ভক্তং গণচতুষ্টয়ম্ ।
 নিযুক্ত্যতাং মহাদেব সন্তোষায় মম প্রভো । ২৬ ।
 দ্বারানি তত্র চত্বারি ক্রিয়স্তাং পরমেশ্বর । চত্বারঃ
 কলশাশ্চৈব হৈমাঃ কার্ঘ্যা দৃঢ়াঃ শুভাঃ । ২৭ ।
 পূর্বাদিক্রমযোগেন চতুর্দশো নিযোজ্যতাম্ । ধর্ম্ম-
 শার্খশ্চ কামশ্চ মোক্ষশ্চৈব মহেশ্বর । ২৮ । অদীয়ং বচনং
 অহা ময়া দেবি প্রযত্নতঃ । অস্ত ক্ষেত্রস্ত রক্ষার্থং
 স্মৃতং গণচতুষ্টয়ম্ । ২৯ । চত্বার ঈশ্বরা-
 স্তেহপি স্থাপিতাস্তদনন্তরম্ । পিঙ্গলেশো ধনাধ্যক্ষ-
 স্তথা কায়াবরোহণঃ । ৩০ । বিদ্যেশ্বরো গণ-
 শ্রেষ্ঠো তুর্দশো গণনাযকঃ । এতে ময়া নিযুক্তা
 বৈ সমর্গাঃ ক্ষেত্ররক্ষণে । ৩১ । পূর্বাদিক্রম-
 যোগেন অংপ্রিয়ার্থং বরাননে । নিযুক্তাস্থয়তে-
 নৈব পূর্বাঙ্গাঃ দিশি পিঙ্গলঃ । ৩২ । দক্ষিণস্থাঃ দিশি

করিলে, ঐ ক্ষেত্র দেখিবার জন্ত তুমি অতিশয়
 উৎকর্ষিত হইলে । আমি তোমাকে লইয়া মহা-
 কালবনে গমন করিলাম । ১০—২৪। পরে আমরা ঐ
 স্থানে উপস্থিত হইলে আমি তোমাকে বলিতে লাগি-
 লাম—ঐ দেখ, [দেবি! বিচিত্র স্থান, এই
 স্থানের কথা পূর্বে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম ।
 দেবি! ঐ দেখ,—বর্দ্ধিতানন্দসুন্দর অমরেশপুরস্পর্ধী
 মহাকাল বন [ক্ষেত্র; ইহা ভুক্তিমুক্তিকর ।
 হে বিশালাক্ষি! পুর দর্শন করিয়া তুমি আমায়
 বলিলে—হে প্রভো! এই স্থান রক্ষা করিবার
 নিমিত্ত আপনি চারিজন গণ নিযুক্ত করুন । এই
 নগরের চারিদিকে চারিটি তোরণ-দ্বার প্রস্তুত
 করুন । আর ঐ চারি দ্বারে চারিটি হৈম কলস
 স্থাপন করুন । কলস চারিটিতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম,
 মোক্ষ, এই চারিটি কল প্রদান করুন । হে দেবি!
 তুমি এই কথা বলিলে, আমি তৎক্ষণাৎ গণচতু-
 ষ্টয়কে স্মরণ করিলাম, স্মৃত হইবামাত্র তাহারা
 আসিল, আমি তাহাদিগকে এই ক্ষেত্ররক্ষায় নিযুক্ত
 করিলাম । এই গণচতুষ্টয়ের নাম—পিঙ্গলেশ,
 ধনাধ্যক্ষ, কায়াবরোহণ ও বিদ্যেশ্বর । ইহারা সক-
 লেই তুর্দশ গণনাযক । ইহাদের মধ্যে আমি পিঙ্গ-
 লেশকে ক্ষেত্রের পূর্বাদিকে, কায়াবরোহণকে দক্ষিণ-

তথা প্রিয়ে কাশ্যবরোহণঃ । বিবেকঃ প্রতীচ্যাং তু
হৃদর্শনোত্তরে তথা ॥ ৩৩ ॥ মানবা যে ত্রিযন্তেহত্র
ক্ষেত্রমধ্যে গণোত্তমাঃ । তেবাং রক্ষা পরা কার্য্যা
ভবন্তির্ময় শাসনাং ॥ ৩৪ ॥ কথাং শৃণু প্রযত্নেন
পিঙ্গলেশ্বরসম্ভবাম্ । যন্তাঃ শ্রবণমাত্রেণ কৃতকৃত্যো
নরো ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥ পিঙ্গলা কন্তকা দেবি কান্ত-
কুন্তে বভূব হ । স্মৃণীনা চ স্মবেষা চ সৌন্দর্য্যোনাতি-
নির্মিতা ॥ ৩৬ ॥ পিতা তন্তা মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রার্থ-
তত্ত্ববিৎ । জ্ঞানধ্যানরতশ্চৈব স্বাধ্যায়পরিনিষ্ঠিতঃ ॥
৩৭ ॥ পিঙ্গলো নাম বিপ্রেস্তো ভাষ্যা তন্ত পতি-
ব্রতা । পিঙ্গাকী বিক্রতা লোকে সা চ পঞ্চম্যাগতা ॥
৩৮ ॥ ততস্তেন স হুঃখেন গৃহস্থাত্মনিঃস্পৃহঃ ।
তপোবনং জগামাথ গৃহীতা তনয়াং স্বকাম ॥ ৩৯ ॥
ঋষিভিঃ সেবিতং পুণ্যং শাকমূলফলাশনৈঃ । স তত্র
মুনিভিঃ সার্কং ধ্যানযোগপরায়ণঃ ॥ ৪০ ॥ নিবাসং
কৃতবান দেবি পিঙ্গলায়াশ্চ রক্ষণম্ । পালয়ামাস
ধর্ম্মায়া পুত্রিকাং হৃদয়োপমাম্ ॥ ৪১ ॥
তামেব সততং সাক্ষীং মন্তমানো মহাতপাঃ ।
ন পাণিঃ গ্রাহয়ামাস মাতৃহীনেতি চিন্ত-

দিক্ষে, বিবেকরকে উত্তরদিকে এবং ধনাধ্যক্ষকে
পশ্চিমদিকে স্থান প্রদান করিলাম এবং বলিয়া
দিলাম যে, হে গণোত্তমগণ! এই ক্ষেত্রে যে সকল
মানব মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, আমার আদেশে
তাহাদিগকে তোমরা অতি যত্নে রক্ষা করিবে । হে
দেবি! অতঃপর পিঙ্গলেশ্বরের কথা শ্রবণ কর ।
নয় ঐ কথা শুনিলে কৃতকৃত্য হয়,—কান্তকুন্তে
পিঙ্গলা নামী এক কন্তা ছিল । কন্তাটি স্মৃণীনা,
স্মবেষা, ও অতি সুন্দরী । পিতা, তাহার মহা-
প্রাজ্ঞ, সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ, জ্ঞান-ধ্যান-রত ও স্বাধ্যায়-
সেবী । পিঙ্গল নামে এক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ছিলেন । ব্রাহ্মণের
পত্নী অতি পতিব্রতা ছিলেন । তাঁহার নাম ছিল,—
পিঙ্গাকী । এই ব্রাহ্মণী কালে মৃত্যুমুখে পতিত
হইলে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া গৃহস্থাত্ম পরি-
ত্যাগপূর্ব্বক কন্তাটিকে লইয়া ঋষিसेবিত ভূপোবনে
গমন করিলেন । সেখানে যাইয়া শাক-মূল-
ফলাহারী মুনিগণের সহিত ধ্যান-যোগে রত
হইলেন । আর ঐ স্থানেই বাস করিয়া প্রাণাধিকা-
কন্তাটিকে পালন করিতে লাগিলেন । তাঁহার
কন্তা অত্যন্ত সাক্ষী হইল । বিবাহ দিলে
স্থানান্তরিত হইবে বলিয়া ঐ মাতৃহীন কন্তার
বাৎসল্যবশতঃ তিনি তাহার বিবাহ দিলেন না ।

য়ন ॥ ৪২ ॥ বিরজোহপি মহাভাগ সংসারাৎ
সর্বধর্ম্মবিৎ । পুত্রিকাং প্রেক্ষয়ন্ সম্যক্ সন্ন্যাসং
নাকরোদ্ধনী ॥ ৪৩ ॥ অথ সংরক্ষয়ন্ বাল্যং
মাতৃহীনাং তপস্বিনীম্ । সংযুক্তঃ কালধর্ম্মেণ স
বিপ্রঃ স্বর্জগাম হ ॥ ৪৪ ॥ ততঃ সা পিঙ্গলা দীনা
হীনা পিত্রা স্তুত্বাধিতা । বিললাপাতুরা দেবি
পতিতা শোকসাগরে ॥ ৪৫ ॥ পিঙ্গলোবাচ । অদ্য
মে চ পিতা দৈবাৎ কালধর্ম্মমুপেযিবান্ । মাং ত্যক্তা
গতবানেকো দয়ালুর্নিঃস্পৃহো যথা ॥ ৪৬ ॥ স
সমঃ সর্বভূতেষু মমাত্যস্তং হিতে রতঃ । মামেকাং
সম্পরিত্যজ্য পরলোকমিতো গতঃ ॥ ৪৭ ॥ সাহং
পরমদুঃখাত্তা পিতৃশোকেন বিহ্বলা । শরীরং
ধারণ্যমীদং রূপণং ব্যর্থজীবিতম্ ॥ ৪৮ ॥ ব্রহ্মজোহপি
হি তাতো মে শাস্তো দাস্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ । মামেব
পালয়ামাস মাতৃহীনেতি চিন্তয়ন্ ॥ ৪৯ ॥ যেন
সংরক্ষিতা বালো যেনাম্মি পরিবর্দ্ধিতা । তেন
পিত্রা বিযুক্তাহং ন জীবিস্যে কদাচন ॥ ৫০ ॥
নদ্যাং বা নিপতিষ্যামি সমিক্ষে বা হতাশনে ।

সংসার পরিত্যাগ করিয়াও তিনি কন্তার মুখাপেক্ষী
হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিলেন না । এই-
রূপে তিনি ঐ মাতৃহীনা কন্তাকে কিছু দিন প্রতি-
পালন করিয়া কালে কালধর্ম্মের বশীভূত হইলেন !
হে দেবি! তখন ঐ মাতৃ-পিতৃহীনা পিঙ্গলা
অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে
লাগিল,—ও! অদ্য আমার পিতা দৈববশতঃ
কালধর্ম্মের বশীভূত হইলেন ! তিনি আমায় কত
স্নেহ করিতেন, কিন্তু অদ্য তিনি নিঃস্পৃহের স্থায়
আমায় পরিত্যাগ করিয়া একাকী চলিয়া গেলেন !
তিনি সর্বভূতে সমান জ্ঞান করিলেও আমাকে
তিনি অধিক স্নেহ করিতেন । অদ্য তিনি
আমায় একাকিনী রাখিয়া ভবধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক
পরলোকে গমন করিলেন । আজ আমি পিতৃ-
শোকে দুঃখিতা ও বিহ্বলা হইয়া আমার
অকিঞ্চিৎকর শরীর ও ব্যর্থ জীবন ধারণ করি-
তেছি । আমার পিতা শাস্ত, দাস্ত, জিতেন্দ্রিয়
ও ব্রহ্মজ হইলেও আমি মাতৃহীনা বলিয়া আমার
তিনি পালন করিয়াছিলেন । তিনি আমায় বাল্য-
কালে রক্ষা করিয়াছেন, আমি যাহা দ্বারা পরি-
বর্দ্ধিত হইয়াছি, সেই পিতার অদর্শনে আমি
কদাচ জীবন ধারণ করিব না । আমি হয়—নদীর
জলে নিমজ্জিত হইব, নয় প্রজ্জলিত হতাশনে

পরিত্যাগ পতিষ্যামি পিতৃহীনা নিরাশ্রয়া ॥ ৫১ ॥
 ইতি শোকাভূয়া বালা বিলপন্তী পুনঃপুনঃ ।
 বোধ্যমানা মহাভাগৈঃ সদাটেরখ্যবিসম্বৃতৈঃ ॥ ৫২ ॥
 কন্তকাভী কদম্বীভির্বয়শ্চাভিঃ সমস্ততঃ । আলিঙ্গ্যা-
 লিঙ্গ্য বহুশঃ পীড়্যমানা স্নুহঃখিতা । আগত্য
 করুণাবিষ্টো ধর্ম্যঃ পরহিতে রতঃ ॥ ৫৩ ॥ স্ববিরো
 ব্রাহ্মণো ভূত্বা প্রোবাচেদং বচস্তদা । অলং বালে
 বিশালাক্ষি রোদনৈরতিদারুণৈঃ । ন ভূয়ঃ প্রাপ্যতে
 তাতস্তস্মিন্নার্সিসি শোচিতুম্ ॥ ৫৪ ॥ অনিত্যং
 যৌবনং রূপং জীবিতং দেব্যসঞ্চয়ঃ । প্রিয়েঃ সহ
 চ সংবাসস্তয় শোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৫৫ ॥ ত্বয়া বৈ
 তৎকৃতং কর্ম পূর্বজন্মনি শোভনে । যেন পিত্রা
 বিয়োগঃ স্মাদরণ্যে ঘৃনিসেবিতো ॥ ৫৬ ॥ ত্রাং
 বিহায় গতঃ কাপি পশু বালে বিধেয়লম্ । ইদং
 কৃতমিদং কার্যমিদমন্তংকৃতাকৃতম্ ॥ ৫৭ ॥ এবমীহা-
 সমাসক্তং মৃত্যুঃ প্রকুরুতে বশে । তস্মাদুৎখ-
 সমুৎসজ্য শ্রোতুমর্হসি শোভনে ॥ ৫৮ ॥ পিতৃত্যাং
 চ বিয়োগশ্চ যেনাভূতব কর্মণা । পুরা ত্বং স্নন্দরী-

প্রবেশ করিব; অথবা আমি অচলশিখর হইতে
 পতিত হইব; যেহেতু আমি পিতৃহীনা ও নিরা-
 শ্রয়া। হে প্রিয়ে! বালিকা এইরূপ পুনঃপুনঃ
 বিলাপ করিতে থাকিলে সদার ঋষিসত্তমগণ
 তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন এবং বহুশা
 মুনিকন্ঠাগণ চতুর্দিকে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া
 অতি হৃৎখে তাহার গাত্রোপরি পহিত হইতে
 লাগিল। এই সময় পরহিতৈষী ধর্ম্য স্ববির ব্রাহ্মণের
 বেশ ধারণ করিয়া অসিয়া বালিতে লাগিলেন,—অয়ি
 বালিকে! বিলাপ করিও না; বিলাপ করিলে
 কি হইবে? তোমার পিতাকে আর কিরিয়া
 পাইবে না; অতএব কেন বৃথা শোক করিতেছ?
 দেখ,—রূপ, যৌবন, জীবন, দেব্য-সঞ্চয় ও প্রিয়-
 সংবাদ—এ সকলই অনিত্য। এজন্ত পণ্ডিতগণ এ
 সকলের জন্ত শোক করেন না। অয়ি বালিকে!
 তুমি পূর্ব জন্মে যে কর্ম করিয়াছিলে, সেই কর্মের
 ফলে এই ঘৃনি-সেবিত বিজনারণ্যে তোমার পিতৃ-
 বিয়োগ হইয়াছে। হে বালে! বিধির বল প্রত্যক্ষ কর;
 দেখ, তোমার তাত তোমায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া
 গিয়াছেন। “ইহা করিলাম, ইহা করিব” এইরূপ
 বাসনাসক্ত জনকে মৃত্যু বশীভূত করিয়া থাকে। অয়ি
 শোভনে! যে কর্মের ফলে তোমার পিতৃবিয়োগ
 ঘটিয়াছে, তাহা তুমি হৃৎখে পরিত্যাগ করিয়া আমার

নাম বেষ্ঠা রূপেণ স্নন্দরী ॥ ৫৯ ॥ নৃত্যগোঁড়া-
 দিনিপুণা বোণাবেণুবিচক্ষণা । আদিশ্চ পণ্যনারীণাং
 ভূষণাচ্ছাদনাদিভিঃ ॥ ৬০ ॥ তাং দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নঃ
 স্তবেষাং স্তবিভূষিতাম্ । ব্রাহ্মণো গুণবান কশ্চিৎকৃত্ব
 মদনাতুরঃ ॥ ৬১ ॥ তং বিদিত্বা তথাভূতং ব্রাহ্মণং
 মদনাতুরম্ । সমাশ্চতস্তম্ভেন ত্বং রমিতা কামিনা
 ততঃ ॥ ৬২ ॥ সোহং পাপরতির্মুঢ়ো . ব্রাহ্মণো
 বিষয়াশ্রকঃ । হতঃ শূদ্রেণ কেনাপি কামিনা তব
 বেষ্মনি ॥ ৬৩ ॥ বিহায় ভার্য্যামপ্রোঢ়াং শুভাং
 দ্বাদশবার্ষিকীম্ । প্রয়াতো নরকং ঘোরং শূদ্রাসম্পর্ক-
 দূষিতঃ ॥ ৬৪ ॥ ততস্তন্ত পিতা বিদ্বান্মাতাতীব চ
 হৃৎখিতা । আত্মা পুত্রবিয়োগেণ শাপো দত্তো
 ভয়াবহঃ ॥ ৬৫ ॥ মাতোবাচ । ঔষধাদি প্রযুক্তং চ
 বশীকর্তুং মমাসজম্ । বদস্মাকং বিয়োগায় বঞ্চিতো
 হৃষ্টচারিণি ॥ ৬৬ ॥ যস্মাচ্চ মম পুত্রেণ সা বিয়োগম-
 কারয়ৎ । তেন জন্মান্তরে দীনা পতিহীনা
 ভবহসো ॥ ৬৭ ॥ পিতোবাচ । বাল্যে বয়সি বর্জন্তী
 মাতৃহীনা স্নুহঃখিতা । বহিষ্কৃতা বিবাহেন পিতৃহীনা
 ভবিষ্যসি ॥ ৬৮ ॥ ধর্ম্য উবাচ । তস্মাৎপূর্বকৃতেনৈব

নিকট অবশ্য কর। হে স্নন্দরী! পূর্বে তুমি স্নন্দরী
 নামী এক বেষ্ঠা ছিলে! তুমি নৃত্য গীত ও বোণা-
 বেণবাদনে স্ননিপুণা ছিলে। ভূষণাচ্ছাদনে তুমি
 পণ্য নারীদিগের প্রথম স্থান অধিকার করিয়া-
 ছিলে। এক গুণবান ব্রাহ্মণ তোমাকে রূপবতী ও
 বিভূষিতা দেখিয়া মদনাতুর হয়। তুমি তাহা জানিতে
 পারিয়া চারি বৎসর কাল তাহার সহিত রমণ কর।
 ঐ পাপমাত মুঢ় ব্রাহ্মণকে এক কামমুগ্ধ শূদ্র
 তোমার গৃহে ইত্যা করে। ঐ নিহত ব্রাহ্মণ
 তাহার দ্বাদশবার্ষিকী অপ্ৰোঢ়া শুভা ভার্য্যাকে
 চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া ঘোর নরকে পতিত
 হয় ॥ ৫৯—৬৪ ॥ অতঃপর ব্রাহ্মণের মাতা-পিতা পুত্র-
 বিয়োগে অত্যন্ত হৃৎখিত হইয়া ভয়াবহ শাপ প্রদান
 করিলেন। মাতা বলিলেন,—যে হেতু ঐ হৃষ্ট-
 চারিণী আমার পুত্রকে বশীকৃত করিবার জন্য
 ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছিল, যে হেতু সে আমাদের
 পুত্র বিয়োগ সজ্জাটিত করিয়া আমাদেরকে
 বঞ্চিত করিয়াছে, যে হেতু সে আমার পুত্রবিচ্ছে-
 দেয় হেতু হইয়াছে, অতএব সে জন্মান্তরে পতি-
 হীনা হইবে। পিতা বলিলেন,—সেই হৃষ্টচারিণী
 বেষ্ঠা বাল্য বয়সে মাতৃ-পিতৃহীন হইয়া হৃৎখিত,
 বহিষ্কৃত ও বিবাহরহিত হইবে। ধর্ম্য বলিলেন,—

কর্মণা বরবর্ণিনি । ইদং হুঃখমহুপ্রাপ্তা কন্তকা ভবতী সতী । ৬৯ । পিজলোবাচ । ত্বয়া জন্মান্তরে বৃত্তং মম প্রোক্তং দ্বিজোক্তম । তস্মাদব্রুহি ভবন্ প্রশ্নং পৃচ্ছন্ত্যা নিশ্চয়ং শ্রবণম্ । ৭০ । ইথং সুঘোর-পাপাহং পাপাচার্য তথাধমা । কথং তু ব্রাহ্মণেনাহ-মুৎপন্ন্য ব্রাহ্মবাচিনা । ৭১ । দশমুদাসমশ্রুতৌ দশচক্রিসমো ধ্বজঃ । দশধ্বজসমা বেষ্ঠা দশবেষ্ঠা-সমো নৃপঃ । ৭২ । এবং বদন্তি ধর্মজ্ঞা ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ । তস্মাদ্বিজোক্তমাদম্ম্যংকথং জন্মা-ভবনম্ । ৭৩ । ব্রাহ্মণ উবাচ । পাপাচারপর্যাপি হং ব্রাহ্মণানাং কুলে শুভে । উৎপন্ন্য তত্র বক্ষ্যামি কারণং শৃণু পিজলে । ৭৪ । ব্রাহ্মণো বিষয়াসক্তঃ কশ্চিদ্বক্কো নৃপাজয়া । চৌর্য্যং কর্ম কৃতং তেন বেষ্ঠালুকেন স্তুন্দরি । ৭৫ । মূচ্যতাং চ ত্বয়াপুত্রং ন চৌরো নৈব পাতকম্ । যদ্যনেন কৃতং চৌর্য্যং তন্ময়ৈব কৃতং ভবেৎ । ৭৬ । দদামি বিত্তমধিক-মূচ্যতাং দ্বিজসত্তমঃ । ইত্যুক্তা গৃহমানীয় তেনৈব সহিতা পুনঃ । ৭৭ । গৃহং কল্লিতং শুভ্রং পুষ্প-ধূপাদিবাসিতম্ । রমিতশ্চ ত্বয়া বিপ্রো যথাসুখ-

হে বরবর্ণিনি ! এই জন্মই তুমি কন্যাকা-অবস্থা-ভুগ্ন করিতেছ । পিজলী বলিল,—হে দেব ! আপনি যখন জন্মান্তর বৃত্তান্ত বলিলেন, তখন আমি আপ-নাকে কতিপয় প্রশ্ন করিতেছি, আপনি তাহার উত্তর করুন । হে দেব ! আমি যদি একরূপ পাপিনী অধমা, তাহা হইলে আমার ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম হইল কিরূপে ? চক্রী দশ শূনার সমান, দশচক্রিসম ধ্বজ, বেষ্ঠা দশধ্বজের সমান, এবং নৃপ দশ বেষ্ঠার সদৃশ । ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিয়া থাকেন ! কিন্তু আমার সেই দ্বিজো-ক্তম হইতে জন্ম হইল কিরূপে ? ব্রাহ্মণ কহি-লেন,—হে পিজলে ! তুমি পাপচারিণী হইয়াও যে কারণে শুভ ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর । বিষয়াসক্ত ও বেষ্ঠালুক এক ব্রাহ্মণ, চৌর্য্য কর্ম করিয়া নৃপাগারে বদ্ধ হয় । তুমি রাজাকে বল,—ইহাকে মোচন করুন, ইনি চোর বা পাতকী নহেন । ইনি যে পাপ করিয়াছেন, তাহা আমার । আমি অধিক বিত্ত প্রদান করিতেছি, বিপ্রসত্তমকে আপনারা মোচন করুন । এই কথা বলিয়া তুমি বিপ্রকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া সগৃহে আনয়ন করত এক শুভ গৃহ কল্লিত করিয়া

মহুত্তমম্ । ৭৮ । তস্মা পুণ্যশ্চ মাহাশ্রয়াদগতা স্বর্গমহুত্তমম্ । সমুৎপন্ন্য কুলে পুত্রৌ ব্রাহ্মণশ্চ বিশেষতঃ । ৭৯ । শাপাচ্চৈব বিয়োগং হং প্রাপ্তা পুত্রাধনা পরম্ । ৮০ । পিজলোবাচ । পূর্বজন্মনি বেষ্ঠাহং জাতানুত্কৃতকারিণী । পরৈরব্যাপরা হৃষ্টা শৌচাচারবিবর্জিতা । ইদানীং হুঃখিতা জাতা পিতৃমাতৃবিয়োগতঃ । ৮১ । পাণিগ্রহণধর্ম্যেণ বর্জিতা শাপতঃ প্রভো । প্রসাদং কুরু মে বিপ্র কো ভবান্ কথয়স্ব মে । ৮২ । কথং জন্ম ন মে ভূয়াৎ কথং মুক্তির্ভবেয়ম্ । ভববন্ধবিনিমুক্তা কথং যাস্তামি সদগতিম্ । ৮৩ । বিপ্র উবাচ । ধর্ম্মোহহং দ্বিজরূপেণ ত্বাং জিজ্ঞাসুরিহাগতঃ । মমোপদেশান্ত-বজ্রি লিঙ্গত্বেকশ্চ দর্শনাৎ । ক্ষেত্রশ্চ চ প্রদাদাৎ পরাং মুক্তিমমবাপ্যসি । ৮৪ । পিজলোবাচ । কস্মিন্ ক্ষেত্রে পরা মুক্তিঃ কস্মা লিঙ্গশ্চ দর্শনাৎ । লভাতে সহসা ধর্ম্ম এতদিচ্ছামি বেদিতুম্ । ৮৫ । ধর্ম্ম উবাচ । অস্তি শুশ্রুতমং ক্ষেত্রং মহাকালবনং শুভম্ । সর্ব্বেসামেব জন্তুনাং হেতুর্ম্মৌকশ্চ

পুষ্প-ধূপাদি দ্বারা তাহা বাসিত করিয়া তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলে । ঐ পুণ্যের কলে তুমি স্বর্গগমনকরিয়া ব্রাহ্মণকূলে জন্মিয়াছ ; আর শাপব্রতাবে তুমি বিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছ এবং এখনও কন্যাকাবস্থায় কালাতিপাত করিতেছ । ৬৫—৮০ । পিজলা বলিল,—হে দেব ! আমি পূর্ব জন্মে বেষ্ঠা ছিলাম কত পরের দেব্য হরণ করিয়াছি, শৌচাচার বর্জন করিয়াছি । তাহার কলে ইদানীং পুত্রমাতা পিতৃ-বিযুক্ত হইয়াছি এবং পাপ বশত পাণিগ্রহণধর্ম্ম হইতে বঞ্চিতা আছি । হে বিপ্র ! আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া বলুন,—আপনি কে ? দয়া করিয়া আমায় বলুন,—আমি কি উপায়ে জন্ম হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া মুক্তি লাভ করিব । এবং কিরূপে আমি ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সদগতি লাভ করিব ? ধর্ম্মরূপী বিপ্র বলিলেন,—আমি ধর্ম্ম ; বিপ্ররূপে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম । হে তথাক্তি ! তুমি আমার উপ-দেশে এক লিঙ্গ দর্শন করিলে, ঐ লিঙ্গ ও ক্ষেত্র-প্রভাবে উত্তম মুক্তি লাভ করিবে । পিজলা বলিল,—কোন ক্ষেত্রে কোন লিঙ্গ দর্শন করিলে পরম মুক্তি লাভ হয়, আমি তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । ধর্ম্ম বলিলেন,—মহাকালবন নামে এক

সর্বদা । ৮৬ ॥ তন্নিবন্ধে বরে পুণ্যে
স্থানে যোজনবিকৃতে । লিঙ্গং মোক্ষপ্রদং পুত্রি
পূৰ্ব্বস্থাঃ দিশি সংস্থিতম্ । তস্মৈ দর্শনমাত্রেণ
মুক্তিমাশ্রয়সি পিঙ্গলে ॥ ৮৭ ॥ তস্মৈ তদ্বচনং
শ্রদ্ধা ধর্ম্যস্ত চ যশস্বিনি । জগাম পিঙ্গলা তুর্ণং যত্র
ভক্তিহুমন্তমম্ । দদর্শ পরমা ভক্ত্যা পম্পর্শ চ পুনঃ
পুনঃ ॥ ৮৮ ॥ দর্শনাত্তস্মৈ লিঙ্গস্ত তন্নিমিত্তে লয়ং
গতা । অত্র চাবসরে দেবাঃ প্রোচুস্তত্রৈব সংস্থিতাঃ ॥
৮৯ ॥ অন্তজন্মনি পাপিষ্ঠা যুজ্ঞা যং পিঙ্গলেক্ষণা ॥
৯০ ॥ অতো লোকেষু বিখ্যাতঃ পিঙ্গলেশ্বরসংজ্ঞকঃ ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মহাপাতকনাশনঃ ॥ ৯১ ॥
দিশি পশুন্তি যে গতা পূৰ্ব্বস্থাঃ পিঙ্গলেশ্বরম্ । তেষাং
শতক্রতুভূষ্টঃ পূজাঃ সম্যগ্‌বিধাশ্রুতি ॥ ৯২ ॥ দেবা
বজ্রা ভবিষ্যন্তি স্বর্গস্তেষাং ন সংশয়ঃ । ভবিষ্যতি
চ বশগা নগরী চামরাবতী ॥ ৯৩ ॥ ধর্ম্মো ধনেন
সহিতঃ কুলে তেষাং ন নশ্রুতি । লোকো ধর্ম্মেন
চরতাং বশগঃ সন্তবিষ্যতি । পিতৃণামক্ষয়া তৃপ্তি-
র্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৯৪ ॥ অশ্বমেধসহস্রেন যৎ
পুণ্যং সমুদাহৃতম্ । তৎসর্বং ভবিতা সম্যক্‌পিঙ্গ-
লেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৯৬ ॥ যানি লিঙ্গানি ক্ষেত্রেহস্মিন

গোপ্যানি প্রকটানি চ । পুজিতানি ভবন্তীহ পিঙ্গলে-
শ্বরদর্শনাৎ ॥ ৯৬ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ
পাপনাশনঃ । পিঙ্গলেশ্বরদেবস্ত শৃণু কায়াবরো-
হণম্ ॥ ৯৭ ॥

ইতি ত্রীকান্দে পিঙ্গলেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ
নামৈকশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

মহাদেব উবাচ । কায়াবরোহণস্তাপি উৎপত্তিঃ
শৃণু পার্শ্বতি । যস্তাঃ শ্রবণমাত্রেণ ন নরঃ কাযবান
ভবেৎ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিকামস্ত মনোবৈবশ্বতে-
হন্তরে । দক্ষজায়তাজুষ্ঠাদক্ষিণাং স প্রজাপতিঃ ॥
২ ॥ বামাদজায়তাজুষ্ঠাদার্য্য তস্মৈ মহাত্মনঃ । তস্তাং
পঞ্চাশতং কন্তাঃ স এবাজনয়ৎ প্রভূঃ ॥ ৩ ॥ তাঃ
সর্বাশ্চানবদ্যাক্তাঃ কন্তাঃ কমললোচনাঃ । পুত্রিকাঃ
স্থাপয়ামাস নষ্টপুত্রঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৪ ॥ দদৌ স দশ
ধর্ম্মায় কন্তপায় ত্রয়োদশ । দিব্যেন বিধিনা দেবি
সপ্তবিংশতিমিন্দবে ॥ ৫ ॥ রোহিণী বল্লভা জাতা তস্মৈ

গুপ্ত ক্ষেত্র আছে । ঐ ক্ষেত্রসকল জন্তুর মোক্ষের
হেতু । হে পুত্রি ! ঐ যোজনবিকৃত দিব্য স্থানের
পূর্বদিকে এক মোক্ষপ্রদ লিঙ্গ অবস্থিত আছেন ।
হে পিঙ্গলে ! তাঁহার দর্শনে মুক্তি লাভ হয় ।
পিঙ্গলা তখন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া যেখানে
লিঙ্গ বিরাজিত, সেই স্থানে গমন করিল এবং
পরম ভক্তি সহকারে পুনঃপুন লিঙ্গ স্পর্শ করিতে
লাগিল । ঐ লিঙ্গ দর্শনমাত্রে সে লিঙ্গে লয়প্রাপ্ত
হইল । অনন্তর ঐ অবসরে দেবগণ ঐ স্থানে
ধাকিয়া বলিলেন,—অন্ত জন্মের পাপিষ্ঠা পিঙ্গলা
এই স্থানে মুক্তি লাভ করিল বলিয়া এই লিঙ্গ
পিঙ্গলেশ্বর নামে বিখ্যাত হইবেন । যে মানব পূর্ব-
দিকে পিঙ্গলেশ্বর দর্শন করিবে, শতক্রতু তাহাদের
প্রতি সম্যক্‌ তুষ্ট হইবেন । অপিচ দেবগণ তাহা-
দের প্রতি প্রসন্ন হইবেন, তাহাদের স্বর্গলাভ হইবে ।
অমরাবতী নগরী তাহাদের বশীভূত হইবে ; তাহা-
দের কুলে কদাচ ধর্ম্মনাশ হইবে না ; লোক সকল
তাহাদের প্রতি ধর্ম্মাচরণ করিবে, এবং বশীভূত
হইবে, এবং পিতৃ-লোকদিগের অক্ষয় তৃপ্তি লাভ
হইবে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই । সহস্র অশ্ব-
মেধে যে পুণ্য হয়, পিঙ্গলেশ্বর দর্শন করিলে ঐ

সমস্ত পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । এই ক্ষেত্রে যাব-
তীয় লিঙ্গ আছেন, পিঙ্গলেশ্বরের পূজা করিলে
তৎসমুদয়েরই পূজা করা হয় । হে দেবি ! এই
তোমার নিকট পিঙ্গলেশ্বরের পাপনাশক প্রভাব
কীভূত হইল, অতঃপর কায়াবরোহণ লিঙ্গের
বিবরণ শ্রবণ কর ॥ ৮১—৯৭ ॥

একশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় ।

মহাদেব বলিলেন,—হে পার্শ্বতি ! যাহাকে
দর্শন করিলে মানবকে আর দেহধারণ করিতে হয়
না, আমি সেই কায়াবরোহণ লিঙ্গের উৎপত্তি-
বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বে বৈবশ্বত মনুর
অধিকারকালে সৃষ্টিকামী ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে
দক্ষ প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করেন । আর তাঁহার
বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের ভার্য্যা উৎপন্ন হন । দক্ষ
স্বীয় ভার্য্যাতে পঞ্চাশটি কন্তা উৎপাদন করেন ।
ঐ কন্তাগণ সকলেই অনবদ্যাক্তা ও কমললোচনা ।
দক্ষ দশটি কন্যা ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশটি কন্তপকে, এবং
সপ্তবিংশতিটি ইন্দুকে প্রদান করিলেন । রোহিণী

চন্দ্রস্য সর্ষদা। ষড়্বিংশতিকৃতে চন্দ্রঃ শণ্ডো দক্ষঃ
পার্বতিঃ ৬। চন্দ্রোপিত তথা শণ্ডো দক্ষঃ প্রাচেতসঃ
কৃতঃ। অযজ্ঞসোহবমেধেন ত্বা প্রাচেতসাজ্ঞঃ
৭। নামজিতোহহং মোহেন দক্ষঃ পর্বতাজ্ঞে,
তত্র দেবনিকায়ানাং যজ্ঞভাগানশেষতঃ ৮। হব্য-
বাহন্তদা যুক্তো বহ্নয়াজ্ঞে সমীরিতঃ। ত্বা দৃষ্টো
বিশালাক্ষি নিরালম্বোহহরে স্থিতঃ ৯। অরন্তা
পূর্ববৈরং তু বিজ্ঞপ্তোহহং ত্বা প্রিয়ে। ত্বং দেবঃ
সর্ষদেবানাং গতিশ্চ শরণং তথা ১০। ত্বং যজ্ঞস্ত্বং
বষট্কারো হোতাধ্বর্যুমেব চ। ত্বা বিনা কথং
যজ্ঞো বর্ততে সর্ষদেবপ ১১। দেবানাং ভাগ-
ধেয়ানি বহত্যগ্নিরয়ং তয়া ১২। সগর্ষচাবলিপ্ত
দক্ষঃ প্রাচেতসঃ কিল ১২। অহুশ্রবন্ পূর্ববৈরং
নৈব দাস্ত্যত্যাশিতঃ। কাযহীনশ্চ কৰ্ত্তব্যো দক্ষো
বহিস্তথৈব চ ১৩। যে চ যজ্ঞে সমানীতা দেবা
দক্ষশ্চ শক্ৰ। তে সর্ষে কাযরহিতাঃ কাৰ্য্যান্ত্রি-
পুরন্দন ১৪। এবমুক্তে ত্বা দেবি ময়াপ্যুক্তং
বরাননে। পূর্বজন্মানি দক্ষোহয়ং পিতা তব শুচি-

স্থিতে ১৫। বহিস্তাদেশকারী চ দেবাঃ ক্রীড়নকাঃ
প্রিয়ে। মদীয়ং বচনং শ্রুত্বা কৃতঃ ক্রোধস্ত্বা প্রিয়ে।
ললাটে ক্রকুটীং কৃৎ প্রোঙ্কসন্ত্য। পুনঃপুনঃ
ক্রোধং করোণ নাসাগ্রং মর্দিতং বহুশস্তদা ১৭।
তন্নিম্ন সমর্দ্যমানে তু নাসাগ্রে পর্বতাজ্ঞে
জাতা স্ত্রী ক্রকুটীবক্ত্রা চতুর্দংষ্ট্রা জিলোচনা ১৮।
বন্ধগোধান্জলিত্রা চ কবচাবন্ধমেখলা। সখড়া
সখরুকা চ সতুণা সপতাকিনী ১৯। সহস্রাঙ্গা
শতকুজা সহস্রচরণোদরী। প্রতিকূলৈঃ পদৈর্দেবি
কম্পয়ন্তী তথা ভুবম্ ২০। কৃতং নাম
ত্বা দেবি তাং দৃষ্টা চ তমোময়ীম্। ভদ্রকালী
চ মায়া চ সর্ষলোকনমস্তুতে ২১। ময়া সৃষ্ট
পুরুষস্তাদৃশো লোমহর্ষণঃ। স চাপি প্রাঞ্জলি-
ভূত্বা মামুবাচ পুনঃপুনঃ। আজাপয় শুরেশান কিং
করোমি জগৎ প্রভো ২২। ততো দেবি ময়া-
জ্ঞপ্তো ভাবং জ্ঞাত্বা তদীয়কম্। কৃৎ নাম মনোজ্ঞঃ
তু বীরভদ্র ইতি স্মৃতঃ ২৩। বীরভদ্র মমাদেশ-
ভদ্রকাল্যা সহানয়া। প্রাচেতসাজ্ঞং দক্ষং সগর্ষং

তন্মধ্যে চন্দ্রের অভ্যন্ত প্রিয় হইলেন। কিন্তু অস্ত
ষড়্বিংশতি পত্নীর জন্য তিনি দক্ষ কর্তৃক অভিশপ্ত
হইলেন। চন্দ্র ও তাঁহাকে প্রাচেতস হও বলিয়া
শাপ প্রদান করেন। দক্ষ প্রাচেতস হইয়া অধমেধ
যজ্ঞ করিয়া মোহবশতঃ আমাদিকে নিমজ্ঞণ করেন
না; অপরাপর দেবগণের সকলেরই যজ্ঞভাগ
কল্পিত হইল। হব্যবাহ মজ্জাকৃত হইয়া বহন কার্য্য
করিতে লাগিল। হে দেবি! তুমি তাহাকে
নিরালম্ব অহরে দর্শন করিলে। তুমি
পূর্ববৈর অরণ করিয়া আমাকে বলিলে,—হে
দেব! আপনি সর্ষ দেবের গতি ও শরণ;
আপনি যজ্ঞ, বষট্কার এবং হোতা ও অধ্বর্যু।
আপনা ব্যতিরেকে কি প্রকারে যজ্ঞ সম্ভব হইতে
পারে? অগ্নি সময়ে দেবগণের ভাগ বহন করি-
তেছে; প্রাচেতস দক্ষ অভ্যন্ত গর্ষিত হইয়াছে;
ইহার কোনরূপ শাসন করা হয় নাই বলিয়া
ও পূর্ব বৈর অরণ করিয়া আমাদিগকে যজ্ঞ
ভাগ দিবে না। বহিকে ও দক্ষকে আমাদের
কয়হীন করা কর্ত্তব্য। হে শক্ৰ! যে সকল
দেবতা এই যজ্ঞে আগমন করিয়াছে, তাহা-
দের সকলকেই কাযরহিত করিতে হইবে।
হে দেবি! তুমি এই কথা বলিলে আমি বলি-
লাম,—অগ্নি শুচিস্থিতে! দক্ষ, তোমার পূর্বজন্মের

পিতা, বহি ভৃত্য, আর দেবগণ ক্রীড়নক; ইহা-
দিগকে বধ করিয়া কি হইবে? হে দেবি! আমি
এই কথা বলিলে তুমি ক্রুদ্ধ হইলে; তোমার
ললাটে ক্রকুটি দেখা দিল; তুমি পুনঃপুন নিশাস
পরিত্যাগ করিতে লাগিলে; এবং বহবার নাসাগ্র
মর্দন করিলে; নাসাগ্র মর্দিত হইলে তাহা
হইতে এক ক্রকুটীবক্ত্রা স্ত্রী উৎপন্ন হইল। ঐ স্ত্রীর
চারিটা দাঁত, তিনটা লোচন, সে গোধা এবং
অঞ্জলিত্রয় বন্ধন করিয়াছে; তাহার মেখলা কবচ-
বন্ধ; খড়া, তুণ, ধনু, ও পতাকা, এ সমস্ত
তাহার হস্তে বিরাজিত; তাহার বদন সহস্রসংখ্যক,
একশত ভুজ, এবং চরণ ও উদর সহস্র। সে
প্রতিকূল পদবিষ্ঠাসে ধরা কম্পিত করিতে লাগিল।
হে দেবি! তুমি তাহাকে তমোময়ী দেখিয়া
তাহার নাম রাখিলে—ভদ্রকালী ও মায়া এবং
বলিলে,—এ সর্ষলোকনমস্তুতা হইবে। হে
দেবি! তখন আমিও এক লোমহর্ষণ পুরুষ
সৃষ্টি করিলাম। সে উৎপন্ন হইয়াই কৃতাজলিপুটে
পুনঃপুন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—হে শুরেশ!
আমি কি করিব, আদেশ করুন? হে দেবি!
তখন আমি তাহার ভাব অবগত হইয়া বীরভদ্র
এই নাম প্রদান করিলাম এবং বলিলাম,—বীরভদ্র!
তুমি আমার আদেশে এই ভদ্রকালীকে সঙ্গে

সহদেবতম্ । ২৪ । বিশ্বঃসয় গণাধ্যক্ষ সযজ্ঞঃ
সপরিগ্রহম্ । দন্তঃ যয়া মহৎ সৈন্তমসংখ্যেয়গুণশ্চ ৮ ।
২৫ । অয়াপি ভদ্রকাল্যাণ দন্তঃ সৈন্তভদ্রাবহম্ ।
কপালকটিকাহস্তঃ মাতৃগাঃ গণমক্ষয়ম্ । ২৬ ।
ততস্তৌ তেন সৈন্তেন মহতাসিসমারুতো । জগতু-
স্তত্র যজ্ঞাস্তে দক্ষঃ প্রাচেতসো যজন্ ৥ ২৭ ৥ দেবৈঃ
পরিবৃত্তো দেবি সদন্তৈব্রীক্ষণৈঃ সহ । ততো
দেবাঃ সুরক্কাণ্ডে তেন সৈন্তেন পাক্ৰতি । বিশ্বকা
মন্ত্রপুতন্ত পিবন্তঃ সোমমধ্বরে ৥ ২৮ ৥ ত্রিনেত্রেণ
ত্রিশূলেণ ত্রিদশাধিপ ঈশ্বরঃ । ত্রাসিতঃ সহসা শক্ৰো
গণেনাধ্বরমধ্যগঃ ৥ ২৯ ৥ ২৯ ৥ যমাখ্যেন গণেনৈব
যমকল্পপ্রভেণ চ । সোমপানে প্রসক্তশ্চ যমশাক-
ষিতোহধ্বরে ৥ ৩০ ৥ পাশেন বরুণো বন্ধঃ পাশেন
গণপেন তু । পশ্চিমাশাধিপো বীরঃ প্রাণেন পরমে-
শ্বরী ৥ ৩১ ৥ তাড়িতোহনিল এবাথ উত্তরে নর-
বাহনঃ । উত্তরাশাধিপো দেবি নিধানৈঃ সাহিতো-
হধ্বরে । বীরভদ্রনিযুক্তাস্তে চক্রযুদ্ধং সুদারুণম্ ।
৩২ ৥ অথ যুদ্ধং চকারোচ্চৈর্ভদ্রকালী ভদ্রাবহা ।
বিকরালী মহাকালী কালিকা কলসোদরী ৥ ৩৩ ৥
প্রজ্ঞালজ্জলনাকারা শুকমাংসাত্তৈবরবা । এব

লইয়া দেবতাগণের সহিত দক্ষকে, তাহার যজ্ঞকে
এবং তাহার পরিজন প্রভৃতি যেখানে যাহা
আছে তৎসমস্ত বিশ্বস্ত করিয়া আইস । এই বলিয়া
আমি ঐ মহাবলের সঙ্গে অসংখ্য মহৎ সৈন্ত
প্রেরণ করিলাম । তুমিও ভদ্রকালীর সঙ্গে ভয়ঙ্করী
মাতৃগণকে নিয়োগ করিলে । তাহাদের হস্তে রুপাণ
ও কর্ণিকা বিরাজিত হইল । তখন বীরভদ্র ও
ভদ্রকালী অসংখ্য সৈন্তে পরিবৃত্ত হইয়া যেখানে দক্ষ
যজ্ঞ করিতেছিল, সেই স্থানে গিয়া পতিত হইলেন ।
ঐ সময় দক্ষ দেবতা ও সদন্তগণ-পরিবৃত্ত হইয়া অব-
স্থান করিতেছিল । দেবতাগণ বিশ্বস্তভাবে মন্ত্রপুত
সোমরস পান করিতেছিল । এই সময়ে বীরভদ্র
উপস্থিত হইয়া যজ্ঞমধ্যস্থ ইন্দ্রকে ত্রাসিত করিল ।
যমকল্প যমনাক জনৈক গণ সুরাপান-প্রবৃত্ত যমকে
আকর্ষণ করিল । পশ্চিমদিকপতি বরুণ গণসৈন্ত
কর্তৃক পাশবদ্ধ হইলেন । অনিল তাড়িত হইলেন ।
উত্তর দিকের অধিপতি কুবের নিগৃহীত হইলেন ।
বীরভদ্রনিয়োজিত সৈন্যগণ দারুণ যুদ্ধ করিতে
লাগিল । ভদ্রাবহা ভদ্রকালীও ভয়ানক যুদ্ধ করিতে
লাগিলেন । বিকরালী, মহাকালী, কালিকা, কল-
সোদরী,—ইহারা সকলেই প্রজ্ঞালজ্জলনাকারা, ও

শাঙ্কশ্চ শতশো নরমালাবিভূষণাঃ ৥ ৩৪ ৥ কপাল-
কটিকাহস্তা জয়দেবগণাংস্তদা । ইতি মাতৃগণাক্রুদ্ধঃ
মর্দয়ন্তঃ সুরাংস্তদা । দৃষ্টোভূতপগতা দেবাত্মবিতা
যুদ্ধলাসলা ৥ ৩৫ ৥ কেচিচ্চ চাক্ষুশুঃ শক্ভীঃ কোচিৎ
প্রাসাংস্তথাপরে । কিচিচ্চ তোমরৈস্তৌকৈঃ কোচিৎ
খট্ভগশ্চ পট্টশৈঃ ৥ ৩৬ ৥ অদ্বিতো মাতৃসজ্জ্বল
পীড়িতাঃ প্রমথ্য যদা । ভদ্রকালী তদা ক্রুদ্ধা গদয়া
শরবৃষ্টিভিঃ ৥ ৩৭ ৥ খড়্গাদিভিঃ বড়কাংশুঃ পীড়য়া-
মাস সংযুগে । ভগন্ত নেত্রে পৃথক দশনাঃ
সুদিতা মুখাং ৥ ৩৮ ৥ করান্ দিনকরশ্চৈব চরণৌ
ভাস্করশ্চ চ । মুষলেন হতা যেন্তৌ বসবো
রণকোবিদাঃ ৥ ৩৯ ৥ বমন্তো রুধিরং তেহপি
নষ্টা জর্জরমস্তকাঃ । বিদেহাশ্চ কুত্র যুদ্ধে তুষিতা
রণগর্ষিতাঃ ৥ ৪০ ৥ বন্ধঃ প্রাচেতসো দক্ষঃ পাশেন
সুদৃঢ়েন চ । শেষাশ্চ ত্রিদশা ভীতা ব্রহ্মাণঃ শরণং
গতাঃ ৥ ৪১ ৥ বৃত্তান্তঃ কথিতঃ সর্বো বিস্তরেণ যথা
তথা । আদ্যা য়ে তুষিতা দেবা বিদেহাশ্চৈব তে
কৃতাঃ ৥ ৪২ ৥ নষ্টাশ্চ বসবো দেবাঃ পীড়িতা
ভাস্করা রণে । ন জায়তে সহস্রাক্ষো ন যমো ন

শুকমাংসাত্তৈবরবা ; ইহারা ও অন্যান্য শত শত
নরমালাবিভূষিতা, কপালকটিকাহস্তা মাতৃকাগণ
দেবগণকে নিহত করিতে লাগিলেন । তদর্শনে
দেবগণ যুদ্ধ-লালসায় ঐ স্থানে আগমন করিলেন
এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শক্তি, ও কেহ
কেহ পাশ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । কেহ বা
তোমার দ্বারা, কেহ খড়্গ দ্বারা এবং কেহ পট্টশ
দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । মাতৃকাগণ এবং
প্রমথগণ, ইহারা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িল ।
এই সময় ভদ্রকালী ক্রুদ্ধ হইয়া গদা, শরবৃষ্টি ও
খড়্গাদি দ্বারা যুদ্ধে দেবগণকে পীড়িত করিতে
লাগিলেন । ভগের নেত্র ও সূর্য্যের দন্ত নিসৃত
হইল । চন্দ্রের কর ও ভাস্করের চরণ মুসল দ্বারা
আহত হইল । রণ-কোবিদ অষ্ট বশু বিদেহ
হইয়া জর্জরিতমস্তকে রুধির বমন করিতে
করিতে পলায়ন করিল । প্রাচেতস দক্ষ সুদৃঢ়
পাশ দ্বারা আবদ্ধ হইল । অবশিষ্ট দেবগণ
ব্রহ্মার শরণ লইলেন । ১—৪১ । তাহারা ব্রহ্মসমীপে
উপস্থিত হইয়া এইরূপ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন,—
হে দেব ! অদ্য তুষিত দেবগণ বিদেহ, বশু-
গণ পলায়ন-পরায়ণ এবং ভাস্করগণ পীড়িত
হইয়াছেন । হে পরমেশ্বর ! আমরা জানি না

ধনেশ্বরঃ । বক্রণো যাদসাং নাথঃ ক গতঃ পরমেশ্বর ।
 । ৪৩ । ভদ্রকাল্যাহতঃ সর্বঃ বীরভদ্রগণেন চ
 ভগ্নশ্চ যজ্ঞযুগো বৈ বিশ্বস্তঃ কলসঃ তদা । ৪৪ ।
 প্রদীপিতা মহাশালা ভগ্নঃ ১ যজ্ঞতোরণম্ । তেষাম্
 বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । আজগাম
 কৃপাবিষ্টো যত্রাহং মন্দরে স্থিতঃ । ৪৫ । স্তুতিং
 কৃত্বা মদীয়ান্ত বাক্যমুক্তমিদং তদা । আদ্যা যে
 তুষ্টিতা দেবা বিদেহাশ্চৈব তে কুলাঃ । ৪৬ । ভদ্র-
 কাল্য মহাদেব বসবো জজ্জরীকৃত্য । পীড়িতা
 ভাস্করা যুদ্ধে শেষা নষ্টা দিশো গতাঃ । ৪৭ ।
 কায়াবরোহণং দেব তুষ্টিতানাং কথং ভবেৎ ।
 ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা ময়া প্রোক্তং বরাননে ।
 ৪৮ । মহাকালবনে ক্ষেত্রে গচ্ছন্ত তুষ্টিতা-
 শ্চমী । লকুটীশো গতৌ যত্র কায়াবরোহণাদগৃহম্ ।
 ৪৯ । ব্রাহ্মণাশ্চ মমাদেশাচ্চতুঃশিষ্যোঃ সমবিতাঃ ।
 দ্বাপরে সমতিক্রান্তে প্রাপ্তে কলিযুগে তথা । ৫০ ।
 তত্র কায়মল্পপ্রাপ্তা মম শিষ্যা মমোপমাঃ । অবসন্ত
 ক্ষিতৌ ধন্য রক্ষণার্থং দ্বিজব্রাহ্মণাঃ । ৫১ । ক্ষেত্রস্ত
 দক্ষিণে তন্ত্ৰ বিদ্যাতে লিঙ্গমুত্তমম্ । সর্বসম্পৎকরঃ

ইন্দ্র, যম, কুবের ও বক্রণ, ইহারা কোথায় গমন
 করিলেন । ভদ্রকালী ও বীরভদ্র কর্তৃক সকলেই
 নিহত হইয়াছে ; যজ্ঞযুগ ভগ্ন হইয়াছে ও কলস
 বিশ্বস্ত করিয়াছে ; তাহার মহাশালা দাহ করি-
 য়াছে এবং যজ্ঞতোরণ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে ; দেব-
 গণের এই বাক্য শুনিয়া লোক-পিতামহ ব্রহ্মা
 মন্দর পর্বতে আমার নিকট আগমন করিলেন ।
 আগমনপূর্বক তিনি আমায় স্তুতি করিয়া এই
 কথা বলিলেন,—হে দেব ! আপনার ভদ্রকালী
 অদ্য তুষ্টি দেবগণকে বিদেহ, বসুগণকে জজ্জরী-
 কৃত এবং ভাস্করগণকে পীড়িত করিয়াছেন । আর
 অশান্ত অবশিষ্ট দেবতা দিগবিদিকে পলায়ন-
 পরায়ণ হইয়াছেন । হে দেব ! তুষ্টি দেবগণের
 কায়াবরোহণ কি প্রকারে হইবে ? হে বরাননে !
 ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি বলিলাম,—তুষ্টি
 দেবগণ মহাকালবনে গমন করুন । লকুটীশ
 কায়াবরোহণের নিমিত্ত ঐ স্থানে গমন করিয়াছিল ।
 দ্বাপরাস্তে কলিযুগ প্রাপ্ত হইলে আমার আদেশে
 চারিজন ব্রাহ্মণ শিষ্য সমভিব্যাহারে কায়াবরোহণে
 গমনপূর্বক আমার শিষ্য তুল্য হইয়া দ্বিজব্রাহ্মণ
 ক্ষিতিতে বাস করিতেছেন । ঐ ক্ষেত্রের দক্ষিণ-
 দিকে উত্তম লিঙ্গ আছেন, ঐ লিঙ্গ সর্ব সম্পৎকর,

দিব্যঃ সিদ্ধানাং কায়দায়কম্ । ৫২ । প্রসাদান্ত
 লিঙ্গস্ত কায়ান্ প্রাপ্যন্ত্যমী শুরাঃ । মদীয়ং বচনং
 শ্রুত্বা গতান্তে তুষ্টিতাঃ প্রিয়ে । ৫৩ । মুদিতা ব্রহ্মণা
 সার্কং যত্র তল্লিঙ্গমুত্তমম্ । প্রসাদান্ত লিঙ্গস্ত
 প্রাপ্তং কায়মুত্তমম্ । ৫৪ । পুনস্তে তাদৃশা
 যাতান্তুষ্টিতা যাদৃশাভবন । অতো দেবৈঃ কৃতং
 নাম কায়াবরোহণেশ্বরঃ । সমীহিতপ্রদো নিত্যং
 খ্যাতো দেবো ভবিষ্যতি । ৫৫ । যে গতা দক্ষিণা-
 মাশাং দেবং কায়াবরোহণম্ । পশুন্তি পরয়া ভক্ত্যা
 যমস্তেবাং পিতা ভবেৎ । ৫৬ । জন্মকোটি-
 সহস্রৈশ্চ যৎপাপং সমুপার্জিতম্ । তৎসর্বং নাশ-
 মায়াতি দর্শনাদেব নান্তথা । ৫৭ । স্বকর্মণা গতা
 যে চ নরকে পিতরো গণাঃ । দর্শনান্ত লিঙ্গস্ত
 তেষাং মুক্তির্ভবিষ্যতি । ৫৮ । যে পশুন্তি প্রস-
 ত্তেন দেবং কায়াবরোহণম্ । ন তেষাং পুনরাবৃতিঃ
 কল্পকোটিশ্চৈতরপি । ৫৯ । স্পর্শনান্ত লিঙ্গস্ত
 পাপিনোহপি হি যে নরাঃ । তে যান্তুস্তি পরং স্থানং
 সর্বপাপবিবর্জিতম্ । ৬০ । শার্ঠ্যেন পূজিতো দেবঃ
 কায়াবরোহণেশ্বরঃ । দদাতি রাজ্যং ভোগাংশ্চ
 স্বর্গলোকং সনাতনম্ । ৬১ । দ্বাদশাং যে প্রপশুন্তি
 নাথ কায়াবরোহণম্ । তে ভিষা ব্রহ্মসদনং

দিব্য ও সিদ্ধদিগের কায়দায়ক ৪২—৫২। ঐ লিঙ্গের
 প্রসাদে দেবগণ কায় লাভ করবেন । হে প্রিয়ে !
 আমার এই বাক্যে তুষ্টি দেবতাগণ ব্রহ্মার
 সহিত ঐ স্থানে গমন করিলেন—যেখানে লিঙ্গ
 বিরাজ করিতেছেন । ঐ লিঙ্গের প্রসাদে দেবগণ
 কায় লাভ করিলেন । তুষ্টিগণ পূর্বে যেমন
 ছিলেন, অধুনাও তেমন হইলেন । এই জন্তই
 ঐ লিঙ্গের নাম রাখেন—কায়াবরোহণ এবং তাহার
 বলেন,—এই দেবতা সমীহিতপ্রদ ও জগতে বিখ্যাত
 হইবেন । তাহার দক্ষিণদিকে গমন করিয়া ভক্তি-
 পূর্বক কায়াবরোহণ দেবকে দর্শন করে, যম, তাশ-
 দেব সহস্র পিতৃবৎ আচরণ করেন এবং দর্শনের
 ফলে তাহাদের কোটি জন্মার্জিত পাপ
 হইতে মুক্তি লাভ হয় । তাহার প্রসঙ্গাধীন
 দেব কায়াবরোহণ দর্শন করে, কল্পকোটিশত
 কালেও তাহাদের পুনরাবৃতি হয় না । পাপী
 নরগণও যদি ঐ লিঙ্গ স্পর্শ করে, তাহা হইলে,
 সর্বপাপবিবর্জিত স্থানে গমন করিয়া থাকে ।
 শঠতা করিয়াও যদি কেহ দেব কায়াবরোহণেশ্বরের
 পূজা করে, তাহা হইলে সে রাজ্য, ভোগ ও স্বর্গ
 লাভ করিয়া থাকে । তাহার দ্বাদশী ত্রিধিতে

যাস্তুষ্টি পরমাং গতিম্ ॥ ৬২ ॥ এস তে কথিতো
দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । কায়াবরোহণেশশ
বিশেষরমণো শৃণু ॥ ৬৩ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে কায়াবরোহণেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রীহর উবাচ । বিশেষরশ্চ মাহাত্ম্যং শৃণু
সুন্দরি সাদরম্ । যশ্চ শ্রবণমাত্রেণ মুচ্যতে
সর্বপাতকৈঃ ॥ ১ ॥ আদিকল্পে মহাদেবি লোকা-
নামমুকম্পয়া । কল্পবৃক্ষান্ততো জাতা ব্রহ্মণো
ধ্যায়তঃ পুরা ॥ ২ ॥ তেবাং মধ্যে বিশ্বরূক্ষঃ
ত্রীরূক্ষ ইতি গীয়তে । অধস্তান্তশ্চ বৃক্ষশ্চ পুরুষঃ
কাঞ্চনপ্রভঃ ॥ ৩ ॥ উপবিষ্টেন্দ্রদা দৃষ্টো ব্রহ্মণা লোক-
কর্জ্জনা । ফলানি তশ্চ পত্রাণি বিবিধানি নিরন্তরম্ ॥
৪ ॥ ভক্ষয়ত্যতিসংহৃষ্টো হৃদ্যানি চ মৃদুনি চ ।
বন্ধগোধাজুলিভ্রষ্ট শরৌ ধবৌ তথৈব চ ॥ ৫ ॥ খড়্গৌ
কিরীটমালৌ চ কুণ্ডলৌ কবচৌ তথা । মহোরস্কো

কায়াবরোহণ দেবের পূজা করে, তাহার ব্রহ্মা-সদন
ভেদ করিয়া যাইয়া পরম স্থান লাভ করে । হে
দেবি ! এই আমি তোমার নিকট কায়াবরোহণে-
শ্বর দেবের পাপ-নাশন প্রভাব কীর্তন করিলাম,
অতঃপর বিশেষর-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর ॥ ৬৩—৬৩ ॥

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় ।

ত্রীহর বলিলেন,—হে দেবি ! যাহা শ্রবণমাত্র
সর্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, সেই
বিশেষর-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । আদি ভগবান্
ব্রহ্মা ধ্যান করিতে থাকিলে তাঁহার ধ্যানপ্রভাবে
লোক-হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মরূক্ষ সকল উৎপন্ন হয় ।
ঐ বৃক্ষসকলের মধ্যে বিশ্বরূক্ষই ‘ত্রীরূক্ষ’ বলিয়া
প্রসিদ্ধ । উৎপত্তিকালে এই বৃক্ষের মূলদেশে
ভগবান্ ব্রহ্মা কাঞ্চনপ্রভ এক পুরুষকে উপবিষ্ট
অবলোকন করিলেন । তিনি দেখিলেন,—ঐ উপ-
বিষ্ট পুরুষ ত্রীরূক্ষের রমণীয় ও অতি মৃদু কল-পত্র
সকল হৃষ্টান্তঃকরণে নিরন্তর ভক্ষণ করিতেছে ।
ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ বন্ধ-গোধাজুলিভ্র, শরৌ, ধবৌ, খড়্গৌ,

মহোৎসাহঃ সিংহসহননো যুবা ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মণা চ
কৃতং নাম বিশ্ব ইত্যভিবিষ্কৃতম্ । তমিল্লো
বরয়ামাস রাজা হং ভূতলে ভব ॥ ৭ ॥ ত্রিবিষ্টপশু
ভূমিস্থঃ সখাভূতো মম প্রিয়ঃ । দদামি তে বৈজ-
য়ন্তীং মালামল্লানপঙ্কজাম্ ॥ ৮ ॥ যশ্চাঃ প্রভাবতঃ
শস্ত্রং রণে ন প্রভবিষ্যতি । সোহব্রবীদ্যদি মে
বজ্রমাযুধং হং প্রযচ্ছসি ॥ ৯ ॥ তৎশ্চাঃ পৃথিব্যাং
রাজাহং নাত্তথা রোচতে মম । ততোহহং পাল-
য়িষ্যামি সত্যেনেমাং বশুন্ধরাম্ ॥ ১০ ॥ ইন্দ্র
উবাচ । এবং ভবতু ভদ্রং তে ভব রাজা প্রজাহিতঃ ।
স্বরণাদেব বজ্রস্তে করে যাস্তুষ্টি নাত্তথা ॥ ১১ ॥ স
এবমুক্তস্তেজস্বী বিশ্বো রাজা বভূব হ । কপিলো
নাম ধর্ম্মাত্মা বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ১২ ॥ সখা
বভূব বিশ্বশ্চ তশ্চ বিপ্রর্ষিসত্তমঃ । স তেন সহ
সঙ্গম্য সুখাসীনো বরাননে ॥ ১৩ ॥ চক্রে কথা
বিচিত্রার্থাঃ প্রীয়মাণঃ পুনঃপুনঃ । তথা কথান্তরে
বাদঃ পরস্পরমভূতয়োঃ ॥ ১৪ ॥ দানং প্রধানং
তীর্থং তু বিবেনোক্তং পুনঃপুনঃ । ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠং

কিরীটমালৌ, কুণ্ডলৌ, কবচৌ, তেজস্বী, সোৎসাহ,
ও সিংহ-বিক্রম যুবার নাম রাখিলেন,—বিশ্ব ।
ইন্দ্র তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,—তুমি
ভূতলে রাজা হও । তুমি ভূতলে থাকিয়াই আমার
সখা হইলে । এই লও, আমি তোমাকে অম্লান-
পঙ্কজা বৈজয়ন্তী মালা প্রদান করিলাম । ইহার
প্রভাবে রণে শত্রু-অস্ত্র তোমার প্রতি প্রযুক্ত
হইয়া ব্যর্থ হইবে । ঐ যুবা বলিল,—যদি আপনি
আমাকে আপনার বজ্র প্রদান করেন, তাহা হইলে
আমি পৃথিবীর রাজা হইতে পারি নচেৎ নহে ।
আমায় যদি বজ্র প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি
বশুন্ধরা পালন করিব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ।
ইন্দ্র বলিলেন,—ভদ্র ! আমি তোমাকে বজ্রই
প্রদান করিব । তুমি রাজা হইয়া প্রজাগণের
হিত-সাধন কর । তুমি স্বরণ করিলামাত্র বজ্র
আপনা-আপনি তোমার হস্তে যাইবে ; ইহার
অশ্রুতা হইবে না ॥ ১০—১১ ॥ দেবেশ্ব এই কথা বলিলে
তেজস্বী বিশ্ব রাজা হইলেন । বিপ্রর্ষি-সত্তম বেদ-
বেদাঙ্গ-পারগ ধর্ম্মাত্মা কপিল তাঁহার সখা হইলেন ।
মহার্ষি কপিল রাজার সহিত সখিত্বে মিলিত হইয়া
তাঁহার সহিত বিচিত্র আলাপ করত সুখ অমুভব
করিতে লাগিলেন । একদিন তাঁহাদের কথার
বাদানুবাদ উপস্থিত হইল । বিশ্ব পুনঃপুন

তপঃ শ্রেষ্ঠমিত্যুক্তং কপিলেন তু । ১৫ । বিশ্ব
উবাচ । দানাদ্রাজ্যঃ সূখং ভোগা ঐশ্বর্য্যঃ স্বৰ্গমক্ষ-
য়ম্ । প্রাপ্যতে দ্বিজশার্দূল কথং ব্রহ্ম প্রশংসসি
১৬ । কপিল উবাচ । বেদাদ্যজ্ঞাঃ প্রবর্তন্তে বেদাদি-
ষ্টিশ্চ কামিকা । প্রবর্তন্তে ক্রিয়া বেদাচ্ছেদমূলমিদং
জগৎ । ১৭ । বিশ্ব উবাচ । সংসারে পার্শ্বিবাঃ শ্রেষ্ঠাঃ
সমর্থ্য লোকপালনে । লোকপালোপমা লোকে কথং
ব্রহ্ম প্রশংসসি । ১৮ । কপিল উবাচ । মুখ্য্য বৈ ব্রাহ্মণাঃ
প্রোক্তাঃ শাপানুগ্রহকারকাঃ । পিতরঃ পার্শ্বিবানন্ত
কিং ত্বং বিশ্ব ন মন্তসে । ১৯ । এবং কোতুহলে
জাতে কপিলো দ্বিজসন্তমঃ । বিশ্বেন তাড়িতো মূর্খি
বজ্রেণানতপর্কণা । ২০ । বজ্রেণ স দ্বিধা ছিন্নঃ
কপিলো ব্রহ্মবিদ্যায়া । সঙ্ঘাৰ্য্য শরীরন্ত মমাস্তিক-
মুপাগতঃ । ২১ । স্তোত্রোহং বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ সম্য-
গারাদিতো হুহম্ । ময়া দত্তমব্যয়ং কুলিশাদব্রাহ্মণস্ত
তু । ২২ । দ্বিজঃ সমাগতো বিশ্বঃ পুনঃ সখাম-
তুতযোঃ । পুনস্ত তাদৃশো বাদঃ সঞ্জাতঃ পর্কতা-

বলিলেন,—দানই প্রধান তীর্থ । ভগবান কপিল
বলিলেন,—ব্রহ্ম ও তপঃ সর্বশ্রেষ্ঠ । বিশ্ব
বলিলেন,—হে দ্বিজশার্দূল ! দান হইতেই ত
রাজ্য, সূখ, ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও অক্ষয় স্বৰ্গ প্রাপ্ত
হওয়া যায়, তবে কি জন্ত আপনি ব্রহ্মের প্রশংসা
করিতেছেন ? কপিল বলিলেন,—হে নৃপ ! বেদ
ইতেই যজ্ঞ, ইষ্টি ও ক্রিয়া, এ সকল প্রবর্তিত
হয় এবং এই জগৎও বেদ-মূলক বলিয়া জানিবে ।
বিশ্ব বলিলেন,—হে ভগবন্ মহর্ষে ! সংসারে
লোক-পালন-সমর্থ লোকপালোপম শ্রেষ্ঠ পার্শ্বিগণ
ধাকিতে আপনি বেদের প্রশংসা করিতেছেন
কেন ? কপিল বলিলেন,—শাপানুগ্রহকারক ব্রাহ্মণ-
গণই জগতে শ্রেষ্ঠ ; কেন না, তাঁহারা পার্শ্বি-
গণেরও পিতা স্বরূপ ; বিশ্ব ! তুমি কি ইহা
মান না ? এইরূপ কোতুক উপস্থিত হইলে, রাজা
বিশ্ব মহর্ষির মস্তকে বজ্র প্রহার করিল । ঐ
প্রহারে তাঁহার শরীর দ্বিধা ছিন্ন হইল । কিন্তু,
তিনি ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা স্বীয় শরীর ধারণ করত
আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন । আমার
নিকট উপস্থিত হইয়া বিবিধ স্তোত্র দ্বারা আমার
স্তব ও আরাধনা করিলেন । আমি বজ্র হইতে
ব্রাহ্মণের অবিনাশিত বর প্রদান করিলাম ।
দ্বিজ পুনরায় বিশ্ব-সমীপে গমন করিলেন, আবার
তাঁহাদের সখ্য হইল । আবার তাঁহাদের পরস্পরের

স্বজ্ঞে । ২৩ । বামপাদেন চাপোনঃ বিশ্বো বিশ্ব-
মতাড়য়ৎ । পুনশ্চ বজ্রমাদায় জঘানৈনং তদা
দৃঢ়ম্ । ২৪ । ন মূর্তিঃ ন ব্যাধাঃ তন্ত তবজ্ঞ-
মকরোৎ পুনঃ । অবধ্যাহমথো জাহা বিশ্বস্তন্ত
মহান্বনঃ । ২৫ । নারায়ণমথাসাদ্য প্রার্থয়ামাস
চেম্পিতম্ । বরদোহস্মীতি তুষ্টেন বিষ্ণুনা স চ
মোদিতঃ । প্রোবাচ প্রণতো বিষ্ণুমিদং দেবি মহা-
মনাঃ । ২৬ । বিশ্ব উবাচ । কপিলো নাম বিপ্রর্ষির-
বধ্যোহক্ষয় এব চ । নখা মম হৃদীকেশ স চ মামাহ
নিত্যশঃ । বিভেমাহং ন দেবস্ত ব্রাহ্মসন্তানুরস্ত চ ।
২৭ । পিশাচস্তাপি যক্ষস্ত ন চৈবান্তস্ত কন্তচিৎ ।
বিভেমৌতি যথা ক্রয়াঃ তথা ত্বং কর্তুমর্হসি । ২৮ ।
এবমুক্তস্ত বিশ্বেন স দেবঃ পুরুষোত্তমঃ ।
এবং ভবিষ্যতীত্যুক্তা কপিলস্তাশ্রমং গতঃ
। ২৯ । স প্রবিষ্টাশ্রমং দেবঃ কপিলেন
প্রপূজিতঃ । কপিলং প্রত্যবাচেদং সামপূর্ব্বং
জনাদিনঃ । ৩০ । ভগবন্ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বেদবেদাঙ্গ-
পারগ । বরমেকং বৃণোমাদ্য বিপ্রেন্দ্র দাতুমর্হসি ।
৩১ । প্রসাদিতোহং বিশ্বেন নৃপেন্দ্রেণ পুনঃপুনঃ ।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার বাদানুবাদও চলিতে থাকিল ।
এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ চলিতে থাকিলে এক সময়
বিশ্ব মহর্ষিকে বামপাদ দ্বারা আহত করিয়া পরে
তাঁহাকে বজ্র দ্বারা দৃঢ়রূপে প্রহার করে । কিন্তু
ইহাতে বিপ্রর্ষির মৃত্যু কোনরূপে সম্ভবটিত হইল
না । অনন্তর বিশ্ব তাঁহাকে অবধ্যজ্ঞানে নারায়ণ-
সমীপে চম্পিতবর প্রার্থনা করিলেন । ভগবান
বিষ্ণু তখন স্ত্রীত হইয়া বলিলেন,—আমি তোমায়
বর প্রদান করিব । ভগবান বিষ্ণু এই কথা
বলিলে বিশ্ব প্রণত হইয়া বলিলেন,—হে হৃদীকেশ !
কপিল নামক বিপ্রর্ষি—তিনি অবধ্য এবং অক্ষয়
তিনি আমার সখ্য । তিনি নিত্য আমায় বলেন
যে, আমি দেব, ব্রাহ্মস, অশুর, পিশাচ, যক্ষ
এবং অন্ত কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হই না ।
কিন্তু তিনি বাহাতে বলেন যে, আমি ভয় পাই,
আপনি তাহাই করুন । বিশ্ব এই কথা বলিলে দেব
পুরুষোত্তম, “এবং ভবিষ্যতি” বলিয়া কপিলাত্মমে
গমন করিলেন । তিনি তাঁহার আশ্রমে গমন
করিবামাত্র মহর্ষি তাঁহার পূজা করিলেন । তখন
জনাদিন তাঁহাকে সামপূর্ব্বক ঐ বাক্য বলিলেন,—
হে ভগবন্ ! বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমি
আপনার নিকট ঐকটি বর প্রার্থনা করিতেছি,

বরদোহ্মীতি চাপ্যুক্তো বরং বরে মহামুনে ॥ ৩২ ॥
 অয়া প্রোক্তং বিভেমীতি ক্রুহি তস্মাদনুগ্রহাৎ ।
 অতীতস্বং তথাপ্যদ্য মদর্থং তু বদ প্রভো ॥ ৩৩ ॥
 কপিলশ্বেষমুক্তো বৈ বিষ্ণুনা মধুরং বচঃ । উবাচ
 ন বিভেমীতি ভূয়োভূয়ো জনাৰ্দ্দন ॥ ৩৪ ॥ নাহং
 বক্ষ্যে বিভেমীতি তেনোক্তং নোচ্যতে ময়া ।
 এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্মাৎ কপিলস্ত জনাৰ্দ্দনঃ । উবাচ
 চক্রমুদ্যম্য তয়ং বিপ্রস্ত দর্শয়ন ॥ ৩৫ ॥ ন চেষকাশি
 ভীতোহহং চক্রং তে প্রহরামি বৈ ॥ ৩৬ ॥ কপিল
 উবাচ । কিং বৃথা প্রিয়চক্রস্ত বিবেক ক্ৰেশমিহেচ্ছসি ।
 নাহং চক্রস্ত তে গম্যঃ প্রসাদাৎ ত্র্যম্বকস্ত হি ॥
 ২৭ ॥ ততঃ স যুষ্টিমাদায় কুশানাং কপিলস্তদা ।
 বাসুদেবং সমাসাদ্য তিষ্ঠতিষ্ঠেত্যভাসত ॥ ৩৮ ॥
 অদ্য গৰ্হং চ দৰ্পং চ বলং যচ্চ তবাদ্ভুতম্ । তৎসৰ্গং
 নাশয়িম্যামি তিষ্ঠেদানীং জনাৰ্দ্দন ॥ ৩৯ ॥ ততো
 যুদ্ধং সমভবত্তুমূলং লোমহর্ষণম্ । নিমেষান্তরমাত্রং
 তু কৃষ্ণস্ত কপিলস্ত চ ॥ ৪০ ॥ দিব্যাস্ত্রাণাং কুশানাং
 চ যুদ্ধং সমভবদ্ধৃতম্ । নিরালম্বেহদরে দেবি

আপনি তাহা আমায় প্রদান করুন । নৃপেন্দ্র বিশ্ব
 আমায় পুনঃপুনঃ প্রসাদিত করিয়াছে । আমি
 তাহাকে বর প্রদান করিব বলিয়াছি, আপনি অনুরূপ
 গ্রহ করিয়া তাহার নিকট ‘বিভেমি’ বাক্য বলিবেন ।
 যদিও আপনি অভাত ; তথাচ হে প্রভো ! আমার
 অনুরোধে অদ্য আপনি ঐ কথাটি বলিবেন ।
 ভগবান্ বিষ্ণু দেবর্ষিকে এই কথা বলিলে তিনি
 বলিলেন,—হে জনাৰ্দ্দন ! আমি ভূয়োভূয় “ন
 বিভেমি—” বলিয়াছি, “বিভেমি” বলি নাই ।
 স্মৃতরাং তাহা বলিতে পারিবও না । ভগবান্ বাসু-
 দেব কপিলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে
 ভয়প্রদর্শন করত চক্র উদ্যত করিয়া বলিলেন,—হে
 বিজ্ঞ ! তুমি যদি “ভীতোহহং” এ কথা না বল, তাহা
 হইলে আমি তোমাকে চক্র দ্বারা প্রহার করিব ।
 কপিল বলিলেন,—হে বিবেক ! বৃথা কেন চক্রটিকে
 কুণ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? আমি ভগবান্
 ত্র্যম্বকের প্রসাদে তোমার চক্রের গম্য নহি (ধার
 ধারিনা) । অনন্তর কপিল কুশমুষ্টি গ্রহণ করিয়া
 বাসুদেবকে বলিলেন,—থাক থাক, অদ্য আমি
 তোমার দৰ্প ও অদ্ভুত বল বিনষ্ট করিতেছি ।
 কপিলের এই কথা বলার পর নিমেষ মধ্যে উভয়ের
 তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ সজ্জাটিত হইল । হে দেবি !
 এই সময় দিব্যাস্ত্র ও কুশে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে

দেবানাং ভয়মাবিশৎ ॥ ৪১ ॥ এতদ্বিস্মৃত্যে ব্রহ্মা
 স্মরৈঃ পরিতৃপ্তস্তদা । আজগামাতিসম্ভূতঃ কৃষ্ণঃ
 বচনমববৌৎ ॥ ৪২ ॥ ভগবান্ ভূতভব্যোশ্চ ভববদ্ধ-
 ভয়াপহ । হৃদীকেশ হৃদীকেশ স্মৃতিসংহারকারক ॥
 ৪৩ ॥ সমারাধ্য জগন্নাথ শক্রাদ্যগ্নিদিবৌকসঃ ।
 বসন্তি মুদিতাঃ সৰ্গে সৰ্গকামসমবিতাঃ ॥ ৪৪ ॥
 আব্রহ্মস্তুদপৰ্য্যন্তঃ ত্রৈলোক্যঃ সচরাচরম্ ।
 উৎপাদিতং ধৃতং ব্যাপ্তং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥
 ৪৫ ॥ তেনৈকেন বিশুদ্ধেন সৰ্গেন মহাত্মনা ।
 ইতি স্ম মুনয়ঃ সৰ্গে উদিতা মুনিসত্তমাঃ ॥ ৪৬ ॥
 বদন্তি কারণং চাস্ত ত্রৈলোক্যস্ত জনাৰ্দ্দনঃ ।
 দেবদানবদৈত্যৈশ্চ মুনিচারণপন্নগৈঃ ॥ ৪৭ ॥
 বরাণ্ধিভিঃ প্রবটৈঃ পূজ্যসে গুরুধ্বজ । কিং
 কিং ভবানেব গোবিন্দ বৃথা যুধ্যসি স দ্বিজৈঃ ॥ ৪৮ ॥
 কপিলস্ত চ বিপ্রস্ত হরাল্লকবরস্ত চ । কিং ন
 বেৎসি যথা হ্যেব প্রসাদাৎ পরমেশ্বরায় ॥ ৪৯ ॥
 অবধ্যত্মমুপ্রাপ্তো হুজ্জেষৎ চ সংযুগে ।
 ন চৈবং ত্রিবিধা দেব ব্রাহ্মণেষু বিকূৰ্যতে ॥ ৫০ ॥
 ব্রহ্ম চ ব্রহ্মণো মূলং ত্রৈলোক্যে প্রাক্প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 তস্মাদাস্ত নিবর্তন্ত মতৈনং ব্রাহ্মণঃ বিভো ॥ ৫১ ॥

লাগিল । দেবগণ নিরালম্বে অদরে থাকিয়া ভীত হইয়া
 পড়িলেন । ১১—৪১ । এমন সময় ব্রহ্মা অতীব সন্তুষ্ট
 হইয়া ঐ স্থানে আগমনপূর্বক কৃষ্ণকে বলিলেন,—
 হে দেব ! আপনি পরমারাধ্য ও জগন্নাথ । শক্রাদি
 দেবগণ সৰ্গকামসমবিত হইয়া মুদিতমনে আপ-
 নাতে বাস করিতেছে । আব্রহ্মস্তুদ পৰ্য্যন্ত সচরা-
 চর ত্রৈলোক্য আপনি উৎপাদন করিয়াছেন, ধারণ
 করিতেছেন এবং ব্যাপিয়া আছেন । আপনি
 হইলেন,—প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু ! মুনিগণ আপনাকে
 বিশুদ্ধ, সৰ্গগ, মহাত্মা এবং এই ত্রৈলোক্যের
 কারণ বলিয়া থাকেন । হে গুরুধ্বজ ! দেব,
 দানব, দৈত্য, মুনি, চারণ, পন্নগ, এবং বিশিষ্ট
 বিশিষ্ট বরাণী ব্যাক্তিগণ আপনার পূজা করিয়া
 থাকে । হে গোবিন্দ ! আপনি বৃথা কেন ব্রাহ্মণের
 সহিত যুদ্ধ করিতেছেন ? হর-লকবর কপিল বিপ্রকে
 কি আপনি জানেন না ? ইনি যে হরের বরে যুদ্ধে
 অবধ্য ও অজ্জেষ্ট হইয়াছেন ! ভবাদৃশ দেবতার
 ব্রাহ্মণের সহিত বিবাদ করা উচিত হয় না । হে
 বিভো ! “ব্রহ্ম বস্তুই ব্রাহ্মণের মূল” একথা আপনিই
 প্রতিপাদন করিয়াছেন ; অতএব আপনি এ কৰ্ম্ম
 হইতে সত্ত্বর প্রতিনিবৃত্ত হউন । ভগবান্ অচ্যুত

ইথং নিশম্য দেবেশো বাক্যং ব্রহ্মমুখাচ্চুতম্ ।
যোগেন তত্বলং জ্ঞাত্বা কপিলস্ত তু শঙ্করম্ ॥ ৫২ ॥
জগাম পরমং লোকং পূজ্যমানস্শিবিষ্টপৈঃ । গতে
জনান্দ্রিনে বিম্বো বিললাপ পুনঃপুনঃ ॥ ৫৩ ॥ যুদ্ধং
সুদারুণং ক্রত্বা কুবাক্ষ কপিলস্ত চ । কথং জেষ্যামি
কপিলং কথং মে নিবৃতির্ভবেৎ । কস্তাহং শরণং
যামি কো মে ভ্রাতা ভবিষ্যতি ॥ ৫৪ ॥ ন জিতঃ কপিলো
যুদ্ধে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা । ময়া সংস্পর্শতে নিত্যং
কথং জেষ্যো ভবিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥ অজেয়া ব্রাহ্মণা
যুদ্ধে শাপানুগ্রহকারকাঃ । তস্মৈ কুয়ূর্জগৎসর্বং
সদেবানুরমাভূবম্ ॥ ৫৬ ॥ ব্রাহ্মং হি পরমং
তেজো দেবৈরপি হুরাসদম্ । এবং বিলপতন্তুস্ত
বাসবঃ সমুপাগতঃ ॥ ৫৭ ॥ বিলপন্তুং কুশং বিশ্বং বজ্র-
হস্তমবেক্ষ্য সঃ । মম হ্রাকৃষ্টহৃদয়ঃ প্রত্নাবাচ পুরন্দরঃ ॥
৫৮ ॥ অনং শোকেন ভূপাল শুনু মে বচনং পরম্ ।
যদাহং পীড়িতো যুদ্ধে শঙ্করেন হুরাক্ষনা । বলিষ্ঠেন
সগর্বেণ তদা পৃষ্ঠো ময়া গুরুঃ ॥ ৫৯ ॥ বৃহস্পতি-
র্মহাতেজাস্তেনোক্তং তু তদা নৃপ । গচ্ছ শত্রু
মমাদেশান্নহাকালবনং শুভম্ ॥ ৬০ ॥ যত্র সন্তি
সুদীব্যানি লিঙ্গানি বিবিধানি চ । ভুক্তিমুক্তি-

বিধাতার এবাদিধ বাক্য শ্রবণে মহর্ষি কপিলের
শাক্তর তেজঃ স্মরণ করিয়া দেবগণ কর্তৃক পূজিত
হইতে হইতে স্বীয় লোকে গমন করিলেন । জনান্দ্রিন
প্রস্থান করিলে বিশ্ব কুবাক্ষ কপিলের যুদ্ধ-সংবাদ অব-
গত হইয়া এই বলিয়া পুনঃপুন বিলাপ করিতে
লাগিল ।—কি প্রকারে আমি কপিলকে জয় করিয়া
নির্গত লাভ করিব ? কাহার শরণ লই, কে
আমার ভ্রাতা হইবে ? প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুও যুদ্ধে
কপিলকে পরাজিত করিতে পারেন নাই । আমি
তাহার সহিত ক্রমাগত স্পর্শ করিয়া আসিতেছি
বটে ; কিন্তু কিরূপে তাহাকে জয় করা যাইবে ?
শাপানুগ্রহকারক ব্রাহ্মণগণ যুদ্ধে অজেয় ; সদেবা-
নুর মাহুস নির্গল জগৎ তাঁহার ; তস্মৈ করিতে
পারেন । ব্রাহ্মতেজ পরমতেজ ; ইহা দেবহুরাসদ ।
রাজা বিশ্ব এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে বাসব ঐ
স্থানে উপস্থিত হইলেন । তিনি বজ্রহস্তে ঐ স্থানে
আগমন করিয়া মমহ্রাকৃষ্ট-হৃদয়ে বলিলেন—হে
ভূপাল ! আপনি শোক করিবেন না, আমার বাক্য
শ্রবণ করুন,—যখন হুরাক্ষা শঙ্কর দৈত্য সগর্বে যুদ্ধে
আমায় পীড়িত করে, তখন আমি গুরুকে জিজ্ঞাসা
করি । গুরুদেব মহাতেজা বৃহস্পতি আমায় বলেন,
—হে শত্রু ! তুমি মহাকালবনে গমন কর । ঐ বনে

করণ্যেব বাহিতার্থপ্রদানি চ ॥ ৬১ ॥ তেষাং
মধ্যে লিঙ্গমেকমারাধয় শচীপতে । যন্ত দর্শন-
মাত্রেণ রণে ধুষ্টো ভবিষ্যসি । তন্ত তত্বচনাধিব
সম্যগারাধনা কৃতা ॥ ৬২ ॥ ময়া লিঙ্গস্য হর্ষণে জিতো
বৈ শঙ্করস্তদা । প্রসিদ্ধিঃ তু গতো দেবঃ স চেন্দ্রে-
ন্দ্রসংজ্ঞকঃ ॥ ৬৩ ॥ তস্মাদ্ভ্যং পশ্চিমামাশাং গত্বা
ক্ষেত্রস্ত তন্তুর্ভবে । সমারাধয় যত্নেন লিঙ্গং বরুণ-
পূজিতম্ ॥ ৬৪ ॥ তল্লিঙ্গং ত্রিষু লোকেষু হুরাক্ষা
খ্যাতিমেয্যতি ! কপিলস্তৎসখা বিপ্রো জিতো-
হস্মীতি বদিষ্যতি । তন্ত লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যানিত্র-
ভাবং গমিষ্যতি ॥ ৬৫ ॥ ইত্যুক্তা তু গতে শক্রে
দেবলোকং যশস্বিনি । পূজয়ামাস ভাবেন পুষ্প-
দিব্যঃ সুগন্ধিভিঃ ॥ ৬৬ ॥ জগাম বিম্বো ভূপালো মহা-
কালবনং শুভম্ । দদর্শ পশ্চিমে ভাগে লিঙ্গং ত্রিদশ-
পূজিতম্ ॥ ৬৭ ॥ মুক্তাকলৈশ্চ রত্নৈশ্চ বাসোভি-
ভূষণৈশ্চ । এতস্মিন্নস্তরে চৈব কপিলোহপি
সমাগতঃ ॥ ৬৮ ॥ দদর্শ বিশ্বং ভূপালং পূজয়ন্তং
পুনঃপুনঃ । শরীরে তস্য বিশ্বস্ত মদৌঘং রূপমুত্তমম্ ।

ভুক্তি মুক্তিকর বাহিতার্থপ্রদ সুদীর্ঘা বিবিধ লিঙ্গ
সকল বিরাজ করিতেছেন । হে শচীপতে ! তুমি এই
সকল লিঙ্গের যে কোন একটীর আরাধন কর ;
আরাধনা করিবামাত্র রণে বিজয় লাভ করিবে । হে
বিশ্ব ! আমি তাহার বাক্যে ঐ স্থানে গমন করিয়া
লিঙ্গ আরাধনাপূর্বক ঐ আরাধনার ফলে শঙ্করা-
নুরকে বধ করিলাম । তদবধি ঐ লিঙ্গ ইন্দ্রেশ্বর নামে
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । এইজন্তই বলিতেছি,—
বিশ্ব ! তুমি পশ্চিমদিকে গমনপূর্বক ঐ ক্ষেত্রে উপ-
স্থিত হইয়া যত্ন সহকারে বরুণপূজিত লিঙ্গের আরা-
ধনা কর । তোমার পূজার পর হইতে ঐ লিঙ্গ
তোমার নামে ত্রিভুবনে খ্যাতি লাভ করিবেন ।
লিঙ্গারাধনার ফলে তোমার সখা মহর্ষি কপিল স্বয়ং
তোমাকে বলিবেন,—সখে ! আমি তোমা কর্তৃক
জিত হইয়াছি । এই কথা বলিয়া তিনি তোমার
সহিত পুনরায় মিত্রতা করিবেন । অগ্নি যশস্বিনি !
শক্র এই কথা বলিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলে
রাজা বিশ্ব মঙ্গলময় মহাকালবনে গমন করিয়া
ক্ষেত্রের পশ্চিম প্রান্তে দেব-পূজিত লিঙ্গ দর্শনান্তে
দীর্ঘ সুগন্ধি পুষ্প, মুক্তাকল, রত্ন, বাস ও ভূষণ
দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন । এমন সময় মহর্ষি
কপিলও ঐ স্থানে আগমন করিয়া দেখিলেন যে,বিশ্ব
আমার রূপ ধারণ করিয়া পুনঃপুন পূজা করিতেছে ।

দৃষ্টা মম্বা মহাদেবঃ জিতোহস্মীতি দ্বিজো-
হব্রবীৎ । ৬৯ । প্রার্থয়ামি ত্বয়া সখ্যামনন্তঃ শিব-
সন্নিধৌ । এবমুক্তস্তদা বিশ্বঃ কপিলেন মহাত্মনা । ৭০ ।
প্রসন্নঃ প্রাজ্ঞনির্ভুত্বা কপিলঃ দ্বিজসত্তমম্ । এবং
ভবতু ভদ্রং তে কৃতার্থোহহং মহাত্মনা । ৭১ ।
সখ্যং তদেব ভবতু শব্দদসি মন্তসে । এবমন্তোক্ত-
যুক্তা তৌ কৃতা সখ্যামনন্তমম্ । ৭২ । চিক্রীড়তুষ্টিচরং
কালং পরং হর্ষমুপাগতো । তস্মা লিঙ্গস্য মহাত্মাদ-
ভূয়ো রাজ্যং চকার সঃ । ৭৩ । স হি মিত্রেন
ভূপালো বিশ্বো দেবি মুদাবিভঃ । তদাপ্রভৃতি
বিখ্যাতো দেবো বিশ্বেশ্বরঃ কিতৌ । বিশ্বেনারা-
ধিতো লোকে বাঞ্ছিতার্থকলপ্রদঃ । ৭৪ । যে পশুস্তি
বিশালাকি দেবঃ বিশ্বেশ্বরঃ পরম্ । তে কৃতার্থা
ভবিষ্যন্তি সর্বপাতকবর্জিতাঃ । ৭৫ । যেহনুমোদন্তি
দেবস্ত দর্শনং পর্বতান্নজে । তেহপি পাপবিনির্মুক্তাঃ
প্রযান্তি মম মন্দিরে । ৭৬ । সমতীতং ভবিষ্যৎ চ
কুলানামমৃতং নরঃ । মম লোকং নয়ত্যাণ্ড তস্মা
লিঙ্গস্য দর্শনাৎ । ৭৭ । প্রযান্তি পিতরো হৃষ্টা
মম লোকে হতস্ত্রিতাঃ । বিমুক্তাঃ পাতকৈর্ঘোরৈঃ

কৃত্বা লিঙ্গস্য দর্শনম্ । ৭৮ । কৃত্বাপি পাতকঃ
ঘোরঃ ব্রহ্মহত্যাদিকং নরঃ । তৎপাপং বিনয়ং যাতি
শ্রীবিদ্যেশ্বরদর্শনাৎ । ৭৯ । যাতিথিঃ ক্ষয়তে দেবি
কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী । সা প্রোক্তা বল্লভা তস্মা
সর্বপাতকনাশিনী । ৮০ । যেহর্চয়ন্তি নরাস্তম্ভাঃ
দেবং বিশ্বেশ্বরং প্রিয়ে । ন তেষাং পুনরীকৃষ্টি-
র্ঘোরসংসারগহ্বরে । ৮১ । কৰ্ম্মণা মনসা বাচা
যৎপাপং সমুপার্জিতম্ । তৎকালয়তি দেবোহসৌ
তিথৌ তস্তাঃ সমর্চিতঃ । ৮২ । এষ তে কথিতো
দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । বিশ্বেশ্বরস্ত দেবস্ত
ক্ষয়তামৃতরেশ্বরম্ । ৮৩ ।

ইতি শ্রীহান্দে বিশ্বেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্ৰাণীতিতমোহধ্যায়ঃ । ৮৩ ।

চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ । উত্তরেশ্বরমাহাত্ম্যমশেষ-
পাপনাশনম্ । জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিশ্ফোটনং শূন্য-
পার্বতি । ১ । অযোধ্যায়ামতিথ্যাতকুলোৎপন্নশ্চ

তখন কপিল তাহাকে মদীয়রূপ ধারণ করিতে
দেখিয়া বলিল,—হে রাজন! বিশ্ব! আমি তোমা
কর্তৃক জিত হইয়াছি। অধুনা আমি তোমার সহিত
চির মৈত্রী প্রার্থনা করি। মহর্ষি এই কথা বলিলে
তখন বিশ্ব প্রসন্ন হইয়া কৃতান্তলিপুটে বলিল,—হে
দেব! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি অতি মহান,
আমি কৃতার্থ হইলাম; আপনার কথামত আমার
সহিত আপনার চিরসখ্য সংস্থাপিত হউক। এই-
রূপে তাহারা কথোপকথনের পর পরস্পর আনন্দ
উপভোগ করত বহুকাল যাবৎ ক্রীড়া করিতে
লাগিল। হে দেবি! অন্তর বিশ্ব লিঙ্গমহাত্ম্যে পুন-
রায় মিত্র লাভ করিয়া তাহার সহিত স্নেহে রাজ্য
শাসন করিতে লাগিল। তদবধি ঐ বাঞ্ছিতার্থপ্রদ
লিঙ্গ বিশ্ব কর্তৃক আরাধিত হইয়া ক্ষিত্তিতে বিশ্ব-
েশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। হে দেবি!
যাহারা ঐ বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহারা সর্ব-
পাপবর্জিত ও কৃতার্থ হইয়া থাকে। যাহারা
বিশ্বেশ্বর-দর্শন অনুমোদন করে, তাহাদেরও মদীয়
লোকে বসতি হয় ও পাপ বিনষ্ট হয়। বিশ্বেশ্বর
লিঙ্গ দর্শন করিয়া নর স্বীয় অতীত অমৃত কুল
ও ভবিষ্য অমৃত কুল মদীয় লোকে প্রেরণ
করিয়া থাকে। যাহারা এই লিঙ্গ দর্শন করে,

তাহাদের পিতলোক ঘোর পাতক হইতে মুক্ত
হইয়া অতলিতভাবে হৃষ্টান্তঃকরণে মদীয়লোকে
গমন করিয়া থাকে। বিশ্বেশ্বরদর্শনে নরগণের
ব্রহ্মহত্যাदि ঘোর পাতক বিনয় প্রাপ্ত হয়। হে
দেবি! কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথি ঐ লিঙ্গের
অতি বল্লভা; অতএব ঐ তিথি পূজকগণের সর্ব
পাতকনাশিনী হইয়া থাকে। ঐ তিথিতে যাহারা
দেব বিশ্বেশ্বরের অর্চনা করে, তাহাদিগকে আর
ঘোর সংসার-বিবরে পতিত হইতে হয় না। দেব
বিশ্বেশ্বর ত্রয়োদশী তিথিতে অর্চিত হইয়া মানব-
গণের মনোবাক-কায-কন্মজ পাপ কালন করিয়া
থাকেন। হে দেবি! এই আমি তোমার
নিকট দেব বিশ্বেশ্বরের পাপ-নাশন মাহাত্ম্য
কীর্জন করিলাম,—অধুনা উত্তরেশ্বর-মাহাত্ম্য শ্রবণ
কর। ৪২—৮৩।

ত্ৰাণীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৩ ।

চতুরশীতিতম অধ্যায় ।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে পার্বতি! জন্ম-মৃত্যু-
জরা-ব্যাদি-বিনাশন অশেষ পাপনাশন উত্তরেশ্বর-
মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।—অযোধ্যা নগরাতে অতি

পার্শ্বিকঃ। সুখীঃ পরীক্ষিতামা চ যুগযামগমৎ স
৫।২। যুগমহুসসারাদ যুগো দূরমপাসরৎ। ৩।
তদাধ্বনি জাতশ্রমঃ ক্ষুধ্ণাভিভূতঃ কশ্মিংশিহনো-
দেধে নীলবনমপশ্চচ্চাবিবেশ। ৪। তন্ত বনখণ্ডস্ত
দক্ষিণভাগে সরো দৃষ্টা সাধ এব ব্যবগাহত। ৫।
অধাধ্বনঃ সন্ধ্যালম্বস্তাগ্রতো নিক্শিপ্য পুষ্করিণীং
সমুপাবিশৎ। ৬। শয়িতস্ততঃ শয়ানো গীতমশ্ৰুণোৎ।
৭। স ক্ৰহাচ্চিস্তয়গ্নেহ মনুষ্যগতিং প্রপশ্যামি। ৮।
কন্ত খবদ্যঃ গীতশব্দ ইত্যবলোকয়ামাস। ৯।
অধাপশ্চৎ কন্তাঃ পরমরূপদর্শনীয়ঃ পুষ্পাণি বিচিহন্তাঃ
চাধ রাজা সমীপে পর্যাক্রামৎ। ১০। তামববীজাজা
কন্তাসি ত্বংকন্তা পরমরূপদর্শনীয় পুষ্পাণি বিচিহন্তী।
১১। সাধ রাজসমীপে গহ্বোত প্রোবাচ কন্তাস্মীতি।
১২। রাজোবাচ। অখী তবাস্মীতি। ১৩। অখোবাচ
কন্তা। সময়েনাহং ত্বয়া শক্যোপালকুং নান্তথেনি।
১৪। তাং রাজা সমপৃচ্ছৎ কন্তে সময় ইতি।
১৫। ততঃ কন্তা তমুবাচ নোদকং দর্শায়তব্যমিতি।

খ্যাত-কুলোৎপন্ন পরীক্ষিত নামে এক রাজা ছিলেন।
একদা তিনি যুগযায় গমন করিয়া যুগের অনুসরণ
করিলে ঐ যুগ দূর বনে গমন করে। রাজা
পথভ্রান্তিতে, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া
গমন করিতে করিতে এক নীলবন দেখিতে পাইয়া
তাহাতে প্রবেশ করেন। এই নীলবনে প্রবেশ
করিয়া তিনি এই বনের দক্ষিণদিক্‌ভাগে এক
সরোবর দেখিতে পান; সরোবর দেখিয়া অশ্বের
সহিতই তাহাতে অবগাহন করেন। পরে তিনি
অশ্বসম্মুখে যুগাল নিক্ষেপ করিয়া অশ্বরোহণে
পুষ্করিণীতটে উপবেশন করেন। উপবিষ্ট হইয়া শয়ন
করেন এবং শয়নাবস্থায় সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পান।
তিনি গীত শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় করিলেন যে, ইহা
মনুষ্যের গীত নহে। তখন তিনি “এই গীত কে
গাহিতেছে” এইরূপ চিন্তিত হইয়া ইতস্তত অন্বেষণ
করিতে করিতে এক কামিনীকে পুষ্পচয়ন করিতে
দেখিয়া ঐ কামিনীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং
কন্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কাহার কন্তা?
এখানে পুষ্প চয়ন করিতেছ? তোমাকে পরম
দর্শনীয়াকৃতি দেখিতেছি। এই জিজ্ঞাসার পর
কন্তা রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল,—
আমি কন্তা। রাজা বলিলেন,—আমি তোমাকে
প্রার্থনা করি। কন্তা বলিল—আপনি প্রতিজ্ঞাকৃত
হইয়া আমাকে লাভ করিতে পারেন, অন্তথা নহে।
রাজা কন্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার সত্য

১৬। রাজা বাচমিত্বাক্ষা তাং সমাগম্য তয়া
সহাস্তে। ১৭। তত্রৈবাসরে রাজনি সেনা ভাগ-
চ্ছৎ তয়া সহোপবিষ্টং রাজানং পরিবার্য চাতিষ্ঠৎ
। ১৮। সভাজিতশ্চ রাজা তথৈব শিবিকয়া
প্রায়াৎ। অথ ঝাটিতি তয়া সহ স্বং নগরমহুপ্রাপ্য
ব্রহ্মসি তয়া সহ ব্রহ্মমাণঃ সন্মাত্ত্বং কিঞ্চিদপশ্চদধ
প্রধানোহমাত্যস্তস্তাত্যাসচরাস্তাঃ স্নিগ্ধোহভাপৃচ্ছৎ
। ১৯। কিমত্র প্রয়োজনং বিদ্যতে ইত্যত্রবস্তাঃ
স্নিগ্ধোহপূর্বমেব পশ্চামন্তত্বদকং নাত্মাশ্রিয়ত ইতি। ২০।
অথামাত্যশ্চ নিকৃদকং কারয়িত্বা দাক্ষক্যং বৃদ্ধ-
পুষ্পকলং শরদ্যপলভ্য রাজানমববীৎ। বনমিদ-
মহুদকং সাধব্র ব্রমাতামিতি। ২১। স তন্ত
বচনান্তয়েব সহ দেব্যা বনং প্রাবিশৎ। ২২।
সকলত্রস্তম্ভিন্ বনে ব্রম্যে তয়েব সহ ব্রম্যে। ২৩।
প্রবিষ্ট চ রাজা সহ প্রিয়য়া সুধাধবলসলিলপূর্ণাং
বাপীমপশ্চৎ। ২৪। বাপীং দর্দুরৈঃ পূর্ণাং দৃষ্টেব
চ তাং তন্তা এব তীরে তয়া দেব্যাতিষ্ঠৎ। ২৫।
অথ তাং দেবীং রাজাববীৎ। শাস্ততরং বাপীসলি-

কি তাহা বল ৭১-১৫। কন্তা বলিল,—আপনি আমাকে
জল দেগাইতে পাইবেন না। রাজা “বাচং” বলিয়া
তাহার সহিত সঙ্গম করত এক সঙ্গ অবস্থান
করিতে লাগিলেন। রাজা ঐ ভাবে থাকিলে তাঁহার
সেনাগণ ঐ স্থানে আসিয়া রাজাকে কন্তার সহিত
উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া তাঁহার চতুর্দিকে অব-
স্থান করিল। অনন্তর রাজা শিবিকাযোগে
কন্তার সহিত স্বীয় নগরে উপস্থিত হইয়া সর্ব কৰ্ম
পরিত্যাগপূর্বক তাহার সহিত ব্রমণ করিতে
লাগিলেন। অস্ত রাজকার্য্য কিছুই দেখিতে লাগি-
লেন না। তদর্শনে প্রধান অমাত্য রাজার
পাশ্বে র্ত্তী গণকে বলিলেন,—এখানে তোমাদের
প্রয়োজন কি? তাহারা বলিল,—আমরা ইহাই আশ্চর্য্য
দেগিতেছি যে এখানে জল কোথাও নাই। অনন্তর
অমাত্য নিকৃদক করিয়া শরৎকালে পরিণত-ফল-পুষ্প
দাক্ষক্য দেগিয়া রাজাকে বলিলেন,—এই বন অল্প
দক, এই স্থানে যথেষ্ট ব্রমণ করুন। রাজা অমা-
ভ্যের বাক্যে সেই কন্তার সহিত সেই বনে প্রবেশ
করিয়া তাহার সহিত ব্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ
বনে প্রবেশ করিয়া রাজা সুধাধবলিত এক
সরোবর দর্শন করিলেন। পরে নিকটে উপস্থিত
হইয়া দেখিলেন যে, ঐ সরবর ভেকপূর্ণ; তখন
তিনি উহার তীরে বাস করিলেন এবং দেবীকে
বলিলেন,—এই সরোবর—সলিল প্রণাত। রাজার

লমিতি ২৬। সা চ তদ্যঃ ক্রহা তীর্থবাপীঃ
 শ্রমজ্জম পুনরুদয়জ্জৎ। তাং যুগয়মানো রাজা
 নাপশ্যৎ ২৭। বাপীঃ দর্দুরৈঃ পূর্ণাং দৃষ্ট্বা যাজ্ঞা-
 পয়ামাস ভূত্যান সর্বদর্দুরবধঃ ক্রিয়তামিতি ২৮।
 যো মমাধী স তৈর্দর্দুরৈরুপায়নৈর্মামহু তেষ্টেৎ ২৯।
 অথ কশ্চিৎসহান দর্দুরো দর্দুরবধে ক্রিয়মাণে সর্বাসু
 দিক্ষুভ্যাগাৎ ৩০। উপেত্য চৈনম্বাচেদং জাহ্ন
 ক্রোধবশতম্। প্রসাদং কুরু নাইসি দর্দুরাণামন
 পরাধিনাং বধঃ কর্তুমিতি ৩১। শ্লোচাচ্চ
 ভবতি। যা দর্দুরান্ প্রতিদ্যাস্থং কোপং
 সঙ্কারয়াচ্যুত। প্রক্ষীয়তে মহাধর্মো জনানাং
 পরিজানতাম্ ৩২। তমেবং বাদিনামষ্টজন-
 বিয়োগে শোকপর্যতাশ্রানং স রাজা প্রোবাচ।
 নহি কামমপ্যেতন্নিরুপায়ং বিবর্জীয়া ইতি ৩৩।
 এতৈর্দুরান্ভির্মে স্ত্রী ভক্ষিতা সর্বধৈব হিমে বধ্যা
 দর্দুরাঃ। নাইসি বিদ্বন্নরোদ্ধুমিতি ৩৪। ৩।
 তদ্বাক্যমুপশ্রুত্য ব্যথিতেন্দ্রিয়মনাঃ প্রোবাচ প্রসীদ
 রাজরহস্যায়ুর্নাম ভূপালঃ ৩৫। প্রাপ্তা সা ম

এই বাক্য শুনিবামাত্র দেবী ঐ সরোবরে নিমজ্জিত
 হইয়া আর উঠিলেন না। রাজা ইতস্ততঃ অন্বেষণ
 করিয়া তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। তিনি
 দেখিলেন যে, ঐ সরোবর কেবল দর্দুরপরিপূর্ণ
 হইয়া রহিয়াছে। এবদ্বিধ দর্শন করিয়া তিনি
 স্বীয় ভৃত্যগণকে দর্দুর মারিতে আদেশ দিলেন
 এবং তাহাদিগকে বলিলেন,—যে আমার আত্ম-
 কল্যা ইচ্ছা করিবে, সে দর্দুর মারিয়া উপটোকন
 প্রদানপূর্বক আমায় সম্মানিত করিবে। রাজার
 আদেশে দর্দুরবধ হইতে থাকিলে এক মহাদর্দুর
 আসিয়া ক্রুদ্ধ রাজাকে বলিল,—হে রাজন! দয়া
 করিয়া নিরপরাধ দর্দুরদিগকে বধ করবেন না।
 এই বলিয়া সে আবার পদ্যে বলিল,—হে
 অচ্যুত! তুমি দর্দুরগণকে বধ করিও না, কোপ
 সংবরণ কর; দেখ, মহাধর্ম্য জ্ঞানবান্ জন-
 গণের প্রতীক্ষা করে। রাজা এই দর্দুর বাক্য
 শুনিয়া এবং তাহাকে ইষ্টবিয়োগে-শোকাতুর
 দেখিয়া বলিলেন,—হে দর্দুর! আমি বিনা
 কারণে ইহাদিগকে নিখ্যাতিত করিতেছি না।
 ইহারা আমার স্ত্রীকে ভক্ষণ করিয়াছে; এজন্য
 ইহারা আমার বধ্য হইয়াছে। তুমি এ বিষয়ে
 আর আমাকে উপরোধ করিও না। মহাদর্দুর
 রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হঃসিত-

হুহিতা। সা কন্তা নাগলোকং গতা। অত্রাস্তে
 নাগচূড়ো নাগরাজঃ। স্মৃতা আগমিস্যাতি ৩৬।
 তামববৌজাজা তাং স্মৃহানৌর মে দীয়তামিতি ৩৭।
 অধুনাং স্মৃহা রাজে অদাৎ। অববৌজ ৩৮।
 ময়াবহসিতো গালবো মহামুনিঃ তপসা কশিতাজঃ।
 ক্ষমেধরো দর্দুরবাল্যাৎপ্রকোপিতঃ তেনাহং শপ্তঃ
 যন্মামনাদৃত্য দর্দুরবাল্যাদবহসিতস্তস্মাদদর্দুরো
 ভবিষ্যসি ৩৯। প্রসাদিতস্ত বিপ্রঃ প্রত্যাবাচ।
 ৪০। অবিতথোহয়ং মম শাপস্তস্মাদন্তজন্মনি
 দর্দুররাজো ভূহা স্বং হি হুহিতরমিকাকুলোৎপন্নায়
 সর্বগুণাধিতায় দদ্বা যদা যাস্তসি মহাকালবনে
 তন্তোত্তরদিগ্ভাগে তদা লিঙ্গস্ত দর্শনেন মুক্তি-
 মবাপ্যসি ৪১। হুহিতা কিয়ৎ পাতালং যাস্ততি
 স্মৃতা চাগামিস্যাতি। স্তিস্তি তেহং সাধয়িস্যামি
 কার্য্যণি ইতুঙ্কা দর্দুরো মহাকালবনমগচ্ছৎ ৪২।

চিত্তে বলিল,—রাজন! আমি আয়ু নামক মহৌ-
 পতি; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপ-
 নার স্ত্রী আমার হুহিতা; সে আমার গৃহে আগমন
 করিয়াছে। অধুনা সে নাগলোকে গিয়াছে। এখানে
 নাগরাজ নাগচূড় উপস্থিত আছেন। স্মৃতরাং মদীয়
 কন্তা স্মৃতা বা-মাত্র আগমন করিবে। রাজা
 বলিলেন,—তাহা হইলে আপনি আপনার কন্তাকে
 স্মরণ করিয়া লইয়া আসুন,—আনিয়া আমাকে
 প্রত্যর্পণ করুন। ১৬—৩৭। রাজা এই কথা কহিবা-
 মাত্র মহাদর্দুর তৎক্ষণাৎ স্বীয় কন্তাকে স্মরণ করিয়া
 রাজাকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বলিলেন,—
 আমি দর্দুরের স্ত্রায় বালচাপল্য প্রযুক্ত তপশ্চা-
 বধিতাজ মহামুনি গালবকে উপহাস করিয়াছিলাম।
 তাহাতে তিনি এই বলিয়া আমাকে শাপ
 দেন যে যে হেতু তুমি দর্দুরের স্ত্রায় চপলতার
 বশবস্তী হইয়া আমাকে উপহাস করিলে, অতএব
 তুমি দর্দুর হইবে। অনন্তর আমি তাঁহাকে
 প্রসন্ন করিলে তিনি বলিলেন,—আমার শাপ
 অশ্রুত হইবার নহে; অতএব তুমি যখন জন্মাস্তরে
 দর্দুররাজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ইক্ষাকুলোৎপন্ন
 সর্বগুণাধিত রাজাকে স্বীয় হুহিতা প্রদানপূর্বক
 মহাকালবনে গমন করত তাহার উত্তরদিগ্ভাগে
 লিঙ্গ দর্শন করিবে, তখন তোমার শাপান্ত হইবে।
 ঐ সময় তোমার হাহতা কিয়ৎকালের জন্য পাতাল-
 পুরে গমন করিয়া স্মরণ করিবা মাত্র পুনরায়
 আসিবে। তোমার মঙ্গল হউক, অধুনা আমি

তত্ত্বোত্তরে লিঙ্গঃ দদর্শ তন্তু দর্শনাদনেকমাণিক্য-
রচিতং সিদ্ধগন্ধর্বসেবিতং বিমানবরমাক্রহ
শক্রলোকং গতঃ । ৪৩ । তন্তু মাহাত্ম্যমবলোক্য
দেবাচার্য্যো বৃহস্পতির্বাচ্যঃ জগাদ । ৪৪ । অহো
লিঙ্গস্ত মাহাত্ম্যমহো লিঙ্গস্ত বৈভবম্ । সম্প্রাপ্তো
বাসবঃ লোকঃ শাপভ্রষ্টো হি দর্দুরঃ । ৪৫ ।
আয়ুরাখ্যো হি ভূপালো মুক্তো দর্দুরতাং গতঃ ।
৪৬ । ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবাচার্য্যস্ত পার্বতি ।
দেবান্তে হৃষ্টমনসো নাম চক্রঃ সমাহিতাঃ । ৪৭ ।
যস্মাদর্দুরভূপালো মুক্তো দর্দুরযোনিভঃ । দর্শনাত্তন্তু
লিঙ্গস্ত তস্মাৎখ্যাতো ভবিষ্যতি । ৪৮ । উত্তরেশ্বর-
দেবশ্চ শাপপাপপ্রণোদকঃ । ইত্যুক্তা ত্রিদশৈঃ
সর্বৈঃ পূজিতো হ্যুত্তরেশ্বরঃ । ৪৯ । ভুক্তিমুক্তি-
প্রদো দেবি মহাপাতকনাশনঃ । ক্ষেত্রস্ত রক্ষণার্থায়
নিযুক্তো যো ময়া গণঃ । দর্দুরো হি হ্রস্বধ্বঃ স
চাপীশ্বরতাং গতঃ । ৫০ । উত্তরাশামখো গহ্বা যঃ
পশ্চোত্তরেশ্বরম্ । স সর্বৈশ্বর্য্যসংযুক্তো যাতি
লোকমধোত্তরম্ । ৫১ । সূতগঃ সর্বদা দান্তঃ
সুৰূপঃ পুত্রবানিতি । নীরোগঃ পুণ্যশীলশ্চ জায়তে
সপুত্রম্ চ । ৫২ । যা বুদ্ধিস্ত কুবেরস্ত শক্রস্ত চ

নিজকার্য্য সাধন করি। এই কথা বলিয়া দর্দুর
মহাকালবনে গমন করিল। ঐ স্থানের উত্তর
দিকস্থিত লিঙ্গ দর্শন করিয়া সে সিদ্ধগন্ধর্বসেবিত
নানামাণিক্যমণ্ডিত বিমানবরে আরোহণপূর্ব্বক
শক্রলোকে প্রস্থিত হইল। দেবাচার্য্য বৃহস্পতি
তদর্শনে এইরূপ লিঙ্গের প্রশংসা করিতে লাগিলেন
যে, অহো লিঙ্গের কি মাহাত্ম্য! অহো লিঙ্গের
কি প্রভাব! লিঙ্গপ্রভাবে শাপভ্রষ্ট দর্দুর ও শক্রলোক
প্রাপ্ত হইল! দর্দুরযোনিগত আয়ু নামক মহীপতি
লিঙ্গপ্রভাবে দর্দুরযোনি হইতে মুক্তি লাভ করি-
লেন। অনন্তর দেবগণ সহর্ষে বালিলেন,—দর্দুর
ভূপাল যখন এই লিঙ্গ দর্শন করিয়া মুক্তি লাভ করি-
লেন, তখন এই লিঙ্গ উত্তরেশ্বর নামে খ্যাত লাভ
করিবেন। এই বলিয়া তাহার ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ ও
মহাপাতকনাশন উত্তরেশ্বরের পূজা করিতে লাগি-
লেন। হে দেবি! আমি ক্ষেত্ররক্ষার নিমিত্ত
যে গণকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সে-ই হ্রস্ব দর্দুর
এবং সে-ই ঐশ্বর্য্য লাভ করিল। যে ব্যক্তি উত্তর-
দিকভাগে গমন করিয়া উত্তরেশ্বর দেবকে দর্শন
করে, সে সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যসংযুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন
করিয়া থাকে। উত্তরেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে
মানব সূতগ, দান্ত, স্বরূপ, পুত্রবান, নীরোগ ও

যমস্ত চ । বক্রগস্ত চ যা বুদ্ধিঃ সা বুদ্ধিকন্তরোত্তরা
জায়তে নাত্র সন্দেহ উত্তরেশ্বরদর্শনাৎ । ৫৩
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং যে পশুস্তি যশস্বিনী । উত্তরেশ্বর-
সংজ্ঞঃ তু তে কৃতার্থাঃ কলৌ যুগে । ৫৪ । কিং
দাতৈঃ কিং তপোভিষ্ণু কিং যজ্ঞৈর্বহুদক্ষিণৈঃ ।
দর্শনান্নভতে রাজ্যং স্বর্গং মোক্ষং ক্রমেণ তু । ৫৫ ।
আজন্ম চ কৃতং পাপং স্বপ্নং ন যদি বা বহু । তৎ
সর্ব্বং নাশমায়াতি উত্তরেশ্বরদর্শনাৎ । ৫৬ । ইত্যেবং
চতুরশীতিঃ সম্ব্যাতা ঐশ্বর্য্যন্তব । কথিতা যে দ্বয়া
পৃষ্ঠা মহাকালবনে ময়া । ৫৭ । য এতেষাং দেবি
যাত্রাঃ প্রতিলোমান্নলোমতঃ । করিষ্যস্তি নরা
ভক্ত্যা তে যাত্তস্তি পরং পদম্ । ৫৮ । যশ্চাপি
পূজয়েত্তত্র লিঙ্গং ভক্ত্যা তু মানবঃ । স কুলং
তারয়ত্যেব পৈতৃকং মাতৃকং শতম্ । ৫৯ । এষ
তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । চতুরশীতি-
লিঙ্গানাং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি । ৬০ ।

ইতি শ্রীক্ষান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহি-
তায়াম পঞ্চম আবস্থ্যখণ্ডে চতুরশীতিলিঙ্গমাহাত্ম্য
উমামহেশ্বরসংবাদ উত্তরেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্যবর্ণন

পূর্ব্বকচতুরশীতিলিঙ্গমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম

চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ । ৮৪ ।

পুণ্যশীল হয় এবং শক্র, কুবের, যম ও বক্রণের যে
ঐশ্বর্য্য, সেই ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। হে
যশস্বিনি! কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে যে সকল মানব
উত্তরেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহার কলিযুগে
কৃতার্থ হয়। মানবগণের দান, তপ ও যজ্ঞ করি-
বার কোন প্রয়োজন নাই; কারণ—উত্তরেশ্বর
লিঙ্গ দর্শন করিলেই রাজ্য, স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ
করিতে পারা যায়, এবং আজন্মকৃত স্বল্পাধিক পাতক
হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। হে দেবি! এই
আমি তোমার নিকট চতুরশীতিসংখ্যক লিঙ্গের
মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; ইহা তুমি মহাকালবনে
আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। তাহার অমূল্য-
প্রতি-লোমক্রমে এই লিঙ্গ সকলের যাত্রাবিধান ও
পূজা করে, তাহার পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া নিজের
পৈতৃক মাতৃক কুল উদ্ধার করিয়া থাকে। হে দেবি!
এই আমি তোমার নিকট চতুরশীতিসংখ্যক লিঙ্গের
মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা আর কি শুনিতে
ইচ্ছা কর—বল। ২৮—৭০ ।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

সমাপ্তমিদং চতুরশীতিলিঙ্গমাহাত্ম্যম্ । ৫—২ ।

আবহ্যখণ্ডঃ ।

রেবাখণ্ডঃ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

মজ্জমাতঙ্গগণ্ড্যুতমদমদিরামোদমন্তালিমাণঃ
নানৈঃ সিদ্ধাঙ্গনানাং কুচযুগবিগলৎকুক্ষুমাঙ্গ-
পিঙ্গম্ । সায়াং প্রাতর্মুণীনাং কুশুমচয়সমাচ্ছন্নতীর-
স্ববৃক্ষং পায়াদ্ধো নৰ্মদাস্তঃ করিমকরকরাক্রান্তরং-
হস্তরঙ্গম্ ॥ ১ ॥ উভয়তটপুণ্যতীর্থা প্রকালিতসকল-
লোকহ্রিতৌষা । দেবমুনিমন্তুজবন্দা৷ হরতু সদা
নৰ্মদা হ্রিতম্ ॥ ২ ॥ নাশয়তু হ্রিতমখিলং ভূতঃ
ভব্যং ভবচ্ছ ভুবি ভবিনাম্ । সকলপবিত্রিতবসুধা
পুণ্যজলা নৰ্মদা ভবতি ॥ ৩ ॥ তটপুলিনং শিবদেবা

প্রথম অধ্যায় ।

যথায় মদস্রাবী মাতঙ্গগণ নিমগ্ন হওয়ায়
তাহাদের গণ্ড্যুত মদিরাগন্ধে আমোদিত অলিকুল
আকুল হইয়া বেড়াইতেছে, সিদ্ধাঙ্গনাগণের
অবগাহনে তাহাদের কুচযুগবিগলিত কুক্ষুমেয়
সংসর্গে যাহার জল পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করিয়াছে,
মুনিগণ যাহার তীরে বসিয়া প্রভাতে ও সায়াং
সময়ে পূজা করেন, মুনিগণ যে সকল কুশুম দ্বারা
পূজা করেন, সেই কুশুমনিচয় যাহার তীরতকমূলে
পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে এবং যাহার তরঙ্গের
বিপরীত দিকে জলহস্তী ও মকরনিকর বেগে গমন
করায় তরঙ্গবেগ ভিন্ন হইতেছে, সেই নৰ্মদার নীর
তোমাদিগকে রক্ষা করুক । যাহার উভয়তীরই পুণ্য
তীর্থ বলিয়া গণ্য, নিখিল লোক যাহার পুত জলে
অবগাহন করিয়া বিগতপাপ হয়, দেব মুনি ও
মানবগণ যাহাকে সতত বন্দনা করেন, সেই নৰ্মদা
সতত আমাদের হ্রিত হরণ করুন । ভূতলে যে
সকল লোক জন্মগ্রহণ করে, নৰ্মদানীর তাহাদের
অতীত, বর্তমান ও ভাবী হ্রিতনিবহ বিদূরিত
করুক এবং পুণ্যভোয়া নৰ্মদা জলে নিখিল

যন্তা যতযোহপি কাময়ন্তে বা । মুনিনিবহবিহিত-
সেবা শিবায় মম জায়তাং রেবা ॥ ৪ ॥ নারায়ণঃ
নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ । দেবীঃ সরস্বতীঃ
বাসং ততো জয়মুগীরয়েৎ ॥ ৫ ॥ নৈমিসে পুণ্য-
নিলয়ে নানাঋষিনিষেবিতৈ । শৌনকঃ সত্ৰমাসীনঃ
স্বতং পপ্রচ্ছ বিস্তরাৎ ॥ ৬ ॥ মন্ত্ৰেহহং ধৰ্ম্মনৈপুণ্যঃ
যয়ি স্বত সদাচ্চিতম্ । পুণ্যামৃতকথাবক্তা ব্যাস-
শিষ্যশ্চমেব হি ॥ ৭ ॥ অতস্ত্বাং পরিপৃচ্ছামি ধৰ্ম্ম-
তীর্থাশ্রয়ং কবে । বহুনি সন্তি তীর্থানি বহুশো মে
শ্রুতানি চ ॥ ৮ ॥ শ্রুতা দিবানদী ত্রাস্তী তথা বিষ্ণু-
নদী ময়া । তৃতীয়া ন ময়া কাপি শ্রুতা রৌদ্রী
সরিদ্বরা ॥ ৯ ॥ তাং বেদগৰ্ভাং বিখ্যাতাং বিবুধো-
ঘাতিবন্দিতাম্ । বদ যে ত্বং মহাপ্রাজ্ঞ তীর্থপুণ-

বসুধাতল পবিত্র হউক । শিবসেবী যতিগণ যাহার
পুণ্যপুলিন কামনা করেন, সমাহিতমনা মুনিগণ
কর্তৃক যিনি সতত সেবিত হন, সেই রেবা আমা-
দিগের মঙ্গল বিধান করুন । নারায়ণ, নরোত্তম,
নর, দেবী, সরস্বতী এবং ব্যাসকে নমস্কার করিয়া
তৎপরে জয় উচ্চারণ করিবে । নানা মুনি-
নিষেবিত পুণ্যানিলয় নৈমিসারণ্যে সত্ৰনিরত ঋষি
শৌনিক, স্বতকে বিস্তররূপে জিজ্ঞাসা করিলেন,—
হে স্বত ! আমার মনে হয়,—সতত পূজিত
ধৰ্ম্মনৈপুণ্য আপনাতেই বিদ্যমান ; আপনি ব্যাস-
শিষ্য ও পুণ্যময় কথামৃতের বক্তা ; হে কবে !
অতএব আপনার নিকট পুণ্যতীর্থ-স্থানের বিষয়
জিজ্ঞাসা করিতেছি । এই ত্রিলোকে বহু তীর্থ আছে,
অনেক তীর্থকথাই আমি শ্রবণ করিয়াছি ; আমি দিব্য
ব্রহ্মনদী ও বিষ্ণুনদীর বিষয় শ্রবণ করিয়াছি ; কিন্তু
সরিদ্বরা তৃতীয়া ব্রহ্মনদীর বিষয় শ্রবণ করি নাই ।
১—৯ । হে মহাপ্রাজ্ঞ ! আপনি বিবুধ-সমূহ-বন্দিতা

পরিষ্কৃতাম্ । ১০ । কং দেশমাস্তিতা রেবা কথং
ত্রীকুদ্রসম্ভবা । তৎসংস্রিতানি তীর্থানি যানি তানি
বদন্ত মে । ১১ । সূত উবাচ । সাধু পৃষ্টং কুলপতে
চরিত্রং নর্যদাশ্রিতম্ । চিত্রং পবিত্রং দোষঘ্নং ক্রত-
যুক্তঞ্চ সন্তম । ১২ । বেদোপবেদবেদাঙ্গাদৌত্ততি-
ব্যস্ত পুরিতঃ । অষ্টাদশপুরাণানাং বক্তা সত্যবতী-
শুতঃ । ১৩ । তং নমস্কৃত্য বক্ষ্যামি পুরাণানি যথা-
ক্রমম্ । যেষামতিব্যাহরণাদভিবৃদ্ধির্নৃণামুভবোঃ । ১৪ ।
ঋতিঃ স্মৃতিশ্চ বিপ্রাণাং চক্ষুষী পরিকীর্তিতে ।
কাণক্ষত্রৈকয়া হীনো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্তিতঃ । ১৫ ।
ঋতিস্মৃতিপুরাণানি বিদ্বদাং লোচনভ্রমম্ । যস্তিতি-
র্নয়নৈঃ পশ্চোৎসোহংশো মাহেশ্বরো মতঃ । ১৬ ।
আত্মনো বেদবিদ্যা চ ঈশ্বরেণ বিনির্মিতা । শৌন-
কীয়া চ পৌরাণী ধর্মশাস্ত্রান্বিকা চ যা । ১৭ ।
তিস্রো বিদ্যা ইমা মুখ্যাঃ সর্বশাস্ত্রবিনির্গয়ে । পুরাণং
পঞ্চমো বেদ ইতি ব্রহ্মাশাসনম্ । ১৮ । যো ন বেদ

পুরাণং হি ন স বেদাত্ত কিঞ্চন । কতমঃ স হি ধর্মো-
হস্তি কিং বা জ্ঞানং তথাবিধম্ । ১৯ । অন্তর্দ্বা-
তৎ কিমজাহ পুরাণে যন্ন দৃষ্টতে । বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
পূর্বে পুরাণে নাত্ত সংশয়ঃ । ২০ । বিতেত্যান্ন
ঋতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিস্যাতি । ইতিহাসপুরাণৈশ্চ
কৃতোহয়ং নিশ্চয়ঃ পুরা । ২১ । আত্মা পুরাণং
বেদানাং পৃথগঙ্গানি তানি বট্ । যচ্চ দৃষ্টং হি বেদেষু
তদৃষ্টং স্মৃতিভিঃ কিল । ২২ । উভাভ্যাং যদ্ব দৃষ্টং
হি তৎপুরাণেষু গীয়তে । পুরাণং সর্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং
ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্ । ২৩ । অনন্তরং চ বক্তেত্যো বেদা-
স্তস্ত বিনির্গতাঃ । পুরাণমেকমেবাসীদস্মিন্ কল্পান্তরে
মুনে । ২৪ । ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্ত-
রম্ । স্মৃত্বা জগাদ চ মুনীন্ প্রতি দেবশ্চতুর্মুখঃ । ২৫ ।
প্রবৃন্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং পুরাণস্তাভবন্ততঃ । কালেনা-
গ্রহণং দৃষ্টা পুরাণস্ত ততো মুনিঃ । ২৬ । ব্যাসরূপং
বিভূঃ কৃৎস্না সংহরেৎ স যুগে যুগে । অষ্টলক্ষ-

বেদগর্ভা বিখ্যাতা নিখিলতীর্থমধ্যে পবিত্রা সেই
রৌদ্রী নদীর বিষয় বলুন । সেই রৌদ্রসম্ভবা
রেবা কোন দেশ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ?
এবং তাহার আশ্রয়ে আর যে যে তীর্থ বিদ্যা-
মান, এ সকলও বলুন । সূত উত্তর করি-
লেন,—হে কুলপতে ! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়া-
ছেন, নর্যদাচরিত্র বিচিত্র, পবিত্র, দোষঘ্ন ও
জ্ঞানোৎপাদক এবং জ্ঞানিগণ কর্তৃক কথিত । হে
সন্তম ! অষ্টাদশ পুরাণের বক্তা সত্যবতীতনয়
ব্রাস বেদ, উপবেদ ও বেদাঙ্গাদি বিভাগ করিয়া
পূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার করিয়া যথাক্রমে
পুরাণনিচয় কীর্তন করিতেছি । এই পুরাণ শাস্ত্র-
সমূহের কীর্তনে ধর্ম ও আয়ুবৃদ্ধি হয় । ঋতি
ও স্মৃতি বিপ্রগণের নয়ন বলিয়া কথিত হয়,
উহার যে কোন একটি হীন হইলে দ্বিজ কাণ এবং
উভয় শূন্য হইলে অন্ধ বলিয়া অভিহিত হন ।
ঋতি, স্মৃতি ও পুরাণ এই তিনটি জ্ঞানিগণের
তিনটি লোচন, যিনি এই লোচনভ্রম দ্বারা অব-
লোকন করেন, তাঁহাকে মহেশ্বরের অংশ বলিয়া
জানিবে । আত্মজ্ঞান, বেদবিদ্যা এবং ঋগ্বিধানাদি
মন্ত্রশাস্ত্ররূপ ধর্মশাস্ত্রান্বক শৌনকীয় বিদ্যা, এই
বিদ্যাভ্রম ঈশ্বর-পরিষ্কৃত । নিখিল শাস্ত্র বিচার
করিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে,—এই বিদ্যাভ্রমই মুখ্য ।
ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—পুরাণ পঞ্চম বেদ । যিনি পুরাণ

বিদিত নন, তাঁহার কোন জ্ঞানই জন্মে নাই ।
পুরাণে যাহা পরিদৃষ্টমান না হয়, এরূপ ধর্ম,
জ্ঞান বা অন্ত কি আছে ? বেদ পূর্বে পুরাণেই
প্রতিষ্ঠিত ছিল, সংশয় নাই । এ আমাকে
প্রহার করিবে, অথবা আমার কুব্যাখ্যা করিবে,
এই মনে করিয়া বেদ অল্পজ্ঞানশালীর নিকট ভীত
হইয়া থাকেন । ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা পূর্বে
এইরূপই নিশ্চয় করা হইয়াছে । পুরাণই বেদ-
সমূহের আত্মা, বেদের পৃথক পৃথক ছয়টি অঙ্গ
আছে । ঋতিসমূহে যাহা দৃষ্ট হয়, স্মৃতিনিচয়
দ্বারাও তাহা দর্শন করা যায়, আর ঋতি ও
স্মৃতি দ্বারা যাহা দৃষ্ট হয়, পুরাণে তাহাই গীত
হইয়া থাকে । শাস্ত্রনিচয়ের মধ্যে পুরাণই ব্রহ্মার
প্রথম শাস্ত্র, তাঁহার বক্তৃ হইতে প্রথমে পুরাণশাস্ত্র
নির্গত হইয়া তার পর বেদনিবহ নির্গত হয় ।
হে মুনে ! এই কল্পান্তরেত্রিবর্গসাধন ও শতকোটি-
প্রবিস্তর একই মাত্র পুণ্য পুরাণ ছিল । চতুরানন
ব্রহ্মার স্মৃতিমাত্রে এই পুরাণশাস্ত্র তাঁহার মনো-
মধ্যে উদ্ভূত হয় এবং তিনি মুনিগণের নিকট
কীর্তন করেন । এই পুরাণ হইতেই পরে
অস্তান্ত শাস্ত্রের প্রবর্তনা হয় । বিষ্ণু বিষ্ণু
কালক্রমে পুরাণের অগ্র হন দেখিয়া তপস্বী
ব্রাস-বেশ ধারণ করিয়া যুগে যুগে পুরাণের
উপসংহার করিতে লাগিলেন । ঋষি ব্যাস অষ্ট-

প্রমাণে তু দ্বাপরে দ্বাপরে সদা ॥ ২৭ ॥ তদষ্টাদশা
কৃতা ভূলোকেহস্মিন প্রভাষ্যতে । অদ্যাপি দেব-
লোকে তচ্ছতকোটপ্রবিস্তরম্ ॥ ২৮ ॥ তদথোহ
চতুর্লক্ষং সংক্ষেপেণ নিবেশিতম্ । পুরাণানি দশাষ্টৌ
চ সাম্প্রতং তদ্বিহোচ্যতে । নামতস্তানি বক্ষ্যামি
শৃণু হৃদয়িসত্তম ॥ ২৯ ॥ সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো
মনস্তরানি চ । বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চ-
লক্ষণম্ ॥ ৩০ ॥ ব্রাহ্ম পুরাণং তত্রাদ্যং সংহিতায়াং
বিভূষিতম্ । শ্লোকানাং দশসহস্রং নানাপুণ্যকথা-
যুতম্ ॥ ৩১ ॥ পাদ্মং চ পঞ্চপঞ্চাশৎসহস্রাণি নিগ-
দ্যতে । তৃতীয়ং বৈষ্ণবং নাম ত্রয়োবিংশতিসং-
খ্যায় ॥ ৩২ ॥ চতুর্থং বায়ুনা প্রোক্তং বায়বীয়মিতি
স্মৃতম্ । শিবভক্তিসমায়োগাচ্ছৈব তচ্চাপরাখ্যায় ॥
৩৩ ॥ চতুর্বিংশতিসংখ্যাতং সহস্রাণি তু শৌনক ।
চতুর্ভিঃ পর্বভিঃ প্রোক্তং ভবিষ্যং পঞ্চমং তথা ॥
৩৪ ॥ চতুর্দশসহস্রাণি তথা পঞ্চশতানি তৎ ।
মার্কণ্ডে নবসহস্রং ষষ্ঠং তৎ পারিকীর্তিতম্ ॥ ৩৫ ॥
আগ্নেয়ং সপ্তমং প্রোক্তং সহস্রাণি তু ষোড়শ ।

লক্ষ প্রমাণে প্রত্যেক দ্বাপরেই সেই পুরাণ
অষ্টাদশখা বিভক্ত করিয়া এই ভূলোকে কীর্তন
করিতে লাগিলেন । অদ্যাপি দেবলোকে
শতকোটপ্রবিস্তর পুরাণ শাস্ত্র বিদ্যমান, ঋষি
ব্যাস তাহাকে চতুর্লক্ষাঙ্ক করিয়া যে অষ্টাদশ
পুরাণের প্রণয়ন করেন, তাহাই এক্ষণে সংক্ষেপে
বর্ণন করিব । হে ঋষিসত্তম ! নামনিকৃতি সহ ঐ
পুরাণ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । পুরাণের
পাঁচটা লক্ষণ, যথা—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মনস্তর
এবং বংশানুচরিত । পুরাণনিচয়ের মধ্যে প্রথম
ব্রাহ্ম পুরাণ, এই পুরাণ সংহিতা দ্বারা শোভিত ।
ইহার শ্লোকসংখ্যা দশসহস্র এবং ইহা নানাবিধ
পুণ্য আখ্যান দ্বারা অরিত । দ্বিতীয়—পাদ্ম
ইহার শ্লোকসংখ্যা পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্র কথিত
হয় । তৃতীয়—বিষ্ণুপুরাণ, শ্লোকসংখ্যা ত্রয়োবিংশতি
সহস্র । চতুর্থ—বায়ুপ্রোক্ত বায়বীয় অর্থাৎ বায়ু-
পুরাণ, এই পুরাণে শিবভক্তির কথা বিশেষরূপে
বর্ণিত ; এজন্ত শৈব নামক অপর একটি সংজ্ঞাও
বায়ুপুরাণের আখ্যাত হয় । হে শৌনক ! ইহার
শ্লোকসংখ্যা চতুর্বিংশতি সহস্র এবং এই পুরাণ
পর্বচতুষ্টয়সমর্ষিত । পঞ্চমভবিষ্য পুরাণ, ইহার
শ্লোকসংখ্যা চতুর্দশসহস্র পঞ্চ শত ; ষষ্ঠ—মার্কণ্ডেয়
পুরাণের শ্লোকসংখ্যা নবসহস্র কথিত হয় ।

অষ্টমং নারদীয়ং তু প্রোক্তং বৈ পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ৩৬ ॥
নবমং ভগবত্তাম ভাগবদ্বিভূষিতম্ । তদষ্টাদশ-
সাহস্রং প্রোচ্যতে গ্রন্থসংখ্যায় ॥ ৩৭ ॥ দশমং ব্রহ্ম-
বৈবর্তং তাবৎসংখ্যামিহোচ্যতে । লৈঙ্গমেকাদশং
জ্যেষ্ঠং তথৈকাদশসংখ্যায় ॥ ৩৮ ॥ ভাগবদ্ব্যং বির-
চিতং তল্লিঙ্গমুষিপুঞ্জব । চতুর্বিংশতিসাহস্রং বারাহ-
দ্বাদশং বিজ্ঞঃ ॥ ৩৯ ॥ বিভক্তং সপ্তভিঃ খণ্ডৈঃ স্বান্দং
ভাগ্যবতাং বর । তদেকাশীতিসাহস্রং সংখ্যায় বৈ
নিকূপিতম্ ॥ ৪০ ॥ তত্শ্চ বামনং নাম চতুর্দশতমং
স্মৃতম্ । সংখ্যায় দশসাহস্রং প্রোক্তং কুলপতে পুরা ॥
৪১ ॥ কৌর্ম্মং পঞ্চদশং প্রাহর্ভাগবদ্বিভূষিতম্ ।
দশসপ্তসহস্রাণি পুরা সাংখ্যপতে কসৌ ॥ ৪২ ॥
মাৎস্তং মৎস্তেন যৎ প্রোক্তং মনবে ষোড়শং ক্রমাৎ ।
তচ্চতুর্দশসাহস্রং সংখ্যায় বদতাং বর ॥ ৪৩ ॥
গাকুড়ং সপ্তদশমং স্মৃতং চৈকোনবিংশতিঃ । অষ্টাদশং
ব্রহ্মাণ্ডং ভাগবদ্বিভূষিতম্ ॥ ৪৪ ॥ তচ্ছ দ্বাদশ-
সাহস্রং শতমষ্টসমর্ষিতম্ । তথৈবোপপুরাণানি যানি
চোক্তানি বেদসা ॥ ৪৫ ॥ ইদং ব্রহ্মপুরাণস্ত স্মৃতং

সপ্তম—অগ্নি পুরাণ, ইহার শ্লোকসংখ্যা ষোড়শ
সহস্র । অষ্টম—নারদীয় পুরাণ, এই পুরাণের
শ্লোকসংখ্যা পঞ্চবিংশতি সহস্র । নবম—ভাগবত,
ইহার শ্লোকসংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র এবং ইহা
ভাগবদ্ব্যে বিভূষিত । দশম—ব্রহ্মবৈবর্ত, ইহারও
শ্লোক সংখ্যা প্রোক্ত ভাগবতের স্তায় অষ্টাদশ
সহস্র । একাদশ—লিঙ্গপুরাণ, শ্লোকসংখ্যা ইহার
একাদশ সহস্র ; হে ঋষিপুঞ্জব ! এই লিঙ্গ পুরাণও
ভাগবদ্ব্যে বিরচিত । দ্বাদশ—বারাহ পুরাণ, ইহার
শ্লোকসংখ্যা চতুর্বিংশতি সহস্র কথিত হইয়াছে ।
হে সৌভাগ্যশালিসত্তম ! ত্রয়োদশ—স্বান্দপুরাণ,
এই স্বান্দ সাতখণ্ডে বিভক্ত ; ইহার শ্লোকসংখ্যা
একাশীতিসহস্র নিকূপিত হইয়াছে । চতুর্দশ—বামন !
হে কুলপতে ! এই বামন পুরাণের শ্লোকসংখ্যা
দশসহস্র । পঞ্চদশ—কৌর্ম্মপুরাণ, ইহার শ্লোক-
সংখ্যা সপ্তদশ সহস্র এবং ইহা ভাগবদ্ব্যে বিভূষিত ।
ষোড়শ—মাৎস্ত, মৎস্ত মনুর নিকট এই পুরাণ
কীর্তন করেন ; হে বাগ্ধিবর ! ইহার শ্লোকসংখ্যা
চতুর্দশ সহস্র । সপ্তদশ—গাকুড় পুরাণ, ইহার
শ্লোকসংখ্যা উনবিংশতি সহস্র । অষ্টাদশ—ব্রহ্মাণ্ড ;
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ভাগবদ্ব্যে বিভূষিত এবং ইহার শ্লোক-
সংখ্যা দ্বাদশসহস্র আটশত । হে মুনিসত্তম !
এতদ্বিন্ন অস্তান্ত অনেক উপপুরাণও বিধাতা কীর্তন

সৌরমুক্তমম্ । সংহিতাদ্বয়সংযুক্তং পুণ্যং শিবকথা-
শ্রয়ম্ ॥ ৪৬ ॥ আদ্যা সনৎকুমারোক্তা দ্বিতীয়া
স্বর্ঘ্যভাবিতা । সনৎকুমারনামা হি তদ্বিতীয়াতঃ
মহামুনে ॥ ৪৭ ॥ দ্বিতীয়ঃ নারসিংহঃ চ পুরাণে
পাদ্যসংজ্ঞিতে । শৌকেয়ঃ হি তৃতীয়ঃ তু পুরাণে
বৈষ্ণবে মতম্ ॥ ৪৮ ॥ বার্ষ্পত্যং চতুর্থঞ্চ বায়ব্যাং
সম্মতং সদা । দৌকাসসং পঞ্চমং চ স্মৃতং ভাগবতে
সদা ॥ ৪৯ ॥ ভবিষ্যে নারদোক্তং চ স্মৃতিভিঃ
কথিতং পুরা । কাপিলং মানবং চৈব তথৈবোশন-
সেরিতম্ ॥ ৫০ ॥ ব্রহ্মাণ্ডং বাকুণং চাখ কালিকা-
হ্ময়মেব চ । মাহেশ্বরং তথা সাহং সৌরং সর্বার্থ-
সঞ্চয়ম্ ॥ ৫১ ॥ পারাশরং ভাগবতং কোশ্মং চাষ্টা-
দশং ক্রমাৎ । এতান্যুপপুরাণানি ময়োক্তানি
যথাক্রমম্ ॥ ৫২ ॥ পুরাণসংহিতামেতাং যঃ পঠেদ্বা
শৃণোতি চ । সোহনন্তপুণ্যভাগী স্তানমৃতো ব্রহ্মপুরং
ব্রজেৎ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদে মহাপুরাণ একাংশীতিসাহস্রাং
সংহিতায়াং পঞ্চম আবিস্তাখণ্ডে রেবা-
খণ্ডে পুরাণসংহিতাবর্ণনং নাম
প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

করেন! পুণ্যে যে ব্রহ্মপুরাণের বর্ণন করি-
য়াছি। সৌর উহার উপপুরাণ, এই সৌর দুখ-
বোধ; ইহা সংহিতাদ্বয়সম্বন্ধিত এবং পুণ্য শিবকথা-
সম্বন্ধিত; এই সংহিতাদ্বয়ের প্রথমটী সনৎকুমার-
কথিত ও দ্বিতীয়টী স্বর্ঘ্যের যুগ হইতে নির্গত
হয়। হে মহামুনে! এই উপপুরাণ সনৎকুমার
নামে বিখ্যাত এবং ইহাই প্রথম উপপুরাণ। দ্বিতীয়-
নারসিংহ, এই নারসিংহ মহাপুরাণ পাদ্যের উপ-
পুরাণ, তৃতীয়—শুক, এই শুক বিষ্ণু পুরাণের উপ-
পুরাণ। চতুর্থ—বার্ষ্পত্য, ইহা বায়ু পুরাণের
উপপুরাণ বলিয়া সম্মত। পঞ্চম দৌকাসভাবিত
দৌকাসস, ইহা ভাগবতের উপপুরাণ।
এতদ্ভিন্ন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন,—ভবিষ্যে
নারদভাবিত কাপিল, মানব ও ভৃঙকথিত
ঔশসন; ব্রহ্মাণ্ডে বাকুণ, কালিকা, মাহেশ্বর, সাহ
ও সর্বার্থযুক্ত সৌর; এবং ভাগবত ও কোশ্মে
পারাশর—এই অষ্টদশখ উপপুরাণ জানিবেন।
এই আমি আপনার নিকট যথাক্রমে উপপুরাণ
বর্ণন করিলাম। যে মানব এই সকল পুরাণ সংহিতা

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ । নর্যদায়াস্ত মাহাত্ম্যং কৃষ্ণ-
দৈপায়নোহববৌৎ । তত্তেহহং সম্ভবক্যামি যস্য
পরিপূচ্ছিতম্ ॥ ১ ॥ বিস্তরং নর্যদায়াস্ত তীর্থানাং
মুনিসত্তম । কোহন্তঃ শক্তোহস্তি বৈ বক্তুমতে
ব্রহ্মাণমীশ্বরম্ ॥ ২ ॥ এতমেব পুরা প্রশ্নং
পৃষ্টবান জনমেজয়ঃ । বৈশম্পায়নসংজ্ঞং তু শিষ্যং
দৈপায়নস্ত হ ॥ ৩ ॥ রেবাতীর্থাম্রিতং পুণ্যং
তত্তে বক্যামি শৌনক । পুরা পারীক্ষিতো রাজা
যজ্ঞদীক্ষান্ত দীক্ষিতঃ ॥ ৪ ॥ সমভূতে তু হবির্জ্বল্যে
বর্তমানেষু কশ্মশু । আসীনেষু দ্বিজাগোষু হ্রয়মানে
ত্ৰাহশনে ॥ ৫ ॥ বর্তমানান্তু সর্ষত তথা ধর্ম্যকথান্তু
চ । ক্ষয়মাণে তথা শব্দে জনৈরুক্তে অহর্নিশম্ ॥
৬ ॥ যজ্ঞভূমৌ কুলপতে দীযতাং ভোজ্যতামিতি ।
বিবিধাংশ্চ বিনোদান বৈ কুর্শ্যামেব বিনোদিশু ॥ ৭ ॥

শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি অনন্ত পুণ্যভাগী হন এবং
অন্তকালে বিষ্ণুর আলয়ে গমন করেন । ১০—৫৩ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

স্মৃত কহিলেন,—কৃষ্ণদৈপায়ন যে নর্যদায়
মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছিলেন, আপনার প্রশ্নের
উত্তরে সেই নর্যদামাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি।
হে মুনিসত্তম! তীর্থনিচয়ের মধ্যে নর্যদামাহাত্ম্য
অতীব বিস্তৃত, ঈশ্বর ব্রহ্মা ব্যতীত অন্য কে
এই নর্যদা মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে সমর্থ?
পূর্বকালে রাজা জনমেজয় পবিত্র রেবাতীর্থ-
বাসী বাসশিষ্য বৈশম্পায়নের নিকট এই
প্রশ্ন করিয়াছিলেন; হে শৌনক! তিনি যেরূপ
উত্তর করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমিও আপনার
নিকট তাহাই বলিতেছি। পুরাকালে পরীক্ষিৎ-
তনয় রাজা জনমেজয় যজ্ঞদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া
স্বর্গাদি দেব্যসম্ভার আহৃত হইলে যজ্ঞ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত
হন; দ্বিজোত্তমগণ সেই যজ্ঞে বৃত্ত হইয়া ত্ৰাহশনে
আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন; সেই যজ্ঞসভার
সর্ষতই বিবিধ ধর্ম্যকথার আলোচনা হয়; জ্ঞানিগণ
সর্ষত ধর্ম্য কথার প্রবর্তনা করিলে শ্রোতৃবর্গ অহ-
র্নিশ ঐ সকল সাধুকথা শ্রবণ করেন। হে কুলপতে!
সেই যজ্ঞভূমিতে নিরন্তর দীযতাং ভোজ্যতাং রত

এবংবিধে বর্তমানে যজ্ঞে স্বর্গস্বর্গদঃসমে । বৈশম্পায়ন-
মাসীনঃ পপ্রচ্ছ জনমেজয়ঃ । ৮ । জনমেজয়
উবাচ । বৈশম্পায়নপ্রসাদেন জ্ঞানবানসি মে মতঃ ।
বৈশম্পায়ন তস্মাদ্বাঃ পৃচ্ছামি ঋষিসন্নিধৌ । ৯ ।
কৃষ্ণি মে যঃ পুরাতনঃ পিতৃণাঃ তীর্থসেবনম্ । চিরং
নানাবিধান ক্রেশান প্রাপ্তাস্ত ইতি মে শ্রুতম
১০ । কথং দ্যুতজিতাঃ পার্থা মম পূর্বপিতামহাঃ ।
আসমুদ্রাঃ মহীং বিপ্র ভ্রমন্তস্তীর্থলোভতঃ । ১১ ।
কেন তে সহিতাস্তাত ভূমিতাগানেকশঃ । চেকঃ
কথয় তৎসর্বং সর্বজ্ঞোহসি মতো মম । ১২ ।
বৈশম্পায়ন উবাচ । কথয়িষ্যামি ভূনাথ যৎপৃষ্ঠং তু
অয়ানঘ । নমস্কৃত্য বিরূপাক্ষং বেদব্যাসং মহাকবিম্ ।
১৩ । পিতামহাস্ত তে পঞ্চ পাণ্ডবাঃ সহ কৃৎস্না ।
উষিহা ব্রাহ্মণৈঃ সার্কঃ কাম্যকে বন উত্তমে ।
১৪ । প্রধানোদালকে তত্র কণ্ঠপোহথ মহামতিঃ ।
বিভাণ্ডকশ্চ রাজেন্দ্র গুরুশ্চৈব মহামুনিঃ । ১৫

উপ্তিত হইতে থাকে । অনন্তর দেবসভাসদৃশ
সেই সভা সভায় বিবিধ কুতূহলপূর্ণ আলাপ সম্ভাষণ
চলিতে থাকে, এমন সময়ে সভা-সমাসীন ব্যাসশিষ্য
বৈশম্পায়নকে রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—হে বৈশম্পা-
য়ন ! ব্যাসের প্রসাদে আপনিই একমাত্র জ্ঞান-
বান হইয়াছেন, ইহাই আমার ধারণা; অত-
এব ঋষিগণ সমীপে আপনাকেই প্রশ্ন করি-
তেছি । হে ঋষে ! আমি শুনিয়াছি,—আমার
পিতৃগণ বহুদিন নানাবিধ তীর্থসেবা করিয়া অনেক
ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আপনি এক্ষণে আমার
নিকট সেই পুরাতন বর্ণন করুন । হে বিপ্র !
পৃথিবীপতি আমার পূর্বপিতামহগণ কিরূপে দ্যুত-
ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া তীর্থভ্রমণবাসনায় আসমুদ্র
বন্দুকের পর্ষটন করিয়াছিলেন ? হে ভাত !
তাঁহারা কাহার সাহায্যেই বা অনেক ভূমিভাগে
বিচরণ করেন ? আমার মনে হয়,—আপনি
সর্বজ্ঞ; অতএব সমস্ত বিস্তররূপে বর্ণন করুন ।
বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে বনুধাধিপতে ! তুমি
যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর করিতেছি ।
বৈশম্পায়ন এইরূপ বলিয়া বিরূপাক্ষ ও মহাকবি
ব্যাসকে নমস্কারপূর্বক বলিতে লাগিলেন;—হে
অনঘ ! তোমার পিতামহ পঞ্চ পাণ্ডব কৃৎস্নহায়ে
ব্রাহ্মণগণসহ উত্তম কাম্যক কাননের সর্বোত্তম
উদালকক্ষেত্রে বাস করিয়াছিলেন; হে রাজেন্দ্র !

পুলস্ত্যা লোমশশ্চৈব তথাস্তে পুত্রপৌত্রিণঃ ।
স্নাত্বা নিঃশেষতীর্থেষু গতাশ্চৈব বিদ্যাপর্বতম্ । ১৬ ।
তে চ তত্রাশ্রমং পুণ্যং সর্কৈর্বর্কৈঃ সমাকুলম্ ।
চম্পকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ পুরাগৈর্নাগকেশরৈঃ । ১৭ ।
বকুলৈঃ কোবিদারৈশ্চ দাড়িমৈরুপশোভিতম্ ।
পুষ্পিতৈরর্জুনৈশ্চৈব বিশ্বপাটলকৈতকৈঃ । ১৮
কদম্বাশ্রমধূকৈশ্চ নিম্বজম্বীরতিন্দুকৈঃ । নারিকেলৈঃ
কপিথৈশ্চ খর্জুরপনসৈস্তথা । ১৯ । নানাক্রম-
লতাকীর্ণং নানাবল্লীভিরাবৃতম্ । সপুষ্পং কলিতং
কান্তং বনং চৈত্ররথং যথা । ২০ । জলাশ্রয়েষু
বিপুলৈঃ পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতম্ । সিতোৎপলৈশ্চ
সঙ্করং নীলপীতৈঃ সিতাকণৈঃ । ২১ । হংসকারগুণ-
কীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্ । আড়ীকাকবলাকাভিঃ
সেবিতং কোকিলাদিভিঃ । ২২ । সিংহব্যাঘ্রৈর্বরাহৈশ্চ
গজৈশ্চৈব মহোৎকটৈঃ । মহিষৈশ্চ মহাকাঠৈঃ
কুরঙ্গৈশ্চিত্রকৈঃ শশৈঃ । ২৩ । গণ্ডকৈশ্চৈব খড়্গৈশ্চ

পরে মহামতি কাণ্ডপ, বিভাণ্ডক, মহামুনি ব্যাস,
পুলস্ত্য, লোমশ এবং অন্যান্য ঋষিগণ ও তাঁহাদের
পুত্র-পৌত্রাদির সহিত তোমার পিতামহগণ তত্রত্য
তীর্থনিচয়ে গমন করিয়া বিদ্যাপর্বতে গমন
করেন । ১—১৬ । বিদ্যাশিখরে উপনীত হইয়া
তাঁহারা পুণ্য আশ্রম সন্দর্শন করিলেন; এই
সকল আশ্রমের বনভূমি চম্পক, কর্ণিকার, পুরাগ,
নাগকেশর, বকুল, কোবিদার, দাড়িম, পুষ্পিত
অর্জুন, বিশ্ব, পাটলা, কদম্ব, আম্র, মধুক, নিম্ব,
জম্বীর, তিন্দুক, নারিকেল, কপিথ, খর্জুর ও পনস
প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে পরিপূর্ণ; ঐ তরুরাজি আবার
বিবিধ লতাধারা আবৃত । তথাকার কানন
চৈত্ররথবৎ সুশোভন কুসুমসমবিত, কলযুক্ত ও
অতিশয় মনোহর । এ স্থানে বিপুল জল
জলাশয় সকল অবস্থিত, এখানকার জলাশয়
সরোজসমূহে সুশোভিত; উহার কোথাও
সিতোৎপল, কোথাও নীলোৎপল, কোথাও
পীতপদ্ম আবার কোথাও শ্বেত ও অরুণপদ্ম-
নিচয় প্রফুল্লিত হইয়া রহিয়াছে; হংস, কারগুণ,
চক্রবাক, আড়ীবক, কাক, বলাক ও কোকিলাদি
মধুরবাক পক্ষিগণ সতত এই জলাশয়ের সেবা
করিয়া থাকে । এই আশ্রমনিচয়ের একদিক
যেমন ভীষণ সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহাকায় মহিষ,
বিবিধবর্ণের হরিণ, শশ, গণ্ডক, গণ্ডার, গোমায়,

গোমায়ুসুরভীযুতম্ । সারঙ্গৈর্মল্লকৈশ্চব দ্বিপদৈশ্চ
চতুষ্পদৈঃ ॥ ২৪ ॥ তথাচ কোকিলাকৌর্ণঃ মনঃকান্তঃ
সুশোভিতম্ । জীবজীবকসত্তৈশ্চ নানাপক্ষি-
সমায়ুতম্ ॥ ২৫ ॥ দুঃখশোকবিনির্মুক্তঃ সর্বোৎ-
কটমনোরমম্ । ক্ষুধারহিতঃ কান্তঃ সর্বব্যাদি-
বিবর্জিতম্ ॥ ২৬ ॥ সিংহীস্তনঃ পিবন্ত্যত্র কুরঙ্গাঃ
স্নেহসংযুতম্ । মার্জারমূষকৌ চোভাববলেহত
উন্মুখৌ ॥ ২৭ ॥ পক্ষান্তাঃ পোতকেভ্যশ্চ ভোগিনস্ত
কলাপিনঃ । দৃষ্টা তদ্বিধিনঃ রম্যঃ প্রবিষ্টাঃ পাণ্ডু-
নন্দনাঃ ॥ ২৮ ॥ মার্কণ্ডঃ দৃষ্টবাংস্তত্র তরুণাদিত্য-
সন্নিভম্ । ঋষিভিঃ সেব্যমানঃ তু নানাশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥
২৯ ॥ কুলীনৈঃ সৰ্বসম্পন্নৈঃ শৌচাচারসমধিতৈঃ ।
ধীসজ্জৈঃ ক্ষমায়ুজৈস্ত্রিসঙ্খ্যঃ জপতৎপরৈঃ ॥ ৩০ ॥ ঋগ্-
যজুঃসামবিহিতৈর্ভরতৈঃ হোমপরায়ণৈঃ । কেচিৎ পঞ্চাগ্নি-
মধ্যস্থাঃ কেচিদেকান্তসংস্থিতাঃ ॥ ৩১ ॥ উর্দ্ধবাহু-
নিরালস্য়া আদিত্যভ্রমণাঃ পরে । সাযন্ত্রাতভূজ-
শান্তে একাগ্রাস্তথা পরে ॥ ৩২ ॥ দ্বাদশাহস্তথা
চান্তে অস্তে মাসার্কভোজনাঃ । দর্শে দর্শে তথা

সুরভী, সারঙ্গ, মল্লক, প্রভৃতি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ
জন্তুগণ দ্বারা ভোষণ, অন্তর্দিক্ আবার তেমনই
মধুরবাক্ কোকিল এবং জীবজীবক প্রভৃতি
বিবিধ বিহগ দ্বারা শোভাসম্পন্ন ও মনোজ্ঞ
হইয়াছে। এই আশ্রম উৎকট সত্ত্বগুণ-সমধিত,
মনোজ্ঞ ও সুখদুঃখবিনির্মুক্ত ; এখানে জরা,
ব্যাদি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নাই ; বাৎসল্যবশতঃ
সিংহীও হরিণশিশুকে স্তম্ভ পান করাইয়া থাকে।
মার্জার ও মূষিক, সিংহ ও গজ-শাবক এবং সর্প
ও ময়ূরগণ উর্দ্ধমুখ হইয়া পরস্পর শরীর লেহন
করে। পাণ্ডুনন্দনগণ এই নয়নমনোরম কানন
সন্দর্শন করিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন এবং
দেখিলেন,—তরুণ অরুণকাস্তি মুনি মার্কণ্ডেয় সেই
কাননমধ্যে উপবিষ্ট ; নানা শাস্ত্রকোবিদ, কুলীন,
সৰ্বসম্পন্ন শৌচাচাররত, জ্ঞানবান, ক্ষমাশীলগুণযুক্ত
এবং ত্রিসঙ্খ্য জপতৎপর ঋষিগণ তাঁহার সেবা
করিতেছেন। ঐ ঋষিসকল ঋগ্, যজুঃ ও সামবিহিত
মন্ত্রনিচয় দ্বারা হোমপরায়ণ। ইহাদিগের মধ্যে
কেহ পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থ হইয়া, কেহ একান্তে উপবেশন
করিয়া, কেহ অবলম্বনহীন উর্দ্ধবাহু হইয়া এবং
অপর কেহ আদিত্যের স্তায় ভ্রমণপরায়ণ হইয়া,
কেহ সাযঃ প্রাতঃ দ্বিরশন, কেহ একাগ্র, কেহ
দ্বাদশদিবসভোজী, কেহ মাসার্কভোজী, কেহ মাত্র

চান্তে অস্তে শৈবালভোজনাঃ ॥ ৩৩ ॥ পিণ্ডাক-
মপরেহভুঞ্জন্ কেচিৎ পলাশভোজনাঃ । অপরে
নিয়তাহারা বায়ুভক্ষ্যাবুভোজনাঃ ॥ ৩৪ ॥ এব-
ভুতৈস্তথা বৃদ্ধৈঃ সেব্যতে মুনিপুঙ্গবৈঃ । ততো ধর্ম-
সুতঃ স্রীমানাশ্রমং তং প্রবিষ্ট সঃ ॥ ৩৫ ॥ দৃষ্টা
মুনিবরং শান্তং ধ্যায়মানং পরং পদম্ । প্রাদক্ষি-
ণেন সহসা দণ্ডবৎপতিতোহগ্রতঃ ॥ ৩৬ ॥ ভক্ত্যা-
রূপতিতঃ দৃষ্টা চিরাদাদায় লোচনম্ । কো ভবানিত্য-
বাচেদং ধর্মং ধীমানপৃচ্ছত ॥ ৩৭ ॥ তস্ত তদ্বচনং
শ্রুত্বা দারকস্তৎসমীপগঃ । আহাযঃ ধর্মরাজস্তে
দর্শনার্থং সমাগতঃ ॥ ৩৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বাদারকেণোক্তং বচনং
প্রাহ সাদরঃ । এহেহি বৎসবৎসেতি কিঞ্চিৎস্থানা-
চ্চলন্মুনিঃ । তং তু স্নেহাত্পাদ্রায় আসনে উপ-
বেশয়ৎ ॥ ৩৯ ॥ উপবিষ্টে সভায়াং তু পূজাং কৃষ্টা
যথাবিধি । বস্ত্রৈর্বাষ্টৈঃ কলৈর্মূলৈ রসৈশ্চৈব পৃথ-
ক্ধিধৈঃ ॥ ৪০ ॥ পাণ্ডবা ত্র্যক্ষণৈঃ সার্কৈঃ যথাযোগ্যং
প্রপূজিতাঃ মুহূর্তাদথ বিশ্রম্য ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥

অমাবস্তাভোজী, কেহ শৈবালভোজী, কেহ
পিণ্ডাক-ভক্ষণ, কেহ পলাশপত্রাশী, কেহ নিয়তাহার,
কেহ বায়ুভক্ষী, এবং কেহ জলভোজী ॥ ৩৭—৩৮ ॥
এবদ্রুত বৃদ্ধ ঋষিপুঙ্গবগণ সতত তাঁহার সেবা করি-
তেছেন। অনন্তর স্রীমান্ ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির আশ্রমে
প্রবেশপূর্বক দেখিলেন,—মুনিবর মার্কণ্ডেয় পরম
পদের ধ্যানে নিমগ্ন। রাজা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া
সহসা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ ভূপতিত হইলেন।
ধীমান্ মার্কণ্ডেয় বহু পরে নয়ন উন্মীলনপূর্বক সেই
রাজাকে ভক্তিভরে প্রণত দেখিয়া তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কে? সারথি দারক
রাজার সমীপে বিদ্যমান ছিল, মুনির প্রশ্ন শুনিয়া
সে উত্তর করিল,—ইনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার
দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন। মুনি মার্কণ্ডেয়
দারকবাক্য শ্রবণ করিয়া সাদরে রাজাকে কহিলেন,
—হে বৎস! হে বৎস! এস, এস। ঋষি এইরূপ
বলিয়া স্বীয় উপবেশনস্থান হইতে বিচলিত হইলেন
এবং বাৎসল্যবশতঃ তাহার মস্তকাত্মাণ-পূর্বক
আসনে উপবেশন করাইলেন। রাজা ঋষি-সভায়
উপবেশন করিলে, মুনি মার্কণ্ডেয় বস্ত্র ধাত্ত
ও বিবিধ কল-মূল দ্বারা তাঁহার যথাবিধি
আতিথ্য করিলেন। পাণ্ডুনন্দনগণ অন্যান্য মুনি-
গণ সহ ঋষিপ্রদত্ত কলমূলাদি যথাযোগ্য ভোজন
করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির মুহূর্ত

৪১। পৃচ্ছতি স্ম মুনিশ্রেষ্ঠঃ কোতুহলসমধিতঃ । ভগ-
বন্ সৰ্বলোকানাং দীৰ্ঘায়ুঃ মতো মম ॥ ৪২ ॥ সপ্ত-
কল্পানশেষেণ কথয়স্ব মমানঘ । কল্পক্ষয়েহপি লোকস্ত
স্বাবরন্তেতরস্ত চ ॥ ৪৩ ॥ ন বিনষ্টোহসি বিপ্রেন্দ্র
কথং বা কেন হেতুনা । গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সৰ্বাঃ
সমুদ্রাস্তাশ্চ যা মুনে ॥ ৪৪ ॥ তাসাং মধ্যে
স্থিতাঃ কাঃ স্থিত্যক্টেচব প্রলয়ং গতাঃ । কা
হু পুণ্যজনা নিত্যং কা হু ন ক্ষয়মাগতা ॥
৪৫ ॥ এতৎ কথয় মে তাত প্রসন্নেনাস্তরাগ্ননা ।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষেণ ঋষিভিঃ সহ বান্ধবৈঃ ॥ ৪৬ ॥
শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । সাযুসাধু মহাপ্রাজ্ঞ ধৰ্ম্মপুত্র
যুধিষ্ঠির । কথয়ামি যথাস্থায়ং যৎপৃচ্ছসি মমানঘ ॥
৪৭ ॥ সৰ্বপাপহরং পুণ্যং পুরাণং কদ্রভাবিতম্ ।
যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা তস্ত পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৪৮ ॥
অশ্বমেধসহস্রেণ বাজপেয়শতেন চ । তৎফলং
সম্বাপ্নোতি রাজরাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥ ব্রহ্মহ্মশ্চ

সুরাপী চ স্তেয়ী গোব্রশ্চ যো নরঃ । মুচ্যতে
সৰ্বপাপেভ্যো কদ্রস্ত বচনং যথা ॥ ৫০ ॥ গঙ্গা
তু সরিতাঃ শ্রেষ্ঠা তথা চৈব সরস্বতী । কাবেরী
দেবিকা চৈব সিন্ধুঃ সালকুটী তথা ॥ ৫১ ॥ সরযুঃ
শতকুদ্রা চ মহী চর্ম্মিলয়া সহ । গোদাবরী তথা
পুণ্যা তথৈব যমুনা নদী ॥ ৫২ ॥ পয়োকী চ
শতজ্ঞা তথা ধৰ্ম্মনদী শুভা । এতাস্তাত্শ্চ সরিতঃ
সৰ্বপাপহরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৩ ॥ কিং তু তে কারণং
তাত বক্ষ্যামি নৃপসত্তম । সমুদ্রাঃ সরিতঃ সৰ্বাঃ
কল্পেকল্পে ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ৫৪ ॥ সপ্তকল্পক্ষয়ে কীণে
ন মৃত্যু তেন নশ্বদা । নশ্বদৈকৈব রাজেশ্ব পরং
তিষ্ঠেৎসরিদ্বরা ॥ ৫৫ ॥ ভোয়পূর্ণা মহাভাগ মুনি-
সংজ্ঞ্যরভিষ্টতা । গঙ্গাদ্যাঃ সরিতশ্চাত্শ্চ কল্পে কল্পে
ক্ষয়ং লুপ্তাঃ ॥ ৫৬ ॥ এষা দেবী পুরা দৃষ্টা তেন
বক্ষ্যামি তেহনঘ ॥ ৫৭ ॥ আশ্রয়ভূতা রাজেশ্ব
ত্রিবি লোকেষু বিস্তৃতা ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে মহাপুরাণে রেবামাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বিতীয়ে'হধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

মাত্র বিশ্বাম করিয়া কোতুহলপূর্ণমানসে সেই
ঋষিসত্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে ভগবন্ !
আমি জানি—ত্রিলোকে আপনিই প্রাণিগণের
মধ্যে দীৰ্ঘায়ু । হে অনঘ ! সপ্তকল্পের অবসান
পর্যন্ত আপনার আয়ু নির্দিষ্ট । অতএব আমার
নিকট সপ্তকল্পবিবরণ কীৰ্ত্তন করুন । হে বিপ্রেন্দ্র !
কল্পক্ষয় হইলে সকল লোক, স্বাবর ও অস্বাবর
সকলই বিনষ্ট হয়, আপনি কিরূপে জীবন ধারণ
করেন ? হে মুনে ! সাগরগামী গঙ্গাদি নদী-
নিবহমধ্যে কল্পক্ষয়ে কি কি বিনষ্ট হয় আর কোন্
কোন্ পুণ্যজনা নদী নিত্য বিদ্যমান থাকে ?
হে তাত ! আমার প্রতি প্রসন্নমনা হইয়া এই
সকল কীৰ্ত্তন করুন । আমি ঋষি ও অশ্বদগনসহ
অশেষরূপে এই সকল শুনিতে অভিলাষ করি ।
মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে ধৰ্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির !
তুমি মহাপ্রাজ্ঞ, তুমি ইহা আঁত সাধু প্রশ্নই জিজ্ঞাসা
করিয়াছ । হে অনঘ ! এ বিষয়ে আমার যেরূপ
জানা আছে, তোমার জিজ্ঞাসানুসারে বলিতেছি ।
হে সাধো ! এই পুণ্যপুরাণ সৰ্বপাপহর, কদ্র ইহার
বক্তা ; যে মানব ভক্তিপূৰ্ব্বক এই পুরাণ শ্রবণ
করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর । হে রাজন্ !
সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যাগে যে ফল,
এই পুরাণশ্রবণেও তাহার তুল্য ফল লাভ হয় ।
এ বিষয়ে সংশয় নাই । ভগবান্ কদ্র বলিয়া-

ছেন,—এই পুরাণ শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মহ্ম, সুরাপায়ী,
চৌর্যপ্রতিপরাধন ও গোঘাতী নরও নিখিল-
কলুনবিমুক্ত হয় । হে নৃপসত্তম ! নদীনিবহ
মধ্যে গঙ্গা, সরস্বতী, কাবেরী, দেবিকা, সিন্ধু,
সালকুটী, সরযু, শতকুদ্রা, মহী, চর্ম্মিলা, গোদাবরী,
পুণ্যায়মুনা, পয়োকী, শতজ্ঞ, ধৰ্ম্মনদী—এই সকল
নদীই শ্রেষ্ঠা ও সৰ্বপাপহরা ; কিন্তু হে তাত !
এতন্মধ্যে একটি বিশিষ্ট কথা তোমার নিকট
কীৰ্ত্তন করিতেছি । কল্পক্ষয়কালে সমুদ্র ও নদী
নিচয় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু হে নৃপোত্তম ! সরিদ্বরা
নশ্বদা সপ্তকল্পক্ষয়েও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না ; একমাত্র
নশ্বদাই বিদ্যমান থাকে । হে মহাভাগ ! নশ্বদা
জলপূর্ণা । মুনিগণ নিয়ত ইহার সেবা করেন । হে
অনঘ ! গঙ্গাদি অন্ত্যস্ত নদীনিবহ কল্পে কল্পে
ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু দেবী নশ্বদাকে আমি নিরন্তর
বিদ্যমানা দেখিতেছি, তাহাই তোমার নিকট বলি-
তেছি । হে রাজেশ্ব ! নশ্বদা ত্রিলোক-বিখ্যাতা
এবং নশ্বদার মাহাত্ম্য বিস্ময়কর । ৩৫—৫৮ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ । সপ্তকল্পক্ষয়া ঘোরাশ্ময়া দৃষ্টে
মহামুনে । ন চাপীহান্তি ভগবন্ দীর্ঘায়ুরহ কশ্চন ।
১ । অয়া হেকাৰ্ণবে সুপ্তঃ পদ্মনাভঃ সুরারিহা ।
দৃষ্টঃ সহস্রচরণঃ সহস্রনয়নোদরঃ । ২ । স্বঃ কিলানু-
গ্রহাত্মা দহ্মমানে চরাচরে । ন ক্ষয়ঃ সমুদ্রপ্রাপ্তো
বরদানাম্হাশ্বনঃ । ৩ । কিং অয়াশ্চৰ্য্যভূতং হি
দৃষ্টঞ্চ ভ্রমতানঘ । এতদাচক্ষু ভগবন্ পরং
কৌতুহলং হি মে । ৪ । সম্ভ্রাপ্তে চ মহাঘোরে
যুগান্তান্তে মহাক্ষয়ে । অনারুণিহতে লোকে পুরা
বর্ষশতাবধিকে । ৫ । ওষধীনাং ক্ষয়ে ঘোরে দেব-
দানববর্জিতে । নিবীৰ্য্যে নিব্বট্কারে কলিনা
দূষিতে ভূশম্ । ৬ । সরিৎসরস্তভাগেষু পদ্মলোপ-
বনেষু চ । সংস্কেষু তদা ব্রহ্মরিংকারে যুগক্ষয়ে ।
৭ । জনং প্রাপ্তে মহল্লোকে ব্রহ্মক্ষত্রবিশাদয়ঃ ।
ঋষয়শ্চ মহাত্মানো দিব্যতেজঃসমধিতাঃ । ৮

তৃতীয় অধ্যায়

র জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে !
ভীষণ সপ্তকল্পক্ষয়কাল আপনি দর্শন করিয়া-
ছেন; হে ভগবন্ ! ইহ জগতে আপনার মত
কেহই দীর্ঘজীবী নহেন । আপনিই সহস্রচরণ
সহস্রনয়ন সহস্র-উদর মধুরিপু পদ্মনাভকে একা-
র্ণবে শয়ান সন্দর্শন করিয়াছেন । চরাচর জগৎ
দহমান হইলে সেই মহাত্মার নিকট বরলাভ
করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে একমাত্র আপনিই
জীবিত ছিলেন । হে অনঘ ! তখন আপনি
ভ্রমণ করিতে করিতে কি বিস্ময়কর ঘটনা সন্দর্শন
করিয়াছেন ? এ সকল আমার নিকট বর্ণন করুন ।
হে ভগবন্ ! এ সকল শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত
কুতুহল হইতেছে । হে মহামুনে ! যুগাবসানে
ভীষণ মহাকল্পক্ষয়কাল উপস্থিত হইলে, তাহার
শতাধিক বর্ষ পূর্ব হইতে ভয়ঙ্কর অনারুণি দ্বারা
আহত হইয়া লোক সকল ক্ষৌণ, ওষধিসমূহ সাতিশয়
রসহীন, ত্রিলোক দেবদানববিবর্জিত, নিবীৰ্য্য,
বট্কারবিহীন ও ভীষণ কলিদোষদৃষ্ট হয় ।
হে ব্রহ্মন্ ! সরিৎ, সরোবর, তভাগ ও পদ্ম
জল থাকে না; বন, উপবন সম্যক শুষ্ক হইয়া
যায়; যুগক্ষয়ে ত্রিলোক যেন সর্বশূন্য হইয়া একরূপ
নিরাকার ধারণ করে । হে ব্রহ্মন্ ! তখন ব্রাহ্মণ,
কত্রিয় ও বৈশ্যাদি এবং দিব্যতেজঃসমধিত

স্থিতানি কানি ভূতানি গতাশ্চৈব মহামুনে । এতৎ
সমং মহাভাগ কথয়স্ব পৃথক পৃথক্ । ১ । ভূতানি
কানি বিপ্রেন্দ্র কথং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ । ব্রহ্ম-
বিষ্ণুশুক্ৰদ্রাণাং কালে প্রাপ্তে সুদাক্ষণে । ১০ ।
এবমুক্তান্ততঃ সোহথ ধর্ম্মরাজেন ধীমতা মার্কণ্ডে-
প্রভৃ্যবাচেদমৃষিসংজ্ঞৈঃ সমাবৃতঃ । ১১ । জীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । শৃণুস্ব ঋষয়ঃ সর্বৈ অয়া সহ নরেশ্বর ।
মহৎ পুরাণং পুরোক্তং শঙ্কুনা বায়ুদৈবতে । ১২ ।
বায়োঃ সকাশাৎ স্বন্দেন ঋতমেতৎ পুরাতনম্ ।
বশিষ্ঠঃ ঋতবাস্ত্রস্মাৎ পরাশরন্ততঃ পরম্ । ১৩ ।
তস্মাচ্চ জাতুকর্ণেন তস্মাচ্চৈব মহর্ষিভিঃ ।
এবং পরম্পরাপ্রোক্তং শতসংখ্যাবিজোক্তমৈঃ । ১৪ ।
সংহিতা শতসাহস্রী পুরোক্তা শঙ্কুনা কিল ।
আলোড্য সর্বশাস্ত্রানি বেদার্থং তদ্বতঃ পুরা । ১৫ ।
যুগরূপেণ সা পশ্চাচ্চতুর্ধা বিনিষোজিতা । মন্দ-
প্রজানুসারেণ নরাণাং তু মহর্ষিভিঃ । ১৬ । আরাধ্য

মহাত্মা ঋষিসমুখ মহল্লোকের আশ্রয় লন । হে
মহামুনে ! তখন এই ত্রিলোকে কোন্ কোন্
প্রাণী বিদ্যমান থাকে ? আর কাহার মহল্লোকে
গমন করে ? হে মহাভাগ ! এই সকল আমার
নিকট পৃথক পৃথকরূপে বর্ণন করুন । হে
বিপ্রেন্দ্র ! যে সকল প্রাণী এই ত্রিলোকে বিদ্যমান
থাকে, তাহারাই বা কিরূপে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আর
এই সুদাক্ষণ সময় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
ও ক্রুদাদিরই বা কি দশা হয় ? অনন্তর ধীমান্
ধর্ম্মরাজ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ঋষিসমুখ-সমা-
বৃত ঋষি মার্কণ্ডেয় প্রত্যুত্তর করিলেন । মুনি
মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নরেশ্বর ! তোমার সহিত
ঋষি সকল আমার বাক্য শ্রবণ করুন । পূর্বকালে
শঙ্কর বায়ুর নিকট এই মহাপুরাণ বর্ণন করেন;
স্বন্দ বায়ুসকাশে এই পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ করেন;
অনন্তর স্বন্দসমীপে বশিষ্ঠ ইহা বিদিত হন এবং
বশিষ্ঠ হইতে পরাশর ইহা শ্রবণ করেন, তারপর
পরাশর হইতে জাতুকর্ণ ও জাতুকর্ণ হইতে অশ্বাস্ত
মহর্ষিগণ শ্রবণ ও কীর্তন করিয়াছিলেন । এইরূপ
পরম্পরাক্রমে শতসংখ্যক বিজোক্তম এই পুরাণ
কীর্তন করিয়াছেন । ১—১৪। শঙ্কর পুরাকালে সকল
শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ও যথার্থতঃ বেদার্থ বিদিত
হইয়া শতসাহস্রী সংহিতা কীর্তন করেন; অনন্তর
মহর্ষিগণ সেই সকল সংহিতা যুগাবস্থাতেই মানব-
গণের অল্পজ্ঞানানুসারে তাহাদের অল্পকুল করিয়া

পশুভক্তারং ময়া পূৰ্ণং মহেশ্বরম্ । পুরাণং শ্রুতমে-
তর্কিত্তে বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ ১৭ ॥ যচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে
জন্তুঃ সর্বপাপৈর্নরেশ্বর । মানসৈঃ কৰ্ম্মজৈশ্চৈব
সপ্তজন্ম সূক্ষ্মকিতৈঃ ॥ ১৮ ॥ সপ্তকল্পকয়া ঘোরা
ময়া দৃষ্টাঃ পুনঃপুনঃ । প্রসাদাদেবদেবন্ত বিবেশ্য
পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১৯ ॥ দ্বাদশাদিত্যনির্দগ্ধে জগতো-
কাৰ্ণবীকৃতে । শ্রাস্তোহহং বিভ্রমংস্তত্র তরন বাহুভির-
ণবম্ ॥ ২০ ॥ অথাহং সলিলে রাজরাদিত্যসম-
রূপিনম্ । পুরা পুরুষমদ্রাক্ষমনাদিনিধনং প্রভুম্ ॥
২১ ॥ শৃঙ্গং চৈবাদিরাজন্ত ভাসয়ন্তঃ দিশো দশ ।
দ্বিতীয়োহস্তো মহদৃষ্টঃ পুত্রপৌত্রসমবিতঃ ॥ ২২ ॥
অগাধে ভ্রমেতে মোহপি তমোভূতে মর্গণবে ।
অবিভ্রমমুহূর্তং তু চক্রাকৃৎ ইব ভ্রমম্ ॥ ২৩ ॥ অথাহং
ভয়াহুত্বিতরন বাহুভিরণবম্ । তত্রস্থোহহং মহামংস্ত-
মপশ্যঃ মদসংযুতম্ ॥ ২৪ ॥ ততোহব্রবীৎ স মাং
দৃষ্ট্বা এহেহীতি চ ভারত । পরং প্রধানঃ সর্বেষাং
মংস্তরূপো মহেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥ ততোহহং ত্বরয়া গতা

চতুর্থা বিভক্ত করেন । হে নরেশ্বর ! আমি পূর্ব-
কালে মহেশ্বর পশুপতির উপাসনা করিয়া তাঁহার
নিকট যেরূপ পুরাণ শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে
তাহাই অশেষরূপে তোমার নিকট বর্ণন করিব ।
হে রাজন্ ! এই পুরাণশ্রবণে মানব সপ্তজন্ম-
সঞ্চিত মানসজ ও কৰ্ম্মজ পাপপুঞ্জ হইতে বিমুক্ত
হয় । পরমেষ্ঠী দেবদেব বিষ্ণুর প্রসাদে আমি
বারংবার সপ্তকল্পের ভীষণ ক্লয় দর্শন করিয়াছি ।
হে রাজন্ ! পুরাকালে কল্পের ক্লয় কাল উপস্থিত
হইলে দ্বাদশ আদিত্য উদিত হইয়া জগৎ দগ্ধ
করিল ; তখন ধরামণ্ডল একাণব হইয়া গেল ; আমি
শ্রান্ত হইলাম এবং বাহু দ্বারা সেই অর্ণবে সস্তরণ-
পূর্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলাম । হে নৃপ ! অনন্তর
আমি সেই সলিলমধ্যে আদিত্যরূপী অনাদি-
নিধন প্রভু পরম পুরুষকে দর্শন করিলাম ; সেই
পরম পুরুষ যেন গিরিরাজ হিমালয়ের শিখরের
স্তায় শৃঙ্গ দ্বারা দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ-
মান রহিয়াছেন । অনন্তর আর একটি পৌত্র-পুত্রাদি-
সমবিত মনু আমার দৃষ্টিগোচর হইলেন । তিনিও
চক্রাকৃঢ়ের স্তায় তমোময় অগাধ জলধিমধ্যে অবি-
শ্রাম ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । আমি ভীতিবশতঃ
উদ্ভিগ্ধচিত্ত হইয়া বাহু দ্বারা সস্তরণপূর্বক তথায়
অবস্থিত হইয়াই এক মহা উন্নত মংস্ত দর্শন করি-

তনুখে মনুজেশ্বর । স্রাস্তো বিগতজ্ঞানঃ পরং
নির্বেদমাগতঃ ॥ ২৬ ॥ ততোহদ্রাক্ষঃ সমুদ্রাস্তে
মহদাবর্তসঙ্কলাম্ । উদ্যন্তরঙ্গসলিলাঃ কেনপুঞ্জাট-
হাসিনীম্ ॥ ২৭ ॥ নদীঃ কামগমাং পুণ্যাঃ ব্যবমীন-
সমাকুলাম্ । নদ্যান্তস্তাশ্চ মধ্যস্থা প্রমদা কামরূপিণী ॥
২৮ ॥ নীলোৎপলদলশ্রামা মহৎপ্রকোভবাহিনী ।
দিব্যহাটকচিদ্ভাসী কনকোজ্জলশোভিতা ॥ ২৯ ॥
দ্বাভ্যাং সংগৃহ জাহ্নভ্যাং মহৎ পোতং ব্যবস্থিতা ।
তাং মনুঃ প্রত্যাবাচৈদং কা ত্বং দিব্যবরাজনে ॥ ৩০ ॥
তিষ্ঠসে কেন কার্ষ্যেণ তমত্র সুরসুন্দরি । সুরাসুর-
গণে নষ্টে ভ্রমেসে নীলগর্গবে ॥ ৩১ ॥ সরিতঃ
সাগরাঃ শৈলাঃ ক্লয়ঃ প্রাপ্তা হনেকশঃ । ত্রয়েকা
তু কথং সাক্ষি তিষ্ঠসে কারণং মহৎ ॥ শ্রোতু-
মিচ্ছাম্যহং দেবি কথয়ন্ত্ব হশেষতঃ ॥ ৩২ ॥

লাম । হে ভারত ! সেই মহা মংস্তরূপী পরম পুরুষ
মহেশ্বর আমাকে সন্দর্শন করিয়া বলিতে লাগি-
লেন,—“আমার নিকট আগমন কর ।” হে মনুজ-
পতে ! আমি তখন সত্তর তাঁহার মুখে গমনপূর্বক
অত্যন্ত শ্রান্ত হইলাম, আমার সংজ্ঞা লোপ
পাইল এবং আমি নিতান্ত নির্বেদ প্রাপ্ত হইলাম ।
১৫—২৬ । আমি সাগরমধ্যে এক কামগামিনী পুণ্যা
নদী সন্দর্শন করিলাম, এই নদী মহা আবর্তসঙ্কলা
ও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎমংস্ত সমূহে সমাকুলা ;
ইহার সলিলরাশি তরঙ্গায়িত এবং শুভ্র কেন-
রাশিদর্শনে মনে হয় যেন, এই নদী অট্টহাস্ত
করিতেছে । সেই নদীর মধ্যে এক কামরূপিণী
প্রমদা বিদ্যমানা, তাহার বর্ণ নীলোৎপলদলের
ন্যায় শ্রাম দিব্য হাটকাদিতে ভূষিত হইয়া
এ মনোহরাজী রমণী যেন কনকোজ্জল বলিয়া
প্রতীয়মানা হইতে লাগিল । এই রমণী এক বৃহৎ
পোতে অবস্থিত এবং জাহ্নবয় দ্বারা এই পোত ধারণ
করিয়া রহিয়াছে । মনু এই কামিনীকে জিজ্ঞাসা
করিলেন,—হে মনোহরাজি ! তোমাকে দেখিয়া
মনে হইতেছে ? তুমি কোন সুরসুন্দরী হইবে ;
তুমি একাকিনী কেন বিচরণ করিতেছ ? আর
তোমার নাম বা কি ? এবং এইরূপ বিচরণের
উদ্দেশ্যই বা কি ? হে শ্রামি ! সুর, অসুর, সরিৎ,
সাগর ও শৈল বিনষ্ট হইয়াছে, তুমি একাকিনী
অবলীলাক্রমে এই সাগরমধ্যে ভ্রমণ ও অবস্থান
করিতেছ ; ইহা দেখিয়া আমাদের মনে হয়,—ইহার

অবলোবাচ । ঈশ্বরাক্ষসমুদ্ভূতা হুমতা নাম বিষ্ণুতা ।
সরিং পাপহরা পুণ্যা মামাশ্রিত্য ভয়ং কৃতঃ । ৩৩ ।
সাহং পোতমিমং তুভ্যং গৃহীত্বা হাগতা দ্বিজ ।
ন হস্ত পোতস্ত কয়ো যত্র তিষ্ঠতি শঙ্করঃ । ৩৪ ।
তস্তাস্তবচনং শ্রুত্বা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ । মনুনা
সহ রাজেন্দ্র পোতারুচো হহং তদা । ৩৫ । কৃতাজ্জলি-
পুটো তুত্বা প্রণম্য শিরসা বিভূম্ । ব্যাপিনং
পরমেশানমস্তৌষমভয়প্রদম্ । ৩৬ । সদ্যোজাতায়
দেবায় বামদেবায় বৈ নমঃ । ভবেভবে নমস্তভ্যং
ভক্তিগম্যায় তে নমঃ । ৩৭ । ভূর্ভুবায নমস্তভ্যং
রামজ্যোষ্ঠায় বৈ নমঃ । নমস্তে ভদ্রকালায় কলিরূপায়
বৈ নমঃ । অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় মহাদেবায় ধামনে ।
বিদ্যাহে দেবদেবায় তন্নো ক্রুদ্র নমো নমঃ । ৩৯ ।
জগৎসৃষ্টিবিনাশানাং কারণায় নমো নমঃ । এবং

অবশ্যই কোন মহৎ কারণ থাকিবে । হে দেবি !
ইহা শ্রবণে আমার অভিলাষ হইতেছে, অতএব
অশেষরূপে বর্ণন কর । অবলা বলিলেন,—আমি
ঈশ্বরের শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছি, আমার
নাম বিষ্ণুতা অমৃতা; আমাকে পাপনাশিনী নদী
বলিয়া জানিবেন; যাহারা আমার আশ্রয় লয়,
তাহাদের আবার ভয় কোথায়? হে দ্বিজ! আমি
তোমার রক্ষার জন্য এই পোত লইয়া আগমন
করিয়াছি । এই পোতে শঙ্কর সতত বিরাজিত ।
অতএব এই পোতের বিনাশাশঙ্কা করিও না ।
হে রাজেন্দ্র! অবলার সেই বাক্য শুনিয়া বিস্ময়ে
আমার লোচনযুগল উৎফুল্ল হইল, তখন মনুস
সহিত আমি সেই পোতে আরোহণ করিলাম, এবং
বদ্ধাজলি হইয়া সর্বব্যাপী অভয় পরমেশ বিভূকে
মস্তক দ্বারা প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলাম ।
আমি বলিলাম,—যিনি একমাত্র ভক্তিদ্বারা লভ্য
সেই সদ্যোজাত দেব বামদেবকে নমস্কার;
হে বিভো! জন্মে জন্মে আপনাকে নমস্কার
করি । যিনি ভূ ও ভুব এবং রামের জ্যেষ্ঠ,
তঁাহাকে নমস্কার । হে মঙ্গলরূপিন! হে কাল!
আপনার কলিরূপকে নমস্কার । হে মহাদেব!
আমরা আপনাকে অচিন্ত্য, অব্যাক্তরূপ ও নিত্য-
ধাম বলিয়া বিদিত হই; হে দেবদেব! আমাদের
বুদ্ধি আপনাতে নিরত হউক; হে ক্রুদ্র! আপনাকে
নমস্কার । হে বিভো! আপনি জগতের সৃষ্টি,
স্থিতি ও বিনাশের কারণ; আপনাকে নমস্কার!
হে অনন্ড! পুঙ্খকণ্ঠে আমি এইরূপে মহাদেবের

স্তোত্রো মহাদেবঃ পূর্বঃ সৃষ্ট্যা ময়ানঘ । ৪০ । প্রসন্নো-
মাবদৎ পশ্চাদ্ভয়ং বরয় স্মৃতত । ৪১ ।

ইতি ত্রীক্ষান্দে মার্কণ্ডেয়কৃতপোতার্ক্যারো-

হণবৃত্তান্তবর্ণনং নাম তৃতীয়ো-

হধ্যায়ঃ । ৩ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

ত্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততোহর্ণবাৎ সমুত্তীর্ঘ্য
ত্রিকূটশিখরে স্থিতম্ । মহাকনকবর্ণাভে নানাবর্ণ-
শিলাচিত্তে । ১ । মহাশৃঙ্গে সমাসীনঃ ক্রুদ্রকোটি-
সমধিতম্ । মহাদেবং মহাশ্রানমোশানমজমব্যয়ম্ ।
২ । সর্বভূতময়ং তাত মনুনা সহ স্মৃতত । ভূয়ো
ববন্দে চরণৌ সর্বদেবনমস্কৃতৌ । ৩ । তৎকালে
যুগসাহস্রং সহ ক্রুদ্রেণ মানদ । তস্মিন্নেকার্ণবে
ঘোরে স্থিতোহহং কুরুনন্দন । ৪ । যুধিষ্ঠির
উবাচ । এবচ্ছুত্বা তু মে তাত পরং কোতুহলং
হৃদি । জাতং তৎকথয়স্বেন্তি শৃণুতঃ সহ বাস্কটৈঃ ।

স্তব করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া আমার নয়নগোচর
হইলেন এবং আমাকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন,—
“হে স্মৃতত! বর গ্রহণ কর ।” ২৭—৪১ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ৩ ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর মহাদেব সমুদ্ভ
হইতে উত্থিত হইয়া ত্রিকূটশিখরে অবস্থান করি-
লেন । ঐ ত্রিকূটশিখর কনকের স্তায় অত্যুজ্জল ও
বিবিধ বর্ণের শিলাজালে খচিত; এই ত্রিকূটের
একটি মহাশৃঙ্গ আছে, ঐ শৃঙ্গে কোটি কোটি ক্রুদ্র
বাস করিতেছেন । হে তাত! ঈশান অজ
অব্যয় সর্বভূতময় মহাত্মা মহাদেব সেই শিখরে
সমাসীন হইলেন । হে স্মৃতত! আমি মনুস
সহিত সেই মহাদেবের স্মৃতিত চরণারবিন্দ পুনঃ
পুনঃ বন্দনা করিলাম । হে মানদ কুরুনন্দন!
সেই ভয়ঙ্কর একাকার কালে আমি ক্রুদ্র সান্নিধ্যানে
সহস্রযুগ অবস্থান করিয়াছিলাম । যুধিষ্ঠির বলিলেন,
—হে তাত! আপনার কথা শুনিয়া আমার হৃদয়ে
অত্যন্ত কুতুহল জন্মিয়াছে; অতএব বলুন, বাস্কট-
গণ সহ আমি শ্রবণ করিতেছি । যিনি অন্ধকারময়

৫। কা সা পদ্মপলাশাকী তমোভূতে মহার্ণবে ।
 যোগিবদ্ভ্রমতে নিত্যং ক্রুদ্রজাঃ স্বাধু যাববীৎ ॥ ৬ ॥
 শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । এতমেব ময়া প্রপ্নং পুরা পৃষ্টো
 মনুঃ শ্রুয়ম্ । তদেব তেহদ্য বক্ষ্যামি অবলায়াঃ
 সমুদ্ভবম্ ॥ ৭ ॥ ব্যতীত্যাঃ নিশায়াঃ তু ব্রহ্মণঃ
 পরমেষ্ঠিনঃ । ততঃ প্রভাতে বিমলে স্বজ্যমানেষু
 জন্তবু ॥ ৮ ॥ মনুঃ প্রণম্য শিরসা পৃচ্ছামোতদ্-
 যুধিষ্ঠির । কেয়ং পদ্মপলাশাকী শ্রামা চন্দ্রনিতাননা ॥
 ৯ ॥ একার্ণবে ভ্রমত্যেকা ক্রুদ্রজাহস্মীতিবাদিনী ।
 সাবিত্রী বেদমাতা চ হৃদবা সা সরস্বতী ॥ ১০ ॥
 মন্দাকিনী সরিচ্ছ্রেষ্ঠা লক্ষ্মীর্বা কিমথো উমা ।
 কালরাত্রির্ভবেৎ সাক্ষাৎ প্রকৃতিকা সুখোচিতা ॥ ১১ ॥
 এতদাচক্ষু ভগবন্ কা সা হমতসম্ববা । চরতো-
 কার্ণবে ঘোরে প্রনষ্টোরগরাক্ষসে ॥ ১২ ॥
 মনুরুবাচ । শৃণু বৎস যথাস্থায়মশ্রু বক্ষ্যামি
 সমুদ্ভবম্ । যথা ক্রুদ্রসমুদ্ভূতা যা চেয়ং বরবর্ণিনী ॥
 ১৩ ॥ পুরা শিবঃ শাস্ততনুশ্চচার বিপুলং তপঃ ।
 হিতাধঃ সর্বলোকানামুমুখা সহ শঙ্করঃ ॥ ১৪ ॥
 ঋক্ষশৈলঃ সমাক্রম্য তপস্তপে সুদাক্ষণম্ ॥

মহার্ণবে যোগীর স্থায় নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন,
 আপনি যাহাকে ক্রুদ্রের স্ত্রী অংশজ বলিয়া বর্ণন
 করিয়াছেন, সেই পদ্মপলাশলোচনা কে ? মার্ক-
 ণ্ডেয় উত্তর করিলেন—আমি পুরাকালে শ্রুয়ং মনুর
 নিকট এই অবলার উদ্ভবকৃতান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া-
 ছিলাম । আমি তাঁহার মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, আজ
 তোমার নিকট তাহাই বর্ণন করিতেছি । হে যুধি-
 ষ্ঠির ! পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার নিশাবসানে প্রভাতকালে
 তিনি যখন জন্তুগণের স্বজন আরম্ভ করেন, তখন
 মনুকে প্রণাম করিয়া আমি এই প্রশ্ন করি । আমি
 জিজ্ঞাসা করি—হে ভগবন্ ! এই যে শ্রামবদনা
 চন্দ্রনিতাননা পদ্মপলাশলোচনা অবলা “আমি ক্রুদ্রজা”
 বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদানপুঙ্গব উরগ রাক্ষস
 প্রভৃতি জন্তুবিহীন ঘোর একার্ণবে একাকিনী বিচরণ
 করিতেছেন, এই অমৃতোদ্ভবা অবলা কে ? ইনি
 কি সাবিত্রী, বেদমাতা, সরস্বতী, সরিদ্ভরা
 মন্দাকিনী, লক্ষ্মী, উমা, কালরাত্রি, অথবা সাক্ষাৎ
 সুখোচিতা প্রকৃতি ? এই সকল আমার নিকট
 বলুন । মনু উত্তর করিলেন,—হে বৎস ! এই
 ক্রুদ্রসমুদ্ভূতা বরবর্ণিনী অবলার উদ্ভব বিবরণ
 যথযথ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । পুরাকালে
 শাস্ততনু শিব নিখিল লোকের হিত কাম-
 নায় উমার সহিত বিপুল তপস্তা করিয়াছিলেন ।

অদৃষ্টঃ সর্বভূতানাং সর্বভূতাত্মকে বশী ॥ ১৫ ॥
 তপতন্তু দেবন্তু স্বেদঃ সমভবৎ কিল । তং গিরিং
 প্রাবয়ামাস স স্বেদো ক্রুদ্রসম্ভবঃ ॥ ১৬ ॥ তন্মাদাসীৎ
 সমুদ্ভূতা মহাপুণ্যা সরিদ্ভরা । যা সা ত্য়ার্ণবে দৃষ্টো
 পদ্মপত্রায়তেক্ষণা ॥ ১৭ ॥ স্ত্রীরূপং সমবস্থায় ক্রুদ্র-
 মারাদয়ৎ পুরা । আদ্যে কৃতযুগে তস্মিন্ সমানাম-
 যুতঃ নৃপ ॥ ১৮ ॥ ততস্তষ্টো মহাদেব উময়া সহ
 শঙ্করঃ । ক্রহি ত্বং তু মহাভাগে যন্তে মনসি বর্ততে ॥
 ১৯ ॥ সরিদ্ভবাচ । প্রলয়ে সমনুপ্রাপ্তে নষ্টে
 স্বাবরজজন্মে প্রসাদাত্তব দেবেশ অক্ষয়াহং ভবে
 প্রভো ॥ ২০ ॥ সরিৎসু সাগরেষেব পর্কতেষু
 ক্ষয়িষ্যি । তব প্রসাদাদেবেশ পুণ্যাক্ষয়া ভবে
 প্রভো ॥ ২১ ॥ পাপোপপাতকৈষুক্তা মহাপাত-
 কিনোহপি যে । মুচ্যন্তে সর্বপাপেভ্যো ভক্ত্যা
 গ্নাহা তু শঙ্কর ॥ ২২ ॥ উত্তরে জাহ্নবী দেশে
 মহাপাতকনাশিনী । ভবামি দক্ষিণে মার্গে যদ্যেবং
 সুরপূজিতা ॥ ২৩ ॥ স্বর্গাদাগম্য গংগেতি যথা

১—২৪। সর্বভূতাত্মক বশী শঙ্কর ঋক্ষশৈলে আরো-
 হণপুঙ্গব প্রাণগণের অদৃষ্ট হইয়া উমার সহিত
 সুদাক্ষণ তপশ্চরণ করেন ; তিনি তপশ্চরণ
 করিতে থাকিলে সেই শঙ্করের শরীর হইতে স্বেদ
 বিগলিত হইয়া ঋক্ষ শৈল প্রাবিত করিল ; অনন্তর
 সেই ক্রুদ্রদেহোদ্গত স্বেদ হইতে মহাপুণ্যা সরিদ্-
 ভরা এক নদী সমুদ্ভূতা হয় । তুমি ইহাকেই একা-
 র্ণবে পদ্মপত্রায়তনেত্রা অবলারূপিনী দর্শন করিয়াছ ।
 অনন্তর সেই নদী অবলারূপিনী হইয়া সত্যযুগে
 অগুত বৎসর ক্রুদ্রের আরাধনা করেন । অবলার
 তপস্তায় সমুদ্ভূত হইয়া শঙ্কর মহাদেব উমা সমভি-
 ব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন এবং বলিলেন,—
 হে মহাভাগে ! তোমার মনোগত অতীষ্ট ব্যক্ত
 কর । অ লাক্ষ্মীর্বা সরিদ্ভরা উত্তর করিল,—হে
 প্রভো ! প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যখন স্বাবর-
 জজন্ম বিনষ্ট হইবে, আমি তখন যেন আমি অক্ষয়া
 হই ; হে দেবেশ ! প্রলয়কালে নিখিল সরিৎ, সাগর,
 ও পর্কত ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে ; আপনার অল্পগ্রহে
 আমার যেন ক্ষয় না হয়, আর আমি যেন অতীব
 পুণ্যনদী বলিয়া গণ্য হই । হে প্রভো ! যে
 সকল পাতক, উপপাতক ও মহাপাতকযুক্ত নর
 ভক্তিয়ুক্ত হইয়া আমার সন্নিবেশ অবগাহন করিবে,
 তাহারাও যেন নিখিল বলু হইতে মুক্ত হয় । হে
 শঙ্কর ! স্বর্গ হইতে গঙ্গা অবতরণ করিয়া ক্রিতি-

খ্যাতা কিতৌ বিভো । তথা দক্ষিণগঙ্গেতি ভবেয়ঃ
ত্রিদশেশ্বর ॥ ২৩ ॥ পৃথিব্যাং সৰ্বসৌখ্যেষ্ণু স্নাত্বা
যজ্ঞভতে কলম্ । তৎকলং লভতে মৰ্ত্ত্যো
ভক্ত্যা স্নাত্বা মহেশ্বর ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মহত্যাদিকং
পাপং যদাস্তে সঞ্চিতং কচিৎ । মাসমাত্রেন তদেব
ক্ষয়ং যাস্তবগাহনাৎ ॥ ২৫ ॥ যৎকলং সৰ্ববেদেষু
সৰ্বযজ্ঞেষু শঙ্কর । অবগাহেন তৎসৰ্বং ভবতি
মতিশ্রম ॥ ২৬ ॥ সৰ্বদানোপবাসেষু সৰ্বসৌখ্যবগাহনে ।
তৎকলং মম তোয়েন জায়তামিতি শঙ্করঃ ॥ ২৭ ॥
মম তীরে নরা যে তু অর্চয়ন্তি মহেশ্বরম্ । তে
গত্যন্তব লোকং সূর্যেতদেব ভবেচ্ছিব ॥ ২৮ ॥
মম কূলে মহেশান উময়া সহ দৈবতৈঃ । বস নিত্যং
জগন্নাথ এষ এব বরো মম ॥ ২৯ ॥ স্নুকৰ্ম্মা বা
বিকৰ্ম্মা বা শাস্তো দাস্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ । যতো
জন্তুম্ জলে গচ্ছতাদমরাবতীম্ ॥ ৩০ ॥ ত্রিষ্ণু
লোকেষু বিখ্যাতা মহাপাতকনাশিনী । ভবামি
দেবদেবেশ প্রসন্নো যদি মন্তসে ॥ ৩১ ॥ এতাং-

শাস্তান বরান্ দিব্যান্ প্রার্থিতো নৃপসত্তম । নৰ্ম্ম-
দায়ৈ ততঃ প্রাহঃ প্রসন্নো বৃষবাহনঃ ॥ ৩২ ॥ শ্রীমহেশ
উবাচ । এবং ভবতু কল্যাণি যথয়োক্তমনিন্দিতে ।
নান্তা বারাহী লোকেষু মুক্কা স্বাঃ কমলেক্ষণে ॥
৩৩ ॥ যদৈব মম দেহাৎ সমুদ্ভূতা বরাননে । তদৈব
সৰ্বপাপনাং মোচিনী ত্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ কল-
ক্ষয়করে কালে কালে ঘোরে বিশেষতঃ । উত্তরং
কূলমাত্রিত্য নিবসন্তি চ যে নরাঃ ॥ ৩৫ ॥ অপি
কৌটপতঙ্গাশ্চ বৃক্ষগুণ্ডলতাদৃগ্ । আদেহপতনাদেবি
তেহপি যান্তন্তি সদগতিম্ ॥ ৩৬ ॥ দক্ষিণং
কূলমাত্রিত্য যে দ্বিজা ধর্ম্মবৎসলাঃ ।
মৃত্যোর্নিবসন্তি তে গতাঃ পিতৃমন্দিরে ॥ ৩৭ ॥
অহং হি তব বাকোন কস্মিংশ্চিৎকারণান্তরে ।
ত্বতীরে নিবসিস্যামি সদৈব হ্যাময়া সমম্ ॥ ৩৮ ॥
এবং দেবি মহাদেবি এবমেব ন সংশয়ঃ । ব্রহ্মেণ-
চন্দ্রবক্রণৈঃ সাত্বৈশ্চ সহ বিষ্ণুনা ॥ ৩৯ ॥ উত্তরে

তঙ্গের উত্তরভাগে যেরূপ বিখ্যাতি লাভ করিয়াছেন,
আমিও যেন তজ্জপ দক্ষিণদেশে মহাপাতকনাশিনী
জাহ্নবী বলিয়া বিখ্যাতা হই। সুরগণ সতত যেন
আমার পূজা করেন। হে ত্রিদশেশ্বর! ত্রিলোক-
বাসী আমাকে যেন দক্ষিণ-গঙ্গা বলিয়া বিদিত
হয়। পৃথিবীমধ্যে মানব নিগিল তীরে অবগাহন
করিয়া যে কললাভ করে, হে মহেশ্বর! আমার
সলিলে স্নান করিলেও যেন তাহার তুল্য কললাভ
করিতে পারে। হে দেব! যাহার ব্রহ্মহত্যাজনিত
পাপ সঞ্চিত থাকে, সেও মাসমাত্র আমার সলিলে
অবগাহন করিয়া পাপবিমুক্ত হউক। হে শঙ্কর!
নিগিল বেদাধ্যয়ন ও সকল যজ্ঞাঙ্কুষ্ঠানে যে কল,
আমাতে অবগাহন করিয়াও মানব সেই কললাভ
করুক। হে শঙ্কর! অখিল দান, উপবাস ও
তীর্থবগাহনে যে কল, আমার জলে স্নান
করিয়াও সকলে সেই কল প্রাপ্ত হউক।
হে শিব! আমার তীরে যাহারা মহেশ্বরের
অর্চনা করিবে, তাহারা আপনার লোকে গমন
করুক। হে মহেশান! নিখিলদেব ও উমার
সহিত আপনি আমার তীরে সতত বাস করুন;
হে জগন্নাথ! ইহাই আমার অতীষ্ট বর জানি-
বেন। হে দেবদেবেশ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন
হইয়া থাকেন, আর আমাকে বরদানের যোগ্য
বলিয়া মনে করেন, তবে আমি যেন মহাপাতক-

নাশিনী বলিয়া ত্রিলোকবিখ্যাত হই এবং স্নুকৰ্ম্মা,
বিকৰ্ম্মা, শাস্ত, দাস্ত, জিতেন্দ্রিয়—যে কোন প্রাণী
আমার তীরে প্রাণত্যাগ করুক না কেন, সকলেই
যেন অমরপুরে গমন করে। হে নৃপসত্তম! অন-
ন্তর সরিৎবরা নৰ্ম্মদা এইরূপ ও অন্তরূপ বহু দিব্য-
বর প্রার্থনা করিলে বৃষবাহন প্রসন্ন হইয়া উত্তর
করিলেন। মহাদেব বলিলেন,—হে কল্যাণি!
তুমি যেরূপ প্রার্থনা করিলে তাহাই হউক; হে
অনিন্দিতে! ত্রিলোকে তোমা ব্যতিরেকে আমার
বর যোগ্য অন্ত আর কেহই নাই; হে বরাননে!
তুমি আমার দেহ হইতে সমুদ্ভূতা হইয়াছ, অতএব
তুমি নিখিল কলুবের মোচনকত্রী, সংশয় নাই।
হে দেবি! ভীষণ কলক্ষকালে যাহারা তোমার
উত্তরকূলে বাস করিবে, মলুবের ত কথাই নাই,
তোমার উত্তরতীরবাসী কৌট, পতঙ্গ, তরু, গুল্ম
ও লতাাদিও দেহপতন হইলে সদগতি প্রাপ্ত হইবে।
যে সকল ধর্ম্মবৎসল দ্বিজ মৃত্যুকাল পর্যন্ত তোমার
দক্ষিণতীরে অবস্থান করিবে, দেহাবসানে তাহারা
পিতৃপুরগমনে সমর্থ হইবে। হে দেবি! আমিও
তোমার প্রার্থনানুসারে উমার সহিত শরীরান্তর
পরিগ্রহ করিয়া তোমার তীরে সতত বাস করিব।
হে মহাদেবি! আমার বাক্য নিশ্চিতই সত্য
বলিয়া জানিও; এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।
হে পুন্দরি! আমার আদেশে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র,

দেবি তে কুলে বসিষ্যন্তি মমাজ্ঞয়া । দক্ষিণে পিতৃভিঃ
সার্কিঃ তথাস্তে সুরসুন্দরি ॥ ৪১ ॥ বসিষ্যন্তি ময়া
সার্কিমেষ তে বর উত্তমঃ । গচ্ছগচ্ছ মহাভাগে
মর্ত্যান্ পাশাধিমোচয় ॥ ৪২ ॥ সহিতা ঋষিসজ্জ্যেষ্ঠ
তথা সিদ্ধসুরাসুরৈঃ । এবমুক্তা মহাদেব উময়া
সহিতো বিভুঃ ॥ ৪৩ ॥ বন্দ্যমানোহথ মনুনা ময়া
চাচর্শনং গতঃ । তেন চৈষা মহাপুণ্যা মহাপাতক-
নাশিনী ॥ ৪৪ ॥ কথিতা পৃচ্ছাতে যা তে মা তে
ভবতু বিশ্বয়ঃ । এষা গঙ্গা মহাপুণ্যা ত্রিষু লোকেষু
বিষ্কতা ॥ ৪৫ ॥ দশভিঃ পঞ্চভিঃ শ্রোতৈঃ প্রাবয়ন্তী
দিশো দশ । শোণো মহানদশ্চৈব নর্মদা সুরসা
কৃত্য ॥ ৪৬ ॥ মন্দাকিনী দশার্ণা চ চিত্রকূটা তথৈব
চ । তমসা বিদিশা চৈব করভা যমুনা তথা ॥ ৪৭ ॥
চিত্রোৎপলা বিপাশা চ রঞ্জনা বালুবাহিনী । ঋক-
পাদপ্রস্থতাস্তাঃ সর্কী বৈ ক্রদ্রসম্ভবাঃ ॥ ৪৮ ॥ সর্ক-
পাপহরাঃ পুণ্যাঃ সর্কমঙ্গলদাঃ শিবাঃ । ইত্যেতৈ
র্নামভিদিবৈ সূর্যতে বেদপারগৈঃ ॥ ৪৯ ॥ পুরাণ-
জৈর্মহাভাগৈরাজ্যপৈঃ সোমপৈস্তথা । ইত্যেতৎ

বরুণ, বিষ্ণু ও সাধ্যগণ তোমার উত্তরতীরে বাস
করিবেন এবং দক্ষিণকূলে পিতৃগণ ও অন্তান্ত
সুরনিকর সহ সতত আমি অবস্থান করিব । হে
মহাভাগে ! তোমাকে এই অনুত্তম বর প্রদান
করিলাম । এক্ষণে গমন কর এবং ঋষিসজ্জ্য ও
সিদ্ধ, সুর, ও অসুরগণ সহ মিলিত হইয়া মর্ত্য
গণের যুক্তিদাতা হও । বিভু মহেশ্বর এইরূপ
বলিয়া মনু ও মৎকর্তৃক উমার সহিত বন্দ্যমান
হইয়া নয়নপথের অদৃষ্ট হইলেন । হে রাজন্ !
তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে এই তাহার উত্তর করি-
লাম ; এইরূপে সেই নর্মদা মহাপুণ্যা ও মহা-
পাতকনাশিনী হইয়াছেন । হে ভূপ ! এবিষয়ে তুমি
বিস্মিতমনা হইও না । এই মহাপুণ্যা গঙ্গাদেবী
এইরূপে প্রাক্তর্ভূতা হইয়া জিলোকে বিখ্যাত লাভ
করিয়াছেন । ইহার যে পঞ্চদশটি প্রবাহ দশদিক
পরিপ্রাভিত করিতেছে, তাহাদের নাম ;—শোণ,
মহানদ, নর্মদা, সুরসা, কৃত্য, মন্দাকিনী, দশার্ণা,
চিত্রকূটা, তমসা বিদিশা, করভা, যমুনা, চিত্রোৎপলা,
বিপাশা, বালুবাহিনী ও রঞ্জনা । এই প্রবাহনিবহ
ঋকপাদ হইতে প্রস্থত হইয়াছে এবং সকলেই
ক্রদ্রসম্ভূত । সকল প্রবাহই সর্কপাপহর, পুণ্য,
নিখিলমঙ্গলদ ও শুভাবহ । মহাভাগ পুরাণজ

সর্কমাখ্যাতঃ মহাভাগ্যং নরোত্তম ॥ ৪০ ॥ মনুনোক্তঃ
পুরা মহমমৃত্যয়াঃ সমুত্তম । পুণ্যং পবিত্রমতুলং
ক্রদ্রোদগৌতমিদং শুভম্ ॥ ৪১ ॥ যে নরাঃ কীর্ত-
ষিষ্যন্তি ভক্ত্যা শৃংখলি য়েহপি চ । প্রাতকথায়
নামানি দশ পঞ্চ চ ভারত ॥ ৪২ ॥ তে নরাঃ
সকলং পুণ্যং লাভিষ্যন্ত্যবগাহজম্ । বিমানেনার্ক-
বর্ণেন ষষ্ঠাশতনিনাদিনা ॥ ৪৩ ॥ ত্যক্তা মানুষ্যকং
ভাবং যান্তস্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি ত্রীকান্দে নর্মদাপঞ্চদশনামবর্ণনঃ
নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ । আশ্চর্য্যমেতদখিলং কথিতং
ভো দ্বিজোত্তম । বিশ্বয়ঃ পরমাপন্ন ঋষিসজ্জ্যা ময়া
সহ ॥ ১ ॥ অহো ভগবতী পুণ্যা নর্মদেয়মযোনিজা ।
ক্রদ্রদেহাধিনিফ্রান্তা মহাপাপক্ষয়করী ॥ ২ ॥ সপ্তকল্প-

আজ্যপ ও সোমপ বেদপারগ দ্বিজগণ এই সকল
দিব্য নাম দ্বারাই উহার স্তব করিয়া থাকেন । হে
নরোত্তম ! এই মহাভাগ্যদ সকল বৃত্তান্তই তোমার
নিকট বর্ণন করিলাম ; পূর্বকালে মনু আমার নিকট
অমৃতার উদ্ভববৃত্তান্ত এইরূপই বলিয়াছেন ।
ইহা ক্রদ্রগীত সাতিশয় পুণ্য ; পবিত্র ও শুভাবহ,
ইহার তুলনা নাই । হে ভারত ! যে সকল লোক
প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া এই পঞ্চদশ নাম
ভক্তিপূর্বক কীর্তন ও শ্রবণ করেন, তাহারা
নর্মদায় অবগাহনজনিত সকল পুণ্য লাভ করিয়া
থাকেন এবং দেহাবসানে ষষ্ঠাশতনিনাদী অকলবর্ণ
বিমানে আরোহণ করিয়া মানুষ্যশরীর পরিত্যাগ-
পূর্বক উত্তম গতিলাভ করেন । ১৫—৫৪ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪

পঞ্চম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম ! আপনি
অতি আশ্চর্য্যজনক কথাই কহিয়াছেন ! আপনার
বাক্য শুনিয়া ঋষিসজ্জ্য বিস্মিত হইয়াছেন এবং
আমারও পরম বিশ্বয় উদ্ভূত হইয়াছে । অহো !
অযোনিজা ভগবতী নর্মদা কি পুণ্যা, ইনি ক্রদ্রদেহ

কয়ে প্রাপ্তে যয়েয়ং সহ স্মৃতত । ন যুতা চ মহাভাগা
কিমতঃ পুণ্যমুত্তমম্ ॥ ৩ ॥ কে তে কল্পাঃ সমুদ্ভিষ্টাঃ
সপ্ত কল্পকল্পকরাঃ । ন যুতা চেদিয়ং দেবী হং চৈব
ঋষিপুঙ্গব ॥ ৪ ॥ অপক্ষিগণসজ্জাতে জগতোকা-
র্ণবীকৃত্যে । কৌদৃক্ষেপঃ সমভবনমহাদেবো যুগ-
ক্ষয়ে ॥ ৫ ॥ কথং সংহরতে বিশ্বং কথং চাস্তে মহা-
র্গবে । কথং চ সৃজতে বিশ্বং কথং ধারয়তে প্রজাঃ ॥
৬ ॥ কৌদৃক্ষেপা ভবেদেবী সরিৎকর্ণবীকৃত্যে ।
কিমর্থং নশ্বদা প্রোক্তা রেবেতি চ কথং স্মৃতা ॥ ৭ ॥
অজ্ঞনেতি কিমর্থং বা কিমর্থং সুরসেতি চ । মন্দা-
কিনৌ কিমর্থং চ শোণশ্চেতি কথং ভবেৎ ॥ ৮ ॥
ত্রিকুটেতি কিমর্থং বা কিমর্থং বালুবাহিনী । কোটি-
কোট্যা হি তীর্থানাং প্রবিষ্টা যা মহার্গবম্ ॥ ৯ ॥
কিয়ত্যাঃ সরিতাঃ কোট্যা নশ্বদাঃ সমুপাসতে ।
যজ্ঞোপবীতৈঋষিভির্দেবতাভিস্তথৈব চ ॥ ১০ ॥
বিতজ্জেষ্য কিমর্থং চ ঋয়তে মুনিসত্তম । বৈষ্ণবীতি
পুরাণজ্ঞৈঃ কিমর্থমিহ চোচ্যতে ॥ ১১ ॥ কেষু স্থানেষু

হইতে উদ্ভূত হইয়া মহাপাপক্ষয়করী হইয়াছেন ;
হে স্মৃতত ! সপ্তকল্পাবসানেও আপনি ইহাকে
দেখিয়াছেন, এই মহাভাগা তখনও মরেন নাই ;
অতএব ইহা হইতে উত্তম পুণ্য আর কি হইতে
পারে ? হে ঋষিপুঙ্গব ! এক্ষণে বলুন, সেই যুগক্ষয়-
কর সপ্তকল্প কি ! যুগক্ষয়ে জগৎ একাৰ্ণবীকৃত হইলে
বিহগাদি কোন প্রাণীই বিদ্যমান থাকে না, এই ভয়-
ঙ্কর কালে আপনি ও সেই রুদ্রদেহোদ্ভবা নশ্বদা
দেবী কিরূপে জীবিত রহিলেন ? আর মহাদেবই
বা তখন কিরূপ বিগ্রহ ধারণ করিলেন ? তিনি
কিরূপে বিশ্ব সংহার করেন আর কিরূপেই বা
সেই মহাদেব মহার্গবে অবস্থিত থাকেন ? তিনি
কিরূপে বিশ্ব সৃজন করেন ? কি করিয়াই বা প্রজা-
গণের ধারণ করেন ? জগৎ একাৰ্ণবীকৃত হইলে
সেই মহাদেবী সরিৎকর্ণ কিরূপ রূপ ধারণ করেন ?
কেন লোকে তাঁহাকে নশ্বদা বলে, আবার সেই
নশ্বদা কেনই বা রেবা নামে বিখ্যাতা হন ?
কি জন্ত তাঁহার অজ্ঞনা, সুরসা, মন্দাকিনী, শোণ,
ত্রিকূটা এবং বালুবাহিনী প্রভৃতি নাম কথিত হয় ?
হে ঋষিসত্তম ! কল্পক্ষয়কালে কোটি কোটি
তীর্থমহার্গবে প্রবেশ করে । তন্মধ্যে কত কোটি
নদী নশ্বদার উপাসনা করে ? যজ্ঞোপবীতধারী
ঋষিগণ ও সুরনিকর কিরূপে সেই নশ্বদাকে
বিতজ্জ করিয়া লইয়াছেন ? পুরাণজ্ঞ বৈষ্ণবগণ

তীর্থেষু পূজনীয়া সরিৎকর্ণা । তীর্থানি চ পৃথগ্ভূত্বি
যস্মৈ সন্নিহিতো হরঃ ॥ যৎপ্রমাণা চ সা দেবী যা
রুদ্রেণ বিনির্মিতা । কৌদৃশানি চ কৰ্ম্মাণি রুদ্রেণ
কথিতানি তে ॥ ১২ ॥ কথং শ্লেচ্ছসমাকীর্ণো দেশো-
হয়ং দ্বিজসত্তম । এতদাচক্ষু মাং ব্রহ্মন্ মার্কণ্ডেয়
মহামতে ॥ ১৪ ॥ ক্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । শৃণু ঋষয়ঃ
সৰ্ব্বৈঃ হং চ তাত যুধিষ্ঠির । পুরাণং নশ্বদায়াং তু
কথিতং চ ত্রিশূলিনা ॥ ১৫ ॥ বায়োঃ সকাশাচ্চ ময়া
ভেনাপি চ মহেশ্বরায় ॥ অশক্যত্বান্নমুখ্যাণাং
সংক্ষিপ্তমুখিভিঃ পুরা ॥ ১৬ ॥ মায়ুরং প্রথমং তাত
কৌশ্মক তদনন্তরম্ । পুরং তথা কৌশিকং চ
মাৎস্তং দ্বিরদমেব চ ॥ ১৭ ॥ বারাহং যন্নয়া দৃষ্টং
বৈষ্ণবং চাষ্টমং পরম্ । স্ত্রাগ্রোধাখ্যমতশ্চাসীদা-
কাজ্জকং পুনরুত্তমম্ ॥ ১৮ ॥ পদ্মং চ তামসং চৈব
সংবর্ত্তোদ্বৰ্ত্তমেব চ । মহাপ্রলয়মিত্যাহঃ পুরাণে বেদ-
চিন্তকাঃ ॥ ১৯ ॥ এতৎসংক্ষেপতঃ সৰ্ব্বং সংক্ষিপ্তং

কেন ইহাকে বৈষ্ণবী আখ্যায় অভিহিত করেন ?
এই সারদ্বরা নশ্বদা, কোন .কোন তীর্থ-
স্থানে পূজনীয়া হন ? হে মহামতে ! ঐ কোটি
তীর্থ মধ্যে যে যে তীর্থে শঙ্কর বিরাজ করেন,
এই সকল পৃথক পৃথক করিয়া আমার নিকট
কৌতুক করুন । হে দ্বিজসত্তম ! যিনি রুদ্রদেহ হইতে
আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই নশ্বদার প্রমাণ কি ?
রুদ্র তথায় কি কি কার্যের উল্লেখ করেন ? হে
ব্রহ্মন্ ! নশ্বদার সন্নিহিত দেশ শ্লেচ্ছগণাকীর্ণ হইল
কেন ? ১—১৪ । হে মার্কণ্ডেয় ! এই সকল আমার
নিকট বর্ণন করুন । মুনি মার্কণ্ডেয় উত্তর করি-
লেন,—হে তাত ! তুমি ঋষিগণ সহ শ্রবণ কর ।
হে যুধিষ্ঠির ! পুরাকালে শূলপাণি নশ্বদার পৌরা-
ণিক উপখ্যান বায়ুর নিকট বর্ণন করেন, আমি
বায়ুর মুখে শ্রবণ করি ; তারপর অপরায়
মহর্ষিগণ আমার নিকট এই উপখ্যাননিচয় শ্রবণ
করেন এবং এই উপখ্যান সাধারণ মনুষ্যের
ধরণাভীত বলিয়া তাঁহারাই ইহাকে সংক্ষিপ্তরূপে
প্রণয়ন করেন । হে তাত ! বেদচিন্তক মহর্ষিগণ
পুরাণে মহাপ্রলয়ের বিষয় এইরূপ বলেন,—
প্রথম—মায়ুর, তদনন্তর কৌশ্ম, পুর, কৌশিক,
মাৎস্ত, দ্বিরদ ও বারাহ ; আমি এই বারাহ পর্য্যন্ত
সপ্তকল্পকাল দর্শন করিয়াছি । তারপর অষ্টম
বৈষ্ণব, তদনন্তর স্ত্রাগ্রোধ, উত্তম সাকাজ্জ, পদ্ম,
তামস, সংবর্ত্ত, উদ্বর্ত্ত ; এই সকল মহাপ্রলয়

তৈর্মহাশক্তিঃ । বিভক্তঃ চ চতুর্ভাগৈব কাট্যায়নমহ-
 বিভক্তিঃ ॥ ২০ ॥ তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি পুরাণার্থবিশা-
 রদ । সপ্তকল্পমহাঘোরা যৈরিয়ং ন মৃত্যু সন্নি৷ ॥
 ২১ ॥ আজন্মং তমোভূতমপ্রজাতমলক্ষণম্ । নষ্টে-
 চক্ষার্ককিরণমাসীদুত্তবিবার্জিতম্ ॥ ২২ ॥ তমসোহস্তে
 মহানায় পুরুষঃ স জগদগুরুঃ । চচার তন্মিন্নেকাকৌ
 ব্যক্তাব্যক্তঃ সনাতনঃ ॥ ২৩ ॥ স চোক্তারময়ো-
 হতীতো গায়ত্রীমন্ত্রজদ্বিজঃ । স তয়া সার্কমৌশান-
 শিক্রৌড় পুরুষো বিরাট্ ॥ ২৪ ॥ স্বদেহাদম্ভজদ্বিধঃ
 পঞ্চভূতাসংজ্ঞিতম্ । ক্রৌড়ন সমম্ভজদ্বিধঃ পঞ্চ-
 ভূতাসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৫ ॥ ক্রৌড়ীন্ স্ভজদ্বিরাট্-
 সংজ্ঞঃ স বীজং চ হিরণ্যম্ । তচ্চাণ্ডম-
 ভবদ্বিধ্যং দ্বাদশাদিত্যসন্নিভম্ ॥ ২৬ ॥ তদ্বিধা
 পুরুষো জজ্ঞে চতুর্ভুক্তঃ পিতামহঃ । সোহম্ভজ-
 দ্বিধমেবং তু স দেবানুস্মরমানম্ ॥ ২৭ ॥ সতিৰ্যাক্
 পশুপক্ষীকং স্বেদাণ্ডজজরাযুজম্ । এতদণ্ডং

পুরাণেষু প্রথমঃ পরিকীর্তিতম্ ॥ ২৮ ॥ পূর্বকল্পে
 নৃপশ্রেষ্ঠ ক্রৌড়ন্ত্যা পরমেষ্ঠিনা । উময়া সহ কদ্রন্ত
 ক্রৌড়তশ্চারণবীকৃতঃ ॥ ২৯ ॥ হর্ষাজ্জজ্ঞে শুভা কন্তা
 উমায়াঃ স্বদসম্ভবা । সর্ষস্তোরঃ স্নাজ্জজ্ঞে উমা
 কুচবিমর্দনা ॥ ৩০ ॥ স্বেদাষ্মজজ্ঞে মহতী কন্তা
 রাজীবলোচনা । দ্বিতীয়ঃ সম্ভবো যন্তা কদ্রদেহাদ-
 যুধিষ্ঠির ॥ ৩১ ॥ সা পরিভ্রমতে লোকান্ স দেবা-
 নুস্মরমানবান্ । ত্রৈলোক্যোন্মাদজননৌ রূপেণাপ্রতিমা
 তদা ॥ ৩২ ॥ তাং দৃষ্ট্বা দেবদৈত্যেভ্যো মোহিতা
 লভতে কথম্ । যুগযন্তি স্ম তাং কন্তামিতশ্চেতশ্চ
 ভারত ॥ ৩৩ ॥ হাবভাববিলাসৈশ্চ মোহয়ত্যখিলং
 জগৎ । ভ্রমতে দিব্যরূপা সা বিছ্যাৎসৌদামিনী
 যথা ॥ ৩৪ ॥ মেঘমধ্যে স্থিতা ভাতিঃ সর্ষাষ্মদ-
 নুভুমা । ততো কদ্রঃ সুরাঃ সর্ষে দৈত্যৈশ্চ সহ
 দানবৈঃ ॥ ৩৫ ॥ বরযন্তি স্ম তাং কন্তাং কামেনা-
 কুলিতা ভূশম্ । ততোহব্রবৌগহাদেবো দেবদানব-

মহর্ষিগণ কহিয়া গিয়াছেন । ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাত্মা
 মহর্ষিরা ঐ সকল সংক্ষিপ্ত করিয়া চারিভাগে
 বিভক্ত করিয়াছেন । হে পুরাণার্থবিশারদ ! আমি
 এক্ষণে তোমার নিকট তাহাই কীর্তন করি-
 তেছি । আমি যে সপ্তকল্পকাল দর্শন করিয়াছি,
 ইহা অতি ভয়ঙ্কর ; এই সপ্তকল্পের ক্ষয়কালেও
 সরিৎবরা নন্দাদি বিদ্যমান ছিলেন, তিনি মরেন
 নাই । কল্পক্ষয়কালে আজন্ম চরাচর সমস্তই তমো-
 ময় হইয়া যায়, তখন কোন লক্ষণই লক্ষিত
 হয় না এবং কোন বস্তুই জানিবার উপায় থাকে
 না । তখন চন্দ্র ও সূর্য্যকিরণ বিনষ্ট হয় ও কোন
 প্রাণীই বিদ্যমান থাকে না ; একমাত্র তমঃপারে
 ব্যক্তাব্যক্তরূপী সনাতন জগদগুরু একাকী
 বিচরণ করেন । সেই পরমপুরুষের নাম মহান্
 ইনি ; ওক্তারময় ও লোকাভীত । এই বিরাট্
 পুরুষ ঈশান গায়ত্রীকে সৃজন করিয়া তাঁহার
 সহিত ক্রৌড়া করেন । ইনিই গায়ত্রীর সহিত
 ক্রৌড়া করিতে করিতে স্বীয় দেহ হইতে পঞ্চ-
 ভূতাসক বিধের সৃজন করিয়া থাকেন । ঐ
 বিরাট্ পুরুষ ক্রৌড়া করিতে করিতে হিরণ্যম বীজ
 সৃজন করেন । সেই বীজই দ্বাদশাদিত্যপ্রভায়ুক্ত
 এক দিব্যভিষে পরিণত হয় । অনন্তর সেই ভিষ ভেদ
 করিয়া চতুরানন পিতামহ ব্রহ্মা উদ্ভূত হন এবং
 তিনিই দেব, অশ্বর, মানুষ, পশু পক্ষী প্রভৃতি

তিৰ্য্যক্ জাতি, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরাযুজ প্রভৃতির
 সহিত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃজন করেন । পুরাণশাস্ত্রে
 এই অণ্ডই সৃষ্টির প্রথম উপাদানরূপে বর্ণিত হই-
 য়াছে ॥ ১৫—২৮ ॥ হে নৃপোত্তম ! পূর্বকল্পে পরমেষ্ঠী
 ঈশান উমার সহিত যখন ক্রৌড়া করেন, কদ্রের সেই
 ক্রৌড়াকালেই জগৎ একারণবীকৃত হয়, তখন উমার
 হর্ষ উপস্থিত হইলে তাঁহার শরীর হইতে স্বেদ
 নির্গত হয় এবং সেই স্বেদ হইতে শুভাবহ এক
 কন্তা জন্মে । শঙ্কর দৃষ্ট হইয়া উমার কুচেষু
 বিমর্দিত করিয়াছিলেন, তাহাতে শঙ্করের বক্ষঃ-
 স্থল হইতে স্বেদজল প্রবাহিত হয় । এই স্বেদ
 জল হইতেও এক রাজীবলোচনা মনোহারিনী
 কন্তা জন্মগ্রহণ করেন ; হে যুধিষ্ঠির ! এই যে
 দ্বিতীয় কন্তাজন্মের কথা বলা হইল, এই কন্যা
 কদ্রদেহসম্ভূতা ; ইহার রূপের তুলনা হয় না, ইনি
 ত্রিলোক উন্মাদিত করিয়া দেবমানুষসম্মিত ত্রিভুবনে
 বিচরণ করেন । হে ভারত ! দেব ও দানবগণ
 ইহাকে দেখিয়া মোহিত হয় এবং কিরূপে ইহাকে
 লাভ করিবে, ইত্যন্তঃ তাহারই উপায় অন্বেষণ
 করিতে থাকে । রমণীয় এই দিব্যরূপা কন্তা
 হাবভাব ও বিলাস দ্বারা অখিল জগৎকে মোহিত
 করিয়া স্বীয় আভাঙ্গারা মেঘমধ্যস্থিত সৌদামিনীর
 স্তায় বিচরণ করিতে লাগিলেন । অনন্তর নিখিল

যোৰ্ধয়োঃ । ৩৬ । বলেন তেজসা চৈব হৃদিকে।
যো ভবিষ্যতি । স ইমাং প্রাপ্যতে কন্তাঃ
নান্তথা বৈ সুরোত্তমাঃ । ৩৬ । ততো দেবা-
সুরাঃ সর্বে কন্তাঃ বৈ সমুপাগমন । অহমেনাং
গ্রহীষ্যামি অহমেনামিতি ক্রবন্ । ৩৭ । পশ্চতামেব
সর্বেষাং সা কন্তাস্বরধীয়ত । পুনস্তাং দদৃশুঃ
সর্বে বোজনাস্বরধিষ্ঠিতাম্ । ৩৮ । জঘ্মুস্তে হরিতাঃ
সর্বে যত্র সা সমদৃশত । ত্রিভিষ্ঠতুর্ভিষ্ঠ তথা
যোজনৈর্দশতিঃ পুনঃ । ৪০ । ধিষ্ঠিতাঃ সমপশ্চাস্তে
সর্বে মাতঙ্গগামিনীম্ । যোজনানাং শতৈর্ভূয়ঃ
সহস্রৈশ্চাপ্যধিষ্ঠিতাম্ । ৪১ । তথা শতসহস্রৈশ্চ লঘুভ্যাং
সমদৃশত । অগ্রতঃ পৃষ্ঠতশ্চৈব দিশাসু বিদিশাসু চ
৪২ । তাং পশ্চাস্তি বরারোহামেকথা বহুধা পুনঃ ।
দিব্যবর্ষস হস্তঃ তু ভ্রামিতাস্তে তয়া পুরা । ৪৩ ।
ন চাবাপ্তা তু সা কন্তা মহাদেবাস্তসম্ভবা । সহোময়া

ততো দেবো জহাসোচ্চৈঃ পুনঃপুনঃ । ৪৪ । গণা-
স্তালকসম্পাতেনৃত্যস্তি চ মুদাধিতাঃ । অকস্মা-
দদৃশ্যতে কন্তা শঙ্করস্ত সমৌপগা । ৪৫ । তাং দৃষ্ট্বা
বিস্ময়াপরা দেবা যাস্তি পরাশুখাঃ । তস্তাশ্চক্রে
ততো নাম স্বয়মেব পিনাকধৃক্ । ৪৬ । নশ্ম চৈভ্যো
দদে যস্মাস্তৎকৃতৈশ্চেষ্টিতৈঃ পৃথক্ । ভবিষ্যসি
বরারোহে সরিজেষ্ঠা তু নশ্মদা । ৪৭ । স্বরূপমা-
স্থিতো দেবঃ প্রাপ হাস্তং যতো ভুবি । নশ্মদা তেন
চোক্তেয়ং শ্রুণীতলজলা শিবা । ৪৮ । সপ্তকল্পকয়ে
জাতে যজ্ঞকং শঙ্কুনা পুরা । ন যত তেন রাজেন্দ্র
নশ্মদা খ্যাতিমাগতা । ৪৯ । ততস্তামদদাং কন্তাং
শীলবতাং শ্রুশোভনাম্ । মহার্ণবায় দেবেশঃ
সর্বভূতপতিঃ প্রভুঃ । ৫০ । ততঃ সা ঋকশৈলেন্দ্রাং
কেনপুঞ্জাটহাসিনৌ । বিবেণ নশ্মদা দেবী সমুজ্জং
সরিতাং পতিম্ । ৫১ । এবং ত্রাস্তে পুরা কল্পে

দেব, দানবগণ ও দৈত্য অত্যন্ত কামাকুলিত হইয়া
কামরিপু হরের নিকট সেই কন্তাকে প্রার্থনা করি-
লেন । মহাদেব তাহাদের প্রতি আদেশ করিলেন,—
হে সুরসন্তমগণ ! তোমাদিগের মধ্যে যে অধিক
বলসম্পন্ন, এই কন্তা তাহারই প্রাপ্য, ইহার অন্যথা
হইবে না । শিব এইরূপ বলিলে দেব-দানবগণ
কন্তাসমীপে গমন করিল এবং সকলেই বলিতে
লাগিল—“আমি ইহাকে গ্রহণ করিব, আমি ইহাকে
গ্রহণ করিব ।” দেবদানবগণের এইরূপ জল্পনা
কল্পনা চলিতে থাকিলে দর্শকগণের সমক্ষে সেই
কন্তা তথা হইতে অন্তর্দ্বান করিলেন । দেব-
দানবগণ দেখিল,—সেই কন্তা একযোজন ব্যব-
ধানে গমন করিয়া অবস্থান করিতেছেন । অনন্তর
তাহারাও সত্তর পুনরায় কন্তাসন্নিধানে উপনীত
হইল, মাতঙ্গগামিনী-কন্তাও ক্রমে তিন, চারি ও
শতযোজন ব্যবধানে গমন করিলেন । দেব-
দানবগণ পুনরায় তাঁহার পশ্চাৎ ধাবন করিল,
কন্যাও এবারে ক্ষিপ্ত গতি অবলম্বনপূর্বক শত
সহস্র যোজন দূরে গিয়া দেখা দিলেন । অনন্তর
সুরাসুরগণ সেই বরারোহা কন্যার অগ্র-পশ্চাৎ
দিগ-বিদিক্ যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগি-
লেন, সর্বত্রই দেখিলেন,—ইনি এক হইয়াও বহু-
রূপ ধারণ করিয়াছেন । তাঁহার দিব্য সহস্র বৎসর
কন্যার অমূল্যরূপপূর্বক ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কেহই
সেই অনকরিপু অঙ্গসম্ভবা কন্যাকে প্রাপ্ত হই-

লেন না । এই ব্যাপার দর্শন করিয়া শিব উমার
সহিত উচ্চহাস্ত করিলেন, প্রমথগণ হৃষ্ট হইয়া তাল-
লয় সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল । অনন্তর
সেই কন্যা সহসা শিবের সমীপে উপনীত হইলেন ।
২৯—৪৫ । দেবগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিস্মিত ও
পরাসুখ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । তখন
স্বয়ং পিনাকপাণি শঙ্কর কন্যাকে সম্বোধন করিয়া
কহিলেন,—হে বরারোহে ! তুমি তোমার স্বীয় চেষ্টিত
দ্বারা সুরাসুরগণকে লজ্জিত করিয়াছ ; সুরাসুর-
গণের প্রতি এই “নশ্ম” দানহেতু তোমার নাম
হইল, সরিদ্বরা “নশ্মদা” ; আর অবিকৃত মহাদেবও
যে কন্তা দর্শনে কোতুক বশত উচ্চ হাস্ত করিয়া-
ছিলেন, এ জন্তও তিনি শীতলজলা “নশ্মদা”
নামে ক্ষিতিলে বিখ্যাতি লাভ করেন । হে
রাজেন্দ্র ! শিব যে পুরাকালে বলিয়াছিলেন—সপ্ত-
কল্পকয় কালেও নশ্মদা মরিবে না, তাঁহার
এই আদেশবশে নশ্মদা মরে নাই, সে ভূতলে
খ্যাতিলাভ করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে । অনন্তর
সর্বভূতপতি দেবদেব ঈশান সেই শীলবতী
শ্রুশোভনা কন্যা নশ্মদাকে মহাসমুজ্জের করে
অর্পণ করিলে তিনি ঋক শৈল হইতে প্রবাহিত
হইয়া সরিৎপতি সাগরের সহিত মিলিত হইলে,
তখন তাঁহার কেনরাশি সন্দর্শনে মনে হইতে
লাগিল, তিনি যেন অটহাস্ত করিতেছেন । হে
রাজন । দেবী নশ্মদা ত্রাস্কল্পে ঈশ্বর ঈশানের

সমুদ্ভূতয়মীশ্বরায় । মাংস্ত্বং কল্পে ময়া দৃষ্টো সমা-
পাত্তা ময়া শৃণু ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে নর্যদামাধায়, নর্যদানাম-
নিকৃতিবর্ণনং নাম পঞ্চমো-

অধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । পুনর্দুগান্তে সম্প্রাপ্তে তৃতীয়ে
নৃপসত্তম । দ্বাদশার্কেবপূর্ভুত্বা ভগবান্নীললোহিতঃ
১ । সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তাং সশৈলবনকাননাম্ ।
নির্দম্বাস্ত মহীঃ কুৎস্রাং কানো ভূত্বা মহেশ্বরঃ ॥ ২ ॥
ততো মহাঘনো ভূত্বা প্রাবয়ামাস বারিণা । কৃৎস-
নকৃৎসবপুষ্পেণাং বিদ্যুচ্চেল্লায়ুধাক্ষিতাম্ ॥ ৩ ॥ শিব-
মিত্রা জগৎ সৰ্বং তস্মিন্নৈকারণবীকৃতে । সুধাপ বিমলে
হোয়ে জগৎসঙ্কপিপ্য মাযয়া ॥ ৪ ॥ ততোহহং
ভ্রমমাণস্ত তমোভূতে মহার্ণবে । দিব্যং বর্ষসংস্রজ

শরীর হইতে এইরূপে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন ;
অতঃপর আমি মাংস্ত্বং ধরূপ দেখিয়াছি,
একণে তাহাই বলিতোছি ; শ্রবণ কর । ৪৬—৫২ ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নৃপসত্তম ! পুনরা-
য়ুগাবসানে তৃতীয়কল্পকাল উপস্থিত হয়,
মহেশ্বর কালরূপী ভগবান্নীললোহিত, দ্বাদশ
আদিত্যের ঋষ শরীর ধারণপূর্বক শৈল ব-
কাননসহ সাগরান্তা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরাকে নিঃশেষ-
রূপে দগ্ধ ও পুনর্বার ভীষণ কৃৎসবর্ণ মেঘরূপ
ধারণ করিয়া জল দ্বারা জগৎ প্রাবিত করিয়া-
ছিলেন । পূর্বে জগৎ দগ্ধ হইয়া কৃৎসবর্ণ ধারণ
করিয়াছিল, একণে সেই কৃৎসবর্ণ মহীর উপর
জলধারা পতিত হওয়ায় ও চকিত সোদামিনীর
ছায়াপাতে অমুমিত হইতে লাগিল যেন, মহী
ইন্দ্রাযুধ দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে । কালরূপী নীল-
লোহিত সমগ্র জগৎ প্রাবিত করিয়া একারণবীকৃত
করিলেন এবং স্বীয় মায়া বিস্তারপূর্বক জগৎকে
সংক্লেপ্ত করিয়া বিমল জলে শয়ান হইলেন ।
অনন্তর আমি তমোময় মহা-মুদ্রে ভ্রমণ করিতে

বায়ুভূতে মহেশ্বরে ॥ ৫ ॥ ওঙ্কার দেবদেবেশং
যেনেদং গহনীরুতম্ । ধ্যায়মানস্ততো দেবং
রাজেন্দ্র বিমলে জলে ॥ ৬ ॥ তস্মিন্নাহার্ণবে ঘোরে
নষ্টে শ্রাবরজঙ্গমে । ময়ুরং স্বর্ণপদ্মাত্যমপশুং সহসা
জলে । বিচিত্রচন্দ্রকোপেতং নীলকণ্ঠং সুলো-
চনম্ ॥ ৭ ॥ ততো ময়ুরঃ স মহার্ণবান্তে বিকোভ-
য়িত্বা হি মহারবেণ । চচার দেবপ্রিশিখী শিখণ্ডী
ত্রৈলোক্যগোষ্ঠা স মহানুভাবঃ ॥ ৮ ॥ শিবচ-
রোদ্ভেগ ময়ুররূপিণা বিকোভ্যমাণে সলিলেহপি
তস্মিন্ । সহ ভ্রমন্তীক মহার্ণবান্তে সারিন্মহোষাং
সুমহান্দদর্শ ॥ ৯ ॥ স তাং মহাদেবময়ুররূপো
দৃষ্ট্বা ভ্রমন্তীঃ সহসোশ্মিজালৈঃ । কা ত্বং শুভে শাশ্বত-
দেহভূতা কয়ং ন যাতাসি মহাক্ষয়ান্তে ॥ ১০ ॥
দেবাসুরগণে নষ্টে সন্নিবসরমহার্ণবে । কা ত্বং ভ্রমসি
পদ্মাক্ষি ক গতাসি চ ন কয়ম্ ॥ ১১ ॥ নর্যদোবাচ ।
তব প্রসাদাদেবেশমৃত্যুশ্মম ন বিদ্যতে । সৃজ দেব

লাগিলাম, এইরূপে আমার দিব্য সহস্র বৎসর
অতিবাহিত হইল । হে রাজেন্দ্র ! তদনন্তর
দেবদেব মহেশ্বর বায়ুব্রহ্ম ধারণ করিলে,
মহাসাগর আরও দুর্গম হইয়া উঠিল ; আমি তৎ-
কালে বিমলজলে ভাসমান হইয়া ওঙ্কার উচ্চারণ-
পূর্বক তাঁহাকে ধ্যান করিতে লাগিলাম । সেই
ঘোর একারণকালে শ্রাবর জঙ্গম সমস্তই বিনষ্ট
হইয়াছিল, আমি তখন সেই জলমধ্যে সহসা
একটি ময়ুর দেখিতে পাইলাম । সেই ময়ুরের
পক্ষ্মনিচয় কাঞ্চনবর্ণাঢ্য, বিচিত্র ও চন্দ্রযুক্ত ; তাহার
কণ্ঠ নীলাভ এবং নয়নদ্বয় মনোরম । সেই
ময়ুর অশ্রু কেহ নহেন, তিনি ত্রিলোকপালক
মহানুভব বহ্নিনয়ন ত্রিময়ন শিখণ্ডী শঙ্কর ।
অনন্তর হররূপী ময়ুর বিকটরবে মহার্ণব বিক্ষুব্ধ
করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন । তাঁহার সঙ্গে
সঙ্গে সেই মহার্ণব মধ্যে বেগবতী এক সন্নিব-
ভ্রমণ করিতে লাগিল । মহাসাগর তৎকালে
উন্মাদমালায় আকুল ছিল, ময়ুররূপী হর সহসা সেই
ভ্রমমাণা নদীকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
—হে শুভে ! মহাক্ষয় কালেও দেখিতেছি তোমার
ক্ষয় হয় নাই ; তুমি নিত্যদেহ হইয়া বিচরণ করি-
তেছ, তুমি কে ? হে পদ্মপলাশলোচনে ! এই মহার্ণবে
সুর, অসুর, সন্নিব, সরোবর সকলই বিনষ্ট
হইয়াছে, কিন্তু তোমার ক্ষয় হয় নাই ; তুমি ভ্রমণ
করিতেছ, তুমি কে ? ১—১১ । নর্যদা বলিলেন,—

পুনর্বিধং শরীরী কক্ষমাগতা ॥ ১২ ॥ এবমুক্তো
মহাদেবো ব্যধুনোৎ পক্ষপঙ্করম্ । তাবৎপঙ্করমধ্যাস্তে
তস্ত পক্ষাধিনিঃস্রুতাঃ ॥ ১৩ ॥ তাবস্তো দেবদৈত্যোস্তাঃ
পক্ষাভ্যাং তস্ত জজ্ঞিরে । তেষাং মধ্যে পুনঃ সা
তু নশ্বদা ভ্রমতে সরিৎ ॥ ১৪ ॥ ততশ্চাত্তো
মহাশৈলো দৃষ্টতে ভরতর্ষভ । ত্রিভিঃ কূটৈঃ
সুবিস্তৌর্ণৈঃ শৃঙ্গবানিব গোবৃষঃ ॥ ১৫ ॥ ত্রিকূটস্ত
ইতি খ্যাতঃ সর্বরত্নৈর্বিভূষিতঃ । ততস্তম্মালিকূটাক্ষ
প্রাবয়ন্তী মহাঃ যযৌ ॥ ১৬ ॥ ত্রিকূটী তেন বিখ্যাতা
পিতৃণাং জায়ণী পরা । দ্বিতীয়াচ্চ ততো গঙ্গা
বিস্তৌর্ণা ধরণীতলে ॥ ১৭ ॥ তৃতীয়ং চ ততঃ শৃঙ্গং
সপ্তধা খণ্ডশো গতম্ । জম্বুদীপে তু সঙ্গাভাঃ সপ্ত তে
কুলপর্ষতাঃ ॥ ১৮ ॥ চন্দ্রনক্ষত্রসহিতা গ্রহগ্রাম-
নদীনদাঃ । অগুজং শ্বেদজং জাতমুত্তিজ্জং চ
জরায়ুজম্ ॥ ১৯ ॥ এবং জগদিদং সর্ব ময়রা-
ভবৎ পুরা । সমস্তং নরশার্দ্দল মহাদেব-সমুদ্ভবম্ ॥

হে দেবেশ! আপনার প্রসাদে আমার মৃত্যু হয়
নাই; হে দেব! শরীরের অবসান হইয়াছে,
আপনি পুনরায় বিশ্ব সৃজন করুন। অনন্তর
ময়ূররূপী শঙ্কর নশ্বদা কর্তৃক এইরূপে প্রাণিত
হইয়া যেমন পক্ষপঙ্কি উৎক্ষিপ্ত করিলেন অমনি
তাঁহার পক্ষপঙ্কর মধ্য হইতে জীবনবহ বহির্গত
হইতে লাগিল। তাঁহার পক্ষদ্বয় হইতে দেব ও
দৈত্যোস্তগণ জন্মগ্রহণ করিলে; সরিৎবরা নশ্বদা
সেই দেবদানবগণ মধ্যে পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতে
লাগিলেন। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর এক মহাশৈল
পরিদৃষ্টমান হইল, এই মহাশৈল সুবিস্তৌর্ণ শৃঙ্গত্রয়
দ্বারা শৃঙ্গবান্ মহাকায গো-বৃষভের ন্যায় শোভা
পাইতে লাগিল। এই মহাশৈল বিবিধরত্ন দ্বারা
বিভূষিত এবং কূটত্রয় অর্থাৎ শৃঙ্গত্রয়যুক্ত বলিয়াই
ত্রিকূট নামে বিখ্যাত। নশ্বদা এই ত্রিকূট শৈলের
এক শৃঙ্গ হইতে বহির্গত হইয়া মঙ্গলক্ষে প্রাবত
করত গমন করিয়াছেন, এ জন্য পিতৃদ্বাপরায়ণা
নশ্বদা ত্রিকূটী নামেও বিখ্যাত। ত্রিকূট শৈলের
দ্বিতীয় শৃঙ্গ হইতে গঙ্গাদেবী প্রবাহিত হইয়া
ধরণীমণ্ডলে বিস্তৌর্ণা হইয়াছেন এবং ইহার তৃতীয়
শৃঙ্গ খণ্ডশঃ সপ্তধা বিভক্ত হইয়া জম্বুদীপের সপ্ত
কুলাচলরূপে পরিণত হইয়াছে। হে নরশার্দ্দল! এই
রূপে পুরাকালে চন্দ্র ও নক্ষত্রসহিত গ্রহগ্রাম,
নদ, নদী, অগুজ, শ্বেদজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ
এমন কি এই সমস্ত জগৎই ময়ূররূপী মহাদেবের

২০। ততো নদীঃ সমুদ্রাংশ্চ সংবিতজ্য পৃথক্
পৃথক্ । নশ্বদামাহ দেবেশো গচ্ছ ত্বং দক্ষিণাং
দিশম্ ॥ ২১ ॥ এবং সা দক্ষিণা গঙ্গা মহাপাতক-
নাশিনী । উত্তরে জাহ্নবী দেশে পুণ্যা ত্বং দক্ষিণে
শুভা ॥ ২২ ॥ যথা গঙ্গা মহাপুণ্যা মম মস্তকসম্ভবা ।
তদ্বিশিষ্টা মহাভাগে ত্বং চৈবেতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥
ত্বয়া সহ ভবিষ্যামি একেনাংশেন সুরতে । মহা-
পাতকযুক্তানামোমধঃ ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ২৪ ॥ এব-
মুক্তা তু দেবেন মহাপাতকনাশিনী । দক্ষিণং
দিগ্ধিভাগং তু সা জগামাণ্ডবিক্রমা ॥ ২৫ ॥
ঋক্ষশৈলেন্দ্রমাসাদ্য চন্দ্রমৌলেরনুগ্রহাৎ । বার্যৌষেঃ
প্রস্থিতা যস্মান্নমহাদেবপ্রণোদিতা ॥ ২৬ ॥ মহতা
চাপি বেগেন যস্মাদেবা সমুদ্ভূতা । মহতী তেন
সা প্রোক্তা মহাদেবায়ম্ভীপতে ॥ ২৭ ॥ তপতস্তস্য
দেবস্তা শূলাগ্রাধ্বিন্দবোহপতন্ । তেনৈবা শোণসংজ্ঞা
তু দশ সপ্ত চ তাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৮ ॥ সর্বেষাং নশ্বদা
পুণ্যা কদদেহাধিনিঃস্রুতা । সর্বাভ্যাশ্চ সরিদ্ভ্যাশ্চ

শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। অনন্তর দেবেশ
শঙ্কর নদী ও সাগরসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে
বিভাগ করিয়া নশ্বদাকে কহিলেন,—“তুমি দক্ষিণ
দিকে গমন কর।” তদবধি মহাপাতকনাশিনী
নশ্বদা দাক্ষিণগঙ্গা বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছেন।
মহাদেব নশ্বদাকে আরও বলিয়াছিলেন,—“হে
মহাভাগে! উত্তর দেশে যেমন জাহ্নবী পুণ্যময়ী,
তুমিও দক্ষিণদিকে তাদৃশী শুভাবহা ও পুণ্যা
হইবে; আমার মস্তকস্থিত জাহ্নবীও যেরূপ
নহপুণ্যশালিনী, তুমিও তদ্রূপ অতিপুতা হইবে,
সংশয় নাই। হে সুরতে! আমি তোমার সহিত
একংশে বদ্যমান থাকিব; তুমি মহাপাতকযুক্ত
মানবদিগের মহোর্বধিস্বরূপ হইবে।” মহাপাতক-
নাশিনী নশ্বদা মহাদেব কর্তৃক এইরূপে আদিত্ত
হইয়া সঙ্গরগতিতে দক্ষিণদিগ্ভাগে গমন করিলেন
এবং ভগবান্ চন্দ্রমৌলির অনুগ্রহে ঋক্ষশৈলে
উপনীত হইলেন। হে মহাপতে! মহাদেব কর্তৃক
প্রণোদিতা নশ্বদা সম্যক্ ক্ষীত হইয়া মহাবেগ-
প্রবাহে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার একটী
নাম হয়—মহতী; আর দেবদেব মহাদেব যখন
তপস্যা করেন, তখন তাঁহার শূলাগ্র হইতে সপ্ত-
দশ বিন্দু পতিত হয়, এই বিন্দুই নশ্বদায় পরিণত
হয় বলিয়া ইহার নাম শোণ হইয়াছিল। ১২—২৮।
এই কদদেহাধিনিঃস্রুতা নশ্বদা মহান্না মহাদেবের

ধরদানান্নহাস্তনঃ । ২৯ । শঙ্করাঙ্কুগ্রহাদেবী মহা-
পাতকনাশিনী । যস্মান্নহাৰ্ণবে ঘোরে দৃশ্যতে
মহতী চ সা । ৩০ । সূব্যাভ্যাক্তী মহাকায়া
মহতী তেন সা স্মৃতা । তস্মাদ্বিক্শোভ্যমাণা হি ।
দিগ্গজৈরম্বুদোপমৈঃ । ৩১ । কলুষত্বং নয়তোব
রসেন সুরসা তথা । কৃপাং করোতি সা
যস্মান্নোকানামভয়প্রদা । ৩২ । সংসারার্ণবমগ্নানাং
তেন চৈষা কৃপা স্মৃতা । পুরা কৃতযুগে পুণ্যে
দিব্যমন্দারভূষিতা । ৩৩ । কল্পরূক্ষসমাকীর্ণা
রোহিতকসমাকুলা । বহত্যেয়া চ মন্দেন তেন
মন্দাকিনী স্মৃতা । ৩৪ । ভিষ্মা মহাৰ্ণবং ক্ষিপ্ৰং
যস্মান্নোকমিহাগতা । পূজ্যা সুরৈশ্চ সিদ্ধৈশ্চ
তস্মাদেনা মহাৰ্ণবা । ৩৫ । বিচিত্রোৎপলসজ্জাতৈ-
শ্চক্ষুদ্বিপসমাকুলা । ৩৬ । ভিষ্মা শৈলং চ বিপুলং
প্রয়াতোবং মহাৰ্ণবম্ । ভ্রাময়ন্তী দিশঃ সৰ্বা রবেণ
মহতা পুরা । ৩৭ । প্রাবয়ন্তী বিরাজন্তী তেন
রেবা ইতি স্মৃতা । ভাৰ্যাপুত্রসুতঃপাট্যাররাঙ্কপৈঃ

ধরদানপ্রভাবে সকল মন্দনদী হইতে শ্রেষ্ঠা
ও পাবনী এবং শঙ্করের অনুগ্রহেই দেবী
নৰ্ম্মদা মহাপাতকনাশিনী হইয়াছেন । ইহার মহতী,
নামনিরুক্তের আরও একটি কারণ বিদ্যমান,
তাহা এই,—নৰ্ম্মদা ঘোর মহাৰ্ণবে গত্যন্ত রুহৎ
শরীরে পরিদৃশ্যমানা হইয়াছিলেন; তখন জনদ-
সদৃশ দিগ্গজগণ কর্তৃক বিক্শোভ্যমাণা মহাকায়া
নৰ্ম্মদার অঙ্গ সকল সূব্যাভ্যাক্ত হই, এজন্ত এই
নৰ্ম্মদা মহতী নামে আখ্যাতা হইয়া থাকেন । নৰ্ম্মদা
স্বীয় রস অর্থাৎ নীর দ্বারা মানবের কলুষরাশি
অপহরণ করেন, এজন্ত ইহার নাম সুরসা এবং
ত্রিলোকের অভয়দাত্রী নৰ্ম্মদা সংসারসাগরমগ্ন
জীবগণের প্রতি কৃপা করেন বলিয়া ইহার নাম
কৃপা । পুরাকালে পুত সত্যযুগে দিব্য মন্দার-
ভূষিতা, কল্পতরুসমাকীর্ণা ও রোহিতকসমাকুলা
হইয়া নৰ্ম্মদা মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়াছিলেন, এজন্ত
ইহার নাম মন্দাকিনী; মহাৰ্ণব ভেদ করিয়া
নৰ্ম্মদা ত্রিলোকে আগতা এবং সুর ও সিদ্ধগণ কর্তৃক
পূজিতা হইয়া মহাৰ্ণবা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ।
এই নৰ্ম্মদা ঋক্ষদ্বিপ পরিব্যাপ্ত, বিচিত্র উৎপলমালায়
সমাকুল; বিপুল শৈলকে ভেদ করিয়া মহাৰ্ণবে
পতিত হইয়াছেন; নৰ্ম্মদা পূর্বে যৎকালে শৈল
ভেদ করিয়া মহাৰ্ণবে পতিত হন, তখন মহাৰ্ণবে
দিগ্গদিগন্ত বিভ্রান্ত ও প্রাণিত করিয়া প্রবাহিত

সমাবৃতান । ৩৮ । বিপাপান কুরুতে যস্মাদ্বিপাপা
তেন সা স্মৃতা । বিগ্নুজনিচয়াং ঘোরাং পাণ্ড-
শোণিতকর্দমাম্ । ৩৯ । পাশৈর্দ্রিষ্ঠ্যং তু সন্ধ্যাং
যস্মান্নোচয়তে ভৃশম্ । বিপাশেতি চ সা প্রোক্তা
সংসারার্ণবতারিণী । ৪০ । নৰ্ম্মদা বিমলাস্তা চ
বিমলেন্দুভাননা । তমীভূতে মহাধোরে যস্মাদেনা
মহাপ্রভা । ৪১ । বিমলা তেন সা প্রোক্তা
বিষাভিনৃপসত্তম । কঠৈরিন্দুকরপ্রাথ্যৈঃ সূৰ্য্যরশ্মি-
সমপ্রভা । ৪২ । কুরন্তী মোদতে বিশ্বং কুরতা
তেন চোচ্যতে । যস্মাদ্রজয়তে লোকান দর্শনাদেব
ভারত । ৪৩ । রজনাড্রজনা প্রোক্তা ধাত্বর্থে
রাজসত্তম । তৃণবীকধণ্ডলাদ্যাস্তির্ধ্যাকঃ পক্ষিণস্তথা ।
তানুভূতান্নয়েৎ স্বর্গং তেনোক্তা বায়ুবাহিনী । ৪৪ ।
এবং যো বোক্ত নামানি নির্গমঃ চ বিশেষতঃ ।
স যাতি পাপনির্মুক্তো রুদ্রলোকং ন সংশয়ঃ । ৪৫ ।

ইতি ত্রীশ্বান্দে সর্গেতুকরেবানামমাহাত্ম্যাবর্ণনে
ময়ুরকল্পসমুদ্ভবো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ । ৬ ।

২৯, এই জন্য ইহার নাম হইয়াছিল,—রেবা ।
৩০ ভাৰ্য্যা-পুত্র দ্বারা সুরঃগিত ও অভিলাপ-
সমাকুল লোক সকলকে নৰ্ম্মদা বিপাপ করেন
বলিয়া ইহার নাম বিপাপা; সংসারসাগরতারিণী
নৰ্ম্মদা ভীষণ যুক্ত, পুরীষ, রজঃ, শোণিত ও
পাশসমূহ দ্বারা সতত অতীব সন্ধ্যাধিত মানবের
মোচন করেন, এজন্য ইহার নাম বিপাশা ।
হে নৃপসত্তম! নৰ্ম্মদার জল নিম্নল, ইহার বিমল
মুখকমল শশধরের ন্যায় শোভমান, প্রলয়কালে
বিশ্ব মহাভীষণ তমোময় হইলেও নৰ্ম্মদা মহাপ্রভা-
ময়ী হইয়াছিলেন, এজন্য পণ্ডিতগণ ইহাকে বিমলা
বলিয়া বর্ণন করেন । নৰ্ম্মদার কর কখন শশধর
কিরণের ন্যায় আবার কখনও দিবাকর-রশ্মিসদৃশ;
এবং নৰ্ম্মদা ক্ষরিত হইয়া পতিত হইলে বিশ্ব মুদিত
হয়, এজন্য ইহাকে লোকে কুরতা বলে । হে ভারত !
নৰ্ম্মদা দর্শনদানেই ত্রিলোক রঞ্জিত করে; হে
রাজসত্তম! এই লোকরঞ্জন হেতুই রজধাতুর অর্থ
সাধক করিবার জন্য ইহাকে রজনা কহে । এই
নৰ্ম্মদা তদীয় তীরজাত তৃণ, বীকধ, গুল্ম, লতা এবং
তির্ধ্যগ্ণ্যোনি পক্ষিগণকে উদ্ধার করিয়া স্বর্গে প্রেরণ
করেন, এজন্ত ইহাকে লোকে বায়ুবাহিনী বলিয়া
কীৰ্ত্তন করে । যে মানব নৰ্ম্মদার পূর্বোক্ত নাম

সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ।

ঐমার্কণ্ডেয় উবাচ । পুনরেকার্ণবে ষোড়শে
নষ্টে স্বাবরজ্জম্মে । সলিলেনাপ্লুতে লোকে
নিরালোকে তমোহবে ॥ ১ ॥ ব্রহ্মৈকো বিচরংস্তম
তমৌভূতে মহার্ণবে । দিব্যবর্ষসহস্রং তু খদ্যোত
ইব রূপবান্ ॥ ২ ॥ শেতে যোজনসাহস্রমপ্রমেয়-
মমুত্তমম্ । দ্বাদশাদিত্যসঙ্কাশং সহস্রচরণেক্ষণম্ ॥
৩ ॥ প্রস্তুপ্তং চার্ণবে ঘোরে হৃপশ্চ কুর্মরূপিণম্ ।
তং দৃষ্ট্বা বিশ্বয়াপন্নো ব্রহ্মা বোধয়তে শনৈঃ ॥ ৪ ॥
জ্জতিভির্নৃজলৈশ্চৈব বেদবেদাঙ্গসম্ভবৈঃ । বাচস্পতে
বিবুধ্যস্ব মহাভূত নমোহস্ত তে ॥ ৫ ॥ তবোদরে
জগৎ সর্বং তিষ্ঠতে পরমেশ্বর । তদ্বিমুক্ত মহাসত্ত্ব
যৎপূর্বং সংহতং হুয়া ॥ ৬ ॥ ব্যতীতা রজনী ব্রাহ্মী
দিনং সমনুবর্ততে । নিরীক্ষ্য সর্বলোকেশ যেন
সম্ভবতে জগৎ ॥ ৭ ॥ স নিশম্য বচস্তস্মা উখিতঃ
নিচয় বিশেষতঃ নির্গমকাহিনী জানে, সে পাপবিমুক্ত
হইয়া কল্পলোকে গমন করিয়া থাকে, সংশয়
নাই ॥ ২৯—৪৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কাহিলেন,—পুনরায় ঘোর একাণব-
কালে স্বাবর-জ্জম্ম বিনষ্ট ও লোক সকল সলিলা-
প্লুত হইলে সমস্ত অক্ষকারময় হুয়; সেই নিরালোক
তমোময় মহার্ণবে একমাত্র ব্রহ্মা খদ্যোত অর্থাৎ
জোনাকী পোকার আয় দিব্য সহস্র বৎসর বিচরণ
করেন । তিনি সেই মহার্ণবে বিচরণ করিতে
করিতে দেখিলেন—দ্বাদশাদিত্যকাস্তি অপ্রমেয়
অমুত্তম কুর্মরূপী হরি সহস্রযোজন ব্যাপিমা শবান
রহিয়াছেন; সেই ভীষণ অর্ণবে শবান কুন্দের
সহস্র চরণ ও সহস্র নয়ন । ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া
বিস্মিত হইলেন এবং বেদাগমসম্মত জ্জতিমঙ্গল-
গীতিদ্বারা সত্ত্বর তাঁহাকে প্রবোধিত করিলেন ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বাচস্পতে ! জাগরিত হউন;
হে মহাভূত ! আপনাকে নমস্কার । হে পরমে-
শ্বর ! আপনার উদরে সমস্ত জগৎ অবস্থিত, হে
মহাসত্ত্ব ! আপনি পূর্বে যে জগৎ সংহরণ
করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা মুক্ত করুন । হে
নিখিললোকেশ ! ব্রাহ্মী যামিনী অতীত হইয়াছে,
এক্ষণে দিন চলিতেছে; আপনি দর্শন করুন

পরমেশ্বরঃ । সমুদ্বিগ্নান্ সলোকাঃস্তান্ গ্রস্তান
কল্পকয়ে তদা ॥ ৮ ॥ দেবদানবগন্ধর্বাঃ সযক্ষোরগ-
রাক্ষসাঃ । সচন্দ্রার্কগ্রহাঃ সর্বে শরীরান্তস্ত নিগতাঃ
৯ ॥ ততো হ্যেকার্ণবঃ সর্বং বিভজ্য পরমেশ্বরঃ
বিস্তীর্ণোপলতোয়োঘাৎ সরিৎসরবিবর্জিতাম্ ॥ ১০ ॥
পশুতে মেদিনীং দেবঃ সর্ক্কোষধিপথলাম্
হিমবন্তঃ গিরিশ্রেষ্ঠং শ্বেতং পর্বতমুত্তমম্ ॥ ১১ ॥
শৃঙ্গবন্তঃ মহাশৈলঃ যে চান্তে কুলপর্বতাঃ । জম্বুদ্বীপঃ
কুশং ক্রৌঞ্চং সগোমেদং সশালম্ ॥ ১২ ॥
পুন্ডরাস্তাশ্চ যে দ্বীপা যে চ সপ্ত মহার্ণবাঃ ।
লোকালোকঃ মহাশৈলঃ সর্বঃ চ পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ১৩ ॥
চতুঃপ্রকৃতিসংযুক্তঃ জগৎ স্বাবরজ্জম্মম্ । যুগান্তে
তু বিনষ্টাস্তমপশুৎ স মহেশ্বরঃ ॥ ১৪ ॥ বিপ্রকর্ণ-
শিলাজালামপশুৎ স বসুন্ধরাম্ । কুর্মপৃষ্ঠোপগাং
দেবীং মহার্ণবগতাং প্রভুঃ ॥ ১৫ ॥ তস্মিন্ বিশীর্ণ-
শৈলাগ্রে সরিৎসরোববর্জিতে । নানাতরঙ্গ-
ভিন্নোদ আবর্তোদ্বর্তসঙ্কুলে ॥ ১৬ ॥ নানৌষধি-

এবং বাহাতে পুনরায় জগৎ উদ্ভূত হয়, তাহার
উপায় করুন । পরমেশ্বর কুর্মরূপী হরি ব্রহ্মার
বাক্য শ্রবণ করিয়া গাত্রোপানপূর্বক পূর্বে কল্প-
ক্ষয়কালে যে সকল লোক গ্রাস করিয়াছিলেন,
ত্রিলোক সহ তৎসমস্ত উদ্গিরণ করিলেন । তাঁহার
শরীর হইতে দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, উরগ,
রাক্ষস এবং চন্দ্র ও সূর্য্যসহ গ্রহনিবহ নির্গত
হইল । অনন্তর কুর্মরূপী পরমেশ্বর সমস্ত একাণব
বিভক্ত করিয়া কোন কোন অংশ বিস্তীর্ণ উপল-
মালাকারে ও কোন কোন অংশ বিপুলজলা
সরিৎ সরোবররূপে পরিণত করিলেন । দৃষ্টিমাত্র
তাঁহার সম্মুখে মেদিনীবক্ষে নানাবিধ ওষধি বৃক্ষ,
পশুগ, গিরিশ্রেষ্ঠ হিমবান, পর্বতোত্তম শ্বেতগিরি,
মহাশৈল শৃঙ্গবান; সপ্তকুল পর্বত; জম্বু, কুশ,
ক্রৌঞ্চ, গোমেদ, শালম, প্রক্ষ ও পুন্ডরাস্ত সপ্তদ্বীপ;
সপ্ত মহার্ণব এবং মহাশৈল লোকালোক এই সমস্ত
উপস্থিত হইল । তিনি দেখিলেন,—যুগান্ত সময়ে
চতুঃপ্রকৃতিসম্মিত স্বাবর জ্জম্মায়ক জগৎ বিনষ্টাস্ত
হইয়াছে ॥ ১—১৪ ॥ সেই প্রভু মহেশ্বর আরও
দেখিলেন—মহার্ণবগতা কুর্মপৃষ্ঠবর্তিনী দেবী
বসুন্ধরার সম্মুখেই শিলাজাল বিকীর্ণ রহিয়াছে;
সেই বিশীর্ণ শৈলমালার পুরোভাগ সরিৎসরোবর-
বিবর্জিত; তরঙ্গনিচয়ে ভোয়রাশি সঞ্চিত এবং
আবর্ত ও উদ্বর্ত দ্বারা সমাকুল; আর সেই শিলা-

প্রজলিতে নানোৎপলশিলাতলে । নানাবিহঙ্গ-
সঙ্ঘট্টাঃ মৎস্যকুর্শসমাকুলাম্ ॥ ১৭ ॥ দিব্যামায়াময়ীঃ
দেবীমুৎকৃষ্টাষুদসন্নিভাম্ । নদীমপশুদেবেশো হনো-
পমাজলাশয়াম্ ॥ ১৮ ॥ মধ্যে তস্তাষুদশ্রীমাং পীনো-
কজঘনস্তনৌম্ । বস্ত্রৈরুপমৈর্দ্বৈব্যানানাতরণ-
ভূষিতাম্ ॥ ১৯ ॥ সনুপুররবোদামাং হারকেয়ুর-
মণ্ডিতাম্ । তাদৃশীং নশ্বদাং দেবীং স্বয়ং স্ত্রীরূপ-
ধারিণীম্ ॥ ২০ ॥ যোগমায়াময়ৈশ্চৈত্রেভূষণৈঃ
শৈবীভূষিতাম্ । অব্যক্তাক্রোঃ মহাভাগামপশুৎ স তু
নশ্বদাম্ ॥ ২১ ॥ অর্কোদ্যতভূজাং বাল্যং পদ্মগত্রা-
য়তেজস্বিনীম্ । শুবন্তীং দেববেবেশমুখিতাং তু জলা-
ন্তদা ॥ ২২ ॥ বিশ্বয়াবিষ্টহৃদয়ো হৃদমুদীক্য তাং
শুভাম্ । স্নাত্বা জলে শুভে তস্তাঃ স্তোতুমভ্যুদ্যত-
স্ততঃ ॥ ২৩ ॥ অর্চয়ামাস সংকৃষ্টো মন্ত্রৈর্বেদাঙ্গ-
সম্পদৈঃ । সৃষ্টকং তৎপুরা রাজন্ পশ্যেয়ং সচরা-
চরম্ ॥ ২৪ ॥ স দেবানুরগক্ষরং সপন্নগমহোরগম্ ।
পশ্চাম্যেযা মহাভাগা নৈব যাতা ক্ষয়ং পুরা ॥ ২৫ ॥
মহাদেবপ্রসাদাচ্চ তচ্ছরীরসমুদ্ভবা । ভূয়োভূয়ো

তলে বিবিধ ওষধি প্রজলিত হইতেছে । তখন
দেবেশ মহেশ্বর নয়নপথে দিব্যামায়াময়ী উত্তম
মেঘসন্নিভ এক নদী পতিত হইল ; এই জলা-
শয়ের উপমা হইল না, ইহার জলে বিহঙ্গমগণ
স্বমধুর রব করত বিচরণ করে এবং এই নদীর
জল মৎস্যকুর্শসমাকুল । তিনি নদীর মধ্যে
স্ত্রীরূপধারিণী দেবী নশ্বদাকে দর্শন করিলেন ; নশ্বদা
মেঘবৎ শ্রীমা, তাঁহার উক, জঘন ও স্তনযুগল
স্থল ; তিনি অল্পপম দিব্য বস্ত্রালঙ্কারনিকর দ্বারা
বিভূষিত, হারকেয়ুর মণ্ডিত ; চরণের নুপুররবে
প্রগল্ভা ও যোগমায়াময় স্বীয় বিচিত্র ভূষণে ভূষিতা-
নশ্বদা প্রাকৃভূতা হইলে মহেশ্বর সেই অব্যক্তাক্রো
মহাভাগাকে দর্শন করিলেন । বাল্য কমলনোচনা
নশ্বদা তখন জল হইতে উখিত হইয়াই ভূজলতা
অর্কোদ্যত করত দেবদেবের স্তব করিতে
লাগিলেন ; সেই শুভাবস্থা নশ্বদার দর্শনে আমার
হৃদয় বিশ্বয়াবিষ্ট হইল, আমি মঙ্গলাবস্থা নশ্বদার
জলে অবগাহন ও তাঁহার স্তব করিতে উদ্যত
হইলাম এবং বেদাদিসম্ভব মন্ত্রদ্বারা তাঁহাকে পূজা
করিয়া পরম হৃষ্ট হইলাম । হে রাজন্ ! আমি
ইহার পূর্বেও দেব, দানব, গন্ধর্ব, গরুড় ও মহোরগ-
সহ সচরাচরসৃষ্টি সন্দর্শন করিয়াছি, তারপর এই
মহাভাগা নশ্বদাকেও দর্শন করিলাম ; এই নশ্বদা

ময়া দৃষ্টা কথিতা তে নৃপোত্তম ॥ ২৫ ॥ প্রাকৃভাব-
মিমং কোশ্মৎ যেহধীযন্তে দ্বিজোত্তমাঃ । যেহপি
শৃণ্বন্তি বিদ্বাঃসো মুচ্যন্তে তেহপি কিদ্বিধৈঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি ত্রীকান্দে কুর্শকল্পসমুদ্ভবো নাম
সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । নষ্টে লোকে পুনশ্চাত্তে
সলিলেন সমাধিতে । মহাশয় মধ্যস্থো বাহুভ্যা-
মতরং জলম্ ॥ ১ ॥ দিব্যে বর্ষশতে পূর্ণে শ্রান্তোহহং
নৃপসত্তম । ধ্যাং সন্মারভং দেবং মহদর্ণবতারণম্ ॥
২ ॥ ধ্যায়মানস্ততঃ কালে অপশুং পক্ষিণং পরম্ ।
হারকুন্দেন্দুসঙ্কাশং বকং গোকীরপাভুরম্ ॥ ৩ ॥
ততোহহং বিশ্বয়াবিষ্টস্তং বকং সমুদীক্য বৈ ।
অশ্বিন্ মহাশবে ঘোরে কুতোহয়ং পক্ষিসম্ভবঃ ॥ ৪ ॥
তন্নরং বাহুভিরশ্রান্তস্তং বকং প্রত্যভাবিষি । পক্ষি-

মহাদেবের "রীর হইতে সমুদ্ভূতা ও তাহারই প্রসাদে
যুগাবসানেও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল না । হে নৃপসত্তম ।
আমি ইহাকে বারবারই দর্শন করিয়াছি, তাহাই
তোমার নিকট কহিলাম । যে সকল বিদ্বান্ দ্বিজোত্তম
এই কুর্শপ্রাকৃভাব পাঠ এবং যাহারা শ্রদ্ধাপূর্বক
শ্রবণ করেন, তাহারা পাপমুক্ত হন । ১৫—২৭ ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭ ।

অষ্টম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নৃপসত্তম । পুনরায়
খিল লোক ক্ষপ্রাপ্ত হইলে সমস্ত জগৎ সলিলা-
বৃত্ত হইল, আমি মহাশয়মধ্যে পতিত হইয়া বাহুযুগল
দ্বারা জলে সন্মারভ করিতে লাগিলাম । হে রাজন্ !
এইরূপে আমার দিব্য শত বৎসর অতিবাহিত
হইল, আমি শ্রান্ত হইলাম । অনন্তর আমি মহাশব-
তারণমহাদেবের ধ্যান করিতে লাগিলাম, ধ্যান
করিতে করিতে এক পক্ষির বক আমার নয়ন-
গোচর হইল । সেই বক হার, কুন্দ ও ইন্দুর
শ্রায় কান্তিযুক্ত এবং গোকীরের শ্রায় ধবল ; আমি
তাঁহাকে দেখিয়া বিশ্বয়াবিষ্ট হইলাম এবং ভাবিলাম

রূপং সমাস্তায় কস্মৈকাণবীকৃতৈ ॥ ৫ ॥ ভ্রমসে
দিব্যযোগাঙ্কন মোহয়ন্নিব মাং প্রভো। এতৎ কথয়
মে সৰ্ব্বং যোহসি সোহসি নমোহস্ত তে ॥ ৬ ॥
সোহব্রবীন্মাং মহাদেবো ব্রহ্মাহং বিষ্ণুরেব চ।
জগৎ সৰ্ব্বং ময়া বৎস সংহৃতং কিং ন বৃধ্যসে ॥ ৭ ॥
তব মাতা পিতাহং বৈ বিশ্বস্ত চ মহামুনে। কাকুণ্ডঃ
মম সঞ্জাতঃ দৃষ্টো ময়ং মহার্ণবে ॥ ৮ ॥ পক্ষিরূপং
সমাস্তায় অতোহব্রাহং সমাগতঃ। কিমর্থমাতুরো
ভূত্বা ভ্রমসীখং মহার্ণবে ॥ ৯ ॥ নীলং প্রবিশ মৎপক্ষৌ
যেন বিশ্বমসে দ্বিজ। এবমুক্তস্ততস্তেন দেবেনাহং
নরেশ্বর ॥ ১০ ॥ ততোহহং তন্ত পক্ষান্তে প্রলীনস্ত ভ্রমন
জলে। কালে যুগসহস্রান্তে অশ্রান্তোহৰ্ণবমধ্যগঃ ॥
১১ ॥ ততঃ শৃণোমি সহসা দিষ্ণু সৰ্ব্বানু স্মৃতত।
কিঞ্চিৎ পুরসম্মিশ্রমদ্বুতং শব্দমুত্তমম্ ॥ ১২ ॥ তদাৰ্ণব-
জলং সৰ্ব্বং সঙ্ক্ৰিপ্তং সহসাভবৎ। কিমেতদিত্তি

-এই ঘোর মহার্ণবে কোথা হইতে এই পক্ষী
প্রাক্তুত হইল! ঐ পক্ষীও বাহুদ্বয় দ্বারা সস্তরণ
করিতে লাগিল, কিন্তু কদাচ শ্রান্ত হইল না। আমি
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—হে দিব্য যোগাঙ্কন!
পক্ষিরূপ ধারণপূর্বক আমাকে মোহিত করিয়া কে
আপনি এই একাৰ্ণবে ভ্রমণ করিতেছেন? হে
প্রভো! এই সমস্ত আমার নিকট বলুন, আপনি
যে কেহই হউন, আপনাকে নমস্কার। সেই বিভূ-
বক আমার বাক্যে উত্তর করিলেন,—আমি ব্রহ্মা,
আমি বিষ্ণু, হে বৎস! আমি যে সমস্ত জগৎ গ্রাস
করিয়াছি, ইহা কি তুমি বাকিতে পারিতেছ না?
হে মহামুনে! আমি তোমার এবং জগতের পিতা
মাতা; এক্ষণে তোমাকে জন্মগত দোষদ্বা আমার
দয়া উপস্থিত হইয়াছে; আর এই জন্তই আমি
পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া তোমার সমীপে উপনীত
হইয়াছি। হে দ্বিজ! তুমি কেন আতুর হইয়া এই
মহার্ণব মধ্যে ভ্রমণ করিতেছ? সত্ত্বর আমার পক্ষ-
দ্বয়মধ্যে প্রবেশ কর, এইরূপ করিলে তোমার
শ্রান্তি দূর হইবে। হে নরেশ্বর! সেই বকরূপীমহা-
দেব কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া আমি তাঁহার জল-
মধ্যে ভ্রাম্যমাণ পক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম। হে
স্মৃতত! এইরূপে সহস্রযুগ অতীত হইল, সেই বক
অশ্রান্ত হইয়া অৰ্ণবমধ্যে বিচরণ করিতে লাগি-
লেন। অনন্তর আমি সহসা সকলদিকেই নৃপু-
ক্ষনিসংযুক্ত এক অদ্ভুত অল্পতম শব্দ শুনিতে
পাইলাম; তখন সেই অৰ্ণবনীৰও যেন সহসা

সংক্ষিপ্তা দিশঃ সমবলোকয়ম্ ॥ ১৩ ॥ দশ কন্তাস্ততো
দিষ্ণু আগতাস্ত মহার্ণবে। বস্ত্রালঙ্কারসজ্জিতা দিগ্ভ্যো
নৃপুৰভূষিতাঃ ॥ ১৪ ॥ কাচিচ্ছ্রসমাতাসা কাচিদা-
দিত্যসপ্রভা। কাচিদগ্ধনপূজাতা কাচিদ্রজোৎপল-
প্রভা ॥ ১৫ ॥ নানারূপধরা সৌম্যা নানাভরণভূষিতাঃ।
অৰ্ঘ্যপাদ্যাদিভির্নানৈর্বার্যকমভ্যর্চ্য স্মৃততঃ ॥ ১৬ ॥
ততঃ পৰ্বতাকারং শুভং পক্ষিমব্যয়ম্।
প্রবিবেশ মহাঘোরং পৰ্বতো হৰ্ণবং স্বরাট্ ॥ ১৭ ॥
যোজনানাং সহস্রাণি তাবন্ত্যেব শতানি চ। ত্রিংশদ-
যোজনসাহস্রং যাবদুমণ্ডলং স্থিতি ॥ ১৮ ॥ ততো
ভূমণ্ডলং দিব্যং পঞ্চরত্নসমাকুলম্। দিব্যফটিক-
সোপানং কল্পস্তম্ভমনোরমম্ ॥ ১৯ ॥ যোজনানাং
সহস্রং তু বিস্তারাদ্বিগুণায়তম্। বাপীকূপসমাকীর্ণং
প্রাসাদাটোলকারতম্ ॥ ২০ ॥ কল্পরূক্ষসমাকীর্ণং
ধ্বজযষ্টিবিভূষিতম্। তস্মিন্ পুরবরে রম্যে নানা-
রত্নোপশোভিতম্ ॥ ২১ ॥ তথাস্তচ্চ পুরং রম্যং

সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল। “এ কি হইল” বলিয়া
আমি সম্যক্ চিস্তিত হইলাম এবং সকল দিকেই
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। আমি দেখি-
লাম—সেই অৰ্ণবমধ্যে দশদিকে দশটি কন্তা
সমাগতা হইয়াছেন; তাঁহারা বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা,
তাঁহাদের সকলেরই চরণে নৃপুৰ শোভা পাই-
তেছে। এই সকল কন্তার মধ্যে কেহ শশধর-
সদৃশ শোভাসম্পন্না, কেহ ভাস্করপ্রভা, কেহ পুঞ্জ
পুঞ্জ অঙ্কনের স্তায় কৃষ্ণকান্তযুক্তা এবং কেহ
রক্তোৎপলের তুল্য লোহিতাভা; এইরূপ বিবিধ-
রূপধারিণী কন্তাগণ সকলেই সৌম্যা ও সকলেই
বিবিধ দিব্যভূষণে ভূষিতা। স্মৃতত। কন্তাগণ সেই
পৰ্বতাকার শুভ অব্যক্তরূপী বকের অৰ্ঘ্য পাদ্য ও
মাল্য দ্বারা অর্চনা করিলেন। ১—১৬। অনন্তর
স্বরাট্ বক পৰ্বতরূপ ধারণপূর্বক মহাঘোর অৰ্ণবমধ্যে
লক্ষ-যোজন তলদেশে প্রবেশ করিলেন, আমিও
তখন আর কিছুই দেখিলম না, কেবল ত্রিংশৎ
সহস্র যোজনব্যাপী ভূমণ্ডলই দর্শন করিলাম। সেই
দিব্য ভূমণ্ডল পঞ্চরত্নসমাকুল, তাহার সোপানশ্রেণী
দিব্য ফটিক-নির্মিত ও স্তম্ভনিচয় সুবর্ণময় মনোহর।
এই ভূমণ্ডল মধ্যে সত্ত্বযোজন বিস্তৃত ও দ্বিসহস্র
যোজন আয়ত এক পুরী বিদ্যমান; এই দিব্যপুরী
বাপী-কূপসমাকুল, প্রাসাদ ও অটোলিকমালাধ
সমাবৃত, কল্পরূক্ষসমাকীর্ণ ও ধ্বজ-যষ্টি-ভূষিত।
এই রম্য পুরবর মধ্যে আবার নানারত্নে উপ-

পতাকোজ্জলবেদিকম্ । শতযোজনবিস্তীর্ণং তাব
দ্বিগুণমায়তম্ ॥ ২২ ॥ পুরমধ্যে ততস্তন্মিহদৌ
পরমশেভনা । মহতী পুণ্যসলিলা নানারত্নশিলা
তথা ॥ ২৩ ॥ তস্তান্তীয়ে ময়া দৃষ্টং তড়িৎ সূর্য্য-
সমপ্রভম্ । ইন্দ্রনীলমহানীলৈশ্চিতং রত্নৈঃ সম-
স্ততঃ ॥ ২৪ ॥ কচিৎকুসুমাকারং কচিৎকুসুমপ্রভম্ ।
কচিৎকুসুমং কচিৎ পীতং কচিৎকুসুমং কচিৎ সিতম্ ॥ ২৫ ॥
নানাবর্ণৈঃ সমায়ুক্তং লিঙ্গমদ্ভুতদর্শনম্ । ব্রহ্ম-
বিষ্ণুসাত্ত্বিক সমস্তাং পারিবারিতম্ ॥ ২৬ ॥
নন্দীশ্বরগণাধ্যাক্ষেচ্ছাদিতৈশ্চ তদ্বৃতম্ । পশ্চামি
লিঙ্গমীশানং মহালিঙ্গং তমেব চ ॥ ২৭ ॥ পরি-
বার্য্য ততস্তং তু প্রসুপ্তান দেবদানবান্ । নিমৌলি-
তাকান্ পশ্চামি দিব্যভরণভূষিতান্ ॥ ২৮ ॥ ততস্তাঃ
পদ্মপত্রাক্ষ্য নারীঃ পরমসম্পত্তাঃ । নদ্যাশ্রিতা
জলে স্নাতা দিব্যপুষ্পৈশ্চ নোরমৈঃ ॥ ২৯ ॥ দত্তার্থ-
পাদ্যং বিধিবল্লিঙ্গম্ সহ পাক্ষিণা । অর্চয়ন্তীর্কর-
রোহা দশ তাঃ প্রমদোত্তমাঃ ॥ ৩০ ॥ ততস্তত্যাচ্য

শোভিত অপর একটি পতাকা ও বেদিকোজ্জল রম্য
পুরী অবস্থিত ; এই পুরী শত যোজন বিস্তৃত ও
দ্বিশত যোজন আয়ত ; সেই পুরীর মধ্যে পরম-
শোভনা একটি নদী বিদ্যমান, নদীর জল অতি পুত
এবং নানা রত্ন ও শিলাজালে শোভিত ; আমি
এই নদীর তীরে বিহ্বৎ ও দিবাকরপ্রভ এক
অদ্ভুত লিঙ্গ দর্শন করিলাম ; এই লিঙ্গের চতুর্দিক্
ইন্দ্রনীল ও মহানীল রত্ননিচয়ে শোভিত ; কোথাও
অনলকাস্তি, কোথাও ইন্দ্রধনুঃপ্রভ, কোথাও ধূম্র,
কোথাও পীত, কোথাও রক্ত এবং কোথাও শ্বেত-
বর্ণে সমাকীর্ণ ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও সাধ্যগণ সমবেত
হইয়া এই লিঙ্গের চতুর্দিক্ বেষ্টনপূর্ব্বক বিদ্যমান
রহিয়াছেন ; নন্দীশ্বর, গণাধ্যক্ষগণ, চন্দ্র ও আদি-
ত্যও সেই লিঙ্গের চারিদিক্ আবৃত করিয়া বিরাজ
করিতেছেন । আমি সেই মহালিঙ্গ ঈশানকে
দর্শন করিলাম । দেবদানবগণ সেই লিঙ্গের চতু-
র্দিক্ পরিবৃত করিয়া শয়ান রহিয়াছেন, তাঁহারা সুপ্ত
হইলেও আমি তাঁহাদিগকে নিমৌলিতলোচন ও
দিব্যভরণভূষিত দর্শন করিলাম । অনন্তর সেই পদ্ম-
পত্রনেত্রা পরমসম্পত্তা কন্তাগণ পুরীমধ্যস্থিত নদীর
জলে স্নান করিয়া মনোরম দিব্য পুষ্প দ্বারা অর্ঘ্য
নির্মাণ করত পক্ষীর সহিত সেই লিঙ্গের যথাবিধি
পূজা করিলেন । তদনন্তর প্রমদোত্তমা বরারোহা

তল্লিঙ্গং তন্মিহেব পুরোত্তমে । সর্বা অদর্শনং
জগদ্বিহিতোহভ্রগণেশিব ॥ ৩১ ॥ ন চাসৌ
পক্ষিরাট্ তন্মিহ স্নিগ্ধো ন চ দেবতাঃ । তদে-
বৈকং স্থিতং লিঙ্গমর্চয়ন্ বিস্ময়াবিতঃ ॥ ৩২ ॥ ততো-
হহং হৃৎপমুচাত্মা ক্রদমায়েতি চিন্তয়ন্ । ততঃ কন্তাঃ
সমুত্তীর্থা দিব্যাহরবিভূষণাঃ ॥ ৩৩ ॥ ভাসবন্ত্যো
জগৎ সর্বাঃ বিহিতোহভ্রগণানিব । পট্টৈর্হিরণ্যৈ-
র্দিব্যৈরর্চয়িত্বা শুভাননাঃ । বিবিণ্ডন্তজ্জলং
কিপ্রং সমস্তাধরভূষণাঃ ॥ ৩৪ ॥ তন্মিহ পুরবরে
চান্তে তামেবাহং পুনঃপুনঃ ॥ ৩৫ ॥ পশ্চামি
হমরাং কন্তামর্চয়ন্তীঃ মহেশ্বরম্ । ততোহহং
তাং বরারোহামপৃচ্ছং কমলেক্ষণাম্ ॥ ৩৬ ॥ কা
অম্মিহ পুরে দেবি বসসে শিবমর্চতী । তাস্য-
গতাঃ স্নিগ্ধাঃ সর্বাঃ ক গতাশ্চ গণেশ্বর্য্যঃ ॥ ৩৭ ॥
নমোহস্ত তে মহাভাগে ক্রহি পুণ্যে মহেশ্বরি ।

কন্তাগণ মহালিঙ্গের পূজা করিয়া মেঘমধ্যে বিহ্বতের
স্থায় সেই উত্তম পুরীমধ্যেই অস্থিহিত হইলেন ।
সে স্থানে পক্ষিরাজ বক, কন্তাগণ কিংবা দেবগণ
কাহাকেও দেখিলাম না, একমাত্র লিঙ্গই তথায়
বিদ্যমান রহিল ; আমি বিস্ময়াবিত হইয়া সেই
লিঙ্গের পূজা করিলাম । অনন্তর আমার অন্তঃ-
করণে এক হৃৎপ উপস্থিত হইল, আমি সেই হৃৎপে
মোহাপন্ন হইলাম, আমি ভাবিলাম,—নিশ্চিতই
ইহা ক্রদমায়া হইবে । আবার সেই শুভাননা
দিব্যভূষণা কন্তাগণ আমার নয়নপথে পতিত
হইলেন, তাঁহারা দিব্য বস্ত্রভরণে ভূষিত হইয়া
সৌদামিনীশ্রেণী যেমন মেঘমালা উদ্ভাসিত করে,
তদ্রূপ সমস্ত জগৎ উদ্দীপিত করত উথিত হইয়া
দিব্য হিরণ্য কমলনিফয় দ্বারা সেই মহালিঙ্গের পূজা
করিলেন এবং সত্বরগমনে জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ।
১৭—৩৫ । অনন্তর আমি সেই দ্বিতীয় পুরবর মধ্যে
একটি অমরকন্তা দেখিতে পাইলাম, তিনি মহে-
শ্বর পূজা করিতেছেন ; আমি বারংবার তাঁহাকে
দর্শন করিতে লাগিলাম । তদনন্তর আমি সেই
বরারোহা কমললোচনা কন্তাকে জিজ্ঞাসা করি-
লাম,—হে দেবি ! কে তুমি এই পুরবর মধ্যে
অবস্থান করিয়া শিবের পূজা করিতেছ ? এই স্থানে
যে দশটি কন্তা আগমন করিয়াছিলেন এবং যে
সকল গণেশ্বরগণ এই স্থানে শয়ান ছিলেন, তাঁহারা
কোন স্থানে গমন করিলেন ? হে মহাভাগে মহে-
শ্বর ! আপনাকে নমস্কার ; হে পুণ্যে ! এই সকল

তব প্রসাদাধিজাতুমেতদিচ্ছামি সুরতে । দয়াঃ
কৃতা মহাদেবি কথয়ন্ত মমানঘে ॥ ৩৮ ॥ স্ত্রুবাচ ।
বিস্মৃতাঃ কথং বিপ্র দৃষ্টা কল্পে পুরাতনে । মা
তেহভ্যং স্মৃতিবিভ্রংশঃ সা চাহং কল্পবাহিনী ॥ ৩৯ ॥
নশ্বদা নাম বিখ্যাতা কল্পদেহাধিনিঃস্মৃতা । যাস্তাঃ
কন্তাস্থয়া দৃষ্টা হর্ষয়ন্ত্যো মহেশ্বরম্ ॥ ৪০ ॥ যতি-
স্থিহ সমানীতঃ পক্ষিরাঙ্গসমবিতাঃ । দিশস্তা বিক্টি
সর্পেশাঃ সর্পাস্থঃ স্মানসন্তম ॥ ৪১ ॥ তির্ধ্যাকৃপক্ষি-
শ্বরূপেণ মহাযোগী মহেশ্বরঃ । এতিঃ শিবপুরাধিপ্র
আনীতঃ স মহেশ্বরঃ ॥ ৪২ ॥ সৈব দেবে মহা-
দেবো লিঙ্গমূর্তির্ষাবস্থিতঃ । অর্চ্যতে ব্রহ্মবিষ্ণুশৈলৈঃ-
সুরাসুরজগদুগ্ধকঃ ॥ ৪৩ ॥ লয়মায়াতি যস্মাকি
জগৎ সর্বং চরাচরম্ । তেন লিঙ্গমিতি প্রোক্তং
পুরাণৈজ্যমহমিতিঃ ॥ ৪৪ ॥ তেন দেবগণাঃ সর্পে
সঙ্কপ্তা মায়া পুরা । প্রলীনাশ্চৈব লোকেশ
ন দৃষ্টান্তে হি সাম্প্রতম্ ॥ ৪৫ ॥ পুনর্দৃষ্টা ভবিষ্যন্ত
সৃজ্যমানাঃ স্বয়ম্ভবা । সাঃ লিঙ্গার্চনপরা নশ্বদা

আমার নিকট বলুন । হে সুরতে! আপনার
প্রসাদে আমি এই সকল বিদিত হইতে অভিলাস
করি । হে মহাদেবি! হে অনঘে! দয়া করিয়া
এই সকল আমার নিকট বলুন । কন্যা কহিল,-
হে বিপ্র! তুমি পুরাকল্পে আমাকে দর্শন করিয়াও
এখন কেন বিস্মৃত হইলে? তোমার যেন স্মৃতি
লুপ্ত হয় না, আমি সেই কল্পবাহিনী কল্পদেহ-
নিঃস্মৃতা বিখ্যাতা নশ্বদা; তুমি যে কন্যাগণকে
মহেশ্বরের পূজা করিতে দেখিয়াছ, ষাঁহারা তোমাকে
পক্ষিরাঙ্গের সহিত এই স্থানে আনয়ন করিয়া-
ছেন, হে স্মানসন্তম! ইহাদিগকে দশদিক্
বালিয়া জানিবে এবং ইহারা সকলেই ঈশ্বরী ।
হে বিপ্র! মহাযোগী মহেশ্বর তির্ধ্যাগুয়োনি পক্ষি-
রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এই কন্যাগণই তাঁহাকে
শিবপুর হইতে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন ।
সেই দেবেশ মহাদেবই এখন লিঙ্গমূর্তিতে অবস্থিত;
আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র প্রভৃতি সুরাসুরগণ সেই
জগদুগ্ধকর অর্চনা করিতেছেন । চরাচর সমস্ত
জগৎ ইহাতে লীন হয়, এইজন্য পুরাণজ মহর্ষিগণ
ইহাকে লিঙ্গ বলিয়া অভিহিত করেন । পূর্বে এই
লিঙ্গই মায়া দ্বারা সুরগণকে সংকপ্ত করিয়াছেন ।
হে লোকেশ! দেবগণ এক্ষণে লিঙ্গেই প্রলীন
রহিয়াছেন, এই জন্তই তাঁহাদিগকে দেখা যাইতেছে
না । স্বয়ম্ভু কর্তৃক সৃজ্যমান হইয়া পুনরায় ইহারা
দর্শন দান করিবেন; অতএব আমি এই লিঙ্গের

নাম নামতঃ ॥ ৪৬ ॥ কালং যুগসংশ্রুত কল্পস্ত পরি-
চারিকা । অস্ত প্রসাদাদমরন্তথা স্বং দ্বিজপুঙ্গব ॥
৪৭ ॥ সত্যাজবদয়াযুক্তঃ সিন্ধোহসি স্বং শিবা-
র্চনাৎ । এবমুক্তা তু সা দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥
৪৮ ॥ তাঃ স্থিয়ঃ স চ দেবেশো বকরূপো মহে-
শ্বরঃ । তস্তান্তদ্বচনং শ্রুত্বা অবতীৰ্য্য মহানদীম্ ॥
৪৯ ॥ স্নাত্বা সমর্চয় স্বং হি বিধিনা মজ্জপূর্বকম্ ।
ততোহহং সহসা তস্মাৎ সমুত্তীৰ্য্য জলাশয়াৎ ॥
৫০ ॥ ন চ পশ্যামি তল্লিঙ্গং ন চ তাং নিয়গাং
নৃপ । তদৈব লোকাঃ সজ্জাতাঃ ক্ষিতিশ্চৈব
সকাননা ॥ ৫১ ॥ ঋক্ষচন্দ্রার্কবিততঃ তদেব চ
নভস্তলম্ । যথাপূর্বমদৃষ্টং তু তথৈব চ পুনঃ
কৃতম্ । ততোহহং মনসা দেবমপূজয়ং মহেশ্বরম্ ॥
৫২ ॥ এবং বকে পুরা কল্পে ময়া দৃষ্টেয়মব্যয়া ।
নশ্বদা মর্ত্যলোকস্ত মহাপাতকনাশিনী ॥ ৫৩ ॥
তস্মাদ্ধর্মপরৈবিত্রৈঃ ক্ষত্রশূদ্রবিশাদিভিঃ । সদা সেব্য
মহাভাগা ধন্যবুদ্ধার্থকারিভিঃ ॥ ৫৪ ॥ যেহাপ ভক্ত্যা

অর্চনেই তৎপর রহিয়াছি; আমার নাম নশ্বদা ।
হে দ্বিজপুঙ্গব! সহস্র যুগপরিমাণ কাল আমি
কল্পের পারচর্যা করিতেছি; আপনিও ইহারই
অনুগ্রহে অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং নিবেশ
পূজা করিয়াই আপনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ও
সত্য, ঋজুতা ও দয়াযুক্ত হইয়াছেন । দেবী
নশ্বদা এইরূপ বলিয়া সেই স্থানে অস্তহিত
হইলেন, দেখিতে দেখিতে পূর্বোক্ত দশ কন্তা ও
বকরূপী দেবেশ মহেশ্বরও অন্তর্ধান করিলেন ।
নশ্বদারূপিণী সেই রমণী আমাকে স্নানপূর্বক যথা-
বিধি মজ্জ দ্বারা লিঙ্গের পূজা করিতে কহিয়াছিলেন;
হে নৃপ! আমি তাঁহার বাক্যে সহসা মহানদীতে
অবতরণ করিলাম, কিন্তু সেই জলাশয় হইতে উঠিয়া
আমি আর সেই মহালিঙ্গ বা নদীরাপিণী দেবী
নশ্বদাকে দেখিতে পাইলাম না; দেখিলাম,—তখনই
নিগিললোক ও সকাননা ক্ষিতি সমুৎপন্ন হইয়াছে;
নভোমণ্ডলে ঋক্ষ, চন্দ্র ও সূর্য্য বিরাজিত রহি-
য়াছে; আমি পূর্বেও যেরূপ সৃষ্টি দর্শন করিয়া-
ছিলাম, তখনও পুনরায় তদ্রূপই দর্শন করিলাম ।
অনন্তর আমি মনে মনে দেবেশ মহেশ্বরের পূজা
করিলাম । হে নৃপ! আমি পুরাকালে বকরূপে
নশ্বদাকে এইরূপই দর্শন করিয়াছিলাম, নশ্বদা মর্ত্য-
লোকের মহাপাতকনাশিনী; এই জন্তই ধার্মিক
দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ধন্যবুদ্ধি দ্বারা মহা-

সকলোয়ে নন্দাদায়া মহেশ্বরম্ । প্রাচীনাষ্টমস্ত তে
সকলং পাপং নাশস্ত্যাসংশয়ম্ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বকবল্লসমুদ্ভবো নামা-
ষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । পুনর্ভুগাস্তং তে চাত্তং সম্প্র-
বক্ষ্যামি তচ্ছ্রু । স্বর্ঘ্যেয়াদোপিতে লোকে জঙ্গমে
স্বাবরে পুরা ॥ ১ ॥ সরিংসরঃসমুদ্রেষু ক্ষয়ঃ ঘাটেষু
সর্বশঃ । নির্ম্মাণুষবমট্টকারে হুমর্ঘ্যাদগতি গতে ২ ।
নানাক্রপৈস্ততো মেঘৈঃ শক্রায়ুধবিরাজিতৈঃ ।
সর্বমাপুরিতং বোম বার্ঘ্যোঘৈঃ পুরিতে তদা
৩ ॥ ততশ্চেকার্ববীভূতে সর্মতঃ সলিলাবৃতে ।
জগৎ কৃদ্বাদরে সর্মং সুষাপ ভগবান হরঃ ৪ ॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য যোগায়া স প্রজাপতিঃ ।
শেতে যুগসহস্রান্তঃ কালমাবিশ্ত সার্ববম্ ৫ ॥
তত্র স্পৃগং মহান্মানং ব্রহ্মলোকনিবাসিনঃ । ভৃগাদি-
ঋষয়ঃ সর্বে যে চাত্তে সনকাদয়ঃ ৬ ॥ পর্য্যঙ্কে

ভাগা দেবী নন্দাদার সেবা করিয়া থাকেন । যাহারা
ভক্তিপূর্বক দেবী নন্দাদার নীরে স্নান করিয়া
মাহেশ্বর দর্শন পূজা করে, তাহার পাপরাশি
বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই । ৩৬—৫৫ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন ! তোমার
নিকট পুনর্ভুগাস্ত বর্ণন করিতেছি, এখন কর ।
পুরাকালে তপনতাপে নিখিল লোক, জঙ্গম, সারং,
সরোবর এবং সমুদ্র প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু ক্ষয় প্রাপ্ত
হইলে ধরা মাহুযহীনা ও মধ্যাদাশূন্য হইয়াছিল
তখন শক্রায়ুধসমর্ষিত ও বাহ্য যুক্ত নানাবিধ মেঘে
আকাশমণ্ডল পারিপূরিত হইল । সমস্তই সলিলাবৃত
হইয়া একারণে পরিণত হইয়া গেল । তখন যোগায়া
প্রজাপতি ভগবান হর নিখিল জগৎ উদরে ধারণ
করিয়া স্বীয় প্রকৃতির কোলে শয়ন করিলেন ;
অর্ণবশয়নে মহেশ্বর সহস্রযুগ অতিবাহিত হইল ।
তখন ব্রহ্মলোকবাসী ভৃগুগাদি ঋষি ও সনকাদি

বিমলে শুভে নানান্তরঙ্গসংস্কৃতে । শয়ানং দদৃশু-
র্দেবং সপত্নীকং বৃষধ্বজম্ ॥ ৭ ॥ বিশ্বরূপা তু
সা নারী বিশ্বরূপো মহেশ্বরঃ । গাঢ়মালিন্য
সুপ্তস্তাং দদৃশে চাহমব্যয়ম্ ৮ ॥ পাদমূলে
ততস্তস্মা শ্রামাং তাং পদলক্ষণাম্ । কন্তাং পশ্যামি
সুশ্রোণীং চরণৌ তস্মা যদুভীম্ ৯ ॥ বিমলাঙ্গর-
সংবীতাং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনীম্ । শ্রামাং কমল-
পত্রাক্ষীং সর্বাভরণভূষিতাম্ ১০ ॥ সকলং
যুগসাহস্রং নন্দাদেয়ং বিজানতী । প্রসুপ্তং দেব-
দেবেশ্যপাস্তে বরবর্ণিনী ১১ ॥ হৃদৈর্দৈ-
শ্চতুর্ভিষ্ঠ ব্রহ্মাপোবং মহেশ্বরঃ । ভৃগাদৈর্দ্যাননৈঃ
পুত্রৈঃ স্তোতি শঙ্করমব্যয়ম্ ১২ ॥ ভক্ত্যা
পরময়া রাজংস্তত্র শম্ভুনাময়ম্ । স্ববস্তস্তত্র
দেবেশং মঞ্জেরীশ্বরসম্ভবৈঃ ১৩ ॥ অকস্মাৎ
সম্প্রলীনাস্তে চত্বারঃ শ্রুতয়োহর্ণবে । বেদৈঃ
প্রলীনৈর্ভগবানজ্ঞানতমসা বৃতঃ ১৪ ॥ প্রসুপ্তঃ
দেবমীশানং বোধয়ন্ সমুপস্থিতঃ । উত্তিষ্ঠ হর

যোগিগণ বিবিধ বৈচিত্র্যযুক্ত বিমল শুভপর্য্যঙ্কে শয়ান
সপত্নীক মহাশ্রী বৃষবাহন মহেশকে দর্শন করিলেন ।
বিশ্বরূপ মহেশ্বর স্বীয় বিশ্বরূপা প্রকৃতিকে
গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া শয়ান ছিলেন, আমিও
সেই অব্যয় পুরুষ ও তাহার বিশ্বরূপা নারীকে
সন্দর্শন করিলাম । আমি দেখিলাম,—সেই পুরুষের
পাদমূলে শ্রামা সরোজলক্ষণা সুশ্রোণী এক কন্তা
বিরাজমানা, তিনি পুরুষবরের পাদসংবাহন
করিতেছেন ; সেই সর্বাভরণভূষিতা শ্রামা কমল-
নয়না কন্তার পরিধানে বিমল বসন এবং তাঁহার
গলে সর্পের যজ্ঞোপবীত শোভিত ; তাঁহাকে
দেখিয়া মনে হইল ;—ইনি বরবর্ণিনী দেবী নন্দাদা ।
নন্দাদা সহস্র যুগ পর্য্যন্তই এইভাবে অবস্থিত থাকিয়া
প্রসুপ্ত দেবেশ মহেশ্বর উপাসনা করিতেছেন ।
হে রাজন ! আরও দেখিলাম,—লোককর্তা ব্রহ্মা
এবং ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি ও সনকাদি ব্রহ্মার মানস-
পুত্রগণ অসুরাপহত সামাদি বদচতুষ্টয় দ্বারা
পরম ভক্তিভরে অনাময় অব্যয় শঙ্করের স্তব
করিতেছেন । তাঁহারা এইরূপে ঈশসম্ভব মন্ত্র-
নিচয় দ্বারা মহেশ্বর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে
অকস্মাৎ বেদচতুষ্টয় অর্ণবমধ্যে প্রলীন হইল
বেদসমূহ জনধিজলে প্রলীন হইলে ভগবান
ব্রহ্মাও অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত হইলেন । ১—১৪ ।
তখন ব্রহ্মা প্রসুপ্ত দেবেশ ঈশানকে প্রবুদ্ধ করিবার

পিঙ্গাক্ষ মহাদেব মহেশ্বর । ১৫ । মম বেদা
হতাঃ সর্কে অতোহহঃ স্তোতুমুদ্যতঃ । বেদৈর্ব্যাপ্তাঃ
জগৎ সর্কঃ দিব্যাদিব্যাং চরাচরম্ ॥ ১৬ ॥ অতীতঃ
বর্তমানঞ্চ অরামি চ সৃজাম্যহম্ । তৈর্বিনা চাহ-
মেকঞ্চ মুকোহঙ্কো জড়বৎ সদা ॥ ১৭ ॥ গতিবীৰ্যাঃ
বলোৎসাহৌ তৈর্বিনা ন প্রজায়তে । তৈর্বিনা দেব-
দেবেশ নাহঃ কিঞ্চিং অরামি বৈ ॥ ১৮ ॥ তান্
বেদান্ দেবদেবেশ নীত্বং মে দাতুমর্হসি । জড়াক্ষ-
বধিরং সর্কং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ১৯ ॥ স্থানাদি
দশ চত্বারি ন শোভন্তে সুরেশ্বর । প্রণমাম্যগ্ন-
বীৰ্য্যস্বাদেদহীনঃ সুরেশ্বর ॥ ২০ ॥ বেদেভ্যঃ সকলং
জাতং যৎকিঞ্চিং সচরাচরম্ । তাবচ্ছোভন্তি
শাস্ত্রাণি সমস্তানি জগদ্ভরো ॥ ২১ ॥ যাবদেদ-
নিধিরয়ং নোপাতিষ্ঠেৎ সনাতনঃ । যথোদিতেন
সূর্য্যেণ তমো যাতি বিনাশতাম্ ॥ ২২ ॥ এবং সমস্ত-
পাপানি যান্তি বেদস্ত ধারণাৎ । বেদে রহসি যৎ
স্বপ্নং যদুদ্ভবঞ্চ সনাতনম্ ॥ ২৩ ॥ হৃদিস্থং দেব

জানামি গতং তদেদগজ্জনাৎ । বেদাম্ভবতো
মেহদ্য তব শঙ্কর চাগ্রতঃ ॥ ২৪ ॥ অকস্মাত্তে গত
বেদা ন সৃজ্যং বিভো ভুবম্ । তেহপি সর্কে
মহাদেব প্রবিষ্টোঃ সম্মুখাণবম্ ॥ ২৫ ॥ তে যাচামানা
দেবেশ তিষ্ঠন্ত অরণে মম । তৃহিতেয়ং বিশালাকী
সর্কঃ সর্কং বিজানতে ॥ ২৬ ॥ জায়তী যুগসাহস্রং
নান্মা কাচিদ্ভবেদৃনী । ঋষিচাযং মহাভাগো মার্কণ্ডে
ধীমতাং বরঃ ॥ ২৭ ॥ কল্পে কল্পে মহাদেব স্বাময়ং
পর্য্যাপাসতে । জগদ্রয়হিতার্থায় চরতে ব্রতমুত্তমম্ ॥
২৮ ॥ এবমুক্তস্ত দেবেশো ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ।
উবাচ ব্রহ্মণা বাচা নশ্বদাং সরিতাং বরাম্ ॥ ২৯ ॥
কথয়ন্ত মহাভাগে ব্রহ্মণস্বং তু পৃচ্ছতঃ । কেন বেদা
হতাঃ সর্কে বেদসো জগতীভরোঃ ॥ ৩০ ॥ এব-
মুক্তা তু কদেণ উবাচ যুগলোচনা । ব্রহ্মণো জগতো
বেদাঃ স্মৃয়ি স্পৃষ্টে মহেশ্বর ॥ ৩১ ॥ ভবতশ্চিদ্রমাসাদ্য

জন্ত তাহার সম্মুখে উপনীত হইলেন ; এবং বলি-
লেন,—হে হর ! গাত্রোখান করুন ; হে পিঙ্গাক্ষ,
হে মহাদেব ! আমার বেদনিবহ অপহৃত হইয়াছে,
অতএব আমি আপনার স্তব করিবার জন্য প্রবৃত্ত
হইলাম । দিব্যাদিব্যা চরাচর সমস্ত জগৎ বেদ
দ্বারা পারব্যাপ্ত, বেদ দ্বারাই আমি অতীত ও
অনাগত বিদিত হই এবং বেদবলেই আমি সৃজন
করিয়া থাকি । হে মহেশ্বর ! বেদবিহীন হইয়া
আমি যুক, অন্ধ ও জড়ের ন্যায় হইয়াছি, বেদ
বিহনে আমার গতি, বীৰ্য্য, বল এবং উৎসাহ শক্তি
বিলুপ্ত হইয়াছে ; হে দেবদেবেশ ! বেদশূন্য
হওয়ায় আমার কিছুই অরণ হইতেছে না । হে
দেবদেব ! আমাকে সহর বেদ দান করুন ; হে
সুরেশ্বর ! বেদ বিলুপ্ত হওয়ায় স্থাবর জঙ্গমাঙ্ক
নিখিল জগৎ জড়, অন্ধ ও বধিরবৎ হইয়াছে, বেদ
বিহনে চতুদশ ভুবনের শোভা বিলুপ্ত হইয়াছে ;
বেদহীন হইয়া আমি অগ্নিবীৰ্য্য হইয়াছি । হে সুরে-
শ্বর ! আপনার নমস্কার । হে জগদ্ভরো ! বেদ
হইতেই নিখিল চরাচর জগৎ সমুদ্ভূত ; যত দিন
বেদ ছিল, ততদিনই শাস্ত্রনিচয় শোভিত হইত ;
সম্প্রতি এই সনাতন বেদ-নিধি সমুদিত হইলেই
সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় আমার হৃদয়াক্ষকার
পুনরায় দূরীভূত হইবে । হে দেব ! বেদধারণে
নিখিল হ্রিত বিদ্রিত হু, বোদর যাহা স্বপ্ন

রহস্য, তাহাই সনাতন ব্রহ্ম ; যে বেদবলে আমি
হৃদয়স্থিত আত্মাকে বিদিত হইতাম, হে শঙ্কর !
অদ্য আমি সেই বেদের উচ্চারণে অসমর্থ হইয়া
আপনার সমীপে উপনীত হইয়াছি । হে বিভো !
আপনার বেদ অকস্মাৎ অন্তর্হিত হওয়ায়, আমি
ত্রিভুবনের সৃজনে অসমর্থ হইয়াছি ; হে মহাদেব !
এই সম্মুখসাগরে বেদসমূহ প্রবেশ করিয়াছে ;
আমি তাহাদিগকে পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি ; হে
দেবেশ ! বেদ সকল আমার অরণপথে উদিত
হউক । হে মহাদেব ! অদীয় তৃহিতা বিশাল-
লোচনা নশ্বদাদেবী আপনার উপাসনা করিতেছেন,
ইনি সহস্রযুগ পর্য্যন্ত জীবিতা থাকেন, ইহার
সদৃশী আর কেহ নাই ; সকলেই এ সকল বিদিত ;
আর এই সুধীবর মহাভাগ মুনি মার্কণ্ডেয়ও যে
লোকহিতকামনায় উত্তম ব্রত ধারণ করিয়া কল্পে
কল্পে আপনার উপাসনা করিয়া থাকেন, ইহাও
সর্বজনবিদিত । শঙ্কর পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা কর্তৃক
এইরূপে বেদার্থ প্রাপ্ত হইয়া মধুরবাক্যে স্মৃতিদ্বারা
নশ্বদাকে কহিলেন—হে মহাভাগে ! ব্রহ্মার
জিজ্ঞাসামুসার তুমি তাঁহার বাক্যের উত্তর কর ;
জগদ্ভরু বেদার বেদ কে অপহরণ করিল ? বলিয়া
দাও ॥ ১৫-৩০ ॥ যুগলোচনা নশ্বদা মহাদেব কর্তৃক এই-
রূপে আদিষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে মহেশ্বর !
পুরাকালে ব্রহ্মা যখন বেদজপ করিতেছিলেন,
তখন আপনি শয়ান হন, আপনার এই ছিদ্র

ঘোরেহস্মিন সলিলানুতে । পৃথকক্লমমুভূতাবশুরো
সুরহুজ্যৈঃ ॥ ৩২ ॥ শ্রিয়াকৌ মহাদেব ইয়া চোৎ-
পাদিতৌ পুরা । সুরাসুরমুহুজ্যৈয়ো দানবৌ মধু-
কৈটভৌ ॥ ৩৩ ॥ তৌ বামুভূতৌ স্মশ্ণৌ চ পঠতো-
হস্মাৎ পিতামহাৎ । তাবাত্ত হুয়া বেদাংশ্চ প্রবিষ্টৌ
চ মহার্ণবম্ ॥ ৩৪ ॥ এতচ্ছুয়া মহাতেজা হুমতায়া-
ন্ততো বচঃ । সস্মার স চ দেবেশঃ শম্বচক্রগদা-
ধরম্ ॥ ৩৫ ॥ স বিবেশ মহারাজ ভূতলং স সুরো-
ত্তমঃ । দানবাস্তকরো দেবঃ সৰ্বদৈবতপূজিতঃ ॥ ৩৬ ॥
মীনরূপধরো দেবো লোড়য়ামাস চার্ণবম্ । বেদাংশ্চ
দদৃশে তত্র পাতালে নিহিতান প্রভুঃ ॥ ৩৭ ॥ তৌ
চ দৈত্যৌ মহাবীৰ্য্যৌ দৃষ্টবান্ মধুসূদনঃ । মহা-
বেগৌ মহাবাহু সূদয়ামাস তেজসা ॥ ৩৮ ॥ বেদাংশ্চ
স্তত্রাপি তোয়স্থানানিনায় জগদুগুরুঃ । চতুর্ভুজায়
দেবায়াদদাচ্চক্রবিভূষিতঃ ॥ ৩৯ ॥ ততঃ প্রহৃষ্টৌ
ভগবান বেদাঙ্গকা পিতামহঃ । জনয়ামাস নিখিলং
জগদ্ব্যশ্চরাচরম্ ॥ ৪০ ॥ সা চ দেবী নদী পুণ্যা
রুদ্রস্ত পরিচারিকা । পাবনৌ সৰ্বভূতানাং প্রোবাহ
সলিলঃ তদা ॥ ৪১ ॥ তস্মাস্তীরে ততো দেবা ঋষয়শ্চ

প্রাপ্ত হইয়া এই ভীষণ সলিল মধ্যে মধু ও
কৈটভনামক সুহুজ্য অসুরদ্বয় সমুদ্ভূত হইয়াছিল
হে মহাদেব! আপনি এই সমুদ্র অসুরদ্বয়ের
অষ্টা; এই দানবদ্বয় সুরাসুরের সুহুজ্য; তাহারা
স্মশ্ণ সমীরণরূপ ধারণ করিয়া বেদপাঠনিরত
পিতামহের মুখ হইতে বেদানবহ অপহরণ করিয়া
জলধি মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। অনন্তর মহাতেজা
মহাদেব অমৃতভাষণী নৰ্ম্মদার বাক্য শ্রবণ করিয়া
শম্বচক্রগদাধর দেবেশ বিষ্ণুর স্মরণ করিলেন;
হে মহারাজ! দানবারি সৰ্বদৈবপূজিত সুরসত্তম
বিষ্ণুও তখনই মীনরূপ ধারণ করিয়া ভূতলে প্রবেশ
করত জলধি আলোড়িত করিলেন এবং দেখি-
লেন,—বেদনিচয় পাতালে নিহিত। তখন জগদ-
গুরু বিভূ মধুসূদন মহাবেগ মহাবাহু মহাবীৰ্য্য দৈত্য-
দ্বয়কে দর্শন ও স্বীয় তেজে তাহাদিগকে নিসৃত্ত
করিয়া সেই জলরাশির মধ্য হইতে বেদসমূহ উদ্ধার
করত পুনরায় আনয়ন করিলেন। চক্রধর হরি
এইরূপে চতুরানন ব্রহ্মাকে বেদসমূহ প্রদান করিলে
পিতামহও বেদলাভে নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন।
অনন্তর তিনি সেই বেদবলে নিখিল চরাচর জগৎ
সৃজন করিলেন, সৰ্বভূতপাবনৌ রুদ্রপরিচারিকা
পুণ্যা নদী দেবী নৰ্ম্মদার জলও প্রবাহিত হইল;

তপোধনাঃ । যজন্তি ত্র্যম্বকং দেবং প্রহৃষ্টে-
নান্তরাব্রবা ॥ ৪২ ॥ একা মূর্তির্মহেশস্ত কারণান্তর-
মাগতা । ত্রৈলোক্য্য কুরুতে কৰ্ম ব্রহ্মচক্রীশরূপতঃ ॥
৪৩ ॥ এতেষাং তু পৃথগ্ভাবঃ যে কুর্নন্তি
স্মমোহিতাঃ । তেষাং ধর্ম্যঃ কুতঃ সিদ্ধির্জায়তে
পাপকর্ম্মিণাম্ ॥ ৪৪ ॥ এবমেতা মহানদ্যাস্ত্রো
রুদ্রসমুদ্ভবাঃ । একা এব ত্রিধা ভূতা গঙ্গা রেবা
সরস্বতী ॥ ৪৫ ॥ গঙ্গা তু বৈকবী মূর্তিঃ সৰ্বপাপ-
প্রণাশিনী । রুদ্রদেহসমুদ্ভূতা নৰ্ম্মদা চৈবমেব তু ॥
৪৬ ॥ ব্রাহ্মী সরস্বতী মূর্তিঃত্রিষু লোকেষু বিষ্ণতা
দিব্যা কামগমা দেবী বাগ্ভিভূত্য তু সংস্থিতা ॥ ৪৭ ॥
নৰ্ম্মদা পরমা কাচিন্মর্ত্যমূর্তিকলা শিবা । দিব্যা
কামগমা দেবী সৰ্বত্র সুরপূজিতা ॥ ৪৮ ॥ ব্যাপিনী
সৰ্বভূতানাং স্মশ্ণাৎ স্মশ্ণতরা স্মৃতা । অক্ষয়া
হুমতা ছোবা স্বর্গসোপানমুত্তমা ॥ ৪৯ ॥ সৃষ্টা রুদ্রেণ
লোকানাং সংসারার্ণবতারিণী ॥ ৫০ ॥ সরিজ্জলঃ
যেহপি পিবান্ত লোকে মূচ্যন্তি তে পাপবিশেষসজ্জৈঃ ।
ব্রজন্তি সংসারমনাদিভাবঃ ত্যক্তা চিরঃ-মোক্ষপদং

তদনন্তর নৰ্ম্মদাতীরে দেব ও তপোবন ঋষিগণ
হুষ্টান্তঃকরণে দেবদেব ত্রিনয়নের পূজা করিতে
লাগিলেন। মহেশের একমূর্তিই বিভিন্ন প্রয়োজন-
সাধনের জন্য ত্রিভুগধারণ করত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব-
রূপে কার্য্য করিয়া থাকে। যাহা বা মোহিত হইয়া
এই মহেশমূর্তিনিচয়ের পৃথগ্ভাব কল্পনা করে, সেই
পাপকারী মানবগণের কিরূপে সিদ্ধিলাভ হইবে?
যেহূপ একমাত্র মহেশমূর্তির ব্রহ্মাদি ত্রিভাভেদ কথিত
হইল, তদ্রূপ গঙ্গা, রেবা ও সরস্বতী এই মহানদী-
ত্রয়ও রুদ্র হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন। সৰ্বপাপ-
প্রাশিনী গঙ্গা ঠাহার বৈকবী মূর্তি, নৰ্ম্মদা শৈবী
এবং ত্রিলোকবিষ্ণতা সরস্বতী ঠাহার ব্রাহ্মীমূর্তি;
শেগোক্ত এই কামগামিনী দিব্যা দেবী ব্রাহ্মী
সরস্বতী মূর্তি বাগ্ভিভূতি প্রদান করেন, পরমা মূর্তি
নৰ্ম্মদা শুভদায়িনী মর্ত্যমূর্তিলাকপিণী; এই দিব্যা
কামগামিনী দেবী সুরগণের পূজিতা এবং স্মশ্ণ
হইতেও স্মশ্ণতররূপে সৰ্বভূতে পরিব্যাপ্তা;
আর স্বর্গের সোপানরূপ অমৃত অক্ষয়া,
নিখিল লোকের সংসারার্ণবতরণের জন্তই
রুদ্র ইহাকে সৃজন করিয়াছেন। ইহলোকে যে
সকল লোক এই নদীত্রয়ের জল পান করে,
তাহারা পাপরাশি হইতে মুক্ত হয় এবং অনাদি
ভব-সংসার পারিত্যাগপূর্বক বিশুদ্ধ চির মোক্ষ-

বিভকম্ । ৫১ । যথা গঙ্গা তথা রেবা তথা ঐব
সরস্বতী । সমং পুণ্যকলং প্রোক্তং জ্ঞানদর্শন-
চিন্তনৈঃ । ৫২ । বরদানাম্ভাভাগ ইধিকা চোচ্যতে
বুধৈঃ । কারুণ্যাস্তরভাবেন ন যুতা সমুপাগতা ।
৫৩ । মুচ্যন্তে দর্শনান্তেন পাতকৈঃ জ্ঞানমণ্ডলৈঃ ।
নর্মদায়াং নৃপশ্রেষ্ঠে যে নমস্তি জিলোচনম্ । ৫৪ ।
উমাকুজাসমুতা যেন চৈষা মহানদী । লোকান
প্রাপয়ন্তে স্বর্গং তেন পুণ্যভাগতাঃ । ৫৫ । য
এবমৌশানবরস্ত দেহং বিভজ্য দেবীমিহ সংশ্লোতি ।
স যাতি ক্রদ্রং মহতা রবেণ গন্ধর্ব্বকৈরিব
গীষমানঃ । ৫৬ ।

ইতি শ্রীকান্দে নর্মদোৎপত্তিতৎপ্ৰাণকলাদি-
কথনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ । ৯ ।

দশমোহধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ । কস্মিন কল্পে মহাভাগা নর্মদা-
দেয়ং দ্বিজোত্তম । বিভক্তা ঋষিভিঃ সর্বৈস্তপো-
যুক্তৈর্মহাঋষিভিঃ । ১ । এতদ্বিস্তরতঃ সর্বং ক্রহি
মে বদতাং বর । কল্পান্তে যন্তবেৎ কল্পে

পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । গান, দর্শন ও চিন্তনে
গঙ্গা, রেবা ও সরস্বতী এই নদীত্রয়ই তুল্য-
কলদায়িনী হন । মহানদী নর্মদা উমা ও ক্রদ্রের
অঙ্গসমুতা ; হে নৃপবর ! যে মানব নর্মদায় হ্রিনয়-
নের নমস্কার করে, তাহার এই প্রণামপুণ্যপ্রভাবে
তদীয় পিতৃগণ স্বর্গে গমন করেন । যে মানব
দেবী নর্মদাকে দেবেশ ঐশানের অঙ্গসমুত বলিয়া
বিদিত হয়, তাহার ক্রদ্রলোকে গতি হইয়া থাকে
এবং তাহার ক্রদ্রলোকে গমনসময়ে গন্ধর্ব্ব-বক্ষ-
গণ উচ্চরবে তাহার স্তুতিগাথা কৌতুহল করিয়া
থাকেন । ৩১—৫৬।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯

দশম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজোত্তম !
কোন কল্পে এই মহাভাগা নর্মদা তপোপুঞ্জ মহাত্মা
ঋষিগণ কর্তৃক বিভক্তা হইয়াছিলেন ? হে বাগবর !
এই সকল বিস্তররূপে আমার নিকট বর্ণন করুন ।
হে অনন্স ! কল্পান্তকালে লোক সকলের কিরূপ ক্রেশ

লোকানাং তত্ৰমেব চ । ২ । অতীতে তু পুরা-
কল্পে যথেষ্টং বর্ত্ততেহনন্স । অস্মাত্মাস্য চ কল্পস্ত
ব্যবস্থাং কথয় প্রভো । এবমুক্তঃ সভামধ্যে
মার্কণ্ডে বাক্যমববীৎ । ৩ । মার্কণ্ডে উবাচ ।
বক্ষ্যেহহং শ্রীযতাং সর্বৈঃ কথেষ্টং পুস্ততঃ শ্রুতা । ৪ ।
মহৎ কথেষ্টং বৈশিষ্ট্য কল্পাদম্মাৎ পরংভূতু যা ।
লোকক্ষয়করো ঘোর আসীৎ কালঃ সূদারুণঃ । ৫ ।
তস্মিন্নপি মহাঘোরে যথেষ্টং ন যুতা সতী ।
পরিতুষ্টৈর্কিভক্তা চ শৃণুধ্বং তাং কথামিমাম্ । ৬ ।
যুগান্তে সমুদ্রপ্রাণ্ডে পিতামহদিনজয়ে । মানসা
ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সাক্ষবৃক্ষৈব সন্তমাঃ । ৭ । সনকাদ্যা
মহাত্মানো যে চ বৈমানিকা গণাঃ । যমেন্দ্র-
বক্রাদ্যাশ্চ লোকপালা দিনজয়ে । ৮ । কালাপেক্ষা
তিষ্ঠন্তি লোকবৃক্ষাস্ততঃপরঃ । ততঃ কল্পক্ষয়ে
প্রাণ্ডে তেষাং জ্ঞানমবুত্তমম্ । ৯ । সর্বৈষাং
নশ্বতে চায়ুর্গুরুপানুসারজঃ । ভূলোকং তে পরি-
তাজ্য অগমংশ্চ ভুবং তদা । ১০ । স্বলোকঞ্চ

হয় ? অতীতযুগে নর্মদা কিরূপে বর্ত্তমানা ছিলেন ?
এবং বর্ত্তমান কল্পান্তের কিরূপ ব্যবস্থা ? হে প্রভো !
এসকলও বলুন । মুনি মার্কণ্ডে সভামধ্যে যুধি-
ষ্ঠির কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বক্ষ্যমাণ
বাক্যে উত্তর করিলেন । মার্কণ্ডে কহিলেন,—
এ বিষয়ে পূর্বে আমি যেরূপ শ্রুত হইয়াছি, সম্প্রতি
তাঁহাই বর্ণন করিব, সকলেই শ্রবণ করুন । অতঃ
পর পরকল্পীয়া কথা বর্ণিত হইবে । এই মহাকথার
নাম বাশিষ্ঠীয় কথা, মহর্ষি বাশিষ্ঠ ইহার বক্তা ।
আমি শুনিয়াছি,—একসময় ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর
এক সূদারুণ কাল উপস্থিত হয়, সেই মহাতীষণ
সময়েও দেবী নর্মদা যুতা হন নাই ; তৎকালে
প্রকৃষ্ট ঋষিগণ ইহাকে বিভক্ত করেন, একপাশে
আপনারা সেই পুণ্যকথা শ্রবণ করুন । লোক-
পিতামহ ব্রহ্মার দিবসজয়ে যুগান্তকাল উপস্থিত হয় ।
তখন সাক্ষাৎ ব্রহ্মের স্তায় ব্রহ্মার মানসপুত্র মহাত্মা
সন্তম সনকাদি, বিমানচারি-গণদেবতা, যম, ইন্দ্র ও
বক্রাদি লোকপালগণ লোকবৃক্ষাস্ততঃপর হইয়া
কালের অপেক্ষা করিতে থাকেন । অনন্তর ব্রহ্মার
দিবসজয়ে অবসান হইলে তাঁহাদের সকলেরই
উত্তম জ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং আয়ু ও তাঁহাদের যুগরূপা-
নুসারেই হইয়া থাকে । তখন তাঁহারা ভূলোক
পরিভ্রাণ করিয়া ভুবলোকে গমন করেন । ১—১০।

মহেশ্চৈব জনৈশ্চৈব তপস্তদা । আশ্রয়ং সত্যলোকং
চ সর্বলোকমনুত্তমম্ ॥ ১১ ॥ কালঃ যুগসংস্রান্তঃ
পুত্রপৌত্রসমম্বিতাঃ । সত্যলোকে চ তিষ্ঠন্তি যাবৎ
সংজায়তে জগৎ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মপুত্রাশ্চ যে কেচিৎ
কল্পাদৌ ন ভবন্তি হ । ত্রৈলোক্যং তে পরিত্যজ্য
অনাধারং ভবন্তি চ ॥ ১৩ ॥ তৈঃ সার্কং যে তু তে
বিপ্রা অস্তে চাপি তপোধনাঃ । যক্ষরক্ষঃপিশাচাশ্চ
অস্তে বৈমানিকা গণাঃ ॥ ১৪ ॥ ঋষয়শ্চ মহাভাগা
বর্ণাশ্চাস্তে পৃথগ্বিধাঃ । সৌদন্তি ভূম্যাং সহিতা যে
চাস্তে তলবাসিনঃ ॥ ১৫ ॥ অনারুষ্টিরভূত্বমহতী শত-
বার্ষিকী । লোকক্ষয়করী রৌদ্রা বৃক্ষবীকৃদ্ধিনাশিনী ॥
১৬ ॥ ত্রৈলোক্যসংক্ষেপকরী সপ্তার্ণববিশোধণী ।
ততো লোকাঃ ক্ষুধাবিষ্টা ভ্রমন্তীব দিশো দশ ॥ ১৭ ॥
কর্মের্মূলৈঃ কর্ণৈর্বাপি বর্তমন্তে সূহঃশিতাঃ । সরিত্তঃ
সাগরাঃ কুপাঃ সেবন্তে পাবনানি চ ॥ ১৮ ॥ তত্রাপি
সর্ষে শুষ্যন্তি সরিষ্ঠিঃ সহ সাগরাঃ । ততো যাত্মল-
সারাপি সন্তানি পৃথিবীতলে ॥ ১৯ ॥ তান্নোবাগ্রে
প্রলীয়ন্তে তিন্নান্নাকজলেন বৈ । অথ সংক্ষয়মাণানু

স্বলোক, মহলোক, জনলোক, রূপোলোক এবং
সত্যলোক এই সকল লোকের মধ্যে সত্যলোকেই
উত্তম আশ্রয় স্থল; সহস্র যুগ কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা
পুত্র-পৌত্রাদির সহিত সত্য লোকেই বাস করেন;
যে পর্য্যন্ত জগৎ পুনরায় সৃষ্টি না হয় এবং কল্পাদিতে
যাবৎ ব্রহ্মনন্দন সনক সনকাদি প্রাজুর্ভূত না হন,
সে পর্য্যন্ত তাঁহারা ত্রৈলোক্য পারিত্যাগপূর্ব্বক
আধারহীন হইয়া বিচরণ করেন; তাঁহাদের সহিত
তপোধন অত্যাশ্রয় ব্রাহ্মগণ, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ,
অস্তরীক্ষচর মহাভাগ মনি, ব্রাহ্মণাদি পৃথক্ পৃথক্
বর্ণ ও পাতলতলবাসিগণ বিষয় হইয়া
থাকেন। তখন শতবর্ষব্যাপিনী মহতী অনারুষ্টি
উপস্থিত হয়, লোকক্ষয়কর, ভীষণ অনারুষ্টিতে
বৃক্ষ, বীকৃধ 'বিনষ্ট হয় এবং সপ্ত সমুদ্র বিশোদিত
হইলে ত্রৈলোক্যের মহা সংক্ষেপ উপস্থিত হইয়া
থাকে। তৎকালে লোকগণ ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া দশদিক্
ভ্রমণ করে। কখন বা অতীব ক্ষুধিত হইয়া কন্দ, মূল
ও ফল দ্বারা অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিয়া থাকে।
পবিত্র সরিৎ, সাগর ও কূপনিচয় সেবিত হয় বটে,
কিন্তু সাগরসমূহ নদীনিচয়ের সহিত শুষ্ক হইয়া যায়।
পৃথিবীতলে জলের অল্পতা নিবন্ধন অল্পবল প্রাণি-
গণই অগ্রে বিলীন হয়, তাহাদের অস্তিত্ব একবারেই
রহিত হইয়া যায়। অনন্তর নদীনিচয় সহ সাগর

সরিৎসু সহ সাগরৈঃ ॥ ২০ ॥ ঋষীণাং ঋষিসাহস্রং
কুরুক্ষেত্রনিবাসিনাম্ । যে চ বৈগানসা বিপ্রা দন্তো-
লুখলিনস্তথা ॥ ২১ ॥ হিমাচলগুহাগুহে যে বসন্তি
তপোধনাঃ । সর্ষে তে যামুপাগম্য ক্ষত্বার্জাস্তপো-
ধনাঃ ॥ ২২ ॥ উচুঃ প্রাজ্ঞলয়ঃ সর্ষে সৌদয়ামো মহা-
মুনে । সরিৎসাগরশৈলান্তঃ জগৎ সংশ্লষ্যতে
দ্বিজ ॥ ২৩ ॥ কুত্র যাত্মাম সহিতা যাবৎকালম্
পর্য্যয়ঃ । দৌর্যায়রসি বিপ্রেন্দ্র ন মৃতম্ যুগক্ষয়ে ॥ ২৪ ॥
ভূতং তব্যং ভবিষ্যচ্চ সর্ষং তব হৃদি স্থিতম্ ।
তস্মাদ্ভ্যং বেৎসি সর্ষং চ কথয়স্ব মহাব্রত ॥ ২৫ ॥
কৌদকালং মহার্ভাগ ক্ষপিয়ামোহথ সূত্রত । অনা-
রুষ্টিতং সর্ষং সৌদতে সচরাচরম্ পরিভ্রাহি মহাভাগ
ন যথা যাম সংক্ষয়ম্ ॥ ২৬ ॥ ততঃ সঞ্চিন্ত্য
মনসা ত্বরন বিপ্রানধাতবম্ ॥ ২৭ ॥ কুরুক্ষেত্রং
তাজ্ঞধং চ পুত্রদারসমম্বিতাঃ । ত্যক্তাদৌচীং দিশং
সর্ষে যামো যাম্যামনুত্তমাম্ ॥ ২৮ ॥ নগরগ্রাম-
ঘোষাঢ্যাং পুরপত্ননশোভিতাম্ । গচ্ছামো নর্যদা-
তীরং বহুসিদ্ধিনিসেবিতম্ ॥ ২৯ ॥ কুদ্রাঙ্গীং তা-

বিশুদ্ধ হইলে কুরুক্ষেত্রনিবাসী ঋষিসহস্র ঋষি, বৈগানস
বিপ্রগণ, অত্যাশ্রয় দন্তোলুখলী অর্থাৎ কেবল যাত্র
দন্তদ্বারা চরণ করিয়া যাহারা আহার নিক্ষেপ করেন,
এইরূপ লোকগণ এবং হিমগিরির গুহগুহাবাসী
ঋষিগণ ক্ষুধা ভুগিয়া বিষয় হইয়া আমার সমীপে
আগমন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিষয় হইয়া
অক্লান্তক্লমপূর্ব্বক আমাকে সন্দোধিয়া বলিয়া
থাকেন,—“হে মহামুনে! কালপার্য্যে সরিৎ,
সাগর ও শৈলসহ জগৎ বিশুদ্ধ হইয়াছে; হে দ্বিজ!
আমরা এক্ষণে কোন্ স্থানে গমন করিব? হে
বিপ্রেন্দ্র! আপনি দৌর্যায়; যুগক্ষয়েও আপনার
ক্ষয় নাই; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকলই আপনার
হৃদয়ে বিদ্যমান; হে মহাব্রত! আপনি সকলই
বিদিত আছেন, অতএব আমরা কোথায় যাই
বলুন। হে মহাভাগ! এইরূপে আমরাগিকে
কতকাল কাটাইতে হইবে? হে সূত্রত! অনারুষ্টিতে
সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে, অতএব চরাচর জগৎবিশীর্ণ;
হে মহাভাগ! আমরাগিকে রক্ষা করুন, আমরা
আর যেন ক্ষয়প্রাপ্ত না হই।” ১১—২৬। হে রাজন্!
আমি তখন ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া সম্বর
সেই বিপ্রগণকে বলিলাম,—পুত্র-পৌত্রাদি-
সমম্বিত হইয়া আপনারা কুরুক্ষেত্র পরিত্যাগ করুন,
চলুন আমরা অন্তর্য্যমিক্ পরিত্যাগ করিয়া সকলে

মহাপুণ্যং সর্বপাপপ্রণাশিনীম্ । পশ্চামস্তাং মহা-
ভাগাং স্ত্রোগ্রোধাবারসঙ্কলাম্ ॥ ৩০ ॥ তরঙ্গাবর্ত-
সলিলাং দর্দুরীমৎস্তসঙ্কলাম্ । নানাবিহগসঙ্খুড়া-
ম্বিকোটিনিষেবিতাম্ ॥ ৩১ ॥ মাহেশ্বরৈর্ভাগবতৈঃ
সাংখ্যৈঃ সিন্ধৈঃ সুসেবিতাম্ । অনারুণ্ডিতযাত্ৰীতাঃ
কুলয়োক্রভয়োরপি ॥ ৩২ ॥ আশ্রমে হাশ্রমান
দিব্যান্ কারয়ামো জিতব্রতাঃ । এবমুক্তান্ত তে
সর্ষে সমেতাঙ্কুচৈঃ সহ ॥ ৩৩ ॥ নশ্বদাতৌরমা-
সাদ্য স্থিতাঃ সর্ষেহকুতোভয়াঃ । কিঞ্চিৎ পুষ্ক-
মশ্মত্য পুরা কল্পাদিভির্ভয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ প্রাপ্তান্ত
নশ্বদাতৌরমাদাবেব কলৌ যুগে । ততো বর্ষণতঃ
পুষ্কঃ দিব্যঃ রেবাতটেহবসন্ ॥ ৩৫ ॥ বড়বিংশচ্চ
সহস্রাণি বগণাঃ মানুযাণি চ । তত্রাশ্রম্যঃ ময়া
দৃষ্টম্বীণাঃ বসতাঃ নৃপ ॥ ৩৬ ॥ অনারুণ্ডিত

উক্তম দক্ষিণ দিকে নশ্বদাতৌরে গমন করি ।
আমরা বড় সিদ্ধিনিষেবিত নশ্বদাতৌরে গমন করিব,
তথায় বহুজলপূর্ণ পুরপশুনশোভিত অনেক গ্রাম
নগর বিদ্যমান, সেই নশ্বদাতৌর বহু স্ত্রোগ্রো-
ধক্ষে সমাকুল, আমরা তথায় গমনপূর্বক কুন্ড-
দেহনশ্রুতা সর্বপাপপ্রণাশিনী মহাভাগা মহা-
পুণ্যা নশ্বদা দর্শন করিব । নশ্বদাতৌর তরঙ্গ ও
আবর্তসমাকুল, তেঁক ও মৎস্তগণে সমাকীর্ণ,
বিবিধ বিহঙ্গমগণ নশ্বদার তৌরে বিচরণপূর্বক
মধুর রব করিয়া থাকে; কোটি কোটি ঋষি নশ্বদা-
নীরের সেবা করেন; সর্বত্রই মাহেশ্বর, ভাগবত,
সাংখ্য ও সিন্ধগণ বাস করিয়া নশ্বদার সেবা করিয়া
থাকেন । জিতব্রত দ্বিজগণ অনারুণ্ডিতভয়ে ভীত
হইয়া স্ব স্ব আবাস পরিত্যাগ করত এই নশ্বদার
উভয় কুলেই দিব্য আশ্রমসমূহ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন ।
আমার মুখে এই কথা শুনিয়া সেই সকল ভ্রমোদন
অনুচরণসহ নশ্বদাতৌরে আগমনপূর্বক অকুতো-
ভয়ে তথায় বাস করিতে লাগিলেন । পূর্বকালে
ঐ সকল ঋষি কলিযুগের প্রথমেই যুগবৈভব
বিদিত হইয়াছিলেন; তাহারাই যুগক্ষয়ের মাহাত্ম্য
অনুসরণ করত কল্পক্ষয়ক্ৰেশভয়ে ভীত হইয়াই
কলির আদিতে নশ্বদাতৌরে উপনীত হন । অন-
ন্তর তাঁহারা দিব্য শত বৎসর এবং মানুযমানের
বড়বিংশসহস্র বৎসর বেয়াতৌরে বাস করেন ।
হে নৃপ! আমিও তাঁহাদের সহিত তথায় গমন
করিয়াছিলাম, আমি সেই নশ্বদাতৌরবাসী ঋষি-
গণের মধ্যে থাকিয়া এক আশ্রম, ব্যাপার দর্শন

লোকে সংস্রবে স্বাবরে চরে । ভিন্নে যুগাদি-
কলনে হাহাভূতে বিচেতনে ॥ ৩৭ ॥ চাতুর্ধর্ষণ্য প্রলীনে
তু নষ্টে হোমবলিক্রমে । নিঃস্বাহে নিবসট্কারে
শৌচাচারবিবজ্জিতে ॥ ৩৮ ॥ ইয়মেকা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা
ঋষিকোটিনিষেবিতা । নান্যা কাচিৎপ্রলোকেহপি
রমণীয়া নরেশ্বর ॥ ৩৯ ॥ যথেষ্ট পুণ্যসলিলা
ইন্দ্রেশ্বরামরাবতী । দেবতায়তনৈঃ শুভৈরাশ্রমৈশ্চ
সুকল্পিতৈঃ ॥ ৪০ ॥ শোভতে নশ্বদা দেবী স্বর্গে
মন্দাকিনী যথা । যাবদ্বক্ষ্যামহাশৈলা যাবৎসাগর-
সম্ভবা ॥ ৪১ ॥ উভয়োঃ কুলয়োস্তাবন্যুত্তিতায়তনৈঃ
শুভৈঃ । হৃষত্তিরাগ্নিশোভৈশ্চ হবির্ধূমসমাকুলা ॥ ৪২ ॥
বভূব নশ্বদা দেবী প্রাকটিকালেব শরীরী । দেব-
তায়তনৈর্নৈকৈঃ পূজাসংস্কারশোভিতা । সরিচ্ছ-
ত্রাজতে শ্রেষ্ঠা পুরী শাক্রী চ ভাস্করী ॥ ৪৩ ॥
কেচিৎপঞ্চাগ্নিতপসঃ কেচিদপ্যগ্নিহোত্রিণঃ ॥ ৪৪ ॥
কেচিদুমকমশ্ৰুতি তপশ্চাগ্রে ব্যবস্থিতাঃ । আশ্র-

করিলাম । আমি দেখিলাম;—তখন অনারুণ্ডি-
দ্বারা লোক সকল নিহত, স্বাবর ও চর শুদ্ধ হই-
য়াছে; যুগক্ষয়ে সর্বত্র হাহাকার রব উঠিয়াছে এবং
সমস্তই বিচেতন হইয়াছে । তখন চাতুর্ধর্ষণ্য
প্রলীনে, হোম ও বলিক্রম বিলুপ্ত, স্বাহা স্ববাস্তব
কার হিরোহিত এবং শৌচাচার বিদূরিত হইয়াছে;
কিন্তু একমাত্র ঋষিকোটিনিষেবিতা সরিদ্বেয়া
নশ্বদা বিদ্যমানা রহিয়াছেন; হে নরেশ! তখন
ত্রিলোকে নশ্বদার স্তায় পুণ্যসলিলা অন্ত কোন
রমণীয়া নদী বিদ্যমানা ছিলে না । শুভ দেবায়তন-
নিচয় ও ঋষিগণের সুকল্পিত আশ্রমসমূহে নশ্বদা-
তৌর তখন অমররাজের অমরাবতী এবং দেবী
নশ্বদা যেন স্বর্গের মন্দাকিনীর স্তায় শোভা ধারণ
করিয়াছিলেন । সাগরসম্ভবা নশ্বদাদেবীর উভয়
কুলই বিবিধ শৈল, বৃক্ষ ও দেবায়তনে বিভূ-
ষিত, উভয় কুলেই অগ্নিহোত্রী মুনিগণ হোম
করিতেছেন এবং হোমধূমে নশ্বদার উভয় কুলই
সমাকুল হইয়া যেন বধাকালের বিভাবরী-শোভা
ধারণ করিয়াছেন; দেবায়তন ও পূজা সংস্কার
এবং বহু নদী দ্বারা সুশোভিত হইয়া দেবী
নশ্বদা যেন শক্র ও ভাস্কর পুরীর স্তায় বিরাজ
করিতেছেন । নশ্বদাতৌরে পঞ্চাগ্নিতপা ও অগ্নি-
হোত্রিগণ তপশ্চরণ করিতেছেন, কোন কোন
মুনি উগ্রতপস্তায় নিরত রহিয়াছেন, হতধূমসমূহে
তাঁহার শরীর পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; কোন কোন

যজ্ঞরতাঃ কেচিদপরে ভক্তিভাগিনঃ ॥ ৪৫ ॥ বৈষ্ণব-
জ্ঞানমাসাদ্য কেচিচ্চৈবঃ ব্রতং তথা । এক-
রাত্রং দ্বিরাত্রঞ্চ কেচিৎ নষ্টাহভোজনাঃ ॥ ৪৬ ॥
চান্দ্রায়ণবিধানৈশ্চ কৃষ্ণিণশ্চাতিকৃষ্ণিণঃ । এবংবিধৈ-
স্তপোভিষ্ঠ নর্যদাতীরশোভিতৈঃ ॥ ৪৭ ॥ যজ্ঞাঃ
শকরং দেবং কেশবং ভাতি নিত্যদা । একস্থে চ
পৃথক্চে চ যজ্ঞতাক্ষ মহেশ্বরম্ ॥ ৪৮ ॥ কলৌ যুগে
মহাঘোরে প্রাপ্তাঃ সিদ্ধিমন্তুমাম । যন্ত যন্ত হি
যা ভক্তিবিজ্ঞানং যন্ত যাদৃশম্ ॥ ৪৯ ॥ যস্মিন
যস্মিংশ্চ দেবে তু তাং তামীশোহদদাৎ প্রভুঃ ।
স্বভাবৈকতয়া ভক্ত্যা তামেত্যান্তঃপ্রলীয়তে ॥ ৫০ ॥
সংসারে পরিবর্তন্তে যে পৃথগ্ভাজিনো নরাঃ ।
যে মহাবৃক্ষমীশানং ত্যক্তা শাখাবলহিনঃ ॥ ৫১ ॥
পুনরার্তমানাস্তে জায়ন্তে হি চতুর্যুগে । দেবাস্তে
স্বাবরাস্তে চ সংসারে চান্দ্রময় ক্রমাৎ ॥ ৫২ ॥
পুনর্জন্ম পুনঃ স্বর্গে পুনর্ঘোরে চ রৌরবে । যে

মুনি আশ্রয়জরত, কেহ কেহ কেবল ভক্তিভাবে
অনুপ্রাণিত, কেহ কেহ বিষ্ণুভক্তি অবলম্বন,
কোন কোন তপস্বী শিবরত ধারণ, কেহ এক-
রাত্র, কেহ দ্বিরাত্র, কেহ যজুরাত্রভোজী : কেহ
চান্দ্রায়ণ, কেহ কৃষ্ণব্রত এবং কেহ কেহ ত্রি-
কৃষ্ণব্রতধারী হইয়া তপস্বী করিতেছেন । এষ্ট-
রূপ শিব ও কেশবের উদ্দেশে অমুষ্টিত যাগ
যজ্ঞ ও ঋষিগণের তপস্বীবিধানে নিয়ত
দেবী নর্যদার তীর সুশোভিত হইয়াছে । এই-
রূপে কেহ মহেশের পৃথক্ ভাব ভাবনা এবং
অপর কেহ কেহ তাঁহাকেই একমাত্র চিন্তা
করিয়া পূজা করত কলিযুগ মহা ভীষণ হইলেও
অনুত্তম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । ঐহ্যার যেমন
ভক্তি, ঐহ্যার যেমন বিজ্ঞান ও ঐহ্যার যে
দেবতায় অনুভূতি, প্রভু ঐশান এই সকল
বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধি
প্রদান করেন । ঐহ্যারা শিবেরই একান্তমনা ও
একভক্তি, তাঁহারা শিবেরই প্রালীন হইলেন,
ঐহ্যারা পৃথক্ ভাবাপন্ন, সেই সকল নর সং-
সারে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিল । ঐহ্যারা ঐশানরূপ
মহাতরু পরিত্যাগপূর্বক তাঁহারা শাখা-প্রশাখার
আশ্রয় গ্রহণ করে তাহারা চতুর্যুগেই পুনরাবর্তমান
হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । তখন কখন দেব,
কখন স্বাবর ও কখন সংসারের নররূপে
ক্রমে ভ্রমণ করে । তাহারা পুনঃপুনঃ জন্ম হয়,

পুনর্দেবীশানং ভবং ভক্তিসুসংস্থিতাঃ ॥ ৫৩ ॥
যজ্ঞাঃ নর্যদাতীরে ন পুনন্তে ভবন্তি চ । আদেহ-
পতনাৎ কেচিৎপাসন্তঃ পরঃ গতাঃ ॥ ৫৪ ॥ কেচিদ্-
দ্বাদশভিবর্ষৈঃ সত্ভূতিরন্তে তপোধনাঃ । ত্রিভিঃ
সংবৎসরৈঃ কেচিৎ কেচিৎ সংবৎসরেণ তু ॥ ৫৫ ॥
সত্ভূতির্নাসৈস্ত সংসিদ্ধান্তি ভূমাসৈস্তথাপরে । মুনয়ো
দেবমাশ্রিত্য নর্যদাক্ষ যশস্বিনীম্ ॥ ৫৬ ॥ হিষ্টা
সংসারদোষাংশ্চ অগমন ব্রহ্ম শাস্তম্ । এবং
কলিযুগে ঘোরে শতশোহিৎ সহস্রশঃ ॥ ৫৭ ॥
নর্যদাতীরমাশ্রিত্য মুনয়ো ক্রজ্জমাভিশন ॥ ৫৮ ॥
যে নর্যদাতীরমুপেত্য বিঃ শৈবে ব্রতে যত্নমুপ-
প্রপন্নাঃ । ত্রিকালমন্তঃ প্রবিগাহ ভক্ত্যা দেবং
সমভ্যর্চ্য শিবং ব্রজন্তি ॥ ৫৯ ॥ ধ্যানার্চনৈর্জাপ্য-
মহাব্রতৈশ্চ নারায়ণং বা সততং স্মরন্তি ।
তে ধোতপাণ্ডুরপটা ইব রাজহংসাঃ সংসার-
সাগরজলস্ত তরন্তি পারম্ ॥ ৬০ ॥ সত্যং সত্যং
পুনঃ সত্যমুৎকীপ্য ভুজমুচ্যতে । ইদমেকং
সুনিপ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥ ৬১ ॥ যো বা

কখন তাহারা স্বর্গে ও ঘোর রৌরবে গমন
করিয়া থাকে । আর ঐহ্যারা নর্যদাতীরে ভক্তি-
ভরে দেব ঐশান ভবকে ভাবনা করেন,
তাঁহাদের পুনর্জন্ম হয় না । কেহ দেহ পতন
পর্যন্ত ঐশানের উপাসনা করিয়া পরম সিদ্ধিলাভ
করিয়াছেন, আবার কোন কোন তপোধন দ্বাদশ
বর্ষ, অথবা কেহ সত্ভূতিবর্ষ, কেহ তিন বর্ষ, কেহ এক-
বর্ষ, কেহ ছয় মাস এবং অপর কেহ কেহ বা তিন
মাস শিবের উপাসনা করিয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত
হইয়াছেন । মুনিগণ যশস্বিনী নর্যদার তীর আশ্রয়
ও দেব ঐশানের আরাধনা করিয়া সংসার-দোষ-
সমূহের নিরাস করত নিত্য ব্রহ্মপদ লাভ করেন ।
এইরূপে শত সহস্র মুনি ভীষণ কলিকালে নর্যদার
তীর আশ্রয় করিয়া ক্রুদ্ধের পদে প্রবেশলাভ করিয়া-
ছিলেন, যে সকল বিপ্র ভক্তিভরে নর্যদাতীরে
আগমন ও নীরে ত্রিকালীন অবগাহন করত শিব-
ব্রতে নিরত হন এবং প্রযত্নপূর্বক শিবপূজা করেন,
তাঁহারা শিবপদে গমন করিয়া থাকেন । ঐহ্যারা
ধ্যান, অর্চন, জপ ও মহাব্রতচরণ করিয়া সতত
নারায়ণের স্মরণ করেন, তাহারা বিধোত শুভ
পক্ষপূটযুক্ত রাজহংসের স্থায় সংসার-সাগরনীরের
পরপারে গমন করেন ॥ ৪৪—৬০ ॥ আমি উক্ত বাহ
হইয়া ত্রিসত্য কর্তৃত বলিতেছি—ইহা সত্য, আমার

ইয়ং পূজয়তে জিতাশ্বা মাসং চ পক্ষং চ বসেন্নরেন্ন ।
 রেবাং সমাশ্রিত্য মহানুভাবঃ স দেবদেবোহথ
 ভবেৎ পিনাকী ॥৬১॥ কীটঃ পতঙ্গাশ্চ পিপীলিকাশ্চ
 যে বৈ ত্রিযন্তেহন্তসি নৰ্মদায়াঃ । তে দিব্যরূপাশ্চ
 কুলপ্রসূতাঃ শতং সমা ধৰ্ম্মপরা ভবন্তি ॥ ৬৩ ॥
 কালেন বৃক্ষাঃ প্রপতন্তি যেহপি মহাতরকৌষধিকৃত-
 মুলাঃ । তে নৰ্মদাস্তোভিরপান্তপাপা দেদীপ্যমানা-
 ত্রিদিবং প্রয়ান্তি ॥ ৬৪ ॥ অকামকামাশ্চ তথা সকামা
 রেবাস্তমাস্রিত্য ত্রিযন্তি তীরে । জড়াক্ষমুকান্দিবং
 প্রয়ান্তি কিমত্র বিপ্রা ভবভাবযুক্তাঃ ॥ ৬৫ ॥ মাসো-
 পবাসৈরপি শোষিতাঙ্গা ন তাং গতিং যান্তি বিমুক্ত-
 দেহাঃ । ত্রিযন্তি রেবাজলপুত্ৰকায়াঃ শিবার্চনে
 কেশবভাবযুক্তাঃ ॥ ৬৬ ॥ যে নৰ্মদাতীরমহুপ্রপরা
 অভ্যর্চয়িত্বা শিবমব্যাখ্যাম্ । নারায়ণং বা মনসা
 স্পৃহতাঃ পিবন্তি মাতূর্ন পুনঃ স্তনং তে ॥ ৬৭ ॥
 নৌবারজ্যামাকযবেঙ্গদাদৈরতৈর্মুনীলা ইহ বর্তমান্তি ।

একমাত্র এই জ্ঞান পরিপক্ব হইয়াছে যে, নারায়ণই
 সত্য দেয় । হে নরেন্দ্র ! যে জিতাশ্বা নর
 এক মাস বা এক পক্ষকাল রেবাতীরে বাস করত
 হরের আরাধনা করেন, সেই মহানুভব মানব
 দেবদেব পিনাকীর সাক্ষ্য প্রাপ্ত হন । কীট,
 পতঙ্গ ও পিপীলিকাগণও যদি নৰ্মদানীরে প্রাণ
 পরিত্যাগ করে, তবে তাহারাও দিব্যরূপ ধারণ-
 পূর্বক নৰ্মদাতীরে জন্মগ্রহণ করত ধৰ্ম্মপরাধন
 হইয়া শত বৎসর জীবন ধারণ করে । মহা-
 তরঙ্গপ্রভাবে কালক্রমে ক্ষয়মূল হইয়া যে সকল
 বৃক্ষ পতিত হয়, তাহারাও নৰ্মদা জল সংস্পর্শে
 পাপহীন হইয়া দেদীপ্যমানরূপে ত্রিদিবধামে গমন
 করিয়া থাকে । হে বিপ্রগণ ! কুৎসিতকায় বা
 সাধুকাম যেরূপই হউক না কেন, জড়, অন্ধ বা
 মুক মানবগণও রেবানীরে জীবন বিসর্জন করত
 স্বর্গে গমন করে, ভক্তিভাবযুক্ত মানবগণের
 আর কথা কি ? শিবারাধনায় ও কেশবে ভক্তি-
 মান মানব পুত্র রেবানীরে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া
 যে গতি লাভ করেন, মাসোপবাসে শোষিত
 শরীর নরও দেহাবসানে সেরূপ গতি প্রাপ্ত হন
 না । যাহারা রেবাতীরে আগমনপূর্বক অব্যাখ্যা
 শিবের পূজা বা মনে মনে নারায়ণের স্মরণ করেন,
 সেই পুত্র ব্যক্তিগণের পুনরায় মাতৃসত্ত্ব পান
 করিতে হয় না । যে সকল ঋষিবর এই রেবাতীরে
 নৌবার, জ্যামাক, যব, ইন্দুদী ও অস্ত্রাক্ষ বস্ত্র কল
 ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করেন; যাহারা

আশ্রিত্য কুলং ত্রিদশানুগীতং তে নৰ্মদায়া ন বিশন্তি
 মৃত্যুম্ ॥ ৬৮ ॥ ভ্রমন্তি যে তীরমুপেতা দেব্যা-
 ত্রিকালদেবার্চনসত্যপুতাঃ । বিগ্নাত্ৰ্যম্মাহ্নিরোপ-
 ধানাঃ কুক্ষৌ যুবত্যা ন বসন্তি ভূয়ঃ ॥ ৬৯ ॥ কিং
 যজ্ঞদাতৈর্দহতিশ্চ তেষাং নিষেবিতৈস্তীর্থবতৈঃ
 সমন্তৈঃ । রেবাতটং দক্ষিণমুত্তরং বা সেবন্তি
 তে রুদ্রচরানুপূর্বম্ ॥ ৭০ ॥ তে বঞ্চিতাঃ পঙ্গুজড়াক্ষ-
 ভূতা লোকেষু মর্ত্যাঃ পশুভিঃ তুল্যাঃ । যে
 নাশ্রিতা রুদ্রশরীরভূতাঃ সোপানপঙ্ক্তিকং ত্রিদিবন্ত
 রেবাম্ ॥ ৭১ ॥ যুগং কলিং ঘোরমিমং য ইচ্ছেদ্রষ্টুঃ
 কদাচিত্ত পুনর্দ্বিজেন্দ্রঃ । স নৰ্মদাতীরমুপেতা সর্ব-
 সম্পূজয়েৎ সর্ববিমুক্তসঙ্গঃ ॥ ৭২ ॥ বিদ্বৈবনৈকৈরতি-
 যোজ্যমানা যে তীরমুজ্জ্বলন্তি ন নৰ্মদায়াঃ । তে চৈব
 সর্বত্র হিতার্থভূতা বন্দ্যাস্চ তে সর্বজনস্ত মাত্তাঃ ॥
 ৭৩ ॥ ভৃগুত্রিগার্গ্যেধবশিষ্টকঙ্কাঃ শতৈঃ সমেতৈ-
 র্নিয়তাস্তসৈধ্যৈঃ । সিদ্ধিঃ পরাং তে হি জলপ্লুতাকাঃ
 প্রাপ্তাস্ত লোকায়কতাং ন চাপ্তে ॥ ৪ ॥ জ্ঞানং
 মহৎ পুণ্যতমং পবিত্রং পঠন্ত্যদো নিত্যবিভক্তসব্বাঃ

ত্রিদশানুগীত নৰ্মদার তীর আশ্রয় করত প্রাণ ত্যাগ
 করেন, এবং যে সকল সত্যপুত্র ঋষি দেবী নৰ্মদার
 তীরে সমাগত হইয়া ভ্রমণ ও ত্রিকালীন দেবার্চন
 করেন, কদাচ তাঁহাদিগকে বিদ্যা, মুক্ত, চর্য, অশ্ব ও
 শিরাবিজড়িত দেহ ধারণ ও যুবতীর ক্রোড়ে বাস
 করিতে হয় না । যাহারা রেবার দক্ষিণ ও উত্তর
 তীরের সেবা করেন, তাহারা রুদ্রাচর-সদৃশ
 আর তাঁহাদের বহু যজ্ঞ, দান ও নিখিল উত্তম
 তীর্থ সেবার কি প্রয়োজন ? যাহারা স্বর্গসোপান-
 পঙ্ক্তি রুদ্রদেহসমুভূতা রেবার সেবা করে না,
 সে সকল মানব পঙ্গু, জড় ও অন্ধবৎ এবং সেই
 বঞ্চিত মানবগণ পশুর সদৃশ । যে দ্বিজেন্দ্র
 কদাচিত্ এই ভীষণ কলিযুগের পুনরায় দর্শন বাসনা
 করেন না, নৰ্মদাতীরে আগমনপূর্বক বিমুক্ত-সঙ্গ
 হইয়া তাহার শরীরের পূজা করা অবশ্য কর্তব্য ।
 যাহারা অনেক বিষয় বাধা দ্বারা অত্যন্ত অক্লান্ত
 হইয়াও নৰ্মদার তীর পরিত্যাগ করেন না,
 তাঁহাদের সর্বভূতের হিত সাধন করা হয় এবং
 তাঁহারা নিখিল জনের পূজ্য ও সম্মানভাজন হন ।
 ভৃগু, অত্রি, গার্গ্য, বশিষ্ঠ প্রভৃতি শত শত
 মহর্ষি এবং অন্যান্য অসংখ্য নিয়তান্না মুনিগণ
 রেবানীরে শরীর আশ্রিত করিয়া পরম সিদ্ধি-
 প্রাপ্ত হইয়াছেন; কত অসংখ্য ঋষি বায়ুলোকে

গতিঃ পরাং যান্তি মহানুভাবা ক্রদন্ত বাক্যং হি যথা
প্রমাণম্ । ৮৫ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে নন্দাদানন্দকলক্রান্তিকথনং নাম
দশমোহধ্যায়ঃ । ১০ ।

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ । অহো মহৎ পুণ্যতমা বিশিষ্টা
কল্পং ন যাতা ইহ যা যুগান্তে । তস্মাৎ সদা সেব্যতমা
মুনীন্দ্রধ্যানার্চনস্নানপরায়ণৈশ্চ ॥ ১ ॥ যামাত্রিত্য
গতা মোক্ষযুগয়ো ধর্মবৎসলাঃ । যে ত্বয়োক্তান্ত
নিয়মা ঋষীণাং বেদনির্মিতাঃ ॥ ২ ॥ মোক্ষাপ্রাপ্তি-
র্ভবেদ্যেষাং নিয়মৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ । দশদ্বাদশভির্দ্বাপি
ষড়্ভিঃ স্তোত্রৈরিভিঃ বা ॥ ৩ ॥ ত্রিভিঃ স্তোত্রৈঃ চতুর্ভিঃ
বর্ধৈর্দ্ব্যসৈস্ত্রৈঃ বা চ । মুচ্যন্তে কলিদোষেষু
দেবেশানসমর্চনাৎ ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মাণং বা সুর-
শ্রেষ্ঠং কেশবং বা জগদ্গুরুম্ । অর্চয়ন
পাপমখিলং জহাত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥ এত-

গমন করিয়াছেন । নিতা-বিগুহ-সর মহানুভব
ব্যক্তিগণ, এই কল্পবাক্য প্রমাণরূপে অবধারণ করিয়া
পবিত্র পুণ্যতম এই উপাখ্যান সতত পাঠ করিলে
অনুত্তম গতি লাভ করিতে পারেন । ৬১—৮৫ ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০ ।

একাদশ অধ্যায় ।

র বলিলেন,—অহো! নন্দাদা মহা পুণ্য-
তমা, যুগাবসানেও এই সরিদ্ভার কল্প হয় না;
এই জন্যই মুনিবরগণ ধ্যান, অর্চনা ও স্নান-
পরায়ণ হইয়া সতত ইহার সেবা করেন । অহো!
ধর্মবৎসল ঋষি সকল ইহারই সেবা করিয়া
মোক্ষলাভ করিয়াছেন । হে মুনিবর! আপনি
ঋষিগণের অবলম্বনীয় যে সকল বেদবিহিত নিয়ম
বর্ণন করিলেন, এই সকল নিয়মের পৃথকভাবে
অনুষ্ঠান করিলেও তাঁহাদের মুক্তি হইবে,
ইহাও আপনি বলিয়াছেন; এই নিয়মনিচয়ের
দশ, দ্বাদশ, ছয়, আট, তিন বা চারি বৎ-
সর কিংবা মাসানুষ্ঠান করত ঈশানের অর্চনা
করিলেই লোক কলিদোষ হইতে মুক্ত হইবে, ইহাও
আপনার মুখে শ্রবণ করিলাম; আপনি আরও
বলিয়াছেন,—ব্রহ্মা, কিংবা সুরসত্তম কেশব অথবা

দ্বিস্তরতঃ সর্বং কথয়স্ব মমানঘ । যস্মিন্
সংসারগহনে নিমগ্নাঃ সর্বজন্তবঃ । তে কথং ত্রিবিধং
প্রাপ্তা ইতি মে সংশয়ো বদ ॥ ৬ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । জন্মান্তরে নৈকৈকম্ মানুষ্যমুপলভ্যতে ।
ভক্তিক্রমপদ্যতে চাত্ত কথঞ্চিদপি শক্রে ॥ ৭ ॥
তীর্থদানোপবাসানাং যজ্ঞৈর্দেবদ্বিজার্চনৈঃ । অবাপ্তি-
র্জায়তে পুংসাং শ্রদ্ধয়া পরয়া নৃপ ॥ ৮ ॥ তস্মাক্কা
প্রকর্তব্যা মানবৈর্ধর্মবৎসলৈঃ । ঈশোহপি শ্রদ্ধয়া
সাধ্যস্তেন শ্রদ্ধা বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥ অন্তথা নিষ্ফলং
সর্বং শ্রদ্ধাহীনং তু ভারত । তস্মাৎ সমাশ্রয়েত্তক্তিঃ
ক্রদন্ত পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১০ ॥ তেবাং হি সকলং জন্ম
যেষাং ভক্তিরচঞ্চলা । সা চৈব ত্রিবিধা ভক্তিঃ
সার্বিকী রাজসী তথা । তামসী সর্বলোকস্ত ত্রিবিধঞ্চ
ফলং লভেৎ ॥ ১১ ॥ তে কস্মিন্দেব সংযোগাদবর্তন্তে
পুনঃপুনঃ ॥ ১২ ॥ জন্মানন্তরশতৈস্তেষাং জ্ঞানিনাং
দেবযাজিনাম্ । দেবত্রেয়ৈ ভবেত্তক্তিঃ কয়াং পাপস্ত

জগদ্গুরু শিবের পূজা করিলে মানব নিখিল পাপ
পরিচ্যাগ করে; সংশয় নাই । হে অনঘ! আমার
নিকটে এ সকল বিস্তাররূপে বর্ণন করুন । যে
সকল জীব এই সংসারগহনে নিমগ্ন, তাহারা পুন-
রায় কিরূপে ত্রিদেশালয় লাভ করিবে? ইহাই আমার
সংশয়, অতএব আমার এই সংশয়ের নিরাস
করুন । মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—অনেক
জন্মান্তরে জীব মানবদেহ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই
মানবশরীর পরিগ্রহ করিয়া জীবগণমধ্যে শক্রে
ভক্তিমান অতি অল্পই হইয়া থাকে । হে নৃপ!
তীর্থ, দান ও উপবাসনিয়ত নরগণ পরম শ্রদ্ধা-
সহকারে যজ্ঞ ও দেবদ্বিজের পূজা করিয়াই শিব-
ভক্তি লাভ করেন; অতএব ধর্মবৎসল লোকগণ
সতত শ্রদ্ধাযুক্ত হইবেন, আর ঈশানও শ্রদ্ধা দ্বারা
সাধ্য, অতএব সকল কার্যে শ্রদ্ধাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া
কোর্তিত হইয়াছে । হে ভারত! যাহার শ্রদ্ধা
নাই, তাহার সকল কার্যই বিফল; অতএব সর্ব
প্রথমে পরমেশ্বর ক্রদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি করিবে ।
যাহাদের ভক্তি অচঞ্চলা, তাহাদেরই জন্মসফল । এই
ভক্তি ত্রিবিধ—সার্বিকী, রাজসী ও তামসী; সকল
লোকেরই ভক্তিভেদে ত্রিবিধ ফললাভ হইয়া থাকে ।
যাহারা কস্মিন্দেব সংযোগাদবর্তন্তে পুনঃপুনঃ
সংসারে আব-
র্ত্তন করে, শত জন্মান্তর দেবপূজা করিয়া তাহারা
জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে; তাহাদের পাপক্ষয় হইলে
ক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দেবত্রেয়ৈ ভক্তি জন্মে;

কর্মণঃ ॥ ১৩ ॥ ঈশানাভু পুনর্মোক্ষো জায়তে হিঃ
সংশয়ঃ । যে পুনর্নন্দাতীরমাশ্রিত্য দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ১৪ ॥
ত্রয়ীমার্গমসন্নিধ্যাস্তে যান্তি পরমাং গতিম্ । একাগ্র-
মনসো যে তু শঙ্করং শিবমব্যয়ম্ ॥ ১৫ ॥ অর্চয়
স্তীহ নিরতাঃ কিপ্রং সিধ্যস্তি তে জনাঃ । কালেন
মহতা সিদ্ধির্জায়তেহস্তত্র দেহিনাম্ ॥ ১৬ ॥ নন্দাদায়াঃ
পুনস্তীরে কিপ্রং সিদ্ধিরবাপাতে । ষড়্ভুতির্বৈশ্ব-
সিধ্যস্তি যে তু সাংখ্যবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥ বৈকুণ্ঠ-
জ্ঞানসম্পন্নাস্তেহপি সিধ্যস্তি চাগ্রতঃ । সর্বযোগ-
বিদো যে চ সমুদ্রমিব সিদ্ধবঃ ॥ ১৮ ॥ একীভবন্তি
কল্পান্তে যোগে মাহেশ্বরে গতাঃ । সর্বেষামেব
যোগানাং যোগো মাহেশ্বরো বরঃ ॥ ১৯ ॥ তমা-
সাদ্য বিমুচ্যন্তে যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ । শিব-
মর্চ্য নদীকূলে জায়ন্তে তে ন যোনিষু ॥ ২০ ॥
গতিরেষা ত্বরোরোহা সর্বপাপক্ষয়করী । মুচ্যন্তে
মজ্জুং সংসারাদ্বেবামাশ্রিত্য জন্তবঃ ॥ ২১ ॥ তস্মাৎ
প্রায়ী ভবেন্দ্ৰিত্যং তথা ভস্মবিলেপনঃ । নন্দাদা-
তীরমাসাদ্য কিপ্রং সিদ্ধিমবাধুয়াৎ ॥ ২২ ॥ ত্রিকালঃ

এতন্মধ্যে ঈশানের পূজায়ই মানব ছিন্নসংশয়
হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । যে সকল দ্বিজ-
পুঙ্গব নন্দাদাতীর আশ্রয় করত অসন্নিধ্যচিত্তে বেদ-
মার্গ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের পরম গতি লাভ
হয় । যে সকল নিয়ত নর নন্দাদাতীর আশ্রয়পূর্বক
একাগ্রমনে মঙ্গলময় অবাঘ শিবের পূজা করেন,
তাঁহাদের সিদ্ধিলাভ সহর সাধিত হয় । অস্ত্রত
শরীরগণের দীর্ঘকালে যে সিদ্ধিলাভ হয়, নন্দাদা-
তীরে সহর সেই সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে । যে
সকল সাংখ্যবিৎ মানব ছয়বৎসরে সিদ্ধিলাভ করেন,
জ্ঞানসম্পন্ন বৈকুণ্ঠ মানবগণ তাঁহাদের অগ্রেই সিদ্ধি
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । যাহারা নিপিল যোগবিৎ,
কল্পান্তকালে নদীনিবহ যেরূপ সাগরে মিলিত হয়,
তাঁহারাও তদ্রূপ মাহেশ্বরের যোগে যুক্ত হইয়া
থাকেন । যোগনিচয়ের মধ্যে মাহেশ্বর যোগই শ্রেষ্ঠ,
পাপযোনি মানবগণও মাহেশ্বর যোগ অবলম্বন
করিয়া বিমুক্ত হয় ; তাহারা রেবাতীরে শিবপূজা
করিয়া কখনও যোনিজন্ম লাভ করে না । এই
সর্বপাপনাশিনী গতি অতীব গহন, জীবগণ রেবার
নীরে নিমজ্জন ও রেবার আশ্রয় গ্রহণ করত
সংসারসাগর হইতে মুক্ত হয় । রেবাতীরে গমন,
রেবানীরে নিত্যজ্ঞান ও ভস্মলেপন করিলে মানব
সহর সিদ্ধিলাভ করে । যে শাস্ত্র মানব আদর-

পূজয়েচ্ছাস্তো যো নরো লিঙ্গমাদরাৎ । সর্বরোগ-
বিনির্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥ ষড়্ভুতিঃ
সিধ্যতি মাসৈস্ত যদ্যপি স্মাৎ স পাপকৃৎ । যে
পুনঃ শুদ্ধমনসো মাসৈঃ শুধ্যস্তি তে ত্রিভিঃ ॥ ২৪ ॥
যথা দিনকরস্পৃষ্টং হিমং শৈলাদ্বিনীর্ঘাতে । তদ্বদ্বিনী-
যতে পাপং স্পৃষ্টং ভস্মকণৈঃ শুভৈঃ ॥ ২৫ ॥
সদ্যোজাতাদিযুক্তেন ভস্মনা যে সমুক্ষিতাঃ ।
শূর্য্যাবহিমলা ভাস্তি দ্বিজা কুডপরাযণাঃ ॥ ২৬ ॥
বৈনতেয়ভয়তস্তা যথা নশ্বস্তি পরগাঃ । তদ্বৎ-
পাপানি নশ্বস্তি ভস্মনাভ্যক্ষিতানি হ ॥ ২৭ ॥
নন্দাদাতোষপুতেন ভস্মনোকুলয়ন্তি যে । সদ্যন্তে
পাপসজ্জাচ্চ মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥
ব্রতং পাণ্ডপতং ভক্ত্যা যথোক্তং পালয়ন্তি যে ।
শূদ্রাশ্চৈব বিহীনাস্ত তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২৯ ॥
অমৃতং ব্রাহ্মণস্মিন্ কত্রিয়ার্নং পয়ঃ স্মৃতম্ । বৈশ্ণা-
মন্নমেব স্মাচ্ছূদ্রাশ্চ কথিরং স্মৃতম্ ॥ ৩০ ॥ শূদ্রা-
রসসম্পূষ্টা যে ত্রিযন্তে দ্বিজোত্তমাঃ । তে তপো-
জ্ঞানহীনাস্ত কাক গৃধ্রা ভবন্তি তে ॥ ৩১ ॥ তদ্রূপতঃ
হি মনুষ্যাণামন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি । যো যস্তান্নং

সহকারে ত্রিকালীন জ্ঞান ও লিঙ্গের পূজা করে,
সে সর্বরোগবিমুক্ত হইয়া পরম গতিলাভ করিয়া
থাকে । পাপকারী নরও ছয়মাস এইরূপ করিলে
সিদ্ধিলাভ করে, আর পুতচিত্ত ব্যক্তি তিনমাসে
সিদ্ধিলাভ করেন । দিনকরকরস্পর্শে শৈল-
শিখরের হিমরাশি যেরূপ বিশীর্ণ হয়, কণামাত্র ভস্ম-
সংসর্গেও তদ্রূপ পাপপুঞ্জ বিলীন হইয়া থাকে ।
শিবের সদ্যোজাতাদি নাম সহকারে যে সকল দ্বিজ
শরীরে ভস্মলেপন করেন, কুডপরাযণ সেই
দ্বিজগণ দিবাকরবৎ বিমল হইয়া থাকেন । পতঙ্গবর
গরুড়ের ভয়ে পরগণ যেরূপ ত্রস্ত হয়, শরীর
ভস্মদ্বারা লিপ্ত হইলে কলুষজালও তদ্রূপ বিলীন
হইয়া থাকে । যাহারা নন্দাদানীরপুত ভস্মদ্বারা
শরীর বিধৌত করেন, সদ্যই তাঁহাদের কলুষরাশি
বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই । যাহারা শূদ্রা পরিত্যাগ-
পূর্বক ভক্তিভরে যথাবিধি পাণ্ডপত ব্রত পালন
করেন, তাঁহাদের পরম গতিলাভ হয় । ব্রাহ্মণের
অন্ন অমৃত, কত্রিয়ার্ন ক্ষীর, বৈশ্ণবের অন্নই অন্ন এবং
শূদ্রা কথির বলিয়া কথিত হয় ; যাহারা শূদ্রের
অন্নরসে শরীর পোষণ করে ; দ্বিজোত্তম হইলেও
দেহাবসানে তপস্যা ও জ্ঞানহীন হইয়া তাহারা
কাক ও গৃধ্র হয় ॥ ১২—৩১ ॥ মানবগণের পাপ অন্ন-

সমপ্রাপ্তি স তস্মাপ্রাপ্তি কিঞ্চিদম্ ॥ ৩২ ॥ বিশেষাদ-
যতিধর্মেন তপোলোভ্যাং সমাপ্রাপ্তাঃ । নরকং
যাস্ত্যসন্দিগ্ধমিত্যেব শঙ্করোহববৌ ॥ ৩৩ ॥ ঈদৃগু-
রূপাশ্চ যে বিপ্রাঃ পাণ্ডপত্যে ব্যবস্থিতাঃ । তে
মহৎ পাপসম্ভ্রাতং দহন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
বিভ্রেন চ সংস্কৃতা লৌলুপ্যেন চ পীড়িতাঃ । অস-
জ্ঞায়া অসংগ্রাহা ইত্যেবং ক্রান্তনোদনা ॥ ৩৫ ॥
মাতাপিতৃকৃতৈর্দোষৈরন্ত্রে কেচিৎ স্বকর্ম্মভৈঃ । নষ্টা
জ্ঞানাবলেপেন অহঙ্কারেন চাপরে ॥ ৩৬ ॥ শাক্তরে
প্রস্থিতা ধর্ম্মে যে স্মৃত্যর্থবহিঃকৃত্যঃ । ক্রিষ্ণমানাস্ত
কালেন তে যাস্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৩৭ ॥ অশ্রদ্ধধানাঃ
পুরুষা মূর্খা দম্ভবিবর্জিতাঃ । ন সিধ্যস্তি হুরাশ্বানঃ
কুদৃষ্টোস্ত্যর্থকৌর্তনাঃ ॥ ৩৮ ॥ মহাভাগোহপি তীর্থস্ত
শাক্তরং ব্রহ্মাস্থিতাঃ । বিযোনিং যাস্ত্যসন্দিগ্ধং
লৌলুপ্যেন সমস্থিতাঃ ॥ ৩৯ ॥ ন তীর্থৈর্ন চ দানৈশ্চ
হুতং হি বিলুপ্যতে । অজ্ঞানাস্ত প্রমাদাস্ত কৃতং
পাপং বিনশ্চতি ॥ ৪০ ॥ এবং জ্ঞাতা তু বিধিনা
বর্জিতব্যং দ্বিজাতিভিঃ । পরং ব্রহ্ম জপদ্বিষ্ট বর্জি-
তব্যং মূর্খভিঃ ॥ ৪১ ॥ উর্ধ্বরূপং বিরূপাক্ষং যোহবীতে

অয়ে বাস করে ; অতএব যে যাহার অন্ন ভোজন
করে, সে তাহার পাপই ভক্ষণ করিয়া থাকে । বিশে-
ষতঃ যতিধর্ম্মানুসারে যাহারা তপস্শা করেন, তাহারা
লোভের বশবর্তী হইলে নিশ্চিতই নরকে গমন
করিয়া থাকেন, ইহা শঙ্কর কহিয়াছেন । যে
সকল দ্বিজ যতিধর্ম্মে পাণ্ডপতব্রতনিরত হন,
তাঁহারা মহাহুরিতরাশি দগ্ধ করেন, সংশয় নাই ।
ক্রতি বলিয়াছেন,—যাহারা শিবব্রতে বিভ্রান্ত ও
লোভপীড়িত, তাহাদের প্রতিগ্রহ ও তাহাদের সহিত
আলাপও বর্জ্য নহে । কেহ মাতাপিতৃকৃত
দোষে, কেহ স্বীয় কর্ম্মে, কেহ জ্ঞানগর্বে এবং অপর
কেহ বা অহঙ্কারে বিনষ্ট হইয়া থাকে ; কিন্তু
তাদৃশ স্মৃতিবহিষ্ট মানবগণও যদি শিবধর্ম্মে
আস্থাবান হয়, তবে দীর্ঘকাল ক্রিষ্ণমান হইয়াও
তাহারা পরমগতি লাভে সমর্থ হইয়া থাকে । যাহারা
অজ্ঞান, মূর্খ, অত্যন্ত দম্ভী এবং যাহারা কুদৃষ্টান্ত
ও কদর্ঘ কৌর্তন করে, সেই সকল হুরাশ্বা মানব-
গণের সিদ্ধিলাভ হয় না । যাহারা তীর্থলোলুপ, তাঁহা-
দেরই ভাগ্যবশে শিবব্রতে আস্থা জন্মে, আর শিব-
ব্রতে আস্থাবান হইলেই তাঁহাদের যোনিজন্ম হয়
না, সন্দেহ নাই । কেবল তীর্থসেবা ও দান দ্বারা
জ্ঞান ও প্রমাদকৃত হুরিত বিনষ্ট হয় না, দ্বিজগণ

কদমেব চ । ঈশানং পশুতে সাক্ষাৎ স্বগ্নাসাৎ
সঙ্গবজ্জিতঃ ॥ ৪২ ॥ সংহিতায়া দশাবস্তীর্ষঃ করোতি
অসংযতঃ । নর্যদাতটমাশ্রিত্য স মুচ্যেৎ সর্ব-
পাতকৈঃ ॥ ৪৩ ॥ পুরাণসংহিতাং বাপি শৈবীং বা
বৈষ্ণবীমপি । যঃ পঠেন্নর্যদাতীয়ে শিবাগ্রে স
শিবান্নকঃ ॥ ৪৪ ॥ 'আভূতসঙ্কল্পঃ যাবৎ স্বর্গলোকে
মহীয়তে । সংসারব্যসনং হাতুং পুরা প্রোক্তং তু
নন্দিনা ॥ ৪৫ ॥ দেবর্ষিসিদ্ধগঙ্করসমবায়ে শিবান্নয়ে ।
নন্দিগীতামিমাং রাজন্ শৃণুৈষকমনাঃ শুভাম্ ॥ ৪৬
স্বর্গমোক্ষপ্রদাং পুণ্যাং সংসারভয়নাশিনীম্ ॥ ৪৭
সংসারগহ্বরগুহাং প্রবিহতুমেতাং চেদিচ্ছথ প্রতি-
পদং ভবতাপখিরাঃ । নানাবিধৈর্নিজকৃতৈর্বহুকর্ম্ম-
পাশৈর্বদ্ধাঃ সুখায় শৃণুৈতকহিতং ময়োক্তম্ ॥ ৪৮ ॥
শক বক্রগতিং মা গা মা কুখা যম যাতনাম্ । চেতঃ
প্রচেতঃ শময় লৌলুপাং ত্যজ দ্বিষ্টপ ॥ ৪৯ ॥ দীনা-
নাথবিশিষ্টেভ্যো ধনং সর্বং পরিত্যজ । যদি

এইরূপ জানিয়াই যথাবিধি মূর্খভূত পরব্রহ্ম জপ
কারবেন । যে সঙ্গবজ্জিত দ্বিজ উর্ধ্বরূপ বিরূ-
পাক্ষ রূপের ধ্যান করেন, তিনি ছয়মাসেই সাক্ষাৎ
ঈশানকে দর্শন করিতে সমর্থ হন । যে অসংযত
দ্বিজ বেয়াতীয়ে বাস করত রুদ্রসংহিতার দশবার
আবৃত্তি করেন, তাঁহার নিখিলকলুষ বিনষ্ট হয় । যিনি
নর্যদাতীয়ে বসিয়া শিবসম্মুখে পুরাতনী শৈব বা
বৈষ্ণবসংহিতা পাঠ করেন, তিনি শিবসদৃশ হন এবং
পুনঃ কল্পকাল পর্য্যন্ত স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকেন ।
পূর্বকালে নন্দী দেবর্ষি, সিদ্ধ ও গঙ্করগণের
সহিত দেবালয়ে মিলিত হইয়া সংসার ব্যসনের
নাশহেতু যে শিবগাথা কৌর্তন করিয়াছিলেন, হে
রাজন ! এক্ষণে একমন হইয়া সেই শুভাবস্থা নন্দি-
গীতা শ্রবণ কর । এই পবিত্রা নন্দিগীতা স্বর্গমোক্ষ-
প্রদা ও সংসারভাসনাশিনী । যাহারা সংসারের
গভীর গুহা ত্যাগ করিতে চাও, যাহারা পদে পদে
ভবতাপখিন্ন, যাহারা নিজকৃত নানাবিধ কর্ম্মপাশে
আবদ্ধ তাহারা সুখে আমার কথিত এই নন্দিগীতা
শ্রবণ কর ; এই নন্দিগীতাই একমাত্র সর্ববিধ
হিতের সাধন করে ॥ ৩২—৪৮ ॥ নন্দিগীতা যথা—“যদি
সংসারমাগরের উন্মীমালার আলোড়নে আতুর
হইয়া থক, তবে হে শক ! বক্রগতি ত্যাগ
কর, হে যম ! যাতনা দিও না, হে বক্রণ !
চিন্ত প্রশমিত কর, হে ধনদ ! লৌলুপতা পরিত্যাগ

সংসারজলধেবীচৌপ্রেম্ভোজনাভূরঃ ॥ ৫০ ॥ জন্মো-
দ্বিগং মৃতেন্তস্তং গ্রন্থঃ কামাদিভির্নরম্ । অস্তং যো
ন যমাদিভ্যাঃ পিনাকৌ পাতি পাবনঃ ॥ ৫১ ॥ মা
ধেহি সর্বং কৌনাশ হস্তাং যাস্তসি পৌডয়ন । প্রাণিনং
সর্বশরণং তদ্ভাবি শরণং তব ॥ ৫২ ॥ কালঃ
করালকো বালঃ কো মৃত্যুঃ কো বধামঃ । শিব-
বিষ্ণুপরাণাং হি নরাণাং কিং ভয়ং ভবেৎ
॥ ৫৩ ॥ ভবভারার্জুজন্তনাং রেবাতীরনিবাসিনাম্ ।
ভর্গশ্চ ভগবাৎশ্চৈব ভবভীতিবিভেদনো ॥ ৫৪ ॥
শিবং ভজ শিবং ধ্যায় শিবং স্তুহি শিবং যজ ।
শিবং নম বরাক হং জ্ঞানং মোক্ষং যদৌচ্চসি ॥
৫৫ ॥ পঠ পঞ্চাননং শাস্ত্রং মন্ত্রং পঞ্চাক্ষরং জপ ।
দেতি পঞ্চান্নকং তবঃ যজ পঞ্চাননঃ পরম্ ॥ ৫৬ ॥
কিং তৈঃ কৰ্ম্মগণৈঃ শোচ্যৈর্নানাভাববিশেষৈঃ ।
যদি পঞ্চাননঃ স্রীমান্ সেব্যাক্তে সর্বথা শিবঃ ॥ ৫৭ ॥
কিং সংসারগজোন্মত্তরূপহিতৈর্নিভূতৈরাপি । যদি
পঞ্চাননো দেবো ভাবগচ্ছোপসেবিতঃ ॥ ৫৮ ॥ রে

কর; দীন, অনাথ ও বিশিষ্টব্যক্তিকে

ধনদান কর। মানব জন্ম হইতে উদ্ভিন্ন, মৃত্যু
হইতে ত্রস্ত ও কামাদি কর্তৃক ত্রস্ত; কিন্তু যে
নর যমাদি নিয়ম হইতে আলিত নহে, পরম পাবন
পিনাকৌ তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। হে যম!
গল্প করিও না, মানবকে পৌড়িত করিয়া হস্ত
করিও না; শঙ্করের শরণেবো প্রাণী তোমারও
শরণীয়। যাহারা শিব-বিষ্ণুপরায়ণ, করাল কাল
তাহাদের নিকট বালকবৎ প্রতিভাত হয়, অধম
যম ও মৃত্যু তাহাদের কি করিবে? আর শিব-
বিষ্ণুপরায়ণ মানবের ভয়ই বা কেন হয়?
ভবভারপীড়িত জীবগণ রেবা-তীরে বাস করুক,
ভগবান তাহাদের ভবভীতি দূর করিবেন।
হে জীব! শিবের ভজনা, শিবের ধ্যান, শিবের
স্তব ও শিবের পূজা কর; হে অর্কিঞ্চৎ-
কর! যদি তোমার জ্ঞান ও মোক্ষে অভিলাষ
থাকে, তবে শিবের নমস্কার কর। হে জীব!
পঞ্চানন-শাস্ত্র পাঠ, পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ, পঞ্চান্নক
তব প্রদান ও পরম পঞ্চাননের অর্চনা কর; যদি
সর্বপ্রকারে সর্বভাবে স্রীমান পঞ্চাননের আরাধনা
করিতে পার, তবে নানাফলপ্রসূ কৰ্ম্মনিবহ দ্বারা
তোমারা শোচ্যমান হইবে না। যদি পঞ্চানন
(সিংহ?) রূপ গন্ধের সেবা করিতে পার, তবে
সংসাররূপ উন্মত্ত করীর নিজনগজ্ঞান তোমার

মূঢ় কিং বিষাদেন প্রাপ্য কৰ্ম্মকদৰ্শনাম্ । ভবানী-
বল্লভং ভীমং জপ হং ভয়নাশনম্ ॥ ৫৯ ॥ নৰ্ম্মদা-
তীরনিলয়ং তুংখোষবিলয়করম্ । স্বর্গমোক্ষপ্রদং
ভর্গং ভজ মূঢ় সুরেশ্বরম্ ॥ ৬০ ॥ বিচায় রেবাং
সুরসিন্ধুসেব্যাং তস্তোরসংস্রব হরং হরিকং ।
উন্মত্তবদ্যাববিবজ্জিতম্ ৮ যাসি রে মূঢ় দিগন্ত-
রাণি ৬ ॥ ভজ রেবাজলং পুণ্যং যজ ক্রজং
সনাতনম্ । জপ পঞ্চাক্ষরীং বিদ্যাং ব্রজ স্থানক
বাহিতম্ ॥ ৬২ ॥ ক্রেশয়িত্বা নিজং কায়মুপাট্যৈ-
বহুতিষ্ঠ কিম্ । ভজ রেবাং শিবং প্রাপ্য সুখ-
সাধ্যং পরং পদম্ ॥ ৬৩ ॥ এবং কৈলাসমাসাদ্য
নন্দী স শিবসরিধৌ । জগৌ যল্লোকপালানাং তন্ন-
য়োক্তং তবাধুনা ॥ ৬৪ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । শ্রান-
দানপরো যস্ত নিত্যং ধর্ম্মমব্রতঃ । নৰ্ম্মদাতীর-
মাশ্রিত্য মূঢ়াতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ৬৫ ॥ বিধিহীনো
জপেরিত্যং বেদান্ সর্বান শতং সমাঃ । মৃত্যু-
লাঙ্গলজাপোয়ন সমো যোহপ্যধিকো গুণৈঃ ॥ ৬৬ ॥
বীজযোক্তবিশুদ্ধম্ যথা ক্রদং ন বিন্দতি । তথা

কি করিবে? রে মূঢ়! কৰ্ম্মের লাহুনা পাইয়া
কেন বিষম হইতেছ? ভবানীবল্লভের ভয়নাশক
ক্রদমন্ত্র জপ কর; নৰ্ম্মদাতীরে তাঁহার আশ্রয়
বিদ্যমান, তিনি ক্রেশজালের বিলয় সাধন করেন;
রে মূঢ়! স্বর্গমোক্ষপ্রদ ভর্গ মহেশ্বরের ভজনা কর।
রে মূঢ়! সুরসিন্ধু-সেবিত রেবা ও রেবাতীরবাসী
হরি ও হরকে পরিত্যাগ করিয়া ভাববিবজ্জিত
উন্মত্তের আশ্রয় দিগ্দিগন্তে কোথায় ভ্রমণ করিতেছ?
পুত রেবনীরের সেবা, সনাতন ক্রজজপ এবং
পঞ্চাক্ষরী বিদ্যাজপ করিয়া অভীষ্টস্থানে গমন কর।
বহু উপায়ে নিজ কায় ক্রিষ্ট করিয়া এ কি করি-
তেছ? রেবাতীরে গমন করিয়া সুখসাধ্য পরম-
পদ শিবের সেবা কর।" হে রাজন্! নন্দী
কৈলাসশৈলে শিবসমীপে গমন করিয়া লোক-
পালগণের সমক্ষে যে গীতি কৌতূহন করিয়া-
ছিলেন, সম্প্রতি তাহাই তোমার নিকট বর্ণন
করিলাম। ৪৯—৬৪। মুনি মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—
যে ধর্ম্মবত মানব নৰ্ম্মদার তীর আশ্রয় করত
নিত্য শ্রাদ্ধানপরায়ণ হয়, তাহার পাপ বিনষ্ট
হইয়া থাকে। মৃত্যুলাঙ্গলমন্ত্র জপে জীব অধিক
গুণবান হইয়া থাকে, কিন্তু যোনিবীজহৃষ্ট জীব
যেমন ক্রদকে লাভ করে না, কৌণায় মানবের
যে রূপ মৃত্যুলাঙ্গলমন্ত্র শ্রবণ হয় না, তদ্রূপ বিধি-

লাঙ্গলমস্তোহপি ন তিষ্ঠতি গতাশ্মি ॥ ৬৭ ॥ গায়ত্ৰী-
জপসংযুক্তঃ সংযমী হৃদিকে গুণৈঃ । অগ্নিমৌলে
ইষেহো বা অগ্ন আয়াহি নিত্যাদা ॥ ৬৮ ॥ শম্নো
দেবীতি কুলম্বো জপেন্যচ্যোত কিঞ্চিদৈঃ ॥ ৬৯ ॥
সাক্ষোপাঙ্গাস্তথা বেদান জপরিত্যং সমাহিতঃ ।
ন তৎকলমবাপ্নোতি গায়ত্ৰ্যা সংযমী যথা ॥ ৭০ ॥
কুদ্রাধ্যায়ং সক্রজ্জপ্তা বিপ্রো বেদসমযিতঃ । যুচ্যতে
সৰ্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৭১ ॥
অন্তঃ জপ্যসংস্থানং সূক্তমারণ্যকং তথা । যুচ্যতে
সৰ্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৭২ ॥ যৎ-
কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে জাপ্যং যচ্চ দানং প্রদীয়তে ।
নশ্বদাজলমশ্রিত্য তৎসৰ্বং চাক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥
এবংবিধৈব তৈর্নিত্যং নশ্বদাং যে সমাশ্রিতাঃ । তে
মৃত্যু বৈষ্ণবং যান্তি পদং বা শৈবমব্যয়ম্ ॥ ৭৪ ॥
সত্যলোকং নরাঃ কেচিৎ সূর্যালোকং তথাপরে ।
অপ্সরোগণসংবীতা যাবদাভূতসম্ভবম্ ॥ ৭৫ ॥ এবং
বৈ বর্তমানেহস্মিন্নলোকে তু নৃপপুঙ্গব । ঋষীণাং
দশকোট্যন্ত কুরুক্ষেত্রনিবাসিনাম্ ॥ ৭৬ ॥ ময়া সহ মহা-

বিহীন হইয়া শত বৎসর অহর্নিশ বেদচতুষ্টয়ের
জপেও কোন কার্য্যসিদ্ধি হয় না । যে সংযমী
হইয়া সতত গায়ত্ৰী জপ করে, সে-ই নিখিলগুণে
শ্রেষ্ঠ হয়; রেবাতীরবাসী হইয়া যে নর “অগ্নি-
মৌলে” ইত্যাদি, ‘ঈষে হো’ ইত্যাদি, ‘অগ্ন আয়াহি’
ইত্যাদি এবং ‘শম্নো দেবী’ ইত্যাদি মন্ত্র জপ করে,
তাহার নিখিল কলুষ বিনষ্ট হইয়া থাকে । সংযমী
মানব গায়ত্ৰীজপে যে কললাভ করে, সতত
সমাহিতমনে নিখিল সাক্ষোপাঙ্গ বেদজপেও নর
তাহার তুল্য কললাভে সমর্থ হয় না । বেদজ্ঞ দ্বিজ
কুদ্রাধ্যায় একবারমাত্র জপ বলিয়া পাপবিমুক্ত হয় ও
বিষ্ণু-লোকে গমন করে । আরণ্যক নামক অন্য
আর একটি জাপ্য সূক্ত আছে, এই আরণ্যকজপে
নর নিখিলপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে ।
নশ্বদানীর আশ্রয় করিয়া যে কিছু জপাদিক্রিয়া ও
দান করে, তৎসমস্ত গক্ষয় হয় । যে সকল লোক
নশ্বদানীর আশ্রয় করিয়া পুরোক্ত বিধানানুসারে
নিত্য ব্রতাদি করে, দেহাবসানে তাহারা বিষ্ণু বা
অব্যয় শিবপদ প্রাপ্ত হয় । হে নৃপপুঙ্গব! তৎ-
কালে নরগণের মধ্যে কেহ সত্য লোকে এবং
অপর কেহ অপ্সরোগণে পরিবৃত্ত হইয়া পুনঃপ্রলয়-
কালপর্যন্ত সূর্যালোকে বাস করিতে লাগিলেন ।
হে মহাতাগ! লোক সকল এইরূপে ব্যবস্থিত

ভাগ নশ্বদাতৃটমাশ্রিতাঃ । কলমূলকুতাহারা অর্চয়ন্তঃ
স্থিতাঃ শিবম্ ॥ ৭৭ ॥ তচ্চ বর্ষশতং দিব্যং কাল-
সংখ্যানুমানতঃ । যদ্বিংশতিসহস্রাণি তানি মানুস-
সংখ্যায়া ॥ ৭৮ ॥ ততস্তস্মাত্মতীতাতাঃ সঙ্ক্যায়াঃ
নৃপসত্তম । শেবঃ মানুসামেকং তু কালে বর্ষশতং
স্থিতম্ ॥ ৭৯ ॥ ততোহভবদনারুষ্টিলোকক্ষয়করী
তদা । যথা যাতং জগৎ সৰ্বং ক্ষয়ং ভূয়ো হি
দাক্ষণম্ ॥ ৮০ ॥ যে পূরমিহ সংসিদ্ধা ঋষয়ো
বেদপারগাঃ । তেষাং প্রভাবাভগবান বর্ষবলব্রহ্ম ॥
৮১ ॥ মহতী ভূরিসলিলা সমস্তাদ্রুষ্টিরাহিতা ।
ততো ব্রহ্মা তু তেষাং বৈ বর্তনং সমজায়ত ॥ ৮২ ॥
শ্রামাকেক্ষুদবিদ্বাদৈর্দ্যনশ্বদাতীরমশ্রিতৈঃ । নীযতে স
মহান কালো মহাসিদ্ধিমভীপ্সুতিঃ ॥ ৮৩ ॥ পুন-
যুগান্তে সম্প্রাপ্তে কিঞ্চিচ্ছেবে কলৌ যুগে ।
নিঃশেষমভবৎ সৰ্বং শুদ্ধং স্বাবরজঙ্গমম্ ॥ ৮৪ ॥
নির্দুষ্কোষধগুণ্যং চ ভূগবীকৃদ্বিবজ্জিতম্ । অনারুষ্টি-

হইলে কুরুক্ষেত্রবাসী দশকোট ঋষি আমার সহিত
নশ্বদাতীরবাসী হইয়া কলমূলভোজনে জীবন
ধারণ করত সতত শিবের অচ্চনা করিতে লাগি-
লেন । এইরূপে আমাদের যে সময় অতিবাহিত
হইল, অনুমানদ্বারা বলিতেছি,—সেই কালের
সংখ্যা দিব্য শত বৎসর; ইহার পর আমরা এই-
রূপে মানুসমানের যদ্বিংশতি সহস্র বৎসর অতি-
বাহিত করিলাম । হে নৃপসত্তম! অনন্তর যুগ-
সঙ্ক্যা অতীত হইলে তাহার পরও আমরা পুরোক্ত-
রূপে মানুসমানের শত বৎসর রেবাতীরে বাস
করিলাম । তারপর লোকক্ষয়করী অনারুষ্টি দেখা
দিল, এই অনারুষ্টিতে নিখিল জগতের পুনরায
দাক্ষণ ক্ষয় হইল । পূর্বে এখানে যে সকল বেদ-
পারগ ঋষি সম্যক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহা-
দের প্রভাবে বল ও ব্রহ্মনামক অশুরদ্বয়ের নিহত্যা
ভগবান ইন্দ্র বর্ষণ করিলেন, ইন্দ্র সকল স্থানেই
প্রভূত বর্ষণ করিয়াছিলেন, এই দেববর্ষণে ভূমণ্ডলে
ভূরিজল হইল; এবং এই পৃষ্টিপাতেই প্রভূত
শ্রামাক ইন্দ্রদী ও বিদ্বাদি উৎপন্ন হইতে লাগিল,
আর নশ্বদাতীরবাসী নরগণও এই শ্রামাকাদি
দ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন । মহাসিদ্ধি
অভীপ্সু মানুসসকল এইরূপে সেই অতি দীর্ঘকাল
অতিবাহিত করিলেন । আবার যুগান্তকাল উপস্থিত
হইল । অতঃপর তখন কলির অল্পমাত্রই অব-
শিষ্ট ছিল, ‘স্বাবর জঙ্গম নিখিল বস্তুই নিঃশেষ

হতঃ সৰ্বঃ ভূমণ্ডলমভূদভূশম্ ॥ ৮৫ ॥ ততস্তে ঋষয়ঃ
সৰ্বে কৃত্বার্তাঃ সহস্রশঃ । যুগস্বভাবমাবিষ্টা হীন-
স্বাভিবন্থপ ॥ ৮৬ ॥ নষ্টহোমস্বধাকারে যুগান্তে
সমুপস্থিতে । কিং কার্য্যং কল্প যাস্মাকং কোহস্মাকং
শরণং ভবেৎ ॥ ৮৭ ॥ তানহং প্রত্নাবাচেদং মা
ভৈষ্টেতি পুনঃপুনঃ । ঈদৃগ্ধিমা ময়া দৃষ্টা বহবঃ কাল-
পর্য্যয়াঃ ॥ ৮৮ ॥ নশ্বদাতীরমাশ্রিতা তে সৰ্বে গমিত্বা
ময়া । এষা হি শরণং দেবী সম্প্রাপ্তে হি যুগক্ষয়ে ॥
৮৯ ॥ নাত্মা গতিরহাস্মাকং বিদ্যাতে দ্বিজসন্তমাঃ ।
জনিত্রী সৰ্বভূতানাং বিশেষেণ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৯০ ॥
পিতামহা যে পিতরো যে চাত্তে প্রপিতামহাঃ । তে
সমস্তা গতাঃ স্বর্গং সমাশ্রিতা মহানদীম্ ॥ ৯১ ॥
ভৃগাদ্যাঃ সপ্ত যে আসন্নম পূৰ্বপিতামহাঃ । ধৌমণী
চ মহাভাগা মম ভাৰ্য্যা শুচিস্মিতা । মনস্বতী চ যা
মাতা ভার্গবোহঙ্গিরসস্তথা ॥ ৯২ ॥ পুলস্ত্যঃ পুলহ-
শ্চৈব বসিষ্ঠাশ্বেদ্যকাশ্যপাঃ । তথাত্তে চ মহাভাগা
নিয়মব্রতচারিণঃ । অত্বে চ শতসাহস্রা অত্র সিদ্ধিং

রূপে শুদ্ধ হইল; পুনরায় অনাদৃষ্টি দেখা দিল,
অপিচ জগৎ বৃক্ষ, ওনার, গুহা, তৃণ ও বীকৃষ-
বিশীল এবং অনাদৃষ্টি দ্বারা বিশেষরূপে আশ্রিত
হইল । সহস্র সহস্র ঋষি স্বধায় তৃকায় আকুল
হইলেন, হে নৃপ! যুগস্বভাবে আবিস্ট হইয়া
সকলেই দৈন্ত দশা প্রাপ্ত হইলেন । সেই যুগান্ত-
সমাগমে হোম বিনষ্ট ও স্বধাকার তিরোহিত
হইলে ঋষিগণ ভাবিলেন,—আমরা কি করিব,
কোথায় যাইব, কেই বা আমাদের শরণ্য হইবে?
তখন আমি সেই ঋষিসকলকে পুনঃপুনঃ
কহিলাম—আপনারা ভয় করিবেন না, আমি
এরূপ বহুবাব কালাবপদ্য দর্শন করিয়াছি;
সেই সকল কালপর্য্য য় যাহারা আমার সহিত
নশ্বদাতীরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, যুগাব-
সানে এই দেবী নশ্বদাই তাহাদের আশ্রয়-
দাত্রী হইয়াছিলেন । হে দ্বিজসন্তমগণ! নশ্বদা
ব্যতীত এখানে আমাদের অন্য গতি নাই; হে
দ্বিজোত্তমগণ! বিশেষতঃ এই নশ্বদা নিখিল
প্রাণীর জননী; আমাদের পিতা, পিতামহ
ও প্রপিতামহগণ মহানদী নশ্বদার আশ্রয় লইয়া
সকলেই স্বর্গে গমন করিয়াছেন । ভৃগু, আদি
আমার সপ্তপূৰ্বপিতামহ, আমার শুচিস্মিতা মহাভাগা
ভাৰ্য্যা ধৌমণী, মনস্বতী মাতা, ভার্গব, অঙ্গিরা,
পুলস্ত্য, পুলহ, বশিষ্ঠ, আশ্বেদ্য, কাশ্যপ, এবং অন্যান্য

সমাগতাঃ ॥ ৯৩ ॥ তস্মাদিযং মহাভাগা ন মোক্তব্য
কদাচন । নাত্মা কাচিরদৌ শক্তা লোকত্রয়কল-
প্রদা ॥ ৯৪ ॥ দ্বৈতৈরনৈকৈবহুভিঃ কৃত্বাদৈর্দার্ষহা-
ভয়েঃ । মুচ্যন্তে তে নরাঃ সদ্যো নশ্বদাতীরবাসিনঃ ॥
৯৫ ॥ তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন সেবিতব্যা সরিৎসরা ।
বাহুভিঃ পরমং শ্রেয় ইহ লোকে পরত্র চ ॥ ৯৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শ্রীনশ্বদামাহাধ্যায়বর্ণনং নামৈ-
কাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ

শ্রীমাকণ্ডেয় উবাচ । এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজন্
সংকুপ্তো ঋষয়োহভবন্ । নশ্বদাং স্তোতুমারম্ভাঃ
কৃতাজলিপুটো দ্বিজাঃ ॥ ১ ॥ নমোহস্ত তে পুণ্যজলে
নমো মকরগামিণি । নমস্তে পাপমোচিষ্ঠে নমো
দেবি বরাননে ॥ ২ ॥ নমোহস্ত তে পুণ্যজলাশ্রয়ে শুভে
বিশুদ্ধসর্বে সুরসিদ্ধসেবিতে । নমোহস্ত তে তীর্থগণৈ

নিয়মব্রতধারী মহাভাগ শত সহস্র যুগ এই নশ্বদায়
সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । হে ঋষিসকল! নশ্বদা
ব্যতীত অন্য কোন নদীই স্বর্গাদি ত্রিলোকসাধনে
সমর্থ নহেন, অতএব আপনারা মহাভাগা নশ্বদাকে
কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না । কৃধা-তৃকাদি বহু
বিধ দ্বন্দ্ব ও মহা আময় দ্বারা পীড়িত মানবগণও
যদি নশ্বদাতীরের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাহারা
সদ্য মুক্ত হইয়া থাকে । অতএব ইহ পর লোকে
পরম মঙ্গলকামী মানবের সর্বপ্রযত্নে সরিৎসরা
নশ্বদার সেবা কর্তব্য ॥ ৮৪—৯৬ ॥

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

মাকণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্! আমার এই
সকল বাক্য শ্রবণে ঋষিগণ পরম হুষ্ট হইয়া
কৃতাজলিপুটে নশ্বদার স্তব করিতে লাগিলেন ।
তাহারা বলিলেন—হে পুতসলিলে! তোমাকে
নমস্কার; হে মকরগামিণি! তুমিই জীবকে
পাপমুক্ত কর, হে বরাননে! হে দেবি!
তোমাকে নমস্কার । হে শুভে! তোমার
নীর নরগণের পবিত্র আশ্রয়, হে পুতশরীরে! সুর-
সিদ্ধগণ তোমার সেবা করেন, তোমাকে নমস্কার ।

নিষেবিতে নমোহস্ত কদ্রাকসমুদ্ভবে বরে । ৩ ।
নমোহস্ত তে দেবি সমুদ্রগামিণি নমোহস্ত তে
দেবি বরপ্রদে শিবে । নমোহস্ত লোকদ্বয়সৌখ্য-
দায়িনি হ্নেকভূতৌষসমাস্রিতেহনঘে । ৪ । সরিষরে
পাপহরে বিচিহ্নিতে গন্ধকযক্ষোরগসেবিতাক্ষে ।
সনাতনি প্রাণিগণারূকস্পিনি মোক্ষপ্রদে দেবি বিধেহি
শং নঃ । ৫ । মহাগজৌষ্মৈর্মহিষৈর্বরাহৈঃ সংসেবিতে
দেবি মহোর্মিমালে । নতাঃ স্ব সর্ষে বরদে সুখ-
প্রদে বিমোচয়ামান পশুপাশবন্ধাৎ । ৬ । পাপৈ-
রনৈকৈরভৈবৈবন্ধা ভ্রমন্তি তাবন্নরকেষু মর্ত্যাঃ ।
মহানিলোদ্ধুততরঙ্গভূতঃ যাবন্তবাস্তো হি ন
সংস্পৃশন্তি । ৭ । অনেকদুঃখৌষভয়াদিতানাম্ পাপৈ-
রনৈকৈরভিবেষ্টিতানাম্ । গতিস্বমন্তোজসমান-
বন্ধে হ্নৈরনৈকৈরপি সংবৃত্তানাম্ । ৮ । নদ্যন্ত
পুতা বিমলা ভবন্তি ত্বাং দেবি সম্প্রাপ্য ন সংশয়ো-
হত্ । দুঃখাতুরাণামভয়ং দদাসি শিষ্টৈরনৈকৈরভি-

হে বরে ! তুমি তীর্থনিচয়সেবিতা, ক্রদ্রের শরীর
হইতে তোমার আবির্ভাব, তোমায় নমস্কার ! হে
দেবি সমুদ্রগামিণি ! হে বরপ্রদে ! তোমাকে নমস্কার
হে শিবে ! তুমি লোকদ্বয়ের সৌখ্যদাত্ত্রী ; হে
অনঘে ! কত প্রাণিপ্রবাহ তোমার পদে আশ্রয়
লইয়াছে, তোমাকে নমস্কার । হে সনাতনি ! তুমি
পাপহারিণী, নদীনিবহমধ্যে তুমিই অল্পস্তুমা ; হে
চিহ্নিতাঙ্গি ! গন্ধক, যক্ষ ও উরগগণ তোমার
নীরের সেবা করেন ; হে মোক্ষপ্রদে ! তুমি প্রাণি
গণের প্রতি অল্পকম্পা কর ; হে দেবি ! আমাদের
মঙ্গল বিধান কর । হে দেবি ! তোমার দেহ
মহতী উর্মিমালয়ে সমাকুল ; মহাগজখুধ, মহিষ ও
বরাহগণ তোমার নীরের সেবা করে ; হে বরদে !
আমরা সকলেই তোমার চরণে প্রণত হইয়াছি, হে
সুখপ্রদে ! আমাদেরকে পশুপাশ-বন্ধন হইতে
মোচন কর । নরগণ যতদিন মহাবাতোখিত
তরঙ্গসঙ্কুল তোমার জল স্পর্শ না করে, ততকালই
অনেক অন্ততদ কলুষদ্বারা প্রতিবন্ধ হইয়া নরক-
নিচয়ে ভ্রমণ করিয়া থাকে । যাহারা অনন্ত দুঃখ-
প্রবাহের ভয়ে পীড়িত, যাহারা বহুবিধ কলুষজালে
আবৃত্ত এবং যাহারা সুখ-দুঃখ ক্ষুধা-ভুক্ষাদি
বহুবিধ দ্বন্দ্বে অতিভূত, হে সরোজবদনে ! তোমার
জলই একমাত্র তাহাদের গতি । হে দেবি ! নদী
সকল তোমার সহিত মিলিত হইয়া পুত ও বিমল-
জলা হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই ; শিষ্ট বিশিষ্ট জন-

পূজিতাসি । ৯ । স্পৃষ্টঃ কঠৈশ্চন্দ্রমসো রবেশ্চ
তদৈব দদ্যাৎ পরমং পদং তু । যত্রোপনাঃ পুণ্য-
জলাপ্লুতান্তে শিবত্বমাদ্যন্তি কিমত্র চিত্রম্ । ১০ ।
ভ্রমন্তি তাবন্নরকেষু মর্ত্যা দুঃখাতুরাঃ পাপপরীত
দেহাঃ । মহানিলোদ্ধুততরঙ্গভূতঃ যাবন্তবাস্তো ন
হি সংশয়ন্তি । ১১ । শ্লেচ্ছাঃ পুলিন্দাস্থথ যাতুধানাঃ
পিবন্তি যেহস্তস্তব দেবি পুণ্যম্ । মুক্তা ভবন্তীহ
ভয়াত্তু ঘোরান্নিঃসংশয়ং তেহপি কিমত্র চিত্রম্ । ১২ ।
সরাংসি নদ্যাঃ ক্ষয়মভ্যাপেতা ঘোরে যুগেহস্মিন হি
কলৌ প্রদূষিতে । ত্বং ভ্রাজসে দেবি জলৌঘপূর্ণা
দিবৌব নক্ষত্রপথে চ গজা । ১৩ । তব প্রসাদাধরদে
বরিষ্ঠে কালঃ যথেষ্টং পরিপালয়িত্বা । যামোহথ
কদ্রঃ তব সুপ্রসাদাধরঃ তথা ত্বং কুরু বৈ
প্রসাদম্ । ১৪ । গতিস্বমদেব পিতেব পুত্রাংস্ত্বং
পাতি নো যাবদিমং যুগান্তম্ । কালে হ্ননারুষ্টিহতঃ
সুঘোরঃ যাবত্তরামস্তব সুপ্রসাদাৎ । ১৫ । পর্যন্তি
যে স্তোত্রমিদং দ্বিজেন্দ্রাঃ শৃণ্বন্তি যে চাপি নরাঃ

গণ তোমার পূজা করেন, তুমি দুঃখাতুর নরগণের
অভবদান করিয়া থাক ; মানবগণ যখনই তোমার
রাবচন্দ্র-করস্পৃষ্ট নীর স্পর্শ করে, অর্গনই পরম পদ
প্রাপ্ত হয়, ইহা তোমারই বিধান । হে দেবি !
উপলমালাও যে তোমার বিমল জলে আপ্লুত
হইয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে বৈচিত্র্য কিছুই
নাই । ১—১০ । হে দেবি ! পাপপীড়িত-ভন্ন দুঃখাতুর
নরগণ যে পর্যন্ত তোমার মহানিলসন্তির তরঙ্গসঙ্কুল
জল স্পর্শ না করে, তাবৎ কালই তাহারা নরক-
নিচয়ে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে । অতএব শ্লেচ্ছ,
পুলিন্দ ও রাক্ষসগণ যে তোমার পুণ্যনীর পান
করিয়া ঘোর নরকভয় হইতে নিঃসংশয় মুক্ত হইবে,
এ বিষয়ে আর বৈচিত্র্য কি ? হে দেবি ! এই
কলিদূষিত ভৌবণ যুগে নিখিল সরিৎ সরোবর ক্ষয়
পাইয়াছে, কিন্তু তুমি নক্ষত্রপথে স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীর
জলরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছ ।
হে বরদে ! তোমার প্রসাদে যাহাতে আমরা
এই ভৌবণ সময় অতিবাহিত করিয়া কদ্রপদ প্রাপ্ত
হইতে পারি, হে বরিষ্ঠে ! আমাদের প্রতি
সুপ্রসন্ন হইয়া তদ্রূপ অল্পগ্রহ প্রদর্শন কর ।
হে দেবি ! তুমি আমাদের পরম গতি, পিতা-মাতা
যেমন সন্তান পালন করেন, তদ্রূপ তুমিও আমাদের
রক্ষা কর ; অনারুষ্টিহত এই যুগান্ত কাল অত্যন্ত
ভৌবণ, আমরা যাহাতে এই যুগান্ত কাল অনায়াসে

প্রশান্তাঃ । তে যান্তি রুদ্রঃ বৃষসংযুতেন যানেন
দিব্যান্নরভূষিতাঃ ॥ ১৬ ॥ যে স্তোত্রমেতৎ সততঃ
পঠন্তি স্নাত্ব তু তোয়ে থলু নর্মদায়াঃ । অস্তে হি
তেষাং সরিহুতমেয়ং গতিং বিমুক্তামচিরাদদাতি ॥
১৭ ॥ প্রাতঃ সমুখায় তথা শয়ানো যঃ কৌর্ন্তয়েতাঙ্ক-
দিনং স্তবক । স মুক্তপাপঃ সুবিমুক্তদেহঃ সমাশ্রয়ঃ
যাতি মহেশ্বরস্ত ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে নর্মদাস্তোত্রকথনং নাম
দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । এবং ভগবতী পুণ্যা
স্ততা সা মুনিপুঙ্গবৈঃ । চিন্তয়ামাস সর্কেষাং দাস্তামি
বরমুত্তমম্ ॥ ১ ॥ ততঃ প্রসুপ্তাংস্তান্ জাহ্নবা রাত্নৌ
দেবৌ জগাম হ । একৈকস্তা ঋষেঃ স্বপ্নে দর্শনং
চাক্রহাসিনৌ ॥ ২ ॥ ততোহর্করাত্নে সম্প্রাপ্ত উখিতা

অভিবাহিত করিতে সমর্থ হই, আমাদের প্রতি
সুপ্রসন্ন হইয়া তাহার উপায় কর । যে দ্বিজেন্দ্রগণ
সতত এই স্তোত্র পাঠ এবং ঋষিরা সতত শ্রবণ ও
ইহার প্রশংসা করেন, তাঁহারা দিব্যান্নরভূষিত
হইয়া বৃষযানে আরোহণপূর্বক রুদ্রধামে গমন
করেন । ঋষিরা নর্মদাজলে অবগাহন করিয়া
নিভা এই স্তোত্র পাঠ করেন, সরিহুতরা নর্মদা
অন্তকালে অচিরে তাঁহাদিগকে বিমুক্ত গতি দান
করিয়া থাকেন । যিনি প্রভাতে শয্যা হইতে
উঠিয়া কিংবা শয্যায় শয়ন করিয়া অন্তদিন এই
স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি মুক্তপাপ এবং সেই বিমুক্ত-
দেহ মানব মহেশ্বরের শরণ লাভ করিয়া থাকেন ;
সন্দেহ নাই ॥ ১১—১৮ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—মুনিপুঙ্গব কর্তৃক ভগ-
বতী পুণ্যা নর্মদা এইরূপে স্ততা হইয়া মনে মনে
চিন্তা করিলেন,—ঋষি সকলকে উত্তম বর দান
করিব । অনন্তর এক সময় নিশাভাগে ঋষি-
সকলকে প্রসুপ্তা জানিয়া দেবী নর্মদা ঋষিগণের
আবাসে গমন ও প্রত্যেককেই স্বপ্নযোগে দর্শন

জনমধ্যাতঃ । বিমলাদ্রসংবীতা দিব্যমালাবিভূষিতা ॥
১ ॥ ধূতাতপত্না সুশ্রোণী পদ্মরাগবিভূষিতা । জগাদ
মা তৈরিত্তি তানৈকৈকং তু পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪ ॥
বসধ্বং মম পার্শ্বে তু ভয়ং ত্যক্তা ক্ষুধাদিজম্ ॥ ৫ ॥
এবমুক্তা তদা দেবী স্বপ্নান্তে তামহামুনীন্ ।
জগামাদর্শনং পশ্চাৎ প্রবিষ্টা জনমাশ্রিকম্ ॥ ৬ ॥
ততঃ প্রভাতে মুনয়ো মিথ উচুর্মুদাযিতাঃ । তথা
দৃষ্টা ময়া দৃষ্টা স্বপ্নে দেবী সুদর্শনা ॥ ৭ ॥ অভয়ং
দত্তমশ্রাকং সিদ্ধিচাপ্যচিরেণ তু । প্রশস্তং দর্শনং
তস্মা নর্মদায়া ন সংশয় ॥ ৮ ॥ অথান্তদিবসে
রাজন্যংস্তানাঃ রূপমুত্তমম্ । পশুন্তি সপত্নীবারাঃ
স্বকীয়াম্রমসন্নিধৌ ॥ ৯ ॥ তান্ দৃষ্টা বিশ্বযাবিন্ধা
মংস্তাংস্তত্র মহর্ষয়ঃ । পূজয়ামাসুরব্যগ্রা হব্যাকবোন
দেবতাঃ ॥ ১০ ॥ তান্মংস্তসজ্জান্ সম্প্রাপ্য
মহাদেব্যাঃ প্রসাদতঃ । সপুত্রদারভৃত্যাস্তে বর্তয়ন্তি

দান করিলেন । তখন অর্করাত্ন, ঋষিগণ স্বপ্নে
সন্দর্শন করিতেছেন,—সুশ্রোণী চাক্রহাসিনী নর্মদা,
জনমধ্য হইতে উখিত হইয়াছেন, তাঁহার পরিধানে
বিমল বসন ও গলে দিব্য মালা বিভূষিত এবং
তিনি পদ্মরাগে বিভূষিত হইয়া করে আতপত্র
ধারণপূর্বক যেন তাঁহাদের প্রত্যেককেই পৃথক
পৃথক্ ‘মাতৈঃ অর্থাৎ ভয় নাই’ এইরূপ রবে
বলিতেছেন ;—“ক্ষুধাদিভয় পরিত্যাগপূর্বক
আমার পার্শ্বে বাস কব ।” অনন্তর তাঁহারা
দেখিলেন,—দেবী নর্মদা মুনিসত্তমগণকে এইরূপ
বলিয়া স্বীয় জলে প্রবেশপূর্বক অদর্শন হইলেন,
তাঁহাদেরও স্বপ্নের অবসান হইল । তদনন্তর
রজনী প্রভাত হইলে মুদাযিত মুনিগণ গাজোখান-
পূর্বক একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর বলিতে
লাগিলেন,—আমি স্বপ্নে সুদর্শনা নর্মদা দেবীকে
দর্শন করিয়াছি, একজন এরূপ বলিবামাত্র একে
একে সকলেই সেই বাক্যের অনুকরণ করিলেন ।
ঋষিগণ বলিলেন,—দেবী আমাদের অতীষ্ট সিদ্ধ হইবে,
কেমনা নর্মদা দর্শন আতি প্রশস্ত, তাঁহার এই প্রশস্ত
দর্শন ব্যর্থ হইবার নহে, সংশয় নাই ॥ ১—৮ ॥
হে রাজন ! অনন্তর এক দিবস পরিবারপরিবৃত
ঋষিগণ দেখিলেন,—তাঁহাদের আশ্রম সমীপে
মনোজ্ঞ বহু মংস্তা আসিয়া উপনীত হইয়াছে, মহর্ষি-
গণ সেই সকল মংস্তা দর্শনে বিম্মিত হইয়া অব্যগ্র
হৃদয়ে হব্য কব্য দ্বারা দেবপিতৃগণের পূজা করি-

পৃথক পৃথক ১১। দিনেদিনে তথাপোষমাশ্রমে
 বিজাতয়ঃ। মৎস্তানাং সঞ্চয়ং দৃষ্টা বিস্মিতাশ্চাতবঃ-
 স্তদা ১২। মৃত্যুস্তাঃ সুপুষ্কাকান পাণীনাং
 বিশেষতঃ। দ্বারে দ্বারে চাশ্রমাণা তাপসানাঃ
 যুধিষ্ঠির ১৩। হৃষ্টপুষ্কাস্তদা সৰ্বে নৰ্মদাতীর-
 বাসিনঃ। স্বয়ংস্তে ভয়ং সৰ্বে ততাজুঃ কৃত্বা-
 স্তবম্ ১৪। তে জপস্তপস্তপস্তপ্তিষ্ঠন্তি ভরতর্ষভ
 অর্চয়ন্তি পিতৃন দেবার্শ্বদাতটমাশ্রিতাঃ ১৫
 তৈর্জপস্তপস্তপস্তপ্তি সত্যং বিজসন্তমৈঃ। ভ্রাজতে
 সা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা তারাবির্দ্যোগ্রহৈরিব ১৬। তত্র
 তৈর্বহ্নৈঃ শুভৈর্ব্রাহ্মণৈর্কৈদপারগৈঃ। নৰ্মদা ধর্মদা
 পূর্বং সংবিভক্তা যথাক্রমম্ ১৭। ঋষিভির্দশ-
 কোটিভির্নৰ্মদাতীরবাসিভিঃ। বিভক্তয়েং বিভক্তাকৌ
 নৰ্মদা শর্মদা নৃণাম্ ১৮। যজ্ঞোপবীতৈশ্চ
 শুভৈরক্ষত্বৈশ্চ ভারত। কুলদ্বয়ে মহাপুণ্য
 নৰ্মদোদধিগামিনী ১৯। পৃথগায়তনৈঃ শুভৈ-
 র্নির্জৈর্বালুকময়ৈঃ। ভ্রাজতে যা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নক্ষত্রৈ-

লেন। অনন্তর তাঁহারা মহাদেবী নৰ্মদার প্রসাদে
 সেই মৎস্তসম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া তদ্বারা পুত্র, কলত্র ও
 ভৃত্যাদির সহিত পৃথক পৃথক জীবন যাপন করিতে
 লাগিলেন। হে যুধিষ্ঠির। প্রতিদিনই দ্বিজগণের
 আশ্রমসমীপে পূর্ববৎ সেই মৎস্তসম্বন্ধ আসিতে
 লাগিল; তাঁহারা তদর্শনে সমধিক বিস্মিত হইতে
 লাগিলেন; হে ভরতর্ষভ! এই সকল পাণীন মীন
 স্বয়ং মৃত হইয়াই ঋষিদিগের আশ্রমের দ্বারে দ্বারে
 উপনীত হইতে লাগিল; কিন্তু মীনগণ মৃত হইলেও
 তাহাদের দেহ হৃষ্টপুষ্ক ও মনোজ্ঞ থাকিত। তখন
 নৰ্মদাতীরবাসী মুনিগণ মীনভক্ষণে হৃষ্টপুষ্ক
 হইয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভয় পরিত্যাগপূর্বক জপ-
 তপস্তায় মনোনিবেশ করিলেন। অনন্তর নৰ্মদা-
 তীরবাসী ঋষিসত্তমগণ দেবপিতৃদিগের পূজা
 করিয়া সত্য জপ-তপস্তায় নিরত হইলে, শুভ বেদ-
 পারগ বহু বিপ্র কর্তৃক তীরভাগ সুবিভক্ত হওয়ায়
 সরিদ্ভরা নৰ্মদা যেন গ্রহনক্ষত্রভূষিত আকাশের
 ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। হে ভারত!
 পুরাকালে এইরূপে দশকোটি তীরবাসী ঋষি
 কর্তৃক যথাক্রমে সংবিভক্ত হইয়া সুবিভক্তাকৌ
 দেবী নৰ্মদা মানবগণের ধর্মদা ও শর্মদা হইয়া-
 ছিলেন। উদধিগামিনী মহাপুণ্য নৰ্মদার উভয়-
 কূলেই শুভ যজ্ঞোপবীত ও অক্ষত্বধারী ঋষিগণ
 পৃথক পৃথক দেবায়তন নির্মাণ করিয়া অনেক

রিব শর্মবী ২০। এবং ত ঋষয়ঃ সৰ্বে ত
 সুরান পিতৃন। স্তবসমর্শ্বদাতীরে যাবদাভূতসংগ্ৰবম্ ২১।
 কিঞ্চিদগ্রে ততস্তস্মিন ঘোরে বর্ষশতাবধিকৈ।
 অর্ধরাতে তদা কন্তা জলাহৃতীয়া ভারত ২২।
 বিদ্যাংপুঞ্জসমভাসা ব্যালযজ্ঞোপবীতিনী। ত্রিশু-
 লাগ্রকরা সৌমা তানুবাচ ঋষীঃস্তদা ২৩।
 আগচ্ছধ্বং মুনিগণা বিশধ্বং মামযোনিজাম্।
 সমেতাঃ পুত্রদারৈশ্চ ততঃ সিদ্ধিমবাপ্যথ ২৪।
 যশ্চ যশ্চ হি যা বাহ্য তশ্চ তাং তাং দদাম্যহম্।
 বিষ্ণুং ব্রহ্মাণমৌশানমশ্রুং বা সুরমুক্তমম্ ২৫। তত্র
 সর্ষারয়িষ্যামি প্রসরা বরদা হহম্। প্রাণায়ামপরা
 ভূহা মাং বিশধ্বং সমাহিতাঃ ২৬। সহ পুত্রৈশ্চ
 দারৈশ্চ ত্যক্তাশ্রমপদানি চ। কালক্ষেপো ন
 কর্তব্যঃ প্রলয়োহয়মুপস্থিতঃ ২৭। সংহারঃ সর্ব-
 ভূতানাং কল্পদাহঃ সূদারুণঃ। একাহমভবং পূর্বং
 মহাঘোরে জনক্ষয়ে ২৮। শেবা নদ্যঃ সমুদ্রৈশ্চ
 শুভ্র বালুকা ও মৃন্ময় লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন;
 তখন সরিদ্ভরা নৰ্মদাকে দেখিলেই মনে হইত
 যেন, দেবী নক্ষত্রভূষিত শর্মরীর ন্যায় বিরাজ
 করিতেছেন। হে ভারত! এইরূপে ঋষীগণ
 দেবপিতৃগণের তর্পণ করিয়া পুনঃ কল্পক্ষয়কাল
 পর্যন্ত নৰ্মদাতীরে বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর
 কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ অতীত হইলে এক দিবস
 অর্ধরাতে দেবী নৰ্মদা জল হইতে উখিত হইলেন,
 তাঁহার দেহচ্ছটা পুঞ্জ পুঞ্জ সৌদামিনীর ন্যায়, গলে
 ব্যালযজ্ঞোপবীত এবং করে ত্রিশূল। সৌম্যমূর্তি সেই
 নৰ্মদা ঋষিগণকে কহিলেন,—হে মুনিগণ! আমাকে
 অযোনিমন্তুতা জানিবেন, এক্ষণে আসুন, পুত্র-
 কলঃসহ আমার উদরে প্রবেশ করিয়া সিদ্ধি লাভ
 করুন। আপনাদের যাহার যে অভীষ্ট, আমি অদ্য
 তাহাই প্রদান করিব। আমি আপনাদের প্রতি
 প্রসরা হইয়াছি, এক্ষণে আমাকে বরদা বলিয়া
 বিদিত হউন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং অন্ত সুর-
 সত্তম যাহাকেই আপনারা পাইতে চাহেন, আমি
 তাঁহার নিকটই আপনাদিগকে উপস্থাপিত
 করিব। আর কালক্ষেপ করিবেন না, সম্প্রতি প্রলয়
 কাল উপস্থিত; আপনারা সমাহিতমনা ও প্রাণায়াম
 পরায়ণ হইয়া পুত্র-কলত্র সহ আশ্রম পদ পরিত্যাগ
 পূর্বক আমার উদরে প্রবেশ করুন। ১১—২৭।
 সূদারুণ কম্পানল উপস্থিত হইলে নিখিল প্রাণীর
 সংহার হইবে, সেই মহাঘোর লোকক্ষয় কালে
 একমাত্র আমিই বিদ্যমান থাকিব, অবশিষ্ট নদী

সর্ব এব কয়ং গতাঃ । বরদানামহেশস্ত তেনাহং
ন কয়ং গতাঃ ১৯ । অমৃতঃ শাস্বতো দেবঃ
স্থাগুরীশঃ সনাতনঃ । স পূজিতঃ প্রার্থিতো
বা কিং ন দদ্যাদ্বিজোত্তমাঃ ২০ । এবমুक्ता
ঋষীন্ রেবা প্রবিবেশ জলং ততঃ । করান্ত-
শূলম্ সা দেবী বালগজোপবীতিনী ২১ ।
ততস্তে তদ্বচঃ শ্রুত্বা বিশ্বয়াপন্নমানসাঃ । অভিবন্দ্য
চ মাং সর্বৈ কাময়ন্তঃ পুনঃপুনঃ ২২ । কমাভাঃ
নো যদ্বক্তং হি বসতাং তব সংশ্রয়ে । গৃহাঃস্ত্যক্তা
মহাভাগাঃ শশিষ্যাঃ সহবান্ধবাঃ ২৩ । জপ্ত্বা
চৈকাক্ষরং ব্রহ্ম হৃদি ধ্যাত্বা মহেশ্বরম্ । দ্বাভ্যা চ
মন্ত্রপূতাভিরথ চাভিজিজ্ঞীতব্রতাঃ ২৪ । বিবিণ্ডনশ্রুদা-
তোয়ং সপক্ষা ইব পক্ষতাঃ । দ্যোতয়ন্তো দিশঃ
সর্বাঃ কুশহস্তাঃ সহায়ঃ ২৫ । গতেষু তেষু
গ্রাজেন্দ্র অহমেকঃ স্থিতস্তদা । অমরেশঃ সমাসাদ্য
পূজয়ন্নশ্রুদাং নদীম্ ২৬ । অনুভূতাঃ সপ্ত কল্পা
মায়ুরাদ্যাঃ ময়া নৃপ । প্রসাদাদ্ বেবসঃ সর্বৈ রেবয়া

সহ ভারত ৩৭ । জন্মতোহদ্যাদিনং যাবন্ন জানে-
হস্তা পুরাণিতম্ ৩৮ । ইয়ং হি শাক্তরী শক্তিঃ
কলা শস্তোরিলাহুয়া । নশ্রুদা হুরিতধ্বংসকারিণী
ভবতারিণী ৩৯ । যদাহমপি নাভূবঃ পুরাকল্পে
পাণ্ডব । চতুর্দশশু কল্পে তেষাং সুখসংস্থিতা ৪০ ।
চতুর্দশ পুরা কল্পা ন মৃত্যু যেষু নশ্রুদা ।
তানহং সম্প্রবক্ষ্যামি দেবী প্রাহ যথা মম ৪১ ।
কাপিলঃ প্রথমঃ বিদ্ধি প্রাজাপত্যঃ দ্বিতীয়কম্ । ব্রাহ্মঃ
সৌম্যঃ সার্বভৌমঃ বাহস্পত্যঃ প্রভাসকম্ ৪২ ।
মাহেশ্বরমগ্নিকল্পঞ্চ জয়ন্তঃ মারুতঃ তথা । বৈকবঃ
বহুরূপঞ্চ জ্যোতিষঞ্চ চতুর্দশম্ ৪৩ । এতে কল্পা
ময়া খ্যাতা ন মৃত্যু যেষু নশ্রুদা । মায়ুরঃ পঞ্চ-
দশমঃ কৌশ্মাণ্ড চৈবাজ যোড়শম্ ৪৪ । বকঃ
মাৎশ্বাঞ্চ পাদ্মঞ্চ বটকল্পঞ্চ ভারত । একবিংশতিমঃ
চৈতন্য বারাহঃ সাম্প্রতীনকম্ ৪৫ । ইমে সপ্ত
ময়া সাকং রেবয়া পরিণীলিতাঃ । একবিংশতি-
কল্পান্তে নশ্রুদায়াঃ শিবাক্রতঃ ৪৬ । সজ্জাতায়া

সমুদ্র সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যাউবে । পূর্বে মহেশ
আমাকে বরদান করিয়াছিলেন, সেই বর প্রভাবেই
আমি জীবিত থাকিব । হে দ্বিজোত্তমগণ ! অমৃত,
শাস্বত দেবের স্থান সনাতন ঐশানকে পূজা করিয়া
প্রার্থনা করিলে তাঁহার অদেয় কি আছে ? হে
নৃপসত্তম ! ঋষিগণকে এই কথা বলিয়া শূলহস্তা
নাগযজোপবীতিনী দেবী নশ্রুদা পুনরায় জল-
মধ্যে প্রবেশ করিলেন । ঋষিগণও তাঁহার
বাক্যে বিশ্বাসমান হইয়া আমাকে অভিবন্দন করত
আমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ।
তাঁহার আমাকে কহিলেন,—“আমরা আপনার
আশ্রয়ে থাকিয়া আপনাকে যদি কিছু অসদ্বাক্য
বাক্য বলিয়া থাকি, তজ্জন্ত আমাদের ক্ষমা
করুন । অনন্তর জিতবত মহাভাগ মুনিগণ গুহ্য
গ্রন্থ পরিচর্যাগপুস্তক শিষ্য ও শ্রুতগণসহ একাক্ষর
ব্রহ্মজপ ও মহেশকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া মন্ত্রপূত
বারিধারা গ্রহণ করত পক্ষবান পক্ষতের স্থায় নশ্রুদা-
নীয়ে প্রবেশ করিলেন । হে রাজেন্দ্র ! সেই
কুশহস্ত সায়িক দ্বিজগণ দিব্য কল উদ্ভাসিত
করিয়া নশ্রুদানীয়ে দেহবিসর্জন করিলেন, আমি
তখন একাকী হইয়া অমরেশসমীপে বাস করত
নশ্রুদার পূজা করিতে লাগিলাম । হে নৃপ ।
পিতামহ ব্রহ্মার প্রসাদে নশ্রুদার সন্তান আমি মায়ু-

রাদি সপ্তকল্পই দর্শন করিয়াছি ; কিন্তু নশ্রুদার জন্ম
হইতে অদ্য পর্যন্ত ইহার অবস্থানাদি বিদিত নাই ।
ইনি শাক্তরী শক্তি ও শম্বুর ইলানারী কলা ।
ভবতারিণী নশ্রুদা হুরিতধ্বংসকারিণী ; হে
পাণ্ডব ! পুরাকল্পে আমি যে পর্যন্ত জন্মগ্রহণ
করি নাই, পূর্বে চতুর্দশ কল্পেও ইনি স্মৃতে
বিদ্যমান ছিলেন । পূর্বে আরও চতুর্দশটি কল্প
অতীত হইয়াছে, সে সময়েও নশ্রুদা মৃত্যু হন নাই ।
আমি দেবী নশ্রুদার নিকটে সেই সকল কল্পকথা
শ্রবণ করিয়াছি । এক্ষণে তৎসমস্ত তোমার নিকটে
বর্ণন করিব । চতুর্দশ কল্প যথা প্রথম—কাপিল,
দ্বিতীয়—প্রাজাপত্য ; তৎপর ব্রাহ্ম, সৌম্য, সার্বভৌম,
বাহস্পত্য, প্রভাস, মাহেশ্বর, অগ্নি, জয়ন্ত, মারুত,
বৈকব, বহুরূপ এবং জ্যোতিষ এই চতুর্দশটি কল্প
জানিবে । এই যে কয়েকটি কল্পের কথা কহিলাম,
এই সকল কল্পে নশ্রুদা মৃত্যু হন নাই । অতঃপর
পঞ্চদশ—মায়ুর এবং যোড়শ কৌশ্মাণ্ড । হে ভারত !
তদনন্তর বক, মাৎশ্বা, পাদ্ম, বট, এবং সাম্প্রতিক
বারাহ এই কয়টি লইয়া একবিংশতি কল্প জানিবে ।
হে নৃপসত্তম ! এই মায়ুরাদি সপ্তকল্পেই রেবার
সহিত আমার একত্র অবস্থান হইয়াছিল ; সেই
শিবদেহোদ্ভবা নশ্রুদার একবিংশতি কল্পের প্রভু
প্রভাব আমি যাহা দর্শন করিয়াছি, তৎসমস্ত তোমার

নৃপশ্রেষ্ঠ যথা দৃষ্টা হনেকশঃ । কথিতা নৃপতিশ্রেষ্ঠ
ভূয়ঃ কিং কথয়ামি তে ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করে নন্দাদামাহাংগ্য একবিংশতিকল্পকথামণ্ড-
বর্ণনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ

যুধিষ্ঠির উবাচ । ততস্ত্ব ঋষয়ঃ সর্বৈ মহা-
ভাগ্যাস্তপোধনাঃ । গর্তীশ্চ পরমং লোকং ততঃ
কিং জাতমদ্ভুতম্ ॥ ১ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ ।
ততস্তেষু প্রয়াতেষু নন্দাদাতীরবাসিষু । বভূব
রৌদ্রসংহারঃ সর্বভূতক্ষয়করঃ ॥ ২ ॥ কৈলাস-
শিখরস্থঃ তু মহাদেবঃ সনাতনম্ । ব্রহ্মাদ্যাঃ
প্রাণবন্ দেবমৃগযজুঃসামভিঃ শিবম্ ॥ ৩ ॥ সংহর
ন্তু জগদেব সদেবাস্থরমানুষম্ । প্রাপ্তো যুগ-
সহস্রান্তঃ কালঃ সংহরণক্ষমঃ ॥ ৪ ॥ মজ্জপং তু সমা-
হ্বায় ত্বয়া চৈতদ্বিনির্মিতম্ । বৈষ্ণবৌ মূর্ত্তিমাহ্বয়
ত্বয়েতৎ পরিপালিতম্ ॥ ৫ ॥ একা মূর্ত্তিস্ত্রিধা
জাতা ব্রাহ্মী শৈবী চ বৈষ্ণবী । সৃষ্টিসংহার-

নিকট বর্ণিত হইয়াছে ; হে নৃপবর ! অতঃপরকোন
বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিব ? ২৮—৪৭ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাভাগ তপোবন
ঋষিগণ পরম লোকে গমন করিলে তৎপর কি
অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল ? মার্কণ্ডেয়
উত্তর করিলেন,—অনন্তর নন্দাদাতীরবাসী ঋষি
সকল প্রশ্নান করিলে সর্বভূতভয়কর ভীষণ সংহার
আরম্ভ হয় । তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ ঋক্, যজু ও
সামবেদ উচ্চারণপূর্ব্বক কৈলাসনিলয় সনাতন
শিবের স্তব করেন । তাঁহারা বলেন,—হে দেব !
সহস্রযুগাবসানে পুনরায় সংহরণক্ষম কাল উপনীত
হইয়াছে ; আপনি সুর অসুর ও মানুষ সহ জগৎ
সংহার করুন । আপনিই আমার অর্থাৎ ব্রহ্মার
রূপ ধারণ করিয়া এই সকল সৃজন ও বৈষ্ণব
মূর্ত্তিতে পালন করিতেছিলেন, হে মহেশ্বর ! সৃষ্টি
সংহার ও পালনাথ আপনারই এক মূর্ত্তি ব্রাহ্মী,
শৈবী ও বৈষ্ণবী এই ত্রিধা ভিন্ন হয় । বিভূ ভগ-

বর্কার্থঃ ভবেদেবঃ মহেশ্বর ॥ ৬ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা
বচস্তথ্যং বিকোশ্চ পরমেষ্ঠিনঃ । সগণঃ
সপরীবারঃ সহ ভাত্যঃ সহোময়া ॥ ৭ ॥ সর্ব-
লোকান্ বিভেদ্যোমান্ ভগবান্নীললোহিতঃ । ভূরাণ্য-
ব্রহ্মলোকাস্তঃ তিস্রাণ্ডঃ পরতঃ পরম্ ॥ ৮ ॥ শৈবঃ
পদমজঃ দিব্যমাবিশং সহ তৈর্বিভূঃ । ন তত্র বায়ু-
নীকাশঃ নাগ্নিস্তত্র ন ভূতলম্ ॥ ৯ ॥ যত্র সন্তিষ্ঠতে
দেব উময়া সহ শঙ্করঃ । ন সূর্যো ন গ্রহাস্তত্র ন
ঋক্ষাণি দিশস্তথা ॥ ১০ ॥ ন লোকপালা ন সুখং ন
চ দুঃখং নৃপোত্তম ॥ ১১ ॥ ব্রাহ্মং পদং যৎ কবয়ো
বদন্তি শৈবং পদং যৎ কবয়ো বদন্তি । ক্ষেত্রজ-
মৌলিং প্রবদন্তি চান্তে সাংখ্যাস্ত গায়ন্তি কিনাদি-
মোক্ষম্ ॥ ১২ ॥ যদব্রহ্ম আদ্যং প্রবদন্তি কেচিদ্ব্যং
সর্বমৌশানমজঃ পুরাণম্ । তমেকরূপং তমনেকরূপম-
রূপমাদ্যং পরমবায়াম্যম্ ॥ ১৩ ॥ অবর্ণমপার্ম-
নামগোত্রং ত্বয়াং পদং যৎ কবয়ো বদন্তি ।
ধ্যানার্থবিজ্ঞানময়ং সূক্ষ্মমাশ্ৰম্যমৌশানবরং বরে-
ণ্যম্ ॥ ১৪ ॥ ততঃস্বস্তে ভগবন্তমৌলিং সম্প্রাপ্য
সঙক্ষিপ্য ভবন্ত্যথৈকম্ । পৃথক্শব্দরূপৈশ্চ পুনস্ত

বান নীললোহিত পরমেষ্ঠী এবংবিধ তথাপূর্ণ বাক্য
শ্রবণপূর্ব্বক স্বীয় পরিবার গণনিচয় ও উমার সহিত
অগুভেদ করত পর পর সন্নিবিষ্ট ভূবাদিব্রহ্মলোকাস্ত
সপ্তলোক ভেদ করিয়া দিব্য অজ শৈবপদে প্রবেশ
করিয়াছিলেন । শঙ্কর উমার সহিত যে স্থানে বাস
করেন, তথায় বায়ু, আকাশ, অগ্নি, মৃত্তিকা, সূর্য্য,
গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্, লোকপাল এবং সুখ দুঃখ নাই ।
১—১১ । হে নৃপসত্তম ! কবিগণ ঋগ্বেদকে ব্রাহ্ম
ও শৈবপদ বলেন ; অস্ত্রান্ত্র মনৌষিগণ ঋগ্বেদকে
ক্ষেত্রজ ঈশ আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন ;
সাংখ্যমহাবল্লভিগণ ঋগ্বেদকে নিঃসংশয়ে আদি-
মোক্ষ বলিয়া বর্ণনা করেন ; উহাই পরম শৈব
পদবাচ্য । কোন কোন মনৌষীর মতে যিনি
আদ্য ব্রহ্মা অজ, সর্ব, পুরাণপুরুষ, ঈশান
একরূপ অনেকরূপ, অরূপ, আদি, পরম অবায়,
প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হন ; আবার কেহ
কেহ ঋগ্বেদকে বর্ণহীন অর্থযুক্ত অনামগোত্র,
তুরীয় পদ বলেন ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই
দেবতাত্রয় ধ্যান অর্থ ও বিজ্ঞানময় সেই বরেণ্য,
সূক্ষ্ম, আশ্রয় ঈশান ভগবান্ ঈশকে প্রাপ্ত
হইয়া ত্রিধাভেদযুক্ত স্ব স্ব শরীর সংক্ষেপপূর্ব্বক
এক হইয়া থাকেন ; আর প্রয়োজনবশে এই

এব জগৎ সমস্তং পরিপালয়ন্তি । ১৫ । সংহারং
সর্বভূতানাং কদমে কুরুতে প্রভুঃ । বিষ্ণুশ্চ
পালয়েন্নোকান ব্রহ্মশ্চৈব সৃষ্টিকারকঃ । ১৬ ।
প্রকৃত্যা সহ সংযুক্তঃ কালো ভূহা মহেশ্বরঃ ।
বিশ্বরূপা মহাভাগা তন্ত পার্শ্বে ব্যবস্থিতা ।
১৭ । যামাহঃ প্রকৃতিং তজ্জ্ঞাঃ পদার্থানাং
বিচক্ষণাঃ । পুরুষশ্চৈব প্রকৃতিশ্চৈব চ কারণং
পরমেশ্বরঃ । ১৮ । তস্মাদেতজ্জগৎ সর্বং সমুদ্ভূতং
চরাচরম্ । তস্মিন্নেব লয়ং যাতি যুগান্তে
সমুপস্থিতে । ১৯ । ভগলিঙ্গাঙ্কিতং সর্বং ব্যাপ্তং
বৈ পরমেষ্ঠিনা । ভগরূপো ভবেদ্বিকূলিঙ্গরূপো
মহেশ্বরঃ । ২০ । ভাতি সর্বেষু লোকেষু গীযতে
ভূর্ভুবাদিষু । প্রবিষ্টঃ সর্বভূতেষু তেন বিকূর্ভগঃ
স্মৃতঃ । ২১ । বিশনাদ্বিকুরিত্যুক্তঃ সর্বদেবময়ো
মহান । ভাসনাপ্রগমনাচ্চৈব ভগসংজ্ঞা প্রকীর্তিতা ।
২২ । ব্রহ্মাদিস্তদপর্য্যন্তং যস্মিন্নেতি লয়ং জগৎ ।
একভাবং সমাপন্নং লিঙ্গং তস্মাদ্বিকূর্ভগঃ ।

ঈশই পৃথক্ পৃথক্ ত্রিধা ভিন্ন হইয়া ব্রহ্মা,
বিষ্ণু ও শিববিগ্রহে অবলম্বনপূর্বক সমগ্র জগৎ
পালন করেন; প্রভু শব্দে কদরূপে সর্বভূতের
সংহার, বিষ্ণুবিগ্রহে ত্রিলোকপালন এবং ব্রহ্ম-
বপুতে সৃষ্টি করেন। মহেশ্বর প্রকৃতির সহায়ে যখন
কালরূপ অবলম্বন করেন, তখন পদার্থতত্ত্ববিচক্ষণ
মনোবিগণ ঋষীকে প্রকৃতি বলেন সেই মহাভাগা
বিশ্বরূপা প্রকৃতি তাঁহার বামভাগে অবস্থিত হন।
তাঁহার বলেন,—মহেশ্বরই পুরুষ ও প্রকৃতি উভ-
য়েরই কারণরূপী। তাঁহা হইতেই এই সমগ্র
চরাচর জগৎ সমুদ্ভূত হইয়াছে; আবার যুগাব-
সানে তাঁহাতেই সমস্ত লীন হইবে। পরমেষ্ঠী
শব্দই ভগ ও লিঙ্গ দ্বারা অঙ্কিত হইয়া সর্বত্র
পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন; এই ভঙ্গালিঙ্গের ভগ—
বিষ্ণু এবং লিঙ্গ—মহেশ্বর; ভূঃ ও ভুবাদি লোকে
সর্বত্রই ভগলিঙ্গাঙ্কিত বিভূদেহ বর্তমান এবং
সকল লোকেই ইহা গীত হইয়া থাকে। বিষ্ণু
সর্বদেহে প্রবিষ্ট, এই জন্য ভগ শব্দে বিষ্ণু
অভিহিত হন, আর বিশন অর্থাৎ সর্বদেহে প্রবেশ
হয় বলিয়া বিষ্ণু সর্বদেবময় ও মহান বলিয়া কীর্তিত
হইয়া থাকেন। সর্বদা ভাসমান ও গমনশীল
বলিয়া ইহার নাম ভগ হইয়াছে, প্রলয়কালে ব্রহ্মাদি
স্তদপর্য্যন্ত সমগ্র জগৎ এই ভগে লীন হয়, কিন্তু
লিঙ্গ একই ভাবে বর্তমান থাকেন, ইহার লয়

২৩ । মহাদেবস্ততো দেবীমাহ পার্শ্বে স্থিতাং
তদা । সংহরন্ত জগৎ সর্বং মা বিলম্বন্ত শোভনে ।
২৪ । ত্যজ সৌম্যমিদং রূপং সিতচ্ছ্রাং শুনির্শূলম্ ।
রৌদ্রং রূপং সমান্বায় সংহরন্ত চরাচরম্ । ২৫ ।
রৌদ্রেভূতগণৈর্ঘোরৈর্দেবি স্বং পরিবারিত । জীব-
লোকমিমং সর্বং ভক্ষয়ন্তাশুজেক্ষণে । ২৬ । ততো-
হহং মর্দয়িষ্যামি প্রাবয়িষ্যে তথা জগৎ । কৃহা
চৈকর্ণবং ভূয়ঃ স্মৃথং স্বপ্প্যে অয়া সহ । ২৭ ।
শ্রীদেবীবাচ । নাহং দেব জগচ্চৈতৎ সংহরামি
মহাত্মতে । অহা ভূহা বিচেষ্টং ন ভক্ষয়ামি তৃশা-
তুরম্ । ২৮ । স্ত্রীস্বভাবেন কারুণ্যং কয়োতি হৃদয়ং
মম । কথং বৈ নিদ্রয়িষ্যামি জগদেতজ্জগৎপতে ।
তস্মাৎ স্বয়মেবেদং জগৎ সংহর শব্দর । ২৯ । অথৈব-
মুক্তস্তাং দেবীং ধূর্জাটিনীললোহিতঃ । ৩০ । ক্রুদ্ধো
নির্ভৎসয়ামাস হৃদ্ধারেণ মহেশ্বরীম্ । ঙ্গং হং কট্ অং
স ইত্যাহ কোপাবিষ্টৈরথেক্ষণৈঃ । ৩১ । হৃদ্ধা-
রিতা বিশালাক্ষী পীনোকজঘনস্থলা । তৎক্ষণাচ্চ

হয় না; এজন্য পণ্ডিতগণ ইহার লিঙ্গ আখ্যা
প্রদান করিয়াছেন। অনন্তর বিশ্বরূপা প্রকৃতি
দেবী মহাদেবের বামভাগে উপবিষ্টা হইলে দেব
বলেন,—সমগ্র জগৎ সংহার কর, বিলম্ব করিও
না; হে শোভনে! তোমার এই সিত শুভাং শু-
নির্শূল সৌম্যমূর্তি ত্যাগ কর, রৌদ্ররূপ ধারণপূর্বক
চরাচর সংহার কর; হে সরোজবদনে! তুমি ভীষণ-
গণনিচয়ে পরিবৃত্ত হইয়া নিখিল জীবলোক গ্রাস কর;
হে কমলবদনে! তার পর আমি নিখিল জগৎ
মর্দিত ও প্রাবিত—একর্ণব করিয়া তোমার সহিত
স্মৃথ শয়ন করিষ। দেবী বলিলেন,—হে মহাত্মতে!
আমি জগতের মাতা, অতএব জগৎসংহারে
আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না, বিশেষতঃ স্ত্রীস্বভাব-
বশতঃ আমার হৃদয়ে করুণার উদ্ভেক হইয়াছে,
এজন্য আমি এই ভীষণাতুর জগৎ ভক্ষণ করিতে
অসমর্থ। হে জগৎপতে! আমি জগৎ দহ করিতে
একান্তই অপারগ; হে শব্দর! স্বয়ং আপনিই ইহার
সংহার করুন। ১২-২৯। অতঃপর মহেশ্বরী প্রকৃতির
বাক্যে ভগবান্ নীললোহিত ক্রুদ্ধ হইয়া হৃদ্ধার দ্বারা
তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন, তিনি রোষকষায়িত
নেত্রে দেবীকে “ঙ হং কট্ অং” এই বাক্যে ভৎসনা
করিলেন, হৃদ্ধারিতা বিশালাক্ষী পীনোকজঘনস্থলা
প্রকৃতি তৎক্ষণাৎ কালরাজির দ্বারা কদ্রবদনা

ভবদ্রোজা কালরাজীব ভারত ৩২। হুর্কুর্কুর্কু মহা-
নাঈদর্শাদয়স্তৌ দিশো দশ। ব্যবর্জিত মহারোজা
বিহ্যৎ সৌদামিনী যথা ৩৩। বিহ্যৎসম্পাত-
হুপ্পেক্ষ্যা বিহ্যৎসম্পাতচকলা। বিহ্যজ্জালাকুলা
রোজা বিহ্যদগ্নিনিভেক্ষণা ৩৪। মুক্তকেনীবিশালাকৌ
কুশগ্রীবা কুশোদরৌ। ব্যাজচর্ম্মাস্বরধরা ব্যালযজ্ঞো-
পবীতিনী ৩৫। বৃষ্টিকৈরগ্নিপূজ্যৈর্ভোগোনৈসেচ
বিহুষিতা। ত্রৈলোক্যং পুরয়ামাস বিস্তারেণোজ্জয়েণ
চ ৩৬। ভাসুরাজা তু সংবৃত্তা কুকসর্পৈককুণ্ডলা।
চিত্রদণ্ডোদ্যতকরা ব্যাজচর্ম্মোপসেবিতা ৩৭।
ব্যবর্জিত মহারোজা জগৎসংহারকারিণী। স্কন্ধিণী
লেলিহানা চ কুরফুৎকারকারিণী ৩৮। ব্যাক্রান্তা
ধূধুরারাবা জগৎসঙ্কোতকারিণী। খেলভূতানুগা
কুরা নিখাসোজ্জ্বাসকারিণী ৩৯। জাতাট্টাসা দুর্নাসা
বহিকুণ্ডলমেক্ষণা। প্রোদ্যৎকিলকিলারাবা দদাহ
সকলং জগৎ ৪০। দহমানাঃ সুরাস্তত্র পতন্তি ধরণী-
তলে। পতন্তি যক্ষগন্ধর্বাঃ সর্কিররমহোরগাঃ ৪১।

হইলেন। হে ভারত! তিনিও মহানাদে দশদিক্
নির্নাদিত করিয়া সৌদামিনী সংসর্গে বিহ্যতের
শ্রায় মহারোজরূপ ধারণপূর্বক হুকার করিতে
লাগিলেন। বিহ্যৎসম্পাত যেমন তুর্নিরীক্ষ্য
হয়, বিহ্যদ্যদ্যম যেরূপ স্বভাবতঃ চকল,
প্রকৃতিও তজপ তুর্নিরীক্ষ ও চকলা হইলেন;
তাঁহার রোজবদন বিহ্যজ্জালাকুল এবং নয়ন সৌদা-
মিনী বহিব শ্রায় প্রতীয়মান হইল; তিনি কেশ-
কলাপ মুক্ত ও বিশাল লোচন বিস্তারিত করিলেন;
সেই কুশগ্রীবা কুশোদরৌ দেবী ব্যাজচর্ম্মের বসন
ও সর্পের যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেন, বহুগুণিক
ও অগ্নিপুঞ্জসদৃশশরীর অনেক অজগর তাঁহার
ভূষণ হইল; তাঁহার শরীরের দৈর্ঘ্য-বিস্তৃতিতে
ত্রিলোক পরিপূরিত হইয়া গেল। জগৎসংহার-
কারিণী মহারোজবদনধারিণী মহেশ্বরী রোষভরে
রসনাদ্বারা স্কন্ধীষয়ের লেহন এবং বদন দ্বারা
ভীষণ ফুৎকার করিতে লাগিলেন। ভূতসংজ্ঞ
সেই কুর প্রকৃতির অমুগ হইয়া ক্রৌড়া করিতে
লাগিল, তিনি বদন ব্যাদান করিয়া ধুরধুরবরে
জগৎ সংকোচিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার
লোচন তখন অনলকুণ্ডের ন্যায় প্রাতিভাত হইল,
ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস পারিত্যাগে নাসিকা ভীষণাকার
ধারণ করিল এবং তিনি উচ্চহাস্তে কিল কিল
রব করিয়া নিখিল জগৎ দহ করিতে লাগিলেন।

পতন্তি ভূতসংজ্ঞাঃ হাহাহেহেবিরাবিণঃ। বৃদ্ধাপাটৈঃ
সনির্ঘাটৈরুদিতার্জুনৈরপি ৪২। ব্যাগ্রমাসৌত্তদা
বিশং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। সম্পতন্তিঃ পতন্তিঃ
জলভূতগণৈর্বহৌ ৪৩। জাতৈশ্চট্টাশদৈঃ
পতন্তির্গিরিসামুভিঃ। তত্র রোদ্রোৎসবে জাতা
কুদ্রানন্দবিবর্জিনী ৪৪। বিহিংসমানা ভূতানি
চর্ম্মমাণাচরানপি। তত্তদগন্ধমুপাদায় শিবাব-
বিরাবিণী ৪৫। গলচ্ছাণিতধারাভিমুখা দিগ্ধ-
কলেবরা। চণ্ডীনাভবচ্চণ্ডী জগৎসংহারকর্ম্মণি ৪৬।
যেহপি প্রাপ্তা মহলোকং ভূতাদ্যাশ্চ মহর্ষয়ঃ।
তেহপি নশ্বন্তি শতশো বক্ষক্ষত্রবিশাদয়ঃ ৪৭।
দেবাসুরা ভয়ত্রস্তাঃ সমকোরগরাক্ষসাঃ। বিশন্তি
কেহপি পাতালং লীয়ন্তে চ শুভাদিযু ৪৮। সা চ
দেবী দিশঃ সর্বা ব্যাপ্য মৃত্যুরব হিতা। যুগক্ষয়-
করে কালে দেবেন বিনিযোজিতা ৪৯। একাপি
নবধা জাতা দশধা দশয়া তথা। চতুঃসষ্টিস্বরূপা চ

তখন সুরগণ দহমান হইয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন
এবং যক্ষ, গন্ধর্ব, কিররগণসহ মহোরগ ও অন্যান্য
প্রাণনিচয় হাহাকার রব করিতে করিতে ভূতলে
পাতত হইতে লাগিল। অনন্তর মণদ উদ্ধাপাত
হইতে থাকিলে প্রাণনকরের কাতররবে সচরাচর
ত্রিলোকসহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইল। পাতত
ও পতনোন্নত এবং দহমান ভূতগণে ভূতল
সমাকুল হইয়া উঠিল; ও শৈলমালা সানুর সহিত
পাতত হওয়ায় এক ভীষণ চটচটা শব্দ উৎখিত
হইল। সেই রোদ্রোৎসবে কুদ্রানন্দাবধায়িনী
কুদ্রাণী হিংসাপরাধী হইয়া চরাচর প্রাণিগণকে
চর্ম্মণ করিতে লাগিলেন, প্রাণিমাংসের আমব-
গন্ধে উন্মত্তা হইয়া দেবী শিবাববে দব্ সকল প্রাণি-
ধানিত করিলেন, তাঁহার মুখ হইতে ক্রাবরধারা
পাতত হইয়া কলেবর আপ্লুত করিল। একেই
প্রকৃতি স্বভাবচণ্ডা, তার পর জগৎসংহারকার্যে
তিনি প্রচণ্ডা চণ্ডীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।
প্রলয়কালে ভূত-আদি যে সকল মহর্ষি মহালোকে
আশ্রয় লইয়াছিলেন, তখন তাঁহারাও বিনষ্ট হইলেন;
শত শত বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বিনাশ হইল।
সুর, অসুর, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষস ভীত ত্রস্ত
হইয়া কেহ পাতালে প্রবেশ ও কেহ গুহগুহায় আশ্রয়
লইলেন। ৩০—৪৮। প্রকৃতি দেবীও তখন সাক্ষাৎ
মৃত্যুর শ্রায় সর্বত্র পরিব্যাপ্তা হইলেন। প্রকৃতি
যুগক্ষয়ে মহেশ্বর কণ্টক আদিষ্টা, তিনি একা হইয়াও

শতরূপাট্টাসিনৌ । ৫০ । জজ্ঞে সহস্ররূপা চ লক্ষ-
কোটিতমঃ শিবা । নানারূপায়ুধাকারা নানাবাদন-
চারিণী । ৫১ । এবংরূপাভবদেবৌ শিবস্তানুজয়া
নৃপ । দিক্ সর্গাসু গগনে বিকটায়ুধনীলিনঃ ।
৫২ ॥ কক্কতো নশ্তমানাঃস্তান্ গণা মাহেশ্বরঃ
স্থিতাঃ । বিচরন্তি তয়া সার্কঃ শূলপটিশপাণয়ঃ ।
৫৩ ॥ ততো মাতৃগণাঃ কেচিদ্দিনায়কগণৈঃ সহ ।
ব্যবর্কস্ত মহারোজা জগৎসংহারকারিণঃ । ৫৪ ॥
ততস্তস্মা ব্যবর্কস্ত দংষ্ট্রাঃ কুন্দেন্দুসরিভাঃ । যোজ-
নানাং সহস্রাণি অযুতান্তুর্কুদানি চ । ৫৫ ॥ দংষ্ট্রা-
বলিঃ করকহাঃ কুরাস্তৌক্লান্চ কর্কশাঃ । বিয়-
দিশো লিখন্ত্যাব সপ্তদ্বীপাং বসুন্ধরাম্ ।
৫৬ ॥ তস্মা দংষ্ট্রাভিসম্পাতৈশ্চূর্ণিতা বনপর্কতাঃ ।
শিলাসঞ্চয়সম্ভ্রাতা বিশীর্ঘ্যন্তে সহস্রশঃ । ৫৭ ॥ হিম-
বান্ হেমকূটশ্চ নিবধো গন্ধমাদনঃ । মাল্যবাং-
শ্চৈব নীলশ্চ শ্বেতশ্চৈব মহাগিরিঃ । ৫৮ ॥ মেক-

প্রথম এক হইতে নবধা বাতর হইলেন ।
অনন্তর সেই নবধা বিভিন্ন একএক প্রকৃতি হইতে
আবার দশ দশটি করিয়া প্রকৃতি সমুদ্ভূতা হইলেন ।
তদনন্তর এক এক প্রকৃতি হইতে ক্রমে চতুঃষষ্টি-
রূপিনী, অট্টাসিনী শতরূপা, সহস্ররূপা, লক্ষ ও
কোটিকপা প্রকৃতি প্রাকর্ভূতা হইলেন । এই সকল
প্রকৃতির মধ্যে কোন কোন প্রকৃতি নানাবিধ আয়ুধ-
ধারণী এবং অপর কোন প্রকৃতি নানা বাদন-
বাদিনী ! হে নৃপ ! শিবের আদেশে শিবা এক
হইয়া নানারূপ ধারণ করিয়াছিলেন ! এই সকল
প্রকৃতির সঙ্গে আবার শূলপটিশপাণী মহেশ্বরের
গণনিচয় সতত বিচরণ ও প্রাণিগণের অবরোধ
এবং বিনাশ করিতে লাগিল ; জগৎসংহারী
মাতৃগণও তখন বিনায়কদিগের সহিত বান্ধিত হইয়া
আত ভীষণ বপু ধারণ করিলেন । অনন্তর মূল্য
প্রকৃতি মহেশ্বরের কুন্দেন্দুবল দংষ্ট্রানিচয় বান্ধিত
হইতে লাগিল, প্রথমে সহস্রযোজন, ক্রমে
অযুত ও অর্ধযুত যোজন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল । তাঁহার
দংষ্ট্রা ও নখরানকর ক্রুর তাক এবং কর্কশ ; তিনি
নখনিচয় দ্বারা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরার সকল দিকেই
বিলিখন করিতে লাগিলেন ; তাঁহার দংষ্ট্রার অভি-
ঘাতে বন ও গিরিনিকর চূর্ণিত হইল । সহস্র
সহস্র রাশি রাশি শিলাসঞ্চয় বিশীর্ণ হইয়া গেল ;
হে নৃপোত্তম ! হিমবান্, হেমকূট, নিবধ,
গন্ধমাদন, মাল্যবান্, নীল, মহাগিরি শ্বেত,

মধ্যমিলাপীঠঃ সপ্তদ্বীপঞ্চ সার্ববম্ । লোকালোকৈকেন
সহিতং প্রাকম্পত নৃপোত্তম । ৫৯ ॥ দংষ্ট্রাশনিবিনি-
ম্প্রো বিশীর্ঘ্যন্তে মহাক্রমাঃ । উৎপাতৈশ্চ দিশো
ব্যাপ্তা ঘোররূপৈঃ সমস্ততঃ । ৬০ ॥ তারা গ্রহগণাঃ
সর্বে যে চ বৈমানিকা গণাঃ । শিবাসহস্রৈরাকৌর্ণা
মহামাতৃগণৈস্তথা । ৬১ ॥ সা চচার জগৎ কুৎস্নং
যুগান্তে সমুপস্থিতে । ভ্রম্যন্তি ক্রবন্তি ক্রোশন্তি
সমস্ততঃ । ৬২ ॥ প্রমথ্যন্তি লন্তি রৌদ্রেব্যাপ্তা
দিশো দশ । বিস্তীর্ণঃ শৈলসম্ভ্রাতঃ বিঘূর্ণিত-
গিরিক্রমম্ । ৬৩ ॥ প্রতিরগোপুরদ্বারঃ কেশশঙ্কা-
স্থিসঙ্কুলম্ । প্রদম্বগ্রামনগরং ভস্মপুঞ্জাভিসংবৃতম্ ।
৬৪ ॥ চিতাধুমাকুলং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
হাহাকারাকুলং সর্বমহঃশব্দনিবনম্ । ৬৫ ॥ জগদেত-
দভূৎ সর্বমশরণ্যং নিরাশ্রয়ম্ । ৬৬ ॥

ইতি লীলাদে কালরাত্রিকৃতজগৎসংহারণ-
বর্ণনং নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ । ১৪ ॥

মেকমধ্য, ইলাপীঠ, সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসাগর
লোকালোকের সহিত এই সকল শৈল কম্পিত
হইল । মহাতরুনিকর তাঁহার দশনাশনির সংস্পর্শে
বিশীর্ণ হইল, চতুর্দিক হইতে ভীষণ উৎপাত সকল
উত্থিত হওয়ায় দিক্‌সকল পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল ও
তারা গ্রহ এবং অস্ত্রাত্ত বৈমানিকগণ সহস্র সহস্র
শিবা ও মহামাতৃগণে সমাকৌর্ণ হইল । যুগান্ত
সময়ে প্রকৃতিদেবী সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণ করিতে
লাগিলেন ; অজুগগণের মধ্যে কেহ ভ্রমণ, কেহ
ভাষণ, কেহ ক্রোশন, কেহ প্রমথন এবং কেহ কেহ
প্রজ্বলন করিয়া দশদিক্‌ পরিব্যাপ্ত করিল । বিস্তীর্ণ
শৈলসম্ভ্রাত, গিরিকানন প্রতির, গোপুর-
দ্বার কেশশঙ্কাস্থিসঙ্কুল এবং গ্রাম নগর প্রদম্ব
হইল ; সর্বত্রই রাশি রাশি ভস্ম সমাকৌর্ণ এবং
সচরাচর ত্রিলোক চিতানলের ধূমে সমাকুল হইয়া
গেল । সর্বত্রই হাহাকার ও অহঃ ইত্যাদি কুৎস-
নুচক রব আকৌর্ণ হইল, ত্রিলোকলধ্যে কুত্‌পি
আশ্রয়-স্থান রহিল না । ৪৯—৬৬ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

ঈমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো মাতৃসহস্রৈশ্চ
রৌদ্ৰৈশ্চ পরিবারিতা । কালরাত্রির্জগৎ সর্বং হরতে
দীপ্তলোচনা ॥ ১ ॥ ততস্তা মাতরো ঘোরা ব্রহ্ম-
বিষ্ণুশিবান্ধিকাঃ । বায়ুজ্ঞানলকৌবেরা যমতোয়েশ-
শক্রয়ঃ ॥ ২ ॥ স্কন্দক্ৰোধনুসিংহানাং বিচরন্ত্যো
ভয়ানকঃ । চক্রশূলগদাখড্গা-বজ্রশঙ্খাষ্টিপাট্টিশৈঃ ॥
খট্টাষ্টকম্বুকৈকদাঁষ্টৈর্বাচরন্মাতরঃ কয়ে । উমা-
সরোদিতাঃ সর্বাঃ প্রধাবন্ত্যা দিশো দশ ॥ ৩ ॥ তাসাং
চরণবিকটপঙ্কজারোদগারনিম্বনৈঃ । ত্রৈলোক্যমেতৎ
সকলং বিপ্রদম্বং সমস্ততঃ ॥ ৪ ॥ হাহারবাক্রন্দিতনিম্ব-
নৈশ্চ প্রতিম্বরখ্যাগৃহগোপূটৈশ্চ । বভূব ঘোরা ধরণী
সমস্তাং কপালকেশাকুলকর্করাজী ॥ ৫ ॥ যদেতচ্ছত-
সাহস্রং জম্বুদ্বীপং নিগদ্যতে । সর্বমেব তদুচ্ছবং
সমাধুষ্য নৃপোত্তম ॥ ৬ ॥ জম্বু শাকং কুশং ক্রৌঞ্চং
গোমেদং শাল্মলিস্তথা । পুষ্করদ্বীপসহিতা যে চ
পর্কতবাসিনঃ ॥ ৭ ॥ তে গ্রস্তা মৃত্যুনা সর্বে ভূতৈ-

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর অনললোচনা সহস্র
সহস্র মাতৃকা ভীষণ রুজনায়কদিগের সহিত পরিবৃত্ত
হইয়া কালরাত্রির স্তায় সমস্ত জগৎ সংহার করিতে
লাগিলেন । তদনন্তর ব্রহ্মবিষ্ণু শিবান্ধিকা ভীষণ
মাতৃকা সকল এবং ভয়ানক বায়বী, ঐন্দ্রী
আগ্নেয়ী, কোবেরী, যাম্যা বাকুণী, কোমারী, বারাহী
এবং নারসিংহী প্রভৃতি মাতৃকা চক্র, শূল, গদা, খড্গ,
বজ্র, শঙ্খ, ঋষ্টি, পাট্টিশ, খট্টাষ্ট প্রজ্জলিত উল্লুক
প্রভৃতি আয়ুধ ধারণপূর্বক সেই যুগক্ষয়কালে ইত-
স্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । উমাপ্রণোদিত
মাতৃকাগণ দশদিকে প্রধাবিত হইলে তাঁহাদের
পদভর, হুকার, উদ্‌গার এবং নিম্বনে অগ্নি
লোকের সর্বস্থানই দহ হইল ; জীবনিবহের হাহারব
আক্রন্দন ও নিম্বনে পথ, গৃহ ও গোপুরনিকর
সর্বত্র পরিপূরিত হইয়া গেল ; লোক সকলের
কপালে ও কেশে আকুল হইয়া ধরণী ভীষণাকার
কর্করূবর্ণ ধারণ করিল । যে জম্বুদ্বীপ শতসহস্র
যোজন আয়ত কথিত হয়, হে নৃপোত্তম !
সে সমস্তই ধ্বংস হইয়া উচ্ছিন্ন হইয়াছিল
এবং জম্বু শাক, কুশ, ক্রৌঞ্চ, গোমেদ
শাল্মলি সকলই বিধ্বস্ত হইল । তৎকালে যাহারা
পুষ্করদ্বীপে বাস করিত, ভূত ও মাতৃগণ সেই
পুষ্করদ্বীপ সহ দ্বীপ-পর্কত-বাসিগণকে মৃত্যুর মুখে

র্ষাতৃগণৈস্তথা । মহানুরকপাটৈশ্চ মাংসমেদো-
বসোংকটৈঃ ॥ ১ ॥ মহানাদপটৈর্যৌটৈরবাকুণীগন্ধ-
মোহিতৈঃ । জালাসহস্রসংবীতা বিদ্যাজ্জলিতকুণ্ডলা ॥
১০ ॥ কধিরোদগারশোণাকী মহামায়া স্তম্ভীষণা ।
পিবন্তী কধিরং তত্র মহামাংসবসাপ্রিয়া ॥ ১১ ॥
কপালহস্তা বিকটা ভক্ষয়ন্তী সুরাসুরান্ । নৃত্যন্তী
চ হস্তা চ বিপরীতা মহারবা ॥ ১২ ॥ ত্রৈলোক্য-
সন্ত্রাসকরী বিদ্যাংসংক্ষোভাসিনী । সপ্তদ্বীপসমু-
দ্রাস্তাং ভক্ষয়িত্বা চ মেদিনীম্ ॥ ১৩ ॥ ততঃ
স্বস্থানমগমদ্যত্র দেবো মহেশ্বরঃ । নর্মদাতীর-
মাশ্রিত্যবসনমাতৃগণৈঃ সহ ॥ ১৪ ॥ অমরাণাং
কটে তুঙ্গে নৃত্যন্তী হসিতাননা । অমরা দেবতাঃ
প্রোক্তাঃ শরীরং কটমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥ তৈঃ কটৈরা-
বৃত্তো যস্মাৎ পর্কতোহয়ং নৃপোত্তম । ছিন্নভিন্নান্ধি-
নিকটৈরসামেদোহস্যবিপ্লুতৈঃ ॥ ১৬ ॥ অমরকট
ইত্যেবং তেন প্রোক্তো মনৌষিভিঃ । মহাপবিজ্ঞো
লোকেষু শম্বুনা স বিনিশ্চিতঃ ॥ ১৭ ॥ নিত্যং

পাতিত কুরিলেন । মহানুরদিগের কপাল, মাংস,
মেদ, বসা এবং মহানাদযুক্ত ভীষণ বদনের উৎকট
মদগন্ধে দশদিক সমাচ্ছন্ন হইল । বিদ্যাতের ন্যায়
জলিতকুণ্ডলা সহস্রকিরণাবিতা মহামায়া অসুরদিগের
শোণিত উদ্‌গিরণে শোণাকী হইয়া ভীষণতর
হইলেন । নরমাংসবসাপ্রিয়া দেবী নরকপাল করে
লইয়া বিকটবেশে শোণিতপান ও সুরাসুরগণকে
ভক্ষণ করিতে লাগিলেন । তিনি কখন নৃত্য,
কখন হস্ত, কখন বিপরীত হস্ত-নৃত্য ও মহাবারে
এবং বিদ্যাজ্জলিতহস্তে ত্রিলোকের সন্ত্রাস জন্মাইতে
লাগিলেন ; দেবী সমুদ্রাস্তা সপ্তদ্বীপা মেদিনীকে
সুরাসুরের সহিত ভক্ষণ করিলেন । তখন মহেশ্বর
নর্মদাতীরে বিরাজ করিতেছিলেন, দেবী মাতৃগণ
সহ নর্মদাতীরবাসী মহেশ্বরের সমোপে স্রী আলয়ে
গমন করিলেন । ১—১৪ । সেখানে যাইয়া
সহস্রাশ্রো অমরগণের অত্যাঙ্গ কটে অর্থাৎ
ভূপীকৃত দেহের উপর নৃত্য করিতে লাগি-
লেন । আবরণার্থ কটধাতু হইতে কটশব্দ নিস্পন্ন
হয়, তবেই কটশব্দে আচ্ছাদন বুঝিতে হইবে ।
আর অমর শব্দের অর্থ দেবতা, এবং কট
তাঁহাদের শরীর ; হে নৃপোত্তম ! দেবগণের দেহ
ছিন্ন ভিন্ন হইলে তাঁহাদের অস্থি, মসা, মেদ ও
অঙ্গদ্বারা আচ্ছাদিত দেহপর্কত সম্যক সমাবৃত্ত হইয়া-
ছিল বলিয়া অনীষিগণ ইহাকে অমরকট কহিয়া

সমিহিতস্তত্র শঙ্করো হ্যময়া সহ । ততোহহং নিয়ত-
স্তত্র তস্ত পাদাগ্রসংস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥ প্রহ্মঃ প্রণত
ভাবেন স্তোমি তং নীললোহিতম্ । ততস্তানক-
সম্পাতিতগৈর্মাভূতগণৈঃ সহ ॥ ১৯ ॥ সম্প্রনৃত্যতি
সংহৃষ্টো মৃত্যুনা সহ শঙ্করঃ । খট্টৈকক্লমূকৈশ্চৈব
পট্টিশৈঃ পরিঘেষ্তথা ॥ ২০ ॥ মাংসমেদোবসাহস্তা
হৃষ্টা নৃত্যন্তি সজ্জনঃ । বামনা জটিল্য মুণ্ডা লব
গ্রীবোষ্ঠমূর্দ্ধজাঃ ॥ ২১ ॥ মহাশিশ্নোদরভূজা নৃত্যন্তি
চ হসন্তি চ । বিকুটৈরাননৈর্ঘোরৈর্ভূজোদ্রমুখাদিভিঃ ।
অমরং কণ্টকং চক্ৰং প্রাপ্তে কালবিপর্যায়ৈ । তেবাঃ
মধ্যে মহাঘোরং জগৎসমাস্কারণম্ ॥ ২৩ ॥ মৃত্যুং
পশ্যামি নৃত্যন্তঃ তড়িৎপিঙ্গলমূর্দ্ধজম্ । তস্ত পার্শ্বে
স্থিতাং দেবীং বিমলাদরভূষিতাম্ ॥ ২৪ ॥ কুণ্ডলোদ্
মৃষ্টগণ্ডাং তাং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্ । বিচিত্র-
রূপহারৈশ্চ পূজয়ন্তীং মহেশ্বরম্ ॥ ২৫ ॥ অপশ্যং

নন্দদাং তত্র মাতরং বিশ্ববন্দিতাম্ । নানাতরুজাং
সাবর্তাং সুবেলার্ণবসম্মিতাম্ ॥ ২৬ ॥ মহাসরঃ-
সরিৎপাতেরদৃশ্যং দৃশ্যরূপিনীম্ । বন্দ্যমানাঃ সুরৈঃ
সিদ্ধৈর্মুনিমসৈজ্জ্যৈশ্চ ভারত ॥ ২৭ ॥ এতন্নিরন্তরে
ঘোরাং সপ্তসপ্তকসংজ্ঞিতাম্ । মহাবৌচ্যোঘকেনাঢ্যাং
কুর্কন্তীঃ সজলং জগৎ ॥ ২৮ ॥ দৃষ্টবান্ নন্দদাং দেবীং
মৃগকৃষ্ণাদরাং পুনঃ । সধূমাশিনিহিত্রাদৈর্কহন্তীং
সপ্তথা তদা ॥ ২৯ ॥ ইতি সংহারমতুলং দৃষ্টবান্
রাজসত্তম । নষ্টচন্দ্রাক্কিরণমভূদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৩০ ॥
মহোৎপাতসমুদ্ভূতং নষ্টনক্ষত্রমণ্ডলম্ । অলাত-
চক্রবর্ণভ্রমশেষং ভ্রাময়ন্ততঃ । বিমানকোটিকীর্ণঃ
সকিন্নরমহোরগঃ । মহাবাতঃ সনির্ঘাতো যেনাকম্প-
চ্চরাচরম্ ॥ ৩২ ॥ ক্রদবক্রাৎ সমুদ্ভূতঃ সংবর্ত্তো
নাম বিকৃতঃ । বায়ুঃ সংশোষয়ামাস বিততান্ সপ্ত-
সাগরান্ ॥ ৩৩ ॥ উক্লিষ্টাঙ্গঃ কপিলাক্ষমূর্দ্ধজো

থাকেন । এই অমরকট শঙ্করনির্মিত, ইহা ত্রিলোকে
অতি পবিত্র । উমার সহিত শঙ্কর এই পর্বতে
নিত্য সমিহিত । অতএব আমিও সতত এই
পর্বতের পাদদেশে বিদ্যমান থাকিয়া বিনয় সহ-
কারে নিরন্তর নীললোহিতকে প্রণাম ও স্তুতি
করিয়া থাকি । শঙ্কর এই স্থানে করতাল দিয়া
মাতৃগণ সহ হৃষ্টান্তঃকরণে মৃত্যুর সহিত ক্রীড়া
করেন ; মাতৃকাগণ খট্টাঙ্গ, উন্মুক, পট্টিশ ও
পারিষ প্রভৃতি অসুধারণ করত মাংস, মেদ ও
বসা করে করিয়া হর্ষভরে দলে দলে নৃত্য করেন ।
শঙ্কর সহ ক্রীড়াকারী ভূতগণের মধ্যে কেহ
বামন, কেহ জটাকারী, কেহ মুণ্ডিতমস্তক, কেহ
লবঙ্গীব, কেহ লম্বোষ্ঠ, কেহ উর্দ্ধকেশ, কেহ
মহোদর, কেহ দীর্ঘশিখ এবং কেহ মহাবাহু ;
ইহারা ভীষণ গর্জিত আননদ্বারা হাঙ্গ ও ভীষণ
বাহু ও মুখভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল ।
হে রাজন ! সেই ভীষণ মুগবিপর্যায়কালে ভূত-
মাতৃগণ অমরনিকরের কণ্টক স্বরূপ হইলেন ;
আমি ক্রোধমান সেই ভূতমাতৃগণের মধ্যে
জগৎসমাস্কারক ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে নৃত্য করিতে
দেখিয়াছিলাম ; নৃত্য কালে কালের কেশকলাপ
বিহ্যতের স্তায় পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করিয়া-
ছিল ; আর সেই মৃত্যুরই পার্শ্বেদেখে বিমল
বস্ত্রভূষিতা নাগযজ্ঞোপবীতিনী দেবী নন্দদা বিদ্যা-
মানা ছিলেন ; তাঁহার আন্দোলিত কর্ণকুণ্ডল
তদীয় গণদেশে সংঘর্ষণ করিতেছিল, তিনি মনোহর

উপহার দ্বারা মহেশ্বর পূজা করিতেছিলেন ।
আমি দেখিলাম—বিশ্ববন্দিতা মাতা নন্দদা অনেক
উর্ধ্বমানায় সমাকুল ও আবর্ত্তযুক্ত হইয়া প্রশোভন
বেলাবলী দ্বারা যেন জলধির কান্তি ধারণ করিয়া-
ছেন ; [মহাসরোবরনিকরের নীর প্রবাহ
তাঁহার উপর পতিত হওয়ায় অদৃশ্য হইলেও
আমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিলাম । দেখি-
লাম—সেই বন্দ্যমানা নন্দদাকে সুর, সিদ্ধ
ও ঋষিসত্তমগণ বন্দনা করিতেছেন । হে ভারত !
ইতাবসরে চতুর্দিশকল্পস্থায়িনী দেবী নন্দদা
সকেন মহাবেগে নীরপ্রবাহে সমগ্র জগৎ প্রাবিত
করিলেন, আমি তখন তাঁহাকে ক্রময়গাজিন পরি-
ধায়িনী দর্শন করিলাম, তখন তিনি ধূমোদগার সহ
অশিনিঘনে সপ্তথা বিভিন্ন হইয়া প্রবাহিত হইতে
লিগেন ॥ ১৫—২২ ॥ হে রাজসত্তম ! আমি এই
আবার এক মহাসংসার দর্শন করিলাম ; এই
চরাচর জগৎ সূর্য্যচন্দ্রকিরণহীন হইল, মহা
উৎপাত সকল সমুদ্ভূত হইতে লাগিল, নক্ষত্র-
মণ্ডল বিলুপ্ত হইল । তখন সত্তর এক মহাবাক
উৎপত্ত হইয়া অলাতচক্রের স্তায় অশেষ বিশ্ব
ভ্রামিত করিল, এই মহাবাতের সশব্দ আবের্দে
বিস্তারিত হইয়া কোট কোটি বিমানচারী কিন্নর ও
মহোরগ বরাপুর্থে পতিত হইল । ক্রদবক্র
হইতে সংবর্ত্তক নামক এক বিকৃত বায়ু বহির্গত
হইয়া স্তায় প্রভাব বিস্তার করত সপ্তসাগর
নিঃশেষরূপে শোষণ করিল । আমি তখন বলিতে

জটাকলাপৈরববন্ধমূৰ্দ্ধজঃ । মহারবো দীপ্তবিশাল-
শূলধ্বক্ স পাতু যুগ্মাংষ্ট দিনেদিনে হরঃ । ৩৪ ।
শূলী ধনুমান কবচী কিরীটী শ্মশানভস্মো-
ক্ষিতসৰ্ব্বগাভঃ । কপালমালাকুলকণ্ঠনালো মহাহি-
ম্বজ্জৈরববন্ধমৌলিঃ । ৩৫ । স গোনসৌধৈঃ
পরিবেষ্টিতাক্শো বিষাগ্নিচ্ছ্রামরসিকৌমালিঃ । পিনাক-
খট্টাককরালপাণিঃ স কুন্তিবাসা ডমক-
প্রপাদঃ । ৩৬ । স সপ্তলোকাস্তরনিঃসৃতাত্মা মহা-
ভুজাবেষ্টিতসৰ্ব্বগাভঃ । মেত্রেণ সূর্য্যোদয়সন্নিভেন
প্রবালকাক্ষুরনিভোদরেণ । ৩৭ । সঙ্ঘাত্তরজোৎস-
পলপদ্মরাগসিন্দুরবিহ্যৎ প্রকরাক্রণেন । তপ্তেন
লিঙ্গেন চ লোচনেন চিক্রৌড়মানঃ স যুগাস্তকালে ।
৩৮ । হিরণ্ময়ৈনৈব সমুৎসৃজন্ স দণ্ডেন যদ্বদগ-
বান্ স্মরকঃ । পাদাগ্রবিক্ষেপবিনীর্ণশৈলঃ কুশল-
জগৎসৌহপি জগাম তত্র । ৩৯ । সংহর্ষকাম-
ত্রিদিবং ভ্রূষেবঃ প্রমুঞ্চমানো বিকৃতাট্টহাসম্ । জহার

লাগিলাম,—ঐহার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত,
ঐহার লোচন ও কেশজাল কপিলবর্ণ, ঐহার
কেশকলাপ জটাজুটে আবদ্ধ, যিনি প্রদীপ্ত
বিশাল শূল ধারণ করিয়াছেন, ঐহার রব অতি
ভীষণ, সেই হর অল্পদিন তোমাদিগকে রক্ষা
করুন। যিনি শূল, ধনু, কবচ ও কিরীট ধারণ
করিয়াছেন; শ্মশানভস্মে ঐহার সৰ্ব্ব শরীর
বিলিণ্ড; কপালমালায় ঐহার কণ্ঠনাল আকুল
হইয়াছে; সর্পসূত্রে ঐহার মৌলিবন্ধন সংসাধিত
হইয়াছে; অহিনিবহে ঐহার সৰ্ব্বদেহ পরিবেষ্টিত;
সাগরমস্তকে অবস্থিত হওয়ায় যে তদীয়
শিরোদেশে বিষ, শশধর ও সুরসসিং
একত্র সমবেত হইয়াছে; যিনি করালকরে
পিনাক ও খট্টাক ধারণ করিয়াছেন, ঐহার
করালকর দ্বারা আবার ডমক বাদ্য নিনাদিত
হইতেছে এবং যিনি চন্দ্রাশ্বর পরিধান করিয়াছেন;
সেই শঙ্কর মহাবাহুদ্বারা সৰ্ব্বাঙ্গ আবৃত করত সপ্ত-
লোকাস্তর হইতে আবির্ভূত হইলেন; তাঁহার
নেত্র উদ্ভিত দিবাকরসন্নিভ, উদর প্রবালাক্ষুর
সদৃশ এবং লিঙ্গ রজোৎসপল, পদ্মরাগ, তপ্তকাক্ষন,
এবং সঙ্ঘাত্তরালীন সিন্দুর-জলদেহ কোলে ক্ষুরিত
বিহুতের ন্যায় অক্ষয়হাতিসম্পন্ন। ভগবান্
শঙ্কর যুগাস্তকালে হিরণ্ময় দণ্ড ধারণ করিয়া ক্রৌড়
করিতে লাগিলেন, তাঁহার পাদাগ্রবিক্ষেপে স্মরক
সহস্র সশৈল জগৎ বিশাণ না লাভ করিল; তিনি

সৰ্ব্বং ত্রিদিবং মহাত্মা সঙ্কোভয়ন্ বৈ জগদীশ
একঃ । ৪০ । তং দেবমীশানমজং বরেণ্যং দৃষ্ট্বা
জগৎসংহরণং মহেশম্ । সা কালরাত্রিঃ সহ মাতৃ-
ভিষ্ট গণাং সৰ্ব্বৈ শিবমর্চয়ন্তি । ৪১ । নন্দী চ
ভৃঙ্গী চ গণাদয়শ্চ তং সৰ্ব্বভূতং প্রণমন্তি দেবম্ ।
জগদ্বরং সৰ্ব্বজনশ্চ কারণং হরং অরারতিমহর্নিশং
তে । ৪২ ।

ইতি ত্রীকান্দে সৃষ্টিসংহরণবর্ণনং নাম

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ । ১৫ ।

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

ত্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । সমাত্তিভূতগণৈশ্চ
ঘোরৈর্বৃতঃ সমস্তাং স ননর্ভ শূলী । গজেন্দ্রচন্দ্রা-
বরণে বসানঃ সংহর্ষকামশ্চ জগৎ সমস্তম্ । ১ ।
মহেশ্বরঃ সৰ্ব্বসুরেশ্বরীণাং মত্জৈরনৈকৈরববন্ধমানী ।
মেদোবসারক্তবিচর্চি চাক্ষুঃস্নলোক্যদাহে প্রণনর্ভ
শঙ্কুঃ । ২ । স কালরাত্র্যঃ সহিতো মহাত্মা কালে

অশেষরূপে ত্রিদেশালয়ের সংহারকামনায় এক
বিকৃত অট্টহাস্য করিলেন। সেই মহাত্মা জগদীশ
একাকীই নিখিল ত্রিদেশালয় বিক্ষুব্ধ করিয়া সমগ্র
জগৎ সংহার করিলেন, অজ দেবেশ বরেণ্য
ঈশান শিব মহেশকে জগৎ সংহার করিতে দেখিয়া
সেই কালরাত্রি মাতৃকা ও গণনিচয় সহ তাঁহাকে
পূজা করিলেন, এই সময় নন্দী, ভৃঙ্গী ও গণনিচয়ও
তথায় আসিয়া সৰ্ব্বভূতময় জগৎসংহারক জন-
গণের কারণ ত্রিপুরারি দেব ঈশানকে অহনিশ
প্রণাম করিতে লাগিলেন । ৩০—৪২।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫ ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—গজেন্দ্র-চন্দ্রপরিধায়ী শূলী
সমগ্র জগতের সংহার কামনায় চতুর্দিকে
ভীষণা মাতৃকা ও ঘোরদর্শন গণনিচয় পরিবৃত
হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সুরেশনিকরেরও
মহেশ্বর মজ্জনিচয়নিবন্ধ মৌলিমালী শূলী শঙ্কু কাল-
রাত্রির সহিত ত্রিলোকদহনে উদ্যত হইয়া নৃত্য
করিতে থাকিলে মেদ, বসা ও শোণিতে সেই মহা-
ত্মার সৰ্ব্বশরীর আপ্ত হইল, তিনি কল্পকয়কালে
এইরূপে ত্রিলোক সংহার করিলেন। জগদ্বরেণ্য

ত্রিলোকীঃ সকলাঃ জহার । সংবর্তকাখ্যঃ সহস্রা-
ভাবঃ শত্বর্ষহাশ্চ জগতো বরিষ্ঠঃ । ৩ । স বিষ্ণু-
লিঙ্গোৎকরধুমিশ্রঃ মহোৎকবজ্জাশনিবাততুল্যম্ ।
ততোহট্টহাসঃ প্রমুখোচ ঘোরঃ বিবৃত্য বক্রঃ বড়বা-
মুখাভম্ । ৪ । সহস্রবজ্জাশনিসরিভেন তেনাট্ট-
হাসেন হরোদগাতেন । আপুরিতাস্তত্র দিশো দশৈব
সংকোভিতাঃ সর্ষমহার্ণবাস্চ । ৫ । স ব্রহ্মলোকঃ
প্রজগাম শকো ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডঃ প্রচলান সর্ষম্ ।
কিমিতদিত্যাংকুলচেতনাস্তে বিক্রান্তরূপা ঋষয়ো
বভূবুঃ । ৬ । প্রণম্য সর্ষে সহসৈব ভীতা ব্রহ্মাণ-
মূচুঃ পরমেশ্বরেশম্ । ভীতাশ্চ সর্ষে ঋষয়স্ততস্তে
সুরাসুরৈশ্চৈব মহোরগৈশ্চ । ৭ । বিহ্যৎপ্রভা-
তাসুরভীষণাঙ্গঃ ক এষ চিক্রৌড়তি ভূতলস্থঃ । কাল-
নলং গাভ্রমিদং দধানো যশ্চাট্টহাসেন জগদ্বিমুঢ়ম্ ।
৮ । বিক্রান্তরূপঃ প্রবভৌ ক্ষণেন সংহর্ষুমিচ্ছৎ
কিময়ং ত্রিলোকীম্ । সার্কঃ হুয়া সপ্তভির্ণবৈশ্চ
জনস্তপঃসত্যমভিপ্রযাতি । ৯ । সংহর্ষুকামো হি
ক এষ দেব এতৎ সমস্তং কথয়াপ্রমেয় । ন দৃষ্টমেত-
দ্বিময়ং কদাপি জানাসি তবঃ পরমো মতো নঃ । ১০ ।

দিবাকরপ্রভ সংবর্তকাখ্য মহাশক্তি শত্ব বক্র বিব-
র্তন করিয়া এক ভীষণ বড়বাপ্রভ অট্টহাস করি-
লেন, তাঁহার সেই হাস্ত ফুলিঙ্গ, রজ, ধুমিশ্র
মহা উচ্চা, বজ্র, অশনি ও মহাবাত তুল্য বলিয়া
অভুমিত হইল । অনন্তর হরবক্রনির্গত সহস্র
বজ্জাশনিসরিভ অট্টহাসে দশদিক্ আপুরিত ও
মহার্ণবনিবহ সংকোভিত হইল ; সেই হাস্তশব্দ
ব্রহ্মলোকে গমন করিল । সেই ভীষণ শব্দে
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড প্রচলিত হইল, ঋষিগণ—“সহসা এক
ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল” বলিয়া সেই হাস্তশব্দে
ভয়াকুল হইয়া অচেতন হইলেন । অনন্তর মহো-
রগ ও সুরাসুরগণসহ ঋষিবৃন্দ সহসা ভীত চকিত
হইয়া পরমেশ্বরের ব্রহ্মাকে প্রণাম করত জিজ্ঞাসা
করিলেন,—বিদ্যাভ্রলনসরিভ ভীষণাঙ্গ কালানলতুলা-
দেহ এই যে মহাপুরুষ ভূতলে ক্রৌড়া করিতেছেন,
ইনি কে ? ইহার অট্টহাসে সমগ্রজগৎ মোহিত হই-
য়াছে, ইনি ক্ষণকালমধ্যে বীভৎসরূপ ধারণ করিয়া-
ছেন, ইনি ত্রিলোক সংহার করিতে অভিলাষী ? হে
অপ্রমেয় ! সপ্ত অর্ণব সহ জন, তপ ও সত্য
লোক পর্যন্ত সংহার করিতে ইচ্ছুক, ইনি কে ?
আমরা একরূপ বিসমরূপ কখনও দর্শন করি নাই,
আপনাকে আমরা পরম ভক্তবিদ বলিয়া বিদিত

নিশম্য তদ্বাক্যমধাবতাবে ব্রহ্মা সমাশ্বাস্ত সুরাদি-
সম্মান । ১১ । ক্রীত্বক্ষোবাচ । স এষ কালান্ত্রিবিং
অশেষং সংহর্ষুকামো জগদক্ষয়াশ্চ । পূর্বে চ শেতে
পরিবৎসরাণাঃ ভবিষ্যতীশানবিভূর্ন চিহ্নম্ । ১২ ।
সংবৎসরোহয়ং পরিবৎসরশ্চ উদ্বৎসরো বৎসর
এষ দেবঃ । দৃষ্টোহপ্যদৃষ্টঃ প্রহৃতঃ প্রকাশী শূলশ্চ
সূক্ষ্মঃ পরমাণুরেষঃ । ১৩ । নাতঃ পরঃ কিকিদিহাস্তি
লোকে পরাপরোহয়ং প্রভুরাত্মবাদী । তুয্যেত মে
কালসমানরূপ ইত্যেবমুক্তা ভগবান্ সুরেশঃ । ১৪ ।
সনৎকুমারপ্রমুখৈঃ সমেতঃ সন্তোষয়ামাস ততো
যতাত্মা । ১৫ । ব্রহ্মোবাচ । নমোহস্ত সর্ষায়
সুশাস্তমূর্তয়ে হৃদোররূপায় নমো নমস্তে । সর্ষাশ্বনে
সর্ষ নমো নমস্তে মহাশ্বনে ভূতপতে নমস্তে । ১৬ ।
ওঙ্কারহ্কারপরিদ্রুতায় স্বধাবষট্কার নমো নমস্তে ।
গুণত্রয়েশায় মহেশ্বরায় তে ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাশ্বনে
নমঃ । ১৭ । ত্বং শক্তরত্নং হি মহেশ্বরোহসি প্রধান-

আছি, অতএব এই সকল আমাদের নিকট বলুন !
অনন্তর সুর ঋষিগণের বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মা তাঁহা-
দিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন । ব্রহ্মা
বলিলেন,—ইনি অক্ষয়াশক্তি বিভূ ঈশান, এক্ষণে
পরিবৎসর পূর্ণ হইয়াছে, তাই ইনি ত্রিদিবসহ
অশেষরূপে জগৎ সংহারকামনায় শয়ন করি-
বেন, আপনারা এ বিষয়ে বিস্মিত হইবেন না ।
এই দেবই সংবৎসর, পরিবৎসর, উদ্বৎসর,
বৎসর, দৃষ্ট, অদৃষ্ট, প্রহৃত, প্রকাশী, শূল,
সূক্ষ্ম এবং পরমাণু ; ইনিই পরাপর প্রভু ও
আত্মবাদী, এই ত্রিলোকে ইহার পর আর
কোন বস্তুই নাই ! আমি কালতুল্যরূপী শূলী
শক্তরের সন্তোষসাধন করিব । অনন্তর ভগবান্
সুরোত্তম যতাত্মা ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া সনৎকুমার-
প্রমুখ সুরগণ সহ তাঁহার স্তব করিলেন । ১—১৫ ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সর্ষ ! আপনার মূর্তি অতি শাস্ত,
আপনাকে নমস্কার ; হে সৌম্যবদন ! আপনাকে
নমস্কার, হে সর্ষ ! আপনাকে নমস্কার, হে
ভূতপতে ! আপনাকে নমস্কার । হে মহাশ্বন !
আপনি সর্ষভূতের আত্মা, আপনাকে নমস্কার,
নমস্কার । হে সর্ষ ! আপনি ওঙ্কার ও হ্কার-
ভূমিত, আপনি স্বধা ও বষট্কার, আপনাকে নম-
স্কার, নমস্কার । হে সর্ষাশ্বন ! আপনি সর্ষাদি
গুণত্রয়ের অধীশ্বর, মহেশ্বর, ত্রয়ীময় এবং ত্রিগুণাশ্বা,
আপনাকে নমস্কার । হে বিভো ! আপনি

মগ্নাঃ ত্বমসি প্রবিষ্টঃ । ১০ ৷ অঃ বিষ্ণুরীশঃ প্রপিতামহঃ
 ত্বং সপ্তজিহ্বস্বমনস্তজিহ্বাঃ । ১৮ ৷ অষ্টোহসি সৃষ্টিশ্চ
 বিভো ত্বমেব বিশ্বস্ত বেদাঃ চ পরঃ নিধানম্ ।
 আল্লর্ধ্বিজা বেদবিদো বরেন্যঃ পরাৎপরস্তঃ পরতঃ
 পরোহসি । ১৯ ৷ স্বকৃতিস্বক্সঃ প্রবদন্তি যচ্চ বাচো
 নিবর্তন্তি মনো যতশ্চ । ২০ ৷ শ্রীমহাদেব উবাচ । ত্বয়া
 স্ততোহং বিবিধৈশ্চ মতৈঃ পুণ্যামি শান্তিং তব পদ্ম
 যোনে । ঐক্ষস্ব মাং লোকমিমং জলন্তং বত্কেরনৈকৈঃ
 প্রসভং হরন্তম্ । ২১ ৷ এরমুক্তা স দেবেশো দেব্যা
 সহ জগৎপতিঃ । পিতামহঃ সমাশ্বস্ত তত্রৈবান্তর-
 ধীযত । ২২ ৷ ইদং মহৎপুণ্যতমং বারিষ্ঠং স্তোত্রং
 নিশম্যেহ গতিং লভন্তে । পাটৈরনৈকৈঃ পরিবেষ্টিতা
 যে প্রয়াস্তি ক্রদ্রং বিমলৈর্বিমানৈঃ । ২৩ ৷ ভয়ং চ
 তেবাং ন ভবেৎ কদাচিৎ পঠন্তি যে তাত ইদং
 দ্বিজাগ্রাঃ । সংগ্রামচৌরাগ্নিবনে তথাকৌ তেবাং
 শিবহ্রাতি ন সংশয়োহত্র । ২৪ ৷

ইতি শ্রীকান্দে ব্রহ্মরতশিবস্ততিবর্ণনং নাম
 ষোড়শোহধ্যায়ঃ । ১৬ ৷

শঙ্কর, মহেশ্বর, প্রধান, অগ্রণী, বিষ্ণু, ঐশ, প্রপিতা-
 মহ, সপ্তজিহ্ব, অনন্তজিহ্ব, অষ্টা, সৃষ্টি এবং
 আপনি বিশ্বের বেদ্য, পরম ও নিধান । বেদবিদ
 দ্বিজগণ আপনাকে পরাৎপর, বরেন্য, পর হইতে ও
 পরতর ও স্বক্স হইতেও স্বক্সতর, কহিয়া থাকেন ।
 হে দেব ! আপনা হইতে বাক্য ও মন নিবর্তিত
 হয় । মহাদেব বলিলেন,—হে পদ্মযোনে ! তুমি
 বিবিধ মন্ত্রদ্বারা আমার স্তব করিয়াছ, আমি
 তোমার শান্তিবিধান করিব । আমি জগৎসংহা-
 রার্থ উদ্যত হইয়া লোকসকল দক্ষ করিতেছি । তুমি
 তোমার অনেক বদন ও নদন দ্বারা আমার পদ
 ভাব দর্শন কর । জগৎপতি দেবেশ শঙ্কর এই
 রূপ বলিয়া পিতামহকে আশ্বাস প্রদান করত দেবার
 সহিত সেই স্থানেই অস্থিত হইলেন । অনেক
 পাপযুক্ত নরগণও যদি এই পুণ্যতম বারিষ্ঠ মহাস্তোত্র
 শ্রবণ করে, তবে তাহারা বিমল বিমানাকৃতি হইয়া
 ক্রদ্রলোকে গমন করে । হে তাত ! যে দ্বিজো-
 ক্তমগণ এই পুণ্য আখ্যান পাঠ করেন, কদাচ তাঁহা-
 দিগের ভয় হয় না ; সংগ্রাম, চৌর, অগ্নি, অরণ্য
 ও সাগরভয় হইতেও শিব তাহাদিগকে পরিত্রাণ
 করেন ; এ বিষয়ে সংশয় নাই । ১৬—২৪ ।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬ ।

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । এবং সংস্কৃত্যমানস্ত ব্রহ্মাণ্যে-
 মুনিপুঙ্গবৈঃ । ব্রহ্মলোকগতেস্তত্র সঙ্কহার জগৎ
 প্রভুঃ । ১ ৷ স তন্ত্রীমং মহারৌদ্রং দক্ষিণং
 বক্রমব্যয়ম্ । মহাদংষ্ট্রোৎকটীরাবঃ পাতালতল-
 সন্নিতম্ । ৩ ৷ বিদ্যাভ্রলনপিঙ্গাকং তৈরবঃ
 লোমহর্ষণম্ । মহাজিহ্বাং মহাদংষ্ট্রং মহাসর্পশিরো-
 ধরম্ । ৩ ৷ মহাসুরশিরোমানঃ মহাপ্রলয়কারণম্ ।
 গ্রসৎসমুদ্রনিহিতবাতবারিময়ং হবিঃ । ৪ ৷ বড়বা-
 মুখসঙ্কশং মহাদেবস্ত তন্মুখম্ । জিহ্বাগ্রাণ
 জগৎ সর্বং লেলিহানমপশ্রুত । ৫ ৷ যোজনানাং
 সহস্রাণি সহস্রাণাং শতানি চ । দিশো দশ মহাঘোর ।
 মাংসমেদোবসোৎকটীঃ । ৬ ৷ তস্ত দংষ্ট্রা ব্যবর্জন্ত
 শতশোহথ সহস্রশঃ । সাসুরান্ সুরগন্ধর্ভান্ সমকো-
 রগরাক্ষসান্ । ৭ ৷ তস্ত দংষ্ট্রাগ্রসংলগ্নান্ স দদর্শ
 পিতামহঃ । দন্তবস্ত্রান্তসংবিষ্টঃ বিচূর্ণিতশিরোধরম্ ।
 ৮ ৷ জগৎ পশ্যামি রাজেন্দ্র বিশস্তং ব্যাদিতে মুখে ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—তখন ব্রহ্মাদি দেব ও
 মুনিপুঙ্গবগণ এইরূপে বিভূর স্তব করিয়া ব্রহ্মলোকে
 গমন করিলেন । তিনি জগৎ সংহার করিলেন ।
 তৎকালে তাঁহার মহাত্মীম মহারৌদ্র মহাদংষ্ট্রা ও
 উৎকটরবধুক্ত অব্যয় দক্ষিণবক্র পাতালতলের
 ন্যায় দৃষ্ট হইল । তাঁহার লোচননিচয় বিদ্যাদনলের
 ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিল । সেই লোমহর্ষণ
 ভীষণদর্শন মহাজিহ্বা মহাদংষ্ট্র শঙ্করের শিরো-
 দেশে সর্পিরাগ্নি পরিবেষ্টিত হইল । মহাসুরদিগের
 মস্তকপ্রণী তাঁহার নাল্যকপে পরিণত হইল,
 এইরূপে মহাদেবের মুখ প্রলয়ের হেতু হুত হইল ।
 তাঁহার বদন বাড়বানলর প্রভা ধারণ করিল,
 তিনি নদনিহিত বাতবারিক্রী হবি গ্রাস করি-
 লেন । শঙ্কর শত শত সহস্র সহস্র যোজন
 বিস্তীর্ণ লেলিহান জিহ্বাগ্র দ্বারা সমস্ত জগৎ গ্রাস
 করিলেন । উৎকট মাংস, মেদ ও বসা দ্বারা
 দশদিক্ মহাঘোররূপ ধারণ করিল । তাঁহার শত শত
 সহস্র সহস্র দংষ্ট্রা বর্জিত হইয়া অগ্রভাগ দ্বারা অশুর,
 সুর, গন্ধর্ব, হক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণকে ধারণ
 করিল । ১—৭ । পিতামহ ব্রহ্মা এই সকলই দর্শন
 করিলেন । হে রাজেন্দ্র ! আমি দেখিলাম,—তাঁহার
 ব্যাদিত বক্র সমস্ত জগৎ প্রবেশ করিতেছে, নানা

নানাতরঙ্গভঙ্গাঙ্গা মহাকেনোঘসঙ্কলাঃ । যথা
নদো লয়ং যান্তি সমুদ্রং প্রাপ্য সমুদ্রাঃ ॥ ৯ ॥ তথা
ততঃ বিশ্বমিদং সমস্তমনেকজীবানবহুর্বিগাহম্ ।
বিবেশ ক্রদন্ত মুখং বিশালং জলন্তদ্রুগং ঘননাদ-
ঘোরম্ ॥ ১০ ॥ জালান্ততন্তমু মুখাৎ সুঘোরাঃ
সবিস্কুলিকা বহুলাঃ সধুমাঃ । অনেকরূপা জলন-
প্রকাশাঃ প্রদীপয়ন্তীব দিশোহখিলাশ্চ ॥ ১১ ॥ ততো
রবিজালসহস্রমালি বভূব বক্রং চলজিহ্বদংষ্ট্রম্ ।
মহেশ্বরস্তাদ্ভুতরূপিনস্তদা স দ্বাদশায়া প্রবভূব একঃ ॥
১২ ॥ ততস্তে দ্বাদশাদিত্যা ক্রদবক্রাধিনির্গতাঃ ।
আশ্রিত্য দক্ষিণামাশাঃ নিদহন্তি বসুন্ধরাম্ ॥ ১৩ ॥
ভৌমং যজ্ঞীবনং কিঞ্চিন্নানাকৃত্ণালয়ম্ । শুকং
পূৰ্ণমনাবৃষ্টা সকলাকুলভূতলম্ ॥ ১৪ ॥ তদৌপা-
মানং সহসা সূর্য্যোস্তে ক্রদসমুদ্রৈঃ । ধমাকুলমভূৎ-
সকলং প্রনষ্টগ্রহতারকম্ ॥ ১৫ ॥ জজাল সহসা
দীপ্তং ভূমণ্ডলমশেষতঃ । জালামালাকুলং সৰ্ব-
মভূদেতচ্চরাচরম্ ॥ ১৬ ॥ সপ্তদ্বীপসমুদ্রেষু সরিৎসু

তরঙ্গভঙ্গাঙ্গা মহাকেনপ্রবাহ-সঙ্কলা নদীরাজি মহা-
নিম্বনে সমুদ্রে পতিত হইতেছে ; সমগ্র বিশ্ব
সাগরজলে প্রাবিত হওয়ায় জীবানবহু সেই জলবি-
জনে ভাসিতেছে , জীবপ্রবাহ সাগরনীরে
ভাসমান হওয়ায় সাগর দূরবগাহ হইয়া উঠিয়াছে ।
ভীহার প্রজ্বলিত উগ্ৰ বিশাল বদনে ঘন
ঘোরনাদ করিতে করিতে সমগ্র জগৎ প্রবেশ
করিতেছে । আমি আরও দেখিলাম,—অনন্তর
ভীহার মুগ্ধ হইতে এক ভীষণ জালামালা দেখিত
হইল, তাহা হইতে সধুম বহুস্কুলিকা নির্গত হইতে
লাগিল । সেই প্রজ্বলিত জালামালা দেখিতে
দেখিতে বহুবিকৃত হইয়া অখিল দিক্‌দিক্‌ করিল ।
অনন্তর অঙ্কুরকপী মহেশ্বরের বক্র সহস্র সহস্র
রবিকিরণে পরিব্যাপ্ত হইল । ভীহার জিহ্বা ও
দংষ্ট্রানিচয় চাঞ্চল্যভাবে বারণ করিল । তিনি এক
হইয়াও দ্বাদশ ভাগে দ্বাদশ আদিত্যরূপে বিভক্ত
হইলেন । অনন্তর সেই ক্রদবক্রসমুদ্র দ্বাদশা-
দিত্য দক্ষিণদিক্‌ আশ্রয় করিয়া বসুন্ধরা দাহ
করিতে লাগিলেন । ভৌম ও নানাতরু ভগবাসী
জীবগণ সেই আদিত্যবাহিতে দহ হইল । পূর্বেই
অনাবৃষ্টিতে সকল ভূতল শুক হইয়াছিল । এক্ষণে
আবার ক্রদদেহোদ্ভূত আদিত্য-বাণী সহসা প্রদীপ্ত
হওয়ায় নিখিল ভূতল ধুমাকুল হইয়া গ্রহতারকা-
সহ বিনষ্ট হইল । সপ্তদ্বীপ সহ সচরাচর সমস্ত

চ সরঃসু চ । অগ্নিরন্তি জগৎ সৰ্বমাজ্যাহতি-
মিবাধ্বরে ॥ ১৭ ॥ বিশালতেজসা দীপ্তা মহাজালা-
সমাকুলাঃ । দদহুর্কৈ জগৎ সৰ্বমাদিত্যা ক্রদসমুদ্রাঃ ॥
১৮ ॥ আদিত্যানাং রশ্ময়শ্চ সংস্পৃষ্টা বৈ পরস্পরম্ ।
এবং দদাহ ভগবাংস্তৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ১৯ ॥
সপ্তদ্বীপপ্রমাণস্ত সোহগ্নির্ভূত মাহেশ্বরঃ । সপ্তদ্বীপ-
সমুদ্রান্তাঃ নিদদাহ বসুন্ধরাম্ ॥ ২০ ॥ সূমেক-
মন্দরাস্তাঃ চ নিদহুর্বসুধাঃ তদা । ভিষা তু সপ্ত-
পাতালং নাগলোকং ততোহদহৎ ॥ ২১ ॥ ভূমধ্যঃ
সপ্তপাতালান্নির্দহঃস্তারকৈঃ সহ । চচারাগ্নিঃ সমুদ্রাভু
নিদহন বৈ যুধিষ্ঠির ॥ ২২ ॥ ধমামান ইবাক্ষাটৈরলৌহ-
রাত্রিরিব জলন । তথা তৎপ্রাজলং সৰ্বং সংবর্তায়ি-
প্রদীপিতম্ ॥ ২৩ ॥ নিকৃক্ষা নিকৃণা ভূমির্নির্নিব-
সরঃসরিৎ । বিশীর্ণশৈলশৃঙ্গোঘা কৃশ্মপৃষ্ঠোপমা-
ভবৎ ॥ ২৪ ॥ জালামালাকুলং কৃদ্বা জগৎ সৰ্বং
চিদারকম্ । মহারূপধরো ক্রজো ব্যতিষ্ঠত মহেশ্বরঃ ॥

ভূতল জালামালাকুল হইল ; এমন কি, সেই
জালামালা সরিৎ সরোবরও দহ করিতে লাগিল ।
হতাশন যেমন যজ্ঞে আহুত হবির্ভে জন করেন,
আদিত্যবাহিও তদ্রূপ সমস্ত জগৎ গ্রাস করিতে
লাগিলেন । ক্রদদেহোদ্ভূত সেই বিশাল আদিত্য-
জালামালা বিশাল তেজে প্রদীপ্ত হইয়া সমস্ত
জগৎ দহ করিল । সেই ক্রদদেহোদ্ভব দ্বাদশা-
দিত্যের রশ্মিসমূহ পরস্পর মিলিত হইয়া সচরাচর
ত্রিলোক দহ করিয়া ফেলিল । হে রাজন্ !
ভগবান্ এইরূপে ত্রিলোক দহ করিয়াছিলেন ।
অনন্তর মহেশ্বর সপ্তদ্বীপপ্রমাণ অগ্নিবপু হইয়া সপ্ত-
দ্বীপ ও সপ্ত সাগরগুরু বসুন্ধরাকে দহ করিলেন ।
৮—২০ । সূমেক হইতে মন্দর পর্যন্ত সমস্ত বসুধা
ভস্মীভূত হইয়া গেল । অনন্তর তিনি সপ্তপাতাল
ভেদ করিয়া নাগলোক ও সপ্তপাতালেরও অগ্নি-
ভূমিভূত সমস্ত দহ করিলেন । হে যুধিষ্ঠির !
অনন্তর সেই ক্রদগণ নিখিল লোক দহ করিতে
করিতে সকল দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।
তখন ভীহাদিগকে প্রজ্বলিত অঙ্গার দ্বারা প্রধমিত
লৌহের শায্য অধুমিত হইতে লাগিল । অনন্তর
সংবর্তায়ি প্রদীপ্ত হইলে সমগ্র জগৎ দহ হইয়া
গেল । তখন ভূমিতল কৃক্ষ ভূগ নিখর সরিৎ
ও সরোবর শূন্য হইল এবং শৈলশৃঙ্গ সকল
বিশীর্ণ হওয়ায় ভূমিতল কৃশ্মপৃষ্ঠের আকার
ধারণ করিল । তদনন্তর মহারূপধর মহেশ্বর

২৫। সমাভূগণভূমিষ্ঠা সমকোরগরাক্ষস। ততো
দেবী মহাদেবঃ বিবেশ হরিলোচনা ॥ ২৬ ॥
নির্বাণং পরমাপরা শাস্তেব শিখিনঃ শিখা। জগৎ
সর্বঃ হি নির্দম্যঃ ত্রিভির্লোকৈঃ সহানঘ ॥ ২৭ ॥ ক্রু-
প্রসাদাযুক্তা মাং নর্যদাং চাপ্যযোনিজাম্। যুগানা-
মমৃতং দেবো ময়া চাদ্যাযুতক্ষণাৎ ॥ ২৮ ॥ পুরা
হ্যরাধিতঃ শূলী তেনাহমজরামরঃ। অঘমর্ষণঘোরঃ
চ বামদেবঞ্চ ত্র্যম্বকম্ ॥ ২৯ ॥ ঋষভঃ ত্রিশূপর্ণঞ্চ
হুর্গাং সাবিত্রমেব চ। বৃহদারণ্যককৈব বৃহৎসাম
তথোত্তরম্ ॥ ৩০ ॥ রৌদ্রীং পরমগায়ত্রীং শিবো-
পনিষদং তথা। যথা প্রতিরথং সূক্তং জপ্ত্বা মৃত্যু-
জয়ং তথা ॥ ৩১ ॥ সরিৎসাগরপর্যন্তা বনুধা ভস্ম-
সাংকুতা। বর্জয়িত্বা মহাভাগাং নর্যদামমৃতোপমাম্ ॥
৩২ ॥ মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যো হেমকূটোহথ মাল্য-
বান্। বিজ্যস্ত পারিষাত্তস্ত সপ্তৈতে কুলপর্বতাঃ ॥
৩৩ ॥ দ্বাদশাদিত্যনির্দম্যঃ শৈলাঃ শীর্ণশিলাঃ পৃথক্।
ভস্মীভূতাস্ত দৃষ্টান্তে ন নষ্টা নর্যদা তদা ॥ ৩৪ ॥
হিমবান্ হেমকূটস্ত নিষধো গন্ধমাদনঃ। মাল্যবাংস্ত

ক্রু চিদাম্বক সমগ্র জগৎ জ্ঞানামালায় আকুল
করিয়া সংহার হইতে বিরত হইলেন। কপিল-
লোচনা প্রকৃতি দেবীও যক্ষ, উরগ, রাক্ষস,
ও মাতৃগণসহ মহাদেবের দেহে প্রবেশ করিয়া
নির্বাণ প্রাপ্ত অনলশিখার জ্বালা সহসা শাস্ত ভাব
ধারণ করিলেন। হে অনঘ! ত্রিলোক সহ জগৎ
দম্ব হইল; কিন্তু ক্রুপ্রসাদে আমি ও অযোনিজা
নর্যদা দম্ব হই নাই। আমি পুরাকালে জল মাত্র
ভক্ষণ করিয়া অমৃতযুগ পর্যন্ত দেবদেব শূলপাণির
আরাধনা করিয়াছিলাম; তজ্জন্মই আমি অজরামর
হইয়াছি। আমি ক্রুরাধনাকালে অঘর্ষণ, ঘোর
বামদেব, ত্র্যম্বক, ঋষভ, ত্রিশূপর্ণ, হুর্গা, সাবিত্র্য,
বৃহদারণ্যক, উত্তর বৃহৎসাম, পরম রৌদ্র গায়ত্রী,
শিবোপনিষৎ, মৃত্যুজয় এবং প্রতিরথ প্রভৃতি সূক্ত
জপ করিয়াছিলাম। তখন ক্রুদানল অমৃতোপমা
মহাভাগা নর্যদাকে পরিত্যাগ করিয়া সরিৎসাগর
পর্যন্ত বনুধা ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। মহেন্দ্র,
মালয়, সহ্য, হেমকূট, মাল্যবান্, বিজ্য এবং পারিষাত্ত
এই সপ্তকুলাচল দ্বাদশাদিত্যবাহিতে পৃথক্ পৃথক্
নির্দম্ব হয়। ইহাদের শিলারাশি বিশীর্ণ হইয়াছিল;
ঐ সকল পর্বত ভস্মরাশিতে পরিণত হইলেও
নর্যদা ভস্মীভূত হন নাই, আমি নর্যদাকে দর্শন
করিয়াছিলাম। হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, গন্ধমাদন,

গিরিষ্ঠেষ্ঠা নীলঃ শ্বেতোহথ শৃঙ্গবান্ ॥ ৩৫ ॥
এতে পর্বতরাজানো দেবগন্ধর্বসেবিতাঃ। যুগা-
স্তাণ্ডিবির্দম্যঃ সর্বৈঃ শীর্ণমহাশিলাঃ ॥ ৩৬ ॥ এবং
ময়া পুরা দৃষ্টৌ যুগান্তে সর্বসম্বন্ধয়ঃ। বর্জয়িত্বা
মহাপুণ্যাং নর্যদাং নৃপসন্তম ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শ্রীনর্যদামাহাভ্যো দ্বাদশাদিত্যরূপেণ
জগৎসংহারণবর্ণনং নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। নির্দম্বেন্দ্রিঃস্ততো লোকে
স্বর্ধোরীশ্বরসন্তবৈঃ। সপ্তাভিচারবৈঃ শুকৈর্দ্বীপৈঃ
সপ্তাভিরেব চ ॥ ১ ॥ ততো মুখান্তস্ত ঘনা মহোষণা
নিশ্চেকরিত্ত্রাযুধতুল্যরূপাঃ। ঘোরাঃ পয়োদা জগ-
দঙ্ককারঃ কুর্কন্ত ঈশানবরপ্রযুক্তাঃ ॥ ২ ॥ নীলোৎ-
পলাভাঃ কচিদগ্নভাতা গোক্ষীরকুন্দেন্দুনিভাস্ত
কোচিৎ ॥ ময়ূরচন্দ্রাকৃতযন্তথাস্তে কৈচিৎবিধূমানল-
সপ্রভাস্ত ॥ ৩ ॥ কেচিৎসহাপর্বতকল্পরূপাঃ কেচিৎসহা-
মীনকুলোপমাশ্চ ॥ কেচিৎসজ্জলকৃতযঃ শুরূপাঃ কেচি-

গিরিষ্ঠেষ্ঠা মাল্যবান্, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ ইহারা
পর্বতরাজ; দেবগন্ধর্বগণ সতত এই সকল
শৈলের সেবা করেন। যুগান্তবাহিতে নির্দম্ব হওয়ায়
ইহাদেরও মহাশিলা সকল বিশীর্ণ হইয়াছিল। হে
নৃপসন্তম! যুগাবসনে আমি এইরূপ সর্বসংহার
দর্শন করিয়াছিলাম; কিন্তু মহাপুণ্যা দেবী নর্যদা
তখনও বিনষ্ট হন নাই ॥ ২১—৩৭ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর ঈশ্বরশরীর সন্তুত
ভানুগণ দ্বারা সপ্তদ্বীপ সহ নিখিল লোক দম্ব
ও সপ্তসাগর শুষ্ক হইলে তাঁহার মুখ হইতে
ইন্দ্রাযুধতুল্য মহাতেজেঃসম্পন্ন ভীষণ ঘনাবলী
নির্গত হইয়া ঈশানের বরপ্রভাবে জগৎ অঙ্ককার
করত বিচরণ করিতে লাগিল। সেই সকল
জলদগণমধ্যে কোন মেঘ নীলোৎপলপ্রভ; কোন
মেঘ অজ্ঞাননিভ; কোন মেঘ গোহৃৎ, কুন্দ ও
ইন্দুধবল, কোন মেঘ ময়ূরচন্দ্রাকৃতি; কোন
মেঘ বিধূমিত হতাশন সন্নিভ; কোন মেঘ মহা-
শৈল সদৃশ রূপশালী, কোন মেঘ মহামীনশ্রেণীর

মহাকূটনিভাঃ পয়োদাঃ ॥৪॥ চলন্তরকোর্মিসমানরূপা
মহাপুরোধাননিভাশ্চ কেচিৎ । সগোপুরাটোলকসন্নি-
কাণাঃ সবিদ্যাভূতানিমিত্তিতান্তাঃ ॥ ৫ ॥ সমাবৃত্তাঃ
স বভূব দেবঃ সংবর্তকো নাম গণঃ স রৌদ্রঃ ।
প্রবর্ষমাণো জগদপ্রমাণমেকার্ণবঃ সর্কমিদং চকার ॥
৬ ॥ ততো মহামেষবিবর্কমানমৌশানমিস্রাশনিভি-
র্হিতাঙ্গম্ । দদর্শ নাহং ভয়বিহ্বলাকো গজাজলৌঘৈশ্চ
সমাবৃত্তাঃ ॥ ৭ ॥ গজাঃ পুনশ্চৈব পুনঃ পিবন্তো
জগৎ সমস্তাৎ পরিদহমানম্ । আপূরিতং চৈব
জগৎ সমস্তাৎ সর্কৈশ্চ তৈর্জঘূরদর্শনং চ তে ॥
৮ ॥ মহার্ণবাঃ সপ্ত সরাসি দ্বীপা নদ্যোহথ সর্কা
অথ ভূভুবশ্চ । আপূর্যমাণাঃ সলিলৌঘজালৈ-
রেকার্ণবঃ সর্কমিদং বভূব ॥ ৯ ॥ ন দৃষ্টতে
কিঞ্চিদহো চরাচরে নিরগ্নিচন্দ্রার্কমযেহপি লোকে ।
প্রনষ্টনক্ষত্রতমোহন্ধকারে প্রশান্তবাতাস্তমিতৈক-
নৌড়ে ॥ ১০ ॥ মহাজলৌঘৈশ্চ বিলুপ্তস্বা ভূতিন্য
ভূপ কৃত্য তদানীম্ । ততোহহমিত্যেব বিচিস্তয়ানঃ

স্মার, কোন মেঘাকরির শরীরের স্তায় স্নানরাকৃতি
এবং কোন মেঘ মহাশূন্য গিরির অনুরূপ । আবার
কতকগুলি চকলক্ষীত উর্মিমানার স্তায়; কতকগুলি
মহাপুরোধনিভ, কতকগুলি গোপুর ও অটোলক-
মানাসমাকুল নগর সন্নিভ এবং অপর কতকগুলির
মধ্যে বিদ্যা ও উচ্চা ও অশনি প্রস্ফুরিত হইতেছে ।
অনন্তর সম্বর্তক নামক রৌদ্র গণদেব পূর্বোক্ত
মেঘগণে আবৃত্ত হইয়া সমগ্র জগতে প্রবল-
রূপে বর্ষণ করিলেন । তাঁহার বর্ষণে সমগ্র জগৎ
একার্ণব হইল । জগতের অস্তিত্ব লোপ পাইল ।
ক্রমে মহামেষমালা বিবর্কিত হইল । শক্রাঘুধে
ঈশানের শরীর আবৃত । হইল আমি তখন
গজাজলপ্রবাহে আবৃতদেহ ও ভয়বিহ্বল হইয়া
আর কিছুই দর্শন করিলাম না । অনন্তর করিনিকর
পুনঃপুনঃ সেই জল পান করিল; কিন্তু পরিদহ-
মান নিখিল জগৎ জলাধিজলে আপূরিত হইল;
সপ্ত মহার্ণব, সরোবর, দ্বীপ, নদী এবং ভূ ও ভূবাদি
লোক সহসা অদৃষ্ট হইল । সলিলপ্রবাহে আপূর্য-
মাণ হইয়া সকলই একার্ণব হইয়া গেল । অহো !
অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্যহীন চরাচর জগতে কিছুই
দৃষ্ট হইল না; এমন কি নক্ষত্রনিচয় পর্য্যন্ত বিলুপ্ত
হওয়ায় সমস্তই অন্ধকারময় হইল এবং প্রবল বায়ু
প্রবাহিত হইতে থাকিলে একটা মাত্র ও আশ্রয়-
স্থান রহিল না; সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গেল ।

শরণ্যমেকং ক জু যামি শান্তম্ ॥ ১১ ॥ অয়ামি
দেবঃ হৃদি চিস্তয়িত্বা প্রভুঃ শরণ্যঃ জলসন্নিবিষ্টঃ ।
নয়ামি দেবঃ শরণং প্রপদ্যে ধ্যানং চ তত্বেতি কৃতং
ময়া চ ॥ ১২ ॥ ধ্যানা ততোহহং সলিলং তত্ন
তন্ম প্রসাদাদবিমুচ্যেতাঃ । মানিঃ শ্রমশ্চৈব মম
প্রনষ্টৌ দেব্যাঃ প্রসাদেন নরেন্দ্রপুত্র ॥ ১৩ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে জগৎএকার্ণবীভাববর্ণনং
নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততশ্চেকার্ণবে তস্মিন্
মুমূর্ষুরহমাতুরঃ । কাকুচ্ছাসন্তরংস্তোমঃ বাহুভ্যাং
নৃপসত্তম ॥ ১ ॥ শৃণোম্যর্ণবমধ্যাহ্নো নিঃশব্দস্তিমিতে
তদা । অস্তোরবমনোপম্যং দিশো দশ বিনাদিনম্
২ ॥ হংসকুন্দেন্দুসঙ্কশাং হারগোকীরপাণ্ডুরাম্ ।

হে ভূপ ! অনন্তর আমি এই মহাজলপ্রবাহে
বিলুপ্তস্ব হইয়া তখন শুব করিলাম এবং মনে মনে
চিন্তা করিলাম,—আমি আর কাহার শরণ গ্রহণ
করিব ? শান্ত শব্দই আমার শরণ । আমি
জলময় অবস্থায় মনে মনে প্রভু দেবদেব
শরণ্য শব্দকে চিন্তা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম ও
ধ্যান করত তাঁহারই শরণাপন্ন হইলাম । অনন্তর
দেবদেবের প্রসাদে আমার মুক্তাব বিদূরিত হইল ।
আমি তাঁহাকে ধ্যান করিতে করিতে সলিল হইতে
উত্তীর্ণ হইলাম । হে নরেন্দ্রনন্দন ! দেবীর প্রসাদে
আমার মানি ও শ্রম সমস্তই বিনষ্ট হইল । ১—১৩ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

উনবিংশ অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর আমি সেই একা-
র্ণবে মুমূর্ষু হইয়া একান্ত কাতর হইয়াছিলাম; হে
নৃপসত্তম ! দীর্ঘকাল পরিত্যাগ করত আমি বাহুদ্বারা
সলিল হইতে উত্তীর্ণ হইলাম । তখন অর্ণব স্তিমিত
ছিল । আমি সেই নিঃশব্দ অর্ণবমধ্যে অবস্থিত
হইলাম; তৎকালে জলাধি হইতে এক ঘোর রব
উত্থিত হইল । সেই নিক্রম সাগররবে দর্শাদক
নির্মানিত হইয়া গেল । আমি উদ্ভিগ্ধচিত্তে সাগর-
মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম; দেখিলাম—একটি গো

নানারত্নবিচিত্রাকীঃ স্বর্ণশৃঙ্গাঃ মনোরমাম্ ॥ ৩ ॥
 খুরৈঃ প্রবালকময়ৈর্লাঙ্গলধ্বজশোভিতাম্ । প্রলম্ব-
 ঘোণাঃ নর্দন্তীঃ খুরৈরর্ণবগাহিনীম্ ॥ ৪ ॥ গাং
 দদর্শাহমুদ্বিগ্নো মামেবাভিমুখোঃ স্থিতাম্ । কিঙ্কণী-
 জালমুক্তাভিঃ স্বর্ণঘণ্টাসমাবৃতাম্ ॥ ৫ ॥ তস্তাশ্চরণ-
 বিক্ষেপৈঃ সর্গমেকার্ণবং জলম্ । বিক্ষিপ্তফেন-
 পুঞ্জোঘেনৃত্যন্তাব সমস্ততঃ ॥ ৬ ॥ রয়াস সলিলোৎ-
 ক্ষেপৈঃ ক্ষোভয়ন্তী মহার্ণবম্ । সা মামাহ মহাভাগ
 শঙ্কগন্তীরয়া গিরা ॥ ৭ ॥ মা ভৈবোর্বৎসবৎসেতি
 মৃত্যুস্তব ন বিদ্যতে । মহাদেবপ্রসাদেন ন মৃত্যুস্তে
 মমাপি চ ॥ ৮ ॥ মমাশ্রয় লাক্সলং দ্বামতস্তারয়া-
 মাহম্ । ঘোরাদম্মাভয়াবিপ্র যাবৎস প্লবতে জগৎ ॥
 ৯ ॥ ক্ষুধাপ্রতিঘাতার্থং স্তনো মে ত্বং পিবস্ব
 হ । পয়োহমৃতাত্রয়ং দিব্যং তৎপীত্বা নির্বতো ভব ॥
 ১০ ॥ তস্তাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হর্ষাৎ পীতো ময়া স্তনঃ ।
 ন ক্ষুত্বা পীত্বমাত্রৈ স্তনে মহং তদাভবৎ ॥ ১১ ॥
 দিব্যং প্রাণবলং জজ্ঞে সমুদ্রপ্লবনক্ষমম্ । ততস্তাঃ

আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে । ঐ গোর
 বর্ণ—হংস, কুন্দ, ইন্দু, মুক্তাহার ও গোক্ষীরের
 স্তায় ধবল ; শরীর নানারত্নে বিচিত্র ; মস্তক স্বর্ণ-
 শৃঙ্গশোভিত ও মনোহর ; খুর প্রবালময় এবং
 লাক্সল—ধ্বজের স্তায় শোভাসম্পন্ন । কিঙ্কণীজাল,
 মুক্তা, ও স্বর্ণঘণ্টা দ্বারা তাহার সর্বাঙ্গ আবৃত ;
 সেই দীর্ঘনাসিকা গো সাগরনীরে খুর ডুবাইয়া
 নাদ করিতেছে ; তখন মহী একাৰ্ণবীকৃত ; তাহার
 চরণপ্রহারে জলপ্রবাহ যেন সর্গত ফেনপুঞ্জ
 উত্থাপিত করিয়া নৃত্য করিতেছিল । ঐ গো মহার্ণ-
 বকে ক্ষোভিত করিয়া সালিলোৎক্ষেপ দ্বারা ভীষণ
 শব্দ করত মৃতুমধুর অথচ গম্ভীর বাক্যে আমাকে
 কহিল,—“মহাভাগ ! তব কারও না ; হে বৎস,
 হে বৎস ! তোমার মৃত্যু নাই । মহাদেবপ্রসাদে
 তুমি এবং আমি উভয়েই অমর হইয়াছি । তুমি
 আমার লাক্সল ধারণ কর । আমি তোমাকে এই
 ভীষণ ভীতি হইতে উদ্ধার করিব । হে বিপ্র !
 এখন সমস্ত জগৎ প্রাবিত, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণার্থ
 তুমি আমার স্তন পান কর ; আমার স্তনে অমৃত
 বিদ্যমান । এই দিব্য স্তন পান করিয়া নির্বৃত হও ।
 হে রাজন্ ! আমি সেই গাভীর বাক্য শ্রবণে হর্ষ
 সহকারে তাঁহার স্তন পান করিলাম, পান মাত্র
 আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হইল । আমি পূর্ববৎ সুস্থ
 হইলাম । স্তনপানে আমার দিব্য প্রাণবল লাভ

প্রত্যাবাচনং কা স্বমেকার্ণবীকৃতে ॥ ১২ ॥ ভ্রমসে
 ক্রহি তবেন বিশ্বম্মো মে মহান হৃদি । ভ্রমতোহত্র
 মমার্জুস্ত মুমূর্ষোঃ প্রহতস্ত হ ॥ ১৩ ॥ ত্বং হি মে
 শরণং জাতা ভাগ্যশেষেণ সূত্রতে ॥ ১৪
 গোকুবাচ । কিমহং বিশ্বম্মতা তুভ্যং বিশ্বরূপা
 মহেশ্বরী । নশ্বদা ধর্মদা নৃণাং স্বর্গশর্ম্মবলপ্রদা ॥
 ১৫ ॥ দৃষ্ট্বা ত্বাং সৌদমানং তু ক্রদেণাহং বিসর্জিতা ।
 তং দ্বিজং তারয়স্বার্থো মা প্রাণাংস্ত্যজতাং জলে ॥
 ১৬ ॥ গোকুপেণ বিভোবাক্যাত্বৎসকাশমিহাগতা
 মা মুসাবচনঃ শম্ভুর্ভবেদিত্তি চ সহরা ॥ ১৭ ॥
 এবমুক্তস্তয়াহং তু ইন্দ্রায়ুধনিভং শুভম্ । লাক্সল-
 মব্যয়ং জাত্বা ভুজাত্যামবলদ্বিতঃ ॥ ১৮ ॥
 ততোহস্তরং তং জলধিঃ লাক্সলধ্বজমাশ্রিতঃ ।
 অসৌ দেবো মহাদেব ইতি মাং প্রত্যাভাষত ॥ ১৯ ॥
 ততো যুগসহস্রান্তমহং কালং তয়া সহ । ব্যচর-

হইল । আমি তখন সমুদ্রপ্লবনে সন্মত হইলাম ।
 অনন্তর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—জগৎ
 একাৰ্ণবীকৃত ; একাৰ্ণবে ভ্রমণ করিতেছ, তুমি
 কে ? এ বিষয়ে মহাবিশ্বয় আমার হৃদয় অধিকার
 করিয়াছে ; অতএব যথাযথ বর্ণন কর । সূত্রতে !
 আমি সমুদ্রে ভ্রমণ করিয়া আর্জু, মুমূর্ষু ও হত
 হইয়াছি । ভাগ্যবশে তুমি অদ্য আমার শরণ্য
 হইয়াছ । ১—১৪ : গো উত্তর করিল,—আমি বিশ্বরূপা
 মহেশ্বরী—মানবগণের ধর্মদা নশ্বদা ; মানবগণ
 আমার নিকট হইতে স্বর্গ, শর্ম্ম ও বললাভ করে,
 অতএব আমি কি তোমায় ভুলিতে পারি ?
 তোমাকে সৌদমান দর্শন করিয়া ক্রদ্র আমাকে
 প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমাকে সন্মোদন করিয়া
 বলিয়াছেন,—“হে আর্থে ! দ্বিজ জলমধ্যে জীবন
 বিসর্জন করিতেছে, তুমি তাহাকে রক্ষা কর ।”
 তুমি প্রাণত্যাগ করিলে প্রভু শম্ভুর কথা মিথ্যা
 হয়, এই আশঙ্কায় তাহারই আদেশে সহস্র গোরূপ
 ধারণ করিয়া আমি তোমার সমীপে উপনীত
 হইয়াছি । অনন্তর আমি সেই গোর বাক্যে তাঁহার
 ইন্দ্রায়ুধনিভ লাক্সল অব্যয় জানিয়া বাহ্যুগল
 দ্বারা অবলম্বন করিলাম । তার পর সেই লাক্সল
 ধ্বজাবলম্বনেই আমি জলধিজল উত্তীর্ণ হইলাম ।
 আমি যখন জলধিজল উত্তীর্ণ হই, তখন গোরূপা
 দেবী আমাকে বলিতেছিলেন,—“ঐ দেবদেব
 মহাদেব বিদ্যমান রহিয়াছেন ।” অনন্তর আমি
 সেই গোকুপিণী দেবীর সহিত সহস্র যুগান্ত কাল

বৈ তমৌভূতে সন্নতঃ সলিলাবৃতে ॥ ২০ ॥ মহার্ণবে
ততস্তন্মিন্ ভ্রমন গোঃ পুচ্ছমাশ্রিতঃ । নিষ্কৃতে
চাক্ষুকারে চ নিরালোকে নিরাময়ে ॥ ২১ ॥ অকস্মাৎ
সলিলে তন্মিত্তসৌপ্পসন্নিতম্ । বিভিন্ন'জ্ঞান-
সঙ্কাশমাকাসমিব নিশ্বলম্ ॥ ২২ ॥ নীলোৎপলদল-
শ্রামঃ পীতবাসসমব্যয়ম্ । কিরীটেনার্কবর্ণেন
বিদ্যাদিদ্যোতকারিণা ॥ ২৩ ॥ ভ্রাজমানেন শিরসা
খমিবাত্যন্তরূপিনম্ । কুণ্ডলোদ্বৃষ্টেগলঃ তু হারো-
দ্যোতিতবক্ষসম্ ॥ ২৪ ॥ জাম্বুনদময়েদিবৈব্যভূষণৈ-
রুপশোভিতম্ । নাগোপধানশয়নঃ সহস্রাদিত্য-
বর্চসম্ ॥ ২৫ ॥ অনেকবাহুরুধর' নৈকবজ্র-
মনোরমম্ । সুপ্তমেকার্ণবে বীরঃ সহস্রাক্ষশিরো-
বরম্ ॥ ২৬ ॥ জটাজুটেন মহতা ক্ষুরদ্বিত্যৎসমর্চিমা ।
একার্ণবং জগৎ সর্বং ব্যাপ্য দেবং ব্যবস্থিতম্ ॥
২৭ ॥ গ্রাসিতা শঙ্করঃ সর্বঃ সন্দেহানুরমানবম্ ।
প্রপত্তামাহমৌশানং সুপ্তমেকার্ণবে প্রভম্ ॥ ২৮ ॥
সর্বব্যাপিনমবাক্তমনস্তং বিশ্বতোমুগম্ । কৃষ্ণ

সর্বত্র সলিল ও অক্ষকারারূপ একার্ণবে বিচরণ
করিতে লাগিলাম । তখন সর্বত্র নিরালোক, নিষ্কৃতি
ও অক্ষকারময় । আমি তাঁহার পুচ্ছ আশ্রয় করিয়া
সেই মহার্ণবে বিচরণ করিতে করিতে সহসা সলিল
মধ্যে একার্ণবশায়ী প্রভু ঐশানকে দর্শন করিলাম ।
সেই দেবেশ ঐশানের বর্ণ—অতসৌকুম্ম ও
নীলোৎপলের ত্রায় শ্রাম এবং বিভিন্নাজ্ঞানসঙ্কাশ
আকাশবৎ নিশ্বল; সেই অব্যয় পুরুষের পরি-
ধানে পীতবসন; তাঁহার মস্তক বিদ্যাক্ষুরিত
অর্কবর্ণ কিরীট দ্বারা বিভূষিত হইয়া যেন আকা-
শের ত্রায় সাতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছে;
তাঁহার কর্ণকুণ্ডল আন্দোলিত হইয়া গগনুগল
সংঘর্ষণ করিতেছে; হারবিরাজিত বক্ষোদেশ
মহাভ্রাতিসম্পন্ন হইয়াছে; তিনি স্বর্গময় দিবা
ভূষণে বিভূষিত হইয়া অতীব শোভাধারণ করিয়া-
ছেন, এবং সহস্র সহস্র সূর্যাসকাশ সর্গগণ তাঁহার
শরীর উপাধানের কার্য্য করিতেছে । তিনি
অনেকবাহু, বহুদয়, বহুনেত্র, বহুবক্ষ; তাঁহার
নয়ন ও মস্তক শত সহস্র অথচ তিনি মনোহর-
দর্শন; তাঁহার মস্তকে ক্ষুরৎসোদামিনী-সদৃশ
জটাজুট বিরাজিত । সেই বীর শঙ্কর যেন
সুরাসুর নর সহ সমগ্র জগৎ গ্রাস করিয়া একার্ণব-
রূপে অখিল জগৎ ব্যাপিয়া শয়ন করিয়াছেন ।
সেই একার্ণবশয়ান শঙ্কর সর্বব্যাপী, অব্যক্ত ও

পাদলাভাসে স্বর্ণকেশরমণ্ডিতাম্ ॥ ২৯ ॥ বিশ্বরূপাঃ
মহাভাগাঃ বিশ্বমায়াবধারণৌম্ । ত্রীময়ীঃ হ্রীময়ীঃ
দেবীঃ ধীময়ীঃ বাহুময়ীঃ শিবাম্ ॥ ৩০ ॥ সিকিঃ
কীর্তিঃ রতিঃ ব্রাহ্মীঃ কালরাত্রিময়োনিজাম্ ।
তামেবাহঃ তদাতাত্তমোশ্বরাগ্নিকমাস্বিতাম্ ॥ ৩১ ॥
অজ্রাক্ষঃ চন্দ্রবদনাঃ গুতিঃ সন্মেশ্বরীমমাম্ ॥ ৩২ ॥
শান্তঃ প্রসুপ্তঃ নবহেমবর্ণমাসহায়ঃ ভগবন্তমোশম্ ।
তমোবৃতঃ পুণ্যতমঃ বরিতঃ প্রদাক্ষণীকৃত্য
নমস্করোমি ॥ ৩৩ ॥ ভূতঃ প্রসুপ্তঃ সহসা বিবুদ্ধো
রাহিক্ষয়ে দেববরঃ স্বভাবাৎ । বিক্ষোভয়ন
বাহিভরণবাস্তো জগৎ প্রনষ্টঃ সলিলে বিমূষ্য ॥
৩৪ ॥ কিং কার্য্যমিত্যেব বিচিন্তয়িত্ব বারাহ-
রূপোহতবদভূতাপঃ । মহাঘনাত্তোবরতুল্যবচ্চাঃ
প্রলম্বমালাধরানকমালী ॥ ৩৫ ॥ স শশ্বচক্রাসধরঃ
কিরীটী সবেদবেদাজ্জময়ো মহাশ্রী । ত্রৈলোক্য-
নিয়োগকরঃ পুরাণো দেবগ্রন্থরূপবরশ্চ কার্য্যে ॥
৩৬ ॥ স এস ক্রুদঃ স জগজ্জহার সৃষ্টাখমোশঃ
প্রপিতামহোহভূৎ । সংরক্ষণার্থং জগতঃ স এব
হরঃ সূচক্রাসিগদাক্ষপাণিঃ ॥ ৩৭ ॥ তেনাং বিভাগো

অনন্ত, বিশ্বের সকলদিকেই তাঁহার বদন
বিদ্যমান রহিয়াছে । স্বর্ণকেশরভূষিতা বিশ্বমায়া-
ধারণী, ত্রীময়ী হ্রীময়ী, ধীময়ী, বাহুময়ী, সিকি,
কীর্তি, রতি, ব্রাহ্মী, অয়োনিজা, কালরাত্রি, বিশ্ব-
রূপা মহাভাগা প্রভৃতি দেবী শিবা তাঁহার পদতলে
উপবিষ্টা রহিয়াছেন । আমি সেই গুতি সন্মেশ্বরী
চন্দ্রবদনা উমাকে তাঁহার অত্যন্ত সমীপে দর্শন
করিয়া উমাসহায় নবহেমকান্তি শান্ত প্রসুপ্ত তমো-
বৃত পুণ্যতম সত্তম ভগবান ঐশানকে প্রদক্ষিণ
করিয়া নমস্কার করিলাম । ১৫—৩৩ তখন যুগনিশার
অবসান হইয়াছে । প্রসুপ্ত দেবেশ স্বভাবের
বশবস্তী হইয়া বাহু দ্বারা অর্ণবনীর বিক্ষোভিত
করত সদা বিবুদ্ধ হইলেন; তিনি জাগরিত হইয়া
দেখিলেন, জগৎ বিনষ্ট হইয়াছে; অনন্তর বিনষ্ট
সৃষ্টি দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিয়া স্বীয় কর্তব্য
অবধারণ করত অদ্ভুতশরীর বরাহরূপ ধারণ
করিলেন । অনন্তর সেই মহামেঘকান্তি প্রলম্বমালা
বস্ত্র ও স্বর্ণভূষণ বেদবেদাজ্জময়, মহাশ্রী শূকর-রূপী
দেবেশ শশ্বচ, চক্র, অসি ও কিরীট ধারণ করি-
লেন । হে রাজন! পুরাণ পুরুষ শঙ্করই একাদি
দেবত্রয়ময় হইয়া ত্রিলোক নিয়োগকার্য্য সম্পন্ন
করিয়া থাকেন; তিনিই ক্রতুরূপে জগৎ সংহার,

ন হি কর্তুমর্হে মহান্মনামেকশরীরভাজাম্ ।
মীমাংসাহেতুর্থাবিশেষতর্কৈর্ধন্তেষু কুর্যাৎ প্রবিভেদ-
মজ্ঞঃ ॥ ৩৮ ॥ স যাতি ঘোরং নরকং ক্রমেণ
বিভাগকৃদ্বেষমতিহুরাশ্বা । যা যন্ত ভক্তিঃ স
তর্থেব নুনং দেহং ত্যজন্ স্বং হমুতস্মেতি ॥ ৩৯ ॥
সম্বোধয়ন্ মূর্তিভিরত্র লোকং সৃষ্টা চ গোপ্তা
ক্ষয়কৃৎ স দেবঃ । তস্মান্ন মোহান্নকমাবিশেত ধ্বেং
ন কুর্যাৎ প্রবিভিন্নমূর্তিঃ ॥ ৪০ ॥ বারাহমীশান-
বরোহপ্যতোহসৌ রূপং সমাস্বায় জগদ্বিধাতা ।
নষ্টে ত্রিলোকেহর্বতোয়মগ্নে বিমার্গিতোয়োধময়ে-
হস্তরাশ্বা ॥ ৪১ ॥ ভিস্বাৰ্ণবং তোয়মখাস্তরস্বং বিবেশ-
পাতালতলং কণেন । জলে নিমগ্নাং ধরণীং
সমস্তাঃ সমম্পৃশৎ পঙ্কজপত্রনেত্রাম্ ॥ ৪২ ॥
বিশীর্ণশৈলোপলশৃঙ্গকূটাঃ বসুন্ধরাঃ তাং প্রলয়ে
প্রলীনাঃ । দংষ্ট্রৈকয়া বিষ্ণুরতুল্যসাহসঃ সমুদধার
স্বয়মেব দেবঃ ॥ ৪৩ ॥ সা তস্ম দংষ্ট্রাগ্রবিলম্বিতাকৌ

প্রপিতামহরূপে সৃজন এবং উত্তম চক্র, অসি,
গদা ও পদ্মহস্ত হরিরূপে জগৎ রক্ষা করেন ।
প্রয়োজনবশে এই দেবতায় আবার একই
শরীর ভজনা করেন । এই মহাত্মা দেবত্বের
প্রভাব বর্ণনে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ? যে অজ্ঞ ব্যক্তি
মীমাংসা করিতে গিয়া হেতুবাদযুক্ত তর্ক দ্বারা
ইহাদের ভেদ প্রদর্শন করে, সেই বিভাগকারী
বিষেববুদ্ধি হুরাশ্বা ক্রমে ক্রমে অনেক ঘোর নরকে
গমন করিয়া থাকে । এই দেবদেব সৃষ্টি, স্থিতি
ও সংহার সময়ে ব্রহ্মাদি দেবত্বরূপে যখন
আবির্ভূত হন, তখন এক একটা পৃথক্ শক্তির
ইহাদের সঙ্গে প্রাচুর্য্যতা হইয়া ত্রিলোক নিমোহিত
করিয়া থাকেন । ঋতায় যে শক্তি, দেহত্যাগকালে
তিনি সেই শক্তির সহিতই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন,
সন্দেহ নাই । অতএব মোহের বশবস্তী হইয়া
ইহাতে ঘেষ বা ভেদবুদ্ধি কর্তব্য নহে । একা-
র্ণবীকৃত হইয়া ত্রিলোক যখন নাশদশায় উপ-
নীত হয়, তখন সমস্ত জলমগ্ন ও জলপ্রবাহে পথ
ছাট ডুবিয়া যায়, বিভিন্নমূর্ত্ত জগদ্বিধাতা হুরোত্তম
ঈশান বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক তৎকালে কণকাল-
মধ্যে অর্ণব ভেদ করিয়া জলমধ্যস্থিত পাতালতলে
প্রবেশ করেন । তৎকালে সরোজনয়না ধরণী
সর্ব্বথা জলমগ্না থাকে । উপল ও শৃঙ্গ সহ শৈলমালা
বিশীর্ণ হওয়ায় বসুন্ধরা প্রলয়ে প্রলীন হইয়া যান ।
তখন স্বয়ং দেবেশ বিষ্ণুবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া অদম্য

কৈলাসশৃঙ্গাগ্রগতেব জ্যোৎস্না । বিভ্রাজতে
সাপ্যসমানমূর্ত্তিঃ শশাঙ্কশৃঙ্গে চ তড়িৎখিলগ্না ॥ ৪৪ ॥
তামুজ্জহারার্ণবতোয়মগ্নাং করী নিমগ্নামিব হস্তিনীং
হঠাৎ । নাবং বিশীর্ণামিব তোয়মধ্যাহ্নদীপসম্বোধ-
পমপ্রভাবঃ ॥ ৪৫ ॥ স তাং সমুস্তাৰ্থা মহাজলো-
ঘাৎ সমুদ্রমার্ধ্যো ব্যভজৎ সমস্তম্ । মহার্ণবেষেব
মহার্ণবাস্তো নিক্ষেপয়ামাস পুনর্নদীষু ॥ ৪৬ ॥ শীর্ণাংশ
শৈলান্ স চকার ভূয়ো দ্বীপান্ সমস্তাংশ্চ তথা-
র্ণবাংশ্চ । শৈলোপলৈর্ঘে বিচিতাঃ সমস্তাচ্ছিলো-
চ্চয়াস্তান্ স চকার কলৈঃ ॥ ৪৭ ॥ অনেকরূপং
প্রবিভজ্য দেহং চকার দেবেন্দ্রগণান্ সমস্তান্ ।
মুখাচ্চ বহির্শ্বনসশ্চ চন্দ্রশ্চক্ৰোশ্চ সূর্য্যঃ সহসা
বভূব ॥ ৪৮ ॥ জজ্ঞেহধ তন্ত্বেশ্বরযোগমূর্ত্তেঃ প্রধায়-
মানস্ত সুরেন্দ্রসজ্জঃ । বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তর্থেব বর্ণা-

উদ্যমে দংষ্ট্রাগ্রভাগ দ্বারা ধারণ করত বসুন্ধার
উদ্ধারসাধন করিয়া থাকেন । আহা! তখন বসু-
ধার কি না অপূর্ব্ব শোভাই হইয়া থাকে;—অসমান
মূর্ত্তি বসুধা তখন দেবদেবের দস্তাগ্রভাগে বিলগ্না
হইয়া কৈলাসশৈলশিখরের অগ্রভাগস্থিত জ্যোৎস্না-
নার জ্বায় অথবা শশাঙ্কের শৃঙ্গগত সৌদামিনীর
জ্বায় প্রতিভাত হন । হে রাজন্! করী যেরূপ
নীরনিমগ্না করিণীকে সহসা উদ্ধার করে, অল্পপম-
প্রভাব বলবান্ নাবিক যেমন জলমগ্না বিশীর্ণা তরীর
উদ্ধার করিয়া থাকে, দেবদেবও তদ্রূপ জলপ্রলীনা
ধরিত্রীদেবীর উদ্ধার করিয়াছিলেন । অনন্তর
আদিদেব মহাদেব মহাজলপ্রবাহ মধ্য হইতে
ধরণীর উদ্ধার সাধন করিয়া সেই সমস্ত জল
বিভাগ করিলেন; জগতের সমস্ত জল একত্রিত
হইয়াছিল । তিনি মহার্ণবের জল মহার্ণবে এবং নদীর
জল নদীতে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৪—৪৬ ॥ হর পুন-
রায় কল্পপ্রবর্ত্তনে অভিলাষী হইয়া শীর্ণ শৈল-
মালা, সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসাগর পূর্ব্ববৎ পুষ্ট করিলেন
প্রলয়কালে শৈল সকলের উপলমালা দ্বারা আহত
হইয়া যে সকল বস্তু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল,
তিনি তৎসমস্ত পূর্ব্বের জ্বায় যথাস্থানে নিবিষ্ট
করিয়াছিলেন । তিনি আত্মদেহ বহুধা বিভক্ত
করিয়া দেবেন্দ্রাদি সুরবরগণের সৃজন করিলেন;
সহসা তাঁহার মুখ হইতে বহি, মন হইতে চন্দ্র এবং
নয়ন হইতে সূর্য্য সমুদ্ভূত হইলেন; দেখিতে
দেখিতে ধ্যানপরায়ণ ঈশ্বর যোগমূর্ত্তি মহাদেবের
বদন হইতে সুরেন্দ্রসজ্জ উদ্ভূত হইলেন; বেদ,

স্তথা হি সর্বৌষধয়ো ব্রহ্মাশ্চ : ৪৯ । জগৎসমস্তঃ
মনসা বভূব যৎস্বাবরং কিকিদিহাণ্ডজঃ বা ।
জরায়ুজঃ শ্বেদজমুদ্ভিজঃ বা যৎকিকিদাকৌট-
পিপীলিকাদ্যম্ । ৫০ । ততো বিজজ্ঞে মনসা
ক্ষণেন অনেকরূপাঃ সহসা মহেশঃ । চকার
ব্রব্যায়াক্ষা অষ্টাভিরাবিষ্ট পুনঃ স তত্র ।

৫১ । লীলাং চকারাথ সমুদ্রতেজা অতোহত্র
মে পশ্যত এব বিপ্রাঃ । তেষাং ময়া দর্শনমেব
সর্বং যাবমুহূর্তাৎ সমকারি ভূপ । ৫২ । কৃত্বা
যশেষং কিল লীলয়ৈব স দেবদেবো জগতাং
বিধাতা । সর্বদৃক্ সর্বগ এব দেবো জগাম
চাদর্শনমাদিকর্তা । ৫৩ । যন্তমুহূর্তাদিহ নামরূপং
তাবৎ প্রপশ্যামি জগত্তথৈব । দ্বীপৈঃ সমুদ্রৈরভি-
সংরুতং তি নক্ষত্রতারাদিবিমানকীর্ণম্ । ৫৪ । বিয়ৎ-
পয়োদগ্ৰহচক্রচিত্রং নানাবিধৈঃ প্রাণিগণৈরুতং চ ।
তাং বৈ ন পশ্যামি মহামুভাবাং গোকুপিণীং সর্বসুরে-

যজ্ঞ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণনিচয়, ওষধি ও ব্রহ্মসমূহ সমুৎ-
পন্ন হইল। তিনি মন দ্বারা স্বাবর জগন্মাত্মক
সমস্ত জগৎ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ
এবং কৌট পিপীলিকাদি জগতের যাবতীয় জীব
সৃজন করিলেন; এইরূপে ক্ষণকাল মধ্যে মহেশের
মন হইতে সহসা অনেকবিধ জীব সমুদ্ভূত হইল।
সমুদ্রতেজা অব্যায়াক্ষা মহেশ তাঁহার যে অষ্টমূর্তির
সাহায্যে এই জীব-জগৎ সৃজন করিয়াছিলেন,
অনন্তর তিনি পুনরায় সেই অষ্টমূর্তিতে আবিষ্ট
হইয়া লীলা বিস্তার করিতে লাগিলেন। আমি
যৎকালে শূলীর এই লীলা সকল অবলোকন
করিতেছিলাম, তখন আমার সমক্ষে বিপ্রগণ
প্রাক্তভূত হইলেন। হে রাজন! যেমন সেই
দ্বিজগণের সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইল, অমনিই
জগতের বিধাতা সর্বদর্শী সর্বগ আদিকর্তা দেব-
দেব মুহূর্ত মধ্যে স্বীয় লীলা শেষ করিয়া অদর্শন
হইলেন। অনন্তর আমি যেমন সেই 'দ্বিজগণ-
সমীপে বিভূর নাম রূপ বর্ণন করিলাম, সেই মুহূর্তে
অমনিই দ্বীপ ও সমুদ্র-পরিবৃত সমস্ত জগৎ আমার
দৃষ্টিগোচর হইল। আমি নক্ষত্রতারা সমাকীর্ণ
আকাশ সন্দর্শন করিলাম নানাবিধ প্রাণী ও
গ্রহচক্র-চিত্রিত অনধরপরিবৃত আকাশ জগতের
শুভমা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। আমি সকলই
দেখিলাম, কিন্তু সেই মহামুভবা সুরনিকরেশ্বরী গো-
কুপিণী দেবীকে দর্শন করিলাম না। হে রাজন।

স্বরীঃ চ । ৫৫ । ক সাম্প্রতং সেতি বিচিন্ত্য রাজন
বিভ্রাস্তচিত্তস্তবঃ তদৈব । দিশো বিভাগানব-
লোকয়ান স্বতে পুনস্তাং কথমীশরাজীম্ । ৫৬ ।
পশ্যামি তামত্র পুনশ্চ শুভ্রাং মহাত্রনীলাং শুচিশুভ্র-
তোয়াম্ । বৃক্ষৈরনৈকৈরুপশোভিতাঙ্গীং গজৈ-
শ্চরৈর্বিহগৈর্বতাং চ । ৫৭ । যথা পুরা ভীরমুপেতা
দেব্যাঃ সমাস্থিতশ্চাপ্যমরকটে তু । তথৈব
পশ্যামি সুখোপবিষ্টে আত্মানমব্যগ্রমবাগ্তসৌখ্যম্ ।
৫৮ । তথৈব পুণ্যামলতোয়বাহাং দৃষ্ট্বা পুনঃ কল্পপরি-
ক্ষয়েহপি । অহামিবার্ধ্যামমুক্ষম্পমানামক্ষীণতোয়াং
বিক্রজাং বিশোকঃ । ৫৯ । এবং মহৎপুণ্যতমং চ
কল্পং পঠন্তি শৃণ্বন্তি চ যে দ্বিজেন্দ্রাঃ । মহাবরাহস্ত
মহেশ্বরস্ত দিনেদিনে তে বিমলা ভবন্তি । ৬০ ।
অশুভশতসহস্রং তে বিধুয় প্রপন্নান্নিদিবমমরকুটং
সিদ্ধগন্ধর্বযুক্তম্ । বিমলশশিনিভাভিঃ সর্ব
এবাপরোভিঃ সহ বিবিধবিনাটৈঃ স্বর্গসৌখ্যং
লভন্তে । ৬১ ।

ইতি শ্রীকান্দে বারাহকল্পবৃতাংস্তবর্ণনঃ

নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ । ১৯ ।

গোকুপিণী দেবী সম্প্রতি কোন স্থানে অবস্থান
করিতেছেন, এই চিন্তায় আমার চিত্ত তখন বিভ্রান্ত
হইল। আমি কিরূপে পুনরায় সেই ঈশ্বরশরীরোৎ-
পন্ন গোকুপিণী প্রকৃতির দর্শন লাভ করিব,
এইরূপ ভাবিয়া সকলদিক্ অবলোকন করিতে
লাগিলাম। আমি উৎকর্ষার সহিত দিক্‌সকল
অবলোকন করিতেছি, সহসা সেই শুচিশুভ্রতোয়া
মহা মেঘবৎ নীলজলা শুভ্রা নর্মদা দেবীকে দর্শন
করিলাম, আরও দেখিলাম,—অনেক তরুরাজি
দ্বারা তাঁহার তীর উপশোভিত হইতেছে, গজ-
তুরঙ্গমগণ তাঁহার তীরভূমে বিচরণ ও বিহগগণ
জলমধ্যে লীলা-বিহার করিতেছে। আমি পূর্বে
কল্পক্ষয়কালে যে রূপ নর্মদাতীরে ও অমরকটকে
সুখোপবিষ্টে দেবেশকে দর্শন করিয়াছিলাম; অদ্যও
তরূপ সুখসমাবিষ্টে সৌখ্যপ্রাপ্ত অব্যয় আত্মার দর্শন-
লাভ করিলাম; দেখিলাম,—অমলজলা পুণ্যতমা
দেবীও তথায় বিদ্যমান। অনন্তর আমি আর্ধ্যা
জননীরা ত্রায় অক্ষীণনীরা রোগহারিণী অমুক্ষ-
মানা সেই নর্মদাদেবীর দর্শন লাভ করিয়া বিগত-
শোক হইলাম। হে রাজন! যে দ্বিজগণ মহে-
শ্বর মহাবরাহের এই পুণ্যতম কল্পমাহাত্ম্য পাঠ
করেন, দিনে দিনে তাঁহারা বিমল হন। তাঁহাদের

বিংশোঃধ্যায়ঃ

যুধিষ্ঠির উবাচ। শ্রুত্বো মে বিবিধা ধর্ম্মাঃ
সংহারস্বপ্নপ্রসাদতঃ। কৃত্বা দেবেন সর্বেণ যে চ
দৃষ্টোহুয়ানঘ। ১। সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি প্রভাবং
শর্কধ্বনঃ। ত্বয়ানুভূতং বিপ্রেন্দ্র তন্মে ত্বং
বজ্রমর্হসি। ২। শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। অতঃ পরং
প্রবক্ষ্যামি প্রজাসংহারলক্ষণম্। যচ্চিহ্নং দৃশ্যতে
তত্র যথা কল্পো বিধীয়তে। ৩। উৎপাতাঃ
সনির্ঘাতা ভূমিকম্পস্তথৈব চ। পততে পাংশুবর্ষং
চ নির্ঘোষশ্চৈব দাক্ষণঃ। ৪। যক্ষকিরণরগন্ধর্বাঃ
পিশাচোরগরাক্ষসাঃ। সর্কে তে প্রলয়ং যান্তি
যুগান্তে সমুপস্থিতে। ৫। পর্বতাঃ সাগরা নদাঃ
সরাংসি বিবিধানি চ। বৃক্ষাঃ শোণাঃ সমায়াস্তি
বল্লীজাতং তৃণানি চ। ৬। এবং হি ব্যাকুলোভূতৈঃ
সকৌষধিজলোজ্জ্বলিতৈঃ। কাষ্ঠভূতে তু সপ্লাতে

শত সহস্র অশ্বত বিদূরিত হয় এবং তাঁহারা নির্মূল
শশিনিত অপ্সরোগণ সহ বিবিধ বিলাস-সৌখ্য
উপভোগ করত দেব, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বযুক্ত বিদশা-
লয়ে বাস করিয়া থাকেন। ৪৭—৫১।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিলেন,—হে অনঘ! আপনার
প্রসাদে আমি বহুদিন ধর্ম্ম শ্রবণ করিলাম; দেব
ঈশান যেরূপে জগৎ সংহার করিয়াছিলেন, আপনি
তৎসমস্ত দর্শন করিয়াছেন, আমি সে সকলও
আপনার নিকট বিদিত হইলাম। হে বিপ্রবর!
সম্প্রতি শর্কধ্বার প্রভাব শ্রবণে আমার অভিনাব
হইতেছে, আপান তাঁহার প্রভাব বিদিত আছেন,
অতএব তৎসমস্ত বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় উত্তর
করিলেন,—হে রাজন! যেরূপে বহু বিদিত হয়
এবং বহুকালে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া
থাকে, অতঃপর সেই প্রজাসংহারবিবরণ বর্ণন
করিতেছি। যুগান্তকালে সশর উৎপাত, ভূমি
বম্প, ধূলিদৃষ্টি ও দাক্ষণ অশনিধ্বনি হইয়া থাকে;
তখন যক্ষ, কিরণ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষস
সকলেই বিনষ্ট এবং বিবিধ পক্ষত, সাগর, নদী,
সরোবর, তরু, লতা ও তৃণনিচয় শুষ্ক হইয়া যায়।
অনন্তর সর্ববিধ ওষধি বিনষ্ট হইলে জগৎ ব্যাকু-

ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ৭ ॥ যাবৎ পশ্চামি মধ্যাহ্নে
গ্নানকাল উপস্থিতে। ত্রৈলোক্যং জলনাকারং
হুর্নিরীক্ষ্যং দূরাসদম্। ৮ ॥ দ্বৌ সূর্য্যৌ পূর্ব্বতস্তাত
পশ্চিমোত্তরয়োস্তথা। তথৈব দক্ষিণে দ্বৌ চ সূর্য্যৌ
দৃষ্টৌ প্রতাপিনৌ। ৯ ॥ দ্বৌ সূর্য্যৌ নাগলোকস্থৌ
মধ্যে দ্বৌ গগনস্ত চ। ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যা-
স্তপন্তে সর্ব্বতো দিশম্। ১০ ॥ পৃথিবীমদহন
সর্বাং সশৈলবনকাননাম্। নাদম্ব্যং দৃশ্যতে
কিকিদ্ধতে দেবাং চ মাং তথা। ১১ ॥ পৃথিব্যাং
দহমানায়াং হবির্গন্ধস্ত জায়তে। ততো মে শুষ্যতে
গাত্রং ত্বাপ্যেবং দূরাসদা। ১২ ॥ ন হি বিন্দ্যামি
পানীয়ং শোষিতং চ দিবাকরৈঃ। যাবৎকমণ্ডলুঃ
বাক্ষে শুষ্কঃ তত্রাপি তজ্জলম্। ১৩ ॥ ততোহহং
শোকসন্তপ্তো বিশেষাৎ ক্ষুত্বাদিতঃ। উৎপপাত
ক্ষিতিকঙ্কঃ পশ্চমানো দিবঃ প্রতি। ১৪ ॥ তাবৎ
পশ্চামি গগনে গৃহং শৃঙ্গারভূষিতম্। ততস্তজ্জাতু-
কামোহহং প্রস্থিতো রাজসত্তম। ১৫ ॥ প্রাকারেণ
বিচিত্রেণ কপাটাংগলভূষিতম্। বিচিত্রশিখরোপেতং

লিত ও সচরাচর ত্রিলোক কাষ্ঠবৎ রনহীন হয়।
তখন মগপ্রতাপ দ্বাদশ আদিত্য উদিত হন। এই
দ্বাদশ আদিত্য দুইটি পূর্ব্বদিকে, দুইটি পশ্চিমে, দুইটি
উত্তরে, দুইটি দক্ষিণে, দুইটি নাগলোকে এবং
দুইটি মধ্যগগনে থাকিয়া সাতত্র তাপ প্রদান
করিতে থাকেন। হে ভাহ! এই সময় আমি
মধ্যাহ্নগ্নানার্গ বহির্গত হইয়া দেখিলাম,—ত্রিলোক
অনলের আকার ধারণ করায় হুর্নিরীক্ষ্য ও দূরাসদ
হইয়াছে। তৎকালে শৈল ও বন কানন সকলই
দহ হইয়াছিল, কিন্তু আমি ও রেবা দহ হই নাই।
পৃথিবী দহমানা হইলে হবির্গন্ধ নির্গত হইল। সেই
গন্ধে আমার শরীর শুষ্ক হইল ও দূরপনেষ পিপাসা
জন্মিল; তখন দিবাকর জল শোষণ করিয়াছেন।
আমি পানীয় প্রাপ্ত হইলাম না। অনন্তর কমণ্ডলুর
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, কমণ্ডলুর জলও
শুক হইয়া গিয়াছে। ১—১৩। তদনন্তর আমি ক্ষুধা-
তৃষ্ণাকাতর ও শোকসন্তপ্ত হইয়া আকাশের দিকে
দৃষ্টিপাত করত যেমন ক্ষিতিতল হইতে উল্কে উথিত
হইলাম, অমনই গগনে বিবিধ-বেশে বিভূষিত এক-
গাংগ গৃহ দর্শন করিলাম। হে রাজসত্তম! অনন্তর
গগন স্থিত গৃহের বিষয় জ্ঞানিবার জন্য গৃহের দ্বার-
দেশে উপনীত হইয়া দেখিলাম,—এই গৃহ বিচিত্র
প্রাকারে বেষ্টিত, কপাট ও অংগলশোভিত এবং

দারদেশমুপাগতঃ । ১৬ । নভনীতিসহস্রাণি
যোজনানাং সমুচ্ছয়ে । তদর্কঃ তু পৃথক্ কাকনঃ
রত্নভূষিতম্ । ১৭ । তত্র মধ্যে পরাং শয্যাং
পশ্যামি নৃপসত্তম । শয্যোপরি শয়ানং তু পুরুষং
দিব্যমূর্দ্ধজম্ । ১৮ । বিকুণ্ঠিতাগ্রকেশান্তঃ সমস্তঃ
যোজনায়তম্ । মুকুটেন বিচিত্রেণ দোষ্টিকান্তেন
শোভিতম্ । ১৯ । শ্রামঃ কমলপত্রাভঃ সুপ্রভঃ চ
সুনাসিকম্ । সিংহাস্তমায়তভূজঃ গল্পশঙ্কবরাঙ্কিতম্ ।
২০ । ত্রিবলীভঙ্গমুভগঃ কর্ণকুণ্ডলভূষিতম্ ।
বিশালাভঃ সুপীনাঙ্গঃ পার্শ্বাবর্তভূষিতম্ । ২১ ।
শোভিতঃ কোটিভাগেন বিভক্তঃ জাহ্নুজঙ্ঘয়োঃ ।
পদ্মাক্ষিততলঃ দেবমাতামগুনগান্ধিনম্ । ২২ ।
মেঘনাদসুগম্ভীরঃ সর্ষাবয়বসুন্দরম্ । শয্যামধ্য-
গতঃ দেবমপশ্যঃ পুরুষোত্তমম্ । ২৩ । শঙ্খচক্ৰ-
গদাপাণিঃ শয়ানং দক্ষিণেন তু । অক্ষসুত্রোদাত-
করঃ সূর্যাস্থিতনমপ্রভম্ । ২৪ । তং দৃষ্ট্বা ভক্তি-
মান দেবং স্তোতুকামো ব্যবস্থিতঃ । জয়েশ জয়
বাগীশ জয় দিব্যাস্তমসম্ । ২৫ । জয় দেবপতে

মনোহর শিখরসমগিত, গৃহের উচ্চতা নভ-
নীতি সহস্র যোজন। ইহার অর্দ্ধভাগ অর্গাৎ
বিচিৎকারিশব্দ সহস্র যোজন স্থান পৃথক পৃথক কাকন
ও রত্ন দ্বারা বিভূষিত। হে নৃপসত্তম! গৃহ মধ্যে
একটি মনোরম শয্যা দর্শন করিলাম। সেই শয্যায়
পুরুষ এক পুরুষবৎ শয়ান রহিয়াছেন; তাঁহার
কেশাগ্র কুণ্ঠিত ও শয়নগৃহ যোজন পরিমাণ
আয়ত, সেই সুপুরুষের শিরোদেশে পদৌপকান্ঠি
মনোহর মুকুট শোভিত হইয়াছে। তাঁহার বর্ণ--
পদ্মপত্রের আয় শ্রাম সুপ্রভ। তিনি সুনাসিক।
তাঁহার আসা সিংহের আয়, ভূজ বিশাল এবং
শঙ্খ দীর্ঘ মনোজ্ঞ ও লক্ষ্যমান; তদীয় বিশাল
স্থূল দেহ ত্রিভঙ্গভঙ্গিমায় সুভগ; কর্ণ কুণ্ডলমণ্ডিত
ও পার্শ্বদেশ আবর্তভূষিত; তাঁহার জাহ্নুজঙ্ঘা
সুবিভক্ত, কটীতটে কণ, পদতল কমলাঙ্কিত,
অঙ্গুলির নখরনিকর ঈষৎ তাম্রাভ; সর্ষাবয়ব-
সুন্দর সেই পুরুষোত্তম মেঘনাদের আয় সুগম্ভীর।
তাঁহার করে শঙ্খ, চক্র ও গদা বিদ্যমান। তিনি
দক্ষিণ-পার্শ্বে শয়ান ও করে অক্ষসুত্র ধারণ
করিয়াছেন। সেই অযুতসূর্য্য-সদৃশ শোভা-
বিশিষ্ট পুরুষোত্তমকে শয্যায় শয়ান দর্শন করিয়া
আমি তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হইয়া স্তব
করিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—হে ঐশ!

শ্রীমন্ সাক্ষাদব্রহ্ম সনাতন। তব লোকাঃ শরীবস্থা-
স্বঃ গতিঃ পরমেশ্বরঃ । ২৬ । ইদানীং হি দেবেশ ।
সর্বৈ লোকা বাবস্থিতাঃ । অং শ্রেষ্ঠঃ সর্বসত্ত্বানাং
অং কর্তা ধরনীধরঃ । ২৭ । স্বঃ হোত্রমগ্নিহোত্রাণাং
সূত্রমহম্ভমেব চ । গোকর্ণঃ ভদ্রকর্ণক স্বঃ চ
মাহেশ্বরঃ পদম্ । ২৮ । অং কীর্তিঃ সর্বকৌত্বানাং
দৈন্ত্যপাপপ্রণাশিনী । অং নৈমিসং কুরুক্ষেত্রং অং
চ বিষ্ণুপদং পরম্ । ২৯ । ইয়া তু লীলায়া দেব
পদাক্রান্তা চ মেদিনী । ইয়া বন্ধো বলির্দেব ইয়ে-
লক্ষ্য পদং কৃতম্ । ৩০ । অং কলির্দাপরং দেব
ত্রোতা কৃতযুগং তথা । প্রলদদমনচ্চ অং অষ্টা অং
চ বিনাশকৃৎ । ৩১ । অয়া বৈ ধার্যাতে লোকাস্বঃ
কালঃ সর্বসঙ্কয়ঃ । অয়া হি দেব সৃষ্টাস্তাঃ সর্ষা
বৈ দেবযোনিধঃ । ৩২ । অং পশাঃ সর্বলোকানাং
অং চ মোক্ষঃ পরা গতিঃ । বক্ষা ইহুদ্বো দেবো
রজোকপঃ সনাতনঃ । কদঃ কোধোদ্বোহপোবঃ
অং চ মধ্যে বাবস্থিতঃ । ৩৩ । এতচ্চরাচরং দেব

আপনি জয়যুক্ত হউন, হে বাগীশ! আপনার
দেহ দিব্যভূষণে ভূষিত, আপনার জয় হউক।
হে সুব্রাহ্মণ। আপনি সাক্ষাৎ সনাতন ব্রহ্ম, হে
শ্রীমন্। আপনি জয়যুক্ত হউন, হে পরমেশ।
লোক সকল আপনারই দেহে বিদ্যমান; আপনিই
গতি। হে দেবেশ! আপনি নিখিল লোকের
আধাররূপে বিরাজ করেন। আপনি প্লাণিনিচয়ের
মতো শ্রেষ্ঠ। আপনি কর্তা ও ধরনীধর। আপনিই
অগ্নিহোত্রাদিগের হোত্র, আপনিই সূত্র ও গোকর্ণ,
ভদ্রকর্ণ এবং মাহেশ্বর প্রভৃতি মম; দৈন্ত্য ও
পাপনাশিনী কীর্তিমধ্যে আপনিই উত্তমা
কীর্তি। নৈমিস, কুরুক্ষেত্র ও পরম বিষ্ণুপদও
আপনি। হে দেব! লীলাবশে মেদিনী আপনার
পদদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে এবং আপনারই
পদদ্বারা বলি বন্ধ রহিয়াছে আর আপনি ইন্দের
পদ প্রদান করিয়াছেন। হে দেব! আপনি সত্য,
ত্রোতা, দাপর ও কলিরূপী, প্রলদনিবৃদ্ধন, অষ্টা
ও বিনাশকারী। ২৬—৩১। আপনিই অখিল লোক
ধারণ করিয়াছেন, এবং আপনিই সর্বলোকক্ষয়কর
কাল। হে দেব! দেবযোনিগণ আপনা হইতে
জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আপনি সর্বভূতের পশা,
মোক্ষ ও গতি; রজোকপী সনাতন ব্রহ্মা আপনার
দেহ হইতে উদ্ভূত। আপনার কোধ হইতে
কদ প্রাভূত হইয়াছেন, এবং আপনিই সর্বরূপে

কৌড়নার্থঃ স্বয়া কৃতম্ । এবং সন্তপ্তদেহেন ভূতো
দেবো ময়া প্রভুঃ । ৩৪ । ভক্ত্যা পরময়া রাজন
সর্বভূতপতিঃ প্রভুঃ । ভবন বৈ তত্র পশ্চামি বারি-
পূর্ণাঃ স্ততো ঘটান্ । ৩৫ । ততো ময়া বিমূঢ়া যা
ত্বা সা বর্জিতা পুনঃ । উপাসর্গং ততস্তত্র পার্থঃ
বৈ পুরুষস্ত হি । ৩৬ । পানীয়ং পাতৃকামেন
চিস্তিতং চ ময়া পুনঃ । নাপশ্চত হি মাং চৈব স্পৃষ্টো-
হপি ন চ বৃধ্যতে । ৩৭ । যন্ত পাপেন সম্মুঢ়ঃ
সুখং স্পৃষ্টং প্রবোধয়েৎ । জায়তে তস্ত পাপস্ত
ব্রহ্মহত্যাফলং মহৎ । ৩৮ । এবং সঞ্চিস্তমানে তু
ষিতীয়ো হাগতঃ পুমান্ । নেক্ষতে জল্পতে কিঞ্চি-
দামনক্কে যুগাজিনী । ৩৯ । জটী কমণ্ডলুধরো
দণ্ডী মেখলয়া বৃতঃ । ভস্মোন্মদিতসর্বাঙ্গে
মহাতেজাঙ্গিলোচনঃ । ৪০ । যাবন্তং স্তোতুকামো-
হমপশ্চাৎ স্বচ্ছচক্ষুযা । তাবৎসর্বাঙ্গসমুত্থা মহত্যা
রূপসম্পদা । ৪১ । অপশ্চাৎ সংবৃত্তাঃ নারীঃ
সর্বাভরণভূষিতাম্ । দৃষ্ট্বা তাং পতিতো ভূমৌ

ব্যবহিত হইয়া বিষ্ণুবিগ্রহ প্রকটিত করিয়া থাকেন ।
হে দেব ! আপনি ক্রৌড়া করিবার জন্য এই
চরাচর জগৎ সৃজন করিয়াছেন । হে রাজন ।
পরম ভক্তিবৃত্ত হইয়া আমি সন্তপ্তদেহে এইরূপে
সেই বিষ্ণু সর্বভূতপতি পুরুষোত্তমের স্তব করি-
লাম । অনন্তর স্তব করিতে করিতে দেখিলাম—
সেই স্থানে জলপূর্ণ অনেক ঘট রহিয়াছে । স্তব-
কালে আমি তৃষ্ণা বিমূঢ় হইয়াছিলাম, এক্ষণে
তাহা পুনরায় বর্জিত হইল । অনন্তর আমি
পানীয় পানকামনায় সেই পুরুষবরের পার্শ্বদেশে
উপনীত হইলাম । পুনরায় ভাবিলাম,—যে মূঢ়
মানব সুখসুপ্ত ব্যক্তিকে প্রবোধিত করে, সেই
পাপাচারীর ব্রহ্মহত্যাফল লাভ হয় ; অতএব
আমি এমনভাবে এই পুরুষবরের সমীপে গমন
করিব, যেন ইনি আমাকে দর্শন করিয়া জাগরিত
না হন । আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি, ইত্যব-
সরে অপর একটা পুরুষ তথায় আগমন করিলেন ।
তিনি জটীধারী, কমণ্ডলুকর, দণ্ডী ও মেখলাবৃত্ত ;
কঁহার বাম ক্কে যুগাজিন বিরাজিত ; সর্বাঙ্গীর
ভস্ম ভূষিত । তিনি মহাতেজা ও ত্রিলোচন ।
কঁহার মুখে বাক্য নাই বা তিনি কোনদিকে
দৃষ্টিপাতও করিলেন না । অনন্তর আমি যেমন
কঁহার স্তব করিতে উদ্যত হইলাম, অমনি নির্মল-
লোচনে দর্শন করিলাম—তিনি নারীমূর্তি ধারণ

জয়ন্তেতি ক্রবন্ততঃ । ৪২ । জয় কজাঙ্গসমুত্থে
জয় ব্রাহ্মি সনাতনি । জয় কোমারি মাহেলি
বৈষ্ণবি বাক্ণি তথা । ৪৩ । জয় কোবেরি সাবিজি
জয় ধাত্রি বরাননে । তৃষ্ণা তপ্তদেহস্ত রক্ষাং
কুরু চরাচরে । ৪৪ । শ্রীদেবুবাচ । প্রসন্ন
বিপ্রশার্দ্দূল তব বাক্যৈঃ স্পৃশোভনৈঃ । বর্ততে
মানসে যন্তে ময়া জাতং দ্বিজোত্তম । ৪৫ । শৃণু
বিপ্র মমাপ্যস্মি ব্রতমেতৎ সুদারুণম্ । শ্রীলঘুত্বা-
ন্যায়রক্ষং হৃদয়ং মন্দমেধয়া । ৪৬ । যদি ভাবী চ
মে পুত্রো ধর্ম্মিষ্ঠো লোকবিজ্ঞতঃ । বিপ্রস্ত তু স্তনং
দধা পশ্চাদাস্তামি বালকে । ৪৭ । স মে পুত্রঃ
সমুৎপন্নো যথোক্তো মে মহামুনে । স্তনং পিব
ত্বং বিপ্রেন্দ্র যদি জীবিতুমিচ্ছসি । ৪৮ ।
শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । অকার্য্যমেতদ্বিপ্রাণাং যস্মিন
পিবতে স্তনম্ । পুনশ্চৈবোপনয়নং ব্রতসিদ্ধিং ন
গচ্ছতি । ৪৯ । ব্রাহ্মণস্বং ত্রিভিলোকৈর্হর্ষভং

করিয়াছেন । সেই নারীমূর্তি বিভূতিভূষণা
তিনি মহা রূপসম্পদে আবৃত এবং কঁহার সর্বাঙ্গ
সর্বাভরণভূষিত । আমি কঁহাকে দেখিয়া
জয়শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক ভূপতিত হইলাম এবং
বলিলাম,—হে ব্রাহ্মি ! আপনি ক্রুদ্ধদেহসমুদ্-
ভূতা, আপনার জয় হউক । হে সনাতনি !
আপনি কোমারী, মাহেলী, বৈষ্ণবী, বাক্ণী,
কোবেরী, সাবিজী ও ধাত্রী । হে বরাননে !
আপনার জয় হউক । হে চরাচরে ! তৃষ্ণায়
আমার দেহ উত্তপ্ত, আমাকে রক্ষা করুন । দেবী
বলিলেন,—হে দ্বিজশার্দ্দূল ! তোমার মনোজ্ঞ
বাক্যে আমি শ্রীত হইয়াছি, হে দ্বিজোত্তম !
তোমার হৃদয়গত অভিপ্রায়ও আমি জানিতে
পারিয়াছি । হে বিপ্র ! শ্রবণ কর । আমি নারী,
আমার বুদ্ধিও অল্প ; আমি স্রীজনমূলভ চাকলা-
বশত এক সুহৃদর ব্রত ধারণ করিয়াছি ; আমার
অভিলাষ—যদি আমি লোকবিখ্যাত ধার্ম্মিক পুত্র
লাভ করিতে পারি, তবে প্রথমে বিপ্রকে স্তম্ভদান
করিয়া পশ্চাৎ বালককে স্তম্ভ দান করিব । হে
মুনীশ্বর ! আমি যেক্রপ কামনা করিয়াছিলাম,
আমার তজ্জপ পুত্রই জন্মিয়াছে । হে দ্বিজবর !
যদি জীবন ধারণে বাসনা থাকে তবে আমার
স্তম্ভ পান কর । ৩২—৪৮ । মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,
—উপনয়নের পর দ্বিজগণের স্তম্ভপান করা কর্তব্য
নহে ; কেননা তাহাতে উপনয়নব্রত সিদ্ধ হয়

পদ্বলোচনে । সংস্কারৈঃ সংস্কৃতো বিপ্রো যৈশ্চ
জায়েত তচ্ছ্রু ॥ ৫০ ॥ প্রথমং চৈব নারীষু
সংস্কারৈর্বীজবাপনম্ । বীজপ্রক্ষেপণাদেব বীজক্ষেপঃ
স উচ্যতে ॥ ৫১ ॥ তদন্তে চ মহাভাগে গর্ভাধানঃ
দ্বিতীয়কম্ । পুংসবনং তৃতীয়ং তু সৌমন্তঃ চ
চতুর্থকম্ ॥ ৫২ ॥ পঞ্চমং জাতকর্ম্ম স্ত্রীণাম বৈ
ষষ্ঠমুচ্যতে । নিষ্ক্রমঃ সপ্তমশ্চৈব হরপ্রাশনমষ্টমম্ ॥
৫৩ ॥ নবমং বৈ চূড়কর্ম্ম দশমং মৌলিবন্ধনম্ ।
ঐমিকং দার্ষিকং চৈব সৌমিকং ভৌমিকং তথা ॥
৫৪ ॥ পত্নীসংযোজনং চাত্তদৈবকর্ম্ম ততঃ পরম্ ।
মানুষ্যং পিতৃকর্ম্ম স্ত্রীদশমাষ্টানু শোভনে ॥ ৫৫ ॥
ভূতং ভব্যং তথেষ্টং চ পার্শ্বণং চ ততঃ পরম্ ॥
৫৬ ॥ শ্রাদ্ধ শ্রাবণ্যমাগ্নয়ণং চ চৈত্রাশ্বযুজ্যাং
দশপৌর্ণমাস্তাম্ । নিরুচপশুসবনসৌত্রামণ্যগ্নিষ্টো-
মাত্যগ্নিষ্টোমাঃ ॥ ৫৭ ॥ যোড়শীবাজপেয়াতিরাজাশ্রো-
ধামো দশবাজপেয়াঃ । সর্বভূতেষু কাস্তিরননুয়া
শৌচমঙ্গলমকার্ণ্যমস্পৃহেতি ॥ ৫৮ ॥ এতিরষ্টে-
চহারিংশস্তিঃ সংস্কারৈঃ সংস্কৃতো ব্রাহ্মণো ভবতি ॥
৫৯ ॥ এবং জ্ঞাত্বা মহাভাগে ন তু মাং পাতুমহসি ।

না । হে কমললোচনে ! ব্রাহ্মণত্ব ত্রিলোককুলত ।
একপে কুরুপ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া বিপ্র হ
লাভ হয় শ্রবণ কর । সংস্কার সহকারে প্রথমে
পত্নীতে বীজবাপন, বীজ প্রক্ষেপণ হেতু ইহাকে
বীজক্ষেপ কহে ; হে মহাভাগে ! তদনন্তর
দ্বিতীয় গর্ভাধান, তৃতীয় পুংসবন, চতুর্থ সৌমন্তো-
ন্নয়ন, পঞ্চম জাতকর্ম্ম, ষষ্ঠ নামকরণ, সপ্তম
নিষ্ক্রমণ, অষ্টম অন্নপ্রাশন, নবম চূড়াকর্ম্ম এবং দশম
মৌলীবন্ধন । অতঃপর ঐমিক, দার্ষিক, সৌমিক,
ভৌমিক, পত্নীসংযোজন অর্থাৎ বিবাহ ; তদনন্তর
দৈব, মানুষ ও পিতৃকর্ম্ম এই আটটি লইয়া অষ্টাদশ
কর্ম্ম দ্বিজগণের কর্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে ।
হে শোভনে ! অনন্তর আরও অনেক ক্রিয়া
বিহিত হইয়াছে, যথা—ভূত ভব্য ও ইষ্ট ;
শ্রাবণ অগ্নিশ্রবণ, চৈত্র ও আশ্বিন মাসের অমাবস্তা-
পূর্ণিমায় পার্শ্বণ শ্রাদ্ধ ; নিরুচ পশুসবন, সৌত্রামণি,
অগ্নিষ্টোম, অত্যাগ্নিষ্টোম, যোড়শী, বাজপেয়,
অতিরাজ, আশ্রু ও দশবিধ বাজপেয় ; সর্বভূতে
কাস্তি, অননুয়া, শৌচ, মঙ্গল, অকার্ণ্য ও
অস্পৃহা এই অষ্টচহারিংশং সংস্কারে সংস্কৃত
হইয়া ব্রাহ্মণ হইতে হয় । হে মহাভাগে ! এই

শিওপেয়ং স্তনং ভদ্রে কথং বৈ মদ্বিধঃ পিবেৎ ॥ ৬০ ॥
মমৈতদ্বচনং শ্রুত্বা নারী বচনমববীৎ ॥ ৬১ ॥
যদি ত্বং ন পিবেঃ স্তন্যং পয়ো বালো মরিশ্যতি ।
শ্রয়তে ত্রিষু লোকেষু বেদেষু চ স্মৃতিষুপি ।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো লুণহত্যা ন মুঞ্চতি ॥ ৬২ ॥
ভবিত্বী তব হত্যা চ মহাভাগবতঃ পুনঃ । জন্মানি
চ শতান্তষ্টৌ ক্রিষ্টতে লুণহত্যায়া ॥ ৬৩ ॥ যতঃ
স্তনস্বঃ চাপ্রোতি বর্ষণাঃ তু শতত্রয়ম্ । ততস্তস্মৈ
কয়ে জাতে কাকযোনিং ব্রজেৎ পুনঃ ॥ ৬৪ ॥
তত্রাপি চ শতান্তষ্টৌ ক্রিষ্টতে পাপকর্ম্মণি । বরাহো
দশ জন্মানি তদন্তে জায়তে কুমিঃ ॥ ৬৫ ॥
ততশ্চারোহিণীঃ প্রাপ্য গোগজাশ্বনৃজয়ভাক্ ।
শ্রয়তে স্মৃতিশাস্ত্রেষু বেদেষু চ পরস্তপ ॥ ৬৬ ॥
সর্বপাপাধিকং পাপং বালহত্যা দ্বিজোত্তম ।
বালহত্যাযুক্তো বিপ্রঃ পচ্যতে নরকে এবম্ ॥ ৬৭ ॥
বর্ষণি চ শতান্তষ্টৌ প্রাপ্রোতি যমযাতনাম্ ।
তস্মাদল্পভরো দোষঃ পিবতো মে স্তনং তব ॥

সকল বিদিত হইয়া আমাকে আপনার স্তন্যপান
করান কর্তব্য নহে । হে ভদ্রে ! স্তন্য শিওপেয়,
আমার মত ব্যক্তি তাহা কিরূপে পান করিবে ?
হে রাজন্ ! এবংবিধ বাক্য শ্রবণে নারী আমাকে
সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—যদি তুমি আমার
স্তন্যদ্বন্দ্ব পান না কর, তবে বালক অবশ্যই
মরিয়া যাইবে ; আমি শুনিয়াছি, বেদ ও স্মৃতি
বলেন,—ত্রিলোকে মানব সর্ববিধ পাতক হইতেই
মুক্তিলাভ করে ; লুণহত্যাকারীর মুক্তি নাই ।
মুনে ! তুমি মহাভাগবত, ইহাতে ত তোমার
লুণহত্যার পাতক হইবে ? লুণহত্যাতী মানব
অষ্টশত জন্ম ক্রিষ্ট হয়, দেহাবসানে তিনশত
বৎসর শূন্তে বাস করে ; অনন্তর শূন্তবাসের
অবসান হইলে বায়সযোনি ভোগ, এই বায়স-
যোনিতেও অষ্টশত বৎসর ক্রেশ সহকারে ভ্রমণ
করিয়া তারপর দশজন্ম বরাহশরীর লাভ করে ।
তারপর কুমি, তদনন্তর ক্রমোন্নতি সহকারে গো,
গজ, অশ্ব এবং তারপর নরজন্ম লাভ করিয়া থাকে ।
হে পরস্তপ ! বেদাদি শাস্ত্র হইতে ইহাই বিদিত
হইয়াছি যে, নিখিল পাপ হইতে লুণহত্যাই শ্রেষ্ঠ
পাপ ; হে দ্বিজোত্তম ! বালঘাতী বিপ্র ঘোর নরকে
পতিত হয় । লুণহত্যাতী অষ্টশতবৎসর যমযাতনা
ভোগ করে । ইহা হইতে স্তন্যপান অল্পতর পাপ,
অতএব তুমি আমার স্তন্যপান কর । ৬৯—৭৮ ।

৬৮। তথৈবাপিবতঃ পাপং জায়তে বভূবর্গিবম্।
 ক্ষুধাত্ত্বাবিরামন্তে পুণ্যং চ পিবতঃ স্তনম্ ॥ ৬৯ ॥
 অতো ন চেতঃ সন্দিগ্ধঃ কৰ্ত্তব্যমিহ কৰ্ত্তব্যম্।
 এহি বিপ্র যথাকামং বালার্গে পিব মে স্তনম্
 ৭০ ॥ ততোহহং বচনং ব্রহ্মা স্তনং পাতুঃ সমুদাতঃ।
 ন চ তুষ্টিং বিজানামি পিবতঃ স্তনমদমম্ ॥ ৭১ ॥
 ত্রিংশদ্বর্ষসংস্রাণি ভারতৈবং শতানি চ। ততঃ
 প্রবুদ্ধোৎসঙ্গৈহহং মায়ানিদ্রাবিমোহিতঃ ॥ ৭২ ॥
 নিদ্রাবিগতমোহোহহং যাবৎপশ্যামি পাণ্ডব। তীবৎ
 স্তুপ্তং ন পশ্যামি ন চ তং বালকং বিভো ॥ ৭৩ ॥
 চতুরস্তাংশ্চ বৈ কুস্তান্ পশ্যামি যত্র পাতকং। ন চ
 পশ্যামি তাং দেবীং গতা বৈ কুস্তাচিচ্চ তে ॥ ৭৪ ॥
 এবং বিমুগ্ধমানস্ত চিত্তয়ানস্ত তিষ্ঠতঃ। দৈনন্দিনস্তয়া
 বাচা দেবী বচনমব্রবীৎ ॥ ৭৫ ॥ শ্রীদে। ১১৮। ব্রহ্মা
 স পুরুষঃ স্তুপ্তো দ্বিতীয়োহপ্যাগমোৎসবঃ। যে

একপক্ষেত্রে যদি তুমি আমার স্তন্যপান না কর,
 তবে বহুকাল পাপ ভোগ করিবে, আর স্তন্যপান
 করিলে তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্ষয় ও পুণ্য লাভ
 হইবে। অতএব এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করা
 তোমার কর্তব্য নহে। হে বিপ্র! আমার সমীপে
 আগমন করিয়া শিশুরক্ষার্থ যথেষ্ট স্তন্যপান কর।
 অনন্তর সেই নারীর বাক্যে আমি স্তন্যপানে
 উদ্যত হইলাম, হে ভারত! ত্রয়সিংশৎসহস্রবৎসর
 অতীত হইল স্তন্যের আশ্রয় ভুলিয়াছি; সে স্তন্য
 উত্তম হইলেও তাহা পান করিয়া আমার তৃষ্ণা
 হইল না। আমি ভঁহার কোড়ে মায়া নিদ্রায়
 অভিভূত হইলাম। অনন্তর ক্ষণকাল মধ্যে
 আমি জ্ঞানলাভ করিলাম, আমার নিদ্রা ও মোহ
 বিগত হইল। হে পাণ্ডব! আমি প্রবুদ্ধ হইলাম
 বটে; কিন্তু চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া সেই স্তুপ্ত
 পুরুষবর বা শিশু কাহাকেও দর্শন করিলাম না।
 হে ভারত! পুনরায় সেই বারিপূর্ণ কলসচতুষ্টিয়ই
 তথায় দর্শন করিলাম। সেই দেবীই বা কোন্
 স্থানে গমন করিলেন, ইহার কিছুই জানিতে
 পারিলাম না। আমি এই সকল বিষয় চিন্তা
 করিতে করিতে তথায় উপবিষ্ট হইলাম, আবার
 এক দেবী সহসা আমার দৃষ্টিপথে পতিতা
 হইয়া ঈশং সহস্র-আস্যে বলিতে লাগিলেন,
 —হে দ্বিজোত্তম! তুমি যে পুরুষকে শয়ান
 সন্দর্শন করিয়াছ, তিনি ব্রহ্মা; দ্বিতীয় যিনি
 সমাগত হইয়াছিলেন, তিনি হর, এই যে

চত্বারশ্চ তে কুস্তাঃ সমুদ্রান্তে দ্বিজোত্তম ॥ ৭৬ ॥ যশ্চ
 বালঃপ্রা দৃষ্টো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। অহং
 পৃথিবী জেয়া সপ্তদ্বীপা সপরিভা ॥ ৭৭ ॥ যা গতা
 ত্রাং পরিত্যজ্য ভূতলে স্প্রতিষ্ঠিতা। ইমাঞ্চ
 প্রেক্ষমে বিপ্র নশ্বদাং সরিতাং বরাম্ ॥ ৭৮ ॥ সর্ব-
 সৎপোকারায় বৃহতে পুণ্যলক্ষণা। রেবানদী তু
 বিখ্যাণা ন মৃত্যুভেন নশ্বদা ॥ ৭৯ ॥ এবং জ্ঞান্ভা
 শমং গচ্ছ স্বস্তো ভব মহামুনে। ইত্যুক্তা মাং তদা
 দেবী তত্রৈবাপ্তবদীযত ॥ ৮০ ॥ এবং হি শেতে
 ভগবান সগুপ্তঃ প্রলয়ে সদা। সর্বরূপো মহাদেবো
 যদাবারে জগৎস্থিতম্ ॥ ৮১ ॥ এবং ময়ানুভূতং তু
 গৃষ্টমাস্তদ্যমুদমম্। সর্বপাপহরং পুণ্যং কথিতং
 তে নরোত্তম ৮২ ॥ বিকোশচরিতমিত্যুক্তং যদ্বয়া
 পরিপূজিতম্। ভূয় এব মহাবাহো কিমন্তুচ্ছোভু-
 মিচ্ছাসি ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বারাহকল্পবৃক্ষান্তবর্ণনং নাম

বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

জলপূর্ণ কলসচতুষ্টিয় দেখিতেছি, ইহার সমুদ্র,
 আর যে বালককে অবলোকন করিয়াছি, তিনি
 লোকপিতামহ ব্রহ্মা। আমাকে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী
 বলিয়া বিদিতা হও। আমি সর্বত্র সর্বভাবে
 বিদ্যমান। হে দ্বিজ! যিনি তোমাকে পরিত্যাগ
 করিয়া গমন করিয়াছেন, তাঁহার নাম সরিষরা
 দেবী নশ্বদা। তিনি নিম্নলি প্রাণীর উপকার ও
 বৃদ্ধি কামনায় সম্প্রতি ভূতলে গমন করিয়াছেন।
 পুণ্যলক্ষণা বিখ্যাতা রেবা কদাচ মৃত্যু হন না;
 এই জন্তই তিনি নশ্বদা নামে আখ্যাতা হন।
 হে মহামুনে! এই সকল জানিয়া-ভানিয়া তুমি
 শান্ত সুষ হও। হে রাজন্! দেবী আমাকে
 এই কথা বলিয়া সেই স্থানে অস্তহিতা হইলেন।
 যে আধাররূপী মহাদেবের উপর গুপ্ত অবস্থিত,
 সেই সর্বসম্পন্ন ভগবান সবে অবস্থিত হইয়া
 প্রলয় কালে এইরূপেই শয়ন করিয়া থাকেন
 হে নরোত্তম! আমি যাহা দর্শন ও অনুভব
 করিয়াছি, তাহা অতু্যক্তম ও বিস্ময়কর। তোমার
 নিকট অদ্য সেই সর্বপাপহর পুণ্যাখ্যান কীৰ্ত্তন
 করিলাম, তুমি যে বিস্ময়িত জিজ্ঞাসা করিয়া-
 ছিলে, তাহা বর্ণন করিলাম। হে মহাবাহো!
 এক্ষণে অস্ত আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ
 কর? ৬৯—৮৩।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ধৃষ্টিগির উবাচ । ঋতং মে বিবিধান্ধবাঃ স্বৎ-
প্রসাদাদ্বিজোত্তম । ভূয়চ্ছ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যে
কথয় সুরত ॥ ১ ॥ কথমেবা নদী পুণ্যা সৰ্ব্বনদীষু
চোত্তমা । নৰ্মদা নাম বিখ্যাতা ভূয়ো মে কথয়ানঘ ॥
২ ॥ জীমাকণ্ডেয় উবাচ । নৰ্মদা সরিতাঃ শ্রেষ্ঠা সৰ্ব-
পাপপ্রণাশিনী । তারয়েৎ সৰ্বভূতানি স্থাবরাণি
চরাণি চ ॥ ৩ ॥ নৰ্মদায়াস্ত মাহাত্ম্যং যৎপুণ্যেন ময়া
শ্রুতম্ । তত্তেহং সম্প্রবক্ষ্যামি শুনৈবকমনা
নৃপ ॥ ৪ ॥ গঙ্গা কনখলে পুণ্যা কুরুক্ষেত্রে সর-
স্বতী । গ্রামে বা যদি বারণো পুণ্যা সৰ্বত্র নৰ্মদা ॥
৫ ॥ ত্রিভুং সারস্বতং ত্রোয়ং সপ্তাহেন তু যাবু-
নম্ । সদাঃ পুনাতি গাঙ্গ্যং দৰ্শনাদেব নামদম্ ॥
৬ ॥ কলিঙ্গদেশাৎ পশ্চাঙ্গে পৰ্বতেহমরকটকে ।
পুণ্যা চ ত্রিষু লোকেষু রমণীয়া পদে পদে ॥ ৭ ॥ তত্র
দেবাশ্চ গন্ধৰ্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ । তপস্তপ্তা
মহারাজ সিদ্ধিং পরমিকাং গতাঃ ॥ ৮ ॥ তত্র
মাহাত্ম্যং নরো রাজরিয়ংহো জিতেন্দ্রিয়ঃ । উপোনা

একবিংশ অধ্যায় ।

ধৃষ্টিগির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজোত্তম !
আপনার প্রসাদে বিবিধ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি,
হে সুরত ! পুনরাষ এই নদীর প্রভু এই শুনিতে
অভিলাষ করি ! হে অনঘ ! এই নদী কিরূপে
নদীনচয়মধ্যে উত্তমা, পুণ্যা ও নৰ্মদা নামে
বিখ্যাতা হইল ? এই সকল আমার নিকট বর্ণন
করুন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—সৰ্বপাপপ্রণাশিনী,
সরিত্বরা নৰ্মদা স্থাবর ও চর প্রাণিগণের উদ্ধার
সাধন করেন ; আমি পূর্বে যেরূপ নৰ্মদামাহাত্ম্য
গ্রহণ করিয়াছি, হে নৃপ ! তাহাই তোমার নিকট
বর্ণন করিব, একমনা হইয়া গ্রহণ কর । কনখলে
গঙ্গা ও কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী পুণ্যা ; কিন্তু কি গ্রাম
কি অরণ্য সৰ্বত্রই নৰ্মদা পুণ্যদা । সারস্বততোয়
ত্রিদিবসে, যমুনানীর সপ্তাহে ও জাহ্নবীজল সদ্যঃ
মানবকে পবিত্র করে আর নৰ্মদার দৰ্শনমাত্র
লোক পুত হইয়া থাকে । কলিঙ্গদেশের পশ্চাঙ্গে
অমরকটক পৰ্বতে পুণ্যা নদী নৰ্মদা পদে পদে
রমণীয়া ও ত্রিলোকপবিত্রা । হে মহারাজ ! তথায়
দেব, গন্ধৰ্ব, তপোধন মুনি ও অস্ত্রান্ত তপসগণ
পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । হে রাজন ! নিম্নত

রজনীমেকাং কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥ ৯ ॥ সিদ্ধি-
ক্ষেত্রং পরং তাত পৰ্বতে হমরকটঃ । সৰ্বদেবা-
শ্রিতো যস্মাদৃগ্নিভিঃ পরিসেবিতঃ ॥ ১০ ॥ সিদ্ধ-
বিদ্যাধরা ভূতগন্ধৰ্বাঃ স্থানমুত্তমম্ । দৃশ্যাদৃশ্যশ্চ
রাজেন্দ্র সেবন্তে সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১১ ॥ অহং
পরমং স্থানং ততঃ প্রভৃতি সংশ্রিতঃ । অত্র প্রণব-
রূপো বৈ স্থানে তিষ্ঠতুমাপতিঃ ॥ ১২ ॥ ত্রীকণ্ঠঃ
সগণঃ সৰ্বভূতসংজ্ঞানিসেবিতঃ । অস্মাদৃগ্নিবিবরা-
দুপ বক্ষ্যে তীর্থশ্চ বিস্তরম্ ॥ ১৩ ॥ যানি সন্তীহ
তীর্থানি পুণ্যানি নৃপসত্তম । যানি যানীহ তীর্থানি
নৰ্মদায়ান্তটস্থয়ে ॥ ১৪ ॥ ন তেষাং বিস্তরং বক্তুং
শক্যো ব্রহ্মাপি ভূপতে । যোজনানাং শতং সাগ্ৰং
শ্রয়তে সরিত্বতমা ॥ ১৫ ॥ বিস্তরেণ তু রাজেন্দ্র
অঙ্কযোজনমায়তা । যষ্টিতীর্থসহস্রাণি যষ্টিকোট্য-
স্তথৈব চ ॥ ১৬ ॥ পৰ্বতাত্তদধিঃ যাবত্বতে কূলে ন
সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ সপ্তযষ্টিসহস্রাণি সপ্তযষ্টিশতানি
চ । সপ্তযষ্টিস্তথা কোট্যা বায়ুতীর্থানি চাববীৎ ॥
১৮ ॥ পরং কৃতঘ্নগে তানি যান্তি প্রত্যক্ষতাং নৃপ ।
পশ্যন্তি মানবাঃ সৰ্ব্বে সততং ধৰ্ম্মবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৯ ॥ যথা-

জিতেন্দ্রিয় মানব সেখানে গান করিয়া এক রজনী
বাস করিলে শতকুল উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় ।
হে ভাত ! অমরকটক গিরি সুরনিচয়ের আশ্রয় ও
ঋষিদিগের সেবিত ; এজন্ত উহা উত্তম সিদ্ধি-
ক্ষেত্র বলিয়া কথিত । অনেক সিদ্ধকামী সিদ্ধ,
বিদ্যাধর, ভূত ও গন্ধৰ্বগণ দৃশ্য ও অদৃশ্যরূপে
সেই উত্তম স্থানের সেবা করেন । হে রাজসত্তম !
আমিও এই স্থান অতি উত্তম জানিয়া তদবধি
এই পৰ্বতে আশ্রয় লইয়াছিলাম । হে নৃপবর !
ওকাররূপী ত্রীকণ্ঠ উমাপতি ভূতনিবহ কর্তৃক
সেবিত হইয়া অমরকটকে সগণে বাস করেন ।
হে রাজন ! এই গিরিবর হইতে যে সকল
পুণ্যতীর্থ সমুদ্ভূত হইয়াছে, বিস্তাররূপে তোমার
নিকট তাহা বর্ণন করিতেছি, হে নৃপ ! নৰ্মদা
তটে যে সকল পুততীর্থ বিদ্যমান, ব্রহ্মাও
তাহার সুবিস্তার বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন ।
আমি শুনিয়াছি,—সরিত্বরা নৰ্মদা শত যোজন
দীর্ঘ, আর ইহার বিস্তার অঙ্কযোজন । পৰ্বত
হইতে সাগর পর্যন্ত ইহার উভয় কূলে যষ্টিকোটী
ও সষ্টি সহস্র তীর্থ বিদ্যমান । সন্দেহ নাই ১১—১৭।
বায়ু বলিয়াছেন,—পৃথিবীতে সপ্তযষ্টি কোটি ও
সপ্তযষ্টি সহস্র তীর্থ বিদ্যমান ; এই সকল তীর্থ

যথা কলিধোয়ো বর্ষতে দাক্ষণ্যে নৃপ। তথা-
তথান্নতাং যাতিঃ হীনসবা যতো নরাঃ ॥ ২০ ॥
জালেশ্বরাদিতীর্থানি পর্বতেহস্মিন্নরাধিপ। পিতৃ-
ভক্তিপ্রদাত্তাহঃ স্বর্গমোক্ষপ্রদানি চ ॥ ২১ ॥ শ্রেষ্ঠঃ
দাক্ষবনঃ তত্র চক্রকাসঙ্গমঃ সতঃ। উত্তরে নর্ম্ম-
দায়াস্ত চক্রকেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ২২ ॥ দাক্ষকেশ্বরতীর্থঞ্চ
ব্যতীপাতেশ্বরং তথা। পাতালেশ্বরতীর্থঞ্চ কোটি-
যজ্ঞং তথৈব চ ॥ ২৩ ॥ ইতি চৈবোত্তরে কূলে
রেবয়া নৃপসত্তম। অমরেশ্বরপার্শ্বে চ লিঙ্গান্তষ্টো-
ত্তরং শতম্ ॥ ২৪ ॥ বরুণেশ্বরমুখ্যাণি সর্বপাপ-
হরাণি চ ॥ ২৫ ॥ মাছাত্তপুত্রপার্শ্বে চ সিদ্ধেশ্বর-
যমেশ্বরৌ। ওঙ্কারাৎ পূর্বভাগে চ কেদারঃ তীর্থ-
মুত্তমম্ ॥ ২৬ ॥ তৎসমীপে মহারাজ স্বর্গদ্বারমঘা-
পহম্। নারী ব্রহ্মেশ্বরং পুণ্যং সপ্তসারস্বতং পুরঃ
২৭ ॥ ক্রদাষ্টকং চ সাবিজ্রং সোমতীর্থং তথৈব চ
এতানি দক্ষিণে তীরে রেবয়া ভরতর্ষভ ॥ ২৮ ॥
অস্মিংশ্চ পর্বতে তাত ক্রদাণাং কোটয়ঃ স্থিতাঃ
স্মানৈশ্চষ্টির্ভবেত্তেবাং গঙ্ঘমালাভূলেপনৈঃ ॥ ২৯ ॥

প্রীতান্তেহপি ভবন্ত্যত্র ক্রদা রাজস সংশয়ঃ। অপেন
পাপসংগুন্ধিধ্যানেনানন্ত্যমশ্রুতে ॥ ৩০ ॥ দানেন
ভোগানাপ্নোতি ইত্যেবং শঙ্করোহব্রবীৎ। পর্ব-
তাৎ পশ্চিমে দেশে স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ। স্থিতঃ
প্রণবরূপোহসৌ জগদাদিঃ সনাতনঃ ॥ ৩১ ॥ তত্র
স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ। পিতৃকার্য্যং
প্রকৃক্কীত বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৩২ ॥ তিলোদকেন
তত্রৈব তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। আসপ্তমঃ কুলং
তস্ত স্বর্গে মোদতি পাণ্ডব ॥ ৩৩ ॥ আত্মনা সহ
ভোগাংশ্চ বিবিধান্নভতে স্মৃখী। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি
ক্ৰীড়তে সুরপূজিতঃ ॥ ৩৪ ॥ মোদতে স্মৃচিরং
কালং পিতৃপূজাকলঙ্কিতঃ। ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো
জায়তে বিমলে কূলে ॥ ৩৫ ॥ ধনবান্ দানশীলশ্চ
নীরোগো লোকপূজিতঃ। পুনঃ স্মরতি ততীর্থং গমনং
কুরুতে পুনঃ ॥ ৩৬ ॥ বিতীয়ে জন্মনি ভবেদ্ভ্রদন্তা-
নুচরোৎকটঃ। তথৈব ব্রহ্মচর্য্যেণ সোপবাসো জিতে-
ন্দ্রিয়ঃ। সর্বহিংসানিবৃত্তশ্চ লভতে কলমুত্তমম্ ॥ ৩৭ ॥
এবং ধর্ম্মসমাচারো যন্ত প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।

সত্য যুগে প্রত্যক্ষ হইত, ধর্ম্মশুদ্ধি মানবগণ সতত
এই সকল তীর্থ দর্শন করিতেন। হে নৃপ!
অনন্তর যে যে স্থানে মহাভাষণ কলিকাল স্বীয়
প্রভাব বিস্তার করিল, তথা হইতে তীর্থ সকল
বিলুপ্ত ও তত্রত্য মানবগণ হীনসব হইতে লাগিল।
হে নরাধিপ! জালেশ্বরাদি তীর্থ এই পর্বতে
বিদ্যমান। এই তীর্থনিচয় পিতৃগণের প্রীতিপ্রদ
ও স্বর্গমোক্ষদ বলিয়া কথিত। এই স্থানে
শ্রেষ্ঠ দাক্ষবন ও শুভাবহ চক্রকাসঙ্গম বিদ্যমান;
উত্তম চাক্রকেশ্বর, দাক্ষকেশ্বর, ব্যতীপাতেশ্বর,
পাতালেশ্বর এবং কোটীযজ্ঞতীর্থ এই সকল
নর্ম্মদার উত্তরতীরে বিরাজিত। হে রাজসত্তম।
অমরেশ্বরপার্শ্বে বরুণেশ্বরপ্রমুখ সর্বপাপহর অষ্টো-
ত্তর শত লিঙ্গ বিদ্যমান; মাছাতার পুরের
পূর্বপার্শ্বে সিদ্ধেশ্বর ও যমেশ্বর এবং ওঙ্কারেশ্বরের
পূর্বভাগে উত্তম কেদারতীর্থ। হে মহারাজ! এই
কেদারসমীপে পাপহর স্বর্গদ্বার তীর্থ এবং রেবার
দক্ষিণতীরে পুত বিখ্যাত ব্রহ্মেশ্বর, সারস্বত,
ক্রদাষ্টক, সাবিজ্র ও সোমতীর্থ এই সকল বিদ্যমান
রহিয়াছে। হে ভরতর্ষভ! এই অমরকণ্টক
পর্বতে কোটিক্রদ বাস করেন। হে তাত! এই
পর্বতে স্নান ও গঙ্ঘমালাভূলেপনদানে ক্রদগণ

প্রীত হইয়া থাকেন; সন্দেহ নাই। হে
রাজন্! শঙ্কর এই স্থানে রহিয়াছেন, এখানে
জপ করিলে পাপসংগুন্ধি, ধ্যানে আনন্ত্য
লাভ এবং দানে ভোগপ্রাপ্তি হয়। এই
পর্বতের পশ্চিম দেশে প্রণবরূপী জগদাদি
সনাতন স্বয়ং শঙ্কর বাস করেন। জিতেন্দ্রিয়
ব্রহ্মচারী নর তথায় স্নান করিয়া শুদ্ধহৃদয়ে বিধি-
বিধানে পিতৃকার্য্য করিবে। এখানে তিলোদক
দ্বারা পিতৃদেবতার তর্পণ কর্তব্য। হে পাণ্ডব!
এইরূপ করিলে সপ্তকুল পর্য্যন্ত পিতৃগণ স্বর্গে
গমন করিয়া হুগু হন এবং শ্রাদ্ধ মানবও পিতৃ-
পূজার ফলে আত্মার সহিত বিবিধ ভোগশুখে ভুগু
হয়, সে সুরপূজিত হইয়া ষষ্টি সহস্র বৎসর ক্রীড়া
করে ও স্মৃচির কাল হুগু হইয়া অতিবাহিত করিতে
সমর্থ হয়। অনন্তর ভোগকয়ে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট
হইয়া শ্রেষ্ঠ কূলে জন্মগ্রহণ করে; ধনবান্, দানশীল,
নীরোগ ও লোকপূজিত হয়। পরে পুনরায় তাহার
তীর্থমাহাত্ম্য স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয়। সে আবার এই
তীর্থে আগমন করে, ইহার পরজন্মেও সে ক্রদাভূচর
হয় এবং জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী ও সর্বহিংসা-নিবৃত্ত
হইয়া উত্তম কললাভ করে ॥ ১৮—৩৭ ॥ হে নরাধিপ!
এইরূপ ধর্ম্মাচর্য্য অবলম্বনপূর্বক যে নর প্রাণ পরি-

৩৮। তন্তু পুণ্যকলং যদৈ তন্নিবোধ নরাধিপ ।
শতং বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে মোদতি পাণ্ডব ॥ ৩৯ ॥
অপ্সরোগণসমাকীর্ণে দিব্যশব্দানুনাদিতঃ । দিব্য-
গন্ধানুলিপ্তাকো দিব্যালঙ্কারভূষিতঃ ॥ ৪০ ॥ ক্রীড়তে
দৈবভৈঃ সার্কং সিদ্ধগন্ধর্বসংস্কৃতঃ । ততঃ স্বর্গাৎ
পরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি বৌধ্যবান ॥ ৪১ ॥ হস্ত্য-
রথযানৈশ্চ শর্যজঃ শাস্ত্রতৎপরঃ । গৃহে স্তম্ভশল্য-
কীর্ণে সৌবর্ণে রতজাষিতে ॥ ৪২ ॥ সপ্তাষ্টভূমি-
শূদ্রে দাসীদাসসমাকুলে । মন্তুমাতঙ্গনিঃখাটস
বাজিহেযিতনাদিতৈঃ ॥ ৪৩ ॥ কৃত্যতে তন্তু তদ্বার-
মিস্ত্রস্ত ভুবনং যথা । রাজরাজেশ্বরঃ শ্রীমান সর্ব-
স্রীজনবল্লভঃ ॥ ৪৪ ॥ তন্মিন গৃহে বসিত্বা তু ক্রীড়া-
ভোগসমম্বিতঃ । জীবৈধ্বষশতং সাগ্রং সর্বব্যাধি-
বিবর্জিতঃ ॥ ৪৫ ॥ এবং তেনাং ভবেৎ সর্বং যে
মৃত্যু হুমরেশ্বরে । অগ্নিধ্রুবেশং যঃ কুর্ধ্যাত্তজ্যা
হুমরকটকে ॥ ৪৬ ॥ স মৃতঃ স্বর্গমাপ্নোতি যান্ততে
পরমাং গতিম্ । স্নানং দানং জপো হোমঃ শুভং
বা যদি বাণ্ডভম্ ॥ ৪৭ ॥ পুরাণে ক্রয়তে রাজন

ত্যাগ করেন, তাঁহার পুণ্যকল বলিতেছি, শ্রবণ
কর । হে পাণ্ডব ! সেই ব্যক্তি দিব্য গন্ধ দ্বারা
অনুলিপ্তাক, দিব্যালঙ্কারভূষিত ও সিদ্ধগন্ধর্বগণ
কর্তৃক স্তম্ভমান হইয়া দিব্য শব্দনিাদিত অপ্সরো-
গণসমাকীর্ণ স্বর্গে দেবগণসহ সহস্র বৎসর ক্রীড়া
করে ও মুদিত হয় । অনন্তর স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট
হইয়া বৌধ্যবান রাজা হয় । তারপর শর্যজ্ঞ ও শাস্ত্র-
তৎপর হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথাদিযান সহ শুবর্ণ ও
রজতমণ্ডিত শতস্তম্ভসমাকীর্ণ গৃহে বাস করে ।
তাঁহার পুরে উত্তম সপ্ত কিংবা অষ্ট দ্বার শোভিত
হয় । মন্তুমাতঙ্গগণের নিখাসবায়ু ও অশ্বগণের
হেয়ারবে ইন্দ্রভবনের স্তায় তাঁহার পুরদ্বার ক্ষুদ্র
হইতে থাকে এবং সেই শ্রীমান রাজরাজেশ্বর দাসী-
দাসসমাকুল মনোহর পুরে বাস করিয়া নিখিল
ললনার বল্লভ হইয়া থাকেন । তিনি সর্বব্যাধি-
বিবর্জিত হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকেন এবং
ক্রীড়াভোগসম্বিত হইয়া সেই মনোহর পুরে বাস
করেন । হে রাজন ! তাঁহার অমর কটকে প্রাণ
পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের এইরূপই গতি হইয়া
থাকে । যে মানব ভক্তিপূর্বক অমরকটকে অগ্নি
প্রবেশ করে, দেহাবসানে তাহার স্বর্গবাস ও উত্তম
গতি লাভ হয় । এই অমরকটকে স্নান, দান, জপ,
ও হোম প্রভৃতি শুভ কিংবা অন্ত্র অশুভ যে কিছু

সর্বং কোটিগুণং ভবেৎ । তস্মাত্তীয়ে তু যে বৃক্ষাঃ
পতিতাঃ কালপর্য্যয়ে ॥ ৪৮ ॥ নশ্বদাতোয়সংস্পৃষ্টোস্তে
যান্তি পরমাং গতিম্ । অনিরুদ্ধিকা গতিস্তন্তু পবন-
স্তায়রে যথা ॥ ৪৯ ॥ পতনং কুরুতে যন্ত তন্মি-
স্তীর্থে নরাধিপ । কস্তান্মৌণি সহস্রাণি পাতালে
ভোগভাগিনঃ ॥ ৫০ ॥ তিষ্ঠন্তি ভবনে তন্তু প্রেথণে
প্রার্থয়ন্তি চ । দিব্যভোগৈঃ স্পৃশ্যসম্পন্নঃ ক্রীড়তে
কালমৌপিতম্ ॥ ৫১ ॥ পৃথিব্যাং হাসমুদ্রায়াং
তাদৃশো নৈব জায়তে । যাদৃশোহয়ং নরশ্রেষ্ঠ
পর্বতোহমরকটকঃ ॥ ৫২ ॥ তত্র তীর্থং তু বিজ্ঞেয়ং
পর্বতস্তাহু পশ্চিমে । হ্রদো জালেশ্বরো নাম ত্রিষু
লোকেষু বিজ্ঞতঃ ॥ ৫৩ ॥ তত্র পিণ্ডপ্রদানেন সঙ্ঘো-
পাসনকেন তু । পিতরো দাদশাদানি তর্পিতাশ্চ
ভবন্তি বৈ ॥ ৫৪ ॥ দক্ষিণে নশ্বদাতীয়ে কপিলা তু
মহানদী । সরলার্জুনসহস্রা খদিরৈরুপশোভিতা ॥
৫৫ ॥ মাধবীমল্লিকাভিশ্চ বল্লীভিশ্চাপ্যলঙ্কৃতা ।
শাপদৈর্গজ্জমাতৈশ্চ গোমায়ুবানরাদিভিঃ ॥ ৫৬ ॥
পক্ষিজাতিবিশেষৈশ্চ নিত্যং প্রমুদিতা নৃপ । সাগ্রং

কার্য্য কৃত হয়, হে রাজন ! পুরাণে শ্রবণ করিয়াছি,
সেই সকলই কোটিগুণিত হইয়া থাকে । কালপর্য্যয়ে
নশ্বদার যে সকল তীরতরু পতিত হয়, তাহারাও
নশ্বদানীরস্পর্শে উত্তম গতি লাভ করিয়া থাকে ।
হে নরাধিপ ! যে নর নশ্বদাতীয়ে শরীর পরিত্যাগ
করেন, আকাশের সমীরণের যেরূপ গতির নিরুত্তি
নাই, তাঁহারাও তদ্রূপ অব্যাহত গতি হয় । পাতাল-
বাসী তিন সহস্র নাগকন্তা তাহার ভবনে বাস
করিয়া সতত তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করে এবং
তিনি দিব্য ভোগযুক্ত হইয়া অতীষ্ট কাল অতি-
বাহিত করেন । হে নররাজ ! আসমুদ্র পৃথিবীর
মধ্যে অমরকটকের স্তায় শ্রেষ্ঠগিরি আর নাই,
একণে এই পর্বতের পশ্চিমদেশস্থিত তীর্থ বিদিত
হও । অমরকটকের পশ্চিমে ত্রিলোকবিজ্ঞত জালে-
শ্বর হ্রদ । জালেশ্বর হ্রদে পিণ্ডদান ও সঙ্ঘোপসনা
করিলে পিতৃগণের দাদশবার্ষিকী তৃপ্তি হয় ॥ ৩৮-৫৪ ॥
নশ্বদার দক্ষিণতীরে মহানদী কপিলা । এই কপিলা-
তীর সরল ও অর্জুনতরুসমাচ্ছন্ন, খদির দ্বারা
উপশোভিত এবং মাধবী মল্লিকা প্রভৃতি বল্লী দ্বারা
অলঙ্কৃত । হে নরাধিপ ! গোমায়ু ও বানরাদি
শাপদগণের গজ্জনে ও মনোহর বিহগজাতির
কুজনে নশ্বদাতীর নিত্য প্রমুদিত । আমি কহিয়াছি,

কোটশতঃ তত্র ঋষীগামিতি শুক্রম্ । ৫৭ । তপ-
স্তথা গতং মোক্ষং যেষাং জন্ম ন চাগমঃ । যেন
তত্র তপস্তপ্তং কপিলেন মহাশ্বনা । ৫৮ । তত্র
তচ্ছাভবন্তীর্থং । পুণাং সিদ্ধনিষেবিতম্ । যেন সা
কপিলৈস্তাত সেবিতা ঋষিভিঃ পুরা । ৫৯ । তেন
সা কপিলা নাম গীতা পাপক্ষয়কারী । তত্র কোটিশতং
সাত্ৰং তীর্থানামমরেশ্বরে । ৬০ । অহোরাত্রোষিতো
কুহা মুচ্যতে সৰ্বকিৰিদ্মৈঃ । দানঞ্চ বিধিবদ্ধদ্বা
যথাশক্ত্যা দ্বিজোত্তমৈঃ । ৬১ । ঈশ্বরানুগ্রহাৎ সৰ্বং
তত্র কোটিগুণং ভবেৎ । যস্মাদনক্ষরং রূপং প্রণব-
শ্চেহ ভারত । ৬২ । শিবস্বরূপস্ত ততঃ কৃতমাত্রা
ক্ষরং ভবেৎ । তিৰ্য্যাক্ পশবশ্চৈব বৃক্ষা গুহ্য-
লতাদয়ঃ । ৬৩ । ত্বেহপি তত্র ক্ষয়ং যাতাঃ স্বৰ্গং
যান্তি ন সংশয়ঃ । বিশল্যা তত্র বা প্রোক্তা তত্রৈব
তু মহানদী । ৬৪ । দ্বাদ্বা দ্বা যথাস্তায়ং তত্রাপি
শুক্ৰতী ভবেৎ । তত্র দেবগণাঃ সৰ্বে সক্রিয়রমহো-
রগাঃ । ৬৫ । যক্ষরাক্ষসগন্ধৰ্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ।
সৰ্বে সমাগতাস্তাং বৈ পশুন্তি হমরেশ্বরে । ৬৬ ।
তৈশ্চ সৰ্গৈঃ সমাগম্য বন্দিভৌ তৌ শুভৌ কটৌ ।

কোটি শতেরও অধিক ঋষিগণ এই স্থানে তপস্যা
করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছেন । তাঁহাদের পুনরাগমন
হয় নাই । মহাত্মা কপিল এই স্থানে তপস্যা করিয়া-
ছিলেন ; এজন্ত সিদ্ধনিষেবিত এই পুণ্য স্থান মহা
তীর্থ হইয়াছে । হে তাত ! এই স্থান পুরাকালে
কপিলাদি ঋষিগণ কর্তৃক নিষেবিত হওয়ায় ইহা
পাপক্ষয়কারী কপিলা বলিয়া গীত হন । অমবে-
শ্বরের এই অংশে কিঞ্চিদধিক শতকোটি তীর্থ
বদ্যমান । এই স্থানে এক অহোরাত্র বাস করিলে
লোক নিখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয় । ভক্তিপূৰ্ব্বক
শক্তি অনুসারে উত্তম দ্বিজকে যথাবিধি দান করিলে
এখানে ঈশ্বরানুগ্রহে কোটিগুণ ফল হয় । হে
ভারত ! প্রণব যেরূপ অনক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মরূপী
শিবস্বরূপেরও তদ্রূপ অক্ষর কিছা মাত্রা নাই ।
তিনি ব্রহ্মরূপী ওঙ্কার । তিৰ্য্যগ্ যোনি, পশু, বৃক্ষ,
লতা ও গুহ্যাদি ওঙ্কাররূপী হরের সম্মুখে প্রাণ
পারিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করে, সংশয় নাই ।
এই স্থানে বিশল্যা নামী আর এক মহানদী
কথিত হয়, এখানেও যথাবিধি স্নান দান করিয়া
মানব শুক্ৰতী হইয়া থাকে । দেব, ক্রিয়র,
মহোরগ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধৰ্ব এবং তপোধন
ঋষিগণ অমরকণ্টকে আগমন, এবং স্নানোভন

পুরা যুগে মহাঘোরে সৰ্বলোকভয়করে । ৬৭ ।
নৰ্মদায়াঃ স্মৃতস্তত্র সমলো । বিশলীকৃতঃ । সৰ্ব-
দেবৈশ্চ ঋষিভির্বিশল্যা তেন সা স্মৃতা । ৬৮
যুধিষ্ঠির উবাচ । উৎপন্ন তু কথং তাত বিশল্যা
কপিলাকথম্ । কথং বা নৰ্মদাপুত্রঃ শল্যযুক্তো-
হভবন্মুনে । ৬৯ । আশ্চর্য্যভূতং লোকস্ত শ্রোতু-
মিচ্ছামি শ্রুত । ৭০ । ক্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । পুরা
দাক্ষায়ণী নাম সহিতা শূলপাণিনা । ক্রীড়িত্বা নৰ্মদা-
তোয়ে পরয়া চ মুদা নৃপ । ৭১ । জলাত্মতীৰ্থা সহসা
বস্তুমন্তং সমাহরৎ । দেব্যাশ্চ স্নানবস্ত্রং তৎস্পীড়িতং
লীলয়া নৃপ । ৭২ । সহিতানুচরীভিঃ ইন্দ্রায়ুধ-
নিভং ভূশম্ । তস্মিন্মিস্পীড়্যমানে তু বারি যন্নিঃ-
সৃতং তদা । ৭৩ । তস্মাদিদম্ সবিজ্জজ্ঞে কপি-
লাপ্যা মহানদী । সংযোগাদঙ্গরাগস্ত বস্তুদ্বয়ং
কপিলং জনম্ । ৭৪ । গলিতং তেন কপিলা বর্ণতো
নামতোহভবৎ । তথা গন্ধরসৈর্ঘুক্তং নানাপুষ্পৈশ্চ
বাসিতম্ । ৭৫ । নানাবর্ণীকং শুভ্রং বস্তুদ্বয়দ্বারি

কটদ্বয় দর্শন ও মহানদী বিশল্যাকে অবলোকন
করেন । পুরাযুগে সৰ্বলোকভয়কর মহাঘোর
কল্প ক্ষয়কালে নৰ্মদার শল্যযুক্ত একটি ভনয
জন্মে, অনন্তর সুর ও ঋষিগণ সেই নৰ্মদাস্রুতকে
বিশল্যা করিয়াছিলেন, এজন্ত ইহার নাম বিশল্যা
হইয়াছে । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে
মুনে ! বিশল্যা ও কপিলা কিরূপে সমুৎপন্ন
হইলেন, আর নৰ্মদাতনয়ই বা কেন শল্যযুক্ত
হইল ? হে পুরত ! দিলোকে ইহা বড়ই বিস্ময়-
কর, অতএব আমি ইহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ
করি । মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে নৃপ !
পুরাকালে দাক্ষায়ণী নৰ্মদাতীরে শূলপাণির সহিত
প্রমোদ সহকারে ক্রীড়া করিয়াছিলেন । তৎকালে
দেবী লীলাবশতঃ জল হইতে উথিত হইয়া অস্ত
বস্ত্র গ্রহণ করেন । তখন তদীয়া সহচরীরা দেবীর
সেই ইন্দ্রায়ুধনিভ বস্ত্র স্নানবসন নৰ্মদাজলে
নিষ্পীড়ন করিয়াছিলেন । তাঁহার সেই নিষ্পীড়িত
বসন হইতে যে নীর নির্গত হয়, এই মহানদী
কপিলা সেই নীর হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে ।
তাঁহার অঙ্গরাগসংসর্গে বসনও রাগযুক্ত হইয়া-
ছিল । বসন জলে নিষ্পীড়িত হওয়ায় কপিলার
জল কপিল বর্ণ ধারণ করে ; এজন্ত এই মহানদীর
নাম হয় কপিলা । কপিলার জল গন্ধরসযুক্ত ও
নানাপুষ্পবাসিত, ইহার বর্ণও এক নহে, কোথাও

নিঃসৃতম্ । পীড়্যমানঃ কঠৈঃ শুভৈস্তৈস্ত পল্লব-
কোমলৈঃ ॥ ৭৬ ॥ কপিলঃ জনমিতৈশ্চ তস্মাদেবা
সরিদ্বরা । কপিলা চোচ্যতে তজ্জৈঃ পুরাণার্থ
বিশারদৈঃ ॥ ৭৭ ॥ এষা বৈ বস্তুসমুদ্রা নৰ্মদাতোয়-
সমুদ্রা । মহাপুণ্যতমা জ্ঞেয়া কপিলা সরিৎসুতমা ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কপিলাসরিৎসমুদ্রবর্ণনং নামৈক-
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । অতঃপরঃ প্রবক্ষ্যামি
সা বিশল্যা হৃদয়ধা । আশ্চর্য্যভূতা লোকসু
সর্ষপাপক্ষয়করী ॥ ১ ॥ ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রো
মুখো অগ্নিরজায়ত । মুখো বর্জ্জবতি প্রোক-
শনিঃ পবনধার্ম্মিকঃ ॥ ২ ॥ তস্মাৎ সাহাভবৎ পত্নী
সুতা দাক্ষায়ণী তু মা । তস্মাৎ মুখা মহারাজ ত্রয়ঃ
পুত্রাস্তদাভবন ॥ ৩ ॥ অগ্নিরাহবনৌযস্ দক্ষিণাগ্নি-
স্তথৈব চ । গার্হপত্যস্ততীযস্ তৈলোকাঃ যৈশ্চ

অরুণ ও কোথায়ও শুভ, সচ্চরিত্র পল্লবকোমল
সুশোভন করকমল দ্বারা নানাবিধ অঙ্গরাগপুঙ্ক
বসন নিষ্পীড়ন করিয়াছিল । সেই অঙ্গরাগমিশ্রিত
বস্তুনিঃসৃত জলে কপিলাজল নানাবিধ বর্ণ ধারণ
করিয়াছে; আর ইনি দেবীবসননির্গতা বলিয়া
পুরাণার্থ-বিশারদগণ ইহাকে মহাপুণ্যতমা নৰ্মদা-
তোয়-সমুদ্রা সরিদ্‌বরা কপিলা কহিয়া থাকেন ॥ ৭৫-৭৭ ॥

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অতঃপর বিশল্যার
উৎপত্তিবিবরণ বর্ণন করিতেছি, বিশল্যার উদ্ভব
বৃহস্পতি অতীত আশ্চর্য্যজনক ও এই বিশল্যা
ত্রিলোকে সর্ষপা পক্ষয়করী । ব্রহ্মার অগ্নি নামক
এক মানস পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, ইনি পরম
ধার্ম্মিক ঋষি ও অগ্নির মধ্যে মুখা অর্থাৎ প্রথম ।
হে মহারাজ ! ইহার পত্নী দক্ষকন্ঠা সাহা । এই
স্বাগ হইতে অগ্নির আহবনৌষ, দক্ষিণাগ্নি ও
গার্হপত্য নাম তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ।
এই অগ্নিত্রয়ই ত্রিলোক ধারণ করিয়া থাকেন ।
অগ্নির তৃতীয় তনয় গার্হপত্য হইতে সুশোভন

ধার্য্যতে ॥ ৪ ॥ তথা বৈ গার্হপত্যোহগ্নির্জজ্ঞে পুত্র-
দ্বয়ং শুভম্ । পদ্মকঃ শকুনা মা চ তাবুভাবগ্নিসন্মমো ॥
৫ ॥ বসগ্নিনির্দীতীয়ে সমাশ্রিত্য মহতপঃ । কদ্র-
মারাধয়ামাসজিতাত্মা সুসমাহিতঃ ॥ ৬ ॥ দশবর্ষসহস্রাণি
চচার বিপুলং তপঃ । তমুবাচ মহাদেবঃ প্রসন্নো বৃষভ-
ধ্বজঃ ॥ ৭ ॥ তো ভো ক্রহি মহাভাগ যন্তে মনসি
বর্ত্ততে । দাতা হৃদয়সন্দেহো যদ্যপি স্তাৎসুহৃদভম্ ॥
৮ ॥ অগ্নিকুবাচ । নৰ্মদেয়ঃ মহাভাগা সারিতো যাশ্চ
ষোড়শ । ভবন্তু মম পত্নাস্তাস্থৎপ্রসাদান্নহেশ্বর ॥
৯ ॥ তাসু বৈ চিন্তিতান পুত্রানগ্র্যাস্থৎপাদয়াম্যহম্ ।
এব এব বরো দেব দীযতাং মে মহেশ্বর ॥ ১০ ॥
ঈশ্বর উবাচ । এতাস্থ দিক্খিনায়োহুভৈঃ ভবিস্যন্তি ।
সরিদ্বরাঃ । পত্নাস্তব বিশালাক্শ্যো বেদে খ্যাতা ন
সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ তাসাং পুত্রা ভবিষ্যন্তি হৃগ্নয়ো
যেহপরে স্মৃতাঃ । বিক্সা নাম সুবিখ্যাতা যাবদা-
ভূতসংপ্রবম্ ॥ ১২ ॥ এতমুক্তা মহাদেবস্তত্রেবাস্তর-
ধীযত । নৰ্মদা চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা তস্মা ভাৰ্য্যা বভূব
হ ॥ ১৩ ॥ কাবেরী কৃষ্ণবেণী চ রেবা চ যমুনা

পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন, ইহাদের নাম—পদ্ম ও
শকু ; ইহারা উভয়েই অগ্নির সন্তম হইয়াছিলেন ।
জিতাত্মা সুসমাহিত অগ্নি নদীতীরে বাস করিয়া মহা
তপস্বী দ্বারা কদম্বের আরাধনা করেন । অনন্তর
তিনি অমৃত বৎসর বিপুল তপস্বী করিলে বৃষধ্বজ
মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন;—
ওহে মহাভাগ ! তোমার মনোগত অভিষ্ট কি ?
বল ; সুহৃদভ হইলেও অদ্য তাহা তোমাকে
দান করিব, সন্দেহ নাই ! অগ্নি উত্তর করি-
লেন,—হে মহেশ্বর ! আপনার প্রসাদে এই
মহাভাগা নৰ্মদা এবং অন্ত যে পঞ্চদশ নদী
আছে, এই ষোড়শ নদী আমার পত্নী হউক,
আমি এই সকল পত্নীতে শ্রেষ্ঠ অভিষ্ট তনয় উৎ-
পাদন করিব । হে মহেশ ! আমার এই বরই
অভীষ্ট অতএব প্রদান করুন ॥ ১-১০ ॥ ঈশ্বর কহিলেন,
এই বেদবিখ্যাতা সরিদ্‌বরাগণ বিশাললোচনা দিক্খি
নামে তোমার পত্নী হইবেন সংশয় নাই ; ইহাদের
উদরে যে সকল অগ্নি জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারা
অঙ্গরাগ্নিরূপে গৃহীত ও কল্পক্ষয় কাল পর্য্যন্ত
দিক্খি নামে সুবিখ্যাত হইবেন । মহাদেব এরূপ
বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ; এ
দিকে সরিদ্‌বরা নৰ্মদা তাঁহার পত্নী হইলেন ।
কাবেরী, কৃষ্ণবেণী, রেবা, যমুনা, গোদা-

তথা । গোদাবরী বিতস্তা চ চন্দ্রভাগা ইরাবতী ।
 ১৪ । বিপাশা কোশিকী চৈব সরযুঃ শতরুদ্রিকা ।
 শিপ্রা সরস্বতী চৈব হ্রাদিনী পাবনী তথা ॥ ১৫ ॥
 এতাঃ ষোড়শঃ নদ্যাঃ বৈ ভার্য্যার্থঃ সংব্যবহিতাঃ ।
 তদান্মানং বিভজ্যাশু ধিক্বীষু স মহাত্ম্যতিঃ ॥ ১৬ ॥
 ব্যাভিচারাত্তু ভর্তুর্বে নর্ম্মদাদ্যাসু ধিক্বীষু । উৎপন্নঃ
 শুচয়ঃ পুত্রাঃ সর্বে তে ধিক্বাপাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৭ ॥
 তস্তাশ্চ নর্ম্মদায়াশ্চ ধিক্বীশ্চো নাম বিষ্ণুতমঃ । বভূব
 পুত্রো বলবান্ রূপেণাপ্রতিমো নৃপ ॥ ১৮ ॥ ততো
 দেবাস্থরং যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্ । ময়তার কমি-
 তোবঃ ত্রিষু লোকেষু বিষ্ণুতমঃ ॥ ১৯ ॥ তত্র
 দৈত্যৈর্নদাঘোরের্ময়তারপুরোগমৈঃ । তাদ্ভিতাস্তে
 সুরাস্তস্তা বিষ্ণুং বৈ শরণং যমুঃ ॥ ২০ ॥ ত্রায়স্ব নো
 হৃষীকেশ ॥ ঘোরাদান্মানমহাভয়াৎ । দৈত্যান সর্কান
 সংহরস্ব ময়তারপুরোগমান ॥ ২১ ॥ এবমুক্তঃ স
 ভগবান্ দিশো দৃশ্য ব্যলোকয়ৎ । ততো ভগবতা
 দৃষ্টৌ রণে পাবকমাকরতো ॥ ২২ ॥ আহুতো
 বিষ্ণুনা তৌ তু সকাশং জগ্মতুঃ কণাৎ । স্থিতৌ

বরী, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, কোশিকী, সরযু, শতরুদ্রিকা, শিপ্রা, সরস্বতী, হ্রাদিনী ও পাবনী—এই ষোড়শ মহানদী তাঁহার পত্নী হইলে মহাত্ম্যতি অগ্নি স্বীয় আত্মা বিভক্ত করিয়া সেই সকল ধিক্বী পত্নীতে নিয়োগ করিলেও নর্ম্মদাদি মহানদীগণ স্বামীকে অতিক্রম করিয়া তনয় উৎপাদন করিলেন, ইহারা সকলেই শুচি ধিক্বাপা বলিয়া বিখ্যাত হইলেন । হে নৃপ ! নর্ম্মদার গর্ভে যে তনয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার নাম বিষ্ণুতম ধিক্বীশ্ব । এই ধিক্বীশ্ব বলবান্ ও রূপে অপ্রতিম । অনন্তর দেবাস্থরের লোমহর্ষণ সময় আরম্ভ হয়, এই সময় ত্রিলোকে ময়-তারক-সমর নামে বিখ্যাতি লাভ করিয়াছিল । তখন দেবগণ সমরে ময়-তারকপ্রমুখ অসুরগণ কর্তৃক তাড়িত হইয়া ভীতভ্রমরূপে দেব বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন এবং বলেন,—হে হৃষীকেশ ! ময়তারপ্রমুখ অসুরগণকে নিহত করিয়া এই ঘোর মহাভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন । ভগবান্ সুরগণ কর্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া দশদিকে দৃষ্টিনিষ্কপপূর্ব্বক ব্রহ্মলে পাবক ও বায়ুকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে সমীপে আহ্বান করিলেন । ভগবানের আহ্বানে পাবক ও বায়ু তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমীপে গমন ও ধীমান্ দেবদেব বিষ্ণুর সম্মুখে

তৌ প্রণতো চাগ্রে দেবদেবস্ত ধীমতঃ ॥ ২৩ ॥
 ততো ধিক্বিঃ পাবকেশ্চো দেবেনোক্তো মহাত্মনা ।
 নির্দেহেমান্ মহাঘোরান্মার্ষদেয় মহাসুরান্ ॥ ২৪ ॥
 অঐথবমুক্তৌ তৌ দেবৌ রণে পাবকমাকরতো ।
 দৈত্যান্ দদহতুঃ সর্কান্ ময়তারপুরোগমান্ ॥ ২৫ ॥
 দহমানাস্ত তে সর্কে শস্ট্রৈরগ্নিঃ যবেষ্টয়ন ।
 দিব্যৈরগ্ন্যর্কসঙ্কটৈঃ শতশোহধ সহস্রশঃ ॥ ২৬ ॥
 ভাংচাগ্নিঃ শত্রুনিকটৈর্নির্দদাহ মহাসুরান্ । জালা-
 মালাকুলং সর্কং বায়ুনা নিশ্চিহ্নং তদা ॥ ২৭ ॥
 দহমানাস্ততো দৈত্যা অগ্নিজালাসমাবৃতাঃ ।
 প্রবিষ্ট পাতালতলং জলে লীনাঃ সহস্রশঃ ॥ ২৮ ॥
 ততঃ কুমারমগ্নিঃ তু নর্ম্মদাপুত্রমব্যয়ম্ । পূজয়িত্বা
 সুরাঃ সর্কে জগ্মুস্তে ত্রিদেশালয়ম্ ॥ ২৯ ॥ সশল্যস্ত
 মহাতেজা রেবাপুত্রো রুতোহগ্নিভিঃ । নর্ম্মদামাগতঃ
 ক্ষিপ্ৰং মাতরং দৃষ্ট্বমুৎসুকঃ ॥ ৩০ ॥ তং দৃষ্ট্বা
 পুত্রমায়াস্তঃ শস্ট্রৌঘেণ পরিক্রমতম্ । নর্ম্মদা পুণ্য-

প্রণত হইয়া অবস্থান করিলেন । অনন্তর মহাত্মা বিষ্ণু পাবকেশ্ব ধিক্বিকে কহিলেন,—হে নর্ম্মদা-
 নন্দন ! তুমি এই মহাঘোর মহাসুরগণকে দগ্ধ কর । সমীরণ-সহস্রর পাবক বিষ্ণু কর্তৃক এই রূপে আদিষ্ট হইয়া সমরে ময়তারপ্রমুখ দানব-
 গণকে দগ্ধ করিল । দানবগণও পাবক কর্তৃক দহ-
 মান হইয়া দিবাকরপ্রভ দিব্য উগ্র শত শত সহস্র
 সহস্র শর বর্ষণ দ্বারা সমরভূমি অগ্নিময় করিয়া
 ফেলিল । অগ্নিও স্বীয় শরাগ্নিদ্বারা তাহাদের শর-
 নিকর সহ মহাসুরগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ।
 সমীর তাঁহার সহায় হইলেন, ক্রমে পাবকের জালা-
 মালায় অসুরকুল আকুল হইয়া পড়িল । অনন্তর
 অগ্নিজালাসমাকুল অসুরকুল নিশ্চুল প্রায় হইলে
 সহস্র সহস্র পাতালতলে প্রবেশপূর্ব্বক জলের সহিত
 লীন হইয়া রহিল । অনন্তর নর্ম্মদানন্দন অব্যয়
 কুমার ধিক্বিকে সুরগণ পূজা করিয়া ত্রিদেশালয়ের স্ব
 স্ব স্থানে গমন করিলেন । এদিকে মহাতেজা পাবক
 অসুরগণের শল্যে বিদ্ধ হইয়াছিলেন । তিনি মাতৃ-
 দর্শনে সমুৎসুক হইয়া সশল্য অবস্থায় অগ্নিগণের
 সহিত সহস্র জননৌ নর্ম্মদার নিকট গমন করিলেন ।
 পাবক মাতার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে পুণ্যসলিলা
 জননৌ নর্ম্মদা দেখিলেন,—তনয়ের সর্কাক্ত শস্ট্র-
 দ্বারা ক্রত-বিদ্ধ হইয়াছে । তিনি বিস্মিতমনে
 গাত্রোথান করিয়া বাহুদ্বারা তনয়কে আলিঙ্গন
 করিলেন । পুত্রস্নেহবশত তাঁহার কঁদু কঁদু

সলিলা অত্যাখ্যায় সুবিস্মিতা । ৩১ । পর্য্যষজত
বাহুভ্যাং প্রম্বাপীড়িতস্তনী । সশল্যাং পুত্রমাদায়
কাপিলং হৃদমাবিশৎ । ৩২ । প্রবিষ্টমাত্রে তু হৃদে
কাপিলে পাপনাশিনি । সশল্যাং তং বিশল্যাং চ
ক্ষণাৎ কৃতবতী তদা । ৩৩ । স বিশল্যোহভবদ্যম্মাং
প্রাপ্য তস্তাঃ শিবং জনম্ । কপিলা নামতস্তেন
বিশল্যা চোচ্যতে বৃধেঃ । ৩৪ । অস্তেহপি তত্র
যে স্নাতাঃ শুচয়ন্ত সমাহিতাঃ । পাপশল্যৈঃ
প্রমুচ্যন্তে যুতা যান্তি সুরালয়ম্ । ৩৫ । এতন্তে
সৰ্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোহহং পুরা । ত্বয়া । উৎপত্তি-
কারণং তাত বিশল্যায়া নরেশ্বর । ৩৬ ।

ইতি শ্রীকান্দে বিশল্যাসম্ভবো নাম
দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ । ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । তত্রৈব সঙ্গমে রাজন্ তক্ত্যা
পরময়া নৃপ । প্রাণান্ত্যজন্তি মে মর্ত্যাস্তে
যান্তি পরমাং গতিম্ । ১ ॥ সংস্রুতসৰ্বসঙ্কল্পো
যন্ত প্রাণান্ পরিত্যজেৎ । অমরেশ্বরমাসাদ্য স

হইতে লাগিল । তিনি সশল্য তনয়কে লইয়া
কাপিলহৃদে প্রবেশ করিলেন । পাপনাশন
কাপিলহৃদে প্রবেশ করিবারাত্রই তিনি সশল্য
সম্মানকে বিশল্য করিয়া দিলেন । অনন্তর নৰ্ম্মদা-
নন্দন সেই মঙ্গলাবহ কপিলার জলপ্রভাবে বিশল্য
হইলে পণ্ডিতগণ এই কপিলা-জলের বিশল্যা নাম
রাখিলেন । হে তাত ! যে সকল শুচি মানব
সমাহুতমানে এই বিশল্যাজলে স্নান করে, দেহাব-
সানে সে পাপশল্য হইতে মুক্ত হইয়া সুরালয়ে
গমন করিয়া থাকে । হে নরেশ্বর ! তুমি আমাকে
যে বিশল্যার উৎপত্তিবিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়াছ
এই আমি তোমার নিকট তৎসমস্ত বর্ণন
করিলাম । ৩০—৩৬ ।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্ ! যে সকল
নর পরম ভক্তিপূৰ্ব্বক এই কপিলাসঙ্গমে অবগাহন
অথবা প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের পরম গতি লাভ
হয় । অমরেশ্বরে আগমনপূৰ্ব্বক যে মানব নিখিল

স্বর্গে নিয়তঃ বসেৎ । ২ ॥ শৈলেন্দ্রঃ যঃ সমাসাদ্য
আত্মানং যুক্ততে নরঃ । বিমানেনার্কবর্ণেন স
গচ্ছেদমরাবতীম্ । ৩ ॥ নরঃ পতন্তমালোক্য
নগাদমরকটকাং । ক্রবন্ত্যঙ্গরসঃ সৰ্ব্বা মম ভক্তা
ভবেদ্রিতি । ৪ ॥ সমঃ জলং ধর্ম্মবিদো বদন্তি
সারস্বতঃ গাঙ্গমিতি প্রবুন্ধাঃ । তন্তোপরিষ্টাং
প্রবদন্তি তজ্জজ্ঞা রেবাজলং নাত্ত বিচারণান্তি ।
৫ ॥ অনেকাবদ্যাধরকিন্নরাদৈরধ্যাসিতং পুণ্য-
তমাধিবাসৈঃ । রেবাজলং ধারয়তো হি যুর্দ্ধা
স্থানং সুরেন্দ্রাধিপতেঃ সমীপে । ৬ ॥ নৰ্ম্মদা
সৰ্বদা সেব্য্য বহুনোক্তেন কিং নৃপ । যদৌ-
চ্ছেন্ন পুনর্দ্বীপং ঘোরং সংসারসাগরম্ । ৭ ॥ ত্র্যা-
ণামপি লোকানাং মহতী পাবনৌ স্মৃতা । যত্র যত্র যুত-
স্তাপি ক্রবং গাণেশ্বরী গতিঃ । ৮ ॥ অনেকযজ্ঞা-
য়তনৈর্ভূতাকৌ ন হত্র কিঞ্চিদ্যদতীর্থমস্তি । তস্তাশ্চ
তীরে ভবতা যত্নজ্ঞঃ তপস্বিনো বাপ্যতপস্বিনো বা ।
৯ ॥ ত্রিয়ান্তি যে পাপকতো মনুষ্যাশ্চৈব স্বর্গমায়াস্তি
যথামরেন্দ্রাঃ । ১০ ॥ এবম্ভ কপিলা চৈব বিশল্যা

সকল বিসর্জন দিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার
সতত স্বর্গে বাস হয় । যে নর এই শৈলবরে
সমাগত হইয়া জীবন বিসর্জন করে, সে দিবাকর-
প্রভ বিমানারোহণে অমরাবতী গমন করিয়া থাকে ।
মানব যখন এই গিরিবর অমরকটক হইতে
কলেবর পাতিত করে, তখন অপ্সরোগণ তাঁহাকে
দেখিয়া কহিয়া থাকেন যে, ইনি আমাদের
পতি হইবেন । কপিলাজল-প্রভাববিৎ ধর্ম্মজ্ঞ
বুদ্ধিমান মানবগণ সারস্বত, গাঙ্গ ও বেরানীরের
সহিত কপিলাজলের তুলনা করিয়া থাকেন, সন্দেহ
নাই । পুণ্যানিকেতনবাসী অনেক বিদ্যাধর ও
কিন্নরাদি রেবানীর শিরে ধারণ করিয়া সুরবর-
সমীপে স্থান লাভ করেন । ২—৬ । হে নৃপ ! অধিক
কি কহিব, যদি ঘোর সংসারসাগর দর্শনে অভি-
লাষ না থাকে, তবে সৰ্বদা নৰ্ম্মদাজল সেবন
করিবে । ত্রিলোক মধ্যে নৰ্ম্মদাজল পুত বলিয়া
অভিহিত হইয়াছে, ইহার যে কোন স্থানে নর
মরুক না কেন, তাঁহার গাণেশ্বরী গতিপ্রাপ্তি হয় ।
বহুবিধ যজ্ঞায়তনে নৰ্ম্মদাদেহআবৃত্তা । ইহার
শরীরের কোন স্থানই তীর্থপারশুস্ত নহে ;
তপস্বী, তপোহীন এমন কি পাপকারী নরগণও
ইহার নীরে শরীর পরিত্যাগ করিয়া অমর-
নিকরের জায় ত্রিদেশালয় লাভ করিয়া থাকেন ।

রাজসত্তম । ঈশ্বরেণ পুরা সৃষ্টা লোকানাং হিত-
কাম্যয়া ॥ ১১ ॥ তত্র শ্রীহা নরো রাজন সোপবাসো
জিতেন্দ্রিয়ঃ । অশ্বমেধস্ত মহতোহসংশয়ঃ কল-
মাপুয়াৎ ॥ ১২ ॥ অনাশকঞ্চ যঃ কুৰ্য্যাত্তপস্বিন্তোৰ্থে
নরাদিপি । সৰ্বপাপবিনশ্চুক্তো যাতি বৈ শিব-
মন্দিরম্ ॥ ১৩ ॥ পৃথিব্যাং সাগরাস্তায়াং জ্ঞানদানেন
যৎকলম্ । বিশল্যাসঙ্গমে শ্রীহা সক্রতৎ কলমশ্রুতে ॥
১৪ ॥ এবং পুণ্যা পবিত্রা চ কথিতা তব ভূপতে ।
ভূয়ো মাং পৃচ্ছসি চ যতচ্চৈব কথয়াম্যম্ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীহান্দে বিশল্যাসঙ্গমশাস্ত্রাবর্ণনং নাম
ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । সঙ্গমঃ করনশ্রদয়োঃ পুরে
মাক্ষাতৃসংজ্ঞিতে । গতা শ্রীহা তর্পায়িত্বা পিতৃন
বিষ্ণুপুরং নয়েৎ ॥ ১ ॥ মর্দয়িত্বা করো পূর্বং
বিষ্ণুর্দৈত্যজিঘাংসয়া । চক্রং জগ্রাহ তত্রৈব শ্বেদা-

পুরাকালে লোকহিতকামনায় স্বয়ং ঈশ্বর ইহার
সৃজন করিয়াছিলেন । হে রাজসত্তম ! এইরূপে
বিশল্যার উৎপত্তি হইয়াছিল । হে রাজন !
উপবাসী জিতেন্দ্রিয় মানব নর্যদানীরে অবগাহন
করিয়া নিঃসংশয় অশ্বমেধ যজ্ঞের মহাকল লাভ
করে । হে নরাদিপি ! যে নর নর্যদাতীরে
আগমন করে, সে সৰ্বপাপবিমুক্ত হইয়া শিব-
লোকে গমন করিয়া থাকে । সাগরাস্তা পৃথিবী
মধ্যে জ্ঞান-দানে যে কল, একবার বিশল্যার
জলে জ্ঞানে তাহার তুল্য কল লাভ হইয়া থাকে ।
হে ভূপতে ! এই তোমার নিকট পুণ্য পবিত্র
বিশল্যার কথা কাহ্নলাম, তুমি পুনরায় যাহা জিজ্ঞাসা
করিবে, তাহাও কীৰ্ত্তন করিব ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—মাক্ষাতৃপুরে কর-নশ্রদ
সঙ্গম বর্তমান । মানব তথায় গমন, জ্ঞান ও তর্পণ
করিয়া পিতৃগণকে বিষ্ণুপুরে প্রেরণ করে ।
পুরাকালে বিষ্ণু দানববধসাধনায় স্বীয় কর মর্দিত
করিয়া চক্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, চক্র গ্রহণে তাঁহার

জ্ঞাতা সরিৎসরা ॥ ২ ॥ সঙ্গতা রেবয়া তত্র শ্রীহা
পাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীহান্দে করনশ্রদাসঙ্গমশাস্ত্রাবর্ণনং নাম
চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ওঙ্কারাৎ পূর্বভাগে বৈ
সঙ্গমো লোকবিশ্রুতঃ । রেবয়া সঙ্গতা যত্র নীলগঙ্গা
নৃপোত্তম ॥ ১ ॥ তত্র শ্রীহা জপিত্বা চ কোহর্থো-
হনন্ত্যো ভবেদুবি । ষষ্টিবর্ষসংস্রাণি নীলকণ্ঠপুরে
১২ ॥ তর্পায়িত্বা পিতৃন শ্রীহা তির্নামিষ্টৈর্জলৈ-
রপি । উক্রেদাশ্বনা সার্কং পুরুষানেকবিংশ-
তিম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীহান্দে সঙ্গমশাস্ত্রাবর্ণনং নাম
পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

করে শ্বেদ উদ্গত হয় । সেই শ্বেদ হইতে সরিৎ-
সরা উদ্ভূত হইয়াছেন । এই সরিৎসরা যে
স্থানে রেবার সহিত সঙ্গতা, তথায় জ্ঞান করিলে
মানব নিখিল কলুন হইতে মুক্ত হয় । ১—৩ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নৃপসত্তম ! নীল-
গঙ্গার পূর্বদিগ্ভাগে এক লোকবিশ্রুত সঙ্গম
আছে । এই স্থানে নীলগঙ্গা রেবার সহিত সঙ্গতা
হইয়াছেন । এই স্থানে জ্ঞান ও জপ করিলে
ভূতলে কোন্ বস্তু ভুল্লভ থাকে ? এই সঙ্গমে
জ্ঞান ও জপকারী নর ষষ্টিবর্ষ বৎসর নীলকণ্ঠ-
পুরে বাস করে । যে মানব এই সঙ্গমে শ্রীহা-
দিবসে তিলোদক দ্বারা তর্পণ করে, আশ্বার সহিত
অনেক পুরুষপুরঃসর তাহার পিতৃগণের উদ্ধার
হইয়া থাকে ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ । জালেশ্বরেহপি যৎ প্রোক্তং
ইয়া পূৰ্বং দ্বিজোত্তম । তৎকথন্তু ভবেৎ পুণ্যমসি-
সিদ্ধনিষেবিতম্ ॥ ১ ॥ জীমার্কণ্ডেয় উবাচ । জালে-
শ্বরাৎ পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি । তন্তোৎ-
পত্তিঃ কথয়তঃ শৃণু স্বং পাণ্ডুনন্দন ॥ ২ ॥ পুরা ঋষি
গণাঃ সৰ্বে সেন্দ্রাশ্চৈব মরুদগণাঃ । তাপিহা অশুরৈঃ
সৰ্বেঃ ক্ষয়ং নীতা হনেকশঃ ॥ ৩ ॥ বাণাসুর-
প্রভৃতিভিজ্জন্তুস্তপুরোগমৈঃ । বধ্যমানা হনৈকৈশ্চ
ব্রহ্মাণঃ শরণং গতঃ ॥ ৪ ॥ বিমানৈঃ পৰ্বতাকাটৈ-
র্হয়ৈশ্চৈব গজোত্তমৈঃ । শৃঙ্গদৈর্নগরাকটৈঃ
সিংহশার্দূলযোজিতৈঃ ॥ ৫ ॥ কচ্ছপৈর্মৃকটৈশ্চাত্তৈ-
জম্বরৈশ্চ পদাতয়ঃ । প্রাপ্যতে পরমং
স্থানমশক্যং যদধাৰ্ম্মিকৈঃ ॥ ৬ ॥ দৃষ্ট্বা পদ্মোদ্ভবং
দেবং সৰ্বলোকেশ্ব শঙ্করম্ । তে সৰ্বে তত্র গতা
তু স্ততিঃ চকুঃ সমাহিতাঃ ॥ ৭ ॥ দেবা উচুঃ । জয়ামেয়
জয়াভেদ জয় সমুতিকারক । পদ্মযোনে সুরশ্রেষ্ঠ
হাং বয়ং শরণং গতঃ ॥ ৮ ॥ তক্ষুহা তু বচো

ষড়বিংশ অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম !
পূর্বে আপনি জালেশ্বরের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন,
ঋষিসিদ্ধ-নিষেবিত পুত্র জালেশ্বরের কিরূপে উৎ-
পত্তি হইয়াছে ? মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে
পাণ্ডব ! জালেশ্বরের অনুরূপ তীর্থ কখনও
হয় নাই, হইবেও না ; এক্ষণে জালেশ্বরের উৎপত্তি
বিবরণ বর্ণন করিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ
কর । পূর্বকালে ইন্দ্রাদি দেব, ঋষি ও মরুদগণ
অশুরদিগের করে পীড়িত ও অনেকেই হত হন ।
তঁাহারা জন্তু শুভ্র-বাণ প্রমুখ অশুরগণ কর্তৃক
বধ্যমান হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ।
তখন সুরসমূহ মধ্যে কেহ উত্তম গজে, কেহ ঋষে,
কেহ পৰ্বতাকার বিমানে, কেহ সিংহশার্দূল-
চালিত নগরসদৃশ রথে, কেহ কচ্ছপে ও অন্ত
কেহ মকরে আরোহণ করিয়া পরম স্থান ব্রহ্মলোকে
উপনীত হন এবং নিখিল লোকের কুশলকর পদ্মজ
চতুরাননকে দর্শন করিয়া সকলেই সমাহিতমনে
তঁাহার স্তব করেন । দেবগণ বলেন,—হে পদ্ম-
যোনে ! আপনি অমেয় অভেদ ও নিখিল বিভূ-
তির নিদান, আপনার জয় হউক । হে সুরসত্তম !

দেবো দেবানাং ভাবিতাম্ভনাম্ । মেঘগম্ভীরয়া
বাণা প্রভাবাচ পিতামহঃ ॥ ৯ ॥ কিং বো ভাগমনঃ
দেবাঃ সৰ্বেষাং চ বিবৰ্ণতা । কেনাবমানিতাঃ সৰ্বে
শীঘ্রং কথয়তামরাঃ ॥ ১০ ॥ দেবা উচুঃ । বাণো নাম
মহাবীৰ্য্যো দানবো বলদর্পিতঃ । তেনাস্মাকং হৃতঃ
সৰ্বং ধনরত্নৈর্বিযোজিতাঃ ॥ ১১ ॥ দেবানাং বচনং
শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । চিন্তয়ামাস দেবেশস্ত
নাশায় যা ক্রিয়া ॥ ১২ ॥ অবধ্যো দানবঃ পাপঃ
সৰ্বেষাং বৈ দিবৌকসাম্ । যুক্তা তু শঙ্করং দেবং
ন ময়া ন চ বিষ্ণুনা ॥ ১৩ ॥ তত্রৈব সৰ্বে গচ্ছামো যত্র
দেবো মহেশ্বরঃ । স গতিশ্চৈব সৰ্বেষাং বিদ্যাতে-
হন্তো ন কশ্চন ॥ ১৪ ॥ এবমুক্তা সুরৈঃ সৰ্বে ব্রহ্মা
বেদবিদাংবরঃ । ব্রাহ্মণৈঃ সহ বিদ্বদ্ভির্গতো যত্র
মহেশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥ স্ততিভিঃ স্পৃষ্টাভিঃ স্তব পরমে-
শ্বরম্ ॥ ১৬ ॥ দেবা উচুঃ । জয় স্বং দেবদেবেশ
জয়োমার্কিশরীরধুক । বৃষাসন মহাবাহো শশাঙ্ক-
কৃতভূষণ ॥ ১৭ ॥ নমঃ শূলগ্রহস্তায় নমঃ খট্ভাঙ্গ-

আমরা অদ্য আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি । পিতা-
মহ ভাবিতাম্ভা দেবগণের বাক্য শুনিয়া মেঘগম্ভীর
বাক্যে তঁাহাদের বাচ্যের প্রত্যুত্তর করিলেন,—
হে দেবগণ ! তোমাদের কিজন্ত বর্ণমানিস্ত ঘটি
যাচ্ছে ? তোমরা কেনই বা এ স্থানে আগমন করি-
য়াছ ? হে অমরনিকর ! শীঘ্র বল, আমার
বোধ হয়, কেহ তোমাদগকে অপমানিত করিয়াছে ।
দেবগণ উত্তর করিলেন,—বলদর্পিত বীৰ্য্যবান বাণ
নামক দানব আমাদের সকলই অপহরণ করিয়াছে ।
আমরা সম্প্রতি ধনরত্নহীন হইয়াছি । অনন্তর
দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা
বাণ দানবের বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ;
ভাবিলেন,—ত্রিদশবাসাদিগের কথা কি, এক শঙ্কর
ব্যতীত এই পাপ দানব আমার কিংবা বিষ্ণুরও
অবধ্য । অতএব মহেশ্বর যেখানে অবস্থিত,
আমরা সকলেই সেই স্থানেই গমন করিব । মহেশই
আমাদের গতি, তিনি ভিন্ন আমাদের অন্য গতি
নাই । বেদবিদ্বদ্র ব্রহ্মা এইরূপে সুরগণ কর্তৃক
অনুরূপ হইয়া বিদ্র ব্রাহ্মণগণ সহ মহেশ্বরের
আবাসে গমন ও স্পৃষ্টাভিঃ স্তব করিলেন ১১—১৬ । দেবগণ বলিলেন,—
হে দেবদেবেশ ! অর্দ্ধ শরীর দ্বারা আপনি উমাকে
ধারণ করিয়াছেন, আপনার জয় হউক । হে
মহাবাহো ! বৃষ আপনার বাহন এবং শশধর

ধারিণে। জয় ভূতপতে দেব দক্ষযজ্ঞবিনাশন।
 ১৮। পঞ্চাকর নমো দেব পঞ্চভূতানুবিগ্রহ।
 পঞ্চবক্রময়েশান বেদৈশ্বঃ তু প্রগীয়সে। ১৯।
 সৃষ্টিপালনসংহারাত্মঃ সদা কুরুষে নমঃ। অষ্টমূর্ত্তে
 স্রবহর স্রব সত্যঃ যথা স্ততঃ। ২০। পঞ্চাঙ্গিকা
 তন্তুর্দেব ব্রাহ্মণৈস্তে প্রগীয়তে। সদ্যো বামে তথা-
 ঘোরে ঈশে তৎপুরুষে তথা। ২১। হেমজালে
 সুবিস্তীর্ণে হংসবৎ কূজসে হর। এবং স্ততো
 মুনিগণৈর্ব্রহ্মাদ্যৈশ্চ সুরাসুরৈঃ। ২২। প্রহৃষ্টঃ
 সূমনা ভূহা সুরসজ্জামুবাচ হ। ২৩। ঈশ্বর
 উবাচ। আগতঃ দেববিপ্রাণাঃ সুপ্রভাতাদ্য
 শর্করী। কিং কুর্শ্যো বদত কিপ্রং কোহস্তঃ সেবাঃ
 সুরাসুরৈঃ। ২৪। কিং কুঃখং কো হু সন্তাপঃ
 কুতো বো ভয়মাগতম্। কথয়ধ্বং মহাভাগাঃ
 কারণং যন্ননোগতম্। ২৫। এবমুক্তাস্ত ক্রদ্রেণ
 প্রত্যাবোচন্ সুরবভাঃ। স্থান স্থান দেহান্ দর্শয়ন্তো

আপনার শিরোভূষণ; আপনাকে নমস্কার। হে
 দেব! আপনার করাগ্র শূল ও খট্টাকভূষিত,
 আপনি প্রাণিগণের নাথ এবং আপনিই দক্ষ-যজ্ঞ-
 ধ্বংস করিয়াছেন। আপনাকে নমস্কার। হে দেব!
 কিত্যাদি পঞ্চভূত আপনার দেহ, হে ঈশান! বেদ-
 নিবহে আপনি পঞ্চাকরময় ও পঞ্চবক্রময় বলিয়া
 গীত হন, আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি
 সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন, আপনাকে
 সতত নমস্কার। হে দেব! আপনি মদনশত্রু,
 মদন, অষ্টমূর্ত্তি, সত্য ও স্তত; ব্রাহ্মণগণ আপ-
 নার তন্তুকে পঞ্চাঙ্গিকা कहিয়া থাকেন; যথা—সদ্য,
 বাম, অঘোর, ঈশ এবং তৎপুরুষ। হে হর।
 আপনি সুবিস্তীর্ণ হেমজালে হংসের স্তায় কূজন
 করিয়া থাকেন। অনন্তর হর,—ব্রহ্মাদি, সুর,
 মুনি ও ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এইরূপে স্তত হইলেন।
 হর্ষে তাঁহার মন প্রসন্ন হইল। তিনি সুরগণকে
 कहিতে লাগিলেন। ঈশ্বর कहিলেন,—দেব ও
 ব্রাহ্মণগণের শুভাগমন হইয়াছে, অতএব অদ্য
 শর্করী সুপ্রভাতা; সখর বল,—তোমাদের কি
 প্রিয় করিব? সুরাসুরগণ অন্ত কাহার সেবা
 করিতেছে, তাহাদের কি কুঃখ কি সন্তাপ বা কোন
 ভয় সমুপস্থিত হইয়াছে? হে মহাভাগগণ। কি
 কারণে তোমাদের আগমন এবং তোমাদের মনো-
 গত ভাব কি, তাহা ব্যক্ত কর। অনন্তর শঙ্করকর্তৃক
 একরূপে আদিষ্ট সুরসত্তমগণ স্ব স্ব শরীর প্রদর্শন-

লজ্জমানা অধোমুখাঃ। ২৬। অস্তি ঘোরো মহা-
 বীৰ্য্যো দানবো বরদর্পিতঃ। বাণো নামেতি
 বিখ্যাতো যন্ত তল্লিপুরুঃ মহৎ। ২৭। তেন বৈ
 সূতপস্তপ্তং দদবর্ষশতানি হি। তন্তু তুষ্ণৌহতব্রহ্মা
 নিয়মেন দমেন চ। ২৮। পুরাণি ভাস্তভেদ্যানি
 দদৌ কামগমানি বৈ। আয়সং রাজতং চৈব
 সৌবর্ণঞ্চ তথা পরম্। ২৯। ত্রিপুরুঃ ব্রহ্মণা সৃষ্টং
 ভ্রমন্তং কামগামি চ। তৈশ্চ ব তু বলোৎকৃষ্টাত্রিপু-
 রৈ দানবাঃ স্থিতাঃ। ৩০। ত্রৈলোক্যং সকলং দেব
 পীড়য়ন্তি মহাসুরাঃ। দণ্ডপাশাসিশস্ত্রাণি অবিকারে
 বিকূর্ষতে। ত্রিপুরুঃ দানবৈর্জুষ্টং ভ্রমন্তচ্চক্রসম্ভবম্।
 ৩১। কচিদৃশ্যমদৃশ্যং বা যুগতুষ্ণৈব লক্ষ্যতে। ৩২।
 যস্মিন্ পতিতি তদ্বিধ্যং দৃশ্যমত্র ত্রিপুরুঃ মহৎ। ন তত্র
 ব্রাহ্মণা দেবা গাবো নৈব তু জন্তবঃ। ৩৩। ন তত্র
 দৃশ্যতে কিঞ্চিৎ পতেদ্যত্র পুরজয়ম্; নদ্যো গ্রামাশ্চ
 দেশাশ্চ বহবো ভস্মসাৎকৃতাঃ। ৩৪। সুবর্ণং
 রজতং চৈব মণিমৌক্তিকমেব চ। স্ত্রীরত্নঃ শোভনঃ
 যচ্চ তৎসর্বং কৰ্ষতে বলাৎ। ৩৫। ন শস্মেণ ন

পূর্বক লজ্জায় অধোবদন হইয়া বলিতে লাগিলেন;
 —বরদর্পিত মহাবল বিখ্যাত বাণনামক দানব সহস্র
 বৎসর তীব্র তপস্যা করিয়াছে, তাহার নিয়ম ও
 স্বয়ং দর্শনে চতুরানন তাহার প্রতি প্রীত হইয়াছেন।
 ইহার ত্রিপুরু নামক এক মহাপুরুষ আছে, এই
 পুরজয় যথাক্রমে স্বর্ণ, রজত ও লৌহনির্ম্মিত,
 অভেদ্য ও কামকামী। ব্রহ্মার বরেই এই ত্রিপুরু
 যথেষ্টাগমনশালী ও অভেদ্য হইয়াছে। হে
 দেব! বলোদ্ধত বাণসৈন্ত মহাসুর দানবগণ এই
 অভেদ্য পুরজয়ে বাস করিয়া দণ্ড, পাশ, অসি
 প্রভৃতি শস্ত্রনিচয় নিয়ত বর্ষণ করত অখিল ত্রিলো-
 কের পীড়া উৎপাদন করিতেছে। দানবজুষ্ট পুরজয়
 চক্রের স্তায় ভ্রমণ করে, যুগতুষ্ণ স্তায় কোথাও
 দৃশ্য কোথাও অদৃশ্যভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে;
 যে স্থানে বলদৃশ্য বাণের এই মহা পুরজয় পতিত
 হয়, সে স্থানের ব্রাহ্মণ, দেব, গো ও অন্তান্ত
 প্রাণিগণ বিনষ্ট হইয়া যায়। পুরজয়ের পতন স্থানে
 কিছুই থাকে না; সকলই লয় প্রাপ্ত হয়। হে
 দেব! এই পুরজয় অনেক নদী, গ্রাম ও দেশ
 ভস্মসাৎ করিয়াছে। ১৭—৩৪। হে হর! বলিব কি,
 সুবর্ণ রজত মণি মুক্তা মনোহর স্ত্রীরত্ন যেখানে যাহা
 কিছু থাকে, সকলই অসুরেরা বলপূর্বক গ্রহণ

চাক্ষেণ ন দিবা নিশি বা হয় । শক্যতে বেদসংজ্ঞক
নিহন্তঃ স কথঞ্চন ॥ ৩৬ ॥ তদহস্য মহাদেব ত্বং হি
নঃ পরমা গতিঃ । এবং প্রসাদঃ দেবেশ সর্বেষাং
কর্তুমর্হসি ॥ ৩৭ ॥ যেন দেবাশ্চ গন্ধর্বা ঋষয়শ্চ
তপোধনাঃ । পরাং ধৃতিং সমায়াস্তি তৎপ্রভো
কর্তুমর্হসি ॥ ৩৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ । এতৎসর্বং
করিষ্যামি মা বিষাদং গমিষাথ । অচিরেণৈব
কালেন কুর্ধ্যাং যুযৎসুখাবহম্ ॥ ৩৯ ॥ আশ্বাস-
য়িত্বা তান্ দেবান্ সর্গানিস্রপুৰোগমান্ । চিন্তয়া-
মাস দেবেশস্ত্রিপুরম্ বধং প্রতি ॥ ৪০ ॥ কথং
কেন প্রকারেণ হস্তব্যং ত্রিপুরং ময়া । তমেকং
নারদং মুক্তা নাশ্চোপায়া বিধীয়তে ॥ ৪১ ॥ এবং
সংস্তভ্য চাক্ষানং ততো ধ্যাতঃ স নারদঃ । তৎ-
ক্ষণাদেব সম্প্রাপ্তো বায়ুভূতো মহাতপাঃ ॥ ৪২ ॥
কমণ্ডলুধরো দেবজ্ঞিদগৌ জ্ঞানকোবিদঃ । যোগ-
পটাক্ষহস্তেণ ছত্রেণৈব বিরাজিতঃ ॥ ৪৩ ॥ জটী-
জটীবন্ধশিরা জলনার্কসমপ্রভঃ । ত্রিধা প্রদক্ষিণী-
কৃত্য দণ্ডবৎ পতিতো ভূবি ॥ ৪৪ ॥ কৃতাজলি-

করে । অস্ত্রে নয়, শস্ত্রে নয়, দিবায়ে নহে,
রজনীতে নহে—দেবগণ কোনক্রমেই এই মহা-
সুরকে নিহত করিতে সমর্থ হইতেছেন না । হে
মহাদেব ! আপনি আমাদের পরমগতি, অতএব
আপনি ইহাকে দণ্ড করুন । হে দেবেশ ! আপনি
আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, হে প্রভো ! যাহাতে
দেব, গন্ধর্ব ও তপোধন ঋষিগণ পরম ধৈর্য্য
প্রাপ্ত হন, আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহাই করুন ।
ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে সুরগণ ! তোমরা
বিব্রহ হইও না, আমি এইরূপই করিব, অচিরকাল-
মধ্যেই আমি তোমাদের স্মৃৎসংবিধান করিব ।
অনন্তর দেবেশ শঙ্কর বাসবপ্রমুখ সুরগণকে
এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া ত্রিপুরের বিনাশোপায়
চিন্তা করিলেন । ভাবিলেন,—কিভাবে আমি
ত্রিপুরবিনাশ করিব ? এক নারদ ভিন্ন ত্রিপুর-
নাশের অন্য উপায় নাই । মনে মনে এইরূপ চিন্তিয়া
নারদকে স্মরণ করিলেন, শঙ্করের স্মরণমাঝে
মহাতপা নারদ তৎক্ষণাৎ বায়ুবেগে সমাগত
হইলেন । তাঁহার করে কমণ্ডলু, স্বস্ত্রে ত্রিদগৌ ;
জটীজুটে মস্তক সম্যক আবদ্ধ ; তিনি যোগপট
অক্ষহস্ত ও ছত্রভূষিত এবং তাঁহার প্রভা প্রজলিত
সূর্য্যের স্তায় । মহামনা জ্ঞানকোবিদ ভগবান্
দেবার্ষ নারদ শঙ্ককে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া

পুটো ভূত্বা নারদো ভগবান্ যুনিঃ । স্তোত্রেণ
মহতা সর্বঃ স্ততো ভক্ত্যা মহামনাঃ ॥ ৪৫ ॥ নারদ
উবাচ । জয় শঙ্কো বিরূপাক্ষ জয় দেব ত্রিলোচন ।
জয় শঙ্কর ঈশান ক্রদ্রেখর নমোহস্ত তে ॥ ৪৬ ॥ ত্বং
পতিস্বঃ জগৎকর্তা স্বমেব লয়কৃষিতো । স্বমেব
জগতাং নাথো দৃষ্টান্তকনিষূদনঃ ॥ ৪৭ ॥ ত্বং নঃ
পাহি সুরেশান জয়ীমূর্তে সনাতন । ভবমূর্তে
ভবারে ত্বং ভক্ততামভয়ো ভব ॥ ৪৮ ॥ ভবভাব-
বিনাশার্থঃ ভব ত্বাং শরণং ভুজে । কিমর্থং চিন্তিতো
দেব আত্মা মে দীয়তাং প্রভো ॥ ৪৯ ॥ কস্ত
সঙ্কোভয়ে চিন্তঃ কো বাদ্য পততু কিতৌ । কমদ্য
কলহেনাহং যোজয়ে জয়তাং বর ॥ ৫০ ॥ নারদস্ত
বচঃ শ্রুত্বা দেবদেবো মহেশ্বরঃ । উৎফুল্লনয়নো
ভূত্বা ইদং বচনমববীৎ ॥ ৫১ ॥ আগতং তে যুনি-
শ্রেষ্ঠ সদেব কলহপ্রিয় । বীণাবাদনতবজ্র ব্রহ্মপুত্র
সনাতন ॥ ৫২ ॥ গচ্ছ নারদ শীঘ্রং ত্বং যত্র তত্রিপুরং
মহৎ । বাণস্ত দানবেশ্চ সর্গলোকভয়াবহম্ ॥ ৫৩ ॥

দণ্ডের স্তায় ক্রিতিলে পতিত হইলেন এবং
অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক বিশিষ্ট ভাবিবাক্যে তাঁহার স্তব
করিতে লাগিলেন । নারদ বলিলেন,—শঙ্কু
বিরূপাক্ষ ত্রিলোচন জয়যুক্ত হউন । হে ঈশান !
আপনার জয় হউক । হে শঙ্কর ! আপনাকে নম-
স্কার । হে ক্রদ্রেখর ! আপনি পতি, জগৎকর্তা ও
লয়কারী ; হে প্রভো ! আপনি ছত্রে অস্তক,
যমও আপনার নিকট পরাভব প্রাপ্ত হুয় । হে
সনাতন ! আপনি জয়ীমূর্তি । হে সুরেশান ! আপনি
আমাদিগকে রক্ষা করুন । হে ভবমূর্তে ! আপনি
ভববিনাশন । হে ভব ! আপনি ভক্তগণের অভিযুগ ।
হে ভব ! ভবভাববিনাশার্থ আমি আপনার শরণ
গ্রহণ করিতেছি । হে প্রভো ! কি নিমিত্ত আমাকে
স্মরণ করিয়াছেন, আমার প্রতি আদেশ করুন ।
আমি কাহার চিত্ত সংকোভিত করিব, আমার
প্রভাবে কোন্ ব্যক্তি অদ্য ক্রিতিলে পতিত
হইবে ? হে জিহ্বাস্তম ! আজ কোন্ ব্যক্তিকে
কলহ দ্বারা পাতিত করিব, আদেশ করুন ॥ ৩৫—৫০ ॥
নারদের বাক্য শুনিয়া দেবেশ মহেশ্বর লোচন
উৎফুল্ল হইল । তিনি বলিলেন,—হে যুনিসত্তম !
তোমার আগমন শুভ হউক, তুমি সত্তত
কলহপ্রিয়, বীণাবাদনতবজ্র, ব্রহ্মতনয় ও সনা-
তন ; হে নারদ ! যে স্থানে দানববর বাণের
সর্গলোকভয়দ ত্রিপুর বিদ্যমান, সঙ্কর সেই

ভর্তারো দেবতাতুল্যঃ স্নিগ্ধস্তম্ভাপ্সরঃসমাঃ ।
 তাঙ্গাঃ বৈ তেজসা চৈব ভ্রমতে ত্রিপুরং মহৎ ॥ ৫৪ ॥
 ন শক্যতে কথং ভেদুঃ সর্বোপায়ৈ-
 দ্বিজোত্তম । গতাঃ স্বঃ মোহয় কিপ্রঃ পৃথগ্ধর্মে-
 রনেকধা ॥ ৫৫ ॥ নারদ উবাচ । তব বাক্যেন
 দেবেশ ভেদয়ামি পুরোত্তমম্ । অভেদাৎ
 বতধোপায়ৈর্ধ্বং দেবৈঃ সবার্হবৈঃ ॥ ৫৬ ॥ এবমুক্তা
 গতৌ ভূপ শতযোজনমায়তম্ । বাণস্ত তৎপুরশ্চেষ্ঠ-
 যুক্তিরুদ্বিসমায়ুতম্ ॥ ৫৭ ॥ কৃতকৌতুকসংবাদং
 নানাদাতুবিচিহ্নিতম্ । অনেকহস্যাসঙ্করমনেকায়তনো-
 জ্জলম্ ॥ ৫৮ ॥ দ্বারতোরণসংযুক্তঃ কপাটার্গল-
 ভূষিতম্ । বহুযজ্ঞসমোপেতং প্রাকারপরিখোজ্জলম্ ॥
 ৫৯ ॥ বাপীকুপতড়াগচ্চ দেবতায়তনৈর্ধৃতম্ ।
 হংসকারণবাকীর্ণং পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতম্ ॥ ৬০ ॥
 অনেকবর্ণশোভাঢ্যং নানাবিহগমণ্ডিতম্ । এবং
 গুণগুণাকীর্ণং বাণস্ত পুরনুত্তমম্ ॥ ৬১ ॥ তস্ত মধ্যে

মহাপুরে গমন কর। সেই পুরজয়ে দেবতাতুল্য
 ও অপরঃসদৃশী রমণীগণ বিদ্যমান। ঐ রমণীগণই
 ত্রিপুরের অধীশ্বররূপে বিরাজমানা; তাহাদের
 তেজেই ঐ মহাপুরজয় নিখত ভ্রমণ করে। হে
 দ্বিজোত্তম! আমি বিবিধ উপায় অবলম্বন
 করিয়াও ঐ পুরজয়ের ভেদ করিতে সমর্থ
 হইব না। তুমি তথায় সহস্র গমন করিয়া
 বিভিন্ন ধর্ম দ্বারা ভেদবুদ্ধি উৎপাদন পূর্বক
 তাহাদিগকে পৃথক পৃথক মোহিত কর। নারদ
 কহিলেন,—সবার্হব দেবগণের বিবিধ উপা-
 য়েও যাহা অভেদ্য হইয়াছে, আপনার
 আদেশে আমি সেই পুরোত্তম ভিন্ন করিব। হে
 রাজন! দানবরাজ বাণের সেই মহাপুর শত-
 যোজন আয়ত, ঋক্‌ইন্দ্রিসমায়ুক্ত, নানাবিধ
 কৌতুকাবহ কলাকোশলে গুপ্তবেশ ও বহুবিধ
 বিচিত্র ধাতু দ্বারা শোভিত; ঐ পুরের বাহিরাগ
 গৃহায়তন অনলোজ্জল হস্ত্যমালায় সমাকুল;
 পুরনিচয় দ্বারতোরণ-সংযুক্ত, কপাট ও অর্গলভূষিত।
 বহু কুটয়জ্ঞময় প্রাকার পার্থা দ্বারা ঐ পুর-
 জয় সমুজ্জল হইয়াছে। এই সকল পুর
 বহুবাপী, কুপ, তড়াগ ও দেবায়তন-সমধিত;
 পুরমধ্যে পদ্মিনীনিচয়-মণ্ডিত জলাশয়সমূহ হংস
 ও কারণবাকীর্ণ। পুরীর কোথাও মনোহর
 বনশ্রেণী বিদ্যমান। তাহাতে বিহগগণ বিচরণ
 করায় পুরনিচয়ের অতীব শোভা বৃদ্ধি
 পাইয়াছে। হে নৃপ! এবংবিধ গুণ-সমাকীর্ণ

মহাকায়ঃ সপ্তকক্ষং সুশোভিতম্ । বাণস্ত ভবনং
 দিব্যং সর্বং কাঞ্চনভূষিতম্ ॥ ৬২ ॥ মোক্তিকাদাম-
 শোভাঢ্যং বজ্রবৈদূর্য্যভূষিতম্ । কল্পপটুতলাকীর্ণং
 রত্নভূম্যা সুশোভিতম্ ॥ ৬৩ ॥ মত্তমাতঙ্গনিস্থাসৈঃ
 স্কন্দনৈঃ সঙ্কুলীকৃতম্ । হৃদয়েষিতশৈলৈশ্চ নারীগণঃ
 নৃপুরন্থনৈঃ ॥ ৬৪ ॥ খড়্গাতোমরহন্তৈশ্চ বজ্রাকুশ-
 শরাযুধৈঃ । রক্ষিতং ঘোররূপৈশ্চ দানবৈর্বল-
 দর্পিতৈঃ ॥ ৬৫ ॥ এবং গুণগুণাকীর্ণং বাণস্ত
 ভবনোত্তমম্ । কৈলাসশিখরপ্রগাং মহেন্দ্রভবনো-
 পমম্ ॥ ৬৬ ॥ নারদো গগনে শীঘ্রমগমৎ পুরসমুখঃ ।
 দ্বারদেশং সমাসাদ্য ক্ষত্বারং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৭ ॥
 ভোভোঃ ক্ষত্বর্ষহাবুদ্ধে রাজকার্য্যবিশারদ । শীঘ্রং
 বাণায় চাচক্ষু নারদো দ্বারি তিষ্ঠতি ॥ ৬৮ ॥ স
 বন্দযিহা চরণৌ নারদস্ত হরারিতঃ । সভামধ্যগতং
 বাণং বিজ্ঞপ্ত্বনুপচক্রমে ॥ ৬৯ ॥ বেপমানাক্ষয়ষ্টি
 করেণাপিহিতাননঃ । পৃথতাং সর্বযোধানামিৎ
 বচনমব্রবীৎ ॥ ৭০ ॥ বন্দিভো দেবগন্ধর্বৈক্ষ-
 কিন্নরদানবৈঃ । কলিপ্রিয়ো দ্বারাদেহো নারদো

উত্তম পুরমধ্যে দানবরাজ বাণের কাঞ্চনময়
 দিব্য বাসভবন এই বাণভবন সুদীর্ঘ সপ্তকক্ষ-
 সমধিত; এবং মত্ত মাতঙ্গের নিস্থাসবায়ু, অশ্বের
 হেয়ারব, বধের নিধোষ ও নারীগণের নৃপুর-
 নিধন দ্বারা সঙ্কুল। পুরের সর্বত্রই মুক্তামালা বিল-
 দিত, সকল স্থানই বজ্র বৈদূর্য্য-শোভিত ও তলদেশ
 সুবর্ণময় ও রত্ন দ্বারা সুশোভিত। বলদর্পিত
 ভীষণবদন দানবগণ খড়্গ, তোমর, বজ্র, অক্ষুশ,
 শর ও অস্ত্রাশ্র বিবিধ আয়ুধকরে এই পুরের
 রক্ষা করিতেছে। হে নৃপ! এবংবিধ গুণাকীর্ণ
 উত্তম বাণভবন যেন কৈলাসশিখরাকার। উহা যেন
 সুররাজের গমরাবতীর শোভা ধারণ করিয়াছে।
 নারদ দেবেশের আদেশে সহস্র সেই পুরাভিমুখে
 প্রস্থিত হইলেন এবং সহস্র পুরদ্বারে উপনীত
 হইয়া দ্বাররক্ষককে বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিলেন,
 —হে রাজকার্য্যকুশল মহাবুদ্ধে দ্বাররক্ষক!
 নারদ দ্বারদেশে উপস্থিত; শীঘ্র দানবরাজ বাণকে
 এই সংবাদ প্রদান কর। ৫১—৬৮। অনন্তর দ্বারী
 নারদের চরণদ্বয় বন্দনা করিয়া এবং সহস্র সভা-
 মধ্যে সমাগত হইয়া কম্পিতকলেবরে করদ্বারা
 বদন আবৃত করত যোদ্ধবরগণসমক্ষে দানব-
 রাজ বাণকে কহিতে লাগিল। দ্বারী কহিল,—
 দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর, ও দানব-বন্দি

দ্বারি তিষ্ঠতি । ৭১ । দ্বারপালস্ত তদ্বাক্যং শ্রুত্বা ,
বাণস্বরাধিতঃ । দ্বাহমাহ মহাদৈত্যঃ সবিস্ময়মিদং
তদা । ৭২ । বাণ উবাচ । ব্রহ্মপুত্রঃ সতেজস্কঃ
দুঃসহঃ হুরতিক্রমম্ । প্রবেশয় মহাভাগং কিমর্থং
বারিতো বহিঃ । ৭৩ । শ্রুত্বা প্রভোর্বচস্তস্ত
প্রাবেশয়দ্বারিতম্ । গতা বেগেন মহতা নারদঃ
গৃহমাগতম্ । ৭৪ । দৃষ্ট্বা দেবর্ষিমায়াস্তঃ নারদঃ
পুৰপুজিতম্ । সহসোখায় সংকুপ্তো ববন্দে চরণৌ
মুনেঃ । ৭৫ । দদৌ চাসনমর্ঘ্যং চ পাদ্যং পূজাং
যথাবিধি । স্তবেদয়চ্চ তদ্রাজ্যমাশ্বানং বান্ধবৈঃ
সহ । ৭৬ । পপ্রচ্ছ কুশলং চাপি মুনিং বাণাসুরঃ
স্বয়ম্ । ৭৭ । নারদ উবাচ । সাধুসাধু মহাবাহো
দনোর্বংশবিন্দন । কোহন্তস্তিভুবনে শ্লাঘ্যস্তাং
মুক্তা দত্তপুঙ্গব । ৭৮ । পূজিতোহহং দত্তশ্রেষ্ঠ ধনরত্নৈঃ
সুশোভনৈঃ । রাজ্যেন চাশ্বনা বাপি হেবং কঃ
পূজয়েৎ পরঃ । ৭৯ । ন মে কার্যং হি ভোগেন
ভুঞ্জ রাজ্যমনাময়ম্ । স্বদর্শনোৎসুকঃ প্রাপ্তো

কলহ-প্রিয় দুৱারাধ্য, দেবর্ষি নারদ দ্বারদেশে
বিদ্যমান । তখন মহাদানব বাণ দ্বারপালের
এবংবিধ বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া সহর দ্বারীর
প্রতি আদেশ করিলেন । বাণ বলিলেন,—নারদ
ব্রহ্মনন্দন, তেজস্বী, হুরতিক্রমা ও দুঃসহ; সেই
মহাভাগকে সহর সভামধ্যে আনয়ন কর, কেন
তাহার আগমনে বহির্দেশে বাধা প্রদান করিয়াছ ?
দ্বারী প্রভুর নিকট দেবর্ষির সভাপ্রবেশের
আদেশ পাইয়া মহাবেগে গমনপুষ্টক তাঁহাকে
সভামধ্যে আনয়ন করিল । দানবরাজ বাণ
তখন স্বয়ং সুরারাধিত দেবর্ষি নারদকে গৃহাগত
দেখিয়া হুষ্ঠ হইলেন এবং সহসা গাত্রোখান করিয়া
মুনির চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন । অনন্তর যথাবিধি
পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন প্রদানপুষ্টক তাহার পূজা
করিয়া স্বীয় আশ্বা, শূরদ্ বান্ধব ও নিখিল রাজ্য
তাঁহাকে নিবেদন করত তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা
করিলেন । নারদ বলিলেন,—হে দত্তবংশবিন্দন
মহাবাহো ! তুমি মহাসাধু, হে দানবপুঙ্গব । তুমি
ভিন্ন ত্রিলোকে আর কে সমান্ত আছে ? হে
দত্তসন্তম ! তুমি মনোজ্ঞ ধন, রত্ন, রাজ্য ও আশ্বা
উৎসর্গ করিয়া আমার পূজায় তৎপর হইয়াছ ;
ত্রিভুবনে কোন ব্যক্তি আমাকে এইরূপে পূজা
করে ? আমার ভোগে অভিলাষ নাই, তুমি এই
অনাময় রাজ্য ভোগ কর ; আমি তোমার দর্শনে

দৃষ্ট্বা দেবঃ মহেশ্বরম্ । ৮০ । ভ্রমতে ত্রিপুরঃ
লোকে স্ত্রীসতীহানয়া শ্রুতম্ । তান দ্রষ্টুকামঃ
সম্প্রাপ্তসুন্দারান্ দানবেশ্বর । ৮১ । মন্তসে
যদি মে শীঘ্রং দর্শয়স্ব চ মা চিরম্ । নারদস্ত বচঃ
শ্রুত্বা কঙ্ককিং সমুদীক্ষ্য বৈ । ৮২ । অন্তঃপুরচরং
বৃকং দণ্ডপাণিং গুণাধিতম্ । উবাচ রাজা হুষ্ঠাশ্চ
শব্দেনাপুরয়ন্ দিশঃ । ৮৩ । নারদায় মহাদেবৌঃ
দর্শয়স্বহ কঙ্ককিন্ । অন্তঃপুরচরৈঃ সর্বৈঃ সমেতা-
মবিশক্তিতঃ । ৮৪ । নাথস্বাক্ষোঃ পুরহৃত্য গৃহীত্বা
নারদং করে । প্রবিশ্তাকথয়দেবৈ নারদোহসং
সমাগতঃ । ৮৫ । দৃষ্ট্বা দেবৌ মুনিশ্রেষ্ঠং কৃতা
পাদাভিবন্দনম্ । আসনং কাঞ্চনং শুভ্রমর্ঘ্যপাদ্যা-
দিকং দদৌ । ৮৬ । তন্তু স ভগবাংস্কুপ্তো হানী-
র্বাদমদাৎ পরম্ । নাত্তা দেবি ত্রিলোকেহপি ত্বৎসমা
দৃশ্তত্বেহস্মনা । ৮৭ । পতিব্রতা শুভাচারী সত্য-
শৌচসমর্ষিতা । যন্তাঃ প্রভাবান্নিপুরং ভ্রমতে চক্র-

সমুৎসুক হইয়া মহেশদর্শনাশ্তে তোমার সমীপে
উপনীত হইয়াছি । আমি শুনিয়াছি—তোমার
পুরাধিষ্ঠাতী নারীগণের সতীত্ব-প্রভাবে এই পুরী-
ত্রয় নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া থাকে । আমি তোমার
সেই রমণীগণের দর্শনে অভিলাষী হইয়া তোমার
নিকট আগমন করিয়াছি । হে দানবরাজ ! ইহা
যদি তোমার সম্মত হয়, তবে আমাকে সহর দর্শন
করাও ; বিলম্ব করিও না । নারদের বাক্যে রাজা
হুষ্ঠ হইলেন, তখনই অন্তঃপুরের বৃক দণ্ডপাণি
গুণবান্ কঙ্ককীকে সমীপে দর্শন করিয়া আদেশ-
শব্দে দর্শাদিৎ পুরিত করত বলিলেন,—কঙ্ককিন !
অন্তঃপুরিকাগণ সহ পুরবাসিনী মহাদেবীকে অবি-
শক্তিত্বদ্বয়ে নারদকে দর্শন করাও । প্রভুর
আজ্ঞায় কঙ্ককী নারদকে করে ধারণ করিয়া অন্তঃ-
পুরে প্রবেশ করিল এবং সেই মহাদেবীকে সম্বোধন
করিয়া কহিল,—দেবি ! দেবর্ষি নারদ সমাগত হইয়া-
ছেন । ৮৯—৮৫ । দেবী দেবর্ষি নারদকে দর্শন করিয়া
তাঁহার পদদ্বয় বন্দনা ও তাঁহাকে কাঞ্চনময় আসন,
নির্মল পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দান করিলেন । অনন্তর
দেবীর নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ নারদ
সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে পরম আশীর্বাদ প্রদান-
পুষ্টক কহিলেন ;—দেবি ! ত্রিলোকে তোমার
স্তায় অন্ত কোন অঙ্গনাষ্ট আমি দর্শন করি নাই ;
তুমি পতিব্রতা, শুভাচারী ও সত্য-শৌচ-সমর্ষিতা ;
তোমার সতীত্বপ্রভাবে এই ত্রিপুর চক্রের স্তায়

বৎ সদা । ৮৮ । তচ্ছ্রদ্ধা বচনং দেবী নারদস্ত
মুদাষিতম্ । পর্যাপ্চ্ছদৃষিঃ ভক্ত্যা ধর্ম্যং ধর্মভূতাং
বরা । ৮৯ ॥ রাজ্যবাচ । ভগবন্ মানুবে লোকে
দেবাত্ম্যস্তি কৈবর্তৈঃ । কানি দানানি দীযন্তে
যেহাং স্ত্রায়হং কলম্ । ৯০ । উপবাসাশ্চ যে
কেচিৎ স্ত্রীধর্মে কথিতা বৃধৈঃ । যৈঃ কৃতৈঃ স্বর্গমায়ান্তি
সুকৃতিভ্যঃ স্ত্রিয়ো যথা । ৯১ । এতৎসর্বং মহাভাগ
কথয়স্ব যথাতথম্ । শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং সর্বং কথয়স্বা-
বিশঙ্কিতঃ । ৯২ । নারদ উবাচ । সাধুসাধু মহা-
ভাগে প্রশ্নোহয়ং বেদিতব্যম্ । যং ক্রত্বা সর্বনারীণাং
ধর্মবুদ্ধিঃ জায়তে । ৯৩ । উপবাসৈশ্চ দানৈশ্চ
পতিপুত্রৌ বশানুগৌ । বান্ধবৈঃ পূজ্যতে নিত্যং
যৈঃ কৃতৈঃ কথয়ামি তে । ৯৪ । হর্ভগা স্তুতগা
যৈশ্চ স্তুতগা হর্ভগা ভবেৎ । পুত্রিণী পুত্ররহিতা
হপুত্রা পুত্রিণী তথা । ৯৫ । ভর্তারং লভতে কস্তা
তথাস্তা ভর্তৃবর্জিতা । কৃতাকৃতৈশ্চ জায়ন্তে তন্নি-
বোধস্ব স্তুন্দরি । ৯৬ । তিলধেনুঃ স্ত্রবর্ণক রূপ্যং গা
বাসসীতথা । পানীয়ং ভূমিদানঞ্চ গন্ধদ্বাপানুলেপনম্ ।
৯৭ । পাত্ৰকোপানহৌ ছত্রং পুণ্যানি ব্যজনানি

নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে । নারদের এবংবিধ
বাক্য শ্রবণে ধার্মিকপ্রবরা দেবী মুদাষিতা হইয়া
ভক্তিতরে তাঁহার নিকট ধর্ম জিজ্ঞাসা করিতে
লাগিলেন । দেবী বলিলেন,—ভগবন্ ! মর্ত্য-
লোকে কি কি ক্রত করিলে দেবগণ তুষ্ট হন ? কোন্
কোন্ দানে মহাকল হয় ? পতিভগণ স্ত্রীধর্মে কিরূপ
উপবাস বিহিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ? এবং
অস্তান্ত যাহার অমুষ্ঠানে নারীগণ সুকৃতিশালিনী
হইয়া স্বর্গলাভ করে, এই সকল আমার নিকট
যথাযথ কীর্তন করুন । হে মহাভাগ ! আমার
এই সকল শ্রবণে অভিলাষ হইয়াছে, আপনি
অশঙ্কিতহৃদয়ে বর্ণন করুন । নারদ উত্তর করি-
লেন,—হে মহাভাগে ! তুমি অতি উত্তম প্রশ্নই
জিজ্ঞাসা করিয়াছ । ইহা শ্রবণে নারীগণের ধর্ম-
বুদ্ধির উদয় হয় । যে উপবাস ও দান করিলে নারীর
পতি ও পুত্র বশীভূত থাকে, এবং নারী বান্ধব-
গণের পূজিতা হয়, বলিতেছি । যে কার্যের অমু-
ষ্ঠানে বা বর্জনে সৌভাগ্যলাভ, স্তুতগার ভাগ্যানাশ,
পুত্রহীনা পুত্রিণী, তনয়বতী তনয়শূন্যা, এবং কস্তার
পতিপ্রাপ্তি ও পতিব্রতার বৈধব্য সংঘটিত হয়, শ্রবণ
কর । হে স্তুন্দরি ! তিলধেনু, স্ত্রবর্ণ, রজত,
যুগলবস্ত্র, পানীয়, ভূমি, গন্ধ, ধূপ, অলঙ্কার,

চ । পাদাভ্যঙ্গঃ শিরোভ্যঙ্গঃ স্নানং শয্যাসনানি চ ।
৯৮ । এতানি যে প্রযচ্ছন্তি নোপসর্গন্তি তে যমম্ ।
মধু মাষং পয়ঃ সর্গিলবণং শুভমৌষধম্ । ৯৯ ।
পানীয়ং ভূমিদানঞ্চ শালীনিস্কুরসাংস্তথা । আরক্ত-
বাসসী শ্লক্বে দম্পত্যোর্ললিতাদিনে । ১০০ ।
সৌভাগ্যং জায়তে চৈব ইহ লোকে পরত্র চ ।
ব্রাহ্মণে বৃদ্ধসম্পন্নৈঃ স্ত্রুপে চ গুণাষিতে । ১০১ ।
তিথৌ যন্তামিদং দেয়ং তত্তে রাজ্ঞি বদাম্যহম্ ।
প্রতিপৎসু চ যানারী পূর্বাঙ্কে চ শুচিত্বত । ১০২ ।
ইক্ষনং ব্রাহ্মণে দদ্যাৎ স্ত্রীযতাং মে হতাশনঃ ।
তস্তা জন্মানি বর্চজিংশদঙ্গপ্রত্যঙ্গসঙ্ঘিষু । ১০৩ ।
ন রজো নৈব সন্তাপো জায়তে রাজবল্লভে ।
দ্বিতীয়ায়াং তু যানারী নবনীতং মুদাষিতা ।
১০৪ । দদাতি দ্বিজমুখায় স্ত্রুমাংসতর্ভবৎ ।
লবণং বিপ্রবর্ষায় তৃতীয়ায়াং প্রযচ্ছতি । ১০৫ ।
গৌরী মে স্ত্রীযতাং দেবী তস্তাঃ পুণ্যকলং শৃণু ।
কৌমারিকা পতিং প্রাপ্য তেন সার্কুম্মা যথা । ১০৬ ।
ক্রীড়ত্যবিধবা চাপি লভতে সা মহদ্বশঃ । নক্তং

পাত্ৰকাযুগল, উপানহদ্বয়, ছত্র, পুষ্প, ব্যজন, পাদ-
ভাঙ্গ, শিরোভাঙ্গ, স্নানীয়, শয্যা ও আসন—এই
সকল যাংরা প্রদান করে, কদাচ তাহাদের যমপুরে
গমন হয় না । যাহারা ললিতাদিনে মধু, মাষকলায়,
হুগ্ধ, স্তত, লবণ, শুভ, ঔষধ, পানীয়, ভূমি, শালিতুল
ঈক্ষুরস, যুগ্ম মনোজ্ঞ ঈষৎ রক্তবসন দ্বিজদম্পতিকে
দান করে, তাহাদের ইহ পর উভয়লোকেই
সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । হে রাজ্ঞি ! এক্ষণে
যথাবিধি স্বকৃতিনিষ্ঠ রূপবান্ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণকে কোন্
কোন্ তিথিতে কি কি দান করিতে হয়, তোমার
নিকট তৎসমস্ত বলিতেছি । ৯৬—১০১ । যে নারী
পবিত্রা হইয়া প্রতিপদ দিনে পূর্বাঙ্কে হতাশন আমার
প্রতি প্রীত হউন” এইরূপ বলিয়া ব্রাহ্মণকে ইক্ষন
প্রদান করে, বর্চজিংশৎ জন্ম পর্যন্ত তাহার অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গ সঙ্ঘিতে রজ বা সন্তাপ জন্মে না । হে
রাজবল্লভে ! দ্বিতীয়ায় মুদাষিতা হইয়া যে নারী
ব্রাহ্মণোত্তমকে নবনীত দান করে, তাহার তনু
স্তুকুমার হয় । “দেবী গৌরী আমার প্রতি প্রীতা
হউন” বলিয়া যে নারী তৃতীয়ায় বিপ্রবরকে লবণ
দান করে, এক্ষণে তাহার কল শ্রবণ কর । সে
নারী উমার মহেশপ্রাপ্তির স্তায় যৌবনোদ্যমের
পূর্বেই পতি লাভ করে, তাহার বৈধব্য হয় না এবং
সে পতির সহিত ক্রীড়া করিয়া মহাশয় লাভ করিয়া

কৃষা চতুৰ্থ্যাং বৈ দদ্যাধিপ্রায় মোদকান্ । ১০৭ ।
 প্রীয়তাং মম দেবেশো গণনাথো বিনায়কঃ । তস্তা-
 স্তেন কলেনাগু সৰ্বকৰ্ম্মসু ভামিনি । ১০৮ । বিয়ঃ
 ন জায়তে কাপি এবমাহ পিতামহঃ । পঞ্চমী তু
 ততঃ প্রাপ্য ব্রাহ্মণে তিলদা তু যা । ১০৯ । সা ভবে-
 জপসম্পন্ন। যথা চৈব তিলোক্তমা । ষষ্ঠ্যাং তু যা
 মধুকস্ত কলদা তু ভবেৎ সদা । ১১০ । উদ্দিষ্ট চাঘ্নিজং
 দেবং ব্রাহ্মণে বৈদপারগে । তস্তাঃ পূজো যথা কলো
 দেবসজ্জেষু চোক্তমঃ । ১১১ । উৎপদ্যতে মহারাজঃ
 সৰ্বলোকেষু পূজিতঃ । সপ্তম্যাং যা দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ সুব-
 র্ণেন প্রপূজয়েৎ । ১১২ । উদ্দিষ্ট জগতো নাথঃ
 দেবদেবঃ দিবাকরম্ । তস্তা পুণ্যকলং যদৈ কথিতং
 দ্বিজসত্তমৈঃ । ১১৩ । তন্তে রাজি প্রবক্ষ্যামি
 শৃণুধৈকমনাঃ সতি । দক্ষচিত্রককুষ্ঠানি মণ্ডলানি
 বিচৰ্চিকা । ১১৪ । ন ভবন্তীহ চান্ধেযু পূৰ্বকৰ্ম্মা
 জ্জিতান্তপি । কৃষ্ণাং ধেমুং তংখাষ্টম্যাং যা প্রযচ্ছতি
 ভামিনী । ১১৫ । ব্রাহ্মণে বৃন্তসম্পন্নৈ প্রীয়তাং মে
 মহেশ্বরঃ । তস্তা জগ্ন্যজ্জিতং পাপং নশ্বতে বিভ-
 বাষিতা । ১১৬ । জায়তে নাত্র সন্দেহো যস্মাদান-

মহুস্তমম্ । গন্ধধূপং তু যা নারী ভক্ত্যা বিপ্রায়
 দাপয়েৎ । ১১৭ । কাত্যায়নীঃ সমুদ্ভিষ্ট নবম্যাং
 শৃণু যৎকলম্ । তস্তা ভ্রাতা পিতা পুত্রঃ পতির্কা
 রণমুস্তমম্ । ১১৮ । প্রাপ্য তে নৈব সৌদম্ভি তেন
 দানেন রক্ষিতাঃ । ইক্ষুদণ্ডরসঃ দেবি দশম্যাং যা
 প্রযচ্ছতি । ১১৯ । লোকপালান্ সমুদ্ভিষ্ট ব্রাহ্মণে
 ব্যঙ্গবর্জিতে । তেন দানেন সা নিত্যং সৰ্বলোকস্ত
 বন্নতা । ১২০ । জায়তে নাত্র সন্দেহ ইত্যেবং
 শঙ্করোহিববীৎ । একাদশ্যামুপোষাধ দ্বাদশ্যামুদক-
 প্রদা । ১২১ । নারায়ণঃ সমুদ্ভিষ্ট ব্রাহ্মণে বিষ্ণু-
 তৎপরে । সা সদা স্পর্শসস্তাষৈর্জাবয়েস্তাবয়েজ্জনম্ ।
 ১২২ । যস্মাদানং মহর্লোকে হনস্তমুদকে ভবেৎ ।
 পাদাত্যঙ্গং শিরোভ্যঙ্গং কামমুদ্ভিষ্ট বৈ দ্বিজৈঃ ।
 ১২৩ । দদাতি চ ত্রয়োদশ্যাং ভক্ত্যা পরময়াজনা ।
 যস্তাং যস্তাং যতা জায়েদুয়ো যোস্তাং তু জন্মনি ।
 ১২৪ । তস্তাঃ তস্তাঃ তু সা ভর্তুর্ন বিযুজ্যেত কহি-
 চিৎ । তথাপোষং চতুর্দশ্যাং দদ্যাৎ পাত্ৰমুপানহৌ ।
 ১২৫ । ব্রাহ্মণে ধর্ম্মমুদ্ভিষ্ট তস্তা লোকা হনাময়াঃ ।

থাকে । হে ভামিনি ! নক্তব্রত ধারণপূর্বক
 “গণনাথ দেবেশ বিনায়ক আমার প্রতি প্রীত
 হউন” বলিয়া যে নারী চতুর্থীতে মোদক দান
 করে, পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—এই মোদক-
 দানপ্রভাবে তাহার অখিল ক্রিয়া নির্বিশেষে সত্ত্বর
 সম্পন্ন হয় । পঞ্চমী উপস্থিত হইলে যে ললনা
 দ্বিজকে তিল দান করে, সে তিলোক্তমার স্তায়
 রূপবতী হইয়া থাকে । যে নারী কুমারের উদ্দেশে
 ষষ্ঠীদিবসে বেদপারগ বিপ্রকে মধুকদান করে,
 দেবগণের মধ্যে স্কন্দ যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহারও
 তজ্রপ অনুস্তম তনয় লাভ হয় ; এবং সেই তনয়
 মহারাজ ও সৰ্বলোকপূজিত হইয়া থাকে । যে
 নারী জগৎপতি দেবদেব দিবাকরের উদ্দেশে
 সুবর্ণ দ্বারা দ্বিজোত্তমের পূজা করে, দ্বিজবর্ধ্যগণ
 তাহার যে পুণ্যকথা বলিয়াছেন, হে রাজি !
 এক্ষণে তোমার নিকট তাহা বলিতেছি, একমনা
 হইয়া শ্রবণ কর । হে সতি ! এই পুণ্যার্জন
 প্রভাবে তাহার অঙ্গে কদাচ দক্ষ, মণ্ডলক,
 চিত্রকুষ্ঠ ও বিচৰ্চিকা হয় না । যে ভামিনী অষ্টমী-
 দিনে স্বস্তি’নষ্ট বিপ্রশ্রেষ্ঠকে “পরমেশ্বর প্রীত
 হউন” বলিয়া কৃষ্ণধেমুদান করে, তাহার সমস্ত
 জগ্ন্যজ্জিত পাপ বিনষ্ট হয় এবং এই অনুস্তমদান

প্রভাবে সে বিভবাষিতা হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ।
 কাত্যায়নীর প্রীতিকামনায় যে কামিনী নবমীতে
 ভক্তিতরে বিপ্রকে গন্ধধূপ দান করে, তাহার
 পুণ্যকল শ্রবণ কর ; তাহার ভ্রাতা, পিতা, পুত্র ও
 পতি দাক্ষণ রণে পতিত হইলেও এই দান-পুণ্য-
 প্রভাবে রক্ষিত হয় । হে দেবি ! দশমীদিনে
 লোকপাল উদ্দেশে অবিকলাঙ্গ দ্বিজকে সরস
 ইক্ষুদণ্ড দানে নারী সকল লোকের বন্নতা
 হয় ; ইহা শঙ্করের বাক্য, অতএব সংশয়
 নাই । যে নারী একাদশীতে উপবাস করিয়া
 দ্বাদশীদিবস বিষ্ণুর উদ্দেশে বিষ্ণুতৎপর বিপ্রকে
 উদকদান করে, সে স্পর্শ-সস্তাষণ দ্বারা মানবকে
 জাবিত ও বশীভূত করিতে সমর্থ হয় । ১০২—১২২।
 হে দেবি ! এই দান অতি প্রশস্ত উদকদানে মহ-
 র্লোকে অনন্ত কল লাভ হয় । কামের উদ্দেশে যে
 নারী দ্বিজকে পরম ভক্তিসহকারে পাদাত্যঙ্গ ও
 শিরোভ্যঙ্গ দান করে, সে দেহাবসানে যে-যে
 যোনিতে গমন করুক না কেন, সর্বত্র তাহার
 ভর্তা বশীভূত থাকে, কখনও বিযুক্ত হয় না । যে
 নারী চতুর্দশীদিবসে ধর্ম্ম উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে
 পাত্ৰ ও উপানহ দান করে, সে সকল জন্মেই
 অনাময় হয় । হে রাজি ! এইরূপ যে নারী পক্ষান্ত

এবঞ্চ পঞ্চপঞ্চাঙ্গে শ্রীক্রে তপেদ্বিজ্ঞানমান ১২৬ ।
 অব্যচ্ছিন্না সদা রাতি সন্ততির্জায়তে ভুবি । এবং
 তে তিথিমাহাভ্যাং দানযোগেন ভাবিতম্ ১২৭ ।
 তথা বনস্পতীনাং তু আরাধনবিধিঃ শৃণু । জম্বুঃ
 নিষতকং চৈব তিস্ককং মধুকং তথা ১২৮ । আশ্রমঃ
 চামলকং চৈব শাল্মলিঃ বটপিপ্ললো । শমী-
 বিদ্যামলৌরুকং কদলীং পাটলীং তথা ১২৯ ।
 অস্তান্ পুণ্যতমাস্ব বৃক্ষানুপেত্য স্বর্গমাশ্রুয়াৎ ১৩০ ।
 নারদ উবাচ । চৈত্রে মাসি তু যা নারী কুর্ধ্যাদ-
 ব্রতমনুত্তমম্ । তন্ত ব্রতন্ত চান্তানি কলাং নাইন্তি
 যোড়নীম্ ১৩১ । ক্রতেন যেন সূভগে দূর্ভগাঃ
 ন পশ্চতি । যথা হিমঃ রবিং প্রাপ্য বিলয়ং যাতি
 ভূতলে ১৩২ । তথা হুঃখং দৌর্ভাগ্যং ব্রতাদশ্মা-
 দিলীয়তে । মধুকাখ্যাস্ত ললিতামারাধয়তি যেন
 বৈ ১৩৩ । বিধিঃ তং শৃণু সূভগে কথ্যমানঃ
 সুখাবহম্ । চৈত্রে শুক্লতৃতীয়ায়াং স্নানাতা শুদ্ধ
 মানসা ১৩৪ । প্রতিমাং মধুবৃক্ষস্ত শাকরৌময়্যা
 সহ । কারয়িত্বা দ্বিজবরৈঃ প্রতিষ্ঠাপ্য যথাবিধি ।
 ৩৫ । সুগন্ধিকুসুমৈর্ধূপৈস্তথা কর্পূরকুঙ্কুমৈঃ ।

অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় শ্রাদ্ধদানে দ্বিজগণের
 ভূতীসাধন করে, ভূতলে তাহার অবিচ্ছিন্ন সন্ততি-
 প্রাপ্তি হয়। হে দেবি! এই তোমার নিকট দান-
 যোগ সহ তিথিমাহাভ্যা বর্ণন করিলাম, এক্ষণে
 বনস্পতির আরাধনবিধি শ্রবণ কর। জম্বু, তিস্ক,
 তিস্কুক, মধুক, আশ্রম, আমলক, শাল্মলী, বট, পিপ্লল,
 শমী, বিদ্য, আমলী, কদলী, পাটলী এবং অস্তান্
 পুণ্যতম তরুরোপণ করিলে স্বর্গলাভ হয়। নারদ
 বলিলেন,—নারী চৈত্রমাসে অনুত্তম ব্রত করিলে,
 অস্তান্ত কোন পুণ্য ব্রতই ইহার বোড়শাংশের
 তুল্য হয় না। ইহার শ্রবণেও নারীর দূর্ভাগ্য
 বিনষ্ট হইয়া সৌভাগ্য লাভ হয়; যে নারী
 চৈত্রললিতা ব্রতচরণ করে ক্ষিতিলে
 রবিকরে হিমরাশি-বিলয়ের ন্যায় তাহার
 দূর্ভাগ্য হুঃখ বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে
 সূভগে! এক্ষণে ব্রতবিধান বলিতেছি, শ্রবণ
 কর, এই ব্রত সুখাবহ। পুতচিন্তা স্নানাতা ভামিনী
 নারী চৈত্রী শুক্লতৃতীয়ায় উমার সহিত মধুক
 বৃক্ষের শাকরৌমূর্তি নির্মাণ করাইয়া দ্বিজবরগণ
 দ্বারা যথাবিধি প্রতিষ্ঠা ও তদনন্তর সুগন্ধি
 কুসুম, ধূপ, কর্পূর ও কুঙ্কুম দ্বারা যথাবিধি মন্ত্রে

পূজয়েদ্বিধিনা দেবং মন্ত্রযুক্তেন ভামিনি ১৩৬ ।
 পাদৌ নমঃ শিবায়ৈতি মেড়ে বৈ মন্ত্রায়া চ ।
 কালোদরায়েত্যাদরং নীলকণ্ঠায় কণ্ঠকম্ ১৩৭ ।
 শিরঃ সর্বাঙ্ঘ্রনে পূজ্য উমাং পশ্চাৎ প্রপূজয়েৎ ।
 কামোদরায়েত্যাদরং সুকণ্ঠায় চ কণ্ঠকম্ ১৩৮ ।
 শিরঃ সৌভাগ্যদায়িন্যৈ পশ্চাদর্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ ।
 ১৩৯ । নমস্তু দেবদেবেশ উমাবর জগৎপতে ।
 অর্ঘ্যোণানেন মে সর্বং দৌর্ভাগ্যং নাশয়
 প্রভো ১৪০ ॥ অর্ঘ্যং দত্ত্বা ততঃ পশ্চাৎ
 করকং বারিপূরিতম্ । মধুকপাতোপভূতং সহিরণ্যং
 তু শক্তিভ্যঃ ৪১ । করকং বারিসম্পূর্ণং সৌভাগ্যেন
 তু সংযুতম্ । দন্তন্ত ললিতে ভূত্যাং সৌভাগ্যাদি-
 বিবর্দ্ধনম্ ৪২ । মন্ত্রণানেন বিপ্রায় দদ্যাৎ
 করকমুত্তমম্ । লবণং বর্জয়েৎ শুক্লাং যাবদন্ত্যং
 তৃতীয়িকাম্ ১৪৩ ॥ ক্ষমাপ্য দেবীং দেবেশং
 নক্তমদ্যাং স্বয়ং হবিঃ । অনেন বিধিনা সার্কং
 মাসি মাসি হপক্রমেৎ কান্তনস্ত তৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং
 তু সমাপ্যতে ১৪৪ ॥ বৈশাখে লবণং দেয়ং
 জ্যৈষ্ঠে চাজ্যং প্রদীয়তে ১৪৫ ॥ আশ্বাঢ়ে মাসি

ঐ মূর্তির পূজা করিবে। মূর্তির পাদদ্বয়ে শিব, ঐ
 মেড়ে মন্ত্রা, উদরে কালোদর, কণ্ঠে নীলকণ্ঠ
 এবং মস্তকে সর্বাঙ্ঘ্র পূজা করিয়া তৎপরে উমার
 পূজা করিতে হইবে; যথা—উদরে কামোদরা,
 কণ্ঠে সুকণ্ঠা ও মস্তকে সৌভাগ্যদায়িনী; এইরূপে
 উমার পূজা সমাপ্য করিয়া তৎপশ্চাৎ অর্ঘ্য প্রদান
 করিবে। অর্ঘ্যমন্ত্র যথা,—“দেবদেব উমানাথ!
 তোমাকে নমস্কার; হে জগৎপতে, হে প্রভো!”
 এই অর্ঘ্যদানে আমার দৌর্ভাগ্য বিনাশ কর।
 অর্ঘ্যদানের পর বারিপূর্ণ মধুকপাত্রে করক দান
 করবে, শাক্ত থাকিলে এই পাত্র সুবর্ণযুক্ত করিয়া
 দিতে হয়। মন্ত্র যথা—“তোমাকে বারিপূর্ণ সৌভাগ্য-
 চিহ্নিত করক দান করিলাম, হে ললিতে! আমার
 সৌভাগ্যাদি বিবর্দ্ধিত হউক।” হে দেবি!
 এইরূপে বিপ্রকে অনুত্তম করক দান করিয়া পুন-
 রায় শুক্লতৃতীয়ার আগমনকাল পর্যন্ত লবণ
 পরিত্যাগ এবং সেই দিনে দেবী ও দেবেশের
 নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া রজনীতে হবিষ্যার
 ভোজন করিবে। এইরূপ বিধিবিধানে প্রতি মাসে
 এই ব্রত করিয়া কান্তনী শুক্লতৃতীয়ায় প্রতিষ্ঠা
 করিতে হয়। ১২৩—১৪৪। এক্ষণে প্রত্যেক মাসের
 পূর্বক পৃথক দানবিধান কথিত হইতেছে; যথা,—

নিম্পাৰাঃ পয়ো দেয়ং তু শ্রাবণে । মুদগা দেয়া
নভস্তে তু শালিমাখযুজ্ঞে তথা ॥ ১৪৬ ॥ কার্তিকে
শৰ্করাপাত্ৰং করকং রসসম্ভৃতম্ । মার্গশীর্ষে তু
কার্পাসং করকং স্নতসংযুতম্ ॥ ১৪৭ ॥ পৌর্বে তু
কুঙ্কমং দেয়ং মাঘে পাত্ৰং ত্রিলৈভৃতম্ । কাঙ্কনে
মাসি সম্প্রাপ্তে পাত্ৰং মোদকসম্ভৃতম্ ॥ ১৪৮ ॥
পশ্চাত্তৃতীয়াদেয়ং যন্তৎপূৰ্ব্বস্থাৎ বিবৰ্জয়েৎ ।
বিধানমাসাং সৰ্ব্বাসাং সামান্তঃ মনসঃ প্রিয়ে ॥ ১৪৯ ॥
প্রতিমাং মধুবৃক্ষস্ত তামেব প্রতিপূজয়েৎ । তৈশ্চ
সৰ্বং তু বিপ্রায় আচার্য্যায় প্রদীয়তে ॥ ১৫০ ॥
ততঃ সংবৎসরস্তান্তে উদ্যাপনবিধিং শৃণু । মধুবৃক্ষং
ততো গহ্বা বহুসম্ভারসংবৃতঃ ॥ ৫১ ॥ নিগনেৎ
প্রতিমাং মধো মাধুকীঃ মধুকস্ত চ । বহুভুং
পূজয়েৎ সৰ্ব্বমাদেহাদিধারিনম্ ॥ ১৫২ ॥ পূজোপ-
হাটোবিশিষ্টলৈঃ কুঙ্কমেন পুনঃপুনঃ । গন্ধাতিঃ
পুণ্যমালাভিঃ কোমুদৈঃ কেমরৈশ্চ ॥ ১৫৩ ॥
কোমুদে বাসনা শুভ্রে অতসীকুসুমসন্নিভে ।
পরিধাপ্য ত্ৰাং প্রতিমাং দম্পতী রবিসংখ্যাতা ॥ ১৫৪ ॥

বেশাখে লবণ, জৈষ্ঠে ব্রত, আশ্বিনে নিম্পাব,
শ্রাবণে তুঙ্গ, ভাদ্রে মুদা, আশ্বিনে শালি
তুঙ্গ, কার্তিকে সপাত্ৰ শৰ্করা ও রস-
পূর্ণ করক, মার্গশীর্ষে কার্পাস ও স্নতসম্বিত করক,
পৌর্বে কুঙ্কম, মাঘে সপাত্ৰ তিল এবং কাঙ্কন
মাস সমাগত হইলে মোদকসম্বিত পাত্ৰ দান
করিবে। হে মনোরম! তৎপশ্চাৎ প্রথমে
তৃতীয়া তিথিতে যে বস্ত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা
পরিভ্যাগ করিবে, এক্ষণে যে তিথিতে যে বস্ত্র
প্রদত্ত হইয়াছে, একে একে সে সকল বস্ত্র
করিতে হইবে। তারপর মধুবৃক্ষনির্মিত প্রতিমা
পূজা করিয়া সমস্ত পূজাসামগ্রী আচার্য্যকে
অর্পণ করিবে। হে দেবি! অনন্তর সংবৎসরান্তে
উদ্যাপন করিতে হয়। এক্ষণে উদ্যাপনবিধান
শ্রবণ কর। বৎসরান্তে বহু দ্রব্যসম্ভার সহকারে
মধুবৃক্ষসমীপে গমনপূর্ব্বক সেই বৃক্ষ মধো মাধুকী
মূর্ত্তি খোদিত করিবে, ইহাতে অন্ধাংশে হর ও
অন্ধাংশে উমানুষ্ঠি খনন করিতে হইবে। তদনন্তর
বিপুল উপহার ও কুঙ্কম দ্বারা পুনঃপুনঃ সেই
মধুবৃক্ষস্থিত উমার্কি দেহধারী হরের পূজা করিবে।
তারপর অনেক মনোহর কুঙ্কম মালা, কুঙ্কম ও
কেশর দ্বারা প্রতিমা পূজা করিয়া অতসীকুসুম-
সন্নিভ শুভ্র কোমুদ বসনদ্বয় প্রতিমাকে

উপানদ্যুগলৈশ্চতৈঃ কণ্ঠস্থৈঃ সর্কাঠকৈঃ । কট্টকৈ-
রঙ্গুনীয়েশ্চ শয়নীয়েঃ শুভাক্টৈঃ ॥ ১৫৫ ॥ কুঙ্ক-
মেন বিলিপ্তাক্ষৌ বহুপুষ্পৈশ্চ পূজিতৌ । ভোজয়েদ্
বিবিধৈ রত্নৈর্নধুকাবাসকে স্থিতৌ ॥ ১৫৬ ॥ ভুক্তোস্থিতৌ
তু বিশ্রামা শয্যাশ্চ চ ক্রমাপয়েৎ । গুরুমূলং যতঃ
সৰ্বং গুরুর্জ্যেয়ো মহেশ্বরঃ ॥ ১৫৭ ॥ প্রীতে গুরৌ
ততঃ সৰ্বং জগৎ প্রীতং সুরাসুরম্ । যদ্যদিষ্টমং
লোকে যৎকিঞ্চিদযিতং গৃহে ॥ ১৫৮ ॥ তৎসৰ্বং
গুরবে দেয়মায়নঃ শ্রেয় ইচ্ছতা । ইদম্ ধনিভির্দেয়-
মন্তৈর্দেয়ং যথোচ্যতে ॥ ১৫৯ ॥ দাম্পত্যমেকং বিধি-
বৎ প্রতিপূজ্য শুভব্রতৈঃ । দ্বিতীয়ং গুরুদাম্পত্যং
বিত্তশাঠ্যং বিবৰ্জয়েৎ ॥ ১৬০ ॥ ততঃ ক্রমাপয়ে-
দেবীঃ দেবকঃ ব্রাহ্মণঃ গুরুম্ । যথা হং দৌব
লিগলেন নিমুকাসি শশ্বনা ॥ ১৬১ ॥ তথা মে

পরিধান করাইবে। তদনন্তর দ্বাদশ দ্বিজদম্পতীর
প্রত্যেককে পাণ্ডকাযুগল, ছত্র, সর্কাঠ কণ্ঠস্থ
ও সর্কাঠক অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া উত্তম শয্যা
আস্ত্রীর্ণ করত তাঁহাদের অঙ্গ কুঙ্কমলিপ্ত ও মালা-
ভূষিত করিয়া তাহাতে উপবেশন করাইবে।
অনন্তর তাঁহারা মধুকাবাসে উপবেশন করিলে
তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া বিবিধ রত্ন দ্বারা
সেবা করিবে। তদনন্তর তাঁহারা ভোজন করিয়া
গায়োতান করিলে তাঁহাদিগকে শয্যাশয়ন করা-
ইতে হইবে এবং বিশ্রামান্তে তাঁহাদিগের নিকট ক্রমা
প্রার্থনা করিবে। হে দেবি! গুরুই শিক্ষা-
সম্পদের মূল, গুরুই যজ্ঞ ও মহেশ্বর; গুরু প্রীত
হইলে সুরাসুরসহ সমস্ত জগৎ প্রীত হইয়া থাকে।
বিলোকে যে সকল ইষ্টতমবস্ত্র দৃষ্ট হয় এবং গৃহে
যে কিছু প্রিয় বস্ত্র বিদ্যমান, স্বীয় মঙ্গলকামী
মানবের তৎসমস্ত গুরুকেই প্রদান করা কৰ্ত্তব্য।
অতএব যে সকলের দানের বিধান কথিত হইল,
গুরুকেই তৎসমস্ত দান করিবে। হে দেবি!
ধনীর জন্ত এইরূপ বিধান কথিত হইয়াছে। ধনী
মানবগণই এইরূপ দান করিবে। এক্ষণে অল্পবিত্ত
ব্যক্তির বাহ্য কৰ্ত্তব্য, বলিতেছি। ১৪৫—১৫৯।
শুভব্রত অল্পবিত্ত লোক সকল দ্বাদশ দম্পতীর শুভে
একটি দ্বিজদম্পতী ও একটি গুরু দম্পতীকে বিত্ত-
শাঠ্য পরিভ্যাগপূর্ব্বক পূজা করিবে। বক্ষ্যমাণ
মন্ত্রে প্রতিমা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর নিকট ক্রমা প্রার্থনা
করিবে। মন্ত্র যথা—“হে দেবি ললিতে! তুমি

পাতিপুত্রাণামবিয়োগঃ প্রদীয়তাম্ । অনেন বিধিনা
কৃতা তৃতীয়াঃ মধুসংজ্ঞিকাম্ ॥ ১৬২ ॥ ইন্দ্রাণী চেন্দ্র-
পত্নীত্বমবাপ সূতমুত্তমম্ । সৌভাগ্যং সৰ্বলোকেষু
সমর্দ্ধিসুতমুত্তমম্ ॥ ১৬৩ ॥ অনেন বিধিনা যা
তু কুমারী ব্রতমাচরেৎ । শোভনং পতিমাপ্নোতি
যথেষ্টাণ্য শতক্রতুঃ ॥ ১৬৪ ॥ দুৰ্ভগা সূভগবৎ
সুভগা পুত্রিণী ভবেৎ । পুত্রিণ্যক্ষয়মাপ্নোতি ন
শোকং পশুতি কচিৎ ॥ ১৬৫ ॥ অনেকজন্মজনিতঃ
দৌৰ্ভাগ্যঃ নশুতি ক্ববম্ । যতাতু ত্রিদিবং প্রাপ্য
উময়া সহ মোদতে ॥ ১৬৬ ॥ কল্পকোটশতং সাগরং
ভুজা ভোগান্ যথেষ্পিতান । পুনশ্চ সম্ভবে লোকে
পার্শ্বিণঃ পতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬৭ ॥ সুভগা রূপসম্পন্ন্য
পার্শ্বিণঃ জনয়েৎ সূতম্ ॥ ১৬৮ ॥ এতন্নে কথি-
সৰ্বং ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্ । অস্তং পুচ্ছস্ব সূতগো
বাহ্বিতং যজ্ঞাদি স্থিতম্ ॥ ১৬৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মধুকৃত্তীয়াঃ ত্রিবিধানমাহার্যাবর্ণন-
নাম ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

যেমন কদাচ শম্ভুর সহিত বিযুক্ত হও না, আমাকে
তরুণ পতি-পুত্রের অবিয়োগ প্রদান কর ।” হে
দেবি! এইরূপ বিধানে ইন্দ্রাণী মধুকৃত্তীয়া ব্রত
করিয়া ইন্দ্রের পত্নী হইয়াছেন এবং তিনি
উত্তম তনয় ও নিখিল ঋক্লিষ্মদ্বিক্রম সৰ্বলোক-
দুৰ্ভগ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন । যে কুমারী
এইরূপে শুভাবহ মধুকৃত্তীয়া ব্রত করে, শতক্রতু
যেমন শচীর পতি হইয়াছেন, তাহারও তরুণ
উত্তম পতিলাভ হয় । এই ব্রত করিলে দুৰ্ভগা নারী
সুভগা, সুভগা পুত্রিণী, এবং পুত্রিণী, অবিচ্ছিন্ন-
সম্ভূতি হয়; কদাচ তাহার শোক করিতে হয় না ।
এই ব্রতচরণে নিঃসংশয় অনেক জন্মজনিত
দৌৰ্ভাগ্য বিনষ্ট হয় । ব্রতচার্য্য মরিয়াও ত্রিদশালয়ে
গমনপূর্বক উমার সহিত মূদিত হইয়া থাকে । যদিও
কৰ্ম্মক্ষেয়ে ক্ষতিতলে তাহার পুনরায় জন্মলাভ
হয়, তথাপি সে কিঞ্চিৎ অধিক সাত কোটি কল্পকাল
অভীষ্ট ভোগ্যবস্ত উপভোগ করে; নৃপতিকে পতি
প্রাপ্ত হয় । সেই নারী সুভগা ও রূপসম্পন্ন্য
এবং তাহার তনয় পৃথিবীতিপতি হইয়া থাকে । হে
সুভগে! এই তোমার নিকট উত্তম ব্রতের সকল
কথাই কৌতুহল করিলাম, এক্ষণে অপর কোন বিষয়
বিদিত হওয়া যদি তোমার মনোগত হয়, জিজ্ঞাসা
কর । ১৬০—১৬৯ ।

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । নারদস্ত বচঃ শ্রুত্ব রাজ্ঞী
বচনমববীৎ । প্রসাদং কুরু বিপ্রেন্দ্র গৃহ দানং
যথেষ্পিতম্ ॥ ১ ॥ সুবর্ণমণিরত্নানি বস্ত্রাণি বিবিধানি
চ । তন্তে দাস্তামি বিপ্রেন্দ্র যচ্চাস্তদপি দুৰ্ভতম্ ॥
রাজ্যাস্ত বচনং শ্রুত্ব নারদো বাক্যমববীৎ ।
অন্তেষাং দীপ্যতাং ভদ্রে যে দ্বিজাঃ কৌণবৃত্তয়ঃ ॥ ৩ ॥
বয়ং তু সৰ্বসম্পন্ন্য ভক্তিগ্রাহাঃ সদৈব হি । ইত্যুক্তা
সাতদা রাজ্ঞী বেদবেদাঙ্গপারগান্ ॥ ৪ ॥ আহুয়
ব্রাহ্মণান্নিস্থান দাতুং সমুপচক্রমে । যৎকিঞ্চিদ্রারদে
নোক্তং দানং সৌভাগ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ৫ ॥ তেন দানেন
মে নিত্যং শ্রীযতাং হরিশঙ্করো । ততো রাজ্ঞী চ
সাপ্রাহ নারদং মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ৬ ॥ রাজ্ঞীবাচ ।
দানং দত্তং যদ্যোক্তং যন্তর্জকর্ম্মপরং হি তৎ ।
আজন্ম-জন্ম মে তর্জা ভবেদাগো দ্বিজোত্তম ॥ ৭ ॥
নাশ্চো হি দৈবতং তাত মুক্তা বাণং দ্বিজোত্তম । তেন
সন্তোন মে তর্জা জীবেষ্ট শরদাঃ শতম্ ॥ ৮ ॥
নাশ্চো ধন্যো ভবেৎ স্নীগাং দৈবতং হি পার্থিবম্ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কাহিলেন,—নারদের বাক্য শুনিয়া
রাজ্ঞী বলিলেন,—হে বিপ্রবর! সুবর্ণ, মণি, রত্ন,
বিবিধ বসন এবং অস্ত্রাশ্র দুৰ্ভগ দ্রব্য সকল আমি
দান করিব, হে বিপ্রেন্দ্র! আমার প্রতি প্রসন্ন
হইয়া যথাভিলাষ দান গ্রহণ করুন । রাজ্ঞীর
বাক্যে নারদ উত্তর করিলেন,—হে ভদ্রে! অস্ত্রাশ্র
যে সকল দ্বিজ বৃদ্ধিহীন, তুমি তাহাদিগকে দান
কর । আমরা সতত সৰ্ববিষয়ে সম্পন্ন । কেবল
ভক্তিই আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি । অনন্তর নার-
দের উপদেশে রাজ্ঞী অস্ত্রাশ্র বেদপারগ নিঃশ-
ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া “দেবর্ষি যেরূপ দান
সৌভাগ্যবর্দ্ধক বলিয়াছিলেন, সেই দানে হয় ও
শঙ্করো আমার প্রতি শ্রীত হউন” এইরূপ বলিয়া
দান করিলেন । তদনন্তর মুনিপুঙ্গব নারদকে
রাজ্ঞী কহিতে লাগিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! আপনি
উত্তম স্বামিপ্রাপক যে দানের কথা কহিয়াছেন, আমি
তাঁহা দান করিয়াছি; অতএব বাণ যেন আমার
জন্মে জন্মে পতি হন । হে দ্বিজবর! বাণ ব্যতীত
আমি অস্ত্র দেবতাকেও পতি কামনা করিব না ।
আমি জানি যে, স্বামিসেবা ব্যতীত পত্নীর অস্ত্র
কোন ধর্ম্ম নাই এবং পতিই পত্নীর দেবতা; তথাপি

তথাপি তব বাক্যেন দানং দত্তং যথাবিধি । ৯ ।
স্বকং কৰ্ম্ম করিষ্যামো ভর্তারং প্রতি মানদ ।
ব্রহ্মর্ষে গচ্ছেদানীং হুমাশীর্ষাদঃ প্রদীয়তাম্ । ১০ ।
তথেন্তি তামনুজাপ্য নারদো নৃপসত্তম । সর্ষাসাং
মানসং হুত্বা অন্ততঃ কৃতমানসঃ । ১১ । জগামা-
দর্শনং বিপ্রঃ পূজ্যমানস্ত খেচরৈঃ । ততো গত-
মনকাস্তা ভর্তারং প্রতি ভারত । ১২ । বিবর্ণা
নিপ্প্রভা জাতা নারদেন বিমোহিতাঃ । ১৩ ।

ইতি শ্রীকান্দে নন্দ্যদামাহার্যো ত্রিপুরকোভবর্ণনঃ

নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ । ২৭ ।

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । এতস্মিন্নন্তরে কদ্রো নন্দ্যদা-
তটমাস্থিতঃ । ক্রীড়তে হ্যময়া সার্কিং নারদস্তত্র
চাগতঃ । ১ । প্রণম্য দেবদেবেশমুময়া সহ
শঙ্করম্ । ব্যাজাপয়ন্তদা দেবঃ যদ্রুতঃ ত্রিপুরে

আমি আপনার আদেশে পতিসৌভাগ্য-কামনাই
যথাবিধি দান করিয়াছি । অতএব এই সন্তোই স্বামী
আমার শতায়ু হউন । হে মানদ ! আমি পতির
সহিত ভার্য্যোচিত ব্যবহার করিব । হে ব্রহ্মর্ষে !
একণে স্বামীকে আশীর্ষাদ করিয়া আপনি অতীষ্ট
স্থানে গমন করুন । হে নৃপসত্তম ! নারদ 'তাহাই
হউক' বলিয়া রাজ্যের প্রতি অনুজ্ঞা জ্ঞাপন করি-
লেন এবং দানবরমনীগণের মন অপহরণপূর্বক
তাহাদিগকে বিমনস্কা করিয়া তথা হইতে চলিয়া
গেলেন । নারদের গমনকালে খেচরবাসীরা
তাহার পূজা করিতে লাগিল । হে ভারত ! নারদ
কর্তৃক বিমোহিত দানবপত্নীগণ বিবর্ণা ও নিপ্প্রভা
হইল । তাহাদের পতির প্রতি আর চিত্তের হিরত
রহিল না । ১—১৩ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ইত্যবসরে কদ্র নন্দ্যদার
তীরে উমার সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন । নারদ
তাহাদের সমীপে উপনীত হইয়া উমার সহিত
দেবদেব শঙ্করকে প্রণামপূর্বক ত্রিপুরপুরে যাহা
করিয়া আসিয়াছেন, তৎসমস্ত নিবেদন করিলেন ।

তদা । ২ । গতোহহং স্বামিনির্দেশাদযত্র তদ্বাণ-
মন্দিরম্ । দৃষ্ট্বা বাণং যথাস্থায়ং গতৌ হস্তঃপুং
মহৎ । ৩ । তত্র ভার্য্যাসহস্রাণি দৃষ্ট্বা বাণস্ত ধীমতঃ ।
যথাযোগ্যং যথাকামমাগতঃ ক্ষোভ্য তৎপুং । ৪ ।
নারদস্ত বচঃ শ্রুত্বা সাধুসাধ্বীতি পূজয়ন্ । চিন্তয়ামাস
দেবেশো ভ্রমণং ত্রিপুরস্ত হি । ৫ । করমুক্তং যথা
চক্রং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা । মহাবেগং মহায়ামং
রক্ষিতং তেজসা মম । ৬ । স চ মে ভক্তিনিরতো
বাণো লোকে চ বিস্রুতঃ । ভারতী চ ময়া দত্তা
ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ । ৭ । এবং স সূচিরং কালং
দেবদেবো মহেশ্বরঃ । চিন্তয়িত্বা সুনীলগণং
কার্য্যং প্রতি জনেশ্বরঃ । ৮ । ততোহসৌ মন্দরং
ধায়া চাপে কুত্বা শুণে মহীম্ । বিষ্ণুং সনাতনং
দেবং বাণে ধায়া ত্রিলোচনঃ । ৯ । ফলে
স্তাশনং দেবং জলস্তং সস্রতোমুখম্ । স্পর্শং
পুণ্ড্রমোর্মধ্যে জবে বায়ুং প্রকল্য চ । ১০
রথং মহীময়ং কুত্বা ধুরি তাবধিনাবৃত্তৌ । অক্ষে

তিনি বলিলেন,—আমি প্রভুর আদেশে দানব-
রাজ বাণের আবাসে গমন করিয়াছিলাম । অন-
ন্তর বাণকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া তাহার
অন্তঃপুরে গমন করিলাম, দেখিলাম—সেই মহা-
পুরে সেই বাণরাজের সহস্র সহস্র ভার্য্যা বিরা-
জিতা রহিয়াছে । আমি ত্রিপুরস্থিত সেই সকল
বাণপত্নী দর্শন করত সেই মহাপুরীকে যথোপযুক্ত
ক্ষোভিত কারিয়া আপনার সমীপে আগমন করি-
য়াছি । নারদের মুখে ত্রিপুরকোভের কথা
শুনিয়া দেবেশ শঙ্কর সাধু সাধু উচ্চারণপূর্বক নার-
দের সৎকার করিলেন ; কিন্তু ভাবিলেন,—আহা !
প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুর করমুক্ত চক্রের স্তায় মহাবেগ
সুদীর্ঘায়তন ত্রিপুর আমার তেজে রক্ষিত হইয়াই
নিরন্তর ভ্রমণ করিত ; ত্রিলোকে বাণ আমার ভক্তি-
নিরত বিস্রুত ভক্ত ; আর দানবাব্যুষিত ত্রিপুর যে
ভ্রমণ করিবে, ইহা আমারই ভারতী, বিশেষতঃ
ইহা ব্রাহ্মণগণেরও আদেশ । লোকপাল দেবদেব
মহেশ্বর সূচিরকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বীয় কর্তৃ-
ব্যের প্রতি আগ্রহাধিত হইলেন । ১—৮ । ত্রিলোচন
মন্দরচলকে চাপে, ধরণীকে শুণে, সনাতন বিষ্ণুকে
বাণে, সস্রতোমুখ জলস্ত অনলকে বাণফলকে,
স্পর্শকে বাণপুণ্ড্রমধ্যে এবং বেগে বায়ুকে কল্লিত
করিলেন । অনন্তর তিনি মহীকে রথে, অধিবাহুয়ার-

সুরেশ্বরং দেবমগ্রকৌল্যাং ধনাবিপম ॥ ১১ ॥ যমঃ
তু দক্ষিণে পার্শ্বে বামে কালঃ সুদাক্ষণম্ । আদিত্য-
চন্দ্রৌ চক্রে তু গন্ধর্ভানারকাদিষু ॥ ১২ ॥ যন্তারঞ্চ
সুরজ্যোষ্ঠং বেদান্ কৃতা হয়োত্তমান্ । খলৌগাদিষু
চাক্ষানি রশ্মীন্ ছন্দাংসি চাকরোৎ ॥ ১৩ ॥ কৃতা
প্রতোদমোক্ষারং মুখগ্রাহং মহেশ্বরঃ । ধাতারং
চাগ্রতঃ কৃতা বিধাতারঞ্চ পৃষ্ঠতঃ ॥ ১৪ ॥ মাক্রতান
সর্বতো দিগ্ভ্য উর্দ্ধযজ্ঞে তথৈব চ । মহোরগ-
পিশাচাংশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরাংস্তথা ॥ ১৫ ॥ গণাংশ্চ
ভূতসজ্যাংশ্চ সর্ষে সর্ষাক্ষসন্ধিষু । যুগমধ্যে স্থিতৌ
মেকর্ষুগস্তাধৌ মহাগিরিঃ ॥ ১৬ ॥ সর্পা যজ্ঞাশ্চ
ঘোরাঃ শম্যো বক্রণনৈখ্যতো । গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী
স্থিতে তে রশ্মিবন্ধনে ॥ ১৭ ॥ সত্যং রথধ্বজে শৌচং
দমং রক্ষাং সমস্ততঃ । রথং বেদময়ং কৃতা দেবদেবো
মহেশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥ সরঙ্গঃ কবচী খড়্গী বক্রগোধাস্থলি-
জ্বান্ । বক্রা পরিকরং গাঢ়ং জটাজুটং নিয়ম্য
চ ॥ ১৯ ॥ সজ্জং কৃতা বহুদ্বিধ্যং যোজয়িত্বা
রথোত্তমম্ । রথমধ্যে স্থিতৌ দেবঃ শুভ্রঃ চ
যুধিষ্ঠির ॥ ২০ ॥ ধনুসঃ শব্দনাদেনাকম্পয়চ্চ

দ্বয়কে রথধুরায়, সুররাজ সহস্রাক্ষকে অক্ষে,
কুবেরকে অগ্রকৌলে, যমকে দক্ষিণপার্শ্বে, সুদাক্ষণ
কালকে বামপার্শ্বে, আদিত্য ও চন্দ্রকে চক্রে এবং
গন্ধর্বগণকে অরনিকরে কল্পিত করিলেন । অনন্তর
পিতামহ তাঁহার রথের সারথি, বেদচতুষ্টয় অশ্ব,
বেদাঙ্গসকল খলৌন এবং ছন্দঃসমূহ রথরজ্জ্ব হই-
লেন । অনন্তর মহেশ্বর ওঙ্কারকে রথের প্রতোদ
করিয়া স্বয়ং সমুখভাগে উপবেশন করিলেন । তিনি
অগ্রে ধাতা, পৃষ্ঠে বিধাতা, দিক্‌সকলে ও উর্দ্ধযজ্ঞে
মক্‌দগণ, অঙ্গসন্ধিতে মহোরগ, পিশাচ, সিদ্ধ, বিদ্যা
ধর, গণনাযক এবং ভূতগণকে সার্ববোশিত করি-
লেন । তাঁহার রথের যুগমধ্যে মেক, যুগাধোদেশে
মহাগিরি, যজ্ঞে ভীষণ সর্পগণ এবং শম্যো বক্রণ ও
নিখ্যতি অবস্থান করিল । গায়ত্রী ও সাবিত্রী তাঁহার
রথরশ্মিবন্ধনে নিবদ্ধ হইলেন, সত্য রথধ্বজে এবং
শৌচ, দম ও রক্ষকরূপে রথের চতুর্দিকে বিরাজ
করিতে লাগিল । অনন্তর দেবদেব শঙ্কর স্বয়ং
কবচ ও খড়্গ ধারণ করিলেন, অঙ্গলিভ্র তাঁহার
অঙ্গুলিসকলে নিবদ্ধ হইল । তিনি গাঢ়রূপে
পরিকর ধারণ ও জটাজুট বন্ধনপূর্বক দেব-
ময় রথে আরুঢ় হইয়া যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন ।
হে যুধিষ্ঠির ! তিনি বাণের সহিত যুদ্ধার্থ সজ্জিত

জগদ্রয়ম্ । স্থানং কৃতা তু বৈশাখং নিভৃতং সংস্থিতৌ
হরঃ ॥ ২১ ॥ নিরীক্ষ্য সূচরং কালং কোপ-
সংরক্তলোচনঃ । ধ্যাত্বা তং পরমং মন্ত্রমাত্মনং
চ নিরুধ্য সঃ ॥ ২২ ॥ যুমোচ সহসা বাণং পুরস্ত
বনকাঙ্ক্ষয়া । যদা ত্র্যণি সমেতানি অস্তরিক্ষস্থিতানি
তু ॥ ২৩ ॥ ততঃ কালনিমেষাঙ্কং দৃষ্টেক্যং ত্রিপুরস্ত
চ । ত্রিপক্ষিণা ত্রিশল্যেন ততস্তান্তবসাদয়ৎ ॥ ২৪ ॥
ততো লোকা ভয়ত্রস্তা ত্রিপুরে ভরতোত্তম ।
সমাস্থরবিনাশায় কালরূপা ভয়াবহাঃ ॥ ২৫ ॥
অট্টহাসান প্রমুখপ্তি কষ্টরূপা নরাস্তদা । নিমেষো-
ন্মেষণং চৈব কুক্ষিস্ত লিপিকণ্ডম্ ॥ ২৬ ॥ নিস্পন্দ-
নয়না মর্ত্যশ্চিহ্নেষ্ণালিখিতা ইব । দেবায়তনগা দেবা
রদন্তি প্রহসন্তি চ । স্বপ্নে পশ্যন্তি চাখ্যানং রক্তাঙ্কর-
বিভূষিতম্ ॥ ২৭ ॥ রক্তমাণ্যোত্তমাঙ্গাশ্চ পতন্তঃ কান্দমে
হৃদে । পশ্যন্তি নাম চাখ্যানং সতৈলান্ভ্যঙ্গমস্তকম্ ॥ ২৮ ॥

হইয়া করে দিবা শরাসন ধারণপূর্বক ধনুর্নিদানে
ত্রিভুগং কাম্পিত করত যখন রথমধ্যে উপবেশন
করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার শোভা অতীব মনো-
হর হইয়াছিল । শঙ্কর বৈশাখাখ্য রীতি অবলম্বনে
অবস্থানপূর্বক কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন,
তারপর অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক নিরীক্ষণ
করিলেন, কোপে তাঁহার লোচন লোহিত বর্ণ ধারণ
করিল; তিনি আত্মাকে নিরোধ ও মহামন্ত্র ধ্যান
করিয়া ত্রিপুরবিনাশ কামনায সহসা বাণ নিক্ষেপ
করিলেন । নিমেষ-মধ্যে শঙ্কর-নিষ্কিপ্ত সেই ত্রিপক্ষি
ও ত্রিশল্য মহাবান বাণপুরে উপনীত হইল এবং
ত্র্যক্ষস্থিত তাঁহার পুত্রদ্বয়ের একা দর্শনে নিমেষ-
যাঙ্ক্রে সেই সমবেত পুত্রদ্বয়কে অবসাদিত করিল ।
হে ভরতোত্তম ! তখন ত্রিপুরবাসী লোক সকল
ভীতব্রত হইল, সর্বত্রই অধুরগণের বিনাশার্থ কালের
অট্টহাস এবং ভয়াবহ চিত্রা এবং লালিত হইতে লাগিল ।
২—২৫। লোক সকল লোক লিপিলেখনাদিতে লিপ্ত ছিল,
তাঁহারা নিমেষ ও উন্মেষের সহিত সহসা নিস্পন্দ-
নয়ন হইয়া চিত্রলিখিতের স্তায় দৃষ্ট হইতে লাগিল ।
দেবায়তনগত দেবগণ স্ব স্ব আয়তন হইতে বহির্গত
হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ ও হাস্য করিতে লাগিলেন ।
পুরবাসী অধুরগণ অশ্রুতশ্রুতক স্বপ্ন দর্শন করিতে
লাগিল । হে নৃপসত্তম ! কেহ আপনাকে স্বপ্নে
রক্তবসনভূষিত সন্দর্শন করিল, কেহ স্বপ্নযোগে
স্বীয় উত্তমাজ রক্তমাণ্যে অলঙ্কৃত দেখিল এবং
কেহ কান্দমহৃদে পতিত, কেহ স্বীয় কলেবর

পশ্চিমে ধানমারুৎ রাসতৈশ্চ নৃপোত্তম । সংবর্তকো
মহাবায়ুগুণান্তপ্রতিমো মহান ॥ ২৯ ॥ গৃহাঙ্কনুলয়ামাস
বৃক্ষজাতীননেকশঃ । ভূমিকম্পাঃ সনির্ঘাতা উদ্ধাপাতাঃ
সহস্রশঃ ॥ ৩০ ॥ কধিরং বর্ষতে দেবো মিশ্রিতঃ
কর্কটৈর্বহ । অগ্নিকুণ্ডেবু বিপ্রাণাং হতঃ
সম্যগ্ধুতাননঃ ॥ ৩১ ॥ জনন্তে ধূমসম্প্রকো
বিফুলিঙ্গকণৈঃ সহ । কুঞ্জরা বিমদা জাতাস্তরগাঃ
সত্ত্বজ্জিতাঃ ॥ ৩২ ॥ অবাদিতানি বাদ্যেষু বাদিত্রাণি
সহস্রশঃ । ধ্বজা হৃকম্পিতাঃ পেতুহুত্রাণি বিবিধানি
চ ॥ ৩৩ ॥ জনন্তি পাদপান্ত্রা পর্ণানি চ সমন্ততঃ ।
সর্বঃ তদ্যাকুলভূতঃ হাহাকারসমধিতম ॥ ৩৪ ॥
উদ্যানানি বিচিত্রাণি প্রবতন্ত প্রভঞ্জনঃ । তেন
সম্প্রেরিতাঃ সর্বে জনন্তি বিশিখাঃ শিখাঃ ॥ ৩৫ ॥
বৃক্ষশৃঙ্গলতাবল্লো গৃহাণি চ সমন্ততঃ । দিগ্ভিতাগৈশ্চ
সর্বৈশ্চ প্রবৃত্তো হব্যবাহনঃ ॥ ৩৬ ॥ সর্বঃ কিংক-
বর্ণভঃ প্রজলচ্চৈব দৃশ্যতে । গৃহাদ্গৃহং তদা গন্তুঃ
নৈব নৃমেন শক্যতে ॥ ৩৭ ॥ হরকোপাগ্নিনিদ্রাঃ
ক্রন্দন্তে ত্রিপুরে জনাঃ । প্রদীপ্তং সম্বতো দিগ্ধ-

দহতে ত্রিপুরং পরম ॥ ৩৮ ॥ পতন্তি শিখরাগ্ৰাণি
বিলীর্ণানি সহস্রশঃ । পাবকো ধূমসম্প্রকো দহমানঃ
সমন্ততঃ ॥ ৩৯ ॥ নৃত্যন্ বৈ ব্যাপ্তদিগেশঃ কান্তারেষ-
ভিধাবতি । দেবাগারেষু সর্বেষু গৃহেষ্টালকেষু চ ॥
৪০ ॥ প্রবৃত্তো হতভূক্ তত্র পুরে কালপ্রগোদিতঃ ।
দদাহ লোকান সর্বত্র হরকোপপ্রকোপিতঃ ॥ ৪১ ॥
দহতে ত্রৈপুরং লোকং বালবৃক্ষসমধিতম । সপুরং
সগৃহদ্বারং সবাহনবনং নৃপ ॥ ৪২ ॥ কেচিভোজন-
সক্তাশ্চ পানাসক্তাস্থাপরে । অপরা নৃত্যগীতেষু
সংসক্তা বারযোবিতঃ ॥ ৪৩ ॥ অন্তোন্তঃ চ পরিষজ্যা
হুতানশিখাদিতাঃ । দহমানা নৃপশ্রেষ্ঠ সর্বে
গচ্ছন্ত্যচেতনাঃ ॥ ৪৪ ॥ অথান্তে দানবাস্ত্র
দহন্তেহগ্নবিমোহিতাঃ । ন শক্তাশ্চান্ততো গন্তুঃ
ধূমেনাকুলিতাননাঃ । হংসকারণবাকীর্ণা নলিন্তো
হেমপঙ্কজাঃ ॥ ৪৫ ॥ দহন্তে বিবিধাস্ত্র বাপ্যঃ কৃপাশ্চ
ভারত । দৃশ্যন্তেহনলদগ্ধানি পুরোদ্যানানি দীর্ঘিকাঃ ।
অন্নানৈঃ পঙ্কজৈশ্চরা বিস্তীর্ণা বস্তুযোজনাঃ ॥ ৪৬ ॥
গিরিকুটনিভাস্ত্র প্রাসাদা রত্নশোভিতাঃ । দৃশ্যন্তে-

তৈলাভ্যঙ্গযুক্ত ও কেহ বা স্বপ্নে আপনাকে গদভ-
বাহিত যানাক্রুৎ দর্শন করিল । যুগান্তপ্রতিম সংবর্তক
নামক মহাবাগ প্রবাহিত হইয়া গুহানিবহ ও তরকুল
উন্মূলিত করিল । সহস্র সহস্র শব্দে উদ্ধাপাত ও
ভূমিকম্প হইতে লাগিল, পঙ্কজদেব অনেক
কর্করযুক্ত কধির বর্ষণ করিতে লাগিলেন, দ্বিজগণ
অগ্নিকুণ্ড প্রজলিত হুতাননে সম্যক্ আভিতি প্রদান
করিলেন ও হুতানন অজ্ঞান সুগলঙ্গসংকারে ধূমায়মান
হইয়া উঠিল ; মদমত্ত মাতঙ্গগণ মদহীন ও অগ্ন
সকল সত্ত্বশূন্য হইল, সহস্র সহস্র বাদিত্র কেহ না
বাজাইলে ও বাজিয়া উঠিল, ধ্বজরাজ ও বিবিধ ছত্র
কাম্পিত না হইয়াই ভূতলে পতিত হইতে লাগিল,
পত্র সহ তরুরাজি জলিয়া উঠিল । সর্বত্র হাহাকার
ররে সকলেই ব্যাকুল হইয়া পড়িল । প্রভঞ্জন
বিচিত্র উদ্যাননিচয় ভঙ্গ করিতে লাগিল, সেই
সময়গণের সাহায্যে নির্ঝাপিত পাবক পুনরায়
জলিয়া উঠিল এবং প্রজলিত অনল দিকে দিকে
তরু, গুল্ম ও লতাবল্লী ভস্মীভূত করিল । সর্বত্র
অনল জলিয়া উঠিলে সকলই যেন কিংকপুষ্পের
স্তায় দৃষ্ট হইতে লাগিল । তৎকালে অনল
হইতে এমনই ধূমোদগম হইতে লাগিল যে, কেহই
গৃহ হইতে স্বহস্তরে গমন করিতে সমর্থ হইল না ।
কপকীর কোপদহনে নিদ্রা হইয়া ত্রিপুরবাসী সক-

লেই ক্রন্দন করিতে লাগিল । তৎকালে প্রদীপ্ত
হুতানন সেই ত্রিপুর-মহাপুরের সকল দিক দক্ষ
করিতে থাকিলেন, সহস্র সহস্র গিরিশিখর বিলীর্ণ হইয়া
পতিত হইতে লাগিল । সর্বত্র সধুম হুতানন
যেন নৃত্য করিতে করিতে ত্রিপুরস্থিত কান্তার,
দেবাগার, গৃহ ও অট্টালিকার দিকে প্রধাবিত হইয়া
দেখিতে দেখিতে সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল,
তাগতে সকল স্থানই দহমান হইতে লাগিল । হে
নৃপ ! হরকোপ-কোপিত পাবক ত্রিপুরবাসী বালক
বৃক্ষ সকলকেই গৃহ, পুরদ্বার ও যান-বাহনসহ ভস্মী-
ভূত করিল । ২৬—৪২ । তৎকালে কেহ ভোজনা-
সক্ত, কেহ পানমিরত ও অপর কোন কোন বারব-
নিতা নৃত্যগীতরত ছিল ; হে নৃপসত্তম ! প্রজালত
হুতাননশিখায় দগ্ধ হইয়া তাহারা পরস্পর পরস্পরকে
আলঙ্গন করিয়া চেতনাহীন হইয়া গেল । অন্তান্ত
দানবগণ ধূমাকুলিত হইয়া অন্ত্র গমনে সমর্থ হইল
না, তাহারা সেই প্রজলিত অনলে দহমান হইয়া
মোহ প্রাপ্ত হইল । ৪৩ । ভারত ! ত্রিপুর পুর
মধ্যে যে সকল নালনা ও হেমপঙ্কজ-ভূষিত হংস-
কারণবাকীর্ণ কৃপ বাপী ছিল, অনলজালায়
সে সকলও দগ্ধ হইয়া গেল, অন্নান পঙ্কজ-
শোভিত অষ্ট যোজনবিস্তীর্ণ পুরোদ্যান ও দীর্ঘিকা-
নিচয় এবং ধরণীতলে গিরিশৃঙ্গসদৃশ রত্নশোভিত

হননসম্পদা বিশীর্ণা ধরনীতলে । ৪৭ । নরদ্বৌবাল
বৃদ্ধেষু দহমানেষু সৰ্বতঃ । নির্দয়ঃ জনতে বহি-
র্হাহাকারো মহানভূৎ । কাচিচ্চ সুখসংস্পৃগা প্রম-
ত্তাত্তা নৃপোত্তম । ৪৮ । ক্রৌড়িহা চ সুবিস্তীর্ণ-
শয়নস্থা বরাঙ্গনা । কাচিৎ স্পৃগা বিশালাক্ষী হারা-
বলিবভূষিতা । ধূমেনাকুলিতা দৌনা তপতক্রব্য-
বাহনে । ৪৯ । কাচিস্তম্বিন্ পুরে দৌশ্চে পুত্রশ্বেহা-
বুলালসা । পুত্রমালিঙ্গতে গাঢ়ং দহতে ত্রিপুরে-
হগ্নিনা । ৫০ । কাচিৎ কনকবর্ণাভা ইন্দ্রনীলবিভূ-
ষিতা । ভর্তারং পতিতং দৃষ্ট্বা পতিতা তস্ত চোপরি ।
৫১ । কাচিদাদিত্যবর্ণাভা প্রস্পৃগা তু প্রিয়োপরি ।
অগ্নি-জ্বালাহতা গাঢ়ং কণ্ঠমালিঙ্গতে নৃপ । ৫২ ।
মেঘবর্ণা পরা নারী চলৎকনকমেখলা । শেত-
বস্ত্রোত্তরীয়া তু পপাত ধরনীতলে । ৫৩ । কাচিৎ
কুন্দেন্দুবর্ণাভা নীলরত্নবিভূষিতা । শিরসা প্রাঞ্জলি-
ভূত্বা বিজ্ঞাপয়তি পাবকম্ । ৫৪ । কস্তাশ্চিচ্ছনতে

প্রাসাদশ্রেণী হতাশনে দধ্ব হইয়া বিশীর্ণ হইল ।
তৎকালে প্রজ্জ্বলিত অনলে নর, নারী, বালক,
বৃদ্ধ, সকলেই নির্দয়রূপে দধ্ব হইলে ত্রিপুরপুরে
মহান হাহাকার রব উখিত হইয়াছিল । হে
নৃপসত্তম ! তখন কোন রমণী সুখস্পৃগা, কোন
নারী প্রমত্তা, কেহ ক্রৌড়াসক্তা, কোন বরাঙ্গনা
বিস্তীর্ণ শয্যায় শয়না, কোন বিশাললোচনা
ললনা নিদ্রিতা এবং কোন নারীর হারাবলী
দ্বারা অলঙ্কার-ক্রিয়ায় ব্যস্ত ছিল, সেই সকল দৌনা
রমণী ধূমাকুলিতা হইয়া প্রজ্জ্বলিত অনলে
পতিতা হইল । কোন কোন পুরবাসিনী রমণী
পুত্রশ্বেহে লালায়িতা হইয়া তনয়কে গাঢ় আলিঙ্গন
করিতেছিল, তৎকালে তনয়ের সহিতই হতাশনে
পতিত হইল ! কোন কনককাণ্ঠ ইন্দ্রনীলবিভূ-
ষিতা বনিতা পতিকে হতাশনে পতিত দেখিয়া
তাহার উপরই পড়িয়া গেল । কোন দিবাকর-প্রভা
ভামিনী প্রিয় পতির দেহ আলিঙ্গন করিয়া তাহার
উপরই শয়ান ছিল, অনলজ্বালায় দধ্ব হইয়া
সেই আলিঙ্গিত অবস্থাতেই পতিত রহিল;
হে নৃপ ! অপর দেতোত্তরীয়াধারিণী জলদকাণ্ঠ
কোন কামিনী ত্রিপুর হইতে ধরনীতলে পতিত
হইলে পতনকালে তাহার কঙ্কণ ও মেখলা বিচলিত
হইয়াছিল । আবার নীলরত্নবিভূষিতা কুন্দেন্দুবল
কোন ললনা মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক পাবকের

বন্ধন কেশাঃ কস্তাশ্চ ভারত । জলজ্বলনসঙ্কীর্ণৈর্হেম-
ভাটৈঃ সস্তি চ । ৫৫ । কাচিৎ প্রভূতদুঃখার্থা বিল-
লাপ বরাঙ্গনা । ভাস্মীভূতং পতিং দৃষ্ট্বা ক্রন্দতী
কুররী যথা । ৫৬ । আলিঙ্গ্য গাঢ়ং সহসা পতিতা
তস্ত মূর্ছনি । কাচিচ্চ বহুদুঃখার্থা ব্যলপৎ স্ত্রী
শবেশ্বনি । ৫৭ । ভাস্মসাক্ষ কৃতং দৃষ্ট্বা ক্রন্দতে
কুররী যথা । মাতরং পিতরং কাচিদৃষ্ট্বা বিগত-
চেতনম্ । ৫৮ । বেপতে পতিতা ভূমৌ খেদিতা
বড়বা যথা । ইতশ্চেতশ্চ কাচিচ্চ দহমানা বরাঙ্গনা ।
৫৯ । নাপশ্চদ্বালমুৎসঙ্গে বিপরীতমুখী স্থিতা
কুস্তিলস্ত গৃহং দধ্বং পতিতং ধরনীতলে । ৬০ ।
কুশ্মাণ্ডস্ত চ ধূমস্ত কুহকস্ত বকস্ত চ । বিরূপনয়ন-
স্তাপি বিরূপাক্ষস্ত চৈব হি । ৬১ । শুভ্রো ডিম্বশ্চ
রৌদ্রশ্চ প্রহ্লাদশ্চানুরোত্তমঃ । দণ্ডপাণিবিপাণি-
সিংহবক্রস্তথানঘ । ৬২ । হৃন্মুভৈশ্চব সংহ্রাদো
ডিগুর্মুণ্ডিস্তথৈব চ । বাণভ্রাতা চ বাণশ্চ ক্রব্যাদ-
ব্যাঘ্রবক্রকো । ৬৩ । এবমস্তেহপি যে কেচি-
দানবা বলদর্পিতাঃ । তেষাং গৃহে তথা বহির্জ্বলতে

স্তব করিতে লাগিল ; হে ভারত ! তখন কাহারও
কেশ ও কাহার বসন জ্বলিতে লাগিল ; কাহারও
প্রজ্জ্বলিত হতাশনে স্বর্ণালঙ্কারমিকর দধ্ব
হওয়ায় মহাত্রাস উপস্থিত হইল । কেহ অত্যন্ত
দুঃখে পতিত হইয়া বিলাপ করিল, কোন বর-রমণী
পতিকে ভাস্মীভূত দর্শনে অত্যন্ত দুঃখ সহকারে
কুররীর স্থায় রোদন ও তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন
করিয়া সহসা তাহার মস্তকে পতিত হইল । কোন
দুঃখকাতরা কামিনী স্বামীকে ভাস্মীভূত অবলোকন
করিয়া স্বীয় গৃহে বসিয়াই কুররীর স্থায় বিলাপ
করিল । কেহ বা পিতা মাতাকে হতচেতন দর্শন
করিয়া অত্যন্ত খিন্নমনে কাঁপিতে কাঁপিতে বড়বার
স্থায় ক্ষতিব্রনে পতিত হইল এবং ইতস্তত দহ-
মানা কোন বরাঙ্গনা তনয়কে কোড়ে দেগিতে না
পাইয়া কোড়ের বিপরীত দিকে মুখ পরিবর্তন
করিয়া রহিল । হে নৃপ ! দানব কুস্তিলের গৃহ দধ্ব
হইয়া ভূতলে পতিত হইল । ৪৩—৬০ । এতদ্ভিন্ন
কুশ্মাণ্ড, ধূম, কুহক, বক, বিরূপনয়ন ও বিরূপাক্ষ
প্রভৃতি অসুরগণের গৃহও দধ্ব হইল । হে অনঘ !
শুভ্র, ডিম্ব, রৌদ্র, অনুরোত্তম প্রহ্লাদ, দণ্ডপাণি,
বিপাণি, সিংহবক্র, হৃন্মুভি, সংহ্রাদ, ডিগু, মুণ্ডি
এবং বাণভ্রাতা, বাণ, ক্রব্যাদ, ব্যাঘ্রবক্র ও অস্তান্ত
বলদর্পিত দানবগণের আবাসও হতাশন নির্দয়-

নিদ্রায় নৃপ। দহমানাঃ স্মিতস্তাত্ত্বিকগৃহে
গৃহে ৬৪। করুণাকরবাদিন্তো নিরাধারা গতাঃ
শিবম্। যদি বৈরং সুরারেশ পুরুষোপরি পাবক
৬৫। স্মিতঃ কিমপরাধ্যন্তি গৃহপঙ্করকোকিলাঃ
অনির্দয়োহনুশংসন্তঃ কন্তে কোপঃ স্মিতঃ প্রতি ৬৬
কিং হুয়া ন শ্রুতং লোকে অবধ্যাঃ সর্বথা স্মিতঃ
কিং তু তুভ্যাং গুণো হস্তি দহনে পবনৈরিতঃ ৬৭
ন কারুণ্যং হুয়া কিঞ্চিদাশ্বিন্যাক স্মিতঃ প্রতি
দয়াং শ্লেচ্ছা হি কুরুন্তি বচনং নীক্য যোষিতাম্ ৬৮।
শ্লেচ্ছানামপি চ শ্লেচ্ছা দুর্নিবার্যো হৃদেতনঃ। এবং
বিলপমানানাং স্ত্রীণাং তত্রৈব ভারত ৬৯। জালা
কলাপবহনঃ প্রজলভ্যেব পাবকঃ। এবং দৃষ্টা
ততো বাণো দহমান উবাচ হ ৭০। অবজায়
বিনষ্টোহহং পাপাত্মা হরমঙ্গলা। ময়া পাপেন
মূর্খেণ যে লোকা নাশিতা প্রবম্ ৭১। গোব্রাহ্মণা
কৃত্য নিত্যমিহ লোকে পবত্র চ। নাশিতান্ত্র-
পানানি মর্তারামাশ্রমাস্থথা ৭২। ঋষীগামাশ্রমা-

ভাবে দগ্ধ করিয়াছিল। হে নৃপ! দহমান
রমণীগণের গৃহে গৃহে বিলাপধ্বনি উখিত হইল।
কতিপয় করুণাকরবাদিনী অনাথা রমণী পাবককে
সন্দোহন করিয়া কহিল,—হে পাবক! সুরারির
অনুচর পুরুষের উপরই তোমার বৈরিতা; গৃহ-
পিঞ্জরাবদ্ধ কোকিলের স্তায় স্ত্রীগণ তোমার কি
অপরাধ করিয়াছে? তুমি অনির্দয় অনুশংস; স্ত্রী-
জনের প্রতি তোমার কোপ কেন? ত্রিলোকে স্ত্রী
সর্বথা অবধ্যা! ইহা কি কখনও তুমি শ্রবণ কর
নাই? একেই তোমাতে ভীষণ দহনশূণ বিদ্য-
মান, হে হতাশন! তাতে আবার সমীরণ তোমার
সহায় হইয়াছেন। রমণীর প্রতি তোমার দয়া-
দাক্ষিণ্য কিছুই নাই! রমণীগণের বাক্য শুনিয়া
শ্লেচ্ছরাও দয়া করিয়া থাকে। তুমি শ্লেচ্ছদিগেরও
অধম দুর্নিবার ও জ্ঞানহীন! হে ভারত! ললনা-
কুলের এবংবিধ ব্যঙ্গ বিলাপধ্বনি শ্রবণে হতাশন
কুপিত হইয়া স্বীয় জালামালা বর্জিত করত আরও
ভীষণরূপে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর এই
ব্যাপার দর্শনে দহমান বাণ বলিতে লাগিলেন,—
অহো! আমিই পাপাত্মা; হরকে অবজ্ঞা করিয়া
আমি নিশ্চয়ই তাঁহার তেজে বিনষ্ট হইলাম।
অহো! আমি মূর্থ, পাপাচারপরায়ণ হইয়া ইহ-
পরলোকসকলের বিনাশ সাধন করিয়াছি; কত
গো, ব্রাহ্মণ, অন্ন, পান, মঠ, আরাম, আশ্রম, ঋষি-

শৈব দেবারামা গণালয়াঃ। তেন পাপেন মে
ধ্বংসস্তপসশ্চ বলস্ত চ ৭৩। কিং ধনেন করি-
ষ্যামি রাজ্যোণাস্তঃপুরেণ চ ৭৪। বরং শঙ্কর-
পাদৌ চ শরণং যামি মূঢ়ধীঃ। ন মাতা ন পিতা
চৈব ন বন্ধুর্নাপরো জনঃ ৭৫। মুক্তা চৈব মহে-
শানং পরমার্তিহরং পরম্। আশ্রনা চ কৃতং পাপ-
মাত্মনৈব তু ভুজ্যতে ৭৬। অহং পুনঃ সমন্তেষু
দহ্যামি সহ সাধুভিঃ। এবমুক্তা শিবঃ লিঙ্গং কৃৎস্না
তন্মন্তকোপরি ৭৭। নিজগাম গৃহাচ্ছৌভং পাবকে-
নাবশ্যিষ্ঠিতঃ। স শিবঃ স্মিতগাত্ত্ব প্রস্থলং মূহ-
র্ষুহঃ। হরং গদগদয়া বাচা শব্দং বৈ শরণং যমৌ ৭৮।
স্বংকোপানলনির্দগ্ধো যদি বধ্যোহস্মি শঙ্কর ৭৯।
স্বংপ্রসাদায়হাদেব মা মে লিঙ্গং প্রণশ্যতু।
অর্চিতং মে সুরশ্রেষ্ঠ ধ্যাতে ভক্ত্যা ময়া বিভো ৮০।
প্রাণাদিষ্টতমং দেব তস্মাদ্রক্ষিতুমর্হসি।
যদি তেহহমবুগ্রাহ্যো বধ্যো বা সুরসত্তম ৮১।
প্রতিজ্ঞয় মহাদেব ব্রহ্মকিরচলাশ্চ মে। পণ্ডকীট-

গণের তপোবন, দেবায়তন, দেবোদ্যান, গণালয়
নিত্য বিধিস্ত করিয়াছি, সেই পাপেই অদ্য আমার
তপোবন বিনষ্ট হইয়াছে। আমি মূঢ়; আমার
রাজ্য ধন ও অন্তঃপুরে প্রয়োজন নাই, শঙ্করচরণে
শরণগ্রহণই আমার এক্ষণে একমাত্র কল্যাণকর।
পরম আর্তিহর শঙ্কর মহেশান ব্যতীত এ সংসারে
মাতা, পিতা, বন্ধু কিংবা অস্তান্ত আত্মীয়-স্বজনের
মধ্যে কেহই তাপহর্তা নহেন। আপনার পাপ
আপনাকেই ভোগ করিতে হয়। আমার পাপে কেন
আমার সাধু সুরদগ্ধ বিনষ্ট হইবেন? শিবমনা দানব-
রাজ বাণ এইরূপ বলিয়া মন্তকে শিবলিঙ্গ ধারণ-
পূর্বক পাবকবেষ্টিত দেহে সত্তর পুর হইতে নিজ্জাত
হইলেন এবং অলিতগাত্ত্ব ও অলিত বাক্যে মূহর্ষুহঃ
গদগদ বচনে হরের স্তব করিতে করিতে তাঁহার
শরণ গ্রহণ করিলেন। ৬ — ৭৮। বাণ বলিলেন,—
হে শঙ্কর! যদি একান্তই তোমার কোপানলে
দগ্ধ হইয়া আমি বিনষ্ট হই, তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু
হে মহাদেব! তোমার প্রসাদে যেন আমার মন্তক-
স্থিত শিবলিঙ্গ বিনষ্ট হয় না। হে সুরসত্তম! আমি
ভক্তিভরে এই শিবলিঙ্গের পূজা ও ধ্যান করিয়া
থাকি; হে বিভো! এই লিঙ্গ আমার প্রাণ হইতেও
ইষ্টতম; অতএব হে দেব! এই লিঙ্গ রক্ষা করুন।
হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার বধ্যই হই কিংবা
অবুগ্রহের পাতাই হই, হে মহাদেব! জন্মে জন্মে

পতঙ্গেষু তিৰ্য্যগ্‌যোনিগতেষু চ । স্বকৰ্ম্মণা মহাদেব
 শুদ্ধভিরচলাস্ত মে ॥ ৮২ ॥ এবমুকা মহাভাগো
 বাণো ভক্তিমতাং বরঃ । স্তোত্রেণ দেবদেবেশং
 ছন্দয়ামাস ভারত ॥ ৮৩ ॥ বাণ উবাচ । শিব
 শঙ্কর সৰ্ব্বহরায় নমো ভবভীতভয়ার্জিহরায় নমঃ ।
 কুসুমায়ুধদেহাবনাশকর প্রমদাপ্রিয়কামক দেব
 নমঃ ॥ ৮৪ ॥ জয় পার্শ্বতীশ পরমার্থসার জয় বির-
 চিতভৌমভুজঙ্গহার জয় নিশ্চলভাস্মাবলিপুগাত
 জয় মজ্জমূল জগদেকপাত ॥ ৮৫ ॥ জয় বিষধরকাপল-
 জটাকলাপ জয় ভৈরব বিধুতপিনাকচাপ । জয়
 বিষমনয়ন পরিমুক্তসঙ্গ জয় শঙ্কর ধৃতগাঙ্গতরঙ্গ ॥ ৮৬ ॥
 জয় ভৌমরূপ খটাকহস্ত শাশিশেখর জয় জগতাং
 প্রশস্ত । জয় সুরবরেশ সুরলোকসার জয় সৰ্ব্ব
 সকলনির্দ্বন্দ্বসার ॥ ৮৭ ॥ জয় কৌৰ্ত্তনীয় জগতাং

পবিত্র জয় বৃষাক্ষ বহুবিধচরিত্র । জয় বিরচিত-
 নরককালমাল অঘাসুরদেহককাল কাল ॥ ৮৮ ॥ জয়-
 নীলকণ্ঠ বরবৃষভগমন জয় সকললোকহরিতানু-
 শমন । জয় সিদ্ধসুরাসুরবিনতচরণ জয় রুদ্র
 রৌদ্রভবজলধিতরণ ॥ ৮৯ ॥ জয় গিরিশ সুরেশ্বর-
 মাননীয় জয় স্মাররূপ সঙ্কিন্তনীয় । জয় দধাত্রিপুর
 বিশ্বসত্ত্ব জয় সকলশাস্ত্রপরমার্থতত্ত্ব ॥ ৯০ ॥ জয়
 দরববোধ সংসারতার কলিকলুষমহার্ণবঘোরতার ।
 জয় সুরাসুরদেবগণেশ নমো হৃদয়ানরসিংহগজেন্দ্র-
 মুগ ॥ ৯১ ॥ অতিব্রহ্মস্মূলসুদীর্ঘতম উপলক্ষি
 শকাতে তে হুমরৈঃ । প্রণতোহস্মি নিরঞ্জন তে
 চরণৌ জয় সাদ্র সুলোচনকাস্তিহর ॥ ৯২ ॥ অপ্রাপ্য
 ত্বাং কিমত্যন্তমুচ্ছয়ী ন বিনাশয়েৎ । অতিপ্রমাধি
 চ তদা তপো মহৎসুদাক্ষণম্ ॥ ৯৩ ॥ ন পুত্রবান্ধবা

যেন তোমাতে আমার অচলা ভক্তি থাকে ।
 হে মহাদেব ! অবশ্যই আমি আমার কৰ্ম্মবশে
 পণ্ড, কীট, পতঙ্গাদি তিৰ্য্যগ্‌যোনি ভ্রমণ করিয়া,
 কিন্তু তোমাতে আমার যেন নিশ্চলা ভক্তি থাকে ।
 হে ভারত ! তজ্জাগ্রী মহাভাগ বাণ এইরূপে
 বিবিধ অভিধাক্যে মহাদেবের স্তুব করিয়া আরও
 অনেক অভিধাক্যে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে
 লাগিলেন । বাণ বলিলেন,—হে শিব ! তুমি
 সকলের মঙ্গলদাতা ও নিখিল আৰ্জিহরণকর্ত্তা ;
 তোমাকে নমস্কার । হে দেব ! যাহারা ভবভয়ে
 ভীত, তুমি তাঁহাদের ভীতি বিনাশ করিয়া থাক ।
 পঞ্চবাণ তোমার নয়নবাহিতে দগ্ধ হইয়াছে । তুমি
 প্রমদাগণের প্রিয় কামনা পূর্ণ কর, তোমাকে নম-
 স্কার । হে পার্শ্বতীপতে ! তুমি পরমার্থসার ;
 ভীষণ ভুজঙ্গগণ তোমার ভূষণ-স্বরূপ হইয়াছে,
 তোমার জয় হউক । হে দেব ! নিশ্চল ভাস্মরাশি
 তোমার শরীরে লিপ্ত হইয়াছে, তুমিই মজ্জের
 মূলস্বরূপ, তুমিই জগতের একমাত্র পাত্র ; অতএব
 জয়যুক্ত হও । হে শঙ্কর ! বিষধরগণ তোমার
 কাপল জটালাপে অবাস্তিত, তুমি ভীষণ পিনাক-
 শরাসন গ্রহণ করিয়াছ, তুমি বিষমনয়ন অর্থাৎ
 ত্রিলোচন । তুমি সঙ্গ হইতে সম্যকমুক্ত এবং
 গাঙ্গাতরঙ্গ শিরে ধারণ করিয়াছ, তোমার জয়
 হউক । হে ভৌমবদন ! তোমার করে খটাক,
 শিরে শশধর, তুমি জগতের প্রশস্ত ; হে মহেশ্বর !
 তুমি সুরলোকের সার । হে সৰ্ব্ব ! তুমি সার ও
 তুমিই সকল নির্দ্বন্দ্ব করিয়া থাক । তুমি জয়যুক্ত

হও । হে জগৎপুত ! তুমি নিখিল প্রাণীর
 কীর্ত্তনীয়, তোমার চরিত্র অনন্ত, তোমার জয়
 হউক । হে বৃষভধ্বজ ! নরককালমালায় তোমার
 অলঙ্কার বিরচিত হইয়াছে, অঘাসুরের দেহককালও
 তোমার অলঙ্কার । হে কাল ! জয়যুক্ত হও । হে
 নীলকণ্ঠ ! বৃষবর তোমার বাহন, তুমিই নিখিল
 লোকের হরিত দূর কর ; হে রুদ্র ! সিদ্ধ, সুর ও
 অসুরগণ তোমার চরণে বিনত হই এবং তুমিই
 জীবগণকে ভীষণ ভবজলধি হইতে পরিভ্রাণ করিয়া
 থাক । তোমার জয় হউক । হে গিরিশ ! তুমি
 সুরসত্তম মহেশ্বরের মাননীয়, তোমার রূপ স্মার
 হইলেও জীবের চিন্তনীয় । বিশ্বের তুমিই প্রধান
 সত্ত্ব, তোমার কোপানলেই ত্রিপুর দগ্ধ হইয়াছে এবং
 তুমিই নিখিল শাস্ত্রের পরমার্থতত্ত্ব, তোমার জয়
 হউক ; হে দেব ! তোমার তত্ত্ব ভগ্নম্য, তুমিই সংসার
 হইতে উদ্ধার কর, কলিকলুষরূপী ভীষণ মহার্ণব-
 তরণে তোমার চরণই একমাত্র সম্বল । তুমি জয়যুক্ত
 হও । হে দেবেশ ! সুর, অসুর ও গণদেবতারও
 তুমিই একমাত্র প্রভু । তুমি কখন অশ্ববদন, কখন
 বানর, সিংহ ও গজেন্দ্রবদন হইয়া থাক, তোমাকে
 নমস্কার ॥ ৯২-৯৩ ॥ তুমি কখন অতিব্রহ্ম, কখন অতিস্মূল,
 আবার কখনও কখনও অতি দীর্ঘতম হও । দেব-
 গণও তোমাকে উপলক্ষি করিতে সমর্থ নহেন ;
 হে নিরঞ্জন ! আমি তোমার পাদযুগলে প্রণত
 হইলাম ; হে সাদ্র ! হে সুলোচন-কাস্তিহর ! তোমার
 জয় হউক ! হে দেব ! অত্যন্ত গব্বী ব্যক্তি
 তোমাকে প্রাপ্ত না হইয়া কেন না বিনষ্ট হইবে ?

দারান সমস্তঃ সুরজ্ঞনঃ । সঙ্কটেহতু্যপগচ্ছন্তি
ব্রজস্তুমেকগামিনম্ ॥ ৯৪ ॥ যদেব কস্ম্য কৈবল্য
কৃতং তেন শুভাশুভম্ । তদেব সার্থবস্তুশ্চ ভব-
তাগ্রে তু গচ্ছতঃ ॥ ৯৫ ॥ নির্ধনশ্চৈব চরতো ন
ভয়ং বিদ্যাতে কচিৎ । ধনী ভয়েন মুচ্যেত
ধনঃ তস্মাত্যজাম্যহম্ ॥ ৯৬ ॥ লুকাঃ পাপানি
কুর্কন্তি শুদ্ধাংশা নৈব মানবাঃ । ঋত্বা বস্ম্যস্ত সঙ্গমঃ
ঋত্বা চৈবাবধাধ্য তৎ ॥ ৯৭ ॥ ইং বিষ্ণুঃ জগ-
রাথো ব্রহ্মরূপঃ সনাতনঃ । ইন্দ্রঃ দেবদেবেণ
সুরনাথ নমোহস্ত তে ॥ ৯৮ ॥ ইং ক্রিতিব্রহ্মণৈশ্চৈব
পবনস্বঃ হতাশনঃ । ইং দীক্ষা যজমানশ্চ আকাশঃ
সোম এব চ ॥ ৯৯ ॥ ইং সূর্য্যস্বঃ তু বিত্তেশে
যমস্বঃ শুক্ররেব চ । ইয়া ব্যাপ্তঃ জগৎ সর্বঃ
ত্রৈলোক্যঃ ভাস্বতা যথা ॥ ১০০ ॥ এতদ্বাগকৃতং
স্তোত্রং ঋত্বা দেবো মহেশ্বরঃ । কোথং মুক্তা প্রস-
রাষ্টা তদা বচনমব্রবীৎ ॥ ১০১ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
ন ভেতব্যাং ন ভেতব্যমদ্যপ্রভৃতি দানব । সৌবর্ণে
ভবনে তিষ্ঠ মম পার্শ্বেহথবা পুনঃ ॥ ১০২ ॥ পুত্র-

পৌত্রপ্রপৌত্রৈশ্চ বান্ধবৈঃ সহ ভাষায়া । অদ্য-
প্রভৃতি বৎস অমবধ্যঃ সন্নিশক্রমু ॥ ১০৩ ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ । ভূয়স্তস্মৈ বরো দত্তো দেব-
দেবেন ভারত । স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে
পূজিতঃ সমুদ্রাসুতৈঃ ॥ ১০৪ ॥ অক্ষয়চাবায়শ্চৈব
বস ইং বৈ যথাসুখম্ । ততো নিবারয়ামাস ক্রুদ্রঃ
সপ্তশিখং তদা ॥ ১০৫ ॥ তৃতীয়ঃ রক্ষিতং তস্মৈ
পুরং দেবেন শমুনা । জালামালাকুলং চাত্তপতিতঃ
ধরনীতলে ॥ ১০৬ ॥ অর্ধেন প্রস্থিতাদূর্ধ্বং তস্মৈ
জালা দিবঃ গতাঃ । হাহাকারো মহাস্তত্র ঋষিসঙ্ঘ-
কদৌরিতঃ ॥ ১০৭ ॥ দৈবতৈশ্চ মহাভাগৈঃ সিদ্ধ-
বিদ্যাধরাদিভিঃ । একং তু পতিতং তত্র ত্রীশৈলে
খণ্ডমুত্তরম্ ॥ ১০৮ ॥ দ্বিতীয়ং পতিতং রাজশৈলে
হমরকটকে । প্রজলং পতিতং তত্র তেন জালেশ্বরঃ
স্মৃতম্ ॥ ১০৯ ॥ দক্ষৈ তু ত্রিপুরে রাজন পতিতে
খণ্ড উত্তমে । ক্রুদ্রো দেবঃ স্থিতস্তত্র জালামালা-
নিবারকঃ ॥ ১১০ ॥ হাহাকারপরাণাস্ত ঋষীণাং
রক্ষণায় চ । স্বয়ংমূর্ত্তির্মহেশান উমাবসভসংযুতঃ ॥

তোমাকে যাহারা লাভ করিতে পারে না, তাহা-
দের সুদারুণ তপস্যাও প্রমাণী হইয়া থাকে ।
পুত্র, বন্ধু, স্ত্রী ও অন্যান্য সুহৃদগণ—শঙ্কটকালে
ইহাদের দ্বারা কোন ইষ্টই লাভ হয় না; পরন্তু
সকলেই একপথের পথিক হন । কেবল শুভই
ইউক কিম্বা শুভাশুভ মিশ্রিতই ইউক, যে কিছু
কার্য্য কৰ্ম্ম হয়, সংসারবিচরণশীল মানবের ত্রি
সমস্তই প্রয়োজনসাধক হইয়া থাকে । যাহা-
দের ধন নাই, তাহারা নির্ভয়ে সমস্তই বিচরণ
করে; কিন্তু ধনী মানব, পাছে ধন অপহৃত হয়
এজন্ত কুতাপি গমন করে না । শাস্ত্রের সার বাক্য
সকলেই শ্রবণ ও অবধারণ করে; কিন্তু লোক বাক্য
পাপাচরণই করিয়া থাকে, আর পুত্রচিত্ত মানবগণ
পাপ করেন না । হে সুরেশ্বর! আপনি জগৎ-
পতি বিষ্ণু, ও সনাতন ব্রহ্মরূপী এবং আপনিই
ইন্দ্র ও দেবদেবেণ, আপনাকে নমস্কার ।
আপনি ক্রিতি, বক্রণ, তপন, হতাশন, দীক্ষা, যজ-
মান, আকাশ, সোম, সূর্য্য, কুবের, যম ও শুক্র,
এবং আপনিই দিবাকরের স্তায় স্বীয় তেজে জগৎ
পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন । অনন্তর দেবদেব মহেশ্বর
বাণকৃত এই স্ততিবাণী শ্রবণে প্রসন্ন হইলেন এবং
ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক বাণকে বসিতে লাগিলেন ।
ঈশ্বর কহিলেন,—হে মানব! ভীত হইও না,

ভীত হইও না; আজ হইতে তুমি আমার সমীপে
পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, পত্নী ও অন্যান্য বান্ধবগণসহ
সুবর্ণভবনে অথবা আমার পার্শ্বে বাস করিবে ।
হে বৎস! আজ হইতে তুমি শঙ্ককুলের অবধ্য
হইলে । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ভারত! দেব-
দেব পুনরায় তাহাকে বর দান করিলেন । দেবদেব
বলিলেন,—হে বাণ! স্বর্গ মর্ত্য এবং পাতালে তুমি
সুরাসুরগণ কর্তৃক পূজিত হইবে । তুমি অক্ষয় ও
অব্যয় হইয়া যথাসুখে বাস কর । ক্রুদ্র বাণের
প্রতি এইরূপ আদেশ দিয়া সপ্তশিখ পাবককে শাস্ত
করিলেন ১২২—১০৫। দেবদেব শমু কর্তৃক তদীয়
দ্বিতীয় পুররক্ষিত হইল, আর জালামালাকুল প্রথম
পুর ধরনীতলে পতিত হইল । পতনশীল প্রজলিত অন্ধ
পথে উপনীত হইলে তাহার জালামালা অন্তরীক্ষ
স্পর্শ করিল, অন্তরীক্ষচারী মহাভাগ ঋষি সুর,
সিদ্ধ, ও বিদ্যাধরগণ মহা হাহাকার করিয়া উঠি-
লেন । দেখিতে দেখিতে সেই অনন্তম পুরভাগ
ত্রীশৈলে পতিত হইল । হে রাজন! দ্বিতীয়পুর
অমরকটকে পতিত হয়, জলিতে জলিতে এই পুর
পতিত হইয়াছিল বলিয়া ঐ স্থানের নাম হইল জালে-
শ্বর । হে রাজন! এইরূপে বাণপুর দগ্ধ হইলে জালা-
মালাকুল যে অনন্তম ভাগ ধরনীতলে পতিত হইয়া-
ছিল, এবং যদ্বর্শনে ঋষিগণ হাহাকার করিয়া

১১১ । মনসাপি অরৈদ্যন্ত ভক্ত্যা হমরকটকম্ ।
চান্দ্রায়ণাধিকং পুণ্যং স লভেত্তত্র সংশয়ঃ ॥ ১১২ ॥
অতিপুণ্যো গিরিশ্রেষ্ঠো যস্মান্তরতসত্তম । অস্মা-
রিত্যং ভবেদ্রাজম্ সৰ্বপাপভয়করঃ ॥ ১১৩ ॥ নানা-
জমলতাকৌর্ণো নানাপুষ্পোপশোভিতঃ । নানা-
জমলতাকৌর্ণো নানাবল্লভিরারূতঃ ॥ ১১৪ ॥ সিংহ-
ব্যাভ্রসমাকৌর্ণো মৃগযুথৈরলঙ্কৃতঃ । ঋপদানাক্ষ ঘোষেণ
নিত্যং প্রমুদিতোহভবৎ ॥ ১১৫ ॥ ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণু-
প্রমুখৈর্হর্ম্যৈশ্চ সহস্রশঃ । সেব্যতে দেবদেবেশ
শঙ্করস্তত্র পৰ্বতে ॥ ১১৬ ॥ পতনং কুরুতে যস্মিন্
পৰ্বতেহমরকটকে । ক্রৌড়তে ক্রমশো রাজন
ভুবনানি চতুর্দশ ॥ ১১৭ ॥ ঐশ্র্যং বাক্ষং চ কোবেরং
বায়ব্যাং যাম্যমেব চ । নৈঋত্যং বাক্ষং চৈব সৌম্যং
সৌরং তথৈব চ ॥ ১১৮ ॥ ব্রাহ্মণ্যং চ পদমক্লিষ্টং বৈষ্ণবং
তদনন্তরম্ । উমাকুজং মহাভাগ ঐশ্বর্যং তদনন্তরম্ ॥
১১৯ ॥ পরং সদাশিবং শাস্তং সূক্ষ্মং জ্যোতি-
রতীন্দ্রিয়ম্ । তস্মিন্ যাতি লয়ং ধীরো বিধিনা নাত্র
সংশয়ঃ ॥ ১২০ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । কোহপ্যত্র

বিধিকৃদিষ্টঃ পতনে ঋষিসত্তম । এতন্নে সৰ্বমাচক্ষু
সংশয়োহস্তি মহামুনে ॥ ১২১ ॥ ক্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ ।
শৃণু কথয়িষ্যামি তং বিধিঃ পাণ্ডুনন্দন । যৎ কুর্হা
প্রথমঃ কৰ্ম্ম নিপতেত্তদনন্তরম্ ॥ ১২২ ॥ কুর্হা
কচ্ছত্রয়ং পূৰ্ব্বং জপ্ত্বা লক্ষং দশৈব তু । শাকযাবক-
ভুক্ত চৈব শুচিস্থিষবণো নৃপ ॥ ১২৩ ॥ ত্রিকাল-
মর্চয়েদৌশং দেবদেবং ত্রিলোচনম্ । দশাংশেন তু
রাজেন্দ্র হোমং তত্রৈব কারয়েৎ ॥ ১২৪ ॥ লক্ষবারং
জপেদেবং গন্ধমাল্যৈশ্চ পূজয়েৎ । রাজ্যো যশ্চে
তদা পশ্চোদ্বিমানস্বঃ ততঃ ক্রিপেৎ ॥ ১২৫ ॥
অনেনৈব বিধানেন আত্মানং যন্ত নিক্রিপেৎ
স্বর্গলোকমল্পপ্রাপ্য ক্রৌড়তে ত্রিদশৈঃ সহ ॥ ১২৬ ॥
ত্রিংশদ্বষসহস্রাণি ত্রিংশৎকোট্যন্তথৈব চ । ভুক্তা
মনোরমান ভোগাঃস্তদাগচ্ছন্নহীতলম্ ॥ ১২৭ ॥
পৃথিবীমেকচ্ছত্রেণ ভূর্নাক্তি লোকপূজিতঃ । ব্যাধি-
শোকবিনম্বুক্তো জীবেষ্ট শরদাঃ শতম্ ॥ ১২৮ ॥
জালেশ্বরং তু তত্তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিস্তৃতম্ ।
তত্র জালা নদী পার্থ প্রস্রভা শিবনির্মিতা ॥ ১২৯ ॥

উঠিয়াছিলেন ; দেবেশ শম্ভু স্বয়ং সেই প্রজ্বলিতপুরে
বৃষভবাহনে উমার সহিত বাস করিয়া তাহার জালা-
মালা দূর করত এবং হাংকারপরায়ণ সেই
ঋষিগণের রক্ষা বিধান করিলেন । হে ভরত-
সত্তম ! গিরিবর অমরকটক্য অতিপুত, এই অমর-
কটকগিরি সৰ্বপাপক্ষয়কর । মনে মনেও যে মানব
অমরকটকের স্মরণ করে, তাহার চান্দ্রায়ণ হইতেও
অধিক কললাভ হয়, সংশয় নাই । হে রাজন্ ! এই
গিরিবর অমরকটক নানাবিধ তরু ও লতাকৌর্ণ,
বিবিধপুষ্প উপশোভিত, বহুবিধ লতা ও গুল্মে
সমাকুল এবং অনেকবিধ বল্লভাদ্বারা সমারূত । সিংহ
শার্দূল ও হরিগণ যুখে যুখে বিচরণ করিয়া অমর-
কটককে অলঙ্কৃত করিয়া থাকে ; ঋপদগণের
নির্ঘোষে অমরকটক সতত প্রমুদিত হয় এবং ব্রহ্মা,
ইন্দ্র ও বিষ্ণুপ্রমুখ সহস্র সহস্র দেববৃন্দ এই অমর
কটকপৰ্বতে দেবেশ শঙ্করের সেবা করিয়া থাকেন ।
হে রাজন্ ! যে ধীর মানব এই অমরকটক পৰ্বতে
যথাবিধি দেহ পাতন করে, সে ক্রমশ চতুর্দশ ভুবনে
ক্রৌড়া করিয়া থাকে এবং ক্রমে ঐশ্র্য, আগ্নেয়, কোবের
বায়ব্যা, যাম্য, নৈঋত, বাক্ষণ, সৌম্য, সৌর, ব্রাহ্মণ,
পরম অক্লিষ্ট বৈষ্ণব, উমারোদ্ভ, ঐশ্বর্য ও পরম শাস্ত
সূক্ষ্ম সদাশিব-পদলাভ করিয়া পরিশেষে অতীন্দ্রিয়
জ্যোতিতে লয়প্রাপ্ত হয় । হে মহাভাগ ! এবিষয়ে

সংশয় নাই । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ঋষি-
সত্তম ! এখানে পতনের বিধি কিরূপ নির্দিষ্ট হই-
য়াছে, হে মহামুনে ! এ বিষয়ে আমি সংশয়িত,
অতএব ইহা আমার নিকট বলুন । মার্কণ্ডেয় ঋতুর
করিলেন,—হে পাণ্ডব ! প্রথমে যে কার্য্য করিয়া
পরে দেহ পাতিত কারতে হয়, সেই পতনবিধি
বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । হে নৃপ ! শুচি মানব
প্রথমে শাক ও যাবকভোজী হইয়া কচ্ছত্রয় আচরণ,
দশলক্ষ জপ ও ত্রিষবণ স্নান করত দেবদেব ঈশ
ত্রিলোচনের ত্রৈকালিক পূজা করবে । হে রাজেন্দ্র !
অনন্তর জপের দশাংশ অর্থাৎ লক্ষবার হোম করিয়া
গন্ধমাল্য দ্বারা দেবদেবের পূজা করিতে হইবে ।
এইরূপ করিলে রজনীযোগে আত্মাকে বিমানস্ব
সন্দর্শন করবে । অনন্তর দেহ পাতিত কারতে
হইবে ॥ ১০৬—১২৫ ॥ যে মানব এইরূপ বিধানে
দেহ পাতিত করেন, তিনি স্বর্গে গমন করিয়া ত্রিদশ-
গণসহ ক্রৌড়া করিয়া থাকেন এবং ত্রিংশৎকোটি
ও ত্রিংশৎসহস্র বৎসর স্বর্গে বিবিধ মনোহর ভোগ্য-
বস্ত্র উপভোগ করিয়া পুনরায় মহীতলে আগমন
করেন । পৃথিবীতে আসিয়াও তিনি লোকপূজিত
একচ্ছত্র নৃপ হন এবং ব্যাধিশোকবিমুক্ত ও শতাব্দ
হইয়া থাকেন । হে পার্থ ! জালেশ্বরতীর্থও ত্রিলোক-
বিখ্যাত, তথায় শিবনির্মিতা জালানদী প্রবাহিতা ।

নিৰ্ৰূপা তদ্বাণপুৰং রেবয়া সহ সঙ্গতা । তত্র
স্নাত্বা মহারাজ বিধিনা মন্ত্ৰসংযুতঃ ॥ ১৩০ ॥
তিলসম্মিশ্রতোয়েন তৰ্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ । পিণ্ড-
দানেন চ পিতৃন পৌণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥ ১৩১ ॥
অনাশকং তু যঃ কুৰ্য্যাত্তন্নিঃসীর্থে নরাধিপ ।
মুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥
১৩২ ॥ অমরাণাং শতৈশ্চৈব সেবিতো হুমরেশ্বরঃ ।
তথৈব ঋষিসংজ্ঞৈশ্চ তেন পুণ্যতমো মহান ॥ ১৩৩ ॥
সমস্তাদযোজনং তীর্থং পুণ্যং হুমরকণ্টকম্ । রুদ্র-
কোটসমোপেতং তেন তৎপুণ্যমুত্তমম্ ॥ ১৩৪ ॥
তস্মৈ পরমতরাজস্মৈ যঃ কৰোতি প্রদক্ষিণম্ ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য তেন পৃথিবী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩৫ ॥
বাচিকং মানসং চৈব কাযিকং ত্রিবিধং চ যৎ ।
নশ্যতে পাতকং সৰ্বমিত্যেবং শঙ্করোহববাৎ ॥
১৩৬ ॥ অমরেশ্বরপার্শ্বে চ তীর্থং শক্ৰেশ্বরং নৃপ ।
তপস্তপ্তা পুরা তত্র শক্ৰেণ স্থাপিতং কিল ॥ ১৩৭ ॥
কুশাবৰ্ত্তং নাম তীর্থং ব্রহ্মণা চ কৃতং শুভম্ । ব্রহ্মকুণ্ড-
মিতি খ্যাতং হংসতীর্থং তথা পরম্ ॥ ১৩৮ ॥

জ্ঞানানন্দী প্রজ্জলিত বাণপুৰী নিৰ্ৰূপিত করিয়া
রেবার সহিত সঙ্গতা হইয়াছেন । হে মহারাজ !
যে মানব এই জ্ঞানাসঙ্গমজলে যথাবিধি মন্ত্ৰযুক্ত স্নান
করিয়া তিলমিশ্র জ্বালাজলে পিতৃগণের তর্পণ ও
পিণ্ডদান করে, তাহার পৌণ্ডরীকফললাভ হয় ।
হে নরাধিপ । যে নর এই তীর্থে অনশন করে, সে
নিখিলপাপমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করিয়া
থাকে । শতশত অমর ও ঋষিসম্মৈ অমরেশ্বরের সেবা
করেন ; এজন্ত অমরেশ্বর মহাপুণ্যতম হইয়াছেন ।
পুত তীর্থ অমরকণ্টক যোজন পরিমিত বলিয়া
কথিত হয় । কোটি রুদ্র এই তীর্থে বাস
করেন, এজন্ত অমরকণ্টক অনুরূপ পুণ্যময় ।
গিরিবর অমরকণ্টকের প্রদক্ষিণেই সপ্তদ্বীপা
পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করা হয় ; সংশয় নাই ।
শঙ্কর কাহিয়াছেন, এই সঙ্গমে কাযিক,
বাচিক ও মানসিক, এই ত্রিবিধ পাতকই
বিনষ্ট হইয়া থাকে । হে নৃপ ! অমরে-
শ্বরের পার্শ্বে শক্ৰেশ্বর তীর্থ বিদ্যমান, পুরা-
কালে শক্ৰ এইস্থানে তপস্বী করিয়া এই
তীর্থের প্রতিষ্ঠা করেন । ব্রহ্মাও এই স্থানে
এক অনুরূপ তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেন । ঐ তীর্থের
নাম কুশাবৰ্ত্ত ; এই কুশাবৰ্ত্ততীর্থে বিখ্যাত ব্রহ্ম-
কুণ্ড বিদ্যমান ; এই ব্রহ্মকুণ্ডের পার্শ্বে হংসতীর্থ

অদ্বরীষস্ত তীর্থং চ মহাকালেশ্বরং তথা । কাবের্যাঃ
পূর্বভাগে চ তীর্থং বৈ মাতৃকেশ্বরম্ ॥ ৩৯ ॥
এতানি দক্ষিণে তীরে রেবায়া ভরতর্ষভ ।
সংসেবন-স্নানদানৈঃ পাপসংহরানি চ ॥ ১৪০ ॥
ভৃগুতুঙ্গে মহারাজ প্রসিদ্ধো ভৈরবঃ শিবঃ । তস্মৈ
যামাবিভাগে চ তীর্থং বৈ চপলেশ্বরম্ ॥ ১৪১ ॥
এতৌ স্থিতৌ হৃৎখহরৌ রেবায়া উত্তরে তটে ।
তাবভ্যর্চ্য তথা নক্স সমাগ্ন্যাভ্যাক্ষণং তবেৎ ।
অদৃষ্টপূজিতৌ তৌ হি নরাণাং বিঘ্নকারকৌ ॥ ১৪২ ॥

ইতি জীকান্দে জ্ঞানেশ্বরতীর্থামরেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্য
বর্ণনং নামাষ্টোবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনিত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ । কাবেরীতি চ বিখ্যাতাঃ ত্রিষু
লোকেষু সত্তম । মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তস্মৈ
মার্কণ্ড তত্ত্বতঃ ॥ ১ ॥ কৌদৃশং দর্শনং তস্মৈ কলং

ও অদ্বরীষনির্মিত মহাকালেশ্বর তীর্থ বিরাজিত ।
কাবেরীর পূর্বভাগে এক পবিত্র তীর্থ আছে, এই
তীর্থে মাতৃকেশ্বরের অধিষ্ঠান জানিবে । হে
ভরতর্ষভ ! এ সকল তীর্থ রেবার দক্ষিণতীরে
বিদ্যমান, এই তীর্থের সম্যক সেবা, তীর্থনীরে
স্নান ও দান করিলে নিখিল কলুষ বিনষ্ট হয় । হে
মহারাজ ! ভৃগুতুঙ্গে প্রসিদ্ধ ভৈরব বিদ্যমান ।
এই ভৈরবের দক্ষিণভাগে যে তীর্থ আছে, তথায়
চপলেশ্বর অধিষ্ঠান করেন । এই ভৈরবদ্বয় রেবার
উত্তর তটে অবস্থিত থাকিয়া মানবগণের হৃৎখ
চরণ করিয়া থাকেন । এই ভৈরবদ্বয়ের যথাবিধি
পূজাও প্রায় কারলে যথাযথ তীর্থকল লাভ
হয় ; যে সকল লোক এই ভৈরবদ্বয়ের দর্শন বা
পূজা না করে, তাহাদের তীর্থযাত্রায় বিঘ্ন ঘটিয়া
থাকে । ১২৬—১৪২ ।

অষ্টোনিঃশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিলেন,—হে সত্তম ! এক্ষণে
ত্রিলোকবিখ্যাত কাবেরীর, মাহাত্ম্য শ্রবণে আমার
অভিলাষ হইতেছে । হে মৃকণ্ডনয় ! তাহার
নকপ ? কাবেরী নদী সম্পর্কে কি কল ? হে

অর্শেহথবা বিতো। স্নানে জাপোহথবা দান
উপবাসে তথা মূনে। ১২। কথয়ন্ত মহাভাগ কাবেরী-
সঙ্গমে কনম। ধর্ম্য শ্রুতোহথ দৃষ্টো বা কথিতো বা
কৃতোহপি বা। ৩। অমুমোদিতো বা বিপ্রেন্দ্র পুনাতীতি
শ্রুতং ময়া। যথা ধর্ম্যপ্রসঙ্গে তু মূনে ধর্ম্যোহপি
জায়তে। ৪। স্বর্গশ্চ নরকশ্চৈব ইত্যোবং বৈদিকৌ
শ্রুতিঃ। ৫। শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। সাধুসাধু মহাভাগ
যৎপৃষ্ঠোহহং ত্রয়াধনা। শুনুধৈকমনা ভূয়া কাবেরী
কলমুত্তম। ৬। অস্তি যক্ষো মহাসত্ত্বঃ কুবেরো নাম
বিশ্রুতঃ। সোহপি তীর্থপ্রভাবেণ রাজন্ যক্ষাধিপো-
হভবৎ। ৭। তচ্ছৃণুষ বিধানেন ভক্ত্যা পরময়া
নৃপ। সিদ্ধিং প্রাপ্তো মহাভাগ কাবেরীসঙ্গমেন
তু। ৮। কাবের্যা নর্মদায়াঞ্চ সঙ্গমে লোক-
বিশ্রুতে। তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা কুবেরঃ সত্য-
বিক্রমঃ। ৯। বিধিবন্নিয়মং কৃত্বা শাস্ত্রযুক্ত্যা
নরোত্তম। আরাধয়ন্ মহাদেবমেকাচিত্তঃ সনাতনম্।
১০। একাহারো বসনাসং তথা যষ্ঠাহকালিকঃ।
পক্ষোপবাসী স্তবসং কক্ষিকালং নৃপোত্তম। ১১।

বিতো! কাবেরীতীরে স্নান, দান, জপ ও উপ-
বাসে কিরূপ পুণ্য হয়? হে মহাভাগ মূনে! কাবেরীসঙ্গমের নিখিল ফল বর্ণন করুন। হে বিপ্রবর! আমি শুনিয়াছি,—শ্রবণ, দর্শন, কীর্তন, আচরণ ও অমুমোদন, এই সকলের প্রত্যেকটাই পবিত্রতাজনক। হে মূনে! শ্রুতি বলেন—ধর্ম্যপ্রসঙ্গে ধর্ম্যই সঞ্চিত হয়; আর ধর্ম্যিকের সংসর্গে স্বর্গ এবং নারকীয় সঙ্গলাভে নরক হইয়া থাকে। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,— হে মহাভাগ! তুমি সম্প্রতি অতি উত্তম প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এক্ষণে একমনা হইয়া কাবেরী-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। হে রাজন্! কুবেরনামক জনৈক মহাবলবান যক্ষ ছিলেন। তিনি কাবেরীর প্রভাবে যক্ষাধিপ হইয়াছেন। হে মহাভাগ! তিনি যেরূপে কাবেরীসংসর্গে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, বলিতেছি,—পরম ভক্তিপূরক একমনা হইয়া যথাবিধি শ্রবণ কর। হে নরবর! একদা সত্যবিক্রম কুবের কাবেরী ও নর্মদার লোক-বিশ্রুত সঙ্গমস্থানে স্নানপূরক শুচি হইয়া শাস্ত্র-যুক্তি অনুসারে নিয়ম ধারণ করত একচিন্তে সনাতন মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। হে নৃপসত্তম! ধীমান্ কুবের একমাস একাহারে থাকিয়া এবং কিছুদিন যষ্ঠাহভোজী ও পক্ষভোজী

মূলশাককলৈশ্চাত্তং কালং নম্রতি বুদ্ধিমান্।
কক্ষিকালং বসংস্তত্ তীর্থৈশ্চৈবানভোজনঃ। ১২।
পরাকেনানয়ৎকালং কৃষ্ণেণাপি চ মানদ। চান্দ্রা-
য়ণেন চাপ্যন্তমন্তঃ বায়ুশুভোজনঃ। ১২। এবং
তত্র নরশ্রেষ্ঠ কামরাগবিবর্জিতঃ। স্থিতো বর্ষশতং
সাগ্রং কর্ষয়ন্ স্বং তথা বপুঃ। ১৪। ততো বর্ষশত-
শ্চাত্তে দেবদেবো মহেশ্বরঃ। তুষ্টিস্ত পরয়া ভক্ত্যা
তমুবাচ হৃদয়নিব। ১৫। ভোভো যক্ষ মহাসত্ত্ব বরং
বরয় সুব্রত। পরিতুষ্টোহস্মি তে ভক্ত্যা তব দাস্তে
যৎপ্রাপ্তম্। ১৬। যক্ষ উবাচ। যদি তুষ্টোহসি
দেবেশ উময়া সহ শঙ্কর। অদ্যপ্রভৃতি সর্বেষাং
যক্ষাণামধিপো ভবে। ১৭। অক্ষয়চাব্যয়শ্চৈব
তব ভক্তিপুরঃসরঃ। ধর্ম্যে মতিঞ্চ মে নিত্যং দদম্ব
পরমেশ্বর। ১৮। ঈশ্বর উবাচ। যত্নয়া প্রার্থিতং
সর্বং কলং ধর্ম্যশ্চ তত্তথা। ইত্যেবমুক্তা তং তত্র
জগদাদর্শনং হরঃ। ১৯। সোহপি স্নাত্বা বিধানেন

হইয়া কাবেরীতীরে বাস করিলেন। মূল, শাক ও কলাহারে তাঁহার কিছুদিন কাটিয়া গেল, আবার কিছুদিন তিনি শৈবাল ভোজনে অতি-
বাহিত করিলেন। হে মানদ! কুবের কাবেরী-
তীরে নিরন্তর বাস করত কখন পরাক, কখন
কৃষ্ণ, কখন চান্দ্রায়ণ এবং কখনও বা অন্ত্যাত্ত
কঠোর বতে কালতিপাত করিতে লাগিলেন।
হে নরবর! কুবের কামরাগবিবর্জিত হইয়া বায়ু
ও অশুভোজনে শরীর কর্ষণ করত কিঞ্চিদধিক শত
বৎসর অতিবাহিত করিলেন। ইহার পর আরও
তাঁহার এইরূপে শত বৎসর অতীত হইয়া গেল।
দেবদেব মহেশ্বর কুবেরের পরম ভক্তিদর্শনে
তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে
কুবেরকে কহিলেন,—হে মহাসত্ত্ব, যক্ষ! তোমার
ভক্তি দর্শনে আমি পরম প্রীত হইয়াছি। হে সুব্রত!
তোমায় অভীষ্ট প্রদান করিব, বর প্রার্থনা
কর। ১—১৬। কুবের উত্তর করিলেন,—হে দেবেশ।
যদি উমার সহিত আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন,
তবে আমাকে যক্ষাধিপতিত্ব প্রদান করুন। হে
শঙ্কর! আপনার প্রসাদে আমার যক্ষাধিপদ
অক্ষয় অব্যয় হউক। হে পরমেশ্বর! আমার
যেন ধর্ম্যে সতত মতি থাকে, আমি যেন আপনার
প্রীত ভক্তিমান হই। ঈশ্বর কহিলেন,—হে যক্ষ!
তুমি যেরূপ ধর্ম্যকল প্রার্থনা করিলে, তোমার
সকলই পূর্ণ হইবে। অনন্তর হর কুবেরকে এই-

সমুপা পিতৃদেবতাঃ। আমন্ত্রয়িত্বা তদ্বীৰ্ণং কৃতার্থং চ
গৃহং যযৌ ॥ ২০ ॥ পূজিতস্তত্র যৎকস্ব সোহতি-
যিক্তো বিধানতঃ। চকার বিপুলং তত্র রাজা-
মীপ্সিতমুত্তমম্ ॥ ২১ ॥ তত্র চান্তে সুরাঃ সিদ্ধা
যক্ষগন্ধৰ্বকিন্নরাঃ। গণাশ্চাপ্সরসাঃ তত্র ঋষয়শ্চ
তথানঘ ॥ ২২ ॥ কাবেরীসঙ্গমং তেন সৰ্পপাপহরং
বিভূঃ। সূৰ্গাণামপি সৰ্বেষাং দ্বারমেতদযুধিষ্ঠির ॥ ২৩ ॥
তে ধৃত্যন্তে মহাত্মানস্তেভাং জন্ম স্মৃজীবিতম্।
কাবেরীসঙ্গমে স্নাত্বা যৈদন্তং হি তিলোদকম্ ॥ ২৪ ॥
দশ পূৰ্বে পরে তাত মাতৃতঃ পিতৃহস্তথা। পিতরঃ
পিতামহস্তেন উদ্ধৃতা নরকার্ণবাৎ ॥ ২৫ ॥ তস্মাৎ সৰ্প-
প্রযত্নেন তত্র স্নাতীত মানবঃ। অৰ্চয়েদৌধরং দেবং
যদৌচ্ছেচ্ছাশ্রিত্য গতিম্ ॥ ২৬ ॥ কাবেরীসঙ্গমে
রাজন স্নানদানার্চনং নরৈঃ। কৃতং ভক্ত্যা নরশ্রেষ্ঠ
অশ্বমেধাধিকং ফলম্ ॥ ২৭ ॥ হোমেন চাক্ষরঃ সূৰ্গো
জপাদায়ুর্বিবৰ্দ্ধতে। ধ্যানভো নিত্যমায়াতি পদং শিব-
কলায়কম্ ॥ ২৮ ॥ অগ্নিপ্রবেশং যঃ কুৰ্যাত্মস্মিত্তীর্থে

রূপ কথিয়া অন্তহিত হইলেন। কুবেরও যথানিধি
স্নান, পিতৃদেবতাদিগের তর্পণ ও যথাযথ তীর্থ-
নিচয়ের আমন্ত্রণ করত কৃতার্থমুখ হইয়া স্বগৃহে
গমন করিলেন। কুবের গৃহে উপনীত হইলে
অন্তান্ত যক্ষগণ তাঁহার পূজা করিয়া বিধিবিধানে
তাঁহাকে যক্ষাধিপপদে অভিসিক্ত করিল। কুবেরও
অনুত্তম যক্ষরাজ্যের গবীশ্বর হইয়া অভি-
লাষানুসারে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। হে
অনঘ! অন্তান্ত সুর, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধৰ্ব, কিন্নর,
অপ্সরা ও ঋষিসমূহ কাবেরীর সেবা করেন, এজন্ত
কাবেরী সৰ্পপাপহরা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।
হে যুধিষ্ঠির! কাবেরীকে কবিগণ স্বর্গের সোপান-
রূপে বর্ণন করিয়া থাকেন। সাধারণ কাবেরীসঙ্গমে
অবগাহন ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছেন, এ
সংসারে তাঁহারাই ধন ও মহাত্মা। হে ভাত।
তাঁহাদের উত্তম জন্মলাভ হইয়াছে। তাঁহাদের
মাতৃ ও পিতৃপক্ষীয় পিতৃপিতামহাদি উর্দ্ধ ও
অধস্তন দশপুরুষ নরকার্ণব হইতে উদ্ধার পাইয়া-
ছেন। অতএব যে মানব স্নাতনী গতি কামনা
করে, তাহার সর্বপ্রযত্নে কাবেরীস্নান ও দেব
দেবের অর্চনা অবশ্যকর্তব্য। হে রাজন! ভক্তি-
পূৰ্ব্বক কাবেরীসঙ্গমে স্নান দান ও পূজা করিলে
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়, যেহেতু অক্ষয় স্বর্গ
প্রাপ্তি, জপে আয়ুর্বাধি ও ধ্যানে শিবকলাকপ

নরেশ্বর। অগ্নিলোকে বসেভাবদ্যাবদাত্ত-
সম্ভবম্ ॥ ২৯ ॥ অনাশকং তু যঃ কুৰ্যাত্মস্মিত্তীর্থে
নরাধিপ। তস্তা পুণ্যফলং যদৈ তচ্ছৃণু নরোত্তম ॥
৩০ ॥ গন্ধৰ্বাপ্সরঃসমাকীর্ণে বিমানৈ সূর্যাসন্নিভে।
বীজ্যমানো বরস্বীভির্দেবতৈঃ সহ মোদতে ॥ ৩১ ॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ। কৌড়তে ক্রতু-
লোকস্তুস্তদন্তে ভুবি চাগতঃ ॥ ৩২ ॥ ভোগবান্
দানশীলশ্চ জায়তে পৃথিবীপতিঃ। আধিশোক-
বিনিমুক্তো জীবৈচ্চ শরদাং শতম্ ॥ ৩৩ ॥ এবং
শুভগুণাকীর্ণা কাবেরী সা সরিষপ। ত্রিষু লোকেষু
বিখ্যাতা নর্যদাসঙ্গমে সদা ॥ ৩৪ ॥ জিতবাক্য-
চিত্তাশ্চ ধোয়ধ্যানরতাস্থথা। কাবেরী সঙ্গমে তাত
তেহপি মোক্ষমবাগ্নয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ শৃণু তেহন্তং
প্রবক্ষ্যামি আশ্চর্য্যং নৃপসত্তম। ত্রিষু লোকেষু কা
হস্তা দৃশ্যতে সরিতা সমা ॥ ৩৬ ॥ লকং যৈরন্যদা-
তোহং যে চ কুর্বাঃ প্রদক্ষিণম্। যে পিবন্তি জলং
তত্র তে পুণ্যা নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ ন তেষাং
সন্ততিচ্ছৈদো দশ জন্মানি পঞ্চ চ। তেষাং পাপং

পদ-লাভ হইয়া থাকে। হে নরবর! যে নর
কাবেরীতীরে হস্তাশনে প্রবেশ করে, পুনঃকল্প-
ক্ষয়কাল পর্যন্ত তাহার অগ্নিলোকে বাস হয়। হে
নরাধিপ! যে মানব এই তীর্থে অনশন করে,
তাহার পুণ্যকথা শ্রবণ কর; হে নরোত্তম! সে
গন্ধৰ্ব ও অপ্সরঃসমাকীর্ণ সূর্যাসন্নিভ বিমানৈ
আরোহণপূর্ব্বক বরনারীগণ কর্তৃক বীজ্যমান
হইয়া দেবগণের সহিত প্রমুদিত হয়। সে ষষ্টিসহস্র ও
ষষ্টিশত বৎসর ক্রতুলোকে কৌড়া করিয়া তদন্তে
ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; ভূতলে জন্মিয়া সে
ভোগবান্ দানশীল পৃথিবীপতি হয় এবং সে শোক-
বিমুক্ত হইয়া শতায়ু লাভ করে। হে নৃপ!
সরিষপা কাবেরীকে এইরূপ শুভগুণাকীর্ণ জানিবে।
কাবেরী নর্যদার সহিত সঙ্গতা হইয়া সতত
ত্রিলোকবিখ্যাতা হইয়াছেন। হে ভাত! সাধারণ
বান, চিত্র ও কায় জয় করিয়া ধোয়ধ্যানপরায়ণ হন,
তাঁহারা কাবেরীতীরে মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন।
১৭--৩৫। হে নৃপসত্তম! এক্ষণে তোমার নিকট
অগ্নি এক আশ্চর্য্য কথা কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ
কর। ত্রিলোকে সরিষপা নর্যদা কস্তাকপিণী,
যে সকল লোক নর্যদানীর লাভ, নর্যদা প্রদক্ষিণ
এবং সাধারণ নর্যদানীর পান করিয়াছেন, তাঁহারাই
পুণ্যাত্মা, সংশয় নাই। পঞ্চদশ জন্ম যাবৎ কদাচ

বিনীয়েত হিমং সূর্য্যোদয়ে যথা ৷ ৩৮ ৷ গঙ্গাযমুন-
সঙ্গে বৈ যৎকলং লভতে নরঃ । তৎকলং লভতে
মর্ত্যঃ কাবেরীস্নানমাচরন্ ৷ ৩৯ ৷ ভোমে তু ভূতজা-
যোগে ব্যতীপাতে চ সঙ্কমে । রাহুসোমসমা-
যোগে তদেবার্ষিকং স্মৃতম্ ৷ ৪০ ৷ অশীতিশ্চ যনাঃ
প্রোক্তা গঙ্গাযমুনসঙ্গমে । কাবেরীনর্শদাযোগে
তদেবার্ষিকং স্মৃতম্ ৷ ৪১ ৷ গঙ্গা ষষ্টিসহস্রৈশ্চ ক্ষেত্র-
পালৈঃ প্রপূজ্যতে । তদর্দ্ধৈরন্ততীর্থানি রক্ষন্তে
নাত্র সংশয়ঃ ৷ ৪২ ৷ অমরেশ্বরে তু সরিতাং যে
যোগাঃ পরিকীর্তিতাঃ । তে ত্রীতিসহস্রৈশ্চ ক্ষেত্র-
পালৈশ্চ রক্ষিতাঃ ৷ ৪৩ ৷ তথামরেশ্বরে যাম্যে
লিঙ্গং বৈ চপলেশ্বরম্ । দ্বিতীয়ে চণ্ডহস্তাপাং দে
লিঙ্গে তীর্থরক্ষকে ৷ ৪৪ ৷ শিবেন স্থাপিতে পূর্বে
কাবের্যাদ্যতিরক্ষকে । লক্ষণ রক্ষিতা দেবী
নর্শদা বহুকল্পগা ৷ ৪৫ ৷ ধনুস্যাং সষ্ট্যভিমুখৈঃ
পুরুবৈরীশযোজিতৈঃ । ওঙ্কারশতসাহস্রৈঃ পশ্চি-
চ্চাভিরক্ষিতঃ ৷ ৪৬ ৷ অন্তদেশকৃতং পাপমশ্মিন
ক্ষেত্রে বিনশতি । অশ্মিন্তীর্থে কৃতং পাপং বজ্র-

ভাঁহাদের সমুত্তিবিচ্ছেদ হয়, এবং সূর্য্যোদয়ে
হিমরাশি-বিনাশের ভ্রায় ভাঁহাদের পাপরাশি
বিনষ্ট হইয়া থাকে । মানব গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে যে
কলপ্রাপ্ত হয়, কাবেরীস্নানেও মানবের তাহার
তুল্য কললাভ হইয়া থাকে । চতুর্দশীযুক্ত কুজ-
বার, ব্যতীপাত, সংক্রান্তি ও চন্দ্রগ্রহণ এই সকল
সময়ে কাবেরীস্নানে অষ্টগুণ অধিক ফলদ হয় ।
গঙ্গাযমুনায় সঙ্গমস্থানের পরিমাণ অশীতিযব ;
আর কাবেরী-নর্শদার সঙ্গম তাহার অষ্টগুণ কথিত
হয় । গঙ্গা ষষ্টি সহস্র ক্ষেত্রপাল কর্তৃক পূজিত
হন এবং তেত্রিশকোটি তীর্থ ভাঁহার রক্ষাকার্য্যে
নিযুক্ত আছেন ; আর অমরেশ্বরে যে কাবেরী
ও নর্শদার সংযোগ কথিত হইল, অশীতি সহস্র
ক্ষেত্রপাল এই সঙ্গমতীর্থ রক্ষা করিয়া থাকেন ।
অমরেশ্বরের দক্ষিণভাগে চপলেশ্বর ও চণ্ডহস্ত-
নামক লিঙ্গদ্বয় বিদ্যমান । ইহারাও এই সঙ্গম-
তীর্থের রক্ষকরূপে বিরাজ করিতেছেন । শিব
কাবেরীর রক্ষার্থ সঙ্গমস্থানে এই লিঙ্গদ্বয় স্থাপিত
করিয়াছিলেন । হে রাজন্ ! এক দিকে যেমন
লক্ষ লক্ষ লিঙ্গ বহুকল্পগা নর্শদার রক্ষা করিতে-
ছেন, অপরদিকে তেমনই আবার ষষ্টিনিযুক্ত দ্বৈ-
নিযুক্ত পুরুষ ও শত সহস্র ওঙ্কার কর্তৃক অমর-
কণ্টকগিরি রক্ষিত হইতেছে । অন্ত তীর্থে যে

লোপো ভবিন্যতি ৷ ৪৭ ৷ এষা তে কথি তাত
কাবেরী সরিতাং বরা । ক্রুদদেহসমুৎপত্তা চ পুণ্যা
সরিদ্বরা ৷ ৪৮

ইতি ত্রীখান্দে কাবেরীসঙ্গমমাহাত্ম্যবর্ণনং নামেকোন
ত্রিশোহধ্যায়ঃ ৷ ২৯ ৷

ত্রিশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । নর্শদোত্তরকূলে তু দাক-
তীর্থমন্তমম্ । যত্র সিদ্ধো মহাভাগ তপস্তপ্তা
দ্বিজোত্তমঃ ৷ ১ ৷ যুধিষ্ঠির উবাচ । কোহসৌ দ্বিজ-
বরশ্রেষ্ঠঃ সিদ্ধস্তত্র মহামুনে । দাককেতি স্মৃতঃ কশ্চ
এতন্মে বক্তুমর্হসি ৷ ২ ৷ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ভার্গবে
বিপুলে বংশে ধীমতো দেবশর্মাণঃ । দাকর্নাম
মহাভাগো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ৷ ৩ ৷ ব্রহ্মচারী গৃহ-
শৃশ্চ বাণপ্রস্থো বিধিকর্মাণ । যতিধর্মবিধানেন
চচার বিপুলং তপঃ ৷ ৪ ৷ ধ্যায়ন্ বৈ স মহাদেবঃ
নিরাহারো যুধিষ্ঠির । উবাস তীর্থে তস্মিন বৈ যাবৎ

পাপ কৃত হয়, এই তীর্থে তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে;
আর এই তীর্থের কৃত পাপ বজ্রলেপবৎ হয় ।
হে তাত ! এই তোমার নিকট সরিদ্বরা কাবে-
রীর প্রভাব বর্ণন করিলাম, কাবেরী ক্রুদদেহ হইতে
সমুদ্ভূতা হইয়াছেন । এজন্য লোকে ইহাকে
সরিদ্বরা বলে ৷ ৩৮—৪৮ ৷

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৯ ।

ত্রিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নর্শদার উত্তরতীরে অমু-
ত্তম দাকতীর্থ ; জনৈক মহাভাগ দ্বিজসত্তম এই
দাক-তীর্থে তপস্তা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে ! আপনি
যে সিদ্ধিলাভ ভূদেববরের কথা কহিলেন, ইনি কে?
কাহার পুত্র ? আর দাককই বা কি ? এই সকল
কীর্তন করুন । মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—বিপুল
ভার্গব বংশে দেবশর্ম্যনামক জনৈক ধীমান বিপ্র-
ছিলেন । বেদবেদাঙ্গপারগ মহাভাগ দাকক ভাঁহারই
পুত্র । দ্বিজ দাকক যথাক্রমে বিধিপূর্বক ব্রহ্মচর্য্য,
গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থ বিধি অবলম্বন করিয়া শেষে
যতিধর্ম্যে বিপুল তপস্তা করিয়াছিলেন । হে যুধিষ্ঠির !
হর-ধ্যান-পরায়ণ দাকক নিরাহার হইয়া জীবন-

প্রাণপরিষ্কর্যম্ ॥ ৫ ॥ তস্মা নাস্মা তু ততীর্থং ত্রিষু
লোকেষু বিশ্রুতম্ । তত্র স্মাভা বিধানেন অর্চ
য়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥ ৬ ॥ সত্যবাদী জিতক্রোধঃ
সর্বভূতহিতে রতঃ । সর্বান কামানবাপ্নোতি
ব্রাহ্মণৈব সসর্বা ॥ ৭ ॥ যঃ কুর্যাদুপবাসঞ্চ সত্য-
শৌচপরায়ণঃ । সৌত্রামণিকলং চাস্মা সম্ভবত্যবিচা-
রিতম্ ॥ ৮ ॥ ঋগ্বেদজাপী ঋগ্বেদী সাম বা সাম-
পারগঃ । যজুর্বেদী যজুজ্ঞপ্তা লভতে ফলমুত্তমম্ ॥
প্রাণাস্ত্যাজতি যো মর্ত্যাস্ত্যস্তীর্থৈ বিধানতঃ ।
অনিবর্তিকা গতিস্তস্ম ইত্যোবং শকরোহব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে দাক্তীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । তন্নে গচ্ছচ্চ রাজেন্দ্র
তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ । ব্রহ্মাবর্তমিতি খ্যাতং
সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১ ॥ তত্র সন্নিহিতো ব্রহ্মা
নিত্যসেবী যুধিষ্ঠির । উর্দ্ধবাহুর্নিরালদশচকার

কাল পর্য্যন্ত এই দাক্তকর্ত্তীর্থে বাস করেন, এজন্য
ঐহারই নামানুসারে এই তীর্থ ত্রৈলোকে বিশ্রুত
হয় । হে রাজন্ ! যে জন জিতক্রোধ, সত্যবাদী,
সর্বভূতহিতরত হইয়া যথাবিধি জ্ঞান ও পিতৃদেবতা-
গণের তর্পণ করেন, ঐহার এই স্থানেই সর্ব-
প্রকার কামনা পূর্ণ হয় । যিনি সত্যশৌচ-
পরায়ণ হইয়া এই তীর্থে উপবাসনিরত হন, ঐহার
নিঃসন্দেহে সৌত্রামণিযোগের ফল লাভ হয় । এই
স্থানে ঋগ্বেদী যজুর্বেদ, সামবেদী সাম এবং যজু-
র্বেদী যজুর্বেদ জপ করিয়া উত্তম ফল লাভ করেন
যে মানব দাক্তকর্ত্তীর্থে বিধিবিধানে প্রাণ পরিত্যাগ
করে, শকর বলিয়াছেন, তাহার পুনরাবর্ত্তিবার্জিত
গতি প্রাপ্তি হয় ১—১০ ।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
ত্রৈলোক্যবিশ্রুত সর্বপাপপ্রণাশন ব্রহ্মাবর্ত্ত তীর্থে
গমন করিতে হয় । হে যুধিষ্ঠির ! ব্রহ্মাবর্ত্তে মহা-
ব্রতী ব্রহ্মা বিদ্যমান থাকিয়া সতত এই তীর্থের

ভ্রমণঃ সদা ॥ ২ ॥ একাহারবশেহতিষ্ঠাদশাদঃ
মহারতী । অত্র তীর্থে বিধানেন চিন্তয়ন্
বৈ মহেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥ তেন তৎপুণ্যমাখ্যাতং ব্রহ্মা-
বর্ত্তমিতি প্রভো । তত্র স্মাভা বিধানেন তর্পয়েৎ
পিতৃদেবতাঃ ॥ ৪ ॥ অর্চয়েদেবমৌশানঃ বিষ্ণুং বা
পরমেশ্বরম্ । যৎফলং সন্নিযজ্ঞানাম্ বিধিবদক্ষিণা-
বতাম্ ॥ ৫ ॥ তৎফলং সমবাপ্নোতি ততীর্থস্থ
প্রভাবতঃ । যস্মিন্তীর্থে তু যো দেবো দানবো বা
দ্বিজোহথ বা ॥ ৬ ॥ সিদ্ধাস্তেনৈব তস্মাভা খ্যাতং
লোকে মহচ্চ তৎ । ন জলং ন স্থলং নাম ক্ষেত্রং
বা হ্যনরাণি চ ॥ ৭ ॥ পবিত্রং লভস্ত্যেতে
পৌরুষেণ বিনা নৃপ । সামর্থ্যনিষ্ঠ্যাদৈর্ঘ্যায়
সিদ্ধান্ত পুরুষা নৃপ ॥ ৮ ॥ প্রমাদান্তস্ম লোভেন
পতন্তি নরকে ধ্রুবম্ ॥ ৯ ॥ সন্নিবৃত্ত্যস্ত্রিগ্রামং যত্র
যত্র বসেন্মনিঃ । তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং ॥ নৈমিষং
পুন্ডরীণি চ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ব্রহ্মাবর্ত্তীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

সেবা করিতেন এবং তিনি উর্দ্ধবাহু ও নিরালদ
হইয়া একাহারে দশ বৎসর এই স্থানে ভ্রমণ
করিয়াছিলেন । ব্রহ্মা এই তীর্থে যথাবিধি মহে-
শ্বরের ধ্যান করেন । হে রাজন্ ! তজ্জন্য এই
পূততীর্থের নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত হইয়াছে । এই তীর্থে
যথাবিধি জ্ঞান, পিতৃদেবগণের তর্পণ এবং দেবেশ
ঈশান কিম্বা পরমেশ বিষ্ণু পূজা করিলে, তীর্থপ্রভাবে
সদক্ষিণ নিখিল যজ্ঞের ফল লাভ হয় । হে
রাজন্ ! যে তীর্থে যে দানব, দেব কিম্বা দ্বিজ
সিদ্ধ হন, লোকে তাহার নামেই তীর্থের খ্যাতি-
মাহাত্ম্য হইয়া থাকে । জল বল, স্থল বল, ক্ষেত্র
কিম্বা উষর ভূমিই বল, নরগণের পৌরুষ
বাতীত পবিত্র হয় না । হে নৃপ ! পুরুষগণ
সামর্থ্য, ধৈর্য ও হৃদয়ের ঐকান্তিকতা হইতেই
সিদ্ধি লাভ করে ; আর লোভ বশতঃ এই সক-
লের প্রমাদ ঘটিলেই, নিশ্চিতই তাহাদিগকে
নরকে পতিত হইতে হয় । মুনিবৃত্তি মানব
ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরুদ্ধ করিয়া যেখানেই অবস্থান
করুন না কেন, সেইখানেই কুরুক্ষেত্র, নৈমিষ ও
পুন্ডরের প্রাচুর্য্য হয় ১—১০ ।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । পত্রেখরং ততো গচ্ছেৎ
সর্বপাপপ্রণাশনম্ । যত্র সিদ্ধো মহাভাগশ্চিহ্নসেন
সুতো বনৌ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । কোহসৌ
সিদ্ধস্তদা ব্রহ্মস্তুষ্টিস্তীর্থে মহাতপাঃ । পুনঃ কস্ত
তু কো হেতুরেতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । চিত্রো নাম মহাতেজা ইন্দ্রশ্য দয়িতঃ পুরা ।
তস্ত পুত্রো নৃপশ্রেষ্ঠ পুত্রেখর ইতি শ্রুতঃ ॥
৩ ॥ রূপবান সুভগশ্চৈব সর্বশকভাক্তব ।
ইন্দ্রশ্য দয়িতোহত্যর্থঃ জয় ইত্যেব চাপরঃ ॥
৪ ॥ স কদাচিত্ স ভামধ্যে সদেবসমাগমে ।
মেনকানৃত্যগীতেন মোহিতঃ সুচিরং কিল ॥ ৫ ॥
তিষ্ঠতে গতমর্যাদো গতপ্রাণ ইব চাপাৎ
তাবৎ সুরপতির্দেবঃ শশাপাথা'জহে'ন্দনম্ ॥
৬ ॥ যস্যাত্ত্বং স্বর্গসংস্থোহপি মর্ত্যাবশ্যমুপাযি-
বান্ । তস্মান্নর্তো চিরং কালং কপয়িস্যামসং ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর সর্বপাপপ্রণাশন
পত্রেখর তীর্থ । বলীয়ান মহাভাগ চিহ্নসেননয়
এই পত্রেখরে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । যুধিষ্ঠির
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন ! এই যিনি পত্রেখর
তীর্থে সিদ্ধিলাভ করিলেন, এই মহাতপার নাম
কি ? চিত্রসেনই বা কিরূপে ইহাকে পুত্ররূপে
প্রাপ্ত হইলেন ? এই সকল শুনিতে অভিলাষ
করি । মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন—হে নৃপনর !
পুরাকালে সুররাজের অত্যন্ত প্রিয় চিত্রসেন নামে
জনৈক গন্ধর্ব ছিলেন, বিখ্যাত পত্রেখর তাঁহারই
তনয় । পত্রেখর রূপবান ও সুভগ ছিলেন ।
শক্রগণ সতত চিত্রসেনের সমীপে ভীত হইত
আর ইন্দ্রের প্রিয় বলিয়া ইহাকে কেহ জয় করিতে
সমর্থ হইত না । একদা সুররাজের সভায় দেব-
গণ সমাগত হইলে মেনকা সুচিরকাল নৃত্য করে,
পত্রেখর মেনকার নৃত্যগীত দর্শনে সদ্য মোহিত
হইয়া গতপ্রাণের স্থায় হন ও মর্যাদা লঙ্ঘন করেন ।
অনন্তর দেবরাজ অজিতেন্দ্রিয় পত্রেখরকে তৎ-
ক্ষণাৎ অভিষাপ প্রদান করিলেন, বলিলেন,—
হে পত্রেখর ! স্বর্গবাসী হইয়াও তোমার মানব-
প্রকৃতি বর্তমান রহিয়াছে ; অতএব তুমি মর্ত্যধামে
মনগ করিয়া দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিবে, সন্দেহ

যম্ ॥ ৭ ॥ এবমুক্তঃ সুরেন্দ্রেন চিত্রসেনসুতো
যুগা । বেপমানঃ সুরশ্রেষ্ঠঃ কৃতাজ্জলিকবাচ হ ॥ ৮ ॥
পত্রেখর উবাচ । ময়া পাপেন মুঢ়েন অজিতেন্দ্রিয়-
চেতসা । প্রাপ্তং বৈ যৎকলং তস্ত প্রসাদং কৰ্ত্তু-
মর্হসি ॥ ৯ ॥ শক্র উবাচ । নশ্বদাতটমাত্রিত্য
বাদশাদং জিতেন্দ্রিয়ঃ । আরাধ্য শিবং শান্তং পুনঃ
পাপাসি সকাতিম্ ॥ ১০ ॥ সত্যশৌচরতানাক
ধর্ম্মিষ্টানাং জিতানাম্ । লোকোহয়ং পাপিনাং
নৈব ইতি শাস্ত্রা নিশ্চয়ঃ ॥ ১১ ॥ এবমুক্তে মগ-
রাজ সহস্রাক্ষেন ধীমতা । গন্ধর্ব্বতনয়ো ধীমান
প্রণম্যাগাভু ভূতলম্ ॥ ১২ ॥ রেবারা বিমলে তোয়ে
ব্রহ্মাবর্তসমাপঃ । গ্রাহ্য জগ্গা বিধানেন অর্চয়িত্বা
চ শক্রম্ ॥ ১৩ ॥ বায়ুশূপিণ্যাককলৈশ্চ পুষ্পৈঃ
পূর্ণৈশ্চ মূল্যশনযাবকৈন । ততাপ পঞ্চাগ্নিতপোভি-
ক্রেগ্রস্ততশ্চ তোযং সমগাৎ স দেবঃ ॥ ১৪ ॥ পিনাক-
পাণিং বরদং ত্রিশূলিনমুমাপতিং হৃদ্ধকনাশনক ।
চন্দ্রার্কমৌলিং গজকৃতিবাসসং দৃষ্ট্বা পপাতাগ্রগতঃ

নাট । সুররাজ এইরূপ অভিষাপ প্রদান করিলে
চিত্রসেননয় পত্রেখর কৃতাজলিপুটে কম্পিত-
কনেববে সুররাজকে কহিতে লাগিলেন । পত্রে-
খর বলিলেন,—হে দেব ! আমি পাপ ও মুঢ়,
আমার ইন্দ্রিয়নিচয় অবশীভূত, আমি ন আবার
প্রাপ্ত যে দর্শনপ্রদান করিলেন, এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া
তাঁহা ক্ষমা করুন । দেবরাজ উত্তর করিলেন,—
হে বৎস ! নশ্বদাতারে দ্বাদশ বৎসর বাস করিয়া
ইন্দ্রিয় নিগ্রহপুষ্ট শান্ত শিবের আরাধনা কর,
পুনরায় সদর্শিতলাভ করিবে ॥ ১০—১১ ॥ গ্রাহ্য সত্য-
শৌচযুক্ত ধর্ম্মিক ও জিতান্না, এই স্থান তাঁহাদেরই
জন্ত, পাপিগণের জন্ত নহে ; ইহা শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ।
হে মহারাজ ! সহস্রলোচন সুররাজ এইরূপ আদেশ
করিলে গন্ধর্ব্বতনয় ধীমান পত্রেখর তাঁহাকে
প্রণাম করিলেন এবং তখনই ভূতলে গমনপুষ্টক
রেবার বিমল তীরে ব্রহ্মাবর্ততীর্থে উপনীত
হইয়া রেবানীরে যথাবিধি স্নান ও মহেশ্বরের অর্চনা
করিতেলাগিলেন । তিনি বায়ু, অশু পিণ্ডাক কল, পুষ্প,
পত্র, মূল ও যাবক ভক্ষণে পাঞ্চাগ্নি মধ্যে অবস্থান-
পুষ্টক তাঁহা তপস্যা করিলে বিরূপাক্ষ তাঁহার
সমক্ষে উপনীত হইলেন । পত্রেখর পিনাকপাণি
বরদ ত্রিশূলধারী অঙ্ককরিপু চন্দ্রার্কমৌলি গজাজিন-
বসন উমাপতিকে অবলোকন করিয়া তাঁহার সম্মুখে

সমীক্ষ্য ॥ ১৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ । বরং বৃণীষ তদ্রঃ
তে বরদোহঃ তবানঘ । যমিচ্ছসি দদাম্যদ্য নাত্র
কার্য্য বিচারণা ॥ ১৬ ॥ পত্রেণর উবাচ । যদি
তুষ্টোহসি দেবেশ যদি দেবো বরো মম । অত্র ব্র-
সততঃ তৌর্থে মম নাত্র ভব প্রভো ॥ ১৭ ॥ এত-
চ্ছ্রুত্বা মহাদেবো হর্ষগদগদয়া গিরা । তথৈত্যাশ্রা যযৌ
হৃষ্ট উময়া সহ শকরঃ ॥ ১৮ ॥ সোহপি ততৌর্থা-
মাপ্লুত্যা গতে দেবে দিবং প্রতি । স্নাত্বা জাপ্য-
বিধানেন তর্পয়িত্বা পিতৃন পুনঃ ॥ ১৯ ॥ স্থাপয়ামাস
দেবেশঃ তস্মিন্স্থৌর্থে বিধানতঃ । পত্রেণরস্ত বিখ্যাতঃ
ত্রিষ লোকেষু ভারত ॥ ২০ ॥ ইন্দ্রলোকঃ গতঃ
শাপান্মুক্তঃ সোহপি নরেশ্বর । হৃষ্টঃ প্রমুদিতো
রমাং জয়শব্দাদিমঙ্গলৈঃ ॥ ২১ ॥ এব তে বখিতঃ
প্রশ্নঃ পৃষ্টো যো বৈ যুধিষ্ঠির । তত্র স্নানেন চৈকেন
সর্গপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২২ ॥ যত্চৈবৈবাহাদেবঃ
তস্মিন্স্থৌর্থে যুধিষ্ঠির । স্নাত্বাভার্চ্য পিতৃন দেবান

পতিত হইলেন । ঈশ্বর কহিলেন,—হে অনঘ !
আমি তোমাকে বরদানার্থ আগমন করিয়াছি,
বর প্রার্থনা কর । হে বৎস ! তুমি যাহা প্রার্থনা
করিবে, অদ্য তাহাই তোমাকে প্রদান করিব,
সন্দেহ নাই । পত্রেণর উত্তর করিল,—হে
দেবেশ ! যদি আমার প্রতি প্রীতি হইয়া থাকেন,
আর আমি যদি বরলাভের যোগ্য হই;
হে প্রভো ! তবে এই তৌর্থে আপনি আমার নামে
সতত অধিষ্ঠিত হউন । পত্রেণরের হর্ষগদগদ
বাক্যে উমাসহ শকর তুষ্ট হইলেন এবং হৃষ্ট-হৃদয়ে
“তাহাই হউক” বলিয়া তাহার অপ্রীষ্ট পূরণ করি-
লেন । হে ভারত ! অনন্তর উমার সহিত দেবেশ
শকর ত্রিদেশালায়ে চলিয়া গেলে পত্রেণর সেই
তৌর্থে অবগাহন ও মস্তকান, পিতৃগণের তর্পণ
এবং বিধিবিধানে তথায় দেবেশ মহেশ্বরের প্রতিষ্ঠা
করিলেন । অল্পকালেই তাহার প্রতিষ্ঠিত ঈশমূর্ত্তি
ত্রিলোকবিখ্যাত হইল । হে নরেশ ! পত্রেণর শাপ-
মুক্ত হইয়া শক্ললোকে গমন করিলেন । তিনি
প্রমুদিত হইয়া ইন্দ্রলোকে গমনকালে রমা জয়-
শব্দাদি মঙ্গলধ্বনি করিয়াছিলেন । হে যুধিষ্ঠির !
তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তাহার যথা-
যথ উত্তর করিলাম । পত্রেণর তৌর্থে একমাত্র স্নানেই
সর্গবিধ পাতক বিনষ্ট হয় । যে মানব পত্রেণর
তৌর্থে যথাবিধি স্নান করিয়া মহাদেব ও পিতৃদেব-

সোহম্মমেধকলং লভেৎ ॥ ২৩ ॥ যুতো বর্ষশতং
সাগ্রঃ ক্রোড়িত্বা চ শিবে পুরে । রাজা বা রাজ-
তুল্যো বা পশ্চাত্ত্যক্তোষু জায়তে ॥ ২৪ ॥ বেদ-
বদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো জীবৈচ্চ শরদঃ শতম্ । ব্যাধি-
শাকবিনির্মুক্তঃ পুনঃ স্মরতি তজ্জলম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত পত্রেণরতীর্থমাশাস্ত্র্যবর্ণনং নাম
দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছতু রাজেন্দ্র
অগ্নিতীর্থমব্রতমম্ । যত্র সন্নিহিতো হুগ্নিগতঃ
কামেন মোহিতঃ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । কথং দেবো
জগদ্ধাতা কামেন কলুষীকৃতঃ । কথং চ নিত্যদা-
নাস একস্থানেব জায়তে ॥ ২ ॥ এতদ্বাচস্যামতুলং
সর্গলোকেষু ব্রতমম্ । কথমস্ম মহাভাগ পরং
কৌতুহলং মম ॥ ৩ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । সাধুসাধু

গণের পূজা করেন, তাঁহার অম্মমেধকল লাভ
হয় এবং দেহাবসানে তিনি কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ
শিবলোকে বাস করিয়া বিবিধ ক্রোড়া কৌতুক
করিয়া থাকেন । যদি বা পরে তাঁহার মর্ত্যধামে
জন্ম হয়, তথাপি তিনি রাজা বা রাজতুল্য হইয়া
অখিল বেদবেদাঙ্গের তত্ত্ব বিদিত হইতে পারেন,
তাঁহার শতায়ু হয়, কদাচ ব্যাধিশোকী তাঁহাকে
আক্রমণ করিতে পারে না এবং এই জন্মেও
তাঁহার পত্রেণরতীর্থনীর স্মৃতিপথে উদিত হইয়া
থাকে । ১১—২৫ ।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
অব্রতম অগ্নিতীর্থে গমন করিতে হয় । অগ্নি
কাম-মোহিত হইয়া এ স্থানে বাসস্থান-কল্পনা
করিয়াছিলেন । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—
হে মহাভাগ ! জগৎপাতা পাবক কি করিয়া
কামকলুষিত হইলেন ? কেন তিনি নিরন্তর এই
স্থানে বাস করেন ? এই উপাখ্যান ত্রিলোকে
অতীব আশ্চর্য্যজনক । আমার পরম কৌতুহল
হইতেছে, অতএব এই অব্রতম আখ্যান কৌতু-

মহাপ্রাজ্ঞঃ পৃষ্ঠঃ প্রশস্তয়ানঘ । কথয়ামি যথাপূৰ্ণঃ
জ্ঞাতমেতন্মহেশ্বরাং ॥ ৪ ॥ আসীৎ কৃতযুগে রাজা
নাম্না হৃষ্যোধনো মহান । হস্তাশ্বরথসম্পূর্ণো
মেদিনীপরিপালকঃ ॥ ৫ ॥ রূপযৌবনসম্পন্নঃ দৃষ্টো
তাং পৃথিবীপতিম্ । দিব্যোপভোগসম্পন্নঃ
প্রার্থয়ামাস নর্যদা ॥ ৬ ॥ স তু তাং চকমে কন্তাঃ
ত্যাক্তাঃ প্রমদাজনম্ । যুদা পরময়া যুক্তো
মাহিষত্যাঃ পতিনৃপ ॥ ৭ ॥ রমতে স তয়া সাক্ষিঃ
কালে বৈ নৃপসন্তম । নর্যদা জনয়ামাস কন্তাং
পদ্মদলেক্ষণাম্ ॥ ৮ ॥ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পন্ন্য যস্মাশ্লোকেষু
বিক্রতা । তস্তাং পিতা চ মাতা চ চক্রতুঃ প্রেম-
বন্ধনম্ ॥ ৯ ॥ কালেনাতিশুদৌর্ঘ্যেণ যৌবনস্থা
বরাঙ্গনা । প্রার্থয়ামানাপি রাজন্ বৈ নান্মানঃ দাতু-
মিচ্ছতি ॥ ১০ ॥ ততোহস্তদিবসে বহির্দ্বিজরূপো
মহাতপাঃ । রাজানং প্রার্থয়ামাস ব্রহ্মো গদ্য শনৈঃ
শনৈঃ ॥ ১১ ॥ ভোভো বধুকুল ঞ্ঠ জোহং

মন্দসন্ততিঃ । দরিদ্রো হসহায়শ্চ ভার্ধ্যার্থে বরয়ামি
তাম্ ॥ ১২ ॥ কন্তা সুদর্শনা নাম রূপেণাপ্রতিমা
ভূবি । তাং দদাম্ মহাভাগ বর্দ্ধতে তব মন্দিরে ॥
১৩ ॥ ব্রহ্মচর্যেণ নির্বিল্ল একাকৌ কামপীড়িতঃ ।
যাচমানস্ত মে তাত প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥ ১৪ ॥
রাজোবাচ । নাহং দ্রব্যবিহীনস্ত অসবর্ণস্ত
কহিচৎ । দাস্তামি স্বাং সূতাং শুভ্রাং
গম্যতাং দ্বিজপুঙ্গব ॥ ১৫ ॥ এবমুক্তস্তদা
বহিঃ পরাং পীড়ামুপাগতঃ । ন কিঞ্চিদুচ্চা
রাজানং তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ১৬ ॥ গতে চাদর্শনং
বিপ্রে রাজা মস্ত্রিপুরোহিতেঃ । মস্ত্রয়িত্বাথ কালে
তু তুষ্টো মথমুখে স্থিতঃ ॥ ১৭ ॥ যততশ্চ মখে
ভক্ত্যা ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভারত । ততশ্চাদর্শনং বহিঃ
সর্বেষাং পশুতামগাং ॥ ১৮ ॥ বিপ্রা হৃষ্মনসো ভূত্বা
গতা রাজো হি মন্দিরম্ । বহির্নাশং বিমনসে
রাজানমিদমব্রবন্ ॥ ১৯ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ । হৃষ্যোধন

করুন । মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ !
তোমার এই প্রশ্ন অতীব উত্তম । হে অনঘ ! তুমি
ভালই জিজ্ঞাসা করিয়াছ । আমি পূর্বে মহেশ্বর-
সমীপে এ বিষয় যেরূপ শুনিয়াছি অবিকল তোমার
নিকট বর্ণন করিব । পূর্বে সত্যযুগে হৃষ্যোধন-
নামক জনৈক শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন । রাজা হৃষ্যো-
ধনের বিপুল হস্তী, অশ্ব ও রথাদয়ান ছিল । তিনি
মেদিনী শাসন করিয়াছিলেন । পৃথিবীপতি রূপ-
যৌবনসম্পন্ন রাজা হৃষ্যোধনকে দিব্যোপভোগ-
সম্পন্ন দর্শনে নর্যদা তাঁহাকে প্রার্থনা করেন ।
হে নৃপ ! নর্যদার প্রার্থনায় মাহিষতীপতি রাজা
হৃষ্যোধন পরম যুদাধিত হইয়া অস্ত্র প্রমদাগণকে
পরিত্যাগপূর্বক নর্যদার সহিত রমমাণ হইলেন ।
হে নৃপসন্তম ! রাজা নর্যদার সহিত রমমাণ হইলে
কালে নর্যদা উৎপললোচনা এক কন্তা প্রসব
করিলেন । ক্রমে কন্তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল
সুপুষ্ট হইলে কন্তার প্রতি পিতামহীর প্রেম-
বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় হইল । বরাঙ্গনা হৃষ্যো-
ধনদুহিতা দীর্ঘকালে যৌবনে পদার্পণ করি-
লেন, অনেক নৃপই তাঁহার পাণিগ্রহণে আগ্রহ
জানাইলেন ; কিন্তু তিনি কোন নৃপকেই আশ্রয়স্বর্গ
করিলেন না । অনন্তর একদা মহাতপা হতাশন
দ্বিজরূপ ধারণপূর্বক ধীরে ধীরে রাজার নিকট
গমন করিয়া নির্জনে তাঁহার তরুজাকে কামনা

করিলেন, এবং বলিলেন,—ওহে বধুকুল-মহোপতে !
আমি অসহায় দরিদ্র সন্ততিহীন দ্বিজ । তোমার
কন্তা সুদর্শনা পৃথিবীতে রূপে উপমাহীনা ; হে মহা-
ভাগ ! সুদর্শনা সম্প্রতি তোমার গৃহে বর্দ্ধিতাও
হইয়াছে ; অতএব আমি তাহাকে পত্নীর জন্ম
কামনা করি । আমি ব্রহ্মচর্য গ্রহণপূর্বক একাকৌ
বিচরণ করি, সম্প্রতি কামপীড়িত হইয়া পরম নির্বিল্ল
হইয়াছি । হে তাত ! আমি প্রার্থী, অতএব আমার
প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ১—১৪ ॥ রাজা উত্তর করিলেন,—
হে দ্বিজপুঙ্গব ! আপনি একে আমার অসবর্ণ,
তাতে আবার সম্পদহীন, অতএব এরূপ পাত্রে
কখনই আমার শোভনা কন্তা প্রদান করিব না,
আপনি অন্ত্র গমন করুন । রাজার বাক্যে
জাতবেদা অত্যন্ত পীড়িত হইলেন । তিনি রাজাকে
কিছু না বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন ।
রাজা সেই দ্বিজকে সহসা অদর্শন হইতে দেখিয়া
মস্ত্রী ও পুরোহিতগণের সহিত মস্ত্রণা দ্বারা স্থির
করিলেন—দীর্ঘকাল সাধ্য একটী যজ্ঞানুষ্ঠান
করিবেন । হে ভারত ! অতঃপর মহৌপতি ব্রাহ্মণ-
গণ দ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু ঋষিগণের
সমক্ষেই হতাশন অদর্শন হইলেন । তাহাতে তখন
দ্বিজগণের হৃদয় উদ্যমহীন হইল । তাঁহার্য্য বিনম্র
হইয়া রাজার মন্দিরে গমন করত হতাশনের
অদর্শন বিবৃত করিলেন । ব্রাহ্মণগণ বলিলে,—

মহারাজ আয়তাং মহদভূতম্ । ন ঞ্জতং ন চ দৃষ্টে
বা কোতুকং নৃপপুঙ্গব ॥ ২০ ॥ অগ্নিকার্য্যপ্রবৃত্তানাং
সর্ব্বেষাং বিধিবদ্বপ । কেনাপি হেতুনা বহির্দৃষ্টতে
ন জনতাত ॥ ২১ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বিপ্রিয়ং ঘোরং রাজা
বিপ্রমুখাচ্ছাতম্ । আসনাং পতিতো ভূমৌ
ছিন্নমূল ইব জমঃ ॥ ২২ ॥ আশ্বস্ত চ মুহূর্ত্তেন
উন্নত ইব সংস্তদা । নিরীক্ষ্য চ দিশঃ সৰ্ব্বা ইদং
বচনমববীৎ ॥ ২৩ ॥ কিমেতদাশ্চর্য্যাপরমিতি
ভোভো দ্বিজোত্তমাঃ । কথ্যতাং কারণং সৰ্ব্বং
শাস্ত্রদৃষ্ট্যা বিভাব্য চ ॥ ২৪ ॥ মম বা ভুক্ততং
কিঞ্চিৎতাশে ভবতামিহ । যেন নষ্টোহগ্নিশালায়াং
তত্ভুক কেন হেতুনা ॥ ২৫ ॥ মজ্জচ্ছিন্নমথান্নদ্বা নৈব
কিঞ্চিদদক্ষিণম্ । ক্রিয়াহীনং কৃতং বাথ কেন বহির্ন
দৃষ্টতে ॥ ২৬ ॥ অন্নহীনো দহেদ্রাষ্ট্রং মজ্জহীনস্ত
ঋষিজঃ । দাতারং দক্ষিণাহীনো নাস্তি যজ্ঞসমো
রিপুঃ ॥ ২৭ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ । ন মজ্জহীনো

হে মহারাজ হৃষ্যোধন ! এক অদ্ভুত বাণী শ্রবণ
করুন । হে নৃপপুঙ্গব ! এরূপ কোতুককর ব্যাপার
কেহ কখন দর্শন করে নাই । হে নৃপ ! দ্বিজ-
গণ বিধিপূর্ব্বক অগ্নিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,
কিন্তু জানি না, কোন কারণে হতাশন অদর্শন
হইয়াছেন । যজ্ঞীয় বহি প্রজ্জলিত হইতেছে না ।
রাজা বিপ্রগণের মুখে এইরূপে ভীষণ বিপ্রিয়
বাণী শ্রবণ করিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে
পতিত হইলেন । অনন্তর দ্বিজগণ কর্তৃক আশ্বাসিত
হইয়া মুহূর্ত্তমাত্র ধৈর্য্য ধারণ করত উন্নতের ন্যায়
দশদিগ্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বক্ষ্যমাণ বাক্য
বলিতে লাগিলেন । রাজা বলিলেন,—হে দ্বিজ-
সত্তম ! আপনাদের মুখে এ কি মহাবিশ্ময়কর
বাক্য শ্রবণ করিলাম । আপনারা শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা
বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া ইহার অগ্নি কারণ কৌতুক
করুন । অবশ্য, এ বিষয়ে আমার কিংবা আপ-
নাদের কোন ভুক্ত থাকিবে, অন্তথা কি জন্ত
হতাশন যজ্ঞশালায় অদর্শন হইলেন ! হুহুত
আপনাদের মজ্জ কোনরূপে ছিন্নযুক্ত হইয়াছে,
অথবা আমিই অদক্ষিণ ক্রিয়া করিয়াছি ; যেভাবেই
হউক, নিশ্চিতই ক্রিয়া নষ্ট হইয়াছে ; নহিলে অগ্নি
কেন দৃষ্ট হইতেছেন না ? দেখুন, যজ্ঞক্রিয়া বড়ই
বিষ্মসঙ্কুল, যজ্ঞের মতন রিপু নাই ; কেননা, যজ্ঞ-
ক্রিয়া অন্নহীন হইলে রাষ্ট্র, মজ্জহীন হইলে ঋষিগণ
এবং দক্ষিণাহীন হইলে দাতাকে দক্ষ করে । ব্রাহ্মণ-

হি বয়ং ন চ রাজন্ ব্রতৈস্তথা । দ্রব্যোণ চ
ন হীনস্তমন্তং পাপং বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ২৮ ॥ রাজোবাচ ।
তথাপি যুয়ং সহিতা উপায়ং চিন্তয়ন্তিতি । যেন
শ্রেয়ো ভবেন্নিত্যমিহ লোকে পরম চ ॥ ২৯ ॥
এবমুক্তান্ততঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ । নিরাহারাঃ
স্থিতাঃ সর্ব্বে যত্র নষ্টো হতাশনঃ ॥ ৩০ ॥ ততঃ
স্বপ্নে মহাতেজা হতভূগ্ ব্রাহ্মণাঃস্তদা । উবাচ
শ্রুত্বাঃ সর্ব্বৈশ্চর্য্যম নাশস্ত কারণম্ ॥ ৩১ ॥ প্রার্থিতো
হয়ং ময়া রাজা শ্রুতাং দাতুং ন চেচ্ছতি । তেন
নষ্টোহগ্নিশরণাদহং ভো দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩২ ॥ যদি
মে শ্রুতাং রাজা দদাতি পরমার্চিতাম্ । তদাস্ত
জলমানোহহং গৃহে তিষ্ঠামি নান্থথা ॥ ৩৩ ॥ তচ্ছ্রুত্বা
বচনং বিপ্রা বৈশ্বানরমুখোদগতম্ । বিশ্বয়োগেন্দ্র-
নয়না রাজানমিদমব্রুবন্ ॥ ৩৪ ॥ ভবতো মতমা-
জ্ঞায় সর্ব্বে গাহ্মনিমন্দিরম্ । নিরাহারাঃ স্থিতা
রাত্রৌ পশ্চামো জাতবেদসম্ ॥ ৩৫ ॥ তেনোক্তাঃ
শ্রুতাং চেতু রাজা মে দাতুমিচ্ছতি । ততোহস্ত

গণ বলিলেন,—হে রাজন্ ! আমরা মজ্জ বা ব্রতহীন
নহি, আর আপনি দ্রব্যহীন নন, অতএব হতাশনের
অদর্শন বিষয়ে অন্তকোন পাপ থাকিবে, অনুসন্ধান
করুন । রাজা । ১৫—২৮ । কহিলেন,—আপনারাই
সমবেত হইয়া এ বিষয়ে উপায় চিন্তা করুন, তাহা-
তেই আমার সতত ইতপরশ্রেষঃ হইবে । অনন্তর
রাজার বাক্যে বিপ্রগণ স্থিরসঙ্কল্প হইয়া যে স্থানে
হতাশন অদর্শন হইয়াছিলেন, সেই যজ্ঞশালায় অন-
শনে উপবেশন করিলেন । তদনন্তর মহাতেজা
হতাশন স্বপ্নযোগে দ্বিজগণকে কহিলেন,—আপনারা
সকলেই আমার অদর্শনের কারণ শ্রবণ করুন ।
হে দ্বিজসত্তমগণ ! আমি পৃথিবীপতি হৃষ্যোধনের
নিকট তাঁহার হৃহিতাকে প্রার্থনা করিয়াছিলাম ।
তিনি আমাকে কন্ডাদান করেন নাই । আমি অগ্নি,
অতএব দ্বিজাতিগণের শরণ্য । রাজা যদি আমাকে
তদীয়া পূজনীয়া কন্ডা প্রদান করেন, তবে আমি
জাজ্বল্যমান হইয়া তাঁহার গৃহে বাস করিব ;
অন্তথা আমি তাঁহার গৃহে গমন করিব না ।
হতাশনবদনে এবং বিধ বাক্য শ্রবণে বিশ্বয়োগেন্দ্র-
লোচন দ্বিজগণ রাজাকে কহিলেন,—আপনার
আদেশে আমরা নিরাহার হইয়া অগ্নিগৃহে গমন-
পূর্ব্বক রজনীযাপন করিয়াছিলাম ; আমরা হতা-
শনের দর্শন লাভ করিয়াছি, তিনি বলেন,—
হে দ্বিজগণ । রাজা যদি আমাকে তাঁহার কন্ডা

তুয়োহপি গৃহে জলেহং নাত্থা দ্বিজাঃ । ৩৬ ।
 এবং জাহ্না মহারাজ স্মৃতাং দাতুমহঁসি । ৩৭ ।
 রাজোবাচ । ভবতাং তন্ত বা কার্ষাং দেবস্ত বচনং
 হৃদি । সময়ং কর্তুমিচ্ছামি কন্তাদানে হনুতমম্ ।
 ৩৮ । মম সন্নিহিতো নিত্যং গৃহে তিষ্ঠতু পাবকঃ ।
 দদামি কঠিরাপাক্ষীঃ নাত্থা করবাণি বৈ । ৩৯ । এবং
 তে ব্রাহ্মণাঃ ক্রহা তথাগ্নিং প্রাপ্য সত্বরম্ । কথ-
 যিত্বা বিবাহেন যোজয়ামাসুরাশু বৈ । ৪০ । সুদর্শ-
 নায়া লাভেন পরিতুষ্টো হতাশনঃ । জলতে সন্নিধৌ
 নিত্যং মাহিম্যত্যাঃ যুধিষ্ঠির । ৪১ । ততঃ প্রভৃতি
 ততীর্থমগ্নিতীর্থং প্রচক্ষতে । যে তত্র পক্ষসঙ্কৌ তু
 স্নানদানৈশ্চ ভাবিতাঃ । ৪২ । তর্পয়ন্তি পিতৃন দেবাঃ-
 স্তেহমধেকলৈষুতাঃ । সুবর্ণং যে প্রযচ্ছন্তি তস্মি-
 ন্তীর্ণেনরাধিপ । ৪৩ । পৃথীদানকলং তত্র জায়তে
 নাত্র সংশয়ঃ । অনাশকং তু যঃ কুর্গ্যা তস্মিন্তীর্ণে
 নরাধিপ । ৪৪ । সমুত্তো হুগ্নিলোকে তু ক্রোড়তে

অর্পণ করেন, তবে পুনরায় আমি তাঁহার গৃহে
 প্রজ্জলিত হইব, অন্যথা আমি প্রসন্ন হইব না ।
 হে মহারাজ ! এই সকল বৃত্তিয়া হতাশনকে আপ-
 নার কন্তাদান করা কর্তব্য । রাজা উত্তর করি-
 লেন,—আপনাদের এবং হতাশনের বাক্য পালন
 আমার অবশ্যকর্তব্য । পরন্তু আমি হতাশনকে
 অল্পতম কন্তাদান বিষয়ে একটি নিয়ম বন্ধন
 করতে অভিলাষ করি ; হতাশন আমার কন্তা
 গ্রহণপূর্বক সতত আমার গৃহে সন্নিহিত হউন,
 আমার মনোহরবদনা কন্তা আমি তাঁহাকে অবশ্য
 দান করিব, কদাচ ইহার অন্যথা করিব না । বিপ্র-
 গণ ভূপতির অভিপ্রায় বিদিত হইয়া সত্বর পাবক-
 সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে রাজার সম্মতি
 জ্ঞাপন করিয়া রাজনন্দিনীর সহিত তাঁহাকে বিবাহ-
 বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিলেন । অনন্তর হতাশন
 সুদর্শনাকে প্রাপ্ত হইয়া জলিয়া উঠিলেন এবং পরম
 পরিতুষ্ট হইয়া মাহিম্যতীপুরীতে অবস্থান করিতে
 লাগিলেন । হে যুধিষ্ঠির ! তদবধি এই তীর্থকে
 লোকে অগ্নিতীর্থ কহিয়া থাকে । যাহারা অমাবস্তা
 কিংবা পূর্ণিমায় অগ্নিতীর্থে স্নান, দান এবং তদাভি-
 চিন্ত হইয়া পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ করে, তাহাদের
 অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয় । হে নরাধিপ !
 যাহারা অগ্নিতীর্থে সুবর্ণদান করে, তাহাদের পৃথিবী-
 দানের ফল হয়, সংশয় নাই । হে নরেশ ! যাহারা
 এই তীর্থে অনশন করে, তাহারা সুরপুজিত হইয়া

সুরপুজিতঃ । এষ তে হুগ্নিতীর্থস্ত সস্তবঃ কথিতো
 ময়া । ৪৫ । সর্বপাপহরঃ পুণ্যঃ ক্রতমাত্মো নরো-
 ত্তম । ধন্যঃ পাপহরো নিত্যমিত্যেবং শঙ্করো-
 হর্ববীৎ । ৪৬ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে অগ্নিতীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনং

নাম ত্রয়স্বিশোহধ্যায়ঃ । ৩৩ ।

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । তত্রৈব তু ভবেদন্ত-
 দাদিত্যস্ত মহাত্মনঃ । কীর্তয়ামি নরশ্রেষ্ঠ যদি তে
 শ্রবণে মতিঃ । ১ । যুধিষ্ঠির উবাচ । এতদাশ্চর্য্য-
 মতুলং ক্রহা তব শ্রুণোদ্যতম্ । বিস্ময়ান্বষ্টরোমাহং
 জাতোহস্মি মুনিসত্তম । ২ । সহস্রকিরণো দেবো
 হর্ভা কর্তা নিরঞ্জনঃ । অবতারেণ লোকানামধর্ভী
 নশ্যদাতটে । ৩ । পুরুষাকারো ভগবানুতাহো
 তপসঃ ফলাৎ । কস্ত গোত্রে সমুৎপন্নঃ কস্ত
 দেবোহভবদংশী । ৪ । শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ ।
 কুলিনাময়সমুত্তো ব্রাহ্মণো ভক্তিমাঞ্জুচিঃ । দৈক্ষ্যা-

অগ্নি-লোকে বাস করিয়া থাকে । হে নরোত্তম !
 এই আমি তোমার নিকট অগ্নিতীর্থের উদ্ভব-বিবরণ
 বর্ণন করিলাম, এই অগ্নিতীর্থমাহাত্ম্য সর্বপাপ-
 হর । শঙ্কর কহিয়াছেন—ইহা শ্রবণ মাত্রে মানব
 পুত, পাপহর ও নিত্য ধন্য হইয়া থাকে । ২৩—৪৬।

ত্রয়স্বিশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩ ।

তুস্তিংশ অধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ ! যদি তোমার
 তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণে মতি থাকে, তবে তত্রত্য মহাত্মা
 আদিত্যের অশ্রু আর এক তীর্থ কীর্তন করিতেছি ।
 যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন,—হে মুনিসত্তম ! আপ-
 নার শ্রুতিগত আদিত্যতীর্থের কথা শুনিয়া
 বিস্ময়ে আমার রোমাঞ্চ হইয়াছে । সহস্রকিরণ
 ভগবান্ দেব দিবাকর হর্ভা কর্তা ও নিরঞ্জন ; তিনি
 মানবগণের উদ্ধারার্থ নশ্যদাতটে অবতীর্ণ হন ।
 কোন্ মহাপুরুষ তপস্রাকলে তাঁহাকে লাভ করেন ?
 এবং বিভাবসু যে দিব্যপুরুষের বশীভূত হইয়া-
 ছিলেন, তিনি কোন্ পুণ্যাস্থার বংশে অবতীর্ণ হন ?
 মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—কুলিক-কুলোৎপন্ন জনৈক
 ভক্তিমান শুচি ব্রাহ্মণ দিবাকরের দর্শন পানসে

মৌতি রবিঃ তত্র তীর্থে যাত্রাকৃতোদ্যমঃ ৷ ৫ ৷
 যোজনানাং শতং সাগ্রং নিরাহারো গতোদকঃ ।
 প্রতিতো দেবদেবেন প্ৰপান্তে বারিতঃ কিল ৷ ৬ ৷
 ভোভো মূনে মহাসত্ত্ব অলং তে ব্রতমৌদ্রম ।
 সৰ্বং ব্যাপ্য স্থিতঃ পশু স্বাবরং জঙ্গমং চ মাম ৷
 ৭ ৷ তপামাহং ততো বধং নিগুহ্যাম্যম্ভজামি
 চ । ন যত্নাং চৈব যত্নাঞ্চ যঃ পশুতি স পশুতি ।
 ৮ ৷ বরং বরয় ভজঃ স্বমাত্মনো যন্তবেপ্সিতঃ ৷ ৯ ৷
 ব্রাহ্মণ উবাচ । যদি তুষ্ণোহসি মে দেব দেয়ো যদি
 বরো মম । উত্তরে নর্যদাকুলে সদা সন্নিহিতো ভব ।
 ১০ ৷ যে ভক্ত্যা পরয়া দেব যোজনানাং শতে
 স্থিতাঃ । অরিম্যস্তি জিতান্মানস্কেয়াং স্বং বরদো
 ভব ৷ ১১ ৷ কুজান্ধবধিরা মুকা যে কেচিদ্বিকলে-
 স্ত্রিয়াঃ । তব পাদৌ নমস্তুস্তি তেষাং স্বং বরদো
 ভব ৷ ১২ ৷ শীর্ণধাণা গতিম্বিহো হস্তিস্থাবশে-
 বিতাঃ । তেষাং স্বং করুণাং দেব অচিরেণ কুরুস্ব
 হ ৷ ১৩ ৷ যেহপি স্বাঃ নর্যদাতোয়ে স্নাত্বা তত্র
 দিনেদিনে । অর্চয়ন্তি জগন্নাথ তেষাং স্বং বরদো

তীর্থযাত্রায় উদ্যুক্ত হইয়া ভক্ষ্য-পানীয় বর্জনপূর্বক
 কিঞ্চিদধিক শতযোজন পথ পর্যটন করিলেন ।
 অনন্তর একদা দেবদেব দিবাকর স্বপ্নযোগে দর্শন-
 দান করিয়া দ্বিজকে কহিলেন,—ওহে মূনে! তুমি
 গমনে ক্ষান্ত হও, তে মহাসত্ত্ব । তোমার ঈদৃশ
 কষ্টের বশে প্রয়োজন কি? আমি স্বাবর জঙ্গম
 সমস্ত ব্যাপিয়া অবস্থান করি, আমাকে সৰ্ব্ব-ই
 দর্শন কর । আমি তাপদানকালে পৃথিবীর রস
 গ্রহণ করি, পরে পুনরায় রস বিসর্জন কালে
 পৃথিবীতে ঝুটিপাত হইয়া থাকে । যে আমাকে
 অমৃত বলিয়া জানে, তাহার কদাচ মৃত্যু-
 দর্শন হয় না । হে দ্বিজ । তোমার মঙ্গল হউক,
 এক্ষণে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর । ব্রাহ্মণ বল-
 লেন,—হে দিবাকর! যদি আপনি আমার প্রতি
 প্রীতি হইয়া বরদান করেন, তবে নর্যদার উত্তর-
 তীর্থে সতত সন্নিহিত হউন । হে দেব! যাহারা
 পরম ভক্তিপূর্বক শতযোজন দূর হইতে আপনাকে
 স্মরণ করে, সেই জিতান্মানবগণের আপনি
 বরদ হউন । যাহারা কুজ, অন্ধ, বধির, মুক এবং
 বিকলেস্ত্রিয়, তাহারাও আপনার পাদপদ্মে প্রণত
 হইয়া বরলাভের অধিকারী হউক । হে দেব!
 যাহাদের ব্রাহ্মোক্ত শীর্ণ হইয়াছে, বৃদ্ধি লোপ পাই-
 যাছে, এবং যাহারা অস্থিচর্য্যাবিশিষ্ট হইয়াছে, আপন
 অচিরে তাহাদের প্রতি করুণা করুন । হে জগন্নাথ ।

ভব ৷ ১৪ ৷ প্রভাতে যে স্তবিস্যস্তি স্তবৈবৈবৈদিক-
 লোকিকৈঃ । অভিপ্রেতং বরং দেব তেষাং স্বং দদ
 ভোহচ্যুত ৷ ১৫ ৷ তবাগ্রে বপনং দেব কারয়ন্তি
 নরা ভুবি । স্বামিস্তেষাং বরো দেয় এষ মে
 পরমো বরঃ ৷ ১৬ ৷ এবমস্থিতি তং চোক্তু মুনিঃ
 করুণয়া পুনঃ । শতভাগেন রাজৈল্ল স্থিহা চাদর্শনং
 গতঃ ৷ ১৭ ৷ তত্র তীর্থে নুরো ভক্ত্যা গহা স্নানং
 সমাচরেৎ । তর্পয়েৎ পিতৃদেবাংচ সোহগ্নিষ্টোম-
 ফলং লভেৎ ৷ ১৮ ৷ অগ্নি প্রবেশঃ যঃ কুর্য্যাত্তম্মিং-
 স্তীর্থে নরাধিপ । দ্যোতয়ন বৈ দিশঃ সৰ্ব্বা অগ্নি-
 লোকং স গচ্ছতি ৷ ১৯ ৷ যন্ততীর্থং সমাসাদ্য
 ত্যজতীহ কলেবরম্ । স গতৌ বাকুণং লোক-
 নিত্যেবং শঙ্করোহববীৎ ৷ ২০ ৷ তত্র তীর্থে তু
 যঃ কশ্চিৎ সন্ন্যাসেন তন্নুং ত্যজেৎ । ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি
 স্বর্গলোকে মহীয়তে ৷ ২১ ৷ অঙ্গরোগগণসঙ্কর্ণে
 দিব্যশব্দানুদিতৈ । উষিহায়াতি মর্ত্যো বৈ
 বেদবেদাঙ্গাবভবৎ ৷ ২২ ৷ ব্যাধিশোকবিনিমূক্তো

যাহারা প্রতিদিন নর্যদানীরে অবগাহন করিয়া
 আপনাকে পূজা করিবে, আপনি তাহাদের বরদ
 হউন ৷ ১—১৪ ৷ হে অচ্যুত! প্রভাতে যে সকল লোক
 বৈদিক কিংবা লৌকিক স্ততিবাক্যে আপনার স্তব
 করিবে, আপনি তাহাদিগের অভীষ্ট বর প্রদান
 করুন । হে স্বামিন্! ভূতলে যে লোক আপনার
 সম্মুখে স্তবন করিবে, হে দেব! আপনি তাহা-
 দিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, ইহাই আমার পরম
 বর । হে রাজেন্দ্র! অনন্তর দ্বিজসত্ত্বমের কথাব-
 সানে তপনদেব 'তাগাই হউক' বলিলেন, এবং
 পুনরায় মুনির প্রতি করুণা করিয়া শতধা বিভক্ত-
 দেহে তাঁহার সম্মুখে ক্ষণকাল অবস্থানের পর
 অদর্শন হইলেন । যে মানব এই আদিত্যতীর্থে
 ভক্তিপূর্বক স্নান ও দেবপিতৃগণের তর্পণ করে,
 তাহার অগ্নিষ্টোমফললাভ হয় । হে নরাধিপ!
 যে নর আদিত্যতীর্থে হতাশনে প্রবেশ করে,
 সে দিক্ সকল উদ্ভাসিত করিয়া অগ্নিলোকে
 গমন করিয়া থাকে । শঙ্কর কহিয়াছেন,—
 যে মানব আদিত্যতীর্থে সমাগত হইয়া কলেবর
 পরিত্যাগ করে, তাহার বাকুণ-লোকে গতি
 হয় । সন্ন্যাসধর্ম্মে যে নর আদিত্যতীর্থে তন্নু
 ত্যাগ করে, সে ষষ্টিসহস্র বৎসর অঙ্গরো-
 গণাকর্ণ দিব্যশব্দ-নির্নাদিত স্বর্গে পূজিত হয়;
 স্বর্গবাসাবসানেও সেই মানব মর্ত্যে আসিয়া

ধনকোটপতির্ভবেৎ । পুত্রদারসমোপেতো জীবৈচ্ছ
শরদঃ শতম্ ॥ ২৩ ॥ প্রাতরুথায় যন্তত্র স্মরতে
ভাস্করঃ তদা । আজন্মজনিভাৎ পাপান্শূচ্যতে
নাহ্ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি ত্রীক্ষাদে মহাপুরাণে রাবণোথবর্ণনং নাম
চতুস্তিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ । জলমধ্যে মহাদেবঃ কেন
তিষ্ঠতি হেতুনা । উত্তরং দক্ষিণং কুলং বজ্রযিহ্না
দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১ ॥ ত্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । এতদা-
খ্যানমতুলং পুণ্যং কৃতিসুখাবহম্ । পুরাণে যজ্ঞরূপং
তাত্ত তন্তে বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ ২ ॥ ত্রেতাযুগে মহা-
ভাগ রাবণো দেবকণ্টকঃ । ত্রৈলোক্যবিজয়ী রোদঃ
সুরাসুরভয়ঙ্করঃ ॥ ৩ ॥ দেবদানবগন্ধর্বেষু যিতিশ্চ
তপোধনৈঃ । অবধ্যোহথ বিমানেন যাবৎ পর্বাটতে
মহীম্ ॥ ৪ ॥ তাবদ্বিক্যাগিরের্মধ্যে দানবো বন-

বেদবেদাঙ্গপারগ, ব্যাধিশোকবিনিমুক্ত, ৩ কোটি
কোটি ধনের অধিপতি হয় এবং পুত্র পৌত্রাদির
সহিত শতবর্ষ জীবিত থাকে । তত্রত্য যে মানব
প্রভাতে গাজোথান করিয়া আদিতাকে স্মরণ করে,
তাহার আজন্মজনিত পাপ বিনষ্ট হয় ; সংশয়
নাই । ১৫—২৪ ।

চতুস্তিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজোত্তম !
উত্তর ও দক্ষিণ কুল পরিত্যাগ করিয়া জলমধ্যে
মহাদেব কেন বাস করেন ? মার্কণ্ডেয় উত্তর
করিলেন,—হে তাত । কৃতিসুখাবহ এই উপা-
খ্যান অতুলনীয় ও পুণ্যপ্রদ । আমি ইহা পুরাণে
যে রূপে শুনিয়াছি, তোমার নিকট তাহা অবিকল
বর্ণন করিব । হে মহাভাগ ! ত্রেতাযুগে দেব-
কণ্টক সুরাসুরভয়ঙ্কর ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভীষণ
রাবণ প্রাহুর্ভূত হয় । সেই রাবণ দেব দানব
গন্ধর্ব ও তপোধন ঋষিগণেরও অবধ্য হইয়া
বিমানারোহণে সমস্ত মহীমণ্ডল পরিভ্রমণ করে ।
একদা বলদর্পিত বিখ্যাত দানব ময় বিদ্যাগিরির

দর্পিতঃ । ময়ো নামেতি বিখ্যাতো গুহাবাসী
তপশ্চরম্ ॥ ৫ ॥ তস্মৈ পার্শ্বগতো রক্ষো বিনয়াদবনিং
গতঃ । পূজিতো দানসম্মানৈরিদং বচনমব্রবীৎ ॥
৬ ॥ কশ্যপঃ পদ্মপত্রাক্ষীপূর্ণচন্দ্রনিভাননা । কিং-
নামধেয়া তপতি তপ উগ্রঃ কথং বিভো ॥ ৭ ॥
ময় উবাচ । দানবানাং পতিঃ শ্রেষ্ঠো ময়োহহং
নাম নামহঃ । তর্হ্য তেজোবতী নাম তস্মাচ্ছ
তনয়া শুভা ॥ ৮ ॥ মন্দোদরীতি বিখ্যাতা তপতে
ভর্জকারণাৎ । আরাধয়ন্তী ভর্তারমুমায়া দয়িতং
শুভম্ ॥ ৯ ॥ তচ্ছূহা বচনং তস্মৈ রাবণো মদ-
মোহিতঃ । প্রসূতঃ প্রণতো ভূহা ময়ং বচনমব্রবীৎ ॥
১০ ॥ পৌলস্ত্যায়সঙ্গতো দেবদানবদর্পহা । প্রার্থ-
য়ামি মহাভাগ সূতাঃ ত্বং দাতুমর্হসি ॥ ১১ ॥ জাত্বা
পৈতামহং বৃক্কং ময়েনাপি মহান্মনা । রাবণায় সূতা
দত্তা পূজাং বিধানতঃ ॥ ১২ ॥ গৃহীত্বা তাং তদা
রক্ষোহভ্যর্চ্যমানো নিশাচরৈঃ । দেবোদ্যানে
বিমানৈশ্চ ক্রৌড়তে স তয়া সহ ॥ ১৩ ॥ কেনচিৎ

গুহামধ্যে তপস্শাচরণ করিতেছিল, রাবণও ভ্রমণ
করিতে করিতে তখন ময়ের সমীপে উপনীত
হইয়া বিনয়সংকারে তাহার পার্শ্বে ভূমিতলে
অবস্থান করিল । অনন্তর রাবণ দানমানাদি দ্বারা
ময়কর্তৃক সংকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হে
প্রভো ! আপনার পার্শ্বগতা এই তপস্বিনী কে ?
ইহার নাম কি ? এই পদ্মপলাশলোচনা পূর্ণচন্দ্রবদনা
কুমারী কেনই বা উগ্র তপস্শা করিতেছেন ?
ময় উত্তর করিল,—আমি দানবগণের শ্রেষ্ঠ, আমার
নাম ময় ; আমার পত্নী তেজোবতীর গর্ভে এই
কন্তা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ; আমার এই ত্রৈলোক-
বিখ্যাতা নন্দিনীর নাম মন্দোদরী । মন্দোদরী উত্তম
পতি প্রাপ্তিবাসনায় উমার প্রিয় পতির আরাধনা
করিতেছেন । ময় দানবের বাকা শুনিয়া দশানন
মদমোহিত হইল এবং তাহার সমীপে অগ্রসর হইয়া
প্রণামপূর্বক বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিল । রাবণ
বলিল,—পৌলস্ত্যবংশে আমার জন্ম । আমার
বাহুবলে দেব-দানবের দর্প চূর্ণ হয় ; হে মহাভাগ !
আমি আপনার দৃষ্টতাকে প্রার্থনা করি । ১—১১ ।
মহাত্মা ময় পুন্স্ক্যানন্দনের পিতামহপরম্পায় বংশ-
মর্যাদা বিদিত হইয়া তাহাকে পূজা করত বিধি-
বিধানে কন্তা অর্পণ করিল । নিশাচরপুঞ্জিত
রাবণও মন্দোদরীকে গ্রহণপূর্বক বিমানারোহণে
দ্যানে গমন করিয়া তাহার সহিত ক্রৌড়

কালেন রাবণো লোকরাবণঃ। পুত্রঃ পুত্র্যতাঃ
শ্রেষ্ঠো জনয়ামাস ভারত ॥ ১৪ ॥ তেনৈব জাত-
মাত্রেণ রাবো মুক্তো মহাত্মনা। সংবর্তকস্ত মেঘস্ত
তেন লোকা জড়ীকৃতাঃ ॥ ১৫ ॥ শ্রুত্বা তন্নর্দিতঃ
ঘোরঃ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। নাম চক্রে তদা তস্ত
মেঘনাদো ভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥ এবংনামা কৃতঃ সোহপি
পরমঃ ব্রতমাস্থিতঃ। তোষয়ামাস দেবেশমুমমা সহ
শঙ্করম্ ॥ ১৭ ॥ ব্রতৈর্নিয়মদানৈশ্চ হোমজাপ্য-
বিধানতঃ। কচ্ছুচান্নায়নৈর্নিত্যং কৃশং কুশল্ কলে-
বরম্ ॥ ১৮ ॥ এবমস্তদিনে তাত কৈলাসঃ ধরণী-
ধরম্। গতা লিঙ্গদ্বয়ং গৃহ প্রস্থিতো দক্ষিণামুখঃ ॥
১৯ ॥ নর্মদাতটমাশ্রিত্য স্নাতুকামো মহাবলঃ।
নিষ্কিপ্য পূজয়ন্ দেবং কৃতজাপো নরেশ্বর ॥ ২০ ॥
তত্রায়তনবাসেন স্নাতো হতহতাশনঃ। কৃতকৃত্য-
মিবাত্মানং মানসিহা নিশাচরঃ ॥ ২১ ॥ গন্তুকামঃ
পরং মার্গং লক্ষ্যাং নৃপসত্তম। একমুদরতো লিঙ্গং

করিতে লাগিল। হে ভারত! অনন্তর কিয়দিন
অতীত হইলে মন্দোদরীর উদরে লোকরাবণ
রাবণের এক তনয় জন্মিল। রাবণ এই তনয় দ্বারা
তনয়বান্দিগের অগ্রণী হইয়াছিল। এই মহাশয়
তনয় জন্মবামাত্র সংবর্তক মেঘের স্তায় ভয়াবহ
রাব করিয়াছিল, সেই ঘোর রাবে তখন জগদ-
বাসী লোক সকল জড়ীকৃত হইয়াছিল। তৎ-
কালে লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই ভীষণ নাদ
শব্দে তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন যে, এই
তনয় মেঘনাদ হইবে। অনন্তর মেঘনাদ ব্রত,
নিয়ম, দান, জপ, হোম প্রভৃতি পরম ব্রত, ধারণ
করিয়া সতত কচ্ছু চান্নায়নাদ দ্বারা শরীর শোধন
করত উমার সহিত শঙ্করের সন্তোষ সাধন
করিয়াছিল। হে তাত! ইন্দ্রজিৎ এইরূপে
ভূপশ্চরণ করিয়া একদা কৈলাসদেশে উপনীত হয়
এবং তথা হইতে লিঙ্গদ্বয় গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাপথে
প্রস্থান করে। অনন্তর মহাবল মেঘনাদ স্নানার্থ
নর্মদাতীরে গমন করিয়া তীরভূমে লিঙ্গদ্বয়
নিষ্কেপপূর্বক ভগবান দেবদেবের পূজা ও মন্ত্র
জপ করিল। হে নরেশ! নিশাচর ইন্দ্রজিৎ
তত্রত্যা আয়তনে বান, নন্দনানীরে অবগাহন এবং
হতাশনে আত্মা প্রদান করিয়া আপনাকে যেন
কৃতকৃত্য মনে করত উত্তম পথে লক্ষ্যনগরীতে
গমন করিল। হে নৃপসত্তম! ভক্তিমান প্রণত
দশাননতনয় মেঘনাদ লক্ষ্যনগরীতে গমন কালে

প্রণতঃ সব্যপাণিনা ॥ ২২ ॥ দ্বিতীয়ং তু দ্বিতীয়েন
ভক্ত্যা পৌলস্ত্যনন্দনঃ। ভাবদেব মহালিঙ্গং পতিতঃ
নর্মদান্তসি ॥ ২৩ ॥ যাহিযাহীতি চেতুর্কা জলমধ্যে
প্রতিষ্ঠিতঃ। নমিত্বা রাবণিস্তস্ত দেবস্ত পরমেষ্ঠিনঃ ॥
২৪ ॥ জগামাকাশমাবিশ্ণু পূজ্যমানো নিশাচরৈঃ।
তদাপ্রভৃতি ততীর্থং মেঘনাদেতি বিজ্ঞতম্ ॥ ২৫ ॥
পূর্ষং তু গর্জ্জনং নাম সর্বপাপক্ষয়করম্। তস্মিৎ-
স্তীর্থে তু রাজেন্দ্র যন্ত স্নানং সমাচরেৎ ॥ ২৬ ॥
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা অশ্বমেধকলং লভেৎ।
পিণ্ডদানস্ত যঃ কুর্ধ্যাতস্মিৎস্তীর্থে নরাধিপ ॥ ২৭ ॥
যৎকলং সত্ৰযজ্ঞেন তদ্ববেদ্বিত্যং সংশয়ঃ। তেন
দ্বাদশবার্ষিকি পিতরঃ সম্প্রতাপ্তাঃ ॥ ২৮ ॥ যন্ত
ভোজয়তে বিপ্রং ষড়্ভুসারেন ভারত। অক্ষয়ং
পুণ্যমাপ্নোতি তত্র তীর্থে নরোত্তম ॥ ২৯ ॥
প্রাণত্যাগং তু যঃ কুর্ধ্যাত্তাবিতো ভাবিতাত্মনা।
স বসেচ্ছাক্ষরে লোকে যাবদাভূতসম্প্রবম্ ॥ ৩০ ॥
এস্য তে নরশার্দূল গর্জ্জনোৎপত্তিকৃতম্। কথিতা
শ্বেহবন্ধেন সর্বপাপক্ষয়করী ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে মেঘনাদভীর্ষমাহাত্ম্যাবর্ণনং

নাম পঞ্চত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

সেই লিঙ্গদ্বয়ের একটি বাম ও অপরটি দক্ষিণ
করে ধারণ করিয়া গমনে উদ্যত হইয়াছিল। সে
যেমন করদ্বয়ে উভয় লিঙ্গ ধারণ করিল, অমনি
সেই মহালিঙ্গ নর্মদাজলে পতিত হইল এবং
“যাও যাও” এইরূপ বারদ্বয় উচ্চারণ করিয়া জল
মধ্যেই অবস্থান করিল। তখন রাবণনন্দন
মেঘনাদও পরমেষ্ঠী দেবশেখে প্রণাম করিল এবং
নিশাচরগণ কর্তৃক সংকৃত হইয়া আকাশ-
পথে প্রস্থান করিল। হে রাজেন্দ্র! পূর্বে এই
সর্বপাপক্ষয়কর তীর্থের নাম ছিল; গর্জ্জন—তারপর
উহা মেঘনাদভীর্ষ নামে বিজ্ঞত হইয়াছে। অহোরাত্র
বাস করিয়া যে নর মেঘনাদভীর্ষে স্নান করে, তাহার
অশ্বমেধকললাভ হয়। হে নরাধিপ! যে নর
পিণ্ডদান করে, তাহার অগ্নি যাগকল লাভ হইয়া
থাকে এবং তাহার পিতৃগণ দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তিপ্রাপ্ত
হইয়া থাকেন, সংশয় নাই। হে ভারত! মেঘনাদ
ভীর্ষে যে নর ষড়্ভুবিধরমে ব্রাহ্মণ ভোজন করায়,
তাহার অক্ষয় পুণ্য হয়। হে নরোত্তম! যে
ভাবিতাত্ম মানব তদুগতচিত্তে মেঘনাদভীর্ষে প্রাণ
পারিত্যাগ করে, পুনঃপ্রলয়কাল পর্যন্ত তাহার
শঙ্করলোকে বাস হয়। হে নরশার্দূল! তোমার

ষট্‌ত্রিংশে অধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । তনো গচ্ছত রাজেন্দ্র দাক্ষ ।
তীর্থমমুত্তমম্ । দাক্ষকো যত্র সংসিক ইন্দ্রস্ত দায়িতঃ
পুরা ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । দাক্ষকেন কথং তাত
তপশ্চীর্ণং পুরানম্ । বিধানং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বৎ-
সকাশাদ্বিজ্ঞোত্তম ॥ ২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । হস্ত
তে কথয়িস্যামি বিচিত্রং যৎপুরাতনম্ । বৃত্তং স্বর্গ-
সভামধো ঋসীণাং ভাবিতান্বনাম ॥ ৩ ॥ স্মৃতৌ
বজ্রধরশ্চেষ্টৌ মাতলিনাম নামতঃ । স পুত্রং শপ্ত-
বান্ পুষ্কং কশ্ম্মশ্চিৎ কারণান্তরে ॥ ৪ ॥ শাপাহতো
বেপমান ইন্দ্রস্ত চরণো শুভৌ । প্রপীড্য মুর্দ্ধা
দেবেশং বিজ্ঞাপয়তি ভারত ॥ ৫ ॥ তম্বাচাভিশপ্তং
চাপ্যানাথঞ্চ সুরেশ্বরঃ । কশ্ম্মণা কেন শাপস্ত ঘোর-
শাস্তো ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥ নশ্মদাতটমাশ্রিত্য তোম-
প্রতি মেহবান্ হইয়া এই আমি সৰ্ব্বপাপক্ষয়করী
গর্জনোৎপত্তি কীর্তন করিলাম । ১২—৩১ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
অমুত্তম দাক্ষকতীর্থে গমন করিবে, পুষ্ককালে
ইন্দ্রের প্রিয় দাক্ষক এই তীর্থে সিদ্ধিলাভ করিয়া-
ছিলেন । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে অ-
নন্দেরাজ ! পুরাকালে দাক্ষক কিজন্ত তপশ্চরণ করিয়া-
ছিল ? হে দ্বিজসত্তম ! আপনার নিকট দাক্ষকতীর্থের
বিধান জানিবার জন্ত আমার অভিলাষ হইতেছে ।
মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—রাজন্ ! এ বিনয়ে
পুরাতন বিচিত্র কথা তোমার নিকট কীর্তন
করিতেছি ; স্বর্গসভায় ভাবিতায়া মুনিগণের
সমক্ষেই এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল । মাতলি-
নামক শ্রেষ্ঠ সূত বজ্রধরের বড়ই প্রিয়পাত্র ছিলেন,
তিনি কোন কারণ বশত পুরাকালে নিজতনয়কে
অভিশপ্ত করেন । মাতলিতনয় শাপহত হইয়া
কম্পিতকলেবরে সুররাজের মনোহর চরণদ্বয়
মস্তকে ধারণ করিয়া মাতলিপ্রদত্ত অভিশাপবাণী
জ্ঞাপন করিলেন । হে ভারত ! অনন্তর সুরেশ্বর
অভিশপ্ত অনন্দেরাজ মাতলিতনয়কে কহিলেন,—যে কশ্ম্ম-
দ্বারা তোমার এই ভীষণ শাপের অবসান হইবে,
বলিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি নশ্মদাতটের আশ্রয়

যন্ বৈ মহেশ্বরম্ । তিষ্ঠ যাবদযুগান্তঃ পুনর্জন্ম
হবাম্যসি ॥ ৭ ॥ পুনর্ভূত্বা তু পুত্ৰঃ দাক্ষকো নাম
বিশ্রুতঃ । সংসেব্য পরমং দেবং শঙ্খচন্দ্রগদাধরম্ ॥
৮ ॥ মানুষ্যং ভাবমাপন্নস্ততঃ সিদ্ধিমবাপ্যসি ।
এবমুক্তস্ত দেবেন সহস্রাক্ষেণ ধীমতা ॥ ৯ ॥ প্রণম্য
শিরসা ভূমিমাগতোহসৌ হৃচেতনঃ । নশ্মদাতট-
মাশ্রিত্য কৰ্ষয়ন্নজবিগ্রহম্ ॥ ১০ ॥ ব্রতোপবাস-
সম্বিন্মো জপহোমরতঃ সদা । মহাদেবং মহাত্মানং
বরদং শূলপাণিনম্ ॥ ১১ ॥ ভক্ত্যা তু পরয়া
রাজন্ যাবদাতুতসম্প্রবম্ । অংশাবতরণাদ্বিকোঃ
স্মৃতৌ ভূত্বা মহামতিঃ ॥ ১২ ॥ তোময়ন্ বৈ
জগন্নাথঃ ততো যাতো হি সঙ্গতিম্ ॥ ১৩ ॥ এষ
তৎসমুদ্রবস্তাত দাক্ষকতীর্থস্ত স্মরত । কথিতোহয়ঃ
ময়া পুষ্কং যথা মে শকরোহব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥ ততো
যুধিষ্ঠিরঃ শ্রুত্বা বিস্ময়ং পরমং গতঃ । ভ্রাতৃন্
বিলোকয়ামাস হৃদৈরোমা মুহূৰ্ণুতঃ ॥ ১৫ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয়

নইয়া মহেশ্বরের সন্তোষ সাধন করত যুগান্তকাল
পর্যন্ত তথায় অবস্থান কর, যুগাবসানে তুমি মানুষ্য
জন্মলাভ করিবে । এই মানবদেহে তোমার
নাম হইবে দাক্ষক , তোমার চরিত্র অতি
পুত্র ও প্রখ্যাত হইবে । এই মানুষ্য শরীরে
তুমি শঙ্খ-চন্দ্র-গদাধর দেবের বিষ্ণুর সেবা করি-
ত করিবে । ধীমান সহস্রলোচন এইরূপ
বলিলে মাতলিতনয় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন,
তৎক্ষণাৎ তাঁহার চৈতন্য গুপ্ত হইল । তিনি গিন্ন
মনে ভূমিতলে আগমনপূর্বক নশ্মদাতটের আশ্রয়
নইলেন এবং সতত ব্রত, উপবাস, জপ ও হোম
পরায়ণ হইয়া শরীর কৰ্ষণ করত পুনঃকল্পকাল
পর্যন্ত পরম ভক্তি সহকারে বরদ মহাত্মা মহাদেব
শূলপাণির আরাধনা করিলেন । হে রাজন্ !
অনন্তর বিষ্ণুর অংশ অবতীর্ণ হইলে শাপভঞ্জন
মহামতি মাতলিতনয় সারথ্যকার্য্য করিয়া জগন্নাথের
জ্ঞাপ্তি সাধন করত সঙ্গতি লাভ করিয়াছিলেন ।
১—১৩ হে ভারত ! এই তোমার নিকট দাক্ষকতীর্থের
উদ্ভব-বিবরণ বর্ণন করিলাম ; হে স্মরত ! পুর্বে
শঙ্কর দাক্ষকতীর্থ সম্বন্ধে আমার নিকট অবিকল
এইরূপই বলিয়াছিলেন । মুনি মার্কণ্ডেয়ের মুখে
এই সকল কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরম
বিস্মিত হইলেন, হর্ষভরে মুহূৰ্ণু হইয়া তাঁহার রোমাঞ্চ
হইতে লাগিল, তিনি অমুজগণের দিকে
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । মার্কণ্ডেয় পুনরায় কহি-

উবাচ। তস্মিংস্তীর্থে নরঃ শ্রাদ্ধা বিধিপূৰ্ণং নরেশ্বর।
উপাস্ত সক্ষ্যাং দেবেশমর্চয়েদ্যশ্চ শঙ্করম্ ॥ ১৬ ॥
বেদাভ্যাসঃ তু তত্রৈব যঃ করোতি সমাহিতঃ।
সোহশমেধকলঃ রাজল্লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥
তস্মিংস্তীর্থে তু যো ভক্ত্যা ভোজয়েদ্ভাক্ষণা-
ঞ্চুচিঃ। স তু বিপ্রসহস্রস্ত লভতে কলমুত্তমম্ ॥
১৮ ॥ শ্রানং দানং জপো হোমঃ শ্রাদ্ধাযো দেবতা-
র্চনম্। যৎকৃতং শুদ্ধভাবেন তৎসমস্তং সফলং
তবেৎ ॥ ১৯

ইতি শ্রীশ্বান্দে দাক্ষকতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্টিত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছত রাজেন্দ্র
দেবতীর্থমুত্তমম্। যেন দেবাস্থয়ান্ধংশং শ্রাদ্ধা
সিদ্ধিং পরাং গতাঃ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কথং
তাত সুরাঃ সর্বে দানবৈবলবন্তরৈঃ। নির্জিতাস্তত্র
তীর্থে চ শ্রাদ্ধা সিদ্ধিং পরাং গতাঃ ॥ ২ ॥ মার্কণ্ডেয়
উবাচ। পুরা দৈত্যগণৈরুগ্ধৈর্ভুক্তৈর্বলবন্তরৈঃ।

লেন,—হে নরেশ! যে নর এই দাক্ষক তীর্থে
বিধি-পূৰ্ণক শ্রান করিয়া সক্ষ্যোপাসনা, দেবেশ
শঙ্করের অর্চনা এবং সমাহিত হইয়া বেদাভ্যাস
করে, তাহার অশমেধকল লাভ হয়, সংশয় নাহি।
হে রাজন্! যে শুচি মানব পরম ভক্তি সহকারে
এই তীর্থে ভাক্ষণগণকে ভোজন করায়, তাহার
সহস্র ভাক্ষণভোজনের উত্তমপুণ্য অর্জিত হয়।
অধিক কি, দাক্ষকতীর্থে শ্রান, দান, জপ, হোম,
বেদাধ্যয়ন এবং দেবপূজন প্রভৃতি শুদ্ধভাবে যে
কিছু কৃত হয়, তৎসমস্তই সফল হইয়া থাকে ॥ ১৪-১৯ ॥

ষট্টিত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্! অনন্তর
অনুত্তম দেবতীর্থে গমন করিবে, ত্র্যম্বকশং কোটি
দেবতা এই তীর্থে শ্রান করিয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—
হে তাত! দেবগণ কিরূপে বলীমান দানবদিগের
হস্তে নির্জিত হন ও এই তীর্থে শ্রান করিয়া
পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন? মার্কণ্ডেয় কহি-

ইলো দেবগণৈঃ সার্কঃ স্বরাজ্যাত্যাবিতো নৃপ।
৩। হস্ত্যশ্বরথযানৌঘৈর্নর্দয়িত্বা বক্রধিনীম্। বিধ্বস্তা
ভেজিরে মার্গং প্রহারৈর্জজ্জরীকৃতাঃ ॥ ৪ ॥ জম্বুশু-
নিশুশুশ্চ কৃশাণ্ডকুহকাদিভিঃ। বেপমানাদিতাঃ সর্কে
ব্রক্ষাণমুপভস্থিরে ॥ ৫ ॥ প্রণম্য শিরসা দেবং
ব্রক্ষাণং পরমেষ্ঠিনম্। তদা বিজ্ঞাপয়ামাসুর্দেবা
বহিপুরোগমাঃ ॥ ৬ ॥ পশু পশু মহাভাগ দানবৈঃ
শকলীকৃতাঃ। বিয়োজিতাঃ পুত্রদাতৈরস্বামেব শরণং
গতাঃ ॥ ৮ ॥ পরিভ্রায়স্ব দেবেশ সর্বলোকপিতামহ।
নাচ্য গতিঃ সুরেশান ত্বাং মুক্তা পরমেশ্বর ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মোবাচ। দানবানাং বিঘাতার্থং নশ্বদাতট-
মাস্থিতাঃ। তপঃ কুরুধ্বং স্বস্থাঃ স্ব তপো হি পরমং
বলম্ ॥ ৯ ॥ নাশ্তোপায়ো ন বৈ মজ্জো বিদ্যাতে ন
চ ম ক্রিয়া। যিনা রেবাজলং পুণ্যং সর্বপাপক্ষয়-
করম্ ॥ ১০ ॥ দারিদ্র্যব্যাধিমরণবন্ধনব্যাসনানি চ।
এতানি চৈব পাপস্ত ফলানীতি মতির্মম ॥ ১১ ॥ এবং

লেন,—হে নৃপ! পুরাকালে অতিবল উগ্র অশুর-
গণের করে সবাসব সুরনিকর নির্জিত হইয়া
স্ব স্ব অধিকারচ্যুত হন; অশুরগণ হস্তা, অশ্ব,
রথ ও অন্তান্ত যানবাহন দ্বারা দেববাহিনী
বিমর্দিত করে; দেবগণ বিধ্বস্ত ও প্রহারে জজ্জ-
রীকৃত হইয়া পথে পথে বিচরণ করেন। অন-
ন্তর জম্বু, শুশু, নিশুশু, কৃশাণ্ড ও কুহকাদি দানব
কর্তৃক বিমর্দিত বহিপ্রমুখ দেবগণ কম্পিত-কলে-
বরে পরমেষ্ঠী ব্রক্ষার সদনে গমন করিয়া বিনীত
মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করত নিজ নিজ দশার
কথা নিবেদন করিলেন। দেবগণ বলিলেন,—
হে মহাভাগ! দেখুন, দেখুন, দানবগণ আমা-
দিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে, আমরা পত্নী-পুত্র
পরিভ্রাণ করিয়া আপনার শরণাপন্ন হই-
য়াছি। হে দেবেশ! আপনি অখিল লোকের
পিতামহ! অতএব আমাদেরকে পরিভ্রাণ করুন!
হে সুরেশান! হে পরমেশ্বর! আপান ভিন্ন আমা-
দের আর অন্য গতি নাই। ১—৮। ব্রক্ষা বলিলেন,
—হে দেবগণ! তপস্বাই পরম বল জানিবে,
অতএব দানবদিগের বধের জন্য নশ্বদাতট আশ্রয়-
পূরক তপস্চরণ করিয়া সুস্থ হও; সর্বপাপক্ষয়-
কর পুণ্য রেবানীর ব্যতীত আমি তোমাদের
অন্য কোন উপায়, মজ্জা বা কার্য্যই দেখিতেছি
না। দারিদ্র্য, ব্যাধি, মরণ, বন্ধন, ব্যসন এই
সকলই পাপের পরিণাম ফল, এই সকল জানিয়া

জাহ্ন ততশ্চৈব তপঃ কুরুত হৃদয়ম্ । তথা চৈব
সুখাঃ সৰ্বৈ দেবা হুগ্নিপুৰোগমাঃ ॥ ১২ ॥ তচ্ছ্রুত্বা
বচনং তথ্যং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ । নশ্বদামাগতাঃ
সৰ্বৈ দেবা হুগ্নিপুৰোগমাঃ ॥ ১৩ ॥ চেকুৰ্ভৈ তত্র
বিপুলং তপঃ সিদ্ধিমবাপুৰ্বন । তদাপ্রভৃতি হস্তীর্থ-
দেবতীর্থমুত্তমম্ ॥ ১৪ ॥ গীয়তে ত্রিষু লোকেষু
সৰ্বপাপক্ষয়করম্ । তত্র গহ্বা চ যো মৰ্ত্তো বিধিনা
সংযতেন্দ্ৰিয়ঃ ॥ ১৫ ॥ • জ্ঞানং সমাচরেদুভয়া স
লভেত্যৌক্তিকং কলম্ । যন্ত ভোজয়তে বিপ্রাঃ-
স্তম্মিংশ্তীর্থং নরাধিপ ॥ ১৬ ॥ স লভেৎসুখ্যবিপ্রাণা
কলং সাহস্রিকং নৃপ । তত্র দেবশিলা রম্যা মহা-
পুণ্যবিবৰ্দ্ধিনী ॥ ১৭ ॥ সন্ন্যাসেন যুতা যে তু তেষাং
শ্রাদ্ধক্যা গতিঃ । অগ্নিপ্রবেশং য কুৰ্য্যাত্তম্মিংশ্তীর্থং
নরাধিপ ॥ ১৮ ॥ রুদ্রলোকে বসেন্নাবদ্যাবশ্যভূত-
সম্পদম্ । এবং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতা-
র্চনম্ ॥ ১৯ ॥ শুকৃতং হৃদয়ং বাপি তত্র তীর্থে-
হক্ষয়ং ভবেৎ । এষ তে বিধিরুদ্দিষ্টে উৎপত্তিশ্চৈব
ভারত ॥ ২০ ॥ দেবতীর্থশ্চ নিগিলা যথা বৈ শঙ্করা-

তোমাদের নশ্বদাতীয়ে হৃদয় তপস্শা করাই
আমার মতে শ্রেয় বলিয়া বোধ হইতেছে ।
অনন্তর অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ পরমেশ্বর ব্রহ্মার এই
তথ্যপূর্ণ বাক্য শুনিয়া তাহাই করিলেন,
তাহারা নশ্বদাতীয়ে আগমনপূর্বক বিপুল
তপস্শা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । হে
রাজন! তদবধি সেই অনুত্তম দেবতীর্থ সৰ্ব-
পাপক্ষয়কর বলিয়া ত্রিলোকে গীত হইয়া থাকে ।
যে সংযতেন্দ্ৰিয় মানব দেবতীর্থে গমনপূর্বক
ভক্তিভরে যথাবিধি জ্ঞান করে, তাহার মুক্তি
হয় । হে নরাধিপ! যে নর তথ্য ব্রাহ্মণগণকে
ভোজন করায়, তাহার সহস্রাধিক মুখ্য ব্রাহ্মণ-
ভোজনের পুণ্য হইয়া থাকে । হে নৃপ! দেব-
তীর্থে মহাপুণ্যবিবৰ্দ্ধিনী এক রম্যা দেবশিলা
বিদ্যমান, যাহারা এই শিলায় দেহ বিস্তৃত করিয়া
প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদের অক্ষয়গতি হয় ।
হে নরাধিপ! যে নর দেবতীর্থে অগ্নি মধ্যে প্রবেশ
করে, পুনঃকল্পকাল পর্য্যন্ত তাহার রুদ্রলোকে
বাস হয় । অধিক কি,—জ্ঞান, জপ, হোম, বেদা-
ধ্যয়ন, দেবতার্চন প্রভৃতি শুকৃতই হউক
কিংবা হৃদয়ই হউক এই তীর্থে যে কিছু
কৃত হয়, সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে । হে
ভারত! আমি দেবতীর্থের বিষয় শঙ্করসমীপে

ক্ষুতা । পঠন্তি যে পাপহরং সৰ্বকৃথবিমোচনম্ ॥
২১ ॥ দেবতীর্থশ্চ চরিতং দেবলোকং ব্রজন্তি তে ॥ ২২

ইতি শ্রীকান্দে দেবতীর্থমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নাম
সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছত রাজেন্দ্র গুহা-
বাসীত চোত্তমম্ । যত্র সিদ্ধো মহাদেবো গুহাবাসী
সমার্কুদম্ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । কেন কার্যেণ
ভো তাত মহাদেবো জগদুগুরুঃ । গুহায়ামনয়ং কালং
শুদীৰ্ঘং দ্বিজসত্তম ॥ ২ ॥ এতদ্বিস্তরতঃ সৰ্বং কথয়
মমানঘ । শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং সৰ্বং পরং কোতুহলং হি
মে ॥ ৩ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । সাধু প্রশ্নো মহারাজ
পৃষ্টো যো বৈ স্বয়োত্তমঃ । পুরাণে তিস্তরো হস্ত ন
শক্যো হি মধ্যধনা ॥ ৪ ॥ কথিতং রুদ্রভাবতাদতীতো

যেকপ এবণ করিয়াছিলাম, তীর্থবিধি ও তীর্থের
উৎপত্তি অগ্নি কথাই তোমার নিকট কীৰ্ত্তন
করিলাম । যাহারা সপ্তত্রিংশ-বিমোচন পাপহর
দেবতীর্থচারিত্র কীৰ্ত্তন করে, তাহদের দেবলোকে
গতি হয় । ১—২২ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর
অনুত্তম গুহাবাসী-তীর্থে গমন করিবে । মহাদেব
অৰ্কুদ বৎসর এই গুহায় বাস করিয়া সিদ্ধিলাভ
করিয়াছিলেন । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—
হে দ্বিজসত্তম! কি কার্যের জন্য জগদুগুরু শঙ্কর
এত দীর্ঘকাল গুহাবাসে সময় অতিবাহিত করিয়া-
ছিলেন? হে তাত! এই সকল আমার নিকট
বিস্তররূপে বলুন । হে অনঘ! আমি পরম
কুতুহলাবিত হইয়া এই সকল শুনিতে অভি-
লাষ করিতেছি । মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে
মহারাজ! তুমি অতি উত্তম প্রশ্নই করিয়াছ,
পুরাণে ইহা যেরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে,
আমি তাহা বলিতে সমর্থ নহি । হে তাত!
একে ত আমি রুদ্র হইয়াছি, তারপর এই
ব্যাপার সংঘটিত হইবাব পর বহুকাল

বহুকালিকঃ । সঙ্ক্ষেপাতেন তে তাত কথয়ামি
নিবোধ মে ॥ ৫ ॥ পুরা কৃতযুগে রাজরাসৌদাকবনঃ
মহৎ । নানাক্রমলতাকৌর্ণঃ নানাবল্লুপশোভিতম্ ॥
৬ ॥ সিংহব্যাঘ্রবরাহৈশ্চ গজৈঃ খড়্গনিষেবিতম্ ।
বহুপক্ষিযুতং দিব্যং যথা চৈত্ররথং বনম্ ॥ ৭ ॥ তত্র
কেচিন্মহাপ্রাজ্ঞা বসন্তি সংশিতব্রতাঃ । বসন্তি পরয়া
ভক্ত্যা চতুরাশ্রমভাবিতাঃ ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ
বানপ্রস্থো যতিস্তথা । স্বধর্ম্মনিরতাঃ সর্ব্বৈ বাহুস্তঃ
পরমং পদম্ ॥ ৯ ॥ তাবদ্বসন্তসময়ে কাস্মিংশিৎ
কারণান্তরে । বিমানস্থো মহাদেবো গচ্ছন বৈ হ্যময়া
সহ ॥ ১০ ॥ দদর্শ তোয় আবাসমৃকসামযজুর্নাদিতম্ ।
অলক্ষ্যাগতনির্গম্যঃ সর্ব্বপাপক্ষয়করম্ ॥ ১১ ॥ তং
দৃষ্ট্বা যুদিতা দেবী হর্ষগদগদয়া গিরা । পত্রচ্ছ
দেবদেবেশঃ শশাঙ্ককৃতভূষণম্ ॥ ১২ ॥ দেবীবাচ ।
কস্তায়মাশ্রমো দেব বেদধর্ম্মিনির্নাদিতঃ । যঃ দৃষ্ট্বা

অতীত হইয়াছে । অতএব সংক্ষেপে কীর্ত্তন
করিতেছি, শ্রবণ কর । হে রাজন্ ! পূর্বে সত্য-
যুগে দাকবন নামে এক মহারণ্য ছিল । এই দাক-
বন বিবিধ তরু-লতা-সমাকৌর্ণ ও বিবিধ বল্লী দ্বারা
উপশোভিত । সিংহ, শাব্দীন, শকর, গজ

তার প্রভৃতি শিশু জন্তুগণ এই বনের সেবা
করিত, অধিক কি, বহু বিহগপরিবৃত এই দিব্য
দাকবন চৈত্ররথ কাননের শোভা ধারণ করিয়া-
ছিল । দাকবনে সংশিতব্রত মহাপ্রাজ্ঞ বিপ্রগণ
বাস করেন । তাঁহারা পরম ভক্তিসহকারে ব্রহ্মচারী,
গৃহী, বাণপ্রস্থ ও যতি এই আশ্রমচতুষ্টয়ের বিহিত
কর্ম্ম সকল পালন এবং সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত
থাকিয়া পরমপদ কামনা করিয়া থাকেন । একদা
কোন কারণ বশতঃ বসন্তসময়ে শকর উমার সহিত
বিমানারোহণে এই বনমধ্য দিয়া গমন করিতে-
ছিলেন, সহসা সর্ব্বপাপহর ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ-
ধর্ম্মনি তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল; তচ্ছবণে
তাঁহারা সেই ধর্ম্মনির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে
দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিলেন, দেখিলেন,—জলমধ্য হইতে
সেই বেদধর্ম্মনি উখিত হইতেছে; কিন্তু কোন্ স্থান
হইতে যে সেই ধর্ম্মনি নির্গত হইতেছে, আর কোথায়
গিয়া মিশতেছে, এ সকল তাঁহাদের লক্ষ্যভূত
হইল না । তদদর্শনে দেবী উমা যুদাষিতা হইয়া
হর্ষগদগদ বাক্যে দেবদেব শশাঙ্কভূষণ শকরকে
জিজ্ঞাসা করিলেন । দেবী বলিলেন,—হে দেব !
বেদধর্ম্মিনির্নাদিত এই আশ্রম কাহার ? এই

ক্ষুৎপিপাসাদৈর্যঃ শ্রমৈশ্চ পরিশ্রীযতে ॥ ১৩ ॥ মহেশ্বর
উবাচ । কিং ত্বয়া ন ঋতং দেবি মহাদাকবনং
মহৎ । বহুবিপ্রজনো যত্র গৃহধর্ম্মেণ বর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥
অত্র যঃ শ্রীজনঃ কশ্চিদ্ভক্তশ্চরণে রতঃ । নাশ্তো
দেবো ন বৈ ধর্ম্মো জায়তে শৈলনন্দিনি ॥ ১৫ ॥
এতচ্ছূয়া পরং বাক্যং দেবদেবেন ভাষিতম্ ॥
কৌতুহলসমাবিষ্টা শকরং পুনরব্রবীৎ ॥ ১৬ ॥ যযোক্তঃ
মহাদেব পতিধর্ম্মরতাঃ স্ত্রিয়ঃ । তাসাং ত্বং মদনো
ভূয়া চারিত্রং ক্ষোভয় প্রভো ॥ ১৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
যযোক্তঃ চ বচনং ন হি মে রোচতে প্রিয়ে । ব্রাহ্মণা
হি মহদ্ভুতং ন চৈবাং বিপ্রিয়ং চরেৎ ॥ ১৮ ॥ মন্ত্রা-
প্রহরণা বিপ্রাশ্চক্রপ্রহরণো হরিঃ । চক্রাৎ ক্রুরতরো
মন্ত্রাস্তম্বাধিপ্রং ন কোপয়েৎ ॥ ১৯ ॥ ন তে
দেবা ন তে লোকা ন তে নাগা ন চানুরাঃ ।
দৃশ্যন্তে ত্রিষু লোকেষু যে তৈর্দৃষ্টৈর্ন নাশিতাঃ ॥ ২০ ॥
তেষাং মোক্ষস্তথা স্বর্গো ভূমিস্মর্ত্ত্যে কলানি চ ।

আশ্রম দর্শনে ক্ষুৎপিপাসাদি-শ্রম অপনোদিত হয় ।
মহেশ্বর উত্তর করিলেন,—হে দেবি ! তুমি কি এই
মহা দাকবনের নাম শ্রবণ কর নাই ? এই দাকবনে
অনেক বিপ্র গৃহধর্ম্মে রত হইয়া বাস করেন ।
হে শৈলমুতে ! অত্রত্য রমণীগণ কেবল পতি-
শুশ্রূষায় রত থাকেন, তাঁহারা পতি ব্যতীত অন্য
কোন দেব কিংবা ধর্ম্ম জানেন না । দেবী উমা
মহেশ্বর এবং বিধ পরম বাক্য শ্রবণ করিয়া কুতুহল-
বশে পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে
মহাদেব ! আপনি পতিধর্ম্মরতা যে সকল রমণীর
কথা कहিলেন, হে প্রভো ! আপনি মদন হইয়া
তাঁহাদের চরিত্র ক্ষোভিত করুন । ১—১৭ । ঈশ্বর
উত্তর করিলেন,—হে প্রিয়ে ! তুমি যাহা বলিলে, ইহা
আমার ক্রাণ্ডকর নহে; কেননা, ব্রাহ্মণগণ সকলের
শ্রদ্ধা; অতএব তাঁহাদের বিপ্রিয় আচরণ কর্তব্য
নহে । দেখ, বিপ্রগণের কোষঃ অস্ত্র, আর হরির
অস্ত্র চক্র; কিন্তু হরির চক্র অপেক্ষা বিপ্রগণের
কোপই ক্রুরতর; অতএব কদাচ ব্রহ্মগণকে
কোপিত করা উচিত হয় না । বিশেষতঃ ত্রিলোক
মধ্যে এমন কোন দেব, মানব, নাগ বা অনুর দর্শন
করি না, যাহারা তাঁহাদের কোপদৃষ্টিতে বিনষ্ট হয়
নাই । মহাভাগ ব্রাহ্মণগণই ক্ষীণতলে দেবতা-
স্বরূপ, মর্ত্যভূমে ভূদেব ব্রাহ্মণগণ যাহাদের প্রতি
দ্রীত হন, তাঁহাদেরই মোক্ষফল লাভ হয়, আর
তাঁহারা এই ভূমিতলকে স্বর্গ বলিয়া মনে করে ।

যেষাং তুষ্টা মহাভাগা ব্রাহ্মণাঃ ক্রিতিদেবতাঃ ॥ ২১ ॥
 এবং জাহ্নবী মহাভাগে অসদ্গ্রাহং পরিত্যজ । তত্র
 লোকে বিকঙ্কং বৈ কুপ্যন্তে যেন বৈ দ্বিজাঃ ॥ ২২ ॥
 দেববাচ । নাহং তে দয়িতা দেব নাহং তে
 বশবর্তিনী । অকৃদ্বাঘচ্চ বৈ তাসাং মানঃ সুর-
 স্পৃজিতম্ ॥ ২৩ ॥ লোকালোকে মহাদেব অশকাং
 নাস্তি তে প্রভো । ক্রিয়তাঃ মম চৈবৈকমেতৎ কায়াং
 সুরোত্তম ॥ ২৪ ॥ এবমুক্তো মহাদেবো দেব্যা
 বাক্যহিতে রতঃ । কৃদ্বা কাপালিকং রূপং যযৌ
 দাক্ষবনং প্রতি ॥ ২৫ ॥ মহাহিতজটাজুটং নিয়ম্য
 শশিভূষণম্ । কণ্ঠজাগং পরং কৃদ্বা ধারয়ন কণ-
 কুণ্ডলে ॥ ২৬ ॥ ব্যাঘ্রচম্পপরাধানো মেখলাহার-
 ভূষিতঃ । নৃপুরুষানিন্দোষৈঃ কম্পয়ন্ বৈ বসু-
 ক্ষরাম্ ॥ ২৭ ॥ মহানৃকজটামালী ক্রুতিভস্মানুলেপনঃ ।
 কৃদ্বা হস্তে কপালং তু ব্রহ্মগণচ্চ মহাঘ্ননঃ ॥ ২৮ ॥
 মহাডমকৃষোসেণ কম্পয়ন্ বৈ বসুক্ষরাম্ । প্রভাতসময়ে
 প্রাপ্তো মহাদাক্ষবনং প্রতি ॥ ২৯ ॥ তাবৎ পুণ্যজনঃ
 সঙ্গপুষ্পপত্রফলার্থিকঃ । নির্গতো বহুভিঃ সার্কং

হে মহাভাগ! যাহাতে দ্বিজগণ কুপিত হন,
 ত্রিলোকে তাহাকেই বিকঙ্ক ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।
 অতএব এই সকল জানিয়া শুনিয়া তোমার এই
 অসৎ আগ্রহ পরিত্যাগ কর। দেবী বলিলেন,—
 হে দেব। বুঝিলাম আমি আপনার দয়িতা নহি,
 যদি আপনি সেই রমণীগণের সুরপূজিত মান কলু-
 সিত না করেন, তবে আমি আপনার বশে থাকিব
 না। হে মহাদেব! লোকালোকে আপনার
 অসাধ্য কিছুই নাই, হে প্রভো! হে সুরসত্তম!
 আপনি অবশ্যই আমার এই একটা অনুরোধ রক্ষা
 করুন। দেবীর এবং বিধ বাক্য শ্রবণে তাঁহার
 হিতসাধনে মহাদেবের মতি হইল। তিনি কাপালিক
 রূপ ধারণপূর্ব্বক দাক্ষবনে গমন করিলেন। মহা-
 দেব মস্তকস্থিত মহা অহির ন্যায় জটাজুট সংযত
 করিয়া কণ্ঠে শশিভূষণ এবং কণ্ঠগুণ্ডলে কুণ্ডল ধারণ
 করিলেন। অনন্তর ব্যাঘ্রাজিন পরিধান করিয়া
 মেখলা ও হারদ্বারা ভূষিত হইলেন; তাঁহার
 চরণের নৃপুরুষানিতে বসুন্ধরা কম্পিত হইল।
 তিনি জটাজুট উদ্ধগ করিয়া কবরীর ন্যায় বন্ধন
 করত ভস্ম ও অলুলেপনে ভূষিত হইলেন। অনন্তর
 মহাত্মা ব্রহ্মার কপাল করে লইয়া মহাডমকরবে
 ক্রিতিতল কম্পিত করত প্রভাত সময়ে সেই মহা-
 দাক্ষবনে উপনীত হইলেন। তৎকালে তত্রত্য

পবমানঃ সমস্ততঃ ॥ ৩০ ॥ তদৃষ্টা মহাদাক্ষর্য্যং রূপং
 দেবস্ত ভারত । যুবতীনাং মনস্তাসাং কামেন কলুষী-
 কৃতম্ ॥ ৩১ ॥ শোভনং পুরুষং দৃষ্টা সর্বা অপি
 বরাঙ্গনাঃ । ক্রোদভাবং ততো জগ্মুর্মদা দাক্ষবন-
 স্থিতঃ ॥ ৩২ ॥ বিকারা বহুবস্তাসাং দেবং দৃষ্টা মহা-
 দৃতম্ । সঞ্জাতা বিপ্রপত্নীনাং তদা তাসু নরোত্তম ॥
 ৩৩ ॥ পরিধানং ন জানন্তি কাশ্চিদৃষ্টা বরাঙ্গনাঃ ।
 উত্তরীযং তথা চাত্মা মহামোহসমব্রিতাঃ ॥ ৩৪ ॥
 কেশভারপরিভ্রষ্টা কাচিদেবাসনোথিতা । দাতুকামা
 তদা ভৈক্ষ্যঃ চেষ্টিতুং নৈব চাশকুৎ ॥ ৩৫ ॥ কাচি-
 দৃষ্টা মহাদেবং রূপযৌবনগর্ব্বিতা । উৎসঙ্গে সংস্থিতঃ
 বালং বিস্মৃতা পার্শ্বিতুং স্তনম্ ॥ ৩৬ ॥ কামবাণহতা
 চাত্মা বাহুভ্যাং পীড্যাস্তনো । নিঃশ্বসন্তী তদা
 চোক্ষুঃ ন কিঞ্চিৎ প্রতিজগ্নতি ॥ ৩৭ ॥ এবং
 সঙ্কোভ্য তং সঙ্গং স্ত্রীজনং পরমেশ্বরঃ । জগাম
 তত্র বৈ তাসাং ক্ষোভং কৃদ্বা মহাদৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

পুণ্যাত্মা জনগণ বহু অনুচর সহচর সহ পত্র, পুষ্প ও
 ফলাখী হইয়া বহির্গমন করিয়াছিলেন। বসন্তের
 প্রভাতবায় চারিদিকে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে-
 ছিল। মহাদেব তখন সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন।
 হে ভারত! তখন মহাদেবের মহাশর্য্যরূপ
 দর্শনে যুবতী কামিনীগণের মন কাম-
 কলুষিত হইল। সেই শোভমান পুরুষবরকে দর্শন
 করত দাক্ষবনবাসিনী বরাঙ্গনাগণ মুদারিত্তা হইয়া
 ক্রোদভাব প্রাপ্ত হইলেন। হে নরোত্তম! মহাদৃত
 দেবদেবের দর্শনে দ্বজপত্নীগণের বিবিধ বিকার-
 ভাব সমুদ্ভূত হইল। ৩৮—৩৩। কোন কোন বরা-
 ঙ্গনা তাহাকে দেখিয়া বসন পরিধানে বিস্মৃতা
 হইলেন, কোন কোন রমণী মহামোহে অভিভূতা
 হইয়া উত্তরীযের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেন না, কেহ
 কেহ আনুগায় বেষণে আসন হইতে উথিতা
 হইয়া তাহাকে ভৈক্ষ্যদানে অভিলাষ করিলেন;
 কিন্তু গুরু হইতে ভৈক্ষ্য বস্তু আনয়ন করিতে সমর্থ
 হইলেন না। রূপযৌবনগর্ব্বিতা কোন যুবতী
 মহাদেবকে দর্শন করিয়া ক্রোড়ে শয়ান শিশুকে
 স্তন্যপানে বিস্মৃতা হইলেন। আবার কামবাণা-
 হতা কোন রমণী বাহু দ্বারা স্বীয় পীবর পয়োধর
 নিপীড়ন করিতে লাগিলেন; করপীড়নে তাঁহার
 পয়োধর হইতে উষ্ণ স্তন্য ক্ষরিত হইতে লাগিল;
 কিন্তু তাহার মুখ হইতে আর বাক্য নিঃসৃত
 হইল না। মহেশ্বর এইরূপে দাক্ষবনবাসিনী
 বিপ্রপত্নীগণকে সংকোভিত করিয়া উমাপ্রার্থিত

ত্রিভুজো ব্রাহ্মণাঃ সৰ্বে ভূমিহা কাননং মহৎ ।
আগতাঃ স্বগৃহে দারান্ দদৃশুঃ হতৌজসঃ । ৩৯ ।
যাসাং পূৰ্বতরা ভক্তিঃ পাতিত্বো পতীন্ প্রতি ।
চলিতাস্তা বিদিত্বাণ্ড নির্জগুর্দ্বিজসত্তমাঃ । ৪০ । সং-
বিদং পরমাং কৃতা জাহা দেবং মহেশ্বরম্ । কোভ
মিহা মনস্তাসাং ততশ্চাদর্শনং গতম্ । ৪১ । ক্রোধা-
বিষ্টো দ্বিজঃ কশ্চিদগুদ্যদ্যম্য ধাবতি । কল্মাষযষ্টি-
মন্ত্রে চ তথাস্তে দর্ভমুষ্টিকাম্ । ৪২ । ইতশ্চেতশ্চ
তে সৰ্বে ভূমিহা কাননং নৃপ । একীভূত্বা মহা-
আনো ব্যাজহুঃ কৃষা গিরম্ । ৪৩ । যদিদং চ
হতং কিঞ্চিৎ গুরুবস্ত্রোবিতা যদি । তেন সত্যেন
দেবস্ত নিষ্কং পততু চোত্তমম্ । ৪৪ । আশ্রমা-
দাশ্রমং সৰ্বে ন ত্যজামো বিধিক্রমাৎ । তেন
সত্যেন দেবস্ত নিষ্কং পততু ভূতলে । ৪৫ । এবং

মহাভূত কার্য সম্পন্ন করত পুনরায় উমাসমীপে
গমন করিলেন । এদিকে তখন দ্বিজগণ সেই
মহাবন ভ্রমণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক
দেখিলেন,—তঁাহাদের পত্নীগণের ভেজোহানি
হইয়াছে । পূর্বে যাহারা পতির প্রতি একান্ত ভক্তি-
মতী ছিলেন, তঁাহারা—অদ্য কাননভ্রমণান্তে স্বামী
গৃহে আসিয়াছেন, দেখিয়াও সম্ভাষণ করিলেন না ।
অনন্তর তঁাহারা জ্ঞানপ্রভাবে সকলই জানিতে
পারিলেন । তঁাহারা দিবাক্রানে দর্শন করিলেন,—
মহাদেব মদনবেশে বিপ্রপত্নীগণের মন সংকোভিত
করিয়া অন্তর্দান করিয়াছেন । হে নৃপ ! দেব-
দেবের এই ব্যাপার বুঝিয়া বিপ্রগণ কুপিত হই-
লেন এবং কেহ দণ্ড উত্তোলন করিয়া, কেহ কল্মাষ-
যষ্টি করে লইয়া ও কেহ বা কুশমুষ্টি গ্রহণ করত
সেই মহাবন মধ্যে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইলেন ।
সেই সকল মহাত্মা দ্বিজ দেবদেবের দর্শন না
পাইয়া সকলেই একত্র মিলিত হইলেন
এবং রোষপরবশ হইয়া সকলেই একবাক্যে
বলিয়া উঠিলেন,—“যদি আমরা যথাবিধি হতা-
শনে আর্হত প্রদান করিয়া থাকি, আর গুরুগণ
যদি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে
এই সত্যে দেবদেবের উত্তম নিষ্ক পতিত হউক ।
যদি কখনও আমাদের আশ্রমাবধির ক্রমলঙ্ঘন
না হইয়া থাকে, আর যদি যথাক্রমে আমরা এক
আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া থাকি,
তবে এই সত্যে দেবদেবের নিষ্ক ভূতলে পতিত
হউক ।” সত্যপ্রভাব-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের মুখ

সত্যপ্রভাবেণ ত্রিক্রেনে বিজগ্ননাম্ । শিবস্ত
পশুভো নিষ্কং পতিতং ধরণীতলে । ৪৬ । হাহা-
কারো মহানাসৌল্লোল্যলোকেহপি ভারত । দেবস্ত
পতিতে নিষ্কে জগতশ্চ মহাক্ষয়ে । ৪৭ । পত-
মানস্ত নিষ্কস্ত শব্দোহভূচ্চ সুদারুণঃ । উদ্ধাপাতা
দিশাং দাহা ভূমিকম্পাশ্চ দারুণাঃ । ৪৮ । পতন্তি
পর্বতাগাণি শোষণং যান্তি চ সাগরাঃ । দেবস্ত
পতিতে নিষ্কে দেবা বিমনসোহভবন । ৪৯ ।
সমেতা সহিতাঃ সৰ্বে ব্রাহ্মণাঃ পরমেষ্ঠিনম্ । কৃতা-
ঞ্জলিপুটাঃ সৰ্বে স্তবন্তি বিবিধৈঃ স্তবৈঃ । ৫০ ।
ততস্তষ্টৌ জগন্নাথশ্চতুর্দশদনপঙ্কজঃ । আর্হতান্ গ্রাহ
সুরান্ সমান মা বিবাদং গমিষ্যথ । ৫১ । ব্রহ্মা-
শাপাভিভূতোহসৌ দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ । তুষ্টৈ-
শ্চৈশ্চপসা যুভৈঃ পুনর্মোক্ষং গমিষ্যতি । ৫২ ।
এতচ্ছ্রুত্বা যযুদেবা যথাগতমরিন্দম । ভাবয়িত্বা
ততঃ সৰ্বে মুনয়শ্চৈব ভারত । ৫৩ । বিশ্বামিত্র-
বশিষ্ঠাদ্যা জাবালিরথ কশ্চপঃ । সমেতা সহিতাঃ
সৰ্বে তমুচ্ছিন্নপূরাস্তকম্ । ৫৪ । ব্রহ্মতেজো হি

হইতে এই সকল বাক্য বারতয় উচ্চারিত হইলে,
অমনিই দেখিতে দেখিতে শিবের নিষ্ক ভূতলে
পতিত হইল । হে ভারত ! শূলপাণির নিষ্ক ভূতলে
পতিত হইলে লোকালোক পর্যাস্ত সমগ্র জগন্মণ্ডলে
হাহাকার রব উঠিল । সঙ্কে সঙ্কে জগৎ ক্ষয় প্রাপ্ত
হইল । তঁাহার সেই পতমান নিষ্ক হইতে দারুণ
শব্দ উখিত হইল, সঙ্কে সঙ্কে উদ্ধাপাত, দিগ্‌দাহ
ও দারুণ ভূমিকম্প প্রভৃতি বিবিধ উৎপাত উৎ-
পতিত হইতে লাগিল । অনন্তর ক্রমে গিরিশিখর
পতিত ও সমুদ্রসাগর পর্যাস্ত শুষ্ক হইয়া গেল ।
অনন্তর শূলপাণির নিষ্কপতনে সুরগণ বিমনা
হইলেন এবং সকলেই একত্র সমবেত হইয়া
পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্বক করজোড় বিবিধ
স্ততিবাক্যে তঁাহাকে প্রসন্ন করিলেন । ৩৪—৫০ ।
অনন্তর চতুরানন জগৎপতি ব্রহ্মা আর্হত সুর-
গণকে কহিলেন—আপনারা বিষন্ন হইবেন না,
দেবদেব ত্রিলোচন ব্রহ্মশাপে অভিভূত হইয়া-
ছেন; সেই তপোযুক্ত দ্বিজগণ পরিতুষ্ট
হইলেই শঙ্করের পুনরায় শাপমোক্ষ হইবে ।
হে অরিন্দম ! অনন্তর সুরগণ ব্রহ্মার বাক্যে
আশ্বস্ত হইলেন এবং মুনিগণকে শঙ্করের উদ্-
বোধনার্থ নিযুক্ত করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করি-
লেন । হে ভারত ! তদনন্তর বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ,

বলবদ্ধিজানাং হি সুরেশ্বর । কাস্তিযুক্তপশুপ্তা
ভবিষ্যসি গতক্রমঃ ॥ ৫৫ ॥ যতঃ কোতাদৃশীণাঞ্চ
তদেবং লিঙ্গমুত্তমম্ । পতিতঃ তে মহাদেব ন তৎ
পূজ্যঃ ভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥ ন তচ্ছ্রেয়োহগ্নিহোত্রেণ
নাগ্নিষ্টোমেণ লভ্যতে । প্রাপ্নুবন্তি চ যচ্ছ্রেয়ো
মানবা লিঙ্গপূজনে ॥ ৫৭ ॥ দেবদানবযক্ষাণাং
গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্ । বচনেন তু বিপ্রাণামেতৎ
পূজ্যঃ ভবিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুচন্দ্রাণামেতৎ
পূজ্যঃ ভবিষ্যতি । যৎকলং তব লিঙ্গস্য
ইহ লোকে পরত্র চ ॥ ৫৯ ॥ এবমুক্তো জগ-
ন্নাথঃ প্রণিপত্য দ্বিজোত্তমান্ । মুদা পরময়া
যুক্তঃ কৃতাজলিরভাষত ॥ ৬০ ॥ ব্রাহ্মণা জঙ্গমঃ
তীর্থং নির্জলং সার্বকামিকম্ । যেনাং বাক্যো-
দকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনো জনাঃ ॥ ৬১ ॥ ন
তৎক্ষেত্রং ন তন্তীর্ষ্ম্বরং পুঙ্করাণি চ । ব্রাহ্মণে
মহ্যমুৎপাদ্য যত্র গহা স শুধ্যতি ॥ ৬২ ॥ ন
তচ্ছাস্ত্রং যত্র বিপ্রপ্রণীতং ন তদানং যত্র বিপ্রপ্রদেয়ম্ ।

জাবালি ও কশ্যপাদি ঋষিগণ সমবেত হইয়া
ত্রিপুরাস্তকের সমীপে গমনপূর্বক কহিলেন,—হে
সুরেশ! দ্বিজগণের ব্রহ্মতেজই বলবৎ আপনি
এক্শে কাস্তিযুক্ত তপস্যা দ্বারা আপনার এই
লিঙ্গপতন-ক্লেশ দূর করুন। হে মহাদেব!
ঋষিগণের রোষবশত আপনার এই লিঙ্গ পতিত
হইয়াছে, অতএব ইহা পূজ্য হইবে না। কিন্তু
মানবগণ আপনার লিঙ্গ পূজা করিয়া যে শ্রেয়ো
লাভ করে, অগ্নিহোত্র কিংবা অগ্নিষ্টোমেও তাদৃশ
কুশল লাভ হয় না। দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব,
উরগ ও রাক্ষসগণ ব্রাহ্মণদিগের আদেশ অনু-
সারে লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন; ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্র
চন্দ্র প্রভৃতিও আপনার এই লিঙ্গের পূজা করেন;
অধিক কি, ইহাপর উভয় লোকেই আপনার এই
লিঙ্গ পূজায় উত্তম ফল লাভ হইয়া থাকে। দ্বিজগণ
এইরূপ বলিলে পরম মুদাবিত্ত জগৎপতি ত্রিলোচন
কৃতাজলি হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্বক বলিলেন,—
আমি সকলই বিদিত আছি, ব্রাহ্মণগণ নির্জল
জঙ্গমতীর্থ; তাঁহাদের বাক্যরূপ উদকদ্বারাই
মলিন মানবগণ শুদ্ধি লাভ করে। ক্ষেত্র বল, তীর্থ
বল, ব্রাহ্মণের কোপ জন্মাইলে কুত্ৰাপি শুদ্ধি হয়
না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ক্রোধোৎপাদন করে,
সকলই তাহার পক্ষে উষর ভূমিবৎ হইয়া থাকেন।
যাহা বিপ্রপ্রণীত নহে, তাহা শাস্ত্র হয় না, বিপ্রকে

ন তৎ সৌখ্যং যত্র বিপ্রপ্রসাদাৎ তদুৎকঃ যত্র
বিপ্রপ্রকোপাৎ ॥ ৬৩ ॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা । একস্ত বিপ্রবাক্যস্ত কনাঃ
নাইন্তি ঘোড়শীম্ ॥ ৬৪ ॥ অভিনন্দ্য দ্বিজান্ সর্বান-
মুক্তাতো মহর্ষিভিঃ । ততোহগমন্তদা দেবো নশ্বদা-
টমুত্তমম্ ॥ ৬৫ ॥ পরমং ব্রতমাশ্রায় শুহাবাসী
সমার্কুদম্ । তপশ্চর্য্য ভগবান্ জপন্নানরতঃ সদা ॥
সমাপ্তে নিয়মে তাত স্থাপয়িত্বা মহেশ্বরম্ । বন্দ্য-
মানঃ সুরৈঃ সার্কং কৈলাসমগমৎ প্রভুঃ ॥ ৬৬ ॥
নশ্বদায়াস্তটে তেন স্থাপিতঃ পরমেশ্বরঃ । তেনৈব
কারণেনাসৌ নশ্বদেশ্বর উচ্যতে ॥ ৬৭ ॥ যো-
হর্চয়ন্নশ্বদেশানং যতীর্কৈ সঞ্জিতেন্দ্রিয়ঃ । স্নাত্বা
চৈব মহাদেবমশ্বমেধকলং লভেৎ ॥ ৬৮ ॥ দদাতি
যঃ পিতৃভাত্ত তিলপুষ্পকুশোদকম্ । ত্রিঃশস্ত-
পূর্বজাস্তস্য স্বর্গে মোদন্তি পাণ্ডব ॥ ৬৯ ॥
যস্ত ভোজয়তে বিপ্রাঃ স্তম্ভিঃ স্তীর্থৈ নরাধিপ ।

যে দান করা হয় না, তাহা দানই নহে; বিপ্র
যাহার প্রতি প্রসন্ন নহেন, তাহার সৌখ্য কদাচ
সম্ভবে না এবং যাহার প্রতি বিপ্র কুপিত, তাহার
মত দুঃখিতও আর কেহ নাই। পৃথিবীতে
গঙ্গাদি যে সকল পুততীর্থ আছে, ইহারা এক-
মাত্র বিপ্রবাক্যের ঘোড়শাংশের একাংশেরও
যোগ্য নহে ॥ ৬৩—৬৪ ॥ ভগবান্ দেবদেব এই সকল
কহিয়া বিশ্বামিত্রাদি দ্বিজগণের অভিনন্দন করি-
লেন এবং দেহে সকল মহর্ষির আদেশ লইয়া উত্তম
নশ্বদাতীর্থে গমনপূর্বক অর্কুদ বৎসর শুহাবাস
করত পরম ব্রত ধারণ করিয়া তপস্যা করিতে
লাগিলেন। হে তাত! জপন্নান-পরায়ণ বিষ্ণু
হর এইরূপে স্বীয় তপস্যা সমাধানান্তে তথায়
মহেশ্বর লিঙ্গ স্থাপনপূর্বক মুরগণ কর্তৃক বন্দ্য-
মান হইয়া পুনরায় কৈলাসে আগমন করিলেন।
হে রাজন! স্বয়ং হর নশ্বদাতীর্থে পরমেশ্বর
লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন; এজন্য ইহাকে লোকে
নশ্বদেশ্বর কহিয়া থাকে। যতি সংযতেন্দ্রিয় যে
নর নশ্বদানীর্থে অবগাহন করিয়া নশ্বদেশান মহা-
দেবের পূজা করে, তাহার অশ্বমেধকললাভ হয়।
হে পাণ্ডব! যে মানব এই নশ্বদেশ্বরসমীপে
পিতৃগণের উদ্দেশে তিল, পুষ্প ও কুশোদক
প্রদান করে, তাহার উর্দ্ধতন এক বিংশতি পিতৃ-
লোক স্বর্গে গমন করিয়া মুদাবিত্ত হয়। হে
নরাধিপ! যে নর এই নশ্বদেশ্বরতীর্থে ব্রাহ্মণগণকে

পায়সঃ স্বতমিখঃ তু স লভেৎ কোটিজং কলম্ ।
 ৭১ । সুবর্ণং রজতং বাপি ব্রাহ্মণেভ্যো যুধিষ্ঠির ।
 দদাতি তোমমধ্যস্থঃ সোহগ্নিষ্টোমকলঃ লভেৎ ।
 ৭২ । অষ্টম্যাং বা চতুর্দশ্যাং নিরাহারো বসেতু
 যঃ । নশ্বদেবরমাসাদ্য প্রাপ্নুযাজ্জন্মনঃ কলম্ ।
 ৭৩ । অগ্নিপ্রবেশং যঃ কুর্য্যাত্মসংস্তীর্থে নরাধিপ !
 তস্ম ব্যাধিভয়ং ন শ্যৎ সপ্তজন্মশু ভারত ।
 ৭৪ । অনাশকং তু যঃ কুর্য্যাত্মসংস্তীর্থে নরা-
 ধিপ । অনিবার্তকা গতিস্তস্ম কুডলোকে ভবি-
 য়তি । ৭৫ । এষ তে বিধিকৃদষ্টস্তোত্রোৎপত্তি-
 নরোত্তম । পুরাণে বিহিতা তাত সংজ্ঞা তস্ম তু
 বিস্তরাৎ । ৭৬ । এতং কীর্তয়তে যন্ত নশ্বদেবর-
 সম্ভবম্ । তন্ত্র্যা শৃণোত চ নরঃ সোহপি শ্রানকলঃ
 লভেৎ । ৭৭ ।

ইতি শ্রীকান্দে নশ্বদেবরতীর্থেমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ নামাষ্ট্র-
 ত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৮ ॥

স্বতমিখ পায়স ভোজন করায়, তাহার কোটিগুণ
 কললাভ হয়। হে যুধিষ্ঠির! জন্মমধ্যস্থ হইয়া
 যে মানব এই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ কিংবা রজত
 দান করে, তাহার অগ্নিষ্টোম-কললাভ হয়। অষ্টমী
 কিংবা চতুর্দশী দিবসে উপবাসী হইয়া যে মানব
 নশ্বদেবর তীর্থে বাস করে, তাহার জন্ম সাধক
 হইয়া থাকে। হে নরাধিপ! যে মানব এই
 তীর্থে হতাশনে প্রবেশ করে, সপ্তজন্মেও তাহার
 ব্যাধিভয় থাকে না! হে ভারত! যে নর এষ্ট
 তীর্থে অনশন করে, তাহার কুডলোকে গতি
 হয়, সে কদাচ কুডলোক হইতে আর সংসারে
 প্রত্যাবর্তন করে না। হে নরাধিপ! এই তোমার
 নিকট নশ্বদেবরের উৎপত্তি ও বিধি কথিত হইল,
 পুরাণে এই নশ্বদেবরের বিষয় বহু বিস্তৃতভাবে
 বর্ণিত আছে। যে মানব নশ্বদেবরের উৎপত্তি
 বিষয়ে এই উপাখ্যান কীর্তন করে, এবং ভাক্ত-
 ভাবে যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, তাহার নশ্বদানান-
 জনিত কললাভ হয়। ৬৫—৭৭।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩৮॥

একোনচছারিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছচ্চ রাজেন্দ্র
 কপিলাতীর্থমুত্তমম্ । শ্রানমাত্রানরো তন্ত্র্যা মুচ্যতে
 সর্বকিঞ্চিদৈঃ । ১ । যুধিষ্ঠির উবাচ । আশ্চর্য্যভূতং
 লোকেষু কথিতং দ্বিজসত্তম । নশ্বদেবরমাহাত্ম্যং
 কাপিলং কথয়স্ব মে । ২ । যস্মিন্ কালেহথ সহস্রে
 উৎপন্নঃ তীর্থমুত্তমম্ । সর্বপাপহরং পুণ্যং তীর্থং
 জাতং কথং প্রভো । ৩ । মার্কণ্ডেয় উবাচ । শৃণু
 বক্ষ্যেহদ্য তে রাজন কপিলাতীর্থমুত্তমম্ । যেন তে
 বিশ্বয়ঃ সর্বঃ ঋত্বা গচ্ছতি ভারত । ৪ । পুরা কৃতযুগ-
 শ্রাদ্দো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । উৎপাদয়িত্বা সকলং
 ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্ । ৫ । জপহোমপরো ভক্ত্যা
 কণং ধ্যাত্বা চ তিষ্ঠতি । জলমানাতু কপিলা
 তাবৎ কুণ্ডাৎ সমুখতা । ৬ । অগ্নিজালোজ্জ্বলৈঃ
 শৃঙ্গৈশ্চিনেত্র্য সুপুষ্কিনী । অগ্নিপূর্ণা হৃগ্নিমুখা অগ্নি-
 ঘ্রাণাগ্নিশোচনা । ৭ । অগ্নিখুরা হৃগ্নিপৃষ্ঠা অগ্নি-
 সর্বাঙ্গসংস্থিতিঃ । সর্বলক্ষণসম্পূর্ণা ঘণ্টা-
 ললিতনিঃস্বনা । ৮ । দৃষ্ট্বা তু তাং মহাভাগাং

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর
 অল্পতম কপিলাতীর্থে গমন করিবে, মানব এই
 কপিলাতীর্থে ভক্তিপূর্বক শ্রান করিয়া নিখিল কলুষ-
 বিমুক্ত হয়। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে
 দ্বিজসত্তম! আপনি যে নশ্বদেবরমাহাত্ম্য বর্ণন
 করিলেন, ত্রিলোকে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক!
 এক্ষণে কাপিল তীর্থমাহাত্ম্য কীর্তন করুন। হে
 প্রভো! কোন্ কালে কি নিমিত্ত এই সর্বপ পহর
 অল্পতম পুণ্যতীর্থ আবির্ভূত হইয়াছে? মার্কণ্ডেয়
 উত্তর করিলেন,—হে রাজন! আজ তোমার নিকট
 উত্তম কপিলাতীর্থমাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ
 কর। হে ভারত! ইহা শ্রবণে তুমি পরম বিশ্বাসী হইবে।
 পূর্বকালে সত্যযুগের প্রথমে জপ-হোম-
 পরায়ণ লোকপিতামহ ব্রহ্মা চতুর্বিধ ভূতগ্রাম সহ
 সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়া ভক্তিভরে কণকাল
 ধ্যানস্থ হইলেন। তখন তাঁহার কুণ্ডমধ্যস্থিত প্রজ-
 লিত অনল হইতে কপিলা জন্ম লাভ করিল। ১—৬।
 সুপুষ্কিনী ত্রিলোচনী কপিলায় শৃঙ্গ অনলের স্তায়
 জ্বলিতে লাগিল, তাহার মুখ, নাসিকা, নয়ন, খুর ও
 পৃষ্ঠ প্রভৃতি অবয়বনিবহ হতাশনের স্তায় শ্রীতীর্থমান

কপিলাঃ কুণ্ডমধ্যগাম্ । ব্রহ্মা লোকগুরুস্তাত
প্রণম্যোদমুবাচ হ ॥ ১ ॥ নমস্তুে কপিলে পুণ্যে
সৰ্গলোকনমস্তুতে । মঙ্গলো মঙ্গলং দেবি ত্রিষু
লোকেষুপমে ॥ ১০ ॥ হং লক্ষ্মীঃ স্মৃতির্মেধা হং
ধৃতিঃ বরাননে । উমাদেবীতি বিখ্যাতা হং সতী
নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ বৈষ্ণবী হং মহাদেবী ব্রহ্মাণী
হং বরাননে । কুমারী হং মহাভাগে ভক্তিঃ ব্রহ্মা
তৎএব চ ॥ ১২ ॥ কালরাত্রিঞ্চ ভূতানাং কুমারী
পরমেশ্বরী । হং লবস্তং ক্রটিশ্চৈব মুহূর্তং লক্ষমেব
চ ॥ ১৩ ॥ সংবৎসরস্তং মাসস্ত কালস্তং চ ক্ষণস্তথা ।
নাস্তি কিঞ্চিদ্বয়া হীনং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ১৪ ॥
এবং স্ততা তু মানেন কপিলা পরমেষ্ঠিনা । তমুবাচ
মহাভাগং প্রহৃষ্য পদ্যসম্ভবম্ ॥ ১৫ ॥ প্রসন্না তব
বাক্যেন দেবদেব জগদগুরো । কিং করোমি
প্রিয়ং তেহৃদ্য ক্রহি সৰ্গং পিতামহ ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মো-
বাচ । জগদ্ধিতায় জন্মিতা ময়া হং পরমেশ্বরী ।
স্বর্গান্বর্ত্যং ততো যাহি লোকানাং হিতকাময়া ॥ ১৭ ॥

হইল । সৰ্গলক্ষণসম্পূর্ণা কপিলায় গলঘণ্টা হইতে
কোমলমধুর নিশ্বন নির্গত হইতে লাগিল । হে
তাত ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা কুণ্ডমধ্যো কপিলাকে
অবলোকন করিয়া প্রণাম করত বলিতে লাগি-
লেন,—হে পুতচরিতে কপিলে ! তুমি সৰ্গলোক-
নমস্তুতা, তোমাকে নমস্কার । হে দেবি ! তুমি
মঙ্গলরূপিণী ও মঙ্গলবিধায়ী ; ত্রিলোকে তোমার
উপমা হয় না । তুমি লক্ষ্মী, স্মৃতি, মেধা এবং ধৃতি;
হে বরাননে ! তুমিই বিখ্যাতা সতী উমা, সন্দেহ
নাই । হে স্মৃতি ! তুমি ব্রহ্মাণী, মহাদেবী, বৈষ্ণবী,
কুমারী । হে মহাভাগে ! ভক্তি, ব্রহ্মা ও লোক
সকলের কালরাত্রি, কুমারী ও পরমেশ্বরী ও তুমিই ।
হে দেবি ! লব ক্রটি, মুহূর্ত, লক্ষ, সংবৎসর, মাস
কাল এবং ক্ষণ এ সকলও তোমারই স্বরূপ ! তুমি
ভিন্ন সচরাচর ত্রিলোকে কোন বস্তুই বিদ্যমান
নাই । হে রাজন্ ! পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এইরূপে সন্মান সহ-
কারে কপিলায় স্তব করিলে ক্রীতিপূর্ণহৃদয়া কপিলা
মহাভাগ ব্রহ্মাকে কহিলেন,—হে লোকপিতামহ
দেবদেব ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছি,
হে জগদগুরো ! এক্ষণে তোমার কি প্রিয় কারব,
বল । ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—হে পরমেশ্বরী ।
আপনি সৰ্গদেব ও অখিল লোকময়ী, আমি জগ
তের হিতকামনায় লোক সৃজন করিয়াছি, এক্ষণে
আপনি সেই সকল লোকের হিতার্থে স্বর্গ হইতে

সৰ্গদেবময়ী হং তু সৰ্গলোকময়ী তথা । বিধিনা
যে প্রদাস্ততি তেষাং বাসস্ত্রিবিষ্টপে ॥ ১৮ ॥ এবমুক্তা
ততো দেবী ব্রহ্মাণং পরমেশ্বরী । বন্দ্যমানা
সুরৈঃ সিদ্ধৈরাজগাম ধরাতলম্ ॥ ১৯ ॥ যুধিষ্ঠির
উবাচ । যদায়াতেহ সা তাত ব্রহ্মণো বচনাক্রুতা ।
তদা দেবাশ্চ লোকাশ্চ কথমঙ্গেষু সংস্থিতাঃ ॥ ২০ ॥
কথং বা সংস্থিতাগত্য কপিলা সা দ্বিজোত্তম ।
তীর্থো বা হ্যবরে ক্ষেত্র এতন্নে কথয় দ্বিজ ॥ ২১ ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ । সা তদা ব্রহ্মণা চোক্তা ধাত্রী
লোকস্ত ভারত । ব্রহ্মলোকাদগতা পুণ্যাং নন্দ্যদাং
লোকপাবনৌ ॥ ২২ ॥ তপঃ কৃৎস্না সুবিপুলং নন্দ্যদা-
তটমানিহা । চচার পৃথিবীঃ সৰ্ব্বাঃ সশৈলবনকান-
নাম্ ॥ ২৩ ॥ তদাপ্রভৃতি রাজৈল্য কপিলাতীর্থ-
মুত্তমম্ । সৰ্গপাপহরং পাতকশাসনৈর্জ্যনিষেবিতম্ ॥
২৪ ॥ তদীর্থে বিধিবৎ স্নাত্বা কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি ।
পৃথ্বী তেন ভবেদন্তা সশৈলবনকাননা ॥ ২৫ ॥ তাং
তু পশ্চতি যো ভক্ত্যা দীয়মানাং দ্বিজোত্তমে । তস্মা

মর্ত্যভূমে গমন ককন । যে সকল লোক যথাবিধি
আপনাকে আশ্রয়াদি প্রদান করিবে, তাহাদের
ত্রিদেশালয়ে বাস হইবে । অনন্তর তাহাই হটক
বলিয়া পরমেশ্বরী কপিলা কমলযোনির বাক্যে
অঙ্গীকারপূর্বক সুর ও দ্বিজগণ কর্তৃক বন্দ্যমানা
হইয়া ধরণীতলে আগমন করিলেন । যুধিষ্ঠির
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত ! ব্রহ্মার বাক্যে
শুভাবহা কপিলা যৎকালে ধরণীতলে আগমন
করিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! তখন দেব ও লোক-
পালগণ তাহার অঙ্গের কোন্ কোন্ স্থানে কে বাস
করিয়াছিলেন ? এবং তিনি কি অবস্থায় কোন্ উষর
ভূমিতে বিচরণ করিয়াছিলেন ? হে দ্বিজ ! এই
সকল আমার নিকট কীৰ্ত্তন করন ॥ ১৭—২৭ ॥ মার্ক-
ণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে ভারত ! লোকপালিনী
কপিলা কমলযোনির প্রার্থনায় প্রথমে ব্রহ্মলোক
হইতে প্রস্থিত হইয়া লোকপাবনৌ পুতসলিলা
নন্দ্যদাতটে উপস্থিত হন, এবং সেই নন্দ্যদাতটে
বিপুল তপস্যা করিয়া শৈল ও বনকাননময় সমস্ত
মেদিনী পরিভ্রমণ করেন । হে রাজেন্দ্র ! তদবধি
ঋষিসঙ্ঘ-নিষেবিত সৰ্গপাপহর অনন্তম বিখ্যাত
কপিলাতীর্থের আবির্ভাব হইয়াছে । যে মানব
কপিলাতীর্থে বিধিপূর্বক স্নান করিয়া দ্বিজোত্তমকে
কপিলা দান করে, তাহার শৈল ও বনকাননময়
পৃথিবীদানের ফল হইয়া থাকে ; আর যে মানব

বর্ষণতঃ পাপং নষ্টতে নাত্র সংশয়ঃ । ২৬ । ভূত্বঃ
স্বর্গস্থৈশ্চ জনঃ সত্যং তপস্তথা । তে তৎপৃষ্ঠঃ
সমাশ্রিত্য হিতা লোকা নৃপোত্তম । ২৭ । যুধে হুয়িঃ
হিতো দেবী দন্তেষু চ ভুজঙ্গমাঃ । ধাতা বিধাতা
হোতৌ চ জিহ্বায়াং তু সরসতী । ২৮ । সহস্র-
কিরণো দেবো চন্দ্রাদিত্যো শুলোচনো । মাসিকা-
মধ্যগণৈশ্চ মাক্রতো নৃপসত্তম । ২৯ । ললাটে তু
মহাদেবো অশ্বিনো কর্ণসংহিতৌ । নরনারায়ণৌ
শৃঙ্গে শৃঙ্গমধ্যে পিতামহঃ । ৩০ । কহলোহধিগত-
স্তাত পাশধগুবরকরণস্তথা । যমশ্চ ভগবান দেব
আশ্রিত্য চোদরং শ্রিতঃ । ৩১ । খুরেষু পরগাণৈশ্চ বঃ
পুচ্ছাগ্রে সূর্য্যারশ্বয়ঃ । এবমুতাং তি কপিলাং সর্ষ-
দেবময়ীং নৃপ । ৩২ । যে ধারয়ন্তি চ গৃহে ধন্তান্তে
নাত্র সংশয়ঃ । প্রাতরুথায় যন্তশ্চ কুরুতে তু
প্রদক্ষিণাম্ । ৩৩ । প্রদক্ষিণা কৃত্য তেন শৈল-
বনকাননা । কপিলাপঞ্চগব্যো যঃ গ্রাপয়তি শঙ্ক-
রম্ । ৩৪ । উপবাসপরো যন্ত তস্মিন্শ্রীর্থে নরা-
ধিপ । শ্রাহা হাক্তবিধানেন তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ।
৩৫ । তস্মা তে বংশজাঃ সর্ষে দশ পূর্ষে দশাপরে ।

তাহা ভক্তিভরে দর্শন করে, তাহার শতবর্ষসঞ্চিত
পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই । হে
নৃপোত্তম ! অনন্তর কপিলার দেহস্থিত দেবগণের
বিষয় বর্ণিত হইতেছে । হে ভূপ ! ভূ, ভুবঃ স্বঃ,
মহঃ, জন, সত্য ও তপ এই সপ্তলোক তাঁহার
পৃষ্ঠদেশে আশ্রয় লইল ; এতদ্বির হতাশন যুধে,
ভুজঙ্গগণ দন্তে, ধাতা ও বিধাতা অধরোষ্ঠে, সরসতী
রসনায়ে, সহস্রকিরণ শুভাংগ ও অংশুমানী ললাম
লোচনযুগলে, মাক্রত নাসিকায়, শূলপাণি ললাটে,
অশ্বিনীকুমারদ্বয় শ্রবণযুগলে, নরনারায়ণ শৃঙ্গে,
পিতামহ শৃঙ্গমধ্যে, পাশধারী বরুণ গলকহলে,
ভগবান যম উদরে, পরগগণ ক্ষুরে এবং সূর্য্যারশ্বি
তাঁহার পুচ্ছদেশে অবস্থান করিলেন । হে নৃপ !
যাহারা এইরূপ লক্ষণলক্ষিত । সর্ষদেবময়ী
কপিলাকে গৃহে রক্ষা করে ; তাহার ধন্য, সংশয়
নাই । আর যে মানব প্রাতরুথান করিয়া তাঁহাকে
প্রদক্ষিণ করে, তাহার শৈলবন-কানন সহ সপ্তদ্বীপা
মেদিনী প্রদক্ষিণ করা হয় । হে নরাধিপ ! যে
উপবাসপরায়ণ হইয়া কপিলাতীর্থে যথাবিধি
কপিলা-পঞ্চগব্য দ্বারা শঙ্করকে স্নান করায়, তাহার
পিতৃদেবতারা ভূপ হন এবং তাহার উর্দ্ধতন ও
অধস্তন দশপুরুষ তদীয় অভ্যন্তরীণ কামনা করিতে

ভূপা রোহন্তি বৈ স্বর্গে ধ্যায়ন্তোহস্ত মনোরথান ।
৩৬ । এষ তে বিধিকদিষ্টঃ সন্তবো নৃপসত্তম !
তীর্থস্ত চ কলং পুণ্যং কিমন্তং পরিপূচ্ছসি । ৩৭ ।
যন্তঃ যশস্তমায়ুয্যং সর্ষদুঃখরমুত্তমম্ । যজ্ঞুবা
সর্ষপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ । ৩৮ ।

ইতি জীকান্দে কপিলাতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ
নামৈকোনচদ্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৯ ।

চদ্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

জীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেদু রাজেন্দ্র
করঞ্জেশ্বরমুত্তমম্ । যত্র সিদ্ধো মহাভাগো দৈত্যো
লোকেশ্ব বিজ্ঞতঃ । ১ । যুধিরষ্ঠির উবাচ । যোহসৌ
সিদ্ধো মহাভাগ তত্র তীর্থে মহাতপাঃ । কস্ত পুত্রঃ
কথং সিদ্ধঃ কস্মিন্ কালে বদ দ্বিজ । ২ । মার্কণ্ডেয়
উবাচ । পুরা কৃতযুগে রাজানানসৌ ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ ।
বেদবেদান্ততত্ত্বমো মরীচির্নাম নামতঃ । ৩ । তস্মাপি
তপসো রাশেঃ কালেন মহতানঘ । পুত্রোহর্থ মানসো
জাতঃ সাক্ষাদব্রহ্মৈব চাপরঃ । ৪ । কমা দমো দয়া

করিতে স্বর্গে আরোহণ করেন । হে নৃপসত্তম !
এই তোমার নিকট কপিলার উদ্ভববিবরণ । কপিলা-
তীর্থবিধি ও তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম, এক্ষণে
আর কি শুনিতে অভিলাষ কর ? এই সকল
অনুত্তম পুণ্যাখ্যান ধন্য, যশস্ত, আয়ুয্য ও সর্ষ-
দুঃখাপহ । মানব এই সকল শ্রবণ করিয়া অগিল
কুলুয হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই । ২৮—৩৮ ।

উনচদ্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৯ ।

চদ্বারিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
অনুত্তম করঞ্জেশ্বরতীর্থে গমন করিবে । এই তীর্থ
ত্রিলোকবিখ্যাত মহাভাগ দিতিস্মৃত মুক্তিলাভ
করিয়াছিল । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহা-
ভাগ ! আপনি যে এইতীর্থে সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাতপা
দিতিস্মৃতির কথা কহিলেন, তিনি কাহার পুত্র ? এবং
কোন সময়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ? হে দ্বিজ !
এই সকল আমার নিকট বলুন । মার্কণ্ডেয় উত্তর
করিলেন,—হে রাজন্ ! পুরাকালে সত্যযুগে
ব্রহ্মার এক বেদবেদান্ততত্ত্ব মানসপুত্র আবির্ভূত
হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম মরীচি । হে অনঘ ! এই
তপোনিধি মরীচি হইতে দ্বিতীয় ব্রহ্মার স্তায় এক
মানস তনয় জন্মে । ইহার নাম কস্তপ ; হে ভারত !

দানং সত্যং শৌচমথার্জবম্ । মারোশ্চৈব গুণা হেতে
সন্তি তস্মৈ চ ভারত ॥৫॥ এবং গুণগণাকৌণঃ কশ্চপঃ
দ্বিজসত্তমম্ । জাহ্নবা প্রজাপতির্দক্ষো ভাৰ্য্যার্থে
স্বমুতাং দদৌ ॥৬॥ অদিতির্দিতির্দনুশ্চৈব তথাপোষং
দশাপরাঃ । যাসাং পুত্রাশ্চ সজ্জাতাঃ পৌত্রাশ্চ
ভরতর্ষভ ॥ ৭ ॥ অদিতির্জ্ঞানয়ামাস পুত্রানিহ-
পুরোগমান্ । জাতাস্তস্মৈ মহাবাহো কশ্চপসু
প্রজাপতেঃ ॥৮॥ যৈশ্চলোকত্রয়ং বাপ্তং স্বাবর-
জঙ্গমং মহৎ । তথাক্ষশ্চ মহাত গো দনোঃ পুত্রো
ব্যজায়ত ॥৯॥ সর্ষলক্ষণসম্পন্নঃ করঞ্জো না-
নামতঃ । বাল এব মহাভাগ চচর স মহত্তপঃ ॥১০॥
নশ্ব্যদাতটমশ্রিত্য চাতিঘোরমভূতমম্ । দিব্য-
বর্ষসহস্রং চ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণং নৃপ ॥ ১১ ॥ শাকমূল-
ফলাহারঃ শ্রানহোমপরায়ণঃ । ততশ্চষ্টো মহাদেব
উময়া সহিতঃ কিন্ন ॥ ১২ ॥ বরেন চতুর্দশমাস
ত্রিপুরাস্তকরঃ প্রভুঃ । ভোঃ করঃ মহাসরঃ পশি
তুষ্টোহস্মি তেহনঘ ॥ ১৩ ॥ বরং দুর্গাং হে দধি

কমা, দম, দয়া, দান, সত্য, শৌচ ও আর্জব
প্রভৃতি মরীচির গুণনিগ্গ ঔহার তনয় কশ্চপে
সংক্রামিত হইয়াছিল। হে রাজন্! তখন প্রজা-
পতি দক্ষ দ্বিজসত্তম কশ্চপের গুণগাণ দর্শন করিয়া
অদিতি, দিতি ও দনু প্রভৃতি ত্রয়োদশটি করঃ
ভাৰ্য্যার্থ কশ্চপের করে অর্পণ করেন। হে ভারত-
র্ষভ! এই সকল ভাৰ্য্যার গর্ভে কশ্চপের অনেক
পুত্র ও পৌত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে মহা-
বাহো! প্রজাপতি কশ্চপের ওদমে অদিতি
দেবেশ্বপ্রমুখ বহু তনয় লাভ করেন। কশ্চপের
সন্তানগণ দ্বারাই এই স্বাবরজঙ্গমাক লোকত্র-
য় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। হে মহাভাগ! দনুর গর্ভে
মহাভাগ এক পুত্র জন্মে। তাহার নাম করঃ; সর্ষ-
লক্ষণসম্পন্ন করঞ্জ বাল্যবয়সেই মহাতপস্বী আচ-
রণ করেন। হে রাজন্! করঃ নশ্ব্যদাতট
আশ্রয় করত শ্রান-হোমপরায়ণ হইয়া শাক মূল
ও ফলাহারপূর্বক দিব্য সহস্র বৎসরব্যাপী কৃচ্ছ্র-
চান্দ্রায়ণাদি অতি তীব্র তপস্বী করিয়াছিলেন।
অনন্তর ঔহার তপস্বী দর্শনে ত্রিপুরাস্তক
প্রভু হর উমার সহিত করঞ্জের প্রতি প্রীত
হইয়া ঔহাকে বর দান করত অভিনন্দিত
করেন। শঙ্কর বলেন,—হে মহাসত্ত্ব করঃ!
আমি তোমার তপঃপ্রভাতে প্রীত হইয়াছি, হে
অঘ! অমরত্ব ব্যতীত তোমার অন্য যে কোন

অমরত্বমতে মম ॥ ৪ ॥ করঃ উবাচ। যদি তুষ্টো
মহাদেব যদি দেবো বরো মম। তর্হি পুত্রাশ্চ
পৌত্রাশ্চ সন্ত মে ধর্ম্যবৎসলাঃ ॥ ১৫ ॥ তথৈতু্যজ্ঞা
মহাদেব উময়া সহিতস্তদা বুধাক্রটো গণৈঃ সার্কং
তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৬ ॥ গতে চাদর্শনং দেবে
সৌহপি দৈত্যো মুদাধিতঃ। স্নানাত্ম মহাদেবং
স্থাপয়িত্বা যযৌ গৃহম্ ॥ ১৭ ॥ তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং
সর্বতীর্থেষুভূতমম্। শ্রানমাত্রান্নরস্তত্র যুচ্যতে সর্ব-
পাতকৈঃ ॥ ১৮ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ
পিতৃদেবতাঃ। সৌহগ্নিষ্টোমস্ত যজ্ঞস্ত কলং
প্রাপ্নোতিসংশয়ম্ ॥ ১৯ ॥ অনাশকং তু যঃ কুর্ধ্যাৎ
তস্মিন্তীর্থে নরাবিপ। অনিবর্ত্য গতিস্তস্ত ক্রদ-
লোকং স গচ্ছতি ॥ ২০ ॥ অথবাগ্নিজলে প্রাণান্ যন্ত্য-
জেক্ষ্মনন্দন। অমৃতদ্বিতয়ং বস্তু বর্ষাণাং শিব-
মন্দিরে ॥ ২১ ॥ ততশ্চৈব ক্ষয়ে জাতে জায়তে
বিমলে কূলে। বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজঃ সর্বশাস্ত্রবিশা-
রদঃ ॥ ২২ ॥ রাজা বা রাজতুল্যো বা জীবৈচ্চ
শরদঃ শতম্। পুত্রপৌত্রসমোপেতঃ সর্ষব্যাবি-
অভীষ্টে থাকে, প্রার্থনা কর, আমি তাহা প্রদান
কারব। ১—১৪। করঃ উত্তরকরিলেন,—হে মহা-
দেব! যদি আমার প্রতিঃসম্বন্ধে হইয়া থাকেন, আর
যদি আমাকে বরদানের যোগ্য বলিয়া আপ-
নার মনে হয়, তবে আমার পুত্র ও পৌত্রগণ
ধর্ম্যবৎসল হউক। অনন্তর বুধাক্রট উমা-মহেশ্বর
'তাহাই হউক' কথিয়া গগানন্দয় সহ সেই স্থানেই
অবস্থিত হইলেন, এদিকে দেবদেব অদর্শন
হইলে মুদাধিত দানব করঃ তথায় স্বীয় নামাঙ্ক-
নারে এক মাহেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন করিয়া স্বগৃহে গমন
করিলেন। হে রাজন্! হৃদবাধ এই অল্পভূম
করঃতীর্থ সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। মানব এই
তীর্থে শ্রানমাত্র সর্বপাতকমুক্ত হয়। যে নর করঃ-
তীর্থে শ্রান করিয়া পিতৃদেবতাগণের তর্পণ করে,
তাহার অগ্নিষ্টোম যাগের ফললাভ হয়, সংশয়
নাই। হে নরাবিপ! যে মানব এই তীর্থে অন-
শন করেন ঔহার পুনরাবৃতিরহিত ক্রদলোকে
গতি হয়। হে ধর্ম্মনন্দন! অথবা যদি কেহ ঐ
স্থানে অগ্নিপ্রবেশ বা জলপ্রবেশ দ্বারা প্রাণপরিহার
করে, তাহারও তুই অমৃত বৎসর যাবৎ শিবলোকে
বাস হয়। পরে কর্ম্মক্ষয়ান্তে মর্ত্যালোকে নির্ম্মলকূলে
হিনি সর্বশাস্ত্রবিদ দেববেদাঙ্গতত্ত্বজ রাজা
বা রাজতুল্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ঔহার
ব্যাবিভয় থাকে না এবং তিনি পুত্রপৌত্রান্নির সহিত

বিবর্জিতঃ ॥ ২৩ ॥ এবং তে সর্মমাখ্যাতঃ পুষ্টিং
যদ্যবধানঘ । তীর্থস্থ তু কলঃ তস্ত্রান্দানেবু
ভারত ॥ ২৪ ॥ এতৎ পুণ্যং পাপহরং যন্তঃ কুঃস্বপ্ন-
নাশনম্ ! পঠিতাং শৃণ্বতাং চৈব তীর্থমাহাশ্রায়ুত্তমম্ ॥
২৫ ॥ যন্ত্র শ্রাবয়তে শ্রাদ্ধে পঠেৎ পিতৃপরায়ণঃ ।
অক্ষয়ং জায়তে পুণ্যমিত্যেবং শঙ্করোহরবীৎ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে করঞ্জেশ্বরতীর্থমাহাশ্রয়াবর্ণনঃ
নাম চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্রারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেক্ষ রাজেন্দ্র
কুণ্ডলেশ্বরমুত্তমম্ । যদ সিকো মহাযক্ষঃ কুণ্ডারো
নৃপোত্তম ॥ ১ ॥ তপঃ কুহা সুবিপুলং সুরাপুর-
ভয়ঙ্করম্ । পৌলস্ত্যামন্দিরে চৈব চিত্রীড় নৃপদত্তম ॥
২ ॥ সুবিস্তার উবাচ । কস্মিন যুগে সনৎপন্নঃ কস্ত্র পুত্রো
মহামতিঃ । তপস্বন্তা সুবিপুলং ভোমিতো নেন
শঙ্করঃ ॥ ৩ ॥ এতদিস্তরকৃত্যত কনয়স মমানঘ ।
শ্রুত্ব চ ন তৃপ্তির্নে কথামুত্তমমুত্তমম্ ॥ ৪ ॥ শ্রীমার্ক-
শািতান হন । হে ভারত ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলে, এই তোমার নিকট শ্রান্দানাদির
ফলসহ সকল কথাই কথিত হইল । হে অনঘ !
এই অল্পকৃত তীর্থমাহাশ্রয়ার শ্রবণ বা পাঠ পুণ্যজনক,
যন্ত্র, পাপহর ও কুঃস্বপ্ননাশন জানিবে । যে পিতৃপরায়ণ
নর শ্রাদ্ধে এই উপাখ্যান পাঠ করেন বা শ্রবণ
করেন, শঙ্কর করিয়াছেন,--তাহার অক্ষয় পুণ্য
লাভ হয় ॥ ১৫ - ২৬ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্রারিংশ অধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় কবিলেন,--হে রাজেন্দ্র ! তুমি কু-
কুণ্ডলেশ্বর প্রভৃতি কনয়স : ১২-১৩ গো কুণ্ড-
লার নামক মহাযক্ষ সিংহাসিত করিয়াছিলেন । হে
নৃপদত্তম ! সেই যক্ষ, সুরাপুর ভয়ঙ্কর কঠোর তপস্বী
করিয়া তৎকালে পৌলস্ত্যামন্দিরে কাড়া করিলেন ।
সুবিস্তার জিজ্ঞাসা করিলেন,--এই মহামতি মহাযক্ষ
কোন যুগে কোন ব্যক্তির তনয়রূপে উৎপন্ন হইয়া-
ছিলেন ? এবং কিরূপেই বা বিপুল ভোগেবলে শুল-
পালির সন্তোষ সাধন করিয়াছিলেন ? হে অনঘ !
এই সকল বিস্তরকণে আমার নিকট কনি ককন,
আমি যতই আপনার অল্পকৃত কথামুত পান করি-

ওয়ে উবাচ । ত্রেতাযুগে ব্রহ্মসমঃ পৌলস্ত্য নাম
বিশ্রবাঃ । তপঃ কুহা সুবিপুলং পদ্মজাতমুঃস্রাবঃ ॥
৫ ॥ পুত্রং পৌত্রগণেশু ক্রুং পত্ন্যা ভক্ত্যা স্তুতোবিতঃ ।
ধনদঃ জনয়ামাস সস্বলক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ৬ ॥ জাত-
মাত্রং তু তঃ জাহ্না ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । চকার
নাম স্তুত্রোত নামদেবসমম্বিতঃ ॥ ৭ ॥ যস্মাদ্বিশ্রবসো
জাতো মম পৌত্রঃ সমাগতঃ । তস্মাদ্বিশ্রবণো নাম তব
দত্তঃ মমানঘ ॥ ৮ ॥ তথা হুঃ সস্বদেবানাং ধনগোপ্তা
ভবিত্যসি । চতুর্থো লোকপালনামক্ষয়চাব্যয়ো
ভুবি ॥ ৯ ॥ তস্ত্র ভাৰ্য্যা মহারাজ ঈশ্বরীতি চ
বিশ্রবা । যক্ষো যক্ষাধিপঃ শ্রেষ্ঠস্ত্রু কুণ্ডোহভবৎ
সুতঃ ॥ ১০ ॥ স চ রূপং পরং প্রাপ্য মাতাপিত্রো-
রমুদ্রয়া । তপস্চার বিপুলং নম্যদাতটমাশ্রিতঃ ॥
১১ ॥ গ্রীষ্মে পক্ষ্মায়সন্তপ্তো বধাসু হৃণ্ডিলেশয়ঃ ।
হেমন্তে জনমধাশো বায়ুভক্ষঃ শতং সমাঃ ॥ ১২ ॥

লোচি, তবই আমার পিপাসা বাক্তিত হইতেছে,
আমি তবির অতীন্দ্রাদেশন করিতেছি না । মার্ক-
ণ্ডেয় উত্তর করিলেন,--হে রাজন্ ! ত্রেতাযুগে
বিশ্রব-পৌত্র পুণ্ডলানন্দন বিশ্রবা বিপুল তপস্বী
করিয়াছিলেন । তদীয় পত্নী রাজ্যি তপস্বীহিতা
ভক্তদ্বারা তাকে পরম প্রীত করলে তিনি সেই
পত্নীর গর্ভে সস্বলক্ষণ-লক্ষিত ধনদ নামক বিখ্যাত
জনম উৎপাদিত করেন । হে রাজন্ ! এই ধন-
দেরও বড় পুঃ পৌত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল । অন-
ন্তর ধনদ ব্রহ্মসমঃ করিলে, তদীয় জন্মবৃত্তান্ত বিদিত
ব্রহ্মসমঃ পৌত্রনাম লোকপিতামহ ব্রহ্মা সুর ও
পৌত্রগণেশু মিলিত হইয়া তাহার নামকরণ করিলেন ।
ব্রহ্মা বলিলেন,--হে অনঘ কুমার ! তুমি বিশ্রবা
হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার পৌত্রহান অধিকার
করিয়াছ; এজন্য বিশ্রবা হইতে জাত বলিয়া
তোমাকে বৈশ্রবণ নাম প্রদান করিলাম । কেবল
হইতে নহে, তুমি চতুর্থ লোকপালরূপে বিবৃষগণের
ধনরক্ষক হইবে এবং ভূতলে তুমি অক্ষয় ও
অব্যয় প্রাপ্তি লাভ করবে ১০-১২ হে মহারাজ !
ধনদ তোমার বিখ্যাত পত্নী । এই ঈশ্বরীর
উদরে যক্ষরাজ কুবেরের কুণ্ডনামে এক
জনম জন্মে । কুণ্ড পরম রূপবান্ ছিলেন । তিনি
মাতাপিত্রার অমুখ্যাত লইয়া নম্যদাতটে বিপুল
তপস্বী করেন । যক্ষরাজ কুণ্ড গ্রীষ্মে পক্ষ্মায়
মলো বাস, বর্ষায়সময়ে হৃণ্ডিলে শয়ন এবং হেমন্তে
জলাভ্যন্তরে অস্থান করিয়া অনাগারে শতবৎসর

এবং বর্ষশতে পূর্ণে একাক্ষতেহভবনুপ । অস্থিততঃ
পরং তাত উর্জ্বাহন্ততঃ পরম্ । ১৩ । অতঃক
ধৃতবাসঃ কুণ্ডলো ভরতবর্ষত । চতুর্থে বর্ষশতকে
তুতোব বৃষবাহনঃ । ১৪ । বরং বৃগীষ ভো বৎস
যন্তে মনসি রোচতে । দদামি তে ন সন্দেহস্তপসা
ভোষিতো হুহম্ । ১৫ । কুণ্ডল উবাচ । যক্ষাধিপ-
প্রসাদেন তীন্তবাহুচরঃ পুরে । বিচরামি যথাকাম-
মবধ্যঃ সর্বশক্রম্ । ১৬ । তথৈতুক্ষা মহাদেবঃ
সর্বলোকনমস্কৃতঃ । জগীমাকামাবিশ্রু কৈলাসং
ধরনীধরম্ । ১৭ । গতে চাদর্শনং দেবে সোহপি
যক্ষো মুদাষিতঃ । স্থাপয়ামাস দেবেশঃ কুণ্ডলেশ্বর-
মুত্তমম্ । ১৮ । অলঙ্কৃত্য জগন্নাথং পুষ্পধূপান্ন-
লেপনৈঃ । বিমানৈশ্চামরৈশ্চত্রেস্তথা বৈ লিঙ্গ-
পূরণৈঃ । ১৯ । তর্পয়িত্বা দ্বিজান্ সম্যগন্নপানাদি-
ভূষণৈঃ । ত্রীণদ্বিত্বা মহাদেবঃ ততঃ স্বভবনং
যযৌ । ২০ । তদাপ্রভৃতি তন্তৌর্থং ত্রিষু লোকেষু

অতিবাহিত করেন । হে নৃপ ! এইরূপে পূর্ণ
শতবৎসর তপস্শাস্ত্রে তিনি পুনরায় শত বৎসর
একমাত্র অক্লান্ততরে দণ্ডায়মান রহিলেন । তারপর
উর্জ্বাহ হইয়া শত বৎসর তপস্শা করিলেন । হে
তাত ! তদনন্তর আরও শত বৎসর তপঃক্লেশ
করিয়া যক্ষরাজ কুণ্ড অস্থিমাতে অবশিষ্ট হইলেন ।
হে ভরতবর্ষত ! ইহাতে তাঁহার তপস্শার বিরাম
হইল না । তিনি পুনরায় শত বৎসর শাসরোধ
করত কঠোর তপশ্চরণ করিলেন । অনন্তর
চতুর্থ শত বৎসর বৃষবাহন শব্দর শ্রীত হইলেন
এবং বলিলেন,—হে বৎস ! আমি তোমার
তপস্শা দর্শনে শ্রীত হইয়াছি, তোমার যে বরে
অতিক্রি হয়, প্রার্থনা কর ; আমি পূর্ণ করিব ।
কুণ্ডল উত্তর করিলেন,—হে দেব ! আমি যেন
যক্ষাধিপের প্রসাদে শক্রগণের অবধ্য হইয়া
তাঁহারই পুরে যথেষ্ট বিচরণ করিতে সমর্থ হই ।
অনন্তর সর্বদেবনমস্কৃত মহাদেব “তাহাই হইবে”
কুণ্ডের প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া আকাশপথে
কৈলাসশৈলে গমন করিলেন ; এ দিকে দেবদেব
অদর্শন হইলে মুদাষিত কুণ্ড ও কুণ্ডলেশ্বর
নামে অমুত্তম লিঙ্গ স্থাপনপূর্বক পুষ্প, ধূপ ও
অমুলেপন দ্বারা সেই জগৎপতি কুণ্ডলেশ্বরকে
অলঙ্কৃত করিলেন এবং বিমান, চামর, ছত্র,
অন্ন, পান ও বিভূষণ দ্বারা দ্বিজগণের ভূমিসাধন
করত মহাদেবকে শ্রীত করিয়া স্বর্গে প্রস্থিত হই-

বিশ্রুতম্ । উত্তমং পরমং পুণ্যং কুণ্ডলেশ্বরঃ
নামতঃ । ২১ । তত্র তীর্থে তু যঃ কচ্ছিত্তপবাস-
পরায়ণঃ । অর্চয়েদেবমীশানং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
২২ । সুবর্ণং রজতং বাপি মণিঃ মৌক্তিকমেব চ ।
দদ্যাদ্ভোজ্যং ত্রাঙ্কণেভ্যঃ স সুখী মোদতে দিবি ।
২৩ । তত্র তীর্থে-তু যঃ স্নাত্বা ঋগ্‌যজুঃ সামগোহপি
বা । ঋচমেকাং জপিত্বা তু সকলং কলমম্মুতে ।
২৪ । গাং প্রযচ্ছতি বিপ্রৈভ্য স্তব্ধকলং শূণু
পাণ্ডব । যাবন্তি তস্তা রোমাণি তৎপ্রস্থতিকুলেষু
চ । ২৫ । তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ।
স্বর্গে বাসো ভবেত্তস্ত পুত্রপৌত্রৈঃ সমধিতঃ । ৬ ।
তাবন্তি বর্ষাণি মহানুভাবঃ স্বর্গে বসেৎ পুত্রপৌত্রৈশ্চ
সার্কম্ । তত্রান্নদো যাতি মহেশলোকমসংখ্যবর্ষাণি
ন সংশয়োহত্র । ২৭ । স বৈ সুখী মোদতে স্বর্গ-
লোকে গন্ধর্বসিদ্ধাপ্সরসম্প্রসীতে । এবং তু তে
ধর্ম্মমুত প্রভাবস্তীর্থস্ত সর্বঃ কথিতস্ত পার্থ । ২৮ ।

লেন । হে রাজন ! তদবধি কুণ্ডলেশ্বর নামে
এই অমুত্তম পরম পুণ্যতীর্থ ত্রিলোকে বিখ্যাতলাভ
করিল । উপবাসপরায়ণ যে কোন মানব এই
তীর্থে দেবদেব ঈশানের অর্চনা করিয়া সর্বপাপ-
মুক্ত হয় এবং যে ব্যক্তি কুণ্ডলেশ্বর তীর্থে সুবর্ণ,
রজত, মণি, মৌক্তিক ও দ্বিজগণকে ভোজ্য দান
করে, সে মুদাষিত হইয়া স্বর্গমুখ লাভ করিয়া থাকে ।
ঋগ্‌, যজুঃ কিংবা সামবেদী দ্বিজও এই তীর্থে একটী-
মাত্র বেদমন্ত্র জপ করিয়া অখিল ফলভোগ করিয়া
থাকেন । হে পাণ্ডব ! কুণ্ডলেশ্বর তীর্থে গো-
দানের ফল শ্রবণ কর । কুণ্ডলেশ্বর তীর্থে গো-
প্রদত্ত হইলে সেই গো এবং তাহার কুলে প্রস্থত
গোবৎসগণের রোমপরিমাণে সংপ্রদাত্যক বর্ষ
পুত্র পৌত্রাদির সহিত গোদাতা স্বর্গে পূজিত হন ।
অনন্তর মহানুভব গোদাতা, পুত্রপৌত্রগণসহ গো
ও সেই গোবৎসগণের রোম পরিমাণে সহস্র-
সংখ্যক বৎসর গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও অপরোগণের
সুমধুর গীতমুখ্যরিত স্বর্গে বাস করিয়া সুখী হন ;
আর সেই স্বর্গেও পুনরায় অন্নদান করেন এবং
সেই অন্নদানপ্রভাবে অসংখ্য বৎসর মহেশ্বর-
লোকে বাস করিয়া থাকেন, সংশয় নাই । হে
ধর্ম্মতনয় ! এই তোমার নিকট কুণ্ডলেশ্বর
তীর্থের অখিল প্রভাব বর্ণিত হইল ; হে পার্থ !
এই তীর্থমাহাত্ম্য কীর্তনে মানবের অখিল কলুষ

কহা ভবনুচ্যতে সৰ্বপাঠৈঃ পুনঃলোকৌমিহ তৎ-
প্রভাবাৎ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কুণ্ডলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ
নামৈকচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেতু রাজেন্দ্র
পিঙ্গলেশ্বরমুত্তমম্ । যত্র সিদ্ধো মহাযোগী পিঙ্গলাদো
মহাতপাঃ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । পিঙ্গলাদস্ত
চরিতং শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং বিভো । মাহাত্ম্যং
তস্ত তীর্থন্ত যত্র সিদ্ধো মহাতপাঃ ॥ ২ ॥ কস্ত পুত্রো
মহাভাগ কিমর্থং কৃতবাংস্তপঃ । এতদ্বিস্তরতঃ সৰ্বং
কথয়স্ব মমানঘ ॥ ৩ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । মিথিলাস্থো
মহাভাগো বেদবেদাঙ্গপারগঃ । যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুরা
তাত চ্চার বিপুলং তপঃ ॥ ৪ ॥ তাপসী তস্ত
ভগিনী যাজ্ঞবল্ক্যস্ত ধীমতঃ । সা সপ্তমেহপি বর্ষে
চ বৈধব্যং প্রাপ দৈবতঃ ॥ ৫ ॥ পুরুষকর্মবিপাকেন
হীনাভূৎ পিতৃমাতৃতঃ । নাভূত্বংপতিপক্ষেহপি

বিনষ্টে হয় এবং তীর্থপ্রভাবে তাহার ইন্দ্রলোকেই
ত্রিলোকের নিখিল কললাভ হইয়া থাকে ॥ ১০—২৯ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
অনুত্তম পিঙ্গলেশ্বর তাঁর গমন করিবে । এই তীর্থে
মহাযোগী মহাতপা পিঙ্গলাদ সিদ্ধিলাভ করিয়া-
ছিলেন । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিভো !
মহাতপা পিঙ্গলাদ যে তীর্থে সিদ্ধিলাভ করিয়া-
ছিলেন, এক্ষণে আমি সেই তীর্থমাহাত্ম্য ও
পিঙ্গলাদচরিত শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি ।
হে অনঘ ! পিঙ্গলাদ কাহার পুত্র ? এবং তিনি কি
জন্তই বা তপস্তা করিয়াছিলেন ? এই সকল বিস্তার-
রূপে বর্ণন করুন । মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—
হে তাত ! পুরাকালে মিথিলায় মহাভাগ বেদ-
বেদাঙ্গপারগ যাজ্ঞবল্ক্য বিপুল তপস্তা করিয়াছিলেন ।
ধীমান্ যাজ্ঞবল্ক্যের এক তাপসী ভগিনী ছিলেন ।
তিনি দৈবদোষে সপ্তমবর্ষ বয়সে বিধবা হন ।
পুরুষকর্মবিপাকবশতঃ তাঁহার পিতামাতাও ইহ-

কোহপীত্যেকাকিনী হিতা ॥ ৬ ॥ ভূমৌ ভ্রমন্তী ভ্রাতুঃ
সা সমীপমগমচ্ছনৈঃ । চ্চার চ তপঃ সোহপি
পরলোকস্থখেন্সয়া ॥ ৭ ॥ চ্চার সাপি তত্রস্থ
শুশ্রূষন্তী মহতপঃ । কস্মিন্চিৎ সময়ে সাথ
শ্রাতাহনি রজস্বলা ॥ ৮ ॥ অন্তর্দ্বাসো দ্যুতবতী দৃষ্টা
কর্পটকং রহঃ । যাজ্ঞবল্ক্যোহপি তদ্রাত্রৌ শ্রুণো যত্র
শ্রুসংবৃতঃ ॥ ৯ ॥ স্বপ্নং দৃষ্টাত্যজচ্ছুকঃ কোপীনে
রক্তবিন্দুবৎ । বিরাজিতেন তপসা সিদ্ধং তদনল-
প্রভম্ ॥ ১০ ॥ যাবৎপ্রুক্ষো বিপ্রোহসৌ বাক্যো-
চ্ছিষ্টঃ তদংগকম্ । চ্চক্ষেপ দূরতোহম্পৃগ্তঃ শোচঃ
কৃহা বিধানতঃ ॥ ১১ ॥ নিষিদ্ধং তু নিশি স্নানামতি
সুস্থাপ স দ্বিজঃ । নিশীথে সাপি তদ্বস্তং ভগশ্চাবরণং
ব্যধাৎ ॥ ১২ ॥ প্রাতরধেষধামাস মুনির্কর্ম্মমিতস্ততঃ ।
ততঃ সা ত্রাশ্ৰণী প্রাহ কিমধেষধসে প্রভো । কেন
কাথাং তব তথা বদস্ব মম তবতঃ ॥ ১৩ ॥ যাজ্ঞ-

লোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । তাঁহার পতিকুলেও
কেহই ছিলেন না । অনন্তর তিনি পরলোক-
স্থখকামনায় ক্ষতিভলে একাকিনী বিচরণ ও
বিপুল তপশ্চরণ করিয়াছিলেন । হে রাজন্ !
তাপসী যাজ্ঞবল্ক্যভগিনী একদা ভ্রাতৃসমীপে
আগমনপুরুষ সেই স্থানেই মহা তপস্তায় নিরতা
হন । ভ্রাতৃসমীপে তপস্তায় তাঁহার কিয়দিন
অতিবাহিত হইলে, তিনি একদা ঋতুমতী হইয়া
ঋতুপ্ৰসাদিনে নিজ্জনস্থানে একথণ্ড চৌর দর্শন করত
তদ্বারা অন্তর্দ্বাসের কার্য্য করিলেন । এদিকে
তপোনিরত দ্বিজ যাজ্ঞবল্ক্যের সেই দিন রজনীতে
স্বপ্নযোগে বীর্ঘ্যস্থানত হইয়াছিল, তিনি কোপীনে
দৃঢ়রূপে বন্ধনপুরুষ শয়ান ছিলেন, রক্তাবিন্দুবৎ
তদীয় অনলোজ্জ্বল বীর্ঘ্য সেই কোপীনেই পতিত
হইয়াছিল । অনন্তর দ্বিজ যাজ্ঞবল্ক্য প্রুক্ষ হইয়া
সেই কোপীনে দর্শনে তাহা অম্পৃগ্ত মনে করিয়া
দূরে নিক্ষেপ করিলেন ; রাত্রিতে স্নান নিষিদ্ধ,
তাই তিনি স্নান করিলেন না, পরন্তু যথাবিধি শৌচ
করিয়া শুচি হইয়া শয়ন করিলেন । অনন্তর তপ-
স্বিনী যাজ্ঞবল্ক্যভগিনী নিশীথসময়ে সেই চৌরখণ্ড
প্রাপ্ত হইয়া তদ্বারা ভগাবরণের কার্য্য সম্পন্ন
করিলেন ॥ ১—১২ ॥ এদিকে দ্বিজ যাজ্ঞবল্ক্যও প্রাতঃ-
কালে গাত্রোত্থান করিয়া ইতঃস্তত সেই চৌর খণ্ডের
অধেষণ করিতে লাগিলেন । তদর্শনে তদীয়
ভগিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভো ! আপনি
কি অধেষণ করিতেছেন ? এখানে আপনার

বক্ষ্য উবাচ । অপবিত্রো ময়া ভদ্রে স্বপ্নে দৃষ্টোহদ্য
বৈ নিশি । সক্রোধং তত্র মে বস্ত্রং নিক্ষিপ্তং তন্ন
দৃষ্টতে । ১৪ । তচ্ছ্রুত্বা ব্রাহ্মণী বাক্যং ভীত-
ভীতাবদনুপ । তদ্বস্ত্রং তু ময়া বিপ্র স্নাত্বা হস্তঃ-
কৃতং মহৎ । ১৫ । তস্মাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হাহেতু্যক্কা
মহামুনিঃ । নিপপাত তদা ভূমৌ চিরমূল ইব
ক্রমঃ । ১৬ ।* কিমেতদিত্তি সেতু্যক্কা হাকাশমিব
নির্ম্মলা । আশ্বাসয়ন্তী তং বিপ্রং প্রোবাচ বচনং
তদা । ১৭ । বদন্ত কারণং তাত শুভাদশুভতরং
যদি । প্রতীকারোহশু যেনৈব বিমৃশ্য ক্রিয়তে
শ্রুয়া । ১৮ । ততঃ স সূচিরং ধ্যাওয়া লক্ষবাগুদৈ ততঃ
ক্ষণম্ । প্রোবাচ সাধবসমনা যত্তচ্ছ্রুণু নরেশ্বর ।
১৯ । নাত্র দোষোহস্তি তে কশ্চিন্মম চৈব শুভত্বতে ।
তবোদরে তু গর্ভে যন্তত্র দৈবং পরাম্ভম্ । ২০ ।
তস্ম তত্বেন রক্ষা চ ত্বয়া কার্য্যা সদৈব হি ।
বিনাশী নৈব কর্তব্যো যাবৎ কালস্ত পর্য্যয়ঃ । ২১ ।

কি প্রয়োজন? আমার নিকট যথাযথ কৌতুহল
করুন। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন,—হে ভদ্রে!
আমি আজ রজনীযোগে এক কুৎসিত স্বপ্নদর্শন
করিয়াছি। এই স্থানে ক্রোধযুক্ত একখণ্ড চৌর
পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম, সম্প্রতি তাহা দর্শন
করিতেছি না। হে নৃপ! যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শুনিয়া
তদীয়া ভগিনী ভীতভীতায় শ্রায় তাঁহার
বাক্যের উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজ! আমি
ঋতুস্মানান্তে আপনার পরিভ্রমণ সেই চৌর দ্বারা
অন্তবাসের কার্য্য করিয়াছি। মুনীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য
ভগিনীর বাক্যশ্রবণে হৃদয়কার পরত চিরমূল
তরুর শ্রায় ক্ষিত্তিতে পতিত হইলেন এবং বলি-
লেন,—অহো! আকাশের শ্রায় নিম্নলহদয়া
সতী এ কি করিয়াছে! অনন্তর ভগিনী তাহাকে
আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—হে ভাঃ! যদি
শুভ হইতেও শুভতর হয়, তথাপি ইহার কারণ
কৌতুহল করুন এবং এ বিষয়ে প্রতীকার ক্রিয়
কর্তব্য, পরামর্শ করিয়া তাহাও সহর বালয়া দিউন।
হে নরবর! দ্বিজায় যাজ্ঞবল্ক্য এই ব্যাপীবে
অবাক হইয়াছিলেন,—অনন্তর তাঁহার বাক্যস্মৃতি
হইল। তিনি ক্ষণকাল চিন্তার পর যাহা বলিয়া-
ছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ভীতহৃদয় যাজ্ঞবল্ক্য
বলিলেন,—হে শুচিরতে! এ বিষয়ে আমার
দোষলেশও নাই, তোমার গর্ভে যে সন্তান
জন্মিবে, দেখিতেছি, এবিষয়ে দৈবই প্রবল হই-

তথৈতি ব্রাহ্মণী সাধবী দ্যুমানেন চেতসা । অপাল-
য়চ্চ তং গর্ভং যাবৎ পুত্রো হজায়ত । ২২ । জাত-
মাত্রঞ্চ তং গর্ভং গৃহীত্বা ব্রাহ্মণী চ সা । অশ্বখচ্ছায়া-
মাশ্রিত্য তস্মৎসজ্জা বচোহববীৎ । ২৩ । যানি
সন্তানি লোকেষু স্বাবরাণি চরাণি চ । তানি সর্বাণি
রক্ষন্ত ত্যক্তং বৈ বালকং ময়া । ২৪ । এবমুক্তা
গতা সা তু ব্রাহ্মণী নৃপসন্তম । তথাগতঃ স তু শিশু-
স্তত্র স্থিত্বা মুহূর্ত্তকম্ । ২৫ । পানিপাদৌ বিনিক্ষিপ্য
নিকুণ্ড্য নয়নে শুভে । আশ্রন্ত্য বিবৃতং কৃত্বা
রুরোদ বিকৃতৈঃ স্বরৈঃ । ২৬ । তেন শব্দেন
বিতস্তাঃ স্বাবরা জঙ্গমাশ্চ যে । আকম্পিতা মহোৎ-
পাতৈঃ সশৈলবনকাননা । ২৭ । ততো জাত্বা
মহদ্ভুতং ক্ষুধাবিষ্টং দ্বিজব্রতম্ । ন জহাতি নগশ্ছায়াং
পানার্থায় ততঃ পরম্ । অপিবচ্চ ক্ষতং তস্মাদমৃতং
চৈব ভারত । ২৮ । এবং স বদ্ধিতস্তত্র কুমারো

যাছে। তুমি যথাবিধি সতত এই গর্ভের রক্ষা
করিবে, ইহা কালেরই গতি মনে করিয়া
কদাচ ইহার বিনাশ করিও না। সাধবী দ্বিজ-
ভীতী দুঃখিতা ও লজ্জিতা হইয়া ‘তাহাই করিব’
বালয়া ভ্রাতার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন
এবং পুত্রজন্ম পর্য্যন্ত সেই গর্ভের প্রতিপালন
করিতে লাগিলেন। অনন্তর গর্ভের কাল পূর্ণ
হইলে সেই গর্ভ হইতে এক বালক প্রসূত হইল।
ব্রাহ্মণী জাতমাত্র সেই শিশুকে গ্রহণ করিয়া অশ্বখ-
তরুর ছায়ায় পরিভ্রমণপূর্ব্বক বালিলেন,—“আমি
এইস্থানে এই শিশুপুত্রকে পরিভ্রমণ করিলাম।
ত্রিলোকে স্বাবর ও চর যে সকল প্রাণী আছে,
তাহারা সকলেই ইহাকে রক্ষা করুক। ১৩—২৪। “হে
নৃপসন্তম! অনন্তর ব্রাহ্মণী প্রাণগণকে লক্ষ্য করিয়া
এহকথা কহিয়া প্রস্থান করিলেন, শিশু সেই
স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিল। সে তখন
নয়নদ্বয় কুণ্ডিত ও হস্তপদ অসংযতভাবে
নিক্ষেপ করিতে . করিতে মুখ বিকৃত
করিয়া বিকট রবে রোদন করিতে লাগিল।
তাহার সেই ভীষণ শব্দে স্বাবর-জঙ্গম বিতস্ত হইল
এবং মহা উৎপাতসমূহের আবির্ভাবে শৈল ও
বন-কাননসহ মেদিনী ঘন ঘন কম্পিত হইতে
লাগিল। হে ভারত! অনন্তর সেই মহাসব
শিশু দ্বিজব্রতকে ক্ষুধাকাতর জানিয়া অশ্বখতরুর
ছায়া অপর্য্যপ করিল না এবং সে অমৃতের শ্রায়
শ্রায় নির্ঘ্যাস করিত করিয়া তাহাকে পান করাইল।

নিজচেতসি । চিত্তমাস্য । বিশ্বকঃ কিং মম গ্রহ-
গোচরম্ ॥ ২৯ ॥ ততঃ কুরসমাচারঃ কুরঃ দৃষ্টা
নিরীক্ষিতঃ । পপাত সহসা ভূমো শনৈশ্চারৌ
শনৈশ্চরঃ ॥ ৩০ ॥ উবাচ চ ভয়ভ্রস্তঃ কৃতাজ্জনি-
পুটস্তদা । কিং ময়াপকৃতং বিপ্র পিপ্ললাদ
মহামুনে ॥ ৩১ ॥ চরনং বৈ গগনাদ্যেন পাতিতো
ধরণীতলে । সৌরিণা হেবমুক্তস্ত পিপ্ললাদো
মহামুনিঃ ॥ ৩২ ॥ ক্রোধরূপোহববৌদ্ধাক্যঃ তচ্ছৃণু
নরাধিপ । পিতৃমাতৃবিহীনস্ত মম বালস্ত ত্বম্যতে ।
পীড়াং করোষি কস্মাৎ সৌরে ক্রহি হশেষতঃ ॥ ৩৩ ॥
শনৈশ্চর উবাচ । কুরস্বভাবঃ সহজো মম দৃষ্টি-
স্তথৈদৃশী । মুঞ্চস্ব মাং তথা কর্তা যদববৌসি ন
সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ পিপ্ললাদ উবাচ । অদ্যপ্রভৃতি
বালানাং বর্ষাদা যোড়শাদ্ গ্রহ । পীড়া ত্বা ন কর্তব্য
এস তে সময়ঃ কৃতঃ ॥ ৩৫ ॥ এবমপ্তিতি চোক্তা স
জগাম পুনরাগতঃ । দেবমার্গং শনৈশ্চারৌ প্রণম্য

হে রাজন ! কুমার এইরূপে আপনমনে নিজ্জনে
বর্জিত হইলেন । অনন্তর বিশ্বকৃদয় দ্বিজতনয় একদা
চিন্তা করিলেন—অহো ! কি করিয়া আমার এই
কুগ্রহের মোচন হইবে ? ক্ষণকাল চিন্তার পর দেখি-
লেন—কুর শনৈশ্চর ভাণ্ডকে পীড়িত করিতেছে ।
অনন্তর দ্বিজ রোষাবিষ্ট হইয়া শনৈশ্চরের প্রতি
দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিলেন, দেখিতে দেখিতে সহসা শনি
শনৈঃ শনৈঃ অন্তরীক্ষ হইতে ক্ষীতভাবে পতিত
হইলেন—এবং ভীতিবিভ্রস্ত হৃদয়ে অঞ্জলিবন্ধন-
পুষ্পক কহিলেন ;—হে বিপ্র ! আমি গগনমার্গে
বিচরণ করিতেছিলাম, হে মহামুনে ! কেন আমাকে
ধরণীতলে পাতিত করিলেন ? হে পিপ্ললাদ !
আমি আপনার কি অপকার করিয়াছি ? হে নরা-
ধিপ ! রবিতনয়ের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া
মহামুনি পিপ্ললাদ কোপভরে যাহা কহিয়াছিলেন,
শ্রবণ কর । পিপ্ললাদ কহিলেন,—হে ত্বম্যতে তপন-
তনয় ! আমি পিতৃমাতৃহীন বালক, তুমি আমাকে
সান্তিশয় পোড়িত করিতেছ ? শনৈশ্চর উত্তর
করিলেন,—আমি স্বভাবতঃ কুরস্বভাব ; আর
আমার দৃষ্টি ঐরূপই জানিবেন ; আমাকে পরি-
ত্যাগ করুন । আপনি আমার প্রতি যেক্রপ আদেশ
করিবেন, আমি তাহাই করিব, সংশয় নাই । পিপ্ল-
লাদ বলিলেন—“হে গ্রহ ! অদ্য হইতে যোড়শ-
বর্ষ বয়স্ক বালককে পীড়িত করিও না, ইহাই
তোমার কার্য্য নির্দিষ্ট করিলাম ।” অনন্তর শনৈ-

শ্বসিস্তমম্ ॥ ৩৬ ॥ গতে চাদর্শনং তত্র সৌহৃদি
বালো মহাগ্রহঃ । বিক্ষিপ্তয়নং পিতরং ক্রোধেন
কলুষীকৃতঃ ॥ ৩৭ ॥ আগ্নেয়ীং ধারণাং ধ্যাত্বা জন-
য়ামাস পাবকম্ । কৃত্যামত্রেজুর্হাবাত্মো কৃত্য বৈ
সম্ভবমিতি ॥ ৩৮ ॥ তাবজ্জাতি সা কৃত্য জালা-
মালাবিভূষিতা । হতভুকসদৃশাকারা কিং করো-
মীতি চাববৌ ॥ ৩৯ ॥ শোষয়ামি সমুদ্রান কিং
চূর্ণয়ামি চ পর্বতান । ভুবনিং বেষ্টয়ামীতি পাতয়ে
কিং নভস্তলম্ ॥ ৪০ ॥ কস্মা মুর্ধ্নি পতিষ্যামি ঘাত-
য়ামি চ কং দ্বিজ । শীঘ্রমাদিশ্রুতাং কার্য্যং মা মে
কালাতায়ো ভবেৎ ॥ ৪১ ॥ তস্মাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা
পিপ্ললাদো মহাতপাঃ । ক্রোধসংরক্তনয়ন ইদং
বচনমববৌ ॥ ৪২ ॥ মহতা ক্রোধবেগেন ময়া হং
চিন্তিতা শুভে । পিতা মে যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ তস্মা হং পত
মা চিরম্ ॥ ৪৩ ॥ এবমুক্তাগমচ্ছীঘ্রং ফোটিয়ন্তৌ
নভস্তলম্ । মিথিলাস্তো মহাপ্রাজ্ঞস্তপন্তেপে মহা-
মনাঃ ॥ ৪৪ ॥ যাবৎ পশ্চতি দিগ্ভাগং জলনার্কসম-

শ্চর “তাহাই হউক” বলিয়া পিপ্ললাদের বাক্যে
অঙ্গীকার করিলেন এবং সেই ঋষিস্তমকে প্রণাম
করিয়া ধীরে ধীরে পুনরায় আকাশপথে প্রস্থিত
হইলেন । অনন্তর শনৈশ্চর সেই স্থানে অদর্শন
হইলে বালক পিপ্ললাদ মহা আগ্রহমহকারে পিতার
চরিত চিন্তা করিলেন, ক্রোধে ভাণ্ডার অন্তঃকরণ
কলুষিত হইল । তিনি অগ্নেয়ী ধারণা অবলম্বন
করিয়া পাবক সৃষ্টি করত “কৃত্য উদ্ধৃত হউক” এইরূপ
কামনা করিয়া কৃত্যামত্রে সেই হতাশনে আর্হতি
প্রদান করিলেন । অনন্তর অনলে পিপ্ললাদের
আর্হতি প্রদত্ত হইলে, জালামালাবিভূষিতা হতাশন-
সদৃশী এক কৃত্য সহর উদ্ভূতা হইল এবং বালক,
—হে দ্বিজ ! আমি কি করব ? আমি সমুদ্র
শোষণ কিংবা গিরিনিচয় বিচূর্ণিত করব ? অথবা
অবনী বেষ্টন কিংবা আকাশমণ্ডল পাতিত করিব ?
শীঘ্র আদেশ করুন ;—আমি কাহার ন্যস্তকে পতিত
হইব বা কাহাকে নিহত করিব ? বুধা কাল বিলম্ব
করিবেন না, নহর আমার কর্তব্য নির্দেশ করুন ।
অতঃপর রোসাকর্ণতনয়ন মহাতপা পিপ্ললাদ কৃত্যার
কথায় উত্তর করিলেন,—হে শুভে ! আমি সান্তি-
শয় রোববশে তোমাকে ধ্যান করিয়াছি, তুমি সত্বর
আমার পিতা যাজ্ঞবল্ক্যের উপরে পতিত হও । অন-
ন্তর কৃত্য “তাহাই হইবে” বলিয়া গমনবেগে গগন-
মণ্ডল আক্ষেপিত করিয়া উৎপতিত হইল । মহাপ্রাজ

প্রভম্ । যাজ্ঞবল্ক্যো মহাতেজা মহতুঃসুপস্থিতম্ । ৪৫ । তদ্বৃষ্টা সহস্রায়াস্তঃ ভীতভীতো মহামুনিঃ ।
অনুযুক্তোহথ ভূতেন জনকঃ নৃপতিং যযৌ । ৪৬ ।
শরণ্যঃ মামনুপ্রাপ্তঃ বিদ্ধি ত্বং নৃপসত্তম । মহতুঃ-
ভয়াজ্ঞক যদি শক্নোষি পার্শ্বিণ । ৪৭ । ব্রহ্মতেজো-
ভবঃ ভূতমনিবার্যঃ হ্রাসদম্ । ন চ শক্নোয্যহং
জাতুং রাজা বচনমব্রবীৎ । ৪৮ । ততশ্চাত্তং নৃপ-
শ্রেষ্ঠঃ শরণার্থী মহাতপাঃ । জগাম তেন যুক্তোহসৌ
চৈবস্তু সদনং ভয়াৎ । ৪৯ । দেবরাজ নমস্তুহস্ত
মহাভূতভয়ায় প । কম্পমানোহব্রবীদ্বিপ্রো ব্রহ্মশ্রেতি
পুনঃপুনঃ । ৫০ । তস্ম তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবরাজো-
হব্রবীদিদম্ । ন শক্নোমি পরিজাতুং ব্রহ্মকোপাদহং
মুনে । ৫১ । ততঃ স ব্রহ্মভবনং ব্রাহ্মণো ব্রহ্ম-
বিত্তমঃ । জগাম বিষ্ণুলোকঞ্চ তেনাপীতু্যক্ত এব
সঃ । ৫২ । ততঃ স মুনিক্ষিপ্রো নিরাশো জীবিতে

নৃপ । অল্পগম্যামানো ভূতেন অগচ্ছচ্ছরানয়ম্ । ৫৩ । তস্ম যোগবলোপেতো মহাদেবস্ত পাণ্ডব ।
নথমাংসান্তরে গুপ্তো যথা দেবো ন পশ্যতি । ৫৪ ।
তদন্তে চাগমদুতঃ জননার্কসমপ্রভম্ । মুঞ্চ মুঞ্চতি
পুরুষঃ দেবদেবঃ মহেশ্বরম্ । ৫৫ । এবমুক্তো
মহাদেবস্তেন ভূতেন ভারত । যোগীশ্বঃ দর্শয়ামাস
নথমাংসান্তরে তদা । ৫৬ । সংস্থাপ্য ভূতং ভূতেশঃ
পরমাপদাতং মুনিম্ । উবাচ মা ভৈশ্বঃ বিপ্র
নির্গচ্ছত্ব মহামুনে । ৫৭ । ততঃ সূক্ষ্মদেহস্থঃ ভূতং
দৃষ্টাববীদিদম্ । কিমস্ত ত্বং মহাভূত করিষ্যসি
বদন্ত মে । ৫৮ । কৃত্যোবাচ । ক্রোধাবিষ্টেন
দেবেশ পিপ্ললাদেন চিস্তিতা । অস্ত দেহং হনিষ্যামি
হিংসার্কং বিদ্ধি মাং প্রভো । ৫৯ । এতচ্ছ্রুত্বা
মহাদেবো ভূতস্ত বদনাচ্ছুতম্ । কটিস্থং যাজ্ঞবল্ক্যং
চ মজ্জয়ামাস মজ্জবিৎ । ৬০ । যোগীশ্বরেতি বিপ্রস্ত

মহামনা যাজ্ঞবল্ক্য তৎকালে মিথিলায় তপস্তা করিতে-
ছিলেন, তিনি তথা হইতে দেখিলেন,—দিক্
সকল যেন প্রদীপ্ত দিবাকরপ্রভা ধারণ করি-
য়াছে । অনন্তর মহাতেজা মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য
সেই মহাপ্রাণীকে আসিতে দেখিয়া ভীতভীত
হৃদয়ে রাজা জনকের সমীপে গমন করিলেন । সেই
মহাভূতও তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল ।
যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে নৃপসত্তম ! আমি আপ-
নার আশ্রয়লাভের অভিলাষী হইয়া আগমন
করিয়াছি, যদি আপনার সামর্থ্য থাকে, তবে এই
মহাভূতের ভয় হইতে আমাকে রক্ষা করুন । রাজা
উত্তর করিলেন,—এই হ্রাসদ ভূত ব্রহ্মতেজ হইতে
সমুদ্ভূত হইয়াছে, অতএব অনিবার্য আমি ইহা
হইতে আপনাকে পরিজ্ঞাপ্য করিতে অসমর্থ । অনন্তর
দ্বিজ যাজ্ঞবল্ক্য জনককে পরিত্যাগ করিয়া অস্ত
এক রাজসত্তমের শরণার্থী হইলে তিনিও তাঁহাকে
প্রত্যাখ্যান করিলেন । মহাতপা যাজ্ঞবল্ক্য এই-
রূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া দেবভবনে গমন করত
কম্পিতকলেবরে তাঁহাকে কহিলেন,—হে দেবরাজ !
আপনাকে নমস্কার । আমি এই মহাভূত
হইতে ভীত, অতএব আমাকে রক্ষা করুন ।
হে নৃপ ! সুররাজ তাঁহার বাক্যের উত্তর
করিলেন,—হে মুনে ! আমি ব্রহ্মকোপ হইতে
পরিজ্ঞাপ্য করিতে সমর্থ নহি । অনন্তর ব্রহ্মবিত্তম
দ্বিজ যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মসদনে উপনীত হইলেন ;
সেখানেও প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন

করিলেন ; কিন্তু সর্বত্র একই কথা । বিষ্ণুও
তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন । হে রাজন ! অনন্তর
উদ্বিগ্ন মুনি জীবনে নিরাশ হইয়া শঙ্করসমীপে
গমন করিলেন । ভূতও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
গমন করিল । হে পাণ্ডব ! যাজ্ঞবল্ক্য যোগবলে বলী-
য়ান ছিলেন । তিনি এমনই গুপ্তভাবে মহাদেবের
নথমাংসমধ্যে প্রবেশ করিলেন যে, স্বয়ং দেবদেবও
তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না । অনন্তর দেখিতে
দেখিতে সেই প্রদীপ্ত দিবাকরপ্রভ ভূতও ভূত-
পতির সমীপে উপনীত হইল এবং বলিল,—দেব-
দেব ! জনৈক পুরুষ আপনার শরীরে প্রবেশ করি-
য়াছে, আপনি ইহাকে পরিত্যাগ করুন । হে ভারত !
ভূতেশ ভূত কড়ক এইরূপে কথিত হইয়া যোগিবর
যাজ্ঞবল্ক্যকে নথমাংসান্তরে দর্শন করিলেন,
এবং মহাভূতকে সাক্ষনা করিয়া তদনন্তর সেই
বিপন্ন মুনিকে কহিলেন,—হে বিপ্র ! ভীত হইও না,
হে মহামুনে ! নথ হইতে নির্গত হও । অনন্তর
হর যাজ্ঞবল্ক্যকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া সেই সূক্ষ্ম-
দেহধারী মহাভূতকে কহিলেন,—হে মহাভূত । তুমি
এই বিপ্রেয় প্রাতি কি করিতে অভিলাষী, আমার
নিকট প্রকাশ কর । ৫—৫৮ । কৃত্য উত্তর করিল,—
হে দেবেশ ! প্রতিহিংসার প্রতিশোধকল্পে পিপ্ললাদ
কোপাবিষ্ট হইয়া আমাকে চিস্তা করিয়াছিলেন, হে
বিভো ! আমি তাঁহার প্রিয়কামনায় ইহাকে বিনাশ
করিব । হে যুধিষ্ঠির ! মজ্জবিৎ দেবেশ মহাদেব
ভূতের মুখে এইরূপ উক্তি শুনিয়া কটিদেশস্থ দ্বিজ

কৃষ্ণা নাম যুধিষ্ঠির । বিসজ্জয়িত্ব দেবেশস্ত্রৈবাস্তর-
ধীয়ত ॥ ৬১ ॥ প্রেষয়িত্ব তু তং ভূতং পিঙ্গলাদোহপি
তুর্ননাঃ । পিতৃমাতৃসমুদ্ভিগ্নো নশ্বদাতটমাত্রিতঃ ॥
৬২ ॥ একাক্ষুণ্ঠো নিরাহারো বর্ষাদা নোড়শানুপ ।
ভোষয়ামাস দেবেশমুময়া সহ শঙ্করম্ ॥ ৬৩ ॥
ততস্তপসসা তুষ্টিঃ শঙ্করো বাক্যমববীৎ ॥ ৬৪ ॥
ঈশ্বর উবাচ । পরিতুষ্টোহস্মি তে বিপ্র তপসানেন
সুভত । বরং কৃণীষ তে দদ্মি মনসা চোপ্ততং
শুভম্ ॥ ৬৫ ॥ পিঙ্গলাদ উবাচ । যদি মে ভগবাংস্তুষ্টৌ
যদি দেয়ো বরো মম । অত্র সন্নিহিতো দেব তীর্থে
ভব মহেশ্বর ॥ ৬৬ ॥ এবমুত স্তথেষু ক্কা পিঙ্গলাদঃ
মহামুনিম্ । জগামার্শনং দেবো ভূতসজ্জসমবিতঃ ॥
৬৭ ॥ পিঙ্গলাদো গতে দেবে স্নাত্ব তত্র মহাস্তসি ।
স্থাপয়িত্ব মহাদেবং জগামোত্তরপর্বতম্ ॥ ৬৮ ॥
তত্র তীর্থে নরো ভক্ত্যা স্নাত্ব মন্ত্রযুতং নৃপ ।
তর্পয়িত্ব পিতৃন দেবান্ পূজয়েচ্চ মহেশ্বরম্ ॥ ৬৯ ॥
অশ্বমেধস্ত যজ্ঞস্ত কলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ । যুতো

যাক্রবক্ষ্যকে রক্ষামস্তে অভিমান্ত করিলেন এবং
ভাঁহাকে যোগীশ্বর নামে অভিহিত করত বিদায় দিয়া
সেই স্থানেই অদৃশ্য হইলেন । হে নৃপ ! এদিকে
পিঙ্গলাদও ভূত প্রেরণ কারিয়া অতীব তুর্ননা হইলেন,
তিনি মাতা পিতার জন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া তার
সেখানে অবস্থান করিলেন না, তিনি অক্ষুণ্ণাঙ্গুলীতে
ভর করিয়া নিরাহারে ষোড়শ বৎসর পর্যন্ত তপস্তা
করত উমার সহিত শঙ্করের সন্তোষ সাধন
করিলেন । অনন্তর ভাঁহার তপস্তা দর্শনে শঙ্কর

ঈশ্বর কহিলেন—হে সুভত ! আমি তোমার তপ-
স্তায় ক্রীত হইয়াছি, তোমাকে শুভাবহ, বরদান
করিব । হে বিপ্র ! অতীষ্ট প্রার্থনা কর । পিঙ্গলাদ
বলিলেন,—ভগবান্ যদি আমার প্রতি ক্রীত হইয়া
থাকেন, আর আমাকে যদি বরদানের যোগ্য
বলিয়া মনে করেন, হে দেবেশ মহেশ ! তবে এই
তীর্থে সন্নিহিত হউন । মহাদেব মহামুনি পিঙ্গলাদের
প্রার্থনায় ‘ভাহাই হউক’ বলিয়া ভূতগণ সহ সেই
স্থানেই অস্থিত হইলেন । এদিকে দেবদেব অস্ত-
হিত হইলে পিঙ্গলাদও মহাতীর্থজলে অবগাহন-
পূর্বক সেই স্থানে মহাদেবকে স্থাপন করিয়া উত্তর
পর্বতে গমন করিলেন । হে নৃপ ! নর এই তীর্থে
ভক্তিপূর্বক সমস্ত জ্ঞান, দেব-পিতৃগণের তর্পণ ও
মহেশ্বরের অর্চনা করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের অন্তিম

কুদপুরং যাতি নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ৭০ ॥ অথ
যো ভোজয়েদ্বিপ্রান্ পিতৃনৃদিগ্ধ ভারত । তস্ত তে
দ্বাদশাবানি মোদন্তে দিবি তর্পিতাঃ ॥ ৭১ ॥
সন্ন্যাসেন তু যঃ কশ্চিত্তত্র তীর্থে তনুং তাজেৎ ।
অনিবর্তিকা গতিস্তস্ত কুদলোকাৎ কদাচন ॥ ৭২ ॥
এতৎ সর্বং সমাখ্যাতং যৎ পূর্বে হি ‘হয়ানঘ ।
মাহাত্ম্যং পিঙ্গলাদস্ত তীর্থাস্তাৎপত্তিরেব চ ॥ ৭৩ ॥
এতৎ পুণ্যং পাপহরং ধন্যং কুঃস্বপ্ননাশনম্ ।
পঠতাং শৃণ্বতাং চৈব সর্বপাপকয়ো ভবেৎ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পিঙ্গলাদতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২

ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেতু রাজেন্দ্র
বিমলেশ্বরমুত্তমম্ । তত্র দেবশিলা রম্যা স্বয়ং
দেবৈর্কিনির্মিতা ॥ ১ ॥ তত্র স্নাত্ব তু যো ভক্ত্যা
ব্রাহ্মণান্ পূজয়েন্নৃপ । স্বল্পেনাপি হি দানেন তস্ত

কললাভ করে এবং দেহাবসানেও সে শিবপুরে
গমন করিয়া থাকে ; সন্দেহ নাই । হে ভারত !
যে মানব পিতৃগণের উদ্দেশে এই তীর্থে ব্রাহ্মণ-
ভোজন করায়, তাহার পিতৃদেবতারা দ্বাদশবারিকী
স্বর্গবাস-তৃপ্তি লাভ করেন । যে বিরাগী নর এই
তীর্থে তনুত্যাগ করে, তাহার ‘আনুস্তিরহিত
গতি হয়, সে কদাচ কুদলোক হইতে প্রত্যাবর্তন
করে না । হে অনঘ ! তুমি যাহা জানিতে চাহিয়া-
ছিলে, এই তোমার নিকট সেই পিঙ্গলাদমাহাত্ম্য
ও তীর্থোৎপত্তি সমস্তই কথিত হইল ; এই উপাখ্যান
পুণ্য, পাপহর, ধন্য ও কুঃস্বপ্ননাশন ; যাহারা এই
উপাখ্যান পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহাদের নিখিল কলুষ
বিনষ্ট হইয়া থাকে । ৫৯—৭৪ ।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
অনুত্তম বিমলেশ্বর তীর্থে গমন করিবে, এই
বিমলেশ্বর তীর্থে দেবদেবিনির্মিত এক রম্য
দেবশিলা বিদ্যমান । হে নৃপ ! যে মানব দেব-
শিলায় স্নান করিয়া ভক্তিপূর্বক ব্রাহ্মণগণের অর্চনা

চাস্তো ন বিদ্যতে ॥ ২ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । কানি
দানানি বিপ্রেন্দ্র শস্তানি ধরনীভলে । যানি দত্তা
নরো ভক্ত্যা যুচ্যতে সৰ্বদা তৈঃ ॥ ৩ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । শুবর্ণং রজতং তাম্রং মণিমৌক্তিকমেব চ ।
ভূমিদানং চ গোদানং মোদয়ত্যন্তভারবম্ ॥ ৪ ॥ তত্র
তীর্থে তু যঃ কৃশিচৎ কুরুতে প্রাণসঙ্কয়ম্ ।
কুডলোকে বসেস্তানদীপদাভূতসম্প্রবম্ ॥ ৫ ॥ ততঃ
পুষ্করিণীং গচ্ছেৎ সৰ্বপাপক্ষয়করাম্ । তত্র শ্রাদ্ধা-
র্চয়েদেবং তেজোরশিৎ দিবাকরম্ ॥ ৬ ॥ ঋগ্মেকা
জপেৎ সামঃ সামবেদকনঃ লভেৎ । যজুর্বেদস্ত
জপনাদ্বেদস্ত তথৈব চ ॥ ৭ ॥ অক্ষরং বা জপেদ্যজঃ
ধ্যায়মানো দিবাকরম্ । আদিত্যহৃদয়ঃ জপ্তা মুচ্যতে
সৰ্বকিঞ্চিদৈঃ ॥ ৮ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ শ্রাদ্ধা বিধিনা
পূজয়েদ্ভিজান্ । তস্ত কোটিভুগং পুণ্যং জায়তে
নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ অনাশকেনাগ্নিগত্যা জলে বা
দেহপাতনাৎ । তস্মিন্স্থীর্থে যতো যন্ত স যাতি
পরমাং গতিম্ ॥ ১০ ॥ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ

ও ভীষ্মাদিগকে অত্যন্ত ও দান করে, তাহার পুণ্য-
ফলের অন্ত নাই। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে
বিপ্রেন্দ্র ! ধরাতলে কোন্ কোন্ দান প্রশস্ত ? মানব
ভক্তিপূৰ্ব্বক কোন্ বস্তু দান করিয়া অখল কলুষ
হইতে মুক্ত হয় ? মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—
শুবর্ণ, রজত, তাম্র, মণি, মৌক্তিক, ভূমি এবং গো
এই সকল দানই মানবগণকে অশুভ হইতে উদ্ধার
করে। দেবশিলাতীর্থে যে মানবের পাপক্ষয় হয়,
কল্পকাল পর্যন্ত তাহার কুডলোকে বাস হইয়া
থাকে। অনন্তর সৰ্বপাপবিনাশন পুষ্করিণীতীর্থে
গমন করিয়া তথায় শ্রাদ্ধ ও তেজোরশি দেব
দিবাকরের পূজা করিবে। এই পুষ্করিণী তীর্থে
একটি মাত্র সামবেদমন্ত্র জপ করিলে তাহার সমগ্র
সামবেদ পাঠের ফল হয়। এইরূপ যজুঃ কিংবা
ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র অথবা একটি অক্ষর জপ
করিলেও সমস্ত যজুঃ ও ঋগ্বেদপাঠের ফল হইয়া
থাকে। যে মানব মনে মনে দিবাকরকে চিত্ত
করিয়া আদিত্যহৃদয় জপ করে, তাহার পাপরাশি
বিনষ্ট হয়। যে মানব দেবশিলায় শ্রাদ্ধ করিয়া
যথাবিধি দ্বিজগণের পূজা করে, তাহার কোটিভুগ
পুণ্যার্জন হয়, সংশয় নাই। যে মানব এই তীর্থে
অনশন করিয়া অনল কিংবা জলে জীবন বিসর্জন
করে, তাহার পরমগতি লাভ হয়। হে নৃপসত্তম !
ব্রাহ্মণই হউক, আর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিংবা শূদ্রই

শূদ্রো বা নৃপসত্তম । বিহিতং কৰ্ম্ম কুর্বাণঃ স গচ্ছেৎ
পরমাং গতিম্ ॥ ১১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । ব্যাধিঃ
সৰ্বক্ষয়ঃ মোহঃ জাহ্নবর্ণা দ্বিজোত্তম । পাপেভ্যো
বিপ্রযুচ্যন্তে কেন তৎসাধনং বদ ॥ ১২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । তিলোদকৌ তিলশ্রাদ্ধৌ কামকোষাববর্জিতঃ ।
ব্রাহ্মণোহনশনৈঃ প্রাণান্ত্যজন্ততি সঙ্গতিম্ ।
সংগ্রামে সঙ্গতিঃ তাত ক্ষত্রিয়ো নিধনে লভেৎ ।
দত্তবান্ধগপ্রাক্ত সেবমানো লভেদতি ॥ ১৩ ॥
ব্যাধিগ্রস্তশীতো বা বৃকো বা বিকলেন্দ্রিয়ঃ । আত্মানং
দগ্ন্যয়নায়ো বিধিনা সঙ্গতিং লভেৎ ॥ ১৪ ॥ বৈশ্যো-
হপি হি ত্যজন্ প্রাণানৈবং নৈ শুভভাগুভবেৎ ।
জনে বা শুদ্ধভাবেন ত্যজ্য প্রাণাঙ্কিবো ভবেৎ ॥
১৫ ॥ শূদ্রোহপি দ্বিজশুক্রবৃন্তোবায়িতা মহেশ্বরম্ ।
বিমুচ্য নাত্মথা পাপঃ পততে নরকে ক্রবম্ ॥ ১৬ ॥
অথবা প্রণবাসকো দ্বিজোভ্যো গুরবে তথা । পঞ্চায়ো
শৌসয়েদেহমাপৃচ্ছ্য দ্বিজসত্তমান ॥ ১৭ ॥ শাস্ত্র-
দান্তজিতক্রোধান্ শাস্ত্রযুক্তান্ বিচক্ষণান্ । তেষাং
চৈবোপদেশেন করীষাণ্যং প্রসাধয়েৎ ॥ ১৮ ॥ এবং

হউক, এই তীর্থে বিহিত কৰ্ম্ম করিয়া পরম গতি
লাভ করিয়া থাকে। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—
হে দ্বিজোত্তমগণ ! ব্যাধিগ্রস্ত, ক্ষীণবল ও মোহ-
পর ব্রাহ্মণাদি বর্ণ কিরূপ কৰ্ম্মাচরণ করিয়া পাপ-
বিমুক্ত হইবেন ? এক্ষণে তাদৃশ কৰ্ম্মের সাধন বর্ণন
করুন। ১-১২। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—কাম-কোষহীন
তিলশ্রাদ্ধী তিলোদকী দ্বিজ অনশনে প্রাণ পারিত্যাগ
করিয়া সঙ্গতি লাভ করেন। আর ক্ষত্রিয় বৃক
নিধনে প্রাপ্ত হইয়া কিংবা তদভাবে দ্বিজগণের
সেবা করিয়া সঙ্গতি প্রাপ্ত হন। হে মহাপ্রাক্ত !
যাহারা ব্যাধিক্রমগ্রস্ত, বৃক কিংবা বিকল-
েন্দ্রিয় তাহারা যথাবিধি হুতাশনে দেহ দগ্ধ
করিয়া সঙ্গতি লাভ করিবে। হে নৃপ !
বৈশ্যেরও শুভগতি লাভের এই একই উপায়
জানিবে, অথবা বৈশ্য শুদ্ধভাবে জলে জীবন
বিসর্জন করিয়া শিবসদৃশ হইবে। শূদ্রের দ্বিজ-
শুক্রবাহী পরম গতি ! দ্বিজশুক্রবৃন্ত শূদ্র মহেশ্বর
বৃন্তোষসাধন করিয়া পাপাবমুক্ত হইবে, অত্থথা
সহ পাপাচারে নরকে পতন নিশ্চিতই জানিবে।
শূদ্রের অপর এক উপায় কথিত হইতেছে;—
প্রণবে শূদ্রের অধিকার নাই, অতএব শূদ্র শাস্ত্রদান্ত
জিতক্রোধ শাস্ত্রজ্ঞ বিচক্ষণ ব্রাহ্মণসত্তমগণের নিকট
উপদেশ গ্রহণ করিয়া দ্বিজ ও শুক্র সমীপে

বর্ণা যথাভেন মূঢ়াহকারমোহিতাঃ । পতাস্ত নরকে
ঘোরে যথাঙ্কো গিরিগঙ্ধরে ॥ ২০ ॥ যে শাস্ত্রবিধি
মুৎসজ্য বর্ত্তন্তে কামচারতঃ । কুমিযোনিং প্রপ-
দ্যন্তে তেষাং পিণ্ডো ন চ ক্রিয়া ॥ ২১ ॥ শ্রুতি
স্মৃত্যদিতং ত্যক্তা যথেষ্টাচারসেবিনঃ ।
অষ্টাবিংশতির্কৈ কোট্যো নরকাণাং যুধিষ্ঠির ॥ ২২ ॥
প্রত্যেকং বা পতন্ত্যেতে ময়া নরকমাগরে ।
তুল্লভং মানুসং জন্ম বহুধর্ম্মার্জিতং নৃপ ॥ ২৩ ॥
তল্লকা মদমাৎসর্য্যং যো বৈ ত্যজতি মানবঃ । সন্নি-
য়ম্য সদাশ্রানং জ্ঞানচক্ষুর্নরো হি সঃ ॥ ২৪ ॥ অজ্ঞান-
তিমিরাক্ষশ্চ জ্ঞানাজ্ঞানশলাকয়া ॥ ২৫ ॥ যশ্চ নোন্মো-
লিতং চক্ষুর্জ্যেয়ো জাতাক্ষ এব সঃ । এতন্তে কথিতং
সঙ্গং যৎ পৃষ্ঠং নৃপসন্তম ॥ ২৬ ॥ তথানিষ্টেতরাণাং
হি কদম্ব বচনং যথা । নশ্বদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা ক্রুদ-
দেহাদিনিঃসৃত ॥ ২৭ ॥ তীরয়েৎ সর্ষভূতানি স্থাব-
রাণি চরাণি চ । সর্ষদেবাধিদেবেন ঈশ্বরেণ মহা-

পক্ষাঘ্নিহারা শরীর শোষণ অথবা করৌষাঘ্নিতে
দেহভাগ করিবে। হে রাজন! এই তোমার
নিকট বর্ণিগণের বখাষন মোক্ষোপায় বিবৃত
হইল। অহঙ্কারবিমোহিত মুঢ় মানবেরা ইহার বাত-
ক্রম করিয়া অন্ধের গিরিগঙ্ধরে পতনের ভাব
ঘোর নরকে পতিত হইয়া থাকে। তাহার শাস্ত্র-
বিধি পরিভাগপূষিক যথেষ্ট আচারের বশবর্ত্ত
হয়, তাহার কুমিযোনি লাভ করে এবং তাহাদের
জল-পিণ্ডাদি ক্রিয়া নুপ হইয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির!
তাহারা বেদ ও স্মৃতিকথিত ধর্ম্ম পরিভাগ করিয়া
যথেষ্ট আচার অবলম্বন করে, অষ্টাবিংশতিকোটি
নরকের প্রত্যেক নরকেই তাহাদের নিমজ্জন
হয়, কদাচ তাহাদের নরকমাগর হইতে পরি-
ত্যাগ নাই। হে নৃপ! বহুপুণ্যজনে তুল্লভ
মানুষ জন্ম লাভ হয়। সেই তুল্লভ মানব জন্ম লাভ
করিয়া যে মানব মদমাৎসর্য্য বিসর্জন করত
সতত আত্মসংযম আশ্রয় করিয়াছে, তাহাকেই
জ্ঞানচক্ষু বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। যে অজ্ঞান-
তিমির দ্বক মানবের জ্ঞানরূপ অজ্ঞানশলাকায় লোচন
উন্মীলিত হয় না, তাহাকে জাতাক্ষ বলিয়া জানিবে।
হে নৃপসন্তম! ভূমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছনে,
তৎসমস্ত কথিত হইল এবং দেবদেব ক্রুদ যে
সকলকে অনিষ্টের বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন,
তাহাও তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ক্রুদ-
দেহোদভবা সরিদ্ভরা নশ্বদা স্থাবর চরু অগ্নি

গ্ননা ॥ ২৮ ॥ লোকানাঞ্চ হিতার্থায় মহাপুণ্যাবতা-
রিভা । মানসং বাচিকং পাপং শ্রানান্ত্রুতি কশ্ম-
জম্ ॥ ২৯ ॥ ক্রুদদেহাদিনিষ্ক্রান্তা তেন পুণ্যতমা হি
সা । প্রাতরুখ্যায় যো নিত্যং ভূমিমাকম্য ভক্তিতঃ ॥
৩০ ॥ এতমন্ত্রঃ জপেত্তাত শ্রানন্ত নততে কলম্ ।
নমঃ পুণ্যজলো দেবি নমঃ সাগরগামিনি ॥ ৩১ ॥
নমোহস্ত পাপনির্মোচে নমো দেবি বরাননে ॥ ৩২ ॥
নমোহস্ত তে ঋষিবরসর্গসেবিতৈ নমোহস্ত তে
ত্রিনয়নদেহনিঃসৃতৈ । নমোহস্ত তে শুকুতবতাঃ
সদা বরে নমোহস্ত তে সততপবিত্রপাবনি ॥ ৩৩ ॥

ইতি ত্রীকান্দে বিমলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

ত্রীমার্কেণ্ডেয় উবাচ । তীর্থানাং পরমং তীর্থং
তচ্ছ্রীং নরাধিপ । রেবায়া দাক্ষিণ্যে কুলে নির্মিতং

প্রাণীর উদ্ধার সাধন করেন। সর্ষদেবাধিদেব মহাত্মা
দিনকর অগ্নি লোকের হিতকামনায় মহাপুণ্য
নশ্বদাকে অবতারিত করিয়াছেন; নশ্বদা ক্রুদ-
দেহোদভবা বলিয়া পৃথুতমা হইয়াছেন। এই
নশ্বদানীরে শ্রান মাঝেই মানবের মানস, বাচিক ও
কশ্মজ কলুষ নিনষ্ট হয়। হে ভাতৃ! প্রাতরুখ্যায়
করিয়া যে মানব ভূমিভাগ আশ্রয় করত ভক্তিতরে
প্রান্দিদন এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করে, তাহার
নশ্বদাশ্রান-ফল লাভ হয়। মন্ত্র যথা—“হে দেবি!
আপনি সাগরগামিনী, আপনাকে নমস্কার; হে
বরাননে! আপনার জল অতি পবিত্র, আপনিই
মানবগণের পাপ নিনষ্ট করিয়া থাকেন, আপনাকে
নমস্কার; হে সরিদ্ভরে! ঋষিসর্গ আপনার সেবা
করেন, আপনি ত্রিনোচনের গাত্র হইতে বহির্গত
হইয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। হে দেবি! আপনি
শুকুতকারিগণের সতত নমস্কার ও পবিত্র হইতে
পবিত্র হইয়া আপনাকে নমস্কার ॥ ১৩—৩৩ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

মার্কেণ্ডেয় কহিলেন,—হে নরাধিপ! মানবেশ্ব-
রগণের মোক্ষার্থ রেবার দক্ষিণকূলে শূলপাণি এক

শূলপাণিনা ॥ ১ ॥ মোক্ষার্থঃ মানবেন্দ্রাণাঃ নির্মিতঃ
নৃপসত্তম । যুধিষ্ঠির উবাচ । ক্রতা মে বিবিধা
ধর্ম্যাস্তীর্থানি বিবিধানি চ । দানধর্ম্যাঃ সমস্তাশ্চ ত্বৎ-
প্রসাদাদ্বিজোত্তম ॥ ২ ॥ অন্তচ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি
সংসারচ্ছিদ্যতে যথা । পুনরাগমনং নাস্তি মোক্ষ-
প্রাপ্তির্ভবেদ্যথা ॥ ৩ ॥ এতদাখ্যাহি মে সর্বং
প্রসাদাদ্বিজসত্তম ॥ ৪ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । শূল-
ধেকমনা ভূত্বা তীর্থাস্তীর্থান্তরং মহৎ । ক্রতে যন্ত
প্রভাবে তু মুচ্যতে চাঙ্গিকাদঘাৎ ॥ ৫ ॥ বাচিকৈ-
র্মানসৈর্কপি শারীরৈশ্চ বিশেষতঃ । কৌর্তনাত্তন্ত
তীর্থস্তা মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ৬ ॥ পঞ্চকোশ-
প্রমাণং তু তচ্চ তীর্থং মহোপতে । ভুক্তিমুক্তিপ্রদং
দিব্যং প্রাণিনাং পাপকার্ষণ্যম্ ॥ ৭ ॥ রেবায়
দক্ষিণে কূলে পর্ষতো ভৃগুসংজ্ঞিতঃ । তস্মা মুক্তি
চ ততীর্থং স্থাপিতং চৈব শম্বুনা ॥ ৮ ॥ শূল-
ভেদেতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু ভূপতে । তত্র
স্থিতাশ্চ যে রক্ষাস্তীর্থাস্তৈব চতুর্দিশম্ ॥ ৯ ॥
পতিতা নিলয়ং যান্তি রুদ্রস্ত নাত্র সংশয়ঃ । যত্র

অনুত্তম তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেন । হে নৃপসত্তম ! এই
তীর্থ অগ্নি তীর্থমধ্যে শ্রেষ্ঠ । এক্ষণে এই তীর্থ-
কথা শ্রবণ কর । যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে দ্বিজো-
ত্তম ! আপনার প্রসাদে বিবিধ ধর্ম্য অনেক তীর্থ
এবং সমস্ত দানধর্ম্য শ্রবণ করিয়াছি ; যাহা শ্রবণে
সংসার ছিন্ন হয়, পুনরায় সংসারে আগমন করিতে হয়
না, প্রত্যুত মোক্ষলাভ ঘটে, এইরূপ অস্ত্র ধর্ম্য
শ্রবণে অভিনাশ করি । হে দ্বিজসত্তম ! আমার
প্রতি প্রসন্ন হইয়া তৎসমস্ত সম্যক্ বর্ণন করুন ।
মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্ ! তীর্থনিচয়ের মধ্যে
অনুত্তম মহাতীর্থের বিষয় বর্ণন করিতেছি, এক
মনা হইয়া শ্রবণ কর । এই মহাতীর্থের মাগ্ন্য
শ্রবণে শত বৎসরের পাতক বিনষ্ট হয় । অধিক
কি বাচিক, মানসিক বিশেষতঃ শারীর অগ্নি
কলুষই এই তীর্থের মাগ্ন্যকৌর্তনে বিনষ্ট হইয়া
থাকে । হে মহোপতে ! এই মহাতীর্থের প্রমাণ
পঞ্চকোশ এবং এই তীর্থ পাপকর্যা প্রাণিগণের
দিব্য, ভুক্তিমুক্তিপ্রদ । হে রাজন্ ! রেবা-
দক্ষিণকূলে ভৃগুসংজ্ঞক পর্ষত বিদ্যমান । স্বয়ং শম্বু
সেই ভৃগুশৈলের শিরোদেশে এই তীর্থ প্রতিষ্ঠা
করিয়াছিলেন । হে ভূপতে ! ত্রিলোকবিখ্যাত
এইতীর্থের নামশূলভেদ । শূলভেদ তীর্থের চারি-
দিকে যে তরুরাজ বিরাজমান, তাহারও কালক্রমে

স্তম্ভেব যে কেচিজ্জন্তবো ভূবি পক্ষিণঃ ॥ ১০ ॥ তে
যান্তি পরমং লোকং তত্র তীর্থে ন সংশয়ঃ । পাতালা-
নিঃসৃত্য গঙ্গা ভোগবতীতিসংজ্ঞিতা । নিক্রান্তা
শূলভেদাচ্চ সর্বপাপক্ষয়করী ॥ ১১ ॥ যা সা
গীর্গাণনায়াত্রা বহেৎ পুণ্যা মহানদী ॥ ১২ ॥
পতিতা কুণ্ডমধ্যে তু যত্র তিরং ত্রিশূলিনা । শম্বুনা
চ পুরা তাত উৎপাদ্য চ সরস্বতী ॥ ১৩ ॥
সা তত্র পতিতা রাজন্ প্রাচীনাঘবিমোচিনী ।
ভাস্ত্র্যা ত্রিতয়ং যত্র শিলা গীর্গাণসংজ্ঞিতা ॥ ১৪ ॥
তত্র তীর্থে চ ততীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ।
কেদারঞ্চ প্রয়াগঞ্চ কুরুক্ষেত্রং গয়া তথা ॥ ১৫ ॥
অন্তানি চ শ্রুতীর্গানি কলাং নাইস্তি যোড়শীম্ ।
পঞ্চ স্থানানি তীর্থানি পৃথগ্ভূতানি যানি চ ॥ ১৬ ॥
বক্ষ্যামি চ সমাসেন একৈকঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ । গয়া
নাত্যাং যথা পুণ্যা চক্রতীর্থঞ্চ তৎসমম্ ॥ ১৭ ॥
ধর্ম্যারণ্যে যথা কূপং শূলভেদঞ্চ তৎসমম্ ।
ব্রহ্মযূপং যথা পুণ্যং দেবনদ্যাস্ত্রৈশ্চ চ ॥ ১৮ ॥
যথা গয়াশিরঃ পুণ্যং সুরাণাঞ্চ যথা শিলা । যথা

পতিত হইলেও রুদ্রনিলয়ে গমন করে, সংশয়
নাই । ভূতলবাসী বিহগগণও শূলভেদতীর্থে
দেহত্যাগ করিয়া পরমর্গতি লাভ করিয়া থাকে,
সংশয় নাই । পাতালে যে গঙ্গা প্রবাহিত, তাহার
নাম ভোগবতী । সর্বপাপক্ষয়করী এই ভোগবতীও
শূলভেদ তীর্থ হইতে নিক্রান্তা হইয়াছেন । ১—১১ ।
গীর্গাণনায়ী যে আর এক মহানদী আছে, যে মহানদী
শূলপাণি কর্তৃক তির হইয়া কুণ্ডমধ্যে পতিত হয়,
সেই গীর্গাণনায়ী মহানদীও শূলভেদে প্রবাহিত । হে
তাত ! পুরাকালে শম্বুর শরীর হইতে সরস্বতী উৎ-
পন্ন হইয়াছিলেন । সেই প্রাচীন সরস্বতীও প্রদীপ্ত
ধারাজলে এই শূলভেদে পতিত হইয়া মানবগণের
পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন । হে রাজন্ ! শূল-
ভেদ তীর্থে গীর্গাণনায়ী শিলা বিদ্যমানা ; অতএব
শূলভেদ সদৃশ কোন তীর্থ হয়ও নাই, হইবেও না ।
কেদার, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, গয়া এবং অন্যান্ত অনু-
ত্তম তীর্থনিচয়ও শূলভেদের বোড়শাংশের একাংশ-
যোগ্য নহে । হে নৃপ ! অনন্তর পাঁচটি তীর্থ
স্থানের বিষয় সংক্ষেপে এক এক করিয়া পৃথক্
পৃথক্ রূপে বর্ণন করিতেছি ;—গয়াসুরের নাভি-
দেশে গয়া ও চক্রতীর্থ ; ধর্ম্যারণ্যে কূপ,
গঙ্গতীরস্থ ব্রহ্মযূপ, এবং গয়ানীর্ষ, পবিত্র দেবশিলা,

চ পুষ্করং স্থানং মার্কণ্ডেয় হ্রদ এব চ । ১৯ । দৃষ্টা
পিণ্ডোদকং তত্র পিতৃণাঞ্চ তথাশ্রয়ম্ । যন্তত্র কুরুতে
শ্রাদ্ধং ত্রোয়ং পিবতি নিত্যশঃ । মৃত্যুতে সৰ্ব-
পাপৈশ্চ উরগঃ কঙ্করৈকরিব ! অনিন্দ্যান্ পূজয়েদ্বিপ্রান
দন্তক্ৰোধবিবর্জিতান্ । ২০ । ত্রয়োদশদিনং
দানং ত্রয়োদশগুণং ভবেৎ । অভ্যর্চিতঃ সুরং
দৃষ্ট্বা গণনাথং গজাননম্ । ২১ । সর্ষে বিপ্রা বি-
নশ্চিন্তি দৃষ্ট্বাকন্দলক্ষেত্রপম্ । ২২ । পূজয়েৎ পরয়া
ভক্ত্যা শূলপাণিঃ মহেশ্বরম্ । ২৩ । দেবস্ত পূর্ব-
ভাগে তু উমা পূজ্যা প্রযত্নতঃ । মার্কণ্ডেশঃ ততো
ভক্ত্যা পূজয়েদ্গুহবাসিনম্ । ২৪ । মৃত্যুস্তে
পাতকৈঃ সর্ষেরজ্ঞানজ্ঞানসঙ্কটৈঃ । গুহামধ্যে
প্রবিষ্টে জপেৎ সূক্তং তু ত্র্যক্ষরম্ । ২৫ । নীল-
পর্ষভজং পুণ্যং যষ্ঠাংশেন লভেত সঃ । হিনরা-
স্তত্র তিষ্ঠন্তি সাদিত্যমরুতঃ সহ । ২৬ । সর্ষদেব-
ময়ং স্থানং কোটিলিঙ্গমবুত্তমম্ । যথা নদীনদাঃ
সর্ষে সাগরে যান্তি সংক্ষয়ম্ । ২৭ । তথা পাপানি

নশ্চিন্তি শূলভেদস্ত দর্শনাৎ । প্রত্যক্ষো দৃশ্যতে-
হদ্যপি প্রত্যয়ো অবনীপতে । ২৮ । বিষ্ণুলিঙ্গা
লিঙ্গমধ্যে স্পন্দস্তে স্নানযোগতঃ । দ্বিতীয়ঃ
প্রত্যয়স্তত্র তৈলবিন্দু সর্পতিঃ । ২৯ । এবং হি
প্রত্যয়স্তত্র শূলভেদপ্রভাবজঃ । যঃ স্মরেচ্চুল-
ভেদং তু ত্রিকালং নিত্যমেব চ । ৩০ । স পুত-
ভবেৎ সাক্ষাৎ সবাছ্যভ্যস্তুরো নৃপ । ন কন্ত-
চিন্ময়াগাতং পৃষ্ঠোহহং ত্রিদশৈরপি । ৩১ । গুহাদ-
গুহতরং তীর্থং সদা গোপ্যং কৃতং ময়া । সর্ষ-
পাপহরং পুণ্যং সর্ষদোষঘ্নমুত্তমম্ । ৩২ । সর্ষ-
তীর্থময়ং তীর্থং শূলভেদং জনেশ্বর । ক্ষতে যন্ত
প্রভাবে তু মৃত্যুতে সর্ষপাতকৈঃ । ৩৩ । শূলভেদং
ময়া তাত সঙ্কেপাৎ কথিতং তব । যঃ শৃণোতি
নরো ভক্ত্যা মৃত্যুতে সর্ষপাতকৈঃ । ৩৪ ।

ইতি ত্রীক্ষান্দে শূলভেদপ্রশংসাবর্ণনং নাম
চতুস্তহারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪৪ ।

পুষ্করক্ষেত্র ও মার্কণ্ডেয় হ্রদ যেরূপ পুত,
এই শূলভেদ তীর্থ তরুণ পবিত্র জানিবে।
এই শূলভেদতীর্থে পিণ্ডোদক দান করিলে
পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হয়। যে মানব এই তীর্থে
শ্রাদ্ধ ও নিত্য তীর্থতোয় পান করে, সর্ষের কঙ্ক-
মুক্তির ত্রায় তাহার সর্ষবিধ পাতক বিমুক্ত হয়।
এখানে অনিন্দ্য দন্তক্ৰোধহীন দ্বিজগণকে ভোজন
করাইতে হয়। ককাদিক্রমে ত্রয়োদশ দিবস যাবৎ
প্রতিদিন দান করিলে সেই দানে ত্রয়োদশগুণ ফল
লাভ হয়। এই তীর্থে কন্দল নামক গজানন গণ-
পতি বিদ্যমান, তাঁহাকে দর্শন ও অর্চন
করিলে বিঘ্নরাশি বিনষ্ট হয়। পরম ভক্তি-
সহকারে শূলভেদে শূলপাণি মহেশ্বর পূজা করিবে,
মহেশ্বর পুষ্কপার্শ্বে উমাদেবী বিদ্যমান। ইনিও
সযত্নে পূজ্য হন। অনন্তর ভক্তিভরে গুহবাসী
মার্কণ্ডেশ্বর পূজা কর্তব্য। মার্কণ্ডেশ পূজিত হইলে
মানবের জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সর্ষবিধ পাতকই বিনষ্ট
হইয়া থাকে। যে নর গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া
ত্র্যক্ষর সূক্ত জপ করে, তাহার নীলগিরি দর্শনের
যষ্ঠাংশ পুণ্য লাভ হয়। শূলভেদ তীর্থ সর্ষদেব-
ময়। আদিত্য ও মরুদগণ সহ জিনর ও কোটি
কোটি অমৃতময় লিঙ্গ এই তীর্থে বর্তমান। নদনদীগণ
যেমন জলধিজলে বিলীন হয়, তরুণ একমাত্র
শূলভেদ দর্শনে অখিল কলুষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হে অবনীপতে! অদ্যপি শূলভেদের প্রভাব
সদৃশে কয়েকটি প্রত্যক্ষ প্রত্যয়-কারণ দৃষ্ট হয়,—
প্রানার্গ লিঙ্গমস্তকে জল প্রদান করিলেই লিঙ্গমধ্যে
বিষ্ণুলিঙ্গ স্পন্দিত হইতে দেখা যায়। দ্বিতীয়
প্রত্যয়—লিঙ্গের অঙ্গে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে,
তাঁহা স্থির থাকে, কদাচ প্রসর্পিত হয় না। হে
রাজন! এই তোমার নিকট শূলভেদের প্রত্যক্ষ
প্রভাব বর্ণিত হইল। হে নৃপ! যে লোক ত্রিকালে
শূলভেদের সতত স্মরণ করে, সে সাক্ষাৎ বাহু
এবং আভ্যন্তরীণবিত্রতা প্রাপ্ত হয়। কদাচ ত্রিদশ-
গণও আমার নিকট শূলভেদপ্রভাব জিজ্ঞাসা করিলে
গুহ হইতেও গুহতর এই বিবরণ তাঁহাদের নিকট
বর্ণন করি নাই, পরন্তু সতত গোপনই রাখিয়াছি। হে
জনেশ্বর! সর্ষপাপহর উত্তম তীর্থ শূলভেদ
বিঘ্নরাশি বিনষ্ট করে এবং এই তীর্থ সর্ষদেবময়।
হে তাত। যাহার প্রভাব অবশে মানব সর্ষবিধ
পাতকমুক্ত হয়, সংক্ষেপে সেই শূলভেদ-মাহাত্ম্য
তোমার নিকট বর্ণিত হইল; যে নর ভক্তিভরে
শূলভেদপ্রভাব অবগণ করে, তাঁহার অখিল কলুষ
বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১২—৩৪।

চতুস্তহারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৪

পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীমাকণ্ডেয় উবাচ । এত এব পুরা প্রশ্নঃ পার-
পুষ্টো মহেশ্বরম্ । রাজা চৌকানপাদেন ঋষিদেব-
সমাগমে ॥ ১ ॥ উক্তানপাদ উবাচ । ইদং তীর্থং
মহাপুণ্যং সৰ্বদেবময়ং পরম্ । শূলভেদং কথং জাতং
কেনৈবোৎপাদিতং পুত্র । মহাশ্মাং তস্তা তীর্থস্তা
বিস্তরাচ্ছংস মে প্রভো ॥ ৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
আসৌ পুরা মহাবীৰ্য্যো দানবো বলদর্পিতঃ । মর্ত্যেন
তাদৃশঃ কশ্চিদ্ধিক্রমেণ বলেন বা ॥ ৪ ॥ স্মরুর্জ-
মুতশ্চায়মক্ষকো নাম দুৰ্ম্মদঃ । নিজস্থানে বসন
পাপঃ কুর্স্বন রাজ্যমকটকম্ ॥ ৫ ॥ হৃষ্টপুষ্টো বসন
মর্ত্যে স সুরৈর্নাভিভূষতে । ভবনং তস্য পাপস্ত
বহ্নেক্রপবনং যথা ॥ ৬ ॥ এতান্নমক্ষকঃ কাণে
চিহ্নয়ামাস ভারত । ভোবয়ামি মহাদেবঃ যেন
সানুগ্রহো ভবেৎ ॥ ৭ ॥ শ্রাবয়ামি বচনং দিব্যং যো

মে মনসি বর্ততে । পরং স নিশ্চয়ং কুত্ৰা নোহক্ষকো
নির্গতে গৃহাৎ ॥ ৮ ॥ য়েবাভটং সমাসাদ্য দানবস্তপসি
স্থিতঃ । উগ্রং তপশ্চচারাসৌ দাক্ষণং লোমহর্ষণম্ ॥
৯ ॥ দিব্যং বর্ষসহস্রং স নিরোহরোহভবত্ততঃ ।
দ্বিতীয়ং তু সহস্রং স স্তবসম্ভারিতোজনঃ ॥ ১০ ॥
তৃতীয়ং তু সহস্রং স ধূমপানরতোহভবৎ । চতুর্থং
বর্ষসহস্রং যোগাভ্যাসেন সংস্থিতঃ ॥ ১১ ॥ কোহপীহ
নেদৃশং চক্রে তপঃ পরমদাক্ষণম্ । অস্থিচর্ম্মাবশেষো-
হসৌ যাবত্তিষ্ঠতি ভারত ॥ ১২ ॥ তস্তা মুর্দ্ধি ততো
রাজন ধূমবর্ত্তিকির্নিশ্চত । দেবলোকমতীত্যাসৌ
কৈলাসং ব্যাপ্য সংস্থিতা ॥ ১৩ ॥ তাবদেবসমী-
পস্থা উমা বচনমববীৎ । কোহস্তায়ং মাংসে
লোকে তপসোগ্রোণ সংস্থিতঃ ॥ ১৪ ॥ চতুর্ষ্বসহ-
স্রাণি বাতীযঃ পরমেশ্বর । ন কেনাপীদৃশং তপ্তং
তপো দৃষ্টং শ্রুতং তথা ॥ ১৫ ॥ অবজ্ঞা কুরুষে দেব
কিমত্র নিয়মাংসতে । সন্নিহা দংসে শীঘ্রং ত্বমগ্নেন
তপসা বিভো ॥ ১৬ ॥ নাম্বক্ৰীড়াঃ বরিন্যোহদা
জ্ঞান সহ মহেশ্বর । যাবন্নোথাপ্যতে হেদ্য দানবো

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ

মাকণ্ডেয় কহিলেন,—পৃথককালে একদা রাজা
উক্তানপাদের সভায় সুরকবিগণের সমাগম করিয়া-
ছিলেন । তখন নৃপ উক্তানপাদ মহেশ্বরের নিকট গুপ্ত
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । উক্তানপাদ কহিলেন,—মহাপুণ্য
সমবেদনাতঃ ৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩৩
শূলভেদমদৃশ্য অস্ত্র কোন তীর্থে দৃষ্ট বা ক্ষত হই-
না; হে প্রভো! পৃথককালে কুরুক্ষেত্র শূল-
ভেদের উৎপত্তি হইল? আর কোন মহাযোদ্ধা বা
এই মহাতীর্থের আবিষ্কার করিলেন? আমার
নিকট শূলভেদ-তীর্থের প্রভাব বিস্তাররূপে বর্ণন
করুন । ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—পৃথককালে অক্ষক
নামক জর্জরিত বলদর্পিত মহাবল দানব মর্ত্যভূমে
প্রাহর্তুত হইয়াছিল । দুৰ্ম্মদ অক্ষক ব্রহ্মার পৌত্র কণ্ডকের
তনয় । তৎকালে বনবিক্রমে মর্ত্যলোকে অক্ষকের
শায় অস্ত্র কেহই ছিল না । পাপমতি হৃষ্টপুষ্ট
অক্ষক নিজস্থানে অবস্থিত থাকিয়া নিকটকে রাজা
ভোগ করিত । পাপ অক্ষকের ভবন যেন বাহির
উপবনের শায় ছিল, সুরগণ কদাচ নাহাকে অভি-
ভূত করিতে সমর্থ হইতেন না । হে ভারত !
দানব অক্ষক একদা চিন্তা করিল, “আমি মহা-
দেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইব,
দেবদেব ক্রীত হইলে আমি তাঁহার নিকট হইতে

দিব্য অস্ত্রটি-বৎ প্রাপ্তিলা করিয়া লইব ।” অনন্তর
অক্ষক এতদূর নিশ্চয় করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত
হইল এবং বেরাভীরে উপনীত হইয়া লোমহর্ষণ
দাক্ষণ হাঁহ তপস্তা করিতে লাগিল । অনন্তর
অক্ষক দিব্য সহস্র বৎসর নিরন্তর হইয়া, দ্বিতীয়
সহস্র বৎসর জলপান করিয়া, তৃতীয় সহস্র বৎসর
সময় নিরন্তর হইয়া চতুর্থ সহস্র বৎসর যোগভাসে
অবস্থিত হইয়া তীর্থ তপস্তা করিল । হে ভারত !
ইদৃশপক্ষে একদা পরম দাক্ষণ সন্তোষে কহে কখনও
করে নাই । হে রাজন! অনন্তর অক্ষক তপঃ-
শ্রেণে অস্থি-চর্ম্মাবশিষ্ট হইলে, তাহার মস্তক
হইতে ধূমবর্ত্তি নির্গত হইতে লাগিল; এবং এই
ধূমবর্ত্তি দেবলোক অতিক্রম করিয়া কৈলাসশৈলপর্ব্বাত্ত
পারব্যাপ্ত হইল । ১—১৩ উমা তখন মনোহর-নম্রো
উপবিষ্টা ছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—হে মহেশ্বর !
চতুঃসহস্র বর্ষ এই অক্ষক তীর্থতপস্তায় অতিবাহিত
করিয়াছে । মর্ত্যধামে ইহার সদৃশ উগ্রতপস্বী কে
আছে? ইহার শায় অস্ত্র কেহ তপশ্চরণ করিয়াছে,
কৈ আমি ত, একদা শ্রবণ বা দর্শন করি নাই; হে
দেব! কি নিমিত্ত এই নিয়মাংসিত ভক্তের প্রতি
অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন? হে বিভো!
আপনিত, অল্প তপস্তায়ই সহস্র অভীষ্ট প্রদান
করিয়া থাকেন । হে ভক্তবৎসল! যতক্ষণ আপনি

ভক্তবৎসল ॥ ১৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ । সাধুসাধু
মহাদেবি সস্নেহলক্ষণলক্ষিতৈ । অহং তং ন বিজা-
নামি ক্রিষ্ণস্তং দানবেশ্বরম্ ॥ ১৮ ॥ যোগাভ্যাসে
স্থিতো ভদ্রে ধ্যায়েন্তুৎপরমং পদম্ । তত্রাগচ্ছ ময়া
সাক্ষিঃ যত্র তপাত্যাসৌ তপঃ ॥ ১৯ ॥ উময়া সহিতৌ
দেবো গতিস্তুত্ব মহেশ্বরঃ । অস্থিতঃ প্রবেশেদগ্ন
দৃষ্টৌ দেবেন শমুনা ॥ ২০ ॥ প্রত্যাচ প্রসন্নো-
হমৌ দেবদেবো মহেশ্বরঃ । ভোভোঃ কষ্টে কৃতং
ভীমং দারুণং লোমহর্ষণম্ ॥ ২১ ॥ ঈদৃশং চ তপো
ঘোরং কস্মাদ্বৎস অয়া কৃতম্ । বরং দাত্যামাহং
বৎস যন্তে মনসি বর্ততে ॥ ২২ ॥ অন্ধক উবাচ ।
যদি তুদৌহসি মে দেব বরদো যদি শঙ্কর । সুরান
সঙ্গীন বিজেন্যামি হং প্রসাদান্নাহেশ্বর ॥ ২৩ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । অপ্রেহপি ত্রিদশাঃ সর্বৈ ন যোদ্ধব্যঃ
কদাচন । প্রসন্নাবাঃ ন বাকুলাঃ মনসো যয়
বোচতে ॥ ২৪ ॥ অহং কিমপি যাচস্ব যন্তে মনসি
বর্ততে । অগৌ বা যদি বা মর্ত্যো পাতালেব্ চ

দানবের উদ্ধারসাধন না করেন আজ আর তত্ত্বক্ষণ
আমি আপনার সতিত অক্ষক্রোধ করিব না ।
ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—সাধু, সাধু, হে মহাদেবি!
হে সস্নেহলক্ষণলক্ষিতৈ! আমি যোগযুক্ত হইয়া পরম
পদ চিত্তা করিতেছিলাম, দানবেশ্বর যে এইরূপ
ক্রেপকর তপস্যা করিতেছে, আমি তাহা জানিতে
পারি নাই । হে ভদ্রে! তপস্যা অন্ধক যেখানে
তপস্যা করিতেছে, আমার সাহিত তথায় আগমন
কর । অনন্তর মহেশ্বর উমার সহিত অন্ধকসমীপে
গমন করিলেন । শঙ্করকে দেখিয়া অস্থিতস্মা-
বশিষ্ট অন্ধক হুস্ত হইল, দেবদেবও দানবের
প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বসিতে লাগিলেন,—
হে বৎস! তুমি ভীম লোমহর্ষণ তপঃক্রেপ
করিয়াছ; এক্ষণে বল,—তোমার ঈদৃশ ভীম
তপস্যার উদ্দেশ্য কি? আমি তোমায় অভীষ্ট-
বর প্রদান করিব । অন্ধক উত্তর করিল,—
হে দেব! যদি আমার প্রতি ঐশ্বর্য হইয়া থাকেন,
আর যদি আমাকে বরদানের যোগ্য বলিয়া আপ-
নার মনে হইয়া থাকে, হে শঙ্কর! তবে আমাকে
এইরূপ বরদান করুন, যেন আপনার প্রসাদে
আমি সুরগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হই ।
ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—দেব, বাহ্য অদৃশ্য এবং
গাণ্ড মনের ক্রটিকর নহে, তাহা কদাচি বক্রব্য নয়,
সুরগণের সাহিত স্বপ্নযোগেও তোমার যুদ্ধ করা

সমস্তিতান্ ॥ ২৫ ॥ মর্ত্যো বিবিধান ভোগান্
ভোক্ষাসি হং যথোপলব্ধান । কুরু নিকটকং
রাজ্যং স্বর্গে দেবপতির্দেবো দেবস্তা বচনং শম্বা
মোহনকো বিমনঃ স্তি ২৬ ॥ এতঃ ক্রেপক মে জানো
ন কিঞ্চিৎ সার্বভৌমম্ ২৭ ॥ নিশ্বাস পরমঃ সূক্ষ্মা
নিপপান পরাকুলে : সূক্ষ্মভিরো যথা গুচ্ছো নিকৃষ্ণাস-
ত্বদাতবৎ ॥ ২৮ ॥ মর্ত্যাপন্নঃ স্তি ২৯ ॥ দৃষ্টৌ দেবো
বচনমববীৎ । অং লমং কাম্যহোম তমস্মৈ দোহি
শঙ্কর ॥ ৩০ ॥ অকাম্যপেক্ষমানস্ত ভবাকার্ত্তিভবি-
ম্যতি ॥ ৩১ ॥ ঈশ্বর উবাচ । যদি দাত্যো বরং
দেবি ইচ্ছাভতং কদাচন । ততো ন মংসতে বিষ্ণুঃ
ন ব্রহ্মাণঃ ন মানসি ॥ ৩২ ॥ উচ্চস্মাপ্তৌ দেবেশি
অত্যানপি সুরাসুরান ॥ ৩৩ ॥ দেবুবাচ । কমপূ-
পাদমশিনো উবাচ মহেশ্বর । বিষ্ণুবজ্রঃ সুরান
সঙ্গীন জঘন্যতি বরং বদ ॥ ৩৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
উপায়ঃ শেপনঃ । দেবি যো মে মনসি বর্ততে ।

অযোগ্য । স্বর্গেই হউক, কিংবা মর্ত্যে বা পাতালেই
হউক, তুমি অথ যে কোন অভীষ্ট ভোগাবশ
প্রার্থনা কর । তুমি মর্ত্যভূমে বিবিধ অভীষ্ট উপ-
ভোগ কিংবা স্বর্গে সুরপতির শ্রায় নিহতকটক
রাজ্যভোগ কর । দেবদেবের বাক্য শুনিয়া অন্ধক
বিমনা হইল এবং মনে মনে ভাবিল,—আমার
তপঃক্রেপ ব্যর্থ হইয়াছে, আমার কোন উদ্দেশ্যই
সাধিত হইল না । অন্ধক এইরূপ চিন্তা করিয়া
দীর্ঘনিশ্বাস পারত্যাগপূর্বক ছিন্নমূল তরুর শ্রায়
ভূতলে পতিত হইল, আর তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস
বহিল না । ১৪—২৮ । অন্ধক মুচ্ছাপন্ন হইল । দেবী
অন্ধকের ঈদৃশদশা দেখিলে শঙ্করকে সন্দোষন করিয়া
বসিলেন,—হে শঙ্কর! অন্ধক যে কামনা করে,
আপনি ইহাকে তাহা প্রদান করুন । আপনি
যদি তাকে উপেক্ষা করেন, তবে আপনার
অকীর্ত্তি হইবে । ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে
দেব! যদি আমি ইহাকে ইহার অভীষ্টবর প্রদান
করি, তবে অন্ধক বিষ্ণু, ব্রহ্মা, এমন কি আমাকেও
মানিবে না; হে দেবীশ! অন্ধক সহসা উচ্চতা
লাভ করিয়া অত্যাশ্রয় সুরগণকেও অবজ্ঞা করিবে ।
দেবী বলিলেন,—হে মহেশ্বর! কোন উপায় অব-
লম্বন করিয়া অন্ধককে উত্থাপিত করুন, অন্ধক
নিঃস্বাসিত অত্যাশ্রয় সুরগণকে পরাভূত করিবে,
ইহাকে এইরূপ বর প্রদান করুন । ঈশ্বর উত্তর
করিলেন,—হে দেব! উত্তম উপায়ই বলিয়াছ,

তমেবান্মৈ প্রদাতামি যন্তুয়া কবিতো বরঃ ॥ ৩৪ ॥
 ততোহমুতেন সংসিক্তঃ স্বস্থোহভূতৎক্ষণাদয়ম্ ।
 তথা পুনর্বো জাতঃ সর্গাবয়বশোভিতঃ ॥ ৩৫ ॥
 শৃগুৈকমনা ভূয়া গৃহাণ বরমুত্তমম্ । বিষ্ণুবজ্জং
 প্রদাতামি যন্তুবাভিমতঃ প্রিয়ম্ ॥ ৩৬ ॥ সর্গক
 সকলং ভূত্যাং মা ধর্মস্তুহস্তথা ভবেৎ । দদামৌতি
 বরং ভূত্যাং যন্তুশ্চ যদি চাস্মর ॥ ৩৭ ॥ বিষ্ণুবজ্জং
 সুরান্ সর্গান জেষ্যসি ত্বং চ মাং বিনা ॥ ৩৮ ॥
 অঙ্ক উবাচ । ভবহেবমিতি প্রাহ বলমাত্মায়
 কেবলম্ । বিষ্ণুবজ্জং বিজ্ঞেযোহহং স্ববলেন মহেশ্বর ॥
 ৩৯ ॥ কৃতার্থোহহং হি সঞ্জাতি ইত্যুক্তা প্রণাতঃ
 গতঃ । গচ্ছ দেবোময়া সার্কং কৈলাসশিখরং বরম্ ॥
 ৪০ ॥ বৃষপুঙ্গবমাক্রুত্ব দেবোহসাবুময়া সহ । বরং
 দধা স তশ্চৈবং তত্বেবাস্তুরধীয়ত ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীকান্দেহকবরপ্রদানবর্ণনং নাম
 পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

আমিও এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম ; তুমি যেরূপ
 কহিলে, অঙ্ককে আমি এইরূপ বরই প্রদান
 করিব । অনন্তর অঙ্ককে অমৃতবারি দ্বারা অভি-
 শিক্ত করিলে সে তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইল এবং পুনরায়
 নূতন দেহ প্রাপ্ত হইয়া সর্গাবয়বশোভিত হইয়া
 উঠিল । তখন শঙ্কর কহিলেন,—হে দানব ! একমনা
 হইয়া শ্রবণ কর ; তোমার প্রিয় অভীষ্টবর প্রদান
 করিতেছি, তুমি একমাত্র বিষ্ণু ব্যতীত অগ্নি
 সুরগণের অজ্ঞেয় হইবে । ইহাতে তোমার সকলই
 সকল হইবে, তোমার তপস্যাও বিহত হইবে না ।
 হে অসুর ! ইহা যদি তোমার অভিমত হয়, তবে
 তোমাকে আমি এইরূপ বর প্রদান করিলাম,—
 তুমি আমাকে এবং বিষ্ণুকে ভিন্ন অন্যান্য সুর-
 গণকে জয় করিবে । অঙ্ক উত্তর করিল,—
 হে মহেশ্বর ! তাহাই হউক, আমি বিপুলবল লাভ
 করিয়া শ্রী বর দ্বারা কেবল বিষ্ণু ভিন্ন অন্যান্য
 সুরগণকে পরাজিত করিব । আমি কৃতার্থ হই-
 লাম । অঙ্ক এইরূপ কহিয়া প্রণত হইল, এবং
 বলিল,—আপনি উমার সহিত কৈলাসশিখরে
 গমন করুন । এদিকে দেবদেব মহেশও অঙ্ককে
 বিষ্ণু ভিন্ন অন্যান্য সুরগণের অজ্ঞেয় হইবে
 এরূপ বর দিয়া দেবীর সহিত ব্যারোহণে সেই
 স্থানেই অস্থির হইলেন । ২১—৪১ ।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । স দানবো বরং
 জগাম স্বপুং প্রতি । দদর্শ স্বপুং রাজহোভিতঃ
 চিত্তচরৈঃ ॥ ১ ॥ উদ্যানৈশ্চৈব বিবিধৈঃ কদলী-
 গণ্ডমণ্ডিতৈঃ । পনসৈর্বকুলৈশ্চৈবাত্মাতৈরাত্মৈশ্চ
 চম্পকৈঃ ॥ ২ ॥ অশোটকৈর্নারিকৈশ্চ মাতুলি-
 সপাতিমৈঃ । নানাবৃক্ষৈশ্চ শোভাঢ্যঃ তড়াগৈরুপ-
 শোভিতম্ ॥ ৩ ॥ দেবতায়তনৈর্দেবৈর্ধ্বজমালা-
 সশোভিতৈঃ । বেদাধ্যয়ননির্ঘোষৈর্বর্ণনাদ্যর্বিণাদি-
 তম্ ॥ ৪ ॥ প্রাবিশন্তবনে দিব্যো কাঞ্চনে কল্পমালিনি ।
 অপশুং স সূতান্ ভার্য্যামমাতান্ দাসভৃত্যকান্ ॥ ৫ ॥
 ততো জয়প্রদানং সর্গান্নিতশ্চৈতশ্চ ধাবতঃ ।
 হৃচ্ছোভাং চ প্রকুর্য্যগান্ বৈজয়ন্তীভিক্রম্যকৈঃ ॥ ৬ ॥
 কেচিত্তোরণমাবধ্য কেচিৎ পুষ্পাণ্যবাকিরন ।
 মাতুলিঙ্গকরান্শান্তে ধাবন্তি হৃদকং প্রতি ॥ ৭ ॥
 পুরে জনাশ্চ দৃশ্যন্তে ভাজনৈররপূরিতৈঃ । পূর্ণহস্তাঃ
 প্রদৃশ্যন্তে তত্বেব বহবো জনাঃ ॥ ৮ ॥ সাক্ষতে-

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্ ! অনন্তর লক-
 বর দানব স্বগৃহে গমন করিল এবং দেখিল,—
 তাহার পুর বিচিত্র চহর ও বিবিধ উদ্যানে
 শোভিত হইয়াছে । উদ্যানমধ্যে কদলী, পনস,
 বকুল, আত্মাতক, আত্ম, চম্পক, অশোক, নারি-
 কেল, মাতুলিঙ্গ ও দাড়িম প্রভৃতি তরুরাজি বিরা-
 জিত থাকিয়া পুরের শোভাসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেছে ।
 পুরমধ্যে কোথাও তড়াগ এবং কোথাও ধ্বজমালা
 শোভিত দিব্য দেবায়তন বিদ্যমান রহিয়াছে এবং
 সেই সকল দেবায়তন বেদাধ্যয়ননিবন ও বিবিধ
 মঙ্গলধ্বনি দ্বারা নিনাদিত হইতেছে । অনন্তর অঙ্ক
 সেই স্বর্ণমালাকুল সুরবর্মণ দিব্য পুরে প্রবেশ-
 পূর্বক সূত, পত্নী, অমাত্য, দাস ও ভূত্যাগণকে
 সন্দর্শন করিল । তাহার সকলেই জয় শব্দ উচ্চারণ
 করিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধিত করত এদিক
 ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল । কেহ কেহ
 কুসুমবর্ষণ করিয়া এবং অপর কেহ কেহ করে
 মাতুলিঙ্গ লইয়া অঙ্কের অভিমুখে গমন করিল ।
 ১-৭ । পৌর জনগণ অরপূর্ণ ভাজন করে গ্রহণপূর্বক
 তাহার সমীপে আগমন করিল । সমাগত ব্যক্তি-
 বর্গের মধ্যে কাহাকেও রিক্তহস্ত দৃষ্ট হইল না ;
 সকলের করই কোন না-কোন দ্রব্যে পূর্ণ ছিল ।

ভাঁজনৈস্তত্র শতসাহস্রধোষিতঃ। মজ্জান্ পঠন্তি
বিপ্রাশ্চ মজ্জলান্চপি ঘোষিতঃ। ১। অমাত্যৈশ্চৈব
ভৃত্যশ্চ গজাশ্চাতোকযন্তি চ। বর্দ্ধাপগন্তি তে সর্বে
যে কেচিৎ পুরবাসিনঃ। ১০। হৃষ্টেহুষ্টৌহবসন্তত্র
সচিবৈঃ সহ সৌহৃদকঃ। দদর্শ স জগৎ সর্বং
তুরঙ্গাশ্চ পদাতিকান্। ১১। তথৈব বিবিধান্
কোষাশ্চ কাঞ্চনপুরিতান্। মহিষীণাং বৃষাশ্চৈব
পশুচ্ছত্রাণ্যনেকধা। ১২। স এবমঙ্ককস্তত্র কিয়ন্তং
কালমাবসৎ। হৃষ্টেহুষ্টৌ বসন্তর্ন্তো স সুরৈর্নাত্য-
ভূয়ত। ১৩। বরং লক্শ্ত তং জাহ্না শক্তিতাঃ
স্বর্গবাসিনঃ। একীভূতাশ্চ তে সর্বে বাসবং শরণং
গতাঃ। ১৪। শক্র উবাচ। কথমাগমনং বোহত্র
সর্বেষামপি নাকিনাম্। কস্মাছো ভয়মুৎপন্নমাগতাঃ
শরণং কথম্। ১৫। ততস্তে হুমরাঃ সর্বে শক্র
মেতদ্বচোহক্ৰবন্। ১৬। দেবা উচুঃ। সুর-
নাথাক্কো নাম দৈত্যঃ শত্রুবরোজ্জিতঃ। অজ্জয়ঃ

শত সহস্র রমণী পাণিতলে মজ্জলাবহ তপ্পলভাজন
লইয়া দানবরাজসমীপে আগমন করিল। দ্বিজগণ
মজ্জলময় মজ্জনিচয় উচ্চারণ করিলেন। অত্যাচ-
নারীরাও মজ্জলজনক জাতি-গৌতিকা কৌতুক করিল
এবং অমাত্য ও ভৃত্যাদি পুরবাসিগণ কেহ কেহ
গজ ও কেহ কেহ অশ্ব উপটোকন প্রদান করত
অঙ্ককে মহাসমৃদ্ধ করিয়া তুলিল। অনন্তর অঙ্কক
হৃষ্ট-ভূষ্ট হইয়া সচিবগণের সহিত বাস করিতে
লাগিল এবং স্বীয়রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিনিষ্ক্রেপ করিয়া
দেখিল,—বিবিধ অশ্ব, পদাতি, কাঞ্চনপুরিত কোষা-
গার, মহিষী, গো, বৃষ ও ছত্রনিচয়ে তাহার
ভূরাজ্য অতি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। হে রাজন্!
এইরূপে স্বচ্ছন্দে অঙ্ককের কিয়দিন অতিবাহিত
হইল। অঙ্কক শক্রের নিকট লক্শবর বলিয়া
দেবগণও তাহাকে পরাভূত করিতে পারিলেন না।
অঙ্কক হরের নিকট বরলাভ করিয়াছে, ত্রিদিববাসী
সুরগণ এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া শঙ্কিত হই-
লেন এবং সকলেই একত্র মিলিত হইয়া বাসব-
সমীপে গমনপূর্বক তাঁহার শরণ লইলেন। শক্র
কহিলেন,—হে স্বর্গবাসিগণ! কিজন্ত আপনারা
আগমন করিয়াছেন? আপনারা কাহার নিকট
ভয় প্রাপ্ত হইয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন? অন-
ন্তর সুরগণ শক্রকে কহিতে লাগিলেন। দেবগণ
বলিলেন,—হে সুরেশ! দানব অঙ্কক শত্রুর
বরে উজ্জিত হইয়া দেবগণের অজ্জয় হই-

সমদেবানাং কিং হুঁ কার্যমতঃ পরম্। ১৭। তথঃ
চিন্তয় দেবেশ ক উপায়ো বিধীয়তাম্। ইথং বদন্তি
তে দেবাঃ শক্রাগ্রে মজ্জণোদ্যতাঃ। ১৮। মজ্জয়ন্তি
চ যাবদেহে তাবচ্চারমুখেরিতম্। জাহ্না তত্র স
দেবৌষং দানবো নির্গতো গৃহাৎ। ১৯। একাকী
শ্রুদনারুঢ় আয়ুর্ধেবহভির্ভূতঃ। হৃগমং মেকপৃষ্ঠং স
লৌল্যৈব গতৌ নৃপ। ২০। শ্রুগপ্রাকারসংযুক্তঃ
শোভিতং বিবিধাশ্রমৈঃ। হৃগমং শক্রবর্গস্ত তদা
পাৰ্থিবসন্তম। ২১। প্রবিবেশাসুরস্তত্র লীলয়া
স্বগৃহে যথা। বৃহহা ভয়মাপন্নঃ স্বকীয়ং চাসনং
দদৌ। ২২। উপবিষ্টৌহকস্তত্র শক্রশ্চৈবাসনে
ভূভে। আস্থানং কলয়ামাস সর্বতশ্চিদশাবৃতম্।
২৩। শক্র উবাচ। কিং তবাগমনং চা কিং
কার্যং কথয়স্ব মে। যদস্বদীয়ং বিত্তং হি তন্তে
দাস্তামি দানব। ২৪। অঙ্কক উবাচ। নাহং বৈ
কাময়ে কোষং ন গজাশ্চ সুরেশ্বর। স্বকীয়ঃ
দর্শয়স্বাদ্য স্বর্গং শৃঙ্গারভূষিতম্। ২৫। ঐরাবতং

যাছে; হে দেবেশ! অতঃপর আমাদের এখন
কর্তব্য কি চিন্তা করিয়া তাহার উপায় স্থির
করুন। অনন্তর দেবগণ শক্রসমীপে এই-
রূপ কহিয়া যখন মজ্জণা করিতে লাগিলেন, তখনই
অঙ্কক দানব চরমুখে তদ্বিবরণ জ্ঞাত হইল। হে নৃপ!
দেবগণ একত্র হইয়াছেন; অঙ্কক এইরূপ জানিতে
পারিয়া বিবিধ অশুরসহ গৃহ হইতে নির্গমন
করিল এবং রথারোহণে একাকী অবলীলাক্রমে হৃগম
মেকপৃষ্ঠে উপনীত হইল। ৮—১০। হে পার্থিবসন্তম!
মেকপৃষ্ঠ স্বর্ণপ্রকারে পরিবেষ্টিত ও বিবিধাশ্রমে
সুশোভিত। অশুর অঙ্কক সেই শক্রগণের হৃগম
দেবাবাসে স্বীয় পুরীর ভাষ্য অনায়াসে প্রবেশ
করিল। বৃহহাতী বাসব ভীত হইয়া স্বীয় আসন
প্রদান করিলেন, অশুর অঙ্কক সেই সুশোভন
শক্রাসনেই উপবেশন করিল। দেবগণ অঙ্কক-
সুরের আসন পরিবেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হই-
লেন। শক্র কহিলেন,—হে দানব! এখানে
তোমার কি প্রয়োজন? কিজন্ত স্বর্গে আগমন
করিয়াছ? আমাকে বল; আমরা নিশ্চিতই
তোমাকে আমাদের ধন-সম্পত্তি প্রদান করিব।
অঙ্কক উত্তর করিল,—হে সুরেশ্বর! ধন কিংবা
করিনিকরে আমার কামনা নাই, অদ্য সৌন্দর্য্যরস-
ভূষিত স্বর্গের শোভা আমায় দর্শন করাও। হে

মহানাগং তং চৈবোচ্চৈঃশ্রবোহমম্ । উৰ্দ্ধশ্রাদী ন
রত্নানি মম দর্শয় গোপতে ॥ ২৬ ॥ পারিজাতক-
পুষ্পাণি বৃক্ষজাতীনৈকশঃ । বাদিত্রাণি চ সর্বাণি
দর্শয় স্ব শচীপতে ॥ ২৭ ॥ তস্মা তদ্বচনং শ্রুত্বা
শক্রচিন্তিতবানিদম্ । যোহনুং নিহন্তি পাপ্যানং ন
তং পশ্যামি কহিচিৎ ॥ ২৮ ॥ নাস্তি রক্ষাপ্রদঃ
কশ্চিৎ স্বর্গলোকপ্রাপ্তঃখিনঃ । ভয়ব্রহ্মো দদাবন্ত-
হাদিত্রাদাপ্সরোগণৈঃ ॥ ২৯ ॥ রত্নভূমাবুপারিষ্ঠ
কারয়ামাস তাণ্ডবম্ । উপবিষ্টাঃ সুরাঃ সর্বে
যমমাক্রতকিররাঃ ॥ ৩০ ॥ উৰ্দ্ধশ্রাদী অঙ্গরসো
গীতবাদিত্রযোগতঃ । ননুতুঃ পুরতস্তস্মৈ সর্বা
একৈকশো নৃপ ॥ ৩১ ॥ ন বাশ্রামাত তচ্চিক্র-
দৃষ্টা চাপ্সরসস্তদা । শচীঃ প্রতি মনস্তস্ত মকাম-
মিতবনুপ ॥ ৩২ ॥ গৃহীত্বা শক্রভার্য্যাং স প্রস্থিতঃ
স্বপুরুষং প্রতি । ততঃ প্রব্রুত যুদ্ধমন্ধকস্ত সুরৈঃ
সহ ॥ ৩৩ ॥ তেন দেবগণাঃ সর্বে ধ্বজাঃ পার্শ্ব-
সত্তম । সংগ্রামে বিবিধৈঃ শতৈশ্চক্রবজ্রাদিভির্ঘটনৈঃ ॥
৩৪ ॥ সন্তাপিতাঃ সুরাঃ সর্বে ক্ষয়ং নীতা

শচীপতে! মহাগজ ঐবাবত, উচ্চৈশ্রবা অঙ্গ,
উৰ্দ্ধশী প্রভৃতি রমণীয়ত্ব এষ্ট মূল আমাকে অব-
লোকন করাও। হে ব্রহ্মদেব! অদ্য পারি-
জাত কুসুম, অত্যাশ্রিত অনেক ত্রকরাজি ও সর্বাধি
বাদিত্র আমাকে দর্শন করাও। অন্ধকের
বাক্য শুনিয়া শক্র চিন্তিত হইলেন। তাঁহার
মনে হইতে লাগিল,—অহো! এই পাপমতি
অন্ধকে বধ করিতে পারে এমন তা' কাহাকেও
দেখিতেছি না। স্বর্গলোক আজ বড়ই ব্যথিত,
কেহই কি এই ব্যথিত স্বর্গলোকের রক্ষা করিতে
সমর্থ নহে? অনন্তর ভয়ব্রহ্ম দেবেশ্র অঙ্গরোগণ
সহ বাদিত্রাদি আনয়ন করিলেন। অন্ধক রত্ন-
ভূমিতে উপবেশন করিয়া সেই অঙ্গরোগণ
দ্বারা তাণ্ডব নৃত্য করাইল। যম, মাক্রত ও কিরর-
গণ সেই সভায় উপবেশন করিলেন। হে নৃপ!
উৰ্দ্ধশী প্রভৃতি স্বর্গবেশ্যগণ একে একে তাঁহার
সম্মুখে সগীত নৃত্য করিতে লাগিল। হে নৃপ!
অঙ্গরোগণকে দর্শন করিয়া তাহার চিত্ত আনন্দ-
যুক্ত হইল না, কিন্তু বাসবপত্নী শচীর দর্শনে তাঁহার
প্রতি দানবের কামভাবের উদয় হইল। অন্ধক
শচীকে লইয়া স্বপুরে প্রস্থান করিল। হে পার্শ্ব-
সত্তম! অনন্তর অন্ধকের সহিত সুরগণের
সমর বাধিল। অঙ্গুরের সহিত সমর করিয়া সুর-

হনৈকশঃ । সর্বেহণ মক্রতস্তেন ভয়াঃ সংগ্রাম-
মূর্ধনি ॥ ৩৫ ॥ যথা সিংহো গজান্ সর্ষান বিজিতা
বিচরেদ্বনম্ । তদ্বদেকেন তে দেবা জিতাঃ সর্বে
পরাস্থগাঃ ॥ ৩৬ ॥ বালোহিণিপো যথা গ্রামে স্বেচ্ছয়া
পীড়য়েজ্জনান । সৈরমাক্রমা গৃহ্রাতি কোসবাসাংসি
চাসকুং ॥ ৩৭ ॥ গতং ন পশুত্যাখ্যানং প্রজাসন্তা-
পনেন চ । গৃহীত্বা শক্রভার্য্যাং স গতৌ বৈ
দানবৌতমঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শূলভেদমাধ্যায়ো শচীহরণবর্ণনঃ

নাম সট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমাকণ্ডেয় উবাচ । গীর্মাণাশ্চ ততঃ সর্বে
ব্রহ্মাণং শরণং গতঃ । গর্জৈর্গিরিবরাকারৈরহৈ-
শ্চৈব গজোপমৈঃ ॥ ১ ॥ আন্দনৈর্নগবাকারৈঃ সিংহ-
পাদ্বিন্যোজিতৈঃ । কচ্ছপৈর্নগৈশ্চৈবৈকৈর্নগৈশ্চ

গণ বিধ্বস্ত হইলেন। সমরে অন্ধকের দৃঢ়
বল ও বজ্রাদি বিবিধ আয়ুধপ্রহারে অনেক সুর
সন্তাপিত হইয়া জীবন ত্যাগ করিলেন; এমন
কি, সনরক্ষেত্রে মক্রদগুণও রণে ভঙ্গ দিলেন।
হে রাজন! সিংহ একাকী গজগণকে যেমন
পরাজিত করিয়া অরণ্যে বিচরণ করে, অনন্ত-
সম্বল অন্ধকও তদ্রূপ দেবলোক পরাজিত ও
পরাস্থ্য করিয়াছিল। অনন্তর বালক নৃপতি
যেদ্রুপ স্বেচ্ছাচারের বশবর্তী হইয়া প্রজাগণকে
পীড়িত করেন, স্বেচ্ছাচারপবায়ণ অন্ধকও
তদ্রূপ সুরগণের কোষ-বসন অনেকবার অপহরণ
করিল। হে রাজন! দানববর অন্ধক এই-
রূপে বাসবপত্নী শচীকে অপহরণ করিয়া গমন
করিল, তৎকালে অন্ধক কর্তৃক সন্তাপিত হয়
নাই, একদা কোন প্রজাই দৃষ্ট হইল না। ২১—৩৮।

সট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

মাকণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর দেবেশ্রপ্রমুখ
দেবগণ ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা
কেহ গিরিবরাকার গজ, কেহ গজোপম অঙ্গ,
কেহ সিংহপাদ্বিন্যোজিত নগরনিভ স্তম্ভন, কে-

তথাপরে ২ । ব্রহ্মলোকমুখ্য প্রাপ্ত দেবা শক্র-
পুরোগমাঃ । দৃষ্টা পদ্মোদ্ভবঃ দেবঃ সাত্ত্বিকঃ প্রণভাঃ
সুরাঃ ৩ । দেবা উচুঃ । জয় দেব জগদ্বন্দ্য
জয় সংসৃষ্টিকারক । পদ্মঘোনে সুরশ্রেষ্ঠ ইমেব
শরণং গতাঃ ৪ । সোমঃ ভাবিতঃ ক্ষত্র-
দেবানাং ভাবিতাশ্বনাম্ । মেঘগন্তোরয়া বাচা দেব-
রাজমুবাচ হ ৫ । কিমত্রাগমনং দেবাঃ সর্বেষাং
বৈ বিবর্ণতা । কেনাপমানিতাঃ সর্বে শীঘ্রং মে
কথ্যতাং স্বয়ম্ ৬ । দেবা উচুঃ । অন্ধকাথো
মহাদৈত্যো বলবান্ পদ্মসম্ভব । তেন দেবগণাঃ সর্বে
ধনরত্নৈর্বিযোজিতাঃ ৭ । হুত্বা দেবগণাংস্তাবদসি-
চক্রপরশ্বধৈঃ । গৃহীত্বা শক্রভাৰ্য্যাং স দানবোহপি
গতো বলাৎ ৮ । দেবানাং বচনং ক্ষত্রা ব্রহ্মা
লোকপিতামহঃ । চিন্তয়ামাস রাজেন্দ্র বর্গাঃ দানবশ্চ
হ ৯ । অবদ্যো দানবঃ পানঃ সর্বেষাং বো
দিবৌকসাম্ । স তাত্তা সর্বজগতাঃ নাশো
বিদ্যোত কুরিতি ১০ । এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্বে

কল্প, কেহ মহিন ও অপর কেহ কেহ মকরাদি
স্ব স্ব বাহনে আরুঢ় হইয়া ব্রহ্মসদনে উপনীত
হইলেন এবং ব্রহ্মাকে দণ্ডন করিয়া সকলেই
সাত্ত্বিক প্রণাম করিলেন । দেবগণ কহিলেন,—
হে দেব ! আপনার জয় হউক । হে পদ্মঘোনে !
জগদ্বন্দ্য ! হে জগৎপতির সৃষ্টিকারক ! হে সুর-
সমূহ ! আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম ।
অনন্তর ব্রহ্ম ভাবিতাশ্বা দেবগণের উদ্দেশ্যবানী
শ্রবণ করিয়া দেবরাজকে লক্ষ্য করত মেঘগন্তোর-
যাকে বলিতে লাগিলেন,—দেবগণ কি নিমিত্ত
এখানে আগমন করিয়াছেন ? ইহাদের বৈবর্ণ্য
দেখিতেছি কেন ? কোন্ বাক্তি আপনাদিগকে
অপমানিত করিয়াছে ? সত্তর বর্ণন করুন । দেব-
গণ উত্তর করিলেন,—হে পদ্মোদ্ভব ! বলবান্
মহাদানব অন্ধঃ দেবগণের ধনরত্ন অপহরণ
করিয়াছে, দানব অসি, চক্র ও পরশ্বাদি বিবিধ
আস্ত্রদ্বারা সুরসৈন্যকে প্রহার করিয়া শক্রপত্নী
শচীকে বলপূর্বক গ্রহণ করত গমন করিয়াছে ।
হে রাজেন্দ্র ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের
এবদ্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া দানব অন্ধকের
বধোপায় চিন্তা করিলেন এবং বলিলেন,—এই
পাপ দানব দেবগণের অবধ্য ; একমাত্র জগৎ-
তাত্তা বিষ্ণু ব্যতীত ইহার হত্যা আর কেহ
নাই । অনন্তর দেবগণ ব্রহ্মার মুখে এইরূপ সনিক্ষ

ব্রহ্মণা তদনন্তরম্ । ব্রহ্মাণঃ তে পুরস্কৃতা গতা
যত্র স কেশবঃ । তুষ্ণুর্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্ব্রহ্মাদ্যা-
শ্চক্রপাণিনম্ ১১ । দেবা উচুঃ । জয় স্বং
দেবদেবেশ লক্ষ্ম্য বক্ষস্থলাশ্রিতঃ । অসুরক্ষয়
দেবেশ বয়ং তে শরণং গতাঃ ১২ । স্তম্ভমানঃ
সুরৈঃ সর্বেষাং ব্রহ্মাদ্যশ্চ জনাধিনঃ সস্তম্ভমেনা
ভূত্বা সুরসজ্জমুবাচ হ ১৩ । বাসুদেব উবাচ ।
স্বাগতং দেববিপ্রাণাং সুপ্রভাতাদ্য শঙ্করী । কিং
কার্যং প্রোচ্যতাং কিপ্রং কশ্চ কষ্টা দিবৌকসঃ ১৪ ।
কিং হুংখং কশ্চ সস্তাপঃ কুতো বা ভয়াগতম্ ।
কথয়ন্তু মহাভাগাঃ কারণং যন্ননোগতম্ ১৫ ।
পর্যভবঃ কুতো যেন সোহদ্য যাতু যমালয়ম্ ।
এবমুক্তান্ত কবেন কথয়ামাসুরশ্চ তৎ ১৬ ।
দর্শয়ন্তঃ স্বকান্ দের্শনজ্জমানা হৃদোমুখাঃ । হতরাজ্যা
হৃদকেন কৃতা নিস্তেজসঃ প্রভো ১৭ । পিতৈব
পুত্রং পরিরক্ষ দেব জহীল্লশক্রং সহ পুরপৌত্রৈঃ ।

বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে অগ্রে করিয়া কেশবের
আবাসস্থানে গমন করিলেন এবং তথায় উপনীত
হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ বিবিধ স্ততিবাক্যে চক্রপাণির
স্তব করিতে লাগিলেন । ১—১১ । দেবগণ
বলিলেন,—হে দেবদেবেশ ! আপনার জয় হউক ।
হে দেবেশ ! লক্ষ্মী আপনার বক্ষস্থলের আশ্রয় ।
আপনি অসুরক্ষয়কারী, আমরা আপনার
শরণাপন্ন হইলাম । জনাধন ব্রহ্মাদি দেবগণ
কর্তৃক এইরূপে স্তম্ভমান হইয়া প্রসন্নহৃদয়ে
দেবগণকে বলিতে লাগিলেন । বাসুদেব বলি-
লেন,—আমার আগে অদ্য দেবাবপ্রগণের
সুভাগমন হইয়াছে ; অতএব আজ আমার রজনী
সুপ্রভাতা ; আমার কি করিতে হইবে ? সত্তর
কৌতুক করুন ; ত্রিদেশগণ অদ্য কাহার প্রতি কষ্ট
হইয়াছেন ? হে মহাভাগগণ ! কাহার নিকট
আপনারা ভয় প্রাপ্ত হইয়াছেন ? কি নিমিত্ত
আপনাদের হুংখ সস্তাপ উপস্থিত হইয়াছে ?
সত্তর আপনাদের মনোগত ভাব প্রকাশ
করুন । আপনারা কাহার নিকট পরাভব প্রাপ্ত
হইয়াছেন ? অদ্য তাহার যমপুরী দর্শন হইবে ।
কৃত্য এইরূপ কহিলে লাঞ্চিত দেবগণ স্ব স্ব
দেহ প্রদর্শন করত অধোবদন হইয়া কহিতে
লাগিলেন,—হে প্রভো ! দানব অন্ধক আমা-
দের রাজ্য অপহরণ করিয়া আমাদিগকে
তেজোহীন করিয়াছে । হে দেব ! পিতা যেমন

তথেষ্ট চোক্তঃ কমলাসনেন সুরাসুরৈর্কদিতপাদ-
পদ্যঃ ॥ ১৮ ॥ শঙ্খঃ চক্রঃ গদাঃ চাপঃ সংগৃহ্য পরমে-
শ্বরঃ । উথিতো ভোগপর্য্যাক্ষাদেবানাং পুরতস্তদা ॥
১৯ ॥ শ্রীবাসুদেব উবাচ । পাতালে যদি বা মর্ত্যো
নাকে বা যদি তিষ্ঠতি । তং হনিষ্যাম্যহং পাপং
যেন সন্তাপিতঃ সুরাঃ ॥ ২০ ॥ স্বঃ স্থানং যাস্তু
গীর্ষাণাঃ সন্তুষ্টা ভাবিতৈর্জসঃ । বিকোন্তদ্বনং ব্রহ্মা
ব্রহ্মাদ্যাস্তে সবাসবাঃ ॥ ২১ ॥ স্বয়ানৈব হরিং নহা
হৃদি তুষ্টা দিবং ২২ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে অঙ্ককপ্রভাববর্ণনং নাম
সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্ট চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

উত্তানপাদ উবাচ । কস্মিন স্থানেহবসদেব
সৌহৃদ্বকো দৈত্যপুঙ্গবঃ । সর্কান দেবাংশ্চ নির্জিত্য
কস্মিন স্থানে সমাহিতঃ ॥ ১ ॥ শ্রীমহেশ উবাচ ।

পুত্রকে রক্ষা করেন, আপনিও তজপ পুত্রপৌত্রাদির
সহিত ইন্দ্রশক্তি অঙ্কককে নিহত করিয়া, আমা-
দিগকে রক্ষা করুন । অনন্তর সুরাসুরবন্দি-
পাদপদ্য পরমেশ্বর কমলাসন হরি ‘তাহাই হউক’
বলিয়া শঙ্খ, চক্র, গদা ও চাপ গ্রহণপূর্বক তখনই
সুরগণের সমক্ষে শেবশয্যা হইতে গাত্ৰোত্থান
করিলেন । অনন্তর বাসুদেব বলিলেন,—হে
দেবগণ ! আপনারা সন্তুষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান
করুন, সম্বরই আপনারা আপনাদের পূর্বগোরব
প্রাপ্ত হইবেন ; পাপমতি দানব আপনাদিগকে
তাপিত করিয়াছে, সে পাতাল, মর্ত্য কিম্বা স্বর্গে
যেখানেই থাকুক, আমি তাহাকে নিহত করিব ।
অনন্তর বিষ্ণুর এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সবাসব
ব্রহ্মাদি দেবগণ হুঁষ্ট হইলেন এবং হরিকে নমস্কার
করিয়া সকলেই মহাস্ত-বদনে ত্রিদেশালয়ে চলিয়া
গেলেন । ১২—২২ ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেব !
দেবপুঙ্গব অঙ্কক কোন্ স্থানে বাস করিত ? এবং
সে দানবগণকে নির্জিত করিয়া কোন্ স্থানে আশ্রয়
লইয়াছিল ? মহাদেব উত্তর করিলেন,—হে নরা-

প্রবিষ্টো দানবো যত্র কথ্যামি নরাধিপ । পাতাল-
লোকমাত্রিত্য কস্তা বিধবঃসতে তু সঃ ॥ ২ ॥ তত্র
স্থিতং তং বিজ্ঞায় চাপমাদায় কেশবঃ । বাসুজ-
দ্বাগমাগ্নেয়ং দহতামিতি চিন্তয়ন্ ॥ ৩ ॥ দহমানো-
হগ্নিনা সোহপি বাকুণাস্তুং স সন্দর্শে । বাকুণাস্তে
মহতা আগ্নেয়ং শমিতং তদা ॥ ৪ ॥ ততোহসৌ
চিন্তয়ামাস কেন বাণো বিসর্জিতঃ । কষ্টেয়া পৌরুষী
শক্তিঃ কো যাস্তাতি যমালয়ম্ ॥ ৫ ॥ ততোহঙ্ককো
যুদ্ধে ক্রুদ্ধো বাণমার্গেণ নির্গতঃ । স দৃষ্টা বাণমার্গেণ
চাপহস্তং জনার্দনম্ ॥ ৬ ॥ অঙ্কক উবাচ । ন শশ্ব
লপ্যাসে হৃদ্য ময়া দৃষ্ট্যাভিব্যাক্তিতঃ । ন শক্নোবি
তথা গন্তুং নাগঃ শার্দূলদর্শনাৎ ॥ ৭ ॥ আগচ্ছতি
যথা ভক্ষ্যঃ মার্জ্জারস্ত চ মুষিকঃ । ন শক্নোবি তথা
যাতুং সংস্থিতস্তং মমাগ্রতঃ । অহং স্থাং প্রেষয়ি-
ষ্যামি যমমার্গে সুদারুণে ॥ ৮ ॥ অহমবেষয়িষ্যামি
কিল যাস্তামি তে গৃহম্ ॥ ৯ ॥ উপনীতোহসি
কালেন সংগ্রামে মম কেশব । যে স্বয়া নির্জিতাঃ

ধিপ ! দানব অঙ্কক যে স্থান আশ্রয় করিয়াছিল,
বলিতেছি । সে শচীর সতীত্বনাশার্থ তাঁহাকে
লইয়া পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছিল । কেশব
দানবকে পাতালতলে অবস্থিত জানিয়া
শরাসন গ্রহণপূর্বক ‘এই আগ্নেয়বাণ দানবকে
দহ ককক’ এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বাণ নিক্ষেপ
করিলেন । অঙ্ককও কেশবের আগ্নেয় শরে
দহমান হইয়া বাকুণাস্তু পরিত্যাগ করিল ।
অতঃপর দানবনির্জিত বক্রণশরে আগ্নেয়বাণ নির্মা-
পিত হইলে হরি চিন্তা করিলেন,—একণে কোন
বাণ পরিত্যাগ করি ? যাহার এইরূপ পৌরুষী শক্তি,
সে কি বদাচ যমালয়ে গমন করে ? অনন্তর অঙ্কক
যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া বাণপথ লক্ষ্য করত নির্গত হইল,
দেখিল,—চাপহস্তে জনার্দন বাণমার্গে অবস্থিত ।
অঙ্কক কহিল,—কৃষ্ণ ! তুমি যখন আমার দৃষ্টিপথে
পতিত হইয়াছ, তখন আজ তোমার মঙ্গল
নাই, গজ যেমন শার্দূলের সম্মুখে পতিত
হইলে প্রত্যাবর্তন করে না, মার্জ্জারের আশ্রয়
মুষিক যেরূপ মার্জ্জারসমীপে উপনীত হইয়া পুন-
রায় প্রত্যাবর্ত্ত হয় না, তজপ তুমিও আমার নিকট
হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে না । তুমি
কণকাল আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হও ; আমি
এখনই তোমাকে সুদারুণ যমভবনে প্রেরণ করি ।
১—৮ । আমি তোমাকেই অবেষণ করিতেছিলাম,
স্বয়ংই আমি তোমার ভবনে উপনীত হইতাম । হে

পূর্ষঃ দানবা অপোনেকশঃ ॥ ১০ ॥ ন ভবন্তি
পুমাঃ সন্তে স্থিযস্তাশ্চৈব কেশব । পরং ন শস্যসংগ্রামঃ
করিনামি হুয়া নহ ॥ ১১ ॥ বদন্তো দানবেন্দ্রা ন
চকোপ স কেশবঃ । অনুবামানং হং দৃষ্টা চিত্তয়ামাস
দানবঃ ॥ ১২ ॥ দন্দযুদ্ধং করিমামি নিশ্চিতা যুযুধে
নৃপ । স কৃৎসেন পদাক্ষিপ্তঃ পতিতঃ পৃথিবীভলে ॥
১৩ ॥ নৃহর্তাং স সমাশ্রিত্য উখাদেদং ব্যাচিন্তয়ন ।
অশক্তো দন্দযুদ্ধায় ততঃ সাম প্রযুক্তবান্ । পাণিত্যাঃ
সম্পূর্টং কৃৎসা সাত্তোক্ষং প্রণতঃ শুচিঃ ॥ ১৪ ॥ অন্ধক
উবাচ । জয় কৃৎসায় হরয়ে বিষ্ণবে জিষ্ণবে নমঃ ।
হৃষীকেশ জগদ্ধাত্রে অচ্যুতায় মহাশ্বনে ॥ ১৫ ॥ নমঃ
পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে । জনার্দিনায় শ্রীশায়
শ্রীপতে পীতবাসসে ॥ ১৬ ॥ গোবিন্দায় নমো
মিত্রাং নমো জলধিশায়িনে । নমঃ করালবক্রায়
নরসিংহায় নাদিনে ॥ ১৭ ॥ শার্ঙ্গিণে সিন্ধবর্ণায়
শঙ্খচক্ৰগদাভূতে । নমো বামনকপায় যজ্ঞকপায়
কেশব ! তুমি যথাকালেই সংগ্রামস্থলে উপস্থিত
হইয়াছ । হে কেশব ! তুমি পূর্বে যে সকল
দানবকে নিহত করিয়াছ, তাহারা পুরুষ নহে ।
তাহারা স্ত্রী, আমি তোমার সহিত শস্যযুদ্ধ করিব
না, পরন্তু বাহুবীহোটে তোমাকে নিহত করিব ।
দানব অন্ধক এইরূপ পুরুষবাক্য কহিলেও কেশব
কুপিত হইলেন না, কেশবকে যুদ্ধে নিবৃত্ত দেওয়া
অন্ধক চিন্তিত হইল । মনে মনে স্থির করিল,—আমি
ইহার সহিত দন্দযুদ্ধ করিব । হে নৃপ ! অন্ধক
এইরূপ স্থির করিয়া তখন হরির সহিত যুদ্ধ করিতে
লাগিল । দেখিতে দেখিতে জনাধন পাদদ্বারা
দানবকে প্রহাৰ করিলেন, দানব পাদপ্রহৃত হইয়া
ক্ষতিভলে পতিত হইল । অনন্তর অন্ধক মুহূর্তমধ্যে
সমাস্থিত হইয়া গাত্ৰোত্তানপূর্বক কেশবসহ আপনাকে
দন্দযুদ্ধে অসমর্থ জানিয়া সামবাক্য প্রয়োগ
করিতে লাগিল । সেই দানব সৌম্যভাবে
সাত্তোক্ষে প্রণত হইল এবং করদ্বয়ে অঞ্জলি
বন্ধন করিয়া কহিতে লাগিল । অন্ধক কহিল,—
হে কৃক ! হে হরে ! আপনার জয় হউক ; আমি
জিষ্ণু বিষ্ণু হনৌকেশ জগৎপালক মহাশ্বা অচ্যুতকে
নমস্কার করি । হে রম্যপতে ! আপনি পঙ্কজনাভ
পদ্মমাল্যধারী, জনার্দন, শ্রীশ এবং পীতবাস,
আপনাকে নমস্কার । আমি গোবিন্দ, জলধি
শায়ী, করালবক্র, ভীষণনাদকারী, নরসিংহশরীর
ধরিকে নমস্কার করি । হে দেব ! আপনি শার্ঙ্গবধ,
সিন্ধবর্ণ, শঙ্খ-চক্ৰ-গদাধারী ও যজ্ঞমূর্তি ; আমি

হে নমঃ ॥ ১৮ ॥ নমো বরাহরূপায় ক্রান্তলোকত্ৰয়ায় চ
বাপ্তাশেষদিগন্তায় কেশবায় নমো নমঃ ॥ ১৯ ॥
বাসুদেব নমস্ততাং নমঃ কৈটভনাশিনে । লক্ষ্মীলয়
সুবশ্ৰেষ্ঠ নমস্তে সুরনায়ক ॥ ২০ ॥ বিষ্ণোর্দেবাধি-
দেবস্ত প্রণামঃ যেহপি কুরুতে । প্রজাপতেজ্জগদ্ধাতু-
স্তেষামপি নমাম্যহম্ ॥ ২১ ॥ সমস্তভূতদেবস্ত
বাসুদেবস্ত ধীমতঃ । প্রণম্য প্রকুর্কন্তি তেষামপি
নমাম্যহম্ ॥ ২২ ॥ তস্ত যজ্ঞবরাহস্ত বিষ্ণোরমিত-
তেজসঃ । প্রণামঃ যে প্রকুর্কন্তি তেষামপি নমাম্যহম্ ॥
শুনানাং হি নিধানায় নমস্তেহম্ পুনঃপুনঃ । কারুণ্যা-
ধুনিধে দেব সস্বভক্তিপ্রিয়ায় চ ॥ ২৩ ॥ শ্রীভগবান্
বাচ । তুষ্টস্তে দানবেনাহং বরং বৃণু যথেষ্পিতম্ ।
দদামি তে বরং নুনমপি ত্রৈলোক্যভ্রম্ ॥ ২৪ ॥
অন্ধক উবাচ । যদি তুষ্টোহসি মে দেব বরং
দাস্যসি চেষ্পিতম্ । তদা দদন্ত মে দেব যুদ্ধং
পরমশোভনম্ । ব্রহ্মস্তুপুত্রো যেনাহং লোকান্
গন্তামি শোভনান ॥ ২৫ ॥ শ্রীভগবান্
বাচ । কথং
দদামি তে যুদ্ধং তোষিতোহহং হুয়া পুনঃ । ন হ্যহং
আপনার বামনাপুরে নমস্কার করি । হে কেশব !
আপনি বরাহরূপী, আপনি লোকত্রয় আক্রমণ
করিয়াছেন, আপনি অশেষ দিগন্তে পরিব্যাপ্ত
হইয়াছেন, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার । হে
বাসুদেব ! আপনি কৈটভনাশী ও সুরগণের সন্তম ;
হে সুরনায়ক ! আপনি লক্ষ্মীর আগ্রহ ; আপনাকে
নমস্কার । প্রজাপতি জগৎপালক দেবর্ষিদেব জিষ্ণু
বিষ্ণুকে বাহারা প্রণাম করেন, আমি তাঁহাদিগকেও
প্রণাম করি । সমস্ত ভূত ও দেবতাদিগেরও দেবতা
ধীমান্ বাসুদেবকে বাহারা প্রণাম করেন, তাঁহারাও
আমার নমস্কার । যজ্ঞবরাহ, অমিততেজা, বিষ্ণুকে
বাহারা প্রণাম করেন, আমি তাঁহাদিগের পাদপদ্মে
প্রণত হই । হে দেব ! আপনি গুণনিচয়ের নিধি,
কারুণ্যের সাগর ও ভক্তগণের প্রিয়, আপনাকে পুনঃ
পুনঃ প্রণাম করি । অনন্তর ভগবান্ বলিলেন,—
হে দানবেন্দ্র ! আমি তোমার প্রতি শ্রীত হইলাম,
অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর । তোমার অভীষ্ট ত্রিলোকে
দর্শিত হইলেও আমি নিশ্চিতই তাহা দান করিব ।
অন্ধক উত্তর করিল,—হে দেব ! যদি আমার
প্রীতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর যদি আমাকে অভীষ্ট
বর দান করেন, তবে পরম শোভন যুদ্ধ দান
করুন । আমি আপনার করস্পর্শে পূত হইয়া উত্তম
লোক সকল লাভ করিব । ভগবান্ বলিলেন,—তুমি
আমাকে শ্রীত করিয়াছ, পুনরায় তোমার সহিত

তু প্রভবেৎ কোপঃ কথং যুধ্যামি তেহঙ্কক ॥ ২৭ ॥
 যদি তে বর্ততে বুদ্ধিযুক্তঃ প্রতি ন সংশয় । ততো
 গচ্ছস্ব যুদ্ধায় দেবঃ প্রতি মহেশ্বরম্ ॥ ২৮ ॥ অঙ্কক
 উবাচ । ন তত্র সিধ্যতে কার্য্যঃ দেবঃ প্রতি মহে-
 শ্বরম্ ॥ ২৯ ॥ ক্রীতগবাহুবাচ । পুত্র হং শিখরঃ
 গতা ধনয়স্ব বিন্ চ ॥ ৩০ ॥ বিদতে তত্র দেবেশঃ
 কোপঃ কৰ্ত্তা সুদারকণম্ । কোপিতঃ শঙ্করো রৌদ্রঃ
 যুদ্ধঃ দাস্ততি দানব ॥ ৩১ ॥ বিষ্ণুবাধ্যাদসৌ পাপো
 গতৌ যত্র মহেশ্বরঃ । কৈলাসশিখরং প্রাপ্য ধূমোতি
 শ্ম মুহুমুহুঃ ॥ ৩২ ॥ ধূমিতে তত্র শিখরে কম্পিতঃ
 ভুবনত্রয়ম্ । নিপেতুঃ শিখরাগ্রাণি কম্পমানান্যনৈ-
 কশঃ ॥ ৩৩ ॥ চত্বারঃ সাগরাঃ ক্ষিপ্ৰমেকৌভূতা মধী-
 পতে । নিপেতুঃ ক্রতুপাতাশ্চ পাদপা অপ্যনৈকশঃ ॥
 ৩৪ ॥ উময়া সহিতৌ দেবৌ বিশ্বয়ং পরমং
 গতাঃ । গাঢ়মালিন্দ্য গিরিজা দেব বচনম-
 ব্রবীৎ ॥ ৩৫ ॥ কিমর্গঃ কম্পতে শৈলঃ কিমর্গঃ
 কম্পতে ধরা । কিমর্গঃ কম্পতে নাগো মর্ত্যঃ

কিরূপে সময় করিব ? হে অঙ্কক ! তোমার প্রতি
 ত আমার কোপ হইবে না, কেমন করিয়া তোমার
 সাহিত যুদ্ধ করিব ? যদি একান্তই তোমার বুদ্ধি
 যুদ্ধের প্রতি সমাসক্ত হইয়া থাকে, তবে দেবেশ
 মহেশসমীপে যুদ্ধার্থ গমন কর । অঙ্কক কহিল, -
 সেখানে গিয়া আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে না, তিনি
 আমার সহিত সময় করিবেন না । ভগবান
 বলিলেন,—হে পুত্র ! তুমি কৈলাসশৈলে গমন করিয়া
 স্বীয় বল দ্বারা গিরিশিখর কম্পিত কর । হে দানব !
 কৈলাসশিখর কম্পিত হইলেই দেবদেব অত্যন্ত
 কুপিত হইবেন ; আর শঙ্কর ক্রুদ্ধ হইলেই তিনি
 তোমাকে ভীষণ যুদ্ধদান করিবেন । পাপ দানব
 বিষ্ণুবাচ্য মহেশাবাস কৈলাসশৈলে উপনীত হইয়া
 মুহুমুহুঃ শিখরদেশ কম্পিত করিলে লাগিল
 শৈলশিখর কম্পিত হইবামাত্র ত্রিভুবন কম্পিয়া
 উঠিল । হে মহৌপতে ! অনেক শৈলশিখর
 কম্পমান হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল । দেখিতে
 দেখিতে চতুঃসাগর এক হইয়া গেল । অনেক উদা-
 পাত ও পাদপ পতিত হইল । এই সকল বাপার
 দর্শনে উমার সহিত শঙ্কর পরম বিস্মিত হইলেন ।
 গিরিজা শঙ্করকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিতে
 লাগিলেন,—হে দেব ! কিজন্ত শৈল কম্পিতেছে ?
 কেন ধরা কম্পিত হয় ? ঐ দেখুন দেখুন
 পাতাল, নাগ ও মর্ত্যলোক কম্পিত হইতেছে ।

পাতালমেব চ । কিং বা যুগঙ্কয়ো দেব তন্মমা-
 খ্যাতুমর্হসি ॥ ৩৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ । কঠোরতা দৃশ্যতি-
 র্জাতা ক্ষিপ্তঃ সর্পমুখে করঃ । ললাটে চ কৃতং বর্ষ্য
 স যাস্তিতি যমানয়ম্ ॥ ৩৭ ॥ কৈলাসমাস্থিতৌ যেন
 স্পৃষ্টোহহং যেন বোধিতঃ । তং বধিস্যে ন সন্দেহঃ
 বন্ধুগো বা ভবেদ্যাদি ॥ ৩৮ ॥ চিন্তয়ামাস দেবেশো
 হৃদকোহয়ং ন সংশয়ঃ । উপায়ং চিন্তয়ামাস যেনাসৌ
 বধ্যতে ক্ষণাৎ ॥ ৩৯ ॥ আগতাশ্চ সুরাঃ সর্বে
 ব্রহ্মাদ্যা বসুভিঃ সহ । রথং দেবময়ং কৃত্বা সর্ব-
 লক্ষণসংযুতম্ ॥ ৪০ ॥ কেচিদেবাঃ স্থিতাশ্চক্রে
 কেচিভূতগুণার্থয়োঃ । কেচিন্নাভ্যাঃ স্থিতা দেবাঃ
 কেচিদ্ধূমৈষু সংস্থিতাঃ ॥ ৪১ ॥ ধূমীষু নিশ্চলাঃ
 কেচিৎ কেচিদুপৈব সংস্থিতাঃ । কোচৎ স্তন্দন-
 সংস্থতাঃ কেচিৎ স্তন্দনবেষ্টকাঃ ॥ ৪২ ॥ আমল-
 সারকেহত্যোপ অত্যোহাপ কলশে স্থিতাঃ । রিপো-
 ভঙ্করঃ দিব্যঃ ধ্বজমালাদিশোভিতম্ ॥ ৪৩ ॥ রথং
 দেবময়ং কৃত্বা তমাক্রতো জগদ্ভুজঃ । নির্ঘয়ো
 দানবো যত্র কোপাবিষ্টো মহেশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥ ত্রি-
 ভিষ্টে হুবাচাখ ক প্রধাস্তসি দৃশ্যতে । শরাসনং

সখবা এই কি যুগঙ্কয় উপস্থিত হইল ?
 আমার নিকট বলুন । ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—
 কাহার একপ দৃশ্য হইল ? কে ইচ্ছা করিয়া
 সর্পের মুখে কর নিক্ষেপ করিল ? অথবা উদ্যব
 ললাটলিপিতে হইল । এই দ্রষ্টা স্বীয় কক্ষফলে
 যমানয়ে গমন করিলে । আমি কৈলাসশৈলে স্পৃষ্ট
 হিলাম ; যে আমার নিভা ভঙ্গ করিয়াছে, সন্দেহ
 হইলেও আমি তাহাকে নিহত করিব ; সন্দেহ নাই ।
 দেবেশ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া নিশ্চয় করিলেন,—এই
 ব্যক্তি নিঃসন্দেহ অঙ্কক । অনন্তর তিনি অল্পকাল
 মধ্যে অঙ্ককের বর্গ উপায় চিন্তা করিতে লাগি-
 লেন । ২—৩৯ । ইত্যবসরে অষ্টবহু সহ ব্রহ্মাদি
 সুরগণ সর্বলক্ষণযুক্ত দেবময় রথান্বেষণ করিয়া তথায়
 উপনীত হইলেন । সেই দেবময় রথে কোন দেব
 চক্রে, কেহ রথভূতগুণের উভয় পার্শ্বে, কেহ নাভিতে,
 কেহ ধুরায়, কেহ বুরীদেশে, কেহ মূপে কেহ স্তন্দন-
 বেষ্টনে, কেহ অগ্নি অরকে এবং অস্ত্র কেহ কেহ
 রথকৌলকাঁদিতে দৃঢ়রূপে নিশ্চল হইয়া অবস্থান-
 পূর্বক আগমন করিলেন । অনন্তর সেই রিপুভয়ঙ্কর
 ধ্বজমালাদিশোভিত দিব্য দেবময় রথ উপস্থিত
 হইলে জগদ্ভুজ কোপাবিষ্ট মহেশ্বর সেই রথে
 আরুঢ় হইয়া দানবের সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রা করি-

করে গৃহ শরাশিচক্ষেপ দানবে ॥ ৪৭ ॥ দানবো-
হধিষ্ঠিতে যুদ্ধে শরৈশিচক্ষেদ সাযকান্ । শরাসারেণ
তত্রৈব অক্ষকচ্ছাদিতস্তদা ॥ ৪৮ ॥ ন তত্র দৃশ্যতে
সূর্যো নাকাশং ন চ চন্দ্রমাঃ । আগ্নেয়মন্ত্রং বাসুজ-
দানবোহপি শিবং প্রতি ॥ ৪৯ ॥ দহমানাঃ শরাদ্ভারৈ-
স্তত্রসুঃ সর্ষদেবতাঃ । রক্ষ রক্ষ মহাদেব দহ-
মানাস্ত দানবাঃ ॥ ৪৮ ॥ ততো দেবাধিদেবোহসৌ
বাকৃণাস্তমযোজয়ৎ । বাকৃণাশ্চৈব নিমিষাদাগ্নেয়ং
নাশিতং তদা ॥ ৪৯ ॥ দানবেন তদা যুক্তং বায়বাস্ত-
রণাজিরে । বাকৃণঞ্চ গতং তাত বায়বাস্তবিনা-
শিতম্ ॥ ৫০ ॥ দেবো বাসর্জয়ৎ সার্পং ক্রোধাবিষ্টেন
চেতসা । মাকৃতং নাশিতং বাণৈঃ সর্পৈশ্চ ন
সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥ দানবেন ততো যুক্তং গাকৃডাস্তঞ্চ
লৌলয়া । গাকৃডাস্তঞ্চ বৃদ্ধশা সার্পং নৈব বাদৃশ্যত ॥
৫২ ॥ ততো দেবাধিদেবেন নারসিংহঃ বিস-
জ্জিতম্ । নারসিংহাস্তবানে গাকৃডাস্তং প্রশামিতম্ ॥
৫৩ ॥ অস্মম্বেণ শাম্যেত ন বাধোত পরস্পরম্ ।

লেন । শঙ্কর কহিলেন,—রে দুষ্টে ! থাক থাক,
কোথায় গমন করিতেছি। অনন্তর শঙ্কর করে
শরাসন গ্রহণপূর্বক বাণ যোজিত করিয়া দানবের
প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, অক্ষক ও তখন যুদ্ধভূমে অগ্নি-
সর হইয়া শরানির রণবনে শঙ্করসায়ক ছিন্ন করিয়া
ফেলিল । অনন্তর অক্ষক অজস্র শরবর্ষণ করিয়া
দিক্ দিকল আচ্ছাদিত করিল, সূর্য, চন্দ্র, আকাশ
কিছুই দৃষ্ট হইল না । অনন্তর দানব শিবের প্রতি
আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিল, সেই প্রজালিত অনলাগ্নে
দেবগণ দহ হইতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—হে
মহাদেব ! রক্ষা করুন রক্ষা করুন, আমরা অশুর-
শরে দহ হইলাম । অনন্তর অশুরগণের কাতরোক্তি
শুনিয়া শঙ্কর বাকৃণশর নিয়োজিত করিলেন,
নিমেষমধ্যে সেই বাকৃণশরে আগ্নেয়াস্ত্র প্রশমিত
হইল । অনন্তর দানব রণভূমে বায়বাস্ত্র নিক্ষেপ
করিল । হে তাত ! দানবনিষ্কপ্ত বায়বাস্ত্রে
শঙ্করের বাকৃণশর বিনষ্ট হইয়া গেল । ক্রমে
রোধাবিষ্ট দেবশ সার্প অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন ।
সেই সার্পশরে অক্ষকনিষ্কপ্ত বায়বাস্ত্র বিনষ্ট
হইয়া গেল । দানব লৌল্যবশে গাকৃডশর নিক্ষেপ
করিল । অনন্তর গাকৃডশর দর্শনে সর্পগণ অদৃষ্ট
হইয়া গেল । অনন্তর দেবাধিদেব নারসিংহাস্ত্র
নিয়োজিত করিলেন । নারসিংহশরে গাকৃডাস্ত্র
প্রশমিত হইল । হে নৃপ ! এইরূপে পরস্পর

মহদযুদ্ধমভূতাত অশুরাস্ত্রভয়ঙ্করম্ ॥ ৭৪ ॥ চক্র-
নালীকনারাটচন্তোমরৈঃ খড়্গামুগরৈঃ । বৎসদন্ত-
স্তথা ভলৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ শোভনৈঃ ॥ ৫৫ ॥ এবং
ন শকাতে হস্তং দানবো বিবিধাশ্চৈব । তদা জালা-
করানাস্ত খড়্গানারাটচন্তোমরাঃ ॥ ৫৬ ॥ বৃশাক্ষেণ
বিন্ধ্যাস্ত্র সমরে দানবঃ প্রতি । ন সংস্পর্শন্তি
শর্যাণি গাত্রং গোডবধুবিবৃ ॥ ৫৭ ॥ আগ্নেয়ানি
ততস্তা জা বাহুযুক্তমুপস্থিতৌ । করং করোণ সংগৃহ
প্রহরন্তৌ স্তম্ভাভিঃ । রণপ্রয়োগৈর্গুর্ধ্বাস্তৌ যুধ্বাতে
শিবাক্কৌ ॥ ৫৮ ॥ ত্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । অক্ষকং
প্রতি দেবেশশিচন্ত্রয়াবাস নিগ্রহম্ । হনিষ্যামি ন
সন্দেহো দৃষ্টোহ্যনং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ স শিবেন
যদা ক্ষিপ্তঃ পতিতঃ পৃথিবীতলে । উদ্ধবাহুরধো-
বক্রো দানবো নৃপসন্তম ॥ ৬০ ॥ ক্রোধাবিষ্টেন
দেবেণঃ সংগ্রামে দেবশক্রণা । কক্ষযোঃ কুহরে
ক্ষিপ্তা বন্ধেনাক্রম্য পীড়িতঃ ॥ ৬১ ॥ নিম্পদশ্চ-

একজনের অস্ত্র অপর কর্তৃক প্রশমিত হইতে
লাগিল, কাহারও অস্ত্র যোদ্ধারের বাধাপ্রদানে
সমর্থ হইল না । হে তাত ! তৎকালে এইরূপ
অশুরাস্ত্রভয়ঙ্কর এক মহাযুদ্ধ চলিয়াছিল । চক্র,
নালীক, নারাট, তোমর, খড়্গ, মুদগর, বৎসদন্ত,
ভল, সূশোভন কর্ণিক প্রভৃতি বিবিধ আগ্নেয়
প্রয়োগ করিয়াও শঙ্কর দানববর্ষে সমর্থ হইলেন
না । অনন্তর বৃশাক্ষ সমরে দানবের প্রতি
জালামালিকরা, খড়্গ, নারাট ও তোমরনিকর
বর্ষণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সেই অস্ত্রনিচয়
গোডবধুর গাত্র অক্ষকের গাত্র স্পর্শও করিল না ।
অনন্তর বৃশাক্ষজ আগ্নেয় সকল পরিত্যাগ করিয়া
অক্ষকের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্বীয়
কর দ্বারা অশুরকর পীড়িত করিয়া স্বীয় মুষ্টি দ্বারা
তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন । শিব ও অক্ষক
উভয়েই রণপাণ্ডিত ; তাঁহারা নিপুণরণ-প্রয়োগ
সহকারে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪০—৫৮ ॥ মার্কণ্ডেয়
কহিলেন,—অনন্তর দেবদেব মনে করিলেন,—
আমি কিরূপে ইহাকে নিগ্রহীত করিব ? অক্ষক
নিশ্চিন্ত হইয়া ; অতএব আমি ইহাকে নিঃসন্দেহ
বিনাশ করিব । হে নৃপসন্তম ! অনন্তর শিব
তাঁহাকে দৃঢ় আঘাত করিলে, দানব উদ্ধবাহ ও
অধঃশির হইয়া ক্রিতিতলে পতিত হইল ; তদনন্তর
ক্রোধাবিষ্ট অক্ষকও সমরভূমে শঙ্করকে
বহু খুঁজল দ্বারা গ্রহণপূর্বক নিম্পেষণ করিল ;

ভবদেবো মূৰ্ছাযুক্তো মহেশ্বরঃ। মূৰ্ছাপন্নং তু
তং জাহ্না তিস্তয়ামাস দানবঃ ॥ ৬২ ॥ হাহ! কষ্টং
কৃতং মেহদ্য দুষ্কৃতং পাপকৰ্ম্মণা। কিং কৰোমি
কথং কৰ্ম্ম কশ্মিন্ স্থানে তু মোচয়ে ॥ ৬৩ ॥ গৃহীত্বা
দেবমুৎসঙ্গে গতঃ কৈলাসপৰ্বতম্। শয্যায়াং শঙ্করং
শ্ৰুত্ব নির্ঘয়ো দৈত্যরাট্ ততঃ ॥ ৬৪ ॥ শয্যায়াং
পতিতো দেবঃ প্রপদে বেদনাং ততঃ। ভাবদদর্শ
চান্মানং স্বকীয়ভবনস্থিতম্ ॥ ৬৫ ॥ পরাভবঃ কতো
মহাঃ কথং তেন হরান্মনা। ক্রোধাবেগসমাবিষ্টো
নির্ঘয়ো দানবঃ প্রতি ॥ ৬৬ ॥ আরসীং লগ্ভীঃ
গৃহ প্রভূভারসহস্রজাম্। দানবক্ ততো দৃষ্টো
প্রাক্ষিপত্তশ্চ মূৰ্ছনি ॥ ৬৭ ॥ খজেন তাড়য়ামাস
দানবঃ প্রহসন্ রণে। দেবেনাথ স্মৃৎ চাস্ত্রং
কৌচ্ছেরাগাং মহাহবে ॥ ৬৮ ॥ দীপ্যমানঃ সমুৎ-
সৃজ্য হৃদয়ে তাড়িতঃ কণাৎ। ততঃ স তাড়িতস্তেন
কধিরোদগারমুদমনম্ ॥ ৬৯ ॥ পতিতোহধোমুখো ভূত্বা

তাহাতে মহেশ্বর মূৰ্ছাপন্ন ও নিম্পন্দ
হইলেন। অন্ধক তাঁহাকে মূৰ্ছাপন্ন অবলোকন
করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, হায় হায়। আমি
পাপকৰ্ম্ম! আজ আমি বড়ই পাপকাৰ্য্য করিয়াছি,
অহো! কি কষ্ট; আমি এক্ষণে কি করিব, কোন্
কৰ্ম্ম করিয়া কোন্ স্থানে আমি মুক্ত হইব! অনন্তর
দৈত্যপতি অন্ধক শঙ্করকে ক্রোড়ে করিয়া কৈলাস
শৈলে উপনীত হইল এবং তাঁহাকে শয্যায় রক্ষিত
করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অনন্তর শয্যায় শয়ান
থাকিয়া শঙ্কর অতিশয় বেদনা অনুভব করিলেন;
দেখিলেন,—তিনি নিজ ভবনে শয়ান রহিয়াছেন।
ভাবিলেন,—হরাত্মা দানব কিরূপে আমাকে পরা-
ভূত করিল! আবার তাঁহার ক্রোধবেগ বর্দ্ধিত
হইলে, প্রভু পুনরায় দানবের প্রতি প্রধাবিত
হইলেন। অল্পকালেই দানবের সহিত তাঁহার
সাক্ষাৎকার হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র তিনি
ভূরিভার লৌহলগ্ভ গ্রহণপূর্ব্বক তাহার মস্তকে
নিষ্ক্ষেপ করিলেন। দানব রণভূমে হাসিতে
হাসিতে খড়্গ দ্বারা তাঁহার লৌহলগ্ভ ছিন্ন
করিল। অনন্তর মহাসমরে দেবদেবের কৌচ্ছের
নামক মহাস্ত্র স্রবণ হইল। তিনি দানবের প্রতি
সেই দীপ্যমান কৌচ্ছের পরিত্যাগ করিলেন।
কণকাল মধ্যে তাহা অশুরের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল।
কৌচ্ছেরে তাড়িত হইয়া অশুর কধির বমন
করিতে লাগিল। অনন্তর অন্ধক অধোমুখ হইয়া

ততঃ শূনেন ভেদিতঃ। পুনশ্চ দেবদেবেন শূনেন
দ্বিদলৌকৃতঃ ॥ ৭০ ॥ শূলাগ্রেহর্গো স্থিতঃ পাপো
ভ্রাতৃবাংশক্রবত্তদা। যে যে ভূম্যাং পন্থি স্ম
তৎকায়াদ্রক্তবিন্দবঃ ॥ ৭১ ॥ তে তে সর্ষে সমুত্ত-
র্দানবাঃ শম্পপাণবঃ। বাকুলশ্চ ততো দেবো দান-
বেন তরস্মিনা ॥ ৭২ ॥ দেবেনাথ স্মৃতা তুর্গা চামুণ্ডা
ভীষণাননা। আয়াতা ভীষণাকারা নানায়ুধবিরাজিতা
॥ ৭৩ ॥ মহাদংষ্ট্রা মহাকায়া পিঙ্গাক্ষী লক্ষকর্ণিকা।
আদেশে দীয়তাং দেব কো যাশ্চিতি যমালয়ম্ ॥ ৭৪ ॥
ঈশ্বর উবাচ। পিবাস্ত কধিরং ভদ্রে যথেষ্টং দানবশ্চ
চ। নিপতক্রধিরং ভূমৌ তুর্গে গৃহীষ মা চিরম্ ॥
৭৫ ॥ নিহ্নি দানবং যাবৎ সাহায্যং কুরু সুন্দরি।
এবমুক্তা তু সা তুর্গা পপৌ চ কধিরং ততঃ ॥ ৭৬ ॥
নিহতা দানবাঃ সর্ষে দেবেশেন সহস্রণঃ। অন্ধ-
কোহপি চ তান্ দৃষ্টো দানবানবানং গতান। ততো
বাগ্ভিঃ প্রতৃষ্টাব দেবদেবঃ মহেশ্বরম্ ॥ ৭৭ ॥ অন্ধক
উবাচ। জয়স্ব দেবদেবেশ উমাক্ষীর্দিশরীরবৎ।

পতিত হইল। তারপর শূলপাণ শূলদ্বারা তাহাকে
বিদ্ধ করিলেন। তিনি পুনঃপুনঃ শূলবিদ্ধ করিয়া
দানবকে দ্বিবা বিভিন্ন করিলেন, পাপমতি দানব
শূলীর শূলাগ্রে থাকিয়া চক্রের স্রাব ভ্রমণ করিতে
লাগিল। হে রাজন! তৎকালে দানবের দেহ হইতে
যে যে রক্তবিন্দু ভূতলে পতিত হইয়াছিল, সেই
সকল হইতেই শম্পপাণ দ্বিতীয় অন্ধকাসুর এক-
সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। তরসী অশুরকর্তৃক শূলী
ব্যাকুল হইলেন। ৭০—৭২। তখন তিনি ভীষণাননা
চামুণ্ডা তুর্গাকে স্রবণ করিলেন। অনন্তর মহাদংষ্ট্রা
মহাকায়া পিঙ্গললোচনা নানাবিধ আয়ুধভূষণা চামুণ্ডা
রণক্ষেত্রে আগমন করিলেন এবং বালিলেন,—হে
দেব! কাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব? আদেশ
করুন। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে ভদ্রে!
ইচ্ছানুসারে এই অশুরের কধির পান কর। হে
তুর্গে! যখন ইহার শোণিত ক্ষিত্তিতে পতিত
হইবে, তুমি সহস্র তাহা গ্রহণ করিবে; হে সুন্দরি!
যে পর্য্যন্ত দানবকে না নিহত করি, তাবৎ তুমি
আমার সাহায্য কর। অনন্তর দেবেশ কর্তৃক শত
সহস্র অশুর নিহত হইল, দেবদেবের আদেশে
দেবা তুর্গা অশুরকধির পান করিতে লাগিলেন।
তদনন্তর অন্ধক সেই দানবগণকে ক্ষতিশায়ী
হইতে দেখিয়া ভীত হইল এবং বিবিধ বাগ্‌বিত্তাস
করিয়া দেবদেব মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিল।

নমস্তে দেবদেবেশ সর্গায় ত্রিগুণাঙ্কনে । ৭৮ । বৃষ-
ভাসনমাক্রুত শশাঙ্ককৃতশেখর । জয় খট্টাকহস্তায়
গঙ্গাধর নমোহস্ত তে । ৭৯ । নমো ডমরুহস্তায়
নমঃ কপালমালিনে । অরদেহবিনাশায় মহেশ্বায়
নমোহস্ত তে । ৮০ । পুণ্ড্রো দন্তনিপাতায় গণনাথায়
তে নমঃ । জয় স্বরূপদেহায় অরূপবহুরূপিণে । ৮১ ।
উত্তমাক্ষবিনাশায় বিরিকেরপি শঙ্কর । আশান-
বাসিনে নিত্যং নিত্যং ভৈরবরূপিণে । ৮২ ।
ঐং সর্গগোহসি ঐং কর্তা ঐং হর্তা নাত্ত
এব চ । ঐং ভূমিস্বঃ দিশশ্চৈব ঐং গুরু-
ভার্গবস্থখা । ৮৩ । সৌরিস্বঃ দেবদেবেশ ভূমি-
পুত্রস্তথৈব চ । ঋকগ্রহাদিকং সসং যদৃগ্গুণ-
তথ্যমেব চ । ৮৪ । এবং স্মৃতিং তদা কৃত্বা দেবং প্রতি
স দানবঃ । সংহতাত্ম্যং তু পাণিত্যং প্রণম্য মহে-
শ্বরম্ । ৮৫ । ঈশ্বর উবাচ । সাধু সাধু মহাসব
বরং যাচস্ব দানব । দাতারং যাচকস্বঃ হি দদামীহ
যথোপকৃতম্ । ৮৬ । অক্ষক উবাচ । যদি তুষ্টি-

অক্ষক কহিল,—হে দেবদেবেশ ! আপনি উমার
অর্কদেহ ধারণ করিয়াছেন, আপনার জয় হউক ;
হে ত্রিগুণাঙ্কন ! আপনাকে নমস্কার, হে দেবদেব
সর্গ ! আপনি বৃষাসনে আক্রুত হইয়াছেন, আপনার
মস্তকে শশাঙ্ক বিবাজমান : আপনাকে নমস্কার ।
হে মহেশ ! আপনার করে খট্টাক, মস্তকে গঙ্গা
এবং আপনি কর দ্বারা ডমরুবাদা করিয়া থাকেন,
আপনাকে নমস্কার । হে কপালমালিন ! আপনার
নগ্নবহিঃতে মদনদেহ দৃষ্ট হইয়াছে, পুনর দণন
আপনিই বিনাশ করিয়াছেন, হে গণনাথ ! আপ-
নাকে নমস্কার । হে শঙ্কর ! আপনি সরূপ হইয়া ও
রূপহীন ও বহুরূপ, আপনি উত্তমাক্ষ অনঙ্গের
নিহত্যা ও বক্ষার মঙ্গলদ, আপনাকে নমস্কার ।
আপনি সন্তত শূণ্যনে নাস করেন, আপনার
রূপ অতিভীষণ ; আপনি সর্গগ, কর্তা ও হর্তা ;
আপনি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই ; আপনি ভূমি, দিক,
বৃহস্পতি, ভার্গব, সৌর এবং ভূমিপুত্র মঙ্গল : হে
দেবেশ ! গ্রহনক্ষত্রাদি যে কিছু দৃষ্ট হয়, সকলও
আপনিই । দানব এইরূপে দেবদেবের প্রতি বিবিধ
স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিয়া অবশেষে যে কর দ্বারা
ঐশ্বর্য সহিত সমর করিয়াছিল, সেই পাণিত্য যুক্ত
করত মহেশ্বরকে প্রণাম করিল । ঈশ্বর কহিলেন,—
হে মহাসব ! সাধু সাধু হে দানব ! বর প্রার্থনা
কর । তুমি অদ্য আমার নিকট যে বর প্রার্থনা

হসি দেবেশ যদি দেহো বরো মম । তদাঙ্ক-
সদৃশোহহং তে কর্তব্যো নাপরো বরঃ । ৮৭ ।
ভস্মী জটী ত্রিনেত্রী চ ত্রিশূলী চ চতুর্ভুজঃ । ব্যাঘ্র-
চর্ম্মোত্তরীয়শ্চ নাগঘজ্জোপবীতকঃ । ৮৮ । এত-
দিচ্ছামাহং সর্গং যদি তুষ্টি মহেশ্বর । ৮৯ । ঈশ্বর
উবাচ । দদামি তে বরং হৃদ্য যত্নয়া যাচতোহনঘ ।
গণেশু মে স্থিতঃ পুত্র ভূক্ষাশ্বঃ ভবিষ্যসি । ৯০ ।

ইতি শ্রীকান্দেহকবধতত্ত্বপ্রদানবর্ণনং নামাষ্ট্র-
চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪৮ ।

একোনিপঞ্চাশোঃধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । অক্ষকং তু নিহত্যাথ দেব-
দেবো মহেশ্বরঃ । উময়া সহিতো ক্রুদঃ কৈলাস-
মগমন্নগম্ । ১ । আগতাস্ত ততো দেবা ব্রহ্মা-
দ্যাস্ত সবাসবাঃ । হৃষ্টোজ্জ্বল্যস্ত তে সর্গে প্রণেমুঃ
পার্বতীপতিম্ । ২ । ঈশ্বর উবাচ । উপাবশস্ত
তে সর্গে যে কেচন সমাগতাঃ । নিহতো দানবো

করিবে, আমি তাহাই প্রদান করিব । অক্ষক উত্তর
করিল,—হে দেবেশ ! যদি আমার প্রতি ঐতি
হইয়া থাকেন, আর যদি আমি বরদানের যোগ্য
হই, তবে আমাকে আপনার সাক্ষ্য প্রদান করুন,
আমার অন্য বরে প্রয়োজন নাই । আমি ভস্মী,
জটী, ত্রিনেত্র, ত্রিশূলী, চতুর্ভুজ, সর্গঘজ্জোপবীতী ও
শার্দূলচর্ম্মোত্তরীয় হইব ; যদি আপনি আমার প্রতি
সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে ইহাই আমার অতীষ্ট
জানিবেন । ঈশ্বর বালিলেন,—হে অনঘ ! তুমি
যাহা যাচ গ্রহণ করিলে, অদ্য তোমাকে আমি এইরূপ
বরই প্রদান করিলাম । হে পুত্র ! তুমি অদ্য হইতে
আমার গণমধ্যে ভূক্ষাশ্ব প্রাপ্ত হও । ১৩—২০ ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৮ ।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর দেবদেব মহেশ্বর
ক্রুদ অক্ষককে নিহত করিয়া উমার সহিত কৈলাস-
শৈলে গমন করিলেন । ব্রহ্মাদি সবাসব সুরগণ
পার্বতীপতির সমীপে উপনীত হইয়া হৃষ্ট হইলেন
এবং বিবিধ স্তুতি ও প্রণাম করিলেন । ঈশ্বর
কহিলেন,—যে সকল সুর এই স্থানে উপস্থিত

হেয় গীর্ধাণার্থে পিতামহ । ৩ । রক্তেন তন্ত্র মে
শূলং নির্মলং নৈব জায়তে । শুভব্রততপোজপ-
রতো ব্রহ্মন্থা হতঃ । ৪ । কর্তুমিচ্ছাম্যহং সমক্ তীর্থ-
যাত্রাং চতুশ্চ । আগচ্ছন্ত ময়া সার্কং যে যুমিহ
সঙ্গতাঃ । ৫ । ইত্যুক্তা দেবদেবেশঃ প্রভাসং প্রতি
নির্ঘোষে । প্রভাসাদ্যানি তীর্থানি গঙ্গাসাগরমধ্যতঃ ।
অবগাহ্যপি সর্কাদি নৈর্মল্যং নাভবন্নপ । নশ্বদায়াঃ
ততো গহ্বা দেবো দেবঃ সমবিতঃ । ৬ । উত্তরঃ
দক্ষিণঃ কুলমবাগাহং প্রিয়রতঃ । গতন্ত দক্ষিণে
কূলে পর্কতে ভৃগুসংজ্ঞিতে । ৭ । তত্র স্থিত্বা
মহাদেবো দেবৈঃ সহ মহীপতে । ভাস্ত্রা ভাস্ত্রা
চিরঃ শাস্ত্রো নির্কিল্বো নিষসাদ হ । ৮ । মনোহারি
যতঃ স্থানং সর্কেষাং বৈ দিবৌকসাম্ । তীর্থং
বিশিষ্টং তন্নত্বা স্থিতো দেবো মহেশ্বরঃ । ৯ ।
গিরিঃ বিব্যাধ শূলেন, ভিন্নং তেন রসাতলম্ ।
নির্মলং চাভবচ্ছূলং ন লেপো দৃশ্যতে কচিৎ । ১০ ।

হইয়াছেন, তাঁহার উপবেশন করুন আমি দেব-
গণের হিতার্থ অন্ধককে নিহত করিয়াছি । অনন্তর
পিতামহকে সন্মোদনপূর্বক কহিলেন,—হে পিতা-
মহ ! অন্ধকের শোণিতে আমার শূল মলিন
হইয়াছে, হে ব্রহ্মন ! আমি শুভব্রত তপোজপরত
অশুরকে নিহত করিয়াছি । হে চতুরানন ! আমি
সম্যক্ তীর্থযাত্রা করিব । আপনার সহিত যে
সকল পুর আগমন করিয়াছেন, সকলেই আমার
সহিত আগমন করুন । দেবদেবেশ এইরূপ
কহিয়া প্রভাসের প্রতি প্রস্থিত হইলেন । হে
নৃপ ! প্রভাসাদি তীর্থ, গঙ্গা ও সাগরসঙ্গমে বিদ্য-
মান, শঙ্কর প্রভাসাদি সকলতীর্থেই অবগাহন কার-
লেন ; কিন্তু নির্মলতা লাভ করিলেন না । অনন্তর
শঙ্কর পুরগণসহ নশ্বদাতীর্থে গমন করিয়া ভৃগু-
ব্রতধার-পূর্বক নশ্বদার দক্ষিণ ও উত্তরকূলে অব-
গাহন করিলেন । হে মহীপতে ! নশ্বদার দক্ষিণ
কূলে ভৃগুগিরি বিদ্যমান, দেবদেব মহাদেব পুরগণ-
সহ এই ভৃগুপর্কতে অবস্থান করেন । দেবদেব
দীর্ঘকাল পরিভ্রমণের পর শান্ত ৩০ নির্দিষ্ট ব্রহ্মা
এই ভৃগুপর্কতে বাস করিয়াছিলেন । এ ভৃগু-
গিরি ত্রিদিববাসীদিগের মন হরণ করিয়াছিল ।
বিশেষতঃ এই তীর্থ অল্পমুখ জানিয়া দেবদেব
মহেশ্বর পুরগণসহ এই স্থানে অবস্থান করেন ।
অনন্তর ত্রিশূলী শূল দ্বারা ভৃগুশৈলের তলদেশ
নির্ভিন্ন করিলেন । তাঁহার শূলাঘাতে রসাতল ভিন্ন

দেবৈরাহ্মানিতা তত্র মহাপুণ্য চ ভারতী ।
পর্কতান্নিঃসৃত্য তত্র মহাপুণ্য সরস্বতী । ১২ ।
দ্বিতীয়ঃ সঙ্গমস্তত্র যথা বেণ্যাং সিতাসিতঃ । তত্র
ব্রহ্মা স্বয়ং দেবো ব্রহ্মেশঃ লিঙ্গমুত্তমম্ । ১৩ ।
সংস্থাপম্যামাস পুণ্যং সর্কদুঃখমুত্তমম্ । তন্ত্র যাম্যে
দিশো ভাগে স্বয়ং দেবো জনার্দিনঃ । ১৪ ।
তিষ্ঠতে চ সদা তত্র বিষ্ণুপাদাগ্রসংস্থিতা । অস্তসো
ন ভবেন্ন্যার্বঃ কুণ্ডমধ্যস্থিতস্ত চ । ১৫ । শূলাগ্রেণ
কৃত্য রেখা ততস্তোয়ং বহেন্নপ । ততোয়ং চ
গতং তত্র যত্র রেবা মহানদী । ১৬ । জললিঙ্গং
মহাপুণ্যং চক্রতীর্থং নৃপোত্তম । শূলভেদে চ
দেবেশঃ স্থানং কুর্যাদযথাবিধি । ১৭ । আত্মানং
মন্ততে শুদ্ধং ন কিঞ্চিৎ কল্মষং কৃতম্ । তস্মৈ-
বোত্তরকাষ্ঠায়াং দেবদেবো জগদ্ভুরুঃ । ১৮
আত্মনা দেবদেবেশঃ শূলপাণিঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।
সর্কতীর্থেষু তত্রীর্থং সর্কদেবময়ং পরম্ । ১৯ ।
সর্কপাপহরং পুণ্যং সর্কদুঃখমুত্তমম্ । তত্র তীর্থে

হইল । সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে তাহার মলিন ত্রিশূলও নির্মল
হইয়া গেল । শৈলের শোণিতলেপ আর পরিদৃষ্ট
হইল না । অনন্তর দেবগণের পুত্র আত্মানে
মহাপুণ্য ভারতী সরস্বতী সেই ভৃগুশৈল হইতে
নির্গতা হইলেন । কুরুবেণীর যেরূপ শ্বেতকুরু পুণ্য-
সঙ্গম, ভৃগুশৈলেও তদ্রূপ এক সঙ্গম তীর্থ প্রতি-
ষ্ঠিত হইল । অনন্তর ব্রহ্মা স্বয়ং এই সঙ্গমতীর্থে
মহাপুণ্য সর্কদুঃখের অল্পমুখ ব্রহ্মেশ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করিলেন । ইহার দক্ষিণ দিগ্ভাগে স্বয়ং জনার্দিন
সিধ্যমান । সরস্বতী এই বিষ্ণুপদাগ্র আশ্রয় করি-
য়াই এই স্থানে অবস্থিত ছিলেন । ইহার জল-
প্রবাহ ছিল না । অনন্তর ত্রিশূলীর শূলাগ্রে ভৃগু-
শৈল নির্ভিন্ন হইলে ইনি প্রবাহরেখাক্রান্ত হইয়া
প্রবাহমান হন । হে নৃপ ! অনন্তর এই সরস্বতী-
প্রবাহই সরিদ্বেরা বেরায় গিয়া মিলিত হয় । ১—১৬ ।
হে নৃপোত্তম ! এই স্থানে জললিঙ্গ মহাপুণ্য চক্র-
তীর্থ বিদ্যমান । দেবেশ শঙ্কর এই শূলভেদ
তীর্থেই যথাবিধি নিজস্থান নির্দিষ্ট করিয়া স্বীয়
আত্মাকে শুদ্ধ ও নির্দাম্য মনে করিয়াছিলেন,
তখন তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন কোন পাপই
করেন নাই । অনন্তর দেবদেব জগদ্ভুরু সেই
শূলভেদ তীর্থের উত্তরদিকে শূলপাণিমূর্তিতে
প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এই শূলভেদ সর্কতীর্থোত্তম,
সর্কদেবময়, সর্কপাপহর 'ও সর্কদুঃখনাশন পরম

প্রতিষ্ঠাপ্য দেবদেবঃ জগদগুরুঃ ॥ ২০ ॥ রক্ষপালাঃ
স্ততো মুক্কা শতং সাক্ষিবিদায়কান্ । ক্ষেত্রপালাঃ
শতং সাক্ষিঃ তদ্রক্ষতি প্রযত্নতঃ ॥ ২১ ॥ বিদ্যাস্তম্ভোপ-
জায়ন্তে যন্তত্র স্থাতুমিচ্ছতি । কোচিং কুটুম্ভচিহ্নানু
ব্যগ্রাঃ কোচিং কুটুম্ভ চ ॥ ২২ ॥ কোচিং সভাঃ
প্রকুক্ষিতি কেচিদ্রব্যাজ্জনে রতাঃ পরোক্ষবাদঃ
কুক্ষিতি কেহপি হিংসারতাঃ সদা ॥ ২৩ ॥ পরদাররতাঃ
কেচিং কেচিদ্রুতিবিহিংসকাঃ । অস্ত্রে কেচিদ্রুত্যাং
কথং তীর্থেষু গম্যতে ॥ ২৪ ॥ ক্ষুধা পীড়্যতে ভার্যা
পুত্রভৃত্যাদয়স্তদা মোহজালেষু যোজ্যন্তে এবং
দেবগণৈর্নরাঃ ॥ ২৫ ॥ পাপাচারাস্ত য়ে মর্ত্যাঃ
জ্ঞানং তেষাং ন জায়তে । সংরক্ষন্তি চ তত্তীর্থং
দেবভৃত্যগণাঃ সদা ॥ ২৬ ॥ ধন্তাঃ পুণ্যাশ্চ য়ে
মর্ত্যাস্তেষাং জ্ঞানং প্রজায়তে । সরস্বত্যা ভোগবত্যা
দেবনদ্যা বিশেষতঃ ॥ ২৭ ॥ অথ তু সঙ্গমঃ পুণ্যো
যথা বেণ্যাং সিতাসিতঃ । দৃষ্ট্বা তীর্থং তু তে
সম্মে গীমাণা হৃষ্টচেতসঃ ॥ ২৮ ॥ দেবস্মা সান্নধৌ

পুণ্য তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইল । দেবদেব
জগদগুরু স্বয়ং শূলভেদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অষ্টো-
ত্তরশত বিনায়ক ও অষ্টোত্তরশত ক্ষেত্রপাল নীর্থ-
রক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন, এবং শিবানযুক্ত বিনা-
য়ক ও ক্ষেত্রপালগণই যত্নপূর্ব্বক এই তীর্থের
রক্ষা করিরা থাকেন । বাহারা এত তীর্থে বাস
কামনা করে, বিনায়ক ও ক্ষেত্রপালগণ প্রাণ-
ত্যাগ বিধি প্রদান করেন । বাহারা কুটুম্ভচিহ্ন-
চিহ্ন, কুটুম্ভোদনে বায় ও প্রাণনিরত, যে সকল
লোক প্যাতিপ্রতিষ্ঠিত জগৎ সভাস্থান প্রতি-
ষ্ঠিত করে, বাহারা কুটুম্ভনিরত, পরোক্ষবাদী, সন্ত
হিংসাসক্ত, পরদাররত ও হিংসাবীহীনক এবং
বাহারা বলেন—কেমন করিয়া প্রাণে গমন করিব ?
তীর্থে গমন করিলে গুহে পিত্তা, পুত্র ও ভৃত্যাদি
দুঃখ পীড়িত হইবে, এতদূর্ণ মোহজালকুলে ক-
দিগকে দেবগণ এই তীর্থে বাধা প্রদান করিয়া
থাকেন ; পাপাচাররত নরগণ কদা এই তীর্থে
জ্ঞান করিতে সমর্থ হয় না, দেবভৃত্যগণ
নির্দিষ্টকক্ষা মানবগণের সংসর্গ হইতে এই তীর্থ
সংরক্ষা করেন । বাহারা বস্ত ও পুণ্য, ভাগ-
রাই এই তীর্থে গমন ও জ্ঞান করিয়া থাকেন ।
কৃষ্ণবেণীর যেহৃৎকক্ষ সঙ্গমেণ তদ্র দরস্বতী,
ভোগবতী বিশেষতঃ সুবর্ণাবৎ সঙ্গা হইতেও
এই সঙ্গমতীর্থ মহাপুণ্য । দেবগণও এই তীর্থদর্শনে

ভূহা বর্ণয়ামাসু কৃতমম্ । ইদং তীর্থং তু দেবেশ
গয়াতীর্থেন তে সমম্ ॥ ২৯ ॥ গুহাদগুহতমং তীর্থং ন
ভূতং ন ভবিষ্যতি । শূলপাণিঃ সমভ্যর্চ্য ইন্দ্রাদ্যে-
রপ্সরোগণৈঃ ॥ ৩০ ॥ যক্ষাং কবিরগক্ষ্যৈর্দিকৃপালৈর্লোক-
পৈরপি । নৃত্যগীতৈস্তথা স্তোত্রৈঃ সন্মৈশ্চাপি
সুরাসুরৈঃ । পূজ্যমানো গণৈঃ সক্ষঃ সিদ্ধির্দানৈগ-
মহেশ্বরঃ ॥ ৩১ ॥ দেবেন ভেদিদ্ধাং তু শূলাগ্রেণ
নরাধিপঃ ॥ ৩২ ॥ ত্রিধা যচ্ছেক্যতেহদ্যাপি হাবর্তঃ
সুরপুত্রিতঃ । কুণ্ডত্রয়ং নরবাস্ত্র মহৎকলকলার্ধ-
তম ॥ ৩৩ ॥ সক্ষপাপক্ষয়করং সক্ষত্রয়মুত্তমম্ ।
তত্র তীর্থে তু যঃ শ্রীতি উপবাসপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥
দীক্ষামজ্জবহীনোহপি মৃত্যতে চাদিকাদম্বাৎ । য়ে
পুর্নাবিবৎ শ্রীতি মত্নৈঃ পঞ্চভিরেব চ ॥ ৩৫ ॥
বেদোক্তৈঃ পঞ্চভির্মত্নৈঃ সহিরণ্যঘটৈঃ শুভৈঃ ।
অক্ষরৈর্দশভিঃ চৈব বজ্রভিক্ষা ত্রিভিরেব বা ॥ ৩৬ ॥
পূর্বভূতৈর্দ্বিজাতীনাং তীর্থে কার্য্যং নরাধিপ ।
ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং বাপি স্ত্রীশূদ্রাণাং কথং বা চ ॥ ৩৭ ॥

হৃষ্টচিত্ত হইয়া দেবেশ সন্ধানে গমনপূর্ব্বক অল্পকৃতম
মাগন্ধা বর্ণন করিয়াছিলেন । তাঁহারা বলেন—
হে দেবেশ ! এই শূলভেদতীর্থ গয়াতীর্থের তুল্য ।
এই তীর্থ গুহ হইতেও গুহতর ; এরূপ তীর্থ আর
হয় নাই, হইবেও না । হে নৃপ ! ইন্দ্রাদি দেব,
অপ্সরা, যক্ষ, কবির, গক্ষ্য ও লোকপাল দিকৃপাল-
গণের নৃত্য, গীত এবং স্তোত্রবাক্যে শূলপাণ
এত স্থানে পূজিত হন এবং গণদেবতা, সিদ্ধ ও
নাগগণ কল্কক আরাধ্যমান হইয়া হর এই স্থানে
বিরাজ করেন । ১৭—৩১ । হে নরাধিপ ! শূলপাণ
শূলাত্র দ্বারা বক্ষুপাদাশ্রিত সরস্বতীকুণ্ড দ্বিধা বিভিন্ন
করিয়াছিলেন, অদ্যাপি সেই সুরপূজিত ত্রিধা বিভিন্ন
আবর্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে । হে নরশাস্ত্রী ! এই
উত্তম কুণ্ডত্রয়ই মহা জনকজোনময়, সক্ষপাপক্ষ-
কর ও সক্ষাবয়নাশন । যে উপবাসপরায়ণ নর
এই কুণ্ডত্রয় অবগাহন করে, দীক্ষামজ্জহীন
হইবেও তাহার শতবৎসরসাক্ষত পাপ বিনষ্ট হয় !
যে মানব বিবপূর্ব্বক জ্ঞান করে, তাহার জ্ঞানবিধি
কথিত হইতেছে । বিবপূর্ব্বক জ্ঞানকামী মানব
পঞ্চবৈদিক মন্ত্রে স্বর্ণকলসীর জল দ্বারা জ্ঞান
করিবে, এই পাকমজ্জ ও আবার দশ,ষট্, বা ত্র্যক্ষর-
সম্বিত । দ্বিজাতীগণ কুণ্ডত্রয়ে পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রে
জ্ঞান করিবেন । হে নরাধিপ ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও
বৈশ্য এত দ্বিজাত্যাহঁ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক জ্ঞান
করিবেন ; আর শ্রী ও শূদ্রাদি পুরুষগণ মাত্র বৈদিক

পুরুষাণাং ত্রয়োঃ ধারয়া জ্ঞান কুর্যাদযথাবিধি।
 দশাক্ষরেণ মন্ত্রেণ যে পিবন্তি জলং নরাঃ ॥ ৩৫ ॥
 তে গচ্ছন্তি পরং লোকং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ।
 কেদারে চ যথা পীতঃ কুদকুণ্ডে তথৈব চ ॥ ৩৬ ॥
 পঞ্চরেফসমায়ুক্তঃ ককারঃ সুরপূজিতম্।
 ওঙ্কারেণ সমায়ুক্তমেতদেদ্যং প্রকীর্তিতম্ ॥ ৪০ ॥
 যন্তত্র কুরুতে মান্ বিধিযুক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
 তিল-মিশ্রেণ তোয়েন তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥ ৪১ ॥
 কুলানাং তারয়েদ্বিশং দশ পূর্বান দশাপরান।
 গয়াদিপঞ্চস্থানেষু যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ ॥ ৪২ ॥
 স তত্র ফলমাপ্নোতি শূলভেদে ন সংশয়ঃ।
 যন্তত্র বিধিনা যুক্তো দদাদানানি ভক্তিতঃ ॥ ৪৩ ॥
 তদক্ষয়ং ফলং তত্র সুরকৃতং তদ্রূপং তথা।
 গয়াশিরো যথা পুণ্যং পিতৃকার্যেষু সঙ্গদা ॥ ৪৪ ॥
 শূলভেদং তথা পুণ্যং জ্ঞানদানাদিতর্পণৈঃ।
 ভক্ত্যা দদাতি যন্তত্র কাঞ্চনং গাং মহীং তিলান্ ॥ ৪৫ ॥
 আসনোপানহৌ শয্যাং বরাহান্ ক্ষত্রিয়স্তথা।
 বস্তুযুগ্মকং ধাতুকং গৃহং পূর্ণং প্রযত্নতঃ ॥ ৪৬ ॥
 সযোজ্য লাক্ষণং দদ্যাৎ কৃষ্টাং চৈব বস্তুদ্বয়ম্।
 দানান্তেতানি যো দদাদ্যব্রাহ্মণে

মন্ত্র ধ্যান মাত্র করিয়া যথাবিধি জ্ঞান করিবে।
 যাহারা দশাক্ষর মন্ত্রে শূলভেদ তীর্থের জলপান
 করে, তাহাদের মনোহরলোক লাভ হয়। যাহারা
 কেদারে কুদকুণ্ডের জল পান করে, তাহাদেরও
 কুদলোকে গতি হয়। মন্ত্র—পঞ্চরেফযুক্ত
 ককারের সহিত ওঙ্কার যোগ করিলে—ও র র
 র র র ক (?) হইবে। এই বৈদিক মন্ত্র সুরগণেরও
 পূজিত বলিয়া কথিত হয়। যে জিতেন্দ্রিয় মানব
 বিধিযুক্ত হইয়া কুণ্ডলয়ে ও লিঙ্গমিশ্র জলে পিতৃ-
 দেবতার তর্পণ করে, তাহার উর্দ্ধতন দশ ও
 অধস্তন দশ এই বিংশকুল উদ্ধার পায়। গয়াদি
 পঞ্চতীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া মানবের যে ফললাভ হয়,
 এই শূলভেদেও তাহার তুল্য ফল হইয়া থাকে,
 সংশয় নাই। যে মানব শূলভেদতীর্থে ভক্তি সহ-
 কারে যথাবিধি দান করে, তাহার দানফল অক্ষয়
 হইয়া থাকে। এইরূপ এখানে উক্ত করিলে
 তাহাও অক্ষয় হয়। গয়াশির পিতৃকার্যের জন্য
 যেমন যজ্ঞপুত্র, এই শূলভেদও তদ্রূপ মান, দান ও
 তর্পণের জন্য পুণ্যজনক জানিবে। যে ক্ষত্রিয় নর
 ভক্তিপূর্বক যত্নসহকারে শূলভেদে কাঞ্চন, ভূমি,
 তিল, আসন, পাদুকা, শয্যা, উত্তম অশ্ব, যুগ্মবস্তু,
 ধান্য, ধনধান্যপূর্ণ গৃহ, সযোজ্য লাক্ষণ এবং কৃষ্টা

বেদপারগে ॥ ৪৭ ॥ শ্রোত্রিয়ে কুলসম্পন্নো শুচি-
 য়তি জিতেন্দ্রিয়ে। ঋতাব্যয়ঃ সম্পন্নো দন্তহীনো
 ক্রিয়াবিহিতো। ত্রয়োদশাঙ্গশ্রোত্রিকঃ ত্রয়োদশাঙ্গনঃ
 ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥

ইতি ত্রীক্ষাদে শূলভেদোপক্ৰিয়ামাহার্যবর্ণনঃ
 ন্যামৈকোনপকাশোহব্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোহব্যায়ঃ।

উত্তানপাদ উবাচ। দ্বিজাং কৌরুণাঃ পূজা
 অপূজাঃ কৌরুণাঃ স্মৃতাঃ। শ্রাদ্ধে বৈবাহিকে কাষো
 দানে চৈব বিশেষতঃ ॥ ১ ॥ যদি শ্রাদ্ধো ভবেদেব-
 যোগাচ্ছ্রাদ্ধাদিকে বিধৌ। এতদাখ্যাতি মে দেব
 কস্তা দানং ন দীয়তে ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। যথা
 কাষ্টময়ো হস্তৌ যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
 বাক্ষণশ্চান-ধীয়ানস্বয়ন্তে নামধারকাঃ ॥ ৩ ॥
 যথা মণ্ডোহফলঃ স্ত্রী যথা গোর্গবি চাকলা।
 যথা চাক্সোহফলঃ দানং তথা বিপ্রোহনুচোহফলঃ ॥ ৪ ॥
 যথানুগে বীজ-

ভূমি, এক একটা কারিয়া ত্রয়োদশদিনে এই ত্রয়োদশ
 দান করেন, তাহাব দান ত্রয়োদশাঙ্গন বর্ণিত হয়।
 এই দান বেদপারগ, শ্রোত্রিয়, সদ্বংশোদ্ভব, শুচি,
 জিতেন্দ্রিয়, বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, দন্তহীন ও ক্রিয়াবিত
 বাক্ষণকে দিতে হয়। ৩২—৪৮।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯

পঞ্চাশ অধ্যায়।

উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—শ্রাদ্ধ, বৈবাহিক
 বিধি, বিশেষতঃ দানকাষ্যে কৌরুণ দ্বিজ পূজা ন
 আরাকরূপ দ্বিজই বা অপূজা? হে দেব! যদি
 দেববর্ণনঃ কবিনঃ শ্রাদ্ধাদি কার্যো শ্রাদ্ধা হস্ত, তবে
 কৌরুণ দ্বিজকে শ্রাদ্ধদান কর্তব্য নহে? এই সকল
 আমার নিকট বনুন। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—
 যেমন কাষ্টময় হস্তৌ হস্তৌ নহে, যেমত চর্ম্মময় মৃগ
 মৃগ বলিয়া গণ্য হয় না, তদ্রূপ অনধীর্ভবিদ্য বিপ্র
 বিপ্রই নহে; পূর্বোক্তরূপ হস্তৌ, মৃগ বা দ্বিজ
 কেবল নামধারী মাত্র। রমণীসমাজে ক্রৌব যেরূপ
 অফল, গাভীর নিকট গাভী যেরূপ ফল লাভ
 করে না, অজ্ঞ ব্যক্তিতে দান যেরূপ নিমণ হয়,
 বেদবিগীন দ্বিজও তদ্রূপ অফল জানিবে। জনান

মুখ্য বস্ত্রা ন লভতে কলম্ । তথানুচে হবির্দধা
ন তথা লভতে কলম্ । ৫ । রোগী হীনাতি-
রিক্তাঙ্গঃ কাণঃ পৌনর্ভবস্তথা । অবকৌণী শ্রাবদন্তঃ
সর্কালী বৃষলীপতিঃ । ৬ । মিত্রকৃ কপিণ্ডনঃ সোম-
বিক্রয়ী পরনিন্দকঃ । পিতৃমাতৃগুরুত্যাগী নিত্যঃ
ব্রাহ্মণনিন্দকঃ । ৭ । শুদ্রাঙ্গঃ মন্ত্রসংযুক্তঃ যো বিপ্রো
ভক্ষয়েন্নৃপ । সোহস্পৃশ্যঃ কৰ্ম্মচাণালঃ স্পৃষ্টো
জ্ঞানং সমাচরেৎ । ৮ । কুনখী বৃষলী স্তেয়ী
বাক্‌দুষ্যঃ কুণ্ডগোলকৌ । মহাদানরশো যশ
যশাস্বহননে রতঃ । ৯ । ভূতকাংখ্যাপকঃ ক্রৌবঃ
কন্তাদৃশ্যভিশস্তকঃ । এতে বিপ্রাঃ সদা ত্যজ্যাঃ
পরিভাব্য প্রযত্নতঃ । ১০ । প্রতিগ্রহং গৃহীত্বা তু
বাণিজ্যং যশ্চ কারয়েৎ । তস্মা দানং ন দাতব্যং
বৃথা ভবতি তস্মা তৎ । ১১ । শ্রুতাদায়নসম্পন্ন
যে দ্বিজা বৃন্ততৎপরঃ । তেষাং যদীয়তে দানং
সর্কমক্ষয়তাং ব্রজেৎ । ১২ । দরিদ্রান ভর ভূপাল
মা সমৃদ্ধান্ কদাচন । ব্যাধিতস্তৌষধং পথ্যং
নৌকজন্তু কিমৌষধৈঃ । ১৩ । উত্তানপাদ উবাচ ।
কৌদৃশোহথ বিধিস্তত্র তীর্থশ্রাদ্ধস্ত কা ক্রিয়া । দানং

ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া বপনকারীর যেরূপ কোনই
কল লাভ হয় না, তদ্রূপ বেদবিদ্যাবিহীন দ্বিজকে
দান করিয়া দাতা ফললাভে বঞ্চিত হন । হে
রাজন্ ! রোগী, হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ, কাণ, পৌন-
র্ভব, অবকৌণী, শ্রাবদন্ত, সর্কালী, বৃষলীপতি, মিত্র-
কৃ, কপিণ্ডন, সোমবিক্রয়ী, পরনিন্দক, পিতা মাতা
ও গুরুত্যাগী, সতত দ্বিজনিন্দাকারী, এবং মন্ত্রযুক্ত
শুদ্রাঙ্গভোক্তা কৰ্ম্মচাণাল, বিপ্র ইহারা সতত অস্পৃশ্য ।
ইহাদের সংস্পর্শ ঘটিলে তখনই জ্ঞান করিবে ।
হে নৃপ ! কুনখী, বৃষলী, চোর বাক্‌দুষ্য, কুণ্ড,
গোলক, মহাদানগ্রাহী, আশ্রিত্যানিরত, বেতন-
ভুক্ অধ্যাপক, ক্রৌব, কন্তাদৃশক, অভিসম্বক্ত
এবং পুরোক্ত দ্বিজগণ প্রযত্নপূর্বক বিচারবুদ্ধি
দ্বারা সতত পরিত্যাজ্য জানিবে । যে দ্বিজ প্রতি-
গ্রহলব্ধ ধন দ্বারা বাণিজ্য করে, তাহাকে দান করা
কর্তব্য নহে ; তাদৃশ দান বিফল হয় । যে সকল
দ্বিজ বেদাধ্যয়ননিরত ও বৃন্ততৎপর, তাঁহাদিগকে
যে দান করা যায়, সেই দান অক্ষয় ফলজনক হয় ।
হে ভূপাল ! দরিদ্রগণের ভরণ কর, কদাচ সমৃদ্ধ
ব্যক্তিকে দান করিও না । দেখ, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যাক্তি-
রই ঔষধ হিতকর হয়, নীরোগ ব্যক্তিতে ঔষধ
প্রয়োগে কি ফল ? উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,
—হে শঙ্কর ! সেই দানবিধি কিরূপ ? কিরূপেই বা

চ দীয়তে যদন্তমমাখ্যাহি শঙ্কর । ১৪ । ঈশ্বর উবাচ
শ্রাদ্ধং কুহা গৃহে ভক্ত্যা শুচিস্চাপি জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
গুরুং প্রদক্ষিণীকৃত্য ভোজ্য সৌমাস্তকে ততঃ । বাগ্-
যতঃ প্রব্রজেত্তাবদ্যাবৎ সৌমাং ন লভয়েৎ । ১৫ ।
শূলভেদং ততো গহা জ্ঞানং কুর্যাদযথাবিধি । ১৬ ।
পঞ্চস্থানেষু চ শ্রাদ্ধং হব্যকব্যাাদিভিঃ ক্রমাৎ ।
পিণ্ডদানং চ যঃ কুর্য্যাৎ পায়সৈশ্বর্য়ধূসর্গিষা । ১৭ ।
পিতরস্তস্ত তৃপ্যন্তি দ্বাদশাদানি পঞ্চ চ । অশ্বত-
র্বাদৈরবিশৈরিত্ত্বদৈশ্বর্য়ধূসর্গিষা । ১৮ । সোহপি তৎ-
কলমাপ্নোতি তীর্থেশ্বিন্নিত্রাত সংশয়ঃ । উপানশো
চ যো দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযত্নতঃ । ১৯ । সোহপি
স্বর্গমবাপ্নোতি হ্যাক্রতো ন সংশয়ঃ । শয্যামথঃ
চ যো দদ্যাদ্ভ্রাতৃকাং বা বিশেষতঃ । ২০ । গচ্ছেদ্-
বিমানমাক্রুতঃ সোপ্সরোদূন্দবেষ্টিতঃ । উত্তমঃ যো
গৃহং দদ্যাদ্ সপ্তধান্তসমধিতম্ । ২১ । শ্বেচ্ছয়া মে
বসেন্নোকে কাঞ্চনে ভবনে হি সঃ । তিলধেনুঃ
চ যো দদ্যাদ্ সবৎসাং বহুসমপ্লুতাম্ । ২২ । নাকপৃষ্ঠে

তীর্থশ্রাদ্ধ করিতে হয় এবং কিরূপ দানই বা কর্তব্য ?
এই সকল আমার নিকট বর্ণন করুন । ঈশ্বর উত্তর
করিলেন,—জিতেন্দ্রিয় শুচি মানব গৃহে ভক্তিপূর্বক
শ্রাদ্ধ করিবে, গুরুকে ভোজন করাইবে ও তাঁহাকে
প্রদক্ষিণ করত বাগ্‌যত হইয়া তীর্থসীমান্তে উপনীত
হইবে ; কিন্তু যত কাল না তীর্থসীমা দর্শন হয়,
ততকাল তীর্থযাত্রীর যতবাক্ হইয়া থাকে কর্তব্য ।
১—১৫ । অনন্তর শূলভেদ তীর্থে উপনীত হইয়া
যথাবিধি জ্ঞান ও যথাযোগ্য হব্য-কব্যাাদি দ্বারা
ক্রমে পঞ্চ স্থানে শ্রাদ্ধ করিবে । যে মানব যথু ও
যতযুক্ত পায়সদ্বারা শূলভেদের পঞ্চতীর্থে পিণ্ড-
দান করে, তাহার পিতৃগণ সপ্তদশবার্ষিক
তৃপ্তিলাভ করেন । আর যেনর স্ত্রীত মধুসমধিত
অশ্বত, বদর, বিণ ও ইক্ষুদাকনদ্বারা এই তীর্থে
পিণ্ডদান করে, তাহারও পুরোক্ত ফল হইয়া থাকে,
সংশয় নাই । যে মানব যতপূর্বক দ্বিজগণকে
পাত্ৰ প্রদান করে, সেও নিঃসন্দেহ অশ্রুত হইয়া
স্বর্গে গমন করে ; যে মানব শয্যা, অশ্ব বিশেষতঃ
ছত্র দান করে, উত্তম বিমানাক্রুত ও অপ্সরোগণে
পরিবেষ্টিত হইয়া সে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে ।
যে নর সপ্তধান্তসমধিত উত্তম গৃহ দান করে,
আমারই ইচ্ছায় সে আমার বাসস্থান শিবলোকে
স্বর্গময় ভবনে বাস করিতে সমর্থ হয় ; সংশয় নাই ।
যে মানব বহুদানাদিত সবৎস তিলধেনু দান করে,

বসেস্তাবদ্যাবদাভূতসম্প্রকম্ । গৃহে বা যদি বারণ্যে
তীর্থবর্জনি বা নৃপ ॥ ২৩ ॥ তোয়মন্নং চ যো দদ্যাৎ-
যমলোকং স নৈকতে । সর্ষদানানি দীয়েন্তে তেষাং
কলমবাপ্যতে ॥ ২৪ ॥ উদকং চান্নদানং চ দদ্যাৎ-
ভয়মেব চ । অন্নদানাং পরং দানং ন ভূতং ন
ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥ কন্তাদানং তু যঃ কুর্যাদ্রুবং বা
যঃ সমুৎসৃজেৎ ॥ তস্য বাসো ভবেত্তত্র যত্রাহমিতি
নান্তথা ॥ ২৬ ॥ উত্তানপাদ উবাচ । কন্তাদানং
কথং স্বামিন্ কর্তব্যং ধার্মিকৈঃ সদা । পরিগ্রহে
যথা পোষ্যঃ কন্তোদ্ধাহস্তথৈব চ ॥ ২৭ ॥ অতঃ
পৃচ্ছামি দেবেশ কন্ত কন্তা ন দীয়েতে । দাতব্যং
কুত তদেব কৈশ্চ দত্তমথাক্ষয়ম্ ॥ ২৮ ॥ উ-
ত্তানপাদ উবাচ । কন্তাঃ কথং বিতো ।
রাজসং তামসং বাপি নিঃশ্রেয়সমথাপি বা ॥ ২৯ ॥
ঈশ্বর উবাচ । সর্ষেয়ামেব দানানাং কন্তাদানং
বিশিষ্যতে । যো দদ্যাৎ পুংসো ভক্ত্যাভিগম্য

পুনঃকল্পক্ষয় .কাল প্যন্তু তাহার স্বর্গে বাস
হয় । হে নৃপ ! গৃহেই হউক কিংবা অরণ্যে বা
তীর্থমাগেই হউক, যে নর জল ও অন্ন দান করে,
তাহার যমলোক অবলোকন করিতে হয় না এবং
তাহার অদেয় কিছুই থাকে না । পরন্তু সে অখিল
দানকল লাভ করিয়া থাকে । জল, অন্ন, অভয়
এইদানত্রয় সতত কর্তব্য, বিশেষতঃ অন্নদানের
জায় কোন দান হয় নাই, হইবেও না । যে মানব
কন্তাদান কিংবা বৃষউৎসর্গ করে, আমি যে স্থানে
বাস করি, তাহারও সেই স্থানে বাস হয়, বদাচ
ইহার অন্তথা হয় না । উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করি-
লেন,—হে স্বামিন্ ! ধার্মিকগণ সর্বদা কিরূপে
কন্তাদান করিবেন ? আর সেই কন্তাপরিগ্রহ,
পোষণ ও বিবাহই বা কিরূপে বাধ অথুগারে
কর্তব্য ! হে দেবেশ ! আর এক কবা
জিজ্ঞাসা করি—কোন্ বাক্তি কন্তাদানের অযোগ্য ?
কাহাকে কন্তাদান কর্তব্য ? এবং কিরূপ বরেই
বা কন্তাদান অক্ষয় ফলজনক হয় ? হে
দেব ! কিরূপ কন্তাদান উত্তম ? এবং মধ্যম
ও নিকৃষ্ট কন্তাদানই বা কাহাকে বলে ? হে
বিতো ! আর কিরূপ কন্তাদান রাজস ও তামস
মধ্যে গণ্য ? এবং কিরূপে কন্তা অর্পিত হইলেই
বা উত্তম শ্রেয়োলাভ হয় ? ঈশ্বর উত্তর করি-
লেন,—সর্ষাবদানের মধ্যে কন্তাদান শ্রেষ্ঠ, যে
মানব বক্ষ্যমাণ লক্ষণ বিচার করিয়া কন্তাদান

তনয়াং নিজাম্ ॥ ৩০ ॥ কুলীনায় স্ক্রুপায় গুণজায়
মনীষিণে । সুলয়ে সুলহর্ষে চ দদ্যাৎ কন্তামল-
কৃতাম্ ॥ ৩১ ॥ অশ্বায়াগাংশ্চ বাসাসি যোহত্র
দদ্যাৎ স্বশক্তিভঃ । তস্য বাসো ভবেত্তত্র পদং যত্র
নিরাময়ম্ ॥ ৩২ ॥ যেনাত্ত হুহিতা দত্তা প্রাণে-
ভ্যোহপি গরীয়সী । তেন সর্ষমিদং দত্তং ত্রৈলোক্যং
সচরাচরম্ ॥ ৩৩ ॥ যঃ কন্তার্থঃ ততো লব্ধা ভিক্ষতে
চৈব তদ্ধনম্ । যঃ ভবেৎ কৰ্ম্মচণ্ডালঃ কাষ্ঠকৌলো
ভবেন্নৃতঃ ॥ ৩৪ ॥ গৃহেহপি তস্য যোহশ্রীয়াজ্জিহ্বা-
লোন্মীয়াং কথকন । চান্দ্রাধনেন শুধ্যোত তন্তুকঙ্কণ
বা পুনঃ ॥ ৩৫ ॥ উত্তানপাদ উবাচ । বিভূং ন
হিহ যস্য কন্তোবাস্তি চ যদগৃহে । কথং চোদ্ধা-
হনং তস্য ন যাচ্চা কুরুতে যদি ॥ ৩৬ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । অবিত্তেনৈব কর্তব্যং কন্তোদ্ধাহনকং নৃপ ।
কন্তানাম সমুচ্চার্য ন দ্যুতায় কদাচন ॥ ৩৭ ॥ অতি-
গম্যোত্তমং দানং যচ্চ দানমথ্যচিতম্ । ভাবয্যতি
যুগাস্তাস্তস্তান্তো নৈব বিদ্যতে ॥ ৩৮ ॥ অতি-
গম্যোত্তমং দানং স্মৃতমাহুয় মধ্যমম্ । যাচ্যমানং

করে, তাহার অনাময় পদে গতি হয় । কুলীন,
স্ক্রুপ, গুণজ ও মনীষী মানবকে সুলয়ে উত্তম
মহর্ষে অনেক অশ্ব, গো ও যথাশাক্ত বস্তাদি-
দানার্থে অলঙ্কৃত কন্তা অর্পণ করা কর্তব্য ।
দেব, হুহিতা প্রাণ অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ । যে মানব
সেই প্রাণাবক জীৱতা দান করে, তাহার গচ
রাচর অখিল ত্রৈলোক্যই দান করা হয় । যে
মানব কন্তাদানার্থে অর্থ প্রায়শ্য করে, সেই
কর্ম্মচণ্ডাল দেহাবসানে কাষ্ঠকৌলক হইয়া জন্ম
লয় । কেবল ইহাই নহে, জিহ্বালোভবশতঃ যে,
মানব তাহার গৃহে কোনও বস্তু ভোজন করে,
চান্দ্রাধন কিংবা তন্তুকঙ্কণদ্বারা তাহার শুকি দাবন
হইবে ১৩৬—৩৮ । উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—
তাহার গৃহে বন নাই, অথচ কন্তা রাহিয়াছে, সে যদ
যাচ্যমান না করে, তবে কিরূপে তাহার কন্তা
বিবাহ নিষাহ হইবে ? ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—
হে নৃপ ! তাহার বন নাই, বনহীন মানবই তাহার
কন্তা বিবাহ করবে, আর কন্তার নাম মাত্র উচ্চা-
রণ করিয়া বনহীন ব্যাক্তিকে কেবল কন্তামাত্র দান
করিলে সে দান কখনও দোষাবহ হইতে পারে না ।
কন্তাদান উত্তম জানিয়া অযাচিতভাবে যে কন্তা
প্রাপ্তগ্রহ করে, তাদৃশ কন্তাদানই উত্তম । যুগাস্তের
সীমা আছে, কিন্তু এই উত্তমকল্প কন্তাদানের পুণ্য-

কনৌয়ঃ স্তাদেহিদেহীতি চাধমম্ । ৩৯ । যথৈবা-
শ্মান্না বন্ধো নিক্ষিপ্তো বারিমধ্যতঃ । দ্বাবেতৌ
নিধনং যাতস্তদ্বদনমপাত্রকে । ৪০ । অসমর্থো ততো
দানং ন প্রদেয়ং কদাচন । দাতারং নয়ত্বেহস্তাদা-
ত্মানং চ বিশেষতঃ । ৪১ । সমর্থস্তারয়েদৌ তু
কাঠং শুক্লং যথা জলে । যথা নৌশ্চ তথা
বিদ্বান্ প্রাপয়েদপরং তটম্ । ৪২ । আহিতাগ্নিঃ
গৃহীতি যঃ শুভ্রাণাং প্রতিগ্রহম্ । ইহ জন্মনি শূদ্রো-
হসৌ মৃতঃ বা চোপজায়তে । ৪৩ । বৃথা ক্লেশশ্চ
জায়েত ব্রাহ্মণে হৃগ্নিহোজিগ্নি । অসৎপ্রতিগ্রহঃ
কুপনং শুভ্রং নোচশ্চ গহিতম্ । ৪৪ । অভোজ্যঃ স
ভবেন্নর্ত্তো দহতে কারিবাহুগ্নিনা । কটকারো
ভবেৎ পশ্চাৎ সপ্ত জন্ম ন সংশয়ঃ । ৪৫ । লজ্জা-

ফলের অস্ত নাই । আর কন্মাদান উত্তম এইরূপ
মনে করিয়া যে দান আহ্বানপূর্ব্বক প্রদত্ত হয়,
তাহা মধ্যম এবং যে দানে ‘দাও দাও’ এইরূপ
প্রাণবাক্য থাকে, তাহা নিকৃষ্টে অধমদান বর্ণিয়া
কথিত হয় । যেমন একখানি প্রস্তরের সঙ্গে অপর
একখানি প্রস্তর বন্ধন করিয়া বারিমধ্যে নিক্ষেপ
করিলে প্রস্তরদ্বয়ই জলমধ্যে নিমজ্জিত হয়, তজ্জপ
অপাত্রে দান করিলে দাতা গ্রহীতা উভয়েই বিনষ্ট
হইয়া থাকে । অতএব কদাচ অযোগ্য পাত্রে দান
কর্তব্য নহে, কেননা এইরূপ দান দাতা ও গৃহীতা
উভয়কেই অধঃপাতিত করে । আর দাতা ও
গ্রহীতা উভয়েই যদি যোগ্য হয়, তবে শুককাঠে
যেমন জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে, বিদ্বান্ বারিক
যেদপ নদের উদ্ধর্তা হন এবং ভরণীর সাহায্যে
যেদপ জলধির অপর পারে গমন করা যায়, তজ্জপ
দাতা গৃহীতা উভয়েরই উদ্ধার হইয়া থাকে ।
আহিতাগ্নি দ্বিজ যদি শূদ্রগণের নিকট প্রতিগ্রহ
করেন, এই জন্মেই তিনি শূদ্র হন এবং দেহান-
সানেও তাঁহার কুকুরখোনি লাভ হয় । অগ্নি-
হোত্ৰী দ্বিজ নীচ জনের নিকট নির্দত্ত শুভ্র অসৎ
প্রতিগ্রহ করিয়া বৃথা ক্লেশভাজন হইয়া থাকেন ।
কোন মানব তাদৃশ দ্বিজের সহিত একত্র ভোজন
করে না, তাঁহাকে ভোজনদানেও বিমুখ হয় ;
আর কারীষ-(ধুটে) বহিতে দেহ দগ্ধ করিয়া
তাঁহার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ।
এতদ্বিত্ত তিনি মরিয়াও সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত কট-
কারের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন, সংশয় নাই ।

দাক্ষিণ্যলোভাচ্চ যদানং চোপরোধজম্ । ভূত্যা-
ভ্যশ্চ তু যদানং তদবৃথা নিফলং ভবেৎ । ৪৬ ।

ইতি শ্রীকাল্পে পাত্রাপাত্রপরোক্ষাদানাদি নিয়ম-
বর্ণনং নাম পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ । ৫০ ।

একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

উত্তানপাদ উবাচ । কালো তৎ ক্রিয়তে কন্মিন্
শ্রাদ্ধং দানং তথৈব । যাত্রা তত্র প্রকর্তব্য্যা তিথৌ
যন্তাঃ বদান্ত তৎ । ১ । ঈশ্বর উবাচ । পিতৃতীর্থং
যথা পুণ্যং সর্বকামিকমুত্তমম্ । ইদং তীর্থং তথা
পুণ্যং স্নানদানাদিতর্পণৈঃ । ২ । বিশেষণে তু
কুবরীত শ্রাদ্ধং সর্বযুগাদিষু । মনস্তুবাদয়ো বৎস
শ্রয়ন্তাঞ্চ চতুর্দশ । ৩ । অশ্বযুক্তশ্রবণমৌ দ্বাদশী
কার্ত্তিকশ্চ । তৃতীয়া চৈত্রমাসশ্চ তথা ভাদ্রপদশ্চ
চ । ৪ । আশ্বিনশ্চৈব দশমী মাঘশ্চৈব তু সপ্তমী ।
শ্রাবণশ্চাষ্টমী কৃষ্ণা তথাসাদৃশ্য পূর্ণিমা । ৫ ।

হে রাজন্ ! লজ্জা, দাক্ষিণ্য, লোভ কিম্বা উপরোধ-
বশে যে দান গ্রহণ অথবা ভূত্যের নিকট যে দান
প্রতিগ্রহ, এই সকলই নিফল জানিবে । ৩৬—৪৬ ।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫০ ।

একপঞ্চাশ অধ্যায় ।

উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ঈশ্বর !
আপনি যে দান ও শ্রাদ্ধের কথা কহিয়াছেন, সেই
দান এবং শ্রাদ্ধ কোন্ কালে কর্তব্য ? এবং কোন্
তিথিতে সেই তীর্থযাত্রা বিধেয় ? এই সকল সম্বন্ধ
আমার নিকট কীর্তন করুন । ঈশ্বর উত্তর করি-
লেন,—অনুত্তম পিতৃতীর্থে গয়া যেরূপ সর্বকামদ,
স্নান, দান ও তর্পণাদি কার্য্যে এই তীর্থও
তজ্জপ মহাপুণ্যজনক । গয়ায় যেরূপ নিত্যই
শ্রাদ্ধ প্রণস্ত, এই তীর্থও তজ্জপ জানিবে ;
বিশেষতঃ সমস্ত যুগাদিদিনে এই তীর্থে শ্রাদ্ধক্রিয়া
অবশ্য কর্তব্য । হে বৎস ! এক্ষণে মনস্তুবাদি
কালের কথা কহিতেছি, তন্মধ্যে প্রথমে চতুর্দশ
মনস্তুরকাল শ্রবণ কর । ১—৬। আশ্বিনী শুক্লা নবমী,
কার্ত্তিকী দ্বাদশী, চৈত্রী ও ভাদ্রী তৃতীয়া, আশাঢ়
দশমী, মাঘী সপ্তমী, শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমী, আশাঢ়ী

কান্তনশ্চ ইমাবান্তা পৌষশ্চৈকাদশী সি তা । কার্ত্তিকি
কান্তনী চৈত্রৌ জ্যৈষ্ঠী পঞ্চদশী তথা । ৬ । মঘন্তরা-
দঘশ্চৈতে অনন্তকলদাঃ স্মৃতাঃ । অঘনে চোত্তরে
রাজন্ দক্ষিণে শ্রাদ্ধমাচরেৎ । ৭ । কার্ত্তিকী চ
তথা মাঘা বৈশাখশ্চ তৃতীয়িকা । পৌণ-
মাসী চ চৈত্রশ্চ জ্যৈষ্ঠশ্চ বিশেষতঃ । ৮ । অষ্ট-
কানু চ সংক্রান্তৌ ব্যতীপাতে তথৈব চ । শ্রাদ্ধ-
কালো ইমে সর্ষে দত্তমেঘকয়ঃ স্মৃতম্ । ৯ । মধু-
মাসে সিত পক্ষ একাদশ্যাপোষিতঃ । নিশি
জাগরণং কুর্ধ্যাদ্বিষ্ণুপাদসমীপতঃ । ১০ । ধূপদীপাদি-
নৈবেদ্যৈঃ শ্রাদ্ধালাগুরুচন্দনৈঃ । অর্চনাঃ কুর্ষন্তি যে
বিকোঃ পঠেয়ুঃ প্রাক্তনৌঃ কথাম্ । ১১ । ঋগ্যজুঃ-
সামমন্ত্রোক্তং সূক্তং জপতি যো দ্বিজঃ । সর্ষপাপ-
বিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি । ১২ । প্রাতঃ
শ্রাদ্ধং প্রকুর্বাতি দ্বিজান সম্পূজ্য যত্নতঃ । দানং
দদ্যাৎ যথাশক্তি গোহিরণ্যাদিরাদিকম্ । ১৩ ।
পিতরস্তশ্চ তৃপ্যন্তি যাবদাভূতসংগ্রহম্ । শ্রাদ্ধদত্ত
ব্রজেত্তত্র যত্র দেবো জনার্দনঃ । ১৪ । ত্রয়ো-

পূর্ণিমা, কান্তন্য অমাবস্তা, পৌষী শুক্লা একাদশী,
এবং কার্ত্তিক, কান্তন, চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা
এই সকল কালকে মঘন্তর কহে এবং ইহার অনন্ত
কলদ বলিয়া অভিহিত হয়। হে রাজন! দক্ষিণ
ও উত্তরায়ণ এই উভয় কালেই এই তীর্থে শ্রাদ্ধ
কর্তব্য; বিশেষতঃ কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসের
তৃতীয়া, চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা; অষ্টকা,
সংক্রান্তি এবং ব্যতীপাতে এই তীর্থে শ্রাদ্ধ অবশ্য-
কর্তব্য জানিবে। এই সকল শ্রাদ্ধকাল কথিত
হইল। এই সকল দিনে শ্রাদ্ধ দান করিলে, তাহা
অক্ষয় হয়। এই তীর্থে চৈত্রমাসের শুক্লা একা-
দশীতে উপবাস করিয়া বিষ্ণুপাদসমীপে নিশা
জাগরণ করিবে এবং বিষ্ণুর প্রতিমা নিৰ্ম্মাণ
করিয়া ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, মালা, অগুরু ও চন্দ-
নাদি উপহার প্রদান করত বিষ্ণুর পুরাতন মাহাত্ম্য
কীৰ্ত্তন করিবে। যে দ্বিজ বিষ্ণুসমীপে এইদিনে
ঋক্, যজু ও সামবেদোক্ত সূক্ত জপ করেন,
ঊর্ধ্বাঙ্গ অখিল কলুষ বিনষ্ট হয় এবং তিনি বিষ্ণু-
লোকে গমন করিয়া থাকেন। যে দ্বিজ প্রাতঃ-
কালে যত্নপূর্বক দ্বিজগণের সম্যক পূজা করিয়া
শ্রাদ্ধ ও যথাশক্তি গো, হিরণ্য ও বসনাদি দান
করেন, কল্লকয় কাল পর্যন্ত তদীয় পিতৃগণ
তৃপ্ত থাকেন এবং শ্রাদ্ধদাতাও জনার্দনের আবাস

দশাং ততো গচ্ছেৎ শুশ্রবাসিনি লিঙ্গকে । দৃষ্টৌ
মার্কণ্ডমীশানং মুচ্যতে সর্ষপাতকৈঃ । ১৫ । উত্তান-
পাদ উবাচ । শুহামধ্যে মহাদেব লিঙ্গং পরম-
শোভিতম্ । যেন প্রতিষ্ঠিতং দেব তন্মমাখ্যাতু-
মর্হসি । ১৬ । ঈশ্বর উবাচ । ত্রিষু লোকেষু
বিখ্যাতো মার্কণ্ডেয়ো মুনীশ্বরঃ । দিব্যাং বর্ষসংস্র-
স তপন্ত্যেপে সূদারুণম্ । ১৭ । শুহামধ্যং প্রবিষ্টৌ-
হসৌ যোগাত্যাসমুপাশ্রিতঃ । লিঙ্গস্ত স্থাপিতং তেন
মার্কণ্ডেশ্বরসংজ্ঞিতম্ । ১৮ । তত্র স্নাত্বা চ যো
ভক্ত্যা সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ । তত্র জগরণং
কুর্ষন্ দদ্যাদীপং প্রযত্নতঃ । ১৯ । দেবস্ত পুনঃ
কুর্ধ্যাদমৃতৈঃ পঞ্চভিস্তথা । যথাশক্ত্যা সমালভ্য
পূজাং কুর্ধ্যাদ্ যথাবিধি । ২০ । স্বশাখোৎপন্ন-
মন্ত্রৈশ্চ জপং কুর্ধ্যাদ্বিজাতয়ঃ । সাবিদ্র্যাস্তসংস্র-
শতাষ্টকমখ্যাপ বা । ২১ । এতৎ কৃৎবা নৃপশ্রেষ্ঠ
জন্মনঃ কলমাপুয়াৎ । চতুর্দশান্ত বৈ স্নাত্বা পূজাং
কৃৎবা যথাবিধি । ২২ । পাত্রং পরীক্ষ্য দাতব্য-
মান্বনঃ শ্রেয় ইচ্ছতা । পিতরস্তশ্চ তৃপ্যন্তি দ্বাদ-
শাদান্তসংশয়ম্ । ২৩ । দাতা স গচ্ছতে তত্র যত্র
ভোগাঃ সনাতনঃ । শুহামধ্যে প্রবিষ্টে লোটেয়ে-

বৈকুণ্ঠে গমন করেন। অনন্তর ত্রয়োদশী দিনে
শুহাবসী লিঙ্গসমীপে গমন করিয়া সর্ষপাপবিন্যস্ত
হইবে। উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে
মহাদেব! এই পরম শোভমান লিঙ্গমাহাত্ম্য বর্ণন
করিতে আজ্ঞা হয় ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—
ত্রিলোকবিখ্যাত মুনীশ্বর মার্কণ্ডেয় শুহামধ্যে
প্রবিষ্ট হইয়া পরম যোগ অবলম্বনপূর্বক দিব্য
সংস্র বৎসর সূদারুণ তপস্তা করিয়াছিলেন;
তিনিই এই মার্কণ্ডেশ্বর নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।
৭—১৮। যে সকল জিতেন্দ্রিয় দ্বিজ উপবাসনিরত
হইয়া ভক্তিতরে মার্কণ্ডেশ্বর তীর্থের স্মরণ, তথায়
জাগরণ ও যত্নপূর্বক দীপদান করেন এবং
পঞ্চামৃত দ্বারা মার্কণ্ডেশ্বর লিঙ্গকে স্নান করাইয়া
যথাপ্রাপ্ত বস্ত্র দ্বারা স্ববেদোক্ত মন্ত্রে বিধিপূর্বক
লিঙ্গ পূজা ও অষ্ট সংস্র কিছা অষ্টোত্তর শত
সাবিত্রীমন্ত্র জপ করেন, এই সকল ক্রিয়া দ্বারা
ঊর্ধ্বাঙ্গদের জন্ম সার্থক হয়। হে নৃপশতম!
আত্মকুশলকামী দ্বিজ চতুর্দশীদিনে যথাবিধি স্নান
ও পূজা করিয়া দানের পাত্র পরীক্ষাপূর্বক দান
করিবেন, এইরূপ করিলে তদীয় পিতৃগণ
দ্বাদশাদিক তৃপ্ত লাভ করেন এবং দাতাও

চৈব শক্তিঃ । ৪ । নীলে গিরো হি যৎপুণ্যং
৩২ সমস্তং লভতি তে । শূলভেদে তু যঃ কুর্বা-
জ্জাক্ষং পূর্ণাণি পূর্ণাণি । ২৫ । বিশেষাট্টৈক্যমাশ্রিত্য
তস্ত পুণ্যফলং শূন্য । কেদারে চৈব যৎপুণ্যং
গঙ্গাসাগরসঙ্গমে । ২৬ । সিতাসিতে তু যৎপুণ্য-
মন্ততীর্থে বিশেষতঃ । অর্কুদে বিদ্যাতে পুণ্যং
পুণ্যং চামরপূর্ণতে । ২৭ । গয়াদিসর্বতীর্থানাং
কলমাপ্নোতি মানবঃ । বিধিমন্ত্রসমায়ুক্ততর্পণে
পিতৃদেবতাঃ । ২৮ । কুলানাং তারয়েচ্ছিশং দশ-
পূর্ণান্ দশাপরান্ । দক্ষিণাত্যঃ ততো মূর্তৌ তুচি-
ভূত্বা সমাহিতঃ । ২৯ । ভ্রাসং কৃৎস্না তু পূর্বোক্ত-
প্রদদ্যাৎপুণ্ড্রপুণ্ড্রিকাং । শাহোক্তৈকরষ্টৈতি পুণ্ড্র-
র্মানসৈঃ শূন্য তদ্যথা । ৩০ । বারিজং সৌম্য-
মায়েয়ং বায়ব্যং পার্শ্বং পুনঃ । বানস্পত্যং ভবেৎ
যষ্ঠং প্রাজাপত্যস্ত সপ্তমং । ৩১ । অষ্টমং শিব-
পুণ্ড্রং স্তাদেবাং শূন্য নির্ণয়ম্ । বারিজং সলিলং
জ্যেয়ং সৌম্যং মধুস্বতং পয়ঃ । ৩২ ।
আয়েয়ং ধূপদীপাদ্যং বায়ব্যং চন্দনাদিকম্ । পার্শ্বং
কন্দমূলাদ্যং বানস্পত্যং ফলাদিকম্ । ৩৩ । প্রাজা-

পত্যস্ত পাঠাদ্যং শিবপুণ্ড্রং তু বাসনা । অহিংসা
প্রথমং পুণ্ড্রং পুণ্ড্রমিচ্ছিন্নিগ্রহঃ । ৩৪ । তৃতীয়-
দয়া পুণ্ড্রং কমা পুণ্ড্রং চতুর্থকম্ । ধ্যানপুণ্ড্র-
তপঃ পুণ্ড্রং জ্ঞানপুণ্ড্রং তু সপ্তমম্ । ৩৫ । সত্য-
চৈবাষ্টমং পুণ্ড্রমেতিচ্ছয়াস্তি দেবতাঃ । তক্ত্যা
তপস্বিনঃ পূজ্যা জ্ঞানিনশ্চ নরাধিপাঃ । ৩৬ । ছত্র-
মাত্রং দদ্যাৎপানদুগলং তথা । তেন পূজিত-
মাত্রাণ পূজিতাঃ পুরুষাশ্রয়ঃ । স্বর্গলোকে
বসেত্তাবদ্যাবদাভূতসমুৎপদম্ । ৩৭ । শূলপাণেস্ত তক্ত্যা
বৈ জাপাং কুর্কৃষ্ণি যে নরাঃ । ৩৮ । পঞ্চামৃতৈঃ
পঞ্চগব্যৈর্ঘণ্ডককর্দমকুঙ্কুমৈঃ । সমালভেত দেবেশ-
জীবাণ্ডকচন্দনৈঃ । ৩৯ । নানাবিধৈশ্চ যে পুণ্ড্র-
রচনাং কুর্কৃষ্ণি শূলিনঃ । নিশি জাগরণং কুর্কৃদীপ-
দানং প্রযত্নতঃ । ৪০ । ধূপনৈবেদ্যকং দদ্যাৎ
পঠেৎ পৌরাণিকো কথাম্ । তত্র স্থানে পিতৃ-
তক্ত্যা জপং কুর্কৃষ্ণি যে নরাঃ । ৪১ । জীমূক্ত-
পৌরুষং সূক্তং পাবমানং বৃষাকপিম্ । বেদোক্ত-
চৈব মন্ত্রৈশ্চ রোজীং বা বহুরূপিণীম্ । ৪২ । ব্রাহ্মণান্
পূজয়েত্তক্ত্যা পূজয়িত্বা প্রণম্য চ । নানাবিধৈশ্চ

অবিচ্ছিন্ন ভোগসুখের আনয়ে গমন কুরিয়া
থাকেন । যাহারা এই গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া
শক্তি অনুসারে শরীর বিলুপ্ত করি, তাহারা
নীলগিরির পুণ্যফল লাভ করিয়া থাকে । যে
সকল লোক শূলভেদতীর্থে প্রতিপন্ন বিশেষতঃ
চৈতন্যসংক্রান্তি দিনে শ্রাদ্ধ করে, তাহাদের পুণ্যফল
শ্রবণ কর । শূলভেদে শ্রাদ্ধদাতা গঙ্গাসাগরসঙ্গম,
সিতাসিত, অর্কুদ, অমরগিরি, গয়াদি তীর্থনিচয়
এবং অন্যান্য তীর্থ সকলের কল প্রাপ্ত হয় । মানব
এই তীর্থে যথাবিধি মন্ত্র সহকারে পিতৃদেবগণের
তর্পণ করিলে তদীয় কুলের উর্দ্ধতন দশ ও অধ-
স্তন দশ এই বিংশ পুরুষ মুক্ত হয় । এক্ষণে
তীর্থবিধান শ্রবণ কর,—তুচি সমাহিতমনা মানব
দক্ষিণাত্যে উপবেশনপূর্বক পূর্বোক্ত ক্রমে ভ্রাস
করিয়া শাহোক্ত অষ্টবিধ মানস পুণ্ড্র দান করিবে ।
সেই অষ্ট মানস পুণ্ড্রের নাম শ্রবণ কর । বারিজ,
সৌম্য, আয়েয়, বায়ব্য, পার্শ্ব যষ্ঠ বানস্পত্য, সপ্তম
প্রাজাপত্য এবং অষ্টম শিবপুণ্ড্র । এক্ষণে এই
পুণ্ড্রসমূহের বিশেষ নির্ণয় শ্রবণ কর । হে রাজন !
বারিজকে সলিল জানিবে, এইরূপ সৌম্য—মধু-
স্বত, কীর ; আয়েয়—ধূপদীপাদি ; বায়ব্য চন্দ-
নাদি ; পার্শ্ব—কন্দমূলাদি ; বানস্পত্য—ফলাদি ;

প্রাজাপত্য—অধ্যয়নাদি এবং শিবপুণ্ড্র—বাসনা ।
অনন্তর অষ্ট পুণ্ড্রের প্রত্যেকটির বিশেষ বিল্লেকণ
কথিত হইতেছে । প্রথম পুণ্ড্র—অহিংসা, দ্বিতীয়—
ইচ্ছানিগ্রহ, তৃতীয়—দয়া, চতুর্থ—কমা, পঞ্চম ধ্যান,
ষষ্ঠ—তপস্যা, সপ্তম—জ্ঞান এবং অষ্টম—সত্য ।
এই সকল মানসকুসুম দ্বারা পূজিত হইলে সুরগণ
তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং জ্ঞানী তপস্বীদিগকেও
পূর্বোক্ত মানস পুণ্ড্র দ্বারা পূজা করা কর্তব্য । হে
নরাধিপ ! অনন্তর ছত্র, বসন ও পাত্কাযুগল
প্রদান কর্তব্য ; এইরূপে শক্তরের পূজা করিলে
ব্রাহ্মাদি পুরুষত্রয় পূজিত হন এবং পূজকও পুনঃ
কল্পকল্প কাল পর্যন্ত স্বর্গলোকে বাস করে । ১১—৩৭ ।
যে সকল লোক ভক্তিসহকারে শূলপাণির মন্ত্র জপ,
পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য, ঘণ্ডকর্দম, কুঙ্কুম, জীবাণ্ড,
অঙ্কুর ও চন্দন দ্বারা দেবেশ শক্তরের সেবা ;
নানাবিধ কুসুম দ্বারা শূলীর পূজা এবং দীপ দান-
পূর্বক হরসমীপে জাগরণ করে, তাহারাও স্বর্গে
গমন কার্য্য থাকে । শক্তরের সমীপে ধূপ ও
নৈবেদ্যদান ও পৌরাণিক উপভাস শ্রবণ কর্তব্য ;
যে সকল মানব শিবস্থানে আস্থানপূর্বক ভক্তি-
ভরে জীমূক্ত, পৌরুষমূক্ত, পাবমানমূক্ত, বৃষাকতি-
মূক্ত ও বেদোক্ত বহুরূপ রোজমন্ত্র জপ করে এবং

হোমৈঃ শিবলোকে মনীয়তে ॥ ৪৩ ॥ অগ্নিমীত্যা-
দিজ্ঞাপ্যানি ঋধেদী জপতে তু যঃ । কদ্রান
পুরুষস্তুত্বং শ্লোকাধ্যায়ক শুক্রিয়ম্ ॥ ৪৪ ॥ ইনেহা-
দিকমজ্যোষঃ জ্যোতির্ভ্রাক্ষমেব চ । গায়ত্র্যাং বৈ
মধু চৈব মণ্ডলব্রাক্ষণানি চ ॥ ৪৫ ॥ এতান্ জপ্যাংস্ত
যো ভক্ত্যা যজুর্ধেদী জপেদ্ যদি । দেবব্রতং বাম
দেব্যং পুরুষব্রতমেব চ ॥ ৪৬ ॥ বৃহদ্রথস্তুরং চৈব
যো জপেদ্ভক্তিতৎপরঃ । স প্রযাতি নরঃ স্থানং যত্র
দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৪৭ ॥ পাদশোচং তথাভাজং কুরুতে
যোহত্র ভক্তিতঃ । গোদানে চৈব যৎপুণ্যং লভতে
নার সংশয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ ব্রাক্ষণান্ ভোজয়েত্তত্র মধুনা
পায়সেন চ । একস্মিন ভোজিতে বিপ্রে কোটি-
ভবতি ভোজিতা ॥ ৪৯ ॥ সুবর্ণং রজতং নগ্নং
দদ্যাৎকৃত্য দ্বিজোত্তমৈঃ । তর্পিহাস্তেন দেবাঃ
স্মার্নহুযাঃ পিতরস্তথা ॥ ৫০ ॥ চন্দ্রসূর্যাগ্রহে ভক্ত্যা
গানং কুরুন্তি যে নরাঃ । দেবার্চনং যে চ কুপূর্জপং
হোমং বিশেষতঃ । দদ্যাদানং যথার্থকি ব্রাক্ষণে
বেদপারগে ॥ ৫১ ॥ অশ্বং রথং গজং ধানং তুলা-
পুরুষমেব চ । শকটং যঃ প্রদদ্যাৎ সপ্তধাতু-

বিবিধ ভোগ্য বস্তু দ্বারা দ্বিজগণকে ভোজন করাষ্টয়া
শলপানিকে প্রণাম করে, তাহারও শিবলোকে
পূজিত হয়। যে ঋধেদী দ্বিজ ভক্তিপূর্বক ‘অগ্নি-
মীনে’ ইত্যাদি ঋকসংহিতা স্তুত, কদ্রমস্ত, পুরুষ-
স্তুত ও শুক্রিয় অধ্যায় বা শুক্রিষাধ্যায়ের এক
শ্লোক পাঠ করেন; যে যজুর্ধেদী দ্বিজ “ঈষেহা”
ইত্যাদি মন্ত্রনিচয়, জ্যোতির্ভ্রাক্ষণ, গায়ত্রী মধুমজ্ঞ ও
মণ্ডলব্রাক্ষণ জপ করেন এবং ঐহারা ভক্তিতৎপর
হইয়া দেবব্রত, বামদেব্য, পুরুষব্রত ও বৃহদ্রথস্তুর
প্রভৃতি রুদ্রমন্ত্র জপ করেন, তাহার সকলেই শিব-
লোকে গমন করিতে সমর্থ হন। এই স্থানে যে ভক্ত
মানব শক্তির উদ্দেশে পাদশোচ ও অভ্যঙ্গ দানে
করে, তাহার গোদানতুল্য ফল লাভ হয়, সংশয় নাই।
যে মানব এই স্থানে মধু ও পায়সদ্বারা ব্রাক্ষণভোজন
করায়, একটি ব্রাক্ষণভোজনে তাহার কোটি-
ব্রাক্ষণ-ভোজনের ফল লাভ হইয়া থাকে। এই
স্থানে দ্বিজোত্তমকে ভক্তিপূর্বক সুবর্ণ, রজত
ও বস্ত্র প্রদত্ত হইলে দেব, মানব ও পিতৃগণ
পরিভূক্ত হন। যে সকল নর চন্দ্র ও সূর্যা-
গ্রহণকালে এই শিবতীর্থে তর্পিপূর্বক গান, দেবা-
র্চন বিশেষতঃ জপ ও হোম করে, তাহার
প্রতিও দেব, মানব ও পিতৃগণ প্রসন্ন হন।

প্রপূরিতম্ ॥ ৫২ ॥ সযোক্ত্রং লাক্ষণং দদ্যাদ-যুবানৌ
তু ধরম্বরৌ । গোভূতিলহিরণ্যাদি পাতে দাতব্য-
মর্চিতম্ ॥ ৫৩ ॥ অপাত্রে বিহ্বা কিকির দেয়ঃ
ভূতিমিচ্ছতা । যতোহসৌ সর্বভূতানি দধতি ধরনী
কিল ॥ ৫৪ ॥ ততো বিপ্রায় সা দেয়া সর্বশস্তোষ-
মালিনী । অথান্তক্ষুণ্ণ রাজেন্দ্র গোদানস্ত তু যৎ
কলম্ ॥ ৫৫ ॥ যাবৎসংসৃত্য পাদৌ হৌ মুখং যোস্তাং
প্রদৃশতে । তাবদ্যোঃ পৃথিবী জ্ঞেয়া যাবদার্তং ন
মুক্তি ॥ ৫৬ ॥ যেন কেনাপ্যপায়েন ব্রাক্ষণে তাং
সমর্পয়েৎ । পৃথ্বী দত্তা ভবেত্তেন সশৈলবনকাননা ॥
৫৭ ॥ তারয়োরম্যতং দত্তা কুলানামেকবিংশতিম্ ।
রৌপ্যখুর্যোঃ কাংস্তদোহাঃ সবস্ত্রাঞ্চ পয়স্বিনীম্ ॥ ৫৮ ॥
যে প্রযচ্ছন্তি কৃতিনো গ্রস্তে সূর্য্যে নিশাকরে ।
তেষাং সংখ্যাং ন জানামি পুণ্যস্তাদ্রশতৈরপি ॥ ৫৯ ॥
সর্বস্তাপি হি দানস্ত সংখ্যাল্লোহ নরাধিপ । চন্দ্র-
সূর্য্যোপরাগে চ দানসংখ্যাং ন বিদাতে ॥ ৬০ ॥

হে নৃপ! অশ্ব, রথ, গজ, যান তুলাপুরুষ, সপ্ত-
ধাতুপূরিত শকট, তারবাণী যুবা বৃষদ্বয়সহ সযোক্ত্র-
লাক্ষণ, গো, ভূ এবং হিরণ্যাদি—যাহার যেমন
শক্তি, বেদপারগ দ্বিজকেই এই সকল দান করিতে
হয়। বেদপারগ দ্বিজগণই দানের উপযুক্ত পাত্র;
অতএব দানীয় দ্রব্য যথাবিধি পূজা করিয়া বেদ-
পারগ দ্বিজগণকেই দান করিবে। ঐহারা ঐশ্বর্য্য
কামনা করেন, তাদৃশ বিদান দাতা কদাচ অপাত্রে
দান করিবেন না। ধরনী সর্বপ্রাণীকেই ধারণ
করেন; অতএব সর্ববিধ শস্ত্রশালিনী ধরনী দ্বিজকে
দান করিবে। হে রাজেন্দ্র! এক্ষণে অস্ত্র আর একটি
দানফল গ্রহণ কর, ইহার নাম গোদান ৩৮—৫৫।
যৎকালে প্রসবোন্মুগৌ গো বৎসপ্রসব করে নাই,
বৎসের পদদ্বয় ও মুখ ষোনিস্থানে দৃষ্ট হইতেছে,
তখন তাদৃশ গোক পৃথিবী কহে; এই সময়ে যে
কোন উপায়ে এই গো দ্বিজকে দান করিবে, এই-
রূপ গোদানে দাতার শৈলবনকাননসহ সমগ্র
পৃথিবী দানের ফল হয় এবং তাহার একবিংশতি
কুল উদ্ধার পাইয়া থাকে। যে সকল কৃত্তীলোক সূর্য্য
কিংবা চন্দ্রগ্রহণে রৌপ্যখুরা কাংস্তদোহা সবস্ত্রা
পয়স্বিনী ধেনু দান করে, শত বৎসরেও তাগ-
দের পুণ্যফলের সংখ্যা করিতে আমি সমর্থ নহি।
হে নরাধিপ! ইহলোকে সর্ববিধ দানেরই
পুণ্যফলের সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে; কিন্তু চন্দ্র কিংবা
সূর্যাগ্রহণে যাহা প্রদত্ত হয়, তাহার পুণ্যফলের

যত্র গোদৃষ্টতে রাজন্ সৰ্বভাষানি তত্র হি । তত্র পৰ্শ
বিজানীয়াত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ৬১ ॥ পুনঃ স্মৃতা
তু ততীযঃ যঃ কুর্য্যাপামনং নরঃ । অথবা ত্রিযতে
যোহত্র কদম্বানুচরো ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে দানধর্ম্মপ্রশংসাবর্ণনং নাট্যক-
পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অশ্রুদাখ্যানকঃ বক্ষ্যে পুরা-
নক্ৰং নরাধিপ । স্কুটুদো গতঃ স্বর্গং মুনিযত্র
মহাতপাঃ ॥ ১ ॥ উত্তানপাদ উবাচ । কথং নাকং
গতো বিপ্রঃ স্কুটুদো মহানৃষিঃ । কোতুকং পরমং
দেব কথয়স্ব মম প্রভো ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
চিত্রসেন ইতি খ্যাতঃ বাশীরাজঃ পুরাভবৎ ।
শরো দাতা! সুধর্ম্মাশ্রা সৰ্বকামসমুদ্ভিক্তমান ॥ ৩ ॥
স পুরী জনসঙ্কীর্ণা নানা রহোপশোভিতা । বারা

সংখ্যা নাই! হে রাজন্! যেখানে গো দৃষ্ট
হয়, তথায় অশ্লিষ্টত্ব ও পরনিবহ বিদ্যমান
জানিবে, এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করা কর্তব্য
নহে। গোগৃহই অশ্লিষ্ট ভীষণের আশ্রয়। যে
মানব এই গোগৃহরূপ ভীষণমহাশয় স্বরণ রাখিয়া
সেই গোগৃহে গমন কিংবা তথায় প্রাণত্যাগ করে,
সে নিশ্চিতই কদম্বানুচর হয় ॥ ৬১ - ৬২ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে নরাধিপ! অশ্রু আর
এক উপাখ্যান কৌতুক করিতেছি। এই ব্যাপার
পুরাকালে সংঘটিত হইয়াছিল। এই ভাগে
জটনৈক মহাতপা মুনি কুটুঙ্গগণসহ স্বর্গলাভ করিয়া-
ছিলেন। উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে
প্রভো! কি করিয়া মুনীশ্বর কুটুঙ্গগণসহ স্বর্গে
গমন করিলেন? এ বিষয়ে আমার পরম কোতুক
জন্মিয়াছে, হে দেব! আমার নিকটে সেই মুনির
আখ্যান কৌতুক করুন। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,
—পুরাকালে বিখ্যাত রাজা চিত্রসেন কাশীর
অধীশ্বর ছিলেন। শর, দাতা, সুধর্ম্মিক কাশী-
পতির কোন কামনাই অপূর্ণ ছিল না। তিনি

গসীতি বিখ্যাতা গঙ্গাতীরমুপাশ্রিতা ॥ ৪ ॥ শরচ্ছ-
প্রতীকাশা বিহঙ্গজনবিভূষিতা । ইন্দ্রযষ্টিসমাকীর্ণা
গোপগোকুলসংবৃত্তা ॥ ৫ ॥ বহুধ্বজসমাকীর্ণা বেদ-
ধ্বনিমিনাদিতা । বণিগুজনৈকহর্ষিধৈঃ ক্রয়বিক্রয়-
শালিনী ॥ ৬ ॥ যজ্ঞাদাটনৈঃ প্রতোলৌভিকচৈশ্চাত্তৈঃ
সুশোভিতা । দেবতায়তনৈর্দেব্যাশ্রমৈর্গহনৈর্যুতা ॥
৭ ॥ নানাপুষ্পফলে রম্যা কদলীবগুমণ্ডিতা ।
পনসৈক্কুলৈস্তালৈরশোটেকরাস্রকৈস্তথা ॥ ৮ ॥ রাজ-
বৃক্ষকপিথৈশ্চ দাড়িমৈরুপশোভিতা । বেদা-
ধ্যয়ননির্ঘোষৈঃ পবিত্রীকৃতমঙ্গলা ॥ ৯ ॥ তস্তা
উত্তরদিগভাগে আশ্রমোহভূৎ সুশোভনঃ ।
তন্মন্দারবনং নাম ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতম্ ॥ ১০ ॥
বহুমন্দারসংযুক্তং তেন মন্দারকং বিজ্ঞং । বিশ্রো-
দীঘতপা নাম সৰ্বদা তত্র তিষ্ঠতি ॥ ১১ ॥ তপ-
স্তপতি সোহতাত্মং তেন দীঘতপাঃ স্মৃতঃ । স
তিষ্ঠতি সপত্নীকঃ সপুত্রঃ সপুত্রস্তথা ॥ ১২ ॥ শুক্লা-

সকল কামনাতেই সমৃদ্ধ ছিলেন। তাহার পুরী
ছিল,—গঙ্গাতটস্থ বিখ্যাত বারানসীতে। এই
বারানসী জনসঙ্কীর্ণা, রহোপশোভিতা, শারদ শশ-
ধরের স্তায় শোভাসম্পন্ন, পণ্ডিতগণে মণ্ডিতা,
ইন্দ্রযষ্টিসমাকীর্ণা, গোপ ও গোকুলসংবৃত্তা এবং বহু
ধ্বজাকীর্ণা। এই পুরী বেদধ্বনি দ্বারা সতত নিনাদিত
হইত। বহুবিধ বণিক্ পুরীর ইতস্ততঃ ক্রয়-বিক্র-
য়াদি বাণিজ্য করিত। মনোজ্ঞ প্রতোলৌসমবিত
উচ্চ দিব্য দেবায়তন দ্বারা পুরীর মনোহর শোভা
সাধিত হইয়াছিল; এই সকল দেবায়তন আবার
যজ্ঞাদিখোদিত বাবধ কাককার্য্যে গঠিত ছিল।
বারানসী পুরীমধ্যে অনেক গহন কানন ছিল।
মুনিগণ সেই সকল কাননে অনেক আশ্রম প্রতিষ্ঠা
করিয়াছিলেন। রম্যকাননভূমি নানাবিধ কল-কুসুম
সমাপ্ত ও কদলী, পনস, বকুল, তাল, অশোক,
আম্র, রাজতরু, কপিথ এবং দাড়িম বৃক্ষে সমৃদ্ধ
ছিল। এখানে সতত বেদধ্বনি নিনাদিত হওয়ায়
এই পুরী অতীব পুত্র ও মঙ্গলাবহ হইয়াছিল। এই
পুরীর উত্তরদিগভাগে এক সুশোভন আশ্রম
বিদ্যমান। বহু মন্দারকাননযুক্ত বলিয়া এই
ত্রিলোকবিখ্যাত আশ্রম ত্রিলোকে মন্দার নামে
কথিত হইত। হিজ দীঘতপা এই মন্দারক আশ্রমে
বাস করিয়া সূমহৎ তপস্তা করিতেন ১১—১২। তিনি
দীঘকাল অতিবাহিত তপস্তা করিয়া দীঘতপা আপ্য-
লাভ করেন। দীঘতপা পত্নী, পুত্র ও পুত্র্যাদি

যন্তি সদা তন্তু পুত্রাঃ পঞ্চ প্রযত্নতঃ । তন্তু পুত্রঃ
কনৌয়াস্তম্ভাশ্চকৃৎসো মহাতপাঃ ॥ ১৩ ॥ বেদাধ্যয়ন-
সম্পন্নো ব্রহ্মচারী শুণাবতঃ । যোগাভ্যাসরতো
নিত্যং কন্দমূলকলাশনঃ ॥ ১৪ ॥ তিষ্ঠতে মৃগ-
রূপেণ মৃগযুধচরস্তদা । দিনান্তে চ দিনান্তে চ
মাতাপিত্রোঃ সমীপগঃ ॥ ১৫ ॥ অতিবায়দতে
নিত্যং ভক্তিমান্ মুনিপুত্রকঃ । পুনর্গচ্ছতি তত্রৈব
কাননে গিরিগঙ্ঘরে ॥ ১৬ ॥ ক্রৌড়ন্ বালমৃগৈঃ সার্কিঃ
প্রত্যহং স মুনৈঃ স্মৃতঃ । কদাচিদেবযোগেন ঋক্ষ-
শৃঙ্গো মমার সঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে দীর্ঘতপোমুখাখ্যানে তৎকনৌয়রপুত্র-
মরণবর্ণনং নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

উত্তানপাদ উবাচ । আশ্রমে বসতস্তন্তু স দীর্ঘ-
তপসো মুনৈঃ । কনৌয়াস্তনয়ো দেবঃ কবঃ মৃত্যু-
মুপাগতঃ ॥ ১ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শ্রবণকমনা ত্বা
কথাং দিব্যাং মহীপতে । শ্রবণাদেব যন্তাস্তম্ভা মুখ্যতে

আশ্রমে বাস করিতেন । তাহার পুত্র পাচটি । এই
পঞ্চপুত্রই প্রযত্নপূর্বক সতত তাঁহার শুশ্রূষা করি-
তেন । ইহার মহাতপা কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ঋক্ষশৃঙ্গ ।
ঋক্ষশৃঙ্গ বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, ব্রহ্মচারী, শুণবান, যোগা-
ভ্যাসরত এবং সতত কন্দমূল ও ফলভোজী
ছিলেন । মুনিতনয় ঋক্ষশৃঙ্গ প্রত্যহ দিব্যভাগে
বনভূমে গমন করিয়া মৃগরূপ ধারণপূর্বক মৃগযুধ সহ
কাননে বিচরণ করিতেন, দিনাবসানে স্বগৃহে আসিয়া
পিতামাতার সমীপে উপনীত হইতেন এবং তাঁহাদের
প্রতি পরম ভক্তিমান হইয়া নিত্য তাঁহাদিগের অভি-
বাদন করিতেন । অনন্তর ঋক্ষশৃঙ্গ অন্য একদিন
গিরিগঙ্ঘাস্থিত কাননে গমন করিয়া বাল মৃগগণ
সহ ক্রৌড়া করিলেন । এদিন তিনি প্রত্যাগমন করি-
লেন না ; দৈববশে পঞ্চ পুত্র প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১২—১৭ ॥

ত্রিংশোহধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেব !
আশ্রমবাসী আমি দীর্ঘতপার কনিষ্ঠ পুত্র বিজনা
পঞ্চ প্রাপ্ত হইলেন ? ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—

সর্বকিঞ্চিৎ ॥ ২ ॥ কাশীরাজো মহাবীৰ্য্যো মহাবল-
পরাক্রমঃ । চিত্রসেন ইতি খ্যাতে ধরণ্যাং স
নরাধিপঃ ॥ ৩ ॥ তন্তু রাজ্যে সদা ধর্ম্মো নাধর্ম্মো
বিদ্যতে কচিৎ । বেদধর্ম্মরতো নিত্যঃ প্রজা ধর্ম্মেণ
পালয়ন্ ॥ ৪ ॥ স্বধর্ম্মানরতশ্চৈব যুক্রাতিখ্যপ্রিয়ঃ সদা ।
ঋতধর্ম্মং সমাশ্রিত্য ভোগান্ ভুংক্তু স কামতঃ ॥ ৫ ॥
কোশস্তান্ত্রো ন বিদ্যেত হস্ত্যশ্বরথপত্তিমান্ । ইতি-
হাসপুরাণভেদে গণ্ডিতৈঃ সহ সর্বদাম্ ॥ ৬ ॥ কথয়ন্
রাজতে রাজা কৈলাস ইব শকরঃ । এবং স পালয়ন্
রাজ্যং রাজা মজ্জিগমিববীৎ ॥ ৭ ॥ মৃগয়ায়াং গমিষ্যামি
তিষ্ঠধ্বং রাজ্যপালনে । গম্যতাং সচিবৈঃ প্রোক্তে
গতোহসৌ বনুধাধিপঃ ॥ ৮ ॥ অস্বাকৃতাশ্চ ধাবন্তো
রাজানো মণ্ডলাধিপাঃ । ছত্রেচ্ছত্রাণি দ্বষ্যন্তোহনু-
জঘ্নুঃ কাননং প্রতি ॥ ৯ ॥ রজস্তত্রোপিতং ভোমং
গজবাজিপদাহতম্ । ভ্রেন্তচ্ছাদিতং সর্বং সদিভু-

হে মহীপতে ! একমুখা হইয়া এই দিব্যকথা শ্রবণ
কর, ইহার শ্রবণেই অগিল কণুষ বিনষ্ট হয় ।
হে নরাধিপ ! তোমার নিকট যে বিখ্যাত রাজা
চিত্রসেনের কথা কহিয়াছি, সেই মহাবলপরাক্রম
মহাবীৰ্য্য কাশীপতি ধরণীতলে ধার্ম্মিক বলিয়া
কীর্তিত হইতেন । তাঁহার রাজ্যে কদাচ অধর্ম্ম
প্রবেশ করিত না, সর্বদাই রাজ্যমধ্যে ধর্ম্ম অমুষ্ঠিত
হইত । বেদধর্ম্মানরত কাশীপতি ধর্ম্মানুসারে নিত্য
প্রজাপালন করিতেন, স্বধর্ম্মে তাহার নিরতি-
শয় অনুরাগ ছিল । যুক্রাতিখ্য লাভেই সতত তাঁহার
জীতিবর্দ্ধন হইত এবং তিনি ঋতধর্ম্ম অবলম্বন
করিয়া অভিনাষানুরূপ ভোগ সকল উপভোগ
করিতেন । তাঁহার হস্তা, অশ্ব, রথ, পদাতি ও
কোষের সীমা ছিল না । তিনি ঐতিহাসিক, পুরাণবিৎ
পাণ্ডিতগণের সাহিত সতত সাধু সন্তাষণ করিয়া
কৈলাসশৈলে শকরের ন্যায় বারানসী পুরীতে
বিরাজমান ছিলেন । রাজা কাশীপতি এইরূপে
স্বরাজ্য পালন করিয়াছিলেন । তিনি একদিন মন্ত্রীকে
আহ্বানপূর্বক কহিলেন,—হে মজ্জিগম ! আমি মৃগয়ায়
গমন করিব, আপনারা রাজ্য পালন করুন । অন-
ন্তর সচিবগণ তাঁহার মৃগয়াগমনে অনুমোদন করি-
লেন । বনুধাপতি কাশীরাজ ও পুত্র হইতে নিষ্কান্ত
হইলেন ॥ ১—৮ ॥ অনন্তর রাজা কাননের দিকে চলি-
লেন । মণ্ডলাধিপতি রাজগণ অস্বারোহণে তাঁহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইলেন । তৎকালে তাঁহা-
দের ছত্রনিচয়ের পরস্পর সন্নিবিষ্ট হইতে লাগল ।

মার্ত্তণ্ডমণ্ডলম্ । ১০ । ন তত্র দৃষ্টতে সূর্য্যো ন কাষ্ঠা
ন চ চন্দ্রমাঃ । পাদপাশ্চ ন দৃষ্টস্তে গিরিশৃঙ্গাণি
সৰ্ব্বতঃ । ১১ । পরস্পরং ন পশ্যন্তি নিশাৰ্দ্ধে বার্ষিকে
যথা । তত্রাসৌ সূর্য্যদৃষ্টঃ যুগাণাং সমলক্ষ্যত । ১২ ।
অথাবৎ সহিতঃ সৰ্ব্বৈঃ স রাজা রাজপুত্রকৈঃ ।
বৃন্দাফোটোহভবন্তেবাং শীত্ৰং জগ্মুদিশো দশ । ১৩ ।
একমার্গগতো রাজা চিত্রসেনো মহৌপতিঃ । একাকৌ
স গতস্তত্র যত্র যত্র চ তে যুগাঃ । ১৪ । প্রবিষ্টো-
হসৌ ততো ভূর্গে কাননং গিরিগহ্বরম্ । বল্লীশুল্ক-
সমাকীর্ণঃ স্থিতো যত্র ন লক্ষ্যতে । ১৫ । অদৃষ্টাংস্ত
যুগান্মহা দিশো রাজা ব্যলোকয়ৎ । কাং দিশং হু
গমিষ্যামি ক মে সৈন্তসমাগমঃ । ১৬ । এবং কষ্টং
প্রত্যো রাজা চিত্রসেনো নরাধিপঃ । বৃক্ষচ্ছায়াং

তখন অথ ৭ গজের পদ দ্বারা আহত
হইয়া ভূমিভাগ হইতে এমন ধূলিউথিত হইল
যে, সেই ধূলি দ্বারা মার্ত্তণ্ডমণ্ডল সহ
দিশগুল সমাচ্ছাদিত হইয়া গেল । এতই
ধূলি উথিত হইল যে, সূর্য্য, চন্দ্র, দিক্ ও গিরি-
শিখর সদৃশ তরুরাজিও দৃষ্ট হইল না ; এমন কি
তখন বর্ষাকালীন নিশীথ সময়ের স্তায় পরস্পর কেহ
কাহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইল না । ক্রমে রাজা
অরণ্যে প্রবেশ করিলেন । এক মহাযুগমুখ তাঁহার
নয়নপথে পতিত হইল, তিনি সেই যুগমুখের প্রতি
প্রবাবিত হইলেন । রাজাকে হরিণমুখের পশ্চাৎ
অনুসরণ করিতে দেখিয়া অস্ত্রাচ্ছ নৃপগণ পুত্রাদির
সহিত সশস্ত্র-গমনে তাঁহার অনুগমন করিলেন ।
তাঁহাদের গমনবেগে ভীষণ ধ্বনি উথিত হইল ।
সেই ভীষণ আফোট-ধ্বনিতে যুগগণ যুথভ্রষ্ট হইয়া
দশদিকে পলায়ন করিল । এদিকে মহৌপতি
চিত্রসেনও কতিপয় যুগের পদাঙ্ক অনুসরণপুষ্টক
এক পথ অবলম্বন করিয়া একাকী এক ভূর্গম-গিরি-
গহ্বরাকীর্ণ কাননে উপনীত হইলেন । বল্লীশুল্ক-
সমাকীর্ণ সেই কানন এতই নিবিড় যে, তন্মধ্যে
অবস্থান করিলে বাহির্দেশ হইতে কেহই
দেখিতে পায় না । দেখিতে দেখিতে যুগগণ
অদৃষ্ট হইল । রাজা যুগগণ অদৃষ্ট হইয়াছে জানিয়া
দশদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । তিনি সৈন্ত-
গণকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন,—আমার
সৈন্তগণ কোন্ স্থানে গমন করিল ? আমিই বা
একগে কোন্ দিকে গমন করি ! মন্ত্রীপতি চিত্রসেন
এইরূপ চিন্তায় পতিত হইয়া এক তরুতলে

সমাস্রিত্য বিশ্বামমকরোম্মপঃ । ১৭ । সূর্য্যবার্ত্তো
ভ্রমন্ ভূর্গে কাননে গিরিগহ্বরে । ততোহপশ্যৎ সরো
দিব্যং পদ্মিনীখণ্ডমগ্নিতম্ । ১৮ । হংসকারগুবা-
কীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্ । ততো দৃষ্ট্বা স
রাজেন্দ্রঃ সস্ত্রহস্ততনুহঃ । ১৯ । কমলানি
গৃহীত্বা তু ততঃ শ্রানং সমাচরৎ । তর্পয়িত্বা পিতৃন
দেবান্মনুষ্যাংশ্চ যথাবিধি । ২০ । আচ্ছাদ্য শতপত্রৈশ্চ
পূজয়ামাস শঙ্করম্ । পদৌ পানীয়মমলং যথাবৎ স
সমাহিতঃ । ২১ । উত্তীর্ষ্য সলিলাতীরে দৃষ্ট্বা ব্রহ্মঃ
সমৌপগম্ । উত্তরীয়মধঃ কুবোপবিষ্টো ধরণীতলে ।
২২ । চিন্তয়ন্নুপবিষ্টোহসৌ কিমদ্য প্রকরোম্যহম্ ।
তত্রাসৌনো দদর্শাথ বনোদ্দেশে যুগান্ বহুন্ । ২৩ ।
কেচিৎ পূর্ব্বমুখাস্তত্র চাপরে দক্ষিণামুখাঃ । বাক্য্যভি-
মুখাঃ কেচিৎ কেচিৎ কোবেরদিমুখাঃ । ২৪ । কেচি-
মিভ্রাপরাঃ কেচিদ্ভ্রুকর্ণাঃ স্থিতাঃ পরে । যুগমধ্যে

উপবেশন করিয়া বিশ্বাম লাত করিতে লাগিলেন ।
রাজা ভূর্গম অরণ্যে পরিভ্রমণ করিয়া সূর্য্য
তৃণায় আকুল হইয়াছিলেন । তিনি সন্মুখে
এক দিব্য সরোবর দেখিতে পাইলেন ।
সেই সরোবর পদ্মিনীখণ্ড-মগ্নিত, হংসকারগুবা-
কীর্ণ ও চক্রবাকগণ দ্বারা উপশোভিত । সরোবর-
দর্শনে নৃপসন্তম চিত্রসেন হ্রষ্ট হইলেন ; আনন্দে
তাঁহার রোমাঞ্চ হইল । তিনি কমলনিচয় চয়ন করিয়া
সেই সরোবরে যথাবিধি শ্রান এবং দেব, পিতৃ ও
মানবগণের তর্পণ করিয়া পদ্য দ্বারা পশুপতির
পূজা করিলেন । তিনি এত বিপুল পদ্যদ্বারাই
শঙ্করের অর্চনা করিয়াছিলেন যে, সেই সরোজ-
নিচয়ে শঙ্করের শরীর ঢাকিয়া গেল । অনন্তর
নৃপতি সমাহিতমনা হইয়া জলপান করিলেন এবং
জনাশয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই সরোবরের এক
মনোহর তীরে তরুর মূলদেশে শীঘ্র উত্তরীয় পাতিত
করিয়া ধরণীতলে উপবিষ্ট হইলেন । ১৯-২২ ।
তিনি তীরতরুর মূলে উপবেশন করিয়া ভাবিতে
লাগিলেন,—এখন আমি কি করিব ? নৃপসন্তম
কাশীপতি আসনে সুরাসীন হইয়া এইরূপ চিন্তা
করিতেছেন, তখন পুনরায় বনমধ্যে অনেকগুলি
যুগ তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল । সেই যুগ-
গণমধ্যে কোনযুগ পূর্ব্বমুখ, কোনযুগ দক্ষিণমুখ,
কোনযুগ পশ্চিমমুখ, কোনযুগ উত্তরমুখ কোন-
যুগ মিভ্রাপরায়ণ এবং অপর কোনযুগ উৎকর্ণ

হিতো যোগী ঋকশৃঙ্গো মহাতপাঃ । ২৫ । যুগান
দৃষ্টা ততো রাজা আহারার্থমচিস্তয়ৎ । তৈতেষু
চ যুগং ককিষ্টকর্যামি যদৃচ্ছয়া । ২৬ । স্বহাবহো
ভবিষ্যামি যুগমাংসস্ত ভক্ষণাৎ । কানীঃ প্রতি
গমিষ্যামি মার্গমবিষ্য যত্নতঃ । ২৭ । বিচিষ্ট্যাবং
ততো রাজা বৃকমূলমুপাশ্রিতঃ । চাপং গৃহ্য করাগ্রেন
স শরং সন্দধে ততঃ । ২৮ । বিচিক্কেপ শরং
তত্র যত্র তে বহবো যুগাঃ । তেষাং মধ্যে স বৈ
বিদ্ধা ঋকশৃঙ্গো মহাতপাঃ । ২৯ । জঘনুস্তান্ত তে
সর্কো শব্দং কৃৎবা বনৌকসঃ । স ঋষিঃ পতিতস্তত্র
কৃককৃকোতি চাত্রবীৎ । ৩০ । হাহা কষ্টং কৃতং
তেন যেনাহং ঘাতিতোহধুনা । কশ্চেবা দুর্ন্যতিজাতা
পাপবুদ্ধেৰ্মমোপরি । ৩১ । যুগমধ্যে হিতচাহং ন
ককিষ্টপরোধয়ে । তাং বাচং যানুযৌঃ শ্রুত্বা স
রাজা বিস্ময়াবিতঃ । ৩২ । নীত্বং গত্বা ততোহপশুদ্-
ব্রাহ্মণং ব্রহ্মতেস। । হাহা কষ্টং কৃতং মেহদ্য যেনাসৌ

হইয়া অবস্থিত । মহাতপা যোগী ঋকশৃঙ্গও
সেই যুগগণমধ্যে বিদ্যমান ছিলেন । বুদ্ধু রাজা
যুগগণকে অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, এই যুগ-
গণের মধ্যে কোম একটি যুগকে নিহত করিয়া
আমি যদৃচ্ছাক্রমে ভক্ষণ করিব ; আর যুগমাংস
ভক্ষণ করিলেই আমি পুষ্টি হইব, তার পর অবশ্যই
আমি যত্নসহকারে পথ অন্বেষণ করিয়া কানীপুরীর
উদ্দেশে গমন করিতে সমর্থ হইব । রাজা তক্রমূলে
বসিয়াই এইরূপ চিন্তা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ
করাগ্রদ্বারা শরাসন গ্রহণপূর্বক এক বাণ যোজনা
করিলেন । অনন্তর নৃপ সেই যুগগণকে লক্ষ্য
করিয়া তন্মধ্যে বাণনিক্ষেপ করিলেন । রাজার শরে
সেই যুগরূপী মহাতপা ঋকশৃঙ্গই বিদ্ধ হইলেন ;
অস্তান্ত বনচারী হরিণগণ ভ্রাসাধিত হইয়া মহাশব্দে
পলায়ন করিল । ঋষি ভূতলে পতিত হইলেন,
ভীহার বদন হইতে কৃক কৃক শব্দ উচ্চারিত
হইল । তিনি হাহাকার করিয়া কতই বিলাপ করিলেন
এবং কহিলেন সম্প্রতি কে আমাকে আঘাত
করিল । কোন্ পাপমতি মানবের আমার প্রতি
এইরূপ দুর্ন্যতি জন্মিল ! আমি যুগমধ্যে অবস্থান
করিতেছিলাম, আমি তো কাহাকেও উপক্রম করি
নাই । রাজা যুগমুখে সেই যানুযবাক্য শ্রবণে
বিস্মিত হইলেন । তিনি সত্বর গমনে যুগের নিকট
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—সে যুগ নহে, তিনি
ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন ঋষি, তিনি বসিতে-

ঘাতিতো দ্বিজঃ । ৩৩ । চিত্রসেন উবাচ । আকামাদ্-
ঘাতিতস্তং তু যুগভ্রাতৃয়া ময়ানঘ । গৃহীত্বা বহদারুণি
স্বতনুঃ দাহয়াম্যহম্ । ৩৪ । দৃষ্টাদৃষ্টং তু যৎকিঞ্চিদ
সমং ব্রহ্মহত্যায়া । অস্তথা ব্রহ্মহত্যায়াঃ শুদ্ধির্নৈ ন
ভবিষ্যতি । ৩৫ । ঋকশৃঙ্গ উবাচ । ন তে
সিদ্ধির্ভবেৎ কাচিৎকিঞ্চিৎ পঞ্চদশমাগতে । বহুৈয়া হত্যা
ভবিষ্যন্তি বিনাশে মম সাম্প্রতম্ । ৩৬ । জননী
মে পিতা বৃদ্ধো ভ্রাতরশ্চ তপস্বিনঃ । ভ্রাতৃজায়া
মরিষ্যন্তি ময়ি পঞ্চদশমাগতে । ৩৭ । এতা হত্যা
ভবিষ্যন্তি কথং শুদ্ধির্ভবেত্তব । উপায়ং কথয়িষ্যামি
তং কর্তুং যদি মন্তসে । ৩৮ । চিত্রসেন উবাচ ।
উপায়ঃ কথ্যতাঃ মেহদ্য যন্তে মনসি বর্ততে ।
করিষ্যে তমহং সর্কং যত্নেনাপি মহামুনে । ৩৯ ।
ঋকশৃঙ্গ উবাচ । পৃচ্ছামি ত্বাং কথং কো বা কুতস্তমিহ
চাগতঃ । ব্রহ্মকলবিশাং মধ্যে কো ভবানুত

ছেন,—আমি দ্বিজ ; হাহা ! আজ কে আমাকে
আঘাত প্রদান করিয়া এইরূপ ভীষণ ক্রিষ্ট করিল ?
চিত্রসেন কহিলেন,—হে অনঘ ! আমি আপনার
বধকামনা করিয়া আঘাত করি নাই, পরন্তু
যুগভ্রমেই আপনাকে আঘাত করিয়াছি ; দৃষ্টেই
হউক আর অদৃষ্টেই হউক, ব্রহ্মহত্যার স্তায় অস্ত
কোন পাপই দারুণ নহে, আমি বহু কাষ্ঠ আহরণ-
পূর্বক স্বীয় দেহ দহ্য করিব, অস্তথা আমার
ব্রহ্মহত্যাপাতক হইতে শুদ্ধি সাধন হইবে না ।
ঋকশৃঙ্গ কহিলেন,—তোমার কোনরূপেই সিদ্ধি
লাভ হইবে না, আমাকে নিহত করিয়া যে
তোমার একটীমাত্র ব্রহ্মহত্যা করা হইয়াছে, এমন
নয় ; সম্প্রতি আমি পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইলে তোমার
শরীরে বহু ব্রহ্মহত্যা আশ্রয় করিবে ; কেননা
আমার বৃদ্ধ জনকজননী ও তপস্বী সহোদরগণ
এবং আমার ভ্রাতৃপত্নী—আমি মরিলে ইহারা
সকলেই জীবন বিসজ্জন করিবেন ; এই হত্যা
তোমারই করা হইবে, অতএব কিরূপে তুমি শুদ্ধি
লাভ করিবে ? যদি ইহার উপায় বিধানে তোমার
মন থাকে, তবে আমি এক উপায় বলিয়া দিতে
পারি । ২৩—৩৮ । চিত্রসেন উত্তর করিলেন,—হে
মহামুনে ! আপনি যে উপায় হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন,
তাগ অদ্য আমার নিকট প্রকাশ করুন । আমি
আপনার সকল আদেশই পালন করিব । ঋকশৃঙ্গ
বলিলেন,—আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—তুমি
কে, কোথা হইতে কিরূপে এবং কিজন্তই বা এখানে

শূদ্রজঃ । ৪০ । চিত্রসেন উবাচ । নাচঃ শূদ্রোহস্মি
ভোক্তাত ন বৈজ্ঞো ব্রাহ্মণো ন বা । ন চাস্ত্য-
জোহস্মি বিপ্রেন্দ্র কত্রয়োহস্মি মহামুনে । ৪১ ।
ধর্ম্যজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সর্বসম্বাহতে রতঃ । অকামাৎ
পাতকং জাতং কথং শুদ্ধির্ভবিষ্যতি । ৪২ । ঋকশৃঙ্গ
উবাচ । মাং গৃহীত্বাশ্রমং গচ্ছ যত্র তৌ পিতরৌ
মম । আবেদয়ন্ত চান্নানং পুত্রঘাতিনমাতুরম্ । ৪৩ ।
তে দৃষ্টৌ মাং করিষ্যন্তি কারুণ্যং চ ভবোপরি ।
উপায়ং কথয়িষ্যন্তি যেন শান্তির্ভবিষ্যতি । ৪৪ ।
তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা চিত্রসেনো নৃপোত্তম । স্বক্কে
কৃত্বা তু তং বিপ্রং জগামাশ্রমসন্নিধৌ । ৪৫ । ন
শক্লোতি যদা বোচুঃ বিশ্রামাতি পুনঃপুনঃ ।
তাবৎপশ্চতি তং বিপ্রং মুচ্ছিতং বিকলেন্দ্রিয়ম্ ।
৪৬ । সুমোচ চিত্রসেনস্তং ছায়ায়াং বটতৃকহঃ ।
বস্ত্রং চতুর্ভুগং কৃত্বা চক্রে বাতঃ মূহুর্মুহুঃ । ৪৭ ।
পশ্চতস্তস্ত রাজেন্দ্র ঋকশৃঙ্গো মহাতপাঃ । পঞ্চদ-

আগমন করিয়াছ ? তুমি কি ব্রাহ্মণ, কিংবা কত্রিয়
অথবা শূদ্রতনয় ? চিত্রসেন উত্তর করিলেন,—
হে তাত ! আমি শূদ্র নহি কিংবা বৈজ্ঞ, ব্রাহ্মণ
বা অস্ত্যজও নহি ; হে বিপ্রবর ! আমি কত্রিয় ।
হে মহামুনে ! আমি ধর্ম্যজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও সর্বপ্রানীর
হিতে রত ; অনিচ্ছা সত্ত্বেই আমার এই পাতক
জন্মিয়াছে, এখন কি করিয়া আমার শুদ্ধিসাধিত
হইবে ? ঋকশৃঙ্গ উত্তর করিলেন,—তুমি আমাকে
লইয়া আমাদের আশ্রমে গমন কর ; সেখানে
আমার জনক-জননী বিদ্যমান ; তুমি তাঁহাদের
নিকট উপস্থিত হইয়া তুমি যে তাঁহাদের তনয়কে
হত্যা করিয়াছে এবং এরূপ হত্যা করায় তোমার
যে পরিতাপ হইয়াছে, ইহা নিবেদন কর ।
আমাকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের কারুণ্য উপস্থিত
হইলেও যেরূপ করিলে তোমার পাপশাস্তি হয়,
তোমার প্রতি দয়া করিয়া তাঁহারা সে উপায়
বলিয়া দিবেন । হে নৃপোত্তম ! চিত্রসেন ঋষি-
তনয়ের বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে স্বক্কে বহনপূর্বক
আশ্রমের উদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন, যাইতে
যাইতে ভারবহনে অসমর্থ হইয়া একএকবার
পথে সেই দ্বিজতনয়কে অবতারণ করিতে লাগি-
লেন । এইরূপে রাজা পুনঃপুনঃ বিশ্রামার্থ
দ্বিজকে স্বক্কে হইতে অবতারণ করিলেন ;
দেখিলেন,—ক্রমে ক্রমে সেই ঋষিকুমার বিকলে-
ন্দ্রিয় এমন কি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । অনন্তর
রাজা চিত্রসেন ঋকশৃঙ্গকে এক বটতরুর ছায়ায়

মগমচ্ছীত্বঃ ধ্যানযোগেন যোগবিৎ । ৪৮ ।
দাহয়ামাস তং বিপ্রং বিধিদৃষ্টেন কর্ণধ্বজা । শ্রানং
কৃত্বা স শোকাকর্তো বিললাপ মূহুর্মুহুঃ । ৪৯ ।

ইতি শ্রীকান্দে ঋকশৃঙ্গস্বর্গমনবর্ণনং নাম
ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ । ৫০ ।

চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততশ্চানন্তরং রাজা জগামোদেগ-
মুত্তমম্ । কথং যামি গৃহং তদা বারাপস্ত্রামহং পুনঃ ।
১ । ব্রহ্মহত্যা সমাবিষ্টো জুহোম্যগ্নৌ কলেবরম্ ।
অথবা তস্ত বাক্যেন তং গচ্ছাম্যশ্রমং প্রতি । ২ ।
কথয়ামি যথাবৃত্তং গত্বা তস্ত মহামুনেঃ । এবং
সঞ্চিন্ত্য রাজাসৌ জগামাশ্রমসন্নিধৌ । ৩ । ঋকশৃঙ্গস্ত
চান্নৌনি গৃহীত্বা স নৃপোত্তমঃ । দৃষ্টিমার্গে স্থিতস্ত
মহর্ষেভাবিতাশ্রমঃ । ৪ । দীর্ঘতপা উবাচ । আগচ্ছ

রক্ষিত করিয়া স্বীয় বসন চতুর্ভুগ করত তাঁহাকে
বীজন করিতে লাগিলেন । হে রাজেন্দ্র ! দেখিতে
দেখিতে দ্বিজতনয় যোগবিৎ ঋকশৃঙ্গ ধ্যানযোগে
সহর পঞ্চদ প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর রাজা বিধি-
বোধিত ক্রিয়া দ্বারা দ্বিজদেহ দাহ করিলেন এবং
শ্রানান্তে শোকাকর্ত হইয়া মূহুর্মুহুঃ বিলাপ করিতে
লাগিলেন । ৩৯—৪৯ ।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫০ ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর রাজা চিত্রসেন
অত্যন্ত উৎকর্ষিত হইলেন, তিনি ভাবিতে
লাগিলেন,—আমি ব্রহ্মহত্যালগ্ন হইয়াছি ; অত-
এব আমি কেমন করিয়া আজ বারাপসৌপুরে
গমন করিব ? আমি গৃহে গমন করিব না,
পরন্তু অনলে কলেবর আর্হতি প্রদান করিব ;
অথবা সেই ঋষিকুমারের কামনারূপারে তদীয়
জনক-সমীপে কেন গমন করি না ! আমি
আশ্রমে উপনীত হইয়া মহামুনির সমীপে গমন-
পূর্বক যাহা ঘটয়াছে, তৎসমস্ত যথাযথ নিবে-
দন করিব । রাজসত্তম চিত্রসেন এইরূপ
চিন্তা করিয়া ঋকশৃঙ্গের অস্থিগ্রহণপূর্বক দ্বিজবর
দীর্ঘতপার আশ্রমসমীপে উপনীত হইয়া ক্রমে
সেই ভাবিতাশ্রম মহর্ষির নয়নপথে পতিত হই-
লেন । দীর্ঘতপা রাজাকে দেখিয়া কহিলেন,—

আগতঃ হেহন্ত আসনেহত্ৰোপবিষ্টতাম্ । অর্ঘ্যং
দদাম্যহং যেন মধুপর্কঃ সবিষ্টরম্ ॥ ৫ ॥ চিত্রসেন
উবাচ । অর্ঘ্যস্তাস্ত্র ন যোগ্যোহহং মহর্ষে নাস্মি
ভাষণে । যুগমধ্যস্থিতো বিপ্রস্তব পুত্রো ময়া হতঃ ॥
৬ ॥ পুত্রঃ বিক্রি মাং বিপ্র ভীষদগুণে দণ্ডয় ।
যুগভ্রাস্ত্য হতো বিপ্র ঋক্ষশৃঙ্গো মহাতপাঃ ॥ ৭ ॥
ইতি মহা মুনিশ্রেষ্ঠ কুরু মে যং যথোচিতম্ । মাতা
তদ্বচনঃ শ্রুত্বা গৃহারিফ্রম্য বিহ্বলা ॥ ৮ ॥ হা হতাশী-
ত্ব্যবাচেদং পপাত ধরণীতলে । বিলাপ স্নঃখার্ভা
পুত্রশোকেন পীড়িতা ॥ ৯ ॥ হা হতা পুত্রপুত্রোতি
করণঃ কুররী যথা । বিলাপাতুরা মাতা ক গতো
মাং বিহায় বৈ । মুখং দর্শয় চান্দ্রীয়ঃ মাতরঃ মাং
হি মানয় ॥ ১০ ॥ ঋতাধ্যয়নসম্পন্নং জপহোমপর্য-
ায়ণম্ । আগতঃ ত্বাং গৃহদ্বারে কলা ভক্ষ্যামি পুত্রক ॥
১১ ॥ লোকোক্ত্য ক্ষয়তে চৈতচ্চন্দনং কিল নীতলম্ ।

আমুন, আপনার শুভাগমন শুভক; এই আসনে
উপবেশন করুন, আমি আপনাকে বিষ্টর ও
মধুপর্কযুক্ত অর্ঘ্য প্রদান করি। চিত্রসেন উ-
বলিলেন,—হে মহর্ষে! আমি আপনার এই
অর্ঘ্যের যোগ্য নহি, আমার যুগে বাক্য-
ক্ষুতি হইতেছে না; আপনার তনয় যুগ-
মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে
নিহত করিয়াছি। হে বিপ্র! আমাকে আপনার
পুত্রবাতী বলিয়া বিদিত হউন,—তীর দণ্ড দ্বারা
আমাকে দণ্ডিত করুন। হে হিজ! আমি যুগ-
ভ্রমে আপনার মহাতপা তনয় ঋক্ষশৃঙ্গকে নিহত
করিয়াছি, হে মুনিসত্তম! এক্ষণে এই সকল
বুঝিয়া আপনি যাহা উচিত হয় করুন। অনন্তর
ঋক্ষশৃঙ্গজননী রাজার কথা শুনিয়া বিহ্বলভাবে
গৃহ হইতে নিষ্কাশ হইলেন এবং ‘আমি মরিলাম’
এই কথা কহিয়া ধরণীতলে পড়িয়া গেলেন।
সেই পুত্রশোকপীড়িতা দুঃখকাতরা ঋক্ষশৃঙ্গ-
জননী “হায় আমি হত হইলাম, হা পুত্র! হা
পুত্র!” বলিয়া কুররীর স্থায় রোদন করিতে
লাগিলেন। আতুরা মাতা বিলাপবাক্যে আরও
বলিলেন,—হে তনয়! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া
কোথায় গমন করিলে? আমাকে তোমার মাতা
জানিয়া অদ্য তোমার বদন দর্শন করিও। হে
বালতনয়! তুমি আমার বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও
জপহোমপরায়ণ তনয়; আমি আর কবে তোমাকে
গৃহদ্বারাগত দর্শন করিব! লৌকিকবাক্যে ইহাই

পুত্রগাত্তপরিষঙ্গশ্চন্দনাদপি নীতলঃ ॥ ১২ ॥ কিং
চন্দনে পীযুষবিন্দুনা কিং কিমিন্দুনা ॥ ১৩ ॥ পুত্র-
গাত্তপরিষঙ্গপাত্তঃ গাত্তঃ ভবেদ্যদি ॥ ১৪ ॥ পরিষ-
জিতুমিচ্ছামি ত্বামহং পুত্র সুপ্রিয় । পক্ষহমন্তুষাস্তামি
ত্বাহীনাদ্য দুঃখিতা ॥ ১৫ ॥ এবং বিলাপতী দীনা পুত্র-
শোকেন পীড়িতা । মুর্ছিতা বিহ্বলা দীনা নিপপাত
মহাতলে ॥ ১৬ ॥ ভাৰ্য্যাক পতিতাঃ দৃষ্টা পুত্র-
শোকেন পীড়িতাম্ । চুকোপ স মুনিস্তত্র চিত্র-
সেনায় ভূভূতে ॥ ১৭ ॥ দীর্ঘতপা উবাচ । যাহিযাহি
মহাপাপ মা মুখং দর্শয়ন্ত মে । কিং ত্বয়া ঘাতিতো
বিপ্রো ত্বকামাচ্চ স্তুতো মম ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মহত্যা ভবি-
ষ্যন্তি বহ্নাস্তে বসুধাধিপ । স কুটুহল মে যং হি
যত্ন্যরেষ উপাশ্রিতঃ ॥ ১৯ ॥ এবমুक्তা ততো বিপ্রো
বিচিন্ত্য চ পুনঃপুনঃ । পরিত্যজ্য তদা ক্রোধং
মুনিভাবাজ্জগাদ হ ॥ ২০ ॥ দীর্ঘতপা উবাচ ।
উদ্বিগং ত্যজ্য ভো বৎস ত্বক্কৃতং গদিতো ময়া ।

শুনিয়াছি যে, চন্দনই নীতল; কিন্তু তনয়ের গাত্ত-
সম্পর্ক তদপেক্ষা অধিক নীতল। যদি পুত্র-
গাত্তসম্পর্কই ঘটে, তবে তাহার পীযুষবিন্দু চল
বা চন্দনে কি প্রয়োজন? হে পুত্র! তোমার
বিরহে অদ্য আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। হে
সুপ্রিয়! অদ্য তোমায় একবার আলিঙ্গন করিয়া
পরে প্রাণত্যাগ করিব। ১—১৫। পুত্রশোক-
কাতরা দীনা ঋক্ষশৃঙ্গ জননী এইরূপে বহু বিলাপ
করিয়া বিহ্বলা ও মুর্ছিত হইয়া ধরণীতলে পতিত
হইলেন। এদিকে ঋষি দীর্ঘতপাও পত্নীকে পুত্র-
শোকপীড়িতা ও ভূপতিতা দেখিয়া ভূপতির প্রতি
কুপিত হইলেন। দীর্ঘতপা কহিলেন,—হে মহাপাপ!
আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যা, চলিয়া যা, আমাকে
আর তোর বদন দর্শন করাস না। অনন্তর ঋক্ষ-
কাল মধ্যে মুনির ক্রোধ কথাকথন উপশান্ত হইল।
তিনি নৃপকে কহিলেন,—হে বসুধাধিপ! তুমি
কেন অকারণ আমার তনয় ঋক্ষশৃঙ্গকে নিহত
করিয়াছ, তোমার ইহাতে বহু ব্রহ্মহত্যা করা হই-
য়াছে; কেননা এক ঋক্ষশৃঙ্গ নিহত হওয়ায় আমি
কুটুহগণসহ নিহত হইয়াছি। অনন্তর দীর্ঘতপা
এইরূপ কহিয়া বার বার চিন্তার পর ক্রোধ পরি-
ত্যাগ করিলেন এবং তিনি মুনিভাবানন্দনপূর্বক
নৃপকে কহিতে লাগিলেন। দীর্ঘতপা বলিলেন,—
হে বৎস! তুমি উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ কর, হে মানদ!

পুত্রশোকভিত্তেন দুঃখভঞ্জন মানদ । ২১ ॥ কিং
করোতি নরঃ প্রাজঃ প্রের্যমাণঃ স্বকর্ম্যভিঃ । প্রাগেব
হি মনুষ্যাণাং বুদ্ধিঃ কন্মারুসারিণী ॥ ২২ ॥ অনেনৈব
বিধানেন পঞ্চসং বিহিতং মম । ইত্যন্তব ভবিষ্যন্তি
পূর্বমুক্তা ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥ ব্রহ্মকল্পবিশাং মধ্যে
শূদ্রচণ্ডালজাতিষু । কথং কথম সত্যং মে কন্মাক্ষ
নিহতো বিজঃ ॥ ২৪ ॥ চিত্রসেন উবাচ । বিজ্ঞা-
পয়ামি বিপ্রর্ষে কন্তব্যং তে মমোপরি । নাহং
বিপ্রোহস্মি বৈ তাত ন বৈশ্ণো ন চ শূদ্রজঃ ॥ ২৫ ॥
ন ব্যাধস্তাস্ত্যজাতো বা কত্রিয়োহহং মহামুনে । কানী
রাজো যুগান্ হস্তমাগতো বনমুত্তমম্ ॥ ২৬ ॥ ভ্রাস্ত্যা
নিপাতিতো হ্যেব যুগরূপধরো মুনিঃ । ইদানীং
তব পাদান্তে সংশ্রিতঃ পাতকাবৃত্তিঃ ॥ ২৭ ॥ কিং
কর্তব্যং যয়া বিপ্র উপায়ং কথয়স্ব মে ॥ ২৮ ॥ দীর্ঘ-
তপা উবাচ । ব্রহ্মহত্যা ন শক্যে তাপোকা নিস্তরিতুঃ
প্রভো । দশৈক চ কথং শক্যাস্তাঃ শৃণু নরেশ্বর ॥

পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া আমি অত্যন্ত দুঃখসন্তপ্ত
হইয়াছিলাম, তাই তোমাকে দরীদ্র্য কহিয়াছি ।
মানব কি করিতে পারে?—স্ব স্ব কর্মনিচয় প্রাজ
ব্যক্তিকেও বশীভূত করিয়া থাকে এবং কন্মারু-
খাধিনী বুদ্ধিই মানবগণের অগ্রে অগ্রে গমন
করে । আমার এইরূপে পঞ্চপ্রাপ্তিই বিধির
বিধানে ছিল; তজ্জন্ত আমার দুঃখ নাই, কিন্তু
আমি পূর্বে যে কহিয়াছি, তোমার ব্রহ্মহত্যার
পাতক হইয়াছে, তাহা হইবেই, সংশয় নাই ।
একণে তুমি সত্য করিয়া বল দেখি,—ব্রাহ্মণ,
কর্ষয়, বৈশ্য, শূদ্র কিংবা চণ্ডাল মধ্যে তুমি কোন্
জাতি? আর কেনই বা তুমি ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ?
চিত্রসেন উত্তর করিলেন,—বিপ্রর্ষে! আমি
নিবেদন করিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন । হে
তাত! আমি বিপ্র নহি বা বৈশ্য, শূদ্র, ব্যাধ কিংবা
অন্ত্যজজাতিও নহি; হে মহামুনে! আমি কত্রিয় ।
আমি কানীপতি, যুগয়ার্থ আমি মনোরম অরণ্যে
আগমন করিয়াছিলাম; মুনি যে যুগরূপ ধারণ
করিয়া যুগগণমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, ইহা
আমি জানিতাম না, ভ্রমক্রমেই যুগবুদ্ধিতে এই
মুনিকে নিহত করিয়াছি । আমি পানী, আমি
একণে আপনার পাদপদ্মে শরণ লইলাম; হে
বিপ্র! আমার এখন কর্তব্য কি, আমাকে আমার
পাপশাস্তির উপায় বলিয়া দিউন । দীর্ঘতপা
উত্তর করিলেন,—হে প্রভো! একটা ব্রহ্মহত্যা

২৯ । চত্বারো মে সূতা রাজনঃ সত্যার্যমাতৃ-
পূর্বকাঃ । যয়া সহ ন জীবন্তি ঋকশৃঙ্গস্ত কারণে ॥
৩০ ॥ উপায়ং শোভনং তাত কথয়িস্যো শৃণু তম্ ।
শক্যোহি যদি তং কর্তুং সুখোপায়ং নরেশ্বর ॥ ৩১ ॥
সকুটুং সমাপ্তং মাং দাহয়িহানলে নৃপ । অস্বীনি
নর্মদাতোয়ে শূলভেদে বিনিক্ষিপ ॥ ৩২ ॥ নর্মদা-
দক্ষিণে কূলে শূলভেদঃ হি বিপ্রতম্ । সর্বপাপ-
হরং তীর্থং সর্বদুঃখমুত্তমম্ ॥ ৩৩ ॥ শুচির্ভূত্বা
মমাস্বীনি তত্র তীর্থে বিনিক্ষিপ । মোক্ষ্যসে
সর্বপাপৈস্ত্বং মম বাক্যায় সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ রাজো-
বাচ । আদেশো দীঘতাং তাত করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ।
সমস্তং মেহস্তি যৎকিঞ্চিজাজ্যং কোবঃ সুহৃৎসূতাঃ ॥
৩৫ ॥ তবানীং মহাবিপ্র প্রযচ্ছামি প্রসীদ মে
পরম্পরং বিবদতোবিপ্র রাজোস্তদা নৃপ ॥ ৩৬ ॥

হইতেই নিস্তার পাওয়া অসম্ভব; তোমার দশটি
ব্রহ্মহত্যা সংঘটিত হইয়াছে, অতএব কিরূপে
তুমি নিস্তার পাইবে? হে নরেশ্বর! একটা
দ্বিজবধে কিরূপে দশটি ব্রহ্মহত্যা হইয়াছে, তাহার
কারণ শ্রবণ কর । আমি, আমার পত্নী, চারিটি
পুত্র ও তাহাদের চারিটি পত্নী—আমার সংসারে
এই দশজন পরিজন; তনয় ঋকশৃঙ্গ বিহনে
আমার সহিত ইহারা সকলেই কলেবর পরি-
ত্যাগ করিবে । হে তাত! একণে একটা
উত্তম উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর । হে নরে-
শ্বর! ইহা অতি সহজ উপায় । যদি এই কার্য
সম্পন্ন করিতে সমর্থ হও । হে নৃপ! আমি কুটু-
গনসহ পঞ্চপ্রাপ্ত হইলে আমাদেরকে অনলে
দগ্ধ করিয়া আমাদের অস্থিনিচয় শূলভেদ-
তীর্থের নর্মদানীরে নিক্ষেপ করিবে । নর্মদা-
নদীর দক্ষিণকূলে বিখ্যাত শূলভেদতীর্থ বিদ্য
মান; এই অনুত্তম তীর্থ সর্বপাপহর ও অগ্নি
দুঃখবিনাশন । তুমি শুচ হইয়া আমাদের অস্থি-
নিচয় নর্মদানীরে নিক্ষেপ করিও, এরূপ
করিলে আমার আদেশে তুমি অগ্নি পাপ
হইতে মুক্ত হইবে, সংশয় নাই । ১৬—৩৪ ।
রাজা কহিলেন,—হে তাত । আদেশ করুন,
আমি নিঃসংশয় সমস্তই প্রতিপালন করিব;
আমার রাজ্য, কোব, সুহৃৎ, সূতা, যেকিছু সম্পদ
আছে, সমস্তই আপনার অধীন । হে বিপ্র-
সত্তম! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আদেশ করুন,
আমি এই সকলই আপনাকে প্রদান করিব ।
হে নৃপ! রাজা চিত্রসেন ও দ্বিজ দীর্ঘতপা

সুটিহা হৃদয়ঃ শীঘ্রঃ মুনিভাষ্য। যত তদা। পুত্র-
শোকসমাবিষ্টা নিজ্জীব্য পতিতা কিত্তো ॥ ৩৭ ॥
পুত্রাশ্চ মাতৃশোকেন সর্বে পঞ্চমগতাঃ। সুষাশ্চৈব
তদা সর্বা যতাস্ত সহ ভর্তৃভিঃ ॥ ৩৮ ॥ পঞ্চমগ গতাঃ
সর্বে মুনিমুখ্য। নৃপোত্তম। বিপ্রানাহ্বাপয়ামাস যে
উদ্ধাশ্রমবাসিনঃ ॥ ৩৯ ॥ তেভ্যো নিবেদয়ামাস যথাবৃত্তঃ
নৃপোত্তমঃ। স তৈস্তদাভ্যবুজাতঃ কাষ্ঠান্তাদায় যত্নতঃ
৪০ ॥ দাহং সঞ্চয়নং চক্রে চিত্রসেনো মহীপতিঃ।
ঋক্ষশৃঙ্গাদিসর্বেষাং গৃহীত্বা হ্রীনি যত্নতঃ ॥ ৪১ ॥
যাম্যাশাং প্রস্থিতো রাজা পাদচারী মহীপতে। ন
শক্লোতি যদা গন্তুঃ ছায়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতি ॥ ৪২ ॥
বিপ্রম্য চ পুনর্গচ্ছন্ত্যরাজ্যান্তো মহীপতিঃ। সচেলঃ
কুরুতে স্নানং মুক্তাহ্রীনি পদেপদে ॥ ৪৩ ॥ পিবে-
জ্জলং নিরাহারঃ স গচ্ছন দাক্ষিণামুখঃ। অচিরেণৈব
কালেন সঙ্গতো নর্মদাতটে ॥ ৪৪ ॥ আশ্রমস্থান

পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্য-
বসরে পুত্রশোককাতরা দ্বিজপত্নী হৃদয়ে আঘাত
করত অবিলম্বে জীবন ত্যাগ করিলেন এবং
তখনই নিজ্জীব হইয়া কিত্তিতলে পড়িয়া গেলেন।
ক্রমে ঋষিকুমারগণ মাতৃশোকে দেহত্যাগ করি-
লেন, তদীয় পত্নীরাও স্ব স্ব মিশোকে তাঁহাদের
সহিত পঞ্চমপ্রাপ্ত হইলেন; হে নৃপসত্তম! কালে
দীর্ঘতপাশ্রমুখ সকলেই একে একে কালকবলে
প্রবেশ করিলেন; অনন্তর মহামতি নৃপসত্তম চিত্র-
সেন তদ্রূপে আশ্রমবাসী দ্বিজগণকে আহ্বান করিয়া
তাঁহাদের নিকটে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন
এবং তাঁহাদের অনুমতি লইয়া যত্র সংকারে কাষ্ঠ
আহরণপূর্বক দীর্ঘতপাশ্রমুখ দ্বিজপরিবারের দাহাদ
কার্য সম্পন্ন করিলেন। হে মহীপতে! অনন্তর
সযত্নে ঋক্ষশৃঙ্গাদি দ্বিজপরিবারগণের অস্থিসঞ্চাদ
করিয়া সেই অস্থি গ্রহণপূর্বক পাদচারে দাক্ষিণাদকে
প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর অস্থিভারাক্রান্ত মহীপতি
চিত্রসেন যেমন পথশ্রান্ত হইয়া গমনে অসমর্থ
হইলেন, অর্মান বৃক্ষছায়া আশ্রয় করিয়া এক এক-
বার বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাজা এইরূপে
এক একবার কিম্বদূর গমন ও পুনরায় বিশ্রাম
করিয়া পথ পর্যটন করিলেন। যখনই তিনি বিশ্রাম
করিতেন, অস্থিহ্যাগ করিয়া তখনই সচেল অব-
গাহন করিতে লাগিলেন। রাজার আহার ছিল
না, তিনি কেবলমাত্র জলপানে জীবন ধারণ করিয়া
দাক্ষিণাদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে

দ্বিজান্ দৃষ্টা পপ্রচ্ছ পৃথিবীপতিঃ ॥ ৪৫ ॥ চিত্রসেন
উবাচ। কথ্যতাং শূলভেদস্ত মার্গং মে দ্বিজসত্তমাঃ।
যেন যামি মহাভাগা স্বকার্যার্থস্ত সিদ্ধয়ে ॥ ৪৬ ॥ মুনয়
উচুঃ। ইতঃ ক্রোশান্তরাদর্শাক্ তীর্থং পরমশোভ
নম্। নর্মদাদাক্ষিণে কূলে ততো দ্রক্ষ্যসি নাস্তথা ॥
৪৭ ॥ ঋষিবাক্যেণ রাজাসো শীঘ্রং গতা নরেশ্বরঃ।
স দদর্শ ততঃ শীঘ্রং বহুদ্বিজসমাকুলম্ ॥ ৪৮ ॥
বহুক্রমলতাকীর্ণং বহুপুষ্পোপশোভিতম্। ঋক্ষসিংহ
সমাকীর্ণং নানাব্রতধরৈঃ শুভৈঃ ॥ ৪৯ ॥ এক-
পাদাস্থিতাঃ কেচিদপরে সূর্যাদৃষ্টয়ঃ। একাশুষ্ঠ-
স্থিতাঃ কেচিদূর্দ্ধবাহস্থিতাঃ পরে ॥ ৫০ ॥ দিনৈক-
ভোজনাঃ কেচিৎ কেচিৎ কন্দকলাশনাঃ। ত্রিরাত্র-
ভোজনাঃ কেচিৎ পরাকব্রতিনোহপরে ॥ ৫১ ॥
চান্দ্রায়ণরতাঃ কেচিৎ কোচিৎ পক্ষোপবাসিনঃ।
মাসোপবাসিনঃ কেচিৎ কেচিদ্বিস্তপারণাঃ ॥ ৫২ ॥
যোগাভ্যাসরতাঃ কেচিৎ কেচিৎ কটুকশনাঃ ॥ ৫৩ ॥

অচিরকালেই তিনি নর্মদাতটে উপনীত হইয়া
তদ্রূপে আশ্রমবাসী দ্বিজগণের দর্শন লাভ করত
তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ!
আমাকে শূলভেদতীর্থের কল বলিয়া দিউন, হে
মহাভাগগণ! আমি যেন আমার কার্য্যসিদ্ধির জন্ত
তথায় সহর উপন্যাত হইতে সমর্থ হই। ঋষিগণ
কাহলেন,—হে পথিক! এই স্থান হইতে এক-
ক্রোশ পূর্বে সুশোভন শূলভেদ তীর্থ বিদ্যমান,
তুমি নর্মদার দাক্ষিণকূলে এই শূলভেদ তীর্থ অব-
লোকন করবে, আমাদের বাক্য অশ্রুত মনে
করও না। অনন্তর ঋষিবাক্যে নরেশ্বর সহর তথায়
গমন করিয়া বহু দ্বিজসমাকুল নানাক্রমসমাকীর্ণ
বহু পুষ্পোপশোভিত। সং-ভঙ্গুক-সমাকীর্ণ শূলভেদ তীর্থ
অবলোকন করিলেন। তান আরও দেখি-
লেন,—নানা ব্রতধারী সুশোভন ঋষিগণ তথায়
তপস্রণ করিতেছেন; সেই ঋষিগণ মধ্যে কেহ
এক গাদে অবাসিত হইয়া, কেহ দিবাকরের প্রাত
দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, কেহ অশুষ্ঠমায়ে ভ্রম করিয়া
ও কেহ বা উদ্ধবাহ হইয়া তপস্তা করিতেছেন। কেহ
একভোজন, কেহ কন্দমূলফলাশন, কেহ ত্রিরাত্র-
ভোজন, কেহ পরাকব্রতধারণ, কেহ চান্দ্রায়ণ-ব্রতরত,
কেহ কেহ পক্ষোপবাসী, কেহ মাসোপবাসী, কেহ
ঋতুভোজী, কেহ যোগাভ্যাসরত, কেহ পরমপদে
ধ্যাননিবিষ্ট, কেহ শীর্ণপর্ণাশন, কেহ কটুকশন,

শৈবালভোজনাঃ কেচিৎ কেচিৎকৃতভোজনাঃ ।
গার্হস্থ্যে চ স্থিতাঃ কেচিৎ কেচিৎজৈবগ্নিহোত্রিণঃ ।
৫৪ । এব বিধানং দ্বিজান্ দৃষ্ট্বা জাহ্নুভ্যামবনিঃ
গতঃ । প্রণম্য শিরসা রাজন্ রাজা বচনমববীৎ ।
৫৫ । চিত্রসেন উবাচ । কস্মিন্ দেশে চ ততীর্থঃ
সত্যঃ কথয়ত দ্বিজাঃ । যেনাভিবাঙ্কিতা সিদ্ধিঃ
সকলা মে ভবিষ্যতি । ৫৬ । ঋষয় উচুঃ । ধন-
স্তুতশতং গচ্ছ ভৃগুতুঙ্গস্ত মুর্ধনি । কুণ্ডং জক্যাসি
তৎপূর্ণং বিস্তীর্ণং পয়সা শিবম্ । ৫৭ । তেষাং
তদ্বচনং শ্রুত্বা গতঃ কুণ্ডস্ত সন্নিধৌ । দৃষ্ট্বা চৈব তু
ততীর্থং ভ্রাস্তির্জাতা নৃপস্ত বৈ । ৫৮ । ততো বিস্ময়-
মাপন্নচিত্তয়ন বৈ মুহুর্ষুতঃ । আকাশস্থং দদর্শাসৌ
সামিধং কুররঃ নৃপঃ । ৫৯ । ভ্রমমাণং গৃহীতাক্টিং
বধ্যমানং নিরামিষৈঃ । পরস্পরঞ্চ যুগ্মধঃ সর্কেহপা-
মিবকাঙ্ক্ষমা । ৬০ । হতশ্চক্ষুপ্রহারেণ স ততঃ
পতিতোহস্মি । শূলেণ শূলিনা যত্র ভূভাগো

ভেদিতঃ পুরা । ৬১ । ততীর্থস্ত প্রভাবেণ স সদাঃ
পুরুষোহভবৎ । বিমানস্থং দদর্শাসৌ পুমাংসং
দিব্যরূপিণম্ । ৬২ । গচ্ছস্বাপ্নরসো যক্ষাস্তং যাস্তং
বি । অপ্সরোগীযমানে তু গতে সূর্য্যাস্ত
মূর্ধনি । চিত্রসেনস্ততস্মাশ্রমাস্তর্ঘ্যং পরমং গতঃ ।
৬৩ । ঋষিণা কথিতং যদন্ততীর্থঃ ন সংশয়ঃ ।
হৃষ্টেরোমাতবদৃষ্ট্বা প্রভাবং তীর্থসম্ভবম্ । ৬৪ ।
মমাদ্য দিবসো যন্তো যস্মাদত্র সমাগতঃ ।
অস্বীনি ভূমৌ নিক্শিপ্য স্নানং কৃৎস্বা
যথাবিধি । ৬৫ । তিলমিশ্রণেণ তোয়েনাতর্পয়েৎ
পিতৃদেবতাঃ । গৃহ্যস্বীনি ততো রাজা চিত্তেপাস্ত-
জ্জলে তদা । ৬৬ । ক্ষণমেকং ততো বীক্ষ্য
রাজোদ্ধবদনঃ স্থিতঃ । তান্ দদর্শ পুনঃ সর্কান্ দিব্য-
রূপধরাঙ্কুতান্ । ৬৭ । দিব্যবৈশিষ্ট্যং সংবীতান্ দিব্যা-
ভরণভূষিতান্ । বিমানৈর্নিস্তিবিবেদৈর্দৈব্যরপ্সরোগণ-
সেবিতৈঃ । ৬৮ । পৃথগ্ভূতাংস্ত তান্ সর্কান্
বিমানেষু ব্যবস্থিতান্ । উৎপত্তিবৎ সমালোকা

কেহ শৈবালভোজন, কেহ বায়ুভোজী, কেহ গার্হস্থ্য-
নিরত এবং অপর কেহ কেহ অগ্নিহোত্ররত হইয়া
তরশ্চরণে নিবিষ্টে রহিয়াছেন । হে রাজন্ ! রাজা
চিত্রসেন এবং বিধ দ্বিজগণকে দর্শন করিয়া ভূমিতলে
জাহ্নু পাতিত করত তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক
জিজ্ঞাসা করিলেন । চিত্রসেন কহিলেন,—হে
দ্বিজগণ ! সত্য করিয়া বলুন,—কোন দেশে সেই
শূলভেদ তীর্থ বিদ্যমান ? আমি যেন সেই শূলভেদে
উপনীত হইয়া আমার অভীষ্ট সিদ্ধিলাভে সমর্থ
হই । ঋষিগণ উত্তর করিলেন,—তুমি আরও
শতধনু অগ্রসর হও, অবিলম্বেই দেখিতে পাইবে—
ভৃগুতুঙ্গের মস্তকদেশে মঙ্গলময় জলদ্বারা পরিপূর্ণ
এক কুণ্ড রহিয়াছে । রাজা মুনিগণের বাক্যে সেই
কুণ্ডসমীপে গমন করিলেন ; কিন্তু কুণ্ড দর্শন করিয়া
তাঁহার এক মহাভ্রম উপস্থিত হইল । তিনি বিস্ময়া-
বিষ্টহৃদয়ে মুহুর্ষুত চিন্তা করিতে লাগিলেন ।
দেখিলেন,—আকাশথে এক কুরর ভ্রমণ করিতেছে,
আমিষালী কুররের বদনবিবরে এক সর্প বিদ্যমান
রহিয়াছে ; তখন অস্ত্রাস্ত্র আমিবভোজী বিহগ-
গণ আবার আমিষাভিলাষে তাহার পশ্চাৎ প্রধাবিত
হইয়া তাহাকে প্রহার করিতেছে । দেখিতে
দেখিতে তাহাদের পরস্পরে মহাসমর বাধিয়া
গেল, ক্রমে কুরর তাহাদের চক্ষুপ্রহারে জর্জরিত
হইয়া সেই কুণ্ডজলে নিপতিত হইল । হে রাজন্ !
পূরাকালে শূলীর শূল দ্বারা ভূভাগ বিভিন্ন

হইয়া এই শূলভেদ তীর্থ প্রাক্কীর্ণ হইয়াছে । কুরর এই
তীর্থপ্রভাবে সদা এক দিব্যরূপ পুরুষবিগ্রহ ধারণ
করিয়া বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিল ;
তখন গচ্ছস্বাপ্নরসো যক্ষাস্তং যাস্তং দিব্য স্তব
করিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে সেই পুরুষ-
বিগ্রহ অপ্সরোগণ কর্তৃক উপগীযমান হইয়া সূর্য্য-
লোকের শিরোদেশে উপনীত হইল । তখন চিত্রসেন
পরম বিস্ময়াবিত হইলেন । ৬৫-৬৩ । তিনি মনে মনে
চিন্তা করিলেন,—অহো ! ঋষি এই তীর্থের যেরূপ
বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই প্রত্যক্ষ করি-
লাম । তীর্থপ্রভাব দর্শনে রাজার রোমাঞ্চ হইল ।
তিনি বলিলেন,—আমি শূলভেদে সমাগত হই-
য়াছি ; অতএব আমার অদ্য দিবস যন্ত হইল ।
অনন্তর রাজা চিত্রসেন অস্থিনিচয় ভূতলে রক্ষিত
করিয়া যথাবিধি স্নান ও তিলমিশ্রিত জলদ্বারা
পিতৃদেবগণের তর্পণ করিলেন, তারপর সেই
অগ্নিরাশি গ্রাণপূর্ব্বক নর্ম্মদানৌরে নিক্শেপ করিয়া
ক্ষণকাল উর্দ্ধমুখে অবস্থান করত নিরীক্ষণ করিতে
লাগিলেন । দেখিলেন,—স্বীয় পরিবার সহ ঋষি
দীর্ঘতপা দিব্য শুভাবহ শরীর ধারণপূর্ব্বক দিব্য
বসনে দেহ আবৃত করিয়া ও দিব্যভরণে ভূষিত
হইয়া পৃথক্ পৃথক্ দিব্য বিমানে আরোহণ করত
স্বর্গে গমন করিতেছেন ; তখন অপ্সরোগণ তাঁহা-
দিগের সেবা করিতেছে । তাঁহাদিগকে এইরূপে

রাজা সংহৃষিতোহভবৎ । ৬৯ । ঋষির্বিমানমা-
কৃষ্টিত্বসেনমধািববীৎ । তো ভোঃ সাধো মহারাজ
চিত্রসেন মহীপতে । ৭০ । স্বংপ্রসাদাৎ নৃপশ্রেষ্ঠ
গতির্দিব্যামমেদৃশী । জাতেযং যয্যা কার্য্যং কৃতং
পরমশোভনম্ । ৭১ । স্বসুহোহপি ন শকোতি
পিতৃণাং কর্তুমীদৃশম্ । মদীয়বচনাত্তাত নিষ্পাপস্বঃ
ভবিষ্যসি । ৭২ । কলং প্রাপ্যসি রাজেন্দ্র
কামিকং মনসেপি তম্ । আশীর্বাদাংস্ততো দয়া
চিত্রসেনায় ধীমতে । স্বর্গং জগাম সমুতন্ততো
দীর্ঘতপা যুনিঃ । ৭৩ ।

ইতি শ্রীকান্দে দীর্ঘতপসঃ স্বর্গারোহণবর্ণনং নাম

চতুঃপঞ্চাশোধ্যায়ঃ । ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশোধ্যায়ঃ ।

উত্তানপাদ উবাচ । মহাত্মাং তীর্ণজং দৃষ্ট্বা
চিত্রসেনো নরেশ্বরঃ । কিং চকার ক বা বাসং
কিমাচারো বভূব হ । ১ । ঈশ্বর উবাচ । ভৃগু-

পৃথকভাবে গমন করিতে দেখিয়া রাজার যেন ইহা
এক অপূর্ব নূতন সৃষ্টি বলিয়া মনে হইতে লাগিল
তিনি অত্যন্ত হর্ষাধিত হইলেন । অনন্তর বিমানাক্রুত
ঋষি দীর্ঘতপা রাজাকে সন্দোধন করিয়া কহিলেন,—
‘ওহে সাধু মহারাজ ! হে মহীপতে চিত্রসেন ! হে
নৃপসত্তম ! তোমার অনুগ্রহে আমার এইরূপ অনু-
ত্তম গতি লাভ হইল ; তুমি ইহা এক সাতিশয়
শুশোভন কার্য্যই সম্পন্ন করিলে ; আমার আত্মজ
তনয়ও বোধ হয় এরূপ পিতৃকার্য্য করিতে সমর্থ
হইত না । হে তাত ! আমার বাক্যে তুমি পাপহীন
হইলে । হে রাজেন্দ্র ! তুমি অবশ্যই তোমার
অভীষ্ট কল লাভ করিবে । অনন্তর ঋষি দীর্ঘ-
তপা ধীমান চিত্রসেনকে এইরূপ আশীর্বাদ প্রদান
করিয়া পুত্রাদির সহিত স্বর্গে গমন করিলেন । ৬৪-৭৩ ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৪ ।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় ।

উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—অনন্তর নর
পতি চিত্রসেন বিচিত্র তীর্ণমাহাত্ম্য দর্শনে কি করিয়া
ছিলেন ? তিনি কোন্ স্থানেই বা বাস এবং কিই বা
আহার করিতেন ? ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—অন-

ভুজং সমাক্রম্য ঐশানীং দিশমাম্রিতঃ । তপশ্চচার
বিপুলং কুণ্ডে তত্র নৃপোত্তমঃ । ২ । সর্বান দেবান্
হৃদি ধ্যাত্বা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্ । বিচিন্ত্য যদা-
ত্মানং প্রত্যাকৌ ক্রুদ্ধকেশবৌ । করে গৃহীত্বা
রাজানং ক্রুদ্ধো বচনমব্রবীৎ । ৩ । ঈশ্বর উবাচ ।
প্রাণত্যাগং মহারাজ মা কালে স্বং কথ্য রথ্য ।
অদ্যাপ্যসি যুবা স্বং বৈ ন যুক্তং মরণং তব । ৪ ।
স্বস্থানং গচ্ছ শীঘ্রং স্বং ভুক্তা ভোগান্ যথেষ্পিতান্ ।
কুরু নিকটকং রাজ্যং নাকে শক্র ইবাপরঃ । ৫ ।
চিত্রসেন উবাচ । ন রাজ্যং কাময়ে দেব ন পুত্রান
চ দাক্ষবান । ন ভাৰ্য্যাং ন চ কোশক ন গজান
তুরঙ্গমান । ৬ । মুঞ্চমুঞ্চ মহাদেব মা বিষঃ
ক্রিয়তাং মম । স্বর্গপ্রাপ্তির্মমাদৈব স্বংপ্রসাদাৎ
মহেশ্বর । ৭ । ঈশ্বর উবাচ । যন্তাগতো ভবেদ-
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শমুন্তধেব চ । স্বর্গেণ তস্ত কিং কার্য্যং
স গতঃ কিং করিষ্যতি । ৮ । তুষ্টো বয়ং ত্রয়ো
দেবা রণীষ বরমুদ্রমম্ । যথেষ্পিতং মহারাজ

স্তর নৃপসত্তম চিত্রসেন ভৃগুভৃজে আরোহণপূর্বক
ঈশানদিকের আশ্রয় লইয়া সেই কুণ্ডে বিপুল তপ-
শচরণ করিলেন । তিনি যৎকালে ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও
মহেশ্বর প্রভৃতি অশ্লিল দেবগণকে হৃদয়ে চিন্তা
করিয়া স্বীয় দেহ পাত্তিত করিয়াছিলেন, তখন ক্রুদ্ধ
ও কেশব তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইলেন ।
ক্রুদ্ধ তাঁহার করধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন ।
ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহারাজ ! অকারণ একালে
কলেবর পরিত্যাগ করিও না ; তোমার এখনও
যুবা বয়স বিদ্যমান রহিয়াছে ; অতএব তোমার
মরণ উচিত হইতেছে না । তুমি সহর নিজরাজ্যে
গমন ও অভীষ্ট ভোগ সকল উপভোগ করিয়া
স্বর্গের দ্বিতীয় ইন্দ্রের স্থায় নিকটক রাজ্য পালন
কর । চিত্রসেন উত্তর করিলেন,—হ দেব !
আমি রাজ্য, পুত্র, বান্ধব, ভাৰ্য্যা, ধন, গজ, অশ্ব
কিছুই কামনা করি না ; হে মহাদেব ! আমাকে
ত্যাগ করুন, ত্যাগ করুন ; আমার বিষ উৎপাদন
করিবেন না । হে মহেশ্বর ! আপনার প্রসাদে
অদ্যই আমার স্বর্গলাভ সংঘটিত হউক । ১-৭ । ঈশ্বর
উত্তর করিলেন,—যাহার সম্মুখে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং
শিব বিদ্যমান, তাহার আবার স্বর্গের প্রয়োজন
কি ? আর আমরা প্রধান দেবতায় যাহার প্রতি
শ্রীত, সে স্বর্গে গিয়াই বা কি করিবে ? হে ধর্ম-
রাজ ! সত্য কহিতেছি, তুমি সংশয়হীন হইয়া

সত্যমেভদসংশয়ম্ । ৯ । চিত্রসেন উবাচ । যদি
তুষ্টিহুয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ । অদ্য-
প্রভৃতি যুগ্মাভিঃ স্বাত্বামিহ সর্ষদা ॥ ১০ ॥ গয়া-
শিরো যথা পুণ্যং কৃতং যুগ্মাভিরেব চ । তীর্থ-
বেদং প্রকর্তব্যং শূলভেদক পাবনম্ ॥ ১১ ॥ যত্র-
যত্র স্থিতা যুগ্মং তত্র তত্র বসামাহম্ । গণানাং চৈব
সর্ষেয়ামধিপত্যমখ্যম্ মে ॥ ১২ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
অদ্যপ্রভৃতি ত্রিষ্ঠায়ঃ শূলভেদে নরেশ্বর । ত্রিকালং
হি ত্রয়ো দেবাঃ কলাংশেন বসামহে ॥ ১৩ ॥ নন্দি-
সংজ্ঞো গণাধীশো ভবিস্যতি ভবান্ ক্রবম্ ।
মৎসমীপে তু ভবত আনৌ পুত্রা ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥
প্রক্ষিপা তানি চাত্ত্বানি যত্র দীর্ঘতপা যযৌ ।
সকুট্টশো বিমানম্ স্বর্গাত্ত্বং তথা কুরু ॥ ১৫ ॥
এবং দেবা বরং দত্ত্বা চিত্রসেনায় পার্গিব । কুণ্ড-
মূর্ধনি যামায়াং ত্রয়ো দেবাস্তদা স্থিতাঃ ॥ ১৬ ॥
পরস্পরং বদন্ত্যেবং পুণ্যতীর্গমিদং পরম্ । যথা
গয়াশিরঃ পুণ্যং পূর্ষমেব হি পঠ্যতে । তথা রেবা-
তটে পুণ্যং শূলভেদং ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ ঈশ্বর

তোমার অভীষ্ট উত্তম বর প্রার্থনা কর । চিত্রসেন
কহিলেন,—যদি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দেবত্রয়
আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে অদ্য
হইতে আপনারা সতত এই স্থানে অধিষ্ঠান করুন ।
আপনারা গয়াশিরকে যেরূপ পূজা করিয়াছেন,
তদ্রূপ এই শূলভেদকেও পরম পবিত্র করুন । অদ্য
হইতে আপনারা যে যে স্থানে অবস্থান করিবেন,
আমিও সেই সেই স্থানে বাস করিব ; আমাকে
অগ্নিগণদেবতার আধিপত্য প্রদান করুন ।
ঈশ্বর কহিলেন,—হে নরেশ্বর ! অদ্য হইতে আমরা
তিনজনেই শূলভেদে স্ব স্ব কলাংশে ত্রিকালে বাস
করিব ; আর তুমিও নন্দী আখ্যা লাভ করিয়া
অদ্য হইতে আমার গণাধীশ হইবে । আমার
সমীপে থাকিয়া তুমিই অগ্রে পূজা প্রাপ্ত হইবে ।
হে বৎস ! যে স্থানে অস্থি নিক্ষিপ্ত হওয়ায় ঋষি
দীর্ঘতপা পরিবারগণ সহ বিমানারোহণে স্বর্গ গমন
করিয়াছেন, তুমি সেই স্থানেই অবস্থান কর ।
হে পার্গিব ! অনন্তর দেবত্রয় চিত্রসেনকে এইরূপ
বর দান করিয়া দক্ষিণদিকস্থিত সেই কুণ্ডমধ্যেই
অবস্থান করিলেন । হে রাজন ! জ্ঞানিগণ পূর্ষ
যেরূপ পরস্পর পুণ্যতীর্গগণনায় গয়াশিরের নামট
প্রথম উল্লেখ করিতেন, নন্দীদাত্ত্বিত এই পূত-
তীর্গ শূলভেদও তদ্রূপ পবিত্র, সংশয় নাই । ঈশ্বর

উবাচ । ইদং তীর্গং তথা পুণ্যং যথা পুণ্যং গয়া-
শিরঃ । সকুণ্ড পিণ্ডাদকেনৈব নরো নিশ্চলতাং
ব্রজেৎ ॥ ১৮ ॥ একং গয়াশিরো মুক্কা সর্ষতীর্থানি
ভূপতে । শূলভেদস্ত তীর্গস্ত কলাং নার্ষ্ণি বোড়-
শীম্ ॥ ১৯ ॥ কুণ্ডমুদৌগ্যাং যামায়াং দশহস্ত-
প্রমাণতঃ । যৌদ্রবারুণকাষ্ঠীয়াং প্রমাণং চৈক-
বিংশতি ॥ ২০ ॥ এতৎপ্রমাণং ততীর্থং পিণ্ড-
দানাদিকর্ম্মসু । নাধর্ম্মনিরতা দাতুং লভন্তে
দানমত্র হি ॥ ২১ ॥ বিষ্ণুস্ত পিতৃরূপেণ ব্রহ্মরূপী
পিতামহঃ । প্রপিতামহে কদোহভূদেবঃ ত্রিপুরুষাঃ
স্থিতাঃ ॥ ২২ ॥ কদা পশ্যতি তীর্থং বৈ কদা ন-
স্তারয়িষ্যতি । ইতি প্রতীক্ষাং কুর্ষস্বি পুত্রণাং
সততং নৃপ । শূলভেদে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্টা শূলধরং
সকুণ্ড ॥ ২৩ ॥ নাপুত্রো নাধনো রোগী সপ্তজন্মসু
জায়তে । একবিংশতিং পিতুঃ পক্ষে মাতৃপক্ষেবক-
বিংশতিম্ ॥ ২৪ ॥ ভার্যাপক্ষে দর্শনবেদে কুলান্তে-
তানি তারয়েৎ । শূলভেদবনে রাজত্বকমূল-
কলৈরপি ॥ ২৫ ॥ একস্মিন ভোজিতে বিপ্রে
কোটিভবতি ভোজিতা । পঞ্চস্থানেষু যঃ শ্রাদ্ধং

কহিলেন,—পূততীর্গ গয়াশিরে যেরূপ একবার
পিণ্ডাদক দানে মানব নিশ্চলতা লাভ করে, এই
শূলভেদকেও তদ্রূপ পবিত্র বলিয়া জানিবে । হে
ভূপতে ! এক গয়াতীর্গ ব্যতীত অগ্নি তীর্গও
এই শূলভেদের বোড়শাংশের [একাংশসদৃশও
নহে । হে রাজন ! এই কুণ্ড তীর্থের উত্তর ও
দক্ষিণদিকে দশ হস্ত এবং পূর্ষ ও পশ্চিমদিকে এক
বিংশতি হস্ত-পরিমিত স্থানই পিণ্ডাদিদানে প্রশস্ত ।
যাহারা অধর্ম্মনিরত, কদাচ তাহারা এই তীর্গে পিণ্ড-
দান করিতে সমর্থ হয় না । এখানে বিষ্ণু পিতৃরূপে,
ব্রহ্মা পিতামহরূপে এবং কদ্রু প্রপিতামহরূপে বিরাজ
করেন, অতএব এই তীর্গে ব্রহ্মাদি ত্রিপুরুষেরই
অধিষ্ঠান আছে । হে নৃপ ! পিতৃগণ পুত্রদিগের
প্রতি এইরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিয়া থাকেন যে,
কবে পুত্র শূলভেদ দর্শন করিবে এবং কবেই বা
আমাদিগকে উদ্ধার করিবে ! যে মানব শূলভেদে
স্নান করিয়া একবার শূলকে অবলোকন করে,
সপ্তজন্মেও সে অপুত্র, নির্ধন বা রোগী হয় না ।
পরন্তু পিতৃপক্ষে একবিংশতি, মাতৃপক্ষে একবিংশতি
এবং পত্নীপক্ষে দশসংখ্যক পিতৃপুরুষের উদ্ধার
সাধন করে । হে রাজন ! শূলভেদতীর্গে শাক,
মূল ও কল দ্বারা একটী মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন

কুরুতে ভক্তিমানসঃ ॥ ২৮ ॥ কুলানি প্রেতভূতানি
সর্বাণ্যপি হি তারয়েৎ । দ্বিজদেবপ্রসাদেন পিতৃ-
ণাঞ্চ প্রসাদতঃ ॥ ২৯ ॥ শ্রাদ্ধদো নিবসেত্তত্র যত্র
দেবো মহেশ্বরঃ । স্মারান্নঘাতিনো যে চ গো-
ব্রাহ্মণহনাশ্চ যে ॥ ২৮ ॥ দংষ্ট্রিভির্জনপাতে চ
বিদ্যাংপাতেষু যে যুতাঃ । ন যেমামগ্নিস্কারো
নাশৌচঃ নোদকক্রিয়া ॥ ২৯ ॥ তত্র তীর্থে তু
যন্তেষাং শ্রাদ্ধং কুব্বীত ভক্তিতঃ । মোক্ষাবাপ্তি-
র্ভবেন্তেষাং যুগমেকং ন সংশয়ঃ ॥ ৩০ ॥ অজ্ঞানাদ্যৎ-
কৃতং পাপং বালভাবাচ্চ যৎ কৃতম্ । তৎ সর্বং
নাশয়েৎ পাপং স্নানমাশ্রয়েণ ভূপতে ॥ ৩১ ॥ রজ-
কেন যথা ধৌতং বস্ত্রং ভবতি নির্মলম্ । তথা
পাপোহপি ততীর্থে স্নাতো ভবতি নির্মলঃ ॥ ৩২ ॥
সন্ন্যাসং কুরুতে যোহত্র তীর্থে বিধিসমম্বিতম্ ।
ধ্যানমিত্যং মহাদেবং স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥ ৩৩ ॥
ক্রীড়িত্বা স যথাকামং শ্বেচ্ছয়া শিবমন্দিরে । বেদ-
বেদান্ততত্ত্বজ্ঞো জায়তেহসৌ শুভে কুলে ॥ ৩৪ ॥
রূপবান্ স্মৃতগণৈশ্চৈব সর্বব্যাপি ববজ্জিহ্বঃ । রাজা
বা রাজপুত্রো বা ধর্ম্মাচারসমম্বিতঃ ॥ ৩৫ ॥

করাইলে একোটিব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হয় । যে
ভক্তিমান মানব শূলভেদের পক্ষ স্থানে শ্রাদ্ধ করে,
তাহার প্রেতভূত অখিলকুল মুক্ত হয় এবং দেবদ্বিজ
ও পিতৃগণের প্রসাদে শ্রাদ্ধদাতা সতত মহেশ্বর-
লোকে বাস করে । যাহারা আত্মঘাতী, যাহারা
গো ও ব্রহ্মবধ করিয়াছে, দংষ্ট্রি হিংসন দ্বারা কিংবা
জলমগ্ন হইয়া যাহাদের পক্ষহপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে,
যাহারা বিদ্যাংপাতে দেহপাত করিয়াছে, যাহাদের
অগ্নিসংস্কার উদকক্রিয়া বা অশৌচ গ্রহণ হয় নাই,
যদি কেহ ভক্তিপূরক শূলভেদে তাহাদেরও শ্রাদ্ধ
করে, তবে তাহাদের যুগব্যাপী মোক্ষ হয়, সংশয়
নাই । হে ভূপতে ! বালভাব বশতঃ কিংবা
অজ্ঞানপূরকও মানবের যে পাপ সঞ্চিত হয় শূল
ভেদে স্নানমাত্র তৎসমস্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে ।
রজক যেমন বসন ধৌত করিয়া নির্মল করে, পাপী
মানবও তজ্জপ শূলভেদে অবগাহন করিয়া নির্মল
হয় । যে নর শূলভেদে বিধিসম্মত সন্ন্যাস গ্রহণ
ও মহাদেবের ধ্যান করে, তাহার পরমপদ লাভ
হয় এবং সে মহেশমন্দিরে যথেষ্ট ক্রীড়া করিয়া
পরে পবিত্রকূলে বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞ, রূপবান্, স্মৃতগ,
সর্বরোগহীন, ধর্ম্মাচারনিরত রাজা বা রাজপুত্র

এতদে কাথিতঃ রাজন্তীর্ণশ্চ কলমুক্তমম্ । যচ্ছ্রুত্বা
মানবো নিত্য মুচ্যতে সর্বকিঞ্চিৎ ॥ ৩৬ ॥ যঃ
শ্রানয়েন্নিত্যমাখ্যানং দ্বিজপুঙ্গবান্ । শ্রাদ্ধে
দেবকূলে বাপি পঠেৎ পর্ম্মণি পর্ম্মণি ॥ ৩৭ ॥
গীর্মাণাস্তত্র ভূবাণ্ডি মনুষ্যাঃ পিতৃভিঃ সহ । পঠতাং
শুধতাং চৈব নশুভে সর্বপাতকম্ ॥ ৩৮ ॥ লিখিত্বা
তীর্থমাহাত্ম্যং ব্রাহ্মণেভ্যো দদাতি যঃ । জাতিস্মরণং
লাভতে প্রাপ্নোত্যতিমতং ফলম্ ॥ ৩৯ ॥ কুদলোকে
বসেত্তাবদ্যাবদক্ষরমম্বিতম্ ॥ ৪০ ॥

ইতি ক্রীড়ান্দে কালীরাজমোক্ষগমনং নাম

পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্ পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

উত্তানপাদ উবাচ । অন্তচ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি কেন
গঙ্গাবতারিতা । কুদশীর্ষে স্থিতা দেবী পুণ্যা
কথাগহাগতা ॥ ১ ॥ পুণ্যা দেবশিলা নাম তস্তা
মাহাত্ম্যামৃতমম্ । এতদাখ্যাহি মে সর্বং প্রসন্নো

হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । হে রাজন্ ! যে
তীর্থকল শ্রবণে সতত মানব অখিল কলুষ হইতে
মুক্ত হয়, এই আমি তোমার নিকট সেই শূল-
ভেদের অন্তর্য্য মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম । যে মানব
দ্বিজপুঙ্গবগণকে নিত্য এই তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ কবায়
অথবা পর্ম্মদিবসে দেবগনসমীপে কিংবা শ্রাদ্ধকালে
পাঠ করে, পিতৃলোকসহ অখিল দেবতা তাহার
প্রতি প্রীত হন ; অধিক কি, এই আখ্যানের পাঠক ও
শ্রবণকারী সকলের অখিল পাতক বিনষ্ট হয় ।
যে নর এই তীর্থমাহাত্ম্য লিখিত্বা ব্রাহ্মণগণকে বিত-
রণ করে, তাহার জাতিস্মরণ লাভ হয় এবং তাহার
অতিমত ফল লাভ হইয়া থাকে । আর মহাপ্রলয়
পর্যন্ত তাহার কুদলোকে বাস হইয়া থাকে ৮-৪০ ।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্ পঞ্চাশ অধ্যায় ।

উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—অন্ত আর এক
তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণে আমার অভিলাষ হইতেছে । পুত
গঙ্গাদেবী কুদমস্তকে অবস্থিত ছিলেন, তিনি
কিরূপে ইহলোকে সমাগত হইলেন ? আর কেই
বা তাঁতাকে কুদমস্তক হইতে ভূতলে আনয়ন

যদি শকর ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃগুৈকমনা ভূত্বা
যথা গজাবতারিতা । দেবৈঃ সর্বেষামহাভাগা সর্ব-
লোকহিতায় বৈ ॥ ৩ ॥ অস্তি বিদ্যো নগো নাম
যাম্যাশায়াঃ মহীপতে । গীর্ষাণাম্ গতাঃ সর্বে তস্মা
মুর্দ্ধি নরেশ্বর ॥ ৪ ॥ তত্র চাহ্বানিতা গজা ব্রহ্মা-
দৈর্যথিলৈঃ সুরৈঃ । অত্যর্চ্যেণ জগন্নাথং
দেবদেবং জগদ্বাক্তম্ ॥ ৫ ॥ জটামধ্যস্থিতাং গজাং
মোচয়শ্বেতি ভূতলে । ভাস্করী সা ততো মুক্তা
কজ্জেন শিরসা ভূবি ॥ ৬ ॥ তত্র স্থানে মহাপুণ্যা
দেবৈরুৎপাদিতা স্বয়ম্ । ততো দেবনদী জাতা সা
হিতায় নৃণাং ভূবি ॥ ৭ ॥ বসন্তি যে তটে তস্তাঃ
শ্রানং কুর্বাণ্ড ভক্তিতঃ । পিবন্তি চ জলং
নিত্যং ন তে যান্তি যমালয়ম্ ॥ ৮ ॥ যত্র
সা পতিতা কুণ্ডে শূলভেদে নরাধিপ । দেব-
নদ্যাঃ প্রতীচ্যাং তু তত্র প্রাণী সরস্বতী ॥ ৯ ॥

করিল ? আর দেবশিলা নামে অত্র এক পুণ্যতীর্থ
আছে, এই দেবশিলারও মহাশ্রা অতি উত্তম
হে শকর ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন,
তবে এ সকল আমার নিকট বর্ণন করুন । ঈশ্বর
উত্তর করিলেন,—হে রাজন ! গজা যেরূপে অবতীর্ণ
হইয়াছিলেন, বলিতেছি, তুমি একমনা হইয়া শ্রবণ
কর । হে মহীপতে ! অখিল লোকের হিতকামনায়
দেবগণই এই মহাভাগা গজাদেবীকে ভূতলে আন-
য়ন করেন । হে নরেশ্বর ! দক্ষিণদিকে বিদ্যানামক
এক পর্বত আছে । ব্রহ্মাদি দেবগণ একদা সেই বিদ্যা-
পর্বতে গমন করিয়া গজা দেবীকে আহ্বান করেন
এবং দেবদেব জগন্নাথ জগদ্বাক্ত ঈশ্বকে অর্চনা
করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন যে, হে দেব !
আপনার জটামধ্যগত জাহ্নবী দেবীকে পরিত্যাগ
করুন । অনন্তর কুণ্ড দেবগণের প্রার্থনামুসারে
মুক্ত হইতে গজাদেবীকে পরিত্যাগ করিলেন,
মহাপুণ্যা দীপ্তিমতী দেবী জাহ্নবীও তখন ভূতলে
প্রাহর্তুতা হইলেন । হে ভূপ ! লোকহিতের জন্ত
দেবগণই তাঁহার আবির্ভাব প্রার্থনা করেন । দেবী
দেবগণের প্রার্থনায় অবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া
তিনি ভূতলে দেবনদী নামে বিপাতিলাভ করিলেন ।
যাহারা এই জাহ্নবীতীরে বাস, ভক্তিপূরক ইহার
জলে অবগাহন ও নিত্য জল পান করে, তাহাদের
যমালয়দর্শন হয় না । হে নরাধিপ ! দেবনদী
গজাদেবীর যে পৃষ্ঠভাগ শূলভেদকুণ্ডে পতিত হই-
য়াছে, তাহার নাম প্রাণী সরস্বতী ; আর তুমি যে

যাম্যাশাঃ শূলভেদস্ত তত্র তীর্থমুত্তমম্ । তত্র
দেবশিলা পুণ্যা স্বয়ং দেবেন নির্মিতা ॥ ১০ ॥ তত্র
শ্রাহী তু যো ভক্ত্যা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ । পিতর-
স্তস্মা তুম্যস্তি যাবদাভূতসংগ্রবম্ ॥ ১১ ॥ তত্র শ্রাহী
তু যো ভক্ত্যা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ প । স্বপ্নাগ্নেনাপি
দন্তেন তস্মা চান্তো ন বিদাতে ॥ ১২ ॥ । উত্তান-
পাদ উবাচ । কানি দানানি দন্তানি শস্তানি
ধরণীতলে । যানি দত্তা নরো ভক্ত্যা মুচ্যতে সর্ব-
পাতকে ॥ ১২ ॥ দেবশিলার মহাশ্রাঃ শ্রানদানাদিজং
কলম্ । ব্রতোপবাসনিয়মৈর্যৎপ্রাপ্যং তদ্বদন্ত
মে ॥ ১৪ ॥ । ঈশ্বর উবাচ । আসীৎপুরা মহা-
বীর্ঘ্যশ্চেদিনাথো মহাবলঃ । বীরসেন ইতি খ্যাতো
মণ্ডলাধিপতির্নৃপ ॥ ১৫ ॥ রাষ্ট্রে তস্মা রিপুনাস্তি ন
ব্যাদির্ন চ তক্ষরাঃ । য চাধর্মোহভবত্তত্র ধর্ম্য এব
হি সর্বদা ॥ ১৬ ॥ সদা মুদাধিতো রাজা সভাযো
বহুপুত্রকঃ । একাসীৎপতিতাস্মা সুরূপা গিরিজা
যথা ॥ ১৭ ॥ ইষ্টা সা পিতৃমাতৃভ্যাং বক্রবর্গজনস্ত

শিলার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সেই অল্পতম
শিলাতীর্থ মহাদেব স্বয়ং নিৰ্ম্মাণ করেন এবং এই
শিলা শূলভেদের দক্ষিণদিকে বিদ্যমান । যে মানব
ভক্তিপূরকাবে এই শিলাতীর্থে শ্রান করিয়া পিতৃ-
দেবগণের তর্পণ করে, কল্পকাল পর্য্যন্ত তদীয় পিতৃ-
গণ তৃপ্ত লাভ করিয়া থাকেন । যে নর এই তীর্থে
ভক্তিভরে শ্রান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করায়,
অতি অল্পদানেও তাহার অনন্তপুণ্য হয় । উত্তান-
পাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ধরণীতলে কোন্ কোন্ দান
প্রশস্ত ? ও মানবগণ ভক্তিপূরক কোন্ কোন্ দান
করিয়া অখিল পাতক হইতে মুক্ত হয় ? হে দেব !
এই সকল এবং দেবশিলামহাশ্রা, শিলাসমীপে শ্রান,
দান, ব্রত, উপবাস, যমনিয়ম প্রভৃতি কার্য্য করিলে
দিক্রপ কললাভ হয় ? আমার নিকট বলুন । ১—১৪ ।
ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে নৃপ ! পূর্বকালে মহাবল
মহাবীর্ঘ্য বিখ্যাত বীরসেন চেদিরাজ্যের অধীশ্বর
ছিলেন । মণ্ডলপতি চেদীশ্বর বীরসেনের রাজ্যে
শত্রু, ব্যাধ ও তক্ষরভয় ছিল না ; রাজ্যমধ্যে সতত
ধর্ম্মেরই অল্পটান হইত । অধর্ম্ম কদাচ স্থান প্রাপ্ত
হইত না । বহুপুত্রক নৃপতি বীরসেন ভাৰ্য্যার সহিত
সদাই মুদাধিত থাকিতেন, তাহার গিরিজার
শ্রান একটি সুরূপা কন্তা ছিল ; কন্তার নাম
ভানুমতী । ভানুমতী পিতা-মাতার যেরূপ অতীষ্ট,
অস্তান্ত বক্রবর্গগণও তাহাকে তক্রপ ভাগ

৮। কৃতং বৈবাহিকং কৰ্ম কালে প্রাপ্তে যথাবিধি। মমৈস্য বৰ্ততে বুদ্ধিধি ইত্যত মন্তমে। ভানু-
 ১৮। অনন্তরঃ চেদিপতির্দাদশাব্দমগে স্থিতঃ। মত্যা বচঃ শ্রদ্ধা রাজা সংহর্ষিতোহভবৎ। ২৬।
 ততস্তজ্জাত যো ভর্তা স মৃত্যুবশমাগতঃ। ৯। তৌৰ্যাত্ৰাঃ সমুদ্ভিষ্ট কোষঃ দত্তা সুপুলকম্। বিমুক্ত্য
 বিধবাঃ তাং সূতাং দৃষ্ট্বা রাজা শোকসমম্বিতঃ। পুরুষান বৃদ্ধান কুহা তস্যঃ সুরক্ষণে। ২৭। পুরুষান
 উবাচ বচনং তত্র স্বভাৰ্থাং দুঃখপীড়িতাম্। ২০। সাযুধাঃচাপি ব্রাহ্মণান স পুরোহিতান্। দাসীদাসান্
 প্রিয়ে দুঃখমিদং জাতং যাবজ্জীবং সুহঃসহম্। নৈবা রক্ষয়িতুং শক্যা রূপযৌবনগক্ষিতা। ২১। দুষয়েত
 কুলং কাপি কথং রক্ষ্যা হি বালিকা। নোপায়ো বিদ্যতে কাপি ভানুমত্যাংচ রক্ষণে। পরম্পরঃ
 বিবদতোঃ শ্রদ্ধা তৎকন্তকাববৌৎ। ২২। ভানু- সা তৌরে গঙ্গায়াঃ সমবাসিতা। ৩০। ত্যাক্রা
 মৃত্যুবাচ। ন লজ্জামি তবাগ্রেহং জল্পন্তী তাত্ প্রাপ্ত। সা চিবেঃ সার্কঃ যত্র রেবা মহা-
 কহিচিৎ। সত্যং নোৎপদ্যতে দোষো মদগ্রে তে নদী। ৩১। সমাঃ পঞ্চ স্থিতা তত্র ওঙ্কারে-
 নরাধিপ। ২৩। অদ্যপ্রভাতাঃ তাত ধারয়িষ্যে হমরকণ্টকে। উদগ্ধ্যাম্যেযু তৌৰ্যেযু তৌৰ্যাতৌৰ্য-
 ন মুর্দ্ধজান্। স্থলবস্ত্রপটাক্ষন্ত ধারয়িষ্যামি তে গৃহে জগাম সা। ৩২। স্নানান্নান্না পূজ্য-বিপ্রান্ ভক্তি-
 । ২৪। করিষ্যামি ব্রতান্তাশ্চ পুরানবিহিতানি চ। পূৰ্বমতল্লিতা। বাকুণীং সা দিশং গঙ্গা দেবনদ্যাংচ
 আশ্মানং শোষয়িষ্যামি তোবয়িষ্যে জনাদনম্। ২৫। সঙ্গমে। ২৩। দদর্শ চাশ্রমং পুণ্যং মুনিসঙ্ঘেঃ

বাসিতেন। চেদিরাজ যথাকালেই যোগ্যবরে
 কন্তা অর্পণ করিয়া স্বয়ং দ্বাদশবার্ষিকসঙ্গে দৌকিত
 হইলেন। ইত্যবসরে বীরসেনদুহিতার পতি পঞ্চ
 প্রাপ্ত হইল। চেদিপতি দুহিতাকে বিধবা অব-
 লোকন করিয়া পত্নীর সহিত শোক-যুক্ত হইলেন।
 রাজা তখন শোকপীড়িতা পত্নীকে কহিলেন,—
 প্রিয়ে! এই যে আমাদের দুঃসহ দুঃখ উপস্থিত
 হইয়াছে, ইহা যাবজ্জীবন থাকিবে; এইরূপ
 যৌবনগক্ষিতা কন্তাকে কোনরূপেই আমরা রক্ষা
 করিতে সমর্থ হইব না। নিশ্চয়ই এই বিধবা
 কন্তা কোনওরূপে কুল দূষিত করিবে। অতএব
 কিরূপে এই বালিকা কন্তার রক্ষা হয়? আমি
 ভানুমতীর রক্ষা বিষয়ে কোনই উপায় সন্দর্শন
 করিতেছি না। রাজদম্পতী পরস্পর এইরূপ
 কথোপকথন করিতেছেন, তাহাঁদের একরূপ বিলাপ-
 বাণী শ্রবণ করিয়া ভানুমতী কহিলেন,—হে তাত!
 যদিও ইহা লজ্জার বিষয়, তথাপি এ বিষয়ে আপনার
 সম্মুখে বলিতে আমার কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হই-
 তেছে না; আমি সত্যই কহিতেছি, আমাদ্বারা আপ-
 নার কুলে কোনই দোষস্পর্শ হইবে না। হে
 নরাধিপ! আজ হইতে আমি কেশ ধারণ করিব
 না, আমি স্থল বস্ত্রের অর্দ্ধমাত্র পরিধান করিয়া
 আপনার গৃহে বাস করিব। হে তাত!
 আপনার যদি অনুমতি হয়, তবে আমি পুরান-
 বিহিত বিবিধ ব্রতচরণ করিয়া শরীর শোষণ

ও জনাৰ্দ্দনের প্রীতিসাধন করিব; ভানুমতীর বাক্য-
 শ্রবণে চেদিপতি অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তিনি
 কন্তার তৌৰ্যাত্ৰার জন্ত বিপুল ধন রত্ন দান
 করিয়া তাহার রক্ষার্থ বৃদ্ধ বৃদ্ধ পুরুষগণকে নিযুক্ত
 করিলেন; ভানুমতীর সহিত সপুৰোহিত ব্রাহ্মণ-
 গণ গমন করিলেন। পদাতি পুরুষগণ আশুধসহ
 তাঁহার অনুগমন করিয়া সতত তাঁহাকে রক্ষা করিতে
 লাগিল; আর শুক্রার্থ অনেক দাস-দাসী তাঁহার
 সঙ্কে গমন করিল। অনন্তর ভানুমতী
 পিতার অনুমতিক্রমে গঙ্গাতীরে আগ্রহ লইয়া
 উভয়কূলেই অবগাহন করিলেন। হে নরাধিপ!
 ভানুমতী প্রতিদিন গঙ্গমালা ও ভূষণাদি দ্বারা
 দ্বিজসন্তমগণের পূজা করিয়া দ্বাদশ বৎসর জাহ্নবী-
 তীরে বাস করিলেন। ১৫—৩০। অনন্তর তিনি গঙ্গা-
 তীর পরিত্যাগপূর্বক আরও দক্ষিণ দিকে অগ্র-
 সর হইয়া মহানদী রেবাতীরে উপনীত হইলেন।
 সচিবগণও তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগি-
 লেন। অনন্তর ভানুমতী রেবাতীরবর্তী ওঙ্কার-
 রূপী অমরপর্বতে পাঁচ বৎসর বাস করিয়া
 তৎপর একতীর্থ হইতে অপর তীর্থে গমনপূর্বক
 অত্রত্য উত্তর ও দক্ষিণদিকস্থিত তীর্থনিচয় দর্শন
 করিতে লাগিলেন। আলস্তহীন! ভানুমতী
 ভক্তিপূর্বক তীর্থ সকলে বার বার স্নান ও পুনঃ
 পুনঃ দ্বিজগণের পূজা কারিলেন। অনন্তর

সমাকুলম্ । দৃষ্টা মূনিসমুৎ সা প্রণিপত্যোদমব্রবাৎ ।
৩৪ । মাহাশ্যামস্ত তীর্থস্ত নাম চৈবান্ত কৌদৃশম্ ।
কথয়ন্ত মহাভাগাঃ প্রসাদঃ ক্রিয়তাং মম । ৩৫ ।
ঋষয় উচুঃ । চক্রতীর্থং তু বিখ্যাতং চক্রং দন্তং পুরা
হরেঃ । মহেশ্বরেণ তুষ্টেন দেবদেবেন শূলিনা । ৩৬ ।
অত্র তীর্থে তু যঃ শ্রাদ্ধা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ।
অনিবর্তিকা গতিস্তস্ত জায়তে নাত্র সংশয়ঃ । ৩৭ ।
দ্বিতীয়েহহি ততো গচ্ছেচ্ছূলভেদে তপস্বিনি ।
পূর্বোক্তেন বিধানেন শ্রানং কুর্যাদযথাবিধি । ৩৮ ।
জন্মজয়কঠৈঃ পার্শ্বপুণ্যতে নাত্র সংশয়ঃ । জনেন
তিলমাত্রেণ প্রদদ্যাদজ্জলিতয়ম্ । ৩৯ । তৃপ্যন্তি
পিতরস্তস্ত দ্বাদশাব্দান্তসংশয়ম্ । যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে
ভক্ত্যা শ্রোত্রিয়েত্রাক্ষণৈর্নৃপ । ৪০ । বার্ক্যাদ্যাদ্যন্ত
বর্জ্যাস্তে পিতৃণাং দন্তমক্ষয়ম্ । অপরেহহি ততো
গচ্ছেৎ পুণ্যাং দেবশিলাং শুভাম্ । ৪১ । বৌধ্যতে
জাহুবী পুণ্যা দেবৈকংপাদিতা পুরা । শ্রাদ্ধা তত্র

তিনি পশ্চিমদিকস্থিত দেবনদীর সঙ্গম স্থলে উপ-
নীত হইলেন এবং ঋষিগণসমাকুল এক পুণ্য
আশ্রম দর্শন ও ঋষিগণের পাদপদ্মে প্রণামপূর্বক
জিজ্ঞাসা করিলেন ;—হে মহাভাগগণ ! এই তীর্থের
নাম কি ? ইহার মাহাত্ম্য কিরূপ ? আপনারা
আমার নিকট এসকল কহিয়া আমাকে অনুগ্রহীত
করুন । ঋষিগণ উত্তর করিলেন,—ইহার নাম
বিখ্যাত চক্রতীর্থ, দেবদেব শূলপাণি হরির প্রতি
প্রীত হইয়া এই স্থানে তাঁহাকে চক্রপ্রদান করেন ।
যে মানব এই চক্রতীর্থে শ্রান ও পিতৃদেবগণের
তর্পণ করে, তাহার পুনরাবৃদ্ধিহীন গতি হয়,
সংশয় নাই । হে তপস্বিনি ! প্রথমদিনে এই
তীর্থে শ্রান করিয়া দ্বিতীয় দিবসে শূলভেদে গমন
ও পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে শ্রান তর্পণাদি
কর্তব্য ; এইরূপ করিলে মানব জন্মজয়সংকীর্ণ
পাপ হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই । যে মানব
শূলভেদে অজলিতয় সতিল জল দ্বারা পিতৃগণের
তর্পণ করে, তাহার পিতৃগণ দ্বাদশাব্দাবধিকৌ তৃপ্তি
লাভ করিয়া থাকেন ; সন্দেহ নাই । হে নৃপ !
যে নর বেদাবৎ বিপ্রগণ দ্বারা শূলভেদে ভক্তি-
ভরে শ্রাদ্ধ করে, তাহার দন্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয় ;
কিন্তু কুসৌদজীবী পিতৃশ্রাদ্ধে বর্জ্যনীয় জানিবে ।
অনন্তর পরদিবস শুভদ শিলাতীর্থে গমন ও পুণ্য
জাহুবীকে অবলোকন করিবে ; পুরাকালে সুর-
গণ কর্তৃক এই সুরসরিৎ উৎপাদিত হইয়াছিল ।

জনং দদ্যান্তিলমিধং নরাধিপ ॥ ৪২ ॥ সক্রৎপিও প্রদানেন
মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া । একাদশীমুপোষিতা পক্ষয়ো-
রুভয়োৱপি । ৪৩ । অপাজাগরণং কুর্য্যাপঠে-
পৌরাণিকৌ কথাম্ । বিষ্ণুপূজাং প্রকুর্ক্বীত পুষ্প-
ধূপনিদনৈঃ । ৪৪ । প্রভাতে, ভোজয়েদ্বিজান্ দানং
দদ্যাদ্যশক্তিভ্যঃ । চতুর্থেহহি ততো গচ্ছেদ্বাত্র
প্রাচী সরস্বতী । ৪৫ । ব্রহ্মদেহাধিনিজ্ঞাস্তা পাব-
নার্থং শরীরিণাম্ । তত্র শ্রাদ্ধা নরো ভক্ত্যা তর্প-
য়েৎ পিতৃদেবতাঃ । ৪৬ । শ্রাদ্ধং কুর্য্য যথাশাস্ত্র-
মনিদ্যান্ ভোজয়েদ্বিজান্ । পিতরস্তস্ত তৃপ্যন্তি
দ্বাদশাব্দান্তসংশয়ম্ । ৪৭ । সর্বদেবময়ং শ্রানং
সর্বতীর্থময়ং তথা । দেবকোটিসমাকীর্ণং কোটি-
লিঙ্গোত্তমোত্তমম্ । ৪৮ । ত্রিরাত্রং কুরুতে যোহত্র
শুচিঃ শ্রাদ্ধা জিতেন্দ্রিয়ঃ । পক্ষং মাসঞ্চ যগ্নাসমদ-
মেকং কদাচন । ৪৯ । ন তস্ত সন্তবো মর্ত্যে তস্ত
বাসো ভবেদ্বিবি । নিয়মস্বো বিমুচ্যেত ত্রিজন্ম-
জনিতাদঘাৎ । ৫০ । বিনা পুংসা তু যা নারী

হে নরাধিপ ! এই জাহুবীজলে শ্রান ও তিল-
মিশ্রিত জলাঞ্জলি দ্বারা পিতৃতর্পণ এবং একবার
মাত্র পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে মানব
ব্রহ্মহত্যাপাতক হইতে মুক্ত হয় । উভয় পক্ষের
একাদশীতে উপবাস, রজনীজাগরণ, পৌরাণিক
আখ্যান পাঠ, পুষ্প, ধূপ ও নৈবেদ্য দ্বারা বিষ্ণু
পূজা, প্রভাতে ব্রাহ্মণভোজন ও যথাশক্তি
দান, এতীর্থে এই সকল কার্য্যই কর্তব্য বলিয়া
নির্দিষ্ট হইয়াছে । অনন্তর চতুর্থাৎ দিবসে প্রাচী
সরস্বতীতীর্থে গমন করিবে । শরীরগণের দেহ-
ত্বক্লির জন্ত এই প্রাচী সরস্বতী ব্রহ্মদেহ হইতে
বিনিজ্ঞাস্তা হইয়াছিলেন । মানব ভক্তিসহকারে
সরস্বতীতীর্থে শ্রান, পিতৃদেবগণের তর্পণ, ও
যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইলে তদীয়
পিতৃগণ দ্বাদশাব্দাবধিকৌ তৃপ্তি প্রাপ্ত হন, সন্দেহ
নাই । এই শ্রান সর্বতীর্থ ও সর্বদেবময় ; এখানে
কোটি কোটি দেব ও উত্তম উত্তম কোটি কোটি
লিঙ্গ বিদ্যমান । ৩১—৪৮ । যে শুচি জিতেন্দ্রিয়
মানব এই তীর্থে শ্রান করিয়া এই স্থানে ত্রিরাত্র,
মাস, পক্ষ, যগ্নাস কিংবা কোনরূপে একবৎসর
বাস করে, তাহার আর মর্ত্যে জন্মগ্রহণ হয়
না, সতত স্বর্গেই তাহার বাস হইয়া থাকে ।
নিয়মস্ব হইয়া এখানে অবস্থান করিলে ত্রিজন্ম-
সংকীর্ণ পাতক হইতে মানব মুক্ত হয় । পুরুষ-

দ্বাদশাদঃ শুচিত্বা । তিষ্ঠতে সাক্ষয়ঃ কালঃ ।
কুড্রলোকে মহীয়তে ॥ ৫১ ॥ মুনীনাং বচনং শ্রদ্ধা
মুদা পরময়া যযৌ । ততোহবগাহ ততীর্থমহ-
নিশমতস্ত্রিতা ॥ ৫২ ॥ দৃষ্ট্বা তীর্থপ্রভাবং তু
পুনর্নিচেনমববীৎ । শ্রদ্ধতাং বচনং মেহদ্য ব্রাহ্মণাঃ
সপুরোহিতাঃ ॥ ৫৩ ॥ ন ত্যজামৌদৃশং স্থানং
যাবজ্জীবমহর্নিশম্ । মৎপিতৃশ্চ তথা মাতুঃ
কথয়ধ্বমিদং বচঃ ॥ ৫৪ ॥ হংকস্তা শূলভেদস্তা
নিয়মব্রতচারিণী । এবমুক্তা স্থিতা সা তু তত্র
ভানুমতী নৃপ ॥ ৫৫ ॥ একান্তরোপবাসস্থা শনৈ-
র্নাসোপবাসিতা । দেবশিলাস্থিতা নিত্যং দধৌ সা
চক্রপাণিনম্ ॥ ৫৬ ॥ অহর্নিশং দহেদুপং চন্দনঞ্চ
সদীপকম্ । পাদশৌচং স্বয়ং কৃৎস্বা স্বয়ং ভোজয়তে
দ্বিজান্ । দ্বাদশাদানি সা রাজ্ঞী সুব্রতা তত্র
সংস্থিতা ॥ ৫৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ । অন্তদেবশিলা-
য়াস্ত মাহায়াং শূণু ভূপতে । কথয়ামি মহাবাহো

বিহীনা কোন নারী যদি শুচিত্বা হইয়া এখানে
দ্বাদশ বৎসর বাস করে, তবে তাহার কুড্রলোকে
বাস হয়, কদাচ সে কুড্রলোক হইতে চ্যুত হয়
না এবং সে তথায় পূজিত হয় । চৌদহুহিতা ভানু-
মতী মুনিগণের এবন্ধিধ বাক্যে পরম প্রীত হইলেন,
তিনি অনলস ভাবে অহর্নিশ সেই তীর্থে অবগাহন
ও তীর্থের মহাপ্রভাব অবলোকন করিয়া পুনরায়
মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; তিনি সপুরোহিত
দ্বিজগণের সছোদন করিয়া কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ-
গণ ! অদ্য আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন ।
আমার যতদিন জীবন থাকিবে, আমি এস্থান
পরিত্যাগ করিব না, অহর্নিশ এই তীর্থেই বাস
করিব । আপনারা আমার পিতা-মাতাকে কহি-
বেন,—তোমাদের কস্তা নিয়মব্রতচারিণী হইয়া
শূলভেদ তীর্থে বাস করিতেছে । হে নৃপ ! ভানু-
মতী এইরূপ কহিয়া সেই শূলভেদেই রহিয়া
গেলেন এবং তিনি একান্ত উপবাসনিরতা এমন কি
ক্রমে নাসোপবাসিনী হইয়া দেবশিলাসমীপে উপ-
বেশনপূর্বক চক্রপাণির ধ্যান করিতে লাগিলেন ।
তিনি অহর্নিশ বিষ্ণুসমীপে ধূপদাহ, চন্দনদান ও
মনোজ্ঞ প্রদীপ প্রজালন এবং স্বয়ং দ্বিজগণের
পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন
করাইতে লাগিলেন । সুব্রতা ভানুমতীর এইরূপে
দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল । ঈশ্বর কহিলেন,—
হে নৃপ ! দেবশিলায় অপর এক পৌরাণিক

সেতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ৫৮ ॥ কশ্চিদনেচরো ব্যাধঃ
শবরঃ সহ ভার্য্যা । হৃর্তিকপীড়িতস্তত্র আমিষার্থে
বনং গতাঃ ॥ ৫৯ ॥ নাপশুৎ পক্ষিণস্তত্র ন মৃগার
কলানি চ । সরস্তুতো দদর্শাথ পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতম্ ।
৬০ ॥ দৃষ্ট্বা সরোবরং তত্র শবরৌ বাক্যমববীৎ ।
কুমুদানি গৃহণ স্বঃ দিব্যাত্মাহারসিদ্ধয়ে ॥ ৬১ ॥
দেবস্ত পূজনার্থং তু শূলভেদস্ত যত্নতঃ । বিক্রয়ো
ভবিতা তত্র ধর্ম্মশীলো জনো যতঃ ॥ ৬২ ॥ ভার্য্যা
বচনং শ্রদ্ধা জগ্ৰাহ কুমুদানি সঃ । উত্তীর্ণস্ত তটে
যাবদৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণমগ্রতঃ ॥ ৬৩ ॥ শ্রীকলানি গৃহীত্বা
তু শূপকানি বিশেষতঃ । শূলভেদং স সম্প্রাপ্তো
দদর্শ সুবহুং জনান্ ॥ ৬৪ ॥ চৈত্রমাসে সিতে পংক-
একাদশ্যাং নরাধিপ । তস্মিন্নর্হান নাস্ত্রীযুর্বালা বৃদ্ধা-
স্তথা স্ত্রিয়ঃ ॥ ৬৫ ॥ মণ্ডপং দদৃশে তত্র কৃতং দেব-
শিলোপরি । বহুৈঃ সংবেষ্টিতং দিব্যং স্তম্ভমালৈ-
কপণোভিতম্ ॥ ৬৬ ॥ ঋষয়শ্চাগতাস্তত্র যে চাশ্রম-

ইতিহাস সহ মাহায়া বর্ণন কারিতেছি, শ্রবণ কর ।
হে মহাবাহো ! ধনেশ্বর নামক জনৈক শবর ব্যাধ
হৃর্তিকপীড়িত হইয়া ভার্য্যার সহিত আমিষার্থে
শূলভেদের অরণ্যপ্রদেশে আগমন করিয়াছিল ;
সে অরণ্যে আসিয়া পক্ষী, মৃগ ও ফলাদি কিছুই
লাভ করিল না । অনন্তর শবর এক সরোবর
দর্শন করিল । এই সরোবর কমলমালায় অলঙ্কৃত
ছিল । অনন্তর শবরও সরোবর দর্শন করিয়া
স্বামীকে কহিল,—হে স্বামিন ! দিব্য কুমুদানচয়
চয়ন কর, অত্রত্য লোকসকল ধর্ম্মশীল ; তাহার
অবশ্যই এই কুমুদকুমুম গ্রহণ করিয়া যত্নসহকারে
শূলভেদে ত্রিশূলীর পূজা কারবে । আর সেই কুমুদ-
বিক্রয়লব্ধ ধন দ্বারা আমাদেরও আহার নিকাহ
হইবে । ৪৯—৬২ । শবর, পত্নীর বাক্যে তাহাই
করিল । সে সরোবর হইতে কুমুদানচয় গ্রহণপূর্বক
তটে উঠিয়াই সম্মুখে এক বিশ্বতরু অবলোকন
করিল ; অনন্তর ঐ বিশ্বতরু হইতে শূপক শ্রীকল
সকল গ্রহণ করিয়া শূলভেদে উপনীত হইল । হে
নরাধিপ ! শবর যে দিবস শূলভেদে উপনীত
হয়, সেদিন চৈত্র মাসের শুক্লা একাদশী ; শবর
দেখিল,—শূলভেদে বাল বৃদ্ধ রমণী বহু লোক
সমবেত হইয়া সেই একদশীদিবসে তথায়
জ্ঞান করিতেছে । অনন্তর শবর শিলাতীর্থে দেব-
শিলার উপর এক দিব্য মণ্ডপ অবলোকন করিল,
এ মণ্ডপ বহু দ্বারা সম্যক্ বেষ্টিত ও বিবিধ মাণ্য-

নবাসিনঃ । সোপবাসাঃ সনিয়মাঃ সর্ষে সাগ্নিপরি
গ্রহাঃ ৬৭ । দেবনদ্যাস্তে রমো যুনির্সজ্জঃ সমা-
কুলে । আগচ্ছন্তির্নৃপশ্রেষ্ঠ মার্গস্তত্র ন লভ্যতে ॥
৬৮ ॥ দৃষ্ট্বা জনগদং তত্র তাং ভাৰ্যাং শবরো-
হব্রবীৎ । গচ্ছ পৃচ্ছস্ব কমপি কিমদ্য স্নানকারণম্ ॥
৬৯ ॥ পর্যাণ যানি শ্রয়ন্তে কিং স্বিংস্বর্ষোন্সু-
সম্প্রবঃ । অঘনং কিং ভবেদদ্য কিং বাক্যতৃতী-
য়িকা ॥ ৭০ ॥ ততঃ স্বতর্জুবচনাচ্ছবরৌ প্রস্থিতা তদা ।
পপ্রচ্ছ নারীঃ দৃষ্ট্বাগ্রে দহাগ্রে কমলে শুভে ॥ ৭১ ॥
তিথিরৈদ্যব কা প্রোক্তা কিং পর্ষ কথয়স্ব মে ।
কিময়ং স্নাতি লোকোহয়ং কিং বা স্নানস্ত কারণম্ ॥ ৭২ ॥
নার্যুবাচ । অদ্য ঐকাদশী পুণ্যা সর্ষপাপক্ষয়করী ।
উপোষিতা সক্রদ যেন নাকপ্রাপ্তিং করোতি সা ॥
৭৩ ॥ তস্তাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা শবরৌ শবরায় বৈ ।
কথয়ামাস চাবাগ্নৌ বাক্যং নৃপসত্তম ॥ ৭৪ ॥ অদ্য

দ্বারা উপশোভিত । শবর আরও দেখিল,—যে
সকল আশ্রমবাসী ঋষি তথায় আগমন করিয়াছেন,
তাঁহারা উপবাসপরায়ণ, নিয়মব্রতধারী ও
অগ্নিশোভী । হে নৃপসত্তম ! ঋষিগণ-সমাকুল রম্য
দেবনদীর কূলে এতই অগণিত ঋষির সমাগম
হইয়াছিল যে, তৎকালে তত্রত্য পথ-ঘাট আর দৃষ্টি-
গোচর হইল না । শবর এই জনসঙ্গ সন্দর্শন করিয়া
ভাৰ্য্যাকে কহিল,—তুমি এই জনসমীপে গমন
করিয়া অদ্যকার এই গ্রানের কারণ কাহাকেও
জিজ্ঞাসা কর ; অবশ্যই যে সকল পর্ষ শ্রুত হয়,
অদ্য তাহারই কোন একটী হইবে কিংবা অদ্য
সূৰ্য্য-চন্দ্রগ্রহণ অথবা অঘন কিংবা অক্ষয় তৃতীয়া
হইবে ! স্বামী শবরের আদেশে শবরৌ তখনই
সেখানে গমন করিল এবং এক রমণীকে সম্মুখে
দেখিতে পাউয়া তাঁহাকে দুইটী পদ্ম প্রদানপূর্বক
জিজ্ঞাসিল,—হে শুভে ! অদ্য কোন পুণ্য
তিথি বা পর্ষ দিন উপস্থিত ? জনগণ কেন স্নান
করিতেছে ও এইরূপ গ্রানের কি ফল ? এ সকল
আমাকে বলুন । নারী উত্তর করিলেন,—অদ্য
সর্ষপাপবিনাশিনী পুণ্যা একাদশী । যে মানব এই
তিথিতে একবারও উপবাস করে, তাহার স্বর্গ
লাভ হয় । হে নৃপসত্তম ! নারীর মুখে শবরৌ
এইরূপ শ্রবণ করিয়া তখনই স্বামীর সমীপে উপ-
নীত হইল এবং অবাগ্রভাবে সেই সকল নারী-
বাক্য স্বামীর নিকট নিবেদন করিল । বলিল—
অদ্য পুণ্যতিথি একাদশী, বালরুদ্ধ সকলেই এ দিন

ঐকাদশী পুণ্যা বালরুদ্ধকরোপোষিতা । মদনৈকা-
দশী নাম সর্ষপাপক্ষয়করী ॥ ৭৫ ॥ নিয়তা শ্রয়তে
তত্র রাজপুত্রী স্নশোভনা । ব্রতস্থা নিয়তাহারা
নাম্ভা ভানুমতী সতী ॥ ৭৬ ॥ নৈতয়া সদশী কাচি-
ত্রিষ লোকেষু বিস্তৃতা । দৃষ্টতে সা বরারোহা
হব্রতীর্ণা মহীতলে ॥ ৭৭ ॥ ভাৰ্য্যায়া বচনং শ্রুত্বা
শবরস্তাং জগাদ হ । কমলানি যথালভঃ দহা
ভুঙ্ক' হি সহরম্ ॥ ৭৮ ॥ মমৈষা বর্ততে বুদ্ধির্ন
ভোক্তব্যং ময়া ধ্রুবম্ । ন যয়োপার্কিতং ভদ্রে
পাপবুদ্ধ্যা শুভং কচিৎ ॥ ৭৯ ॥ শবরুবাচ । ন
পূর্ষং তু ময়া ভুক্তং কস্মিংসৈব তু বাসরে । ভুক্ত-
শেষং ময়া ভুক্তং যাবৎকালং স্মরাম্যহম্ ॥ ৮০ ॥
ভাৰ্য্যায়া নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা স্নানং কর্তুং জগাম হ ।
অর্দ্ধোত্তরীয়বস্ত্রেন স্নানং কৃৎবা তু ভক্তিতঃ ॥ ৮১ ॥
সর্ষান দেবারম্ভস্য গতো দেবশিলাং প্রতি । তস্মৈ
স শঙ্কমানোহপি নমস্কৃত্য জনার্দনম্ ॥ ৮২ ॥ যস্তাশ্চ
কুমুদে দত্তে তয়া রাষ্ট্রো নিবেদিতম্ । তদৃষ্ট্বা

উপবাস করিয়াছে । বিশেষতঃ এই তিথিকে
মদন-একাদশী বলে ও এই মদন-একাদশী অখিল
কলুষ বিনাশ করেন । শুনিলাম—রাজনন্দিনী
স্নশোভনা সতী ভানুমতী সংযতা নিয়তাহারা ব্রত-
ধারিণী হইয়া এই তীর্থে বাস করিতেছেন ।
ত্রিলোকে ইহার জায় কোন রমণীই দৃষ্ট হয় না,
এই ভানুমতী ত্রিলোকে বিপাতা ; সেই বরারোহা
রমণীকে দর্শন করিলে মনে হয়, তিনি স্বর্গীয়া রমণী,—
যেন মানবদেহে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।
পত্নীর বাক্যে শবর কহিল,—প্রিয়ে ! অদ্য যে
সকল কমল লাভ হইয়াছে, ঐ সকল প্রদান করিয়া
তুমি আহার কর, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আমি
অদ্য ভোজন করিব না । হে ভদ্রে ! আমি
পাপবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া কদাচ পুণ্য অর্জ্জন
করি নাই । শবরৌ উত্তর করিল,—আপনি
আহার না করিলে কদাচ আমি আহার করি
নাট, ব্রত দিনের কথা আমার স্মরণ হইতেছে,
আমি আপনার ভুক্তাবশিষ্টেই ভোজন করিয়াছি ।
৬৩—৮০ । অনন্তর শবর ভাৰ্য্যার এইরূপ নিশ্চয়
জানিত্ব স্নানার্থ সরোবরে গমনপূর্বক অর্দ্ধোত্তরীয়
বসনে ভক্তিতরে স্নান ও স্মরণের চরণে নমস্কার
করিল । অনন্তর শক্তিমতী শবর সেই শিলা-
সমীপে উপবিষ্ট হইয়া জনার্দনকে প্রণাম
করিল । পূর্বে শবরৌ যাহাকে দুইটী কুমুদ কুমুম

পদ্মযুগলং তাং দাসীং সার্ববৌতদা ॥ ৮৩ ॥ কুত্র
পদ্মদ্বয়ং লব্ধং কথ্যতামগতো মম । নীত্রং তত্রৈব
গত্বা চ পদ্মানানয় চাপরান ॥ ৮৪ ॥ ধাত্তেন বসুনা
বাপি কমলানি সমানয় । ভানুমত্যা বচঃ শ্রুত্বা গত
সা শবরং প্রতি ॥ ৮৫ ॥ শ্রীকলানি চ পুষ্পাণি বহুস্ত-
ন্তানি দেহি মে ॥ ৮৬ ॥ শবর্যুবাচ । শ্রীকলানি সপুষ্পাণি
দান্তামি চ বিশেষতঃ । ন লোভো ন স্পৃহা মেহন্তি
গত্বা রাজ্যোঃ নিবেদয় ॥ ৮৭ ॥ তয়া চ সহরং গত্বা
যথাকৃতং নিবেদিতম্ । শবর্যুক্তং পুরস্তন্তাঃ সবিস্তর-
পরং বচঃ ॥ ৮৮ ॥ তন্তাস্ত বচনং শ্রুত্বা রাজ্যো তত্র স্বয়ং
গত । উবাচ শবরোঃ শ্রীত্যা দেহি পদ্মানি মূল্যতঃ ॥
৮৯ ॥ শবর্যুবাচ । ন মূল্যং কাময়ে দেবি কল-
পুষ্পসমুত্তমম্ । শ্রীকলানি চ পুষ্পাণি যথেষ্টং মম
গৃহ্যতাম্ ॥ ৯০ ॥ অর্চ্যং কুরু যথাস্থায়ং বাসুদেবে
জগৎপতো ॥ ৯১ ॥ রাজ্যুবাচ । বিনা মূল্যং ন

দান করিয়াছিল, সে চৌদগৃহিতা তপস্বিনী
ভানুমতীর দাসী। দাসী ভানুমতীর সমীপে
উপনীত হইয়া সেই শবরীদত্ত কুমুদ-
কুমুদদ্বয় নিবেদন করিল। তদর্শনে ভানুমতী
জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওহে! তুমি কাহার নিকট
এই পদ্মদ্বয় লাভ করিলে? সহর আমাকে বল এবং
অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া আরও অনেক
পদ্ম আনয়ন কর। দেখ, যদি পদ্মের বিনিময়ে
ধাত্ত কিংবা ধনু দিতে হয়, তাহা দিয়াও বহু পদ্ম
আনয়ন কর। ভানুমতীর বাক্য শ্রবণে তদীয়
দাসীও শবরীসমীপে গমন করিয়া বলিল,—
আমাকে বহু শ্রীকল ও পুষ্প সকল প্রদান কর।
শবরী উত্তর করিল,—আমি তোমাকে প্রচুর
পুষ্প বিশেষতঃ শ্রীকল দান করিব; তুমি
রাজ্যকে জানাইবে যে, এবিষয়ে আমার লোভ
বা স্পৃহা নাই। শবরী দাসীকে এইরূপ কহিলে
সেই দাসী তপস্বিনী ভানুমতীর সমীপে সহর
গমন করিয়া যথার্থ সবিস্তরে শবরী বাক্য নিবেদন
করিল। রাজ্যো তাহা শুনিয়া স্বয়ংই সেই শবরী-
সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং শবরীর প্রতি ক্রীত
হইয়া বলিলেন,—মূল্য লইয়া আমাকে কমল
দান কর। শবরী উত্তর করিল,—হে দেবি!
আমি পুষ্প-কলের মূল্য লইতে অভিলাষ করি না,
আপনি আমার নিকট যথেষ্ট পুষ্প ও শ্রীকল গ্রহণ
করিয়া যথামতি জগৎপতি বাসুদেবের পূজা করুন।
রাজ্যো কহিলেন,—আমি বিনামূল্যে তোমার কমল

গৃহ্যামি কমলানি তবাধুনা। ধাত্তস্ত ঋণিকামেকাং
দদামি প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৯২ ॥ দশ বিংশত্যথ
ত্রিংশচ্ছারিংশদধাপি বা। গৃহ্যণ বা ঋণিশতং
হৃর্তিকান্তোষিমুত্তর ॥ ৯৩ ॥ বসু রত্নং সুবর্ণং চ
অন্তস্তে যদভীপ্সতম্ । তৎসর্বং সম্পদান্তামি
কমলার্থে ন সংশয়ঃ ॥ ৯৪ ॥ শবর্যুবাচ । নাহারং
চিন্তয়াম্যদ্য মুক্তা দেবং বরাননে । দেবকার্য্যং
বিনা ভদ্রে নান্তা বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে ॥ ৯৫ ॥ রাজ্যুবাচ ।
ন স্বয়ং পরিভ্রাজ্যঃ সর্বমগ্রে প্রতিষ্ঠিতম্ ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন মমারং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৯৬ ॥
তপস্বিনো মহাভাগা যে চারণ্যনিবাসিনঃ । গৃহস্থ-
ধারি তে সর্বে যাচন্তেহন্নমতল্লিতাঃ ॥ ৯৭ ॥
শাবর্যুবাচ । নিষেধস্ত কৃতঃ পূর্বং সর্বং সত্যে
প্রতিষ্ঠিতম্ । সত্যেন তপতে সূর্য্যঃ সত্যেন
জলতেহনলঃ ॥ ৯৮ ॥ সত্যেন তিষ্ঠত্যধির্বাযুঃ
সত্যেন বাতি চি । সত্যেন পচ্যতে শস্তং গাবঃ
ক্ষীরং অবন্তি চ ॥ ৯৯ ॥ সত্যাদারমিদং সর্বং

লইব না, পুষ্পের বিনিময়ে আমি এক ঋণি ধাত্ত
অর্পণ করিতেছি, গ্রহণ কর। তুমি ইচ্ছা করিলে,
আমার নিকট দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ কিংবা শত
গারি ধাত্তও গ্রহণ কর, ইহা দ্বারা তুমি হৃর্তিক-
সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। তোমার
প্রদত্ত কমলের জন্য আমি অমূল্য ধন, রত্ন এমন
কি তোমার অন্ত যাহা কিছু অভিলাষ, প্রদান
করিব, সংশয় নাই। শবরী উত্তর করিল,—হে
বরাননে! আমি আহারার্থে চিন্তিত নহি, সম্প্রতি
দেবতাপ্রীতিই আমার একাত্র কামনা। হে ভদ্রে!
দেবকার্য্য সাধন ভিন্ন আমার বুদ্ধি অন্ত কিছুতেই
আকৃষ্ট নহে। রাজ্যো কহিলেন,—অগ্রেই সকল
প্রতিষ্ঠিত, তুমি কি করিয়া সেই অন্ন পরিভ্রাজ্য
করিবে! অতএব তুমি সর্বপ্রযত্নে আমার অন্ন
গ্রহণ কর। দেখ, যাহারা মহাভাগ অরণ্যবাসী
তপস্বী, তাহারাও অতল্লিত হইয়া গৃহস্থের দ্বারে
আসিয়া অন্ন কামনা করেন ৮১—৯৭। শবরী উত্তর
করিল,—আমি পূর্বে মূল্য লইব না বলিয়া অঙ্গী-
কার করিয়াছি, এক্ষণে কিরূপে তাহার অন্তথা করি।
দেখুন, এ জগতে সকলই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে;
সূর্য্য সত্যপ্রভাবে তাপ দান করেন, সত্যপ্রভাবে
অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, সত্যপ্রভাবে সাগরের অবস্থান
হইয়া থাকে, সত্যপ্রভাবে সমীরণ প্রবাহিত হয়,
সত্যপ্রভাবে শস্য পরিপক্কতা লাভ করে, সত্য-

জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্। তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন সত্যং
সত্যেন পালয়েৎ ॥ ১০০ ॥ দেবকার্য্যাস্তু মে মুক্কা
নান্তা বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে। গৃহাণ রাজি পুষ্পাণি
কুরু পূজাং গদাভূতঃ ॥ ১০১ ॥ শ্রায়তে দ্বিজবাক্যৈঃ
ন দোষো বিদ্যাতে কচিৎ। কুশাঃ শাকং পয়ো
মৎস্য গন্ধাঃ পুষ্পাঙ্কতা দধি। মাংসঃ শয্যাসনং
ধানাঃ প্রত্যাগেয়া ন বারি চ ॥ ১০২ ॥ রাজ্যাবাচ।
আরামোপহৃতং পুষ্পমারণ্যং পুষ্পমেব চ। ক্রীতং
প্রতিগ্রহে লব্ধং পুষ্পমেবং চতুর্বিধম্ ॥ ১০৩ ॥ উত্তমং
পুষ্পমারণ্যং গৃহীতং স্বয়মেব চ। মধ্যমং কলমারামে
দ্ব্যধমং ক্রীতমেব চ। প্রতিগ্রহেণ যল্লব্ধং নিফলং
তদ্বিহুর্বিধাঃ ॥ ১০৪ ॥ পুরোহিত উবাচ। গৃহাণ
রাজি পুষ্পাণি কুরু পূজাং গদাভূতঃ। উপকারঃ
প্রকর্তব্যো ব্যপদেশেন কহিচিৎ ॥ ১০৫ ॥ ঈশ্বর
উবাচ। শ্রীফলানি সপদ্মানি দন্তানি শবরেণ তু।
গৃহীত্ব তানি রাজ্যো সা পূজাং চক্রে সুশোভনাম্ ॥
১০৬ ॥ ক্ষপাজাগরণং চক্রে ক্ষত্রীয়া পৌরাণিকৌ

প্রভাবে গোগণের ক্ষীর ক্ষরিত হয়; এমন কি এই
স্বাবর-জঙ্গমায়ক অখিল জগৎই সত্যে প্রতিষ্ঠিত;
অতএব সর্বপ্রযত্নে সত্যদ্বারাই সত্যপালন করবে।
হে রাজি! একমাত্র দেবকার্য্য নাতীত অন্য বিষয়ে
আমার বুদ্ধি নিবিষ্টে হইতেছে না, অতএব আপনি
এই পুষ্প গ্রহণ করিয়া গদাধরের পূজা করুন।
আমি দ্বিজগণের মুখে শুনিয়াছি,—কুশ, শাক, জল,
মৎস্য, গন্ধ, পুষ্প, অঙ্কত, দধি, মাংস, শয্যা,
আসন ও ধান। গ্রহণে কদাচ দোষ হয় না;
আর দ্বিজগণও এরূপ প্রতিগ্রহ প্রত্যাখ্যান
করেন না। রাজ্যো কহিলেন,—পুষ্প চতুর্বিধ;—
উদ্যান হইতে আহৃত, বনজাত, মূল্যদ্বারা
ক্রীত ও প্রতিগ্রহলব্ধ; তন্মধ্যে স্বয়ং বাহ্য
অরণ্য হইতে আহরণ করা হয়, তাহাই উত্তম;
বাহ্য আরাম হইতে আহৃত, তাহা মধ্যম, বাহ্য
ক্রীত, তাহা অধম আর বাহ্য প্রতিগ্রহলব্ধ পাণ্ডু-
গণ বলেন, তাহা নিফল। পূর্বেই কথিত হইয়াছে
যে, ভানুমতীর সহিত পুরোহিত ছিলেন। তিনি
কহিলেন,—রাজি! এক্ষণে পুষ্পগ্রহণ করিয়া
গদাধরের পূজা কর; তারপর অন্য কোন
ব্যাপদেশে এই শবরীর উপকার করিও। ঈশ্বর
কহিলেন,—অনন্তর রাজ্যো শবরপ্রদত্ত সপদ্ম
শ্রীফল গ্রহণ করিয়া উত্তম পূজা, রাজি-
জাগরণ ও পৌরাণিক কথা শ্রবণ করিলেন।

কথাম্। শবরস্ত ততো ভাষ্যামিদং বচনমববৌৎ ॥
১০৭ ॥ দীপার্থং গৃহীতং স্নেহো যথালভেন সুন্দরি।
কুত্বা দীপং ততস্তৌ তু কুত্বা পূজাং হরেঃ শুভাম্ ॥
১০৮ ॥ চক্রতীর্থাগরং রাজ্যো ধ্যায়ন্তৌ ধরণীধরম্।
ততঃ প্রভাতসময়ে দৃষ্ট্বা স্নানোৎসুকং জনম্ ॥ ১০৯ ॥
স্নানি বৈ শূলভেদে তু দেবনদ্যাং তথাপরে।
সরস্বত্যাং নর্যাঃ কেচিন্মার্কণ্ডন্ত হৃদেহপরে ॥
১১০ ॥ চক্রতীর্থং গতাশ্চক্ৰঃ স্নানং কেচিদ্ধিধানতঃ।
শুচয়ন্তে জনাঃ সর্বে স্নাত্বা দেবশিলোপরি ॥ ১১১ ॥
শ্রাদ্ধং চক্ৰঃ প্রযত্নেন শ্রদ্ধয়া পুতচেতসা। তান্
দৃষ্ট্বা শবরো বিষ্টেঃ পিণ্ডাশ্চক্রে প্রযত্নতঃ ॥ ১১২ ॥
ভানুমত্যা তথা ভর্তুঃ পিণ্ডনির্ধপণং কৃতম্।
অনিদ্যা ভোজিতা বিপ্রা দম্ববার্দ্ধদ্যবর্জিতাঃ ॥
১১৩ ॥ হবিষ্যন্নৈলুপ্তা দধা শর্করামধুসর্গিবা।
পায়সেন তু গবোন কৃতান্নেন বিশেষতঃ ॥ ১১৪ ॥
ভোজয়িত্বা তথা রাজ্যো দদৌ দানং যথাবিধি।
পাত্ৰকোপানহৌ ছত্রং শয্যাং গোবৃষমেব চ। বিবি-
ধানি চ দানানি হেমরত্নধনানি চ ॥ ১১৫ ॥ চক্রতীর্থে
মহারাজ কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি। পৃথী তেন ভবে-

তখন শবরও নিজভাষ্যা শবরীকে কহিল,—হে
সুন্দরি! যেরূপে পার, দীপদানার্থ তৈল গ্রহণ কর।
শবরী তৈল আনিল, দীপ জালিল এবং দীপ
প্রদান করিয়া স্বামীর সহিত হরির উত্তম পূজা,
রজনীজাগরণ ও ধরণীধর হরির ধ্যান করিল।
অনন্তর রজনী প্রভাত হইল, ঋষি-তপস্বীরা স্নানার্থ
উৎসুক হইলেন। তাঁহারা কেহ শূলভেদে, কেহ
দেবনদীতে, কেহ সরস্বতীতীর্থে, কেহ মার্কণ্ডের
হৃদে, কেহ চক্রতীর্থে এবং অপর কেহ দেবশিলায়
যথাবিধি স্নান করিয়া শুচি হইয়া পুতচিতে যত্ন ও
শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধ করিলেন। শবরও তাঁহা-
দিগকে স্নান-শ্রাদ্ধাদি করিতে দেখিয়া স্নান করিল ও
বিষদ্বারা পিণ্ড প্রদান করিল। অনিদ্ভিতা ভানু-
মতীও তাঁহার স্বামীর ক্রীতির জন্য পিণ্ডদান
করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইলেন। তিনি দম্বী ও
কুসৌদজীবী দ্বিজগণকে বর্জন করিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন
এবং হবিষ্যন্ন, দধি, শর্করা, মধু ও স্তব্ধ দ্বারা তাঁহা-
দিগকে যথাবিধি ভোজন করাইয়া পাত্ৰকা, উপানহ,
ছত্র, শয্যা, গোবৃষ, হেম ও রত্ন প্রভৃতি বিবিধ দান
করিলেন। ১৮—১১৫। হে মহারাজ! যে মানব
চক্রতীর্থে কপিলা দান করে, তাহার সশৈল-বন-

দত্তা সশৈলবনকাননা । ১১৬ । উত্তানপাদ উবাচ ।
 যানি যানি চ দত্তানি শস্তানি জগতীপতে ।
 তানি সর্কানি দেবেশ কথয়স্ব প্রসাদতঃ । ১১৭ ।
 ঈশ্বর উবাচ । তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাং দীপদশচু-
 ক্তমম্ । ভূমিদঃ স্বর্গমাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুহিরণ্যদঃ ।
 ১১৮ । গৃহদো রোগরহিতো রূপাদো রূপবান
 ভবেৎ । বাসোদশচন্দ্রসালোক্যমর্কসাগুজ্যমশ্বদ ।
 বৃষদশ্চ শ্রিয়ঃ পুষ্টাঃ গোদাতা চ ত্রিবিষ্টপম্ । যান
 শয্যাপ্রদো ভাৰ্য্যামৈশ্বৰ্য্যমভয়প্রদঃ । ১১৯ । ধাত্তদঃ
 শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্ম শাশ্বতম্ । বার্য্যর-
 পৃথিবীবাসস্তিলকাঞ্চনসর্পিষাম্ । ১২০ । সর্কোবা-
 মেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে । যেন যেন হি
 ভাবেন যদ্যদানং প্রযচ্ছতি । ১২১ । তেন তেন
 স ভাবেন প্রাপ্নোতি প্রতিপূজিতম্ । দৃষ্টৌ দানানি
 সর্কানি রাজ্ঞী দত্তানি যানি চ । ১২২ । উবাচ
 শবরো ভাৰ্য্যাং যতচ্ছৃণু নরেশ্বর । পুরাণং পাঠিতং
 ভদ্রে ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ । ১২৩ । ক্ষতং চ তন্ময়া
 সর্কং দানধর্মকলং শুভম্ । পূর্বজন্মার্জিতং পাপং

জ্ঞানদানব্রতাদিভিঃ । ১২৪ । শরীরং হস্তাজং
 মুক্তা লভতে গতিমুত্তমাম্ । সংসারসাগরাভীতঃ
 সত্যং ভাজে বদামি তে । ১২৫ । অনেকানি চ
 পাপানি কৃতানি বহুশো ময়া । ঘাতিতা জন্তবো
 ভদ্রে নির্দ্বন্দ্বাঃ পক্ষতাঃ সদা । ১২৬ । তেন পাপেন
 দত্তোহহং দারিদ্ৰ্য্যং ন নিবর্ততে । তীর্থাবগাহনং
 পূর্বং পাপেন ন কৃতং ময়া । ১২৭ । তেনাহং
 হুংপিভো ভদ্রে দারিদ্ৰ্য্যমনিবর্তকম্ । মাতৃগৃহং
 প্রয়াহি ত্বং তাজ্জ স্নেহং মমোপরি । নগশৃঙ্গং
 সমাক্রহ মোক্তুমিচ্ছাম্যহং তন্মম্ । ১২৮ । শবধূবাচ ।
 মাতা পিতা ন মে কার্য্যং নাপি স্বজনবান্ধবৈঃ ।
 যা গতিস্তব জীবেশ সা মমাপি ভবিষ্যতি । ১২৯ ।
 ন স্ত্রীণামীদৃশো ধর্মো বিনা ভত্রী স্বজীবিতম্ ।
 ক্ষয়তে বহুবো দোষা ধর্মশাস্ত্রেশ্বনেকধা । ১৩০ ।
 পারণং কুরু ভোজেন্দ্র ব্রতং যেন ন নশ্চতি ।
 যন্তেহভিবাঞ্ছিতং কিকিঞ্চিৎকবে কর্তুমর্হসি । ১৩১ ।
 ভাৰ্য্যয়া বচনং ক্ষত্র মুনুদে শবরস্ততঃ । গৃহীত্বা
 ত্রীকলং নীলং হোমং কৃত্বা যথাবিধি । ১৩২ । সর্ক-

কাননা পৃথীদানের কল হয়। উত্তানপাদ
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবেশ ! হে জগৎপতে !
 যে যে দান প্রদত্ত বলিয়া কথিত হয়, প্রসন্ন হইয়া
 সে সকল আমার নিকট বলুন। ঈশ্বর
 কহিলেন,—তিলদাতা অভীষ্ট সন্ততি, দীপদাতা
 উত্তম নয়ন, ভূমিদ স্বর্গ, হিরণ্যদ দীর্ঘায়ু ও গৃহদাতা
 আরোগ্য লাভ করে। রূপাদান করিয়া নর রূপ-
 বান হয়, বসনদাতা শবধরের সালোক্য লাভ করে,
 অশ্বদাতা সপ্তাশ্ববাহনের সালোক্য প্রাপ্ত হয়, বৃষ-
 দাতা পূর্ণলক্ষী লাভ করে এবং গোদাতা স্বর্গপুরে
 গমন করে। এতদুত্তর যান ও শয্যাদাতা ভাৰ্য্যা,
 অভয়দ ঐশ্বৰ্য্য, ধাত্তদাতা নিত্য সৌখ্য ও বেদ-
 জ্ঞানদাতার অচ্যুত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।
 হে রাজন ! জল, অন্ন, পৃথিবী, বসন, তিল, কাঞ্চন,
 ও স্তুত প্রভৃতি যে সকল দান বিহিত আছে,
 তন্মধ্যে বেদজ্ঞানদানই শ্রেষ্ঠ। যে যে ভাবে যে
 যে দান করা হয়, দাতা সেই সেইভাবেই প্রতি-
 পূজা লাভ করে। হে নরেশ্বর ! রাজ্যদত্ত দান
 ব্যাপার দর্শনে শবর পত্নীক যাহা কহিয়াছিল, শ্রবণ
 কর। শবর বলিব,—হে ভদ্রে ! বেদপারগ জিজ্ঞাণ
 পুরাণ পাঠ করেন, আমি তাহাঁদের মুখে দানধর্মের
 উত্তম কল সকল শ্রবণ করিয়াছি। আমি শুনি-
 য়াছি,—জ্ঞান, দান ও ব্রতদ্বারা পূর্বজন্মার্জিত দূরিত

ক্ষয় হয়; আর হে ভদ্রে ! আমি সত্যই কহিতেছি,
 এই হস্তাজ শরীরের পাত হইলেও সংসারভীত
 মানবের উত্তমগতি লাভ হইয়া থাকে। হে ভদ্রে !
 আমি অনেক পাপ করিয়াছি, আমা কর্তৃক অনেক
 জন্ত নিহত ও পক্ষিত দত্ত হইয়াছে; হে প্রিয়ে।
 এক্ষণে আমি সেই পাপেই দত্ত হইতেছি, আমার
 দারিদ্ৰ্য্য দূর হইতেছে না। আমি পাপবুদ্ধিতে
 কখনও তীর্থজ্ঞান করি নাই, হে ভদ্রে ! এই জন্ত
 আমার এমনই দারিদ্ৰ্য্য হুংখ উপস্থিত হইয়াছে যে,
 কিছুতেই ইহার নিরুত্তি হইতেছে না। হে প্রিয়ে !
 আমার প্রতি স্নেহ ত্যাগ করিয়া তোমার মাতার
 নিকট গমন কর, আমি উক্ত গিরিশঙ্ক্রে আরোহণ
 করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। শবরী উত্তর
 করিল,—মাতা, পিতা, বান্ধব ও স্বজনে আমার
 কাজ নাই; হে জীবেশ ! আপনার যে গতি, আমা-
 রও সেই গতি হইবে। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া
 আত্মজীবন রক্ষা করা নারীর ধর্ম নহে, আমি
 ধর্ম শাস্ত্রসমূহে এ বিষয়ে অনেক দোষ শ্রবণ
 করিয়াছি। হে ভোজেন্দ্র ! আপনি পারণ করুন,
 অন্তথা আপনার ব্রত বিনষ্ট হইবে। হে স্বামিন !
 পারণ করিয়া আপনার অভীষ্ট বিষুকে নিবেদন
 করুন। ভাৰ্য্যার বাক্যে শবর হুঁই হইল, সে
 সহর ত্রীকল গ্রহণ করিয়া যথাবিধি হোম করত

দেবারমহত্য ভুক্তোহপি চ তয়া সহ । চৈত্র্যাঃ তু
বিষুবঃ জাহ্নবা তসৌ তত্র দিনত্রয়ম্ । ১৩৪ ।

ইতি ত্রীকান্দে ব্যাধবাক্যোপদেশকথনপূর্বকদানা-
দিকলবর্ণনং নাম-ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ । ৫৬ ।

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ভানুমতী দ্বিজান্ ভোজ্য
বুভুজে ভুক্তশেষতঃ । ভূকা স্নানুখমাহ্বায় তদন্নং
পারিণাম্য চ । ১ । ত্রয়োদশ্যাং ততো গহ্বা মদনা-
ধ্যাতিথৌ তদা । মার্কণ্ডেয়ং হৃদে প্রাত্যানর্চ দেবঃ
শুভাশ্রয়ম্ । ২ । কতোপবাসনিয়মা স্নাপয়িত্ব
মহেশ্বরম্ । পঞ্চামৃতসুগন্ধেন ধূপদীপনিবেদনৈঃ ।
৩ । আর্চয়দ্বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ সুশো-
ভনৈঃ । কপাজাগরণং কৃৎবা শ্রদ্ধা পৌরানিকৌ
কথাম্ । ৪ । নৃত্যগীতৈস্তথা স্তোত্রৈর্দেবো দেবঃ
মহেশ্বরম্ । অন্নং বিস্তারিতং সর্গং দেবস্তাগ্রে
যথাবিধি । ৫ । চাতুর্বিধাসুত্ৰাঃ সর্গে ভোজিতাঃ

অগ্নিঃ দেবগণকে নমস্কার করিয়া ভার্ঘ্যায় সহিত
ভোজন করিল এবং চৈত্র্যমাসীয় মহাবিষুব সংক্রান্তি
সমাগত জানিয়া সেই স্থানে দিনত্রয় বাস
করিল । ১১৬—১৩৪ ।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৬ ।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—ভানুমতী দ্বিজগণকে
ভোজন করাইয়া তাঁহাদের ভুক্তাবশেষ গ্রহণ
করত অন্নের পরিণাম সাধন করিয়া সুখে উপ-
বেশন করিলেন । অনন্তর মদনত্রয়োদশী সমাগত
হইল । ভানুমতী মার্কণ্ডেয়হৃদে গমন করিয়া যথা-
বিধি স্নান ও শুভাশ্রয়ী পূজা করিলেন । উপ-
বাসনিরতা নিরমব্রতধারিণী ভানুমতী সুগন্ধি
পঞ্চামৃত দ্বারা মহেশকে স্নান করাইলেন এবং
বিবিধ ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও মনোজ্ঞ কুসুম
সমূহ দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিলেন । তারপর
তিনি ॥ রজনীজাগরণ, পৌরানিক পুণ্যকথাশ্রবণ,
নৃত্য, গীত, ও স্তোত্রাদি দ্বারা দেবদেব মহেশ্বরের
সন্তোষ সাধন করিলেন । অনন্তর দেবেশসমীপে
বহু অন্ন প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণাদি চতুর্বিধের
কস্তাগণকে ভোজন করাইলেন ও তাহাদিগকে

সপরিচ্ছদাঃ । চতুর্দশ্যাং দিনং যাবৎ সম্পূজ্য বৃষভ-
ধ্বজম্ । ৬ । শম্ববাদিত্তৈরীতিঃ পটহধ্বনি-
নাদিতম্ । কপাজাগরণং কৃৎবা প্রভূতজনসঙ্কলম্ ।
৭ । নৃত্যগীতৈস্তথা স্তোত্রৈঃ প্রেরিতা সা নিশা
তদা । প্রভাতে ভোজিতা বিপ্রাঃ পায়সৈর্ষধু-
সর্গিণা । ৮ । দদ্বা দানানি বিপ্রৈস্তাঃ শক্যা
বিপ্রাহুসারতঃ । অর্চয়িত্বা মহাপুংসেঃ সুগন্ধৈ-
শ্চন্দনৈঃ চ । ৯ । বিচিত্রৈঃ স্তম্ভবস্ত্রৈশ্চ দেবঃ
সম্পূজ্য বেষ্টিতঃ । স্নানামলক্ষ্যমানেষ বহুদীপসমু-
জ্জলৈঃ । ১০ । পঞ্চাশৈর্বিবিধৈর্ভৈক্ষ্যৈঃ সুবৃত্তৈ-
র্মোদকাদিভিঃ । ১১ । ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্গে
বেদাধ্যয়নতৎপরঃ । তৎপর্ক কীর্ত্ত্বাধ্বজুঃ পদ্মকং
নাম নামতঃ । আদিত্যস্ত দিনং তদ্য তিথিঃ পঞ্চ-
দশী তথা । ১২ । ত্রাহুমেব চ নক্ষত্রং সঙ্ক্রান্তিবিষুবং
তথা । ব্যতীপাতস্তথা যোগঃ করণং বিষ্টিরেব
চ । ১৩ । পদ্মকং নাম পট্টকতদয়নাদিচতুর্ভুজম্ ।
অত্র দত্তং হতং জপ্তং সর্গং ভবতি চাক্ষয়ম্ । ১৪ ।
তে দ্বিজা ভানুমত্যাথ শূলভেদং গতাস্তে সহ ।

পরিচ্ছদাদ দান করিলেন । ভানুমতী চতুর্দশী-
দিবস পর্য্যন্ত এইরূপে বৃষধ্বজ মহেশ্বরের পূজা
করিলেন । সেস্থান শম্ব, ভেরী, ও পটহ প্রভৃতি
বাদিত্ত দ্বারা নিনাদিত হইল, এদিনেও তিনি
প্রভূত জনগণে পরিবৃত্ত হইয়া রজনীজাগরণ
করিলেন ; নৃত্য, গীত ও স্তোত্র দ্বারা তাঁহার
সে দিনও অতিবাহিত হইল । অনন্তর রজনী
প্রভাত হইল । তিনি পরদিনসও পায়স, মধু ও দ্বত
দ্বারা দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া শুণাহুসারে
তাঁহাদিগকে যথার্থকি বস্ত্রাদি বিবিধ দান করি-
লেন । অনন্তর তিনি উত্তম উত্তম কুসুম ও
আমোদকর গন্ধ দ্বারা দেবেশ্বরের পূজা করিয়া
বিচিত্র স্তম্ভবসনে তাঁহাকে বেষ্টিত করিলেন ;
তারপর লক্ষমান মাল্য তাঁহার গলে প্রদান করিয়া
বহু সমুজ্জল দীপ, বিবিধ পঞ্চাশ ও সুবর্ত্তুল মোদক
দান করিলেন । ১—১১ । অনন্তর বেদাধ্যয়নপরায়ণ
দ্বিজগণ এই পর্কের নামকরণ করিলেন—পদ্মক ;
তাঁহারা আরও কহিলেন,—অদ্য রবিবার, পূর্ণিমা
তিথি চিত্রানক্ষত্র, বিষুসংক্রান্তি, ব্যতীপাতযোগ,
বিষ্টিকরণ, এ সকল একত্র মিলিত হইয়াছে । অত-
এব ইহার নাম হইল পদ্মক ; এই পদ্মকপর্ক অয়-
নাদিপর্ক হইতেও চতুর্ভুজ পুণ্যজনক । এই পদ্মক-
পর্কে দান, ভোম ও জপ সকলই অক্ষয় হইয়া

দদৃশুঃ শবরং কুণ্ডে ভাৰ্য্যা সহ সংস্থিতম্ । ১৫ ।
 ঐশানীং স দিশং গম্বা পৰ্বতে ভৃগুমূৰ্দ্ধনি । পতিতুং
 চ সমাক্রুণো ভাৰ্য্যা সহ পার্শ্বিণ । ১৬ । ভানুমত্যা-
 বাচ । তিষ্ঠ তিষ্ঠ মহাসব শৃণু বচনং মম ।
 কিমর্থং ত্যজসি প্রাণানদ্যাপি চ যুবা ভবান্ । ১৭ ।
 কঃ সন্তাপঃ ক উদ্বিগঃ কিং হুঃখং ব্যাধিরেব চ ।
 শিঙঃ সন্দৃশসেহদ্যাপি কারণং কথ্যতামিদম্ । ১৮ ।
 শবর উবাচ । কারণং নাস্তি মে কিঞ্চিন্ন হুঃখং
 কিঞ্চিদেব তু । সংসারভয়ভীতোহহং নাত্মা বুদ্ধিঃ
 প্রবর্ততে । ১৯ । হুঃখেন লভ্যতে যশ্মান্মানুস্যং
 জন্ম ভাগ্যতঃ , মানুস্যং জন্ম চাসাদ্য যো ন ধৰ্ম্মং
 সমাচরেৎ । ২০ । স গচ্ছেন্নরিয়ং ঘোরমান্বদোষেণ
 স্তুন্দরি । তস্মাৎ পতিতুমিচ্ছামি তীৰ্থেহস্মিন্ পাপা-
 নাশনে । ২১ । রাজ্যুবাচ । অদ্যাপি বৰ্দ্ধতে
 কালো ধৰ্ম্মস্তোপার্জনে তব । কৃতাপকৃতকৰ্ম্মা বৈ
 ব্রতদানৈর্বিভূষ্যতি । ২২ । অহং দাস্যামি ধাত্তং

ধাকে । হে পার্শ্বিণ ! হিজগণ এইরূপ কহিয়া ভানু-
 মতীর সহিত শূলভেদে উপনীত হইলেন, সেখানে
 গিয়া দেখিলেন,—সেই শবরপত্নীর সহিত কুণ্ডমধ্যে
 অবস্থান করিতেছে ; সে, ভৃগুশ্রেণের ঈশানকোণে
 আকৃষ্ট হইয়া তবা হইতে পত্নীর সহিত ভূপতিত
 হইতে অভিলাষ করিতেছে । তদর্শনে ভানুমতী
 কহিলেন ;—হে মহাসব ! থাক থাক, আমার বাক্য
 শ্রবণ কর । এখনও তোমার যৌবন অতীত হয়
 নাই কেন তুমি জীবন বিসজ্জন দিতেছ ? তোমার
 কোন্ সন্তাপ, উদ্বিগ, হুঃখ বা রোগ উপস্থিত হই-
 য়াছে ? এখনও তোমাকে দেখিলে শিঙ বলিয়া
 অনুমান হয় । তুমি কেন প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছ ?
 তাহার কারণ কীৰ্ত্তন কর । শবর উত্তর করিল,—
 ইহার কোনই কারণ নাই বা আমার হুঃখও উপস্থিত
 হয় নাই ;—আমি এক্ষণে সংসারভয়ভীত, অস্ত
 কোন বিষয়েই আমার বুদ্ধি নিবিষ্ট হইতেছে না ।
 অতিহুঃখেই ভাগ্যবশে দুর্লভ মানুস জন্ম লাভ হয় ।
 যে সেই মানুসজন্ম লাভ করিয়া ধৰ্ম্মাচরণ না করে,
 হে মনোজ্ঞে ! সে আন্বদোষেই মহাঘোর নরকে
 গমন করিয়া থাকে । অতএব আমি এই পাপ-
 নাশন তীৰ্থে দেহ পাতিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ।
 রাজ্যী কহিলেন,—অদ্যাপি তুমি বালক ; তোমার
 ধৰ্ম্মোপার্জনের সময় আছে, তুমি এত দানাদি
 দ্বারা কুকৰ্ম্মজনিত পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিবে ।

বা বাসাংসি জ্বিগং বহ । নিত্যমাচর ধৰ্ম্মং ত্বং
 ধ্যায়ন্তিত্যং মহেশ্বরম্ । ১ । শবর উবাচ ।
 নৈবাহং কাময়ে বিত্তং ন ধাত্তং বস্ত্রমেব চ । যো
 যন্তৈবান্নমজ্ঞাতি স তজ্ঞান্নাতি কিঞ্চিদম্ । ২৪ ।
 রাজ্যুবাচ । কন্দমূলফলাহারো ভ্রমিত্বা ভৈক্ষ্য-
 যুক্তমম্ । অবগাহ্য স্তুতীর্থানি সৰ্ব্বপাটনঃ প্রমুচ্যতে ।
 ১৫ । ততো বিমুক্তপাপস্ত যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে শুচিঃ ।
 কৰ্ম্মণা তেন পুত্ৰস্বঃ সঙ্গতিং প্রাপ্যাসি ক্রবম্ । ২৬ ।
 শবর উবাচ । অন্নমদ্য ময়া ত্যক্তং প্রাণেভ্যো-
 হপি মহত্তরম্ । সত্যং ন লোপয়ে দেবি নিশ্চিতাত্ত
 মতিশ্রম । ২৭ । প্রসাদঃ ক্রিয়তাং দেবি ক্ষমদ্বাদ্য
 জনৈঃ সহ । অক্লোত্তরীয়বস্ত্রেণ সংযম্যাত্মানমুদ্যতঃ ।
 ২৮ । ভাৰ্য্যা সহিতো ব্যাধো হরিং ধ্যায়া পপাত
 হ । নগাৰ্দ্ধাৎ পতিতো যাবদন্তজীবো নরাধিপ ।
 ২৯ । চূণীভূতো হি তো দৃষ্টো কুণ্ডস্তোপরি ভূমিপ ।

আমি তোমাকে গাঢ়, বসন ও অস্ত্রান্ত বহু ধন
 দান করিতেছি, তুমি মহেশ্বরের ধ্যান করত নিত্য
 ধৰ্ম্মাচরণ কর । শবর উত্তর করিল ;—বিত্ত,
 ধাত্ত বা বস্ত্রে আমার কামনা নাই, কেননা যে
 যাহার অন্ন ভক্ষণ করে, সে তাহার পাপই গ্রহণ
 করে । রাজ্যী কহিলেন ;—কন্দ মূল ফল প্রভৃতি
 উত্তম ভক্ষ্য ভোজন, তীর্থে ভীষণ ও অন্ততম
 তীর্থে অবগাহন করিয়া মানব অখিল কলুষ হইতে
 মুক্ত হয় ; তাহার বিমুক্তপাপ ও শুচি হইয়া যে
 কিছু কার্য্য করে, সেই কৰ্ম্ম দ্বারাই তাহার সঙ্গতি
 লাভ হইয়া থাকে । তুমি তাহা করিয়াছ ও পুত
 হইয়াছ ; অতএব নিশ্চিতই তুমি সঙ্গতি প্রাপ্ত
 হইবে । শবর উত্তর করিল ;—দেবি ! আমি
 অদ্য প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম অন্ন পরিত্যাগ করি-
 লাম, আমি এখনও সত্যই কহিতেছি,—ভাবব্যতীতও
 আমি কদাচ সত্য পরিত্যাগ করিব না, ইহা আমার
 স্থিরসঙ্কল্প জানিবেন । দেবি ! আপান আমাকে ক্ষমা
 করুন, আপনার লোকগণ আমার প্রতি প্রসন্ন
 হউন, আমি ব্যাধ, আমি অক্লোত্তরীয় বসনে
 দেহ আবৃত ও আত্মা সংযত করিয়া ভাৰ্য্যার সহিত
 হরিগতমানস হইয়া এই গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিত
 হইব, আপান বাধা প্রদান করবেন না । হে
 নরাধিপ ! শবর এইরূপ কহিয়া সেই পৰ্ব্বতের
 অধঃভাগ হইতে ভূপতিত হইল, প্রাণবায়ু তাহার
 দেহ পরিত্যাগ করিল এবং দেখা গেল—শবর
 ভাৰ্য্যার সহিত চূর্ণিতাপ হইয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে কুণ্ড

জিহ্বার্শে গতে কালে শবরো ভাৰ্য্যা সহ । ৩০ ।
দ্বিবাঃ বিমানমাক্রুণে গতচ্ছান্তমাং গতিম্ । ৩১ ।

ইতি শ্রীহান্দে ব্যাধস্বর্গগমনবর্ণনং নাম
সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ । ৫৭ ।

অষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

উত্তানপাদ উবাচ । অখাতো দেবদেবেশ ভানু-
মত্যকরোচ্চ কিম্ । এষ মে সংশয়ো দেব কথং
প্রসাদতঃ । ১ । ঈশ্বর উবাচ । চিন্তয়িত্বা মুহূর্তং সা গতা
কুণ্ডল সন্নিধৌ । দৃষ্ট্বা কুণ্ডল মাহাত্ম্যং রাজ্ঞী হর্ষেণ
পূরিতা । ২ । বিপ্রান্ বহুন্ সমাহুয় পূজয়ামাস তৎ-
ক্ষণাৎ । দৃষ্ট্বা তু বিধিবদানং ব্রাহ্মণেভ্যো নৃপা-
ন্বজ । ৩ । নিশ্চয়ঃ পরমঃ কৃতা স্থিতা শাস্তেন
চেতসা । ততঃ সম্পূজ্য বিধিবৎ পিতৃন্ দেবান্
নরাধিপ । ৪ । ক্ষপয়িত্বা পক্ষমেকং মধুমাসস্ত
সা স্থিতা । অমাবাস্তাঃ ততো রাজ্ঞী গতা

মধ্যে পতিত হইল, হে ভূমিপ ! অনন্তর তথায়
দ্বিবাঃ বিমান আগমন করিল,—শবর পত্নীর সহিত
সেই বিমানে আরোহণ করিয়া উত্তম গতি লাভ
করিল । ১২—৩১ ।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৭ ।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় ।

উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেব-
দেবেশ ! অনন্তর ভানুমতী কি করিলেন ?—হে
দেব ! এবিষয়ে আমি সংশয়িত, অতএব আমার
প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইহা বলুন । ঈশ্বর উত্তর করি-
লেন,—অনন্তর ভানুমতী মুহূর্তমাত্র চিন্তা করিয়া
কুণ্ডলসমীপে গমন করিলেন এবং কুণ্ডলের এতদৃশ
মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া হর্ষপূর্ণহৃদয়ে বিপ্রগণকে
আহ্বানপূর্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের পূজা করি-
লেন । হে নৃপান্বজ ! অনন্তর ভানুমতী দ্বিজ-
গণকে যথাবিধি দান করিলেন এবং সেই তীর্থে
জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শাস্তিচিন্তে তথায় বাস
করিতে লাগিলেন । হে নরাধিপ ! তদনন্তর
তিনি যথাবিধি পিতৃ ও দেবগণের পূজা করিলেন
ও তথায় একপক্ষ বাস করিয়া চৈত্রমাসের অমা-
বস্তা তিথিতে পরমসমীপে গমনপূর্বক সেই গিরি-

পরমসন্নিধৌ । ৫ । নগশৃঙ্গং সমাক্রুত্ব কৃতা মুকু-
লিতৌ করৌ । বিজ্ঞাপ্য ব্রাহ্মণান্ সর্কানিহং
বচনমববীৎ । ৬ । মম মাতা পিতা ভ্রাতা যে
চাচ্ছে সখিবান্ধবাঃ ক্ষমাপয়িত্বা সর্কাস্তান্ বচনং
মম কথ্যতাম্ । ৭ । স্বপুত্রী শূলভেদে তু তপাঃ
কৃতা অশক্তিতঃ । বিস্মজ্য চৈব সাত্ত্বানং তস্মিৎ-
স্তীর্থে দিবং যযৌ । ৮ । ব্রাহ্মণা উচুঃ । সন্দেশং
কথয়িত্বামস্বয়োক্তং শোভনব্রতে । মাতাপিতৃভ্যাং
সুশ্রোণি মা তে ভূদত্ত সংশয়ঃ । ৯ । ততো বিস্মজ্য
তাংলোকান্ স্থিতা পরমতমুর্দ্ধনি । অর্কোত্তরীয়
বহ্নেণ গাঢ়ং বন্ধা পুনঃপুনঃ । ততশ্চিক্ষেপ সাত্ত্বান-
মেকচিত্তা নরাধিপ । ১০ । নগার্কে ভূপাতিতা যাবস্তাব-
দৃষ্টাঃ সুরাজনাঃ । ১১ । ভোভো বৎসে মহাভাগে
ভানুমত্যতিতাপসি । দ্বিবাঃ বিমানমাক্রুত্ব কৈলাসং
প্রতি গম্যতাম্ । ১২ । ততঃ সা পশুতাং তেষাং
জনানাং ত্রিদিবং গতা । ১৩ । মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
ইতি তে কথিতঃ সর্কঃ শূলভেদস্ত বিস্তরঃ । যঃ শ্রুতঃ

শিখরে আরোহণ করত যুক্তকরে ব্রাহ্মণগণকে
বক্ষ্যমাণ বাক্যে বালিতে লাগিলেন । ভানুমতী
কহিলেন,—আমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ও অন্যান্য
সুহৃৎ সগৌ সকলের সমীপে আমার ক্ষমা প্রার্থনা
জানাইবেন ; বিশেষতঃ আমার পিতা-মাতাকে
আমার বিষয়ে কহিবেন ;—“তোমাদের তনয়া শূল-
ভেদতীর্থে যথার্থকৃত তপস্বী করিয়া সেই তীর্থেই
জীবন বিসর্জনপূর্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছে ।”
ব্রাহ্মণগণ প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—হে শোভনব্রতে ।
নিঃসংশয়ে আমরা তোমার মাতা-পিতার নিকট
সংবাদ বলিব বটে, কিন্তু হে সুশ্রোণি ! তাঁহারা
এসংবাদে নিশ্চয়ই এখানে আসিয়া উপস্থিত হই-
বেন । দ্বিজগণ এই বলিয়া বিদায় লইলেন ।
এদিকে ভানুমতীও গিরিশিখরে আরোহণ করিয়া
অর্কোত্তরীয় বসনে পুনঃপুন দৃড়ভাবে শরীর আবদ্ধ
করিলেন । হে নরাধিপ ! অনন্তর ভানুমতী একচিন্তা
হইয়া আত্মাকে ভূপাতিত করিলেন । ১—১০ । তিনি
যৎকালে সেই পক্ষের অর্কভাগ হইতে ভূপতিত
হন, তখন সুরাজনাগণ তথায় উপনীত হইলেন
এবং বলিলেন,—হে মহাভাগে ! হে অতিতাপসি
ভানুমতি ! হে বৎসে ! দ্বিবাঃ বিমানে আরোহণ
করিয়া কৈলাসে গমন কর । অনন্তর ভানুমতী
দর্শকগণের সমক্ষে সেই বিমানারোহণে ত্রিদশালয়ে
গমন করিলেন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—এই তোমার

শঙ্করাৎ পূৰ্ণমুখি দেবসমাগমে । ১৪ । য ইদং পঠতে
ভক্ত্যা তীৰ্থে দেবকুলেহপি বা । স মুচ্যতে মহা-
পাপাদপি জন্মশতজিহতাৎ । ১৫ । ব্রহ্মশ ৫ সুরাণী
৫ স্তেয়ী ৫ গুরুতল্লগঃ । গোঘাতী স্ত্রীবিঘাতী ৫
দেবব্রহ্মহত্যারকঃ । ১৬ । স্বামিভোহৌ মিত্রঘাতী
তথা বিশ্বাসঘাতকঃ । পরন্তাপহারী ৫ পরমিত্তেপ-
লোপকঃ । ১৭ । রসভেদী তুলাভেদী তথা বাকু-
মিকস্ত যঃ । যঃ কস্তাবিক্রয়কর্তা ৫ তথা বিক্রয়-
কারকঃ । ১৮ । পরভাৰ্যা ভাতভাৰ্যা গোঃ নৃশ
কস্তকা তথা । অভিগামী পরদেবী তথা ধৰ্ম্ম-
প্রদূষকঃ । ১৯ । মুচ্যন্তে সৰ্ব্ব এবৈতে শূলভেদ-
প্রভাবতঃ । ২০ । য ইদং শ্রাবয়েচ্ছ্রদ্ধাং বিপ্রাণাং
দুঃখতাং নৃপ । মৃতং প্রয়াস্তি সংকটোঃ পিতরন্তস্ত
সৰ্বশঃ । ২১ । যশ্চৈদং শৃণুয়াত্তক্ত্যা পঠ্যমানঃ
নরো বশী । স মুক্তঃ সৰ্বপাপেভ্যঃ সৰ্বকল্যাণ-
ভাগ্ভবেৎ । ২২ । ইদং বশস্তমায়ম্যমিদং পাবন-
মুত্তমম্ । পঠতাং শৃণতাং নৃণামাযুঃকীৰ্ত্তিবিবৰ্দ্ধ-
নম্ । ২৩ । ইতি শূলভেদঃ তে শূলভেদস্ত

নিকট বিস্তররূপে শূলভেদের অখিল মাহাত্ম্য
কথিত হইল। ঋষিদের সভায় শঙ্করের মুখে আমি
ইহা এইরূপই শুনিয়াছিলাম। যে মানব তীৰ্থে
কিংবা দেবায়তনে বসিয়া এই শূলভেদমাহাত্ম্য
পাঠ করে, তাহার শতজন্মার্জিত মহাপাতক থাকি-
লেও তাহা হইতে সে মুক্ত হয়। ব্রহ্মঘাতী, সুরা-
পায়ী, চৌৰ্য্যপৰ্শয়িণ, গুরুদারগামী, গোঘাতী স্ত্রীঘাতী,
দেব ও ব্রহ্মহত্যাপহারী, স্বামিভোহৌ মিত্রভোহৌ,
বিশ্বাসঘাতক, স্তম্ভধনাপহারী, গচ্ছিত বস্ত্র
বিলোপকারী, রসভেদী, তুলাভেদী, কুসীদ
জীবী কস্তাবিবাহে বিব্রকারী, কস্তাবিক্রয়ী, পর-
পত্নী ভাতভাৰ্যা গো পুত্রবধু ও কস্তাগামী,
পরদেবী, ধৰ্ম্মদূষক,—শূলভেদপ্রভাবে এসকল
পাপীও পরিজ্ঞান পায়। যে মানব বিজগনকে
শ্রদ্ধা ভোজন করাইয়া তাঁহাদের মুখে এই
শূলভেদমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহার পিতৃগণ
সৰ্বথা ভূপ্ত ও মুদাষিত হন। যে বশী মানব
এই পঠ্যমান শূলভেদমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে
সৰ্বপাপমুক্ত হইয়া অখিল কল্যাণের ভাজন
হয়। যাহারা এই অনন্তম পুত মাহাত্ম্য পাঠ বা
শ্রবণ করে, তাহাদের আগু, যশ ও কীৰ্ত্তি বৰ্দ্ধিত
হয়। হে রাজন্! এই তোমার নিকট শূল-
ভেদের অখিল পুণ্যপ্রভাব বর্ণিত হইল।

পুণ্যং মতিম ন তি মমুদৈঃ শ্রবণ্যতে যৎ সপাটৈঃ ।
মদনরিপুতটিক্তা যামাকুলহিতস্ত প্রবলহরিতকন্দো-
চ্ছেদকুদালকল্পম্ । ২৪ ।

ইতি শ্রীকান্দে শূলভেদতীর্থমাহাত্ম্যাবৰ্ণনঃ
নামাষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ । ৫৮ ।

একোনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততঃ পুষ্করিণীং গচ্ছেৎ
সৰ্বপাপপ্রণাশিনীম্ । ক্রতে যন্তাঃ প্রভাবে তু সৰ্ব-
পাটৈঃ প্রমুচ্যতে । ১ । রেবারা উত্তরে কূলে
তীৰ্থং পরমশোভনম্ । যত্রাস্তে সৰ্বদা দেবো বেদ-
মূৰ্ত্তির্দিবাকরঃ । ২ । কুরুক্ষেত্রং যথা পুণ্যং সার্ক-
কামিকমুত্তমম্ । ইদং তীৰ্থং তথা পুণ্যং সৰ্ব-
কামকলপ্রদম্ । ৩ । কুরুক্ষেত্রে যথা বুদ্ধির্দানস্ত
জগতীপতে । পুষ্করিণ্যাং তথা দানং বৰ্দ্ধতে নাক্র-
ংশয়ঃ । ৪ । যবমেকস্ত যো দদ্যাৎ সৌবর্ণং মস্তকে
নৃপ । পুষ্করিণ্যাং তথা স্থানং যথা স্থানং নরে

য সকল নর শিবনদী শূলভেদের দক্ষিণ-
কূলে অবগাহনপূৰ্ব্বক এই পুত মাহাত্ম্য শ্রবণ
করে, পাপী হইলেও এই শূলভেদের মাহাত্ম্য
তাহাদের প্রবলতর হরিতচ্ছেদনের কুদালকল্প
হইয়া থাকে । ১১—২৪ ।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৮ ।

উনষষ্টিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর সৰ্বপাপ-নাশিনী
পুষ্করিণীতীৰ্থে গমন করিবে; এই পুষ্করিণীতীৰ্থের
মাহাত্ম্য শ্রবণে নর অখিল কলুষ হইতে মুক্ত
হয়। এই পরমশোভন পুষ্করিণীতীৰ্থ রেবার
উত্তরতীরে বিদ্যমান। দেবমূৰ্ত্তি দেব দিবাকর
এই তীৰ্থে সৰ্বদা বাস করেন। অনন্তম পুণ্য
কুরুক্ষেত্র তীৰ্থ যেরূপ সৰ্বকামপ্রদ, এই পুষ্ক-
রিণীতীৰ্থও তদ্রূপ নিখিল কামনা দান করে।
হে মহাপতে! কুরুক্ষেত্রে দান করিলেও যেরূপ
দানকল বৰ্দ্ধিত হয়, এই পুষ্করিণীতীৰ্থের দানও
তদ্রূপ পুণ্যবৰ্দ্ধক, সংশয় নাই । ১—৪। হে নৃপ! যে
নর একটীমাত্র স্বর্ণঘব এই পুষ্করিণীমধ্যে
নিক্ষেপ করে, তাহার মানবত্বলভ অতি

শ্রুতম্ । ৫ । সূর্য্যগ্রহে তু যঃ স্নাত্বা দদ্যাদানং
যথাবিধি । হস্ত্যশ্বরথরত্নাদি গৃহং গাশ্চ যুগলান্ ।
৬ । সূর্য্যং রজতং বাপি ত্র্যক্ষণেভ্যো দদাতি যঃ ।
ত্রয়োদশদিনং যাবত্ৰয়োদশগুণং ভবেৎ । ৭ । তিল-
মিশ্রেন তোয়েন তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ । দ্বাদশাদে
ভবেৎ প্রীতিস্তত্র তীর্থে মহীপতে । ৮ । যস্তত্র
কুরুতে শ্রাদ্ধং পায়সৈর্মধুসর্পিষা । শ্রাদ্ধদো লভতে
স্বর্গং পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ । ৯ । অক্ষতৈর্বদৈ-
র্ষিষৈরিন্দ্রদৈর্বা তিলৈঃ সহ । অক্ষয়ং ফলমাপ্নোতি
তস্মিন্স্তীর্থে ন সংশয়ঃ । ১০ । তত্র স্নাত্বা তু যো
দেবঃ পূজয়েচ্চ দিবাকরম্ । আদিত্যহৃদয়ং জপ্ত্বা
পুনরাদিত্যমর্চয়েৎ । স গচ্ছেৎ পরমং লোকং
ত্রিদশৈরপি বন্দিতম্ । ১১ । ঋচমেকাং জপেদ্যজ্ঞ
যজুর্বা সাম এব চ । স সমগ্রশ্চ বেদশ্চ ফলমাপ্নোতি
বৈ নৃপ । ১২ । যস্ত্র্যক্ষরং জপেন্নরঃ ধ্যায়মানো
দিবাকরম্ । আদিত্যহৃদয়ং জপ্ত্বা মূচ্যতে সর্ব-
পাতকৈঃ । ১৩ । যস্তত্র বিধিবৎ প্রাণাস্ত্যজতে

উচ্চস্থানে গতি হয় । যে মানব সূর্য্যগ্রহণে
পুষ্করিণীতীর্থে যথাবিধি স্নান করিয়া হস্তী, অশ্ব,
রথ, রত্ন, গৃহ, গো, হনবাহী ঘৃষ, সূর্য্য,
রজত,—ত্রয়োদশদিনে যথাক্রমে এই সকল দান
করে, তাহার ত্রয়োদশগুণ ফল লাভ হইয়া
থাকে । হে মহীপতে ! যে নর তিলযুক্ত জল-
দ্বারা এই তীর্থে পিতৃ-দেবগণের তর্পণ করে,
তাহার পিতৃগণ দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তিলাভ করেন ।
যে মানব এই তীর্থে পায়স, মধু ও স্নাত্বদ্বারা
পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করে, তদীয় পিতৃগণ অক্ষয়
তৃপ্তিলাভ করেন এবং শ্রাদ্ধদাতারও স্বর্গলাভ
হয় । এ তীর্থে অক্ষত, বদর, বিধ বা তিলসহ
ইন্দ্র দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলেও তাহা অক্ষয়
ফলদ হয়, সংশয় নাই । পুষ্করিণীতীর্থে স্নান
করিয়া যে নর দেব দিবাকরের পূজা ও আদিত্য-
হৃদয় জপ করিয়া আবার দিবাকরের পূজা করে,
তাহার ত্রিদশবন্দিত উত্তমলোক লাভ হয় । হে
নৃপ ! সামই হউক অথবা যজুই হউক, যে মানব
পুষ্করিণীতীর্থে একটীমাত্র মন্ত্র জপ করে, তাহার সমগ্র
বেদপাঠের ফল হয় । আর যে নর দিবাকরকে
ধ্যান করত ত্র্যক্ষর মন্ত্র জপ ও আদিত্যহৃদয়
পাঠ করে, তাহার দ্বিতরানি বিদূরিত হয় । হে
নৃপসত্তম ! যে মানব এই তীর্থে বিধিপূর্ব্বক জীবন

নৃপসত্তম । স গচ্ছেৎ পরমং স্থানং যত্র দেবো
দিবাকরঃ । ১৪ ।

ইতি ঐকান্দে পুষ্করিণ্যাদিত্যতীর্থমাশ্রয়বর্ণনং
নামৈকোনবষ্টিতমোহধ্যায়ঃ । ৫৯ ।

ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঐমাকণ্ডেয় উবাচ । ভূয়োহপ্যহং প্রবক্ষ্যামি
আদিত্যেশ্বরমুত্তমম্ । সর্বভূতখরং পার্শ্ব সর্ববিষ-
বিনাশনম্ । ১ । আয়ুঃশ্রীবর্দ্ধনং নিত্যং পুত্রং
স্বর্গদং শিবম্ । যশ্চ তীর্থশ্চ চাত্তানি তীর্থানি কুরু-
নন্দন । ২ । নালভস্ত্রিয়ং নাকে মর্ন্ত্যে পাতাল-
গোচরে । কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা নৈমিষং পুষ্করং
তথা । ৩ । বারাগসৌ চ কেদারং প্রয়াগং রুদ্রনন্দনম্ ।
মহাকালং সহস্রাক্ষং শুক্লতীর্থং নৃপোত্তম । ৪ ।
রবিতীর্থশ্চ সর্বাণি কলাং নার্ষ্ণি যোড়শীম্ । রবি
তীর্থে হি যদ্রুতং তক্ষুণ্ণম্ নৃপোত্তম । ৫ । স্নেহাস্তে
কথয়িষ্যামি বার্ককেনাতিপীড়িতঃ । শৃণু ঋষয়ঃ
সর্বৈ তপোনিষ্ঠা মহোজসঃ । ৬ । ক্রতং মে কদ্র-

বিসজ্জন করে, সে দেব দিবাকরের দিব্যালোক
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৫—১৪ ।

উনবষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৯ ।

ষষ্টিতম অধ্যায় ।

মাকণ্ডেয় কাহিলেন,—হে পার্শ্ব ! পুনরাপি
সর্ববিষহর অখিল ভূতনাশন অমুত্তম আদিত্যেশ্বর-
মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি ; এই মঙ্গলময় আদিত্য-
মাহাত্ম্য আয়ু ও সমৃদ্ধিবর্দ্ধক এবং পুত্রপ্রদ । হে কুরু-
নন্দন ! স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে যে সকল তীর্থ
[বদ,মান, আদিত্যতীর্থমাহাত্ম্যের সহিত সে
সকলের তুলনা করিয়া না । হে কুরুকুমার ! কুরুক্ষেত্র,
গয়া, গঙ্গা, নৈমিষ, পুষ্কর, বারাগসৌ, কেদার,
প্রয়াগ, রুদ্রনন্দন, মহাকাল, সহস্রাক্ষ, শুক্লতীর্থ,
—ইহারা আদিত্যতীর্থের ষোড়শাংশের একাংশ-
যোগ্যও নহে । হে নৃপসত্তম ! অনন্তর
বরিতীর্থে যাহা ঘটিয়াছিল, বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ
কর । আমি বার্কক্যপীড়িত, তথাপি তোমার প্রতি
স্নেহান্বিত হইয়া বলিতেছি ; মহোজা তপোনিরত
তপস্বীরাও আমার এই সকল কথা শ্রবণ করুন ।
আমি রুদ্রসমিধানে এই সকল শ্রবণ করিয়াছি,

সাবিত্র্যে নন্দিস্কন্দগণৈঃ সহ । পার্বত্যা পৃষ্ঠঃ শঙ্কুশ্চ
রবিতীর্থস্ত যৎকলম্ ॥ ৭ ॥ শঙ্কুনা চ যদাখ্যাতং
গিরিজায়াঃ সসম্মমম্ । তৎসম্মমেকচিত্তেন কডো-
লাতং ঞ্জতং ময়া ॥ ৮ ॥ তন্ত্বেহং সম্প্রবক্ষ্যামি
শৃণু যত্নেন পাণ্ডব । তুর্ভিক্ষোপহতা বিপ্রা
নশ্মদাং তু সমাশ্রিতাঃ ॥ ৯ ॥ উদালকো বশিষ্ঠশ্চ
মাণ্ডব্যো গোতমস্তথা । যাজ্ঞবল্ক্যোহথ গর্গশ্চ
শাণ্ডিল্যো গালবস্তথা ॥ ১০ ॥ নাচিকেতো
বিভাণ্ডশ্চ বালখিল্যাদয়স্তথা । শাতাভপশ্চ
শঙ্খশ্চ জৈমিনির্গোভিলস্তথা ॥ ১১ ॥ জৈগী-
ষব্যঃ শতানীকঃ সর্ব এব সমাগতাঃ । তীর্থযাত্রা
কৃতা তৈস্ত নশ্মদায়াঃ সমস্ততঃ ॥ ১২ ॥ আদিত্যে-
শ্বরমায়াতাঃ প্রসঙ্গাদৃষিপুঙ্গবাঃ । বৃক্ষৈঃ সজ্জাদিতং
শুভ্রং ধবতিন্দুকপাটনৈঃ ॥ ১৩ ॥ জম্বীরৈরজ্জুনৈঃ
কুজৈঃ শমীকৈসরকিংকরৈঃ । তস্মিন্স্থীর্থ্যে মহা-
পুণ্যে শৃগঙ্কিকুসুমাকুলে ॥ ১৪ ॥ পুরাগনারি-
কৈলৈশ্চ খদিরৈঃ কল্পপাদপৈঃ । অনেকশাপদা-
কৌণঃ শৃগমার্জ্জারসঙ্কুলম্ ॥ ১৫ ॥ ঋক্ষহস্তিসমাকৌণঃ

তৎকালে নন্দী, স্কন্দ ইহারাও দেবেশসমীপে
বিদ্যমান ছিলেন। তখন পার্বতী শঙ্কুকে আদিত্য-
তীর্থের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করেন। তৎকালে শঙ্কর
সসম্মমে গিরিকুমারীকে যাহা কহিয়াছিলেন, আমি
একচিত্ত হইয়া সেই সকল কুদ্রগীতিকা শ্রবণ করিয়া-
ছিলাম। হে পাণ্ডব। এক্ষণে আমি তোমার
নিকট সে সকল কহিতেছি, তুমি যত্নপূর্বক শ্রবণ
কর। একদা দ্বিজগণ তুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়া নশ্মদা-
তীরের আশ্রয় লন; তৎকালে উদালক, বশিষ্ঠ,
মাণ্ডব্য, গোতম, যাজ্ঞবল্ক্য, গর্গ, শাণ্ডিল্য, গালব,
নাচিকেত, বিভাণ্ড, বালখিল্যগণ, শতাভপ, শঙ্খ,
জৈমিনি, গোভিল, জৈগীষব্য ও শতানীক, ইহারাও
তীর্থযাত্রাব্যাপদেশে নশ্মদাতীরে উপনীত হন।
অনন্তর ঋষিপুঙ্গবগণ তীর্থপ্রসঙ্গে নশ্মদাতীরেব
সকল দিক্ পরিভ্রমণ করিয়া আদিত্যেশ্বরসমীপে
আগমন করেন। হে রাজন্! এই শ্রুশোভন
পুত্র আদিত্যেশ্বরক্ষেত্র ধব, তিন্দুক, পাটল,
জম্বীর, অজ্জুন, কুজ, শমী, কেসর, কিংকর,
পুরাগ, নারিকেল, খদির ও অনেক কল্প-
পাদপে সমাচ্ছন্ন; শৃগঙ্কি কুসুমসৌরভে
আমোদিত এবং শৃগ, মার্জ্জার, ঋক্ষ, হস্তী ও
শাব্দিলগণে সমাকুল। অনন্তর ঋষিগণ এইরূপ
বিবিধ তরুণোভিত, বাপদাকৌণ, কুসুমসমাকুল

চিত্রকৈশোপশোভিতম্ । প্রবিষ্টা ঋষয়ঃ সর্বৈ
বনে পুষ্পসমাকুলে ॥ ১৬ ॥ বনাশ্বে চ স্ত্রিয়ো
দৃষ্টা রক্তা রক্তাধরাধিতাঃ । রক্তমাগ্ন্যামুশোভাঢ্যা
রক্তচন্দনচর্চিতাঃ ॥ ১৭ ॥ রক্তাভরণসংযুক্তাঃ
পাশহস্তা ভয়াবহাঃ । তাসাং সমীপগা দৃষ্টাঃ কৃষ্ণ-
জীমূতসন্নিভাঃ ॥ ১৮ ॥ মহাকায়া ভীমবক্ত্রাঃ পাশ-
হস্তা ভয়াবহাঃ । অনাবৃষ্ট্যপমা দৃষ্টা আতুরাঃ
পিঙ্গলোচনাঃ ॥ ১৯ ॥ দীর্ঘজিহ্বা করালান্ধা তীক্ষ্ণ-
দংষ্ট্রা হ্রাসদা । বৃদ্ধা নারী কুরুশ্রেষ্ঠ দৃষ্টাত্মা ঋষি-
পুঙ্গবৈঃ ॥ ২০ ॥ ততঃ সমীপগা বৃদ্ধা তস্ত বৃন্দস্ত
ভারত । স্বাধ্যায়নিরতা বিপ্রা দৃষ্টান্তৈঃ পাপ-
কর্ম্মভিঃ ॥ ২১ ॥ উচুস্তে তু সমুহেন ব্রাহ্মণাস্তপসি
স্থিতান্ । অস্মাকং স্বামিনঃ সর্বৈ তিষ্ঠন্তে তীর্থ-
মধ্যতঃ । তে প্রস্থাপা মহাভাগাঃ সর্বধৈব হ্রা-
দিতাঃ ॥ ২২ ॥ হচ্ছুহা বচনং তেষাং সর্বৈ চৈব
হরাধিতাঃ । জঘ্মুস্তে নশ্মদাকক্ষং দৃষ্টা রেবাং
দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ২৩ ॥ ততঃ কেচিৎ স্ববস্ত্রান্তে জঘ

পুণ্যবনে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন,—রক্তাধর-
পরিহিতা, লোহিতমালাধারিণী, রক্তচন্দনচর্চিতা,
রক্তভূষণশোভিতা পাশহস্তা কতিপয় ভয়াবহা
রমণী তাহাদের সম্মুখে আসিতেছে। সেই রমণী-
গণের সঙ্গে আবার কৃষ্ণমেঘসন্নিভ মহাকায়া, ভীম-
বদন পাশহস্ত ভয়াবহ কতিপয় পুরুষও রহিয়াছে।
রমণীগণের কেহ দীর্ঘজিহ্বা, কেহ করালবদনা,
কেহ ভীষণদংষ্ট্রা ও কেহ পিঙ্গললোচনা। কলতঃ
তাহাদিগের রূপ এমনই নীবসকৃৎ যে, সেই হ্রা-
সদ আতুর অরণ্যচারিগণকে দর্শন করিলেই
তাহাদিগকে অনাবৃষ্টির প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়।
হে কুরুসন্তম! অনন্তর ঋষিপুঙ্গবগণ আর এক
বৃদ্ধা নারীও দর্শন করিলেন।—২০। হে ভারত!
ঐ বৃদ্ধা নারী পুণ্ড্রোক্ত রমণীগণের সমীপে সমাগত
হইল। জনৈক কথারানরত ঋষিগণ সেই পাপকর্ম্মা-
বনচারিগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। অতঃ-
পর তাহারা দলবদ্ধ হইয়া তপস্বী দ্বিজগণকে
কহিল,—হে মহাভাগগণ! আমাদের স্বামীরা এই
তীর্থমধ্যে বাস করিতেছেন; আপনারা তাহাদিগকে
অবিলম্বে আমাদের সমীপে প্রেরণ করিবেন।
তখন দ্বিজসন্তমগণ তাহাদের বাক্যে হরাধিত
হইয়া নশ্মদাকক্ষে গমন করিলেন এবং রেবা-
দর্শনে সেই সকল ঋষির মধ্যে কেহ কেহ
বক্ষ্যমাণ বাক্যে নশ্মদার জঘ করিতে লাগিলেন

দেবি নমোহন্ত তে ॥ ২৪ ॥ নমোহন্ত তে সিদ্ধগণ-
নিষেবিতে নমোহন্ত তে সৰ্বপবিত্রমঙ্গলে । নমো-
হন্ত তে বিপ্রসহস্রসেবিতে নমোহন্ত কঙ্কাক্সসমুদ্ভবে
বরে ॥ ২৫ ॥ নমোহন্ত তে সৰ্বপবিত্রপাবনে নমোহন্ত
তে দেবি বরপ্রদে শিবে । নমামি তে শীতজলে
সুখপ্রদে সরিষরে পাপহরে বিচিহ্নিতে ॥ ২৬ ॥
অনেকভূতৌষধসেবিতাক্ষে গন্ধৰ্ব্যক্ষোরগপাবি-
তাক্ষে । মহাগজৌষধিষৈবরাহৈরাপীয়সে তোয়-
মহোর্মিমালে ॥ ২৭ ॥ নমামি তে সৰ্ববরে সুখপ্রদে
বিমোচয়ান্ধাশবন্ধান্ ॥ ২৮ ॥ ভ্রমন্তি তাবন্নর-
কেষু মর্ত্যা যাবন্তবাস্তো ন হি সংশ্রয়ন্তি । স্পৃষ্টে
কঠৈশ্চন্দ্রমসৌ রবেশ্চৈতদেবি দদ্যাৎ পরমং পদং
তু ॥ ২৯ ॥ অনেকসংসারভয়াদ্ভিতানাং পাটৈরনেকৈ-
রভিবেষ্টিতানাং । গতিস্বমন্তোজসমানবজ্জৈ
দ্বৈশ্চৈরনেকৈরভিসংরুতানাং ॥ ৩০ ॥ নদ্যশ্চ পুত্ৰা

ঋষিরা কহিলেন,—হে দেবি! আপনার জয়
হউক, আপনাকে নমস্কার; হে বরে! সিদ্ধগণ
আপনার সেবা করেন, আপনি সৰ্ববিধ মঙ্গল
দান করিয়া থাকেন এবং আপনা হইতেই সকলে
পবিত্রতা লাভ করে; আপনাকে নমস্কার। হে
দেবি! আপনি ক্রদ্রদেহ হইতে সমুদ্ভূতা হইয়া-
ছেন। সহস্র সহস্র দ্বিজ আপনার সেবা করিয়া
থাকেন, আপনাকে নমস্কার। হে শিবে! আপ-
নিই অখিল বস্তু পবিত্র করেন, হে বরপ্রদে দেবি!
আপনাকে নমস্কার। দেবি! আপনার জল
সুশীতল, সুখপ্রদ ও পাপহর; হে সরিষরে!
আপনার গতি অতীব বিচিহ্ন, আপনাকে নম-
স্কার। হে সুখপ্রদে! ভূতনিবহ আপনার
নীরের সেবা করে; আপনি গন্ধৰ্ব, যক্ষ ও
উরগগণের অঙ্গ পুত্র করেন; মহাগজ, মহা-
মহাব ও মহাবরাহনিকর আপনার মহাউর্মিমাল্য-
সমাকুল জল পান করে; হে উত্তমে! আপনাকে
নমস্কার। আপনি আমার পাপরূপ পাশবন্ধ আশ্রয়
মুক্তিবিধান করুন। মানবগণ যতক্ষণ আপনার
নীরে শরীরসংযোগ না করে, ততকালই তাহা-
দের নরকমিকর ভোগ হয়; কিন্তু নিশাকর ও রবি-
কিরণ দ্বারা আপনার যে উত্তম জল স্পৃষ্ট হয় হে
দেবি! সেই জল স্পর্শ করিলে জনগণ পরমপদ
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা অনেক সংসারসমুত্ত
পাপে অভিভূত, বহুবিধ পাপ যাহাদিগকে সতত
আবৃত্ত করিয়া রহিয়াছে; হে পদ্মবদনে! সুখ-

বিমলা ভবন্তি ইং দেবি সম্প্রাপ্য ন সংশয়োহত্ ।
হুংখাতুরাণামভয়ং দদাসি শিষ্টৈরনেকৈরাভপূজি-
তাসি ॥ ৩১ ॥ বিগ্ৰহদেহাশ্চ নিমগ্নদেহা ভ্রমন্তি
তাবন্নরকেষু মর্ত্যাঃ । মহাবলধন্তত্তরঙ্গভঙ্গঃ জলঃ
ন যাবন্তব সংস্পৃশন্তি ॥ ৩২ ॥ স্নেহাঃ পুলিন্দাস্থখ
যাতুধানাঃ পিবন্তি যেষন্তস্তব দেবি পুণ্যম্ ॥
তেহপি প্রমুচ্যন্তি ভয়াচ্চ ঘোরাৎ কিমত্র বিপ্রা
স্তবপাশভীতাঃ ॥ ৩৩ ॥ সরাসি নদ্যাঃ কথম-
ভূ্যপেতা ঘোরে যুগেহস্মিন কলিনাবসৃষ্টে ।
তং ভ্রাজসে দেবি জনৌষপূর্ণা দিবৌব নক্ষত্রপথে চ
গঙ্গা ॥ ৩৪ ॥ তব প্রসাদাৎসরদে বিশিষ্টে কালঃ
যথেষ্টং পরিপালয়িত্বা । যাত্যাম যোক্ষঃ তব
সুপ্রসাদম্বয়ং যবা স্বঃ কুরু নঃ প্রসাদম্ ॥ ৩৫ ॥
ত্বামাশ্রিতা যে শরণং গতাস্চ গতিস্বমদেব পিত্তেব
পুত্রান্ । স্বংপালিতা যাবদিমং সুঘোরং কালং
অনারুষ্টিহতং ক্ষিপামঃ ॥ ৩৬ ॥ এবং স্তুতা তদা
দেবৌ নম্রদা সরিতাং বরা । প্রত্যক্ষা সা পরা

হুংখাদি বহুবিধ দ্বন্দ্বসম্বিত তাদৃশ মানবগণের আপ-
নিই একমাত্র গতি। হে দেবি! আপনার আশ্রয়
লাভ করিয়া নদীনিবহ পুত্র ও বিমল হইয়াছে,
সংশয় নাই; অনেক শিষ্টব্যক্তি আপনাকে পূজা
করেন, আপনি হুংখাতুরদিগকে অভয় দান করিয়া
থাকেন। আপনার তরঙ্গভঙ্গী দ্বারা মহাচল বিধ্বস্ত
হয়, নরনিকর যেপথ্যস্ত আপনার নীর স্পর্শ না করে
মুক্তপুরুষময় দেহ ধারণ করিয়া ততকালই নরক-
জালে পতিত হয় ও নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া থাকে।
হে দেবি! স্নেহ, পুলিন্দ, রাক্ষস যে কেহ আপনার
পুণ্যনীর পান করিয়া ভয়ঙ্কর ঘোর নরকভীতি
হইতে উদ্ধার পায়; তবপাশভীত ভূদেবগণের
সদৃশে আর বক্তব্য কি? ঘোর কলিকালসম্পর্কে
সরোবর ও নদীনিচয় সবই শুক হইয়া যায়, কিন্তু হে
দেবি! আপনার কলেবর জলপূর্ণ থাকিয়া মক্ষত্র-
পথে আকাশগঙ্গায় স্রায় আপনার অঙ্গ সমধিক
শোভাসম্পন্ন করে। হে দেবি! আপনার প্রসাদে
আমরা যাহাতে এই ভীষণ সময় অতিবাহিত
করিয়া মোক্ষপদের অধিকারী হয়, হে উত্তমে!
আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনি তাহাই
করুন। ২১—৩৫। যাহারা আপনার আশ্রয় লইয়া
আপনারই শরণাপন্ন হইয়াছে, পিতা-মাতার ন্যায়
আপনিই তাহাদের এতমাত্র গতি, অতএব যাহাতে
আমরা অনারুষ্টিহত এই ভয়ঙ্কর কাল কর্তন

মূর্তিৰীক্ষণানাং যুধিষ্ঠির ॥ ৩৭ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । পঠন্তি যে স্তোত্রমিদং নরেন্দ্র শৃণ্বন্তি ভক্ত্যা
পরয়া প্রশান্তাঃ । তে যান্তি ক্রদং বৃষসংযুতেন
যানেন দিব্যাহ্বরভূষিতাকাঃ ॥ ৩৮ ॥ যে স্তোত্র-
মেতৎ সততং জপন্তি স্নাত্বা চ তোয়েন তু নম্রদায়াঃ
তেভ্যোহস্তকালে সরিহস্তমেয়ং গতিং বিণ্ডুদামচিরা-
দদাতি ॥ ৩৯ ॥ প্রাতঃ সমুথায় তথা শয়ানো যঃ
কৌর্ভয়েতানুদিনং স্তবেন্দ্রম্ । দেহক্ষয়ং স্তে সলিলে
দদাতি সমাশ্রয়ং তস্ত মহানুভাব ॥ ৪০ ॥ পাটপ-
বিমুক্তা দিবি মোদমানাঃ সন্তোগিনশ্চৈব তু নান্তথা
চ ॥ ৪১ ॥ প্রসন্ন নম্রদা দেবী স্তোত্রেনাগেনৈন
ভারত । জলেনাপ্যায়িতান্ বিপ্রানদক্ষিণাপথবাহিনী ।
৪২ ॥ অমৃতত্বং তু বো দদ্মি যোগিভিধ্বং গম্যতে ।
তুর্লভ্যং যৎসুরৈঃ সর্কৈশ্চৎপ্রসাদাদান্নভিষ্যথ ॥ ৪৩ ॥
ইতি তে ব্রাহ্মণা রাজপ্লক্সা বরমনুদ্রুমম্ । গমিস্যন্তঃ
শ্রীতচিত্তা দদৃশুশ্চিহ্নমদ্রুতম্ ॥ ৪৪ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয়

করিতে পারি, আপনি সেইরূপে আমাদিগকে রক্ষা
করুন। হে যুধিষ্ঠির! সরিহ্বর নম্রদা দ্বিজগণ
কর্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া মনোজ্ঞ মূর্তিতে তাহাদের
দর্শনপথে উদ্ভিত হইলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—
হে নররাজ! যে সকল প্রশান্তহৃদয় মানব এই
স্তব ভক্তিভরে পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাহারা দিব্য
বসনে ভূষিত হইয়া বৃষযানে আরোহণপূর্বক রুদ্র-
লোকে গমন করিয়া থাকেন। ষাংরা নম্রদানীরে
অবগাহন করিয়া সতত এই স্তোত্র পাঠ করেন,
সরিহ্বর নম্রদা তাহাদের দেহাবসানে অচিরেই
বিণ্ডুগতি দান করেন। হে মহানুভব! যে মানব
প্রাতঃস্থান করিয়া কিংবা শয়্যায় শয়ান থাকিয়া এই
স্তবরাজ পাঠ করেন, তাহার দেহাবসানে নম্রদা
ঐশ্বর্য সলিলেই তাহাকে আশ্রয় দিয়া থাকেন। ষাংরা
এইরূপে নম্রদার স্তব করেন, তাহারা মুদাপ্রত হইয়া
ত্রিদেশালয়ে গমন করত বিবিধ ভোগসুখের অধি-
কারী হন, সন্দেহ নাই। হে ভারত! দ্বিজগণের
স্তবে নম্রদা প্রসন্ন হইলেন, তিনি জলপ্রবাহে বিপ্র-
গণকে আপ্যায়িত করত দক্ষিণাপথ বাহিয়া চলিতে
লাগিলেন। নম্রদা বলিলেন,—যাহা যোগজনের
তুর্লভ,যাহা ত্রিদিববাসীরও দুখলভ্য নহে,হে দ্বিজগণ!
আপনাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমি আপনাদিগকে
সেই অমৃতত্ব প্রদান করিতেছি, আপনারা আমার
অনুগ্রহে অমৃতত্ব লাভ করিবেন। হে রাজন! দ্বিজ-
গণ এইরূপে দেবী নম্রদার নিকট উত্তম বর লাভ

উবাচ । দৃষ্টান্তে পুরুষাঃ পার্শ্ব নম্রদাতটসংস্থিতাঃ ।
শ্রানদেবার্চনাসক্তাঃ পঞ্চ এব মহাবলাঃ ॥ ৪৫ ॥ তে
দৃষ্টা ব্রাহ্মণৈঃ সর্কৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ । সমপৃষ্টা-
স্তৈশ্চহরাজ যথা তদবধারয় ॥ ৪৬ ॥ বিপ্রা উচুঃ
বনান্তে ত্রীযুগং দৃষ্টা মহারোজং ভয়াবহম্ । ব্রহ্মাশ্চ
পুরুসাস্তত্র পাশহস্তা ভয়াবহাঃ ॥ ৪৭ ॥ তুর্লভা
হনিরীক্ষ্যাস্ত ইতশ্চেতশ্চ চঞ্চলাঃ । ব্যাহরন্তঃ শুভাঃ
বাচং ন তত্র গতিরস্তি বৈ ॥ ৪৮ ॥ অপরস্পরয়োঃ
সর্কৈ নিরীক্ষন্তঃ পুনঃপুনঃ । তৈস্ত যদ্বচনং প্রোক্তং
তৎসর্কং কথ্যতামিতি ॥ ৪৯ ॥ অস্মাকং পুরুষাঃ
পঞ্চ তিষ্ঠন্তি তত্র সন্তপাঃ । তে প্রহাপ্যা মহাভাগাঃ
সক্শৈব হরাদ্বিতাঃ ॥ ৫০ ॥ অথ তে পুরুষাঃ পঞ্চ
শ্রদ্ধা বাক্যমিদং শুভম্ । পরস্পরং নিরীক্ষন্তো
বদন্তি চ পুনঃপুনঃ ॥ ৫১ ॥ ন তে কস্ত কুতো যাতাঃ

করিয়া পথে যাইতে যাইতে একটি বিচিত্র
বাপার দর্শন করিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—
—হে পার্শ্ব! অনন্তর দ্বিজগণ দেখিলেন,—
মহাবল পাঁচজন পুরুষ নম্রদাতীরের আশ্রয়
লইয়া শ্রান ও দেবার্চনাদিতে রত রহিয়াছে।
অনন্তর বেদবেদাঙ্গপারগ বিপ্রগণ সেই পঞ্চ
পুরুষকে দেখিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা
শ্রবণ কর। হে মহারাজ! বিপ্রগণ তাহাদিগকে
জিজ্ঞাসা করিলেন;—আমরা বনান্তে তুর্লভ, এক
কতিপয় পুরুষ দর্শন করিলাম, এক হইলেও তাহা-
দের সহিত ভয়াবহ মহাভয়ঙ্কর রমণী সকল রহি-
য়াছে; সকলেরই করে পাশ শস্ত্র বিদ্যমান এবং
তাহারা সকলেই ভীষণবদন। তাহারা অরণ্য
মধ্যে চঞ্চলভাবে ইতঃস্তত ভ্রমণ করিতেছে।
আমরা তাহাদের প্রতি শুভ বাক্য সকল প্রয়োগ
করিলাম, কিন্তু সে দিকে তাহারা কর্ণপাত করিল
না, কেবল বিগ্নুত্বভাবে পুনঃপুনঃ কি নিরীক্ষণ
করিতে লাগিল। তাহারা যাহা বলিয়া দিয়াছে,
আমরা আপনাদের নিকট সে সকলই বসিতোছি।
হে সন্তমগণ! তাহারা বলিয়াছে যে; হে মহাভাগ-
গণ! আমাদিগের পাঁচজন পুরুষ, আপনারা যে
তীর্থে যাইতেছেন, সেই তীর্থে অবস্থান করিতেছে,
আপনারা যেরূপে হটক অবিলম্বে তাহাদিগকে
আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। ৩১—৫০।
অনন্তর সেই পঞ্চ প্রধান পুরুষ ঋষিগণের কথা শ্রবণ
করিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে পুনঃপুনঃ দৃষ্টি
নিষ্কপপূর্বক বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন।

কিমুক্তং তৈত্তয়াবৈঃ ॥ ৫২ ॥ পুরুষা উচুঃ ।
তীর্থাবগাতনং সৰ্বৈঃ পূৰ্বদক্ষিণপশ্চিমৈঃ । উত্তরৈশ্চ
কৃতং ভক্ত্যা ন পাপং তৈৰ্ব্যাপোহিতম্ ॥ ৫৩ ॥
নিম্পাপাশ্চ সজ্জাতাতীর্থশ্চান্ত প্রভাবতঃ । শৃঙ্খ
লযয়ঃ সৰ্বৈ বহিকালোপমং দ্বিজাঃ ॥ ৫৪ ॥ পাতকানি
চ ঘোরানি যান্ত্ৰচিত্ত্যানি দেহিনাম্ । পাপিষ্ঠেন তু
চৈকেন গুরুদারা নিষেবিতাঃ ॥ ৫৫ ॥ হতং চান্তেন
মিত্রম্ সুবর্ণং চ ধনং তথা । ব্রহ্মহত্যা মহারোজা
কৃতা চান্তেন পাতকম্ ॥ ৫৬ ॥ সুরাপানং তু চান্তম্
সজ্জাতং চাপ্যাকামতঃ । গোবধ্যা চাপ্যাকামেন কৃতা
চৈকেন পাপিনা ॥ ৫৭ ॥ অকামতোহপি সৰ্বৈবাং
পাতকানি নরাধিপ । ব্রাহ্মণানাম্ তে শ্রদ্ধা
বাক্যং তদ্বিশ্রম্যাবিতাঃ ॥ ৫৮ ॥ সদ্য এব তদা
জাতাঃ পাপিষ্ঠা গতকল্যাণাঃ । তীর্থশ্চান্ত
প্রভাবেণ নৰ্মদায়াঃ প্রভাবতঃ ॥ ৫৯ ॥ ন কচিৎ
পাতকানাম্ প্রবেশশ্চাত্ৰ জায়তে । এবং সন্ধিত্য

তে সৰ্বৈ পাপিষ্ঠাশ্চ পরস্পরম্ ॥ ৬০ ॥ চিত্র-
ভাসুঃ স্মৃতস্তৈশ্চ বিচিত্র্য হৃদয়ে হরিম্ । স্নাত্বা
রেবাজলে পুণ্যে তর্পিতাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥ ৬১ ॥
নত্বা তু ভাস্বরং দেবং হৃদি ধ্যান্য জনার্দনম্ ।
প্রদক্ষিণং তু তং ভক্ত্যা জলম্ জাতবেদসম্ ॥ ৬২ ॥
পতিতাঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ পাপোদ্বিগ্না মহীপতে । সার্বিকো
বাসনাঃ কৃষা ত্যক্তা রজস্বলমুখা ॥ ৬৩ ॥ হতং
তৈঃ পাবকে সৰ্বং রেবায়া উত্তরে তটে । বিমান-
হাস্তদা দৃষ্টা ব্রাহ্মণৈস্তে যুধিষ্ঠির ॥ ৬৪ ॥ আশ্চর্য্য-
মতুলং দৃষ্টমুখিভির্নৰ্মদাতটে । তদা প্রভৃতি তে সৰ্বৈ
রাগদ্বৈববিবর্জিতাঃ ॥ ৬৫ ॥ রবিতীর্থং দ্বিজা হৃষ্টাঃ
সেবন্তে মোক্ষকাক্ষয়া । তীর্থশ্চান্ত চ যৎপুণ্যং
তচ্ছৃণু নরাধিপ ॥ ৬৬ ॥ পীড়িতো বৃদ্ধতাবেন
ভক্ত্যা প্রীতো নরেশ্বর । উদ্দেশঃ কথয়িষ্যামি
দ্বিক্রোশাত্যস্তরে স্থিতঃ ॥ ৬৭ ॥ কুরুক্ষেত্রং যথা
পুণ্যং রবিতীর্থং শ্রুতং যথা । ঈশ্বরেণ পুরা খ্যাতং
যগ্নুখম্ নরাধিপ । শ্রুতং কৃদাচ তৈঃ সৰ্বৈরহং

তাঁহারা কহিলেন,—তাঁহারা কে? কাহার .
আর আমাদিগের উদ্দেশে কিই বা কহিয়াছেন?
পুরুষগণ উত্তর করিল,—আমরা সকলেই ভক্তি
পূর্বক তীর্থসমূহের পূর্ব দক্ষিণ ও উত্তর পশ্চিম
সকল দিকেই অবগাহন করিয়াছি, পরন্তু নিম্পাপ
হইতে পারি নাই, কিন্তু এই তীর্থপ্রভাবে নিম্পাপ
হইয়াছি। হে ঋষিগণ! আপনারা অনল ও
কালোপম। হে দ্বিজগণ! দেহধারিগণ এমন
অনেক মহাঘোর পাপাচরণ করে যে, তাহা চিন্তার
বিষয়ীভূত নহে। এক্ষণে এক এক করিয়া সে
সকল কথা কহিতেছি। আমাদের একজন
মহাকলুষকর গুরুদার সন্তোষ, অপরে মিত্রের
ধনাপহরণ, অন্ত্রজনে সুবর্ণ হরণ, এবং আর
একজনে মহা ভীষণ ব্রহ্মহত্যা মহাপাতক করে;
আর পঞ্চম এই ব্যক্তি অকারণে সুরাপান এবং
মহাপাপ গোহত্যা করিয়াছিল। হে দ্বিজগণ।
ইচ্ছা না থাকিলেও ইহারা এই সকল দুষ্কার্য্য
করিয়াছিল। যাহা হউক, পূর্বোক্ত পাপিগণও
এই তীর্থের সেবা করিয়া নিম্পাপ হইয়াছি।
মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হেনররাজ! অনন্তর সেই
পঞ্চ পুরুষপ্রবরের বাক্যে সেই দ্বিজগণ বিস্মিত
হইলেন। পাপিষ্ঠ হইলেও নৰ্মদাতীর্থপ্রভাবে
তাঁহাদের সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়াছিল।
এই নৰ্মদাতীর্থে কোন পাপই প্রবেশ লাভ

করে না। ঐ পাপীরা ইহা চিন্তা করিয়া হৃদয়ে
হরি ও দিবাকরকে ধ্যানপূর্বক এই নৰ্মদাতীর্থের
আশ্রয় গ্রহণ, নৰ্মদানীরে অবগাহন ও পিতৃতর্পণ
করিল এবং জনার্দনকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া
দিবাকরের নমস্কার করিল। অনন্তর তাঁহারা
ভক্তিভরে দিবাকরের প্রদক্ষিণ করিয়া জলস্ত
অনলমধ্যে পতিত হইল। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! পূর্বে
তাঁহারা পাতক কর্তৃক আহত হইয়া সার্বিক বৃত্ত
পরিভাগপূর্বক রাজসবুত্তিতে রত ছিল, এক্ষণে
রেবানীরসম্পর্শে তাঁহাদের রাজসভাব বিদূরিত ও
সার্বিক ভাবের উদয় হইল। হে যুধিষ্ঠির! দ্বিজগণ
দেখিলেন,—তাঁহারা দিবাবিমানে আরোহণ করিল।
ঋষিগণও নৰ্মদাতটে এই আশ্চর্য্য-ব্যাপার দর্শন
করিয়া তদবধি রাগ-দ্বৈব বিসর্জনপূর্বক মোক্ষ-
কামনায় হৃষ্টাস্তঃকরণে সতত দিবাকরতীর্থের সেবা
করিতে লাগিলেন। হে নররাজ! এক্ষণে দিবাকর
তীর্থের প্রভাব শ্রবণ কর ॥ ৫১—৬৬ ॥ হে নরেশ্বর!
সম্প্রতি আমি বার্কক্যপীড়িত, তথাপি তোমার
ভক্তিদ্বারা প্রীতিমান হইয়া বলিতেছি। কুরুক্ষেত্র
যেদূর পবিত্র, এই রবিতীর্থ তদূর; ইহা আমি
শঙ্করসমীপে শ্রবণ করিয়াছি। হে নররাজ! পূর্বে
শঙ্কর মন্ডাননসমীপে এই রবিতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন
করেন। তখন মন্ডানন ও অন্তান্ত কদাচূচরণ

তত্র সমীপগঃ । ৬৮ । ঈশ্বর উবাচ । মার্ভ্য
গ্রহণে প্রাপ্তে যে ব্রজস্বি যত্নানন । রবি-তীর্থে
কুরুক্ষেত্রে ; তুল্যমেতৎ কলং ১৬৩২ । ৬৯ ।
প্রান্নে দানে তথা জপো হোমে চৈব বিশেষতঃ ।
কুরুক্ষেত্রে সমং পুণ্যং নাত্র কার্য্য বিচারণা । ৭০ ।
গ্রামে বা যদি বারণো পুণ্য্য সর্বত্র নর্মদা ।
রবিতীর্থে বিশেষেণ রেবা পুণ্যকলপ্রদা । ৭১ ।
যত্যাং সূর্য্যাদিনে তত্যা ব্যাতীপাতে চ বৈশ্বতো ।
সমুদ্রো গ্রহণেহমায়াং যে ব্রজস্বি জিতেশ্রিয়াঃ ।
৭২ । কামকোদৈর্বিবৃক্তাঃ রাগদ্বৈষশৃঙ্গৈব চ ।
উপোষ্য পরম তত্যা দেবভাগে নরাবিপ । ৭৩ ।
রাজ্যে জাগরণং কুর্বা দীপং দেবস্ত বেদেষু ।
কথাং বৈ বৈকবীঃ পার্থ বেদাভ্যাসনমেব চ । ৭৪ ।
ঋগ্বেদং বা যজুর্বেদং সামবেদমধর্ষণম্ । ঋচমেকাং
জপেদ্যস্ত স বেদকলমাপুয়াৎ । ৭৫ । গায়ত্র্যা চ
চতুর্বেদকলমাপোতি মানবঃ । প্রভাতে পূজয়ে-
দ্বিপ্রানন্নদানহিরণ্যতঃ । ৭৬ । ভূমিদানেন বস্ত্রেণ
অন্নদানেন শক্তিতঃ । ছত্রোপানহশয্যাদিগৃহদানেন

ইহা শ্রবণ করেন । আমিও তাঁহাদের সহিত শকর-
মুখে ইহা শ্রবণ করিয়াছি । ঈশ্বর বলেন,—হে যত্ন-
ানন ! যাহারা সূর্য্যগ্রহণে দিবাকরতীর্থে গমন
করে, তাহারা রবিক্ষেত্রেই কুরুক্ষেত্রের তুল্য
কল লাভ করিয়া থাকে । প্রান্ন দান জপ
বিশেষতঃ হোম—দিবাকরতীর্থে এ সকল কুরু-
ক্ষেত্রের তুল্য কলজনক হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ করা
কর্তব্য নহে । গ্রামেই থাকুন আর অরণ্যেই
থাকুন, নর্মদাতীর্থ সতত পুত; বিশেষতঃ রেবা দিবা-
করতীর্থে সমধিক-পুণ্যকলপ্রদা । যে সকল কাম-
কোদবিবর্জিত রাগ-দ্বৈষশৃঙ্গ জিতেশ্রিয় মানব
রবিবার, ব্যাতীপাত ও বৈশ্বতি যোগযুক্ত যজ্ঞ
তিথিতে, সংক্রান্তিতে, গ্রহণকালে কিংবা অমাবস্তায়
ভক্তিপূর্ব্বক দিবাকরতীর্থে গমন করে, তপনদেব
তাহাদের প্রতি প্রীত হন । হে নররাজ ! উপ-
বাসী থাকিয়া পরম ভক্তি সহকারে দেব দিবাকরের
সম্মুখে ব্রজনৌজাগরণ, দীপপ্রজালন, বৈকবী কথা
শ্রবণ ও বেদাভ্যাস কর্তব্য । হে পার্থ ! যে
দ্বিজ দিবাকরের সম্মুখে ঋক্, যজুঃ কিংবা সাম-
বেদের একটীমাত্র মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহার বেদ-
পাঠের কললাভ হয় । আর যে দ্বিজ গায়ত্রী পাঠ
করেন, তাঁহার চতুর্বেদেরই কলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ।
হে পাণ্ডব ! অনন্তর প্রভাতে যথাশক্তি অন্ন,

পাণ্ডব । ৭৭ । গ্রামধূর্ধ্বদানেন গজকন্ডাংয়েন চ ।
বিদ্যাশকটদানেন সর্কেষামতয়ঃ ভবেৎ । ৭৮ ।
শক্রশ্চ মিত্রতাং যাতি বিষং চৈবামৃতং ভবেৎ ।
এহা ভবতি স্প্রীতাঃ প্রীতস্তত্ত দিবাকরঃ । ৭৯ ।
এতস্তে সর্বমাখ্যাতঃ রবিতীর্থকলং নৃপ । যে
পৃথগি নরা তত্যা রবিতীর্থকলং শুভম্ । ৮০ ।
তেহপি পাপবিনিপুঞ্জা রবিলোকে বসন্তি হি ।
গোদানেন চ যৎপুণ্যং যৎপুণ্যং ভৃগুদর্শনে । ৮১ ।
কেদারে উদকং পীড়া তৎপুণ্যং জায়তে নৃণাম্ ।
অক্ষমধ্বসেবায়াং তিলপাতপ্রদো ভবেৎ । ৮২ ।
তৎকলং সমবাপ্নোতি আদিত্যশরকীর্তনাৎ । ক্রতে
যন্ত প্রভাবেণ জায়তে যন্নৃপাশ্রজ । ৮৩ । তৎসর্কঃ
কথ্যবিখ্যামি তত্যা তব মহীপতে । পাপানি চ
প্রলীয়ন্তে তিলপাতে তথা জনম্ । ৮৪ । তীর্থ-
শ্রাতিমুখো নিত্যং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ । শুভাদ-
শুভতরং তীর্থং কথিতং তব পাণ্ডব । ৮৫ ।

হিরণ্য, ভূমি, বসন, ছত্র, পাণ্ডকা, শয্যা ও গৃহাদি
দানে দ্বিজগণের পূজা করা কর্তব্য । হে রাজন !
দিবাকরতীর্থে গ্রাম, ভারবহনোপযোগী বৃষ, গজ,
কন্ডা, বিদ্যা, শকট ও অশ্বদানে দাতা ব্যক্তির ভয়-
হীন হন । তাঁহাদের শক্র-ব্যক্তি ও মিত্রের শত্রু এবং
বিষ ও অমৃততুল্য হয় ; আর দেব দিবাকরের প্রীতি-
সাধনে গ্রহগণও তাঁহাদের প্রতি স্প্রীত হইয়া
থাকেন । হে নৃপ ! এই তোমার নিকট দিবাকর-
তীর্থের অখিল বিবরণ বর্ণিত হইল । যাহারা ভক্তি-
পূর্ব্বক এই দিবাকরতীর্থের অখিল পুণ্যকল শ্রবণ
করে, তাহারা পাপ-বিমুক্ত হইয়া রবিলোকে বাস
করিয়া থাকে । গোদান, ভৃগুদর্শন ও কেদার
তীর্থের উদকপানে যে পুণ্য হয়, মানবগণ
দিবাকরতীর্থের কল শ্রবণেও তাহার তুল্য
কল লাভ করে । বৎসরব্যাপী অশ্বসেবা ও
পাত্রযুক্ত তিলদানে যে পুণ্য হয়, আদিত্যশরের
নামকীর্তনেও নর তাদৃশ পুণ্য অজ্জন করে ।
হে নৃপনন্দন ! যাহার মাহাত্ম্য শ্রবণে নর আর
জন্ম পরিগ্রহ করে না, হে মহীপতে ! আমি তোমার
ভক্তিতে প্রীত হইয়া তৎসমস্ত বর্ণন করিলাম ।
ভয় ভাণ্ডে জল রাখিলে সেই জল যেমন গলিত
হইয়া পতিত হয়, তজপ দিবাকরতীর্থের প্রভাব
শ্রবণেও মানবের অখিল কলুষ বিনোদ হইয়া
থাকে । আর সে সততই তীর্থের আতিমুখ্য প্রাপ্ত
হয় । এ বিষয়ে সংশয় নাই । হে পাণ্ডব ! শুভ হইতেও

পাপিষ্ঠানাং কৃত্যানাং স্বামিমিত্রাবধাতিনাম্ ।
তীর্থার্থানঃ শুভং তেষাং গোপিতব্যং সদা
বুধৈঃ । ৮৬ ।

ইতি শ্রীহান্দে আদিত্যশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং
নাম ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ । ৬০ ।

একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেৎ পরং পুণ্যং
নন্দাদাক্ষিণে তটে । শক্রতীর্থং সুবিখ্যাতমশেষাঘ-
বিনাশনম্ । ১ । পুরা শক্রেণ তত্রৈব তপো বৈ
দ্রুতক্রমম্ । প্রারব্ধং পরয়া ভক্ত্যা দেবং প্রতি
মহেশ্বরম্ । ২ । ততঃ সন্তোষিতো দেব উমাপতি-
নররাধিপ । দেবেশ্বরঃ বরং রাজ্যং দানবানাং বধং
দদৌ । ৩ । লব্ধং শক্রেণ নৃপতে নন্দাদাতীর্থ-
ভাবতঃ । ততঃ পুণ্যতমং তীর্থং সজ্ঞাতং বসুধা-
তলে । ৪ । কার্ত্তিকস্ত তু মাসস্ত কৃষ্ণপক্ষে
জ্যৈষ্ঠাদনীম্ । উপোষ্য বৈ নরো ভক্ত্যা সর্বপাপৈঃ

শুভতর এই দিবাকরতীর্থপ্রভাব তোমার নিকট
বর্ণিত হইল । জানিগণ কৃত্য, প্রভুদোহী ও মিত্র-
ঘাতী পাপিগণের নিকট এই শুভাবহ পুণ্যার্থান
গোপন করিবেন ।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬০ ।

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর পুত্র শক্রতীর্থে
গমন করিবে । অশেষ কলুষনাশন এই সুবিখ্যাত
শক্রতীর্থ নন্দাদার দক্ষিণকূলে অবস্থিত । পুরাকালে
শক্র মহেশ্বরের উদ্দেশে ভক্তিভরে এই স্থানে
দ্রুতক্রম তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । হে নরা-
ধিপ ! অনন্তর উমাপতি সুরপতির প্রতি প্রীত
হইয়া তাঁহাকে ইন্দ্র ও স্বর্গরাজ্য প্রদানপূর্বক
দানবগণের বধার্থ বর দান করেন । হে নরা-
ধিপ ! দেবেশ্বর নন্দাদার প্রভাবেই এইরূপ অমূল্য
ঐশ্বর্য অর্জন করেন; এজন্য এই শক্রতীর্থ মহোতলে
পুণ্যতম বলিয়া বিখ্যাত হয় । মানব কার্ত্তিক মাসের
কৃষ্ণপক্ষীয় জ্যৈষ্ঠাদনী তিথিতে এই শক্রতীর্থে ভক্তি-
পূর্বক উপবাস করিলে নিখিল পাপ হইতে মুক্ত
হয় । হে পাণ্ডুনন্দন ! এই শক্রতীর্থপ্রভাবে

প্রযুচ্যতে । ৫ । কৃষ্ণপক্ষমুখৈঃ পাপৈর্হর্ষিমিত্তসমুদবৈঃ ।
গ্রহশাকিনিসমুদৈর্মুচ্যতে পাণ্ডুনন্দন । ৬ । শক্রেণ
নৃপশ্রেষ্ঠে যে প্রপত্তি ভক্তিতঃ । তেষাং জন্মকৃতং
পাপং নশ্ততে নাজ সংশয়ঃ । ৭ । অগম্যাগমনে
চৈব অবাহে চৈব বাহিতে । স্বামিমিত্রবিঘাতে
যন্ত্রণতে নাজ সংশয়ঃ । ৮ । গোপ্রদানং প্রকর্তব্যং
শুভং ব্রাহ্মণপুত্রবে । ধূম্যং বা দাপয়েত্ত্বিন্
সর্বাঙ্গকচিরং নৃপ । ৯ । দাতব্যং পরয়া ভক্ত্যা
স্বর্গে বাসমভীপ্সতা । এতন্তে সর্বমাখ্যাতং
শক্রেণরকনং নৃপ । ১০ ।

ইতি শ্রীহান্দে শক্রেণরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং
নামৈকষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ । ৬১ ।

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেতু রাজেশ্বর
করোণীশ্বরমুত্তমম্ । যত্র বৈ নিহতান্তাত দানবাঃ
সপদানুগাঃ । ১ । ইন্দ্রাদিদেবৈঃ সংহৃষ্টৈঃ সততং

মানবের বিবিধ কৃষ্ণপ, — হর্ষিমিত্ত, গ্রহ ও শাকিনী-
সমুদ পাপরাশি বিনষ্ট হয় । হে নৃপসত্তম ! যাহারা
ভক্তি সহকারে শক্রেণর দর্শন করে, তাহাদের
আজন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই । অগম্যা-
গমন, অবিবাহার পাপগ্রহণ এবং প্রভু ও মিত্র-
হত্যা । প্রভৃতি সকল পাপই এই তীর্থে নিঃসন্দেহ
বিনষ্ট হয় ; অধিক কি, এই তীর্থে বিনষ্ট না হয়,
এমন কোন পাপই দৃষ্ট হয় না । হে নৃপ ! দ্বিজ-
পুত্রবকে এই তীর্থে শুভপ্রদ গোপ্রদান করিবে
অথবা সর্বাঙ্গসুন্দর ভারবহনোপযোগী গোবৃষ
দান করিবে ; যাহাদের স্বর্গবাস অতীপ্সিত,
তাহাদের পক্ষে পরম ভক্তিভরে পূর্বোক্ত দানই
কর্তব্য । হে নৃপ ! এই তোমার নিকট শক্রতীর্থের
অখিল কল বর্ণিত হইল । ১—১০ ।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬১ ।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেশ্বর ! অনন্তর
অমূল্য করোণীশ্বর তীর্থে গমন করিবে । এই
করোণীশ্বর তীর্থে অনুগগণ সহ দানবেরা নিহত
হইয়াছিল । হে তাত ! একদা ইন্দ্রাদি দেবগণ

জয়বুদ্ধিভিঃ । তেষাং যে পুত্রপৌত্রাশ্চ পূর্ববৈর-
মহুস্মরন ॥ ২ ॥ কৃতৈর্দেবসমুদৈশ্চ দানবা নিহতা
রণে । তেষাং শিরাংসি সংগ্রহ্য সর্কে দেবাঃ
সবাসবাঃ ॥ ৩ ॥ নিক্ষিপ্য নশ্বদাতোয়ে বহুভাব-
মহুস্মরম্ । তত্র স্নাত্বা সুরাঃ সর্কে স্থাপয়িত্বা
উমাপতিম্ ॥ ৪ ॥ ইন্দ্রেন সহিতাঃ সর্কেহপূজয়ন্তোলক-
সিকয়ে । হুত্বেচিত্তাঃ সুরাঃ সর্কে জগুরাকাশমণ্ডলম্ ॥
৫ ॥ দানবানাং মহাভাগ সৃদিত্বা কোটিকৃতমা ।
তদাপ্রভৃতি ততীর্থং করোতীতি মহীতলে ॥ ৬ ॥
বিখ্যাতং তু তদা লোকে পাপঘ্নং পাণ্ডুনন্দন ।
অষ্টমাং চ চতুর্দশানুভৌ পক্ষৌ চ ভক্তিতঃ ।
উপোষ্য শূলিনশ্চাগ্রে রাত্রৌ কুবরীত জাগরন্ ॥
৭ ॥ সংকথাপাঠসংযুক্তো বেদাধ্যয়নসংযুতঃ ।
প্রভাতে বিমলে প্রাপ্তে পূজয়েদ্ভিদশেশ্বরম্ ॥ ৮ ॥
পঞ্চায়তেন সংস্রাপ্য জীর্ণগুণে চ গুহ্যে ॥ শব্দৈঃ
পল্লবপুষ্পৈশ্চ পূজয়েত্তু প্রব্রততঃ ॥ ৯ ॥ বহুকপঃ

অবশ্যস্তাবীজয়বুদ্ধিতে হুত্ব হইয়া পূর্ববৈর-
পূর্বক দানবগণের সহিত সমর করেন ;
সেই সময়ে রৌপ্যবশ সুরগণের করে স্ব স্ব
তনয়গণ সহ দানবেরা নিহত হয় । অনন্তর সবাসব
সুরগণ বহুবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া তাহাদের পর-
কালের কুশলকামনায় সেই সকল অসুরের
মস্তকনিচয় সংগ্রহপূর্বক নশ্বদানীয়ে নিক্ষেপ
করিলেন । তদনন্তর অগ্নিলোকের সিদ্ধির জন্য
সকলেই নশ্বদানীয়ে অবগাহন, তদীয়ভূতে উমা-
পতির লিঙ্গ স্থাপন এবং সেই উমাপতিসিদ্ধির
পূজাপূর্বক হুত্ব হইয়া বাসবের সহি- আকাশমণ্ডলে
প্রস্থান করিলেন । হে মহাভাগ ! এই সময়ে
কোটি কোটি প্রধান প্রধান দানব নিম্নদিত
হইয়াছিল । তদবধি এই স্থান মহীতলে করোতী
নামে বিখ্যাত লাভ করিয়াছে । হে পাণ্ডুনন্দন !
ত্রিলোকে এই তীর্থ পাপঘ্ন বলিয়া বিখ্যাত ।
শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে
এই তীর্থে ভক্তিপূর্বক উপবাস করিয়া শূলপানির
সম্মুখে রজনী জাগরণ, সংকথার আলোচনা ও
বেদাধ্যয়ন কর্তব্য । অনন্তর বিমল প্রভাতকাল
উপস্থিত হইলে ত্রিদশপতির পূজা করিতে হয় ।
এই পূজার প্রথমে পঞ্চায়ত দ্বারা ত্রিদশেশ্বরের
স্নান করাইয়া চন্দন দ্বারা তাহার শরীর লেপন ও
প্রশস্ত পুষ্প-পল্লব দ্বারা প্রব্রতপূর্বক তাহার পূজা

জপমন্ত্রঃ দক্ষিণাশাং ব্যবস্থিতঃ । যথোক্তেন বিধা
নেন নাতিমাত্রা জলে কিপেৎ ॥ ১০ ॥ তিলাঞ্জলি
তু প্রেতায় দক্ষিণাশামুপস্থিতঃ । শ্রাদ্ধং তত্রৈব
বিপ্রায় কারয়েদ্বিজিতৈশ্চিয়ঃ ॥ ১১ ॥ বিষমৈরগ্র
জাতৈশ্চ বেদাভ্যাসনতৎপটৈঃ । গোহিরণ্যেন সম্পূজ্য
তাম্বলৈর্ভোজনৈস্তথা ॥ ১২ ॥ ভূমণৈঃ পাত্কাভিঃ
ব্রাহ্মণান্ পাণ্ডুনন্দন । ভবেৎ কোটিগুণং তস্য নাত্র
কার্য্য বিচারণা ॥ ১৩ ॥ তস্মিন্স্থীর্ণে তু যঃ কশ্চি-
স্তাজ্জেদেহং বিধানতঃ । তস্য ভবতি যৎপুণ্যং
তচ্ছৃণু নরাধিপ ॥ ১৪ ॥ যাবদস্থীনি তিষ্ঠন্তি
মর্ত্যস্থ নশ্বদাজলে । তাবদসতি ধর্ম্মাত্মা শিবলোকে
সুহৃদভে ॥ ১৫ ॥ ততঃ কালাক্রান্তস্তস্মাদিহ মাধু-
যতাং গতঃ । কোটিধনপতিঃ জীমান জায়তে রাজ-
পুঞ্জিতঃ ॥ ১৬ ॥ সর্বধর্ম্মসমায়ুক্তো মেধাবী বীজ-
পুত্রকঃ । বিখ্যাতো বসুধাপৃষ্ঠে দীর্ঘায়ুর্মানবো
ভবেৎ ॥ ১৭ ॥ পুনঃ স্মরতি ততীর্থং তত্র গতা
নৃপোত্তম । করোতীশ্বরমভ্যাজ্য প্রাপ্নোতি পরমাং

কারবে । অনন্তর ত্রিদশেশ্বরের দক্ষিণদেশে অব
স্থানপূর্বক বহুরূপ মন্ত্র জপ করিবে । তারপর
নাতিমাত্রাজলে দণ্ডায়মান হইয়া যমপুরবাসী প্রেত-
গণের উদ্দেশে যথাবিধি তিলাঞ্জলি দান করিবে ।
বিজিতৈশ্চিয় মানব দ্বিজগণের উদ্দেশে করোতী
তীর্থে শ্রাদ্ধ দান করিবে ; এই শ্রাদ্ধে যুগ্ম দ্বিজ গ্রাহ্য
নহে । বেদাভ্যাসনিবৃত্ত অযুগ্ম অযুগ্ম দ্বিজই শ্রাদ্ধ-
কার্য্যে নিযুক্ত করিবে । শ্রাদ্ধে নিযুক্ত দ্বিজগণকে
গো, হিরণ্য, তাম্বল ও বিবিধ ভোজ্য বস্তু দ্বারা
পূজা করিয়া ভূষণ ও পাতকানিচয় দান করিতে
হয় । হে পাণ্ডব ! এইরূপ করিলে কোটিগুণ শ্রাদ্ধ-
ফল লাভ হইয়া থাকে, এ বিষয়ে সন্দেহ করা
কর্তব্য নহে ॥ ১০—১৩ ॥ যে ব্যক্তি বিধিবিধানে করোতী
তীর্থে হনুভ্যাগ করে, হে নররাজ ! তাহার পুণ্য-
ফল অগণ্য কর । করোতী তীর্থে তনুভ্যাগী
ধর্ম্মাত্মা মানবের জন্ম যাবৎকাল নশ্বদানীয়ে
বিদ্যমান থাকে, ততকাল তাহার শিবলোকে বাস
হয় । অনন্তর সে কালক্রমে শিবলোক হইতে
চ্যুত হইয়া মাধুস শরীর লাভ করে । এই নরদেহে
সে কোটি কোটি ধনের অধীশ্বর, জীমান, রাজ-
পুঞ্জিত, অগ্নিল ধর্ম্মযুক্ত, মেধাবী, জীবৎপুত্রক ও
দীর্ঘায়ু হয় এবং ধরাতলের সর্বত্রই তাহার খ্যাতি
প্রতিষ্ঠিত থাকে । হে নৃপোত্তম ! এ জন্মেও তাহার
করোতীতীর্থ স্মৃতিপথে উদিত হইবে এবং সে

গতিম্ । ২৮ । ইন্দ্রচন্দ্রযমে কট্টেরাদিত্যবশুতি-
স্তথা । বিবেদেবৈস্তথা সৰৈঃ স্থাপিতস্ত্রিদশেশ্বরঃ ।
১৯ । রেবারা উত্তরে কূলে লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
মানবো ভক্তিসংযুক্তঃ প্রাসাদং কারয়েতু যঃ । ২০ ।
তস্মিংস্তীর্থে নরশ্রেষ্ঠ সঙ্গতিং নমবাণুয়াৎ । ঋণো-
পাত্তধনেনৈব দারুপাষণকেষ্টকৈঃ । ২১ । ব্রাহ্মণৈঃ
ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্বৈঃ শূদ্রৈঃ স্ত্রীভিষ্চ শক্তিতঃ । তেহপি
যান্তি নরা লোকে শাক্তরে সুরপূজিতে । ২২ । যঃ
শৃণোতি সদা ভক্ত্যা মহাত্মাং তীর্থজং নৃপ । তল
পাপং প্রণশ্যেত যগাসাত্যস্তরং চ যৎ । ২৩ ।

ইতি শ্রীকান্দে কেরোজীশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ
নাম দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ । ৬২ ।

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্তু রাজেশ্বর
কুমারেশ্বরমুত্তমম্ । প্রসিকঃ সৰ্বতীর্থীনাংগন্ত্যেশ্বর-
সরিধৌ ॥ ১ ॥ যথাথেন পুরা লাত দর্শিপাতক-
নাশনম্ । আরাধা পরয়া ভক্ত্যা সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা

কেরোজীতীর্থের পূজাকালে পরম গতি লাভ
করিবে । লোকহিতের জন্ত ইন্দ্র, চন্দ্র, যম,
কন্দ, দাদশ আদিত্য, অষ্টবশু ও বিশ্বদেব ইহারা
রেবার উত্তরকূলে ত্রিদশেশ্বরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ।
হে নরবর ! যে নর ভক্তিসুপ্ত হইয়া এই কেরোজী
তীর্থে প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ করে, তাহার উত্তমগতি
লাভ হয় । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এমন কি শ্রী
শূদ্রগণও যদি যথাশক্তি ঋণোপার্জিত ধন দ্বারা
এই তীর্থে দারু, পানাগ কিংবা ইষ্টকময় প্রাসাদ
নিৰ্ম্মাণ করে, তবে তাহাদেরও সুরপূজিত শক্ত-
লোকে গতি হয় । হে নৃপ ! যে মানব সতত ভক্তি-
পূরক কেরোজীতীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, যগাসা-
ত্যস্তরে সে নিম্পাপ হয় । ১৪—২৩ ।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজসদৃশ । অনন্তর
কুমারেশ্বর তীর্থে গমন করিবে । এই কুমারেশ্বর
অগস্ত্যশসমীপে নিদামান এবং এই তীর্থ
অখিল তীর্থমধ্যে সমধিক প্রসিক । হে তাত !

নরাধিপ । ২ । দেবসৈন্তাধিপো জাতঃ সৰ্বশক্ত-
নিবর্হণঃ । উগ্রতেজা মহাত্মাসৌ সঞ্জাতস্তীর্থসেবনাৎ ।
৩ । তদাপ্রভৃতি তস্তীর্থং সঞ্জাতং নৰ্ম্মদাতটে ।
তত্র তীর্থে তু যো গহা একচিত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ । ৫ ।
কার্ত্তিকশ্চ চতুর্দশামষ্টম্যাং চ বিশেষতঃ । আপ্যেদ-
গিরিজানাথং দধিহুন্ধেন সর্পিষা । ৫ । গীতং তত্র
প্রকর্তব্যং পিণ্ডদানং যথাবিধি । ব্রাহ্মণৈঃ শ্রোত্রিয়ৈঃ
পার্থ বটকর্ম্মনিরতৈঃ শুভৈঃ । ৬ । যৎকিঞ্চিদ্যতে
তত্র অক্ষয়ং পাণ্ডুনন্দন । সৰ্বতীর্থময়ং তীর্থং নিশ্চিতং
শিখিমা নৃপ ॥ ৭ ॥ এতত্তে সৰ্বমাখ্যাতং কুমারে-
শ্বরজং কনম্ । কুমারদর্শনাৎ পুণ্যং প্রাপ্যতে
পাণ্ডুনন্দন । ৮ । মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নোতি সত্যমৌষধ-
ভাসিতম্ । ৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কুমারেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ
নাম দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ । ৬৩ ।

যড়ানন পুরাকালে পরম ভক্তিসহস্রারে এই সৰ্ব-
পাতকনাশন কুমারেশ্বর তীর্থে তপস্যা করিয়া অমু-
ত্তম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । হে নররাজ !
মহাত্মা যড়ানন এই তীর্থের সেবা করিয়া সুর-
গণের সৈন্যপতা লাভ করেন এবং তিনি এই
তীর্থ-প্রভাবেই সৰ্বশক্তনিবৃদ্ধন ও উগ্রতেজা হইয়া-
ছিলেন । যড়াননের তপস্যার পর হইতেই
নৰ্ম্মদাতটে এই কুমারেশ্বর তীর্থের আবিষ্কার
হয় । যে একচিত্ত জিতেন্দ্রিয় মানব কুমারেশ্বর তীর্থে
গমন করিয়া কার্ত্তিকমাসের চতুর্দশীতে বিশেষতঃ
অষ্টমীদিনে দধি হুন্ধ ও মৃত দ্বারা 'গিরিজা-
কুমার কার্ত্তিকেয়কে প্রান করায়, দেবসেনাপতি
তাহার প্রতি প্রীত হন । হে পার্গ ! বটকর্ম্মনিরত
শোভন বেদজ্ঞ দ্বিজগণের এই কুমারেশ্বর তীর্থে
গীত ও যথাবিধি পিণ্ডদান কর্তব্য । হে পাণ্ডব !
এই তীর্থে যাহা কিছু দান করা যায়, তৎসমস্ত
অক্ষয় হইয়া থাকে । হে নৃপ ! ময়ুরবাহন যড়া-
নন এই তীর্থ নিৰ্ম্মাণ করেন । ইহা সৰ্বতীর্থময় ।
এই আমি তোমার নিকট কুমারেশ্বরতীর্থের
অখিল ফল বর্ণন করিলাম হে পাণ্ডব ! কুমারেশ্বর-
দর্শনে পুণ্যলাভ হয় । কুমারেশ্বর-দর্শন করিয়া
দেহত্যাগ করিলে মানবের স্বর্গলাভ হইয়া থাকে ।
ইহা ঈশ্বরকথিত ; অতএব সত্য, সংশয় নাই । ১০-১৯
ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেতু রাজেন্দ্র
তীর্থং পরমশোভনম্ । নারায়ণং পাপনাশায়
অগস্ত্যেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ১ ॥ তত্র প্রাতঃ নরো রাজন্
মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া । কার্তিকশ্চ তু মাসশ্চ কৃষ্ণপক্ষে
চতুর্দশী ॥ ২ ॥ স্তুতেন স্থাপয়েদেবং সমাধিস্থো
জিতেন্দ্রিয়ঃ । একবিংশতিকুলোপেতো ন চ্যবে-
দৈশ্বরাং পদাং ॥ ৩ ॥ ধনং চোপানহো ছত্রং দদ্যাচ্চ
স্বতকম্বলম্ । ভোজনং চৈব সর্কেষাং সর্কং কোটিগুণং
ভবেৎ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীহান্দেহগস্ত্যেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেতু রাজেন্দ্র
আনন্দেশ্বরমুত্তমম্ । ক্রদন্ত পরমানন্দো যত্র জাতো
যুধিষ্ঠির । ততীর্থং কথয়িষ্যামি সঙ্গপাপক্ষয়করম্ ॥
১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । আনন্দৈশ্বর্যং সঙ্গাতো

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
পরম শোভন অগস্ত্যেশ্বর-তীর্থে গমন করিবে, এই
অগস্ত্যেশ্বর নরগণের পাপ নাশ করিয়া থাকেন ।
হে রাজন্ ! নর এই অগস্ত্যেশ্বর তীর্থে গমন
করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয় । সমা-
ধিস্থ জিতেন্দ্রিয় মানব কার্তিকমাসের কৃষ্ণপক্ষীয়
চতুর্দশীতিথিতে স্বতস্বারা অগস্ত্যেশ্বর স্থান
করাইলে একবিংশতি কুলসহ মুক্ত হয়, কদাচ
দৈশ্বর্যপদ হইতে বিচ্যুত হয় না । এই তীর্থে ধন,
পাশুকা, ছত্র, স্বত-কম্বল ও ভোজ্যাদান করিলে
কোটিগুণ ফললাভ হয় । ১—৪ ।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
অনুত্তম আনন্দেশ্বর তীর্থে গমন করিবে । হে
যুধিষ্ঠির ! যে স্থানে ক্রদন্তেবের পরম আনন্দ
জন্মিয়াছিল, এক্ষণে সেই সঙ্গপাপক্ষয়কর

ক্রদন্ত দ্বিজসত্তম । কথ্যতাং মে চ তৎসর্কং সর্কং
পাং সহ বান্ধবৈঃ ॥ ২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ ।
কথয়ামি নৃপশ্রেষ্ঠ আনন্দেশ্বরমুত্তমম্ । দানবানাং
বধং কৃৎস্না দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৩ ॥ পুজিতো
দৈবতৈঃ সর্কৈঃ কিমরৈর্ধন্যপন্নগৈঃ । আনন্দ-
সংযুতো দেবো ননর্ভ বৃষবাহনঃ ॥ ৪ ॥ ভৈরবঃ
রূপমাস্থায় গোষ্ঠ্যা চার্কাসংস্থিতঃ । ভূতবেতাল-
কঙ্কালৈর্ভৈরবৈর্ভৈরবোবৃত্তঃ ॥ ৫ ॥ ননর্ভ নর্মদা-
তীরে দক্ষিণে পাণ্ডুনন্দন । ভূষ্টৈর্মকদগণৈঃ সর্কৈঃ
স্থাপিতঃ কমলাসনঃ ॥ ৬ ॥ তদাপ্রভৃতি ততীর্থ-
মানন্দেশ্বরমুচ্যতে । অষ্টম্যাক চতুর্দশাং পৌর্ণ-
মাস্তাং নরাধিপ ॥ ৭ ॥ বিধিবচ্চার্চয়েদেবং শূগ-
ন্ধেন বিলেপয়েৎ । ব্রাহ্মণান পুজয়েত্তত্র যথাশক্ত্যা
যুধিষ্ঠির ॥ ৮ ॥ গোদানং তত্র কর্তব্যং বস্ত্রদানং
শুভাবহম্ । বসন্তশ্চ ত্রয়োদশাং শ্রাদ্ধং তত্রৈব
কারয়েৎ ॥ ৯ ॥ ইস্রদৈর্কদরৈর্কির্দৈর্ককটৈশ্চ জলেন
বা । প্রেতানাং কারয়েচ্ছ্রাদ্ধমানন্দেশ্বর উত্তম ॥ ১০ ॥

আনন্দেশ্বর তীর্থ কীর্তন করিতেছি । যুধিষ্ঠির
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম ! এই স্থানে
ক্রদন্তেবের কিরূপ আনন্দ জন্মিয়াছিল, আপনি
সংক্ষেপে আমার নিকট সংসমস্ত বর্ণন করুন ।
আমি বান্ধবগণের সহিত শ্রবণ করিব । মার্কণ্ডেয়
উত্তর করিলেন,—হে নৃপসত্তম ! উত্তম আনন্দে-
শ্বর তীর্থ কীর্তন করিতেছি, দেবদেব মহেশ্বর
দানবগণের বধসাধন করিয়া অখিল দেব,
কিন্নর, যক্ষ, ও পন্নগগণ কর্তৃক পূজিত হন ।
অনন্তর বৃষবাহন মহেশ্বর ভৈরবরূপ ধারণপূর্বক
গোষ্ঠীর অর্কক্ষে অবস্থিত হইয়া আনন্দ হ-
কারে নৃত্য করেন । হে পাণ্ডব ! ভৈরব—ভীষণ
ভূত-বেতাল-কঙ্কালে পরিবৃত্ত হইয়া নর্মদার দক্ষিণ
তীরে নৃত্য করিতে থাকিলে মকদগণ হস্তে হইয়া
কমলাসন মহেশকে তথায় স্থাপিত করিয়াছিলেন ।
১-৬ । তদবধি এই তীর্থ আনন্দেশ্বর নামে কথিত
হইয়াছে । হে নররাজ ! অষ্টমী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা
আনন্দেশ্বর তীর্থে যথাবিধি দেবদেবের অর্চনা,
শূগন্ধ দ্বারা তাঁহার শরীর বিলেপন এবং যথাশক্তি
দ্বিজগণের পূজা কর্তব্য । হে যুধিষ্ঠির ! উত্তম
আনন্দেশ্বর তীর্থে শুভাবহ বস্ত্র ও গোদান এবং
ইস্রদ, বদরী, বিল ও অক্ষত কিংবা জল দ্বারা
বসন্তত্রয়োদশীতে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিতে হয় ।
হে ভারত ! এই স্থানে প্রেতগণের শ্রাদ্ধ করিলে

আনন্দিতা ভবেয়ুস্তে ষাবদাত্তসম্পন্নবম্ । কুন্ততেকৈ
ন বিচ্ছেদঃ সপ্তজন্মসু জায়তে । আনন্দো হি
ভবেন্তেষাং প্রতিজ্ঞানি ভারত ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে আনন্দেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেতু রাজেন্দ্র
মাতৃতীর্থমুত্তমম্ । সঙ্গমস্ত সমীপস্থং নন্দাদা-
দক্ষিণে তটে ॥ ১ ॥ মাতরস্তত্র রাজেন্দ্র সঞ্জাতা
নন্দাদাতটে । উমার্কনারিদ্দেবেশো ব্যালযজ্ঞো-
পবীতধ্বক্ ॥ ২ ॥ উবাচ যোগিনীবৃন্দঃ কষ্টকষ্টমহো হর ।
অজ্ঞেয়াঃ সর্বদেবানাং স্বপ্রসাদান্নহেশ্বর ॥ ৩ ॥ তীর্থ-
মত্র বিধানেন প্রখ্যাতং বসুধাতলে । এবং ভবতু
যোগিস্ত ইত্যুক্তান্তরধাচ্ছিবঃ ॥ ৪ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা নবম্যাং নিয়তঃ
ভুজিঃ । উপোষ্য পরয়া ভক্ত্যা পূজয়েন্নাতৃগোচরম্ ॥
৫ ॥ তস্ত স্মার্মাতরঃ শ্রীতাঃ শ্রীতোহয়ং ধ্রুববাহনঃ ।

কল্পকাল পর্য্যন্ত প্রেতগণ ভৃগু থাকেন, সপ্তজন্মেও
শ্রীকদাতার সন্ততিবিচ্ছেদ হয় না এবং প্রতি
জন্মেই তাহার আনন্দ জন্মিয়া থাকে ! ৭—১১ ।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
গুরুত্তম মাতৃতীর্থে গমন করিবে । এই মাতৃতীর্থ
নন্দাদার দক্ষিণতটে সঙ্গমতীর্থে সমীপে বিদ্যমান ।
হে রাজসন্তম ! এই স্থানে মাতৃকাগণ প্রাক্তুত
হইলে উমার্কশরীর নাগযজ্ঞোপবীতধারী দেব-
দেব হর যোগিনীবৃন্দকে কহিলেন,—অহো !
তোমরা সর্বপ্রাণীর দুঃখহরণ কর । তাঁহারা উত্তর
করিলেন,—হে মহেশ্বর ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন
হউন । আপনার প্রসাদে আমরা যেন অজ্ঞেয় হই
এবং এই তীর্থও যথাবিধি ধরাতলে প্রশস্ত
হউক । অনন্তর শিব তাঁহাদিগকে সন্দোধান-
পূর্বক কহিলেন,—হে যোগিনীগণ ! তাহাই হউক ।
অনন্তর হর যোগিনীগণকে এইরূপ কহিয়া অন্তর্ধান
করিলেন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—যে নিয়ত ভুজি

বক্তায়া মৃতবৎসায়্য অপুত্রায়া যুধিষ্ঠির ॥ ৬ ॥ আপনং
চারভেত্তত্র মন্ত্রশাস্ত্রবিহৃতমঃ । সহিরণ্যেন কুন্তেন
পঞ্চরত্নকলারিতঃ ॥ ৭ ॥ আপয়েৎ পুত্রকামায়াঃ
কাংস্তপাজ্ঞেণ দেশিকঃ । পুত্রঃ সা লভতে নারী
বীর্ধ্যবস্তঃ শুণাষিতম্ ॥ ৮ ॥ যো যং কাম-
মতিধ্যায়ৈত্ততঃ স লভতে নৃপ । মাতৃতীর্থাৎ পরং
তীর্থং ন ভুতং ন ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মাতৃতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । তন্ত্ৰেবানন্তরঃ তাত জল-
মধ্যে ব্যবস্থিতম্ । লুঙ্কেশ্বরমিতি খ্যাতং
সুরাসুরনমস্কৃতম্ ॥ ১ ॥ ইদং তীর্থং মহাপুণ্যং
নানার্চ্যম্ মহীতলে । অস্ত তীর্থস্ত মাহাত্ম্য-
মুৎপত্তিঃ শৃণু ভারত ॥ ২ ॥ আসীৎ পুরা মহাবীৰ্য্যো
দানবো বলদর্পিতঃ । কালপৃষ্ঠ ইতি খ্যাতঃ ভূতো

মানব নবমোর্তাধিতে ভক্তিপূর্বক এই তীর্থে উপ-
বাস করিয়া পরম ভক্তিসহকারে শঙ্করের পূজা
করে, মাতৃগণ ও ধ্রুববাহন তাহার প্রতি শ্রীত
হন । হে যুধিষ্ঠির ! পুত্রকামা বক্তা, মৃতবৎসা ও
অপুত্রা নারীর মন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ যাজক হিঙ্গ, পুত্র
লাভার্থ পঞ্চরত্ন কল ও হিরণ্যসমর্পিত কাংস্তকুন্ত
দ্বারা শঙ্করের স্নান করাইবেন । এইরূপ করিলে
নারী বীর্ধ্যবান শুণাষিত তনয় লাভ করে । হে
নৃপ ! যাহার যেরূপ কামনা, এই তীর্থে তাহাই
লাভ হয় । অধিক কি, মাতৃতীর্থ হইতে অস্ত কোন
শ্রেষ্ঠ তীর্থ হয়ও নাই, হইবেও না । ১—২ ।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ভাত ! এই মহা-
তীর্থে সুরাসুরনমস্কৃত বিখ্যাত লুঙ্কেশ্বর তীর্থ
বিদ্যমান । এই লুঙ্কেশ্বর জলমধ্যে প্রতিষ্ঠিত
জানিবে । মহীতলে নানার্চ্যময় এই লুঙ্কেশ্বর
অতি পবিত্র । হে ভারত ! এক্ষণে এই লুঙ্ক-
েশ্বরের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । পূর্বকালে

ব্রহ্মসুতন্ত ৫।৩। গঙ্গাতটং সমাশ্রিত্য চ্যার
বিপুলং তপঃ। অধোমুখোহপি সংস্থিতাপিবন্ধু-
মহর্নিশম্। ৪। ততশ্চানন্তরং দেবস্তিষ্ঠতে হ্যময়া
সহ। দৃষ্টো তং পার্শ্বতী সা তু তপস্যাগ্রে বাব-
স্থিতম্। ৫। পশু পশু মহাদেব ধূমানী তিষ্ঠতে
নরঃ। প্রসাদ তং কুরুষাদা দেহি শীঘ্রং বরং
বিভো। ৬। ঈশ্বর উবাচ। যদুক্তং বচনং দেবি
ন তন্মে রোচতে প্রিয়ে। স্বকাৰ্য্যক সদা চিন্ত্যং
পরকাৰ্য্যং বিসর্জয়েৎ। ৭। মূৰ্খস্বীবালশক্রণাঃ
যচ্ছন্দেনানুবর্ততে। ব্যাসনে পততে ঘোরে সভা-
মেতদুদীরিতম্। ৮। দেবুবাচ। ভাৰ্ঘ্যাভ্যা-
র্থিতো ভৰ্ত্তা কারণং বহু ভাষতে। লঘুহং যতি সা
নারী এবং শাস্ত্রেষু পঠাতে। ৯। প্রাণত্যাগং করি-
ষ্যামি যদি মাং ত্বং ন মন্তসে। পার্শ্বত্যা প্রেরিতো
দেবো গতোহসৌ দানবঃ প্রতি। ১০। ঈশ্বর
উবাচ। কিমর্থং পিবসে ধূমং কিমর্থং তপাসে তপঃ।

কালপৃষ্ঠ নামে এক বলদপিত মহাবীৰ্য্য বিখ্যাত
দানব ছিল। দানব ব্রহ্মনন্দন কণ্ঠপের কন্য।
কালপৃষ্ঠ গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়া বিপুল তপস্যা
করিয়াছিল। সে অধোমুখ অবস্থানপূর্বক অহর্নিশ
ধূমপান করিত। ইত্যবসরে শঙ্কর উমার সহিত
সেই স্থানে উপনীত হন। পার্শ্বতী দানবকে
উগ্রতপস্শায় প্রবৃত্ত দেখিয়া শঙ্করকে কহিলেন,—
হে মহাদেব! দেখুন, জনৈক নর ধূমপান করিয়া
তপস্যা করিতেছে; হে বিভো। আপনি প্রসন্ন
হইয়া অদ্যই ইহাকে সহস্র বর দান করুন।
ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—দেবি! তুমি যাহা বলি-
তেছ, ইহা আমার ক্রাচকর নহে। হে প্রিয়ে!
পরকাৰ্য্য বিসর্জন দিয়া সকলেরই নিজকাৰ্য্য চিন্তা
করা কর্তব্য। দেখ, ইহা সভ্যই কথিত হইয়া
থাকে যে, যে ব্যক্তি মূৰ্খ, নারী ও বালকের মতানু-
সারে কাণ কରେ, তাহার ঘোর বিপদ উপস্থিত
হইয়া থাকে। দেবী বলিলেন,—শাস্ত্রে ইহাও
পাঠ করিয়াছি যে, পত্নীর প্রার্থিত বিষয়ে স্বামী
যদি বহু হেতুবাদের অবতারণা করেন, তবে
তাগাতেও পত্নীর লঘুতা ব্যক্ত হইয়া থাকে।
আপনি অদ্য যদি আমার বাক্যের অনুমোদন
মা করেন, তবে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব।
অনন্তর দেব শঙ্কর পার্শ্বতীর প্রেরণায় দানবের
মিকট উপনীত হইলেন। ঈশ্বর বলিলেন,—
তুমি কি জন্ত ধূমপান করিতেছ আর তোমার

কিং ত্বং কিং ত্বং সন্তাপো বদ কাৰ্য্যমভীপ্সিতম্।
১১। যুবা ত্বং দৃষ্টসেহদ্যপি বর্ষবিংশতিরেব চ।
তদাচক্ষু হি মে সর্বং তপসঃ কারণং মহৎ। ১২।
দানব উবাচ। অচলা দীপ্ততাং ভক্তির্মম ত্বৈৰ্য্যং
তবোপরি। অপরং বর্ষসাহস্রং নির্বিঘ্নং মে গতং
বিভো। ১৩। দিবসানাং সহস্রে ঘে পূর্ণে ত্বস্তপসা
মম। ১৪। ঈশ্বর উবাচ। যাচ্যাতীপ্সিতং কাৰ্য্যং
তুষ্টোহহং তব সুরত। দেবস্ত বচনং শ্রদ্ধা চিন্তয়া-
মাস দানবঃ। ১৫। কিং নাকং যাচ্যাম্যদ্য কিমদ্য
সকলাং মহীম্। এবং স চিন্তয়ামাস কামবাণেন
পীড়িতঃ। ১৬। দানব উবাচ। যদি তুষ্টোহসি
মে দেব বরং দাস্তসি মে প্রভো। সংগ্রামৈশ্চ ন
তুষ্টোহহং বলং নাস্তীতি কিঞ্চন। ১৭। যন্ত মূৰ্খস্তহং
দেব পাণিনা সমুপস্পৃশে। দেবদানবগন্ধর্বো ভাম্ব-
সাদ্যাতু তৎক্ষণাত্। ১৮। ঈশ্বর উবাচ। যবয়া চিন্তিতং

তপস্যার উদ্দেশ্যই বা কি? তোমার যদি
কোন ত্বং কিংবা সন্তাপ উপস্থিত হইয়া
থাকে, তবে তোমার অভীষ্ট প্রকাশ কর। দেখি-
তেছি—তুমি অদ্যাপি যুবা, বয়সও তোমার
বিংশতি, অতএব তোমার মহাতপস্যার কারণ
নিচয় কীৰ্ত্তন কর। ১১—১২। দানব উত্তর করিল,—
হে বিভো! আপনি আমাকে অচলা ভক্তি প্রদান
করুন, আপনার উপর যেন আমার ভক্তি চির-
স্থির থাকে। আমাকে বিংশতি বর্ষের যুবা অব-
লোকন করিতেছেন বটে, কিন্তু আমি আপনার তপ-
স্শায় প্রবৃত্ত হইয়া দৈব ত্বই সহস্র বৎসর অতিবাহিত
করিয়াছি। তন্মধ্যে আমার সহস্রবর্ষ নির্বিঘ্নেই
অতিবাহিত হইয়াছে। ঈশ্বর কহিলেন,—হে সুরত!
আমি তোমার প্রমি প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার
অভীষ্ট প্রার্থনা কর। অনন্তর দানব দেবদেবের
বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিল—অদ্য স্বর্গই
প্রার্থনা করি কিংবা সমগ্র মহীতলই যাক্রা করি?
দানব এইরূপ চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে সে কামবাণে
পীড়িত হইল। দানব বলিল,—আমার কিছুই
বল নাই, অতএব সমরে সন্তোষলাভ আমার
পক্ষে অসম্ভব। হে দেব! যদি আপনি আমার
প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন এবং হে প্রভো! যদি
আপনি আমাকে বর দান করেন, তবে ইহাই
করুন যেন আমি যাহার মস্তকে হস্ত বিস্তৃত করিব,
হে দেব! সে, দেব হটক কিংবা দানব বা গন্ধর্বই

কিঞ্চিন্তংসর্গঃ সকলং তব । উত্তিষ্ঠ গচ্ছ নীত্রং ত্বং
ভবনং প্রতি দানব ॥ ১৯ ॥ দানব উবাচ । স্বীয়তাং
দেবদেবেশ যাবজ্জ্ঞানামি তে বরম্ । যুগ্মমুর্দ্ধি
জ্ঞসে পাণিং প্রত্যায়ো মে ভবেদযথা ॥ ২০ ॥
ততশ্চানন্তরং দেবশ্চিস্তয়ানো মহেশ্বরঃ । ন কন্দো
ন হরিব্রজা যঃ কার্যেষু ক্রমোহধুনা ॥ ২১ ॥ জাহ্না
চৈবাপদং প্রাপ্তাং দেবঃ প্রার্থয়তে বৃষম্ । অনেন
সহ পাপেন যুধ্যস্ব সাম্প্রতং কণম্ ॥ ২২ ॥ করং
প্রাসারয়দৈত্যো দেবং মুর্দ্ধি কিল স্পৃশেৎ ।
লাঙ্গুলেনাহতো দৈত্যো বিষণ্ণঃ পতিতো ভূবি ॥ ২৩ ॥
দেবস্ত দক্ষিণামাশাং গতশ্চৈবোময়া সহ । ভয়ভীতো
নিরীক্শেত গ্রীবাং ভজ্য পুনঃপুনঃ ॥ ২৪ ॥ গতে
চাদর্শনং দেবে যুযুধে বৃষভেণ সঃ । দ্বাবেতো
বলিনাং শ্রেষ্ঠৌ যুযুধাতে মহাবলৌ ॥ ২৫ ॥ প্রহারৈ-
র্বজ্রসদৃশৈঃ কোপেন ঘটিকাজয়ম্ । পানিত্যাং ন

স্পৃশেদযো বৈ বৃষভস্তা শিরস্তথা ॥ ২৬ ॥ হস্তা
লাঙ্গুলপাতেন আগতো বৃষভস্তদা । উখিতশ্চাপ্যাসৌ
দৈত্যো ব্রজতে বৃষপৃষ্ঠতঃ ॥ ২৭ ॥ বায়ুবেগেন
সম্প্রাপ্তো যত্র দেবো মহেশ্বরঃ । আগতং দানবং
দৃষ্ট্বা বৃষো বচনমব্রবীৎ ॥ ২৮ ॥ আকৃহ পৃষ্ঠে মে
দেব নীত্রমেব হি গম্যতাম্ । আকৃহ বৃষভং দেবো
জগাম চোময়া সহ ॥ ২৯ ॥ নাকং প্রাপ্তস্ততো
দেবো গতঃ শক্রস্ত মন্দিরম্ । নাত্যজদেবপৃষ্ঠং তু
দানবো বলদর্পিতঃ ॥ ৩০ ॥ ইন্দ্রলোকং পরিত্যজ্য
ব্রহ্মলোকং গতস্তদা । যত্রযত্র ব্রজেদেবো ভয়াৎ সহ
দিবৌকসৈঃ ॥ ৩১ ॥ অপশ্চতত্র তত্রৈব পৃষ্ঠে লগ্নঃ
তু দানবম্ । সর্গাংল্লোকান্ ভ্রামিষ্য তু দেবো বিস্ময়-
মাগতঃ ॥ ৩২ ॥ ন স্থানং বিদ্যতে কিঞ্চিদযত্র
বিশ্রম্যতে কণম্ । দেবদানবয়োস্তত্র যুদ্ধং জাহ্না
সুদাক্ষণম্ ॥ ৩৩ ॥ হর্ষিতায়া মুনিস্তত্র চিরং নৃত্যতি
নারদঃ । ধস্তোহহমদ্য মে জন্ম জীবিতং ৫

ঈহ উক, তৎক্ষণাৎ ভ্রাম্যসাৎ হইবে । ঈশ্বর
উত্তর করিলেন,—হে দানব ! তুমি মনে মনে
যাহা চিন্তা করিয়াছ, তোমার সে সকল সকল
হইবে । এক্ষণে গাত্ৰোত্থান করিয়া সত্বর নিজ-
ভবনে গমন কর । দানব বলিল,—হে দেব-
দেবেশ ! আমি যতক্ষণ আপনার প্রদত্ত বর
পরীক্ষা করি, ততক্ষণ এই স্থানে অবস্থান করুন ।
আপনার মস্তকে হস্ত বিস্তৃত করিলেই ইহা
প্রত্যক্ষ হইবে । অনন্তর মহেশ চিস্তিত হই-
লেন, ভাবিলেন,—কন্দ, ঈরি কিংবা ব্রজাও ইহার
প্রতীকারে সমর্থ নহেন । দেবদেব তাৎকালিক
আপদের বিষয় কণকাল চিন্তা করিয়া বৃষকে
স্মরণ করিলেন এবং সেই দানবের সহিত
যুদ্ধার্থ তাহাকে আদেশ দিলেন । তখন অশুর
কর প্রসারণপূর্বক মহাদেবের মস্তকে হস্ত
প্রদান করিতে উদ্যত হইল । ইত্যবসরে বৃষ
লাঙ্গুল দ্বারা দানবকে দৃঢ় আহত করিয়া ভূতলে
পাতিত করিল । দেব শঙ্করও তখন উমার সহিত
দক্ষিণদিকে গমন করিলেন । ভব চলিয়া গেলেন
বটে, কিন্তু তিনি ভয়ে ভীত হইয়া গ্রীবাভঙ্গী দ্বারা
পশ্চাৎদিক পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ।
দেখিতে দেখিতে দেব অদর্শন হইলেন, এ দিকে
দানব বৃষের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইল । উভয়েই
বলিশ্রেষ্ঠ ও মহাবল । তখন সেই বলিহয়ের যুদ্ধ
চলিল । উভয়েই কোপভরে বজ্রবৎ দৃঢ় প্রহার

করত ঘটিকাজয় সমর করিল । দানব তখন কর-
দ্বয় দ্বারা বৃষভের শিরোদেশ স্পর্শ করিতে উদ্যত
হইলে, বৃষভ লাঙ্গুলবিক্ষেপে তাহাকে আহত
করিয়া শিবসমীপে প্রস্থান করিল । দানবও
নিবৃত্ত হইল না, সেও বৃষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
করিল । অনন্তর বৃষ দানবকে সমাগত অব-
লোকন করিয়া মহেশকে সন্দোধানপূর্বক কহিল,—
দেব ! সত্বর আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উমার
সহিত এস্থান হইতে গমন করুন । শিব তাহাই
করিলেন । তিনি উমার সহিত বৃষের পৃষ্ঠে আরোহণ
করিয়া সত্বর অশুরপুরে গমনপূর্বক মহেন্দ্রভবনে উপ-
নীত হইলেন । বলদর্পিত দানবও ত্রিপুরারি
পশ্চাৎ ত্যাগ করিল না । ১৩—৩০ । শঙ্কর
তখন ইন্দ্রলোক পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে উপ-
স্থিত হইলেন । এই ব্যাপার দর্শনে ভীত হইয়া
ত্রিদিববাসীগণও ক্রুদ্ধের সহিত দৌড়াইতে লাগি-
লেন, ক্রুদ্ধ দেবগণ সহ যে যে স্থানে পলায়ন করিতে
লাগিলেন, দানবও ক্রুদ্ধের পৃষ্ঠলগ্নের স্তায় সেই সেই
স্থানে উপাশ্রিত হইতে লাগিল । শূলপাণি অখিল
লোক ভ্রমণ করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন, তিনি
ত্রিলোক মধ্যে এমন কোন স্থানই পাইলেন না যে,
কণকাল বিশ্রাম করিতে পারেন । দেব-দানবের এই
সুদাক্ষণ সংঘর্ষদর্শনে দেবর্ষিনারদ পরম হৃষ্ট হইয়া
অত্যন্ত নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—

সুজীবিতম্ । ৩৪ । মহাস্তমঃ চ কলিঃ দৃষ্টা সন্তোষঃ
পরমোহভবৎ । দেবদানবয়োস্তত্র যুদ্ধঃ ত্যক্তা
চ নারদ । ৩৫ । আজগাম ততো বিপ্রো
যত্র দেবো মহেশ্বরঃ । দৃষ্টা দেবোহথ তং
বিপ্রঃ প্রতিপূজ্যাত্রবৌদিদম্ । ৩৬ । তো নারদ
মুনিশ্রেষ্ঠ জানীষে কেশবঃ কচিৎ । গতা তত্র
চ শীঘ্রং ত্বং কেশবায নিবেদয় । ৩৭ । নারদ
উবাচ । দেবদানবসিদ্ধানাং গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্ ।
সর্বেহামেব দেবেশো হরতে ব্রহ্মপাদম্ । ৩৮ ।
অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং মনসাপি ন চিন্তয়েৎ ।
ঈদৃশীং নৈব বুধ্যামি আপদং চ বিতো তব । ৩৯ ।
ঈশ্বর উবাচ । গচ্ছ নারদ শীঘ্রং ত্বং যত্র দেবো জনা-
দনঃ । বিদিতঞ্চ ত্বয়া সর্বং যৎকৃতং দানবেন তু । ৪০ ।
অবধ্যো দানবো হ্যেব সৈশ্চরপি মরুদগণৈঃ । গতা
তু কেশবঃ দেবং নিবেদয় মহামুনে । ৪১ । নারদ
উবাচ । ন তু গচ্ছাম্যহং দেব সুপুং কীরোদধৌ
সুখী । কেশবঃ প্রেরণে হ্যেবামাদেশো দীযতাং

অদ্য আমি ধন্ত হইলাম, আজ আমার জীবন জয়
ধন্ত হইল; আজ আমি দেবদানবের মহাকলহ
দর্শন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম । অন-
ন্তর দ্বিজ নারদ দেবদানবের যুদ্ধদর্শনে বিরত
হইয়া মহেশ্বরসমীপে উপনীত হইলেন, মহেশ্বরও দেব
বিক্রে দর্শন করিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়া কহিলেন;
—হে মুনিশ্রী নারদ ! কৃষ্ণ কোথায় আছেন, আপনি
তাহা জানেন কি? আপনি সত্বর কেশবসমীপে
গমন করিয়া এই বৃত্তান্ত নিবেদন করুন । নারদ
কহিলেন,—দেবেশ বিষ্ণু, দেব, দানব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব,
ঊরগ, রাক্ষস সকলেরই বিপদ বিনাশ করেন
সন্দেহ নাই; কিন্তু হে দেব ! কৈ আপনার তা
এখন কোন বিপদই আমি বুঝিতে পারিতেছি না;
হে বিতো ! যাহা অসম্ভব, কদাচ তাহা বক্তব্য
নহে, এমন কি মনে মনেও তাহা চিন্তা করা
উচিত হয় না । ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—সত্যই
আমার বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, হে নারদ !
আপনি দেব জনার্দনসমীপে গমন করিয়া সত্বর
আমার এই বিপদের বার্তা নিবেদন করুন । আপনি
দানবের অখিল বিবরণ বিদিত আছেন, এই দানব
সুরেন্দ্র ও মরুদগণেরও অবধ্য; হে মুনিশ্রী !
কেশবের সমীপে গমন করিয়া সত্বর ইহা নিবেদন
করুন । নারদ কহিলেন,—কেশব কীরোদধৌ
সুখে শয়ান রহিয়াছেন । হে দেব ! আমি তথায় গমন

প্রভো । ৪২ । মাত্ৰা স্বপ্না হৃদি বা রাজানঞ্চ
তথা প্রভুশ্চ । গুরুং চৈবাদিতঃ কৃতা শয়ানং ন
প্রবোধয়েৎ । ৪৩ । ঈশ্বর উবাচ । যদি কচিৎ-
গারেষু বহুরুৎপদ্যতে মহান্ । নিধনং যান্তি
তত্রস্থ যদুধ্যোরস্ত সুরয়ঃ । ৪৪ । নারদ উবাচ ।
শীঘ্রং গচ্ছ মহাদেব আশ্রানং রক্ষ সুপ্রভো ।
গচ্ছাম্যহং ন সন্দেহো যত্র দেবো জনার্দনঃ । ৪৫ ।
ততো নন্দিমহাকালো স্তম্ভহস্তো ভয়ানকো । জয়তু-
দানবঃ তত্র মুদগরাদিতিরায়ুধৈঃ । ৪৬ । ত্রয়োহপি
চ মহাকায়াঃ সপ্ততালপ্রমাণকাঃ । ন শমো জায়তে
ত্রেযাং যুধ্যতাং চ পরস্পরম্ । ৪৭ । ততশ্চানন্তরঃ
বিপ্রোহগচ্ছন্তঃ কেশবং প্রেতি । সুপুং কীরোদধৌ-
হপশ্চচ্ছেষপর্য্যাক্তসংস্থিতম্ । ৪৮ । লক্ষ্মী পাদযুগং
গৃহ্য উরুপরি নিবেশিতম্ । অপ্সরোগীষমানস্ত
ভক্ত্যানম্য চ কেশবম্ । ৪৯ । অদ্য মে সকলং

করিব না, আপনার অন্ত যে কেহ থাকে, তাহার
প্রতি কেশবসন্নিধানে গমনের আদেশ প্রদান করুন,
হে বিতো ! অন্যের কথা কি কহিব, গাভাই হউন
বা ভগিনী বা কন্যাই হউন কাহারও শয়ান রাজা,
প্রভু কিংবা গুরুকে প্রবুদ্ধ করা কর্তব্য নহে । ঈশ্বর
উত্তর করিলেন,—আপনি যেরূপ বলিলেন, যদি
ইহাই ঠিক হয়, তবে কখনও যদি ভীষণ অনলে
গৃহদাহ হইতে থাকে, আর যদি সেই গৃহমধ্যে
নিদ্রিত ব্যক্তিগণকে প্রবুদ্ধ করা না হয়, তবে ত,
তত্রত্য জনগণের জীবন রক্ষা হয় না । ৪১—৪৪ ।
নারদ কহিলেন,—হে প্রভুবর ! আপনি যাহাই কেন
না বলুন, আমি কেশবসমীপে গমন করিব না, আপনি
স্বয়ং তথায় গমন করিয়া আশ্রয় রক্ষা করুন । অনন্তর
স্তম্ভের স্তায় সুদীর্ঘ হস্তশালী ভীষণ নন্দী ও মহা-
কাল মুদগরাদি বিবিধ আয়ুধ দ্বারা দানবকে প্রহার
করিতে লাগিল, দানবও মহাকায়, নন্দী মহাকাল ও
দানব—সমরভূমে এই যুগ্মসুত্রয়কেই সপ্ততালপ্রমাণ
পরিলাক্ষিত হইল । তাহারা অক্রান্ত হইয়া পরস্পর
যুদ্ধ করিতে লাগিল, কেহই শান্ত হইল না । ইত্য-
বসরে দেবর্ষি নারদ কীরোদশায়ী কেশবের
সমীপে উপনীত হইলেন; দেখিলেন,—কেশব শেষ-
পর্য্যকে সুপ্ত রহিয়াছেন । লক্ষ্মী তাহার পাদযুগল
গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় বক্ষস্থলে ধারণ করিয়াছেন এবং
অপ্সরোগণ সঙ্গীত করিতে করিতে ভক্তিতরে নত-
মস্তকে তাঁহার সমীপে বিদ্যমান রহিয়াছে । দেবর্ষি
কীরোদশায়ী কেশবকে অবলোকন করিয়া কহি-

জন্ম জীবিতঃ চ স্মৃজীবিতম্ । উথাপয়ন্ত দেবেশং
লক্ষ্মিঃ স্মবিশঙ্কিতা ॥ ৫০ ॥ নারদস্ত বচঃ শ্রুত্বা
পদাঙ্কুঠং ব্যমর্দয়ৎ । নারদস্তিষ্ঠতে দ্বারি উত্তিষ্ঠ
মধুসূদন ॥ ৫১ ॥ দেবোহপি নারদঃ দৃষ্টা পরঃ হর্ষ-
মুপাগতঃ । স্বাগতং তু মুনিশ্রেষ্ঠ স্প্রভাতাদ্য
শর্করৌ ॥ ৫২ ॥ নারদ উবাচ । অদ্য মে সকলং
দেব প্রভাতং তব দর্শনাৎ । কুশলঞ্চ ন দেবানাং
শীঘ্রমুত্তিষ্ঠ গম্যতাম্ ॥ ৫৩ ॥ ত্রিবিষ্ণুকুবাচ ।
ব্রহ্মা চৈশ্বশ্চ ক্রুদ্রশ্চ যে চান্তে তু মরুদগণাঃ ।
আপদঃ কারণং যচ্চ তৎসমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৫৪ ॥
নারদ উবাচ । দানবেন মহাতীব্রং তপস্তপ্তং
সুদাক্ষণম্ । ক্রুদ্রেণ চ বরো দত্তো ভাস্করঃ মনসে-
প্তিতম্ ॥ ৫৫ ॥ বরদানবলেনৈব স দেবঃ হস্তমর্হতি ।
ঈদৃশং চেষ্টিতং জ্ঞাত্বা নীতো দেবোহমতৈঃ সহ ॥
৫৬ ॥ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা জগাম সমুনির্হরিঃ ।
দৃষ্ট্বা দেবস্তমীশানং গচ্ছন্তং দিশমুত্তরাম্ ॥ ৫৭ ॥

লেন,—আজ আমার জন্ম জীবন ধন্য হইল, অদ্য
আমার জীবন উত্তম বলিয়া মনে হইতেছে । অন-
ন্তর তিনি রমাকে সঙ্ঘোধন করিয়া কহিলেন,—হে
লক্ষ্মি ! অবিশঙ্কিতহৃদয়ে দেবেশ কেশবকে উথা-
পিত করুন । রমা নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া
কেশবের পদাঙ্কুঠ ঈষৎ মর্দিত করিলেন এবং
কহিলেন,—হে মধুসূদন ! নারদ দ্বারদেশে বিদ্য-
মান, গাত্রোথান করুন । দেব জনাধীনও নারদকে
দর্শন করিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন ; বলিলেন,—হে
মুনীশ্বর ! আপনার শুভাগমন ত, অদ্য আমার
বিভাবরী স্প্রভাতা । নারদ উত্তর করিলেন,—
হে দেব ! আপনার দর্শনে অদ্য আমার ব্রজনী
স্প্রভাত জ্ঞানিবেন ; দেবগণের মহা অমঙ্গল উপ-
স্থিত হইয়াছে । আপনি সত্ত্বর গাত্রোথানপূর্বক
দেবগণসমীপে গমন করুন । বিষ্ণু বলিলেন,—
কিজন্য ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ক্রুদ্র ও মরুদগণের আপদের
কারণ উপস্থিত হইয়াছে ? সে সকল আমার নিকট
বর্ণন কর । নারদ উত্তর করিলেন,—জনৈক দানব
সুদাক্ষণ মহাতীব্র তপস্তা করিয়াছে । ক্রুদ্রও তাহাকে
বর দিয়াছেন যে, সে ইচ্ছা করিলেই তাহার যাহাকে
অভিলাষ তাম্র করিতে পারিবে ! সম্প্রতি সেই
অসুর শকরকেই তাম্র করিতে উদ্যত হইয়াছে ।
ক্রুদ্রও দানবের এবংবিধ নির্বিক্স জাতিয়া অমরগণ-
সহ নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছেন । নারদের বাক্য
শ্রুতিয়া দেব জনাধীন তাহারই সহিত ক্রুদ্রসন্নিধানে

দৃষ্ট্বা দেবঃ চ ক্রুদ্রোহর্থ পরিষজ্য পুনঃপুনঃ । নম-
স্কৃত্য জগন্নাথঃ দেবঃ চ মধুসূদনঃ ॥ ৫৮ ॥ বিষ্ণুকুবাচ ।
ভয়ন্ত কারণং দেব কথ্যতাং চ মহেশ্বর । দেবদানব-
যজ্ঞাণাং প্রেবয়েয়ঃ যমালয়ম্ ॥ ৫৯ ॥ ললাটে চ
কুতো ঘর্ষণো যুগ্মাকং চ মহেশ্বর । চিহ্না শিরস্তথা-
জ্ঞানি ইন্দ্রিয়াণি ন সংশয়ঃ ॥ ৬০ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
নাস্তি সৌখ্যং চ মূর্খেষু নাস্তি সৌখ্যং চ রোগিষু ।
পরাদীনেন সৌখ্যং তু স্ত্রীজিতে চ বিশেষতঃ ॥ ৬১ ॥
স্ত্রীজিতেন ময়া বিবেকো বরো দত্তস্ত দানবে । যন্ত
মূর্ধ্নি স্তসেৎ পানিং স ভবেত্তাম্রপুঞ্জবৎ ॥ ৬২ ॥ অজৈয়-
শ্চামরশ্চৈব ময়া হ্যাক্তঃ স কেশবঃ । হস্তমিচ্ছতি মাং
পাপ উপায়স্তব বিদ্যতে ॥ ৬৩ ॥ বিষ্ণুকুবাচ ।
গচ্ছন্ত অমরাঃ সর্বে যুগ্মাভিঃ সহ শকর । উপায়ঃ
সর্জয়াম্যদ্য বধার্থং দানবস্ত চ ॥ ৬৪ ॥ রৈবায়শ্চ
তটে তিষ্ঠ দেব স্তমতৈঃ সহ । কালক্ষেপো ন

গমন করিলেন ; দেখিলেন,—ক্রুদ্রদেব উত্তর দিকে
ক্রুত গমন করিতেছেন । অনন্তর ত্রিপুরারি হরিকে
দেখিয়া আলিঙ্গন ও পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন ।
মধুসূদন হরিও হরকে প্রতিনমস্কার ও আলিঙ্গনাদি
দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন । বিষ্ণু বলিলেন,—হে
ভব ! ভয়ের কারণ কীর্তন করুন, হে মহেশ্বর !
দেব, দানব কিংবা যজ্ঞ যে কেহ আপনার অপকার
করিয়া থাকুক না কেন, আমি তাহাদিগকে যমসদনে
প্রেরণ করিব । হে মহেশ ! আপনারদের ললাটে
শ্বেদ দেখা যাইতেছে কেন ? নিঃসংশয় মনে হই-
তেছে—আপনারদের শির ও অস্ত্রান্ত অঙ্গ এবং
ইন্দ্রিয়নিচয়-ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে । ঈশ্বর উত্তর করি-
লেন,—যাহারা মূর্খ, তাহাদের সুখ নাই ; যাহারা
রোগী, তাহারাও সুখ লাভ করে না ; পরাদীন
বিশেষত নারাবশীভূত ব্যক্তি কদাচ সুখী হয় না ।
হে বিবেক ! আমি পত্নীর বশীভূত হইয়া দানবকে
বরদান করিয়াছি যে, এই দানব যাহার মস্তকে হস্ত
বিস্তৃত করিবে, সে তখনই তাম্ররাশিতে পরিণত
হইবে । হে কেশব ! আমি তাহাকে অজৈয় অমর
করিয়াছি, এক্ষণে সেই পাপমতি কিনা আমাকেই
নিহত করিতে উদ্যত হইয়াছে । হে রমাপতে ! এক-
মাত্র আপনারই হস্তে ইহার প্রতিকার-উপায় বিদ্য-
মান ॥ ৫৮—৬৩ ॥ বিষ্ণু বলিলেন,—হে শকর ! অমর-
নিকর আপনার সহিত গমন করুন । আমি অদ্যই
দানববধের উপায় উদ্ভাবন করিব । হে হর !
আপনি অমরগণের সহিত রৈবার তীরে বাস

কর্তব্যো গম্যতাং স্বরিতং প্রভো ॥ ৬৫ ॥ দক্ষিণা
যত্র গঙ্গা চ রেবা চৈব মহানদী । যত্র যত্র চ দৃশ্যেত
প্রাচী চৈব সরস্বতী ॥ ৬৬ ॥ তৎসমকং মহাতীর্থং
ন মর্ত্যে চৈব দৃশ্যতে । জ্ঞানং যে তত্র কুর্ষন্ত
দানং চৈব তু ভক্তিতঃ ॥ ৬৭ ॥ সপ্তজন্মকৃতং পাপং
নশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ । এততীর্থং মহাপুণ্যং সৰ্ব
পাতকনাশনম্ ॥ ৬৮ ॥ গম্যতাং তত্র দেবেশ
লুক্কেশং স্বং সহামরৈঃ । বিকোঙ্ক বচনাদেব
প্রবিষ্টো হৃদযুক্তমম্ ॥ ৬৯ ॥ রাতং স্মমহতীঃ চক্রে
সহ তত্র মরুদগণৈঃ । ততশ্চানন্তরং দেবো মায়াং
কৃৎস্না হনেকথা ॥ ৭০ ॥ বসন্তমাসং সংসৃজ্য উদ্যান-
বনশোভিতম্ । অশোকৈককুলৈশ্চৈব ব্রহ্মবৃক্ষৈঃ
শুশোভনৈঃ ॥ ৭১ ॥ শ্রীবৃক্ষৈশ্চ কপিথৈশ্চ শিরীষ
রাজচম্পকৈঃ । শ্রীকলৈশ্চ তথা তালৈঃ কদম্বো-
দ্বয়ৈরন্তথা ॥ ৭২ ॥ অশ্বখাদিক্রমৈশ্চৈব নানা-
বৃক্ষৈরনেকশঃ । নানাপুষ্পৈঃ সুগন্ধাঢ্যৈশ্চৈব
নির্নাদিতম্ ॥ ৭৩ ॥ তস্মিন্মধ্যে মহাবৃক্ষো স্ত্রাগ্রো-
ধশ্চ শুশোভনঃ । বহুপক্ষিসমাযুক্তঃ কোকিলারাব-
নাদিতঃ ॥ ৭৪ ॥ কবেশ চ কৃতং তস্মিন্ কন্তারূপক
তৎকণাৎ । ন তন্তাঃ সদৃশী কন্তা ত্রৈলোক্যে

করুন ; কালক্ষেপ করিবেন না, সহর গমন করুন !
হে প্রভো! যে স্থানে দক্ষিণা গঙ্গা, মহানদী নর্মদা
এবং যে যে স্থানে প্রাচী সরস্বতী বিদ্যমান, মর্ত্যে
তাদৃশ মহাতীর্থ দৃষ্ট হয় না। যে মানব তথায়
জ্ঞান ও ভক্তিপূরক দান করে, তাহার সপ্তজন্ম-
কৃত পাপ বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই। হে দেবেশ!
ইহা এক সমিপাতকনাশন মহাপুণ্য তীর্থ। আপনি
অমরগণ সহ এই লুক্কেশ তীর্থে গমন করুন।
অনন্তর বিষ্ণুর আদেশে মহেশ সেই অমৃতমুহুরে
প্রবেশ করিয়া অমরনিকর সহ মহতী রতি করিতে
লাগিলেন। অনন্তর তিনি বিবধ মায়া উদ্ভাবন
করিয়া বসন্তকাল সৃজন করিলেন। উদ্যানের
বনমালা পরম শোভা ধারণ করিল; শুশোভন
অশোক, বকুল, ব্রহ্মবৃষ্টি শ্রীবৃক্ষ, কপিথ শিরীষ,
রাজচম্পক, শ্রীকল, তাল কদম্ব, উদ্বয় ও অশ্ব-
খাদি তরুনিচয় কুসুমিত হইল এবং কুসুমমুহুর
মনোহর সৌরভে ভ্রমরকুল আকুল হইয়া নিনাদ
করিতে লাগিল। এই সকল উদ্যানপাদপের
মধ্যে এক শুশোভন মহাতরু স্ত্রাগ্রোধ বিদ্যমান
ছিল। এই পাদপ বহু বিহঙ্গসমাকুল ও কোকিল-
গণের মধুর রবে মুখরিত। কক তখন এক

সচরাচরে ॥ ৭৫ ॥ অন্তাশ্চ কন্তকাঃ সপ্ত সুরূপাঃ
শুভলোচনাঃ । দিব্যরূপধরাঃ সর্বা দিব্যভরণ-
ভূষিতাঃ ॥ ৭৬ ॥ পুমাং সমভিকাজ্জন্তো যদ্যেকঃ
কাময়েৎ স্থিয়ঃ । মৌক্তিকৈ রত্নমাণিক্যৈর্দৈর্ঘ্যৈশ্চ
শুশোভনৈঃ ॥ ৭৭ ॥ কামহাটরৈশ্চ বংশৈশ্চ বক্লো
হিন্দোলকঃ কৃতঃ । আকৃতাশ্চ মহাকন্তা গায়ন্তে
সুস্বরং তদা ॥ ৭৮ ॥ মাকৃতঃ শীতলো বাতি বনং
স্পৃষ্টা শুশোভনম্ । বাতেন প্রেরিতো গন্ধো
দানবো ভ্রাণপীড়িতঃ ॥ ৭৯ ॥ ততঃ কুসুমগন্ধেন
বিস্ময়ং পরমং গতঃ । আভ্রায় চেদৃশং পুণ্যং ন
দৃষ্টং ন শ্রুতং ময়া ॥ ৮০ ॥ বনে চিস্তয়তঃ কিঞ্চি-
দ্ধনিগীতং শুশোভনম্ । গীতশ্চ চ ধ্বনিঃ শ্রুত্বা
মোহিতো মায়ায়া হরেঃ ॥ ৮১ ॥ বাধৈশ্চৈব মগ-
কূটে পতিস্ত চ যথা মৃগাঃ । কালস্পৃষ্টস্তথা কবেশ
পতিতশ্চ নরাধিপ ॥ ৮২ ॥ দৃষ্টা কন্তাক্ত তাং

কন্তারূপ ধারণ করিলেন, চরাচর ত্রিলোকে তৎ-
কালে তাদৃশী কন্তা আর দ্বিতীয় ছিল না।
তখন মধুরিপুর মায়ায় অন্ত আর সাতটি কন্তা
প্রাহুর্ভূত হইল। ইহারাও সুরূপা সুলোচনা
দিব্যরূপধারিণী ও দিব্যভরণভূষিতা, তাহারা
তখন কামিনী কামুক পুংস্বরই কামনা করিতে
লাগিল। অনন্তর তাহারা মৌক্তিক মাণিক্য ও
শুশোভন বৈদূর্য্য রত্ননিচয় দ্বারা এক দোলা নির্মাণ
করিয়া কামহার ও বংশ দ্বারা তাহা বন্ধ করিল
এবং সেই দোলায় আরোহণ করিয়া দোল খাইতে
খাইতে সুস্বর সঙ্গীত করিতে লাগিল। তখন
শতল সমীরণ শুশোভনকুসুম সংস্পর্শে সৌরভ-
শালী হইয়া বহিতে লাগিল, ক্রমে বায়ুদ্বারা পরি-
চালিত হইয়া সেই সুগন্ধ দানবের নাসাবিবরে
প্রবেশ করিল। দানব কুসুমগন্ধে পীড়িত ও
পরম বিস্মিত হইল; সে কুসুমের গন্ধ আভ্রাণ
করিয়া ভাবিল,—‘কৈ আমিত’ ইতিপূর্বে কখনও
এরূপ গন্ধ আভ্রাণ কার নাই বা এরূপ গন্ধ থাকিতে
পারে, ইহাও শুনি নাই। অনন্তর অমুর উদ্যান
মধ্যে ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল।
ইত্যবসরে তাহার বর্ণকুহরে সেই সুমধুর গীতধ্বনি
প্রবেশ করিল। হে নররাজ! অনন্তর মৃগগণ
যেনন ব্যাধের কূটযন্ত্রে পতিত হয়, রমণীগণের
মনোহর গীতধ্বনি শ্রবণেও দানব তরুণ হরির মায়ায়
মোহিত হইল। অমুর কালপৃষ্ঠ, কবেশ কূটমায়ায়

দৈত্যো মূর্ছয়া পতিতো হুবি। পতিতেন তু
দৃষ্টৈকা কন্তা বটতলে স্থিতা। ৮৬। আশ্রুং দৃষ্টা
তু নারীণাং পুনঃ কামেন পীড়িতঃ। গৃহীত্বা হেম-
দণ্ডং তু তাং পাতয়িতুমিচ্ছতি। ৮৭। কন্তোবাচ।
মা মাতৃস্পর্শয় ত্বং হি কুমার্য্যং কুলোত্তম। ভো
মুঞ্চ মুঞ্চ মাং শীঘ্রং যাবদঙ্গচ্ছাম্যহং গৃহম্। ৮৮।
দানব উবাচ। অহং বিবাহমিচ্ছামি ত্বয়া সহ
সুশোভনে। ভূপৃষ্ঠে সকলে রাজ্যী ভবন্তেবং
ন সংশয়ঃ। ৮৯। কন্তোবাচ। পিতা রক্ষতি
কৌমার্য্যে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। পুত্রো রক্ষতি
বৃদ্ধত্বে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্থতি। ৯০। ন স্বাতন্ত্র্যং
মমৈবাস্তি উৎপন্ন্যহং মহাকূলে। যাচ্যস্ব মৎপিতা
ভ্রাতা মাতাপি হি তথৈব চ। ৯১। দানব উবাচ।
যদি মাং নেচ্ছসে ত্বদ্য স্বাতন্ত্র্যং নাবলঙ্গমে।
মমাপি চ তদা হত্যা সত্যঞ্চ শুভলোচনে। ৯২।
কন্তোবাচ। বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যো যাদৃশে তাদৃশে

পতিত হইল। অনন্তর দানব সেই মনোহারিণী
কন্তাকে অবলোকন করিয়া মূর্ছিত ও ভূপতিত
হইল। দানব ভূপতিত হইয়াও বটতরুর তল-
স্থিত সেই কন্তাকে অবলোকন করিতে লাগিল
এবং অপরাপর সুন্দরী রমণীগণের বদন দর্শন
করিয়া দানব মদনবাণে সমধিক পীড়িত হইল।
তথাপি দানবের নিরুদ্ভি নাই, সে হেমদণ্ড গ্রহণ
করিয়া তদ্বারা সেই রমণীকে পাতিত করিতে
অভিলাষ করিল। তখন কন্তা কহিলেন,—হে
কুলোত্তম! আমি কুমারী, আমাকে স্পর্শ করিও
না। ওহে! তুমি আমাকে ত্যাগ কর, ত্যাগ কর;
আমি সহর গৃহে গমন করিব। দানব উত্তর করিল,
—হে সুশোভনে! আমি তোমার পাণিপীড়নে
অভিলাষ করিতেছি তুমি নিঃসংশয়ে অগ্নি
ভূতলের রাজ্যী হইবে। কন্তা কহিলেন,—কোমার
কালে পিতা, যৌবনে ভর্তা আর বৃদ্ধবয়সে তনয়ই
স্বীকৃতির রক্ষিত। স্বীকৃতি কখনও স্বাবীন নহে।
বিশেষতঃ আমি মহাকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি,
এবিষয়ে আমার কোনই স্বাবীনতা নাই। আমার
পিতা মাতা ও ভ্রাতা আছেন, তুমি তাঁহাদের নিকট
গমন করিয়া আমাকে প্রার্থনা কর। দানব
বলিল,—হে সুলোচনে! যদি তুমি স্বাধীনতা
অবলম্বন না কর, আর আমার পত্নী না হও,
তবে আমি সত্যই কহিতেছি, আমাকে তুমি হত্যা
করিবে। কন্তা বলিলেন,—যে-সে পুরুষে

নরে। নরঃ স্ত্রীষু বিচিহ্নাশ্চ লম্পটাঃ কাম-
মোহিতাঃ। ৯৩। পরিণয় তুষ্ণমাং ত্বং হি ভুভুক্ষ
ভোগান্নয়া সহ। জন্মনাশো ভবেৎ পশ্চাৎ ত্বং
নান্তো ভবেন্মম। ৯৪। ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিণী বৈশী
শূদ্রী যাবন্তথৈব চ। দ্বিতীয়ো ন ভবেত্তর্জা একাকী
চেহ জন্মনি। ৯৫। দানব উবাচ। যদ্বয়া গদিতঃ
বাক্যং তন্ময়া ধারিতং হৃদি। প্রত্যয়ং মে কুরুষাদ্যা
যন্তে মনসি রোচতে। ৯৬। কন্তোবাচ। জানৌষ
গোপকন্তাং মাং ক্রৌড়ামি সখিভিঃ সহ। অশ্বৎ-
কূলেষু যদিব্যং তৎ কুরুষ যথাবিধি। ৯৭। ন
তদিব্যং কূলেহস্মাকং বিষং কোশং ন তত্ত্বলা।
গোপাখ্যেষু সর্কেষু হস্তঃ শিরসি দীয়তে। ৯৮।
কামাক্ষেনৈব রাজেন্দ্র নিক্ষিপ্তো মস্তকে করঃ।
তৎক্ষণাদ্ভ্রমসাদ্ভূতো দম্বশৃণুচয়ো যথা। ৯৯।
কেশবোপরি দেবৈশ্চ পুষ্পরষ্টিঃ শুভা কৃতা। দৃষ্টাঃ

বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে, কারণ কামমোহিত
লম্পটগণ রমণী দর্শনে বিমুগ্ধচিত্ত হইয়াই থাকে।
একদিকে যেমন তুমি আমাকে পরিণয় করিয়া
বিবিধ ভোগ উপভোগ করিবে, অন্যদিকে তেমনই
আমার জীবন-জন্ম ব্যথা বিনষ্ট হইবে, তখন তুমি
আমার সহায় হইবে না। ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়রমণী,
বৈশ্যপত্নী ও শূদ্রাণী—ইহজন্মে কাহারও দ্বিতীয় ভর্তা
হয় না, সকলেই স্ব স্ব এক স্বামীতেই অনুরক্ত
থাকেন। দানব বলিল,—তুমি যাহা বলিতেছ, আমি
তোমার সকল কথাই হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি;
তোমার মনের যেকোন রূচি, তাহা প্রকাশ করিয়া
আমার প্রত্যয় জন্মাইয়া দাও। কন্তা কহিলেন,
—আমাকে গোপকন্তা বলিয়া বিদিত হও।
আমি এখানে সখীগণ সহ বিবিধ ক্রৌড়া—কৌতুক
করিয়া থাকি। আমাকে বিবাহ করিতে হইলে
আমাদের কূলে বিবাহসময়ে যে শপথ করিতে হয়,
যথাবিন তাহা পালন কর আমাদের সে কোল
শপথ বিন, কোন বা তুল্যবিষয়ক নহে। গোপাখ্য-
জাত বরেরা বিবাহের পূর্বে মস্তকে হস্ত বিস্তৃত
করিয়া শপথ করিয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র!
দানব কামাক্ষ; সে তখনই মস্তকে হস্ত বিস্তৃত
করিল। মস্তকে হস্ত প্রদান মাত্র ইতান্নে যেমন
তুর্ণনিচয় হৃদয় হয়, দানবও তজপঃ তৎক্ষণাৎ
ভ্রমীভূত হইয়া গেল। দেবগণও তখন দৃষ্ট
হইয়া কেশবের মস্তকে শুভাবহ পুষ্পরষ্টি করিলেন

সর্বেহগমনং দেবাঃ স্বস্থানং বিগতজরাঃ । ৯৭ ।
 ক্ষীরোদং কেশবোহগচ্ছৎ কালপৃষ্ঠে নিপাতিতে ।
 য ইদং শৃণুয্যন্তস্তা চরিতং দানবস্ত ৫ । ৯৮ ।
 স জয়ী জায়তে নিত্যং শঙ্করস্ত বচো যথা । এত-
 ন্মাং কারণাদাজ্ঞান্দিগ্বেশ্বরমিতি শ্রুতম্ । ৯৯ ।
 লীনঞ্চ পাতকং যস্মাং জ্ঞানমাত্রেণ নশ্রুতি ।
 অগ্নিঃ শোণিতং মাংসং মেদশ্চায়ুস্তথৈব ৫ । ১০০ ।
 মজ্জাগতং পাপং নশ্রুতে জন্মকোটিজম্ ।
 লুকেশ্বরে মহারাজ তোয়ং পিবতি ভক্তিতঃ । ১০১ ।
 জিভিঃ প্রসূতিমাজ্জিভিঃ পাপং যাতি সহস্রধা । বিশে-
 ষেণ চতুর্দশাযুভৌ পক্ষৌ তু চাষ্টমৌ । ১০২ ॥ উপোষ্য
 যো নরো ভক্ত্যা পিতৃণাং পাণ্ডুনন্দন । উদ্ধৃতা-
 স্তেন তে সর্বে নারকীয়াঃ পিতামহাঃ । ১০৩ ॥ কাকিণীং
 চৈব যো দদ্যাদব্রাহ্মণে বেদপারগে । তেন
 দানফলং সর্বং কুরুক্ষেত্রাদিকং ৫ যৎ । ১০৪ ॥ প্রাপ্তং
 তু নান্তথা রাজহঙ্করো বদতে হিদ্দম্ । স্পর্শ-
 লিঙ্গমিদং রাজহঙ্করেণ তু নির্মিতম্ । ১০৫ ॥ স্পর্শ-
 মাত্রে মনুষ্যাণাং কদ্বাসোহতিজায়তে । তেন

এবং সকলেই বিগতজর হইয়া স্বস্থ আনয়ে চলিয়া
 গেলেন। অনন্তর অনুর কালপৃষ্ঠ নিপতিত
 হইলে কেশব ক্ষীরসাগরে প্রস্থান করিলেন। যে
 মানব ভক্তিপূর্বক এই দানবচরিত শ্রবণ করে, শঙ্কর
 কহিয়াছেন,—সে সতত জয়ী হয়। হে রাজন্!
 এই জন্তই এই লুকেশলিঙ্গ বিধি বিজ্ঞত হইয়াছে,
 আর এখানে জ্ঞানমাত্রে পাপ বিনষ্ট হয় বলিয়া
 এই লিঙ্গ সর্বোত্তম বলিয়া অভিহিত হয়।
 এই লুকেশ্বরে জ্ঞান করিলে কোটিজন্মসঞ্চিত
 অন্ধ, অস্থি, শোণিত, মাংস, মেদ, প্রায়ু ও
 মজ্জাগত পাপও বিনষ্ট হয়। হে মহারাজ! যে
 নর ভক্তিসহকারে লুকেশ্বরের প্রসূতিত্রয়
 জল পান করে, তাহার সহস্রপ্রকার পাপ বিনষ্ট
 হয়। বিশেষতঃ শুক্রকৃৎ উভয় পক্ষের চতুর্দশী
 কিংবা অষ্টমী দিনে যে মানব উপবাসী থাকিয়া
 ভক্তিপূর্বক লুকেশ্বরে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করে,
 তাহার পিতামহাদি পিতৃগণ নিরয়বাসী হইলেও
 তাঁহারা মুক্ত হইয়া থাকেন। এই তীর্থে যে
 ব্যক্তি বেদপারগ দ্বিজকে কাকিনীদান করে,
 তাহার কুরুক্ষেত্রাদি-তীর্থকৃত অখিল দানফল লাভ
 হয়। হে রাজন্! শঙ্কর কহিয়াছেন, ইহার অন্তথা
 হইবার নহে। হে নৃপ! ইহা স্পর্শলিঙ্গ, স্বয়ং
 শঙ্কর ইহার নির্মাতা। ইহার স্পর্শমাত্রেই মানবগণের

দানফলং সর্বং কুরুক্ষেত্রাদিকং ৫ যৎ । ১০৬ ।
 এতন্মাং কারণাদাজ্ঞান্দিগ্বেশ্বরমিতি শ্রুতম্ । ১০৭ ।
 ৫ রক্ষণে সৃষ্টা চতুর্দশধরা শুভা । ১০৮ ।
 লোকপালেশো রক্ষকশ্চেশ্বরস্ত ৫ । রক্ষতে ৫ সদা
 কালং গ্রহবাপাররূপতঃ । ১০৯ ।
 পুত্রভাতৃসমাক্রুতৈঃ
 স্বামিসদ্বন্ধরূপিভিঃ । লুকেশ্বরং ৫ রাজেশ্বরং দেবৈর্না-
 দ্যপি মৃচ্যতে । ১১০ ।

ইতি শ্রীকান্দে লুকেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
 সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ । ৬৭ ।

অষ্টষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ধনদস্ত তু ততীর্থং ততো
 গচ্ছেদ্ যুধিষ্ঠির । নশ্রুদাদক্ষিণে কূলে সর্বপাপক্ষয়-
 করম্ । ১ । সর্বতীর্থফলং তত্র প্রাপ্যতে নাত্র
 সংশয়ঃ । চৈত্রমাসত্রয়োদশ্যাং শুক্লপক্ষে জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 ২ । উপোষ্য পরয়া ভক্ত্যা রাজৌ কুবীত জাগ-
 রম্ । পঞ্চামৃতেন রাজেশ্বর্যাপয়েদ্ধনদং বুধঃ । ৩ ।

কদ্বলোকে বাস হয়। এই স্থানে দান করিলে
 কুরুক্ষেত্র তীর্থের দানফল লাভ হয়; এজন্য লোক-
 পালগণ এই তীর্থের রক্ষক নির্দিষ্ট হইয়াছেন।
 চতুর্ভুজা কল্যাণদায়িনী দুর্গাদেবী ও লোকপালেশ
 কুবের ইহারাই এই ঈশ্বরমূর্তির রক্ষক। ইহার
 বিবিধ গ্রহবিগ্রহ ধারণ করিয়া নিরন্তর এই
 লুকেশলিঙ্গের রক্ষা করিয়া থাকেন। হে রাজসন্তম!
 এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দেবগণও কেহ পুত্র, কেহ মিত্র,
 কেহ ভ্রাতা, কেহ প্রভু প্রভৃতি বিবিধরূপে অদ্যাপি
 এই ঈশ্বরের রক্ষা করেন; কদাচ লুকেশ্বকে
 পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন না। ৭৯—১০৯

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৭ ।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! অনন্তর
 ধনদতীর্থে গমন করিবে। এই সর্বপাপক্ষয়কর
 ধনদতীর্থ নশ্রুদার দক্ষিণ কূলে বিদ্যমান।
 এই তীর্থসেবী মানব অখিল তীর্থেরই ফললাভ
 করিয়া থাকে, সংশয় নাই! হে দ্বিজসন্তম!
 ধীমান জিতেন্দ্রিয় মানব চৈত্রমাসের শুক্লত্রয়ো-
 দশীতে উপবাসী থাকিয়া পরম ভক্তি সহকারে
 ধনদতীর্থে রাজিজাগরণ, পঞ্চামৃত দ্বারা

দীপং স্তুতেন দাতব্যং গীতং বাদ্যঞ্চ কারয়েৎ ।
প্রভাতে পূজয়েদ্বিপ্রানাক্ষনঃ শ্রেয় ইচ্ছতি ॥ ৪ ॥
প্রতিগ্রহসমর্থাস্চ বিদ্যাসিদ্ধান্তবাদিনঃ । শ্রোত-
শ্রাউক্রিয়াকুশলান্ পরদারপরানুধান ॥ ৫ ॥ পূজয়েদ-
গোহিরণ্যেন বস্ত্রোপানহভোজনৈঃ । ছত্রশয্যা-
প্রদানেন সর্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৬ ॥ ত্রিজনজ্ঞানিতং
পাপং ধনদস্ত প্রভাবতঃ । স্বর্গদং তুর্কিনীতানাং
বিনীতানাঞ্চ মোক্ষদম্ ॥ ৭ ॥ অন্নদঞ্চ দরিদ্রাণাং
ভবেজ্জন্মনিজন্মনি । কুলীনস্বং তুঃখহানিঃ স্বভাবা-
জ্জায়তে নরে ॥ ৮ ॥ ব্যাধিধ্বংসো ভবেত্তেবাং
নশ্বদৌদকসেবনাৎ । ধনদস্ত তু যন্তীথে বিদ্যাদানঃ
প্রযচ্ছতি ॥ ৯ ॥ স যাতি ভাস্করে লোকে সর্বব্যাধি-
বিবর্জিতে । দেবজ্যোতীঞ্চ তত্রৈব স্বশক্ত্যা পাণ্ডু-
নন্দন ॥ ১০ ॥ যে প্রকুর্কৃষ্ণি ভূমিষ্ঠাঃ রেবায়া
দক্ষিণে তটে । তে যাতি শাস্করে লোকে সর্ব-
তুঃখবিবর্জিতে ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ধনদতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনঃ

নামাষ্টমষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

ধনদের অভিষেক ও ধনদসমীপে স্তুতপ্রজালিত
দীপদান এবং গীত-বাদ্যাদি করিবে। অনন্তর
আনুকূলকামী মানব রজনী প্রভাতে ত্রি-
গণের পূজা করিবে। যাহারা বিদ্যাসিদ্ধান্ত-
বাদী, শ্রোত ও শ্রাউক্রিয়াকুশল এবং পর-
দারবিমুখ, তাঁহারা এই প্রতিগ্রহের যোগ্য
পাত্র! হে রাজন! তাদৃশ ত্রিগণকেই গো,
হিরণ্য, বস্ত্র, পাত্কা ভোজ্য, ছত্র ও শয্যাদান
দ্বারা পূজা করিবে। এইরূপ করিলে ধনদের প্রসাদে
ত্রিজনজ্ঞানিত অখিল পাতক বিনষ্ট হয়। তুর্কিনীত
ব্যক্তিবর্গ স্বর্গলাভ এবং বিনয়বান মানব মোক্ষ লাভ
করিয়া থাকে। যে নর ধনদতীর্থে দরিদ্রগণকে
অন্নদান করে, স্বভাববশেই জন্মে জন্মে তাহার
কোলিষ্ঠ ও তুঃখহানি হয়; আর যাহারা নশ্বদা-
নীরের সেবা করে, নশ্বদার পুণ্যপ্রভাবে তাহাদের
ব্যাধিধ্বংস হইয়া থাকে। যিনি ধনদতীর্থে বিদ্যা-
দান করেন, তিনি সর্বব্যাধিবিবর্জিত হইয়া ভাস্কর-
লোকে গমন করেন। হে পাণ্ডুনন্দন! যাহারা
শক্তি অনুসারে নশ্বদার দক্ষিণ তীরে বহু দেব-
জ্যোতী নির্মাণ করে, তাহারা সর্বতুঃখবিবর্জিত হইয়া
শঙ্করলোকে গমন করিয়া থাকে। ১—১১।

ষ্টমষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেদু রাজেন্দ্র
মঙ্গলেশ্বরমুত্তমম্ । স্থাপিতং ভূমিপুত্রেণ লোকানাং
হিতকামায়া ॥ ১ ॥ তোষিতঃ পরম ভক্ত্যা শঙ্করঃ
শশিশেখরঃ । চতুর্দশাং গুরুর্দেবঃ প্রত্যক্ষো
মঙ্গলেশ্বরঃ ॥ ২ ॥ ক্রহি পুত্র বরং শুভং তন্তে দাস্তামি
মঙ্গল ॥ ৩ ॥ মঙ্গল উবাচ । প্রসাদং কুরু মে শস্তো
প্রতিজন্মনি শঙ্কর । তদঙ্গশ্বেদসমুত্তো গ্রহমধ্যে
বসাম্যাহম্ ॥ ৪ ॥ স্বপ্ৰসাদেন ক্রেশান পূজ্যোহহং
সর্বদৈবতৈঃ । কৃতার্থো হ্যদ্য সজ্জাতস্তব দর্শনভাষ-
ণাৎ ॥ ৫ ॥ স্থানেহস্মিন্ দেবদেবেশ মম নাম্না মহে-
শ্বর । এবং ভবতু তে পুত্রেভ্যাক্ষা চান্তরীখীযত ।
৬ ॥ মঙ্গলোহপি মহাত্মা বৈ স্থাপয়িত্বা মহেশ্বরম্ ।
আশ্বযোগবলেনৈব শূলিনাপূজয়ত্ততঃ ॥ ৭ ॥ সর্ব-
তুঃখহরং লিঙ্গং নাম্না বৈ মঙ্গলেশ্বরম্ । তত্র তীর্থে তু
বৈ রাজন্ ব্রাহ্মণান ক্রীণয়েৎ সুধীঃ ॥ ৮ ॥ সপত্নীকা-

উনসপ্ততিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর
অনুত্তম মঙ্গলেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। ভূমিতনয়
মঙ্গল লোকহিতকামনায় এই মঙ্গলেশ্বরের লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করেন। একদা চতুর্দশীদিনে মঙ্গল শশি-
শেখর শঙ্করকে পরম ভক্তিদ্বারা সন্তুষ্ট করিলে,
দেবশ্রেষ্ঠ রুদ্র মঙ্গলেশ্বররূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন
দিয়া বলিলেন,—হে মঙ্গল! বর প্রার্থনা কর;
হে তনয়! আমি তোমাকে শুভাবহ বরদান
করিব। মঙ্গল উত্তর করিলেন,—হে শস্তো! জন্ম-
জন্মে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, হে শঙ্কর!
আমি আপনার অঙ্গের শ্বেদ হইতে উদ্ধৃত হই-
য়াছি, আমি গ্রহমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া বাস করিব। হে
ক্রেশান! আপনার সহিত দর্শন ও সম্ভাষণে অদ্য
আমি কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া
আমাকে এরূপ বর দান করুন যে, আমি সুরগণের
পূজ্য হই; এবং হে দেবদেব মহেশ্বর! আপ-
নিও আমার নামানুসারে এইস্থানে নিয়ত অবস্থান
করুন। অনন্তর শঙ্কর ‘পুত্র! তাহাই হউক’, বলিয়া
অন্তর্ধান করিলেন। এদিকে মহাত্মা মঙ্গলও সেই
স্থানে মহেশ্বরলিঙ্গ স্থাপনপূর্বক আশ্বযোগবলে
শূলীর পূজা করিলেন। হে রাজন্! মঙ্গলের নামে
এই লিঙ্গের নামকরণ হইল মঙ্গলেশ্বর। এই

মঙ্গলেশ্বর চতুর্থাকারকে ব্রতে । পত্নীভর্তারসংস্কৃতঃ
বিদ্যাংসঃ স্রোত্রিয়ঃ দ্বিজম্ ॥ ৯ ॥ ব্রতান্তে চৈব
গোমুখ্যৈঃ শিবমুচ্ছিত্ত দীপ্তৈঃ । প্রীতভ্যঃ মে
মহাদেবঃ সপত্নীকো বৃষধ্বজঃ ॥ ১০ ॥ বহুযুগাঃ
প্রদত্তব্যাং লোহিতং পাণ্ডনন্দন । ব্রতং রক্তবর্ণো চ
শুভ্রঃ কৃষ্ণঃ হৃদৈব ৫ ॥ ১১ ॥ ছত্র শয্যাঃ শুভাঃ চৈব
রক্তমানানুশেপনম্ । দাতব্যং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ
বিভূকেনাস্তরাশ্রয়ন ॥ ১২ ॥ চতুর্থাঙ্ক তথাষ্টমাং
পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ । শ্রাদ্ধং তত্রৈব কর্তব্যং
বিত্তশাঠ্যেন বর্জিতঃ ॥ ১৩ ॥ প্রেতা ভবন্তি স্মৃতীতা
যুগমেকং মহীপতে । সপুত্রো জায়তে মর্ত্যঃ প্রতি-
জন্ম নৃপোত্তম ॥ ১৪ ॥ তস্মৈ তীর্থস্মা ভাবেন
সর্বাঙ্গকচিরো নৃপ । মঙ্গলং ভবতে বংশে
নামভ্যং বিদ্যতে কচিৎ ॥ ১৫ ॥ ভক্তা যঃ কৌতু-
যেরিত্যং তস্মৈ পাপং ব্যাপোহতি ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মঙ্গলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈ-
কোদশস্তোত্রমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

মঙ্গলেশ্বর নিজ সর্বভূখর । হে নৃপসত্তম ! সুধী
মানব এই মঙ্গলেশ্বরতীর্থে সৎকারাদি দ্বারা সপত্নীক
দ্বিজগণের প্রীতিসাধন করত অঙ্গারকচতুর্থীরত
করিবে ; এইব্রতের অবসানে শিবের উদ্দেশে সরস
গোউৎসর্গ করিয়া বিদ্বান বেদপারগ সপত্নীক দ্বিজকে
দান করিতে হয় । শিবের উদ্দেশে গো-উৎসর্গের
মন্ত্র যথা—“আমি ব্রতান্তে শিবের উদ্দেশে সরস
গোদান করিতেছি, সপত্নীক বৃষভধ্বজ মহাদেব
আমার প্রতি প্রীত হউন ।” হে পাণ্ডনন্দন ! এই
ব্রতে লোহিত বহুযুগল প্রদান করা কর্তব্য ; আর
ছইটি ভারবহনক্ষম বৃষভ দান করবে । সেই
বৃষভের একটি শুক্ল, অপরটি কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা
বৃষভ লোহিত বর্ণেরই প্রদান করিবে । হে
পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ! এতদতির বিমুচ্ছিত্ত হইয়া ছত্র,
মনোজ শয্যা, রক্তমানা ও অনুশেপন দান করিতে
হয় । শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের চতুর্থী ও অষ্টমী
তিথিতে বিত্তশাঠ্য-বিবর্জিত হইয়া এই মঙ্গলেশ্বর
তীর্থে শ্রাদ্ধ কর্তব্য । হে মহীপতে ! এইরূপ করিলে
প্রেতগণ যুগ যাবৎ প্রীত থাকেন । যে নৃপোত্তম !
মঙ্গলেশ্বর তীর্থে শ্রদ্ধদাতা প্রাজ্ঞজন্মে সপুত্র হয় ও
তীর্থপ্রভাবে তাহার সর্ব শরীর মনোহর হইয়া থাকে ।
ভদ্রীয় কুলে কদাচ অমঙ্গল হয় না, বংশ সন্ততই
কুশলময় থাকে । যে মানব ভক্তিপূর্বক মঙ্গলেশ্বর

সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । রেবায়া উত্তরে কূলে তীর্থ
পরমশোভনম্ । রবিণা নিশিতঃ পার্শ্বঃ সর্বপাপ-
ক্ষয়করম্ ॥ ১ ॥ আংশেন ভাস্করস্তত্র তিষ্ঠতে
চোত্তরে তটে । সর্বব্যাদিহরঃ পুংসাং নর্যদায়াঃ
বাবস্থিতঃ ॥ ২ ॥ যষ্ঠাঃ যষ্ঠাঃ নৃপশ্রেষ্ঠ হৃষ্টম্যাক
চতুর্দশীম্ । জ্ঞানং যঃ কারয়েন্নর্তাঃ শ্রাদ্ধং প্রেতেষু
ভক্তিতঃ । তস্মৈ পাপক্ষয়ঃ পার্শ্ব সূর্যালোকে মহী-
পতে ॥ ৩ ॥ ততঃ স্বর্গাচ্চূতঃ সোহপি জায়তে
বিমলে কূলে । ধনাঢ্যো ব্যাধিনিশ্চুক্তো জীবৈ-
জ্জন্মনি জন্মনি ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে রবিতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

তীর্থের মাহাত্ম্য নিত্য পাঠ করে, তাহার পাপক্ষয়
হয় । ১—১৬ ।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—রেবার উত্তর তীরে পরম
মনোহর সর্বপাপক্ষয়কর এক তীর্থ বিদ্যমান । হে
পার্শ্ব ! রবি সন্ধ্যা রেবার উত্তরতীরে এই তীর্থের
প্রতিষ্ঠা করিয়া সন্ধ্যা অংশে এই স্থানে অবস্থান
করেন । নর্যদাতারবর্তী এই রবিতীর্থ নরগণের
সর্বরোগহর : হে নররাজ ! যে নর প্রতি ষষ্ঠী,
অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে এই রবিতীর্থে জ্ঞান
করিয়া প্রেতগণের উদ্দেশে ভক্তিতরে শ্রাদ্ধ দান
করে হে পার্শ্ব ! তাহার পাপক্ষয় হয় এবং সে সূর্য-
লোকে পূজিত হইয়া থাকে । অনন্তর কন্মক্ষয়ে
সেই মানব স্বর্গচ্যুত হইয়া ভূতলে বিমলকূলে জন্ম
লয় এবং অতঃপর সে জন্মে জন্মে ব্যাধিবিবর্জিত
ও ধনাঢ্য হইয়া জীবন যাপন করে । ১—১৪ ।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । কামেশ্বরঃ ততশ্চাত্ত্বং
পাণ্ডবসন্তম । সিন্ধো যত্র গণাধ্যক্ষো গৌরীপুত্রো
মহাবল । ১ । তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা ভক্তি-
যুক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ । পঞ্চামৃতেন সংশ্রপ্য ধূপ-
নৈবেদ্যপূজনৈঃ । ২ । প্রসাদ্য জগতামীশঃ সর্ব-
পাপৈঃ প্রমুচ্যতে । অষ্টম্যাং মার্গশীর্ষস্থ তত্র স্নান-
যুধিষ্ঠির । ৩ । যো যেন যজতে তত্র স তং কাম-
মবাশ্রুয়াৎ । ৪ ।

ইতি শ্রীকান্দে কামেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ । ৭১ ।

দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র
মণিনাগেশ্বরঃ শুভম্ । উত্তরে নর্মদাকলে সঙ্গ-
পাপক্ষয়করম্ । স্থাপিতং মণিনাগেন লোকানাং
হিতকাম্যয়া । ১ । যুধিষ্ঠির উবাচ । আশীবিশেণ

একসপ্ততিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পাণ্ডবশ্রবণ ! এইখানে
অন্ত আর এক তীর্থ আছে, তাহার নাম কামেশ্বর ;
এখানে এই কামেশ্বরতীর্থে কথ্য শ্রবণ কর । মহা-
বল গৌরীতনয় গণাধ্যক্ষ এই তীর্থে সিন্ধুলাভ
করিয়াছিলেন । যে ভক্তিযুক্ত জিতেন্দ্রিয় মানব
এই কামেশ্বর তীর্থে পঞ্চামৃতে প্রান করাইয়া ধূপ
নৈবেদ্যাদি দ্বারা জগদীশকে প্রসন্ন করে, তাহার
সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় । হে যুধিষ্ঠির । মানব মার্গ-
শীর্ষের অষ্টমীতিথিতে কামেশ্বরতীর্থে প্রান করিয়া
যে রূপ কামনা করিয়াই পূজা করে, তাহার সেই
কামনাই পূর্ণ হয় । ১—৪ ।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭১ ।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
মণিনাগেশ্বর তীর্থে গমন করিবে । শুভাবহ সঙ্গ-
পাপক্ষয়কারক মণিনাগেশ্বর নর্মদার উত্তরতীরে
বিরাজিত লোকহিতকামনায় মণিনাগ এই অল্পস্ক্রম
তীর্থ প্রতিষ্ঠিত করেন । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,

সর্পেণ ঈশ্বরস্তোষিতঃ কথম্ । ক্ষুদ্রাঃ সর্বশ্চ
লোকশ্চ ভয়দা বিষশালিনঃ । ২ । কথ্যতাং
তাত মে সর্বং পাতকস্তোপশান্তিদম্ । মম
সন্তাপজঃ দুঃখঃ দুর্ঘোষনসমুদ্ভবম্ । ৩ । কর্ণ-
ভীষ্মোত্তবং রোদ্রং দুঃখং পাঞ্চালিসমুদ্ভবম্ ।
তব বক্ত্রাশ্রুজ্যোষেন প্রাবিতং নির্বৃতিং গতঃ । ৪ ।
শ্রদ্ধা তব যুথোদ্যোগীতাং কথ্যং বৈ পাপনাশিনাম্ ।
অযুক্তমিদমস্মাকং দ্বিজ ক্রেশো ন শাম্যতি । ৫ ।
অথবা প্রাপ্যতে তাত বিদ্যাদানশ্চ যৎকলম্ ।
তৎকলং প্রাপ্যতে নিত্যং কথ্যশ্রবণতো হরেঃ ।
৬ । শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । যথাযথা ত্বং নৃপ ভাষসে
চ তথাতথা মে শ্রুগমেতি ভারতী । শৈথিল্যাতা
বা জরয়াষিতশ্চ ত্বংসৌহৃদং নশ্ততি নৈব তাত ।
শৃণু তস্ম্যৎ সহ বদ্ধবৈশ্চ কথ্যমিমাং পাপহরাং
প্রশস্তাম্ । ৭ । কথ্যামি যথানুক্রমিতিহাসং পুরা-
তনম্ । ৮ । কথিতং পুস্ততো বৃত্তৈঃ পারম্পর্যেণ

—কুর বিষশালী আশীবিশ সর্পগণ অখিল
লোকের ভয়দাত্ত; অতএব সর্প কি করিয়া ঈশ্বরের
সন্তোষসাধন করিল? হে তাত! পাপশান্তিকর
এই পুণ্য উপাখ্যান আমার নিকট বর্ণন করুন ।
হে দ্বিজ! দুর্ঘোষনের জন্ত আমি বিবিধ দুঃখে
দুঃখিত আছি; কর্ণ ও ভীষ্ম হইতেও আমার ভীষণ
দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; পাঞ্চালীর ক্রেশ দর্শন
করিয়াও আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে; কিন্তু
আপনার মুখকমলের অমৃতে অর্জিবিজ্ঞ হইয়া আমি
নির্বৃতিলাভ করিয়াছি । হে দ্বিজ! আমরা এরূপ
দুঃখাপন্ন হইলেও আপনার বদনোখিত পাপ-
নাশিনী কথা শ্রবণে যে আমাদের ক্রেশ উপশান্ত
হইবে না, ইহা অতীব অযৌক্তিক, অর্থাৎ অব-
শ্যই আমাদের দুঃখ দূর হইবে । আর তাহাই
যদি না হয়, তথাপি হে তাত! বিদ্যাদানে
মানবের যে কললাভ হয়, নিত্য হরির পুরাতনী
কথা শ্রবণেও আমরা তাহার তুল্য কল প্রাপ্ত হইব ।
মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নৃপ! তুমি যেমন যেমন
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমার ভারতীও তেমন
তেমনই সুখানুভব করিতেছে । আমি জরাজাক্ত,
বাক্যবিন্যাসে আমার শৈথিল্য স্বাভাবিক; কিন্তু
হে তাত! তোমার সৌহৃদ আমায় সে শিথিলতা
বিনাশ করিতেছে । অতএব বান্ধবগণের সহিত
তুমি এই পাপহর প্রশস্ত কথা বিস্তররূপে শ্রবণ
কর । আমি যথাযথ পুরাণবৃত্তান্ত তোমার নিকট

ভারত । ১ । যে ভার্য্যো কশ্চপশ্চাত্তাঃ সৰ্বলোকে
বহুস্তমে । গরুড়স্তম্ভ বিনতাস্ত কজরহীনম্ । ১০ ।
সন্তোষেণ চ তে তাত তিষ্ঠতঃ কাশ্চপে গৃহে ।
কজস্ত বিনতা নামহুস্তে চ বনিতে সদা । ১১ । ভাভ্যাঃ
সাক্ষঃ ক্রৌড়তে চ কশ্চপোহপি প্রজাপতিঃ । তত-
শ্বেকদিনে প্রাপ্তে আশ্রমস্থা শুভাননা । ১২ ।
উচ্চৈঃশ্রবঃ হয়ঃ দৃষ্টো মনোবেগসমবৃত্তম্ । পশু পশু
হি তবঙ্গী হয়ঃ সৰ্বত্র পাণ্ডুরম্ । ১৩ । ধাবমান-
মবিজ্ঞাস্তঃ জবেন মানসোপমম্ । তং দৃষ্টো সহসা
চান্দমৌধ্যাতাবেন চাববৌৎ । ১৪ । কজকবাচ ।
ক্রহি ভদ্রে সহস্রাংশোরথঃ কিংবর্ণকো ভবেৎ । অহং
ব্রবীমি কৃকোহয়ং ত্বং কিং বদসি তদ্বদ । ১৫ ।
বিনতোবাচ । পশুসে নহু নেত্রৈশ্চ কৃকঃ শ্বেতঃ
ন পশুসি । অসত্যভাষণান্ত্রে যমলোকং গমিষ্যসি ।
১৬ । সত্যানুতে তু বচনে পণস্তব মমৈব তু ।
সহস্রং চৈব বর্ষণাং দাস্তহং তব মন্দিরে । ১৭ ।

অসত্যা যদি মে বাণী কৃক উচ্চৈঃশ্রবা যদি ।
তদাহঃ স্বদগৃহে দাসী ভবামি সৰ্ণমাতৃকে । ১৮ ।
যদি উচ্চৈঃশ্রবাঃ শ্বেতোহহং দাসী চ তথৈব তু । এবং
পরম্পরঃ ভাভ্যাঃ সংবাদোহয়ং ব্যবহৃত । ১৯ ।
আশ্রমেষু গতা বালা রাজৌ চিস্তাপরা হিতা ।
বন্ধুবর্গস্ত কথিতঃ সমস্তঃ ত্বদ্বিচেষ্টিতম্ । ২০ ।
পুত্রাণাং কথিতঃ পার্থ পণঃ চৈব ময়া কৃতম্ ।
হাহাকারঃ কৃতঃ সর্পৈঃ শ্রদ্ধা মাত্ৰা পণঃ কৃতম্ । ২১ ।
জাতা দাসী ন সন্দেহঃ শ্বেতো ভাস্করবাহনঃ ।
উচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ শ্বেতো ন কৃকো বিদ্যাতে কচিৎ ।
২২ । কজকবাচ । যথাহং ন ভবে দাসী তৎকার্য্যঃ
চ বিচিস্ত্যতাম্ । বিশদ্বঃ রোমকূপেষু হ্যুচ্চৈঃ-
শ্রবহয়স্ত তু । ২৩ । একং মুহূর্ত্তমাত্রং তু যাবৎ
কৃকঃ স দৃশ্যতে । কণমাত্রেন চৈকেন দাসী সা
ভবতে মম । ২৪ । দাসীঃ কৃহা তু তাং তবীং
বিনতাং সত্যগর্ষিতাম্ । ততঃ স্বস্থানগাঃ সর্বে

বর্ণন করিতেছি । হে ভারত ! পুরাণে পরম্পরা-
ক্রমে কথিত হয়,—পূর্বকালে কশ্চপের অগ্নি
লোকশ্রেষ্ঠা দুইটি পত্নী ছিলেন । তাঁহাদের
নাম,—বিনতা ও কজ । তন্মধ্যে বিনতা গরুড় ও
কজ সর্পগণকে প্রসব করেন । হে তাত ! কশ্চপ-
পত্নী বিনতা ও কজ উভয়েই সমস্তোষে স্বামিগৃহে
বাস করিতেন ; উভয়েই সতত পতির প্রতি পরম
প্রীতি ছিলেন । আর প্রজাপতি কশ্চপ ও তাঁহাদের
সহিত ক্রীড়া কোতুকে কালাতপাত করিতে
ছিলেন । অনন্তর একদা কজ ও বিনতা আশ্রমে
বসিয়া আছেন, মনোবেগসমবৃত্ত উচ্চৈঃশ্রবা
তখন তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল । তদর্শনে
বিনতা কজকে কহিলেন,—কৃশাস্তি ! দেখ দেখ,
এই অশ্বটীর সর্বশরীর পাণ্ডুরবর্ণ ; মনোগতির স্তায়
এই অশ্ব অবিজ্ঞাম দৌড়িতেছে । অনন্তর বিনতার
প্রতি ঈর্ষ্যাযুক্ত কজ সহসা অশ্ব দর্শনে বলিতে
লাগিলেন—ভদ্রে ! বল দেখি,—সহস্রকিরণ দিবা-
করের অশ্বের বর্ণ কিরূপ ? আমি বলি,—সপ্তাশ্ব-
বাহনের অশ্ব—কৃকবর্ণ, তুমি কি বলিবে বল
দেখি । বিনতা উত্তর করিলেন,—বিভাবস্তুর অশ্ব
অশ্ব শ্বেত কি কৃক, তাহা তুমি প্রত্যক্ষ কর নাই
বা কাণেও শুন নাই, অতএব এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত
করা কর্তব্য নহে । কেন না, হে ভদ্রে !
অসত্য ভাষণে তোমার যমলোক দর্শন হইবে ।
যাহা হউক,—এস আমরা এ বিষয়ের সত্যাসত্য

সদৃশে উভয়েই এক পণ করি । উভয়ের মধ্যে
যাহার কথা মিথ্যা হইবে, সে সহস্র বৎসর তাহার
গৃহে দাসী হইয়া থাকিবে । হে সর্পজননি ! আমি
বলিলাম,—এই অশ্ব যদি কৃক হয়, তবে অবশ্যই
আমার কথা মিথ্যা হইবে, এরূপ হইলে আমি
তোমার মন্দিরে দাসী হইয়া সহস্র বৎসর বাস
করিব ; আর যদি অশ্ব শ্বেত হয়, তবে তুমি আমার
গৃহে সহস্র বৎসর দাসী হইয়া অবস্থান করিবে ।
হে রাজন্ ! এইরূপ সপত্নীদ্বয়ের পরস্পর শপথ-
বাণী নিরূপিত হইল । তাঁহারা উভয়েই স্বস্থ স্থানে
প্রস্থান করিলেন । ক্রমে রাজি আসিল, বালা
কজ চিস্তিতা হইলেন । ক্রমে বান্ধবদিগের নিকট
এই সংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন । তিনি পুত্রগণকে
ডাকিয়া কহিলেন,—পুত্রগণ ! আমি সপত্নীর সহিত
এইরূপ শপথবাণী করিয়াছি । হে পার্থ ! কজ-
পুত্রগণ মাতৃপণ গ্রহণ করিয়া হাহাকার করিয়া
উঠিল ; মনে মনে কহিল,—বিভাবস্তুর অশ্ব
নিঃসন্দেহ শ্বেত, জননী নিশ্চিতই বিনতার দাসী
হইলেন । কেননা উচ্চৈঃশ্রবা হয় শ্বেতই হয় ; পরন্তু
কৃক কণনই হয় না । ১—২২ । কজ কহিলেন,—পুত্র-
গণ ! আমি যাহাতে বিনতার দাসী না হই, তাহার
উপায় চিন্তা কর, তোমরা সকলেই উচ্চৈঃশ্রবার
প্রতিরোমকূপে প্রবিষ্ট হও, যাহাতে মুহূর্ত্তমাত্রও সেই
অশ্ব কৃককায় দৃষ্ট হয়, অন্ততঃ তাহাও কর । বিনতা

উবিষ্যৎ যথাস্থং । ২৫ । সর্পা উচুঃ । যথা হং
জননী চাহ সর্কেষাং ভূবি পূজিতা । তথা সাপি
বিশেষেণ বক্তব্য্যা ন মাতরঃ । ২৬ । মাতা
চ পিতৃভাৰ্যা চ মাতৃমাতা পিতামহী । কৰ্ম্মণা
মনসা বাচা হিতং তাঙ্গাং সমাচরেৎ । ২৭ । সা
ততস্তেন বাক্যেন ক্রুদ্ধা কালানলোপমা । মম
বাক্যমকুৰ্ম্মাণা যে কেচিদ্ধুবি পরগাঃ । ২৮ ।
হব্যবাহমুখে সর্কে তে যান্তস্ত্যবিচারিতম্ । মাতৃ-
স্তম্ভচনং জ্ঞান সর্কে চৈব ভুজঙ্গমাঃ । ২৯ ।
কেচিৎপ্রবিষ্টা রোমেষু উচ্চৈঃশ্রবহম্ভ চ । নষ্টাঃ
কেচিদশদিশং কজ্জশাপভয়াস্ততঃ । ৩০ । কেচিদ-
গজাজলে নষ্টাঃ কেচিঃস্রষ্টাঃ সরস্বতীম্ । কেচিন্মহো-
দধৌ লীনাঃ প্রবিষ্টা বিদ্যাকন্দরে । ৩১ । আশ্রিত্য
নৰ্ম্মদাতোয়ে মণিনাগোস্তমো নৃপ । তপশ্চর্য
বিপুলমুত্তরে নৰ্ম্মদাতটে । ৩২ । মাতৃশাপভয়াৎ
পাৰ্থ ধ্যায়তে কামনাশনম্ । অচ্ছেদ্যমপ্রতর্ক্য চ
বিনাশোৎপত্তিবর্জিতম্ । ৩৩ । বায়ুভকঃ শতং

বড়ই সত্যগম্বী ; তোমরা এইরূপ করিলে আমি
কণকালের তরেও সেই তরঙ্গী বিনতাকে দাসী
করিতে সমর্থ হইব । তার পর তোমরাও স্ব স্ব
স্থানে গমন করিয়া স্মৃতি হইতে পারিবে । সর্প-
গণ উত্তর করিল,—মাতঃ ! তুমি যেমন আমাদের
লোকপূজিতা জননী, তজ্জপ বিনতাও আমাদের
মাতা তাঁহাকে বক্তিত করা আমাদের কদাচ
কর্তব্য নহে । মাতা, পিতৃপত্নী বিমাতা, মাতামহী
ও পিতামহী—মন, বাক্য ও কৰ্ম্মদ্বারা ইহাদের
হিতাচরণ করিতে হয় । অনন্তর সর্পগণের বাক্যে
কজ্জ ক্রুদ্ধ হইলেন । তিনি কালানলতুল্য হইয়া
পুত্রগণের প্রতি বজিতে লাগিলেন ;—ভূতলে যে
সকল পরগ আমায় বাক্য প্রতিপালন না করিবে,
বিনা বিচারেই তাহারা পাবকমুখে পতিত হইবে ।
অনন্তর ভুজঙ্গগণ জননীর বাক্যে কেহ
উচ্চৈঃশ্রবর রোমে প্রবিষ্ট হইল, কেহ
কজ্জর শাপভয়ে ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন
করিল, কেহ জাহ্নবী-জলে কেহ সরস্বতীতোয়ে
কেহ বা জলধিজলে লীন হইল, কেহ বিদ্যাক-
ন্দরে প্রবেশ করিল । হে নৃপ ! ইহাদের
মধ্যে মণিনাগ নৰ্ম্মদাতীয়ে আশ্রয় লইল । সে
নৰ্ম্মদার উত্তর তীরের আশ্রয় লইয়া বিপুল
দুশ্চর তপশ্চরণ করিতে লাগিল । হে পাৰ্থ !
মণিনাগ মাতৃশাপে ভীত হইয়া সত্য অচ্ছেদ্য,

সাগ্রং তদৰ্দ্ধং রবিবীৰ্ককঃ । এবং ধ্যানরতৈস্তে
প্রত্যক্ষস্বপ্নপুরাস্তকঃ । ২৪ । সাধুসাধু মহাভাগ
সব্বাংস্ত ভুজঙ্গম । তথা তজ্জা গৃহীতোহহং
ক্রীতস্তে হ্যরগেশ্বর । বরং যাচয় যে কিপ্রঃ
যন্তে মনসি বর্ততে । ৩৫ । মণিনাগ উবাচ ।
মাতৃশাপভয়াগ্ৰাথ ক্রিষ্টোহহং নৰ্ম্মদাতটে । স্ব-
প্রসাদেন যে নাথ মাতৃশাপো ভবেদ্ধা । ৩৬ । ঈশ্বর
উবাচ । হব্যবাহমুখে বৎস ন প্রাপ্যসি মমাজ্ঞা ।
মম লোকে নিবাস্য তব পুত্র ভবিষ্যতি । ৩৭ ।
মণিনাগ উবাচ । অত্র স্থানে মহাদেব স্বীয়তামংশ-
ভাগতঃ । সহস্রাংশেন ভাগেন স্বীয়তাং নৰ্ম্মদা-
জলে । উপকারায় লোকানাং মম নারৈব শক্য ।
ঈশ্বর উবাচ । স্থাপয়ন্ত পরং লিঙ্গমাজ্ঞয়া মম
পরগ । ইত্যুক্তান্তর্হিতো দেবো জগাম হাময়া
সহ । ৩৮ । মার্কণ্ডেয় উবাচ । তত্র তীর্থে তু যে
গত্বা শুচি প্রযতমানসঃ । পঞ্চম্যাং বা চতুর্দশা-

অপ্রতর্ক্য, বিনাশ ও উৎপত্তিহীন, কামনাশন মহে-
শকে চিন্তা করিতে লাগিল । মণিনাগ কিঞ্চিদধিক
শত বৎসর বায়ু আহার করিয়া এবং পঞ্চাশৎ বৎসর
দিবাকরের প্রতি নিশ্চল দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, জিপুরা-
রির ধ্যানে নিরত রহিল । অনন্তর হর প্রসন্ন হই-
লেন, তিনি মণিনাগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—
হে মহাভাগ ভুজঙ্গম ! সাধু সাধু ! তুমি এক মহাসব্ব,
সন্দেহ নাই । হে সর্পরাজ ! তোমার ভক্তি
দর্শনে আমি অল্পগৃহীত হইয়াছি । তুমি আমার নিকট
সব্বর তোমার হৃদয়গত অভীষ্টের প্রার্থনা কর ।
মণিনাগ উত্তর করিল,—হে নাথ ! আমি মাতৃ-
শাপে ভীত ও ক্রিষ্ট হইয়া নৰ্ম্মদাতটের আশ্রয়
লইয়াছি, আপনার প্রসাদে এক্ষণে আমার সেই
মাতৃশাপ নিফল হউক । ঈশ্বর প্রত্যুত্তর করি-
লেন,—বৎস ! আমার আজ্ঞায় তুমি কদাচ
ইত্যাশনবদনে পতিত হইবে না । হে পুত্র ! আমার
লোকেই তোমার বাস হইবে । ২৩—৩৭ । মণিনাগ
কহিল,—হে মহাদেব ! আপনি লোকহিতার্থ অংশ-
রূপে এই স্থানে অবস্থান করুন, আর আমার
নামানুসারে আপনার সহস্রাংশের একাংশ নৰ্ম্মদা-
নীয়ে বিদ্যমান থাকুক ! ঈশ্বর কহিলেন,—হে
পরগ ! তুমি আমার আদেশে এই স্থানে এক
অমুত্তম লিঙ্গ স্থাপন কর । দেবদেব মহাদেব
মণিনাগকে এইরূপ কহিয়া উমার সহিত তথা
হইতে অস্থিত হইলেন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—

মষ্টম্যাং শুক্লকৃষ্ণয়োঃ । ৪০ । অর্চয়ন্তি সদা পার্থ
নোপসর্পন্তে তে যমম্ । দ্বা চ মধুনা চৈব যুতেন
কৌরযোগতঃ । ৪১ । আপয়ন্তি বিরূপাক্ষমুদাহার-
ধারিণম্ । কামাক্ষদহনং দেবমম্বানুরনিষুদনম্ । ৪২ ।
আপ্যমানক যে ভক্ত্যা পশুন্তি পরমেশ্বরম্ । তে
যান্তি চ পরে লোকে সর্বপাপবিবর্জিতে । ৪৩ ।

শ্রদ্ধাঃ প্রেতেষু যে পার্থ চাষ্টম্যাং পঞ্চমৌ চ ।
ব্রাহ্মণৈশ্চ সদা যোগ্যৈর্বেদপাঠকচিস্তকৈঃ । ৪৪ ।
স্বদারনিরতৈঃ শ্রদ্ধৈঃ পরদারবিবর্জিতৈঃ । ষট্ কৰ্ম্ম
নিরতৈস্তাত শূদ্রপ্রবেশবর্জিতৈঃ । ৪৫ । খণ্ডাশ্চ
দর্দুরাঃ ষণ্ডা বার্কুয়াশ্চ কৃষীবলাঃ । ভিন্নবৃত্তিকরাঃ
পুত্র নিযোজ্যা ন কদাচন । ৪৬ । বৃষলীমন্দিরে
যন্ত মহিষীঃ যন্ত পালয়েৎ । স বিপ্রো দূরত-
স্ত্যাজ্যে ব্রতে শ্রদ্ধে নরাধিপ । ৪৭ । কাগাষ্ট্রিংশ
মণ্ডাশ্চ বেদপাঠবিবর্জিতাঃ । ন তে পুত্রা দ্বিজাঃ
পার্ষ মণিনাগেশ্বরে শুভে । ৪৮ । যদীচ্ছদুর্ক-
গমনমান্বনঃ পিতৃভিঃ সহ । সর্বাঙ্গকচিরাং ধেনুং

হে পার্থ ! যে সকল শুচি নিয়তাত্মা মানব এই মণি-
তীর্থে গমন করিয়া শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষের পঞ্চমৌ,
অষ্টমৌ ও চতুর্দশী তিথিতে মণিনাগেশ্বর লিঙ্গের
সতত অর্চনা করে, যম তাহাদের উপর পাত্ত
হয় না । এই তীর্থে যাহারা দাঁব, দুগ্ধ, গুত ও মধু
দ্বারা উমাদেহার্দ্ধধারী বিরূপাক্ষ মদনদহন অম্বানুর-
নিষুদন দেব ক্রুদ্ধকে প্ৰান করায় এবং প্ৰান
করাইয়া ভক্তিপূর্বক সেই পরমেশকে দর্শন করে,
তাহারা অখিল কলুষশূন্য হইয়া শিবলোকে গমন
করিয়া থাকে ! হে পার্থ ! যে সকল লোক এই তীর্থে
প্ৰেত-উদ্দেশে শ্রদ্ধা দান করে, তাহাদের অনন্ত কল
লাভ হয় । যাহারা বেদ পাঠ ও বেদচিন্তা করেন,
যাহারা স্ব স্ব পত্নীতে রত, যুগ্মস্বভাব ও পরদার
রহিত, সজনাদি ষট্ কৰ্ম্মনিরত, অশূদ্রগ্রাহী, সেই
সকল দ্বিজই শ্রদ্ধে যোগ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন,
আর যাহারা খণ্ড, দুগ্ধ, ক্রীষ, কুসুমজীবী,
কৃষিকৰ্ম্মনিরত, বিভিন্ন বৃত্তিপরাধণ—হে পুত্র !
কদাচ তাদৃশ দ্বিজকে শ্রদ্ধাকার্য্যে নিযুক্ত করিবে
না । হে নরাধিপ ! যাহার গৃহে অসতী পত্নী
থাকে ও যে ব্যক্তি মহিষী প্রতিপালন করে—শ্রদ্ধে
তাদৃশ দ্বিজ দূর হইতে বর্জনীয় । হে পার্থ !
কাণ, অক্ষুটবাক্, উন্মত্ত, বেদপাঠহীন—সুশোভন
মণিনাগতীর্থে এতাদৃশ দ্বিজ পূজিত হয় না ।
যদি পিতৃগণের সহিত স্ত্রী উর্দ্ধগমন অভিলাষ

যো দদ্যাৎপ্রজয়নে । ৪৯ । স যাতি পরমং লোকং
যাবদাভূতসম্প্রবম্ । ততঃ স্বর্গাচ্চ্যুতঃ সোহপি
জায়তে বিমলে কূলে । ৫০ । যে পশুন্তি পরং
ভক্ত্যা মণিনাগেশ্বরং নৃপ । ন তেষাং জায়তে বংশে
পন্নগানাং ভয়ং নৃপ । ৫১ । পন্নগঃ শকতে তেষাং
মণিনাগপ্রদর্শনাৎ । সৌপর্ণকপিণস্তে বৈ দৃশ্যন্তে
নাগমণ্ডলে । ৫২ । ফলানি চৈব দানানাং শৃণু-
ষাথ নৃপোত্তম । অন্নং সংস্কারসংযুক্তং যে দদন্তে
নরোত্তমাঃ । ৫৩ । তোয়ং শয্যাং তথা ছত্রং কন্তাং
দাসীং সুভাষিনীম্ । পাত্রে দেয়ং যতো রাজন্
যদীচ্ছেক্ষুয় আশ্বনঃ । ৫৪ । সুরভীনি চ পুষ্পাণি
গন্ধবন্থাণি দাপয়েৎ । দীপং ধাত্ত্বং গৃহং শুভ্রং
সর্বোপকরসংযুতম্ । ৫৫ । যে দদন্তে পরং ভক্ত্যা
তে ব্রহ্মন্তি ত্রিবিষ্টপম্ । মণিনাগে নৃপশ্রেষ্ঠ যচ্চ
দানং প্রদীয়তে । ৫৬ । তস্মৈ দানস্ত ভাবেন
স্বর্গে বাসো ভবেদ্রবম্ । পাতকানি প্রলীয়ন্তে
আমপাত্রে যথা জলম্ । ৫৭ । নশ্বদাতোয়সংসিদ্ধং

থাকে, তবে পুর্বোক্ত দ্বিজগণকে বর্জন করিবে ।
যে ব্যক্তি দ্বিজকে সর্বাঙ্গসুন্দর ধেনুদান করে,
কল্পকাল পর্য্যন্ত তাহার উত্তম লোকে গতি হয় ।
অন্যপর কৰ্ম্মক্ষেত্রে তাহার স্বর্গ হইতে বিচ্যুতি
ঘটিবে ও সে বিমলকূলে জন্মগ্রহণ করে । হে
নৃপ ! যাহারা ভক্তিপূর্বক অন্ততম মণিনাগেশ্বর
দর্শন করে, তাহাদের বংশে সর্পভয় হয় না ।
পরন্তু মণিনাগদর্শনের পুণ্যপ্রভাবে ভুজঙ্গমগণই
তাহাদের ভয় করিয়া থাকে এবং নাগগণ
তাহাদিগকে গর্ভের স্থায় অবলোকন করে ।
হে নৃপসত্তম ! ৩৮—৫২ । অনন্তর দানফল সকল
শ্রবণ কর । শ্রেষ্ঠ নরগণ সংস্কৃত অন্ন, জল,
শয্যা, ছত্র, কন্তা এবং সুভাষিনী দাসী দান
করিবেন ; আর যাহারা নিজ শ্রেয়ঃকামনা করেন,
তাহাদিগের পক্ষে দানের যোগ্যপাত্র দেখিয়াই
এ সকল দান করা কর্তব্য । যাহারা এই তীর্থে
পরম ভক্তিসহকারে সুরভি কুসুম, গন্ধ, বস্ত্র, দীপ,
ধাত্ত্ব ও উত্তম উপকরণসম্বিত গৃহদান করে, তাহা-
দের ত্রিদেশালয়ে গতি হয় । হে নৃপসত্তম ! মণিনাগ-
তীর্থে যাহা দান করানুযায় সেই দানপ্রভাবে দাতার
নিঃসন্দেহ স্বর্গে বাস হইয়া থাকে । আর আম-
পাত্রে জল রাখিলে তাহা যেরূপ বিলীন হয়,
মণিনাগতীর্থে দানকারীরও তদ্রূপ কলুষজাল
বিলীন হইয়া যায় । যে মানব নশ্বদানীর সংস্কৃত
ভোজ্য দ্বিজকে দান করে, তাহারও পাপ বিনষ্ট

ভোজ্যং বিপ্রে দদাতি যঃ । সোহপি পাপৈর্বি-
ধুক্তঃ ক্রৌড়তে দৈবতৈঃ সহ । ৫৮ । ততঃ স্বর্গ-
চ্যুতানাং হি লক্ষণং প্রবদাম্যহম্ । দৌর্ভাগ্যম্বো জীব-
পুত্রা ধনবন্তঃ সুশোভনাঃ । ৫৯ । সর্বব্যাদিবি-
ধুক্তাঃ সুতভূতৈঃ সমধিতাঃ । ত্যাগিনো
ভোগসংযুক্তা ধর্ম্মাখ্যানরতাঃ সদা । ৬০ । দেব-
দ্বিজগুরোর্বক্তাস্তীর্থসেবাপরায়ণাঃ । মাতাপিতৃবশা
নিত্যং দ্রোহক্রোধবিবর্জিতাঃ । ৬১ । এভিরেব
শুণৈর্যুক্তা যে নরাঃ পাণ্ডুনন্দন । সত্যস্তে
স্বর্গাদায়াতাঃ স্বর্গে বাসং ব্রজন্তি তে । ৬২ । সর্ব-
তীর্থবরং তীর্থং মণিনাগং নৃপোত্তম । তীর্থার্থান-
মিদং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছৃণুদ্যদপি । ৬৩ । সোহপি
পাপৈর্বিধুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে । ন বিয়ং
ক্রমতে তেষাং বিচরন্তি যথেষ্টয়া । ৬৪ । ভাদ্রপদ্যাং
চ যৎষষ্ঠ্যাং পুণ্যং সূর্য্যাস্ত দর্শনে । তৎফলং
সমবাপ্নোতি আখ্যানশ্রবণেন তু । ৬৫ ।

ইতি শ্রীকান্দে মণিনাগেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ । ৭২ ।

হয় এবং সে সুরগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে ।
অনন্তর মণিনাগতীর্থসেবী স্বর্গবাসীদিগের কন্মুখ্যে
স্বর্গচ্যুতির পর যে সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা
বলিতোছি । তাহার ইহলোকে জন্ম লইয়া দৌর্ভাগ্য
জীবৎপুত্র, ধনবান, মনোহরদেহ, সর্বরোগরহিত,
সুতভূতায়ুক্ত, ত্যাগী, ভোগসংযুক্ত, সত্যত ধর্ম্মবক্তা,
দেব দ্বিজ ও গুরুর প্রতি ভক্তিমান, তীর্থসেবা-
পরায়ণ, মাতা-পিতার অনুরক্ত ও সত্যত দ্রোহ-
ক্রোধহীন হয় । হে পাণ্ডুনন্দন ! যাহারা এই
সকল শুণে অধিত, সত্য সত্যই বৃদ্ধিতে হইবে,
তাহারা স্বর্গ হইতে আগমন করিয়াছে এবং দেহাব-
সানেও তাহার স্বর্গেই গমন করবে । হে নৃপসত্তম ।
মণিনাগতীর্থ সম্বন্ধীর্থোত্তম, যে মানব এই পুণ্য
মণিনাগতীর্থের উপখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করে, সেও
পাপমুক্ত হইয়া শিবলোকে পূজিত হয় । তাহার
ক্ষিতিতে যথেষ্ট বিচরণ করিতে সমর্থ হয়, বিষ
কদাচ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে
না । ভাদ্রমাসের ষষ্ঠ তিথিতে সূর্য্য
দর্শনে যে পুণ্য হয়, মণিনাগাখ্যান শ্রবণেও তদ্রূপ
পুণ্যলাভ হইয়া থাকে । ৫৩—৬৫ ।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৩ ।

ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে তীর্থ-
পরমশোভনম্ । সর্বপাপহরং পার্থ গোপেশ্বর-
মনুত্তমম্ । গোদেহারিঃস্বতং লিঙ্গং পুণ্যং ভূমিতলে
নৃপ । ১ । যুধিষ্ঠির উবাচ । গোদেহারিঃস্বতং
কন্মাল্লিঙ্গং পাপক্ষয়করম্ । দক্ষিণে নর্ম্মদাকূলে
মণিনাগসমীপতঃ । সঙ্কেপাৎ কথ্যতাং বিপ্র
গোপেশ্বরসমুদ্ভবম্ । ২ । শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ ।
কামধেনুস্তপস্তজ পুরা পার্থ চকার হ । ধ্যায়তে
পরয়া ভক্ত্যা দেবদেবং মহেশ্বরম্ । ৩ । তুষ্টিস্তশা
জগন্নাথঃ কপিলায়া মহেশ্বরঃ । নিঃস্বতো দেহ-
মধ্যাস্তু অচ্ছেদ্যাঃ পরমেশ্বরঃ । ৪ । তুষ্টি দেবি
জগন্নাথঃ কপিলে পরমেশ্বর । আরাধনং কৃতং
যস্মাত্তদদাত্ত শুভাননে । ৫ । সুরভূত্যাচ ।
লোকানামুপকারায় সৃষ্টাহং পরমেষ্ঠিনা । লোক-
কার্যাণি সর্বাণি সিধ্যন্তি মৎপ্রসাদতঃ । ৬ । লোকাঃ
স্বর্গং প্রয়াশ্চন্তি মৎপ্রসাদেন শকর । তীর্থে হং

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পার্থ ! নর্ম্মদার
দক্ষিণ কূলে সর্বপাপহর পরম শোভন অনুত্তম
গোপার তীর্থ বিদ্যমান । হে নৃপ ! এই পুত
গোপেশ্বর লিঙ্গ গোদেহ হইতে নিষ্কাশিত হইয়া-
ছিলেন । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—গোদেহ
হইতে কিরূপে লিঙ্গ বহির্গত হইল ? আর সেই
গোদেহনিঃস্বত লিঙ্গ সর্বপাপক্ষয়করই বা হইল
কিরূপে ? হে বিপ্র ! মণিনাগের সমীপস্থ নর্ম্মদার
দক্ষিণকূলবর্তী এই অনুত্তম গোপারেশ্বর লিঙ্গের
বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করুন । মার্কণ্ডেয় উত্তর
করিলেন,—হে পার্থ ! পুরাকালে কামধেনু এই
স্থানে তপস্বী করিয়াছিল । সে পরম ভক্তিসহকারে
সত্যত দেবদেব মহেশ্বরের ধ্যান করিত । অনন্তর
অচ্ছেদ্য জগৎপতি মহেশ্বর কপিলার প্রতি প্রীত
হইয়া তাহার দেহমধ্য হইতে নির্গত হইলেন । এবং
তাহাকে সদোষনপূর্ব্বক কহিলেন,—দেবি ! পরমে-
শ্বর কপিলে ! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, হে
জগন্নাথ ! হে সুশোভনে ! তোমার তপস্বীর কারণ
সত্তর আমার নিকট কীর্তন কর । ১—৫ । সুরভি
উত্তর করিল,—ত্রিলোকের উপকারকামনায় পর-
মেশ্বর আমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমার প্রসাদে

তব মে শতো লোকানাং হিতকাম্যয়া । ৭ ।
তথেষি ভগবান্ ক্রীত্ব তীর্থে তজ্জীবনমুদা । তদা-
প্রতীতি তদীর্ঘং বিখ্যাতং বনুধাতলে । স্নানেনৈকেন
রাজেন্দ্র পাপসমুৎপাদ্যোহতি । ৮ । গোপারেশ্বর-
গোদানং যন্ত ভক্ত্যা চ কারয়েৎ । যোগ্যে
দ্বিজোত্তমো দেয়া যোগ্য্য ধেনুঃ সকাঞ্চনা । ৯ ।
সবৎসা তরুণী শুভ্রা বহুকীরা সবস্তকা । কৃষ্ণপক্ষে
চতুর্দশ্যামষ্টম্যাং বা প্রদাপয়েৎ । ১০ । সর্কেষু
চৈব মাসেষু কার্ত্তিকে চ বিশেষতঃ । দাপয়েৎ পরয়া
ভক্ত্যা দ্বিজো ন্যাধায়তৎপরে । ১১ । বিধিনা চ
প্রদদ্যাৎ যো বিধিনা যন্ত গৃহতে । তাবুভৌ
পুণ্যকর্ম্মাণৌ প্রেক্ষকঃ পুণ্যভাজনম্ । ১২ ।
পিণ্ডদানং প্রকুর্যাদ্যঃ প্রেতানাং ভক্তিসংযুতঃ ।
পিণ্ডেনৈকেন রাজেন্দ্র প্রেতা যাস্তি পরাং গতিম্ ।
১৩ । ভক্ত্যা প্রণামং ক্রদন্ত যো কুর্কন্তি দিনেদিনে ।

সকল লোকের কার্য্যজাত সিদ্ধ হইয়া থাকে । হে
শঙ্কর ! লোকসকলের হিতকামনায় আপনি এই
স্থানে অবস্থান করুন । তাহার আমার প্রসাদে
আপনাকে দর্শন করিয়া স্বর্গে গমন করুক । অনন্তর
ভগবান্ ‘তাহাই হউক’ বলিয়া সুরভীর বাক্যে অঙ্গী-
কারপূর্ব্বক হুঁষ্ট হইয়া গোপারেশ্বরতীর্থে অধিষ্ঠান
করিলেন । তদবধি এই তীর্থ বনুধাতলে বিখ্যাতি-
লাভ করিয়াছে । হে রাজসন্তম ! এখানে এক-
বার মাত্র স্নান করিলেই রাশি রাশি পাপ বিনষ্ট
হয় । যে নর গোপারেশ্বরে ভক্তিপূর্ব্বক গোদান
করে, তাহার পাপ বিনষ্ট হয় । হে রাজন্ ! এই স্থানে
যোগ্য দ্বিজোত্তম যোগ্য ধেনুদান করিতে হয় ।
এই ধেনু সবৎসা, তরুণী, শুভ্রা, বহুকীরা, ও সবস্তা
হইবে এবং কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী কিংবা চতুর্দশী
তিথিতে দান করিতে হইবে । এই গোদান
সকল মাসেই কর্তব্য ; বিশেষতঃ ভক্তিসংকারে
কার্ত্তিক মাসে ন্যাধায়নিরত দ্বিজকে দান করিলেই
অধিক ফল হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক
এইরূপ গোদান করে, আর যিনি যথাবিধি গ্রহণ
করেন, তাহার উভয়েই পুণ্যকর্ম্ম । যিনি তাহাদের
এই কার্য্য অবলোকন করেন, তিনিও পুণ্যভাজন ।
হে রাজেন্দ্র ! যে মানব ভক্তিয়ুক্ত হইয়া গোপারেশ-
্বরে প্রেতগণের পিণ্ডদান করে, তাহার একটী-
মাত্র পিণ্ডদানেই তদীয় প্রেতভাবাপন্ন পিতৃগণ
পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন । যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক
প্রতিদিন ক্রদন্ত নমস্কার করে, ভগ্ন ভাজনের

তেষাং পুণ্যং প্রলীয়েত তিরপাত্তে জনঃ যথা । ১৪ ।
তত্র তীর্থে তু যো রাজন্ বৃষতঞ্চ সমুৎসজেৎ ॥
পিতরশ্চোদ্ধতান্তেন শিবলোকে মহীয়তে । ১৫ ।
যুধিষ্ঠির উবাচ । বৃষোৎসর্গে কৃতে তাত কলং
যজ্জায়তে নৃণাম্ । তৎসর্কং কথয়ন্ত্যশ্চ প্রযত্নেন
দ্বিজোত্তম । ১৬ । শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । সর্কলক্ষণ-
সম্পূর্ণে বৃষে চৈব তু যৎকলম্ । তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি
শৃণু স্বর্শ্বনন্দন । ১৭ । কার্ত্তিকে চৈব বৈশাখে
পূর্ণিমায়াং নরাধিপ । ক্রদন্ত সন্নিধৌ তুয়া শুচিঃ
স্নাতো জিতেন্দ্রিয়ঃ । ১৮ । বৃষশ্চৈব সমুৎসর্গং
কারয়েৎ শ্রীযতাঃ হরঃ । সন্নিধ্যে কারয়েৎ
পুত্র চতশ্রো বৎসিকা শুভাঃ । ১৯ । দশা তু বিপ্র-
মুখ্যায় সর্কলক্ষণসংযুতাঃ । শ্রীযতাঃ চ মহাদেবো
ব্রহ্মা বিষ্ণুর্মহেশ্বরঃ । ২০ । বৃষতে রোমসংখ্যা
যা সর্কাক্ষেয়ু নরাধিপ । তাবদ্বর্ষপ্রমাণন্ত শিবলোকে
মহীয়তে । ২১ । শিবলোকে বসিত্বা তু যদা
মর্ত্যেষ্ণু জায়তে । কুলে মহতি সঙ্কুতির্জনধাত-

জলের স্নায় তাহাদের কলুষ বিলীন হইয়া থাকে ।
হে রাজন্ ! যে ব্যক্তি এই তীর্থে বৃষ উৎসর্গ
করে, তাহার পিতৃগণ উদ্ধার লাভ করিয়া
শিবলোকে পূজিত হন । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা
করিলেন,—হে তাত ! এই তীর্থে বৃষোৎসর্গ
করিলে, মানবগণের কিরূপ ফললাভ হয় ? হে
দ্বিজোত্তম ! যত্নপূর্ব্বক তৎসমস্ত আমার নিকট
বর্ণন করুন । ১৬—১৭ মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে
ধর্শ্বনন্দন ! সর্কলক্ষণসম্বিত বৃষ উৎসর্গ করিলে
যে ফল হয়, তাহা তোমার নিকট বর্ণন করি-
তেছি । শ্রবণ কর । হে নরাধিপ ! জিতেন্দ্রিয়
মানব কার্ত্তিক এবং বৈশাখ মাসের পূর্ণিমাদিনে
স্নান করিয়া শুচি হইয়া শিবসমীপে গমনপূর্ব্বক
“হর শ্রীত হউন” এই মন্ত্রে বৃষ উৎসর্গ করিবে ।
হে তনয় ! বৃষের সন্নিধানে চারিটী মনোজ্ঞ-বৎসতরী
রাখিয়া উৎসর্গ করিতে হয় এবং এই সর্কলক্ষণ-
সম্পন্ন বৎসতরীচতুষ্টয় ঐষ্ট বিপ্রকে দান করা
কর্তব্য । এই বৃষোৎসর্গের মন্ত্র যথা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু
মহেশ্বর মহাদেব আমার প্রতি শ্রীত হউন । হে
মহীপতে ! যে মানব এইরূপ বৃষোৎসর্গ করে,
বৃষের সর্কাক্ষের রোমসংখ্যক বৎসর তাহার
শিবলোকে বাস হয় । অনন্তর শিবলোকে বাসের
পর কর্ম্মক্ষেত্রে কিত্তিলে মহাকূলে জন্ম লাভ করি-

মাকুলে ॥ ২২ ॥ নীরোগো রূপবান্বেচব বিদ্যাচ্যঃ
সত্যবাকুচিঃ । গোপারেশ্বরমাহাত্ম্যঃ ময়া খ্যাতঃ
ধৃষ্টিম্ । গোদেহারিঃস্বতঃ লিঙ্গং নৰ্মদাদক্ষিণে
তটে ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গোপারেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । রেবায়া উত্তরে কুলে
তীর্থং পরমশোভনম্ । সৰ্বপাপহরং মৰ্ত্যে নাম্না
বৈ গোতমেশ্বরম্ ॥ ১ ॥ স্থাপিতং গোতমেনৈব
লোকানাং হিতকামায়া । স্বৰ্গসোপানরূপং তু তীর্থং
পুংসাং যুধিষ্ঠির ॥ ২ ॥ তত্র গচ্ছ পরং ভক্ত্যা যত্র
দেবো জগদগুরুঃ । পাতকস্ত বিনাশার্থং স্বৰ্গবাস-
প্রদন্তথা ॥ ৩ ॥ সোভাগ্যবান্ধনং তীর্থং জয়দং
দুঃখনাশনম্ । পিণ্ডদানেন চৈকেন কুলানা
মুদ্বরেত্রম্ ॥ ৪ ॥ যৎকিঞ্চিদীয়তে ভক্ত্যা স্বল্পং
বা যদি বা বহু । তৎসৰ্বং শতসাহস্রমাজ্ঞয়া

য়াও সে সম্ভূতিসম্পন্ন, বিপুলধনশালী, নীরোগ,
রূপবান্, বিদ্যাভিভবযুক্ত, সত্যবাকু ও শুচি হয়
হে যুধিষ্ঠির! এই আমি তোমার নিকট নৰ্মদার
দক্ষিণতীরবর্তী গোদেহারিঃস্বত গোপেশ্বরলিঙ্গ-
মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম । ১৭—২৩ ।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—রেবার উত্তর তীরে
পরমশোভন গোতমেশ্বর তীর্থ । মর্ত্যধামে এই
গোতমতীর্থ সৰ্বপাপহর বলিয়া বিখ্যাত । হে যুধি-
ষ্ঠির! লোকহিতকামনায় গোতম এই তীর্থ প্রতিষ্ঠা
করেন । এই গোতমতীর্থ পুরুষগণের স্বর্গের
সোপান বলিয়া জানিবে । এই তীর্থে জগদগুরু
দেবদেব বিদ্যমান । ইহা পাতকবিনাশন ও স্বর্গ-
প্রদ । তুমি ভক্তিপূর্বক এই গোতমেশ্বরতীর্থে
গমন কর । এই তীর্থ দুঃখনাশন, জয়দং ও
সোভাগ্যবান্ধন । এখানে একটি মাত্র পিণ্ডদান
করিলে ত্রিকূল উদ্ধার হয় । স্বল্পই হউক, আর
বহুই হউক, গোতমতীর্থে যাহা কিছু দান করা যায়,

গোতমস্ত হি ॥ ৫ ॥ তীর্থানাং পরমং তীর্থং
স্বয়ং কদ্রোণ ভাষিতম্ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গোতমেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । নৰ্মদাদক্ষিণে কুলে তীর্থং
পরমশোভনম্ । শঙ্খচূড়স্ত নাম্না বৈ শ্রীমদ্রুঃ
ভূমিমণ্ডলে ॥ ১ ॥ শঙ্খচূড়ঃ স্বয়ং তত্র সংহিতঃ
পাণ্ডুনন্দন । বৈনতেয়ভয়াং পার্থ স্মৃধদে নৰ্মদাতটে ॥
২ ॥ তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা শুচিভূত্বা সমাহিতঃ ।
স্নাপয়েচ্ছঙ্খচূড়ং তু কীরকৌদ্রেণ সর্পিষা ॥ ৩ ॥
রাত্নৌ জাগরণং কুর্যাদেবশ্রাণ্ডে নরাধিপ ।
দধিভক্তেন সম্পূজ্য ব্রাহ্মণাঙ্কংসিতব্রতান । গোপ্র-
দানে দ্বিজেশ্রোহয়ং সৰ্বপাপক্ষয়করঃ ॥ ৪ ॥
তস্মিংস্তীর্থে তু যঃ পার্থ সর্পদষ্টং প্রতর্পয়েৎ । স
যাতি পরমং লোকং শঙ্করস্ত বচো যথা ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শঙ্খচূড়তীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

গোতমের আজ্ঞায় তাহা শতসহস্র গুণে পরিণত
হয় । স্বয়ং কদ্রু কহিয়াছেন,—এই তীর্থ অখিল
তীর্থের শ্রেষ্ঠ । ১—৬ ।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নৰ্মদার দক্ষিণকূলে এক
পরমশোভন তীর্থ বিদ্যমান । মহীমণ্ডলে এই তীর্থ
শঙ্খচূড়ের নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে । হে
পাণ্ডুনন্দন! স্বয়ং শঙ্খচূড় এই তীর্থে অধিষ্ঠিত ।
শঙ্খচূড় বৈনতেয়ভয়ে ভীত হইয়াই স্মৃধদ নৰ্মদা-
তটের আশ্রয় লইয়াছিল । এ তীর্থে যে শুচি
সমাহিতমনা মানব ভক্তিপূর্বক কীর, মধু ও
ব্রত দ্বারা শঙ্খচূড়ের স্নান করায় ও দেব-
সম্মুখে রজনী জাগরণ করে এবং সংশিত-
ব্রত দ্বিজগণের পূজা করিয়া দধ্যোদন দ্বারা
ভাঁহাদিগকে ভোজন করায়, তাহার সৰ্বপাপ ক্ষয়
হয় । মানব এখানে গোপ্রদান করিলে সৰ্বপাপ-
হীন দ্বিজেন্দ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে । হে পার্থ!

ষট্ সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেত্তু রাজেশ্বর
পারেশ্বরমন্ত্রমম । পরাশরো মহাত্মা বৈ নর্যদায়া
স্তটে শুভে ॥ ১ ॥ তপশ্চ্যার বিপুলং পুত্রার্থং
পাণ্ডনন্দন । হিমবদ্ভূত্বা তেন গৌরী নারায়ণী
নৃপ ॥ ২ ॥ তোষিতা পরয়া ভক্ত্যা নর্যদোত্তরকে
তটে । তস্ম তুষ্ণা মহাদেবী শঙ্করাক্ষধারিণী ॥
৩ ॥ ভোভো ঋষিবর শ্রেষ্ঠ তুষ্ণাহং তব
ভক্তিতঃ । বরং যাচয় মে বিপ্র পরাশর মহা-
মতে ॥ ৪ ॥ পরাশর উবাচ । পরিতুষ্টোহসি মে
দেবি যদি দেযো বরো মম । দেহি পুংসঃ
ভগবতি সত্যশৌচগুণাবিতম্ ॥ ৫ ॥ বেদাভ্য-
সনশীলং হি সর্ষশাস্ত্রবিশারদম্ । তীর্থে চাহ
ভবেদেবি সন্নিধানবরণে তু ॥ ৬ ॥ লোকোপকার-
হেতোশ্চ স্বীয়তাং গিরিনন্দিনি । পরাশরাভি-

শঙ্কর কহিয়াছেন,—শঙ্কচূড়তীর্থে সর্পদষ্টে বাক্তি-
গণের তর্পণ করিলে তাহাদিগের পরমলোকে
গমন হয় ॥ ১—৫ ॥

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

— — —

ষট্ সপ্ততিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেশ্বর ! অনন্তর
অল্পতম পারেশ্বর তীর্থে গমন করিবে । হে
পাণ্ডনন্দন ! একদা মহাত্মা পরাশর নর্যদার
মনোজ্ঞতটে পুত্রার্থ বিপুল তপশ্চা করিয়াছিলেন ।
হে নৃপ ! পরাশর নর্যদার উত্তরতীরে হিমালয়-
ভূত্বা নারায়ণী গৌরীর আরাধনা করিয়া পরম-
ভক্তিঘারা তাঁহার সন্তোষসাধন করেন । অন-
ন্তর শঙ্করাক্ষসবীরিণী মহাদেবী তুষ্ণা ঋষি পরা-
শরের প্রতি প্রীতা হইয়া বলিলেন,—ওহে ঋষি-
সন্তম ! তোমার ভক্তি দর্শনে আমি অতীব
প্রীত হইয়াছি । হে মহামতে দ্বিজবর পরাশর !
বর প্রার্থনা কর । পরাশর উত্তর করিলেন,—
হে দেবি ! যদি আমার প্রতি পরিতুষ্টা হইয়া
থাকেন, হে ভগবতি ! যদি আমাকে বর দান
করেন, তবে এই বর প্রদান করুন যেন—আমার
সত্য-শৌচ-গুণাবিত, বেদাভ্যাসনশীল, সর্ষশাস্ত্রবিশা-
রদ তনয় লাভ হয় । আর হে দেবি ! লোক-
হিতার্থ আপনি এই নর্যদার উত্তরতটে সন্নিহিত

ধানে নর্যদাদক্ষিণে তটে ॥ ৭ ॥ ত্রীদেব্যাচ ।
এবং ভবতু তে বিপ্র তত্রৈবান্তরধীয়ত । পরাশরো
মহাত্মা বৈ স্থাপয়ামাস পার্শ্বতীম্ ॥ ৮ ॥ শঙ্করঃ
স্থাপয়ামাস সুরাসুরনমস্কৃতম্ । অচ্ছেদ্যমপ্রভক্যং
চ দেবানাং তু দুরাসদম্ ॥ ৯ ॥ পরাশরো মহাত্মা
বৈ কৃতার্থো হ্যভবননৃপ ॥ ১০ ॥ তত্র তীর্থে তু যো
ভক্ত্যা শুচিঃ প্রযতমানসঃ । স্নাত্বা পুরুষো বাপি
কামকোষবিবর্জিতঃ ॥ ১১ ॥ মাঘে চৈত্রেহথ বৈশাখে
শ্রাবণে নৃপনন্দন । মাসি মার্গশিরে চৈব শুক্লপক্ষে
তু সর্বদা ॥ ১২ ॥ তত্র গহা শুভে স্থানে নর্যদা-
দক্ষিণে তটে ॥ ১৩ ॥ উপোষ্য পরয়া ভক্ত্যা ত্রত-
মেতৎ সমাচরেৎ । রাত্নৌ জাগরণং কৃৎ দীপদানং
স্বশক্তিতঃ ॥ ১৪ ॥ গীতং নৃত্যং তথা বাদ্যং কাম-
কোষবিবর্জিতঃ । প্রভাতে বিমলে প্রাপ্তে দ্বিজাঃ
পূজ্যাঃ স্বশক্তিতঃ ॥ ১৫ ॥ সম্পূজ্য ব্রাহ্মণান পার্শ্ব
ধনদানহিরণ্যতঃ । বস্ত্রেন চ্ছত্রদানেন শয্যাভাঙ্গুল-
ভোজনৈঃ ॥ ১৬ ॥ ত্রীদেবনর্যদাতীয়ে ব্রাহ্মণান
শংসিতব্রতান । শ্রাদ্ধং কার্য্যং নৃপশ্রেষ্ঠ আত্মৈঃ
পঠৈর্জলেন চ ॥ ১৭ ॥ স্ত্রীণাং চৈব তু শুভ্রাণামাম-

হউন এবং হে গিরিকুমারি ! আমার পরাশর
নামানুসারে এখানে আপনার নাম বিখ্যাত হউক ।
দেবী বলিলেন,—হে বিপ্র ! তাহাই হউক ।
হে নৃপ ! দেবী এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত হই-
লেন । মহাত্মা পরাশরও তথায় পার্শ্বতীমূর্তি প্রতি-
ষ্ঠিত করিয়া তাঁহারই সন্নিধানে সুরাসুরনমস্কৃত
অচ্ছেদ্য অপ্রভক্য দেবগণেরও দুরাসদ শঙ্কর-মূর্তি
স্থাপন করিয়া পরম কৃতার্থ হইলেন । কি পুরুষ,
কি নারী, সকলেই কামকোষবিবর্জিত শুচি ও প্রযত-
মনা হইয়া ভক্তিসহকারে এই তীর্থের সেবা
করিবে । ১—১১ ॥ হে পাণ্ডব ! মাঘ, চৈত্র, বৈশাখ ও
মার্গশীর্ষমাসের শুক্ল পক্ষে নর্যদার উত্তরতীর-
বর্তী এই শুভতীর্থে গমনপূর্বক ভক্তিভরে উপ-
বাস করিয়া ত্রতাচরণ করিবে । দিবসে কাম-
কোষবিবর্জিত হইয়া যথাশক্তি দীপদান, রজনী-
যোগে জাগরণ এবং বিমল প্রভাতে গাত্রোথান
করিয়া শক্তি অনুসারে দ্বিজগণের সেবা করিবে ।
অনন্তর নর্যদাতীরবাসী সংশতিব্রত দ্বিজগণের
যথাশক্তি পূজা করিয়া হিরণ্যাদি ধন, বস্ত্র, ছত্র, শয্যা,
ভাঙ্গুল ও ভোজ্যাদি দানে তাঁহাদের সন্তোষ সাধন
করিবে । হে নৃপসন্তম ! এই তীর্থে আম, পক বা
কেনল জন দ্বারা শ্রাদ্ধ কর্তব্য । এই ত্রিবিধ শ্রাদ্ধে

শ্রাদ্ধং প্রশস্তং । আমং চতুর্ভুজং দেয়ং ব্রাহ্মণানাং
যুধিষ্ঠির । ১৮ । বেদোক্তেন বিধানেন দ্বিজাঃ
পূজ্যাঃ প্রশস্ততঃ । হস্তমাক্রোশ কুশৈশ্চৈব তিলৈ-
শ্চৈবাক্রোশৈনূপ । ১৯ । বিপ্রা উদযুগাঃ কার্ঘ্যাঃ
স্বয়ং বৈ দক্ষিণামুখাঃ । দর্ভেবু নিষ্কপেদ্রমিত্যুচ্চার্য
দ্বিজাগ্রতঃ । ২০ । প্রেতা যান্ত পরে লোকে
তীর্থস্থান্য প্রভাবতঃ । পাপং মে প্রশমং যাতু
এতু বুদ্ধিঃ শুভং সদা । ২১ । বুদ্ধিঃ যাতু সদা
বংশো জ্ঞাতিবর্গো দ্বিজোত্তম । এবমুচ্চার্য বিপ্রায়
দানং দেয়ং স্বশাক্তিতঃ । ২২ । গোভূতিনহিরণ্যাদি
চাগ্নং বস্তুং স্বশাক্তিতঃ । দাতব্যং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ পারৈ-
শ্বরবরাশ্রমে । ২৩ । যে শৃণুস্তি পরং ভক্ত্যা
মুচ্যন্তে সর্বপাতকৈঃ । ২৪ ।

ইতি শ্রীকান্দে পারৈশ্বর্যতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্শততমোহধ্যায়ঃ । ১৬ ।

রেই বিধ আছে । তন্মধ্যে স্ত্রী-শূদ্রগণেরই আম-
শ্রাদ্ধ প্রশস্ত । হে যুধিষ্ঠির ! আমশ্রাদ্ধ করিতে
হইলে বিপ্রগণকে চতুর্ভুজ দেব দান করিতে হয়,
আর সমাবধ শ্রাদ্ধই বেদোক্ত বিধি দ্বারা সমাধা
করিবে ও দ্বিজগণকে যতপূর্বক পূজা করিতে
হইবে । হে নৃপ ! শ্রাদ্ধকর্তা স্বয়ং দক্ষিণাশ্চে
উপবেশন করিয়া হস্তপ্রমাণ কুশদ্বারা ব্রাহ্মণ
নির্মাণ করত উত্তরাস্যে স্থাপিত করিয়া তিল ও
অক্ষত দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিবে । অনন্তর
বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক দ্বিজাগ্রে দর্ভের উপর
অন্ন নিষ্কপ করিতে হইবে । মন্ত্র যথা—হে
দ্বিজোত্তম ! এই তীর্থপ্রভাবে প্রেতগণ
পরলোকে গমন করুন, আমার পাপ বিনষ্ট
হউক ও সতত শুভসমৃদ্ধি আগমন করুক এবং
সতত মদীয় বংশ ও জ্ঞাতিগণ বুদ্ধি প্রাপ্ত হউক ।
হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ! এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পারৈ-
শ্বর্যতীর্থবাসী দ্বিজকে যথাশাক্তি গো, ভূমি, হিরণ্য,
অন্ন, বস্তু, প্রভৃতি দান করিবে । হে রাজন ! যে
ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক এই পারৈশ্বর্যমাহাত্ম্য শ্রবণ করে,
সে অখিল পাতক হইতে মুক্ত হয় । ১২—২৪ ।

ষট্শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬ ।

সপ্তসপ্ততমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ভীমেশ্বরঃ ততো গচ্ছেৎ
সর্বপাপক্ষয়করম্ । সেবিতং ঋষিসমৈশ্চ ভীমব্রত-
ধরৈঃ শুভৈঃ । ১ । তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা সোপ-
বাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ । জপেদেকাক্ষরং মন্ত্রমুদ্বাহ-
দিবাকরে । ২ । তস্মৈ জন্মাজ্জিতং পাপং তৎ-
ক্ষণাদেব নশ্তি । সপ্তজন্মাজ্জিতং পাপং গায়ত্র্যা
নশ্তি ত্রৈবম্ । ৩ । দশভির্জন্মভজাতং শতেন
হ পুরা কৃতম্ । সহস্রেন ত্রিজন্মোশ্চ গায়ত্রী
শক্তি কিঞ্চিদম্ । ৪ । বৈদিকং লৌকিকং বাপি
জাপ্যং জপ্তং নরেশ্বর । তৎক্ষণাদহতে সর্বং
ভূগন্ত জলনো যথা । ৫ । ন দেববলমাত্রিত্য
কদাচিত্ পাপমাচরেৎ । অজ্ঞানানশ্রুতে ক্ষিপ্ৰং
নোত্তরং তু কদাচন । ৬ । তত্র তীর্থে তু যো
দানং শক্তিমাশ্রিত্য চাচরেৎ । তদক্ষয়াকলং সর্বং
জায়তে পাণ্ডুনন্দন । ৭ ।

ইতি শ্রীকান্দে ভীমেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তসপ্ততমোহধ্যায়ঃ । ১৭ ।

সপ্তসপ্ততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর সর্বপাপক্ষয়কর
ভীমেশ্বরে গমন করবে, ভীমব্রতধারী ঋষিগণ এই
ভীমেশ্বরের সতত সেবা করেন । যে জিতেন্দ্রিয়
মানব ভীমেশ্বর তীর্থে স্নান করিয়া উপবাসপূর্বক
উদ্বাহ হইয়া একাক্ষর মন্ত্র জপ করে, তাহার
জন্মাজ্জিত পাপ সদ্যই বিনষ্ট হয় । ভীমেশ্বরে গায়ত্রী
জপে সপ্তজন্মাজ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই ।
এমন কি গায়ত্রী দেবী ভীমেশ্বরতীর্থসেবী মান-
বের ত্রি, দশ, শত ও সহস্র জন্মেরও পাতক বিনাশ
করেন । ভীমেশ্বরে লৌকিক বৈদিক যে কোন মন্ত্র
জপ করা যায়, হতাশন যেমন ভূগ দক্ষ করেন,
জাপ্য মন্ত্র তজপ নরগণের হারিত ধ্বংস করিয়া
থাকে । দেববল আশ্রয় করিয়া কদাচ পাপ করা
কর্তব্য নহে । পাপ অজ্ঞানপূর্বক কৃত হইলেই তাহা
ক্রিয়া দ্বারা বিনষ্ট হয় ; কিন্তু জ্ঞানকৃত হইলে কদাচ
তাহার ধ্বংস নাই । হে পাণ্ডুনন্দন ! ভীমেশ্বর
তীর্থে শক্তি অনুসারে যাহা দান করা যায়, তাহা
অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে । ১—৭ ।

সপ্তসপ্ততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭ ।

অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্তু রাজেন্দ্র
নারদেবরমুত্তমম্ । তীর্থানাং পরমং তীর্থং নির্মিতং
নারদেন তু । ১ । যুধিষ্ঠির উবাচ । নারদেন
মুনিশ্রেষ্ঠ কস্মাতীর্থং বিনির্মিতম্ । এতদাখ্যাহি
মে সৰ্বং প্রসন্নো যদি সন্তম । ২ । ঈমার্কণ্ডেয়
উবাচ । পরমেষ্ঠিসুতঃ পার্থ নারদো মুনিসন্তমঃ ।
রেবায়াশ্চোত্তরে কূলে তপস্তেন পুরা কৃতম্ । ৩ ।
নবনাড়ীনিরোধেন কাষ্ঠাবত্যাং গতেন চ । তৌষিতঃ
পশুভৰ্ত্তা বৈ নারদেন যুধিষ্ঠির । ৪ । ঈশ্বর উবাচ ।
তুষ্ঠৌহং তব বিপ্রেন্দ্র যোগিনাথ অযোনিজ ।
বয়ং প্রার্থয় মে বৎস যন্তে মনসি বর্ততে । ৫ ।
নারদ উবাচ । স্বংপ্রসাদেন মে শস্তো যোগ-
শৈব প্রসিধ্যতু । অচলা তে ভবেভক্তিঃ সৰ্বকালং
মমৈব তু । ৬ । শ্বেচ্ছাচারী ভবে দেব বেদবেদাঙ্গ-
পারগঃ । ত্রিকালজ্ঞো জগন্নাথ গীতজ্ঞোহং সদা
ভবে । ৭ । দিনে দিনে যথা যুদ্ধং দেবদানব-

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
অনুত্তম নারদেবর তীর্থে গমন করিবে । এই
নারদেবর তীর্থ সৰ্বতীর্থোত্তম । ইহার নিৰ্মাতা
দেবর্ষি নারদ । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে
সন্তম ! নারদ কেন এই তীর্থ নিৰ্মাণ করিলেন ?
হে মুনীশ্বর ! যদি আমার প্রতি আপনার প্রসন্নতা
থাকে, তবে আমার নিকট এ সকল বর্ণন করুন ।
মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে পার্থ ! পরমেষ্ঠি-
তনয় মুনিসন্তম নারদ পুরাকালে রেবার উত্তরতীরে
তপস্তা করিয়াছিলেন । হে যুধিষ্ঠির ! তিনি নবনাড়ী
নিরোধ করিয়া যৎকালে পরমাত্মায় মন নিবিষ্ট
করেন, তখন পশুপতি সন্তোষ লাভ করত নারদ-
সমীপে আগমনপূর্বক বসিতে লাগিলেন । ঈশ্বর
কহিলেন,—হে দ্বিজবর যোগিনাথ অযোনিজ !
তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি । হে বৎস !
আমার নিকট অতীষ্ট বর প্রার্থনা কর । নারদ
উত্তর করিলেন,—দেব ! আপনার প্রসাদে আমার
যোগ সিদ্ধ হউক । হে শস্তো ! সতত আপনাতে
আমার অচলা ভক্তি বিদ্যমান থাকুক । হে দেব !
আমি যেন সতত শ্বেচ্ছাচারী হই, এবং বেদবেদাঙ্গে
যেন আমার পারগতা থাকে । হে জগৎপতে !
আমি যেন ত্রিকালজ্ঞ ও সতত সঙ্গীতজ্ঞ হই ; হে

মার্কণ্ডেয় ! পাতালে মর্ত্যালোকে বা স্বর্গে বাপি
মহেশ্বর । ৮ । পশ্চৈয়ং স্বংপ্রাদেন ভবন্তঃ
পার্বতীং তথা । তীর্থং লোকেষু বিখ্যাতং সৰ্ব-
পাপক্ষয়করম্ । ৯ । ঈশ্বর উবাচ । এবং নারদ
সৰ্বং তু ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ । চিন্তিতং মৎপ্রসা-
দেন সিধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ । ১০ । শ্বেচ্ছাচারো
ভবেবৎস স্বর্গে পাতালগোচরে । মর্ত্যে বা ভ্রম বৈ
যোগিন কৈনাপি নিবার্যসে । ১১ । সপ্ত স্বরাজ্যয়ো
গ্রামা মুচ্ছনাট্টকবিংশতিঃ । তানা একোন-
পঞ্চাশৎ প্রসাদায়ৈ তব ক্রবম্ । ১২ । মম
প্রিয়করং দিব্যং নৃত্যগীতং ভবিষ্যতি । কলিক
পশুসে নিত্যং দেবদানবকিন্নরৈঃ । ১৩ । স্বতীর্থং
ভূতলে পুণ্যং মৎপ্রসাদান্তবিষ্যতি । বেদবেদাঙ্গ-
তত্ত্বজ্ঞো হৃদয়জ্ঞানকোবিদঃ । একমুদাসি নিঃসঙ্গো
মৎপ্রসাদেন নারদ । ১৪ । ইত্যুক্তান্তর্দধে দেবো
নারদস্তত্র শূলিনম্ । স্থাপয়ামাস রাজেন্দ্র সৰ্ব-
সম্বোপকারকম্ । ১৫ । পৃথিব্যামুত্তমং তীর্থং
নির্মিতং নারদেন তু । তত্র তীর্থে নৃপশ্রেষ্ঠ যো

মহেশ্বর ! স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে প্রতিদিন দেব,
দানব ও মনুষ্যাগণের যে যুদ্ধ হয়, আপনার প্রসাদে
আমি যেন সেই সকল যুদ্ধ ও আপনাকে এবং
পার্বতীকে সতত অবলোকন করিতে সমর্থ হই ।
আর হে দেব ! এই তীর্থ সৰ্বপাপক্ষয়কর ও
ত্রিলোকবিখ্যাত হউক । ১—৯ । ঈশ্বর কহিলেন,—
হে নারদ ! তুমি মনে মনে যাহা চিন্তা করি-
বে, আমার প্রসাদে এই সকলই তোমার সিদ্ধ
হইবে, সন্দেহ নাই । হে বৎস ! স্বর্গে ও মর্ত্যে
তোমার স্বৈরগতি হইবে, অথবা হে যোগিন ! তুমি
নিখিল মর্ত্যভূমে বিচরণ কর, কেহই তোমাকে
বারণ করিবে না । সপ্তস্বর, তিনগ্রাম, একবিংশতি
মুচ্ছনা, একোনপঞ্চাশৎ তান—আমার প্রসাদে এ
সকলই তোমার সিদ্ধ হইবে, সংশয় নাই । আর
তুমি যে সকল দিব্য দিব্য নৃত্য-গীত করিবে, তাহা
আমার সান্ত্বনয় প্রিয়কর হইবে । তুমি সতত
সুরাসুর-কিন্নরের কলহ অবলোকন করিবে, আর
আমার প্রসাদে তোমার এই তীর্থ ক্ষিতিতলে
অতি পুত বলিয়া গণ্য হইবে ! হে নারদ । তুমি
বেদবেদাঙ্গের তত্ত্ব জানিতে পারিবে ; জ্ঞানিগণের
মধ্যে তুমিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ হইবে, আর আমার
প্রসাদে তুমিই একমাত্র নিঃসঙ্গ হইয়া সৰ্বত্র
বিচরণ করিবে । হে রাজসন্তম ! অনন্তর শূলী
এই বলিয়া অন্তর্দান করিলেন ; দেবর্ষি নারদও

গচ্ছেদ্বিজিতেজিয়ঃ । ১৬ । মাসি ভাদ্রপদে পার্শ্ব
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী । উপোষ্য পরয়া ভক্ত । রাজ্যো
কুব্বীত জাগরম্ । ১৭ । ছত্রং তত্র প্রদাতব্যঃ
ব্রাহ্মণে শুভলক্ষণে । শস্ত্রেন তু হতা যে বৈ তেষাং
শ্রাদ্ধং প্রদাপয়েৎ । তে যান্তি পরমং লোকং পিতৃ-
দানপ্রভাবতঃ । ১৮ । কপিলা তত্র দাতব্য্য পিতৃ-
হৃদিশ্চ ভারত । ইত্যুচ্চাৰ্য্য দ্বিজৈ দেয়া যান্ত তে
পরমাং গতিম্ । ১৯ । অশ্ব শ্রাদ্ধস্ত ভাবেন শ্রাদ্ধ-
গন্ত প্রসাদতঃ । নশ্বদাতোহভাবেন শ্রাদ্ধার্জিত-
ধনস্ত চ । তেষাকৈব প্রভাবেন প্রেতা যান্ত
পর্যং গতিম্ । ২০ । ইত্যুচ্চাৰ্য্য দ্বিজৈ দেয়া
দক্ষিণা চ স্বশক্তিতঃ । হবিষ্যারং বিশালাক্ষ
দ্বিজানাকৈব দাপয়েৎ । ২১ । দীপং ভক্ত্যা
প্রদাতব্যঃ নৃত্যং গীতঞ্চ কারয়েৎ । অবাণ্ডং
তেন বৈ সৰ্ব্বং যঃ করোতীশ্বরালয়ে । ২২ ।
স যাতি রুদ্রসান্নিধ্যমিতি রুদ্রঃ স্বয়ং জগৌ । বিদ্যা-
দানেন চৈকেন অক্ষয়াং গতিমাশ্नुয়াৎ । ২৩ । ধূৰ্ব্বহা-

স্ত্র দাতব্য্য ভূমিঃ শস্ত্রবতী নৃপ । চিত্রভাস্ত্রং
শুভৈশ্বর্য্যৈঃ প্রীণয়েত্তত্র ভক্তিতঃ । ২৪ । আজ্যেন
সুপ্রভূতেন হোমদ্রব্যোণ ভারত । যে যজন্তি সদা
ভক্ত্যা ত্রিকালং নৃত্যমেব চ । ২৫ । তীর্থে নারদ-
নামাখ্যে রেবায়া শোভন্তে তটে । চিত্রভাস্ত্রমুখা
দেবাঃ সৰ্ব্বদেবময়ো ঋষিঃ । ২৬ । ঋষিণাঙ্গীণিতাঃ সৰ্ব্বৈ
তস্মাৎ প্রীতো হতাশনঃ । পুজিতে হব্যবাহে তু
দারিद्र্যং নৈব জায়তে । ২৭ । ধনেন বিপুল্য
প্রীতির্জায়তে প্রতিজ্ঞানি । কুলীনাশ্চ সুবেশাশ্চ
সৰ্ব্বকালং ধনেন তু । ২৮ । প্রবো নদীনাং পতি-
রঙ্গনানাং রাজা চ সদবৃত্তরতঃ প্রজানাম্ । ধনং
নরাণামৃতবস্তুরূপাং গতং গতং যৌবনমানয়ন্তি ।
২৯ । ধনদহং ধনেশেন তস্মিন্ স্তীর্থে হ্যপার্জিতম্ ।
যমেন চ যমদ্বং হি ইন্দ্রং চৈব বজ্রিণা । ৩০ । অষ্টৈ-
রপি মহীপালৈঃ পার্শ্বৈবমুপার্জিতম্ । নারদেশ্বর-
মাহাত্ম্যাদ্ভবো নিশ্চলতাং গতঃ । ৩১ । সৰ্ব্বতীর্থ-

তখন এই সৰ্ব্বপাপনাশন শূলিনিক্স প্রতিষ্ঠা করিলেন ।
হে রাজন ! এইরূপে নারদ কর্তৃক এই সর্বোত্তম
তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । পৃথিবীমধ্যে ইহা অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ তীর্থ নাই । হে নৃপসত্তম ! জিতেজিয় মানব
ভাদ্র মাসের কৃষ্ণচতুর্দশীতে নারদতীর্থে গমন করিয়া
পবন ভক্তিসহকারে উপবাস করত রাজ্যজাগরণ
শুভলক্ষণ ব্রাহ্মণকে ছত্র দান ও শস্ত্রহত পিতৃগণের
উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিবে । এইরূপ করিলে পিতৃদান,
প্রভাবে পিতৃগণের পরমলোকপ্রাপ্ত হয় । হে
ভারত ! নারদতীর্থে পিতৃগণের উদ্দেশে দ্বিজকে
কপিলাদান কর্তব্য ; কপিলাদানে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র
উচ্চারণ করিতে হয় ; -“পিতৃগণ পরমগতি লাভ
করুন, আমি শ্রাদ্ধার্জিত ধনদ্বারা নশ্বদাতীয়ে দ্বিজগণ-
সমক্ষে যে শ্রাদ্ধ করিয়াছি, আমার প্রদত্ত এই শ্রাদ্ধ
প্রভাবে দ্বিজগণের প্রসাদে নশ্বদানীরমাহাত্ম্যো
আমার প্রেত পিতৃগণ পরমগতি প্রাপ্ত হউন । হে
বিশাললোচন ! এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দ্বিজকে
যথাশক্তি দক্ষিণাদান ও হবিষ্যার প্রদান
করিবে । অনন্তর ভক্তিপূর্বক দীপদান করিয়া
নৃত্য গীতাদি করিবে । যে নর ঈশ্বরালয়ে
পূর্বোক্ত ক্রিয়াসমূহের অমুষ্ঠান করে, তাহার
অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না এবং সে রুদ্র-
সান্নিধ্যনে গমন করিয়া থাকে । ইহা রুদ্র স্বয়ং
কহিয়াছেন । এই তীর্থে বিদ্যাদান করিলে মান-

বের অক্ষয় গতিলাভ হয় । হে নৃপ ! এখানে
ভারবহনযোগ্য বৃষ ও শস্ত্রশালিনী ভূমি দান করিয়া,
পরমমন্ত্রে চিত্রভাস্ত্র ভাস্করের প্রীতিসাধন কর্তব্য ।
হে ভারত ! অনন্তর ভক্তিসহকারে প্রভূত দ্রুত ও
অশ্রান্ত হোমদ্রব্যদ্বারা হতাশনে আহুতি প্রদান
করিবে । যে সকল লোক ত্রিকালে এখানে তপন-
পূজা ও সতত নৃত্যগীত করে, তপন ভাগদের
প্রতি প্রীত হন । একে ত এই তীর্থ দেববি নারদ
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, স্থান—পুণ্যানদী নশ্বদার উত্তরতীর
দিবাকর প্রমুখ দেবগণ শতত এইস্থানে সন্নিহিত ;
ঋষি সৰ্বদেবময়, ঋষিদ্বারা সকলেই প্রীত হন ;
অতএব হতাশনেরও প্রীতি ঋষি কর্তৃকই সমাহিত
হয় । যে মানব এই তীর্থে আহুতি প্রদান দ্বারা
হতাশনের অর্চনা করে, কদাচ তাহার দারিद्र্য হয়
না ; প্রতিজ্ঞাই সে ধনশালী হইয়া বিপুল ধন-
প্রীতি লাভ করে । হে নৃপ ! ধন থাকিলেই
মানব সন্মদা সুবেশ ও কুলীন বলিয়া গণ্য হয় ।
নদীনিবহের যেরূপ সেতু, অঙ্গনাগণের
যেরূপ পতি ও প্রজাগণের যেমন স্ববৃত্তিনিরত
রাজা আদরণীয় নরগণেরও ধন তজ্রপ একটা
অমৃতময় বস্ত্র বলিয়া জানিবে ; দেখ ধন থাকিলে
রূপহীন বৃদ্ধব্যক্তির যেন যৌবন প্রত্যাভর্জন করে,
এই নারদতীর্থের প্রভাবে ধনেশের ধনদহ, যমের
যমদ্ব ও ইন্দ্রের ইন্দ্র লাভ হইয়াছে ; এতদতির

বরং তীর্থং নির্মিতং নারদেন তু । পৃথিব্যাং
সাগরাস্তায়াং রেবায়াশ্চোত্তরে তটে । তদ্বরং
সর্বতীর্থানাং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে নারদেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং
নামাষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র
তীর্থদ্বয়মনুত্তমম্ । দধিস্কন্দঃ মধুস্কন্দঃ সর্বপাপ-
ক্ষয়করম্ ॥ ১ ॥ দধিস্কন্দে নরঃ স্নাত্বা যন্ত
দদ্যাদ্ভিজে দধি । উপতিষ্ঠেত্ততস্তস্মৈ সপ্তজন্মানি
ভারত ॥ ২ ॥ ন ব্যাধির্ন জরা তস্মৈ ন শোকো
নৈব মৎসরঃ । দশচন্দ্রশতং যাবজ্জায়তে বিমলে
কূলে ॥ ৩ ॥ মধুস্কন্দেহপি মধুনা মিশ্রিতান
যন্তিলান দদেৎ । নাসৌ বৈবস্বতঃ দেবঃ
পশ্যেদ্বৈ জন্মসপ্ততিম্ ॥ ৪ ॥ মধুনা সহ সন্নিধিং
পিণ্ডং যন্ত প্রদাপয়েৎ । তস্মৈ পৌত্র-প্রপৌ-
ত্রোভ্যা দারিদ্ৰ্যং নৈব জায়তে ॥ ৫ ॥ দধিভিঃ

অস্তান্য অনেক মহীপালও নারদেশ্বরমাহাত্ম্যে
অক্ষয় পার্থিবপদপ্রাপ্ত হইয়াছেন ; সন্দেহ নাই ।
নারদ এই যে রেবার উত্তরতটে অনুত্তম তীর্থ
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সাগরাস্তা পৃথিবীর মধ্যে এই
তীর্থ সর্বোত্তম । এই তীর্থবর মহাপাতক-
নাশন ॥ ১০—৩২ ॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

উনাশীতিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
দধিস্কন্দ ও মধুস্কন্দ নামক সর্বপাপক্ষয়কর অনুত্তম
তীর্থদ্বয়ে গমন করিবে । হে ভারত ! মানব
দধিস্কন্দে স্নান করিয়া দধিদান করিলে সপ্তজন্ম
যাবৎ প্রচুর দধি ভোগ করে ; তাহার কদাচ ব্যাধি
জরা, শোক, মাৎসর্য হয় না ; সে দশ সহস্র নিশা-
করের স্থিতিকাল যাবৎ বিমল কূলে জন্ম গ্রহণ করিয়া
থাকে । এইরূপ মধুস্কন্দেও মানব যদি মধু মিশ্রিত
তিল দান করে, তবে তাহার সপ্তজন্ম বৈবস্বত যমের
মুখাবলোকন করিতে হয় না । যে মানব মধুস্কন্দে
মধুমিশ্রিত পিণ্ডদান করে, তাহার পুত্র-পৌত্রগণ

সহ সন্নিধিং পিণ্ডং যন্ত প্রদাপয়েৎ । তন্নি-
স্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা বিধিবদক্ষিণামুখঃ ॥ ৬ ॥ পিতা
পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ । দ্বাদশাব্দানি
তুষ্যন্তি নাত্র কার্ধ্যা বিচারণা ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে দধিস্কন্দমধুস্কন্দতীর্থমাহাত্ম্য-
বর্ণনং নামৈকোনাশীতিতমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতমোহধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র
নন্দিকেশ্বরমুত্তমম্ । যত্র সিকো মহানন্দী তত্তে
সর্বং বদাম্যহম্ ॥ ১ ॥ রেবায়াং পুরতঃ কুত্বা পুরা
নন্দী গণেশ্বরঃ । তপস্তপন জয়ং কুর্ক্বন্তীর্থাতীর্থং
জগাম হ ॥ ২ ॥ দধিস্কন্দং মধুস্কন্দং যাবন্ত্যক্কা তু
গচ্ছতি । তাবন্তুষ্ঠৌ মহাদেবৌ নন্দিনাথমুবাচ হ ॥
৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ । ভো ভোঃ প্রসন্নৌ নন্দীশ
বরং বৃণু যথেষ্টমিতম্ । তপসা তেন তুষ্ঠোহহং
তীর্থযাত্রাকৃতেন তে ॥ ৪ ॥ নন্দীশ্বর উবাচ । ন

কদাচ দরিদ্র হয় না । আর এই তীর্থে স্নান
করত দক্ষিণমুখ হইয়া যথাবিধি দধিমিশ্রিত পিণ্ডদান
করিলে পিণ্ডদাতার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ
দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তিলাভ করেন, এ বিষয়ে কোনরূপ
বিচরণা কর্তব্য নহে ॥ ১—৭ ॥

উনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
অনুত্তম নন্দিকেশ্বরতীর্থে গমন করিবে । মহানন্দীর
এই নন্দিকেশ্বরতীর্থে সিন্ধু লাভ করিয়াছিলেন ।
এই তীর্থের অখিল মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিতেছি ।
পুরাকালে একদা নন্দী নন্দ্যদা হইতে আরম্ভ
করিয়া তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে গমন ও
প্রতিতীর্থেই তপস্যা করিয়াছিলেন । তিনি
যৎকালে অখিলতীর্থ ভ্রমণ করিয়া দধিস্কন্দ ও
মধুস্কন্দ অতিক্রমপূর্বক গমন করেন, তখন
মহাদেব নন্দিনাথের প্রতি শ্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন,
হে নন্দিনাথ ! তোমার তীর্থযাত্রা ও তপস্যা-
দর্শনে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমি প্রসন্ন হইলাম,

চাহং কাময়ে বিত্তং ন চাহং কুলসন্ততিম্ । মুক্তা ন
কাময়ে কামং তব পাদাম্বুজাং পরম্ ॥ ৫ ॥ কৃমি-
কৌটপতঙ্গেষু তির্থাগৃযোনিং গতস্ত বা । জন্ম-
জন্মান্তরেহপ্যস্ত ভক্তিত্বয়ি মমচলা ॥ ৬ ॥ তথৈ-
ভ্যুক্তা মহাদেবঃ পরয়া কৃপয়া নৃপ । গৃহীত্বা তং
করে সিদ্ধং জগাম নিলয়ং হরঃ ॥ ৭ ॥ তন্মিঃস্তৌর্থে
তু যঃ স্নাত্বা ভক্ত্যা ত্র্যম্বকং প্রপূজয়েৎ । অগ্নি-
ষ্টোমস্ত যজ্ঞস্ত ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৮ ॥ তত্র
তৌর্থে তু যঃ স্নাত্বা প্রাণত্যাগং কয়োতি চেৎ । শিব-
স্নানুচরো ভূত্বা মোদতে কল্পমক্ষয়ম্ ॥ ৯ ॥ ততঃ
কালেন মহতা জায়তে বিমলে কুলে । বেদবেদাঙ্গ-
তত্ত্বজ্ঞো জীবেচ্চ শরদাং শতম্ ॥ ১০ ॥ এতত্তে
কথিতং তাত তীর্থমাহাশ্রয়মুত্তমম্ । ত্বলভং মর্ত্য-
সংজ্ঞস্ত সর্বপাপক্ষয়করম্ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে নন্দিকেশ্বরতীর্থমাহাশ্রয়বর্ণনং নামা-
শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

এক্ষণে তুমি অভীষ্টের প্রার্থনা কর। নন্দীশ্বর
উত্তর করিলেন,—আমি বিত্তকামনা করি না,
কুলসন্ততির আমার প্রয়োজন নাই, একমাত্র
আপনার পাদপদ্ম বাতীত অস্ত্র কোন বস্তুতেই
আমার অভিশ্রাব নাই। কৃমি, কৌট, পতঙ্গ,
তির্থাৎ, যে কোন যোনিতেই আমার জন্মলাভ
হউক, জন্মজন্মান্তরে যেন আপনার চরণকমলে
আমার ভক্তি অচলা থাকে। হে নৃপ! পরম
কাক্ষণিক মহাদেব ‘তাহাই হউক’ বলিয়া নন্দীশ্বরের
বাক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক সেই সিদ্ধ নন্দীশ্বরের কর
ধারণ করত স্থায় নিলয় কেলাসাগারে চলিয়া
গেলেন। হে রাজন! যে মানব এই তৌর্থে
ভক্তিপূর্ব্বক ত্র্যম্বকের পূজা করে, তাহার অগ্নিষ্টোম
যাগের ফল লাভ হয়। যে নর নন্দীশ্বর তৌর্থে
স্নান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে শিবের
অনুচর হইয়া কল্পকাল পরমসুখে অতিবাহিত করিয়া
থাকে। তারপর দীর্ঘকালে তাহার মানবজন্ম
লাভ হইলেও বিমল কুলেই জন্ম হয় এবং সে
বেদবেদাঙ্গপারগ হইয়া শতবৎসর জীবিত থাকে।
হে তাত! এই আমি তোমার নিকট অনুরক্তম-
নন্দীশ্বরতীর্থমাহাশ্রয় কীৰ্ত্তন করিলাম, এই পাপ-
ক্ষয়কর নন্দীশ্বর তীর্থ মর্ত্য-মানবের ত্বলভ ১১—১১।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৮০।

একশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমাকণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছন্নমহারাজ
বরুণেশ্বরমুত্তমম্ । যত্র সিদ্ধো মহাদেবো বরুণো
নৃপসত্তম ॥ ১ ॥ পিণ্ড্যাকশাকপর্ণৈশ্চ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণা-
দিভিঃ। আরাধ্য গিরিজানাথং ততঃ সিদ্ধিং
পর্য্যং গতঃ ॥ ২ ॥ তত্র তৌর্থে তু যঃ স্নাত্বা
সন্তপ্য পিতৃদেবতাঃ । পূজয়েচ্ছকরং ভক্ত্যা স
যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৩ ॥ কুণ্ডিকাং বর্দ্ধনীং
বাপি মহত্বা জলভাজনম্ । অমেন সহিতঃ পার্শ্ব
তস্ত পুণ্যকলং শৃণু ॥ ৪ ॥ যৎকলং নভতে
মর্ত্যঃ সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে । তৎকলং সমবাপ্নোতি
নাশ্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫ ॥ সর্বোষামেব দানানামন্ন-
দানং পরং স্মৃতম্ । সদ্যঃ শ্রীতিকরং তোয়মন্নং
চ নৃপসত্তম ॥ ৬ ॥ তত্র তৌর্থে যুতানাং তু নরাণাং
ভাবিতাশ্রয়নাম্ । বরুণস্ত পুরে বাসো যাবদাভূত-
সম্প্রবম্ ॥ ৭ ॥ পশ্চাৎ পূর্ণে ততঃ কালে মর্ত্যলোকে
প্রজায়তে । অন্নদানপ্রদো নিত্যং জীবেদ্বর্ষশতং
নরঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বরুণেশ্বরতীর্থমাহাশ্রয়বর্ণনং
নামৈকশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

একশীতিতম অধ্যায় ।

মাকণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ! অনন্তর
অনুরক্তম বরুণেশ্বর তৌর্থে গমন করিবে। হে নৃপ-
সত্তম! দেবশ্রেষ্ঠ বরুণ এই তৌর্থে সিদ্ধিলাভ
করিয়াছিলেন। দেব বরুণ পিণ্ড্যাক, শাক ও পত্র
ভোজন করিয়া কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা গিরিজাপতির
তপস্তু করত এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন
যে মানব বরুণতৌর্থে স্নান করিয়া পিতৃদেবগণের
তর্পণ ও ভক্তিপূর্ব্বক শকরের পূজা করে, তাহার
পরম গতি লাভ হয়। হে পাথ! এখানে যে নর
কুণ্ডিকা, বর্দ্ধনী কিংবা . বৃহৎ জলভাজন অন্নের
সঙ্গিত দান করে, তাহার পুণ্যফল অবশ্য কর,
মানব দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে যে ফল প্রাপ্ত হয়,
পুৰোক্ত দাতা ব্যক্তিরও তাহার তুল্য ফল হইয়া
থাকে; এ বিষয়ে বিচারণা করিও না। হে নৃপ-
সত্তম! অন্ন ও জল সদ্যঃ শ্রীতিকর; অতএব
দানানিবহ মধ্যে অন্নদানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত
হইয়া থাকে। যে সকল ভাবিতাত্মা মানব বরুণ-
তৌর্থে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, কল্পকাল পর্য্যন্ত

দ্বাদশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ক্রীমার্কেণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহীপাল
বহ্নিতীর্থমল্পভুতম । যত্র সিদ্ধো মহাতেজাস্তপঃ
কৃৎস্না হতাশনঃ ॥ ১ ॥ সৰ্বভক্ষ্যঃ কৃতো যোহসৌ
দণ্ডকে যুনিরা পুরা । নৰ্মদাতটমাশ্রিত্য পুতো
জাতো হতাশনঃ ॥ ২ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ শ্রাদ্ধা
পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্ । অগ্নিপ্রবেশং কুরুতে স
গচ্ছেদগ্নিসাম্যতাম্ ॥ ৩ ॥ ভক্ত্যা শ্রাদ্ধা তু যন্তত্র
তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ । অগ্নিষ্টোমস্ত যজ্ঞস্ত কল-
মাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৪ ॥ তৈশ্চবানন্তরং রাজন্
কৌবেয়ং তীর্থমুত্তমম্ । কুবেরো যত্র সংসিদ্ধো যক্ষা-
ণামধিপঃ পুরা ॥ ৫ ॥ তত্র তীর্থে নরঃ শ্রাদ্ধা সমভ্যর্চ্য
জগদুত্তমম্ । উময়া সহিতং ভক্ত্যা সৰ্বপাঠৈঃ
শ্রমুচ্যতে ॥ ৬ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ শ্রাদ্ধা দদ্যাৎপ্রায়
কাঞ্চনম্ । নাতিমাত্রৈ জলে তিষ্ঠন্ স লভেতাক্ষুদং

ঐহাদের বক্রণতবনে বাস হয় । অনন্তর পুণ্য-
কালের ভোগ পূর্ণ হইলে মর্ত্যালোকে জন্মগ্রহণ
করিয়াও ঐহারা নিত্য অন্নদাতা শতায়ুঃ হইয়া
থাকেন ॥ ১—৮ ॥

একাদশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

দ্বাদশীতিতম অধ্যায় ।

মার্কেণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল ! অনন্তর
অল্পভুতম বহ্নিতীর্থে গমন করিবে, মহাতেজা হতাশন
এই স্থানে তপস্কা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ।
পূর্বে যিনি যুনির শাপে দণ্ডকারণ্যে সৰ্বভুক্
হইয়াছিলেন, সেই হতাশন নৰ্মদাতীরে আগমন
করিয়া পুত হন । যে ব্যক্তি বহ্নিতীর্থে স্নান ও
শঙ্করের পূজা করিয়া হতাশনে প্রবেশ করে,
তাহার হতাশনের সারূপ্য লাভ হয় ; আর যে নর
ভক্তিপূর্বক স্নান করিয়া পিতৃ-দেবগণের তর্পণ
করে, সে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের কল লাভ করিয়া
থাকে, সংশয় মাই । হে রাজন ! এই বহ্নি-
তীর্থের পরই অল্পভুতম কুবেরতীর্থ বিদ্যমান ।
পূর্বে যক্ষাধিপ কুবের এখানে তপস্কা করিয়া
সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । মানব এই
কৌবের তীর্থে ভক্তিপূর্বক স্নান ও উমার সহিত
জগদুত্তম শঙ্করের পূজা করিয়া অখিল কলুষ হইতে

কলম্ ॥ ৭ ॥ দধিস্কন্দে মধুস্কন্দে নন্দীশে বক্রণালয়ে
আগ্নেয়ে যৎকলং তাত শ্রাদ্ধা তৎকলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮
তে বন্দ্যা মানুসে লোকে ধন্তাঃ পূর্ণমনোরথাঃ
যৈস্ত দৃষ্টং মহাপুণ্যং নৰ্মদাতীর্থপঞ্চকম্
তে যান্তি তাস্করে লোকে পরমে হুঃখনাশনে ॥ ৯
ভাস্করাঈদম্বরে লোকে চৈশ্বরাদনিবর্তকে ॥ ১০
নীয়তে স পরে লোকে যাবদিত্রাশ্চতুর্দশ । ততঃ
স্বর্গাচ্ছ্যাতো মর্ত্যো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ ॥ ১১ ॥
সৰ্বরোগবিনিমুক্তো ভূনক্তি সচরাচরম্ । বিষ্ণুশ্চ
দেবতা যেনাং নৰ্মদাতীর্থসেবিনাম্ ॥ ১২ ॥ অখণ্ডিত-
প্রতাপান্তে জায়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ । গঙ্গা কনথলে
পুণ্যা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী ॥ ১৩ ॥ গ্রামে বা যদি
বারণো পুণ্যা সৰ্বত্র নৰ্মদা । রেবাতীরে বসেন্নিত্যং
রেবাতোয়ং সদা পিবেৎ ॥ ১৪ ॥ স শ্রাতঃ সৰ্ব-
তীর্থৈর্ সোমপানং দিনেদিনে । গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ

মুক্ত হয় । যে ব্যক্তি কুবেরতীর্থে স্নানপূর্বক
নাতিমাত্র জলে দণ্ডায়মান হইয়া দ্বিজকে স্বর্ণ দান
করে, তাহার অক্ষুদগুণ কল লাভ হয় । হে তাত !
পূর্বে দধিস্কন্দ, মধুস্কন্দ, নন্দী, বক্রণ ও বহ্নিতীর্থের
কথা কহিয়াছি, এই কুবেরতীর্থে স্নান করিলে,
পূর্বোক্ত তীর্থনিচয়ের স্নানকল লাভ হয় ।
তাহারা নৰ্মদাতটের এই অতিপুত তীর্থপঞ্চক দর্শন
করিয়াছেন, মানুস লোকে ঐহারা বন্দ্য, ধন্ত ও
পূর্ণমনোরথ ; এবং ঐহারা হুঃখনাশন দিবাকর-
লোকে গমন করেন ॥ ১—৯ ॥ অতঃপর এই পঞ্চতীর্থ-
সেবী মানব ভাস্করলোক হইতে ঈশ্বরলোকে ও
তথা হইতে অনিবার্যকর পরমলোকে গমন করে ।
এই লোকে তাহার চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকারকাল
বাস হয় ; তারপর পুণ্যক্ষেত্রে স্বর্গচ্যুত হইয়াও তিনি
ধার্মিক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । এই নৃপ-
দেহেও তিনি সৰ্বরোগহীন হইয়া সচরাচর
পৃথিবীরাজ্য ভোগ করিয়া থাকেন । ঐহারা
নৰ্মদাতীরবাসী, বিষ্ণুই ঐহাদের আরাধ্য দেব,
ঐহারা ভূমণ্ডলে অখণ্ডিত প্রতাপযুক্ত হন, সন্দেহ
নাই । কনথলে গঙ্গা পুণ্য, এবং কুরুক্ষেত্রে
সরস্বতী পুত ; আর গ্রামেই কি, অরণ্যেই বা কি,
নৰ্মদা সৰ্বত্র পবিত্রা । সৰ্বদা রেবাতীরে বাস ও
সতত রেবানীর পান করিবে । যে মানব রেবা-
নীরে স্নান করেন, ঐহারা অখিল তীর্থস্নানের
কললাভ হয় এবং অল্পদিন তিনি সোমপায়ীর সদৃশ

সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাসি চ । কল্লাস্তে সজ্জয়ং
যাস্তি ন যুতা তেন নশ্বদা ॥ ১৫ ॥

ইতি ত্রিশান্দে দধিস্বন্দাদিপঞ্চতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্নহরাজ
তীর্থং পরমশোভনম্ । ব্রহ্মহত্যাহরং প্রোক্তং
রেবাতটসমাশ্রয়ম্ । হনুমন্তাভিধং হত্ৰ বিদ্যাতে
লিঙ্গমুত্তমম্ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । হনুমন্তেশ্বরং
নাম কথং জাতং বদস্ব মে । ব্রহ্মহত্যাহরং তীর্থং
রেবাদক্ষিণসংস্থিতম্ ॥ ২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ ।
সাধুসাধু মহাবাহো সোমবংশনিভুষণ । গুহাদগুহতরং
তীর্থং নাখ্যাতে কস্তচিন্নয়া ॥ ৩ ॥ তব শ্লেহাৎ
প্রবক্ষ্যামি পীড়িতো বার্ককেন তু । পূর্বং জাতং
মহদযুদ্ধং রামরাবণয়োরাপি ॥ ৪ ॥ পুলস্ত্যা ব্রহ্মণঃ

বলিয়া কথিত হন । গঙ্গাদি নিখিল নদী, সপ্ত
সমুদ্র ও সরোবরনিকর কল্লাস্তে বিনষ্ট হয়, কিন্তু
নশ্বদার কখনও মরণ হয় না ॥ ১০—১৫ ॥

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ ! অনন্তর
পরমশোভন হনুমন্তেশ্বর তীর্থে গমন করিবে ।
এই হনুমন্তেশ্বর তীর্থ-রেবতীতীরে বিদ্যমান
ধাকিয়া খানবগণের ব্রহ্মহত্যাদি পাপরাশি বিনষ্ট
করেন । এই তীর্থে এক অল্পমুম লিঙ্গ বিদ্যমান,
হনুমানের নামানুসারে এই লিঙ্গের নাম হইয়াছে—
হনুমন্তেশ্বর । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি
বলিলেন, নশ্বদার দক্ষিণ তীরবর্তী এই হনুমন্তেশ্বর
ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নাশ করে । হে দ্বিজ ! গুহ
হইতে গুহতর এই তীর্থের এরূপ নাম কেন হইল ?
তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন । মার্কণ্ডেয় উত্তর
করিলেন,—সাধু সাধু ! হে মহাবাহো । তুমি সোম-
বংশের ভূষণস্বরূপ । আমি ইতিপূর্বে এই গুহাতি-
গুহ হনুমন্তেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য কাহারও নিকট
বর্ণন করি নাই ; আমি বার্কক্যপীড়িত, তথাপি
তোমার প্রতি শ্লেহপরবশ হইয়া বর্ণন করিতেছি ।

পুত্রো বিশ্ববাস্তস্ত বৈ শ্রুতঃ । রাবণশ্চেন সজ্ঞাতো
দশাশ্চো ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ৫ ॥ ত্রৈলোক্যবিজয়ী হৃতঃ
প্রসাদাচ্ছুনিনঃ স চ । গীর্ধাণা বিজিতাঃ সর্বে
রামস্ত গৃহিণী হতা ॥ ৬ ॥ বারিতঃ কুন্তকর্ণেন সীতাং
মোচয়মোচয় । বিভীষণেন বৈ পাপো মন্দোদর্যা
পুনঃপুনঃ ॥ ৭ ॥ অং জিতঃ কার্ত্তবীৰ্য্যেণ রৈগুকেষেন
সোহপি চ । স রামো রামভদ্রেণ তস্ত সখ্যে
কথং জয়ঃ ॥ ৮ ॥ রাবণ উবাচ । বানরৈশ্চ নরৈ-
শ্চৈকবরাটৈশ্চ নিরায়ুধৈঃ । দেবানুরসমুদৈশ্চ ন
জিতোহহং কদাচন ॥ ৯ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ ।
সুগ্রীবহনুমন্ত্যাং চ কুমুদেনাঙ্গদেন চ । এতৈরন্তৈঃ
সহায়ৈশ্চ রামচন্দ্রেণ বৈ জিতঃ ॥ ১০ ॥ রামচন্দ্রেণ
পৌলস্ত্যা হতঃ সখ্যে মহাবলঃ । বনং ভগ্নং হতাঃ
শূরাঃ প্রভঞ্জনশ্রুতেন চ ॥ ১১ ॥ রাবণস্ত শ্রুতো
জন্তে হতশ্চাক্কুমারকঃ । আয়ামো ব্রহ্মসাং ভীমঃ

পূর্বকালে রামরাবণের এক মহারণ সংঘটিত
হইয়াছিল । হে রাজন ! ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য ; তৎপুত্র
বিশ্ববা ; রাবণ এই বিশ্ববা হইতে জন্মগ্রহণ করে
ব্রহ্মরাক্ষস দশানন মহাদেবের প্রসাদে ত্রিলোক-
বিজয়ী হইয়া দেবগণকে পরাজিত ও রামগৃহিণী
সীতাদেবীকে অপহরণ করে । সীতাহরণে তদীয়
অনুজ কুন্তকর্ণ রাবণকে বারণ করিয়াছিল । সীতা
হতা হইলে সে রাবণকে সীতামোচনের জন্ত বার-
বার অনুরোধ করে । সূমতি বিভীষণ এবং রাবণ-
পত্নী মন্দোদরীও সেই পাপমতিকে পুনঃপুনঃ নিবেদন
করেন এবং বলেন,—আপনি যে কার্ত্তবীৰ্য্য কর্ত্তক
যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছিলেন, সেই মহাবীর কার্ত্তবীৰ্য্য
সমরে পরপরামের করে নির্জিত হইয়াছিলেন ।
সেই কার্ত্তবীৰ্য্যজেতা রেণুকাতনয় পরপরাম আবার
রামভদ্রের সমরে নির্জিত হইয়াছেন । অতএব
রামের সহিত সমর করিয়া আপনার কিরূপে
জয়লাভ হইবে ? রাবণ উত্তর করিলেন,—সুগ-
রগণ একত্র সমবেত হইয়া সমরে আমাকে
পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন ; অতএব নিরা-
যুধ বানর, নর, বরাহ ও ভল্লুকগণের নিকট কদাচ
আমার পরাভব সম্ভবপর নহে ॥ ১—৯ ॥ মার্কণ্ডেয়
কহিলেন,—অনন্তর রাম বানররাজ সুগ্রীব, হনু-
মান, কুমুদ, অঙ্গদ, ও অন্যান্য বানরগণের
সহায়ে রাবণকে নির্জিত করেন । মহাবল
পৌলস্ত্যানন্দন রাবণ সমরে রামকরে নিহত
হয় । পবনভময় হনুমান রাবণভবমে গমন করিয়া

সম্পিষ্টো বানরেন তু ॥ ১২ ॥ এবং রামায়ণে বৃতে
সীতামোক্ষে কৃতে সতি । অযোধ্যাং তু গতে
রামে হনুমান্ স মহাকপিঃ ॥ ১৩ ॥ কৈলাসাত্ম্য
গতঃ শৈলঃ প্রণামায় মহেশিতুঃ । তিষ্ঠতিষ্ঠতাসৌ
প্রোক্তো নন্দিনা বানরোক্তমঃ ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মহত্যা-
যুতস্তং হি রাক্ষসানাং বধেন হি । ভৈরবস্ত স ভা-
নুনং ন দৃষ্টব্য্য হুয়া কপে ॥ ১৫ ॥ হনুমানুবাচ ।
নন্দিনাথ হরঃ পৃচ্ছ পাতকশ্লোপশাস্তিদম্ ।
পাপোহহং প্রবগো যস্মাৎ সজাতঃ কারণান্তরাৎ ॥
১৬ ॥ নন্দুবাচ । কদদেহোত্ত্বা কিং তে ন শ্রুতা
ভূতলে স্থিতা । শ্রবণাজ্জন্মজনিতঃ দ্বিগুণঃ
কৌর্ভনাদ্রজেৎ ॥ ১৭ ॥ ত্রিংশজ্জন্মাজ্জিতং পাপং
নশ্ত্রেদ্রেবাবগাহনাৎ । তস্মাৎ নন্দদাতীরং গম্য
চর তপো মহৎ ॥ ১৮ ॥ গন্ধবাহনুতোহপোনঃ
নন্দিনোক্তং নিশমা চ । প্রযাতো নন্দদাতীর-
মৌর্য্য দক্ষিণসঙ্গমম্ ॥ ১৯ ॥ দধৌ সূদক্ষিণে

শূরগণকে নিহত, উদ্যাননিচল ভগ্ন, সমরে রাবণ-
নন্দন অক্ষয়কুমারের সংহার এবং অজ্ঞান ভৌমণ
রাক্ষসগণকে নিষ্পিষ্ট করিয়াছিল । অনন্তর এই-
রূপে রামের সমর বাপারের অবসান হইলে তিনি
সীতাকে মুক্ত করিয়া অযোধ্যায় গমন করিলে
মহাকপি হনুমান্ মহেশকে প্রণাম করিবার জন্য
কৈলাসশৈলে গমন করে । তখন নন্দী বানরসন্তান
হনুমানকে অবলোকন করিয়া কহিলেন,—হে কপে ।
আগমনে বিরত হও, বিরত হও । তুমি রাক্ষস-
গণের বধসাধন করিয়া ব্রহ্মহত্যায় লিপ্ত হইবাছ,
একণে ভৈরবের সভাপ্রবেশে তোমার অধিকার
নাই । হনুমান্ উত্তর করিল,—হে নন্দিনাথ ।
আপনি হরের সমীপে গমন করিয়া আমার পাত-
শাস্তির উপায় জিজ্ঞাসা করুন ; আমি ত্রুতকন্ম
বানর, কোন কারণবশত এই পাতক করিয়া ফেলি-
য়াছি । নন্দী উত্তর করিলেন,—হে বানর ।
ঋহা নাম শ্রবণে একজন্মাজ্জিত, কৌর্ভনে জন্ম-
দ্বয়াজ্জিত এবং যাইতে অবগাহনে ত্রিংশজন্মাজ্জিত
পাপ বিনষ্ট হয়, তুমি কি ভূতলে সেই কদদেহোত্ত্বা
পুণ্যানদী নন্দদার নাম শ্রবণ কর নাই ? অতএব
তুমি নন্দদাতীরে গমন করিয়া উত্তম তপশ্চা কর ।
অনন্তর পবনতনয় নন্দীর এবংবিধ বাক্য শ্রবণ
করিয়া পৃথিবীর দক্ষিণভাগসংস্থিত নন্দদানদীর
তটভূমে উপনীত হইল এবং নন্দদার মনোজ

দেবং বিরূপাক্ষং ত্রিশূলিনম্ । জটামুকুটসংযুক্তং
ব্যালঘজ্যোপবীতিনম্ ॥ ২০ ॥ ভাস্মোপচিতসর্বাঙ্গং
চমকস্বরনাদিতম্ । উমাক্ষিগহরং শান্তং গোনাথাসন-
সংস্থিতম্ ॥ ২১ ॥ বৎসরান্ সুবহুন্ যাবত্পাসাংকক্ষ
ঈশ্বরম্ । তাবত্তুষ্টে মহাদেব আজগাম সহোময়া ॥ ২২ ॥
উবাচ মধুরাং বাণীং মেঘগন্তীরনিবনাম্ । সাধুসাধি-
ভ্রুবাচেশং কষ্টং বৎস হুয়া কৃতম্ ॥ ২৩ ॥ ন চ পূর্বং
হুয়া পাপং কৃতং রাবণসঙ্কয়ে । স্বামিকার্য্যতস্তং হি
সিন্ধোহসি মম দর্শনাৎ ॥ ২৪ ॥ হনুমান্ চ হরঃ
দৃষ্টো উমাক্ষিগহরং স্থিরম্ । সাত্ত্বিকপ্রণতো-
হবোচজ্জয় শস্তো নমোহস্তু তে । জয়াক্ষিকবিনা-
শায় জয় গঙ্গাশিরোধর ॥ ২৫ ॥ এবং স্তুতো মহা-
দেবো বরদো বাক্যমববৌৎ । বরং প্রার্থয় মে
বৎস প্রাণসম্ভবসম্ভব ॥ ২৬ ॥ শ্রীহনুমানুবাচ ।
ব্রহ্মরক্ষোবধাজ্জাতা মম হত্যা মহেশ্বর । ন পাপো-
হহং ভবেদেব যুগ্মৎসম্ভাষণে ক্ষণাৎ ॥ ২৭ ॥
ঈশ্বর উবাচ । নন্দদাতীর্য্যমাশ্রয়াক্ষিযোঃ প্রভা-

দক্ষিণদ্বারে অবস্থানপূর্বক জটামুকুটী, নাগ-যজ্ঞোপ-
বীতী, ভাস্মভূষিতসর্বাঙ্গ, চমকস্বরনাদী, উমাক্ষিগহর
গোনাথাসনসংস্থিত শান্ত বিরূপাক্ষ ত্রিশূলীর ব্যান
করিতে লাগিল । এইরূপে হনুমান্ সুবহুৎবৎসরবাপী
ঈশ্বরের তপশ্চা করিলে মহেশ সন্তুষ্ট হইয়া উমার
সহিত তথায় আগমন করিলেন এবং মেঘগন্তীর
অখচ মধুর বাক্যে সাধু সাধু বলিয়া হনুমানকে কহিতে
লাগিলেন । অশ বলিলেন,—বৎস ! তুমি অনেক
ক্লেশ করিয়াছ, তুমি স্বামিকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছ ।
ইহাতে তোমার কোন পাপ হয় নাই, তুমি আমার
দর্শনে সিন্ধিলাভ করিলে । হনুমান্ ও উমাক্ষিগহর
হরকে স্থিরভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান দৌগা
দাত্তাঙ্গে প্রণামপূর্বক কহিলেন,—শস্তো ! জয়যুক্ত
হউন, আপনাকে নমস্কার । আপনি অন্ধকাসুরের
বিনাশ করিয়াছেন, আপনার মস্তকে জাহ্নবীদেবী
বিদ্যমানা । আপনাকে নমস্কার । অনন্তর বরদ
মহাদেব হনুমান্ কষ্টক এইরূপে স্তুত হইয়া বলি-
লেন,—হে বৎস বায়ুতনয় ! আমার নিকট বর
প্রার্থনা কর । ১০—২৬ । হনুমান্ উত্তর করিল,—হে
মহেশ্বর ! ব্রহ্মরাক্ষসের বধ করিয়া আমার ব্রহ্ম-
হত্যার পাতক হইয়াছে । আমি আপনার সম্ভাষণে
ও দর্শনে মৰ্য্যে নিষ্পাপ হইতে আভিলাষ করি । ঈশ্বর
কহিলেন,—হে পুত্র ! তুমি নন্দদাতীর্য্য-মাশ্রয়,

বতঃ । মনুষ্যদর্শনাৎ পুত্র নিম্পাপোহসি ন সংশয়ঃ ।
২৮ । অস্তুৎ তে প্রযচ্ছামি বরং বানরপুঙ্গব ।
উপকারায় লোকানাং নামানি তব মাকুতে । ২৯ ।
হনুমানঞ্জনিম্বতো বায়ুপুত্রো মহাবলঃ । রামেষ্টে
কাস্তনো গোত্রঃ পিঙ্গাক্ষোহমিতবিক্রমঃ । ৩০ ।
উদধিক্রমণশ্চেষ্ঠো দশগ্রীবস্ত দর্পহা । লক্ষ্মণপ্রাণ-
দাতা চ সীতালোকনিবর্তনঃ । ৩১ । ইত্যাক্রান্ত-
দধে দেব উময়া সহ শঙ্করঃ । হনুমানৌষরং তত্র
স্থাপয়ামাস ভক্তিতঃ । ৩২ । আশ্বযোগবলেনৈব
ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবতঃ । ঈশ্বরস্ত প্রসাদেন লিঙ্গং কাম-
প্রদং হি তৎ । অচ্ছেদামপ্রতর্ক্যকং বিনাশোৎ-
পত্তিবর্জিতম্ । ৩৩ । শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । হনু-
মন্তেশ্বরে পুত্র প্রত্যক্ষপ্রত্যয়ং শৃণু । যদ্বরুতঃ স্থাপ-
রস্তাদৌ ত্রেতাশ্চে পাণ্ডুনন্দন । ৩৪ । সুপার্বাণাম
ভূপালো বভূব বনুধাতনে । তস্ত রাজ্যঃ সদা
সৌখ্যং নরা দৌর্দায়ুসঃ সদা । ৩৫ । স পুত্রধন-
সংযুক্তশ্চৌরোপদ্রববর্জিতঃ । শতবাহুবভূবাস্ত পুত্রো

ধর্ম্মযোগপ্রভাবে ও আমার বদনদর্শনে নিম্পাপ
হইয়াছে সংশয় নাই । হে বানরপুঙ্গব ! আমি
তোমাকে অপর এক বর দান করিতেছি ;—হনু-
মান, অঞ্জনাশুত, বায়ুপুত্র, মহাবল রামেষ্টে,
কাস্তন, গোত্র, পিঙ্গাক্ষ, অমিতবিক্রম, উদধি-
ক্রমণশ্চেষ্ঠ, দশগ্রীবদর্পহা, লক্ষ্মণপ্রাণদাতা, সীতা-
লোকনিবর্তন ; তোমাকে এই কতিপয় নাম
প্রদান করিলাম । হে মাকুতে ! তোমার এই
নামনিচয় দ্বারা বিলোকে বিপুল হিতসাধন
হইবে । হে রাজন্ ! শঙ্কর এইরূপ কহিয়া
উমারসহিত তথা হইতে অদৃষ্ট হইলেন ।
অনন্তর হনুমান ও স্বীয় আশ্বযোগবলে ও ব্রহ্মচর্য্য-
প্রভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তথায়
অচ্ছেদ্য, অপ্রতর্ক্য, উৎপত্তিবিনাশহীন, কামদ
ঈশ্বরের লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিল । মার্কণ্ডেয়
কহিলেন,—হে পুত্র ! এক্ষণে হনুমন্তে-
শ্বরের প্রত্যক্ষপ্রত্যয় শ্রবণ কর, হে পাণ্ডুনন্দন !
ইহা ত্রেতার অস্তে ও দ্বাপরের আদিতে সংঘ-
টিত হইয়াছিল । একদা সুপার্বাণামক জটনৈক
ভূপাল বনুধাতনে জন্মলাভ করেন । সতত সৌখ্য-
সম্পন্ন নৃপ সুপার্বার রাজত্বকালে তদীয় প্রজাগণ
দৌর্দায়ু ছিল । তিনি পুত্রবান্ ও ধনবান্ ছিলেন ।
ঐশ্বর্য্য রাজ্যে চোরের উপদ্রব ছিল না ।

ভৌমপরাক্রমঃ । ৩৬ । আসক্তোহসৌ সদা কালং
পাপধর্ম্মৈর্নরেশ্বর । অট্যাট্যত ধরাঃ সর্বাঃ পর্ব্বতাঃ
বনানি চ । ৩৭ । বধার্থঃ যুগযুধানামাগতো বিদ্যা-
পর্ব্বতম্ । তরুজাতিসমাকৌর্ণে হস্তিযুগসমাচিতে ।
৩৮ । সিংহচিহ্নকশোভাভ্যে যুগবরাহসঙ্কুলে ।
ক্রোধিত্বা স বনে রাজা নর্ম্মদামাগতঃ কচিৎ । ৩৯ ।
হনুমন্তবনে প্রাপ্তঃ শতক্রোশপ্রমাণকে । চিঞ্চিণী-
বনশোভাভ্যে কদম্বতরুসঙ্কুলে । ৪০ । নিত্যং
পালাশজঙ্গমৌরৈঃ করঞ্জখদিরৈস্তথা । পাটলৈর্কদরৈ-
বুভৈঃ শমীতিল্লুকশোভিতম্ । ৪১ । যুগযুধৈঃ
সমাচ্ছন্নশিখণ্ডিস্বরনাদিতম্ । পারাবতকসজ্জানাং
সমস্তাংস্বরশোভিতম্ । ৪২ । শরৎকালেহরমজ্জাজা
বহুগে চাশ্বিনস্ত সঃ । বনমধ্যঃ গতৌহদ্রাকৌদ-
ভ্রমন্তং পিঙ্গলদ্বিজম্ । ৪৩ । পুস্তিকাকরসংস্থঃ চ
পপ্রচ্ছ চপলং দ্বিজম্ । ৪৪ । শতবাহুরুবাচ ।

নৃপ সুপার্বার শতবাহু নামে ভৌমপরাক্রম
এক পুত্র জন্মে । হে নৃপ ! সুপার্বশুত শত-
বাহু সতত পাপধর্ম্মে আসক্ত থাকিতেন, তিনি
যুগযুধের বধার্থ সমগ্র ধরা ও গিরি কানন নির-
ন্তর পরিভ্রমণ করিতেন । হে রাজন্ ! শত-
বাহু একদা বিদ্যাপর্ব্বতে উপনীত হন । এই
বিদ্যাগিরি বিবিধতরুসমাকৌর্ণ । যুধে যুধে গজগণ
এখানে বিচরণ করে এবং অনেক সিংহ, ব্যাঘ্র,
যুগ ও বরাহ দ্বারা এই বিদ্যাগিরি সতত সমাকুল ।
রাজা শতবাহু বহুদিন এই বিদ্যাগিরির কানন-
ভ্রমে ক্রোড়া করিয়া একদা নর্ম্মদাতীরে উপনীত
হন এবং হনুমন্তেশ্বর তীর্ণের শতক্রোশ
বাপী বনভ্রমে উপস্থিত হন । এই কানন
অনেক চিঞ্চিণীতরুশোভায় সমৃদ্ধ ও বহু কদম্ব-
তরু দ্বারা সমাকুল ; পালাশ, জঙ্গম, কদম্ব,
করঞ্জ, খদির, পাটল, বদর, শমী ও তিল্লুক
প্রভৃতি তরুনিকর এই কাননের নিত্য নব নব
শোভা সম্পাদন করে । এই কানন যুগযুধে সমাচ্ছন্ন
ময়ূরনিকরের কেকারবে নিনাদিত এবং পারাবত-
দলের স্বর দ্বারা সর্বত্র উপশোভিত । ২৭—৪২ ।
রাজা শতবাহু শরৎকালের আশ্বিনমাসে কুরুপক্ষে
এই কাননে বিহার করিতেছিলেন । তিনি বন
মধ্যে প্রবেশ করিয়া জটনৈক পিঙ্গললোচন চপল
দ্বিজকে অবলোকন করিলেন, এবং ঐশ্বর্য্য হস্তে
পাশ্র্বক দেখিয়া ঐশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন । শত-

একাকৌ স্বঃ বনে কস্মাদ্ভ্রমসে পুস্তিকাকরঃ । ইত-
স্ততোহপি সম্প্রাপ্তন্ কথয়ন্ত দ্বিজোত্তম ॥ ৪৫ ॥ ব্রাহ্মণ
উবাচ । কান্তকুজাংসমায়াতঃ প্রেযিতো রাজকন্তয়া ।
অহিনিক্ষেপায় বৈ রাজন্ হনুমন্তেশ্বরে জলে ॥ ৪৬ ॥
রাজোবাচ । অহিনিক্ষেপো জলে কস্মাদ্ভ্রমসন্তে-
শ্বরে দ্বিজ । ক্রিয়তে কেন কার্ষেণ শাস্ত্রার্থ্যঃ
কথ্যাতাং মম ॥ ৪৭ ॥ সুপর্কণঃ সূতো যানঃ ত্যক্তা
ভূমৌ প্রণম্য চ । কৃতান্তলিপুটো ভূয়া ব্রাহ্মণায়
নরেশ্বর । সমস্তং কথয়ামাস বৃতাশ্তং স্বঃ পুরাতনম্ ॥
৪৮ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ । শিখণ্ডী নাম রাজান্তি
কান্তকুজে প্রতাপবান্ । অপুত্রোহসৌ মহীপালঃ
কন্তা জাতা মনোরথৈঃ ॥ ৪৯ ॥ জাতিশ্রয়া সূচাক্ষরী
নর্মদায়াঃ প্রভাবতঃ । পিত্রা চ সৈকদা কন্তা বিবা-
হায় প্রজগ্নিতা ॥ ৫০ ॥ অনিত্যে পুত্রি সংসারে
কন্তাদানং দদাম্যাহম্ । স্বঃ কৃত্যমদ্য কুবরীত
পূর্নাক্ষে চাপরাহিকম্ । ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ

বাহ বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! আপনি ইত-
স্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্বক একাকৌ পুস্তকহস্তে কানন
মধ্যে কেন বিচরণ করিতেছেন, ইহা আমার নিকট
প্রকাশ করিয়া বলুন। ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,
—হে রাজন্! আমি কান্তকুজ হইতে সমাগত
হইয়াছি। হনুমন্তেশ্বর-তীর্থজলে অহিনিক্ষেপার্থ
কান্তকুজ-রাজকন্তা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।
রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—হে দ্বিজ! কিজন্ত হনু-
মন্তেশ্বরজলে অহিনিক্ষিপ্ত হয়, ইহা শুনিয়া
আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, অতএব এ বিষয়
আমার নিকট বর্ণন করুন। হে নরেশ্বর! অন-
ন্তর সুপর্কতনয় যান পরিত্যাগপূর্বক ভূমিতলে
অবতরণ করিলেন এবং যুক্তকরে দ্বিজকে প্রণাম
করিয়া দণ্ডায়মান হইলে দ্বিজ অগ্নি পুরাতন বৃতাশ্ত
শতবাহুসমীপে কৌর্ডন করিলেন। ব্রাহ্মণ বলি-
লেন,—কান্তকুজে শিখণ্ডী নামে জনৈক প্রতাপ-
বান্ রাজা বিদ্যমান, সেই মহীপাল শিখণ্ডী অপুত্রক;
তিনি নর্মদার প্রভাবে জাতিশ্রয়া সর্বাঙ্গসুন্দরী
মনোরথায়রূপা এক কন্তালাভ করেন। শিখণ্ডী
একদা কন্তাবিবাহার্থ জন্মনা করেন এবং কন্তাকে
সম্বোধনপূর্বক বলেন যে, হে পুত্রি! সংসার
অনিত্য, অতএব আমি কন্তাদান করিব! দেখ,
পরমদিবসীয় কার্য্য অদ্য ও অপরাহ্নকর্তব্য
পূর্ণাক্ষে করিতে হয়; কেননা মানবের কার্য্য করা

কৃতং চাস্ত ন চাকৃতম্ ॥ ৫১ ॥ কন্তোবাচ । ইচ্ছ্যঃ
যত্র কালে হি তত্র দেয়া যয়া পিতঃ । পুত্রীবাচ্যা-
দসৌ রাজা বিস্মিতো বাক্যমববীৎ ॥ ৫২ ॥ শিখ-
ণ্ডীবাচ । কথ্যাতাং মে মহাভাগে শাস্ত্রার্থ্যঃ ভাবিতং
যয়া । পিতৃর্সাক্ষ্যেন সা বালা উত্তমা হাগতান্তিকম্ ॥
৫৩ ॥ কথয়ামাস যজ্ঞতঃ হনুমন্তেশ্বরে নৃপ ।
কলাপিনী হহং তাত যুতা ভদ্রাবসং তদা ॥ ৫৪ ॥
রেবৌর্বাসঙ্গমাস্তিস্থা রেবায় দক্ষিণে তটে ।
হনুমন্তবনে পুণ্যে চিকৌড়াহং যদৃচ্ছয়া ॥ ৫৫ ॥
ভর্তৃযুক্তা চ সংসৃপ্তা রজন্তাং সরলে নগে । আগতা
লুক্কাস্তত্র ক্ষুধার্তা বনমুত্তমম্ ॥ ৫৬ ॥ ভর্তৃযোগ-
যুতা পাপৈর্দৃষ্টা হং বধচিন্তকৈঃ । পাশবদ্ধং সমা-
দায় বদ্ধাহং স্বামিনা সহ ॥ ৫৭ ॥ গ্রীবাং তে মোটয়ামাসুঃ
পিচ্ছাচ্ছোটনকং কৃতম্ । হতাননমুখে তৈস্ত সহ

হউক বা না হউক, তজ্জন্ত মৃত্যু অপেক্ষা করে না।
অতঃপর পিতার বাক্যে কন্তা উত্তর করিল,—
হে পিতঃ, অতএব আমার যখন ইচ্ছা হইবে,
আপনি তখনই আমাকে সম্প্রদান করিবেন।
তজ্জ্ববণে কান্তকুজরাজা শিখণ্ডী বিস্মিত হইয়া
কন্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৩—৫২ ॥ শিখণ্ডী কহি-
লেন,—হে মহাভাগে! বড়ই বিস্ময়কর কথা
কহিলে, এক্ষণে ইহার কারণ কি, ব্যক্ত করিয়া
বল! হে নৃপ! অনন্তর সেই উত্তমা বালিকা কন্তা
পিতার বাক্যের উত্তর দিতে গিয়া হনুমন্তেশ্বরে
তাহার পূর্বে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎসমস্ত নিবে-
দন করিল। বলিল—হে তাত! আমি পূর্বে
ময়ুরী ছিলাম, আমার বাস ছিল—রেবাতুমির দক্ষিণ
ভটস্থিত পুণ্য হনুমন্তবনে। যে স্থানে নর্মদার দক্ষিণ
কূল ভূমির সহিত সঙ্গত হইয়াছে, উহাই হনুমন্ত-
বন; সেই স্থানেই আমি অবস্থিত ছিলাম। আমি
আমার স্বামীর সহিত সতত মিলিত হইয়া পুণ্য হনুমন্ত-
বনে যথেষ্ট ক্রীড়া করিতাম। এই নগভূমি দেখিতে
বড়ই সরল। আমি একদা রজনৌযোগে স্বামীর
সহিত শয়ান হই, তখন ক্ষুধার্ত ব্যাধগণ এই উত্তম
বনে আগমন করে। অনন্তর পাপমতি ব্যাধগণ
আমাকে স্বামিসহবাসে শয়ান দোষিয়া আমার
বদার্থ উদ্যত হয়। পাশাস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার
স্বামীর সহিত আমাকে বান্ধিয়া ফেলে। আমার দ্বার
মটকাইয়া দেয় এবং আমার চক্ষুক সকলও উপড়াইয়া

কাস্তেন লুঙ্ককঃ । ৫৮ । পরিতর্জ্যাবয়োর্মাসং
ভক্ষয়িত্বা যথেষ্টতঃ । স্তূপাঃ স্বস্থেস্থিয়া রাজৌ সা
গতা শর্করী কয়ম্ ॥৫৯॥ প্রভাতে মাংসশেষক জন্ম-
কৈর্গৃহ্যতিতিঃ । মচ্ছরীরৌভবঃ চাহি স্নায়ু-
মাংসেন চাবৃতম্ ॥ ৬০ ॥ গৃহীতঃ ঘাতিনৈকেন
চাকাশাৎ পতিতঃ তদা । তং মাংসভক্ষণং দৃষ্ট্বা
পরে পক্ষিণ আগতাঃ ॥ ৬১ ॥ দৃষ্ট্বা পক্ষিসমূহং তু
অস্থিখণ্ডং ব্যসর্জয়ৎ । বিহগানাং সমস্তানাং ধাবতাং
চৈব পশুতাম্ ॥৬২॥ পতিতঃ নর্মদাতোয়ে হনুমন্তে-
ষরে নৃপ । মদৌষমস্থিখণ্ডক পতিতঃ নর্মদাজলে ॥
৬৬ ॥ তস্মা তীর্থস্থ পুণ্যেন জাতাহং পুত্রিকা তব ।
ভূপকন্তা স্বহং জাতা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা ॥ ৬৪ ॥
জাতিস্মরা নরেন্দ্রস্ত সজ্জাতা তবতঃ কুলে । তস্মাদ্বি-
বাহং নেচ্ছামি মম ভর্তা নৃপোত্তম ॥ ৬৫ ॥ বিষমে
বর্ততেহদ্যাপি শকুন্তমগজাতিবু । তস্মাদ্বিশেষঃ
রাজেন্দ্র তস্মিন্স্থগৌর্ভে ভবিষ্যতি ॥ ৬৬ ॥ তৎ-
ক্ষেপণার্থং বৈ তাত প্রেষয়াদ্য দ্বিজোত্তমম্ ।
এতন্তে সধমাখ্যাতং কারণং নৃপসত্তম ॥ ৬৭ ॥
মদুর্ভা বিষমে স্থানে শকুন্তমগজাতিবু । যদি প্রেব-

কেনে । অতঃপর তাহার। আমাদিগকে হতাশনে
নিষ্কিপ্ত করে ; আমাদের মাংস ভাজে ও তদ্বারা
যথেষ্ট ভোজনব্যাপার সম্পাদন করিয়া স্তূপ-
দেহে রাত্রিতে নিদ্রা যায় । অনন্তর বিভাবরী
প্রভাতা হইলে জন্মক, গৃহ ও শোণগণ আসিয়া
আমার অবশিষ্ট স্নায়ু মাংস-লিপ্ত অস্থিনিচয় গ্রহণ
করে ; এই সময় এক শোণ সেইখানে পতিত
হয় । তাহাকে মাংস ভক্ষণ করিতে দেখিয়া
অন্তান্ত পক্ষিগণও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
আগমন করে । তার পর মাংসাখী বহুপক্ষীকে
সবেগে আগমন করিতে দেখিয়া শোণ আমার
সেই অস্থিখণ্ড অন্তান্ত পক্ষিগণের সমক্ষেই পরি-
ত্যাগ করে । হে নৃপ ! পক্ষি-মুখ-নিষ্কিপ্ত আমার
সেই অস্থি দৈববশে হনুমন্তেষরে নর্মদানোরে
পতিত হয় । আমি সেই তীর্থ পুণ্যপ্রভাবে এক্ষণে
আপনার কন্তা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি । আমি
এখন নৃপকন্তা, আমার বদন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়
হ্যাসিম্পন্ন । আমি জাতিস্মরা হইয়া ভবাদৃশ নৃপ-
সত্তমের বংশে সমুদ্ভূত হইয়াছি । হে নৃপোত্তম !
এইজন্য আমি বিবাহ অভিলাষ করি না ; কেন না
আমার ভর্তা অদ্যাপি বিষম শকুন্ত-মগজাতিতে

যসে তাত কক্ষিঃ নর্মদাতটে ॥ ৬৮ ॥ তস্মাহং
কথয়িষ্যামি স্থানৈশ্চিহ্নৈশ্চ লক্ষিতম্ । শিখণ্ডিনা-
প্যহং তত্র হ্যাহুতো হবনীপতে ॥ ৬৯ ॥ দাস্তামি
বিংশতিগ্রামান গচ্ছ স্বং নর্মদাতটে । প্রেষণং মে
প্রতিজ্ঞাতমলক্ষ্য পীড়িতেন তু ॥ ৭০ ॥ কন্তো-
বাচ । গচ্ছ স্বং নর্মদাং পুণ্যং সধপাপক্ষয়করীম্ ।
আগ্নেয়াং সোমনাথস্ত হনুমন্তেষরঃ পরঃ ॥ ৭১ ॥
অর্দ্ধকোশেন রেবায়া বিস্তৌর্ণো বটপাদপঃ ।
করঞ্জঃ কটহর্ষৈব সন্নিধানে বটস্ত চ ॥ ৭২ ॥
স্তগোধমূলসান্নিধ্যে স্তূপান্তস্থানি ত্রক্ষ্যসি ।
সমুহ্য তানি সংগৃহ্য গচ্ছ রেবাং দ্বিজোত্তম ॥ ৭৩ ॥
আস্থিনস্তাসিতে পক্ষে ত্রিপুরারেস্ত বৈ তিথৌ ।

অদ্যাপি বিদ্যমান । হে রাজেন্দ্র ! এক্ষণে
আমার ইচ্ছা—তাঁহার অস্থিশেষ হনুমন্তে-
ষরে প্রেরিত হউক । হে রাজেন্দ্র ! জনৈক
দ্বিজসত্তম দ্বারা অদ্যই তাঁহার অস্থিশেষ হনুমন্তে-
ষরে ক্ষেপণার্থ প্রেরণ করুন । হে নৃপসত্তম !
এই আপনার নিকট সকল কারণই কহিলাম ।
আমার স্বামী বিষম স্থানে শকুন্ত মগগণমধ্যে বিদ্য-
মান রহিয়াছেন । যদি আপনি কোন দ্বিজসত্তমকে
নর্মদাতটে প্রেরণ করেন, তবে আমি সেই স্থানের
চিহ্নাদি সকলই বলিয়া দিতে পারি । দ্বিজ বলি-
লেন,—হে অবনীপতে ! অনন্তর শিখণ্ডী কর্তৃক
আহৃত হইয়া আমি আগমন করিলে রাজা
বলিলেন,—হে দ্বিজ ! আপনাকে বিংশতি গ্রাম
দান করিব, আপনি নর্মদাতটে গমন করুন,
আমি দাঁড় ; তাই এ কার্যে প্রতিজ্ঞত হইলাম ।
অনন্তর রাজকন্তা আমাকে নর্মদাতীরের পরিচয়
বলিতে লাগিল । রাজকন্তা কহিল,—হে দ্বিজ !
আপনি সধপাপক্ষয়কর পুণ্য নর্মদাতীরে গমন
করুন ; এই নর্মদাতীরে সোমনাথ বিদ্যমান ।
এই সোমনাথের আগ্নেয়দিকে শ্রেষ্ঠ হনুমন্তেষর
বিরাজিত ॥৭০—৭১ নর্মদাতীরে অর্দ্ধকোশব্যাপী
এক স্তূপিস্তৌর্ণ বটতরু আছে । এই বটতরুর সমীপে
আবার করঞ্জ কটহাদি বৃক্ষ সকল বিদ্যমান
রহিয়াছে । আপনি সেই বটতরুর মূলদেশে
আমার স্বামীর স্তূপ স্তূপ অস্থি দেখিতে পাইবেন,
হে দ্বিজোত্তম ! আপনি সেই অস্থি নিঃশেষরূপে
গ্রহণ করিয়া নর্মদাতীরে উপনীত হউন । হে
দ্বিজ ! আস্থিন মাসের অসিতপক্ষীয় চতুর্দশীকে

স্নাপ্য ত্রিশূলিনং ভক্ত্যা স্বাস্ত্রো যঃ কুরু জাগরম্ ।
 ৭৪ । ক্রিপেঃ প্রভাতে তানি যঃ নাভিমাভ্রজল-
 স্থিতঃ । ইত্যুচ্চাৰ্য্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিমুক্তিস্তস্য জায়তাম্ ।
 ৭৫ । ক্রিপ্ত্বাহ্বীনি পুনঃ স্নানং কর্তব্যং ত্বঘ-
 নাশনম্ । এবং কৃতে তু রাজেন্দ্র গতিস্তস্য
 ভবিষ্যতি । ৭৬ । কথিতং কন্তয়া যচ্চ তৎসর্ব-
 পুস্তিকাকৃতম্ । আগতোহহং নৃপশ্রেষ্ঠ তীর্থেহত্র
 ছুরিতাপহে । ৭৭ । সৌভিজ্ঞানং ততো দৃষ্ট্বা
 নীত্বাহ্বীনি নরেশ্বর । পূর্বোক্তেন বিধানেন প্রাক্ষিপ-
 র্মর্ষদাস্তমসি । ৭৮ । পুষ্পরুষ্টিঃ পপাতাস্ত সাধ-
 সাধ্বিতি পাণ্ডব । বিমানঞ্চ ততো দিব্যমাগতঃ
 বহ্নিগন্তদা । ৭৯ । দিব্যরূপধরো ভূত্বা গতো নাকৈ-
 কলাপবান্ । এবং তু প্রত্যয়ং দৃষ্ট্বা হনুমন্তেশ্বর
 নৃপ । ৮০ । চকারানশনং বিপ্রঃ শতবাহুঃ ভূপা-
 শোষয়ামাসতুস্তৌ স্মমীষরারাবনে রনৌ ৷ ৮১ ৷
 ধ্যায়ন্তৌ তত্বতুর্দেবঃ শতবাহুদ্বিজোত্তমৌ । মাসাদান-

মৃতো রাজা শতবাহুর্নশামনাঃ । ৮২ । কিক্কীজাল-
 শোভাঢ্যঃ বিমানঃ তত্র চাগতম্ । সাধু সাধু নৃপ-
 শ্রেষ্ঠ বিমানারোহণং কুরু । ৮৩ । শতবাহুঃ কবাচ ।
 নয়ামি স্বর্গমার্গাংসং বিপ্রো যাবন্ন সংস্থিতঃ ।
 উপদেশপ্রদো মহ্যঃ গুরুরূপী দ্বিজোত্তমঃ । ৮৪ ।
 অপরস উচুঃ । লোভারূতো হ্যং বিপ্রো লোভাৎ
 পাপস্য সংগ্রহঃ । হনুমন্তেশ্বরে রাজন্ যো মৃতঃ
 সব্যাস্থিতঃ । ৮৫ । তে যান্তি শঙ্করে লোকে সর্ব-
 পাপক্ষয়করে । নৈব পাপক্ষয়শ্চাস্ত ব্রাহ্মণস্য নরে-
 শ্বর । ৮৬ । গৃহঞ্চ গৃহিণী চিত্তে ব্রাহ্মণস্য প্রবর্ততে ।
 শতবাহুস্ততো বিপ্রমুবাচ বিনয়ান্বিতঃ । ৮৭ । তাজ
 মূলমনগম্য লোভমেনং দ্বিজোত্তম । ইত্যুক্তা স্বৰ্ঘ্যো
 রাজা স্বর্গকর্তাসমাপ্নতাঃ । ৮৮ । দির্নৈঃ কৈশিকগতো
 বিপ্রঃ স্বর্গং বৈতালিকৈর্কর্তঃ । বহী চ কাশীরাজস্য
 পুরস্তীর্ণপ্রভাবতঃ । ৮৯ ৷ আশ্বানং কন্তয়া দমঃ
 পূর্বজন্ম নারিকেলস্য সা চ তু প্রৌঢ়মাপোকা

শিবতিথি কহে। আপনি এই চতুর্দশীদানে ভক্তি-
 পূর্বক স্নান ও ত্রিশূলীকে অবলোকন করিয়া সেই
 রজনী জাগরণ করিবেন। তারপর রাজি প্রভাত
 হইলে স্নান করিয়া নাভিমাত্র জলে অবস্থানপূর্বক
 “তাহার মুক্তি হউক” মন্ত্র উচ্চারণ করত নর্ম্মদা-
 নীরে অগ্নিনিচয় ক্ষেপণ করিবেন। হে দ্বিজ-
 সত্তম! অগ্নি নিক্ষিপ্ত হ’লে পুনরায় আপনি
 পাপনাশন স্নান করিবেন। এইরূপ করিলেই
 সেই প্রেতদেহের উত্তমগতি লাভ হইবে। হে
 রাজেন্দ্র! তৎকালে কন্তা যাহা কহিয়াছিলেন,
 আমি তৎসমস্ত পুস্তিকায় লিপিয়া লইয়া এই
 ছুরিতর-নর্ম্মদাতীর্থে আগমন করিয়াছি। হে
 নরেশ যুধিষ্ঠির! অনন্তর দ্বিজ নৃপকণ্ঠা কথিত
 অভিজ্ঞানাস্ত্রসারে অগ্নিনিচয় গ্রহণপূর্বক রাজ-
 কন্তাকথিত বিধানক্রমে সেই অগ্নিসমুৎ
 নর্ম্মদানীরে নিক্ষেপ করলেন। তখন সাধু সাধু
 রবে আকাশ হইতে সদ্য-পুষ্পরুষ্টি পতিত হইল।
 তারপর কালক্রমে শিখণ্ডের জন্ত দিব্যবিমান আসিয়া
 উপস্থিত হইল। সে দিব্যরূপ প্রাপ্ত হইয়া
 বিমানারোহণে ত্রিদশালয়ে চলিয়া গেলেন। হে
 নৃপ! হনুমন্তেশ্বর তীর্থেই এইরূপ প্রত্যক্ষ সমা-
 অবলোকন করিয়া বিপ্র ও ভূপতি শতবাহু ভনন
 ত্রত ধারণপূর্বক হনুমন্তেশ্বরে তপস্বী করিতে
 লাগিলেন। তাঁহার স্ব স্ব অগ্নীষ্টদেবের আরাধনে
 রত হইয়া শরীর শোষণ করত দেবতাধ্যানে

নিবিষ্ট রাহিলেন। অনন্তর মহামনা নৃপ শতবাহু
 তপস্বীক্রেমে স্বর্গমাসেই তনুত্যাগ করিলেন।
 শতবাহু শরীর পরিত্যাগ করিলে কিক্কীজল-
 মাণ্ডল বিমান আসিয়া স্বর্গ হইতে কথায় উপ-
 নীত হইল। স্বর্গ হইতে অপরোহণ সাধু সাধু
 সম্মানপূর্বক বর্ণিল,—হে নৃপসত্তম! বিমানে আরো-
 হণ করুন। ৭২—৮৩। শতবাহু উত্তর করিলেন,—
 এই দ্বিজোত্তম আমার উপদেষ্টা, ইনি গুরুরূপে
 আমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে
 ইনি এখানে পড়িয়া থাকিলে আমি স্বর্গে গমন
 করিব না। অপরোহণ কহিল,—হে রাজন!
 এই দ্বিজ লোভবশত এখানে আগমন করিয়াছে,
 লোভ হইতেই পাপের সংগ্রহ হইয়া থাকে;
 যাহারা হনুমন্তেশ্বরে সাদিকভাবে তনুত্যাগ করে,
 তাহারাই সর্বপাপক্ষয়কর শঙ্করলোকে গমন
 করিতে পারে। হে নরেশ! এই দ্বিজের এখনও
 পাপক্ষয় হয় নাট, ইহার গৃহ ও গৃহিণী এখনও
 মনোমধ্যে রহিয়াছে। অনন্তর শতবাহু বিনয়া-
 ন্বিত হইয়া দ্বিজকে কহিলেন,—হে দ্বিজ-
 সত্তম! সকল অনর্থের মূল লোভ পরিত্যাগ
 করুন। অনন্তর রাজা এইরূপ কহিয়া অমরনারী-
 গণ সমভিব্যাহারে অমরপুরে গমন করিলেন।
 এদিকে কালান্তরে দ্বিজ ও রাজা শিখণ্ডী বৈতালিক-
 গণ সহ স্বর্গপুরে উপনীত হইলেন। ঐ কাশীরাজ-
 তনয় তীর্ণপ্রভাবে পূর্বজন্ম স্মরণ করিতে

পিতুরাজ্যমবাপ্য চ । স্বয়ংবরে স্বভক্তারং নেভে
সাধবী নৃপাশ্রয়ম্ ॥ ১০ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ ।
এতদ্বৃতাশ্রমভবত্বশ্চিস্তৌর্থে নৃপোত্তমঃ । এতস্মাৎ
কারণাশ্রয়ঃ তৌর্থেমেতৎ সদা নৃপ ॥ ১১ ॥ অষ্টম্যাঃ
বা চতুর্দশাঃ সর্বকালং নরেশ্বর । বিশেষাচ্চাশ্রিনে
মাসি কৃকপক্ষে চতুর্দশীম্ ॥ ১২ ॥ আপ্যেদৌপঃ
ভক্ত্যা ক্ষৌদ্রক্ষীরেণ সর্পিষা । দগ্ধা চ খণ্ডযুক্তেন
কুশলোথেন বৈ পুনঃ ॥ ১৩ ॥ শ্রীখণ্ডেন সুগন্ধে-
গুণৈশ্চ মহেশ্বরম্ । ততঃ সুগন্ধপুষ্পৈশ্চ বিশ্ব-
পত্রৈশ্চ পূজয়েৎ ॥ ১৪ ॥ মৃচুকুন্দেন কুন্দেন জাতী
কাশকুশোদ্ভবৈঃ । উন্নতমুনিপুষ্পোদৈঃ পুষ্পৈশ্চ
কালসম্ভবৈঃ ॥ ১৫ ॥ অর্চয়েৎ পরমা ভক্ত্যা হনু-
মন্তেশ্বরং শিবম্ । স্নাতেন দাপ্যেদৌপঃ তৈলেন
ভদ্রভাবতঃ ॥ ১৬ ॥ ঐক্ষক-কার্ষ্যেণ ব্রাহ্মণ-
বেদপারগৈঃ । সধিলক্ষণসম্পন্নৈঃ কুলীনৈঃ গৃহ-
পালকৈঃ ॥ ১৭ ॥ তর্পয়েদ্ভাবানান্ ভক্ত্যা বসনান-
দিরন্যতঃ । নরকস্থা দিবং যাতু প্রোচ্যোতি প্রামে-
দ্বিজান ॥ ১৮ ॥ পতিতান বন্দ্যেদিপ্রান এবশী যন্তা

নাগিলেন । পিতার নিকট অন্নমতি লইয়া
বাজকণ্ডাও স্বয়ং প্রোচ ভক্তিকে জাতি কারিয়া
ছিলেন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নৃপোত্তম !
হনুমন্তেশ্বরতীর্থে এইরূপ এক অপরূপ ঘটনা
ঘটিয়াছিল, আর হে নৃপ ! এই কারণেই হনু-
মন্তেশ্বর তীর্থ অতি পুণ্য বলিয়া গণ্য হই-
য়াছে । হে নরেশ্বর ! অষ্টমীতে, চতুর্দশীদিনে
কি-বা যে কোন কালে, বিশেষতঃ আশ্বিন মাসের
অষ্টমী ও চতুর্দশীতিথিতে স্নান, মণ্ড, তর্ক, দাঁব,
শব্দরা ও কুশোদক দ্বারা ভক্তিপূজক এই হনুশ্বর-
বিজয়ের পান করাইয়া পুনরায় সুগন্ধ শব্দরা দ্বারা
যজ্ঞেশ্বরের দেহ অর্জুগীত করিবে । এবং পর
মৃচুকুন্দ, কুন্দ, জাতী, কাশ, কুশ, বৃন্দ, নন্দাপ
এবং তৎকালজাত অশ্রুগন্ধ সুগন্ধ ও
বিশ্বপত্র দ্বারা ভক্তিপূজক হনুমন্তেশ্বর শিবের পূজা
করিবে । শিবসমমাপে স্নানদান দান কি-বা
ভদ্রভাবে তৈলদৌপ দান করিবে এবং বেদপারগ
সধিলক্ষণসম্পূর্ণ, কুলীন ও গৃহপালক, বিজগণ দ্বারা
পিচগ্রাক করিয়া ভক্তিপূজক বসন, অন্ন ও চিরণ্য
দানাদি দ্বারা সেই বিজগণের সৌভাগ্যদান করিবে ।
অনন্তর 'নরকস্থ পিতৃগণ স্বর্গে গমন করুন,' এই
বাক্য উচ্চারণ করিয়া বিজগণকে প্রণাম করিবে ।

গেহিনী । স্বয়ং চাপরিভ্যাজ্য বৃষৈরশ্রিত্য ॥
বৃষলীং তাং বিহুর্দেবা ন শূদ্রী বৃষলী ভবেৎ । ব্রহ্ম-
হত্যা সুরাপানং গুরুদারনিষেবণম্ ॥ ১০০ ॥ সুবর্ণ-
হরণশাসমিত্রদ্রোহোদ্ভবং তথা । নশ্রুতে পাবকং
সর্ষমিত্যেবং শঙ্করোহববৌৎ ॥ ১০১ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । বাকপ্রলাপেন তো বৎস বহুনোক্তেন
কিং ময়া । সর্ষপাতকসংযুক্তো দদ্যাদানঃ দ্বিজ-
ম্নেন ॥ ১০২ ॥ গোদানঞ্চ প্রকর্তব্যমশ্চিস্তৌর্থে
বিশেষতঃ । গোদানং হি যতঃ পার্থ সর্ষদানাদিকং
শূন্যম্ ॥ ১০৩ ॥ সর্ষদেবময়া গাবঃ সর্ষে বেদান্তদা-
হকাঃ । শৃঙ্গাগ্রেণ মহীপাল শক্রেণ বসতি নিত্যশঃ ॥
১০৪ ॥ উরঃ স্বন্দঃ শিরো ব্রহ্মা ললাটে বৃষভ-
ধ্বজঃ । চন্দ্রাকৌ লোচনে দেবৌ জিহ্বায়াঞ্চ সুর-
স্বতী ॥ ১০৫ ॥ মরুদগাণাঃ সদা সাধ্যা যন্তা দস্তা
নরেশ্বর । ইক্ষ্বারে চতুরো বেদান্ বিদ্যাৎ সাক্ষপদ-
ক্রমান্ ॥ ১০৬ ॥ ঋসয়ো রোমকূপেষু হসংখ্যাতা-
স্তপাশ্বিনঃ । দণ্ডহস্তো মহাকাযঃ কবেগ মহিষবাহনঃ ॥

এই ভাঙ্গে পতিত বিপ্রগণকে পরিত্যাগ করিবে ।
কেবল শূদ্রাই যে বৃষলী ভাষা নহে, যে নারী
ও স্বামীকে পরিত্যাগ না করিয়া অশ্রু পুরুষ দ্বারা
স্বামীর কণ্ঠ্য করায়, দেবগণ তাহাকেই বৃষলী
বলেন । পিতার দৃষ্টিতে বৃষলী, আক্ষে তাহাকেও গ্রহণ
কর কড়ান নহে । শঙ্কর কহিয়াছেন,—ব্রহ্মহত্যা,
সুরাপান, গুরুদারনিষেবণ, সুবর্ণশ্রেয় এবং গচ্ছিত
পদ্যর আচরণ ও নিহিত্রোহে যে পাতক হয়, এই
সকলদেবার হৃৎসমস্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে ১৮৪—১০৪।
মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে বৎস ! অধিক কি কহিব ।
বাকপ্রলাপে আর প্রয়োজন নাই, সর্ষপাতকসংযুক্ত
মানবও এই তীর্থে দ্বিজাতিকে গোদান করুক । হে
হে পার্থ ! এ তীর্থে গোদানই সমধিক প্রশস্ত
আর সমস্ত দানমধ্যে গোদানই সর্বোত্তম
বলিয়া কথিত হইয়াছে । গোগণ সর্ষদেবময় আর
সমস্ত বেদ ও সধিগোময় । হে নৃপ ! গোগণের
শৃঙ্গাগ্রে শক্ৰ, বক্ষে স্বন্দ, মস্তকে ব্রহ্মা, ললাটে
বৃষভধ্বজ, লোচনযুগলে চন্দ্রসূর্য ও জিহ্বায় সুর-
স্বতী সন্তত বাস করেন । হে নরেশ ! সাধ্য ও
মরুদগণ সর্ষদা গোগণের দন্তে বাস করেন । ইক্ষ্বারে
অশ্ব ও পদক্রমযুক্ত চারিবেদ, এক অসংখ্য
তপস্বী ঋষি রোমকূপে নিয়ত বাস করিয়া থাকেন ।
দণ্ডহস্ত মহাকায মহিষবাহন কৃকবপু যম গোগণের

১০০। যমঃ পৃষ্ঠস্থিতো নিত্যং শুভাশুভপরীক্ষকঃ
চত্বারঃ সাগরাঃ পুণ্যাঃ ক্ষীরধারাঃ স্তনেষু চ ১০৭।
বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা দর্শনাৎ পাপনাশনৌ। প্রস্রাবে
সংস্থিতা যস্মাক্তস্মাদন্য্যা সদা বৃধৈঃ ১০৮। লক্ষ্মীশ্চ
গোময়ে নিত্যং পবিত্রা সর্বমঙ্গলা। গোময়ালেপনঃ
তস্মাৎ কর্তব্যং পাণ্ডুনন্দন ১০৯। গঙ্কর্যাপ্সরসো
নাগাঃ খুরাগ্ণেষু ব্যবস্থিতাঃ। পৃথিব্যাং সাগরাস্থায়াং
যানি তীর্থানি ভারত। তানি সর্বাণি জানীয়াৎ
গৌর্গবাং তেন পাবনম্ ১১০। যুধিষ্ঠির উবাচ।
সর্বদেবময়ী ধেনুগীর্বাণাদৈরলঙ্কতা। এতৎকথয়
মে তাত কস্মাদগোবু সমাশ্রিতাঃ ১১১। শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ। সর্বদেবময়ো বিষ্ণুর্গাবো বিষ্ণুশরীরজাঃ।
দেবাস্তত্ত্বভয়াতস্মাৎ কল্লিতা বিবিধা জনৈঃ ১১২।
শ্বেতা বা কপিলা বাপি ক্ষীরিণী পাণ্ডুনন্দন। সবৎসা
চ স্নানীলা চ সিতবস্ত্রাবর্ণাশ্চিত্তা ১১৩। কাংসাদোর্গমকা
দেয়া স্বর্ণশ্দী সূভূষিতা। হনুমন্তেশ্বরস্ত্রাগে ভক্তা

পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত থাকিয়া সর্বত্র শুভাশুভের
পরিমাণ করেন। পুণ্য ক্ষীরধারা সাগরচতুষ্টয়
গোগণের স্তনে অবস্থান করেন। তাহার দর্শনে
পাপরাশি বিনষ্ট হয়, সেই বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা
গোগণের মূর্ত্তে বাস করেন বলিয়া বৃষগণ গোসক-
লের বন্দনা করিয়া থাকেন। হে পাণ্ডুনন্দন!
পাবিনী সর্বমঙ্গলা লক্ষ্মী নিত্য গোময়ে বাস করেন,
এজন্য গোময় দ্বারা ভূমি লেপন করা কর্তব্য।
হে ভারত! গঙ্কর, অপ্সর ও নাগগণ গোগণের
খুরাগ্ণে অবস্থিত। এতদ্বিত্ত সাগরাস্থা পৃথিবীতে
যেসকল পুত তীর্থ বিদ্যমান, তাহার সকলের গো-
গণের দেহ আশ্রয় করিয়া বাস করে। হে রাজন!
এই জন্য গো-গব্য অতি পুত বলিয়া বিদিত হইবে।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত! দেবাদি দ্বারা
অলঙ্কৃত হইয়া ধেনু সর্বদেবময়ী হইয়াছে, এক্ষণে
বলুন তাহার কিজন্য ধেনুর তত্ত্ব আশ্রয় করিলেন?
মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—বিষ্ণু সর্বদেবময়, গো-
গণ সেই বিষ্ণুশরীর হইতে সমুদ্ভূত; বিষ্ণু ও
গো এই উভয় বস্তুতেই দেবগণ বিদ্যমান; এজন্য
মানবগণ গোগণকে সর্বদেবময় বলিয়া কল্পনা করেন।
হে পাণ্ডুনন্দন! এক্ষণে গোগণের বিবিধ ভেদ ও
তাহার দানবিবরণ কথিত হইতেছে। শ্বেতা,
কপিলা, ক্ষীরিণী, সবৎসা ও স্নানীলা প্রভৃতি গো-
গণের ভেদ কথিত হয়; তাহার অনন্ত স্বর্গ কামনা

বিপ্রায় দাপয়েৎ ১১৪। নিয়মস্থেন সা দেয়া স্বর্গ-
মানন্ত্যমিচ্ছতা। অসমর্থায় যে দহ্যবিষ্ণুলোকে
প্রয়াস্তি তে ১১৫। অসৌ লোকে চ্যুতো রাজন
ভূতলে দ্বিজমন্দিরে। কুশলো জায়তে পুত্রো
গুণবিদ্যাধনর্দ্ধিমান্ ১১৬। সর্বপাপহরং তীর্থং
হনুমন্তেশ্বরং নৃপ। শৃণু বিমুচ্যতে পাপাঘণসঙ্কর-
সম্ভবাৎ ১১৭। দূরত্বাচ্চিস্তয়ন পশ্চিমুচ্যতে নাত্র
সংশয়ঃ ১১৮।

ইতি শ্রীকান্দে হনুমন্তেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্ৰ্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ৮৩।

চতুর্দশীতিতমোহধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। অত্রৈবোদাহরন্তীম-
মিতিহাসং পুরাতনম্। কৈলাসে পৃচ্ছতে ভক্ত্যা
সদ্যাপায় শিবোদিতম্ ১। ঈশ্বর উবাচ। পূর্বং
ত্রেতাযুগে স্বন্দ হতো রামেন রাবণঃ। চতুর্দশ

করে, তাহার নিয়মস্থ হইয়া গাভীকে কাংসাদোহন ও
ফলশ্রেণি বিভূষিত ও শ্বেতবস্ত্রে আবৃত করত ভক্তি-
পূর্বক হনুমন্তেশ্বরসমীপে দ্বিজকে দান করিবে।
তাহারা বিত্তহীন দ্বিজকে এইরূপ গোদান করে,
তাহাদের বিষ্ণুলোকে গতি হয়। হে রাজন! যদিও
পুণ্যক্ষেত্রে তাদৃশ গোদাতার বিষ্ণুলোক হইতে
গতি ঘটে, তথাপি সে ভূতলে দ্বিজমন্দিরেই জন্ম-
গ্রহণ করে এবং তাহার গুণ, বিদ্যা, ধন ও সমৃদ্ধি-
সম্পন্ন কল্যাণকর তনয় লাভ হয়। হে নৃপ!
হনুমন্তেশ্বর তীর্থ সর্বপাপহর। যে মানব এই তীর্থ-
মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে বর্ণসঙ্করাদি পাপ হইতে
মুক্ত হয়। এর হইতে এই তীর্থ দর্শন বা
চিহ্ন করিলেও যুক্তি হইয়া থাকে, সংশয়
নাই। ১০২—১১৮।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৮৩।

চতুর্দশীতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—এবিষয়ে একটি পুরাতন
ইতিহাস উদাহরণরূপে উল্লিখিত হয়। পূর্বে
কৈলাসেশ্বরে শিবসমীপে যজ্ঞানন ভক্তিভরে
হুতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অনন্তর শিবও যজ্ঞ-
ননকে বলিয়াছিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে

তদা কোট্যো নিহতা ব্রহ্মরক্ষসাম্ । ২ । হতেষু
তেষু বৈ তত্র রক্ষণায় দিবৌকসাম্ । মহানন্দস্তদা
জাতদ্বিষু লোকেষু পুত্রক । ৩ । ততঃ সীতাঃ
সমাসাদ্য সমং বানরপুঙ্গবৈঃ । রামোহপ্যযোধ্যায়া-
য়াতো ভরতেন কৃতোৎসবঃ । তন্মৈ সমর্পয়ামাস
স রাজ্যং লক্ষ্মণগ্রজঃ । ৪ । তস্মিন্ প্রশাসতি
ততো রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ । কৃতকার্যেহথ
হনুমান্ কৈমাসমগৎপুত্রা । ৫ । ততো নন্দী
প্রতীহারো কুদ্রাংশমপি তং কপিম্ । ন চ সঙ্গময়া-
মাস কুদ্রেণাঘোষহারিণা । ৬ । তেন পৃষ্টস্তদা
নন্দী কিং ময়া পাতকং কৃতম্ । যেন কুদ্রবপুঃ
পুণ্যং ন পশ্যাম্যদ্বিকারিতম্ । ৭ । নন্দ্যুবাচ ।
হ্র্যাবতরণং চক্রে কপীন্দ্রামরকেতুনা । তথাপি
হি কৃতং পাপমুপভোগেন শাম্যতি । ৮ । হনুমানুবাচ ।
কিং ময়াকারি তৎপাপং নন্দিং দেবার্থকারিণা ।
রাক্ষসাস্ত হতা হৃষ্টা বিপ্রযজ্ঞাঙ্গঘাতিনঃ । ৯ । ততস্ত-

স্বন্দ! পুরাকালে রাম ত্রেতাযুগে ত্রিদশগণের
রক্ষার্থ রাবণকে নিহত করেন। তখন
সেই রাম-রাবণ-রণে চতুদশ কোটি ব্রহ্মরাক্ষস
নিহত হইয়াছিল। অনন্তর নিশাচরগণ নিহত
হইলে ত্রিলোকে ত্রিদশগণের এক মহানন্দ
উপস্থিত হয়। হে তনয়! তদনন্তর রাম সীতাকে
গ্রহণপূর্বক বানরপুঙ্গবগণসহ অযোধ্যায় আগমন
করেন। রামের লক্ষাপুরী বাসকালে ভরতই
অযোধ্যারাজ্য শাসন করিতেন। অনন্তর রাম
অযোধ্যায় উপনীত হইলে লক্ষ্মণগ্রজ ভরত তাঁহার
আগমনে এক মহামহোৎসব সমাহিত করিয়া তাঁহা-
কেই পুনরায় অযোধ্যারাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া-
ছিলেন। রাম নিহতকণ্টক অযোধ্যারাজ্য
শাসন করিতে থাকিলে হনুমান্ও কৃতকার্য হইয়া
কৈলাসশৈলে আগমন করেন; কিন্তু কপিরাজ হনু-
মান কুদ্রাংশ হইলেও প্রতীহারী নন্দী তাঁহাকে পাপ-
হারী হরের সহিত মিলিত হইতে দিলেন না। হনু-
মান তখন নন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি কি
পাপ করিয়াছি যে, উমাধিত পুত্র কুদ্রদেহদর্শনে
বঞ্চিত হইলাম? নন্দী উত্তর করিলেন,—তুমি
অমরনিকরের উপকারকামনায় রণভূমে অবতরণ
করিয়াছিলে, তথাপি তোমার পাপসঞ্চয় হইয়াছে।
একণে ভোগদ্বারা তোমার সেই পাপসঞ্চয় হইবে।
হনুমান্ কহিলেন,—হে নন্দি! আমি দেবকার্য-
সাধনার্থ বিজ ও যজ্ঞঘাতী হুষ্ট রাক্ষসদিগকে নিহত

দালাপকুতুহলী হরো নিজাংশভাজঃ কপিযুগ-
তেজসম্ । উবাচ দ্বারাস্তরদন্তদৃষ্টিঃ পুরঃস্থিতং প্রেক্ষ্য
কপীধরঃ পুনঃ । ১০ । ঈষর উবাচ । গঙ্গা গয়া
কপে রেবা যমুনা চ সরস্বতী । সর্বপাপহারী নদ্য-
স্তাসু জ্ঞানং সমাচর । ১১ । নর্মদাদক্ষিণে কূলে
তীর্থং পরমশোভনম্ । সোমনাথসমীপস্থং তত্র
যং গচ্ছ বানর । ১২ । তত্র দ্বাদা মহাপাপং
গমিষ্যতি মমাজ্ঞয়া । উৎপত্যা বেগাঙ্করুমান
ঐরেবাদক্ষিণে তটে । ১৩ । জগাম স্মৃণামাদ-
স্তপশ্চক্রে স্মৃহরম্ । তস্ত বৈ তপ্যমানস্ত
রক্ষোবধকৃতং তমঃ । ১৪ । বিলীনং পার্থ কালেন
কিয়তেশপ্রসাদতঃ । ততো দেবৈঃ সমং দেবস্ততীর্থ-
মগমদ্বরঃ । ১৫ । কপিমানিঙ্গয়ামাস বরং তন্মৈ
প্রদত্তবান্ । অদ্যপ্রভৃতি তে তীর্থং ভবিষ্যতি ন
সংশয়ঃ । ১৬ । কপিভীর্থং ততো জাতং তহো
তত্র স্ময়ং হরঃ । হনুমন্তেশ্বরো নাস্তা সর্বহত্যা-
হরস্তদা । ১৭ । তত্র ভীর্থে তু যঃ দ্বাদা ভক্ত্যা
লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ । সর্বপাপানি নশ্তন্তি হরস্ত

করিয়াছি, ইহাতে আমার কি পাপ হইয়াছে?
অনন্তর নন্দী ও হনুমানের আলাপ-সস্তামণে কুতু-
হলী হর দ্বারদেশে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্বক উগ্রভেজা
নিজাংশভাজন কপিবর হনুমানকে সম্মুখে অব-
লোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন। ঈষর কহি-
লেন—হে কপে! সর্বপাপহারিণী গঙ্গা, গয়া,
রেবা, যমুনা, সরস্বতী—এই সকল নদীতে জ্ঞান
কর। নর্মদার দক্ষিণকূলে সোমনাথসমীপে
পরমশোভন পুণ্যতীর্থ বিদ্যমান, হে বানর! তুমি
তথায় গমনপূর্বক জ্ঞান কর, আমার আদেশে
তোমার মহাপাপ বিনষ্ট হইবে। হে পার্থ! অনন্তর
হনুমান্ মহানাদ সহকারে উৎপতিত হইয়া অতি
বেগগমনে নর্মদার দক্ষিণকূলে গমনপূর্বক স্মৃ-
হর তপশ্চরণ করিলেন; ঈশপ্রসাদে কিয়দিন তপ-
স্তার পরই তাঁহার রক্ষোবধজনিত কলুষ বিলীন
হইল; অনন্তর দেবদেব হর দেবগণসহ নর্মদাতীরে
আগমন করিয়া হনুমান্কে আনিঙ্গনপূর্বক বরদান
করিলেন। বলিলেন,—আজ হইতে তোমার
এই তপস্তাস্থান তীর্থমধ্যে পরিগণিত হইবে,
সংশয় নাই। হে রাজন্! এইরূপে কপিভীর্থ
সমুদ্ভূত ও বিখ্যাত হইল। স্ময়ং হরও তথায় বাস
করিতোলাগিলেন। এই হনুমন্তেশ্বর তীর্থ ব্রহ্মহত্যা
সর্ববিধ হত্যাভিজ্ঞানিত পাতক-মাশ করে। ১—১৭।

বচনং যথা ॥ ১৮ ॥ তজ্জাহ্নানি বিনৌমন্তে পিণ্ড-
দানেহক্ষয়া গতিঃ । যৎকিঞ্চিদীয়তে তত্র তদ্ধি
কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ১৯ ॥ হনুমানপ্যযোধ্যায়াঃ
রামঃ ভট্টমথাগমৎ । চকার কুশলপ্রদং স্বরূপং
স্তবেদয়ৎ ॥ ২০ ॥ শ্রীরাম উবাচ । কুর্কতো
দেবকার্য্যং তে মম কার্য্যং চ কুর্কতঃ । ততোহহমপি
পাপীয়াংস্তপস্তপ্যাম্যসংশয়ম্ ॥ ২১ ॥ তত্রৈব
দক্ষিণে কূলে রেবায়াঃ পাপহারিণী । চতুর্বিংশতি-
বর্ষাণি তপন্তেপেহথ রাঘবঃ ॥ ২২ ॥ জ্যোতিষতী-
পুরীসংস্থঃ শ্রীরেবান্মানমাচরন্ । তস্মা শুশ্রীষণং
চক্রে লক্ষ্মণোহপি তদাজ্ঞয়া ॥ ২৩ ॥ স্থাপয়ামাসতু-
র্লিঙ্গে তো তদা রামলক্ষ্মণৌ । প্রভাবাৎ
সত্যতপসো রেবাতীরে মহামতৌ । নিম্পাপতাং
তদা বীরৌ জগ্মতু রামলক্ষ্মণৌ ॥ ২৪ ॥ তত-
স্তদা দেবপুরোগমো হরো গতৌ হি বৈ
পুণ্যমুনীশ্বরৈঃ সহ । আগত্য তীর্থং চ বরং দদৌ
তদা নিজাং কলাং তত্র বিমুচ্য তীর্থে ॥ ২৫ ॥

হর বলিয়াছেন,—এই তীর্থে যে মানব ভক্তিপূর্বক
স্নান করিয়া হনুমন্তেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে, তাহার
অখিল পাপ বিনষ্ট হয়। এই স্থানে অগ্নিরাশি
বিলীন হয়, পিণ্ডদান করিলে অক্ষয় গতি হইয়া
থাকে এবং এইখানোঁয়াহা কিছু দান করা যায়, তাহা
কোটিগুণ ফলদায়ক হয়। অনন্তর হনুমান রাম
দর্শনমানসে অযোধ্যায় গমন করিয়া তাঁহার
নিকট আশ্রয়প্রাপ্ত নিবেদনপূর্বক কুশল জিজ্ঞাসা
করিলেন। রাম কহিলেন,—তুমি আমার ও
সুগণের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ, তথাপি তুমি
পাপলিপ্ত হইলে; তবে ত ব্রহ্মরাক্ষসবধে আমিও
পাপী হইয়াছি, অতএব আমি এক্ষণে তপস্চরণ
করিব। অনন্তর রাঘবও সেই পাপহারিণী বেয়ার
দক্ষিণ কূলে গমন করিয়া চতুর্বিংশতিবৎসরনাপী
তপস্তা করিলেন। তিনি জ্যোতিষতীপুরে অব-
স্থানপূর্বক মিত্য রেবানীয়ে অবগাহন করিতে
লাগিলেন। রামের অনুমতি পাইয়া অনুজ লক্ষ্মণও
তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর মহামতি
বীর রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই সার্বিক তপস্তাপ্রভাবে
বেরীতীরে ঈশ্বরলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিম্পাপ
হইলেন। তখন শঙ্কর সুর ও পুণ্যমুনীশ্বর-
গণসহ রামসমীপে আগমনপূর্বক তাঁহাদিগকে
বরদান করিয়া স্বীয় কলা পেই তীর্থে ত্যাগ করি-

মুনিভিঃ সর্বতীর্থানাং কিণ্ডঃ কুন্তোদকং ভূবি ।
একস্থং লিঙ্গনামাধ কলাকুন্তস্তথাভবৎ ॥ ২৬ ॥
কুন্তেশ্বর ইতি খ্যাতস্তদা দেবগণার্চিতঃ ।
রামোহপি পূজয়ামাস তল্লিঙ্গং দেবসেবিতম্ ॥ ২৭ ॥
ততো বরং দদৌ দেবো রামকীর্ত্যভিবৃদ্ধয়ে । চতু-
র্বিংশতিমে বর্ষে রমো নিম্পাপতাং গতঃ ॥ ২৮ ॥
যদা কন্তাগতঃ পঙ্গুশ্চ'কণা সহিতো ভবেৎ । তদৈব
দেবযাত্রেয়মিতি দেবা জগ্মদুদা ॥ ২৯ ॥ যথা গোদা-
বরীতীর্থে সর্বতীর্থকলং ভবেৎ । তথাত্ত বেরাণানেন
লিঙ্গানাং দর্শনৈর্নূর্ণাম্ ॥ ৩০ ॥ করিষ্যত্যত্র যে শ্রদ্ধাং
পিতৃণাং নম্নদাতটে । কুন্তেশ্বরসমীপস্থাস্তৎকলং
শৃণু যশুখ ॥ ৩১ ॥ যাবন্তো রোমকৃপাঃ স্মৃঃ শরীরে
সর্বদেহিনাম্ । তাবৎবর্ষপ্রমাণেন পিতৃণামক্ষয়া গতিঃ ॥
৩২ ॥ পৃথিব্যাং দেবতাঃ সর্বা সর্বতীর্থানি যানি
তু । লভন্তে তৎকলং মর্ত্যা লিঙ্গত্রয়বিলোকনাং ॥
৩৩ ॥ অপুত্রো লভতে পুত্রং নির্ধনো ধনমাপ্নুয়াৎ ।
সরোগো মূচ্যতে রোগারাত্ কাৰ্য্যা সিংগরণা ॥

লেন। অনন্তর শঙ্কর-সমভিব্যাহারে সমাগত
মুনীশ্বরগণ কুন্ত দ্বারা নানাতীর্থনীর আনয়নপূর্বক
ভূতলে নিক্ষেপ করেন, তখন তাহা একস্থ
হইয়া এক লিঙ্গ হয়। সেই কুন্তস্থিত জলদ্বারা
শঙ্করলিঙ্গের স্নান করান হয়, এইজন্ত
সেই সুরপূজিত লিঙ্গ কুন্তেশ্বর নামে বিখ্যাত
হইলেন। রামও এই দেবসেবিত লিঙ্গেরই
পূজা করিয়া বেবদেবসমীপে কীর্ত্তিবৃদ্ধির বরলাভ
করেন এবং তিনি এই কুন্তেশ্বরসমীপে চতুর্বিংশতি-
বর্ষ তপস্তা করিয়া নিম্পাপ হন। দেবগণ মুদারিত
হইয়া বলিলেন,—শনি যখন গ্রহস্পতির সহিত
কন্তারাশিতে গমন করেন, তখনই এই তীর্থের
দেবযাত্রা হইয়া থাকে। গোদাবরী তীর্থে স্নান
করিলে মানবগণ যেমন অখিল তীর্থস্নানফললাভ
করে এই তীর্থে স্নান ও লিঙ্গদর্শনেও তাহাদের
সর্বতীর্থস্নানের ফললাভ হইয়া থাকে। শঙ্কর
কহিয়াছিলেন,—হে বড়ানন! যাহারা রেবাতীর-
বর্তী কুন্তেশ্বরসমীপে পিতৃগণের শ্রদ্ধা করে, তাহা-
দের শ্রদ্ধাফল শ্রবণ কর। দেহীদিগের দেহে যত
রোমকূপ বিদ্যমান, তাবৎবর্ষপর্য্যন্ত পিতৃগণের
অক্ষয়গতি লাভ হয়। পৃথিবীতে যত দেবতা ও
তীর্থ আছে, মানবগণ ত্রিবিধ লিঙ্গদর্শনেই সমস্ত
দেবতা ও তীর্থদর্শনের ফললাভ করে। এই লিঙ্গ-
দর্শনে অপুত্র পুত্রলাভ করে, নির্ধন ধনবান হয় এবং

৩৪। সিংহরাশিঃ গতে জীবে যৎসাদগোদাবরী-
কলম্। তদাদশগুণং স্বন্দ কুন্তেশ্বরসমীপতঃ।
৩৫। যে জানন্তি ন পশন্তি কুন্তশত্ৰুমুপতিম্।
নৰ্ম্মদাদক্ষিণে কূলে তেষাং জন্ম নিরর্থকম্। ৩৬।
যথা গোদাবরীযাত্রা কর্তব্য্য মুনিশাসনাৎ। চতু-
ৰ্বিংশতিমে বর্ষে তথেষু দেবভাবিতম্। ২৭। যাব-
চ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবদৈ দিবি তারকাঃ। তাবত্তদক্ষয়ং
দানং রেবাকুন্তেশ্বরাস্তিকে। ৩৮। মহাদানানি
দেয়ানি তত্র লৌকৈকিচক্ৰণৈঃ। গোদানমত্র শংসন্তি
সৌবর্ণং রাজতং তথা। ৩৯। যন্তাঃ স্মরণমাত্রেণ
নশ্বতে পাপসঞ্চয়ঃ। স্নানেন কিং পুনঃ স্বন্দ ব্রহ্ম-
হত্যাং বাপোহতি। ৪০। তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা
শ্রাদ্ধং কুৰ্যাদযুধিষ্ঠির। একোত্তরং কুলশতমুদরে-
চ্ছিবশাসনাৎ। ৪১। 'যানি কানি চ তীর্থানি
চাসমুদ্রসরাংসি চ। শিবলিঙ্গার্চনস্তেহ কলাং
নাহিষ্ঠি ষোড়শীম্। ৪২। এবং দেবা বরং দত্ত্বা
হরীশ্বরপুরোগমাঃ। স্বস্থানমগমন্ পূৰ্ব্বং মুক্তা তন্মাম

রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, এ বিষয়ে
বিচারণা কর্তব্য নহে। বৃহস্পতি সিংহরাশিতে গমন
করিলে গোদাবরীতে যে ফল, হে স্বন্দ! কুন্তেশ্বর-
সমীপে মানব তাহার দশগুণ ফললাভ করে।
যাহারা নৰ্ম্মদার দক্ষিণতীরস্থিত কুন্ত-শত্ৰু উমা-
পতিকে জানেন না বা দর্শন করে না, তাহাদের জন্ম
নিরর্থক। ঋষিগণ যেমন গোদাবরীযাত্রা কর্তব্য
বলিয়া বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, চতুৰ্বিংশতি বর্ষে
তদ্রূপ কুন্তশত্ৰুর যাত্রাও দেবগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট
হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য ও
তারকারাজি বিদ্যমান থাকিবে, বেরাতীরে কুন্তেশ-
সমীপে দানফলও মানবের ততদিন অক্ষুণ্ণ
হইবে। বিচক্ষণ মানবগণ এই তীর্থে মহাদান
সকলের অনুষ্ঠানই করিবেন; জ্ঞানিগণ এখানে
গো, স্তূৰ্ণ কিংবা রজত দানেরই প্রশংসা করিয়া
থাকেন। হে স্বন্দ! যে তীর্থে স্মরণ মাত্রেই
পুঞ্জীকৃত পাপ বিনষ্ট হয়, সে তীর্থে স্নান করিলে যে
ব্রহ্মহত্যা নষ্ট হইবে, ইহা অধিক নহে। হে
যুধিষ্ঠির! যে মানব এই কুন্তেশ্বর তীর্থে স্নান
করিয়া শ্রাদ্ধ করে, শিবের শাসনে তাহার একশরু
এককুল উদ্ধার হয়। সাগর হইতে সরোবরান্ত
যে সকল তীর্থ আছে, তৎসমস্ত কুন্তেশ্বরতীর্থে
ষোড়শাংশের একাংশও নহে। হে রাজন্!
অনন্তর হরি ও ঈশ্বরপ্রমুখ দেবগণ রামকে এই-

চোক্তম্। ৪৩। তীর্থস্তান্ত বরং দত্ত্বা স রামো
লক্ষণাগ্রজঃ। অযোধ্যাং প্রবিবেশাসৌ নিম্পাপো
নৰ্ম্মদাজলাৎ। ৪৪। সৌবর্ণীক ততঃ কুন্ডা সীতাং
যজ্ঞং চকার সঃ। অমুমন্ত্য মুনীলোকান দেবভাষ্য
নিজং কুলম্। ৪৫। পুরা ত্রেতাযুগে জাতঃ
ততীর্থঃ স্বন্দনামকম্। নিয়মেন ততো লৌকৈকঃ
কর্তব্যঃ লিঙ্গদর্শনম্। ৪৬। তাবৎপাপানি দেহেষু
মহাপাতকজাশ্চপি। যাবন্ন প্রেক্ষতে জন্তুততীর্থঃ
দেবসেবিতম্। ৪৭। তে যন্তাস্তে মহান্ননস্তেষাং
জন্ম সূজীবিতম্। জ্যোতিষতীপুত্রীসংহঃ যে
ভ্রম্যন্তি হরং পরম্। ৪৮। তস্মায়োহং পরিত্যজ্য
জনৈর্গন্তব্যমাদরাৎ। তীর্থশেষফলাবাপ্ত্য তীর্থং
কুন্তেশ্বরাস্থয়ম্। ৪৯। মার্কণ্ডেয় উবাচ। শ্রুত্বৈতি
শত্ৰুবচসা স যত্নাননোহথ নহা পিতুঃ পদযুগা-
যুজমাদরেণ। সম্প্রাপ্য দক্ষিণতটং গিরিশ্রবক্ষ্যাঃ
কৌশাগ্রারামকলশাখাশিধান দদর্শ। ৫।

ইতি শ্রীকান্দে কপিতীর্থরামেশ্বরলক্ষণেশ্বর-
কুন্তেশ্বরমাতাঙ্গাবর্ণনং নাম চতুর্নীতি-

তমোহধ্যায়ঃ। ৮৪।

রূপ বর দিয়া উত্তম রামনাম উচ্চারণপূর্ব্বক স্ব স্ব
স্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে লক্ষণাগ্রজ রামও
রেবানীরপ্রভাবে নিম্পাপ হইয়া তীর্থে প্রভাব
বর্দ্ধিত করত অযোধ্যানগরে উপনীত হইলেন।
হে রাজন্! অযোধ্যাযাত্রার পূর্বেই তিনি স্তূৰ্ণ-
দ্বারা সীতা নিৰ্ম্মাণপূর্ব্বক স্মরণমুনিগণের অমু-
মোদনক্রমে কুন্ততীর্থে কুলপ্রথাযুগীয় যাগ করিয়া-
ছিলেন। পূর্বে ত্রেতাযুগে এই তীর্থ স্বন্দনামে
পরিচিত ছিল। অতএব মানবগণের নিয়ম-
পূর্ব্বক এই তীর্থে লিঙ্গদর্শন কর্তব্য। জীব
যে পর্য্যন্ত এই দেবসেবিত লিঙ্গদর্শন না করে,
ততকালই তাহার দেহে মহাপাতক স্থান লাভ
করিতে পারে। যাহারা জ্যোতিষতীপুত্রীস্থিত
হর দর্শন করে, তাহারা ধন ও মহাত্মা এবং
তাহাদের জীবনই সুজীবন বলিয়া কথিত হয়।
কুন্তেশ্বরতীর্থদর্শনে অগ্নি তীর্থফল লাভ হয়; এজন্য
মানবগণ দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাদরে কুন্তেশ্বরে
গমন করিবে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর
যত্নানন শত্ৰুর এই সকল বাক্য শুনিয়া সাদরে
পিতার পাদপদ্মে প্রণত হইলেন এবং তাহারই

পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্তু রাজেন্দ্র
নর্যদায়াঃ পুরাতনম্ । ব্রহ্মহত্যাধরং তীর্থং বারা-
ণসী সমং হি তৎ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । আশ্চর্য্যঃ
কথ্যতাং ব্রহ্মণ যদবৃত্তং নর্যদাতটে । বারাণস্যা সমং
কস্মাদেতৎকথয় মে প্রভো ॥ ২ ॥ নিমগ্নো হৃৎখ-
সংসারে হতরাজ্যো দ্বিজোত্তম । যুগ্মহাণীজনপাতো
নির্দুঃ সহ বাক্যবৈঃ ॥ ৩ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ
সাধুসাধু মহাবাহো সোমবংশবিভূষণ । পৃষ্টোহস্মি
হর্ষভং তীর্থং শুভাদ্ শুভতরং পরম্ ॥ ৪ ॥ আদৌ
পিতামহস্তাবৎসমস্তজগতঃ প্রভুঃ । মনসা তস্ত
সজ্জাতা দশৈব ঋষিপুত্রবাহাঃ ॥ ৫ ॥ মরীচিমত্যা-
দ্বিরিসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ । প্রচেতসঃ বসিষ্ঠঃ
চ ভৃগুঃ নারদমেব চ ॥ ৬ ॥ জজ্ঞে প্রাচেতসঃ
দক্ষঃ মহাতেজাঃ প্রজাপতি । দক্ষস্তাপি তথা

আদেশক্রমে গিরীশশরীরজাত নর্যদার দক্ষিণ
তটে গমন করিয়া কৌশেয়র রামেশ্বর ও কলসেশ্বর
এই শিবলিঙ্গদ্বয় দর্শন করিলেন । ১৮—৫০ ।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
ব্রহ্মহত্যানাশক পুরাতন নর্যদাতীর্থে গমন করিতে
হয় । এই তীর্থ বারাণসীর সমান জানিবে । যুধিষ্ঠির
জিজ্ঞাসা কহিলেন,—হে প্রভো ! বড়ই আশ্চর্য্য
কথা শুনিলাম ; নর্যদাতীর্থে এমন কি ঘটয়াছিল
যে, সেই নর্যদাতীর্থ বারাণসীর সমান হইল ? এই
সকল আমার নিকট বলুন । হে দ্বিজোত্তম !
আমার রাজ্য অপহৃত হইয়াছে, আমি হৃৎখসাগরে
নিমগ্ন ; তথাপি আপনার বাক্যযুগ্মে অভিষিক্ত
হওয়ায় বাক্যবগণের সহিত আমার হৃৎখ বিদূরিত
হইয়াছে । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—সাধু সাধু, হে
মহাপ্রাজ্ঞ ! তুমি সোমবংশের বিভূষণস্বরূপ ।
একণে যে তীর্থের কথা জিজ্ঞাসিলে, ইহা ত্রিলোক-
দুর্লভ ও শুভ হইতেও শুভতর । পূর্বকালে মরীচি,
অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা,
বসিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশজন ঋষিপুত্রব
জগৎপিতা লোকপিতামহ ব্রহ্মার মানস তনয়রূপে
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । অনন্তর মহাতেজা প্রজা-

জাতাঃ পঞ্চাশদুহিতাঃ কিল ॥ ৭ ॥ দদৌ স দশ
ধর্ম্মায় কণ্ঠপায় ত্রয়োদশ । তথৈব স মহাতাগঃ
সপ্তবিংশতিমিদবে ॥ ৮ ॥ রোহিণী নাম যা তাসাম-
ভীষ্টা সাতবর্ষিধোঃ । শেষানু করুণাং কৃৎসা
শপ্তো দক্ষেণ চন্দ্রমাঃ ॥ ৯ ॥ কয়রোগ্যভবচ্ছ্রো
দক্ষস্তায়ং প্রজাপতেঃ । স চ শাপপ্রভাবেণ
নিমন্তেজাঃ শর্করীপতিঃ ॥ ১০ ॥ গতঃ পিতামহঃ
সোমো বেপমানোহমৃত্যুভয়মান । পদ্মধোনে
নমস্তভ্যং বেদগর্ভ নমোহস্ত তে । শরণং ত্বাং
প্রপন্নোহস্মি পাহি মাং কমলাসন ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মোবাচ ।
নিমন্তেজাঃ শর্করীনাথ কলাহীনচ দৃষ্টসে । উদ্বিগ্ন-
মানসস্তাত সজ্জাতঃ কেন হেতুনা ॥ ১২ ॥ সোম
উবাচ । দক্ষশাপেন মে ব্রহ্মনিমন্তেজঃ জগৎপতে ।
নির্হারশাস্ত্র শাপস্ত কথ্যতাং মে পিতামহ ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মোবাচ । সর্বত্র পুলভা রেবা ত্রিষু স্থানেষু
বল্লভা ওকারেহথ ভৃগুক্ষেত্রে তথা চৈবোর্কসকমে ।

পতি প্রচেতা হইতে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন । এই
দক্ষের পঞ্চাশৎ দুহিতা জন্মে । মহাতাগ দক্ষ
এই সকল দুহিতার মধ্যে ধর্ম্মকে দশ, কণ্ঠপকে
ত্রয়োদশ ও চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি কণ্ঠাদান করেন ।
১—৮ । মহামনা দক্ষ চন্দ্রকে যে সপ্তবিংশতি
কণ্ঠা দান করেন শশধর সেই সকল পত্নীর মধ্যে
রোহিণীতেই বিশেষ অমুরক্ত ছিলেন । অন-
ন্তর প্রজাপতি দক্ষ রোহিণী ভিন্ন তদীয় অপর কণ্ঠা-
গণের হৃৎখদশা অবলোকনপূর্বক তাহাদের প্রতি
করুণা করিয়া শশধরকে অভিশাপ প্রদান করেন ।
বলেন, চন্দ্র কয়রোগ্যগ্রস্ত হইবে ; ইহা প্রজাপতির
দক্ষের বাক্য ; অতএব অন্তথা হইবে না । অনন্তর
নিশাপাত সোম প্রজাপতির শাপপ্রভাবে নিমন্তেজ
হইয়া কাষ্পিত কলেবরে পিতামহ ব্রহ্মার সমীপে উপ-
নীত হইলেন এবং বলিলেন,—হে পদ্মলোচন !
আপনাকে নমস্কার ; হে বেদগর্ভ ! আপনাকে নম-
স্কার । আমি অংগুমান অমৃত । হে কমলাসন ! আমি
আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি । আপনি প্রসন্ন হইয়া
আমাকে রক্ষা করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নিশা-
পতে ! তোমাকে কলাহীন ও নিমন্তেজ দেখিতেছি
কেন ? হে তাত ! কেন উদ্বিগ্নমনা হইয়াছ ? সোম
উত্তর করিলেন,—হে জগৎপতে ! প্রজাপতি
দক্ষের শাপে আমি নিমন্তেজ হইয়াছি, হে পিতামহ !
একণে কি উপায়ে তাঁহার শাপের উপসংহার হয়,
তাহা বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—বেরা সর্বত্রই

১৪ । তত্র গচ্ছ কপানাধ যত্র রেবাস্তরং তটম্ ।
 ঝরিতোহসৌ গতস্তত্র যত্র রেবৌক্সিসঙ্গমঃ ॥ ১৫ ॥
 কাঠাবহঃ স্থিতঃ সোমো দধ্যো ত্রিপুরবৈরিণম্ ।
 যাবদ্বর্ষশতং পূর্ণং তাবদুষ্টো মহেশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥
 প্রত্যক্ষঃ সোমরাজস্ত বৃষাসন উমাপতিঃ । সাষ্টাঙ্গঃ
 প্রণিপত্যোচ্চৈর্জয় শস্ত্রো নমোহস্ত তে ॥ ১৭ ॥
 জয় শঙ্কর পাপহরায় নমো জয় ঈশ্বর তে জগদীশ
 নমঃ । জয় বাসুকিভূষণধায় নমো জয় শূলকপাল-
 ধরায় নমঃ ॥ ১৮ ॥ জয় অঙ্ককদেহাবনাশ নমো
 জয় দান বৃন্দবধায় নমঃ । জয় নিকলরূপ সকলায়
 নমো জয় কাল কামদহায় নমঃ ॥ ১৯ ॥ জয়
 মেচককণ্ঠধরায় নমো জয় স্মৃতিনিরঞ্জনশব্দ নমঃ ।
 জয় আদিরনাদিরনন্ত নমো জয় শঙ্কর কিঙ্করমৌশ

স্মৃতা, কিন্তু ওঙ্কারেশ্বর, ভৃগুক্ষেত্র ও ঔর্ক্সিসঙ্গম—
 এই তিন স্থানেই দুর্গভ । হে নিশানাথ ! যেখানে
 বেরার অন্তরতট বিদ্যমান, তুমি সেই স্থানেই
 গমন কর । যে স্থানে বেরা ও ঔর্ক্সিসঙ্গম, নিশা-
 পতি ঝরিতগতি সেই স্থানে গমন করিয়া কাঠের
 স্তাধ নিশ্চলভাবে অবস্থানপূর্বক ত্রিপুরারির ধ্যান
 করিতে লাগিলেন । শঙ্করচিন্তায় শশাঙ্কের শত-
 বৎসর অতীত হইল । উমাপতি মহেশ্বর সোম-
 রাজের প্রতি প্রীত হইলেন । তিনি বৃষারোহণে
 শশধরসমীপে উপনীত হইয়া প্রত্যক্ষ দর্শন দান
 করিলেন । অনন্তর শশধর শঙ্করকে সম্মুখে
 দর্শনপূর্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া উচ্চরবে বলি-
 লেন,—হে শস্ত্রো ! আপনাকে নমস্কার । শঙ্কর !
 জয়যুক্ত হউন ; আমি পাপহর হরকে নমস্কার
 করি । হে ঈশ্বর ! আপনি জয়যুক্ত হউন । হে
 জগদীশ ! আপনাকে নমস্কার । আপনি বাসুকি-
 সর্পের ভূষণ ধারণ করিয়াছেন ; আপনাকে নম-
 স্কার । আপনি শূলকপালধারী, আপনার জয়
 হউক । আপনি অঙ্ককাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন,
 আপনাকে নমস্কার । আপনি অখিল দানবের
 নিহন্তা, আপনার জয় হউক । আপনি নিকলরূপ
 ও সকল, আপনার জয় হউক ; হে কাল ! আপনি
 মদনের দেহ দত্ত করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার
 আপনি কণ্ঠে নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, আপ-
 নার জয় হউক । আপনাতেই স্মৃতি ও নিরঞ্জন শব্দ
 প্রযুক্ত হয়, আপনি জয়যুক্ত হউন, আপনাকে নম-
 স্কার । ঈশ ! আপনি অনাদি, আদি ও অনন্ত ;
 আপনার জয় হউক । হে শঙ্কর ! কিঙ্করের

ভজ ॥ ২০ ॥ এবং স্ততো মহাদেবঃ সোমরাজেন
 পাণ্ডব । তুষ্টস্তস্ত নৃপশ্রেষ্ঠ শিবয়া শঙ্করোহববীৎ ॥
 ২১ ॥ ঈশ্বর উবাচ । বরং প্রার্থয় মে ভদ্র যন্তে
 মনসি বর্ততে । সাধুসাধু মহাসব তুষ্টোহহং তপসা
 তব ॥ ২২ ॥ সোম উবাচ । দক্ষশাপেন দম্বোহহং
 কীণসত্ত্বো মহেশ্বর । শাপস্তোপশমঃ দেব কুরু
 শর্ম্ম মম প্রভো ॥ ২৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ । তব
 ভক্তিগৃহীতোহহমুময়া সহ তোষিতঃ । নিম্পাপঃ
 সোমনাথস্ত্বং সজ্জাতস্তীর্থসেবনাৎ ॥ ২৪ ॥ ইত্যাচে
 দেবদেবেশঃ কণঃ ধ্যাহেতুনা ততঃ । স্থাপিতঃ
 পরমং লিঙ্গং কামদং প্রাণিনাং ভুবি । সর্বজুঃখহরঃ
 তত্ত্ব ব্রহ্মহত্যাভিনাশনম্ ॥ ২৫ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ ।
 সোমনাথপ্রভাবঃ মে সংক্ষেপাৎ কথয় প্রভো ।
 হুঃখার্ণবনিমগ্নানাং ত্রাতা প্রাপ্তো দ্বিজোত্তম ॥ ২৬ ॥
 শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । শৃণু তীর্থপ্রভাবঃ তে সংক্ষেপাৎ
 কথ্যাম্যহম্ । যদ্ব তুমুত্তরে কূলে রেবায়া ঔর্ক্সিসঙ্গমে ॥
 ২৭ ॥ শঙ্করো নাম রাজাভূতস্ত পুত্রস্ত্রিলোচনঃ ।
 ত্রিলোচনমুতঃ কথঃ স পাপার্দ্ধিপরোহভবৎ ॥ ২৮ ॥

প্রতি কৃপা করুন, আপনাকে নমস্কার । হে নর-
 শ্রেষ্ঠ পাণ্ডব ! সহোম মহাদেব সোমরাজ কর্তৃক
 এইরূপে স্তত ও প্রীত হইয়া সাধু সাধু বাক্যে
 তাঁহাকে কহিলেন,—হে মহাসব ! আমি তোমার
 তপস্তায় প্রীত হইয়াছি, ভদ্র ! আমার নিকট অতীষ্ট
 বর প্রার্থনা কর ৷—২২। সোম উত্তর করিলেন,—হে
 মহেশ্বর ! আমি দক্ষশাপে দম্ব হইয়া কীণপ্রাণ
 হইয়াছি, হে প্রভো ! শাপের উপশম করিয়া
 আমার মঙ্গল বিধান করুন । ঈশ্বর কহিলেন,—
 হে সোমনাথ ! তোমার ভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া
 আমি উমার সহিত এখানে আসিয়াছি, তুমিও তীর্থ-
 সেবনে নিম্পাপ হইয়াছ । দেবদেব এইরূপ কহিলে
 নিশানাথ কণকাল ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন এবং
 তথায় এক অন্ততম লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন । হে
 রাজন্ ! সোমপ্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গ সর্বজুঃখহর,
 ব্রহ্মহত্যাভিনাশন ও ভূতলে অখিল প্রাণীর কামদ ।
 যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম ! আপনি
 হুঃখার্ণবময় প্রাণিগণের ত্রাপকর্তা ; ভাগ্যবশেই
 আপনাকে লাভ করিয়াছি ; হে প্রভো ! এক্ষণে
 সোমনাথের মহাশক্তি সংক্ষেপে বর্ণন করুন । মার্ক-
 ণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—রেবার উত্তর তীর ঔর্ক্সি-
 সঙ্গমে যে ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, সংক্ষেপে
 বলিতেছি, তুমি সেই সকল তীর্থপ্রভাব শ্রবণ কর ।

বনে নিত্যঃ ভ্রমন্ সৌখ্যং যুগযুগং দদর্শ ২। যুগযুগং
হতং তত্ত্ব জিলোচনশ্রুতেন চ ॥ ২৯ ॥ যুগরূপী
দ্বিজো মধ্যো চরতে নির্জনে বনে। স হতস্তেন
সঙ্গেন কথেন মুনিসত্তমঃ ॥ ৩০ ॥ ব্রহ্মহত্যাধিতঃ
কথো নিস্তেজা ব্যচরন্নহীম্। ব্যচরন্তেষু সম্প্রাপ্তো
নশ্বদামূরিসঙ্গমে ॥ ৩১ ॥ কিংকাকশোকবহলে জহৌর-
পনসাকুলে। কদম্বপাটলাকৌর্ণে বিশ্বনাথ-
শোভিতে ॥ ৩২ ॥ চিকিণীচম্পকোপেতে হৃগস্তিতরু-
চ্ছাদিতে। প্রভুতভূতসংযুক্তং বনং সর্বত্র শোভি
তম্ ॥ ৩৩ ॥ চিত্রকৈর্মৃগমার্জারৈর্হিংস্রৈঃ শহরশুকরৈঃ।
শৈশবগয়সংযুক্তৈঃ শিখাশুভরমাণুতম্ ॥ ৩৪ ॥
প্রবিষ্টো বনে কথন্ত্বর্জঃ শ্রমপীড়িতঃ। স্নাতো
রেবাজলে পুণ্যে সঙ্গমে পাপনাশনে ॥ ৩৫ ॥
অর্চিতঃ পরমা ভক্ত্যা সোমনাথো যুধিষ্ঠির। পপো
শ্রুবিমলঃ ভোয়ং সর্বপাপক্ষয়করম্ ॥ ৩৬ ॥

পূর্বে শব্দ নামের জনৈক রাজা ছিলেন, তাঁহার তনয়
জিলোচন; জিলোচনতনয় কথ; এই কথ পাপ-
পরায়ণ ছিল। কথ নিরন্তর বনে বনে ভ্রমণ করিত।
জিলোচনতনয় কথ একদা বনমধ্যে যুগযুগ সন্দর্শন
করিয়া যুগগণকে নিহত করে। সেই যুগযুগ মধ্যো
জনৈক দ্বিজ যুগরূপ ধারণপূর্বক নির্জনে অরণ্যে
বিচরণ করিতেন। কথ যুগগণের সহিত সেই দ্বিজ-
কেও নিহত করিয়াছিল। অনন্তর কথ ব্রহ্মহত্যা-
পাপে লিপ্ত হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং সে
সমস্ত মহা পর্যটন করিয়া অবশেষে নশ্বদার গুর্জি-
সঙ্গমে গিয়া উপনীত হইল। নশ্বদাহটীহিত এই
গুর্জিসঙ্গম কিংকক, অশোক বহল জহৌর, পনস,
কদম্ব, পাটল, বিশ্ব, নাগরজ, চিকিণী, চম্পক ও
ও অর্গস্ত প্রভৃতি প্রভূত তরুদ্বারা সমাচ্ছাদিত
হইয়া শোভিত; বহুপ্রাণযুক্ত শ্রুতোভন
বনমধ্যে চিত্রক মৃগ, মার্জার, শহর, শূকর প্রভৃতি
হিংস্র জন্তুগণ বিচরণ লীল; ও শশ গবয় ও
ময়ূরগণের নিনাদে অত্রতা বনভূমি মুগরিত
অনন্তর ত্বর্জ ও শ্রমপীড়িত কথ বনমধ্যে প্রবেশ-
পূর্বক পাপনাশন পুণ্য রেবাসঙ্গম-নীরে স্নান করিয়া
পরম ভক্তসহকারে সোমনাথের পূজা ও সর্বপাপ-
নাশন শ্রুবিমল রেবানীর পান করিল; তদ-
নন্তর কিংকরগণসহ বিচিৎ বিচিত্র ফল সকল ভক্ষণ
করিয়া তরুতলে শয়ন করিল। হে যুধিষ্ঠির! কথ
যুগযুগ অত্যন্ত পরিখ্যাত হইয়াছিল। সেসেই তরু-

কলানি চ বিচিত্রাণি চখা সহ কিংকরৈঃ। শ্রুতঃ
পাদপচ্ছায়ায়াং শ্রান্তো যুগবধেন চ ॥ ৩৭ ॥ তাব-
স্তৌর্যবরং বিপ্রঃ স্নানার্থং সঙ্গমং গতঃ। মার্গগে
ব্রাহ্মণো হর্ষোদ্যুক্তস্তদাত্মানসঃ ॥ ৩৮ ॥ অবগা
তম্বাচেদং তিষ্ঠতিষ্ঠ দ্বিজো ব্রহ্ম। তস্তো নিরীকতে
যাবদ্বিশঃ সখা নরেশ্বর ॥ ৩৯ ॥ তাবদ্রুক্ষ-
সমাক্রুতাঃ স্ত্রিয়ং রক্তাহরাদৃশাম্। রক্তমালায়াং তদা
বালাং রক্তচন্দনচর্চিতাম্। রক্তাতরণশোভাঢাং
পাশহস্তাং দদর্শ হ ॥ ৪০ ॥ শ্রুবাচ। সন্দেহঃ
কথতাং বিপ্র যদি স ছসি সঙ্গমে। মঙ্ত্রা
তিষ্ঠতে তত্র শীঘ্রমেব বিসংয ॥ ৪১ ॥ একাধিনা
চ তে ভার্যা তিষ্ঠতে বনমধ্যগা। ইত্যাকণ্য
গতো বিপ্রঃ সঙ্গমে সুরত্নভে ॥ ৪২ ॥ বৃক্ষ-
চ্ছায়াধিতঃ কথো ব্রাহ্মণেনাবলোকিতঃ। উবাচ
ত্বং প্রতি তদা বচনং ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥ ৪৩ ॥ ব্রাহ্মণ
উবাচ। বনান্তরে ময়া দৃষ্টা বালা কমললোচনা।
রক্তাহরধরা তবৌ রক্তচন্দনচর্চিতা ॥ ৪৪ ॥ রক্ত-

তলে নির্দ্রিত হইল। ইত্যবসরে জনৈক দ্বিজ সেই
তৌর্যবর রেবাসঙ্গমে স্নানার্থ গমন করিতেছিলেন;
তিনি নশ্বদার প্রাতি তদগতমনা হইয়া হৃষভরে পথ
চলিতে চলিতে শুনিলেন, এক অবলা তাঁহাকে বলি-
তেছে, হে দ্বিজত্তম! তিষ্ঠ তিষ্ঠ! হে নরেশ! তচ্ছ-
বণে দ্বিজ তন্তু হইয়া আদিক্ ওদিক্ তাকাইতে
তাকাইতে, সহসা এক তরুর প্রাতি তাহার দৃষ্টি পতিত
হইল। তিনি দোঁধলেন,—তরুর উপর এক অবলা
নারীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। সেই নারীর পরি-
ধান রক্তবসন, গলে লোহিতমালা, শরীর রক্তচন্দন-
চর্চিত ও রক্তাতরণভূষিত ও তাহার করে পাশ
শোভা পাইতেছে। ২৩—৪০। নারীবলিল, হে বিপ্র!
আপনি যদি নশ্বদাসঙ্গমীপে গমন করেন, তবে আমার
স্বামীও সেই সঙ্গমে বিদ্যমান রহিয়াছেন; আপনি
সহর তাঁহাকে আমার এই সংবাদ প্রদান করবেন।
আপনি তাঁহাকে বলবেন, ভোমার পত্নী একাকিনী
বনমধ্যে অবস্থান করিতেছে। অনন্তর দ্বিজবর,
সেই নারীর এইসকল কথা শ্রবণ করিয়া দেব-
ভুলভ নশ্বদাসঙ্গমে গমন করিলেন এবং
তরুতলে কথকে অবলোকন করিয়া কাহিতে
লাগিলেন। দ্বিজ কহিলেন,—আমি বনমধ্যে এক
কমললোচনা বালিকা অবলোকন করিলাম, ঐ বালা
রক্তবসনপরিধানা, রক্তচন্দনচর্চিতা ও কুশাসী;

মালায় সুশোভাত্যা পাশহস্তা যুগেক্ষণা । বৃক্ষাকৃতা-
বদনাক্যং মঃস্তা প্রেষ্যতামিতি ॥ ৪৫ ॥ কথ উবাচ ।
কস্মিন স্থানে তু বিপ্রেন্দ্র বিদ্যাতে যুগলোচনা ।
কস্ত সা কেন কার্ষ্যেণ সৰ্বমেতদ্বদাণ্ড মে ॥ ৪৬ ॥
ব্রাহ্মণ উবাচ । সঙ্গমাদৰ্দ্ধকোশে সা উদ্যানাস্তে
হি বিদ্যাতে । বচনাদব্রাহ্মণশ্চৈবা ন জ্ঞাতা পার্থিবেন
তু ॥ ৪৭ ॥ তদা স কথভূপালঃ স্বকং দূতং সমাদিশৎ ।
কথ উবাচ । গচ্ছ স্বং পৃচ্ছতাং তাং কাগতা ক চ
গমিষ্যসি । প্রেবিত্ত্বরিতো দূতো গতো নারী-
সমীপতঃ ॥ ৪৮ ॥ বৃক্ষস্থাং দদৃশে বালামুবাচ
নৃপসত্তম । মম্মাখঃ পৃচ্ছতি স্বং তু কাসি স্বং
ক গমিষ্যসি ॥ ৪৯ ॥ কস্তোবাচ । গুরুব্রাহ্মণভাঃ
শাস্তা রাজা শাস্তা হুরাব্রাহ্মণাম্ । ইহ প্রচ্ছন্নপাপনাং
শাস্তা বৈবস্বতো যমঃ ॥ ৫০ ॥ ব্রাহ্মহত্যা চ সজ্ঞাতা
যুগরূপধরদ্বিজাৎ । ময়া যুক্তোহপি তে রাজা

সেই পাশহস্তা, লোহিত মালাধারিণী, যুগনয়না
রমণী দেখিতেও পরম রমণীয়া । বৃক্ষাকৃতা রমণী
আমাকে কহিল, আপনি আমার পতিকে পাঠইয়া
দিবেন । কথ কহিল,—হে বিপ্রেন্দ্র ! কোন
স্থানে সেই কামিনী রহিয়াছে, কেনই বা তরু
অরোহণ করিয়াছে আর সে কাহারই বা রমণী ?
এ সকল সহর আমার নিকট বলুন । ব্রাহ্মণ
বলিলেন,—এই সঙ্গমতীর্থের অৰ্দ্ধকোশ দূরে এক
উদ্যান বিদ্যমান ; রমণী সেই উদ্যানমধ্যেই বাস
করিতেছে । পৃথিবীপতি কথ নৃপ ব্রাহ্মণের বাক্য
শুনিয়া রমণীকে চিনিতে পারিলেন না । তিনি স্বীয়
দূতের প্রতি আদেশ করিলেন । কথ কহিলেন,—
দূত ! সহর রমণীসমীপে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা
কর—সেই রমণী কোন স্থান হইতে আগমন করি-
য়াছে এবং সে কোনস্থানেই বা গমন করিবে ? হে
নৃপসত্তম যুধিষ্ঠির ! অনন্তর নৃপতি কথপ্রেবিত
দূত সহর সেই স্থানে উপনীত হইল এবং
তাহাকে বৃক্ষাকৃতা অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা
করিল,—আমার প্রভু তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া
ছেন, তুমি কে এবং কোন স্থানেই বা গমন
করিবে ? কস্তা কহিল—আব্রাহ্মণদিগের
গুরু হুরাব্রাহ্মণকে রাজা শাসন করেন আর
ইহ সংসারে প্রচ্ছন্নভাবে যে সকল পাপ
অনুষ্ঠিত হয়, তাহার শাসনভার বৈবস্বত যমের
উপর অস্ত । তোমাদের রাজা যে যুগরূপধারী
দ্বিজকে বধ করিয়াছেন, তাহা হইতে ব্রাহ্মহত্যা

যুক্ততীর্থপ্রভাবতঃ ॥ ৫১ ॥ অৰ্দ্ধকোশান্তরান্মধ্যে
ব্রাহ্মহত্যা ন সংবিশেৎ । সোমনাথপ্রভাবোহয়ং
বারাণস্তাঃ সমঃ স্মৃতঃ ॥ ৫২ ॥ গচ্ছ স্বং প্রেষ্যতাং
রাজা শীঘ্রমত্র ন সংশয়ঃ । গতো ভূত্যস্ততঃ
শীঘ্রং বেপমানঃ সুবিস্ময়ঃ ॥ ৫৩ ॥ সমস্তং কথয়ামাস
যদ্বত্তং হি পুরাতনম্ । তস্ত বাক্যাদসৌ রাজা
পতিতো ধরণীতলে ॥ ৫৪ ॥ ভূত্য উবাচ । কস্মাৎ
শোচসে নাথ পূর্বোপাতং শুভাশুভম্ । ইত্যাকর্ণ্য
বচস্তস্ত রাজা বচনমববীৎ ॥ ৫৫ ॥ প্রাণত্যাগং
করিষ্যামি সোমনাথসমীপতঃ । শীঘ্রমানীয়তাং
বহিরিহনানি বহুনি চ ॥ ৫৬ ॥ আনীতং তৎক্ষণাৎ
সৰ্বং ভূত্যস্তদ্বশবর্ত্তিভিঃ । জ্ঞানং কৃষ্মা শুভে
তোয়ে সঙ্গমে পাপনাশনে ॥ ৫৭ ॥ অর্চিতঃ পরয়া
ভক্ত্যা সোমনাথো মহীভূতা । ত্রিঃপ্রদক্ষিণতঃ
কৃষ্মা জনস্তং জাতবেদসম্ ॥ ৫৮ ॥ প্রবিষ্টঃ
কথরাজাসৌ হৃদি ধ্যানা জনার্দনম্ । পীতাম্বরধরঃ

উদ্ভূত হইয়াছে ; আমি সেই ব্রাহ্মহত্যা ; রাজা
ব্রাহ্মহত্যায় নিপ্ত হইয়াও তীর্থপ্রভাবে
যুক্ত হইয়াছেন, কেননা, এই তীর্থের অৰ্দ্ধকোশ-
মধ্যে ব্রাহ্মহত্যা প্রবেশ করিতে পারে না ।
সোমনাথের এইরূপই প্রভাব, আর এই জন্যই
সোমনাথ বারাণসীর সমান বলিয়া কথিত হয়
দূত ! সহর রাজার সমীপে গমন করিয়া
তাহাকে এই স্থানে প্রেরণ কর । আমার বাক্যে
সংশয় করিও না । অনন্তর রাজভূত্য দূত
রমণীর বাক্যে অত্যন্ত বিস্ময় হইয়া কম্পিত-
কলেবরে সহর রাজার সমীপে উপনীত হইল
এবং রমণী সহিত যে সকল কথোপকথন
হইয়াছিল, রাজার নিকট সেই সমস্ত পুরাতন
বৃত্তান্ত নিবেদন করিল । ভূপতি কথ ভূত্যের
বাক্যে ভুললে পতিত হইলেন । ভূত্য বলিল,—
হে নাথ ! কেন শোক করিতেছেন, পূর্বকর্মার্জিত
শুভাশুভ মানব অবশ্যই প্রাপ্ত হয় । রাজা
দূতের এবাবিধ উপদেশপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া
কথক্ষিৎ সুস্থ হইলেন, এবং বলিলেন,—‘আমি
সোমনাথসমীপে প্রাণ পরিত্যাগ করিব’ সহর প্রভূত
ইন্দ্রন ও বহি আনয়ন কর । ৫১—৫৬ । ভূত্যগণ
তাহার বশীভূত ছিল, তাহার রাজার আদেশ
পাইয়াই তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রন ও বহি আনয়ন করিল ।
রাজা কথ পাপনাশন শুভাবহ সঙ্গমতীর্থতোয়ে
জ্ঞান করিয়া পরম ভক্তিসহকারে সোমনাথের

দেবং জটামুকুটধারিণম্ । ৫৯ । ত্রিযা যুক্তঃ
অপর্ণস্বঃ শঙ্খচক্রেগদাধরম্ । অরারিসুদনঃ দধৌ
নুগতির্মে ভবতি । ৬০ । পপাত পুষ্পবৃষ্টি
সাধুসাধু নৃপাঞ্জ । আশ্চর্য্যমতুলং দৃষ্টা নিরীক্য
চ পরম্পরম্ । ৬১ । যুতং তৈঃ পাবকে ভূতৈ হৃদ
ধ্যাত্বা গদাধরম্ । বিমানহাস্ততঃ সর্কে সজ্জাতাঃ
পাণ্ডুনন্দন । ৬২ । নিম্পাপান্তে দিবং যাতাঃ
সোমনাথপ্রভাবতঃ । ব্রাহ্মণে সজ্জমে তত্র ধ্যায়মানো
বৃষভজম্ । ৬৩ । জীমার্কণ্ডেয় উবাচ সোমনাথ-
প্রভাবোহয়ং শৃণুৈকমনা বিধিম্ । অষ্টম্যাং বা
চতুর্দশাং সর্গকালং রবেদ্বিনে । ৬৪ । বিশেষাৎ
তরুপক্ষে চেৎস্বর্গ্যবারেণ সপ্তমী । উপোষ্য যো
নরো ভক্ত্যা রাজৌ কুবীত জাগরম্ । ৬৫ ।
পঞ্চামৃতেন গব্যেন প্রাপয়েৎ পরমেশ্বরম্ । জীথণ্ডেন
ততো গুণ্ড্য পুষ্পধূপাদিকং দদেৎ । ৬৬ । যুতেন

পূজা করিলেন এবং হতাশনকে বারতরু প্রদাক্ষণ
করিয়া পৌতাশ্বর-পরিধারী, জটামুকুটমণ্ডিত,
গন্ধদারুট, শঙ্খচক্রেগদাধর, লক্ষ্মীধর, অশুর-
নিষুদন দেব জনাঙ্গনকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে
করিতে 'আমার উত্তম গতি হউক' এইকথা বলিয়া
প্রজলিত অনলে প্রবেশ করিলেন । হে নৃপাঞ্জ !
তখন সাধু সাধু রবে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি
পতিত হইল, ভূত্যাগণ পরস্পর এই অসীম
বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিয়া গদাধরকে হৃদয়ে
ধ্যান করত সেই প্রজলিত পাবকে প্রাণ পরিত্যাগ
করিল । হে পাণ্ডুনন্দন ! অনন্তর বিমান আসিয়া
উপস্থিত হইল । সোমনাথ প্রভাবে প্রভু ভূত্যা
নিম্পাপ হইয়া সেই সকল বিমানে আরোহণপূর্বক
স্বর্গপুরে প্রস্থান করিলেন । দ্বিজ সেই সজ্জমতীর্থে
বাস করিয়া বৃষভধ্বজের ধ্যান করিতে লাগিলেন ।
মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—এই তোমার নিকট সোম
নাথের মাহাত্ম্য কথিত হইল এক্ষণে একমনা
হইয়া তীর্থের বিধি শ্রবণ কর । অষ্টমী কিংবা
চতুর্দশী এই তীর্থদর্শনের প্রশস্ত দিন, আর
রবিবার সর্গদাই প্রশস্ত ; বিশেষতঃ রবিবারে যদি
সপ্তমী মিলিত হয়, তবে সমধিক প্রশস্ত হইয়া
থাকে । এতীর্থে মানব উপবাসী থাকিয়া ভক্তি-
পূর্বক জাগরণ করিবে, পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত
দ্বারা মহেশ্বরকে স্নান করাইবে, অনন্তর জীথণ্ড
দ্বারা মহেশ্বের লিঙ্গদেহ অবগুণ্ঠিত করিয়া পুষ্প

বোধয়েদৌপং নৃত্যং গীতং । কার্ষ্যেৎ । সোমবারে
তথাষ্টম্যাং প্রভাতে পুত্রয়োদ্ধিজান্ । ৬৭ ।
জিতক্রোধানাম্রবতঃ পরনিদাবিবর্জিতান্ । সর্গাঙ্গ-
কচিরান শস্তান্ স্বদারপরিপালকান্ । ৬৮ । গায়ত্রী-
পাঠমাত্রাংশ বিকর্ম্মবিরতান্ সদা । পুনর্ভূষনী
শুদ্রী চরেয়ুর্ষস্ত মন্দিরে । ৬৯ । দূরতোহসৌ
দ্বিজস্ত্যাজ্য আন্নং শ্রেয় ইচ্ছতা । হীনাঙ্গ-
নতিরিক্তাঙ্গান্ যেমাং পূর্বাপরং ন হি । ৭০ । ব্রতে
শ্রাদ্ধে তথা দানে দূরতস্তান্ বিবর্জয়েৎ । আয়সী
তরুণী তুল্যা দ্বিজাঃ স্বাধ্যায়বর্জিতাঃ । ৭১ । আন্নানং
সহ যাজ্ঞেন পাতয়ন্তি ন সংশয়ঃ । শাল্ললী-
নাবতুল্যাঃ স্ত্র্যাঃ ষট্কার্মনিরতা দ্বিজাঃ । ৭২ ।
দাতারং চ তথান্নানং তারয়ন্তি তরয়ন্তি চ ।
শ্রাদ্ধং সোমেশ্বরে পার্থ যঃ কুর্যাদাতমৎসরঃ ।
৭৩ । প্রেতাস্তশ্চ হি স্মৃতীতা যাবদাকৃতসম্ভবম্ ।
অন্নং বস্ত্রং হিরণ্যং চ যো দদ্যাদগ্রজন্মণে । ৭৪ ।
স যতি শাক্তরে লোক ইতি মে সত্যভাষিতম্ ।
হয়ং যো যচ্ছতে তত্র সম্পূর্ণং তরুণং সিতম্ ।

ধূপাদি দান করিবে, যুত দ্বারা দৌপ প্রজালিত ও
দেবসমীপে নৃত্যগীতাদি করিবে । অনন্তর প্রভাতে
সোমবারযুক্ত অষ্টমী তিথিতে আন্নবান্ জিতক্রোধ
পরনিদাবিবর্জিত সর্গাঙ্গসুন্দর স্বদারপ্রতিপালক
গায়ত্রীমন্ত্রনিরত বিকর্ম্মবিরত প্রশস্ত দ্বিজগণের
পূজা করিবে । পুনর্ভূ, বৃষনী ও শুদ্রী যাহার
মন্দিরে বিচরণ করে, আন্নশুভকামী মানব
তাদৃশ দ্বিজকে দূর হইতে বর্জন করিবে ।
হীনাঙ্গ ও অধিকাঙ্গ দ্বিজগণ এবং যাহাদের
পৌর্বাপর্য্য নাই, ব্রত, শ্রাদ্ধ ও দান কার্য্যে
তাদৃশ দ্বিজগণ দূর হইতে বর্জনীয় । বেদাধ্যয়ন-
বিবর্জিত দ্বিজগণ লৌহনির্ম্মিত তরুণী রমণীর
নায়, অর্গাৎ কোন কার্য্যকর নহে ; যাহারা
তাদৃশ দ্বিজগণ দ্বারা যাজন কার্য্য করায়, নিঃসংশয়
সে বার্ঘ্যে যাজক যজমান উভয়েই পতিত হয় ।
আর ষট্কার্মনিরত দ্বিজগণ শাল্ললীতকনির্ম্মিত
তরুণীর স্নায়, তাঁহারা দাতাকে উদ্ধার করেন ও
আপনিও উত্তীর্ণ হন । হে পার্থ ! যে গতমৎসর
মানব সোমেশ্বরে শ্রাদ্ধ করে, কল্পকাল পর্য্যন্ত
প্রেতগণ তাহার প্রতি স্মৃতীত থাকেন । যে নয়
এই তীর্থে অগ্রজন্মা দ্বিজকে অন্ন, বসন ও হিরণ্য
দান করে, আমি সত্যই বলিতেছি, তাহার
শকরলোকে গতি হয় । এই তীর্থে বিত্তক ষেত

৭৫। রক্তং বা পীতবর্ণং বা সর্ষপলক্ষণসংযুতম।
কুঙ্কুমেণ বিনিপ্তাঙ্গাবগ্জমহয়াবপি । ৭৬। অঙ্গাম-
ভূষিতৌ কাণৌ সিতবস্ত্রাবগ্গীর্ণিতৌ। অজিঃ
প্রদীপতাঃ ক্ষেপে মদীয়ে হয়মাক্রহ । ৭৭। আকুটে
ভ্রাক্ষণে ক্রযান্তঃকরঃ প্রীযতামিতি । স যাতি শাক্ষরং
লোকং সর্ষপাপবিবর্জিতঃ । ৭৮। উপরাগে তু
সোমশ্চ তীর্থঃ গহা জিতেন্দ্রিয়ঃ । সতালোকাচ্চ্যুত-
শ্চাপি রাজা ভবতি ধার্মিকঃ । ৭৯। তস্ত বাসঃ
সদা রাজস্র নন্তাত কদাচন। দীর্ঘায়ুর্জায়তে পুত্রো
ভার্যা চ বশবর্তিনী । ৮০। জীবেষ্বর্ষশতং সাগ্নঃ
সর্ষপঃখবিবর্জিতঃ । সোপবাসো জিতক্রোধো ধেনুঃ
দ্যাদিভ্রম্যনে । ৮১। সবৎসাং ক্ষীরসংযুক্তাং শ্বেত-
বস্ত্রাবলোকিতাম। শবলাং পীতবর্ণাঞ্চ ধূমাং বা
নীলকর্করাম । ৮২। কপিলাং বা সবৎসাং চ
ঘণ্টাভরণভূষিতাম। রূপাখুরাং কাংস্তদোহাং
স্বর্ণশৃঙ্গাং নরেশ্বর । ৮৩। শ্বেতয়া বর্জতে বংশো
রক্তা সৌভাগ্যবর্জিনী । শবলা পীতবর্ণা চ হুংখর্যো
সম্প্রকীর্ণিতে । ৮৪। কপিলা নাশয়েৎ পাপং সপ্ত-

বর্ণ তরুণ অথ দান করিতে হয়; লোহিত কিম্বা
পীতবর্ণ অথও দান করা চলে, কিন্তু যেরূপ অথই
দান করা হউক, ঐ অথ সর্ষপলক্ষণসম্পন্ন হওয়া
একান্ত প্রয়োজন। দানকালে অথ ও অথগ্রাহী
অগ্জন্মা দ্বিজের দেহ কুম্ভ দ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া
বিপুল মালা দ্বারা ভূষিত ও শুভ্র বস্ত্র দ্বারা
আচ্ছাদিত করিবে, তাহরপর দাতা কহিবে—এই
অথের স্বক্ষদেশে অজি প্রদান করিয়া এই অথে
আরোহণ করুন। অনন্তর দ্বিজ অথের আকুট
হইলে দাতা কহিবে—‘ভাক্ষর অমোর প্রতি প্রীত
হউন।’ এইরূপ অথ দান করিলে দাতা সর্ষ-
পাপবিবর্জিত হইয়া শকরলোকে গমন করে।
যে জিতেন্দ্রিয় মানব গ্রহণকালে সোমেশ্বর তীর্থে
গমন করেন, তাহার সতালোকে গতি হয়, কক্ষ-
ক্ষয়ে সতালোক হইতে তাহার বিচ্যুতি ঘটিলে
তিনি ধার্মিক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।
কদাচ তাহার আবাস বিনষ্ট হয় না, তিনি দীর্ঘায়ু
তনয় ও বশবর্তিনী পত্নী প্রাপ্ত হন এবং সর্ষপ-
বিবর্জিত হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকেন।
জিতক্রোধ মানব উপবাসী হইয়া দ্বিজকে ক্ষীর-
সংযুক্তা সবৎসা ও শুভ্রবস্ত্রাবগ্গীর্ণিতা ধেনু দান
করিবে। শবলা, পীতবর্ণা, ধূমা, নীল, কর্কর ও
কপিলা—যে কোন ধেনু দান করা যায়,

জন্মসমুদ্ভবম। সত্যলোকমবাপ্নোতি গোপ্রদায়ী
নরেশ্বর । ৮৫। পক্ষান্তেষ্থ ব্যতীপাতে বৈধৃতৌ
রবিসংক্রমে। দিনক্ষয়ে গজচ্ছায়াঃ গ্রহণে ভাক্ষ-
রশ্চ চ । ৮৬। যে ব্রজন্তি মহাত্মানঃ সঙ্গমে সুর-
হর্লভে। যদাবগ্গীর্ণিতা তু চাঙ্গানঃ সঙ্গমে বিশেষঃ ।
৮৭। হৃদয়াস্তজ্জলে জাপ্যা প্রাণায়ামোহথবা নৃপ।
গায়ত্রী বৈকবী চৈব সৌরী শৈবী যদৃচ্ছয়া। তেহপি
পাপৈঃ প্রমুচ্যন্ত ইত্যোবং শকরোহববীৎ । ৮৮।
জগতীং সোমনাথশ্চ যন্ত কুর্যাৎ প্রদক্ষিণাম। প্রদ-
ক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা । ৮৯। ব্রহ্মহত্যা
সুরাপানঃ গুরুদার-নিষেবণম। ক্রণহা স্বর্ণহর্তা চ
মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ । ৯০। তীর্থাধ্যানমিদং পুণ্যং
যঃ শৃণোতি জিতেন্দ্রিয়ঃ। ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগী
চাঙ্গোগী সুখমাপুয়াৎ । ৯১। যন্তে সন্দহতে চেতঃ
শুশ্রু তন্মে যুধিষ্ঠির। নৈকপি নৃপ লোকেহস্মিন
ক্রণহত্যা সুহৃন্ত্যজা । ৯২। কিমু মড়বিংশতিং পার্ধ

দানীয় ধেনু সবৎসা ও ঘণ্টাভরণভূষিতা করিবে;
তাহার খুর রোপ্যময়, উদর কাংস্তময় ও শৃঙ্গ
স্বর্ণময় করিয়া দান করিবে। হে নরেশ! শ্বেত-
বর্ণ ধেনু দানে বংশরুদ্ধি ও লোহিত ধেনু দানে
সৌভাগ্য বৃদ্ধি করে; আর শবলা ও পীতবর্ণা ধেনু
হুংখনাশিনী বলিয়া কথিত হয় এবং কপিলা ধেনু
সপ্তজন্মাজ্জিত পাপ বিনাশ করে। হে নরেশ!
যে নর এই সকল ধেনু দান করে, তাহার সত্য-
লোকে গতি হয়। যে সকল মহাত্মা মানব
সমাবগ্গা, পুর্ণিমা, ব্যতীপাত, বৈধৃতি, সংক্রান্তি,
দিনক্ষয়, গজচ্ছায়া ও সূর্যাগ্রহণে দেবদুর্লভ
সঙ্গমতীর্থে গমন করেন ও সঙ্গমতীর্থযাত্রিকা
দ্বারা দেহ লিপ্ত করিয়া সঙ্গমজলে প্রবেশ করেন,
হৃদয় পর্য্যন্ত জলে নিমগ্ন থাকিয়া প্রাণায়াম পুরঃসর
বৈকবী, সৌরী ও শৈবী গায়ত্রী যথেষ্ট জপ
করেন, শকর কহিয়াছেন—তাহারাও সর্ষপাপ-
বিন্যুক্ত হন। ইহ জগতে যে মানব সোমনাথের
প্রদক্ষিণ করিয়াছে, তাহার সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা
প্রদক্ষিণ করা হইয়াছে। ব্রহ্মহাতী সুরাপায়ী,
গুরুদারনিষেবী, ক্রণহাতী ও স্বর্ণহস্তী—ইহারাও
সোমনাথসেবায় সর্ষপাপবিবর্জিত হয়, সংশয়
নাই। জিতেন্দ্রিয় হইয়া সোমেশ্বর তীর্থের এই
পুণ্য উপাখ্যান শ্রবণ করিলে রোগী রোগমুক্ত
ও নীরোগ ব্যক্তি সুখলাভ করে। হে যুধিষ্ঠির!
তুমি লোহার হৃদয় দত্ত হইতেছে, অতএব তুমিও

প্রাপ্য যাঃ স্কন্দাকরঃ । সোহপি তীর্থমিদং প্রাপ
তপস্তপ্তা সূত্শচরম্ ॥ ১৩ ॥ বিমুক্তঃ সৰ্বপাপেভ্যঃ
শীতরশ্মিরভূৎ সুখী । শ্রবতে নৃপ পৌরাণী গাথা
গীতা মহর্ষিভিঃ ॥ ১৪ ॥ লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতং হেকং
দশক্রগহনং ভবেৎ । অতো লিঙ্গত্বয়ং সোমঃ
স্থাপয়ামাস ভারত ॥ ১৫ ॥ রেবোর্কিসঙ্গমে হাদ্যঃ
দ্বিতীয়ঃ ভৃগুকচ্চকে । ততঃ সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্য
প্রভাসে তু তৃতীয়কম্ ॥ ১৬ ॥ ইতি তে কথিতং
সৰ্বং তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্ । ধৰ্ম্মাঃ যশস্তম্যায়ম্
স্বৰ্গাঃ সংস্কৃদ্ধিকনুগাম্ ॥ ১৭ ॥ পুত্রার্থী লভতে
পুত্রারিকামঃ স্বৰ্গমাপুয়াৎ । মুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যস্তীর্ণঃ
কৃষা পরঃ নৃপ ॥ ১৮ ॥ এতেন্নৈ সৰ্বমাখ্যাতং
সোমনাথস্ত যৎকলম্ । শ্রদ্ধা পুত্রগবাপোতি স্নাহা
চাষ্টৌ ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সোমনাথতীর্থমাহাত্ম্যাবলম্বনং নাম
পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

সোমেশ্বরের পুণ্য উপাখ্যান শ্রবণ কর! হে নৃপ!
ইহলোকে একটি ক্রমহত্যার পাপও অতি দুঃখে
দূর হয় না, শীতরশ্মি শশধর ষড়্বিশতি ক্রমহত্যা
করিয়াও এই সোমেশ্বর তীর্থে সূত্শচর উপাসনা
করত সুখী হইয়াছিলেন, অতএব হে পার্শ্ব!
এই সোমেশ্বরের বিষয় অবিকল আর কি বলিল?
হে নৃপ! মহর্ষিগণের মুখে এক পুরাতন গাথা
শ্রুত হয়, তাঁহারা কহেন,—একটি শিবলিঙ্গ স্থাপনে
দশ ক্রম হত্যার পাতক নষ্ট হয়। হে ভারত!
নিশাকর এই বচন শ্রুতিপ্রাপ্ত তিনটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করেন। ইহার মধ্যে প্রথম লিঙ্গ রেবা ও প্রসি-
দ্বসঙ্গমে; দ্বিতীয় ভৃগুকচ্চকে ও তৃতীয় প্রভাস-
ক্ষেত্রে। নিশাপতি এই লিঙ্গত্বয় প্রতিষ্ঠা করিয়া
পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই তোমার নিকট
সোমেশ্বর তীর্থের সমুদয় অতুল্য মাহাত্ম্য কীর্তিত
হইল, এই সোমেশ্বরমাহাত্ম্য মানবগণের ধর্ম্মা,
যশস্ত, আয়ুশ্য, স্বৰ্গ ও সংস্কৃদ্ধিকারক। হে নৃপ!
সোমেশ্বরপ্রভাবে পুত্রার্থী মানব বহু পুত্র,
এবং নিকাম মানব সৰ্বপাপবিমুক্ত হইয়া স্বৰ্গ
লাভ করে। এই তোমার নিকট সোমনাথের
অখিল পুণ্যফল বলিলাম, ইহার শ্রবণে মানবের
একপুত্র ও সোমেশ্বরে স্নান করিলে আট পুত্র
লাভ হয়, সংশয় নাই। ৬৯—৯৯।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহারাজ
পিঙ্গলাবর্তমুত্তমম্ । সঙ্গমস্থ সমীপস্থ রেবায়া
উত্তরে তটে । হব্যবাহেন রাজেন্দ্র স্থাপিতঃ
পিঙ্গলেশ্বরঃ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । হব্যবাহেন
ভগবন্নৌবরঃ স্থাপিতঃ কথম্ । এতদাখ্যাহি মে
সৰ্বং প্রসাদাৎকুমহর্ষি ॥ ২ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
শম্ভুনা রেতসা রাজঃস্তুর্ণিতো হব্যবাহনঃ । প্রাপ্ত-
সৌখ্যেন রৌদ্রেণ গোৰ্ঘ্যাক্রৌড়নচেতসা ॥ ৩ ॥
হব্যবাহুগে ক্ষিপ্তং ক্রুদ্রেনামিততেজসা । ক্রুদন্ত
রেতসা একস্তীর্ণযাত্রাকৃতাদরঃ ॥ ৪ ॥ সাগরাংশ্চ
নদীর্গতা ক্রমাৎসেবাং সমাগতঃ । চচার পরয়া
ভক্তা ধ্যানমগ্নঃ চিত্তাশনঃ ॥ ৫ ॥ বায়ুভক্ষঃ শতঃ
সাগ্রাঃ যাবতেপে চিত্তাশনঃ । তাবত্তুষ্টো মহাদেবো
বরদো জাতবেদসঃ । সন্নিধৌ সমুপেত্যথ বচনং
চেদমববীৎ ॥ ৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ । বরং ব্রূণীষ

ষড়শীতিতম অধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ! অনন্তর
পিঙ্গলাবর্ত ভাগে গমন করিবো। এই পিঙ্গলাবর্ত
রেবায় উত্তরতটে সঙ্গমতীর্থের সমীপেই বিদ্যমান।
হে রাজেন্দ্র! পাবক এই স্থানে পিঙ্গলেশ্বর নামক
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করি-
লেন,—হে ভগবন! পাবক কেন ঈশ্বরলিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করিলেন? এমত সকল বর্ণন করিয়া
আমাকে যত্নগৃহীত করুন। শ্রীমার্কণ্ডেয় উত্তর
কহিলেন,—পূর্বকালে শম্ভু শিব বেত দ্বারা তীর্থা-
শনের তপস্বী করেন। একদা দেবদেব ক্রুদ্র
গৌরীর সহিত ক্রৌড় করিতেছিলেন, শকর যখন
ক্রৌড়ামুখে নিরত, তৎকালে পাবক তাঁহাব
সমীপে উপনীত হন, তখন অমিততেজা ক্রুদ্র
জাতবেদার বদনে তদীয় বীণা নিক্ষেপ করেন।
অনন্তর ক্রুদ্রহেজোদন্ত পাবকের তীর্ণযাত্রায়
আদর হয়, তিনি সাগরান্ত পুণ্য নদীসমুদ্র ভ্রমণ
ও দর্শন করিয়া ক্রমে নর্ম্মদাতীরে সমাগত হন ও
পরম ভক্তিভরে তাঁর ধ্যানযোগে তপস্চরণ
করেন। তপস্কাময়ে চিত্তাশন বায়ু ভক্ষণ
করিয়া কিঞ্চিদধিক শত বৎসর অতিবাহিত করিলে
বরদ মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সমীপে আগমন-
পুষ্পক বলিতে লাগিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে
চিত্তাশন! তোমার মনোগত অভীষ্টবর প্রার্থন

হব্যাহ যন্তে মনসি বর্ততে । ৭ । বহিঃকবাচ ।
নমস্তে সৰ্বলোকেশ উগ্রমূৰ্ত্তে নমোহস্ত তে ।
রেতসা তব সন্দন্ধঃ কুপী জাতো মহেশ্বর । কুপাং
কুরু মহাদেব মম রোগং বিনাশয় । ৮ । ঈশ্বর
উবাচ । হব্যবাহ ভবারোগো মৎপ্রসাদাচ্চ সহরম্ ।
অত্র তীৰ্থে কৃতান্নানঃ স্বরূপং প্রতিপৎশ্রমে । ৯ ।
ইত্যুক্তা চ মহাদেবস্তজৈবাস্তরধীয়ত । অনন্তরং
হব্যবাহঃ সন্মৌ রেবাজলে ত্বরন্ । ১০ । তদৈব
রোগনির্মুক্তোহভবদ্বিব্যস্বরূপবান্ । স্থাপয়ামাস
দেবেশং স বহিঃ পিঙ্গলেশ্বরম্ । ১১ । নান্না
সম্পূজয়ামাস তুষ্টাব স্ততিভির্মুদা । ততো জগাম
দেশং স্বং দেবানাং হব্যবাহনঃ । ১২ । হব্যবাহেন
ভূপৈবঃ স্থাপিতঃ পিঙ্গলেশ্বরঃ । জিতকোষো হি
যন্তত্র উপবাসং সমাচরেৎ । ১৩ । অতিরাত্রকলং
তত্র অস্তে কদ্রহমাধুয়াৎ । গুণাধিতায় বিপ্রায়
কপিলাং তত্র ভারত । ১৪ । অনন্তরং সর্বসাং
চ শক্যালঙ্কারভূবিতাম্ । যঃ প্রযচ্ছতি রাজৈল্ল স
গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ । ১৫ ।

ইতি শ্রীকান্দে পিঙ্গলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবলম্বনং নাম
ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

কর । বহিঃ বলিলেন,—হে মহেশ্বর । আপনি
সর্বলোকেশ ঈশ্বর, আপনাকে নমস্কার ; এই
জগৎই আপনার মূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার,
আমি আপনার রোতো দ্বারা দন্ধ হইয়া কুষ্ঠরোগ-
গ্রস্ত হইয়াছি ; হে মহাদেব ! আমার প্রাণ কুপা
করিয়া আপনি আমার এই কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট করুন ।
ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে মহাবাহো হব্যবাহ !
আমার প্রসাদে এই তীর্থে গ্নান করিয়া সহর
ভূমি তোমার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে । অনন্তর
মহাদেব হব্যবাহকে এই কথা কহিয়া সেই স্থানে
অপ্রবর্তিত হইলেন । দেবগণের হব্যবাহী পাবক
তখন সেই রেবানীয়ে পতিত হইয়া গ্নান করিলেন ।
পাবক গ্নানমাত্রেই রোগবৃদ্ধ হইয়া দিব্যরূপ প্রাপ্ত
হইলেন ও পিঙ্গলেশ্বর নামে দেবেশ শঙ্করালঙ্কার
স্থাপন করিয়া কুষ্ঠান্তঃকরণে বিবিধ স্ততিবাক্যে
শঙ্করের পূজা করত স্বয়ং আনায়ে গমন করিলেন ।
হে ভূপ ! হব্যবাহ এইরূপে পিঙ্গলেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন
করিয়াছিলেন । যে জিতকোষ মানব পিঙ্গলেশ্বর-
সমীপে উপবাস করে, তাহার অতিরাত্র-যজ্ঞকল
লাভ হয় এবং সে দেহাবসানে কদ্রহ লাভ করে ।
হে ভারত ! যে মানব । পিঙ্গলেশ্বর তীর্থে সর্বসাং

সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্নহীপাল
তীর্থং পরমশোভনম্ । স্থাপিতং মুনিসজ্জৈর্যদ্রক্ষ-
বংশসমুদ্ভবৈঃ । ১ । ঋণমোচনমিত্যাখ্যং রেবাতট-
সমাপ্তিকম্ । ঋণাসং মল্লজো ভক্ত্যা তর্পয়ন্
পিতৃদেবতাঃ । ২ । দেবৈঃ পিতৃমল্লবৈশ্চ
ঋণমাক্রুতং চ যৎ । মৃত্যুতে তৎকণামর্ত্যঃ
গাতো বৈ নম্মদাবলেঃ । ৩ । প্রত্যক্ষং দুরিতং
তত্র দৃশ্যতে ফলরূপতঃ । তত্র তীর্থং তু যো
রাজরেকচক্ৰো জিতেন্দ্রিয়ঃ । ৪ । নান্না দানং চ
বৈ দদাদিচ্ছন্নোদগারজাপতিম্ । ঋণত্রয়বিনির্মুক্তো
নাকে দীপ্যতি দেববৎ । ৫

ইতি শ্রীকান্দে ঋণত্রয়মোচনতীর্থমাহাত্ম্যাবলম্বনং
নাম সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

কপিলা বেণু যবান্ধি অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিয়া
গুণাধিত দ্বিজকে দান করে, হে রাজেন্দ্র ! তাহার
পরমগতি লাভ হয় । ১—৫ ।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল ! অনন্তর
ব্রহ্মবংশসমুদ্ভব ঋষিসঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠিত পরমশোভন ঋণ-
মোচন তীর্থে গমন করিবে । এই পরম তীর্থ ঋণ-
মোচন নম্মদার তীর্থে বিরাজিত । যে মানব ঋণা-
যাবৎ এই ঋণমোচন তীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃদেব-
গণের তর্পণ করে, সে দেব, পিতৃ ও আত্মকৃত ঋণ
হইতে সদ্য মুক্ত হয় । যে নর রেবানীয়ে অব-
গাহন করে, তাহারও পাতক হইতে সদ্য মুক্তি
হইয়া থাকে । তীর্থে পাপ করিলেও সে পাপ
সদ্য প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ দৃষ্ট হয় । হে রাজন ! যে
জিতেন্দ্রিয় মানব একমনা হইয়া ঋণমোচনতীর্থে
গ্নান, দান ও গিরিজাপতির পূজা করেন, তিনি
দেবাদিঋণত্রয় মুক্ত হইয়া দেববৎ দেবালয়ে
দীপ্ত হন । ১—৫ ।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

[অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । তসৌবানন্তরং পার্থ
কাপিলঃ তীর্থমাশ্রয়েৎ । স্থাপিতং কপিলেনৈব
সৰ্বপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ অষ্টম্যাং চ সিতে পক্ষে
চতুর্দশাং নরেশ্বর । স্থাপয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা
কপিলাক্ষীরসর্পিষা ॥ ২ ॥ শ্রীখণ্ডেন সুগন্ধেন
গুণৈস্তে মহেশ্বরম্ । ততঃ সুগন্ধপুষ্পৈশ্চ শ্বেতৈশ্চ
নৃপসত্তম ॥ ৩ ॥ যেহর্চয়ন্তি জিতক্রোধা ন তে যান্তি
যমালয়ম্ । অসিপত্নবনং ঘোরং যমচুলী সুদারুণা ॥
৪ ॥ দৃশ্যতে নৈব বিদ্বদ্ভিঃ কপিলেশ্বরপূজনাৎ ।
স্বাস্থ্যং রেবাজলে পুণ্যে ভোজয়েদ্ভাঙ্গান্ শুভান্ ॥
৫ ॥ গোপ্রদানেন বশ্লেণ তিলদানেন ভারত ।
ছত্রশয্যাপ্রদানেন রাজা ভবতি ধার্মিকঃ ॥ ৬ ॥
তীব্রতেজা বিঘোরশ্চ জীবৎপুত্রঃ প্রিয়বদনঃ ।
শক্রবর্গো ন তস্তা স্মৃৎ কদাচিত্ পাণ্ডুনন্দন ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীশ্বান্দে কপিলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনঃ
নামাষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পার্থ! ইহার পব
কাপিল তীর্থের আশ্রয় লইবে। সৰ্বপাতকনাশন
এই কাপিলতীর্থ—কপিল প্রতিষ্ঠা করেন। হে
নরেশ্বর! যে সকল জিতক্রোধ মানব শুক্রাশ্রমী
কিংবা চতুর্দশীতে কপিলাশ্রিত দ্বারা পরম ভক্তি-
সহকারে মহেশ্বরকে স্থান করাইয়া সুগন্ধ শ্রীখণ্ড
দ্বারা তাঁহার দেহ লিপ্ত করেন এবং হে নৃপসত্তম!
অনন্তর সুগন্ধি শ্বেতপুষ্প দ্বারা শক্ররের পূজা
করেন, তাহাদের যমালয়ে যাইতে হয় না। অসি-
পত্নবন নামে যমের ঘোর সুদারুণ চুলী আছে,
জ্ঞানিগণ কপিলেশ্বরের পূজা করিয়া সেই ভীষণ
যমচুলী অবলোকন করেন না। হে ভারত!
পুণ্য রেবানীয়ে অবগাহন করিয়া ভ্রাঙ্গণভোজন
করাইলে ও গো, বস্ত্র, ছত্র, শয্যা, এবং তিল
দান করিলে নর ধার্মিক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ
করেন, তিনি তীব্রতেজা অথচ শান্তসৌম্য, জীবৎ-
পুত্র ও প্রিয়ভাষী হন; হে পাণ্ডব! তাঁহার কোনই
ধাকে না। ১—৭।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

একোন্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছত্ব রাজেশ্ব
পুতিকেশ্বরমুত্তমম্ । নশ্বদাদাক্ষণে কূলে সৰ্বপাপ-
ক্ষয়করম্ ॥ ১ ॥ স্থাপিতং জাম্ববন্তেন লোকানাং তু
হিতার্থিনা । রাজা প্রসেনজিহ্নাম তস্তাং বক্ষস্বলান-
মণৌ ॥ ২ ॥ সমুৎকিঞ্চে তু তেনৈব সপুত্রিরভবদ-
বর্ণঃ । তত্র তীর্থে তপস্তপ্তা নিবৰ্ণঃ সমজায়ত ॥
৩ ॥ তেন তৎস্থাপিতং লিঙ্গং পুতিকেশ্বরমুত্তমম্ ।
যন্তত্র মনুজো ভক্ত্যা স্নায়াদ্ভরতসত্তম ॥ ৪ ॥ সর্বান
কামানবাপ্নোতি সম্পূজ্য পরমেশ্বরম্ । কৃষ্ণাষ্টম্যাং
চতুর্দশাং সৰ্ব কালং নরাধিপ । যেহর্চয়ন্তি সদা
দেবং তে ন যান্তি যমালয়ম্ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীশ্বান্দে পুতিকেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনঃ
নামৈকোন্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

উন্নবতিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেশ্ব! অনন্তর
অনুত্তম পুতিকেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। সৰ্বপাপ-
ক্ষয়কর এই পুতিকা তীর্থ নশ্বদার দক্ষিণকূলে
বিদ্যমান। লোকহিতার্থ জাম্ববান এই তীর্থের
প্রতিষ্ঠা করেন; রাজা প্রসেনজিতের বক্ষস্বল স্থিত
সুমন্তকর্মণি এই স্থানে নিষ্কিপ্ত হইলে জাম্ববান
সেই মণি গ্রহণ করিয়া পুতিগন্ধযুক্ত ত্রণ দ্বারা
সমাক্রান্ত হন। অনন্তর জাম্ববান এই তীর্থে
তপস্তা করিয়া নিবৰ্ণ হন ও তিনিই শেষে এই
স্থানে পুতিকেশ্বরের প্রতিষ্ঠা করেন। হে ভরত-
সত্তম! যে মানব ভক্তিসহকারে পুতিকেশ্বর তীর্থে
স্থান করিয়া পরমেশ্বরের পূজা করে, তাহার অখিল
কামনা লাভ হয়। হে নরাধিপ! যাহারা কৃষ্ণা-
ষ্টমী ও কৃষ্ণচতুর্দশীতে সৰ্বদা দেবদেবের পূজা
করে, তাহারা যমালয়ে গমন করে না। ১—৫।

উন্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । রেবায়া উত্তরে কূলে
বৈকবঃ তীর্থমুত্তমম্ । জলশায়ীতি বৈ নাম বিখ্যাতং
বনুধাতলে ॥ ১ ॥ দানবানাং বধঃ কৃৎস্না শুশ্রুস্তত্র
জনর্দ্দনঃ । চক্রঃ প্রক্ষালিতঃ তত্র দেবদেবেন চক্রিণা ।
সুদর্শনঃ চ নিপ্পাপঃ রেবাজলসমাশ্রয়াৎ ॥ ২ ॥ যুধি-
ষ্ঠির উবাচ । চক্রতীর্থং সমাচক্ষুঃ মুনিসজ্জৈশ্চ
বন্দিতম্ । বিকোঃ প্রভাবমতুলং রেবায়া
শৈব যৎকলম্ ॥ ৩ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । সাধু-
সাধু মহাপ্রাজ্ঞ বিরক্তস্যঃ যুধিষ্ঠির । গুহাদগুহতরং
তীর্থং নিখিঃ চক্রিণা স্বয়ম্ ॥ ৪ ॥ তত্তেহং সম্প্র-
বক্ষ্যামি কথং পাপপ্রণাশিনীম্ । আসীৎ পুরা মহা-
দৈত্যস্তালমেঘ ইতি শ্রুতঃ ॥ ৫ ॥ তেন দেবা জিতাঃ
সর্বৈ হতরাজ্যা নরাধিপ । যজ্ঞভাগান্ স্বয়ং ভুঞ্জেরু
অহং বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥ ধনদস্ত হতঃ বিকঃ
কঃ শক্রস্ত রাবণঃ । ইন্দ্রাণীং বাহুতে পাপো হুয়রত্নঃ

নবতিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—রেবার উত্তর কূলে জল-
শায়ী নামক অল্পদূর বৈকব তীর্থ বিদ্যমান । এই
জলশায়ী বনুধাতলে বিখ্যাত । চক্রধর দেবদেব
জনর্দ্দন দানবগণের বধসাধন করিয়া এই জলশায়ী
তীর্থে শয়ন ও জলশায়ীর জলে চক্র প্রক্ষালিত
করিয়াছিলেন । হে রাজন্ ! অত্র তা রেবাজল-
সংস্পর্শে চক্রীর সুদর্শনচক্র নিপ্পাপ হইয়াছিল ।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন—মুনে ! মুনিগণবন্দিত
চক্রতীর্থের মাহাত্ম্য, বিষ্ণুর অতুল প্রভাব এবং
রেবানারের পুণ্যফল বর্ণন করুন । মার্কণ্ডেয় উত্তর
করিলেন,—হে যুধিষ্ঠির ! সাধু সাধু । হে মহাপ্রাজ্ঞ !
তোমার যথার্থই বিবর্তি জন্মিয়াছে ; এই তীর্থকথা
গুহ হইতেও গুহতর, চক্রধর বিষ্ণু স্বয়ং এই তীর্থের
নিখাতা । সম্প্রতি তোমার নিকট পাপপ্রণাশিনী
জলশায়ী তীর্থকথা সম্যক্ কৌতুহল করিতেছি ।
পুরাকালে তালমেঘ নামে এক ভয়ঙ্কর বিখ্যাত
দানব প্রাক্তুত হইয়াছিল । হে নরাধিপ ! দানব
তালমেঘ দেবগণকে পরাভূত করিয়া তাঁহাদের
রাজ্য অপহরণ করে । রাজ্য হরণ করিয়াও অসুর
নিবৃত্ত হইল না, সে নিঃশঙ্ক আপনাকে
‘আমিই বিষ্ণু’ বলিয়া মনে করিল এবং স্বয়ংই
যজ্ঞভাগ ভোগ করিতে লাগিল । দানব তাল-

রবেয়পি ॥ ৭ ॥ তালমেঘভয়াৎ পার্থঃ রবিক্রজাঃ
সবাসবাঃ । যমঃ স্কন্দো ভলেশোহগ্নিকায়ুর্দেবো
ধনেশ্বরঃ ॥ ৮ ॥ সবাকপতিমহেশাশ্চ নষ্টচিত্তাঃ
পিতামহম্ । গতা দেবা ব্রহ্মলোকং তত্র দৃষ্টা পিতা-
মহম্ ॥ ৯ ॥ তুষ্টবুর্জিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্বাগীশপ্রমুখাঃ
সুরাঃ । গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাৎস্তেদমুপেযুসে ॥ ১০ ॥
দৃষ্টা দেবার্নিরুৎসাহান্ বিবর্ণানবনীপতে । প্রসাদাভি-
মুখো দেবঃ প্রত্যাবাচ দিবৌকসঃ ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মোবাচ ।
স্বাগতঃ সুরসজ্জস্য কাস্তির্নষ্টা পুরাতনী । হিম-
ক্লিষ্টপ্রভাবেণ জ্যোতীঃষৌব মুখানি বঃ ॥ ১২ ॥
প্রশমাদার্চিষামেতদনুদীর্ণং সুরায়ুধম্ । বৃদ্ধস্ত হস্তঃ
কুলিশং কুণ্ঠিতশ্চীব লক্ষ্যতে ॥ ১৩ ॥ কি চায়মরি-
ত্বদ্বারঃ পাশৌ পাশঃ প্রচেতসঃ । যজ্ঞেণ হতবীৰ্য্যস্ত
কণিনো দৈন্তমাস্রিতঃ ॥ ১৪ ॥ কুবেরস্ত মনঃশল্যঃ

মেঘ ধনদের সম্পদ, সুরপতির ঐরাবত ও
দিবাকরের বাজিরত্ন অপহরণ করিল ; কেবল
ইহাই নহে, অবশেষে পাপমতি দানব দেব-
রাজের শটীকে পর্যন্ত অভিলাষ করিতে কাস্ত
হইল না । হে পার্থ ! তালমেঘের ভয়ে সব-
সব রবি, রুদ্র, যম, স্কন্দ, বরুণ, অগ্নি, বায়ু,
দেব ধনদ এবং বাগীশ বৃহস্পতি সহ মহেশ—
সকলেই বিমূঢ়মনা হইয়া পিতামহসমীপে গমন
করিলেন । অনন্তর সুরগুরুপ্রমুখ অমরগণ ব্রহ্ম-
লোকে গমন করিয়াই পিতামহকে সন্দর্শনপূর্বক
বিবিধ স্তুতিবাক্যে তাঁহার স্তুত করিলেন ।
তাঁহারা কহিলেন,—যিনি এক হইয়াও সম্রাট গুণ-
ত্রয়বিভাগার্থ পশ্চাৎ ভেদভাব প্রাপ্ত হন, আমরা
তাঁহাকে নমস্কার করি । হে অবনীপতে !
পিতামহ সুরগণকে নিরুৎসাহ ও বিমর্শ
সন্দর্শন করিয়া প্রসন্নমনে জিজ্ঞাসা করিলেন ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—সুরসজ্জের সুখে আগমন হইয়াছে
ত ? এ কি দেখিতেছি—সুরগণের আর পুরাতনী
কাস্তি নাই দেবগণের বদন কেন হিমক্লেশে পরা-
ভূত জ্যোতিকনিচয়েরস্তায় দৃষ্ট হইতেছে ? প্রভা
প্রশমিতহওয়ায় বিনুধগণের আয়ুধনিচয় আর উজ্জ্বল
হইতেছে না ; বৃদ্ধঘাতী বাসবের বজ্র যেন হত-
প্রভের স্তায় অল্পভূত হইতেছে । এ কি ?—অরি-
গণের ত্বদ্বার বরুণের পাণিতলগত পাশ যেন মত্ত
দ্বারা হতপ্রভ ফণীর স্তায় দৈন্ত প্রাপ্ত হইয়াছে ।
কেন কুবেরের মনঃশল্য পরাভব বলিয়া দিতেছে ?

শংসতীব পরাভবম্। অপবিত্রগদো বায়ুর্ভগ্নশাখ
ইব জমঃ ॥ ১৫ ॥ যমোহপি বিলিখন ভূমিঃ দণ্ডেনাস্ত-
মিতস্থিষা। কুরুতেহস্মিন্নমোঘেহপি নিষ্কাণালত-
লাঘবম্ ॥ ১৬ ॥ অমী চ কথমাচিত্রাঃ প্রতাপক্ষতি-
শীতলাঃ। চিত্রস্তস্তা ইব গতাঃ প্রকামানোকনৌ-
য়তাম্ ॥ ১৭ ॥ তদ্রূপ বৎসাঃ কিমিতঃ প্রার্থয়ধ্বং
সমাগতাঃ। কিমাগমনরূপাঃ বো ক্রত নিঃসংশয়ং
সুরাঃ ॥ ১৮ ॥ ময়ি স্থষ্টিহ লোকানাং রক্ষা যুগ্মাস্ত-
বস্থিতা। ততো মন্দানিলোদ্রুতকমলাকরশোভিনা ॥
১৯ ॥ গুরুং নেত্রসংশ্রুণু প্রেরয়ামাস বৃদ্ধশা। স
দ্বিনেত্রঃ হরেণচক্ষুঃ সংশ্রনয়নার্থিকম্ ॥ ২০ ॥ বাচ
স্পতিক্রবাচৈদং প্রাজ্ঞলিঙ্গজজাসনম্। যুগ্মদংশো-
দ্ভবস্তাত তালমেঘো মহাবলঃ ॥ ২১ ॥ উপতাপয়তে
দেবান ধুমকেতুরিবোচ্ছিতঃ। তেন দেবগণাঃ সঙ্কে
দুঃখিতা দানবেন চ ॥ ২২ ॥ তালনেথো দৈত্য-

পতিঃ সন্নিহ্নো বাধতে বলী। তস্মাত্ত্বাং শরণং
প্রাপ্তাঃ শরণং নো বিধে ভব ॥ ২৩ ॥ ততঃ
প্রসন্নো ভগবান্বেদান্তনরবোধচঃ ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ।
তালমেঘেন বো মধ্যো বলী তেন সমঃ সুরাঃ। বিনা
মাধবদেবেন সাধ্যো মে নৈব দানবঃ ॥ ২৫ ॥ ততঃ
সুরগণাঃ সঙ্কে বিরিঞ্চিপ্রমুখা নৃপ। ক্ষীরোদঃ
প্রস্থিতাঃ সঙ্কে দুঃখিতাস্তেন বৈরিণা ॥ ২৬ ॥ হারিতাঃ
প্রস্থিতা দেবাঃ কেশবং দ্রষ্টুকাময়া। ক্ষীরোদঃ
সাগরং গহাস্তবংস্তে জলশায়িনম্ ॥ ২৭ ॥ দেবা
ঃ। জগদাদিরনাদিত্বং জগদন্তোহপ্যনন্তকঃ।
জগমুর্ভরমুর্ভুত্বং জয় গীর্মাণপূজিত ॥ ২৮ ॥ জয়
ক্ষীরোদশায়িন জয় লক্ষ্ম্যা সদাবৃত। জয় দানব-
নাশায় জয় দেবকীনন্দন ॥ ২৯ ॥ জয় শঙ্কগদাপাণে
জয় চক্রধর প্রভো। ইতি দেবজ্ঞতিং শ্রুত্বা প্রবুদ্ধো
জলশাখ ॥ ৩০ ॥ উবাচ মধুরাং বাণীং মেঘ-

গদা ব্যর্থ হওয়ায় বায়ু কেন ভগ্নশাখা পাদপের স্থান
দৃষ্ট হইতেছেন? যম দেখিতেছি—কাণ্ডহীন দণ্ড
দ্বারা ভূমিতল বিলিখন করিতেছেন। যমের দণ্ড
অমোঘ, সেই অমোঘ দণ্ড কেন আজ নিস্তেজ হইয়া
লঘুবুত্তি অবলম্বন করিয়াছে? এই আদিত্যগণ
কেন ক্ষীণপ্রভ হইয়া শীতলতা লাভ করিয়া-
ছেন? সকলেই যেন চিত্রলিখিতের স্থায় দণ্ডামান
রহিয়াছেন। বৎসগণ! আপনাদের অবস্থা
দর্শনে মনে হইতেছে, আপনারা কোন বিষয়ে
প্রার্থী হইয়া আমার সমীপে উপনীত হইয়াছেন;
অতএব বলুন, আপনাদের পার্থিত্য কি? হে
সুরগণ! নিঃশয়ে আপনাদের আগমন কারণ
বর্ণন করুন। আমার প্রতি মাত্র প্রজামুজনের
ভার আছে, কিন্তু তাহাদের রক্ষাভার তা
আপনাদের প্রতিই স্তম্ভ রহিয়াছে? অনন্তর
বৃদ্ধঘাতী বাসব মন্দ মারুত চালিত কমলাকরবৎ
সহস্রলোচন দ্বারা সুরগুরু বৃহস্পতিকে ব্রহ্মার
বাক্যে উত্তর দানে ইঙ্গিত করিলেন, দেব-
গুরু দ্বিনেত্র হইলেও জ্ঞানবত্তা বশতঃ সহস্র-
লোচন হইতে অধিক। তৎকালে সেই বাচ-
স্পতি অঞ্জলি বক্ষনপূর্বক জলজাসনকে বক্ষ্য-
মাণ বাক্যে উত্তর প্রদান করিলেন। তিনি
বলিলেন,—হে তাত! আপনাদের বংশোৎ-
পন্ন মহাবল তালমেঘ দেবগণের পক্ষে ধুমকেতুর
স্থায় উখিত হইয়া উপতাপিত করিতেছে। বলী-

দান দানবপতি তালমেঘ আনাদের সকলকেই
পীড়িত করিতেছে; অতএব আমরা আপনার
শরণাগত হইয়াছি, হে বিবে! আমাদেরকে আশ্রয়
প্রদান করুন। অনন্তর ভগবান্ পিতামহ প্রীতি-
প্রদাননে দেবগণকে কহিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা
বাললেন,—হে সুরগণ! তালমেঘ আপনাদের
মধ্যে সকলের অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ বলবান, কেহই
তাহার সমকক্ষ নহেন; আমি কেন, দেব মাধব
ব্যতীত হাককে পরাভূত করিতে অশক্তি কেহই সমর্থ
নহে ১২—২৫। হে নৃপ! অনন্তর শক্রপীড়িত দুঃখিত
বিরিঞ্চিপ্রমুখ সুরগণ কেশবের দর্শনাভিলাষে
সংকল্পে ক্ষীরোদসাগরতীরে গমন করিলেন এবং
ক্ষণকাল মধ্যে তথায় উপনীত হইয়া জলশায়ী
জনাদিনের স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ
বাললেন,—আপনি অনাদি হইয়াও জগতের
আদি, মুর্ভুহীন হইলেও জগৎই আপনার
মূর্ত্ত, আপনি অনন্ত হইয়াও জগদন্তক;
হে দেবপূজিত! আপনার জয় হউক। হে
ক্ষীরোদশায়িন! কমলা সতত আপনাকে পরি-
বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, আপনি জয়যুক্ত
হউন। হে দেবকীনন্দন! আপনি দানবগণের
নিহন্তা, আপনার জয় হউক। হে প্রভো!
আপনার করে শঙ্ক, চক্র ও গদা, বিদ্যমান,
আপনি জয়যুক্ত হউন! অনন্তর জলশায়ী জনা-
দিন দেবগণের এবংবিধ জ্ঞতিবাণী শ্রবণে প্রবুদ্ধ

গম্ভীরনিশ্বনাম্ । কিমগং বোধিতো ব্রহ্মন সমর্পেধঃ
সুরাসুরৈঃ ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মোবাচ । তালমেঘভয়াৎ
কৃষ্ণ সস্তাপ্তস্তব মন্দিরম্ । ন বধ্যঃ কস্তচিৎ
পাপস্তালমেঘো জনাৰ্দ্দন ॥ ৩২ ॥ ত্বমেব জহি
তং দৃষ্টং মৃত্যুং যাস্ততি নাস্তথা ॥ ৩৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ
উবাচ । স্বস্থানং গম্যতাং দেবাঃ স্বকীয়াঃ লভত
প্রজাম্ । দৃষ্টান্মানঃ হনিস্যামি তালমেঘং মহাবলম্ ॥
৩৪ ॥ স্থানং ব্রুবন্ত মে দেবা বসেদ্যত্র স দানবঃ ॥
৩৫ ॥ দেবা উচুঃ । হিমাচলগুহায়াং স বসতে
দানবেশ্বরঃ । চতুর্দিশঃশতীশাহস্রৈঃ কন্তাভিঃ পবি
বারিতঃ ॥ ৩৬ ॥ তুরঙ্গৈঃ স্কন্দনৈঃ কৃষ্ণ স্খ্যা তস্ত
ন বিদ্যাতে । নচ নানাবিধাস্তত্র অসম্ভ্যাতত্ত্বাণা
হরে ॥ ৩৭ ॥ দ্বিরদাঃ পর্বতাকারা হুয়াশ্চ দ্বিরদো-
পমাঃ । মহাবলো বসেদ্যত্র গীর্বাণভযদায়কঃ ॥ ৩৮ ॥
শক্ভা দেবো বচস্তেষাং দেবানামাতুরাক্রানাম্ । অচিস্ত-
যদগুরুশস্ত্রং শক্রসঙ্ঘবিনাশনম্ ॥ ৩৯ ॥ চকং করেণ

হইয়া মেঘের আশ্রয় গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত অথচ মগ্ন
নাচে টক্কর করিলেন ;—হে ব্রহ্মন! সুরগণ কি
জন্ম প্রবোধিত করিলেন? ব্রহ্মা বলিলেন,—হে
কৃষ্ণ! দেবগণ তালমেঘভয়ে ভীত হইয়া আপনার
মন্দিরে উপনীত হইয়াছেন । হে জনাৰ্দ্দন! পাপ-
মতি তালমেঘ আপনা দাত্তীক অপর কাহাবও
বধা নহে । আপনি সেই দৃষ্ট দানবকে নিহত
করুন, অন্যথা সে মারবে না । কৃষ্ণ কহিলেন,—
হে দেবগণ! আপনারা স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়া
নিজ নিজ প্রজা লাভ করুন, আমি অনন্ত দৃষ্টান্মা
মহাবল তালমেঘকে নিহত করিব । হে দেবগণ!
সেই দুরাত্মা দানব কোন স্থানে বাস করে, আমাকে
তাহা বলিয়া দিউন । দেবগণ বলিলেন,—সেই
দানবেশ্বর তালমেঘ চতুর্দিশঃশতীশাহস্র রমণীরা
পরিবেষ্টিত হইয়া হিমগিরির গুহামধ্যে বাস করি-
তেছে । তাহার তুরঙ্গ ও রথ নেকত আছে, তাহার
সংখ্যা করা দুঃকর । হে হরে! নানাবিধ
অসংখ্য নট তাহার সমীপে বিদ্যমান, তাহাদের
গুণের ইন্দ্রজয় না । তাহার কার্ত্তনিকর গিরি-
ভূমি ও বাজিনিচয় গজের ন্যায় । দেব-
গণের ভয়দায়ক দানব তালমেঘ এই সকল ক্রেশ্বর্থে
বেষ্টিত হইয়া হিমালয়ে বাস করিতেছে । অন-
ন্তর ভয়াতুর সুরগণের এইরূপ বাক্য
শুনিয়া অধিলোকপ্রভু জনাৰ্দ্দন শক্রসমূহনাশী

সংগৃহ্য গদাচক্রধরঃ প্রভুঃ । শার্ঙ্গং চ মুদলং সৌরং
কটৈর্গৃহ্য জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ৪০ ॥ আরুঢ়ঃ পক্ষিরাজৈশ্চ
বধার্থং দানবস্ত চ । দানবস্ত পুরে পেতুরুৎপাতা ঘোর-
রূপিণঃ ॥ ৪১ ॥ গোমায়ুর্গৃহ্মণ্যো তু কপোতৈঃ সমমা-
বিশৎ । বিনা বাতেন তৈশ্চ বধজদগুং পপাত হ ॥
৪২ ॥ সর্পমুনকয়োৰ্যুদ্রং তথা কেশরিনাগয়োঃ । উন্মার্গাঃ
সরিতস্তত্রাবহন রক্তবিমিশ্রিতাঃ । অকালতরুপুষ্পাণি
দৃষ্ট্বন্তে অসমস্ততাঃ ॥ ৪৩ ॥ ততঃ প্রাপ্তো জগন্নাথো
হিমবন্তং নগেশ্বরম্ । পাঞ্চজন্ত শসহস্রা পুরিতঃ
পুরসন্নিধৌ ॥ ৪৪ ॥ তেন শব্দেন মহতা হারুটো
দানবেশ্বরঃ । উবাচ চ তদা বাক্যং তালমেঘো
মহাবলঃ ॥ ৪৫ ॥ তালমেঘ উবাচ । কোহয়ং মৃত্যুবশং
প্রাপ্তো হস্তাত্মা মম বিক্রমম্ । ধুকুমারাজয়া হ্যন্ত
স্বৈসন্তপরিবারিনঃ ॥ ৪৬ ॥ বলাদানয় তং বদ্ধা
মমাগে বাহুশালিনম্ ॥ ৪৭ ॥ ধুকুমার উবাচ ।

গুরুকে অরণ্যপূর্বক করে শঙ্খ, চক্র, গদা,
শার্ঙ্গধনু, মুদল ও লাঙ্গল ধারণ করিলেন ।
অরণ্যমধ্যে গুরু আসিয়া উপস্থিত হইল । বিষ্ণু
দানববধার্থ পতঙ্গরাজ গুরুড়ে আরোহণ করিয়া
দানবপুত্রাভিনয়ে প্রস্থান করিলেন । ইত্যবসরে
দানবপুরে ঘোররূপী বিবিধ উৎপাত সকল প্রাহুত
হইল ; গুণালগণ গৃহ্মধাগত কপোতদিগের
সহিত মিলিত হইতে লাগিল, বিনা বায়ুতে
তাহার পুরষ্টিত ধ্বজদগু পতিত হইল ; সর্প ও
মুনক এবং করী ও কেশরী পরস্পর সম্মুখ-
সমরে প্রবৃত্ত হইল, নদোনিচয় বিপরীত পথে
প্রবাহিত হইল, সেই সকল নদীজল সহস্রা
কুস্তীরগণে সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল এবং সকল
দিকেই একালে তরুনিকর কুমুদিত দৃষ্ট হইতে
লাগিল । অনন্তর জগৎপতি কেশব নগরাজ
হিমালয়ে উপনীত হইয়া তাহার পুরসন্নিধানে
গমনপূর্বক সহস্রা পাঞ্চজন্ত শঙ্খধ্বনি করিলেন,
সেই মহাশব্দে দানবরাজ মহাবল তালমেঘ
কোথাবিধে হইল এবং ধুকুমার নামক তদীয়
অনেক অনুচরকে সদোধনপূর্বক বলিতে লাগিল ।
তালমেঘ বলিল,—ধুকুমার! আমার বিক্রম
না জানিয়া মৃত্যুর বশবর্তী হইল, এ ব্যক্তি কে?
তুমি সহর স্বৈসন্তে পরিবেষ্টিত হইয়া এই বহু-
বলশালী বীরের নিকট গমন করত ইহাকে
বলপূর্বক বন্ধন করিয়া আমার সমীপে আনয়ন

ଆନୟାମି ନ ସନ୍ଦେହଃ ସୁରୋ ଯକୋହ୍ନି କିରୀଟଃ ।
 ଅନନ୍ତନୌଷ୍ଠିଃ ସମାୟୁକ୍ତୋ ଗଜବାଜିଭଟ୍ଟେଃ ସହ । ୫୮ ।
 ହୃଷିକ୍ଷତୋ ଜଗଦ୍ୟୋନିଃ ସୁପର୍ଣ୍ଣସ୍ତୋ ମହାବଳଃ । ଗୃହତାଂ
 ଗୃହତାମେଷ ଇତ୍ୟୁକ୍ତାନ୍ତେନ କିରୀଟଃ । ୫୯ । ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ୍
 ପ୍ରଧାବନ୍ତ ଇତଃଶେତଃ ସମତଃ । ସୁପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ନିରୂପେନ
 ଦହାନ୍ତେ ଅନନ୍ତା ଯଥା । ୬୦ । ଧୃକ୍ସୁମାରୋହପି କୁକ୍ଷେନ
 ଅରସ୍ତାତେନ ତାଡ଼ିତଃ । ହତୋ ବକ୍ସସ୍ତେନ ପାପୋ
 ସ୍ତୁତାବନ୍ତୋ ରଥୋପରି । ୬୧ । ହାହାକାରଂ ତତଃ ସର୍ବେ
 ଦାନବାଃକ୍ରୁରାତୁରାଃ । ତାଳମେଘସ୍ତତଃ କ୍ରୁରୋ ରଥା-
 କ୍ରୁରୋ ବିନିର୍ଗତଃ । ଦଦୃଶେ କେଶବଂ ପାର୍ଥ ଅଶ୍ଵଚକ୍ର-
 ଗଦାଧରଂ । ୬୨ । ତାଳମେଘ ଉବାଚ । ଅନ୍ତେ ତେ
 ଦାନବାଃ କୃଷ୍ଣ ଯେ ହତାଃ ସମରେ ହସା । ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ-
 ପ୍ରଧ୍ୟା ନ ପୁଂସାଂସୋ ହି ତେହଂଚ୍ୟୁତ । ୬୩ । ଇତ୍ୟୁକ୍ତା
 ଦାନବଃ ପାର୍ଥ ବର୍ଷୟାମାସ ସାୟକେଃ । ଦାନବଂଶ୍ଚ ଅରାନ୍
 ଯୁକ୍ତାଂଶ୍ଚେଦୟାମାସ କେଶବଃ । ୬୪ । ଗରୁଡ଼ାନ୍ନବଦ୍ଧୌଂ
 ସୈନ୍ତବ୍ୟାଂସ୍ୟଂ ଯଂ ସୁରାସୁତେଃ । କୁକ୍ଷେନ ଦ୍ଵିଶ୍ଵାନ୍ତସ୍ତା

ପ୍ରେସିତାଃ ଅଶିନୌସ୍ୟାଃ । ୬୫ । ଦ୍ଵିଶ୍ଵାଂ ଦ୍ଵିଶ୍ଵୀକୃତ୍ୟ
 ପ୍ରେସୟାମାସ ଦାନବଃ । ତାନପ୍ୟାଶ୍ଵଶ୍ଵେନଃ କୁକ୍ଷୁହାଦୟାମାସ
 ସାୟକେଃ । ୬୬ । ତତଃ କ୍ରୁରୋ ଦୈତ୍ୟୋନ ହାସ୍ତେଂ
 ବାଣସ୍ତୁତମଂ । ୬୭ । ବାକ୍ସଂ ପ୍ରେସୟାମାସ ହାସ୍ତେଂ
 ଅମିତଃ ତତଃ । ବାକ୍ସେନେବ ବାୟବ୍ୟଂ ତାଳମେଘୋ
 ବାସଜ୍ଞୟଂ । ୬୮ । ସାର୍ପକେବ ହସିକେଶୋ ବାୟବ୍ୟଂ
 ପ୍ରଶାନ୍ତୟେ । ନାରସିଂହଂ ବୁଝିହୋହପି ପ୍ରେସୟାମାସ
 ପାଶୁବଂ । ୬୯ । ନାରସିଂହଂ ତତୋ ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ତାଳମେଘୋ
 ମହାବଳଃ । ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ଅନନ୍ତନାଈକ୍ଷତ୍ରଂ ଗୃହୀତ୍ଵା ଧୃଞ୍ଜା-
 ଚର୍ମଣୀ । ୭୦ । କୃଷ୍ଣ ହାଂ ପ୍ରେସୟାମାସ ଯଯମାର୍ଗଂ
 ସୁଦାକ୍ଷୟଂ । ଇତ୍ୟୁକ୍ତା ଦାନବଃ ପାର୍ଥ ଆଗତଃ କେଶବଂ
 ପ୍ରତି । ୭୧ । ଧୃଞ୍ଜେନାତାଡ଼ୟଦୈତ୍ୟୋ ଗଦାପାଣିଂ
 ଜନାର୍ଦ୍ଦନଂ । ମଘନାଂ ତତୋ ଗୃହ କେଶବୋ ହସ୍ତେ-
 ମାନସଃ । ୭୨ । ଜଘାନୋରଂଶ୍ଚେନ ପାର୍ଥ ତାଳମେଘଂ
 ମହାହବେ । ଜନାର୍ଦ୍ଦନସ୍ତଦା ଦୈତ୍ୟଂ ଦୈତ୍ୟୋ ହରିମହନ
 ଯୁଦ୍ଧେ । ୭୩ । ଜନାର୍ଦ୍ଦନସ୍ତତଃ କ୍ରୁରଂ ତାଳମେଘାୟ ଭାରତ ।

କର । ଧୃକ୍ସୁମାର ଉତ୍ତର କରଳ,—ଏହି ବୌର ସୁର
 ବକ୍ସ ଅଥବା କିରୀଟ ହିଲେଓ ଆମି ନିଃସନ୍ଦେହ
 ଇହାକେ ଆନୟନ କରିବ । ଅନନ୍ତର ଗରୁଡ଼ାକୃତ
 ମହାବଳ ଜଗଦ୍ୟୋନି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବହୁ ରଥସମାଧୁକ୍ତ
 ହିସ୍ତା ଗଜ, ବାଜୀ ଓ ଭଟଗଣ ସହ ଧୃକ୍ସୁମାରର ସମ୍ମୁଖୀନ
 ହିଲେନ । ତখন ଧୃକ୍ସୁମାରର ଆଦେଶେ ତାଳମେଘର
 କିରୀଟଗଣ ‘ଇହାକେ ଗ୍ରହଣ କର, ଗ୍ରହଣ କର’ ଏହିରୂପ
 କହିସା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ପ୍ରଧାବିତ ହିଲ ଏବଂ ଅଗ୍ନିରୂପୀ
 ସୁପର୍ଣ୍ଣର ସମ୍ମୁଖେ ପଡ଼ିସା । ସକଳେଟି ପତଙ୍ଗର ଶ୍ଵାସ
 ଦହ ହିତେ ଲାଗିଲ । କୃଷ୍ଣ ତখন ଧୃକ୍ସୁମାରର ବକ୍ସ-
 ସ୍ତେନେ ବାଣାଘାତ କରଲେନ, କୃଷ୍ଣ-ବାଣେ ତାଡ଼ିତ
 ହିସ୍ତା ପାପମତି ଧୃକ୍ସୁମାର ଓ ରଥୋପରି ହତଚେତନ
 ହିସ୍ତା ପତିତ ହିଲ । ଅନନ୍ତର ଆତୁର ଅସୁରଗଣ
 ହାହାକାର କରିସା ଉଠିଲ । ତଦର୍ଶନେ ତାଳମେଘ
 କ୍ରୋଧାବିତ ହିସ୍ତା ରଥାରୋହଣପୂର୍ବକ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଉପ-
 ନୀତ ହିଲ । ଦେଖିଲ,—ଅଶ୍ଵଚକ୍ରଗଦାଧର ହରି
 ସମ୍ମୁଖେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ । ହେ ପାର୍ଥ ! ତখন ତାଳମେଘ
 ବଲିଲ,—ହେ କୃଷ୍ଣ ! ତୁମି ସମରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ-
 ପ୍ରଧୁଂସ୍ତେ ସେ ସକଳ ଅସୁର ନିହତ କରିସାଛ, ହେ
 ଅଚ୍ୟୁତ ! ତାହାରା ପୁରୁଷ ନହେ । ହେ ପୃଥ୍ଵୀନନ୍ଦନ !
 ଦାନବ ଏହିରୂପ ବଲିସା ଅରବର୍ଷଣ କରିତେ ଲାଗିଲ,
 କେଶବ ଅରବର୍ଷଣେ ଦାନବକ୍ଷିପ୍ତ ଅରନିକର ଛିନ୍ନ
 କରିସା କେଲିଲେନ । ଏଦିକେ ଗରୁଡ଼ ଓ ସୁରାସୁତେର
 ଅବଧ୍ୟ ଦାନବ ସୈନ୍ୟଗଣକେ ଯୁଦ୍ଧେ ନିହତ କରିତେ
 ଲାଗିଲ । ଦାନବ ତାଳମେଘ ଯେ ସକଳ ଅର ନିକ୍ଷେପ

କରିସାଛିଲ, କୃଷ୍ଣ ତାହାର ଦ୍ଵିଶ୍ଵ କରିସା ଶାନ୍ତି
 ଅରବର୍ଷଣ କରିଲେନ ; ତଦର୍ଶନେ ଦାନବ ଓ ଆବାର ତଦୀୟ
 ବାଣେର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ବାଣ ନିକ୍ଷେପ କରିଲ । କୃଷ୍ଣ ଓ
 ପୁନରାସି ଅଶ୍ଵଶ୍ଵ ବାଣ ନିକ୍ଷେପ କରିସା ତାହାର
 ଅର ସକଳ ସମାଛାଦିତ କରିଲେନ । ଅନ-
 ନ୍ତର ଦାନବ ଅନୁକ୍ରମ ଆଗ୍ରେ ବାଣ ନିକ୍ଷେପ କରିଲ,
 ହରି ଓ ବାକ୍ସ-ଅରେ ତଦୀୟ ଆଗ୍ରେ ଅବ ପ୍ରଶମିତ
 କରିଲେନ । ଦାନବ ତାଳମେଘ ଆବାର ସେହି
 ବାକ୍ସବାଣେର ପ୍ରତିସେଧକରେ ବାୟବ୍ୟ ବାଣ ନିକ୍ଷେପ
 କରିଲ, ନାରସିଂହ ହସିକେଶ ଓ ସର୍ପଣର ପରିତ୍ୟାଗ
 କରିସା ସେହି ବାୟବ୍ୟ ବାଣେର ପ୍ରଶମନପୂର୍ବକ ନାର-
 ସିଂହ ଅର ନିକ୍ଷେପ କରିଲେନ । ୨୬—୫୯ । ହେ ପାଶୁବ ।
 ଅନନ୍ତର ତାଳମେଘ ଦାନବ ମହାବଳ କୃଷ୍ଣେର ନାର-
 ସିଂହ ଅର ଦର୍ଶନେ ରଥ ହିତେ ଅବରଣପୂର୍ବକ
 ସହର ଆସି ଓ ଚର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିସା ବଲିତେ
 ଲାଗିଲ,—ହେ କୃଷ୍ଣ ! ତୋମାକେ ଏପରି ଅସୁଦାକ୍ଷ
 ଯଯମାର୍ଗେର ପଥକ କରିବ । ହେ ପାର୍ଥ ! ଦାନବ
 ଏହିରୂପ ବଲିତେ ବଲିତେ କେଶବେର ସମ୍ମୁଖେ ଉପ-
 ନୀତ ହିଲ, ଏବଂ ତାହାର କରାସିତ ସେହି ଅସିଦ୍ଧାରା
 ଗଦାଧର ଜନାର୍ଦ୍ଦନକେ ଆଘାତ କରିଲ । ହେ ପାର୍ଥ !
 ଅନନ୍ତର ସମରଭୂମି କେଶବ ହର୍ଷତରେ ତାହାର ଧୃଞ୍ଜାନ୍ତ
 ଧାରଣ କରିସା ତখনହି ତାଳମେଘେର ବକ୍ସଂ ସ୍ତେନେ
 ଭୌଷଣ ପ୍ରହାର କରିଲେନ । ଉଭୟେର ଦାକ୍ଷ ଧନ୍ବ
 ଧୁକ୍ତ ଚଲିଲ, ଏକବାର ହରି ଅସୁରକେ ପ୍ରହାର କରି-
 ଲେନ, ଆବାର ପରକ୍ଷେଟି ଅସୁର ହରିକେ ପ୍ରହାର

অমোঘঃ চক্রমাণ্য যুক্তঃ তস্ত চ মূর্ধনি । ৬৪ ।
নিপপাত শিরস্তস্ত পৰ্বতাচ্চ চকম্পিরে । সমুদ্রাঃ
কুভিতাঃ পার্থ নদ্য উন্ন্যারগামিনীঃ । ৬৫ । পুষ্প-
বৃষ্টিঃ ততো দেবা মুমূচুঃ কেশবোপরি । অবধ্যঃ
সুরসজ্জানাং হৃদিতঃ কেশব যয়া । ৬৬ । স্বহা-
শ্চৈব ততো দেবাস্তালমেঘে নিপাতিতে । জনা-
র্দনোহপি কোন্তেয় নৰ্মদাতটমাশ্রিতঃ । ৬৭ ।
কীরোদং নৰ্মদাং মৰা অনন্তভূজগোপরি । লক্ষ্ম্যা
সমবিতঃ কৃষ্ণে নিলীনশ্চোত্তরে তটে । ৬৮ ।
চক্রং বিভীষণঃ মৰ্ত্ত্যে জ্ঞানামানাসমবিতম্ । পতিতং
নৰ্মদাতোয়ে জলশায়িসমীপতঃ । ৬৯ । নিদ্রুত-
কন্মবঃ জাতং নৰ্মদাতোয়যোগতঃ । তালমেঘ-
বধোৎপন্নং যৎ পাপং নৃপনন্দন । ৭০ । তৎসৰ্বং
কালিতং সদ্যো নৰ্মদাস্তসি ভারত । তদাপ্রভৃতি
লোকেহস্মিন জলশায়ী মহীপতে । ৭১ । চক্রতীর্থে
বদন্ত্যন্তে কেচিৎ কালান্ধনাশনম্ । বিপ্যাং
ভারতে বর্ষে নৰ্মদায়া মহীপতে । ৭২ । তত্রীর্থা
প্রভাবোহয়ং শ্রয়তামবনীপতে । যথানন্তো হি

করিতে লাগিল । হে ভারত ! এইরূপে কিছুক্ষণ
রণ হইলে কেশব তালমেঘের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন
এবং তখনই চক্রগ্রহণপূর্বক তাহার মস্তকে
নিষ্কেপ করিলেন । দানবের মস্তক-দেহ হইতে
পতিত হইল ; হে পার্থ ! তখন পৰ্বতগণ
কম্পিত, সাগর-সমূহ ক্ষোভিত ও নদীনিবহ
বিপথগামী হইয়া উঠিল । সুরগণ কেশবের
মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন এবং বলিলেন,—হে
কেশব ! আপনি সুরগণের অবধ্য দানবকে
হৃদিত করিয়াছেন, এখন দেবগণ তালমেঘের
মৃত্যুতে মুগ্ধ হইলেন । হে কুন্তীনন্দন ! অনন্তর
জনর্দন ও নৰ্মদার উত্তর তটে গমন করিলেন
এবং নৰ্মদাকেই কীরসাগর মনে করিয়া
রমার সহিত শেষসর্পের উপরে বিলীন হইলেন ।
জ্ঞানামানাকুল তদীয় ভীষণ চক্র ও মৰ্ত্ত্যের পুতনদী
নৰ্মদাতোয়ে জলশায়িসমীপে পতিত হইয়া নৰ্মদা-
নীরসংস্পর্শে নিম্পাপ হইল । হে পাণ্ডুনন্দন !
তালমেঘের বধ সাধনে চক্রের যে পাপ-
স্পর্শ হইয়াছিল, হে ভারত ! নৰ্মদাজলে সে
সকল কালিত হইয়া গেল । হে মহীপতে ! তদ-
বধ এই জলশায়ী তীর্থ মহীতলে প্রপাত
হইয়াছে । কেহ কেহ ইহাকে কালমেঘনাশন চক্র-
তীর্থ নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন । হে

নাগানাং দেবানাঞ্চ জনর্দনঃ । ৭৩ । মাসানাং
মার্গশীর্ষোহস্তু নদীনাং নৰ্মদা যথা । মাসি মার্গশির্ষে
পার্থ হে কাদম্বাঃ সিতেহহনি । ৭৪ । গতা যো
মনুজো ভক্ত্যা কামক্রোধবিবর্জিতঃ । বৈকবীং
ভাবনাং কৃতা জলেশং তু ব্রজেত বৈ । ৭৫ । এক-
ভুক্তঞ্চ নক্তঞ্চ তর্ধৈবায়াচিতং নৃপ । উপবাসং তথা
দানং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্ । ৭৬ । করোতি চ
কুরুশ্রেষ্ঠ ন স যাতি যমালয়ম্ । যমলোকতয়াভীতা
যে লোকাঃ পাণ্ডুনন্দন । ৭৭ । তে পশুস্ত্রিয়ঃ
কাস্তঃ নাগপৰ্য্যঙ্কশায়িনম্ । গোপীজনসমাবৃত্তং
যোগনিজাং সমাশ্রিতম্ । বিশ্বরূপং জগন্নাথং
সংসারভয়নাশনম্ । ৭৮ । আপ্যেৎ পরয়া ভক্ত্যা
কৌদ্রকীরেণ সর্গিষা । যথেন তোয়মিশ্রেণ জগদ-
যোনিং জনর্দনম্ । ৭৯ । আপ্যমানঞ্চ পশুস্তি যে
লোকা গতমৎসরাঃ । তে যাতি পরমং লোকং
সুরাসুরনমস্কৃতম্ । ৮০ । যুতেন বোধয়েদীপমথবা
তৈলপূরিতম্ । রাত্নৌ জাগরণং কৃতা দেবস্তাগ্রে

মহীপতে ! ভারতবর্ষে এই চক্রতীর্থ বিপ্যাং
ও ইহা নৰ্মদাতীরে প্রতিষ্ঠিত । হে অবনীপতে !
এক্ষণে সেই চক্রতীর্থেই মাগায়া শ্রবণ কর ।
নাগগণমধ্যে যেমন অনন্ত, দেবগণমধ্যে
জনর্দন, মাসসমূহে মার্গশীর্ষ এবং নদীনিবহ-
মধ্যে যেমন নৰ্মদা প্রধান, তদ্রূপ তীর্থসমূহেও
এই চক্রতীর্থ শ্রেষ্ঠ । হে পার্থ ! যে মানব কাম-
ক্রোধ-বিবর্জিত হইয়া মার্গশীর্ষ মাসের শুক্লা
একাদশীতে চক্রতীর্থে গমনপূর্বক ভক্তিতরে
বিষুধ্যান করত জলেশতীর্থে প্রবেশ করে ;
হে নৃপ ! অযাচিত অগ্নে একভোজী কিংবা
নক্তহারী হয় ; উপবাস ও দান করে ; ব্রাহ্মণ
ভোজন করায় ; হে কুরুসকল ! তাঁহার যমালয়ে
যাইতে হয় না । হে পাণ্ডুনন্দন ! যে সকল
লোক যমলোকভয়ে ভীত, তাঁহারা শেষপৰ্য্যঙ্ক-
শায়ী গোপীজনসমাবৃত্ত যোগনিদ্রাবলম্বী জগন্নাথ
সংসারভয়নাশন বিশ্বরূপ কমলাবল্লভকে অবলোকন
করুক । ৭০—৭৮ । যে সকল গতমৎসর নর
পরম ভক্তি সহকারে কীর, মধু, স্নত ও জল-
মিশ্রিত শর্করা দ্বারা জগদযোনি জনর্দনকে
আন করাইয়া তদবস্থায় তাঁহাকে দর্শন করে,
তাঁহারা সুরাসুরনমস্কৃত পরম লোকে গমন
করিয়া থাকে । বিগতবৎসর নরগণ যুত দ্বারা
দেবাগ্রে দীপ প্রজ্জালিত, করিবে অথবা তৈল-

বিমৎসরাঃ ॥ ৮১ ॥ যে কধাঃ বৈকবীঃ তজ্জা
শৃংখলি চ নৃপোত্তম । ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি নশ্বন্তে
নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮২ ॥ প্রদক্ষিণন্তু যে মর্ত্যা জল-
শায়িজগদগুরুম্ । প্রদক্ষিণীকৃতা তৈস্ত সপ্তদ্বীপা
বশুকরা ॥ ৮৩ ॥ ততঃ প্রভাতে বিমলে পিতুন
সন্তর্পয়েজ্জলৈঃ । শ্রাদ্ধঞ্চ ব্রাহ্মণৈস্তত্র যোগৈঃ
পাণ্ডব মানবঃ ॥ ৮৪ ॥ স্বদারনিরতৈঃ শাটৈঃ পর
দারবিবর্জকৈঃ । বেদাভাসনশীলৈশ্চ স্বকর্ম্মনিরতৈঃ
শুভৈঃ ॥ ৮৫ ॥ নিত্যং যজ্ঞনশীলৈশ্চ ত্রিসন্ধ্যাপরি-
পালকৈঃ । শ্রদ্ধয়া কারয়েচ্ছ্রাদ্ধং যদীচ্ছেচ্ছ্য
আত্মনঃ ॥ ৮৬ ॥ তে ধন্তা মানুযে লোকে বন্দ্যা হি
ভুবি মানবাঃ । যে বসন্তি সদাকালং পাদপদ্মায়
হরেঃ ॥ ৮৭ ॥ জলশায়ং প্রপশুন্তি প্রত্যাঙ্কঃ সুর-
নাযকম্ । পক্ষোপবাসং পারাকং ব্রহ্ম চান্দ্রায়ণং
শুভম্ ॥ ৮৮ ॥ মাসোপবাসমুগ্রঞ্চ মঠান্নং পঞ্চমং
ব্রতম্ । তত্র তীর্থে তু যঃ কুর্গ্যাৎ সৌহৃদ্যং গতি-
মাপুয়াৎ ॥ ৮৯ ॥ ত্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । অতঃপরং
প্রবক্ষ্যামি তিলধেনোশ্চ যৎ ফলম্ । যথা যশ্মিন

পুত্রিত উজ্জল দীপাবলী দান করিবে এবং দেব-
সমীপে যামিনী জাগরণ করিবে । যাহারা এইরূপ
করিয়া ভক্তিভরে বিষ্ণুকথা শ্রবণ করে, তে
নৃপোত্তম ! তাহাদের ব্রহ্মহত্যাদি পাপরাশি বিনষ্ট
হয়, সংশয় নাই । যে সকল মানব জগদগুরু জল-
শায়ীর প্রদক্ষিণ করে, তাহাদের সপ্তদ্বীপা বশুকরা
প্রদক্ষিণ করা হয় । অতঃপর নরগণ বিমল
প্রভাতে জল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ ও যোগ্য
দ্বিজগণ দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে । যাহারা স্বদার-
নিরত শাট, পদদারবিমুগ, বেদাভাসনশীল,
সকর্ম্মনিরত, সৌম্যমূর্তি, নিত্য যজ্ঞনশীল ও
ত্রিসন্ধ্যাবিত, আত্মকুশল কামী মানব তাদৃশ দ্বিজ-
গণকে শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধকার্য্যে বরণ করিবেন ।
সর্ব্বদা তাহাদের হরির পাদপদ্মের আশ্রয়ে বাস,
যাহারা সুরনাযক জলশায়ী হরিকে প্রত্যাঙ্ক নি-
ক্ষিপ করেন, যাহারা পক্ষোপবাস পরাক ও শুভানহ
চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করেন অথবা যাহারা মাসো-
পবাস কিংবা শ্রেষ্ঠ মঠমাসোপবাস ও পঞ্চমব্রতধারণ
করেন, ভূতলে তাদৃশ মানবগণই ধন্ত ও বন্দ্য ।
চকতীর্থে এই সকল ব্রতকারী নর অক্ষয় গতি-
লাভ করিয়া থাকেন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অতঃ-
পর তিল ধেনু দানের ফল বলিতেছি ; যে বিধিতে
যে স্থানে যে কালে তিলধেনু দান করিতে হয়

যদা দেয়া দানে তন্মাঃ শুভং ফলম্ ॥ ৯০ ॥ এতৎ
কথাস্তরং পুণ্যমুষেধৈপায়নাৎ পুরা । ঋতং হি
নৈমিষে পুণ্যে নারদাদ্যোরনেকধা ॥ ৯১ ॥ ইদং
পরমমায়ুষাং মঙ্গলাং কৌর্তিবর্দ্ধনম্ । বিপ্রাণাং
শ্রাবয়ন্ বিদ্বান্ ফলানন্ত্যাং সমমুতে ॥ ৯২ ॥ বহুভ্যো
ন প্রদেয়ানি গোগৃহং শয়নং ত্রিয়ঃ । বিভক্তদক্ষিণা
হোঃ দাতারং নাপ্রবন্তি চ ॥ ৯৩ ॥ একমেতৎ
প্রদাতব্যং ন বহুনাং যুধিষ্ঠির । সা চ বিক্রয়মাপন্বা
দহতাসপ্তমং কুলম্ ॥ ৯৪ ॥ তিলাঃ শ্বেতাঙ্গিলাঃ
কৃষ্ণাঙ্গিলা গোমুত্রসন্নিভাঃ । তিলানাং তু বিচি-
ত্রাণাং ধেনুং বৎসং চ কারয়েৎ ॥ ৯৫ ॥ যথা-
লাভা তু সর্কেবাং চতুর্দোণা তু গোঃ স্মৃতা ।
দোণস্ত বৎসকঃ কার্য্যো বহুনাং বাপি কামতঃ ॥ ৯৬ ॥

এবং তিলধেনুদানে যে অল্পতম ফল লাভ হয়,
পূর্ব্বকালে পুণ্য নৈমিষারণ্যে ঋষি দ্বৈপায়নের মুখে
আমি এ সকল শুনিয়াছি । সেখানে নারদাদি অনেক
ঋষি ছিলেন, তাহারাও ইহা শুনিয়াছেন । এই
তিলধেনুদানমাহাত্ম্য পরম আশুয়া, মঙ্গল ও কৌর্তি-
বর্দ্ধন । বিদ্বান ব্যক্তি দ্বিজগণের সমক্ষে এই পুণ্য-
খ্যান কৌর্তন করিয়া অনন্ত ফল লাভ করিয়া
থাকেন । ৯১—৯২ । গো, গৃহ, শয্যা ও কস্তা—
এই সকল দান বহু ব্যক্তিকে প্রদেয় নহে, কারণ
ইহারা পাণ্ডবা দক্ষিণায়তন ব্রত প্রতিগৃহীতার হস্তে
বহুবা বিভক্ত হইয়া গেলে দাতার কোনই ফলদায়ক
হয় না । তে যুধিষ্ঠির । এই তিলধেনু একটি মাত্র
প্রদান করিলে, কিন্তু তাহাও বহু ব্যক্তিকে অর্পণ
করিবে না । কেন না, বহুব্যক্তির হস্তগত হইয়া
যে তিলধেনু বিকীত হইলে, দাতার সপ্ত কুল
পর্ণাস্ত দগ্ধ হইয়া থাকে । তিল অনেক প্রকার
কথিত হয়, তন্মধ্যে কোন তিল শ্বেত, কোন তিল
কৃষ্ণ আবার কোন তিল গোমুত্রসন্নিভ ; এই
বিচিত্র বিবিধ প্রকার তিল দ্বারাষ্ট ধেনু ও বৎস
নির্মাণ করিলে ; অথবা এ সকলের মধ্য যথা-
প্রাপ্ত তিল দ্বারা ধেনু নির্মাণ করিতে পারা যায় ।
কিন্তু যেকোন তিলই লাভ হউক, এই তিলের চারি-
দোণে এক ধেনু নির্মাণ করিলে, ইহাই বিধি ।
এই ত গেল ধেনু ব পরিমাণ, অতঃপর একদোণ
তিল দ্বারা বৎস নির্মাণ করিতে হইবে অথবা
দাতার অভিলাম্বানুসারে বৎস তিল দ্বারাও বৎস
নির্মাণ করা যাইতে পারে । যে দেশে বা যে

যশ্বিন্ দেশে তু যন্মানং বিষয়ে বা বিচারিতম্ ।
 তেন মানেন তাং কুর্করকয়ং কলমশ্রুতে ॥ ১৭ ॥
 অথপূর্বঃ শুচৌ ভূমৌ পুষ্পধূপাক্ষতৈস্তথা । কৰ্ণাভ্যাং
 রত্নে দাতব্যো দীপৌ নেত্রদ্বয়ে তথা ॥ ১৮ ॥ শ্রীখণ্ড-
 মুরসি স্থাপ্যং তাভ্যাং চৈব তু কাঞ্চনম্ । উদ্ধে
 মধু স্তুতং দেয়ং কুৰ্ঘ্যাৎ সৰ্পপরোমকম্ ॥ ১৯ ॥
 কহলে কহলং দদ্যাচ্ছোণ্যাং মধু স্তুতং তথা ।
 যবসং পায়সং দদ্যাৎস্তুতং ক্ষৌদ্রসমধিতম্ ॥ ১০০ ॥
 স্বর্ণশুক্লী রূপাশিকা রুক্ষলাঙ্গুলসংযুতা । রত্নপৃষ্ঠী তু
 দাতব্য্য কাংস্তপাত্ৰাবদোহিনী ॥ ১০১ ॥ যৎস্থাহালা-
 কৃতং পাপং যদ্বা কৃতমজ্ঞানতা । বাচ্য কৃতং কৰ্ম্মকৃতং
 মনসা যদ্বিচারিতম্ ॥ ১০২ ॥ জলে নিষ্টিবিতং চৈব
 মুঘলং বাপি লজ্জিতম্ । বৃষলীগমনং চৈব গুরুদার-
 নিষেবণম্ ॥ ১০৩ ॥ কস্তায়া গমনং চৈব সুবর্ণক্ষেয়-
 মেব চ । সুরাপানং তথা চান্ত্রিতিলধেহুঃ পুন্যতি
 হি ॥ ১০৪ ॥ অহোরাত্রোপবাসেন বিধিবস্তাং
 বিসর্জয়েৎ । যা সা যমপুরে ঘোরে নদী
 বৈতরণী স্মৃতা ॥ ১০৫ ॥ বালুকাযোহশ্মশ্রুতা চ পচ্যাতে

রাজ্যো বিচারবুদ্ধি দ্বারা যে বস্তুর যে পরিমাণ
 নির্দিষ্ট হয়, সেই পরিমাণানুসারেই দেয় বস্তু নিৰ্ম্মাণ
 করিয়া দান করিলে দাতা অক্ষয় কল লাভ
 করিয়া থাকেন । অতঃপর পুৰোক্ত বিধানা-
 নুসারে ধেনু নিশ্চিত হইলে দাতা পুষ্প, ধূপ ও
 অক্ষতাদি দ্বারা শোধিত ভূমিতে অর্থাৎ যে স্থানে
 চিত্ত প্রসন্ন হয়, তাদৃশ স্থানে গমন করিবেন ।
 অনন্তর ধেনুর কণ্ঠযুগলে রত্নত্বয়, নেত্রদ্বয়ে দীপ-
 যুগল, বক্ষে শ্রীখণ্ড, বক্ষের উভয় পাশে স্বর্ণ,
 মস্তকে মধু ও স্তুত, লোমাবলীতে সৰ্প গলকহলে
 কহল এবং পদোদরে মধু ও স্তুত বিস্তৃত করিবেন ।
 অতঃপর ঘাসের জন্ত স্তম্ভধূয়ুক্ত পায়স এবং
 শৃঙ্গে স্বর্ণ, খুরে রৌপ্য, লাঙ্গুলে কাঞ্চন, পৃষ্ঠে রত্ন
 ও দোহনে কাংস্তপাত্র বিস্তৃত করিয়া দান করিবেন ।
 এইরূপ তিলধেনুদানে বাল্যে অজ্ঞানকৃত পাপ,
 বাক্য ও কৰ্ম্ম দ্বারা অজ্ঞিত পাপ, অথবা কেবল
 মন দ্বারা চিন্তিত পাপ, জলে নিষ্টিবন ভাগ,
 মুঘলজঘন, বৃষলীগমন, গুরুদারনিষেবণ কস্তা
 গমন, সুবর্ণধারণ, সুরাপান এবং অস্ত্র যে যে রূপে
 যে যে পাপ সঞ্চিত হয় সে সকল পাপ হইতে
 পূত হওয়া যায় । হে রাজন্! অহোরাত্র
 উপবাস করিয়া যথাবিধি তিলধেনু প্রদান করিবে ।
 হে নৃপ! শাস্ত্রে যমপুরীর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ।

যত্র তুষ্ণতী । অবৌর্চিরকো যত্র যত্র যামলপৰ্বতো ॥
 ১০৬ ॥ যত্র লোহমুখাঃ কাকা যত্র স্থানো ভয়ঙ্করাঃ ।
 অসিপত্রবনং চৈব যত্র সা কূটশাল্মলী ॥ ১০৭ ॥
 তান্ স্মৃথেন ব্যতিক্রম্য ধর্ম্মরাজানয়ং ত্রজেৎ ।
 ধর্ম্মরাজস্ত তং দৃষ্ট্বা স্মৃনুতং বাক্তি ভারত ॥ ১০৮ ॥
 বিমানমুক্তমং যোগ্যাং মণিরত্নবিভূষিতম্ । অত্রাক্ষ-
 নরশ্রেষ্ঠ প্রয়াতি পরমাং গতিম্ ॥ ১০৯ ॥ মা চ চাটু-
 ভটে দোহি মেব দেহি পুরোহিতে । মা চ কাণে
 বিক্রপে চ নানাঙ্গেন চ দেবলে ॥ ১১০ ॥ অবৈদ-
 বিদ্বদে নৈব ব্রাহ্মণে সধাবক্রয়ে । মিত্রেষু চ ক্রতু-
 চ মজ্জহীনে তথৈব চ ॥ ১১১ ॥ বেদান্তগায় দাতব্য্য
 শ্রোত্রিয় কুটুম্বিনে । বেদান্তগম্মতে দেয়া শ্রোত্রিয়ে
 গৃহপালকে ॥ ১১২ ॥ সক্ষাঙ্গকর্চরে বিপ্রৈঃ সদ্রুতৈঃ
 চ প্রিয়বদে । পূর্ণিমায়াং তু মাঘশ্র কাক্তিক্যামথ
 ভারত ॥ ১১৩ ॥ বৈশাখ্যাং মার্গশীর্ষাং বাষাঢ্যাং
 চৈত্র্যামথাপি বা । অঘনে বিষুবে চৈব ব্যতীপাতে
 চ সমদা ॥ ১১৪ ॥ যড়নীতিমুখে পুণ্যে ছায়ায়াং কুঞ্জ-

যমপুরীর দ্বারদেশে পাষাণ ও লৌহময়
 বালুকাবিশিষ্ট ঘোরা নদী বৈতরণী বিদ্যমান,
 তুষ্ণতকর্মা মানব যে স্থানে স্ব স্ব কন্ডানুসারে
 কলভোগ করে, যে স্থানে অবৌচি নামক
 নরক বিরাজিত, যে স্থানে যামল ও পৰ্বত বিদ্যা-
 মান, যেখানে লোহমুখ কাক ও ভয়ঙ্কর কুকুরগণ
 বিচরণ করে, যে যমপুরে অসিপত্রবন ও কূটশাল্মলী
 বিদ্যমান, তিলধেনুদাতা এই ভীষণ পুরী স্মৃথে
 আতিক্রম করিয়া সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজের সমীপে গমন
 করিয়া থাকেন । হে ভারত! ধর্ম্মরাজও তাঁহাকে
 অবলোকন করিয়া মধুর বাক্যে সন্তোষণ করেন;
 অনন্তর তিনি যথাযোগ্য মণিরত্নবিভূষিত বিমান-
 বরে আরোহণ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন ।
 হে নরশ্রেষ্ঠ! চাটুকর, ভট, পুরোহিত, কাণ,
 বিক্রপ শীনাঙ্গ, দেবল দ্বিজ, বেদবিদ্যাবিহীন, সক্ষ-
 বিকর্মা, মিত্রদ্রোহী, ক্রতু ও মজ্জহীন—ইহাদিগকে
 কদাচ তিলধেনু প্রদান করিবে না । যিনি বেদ-
 পারগ, শ্রোত্রিয়, কুটুম্বী, বেদপারগতনয়, গৃহস্থ,
 সক্ষাঙ্গসুন্দর, সদ্রুতপরায়ণ ও প্রিয়ভাষী, তাদৃশ
 দ্বিজকেই তিলধেনু দান করিবে । হে ভারত!
 মাঘ, কার্ত্তিক, বৈশাখ, মার্গশীর্ষ, আশ্বিন ও চৈত্রমাসের
 পূর্ণিমায়া, অঘনে, বিষুবসংক্রান্তদিনে কিংবা
 ব্যতীপাত যোগে, পূত যড়নীতি দিনে কিংবা
 হস্তচ্ছায়া পক্ষে তিলধেনু দান সতত প্রশস্ত ।

রস্ত বা। এব তে কথিতঃ কল্পস্তিলধেনোশ্ময়া-
নম্ব। ১১০। ব্রজস্টি বৈকবং লোকং দত্তা পাদং
যমোপরি। প্রাণত্যাগাৎপরং লোকং বৈকবং নাত্র
সংশয়ঃ। তিস্তাশ্চ ভাস্করং যান্তি নাত্র কার্ঘ্যা
বিচারণা। ১১৬। এতন্তে সৰ্বমাখ্যাংস্তং চক্রতীর্থ-
কলং নৃপ। যচ্ছুহা মানবো ভক্ত্যা সৰ্বপাটৈঃ
প্রযুচ্যতে। ১১৭।

ইতি শ্রীস্কান্দে জলশায়িতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম নবতিতমোহধ্যায়ঃ। ১০।

একনবতিতমোহধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল
তীর্থ পরমপাবনম্। চণ্ডাদিত্যং নৃপশ্রেষ্ঠ স্থাপিতং
চণ্ডমুণ্ডয়োঃ। ১। আস্তাং পুরা মহাদৈত্যৌ চণ্ড-
মুণ্ডৌ সূদাকৃণৌ। নশ্মদাতীর্থমাত্রিত্য চেরতুর্কিপুলং
তপঃ। ২। ধ্যায়ন্তৌ ভাস্করং দেবং তমোনাশং
জগন্ময়ে। তুষ্টিস্তপসা দেবঃ সহস্রাংসুকবাচ হ।
৩। সাধুসাধ্বীতি তৌ পার্থ নশ্মদায়াঃ শুভে তটে।

হে অনম্ব! এই আমি তোমার নিকট তিল-
ধেনুকল্প কহিলাম তিলধেনু দাতা যমের মস্তকে
পদার্পণ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। দেহাব-
সানে তিলধেনুদাতা ভাস্করলোক ভেদ করিয়া
বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন, সংশয় নাই।
হে নৃপ! এই আমি তোমার নিকট চক্রতীর্থের
অখিল কল বর্ণন করিলাম, মানব ভক্তিপূরক এই
সকল কল শ্রবণ করিয়া নিখিল পাপ হইতে মুক্ত
হয়। ১১০—১১৭।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একনবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর
পরম পাবন চণ্ডাদিত্য তীর্থে গমন করিবে; হে
নৃপসম্ভব! চণ্ড ও মুণ্ড এই এই তীর্থের প্রতিষ্ঠা
করিয়াছিল। পূর্বকালে চণ্ড ও মুণ্ড নামে সূদাকৃণ
দুই মহাবল দানব ছিল, তাহারা নশ্মদাতীর্থ আশ্রয়
করিয়া বিপুল তপশ্চা করিয়াছিল! হে পার্থ!
তাহারা ত্রিজগতের তমোনাশক ভাস্করের আরাধনা
করিলে সহস্রকিরণ দিবাকর দানবদ্বয়ের তপশ্চা

বরং প্রার্থিতং বীরৌ যথেষ্টং চেতসেচ্ছিতম্। ৪।
চণ্ডমুণ্ডাংসুতঃ। অজেয়ো সৰ্বদেবানাং ভূয়ান্বাং
সমাহিতৌ। সৰ্বরোগৈঃ পরিতাক্তৌ সৰ্বকালং
দিবাকর। ৫। এবমস্তিতি তৌ প্রাহ ভাস্করো
বারিতস্করঃ। ইত্যুক্তান্তর্দধে ভানুর্দৈত্যাভ্যাং তত্র
ভাস্করঃ। ৬। স্থাপিতঃ পরয়া ভক্ত্যা তং গচ্ছ-
দান্বসিদ্ধয়ে। গীর্ধাণাংস্চ মনুষ্যাংস্চ পিতৃঃস্তজাপি
তর্পয়েৎ। ৭। স বসেস্তাস্করে লোকে বিরক্তি-
দিবসং নৃপ। যতেন বোধয়েদীপং যষ্ঠ্যাং স চ
নরেশ্বর। যুচ্যতে সৰ্বপাটৈশ্চ প্রতিষাতি পুরং
রবেঃ। ৮। উৎপত্তিঃ চণ্ডভানোর্যঃ শৃণোতি ভরতর্ষভ।
বিজয়া স সদা নৃনমাধিব্যাধিবিবর্জিতঃ। ৯।

ইতি শ্রীস্কান্দে চণ্ডাদিত্যতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকনবতিতমোহধ্যায়ঃ। ১১।

সমুপ্তে হইয়া সুশোভন নশ্মদাতটে উপনীত হন এবং
সাধু সাধু বলিয়া তাহাদিগকে সম্ভাষণপূর্বক বর দান
করেন। দিবাকর বলেন,—হে বীরদ্বয়! তোমরা
অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। চণ্ড মুণ্ড কহিল,—
হে দিবাকর! আমরা সমাহিত, সৰ্বদা সৰ্বরোগহীন
ও সৰ্বদেবের অজেয় হইব। অনন্তর বারিহারী
ভাস্কর দানবদ্বয়কে ‘তাহাই হউক’ বলিয়া বরদান-
পূর্বক অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে তাহারাও তথায়
পরম ভক্তিভরে ভাস্করকে স্থাপিত করিল। মানব
আত্মসিদ্ধির নিমিত্ত অবশ্যই এই ভাস্কর-
তীর্থে গমন করিবে। হে নৃপ! যে মানব ভাস্কর
তীর্থে দেব মানব ও পিতৃগণের তর্পণ করে, সে
ব্রহ্মার ত্রিদিবসপরিমাণ কাল ভাস্করলোকে বাস
করিয়া থাকে। হে নরেশ্বর! যে নর যক্ষী তিথিতে
ভাস্করসমীপে যতদ্বারা দীপ প্রজ্জালিত করে, সে
সৰ্বরোগবিমুক্ত হইয়া ভাস্করপুরে গমন করে।
হে ভরতর্ষভ! যে মানব! চণ্ডাদিত্যের উদ্ভব-
বিবরণ শ্রবণ করে, সে আধিব্যাধিবিবর্জিত ও
সতত জয়ী হয়। ১—৯।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

দিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেতু রাজেন্দ্র
যমহাস্তমমুত্তমম্ । সৰ্বপাপহরং তীর্থং নৰ্ম্মদাতট-
মগ্নিতম্ । ১ । যুধিষ্ঠির উবাচ । যমহাস্তং কথং
জাতং পৃথিব্যাং দ্বিজপুঙ্গব । এতৎসৰ্বং মমাখ্যাহি
পরং কৌতুহলং হি মে । ২ । মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
সাধুসাধু মহাপ্রাজ্ঞ পৃষ্ঠোহহং নৃপনন্দন । স্নানার্থং
নৰ্ম্মদাং পুণ্যমাগতস্তে পিতা পুরা । ৩ । রজকেন
যথা ধৌতং বস্ত্রং ভবতি নিৰ্ম্মলম্ । তথাসৌ
নিৰ্ম্মলো জাতো ধৰ্ম্মরাজো যুধিষ্ঠির । ৪ । স
পশুনিৰ্ম্মলং দেহং হসন্ প্রোবাচ বিস্মিতঃ । ৫ ।
যম উবাচ । যৎপুরং কথমায়াস্তি মনুজাঃ পাপ-
কুহিতাঃ । স্নানেনৈকেন রেবায়াঃ প্রাপ্যতে বৈকবং
পদম্ । ৬ । সমৰ্থা যে ন পশুস্তি রেবাং পুণ্য জলাং
শুভাম্ । জাত্যষ্টৈস্তে সমা জ্ঞেয়া যুতেঃ পশুতিরেব
বা । ৭ । সমৰ্থা যে ন পশুস্তি রেবাং পুণ্যজলাং
নদীম্ । এতস্মাৎ কারণাদ্রাজন হসিতো লোক-

দিনবতিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
অমুত্তম যমহাস্ত তীর্থে গমন করিবে ; নৰ্ম্মদা তীর
বর্তী এই যমহাস্ত তীর্থ সৰ্বপাপহর । যুধিষ্ঠির
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজপুঙ্গব ! কিরূপে
জগতে এই যমহাস্ত তীর্থের উদ্ভব হইয়াছে,
এবিষয়ে আমার পরম কুতুহল হইতেছে, অতএব
এসকল আমার নিকট বলুন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,
—সাধু সাধু, হে মহাপ্রাজ্ঞ ! তুমি অতি উত্তম
কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ । হে নৃপনন্দন ! পুরাকালে
তোমার পিতা এই নৰ্ম্মদাতীরবর্তী পুত্র যমহাস্ত
তীর্থে স্নানার্থ আগমন করিয়াছিলেন । হে যুধিষ্ঠির !
রজক কর্তৃক ধৌত হইলে বস্ত্র যেরূপ নিৰ্ম্মল হয়,
তোমার পিতা ধৰ্ম্মরাজও তজ্জপ এই তীর্থে অব-
গাহন করিয়া নিৰ্ম্মল হইয়াছিলেন । তিনি এই
তীর্থে স্নানপূর্বক তদীয় নিৰ্ম্মল দেহ দর্শনে বিস্মিত
হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন । যম বলেন,—
পাপিষ্ঠ মানবেরা কেন আমার পুরে আগমন
করে ! একবার মাত্র রেবানীরে অবগাহন করিলেই
ত তারা বিষ্ণুপদ লাভ করিতে সমর্থ হয় । যাহারা
সামর্থ্য সবেও পুণ্যজলা নৰ্ম্মদার দর্শন না করে,
তাহারা জন্মান্তর যত কিংবা পশুগণের উপমানুল

শাসনঃ । ৮ । স্থাপয়িত্বা যমস্তত্র দেবং স্বৰ্গং জগাম
হ । যমহাস্তেযু রাজন জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
৯ । বিশেষাচ্চাখিনে মাসি কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশীম্ ।
উপোষা পরয়া ভক্ত্যা সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । ১০ ।
রাত্নো জাগরণং কুৰ্যাদদীপং দেবস্ত বোধয়েৎ ।
স্বতেন চৈব রাজেন্দ্র শৃণু তত্রাস্তি যৎকলম্ । ১১ ।
মুচ্যতে পাতকৈঃ সৰ্বৈরগম্যাগমনোত্তমৈঃ । অভক্ষ্য-
ভক্ষণোদ্ধুতৈরপেয়াপেয়জৈরপি । ১২ । অবাহ-
বাহিতে যৎ স্তাদদোহাদোহনে যথা । স্নানমাত্রেণ
তশ্চৈব যাস্তি পাপান্তনেকধা । ১৩ । যমলোকং
ন বৌক্ষেত মনুজঃ স কদাচন । পিতৃণাং
পরমং গুহমিদং ভূমৌ নরেশ্বর । ১৪ ।
দদতামক্ষয়ং সৰ্বং যমহাস্তে ন সংশয়ঃ । অমা-
বাস্তাং জিতক্রোধো যন্ত পূজয়তে দ্বিজান্ । ১৫ ।
হিরণ্যভূমিদানেন তিলদানেন ভূয়সা । কৃষ্ণাজিন-
প্রদানেন তিলধেনুপ্রদানতঃ । ১৬ । বিধানোক্ত-
দ্বিজাগ্রায় যে প্রদাস্তিস্তি ভক্তিতঃ । হযং বা

প্রাপ্ত হয় । হে রাজন্ ! এই জন্তই লোকশাসন
যমরাজ হাস্ত করিয়াছিলেন । অনন্তর যম তথায়
লিঙ্গ স্থাপন করিয়া স্বর্গে গমন করেন ; তদবধি এই
যমপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গই যমেশ্বর নামে কথিত হয় । হে
রাজন্ ! যে জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় মানব আখিন
মাসে বিশেষতঃ আখিনকৃষ্ণচতুর্দশীদিনে যমেশ্বরে
ভক্তি সহকারে উপবাস করে, সে সৰ্বপাপবিমুক্ত
হয় । ১--১০ । এই যমেশ্বরসম্মিধানে রজনী জাগরণ ও
স্বতদ্বারা দীপ প্রজালিত করিয়া দান করিতে হয় । হে
রাজেন্দ্র ! এক্ষণে রাত্রিজাগরণ ও দীপদানের
পুণ্যফল শ্রবণ কর । দীপদান ও রাত্রিজাগরণে
নরগণ সৰ্ববিধ পাতক হইতে মুক্ত হয় । যমেশ্বরে
স্নান মাত্রেই নরগণের অগম্য গমন, অভক্ষ্য ভক্ষণ,
অপেয় পান, অবাহ বাহন, অদোহ দোহন এবং
অন্তান্ত অনেকবিধ পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে । যমেশ্বরে
তীর্থস্নায়ী মানব কদাচ যমলোক অবলোকন করেন
না । হে নরেশ্বর ! ভূতলে যমেশ্বর এক অতি
গুহ্য তীর্থ এবং ইহা পিতৃগণের প্রীতিপ্রদ । যম-
হাস্তে পিতৃগণের উদ্দেশে যাহা কিছু প্রদত্ত হয়,
তৎসমস্ত অক্ষয় হইয়া থাকে । যে জিতক্রোধ
মানব অমাবস্তা দিনে যমহাস্তে দ্বিজগণের পূজা
করিয়া ভূরি হিরণ্য, ভূমি, তিল, কৃষ্ণাজিন ও তিল-
ধেনু দান করে এবং যাহারা যথাবিধি ঐষ্টদ্বিজকে

কুঞ্জরঃ বাধ ধ্বংসো সৌরসংযুতো ॥ ১৭ ॥ কন্তাঃ
বসুমতীঃ গাঞ্চ মহিষীঃ বা পয়স্বিনীম্ । দদতে যে
নৃপশ্রেষ্ঠ নোপসর্পন্তি তে যমম্ ॥ ১৮ ॥ যমোহপি
ভবতি প্রীতঃ প্রতিজ্ঞায় যুধিষ্ঠির । যমস্ত বাহো
মহিষো মহিষাস্তস্ত মাতরঃ ॥ ১৯ ॥ তাঙ্গাঃ
দানপ্রভাবে যমঃ প্রীতো ভবেদ্রুতম্ । নাসৌ
যমবাপ্রোতি যদি পাপৈঃ সমাহৃতঃ ॥ ২০ ॥ একস্মাৎ
কারণাদত্র মহিষীদানমন্ত্রমম্ । তস্তাঃ শৃঙ্গ জলং
কার্য্যঃ ধ্বংসস্ত্রাবেষ্টিতা ॥ ২১ ॥ আয়সস্ত খুবাঃ
কার্য্যাস্তামপূর্বাঃ স্তূভুসিতাঃ । লবণাচলং পৃথিষ্ঠা-
মাগ্নেয়াঃ শুভপর্ষিতম্ ॥ ২২ ॥ কার্পাসং যামাভাগং
তু নবনীতং তু নৈঋতে । পশ্চিমে সপ্তধাত্বানি
বাঘবো তুলাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৩ ॥ সৌম্যো তু
কাঞ্চনং দদ্যাদৌশানে স্নতমেব চ । প্রদদ্যাদ্যম
রাজো মে প্রীযতামিত্যাদৌবয়ন ॥ ২৪ ॥ ইত্যুচ্চাৰ্য্য
দ্বিজস্রাণ্যে যমলোকং মহাভয়ম্ । অসিপত্রবনং ঘোরং
যমচুলী সুদারুণা ॥ ২৫ ॥ রোদ্রা বৈতরণী চৈব কুন্তী-
পাকো ভয়াবহঃ । কালসূত্রো মহাভীমস্তথা যমল-
পর্ষতো ॥ ২৬ ॥ ককচঃ তৈলযমঃ চ স্থানো গৃধাঃ সুদা-

ভক্তিপূরক অশ্ব, হস্তী হনয়ুরু বৃষদগ, কন্তা ভূমি,
পয়স্বিনী গো বা মহিষী দান করে; হে নৃপসন্তম ।
যম তাহাদের উপর পতিত হন না । হে যুধিষ্ঠির !
যমও প্রতিজ্ঞায় তাহাদের প্রতি প্রীত হন ।
মহিষ যমের বাহন, মহিষীগণ মহিষের মাতা; এই
মহিষীদানপ্রভাবে যম নিশ্চিন্ত দাতার প্রতি
প্রীত হন । মহিষীদাতা পাপসমাহৃত হইলেও
যম তাহাকে আক্রমণ করেন না আর এই সকল
কারণেই যমহাস্ত্রতীর্থে মহিষীদানের প্রাধান্য নির্দিষ্ট
হইয়াছে । অনন্তর মহীষী দানের বিধান কথিত
হইতেছে । ধ্বংস বসন দ্বাৰা মহিষী শরীর
আবৃত করিয়া শৃঙ্গ জলে, খুব লোভে ও গৃহ তাম্র
ভূষিত করিবে; তদনন্তর মহিষীর পৃথিবীকে
লবণাচল, আগ্নেয়দিকে শুভপর্ষিত, যামাভাগে
কার্পাস, নৈঋতে নবনীত, পশ্চিমে সপ্তধাতু, বাঘবো
তুলা, সৌম্য স্বর্ণ ও ঈশানে স্নত রাগিয়া 'যমরাজ
আমার প্রতি প্রীত হউন' এই বাক্য উচ্চারণ
করিয়া দান করিবে । অনন্তর দ্বিজসম্মুখে প্রার্থনা
করিবে; যথা—হে দ্বিজসন্তম ! শুনিয়াছি,—যম-
লোক অতি ভয়াবহ, সেখানে ঘোর অসিপত্রবন,
সুদারুণ যমচুলী, ভীষণ বৈতরণী ভয়াবহ কুন্তীপাক,
মহাভীম কালসূত্র, যমল, পর্ষত, ককচ, তৈলযম,

কনাঃ । নিকঙ্কাসা মহানাদা ভৈরবো রৌরবস্তথা ॥
২৭ ॥ এতে ঘোরা যামালোকে ভ্রমন্তে দ্বিজসন্তম ।
হংপ্রসাদেন তে সৌম্যাতীর্থস্তান্ত প্রভাবতঃ ॥
২৮ ॥ দানস্তান্ত প্রভাবেণ যমরাজপ্রসাদতঃ ।
নরকেহহং ন যাস্তামি দ্বিজ জন্মনি জন্মনি ॥ ২৯ ॥
যমহাস্ত্রা চাখানমিদং শৃণুস্তি যে নরাঃ । তেহপি
পাপবিনমুতা ন পশ্যন্তি যমালয়ম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে যমহাস্ত্রতীর্থাবর্ণনং নাম
দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছতু রাজেন্দ্র
কহেলাডীতীর্থমুত্তমম্ । বিখ্যাতং ভারতে লোকে
গঙ্গায়াঃ পাপনাশনম্ ॥ ১ ॥ তুর্লভং মনুজৈঃ পার্শ্ব
রেবাতটসমাম্বিতম্ । প্রাণিনাং পাপনাশায় উবাচ
পুঙ্করং তথা ॥ ২ ॥ তত্তু তীর্থমিদং পুণ্যমিত্যেবঃ
শলিনো বচঃ । জাহ্নবী পশুরূপেণ তত্র স্নানার্গ-
মাগতা ॥ ৩ ॥ অতস্তদ্বিক্রমং লোকে কহেন্দ্রী

কুঞ্জর, সুদারুণ গৃধ, নিকঙ্কাস, মহানদ, ভৈরব
রৌরব এই সকল ভয়ঙ্কর নরক বিদ্যমান; আপ-
নার প্রসাদে ও এই যমহাস্ত্রতীর্থপ্রভাবে পূর্বোক্ত
ভীষণ নরকনিচয় আমার পক্ষে সৌম্য হউক ।
হে দ্বিজ ! এই দানপ্রভাবে যমরাজ আমার প্রতি
প্রসন্ন হউন, জন্মে জন্মে যেন আমার এই সকল
নরকে গমন হয় না । হে রাজন ! যাহারা এই
যমহাস্ত্রের পুণ্যপান গ্রহণ করে, তাহারাও পাপ-
বিমুক্ত হই, কদাচ যমদান দর্শন করে না ॥ ১১—৩০ ॥

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

ত্রিনবতিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর অমু-
ত্তম কহেলাডীতীর্থে গমন করিবে । ভারতবিখ্যাত
এই কহেলাডীতীর্থ গঙ্গারও পাপনাশনে সমর্থ ।
হে পার্শ্ব ! এই মানবগণের তুর্লভ কহেলাডীতীর্থ
নন্দ্যদাতটে বিদ্যমান । শুনৌ বলিয়াছেন—এই পুণ্য
কহেলাডীতীর্থ উত্তর ও পুঙ্করের আয় প্রাণিগণের
পাপনাশন । হে রাজন ! জাহ্নবী পশুরূপ ধারণ-
পূরক স্নানার্গ এই তীর্থে আগমন করিয়াছিলেন,

তীর্থযুগ্মম্ । ত্রিরাত্রঃ কারয়েত্ত্ব পূর্ণিমায়াঃ
যুধিষ্ঠির ॥ ৪ ॥ রজস্তুমস্তথা ক্রোধঃ দন্তঃ মাৎস্যমেব
চ । এতাঃস্ত্যজতি যঃ পার্থ তেনাপ্তঃ মোক্ষজং
কলম্ ॥ ৫ ॥ পয়সা আপয়েদেবং ত্রিসঙ্খ্যং চ ত্রাহং
তথা । পয়ো গোসম্ভবঃ সদ্যঃ সবৎসাজীবপুণী ॥
৬ ॥ কৃহা তস্ত্রাহজে পাত্রে কোদ্রেণ চৈব যোজিতে ।
ওঁ নমঃ শ্রীশিবায়ৈতি জ্ঞানং দেবস্ত কারয়েৎ ॥ ৭ ॥
স যাতি ত্রিদশস্থানং নাকস্তুভিঃ সমাবৃতঃ । যন্তুয়
বিধিবৎ স্নানং দানং প্রেতেষু যচ্ছতি ॥ ৮ ॥ শুক্রাং
গাং দাপয়েত্ত্ব শ্রীযতাং মে পিতামহাঃ । ব্রাহ্মণে
শৌচসম্পন্নৈঃ স্বদারনিরতে সদা ॥ ৯ ॥ সবৎসাং
বস্ত্রসংযুক্তাং হিরণ্যোপরি সংস্থিতাম্ । সঙ্ঘযুক্তো
দদজাজন্ শান্তবঃ লোকমাশ্রুয়াৎ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীহান্দে কহেলাড়ীতীর্থমাহা গ্যাবর্ণনঃ
নাম ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

তদবধি এই কহেলাড়ীতীর্থ ত্রিলোকে বিখ্যাতি লাভ
করিয়াছে । হে যুধিষ্ঠির ! এই তীর্থে পূর্ণিমাদিনে
ত্রিরাত্র বিধান পালন করিতে হয় । বাহারা
কহেলাড়ীতীর্থে রজ, তম, ক্রোধ, দন্ত ও মাৎস্য
এই সকল পারিত্যাগ করে, তাহাদের মোক্ষকল
পাত হয় । এখানে দিবসত্রয় ত্রিসঙ্খ্য দেবদেবকে
সদ্যঃ প্রস্তুত হুঙ্ক দ্বারা স্নান করাইবে । যে গাভীর
হুঙ্ক দ্বারা দেবদেবকে স্নান করান হয়, সে গাভীও
সবৎসা ও জীবৎপুত্রিণী হইয়া থাকে । যে মানব
তাম্রপাত্রে মধুমিশ্রিত হুঙ্ক গইয়া ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ মন্ত্রে
দেবদেবের স্নান করায়, সে অমরনারীপরিবৃত হইয়া
ত্রিদশালয়ে গমন করে । যে সঙ্ঘযুক্ত মানব যথা-
বিধি স্নান করিয়া কহেলাড়ীতীর্থে প্রেতউদ্দেশে
পিণ্ডদান ও ‘আমার পিতামহগণ জীত হইল’
বলিয়া স্তব্ধ শৌচসম্পন্ন, স্বদারনিরত দ্বিজকে
স্বর্ণ ও বসনভূষিত সবৎসা শুক্রা গো দান করে,
হে রাজন্ ! তাহার শিবলোক লাভ হয় । ১—১০ ।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯৩

চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । তশ্চৈবানন্তরং রাজরন্দি-
তীর্থং ব্রজেৎ শুভম্ । সক্ষপাপহরং পুংসাং নন্দিনা
নির্ম্মিতং পুরা ॥ ১ ॥ পাপৌষহতজন্তুনাঃ মোক্ষদং
নর্ম্মদাতটে । অহোরাত্রোষিতো ভূহা নন্দিনাথে
যুধিষ্ঠির ॥ ২ ॥ পঞ্চোপচারপূজায়ামর্চয়েন্নন্দিকেশ্বরম্ ।
রত্নানি চৈব বিপ্রেভো যো দদ্যাদ্ধর্ম্মনন্দন ॥ ৩ ॥
স যাতি পরমং স্থানং যত্র বাসঃ পিনাকিনঃ ।
সক্ষসৌখ্যসমায়ুক্তোহপ্সরোভিঃ সহ মোদতে ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীহান্দে নন্দিকেশ্বরতীর্থমাহা গ্যাবর্ণনঃ
নাম চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেদু রাজেন্দ্র
বদর্যাক্ষমমৃতমম্ । সক্ষতীর্থবরং পুণ্যং কথিতং
শতুনা পুরা ॥ ১ ॥ যশ্চৈষ ভারতস্থার্থে তত্র সিদ্ধিঃ
কিরীটভূৎ । জাতা তে কাঙ্ক্ষনো নাম বিদ্যোন্মঃ

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজসত্তম ! ইহার
পর মানবগণের সক্ষপাপহর নন্দিনির্ম্মিত শুভাবহ
নন্দীশ্বরতীর্থে গমন করিবে । এই তীর্থ নর্ম্মদা-
তীরে বিদ্যমান থাকিয়া প্রাণিগণের পাপরাশি
বিনাশ করত মোক্ষকল বিতরণ করিয়া থাকে ।
হে যুধিষ্ঠির ! নন্দীশ্বরে অহোরাত্র উপবাসী
থাকিয়া পঞ্চোপচারে নন্দিনাথের পূজা করিতে হয় ।
হে ধর্ম্মতনয় ! যে মানব নন্দীশ্বরতীর্থে দ্বিজগণকে
রত্নাদি দান করে, তাহার পিনাকপাণির বাসভবনে
বাস হইয়া থাকে এবং সে সক্ষসৌখ্যসম্পন্ন হইয়া
অপ্সরোগণ সহ সানন্দমনে অবস্থান করিতে
সমর্থ হয় । ১—৪ ।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯৪ ।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর অমু-
ক্তম বদরিকাক্ষমে গমন করিবে ; পূর্বে শঙ্কর
কহিয়াছিলেন,—পুই পুণ্য বদরিকাক্ষমতীর্থ তীর্থ-
নিচয়মধ্যে শ্রেষ্ঠ । হে ভূপতে ! ভারতের মঙ্গল-

নরদৈবতম্ । ২ ॥ নরনারায়ণৌ ধৌ তাবাগতো
নন্দ্যদাতটে । জ্ঞানং তৈশ্চ যো রাজন্ ভক্তি-
মান্ বৈ জনাৰ্দ্দনে । ৩ ॥ সমং পশুতি সৰ্বেষু
হাবরেষু চরেষু চ । ব্রাহ্মণঃ স্বপচং চৈব তত্র
শ্রীতো জনাৰ্দ্দনঃ । ৪ ॥ ঐকান্ত্যং পশু কৌন্তেয়
মস্মি চান্মনি নাস্তরম্ । নরনারায়ণাভ্যাং হি কৃতং
বদরিকাক্ষমম্ । ৫ ॥ স্থাপিতঃ শঙ্করস্তত্র লোকানু-
গ্রহকারণাৎ । ত্রিমূর্তিঃ স্থাপিতঃ লিঙ্গং স্বৰ্গমার্গানু-
মুক্তিদম্ । ৬ ॥ তত্র গহা শুচিৰ্ভূত্বা হেকরাত্রোপ-
বাসকৃৎ । রজস্তমস্তথা ত্যক্তা সান্বিকং ভাবমা-
শ্রয়েৎ । ৭ ॥ রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা মধুমাশষ্টমৌ-
দিনে । অথবা চ চতুর্দশামুভৌ পক্ষৌ চ কারয়েৎ ।
৮ ॥ আশ্বিনস্ত বিশেষেণ কথিতং তব পাণ্ডব ।
স্নাপয়েৎপরয়া ভক্ত্যা ক্ষীরেণ মধুনা সহ । ৯ ॥ দধি
শর্করয়া যুক্তং স্মৃতেন সমলঙ্কৃতম্ । পঞ্চামৃতমিদং
পুণ্যং স্নাপয়েদ্রথভবজম্ । ১০ ॥ স্নাপ্যমানং শিবং

কামনায় তোমার ভ্রাতা কিরীটী কাস্তুন এই বদরী-
তীরে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । রাজন্ ! তুমি
ভাঁহাকে নরদেব বলিয়া বিদিত হও । নর
ও নারায়ণ, নন্দ্যদাতীরে আগমন করিয়াছিলেন ।
হে রাজন্ ! যিনি জ্ঞানী, জনাৰ্দ্দনে ভক্তিমান,
যিনি অখিল চরাচরে সমদর্শন, যিনি ৭ চন্দ্রালে
বাহার সমদৃষ্টি বিদ্যমান, জনাৰ্দ্দন ভাঁহার প্রতিটি
প্রীত হন । হে কুন্তীনন্দন ! আগ্না ও দেহে
দ্বিধাভাব করিও না, তুমিও সমস্ত ঐকান্ত্য-
ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে । নরনারায়ণই এই
বদরিকাক্ষম প্রতিষ্ঠা করিয়া লোকের প্রতি অনু-
গ্রহবশতঃ ত্রিমূর্তি শঙ্কর লিঙ্গ স্থাপিত করেন ;
এই বদরিকাক্ষমস্থিত শঙ্করলিঙ্গ মানবগণের
স্বর্গ ও পঞ্চাৎ মোক্ষফল প্রদান করিয়া থাকেন ।
এই বদরিকাক্ষমে গমনপূর্বক শুচি হইয়া অশ্রো-
রাত্র উপবাস করত রজ তম পরিত্যাগ ও সান্বিক-
ভাব অবলম্বন করিবে । অনন্তর চৈত্রমাসের
অষ্টমী কিংবা শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষের চতুর্দশী-
দিনে রাত্রিজাগরণ করিবে । হে পাণ্ডব !
বিশেষতঃ আশ্বিন মাসের অষ্টমী ও চতুর্দশী
রাত্রিজাগরণে প্রশস্ত বলিয়া কথিত হয় । অনন্তর
পরম ভক্তিসহকারে হুং, মধু, দধি, শর্করা ও স্মৃত
দ্বারা শঙ্করলিঙ্গের স্নান করাইবে । হে রাজন্ !
ইহারই নাম পঞ্চামৃত । এই পুণ্য পঞ্চামৃত দ্বারা

ভক্ত্যা বীকতে যো বিমৎসরঃ । তস্ত বাসঃ
শিবোপাস্তে শত্রুলোকে ন সংশয়ঃ । ১১ ॥ শাঠ্যেনাপি
নমস্কারঃ প্রযুক্তঃ শূলপাণিনে । সংসারমূলবন্ধানা-
মুচ্ছেদনকরো হি যঃ । ১২ ॥ তেনাধীতঃ শ্রুতঃ তেন
তেন সৰ্ব্বমবুষ্ঠিতম্ । যেনোন্নমঃ শিবায়েতি
মন্ত্রাভ্যাসঃ স্থিরীকৃতঃ । ১৩ ॥ যঃ পুনঃ স্নাপ-
য়েত্তক্ত্যা একভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ । তস্তাপি যৎকলং
পার্থ বক্ষ্যে তল্লেশতম্ভব । ১৪ ॥ পৈড়িতো বৃদ্ধ-
ভাবেন তব ভক্ত্যা বদাম্যহম্ । তে যাস্তি পরমঃ
স্থানঃ তিহা ভাস্করমণ্ডলম্ । ১৫ ॥ সংসারে
সৰ্ব্বসৌখ্যানাং নিলয়াস্তে ভবন্তি চ । আশ্রম্য
জ্ঞাত্তিবির্গাণাং বস্মাণাং নিলয়াস্ত তে । ১৬ ॥ সম্পন্নঃ
সৰ্ব্বকামৈস্তে পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে । শ্রীকঃ তত্রৈব
যঃ কুৰ্য্যাদ্রথাদৌদকমিশ্রিতম্ । ১৭ ॥ যোগ্যেণ
ব্রাহ্মণে রাজন্ কুলানৈর্বেদপারগৈঃ । স্মৃতিপৈশ্চ
শুশীলৈশ্চ স্বদারনিরতৈঃ শুভৈঃ । ১৮ ॥ আৰ্য্যদেশ-

দ্রুতভবজের স্নান করান কর্তব্য । যে বিমৎসর
নর ভক্তিসহকারে স্নাপ্যমান শঙ্করলিঙ্গ দর্শন
করে, তাহার উমাকান্তের উপাস্তে শত্রুলোকে
বাস হয়, সংশয় নাই । শূলপাণিকে শাঠ্যপূর্বক
নমস্কার করিলেও সেই নমস্কার অবিদ্যাবদ্ধ জীব-
গণের মুক্তির কারণ হইয়া থাকে । যাহার 'ও
নমঃ শিবায়ে' মন্ত্রের অভ্যাস স্থিরীকৃত হইয়াছে,
তাহার অখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন, এবং ও সৰ্ব্ববিধ
শাস্ত্রানুষ্ঠান করা হইয়াছে । আর যে জিতেন্দ্রিয়
মানব একভক্ত হইয়া ভক্তিপূর্বক শঙ্করকে স্নান
করায়, সে পার্গ । তাহার যে ফল হয়, এখানে
তোমার নিকট তাহার লেশমাত্র বলিতেছি ।
১-১৪। আমি বাক্যকপৌড়িত, স্মৃতির সর্বস্তরে
ব্রহ্মণ করা আমার সাধ্যাত্ত নহে । শঙ্করের স্নপন-
কাণী নরগণ যতদিন সংসারে অবস্থান করে, তত-
দিন তাহারা সৰ্ব্ববিধ সৌখ্যের নিলয় হয়, জ্ঞাত্তিবির্গ
সত্তত তাহাদের অনুরক্ত থাকে, বস্ম তাহা-
দিগকে কদাচ ত্যাগ করেন না এবং হে
পৃথিবীপতে ! পৃথিবীতে তাহারা সৰ্ব্ববিষয়েই
সম্পন্ন ও পূর্ণকাম হয় । অনন্তর তাহারা দেহাবসানে
ভাস্করমণ্ডল ভেদ করিয়া পরমস্থানে গমন করে ।
হে নৃপ ! পিতৃগণের পরমলোককামী মানব নন্দ্যদা-
তীরে বসিয়া নন্দ্যদানীরমিশ্রিত দ্রব্য দ্বারা পিতৃ-
গণের স্নান করিবে । এই স্নানে যোগ্য দ্বিজগণের
বরণ করিতে হয় । যাহারা কুলীন, বেদপারগ,

প্রসূতৈশ্চ শ্রুতৈশ্চৈব সুরূপিত্তিঃ । কারয়েৎ
পিণ্ডদানং বৈ ভাস্করে কুতপস্থিতে । ১৯ । পিতৃণাং
পরমং লোকং যদীচ্ছেক্ষ্মনন্দন । বর্জয়েত্তান
প্রযত্নেন কাগান্ দৃষ্টাংশ্চ দান্তিকাম্ । ২০ । পুরুষান
ক্রুরবণাংশ্চ ব্রাহ্মণানাং চ নিন্দকান্ । এতাংশ্চ
বর্জয়েদ্বিপ্রান যদীচ্ছেক্ষ্যেয় আশ্বনঃ । ২১ । তস্মাৎ
সর্বপ্রযত্নেন যোগ্যং বিপ্রং সমাশ্রয়েৎ ।
নরকায়োচয়েৎ প্রেতান্ কুন্তীপাকপুরোগমান্ । ২২ ।
মোক্ষো ভবতি সর্বেষাং পিতৃণাং নৃপনন্দন ।
বিপ্রৈভ্যাং কাঞ্চনং দদ্যাৎ ক্রীয়তাং মে পিতামহঃ ।
২৩ । অন্নং চ দাপয়েত্তত্র ভক্ত্যা বস্ত্রং চ ভারত ।
গাং বুধং মেদিনীং দদ্যাচ্ছত্রং শস্ত্রং নৃপোত্তম । ২৪ ।
স পুমান্ স্বর্গমাপ্নোতি ইত্যেবং শঙ্করোহব্রবীৎ ।
প্রাণত্যাগং তু যঃ কুর্ধ্যাচ্ছিখিনা সলিলেন বা । ২৫ ।
অনাশকেন বা ভূয়ঃ স গচ্ছেক্ষিবমন্দিরম্ ।
নরনারায়ণীতীরে দেবদ্রোণাং চ যো নৃপ । ২৬ ।
স বসেদৌশ্বরস্থাগ্রে যাবদিত্তাশ্চতু চতুর্দশ । পুনঃ
স্বর্গাচ্চ্যুতঃ সোহপি রাজা ভবতি বৌধ্যবান্ । ২৭ ।
সর্বৈশ্বর্যশূণৈর্ঘৃকৃতঃ প্রজাপালনতৎপরঃ ।
ততঃ স্মরতি ততীর্থং পুনরেবাগমিষ্যতি । ২৮ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে নারায়ণীতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ । ৯৫ ।

সুরূপ, সুশীল, স্বদারব্রত, সৌম্যদর্শন, আর্ঘ্যদেশ-
প্রসূত, মুদ্র, মনোহররূপী, তাদৃশ দ্বিজগণ দ্বারাই
তপন দেবের কুতপকালে অবস্থানকালে শ্রাদ্ধ
করিবে। হে ধর্ম্মনন্দন! যে মানব স্বীয় শুভ
কামনা করে, কাণ, দৃষ্ট, দান্তিক, ক্রুর, ক্রীব ও
ব্রাহ্মণনিন্দুক দ্বিজগণকে শ্রাদ্ধে যত্নপূর্ব্বক পরি-
বর্জন করবে। হে নৃপনন্দন! যথাবিবিধশ্রাদ্ধে
প্রেতগণের মোক্ষ হয়, প্রেতগণ শ্রাদ্ধতৃপ্ত হইয়া
কুন্তীপাকপ্রমুগ ভীষণ নরক উত্তীর্ণ হন;
অতএব শ্রাদ্ধে সর্বপ্রযত্নে যোগ্য দ্বিজগণকেই
বরণ করিবে। হে ভারত! এই তীর্থে ভক্তি-
পূর্ব্বক অন্ন, গো, গৃহ, ভূমি ও ছত্রদানই প্রশস্ত
বলিয়া কথিত হয়, আর শঙ্কর কহিয়াছেন—এই
সকল দ্রব্যদাতা স্বর্গলাভ করেন। হে নৃপনন্দন!
যে নর এই বদরিকাশ্রমে অনলে বা সলিলে কিংবা
অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার শিব-
মন্দিরে গতি হয়। হে নৃপ! যে নর, নরনারায়ণ-
তীরে দেবদ্রোণীতে তনুত্যাগ করেন, চতুর্দশ
ইন্দ্রের অধিকারকাল তাঁহার ঈশ্বরসম্মুখে বাস

বল্লবতিতমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেত্তু রাজেশ্র
তীর্থং কোটীশ্বরং পরম্ । ঋষিকোটীঃ সমায়াতা
যত্র বৈ কুরুনন্দন । ১ । কুরুদৈবপায়নৈশ্চৈব কেমার্থঃ
মুনিপুঙ্গবাঃ । মন্ত্রয়িত্বা দ্বিজৈঃ সর্বৈর্বৈদমঙ্গল-
পাঠকৈঃ । ২ । স্থাপিতঃ শঙ্করস্তত্র কারণং বন্ধ-
নাশনম্ । সংসারচ্ছেদকরণং প্রাণিনামার্ত্তিনাশ-
নম্ । ৩ । কোটীশ্বরমিতি প্রোক্তং পৃথিব্যাং নৃপ-
নন্দন । স্থাপয়েত্তং তু যো ভক্ত্যা পূর্ণিমায়াং নৃপো-
ত্তম । ৪ । পিতৃণাং তর্পণং কৃত্বা পিণ্ডদানং যথা-
বিধি । শ্রাবণশ্চ বিশেষেণ পূর্ণিমায়াং যুধিষ্ঠির । ৫ ।
পিতৃণামক্ষয়া তৃপ্তির্থা দবদাভূতসম্প্রবম্ । পিতৃণাং

হয়। অনন্তর কক্ষ্মক্ষয়ে পুনরায় স্বর্গচ্যুত হইয়াও
তিনি বৌধ্যবান সর্বৈশ্বর্যমুক্ত, প্রজাপালননিরত
রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এজন্মেও তাঁহার
এই তীর্থের পুনঃস্মৃতি উদিত হয় এবং পুনরায়
তিনি বদরীতীর্থে আগমন করেন। ১৫—২৮ ।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯৫ ।

বল্লবতিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেশ্র! অনন্তর
পরম তীর্থ কোটীশ্বরে গমন করিবে। হে কুরু-
নন্দন! এই স্থানে কোটি ঋষি সমবেত হইয়া-
ছিলেন। বেদমঙ্গলপাঠক ঋষিপুঙ্গবগণ কুরু-
দৈবপায়নের শুভাংশী হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করত
বদরিকাশ্রমে বন্ধননাশনের কারণ সংসারচ্ছেদন-
কারী প্রাণিগণের পীড়ানাশন শঙ্করলিঙ্গ স্থাপন
করেন। হে নৃপনন্দন! কোটি ঋষি কর্তৃক
এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পৃথিবীতে এই লিঙ্গ
কোটীশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। হে
যুধিষ্ঠির! পূর্ণিমাদিনে ভক্তিপূর্ব্বক কোটীশ্বর-
লিঙ্গের স্মরণ করান কর্তব্য। হে নৃপোত্তম! যে
মানব বদরিকাশ্রমে শ্রাবণমাসে বিশেষতঃ পূর্ণিমা-
দিনে পিতৃগণের যথাবিধি তর্পণ করিয়া পিণ্ড-
দান করে, হে যুধিষ্ঠির! তাহার পিতৃগণ কল্প-
কাল পর্য্যন্ত অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন।

পরমং গুহ্যং রেবাতটসমাম্বিতম্ । মোক্ষদং সর্ব-
জন্তুনাং নিশ্চিতং মুনিসত্তমৈঃ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কোটিশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষষ্ঠবর্তিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্নশীপাল বাস-
তীর্থমমুত্তমম্ । তুল্লভং মনুজৈঃ পুণ্যমন্তরীক্ষে ব্যব-
স্থিতম্ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । কস্মাৎসে বাস-
তীর্থং তদন্তরীক্ষে ব্যবস্থিতম্ । এতদাখ্যাহি
সংক্ষেপাত্তাজ গ্রন্থস্ত বিস্তরম্ ॥ ২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । সাধু সাধু মহাবাহো ধর্ম্মবান ভক্তবৎসল ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ পার্থ তীর্থযাত্রাকৃতাদরঃ ॥ ৩ ॥ তুল্লভং
সর্বজন্তুনাং ব্যাসতীর্থং নরেশ্বর । পৌড়িতো রুক-
ভাবেন অকল্লোহং নৃপাশ্রজ ॥ ৪ ॥ বিসংক্রো-
গতচিত্তস্ত সজ্জাতঃ স্মৃতিবর্জিতঃ । গুহ্যাদ্গুহ্যতরং
তীর্থং নাখ্যাতং কস্মচিন্ময়া ॥ ৫ ॥ কলিত্তত্রৈব

অসিসত্তমগণ রেবাতীয়ে এই পরম গুহ্য কোটি-
শ্বরতীর্থ প্রতিষ্ঠিত করেন । এই কোটিশ্বরতীর্থ
সাধারণ জীবগণের বিশেষতঃ পিতৃগণের
মোক্ষপ্রদ ॥ ১—৬ ॥

ষষ্ঠবর্তিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহাপাল ! অনন্তর
অনুত্তম ব্যাসতীর্থে গমন করিবে । এই মানব-
তুল্লভ তীর্থ অন্তরীক্ষে অস্থিত । পুনর্দেব
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পণ্ডিত ! পুণ্যকান্ডের
বজ্জন করিয়া সংক্ষেপে বর্ণন—এই ব্যাসতীর্থ
অন্তরীক্ষে কেন অস্থিত হইলেন ? মার্কণ্ডেয়
উত্তর করিলেন,—সাধু সাধু হে সাধুবৎসল !
তুমিই স্বকর্ম্মনিরত ধার্ম্মিক । হে পার্থ ! তীর্থ-
যাত্রায় তোমার যথেষ্ট আদর আছে । হে নর-
েশ্বর ! এই ব্যাসতীর্থ জীবগণের তুল্লভ । হে
নৃপাশ্রজ ! সম্প্রতি আমি বার্কক্যপৌড়িত ও
সকলহীন ; আমার সংজ্ঞা লুপ্তপ্রায় আর জ্ঞান
লুপ্তপ্রায় হওয়ায় আমি স্মৃতিশূন্য হইয়াছি ।
গুহ্য হইতেও গুহ্যতর এই ব্যাসতীর্থের বিবরণ

রাজেন্দ্র ন বিশেষ্যাসসংশয়াৎ । অন্তরীক্ষে তু
সজ্জাতং রেবাতাশ্চেষ্টিতেন তু ॥ ৬ ॥ বিরিক্ষিতৈব
শক্ৰোতি রেবাতা গুণকৌতলম্ । কথং জ্ঞাতামাহঃ
তাত রেবামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥ ব্যাসতীর্থং বিশে-
ষণে লবমাত্রং ব্রবীম্যতঃ । প্রত্যক্ষঃ প্রত্যয়ো
যত্র দৃশ্যতেহদ্য কলৌ যুগে ॥ ৮ ॥ বিহঙ্গো
গচ্ছতে নৈব ভিগ্না শূলং খুদারুণম্ । তন্তোৎপত্তিঃ
সমাসেন কথ্যামি নৃপাশ্রজ ॥ ৯ ॥ আসীৎ পূর্বে
মহাপাল মূর্নির্মান্তঃ পরাশরঃ । তেনাত্মাণ্ডং তপ-
শ্চোণং গঙ্গাভ্রসি মহাকলম্ ॥ ১০ ॥ প্রাণায়ামেন
সন্তপ্তো প্রবিষ্টো জাহ্নবীজলে । পূর্বে দ্বাদশমে
বর্ষে নিক্রান্তো জলমব্যতঃ ॥ ১১ ॥ ভিক্ষার্থী
সংকরেদ্গ্রামঃ নান্য যত্রৈব তিষ্ঠতি । তত্র তেন
পর্য্য দৃষ্টো বালা চৈব মনোহরা ॥ ১২ ॥ তাত
দৃষ্টো স চ কামান্তি উবাচ মধুরঃ তদা । মাং নয়ন্ত
পরং পারং কাসি হং মৃগলোচনে ॥ ১৩ ॥ নাবারুঢ়ে

আমি কাহারও নিকট কৌতুক করি নাই । হে
রাজেন্দ্র ! যেখানে ব্যাসতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত
হয়, সেখানে কলি প্রবেশ করে না । হে রাজন !
রেবার যত্রই এই ব্যাসতীর্থ অন্তরীক্ষে প্রতি-
ষ্ঠিত হইয়াছে, বিরিক্ষিত সে রেবার গুণকৌতলে
সমর্থ নহেন, হে তা- ! আমি কিরূপে সেই
রেবার অনুত্তম মাহাত্ম্য বিদিত হইব ? বিশেষতঃ
ব্যাসতীর্থের প্রভাবেই কিরূপে জানিতে পারি ?
তথাপি এই কালযুগে আজও ব্যাসতীর্থের যে
প্রভাব প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, আমি তাহার লবমাত্র
তোমার নিকট বর্ণন করি নোছি । হে নৃপতনয় ।
যাহার খুদারুণ শূল তেজ করিয়া বিহঙ্গ গমন
করে না, আমি সেই ব্যাসতীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে
বর্ণনা করি । হে মহাপাল ! পূর্বে মনোহর
মূর্নির্মান্ত পরাশর মহাকলপকে জাহ্নবীজলে অর্পণ
করিয়া তপশ্চোণ করিয়াছিলেন । তিনি জাহ্নবীজলে প্রবেশ
করিয়া প্রাণায়ামপুর্ক অবস্থান করেন । অনন্তর
একরূপে তাহার দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে
তিনি জলমব্য হইতে নিক্রান্ত হইলেন এবং ভিক্ষার্থ
নগরে গমন করিবার জন্য নদীতীরস্থিত ভরির
নিকট গমন করিলেন । সেখানে গিয়া তিনি এক
বার্লিকা মনোহরা নারীমুক্ত সন্দর্শন করিলেন ॥ ১-১২ ॥
এমণী দর্শনে তাহার হৃদয় মদনপৌড়িত হইল । তিনি
মধুর বাক্যে তাহাকে কহিলেন,—হে মৃগলোচনে !

নদীতীরে মম চিত্তপ্রমাথিনি । এবমুক্তা তু সা তেন
প্রণম্য ঋষিপুত্রবম্ ॥ ১৪ ॥ কথয়ামাস চান্নানং
দৃষ্টা তং কামমোহিতম্ । কৈবর্তানাং গৃহে দাসৌ
কথাং দ্বিজসত্তম ॥ ১৫ ॥ নাবাসংরক্ষণার্থায়
আদিষ্টা স্বামিনা বিভো । ময়া বিজ্ঞাপিতং বৃত্ত-
মশেষঃ স্মাতুমর্হসি ॥ ১৬ ॥ এবমুক্তয়া সোহথ
ক্ষণং ধায়াত্রবৌদিদম্ ॥ ১৭ ॥ পরাশর উবাচ ।
অহং জ্ঞানবলাভূদে তব জানামি সম্ভবম্ । কৈবর্ত-
পুত্রিকা ন হ্য রাজকন্যাসি সুন্দরি ॥ ১৮ ॥
কন্তোবাচ । কঃ পিতা কথাতাং বক্ষন কস্তা বা
হ্যাদরোক্তবা । কস্মিন্ বংশে প্রসূতাং কৈবর্ত্তনয়া
কথন ॥ ১৯ ॥ পরাশর উবা । কথয়ামি সমস্তঃ
যস্যয়া পৃষ্টমশেষতঃ । বহুর্নামোতি ভূপালঃ সোম-
বংশবিভূষণঃ ॥ ২০ ॥ জম্বুদ্বীপাধিপো ভদ্রে
শক্রাণাং ভয়বর্ধনঃ । শতানি সপ্তভাষাণাং প্রভাণাং
চ দর্শেব তু ॥ ২১ ॥ ধর্মোণ পালয়েন্নোকানোদয়ং

নদীর তীরে তীরে তরী আরোহণে গমন করিয়া
আমার মন মবিত করিতেছ, তুমি কে ? আমাকে
পরপারের ইয়া চলে । অনন্তর ঋষিপুত্রব পরাশর কর্তৃক
জিজ্ঞাসিত হইয়া রমণী তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং
মুনিকে কামমোহিত জানিতে পারিয়া আশ্রয় পরিচয়
বাক্য করিল । কামিনী কহিল,— দ্বিজসত্তম ! আমি
কৈবর্ত্তকন্যা, আমি ধীববগৃহে দাসীর কার্য্য করিয়া
থাকি । হে বিভো ! আমার প্রভু আমাকে
নৌকার কার্য্য আদেশ করিয়াছেন । আমি আমার
আশ্রয়পরিচয় আপনাকে সকলই কহিলাম, হে
ঋষে ! আপনিও অশেষরূপে সকল বিষয় বিদিত
আছেন । অনন্তর ঋষি পরাশর রমণীর পরিচয়
পাইয়া ক্ষণকাল ধ্যান করত বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে
লাগিলেন । পরাশর কহিলেন,— ভদ্রে ! আমি
ধ্যানবলে তোমার জন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছি,
সুন্দরি ! তুমি কৈবর্ত্তকন্যা নহ, তুমি রাজনন্দিনী ।
কন্যা কহিল,— হে বক্ষন ! আমার পিতা কে ? আমি
কাহার জষ্ঠ্যে জন্ম লাভ করিয়াছি ? আমি কোন
বংশে জন্মিয়াছি, আর কৈবর্ত্তকন্যাই বা কেন
হইলাম ? পরাশর উত্তর করিলেন,— তুমি বাহা
জিজ্ঞাসা করিলে, অশেষরূপে তাহার সমস্ত উত্তর
প্রদান করিতেছি ; ভদ্রে ! পূর্বকালে সোমবংশ-
বিভূষণ বসু নামে জনৈক রাজা ছিলেন, সেই শক্র-
ভৌনিবর্ধন নৃপ বসু জম্বুদ্বীপে রাজত্ব করিতেন ।
তাহার সপ্তশত পুত্র ও দশটি পুত্র ছিল, তিনি

পুজ্যতে সদা । শ্লেচ্ছাস্ত্রবিধেয়াশ্চ কৌরবোপ-
নিবাসিনঃ ॥ ২২ ॥ তেষামুৎসাদনার্থায় যযাবুরজ্ঞা
সাগরম্ । সংযুক্তঃ পুত্রভূত্যৈশ্চ পৌরুষে মহতি
স্থিতৈঃ ॥ ২৩ ॥ সমরং তৈঃ সমারকং শ্লেচ্ছৈশ্চ
বসুনা সহ । জিতা শ্লেচ্ছাঃ সমস্তান্তে বসুনা যুগ-
লোচনে ॥ ২৪ ॥ করদাস্তে কৃতাস্তেন সপুত্রবল-
বাহনাঃ । প্রধানা তস্মা সা রাজ্ঞী তব মাতা যুগে-
ক্ষণে ॥ ২৫ ॥ প্রবাসন্তে মহীপালে সঞ্জাতা সা রজ-
স্বলা । নারীণাং তু সদাকালং মন্থথো হৃদিকো
ভবেৎ ॥ ২৬ ॥ বিশেষেণ ঋতোঃ কালে ভিদ্যন্তে
কামসায়কৈঃ । মন্থথেন তু সন্তপ্তাচিস্তয়ৎ সা শুভে-
ক্ষণা ॥ ২৭ ॥ দূতং বৈ প্রেযয়ামাদ্য বসুরাজঃ
সমীপতঃ । আহুতঃ সহরং দূত গচ্ছ ত্বং নৃপ-
সান্নিধৌ ॥ ২৮ ॥ দূত উবাচ । পরতীরঃ গতৌ
দৌব বসুরাজারিশাসনঃ । তত্র গন্তুমশক্যোত জন-
যানৈর্নবনা শুভে ॥ ২৯ ॥ তানি যানানি সর্বাণি
গৃহীতানি পরে তটে । দূতবাক্যেন সা রাজ্ঞী বিবল্লা

সতত ধর্ম দ্বারা প্রজা পালন করিয়া লোকে ঐশ্বর্য
পূজিত হইতেন । তৎকালে কৌরবদ্বীপবাসী শ্লেচ্ছ-
গণ অতি অবিধেয় হইয়া উঠে, তখন তিনি মহা-
পুরুষকার অবলম্বনপূর্বক সেই শ্লেচ্ছগণের উৎ-
সাদনার্থ পুত্র ভূতা সহ কৌরসাগর পার হইয়া সেই
দ্বীপে উপনীত হন । হে যুগলোচনে ! অনন্তর শ্লেচ্ছ-
গণের সহিত বসুর সমর হয়, বসু শ্লেচ্ছগণকে সমরে
পরাস্ত করেন । শ্লেচ্ছগণও স্ব স্ব তনয় ও বল-
বাহন সহ বসুর বশাভূত হয় এবং সকলেই বসুকে
কর প্রদান করে । হে যুগলোচনে ! মহীপাল
বসুব প্রবাসী মহিষীই তোমার মাতা । তোমার
পিতা যৎকালে শ্লেচ্ছগণের উৎসাদনার্থে সমুদ্রপারে
গমন করেন, তখন তোমার মাতা ঋতুমতী হন ।
নারীগণের কাম সম্বন্ধে বার্ষিক থাকে, বিশেষতঃ
ঋতুকালে তাহারা মদনশ্রেণে সমধিক পীড়িত হয় ।
অনন্তর মন্থথভাপিত শুভাননা মহিষী চিন্তা
করিলেন,— আজ আমি বসুরাজসমীপে দূত
প্রেরণ করিব । অনন্তর তিনি সহর দূতকে
আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন,— দূত ! সহর
বসুরাজ সমীপে গমন কর । দূত কহিল,— দেবি !
বাজা বসু শক্র শাসনার্থে সাগরের পরতীরে গমন
করিতেছেন, হে শুভে ! জলযান ব্যতীত কেমন
করিয়া তাহার নিকট গমন করিব । বিশেষতঃ
সাগরপারোপযোগী যে সকল জলযান ছিল, তৎ-

কামপীড়িতা । ৩০ । তৎ সখী তাম্বাচাখ কন্ধ্যাঃ
পরিভপ্যাসে । স্বনৈখঃ প্রেমাতাং দেবি শুকহস্তে
বধার্থতঃ । ৩১ । সমুদ্রং লজ্জয়িত্বা তু শকুন্তা যান্তি
সুন্দরি । সখিবাকোন সা রাজ্ঞী স্বস্থা জাতানরা-
ধিপ । ৩২ । ব্যাহতো লেখকস্তর লিখ লেখং মমা-
জ্ঞয়া । স্বকৌনা সত্যভামাদ্য বসো রাজন্ন জীবতি ।
৩৩ । ঋতুকালোহদ্য সজ্জাতো লিখ লেখং তু
লেখক । লিখিতে ভূজ্জপত্রে তু লেখে বৈ লেখকেন
তু । ৩৪ । শুকঃ পঞ্জরমধ্যস্থ আনৌতোঈকব
সন্নিধৌ । ৩৫ । সত্যভামোবাচ । নৌহা লেখং
গচ্ছ নীত্রং বসুরাজ্যঃ সমীপতঃ । শকুনিঃ প্রণতো
ভূয়া গৃহীয়া লেখমুত্তমম্ । ৩৬ । উৎপত্য সহসা
রাজন্ জগামাকাশমণ্ডলম্ । ততঃ পক্ষী গতঃ
নীত্রং বসুরাজসমীপতঃ । ৩৭ । ক্ষিপ্তে লেপে
শুকেনৈব সত্যভামাবিসর্জিতে । বসুরাজ্ঞা ততো
লেখো গৃহ্য হস্তেহবধারিতঃ । ৩৮ । লেখার্থং চিন্তয়িত্বা
তু গৃহ্য বীর্ঘ্যঃ নরেশ্বরঃ । অমোঘং পুটিকাং কুত্বা

সমস্ত পরপারে নীত হইয়াছে । তখন কাম-
পীড়িতা রাজ্ঞী দূতের বাক্যে বিবল হইলেন ।
রাজ্ঞীকে বিবল দর্শনে তাঁহার সখী তাঁহাকে কহিল,
—আপনি কেন গিন্ন চইতেছেন, আপনার এই
সত্য বিবরণ পত্রিকায় লিখিয়া শুকের করে প্রেরণ
করুন; হে সুন্দরি! শুক অনায়াসেই সমুদ্র
লজ্জনপূর্বক বসুরাজসমীপে গমন করিয়া আপ-
নার এই সত্য বৃত্তান্ত নিবেদন করিবে । হে নরা-
ধিপ! সখীবাক্যে রাজ্ঞী কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন,
তিনি জনৈক লেখককে আহ্বান করিয়া কহিলেন,
—আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তৎসমস্ত এক পত্রি-
কায় লিপিবদ্ধ কর । হে লেখক! তুমি লিখিবে
যে, আমার আজ ঋতুকাল উপস্থিত হইয়াছে, হে
রাজন! আপনা বিহনে সত্যভামা জীবন ধারণে
সমর্থ নহে । অনন্তর লেখক কর্তৃক ভূজপত্রে
তাহাই লিখিত হইলে, পিঞ্জরমুক্ত শুক রাজ্ঞী-
সমীপে সহর আনীত হইল । সত্যভামা কহিলেন,
—হে শুক! এই পত্রিকা লইয়া সহর বসুরাজ
সমীপে গমন কর । অনন্তর শুক রাজ্ঞীকে প্রণাম-
পূর্বক তখনই সেই অনুত্তম পত্রিকা লইয়া সহসা
আকাশে উৎপতিত হইল । হে রাজন! অন-
ন্তর শুক বসুরাজসমীপে উপনীত হইয়া
রাজ্ঞীপ্রদত্ত সেই পত্রিকা তাঁহার সম্মুখে
নিবেশ করিল । নরেশ বসুও তখন শুকমুখ-

প্রতিলেখনে মিশ্রিতম্ । ৩৯ । শুকস্ত সৌহর্গ্যা-
মাস গচ্ছ রাজ্ঞীসমীপতঃ । প্রণম্য বসুরাজানং
বীজং গৃহ্যোৎপপাত হ । ৪০ । সমুদ্রোপরি সস্ত্রাণ্ডঃ
শুকঃ শ্রোনে বীকিতঃ । সামিষং তং শুকঃ জ্ঞাত্বা
শ্রোনেস্তমভ্যাবত । ৪১ । হতশঙ্কুপ্রহারেণ শুকঃ
শ্রোনে ভারত । মূর্চ্ছয়া তস্ত তদ্বীজং পতিতং
সাগরান্তসি । ৪২ । মৎস্তেন গিলিতং তচ্চ বীজং
বসুমহীপতেঃ । কন্তা মৎস্তোদরে জাতা তেন
বীজেন সুন্দরি । ৪৩ । প্রাপ্তোহসৌ লুককৈশ্চম্ভ
আনৌতঃ স্বগৃহং ততঃ । যাবদ্বিদারিতো মৎস্ত-
স্তাবদ্দৃষ্টো হমুত্তমে । ৪৪ । শশিমণ্ডলসঙ্কাশা স্বর্ঘ্য-
বেজঃসমপ্রভা । দৃষ্টা হাঃ হর্ষিতাঃ সর্বে কৈবর্তী
জাহুবীতটে । ৪৫ । হর্ষিতাস্তে গতাঃ সর্বে প্রা-
নশ্চ মন্দিরম্ । সৌরভঃ কথয়ামাসুগৃহাণ বঃ
মহাপ্রভম্ । ৪৬ । গৃহীত্ব তেন তদ্বক্ষী হাপুত্রেণ

নিষ্কিপ্ত পত্রিকা দর্শনে কণকাল চিন্তা করিয়া নিজ
অমোঘ বীর্ঘ্য গ্রহণপূর্বক পুটিকামধ্যে রক্ষিত
করত প্রত্যুত্তরসহ শুকের করে অর্পণ করি-
লেন এবং বলিলেন,—হে শুক! সহর রাজ্ঞী-
সমীপে গমন কর । তখন শুকও সেই বসুরাজ-
বীর্ঘ্য গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুনরায়
আকাশে উৎপতিত হইল এবং সাগরের উপর
দিয়া যাইতে লাগিল । তখন এক শ্রোণ শুকমুখে
আমিস রহিয়াছে জানিতে পারিয়া তাহার পশ্চাৎ
প্রধাবিত হইল এবং তাহাকে চকুপ্রহারে আহত
করিল । হে ভারত! তখন শুক মূর্চ্ছিত হইল
ও বীর্ঘ্যও জনধিজলে পড়িয়া গেল । অনন্তর এক
মৎস্ত সেই বসুরাজবীর্ঘ্য গিলিয়া ফেলিল, হে
সুন্দরি! তুমি সেই বসুরাজার বীর্ঘ্য হইতে মৎস্তো-
দরে কন্তারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ । ১৩—৪৩ । হে
উত্তমে! অনন্তর জনৈক লুকক কর্তৃক সেই
মৎস্ত ধৃত ও স্বগৃহে আনীত হয়, তারপর সেই
মৎস্তের উদর ভেদ করিয়াই লুকক তোমাকে
দেখিতে পায় । তুমি মৎস্তোদর হইতে বহির্গত
হইলে তোমার মুখমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ ও দেহ-
দ্যুতি দিবাকরের স্যায় প্রফুল্লিত হইয়াছিল, তদ-
র্শনে জাহুবীতীরবাসী ধীবরগণ হুঁচ হইল এবং
তাহারা তোমাকে লইয়া ধীবরস্বামীর গৃহে গমন
পূর্বক কহিল,—আপনি এই মহাপ্রভাবশালী রমণী-
রত্নটী গ্রহণ করুন । হে কুরঙ্গনয়নে তবঙ্গি! ধীবর-

মুগেকণ। তর্ঘ্যাং আমাহ উবজি পালয়ম মুগে-
কণে। ৪৭। ততঃ সা চিন্তয়ামাস পরাশরবচন্তদা।
এবমুক্তা তু সা তেন দবাশ্বানং নরেশ্বর। ৪৮।
উবাচ সাধু মে ব্রহ্মসংস্কৃতগচ্ছোহম্ববর্ততে। তত-
স্তেন তু সা বালা দিব্যগচ্ছাধিবাসিতা। ৪৯। কৃত্য
যোগবলেনৈব জালয়িত্বা বিভাবনুৎ। কৃত্য প্রদ-
ক্ষিপং বহিমুতা তেন রসান্তদা। ৫০। জলবানশ
মধ্যে তু কামহানান্তসংস্পৃশৎ। জাহা কামোৎ-
সুকঃ বিপ্রঃ ভীতা সা ধর্ম্মনন্দন। ৫১। হসন্তৌ
তমুবাচাথ দেব স্বং লোকসমিধৌ। ন লজ্জসে কথং
ধীমান্ কুর্য্যণঃ পামরোচিতম্। ৫২। ততস্তেন কণং
ধ্যাহা সংস্মৃতা হৃদি তামসী। আগতা তমসী মায়া যয়া
ব্যাপ্তং চরাচরম্। ৫৩। ততঃ সা বিস্মিতা তেন কস্মিণৈব
তু রঞ্জিতা। ব্রহ্মচর্য্যোভিতপেন স্ত্রীসৌখ্যং ক্রীড়িতং
তদা। ৫৪। ততঃ সা তৎকণাদেব গর্ত্তভারেণ।
স্বামী অপূজক ছিল, সে তোমাকে পাইয়া তাহার
পত্নীকে কহিল,—হে মুগলোচনে! এই কস্তাটিকে
পালন কর। হে নরেশ্বর! অনন্তর ধীবরকস্তা
কিছুকণ পরাশরবাক্য চিন্তা করত ‘তাহাই হউক’
বলিয়া তাঁহার করে আশ্রয়সমর্পণ করিল এবং
বলিল,—ব্রহ্মন্! আপনি ভালই বলিয়াছেন,
কিন্তু সম্প্রতি আমার দেহে মৎস্যগন্ধ বিদ্যমান
রহিয়াছে, ইহার প্রতিকার করুন। অনন্তর ধীবর-
বালার দেহ দিব্যসৌরভে অধিবাসিত হইল, তখন
ঋষি পরাশর যোগবলে অনল প্রজ্বলিত করিয়া
প্রেমবশে হৃতাশনপ্রদক্ষিপ করত সেই ধীবররম-
ণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। হে ধর্ম্মনন্দন! তখন
ঋষি পরাশর কামোৎসুক ছিলেন, এদিকে জলযান
মধ্যে কামহানেরও অসদৃশ্য; পরন্তু মহর্ষি
পরাশর তখন তখন সেই কস্তার কামাবয়ব সকল
স্পর্শকরিতে লাগিলেন। তাহাতে কস্তা ভীত হইল,
সে হাসিতে হাসিতে কহিল,—দেব! আপনি
ধীমান্; লোকসমক্ষে এইরূপ পামরোচিত কার্য্য
করিতে আপনার কি লজ্জা হইতেছে না? অনন্তর
যুনি মনে মনে কণকাল চিন্তা করিলেন, হে বাজন!
যে তামসীমায়ায় চরাচর পরিব্যাপ্ত হয়, তাঁহার
চিন্তামাজেই সেই তামসী মায়া আসিয়া প্রাহুত
হইল। ধীবরকস্তাও ঋষির এই অদ্ভুত কার্য্য-
দর্শনে বিস্মিতা হইল। হে রাজন্! কৈবর্ত্তকন্যা
তখন নবরাগরঞ্জিতা, এদিকে ঋষি পরাশরও ব্রহ্ম-
চর্য্যপরিভক্ত; আর কণকাল বিলম্ব হইল না, ঋষি
জ্ঞানুখে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধীবর-

পীড়িত। প্রসূতা বালকং তত্র জটিনং দণ্ডধারিণম্।
৫৫। কমণ্ডলুধরঃ শান্তঃ মেখলাকটিভূষিতম্।
উত্তরায়ণকৃতকঙ্কঃ বিকুম্ভায়াবিবর্জিতম্। ৫৬
ততোহপি শঙ্কিতা পার্শ্ব দৃষ্টা তং কলবানকম্। বেণ-
মানা ততো বালা জগাম শরণং মূনেঃ। ৫৭। রক্ষয়ক
মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর মহামতে। জাতঃ মেহতাঙ্কুতঃ
পুংস্ কোপীনবরমেধনম্। দণ্ডহস্তঃ জটায়ুকমুস্তরীয-
বিভূষিতম্। ৫৮। পরাশর উবাচ। মা ভৈষী:
স্বমূতে জাতে কুমারী স্বং ভবিষ্যসি। নারী
যোজনগন্ধেতি দ্বিতীয়ং সত্যবতাপি। ৫৯। শস্ত্র-
নাম রাজা যঃ স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি। প্রথমা
মহিষী তন্ত্র সোমবংশবিভূষণা। ৬০। গচ্ছ স্বং
স্বাশ্রয়ং শুভে পূর্ব্বরূপেণ সংস্থিতা। মা বিষাদঃ
কুরুষাত্র দৃষ্টং জ্ঞানস্ত মে বলম্। ৬১। ইত্যাশ্বা
প্রযযৌ বিপ্রঃ সা বালা পুত্রমাশ্রিতা। নদ্বোচে
মাতরং ভক্ত্যা সাষ্টাঙ্গং বিনয়ানতঃ। ৬২।
কম্যাতাং মাতকৃত্তং মে প্রসাদঃ ক্রিয়তা-
মপি। ঈশ্বরারাধনে যত্নং করিষ্যাম্যহমাহিকে।

কন্যা কণকাল মধ্যেই গর্ত্তভারে পীড়িতা হইল এবং
সে সদ্যই জটামণ্ডিত দণ্ডধারী কমণ্ডলুধর শান্ত
মেখলাকটিভূষিত, কঙ্ক উত্তরায়ণযুক্ত বিকুম্ভায়া-
বিবর্জিত এক সুন্দর বালক প্রসব করিল। হে
পার্শ্ব! তথাপ ধীবরকস্তার ভয় দূর হইল না, সে
সেই কলভাবী শিশুকে সন্দর্শন করিয়া কম্পিত-
হৃদয়ে ঋষি পরাশরের শরণাপন্ন হইল এবং বলিল,—
হে মুনীশ্বর পরাশর! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন;
হে মহামতে! এ কি অদ্ভুত! সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে
উত্তম কোপীন ও মেখলাধারী দণ্ডহস্ত জটাকুট ও
উত্তরায়ণবিভূষিত দর্শনে আমি ভীত ও বিস্মিত
হইয়াছি। পরাশর উত্তর করিলেন,—ভয় করিও
না, তোমার তনয় জন্মিলে তুমি কুমারীই থাকিবে;
তোমার দুইটা নাম হইবে; একটা যোজনগন্ধা
ও অপরটা সত্যবতী। রাজা শান্তমু তোমার
স্বামী হইবেন, তুমি তাহার প্রথমা মহিষী হইয়া
সোমবংশ বিভূষিত করিবে। হে শুভে! এক্ষণে
তুমি তোমার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গহে গমন কর;
আমার জ্ঞানবল দর্শন করিলে ত? আর এবিষয়ে
বিষয় হইও না। ঋষি পরাশর এই বলিয়া চলিয়া
গেলেন, সত্যবতীতনয়ও জননীসমীপে উপনীত
হইয়া বিনয় ও ভক্তিসহকারে সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক
কহিতে লাগিলেন। বালক কহিলেন,—মাতঃ

৬৩। ততঃ সা পুত্রবাক্যেণ বিষয়া বাক্যমব্রবীৎ ।
৬৪। যোজনগঙ্ঘাবাচ । মা ত্যক্তা গচ্ছ বৎসাদ্য
মাতরং মামনাগসম্ । তদ্বিয়োগেন মে পুত্র পঞ্চহং
ভাবাসংশয়ম্ । ৬৫। নাস্তি পুত্রসমঃ স্নেহো নাস্তি
ভ্রাতৃসমঃ কুলম্ । নাস্তি সত্যপরো ধর্মো নানুতাৎ
পাতকং পরম্ । ৬৬। বালভাবে ময়া জাত আধারঃ
কিল জায়সে । ন মে ভর্তা ন মে পুত্রঃ পশু কশ্ম
বিভ্রমম্ । ৬৭। বাস উবাচ । মা বিষাদঃ কুরু
হাস্তঃ সত্যমেতন্ময়ৈরিতম্ । আপৎকালেহস্মি নৈ
দেবি স্তব্ধাঃ কার্ধাসিক্ষয়ে । ৬৮। আপদস্তাবয়ি
ষামি ক্রমাতাং মে দ্রুতরম্ । ইতুক্তা প্রযায়ে
বাসঃ কস্তা সাপি গতা গৃহম্ । ৬৯। পরাশরমুত
স্তত্র নিষলো বনমধ্যাতঃ । ত্রেতাযুগাবসানে
ঋপরাদৌ নরেশ্বর । ৭০। বাসারং চিস্তয়ামাস্ত-
দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ । আখ্যাতো নারদো নৈব
পুত্রঃ পরাশরস্ত সঃ । ৭১। কৈবর্তপুত্রিকাজাতো

আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার বাক্যে ক্ষমা
করুন । জননি ! আমি ঈশ্বরারামনে যত্ন করিব ।
মাতা তনয়বাক্যে বিষয় হইয়া উদ্ধর করিলেন ।
যোজনগঙ্ঘা কহিলেন,—বৎস । আমি তোমার
নিরপরাধা জননী, আমাকে আজ ভাগ করিয়া
গমন করিও না; হে পুত্র ! তোমার বিরহে
আমার মৃত্যু নিশ্চিত । দেখ, পুত্রের সমান স্নেহ
নাই, ভ্রাতার তুল্য কুল নাট, সত্যসম ধর্ম নাই
এবং অন্তের তুল্য পাতক নাট । আমি বাল্যবয়সে
তোমাকে হনয় লাভ করিয়াছি, তুমিই আমার
একমাত্র আশ্রয় । আমার স্বামী নাট, অন্ন তনয়
নাট; তুমি একবার আমার এই কর্ম্মবিভ্রম
অবলোকন কর । বাস বলিলেন,—আপন
হৃদয়ের দুঃখ ভাগ করুন, হে দেব । আমি সত্যই
বলিতেছি—আপৎকাল উপস্থিত হইলে আমাকে
স্মরণ করিবেন, আমি দেখা দিয়া আপনার কার্গাদি
করিব । আমার এই দুর্ভিক্ষ ক্ষমা করুন, আমি
নিশ্চিতই আপনাকে আপদ হইতে উদ্ধার করিব ।
বাস এই বলিয়া প্রশ্ন করিলেন, বাসমাতা সত্য-
বতীও স্বর্গে উপনীত হইলেন । অনন্তর পরাশর-
তনয় বাস বিষয় হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন ।
হে নরেশ্বর ! এই ঘটনা ত্রেতাযুগের অবসানে ও
ঋপরের আদিতে সংঘটিত হইয়াছিল । এই সময়
শক্রপ্রমুখ সুরগণ ব্যাসের আশ্রিতবজ্র চিহ্নিত
হইয়াছিলেন । ইত্যবসরে দেব নারদ গিয়া

জানী জরুজুতাতে । ততো নারদবাক্যেন
আগতাঃ সুরসত্তমাঃ । ৭২। রামঃ পিতামহঃ শক্রো
মুনির্সজ্জঃ সমাবৃতাঃ । আশ্রাদিকং পৃথগৃদয়া সাধু-
সাধিতাদৌরযম্ । ৭৩। পিতামহেন বৈ বালো গর্তা-
ধানাদিসংস্কৃতঃ । দ্বৈপায়নো দ্বীপজয়া পারাশর্য্যঃ
পরশরাৎ । ৭৪। কৃষ্ণাংশাৎ কৃষ্ণনামাঃ ব্যাসো
বেদান্ বাসযাতি । বিরজিনাভিষিক্তোহসৌ মুনি-
সজ্জঃ পুনঃপুনঃ । ৭৫। ব্যাসস্তং সর্বলোকেষু
ইতুক্তা প্রযয়ুঃ সুরাঃ । তীর্থযাত্রা সমাধ্বা
কৃষ্ণদ্বৈপায়নেন তু । ৭৬। গঙ্গাবগাহিতা তেন
কেদারশ্চ সপুত্রঃ । গয়া চ নৈমিষঃ তীর্থঃ কুরুক্ষেত্রঃ
সব্বতী । ৭৭। উজ্জয়িন্যাং মহাকালঃ সোমনাথঃ
প্রভাসকে । পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং স্নাত্বা
যাতো মহামুনিঃ । ৭৮। অমৃতং নর্মদাং প্রাপ্তো
কুন্দদেহোত্তবাং শুভাম্ । সাহল্যাদো নর্মদাঃ দৃষ্টা

দেবগণসমীপে সংবাদ প্রদান করিলেন যে, কৈবর্ত-
কন্তার গর্ভে আমি পরাশরের ঔরসে জনৈক জানী
তনয় জাহ্নবীতীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ।
অনন্তর নারদবাক্যে রাম, পিতামহ ব্রহ্মা ও শক্র
প্রভৃতি সুরসত্তমগণ ঋষিসজ্জ সমাবৃত হইয়া
বাসসমীপে আগমনপূর্বক সাধু সাধু বাক্য উচ্চা-
রণ করত তাঁহাকে পৃথক পৃথক আসনাদি দান
করিলেন । পিতামহ ব্রহ্মা গর্তাধানাদি সংস্কার-
পূর্বক বালক ব্যাসের নামকরণ করিলেন ।
তিনি কহিলেন,—এই শিশু পরাশর হইতে জন্ম
লইয়াছেন, এজন্ত পারাশর্য্য, দ্বীপমধ্যে জন্মিয়াছেন
বলিয়া দ্বৈপায়ন, এবং কৃষ্ণের অংশে হইব জন্ম হই
যাছে বলিয়া ইনি কৃষ্ণ নামে অভিহিত হইবেন;
আর ইনি বেদানন্দ বিভাগ করিলেন এজন্ত
ইহঁদ নাম ব্যাস হইবে । অনন্তর ব্রহ্মা ও ঋষি-
গণ পুনঃপুনঃ ব্যাসের আভিসেক করিলেন ।
পরে অগ্নিলোকে ‘তুমি ব্যাস নামে বিখ্যাত
হইবে’ এই কথা কথিয়া সুরগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান
করিলেন । তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস তীর্থযাত্রায় প্রস্তুত
হইলেন । ৭৪—৭৬ তিনি প্রায়ে গঙ্গায় অবগাহন
করিয়া ক্রমে কেদার, পুত্র, গয়া, নৈমিষারণ্য,
কুরুক্ষেত্র, সব্বতী প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন
করিয়া উজ্জয়িনীর মহাকাল, ও প্রভাসের সোমনাথ
দর্শন করিলেন । মহামুনি ব্যাস এইরূপে সাগ-
রান্তা পৃথিবীর যেখানে যে তীর্থ ছিল সকল তীর্থেই

চিন্তাবিশ্রান্তিমাণ ৫। ৭২। তপশ্চচার বিপুলং
নশ্বদাতটমাস্থিতঃ। গ্রীষ্মে পঞ্চাশ্মিধ্যবস্থা বর্ষাসু
স্থিতিশেষঃ ৷ ৮০ ৷ সার্ববাসাশ্চ হেমন্তে তিষ্ঠন দধৌ
মহেশ্বরম্। স্বাস্ত্রহৃৎকমলে স্থাপ্য ধ্যায়তে পরমে-
শ্বরম্ ৷ ৮১ ৷ সৃষ্টিসংহারকর্তারমছেদ্যঃ বরদঃ
শুভম্। নিত্যং সিন্ধেশ্বরং লিঙ্গং পূজয়েদ্ধ্যানতৎ-
পরঃ ৷ ৮২ ৷ অর্চনাৎসিন্ধলিঙ্গস্ত ধ্যানযোগপ্রভা-
বতঃ। প্রত্যক্ষঃ শঙ্করো জাতঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ত
সঃ ৷ ৮৩ ৷ ঈশ্বর উবাচ। তোষিতোহহং ত্বয়া বৎস
বরং বরয় শোভনম্ ৷ ৮৪ ৷ ব্যাস উবাচ। যদি
তুষ্টিহাসি মে দেব যদি দেহো বরো মম। প্রত্যক্ষো
নশ্বদাতৌরে স্বয়মেব ভাবিষ্যসি। অতীতান-
গতজ্ঞোহহং ত্বৎপ্রসাদাভ্যুপাতে ৷ ৮৫ ৷ ঈশ্বর
উবাচ। এবং ভবতু তে পুত্র মৎপ্রসাদাদসংশয়ম্।
ত্বয়ি ভাক্তৃগৃহীতোহং প্রত্যক্ষো নশ্বদাতটে।
৮৬ ৷ সহস্রাংশ্চিহ্নিতাবেন প্রত্যক্ষোহহং ত্বদাশ্রমে।

জ্ঞান কারিয়া অবশেষে রুদ্রদেহসমুদ্ভূতা শুভাবস্থা
সমুত্তা নশ্বদাতৌর্থে উপনীত হইলেন। তিনি
নশ্বদাদর্শনে হৃষ্ট হইলেন, চিত্তের বিশ্রান্তি লাভ
করিলেন এবং সেই নশ্বদাতার আশ্রয় কারিয়াই
বিপুল তপশ্চরণ করিলেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাশ্মি-
মধ্যে অবস্থান, বর্ষায় স্থিতিশেষে শয়ন ও হেমন্তে
আর্দ্রবসনে দণ্ডায়মান হইয়া মহেশ্বরকে চিন্তা
করিলেন, তিনি বহির্দৃষ্টিকে বিমল অন্তর্দৃষ্টিতে
নিবিষ্ট করিয়া একমাত্র সৃষ্টিসংহারকারী অছেদ্য
শুভ বরদ পরমেশ্বরেরই ধ্যান করিতে লাগিলেন,
এবং ধ্যানতৎপর হইয়া নিত্য সিন্ধেশ্বর লিঙ্গের
পূজা করিলেন। অনন্তর ধ্যানযোগপ্রভাবে
ও সিন্ধেশ্বরলিঙ্গপূজাকলে শঙ্কর কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে
প্রত্যক্ষদর্শন দান করিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—
হে বৎস! তোমার তপশ্চায় সন্তুষ্ট হইয়াছি,
শোভন বর প্রার্থনা কর। ব্যাস বলিলেন,
হে দেব! যদি আপনি আমার তপস্যায়
সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর যদি আমাকে বরদান
করেন, তবে আপনি নশ্বদাতৌরে প্রত্যক্ষদেহে
আবির্ভূত হউন। আর হে উপাপতে! আমি
যেন আপনার প্রসাদে অতীত ও অনাগত সমস্ত
বিদিত হইতে পার। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—
পুত্র! তোমার তাহাই হউক, তুমি আমার প্রসাদে
সকলই জানতে পারবে; সংশয় নাই। তোমার
ভাক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আমি প্রত্যক্ষভাবে
নশ্বদাতৌরে উপনীত হইয়াছি, আমি সহস্রাংশ-

ইত্যুকা প্রযযৌ দেবঃ কৈলাসং নগমুত্তমম্ ৷ ৮৭ ৷
পত্নীসংগ্রহণং জাতং কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ত তু। শাস্ত্রোক্তেন
বিধানেন পত্নীং পালয়তস্তথা ৷ ৮৮ ৷ পুত্রো জাতো
হপুত্রস্ত পরাশরসুতস্ত ৫। দেবৈর্বর্ধাপিতঃ
সকৈবিরিকৈশ্চপুৰোগমৈঃ ৷ ৮৯ ৷ পুত্রজন্মস্তথা-
জঘূর্বশিষ্ঠাদ্যাঃ স্তন স্বরাঃ। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন পরাশর-
পুৰোগমাঃ ৷ ৯০ ৷ মর্ষাভিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যো-
শনোহঙ্গিরাঃ। যম পশুহসংবর্তাঃ কাশ্যায়নবৃহস্পতৌ ৷
৯১ ৷ এবমাদিসহস্রাণ লক্ষকোটিশতানি ৫।
শশিষাশ্চ মহাতাগা নশ্বদাতটমাস্থিতাঃ ৷ ৯২ ৷ ব্যাসা-
শ্রমে শুভে রম্যে সন্তুষ্টা আয়যুর্নৃপ। দৃষ্টা তান
সোহপি বিপ্রেন্দ্র নভুত্থানকৃতোদ্যমঃ ৷ ৯৩ ৷ পিতৃঃ
পুত্রং প্রণম্যাদৌ সর্কেষাঃ চ যথাবিধি। আসনানি
দদৌ ভক্ত্যা পাদ্যমর্ঘ্যং স্তবেদয়ৎ ৷ ৯৪ ৷ কৃতাজ্জলি-
পুটো ভূহা বাক্যমেতদ্বাচ হ। উদ্ধৃতোহহং ন
সন্দেহো যুগ্মৎসম্ভাষণার্চনাৎ ৷ ৯৫ ৷ আরণ্যানি
চ শাকানি ফলান্ভারণ্যজানি চ। তানি দাস্তামি

রূপে তোমার আশ্রমে প্রত্যক্ষরূপে দর্শনদান
করিব। দেব শঙ্কর এইরূপ বলিয়া অমুত্তম
শৈল কৈলাসে চলিয়া গেলেন, এদিকে কৃষ্ণ-
দ্বৈপায়নও যথোক্ত বিধি বিধানে দারপরিগ্রহ
কারিয়া ধর্ম্মানুসারে পত্নীপালন করিতে লাগিলেন।
অপুত্রক পরাশরসুত ব্যাসের পুত্র জন্মিলে, ইন্দ্র-
চন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ব্যাসসুতের বৃদ্ধাদি মঙ্গল
বিরান করিলেন, পরাশরপ্রমুখ বিশিষ্টাদি মুনি-
গণ তীর্থযাত্র প্রসঙ্গে ব্যাসের পুত্রজন্মোৎসবে
স্নান দান করিলেন; মধু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত,
যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত,
কাশ্যায়ন, বৃহস্পতি ইহারা এবং অন্যান্য লক্ষ
লক্ষ কোটি কোটি নশ্বদাতৌরবাসী শশিষ্য
মহাতাগা মুনিশ্বরগণ ব্যাসের পুত্রজন্মশ্রবণে
সন্তুষ্ট মনে শুভাবস্থায় ব্যাসাশ্রমে উপনীত
হইলেন। হে নৃপ! অনন্তর ব্যাস এই সকল
ঋষিসমাগম সন্দর্শন করিয়া অভূতানাতি দ্বারা
তাহাদের প্রভূদগমন করিলেন। তিনি প্রথমে
পিতার পদে প্রণত হইয়া যথাবিধি যথাযোগ্য ক্রমে
সকলকেই প্রণাম করিলেন এবং সকলকেই ভক্তি-
পূরক আসন, পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি নিবেদন করি-
লেন। ৭৭-৯৪। অনন্তর ব্যাস বদ্ধাজলি হইয়া বক্ষ্য-
মাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। ব্যাস বলিলেন,—
আপনাদের অর্চন ও সম্ভাষণ কারিয়া নিঃসন্দেহ

ধূম্রাকং সর্কেষাং ত্রীতিপূর্বকম্ । ১৬ । স্তম্ভস্তত
তান্ সর্কান্ প্রত্যেকং প্রণিপত্য চ । ততস্তে
প্রণতঃ দৃষ্ট্বা কৃষ্ণদৈপায়নং যুনিম্ । ১৭ । বর্দ্ধয়িত্বা
জয়াশীর্ভিরবলোক্য পরম্পরম্ । পরাশরঃ সমস্তৈশ্চ
বৌদ্ধিতো যুনিপুঙ্গবৈঃ । ১৮ । উত্তরং দীযতাং
তাত কৃষ্ণদৈপায়নস্ত চ । এবমুক্তস্ত তৈঃ সর্কে-
ভগবান্ স পরাশরঃ । প্রোবাচ স্বাক্ষজং ব্যাস-
মৃণাণাং যচ্চিকৌর্ধিতম্ । ১৯ । ত্রীপরাশর উবাচ ।
নেচ্ছন্তি দক্ষিণে কূলে ব্রতভঙ্গভয়াদথ । ভোজনং
ভোক্তুকামাস্তে শ্রাদ্ধে চৈব বিশেষতঃ । ১০০ ।
ব্যাস উবাচ । করোমি ভবতামুক্তমত্রেব স্বীয়তাং
ক্ষণম্ । যাবৎপ্রসাদ্য সন্তিতং করোমি বিধিযুক্তমম্ ।
১০১ । এবমুক্তা শুচির্ভূত্বা নর্ম্মদাতটমাস্থিতঃ ।
স্তোত্রং জগাদ সহসা তন্নিবোধ নরেশ্বর । ১০২ ।
জয় ভগবতি দেবি নমো বরদে জয় পাপ-

আমি উদ্ধার হইলাম, এক্ষণে আমি আপনদের
ত্রীতির জন্ত আরণ্যশাক ও বস্ত্র ফলমূলাদি
প্রত্যর্পণ করিব বলিয়া অভিলষ করিতেছি ।
অনন্তর ব্যাস প্রত্যেককেই প্রণামপূর্বক নিমন্ত্রণ
করিলেন । তখন ঋষি কৃষ্ণদৈপায়নকে প্রণত
সন্দর্শন করিয়া ঋষিপুঙ্গবগণ তাঁহাকে জয়াশীর্ষাদে
বর্দ্ধিত করত পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন
করিতে লাগিলেন ও সকলেই একযোগে ঋষি
পরাশরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং
বলিলেন,—হে তাত ! কৃষ্ণদৈপায়নের বাক্যে উত্তর
করুন । অনন্তর ঋষিগণ কর্তৃক এইরূপ কথিত
হইয়া ভগবান্ পরাশর আত্মজের প্রতি সেই
সকল ঋষির কর্তব্য ব্যক্ত করিয়া বলিতে লাগি-
লেন । পরাশর কহিলেন,—ইহারা শ্রাদ্ধ গ্রহণ
করেন না, বিশেষতঃ এই সকল ঋষি ব্রতভঙ্গভয়ে
নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে অন্ন প্রতিগ্রহ করিতে
অভিলাষী নহেন । ব্যাস বলিলেন,—আমি
যতক্ষণ নর্ম্মদা নদীকে প্রসন্ন করিয়া উত্তম বিধির
অন্নুষ্ঠানপূর্বক আপনাদের অন্নকূল বাক্য প্রতি-
পালন করি, ততকাল আপনারা এই স্থানে
অবস্থান করুন । আমি ক্ষণকালমধ্যেই আপনা-
দের আদেশ প্রতিপালন করিব । হে নরেশ !
অনন্তর ব্যাস এইরূপ কথিয়া বিমুক্ত হৃদয়ে নর্ম্মদার
তীর আশ্রয়পূর্বক সহসা যে স্তোত্রগীতি
করিয়াছিলেন, তাহা বিদিত হও । ব্যাস বলি-
লেন,—হে দেবি ! আপনাকে নমস্কার, হে ভগবতি !

বিনাশিনি বহুকলদে । জয় শুভনিশ্চলকপালধরে
প্রণমামি তু দেবনরার্তিহরে । ১০৩ । জয় চন্দ্র-
দিবাকরনেত্রধরে জয় পাবকভূষিতবক্রবরে । জয়
ভৈরবদেহনিগুনপরে জয় অন্ধকরজ্ঞবিশোধকরে ।
১০৪ । জয় মহিষবিমর্দ্দিনি শূলকরে জয় লোক-
সমস্তকপাপহরে । জয় দেবি পিতামহরামনতে জয়
ভাস্করশক্রশিরোহবনতে । ১০৫ । জয় বগ্নুখসায়ক
ঈশরূপে জয় সাগরগামিণি শম্ভুরূপে । জয়
দুঃখদারিদ্ৰবিনাশকরে জয় পুত্রকলত্রবির্ভাঙ্ককরে ।
১০৬ । জয় দেবি সমস্তশরীরধরে জয় নাকবিদর্শিনি
দুঃখহরে । জয় ব্যাধিবিনাশিনি মোক্ষকরে জয়
বাহুতদায়িনি সিদ্ধকরে । ১০৭ । এতদ্যাসকৃতং
স্তোত্রং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ । গৃহে বা শুদ্ধভাবেন
কামক্ৰোধবিবর্জিতঃ । ১০৮ । তস্ত ব্যাসো ভবেৎপ্রীতঃ
প্রীতশ্চ বুধবাহনঃ । প্রীতা স্তান্নর্ম্মদা দেবী সর্বপাপ-

আপনি কলুস নাশ ও বিপুল ফল দান করিয়া
থাকেন, আপনার জয় হউক, আপনাকে নমস্কার ।
হে বরদে ! আপনি শুভ-নিশ্চলের কপাল ধারণ
করিয়াছেন, আপনিই সুরনরগণের আর্তিহারিণী,
আপনার জয় হউক, আপনাকে নমস্কার । আপনি
শশী ও সূর্য্যকে নেত্ররূপে ধারণ করিয়াছেন, আপনার
অনুভূত বক্রোক্তাশন শোভা হইতেছে, ভৈরবের
বিকট দেহ আপনার দেহে বিলীন হয়, আপনিই
অন্ধকারের শোণিত শোষণ করিয়াছেন, আপনার
জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক । হে মহিষমর্দ্দিনি ।
আপনার করে শূল বিরাজিত, আপনি অগ্নি
লোকের পাপহরণ করেন, হে দেবি ! পিতামহ,
রাম, ভাস্কর ও শঙ্ক আপনার পাদপদ্মে প্রণত
হন, দেবি ! আপনি জয়যুক্ত হউন । আপনি
ষড়াননের শায়ক—শক্তি, শম্ভু ঈশও আপনাকে
প্রণাম করেন ; আপনি সাগরগামিণী, আপনিই
অগ্নি লোকের দুঃখদারিদ্ৰ হরণ করেন, পুত্রকলত্র-
গণ আপনা হইতেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আপনার জয়
হউক, হউক, হউক । দেবি ! আপনি জয় জয়
দেহগণের দেহধারণ করেন, আপনার প্রসাদেই
দেহগণ স্বর্গপদ দর্শন করে, আপনি দুঃখহরী,
মোক্ষদাত্রী, ব্যাধিনাশিনী ও বাহুতদায়িনী ;
হে সিদ্ধেশ্বর ! আপনার জয় হউক, জয়
হউক, জয় হউক । ১০৫—১০৮ । যে
কামক্ৰোধহীন মানব শুদ্ধভাবে গৃহে কিংবা
শিবসন্নিধানে এই ব্যাসকৃত স্তব পাঠ করে, ব্যাস

ঈশ্বরী । ১০৯ । ন তে যান্তি যমালোকং য়েঃ স্ততা
ভূবি নর্মদা । পিতামহোহপি মুহুত দেবি স্বদগ-
কৌর্ভনাৎ । ১১০ । বাকপতির্নৈব তে বক্তুঃ স্বরূপঃ
বেদ নর্মদে । কথং গুণানহং দেবি স্বদীয়ান
জাতুমুৎসহে । ১১১ । ইতি জাহ্না শুচিঃ তাবঃ
বাঘনঃ কামকর্ম্মভিঃ । প্রসন্ন নর্মদা দেবী ততো
বচনমব্রবীৎ । ১১২ । সত্যবাদেন তুষ্টাহং ভোভো
ব্যাস মহামুনে । যদীচ্ছসি বরং কিকিঞ্চং তে সর্বং
দদাম্যহম্ । ১১৩ । ব্যাস উবাচ । যদি তুষ্টাসি মে
দেবি যদি দেয়ো বরো মম । আতিথ্যমুত্তরে
কূলে ঋষীণাং দাতুমর্হসি । ১৪ । নর্মদোবাচ ।
অযুক্তং যাচিতং ব্যাস বিমার্গে যৎপ্রবর্তনম্ ।
ইন্দ্রচন্দ্রমৈঃ শক্যামুয়ার্গে ন প্রবর্তিতম্ । ১১৫ ।
যাচনাত্তং নরঃ পুত্র যৎকিঞ্চিদ্ভুবি হর্লভম্ । এতচ্ছূদা
বচো দেব্যা ব্যাসো মুচ্ছাং গতস্তদা । ১১৬ ।

ও শিব তাহার প্রতি প্রীত হন এবং অখিলকলুষ-
নাশিনী দেবী নর্মদাও তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া
থাকেন । ভূতলে ঋষীরা দেবী নর্মদার স্তব
করেন, যম ভাঁহাদিগকে অবলোকন করেন না ।
ব্যাস আবার বলিলেন,—হে দেবি নর্মদে ! আপ-
নার গুণকৌর্ভনে পিতামহও বিমোহিত হন, আপ-
নার স্বরূপ-আবিকারে বাকপতিরও বাক্যক্ষুর্ভি হয়
না ; অতএব আমি কিরূপে আপনার গুণানুবাদে
সমুৎসুক হইব ? অনন্তর দেবী নর্মদা বাক্য মন
কায় ও কর্ম্মদ্বারা ব্যাসের শুদ্ধিতাব বিদিত হইয়া
প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন,—হে ঋষিসন্তম
ব্যাস ! তোমার সত্যবাক্যে আমি প্রীত হইয়াছি,
একণে তোমার কোন্ বর অভীষ্ট হয়, প্রার্থনা কর,
আমি তোমাকে তৎসমস্ত অর্পণ করিব । ব্যাস
বলিলেন,—দেবি ! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া
থাকেন, আর যদি আমাকে বর অর্পণ করেন, তবে
আপনার উত্তর তীরে ঋষিগণকে আতিথ্য প্রদান
করুন । কেননা ভাঁহারা আপনার দক্ষিণকূলে
আমার প্রদত্ত আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না ।
নর্মদা উত্তর করিলেন,—ব্যাস ! আমার বিপথ
প্রবর্তনকামনা তোমার অযোগ্য হইয়াছে ; দেখ
ইন্দ্র চন্দ্র, যম ইঁহারাও কখন আমাকে উন্ন্যাসগামিনী
করিতেতে সমর্থ নহেন । হে পুত্র ! অন্তবর
প্রার্থনা কর, তোমার অভীষ্ট ভূবনহর্লভ হইলেও
তাঁহা আমি প্রদান করিব । অনন্তর নর্মদার
এবমুত বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাস মুচ্ছিত হইলেন,

বৃথা ক্রেশোহদ্য মে জাত ইতি যংবা পপাত হঁ।
ধরনী চলিতা সর্বা সশৈলবনকাননা । ১১৭ । মুচ্ছা-
পন্নং ততো ব্যাসঃ দৃষ্ট্বা দেবাঃ সবাসবাঃ । হাহাকার-
মুখাঃ সর্বে তজ্জাজঘুঃ সহস্রশঃ । ১১৮ । ব্যাসঃ
মুখাপন্নামানুর্কেদব্যসনতৎপরম্ । ব্রাহ্মণার্ধে চ
সঙক্রিষ্টো নান্নহেতোঃ সরিৎসরে । ১১৯ । গবার্ধে
ব্রাহ্মণার্ধে চ সদ্যঃ প্রাণান্ পরিত্যজেৎ ।
এবং সা নর্মদা প্রোক্তা ব্রহ্মাণ্যৈঃ সুর-
সত্তমৈঃ । ১২০ । শুলীতলৈস্তঃ বহতিষ্ঠ বাতৈ
রেবাভ্যষিকং স্বজলেন ভীতা । সচেতনঃ
সত্যবতীশুতোহপি প্রণম্য দেবান্ সরিতঃ
জগাদ । ১২১ । ব্যাস উবাচ । তীর্থে সমষ্টৈঃ
কিল সেবনায় কলং প্রদীষ্টঃ মম মন্দভাগ্যাত্ ।
যদেবি পুণ্যা বিকলা মমাশা আরণ্যপুষ্পানি যথা
জনানাম্ । ২২ । নর্মদোবাচ । যতোযতো মাং হি
মহানুভাব নিনৌষতে চিত্তমিলাতলেহম্ । বিদ্যোন্

‘আজ আমার সকল ক্রেশ বিকল হইল’ মনে করিয়া
তিনি ক্ষিতিলে পড়িয়া গেলেন ; তখন শৈলবন-
কানন সহ ধরিত্রী দেবী বিচলিত হইলেন, ব্যাসকে
মোহাপন্ন দর্শন করিয়া সবাসব সুরগণ অজস্র
হাহাকার রব করিতে করিতে ব্যাসসমীপে উপনীত
হইলেন । অনন্তর সুরগণ বেদবিভাগতৎপর
পরশরতনয় ব্যাসকে উত্থাপিত করিলেন
এবং নর্মদাকে সন্দোধন করিয়া কহিলেন,—
সরিৎসরে ! ব্যাস নিজের জন্ত নহে, ইমি বিজ-
গণের জন্তই এত ক্রেশ সহ করিয়াছেন ; গো
এবং ব্রাহ্মণের জন্য এইরূপই সদ্য প্রাণ পরিত্যাগ
করিতে হয় । তখন ব্রহ্মাদি সুরসন্তমগণ
কর্তৃক এইরূপে অভিহিতা হইয়া দেবী নর্মদা
ভীতা হইলেন ; তিনি শুলীতল জল দ্বারা ব্যাসকে
আভ্যক্ষ করত শীতলসমীরণে বীজন করিতে
লাগিলেন । সত্যবতীশুত ব্যাসও সচেতন হইলেন ।
তিনি চেতন প্রাপ্ত হইয়া সুরগণকে নমস্কারপূর্বক
পুনরায় নর্মদাকে বলিতে লাগিলেন । ১০৮—১২১।
ব্যাস বলিলেন,—তীর্থনিচয়ের সেবা করিলে ভাঁহারা
অবশ্য পুণ্যকল অর্পণ করেন, কিন্তু হে দেবি !
আমি মন্দভাগ্য বলিয়া, আরণ্য কুসুমসমূহ যেমন
মানবগণের কোনই উপকারে আইসে না, তজ্জপ
আপনি পুণ্যা হইলেও আমায় সকল আশায় নিরাশ
করিলেন । নর্মদা কহিলেন,—হে মহানুভব !
আপনি দণ্ডধারণপূর্বক অগ্রে অগ্রে গমন করুন,

সাক্ষ্যঃ তব মার্গমধ্য যান্ত্রাম্যহং দণ্ডধরশ্চ পৃষ্ঠে ॥১২৩॥
এবমুক্তো মহাতেজা ব্যাসঃ সত্যবতীশ্রুতঃ । দক্ষিণে
চালয়াস স্বাশ্রমশ্চ সরিষরাম ॥১২৪॥ দণ্ডহস্তো মহা-
তেজা হস্তারমকরোমুনিঃ । ব্যাসহস্তারভীতা সা
চলিতা ক্রজ্জ্বলিনী ॥১২৫॥ দণ্ডেন দর্শয়মাগং দেবী তত্র
প্রবর্তিতা । ব্যাসমার্গং গত্বা দেবী দৃষ্টা শক্র-
পুরোগমৈঃ ॥১২৬॥ পুষ্পবৃষ্টিঃ ততো দেবা ব্যমুক্ণ
সহ কিকটৈঃ । প্রোক্ষুন্ননয়না জাতাঃ পরাশরমুখা
বিজাঃ । কিং কুশ্মো ক্রহি মে পুত্র কৰ্ম্মণা তে স্ব
রজিতাঃ ॥১২৭॥ ব্যাস উবাচ । তপশ্চ বিপুলং
কৃদ্বা দানং দত্ত্বা মহাকলম্ । এতদেব নরৈঃ কাষ্যং
সাধুনাং যৎসুখাবহম্ ॥১২৮॥ যদি তুষ্টি মহাভাগা
অমুগ্ৰাহো হুহং যদি । তস্মান্নমাশ্রমে সর্কৈঃ স্বীয়তাং
নাহ্ন সংশয়ঃ ॥১২৯॥ আতিথ্যং শাকপর্ণেন রেবা-

আমি আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব; আজ
হইতে আপনি আমাকে ক্ষিত্তিতে বিদ্যাগিরির
যে যে স্থানে লইয়া যাইবেন, আমি আপনার
প্রদীপ্ত পথানুসরণপূর্বক সেই সেই স্থানেই গমন
করিব। নন্দ্যদা এইরূপ কহিলে সত্যবতীন্দন
মহাতেজা ব্যাস স্বীয় আশ্রমের দক্ষিণ দিকে সরিষ-
বরা নন্দ্যদাকে বাহিত করিলেন, তিনি করে দণ্ড-
ধারণপূর্বক এক একটা ভীষণ হস্তার করিতে
লাগিলেন, ক্রজ্জ্বলিনী দেবী নন্দ্যদাও তাঁহার
হস্তাররবে ভীতা হইয়া তাঁহার আদীষ্ট পথের অনু-
সরণ করিলেন। ব্যাস দণ্ডদ্বারা যে যে স্থান প্রদর্শন
করিলেন, নন্দ্যদাও সেই সেই স্থানে প্রবাহিত
হইলেন। অনন্তর ব্যাসপ্রমুখ সুরগণ ব্যাসের
আদীষ্টপথে নন্দ্যদাকে গমন করিতে দেখিয়া হৃষ্টোন্তঃ-
করণে কিকটরগণ সহ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, পরাশর-
প্রমুখ ঋষিগণের বদন প্রসন্ন হইল; তাহার সঙ্ক-
লেই একবাক্যে বালয়া উঠিলেন,—পুত্র! তোমার
কাষ্যদর্শনে অমরা তোমার প্রতি অমুরক্ত হইয়াছি,
একণে তোমার কোন প্রিয় কাষ্য করিব? ব্যাস
বলিলেন,—মানবগণ যে বিপুল তপশ্চা ও মহাকল
জনক দান করেন, সে সকল সাধুগণের সুখাবহ
হইয়া থাকে। হে মহাভাগগণ! যদি আমার
প্রীতি প্রীত হইয়া থাকেন, আর যদি আমাকে
আপনাদের অমুগ্ৰাহের পাত্র বলিয়া মনে হয়,
তবে পরাশরপ্রমুখ ঋষিসকল নিঃসংশয়ে আমার
আশ্রমে অবস্থানপূর্বক রেবানীরমিশ্রিত শাকপর্ণাদি
দ্বারা আমার যেমন সম্পদ তরুণ আতিথ্য গ্রহণ

যতবিমিশ্রিতম্ । প্রতিপন্নঃ সমন্তেষাং পরাশর-
মুখৈর্মম । স্বাতব্যং স্বাশ্রমে সর্কৈ রেবায় উত্তরে
তটে ॥১৩০॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । নানতর্পণ-
নিত্যানি কৃতানি দ্বিজসত্তমৈঃ । ব্যাসকুণ্ডে ততো গতা
হোমঃ সর্কৈঃ প্রকল্পিতঃ ॥১৩১॥ ত্রীকলৈর্বিষ-
পজৈশ্চ জুহুব্জাতবেদসম্ । গৌতমো ভৃগুর্বাণ্ডবো
নারদো লোমশস্তথা ॥১৩২॥ পরাশরস্তথা শম্বঃ
কৌশিকচ্যবনো মুনিঃ । পিঙ্গলাদো বসিষ্ঠশ্চ
নাচিকেতো মহাতপাঃ ॥১৩৩॥ বিশ্বামিত্রোহপ্য-
গস্ত্যশ্চ উদালকযমো তথা । শাণ্ডিল্যো জৈমিনিঃ
কথো যাজ্ঞবল্ক্যোশনোহঙ্গিরাঃ ॥১৩৪॥ শাতাতপো
দধীচিচ্চ কপিলো গালবস্তথা । জৈগীষব্যস্তথা
দক্ষো ভরতো মুদগলস্তথা ॥১৩৫॥ বাৎসায়নো
মহাতেজাঃ সংবর্তঃ শক্তিরেব চ । জাতুকর্ণো ভর-
দ্বাজো বালখিল্যাকর্ণিস্তথা ॥১৩৬॥ এবমাদিসহ-
স্রাণি জুহুতে জাতবেদসম্ । অক্ষমালাকরোহ-
কাণা ধ্যানযোগপরায়ণাঃ । একাচিন্তা দ্বিজাঃ সর্কৈ
চক্রহোমাক্রিয়াং তদা ॥১৩৭॥ ততঃ সমুখতঃ লিঙ্গ-
মোক্ষদং ব্যাধিনাশনম্ ॥১৩৮॥ অচ্ছেদ্যং পরম-
দেবং দৃষ্ট্বা ব্যাসস্ততোষ চ । পুষ্পবৃষ্টিং দহদেবা

ককন। পরশু একরূপ করিলে আপনাদের অদা
রেবার উত্তরতটে থাকিয়াও মৎপ্রদত্ত আতিথ্যগ্রহণ
করা হইবে; অতএব আপনারা সকলেই স্ব
স্ব আশ্রমে উপবিষ্ট হউন। মার্কণ্ডেয় কহি-
লেন,—অনন্তর গৌতম, ভৃগু, বাণ্ডব্য, নারদ,
লোমশ, পরাশর, শম্ব, কৌশিক, চ্যবন, পিঙ্গলাদ,
বসিষ্ঠ, মহাতপা নাচিকেতা, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য,
উদালক, যম, শাণ্ডিল্য, জৈমিনি, কথ, যাজ্ঞবল্ক্য,
উশনা, অঙ্গিরা, শাতাতপ, দধীচি, কপিল, গালব,
জৈগীষব্য, দক্ষ, ভরত, মুদগল, বাৎসায়ন, মহা-
তেজা, সংবর্ত, শক্তি, জাতুকর্ণ, ভরদ্বাজ, বালখিল্য,
আমি প্রভৃতি ও অন্যান্য সহস্র সহস্র দ্বিজসত্তম
আমি নান তর্পণ ও নিত্য সঙ্ক্যাবন্দনাদি সমাপন-
পূর্বক ব্যাসকুণ্ডসমীপে গমন করিয়া হোম করি-
লেন। সকলেই ত্রীকল ও বিষপত্র দ্বারা হস্তাশনে
আর্হতি প্রদান করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ অক্ষমালা
দ্বারা স্ব স্ব করে বেষ্টনপূর্বক একাগ্রমনে ধ্যানপরায়ণ
হইলেন। ১২২—১৩৭। দ্বিজগণের হোমাবসানে
সেই স্থানে এক পরম লিঙ্গ উদ্ভূত হইল, ব্যাস
ব্যাধিনাশন মোক্ষদ অচ্ছেদ্য এই পরম লিঙ্গ
দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি ও

আশীর্বাদান্ বিজ্ঞোক্তমাঃ ॥ ১৩৯ ॥ সাষ্টাঙ্গং প্রণতো
ব্যাসৌ দেবঃ দৃষ্টৌ ত্রিলোচনম্ । ব্রাহ্মণান্ পূজয়া-
মাস শাকমূলকলেন চ ॥ ১৪০ ॥ পিতৃপূৰ্ণঃ দ্বিজাঃ
সৰ্বে ভোজিতাঃ পাণ্ডুনন্দন । আশীর্বাদাঃ স্তুতঃ
পুণ্যান্ দত্তা বিপ্রা যযুঃ পুনঃ ॥ ১৪১ ॥ তদা প্রভৃতি
তত্তীৰ্থং ব্যাসাখ্যং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ১৪২ ॥ যুধি-
ষ্ঠির উবাচ । ব্যাসতীৰ্থস্ত যৎপুণ্যং তৎসৰ্বং কথ-
য়স্ব মে । জ্ঞানদানবিধানঞ্চ যস্মিন্ কালে মহা-
কলম্ ॥ ১৪৩ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । কথয়ামি
সমস্তং তে ভ্রাতৃভিঃ সহ পাণ্ডব । কার্ত্তিকস্ত সিতে
পক্ষে চতুর্দশাং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৪৪ ॥ উপোষ্য যো
নরো ভক্ত্যা রাজৌ কুর্ক্বাত জাগরম্ । দ্বাপয়ে-
দাশ্বরং ভক্ত্যা কৌজকীরেণ সর্পিষা ॥ ১৪৫ ॥ দধা
চ খণ্ডযুক্তেন কুশতোয়েন বৈ পুনঃ । শ্রীখণ্ডেন
শুগন্ধেন গুণ্ডয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ১৪৬ ॥ ততঃ
শুগন্ধকুশুমৈর্ষিষপত্রৈশ্চ পূজয়েৎ । মুচুকুন্দেন
কুন্দেন কুশজাতীপ্রসূনকৈঃ ॥ ১৪৭ ॥ উন্নতমুনি-
পুংস্পশ্য তথাত্মৈঃ কালসম্ভবৈঃ । অর্চয়েৎপরয়া

দ্বিজোক্তমগণ ভূয়সী আশীর্বাদবাণী প্রয়োগ করি-
লেন । অনন্তর ব্যাসদেব ত্রিলোচনকে অবলোকন
করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং শাকমূল ও
কল দ্বারা দ্বিজগণকে ভোজন করাইলেন । হে
পাণ্ডুনন্দন ! প্রথমে ব্যাসপিত্তা পরাশর ভোজন
করিলে অন্তান্ত দ্বিজগণও ভোজন করিয়া ব্যাসকে
প্রভূত আশীর্বাদ করত স্ব স্ব স্থানে পুনরায় প্রস্থান
করিলেন । হে রাজন ! তদবধি বৃষগণ এই তীর্থেকে
ব্যাসতীর্থ কহিয়া থাকেন । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করি-
লেন,—কেন কালে কিক্রপ বিধানে ব্যাসতীর্থে
জ্ঞান দানাদি করিলে কিক্রপ মহাপুণ্য মহাকল লাভ
হয় ? তৎসমস্ত আমার নিকটে বর্ণন করুন । মার্কণ্ডেয়
কহিলেন,—ব্যাসতীর্থের আমি বিবরণ বর্ণন করি-
তেছি, সহোদরগণ সহ শ্রবণ কর । জিতেন্দ্রিয়
মানব কার্ত্তিক মাসের শুক্লচতুর্দশীতে ভক্তিপূর্বক
ব্যাসতীর্থে উপবাসী হইয়া রজনী জাগরণ
করিবে । অনন্তর ভক্তিভরে যক্ষ, দ্রুহ, ব্রত,
দধি, শর্করা ও কুশোদক দ্বারা দেবদেব ঈশকে
জ্ঞান করাইবে ; তারপর শুগন্ধ শর্করা দ্বারা
মহেশ্বর শরীর অবগুণ্ঠিত করিয়া শুগন্ধ
কুশুম ও বিষপত্র দ্বারা স্তাহার পূজা করিবে ।
মুচুকুন্দ, কুন্দ, কুশ, জাতী, উন্নতপুষ্প,

ভক্ত্যা দ্বীপেশ্বরমমৃতমম্ ॥ ১৪৮ ॥ ইক্ষুগড়ুদা-
নেন তুষ্যাতে পরমেশ্বরঃ । গড়ুকাষ্টকদানেন
পাতকং যাত্যাহোজিতম্ ॥ ১৪৯ ॥ মাসার্জিতঞ্চ
নশ্তেত গড়ুকাষ্টশতেন চ । ষাণ্মাসিকং সহস্রৈশ্চ
দ্বিগুণৈরাদিকং তথা ॥ ১৫০ ॥ আজন্মজ্ঞানিতং পাপম-
যুতেন প্রণশ্ততি । দ্বিগুণৈর্নশ্তেত ব্যাধিহ্রিগুণৈঃ
শ্রাদ্ধনাগমঃ ॥ ১৫১ ॥ বড়ুগুণৈর্জায়তে বাগ্মী সিদ্ধ-
স্তদ্বিগুণৈস্তথা । ক্রদ্রহং দশলকৈশ্চ জায়তে নাত্ত
সংশয়ঃ ॥ ১৫২ ॥ পৌর্ণমাস্তাং নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানং কুর্ক্বাত
ভক্তিতঃ । মন্ত্রোক্তেন বিধানেন সৰ্বপাপক্ষয়-
করম্ ॥ ১৫৩ ॥ বাক্রণং চ তথায়ৈঃ ব্রাহ্মণং চৈবাক্রম-
করম্ । দেবান্ পিতৃশ্রদ্ধায়াশ্চ বিধিবতর্পয়েৎবুধঃ ॥
১৫৪ ॥ ঋচা ঋগ্বেদজং পুণ্যং সাত্তা সামকলং
লভেৎ । যযুর্বেদস্ত যজুর্বা গায়ত্র্যা সর্ষবাশুয়াং ॥
১৫৫ ॥ অক্ষরং চ জপেন্নম্রঃ সৌরং বা শিবদৈবতম্ ।
অথবা বৈষ্ণবং যজ্ঞং দ্বাদশাক্ষরসংজিতম্ ॥ ১৫৬ ॥
পূজয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা সৰ্বলক্ষণলক্ষিতান্ ।

মুনিপুষ্প এবং অন্যান্যঋতুজাত পুষ্পদ্বারা পরম
ভক্তিসহকারে অমৃতম দ্বীপেশ্বর শঙ্করের পূজা
কর্তব্য । ইক্ষুগড়ুদানে পরমেশ পরম সন্তুষ্ট হন ।
অষ্ট ইক্ষুগড়ুদানে দিনার্জিত পাপ বিনষ্ট হয়,
এইরূপ অষ্টোত্তরশত গড়ুদানে মাসসঞ্চিত পাপ,
সহস্র গড়ুদানে ষাণ্মাসিক পাপ, দ্বিসহস্র গড়ুদানে
আদিক পাপ ও অযুত ইক্ষুগড়ুদানে আজন্ম-
জ্ঞানিত পাপপুঞ্জ বিনষ্ট হয় । দুই অযুত ইক্ষুগড়ু
দান করিলে ব্যাধিনাশ, তিন অযুতে ধনাগম, বড়ু-
গুণ গড়ুদানে বাগ্মিতা আর তাহারও জিগণ
গড়ুদানে মানব সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং দশলক
ইক্ষুগড়ুদানে মানবের ক্রদ্রহ লাভ হইয়া থাকে,
সন্দেহ নাই । হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! অনন্তর পূর্ণিমাদিনে
যথোক্ত মন্ত্রে ভক্তিপূর্বক জ্ঞান কারবে । জ্ঞানবিধি
বর্তাবধি কথিত হয়, তন্মধ্যে মন্ত্র, বাক্রণ, আয়েষ ও
ব্রাহ্মণ এই সকল জ্ঞানই সৰ্বপাপক্ষয়কর ও অক্ষয়
পুণ্যজনক জানিবে । অনন্তর যথাবিধি দেব, পিতৃ
ও মানবতর্পণ করিবে । ১৪৮—১৫৪ । এই তীর্থে
ঋতুমন্ত্রে সমস্ত ঋগ্বেদকল, সামমন্ত্রে সমুদয় সাম-
বেদকল ও যজুর্বেদমন্ত্রজপে মানবের অধিল বজু-
র্বেদকল লাভ হয় ; আর একমাত্র গায়ত্রীজপে
ঋগাদি সমগ্র বেদের কল লাভ হইয়া থাকে । অন-
ন্তর গুহ্যর, শৈব বা সৌরমন্ত্র জপ করিবে, কিংবা
দ্বাদশাক্ষর বৈষ্ণব মন্ত্র জপ কর্তব্য । তারপর সর্ষ-

শ্বদারনিরতান্ বিপ্রান দশলোভাবনাজিতান্ ॥ ১৫৭ ॥
 ভিন্নবৃত্তিকরান্ পাপান্ পতিতান্ শূদ্রসেবনান্ । শূদ্রী-
 গ্রহণসংযুক্তান্ বৃষলী যন্ত মন্দিরে ॥ ১৫৮ ॥ পরোক্ষ-
 বাদিনোহুষ্টান্ গুরুনিন্দাপরাযণান্ । বেদদেষণলীলাংশ-
 চৈতুকান্ বকরুতিকান্ ॥ ১৫৯ ॥ ঐদৃশান্ বর্জয়েচ্ছাক্ষে-
 দানে সর্বত্রভেষ চ । গায়ত্রীসারমাত্রোহপি বরং বিপ্রঃ
 সুযজ্ঞিতঃ ॥ ১৬০ ॥ নাযজ্ঞিতশ্চতুর্দৈবী সর্বাণী সর্ব-
 বিক্রয়ী । ঐদৃশান্ পূজয়েদ্বিপ্রানন্নদানহিরণ্যতঃ ॥
 ১৬১ ॥ উপানহৌ চ বস্মাণি শয্যাং ছত্রমথাসনম্ ।
 যো দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণে ভক্ত্যা সোহপি স্বর্গে মজীযতে ॥
 ১৬২ ॥ প্রত্যক্ষা সুরভী তত্র জলধেনুস্তথা যুতা ।
 তিলধেনুঃ প্রদাতব্য্য মহিষ্যশ্চ তথৈব চ ॥ ১৬৩ ॥
 রুকাঞ্জিনপ্রদাতা যো দাতা যস্তিলসর্পিষোঃ ।
 কস্তাপুস্তকযোদীতা সোহক্ষয়ং লোকমাণুয়াৎ ॥ ১৬৪ ॥
 ধূম্রহৌ ধূরসংযুক্তৌ ধাত্তোপস্করসংযুতৌ । দাপয়েৎ
 স্বর্গকামশ্চ ইতি মে সত্যভাষিতম্ ॥ ১৬৫ ॥ স্ত্রোণ

লক্ষণসম্পন্ন দ্বিজগণের পূজা করিবে। যাহার
 শ্বদারনিরত, যাহাদের লেশ মাত্র দশ-লোভ নাই,
 তাদৃশ দ্বিজলগণের পূজা করিতে হয়। যাহারা
 বিভিন্ন বৃত্তিপরাযণ, পাপ, পতিত, শূদ্রসেবী,
 শূদ্রীসমাসক্ত; যাহাদের মন্দিরে বৃষলী বিচরণ
 করে; যাহারা পরোক্ষবাদী, হুষ্ট, গুরুনিন্দা-
 পরাযণ, বেদে দেষণ করাই যাহাদের স্বভাব
 এবং যাহারা হেতুবাদী ও বকধর্মী; দান, ত্রত
 ও যজ্ঞে ঐদৃশ দ্বিজগণ বর্জনীয়। বরঞ্চ
 গায়ত্রী মাত্রের উপাসনাকারী সুযজ্ঞিত দ্বিজও
 শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কুমন্ত্রী সর্বভুক ও সর্ববিক্রয়ী
 চতুর্দৈবী দ্বিজও শ্রেষ্ঠ নহে। যাহাদের গায়ত্রী
 মাত্র সার অবলম্বন, অথচ যাহারা সুযজ্ঞী তাদৃশ
 দ্বিজগণকেই অন্ন ও হিরণ্যাদি দানপূর্বক পূজা
 করা কর্তব্য। যে মানব ভক্তিপূর্বক দ্বিজকে শয্যা,
 পাণ্ডকা, বস্ত্র ও অনুরক্তম ছত্র দান করে, সে
 স্বর্গে পূজিত হয়। এই তীর্থে প্রত্যক্ষ সুরভী
 কিংবা জলধেনু, যুতধেনু, তিলধেনু অথবা মহিষী-
 দান করিবে। যে ব্যক্তি এই তীর্থে রুকা-
 জিন, তিল, যুত, কস্তা, ও পুস্তক দান করে,
 তাহার অক্ষয় লোক লাভ হয়। আমি সত্যই
 কহিতেছি, স্বর্গকামী মানব এখানে ধাত্তাদি
 উপকরণ দ্বারা বৃষগণের ধূরনিকর অলঙ্কৃত
 করিয়া দান করিবে। যে মানব স্ত্রোণ দ্বারা পরম

বেষ্টয়েদ্বীপমথবা জগতীং শুভাম্ । মন্দিরং
 পরয়া ভক্ত্যা পরমেশমথাপি বা ॥ ১৬৬ ॥ প্রদক্ষিণাং
 বিধানেন যঃ করোত্যত্র মানবঃ । জম্বুপ্রকাঙ্ক্ষয়ো
 দ্বীপৌ শাশ্বলিষ্ঠাপরো নৃপ ॥ ১৬৭ ॥ কুশঃ ক্রৌঞ্চ-
 স্তথা কাশঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ । সপ্তসাগরপর্যন্তা
 বেষ্টিতা তেন ভারত ॥ ১৬৮ ॥ দ্বীপেশ্বরে মহারাজ
 বৃষোৎসর্গক কারয়েৎ । বৃষেণাক্ষণবর্ণেন মাহেশং
 লোকমাণুয়াৎ ॥ ১৬৯ ॥ যন্ত বৈ পাণ্ডুরো বক্ত্রে
 ললাটে পাদয়োস্তথা । লাক্ষ্মণে যন্ত বৈ শুভ্রঃ স
 বৈ নাক্ষত্র দর্শকঃ ॥ ১৭০ ॥ নীলোহয়মীদৃশঃ প্রোক্তো
 যন্ত দ্বীপেশ্বরে তাজেৎ । স সমা রোমসম্ব্যাতা
 নাকে বসতি ভারত ॥ ১৭১ ॥ সৌরক শাকরং
 লোকং বৈরকং বৈকবং ক্রমাৎ । ভূনক্তি শ্বেচ্ছয়া
 রাজন ব্যাসতীর্থপ্রভাবতঃ ॥ ১৭২ ॥ সপত্নীকং ততো
 বিপ্রং পূজয়েত্তত্র ভক্তিতঃ । সিতরক্তানি বস্মাণি
 যো দদ্যাদগ্রজ্ঞম্ননে ॥ ১৭৩ ॥ রুবা প্রদক্ষিণং যুগ্মং
 ক্রীয়াতঃ মে জগদ্গুরুঃ । নাক্তি বিপ্রসমো বকুরিত

ভক্তি সহকারে মন্দির কিংবা পরমেশকে বেষ্টন
 করে, তাহার দ্বীপ কিংবা শুভানন্ত সমস্ত জগ-
 তের বেষ্টন করা হয়। হে ভারত! যে মানব
 ভক্তিপূর্বক যথাবিধি মন্দির কিংবা পরমেশালঙ্ক
 প্রদক্ষিণ করে, হে নৃপ! তাহার জম্বু, প্রক্ষ,
 শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, কাশ, পুষ্কর এই সপ্ত-
 দ্বীপ হুও লবণেন্দ্র প্রভৃতি সপ্তসাগরবেষ্টিতা বসু-
 দ্বার প্রদক্ষিণ করা হয়। হে মহারাজ!
 দ্বীপেশ্বরতীর্থে বৃষোৎসর্গ কর্তব্য, এই তীর্থে
 অক্ষণবর্ণ রূপ উৎসর্গ করিয়া মানব মাহেশলোক
 লাভ করে। যে বৃষের বক্ত্রে, ললাটে ও পাদচতু-
 র্থ্য পাণ্ডুর এবং যাহার লাক্ষ্মণ শুভ্র, তাদৃশ
 বৃষই মানুষের স্বর্গপ্রদর্শক হয়। যাহার
 পুষ্কোক্ত লক্ষণ সকল বিদ্যমান, তাহাকে
 নীল রূপ কহে। হে ভারত! এইরূপ নীলবৃষ-
 দানে দাতার রূমরোমসংখ্যক বৎসর স্বর্গে বাস
 হয়। ১৫৭—১৭১। ব্রহ্ম রাজন! ব্যাসতীর্থসেবী
 মানব তীর্থপ্রভাবে যথাক্রমে সৌর, শাকর, ব্রাহ্ম
 ও বৈকবলোকে অভিলাষানুসারে ভোগ করিয়া
 থাকে। অনন্তর ভক্তিপূর্বক দ্বিজদম্পতীর
 পূজা করিয়া দ্বিজকে শুভ্র ও তৎপত্নীকে লোহিতবর্ণ
 বস্ত্র দান করত তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণপূর্বক
 কহিবে—জগদ্গুরু আমার প্রতি ক্রীত হউন।

লোকে পরজ চ ১৭৪ । যমলোকে মহাঘোরে
পতন্তঃ যোহভিরক্তি । ইতিহাসপুরাণজঃ বিষ্ণু-
ভক্তঃ জিতেন্দ্রিয়ম্ ১৭৫ । পূজয়েৎপরয়া ভক্ত্যা
সামগং বা বিশেষতঃ । দ্বীপেশ্বরকং যে ভক্ত্যা স স্ম-
রন্তি গৃহে স্থিতাঃ ১৭৬ । ন তেষাং জায়তে
শোকো ন হানির্ন চ দৃষ্টতম্ । প্রথমঃ পূজয়েত্তত্র
লিঙ্গং সিন্ধেশ্বরং ততঃ ১৭৭ । যত্র সিদ্ধো মহা-
ভাগো ব্যাসঃ সত্যবতীশুতঃ । অষ্টাব পূজনাং
সিদ্ধো ধারাসর্পো মহামতিঃ ১৭৮ । তত্র তীর্থে তু
যো রাজন্ প্রাণত্যাগং করোতি চ । সূর্যালোক-
মসৌ ভিষা প্রয়াতি শিবসন্নিধৌ ১৭৯ । সমাঃ
সহস্রাণি চ সপ্ত বৈ জলে দর্শকময়ৌ পতনে চ
ষোড়শ । মহাহবে ষষ্টিরনীতি গোত্রহে হনাশকে
ভারত চাক্ষু গতি ১৮০ । পিতা পিতামহশ্চৈব
তথৈব প্রপিতামহঃ । বায়ুভূতঃ নিরীক্ষন্তে হাগ-
চ্ছন্তঃ স্বগোত্রজম্ ১৮১ । অশ্বদেগোত্রেশ্বরি কঃ

কি ইহ, কি পর, কোন স্থানেই দ্বিজতুল্য
বন্ধু নাই । মহাঘোর যমলোকে পতিত মানবকে
দ্বিজই রক্ষা করিয়া থাকেন ; অতএব ইতি-
হাসজ্ঞ বিষ্ণুভক্ত জিতেন্দ্রিয়—বিশেষতঃ সামবেদী
দ্বিজকে পরম ভক্তপুঙ্গব পূজা করিবে ।
যাহারা গৃহে থাকিয়াও ভক্তপুঙ্গব দ্বীপেশ্বরের
শ্রবণ করে, তাহাদের কদাচ শোক, হানি
বা পাপসংকল্প হইবে না । তার পর প্রথমেই
সিন্ধেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিবে, সত্যবতীশুত
মহাভাগ ব্যাস এই সিন্ধেশ্বর লিঙ্গসমীপে সিদ্ধ
হইয়াছিলেন । ইহারই পূজা করিয়া
মহামতি ধারাসর্প সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ।
হে রাজন্ ! যে মানব এই তীর্থে তনুত্যাগ
করে, সে সূর্যালোক ভেদ করিয়া শিবসন্নিধানে
গমন করিয়া থাকে । হে ভারত ! ব্যাসতীর্থের
জলে জীবন বিসর্জন করিলে সপ্ত
সহস্র বৎসর, অগ্নিতে একাদশ সহস্র বর্ষ, উচ্চস্থান
হইতে পতনে ষোড়শ সহস্র বৎসর, মহাসমরে
প্রাণত্যাগ করিলে ষষ্টি সহস্র বর্ষ, আর
গোত্রহে অশীতি সহস্র বৎসর এবং অনশনে তনু-
ত্যাগ করিলে অক্ষয় গতি লাভ হইয়া থাকে ।
সে যখন সূর্য বায়বীয় দেহধারণপুঙ্গব স্বর্গগমন
করে তখন তাহার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ
সোমসুকনেত্র তাহাকে নিরীক্ষণ করেন ।
তাহারা এইরূপ জ্ঞান করেন যে,—আমাদের

পুত্রো যো নো দদ্যাতিলোদকম্ । কার্তিক্যক
বিশেষেণ বৈশাখ্যাং বা তথৈব চ ১৮২ । স্বর্গতিক
প্রয়াস্তামস্তত্র তীর্থেপসেবনাং । এতত্তে কথিতঃ
সক্সঃ দ্বীপেশ্বরমমুত্তমম্ ১৮৩ । যঃ পঠেৎ পরয়া
ভক্ত্যা শৃণুয়াত্তদগতো নৃপ । সোহপি পাপবিনি-
শুক্তো মোদতে শিবমন্দিরে ১৮৪ । উষরঃ সক্ষ-
তীর্থানাং নিশ্চয়তঃ মুনিপুঙ্গবৈঃ । কামপ্রদং নৃপ-
শ্রেষ্ঠ ব্যাসতীর্থং ন সংশয়ঃ ১৮৫ ।

ইতি শ্রীকান্দে ব্যাসতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ১৭ ।

অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র প্রভাসে-
শ্বরমুত্তমম্ । বিখ্যাতঃ ত্রিষু লোকেষু স্বর্গসোপান-
মুত্তমম্ ১ । যুধিষ্ঠির উবাচ । প্রভাসঃ তাত মে কহি
কথং জাতং মহাকলম্ । স্বর্গসোপানদং দৃষ্ট্বাং সঙ্ক্ষে-
পাৎ কথয়াণু মে ২ । শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । হৃৎগা
রবিপত্নী চ প্রভা নামেতি বিজ্ঞতা । তস্মাচ্চার্য্যধিতঃ

গোত্রে এমন তনয় কে আছে যে, কার্তিক-পূর্ণিমায়
বিশেষতঃ বৈশাখপূর্ণিমায় ব্যাসতীর্থে তিলোদক
দান করিবে ? আমরা এই ব্যাসতীর্থের
পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গে গমন করিব ! হে নৃপ !
এই তোমার নিকট অনুত্তম দ্বীপেশ্বর তীর্থের
সমস্ত প্রভাবই বর্ণন করিলাম । যে মানব
তদুগত হইয়া পরম ভক্তিসহকারে এই
দ্বীপেশ্বরতীর্থের মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে,
সেও পাপবিমুক্ত হইয়া শিবমন্দিরে মুদিত
হয় । হে নৃপসত্তম ! মুনিপুঙ্গব ব্যাস এই সক্ষ-
তীর্থোত্তম কামদ ব্যাসতীর্থের নির্মাতা ; এই তীর্থ
উষর অর্থাৎ কারময় স্মৃতিকার কায় মানবগণের
অখিল মল বিধৌত করিয়া থাকে । ১৭২—১৮৫ ।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ১৭ ।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
অনুত্তম প্রভাসেশ্বর তীর্থে গমন করিবে । ত্রিলোক-
বিখ্যাত এই প্রভাসেশ্বর স্বর্গের সোপানস্বরূপ ।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত ! কিরূপে
স্বর্গসোপানদ মনোজ্ঞ প্রভাসতীর্থ মহাকল হইল ?

শতক্রেণ তপসা পুরা ॥ ৩ ॥ বায়ুতপা হিতা বর্ষ
বর্ষা দ্যানপরায়ণা । ততঃক্ৰো মহাদেবঃ প্রভাষাঃ
পাণ্ডুনন্দন ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ । কস্মাৎ সঙ্ক্ৰ-
ভসে বালে কথ্যতাং যদ্বিবাঙ্কিতম্ । অহং হি
ভাকরোহপ্যেকো নানাং নৈব বিদাতে ॥ ৫ ॥
প্রভোবাচ । নাস্তো দেবঃ স্থিঃ শাস্তা বিনা ভক্তা
কচিৎ প্রভো । সত্ত্বো নিষ্ঠুগো বাপি ধনাটো
বা পার্শ্বিকঃ ॥ ৬ ॥ প্রিয়ো বা যদি বা হেয়াঃ স্ত্রীণাঃ
ভগ্নৈব দৈবতম্ । কুর্ভগদ্বেন দম্বাহং সখীমধো
নুরেশ্বর । ভক্তধামকসৌখ্যামি তেন ক্রিণামাহং
ভগম্ ॥ ৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ । বরভা ভাকরঃশ্রব
যৎপ্রসাদাভাবমাসি ॥ ৮ ॥ পার্শ্বত্বাচ । অপ্রমাণঃ
ভবম্বাকাঃ ভাকরোহপি করিষ্যতি । বৃথা ক্রেশো
ভবেদন্তাঃ প্রভাষাঃ পরমেশ্বর ॥ ৯ ॥ উমাবাকা-
মহেশান-ধ্যাতিস্তামরনাশনঃ । আগতো গগনা

সংক্ষেপে সত্ত্বর আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ।
মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—পূর্বে প্রভানাম্নী
প্রভাকরের এক বিখ্যাতা পত্নী ছিলেন । তিনি
ভাগ্যান্দোষে কুর্ভগা হইয়া ভীষ তপস্যা দ্বারা শতুর
আরাধনা করেন । হে পাণ্ডুনন্দন ! প্রভা একবৎস-
র বায়ুতপা ও একবৎসর দ্যানপরায়ণা হইয়া
হরের আরাধনা করিলে মহাদেব প্রভার প্রতি-
শ্রীত হন । ঈশ্বর বলেন,—হে বাণে ! কি জন্ত
ভীষণ ক্রেশ করিতেছ, তোমার যাহা বঞ্চিত,
বল ; আমিই ভাকর, আমি এক হইয়াও নানারূপে
প্রকটিত হই ; ইহা কি তুমি জান না ? প্রভা উত্তর
করিল,—শস্তো ! স্রীজাতীর স্বামী বাগীত অশ্রু
কোন দেবতা নাই ; সত্ত্ব, নিষ্ঠুগ, বনবান অক-
কন, প্রিয়, হেয়া, যে কোনরূপই হউন না কেন,
স্ত্রীর পতিই একমাত্র দেবতা । আমি সত্ত্ব সখী
গণমধ্যে থাকিয়া কুর্ভাগো দম্ব হইগেছি । আমি
পতিমুখে বিমুখ ; তাই ভীষণ তপ ক্রেশ সহ্য করি-
তেছি । ঈশ্বর করিলেন—আমার প্রসাদে
আচরে তুমি তোমার পতির বরভা হইবে । তখন
পার্বতী পতির সমীপে উপবিষ্টা ছিলেন, তিনি
করিলেন,—হে মহেশ্বর ! ভাকর আপনার বাক্য
পালন করবেন না, তার প্রভারও ক্রেশ এখা
হইবে । তখন উমার বাক্যে মহেশ্ব প্রিয়রার
রবিকে চিন্তা করিলেন । শক্তরের অরণ্য বাত্রে তপন
গগন হইতে অবতরণ করিয়া নন্দাদিত্যের উপ-

স্থানুর্নর্যদোত্তরয়োধসি ॥ ১০ ॥ ভাকরবাচ ।
আহুতোহস্মি কথং দেব যদ্বাস্থরনিষূদন ॥ ১১ ॥
ঈশ্বর উবাচ । প্রভাঃ পালয় ভো মানো সন্তোষণে
পরেণ হি ॥ ১২ ॥ উমাবাচ । প্রভায়া মন্দিরে
নিভাঃ স্ত্রীযতাঃ হিমনাশন । অগ্রপত্নী সমন্তানাঃ
ভার্যাণাঃ ক্রিয়শাঃ রবে ॥ ১৩ ॥ ভাকরবাচ ।
এবং দেবি করিষ্যামি হব বাকাং বরাননে । এক-
কুর্ভা প্রভাহুতা প্রভাবাচ মহেশ্বরম্ ॥ ১৪ ॥ প্রভো-
বাচ । স্বাংশেন স্ত্রীযতাঃ দেব মন্থধারে উমাপতে ।
একাংশঃ স্বাপাতামত্র তীর্থকোন্মীলনায় চ ॥ ১৫ ॥
শ্রীমকণ্ডেয় উবাচ । সর্বদেবময়ঃ লিঙ্গঃ স্বাপিতঃ
হত্ৰ পাণ্ডব । প্রভাসেশ ইতি খাতঃ সমলোকেষু
কলিতম্ ॥ ১৬ ॥ অস্তানি যানি তীর্থানি কালে তানি
কলিষ্য বৈ । প্রভাসেশঙ্ক রাজেন্দ্র সদাঃ কামফল-
প্রদঃ ॥ ১৭ ॥ মাঘমাসে সিতে পক্ষে সপ্তম্যাং
বিশেষতঃ । অশ্বং যঃ স্পর্শয়েত্তত্র যথোকবাক্ষণে
নৃপ ॥ ১৮ ॥ ইন্দ্রঃ প্রাপাতে তেন ভাকরঃ স্থাবা

নীত হইলেন । ভাকর বলিলেন,—হে যদ্বাস্থব-
নিষূদন ! আমাকে কি জন্ত অত্যাচার করিয়াছন ?
ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে ভানো ! পরম সন্তোষ
সহকারে প্রভাকে পালন কর । তখন উমা
করিলেন,—হে হিমনাশন ! নিতঃ প্রভার মন্দিরে
বাস কর । হে দিবাকর ! আমার অশ্রু যে সকল
পত্নী আছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রভাকেই প্রবাক্ষ
দান করিও ১—১৩ ভাকর করিলেন,—হে বরাননে,
দেব ! আপনার এ আদেশ অবশ্যই পালন করিব ।
বিভাকরের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রভা
বিশু মহেশ্ব সমীপে আহুতা হইলে, প্রভা বলি-
লেন,—হে দেব ! আপনি উমার স্বামী ; মন্থধ
আপনার দ্বারা মন্থ হইয়াছে এই ভীষণ বিকাশায়
আপনি স্ত্রী একাংশে এই স্থানে অবস্থান করুন ।
মার্কণ্ডেয় করিলেন,—হে পাণ্ডব ! অনন্তর সেই
স্থানে সর্বদেবময় মহেশ্বলিঙ্গ স্থাপিত হইল
অখিল লোক কলিত সেই বিখ্যাত লিঙ্গের নাম
করিল,—প্রভাসেশ । হে রাজেন্দ্র ! অস্তান্ত যে
সকল তীর্থ আছে, তাহারা কালে ফলদ হয়, আর
এই প্রভাসেশ সদাই কামফল প্রদায় থাকেন ।
হে নৃপ ! যে মানব মাঘ মাসে বিশেষতঃ শুক-
সপ্তমীতে যোগা দিজে যশ দান করে,
তাহার ইন্দ্র কিংবা ভাকরপদ লাভ হয় । হে

পদম । স্নাতা পবময়া ভক্তা দানঃ দদ্যাদ্বিজা ।
তথে ১৯ ॥ গোপ্রদাতা নভেৎ স্বর্গং সতানোকং
বরেশ্বর । সর্বাঙ্গসুন্দরীঃ শুভ্রাঃ কৌরিনীঃ তরুণীঃ
শুভ্রাঃ ২০ ॥ সবৎসাঃ ঘণ্টাসংযুকাঃ কাংক্ষা-
পাতাবদোহিনীম্ । দদতে যে নৃপশ্রেষ্ঠ ন তে যান্তি
যমানয়ম্ ২১ ॥ অথ যঃ পরয়া ভক্তা স্নানং
দেব্যা কারয়েৎ । স প্রাপ্নোতি পরং লোকং
যাবদাভূতসমুপবম্ ২২ ॥ দৌর্ভাগ্যঃ নাশমায়াতি
স্নানমাত্রেণ পাণ্ডব । তত্র তীর্থে তু যো ভক্তা
কন্তাদানং প্রযচ্ছতি ২৩ ॥ ভ্রাক্ষণায় বিবাহেন
দাপয়েৎ পাণ্ডুনন্দন । সমানবয়সে দেয়া কুলশীল-
ধনৈস্তথা ২৪ ॥ যে দদন্তে মহাবাজ ইপি পাতক-
সংযুগাঃ । তেষাং পাপানি লায়ন্তে ভাদকে নবণং
যথা ২৫ ॥ স্বামিজ্যোহকরং পাপং নিক্ষেপস্মাপ
হাবিণি । মিহ্মে চ কন্ঠে চ কুটনাকাসমুদ্ভবম্ ।
হৃদ্রোগমোদানভেদোৎসঃ পরদারনিষেবণম্ । বাকু-
ষিকস্ত যৎপাপং যৎপাপং স্তেযসম্ভবম্ ২৬ ॥ কপ-

ভেদোদ্ভবঃ যচ্চ বৈভালব্রতধারিণঃ । দান্তিকঃ
বৃক্ষচ্ছেদোৎসঃ বিবাহস্ত নিষেধজম্ ২৮ ॥
আরামস্থতকচ্ছেদমগম্যাগমনোদ্ভবম্ । স্বভাব্যা-
ভাজনে যচ্চ পরত্যাগাসমীহনাৎ ২৯ ॥ ব্রহ্মবহরণে
যচ্চ গরদে গোবিঘাতিনি । বিদ্যাবিক্রমপোৎসঃ চ
সংসর্গাদ্ভ্যচ্চ পাতকম্ ৩০ ॥ স্ববিভালবদ্যাদ্ভোরঃ
সর্পশৃঙ্গোদ্ভবঃ তথা । ভূমিহর্ষুচ যৎপাপং ভূমি-
হারিণি চৈব হি ৩১ ॥ যা দদন্তেতি যৎপাপং
গোবহিরাক্ষণেষু চ । তৎপাপং যাতি বিলম্বঃ
কন্তাদানেন পাণ্ডব ৩২ ॥ স গহা ভাক্ষরং
লোকং ক্রদলোকে শুভে ব্রজেৎ । ক্রীড়তে
ক্রদলোকেহো যাবদিত্যঃ চতুর্দশ ৩৩ ॥ সর্ষপাপ-
ক্ষয়ে জাতে শিবে ভবতি ভাবনা । এতদ্রজতি
যস্তীর্থং প্রভাসং পাণ্ডুনন্দন ৩৪ ॥ সর্ষতীর্থকনঃ
প্রাপ্য সোহবগোধকলং নভেৎ । গোপ্রদানঃ
মহাপুণ্যঃ সর্ষপাপক্ষয়ঃ পরম্ । প্রশস্তং সর্ষকালং
হি চতুর্দশাং বিশেষতঃ ৩৫ ॥

ইতি জীহ্বান্দে প্রভাসতীর্থমাণস্বাবর্ণনঃ

নামাষ্ট্রেনবতিতমোহধ্যায়ঃ ২৮ ॥

প্রকৃতবয় । প্রভাসেশ তীর্থে স্নান করিয়া ভক্তি-
ভরে দান কবিত্তে হয় । আর যে মানব এই তীর্থে
গো দান কবে, তাহার স্বর্গ এমন কি সতানোক
পর্যন্ত লাভ হইয়া থাকে । যাহারা প্রভাসেশ
তীর্থে সর্বাঙ্গসুন্দরী, শুভ্রা, কৌরিনী, শুভ্রাবহা
নবৎসা তরুণী মেনুরকে ঘণ্টাভূষণভূষিতা ও কাংসা
দোহনপায়ে যুগ্ম করিয়া দান করে, হে নৃপসত্তম ।
যমপুরে নাশা গমন কবে না । আর যে মানব পবম
ভক্তি সহকারে প্রভাসেশকে স্নান কবায়, কলকাল
পর্যন্ত সেটী নাকি টেবলোকে বাস করিয়া থাকে ।
হে পাণ্ডব । স্নানমাত্রেই মানবের দৌর্ভাগ্য
বিনষ্ট হয় । প্রভাসেশ তীর্থে বৈবাহিক বিবি
অনুপেব বিজকে ভক্তিপূষক কন্যাদান কাবিত্তে
হয় । সমানবয়স, কুলশীল ও ধনসম্পন্ন দ্বিজকেই
প্রভাসেশ তীর্থে কন্তাদান কর্হবা । হে মহাবাজ ।
যাহারা যথোক বিধাবিবাহে প্রভাসেশে কন্তা দান
কবে, পাপযুক হইলেও জলে লবন বিলীন হওয়ার
ক্রায় তাহাদের অগ্নি কলুর বিলীন হইয়া থাকে ।
স্বামিজ্যো, গর্জিতকরী, মিহ্ম, কুটনাকদান,
পাপ ও টনানভেদী, পরদ যসেবী, কুমৌদভাবী,
দোহাপরাধী, কপভেদী, বিভালবহী, দান্তিক,
বৃক্ষচ্ছেদী, বিবাহভঙ্গকারী, আরামহৃৎকেদী,
সর্পশৃঙ্গোদ্ভব, স্বভাব্যাপরিভাবী, পরনতীভাবী,
একসাপরাধী, বিবদাতা, গোঘাতী, বৈদবিকদা,

সংসর্গদোষহৃষ্ট, কুকুর ও বিভালঘাতী, সর্প ও
শৃঙ্গঘাতী, ভূমি-ভী, ভূমিহরণশীল এবং যাহারা, গো
বহি ও বাক্ষকে দানকালে দাতাকে নিষেধ করে ;
হে পাণ্ডব ! এই তীর্থে বন্যাদান করিলে তাগ-
দেব অগ্নি কলুর বিলীন হয় । প্রভাসেশতীর্থে কন্তা
দাতা দিবাকরলোক ভেদ কবিয়া শুভাবহ শঙ্কর-
লোকে গমন করে ও চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল
যাবৎ সে শিবলোকে ক্রীড়া করিয়া থাকে । তাহার
সমপাপ ক্ষয় হয় এবং শিবে তাহার ভাবনা নিবদ্ধ
থাকে । হে পাণ্ডুনন্দন ! যে মানব এই প্রভাসেশ-
তীর্থে গমন কবে, তাহার সমস্তদোষকল হয়, এমন
কি সেটী মানব অশ্বনেবকল লাভ করিয়া থাকে ।
সমপাপ-ক্ষয়কর গোদান মহাপুণ্যজনক । এই দান
সকল কালসেই প্রশস্ত ; বিশেষতঃ চতুর্দশ তিথিতে
গোদান সমাপিত প্রশস্ত দালয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট
হইয়াছে । ১৪—৩৫ ।

অষ্টেনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮ ॥

নবনবতিঃমোহন্যায়ঃ ।

ঐমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্নমৌপাল
নশ্বদাদক্ষিণে তটে । স্থাপিতঃ বায়ুকৌশঃ তু
সমস্তাঘৌষনাশনম্ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । কস্মাচ্চ
কারণাত্যাত রেবায় দক্ষিণে তটে । বায়ুকৌশ-
স্থাপিতো বৈ বিস্তরাঘদ মে শুরো ॥ ২ ॥ ঐমার্ক-
ণ্ডেয় উবাচ । এতৎ সৰ্বং সমাশ্রায় নৃত্যং শমু
শ্চকার বৈ ॥ ৩ ॥ অমাদজায়ত শ্বেদো গঙ্গাতোয়-
বিমিশ্রিতম্ । পতন্তুরগোহস্রাতি হরমৌলিবিনি-
ৰ্গতম্ ॥ ৪ ॥ মন্দাকিনী ততঃ ক্রুদ্ধা ব্যালস্তোপরি
ভারত । প্রাপ্তুয়জগরত্বং হি ভুজঙ্গ ক্ষুদ্রজঙ্গক ॥ ৫
বায়ুকিক্রবাচ । অনুরূপাশোহস্মি তে পাপো হর্নয়ো-
হহং চরাদৃতে । ত্রৈলোক্যপাবনী পুণ্যা সরিষা
ভলক্ষণা ॥ ৬ ॥ সংসারচ্ছেদনকরী আত্মনাশমাভি-
নাশিনী । স্বর্গদ্বারে স্থিতা ত্বং হি দয়াঃ কুরু ময়ী-
শ্বরী ॥ ৭ ॥ গঙ্গোবাচ । কুরুষ বিপুলং বিজ্ঞাং
তপস্বং শকরং প্রতি । ততঃ প্রাপ্যসি স্বং স্থানং
পন্নগত্বং মমাজয়া ॥ ৮ ॥ ঐমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো-

নবনবতিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মতীপাল ! অনন্তর
বায়ুকৌশ তীর্থে গমন করিবে । এই তীর্থ নশ্বদার
দক্ষিণতটে অবস্থিত ও এই তীর্থ পাপনাশি-
নাশক । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—শুরো ! কি
কারণে রেবার দক্ষিণতীরে বায়ুকৌশ তীর্থ স্থাপিত
হইল ? বিস্তারপূর্বক বলুন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—
একদা নশ্বদাতীরে মহাদেব নৃত্য করেন । নৃত্যশ্রমে
ভীত হইয়া শ্বেদ বিন্যাসিত হয় ও জাহ্নবীজলে মিশ্রিত
হইয়া শ্বেদবারি ক্ষরিত হইতে থাকে । অনন্তর
সর্পরাজ বায়ুকি, হরমৌলিগলিত সেই শ্বেদজল পান
করে ; হে ভারত ! তখন গঙ্গাদেবী উগর প্রতি
কষ্ট হন এবং বলেন,—রে ক্ষুদ্রজীব ! তুই অজ-
গরত্ব প্রাপ্ত হইবি । বায়ুকি কহিল,—ভববল্লভ !
আপনি ভলক্ষণা পুণ্যানদী গঙ্গা, আমি পাপ ও
দুর্নয়, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । হে মহেশ্বর !
আপনি সংসারবন্ধন ছিন্ন করেন, আপনি পীড়িত
বাক্তিগণের পাপনাশিনী ; স্বর্গদ্বারে আপনার বাস ।
আমার প্রতি রূপা করুন । গঙ্গা কহিলেন,—তুমি
বিশাল বিজ্ঞাপকস্বৰূপে গমন করিয়া শকরের পীড়ি-
কামনায় তপশ্চরণ কর, তারপর আমার আদেশে
পন্নগত্ব ও স্বীয় আশ্রয় স্থান প্রাপ্ত হইবে । মার্কণ্ডেয়

হসৌ স্বরিতো বিজ্ঞাঃ না ॥ গঙ্গা নগং শুভম ।
তপস্তপ্তং সমারেভে শকরারাদনোদ্যতঃ ॥ ৯ ॥
নিত্যং দধ্যৌ মহাদেবং একং ভুমককোদ্যতম্ ।
ততো বরশতে পূর্ণ উপকর্মে জগদগুরুঃ । আগত-
স্তৎসমীপং তু শকরাং বা মূদাহরৎ ॥ ১০ ॥ বরঃ
বরয় মে বৎস পন্নগ ত্বং চিত্তদর ॥ ১১ ॥ বায়ুকি-
কবাচ । যদি তুষ্টিহসি মে দেব বরঃ দাস্তাসি
শকর । প্রসাদাতব দেবেশ ভূয়ান্ধিপাতা মম ।
তীর্থং কিঞ্চিৎ সমাখ্যাহি সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১২ ॥
ঈশ্বর উবাচ । পন্নগ ত্বং মহাবাহো রেবাং গচ্ছ
শুভকরীম্ । যাম্যে তস্তাস্তটে পুণ্যে স্থানং কুরু
যথাবিধি ॥ ১৩ ॥ ইতাক্রান্তদধে দেবো বায়ুকি-
স্বরযাচিতঃ । রূপেণাজগরেণৈব প্রবিষ্টে নশ্বদা-
জলম্ ॥ ১৪ ॥ মার্গেণ তস্তা সঙ্গাতং গাহব্যাঃ
শ্রোত উত্তমম্ । নিকৃতিকরং সর্পঃ বজ্রাতো
নশ্বদাজলে ॥ ১৫ ॥ স্থাপিতঃ শকরস্তত্র নশ্বদায়া
যুধিষ্ঠির । ততো নাগেশ্বরং লিঙ্গং প্রসিদ্ধং পাপ-
নাশনম্ ॥ ১৬ ॥ অষ্টম্যাঃ বা চতুর্দশ্যাঃ শাস্ত্রমেন-

কহিলেন,—অনন্তর বায়ুকি সুশোভন বিজ্ঞা-
গিরিতে গমন করিয়া গিরিশের আরাধনায় প্রবৃত্ত
হয় এবং সতত ধ্যানপরায়ণ হইয়া ভুমককর ত্রিনয়-
নের সন্তোষসাধনার্থ তপস্থা করেন । এই-
রূপ বায়ুকির সাতবর্ষ পূর্ণ হইলে গোবীর
অনুরোধে জগদগুরু হর বায়ুকিমূপে উপনীত
হইয়া মৃদুমধুর বাক্যে বলিলেন,—হে বৎস ! আমার
প্রতি তোমার আদর প্রচুর ; হে পন্নগ ! বর প্রার্থনা
কর । বায়ুকি কহিলেন,—হে দেব ! যদি আমার
প্রতি প্রীতি হইয়া থাকেন আর যদি আমাকে বর
প্রদান করেন, তবে হে শকর ! আপনার প্রসাদে
আমার পাপ বিদূরিত হউক । হে দেবেশ !
আমার প্রতি পাপবিনাশন কোন এক তীর্থের বিবরণ
উপদেশ প্রদান করুন । ঈশ্বর কহিলেন,—হে
মহাবাহো পন্নগ ! শুভকরী রেবার পুণ্য দক্ষিণ
তীরে গমন করিয়া যথাবিধি স্থান কর । শকর
এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন, এদিকে বায়ুকিও
প্রাণবদ্ধ হইয়া অজগর-শরীরেই রেবানীরে প্রবেশ
করিলেন । ১—১৬ বায়ুকির গমনকালে পশ্চিমদে
জাহ্নবীজলের উত্তম শ্রোত প্রবাহিত হইল । সর্প
বায়ুকি ও নশ্বদানীরসঃসর্গে বিগতপাপ হইয়া নশ্বদা-
তীরে শকরলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা করিলেন । হে যুধিষ্ঠির !
অনন্তর সর্বপাপনাশন নাগেশ্বরলিঙ্গ প্রসিদ্ধিলাভ
করিল । যে মানব অষ্টমী ও চতুর্দশীদিনে মনুষ্যবা-

মধনা শিবঃ বিমুক্তকন্মবঃ সদ্যো জায়তে নাত
সংশয়ঃ ॥ ১ ॥ অপুত্রা যে নরাঃ পার্গ প্ৰানঃ কুর্ষান্তি
সঙ্গমে। তে পিতৃশ্চ সূতান্ শ্রেষ্ঠান কাক্তবীৰ্য্যোপমান-
সুতান্ ॥ ৮ ॥ শ্রদ্ধাঃ তত্ৰৈব যঃ কুৰ্য্যাহপবাস-
পরায়ণঃ। কুর্ষন প্রমোচয়েৎ প্রেতাররকাধপনন্দন ॥
১৯ ॥ সর্পাণাং চ ভয়ং বংশে জাতিবর্গে ন জায়তে।
নির্দোষঃ নন্দতে তস্ম কুলং নাগপ্রসাদতঃ ॥ ২০ ॥
এতন্নে সর্ষমাখ্যাতং তব শ্বেহান্নপোতম ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে নাগেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৯ ॥

শততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেমুদীপাল তীর্থ-
পরমবোচনম্ । মার্কণ্ডেশমিতি খ্যাতং নন্দদাক্ষিণে-
তটে ॥ ১ ॥ উক্ৰমঃ সস্তু তীর্থানাং গোপালেন সিদ্ধি-
শিবম্ । শুভাদ্ভুতভরং পুত্রনাথাত্য কক্ষাচনাম ॥ ২ ॥
শাপিতং তু মদা পুৰ্ণঃ স্বর্গসোপানসন্নিভম্ । ভান-

মহাদেবের প্ৰান করায়, সে সদ্য পাপ-বিমুক্ত হয়,
সংশয় নাই। হে পার্গ! যে সকল অপুত্রক মানব
সঙ্গমে প্ৰান করে, তাহারা কাক্তবীৰ্য্যোপম মনোজ্ঞ
তনয় লাভ করে। হে নৃপনন্দন! এই তীর্থে
শ্রদ্ধা ও কৰ্ম্মব্য, উপবাসপরায়ণ হইয়া শ্রদ্ধা করিলে
তদীয় প্রেত পিতৃগণ নরক হইতে বিমুক্ত হন।
বাসুকীতীর্থে শ্রদ্ধাকর্ষার সর্ষভয় থাকে না
এমন কি তদীয় জাতিবর্গে অজ্ঞানতাবিমুক্ত
হন। নাগপ্রসাদে তাহাব কুল দোষাবমুখ
হইয়া বর্দ্ধিত হয়। হে নৃপোত্তম! এই আমি গোমার
প্রতি শ্বেহান্নরক হইয়া বাসুকীতীর্থে অগিল ফল
বর্ণনাকরিলাম। ১৭—২১।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

শততম অধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় বহিঃসমুদ্রে মহাপাল। অনন্তর
বপাতি মার্কণ্ডেশ তীর্থে গমন করিলেন। তৎ মান-
বংশ তীর্থপরম মূর্ত্তিপ্ৰদং নন্দদাক্ষিণতটে
অবস্থিত। এই শিবদে মার্কণ্ডেশ তীর্থ পরম-
বোচনম্। নন্দগণ্ড উহার দেবতা কবেন। হে
নন্দ। হুতা হইলেও অজ্ঞানতাবি মুক্ত হইয়া

তত্ৰৈব মে জাতঃ প্রসাদাচ্ছরৎ ৫ ॥ ৩ ॥ অন্ত-
স্তত্ৰৈব যো গতা দ্রুপদামহুজলে জপেৎ ॥
স পাতকৈরশেষেষ্ট মুচ্যতে পাণ্ডুনন্দন ॥ ৪ ॥
বাচিকৈর্দানৈসৈশ্চৈব কক্ষাজৈরপি পাতকৈঃ ॥
পিণ্ডিকাং চাপাবষ্টেভ্য যাম্যামাশাক সংস্থিতঃ ॥ ৫ ॥
যোযজেচ্ছুলিনঃ ভক্ত্যা দ্বাত্রিংশদাহুপিণম্ । দেহ-
পাতে শিবং গচ্ছেদতি মে নিশ্চয়ো নৃপ ॥ ৬ ॥
আজ্যেন বোধয়েদ্বীপমষ্টম্যাং নিশি ভারত। স্বর্গ-
লোকমবাপ্নোতি ইত্যেবং শঙ্করোহববীৎ ॥ ৭ ॥
শ্রদ্ধাঃ তত্ৰৈব যো ভক্ত্যা কুবীত নৃপনন্দন। পিতর-
স্তস্ম তপ্যন্তি যাবদাভূতসমুদ্রবম্ ॥ ৮ ॥ ইক্ষুদৈ-
বদৈরবিদৈরক্ষতেন জলেন বা। তর্পয়েত্তত্র যো
বংশানাপুয়াজ্জগ্ননঃ কলম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মার্কণ্ডেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০০ ॥

ইতঃপূর্বে আমি কাহার নিকট ব্যক্ত করি নাই;
স্বর্গসোপান-সন্নিভ এই মার্কণ্ডেশ তীর্থ আমারই
প্রতিষ্ঠিত আর শঙ্করপ্রসাদে আমি এই তীর্থেই
জ্ঞান লাভ করিয়াছি। হে পাণ্ডুতনয়! অতঃ যে কেহ
এই মার্কণ্ডেশ তীর্থে অস্ত্রজলে অবস্থানপূর্ব্বক
“দ্রুপদাদি” মণ্ড জপ করে, সে কামিক, বাচিক,
মানস ও কক্ষজ অশেষ কলুষ হইতে মুক্ত হয়।
মহাদেব এখানে দক্ষিণদিকে বিদ্যমান এবং তিনি
পাদদ্বয়ের গুলফ ভাগের পিণ্ডি কাকার স্থানে
ভর করিয়া বিরাজ করিতেছেন। হে নৃপ। যে
মানব দ্বাত্রিংশৎ বাহুবর মহাদেবকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা
করিয়া শিব সমীপে তত্ত্বভাগ করে,—আমার
নিশ্চিতই মনে হয়—তাহার শিবপ্রাপ্তি হয়। হে
ভাবত। অষ্টমৌলিশাহে খত দ্বারা শিবসমীপে দীপ
অর্ঘ্যনিবেদন করিতে হয়। শঙ্কর কহিয়াছেন—এইমুপ
নানাদি বিদ্যালয় প্রাপ্ত হন। হে নৃপনন্দন!

মানব এই তীর্থে ইক্ষুদ, বদর, বিল্ব ও অক্ষত
লাগাই এবং শ্রদ্ধা করে, কক্ষকাল পর্য্যন্ত তদীয়
চন্দ্রোদয় লাভ করিয়া থাকেন। মার্কণ্ডেশতীর্থে
ইক্ষুদ ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেও মানব

শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

একাধিকশততমোঃ অধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেতু রাজেন্দ্র
তীর্থং পরমশোভনম্ । উত্তরে নন্দাদাকূলে যজ্ঞ-
বাটস্থ মধ্যতঃ ॥ ১ ॥ সঙ্কর্ষণমিতীথ্যাতং পৃথিব্যাং
পাপনাশনম্ । তপস্চীর্ণং পুরা রাজন বলভদ্রেণ
তত্র বৈ ॥ ২ ॥ গীর্ষাণা অপি তত্রৈব সন্নিধৌ নৃপ-
নন্দন । উময়া সহিতঃ শম্ভুঃ স্থিতস্তত্রৈব কেশবঃ ॥
৩ ॥ বলভদ্রেণ রাজেন্দ্রে প্রাণিনামুপকারতঃ ।
স্থাপিতঃ পরয়া ভক্ত্যা শঙ্করঃ পাপনাশনঃ ॥ ৪ ॥
যজ্ঞত্র স্নাত্তি বৈ ভক্ত্যা জিতকোষো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
একাদশ্যাং সিতে পক্ষে মধুনা স্নাপয়েচ্ছিবম্ ॥
৫ ॥ শ্রাদ্ধং তত্রৈব যো ভক্ত্যা পিতৃণামথ দাপয়েৎ ।
স যাতি পরমং স্থানং বলভদ্রবচো যদা ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমাদে সঙ্কর্ষণতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকাধিকশততমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ১০১ ॥

একাধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
বিখ্যাত পরম শোভন সঙ্কর্ষণ তীর্থে গমন করিবে,
এই তীর্থ নন্দাদার উত্তর কূলে যজ্ঞবাট মধ্যে
অবস্থিত । এই সঙ্কর্ষণতীর্থই পৃথিবীমধ্যে এক-
মাত্র পাপনাশন । হে রাজন ! পুরাকালে বলভদ্র
এই স্থানে তপস্শা করিয়াছিলেন; দেবগণ সহিত
এই তীর্থে সন্নিহিত এবং হে নৃপনন্দন ! কেশব ও
সহোম মহাদেব এই সঙ্কর্ষণ তীর্থে বাস করেন । হে
রাজেন্দ্র ! প্রাণিগণের উপকারার্থ বলভদ্র এই
তীর্থে পরম ভক্তি সহকারে পাপনাশন শঙ্করলিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করেন । যে জিতকোষ জিতেন্দ্রিয় মানব
এই সঙ্কর্ষণ তীর্থে অবগাহন করে, বিশেষতঃ
শুক্লা একাদশী দিবসে মধু দ্বারা মহাদেবকে স্নান
করায় এবং ভক্তিপূর্ণক পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করে,
বলভদ্র বলিয়াছেন,—তাহার উত্তম স্থানে
গতি হয় । ১—৬ ।

একাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

দ্বাধিকশততমোঃ অধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । মন্থথেশং ততো গচ্ছেৎ
সর্ষদেবনমস্কৃতম্ । স্নানমাত্রাররো রাজন যমলোকং
ন পশ্যতি ॥ ১ ॥ অনপত্যা যা চ নারী স্নান্যদৈ
পাণ্ডুনন্দন । পুত্রং সা লভতে পার্থ সত্যসঙ্কং
দৃঢ়ব্রতম্ ॥ ২ ॥ তত্র স্নান্য নরো রজন্ শুচিঃ প্রযত-
মানসঃ । উপোস্ত্য রজনীমেকাং গোসহস্রকলং
লভেৎ ॥ ৩ ॥ কামিকং তীর্থরাজং তু তাদৃশং ন
ভাবিষ্যতি । ত্রিরাত্রং কুরুতে রাজন্ স গোলককলং
লভেৎ ॥ ৪ ॥ তত্র নৃত্যং প্রকর্তব্যং তুষ্যাতে
পরমেশ্বরঃ । গীতবাদিত্রিনির্ঘোষে রাজ্ঞো জাগরণেন
চ ॥ ৫ ॥ এরণ্ডাং চ মহাদেবো দৃষ্টৌ মে মন্থথেশ্বরঃ ।
নিং সমর্গো যমো কৃষ্টৌ ভদ্রৌ ভদ্রাণি পশ্যতি ॥ ৬ ॥
কামেন স্থাপিতঃ শম্ভুরেন্দ্রিয়াং কামদো নৃপ ।
সোপানঃ স্বর্গমার্গস্তা পৃথিব্যাং মন্থথেশ্বরঃ ॥ ৭ ॥
বিশেষশ্চাত্ত সঙ্কায়ঃ শ্রাদ্ধদানে চ ভারত । অন্ন-
দানেন রাজেন্দ্রে কীর্তিতং কলমুদমম্ ॥ ৮ ॥ এতন্নে

দ্বাধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—অনন্তর সর্ষদেবনমস্কৃত
মন্থথেশ তীর্থে গমন করিবে, হে রাজন ! এই
মন্থথেশ তীর্থে স্নান মাত্রাই মানব যমলোক জয়
করে, তাহার আর যমসদন দর্শন হয় না । হে
পাণ্ডুনন্দন ! অপুত্রা নারীও এই তীর্থে স্নান করিয়া
সত্যসঙ্ক দৃঢ়ব্রত কনয় লাভ করে । হে রাজন !
প্রযতননা শুচি মানব এই তীর্থে স্নান ও এক রজনী
জাগরণ করিয়া গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্ত হয় ।
তীর্থরাজ মন্থথেশ মানবগণের কামদ; এরূপ তীর্থ
আর নাই । যে মানব মন্থথেশ তীর্থে ত্রিরাত্র
জাগরণ করে, তাহার লক্ষগোদানের ফল হইয়া
থাকে । পরমেশ্বরের স্তুতির জন্ত এই তীর্থে নৃত্য
করিবে ও গীতবাদিত্রিনির্ঘোষসহকারে রজনী-
জাগরণ করিবে । আমি এরণ্ডী ক্ষেত্রে মন্থথেশ
মহাদেবকে দর্শন করিয়াছি । যে মানব এরণ্ডী-
ক্ষেত্রে মন্থথেশের দর্শন করে, যম তাহার প্রতি
কৃষ্ট হন না; পরন্তু সে কল্যাণই দর্শন করে । হে
নৃপ । কাম এই মন্থথেশকে প্রতিষ্ঠিত করেন, এই
জন্ত এই মহাদেব লিঙ্গ কামদ হইয়াছেন । এই
ভূতলগত মন্থথেশ স্বর্গের সোপানস্বরূপ । ১—৭ । হে
ভারত ! এই তীর্থে সকল ক্রিয়াই ফলদ হয় । বিশে-
ষত এই তীর্থে সঙ্ক্যাবন্দন, শ্রাদ্ধ ও অন্নাদি দানের

সর্বমাখ্যাতং তব ভক্ত্যা তু ভারত । পৃথিব্যাং
সাগরাস্তায়াং প্রখ্যাতো মন্থথেশ্বরঃ ॥ ১ ॥ গোদানং
পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ জ্যোদন্তাং প্রকারয়েৎ । চৈত্রে মাসি
সিতে পক্ষে তত্র গতা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥ রাত্রে
জাগরণং কুত্বা দেবশ্রাণে নৃপোত্তম । দীপং ভক্ত্যা
স্থতেনৈব দেবশ্রাণে নিবেদয়েৎ ॥ ১১ ॥ স্নাত্ব বা
পুরুষো বাপি সময়েতৎকলং স্মৃতম্ ॥ ১২ ॥

ইতি জীকান্দে মন্থথেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ত্ৰ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০২ ॥

ত্ৰ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

জীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্নশীপাল
এরণ্ডীসঙ্গমং পরম্ । যচ্ছুতং বৈ মধা রাজন্ শিবস্ত
বদন্তঃ পুরা ॥ ১ ॥ এতদেব পুরা প্রথং গোৰ্ঘ্যা
পৃষ্টস্ত শঙ্করঃ । প্রোবাচ নৃপশার্দূল গুহাদ্ গুহতরং
শুভম্ ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শুনু দেবি পরং
গুহং নাপ্যাতং কস্তচিন্ময়া । রেবায়াশ্চোত্তরে নৃলে

কল অতু্যক্তম কথিত হইয়া থাকে । হে ভারত !
তোমার ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া এই আমি
তোমার নিকট মন্থথেশ্ব তীর্থের অখিল অন্ততম
কল বর্ণন করিলাম । এই মন্থথেশ্ব সাগরা ।
বসুন্ধরা মধ্যে সমধিক বিখ্যাত । হে পাণ্ডব-
প্রবর ! এই তীর্থে জ্যোদন্তীদিনে গোদান কর্তব্য ।
হে নৃপোত্তম ! জিতেন্দ্রিয় মানব চৈত্ৰমাসে মন্থথেশ্ব
তীর্থে গমনপূর্বক শুক্লা জ্যোদন্তীর দিনে
দেবসমীপে নিশাজাগরণ করিবে ও ভক্তিপূর্বক
স্থত দ্বারা দীপ প্রজ্জালিত করিয়া দান করিবে ।
এই জাগরণ ও দীপদান জাপুরুষ উভয়েরই তুল্য-
ফলদ হয় ৷ ৮—১২ ৷

ত্ৰ্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০২ ।

ত্ৰ্যধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল ! অনন্তর
শ্রেষ্ঠ এরণ্ডীসঙ্গমে গমন করিবে । পূর্বে শিব এই
এরণ্ডী ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কর্তন করেন, হে রাজন্ !
আমি তাঁহারই মুখে এই তীর্থ কথাশ্রবণ করিয়াছি ।
পুরাকালে পার্বতী শঙ্করকে এই এরণ্ডীসঙ্গম
সদ্বন্দ্রে প্রথং করেন । হে নৃপশার্দূল ! পার্বতীর
প্রথং শঙ্কর এই গুহ হইতেও গুহতর, ও শুভাবহ
এরণ্ডীসঙ্গমের মাহাত্ম্য, বর্ণন করিয়াছিলেন

তীর্থং পরমশোভনম্ । ক্রণহত্যাহরং দেবি কামদং
পুত্রবর্ধনম্ ॥ ৩ ॥ পার্বত্যাবাচ । কথয়ন্ত মহাদেব
তীর্থং পরমশোভনম্ । ক্রণহত্যাহরং কাম্যাকামদং
স্বর্গদর্শনম্ ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ । অত্রি নাম মহাদেবি
মানসো ব্রহ্মাণঃ সূতঃ । অগ্নিহোত্ররতো নিত্যং
দেবতাত্তিথিপূজকঃ ॥ ৫ ॥ সোমসংস্থান্চ সষ্টৈশ্চ
কৃত্য বিপ্রৈশ্চ পার্বতি । অনন্থয়ৈচি বিখ্যাতা ভার্যা
তস্তা গুণাধিতা ॥ ৬ ॥ পতিব্রতা পতিপ্রাণা পত্ন্যঃ
কার্যাহিতে রতা । এবং যাতি ততঃ কালে ন পুত্রা
ন চ পুত্রিকা ॥ ৭ ॥ অপরাহু মহাদেবি সুখাসীনৌ
তু সুন্দরি । বদন্তৌ সুখদুঃখানি পুঙ্খবৃন্তানি যানি
চ ॥ ৮ ॥ অত্রিবাচ । সৌম্যে শুভে প্রিয়ে কাশ্তে
চাক্রসদ্যঙ্গ সুন্দরি । বিদ্যা বিনয়সম্পন্নৈ পদ্মপত্র-
নিভৈশ্চ ॥ ৯ ॥ পূর্ণচন্দ্রনিভাকারে পৃথুশ্রোণি-
ভরানসে । ন যথা সদৃশী নারী ত্রৈলোক্যে
সচরাচরে ॥ ১০ ॥ রতিপুত্রফলা নারী পঠ্যাতে

ঈশ্বর বলেন,—হে দেবি ! শ্রবণ কর । এই
তীর্থ গুহ হইতেও গুহানর । আমি ইতঃপূর্বে
এই এরণ্ডীসঙ্গমমাহাত্ম্য কাহারও নিকট প্রকাশ
করি নাই । দেবি ! ক্রণহত্যাহর পরমশোভন কামদ
এরণ্ডীতীর্থ রেবার উত্তরকূলে বিদ্যমান । পার্বতী
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাদেব দেব ! পরম
শোভন এরণ্ডীসঙ্গম কি করিয়া ক্রণহত্যাহর, কামদ ও
স্বর্গপ্রদর্শক হইল ? এই সকল আমার নিকট বলুন
শঙ্কর উত্তর করিলেন,—হে মহাদেবি ! অত্রি নামে
এক মহর্ষি ছিলেন । তিনি ব্রহ্মার মানসতনয় । অগ্নি-
হোত্ররত দেবতা ও অতিথিপূজক মহর্ষি অত্রি সাতটি
সোমসংস্থান করিয়াছিলেন । পার্বতি ! তাহার
পত্নী বিখ্যাতা অনন্থয়া । অনন্থয়া গুণাধিতা, পতি-
ব্রতা, পতিপ্রাণা ও পতিহিতকার্য্যে নিরতা ছিলেন ।
বহুকাল অতীত হইলে, অত্রি পুত্র কিংবা পুত্রিকা
লাভ করিলেন না । হে মহাদেবি ! হে সুন্দরি !
একদা অত্রি ও অত্রিপত্নী অনন্থয়া অপরাহু
সময়ে সুখোপবিষ্ট হইয়া পরস্পর পুঙ্খজাত
সুখদুঃখের কথোপকথন করেন । অত্রি বলেন,
—শুভে ! সৌম্যবদনে ! তুমি আমার প্রিয় পত্নী
তোমার সঙ্গীত করি । বিদ্যা বিনয় কিছুই
তোমার অভাব নাই । তোমার নেত্র পদ্ম-
পত্রের ন্যায় আভাসম্পন্ন, বদন পূর্ণচন্দ্র সদৃশ
হাসিত্যুক্ত ; সূর্য শ্রোণীভারে তুমি অলস ; সচরাচর
ত্রিলোকে তোমার স্তায় অস্ত নারী নাই ! ১—১০ ।

বেদবাদিভিঃ । পুত্রহীনস্ত যৎ সৌখ্যং তৎ সৌখ্যং
মম সুন্দরি । ১১ । যথাহং ন তথা পুত্রঃ সমর্থঃ
সর্বকৰ্ম্মসু । পুত্রামনরকাস্ত্রে জাতমাত্রেণ সুন্দরি ।
১২ । পতন্তঃ রক্ষয়েদেব মহাপাতকন যদি ।
মহাঘোরে গতা বাপি দুষ্টকৰ্ম্মপিতামহাঃ । ১৩ ।
তদ্বরন্তি সুপুত্রাশ্চ বৈতরণ্যাঃ গতানপি । পুত্রেণ
লোকান্ জয়তি পৌত্রেণ পরমা গতিঃ । ১৪ । অথ
পুত্রস্ত পৌত্রেণ প্রগচ্ছেদ্রক্ষ শাস্তম্ । নাস্তি
পুত্রসমো বন্ধুরিহ লোকে পরত্র চ । ১৫ । অহস্ত
মধ্যরাত্রে চ চিন্তয়ানস্ত সর্বদা । শুয্যন্তি মম গাত্রাণি
গ্রীষ্মে নত্যা দকং যথা । ১৬ । অনসুয়োবাচ । যদ্বয়া
শোচিতং বিপ্র তৎসৰ্বং শোচয়াম্যহম্ । তবোদ্বেগ
করং যচ্চ তন্মে দহতি চেতসি । ১৭ । যেন পুত্রা
ভবিষ্যন্তি আয়ুস্বস্তো গুণাবিতাঃ । তৎকার্য্যং চ
সমীক্ষয় যেন তুষ্যেৎ প্রজাপতিঃ । ১৮ । অত্রিকবাচ ।
তপস্তপ্তং ময়া ভদ্রে জাতমাত্রেণ হৃদরম্ । ততো-

পবাসনিয়মেঃ শাকাহারেণ সুন্দরি । ১৯ । কাণ-
দেহস্ত তিষ্ঠামি হৃৎকোহহং মহাব্রতে । তেন
শোচামি চাত্মনং রহস্তং কথিতং ময়া । ২০ ।
অনসুয়োবাচ । তৰ্ভুঃ পতিব্রতা নারী রতিপুত্র-
বিবন্ধিনী । ত্রিবর্গসাধনা সা চ শ্লাঘ্যা চ বিহ্বাং
জনে । ২১ । জপস্তপস্তীর্থযাত্রা যুড়েজ্যামন্ত্রসাধনম্ ।
দেবতারাধনং চৈব স্ত্রীশূদ্রপতনানি ষট্ । ২২ ।
ঐদৃশং তু মহাদোষং স্ত্রীণাং তু ব্রতসাধনে । বদন্তি
মুনয়ঃ সৰ্বৈ যথোক্তং বেদভাষিতম্ । ২৩ । অনুজাতা
ত্বয়া ব্রহ্মপুত্রপুত্র্যামি হৃদরম্ । পুত্রার্থিভ্যঃ সমুদ্ভিষ্ট
তোষয়ামি সুরোত্তমান্ । ২৪ । অত্রিকবাচ ।
সাধুসাধু মহাপ্রাজ্ঞে মম সন্তোষকারিণি । আজ্ঞাতা
হং ময়া ভদ্রে পুত্রার্থং তপ আশ্রয় । ২৫ । দেবতানাং
মনুষ্যাণাং পিতৃণামনুগো ভবে । ন ভাৰ্য্যাসদৃশো
বন্ধুস্ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে । ২৬ । তেন দেবাঃ
প্রশংসন্তি ন ভাৰ্য্যাসদৃশং সুখম্ । সন্মুখে সন্মুখাঃ
পুত্রা বিলোমে তু পরাশ্রুখাঃ । ২৭ । তেন ভাৰ্য্যাং

বেদবাদীরা বলেন,—পত্নী হইতে রতি ও পুত্রকল
লাভ হয়। হে সুন্দরি! পুত্রহীনের যে সুখ আমি-
দেরও কেবল সেই সুখই আছে। আমার
আত্মতুল্য তনয় লাভ হইল না, আমি অখিল
ক্রিয়ায়ই বিমুখ হইলাম। কল্যাণি! পিতা মহা
পাতকী হইলেও পুত্র জন্মিবামাত্রই পুত্রামনরকে
পতনোন্মুখ পিতার উদ্ধার করে। অত্রিহৃদশ্মাণিত
পিতা মহাঘোর নরকে গমন করিলে বা বৈতরণীতে
পতিত হইলে সাধু পুত্রগণ তাঁহার উদ্ধার সাধন
করে। পুত্র দ্বারা অখিল লোক বিজিত হয়। পৌত্র
হইতে পরমগতিপ্রাপ্তি ঘটে; আর প্রপৌত্র হইতে
মানব অচ্যুত ব্রহ্মগতি লাভ করে। অতএব
ইহপর লোকে পুত্রের সমান বন্ধু নাই। প্রাতি-
নিশীথে এইরূপ চিন্তা করায় স্বল্পজলা নিদ্রাঘনদীর
ন্যায় আমার সৰ্ব্বাবয়ব শীর্ণ হইয়া যাইতেছে।
অনসুয়া কহিলেন,—বিপ্র! আপনি যেরূপ শোক
করিতেছেন,—আমিও ঐরূপ শোক করিয়া থাকি;
আর আপনার মুখে অদ্য যে উদ্বেগকর বাক্য
শ্রবণ করিলাম, ইহাতে আমার চিত্ত দগ্ধ হইতেছে।
দেব! যাহাতে প্রজাপতি প্রীত হন, আর আমরা
যাহাতে আয়ুস্বান ও গুণবান বহু তনয় লাভ করিতে
পারি, বিচার করিয়া এইরূপ একটা কার্য্য করুন।
অত্রি উত্তর করিলেন,—কল্যাণি! আজন্ম হৃদর
তপস্তা করিয়াছি, বহু ব্রত, উপবাস, নিয়ম ও

শাকাহারে আমার শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে।
এখন আর মহাব্রতে আমার সামর্থ্য নাই। সুন্দরি!
এই জন্যই শোকগ্রস্ত হইয়া নিঃজনে তোমাকে
আমার হৃৎখবর্তী বিদিত করিলাম। অনসুয়া
কহিলেন, পতিব্রতা পত্নী, পতির রতি ও পুত্রবন্ধিনী
এবং ত্রিবর্গসাধনক্ষমাহয়; সুধী সমাজ পতিব্রতা
পত্নীর প্রশংসা করেন। জপ, তপ, তীর্থযাত্রা,
শিবপূজা, মন্ত্রসাধন ও অন্যান্য দেবতাসাধন এই
ছটা কার্য্যে স্ত্রী-শূদ্র পতিত হয়। আপনি যে ব্রতের
কথা কহিলেন, বেদবিধি বিচার করিয়া মুনিগণ
তাঁদৃশ ব্রতকে নারীর পক্ষে দোষাবহ বলিয়াই
নিশ্চয় করিয়াছেন, কিন্তু হে ব্রহ্মণ! যদি আপনার
অনুমতি হয়, তবে আমি পুত্রার্থ হৃদর তপস্তা
করিয়া সুরসন্তমগণের সন্তোষ সাধন করি! ১১—২৪।
অত্রি সাধু সাধু বাক্যে পত্নীর প্রশংসা করিলেন এবং
বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞে! তুমি আমার পরম সন্তোষ
সাধন করিয়াছ। কল্যাণি! আমি অনুমতি
প্রদান করিলাম, তুমি পুত্রার্থিনী হইয়া তপস্তা কর।
তোমার তপস্তায় তনয় লাভ হইলে আমিও দেব,
মানব ও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইব। তিনি
আরও কহিলেন? ত্রিলোকে ভাৰ্য্যার সমান বন্ধু
নাই, এই জন্যই সুরগণ প্রশংসাস্বচক বাক্যে
বলিয়া থাকেন,—ভাৰ্য্যাসদৃশ সুখ নাই। পত্নী
প্রীত থাকিলে তাঁহা হইতে যে সকল তনয় লাভ

প্রশংসন্তি স দেবানু রনামু যঃ । মহাব্রতে মহাপ্রাক্তে
সব্বতি শুভে কণে ২৮ । তপস্তপস্ব শীঘ্রং হং
পুত্রার্থং তু মমাজয়া । এতচ্চাক্যাবসানে তু সাষ্টাঙ্গং
প্রণতাবৌ ২৯ । হং প্রসাদেন বিপ্রেস্ত সর্গান
কামানবাগ্নয়াম্ । হং সলীলাগতিঃ সা চ যুগাকৌ
বরবর্ণিনী ৩০ । নিয়মস্থা ততো ভূত্বা সম্প্রাপ্তা
নর্যদাঃ নদীম্ । শিবশ্বেদোক্তবাং দেবীং সর্গপাপ
প্রণাশিনীম্ ৩১ । যন্তা দর্শনমাত্রেণ নশ্ততে
পাপসঞ্চয়ঃ । স্নানমাত্রেণ বৈ যন্তা অশ্বমেধকলঃ
লভেৎ ৩২ । যে পিবন্তি মহাদেবি শ্রদ্ধাধানঃ
পয়ঃ শুভম্ । সোমপানেন তত্তুল্যং নাজ কার্য্য
বিচারণা ৩৩ । যে অরন্তি দিবা রাত্রে যোজ-
নানাং শতৈরপি । মৃত্যুস্তে সর্গপাপেভ্যা ক্রু-
লোকং প্রয়াস্তি তে ৩৪ । নর্যদায়াঃ সমীপে তু
তাবুভৌ যোজনদ্বয়ে । ন পশ্যন্তি যমং তত্র যে মৃত্যু
বরবর্ণিনি ৩৫ । ততস্তত্ত্বস্তরে কূলে এরণ্ডাঃ
সঙ্গমে শুভে । নিয়মস্থা বিশালান্দ্রী শাকাহারেণ

হয়, সেই তনয়গণই পিতার সামুখ্য প্রাপ্ত হইয়া
থাকে; আর ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে অর্থাৎ
প্রতিকূল পত্নীতে জাত আত্মজগণ পিতার
পরায়ণ হয়। এই জন্ত সুর, অসুর, মানব
সকলেই মৃত্যুকণ্ঠে প্রিয়পত্নীর প্রশংসা করিয়া
থাকেন। তুমি মহাবুদ্ধিমতী ও ব্রতনিরতা; সামর্থ্য ও
তোমার প্রশংসনীয়। হে সুলোচনে! আমার
আদেশে সস্তর পুত্রার্থিনী হইয়া তপস্তা কর।
অনন্তর অত্রির বাক্যের অবসান হইলে, অনন্থয়া
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—
বিপ্রেস্ত! আপনার প্রসাদে আমার সকল কামনাই
লাভ হইবে। অনন্তর মরাললীলাগতি যুগলোচনা
বরবর্ণিনী অনন্থয়াও নিয়মব্রত ধারণপূর্বক স্বামি-
সহ শিবশ্বেদোক্তবা সর্গপাপনাশিনী পুণ্যানদী
নর্যদার তীরভূমে উপনীত হইলেন। বাহার
দর্শনমাত্রেই সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়, বাহার জলে
স্নান মাত্রেই অশ্বমেধযজ্ঞ কল লাভ হইয়া থাকে,
শ্রদ্ধাবান মানবগণ সেই রেবার পুণ্যনীর পান করিয়া
সোমপানের তুল্য কললাভ করেন। শতযোজন
দূর হইতেও অহর্নিশ বাহার স্মরণ করিয়া নরগণ
অখিল কলুষবিমুক্ত হন ও ক্রুদ্ধলোকে গমন
করেন—হে মহাদেবি! অত্রি ও অনন্থয়া সেই নর্যদা-
নদীর যোজনদ্বয় ব্যবধানে গিয়া আশ্রয় লইলেন।
হে বরবর্ণিনি! এ স্থানে বাহার তত্ত্বত্যাগ করে,

সুন্দরি ৩৬ । ভোষয়ন্তী ত্রীংশ্চ দেবান্ শুভৈ-
স্তোত্রৈব্রতৈস্তথা । ত্রীমেষু চ মহাদেবি পঞ্চাগ্নিঃ
সাব্যেষু ততঃ ৩৭ । বর্ষাকালে চার্জবাসাশ্চরেচ্ছাস্ত্রা
য়ণানি চ । হেমন্তে তু ততঃ প্রাপ্তে ভোষমধ্যে বসেৎ
সদা ৩৮ । প্রাতঃস্নানং ততঃ সন্ধ্যাঃ কুর্যাদেববি-
তর্পণম্ । দেবানামর্চনং কুত্বা হোমং কুর্যাদ যথা-
বিধি ৩৯ । যজতে বৈষ্ণবাল্লোকান স্নানজাপা-
হভেন চ । এবং বর্ষশতে প্রাপ্তে ক্রুদ্ধবিকৃপিতা-
মহাঃ ৪০ । সম্প্রাপ্তা দ্বিজরূপৈস্তত্র ঐরণ্ডাঃ সঙ্গমে
প্রিয়ে । পুরতঃ সংস্থিতাস্তস্তা বেদমভ্যাসরন্তি
চ ৪১ । অনন্থয়া জপং ত্যক্তা নিরীক্য তানমুহুর্ভুঃ ।
উখিতা সা বিশালাকী অর্ঘ্যং দত্ত্বা যথাবিধি ৪২ ।
অদ্য মে সকলং জন্ম অদ্য মে সকলং তপঃ । দর্শ-
নেন তু বিপ্রাণাং সর্গপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ৪৩ ।
প্রদক্ষিণং ততঃ কুত্বা সাষ্টাঙ্গং প্রণতাবৌ ৪৪ । কন্দ
মূলকলং শাকং নৌবারানপি পাবনান্ । প্রযচ্ছাম্যহ-

তাহাদের যমবদন দর্শন হয় না। হে সুন্দরি! অন-
ন্তর নিয়মব্রতধারিণী বিশালাকী অনন্থয়া শাকাহারে
প্রাণধারণপূর্বক রেবার উত্তরকূলে সুশোভন
এরণ্ডাসঙ্গমে অমৃতম স্ততিবাক্য দ্বারা ব্রহ্মাদি
দেবত্বয়ের সন্তোষ সাধন করত তপস্তা করিতে
লাগিলেন। মহাদেবি! অনন্থয়া ত্রীমে পঞ্চাগ্নি-
মধ্যে বাস, বর্ষাকালে আর্জবসন পরিধান ও হেমন্তে
জলমধ্যে বাস করিয়া সতত চন্দ্রায়ণাদি ব্রত করি-
লেন; তিনি প্রাতঃকালে যথাবিধি প্রাতঃস্নান
সন্ধ্যাবন্দনা, দেবঋষিগণের তর্পণ, দেবতর্চন,
এবং স্নান জপ ও হোম দ্বারা বৈষ্ণবগণের
প্রীতিসাধন করিতে লাগিলেন। হে প্রিয়ে! এই-
রূপে অনন্থয়ার শত বৎসর অতীত হইলে ব্রহ্মা,
বিষ্ণু ও ক্রুদ্ধ দ্বিজরূপ ধারণপূর্বক এরণ্ডাসঙ্গমে
উপনীত হইলেন এবং অনন্থয়ার সম্মুখে গমনপূর্বক
বেদগান করিতে লাগিলেন। ২৫—৪১। অনন্তর
বিশালনেত্রা অনন্থয়া দেবত্বকে অবলোকনপূর্বক
জপ পরিত্যাগ করিলেন, মুহুর্ভুঃ তাঁহাদিগকে
দর্শন করিয়া আসন হইতে উখিত হইলেন এবং
তাঁহাদিগকে যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। বলি-
লেন—অদ্য আমার জন্ম ও তপস্তা সফল হইল।
আমি দ্বিজগণের দর্শন লাভ করিয়া সর্গপাপ হইতে
বিমুক্ত হইলাম। অনন্তর অনন্থয়া দ্বিজরূপী দেব-
ত্বয়ের প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন;
বলিলেন,—আমি ভাবিতাম্হা মুনিগণের আহারার্থ

মদ্যৈব মুনীনাং ভাবিতাশ্চনাম্ । ৪৪ । বিপ্রা উচুঃ ।
তপসা তু বিচিত্রেণ তপঃ সত্যেন সুরতে । তৃপ্তাঃ
স্ব সর্বকামৈশ্চ সুরতে তব দর্শনাৎ । ৪৫ । অশ্বাকঃ
কৌতুকং জাতং তাপসেন ব্রতেন যৎ । স্বর্গমোক-
শুতস্তার্থে তপস্তপসি হৃদয়ম্ । ৪৬ । অনন্থয়ো
বাচ । তপসা সিধ্যতে স্বর্গস্তপসা পরমা গতিঃ ।
তপসা চার্বকামো চ তপসা গুণবান্ সুরতঃ । তপ এব
চ মে বিপ্রাঃ সর্বকামকমপ্রদম্ । ৪৭ । বিপ্রা উচুঃ ।
তথা শ্রুত্বা বিশালাক্ষী শিখাঙ্গী রূপসংযুতা । হংস-
লীলাগতিগমা হং চ সর্বাঙ্গসুন্দরী । ৪৮ । কিঞ্চ তে
তপসা কার্যমাশ্বানং শোচাসে কথম্ । ৪৯ ।
অনন্থয়োবাচ । যদি কুদ্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ স্বয়ং সাক্ষাৎ
পিতামহঃ । গৃঢ়রূপধরাঃ সমে তচ্চিহ্নমুপলক্ষয়ে ।
৫০ । তস্তা বাক্যাবসানে তু স্বরূপং দর্শয়ান্ত তে ।
স্বরূপৈঃ স্থিতা দেবাঃ সূর্য্যাকোটিসমব্রভাঃ । ৫১ ।
চতুর্ভুজা মহাদেবি শঙ্খচক্রগদাধরাঃ । অহসীপুষ্প-
বর্ণস্ত পীতবাসা জনাৰ্দ্দিনঃ । ৫২ । গুরুশ্বান্ বাহনং

যন্ত শিখা চ সহিতো হরিঃ । প্রসন্নবদনঃ শ্রীমান
স্বয়ংরূপো ব্যবস্থিতঃ । ৫৩ । পীতবাসা মহাদেবি
চতুর্ভুজনপঙ্কজঃ । হংসোপরি সমারুঢ়ো হৃদয়মালা-
করোদ্যতঃ । ৫৪ । আগতো নশ্বদাতৌরে ব্রহ্মা
লোকপিতামহঃ । যোহসৌ সর্বজগদ্ব্যাপী স্বয়ং
সাক্ষান্নহেশ্বরঃ । ৫৫ । বুধভং তু সমারুঢ়ো দশ-
বাহুসমাবৃতঃ । ভাস্মাঙ্গরাগশোভাঢ্যঃ পঞ্চবক্র-
স্থিলোচনঃ । ৫৬ । জটামুকুটসংযুক্তঃ কৃতচন্দ্রাঙ্ক-
শেখরঃ । এবংরূপধরো দেবঃ সর্বব্যাপী মহেশ্বরঃ ।
৫৭ । অনন্থয়া নিরৌক্ত্যতদেবানাং দর্শনং পরম্ ।
বেপমানা ততঃ সাক্ষাৎ সুরান্ দৃষ্ট্বা মুহূৰ্হুতঃ । ৫৮ ।
অনন্থয়োবাচ । কিং ব্যাপারস্বরূপাঙ্ক বিষ্ণুর্ভুজ পিতা-
মহাঃ । এতদে শ্রোতুমিচ্ছামি হৃদয়ঃ কথয়ন্তু মে ।
৫৯ । ব্রহ্মোবাচ । প্রারুঢ়কালো হং ব্রহ্মা আপ-
শ্চেব প্রকীৰ্ত্তিতঃ । মেঘরূপো হং প্রোক্তো বর্ষ-
য়ামি চ ভূতলে । ৬০ । অহং সমাগি বীজানি প্রাক্-
সঙ্ক্যাস্থদিতে রবৌ । এতদে কারণং সর্বং বহুশ্চ
কথিতং পরম্ । ৬১ । বিষ্ণুর্ভুজাচ । হেমন্তশ্চ

অন্য পুত্র কন্দ কল মূল শাক গোবর প্রদান কার-
তোছ । বিপ্রগণ বলিলেন,—সুরতে ! তোমার
বিচিত্র তপস্তা দর্শনে আমরা পরিভূপ্ত হইয়াছি,
তোমার দর্শনে আমাদের অখিল কামনা পূর্ণ হই-
য়াছে । সুরতে ! তুমি রমণী হইয়াও যে স্বর্গ মোক্ষ
ও পুত্র প্রাপ্তির জন্য সূক্ষর তপস্তা করিতেছ,
এজন্য আমাদের কৌতুক জন্মিয়াছিল, তাই আমরা
তোমার দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছি । অনন্থয়া কহি-
লেন,—হে বিপ্রগণ ! তপস্তায় স্বর্গ সিদ্ধ হয় ; তপ-
স্তায় পরম গতিপ্রাপ্তি ঘটে এবং তপস্তা-বলে অর্থ,
কাম গুণবান্ তনয়, অধিক কি সকল কামনাই লাভ
হইয়া থাকে । দ্বিজরূপী দেবগণ কহিলেন,—তোমার
মত তথা শ্রুত্বা বিশাললোচনা শিখদেহা রূপবতী
হংস-গতি সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীর তপস্তা কিজন্ত ?
আর কি জন্তই বা তুমি হৃদয়ে শোক পোষণ করি-
করিতেছ ? অনন্থয়া কহিলেন,—আপনারা ব্রহ্মা,
বিষ্ণু ও শিব, গৃঢ়রূপ ধারণ করিয়া আমার
নিকট আসিয়াছেন, আপনাদের লক্ষণ দর্শন
করিয়া আমার এইরূপ মনে হইতেছে । অন-
ন্থয়ার বাক্যের অবসান হইলে, দ্বিজরূপী
ব্রহ্মাদি দেবত্ব্য তাঁহাকে স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন ;
তাঁহারা স্বরূপের বিকাশ করিলে কোটিসূর্য্যের
প্রভা ফুটিয়া উঠিল । হে মহাদেবি ! যিনি

চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাধর, অহসীকুম্ভবর্ণ, পীত-
বসন, গুরুভবাহন এবং রমা যাহার সহিত
বিরাজিত, সেই প্রসন্নবদন শ্রীমান জনাৰ্দ্দিন
স্বায়ংরূপে অবস্থিত হইলেন । হে মহাদেবি !
হংসবাহন পীতবাসা পদ্মজ লোকপিতামহ চতু-
রানন ব্রহ্মা অক্ষমালা করে উদ্যত করিয়া প্রক-
টিত হইলেন ; যিনি অখিল জগদ্ব্যাপী সাক্ষাৎ
মহেশ্বর, তিনিও রূষবাহনে প্রত্যক্ষ হইলেন ।
মহেশ্বর—দশবাহু, ভাস্মশোভিতাঙ্গ, পঞ্চবক্র স্থিলো-
চন, জটামুকুটধারী ও চন্দ্রাঙ্কচূড়ামণি । সর্বব্যাপী
মহেশ্বর এবংবিধরূপে বিকাশ পাইলেন । সাক্ষাৎ
অনন্থয়া তখন দেবত্বয়ের স্বরূপ অবলোকন করিয়া
মুহূৰ্হুতঃ কাঁপিতে লাগিলেন । ৪২—৫৮ । অনন্থয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও কুদ্র স্বরূপ
প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কি জন্ত আমার নিকট উপমীত
হইয়াছেন ? আপনাদের স্বরূপ কি ? এবং কার্যইবা
কি এই সকল ভূমিতে আমার অভিলাষ হই-
তেছে অথবা আপনারা অখিল বৃহত্ত্ব বর্ণন করুন ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—লোকে আমাকে ব্রহ্মা বলে । আমি
বর্ষাকাল ও জল নামেও অভিহিত হই । আমি মেঘ
নামে কথিত হই ও ভূতলে জল বর্ষণ করি । আমি
অখিল বস্তুর বীজ এবং রবির উদয়ান্তভেদে পূর্ব ও
পশ্চিম সঙ্ক্যাও আমি । এই তোমার নিকট আমার

ভবেদ্বিকুর্শ্বিরূপং চরাচরম্ । পালনায় জগৎসর্বং
বিশ্বোন্মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৬২ ॥ রুদ্র উবাচ । গ্রীষ্ম
কালো হুং প্রোক্তঃ সর্বভূতক্ষয়করঃ । কর্ণয়ামি
জগৎসর্বং রুদ্ররূপস্তপস্বিনি ॥ ৬৩ ॥ এবং ব্রহ্মা চ
বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চৈব মহাব্রতে । ত্রয়ো দেবাস্থয়ঃ
সঙ্কান্তয়ঃ কালাস্থয়োহস্থয়ঃ ॥ ৬৪ ॥ তথা ব্রহ্মা
চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চৈব কাশ্বতাং গতাঃ । বরং দদ্যুশ্চ তে
ভদ্রে যস্যয়া মনসীপিতম্ ॥ ৬৫ ॥ অনস্থ্যোবাচ ।
ধন্য পুণ্য হুং লোকে শ্রাঘ্যা বন্দ্যা চ নর্যদা ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ প্রসন্নবদনাঃ শুভাঃ ॥ ৬৬ ॥
যদি তুষ্টাস্থয়ো দেবা দয়াং কৃদ্বা মমোপরি । অশ্বিনী-
শ্তীর্থে তু সান্নিধ্যাদ্বরদাঃ সন্ত মে সদা ॥ ৬৭ ॥
রুদ্র উবাচ । এবং ভবতু তে বাক্যং যস্যয়া
প্রার্থিতং শুভে । প্রত্যক্ষা বৈষ্ণবী মায়া এরণ্ডী-
নাম নামহঃ ॥ ৬৮ ॥ যন্তা দর্শনমাত্রেণ নশ্বতে
পাপসঞ্চয়ঃ । চৈত্রমাসে তু সম্প্রাপ্তে অহোরাত্রো-
ষিতো ভবেৎ ॥ ৬৯ ॥ এরণ্ডীয়াঃ সঙ্কমে স্নাত্বা ব্রহ্ম-

হত্যা বাপোহতি । রাত্রৌ জাগরণং কুর্ধ্যাৎ
প্রভাতে ভোজয়েদ্বিজান্ ॥ ৭০ ॥ যথোক্তেন বিধা-
নেন পিণ্ডং দদাদ্যথাবিধি । প্রদক্ষিণাং ততো
দদ্যাদ্ধিরণ্যং বস্তুমেব চ ॥ ৭১ ॥ রজতঞ্চ তথা
গাবো ভূমিদানমথাপি বা । সর্বং কোটিগুণং প্রোক্ত-
মিতি স্বায়ম্ভুবোহববৌৎ ॥ ৭২ ॥ যে ত্রিযন্তি নরা
দেবি এরণ্ডীয়াঃ সঙ্কমে শুভে । যাবদযুগসহস্রং তু
রুদ্রলোকে বসন্তি তে ॥ ৭৩ ॥ অহোরাত্রোষিতো
ভূত্বা জপেজ্জদ্যুশ্চ বৈদিকান্ । একাদশৈকসংজ্ঞাশ্চ
স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৭৪ ॥ বিদ্যাধী লভতে
বিদ্যাং ধনাধী লভতে ধনম্ । পুত্রাধী লভতে
পুত্রাংলভেৎ কামান্ যথেষ্পিতান্ ॥ ৭৫ ॥ এরণ্ডীয়াঃ
সঙ্কমে স্নাত্বা রেবায়া বিমলে জলে । মহাপাত-
কিনো বাপি তে যন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৭৬ ॥ অন-
স্থ্যোবাচ । যদি তুষ্টাস্থয়ো দেবা মম ভক্তিপ্রচো-
দিতাঃ । মম পুত্রা ভবন্তেব হরিরুজ্জ্বলিতামহাঃ ॥ ৭৭ ॥
বিষ্ণুরুবাচ । পূজ্যা যৎপুত্রতাং যান্তি ন কদাচিচ্ছুতঃ
ময়া । শুভে দদামি পুত্রাংস্তে দেবতুলাপরাক্রমান্ ।
রূপবন্তো গুণোপেতান্ যজ্ঞনশ্চ বহুজ্ঞতান্ ॥ ৭৮ ॥

শুভ কারণ কৌর্ভন করিলাম । বিষ্ণু বলিলেন,—
আমি হেমন্ত ও চরাচরবিশ্বরূপী, আমি অগ্নি
জগৎ পালন করি ও আমার মাহাত্ম্য অত্যুত্তম ।
রুদ্র কহিলেন,—আমি গ্রীষ্মকাল, ভূতানবহের
ভীষণ ক্ষয় আমা হইতে সম্পন্ন হয় । হে তপস্বিনি !
আমি রুদ্ররূপে সমস্ত জগৎ কর্ণন করিয়া থাকি ।
হে মহাব্রতে ! আমবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র—আমা
দের রূপ গুণ সকলই বিদিত হইলে ; আমরাই
দ্বিসংখ্যা, ত্রিসংখ্য অগ্নি ও ত্রিকাল । অনন্তর সেই
দেবতাত্রয় এক হইয়া অনস্থ্যাকে বরদান করিলেন ;
বলিলেন—ভদ্রে ! অভীষ্ট প্রার্থনা কর । অনস্থ্য
কহিলেন,—আমি ধন্য, পুণ্য, ত্রিলোকমান্তা ও
সত্তত বন্দ্যা ; কেননা কলাগদায়ক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও
রুদ্র প্রসন্নবদন হইয়া আমাকে দর্শন দান করিয়া-
ছেন । হে দেবতাত্রয় ! যদি আমার প্রতি শ্রীত
হইয়া থাকেন, আর যদি আমাকে বরদান করেন,
তবে আমার প্রতি রূপাপরবশ হইয়া সত্তত এই
তীর্থসান্নিধ্যে বাস করত জীবগণের বরদ হউন ।
রুদ্র কহিলেন,—ভদ্রে । তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে
তাঙ্গা পূর্ণ হউক ; যাহার দর্শনে সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট
হয়, সেই প্রত্যক্ষ বৈষ্ণবী মায়া এরণ্ডী নামে এই
স্থানে বিরাজ করুন । যে মানব চৈত্রমাসসমাগমে
এই এরণ্ডীতীর্থে এক অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া

এরণ্ডীসঙ্কমে স্নান করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট
হয় । অনন্তর রজনীযোগে জাগরণ, পরদিনে
ব্রাহ্মণভোজন, যথাবিধি পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড-
দান, প্রদক্ষিণ, এবং ত্রিণা বস্ত্র রজত গো ও ভূমি
দান করিতে হয় । স্বায়ম্ভুব বলিয়াছেন,—এরণ্ডী-
তীর্থে এই সকল ক্রিয়া কোটিগুণ ফলদ হয় ।
দেবি ! যে সকল নর শুভদ এরণ্ডীসঙ্কমে তত্ব-
ত্যাগ করে, মধ্যযুগ পর্য্যন্ত তাহাদের রুদ্রলোকে
বাস হয় । এতীর্থে অহোরাত্র নিরাহার থাকিয়া একা-
দশ বৈদিক রুদ্রমন্ত্র জপ করিলে পরম গতিপ্রাপ্তি
ঘটে এবং বিদ্যাধী বিদ্যা, পুত্রাধী পুত্র ও ধনাধী
ধনলাভ করে ; এমন কি যে যে কামনা করিয়া
এরণ্ডীসঙ্কমে একাদশ বৈদিকমন্ত্র জপ করে, তাহার
অগ্নি বাসনা পূর্ণ হয় । মহাপাতকীরাও এরণ্ডী সঙ্ক-
মের পুণ্য রেবানীরে অবগাহন করিয়া পরম গতি
প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৯—৭৬ ॥ অনস্থ্য কহিলেন,—যদি আমার
ভক্তিদর্শনে দেবতাত্রয় তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আপ-
নারা তিনজনেই আমার তনয়রূপে জন্মগ্রহণ করুন ।
বিষ্ণু বলিলেন,—শুভে ! পূজ্যা ব্যক্তি পুত্র হয়,
ইহা আমি কখন শ্রবণ করি নাই । যাহা হউক, আমি
তোমাকে দেবতুলাপরাক্রম, রূপবান, গুণবান,

অননুযোবাচ। ঈপ্সিতং তচ্চ দাতব্যং যন্ময়া
প্রার্থিতং হরে। নাস্তথা চৈব কর্তব্যং মম পুত্রৈষণা
তু যা। ৭১। বিষ্ণুবাচ। পূর্বত্ব ভৃগুসংবাদে গর্ত-
বাস উপার্জিতঃ। তস্তাহঃ চৈব পারং তু নৈব
পশ্যামি শোভনে। ৮০। অরমাণঃ পুরাতনঃ
চিন্তয়ামি পুনঃপুনঃ। এবং সক্ষিস্তা তে দেবাঃ
পিতামহমহেশ্বরঃ। ৮১। অযোনিজা ভবিষ্যামস্তব
পুত্রা বরাননে। যোনিবাসে মহাপ্রাজ্ঞি দেবা নৈব
ব্রজন্তি চ। ৮২। সান্নিধ্যাৎ সঙ্গমে দেবি লোকানাং
তু বরপ্রদাঃ। এরণী বৈকবী মায়া প্রত্যক্ষা ত্বং
ভবিষ্যসি। ৮৩। ত্রয়ো দেবাঃ স্থিতাঃ পার্থ রেবায়া
উত্তরে তটে। বরপ্রাপ্তা তু সা দেবী গতা মাহেন্দ্র-
পর্বতম্। ৮৪। কীণাক্ষী শুক্রদেহা চ ক্রককেশী
সুদাক্ষণা। কৃতযজ্ঞোপবীতা সা তপোনিষ্ঠা শুভে-
ক্ষণা। ৮৫। শিলাতলনিবিষ্টোহসৌ দৃষ্টঃ কাস্তো
মহাযশাঃ। হৃষ্টচিত্তোহভবদেবি উদ্ভিষ্টোদ্ভিষ্ট সার-
বৌ। ৮৬। অত্রিকুবাচ। সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞে

যজ্ঞা, বহুশ্রুত বহু তনয় দান করিব। অননুযা
কহিলেন,—দেব! আমার ইহাই ঈপ্সিত জানি-
বেন। আমাকে এইরূপ পুত্রই দান করুন। হে
হরে! পুত্রব্যতীত আমার অন্ত কোন অভীষ্ট নাই।
অতএব ইহার অন্তথা করিবেন না। হে শোভনে!
আমি পূর্বে ভৃগুর বাক্যে একবার গর্তবাসে অঙ্গী-
কার করিয়াছি, কি করিয়া সেই প্রতিশ্রুতি পালন
করিব, এক্ষণে সেই পুরাতন অরণ করিয়া বার বার
চিন্তা করিতেছি। অনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র—এই
দেবত্রয় এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—বরাননে!
আপনি মহাপ্রাজ্ঞা, আপনার কিছুই অবিদিত নাই;
দেবগণ গর্তবাসে গমন করেন না; অতএব
আমরা যোনিজন্ম ব্যতীত আপনার পুত্র হইয়া
প্রাপ্ত হইব। আমরা এই সঙ্গমস্থলের
সান্নিধ্যে বাস করত অখিল লোকের বরদ হইব।
এখানে এরণীনায়ী বৈকবী মায়া প্রত্যক্ষ পরি-
দৃষ্ট হইবেন। হে পার্থ! ব্রহ্মাদি দেবত্রয় এইরূপ
কহিয়া রেবার উত্তরতীরে অধিষ্ঠান করিলেন,
আর বরপ্রাপ্ত অননুযা দেবী মাহেন্দ্র পর্বতে উপ-
নীত হইলেন। শঙ্কর কহিলেন,—হে দেবি!
অনন্তর কীণাক্ষী শুক্রদেহা, সুদাক্ষণ ক্রককেশী,
যজ্ঞোপবীতধারিণী তপোনিষ্ঠা শুভাননা অননুযা
মাহেন্দ্রপর্বতে গিয়া শিলাতলোবিষ্টে মহাযশা হৃষ্ট-
চিত্ত স্বামীকে সন্দর্শন করিলেন এবং বলিলেন,—

হননুয়ে মহাব্রতে। অচিন্ত্যঃ গালবাদীনাং বরং
প্রাপ্তাসি হ্রলভম্। ৮৭। অননুযোবাচ। ত্বৎ-
প্রসাদেন দেবর্ষে বরং প্রাপ্তাস্মি হ্রলভম্। তেন
দেবাঃ প্রশংসন্তি সিদ্ধান্ত স্বয়মোহমলাঃ। ৮৮।
এবমুক্তা তু সা দেবী হর্ষণে মহতা যুতা। আলো-
কয়েত্ততঃ কাস্তং তেনাপি শুভদর্শনা। ৮৯। ঈকগা-
চৈব সঙ্গাতং ললাটে মণ্ডলং শুভম্। নবযোজন-
সাহস্রং মণ্ডলং রশ্মিভির্দ্রুতম্। ৯০। কদম্বগোলকা-
কারং ত্রিগুণং পরিমণ্ডলম্। তস্ত মধ্যো তু দেবেশি
পুরুষো দিব্যরূপধৃক্। ৯১। হেমবর্ণোহমৃতময়ঃ
সূর্য্যাকোটীসমপ্রভঃ। আদ্যঃ পুত্রোহননুযায়াঃ স্বয়ং
সাক্ষাৎ পিতামহঃ। ৯২। চন্দ্রমা ইতি বিখ্যাতঃ
সোমরূপো নৃপাশ্রজ। ইষ্টোপূর্বে চ সম্প্রতি কলা-
সোদশকেন তু। ৯৩। প্রতিপদ্ব দ্বিতীয়া চ
তৃতীয়া চ মহেশ্বরী। চতুর্থী পঞ্চমী চৈব অব্যয়া
মোড়নী কলা। ৯৪। চতুর্দশী লোকসা
স্বন্দ্রো ভূত্বা বরাননে। আশ্রীণাতি জগৎসর্বঃ

স্বামিন! গাত্রোথান করুন, গাত্রোথান করুন।
অত্রি সাধু সাধু বাক্যে অননুয়ার প্রশংসা করিলেন;
বলিলেন,—মহাব্রতে! তুমি অতিবুদ্ধিমতী। তুমি যে
হ্রলভ বর লাভ করিয়াছ, গালবাদি ঋষিগণও ইহা
চিন্তা করিয়া প্রাপ্ত হন না। অননুযা কহিলেন,—
দেবর্ষে! আপনার প্রসাদেই আমি এইরূপ
হ্রলভ বরলাভ করিয়াছি, আর আপনার অনু-
গ্রহেই আমি সুর, সিদ্ধ ও অমল ঋষিগণের
নিকট প্রশংসাতাজন হইয়াছি। অননুযা এইরূপ
কহিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। তিনি স্বীয় শুভদৃষ্টি
দ্বারা স্বামিদেহ অবলোকন করিলেন। দৃষ্টিমাত্রেই
অত্রির ললাটদেশে এক মনোজ্ঞ মণ্ডলের সৃষ্টি
হইল। এই মণ্ডল নয় সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ, রশ্মি-
জালে সমাবৃত, কদম্বকুসুমের স্তায় গোলাকার ও
ইহার পরিমণ্ডল হইল সপ্তবিংশতি সহস্রযোজন।
হে দেবেশি! তৎকালে মণ্ডলমধ্যে দিব্য রূপ-
ধারী অমৃতময় এক দিব্য পুরুষ দৃষ্ট হইল। ৭৭—৯১।
এই পুরুষের বর্ণ হেমময় ও কোটী সূর্য্যসদৃশ
প্রভাযুক্ত। হে নৃপাশ্রজ! ইনি অননুয়ার
প্রথম তনয়। স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মাই সোমরূপে
বিখ্যাত চন্দ্র নামে অননুয়ার তনয়রূপে অবির্ভূত
হইলেন। হে মহেশ্বর! প্রতিপদ্ব, দ্বিতীয়া
তৃতীয়া, চতুর্থী, ও পঞ্চমী প্রভৃতি অব্যয়
মোড়শ কলা চন্দ্র পূর্ণ হইয়া থাকেন। ইনি ইষ্টো-

জৈলোক্যঃ সচরাচরম্ । ১৫ । সর্কে তে হ্যপ-
জীবন্তি হতং দত্তং শশিহিতম্ । বনস্পতিগতে
সোমে ধনবাংস্ত বরাননে । ১৬ । ভুঞ্জন্ পরগৃহে
মুচো দদেদদকৃতং শুভম্ । বনস্পতিগতে সোমে
যন্ত হিন্দ্যাধনস্পতীন । তেন পাপেন দেবেশি
নরা যান্তি যমালয়ম্ । ১৭ । বনস্পতিগতে সোমে
মৈধুনং যো নিষেবতে । ব্রহ্মহত্যাশয়ং পাপং
লভতে নাত্র সংশয়ঃ । ১৮ । বনস্পতিগতে সোমে
মহানং যোহধিবাহয়েৎ । গাবস্তস্ত প্রণশ্ন্তি যাশ্চ
বৈ পূর্বসঙ্কিতাঃ । ১৯ । বনস্পতিগতে সোমে
হৃদ্বানং যোহধিগচ্ছতি । ভবন্তি পিতরস্তস্ত তং
মাসং রেণুভোজনাঃ । ১০০ । অমাবস্তাং মহাদেবি
যন্ত শ্রাদ্ধপ্রদো ভবেৎ । অকমেকং বিশালাক্ষি
ভৃগুস্তৎপিতরো ক্রবম্ । ১০১ । হিরণ্যং বজ্রতং
বস্ত্রং যো দদাতি বিজাতিযু । সর্কং লক্ষগুণং দেবি

পূর্ত কার্যজাত সম্যক রক্ষা করেন; আর
হে বরাননে! ইনিই স্মৃত্যুভাবে চতুর্দিক লোক
এমন কি সচরাচর সমগ্র জগতেরই প্রীতিসাধন
করিয়া থাকেন। দেবাদির উদ্দেশে যে কিছু
আহুতি প্রদত্ত হয়, তৎসমস্ত অমৃতময় হইয়া
চন্দ্রেই গিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে; আর সেই
চন্দ্রেই অমৃত ঘরাই অখিল জগৎ জীবন
ধারণ করে। সোম অমবস্তায় তরুতে
প্রবিষ্ট হন। বরাননে! যে ধনবান ব্যক্তি
এই দিনে পরগৃহে ভোজন করে, সে মূঢ়;
আর যাহার গৃহে ভোজন করে, তাহাকে তাহার
সাতবৎসরকৃত পুণ্য প্রদান করিয়া থাকে।
বনস্পতিতে সোম প্রবিষ্ট হইলে যাহারা বনস্পতি
ছেদন করে, এই পাপে তাহাদের যমপুরী
দর্শন হয়। সোম বনস্পতিগত হইলে যে মানব
মৈধুন করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাপ হয়, সংশয়
নাই। যে মানব সোমের বনস্পতিপ্রবেশকালে
গোদোহন করে, তাহার সে সকল গো ত বিনষ্ট
হইয়, পরন্তু পূর্বসঙ্কিত গোগণও বিনষ্ট হইয়া
থাকে। সোম বনস্পতিগত হইলে যে মানব
পথ পর্যাটন করে, তদীয় পিতৃগণ একমাস
তাহার পদধূলি ভক্ষণ করেন। হে মহাদেবি!
যে মানব অমাবস্তায় শ্রাদ্ধ দান করে, হে
বিশালাক্ষি! নিশ্চিতই তদীয় পিতৃগণ বৎসর-
ব্যাপী তৃপ্তিলাভ করেন। হে দেবি! যে মানব
বিজাতিগণকে হিরণ্য বজ্রত ও বস্ত্র দান করে,

লভতে নাত্র সংশয়ঃ । ১০২ । এবং গুণবিশিষ্টো-
হসৌ সোমরূপঃ প্রজাপতিঃ । সজ্জাতঃ প্রথমঃ পুত্রো
অননুয্যাসুনন্দনঃ । ১০৩ । দ্বিতীয়স্ত মহাদেবি
তুর্কাসা নাম নামতঃ । সৃষ্টিসংহারকর্তা চ স্বয়ং
সাক্ষান্নহেশ্বরঃ । ১০৪ । ঋষিমধ্যগতো দেবি
তপস্তপতি হৃকরম্ । সোহপি ক্রুদ্ধরুমায়াতি সম্ভ্রান্তে
ভূতবিপ্লবে । ১০৫ । ইতোহপি শপ্তন্তেনৈব তুর্কী-
সসা বরাননে । দ্বিতীয়স্ত তু পুত্রস্ত সম্ভবঃ কথিতো
ময়া । ১০৬ । দত্তাত্রেয়স্বরূপেণ ভগবান্ধনুদনঃ ।
জগদ্ব্যাপী জগন্নাথঃ স্বয়ং সাক্ষাজ্ঞানার্দ্দিনঃ । ১০৭ ।
এতে দেবাস্ত্রয়ঃ পুত্রা অননুয্যাসা মহেশ্বরী । বর-
দানেন তে দেবা হবতীর্ণা মহীতলে । ১০৮ । পুত্র-
প্রাপ্তিকরং তীর্থং রেবায়াশ্চোত্তরে তটে । অননুযা-
কৃতং পার্থ সর্কপাপক্ষয়ং পরম্ । ১০৯ । ক্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । আশ্চর্য্যভূতং লোকেহস্মিন্ননুদায়াং পুরা-
তনম্ । ক্রণহত্যা গতা তত্র ব্রাহ্মণস্ত নরাধিপ ।
১১০ । যুধিষ্ঠির উবাচ । ইতিহাসং বিজ্ঞশ্চেঠ
কথয়স্ব মমানঘ । সর্কপাপহরং লোকে তুংখার্ত্তস্ত চ

তাহার লক্ষগুণ দানফল লাভ হয়, সংশয় নাই।
এইরূপ গুণযুক্ত প্রজাপতি সোম অননুয্যার প্রথম
পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার আনন্দবর্জন
করিলেন, এক্ষণে দ্বিতীয় তনয়ের বিষয় কথিত
হইতেছে। হে মহাদেবি! সৃষ্টিসংহারকারী
স্বয়ং মহেশ্বর তুর্কাসা নামে তাঁহার দ্বিতীয়পুত্ররূপে
প্রাদুর্ভূত হইলেন। যিনি তপস্বিগণের মধ্যে হৃকর-
তপা, সৃষ্টি-বিপ্লবকালে যাহারা ক্রুদ্ধরূপের আবির্ভাব
হয়, যিনি বাসবকে অভিষেক করিয়াছিলেন, হে
দেবি বরাননে! এই তোমার নিকট অননুয্যার
দ্বিতীয় তনয়ের উৎপত্তিবিবরণ কহিলাম। ১০২—১০৬।
অনন্তর জগদ্ব্যাপী জগৎপতি জনার্দিন স্বয়ং ভগবান্
মধুসূদন দত্তাত্রেয়রূপে অননুয্যার তৃতীয় তনয় হইয়া
প্রাদুর্ভূত হইলেন। হে মহেশ্বর! এই রূপে বর-
দানপ্রভাবে ব্রহ্মাদি দেবত্রয় অননুয্যার পুত্ররূপে
মহীতলে অবতরণ করিলেন। হে পার্থ! রেবার
উত্তরতীরে অননুয্যাপ্রতিষ্ঠিত এই তীর্থ সর্কপাপ-
ক্ষয়কর ও পুত্রপ্রদ। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—পূর্বে
নন্দাত্রেয়ের এই অননুয্যাতীর্থে এক জিলোক-
নিম্নমুকর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। এই উপা-
খ্যান অতীব পুরাতন। হে নরাধিপ! জনৈক বিজ
এই তীর্থে ক্রণহত্যা-পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া-
ছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে অনঘ

কথ্যতাম্ ॥ ১১১ ॥ জীমার্কণ্ডেয় উবাচ । সুবর্ণ-
শিলকে গ্রামে গৌতমাবয়সম্ভবঃ । কুবীবলো
মহাদেবি ভাৰ্য্যাপুত্রসমবিতঃ ॥ ১১২ ॥ বসতে তত্র
গোবিন্দঃ সজ্জাতো বিপুলে কুলে । পুত্রদারসমো-
পেতো গৃহকেন্দ্ররতঃ সদা ॥ ১১৩ ॥ শকটং পুরয়িত্বা
তু কাষ্ঠানামগমদগৃহম্ । প্রক্ষিপ্তানি চ কাষ্ঠানি
হেতাকী ক্ষুব্ধাবিতঃ ॥ ১১৪ ॥ বিষ্ণুমাণস্তদা পুত্রঃ
পিতুঃ শকাৎসমাগতঃ । ন দৃষ্টেস্তেন বৈ পুত্রঃ
কাষ্ঠৈঃ সজ্জাদিতোঃশবঃ ॥ ১৫ ॥ আগতস্তরিতো
গেহে পিপাসার্কো নরাধিপ । শকটং মোচ্য
তদ্বারি সরষং রক্ষুসংযুগ্মম্ ॥ ১১৬ ॥ ভাৰ্য্যা
তস্তৈব যা দৃষ্টা চিত্তদা বশবর্তিনী । দৃষ্টা নিপা-
তিতঃ পুত্রঃ কাষ্ঠনির্ভগ্নমস্তকম্ ॥ ১১৭ ॥ অজ্ঞান
মানা করুণং নিক্ষিপ্তং ঝোলিকাং শিশুম্ । স্তম্ভবান-

মুনীশ্বর! আমি হুঃখার্ত, আমার নিকট সেই
ত্রিলোকপাপনাশক পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করুন।
মার্কণ্ডেয় ক'হলেন,—অনন্তর শকট ক'হলেন,—
হে মহাদেবি! সুবর্ণশিলক গ্রামে গৌতমবংশসমুত
গোবিন্দ নামে জনৈক দ্বিজ বাস করিতেন, তাঁহার
পত্নী-পুত্র সকলই বিদ্যমান ছিল। তিনি বিশাল
কুলে জন্মলাভ করিয়াছিলেন এবং কৃষি বৃত্তিদ্বারা
জীবন যাপন করিতেন। পুত্রবান গোবিন্দ সতত
গার্হস্থ্য ধর্ম্মে নিরত ছিলেন। গোবিন্দ একদা
শকটপূর্ণ কাষ্ঠ লইয়া গৃহে উপনীত হন। তিনি
কাষ্ঠানয়নে শ্রমার্ত হইয়াছিলেন; বিশেষতঃ তাহার
সহকারী আর দ্বিতীয় ছিল না। তিনি একা
কৌই সেই কাষ্ঠনিচয় শকট হইতে ভূতলে নিক্ষেপ
করেন। দ্বিজ গোবিন্দ গৃহগত হইলেন, তাঁহার
শব্দ পাইয়া তদীয় তনয় সেই শকটের নিকট
উপনীত হয়, তিনি তাহাকে দেখিতে পান না;
পরন্তু তিনি ভূতলে যে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন
সেই কাষ্ঠনিচয়ে পুত্র চাপা পড়ে ও মূর্চ্চিত
হয়। হে নরাধিপ! অনন্তর রক্ষুসংযুগ্ম রুষ ও
শকট দ্বারে রক্ষিত করিয়া পিপাসার্ত গোবিন্দ
সহর গৃহে আগমন করিলেন। কাষ্ঠাঘাতে
পুত্রের মস্তক ভিন্ন হইয়াছিল। সে অবশ্য হইয়া
ভূতলে পড়িয়া রহিল। দ্বিজপত্নী পতির বশ-
বর্তিনী ছিলেন। তিনি স্বামীর অভিপ্রায় বিদিত
হইয়া শিশুতনয়ের তথাবিধ দশাদর্শনেও লেশ-
মাত্র বিলাপ করিলেন না বা তাহাকে উঠাইলেন

রতা সাধ্বী প্রিয়স্ত চ নরাধিপ ॥ ১১৮ ॥ ততঃ
শ্রানাদিকং কৃত্বা ভোজনাচ্ছয়নং শুভম্ । পুত্রং
পুত্রবভাঃ শ্রেষ্ঠা হাথাপয়তি শাসনৈঃ ॥ ১১৯ ॥
যদা চ নোখিলঃ স্পৃষ্টঃ পুত্রঃ পঞ্চদশমাতঃ । তদা
সাদীনবদনা রুরোদ চ যুমোহ চ ॥ ১২০ ॥ তচ্ছ্রুত্বা
কুদিতং শব্দং গোবিন্দহৃদয়মানসঃ । কিমেতদ্বিতি
চোক্তা তু পতিতো ধরণীতলে ॥ ১২১ ॥ দাবেতো
মুক্তকেশো তু ভূমৌ নিপাততো নৃপ । বিলেপাতে
চ রাজেন্দ্র নিঃশ্বাসোচ্ছুক সিতেন চ ॥ ১২২ ॥ কং পশ্চে
প্রাঙ্গণে পুত্রং দৃষ্ট্বা ক্রৌড়মাতুরম্ । সঙ্কারয়িষ্যে
হৃদয়ং ক্ষুটিতং তব কারণে ॥ ১২৩ ॥ বজ্রন্যাস্তং
যশো নিত্যমক্ষয়াং কুলসম্ভবম্ । দৃষ্ট্বা কিমনুগীভূতো
যাস্যামি পরমাং গতিম্ ॥ ১২৪ ॥ মম বৃদ্ধস্ত দীনস্ত
গমিস্ত্ব' কিন পুত্রক । এতে মনোরথাঃ সর্কে চিন্তিতা
বিফলা গতাঃ ॥ ১২৫ ॥ ইমাঃ তু বিকলাঃ দীনাঃ
বিহীনাঃ স্তুতবান্ধবৈঃ । কদম্বীঃ পতিতাঃ পাতি
মাতরং ধরণীতলে ॥ ১২৬ ॥ পুত্রায়ো নরকদ্ষম্মাং

না। সাধ্বী দ্বিজপত্নী প্রিয় পতির শুশ্রূষায়ই রত
হইলেন। হে নরাধিপ! অনন্তর দ্বিজ গোবিন্দ
শ্রানাদি করিয়া ভোজন ও শয়ন করিলে পুত্রিণীশ্রেষ্ঠা
গোবিন্দপত্নী তনয়সমীপে গমনপূর্ব্বক তাহাকে উত্থা-
পিত করেন। পুত্র পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইয়াছে। সে
গাত্ৰোত্থান করিল না; তখন দীনবদনা দ্বিজরমণী
তনয়কে মৃত জানিয়া রোদন করত মোহপ্রাপ্ত
হইলেন। রোদনশব্দে গোবিন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল।
তিনি সজ্জন্তহৃদয়ে 'এ কি হইল' বলিয়া ধরণীতলে
পতিত হইলেন। হে নৃপ! দ্বিজ-দম্পতী মুক্তকেশে
ভূপাত্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাহা-
দের সুদীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল।
দ্বিজ ক'হলেন,—আজ প্রাঙ্গণে কাণকে ক্রৌড়াতুর
দর্শন করিব? কাহাকেই বা হৃদয়ে ধারণ করিব?
তনয়ের জন্ম আজ আমার হৃদয়বিনোদ হইতেছে। হে
তনয়! তোমার জন্ম হইলে আমার নিত্য যশোলাভ
ও বংশের স্ଥିতিলাভ হইয়াছে, আজ আমি কাণকে
অনলোকন করিয়া অশ্রুণী হইব ও পরম গতিলাভ
ক'রব। পুত্রক! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তুমিই তোমার
দীনজনকের একমাত্র গাত। আমি ক'ই মনোরথ
চিন্তা করিয়াছি, অদ্য আমার সকলই বিফল হইল।
এই স্তুতবান্ধব-পারিতোষ্য তোমার দীনা জননা
বিকলাঙ্গী ও ভূপতিতা হইয়া রোদন করিতেছেন,
একগণে ইতাকে রক্ষা কর। পুত্র পিতাকে পুত্রাম

পিতরং ত্রাযতে সূতঃ । তেন পুত্র ইতি প্রোক্তঃ
স্বয়মেব স্বয়মুবা ॥ ১২৭ ॥ অপুত্রস্ত গৃহং শূন্তং দিশঃ
শূন্তা স্ববান্ধবাঃ । মূৰ্খস্ত হৃদয়ঃ শূন্তঃ সৰ্বশূন্তঃ দরিদ্রতা ॥
১২৮ ॥ মৃষায়ঃ বদতে লোকচন্দনং কিল শীতলম্ ।
পুণ্যগাত্রপরিষ্রবচন্দনাদপি শীতলঃ ॥ ১২৯ ॥ শ্রু-
ত্বেন ক্রৌড়ন্তঃ ধূলিধূসারতাননম্ । পুণ্যাহীনা ন
পশুন্তি নিজোৎসবসমাহ্বিতম্ ॥ ১৩০ ॥ দিগম্বরঃ
গতব্রীড়ঃ জটিলঃ ধূলিধূসরম্ । পুণ্যাহীনা ন
গঙ্গাধরামিবায়ুজম্ ॥ ১৩১ ॥ বৌণাবাদ্য
স্বরো লোকে সূতরঃ শ্রীয়েত কিল । ক্রাদি-
বাসকশ্চৈব তস্মাদাহ্লাদকারকম্ ॥ ১৩২ ॥ মৃগ
পক্ষিযু কাকেষু পশুনাং ধরমোন্মম্ । পুত্রং হেবু
সমন্তেষু বহুভং ক্রবতে বুধাঃ ॥ ১৩৩ ॥ মৎস্তা-
শ্রকরাটশ্চৈব কুৰ্ম্যগ্রাহাদয়োহুপ বা । পুত্রোৎপত্তৌ চ
হুবাতি বিপত্তৌ যাস্তি হুংখিতাম্ ॥ ১৩৪ ॥ দেব-
গন্ধার্বক্যাক্ষ দৃশুন্তে পুত্রজন্মনি । পঞ্চহে হেহপি
শোচন্তি মন্দভাগোহ্যস্মি পুত্রকঃ ॥ ১৩৫ ॥ ঋষি-
মেলাপকং চক্রে পুত্রার্থে রাঘবো নৃপঃ । ইন্দ্রহানে

নরক হইতে জ্ঞান করে ; এই জন্ত স্বয়ং স্বয়মু পুত্র
শব্দটির সৃষ্টি করিয়াছেন । পণ্ডিতগণ বলেন,—
পুত্রহীনের গৃহশূন্ত, বান্ধবহীনের দিক্ সকল শূন্ত,
মূৰ্খের হৃদয় শূন্ত, আর দরিদ্র সৰ্বশূন্ত । অহো !
লোকে বলে,—চন্দন শীতল, তাহাদের এ কথা
মিথ্যা ; আমার মনে হয় পুত্রের সহিত আলি-
ঙ্গন চন্দন হইতেও সমধিক সুশীতল । তনয় ধূলি-
ধূসরিতানন হইয়া পিতার শঙ্কারণপূৰ্ব্বক ক্রোড়ে
ক্রৌড়া করে । পুণ্যবান্ বাস্তু
গণই এইরূপ তনয় অশ্লোকন করিয়া থাকেন ।
পুত্র যখন দিগম্বর বিগহতপ, জটিল ও ধূলি-
ধূসারিতাক্ষ হয়, তখন তাহাকে গঙ্গাধরের স্তায়
দেখা যায় । পুণ্যশীলগণই তাদৃশ তনয় অব-
লোকন করেন । লোকে বৌণাবাদ্যর সূতর
বলিয়াই শ্রবণ করিয়া থাকে, কিন্তু বান্ধবের
রোদন তদপেক্ষাও আহ্লাদকর বলিয়া মনে হয় ।
বুধগণ বলেন,—মৃগ, পক্ষী কাক, পশুযোনি
রাসভ ইহাদের মধ্যেও পুত্রপ্রেম দৃষ্ট হয় ;
মৎস্ত ও অশ্বগণ এবং কুৰ্ম্য কুম্ভারাদি জীবগণও পুত্র
জন্মিলে হুট্ট হয় আর পুত্রাবনাশে হুংখিত হইয়া
থাকে । দেব, গন্ধার্ব, যক্ষগণও পুত্রজন্ম দর্শনে
হুট্ট হন, আর তনয়ের পঞ্চতাপ্তি ঘটিলে শোক
করিয়া থাকেন । হে পুত্রক ! আমি মন্দভাগ্য,

হিতস্ত প্রোক্তে হাসনঃ যতঃ ॥ ১৩৬ ॥ স্বর্গবাসঃ
সুতাধাহং বিদ্যতে ন তু পাণ্ডব । চক্রে দশরথস্ত-
স্মাৎ পুত্রার্থং যজ্ঞমুত্তমম্ ॥ ১৩৭ ॥ রামো লক্ষ্মণশক্রয়ো
ভরতস্তত্র সম্ভবাৎ । কার্তবীৰ্য্যো জিতো যেন
রামেনামিত্তেজসা ॥ ১৩৮ ॥ স রামো রামচন্দ্রেন
অষ্টবর্ষেণ নিৰ্জিতঃ । একাকিনা হতো বালী প্রবগঃ
শক্রহৃজ্জয়ঃ ॥ ১৩৯ ॥ রাবণো ব্রহ্মপুত্রো যেন্দ্রলোক্যঃ
যন্ত শকতে । হতঃ স রামচন্দ্রেন সপুত্রঃ সহবন্ধবঃ ॥
১৪০ ॥ এবং পুত্রং বিনা সৌখ্যং মর্ত্যালোকে
ন বিদ্যতে । বংশধর্ষে মৈথুনং যন্ত স্বর্গার্থে
যন্ত ভারতী ॥ ১৪১ ॥ মৃত্যোরং ব্রাহ্মণস্তাথে
স্বর্গে বাসঃ তু যাস্তি তে । ব্রহ্মহত্যা-
শ্রমেভ্যাম্ ন পরং পাপপুণ্যয়োঃ ॥ ১৪২ ॥ পুত্রোৎ
পত্তিৰপত্তিত্যাম্ ন পরং সুখহৃৎখয়োঃ । কিং
ব্রহ্মমোহিত ভো বৎস ন তু সৌখ্যং সূতং বিনা ॥
১৪৩ ॥ এঃ বহুবিধং হুংখং প্রসপিত্বা পুনঃপুনঃ ।
জন্মৈশ্চাশ্বাসিতো বিপ্রো বালং গৃহ্য বহির্গতঃ ॥ ১৪৪ ॥

তাট তোমাকে হারাইলাম । হে পাণ্ডব ! রথুকুল-
ভূষণ রাজা দশরথ পুত্রের জন্ত ঋষিগণকে সমবেত
করিয়াছিলেন, তিনি ত্রিদেশাঙ্গে ইন্দ্রের সহিত
একাসনে উপবেশন করিতেন, তথাপি তনয় না
থাকিলে পিতার স্বর্গবাস হয় না, এজন্ত রাজা দশ-
রথ পুত্রের জন্ত অনুত্তম পুত্রেষ্ট্রি যাগ করিয়াছিলেন,
এই যজ্ঞ হইতে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শক্রয় সমুৎ-
পন্ন হইলেন, যে অমিততেজা জামদগ্ন্য কার্ত-
বীৰ্য্যকে পরাজিত করিয়াছিলেন ; দশরথতনয়
রামচন্দ্র অষ্টমবর্ষ বয়সে সেই পরশুরামকে পরাভূত
করলেন । আরহৃজ্জয় বানরপ্রবর বালীকে একাকী
নিহত করিলেন ত্রিলোক যাগের জন্ত শঙ্কিত,
সেই ব্রহ্মনন্দন দশানন পুত্র বন্ধু-বান্ধবগণ সহ তৎ-
কর্তৃক রণে নিহত হইল । অহো ! এইরূপ পুত্র ভিন্ন
মর্ত্যালোকে সৌখ্য কোথায় ? সন্তানোৎপাদনার্থে যে
মৈথুন করে, স্বর্গবাসের জন্ত যাগের বিদ্যাভ্যাস,
ব্রাহ্মণের জন্য যিনি অন্ন পাক করেন, তাঁহারাই
স্বর্গে বাস করিয়া থাকেন । যেমন ব্রহ্মহত্যার
জ্ঞায় ভীষণপাপ নাই আর অশ্রমেধের তুল্য পরম
পুণ্য নাই, তদ্রূপ পুত্রোৎপত্তির তুল্য সুখ
এবং পুত্রহীনতার জ্ঞায় হুংখ নাই । হে বৎস ! আর
কি কহিব, পুত্র ভিন্ন সংসারে কোনই সুখ
নাই ॥ ১০৭—১৪৩ ॥ বিজ গোবিন্দ এইরূপে পুনঃপুনঃ
বহু কাতর বিলাপ করিয়া পরে বন্ধুবান্ধবগণ

ততঃ সংস্কৃত্য তং বালং বিধিদ্বেষ্টেন কৰ্মণা ।
 সমবেতো তু হুঃখার্থাবাগতো স্বগৃহং পুনঃ ॥ ১৪৫ ॥
 এবং গৃহাগতে বিপ্রো রাত্রিজাতা যুধিষ্ঠির ভূমো
 প্রসূতো গোবিন্দঃ পুত্রশোকেন পীড়িতঃ ॥ ১৪৬ ॥
 যাবন্নিরীকতে ভাৰ্য্যা ভৰ্ত্তারঃ হুঃখপীড়িতম্ ।
 কুমিরাশিগতঃ সৰ্ব্বং গোবিন্দং সমপশ্চুত ॥ ১৪৭ ॥
 হুঃখাদুঃখতরে মগ্না দৃষ্টা তং পাতকাধিতম্ ।
 এবং হুঃখনিমগ্নায়াঃ শৰ্ব্বরৌ বিগতা তদা ॥ ১৪৮ ॥
 পশুপালক মহিষীমুন্নারণ্যেহগমদগৃহাৎ । অরণ্যে
 মহিষীঃ সৰ্ব্বা রক্ষয়িত্বা গৃহাগতঃ ॥ ১৪৯ ॥ বিজ্ঞপ্তঃ
 পশুপালেন গোবিন্দো ব্রাহ্মণোক্তমঃ । যাবন্তো-
 ক্যামাহং স্বামিন্মহিষীভুঃ চ রক্ষসে ॥ ১৫০ ॥ ততঃ
 স স্মরিতো বিপ্রো জগাম মহিষীঃ প্রতি । ন তত্র
 মহিষীঃ পশ্চোৎ পশ্চাৎ ক্ষত্ৰাতিসম্মুখম্ ॥ ১৫১ ॥
 ধাবমানস্ত বিপ্রস্ত এৰণ্ডীসঙ্গমে গতঃ । ততঃ
 প্রবিষ্টো জলে রেবেরণ্ড্যাঙ্গ সঙ্গমে ॥ ১৫২ ॥ তজ্জলং

কৰ্ত্তক আশ্রয় হইলেন ও মৃত শিশু তনয়কে
 লইয়া বহির্দেশে গমন করিলেন । অন-
 স্তর পতিপত্নী বেদোক্ত বিধানে তাহার সংকার
 সম্পন্ন করিয়া বাহুবগণের সহিত সমবেত হইয়া
 স্বগৃহে আগমন করিলেন । হে যুধিষ্ঠির ! দ্বিজ-
 গোবিন্দের গৃহে কিরিতে রাত্রি হইল, পুত্রশোকে
 পীড়িত গোবিন্দ সে রাত্রি মৃত্তিকায়ই শয়ন করিয়া
 রহিলেন । গোবিন্দ পুত্রবধ করিয়া জগহত্যা-
 পাপে আক্রান্ত হইয়াছিলেন । তদীয় পত্নী তাঁহার
 প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন,—হুঃখ
 পীড়িত পতি কুমিরাশিমধ্যে পতিত রহিয়াছেন ;
 গোবিন্দ পত্নী একেই পুত্রশোকে পীড়িতা, তারপর
 স্বামীর এই হুঃখদশা দর্শনে অধিকতর হুঃখে নিমগ্ন
 হইলেন । এইরূপে হুঃখকাতরা গোবিন্দপত্নীর সে
 রাত্রি হুঃখে কষ্টে অতীত হইল । ইত্যবসরে তদীয়
 পশুপালক মহিষীগণকে অরণ্যমধ্যে ছাড়িয়া দিয়া
 গৃহে আগমন করিল । পশুপালক অরণ্যে মহিষী-
 গণকে রক্ষিত করত গৃহে আসিয়া দ্বিজসন্তম
 গোবিন্দকে নিবেদন করিল,—প্রভো ! আমি
 ভোজন করিয়া যতক্ষণে মহিষীরক্ষার্থে অরণ্যে
 গমন করি, ততক্ষণ আপনি মহিষীগণকে রক্ষা
 করুন । অনস্তর দ্বিজ মহিষীগণের উদ্দেশে সহর
 ক্ষেত্রাতিমুখে ধাবিত হইলেন ; কিন্তু তথায় মহিষী-
 গণকে দেখিতে না পাইয়া তিনি আরও বেগে
 দৌড়িতে লাগিলেন । ক্রমে এৰণ্ডীসঙ্গমে উপনীত

পীতমাত্রং তু হরয়া চাতিতর্ষিতঃ । কামাৎ সলিলং
 পীতম্ প্রকাল্য নয়নে শুভে ॥ ১৫৩ ॥ আজগাম
 ততঃ পশ্চাদ্ভবনং দিবসকয়ে । ভূক্কা হুঃখাধিতে
 রাত্নো গোবিন্দঃ শয়নং যযৌ ॥ ১৫৪ ॥ নিজ্জাতিভূতঃ
 শোকেন শ্রমেণৈব তু খেদিতঃ । পুনস্তচ্চার্করাজে
 তু তস্ত ভাৰ্য্যা যুধিষ্ঠির ॥ ১৫৫ ॥ কুমিভবেষ্টিতঃ
 গাত্রং কচিং পশ্চত্যাবেষ্টিতম্ । পুনঃ সা শ্মিষ্যাবিষ্টা
 তস্ত ভাৰ্য্যা গুণাধিতা । উবাচ ভূক্কা তং তস্ত সাক্ষ-
 সাবিষ্টেচেতসা ॥ ১৫৬ ॥ ভাৰ্য্যোবাচ । অতীতে
 পঞ্চমে চাহি হিংস্রং ক্ষিপতস্ত তে । গৃহপশ্চাদ্ভাগতো
 বালো হুজানাদ্ঘাতিতস্তয়া ॥ ১৫৭ ॥ ময়া তৎপাতকং
 ঘোরং রহস্তং ন প্রকাশিতম্ । তেন প্রচ্ছন্নপাপেন
 দহমানা দিবানিশম্ ॥ ১৫৮ ॥ ন স্মৃৎ তব গাত্রস্ত
 পশ্চামি ন হি চান্ননঃ । নিজ্জা মম শয়ং যাতা

হইলেন । দ্বিজ পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া-
 ছিলেন ; তিনি রেবা-এৰণ্ডীর সঙ্গমস্থানে
 প্রবেশ করিয়া রেবানীর পান করিলেন, দ্বিজ জল-
 পানমাত্রেই অতীব তৃপ্ত হইলেন । পানে দ্বিজের
 কোনই কামনা ছিল না । তিনি ভূক্কা 'নবৃষ্টির জন্ত
 জলপান ও মনোজ্ঞ নয়নদ্বয় প্রকালিত করিয়া
 পরে গৃহে গমন করিলেন । তখন দিবা অবসান
 হইয়াছে । রাত্রি আসিয়াছে দ্বিজ গোবিন্দ
 হুঃখিতহৃদয়ে নৈশভোজন সম্পাদন করিয়া শয়ন
 করিলেন । দ্বিজ শোকে শ্রমে নিতান্ত থির ছিলেন,
 তিনি নিজায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন । হে যুধি-
 ষ্ঠির ! পুনরায় দ্বিজপত্নী নিশীথ সময়ে স্বামিস্মি-
 ধানে আগমন করিলেন ; দেখিলেন,—পূর্বের মত
 আর তাঁহার দেহে কুমি নাই । পূর্বে তাঁহার
 সক্ষশরীরই কুমিবেষ্টিত অবলোকন করিয়াছিলেন,
 এখন কোথাও হুই একটি মাত্র কুমি দৃষ্ট হইল ।
 তখন গুণবতী গোবিন্দপত্নী ভয়ে ও বিষয়ে
 আবিষ্ট হইয়া স্বামীর ভুক্তির কথা প্রকাশ করি-
 লেন ॥ ১৪৪ ১৫৬ ॥ দ্বিজভাৰ্য্যা কহিলেন,—আজ পাঁচ
 দিন অতীত হইল, আপান যখন শকট হইতে ইচ্ছন
 ক্ষেপণ করেন তখন আমাদের শিশু তনয় গৃহের
 পশ্চাদ্ভাগ হইতে আপনার সমীপে উপনীত হয় ;
 আপান না জানিয়া সেই শিশু তনয়কে আঘাত
 করিয়াছেন । আমি এই রহস্ত পাতকের বিষয়
 বিদিত ছিলাম বটে, কিন্তু কোন কারণে প্রকাশ
 করি নাই । এক্ষণে সেই প্রচ্ছন্নপাপে অহর্নিশ
 সাতিশয় দহ হইতেছি, কি নিজের, কি আপনার

রতিশৈব দ্বয়া সহ । ১৫৯ । ঋয়তে মানবে শাস্ত্রে
শ্লোকো গীতো মহর্ষিভিঃ । শ্রুতাস্মদ্বা তু তং চিত্তে
পরিতাপো ন শাম্যতি । ১৬০ । কীর্তনারম্ভতে
ধর্মো বর্দ্ধতেহসো নিগূহনাৎ । ইহলোকে পরে
ঠেব পাপস্তাপ্যেবমেব চ । ১৬১ । এবঃ সঙ্কিস্তা-
মানাহঃ স্থিতা রাত্নৌ ভয়াতুরা । কুমিরশিগতঃ
জাঃ হি কস্তাহং কথয়ামি কিম্ । ১৬২ । পুনঃ
চাদ্য মে দৃষ্টৌ ক্রণহত্যা কুমিত্রিতঃ । কচিদ্ভিদ্ভি
তে গাত্বঃ কচিরষ্টাঃ সমস্ততঃ । ১৬৩ । এতৎ সংসৃত্য
সংসৃত্য বিমুশামি পুনঃপুনঃ । ন জানে কারণং কিঞ্চিৎ
পৃচ্ছন্ত্যাঃ কথয়ত্ব মে । ১৬৪ । তড়াগঃ বা সরিষাপি
তীর্থঃ বা দেবভার্জনম্ । যং গতৌহসি প্রভাবোহয়ং
তন্ত নান্তন্ত মে স্থিতম্ । ১৬৫ । এবমুক্তস্ত বিপ্রো-

কাহারও শরীরে আর সুখ নাই । রাজিতে আমার
নিজা হয় না । আপনার সহিত রতিসম্মোগেও
আমার প্ররুতি হয় না । শুনিয়াছি—মানব শাস্ত্রে
মহর্ষিগণ একটি শ্লোকগাথা কীর্তন করিয়া
ধাকেন, আমি বারবার সেই শ্লোকটির কথা মনে
মনে চিন্তা করিয়া পরিতাপে দগ্ন হইতেছি ; কিছু-
তেই আমার তাপশান্তি হইতেছে না । মহর্ষিরা
কহিয়াছেন,—ধর্মের কীর্তন করিলেই ক্ষয় হয়,
আর সম্যক গোপন করিলেই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ;
কি ইহ, কি পর, ধর্মের কীর্তনে ও গোপনে যেমন
উপচয় ও অপচয় হয়, পাপেরও এইরূপই ব্যবস্থা ।
অর্থাৎ পাপেরও কীর্তনে ক্ষয় ও গোপনে বৃদ্ধি হইয়া
থাকে । আমি রজনীযোগে এইরূপ চিন্তা করিয়া
ভয়ে-ভয়ে রাজি কাটাইলাম, ভাবিলাম—আপনি
যে কুমিসমাক্রান্ত হইয়াছেন, এই পাপ বিবরণ কাহার
নিকট বর্ণন করিব ? আজ আপনার আর সেরূপ
অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে না, আপনি ক্রণহত্যাপাপে
লিপ্ত ; তাই কুমিকুল আপনার দেহ পরিবেষ্টিত
করিয়াছিল । অদ্য সেই সকল কুমি আর আপনার
দেহ ভেদ করিতেছে না ; প্রায়ই যেন মরিয়া
চতুর্দিকে পতিত হইয়াছে । আমি বারবার এই
সকল স্মরণ করিয়া মনে মনে পুনঃপুনঃ তর্ক
করিতোছি ; আমি ইহার কোনই কারণ বিদিত নহি ।
অতএব উত্তর দান করিয়া আমার জিজ্ঞাসানিবৃত্তি
করুন । আমার মনে হয়—আপনি কোন পুণ্য নদী
তড়াগ বা তীর্থে গমন কিংবা কোন দেবতার পূজা
করিয়াছেন, সেই পুণ্যপ্রভাবে আপনার ক্রণহত্যা-
পাতক মুক্ত হইয়াছে । এতদতির অস্ত কোন কারণ

হসৌ কথয়ামাস ভারত । ভার্য্যা যদিবা বৃন্তঃ শব্দ-
মানো নৃপোত্তম । ১৬৬ । অদ্যাহং মহিষীসার্থ-
মেরণ্ডীসঙ্গমং গতঃ । নাভিমায়ে জলে গহা
পীতবান্ সলিলং বহ । ১৬৭ । নান্তস্তৌঃ বিজানামি
সরিতং সর এব বা । সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং
কথিতং তব ভামিনি । ১৬৮ । এবঃ জাহ্নবা তু সা
সর্গমুপবাসকৃতজনা । সপত্নীকো গতস্তত্র সঙ্গমে
বরবার্ণনি । ১৬৮ । জাহ্নবা তত্র জলে রম্যে নহা
দেবং তু ভাকরম্ । আপয়ামাস দেবেশং শব্দঃ
চোময়া সহ । ১৭৬ । পঞ্চগব্যাস্ততকীরৈর্দধিকৌজ-
স্বতৈর্জজলৈঃ । গন্ধমালাদিধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈশ্চ
শুশোভনৈঃ । ১৭১ । পূজ্য ত্রয়ীময়ং লিঙ্গং দেবীং
কাত্যায়নীং শুভাম্ । রাত্নৌ জাগরণং কৃৎবা পত্যা
সহ পতিব্রতা । ১৭২ । ততঃ প্রভাতে বিমলে
দ্বিজান্ সম্পূজ্য যত্নতঃ । গোদানেন হিরণ্যেন
বস্ত্রাণ্যেণৈব ভারত । ১৭৬ । গোবিন্দঃ পূজয়ামাস
অশক্ত্যা ব্রাহ্মণাঙ্কুভান । মুক্তপাপো গৃহায়াতঃ

আছে বলিয়া বোধ হয় না । হে ভারত ! অনন্তর
দ্বিজ গোবিন্দ পত্নী কর্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া
বলিতে লাগিলেন এবং দিবাতাগে পত্নীর সম্মুখেই
এই ব্যাপার ঘটয়াছিল ভাবিয়া শঙ্কিত হইলেন ।
হে রাজসত্তম ! দ্বিজ কহিলেন,—আজ আমি
মহিষীগণ সহ এরণ্ডীসঙ্গমে গমন করিয়া নাভিমায়ে
জলে অবতরণপূর্বক বহুল নর্ম্মদাজল পান করি-
য়াছি । আমি সরিৎ সরোবর কিংবা অস্ত কোন
তীর্থ জানি না ; ভামিনি ! যাহা ঘটিয়াছে, তোমার
নিকট ত্রিসত্য করিয়া কহিলাম । শব্দর কহিলেন,—
বরবার্ণনি ! অনন্তর দ্বিজদম্পতী এরণ্ডীসঙ্গমের
প্রভাব বুঝিতে পারিলেন, তার পর তাঁহারা উপ-
বাসপদায়ণ হইয়া এরণ্ডীসঙ্গমে গমন, সঙ্গমজলে
স্নান ও দেব দিবাকরকে নমস্কার করিলেন । পঞ্চ-
গব্য, ও স্তূত কীর দধি মধু জলাদি দ্বারা উমার
সহিত দেবেশ শব্দরকে স্নান করাইলেন ; গন্ধ,
মালা, ধূপ ও মনোজ্ঞ নৈবেদ্য দ্বারা ত্রয়ীময় লিঙ্গের
পূজা করিয়া কল্যাণদায়িনী দেবী কাত্যায়নীর পূজা
করিলেন এবং পাতিব্রতা ধর্ম্মে শব্দরসমীপে রজনী
জাগরণ করিলেন । ১৫৭—১৭২ । হে ভারত ! অন-
ন্তর বিমল প্রভাতকালে যত্নপূর্বক দ্বিজগণের পূজা
করিয়া গো, হিরণ্য, বস্ত্র ও অন্নাদি দান করিলেন ।
হে নৃপ ! গোবিন্দ যথাশক্তি সৌম্যবদন দ্বিজগণের

অত্যাধাসহিতো নৃপ ॥ ১৭৪ ॥ এবং যঃ শৃণুতে
ভক্ত্যা গোবিন্দাখ্যানমুত্তমম্ । পঠতে পরম্ ভক্ত্যা
ক্লগহত্যা প্রণশ্চতি ॥ ১৩৬ ॥ ক্রীড়তে শাক্তরে
লোকে যাবদাভূতসম্প্রবম্ । যষ্টৈবাশ্বযুজে মাসি
চৈত্রে বা নৃপসত্তম ॥ ১৭৬ ॥ সপ্তম্যাঞ্চ সিতে পক্ষে
সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ । সাত্ত্বিকো বাসনাঃ কৃত্বা
যো বসেচ্ছিবমন্দিরে ॥ ১৭৭ ॥ ধ্যায়মানো বিরূপাঙ্কঃ
ত্রিশূলকরসংস্থিতম্ । কংসাসুরনিহন্তারংশ্চক্রগদা-
ধরম্ ॥ ১৭৮ ॥ পক্ষিরাজসমাক্রুতঃ ত্রৈলোক্যাবরদায়কম্ ।
পিতামহং ততো ধ্যায়েক্সংস্থং চতুরাননম্ ॥ ১৭৯ ॥
স্বর্গপ্রদং সমস্তম্ কমলাকরণোভিতম্ । যো হেবং
বসতে তত্র ত্রিযমে স্থান উত্তমম্ ॥ ১৮০ ॥ তত
প্রভাতে বিমলে হৃদয়োঃ নরাধিপ । ব্রাহ্মণান
পূজয়েত্তক্তা সর্বদোষবিবর্জিতান্ ॥ ১৮১ ॥ সন্ধ্যা
বয়বসম্পূর্ণান সর্ষশাস্ত্রবিশারদান্ । বেদান্তাসরতা-
ম্রিত্যাং স্বদারনিরতান্ সদা ॥ ১৮২ ॥ ব্রাহ্মে দানে
ব্রতে যোগান ব্রাহ্মণান পাণ্ডুনন্দন । প্রেতানাং
পূজনং তত্র দেবপুংসং সমারভেৎ ॥ ১৮৩ ॥ প্রেত-
স্থান্যুচ্যতে শীঘ্রমেরুগাঃ পিণ্ডতপণৈঃ । দানানি
তত্র দেয়ানি হনুমুখ্যানি সর্বদা ॥ ১৮৪ ॥ হিরণ্য-

পূজা করিলেন, তাঁহার পাপ বিনষ্ট হইল । তিনি
পত্নীর সহিত স্বগৃহে আগমন করিলেন । যে মানব
এই অল্পতম গোবিন্দাখ্যান ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করে,
অথবা পরম ভক্তিভরে পাঠ করে, তাহার ক্লগহত্যা
পাপ বিনষ্ট হয় । সে কল্পকাল শঙ্করলোকে ক্রীড়া
করে । হে নৃপসত্তম ! জিতেন্দ্রিয় মানব আশ্বিন কিংবা
চৈত্রে মাসের সোমবার সপ্তমীতে হৃদয়ে সাত্ত্বিক বাসনা
শোষণ করত শিবমন্দিরে বাস করিবে, বিরূপাঙ্ক
ত্রিশূলকর হর, কংসাসুরানহন্তা শ্চক্রগদাধর
বিহগরাজ গরুড়ে আকৃষ্ট ত্রৈলোক্যবরদায়ক হার
এবং অখিল লোকের স্বর্গদ কমলযোনি চমাক্রুত
চতুরানন লোকপিতামহ ব্রহ্মাণ্ডে ধ্যান করিবে
হে নরাধিপ ! একপে সেই উত্তম ত্রিযম স্থানে
বাস করিবে, তারপর বিমল প্রভাতে অষ্টমী
তিথি যোগে সর্বদোষবিবর্জিত সন্ধ্যাবয়বসম্পূর্ণ
সর্ষশাস্ত্রবিশারদ সতত বেদান্তাসরত স্বদারনিরত
দ্বিজগণকে ভক্তিপূর্বক পূজা করিবে । হে পাণ্ডু
নন্দন ! ব্রাহ্মে, ব্রতে ও দানে যোগ্য দ্বিজগণকে বরণ
করিতে হয় । প্রথমে দৈবপক্ষের পূজা করিয়া পরে
প্রেতগণের পূজা কর্তব্য । এরণ্ডীসঙ্কমে পিণ্ডদান
করিলে প্রেতগণ সত্তর প্রেতস্ব মুক্ত হন । হে পার্শ্ব !

ভূমিকঙ্কান্ত ধূবাহৌ শুভলক্ষণৌ সৌরেন সহিতৌ
পার্শ্ব ধাক্তং দ্রোণকসংখ্যয়া ॥ ১৮৫ ॥ অনঙ্কতাঃ
সবৎসাঞ্চ কীরিণীঃ তরুণীঃ সিতান্ । রক্তাঃ বা
কৃষ্ণবর্ণাঃ বা পাটলাঃ কপিলাঃ তথা ॥ ১৮৬ ॥ কাংক্ষ-
দোহনসংযুক্তাঃ কৃষ্ণক্ষুর বিভূষণাম্ । স্বর্ণশৃঙ্গীঃ সবৎ-
সাঞ্চ ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ ॥ ১৮৭ ॥ প্রীয়তাঃ
মে জগন্নাথ হরকৃষ্ণপিতামহাঃ । সংসাররক্ষণী দেবী
সুরভী মাং সমুদ্ররেৎ ॥ ১৮৮ ॥ পুত্রার্থঃ যাঃ শ্রিয়ঃ
পার্শ্ব হেরণ্ডীসঙ্কমে নৃপ । আপ্যন্তে কুদ্রহৃক্তে
চতুর্দোহন্তবস্তথা ॥ ১৮৯ ॥ চতুর্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ শস্ত্র-
দাতাঃ যোগৈশ্চ কারয়েৎ । একেন সার্দ্ধ-
কুন্তেন দাম্পত্যমভিষেচয়েৎ ॥ ১৯০ ॥ দৈবজ্ঞেনৈব
চৈকেন অথবা সামগেন বা । পঞ্চরত্নসমায়ুক্তঃ
কুন্তে তত্বেব কারয়েৎ ॥ ১৯১ ॥ গন্ধশোষ-
সমায়ুক্তঃ সর্বদোষবিবর্জিতম্ । আম্রপল্লবসংযুক্ত-
মশ্বখমধুকং তথা ॥ ১৯২ ॥ শুষ্ঠিতং সিতবস্ত্রেন
সিতচন্দনচর্চিতম্ । সিতপুটৈশ্চ সঙ্করং সিদ্ধার্থ-

দানের মধ্যে সতত অন্নদানই মুখ্য । এ ভীষ্মে
অন্ন, হিরণ্য, ভূমি, কত্তা, হনযুক্ত শুভলক্ষণ যুগ্মরস
ও দ্রোণপরিমাণ ধান্য দান করিবে । এখানে ধেনু
দান কর্তব্য । এই ধেনু অনঙ্কতা সবৎসা কীরিণী ও
শ্বেতবর্ণাই দেওয়া উচিত ; তদতির রক্ত, কৃষ্ণ,
পাটল কিংবা কপিলবর্ণাও দেওয়া যাইতে পারে ;
কিন্তু সর্ষবিধ ধেনুই কাংক্ষদোহযুক্ত, রৌপ্যক্ষুর-
ভূষিত, স্বর্ণশৃঙ্গশোভিত ও সবৎসা হইবে ।
অনন্তর “জগৎপতি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমার
পুত্র হইত হউন, সংসাররক্ষণী দেবী সুরভী
আমাকে উদ্ধার করুন” এইরূপ কথিয়া ব্রাহ্মণকে
পুষ্কোক্ত লক্ষণার্থ দেহুদান করিবে ॥ ১৭৩—১৮৮ ॥
হে পার্শ্ব ! পুত্রাবিনী রমণী এরণ্ডীসঙ্কমে চতুর্দোহন্তব
কুদ্রহৃক্তে স্থান করিবে । চারিজন দ্বিজ চতুর্দো-
হোক্ত কুদ্রহৃক্ত পাঠ করিয়া আভিষেক করিবেন ।
একাক্ষী দ্বিজচতুষ্টয়ই প্রশস্ত, দুইজনেও করিতে
পারেন, কিন্তু যোগ্য দ্বিজই এই আভিষেক ক্রিয়া
সম্পাদন করিবেন । একজন দৈবজ্ঞ কিংবা সামগ
দ্বিজ সার্দ্ধ কুন্ত দ্বা বা দাম্পত্যের অভিষেক করিবেন ।
আভিষেককুন্তে পঞ্চরত্ন যুক্ত করিতে হইবে ।
কুন্তে সর্বদোষবিবর্জিত অগন্ধ বারি নিকৈপপূর্বক
চূত, অশ্বখ কিংবা মধুক পল্লব প্রদান ও শ্বেত
বস্ত্র দ্বারা অবশুষ্ঠিত করিয়া শ্বেত চন্দন লিপ্ত
করিবে । তারপর শুভকুসুমনিচয় দ্বারা কুন্তে

কৃতমধ্যমম্ । ১১৬ । কাংশপায়ে তু সংস্থাপ্য
পুত্রার্থী দেশিকোত্তমঃ । অঙ্গলয়ঃ তু যদ্বয়ং কটকা-
ভরণং তথা । ১১৮ । তৎসর্বং মণ্ডলে তাজ্যং
সিদ্ধার্থঃ চান্ননস্তদা । প্রণম্য ভাস্করং পশ্চাদাচার্য্যং
কুজরূপিণম্ । ১১৫ । মধুরকং ততোহশ্রীয়াদেব্য
ভুবন উত্তমৈ । কলদানকং বিপ্রায় ছত্রং তাম্বলমেব
চ । ১১৬ । উপানহৌ চ যানকং স ভবেদুঃখবর্জিতঃ ।
ভাস্করে ক্রীড়তে লোকে যাবদাভূতসংপ্রবম্ ।
১১৭ । দানং কোটিগুণং সর্বং শুভং বা যদি
বাণ্ডভম্ । যথা নদীনদাঃ সর্বে সাগরে যাতি
সঙ্কয়ম্ । ১১৮ । এবং পাপানি নশ্বন্তি হেরণ্ডী-
সঙ্গমে নৃণাম্ । সমস্তাচ্ছত্রপাতেন হেরণ্ডীসঙ্গমে
নৃপ । ১১৯ । ক্রণহত্যাশয়ং পাপং নশ্বতে শঙ্করো-
হববীৎ । প্রাণত্যাগকং যৌ তজ্জা জাতবেদসি
কারয়েৎ । ২০০ । অনাশকং নৃপশ্রেষ্ঠ জলে বা
তদনস্তরম্ । পঞ্চসাহসিকং মানং বধাণাং জাত-
বেদসি । ২০১ । জলে ত্রিণি সহস্রাণান্যশকে বষ্টি
ভূততে । কাকা বকাঃ কপোতাশ্চ হ্যলুকাঃ পশব-

স্তথা । ২০২ । সঙ্গমোদকসংস্পৃষ্টান্তে যান্তি পরমাং
গতিম্ । বৃক্ষাশ্চ তৎপদং জাহ্নবা য়াং গতিং যান্তি
যোগিনঃ । ২০৩ । এরণ্ডিকা ময়া দেবী দৃষ্টো মে
ময়ধেবরঃ । কিং সমর্থো যমো কঠো তদ্রো ভদ্রানি
পশ্যতি । ২০৪ । যুক্তিকাং সঙ্গমোদুতাং যে চ
শ্রীস্ত নিত্যশঃ । ক্রণহত্যাশ্রয়ানি নশ্বন্তে নাত
সংশয়ঃ । ২০৫ । এরণ্ডীসঙ্গমে মর্ত্যো নৃত্যমানো
নরাধিপ । সঙ্গপাটৈবিন্মুক্তঃ পদং গচ্ছত্যানাম-
য়ম্ । ২০৬ । এরণ্ডীঃ সঙ্গমং মর্ত্যোঃ কৌর্ভয়ন্ত্যা-
শ্রমাস্থতাঃ । বিমুক্তপাপা জায়ন্তে সত্যং শঙ্কর-
ভাষিতম্ । ২০৭ । এরণ্ডীপাদপাট্রেণ দৃষ্টেঃ পাপং
ব্যপোহতি । ২০৮ । তীর্থার্থানামিদং পুণ্যং যে
পঠিষ্যন্তি মানবাঃ । শ্রীস্ত চাপরে তজ্জা মুক্তপাপা
ভবন্তি তে । ২০৯ । এতন্তে সর্বমাখ্যাতমেরণ্ডী-
সঙ্গমং নৃপ । ভূয়চ্চাত্তং প্রবক্ষ্যামি সঙ্গপাপক্ষয়-
করম্ । ২১০ ।

ইতি শ্রীশ্বান্দে এরণ্ডীসঙ্গমতীর্থকলমাশাস্ত্রাবরণঃ
নাম ত্র্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১০৩ ।

আচ্ছাদিত করিয়া মধ্যে সিদ্ধার্থ রক্ষিত কারবে ।
অনন্তর স্বীয় কুশলকাম্যে বিধিযুক্ত পুত্রার্থী মানব
কাংশ পায়ে কুন্ত রক্ষিত করিয়া অঙ্গলয় বসন ও
কটকাভরণ মণ্ডলমধ্যে পরিত্যাগপূর্বক ভাস্কর ও
কুজরূপী আচার্য্যকে প্রণাম করিবে । তারপর উত্তম
ভবনে গমন করিয়া পত্নীর সাহিত মধুর দ্রব্য ভক্ষণ
ও দ্বিজকে কল, তাম্বল, ছত্র, পাতৃকা ও যান দান
করিবে । মানবগণ এইরূপ করিলে সঙ্গদুঃখ-
বিবাক্ত হইবে । কলকাল ভাস্করলোকে ক্রীড়া
করে, তাহার উত্তম অধম যেরূপ দানই করুন
না কেন, তাহার কোটিগুণ ফললাভ হয় ।
যেরূপ নদনদীনবহ জলাবর্তে গিয়া বিলীন
হয়, তাহাদের পাপও তজ্জন এরণ্ডীসঙ্গমে হয়
বিলীন হইয়া থাকে । হে নৃপ ! এরণ্ডীসঙ্গমে
দগ্ধমান হইয়া একটী বাণ নিক্ষেপ করিলে, ঐ
বাণ যত দূর যায়, সঙ্গমতীরের মাছাছা ততদূর
পর্য্যন্তই জানিবে । শঙ্কর কহিয়াছেন—ক্রণহত্যার
জায় হুহুহু পাপও এই সঙ্গমতীর্থে বিনষ্ট হইয়া
থাকে । হে নৃপসন্তম ! এরণ্ডীসঙ্গমে ভাস্ক-
পূর্বক অনলে, অনশনে, কিংবা জলে জীবন বিস-
র্জন করিলে নর পাপকে প্রাণ পরিত্যাগে পঞ্চ-
সংস্র বৎসর, জলে তিন সহস্রবর্ষ ও অনশনে বষ্টি-
সংস্র বৎসর দিব্যলোক ভোগ করে । কাক,

বক, কপোত, উলুক প্রভৃতি বিহগ পশুগণেরও
এরণ্ডীসঙ্গমের বারিস্পর্শে উত্তম লোকে গতি হয় ;
বৃক্ষগণও এরণ্ডীসঙ্গমের মাছাছা যোগগণের
গতিলাভ করে । আমিই এরণ্ডীর সৃষ্টি করিয়াছি,
যে মানব দেবী এরণ্ডী ও আমার ময়ধেবর বিগ্রহ
দর্শন করে, যম তাহার প্রতি ক্রুড়ে হইয়া কি
করিতে পারে ? যে এরণ্ডী দর্শন করিয়াছে,
সে সতত কুশলই লাভ করিয়া থাকে । তাহার
সতত এরণ্ডীসঙ্গমযুক্তি দ্বারা দেহ লিপ্ত করে,
তাহাদের ক্রণহত্যা পাতক বিনষ্ট হয় । হে
নরাধিপ ! যে মানব এরণ্ডীসঙ্গমে দেহ বিলু-
প্ত করে, সে সঙ্গপাপমুক্ত হইয়া অনাময়
গতি প্রাপ্ত হয় । মানবগণ আশ্রমে থাকিয়াও
যদি এরণ্ডীসঙ্গমমাছাছা কৌর্ভন করে, তাহার
পাপবিমুক্ত হয়, ইহা শঙ্করের সত্য বাক্য ; অধিক
কি দূর হইতে এরণ্ডীসঙ্গমের পাদপাশ্রয়
দর্শন করিয়াও নর পাপ হইতে বিমুক্ত হয় ।
যাহারা এরণ্ডীসঙ্গম তীর্থের এই পুণ্যার্থান
পাঠ করে এবং তাহার ভাস্কপূর্বক ভবণ করে
তাহার পাপমুক্ত হয় । হে নৃপ ! এই তোমার
মিকট পুণ্য এরণ্ডীসঙ্গমমাছাছা সকলই করিলাম,

চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহীপাল
সৌবর্ণশিলমুত্তমম্ । প্রখ্যাতমুত্তরে কূলে সৰ্পপা-
পকয়করম্ ॥ ১ ॥ সমস্তাচ্ছতপাতেন মুনিসজ্জৈঃ পুরা
কৃতম্ । রেবায়াং হস্তমাত্রক স্থানং সঙ্গমস্থ সমীপতঃ ॥ ২ ॥
বিভক্তং হস্তমাত্রক পুণ্যক্ষেত্রং নরাধিপ । সুবর্ণ-
শিলকে শ্রাদ্ধা পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥ নত্বা তু
ভাস্করং দেবং হোতব্যক হতাশনে । বিদ্যেনাজ্য-
বিমিশ্রেন বিদ্যপত্রৈরথাপি বা ॥ ৪ ॥ প্রীযতাং মে
জগন্নাথো ব্যাধিনশ্চ তু মে ধ্রুবম্ । দ্বিজায় কাঞ্চনে
দন্তে যৎকলং তচ্ছৃণু মে ॥ ৫ ॥ বহুস্বর্ণম্ যৎ প্রোক্তং
যাগস্ত কলমুত্তমম্ । তথাসৌ লভতে সৰ্পং কাঞ্চনং যঃ
প্রযচ্ছতি ॥ ৬ ॥ তেন দানেন পুত্ৰাশ্চ মৃতঃ স্বর্গ-

একণে পুনরায় অস্ত এক সৰ্পপাপকয়কর তীর্থ-
বিবরণ বর্ণন করিতেছি । ১৮৯—২১০ ।

অধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

চতুরধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহাপাল ! অনন্তর
অনুত্তম সৌবর্ণশিলা তীর্থে গমন করিবে । এই
সৰ্পপাপকয়কর প্রখ্যাত তীর্থ নন্দ্যদার উত্তরকূলে
বিদ্যমান । পুরাকালে ঋষিসজ্জ সমবেত হইয়া
শতপাতের সহিত এই তীর্থ নিদ্দিষ্ট করেন । হে
নরাধিপ ! এই মানবহর্ষভ পুণ্য ক্ষেত্র রেবা-
তীরের সঙ্গমসমীপে অবস্থিত ও হস্তমাত্র
স্থানে বিভক্ত । মানব সুবর্ণশিলকে গমন করিয়া
মহেশ্বরের পূজা ও দিবাকরকে প্রণামপূর্বক মৃত-
মিশ্রিত বিদ্যপত্র কিংবা কেবল বিদ্যকল দ্বারা
হতাশনে আহুতি প্রদান করিবে । আহুতি
প্রদানে নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, যথা—
জগৎপতি আমার প্রতি জ্ঞাত হউন, আমার ব্যাধি
বিনষ্ট হউক । হে নৃপ ! সুবর্ণশিলা তীর্থে
দ্বিজকে কাঞ্চনদানে যে কললাভ, তাহা আমার
নিকট শ্রবণ কর । বহু স্বর্ণদান ও অনেক যজ্ঞের
যে কল কথিত হয়, সুবর্ণশিলে কাঞ্চনদাতার
তৎসমস্ত লাভ হইয়া থাকে, কাঞ্চনদানের পুণ্য-
প্রভাবে দেহাবসানে সেই মহাত্মা স্বর্গে গমন করে
এবং চতুর্দশ ইন্দ্রের শাসনকালে সে মানব

মবাধুয়াৎ । কর্জ্ঞানুচরস্তাবদ্ যাবদিশ্রীশ্চতুর্দশ ॥

৭ ॥ ততঃ স্বর্গাবতৌর্ণস্ত জায়তে বিশদে কূলে ।
ধনধান্তসমোপেতঃ পুনঃ স্মরতি তজ্জলম্ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সুবর্ণশিলাতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৮ ॥

পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । করঞ্জাখ্যং ততো গচ্ছেৎ
সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ । তত্র শ্রাদ্ধা তু রাজেন্দ্র
সৰ্পপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥ অর্চয়িত্বা মহাদেবং
দধা দানন্ত ভক্তিতঃ । সুবর্ণং রজতং বাপি মণি-
মৌক্তিকবিভ্রমান্ ॥ ২ ॥ পাত্ৰকোপানহৌ ছত্রং
শয্যাং প্রাবরণানি চ । কোটিকোটিশুণং সৰ্পং
জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে করঞ্জতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৯ ॥

করঞ্জের অনুচরও প্রাপ্ত হয় । অনন্তর কর্ম্মক্ষে-
ত্রে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া বিশালকূলে জন্ম-
গ্রহণ করে ; তাহার ধনধান্তাদি সমৃদ্ধির অবধি
থাকে না । এ জন্মেও তাহার সুবর্ণশিলকের
পুত জল স্মৃতিপথে উদ্ভূত হয় । ১--৮ ।

চতুরধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৮ ॥

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
উপবাসা জিতেন্দ্রিয় মানব করঞ্জানামক তীর্থে গমন
করিবে । এইতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে মানব অধিল পাপ
হইতে মুক্ত হয় । করঞ্জতীর্থে ভক্তিপূর্বক মহা-
দেবকে পূজা করিয়া সুবর্ণ, রজত, মণি, মৌক্তিক,
বিভ্রম, কাষ্ঠপাত্ৰকা, চর্ম্মপাত্ৰকা, ছত্র, শয্যা ও
বসনদান করিলে কোটিশুণ দানকল লাভ হয় ;
সংশয় নাই । ১--৩ ।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৯ ॥

ষড়ধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

ঐমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্নহৌপাল তীর্থ-
পরমশোভনম্ । সৌভাগ্যকরণং দিব্যং নরনারী-
মনোরমম্ ॥ ১ ॥ তত্র যা তুর্ভগা নারী নরো বা
নৃপসত্তম । স্নানার্থয়েতুমাক্রৌ সৌভাগ্যং তস্ত
জায়তে ॥ ২ ॥ তৃতীয়স্যমহোরাত্রঃ সোপবাসো
জিতেন্দ্রিয়ঃ । নিমন্ত্রয়েদ্বিজং তক্ত্যা সপত্নীকং
শুক্লপিত্তম্ ॥ ৩ ॥ গন্ধমাল্যবল্লভ্যং বস্ত্রপাদিবাসি-
তম্ । ভোজয়েৎ পায়সান্নেন কুসরেণাথ ভক্তিতঃ ॥
৪ ॥ ভোজয়িত্বা যথাস্তায়ং প্রদক্ষিণমুদাহরেৎ ।
ঐয়তাং মে মহাদেবঃ সপত্নীকো বৃষধ্বজঃ ॥ ৫ ॥
যথা তে দেবদেবেশ ন বিয়োগঃ কদাচন । মমাপি
করণাং কৃতা তথাস্থিতি বিচিন্তয়েৎ ॥ ৬ ॥ এবং
কৃতে ততস্তস্ত যৎপুণ্যং সমুদাহৃতম্ । তন্তে সর্বং
প্রবক্ষ্যামি যথা দেবেন ভাষিতম্ ॥ ৭ ॥ দৌর্ভাগ্যং
দুর্গতিশ্চৈব দারিদ্র্যং শোকবন্ধনম্ । বন্ধ্যত্বং সপ্ত-
জন্মানি জায়তে ন যুধিষ্ঠির ॥ ৮ ॥ জ্যৈষ্ঠমাসে সিতে

পক্ষে তৃতীয়ায়াং বিশেষতঃ । তত্র গতা তু যো
ভক্ত্যা পঞ্চাশিঃ সাধয়েত্ততঃ ॥ ৯ ॥ সৌহৃদি পাটৈ-
রশেষৈস্ত মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ । শুগুণলং দহতে
যন্ত দ্বিধাচিন্তাবিবর্জিতঃ ॥ ১০ ॥ শরীরং ভেদয়েদ্যন্ত
গৌর্যাশ্চৈব সমীপতঃ । তস্মিন্ কর্ণপ্রবিষ্টন্ত উৎ-
ক্রান্তিজায়তে যদি ॥ ১১ ॥ দেহপাতে ব্রজেৎ
স্বর্গমিত্যেবং শঙ্করোহব্রবীৎ । সিতরক্তৈস্তথা পীতৈ-
বৈত্ৰৈশ্চ বিবিধৈঃ শুভৈঃ ॥ ১২ ॥ ব্রাহ্মণীঃ ব্রাহ্মণঃ চৈব
পূজয়িত্বা যথাবিধি । পুষ্পপান্যাবিধৈশ্চৈব গন্ধধূপৈঃ
শুশোভনৈঃ ॥ ১৩ ॥ কর্ণমুদ্রকসিন্দূরঃ কুঙ্কুমেণ
বিলেপয়েৎ । কল্পয়েত স্মিয়ং গৌরীং ব্রাহ্মণং
শিবরূপিতম্ ॥ ১৪ ॥ তেষাং তদ্রূপকং কৃতা দানমুৎ-
সৃজাতে ততঃ । কঙ্কণং কর্ণবেষ্টনং চ কর্ণিকাং
মুদ্রিকাং তথা ॥ ১৫ ॥ সপ্তধাতুং তথা চৈব ভোজনং
নৃপসত্তম । অস্তান্তাপি চ দানানি তস্মিন্শীর্ণে দদাতি
যঃ ॥ ১৬ ॥ সর্বদাতৈশ্চ যৎপুণ্যং প্রাপুয্যাত্ত
সংশয়ঃ । সহস্রশুণিতং সর্বং নাত্র কাৰ্য্যা বিচারণা ॥
১৭ ॥ শঙ্করেন সমং তস্মাদভোগং ভুক্তেহু হুত্বসত্তম ।
সৌভাগ্যং তস্ত বিপুলং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

ষড়ধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহাপাল ! অনন্তর
নরনারীমনোহর পরমশোভন দিব্য সৌভাগ্যকরণ
তীর্থে গমন করিবে । হে নৃপসত্তম ! এই সৌভাগ্য-
করণ তীর্থে যে তুর্ভগা নারী বা ভাগ্যহীন পুরুষ
স্নান করিয়া উমামহেশ্বরের পূজা করে, তাহার
সৌভাগ্য লাভ হয় । জিতেন্দ্রিয় মানব এ তীর্থে
তৃতীয়া দিবসে অহোরাত্র উপবাস করিয়া সুন্দর-
দর্শন সপত্নীক দ্বিজকে নিমন্ত্রণ করিবে, তাঁহাকে
গন্ধমাল্য দ্বারা অলঙ্কৃত ও ধূপাদি দ্বারা সুবাসিত
করিয়া, ভক্তিপূর্বক পায়স বা কুসরার দ্বারা ভোজন
করাইবে । তিনি যথারীতি ভোজন সমাপন
করিলে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিবে । অনন্তর মনে
মনে চিন্তা করিবে যথা—সপত্নীক বৃষধ্বজ শঙ্কর
আমার প্রতি ক্রীত হউন, হে দেবদেবেশ ! আপনার
যেমন কদাচ বিয়োগ-দুঃখ নাই, আমার প্রতি করুণা
করুন, আমারও যেন তদ্রূপ বিয়োগ-দুঃখ হয় না ।
এইরূপ করিলে যে পুণ্যফল লাভ হয়, শঙ্কর
যে রূপ কহিয়াছেন, আমি তাহাই তোমার নিকট
বর্ণন করিতেছি । যে নর বা নারী এইরূপ করে,
তাহার দৌর্ভাগ্য, দুর্গতি, দারিদ্র্য ও শোকবন্ধন,
বিশেষতঃ নারীর সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত বন্ধ্যত্ব দোষ

দূর হয় ॥ ১—৮ ॥ যে মানব জ্যৈষ্ঠমাসে বিশেষতঃ
শুক্লাতৃতীয়ায় সৌভাগ্যকরণ-তীর্থে গমন করিয়া
ভক্তিভরে পঞ্চাশি সাধন করে, সে অশেষ পাপ
হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই । যে একাগ্রমনা মানব
সৌভাগ্যকরণ তীর্থে শুগুণল দান করে এবং
যে মানব গৌরীসমীপে দেহ ভেদ করে ; আর
এই দেহভেদে যদি তাহার প্রাণ বহির্গত হয়,
শঙ্কর কহিয়াছেন—এইরূপ দেহপাতে তাহার স্বর্গ-
লাভ হয় । সিত, রক্ত ও পীতবর্ণের বিবিধ
মনোহর বসন দ্বারা যথাবিধি দ্বিজ ও দ্বিজপত্নীর
পূজা করিয়া নানাবিধ পুষ্প, মনোহর গন্ধধূপ,
কর্ণমুদ্র, সিন্দূর ও কুঙ্কুমেণ বিলেপন দান
করিবে । দ্বিজপত্নীকে গৌরী ও দ্বিজকে শিব-
রূপে চিন্তা করিবে ; দ্বিজদম্পতীর এইরূপ রূপ
কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে কঙ্কণ, কর্ণবেষ্টন, কর্ণিকা,
মুদ্রিকা, সপ্তধাতু, ভোজ্য ও অস্তান্ত উত্তম দ্রব্য দান
করিবে । হে নৃপসত্তম ! যে নর সৌভাগ্যকরণতীর্থে
এইরূপ দান করে, সে অগিল দানে যে ফল, তাহার
সহস্রশুণিত ফল লাভ করে ; সংশয় নাই ।
এ বিষয়ে কোন বিচার করিবার আবশ্যক নাই ।
সেই ব্যক্তি শঙ্করের সহিত অমৃতময় ভোগ্য
বস্তু ভোগ করে, নিঃসংশয়ে তাহার বিপুল

অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধনমাপুয়াৎ । রাজেন্দ্র
কামদং তীর্থং নন্দাদায়াং ব্যবস্থিতম্ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কামদতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৬ ॥

সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছত রাজেন্দ্র
ভগুরীতীর্থমুত্তমম্ । দারিদ্রচ্ছেদকরণং যুগান্তেকো-
নিঃশ্রুতিঃ ॥ ১ ॥ ধনদেন তপস্তপ্তা প্রসঙ্গে পদা
সম্ভবে । তদেব স্বল্পদানেন প্রাপ্তং বিত্তম্ রক্ষণম্ ॥
তত্র গতা তু যো ভক্তা নাস্তি বিত্তং প্রযচ্ছতি ।
তস্মৈ বিত্তপরিচ্ছেদো ন কদাচিদ্ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ভগুরীতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৭ ॥

সৌভাগ্য লাভ হয় এবং অপুত্র পুত্র লাভ করে,
মিথুন ধনবান হয় । হে রাজসত্তম ! এই
সৌভাগ্যকরণ তীর্থ কামদ ও ইহা নন্দাদাতীয়ে
বিদ্যমান । ১—১৯ ।

ষড়ধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

সপ্তাধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজসত্তম ! অনন্তর
অনুত্তম ভগুরী তীর্থে গমন করিবে । ভগুরী
তীর্থ মানবের অসংখ্য পুত্রপুত্র দারিদ্র্য বিনাশ
করে । এই তীর্থে ধনদ তপস্যা দ্বারা পদ্যগত্বের
সম্ভাব সাধন করেন এবং অল্প অল্প দান
করিয়া ধনের রক্ষাধিকার প্রাপ্ত হন । যে মানব
ভগুরী তীর্থে গমন করিয়া ভক্তিপূষক দান ও ধনদান
করে, তাহার কদাচ বিত্ত-বিচ্ছাদ ঘটে না । ১—৩ ।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

অষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্বহীপাল
রোহিণীতীর্থমুত্তমম্ । বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু সর্ব-
পাপহরং পরম্ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । রোহিণীতীর্থ-
মাহাত্ম্যং সর্বপাপপ্রণাশনম্ । শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বেন
তমে 'জং বক্তুমহসি ॥ ২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ ।
তস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে । উদধৌ
চ শয়ানস্ত দেবদেবস্ত চক্রিণঃ ॥ ৩ ॥ নাতৌ সমু-
খিতং পদ্মং রবিমণ্ডলান্নিতম্ । কর্ণিকাকেসরোপেতং
পট্টবস্ত্রসমন্বিতম্ ৪ ॥ তত্র ব্রহ্মা সমুৎপন্নচতু-
র্ধ্বদনপঙ্কজঃ । কিং করোমীতি দেবেশ আজ্ঞা মে
দীয়তাং প্রভো ॥ ৫ ॥ এবমুক্তস্ত দেবেশঃ শঙ্খচক্র-
দাদিভিঃ । উবাচ মায়াং বাণীং তদা দেবঃ পিতা-
মহম্ ॥ ৬ ॥ সরস্বত্যাং মহাবাহো লোকং কুরু
মহাজয়া । ভূতসংজ্ঞায় উপাদানবিধিকল্পম্ ॥ ৭ ॥
এতচ্ছ্রুৎ তু বচনং পদ্মনাভস্ত ভারত । চিন্তয়ামাস
ভগবান্ সন্তপ্যান্ হিতকাময়া ॥ ৮ ॥ ক্রমাতে চিন্তিতাঃ
প্রাজ্ঞাঃ পুণস্তাঃ পুণঃ কৃতুঃ । প্রাচেতসো বাসিষ্ঠশ

অষ্টাধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজসত্তম ! অনন্তর
অনুত্তম রোহিণীতীর্থে গমন করিবে । এই রোহিণী-
তীর্থ ত্রিলোকবিখ্যাত ও সর্বপাপহর । যুধিষ্ঠির
বালিলেন,—সর্বপাপপ্রণাশন রোহিণীতীর্থের মাহাত্ম্য
শ্রবণে আমার আভিলাষ হইতেছে, আপনি যথাযথ
বর্ণন করুন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ভাসন কল্প-
কাল উপস্থিত হইলে সমগ্র জগৎ একাকার হইবে,
তখন স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ বিনষ্ট হইয়া যাইবে ।
অনন্তর দেবদেব চক্রী সাগরমধ্যে শয়ন করেন ।
তার নাতী হইতে রবিমণ্ডলান্নিত কর্ণিকাকেসর-
সমাবৃত বস্ত্রপরাশ্রিত এক পদ্ম সমুদ্ভূত হইবে ; তাহ
পর সেই পদ্ম হইতে চতুর্দশান ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হইয়া
ক্ষারোদশায়ী দেবেশ বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া
বলেন,—প্রভো ! আমাক করিব ? আদেশ করুন ।
অনন্তর শঙ্খচক্রগদাধর দেবেশ বিষ্ণু পিতামহ
ব্রহ্মার প্রার্থনায় তাঁহাকে মধুর বাক্যে আদেশ করেন,
—হে মহাবাহো ! আপনি আমার আদেশে সরস্বতী
তীরে লোক সৃজন করুন, ভূতসংজ্ঞায় উপাদান,
পালন ও সংহার-ভার আপনার উপর ন্যস্ত
রহিল । ১—৭ । হে ভারত ! ভগবান ব্রহ্মা পদ্ম-

ভূকর্ণারদ এব চ। ১। যজ্ঞে প্রাচেতসো দক্ষা
মহাতেজাঃ প্রজাপতিঃ। দক্ষস্তাপি তথা জাতাঃ
পঞ্চাশদুহিতরোহনব। ১০। দদৌ স দশ ধর্ম্যায়
কশ্চপায় জয়োদশ। তদৈব স মহাভাগঃ সপ্তবিংশতি
মিস্তবে। ১১। রোহিণী নাম যা তাসাং মধ্যে তন্ত
নরাধিপ। অনিষ্টো সর্বনারীণাং ভর্তৃশ্চৈব বিশেষ
যতঃ। ১২। ততঃ সা পরমং কৃহা বৈরাগ্যাং নৃপ
সত্তম। আগতা নর্মদাতীরে চচার বিপুলং
তপঃ। ১৩। একরাত্রীশ্রুতাত্ত্ব যদুদাদশভিবেব
চ পক্ষমাসোপবাসৈশ্চ কশ্যপ্তীঃ কলেবরম্। ১৪।
আরাধ্যস্তী সততং মতিষাশুরনার্মিনীম্। দেবী
ভগবতীঃ তাত স দ্যাক্তির্বিনবারীণীম্। ১৫। স্নাত্বা
স্নাত্বা জপে নিত্যং নর্মদায়াঃ শুচিস্মৃতা। তদন্তরী
মহাভাগা দেবী নারায়ণী নৃপ। ১৬। প্রসন্না তে
মহাভাগে ব্রতেন নিয়মেন চ। এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং
রোহিণী শশিনঃ প্রিয়া। ১৭। যথা ভবামি ন
চিরাক্ষুধা ভবতু মানদে। এবমস্থিতি সা চোক্তা
ভবানী ভক্তবৎসলা। ১৮। স্তুষ্যমানা মুনিগণৈস্তত্রৈ

নাত বিষ্ণুর বাক্যে তদীয় প্রিয় কামনায় প্রাপ্ত
সপ্তবিংশগকে স্মরণ করিলেন; যথাক্রমে পুনস্তা, পুনহ,
ক্রতু, প্রাচেতস, বসিষ্ঠ, ত্রুক্ষ ও নারদ প্রাদুর্ভূত
হইলেন। মহাতেজা প্রজাপতি প্রাচেতস দক্ষ জন্ম
গ্রহণ করিলেন। হে অনঘ! দক্ষের পঞ্চাশৎ কুহিতা
জন্মে, অনন্তর মহাভাগ দক্ষ তদীয় কুহিতাগণের
মধ্যে ধর্ম্যকে দশ, কশ্চপকে জয়োদশ এবং চন্দ্রকে
সপ্তবিংশতি কক্ষা প্রদান করেন। হে নরাধিপ।
সপ্তবিংশতি চন্দ্রপত্নীর মধ্যে রোহিণী সপ্তভাগ্যবতী
বিশেষতঃ পতির প্রিয় ছিলেন না। হে নৃপসত্তম!
অনন্তর রোহিণীর পরম বৈরাগ্যা উদ্ভূত হয়।
তিনি নর্মদাতীরে আগমনপূর্বক বিপুল
তপস্বী করেন। রোহিণী একরাত্রি, দ্বিরাত্রি,
ষড়রাত্রি, দ্বাদশরাত্রি, ক্রমে পক্ষ, মাস—উপবাস
কারিয়া কলেবর কর্ষণ করত সর্বাধিনার্মিনী
দেবী ভগবতী মতিষাশুরনার্মিনীর আরাধনা
করিলেন। এই তাত। শুচিস্মৃতা রোহিণী নিত্য
নর্মদানীরে স্নান করিতেন। হে নৃপ! অনন্তর
মহাভাগা নারায়ণী রোহিণীর প্রতি প্রীতি হইলেন;
বলিলেন,—হে মহাভাগে! তোমার ব্রত ও
নিয়ম দর্শনে আমি প্রসন্না হইয়াছি। দেবীর
বাক্যশ্রবণে চন্দ্রপত্নী রোহিণী কহিলেন,—হে
মানদে! আমি যাহাতে পতির প্রিয় হইতে পারি,

বাস্তবধীয়ত। তদাপ্রভৃতি ততীর্থ রোহিণী শশিনঃ
প্রিয়া। ১৯। সজ্জাতা সর্বকালং তু বলতা নৃপসত্তম।
তত্র তীর্থে তু যা নারী নরো বা স্নাতি ভক্তিতঃ।
২০। বলতা জায়তে সা তু ভর্তৃশ্চৈব রোহিণী যথা।
তত্র তীর্থে তু যঃ কশ্চিৎপ্রাণত্যাগং করোতি বৈ।
২১। সপ্তজন্মানি দাম্পত্যবিরোগো ন ভবেৎ
কচিৎ। ২২।

ইতি শ্রীকান্দে রোহিণীসোমনাথতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং

নামাষ্টাদিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১০৮।

নবাধিশততমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেরূপাঙ্গ চক্র-
তীর্থমন্তুমম্। সেনাপুরমাত্মনাতং সর্বপাপকয়-
ন্বমম্। ১। সেনাপত্যাত্তিষেকায় দেবেদেবেন
চক্রিণা। আনীতশ্চ মহাসেনো দেবৈঃ সেনাপুরো-
গমৈঃ। ২। দানবানাং বধার্থায় জয়ায় চ দিবৌকসাম্।
ভূমিদানেন বিপ্রেক্ষাং স্পর্শয়া যথাবিধি। ৬। শম্ব-
ভেরৌনিমাদৈশ্চ পটহানাঞ্চ নিশ্বনৈঃ। বীণাবেণ্মদ-

অচিরে তাহা করুন। মুনিগণস্তুষ্যমানা ভক্তবৎসলা
ভবানী 'তাহাই হটক' কহিয়া অন্তর্দান করিলেন।
হে নৃপসত্তম! তদবধি রোহিণীতীর্থ বিখ্যাত
হইল। চন্দ্রপত্নী রোহিণীও স্বামীর সর্বকালবল্লভা
হইলেন। যে নারী বা নর রোহিণীতীর্থে ভক্তি-
পূর্বক স্নান করে, নারী রোহিণীর স্নায় পতি-
বল্লভা হয়। যে মানব রোহিণীতীর্থে প্রাণত্যাগ
করে, তাহার সপ্তজন্ম কদাচ দাম্পত্যবিরুদ্ধ
ঘটে না। ৮—২২।

অষ্টাদিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৮।

নবাধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহাপাল! অনন্তর
অনুত্তম চক্রতীর্থে গমন করিবে। এই সর্বপাপকয়-
ন্ব চক্রতীর্থ সেনাপুর নামে বিখ্যাত। বাসবপ্রমুখ
দেবগণসহ দেবদেব চক্রী দেবসেনাপতিহে অভিষে-
কার্য মহাসেন যদাননকে এই স্থানে আনয়ন কারিয়া-
ছিলেন। দানবগণের নিধন ও দেবগণের জয়
কামনায় যদাননের অভিষেক উৎসবে দ্বিজেন্দ্রগণকে
সখানিধি ধন দান ও শম্ব, ভেরী, পটহ, বীণা

ক্লেশ বান্ধবীশ্বরমঙ্গলৈঃ । ৪ । ততঃ কৃষ্ণা ননং ঘোরঃ
দানবো বলদর্পিতঃ । কুরুনাম বিঘাতার্থমভিষেকস্ত
চাগতঃ । ৫ । হস্তাশ্বরথপন্ত্যোঘৈঃ পুরয়নৈব দিশো
দশ । তত্র তেন মহদযুদ্ধং প্রবৃত্তং কিল ভারত ।
৬ । শক্ত্যাষ্টিপাশযুগলৈঃ খড়্গোস্তোমরটকণৈঃ ।
তলৈঃ কর্ণিকনারাটৈঃ কবচপটসঙ্কুলৈঃ । ৭ । ততস্ত
তা শক্রবলস্ত সেনাং কণেন চাপচ্যুতবাণঘাটৈঃ ।
বিধ্বস্তহস্তাশ্বরথায়হায়া জগ্রাহ চক্রং রিপুসম্ব-
নাশনঃ । ৮ । জলচ্চ চক্রং নিশিতং ভয়ঙ্করং
সুরাসুরাণাঞ্চ সুদর্শনং রণে । চক্ৰং দৈত্যস্ত
শিরস্তদানীঃ করাংপ্রযুক্তঃ মধুঘাতিনশ্চ তৎ । ৯ ।
তং দৃষ্ট্বা সহসা বিস্মমভিষেকে যত্নাননঃ । ত্যক্তা
তু তত্র সংস্থানং চ্চার বিপুলং তপঃ । ১০ । মুক্তঃ
চক্রং বিনাশায় হরিণা লোকধারিণা । হৃদলং দানবং
কৃষ্ণা পপাত বিমলে জলে । ১১ । তদা প্রভৃতি
ততীর্থং চক্রতীর্থমিতি শ্রুতম্ । সর্বপাপবিনাশায়
নির্ম্মিতং বিশ্বমূর্তিনা । ১২ । চক্রতীর্থে তু যঃ
স্নাত্বা পূজয়েদেবমচ্যুতম্ । পুণ্ডরীকস্ত যজ্ঞস্ত
কলমাপ্নোতি মানবঃ । ১৩ । তত্র তীর্থে তু যঃ

বেগু, যুদ্ধ ও বান্ধবী মঙ্গল ধ্বনি করা হয় । অনন্তর
বলদর্পিত কুরুনামক দানব ভীষণ নিনাদ করত
হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সেনায় দশকি পূর-
পূরিত করত যত্নাননের অভিষেকভঙ্গ কামনায়
সেনাপুরে উপনীত হয় । তখন দেবদানবের তুমুল যুদ্ধ
বাধে ; শক্তি, ঋষ্টি, পাশ, যুগল, খড়্গ, তোমর, তল,
কর্ণিক ও নরাচনিচয়ের টঙ্কারধ্বনি দ্বারা রণভূমি পূর্ণ
হয় । ক্রমে কবচগণের দেহে যুদ্ধস্থল সঙ্কুল হইয়া
উঠে । অনন্তর শক্রকুলনাশন অচ্যুতের চাপ-
চ্যুত শরাঘাতে কণকাল মধ্যে আরিসেনা বিনষ্ট
ও রথ, অশ্ব এবং হস্তিগণ বিধ্বস্ত হইল । মধুসূদন
চক্রধারণ ও দানবের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন ।
সুরাসুরভয়ঙ্কর প্রজলিত শাণিত চক্র সুদর্শন
রণে দানবের মস্তক দেহচ্যুত করিল । অনন্তর
যত্নানন স্বীয় অভিষেক সহসা বিস্মসঙ্কুল দেখিয়া
সেনাপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানে গমন করত
বিপুল তপস্তা করিলেন । এদিকে দৈত্যবধার্থ
লোকরক্ষক হরির করবিমুক্ত চক্র ও দানবের
দেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া বিমল জলে পতিত হইল ।
তদবধি এইতীর্থ চক্রতীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে ।
বিষ্ণু মানবগণের অধিল পাপবিনাশার্থ চক্রতীর্থ
নির্ম্মাণ করেন । যে মানব চক্রতীর্থে স্নান করিয়া

স্নাত্বা পূজয়েদ্রাক্ষণাক্ষভান । শান্তদাস্তজিত-
ক্রোধান স লভেৎ কোটিজং ফলম্ । ১৪ । তত্র
তীর্থেতু যো ভক্ত্যা ত্যজতে দেহমায়নঃ । বিষ্ণুলোকঃ
মুতো যাতি জয়শব্দাদিমঙ্গলৈঃ । ১৫ । ক্রৌড়যিহা
যথাকামং দেবগন্ধর্ব্বপূজিতঃ । ইহাগত্য চ ভূয়োহপি
জায়তে বিপুলে কুলে । ১৬ । এতৎ পুণ্যং পাপ-
হরং যজ্ঞং হুঃখপ্রণাশনম্ । কথিতস্তে মহাভাগ
ভূম্যচ্যুতকুণ্ড মে । ১৭ ।

ইতি শ্রীকান্দে চক্রতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম নবা-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১০২ ।

দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ধৌতপাপং ততো গচ্ছে-
মহাপাতকনাশনম্ । সমীপে চক্রতীর্থস্থ বিষ্ণুনা
নির্ম্মিতং পুরা । ১ । নিহতেদানবৈর্ঘোরের্দেবদেবো
জনাঙ্গনঃ । তৎপাপস্ত বিনাশার্থং দানবাস্তোভবস্ত
চ । ২ । তত্র তীর্থে জিতক্রোধশ্চ্চার বিপুলং তপঃ ।

অচ্যুতের পূজা করে, তাহার পুণ্ডরীকযজ্ঞের ফল
লাভ হয় । মানব চক্রতীর্থে স্নান এবং শান্ত দাস্ত
ও জিতক্রোধ সোম্য দ্বিজাতিগণের পূজা করিয়া
কোটিগুণ পুণ্যলাভ করে । যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক
চক্রতীর্থে তনুত্যাগ করে, সে দেহাবসানে মঙ্গলাবহ
জয়শব্দ উচ্চারণ করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় ;
দেবগন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া বিষ্ণুলোকে
যথেষ্ট ক্রৌড়া করে, পুনরায় এই সংসারে আসিয়াও
সে বিপুলকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । হে
মহাভাগ ! এই তোমার নিকট পাপহর হুঃখনাশন
ধন্য পুণ্য আখ্যান কীর্তন করিলাম, পুনরায়, আমার
নিকট অন্য এক পুণ্যখ্যান শ্রবণ কর । ১—১৭।

নবাধিকশততম অধ্যায়ঃ সমাপ্ত । ১০২ ।

দশাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর মহাপাতকনাশন
বিধৌতপাপ তীর্থে গমন করিবে । এই তীর্থ
পূর্ব্বকালে বিষ্ণুকর্তৃক নির্ম্মিত হয় ও ইহা শক্রতীর্থ-
সমীপে বিদ্যমান । পূর্বে দেবদেব, জনাঙ্গন যুদ্ধে
ভীষণ দানবগণকে নিহত করিয়া দানববধজনিত
পাপনাশার্থ এই তীর্থের নির্ম্মাণ করেন । তিনি

হুচরং মৌনমাহার্য হুশক্যং দেবদানবৈঃ । ৩ ।
স্বাস্থ্য দ্বা দ্বিজাতিভ্যো দানানি বিবিধানি চ । তৎ-
কণামুক্তপাপস্ত গত্যন্তৈকবং পদম্ । ৪ । এবং
যুক্তস্ত যন্তপাপঃ কৃশা শুদাক্ষণম্ । স্বাস্থ্য জপ্তা
বিধানেন মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ । ৫ ।

ইতি ত্রীকান্দে ধৌতপাপতীর্থমাহার্যাবর্ণনং নাম
দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১১০ ।

একদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । নম্রদাদক্ষিণে কূলে তীর্থে
পরমশোভনম্ । স্বন্দেন নিশ্চিতং পূৰ্ণং তপঃ কৃশা
শুদাক্ষণম্ । ১ । যুধিষ্ঠির উবাচ । স্বন্দস্ত চরিতং
সৰ্বমাজন্য দ্বিজসত্তম । তীর্থস্ত চ বিধিঃ পুণ্যঃ
কথয়স্ব যথার্থতঃ । ২ । ত্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । দেব-
দেবেন বৈ তপ্তং তপঃ পূৰ্ণং যুধিষ্ঠির । বিজ্ঞপ্তেন
শুরৈঃ সৰ্বৈকমা দেবী বিবাহিতা । ৩ । নাস্তি সেনা-
পতিঃ কশ্চিদেবানাং শুরসত্তম । নীয়ন্তে দানবৈ-

ক্রোধহীন ও মোন্য হইয়া এই স্থানে বিপুল তপস্বী
করিয়াছিলেন। তিনি যে তপস্বী করেন, কোন
দেব দানব একপ তপস্বী করিতে সমর্থ নহেন।
এই বিধৌতপাপ তীর্থে স্নান করিয়া দ্বিজাতিগণকে
বিবিধ দান করিলে মানব সদ্য পাপমুক্ত হইয়া
পরম বৈকুণ্ঠপদে গমন করে। যে ব্যক্তি এ তীর্থে
স্নান করিয়া যথাবিধি জপ করে, সে শুদাক্ষণ পাপ
করিয়াও অখিল পাপ হইতে মুক্ত হয় ও বিষ্ণুর
পরমপদে মিলিত হইয়া থাকে। ১—৫ ।

দশাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১০ ।

একাদশাধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—পূর্বে স্বন্দ শুদাক্ষণ
তপস্বী করিয়া নম্রদার দক্ষিণকূলে পরমশোভন
স্বন্দতীর্থে প্রতিষ্ঠা করেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা
করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! স্বন্দের জন্ম হইতে
অখিলচরিত ও তৎপ্রসঙ্গে এই পুণ্য তীর্থের বিধি
ও ফল যথাযথ বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—
হে যুধিষ্ঠির! পূর্বকালে দেবগণের প্রার্থনায় দেব-
দেব তপস্বী করিয়া উমাদেবীকে বিবাহ করিয়া-
ছিলেন; দেবগণ প্রার্থনা করেন,—হে শুরসত্তম!

গৌরৈঃ সৰ্বৈ দেবাঃ সবাসবাঃ । ৪ । যথা নিশা
বিনা চন্দ্রং দিবসো ভাস্করং বিনা । ন শোভতে
মুহূর্তং বৈ তথা সেনা বিনায়কা । ৫ । এবং জ্ঞাত্বা
মহাদেব পরয়া দয়য়া বিভো । সেনানী দীযতাং
কশ্চিচ্ছ্রীষু লোকেষু বিজ্ঞতঃ । ৬ । এতচ্ছ্রীষা শুভং
বাক্যং দেবানাং পরমেশ্বরঃ । কাময়ান উমাং দেবীং
সম্মার মনসা শ্রবম্ । ৭ । তেন মুচ্ছিতসৰ্ব্বাঙ্গঃ
কামরূপো জগদ্গুরুঃ । কাময়ামাণ কন্দ্রাণীং দিব্যং
বর্ষশতং কিল । ৮ । দেবরাজস্ততো জ্ঞাত্বা মহা-
মৈথুনগং হ্রস্বম্ । সম্মত্ব্য দৈবতৈঃ সার্কং প্রৈষয়-
জ্ঞাতবেদসম্ । ৯ । তেন গত্বা মহাদেবঃ পরমা-
নন্দসংস্থিতঃ । সহসা তেন দৃষ্টোহসৌ হাহেতু্যক্কা
সমুখিতঃ । ১০ । ততঃ ক্রুদ্ধা মহাদেবী শাপবাচ-
যুবাচ হ । বেপমানা মহারাজ শৃণু যন্তে বদাম্যহম্ ।
১১ । অহং যস্মাৎ শুরৈঃ সৰ্বৈর্বাচিতা পুত্রজন্মনি ।

আমাদের সেনাপতি নাই, ভীষণ দানবগণ সবাসব,
শুরগণকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। হে
মহাদেব! আমাদের সেনা নাই, আমরা বি-নায়ক
হইয়াছি। নিশাপতিহীন নিশার যেরূপ শোভা
থাকে না, দিবাকররহিত দিবা যেরূপ শোভা
পায় না, নায়কহীন সেনাও তজপ মুহূর্ত মাত্র
শোভিত হয় না। হে প্রভো! আপনি পরম
রূপাবান; আমাদের এই ভৃদ্ধশা বিদিত হইয়া
দয়া করিয়া আমাদের জন্মের বিবিধ বিজ্ঞত সেনা-
পতি প্রদান করুন। অনন্তর পরমেশ্বর শুরগণের
এই শুভাবহ বাক্য শ্রবণপূর্বক দেবী উমাকে
কামনা করিয়া মনে মনে শ্রবকে শ্রবণ করিলেন।
শ্রবণমাত্র দেবদেহে মদনের আবির্ভাব হইল।
কামরূপ জগদ্গুরু মন্থখাবেশে মুচ্ছিতপ্রায় হইয়া
কন্দ্রাণীর সাহিত দিব্য শতবৎসর রমণ করিলেন।
দেবরাজ জানিলেন,—মহাদেব মহামৈথুনে মগ্ন
হইয়াছেন। তিনি শুরগণের সাহিত নম্রাক্ষ মন্ত্রণা
করিয়া প্রভুর সমীপে পাবককে প্রেরণ করিলেন।
পাবক মহাদেবসমীপে উপনীত হইয়া দোহিলেন,—
মহাদেব! পরমানন্দনিমগ্ন বাহিয়াছেন। মহাদেব ও
সহসা পাবককে অবলোকন করিয়া হাস্যকার শব্দ
রাতিবিরের পারিত্যাগপূর্বক উখিত হইলেন। ১—১০।
এদিকে দেবীও ক্রুদ্ধা হইয়া কাম্পিতদেহে
জাতবেদাকে অভিশাপবাণী প্রদান করিলেন।
১১ মহারাজ! দেবী জাতবেদাকে যে অভিশাপ

কৃত্য রতিষ্ঠ বিফলা সম্প্রদায় জাতবেদসম্ ॥ ১২ ॥
 তস্মাৎ সৰ্বে পুত্রহীনা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ । হরে-
 ণোক্তস্ততো বহিরম্মাকং বীজমাবহ ॥ ১৩ ॥ যথা
 ভবতি লোকেষু তথা হং কর্তুমর্হসি । মম
 জেতুয়া শক্যঃ গৃহীতুঃ সুরসত্তম । দেব-
 কাগ্যার্থসিদ্ধার্থঃ নাস্তি শক্ণো জগদ্রয়ে ॥ ১৪ ॥
 অগ্নিকবাচ । তেজসস্তব মে তেজঃ । শক্তিধারণে
 বিভো । কৰোতি তস্মাৎ সৰ্বং ত্রৈলোক্যং
 সচরাচরম্ ॥ ১৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ । উদরস্থেন
 বীজেন যদি তে জায়তে কজা । তদা ক্ষিপস্ব
 তন্তেজো গঙ্গাতোয়ে হতাশন ॥ ১৬ ॥ এবমুক্তা
 মহাদেবো অমোঘঃ বীজমুত্তমম্ । হব্যবাহমুখে সধঃ
 প্রক্ষিপ্যাস্তরধীয়ত ॥ ১৭ ॥ গতে চাদশনং তদা
 দহমানো হতাশনঃ । গঙ্গাতোয়ে বিনিক্ষিপ্য জগাম
 স্বর্নবেশনম্ ॥ ১৮ ॥ অসহস্তো তু তন্তেজো গঙ্গায়া
 স্মরিত্যে বরা । শরশব্দে বিনিক্ষিপ্য জগামাশু
 যথাগতম্ ॥ ১৯ ॥ তত্র জাতস্ত তদুদ্ভূত সর্পে দেবো

করিয়াছিলেন, তোমার নিকট বলিহেছি, এবং
 কর, দেবী বলেন,- আমি দেবগণ কর্তৃক পুত্রার্থ
 প্রার্থিতা হইয়া রতি করিঃ তাঁহাদিগকে, এক্ষণে পাবককে
 আমার সমীপে প্রেরণ করিয়া দেবগণ আমার এই
 রাত নিফল করিয়াছেন; মহাদেব আমার শাপে
 সুরগণ তনয়হীন হইবেন, তাহা নাই। অনন্তর
 দেবীর বাক্যের অবসান হইলে হর হতাশনকে
 কহিলেন,—দেবকার্য্যাসিকির জন্য তুমি আমার
 বীর্ঘ্য বহন কর। হে সুরসত্তম! ত্রিলোকমধো
 তুমিই আমার বীর্ঘ্যধারণে সমর্থ। তুমি ভিন্ন
 ত্রিজগতে এই বীর্ঘ্যধারণে সমর্থ অন্য কেহই
 নাই। অগ্নি কহিলেন,—হে বিভো! আপনার
 হেজে সচরাচর ত্রিলোক দহ হয়, এই তেজ
 ধারণ করিতে পারি, আমার এমন কি শক্তি
 আছে? ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে হতাশন!
 যদি এই বীর্ঘ্য তোমার উদরস্থ হইয়া পৌত্র
 উৎপাদন করে, তবে তুমি বীর্ঘ্য জহুবীজনে
 নিক্ষেপ করিও। মহাদেব জাতবেদকে এইরূপ
 বাক্যে তদীয় বদনে অনুরক্ত অমোঘবীর্ঘ্য নিক্ষেপ
 পুত্রক অঙ্কন করিলেন। দেবদেব অন্তর্ধান
 করিলে হতাশন বীর্ঘ্যযাত্রনায় দহমান হইয়া সেই
 বীর্ঘ্য গঙ্গাজলে নিক্ষেপপুত্রক স্বধামে গমন করি
 লেন। সরিৎবরা গঙ্গা তেজোধারণে সম
 হইলেন না। তিনিও শরবণে বাবা পরিত্যাগপুত্রক

সবাসবাঃ । কৃত্তিকাঃ প্রেমামাসুঃ স্তম্ভং পায়য়িতুং
 তদা ॥ ২০ ॥ দৃষ্ট্বা তা আগতাঃ সর্বা গঙ্গাগর্ভে
 মহামতেঃ । যগ্মুখঃ যগ্মুখো ভূত্বা পিপাসুরপিবৎ
 স্তনম্ ॥ ২১ ॥ জাতকর্মাণ্যাদিসংস্কারান্ বেদোক্তান পদ্ম-
 সত্তবঃ । চকার সর্গান রাজেন্দ্র বিধিদৃষ্টেন
 কৰ্ম্মণা ২২ ॥ যগ্মুখাৎ যগ্মুখো নাম কার্ত্তিকেশ্ব
 কৃত্তিকাৎ । কুমারশ্চ কুমারদাদগঙ্গাগর্ভে-
 হগ্নিজোহপরঃ ॥ ২৩ ॥ এবং কুমারঃ সন্ততো
 হনধীত্য স বেদবিৎ । শাস্ত্রাণ্যনেকানি বেদ
 চচার বিপুলং তপঃ ॥ ২৪ ॥ দেবারণ্যেযু সর্বেষু
 নদীষু চ নদেষু চ । পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি
 সমুদ্রাদ্যানি ভারত ॥ ২৫ ॥ ততঃ পৰ্য্যায়যোগেণ
 বর্ষদাতটমাশ্রিতঃ । নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে চচার
 বিপুলং তপঃ ॥ ২৬ ॥ ঋগ্‌যজুঃসামবিহিতং জপন
 জাপ্যমহনিশম্ । ধ্যায়মানো মহাদেবঃ শুচিধর্ম্মনি-
 সত্ততঃ ॥ ২৭ ॥ ততো বর্ষসহস্রান্তে পূর্ণে দেবো
 মহেশ্বরঃ । উময়া গৃহীতঃ কালো তদা বচনমববীৎ ॥

নিজস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই শরবণে শিশুর
 জন্ম হইল। সবাসব সুরগণ মন্ত্রণা করিয়া শিশুর
 স্তন্যপানার্থ কৃত্তিকাদিগকে প্রেরণ করিলেন। কৃত্তি-
 কারা বালকের সম্মুখে উপনীত হইলেন। মহামতি
 পিপাসু শিশুও যগ্মুখ বিস্তার করিয়া বটুকৃত্তিকার
 স্তন্যপান করিলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর পদ্মযোনি
 সন্তাননের যথাবিধি বেদোক্ত জাতকর্মাণ্যাদি অগ্নিল
 সংস্কার-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। তাঁহার ছদ্মখানি
 মুগ হইয়াছিল একান্ত স্তানন, কৃত্তিকাপানিত বলিয়া
 কার্ত্তিকেশ্ব, কুমারই হেতু কুমার এবং গঙ্গাগর্ভে
 হতাশনপরিহৃত্ত বীর্ঘ্য হইতে জন্ম একান্ত অগ্নিজ,
 এই কয়টি নাম নির্দিষ্ট হইল। হে ভারত! এই
 রূপে কুমারের জন্ম হইলে, তিনি অধ্যয়ন না
 করিয়াও বেদজ্ঞ ও বক্তৃশালু হইলেন। তাবপর
 বিপুল তপশ্চা করিলেন এবং দেবারণ্য, সমুদ্র,
 নদ, নদী প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ
 পর্য্যায়কমে পর্যটন করিয়া অবশেষে নর্ম্মদাতীরের
 আশ্রয় লইলেন। এখানেও তিনি শুচি হইয়া
 নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে বিপুল তপশ্চা করিলেন,
 অর্হর্নশ ঋগ্‌, যজু ও সামবিহিত জাপ্য মন্ত্রনিচয়
 জপ করত মহাদেবের ধ্যানে রত রহিলেন,
 তপশ্চায় তাঁহার শরীর বিশুদ্ধ হইল,—সর্গশরীরের
 শিরাজাল সুপরিষ্কৃত হইয়া উঠিল ॥ ২৭ ॥ এইরূপ
 তপশ্চায় তাঁহার সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে, মহেশ্বর

২৮। ঈশ্বর উবাচ। অহং তে বরদস্তাত গৌরী
মাতা পিতা হুহম্। ঈরং কৃণীষ যচ্চৈব যচ্চেষ্টং
ত্রিষু হুহুভম্। ২৯। ষণ্মুখ উবাচ। যদি তুষ্টো
মহাদেব উময়া সহ শকর। বৃণোমি মাতাপিতরৌ
নাত্মা গতির্মতির্মম। ৩০। এবচ্ছুহা শুভং বাক্যঃ
পুত্রস্ত বদনাচ্চ্যুতম্। তথৈতু্যক্তা তু শ্বেহেন
প্রেমণা তং পরিষম্ভজে। ৩১। ততস্তং 'মুর্খ্যুপাভ্রায়
হ্যামেয়োবাঃ শকরঃ। ৩২। ঈশ্বর উবাচ।
অক্ষয়শ্চাব্যশ্চৈব সেনানীশ্বঃ ভবিষ্যসি। ৩৩।
শিখী চ তে বাহনং দিব্যরূপো দন্তোময়া শক্তিধরস্ত
সচ্ছো। সুরাসুরদীংশ্চ জয়েতি চোক্তা জগাম
কৈলাসবরং মহাত্মা। ৩৪। গতে চাদর্শনং দেবে
তদা স শিখিবাহনঃ। স্থাপয়িত্বা মহাদেবং জগাম
সুরসমিধৌ। ৩৫। তদাপ্রভৃতি ততীর্থং স্বন্দতীর্থ-
মিতি ক্ষতম্। সর্বপাপহরং পুণ্যং মর্ত্যানাং তুবি
হুহুভম্। ৩৬। তত্র তীর্থে তু যো রাজন্ ভক্ত্যা

শ্রীত হইলেন। তিনি যথাকালে উমার সহিত
কুমারসমীপে আগমনপুষ্টক কহিতে লাগিলেন।
ঈশ্বর কহিলেন,—হে তাত! আমি তোমার বরদ
পিতা, আর এই গৌরী তোমার মাতা, তুমি
ত্রিলোকহুল্লভ অভ্যষ্ট বর প্রার্থনা কর। বসানন
কহিলেন,—হে মহাদেব! আপনি লোকেশ্বর;
যদি উমার সহিত আমার প্রতি শ্রীত হইয়া
থাকেন, তবে আমার প্রার্থনা এই যে, আপনা-
দের প্রতিই যেন আমার মতি-গতি থাকে।
পিতা-মাতা ভিন্ন অন্য কিছুতেই যেন আমার
মতি-গতি আসক্ত না হয়। সহোম শকর, পুত্রের
বদনবিচ্ছাত এই শুভাবহ বাক্য শ্রবণপুষ্টক
'তাহাই হউ' বলিয়া শ্বেহ ও প্রেমভরে কুমারকে
মলিঙ্গন করিলেন এবং তাহার কুমারের মস্তক
আশ্রয় করিয়া বালিতে লাগিলেন। শকর কহি-
লেন,—তুমি সুবর্ণগণের অক্ষয় অব্যয় সেনানী
হইবে। তুমি শাক্ত্যের ও আতি মনোহররূপী
হইবে, তোমার বাহনগর্ভ উমা তোমায় মগর
প্রদান করিলেন, তুমি সমরে সুরাসুর জয় করিবে।
মহাত্মা মহাদেব কাঁতকেন্দ্রকে এইরূপ কহিয়া কৈলাস
শৈলে চলিয়া গেলেন। দেবদেব অদর্শন হইলে
শিখিবাহন সন্ধাননও সেখানে শকরালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করিয়া সুরগণসমীপে গমন করিলেন। তদবধি
এই তীর্থ স্বন্দতীর্থ নামে প্রখ্যাত হইল। এই স্বন্দ-
তীর্থ কিত্তিলে মর্ত্য মানবগণের হুল্লভ ও সর্ব-

স্বাহার্কয়েচ্ছিবম্। গন্ধমালাভিষেকৈশ্চ যাজ্ঞিকঃ
স নতেৎ ফলম্। ৩৭। স্বন্দতীর্থে তু যঃ
স্বাহা পূজয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। তিলমিশ্রেন তোষেন
তস্ত পুণ্যফলং শৃণু। ৩৮। পিণ্ডদানেন চৈকেন
বিধিযুক্তেন ভারত। দ্বাদশাদানি তুষ্যন্তি
পিতরৌ নাত্র সংশয়ঃ। ৩৯। তত্র তীর্থে তু
রাজেন্দ্র শুভং বা যদি বাঙতম্। ইহ লোকে
পরে চৈব তৎসর্বং জায়তেহক্ষয়ম্। ৪০।
তত্র তীর্থে তু যঃ কশ্চিৎ প্রাণত্যাগং করিষ্যতি।
শাস্ত্রযুক্তেন বিধিনা স গচ্ছেচ্ছিবমন্দিরম্। ৪১।
কল্পমেকং বসিত্বা তু দেবগন্ধর্বপূজিতঃ। স
ভারতবর্ষে তু জায়তে বিমলে কূলে। ৪২। বেদ-
বেদাঙ্গতত্ত্বজঃ সর্বব্যাবিধিবর্জিতঃ। জীবৈর্ষশতঃ
সাগ্রং পুত্রপৌত্রসমধিতঃ। ৪৩। ইদং তে কথিতং
রাজন্ স্বন্দতীর্থস্তা সম্ভবম্। ধন্যং যশস্তমায়ুৰ্য্যং
সর্বহংখয়মুত্তমম্। সর্বপাপহরং পুণ্যং দেবদেবেন
ভাসিতম্। ৪৪।

ইতি শ্রীহান্দে স্বন্দতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকা-
দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১১১।

পাপহর। হে রাজন! যে মানব স্বন্দতীর্থে স্বান
করিয়া গন্ধমালা প্রদান ও অভিষেকক্রিয়া দ্বারা
ভীকৃপুষ্টক শিব পূজা করে, তাহার যাগফল লাভ
হয়। যে নর স্বন্দতীর্থে স্বান করিয়া তিলমিশ্র
জল দ্বারা পিতৃদেবগণের পূজা করে, তাহার
পুণ্যফল শ্রবণ কর। হে ভারত! এখানে বিধি-
পুষ্টক একটা পিণ্ড প্রদত্ত হইলেও পিতৃগণ দ্বাদশ-
ব্যাবিকা ভূক্তি লাভ করেন। সন্দেহ নাই। হে
রাজসকল! কি শুভ, কি অশুভ, এ তাই যে
কোন কার্যই করা হয়, ইহ-পরলোকে তৎসমস্ত
অক্ষয় হইয়া থাকে। যে মানব শাস্ত্রানির্দিষ্ট বিধিদৃষ্টে
স্বন্দতীর্থে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাহার শিব
মন্দিরে গতি হয়। তান দেবগন্ধর্বগণ কর্তৃক
পূজিত হইয়া শিবলোকে কল্পকাল বাস করেন;
তারপর এই ভারতবর্ষে বিমল কূলে তাহার --
হয়। এজন্মেও তিনি সর্বব্যাবিধিবর্জিত হন;
বেদবেদাঙ্গের তত্ত্ব জানিতে পারেন এবং পুত্র-
পৌত্রগণের সহিত কাকিদিক শতবৎসর জীবিত
থাকেন। হে রাজন! এই তোমার নিকট স্বন্দ-
তীর্থে উৎপাদিত কথিত হইল। দেবদেব বলিয়া-

দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র
তীর্থমাক্ষিরসসঙ্গত । উত্তরে নন্দদাক্ষ্যে সর্গপাপ-
বিনাশনম্ ॥ ১ ॥ পুরাসীদক্ষিরা নাম ব্রাহ্মণো বেদ-
পারগঃ । পুত্রহেতোর্ভুগস্তাদৌ চচার বিপুলং
তপঃ ॥ ২ ॥ নিতাং ত্রিষবগ্নায়ী জপন দেবং
সনাতনম্ । পূজয়ন্ত মহাদেবং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ ॥
৩ ॥ দ্বাদশাদে ততঃ পূর্ণে তুতোষ পরমেশ্বরঃ ।
বরেণ চন্দ্রায়ামাস দ্বিজমাক্ষিরসং বরম্ ॥ ৪ ॥ বরে
স তু মহাদেবং পুত্রং পুত্রবতাং বরম্ । বেদবিদ্যা-
ব্রতশ্রুতিং সর্গশাস্ত্রবিশারদম্ ॥ ৫ ॥ দেবানাং মঙ্গিণং
রাজন্ সর্বলোকেষু পূজিতম্ । ব্রহ্মলক্ষ্মীঃ সদা-
বাসমক্ষয়ঃ চাব্যয়ং স্মৃতম্ ॥ ৬ ॥ তথাভিলষিত
পুত্রঃ সর্গবিদ্যাশিষারদঃ । তবিষ্যতি ন সন্দেহ-

ছেন,—অনুত্তম পুত্র সন্দতীর্থ ধন্য, যশস্বী, আয়ুস্বী,
সর্গজগৎ ও অগ্নিপাপনাশন । ২৮—৪৪ ।

একাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১১ ।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
অনুত্তম অক্ষিরস তীর্থে গমন করিবে । এই
তীর্থ সর্গপাপবিনাশন ও ইহা নন্দদাক্ষ্য উত্তর-
তীর্থে বিদ্যমান । পূর্বকালে আদিযুগে অক্ষিরা
নামে বেদপারগ এক বিপ্র ছিলেন । তিনি
পুত্রার্থে হইয়া বিপুল তপস্বী করিয়াছিলেন । তিনি
প্রত্যহ ত্রিষবগ্নায়ী হইয়া সনাতন শঙ্করমন্ত্র জপ
ও কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি দ্বারা মহাদেবের পূজা করি-
তেন । এইরূপ তপস্বায় দ্বিজবর অক্ষিরার
দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইল । তারপর পরমেশ্বর
তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদান করত প্রবোধিত
করিলেন । হে রাজন্ ! তখন অক্ষিরা মহা-
দেবকে কহিলেন,—আপনি পুত্রবান্দিগের অগ্রণী,
আমার বেদবিদ্যাসম্পন্ন ব্রতশ্রুতি সর্গশাস্ত্র-
বিশারদ, অগ্নিলোকপুঞ্জিত অক্ষয় অবায
এক পুত্র হউক । আমার তনয় দেবমন্ত্রী হইবে
ও ব্রহ্মহুতি তাহার দেহে সত্ত্ব বিদ্যমান
থাকিবে । হর উত্তর করিলেন,—তোমার অতি
লাভ পূর্ণ হইবে । তুমি বেদবেদাঙ্গপারগ অতীষ্ট
তনয় লাভ করিবে, সন্দেহ নাই । হর অক্ষিরাকে

শৈবমুক্তা যযৌ হরঃ ॥ ১ ॥ বরৈরক্ষিরসশচাপি
বৃহস্পতিরজায়ত । যথাভিলষিতঃ পুত্রো বেদবেদাঙ্গ-
পারগঃ ॥ ৮ ॥ জাতে পুত্রেন্দ্রিয়ান্তত্ব স্থাপয়ামাস
শঙ্করম্ । হৃষ্টতুষ্টমনা ভূত্বা জগামোত্তরপর্বতম্ ॥ ৯ ॥
তত্র চাক্ষিরসে তীর্থে যঃ শ্রাদ্ধা পূজয়েচ্ছিবিম্ । সর্গ-
পাপবিনির্মুক্তো কুচ্ছ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ১০ ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধনমাপুয়াৎ । ইচ্ছতে
যশস্বী যঃ কামং স তং লভতি মানবঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় অক্ষিরসতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র
কোটিতীর্থমনুত্তমম্ । ঋষিকোটির্গতা তত্র পরাং
সিদ্ধিমুপাগতা ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ শ্রাদ্ধা
ভোজয়েদ্ভ্রাহ্মণান্ শুচিঃ । একস্মিন্ ভোজিতে
বিপ্রে কোটিভবতি ভোজিতা ॥ ২ ॥ তত্র তীর্থে
তু যঃ শ্রাদ্ধা পূজয়েৎ পিতৃদেবতাঃ । পূজিতে তু
মহাদেবে বাজপেয়কলং লভেৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় কোটিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৩ ॥

এইরূপ বরদান করিয়া অন্তর্দান করিলেন । হরের
বরে অক্ষিরার বেদবেদাঙ্গপারগ অতীষ্ট তনয়
লাভ হইল । এই তনয়ের নাম হইল বৃহস্পতি ।
তনয়লাভে অক্ষিরা হৃষ্ট-তুষ্ট হইয়া শঙ্করলিঙ্গ
স্থাপনপূর্বক উদ্বৈপত্যে গমন করিলেন । যে
মানব সেই অক্ষিরস তীর্থে গমন করিয়া শিবের
পূজা করে, সে সর্গপাপবিনুস্ত হইয়া কুচ্ছ্রলোকে
উপনীত হয় । এই তীর্থপ্রভাবে অপুত্র পুত্র প্রাপ্ত হয়,
নির্ধন ধন লাভ করে, এমন কি যে যে কামনা
করে, তাহার সে কামনা পূর্ণ হয় । ১—১১ ।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১২ ।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
অনুত্তম কোটিতীর্থে গমন করিবে । এ তীর্থে
কোটি ঋষি পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । যে
শুচি মানব কোটিতীর্থে গমন করিয়া একজন ব্রাহ্মণকে
ভোজন করায়, তাহার কোটিব্রাহ্মণভোজনের

চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেদু রাজেন্দ্র
তীর্থং পরমশোভনম্ । অযোনিজং মহাপুণ্যং
সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১ ॥ অযোনিজে নরঃ শ্রাদ্ধা
পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ । পিতৃদেবার্চনং কৃৎস্না মুচ্যতে
সর্বকিঞ্চিৎ ॥ ২ ॥ তত্র তীর্থে তু বিধিনা প্রাণত্যাগং
করোতি যঃ । স কদাচিন্নহারাজ যোনিহারঃ ন
পশ্যতি ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীমাদ্ভৈরবোনিমন্তবতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহারাজ তীর্থ-
মাক্ষারকং পরম্ । রূপদং সর্বলোকানাং বিস্তৃতং
নর্মদাতটে ॥ ১ ॥ অক্ষারকে রাজেন্দ্র পুরা তপ্তং
তপঃ কিল । অর্কুদঞ্চ নিখরুঞ্চ প্রযুতং বর্ষসংখ্যয়া ॥

কললাভ হয় । যে মানব কোটিতীর্থে গ্নান করিয়া
পিতৃদেবগণের তর্পণ ও মহাদেবের পূজা করে,
তাহার বাজপেয়্যাগকল লাভ হয় ॥ ১—৩ ॥

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৩ ॥

চতুর্দশাধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
সর্বপাপনাশক পরমপাবন মহাপুণ্য অযোনিজ তীর্থে
গমন করিবে । মানব অযোনিজতীর্থে গ্নান, পিতৃ-
গণের তর্পণ ও পরমেশ্বরের পূজা করিয়া অখিল
কলুষ হইতে মুক্ত হয় । হে মহারাজ ! অযোনিজ
তীর্থে যথাবিধি তনুত্যাগ করিলে, তাহার কদাচ
যোনিদর্শন হয় না ॥ ১—৩ ॥

চতুর্দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—হে মহারাজ ! অনন্তর
উত্তম আক্ষারক তীর্থে গমন করিবে । এই তীর্থ
রূপদ, ত্রিলোকবিখ্যাত এবং নর্মদাতীরে অবস্থিত ।
হে রাজেন্দ্র ! পুরাকালে মঙ্গল এই তীর্থে তপস্তা

২ । ততস্তো মহাদেবঃ পরয়া কৃপয়া নৃপ ।
প্রত্যক্ষদশৌ ভগবানুবাচ কিত্তিনন্দনম্ ॥ ৩ ॥
বরদোহস্মি মহাভাগ ত্বলভং ত্রিদশৈরপি । বরং
দাস্তাম্যহং বৎস ক্রহি যন্তে বিবক্ষিতম্ ॥ ৪ ॥
অক্ষারক উবাচ । তব প্রসাদাদ্বেশ সর্বলোক-
মহেশ্বর । গ্রহমধ্যগতো নিত্যং বিচরামি নভস্তলে ॥
৫ ॥ যাবদ্ধরাধরো লোকে যাবচ্ছন্দ্রদিবাকরো ।
নদ্যো নদাঃ সমুদ্রাশ্চ বরো মে চাক্ষরো ভবেৎ ॥
৬ ॥ এবমস্থিতি দেবেশো দত্ত্বা বরমমুত্তমম্ ।
জগামাক্ষমাশ্রিত বন্দ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ৭ ॥
ভূমিপুত্রস্ততস্তস্মিন স্থাপয়ামাস শঙ্করম্ । গতঃ
সুরালয়ে লোকে গ্রহভাবে নিবেশিতঃ ॥ ৮ ॥
তত্র তীর্থে তু যঃ শ্রাদ্ধা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ।
হতহোমো জিতক্রোধঃ সোহমমেধকলং লভেৎ ॥
৯ ॥ চতুর্থাক্ষারকে যন্ত শ্রাদ্ধা চাত্যর্চয়েদ্
গ্রহম্ । অক্ষারকং বিধানেন সপ্তজন্মানি ভারত ॥
১০ ॥ দশযোজনবিস্তীর্ণে মণ্ডলে রূপবান্ ভবেৎ ।

করিয়াছিলেন । তিনি ক্রমে অর্কুদ, নিখরু ও প্রযুত
বৎসর তপস্তা করিলেন । পরম কৃপানু ভগবান্
মহাদেব মঙ্গলের প্রতি শ্রীত হন এবং সেই কিত্তি-
তনয়ের প্রত্যক্ষ সুপাগত হইয়া বলেন,—হে
মহাভাগ ! আমি বরদানার্থ আগমন করিয়াছি,
তুমি বর প্রার্থনা কর । তোমার অভীষ্টবর
ত্রিদশদুর্লভ হইলেও আমি তাহা দান করিব ।
অক্ষারক কহিলেন,—হে সর্বলোক-মহেশ্বর ! আমি
আপনার প্রসাদে গ্রহগণের মধ্যগত হইয়া আকাশ-
মণ্ডলে বিচরণ করিব । হে দেবেশ ! পৃথিবীতে
যতকাল ধরাধর মেরু বিদ্যমান থাকিবে, যত দিন
দিনকর ও নিশাকর আকাশে উদ্ভিত হইবেন এবং
যত দিন নদ, নদী ও সমুদ্র বিদ্যমান থাকিবে, তত
দিন আমার প্রার্থিত বর যেন অক্ষয় হইয়া থাকে ।
অনন্তর দেবেশ ‘তথাস্থ’ বলিয়া অক্ষারককে মনুগ্রম
বরদান করত আকাশ পথে প্রস্থান করিলেন । তখন
সুরাসুরগণ তাঁহাকে বন্দনা করিতে লাগিলেন । ভূমি
তনয় অতঃপর তথায় শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন ও
গ্রহভাব প্রাপ্ত হইয়া সুরালয়ে চলিয়া গেলেন । যে
জিত ক্রোধ অগ্নিশোভী দ্বিজ আক্ষারক তীর্থে গ্নান
করিয়া পরমেশ্বরের পূজা করেন, তাহার অমমেধ
যজ্ঞের ফললাভ হয় । যে মানব চতুর্থীযুক্ত কুজবারে
আক্ষারক তীর্থে যথাবিধি গ্নান করিয়া কুজগ্রহের
পূজা করে, সে ভারত । সে সপ্তজন্ম রূপবান্ হয়,

তত্রৈব তু যতো জন্তুঃ কামতোহকামতোহপি বা
কুদ্রস্তানুচরো ভৃশা তেনৈব সহ মোদতে । ১১ ।

ইতি শ্রীকান্দে আঙ্গারকতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১১৭ ।

ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । পাণ্ডুতীর্থং ততো গচ্ছেৎ
সৰ্বপাপবিনাশনম্ । তত্র স্নাত্বা নরো রাজানুচাতে
সৰ্বকিৰিষেঃ । ১ । তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা
দাপয়েৎ কাকনং শুচিঃ । ক্রণহত্যাदिপাপানি
নশ্বন্তে নাত্ৰ সংশয়ঃ । ২ । পিণ্ডোদকপ্রদানেন
বাজপেয়ফলঃ লভেৎ । পিতরঃ পিতামহাশ্চ নৃত্যন্তে
চ প্রহৰিতাঃ । ৩ ।

ইতি শ্রীকান্দে পাণ্ডুতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১১৮ ।

ভূমণ্ডলে দশযোজন বিস্তীর্ণ স্থলে তাহার জায় রূপবান
থাকে না । কামতই হউক কিংবা অকামবশেই
হইক, আঙ্গারকতীর্থে যে জন্তু জীবন ত্যাগ করে,
সে কুদ্রান্তর হইয়া কুদ্রসহ আমোদপ্রমোদে বাস
করে । ৭—১১ ।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৭ ॥

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর সৰ্বপাপবিনাশন
পাণ্ডুতীর্থে গমন করবে । হে রাজন্ ! নর পাণ্ডু-
তীর্থে গ্নান করিয়া অখিল পাপ হইতে মুক্ত হয় । যে
শুচ মানব পাণ্ডুতীর্থে গ্নান করিয়া কাকন দান করে,
স্নাতাহার স্নানহত্যাदि পাতকরাশি বিনষ্ট হয়, সংশয়
নাই । এ তীর্থে পিণ্ডোদকদানে বাজপেয়ফল লাভ
হয় । এবং তদীয় পিতামহাদি পিতৃগণ সাতিশয় হুগ্ন
হইয়া নৃত্য করিয়া থাকেন ।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৮ ।

সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র
পুণ্যং তীর্থং ত্রিলোচনম্ । তত্র তিষ্ঠতি দেবেশঃ সৰ্ব-
লোকনমস্কৃতঃ । ১ । তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা
তত্ত্যার্চয়তি শঙ্করম্ । কুদ্রস্ত ভবনং যাতি যতো
নাস্তাত্ৰ সংশয়ঃ । ২ । কল্পক্ষেত্রে ততঃ পূর্ণে ক্রীড়িত্বা
চ ইহাগতঃ । আবিয়োগেন তিষ্ঠেত পূজ্যমানঃ
শতং সমাঃ । ৩ ।

ইতি শ্রীকান্দে ত্রিলোচনতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১১৭ ।

অষ্টাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র
তীর্থং পরমশোভনম্ । ইন্দ্রতীর্থেতি বিখ্যাত-
নম্মদাদাক্ষিণে তটে । ১ । যুধিষ্ঠির উবাচ । নম্মদা-
দাক্ষিণে কূলে ইন্দ্রতীর্থং কথং ভবেৎ । শ্রোতুমিচ্ছামি
বিপ্রেন্দ্র হৃদিমধ্যান্তবিস্তারৈঃ । ২ । এতচ্ছ্রুত্বা

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
পুণ্য ত্রিলোচনতীর্থে গমন করবে, ত্রিলোচন
তীর্থে সৰ্বলোকনমস্কৃত ত্রিলোচন বাস করেন ।
যে মানব এ তীর্থে গ্নান করিয়া ভক্তিপূৰ্ব্বক শঙ্করের
পূজা করে, সে যত্নর পর কুদ্রভবনে গমন করে,
সংশয় নাই । সেই নর কুদ্রলোকে বিচিত্র ক্রীড়া
করিয়া কল্পক্ষেত্রে ক্ষিতিতলে জন্ম লইয়া শত
বৎসর জীবিত থাকে, কদাচ তাহার বিয়োগ-দুঃখ
হয় না । সকলেই তাহাকে পূজা করে ।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৭ ॥

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
পরমশোভন ইন্দ্রতীর্থে গমন করবে । এই বিখ্যাত
তীর্থ নম্মদার দক্ষিণতটে বিদ্যমান । যুধিষ্ঠির কহি-
লেন, হে বিপ্রেন্দ্র ! নম্মদার দক্ষিণকূলে কিরূপে ইন্দ্র-
তীর্থের উৎপত্তি হইল ? আমি বিস্তররূপে ইহার আদি
যন্যানুসংগত বিবরণ শুনিতে অভিলাষ করি । সীমান

তু বচনং ধর্মপুত্রস্ত ধীমতঃ । কথয়ামাস তদ্বক্তৃ-
মিতিভাসং পুরাতনম্ । ৩ । জীমার্কণ্ডেয় উবাচ ।
বিশ্বাসমিহা স্মৃতিঃ ধর্মশক্রঃ মহাবলম্ । বৃত্তং
জিহ্বাথ হৃদা তু গচ্ছমানং শচীপতিম্ । ৪ । নিষ্ক্রাম-
মাণং মার্গেণ ব্রহ্মহত্যা দুরাসদা । অহোরাত্রমবিশ্রাস্তা
জগাম ভুবনত্রয়ম্ । ৫ । যতো যতো ব্রহ্মহণো যাতি
যানেন শোভনম্ । দিশো ভাগং সুরৈঃ সার্কং
ততো হত্যা ন মুঞ্চতি । ৬ । ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং
স্তেয়ং গুরুক্রমাগমঃ । পাতকানাং গতিদৃষ্টা ন তু
বিশ্বাসঘাতিনাম্ । ৭ । পাপকর্ম্মমুখং দৃষ্টা স্নানদানৈ-
র্বিশোধ্যতি । নারী বা পুরুষো বাপি নৈব বিশ্বাস-
ঘাতিনঃ । ৮ । এবমাদৌনি চান্তানি ব্রহ্মা বাক্যানি
দেবরাট্ । বচনং তদ্বিধৈককৃতং বিষাদমগমৎ পরম্ । ৯ ।
তাক্সা রাজ্যং সুরৈঃ সার্কং জগাম তপ উত্তমম্ ।
পুত্রদারগৃহং রাজ্যং বহুনি বিবিধানি চ । ১০ ।
কলান্তেতানি ধর্ম্মশ্রী শোভয়ন্তি জনেশ্বরম্ । কলং
ধর্ম্মশ্রী ভুঞ্জন্তি সুর্য্যস্বজনবান্ধবঃ । ১১ । পশুতাং

ধর্ম্মপুত্রের এইরূপ জিজ্ঞাসা শুনিয়া মূনি মার্কণ্ডেয়
পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতে লাগিলেন । মার্ক-
ণ্ডেয় কহিলেন,—শচীপতি স্মৃতির কালে ধর্ম্মদ্রোহী
মহাবল বৃত্তের সহিত বিশ্বস্ত ব্যবহার করিয়া একদা
অতর্কিতভাবে তাহাকে নিহত করিল । তিনি বৃত্তা-
সুরকে পরাভূত ও নিহত করিয়া পশ্চিমধ্যে নির্গম-
পুঙ্ক গমন করিতে থাকিলে দুরাসদা ব্রহ্মহত্যা
পশ্চিমধ্যে তাহাকে আক্রমণ করিল । শচীপতি
যানারোহণে সুরগণ সহ অহনিশ অবিরামগতিতে
ত্রিভুবন ভ্রমণ করিলেন । ব্রহ্মহত্যা বাসব যে যে
স্থানে গমন করিলেন, ব্রহ্মহত্যাও সেই দিক ও পথ
দ্বিগুণা সেট সেট স্থানে টানী হইতে লাগিল ;
কগনও তাহাকে পরিত্যাগ করিল না । ব্রহ্মহত্যা,
সুধাপন, চৌদা ও দ্রুতভাগ্যগমন, এ সকল পাপের
নিষ্কৃতি দৃষ্ট হইল, কিন্তু বিশ্বাসঘাতীদের মুক্তি
নাহি । নর বা নারী পাপকর্ম্মের বদন দর্শন করিয়া
স্নান-দানে শুশ্রূষা করে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতীর
মুখ দর্শন করিলে স্নান-দানে সে পাপ যায় না ।
দেবরাজ বাসব সাদৃশ্যগণের মুখে বিশ্বাসঘাতন তা-
সদৃশ্য এই সকল ও অন্যান্য নানা কথা শুনিয়া
অত্যন্ত বিসম্ব হইলেন, তিনি স্বর্গরাজ্য পরি-
ত্যাগপুঙ্ক সুরগণ সহ তপস্যা করিতে লাগি-
লেন সুররাজ সুর্য্যস্বজন-বান্ধবগণকে সঙ্গে

সর্বমেতেবাং পাপমেকেন ভুজ্যতে । পরং হি
সুখমুৎসৃজ্য কর্শয়ন্ বৈ কলেবরম্ । ১২ । দেবরাজো
জগামাসৌ তীর্থাত্মায়তনানি চ । গঙ্গাতীর্থেষু সর্কেষু
যামুনেষু তথৈব চ । ১৩ । সারস্বতেষু সর্কেষু
সামুদ্রেষু পৃথক পৃথক্ । নদীষু দেবখাতেষু তড়াগেষু
সরঃসু চ । ১৪ । পাপং ন মুঞ্চতে সর্কে পশ্চাদ্বেব-
সমাগমে । রেবাপ্রভবতীর্থেষু কুলযোকভয়োরপি ।
১৫ । পূজয়ন্ বৈ মহাদেবং কন্দতীর্থং সমাসদৎ । ভক্ত
স্থিহোপবাসৈশ্চ কুচ্ছুচান্নায়াগাদিভিঃ । ১৬ । কর্শ-
য়ন্ বৈ শ্বকং দেহং ন লেভে শর্ম্ম বৈ কচিৎ । গ্রীষ্মে
পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থো বর্ষায় স্থণ্ডিলেশয়ঃ । আর্দ্রবাসান্ত
হেমন্তে চচার বিপুলং তপঃ । ১৭ । এবং তু
তপস্তস্তস্ম ইন্দ্রশ্রী বিদিতাস্তনঃ । ১৮ । বৎসরাণাং
সহস্রাণি গতানি দশ ভারত । ততশ্চেকাদশে
প্রাপ্তে বর্ষে তু নৃপসত্তম । ১৯ । সহসা ভগবান্ দেব-

ধন করিয়া কহিলেন,—পুত্র, দার, গৃহ ও বিবিধ ধন
এসকল ধর্ম্মেরই ফল ; আর ইহা দ্বারা নরেশ্বরে-
রাই শোভা প্রাপ্ত হন । সুর্য্যস্বজন ও বান্ধবগণ
ধর্ম্মের ফলই ভোগ করেন ; কিন্তু পাপের ফল
পাপকারী একাকীই ভোগ করিতে বাধ্য হয় । দেব-
রাজ এইরূপ কহিয়া দর্শক দেবগণের সমক্ষেই
পরম সুখসন্তোষ পরিত্যাগ করিলেন । তিনি
তপস্শায়ী বীথ কলেবর কর্শন করত তীর্থ আয়তনাদি
দর্শন করিতে লাগিলেন । সর্কে দেবরাজ ক্রমে
অগিল তীর্থোত্তম গঙ্গা, যমুনা, ও সরস্বতীর সমুদয়
তীর্থ, পৃথক পৃথক সামুদ্রতীর্থ, নদী, দেবখাত,
তড়াগ ও সরোবরের সেবা করিলেন । যে সকল
তীর্থে দেবগণের সান্নিধ্য আছে, তৎসমস্তেও বিচরণ
করিলেন কিন্তু কোন তীর্থেই তাঁহার পাপ দূর
হইল না । অনন্তর সুররাজ রেবার উভয়-তীরে
বেরাপ্রভব তীর্থনিচয়ে গমন করিলেন । ক্রমে
তিনি কন্দতীর্থে উপনীত হইয়া মহেশ্বরের পূজা
করিলেন ও এখানে অবস্থানপুঙ্ক উপবাস এবং
কুচ্ছুচান্নায়াগাদি দ্বারা শরীর কর্শন করিতে লাগি-
লেন ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, তিনি কুণ্ডাপি
কুশল লাভ করিলেন না । হে ভারত ! ইন্দ্র গ্রীষ্মে
পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থ, বর্ষায় স্থণ্ডিলেশয়ী ও হেমন্তে
আর্দ্রবাসা হইয়া বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন ।
১—১৭ । বিদিতাস্তা ইন্দ্র এইরূপে দশসহস্রবৎসর
তপস্যা করিলেন । হে ভারত নৃপসত্তম ! অনন্তর
একাদশসহস্রবর্ষ প্রবৃত্ত হইলে পরমেশ ভগবান্ সন্তুষ্ট

ভূতোষ পরমেশ্বরঃ । তথা ব্রহ্মর্ষয়ঃ সিদ্ধা ব্রহ্মবিকু-
 পুরোগমাঃ । ২০ । তজ্জাহ্নুঃ সুরাঃ সর্বে যত্র দেব-
 শতক্রতুঃ । দৃষ্ট্বা সমাগতান্ দেবানুযীতৈশ্চ মহামতিঃ ।
 ২১ । উবাচ প্রণতো ভূত্বা সর্বদেবপুরোহিতঃ ।
 বিদিতং সর্বমেতেষাং যথা বৃদ্ধবধঃ কৃতঃ । ২২ ।
 যুস্মাকং চাক্ষুয়া পূর্বং ব্রহ্মবিকুমহেশ্বরঃ । তথাপ্যেব
 ব্রহ্মহণঃ যদ্বা পাপস্ত কারিণম্ । ২৩ । ভ্রমস্তং সর্ব-
 তৌর্থেষু ব্রহ্মহত্যা ন মুঞ্চতি । ন নন্দতি জগৎসর্ব-
 ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ । ২৪ । যথা বিহীনচন্দ্রার্কঃ
 তথা রাজ্যমনায়কম্ । তস্মাৎ সর্বে সুরশ্রেষ্ঠাঃ
 বিজ্ঞাপ্যং মম সম্প্রতি । ২৫ । কুর্ষন্ত শক্রং নির্দোষং
 তথা সর্বে মহর্ষয়ঃ । বৃহস্পতিমুখোদগৌণং শ্রদ্ধা
 তদ্বচনং শুভম্ । ২৬ । ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ ব্রহ্মা
 লোকপিতামহঃ । এতৎ পাপং মহাঘোরং ব্রহ্মহত্যা-
 সমুত্তবম্ । ২৭ । দৈবতেভ্যোহথ ভূতেভ্যশ্চতুর্ভাগং
 ক্রিপাম্যহম্ । এবং যুক্তাক্ষিপচৈনো জনোপরি

মহামতিঃ । ২৮ । অবগাহ তঃ পেয়া আপো বৈ
 নান্তথা বৃধৈঃ । ধরায়ামক্ষিপস্তাগং দ্বিতীয়ং পদ্ম-
 সম্ভবঃ । ২৯ । অতক্ষ্য তেন সজ্জাতা সদাকালং
 বসুন্ধরা । তদার্কযক্ষং নারীণাং দ্বিতীয়েহহি যুধিষ্ঠির ।
 ৩০ । নিক্ষিপ্য ভগবান্ দেবঃ পুনরন্তজ্জাদ হ ।
 অসংগ্রাহ্য হসংগ্রাহ্য তেন জাতা রজস্বলা । ৩১ ।
 চতুর্দিনানি সা প্রাক্তৈঃ পাপস্ত মহতো ভয়াৎ । চতুর্ধ-
 তু হতো ভাগং বিভজ্য পরমেশ্বরঃ । ৩২ । কৃষি-
 গোরক্ষ্যবাণিজ্যৈঃ শূদ্রসেবাকরে দ্বিজৈঃ । ততো-
 হভিনন্দয়ামাসুঃ সর্বে দেবা মহর্ষয়ঃ । ৩৩ । দেবেভ্যঃ
 বাগ্ভিরিষ্টোভিনন্দ্যদাজলসংস্থিতম্ । বরেণ চন্দয়ামাস
 ততস্তথৈ মহেশ্বরঃ । ৩৪ । বরং দাস্তামি দেবেশ
 বরং ত্বং যপ্পথেতিম্ । ৩৫ । ইন্দ্র উবাচ । যদি তুষ্টোহসি
 দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম । তত্র সংস্থাপয়িষ্যামি
 সদা সন্নিহিতো ভব । ৩৬ । এবমব্ধিতি চোক্ষা তং
 ব্রহ্মবিকুমহেশ্বরঃ । জহ্মুর'কাশমাবিশ্ত স্তম্যমানা

হইয়া সহসা শতক্রতুর সমাপে আগমন
 করিলেন । তাঁহার সঙ্গে ব্রহ্মর্ষি, সিদ্ধ ও ব্রহ্ম-
 বিকুম্ভপ্রমুখ অগণ দেব ও আসিলেন । তখন
 দেবপুরোহিত মহামতি বৃহস্পতি মহর্ষি ও দেবগণকে
 সমাগত দর্শন করিয়া প্রণতিপূর্বক কহিলেন,—হে
 ব্রহ্ম-বিকুম্ভ-মহেশ্বর ! আপনারা সকলই জানেন ; কি
 জন্ত বাসব বৃদ্ধকে নিহত করিয়াছেন ; আর এই
 কার্য আপনারদের অল্পমোদনেই সমাপিত হইয়াছে ।
 তথাপি সুরপতি ব্রহ্মঘাতী বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন ।
 ইনি অখিল তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন । ইহাকে পাপ-
 কারী মনে করিয়া ব্রহ্মহত্যা ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
 গমন করিতেছে, ক্ষণকালও ইহাকে ত্যাগ করি-
 তেছে না । সচরাচর ত্রিলোক ইহার আনন্দ বর্ধন
 করিতেছে না । চন্দ্রসূর্য্যহীন আকাশ ও নায়ক-
 বিহীন রাজ্যের স্থায় অখিল জগৎ নিশ্চিন্ত হই-
 য়াছে । হে সুরগণ ! কেন এমন হইল, আপনারা
 সম্প্রতি আমার নিকট ইহার কৌতুহল করুন ।
 হে মহর্ষিগণ ! আপনারা ইন্দ্রকে নির্দোষ করুন ।
 অনন্তর বৃহস্পতির বদননির্গত এই শুভাবহ বাক্য
 শ্রবণপূর্বক লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা বলি-
 লেন,—ব্রহ্মহত্যা হইতেই শক্রের এই মহাকলুষ
 সমুৎপন্ন হইয়াছে । এক্ষণে আমি দেব ও ভূতগণের
 উপকার কামনায় এই ব্রহ্মহত্যাপাপ চতুর্ভাগ বিভক্ত

করিয়া চারি স্থানে নিক্ষেপ করিব । মহামতি ব্রহ্মা এই-
 রূপ কহিয়া সেই ব্রহ্মহত্যা-কে চতুর্ভাগ বিভক্ত করিয়া
 সেই পাপের এক ভাগ জলে নিক্ষেপ করিলেন, এজন্ত
 পণ্ডিতগণ জলাবগাহন করিয়া জল পান করেন, ইহার
 অন্যথাচরণ করেন না । অনন্তর পদ্মযোনি দ্বিতীয়
 ভাগ ভূতগণে নিক্ষেপ করিলেন, এ জন্য যুক্তিকা
 সর্ষদাই অভক্ষ্য হইয়াছে । হে যুধিষ্ঠির ! অনন্তর
 ভগবান্ ব্রহ্মা অবশিষ্ট দুই ভাগের একভাগ নারী-
 গণের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় আর এক বিধি-
 নির্দেশ করিলেন ; বলিলেন,—রজস্বলা নারী
 অগ্রাহ্য, কখনই রজস্বলা গ্রাহ্য নহে ; পাপপ্রভাববিৎ
 প্রাজ্ঞগণ রজস্বলা নারীকে চারিদিন পরিত্যাগ করি-
 বেন । অনন্তর পরমেশ চতুর্থভাগ বিভাগ
 করিয়া কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য এবং শূদ্রসেবায়
 নিরত দ্বিজ নিক্ষেপ করিলেন । অনন্তর
 রেবাম্বায়ী শক্র নিষ্পাপ হইলেন, সুরমহর্ষিগণ
 অতীষ্ট বাক্য সকল দ্বারা তাঁহার অভিনন্দন করি-
 লেন । তারপর মহেশ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদানে
 প্ররোচিত করিলেন ; বলিলেন—হে সুররাজ !
 আমি তোমাকে বর দান করিব, অতীষ্ট প্রার্থনা
 কর । ১৮—৩৫ । ইন্দ্র কহিলেন,—হে দেবেশ !
 আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর
 যদি আমাকে বর দান করেন, তবে আমি এইস্থানে
 আপনাকে স্থাপিত করি, আপনি সতত এই

মহর্ষিঃ । ৩৭ । গতেষু দেবদেবেষু দেবরাজঃ
শতক্রতুঃ । স্থাপয়িত্বা মহাদেবং জগাম ত্রিদশালয়ম্ ।
৩৮ । ইন্দ্রতীর্থে তু যঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ তপিত্তদেবদাঃ ।
মহাপাতকযুক্তোহপি মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ । ৩৯ ।
ইন্দ্রতীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ সোহম্ব-
মেধস্য যজ্ঞস্ত পুঙ্কলং কলমশ্নতে । ৪০ । এতস্তে
কথিতঃ সর্বঃ তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্ । ঋতমাত্রেণ
যেনৈব মুচ্যন্তে পাতকৈর্নরাঃ । ৪১ ।

ইতি শ্রীহান্দে ইন্দ্রতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট্রা-
দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১১৮ ।

একোবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র
কহ্নোড়ীতীর্থমুত্তমম্ । রেবাখাণ্ডোত্তরে কূলে সর্ব-
পাপবিনাশনম্ । ১ । হিতার্থং সর্বভূতানামুশিতিঃ
স্থাপিতং পুরা । তপসা তু সমুদ্ভূত্যা নর্যদায়াং

স্থানে সরিহিত ইউন । অনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
মহেশ্বর 'তথাস্থ' বলিয়া ইন্দ্রের বাক্যে অঙ্গীকার
করিলেন এবং তাঁহার আকাশ অবলম্বন করিয়া
অদর্শন হইলেন, তখন মহর্ষিগণ তাঁহাদের স্তব
করিতে লাগিলেন । অনন্তর দেবত্রয় প্রাপ্তিত
হইলে দেবরাজ শতক্রতু তথায় মহাদেবকে প্রতি-
ষ্ঠিত করিয়া ত্রিদশালয়ে চলিয়া গেলেন । মহা-
পাপযুক্ত মানবও ইন্দ্রতীর্থে স্নান ও পিত্তদেব-
পণের তর্পণ করিয়া অখিল পাপ হইতে মুক্ত হয় ।
যে মানব ইন্দ্রতীর্থে স্নান করিয়া পরমেশ্বরের পূজা
করে, তাহার অম্বমেধ যজ্ঞের বিপুল কল লাভ
হয় । এই তোমার নিকট ইন্দ্রতীর্থে অমুত্তম
মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম ইহার শ্রবণ মাত্রেই
মানবনিবহ পাপরাশি হইতে মুক্ত হয় । ৩৬—৪১ ।

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৮ ।

উনবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
অমুত্তম কহ্নোড়ীতীর্থে গমন করিবে, সর্বপাপ-
নাশন এই কহ্নোড়ীতীর্থ রেবার উত্তরতীরে
বিদ্যমান । পুরাকালে সর্বভূতের হিতকামনায় ঋষি-
গণ প্রভূত তপস্যা করিয়া নর্যদায় অগাধনীর হইতে

মহাস্রসি । ২ । স্নাত্বা তু কপিলাতীর্থে কপিলাঃ যঃ
প্রযচ্ছতি । ঋত্বা চাখ্যানকং দিব্যং ব্রাহ্মণান্ শৃণু যৎ
কলম্ । ৩ । সর্কেষামেব দানানাং কপিলাদানমুত্তমম্ ।
ব্রাহ্মণাষেবিতং পূর্বমুষিদেবসমাগমে । ৪ । সদ্যঃ
প্রসূতাং কপিলাং শোভনাং যঃ প্রযচ্ছতি । সোপ-
বাসো জিতক্রোধস্তস্য পুণ্যকলং শৃণু । ৫ । স-
মুদ্ভূত্যা তেন সশৈলবনকাননা । দস্তা চৈব মহাবাহো
পৃথিবী নাত্র সংশয়ঃ । ৬ । বাচিকং মানসং পাপং
কর্মণা যৎ পুরা কৃতম্ । নশ্ততে কপিলাং দস্তা সন্ত-
জন্মার্জিতং নৃপ । ৭ । ভূমিদানং ধনং ধাত্ত্বং হস্ত্যশ্ব-
কনকাদিকম্ । কপিলাদানৈশ্চক্স্য বলাং নাইস্তি
ষোড়শম্ । ৮ । তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা কপিলাং যঃ
প্রযচ্ছতি । মৃতো বিষ্ণুপুরং যাতি গীয়মানোহপ্সরো-
গণৈঃ । ৯ । যাবন্তি তস্তা রোমাণি সবৎসায়ান্ত
ভারত । ভাবদ্বষসহস্রাণি স স্বর্গে ক্রৌড়তে চিরম্ ।
১০ । ততোহংকর্ণকালেন হিহ মাহুযাতাং গতঃ ।
ধনধাত্ত্বসমোপেতো জায়তে বিপুলে কূলে । ১১ ।
বেদবিদ্যাভ্রতস্নাতঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ । ব্যাবি-

এই তীর্থের উদ্ধারপুষ্ক প্রতিষ্ঠিত করেন
ইহাকে কপিলাতীর্থও কহে । এই কপিলাতীর্থে স্নান
করিয়া কপিলাদান করিলে এবং দিব্য পুণ্যখ্যান
শ্রবণ ও ব্রাহ্মণগণের সন্তোষ সাধন করিলে যে
কল লাভ হয়, শ্রবণ কর । দাননিচয়ের মধ্যে
কপিলাদানই সর্বোত্তম । পুরাকালে ঋষিদেবসভায়
বিপ্রপ্রার্থিত কপিলাদানের প্রশংসা গীত হইয়াছে ।
যে জিতক্রোধ উপবাসপরায়ণ মানব সদ্যঃপ্রসূতা
শোভনা কপিলা দান করে, তাহার পুণ্যকল শ্রবণ
কর । ১ ৫ । যে নর পূর্বোক্তরূপ কপিলা দান করে,
তাহার সমুদ্র, গুহা, শৈল, বন ও কাননসহ মহো-
দানের কল হয় । হে মহাবাহো ! একমাত্র কপিলা-
দানেই তাহার সমগ্র মহৌদানের পুণ্যপ্রাপ্তি ঘটে,
সংশয় নাই । এতদ্বিত্ত তাহার কায়, কর্ম মন ও
বাক্যকৃত সন্তজন্মার্জিত পাপপুঞ্জ বিনষ্ট হয় । হে
নৃপ ! ভূমি, ধন, ধাত্ত্ব, হস্তী, অশ্ব ও কনকাদি
দানও কপিলাদানের ঘোলকলার এককলারও
যোগ্য নহে । যে মানব কহ্নোড়ীতীর্থে স্নান করিয়া
কপিলা দান করে, মরিয়া সে অপ্সরোগণ কর্তৃক
সুয়মান হইয়া হরিপুরে গমন করে । হে ভারত !
কপিলা ও বৎসের দেহে যত লোম থাকে, কপিলা-
দাতা তত সহস্র বৎসর স্বর্গে ক্রৌড়া করিয়া থাকেন ।
অনন্তর কর্মক্ষেত্রে তাহার ইহ সংসারে আসিতে

শোকবিনির্মুক্তো জীবেষ্ট শরদাঃ শতম্ ॥ ১২ ॥
এতন্তে সর্বমাখ্যাতঃ কল্লোড়ীতীর্থমুত্তমম্ । যৎকৃত্বা
সর্বপাপপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কল্লোড়ীতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকোন-
বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৯ ॥

বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি
কন্বকেশ্বরমুত্তমম্ । হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো দানবো
বলদর্পিতঃ ॥ ১ ॥ অবধ্যঃ সর্বলোকানাং ত্রিষু লোকেষু
বিজ্ঞতঃ । তস্মৈ পুত্রো মহাতেজাঃ প্রহ্লাদো নাম
নামতঃ ॥ ২ ॥ বিষ্ণুপ্রসাদাস্ত্যক্ত্য চ তস্মৈ রাজ্যো
প্রতিষ্ঠিতঃ । বিরোচনস্তস্মৈ স্মৃতস্তস্মৈ বালিরেব
চ ॥ ৩ ॥ বালিপুত্রোহভবদ্বাগন্ত্যাদপি চ শব্দরঃ ।
শব্দরস্তাবয়ে জাতঃ কন্বুর্নাম মহানুরঃ ॥ ৪ ॥ জাহ্নবা
বিষ্ণুময়ং ঘোরঃ মহন্তয়মুপস্থিতম্ । দানবানাং
বিনাশায় নাত্তো হেতুঃ কদাচন ॥ ৫ ॥ স ত্যক্তা

হইলেও ভূতলে ধনধান্যযুক্ত বিপুল কুলে মানুষ
হইয়া জন্মগ্রহণ করেন ; এ জন্মেও তিনি সর্বাধিদে-
বিশারদ, ব্রতদাতা ও ব্যাধিশোকহীন হন এবং
শত বৎসর জীবিত থাকেন । এই তোমার নিকট
অনুত্তম কল্লোড়ীতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল,
কল্লোড়ীতীর্থের দর্শনস্পর্শন করিয়া নর সর্বপাপ-
বিমুক্ত হয়, সংশয় নাই । ৬—১৩ ।

উনবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৯ ॥

বিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, —অতঃপর অনুত্তম কন্বকেশ্বর
তীর্থ কীর্ত্তন করিতেছি । বলদর্পিত দানব হিরণ্য-
কশিপু ত্রিলোকবিজ্ঞত । সে অখিললোকের অবধ্য
ছিল । তাহার তনয় স্বনামপ্রসিদ্ধ মহাতেজা
প্রহ্লাদ । বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ হারর রূপায় পিতৃ-
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হন । এই প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন ;
বিরোচনতনয় বালি ; বালির এক তনয় জন্মে,
তাহার নাম বাণ ; বাণের তনয় শব্দর । এই
শব্দরের বংশে মহানুর কন্ব জন্ম গ্রহণ করে ।
কন্ব মনে করিল,—বিষ্ণু হইতে দানবগণের মহা
ভয় উপস্থিত হইয়াছে । সে বিষ্ণুময়ী ঘোর ভীতি
দর্শন করিয়া ভাবিল—বিষ্ণুই দানবগণের বিনাশের

পুত্রদারাঃ চ সূর্য্যকুপরিগ্রহান । চচার মৌনমায়া
তপঃ কন্বুর্মহামতিঃ ॥ ৬ ॥ অকন্বভকরো ভূত্বা
দণ্ডী মুণ্ডী চ মেখলী । শাকযাবকভক্ষ্য বঙ্কলাজিন-
সংবৃতঃ ॥ ৭ ॥ স্নাত্বা নিত্যং ধৃতিপরো নশ্বদাজল-
মাশ্রিতঃ । পূজয়ন্ত মহাদেবমর্কবুদং বর্ষসজ্জয়া ॥ ৮ ॥
ততস্ততোষ ভগবান্ দেবদেবো মহেশ্বরঃ । উবাচ
দানবঃ কালে মেঘগন্তীরয়া গিরা ॥ ৯ ॥ ভোভোঃ
কন্বো মহাভাগ তুষ্টোহহং তব স্মৃতত । ইষ্টং
ব্রতানাং পরমং মোনং সর্বার্থসাধনম্ ॥ ১০ ॥
চরিতঞ্চ ত্বয়া লোকে দেবদানবদ্বন্দ্বচরম্ । বরং
বৃণীষ ভদ্রং তে যন্তে মনসি রোচতে ॥ ১১ ॥
কন্বকবাচ । যদি প্রসন্নো দেবেশ যদি দেবো বরো
মম । অকন্বাশ্চাব্যমশ্চৈব স্নেহয়া বিচরাম্যহম্ ॥
দৈত্যদানবসজ্জানাং সংযুগোষপলায়িতা । ভয়ং চাত্তর
বিদ্যোত মুক্তা দেবং গদাধরম্ ॥ ১৩ ॥ তস্মাহং
সংযুগে সাধ্যো যোনোপায়েন শব্দর । ভবামি ন

হেতু । বিষ্ণু ব্যতীত দানবনাশের অন্য কোনই
কারণ বিদ্যমান নাই । মহামতি কন্ব এই সকল
আলোচনা করিয়া পুত্র, পত্নী প্রভৃতি সূর্য্যপরিবার-
পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনী হইয়া তপস্বী
করিল ; ধৃতিপরায়ণ দানব দণ্ডী, মুণ্ডী এবং অজিন
বঙ্কল ও মেখলাধারী হইয়া শাক ও যাবক ভক্ষণ
করিত নিত্য নশ্বদানীবে অবগাহন করিত ও
মহেশ্বরের পূজা করিত । এইরূপে তাহার অসুখ
বৎসর অতীত হইল । দানবের তপস্বী পূর্ণ হইলে
ভগবান্ দেবদেব মহেশ যথাকালে কন্বর প্রতি
ক্রীত হইয়া মেঘগন্তীর বাক্যে বলিলেন,—হে
মহাভাগ কন্ব ! তুমি স্মৃতত । আমি তোমার প্রতি
ক্রীত হইয়াছি । এতসমূহের মধ্যে মোন ব্রতই
আমার পরম ইষ্ট, আর ইহাই সর্বার্থ-সাধক ।
তুমি মৌনী হইয়া যে তপস্চরণ করিয়াছ, ইহা
দেব ও দানবগণের দ্বন্দ্ব । ভদ্র ! তোমার
মনের কাঁচ অল্পসারে বর প্রাপ্তি বব । ১-১১ । কন্ব
কহিল,—হে দেবেশ ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন,
যদি আমাকে বরদান করেন, তবে এইরূপ বর
দান করুন, যেন আমি স্নেহয় অব্যাহ হইয়া স্নেহায়
চরাচরে বিচরণ করিতে পারি । অখিল দেব
দানব সমবেত হইয়া আমার সহিত সমর করিলেও
আমি পরাজিত করি না ; কিন্তু আমি এতদা
দেব গদাধর হইতেই ভীত হইয়া থাকি ; গদাধর
ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে আমি ভীত

সদাকালং তৎ বদন্ত বরং মম ॥ ১৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
মম সন্নিহিতো যত্র ত্বং ভবিষ্যসি দানব । তত্র
বিষ্ণুভয়ং নাস্তি বসাত্তাবিগতজ্বরঃ ॥ ১৫ ॥ তস্ত
দেবাধিদেবস্ত বেদগর্ভস্ত সংযুগে । শম্বচক্রধর-
শ্বেশা নাহং সর্কো সুরাসুরাঃ ॥ ১৬ ॥ কিং পুনর্যো
দ্বিসত্যেনং লোকালোকপ্রভুং হরিম্ । স সুখী
বর্ততে কালং ন নিমেষঃ মতং মম ॥ ১৭ ॥ তস্মাৎ
পরয়া ভক্ত্যা সর্বভূতহিতে রতঃ । ভবিষ্যসি চিরং
কালমিত্যাক্রাদর্শনং গতঃ ॥ ১৮ ॥ গতে চাদর্শনং
দেবে তত্র তীর্থে মহামতিঃ । স্থাপয়ামাস দেবেশং
শিবং শান্তমনাময়ম্ ॥ ১৯ ॥ তস্মিন্স্থীর্ণে মহাদেবং
স্থাপয়িত্বা দিবং গতঃ । তদাপ্রভৃতি তৎ পার্থ
কস্তুতীর্ণমিতি ঋতম্ । বিখ্যাতং সর্বলোকেষু
মহাপাতকনাশনম্ ॥ ২০ ॥ কস্তুতীর্ণে নরঃ স্নাত্বা
বিধিনাভ্যর্চ্য ভাস্করম্ । ঋগ্‌যজুঃসামমন্ত্রৈশ্চ
জুগ্মহানো নৃপোত্তম ॥ ২১ ॥ তস্ত পুণ্যং সমুদ্রৈঃ
ব্রাহ্মণৈবেদপারগৈঃ । তৎ সর্বং তু শৃণ্বাদ্য মমৈব

হই ন। হে শঙ্কর! আমি যে উপায়ে সন্ত
তীহার সহিত সমরসমর্থ হই, আমার প্রতি এইরূপ
বরবাক্য নিয়োগ করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—
দানব! আমি এই স্থানে সন্ত-সন্নিহিত থাকি,
তুমিও বিগতজ্বর হইয়া এইস্থানে অবস্থান কর।
আমার সন্নিহিত স্থানে বিষ্ণু হইতে কদাচ তোমার
ভয় সমুদ্ভূত হইবে না। কিন্তু দানব! সেই
দেবাধিদেব বেদগর্ভ শম্বচক্রধর হরির সহিত
সুরাসুরগণও সমর করিতে সমর্থ নহেন, এমন
কি আমিও সমর্থ নহি; অন্তের কথা কি কহিব?
লোকালোককর্তা হরির প্রতি যে ভ্রম করে,
আমার মনে হয়, সে নিমিত্তের তরেও সুখী হইতে
পারে না। যাহা হউক, তুমি ভূতানবহের চিত্ত-
সাধনে রত হইয়া পরম ভক্তি সহকারে স্মারিকাল
এই স্থানেই বাস কর। তর এইরূপ কহিয়া অদর্শন
হইলেন। দেবদেব অস্তিত্ব হইলে মহামতি দানব
কস্তুও এই নীচে গনাময় শান্ত দেবেশ শঙ্করানন্দ
প্রসিদ্ধি কথায় স্বর্গলোকে গমন করিল। হে
দানব! তদনন্ত এই কস্তুতীর্ণ বিখ্যাত হইল। এই
তীর্ণ অপিচ লোকালোক ও মহাপাতকনাশন।
হে নৃপোত্তম! মানব কস্তুতীর্ণে গান ও ভাস্করের
পূজা করিয়া ঋগ্‌যজুঃ ও সামমন্ত্রে স্তব করিলে
যে ফল লাভ করে, বেদপারগ দ্বিজগণ তদুৎসব
যেকূপ নিবেদন করিয়াছেন, আজ তোমার নিকট

গদতো নৃপ ॥ ২২ ॥ ঋগ্‌যজুঃসামগীতেষু সাক্ষো-
পাঙ্গেষু যৎ ফলম্ । তৎ ফলং সমবাপ্নোতি
গায়ত্রীমাজমজবিৎ ॥ ২৩ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা
তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ । পূজয়েদেবমীশানং সো-
হগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥ ২৪ ॥ অকামো বা স কামো
বা তত্র তীর্থে কলেবরম্ । যন্ত্যজেরাজ সন্দেহো
কুজলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমাদ্ভগবদ্রত্নোক্তমহাভারত-
বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২০ ॥

একবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহীপাল চন্দ্র-
হাসমতঃ পরম্ । যত্র সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তঃ সোমরাজঃ
সুরোত্তমঃ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । কথং সিদ্ধিং
পরাং প্রাপ্তঃ সোমনাথো জগৎপতিঃ । তৎ সর্বং
শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়ন্ত মমানঘ ॥ ২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । পুরা শপ্তো মুনীশ্লেষ দক্ষেণ কিল ভারত ।
অসেবনাক্চি দারাণাং কথরোগী ভবিষ্যসি ॥ ৩ ॥

সে সকল কহিতেছি, হে নৃপ! তৎসমস্ত শ্রবণ
কর। মন্ত্রবিৎ মানব যাত্র গায়ত্রী জপ করিয়া
সঙ্কোপাঙ্গ ঋগ্‌যজুঃ ও সামগানের সমস্ত ফল লাভ
করেন। যে মানব কস্তুতীর্ণে গান করিয়া পিতৃ-
দেবগণের তর্পণ ও দেব ঈশানের পূজা করে,
তাহার অগ্নিষ্টোমযাগের তুল্য ফল লাভ হয়
কামতই হউক বা কামনাহীন হইয়াই হউক, কস্তু-
তীর্ণে কলেবর পরিত্যাগ করিলে মানব কুজলোকে
গমন করে, সন্দেহ নাই ॥ ১২—২৫ ॥

বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২০ ॥

একবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর
চন্দ্রহাস নীচে গমন করিবে। সুরোত্তম সোমরাজ
এই চন্দ্রহাসতীর্ণে পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—জগৎপতি সোমনাথ
দিকপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন? হে অনঘ!
তৎসমস্ত জ্ঞানে আমার অভিলষ হইতেছে।
অতএব আমার নিকট চন্দ্রহাসতীর্ণ বর্ণন করুন।
মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ভারত! পুরাকালে
মুনীশর্দূল দক্ষ চন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করেন;

উষাহিতানাং পদ্মীনাং যেন কুর্কৃষ্ণি সেবনম্ । যা
নিষ্ঠা জায়তে নৃণাং তাং শৃণু নরাধিপ । ৪ । ঋতা-
য়তো হি নারীণাং সেবনাজায়তে সূতঃ । সূতাৎ
স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ ইত্যেবং ঋতিভাবিতম্ । ৫ । তৎ
কালোচিতধর্মেন বেষ্টিতো রোরবে পতেৎ ।
তস্তাস্তজধিরঃ পাপঃ পিবতে কাগমৌপিতম্ । ৬ ।
ততোহবতীর্ণঃ কালেন যাং যাং যোনিং প্রয়াস্ফুটি ।
তস্তাং তস্তাং স হৃষ্টোহা হৃষ্টগো জায়তে সদা । ৭ ।
নারীণাং তু সদা কামোহভ্যাধিকঃ পরিবর্ততে ।
বিশেষণ ঋতৌ কালে পীড়্যতে কামসায়কৈঃ । ৮ ।
পরিভূতা হি তা ভর্তা ধায়ন্তেহন্তং পতিং স্ত্রিয়ঃ ।
ততঃ পুত্রঃ সমুৎপন্নো হৃটে কুলমুত্তমম্ । ৯
স্বর্গহাস্তেন পিতরঃ পূর্বজাস্তে পিতামহাঃ । পরন্তু
জাতমাত্রেণ কুলটন্তেন চোচ্চ্যতে । ১০ । তেন
কর্মবিপাকেন ক্ষয়রোগ্যভবচ্ছনী । ত্যক্তা লোকঃ
সুরেন্দ্রাণাং মর্ত্যালোকমুপাগতঃ । ১১ । ততস্তার্থা-
নিশাকর তদীয় ক্রীগণের মধ্যে রোহিণীতেই
অনুরক্ত ছিলেন কিন্তু অপরাপর পত্নীতে সন্ত
হইতেন না; এজন্য দক্ষ বলেন,—ক্ষপাকর
ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইবে । হে নরাধিপ ! যাহারা পরি-
নীত পত্নীগণের সেবা করে না, তাদৃশ মানবের যে
গতি হয়, তৎসমস্ত শ্রবণ কর । প্রাতি ঋতুতে পত্নীর
সেবা করিলে সূত উৎপন্ন হয় । আর ঋতি বলেন,
—সেই সূত হইতেই স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ হইয়া
থাকে । মানব ইহার ব্যতিক্রম করিলে তৎকালো-
চিত অধর্ম্যে পরিবেষ্টিত হইয়া রোরবে পতিত হয়
এবং সেই পাপমতি পত্নীর ঋতুকালজাত শোণিত
পান করে । অনন্তর সেই নর সংসারে অবতীর্ণ
হইয়া যে কালে যে যে যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে,
সকল জন্মেই সেই হৃষ্টোহা সতত হৃষ্টাগ্য হয় ।
রমণীগণের কামবাসনা সততই প্রবল থাকে,
বিশেষতঃ ঋতুকাল সমুৎখত হইলে তাহার অরশরে
সমধিক পীড়িত হইয়া থাকে । তখন রমণীগণ
পতিকর্তৃক পরিভূতা হইলেই উপপতির চিন্তা
করে । তারপর উপপতি কর্তৃক পুত্র উৎপন্ন হই-
লেই সেই পুত্র দ্বারা নির্মল কুল সমল হয় । সেই পুত্র
জন্মিয়ামাত্রই তাহা হইতে তাহার স্বর্গস্থ পূর্বজ-
পিতৃপিতামহগণ পতিত হন, আর এই জন্তই
তাদৃশ তনয়ের নাম কুলট হয় । এইরূপ কথ-
বিপাকেই ক্ষপাপাত ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন ।
অনন্তর তিনি ত্রিদশালয় পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্য
লোকে উপনীত হন এবং অনেক তীর্থ ও পুণ্য

স্তনেকানি পুণ্যাত্মায়তনানি চ । ভ্রমন্ বৈ নর্মদাং
প্রাপ্তঃ সর্বপাপপ্রণাশিনীম্ । ১২ । উপবাসক
দানানি ত্রতানি নিয়মাংস্তথা । চচার ষাটশাটানি
ততো মুক্তঃ স কিম্বিধৈঃ । ১৩ । আপয়িত্বা মহাদেবঃ
সর্বপাতকনাশনম্ । জগাম প্রভয়া পূর্ণঃ স চ লোক-
মমুত্তমম্ । ১৪ । যেনৈব স্থাপিতো দেবঃ পূজ্যতে
বর্ষসংখ্যয়া । তাবদ্বর্ষসংখ্যয়া কুদ্রলোকে স পূজ্যতে ।
১৫ । তেন দেবান্ বিধানোক্তান স্থাপয়ন্তি নরা
ভূবি । অক্ষয়ঃ চাব্যয়ঃ যন্মাৎ কালঃ
মানবঃ । ১৬ । সোমতীর্থে নরঃ স্নাত্বা পূজয়েদেব-
মৌশ্বরম্ । স ভ্রাজতে নরো লোকে সোমবৎ প্রিয়-
দর্শনঃ । ১৭ । চন্দ্রহাসে তু যো গহ্বা গ্রহণে চন্দ্র-
সূর্য্যযোঃ । স্নানং সমাচরেদুভয়ো মুচ্যতে সর্ব-
কিম্বিধৈঃ । ১৮ । তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ চন্দ্রহাসে
শুভাশুভম্ । কৃতং নৃপবরশ্রেষ্ঠ সক্ষং ভবতি চাক-
ষ্ম । ১৯ । তে ধন্তাস্তে মহাত্মনস্তেষাং জন্ম সুজৌষি-
তম্ । চন্দ্রহাসে তু যে স্নাত্বা পশ্যন্তি গ্রহণং নরাঃ ।

আয়তননিচয় পর্য্যটন করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে
অখিল কলুবনাশিনী নর্মদাতীরে আগমন
করেন । ১—১২ । অনন্তর চন্দ্র নর্মদাতীরে আসিয়া
ষাটশ বৎসর উপবাস, বিবিধ দান, ত্রত ও নিয়ম
পালন করিয়া পাপপুঞ্জ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন ।
তারপর নিশাপতি সর্বপাতকনাশন মহাদেবকে স্নান
করাইয়া পূর্ণরূপে পূর্ণপ্রভা প্রাপ্ত হন ও অমুত্তম
দেবলোকে চলিয়া যান । মানব শঙ্করলিঙ্গ স্থাপন
করিয়া যত বৎসর কাল সেই শঙ্করলিঙ্গের পূজা
করে, তত বৎসর সে কুদ্রলোকে পূজিত হইয়া
থাকে । যে সকল লোক যথোক্ত বিধানে বিবিধ
শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, তাহার ভূতলে অক্ষয় ও
অব্যয় সুখভোগ করিয়া থাকে । যে মানব
সোমতীর্থে স্নান করিয়া শঙ্করলিঙ্গের পূজা করে,
সেই নর ত্রিলোকে সোমের স্তায় প্রিয়দর্শন
হইয়া সমধিক দীপ্তি প্রাপ্ত হয় । যে মানব চন্দ্র-
সূর্য্যগ্রহণে চন্দ্রহাসতীর্থে গমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক
স্নান করে, তাহার পাপরাশি বিনষ্ট হয় । হে নৃপ-
বর ! চন্দ্রহাসতীর্থে স্নান দান প্রভৃতি শুভ কিংবা
অশুভ কিছু অশুভ কর্ম্ম কৃত হয়, সে সকলই
অক্ষয় হইয়া থাকে । যে সকল মানব চন্দ্রহাসতীর্থে
গমন করিয়া স্নান ও গ্রহণ দর্শন করেন, ধরাতে
তাঁহারাই ধন্ত ও মহাত্মা এবং তাঁহাদেরই জন্ম
শোভনজন্য বলিয়া কথিত হয় । হে রাজেন্দ্র !

২০। বাচিকং মানসং পাপং কৰ্মজং যৎ পুরাকৃতম্।
 স্নানমাত্রেণ রাজেন্দ্র তত্র তীর্থে প্রণশ্চতি। ২১।
 বহুবন্তঃ ন জানন্তি মহামোহসমবিতাঃ। দেহস্থমিব
 সর্কেষাং পরমানন্দরূপিনম্। ২২। পশ্চিমে সাগরে
 গঙ্গা সোমতীর্থে তু যৎ ফলম্। তৎ সমগ্রমবাপোতি
 চন্দ্রহাসে ন সংশয়ঃ। ২৩। সড়ক্রান্তৌ চ ব্যতী-
 পাতে অয়নে বিষুবে তথা। চন্দ্রহাসে নরঃ স্নাত্বা
 সর্কপাটৈঃ প্রমুচ্যতে। ২৪। তে মূঢ়াস্তে দুরাচার-
 স্তেষাং জন্ম নিরর্থকম্। চন্দ্রহাসং ন জানন্তি যে
 রেবার্খং ব্যবস্থিতম্। ২৫। চন্দ্রহাসে তু যঃ কশ্চিৎ
 সন্ন্যাসং কুরুতে দ্বিজঃ। অনিবার্জিকা গতিস্তস্য
 সোমলোকায় সংশয়ঃ। ২৬।

ইতি শ্রীকান্দে চন্দ্রহাসতীর্থমাঙ্গ্যাবর্ণনং নামৈক-
 বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১২১।

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছন্নমুখীপাল।
 কোহনশ্চেতি বিব্রতম্। সর্কপাপহরং পুণ্যং তীর্থ-

চন্দ্রহাসতীর্থে স্নানমাত্রেই পূর্বকৃত বাচিক, কাঞ্চিক ও
 কৰ্মকৃত অগ্নি পাপ বিনষ্ট হয়। হে রাজেন্দ্র!
 মহামোহাবিত মানবগণ যেমন স্বদেহস্থিত পরমানন্দ-
 রূপী আত্মাকে বিদিত হইতে পারে না, তজ্জন বহু
 লোকেই এই চন্দ্রহাস তীর্থের মহিমা অবগত নহে।
 পশ্চিমসাগরতীরে সোমতীর্থে গমন করিয়া মানব
 যে ফললাভ করে, একমাত্র চন্দ্রহাসতীর্থেই ন-
 সমস্ত লাভ হয়, সংশয় নাই। মানব সংক্রান্তি,
 ব্যতীপাত, অয়ন ও বিষুব প্রভৃতি পুণ্যকালে চন্দ্র
 হাসে অবগাহন করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।
 বাহারা রেবার্খতীরস্থিত চন্দ্রহাসতীর্থ দর্শন করে
 নাই, তাহারা মূঢ় ও দুরাচার এবং তাহাদের জন্ম
 নিরর্থক। যে দ্বিজ চন্দ্রহাসতীর্থে সন্ন্যাসগ্রহণ
 করেন, নিঃসংশয়ে তাহার সোমলোকে গতি হয়,
 তিনি কদাচ সেই সোমলোক হইতে প্রত্যাবর্তন
 করেন না। ১৩—২৬।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২১।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মনুপাল! অনন্তর
 সর্কপাপহর মৃত্যুবিনাশন সিংহাসন পুণ্যতীর্থে কোহ-

মৃত্যুবিনাশনম্। ১। পুরা তত্র দ্বিজঃ কশ্চিৎ বেদ-
 বেদাঙ্গপারগঃ। পত্নীপুত্রসুহৃদগণৈঃ স্বকৰ্মনিরতো-
 হবসৎ। ২। যুধিষ্ঠির উবাচ। ব্রাহ্মণস্ত তু যৎ
 কৰ্ম উৎপত্তিঃ ক্ষত্রিয়স্ত তু। বৈশ্যস্তাপি চ শূদ্রস্ত
 তৎ সৰ্বং কথয়স্ব মে। ৩। ধৰ্ম্মস্তার্থস্ত কামস্ত
 মোক্ষস্ত চ পরং বিধিম্। নিখিলং জাতুমিচ্ছামি
 নাত্মো বেত্তা মতিশ্চম। ৪। মার্কণ্ডেয় উবাচ।
 উৎপত্তিকারণং ব্রহ্মা দেবদেবঃ প্রকীর্তিতঃ। প্রথমঃ
 সৰ্বভূতানাং চরাচরজগদুৎকৃৎ। ৫। দ্বিজাতয়ো
 মুখাজ্জাতাঃ ক্ষত্রিয়া বাহুব্রতঃ। উরুপ্রদেশাধৈষ্ঠ্যাস্ত
 শূদ্রাঃ পাদেষুধাতবন। ৬। ততস্তত্তে পৃথগ্বর্ণাঃ
 পৃথগ্বিশ্রাম সমাচরন। পর্য্যায়েন সমুৎপন্নাস্থ-
 লোমবিলোমতঃ। ৭। তেষাং ধৰ্ম্মঃ প্রবক্ষ্যামি
 ক্ষতিস্মৃত্যর্থচোদিতম্। যেন সম্যক্কৃতেনৈব
 সৰ্কে যান্ত্র পরাং গতিম্। ৮। গতির্ধ্যানং
 বিনা ভৈক্বেত্রীক্ষণৈঃ প্রাপ্যতে নৃপ। অধ্যাপয়ন
 যতো দেদান বেদং বাপি যথাবিধি। ৯। কুজলাঃ

নগ্রে গমন করিবে। পূর্বকালে এই কোহনশ্চে
 বেদবেদাঙ্গপারগ স্বকৰ্মনিরত জনৈক দ্বিজ—পত্নী,
 পুত্র ও সুহৃদগণসহ বাস করিতেন। যুধিষ্ঠির
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের
 জন্ম ও কৰ্ম এবং এই প্রসঙ্গে ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও
 মোক্ষের অগ্নি তত্ত্ব জানিতে আমার অভিলাষ
 হইতেছে। আমার মনে হয়—আপনি ভিন্ন ইহা
 অন্য কেহ সম্যক্ বিদিত নহেন; অতএব এই সকল
 আমার নিকট বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—
 অগ্নি-চরাচরজগৎপতি দেবদেব ব্রহ্মাই ভূত-
 নিবহের প্রথম উৎপত্তিনিদান কথিত হন, পরে
 তাহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু-
 দেশ হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্রগণ জন্ম
 গ্রহণ করে। অনন্তর এই জাতিচতুষ্টয় হইতে
 অল্ললোম ও বিলোমক্রমে পৃথক্বর্ণী বিভিন্ন জাতি
 সমুৎপন্ন হইয়াছিল। তারপর ঋতি ও স্মৃতি এই
 জীবনিবহের যে ধৰ্ম্মনির্দেশ করেন এবং যেরূপ
 ধৰ্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া ইহারা পরম-
 গতি লাভ করেন, সম্প্রতি তাহাষ্ট তোমার নিকট
 কীর্তন করিব। ১—৮। এতমধ্যে প্রথমে ব্রাহ্মণের
 ধৰ্ম্ম শ্রবণ কর। হে নৃপ! তত্ত্ব দ্বিজ ধ্যান
 ভিন্ন গতি লাভ করেন। দ্বিজ অগ্নি
 বেদ কংবা বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে কোন একটি
 বেদের অধ্যাপনা করাইবেন। গুরুর অনুমতি

কপসম্পন্নঃ সর্বলক্ষণলক্ষিতাম্ । উদ্বাহয়েতুঃ পত্নীং
 গুরুণামতে তদা ॥ ১০ ॥ ততঃ স্মার্তং বিবাহাগ্নিঃ
 শ্রোতং বা পূজয়েৎক্রমাৎ । প্রতিগ্রহধনো ভূত্বা
 দন্তলোভবিবর্জিতঃ ॥ ১১ ॥ পঞ্চযজ্ঞবিধানানি
 কারয়েদৈ যথাবিধি । বনং গচ্ছেত্ততঃ পশ্চাদ্বিতীয়া-
 শ্রমসেবনাৎ ॥ ১২ ॥ পুত্রেষু ভাৰ্গ্যাঃ নিক্ষিপা সর্বসঙ্গ-
 বিবর্জিতঃ । ইষ্টাশ্লোকানবাপ্নোতি ন চেহ জায়তে
 পুনঃ ॥ ১৩ ॥ কত্রিয়স্ত দ্বিতো রাজো পালয়িত্বা
 বসুন্ধরাম্ । শব্দকর্ম্মনাট্যৈব প্রাপ্নোতি পরমাং
 গতিম্ ॥ ১৪ ॥ বৈশ্বধর্ম্মো ন সন্দেহঃ কৃষিগো-
 রক্ষণে রতঃ । সত্যশৌচসমোমেতো গচ্ছতে স্বর্গ-
 মুত্তমম্ ॥ ১৫ ॥ ন শূদ্রস্তা পৃথগ্ধর্ম্মো বিহিতঃ পর-
 মেষ্ঠিনা । ন মন্ত্রো ন চ সংস্কারো ন বিদ্যাপরি-
 সেবনম্ ॥ ১৬ ॥ ন শব্দবিদ্যা সমগ্ৰো দেবতার্চনা-
 র্চনানি চ । যথা জাতিেন সততং বর্জিতবামহ-
 নিশম্ ॥ ১৭ ॥ স ধর্ম্মঃ সর্ববর্ণানাং পুরা সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা ।
 মন্ত্রসংস্কারসম্পন্নায়ৈ বর্ণা দ্বিজা

লইয়া যথাবিধি উত্তম কুলোৎপন্ন সুরূপসম্পন্ন
 সর্বলক্ষণ-সমবিত পত্নীর পাণি পৌড়ন করিবেন ।
 তারপর ক্রমে অচিস্মৃতিকথিত বিবাহাগ্নির পূজা
 করিবেন । দন্ত-লোভ-বিবর্জিত হইয়া প্রতিগ্রহ-
 লক্ষ ধনদ্বারা জীবন যাপন করিবেন এবং সতত
 যথাবিধি পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন । ইহাই হইল
 —দ্বিজগণের প্রথম আশ্রম । তারপর দ্বিজগণ
 দ্বিতীয়াশ্রমের সেবা করিবেন । এই দ্বিতীয়াশ্রমে
 দ্বিজ সর্বসঙ্গবিবর্জিত হইয়া পত্নীকে পুত্রগণের
 হস্তে নিক্ষেপপূর্বক বনে গমন করিবেন । এইরূপ
 করিলেই দ্বিজ অভীষ্ট লোক প্রাপ্ত হন, আর
 তাঁহাকে ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ।
 কত্রিয় সতত স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া রাষ্ট্রমধ্যে
 অবস্থানপূর্বক বসুন্ধরা পালন করিলেই তাঁহার
 পরম গতি লাভ হইবে । কৃষি ও গোদক্ষণে রত
 থাকাই বৈশ্বের ধর্ম্ম, সন্দেহ নাই । বৈশ্ব সত্য-
 শৌচ সম্পন্ন হইয়া কৃষি-গোরক্ষা করিলেই স্বর্গলাভ
 করিবেন । পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা শূদ্রের কোন পৃথক্ ধর্ম্ম
 নির্দেশ করেন নাই । শূদ্রের মন্ত্রসংস্কার, বেদবিদ্যা,
 শব্দবিদ্যা, সদাচার, দেবতার্চন ইহার কোন-
 টাইই সেবা কর্তব্য নহে ; শব্দ যথাপ্রাপ্ত বসুন্ধরা
 সদা জীবন যাপন করিবে । স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা এইরূপই
 ব্রাহ্মণাদি জাতিনিবহের ধর্ম্ম নির্দিষ্ট করিয়াছেন ।
 শূদ্র ব্যতীত ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ই মন্ত্রসংস্কারসম্পন্ন

তেষাং মতমনাদৃশ্য যদি বহে ন কাহতঃ । স মৃতো
 জায়তে স্বা বৈ গতিরুদ্ধি ন বিদ্যতে ॥ ১৯ ॥ ন
 তেষাং প্রেষণং নিত্যং তেষাং মতমম্মরন । যশো-
 ভাগী স্বধর্ম্মস্থঃ স্বর্গভাগী স জায়তে ॥ ২০ ॥ এবং
 গুণগণাকৌণৌহবসদ্বিপ্রঃ স ভারত । হনশ্বেতি হন-
 শ্বেতি শৃণোতি বাক্যমৌদৃশম্ ॥ ২১ ॥ ততো নিরী-
 ক্ষতে চোদ্ধমধৈশ্চ ব দিশো দশ । বেপমানঃ স
 ভীতশ্চ প্রস্রবশ্চ পদে পদে ॥ ২২ ॥ শৃঙ্খলায়ুধ-
 হস্তৈশ্চ পাশৈশ্চৈব স্তুদাকণৈঃ । বেষ্টিতং মহিষাকটং
 নরং পশুতি সম্মুখাৎ ॥ ২৩ ॥ কৃষ্ণাঙ্গনায়প্রখ্যঃ
 কৃষ্ণান্বরবিভূষিতম্ । রক্তাক্ষমায়তভূজঃ সর্ব-
 লক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ২৪ ॥ দৃষ্ট্বা তং তু সমায়াস্তং
 নিরীক্ষ্যাত্মানমাশ্রুনা । জপন্ জপ্যক্ পরমং শত-
 ক্রদ্রীবসংস্তবম্ ॥ ২৫ ॥ ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ যমঃ
 সংযমনো মহান্ । শৃণু কামতো ব্রহ্মন যাতাহঃ
 সঙ্গজম্বম্ ॥ ২৬ ॥ সংহরস্ব মহাভাগ ক্রদ্রদ্রাপাৎ
 স্মৃগভিদম্ । যেনাহং কালপাশৈস্ত্বাৎ সংযমানি বন্ধ-
 বাধাঃ ॥ ২৭ ॥ তচ্ছ্রুত্বা নির্ধরঃ বাক্যং যমস্তা নগ-

হইবেন । যে দ্বিজ এই সকল ধর্ম্মের অনুবর্তী না
 হয় কিংবা এই সকল ধর্ম্মে অনাদর করিয়া যথোক্ত
 বিচরণ করে, সে মরিয়া কুকরযোগি প্রাপ্ত হয় ;
 কদাচ তাঁহার উদ্ধগতি লাভ হয় না । আর তিনি
 এই সকল ধর্ম্মমন্ত্রের অনুসরণ করিয়া এই সকল
 নিবির বশে বাস করেন, তিনিই স্বধর্ম্মনিবর্ত এবং
 তিনিই নশোভাগী ও স্বর্গভাগী হইয়া থাকেন ।
 হে ভারত ! পূর্বে তোমার নিকটে যে দ্বিজের কথা
 কহিয়াছি, তিনি এইরূপ গুণগণাকৌণ হইয়া সতত
 বাস করিতেন । একদা সেই দ্বিজ ‘নিরত কব
 নিরত কর’, এইরূপ শব্দ শুনিতে পান ; তারপর
 তাঁর ও অথ প্রভৃতি দশদিক্ বিলোকন করিয়া
 কম্পিত ও ভীত হন, তাঁহার পদে পদে পদাঙ্গুল
 হইতে থাকে । তারপর শৃঙ্খলায়ুধ হস্তে স্তুদাকণ
 বিকরগণে পরিবেষ্টিত মহিষাকট ক্রবৎসনপরিধায়ী
 কৃষ্ণাঙ্গনসম্বিত লোহিতলোচন দীর্ঘবাও সর্বলক্ষণ
 লক্ষিত এক মানুষ্যমূর্তি সম্মুখে দর্শন করেন । অন-
 তর দ্বিজ সেই যমমূর্তি অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্য
 আশ্রদর্শন করত পরম মন্ত্র শতক্রদ্রীয জপ করিতে
 থাকেন ২২—২৫ । অনন্তর মহা সংযমী ভগবান্ যম
 বলেন,—হে ব্রহ্মন ! আমার বাক্য শ্রবণ কর, আমি
 জীবনিবহের যম । হে মহাভাগ ! তুমি স্মৃভেদা
 শতক্রদ্রীয মন্ত্র জপ পরিত্যাগ কর, আমি পাশদ্বারা

নির্গতম্ । এহাভয়সমোপেতো ব্রাহ্মণঃ প্রপলায়িতঃ ॥
২৮ ॥ তং মার্গে গতাঃ সর্ষে যমেন সহ কিকরাঃ ।
তিষ্ঠেতি তং বিপ্রমুচুস্তে সোহপাধাবত ॥ ২৯ ॥
স্বরমাণঃ পরিশ্রান্তো হা হতোহহং দুরাশ্রিতঃ । রক্ষ-
রক্ষ মহাদেব শরণাগতবৎসল ॥ ৩০ ॥ এবমুকা-
পতভূমৌ নিঙ্গমানিক্য ভারত । গতসহঃ স
বিপ্রেন্দ্রঃ সমাশ্রিত্য সুরেশ্বরম্ ॥ ৩১ ॥ তং দৃষ্ট্বা
পতিতঃ ভূমৌ দেবদেবো মহেশ্বরঃ । কে হনিষ্যতি
মা তৈস্বং হুকারমকরোক্তদা ॥ ৩২ ॥ তেন তে
কিকরাঃ সর্ষে যমেন সহ ভারত । হুকারেণ গতাঃ
সর্ষে মেঘা বাতহতা যথা ॥ ৩৩ ॥ তদাপ্রভৃতি
ততীর্থং কোহনশ্চেহি বিকৃতম্ । সর্বপাপহরং
পুণ্যং সর্বভীর্থেষু তমম্ ॥ ৩৪ ॥ তত্র ভীর্থে
তু যঃ শ্রাদ্ধা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ । অগ্নিষ্টোমস্ত
যজ্ঞস্ত ফলমাপ্নোতান্নতমম্ ॥ ৩৫ ॥ তত্র ভীর্থে তু
রাজেন্দ্র প্রাণত্যাগং কৰোতি যঃ । ন পশুতি যমঃ
দেবামিত্যেবং শকরোহব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥ অগ্নিপ্রবেশঃ

নির্দিষ্টরূপে তোমাকে বন্ধন করিব । অনন্তর দ্বিজ
যমমুখ-নির্গত এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণপূর্বক
অভ্যন্তরীণ ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন । কিকরগণ
সহ যম ও তাঁহার পশ্চাৎ ধাবন করিলেন এবং বলি-
লেন,—তিষ্ঠ, তিষ্ঠ । সহর পলায়মান বিপ্রও
পরিশ্রান্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হায় ! আমি
দুরাশ্রয় কৰ্ত্তৃক হত হইলাম ; হে মহাদেব !
আপনি শরণাগতবৎসল, আমাকে রক্ষা করুন ।
হে ভারত ! দ্বিজ এইরূপ বলিয়া শিবাঙ্গ অলি-
ঙ্গনপূর্বক ভূপতিত হইলেন । তাঁহার ধৈর্য্য বিলুপ্ত
হইল । তিনি সুরেশ্বরের দেহ আশ্রয় করিয়া পড়িয়া
রহিলেন । অনন্তর দ্বিজকে ভীত ও ভূপতিত
দেখিয়া ভূতপতি ভব বলিলেন,—ভয় নাই, কে
তোমাকে নিহত করিবে ? শকর হুকার করিলেন ।
হে ভারত ! শকরের হুকারশব্দে যমকিকরগণ
যমের সহিত বাতাহত মেঘের স্তায় অদৃশ্য হইল ।
হে নৃপ ! হর যে 'কে'হনিষ্যতি' শব্দ করিয়াছিলেন ।
সেই শব্দানুসারে এই ভীর্থ তদবধি কোহনশ্ব নামে
বিখ্যাত হইয়াছে । এই ভীর্থ সর্বভীর্থোত্তম ও সর্ব-
পাপহর । যে মানব এই কোহনশ্বভীর্থে শ্রান করিয়া
পরমেশ্বরের পূজা করে, তাহার অন্তিম অগ্নিষ্টোম
যাগফল লাভ হয় । হে রাজেন্দ্র ! যে নর
এই ভীর্থে তনুত্যাগ করে, শকর কহিয়াছেন,—
তাঁহার যমুদন দর্শন হয় না । যে মানব

যঃ কুর্য্যাজ্জলে বা নৃপসত্তম । অগ্নিলোকে বসে-
তাবদ্যাবৎ কল্পণতত্রম্ ॥ ৩৭ ॥ এবং বক্রলোকে-
হপি বাসিত্বা কালমাপ্সিতম্ । ইহ লোকমহুপ্রাপ্তো
মহাধনপতির্ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কোহনভীর্থমাহাশ্রাবণনং নাম
দ্বাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেতু রাজেন্দ্র
কর্মদীভীর্থমুত্তমম্ । যত্র তিষ্ঠতি বিদ্রেশো গণনাধো
মহাবলঃ ॥ ১ ॥ তত্র ভীর্থে নরঃ শ্রাদ্ধা চতুর্থ্যাং বা
হ্যাপোষিতঃ । বিদ্রং ন বিদ্যাতে তস্ত সপ্তজন্মানি
ভারত ॥ ২ ॥ তত্র ভীর্থে হি যৎকিঞ্চিদীয়তে
নৃপসত্তম । তদক্ষক্ষণং সক্ষং জায়তে নাত্র
সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কর্মদীপরভীর্থমাহাশ্রাবণনং নাম
দ্বাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৩ ॥

কোহনশ্বভীর্থে অগ্নি প্রবেশ কিংবা জলনিমজ্জনে
জীবন বিসর্জন করে, তাহার তিনশত কল্পকাল
অগ্নিলোকে বাস হয়, তারপর সে বক্রলোকে গমন
করে । সেখানে অভিলষিত কাল বাস করিয়া ইহ-
লোক লাভ করে এবং এই মাহুবলোকেও সে
বিপুল ধনশালী হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ২৬—৩৮ ॥

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
অনুত্তম কর্মদীভীর্থে গমন করিবে । মহাবল গণনাধ
বিদ্রেশ এই কর্মদীভীর্থে বাস করেন । হে ভারত !
উপবাসপরায়ণ মানব চতুর্থী তিথিতে ভক্তিপূর্বক
এই ভীর্থে শ্রান করিলে কদাচ তাহার বিদ্র হয় না ।
হে নৃপসত্তম ! এই ভীর্থে যাহা কিছু দান করা
যায়, তৎসমস্ত অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে, সংশয়
নাই ॥ ১—৩ ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৩ ॥

চতুর্বিংশত্যাধিকশততমোঃ অধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্নদীপাল
নর্যদেবরমুত্তমম্ । তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা মুচ্যতে
সর্বকিঞ্চিদৈঃ ॥ ১ ॥ অগ্নিপ্রবেশচ্চ জলেহথবা
মৃত্যুরনাশকে । অনিবার্তিকা গুণতিষ্ঠত্বা যথা মে
শঙ্করোহব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নর্যদেবরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুর্বিংশত্যাধিকশততমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ২৭

পঞ্চবিংশত্যাধিকশততমোঃ অধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্নদীপাল রবি-
তীর্থমমুত্তমম্ । যত্র দেবঃ সহস্রাংস্তপস্তপ্ত্বা
দিবং গতাঃ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । কথং দেবো
জগদ্ধাতা সর্বদেবনমস্কৃতঃ । তপস্তপাত দেবেশ-
স্তাপসো ভাস্করো রবিঃ ॥ ২ ॥ আরাধাঃ সর্বভূতানাং
সর্বদেবেশ্চ পূজিতাঃ । প্রত্যক্ষো দৃষ্টঃ চ লোকে
সৃষ্টিসংহারকারকঃ ॥ ৩ ॥ আদিত্য ইতি কথং প্রাপ্তঃ

চতুর্বিংশত্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহোপাধীপ! অনন্তর
অমুত্তম নর্যদেবর তীর্থে গমন করিবে। মানব
এই নর্যদেবর তীর্থে স্নান করিয়া অগ্নি প্রবেশ
হইতে মুক্ত হয়। যে নর এখানে অগ্নি প্রবেশ,
জলমজ্জন কিংবা অনশনে প্রাণত্যাগ করে,
তাঁহার পুনরাবুত্তিরহিত উত্তম গতিলাভ হয়,
ইহা স্বয়ং শঙ্কর আমার নিকট কহিয়াছেন ॥ ১—৩ ॥

চতুর্বিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৪ ॥

পঞ্চবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহোপাধীপ! অনন্তর
অমুত্তম রবিতীর্থে গমন করিবে। সহস্রকিরণ
দেব দিবাকর এই তীর্থে তপস্তা করিয়া স্বর্গে গমন
করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—
যিনি জগতের ধাতা ও সর্বদেবনমস্কৃত, সেই ভাস্কর
রবি কেন তাপসবেশে, দেবেশের তপস্তা করি-
লেন? অথিল প্রাণীই তাঁহার আরাধনা করে,
দেবগণ তাঁহাকে পূজা করেন, তিনি সৃষ্টি সংহার-

কথং ভাস্কর উচ্যতে । সর্বমতং সমামেন কথয়স্ব
মমানস ॥ ৪ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । মহাপ্রশ্নো মহারাজ
যস্যয়া পরিপূজিতঃ । তৎ সর্বং সম্প্রবক্ষ্যামি নমস্কৃত্য
স্বয়মুত্তম ॥ ৫ ॥ আসীদিত্যং তমোভূতমপ্রজাতমল-
ক্ষণম্ । অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রমুগ্ধমিব সর্বতঃ ॥ ৬ ॥
ততস্তেজস্চ দিব্যঞ্চ তপ্তপিণ্ডমমুত্তমম্ । আকা-
শাত্তু যথৈবোক্তা সৃষ্টিহেতোরবোমুখী ॥ ৭ ॥ ততেজ-
সেহস্তঃ পুরুষঃ সজাতঃ সর্বভূষিতঃ । স শিবো-
পাণিপাদশ্চ যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ৮ ॥ ততোহ-
পরমমুভূতমুত্তমং তেজোরূপমুত্তমং ভারত । পশ্চাৎ প্রজা-
পতির্ভূতঃ কালঃ কালান্তরেণ বৈ ॥ ৯ ॥ অগ্নির্জাতঃ
সংলানঃ মনুষ্যাত্মরক্ষসাম্ । সর্বদেবাধিদেবশ্চ
আদিত্যস্তেন চোচ্যতে ॥ ১০ ॥ আদৌ তস্মৈ নম-
স্কারোহন্তোষাক্ষ তদনন্তরম্ । ক্রিয়তে দৈবতৈঃ
সর্বৈস্তেন সর্বৈর্বহির্ষিতৈঃ ॥ ১১ ॥ তিস্রঃ সঙ্খ্যাস্ত্রয়ো

কারক ও ইহলোকে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট; তিনি কিরূপে
আদিত্য প্রাপ্ত হইলেন? আর কেনই বা লোকে
তাঁহাকে ভাস্কর আখ্যায় অভিহিত করে? হে
অনঘ! সংক্ষেপে এই সকল কথা আমার নিকট
বলুন! মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—মহারাজ!
ভূমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা এক মহাপ্রশ্ন,
তথাপি স্বয়মুত্তম নমস্কার করিয়া এ বিষয়ে সম্যক
সমস্তই বলিতেছি। হে ভারত! এই যে সৃষ্টি
দেখিতেছ, পূর্বে ইহা তমোময় ছিল, ইহার
কোনই লক্ষণ বিদ্যমান ছিল না, ইহার সকল ভাবই
অবিদিত ছিল, তর্ক দ্বারা ইহার কোন বিষয়
মীমাংসিত বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইত না;—সকল
দিকই যেন প্রমুগ্ধের আয় অমুভূত হইত। অনন্তর
উক্ত যেমন অবোমুখ হইয়া পতিত হয়, তদ্রূপ
আকাশ হইতে তপ্ত পিণ্ডের আয় অমুত্তম এক
দিব্যতেজ ভূতলে পতিত হইল। এই দিব্য তেজ
হইতেই অথিল জগৎ সৃষ্টি হইয়াছিল। অনন্তর
সেই তেজের একাংশ হইতে সর্বাবয়বভূষিত এক
পুরুষ সমুৎপন্ন হইলেন। এই পুরুষই শিব; ইনি
অপানি-পাদ, ইহা হইতেই সৃষ্টিবিস্তার হয় ॥ ১—৮ ॥
হে ভারত! অনন্তর সেই তেজোময় পুরুষ অবিভূত
হইলে তাঁহা হইতে পশ্চাৎ প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ
করেন এবং কিয়ৎ কালান্তরে তাঁহা হইতেই কাল
ও অগ্নি প্রাবর্ত্তিত হন। অগ্নিই আদিত্য; ইনি সুর,
অশুর ও মানুষ্য প্রভৃতি ভূতনিবহের শ্রেষ্ঠ; অথিল
দেবের অধিদেব বলিয়া ইনি আদিত্য নামে কথিত

দেবঃ সান্নিধ্যাঃ সূর্য্যমণ্ডলে । নমস্কৃতেন সূর্য্যেণ
সর্গে দেবা নমস্কৃতাঃ ॥ ১২ ॥ ন দিবা ন ভবেজ্যত্রিঃ
যগ্নাসা দক্ষিণায়নম্ । অয়নং চোত্তরঞ্চাপি ভাস্করেণ
বিনা নৃপ ॥ ১৩ ॥ জ্ঞানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ে
দেবতর্চনম্ । ন বর্ত্ততে বিনা সূর্য্যং তেন
পূজ্যতমো রবিঃ ॥ ১৪ ॥ শব্দগাঃ ক্রতিমুখ্যাস্ত
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ । প্রত্যক্ষো ভগবান্ দেবো দৃগ্গৃহে
লোকপাবনঃ ॥ ১৫ ॥ উৎপত্তিপ্রলয়স্থানং নিধানং
বীজমব্যয়ম্ । হেতুরেকো জগন্নাথো নাত্তো
বিদ্যেত ভাস্করাৎ ॥ ১৬ ॥ এবমাত্তবং কুহা
জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ । লোকানাং তু হিতার্থীণ
স্থাপয়েদ্রুপকৃতিম্ ॥ ১৭ ॥ নশ্বদাতটমাশ্রিত্য
স্থাপয়িত্বানন্তরম্ । সহস্রাংস্তঃ নিধিঃ ধাম্নাং
জগামাকাশমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥ তত্র তীর্ণে তু যঃ
স্নাত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ । সহস্রকিরণং দেবং নাম-
মজ্জবিধানতঃ ॥ ১৯ ॥ তেন তপ্তং হৃতং তেন তেন

হন । এজন্ত সুর ও মহাসিগণ আদিত্যকে প্রথমে
প্রণাম করিয়া অন্ত দেবগণকে প্রণাম করেন ।
প্রাতঃ প্রভৃতি ত্রিসন্ধ্যা ও ব্রহ্মাদি দেবত্ব সত্ত
সূর্য্যমণ্ডলে সন্নিহিত ; অতএব একমাত্র অদিত্য-
দেবকে নমস্কার করিলেই অখিল দেবের নমস্কার
করা হয় । হে নৃপ ! দিবাকর ব্যতীত দিবা, রাত্রি,
যগ্নাস, দক্ষিণ ও উত্তর অয়ন হয় না ; দিবাকর না
থাকিলে জ্ঞান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায় ও দেবতা-
র্চন কিছুই হয় না ; এইজন্তই সূর্য্য পূজ্যতম বলিয়া
কথিত হইয়াছেন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইহারা
ক্রতিপ্রমুখ শাস্ত্রবাক্য-বেদা, কিন্তু লোকপাবন
ভগবান্ তপন প্রত্যক্ষই পরিদৃষ্টে হইয়া থাকেন ।
দিবাকরই প্রলয় ও উৎপত্তির নিধান ও অব্যয়
বীজ । জগৎপতি ভাস্কর তিন্ন সৃষ্টির অন্ত কোন
কারণই বিদ্যমান নাই । দেব দিবাকর হইতে
স্বাবর-জঙ্গমাগ্নক অখিল জগৎ ও পশুপদ্রুতি প্রসূত
হইয়া থাকে । এই দিবাকরই শিবের অন্ততম
আত্মা । অনন্তর সেই দিবাপুরুষ শিব অখিল
লোকের হিতার্থ আত্মদেহসমুৎ তেজোনিধি
সহস্রকিরণ সূর্য্যকে নশ্বদাতীয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া
অব্যয় আকাশে চলিয়া গেলেন । যিনি রবিতীর্ণে
জ্ঞান করিয়া রবির নাম ও মজ্জবিধানকমে পরমেশ্বর
সহস্রকিরণ দেবদিবাকরের পূজা করেন, তাঁহার
তপশ্চা হোম এমন কি অখিল ক্রিয়াকলাপেরই

সর্বমমুষ্ঠিতম্ । তেন সম্যগ্ধাধানেন সম্প্রাপ্তঃ
পরমং পদম্ ॥ ২০ ॥ তে ধত্তান্তে মহাত্মানন্তেষাং জন্ম
শুভীবিতম্ । স্নাত্বা যে নশ্বদাতোয়ে দেবঃ পশুস্তি
ভাস্করম্ ॥ ২১ ॥ তথা দেবস্ত রাজেষু যে কুর্বন্তি
প্রদক্ষিণম্ । অনন্তভক্ত্যা সতত ত্রিরক্ষয়সমধিতাঃ ॥
২২ ॥ তেন পুতশরীরান্তে মজ্জেন গতপাতকাঃ ।
যৎপুণ্যঞ্চ ভবেন্তেষাং তদিতৈকমনাঃ শৃণু ॥ ২৩ ॥
সমনুজ্জহা তেন সশৈলবনকাননা । প্রদক্ষিণীকৃতা
সৰ্বা পৃথিবী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥ মজ্জমূলমিদং
সৰ্বং ত্রৈলোকাং সচরাচরম্ । তেন মজ্জবিহীনং তু
কার্য্যং লোকে ন সিধ্যতি ॥ ২৫ ॥ যথা কাষ্ঠময়ো
হস্তৌ যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ । কার্য্যার্থং নৈব সিধ্যেত
তথা কশ্ম হুমজ্জকম্ ॥ ২৬ ॥ যথা ভস্মহতং পার্থ যথা
তোষবিবজ্জিতম্ । নিফলং জায়তে দানং তথা
মজ্জবিবজ্জিতম্ ॥ ২৭ ॥ কাষ্ঠ-পাশাণলোষ্ট্রেষু মৃন্ময়েষু
বিশেষতঃ । মজ্জেন লোকে পূজাং তু কুর্বন্ত ন
হুমজ্জতঃ ॥ ২৮ ॥ দ্বাদশাব্দনমস্কারাদ্ভক্ত্যা যজ্ঞভতে
ফলম্ মজ্জযুক্ত-নমস্কারাৎ সক্রৎ তল্লভতে ফলম্ ॥ ২৯ ॥
সঙ্ক্ৰান্তো চ ব্যতীপাতে অয়নে বিধুবে তথা । ন
শ্বদাতা জলে স্নাত্বা যন্ত পূজয়েত রবিম্ ॥ ৩০ ॥

অনুষ্ঠান করা হয় । বাহারা নশ্বদাতীয়ে অবগাহন
করিয়া দেব ভাস্করকে দর্শন করেন, সংসারে তাঁহারা
ধন্ত ও মহাত্মা এবং তাঁহাদের জীবন ও জন্ম প্রশংস-
নীয় । হে রাজেন্দ্র ! বাহারা অত্যন্ত ভক্তি প্রদর্শন
করত দিবাকরের মজ্জ জপ করিতে করিতে তাঁহাকে
প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহাদের পৃথিবী প্রদক্ষিণ
করা হয়, সংশয় নাই । এই সচরাচর অখিল
ত্রৈলোকা মজ্জমূল ; অতএব ত্রিলোকে মজ্জহীন কার্য্য
সিদ্ধ হয় না । যেমন দারুণ্য করী ও চর্ম্মময়
মৃগ কার্য্যকালে কোনই ফলদায়ক হয় না তজপ
অমজ্জক ক্রিয়াও নিফল হইয়া থাকে ১৯—২৬ । ভস্ম
আত্মি যেমন পৃথা, জলহীন দান যেমন অফল,
অমজ্জক দানও তজপ ফল প্রসব করে না । দেখ,—
কাষ্ঠ, পাশাণ, লোষ্ট্রে ও মৃন্ময় প্রতিমা মজ্জসংস্কৃত
হইলেই লোকে তাহার পূজা করে, অন্তথা পূজা
করে না । কেবল ভক্তি দ্বারা দ্বাদশ বৎসর
নমস্কার করিয়া মানব যে ফল লাভ করে, এক-
বার মাত্র মজ্জযুক্ত নমস্কারেই তাহার সেই ফল
লাভ হয় । যে মানব সংক্রান্তি, ব্যতীপাত, অয়ন
ও বিধুবে নশ্বদাতীয়ে অবগাহন করিয়া দেব

দ্বাদশাদেন যৎ পাপমজ্জানজ্ঞান-সংকিতম্ । তৎক্ষণা-
নশ্চতে সৰ্বং বহিরা তু ত্বং যথা ॥ ৩১ ॥ চন্দ্রসূর্য্য-
গ্রহে প্ৰাত্ৰা সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ । তত্রাদিত্যমুখং
দৃষ্ট্বা মুচ্যতে সৰ্বকৰ্ম্মবিধেঃ ॥ ৩২ ॥ মাঘমাসে তু সম্প্রাপ্তে
সপ্তম্যাং নৃপসত্তম । সোপবাসো জিতক্রোধ উষহা
সূর্য্য-মন্দিরে ॥ ৩৩ ॥ প্রাতঃ প্ৰাত্ৰা বিধানেন দদা-
ত্যৰ্ঘ্যং দিবাকরে । বিধিনা মন্ত্রযুক্তেন স লভেৎ
পুণ্যমুত্তমম্ ॥ ৩৪ ॥ পিতৃদেবমহুয্যাণাং কৃতা হ্যদক
তৰ্পণম্ । মন্দিরে দেবদেবশ্চ ততঃ পূজাং সমাচরেৎ
৩৫ ॥ গঠৈঃ পুষ্পৈশ্চ যাদু পৈদ্যপদৈবেদ্যাশোভনৈঃ ।
পূজয়িত্বা জগন্নাথং ততো মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৩৬ ॥
বিষ্ণুঃ শক্রো যমো ধাতা মিত্রোহথ বরুণস্তথা ।
বিবস্বান্ সবিতা পূষা চণ্ডাঃ শুভগা এব চ ॥ ৩৭ ॥
ইতি দ্বাদশনামানি জপন কৃতা প্রদক্ষিণাম্ । যৎ
কলং লভতে পার্থ তদৈকমনাঃ শূন ॥ ৩৮ ॥
দরিদ্রো ব্যাধিতো মুকো বধিরো জড় এব চ ।
ন ভবেৎ সপ্ত জন্মানি ইত্যেবং শঙ্করোহব্রবীৎ ॥

দিবাকরের পূজা করে, তাহার জ্ঞান ও অজ্ঞান
কৃত দ্বাদশ বৎসরের পাপ ভাষনের তুসদাহের
শায় সদাঃ ভস্মীভূত হইয়া যায় । যে জিতেন্দ্রিয়
মানব চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে উপবাসী হইয়া নৰ্ম্মদাজলে
স্নান ও রবিতীর্থে আদিত্যবন্দন দর্শন করে,
সে অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয় । হে নৃপসত্তম !
মাঘ মাস সমুপাগত হইলে সপ্তমী তিথিতে ক্রোধ-
জয়পূর্ব্বক উপবাসী হইয়া সূর্য্যমন্দিরে বাস করত
বিধিপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান ও দিবাকরের অৰ্ঘ্য প্রদান
করিবে । যে মানব বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রসংযুক্ত অৰ্ঘ্য
প্রদান করে, তাহার অন্ততম পুণ্য লাভ হয় ।
প্রথমে পিতৃ, দেব ও মনুষ্যাদিগের উদকতৰ্পণ
করিয়া পরে গন্ধ, ধূপ, দীপ, ও মনোজ্ঞ নৈবেদ্য
দ্বারা রবিমন্দিরে দেবদেবের পূজা করিবে ।
এইরূপে জগৎপতি তপনদেবের পূজা করিয়া
দিবাকরের দ্বাদশনামরূপ নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চা-
রণ করিবে । যথা—বিষ্ণু, শক্র, যম, ধাতা, মিত্র,
বরুণ, বিবস্বান্, সবিতা, পূষা ও চণ্ডাঃ । হে
পার্থ ! মানব দিবাকরের এই দ্বাদশ নাম উচ্চা-
রণ করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিয়া যে কল
লাভ করে, একমনা হইয়া তাহা শ্রবণ কর । শঙ্কর
কহিয়াছেন,—মানব পূর্ব্বোক্তরূপ প্রদক্ষিণ করিয়া
সপ্তজন্ম দরিদ্র, রোগী, মুক, বধির বা জড় হয়

৩৯ ॥ এবং জাহ্না বিধানেন জপমন্ত্রং বিচক্ষণঃ ।
আরাধয়েদ্রবিং তক্ত্যা য ইচ্ছেৎ পুণ্যমুত্তমম্ ॥ ৪০ ॥
মন্ত্রহীনাং তু যঃ কুর্য্যাত্তক্তিং দেবশ্চ ভারত ।
স বিড়ম্বতি চাত্মানং পশুকোটপতঙ্গবৎ ॥ ৪১ ॥
তত্র তীর্থে তু যঃ কশ্চিত্ত্যজতে দেহমুত্তমম্ । স
গতস্তত্র দেবৈশ্চ পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ ॥ ৪২ ॥
শ্বেচ্ছয়া সূচিরং কালমিহ লোকে নৃপো ভবেৎ ॥
৪৩ ॥ পুত্রপৌত্রসমায়ুক্তো হস্তাশ্বরথসঙ্কুলঃ । দাসী-
দাসশতোপেতো জায়তে বিপুলে কুলে ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে রবিতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৫ ॥

ষড়বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্তু রাজেন্দ্র
পরং তীর্থমযোনিজম্ । প্ৰাতঃপাত্রে নরস্তত্র ন
পশ্চোদ্যোনিসঙ্কটম্ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে নরঃ প্ৰাত্ৰা
পূজয়েদেবমীশ্বরম্ । অযোনিজো মহাদেব যথা

না । উত্তম পুণ্যকামী বিচক্ষণ মানব এই তত্ত্ব
বিদিত হইয়া যথাবিধি মন্ত্রজপ করত ভক্তিভরে
রবির আরাধনা করিয়া থাকেন । হে ভারত !
যে নর মন্ত্রহীন ভক্তিপ্রদর্শন করে, সে পশু, কীট
ও পতঙ্গের স্থায় আত্মাকে বিড়ম্বিত করিয়া থাকে ।
যে কেহ এই রবিতীর্থে প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ
করেন, তাহার রবিনোকে গতি হয় । দেব ও
মহর্ষিগণ তাহার পূজা করেন ; তিনি শ্বেচ্ছায়
সূচিরকাল রবিলোকে বাস করেন, পরে ইহ-
লোকেও পুত্রপৌত্রসমায়ুক্ত, হস্তী অশ্ব ও রথ-
সঙ্কুল এবং শত শত দাসদাসীসমবিত রাজা
হইয়া বিপুল কুলে জন্মগ্রহণ করেন । ২৭—৪৩ ।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৫ ॥

ষড়বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
অনুত্তম অযোনিজ তীর্থে গমন করিবে । মানব এই
তীর্থে স্নান মাত্রেই যোনিসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ
প্রাপ্ত হয় । মানব এই তীর্থে স্নান করিয়া ঈশ্বরের

হং পরমেশ্বর । ২ । তথা মোচয় মাং দেব সঙ্-
বাদ্যোনিসঙ্কটাত্ । গন্ধপুষ্পাদিধূপৈশ্চ স যুচ্যেৎ
সর্গপাতকৈঃ । ৩ । তস্মা দেবস্মা যো ভক্ত্যা কুরুতে
লিঙ্গপূরণম্ । স বসেদেবদেবস্মা যাবৎ সিন্ধুস্মা
সংখ্যায়া । ৪ । অযোনিজো মহাদেবঃ আপ্যেদ্যক্ষ-
বারিণা । মধুকীরেণ দধা বা স লভেদ্বিপুলং
শ্রিয়ম্ । ৫ । অষ্টম্যাক্ষ সিতে পক্ষে অসিতাঃ বা
চতুর্দশীম্ । পূজয়িত্বা মহাদেবং স্রীণয়েদ্যাক্ষ-
বাদ্যাকৈঃ । ৬ । বসেৎ স চ শিবে লোকে যে
কুর্স্বস্তি মনোহরম্ । তে বসন্তি শিবে লোকে
যাবদাভূতসমগ্রবম্ । ৭ । তস্মা দেবস্মা ভক্ত্যা তু
যঃ কুরোতি প্রদক্ষিণাম্ । বিজ্ঞাপয়ন্স্চ সততং
মন্ত্রোনেন ভারত । ৮ । তস্মা যৎ ফলমুদ্ভিষ্টং
পারম্পর্যেণ মানবৈঃ । সঁকাশাদেবদেবস্মা তজ্জু-
ষ সমাধিনা । ৯ । অযোনিজো মহাদেব যথা হং
পরমেশ্বর । তথা মোচয় মাং সর্গ সঙ্বাদ্যোনি-
সঙ্কটাত্ । ১০ । কিং তস্মা বহুভির্মন্ত্রৈঃ কপ্তশোষণ-
তৎপরৈঃ । যেনোং নমঃ শিবায়েতি প্রোক্তং দেবস্মা

পূজা করিবে এবং বলিবে—হে মহাদেব ! আপনি
যেদ্রুপ অযোনিজ, হে পরমেশ ! আমাকেও তজ্জুপ
যোনিসঙ্কট-বিমুক্ত করুন । তাহার পর গন্ধপুষ্পাদি
দ্বারা পরমেশ্বরের পূজা করিবার নর অগ্নিল পাতক
হইতে বিমুক্ত হইবে । যে মানব এ ভীর্থে মধুজিষ্ট
দ্বারা ভক্তিপূর্বক দেবদেবের লিঙ্গপূরণ করে, সে
সিন্ধুসংখ্যক বৎসব দেবদেবেশসমীপে বাস করিয়া
থাকে । যে নর অযোনিজভীর্থে গন্ধবারি অথবা
দধি কিংবা নদু বা ক্ষীর দ্বারা শঙ্করকে স্নান করায়,
তাঁহার বিপুল লক্ষ্মীলাভ হয় । যে মানব শুক্রাষ্টমী
কিছা কৃষ্ণা চতুর্দশী ত্রিধিহে মহাদেবের পূজা
করিয়া গাভবান্যাদি দ্বারা তাঁহার স্রীতি সাধন করে,
তাঁহার শিবলোকে বাস হয় আর যাহারা মহাদেব-
সমীপে মনোহর গীতবাদ্য করে, কল্পকাল তাঁহাদের
শিবলোকে বাস হইয়া থাকে । যে মানব নিম্নলিখিত
মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ভক্তিভাবে সতত দেবদেবের
প্রদক্ষিণ করে, হে ভারত ! এবিষয়ে নরগণ পর-
স্পর যেক্রপ ফলের কথা বলেন, সমাহিতভাবে
হংসমস্ত শ্রবণ কর । মন্ত্র যথা—হে পরমেশ মহা-
দেব ! আপনি যেক্রপ অযোনিজ, হে সর্গ !
আমাকেও তজ্জুপ যোনিসঙ্কটবিমুক্ত করুন । তাহার
বহুমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কপ্তশোষণ করিলে কি
হইবে ?—যে মানব শিবসমীপে কেবল মাত্র ‘ওঁ নমঃ

সন্নিবো । ১১ । তেনাদীতং ক্ষতং তেন তেন
সর্গমলুপ্তিতম্ । যেনোং নমঃ শিবায়েতি মন্ত্রাত্যাসঃ
স্থিরীকৃতঃ । ১২ । ন তৎ ফলমবাপ্নোতি সর্গদেবেষু
বৈ দ্বিজঃ । যৎ ফলং সমবাপ্নোতি ষড়ঙ্কর-উদোর-
ণাৎ । ১৩ । তত্র ভীর্থে তু যঃ স্রাদ্ধা পূজয়িত্বা
যোগিনম্ । দ্বিজানাং যুতং সাত্বং স লভেৎ ফল-
যুতমম্ । ১৪ । অথবা ভক্তিযুক্তস্ত তেষাঃ দান্তে
জিতেন্দ্রিয়ে । সংস্কৃত্য দদতে ভিক্ষাং ফলং তস্মা
ততোহধিকম্ । ১৫ । যত্নহস্তে জলং দদ্যদ্বিক্ষাং
দধা পুনঃ জলম্ । সা ভিক্ষা মেকুণ্ডা তুলা তজ্জলং
সাগরোপমম্ । ১৬ ।

ইতি স্রীক্ষান্দে অযোনিপ্রভবতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষড়বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১২৬ ।

সপ্তবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

স্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র
অগ্নিতীর্থমনুত্তমম্ । তত্র স্রাদ্ধা তু পক্ষাদৌ মূচ্যতে
সর্গকিন্দিমৈঃ । ১ । তত্র ভীর্থে তু যঃ কন্ত্যাঃ

শিবায়া মন্ত্র উচ্চারণ করে । তাহার অগ্নিল শাস্ত্র
অধীত ও কিছাকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, যাহার
‘ওঁ নমঃ শিবায়া’ মন্ত্রে অভ্যাস নিশ্চল হইয়াছে,
এই ষড়ঙ্কর উচ্চারণে নর যে পুণ্য প্রাপ্ত হয়, অগ্নিল
বেদাধ্যয়ন করিয়াও তজ্জু তাহার তুল্য ফল লাভে
সমর্থ নহেন । যে মানব অযোনিজ ভীর্থে স্নান
করিয়া যোগী শঙ্করকে পূজা করে তাঁহার কিঞ্চিদধিক
অমৃত দ্বিজের পূজাফলপ্রাপ্তি ঘটে । অথবা দ্বিজ-
গণের প্রতি ভক্তি রাখিয়া দান্ত জিতেন্দ্রিয় দ্বিজের
করে ভিক্ষা দান করত তাঁহার সৎকার করিলেও
পুন্সৌক ফলের অধিক ফললাভ হয় । যত্নহস্তে
জলদান করিয়া ভিক্ষা অর্পণ করিবে, ভিক্ষাদানের
পর পুনঃ জল দান করিবে; এইরূপ ভিক্ষা
মেকুণ্ডা আর জল জলধিসদৃশ । ১—১৬ ।

ষড়বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২৬ ।

সপ্তবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
অনুত্তম অগ্নিতীর্থে গমন করিবে । প্রতিপদ দিনে
অগ্নিতীর্থে স্নান করিলে নর অগ্নিল কলুষ হইতে

দদ্যাৎস্বয়মলঙ্কৃতাম্ । তন্ত যৎ কলমুদ্বিষ্টং তচ্ছ্রীষ
নরোত্তম ॥ ২ ॥ অগ্নিষ্টোম্যতিরাজাত্য্যঃ শতং
শতশ্লোকিতম্ । প্রাপ্নোতি পুরুষো দ্বা যথ-
শক্ত্যা স্বলঙ্কৃতাম্ ॥ ৩ ॥ তন্ত্ৰাঃ পুত্রপ্রপৌত্রাণাং
যা ভবেজ্যোমসকৃতিঃ । স যাতি তেন যানেন
শিবলোকে পরাং গতিম্ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দেহগ্নিতীর্থমাহার্যাবর্ণনং নাম
সপ্তবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছতু রাজেন্দ্র
ভৃকুটেশ্বরমুত্তমম্ । যত্র সিদ্ধো মহাভাগো ভৃগুঃ
পরমকোপনঃ ॥ ১ ॥ তেন বর্গশতং সাগ্রং তপশ্চরণ-
পুরানম্ । পুত্রার্থং বরয়ামাস পুত্রং পুত্রবত্নং বরঃ ॥
২ ॥ বরো দত্তো মহাভাগ দেবেনাক্ষকষাভিনা ।
তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥
৩ ॥ অগ্নিষ্টোমশ্চ যজ্ঞশ্চ কলমুদ্বিষ্টম্ । লভেৎ ।

মুক্তি হয়। এই তীর্থে স্বয়ং সমলঙ্কৃত কন্তাদান করিলে
তাহার যে কল নির্দিষ্ট হইয়াছে, হে নরোত্তম!
তাহা শ্রবণ কর। মানব অগ্নিতীর্থে যথার্থকি সমলঙ্কৃত
কন্তাদান করিয়া অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র হইতেও
শতশ্লোকিত শতশত যজ্ঞকল লাভ করে। পরে
সেই কন্তার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, পুত্র হইতেও
যে সকল পৌত্র হয়, কন্তাদাতা সেই সে সকলের
লোমসমসংখ্যক বৎসর শিবলোকে পরমগতি লাভ
করিয়া থাকে । ১—৪ ।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর
অনুত্তম ভৃকুটেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থে
পরমকোপন মহাভাগ ভৃগু সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।
হে অনঘ! পুরাকালে ভৃগু এখানে কিঞ্চিদধিক
শত বৎসর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। তিনি
পুত্রার্থী হইয়া তপশ্চরণ করত এমনই তনয় লাভ
করেন যে, কালে তিনি পুত্রবান্দিগের অগ্রণী হইয়া-
ছিলেন। হে মহাভাগ! এখানে অক্ষকষাভী
দেবদেব, ভৃগুকে পুত্রবর প্রদান করিয়াছিলেন।

ভৃকুটেশং তু যঃ কশ্চিদ্ব্যতেন মধুনা সহ ॥ ৪ ॥
পুত্রার্থী স্নাপয়েন্তজ্য স লভেৎ পুত্রমীপ্সি-
তম্ । তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা দদ্যাৎস্বয়ম-
লাবনম্ ॥ ৫ ॥ গোদানং বা মহীং বাপি তন্ত
পুণ্যকলং শৃণু ॥ ৬ ॥ সমুদ্রগুহা তেন সশৈলবন-
কাননা । দত্তা পৃথু ন সন্দেহস্তেন সর্গা নৃপোত্তম ॥
৭ ॥ তেন দানেন স স্বর্গে ক্রৌড়য়িত্বা যথাসুখম্ ।
মর্ত্যে ভবতি রাজেন্দ্রো ব্রাহ্মণো বা সুপূজিতঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ভৃকুটেশ্বরতীর্থমাহার্যাবর্ণনং নামা-
ষ্টাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৮ ॥

একোনিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহীপাল
ব্রহ্মতীর্থমুত্তমম্ । অন্তঃসং চৈব তীর্থানাং পরাৎ-
পরতরং মহৎ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে সুরশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মা
লোকপিতামহঃ । চতুর্ণামপি বর্ণানাং নন্দ্যদাতটমা-

যে মানব এই তীর্থে স্নান করিয়া পরমেশ্বরের
পূজা করে, তাহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অষ্টগুণ
ফললাভ হয়। পুরাত্নী যে কোন মানব ভক্তিপূর্বক
ভৃকুটেশকে ব্রহ্ম কিংবা মধু দ্বারা স্নান করায়,
সে অভীষ্ট তনয় লাভ করে। ভৃকুটেশতীর্থে
স্নান করিয়া যিনি দ্বিজকে কাঞ্চন, গো, বা মহীদান
করেন, তাহার পুণ্যকল শ্রবণ কর। হে নৃপো-
ত্তম! এই দাতা সমুদ্র, গুহা, শৈল, বন ও কাননার্ঘিতা
পৃথ্বীদানের কললাভ করেন, সন্দেহ নাই।
তিনি এই দানপ্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়া
যথাসুখে ক্রৌড়া করেন, পরে কৰ্ম্মক্ষেত্রে ক্রিতি-
তলে আসিয়াও তিনি রাজসত্তম কিংবা সুপূজিত
দ্বিজ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ১—৮ ।

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৮ ॥

উনত্রিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর
অনুত্তম ব্রহ্মতীর্থে গমন করিবে। এই ব্রহ্মতীর্থ
অস্ত্রান্ত্র তীর্থনিচয় হইতে শ্রেষ্ঠতর। এই তীর্থ
নন্দ্যদাতটে বিদ্যমান। সুরোত্তম লোকপিতামহ ব্রহ্মা
এইখানে অবস্থিত। ব্রাহ্মণাদি চাতুর্বিধ মন্থে
যে কেহ এই তীর্থ দর্শন করে, দেবেশ ব্রহ্মা তাহার

শ্রিতঃ । ২ । বাচিকং মানসং পাপং কৰ্মজং যৎ
পুৰাকৃতম্ । তৎকালম্ভতি দেবেশো দৰ্শনাদেব
পাতকম্ । ৩ । ঋতিস্মৃত্যুদিতান্তেব তত্র শ্রাহা
দ্বিজব্রতাঃ । প্রায়শ্চিত্তানি কুৰ্বন্তি তেষাং বাস-
দ্বিবিষ্টপে । ৪ । যে পুনঃ শাস্ত্রমুৎসৃজ্য কামলোভ-
প্রপীড়িতাঃ । প্রায়শ্চিত্তং বদিস্যন্তি তে বৈ নিরয়-
গামিনঃ । ৫ । শ্রাহাদৌ পাতকৌ ব্রহ্মব্রহ্ম তু
কৌর্ভয়েদমম্ । তন্ত তন্নশ্রুতে কিপ্রং তমঃ
স্বর্ঘ্যোদয়ে যথা । ৬ । তত্র তীর্থে তু যঃ শ্রাহা
পূজয়েৎ পিতৃদেবতাঃ । অগ্নিষ্টোমশ্চ যজ্ঞশ্চ স
নভেৎ কলমুত্তমম্ । ৭ । তত্র তীর্থে তু যদানং
ব্রহ্মোদিশ্চ প্রযচ্ছতি । তদক্ষয়কলং সৰ্বমিত্যেবং
শঙ্করোহববৌৎ । ৮ । গায়ত্রীসারমাত্রোহাপ তত্র যঃ
ক্রিয়তে জপঃ । ঋগ্‌যজুঃসামসহিতঃ স ভবেন্নাত্র
সংশয়ঃ । ৯ । তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা ত্যজেদেহং
সুহৃন্ত্যজম্ । অনিবার্জিকা গতিস্তশ্চ ব্রহ্মলোকান
সংশয়ঃ । ১০ । যাবদশ্রুতানি তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মতীর্থে চ
দেহিতাম্ । তাবদ্বর্ষসংস্রাণি দেবলোকে মহীয়তে ।
১১ । অবতীর্ণস্ততো লোকে ব্রহ্মজ্ঞো জায়তে কুলে ।

কাষিক, বাচিক, মানস ও কৰ্মকৃত দ্বারত প্রক্ষালিত
করেন। দ্বিজসন্তমগণ ব্রহ্মতীর্থে শ্রাহা করিয়া
ঋতি-স্মৃতি-নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তফললাভ করেন।
শ্রাহার এ তীর্থে শ্রাহা যক প্রায়শ্চিত্ত করেন, তাঁহা-
দের ত্রিদেশালয়ে বাস হয়। শ্রাহারা কামলোভের
বশবত্তী হইয়া শাস্ত্র-গর্হিত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত করে,
তাঁহারা নিরয়গামী হয়। যে পাতকী মানব শ্রাহা
করিয়া প্রথমে ব্রহ্মাকে সন্দোষনপূর্বক নমস্কার ও
স্বায় পাপ কীৰ্ত্তন করে, স্বর্ঘ্যোদয়ে তমোরাশি-বিনা-
শের স্তায় সহর তাঁহার কলুষ বিলীন হইয়া থাকে।
যে মানব ব্রহ্মতীর্থে শ্রাহা করিয়া পিতৃদেবগণের
পূজা করে, তাঁহার অগ্নিষ্টোমযাগের উত্তম ফল-
লাভ হয়। শঙ্কর কহিয়াছেন,—এ তীর্থে ব্রহ্মার
উদ্দেশে যে দান করা যায়, তাহা অক্ষয় ফলজনক
হইয়া থাকে। শ্রাহার গায়ত্রীমন্ত্র সঙ্গল, তিনিও
এইতীর্থে জপ করিয়া ঋক্, যজুঃ ও সাম-সমর্পিত
হন; সন্দেহ নাই। যিনি ভক্তিপূর্বক ব্রহ্মতীর্থে
সুহৃন্ত্যজ তন্ন ত্যাগ করেন, তাঁহার অনিবার্জিকা
গতি লাভ হয়; ব্রহ্মলোক হইতে তিনি প্রত্যাবৃত্ত
হন না; সন্দেহ নাই। ব্রহ্মতীর্থে দেবতাদিগের যে
পরিমাণ আশ্রয় থাকে, ততকাল তাঁহারা দেবলোকে
পূজিত হন। পুনরায় সংসাবে অশ্রুত হইয়াও

উত্তমঃ সৰ্ববর্ণানাং দেবানামিব দেবতা । ১২ ।
বিদ্যাশ্রানানি সৰ্বানি বেত্তি বেদাঙ্গপারগঃ । জায়তে
পূজিতো লোকে রাজতিঃ স ন সংশয়ঃ । ১৩ ।
পুত্রপৌত্রসমোপেতঃ সৰ্বব্যাবিবর্জিতঃ । জীব-
দ্বর্ষশতং সাগ্ৰং ব্রহ্মতীর্থপ্রভাবতঃ । ১৪ । এতৎ
পুণ্যং পাপহরং তীর্থং জ্ঞানবতাং বরম্ । যে পশুন্তি
মহাত্মানো হমুতং প্রয়াস্তি তে । ১৫ ।

ইতি শ্রীক্ষান্দে ব্রহ্মতীর্থমাশ্রাবণনং নামৈকোন-
ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১২২ ।

ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । নন্দাদাক্ষিপে কুলে দেব-
তীর্থমমুত্তমম্ । তত্র দেবৈঃ সমাগতা ভোষিতঃ
পরমেশ্বরঃ । ১ । তত্র তীর্থে তু যঃ শ্রাহা কাম-
ক্রোধবিবর্জিতঃ । স নভেন্নাত্র সন্দেহো গোসহস্র-
ফলং ধবম্ । ২ ।

ইতি শ্রীক্ষান্দে দেবতীর্থমাশ্রাবণনং নাম

ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৩০ ।

তাঁহারা বিমল কুলে জন্মলাভ করেন এবং ব্রহ্মজ
হন। তাঁহারা বর্ণোত্তম দ্বিজজন্ম লাভ করিয়া
দেবতাদিগেরও দেবতার স্তায় সম্মানিত হন,
বেদবেদাঙ্গের পারদর্শন করেন, অধিল বিদ্যাশ্রান
জানিতে পারেন, এবং লোকে রাজগণ কর্তৃক পূজিত
হন, সংশয় নাই। কেবল ইহাই নহে, ব্রহ্মতীর্থ-
প্রভাবে তিনি পুত্রপৌত্রসমর্পিত ও সৰ্বব্যাবি-
বর্জিত হইয়া কিঞ্চদধিক শতবৎসর জীবিত
থাকেন। এই ব্রহ্মতীর্থ পাপহর পুণ্যজনক ও
জ্ঞানমান্য। যে সকল মহামনা এই ব্রহ্মতীর্থ দর্শন
করেন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন। ১-১৫।

উনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২২ ।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নন্দাদার দক্ষিণকুলে অমু-
ত্তম দেবতীর্থ বিদ্যমান। দেবগণ এইস্থানে উপস্থিত
হইয়া পরমেশ্বরের সন্তোষসাধন করিয়াছিলেন।
মানব কাম-ক্রোধ-বিবর্জিত হইয়া দেবতীর্থে শ্রাহা
করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ করে, সন্দেহ
নাই। ১২ ।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩০ ।

একত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । নন্দাদার্কিণে কুলে নাগ-
তীর্থমন্ত্ৰহমম্ । যত্র সিকা মহানাগা ভয়ে জাতে
ততো নৃপ ॥ ১ ॥ সুধিষ্টির উবাচ । মহাভয়ানা-
লোকস্য নাগানাং দ্বিজসত্তম । কথং জাতং তথা
তীর্থং যেন তে তপসি স্থিতাঃ ॥ ২ ॥ ভূতং ভবা-
ভবিন্যচ্চ যৎ সুরাসুরমানবে । তাত তে বিদিতং
সৰ্বং তেন মে কোতুকং মহৎ ॥ ৩ ॥ মম সৎপাশ-
জংগং দূর্যোধনসমুদ্ভবম্ । তব বক্রাস্রজোঘেন
প্রাবিতং নিক্লিতিং গতম্ ॥ ৪ ॥ অহা তব মুখো-
দ্যোতাং কথং পাপপ্রণাশনীম্ । ভূমোভয়ঃ স্মৃতি-
জ্ঞাতা অবগে মম সুরত ॥ ৫ ॥ ন ক্লেশয়ঃ দ্বিজ-
যুক্তং ন চাত্তো জ্ঞাতে ফলম্ । বিদ্যাদানস্ত মহতঃ
প্রাবিতস্ত সুরত ॥ ৬ ॥ এবং জ্ঞাতা যথাশ্রিতং যঃ
প্রশ্নঃ পৃচ্ছিতো মম । কথং তু কথাতঃ বিপ্র দয়া-
করা মমোপরি ॥ ৭ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । যথা যথা

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নন্দাদার দক্ষিণকুলে অমু-
ক্তম নাগতীর্থ । মহানাগগণ ভীতিপ্রাপ্ত হইয়া এই
তীর্থে তপস্যা করত সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ।
সুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম ! নাগ-
গণই লোকেব মহাভয়ঙ্কর ; তাহাদের আশ্রয় দারণ
ভীতি কেন উপস্থিত হইল ? আর তাহারা এমনই
কি ভীত হইয়াছিল যে, তজ্জন্ত তাহাদের তপস্যা
করিতে হইয়াছিল ? স্বাসুরনরের অতীত অনা-
গত ও বর্তমান সকল ঘটনাই আপনি বিদিত
আছেন ! হে তাত ! দূর্যোধন হইতে আমার
মহাসম্পাদ সমুদ্ভূত হইলেও আপনার প্রতীক
বাক্যে পরম কোতুক জন্মিয়াছে এবং আপনার
মুগ্ধমতে প্রাবিত হইয়া আমি সঙ্গল দুঃখ ভোগিত ।
হে সুরত ! আপনার বদনবিনিঃসৃত পরম পাবন
পাপনাশন পুন্যকথা শ্রবণে আমার পুনঃপুনঃ হৈম
সুখ্য হইতেছে । দ্বিজকে ক্রিষ্টে কণা নৃকণুক
নহে, তথাপি অস্ত্র হইতে কল লাভ অসম্ভব
জানিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি । হে
বিপ্র ! বিদ্যাদানে শ্রোতা বক্রা উভয়েরই মহা-
কল । আপনি ইহা বিদিত আছেন, অতএব
আমি যথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার প্রতি
কৃপা করিয়া যথার্থ উত্তর প্রদান করুন । মার্কণ্ডেয়

অঃ নৃপ ভাসমে চ তথা তথা মে সুখমেতি ভারতী ।
শৈথিল্যভাবাজ্জরয়াবিতস্ত অংসৌহৃদং নশ্চতি নৈব
ভারত ॥ ৮ ॥ কথয়ামি যথাবৃত্তমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
কথিতং পূর্বতো বুদ্ধৈঃ পারম্পর্যেণ ভারত ॥ ৯ ॥
দে ভার্যো কণ্ঠপশ্চাত্তাঃ সৰ্বলোকেষুভূতমে । গমু-
দ্ব্যন্তো নৈবিনতা সর্পাণাং কক্ষরেব চ ১০ ॥ অশ্ব-
সন্দর্শনাত্তাভাং কলিক্রপং ব্যবহৃতম্ । প্রভাত-
কালে রাজেন্দ্র ভাস্করাকারবর্চসম্ ॥ ১১ ॥ তং
দৃষ্ট্বা বিনতা রূপমখং সন্নত পাণ্ডুরম্ । অথ তাং
কক্ষমবোচ সা পশু পশু বরাননে ॥ ১২ ॥ উচৈঃ-
শ্রবসঃ সাদৃশ্যং পশু সৰ্বত্র পাণ্ডুরম্ । ধাবমান-
মবিশ্রান্তং জবেন পবনোপমম্ ॥ ১৩ ॥ তং দৃষ্ট্বা
সহসা যাতুমার্য্যভাবেন মোহিতা । ক্রবঃ মহা
তথাজগদ্বদন্তাঃ নৃপোদয় ॥ ১৪ ॥ বিনতে অং যুসা
লোকে নৃশংসে কুলপাংসনি । ক্রবঃ চৈনং বদ শ্বেতঃ
নরকং যাতুমে পবম ॥ ১৫ ॥ বিনতোবাচ সত্য-

কহিলেন,—হে নৃপ ! তুমি যেমন যেমন প্রশ্ন
করিতেছ, আমার ভারতীও তেমন তেমনই সুখ
লাভ করিতেছে । তাত ! আমি জরায়ুক,
এজন্ত আমার বাক্য শিথিলতা লাভ করিলেও
আমি তোমার সৌহার্দ্য পরিভাগ করিতে পার-
বোঁ না । হে ভারত ! এনিমিত্তে পুণে যথা ঘটয়া-
ছিল ও কৃপয়াশ্রয়ায় যেকপ কাগজ আছে, এখানে
আমি সেই সকল পুরাতন ইতিহাস তোমার নিকট
যথাযথ বর্ণন করিতেছি । কণ্ঠপেব সৰ্বলোকেভ্যম
দৃষ্টী পত্নী ছিলেন ; একদীর্ঘ নাম বিনতা ও অপর
পত্নী কক্ষ ; বিনতা একদৃজননী ও কক্ষ সর্প-
মাতা । একদা অশ্ব দর্শনে বিনতা-কক্ষর কলহ
উপস্থিত হয় । হে রাজেন্দ্র ! একদিন প্রভাত-
কালে ভাস্করহাতি এক অশ্ব তাহাদের নয়নপথে
পতিত হয় । বিনতা অশ্বের সমাদ্র পাণ্ডুরবর্ণ দর্শন
করেন । বিনতা কক্ষকে বলেন,—বরাননে ! দেখ,
দেখ, এই অশ্ব উচৈঃশ্রবঃ সাদৃশ্য বিদ্যমান,
ইহাও সমাদ্র পাণ্ডুর ; আরও দেখ, এই অশ্ব
বরাহ আকৃতিমণ্ডিত হৈমহাবেগে গমন কর-
তেছে । ১০-১৩ তা হৈ নৃগোতিন । বক্রা বিনতার বাক্য
অশ্ব-দর্শন করিলেন । কক্ষ সহসা দৌড় বেগগামী
অশ্ব দর্শনে প্রত্যাশ্রয়িত হইয়া কহিলেন,— এই অশ্ব
পাণ্ডুরবর্ণ নহে—ক্রব । আরও বলিলেন—বিনতে !
তুমি যুসাভাষণা, অতএব জনসমাজে তুমি নৃশংসা
ও কুলপাংসনা । তুমি কক্ষ অশ্বকে পাণ্ডুর

নৃত্তে তু বচনে পণোহয়ং তে মমৈব তু। সহস্রং
বৎসরান্ দাসী ভবেয়ং তব বেষ্মনি ॥ ১৬ ॥ তথোক্ত
তে প্রতিজায় রাত্রৌ গহ্না স্বকং গৃহম্। পরিত্যজ্য
উভে তে তু ক্রোধমুচ্ছিতমুচ্ছিতে ॥ ১৭ ॥ বকুবর্গস্ত
গহ্না তু বথয়ামাথ তং পণম্। কজ্রক্ষনং সাক্ষি
বহুতং প্রমদানয়ে ॥ ১৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বান্ধবঃ সশো
কজপুস্তথৈব চ। ন মনুষ্যে হিতং কার্যং কৃতং
মাজ্ঞা বিগহিতম্ ॥ ১৯ ॥ অকুবঃ কুবতামহ
কথং গচ্ছেদ্বয়োত্তমঃ। দাসত্বং প্রাপ্যনে
ষ্মং হি পণেনানেন সূত্রতে ॥ ২০ ॥ কজ্রুবাচ।
ভবেয়ং ন যথা দাসী তং কুরুধ্বং হি
সহস্রম্। বিশেষং রোমকূপেষু তস্তাশ্চ মর্তির্মম ॥
২১ ॥ ক্ষণমাত্রং কৃতে কার্যে সা দাসী চ ভবেয়ম্।
ততঃ স্বস্থোরগাঃ সশো ভবিষ্যথ যথাসুখম্ ॥ ২২ ॥

সর্গা উচুঃ। যথা ঐ জননী দেবি পরগান্নাঃ মতা
ভূবি। তথাপি সা বিশেষেণ বাক্তব্যং ন কাহি-
চিৎ ॥ ২৩ ॥ কজ্রুবাচ। মম বাক্যমকুপাণা যে
কেচিদ্ভাব পরগাঃ। হব্যবাহুযুঃ সশো তে যান্ত্র্য-
বিচারিতাঃ ॥ ২৪ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং ঘোরং
মাতৃগোদ্রবম্। কেচিৎ প্রবিষ্টা রোমাণি তথাত্তো
গিরিসংস্থিতাঃ ॥ ২৫ ॥ কোচৎপ্রবিষ্টা জাহব্যা-
মন্তো চ তপসি স্থিতাঃ ২৬ ॥ ততো বধসহস্রাশ্চে
তুতোব পরমেশ্বরঃ। মহাদেবো জগদ্ধাতা হাবাচ
পরয়া গিরা ॥ ২৭ ॥ ভোঃ ভোঃ সর্গা নিবর্তধ্বং
তপসোহস্ত মহৎফলম্। যমিচ্ছথ দদাম্যদ্য নাত্ম
কার্য্য বিচারণা ॥ ২৮ ॥ সর্গা উচুঃ। কজ্রুপ-
ভয়াভীনা দেবদেব মহেশ্বর। তব পাশে বসিষ্যামো
যাবদাভূতসপ্তমবম্ ॥ ২৯ ॥ দেবদেব উবাচ। এক
শতং মহাবাহুস্মাকির্ভুজগোত্তমঃ। মম পাশে

কহিতেছ, তোমার নরক হইবে। বিনতা উত্তর
করিলেন—আচ্ছা উত্তম কথা। আমি সত্যই
কহিয়া থাকি, কিংবা আমার এই বাক্য মিথ্যাই
কথিত হইয়া থাকুক, এস আমরা এবিষয়ে এক
শপথ করি। আমার ইহাই শপথ হইল যে,
এই অশ্ব যদি কুব হয়, তবে আমি তোমার গৃহে
সহস্র বৎসর দাসী হইয়া বাস করিব। আর শ্রেষ্ঠ
হইলে তুমি আমার দাসী হইবে। অনন্তর উভ-
য়েই 'তাহাই হউক' কহিয়া সেখান পারিত্যাগপুষ্টক
নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন এবং উভয়েই
ক্রোধে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর কজ্র
নিজ বান্ধব গণের সমীপে গমনপুষ্টক প্রমদানয়ে
বিনতার সহিত যে পণবাণী নিশ্চিত হইয়াছে, সে
সকল প্রকাশ করিলেন। কজ্র তাদৃশ বাক্য শ্রবণ
করত ভদ্রীয় বান্ধব ও পুত্রগণ তাহার বাক্য হিত
বালিয়া অনুমোদন করিলেন না; পরন্তু হনয়গ
মনে মনে কহিলেন, মাতা অতি নির্দিত কার্য্যই
করিয়াছেন। অনন্তর তাহার প্রকাশ্যে করিলেন,—
হে মাতাঃ! এই শ্রেষ্ঠ অশ্ব কেমন করিয়া কুব
হইবে? হে সূত্রতে! এই পণবাণীতে আপনি
অবশ্যই দাসী হইয়া প্রাপ্ত হইবেন। কজ্র কহিলেন,—
যাহাতে আমি বিনতার দাসী না হই, তোমরা
সহস্র ভাগই কর। আমার মনে হয়, তোমরা
অশ্বের রোমকূপে প্রবেশ করলে অবশ্যই এই
শ্রেষ্ঠ অশ্ব কুব হইয়া যাইবে। আর তোমরা
ক্ষণকালের জন্তও যদি এই রূপ কর, তবে বিন-

তাই আমার দাসী হইবে। এইরূপ কর, ইহাতে
তোমরাও সুস্থদেহে যথাভিলষিত সুখভোগে
সমর্থ হইবে ॥ ১৭—২২ ॥ সর্গগণ কহিল, দেবি! ভূতলে
আপনিও যেমন আমাদের মাতা জননী, বিনতাও
তজ্রপ; বিশেষতঃ মাতা বিনতা আমাদের অধিক
মাতা। অতএব তাঁহাকে বাক্ত করি কর্তব্য নহে।
কজ্র কহিলেন,—কি! ভূতলে যে সকল পরগ
আমার বাক্যের অন্তথা করিলে, অবিচারিতভাবে
তাঁহারা পাবকমূপে প্রবিষ্ট হইবে। অনন্তর ভুজ-
স্রমগণ মাতার ঐ দাক্ষণবাণী শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ
অশ্বের রোমে প্রবেশ করিল, কেহ কেহ গিরি-
গুহায় আশ্রয় লইল, কতিপয় জাহুবীজলে প্রবিষ্ট
হইল, এবং অশ্ব কতিপয় তপস্রায় নিরত রহিল।
যাহারা তপস্রায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সহস্র বৎসর
পরে জগৎপালক পরমেশ মহাদেব তাহাদের
প্রতি ভূত্রে হইয়া পরম বাক্যে তাহাদিগকে কহি-
লেন,—ওহে সর্গগণ! তপস্রা হইতে নিবৃত্ত হও,
এই তপস্রা হইতে তোমাদের মহাকল লাভ
হইবে। মনে দ্বিধা করিও না। তোমরা অদ্য
যাহা প্রার্থনা করবে, আমার নিকট তাহাই প্রাপ্ত
হইবে। সর্গগণ কহিল,—হে দেবদেব মহেশ!
আমরা কজ্রাপে ভীত হইয়াছি, অতএব আমরা
কল্পকাল পর্য্যন্ত আপনার পাশে বাস করিব।
দেবদেব বলিলেন,—এই সর্গসত্তম মহাবাহু বাসুকি
সত্তত আমার পাশে বাস করিয়া অন্তান্ত ভুজ-

বসেন্দিত্যং সর্ষেবাং ভয়রক্ষকঃ ॥ ৩০ ॥ অন্তেবাং
 চৈব সর্পাণাং ভয়ং নাস্তি মমাজ্ঞয়া । আপ্নুত্যা
 নশ্বদাতোয়ে ভূজগাস্তে চ রক্ষিতাঃ ॥ ৩১ ॥ নাস্তি
 মৃত্যুভয়ং তেষাং বসন্ধং যত্র চোপসতম্ । কঙ্ক-
 শাপভয়ং নাস্তি হ্যেব নে বিস্তরঃ পরঃ ॥ ৩২ ॥
 এবং দহঃ বরং হেবাং দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।
 জগামাকাশমাবিশ্ব কৈলাসং ধরণীধরম্ ॥ ৩৩ ॥ গতে
 চাদর্শনং দেবে বাসুকিপ্ৰমুখা নৃপ । স্থাপায়িত্বা
 তথা জগ্মুর্দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৩৪ ॥ তত্র তীর্থে
 তু যঃ কশ্চিৎ পঞ্চম্যামর্চয়েচ্ছিবম্ । তন্তু নাগ-
 কুলস্তৃপ্তৌ ন হিংসন্তি কদাচন ॥ ৩৫ ॥ মৃতঃ কালেন
 মহতা তত্র তীর্থে নরেশ্বর । শিবস্তানুসরো ভূত্বা
 বসতে কালমৌপসতম্ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নাগেশ্বর ত্রীশমাত্মাধ্যায়বর্ণনং নামৈক
 ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

জমগণের অভয় দান করুক; আমার আদেশে
 সর্পগণের ভয় থাকিবে না, ভূজগগন নশ্বদাতার
 অবগাহনকালে সতত রক্ষিত হইবে। তোমরা নশ্ব-
 দার যে কোন অভীষ্ট স্থানে বাস কর, কদাচ
 তোমাদের যমভয় থাকিবে না। তোমাদের
 কঙ্কশাপভীতি দূর হইবে, ইহাই আমার উত্তম
 সংবিধান জানিবে। দেবদেব মহেশ্বর সর্পগণকে
 এইরূপ বরদান করিয়া আকাশপথে প্রবেশ-
 পূর্বক ধরণীধর কৈলাস শৈলে গমন করি-
 লেন। দেবদেব অদর্শন হইলে বাসুকিপ্ৰমুখ সর্প-
 গণও এই স্থানে দেবদেব মহেশ্বরের নিষ্ক স্থাপন
 করিয়া স্বয়ং স্থানে প্রস্থান করিল। যে মানব
 পঞ্চমীদিনে এই স্থানে শিবের পূজা করে, অষ্ট
 নাগকুল কদাচ তাহার কূলে হিংসা করে না।
 দীর্ঘকাল বাসের পর যেন এই তীর্থে তনুত্যাগ
 করে, সে শিবের অনুচর হইয়া অভীষ্টকাল
 শিবলোকে বাস করে ॥ ২৩—৩৬ ॥

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

চত্বিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছতু রাজেন্দ্র
 উত্তরে নশ্বদাতটে । সর্বপাপহরং তীর্থং বারাহং
 নাম নামতঃ ॥ ১ ॥ তত্র দেবো জগদ্ধাতা বারাহ-
 রূপমাস্থিতঃ । স্থিতো লোকহিতার্থায় সংসারার্ণব-
 তারকঃ ॥ ২ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ শ্রাদ্ধা পূজয়েদ্ধরণী-
 ধরম্ । গন্ধমাল্যবিশেষৈশ্চ জয়শব্দাদিমঙ্গলৈঃ ॥ ৩ ॥
 উপবাসপরো ভূত্বা দ্বাদশাং নৃপসন্তম । বৃষলাঃ
 পাপকর্ম্মাণস্তথৈবাক্ষপিশাচিনঃ ॥ ৪ ॥ আলাপাকাঙ্ক-
 সম্পর্কারিঃ শাসাং সহ ভোজনাং । পাপং সঙ্ক্রমতে
 যস্মাত্তস্মাত্তান পরিবর্জয়েৎ ॥ ৫ ॥ ব্রাহ্মণান্ পূজয়ে-
 দ্ভুক্ত্যা যথাসক্ত্যা যথাবিধি । যাত্রৌ জাগরণং
 কার্য্যং কথায়াং তত্র ভারত ॥ ৬ ॥ প্রভাতে বিমলে
 শ্রাদ্ধা তত্র তীর্থে জগদুৎকম্ । যে পশুস্তি জিত-
 ক্রোধান্তে মুক্তাঃ সর্বপাতকৈঃ ॥ ৭ ॥ যথা তু দৃষ্ট্বা
 ভূজগাঃ সুপর্ণং নশ্বস্তি মুক্তা বিষমুগ্রতেজঃ । নশ্বস্তি
 পাপানি তথৈব নীষাং দৃষ্ট্বা মুখং শৃকররূপিণশ্চ ॥ ৮ ॥

চত্বিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর
 শ্রীমদ্রামসিংহ সর্বপাপহর বারাহতীর্থে গমন করিবে।
 এই বরাহতীর্থ নশ্বদার উত্তর তীরে বিরাজিত।
 সংসারসাগরতারক জগৎপতি জনাধিন লোকস্থিতি-
 কামনাথ বরাহরূপ ধারণপূর্বক এই তীর্থে অবস্থান
 করেন। হে নৃপসন্তম! দ্বাদশদিনে উপবাস-
 পরায়ণ হইয়া বারাহতীর্থে গমন গন্ধমাল্য বিশেষতঃ
 মঙ্গলজনক জয়শব্দাদি দ্বারা ধরণীধর বরাহদেবের
 পূজা করিতে হয়। বৃষল, পাপকর্ম্মা, অন্ধ ও
 পিশাচ ইহাদের সহিত আলাপ, শরীরসম্পর্ক ও
 ভোজন করিলে এমন কি শরীরে ইহাদের শাস
 লাগিলেও ইহাদের পাপ সংক্রামিত হয়; অতএব
 ইহাদের সহিত সংসর্গ ত্যাগ করিবে। এখানে
 শক্তি অনুসারে যথাবিধি ভক্তিপূর্বক দ্বিজসন্তম-
 গণের পূজা ও সাধুবাক্যালাপে রজনী
 জাগরণ করিবে। হে ভারত! অনন্তর বিমল
 প্রভাতে শ্রাদ্ধ করিয়া জগৎপতিকে দর্শন করিবে।
 যে সকল জিতক্রোধ মানবগণ তীর্থস্বামী বরাহ দেবকে
 দর্শন করে, তাহার সর্বপাতক মুক্ত হয় ॥ ১—৭ ॥ ভূজগ-
 গণ গরুড়দর্শনে যেমন উগ্রতেজ বিষ পরিত্যাগ-
 পূর্বক বিনষ্ট হয়, এখানে বরাহদর্শন দর্শন করিলে ও
 মানবের ভক্ত শপাশ্রয় সহর বিনষ্ট হইয়া

নভোগতঃ নভুতি চাক্কারং দৃষ্টা রবিং দেববরং
তথৈব । নভুতি পাপানি সূর্যস্তরাণি দৃষ্টা মুখং পার্শ্ব
ধরাধরম্ ॥ ১ ॥ কিং তন্ত বহুভির্মমৈর্ভক্তির্যন্ত
জনাদিনে । নমো নারায়ণায়ৈতি মন্ত্রঃ সর্বার্থসাধকঃ ॥
১০ ॥ একোহপি কৃষ্ণস্ত কৃতঃ প্রণামো দশাশ্বমেধা-
বত্থেন তুল্যঃ । দশাশ্বমেধৌ পুনরোত্ জন্ম কৃষ্ণ-
প্রণামো ন পুনর্ভবায় ॥ ১১ ॥ ধ্যায়মানা মহাত্মানো
রূপং নারায়ণং হরেঃ । যে তাজস্তু স্বকং দেহং
তত্র তীর্থে জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১২ ॥ তে গচ্ছন্তামনঃ
স্থানং যৎ সুরৈরপি দুর্লভম্ । ক্ষরাক্ষরবিনশ্মুকং
তদ্বিক্রোঃ পরমং পদম্ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীশ্বান্দে আদিবারাহতী'মহাশ্রাবণং নাম
দ্বাত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩২ ॥

ত্রয়স্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্তমহীপাল
পরং তীর্থচতুষ্টয়ম্ । যেষাং দর্শনমাত্রেণ সর্বপাপ-
ক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১ ॥ কোবেরং বাক্রণং যাম্যং

থাকে । হে পার্শ্ব ! দেববর দিবাকরের উদয়
হইলে যেরূপ নভোমণ্ডলের অন্ধকার দূর হয়, তদ্রূপ
ধরাধর বরাহদেবের বদনদর্শনেও মানবের সূর্যস্তর
পাপপুঞ্জ দূরীভূত হইয়া থাকে । যাহার জনাদিনে
ভক্তি আছে, বহুমন্ত্রে তাহার কোনই প্রয়োজন
নাই “ওঁ নমো নারায়ণায়” এই মন্ত্রই তাহার সর্বার্থ-
সাধক হয় । দেখ, একমাত্র কৃষ্ণপ্রণামকারী নর
দশাশ্বমেধের অবত্থশ্রাব্যের তুল্য, কিন্তু এতদধ্যে
বিশেষ এই যে—দশাশ্বমেধৌ পুনরায় জন্মগ্রহণ
করে, আর কৃষ্ণের প্রণামকারী মানবের পুং জন্ম হয়
না । যে সকল মহাত্মা জিতেন্দ্রিয় হইয়া বরাহ
তীর্থে হরির নারায়ণরূপ ধ্যান করিতে করিতে
কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাহার ক্ষরাক্ষরবাহিত
দেবদুর্লভ অমল বিষ্ণুপদে উপনীত হন । ৮—১৩ ।

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩২

ত্রয়স্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল ! অনন্তর
নিম্নলিখিত অনন্তম তীর্থচতুষ্টয়ে গমন করবে ।
ইহাদের দর্শনে অখিল কলুষ বিনষ্ট হয় । তীর্থ

বায়ব্যাং তু ততঃ পরম্ । যত্র সিদ্ধা মহাপ্রাজ্ঞা
লোকপালা মহাবলাঃ ॥ ২ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ ।
কিমর্থঃ লোকপালৈশ্চ তপশ্চৌর্ণং পুরানঘ । নশ্মদা-
তটমাত্রিত্য হেতয়ে বক্তুমর্হসি ॥ ৩ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । অধিষ্ঠানং সমিচ্ছন্তি হচলঃ নিকলে সতি ।
সংসারে সর্বভূতানাং তৃণবিন্দুদাহ্নরে ॥ ৪ ॥ কদলী-
সারানিঃসার যুগতুকেব চঞ্চলে । স্বাবরে
জঙ্গমে সর্বে ভূতগ্রামে চতুর্বিধে ॥ ৫ ॥ ধর্ম্মো
মাতা পিতা ধর্ম্মো ধর্ম্মো বন্ধুঃ সূর্য্যস্তথা ।
সর্বভূতানাং ত্রৈলোকে সচরাচরে ॥ ৬ ॥ এবং
জাহ্নবা তু তে সর্বে লোকপালাঃ কৃতক্কাণাঃ ।
তপস্কে চকুরতুলঃ মাক্রতাহারতংপর্য্য ॥ ৭ ॥
ততশ্চষ্টো মহাদেবঃ কৃতশ্রাক্ষে গতে তদা ।
অনুরূপেণ রাজৈল যুগান্ত পরমেশ্বরঃ ॥ ৮ ॥ বরেন
চ্ছন্দয়ামাস লোকপালান্নগাবলান্ । যো যমিচ্ছতি
কামঃ বৈ তং তং তন্ত দদাম্যহম্ ॥ ৯ ॥ এতচ্ছব-
বচস্তস্ত লোকপালা জগদ্বিতাঃ । বরদং প্রার্থয়া-
মানুর্দেবঃ বরমনুভূতম্ ॥ ১০ ॥ কুবের উবাচ ।

চতুষ্টয়ের নাম যথা,—কোবের, বাক্রণ, যাম্য এবং
বায়ব্য । মহাবল মহাপ্রাজ্ঞ লোকপালগণ এই
সকল তীর্থে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । যুধি-
ষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে অনঘ ! পূর্বে কি জন্ত
লোকপালগণ রেবা তীর্থে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন ?
আমার নিকটে এ সকল বলিতে আত্মা হয় ।
মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—বনের অগ্নি উপস্থিত হইলে
সকলেই অটল অচল অধিষ্ঠানের কামনা করে ।
প্রাণিগণের সংসার তৃণ ও জলবিন্দুর স্থায় অস্থির,
কদলী-তরুর স্থায় নিঃসার, যুগতুকার স্থায় চঞ্চল
লোকপালগণ ভাবিলেন,—স্বাবর জঙ্গম প্রভৃতি
চতুর্বিধ ভূতপ্রবাহের ধর্ম্মই মাতা পিতা ও ধর্ম্মই
সূর্য্য বন্ধু আর সচরাচর ত্রৈলোকে অখিল প্রাণীর
ধর্ম্মই একমাত্র আধার । লোকপালগণ এইরূপ
নিশ্চয় করিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহার
বাতাহারে তৎপর হইয়া তাঁহা তপস্বী করিলেন ।
হে রাজসন্তম ! সত্যযুগে এই ব্যাপার সংঘটিত
হয়, লোকপালগণের তপস্বায় সত্যযুগের অর্দ্ধাংশ
অভীত হইয়া যায় । তারপর পরমেশ শঙ্কর
প্রীত হন । তিনি যুগান্তরূপ বরদান করিয়া
মহাবল লোকপালগণকে প্ররোচিত করেন । শঙ্কর
বলেন,—আমার নিকটে যে যে কামনা করে, আমি
তাহাকে তাহাই প্রদান করি । ১—৯ । শঙ্করের

যদি তুষ্টি মহাদেব যদি দেহো বরো মম । যক্ষাণা-
মৌশরচাহঃ ভবামি ধনদস্থিতি ॥ ১১ ॥ ততঃ
প্রোবাচ দেবেশঃ যমঃ সংযমনে রতঃ । তত্র
প্রধানো ভগবান্ ভবেয়ঃ সৰ্বজঙ্ঘম্ ॥ ১২ ॥ বরুণো-
হনন্তরং প্রাহ প্রণমা তু মহেশ্বরম্ । ক্রৌড়েয়ঃ
বরুণে লোকে যাদোগণসমবিতঃ ॥ ১৩ ॥ জগা
দাশু ততো বায়ুঃ প্রণমা তু মহেশ্বরম্ । ব্যাপকহঃ
ত্রিলোকেষু প্রার্থয়ামাস ভারত ॥ ১৪ ॥ তেবাং
বদৌপিতং কামমুমুয়া সহ শঙ্করঃ । সর্ষেমাং লোক-
পালানঃ দত্ত্বা চাদর্শনং গতঃ ॥ ১৫ ॥ গতে মহেশ্বরে
দেবে যথাস্থানং তু তে স্থিতাঃ । স্থাপনা চ কৃত্বা
সর্ষেঃ স্তন্যৈব পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৬ ॥ কুবেরশ্চ
কুবেরেশঃ যমশ্চৈব যমেশ্বরম্ । বরুণো বরুণেশঃ
তু বাতো বাতেশ্বরঃ নৃপ ॥ ১৭ ॥ তর্পণং বিদধঃ স দে
মর্ষৈশ্চ বিবিধৈঃ শুভৈঃ । সর্ষে সর্ষেশ্বৰং দেবং পূজ-
য়িত্বা যথাবিধি ॥ ১৮ ॥ আহুযামাস্তুস্তান বিপ্রান্ সর্ষে
সর্ষেশ্বরা ইব । ক্ষান্তদাস্তজিতকোধান সর্ষভূতা-

এইরূপ কৃপাবাক্য শ্রবণ করিয়া জগৎপালক
লোকপালগণ বরদ হরের নিকট বর প্রার্থনা
করিলেন। কুবের কহিলেন,—হে মহাদেব !
যদি তুষ্টি হইয়া থাকেন, যদি আমাকে বরদান
করেন, তবে আমাকে ধনদ যক্ষেশ্বর করুন।
অনন্তর সংযমনরত যম দেবেশকে কহিলেন,—
আমাকে সর্ষজঙ্ঘর প্রধান ও বৈডশ্বর্যাসম্পন্ন
করুন। তারপর বরুণ মহেশকে প্রণাম করিয়া
কহিলেন,—আমি জলজঙ্ঘাণেব সহিত যিহিত
হইয়া বরুণলোকে ক্রৌড়া করিব। হনন্তর বায়ু
অবিলম্বে মতেশকে প্রণাম করত কহিলেন,—
আমাকে ত্রিলোকের ব্যাপক করুন। হে ভাবন।
অনন্তর মহেশ শঙ্কর লোকপালগণেব নিজ নিজ
অভীষ্ট পূরণ করিয়া অদর্শন হইলেন। মহেশ
অন্তর্দান করিলে লোকপালগণ এক একটা স্থান
বাছিয়া লইলেন এবং তাহারা স্ব স্ব নামানুসারে
তথায় এক একটা পৃথক্ পৃথক্ লিঙ্গ স্থাপন করি-
লেন। হে নৃপ ! কুবেরপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের নাম
হইল কুবেরেশ। এইরূপ যনের যমেশ্বর বরুণের
বরুণেশ ও বায়ুপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ বাতেশ্বর নামে নির্দিষ্ট
হইল। অনন্তর সর্ষেশ্বরপ্রতিম লোকপালগণ
বিবিধ মন্ত্রে লিঙ্গসমূহের তৃপ্তসাধন করিলেন,
সকলেই সর্ষেশ্বরের পূজা করিয়া তত্রতা দ্বিজগণের
আহ্বান করিলেন। এই সকল দ্বিজ জিতক্রোধ,

ভয়পদান ॥ ১৯ ॥ বেদবিদ্যাবহ্নাতান সর্ষশাস্ত্র-
বিশারদান্ । ঋগ্‌যজুঃসামসংযুক্তাঃ স্তথাথর্ষবিভূষি-
তান্ ॥ ২০ ॥ চাতুর্কিধ্যাঃ তু সর্ষেমাং দানং দাস্তাম
গৃহত । এবমুক্তা তু সর্ষেমাং বিপ্রাণাং দান-
মুত্তমম্ ॥ ২১ ॥ তত্র স্থানে দহুস্তেযাং ভূমিদান-
মুত্তমম্ । যাবচ্চক্ষুশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী ॥
২২ ॥ ভাবদানং তু যুগ্মকং পরিপত্ত্বী ন কচ্চন ।
রাজা বা রাজতুলো বা লোকপালৈরমুত্তমম্ ॥ ২৩ ॥
দত্তং লোপয়তে যুগ্মঃ ক্ষয়তাং তস্মা যো বিধিঃ ।
শোষয়েদ্ধনদো বিত্তং তস্মা পাপস্ত ভারত ॥ ২৪ ॥
শরীরং বরুণো দেবঃ সন্ততিং স্বসনস্তথা । আয়ুর্নয়তি
তস্মাশ্চ যমঃ সংযমনো মহান্ ॥ ২৫ ॥ নিঃশেষঃ
ভস্মসাৎ কৃত্বা হতভূগ্ন্যাতি ভারত । তস্মাৎ সর্ষ-
প্রবত্নেন ব্রাহ্মণেভ্যো যুধিষ্ঠির । ভক্তিঃ কার্যা
নৃপৈঃ সর্ষৈরিচ্ছান্তঃ শ্রেয় আশ্রয়ঃ ॥ ২৬ ॥ রাজা
বৃক্ষো ব্রাহ্মণাস্তস্মা মূলং ভূতাঃ পর্ণা মজ্জিগামস্ত
শাখাঃ । তস্মান্নালং যত্ততো রক্ষণীয়ং যুগ্মে শুপ্তে
নার্যি রক্ষস্ত নাশঃ ॥ ২৭ ॥ বষ্টিবর্ষসহস্রাণি সর্গে

সর্ষভূক্তের আশ্রয়, বেদবিদ্যাসম্পন্ন, ব্রহ্মজ্ঞান-
বহু, সর্ষশাস্ত্রবিশারদ, ঋগ্‌যজুঃসামযজুঃ ও অথর্ব-
বেদভূক্ত। লোকপালগণ দ্বিজদিগকে সম্বোধন
করিয়া কহিলেন,—আপনাদিগকে চতুর্কিষ দান
করিতেছি, গ্রহণ করুন। লোকপালগণ এইরূপ
কহিয়া দ্বিজদিগকে সেই স্থানেই অমুত্তম ভূমি দান
করিলেন এবং বলিলেন,—যে পর্য্যন্ত সূর্য্য, চন্দ্র ও
মেদিনী বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল রাজা বা রাজ-
তুল্য কেহই আপনদেব এই দানের পরিপত্ত্বী
হইবে না ॥ ১৯—২০ ॥ হে ভারত ! তাহার আরও কহি-
লেন,—যে যুগ্ম মন্য লোকপালপ্রদত্ত এই ভূমি-
দানের বিলোপ সাধন করিবে; তাহার দণ্ডেব
বিধি কাথিত হইতেছে। শ্রবণ করুন। সেই
পাপমার্গেব সম্পদ ধনদ শোষণ করিবেন। বরুণ
দেব রাজার শরীর, বায়ুদেব সন্ততি, সংযমন কর্ত্তা
ভয়ানক যম তাহার আয়ু এবং অগ্নিদেব তাহার
সনামসম্বন্ধ ভস্মসাৎ করিয়া থাকেন। অতএব
হে যুধিষ্ঠির ! আয়ুর্কুশলকামী নৃপগণ সর্ষপ্রযত্নে
দ্বিজগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিবে। কেন
না, রাজা—তরু; ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল, ভূতগণ
পত্র ও মজ্জিগণ শাখা; অতএব সর্ষপ্রযত্নে তাদৃশ
রাজরূপী তরুর মূল অথাৎ ব্রাহ্মণের রক্ষা করিবে;
মূল রক্ষিত হইলে কদাচ তরুর বিনাশ হয় না।

তিষ্ঠতি ভূমিঃ । আচ্ছত্তা চাবমস্তা চ তাশ্চেব
নরকে বসেৎ ॥ ২৮ ॥ স্বদত্তা পরদত্তা বা পালনীয়
বসুন্ধরা । যন্ত যন্ত যদা ভূমিস্তন্ত তন্ত তদা
কলম্ ॥ ২৯ ॥ দেবতাজ্ঞামনুস্মৃত্য রাজানো
যেহপি তাং নৃপ । পালয়িষ্যন্তি সততং তেষাং
বাসস্তিবিষ্টপে ॥ ৩০ ॥ স্বদত্তা পরদত্তা বা যত্রা-
দক্ষ্যা যুধিষ্ঠির । মহো মহৌক্ততা নিত্যং দানা-
ক্ষেয়োহনুপালনম্ ॥ ৩১ ॥ আয়ুর্ঘণো বলং বিত্তং
সন্ততিচাক্ষয়া নৃপ । তেষাং ভবিষ্যতে নুনং যে
প্রজাপালনে রতাঃ ॥ ৩২ ॥ এবমুক্তা তু তান্ সর্মান
লোকপালা দ্বিজোক্তমান । পূজয়িত্বা বিধানেন প্রণি-
পত্য ব্যাসজ্জয়ন ॥ ৩৩ ॥ গতেষ বিপ্রমুখোষ শ্রীনা
হতহতাশনাঃ । লোকপালাঃ ক্ষুধাবিষ্টাঃ পথ্যটন
ভৈক্ষমাশ্বনঃ ॥ ৩৪ ॥ অস্থিচর্ম্মাবশেষাঙ্গাঃ কপালোদ্ধত-
পাণয়ঃ । অনকগ্রাসমর্দ্ধাঙ্গাঃ নিধনুর্নগরাবহিঃ ॥ ৩৫ ॥
শাপং দত্ত্বা তদা ক্রোধাদব্রাহ্মণায় যুধিষ্ঠির । দরিদ্রাঃ
সততং মূৰ্খা ভবেয়ুশ্চ যযুর্গহান ॥ ৩৬ ॥ তদাপ্রভৃতি
ভূমিদাতা বষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করেন ।
যে মানব ভূমিদানে বাধা দেয়, আর যে
তাহা অনুমোদন করে, তাহাদের বষ্টিসহস্র বৎ-
সর নরকে বাস হইয়া থাকে । স্বদত্তাই হউক,
আর পরদত্তাই হউক, রাজা যত্রপূষক বসুন্ধরা
রক্ষা করিবেন, দত্তভূমি রক্ষিত হইলেই দাতার
কল হয় । হে নৃপ ! দেবাদেশ অনুসরণ করিয়া
যে সকল নৃপতি প্রদত্ত ভূমির সতত রক্ষা করেন,
তাহাদের স্বর্গে বাস হয় । হে যুধিষ্ঠির ! স্বদত্তাই
হউক কিংবা পরদত্তাই হউক, ভূপতি সতত ভূমি রক্ষা
করিবেন । মহোপাতি নিত্য মহোপালনপুষক দানাদি
দ্বারা নিজ কুশল চিন্তা করিবেন । হে নৃপ ।
এরূপ করিলে আয়, যশ, বল, বিত্ত ও সন্ততি
অক্ষয় হয় । যে নৃপ ভূমি রক্ষা করেন, তাহার
পরদত্তা নৃপগণও নিঃসংশয় প্রজাপালনহংসর
হন । অনন্তর লোকপালগণ দ্বিজসন্তমাদগকে এইরূপ
কথিয়া তাহাদিগকে যথাবিধি পূজা ও প্রণাম করত
বিদায় দিলেন । বিপ্রগণ চলিয়া গেলে লোকপালেরাও
করিয়া হতাশনে আহতি প্রদানকরিলেন । লোক-
পালগণ ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া আহার পৃথিবী পথ্যটন
অবেষণে করিলেন ; কিন্তু অঙ্গ এমনি তদর্দ্ধগ্রাসও
আহার মিলিল না, তাহারা আস্থচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া
কপালে হাত দিয়া গ্রামের বাহিরে গমন করিলেন ।
হে যুধিষ্ঠির ! লোকপালগণ ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বিজগণকে
অভিশাপ প্রদান করিলেন ; বলিলেন,—অত্রত্য

তে সর্গে ব্রাহ্মণা ধনবজ্জিতাঃ । শাপদোষণে
কৌবেৰ্ঘ্যাং সঞ্জাতা দুঃখভাজনাঃ ॥ ৩৭ ॥ ন ধনং
পৈতৃকং পুত্রৈর্ন পিতা পুত্রপৌত্রিকম্ । ভুঞ্জতে
সকলং কালমিত্যেবং শঙ্করোহববীৎ ॥ ৩৮
কুবেরেশে নরঃ শ্রীনা যন্ত পূজয়তে শিবম্ । গন্ধ-
ধূপনমস্কারৈঃ সোহম্বমেধকলং লভেৎ ॥ ৩৯ ॥ যম-
তীর্থে তু যঃ শ্রীনা সম্পশ্রুতি যমেশ্বরম্ । সক্ষ-
পাটৈঃ প্রমুচ্যেত সন্তজন্মান্তরাজ্জিতৈঃ ॥ ৪০ ॥ পূণ-
মাস্তামমাবাস্তাং শ্রীনা তু পিতৃতর্পণম্ । যঃ করোতি
তিলৈঃ শ্রীনাং তন্ত পুণ্যকলং শৃণু ॥ ৪১ ॥ সূতপ্তা-
স্তেন তোয়েন পিতরশ্চ পিতামহাঃ । স্বর্গস্থা
দাদশাদানি ক্রৌড়ন্তি প্রপিতামহাঃ ॥ ৪২ ॥ বক্রণেশে
নরঃ শ্রীনা হৃষ্ঠয়িত্বা মহেশ্বরম্ । বাজপেয়শ্চ যজ্ঞশ্চ
কলং প্রাপ্নোতি পুঙ্কলম্ ॥ ৪৩ ॥ মৃতঃ কালেন
মহতা লোকে যত্র জলেশ্বরঃ । স গচ্ছেক্তত্র যানেন
গাথমানোহম্পরোগগণৈঃ ॥ ৪৪ ॥ বাতেশ্বরে নরঃ
শ্রীনা সম্পূজ্য চ মহেশ্বরম্ । জাযতে কৃতকৃত্যো-

দ্বিজগণ সতত দরিদ্র ও মূর্থ হইবে । লোক-
পালগণ এইরূপ বলিয়া গৃহে চলিয়া গেলেন, তদবধি
দ্বিজগণ ধনহীন হইয়াছেন । তাহারা লোকপালগণের
শাপ দোষে দুঃখভাজন হইয়া কৌবের দিকে বাস
করিতেছেন । শঙ্কর কহিয়াছেন,—ঐখানে পুত্রগণ
পৈতৃক ধন ও পিতা-পুত্রপৌত্রের ধন সকল কালে
সমান ভাবে ভোগ করিতে সমর্থ হন না ॥ ২৪—৩৮
যে মানব কুবেরেশ তীর্থে শ্রীনা করিয়া গন্ধ, পুষ্প,
ধূপ ও নমস্কার দ্বারা শিবের পূজা করে, তাহার
অম্বমেধকললাভ হয় । যে নর যমতীর্থে শ্রীনা করিয়া
যমেশ্বরকে সম্যক অবলোকন করে, সে সন্ত-
জন্মাজ্জিত পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত হয় । যে মানব
পূর্ণিমা কিংবা অমাবস্যা যমতীর্থে শ্রীনা করিয়া
তিলতর্পণ করে, তাহার পুণ্যকল শ্রবণ কর ।
যমতীর্থে তর্পণকারীর পিতা, পিতামহ ও প্রপিতা-
মহগণ ভূপ্ত হন এবং তাহারা স্বর্গে বাস করত
সুখে ক্রীড়া করিয়া থাকেন । মানব বক্রণ-
তীর্থে শ্রীনা ও মহেশ্বরের পূজা করিয়া বাজপেয়-
যজ্ঞের বিপুল ফল লাভ করেন এবং তিনি দীর্ঘ-
কাল জীবন বারণের পর তনুত্যাগ করিয়া
যানা-রোহনে জলেশ্বর লোকে গমন করেন ।
তাহার গমনসময়ে অম্পরোগণ তদীয় স্ততিগাথা
কীর্তন করে । নর বাতেশ্বরে শ্রীনা করিয়া
মহেশ্বরের পূজা ও লোকপালগণকে অবলোকন

হসৌ লোকপালানবেক্ষণম্ । ৪৫ ॥ কিং তন্তু বহুভি-
র্থৈর্দানৈর্বা বহুদক্ষিণৈঃ । স্নাত্বা চতুষ্টিয়ে লোকে
অবাপ্তঃ জন্মনঃ কলম্ । ৪৬ ॥ তে ধন্তাস্তে মহা-
জ্ঞানন্তেষাং জন্ম সূজীবিতম্ । নিত্যং বসন্তি
কোরিলাং লোকপালানিমিত্তা য়ে ॥ ৪৭ ॥ এতৎ
পুণ্যং পাপহরং ধন্তমাত্মবর্দ্ধনম্ । পঠতাং শ্রুত্বা
চৈব সর্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কুবেরাদিতীর্ণচতুষ্টিয়মাহাত্ম্যাবর্ণনঃ
নাম ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । নর্যদাদক্ষিণে কূলে রামে-
শ্বরমমুত্তমম্ । তীর্থং পাপহরং পুণ্যং সর্বভুগ্ন-
মুত্তমম্ । ১ ॥ তত্র তীর্থৈ তু য়ে স্নাত্বা পূজয়ন্তি
মহেশ্বরম্ । মহাদেবং মহাজ্ঞানং মুচ্যন্তে সর্ব-
কিঞ্চিভৈঃ । ২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে রামেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ নাম
চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৪ ॥

করত কৃতকৃত্য হয় । যে নর লোকপালপ্রতিষ্ঠিত
পূর্বোক্ত চারিটা তীর্থেই অবগাহন ও দেবদর্শনাদি
করিয়াছে, তাহার বহুদক্ষিণ যাগযজ্ঞ ও দানাদি
করিয়া আর কি হইবে? এই তীর্থচতুষ্টিয়ের
দর্শনাবগাহনেই তাহার জন্ম সকল হয় । যাহারা
সতত কোবেরীতে বাস ও লোকপালগণের আমন্ত্রণ
করেন, সেই সকল মাহাত্ম্য ধন্ত ও তাহাদের জীবন
সুজীবন বলিয়া গণ্য । পুণ্য ধন্ত পাপহর আয়ুষ্কর
লোকপালতীর্থের মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিলে
মানবগণের সর্বপাপ ক্ষয় হয় ॥ ৩৯—৪৮ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩৩ ।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নর্যদার দক্ষিণ কূলে
অমুত্তম রামেশ্বর তীর্থ বিদ্যমান । এই পুত্র অমু-
ত্তম রামেশ্বর তীর্থ পাপহর ও সর্বভুগ্নবিনাশন ।
যাহারা রামেশ্বর তীর্থে স্নান করিয়া মাহাত্ম্য মহেশ্বরের
পূজা করে, তাহারা অখিল কলুষ হইতে
মুক্ত হয় ॥ ১—২ ॥

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩৪

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । তস্মৈবানন্তরং চান্তং সিদ্ধে-
শ্বরমমুত্তমম্ । তীর্থং সর্বভুগ্নোপেতং সর্বলোকেষু
পূজিতম্ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থৈ তু য়ে স্নাত্বা হ্যমাক্রুদং প্রপূজ-
য়েৎ । বাজপেয়স্ত যজ্ঞস্ত স লভেৎ কলমুত্তমম্ । ২ ॥
তেন পুণ্যেন মহতা যুতঃ স্বর্গমবাশুয়াৎ । অপ্সরো-
গণসংবীতো জয়শকাদিমঙ্গলৈঃ । ৩ ॥ সহস্রবৎসরাং-
স্তত্র ক্রৌড়য়িত্বা যথাসুখম্ । ধনধান্তসমোপেতে
কূলে মহাত জায়তে ॥ ৪ ॥ পূজ্যমানো নরশ্রেষ্ঠ
বেদবেদাঙ্গপারগঃ । ব্যাধিশোকবিনির্মুক্তো জীবেচ্চ
শরদাং শতম্ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ নাম পঞ্চত্রিংশ-
দধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহীপাল
চাহল্যেশ্বরমুত্তমম্ । যত্র সিদ্ধা মহাভাগা অহল্যা

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ইহার পর সিদ্ধেশ্বর
নামক অমুত্তম এক অনুত্তম তীর্থ আছে । এই তীর্থ
সর্বভুগ্নোপেত ও অখিললোক পূজিত । যে মানব
সিদ্ধেশ্বর তীর্থে স্নান করিয়া উমামহেশ্বরের পূজা
করেন, তাহার বাজপেয় যাগের অনুত্তম ফললাভ
হয় ; আর তিনি এই মহা পুণ্যপ্রভাবে মরিয়া
স্বর্গে গমন করেন, অপ্সরোগণ সতত তাঁহার
পার্শ্বপরিবেষ্টন করিয়া জয়াদি মঙ্গলাবহ শব্দ দ্বারা
তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করে । তিনি সহস্র বৎসর
দমে বধেচ্ছ ক্রীড়া করিয়া ধনধান্তসমৃদ্ধিত মহাকূলে
জন্মগ্রহণ করেন । হে নরবর ! তিনি বেদ-
বেদাঙ্গপারগ হন, অখিল লোক তাঁহার পূজা করে,
এবং তিনি ব্যাধিশোকশূন্য হইয়া শতবৎসর
জীবন ধারণ করেন । ১—৫ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মহীপাল ! অনন্তর
অমুত্তম অহল্যাতীর্থে গমন করিবে । পূর্বকালে

তাপসী পুরা ১ । গৌতমো ব্রাহ্মণস্যাসৌ সাক্ষাদ-
ব্রহ্মেব চাপরঃ । সত্যধর্মসমায়ুক্তো বানপ্রস্থাত্মমে
রতঃ ২ । তস্তা পত্নী মহাভাগা অহল্যা নাম
বিশ্রুতা । রূপযৌবনসম্পন্না ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ৩ ।
অস্তা অপ্যতিক্রপেণ দেবরাজ শতক্রতুঃ ।
মোহিতো নোভয়ামাস অহল্যাং বলসুদনঃ ৪ । মাং
ভজন্ত বরারোহে দেবরাজমনিন্দিতো । ক্রৌঞ্চশ্ব
ময়া সার্কিং ত্রিষু লোকেষু পূজিতা ৫ । কিং
করিষ্যসি বিপ্রেণ শৌচাচারকুশেন তু । তপঃসাধ্যায়-
শীলেন ক্রিষ্ণস্তীব সুলোচনে ৬ । এবমুক্তা
বরারোহা স্ত্রীশ্চতাবাৎ সূচকলা । মনসাধ্যায়
শক্রং সা কামেন কলুষীকৃত্য ৭ । তস্তা বিদিত্বা
তং ভাবং স দেবঃ পাকশাসনঃ । গৌতমং বন্ধু-
মাস দৃষ্টভাবেন ভাবিতঃ ৮ । বিদিত্বা গন্তব্যং
তস্তা গৃহীত্বা বেশমুত্তমম্ । অহল্যাং রময়ামাস
বিশ্রুতাং মন্দিরান্তিকে ৯ । কণমাত্রান্তরে তত্র
দেবরাজস্ত ভারত । আজগাম মুনিস্বেষ্টো মন্দিরং
স্বয়মাবিহতঃ ১০ । আগতঃ গৌতমঃ দৃষ্টা ভীত-

মহাভাগা তাপসী অহল্যা এই তীর্থে সিদ্ধি লাভ
করিয়াছিলেন । পূর্বে গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ
ছিলেন । মুনি গৌতম যেন সাক্ষাৎ ধর্মের অপর
মূর্তি । তিনি সত্যধর্মসমায়ুক্ত হইয়া বানপ্রস্থাত্মমে
নিরত হন । তাঁহার পত্নী বিখ্যাতা মহাভাগা অহল্যা ।
অহল্যা রূপযৌবনযুক্তা ও ত্রিলোকপূজিতা । বল-
সুদন দেবরাজ শতক্রতু অহল্যার সাতিশয় রূপ-
দর্শনে মোহিত হইয়া ইহাকে প্রলোভিত করেন ;
বলেন,—বরারোহে ! আমি সুররাজ, আমাকে
ভজনা কর । হে অনিন্দিতে ! ত্রিলোকপূজিতা হইয়া
যথাস্থখে আমার সহিত ক্রীড়া কর । শৌচাচারকুশ
বিপ্রেণ নিকট থাকিয়া কি করিবে ? হে সুলোচনে !
তপঃসাধ্যায়শীল বিজের সেবা করিয়া তুমি অত্যন্ত
ক্রিষ্টাই হইতেছ । ইন্দ্র এইরূপ বলিলে গৌতম-
পত্নী বরারোহা অহল্যা স্ত্রীশ্চতাবশত অতি চঞ্চলা
হইলেন, তিনি কামকলুষিতা হইয়া মনে মনে
শত্রুকে চিন্তা করিলেন । পাকশাসন শত্রুও
অহল্যার সেইরূপ কামতাব বিদিত হইয়া দৃষ্টভাবে
বিভোর হইলেন ও গৌতমকে বঞ্চিত করিলেন ।
একদা তিনি, গৌতম আশ্রমে নাই, জানিতে পারিয়া
সেই গৌতমের বেশ ধারণপূর্বক আশ্রমে প্রবেশ
করিয়া, মন্দির মধ্যে বিশ্বস্তভাবে অবস্থিতা অহ-
ল্যার সহিত সঙ্গত হইলেন । ইতিমধ্যে মুনি-

ভীতঃ পুরন্দরঃ । নির্গতঃ স ততো দৃষ্টা শক্রো-
হয়মিতি চিন্তয়ন্ ১১ । ততঃ শপাৎ দেবেন্দ্রঃ
গৌতমঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ । অজিতেন্দ্রিয়োহসি
যস্মাৎ তস্মাদ্ভুতগো ভব ১২ । এবমুক্তা
দেবেন্দ্রস্তৎক্ষণাদেব ভারত । ভগানাং তু
সহস্রেন তৎক্ষণাদেব বেষ্টিতঃ ১৩ । ত্যক্তা
রাজ্যং সুরৈঃ সার্কিং গতক্রীকো জগাম হ । তপ-
শ্চোর বিপুলং গৌতমেন মহীতলে ১৪ । অহ-
ল্যাপি ততঃ শপ্তা যস্মাৎ দৃষ্টচারিণী । প্রেক্ষ্য
মাং রমসে শক্রং তস্মাদশ্রময়ী ভব ১৫ । গতে
বর্ষসহস্রাণ্ডে রামং দৃষ্টা যশস্বিনম্ । তীর্থযাত্রা-
প্রসঙ্গেন ধৌতপাপা ভবিষ্যসি ১৬ । এবং
গতে ততঃ কালে দৃষ্টা রামেণ ধীমতা । বিশ্বা-
মিত্রসহায়েন ত্যক্তা সান্নময়ী তনুম্ ১৭ ।
পূজয়িত্বা যথাত্ম্যং গতপাপা বিমৎসরা । আগতা

সত্তম গৌতম সহসা স্বরাধিত হইয়া গৃহে আগমন
করিলেন । গৌতমকে গৃহাগত দেখিয়া পুরন্দর
তখন ভীতভীত হৃদয়ে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন ।
গৌতম তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিলেন,—ইনি ইন্দ্র ।
অনন্তর মুনি ক্রোধমুচ্ছিত হইয়া দেবরাজকে
অভিশাপ দিলেন । কহিলেন,—তুমি অজিতেন্দ্রিয়,
অতএব বহুভগযুক্ত হও ১১—১২ । হে ভারত !
মুমুখে এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র দেব-
রাজের দেহ সদ্যই সন্ততগবেষ্টিত হইল । তিনি
তখন তাদৃগবস্থাপন্ন, জীহীন হইয়া রাজ্য পরি-
ত্যাগপূর্বক সুরগণ সহ মহীতলে আগমন
করিয়া বিপুল তপশ্চা করিতে লাগিলেন ।
গৌতম শত্রুকে অভিশপ্ত করিয়া ক্রান্ত হইলেন
না, তিনি অহল্যাকেও শাপ দিলেন । বলি-
লেন,—তুই দৃষ্টচারিণী, তুই আমাকে উপেক্ষা
করিয়া শত্রুর সহিত রমণ করিয়াছ, অত-
এব তুই পানাগময়ী হইবি । আজ হইতে সহস্র
বৎসর পরে রাম তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে এই স্থানে
আগমন করিবেন, তুই সেই যশস্বী রামকে অব-
লোকন করিয়া পুনরায় বিধৌতপাপা হইবি ।
হে রাজন ! এইরূপে অহল্যার পানাগদেহে বহু-
কাল কাটিল । পরে ধীমান্ রাম বিশ্বামিত্রের সহিত
তথায় আগমন করিলেন । তখন রামের দর্শনে
অহল্যা পানাগময়ী অন্তত্যাগ করিয়া পূর্বদেহ লাভ
করিলেন । অনন্তর যথার্থ রামের পূজা করিয়া
বিগতপাপা ও বিমৎসরা হইলেন । অনন্তর

নশ্বদাতীয়ে তীর্থে স্নাত্বা যথাবিধি ॥ ১৮ ॥ কৃতং
চান্দ্রায়ণং মাসং কৃষ্ণং চান্দ্রং ততঃ পরম্ ।
ততঃকষ্টো মহাদেবো দত্ত্বা বরমমুত্তমম্ ॥
১৯ ॥ জগাদ্দর্শনং ভূয়ো রেমে চোমাপতি-
শিরম্ । অহল্যা তু গতে দেবে স্থাপয়িত্বা
জগদুত্তমম্ ॥ ২০ ॥ অহল্যেশ্বরনামানং স্বগৃহে
চাগমৎ পুনঃ । তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ
পরমেশ্বরম্ ॥ ২১ ॥ স হুতঃ স্বর্গমাপ্নোতি যত্র দেবো
মহেশ্বরঃ । ক্রৌড়যিত্বা যথাকামঃ তত্র লোকে
মহাতপাঃ ॥ ২২ ॥ গতে বর্ষসহস্রান্তে মানুস্যঃ
লভতে পুনঃ । ধনধান্যচর্যোপেতঃ পুত্রপৌত্র-
সমবিত্তঃ ॥ ২৩ ॥ দেববিদ্যাশ্রয়ো ধীমান্ জায়তে
বিমলে কুলে । রূপসৌভাগ্যসম্পন্নঃ সস্বব্যাবি-
বিবর্জিতঃ । জীবৈশ্বর্যশতং সাগ্রমহল্যাতীর্থসেব-
নাৎ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীশ্বাদেহল্যাতীর্থমাশ্রয়ণনং নাম
ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ধর্মপুত্র ততো গচ্ছৎ
ককটেশ্বরমুত্তমম্ । উত্তরে নশ্বদাকূলে সর্বপাপক্ষয়-
করম্ ॥ ১ ॥ তত্র স্নাত্বা বিধানেন যন্ত পূজয়েত
শিবম্ । অনিবার্তিকা গতিস্তস্য কুডলোকাদসংশয়ম্ ॥
২ ॥ তস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যং পুরাণে যচ্ছ্রুতং ময়া । ন
তদ্বর্ণয়িতুং শক্যং সঙ্ক্ষেপেণ বদাম্যতঃ ॥ ৩ ॥ তত্র
তীর্থে তু যঃ কুর্ধ্যাৎ কিঞ্চিৎকর্ম শুভাশুভম্ ।
হবির্মদান্মহারাজ তৎসর্বং জায়তেহক্ষয়ম্ ॥ ৪ ॥
তত্র তীর্থে তপস্তপ্ত্বা বালগিলা মরীচিপাঃ । রমন্তে-
হদ্যাপি লেকেষু শ্বেচ্ছয়া কুরুনন্দন ॥ ৫ ॥ তত্র-
স্থাস্তন্ন জানন্তি নরা জ্ঞানবহিক্রতাঃ । শরীরস্থ-
মিবাগ্নানমক্ষয়ং জ্যোতিরব্যয়ম্ ॥ ৬ ॥ তত্র তীর্থে
নৃপশ্রেষ্ঠ দেবো নারায়ণী পুরা । অদ্যাপি তপতে
ঘোরং তপো যাবৎ কিনার্কদম্ ॥ ৭ ॥ তত্র তীর্থে

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

অহল্যা নশ্বদাতীয়ে আগমনপুঙ্খক যথাবিধি রেবা-
তীর্থে স্নান করিয়া চান্দ্রায়ণ ও উত্তম কৃষ্ণরত আচ-
রণ করিলেন । তারপর উমাপতি মহাদেব
অহল্যার প্রতি প্রীত হইয়া রত্নসহকারে তাঁহাকে
অমুত্তম বরদান করত অদর্শন হইলেন । মহা-
দেব অন্তর্হিত হইলে অহল্যাও জগৎপতি শঙ্ক-
রকে এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান
করিলেন । এই শঙ্করলিঙ্গের নাম হইল,—
অহল্যেশ্বর । মানব অহল্যেশ্বরতীর্থে স্নান করিয়া
পরমেশ্বরের পূজা করিলে, দেহাবসানে তাহার
স্বর্গ লাভ হয় । সেই মহাতপা শিবলোকে যথেষ্ট
ক্রোড়া করেন, কৈলাসে সহস্র বৎসর বাসের পর
তাহার পুনরায় মানসহীন লাভ হয় । তিনি ধনধান্য
পুত্র, পুত্রপৌত্রসমবিত্ত, ধীমান্ হইয়া বিমল কূলে
জন্মলাভ করেন । অগ্নিবেদবিদ্যা তাঁহাকে আশ্রয়
করে এবং তিনি অহল্যাতীর্থসেবাকালে রূপ-
সৌভাগ্যসম্পন্ন ও সস্বব্যাবিবিবর্জিত হইয়া কিঞ্চি-
দধিক শতবৎসর জীবিত থাকেন । ১৩—১৪ ।

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৬

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ধর্মপুত্র ! অনন্তর
অমুত্তম ককটেশ্বর তীর্থে গমন করবে । এই সর্ব-
পাপহর শ্রেষ্ঠ ককটেশ্বর তীর্থ নশ্বদার উত্তর তীরে
অবস্থিত । এ তীর্থে যে মানব বিবিপুঙ্খক স্নান
করিয়া শিবের পূজা করে, তাহার অনিবার্তিকা গতি
হয়, কদাচ তাহাকে কুডলোক হইতে প্রত্যর্জন
করিতে হইবে না, সংশয় নাই । আমি পুরাণে এই
তীর্থমাশ্রয় যেরূপ বর্ণন করিয়াছি, তৎসমস্ত বর্ণন
করিতে সমর্থ নহি, অতএব সংক্ষেপে বলিতেছি ।
হে মহারাজ ! তব বা মদনশে এই তীর্থে শুভ
কিংবা অশুভ যোনিহু কাব্য করা হয়, তাহা অক্ষয়
হইবে না । হে কুরুনন্দন ! মরীচপ বাল-
গিলা বসিগণ এই তীর্থে তপস্তা করিয়াছিলেন,
আর এই নগর প্রভাবেই তাহার। অদ্যাপি
ত্রিলোকে যথেষ্ট রমণ করিয়া থাকেন । অজ্ঞান-
বিমোচিত মানবগণ যেমন শরীরস্থিত অক্ষয় ও
অব্যয় জ্যোতি আত্মাকে বিদিত হয় না, ককটেশ্বর-
তীর্থবাসী নরগণও তদ্রূপ এই জ্বলন্ত তীর্থের মাহাত্ম্য
বিদিত নহে । হে নৃপবর ! পুর্বে দেবী নারায়ণী
এখানে ঘোর তপস্তা করিয়াছিলেন । তিনি অর্কদ
বৎসর তপস্তা করেন । অদ্যাপি তাহার তপস্তার
অর্কদ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, এখনও তিনি তপস্তা

তু যঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ । তস্মৈ তে
দ্বাদশাবানি তৃপ্তিঃ যান্তি পিতামহাঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্বেদে কৰ্কটেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেৎ পাণ্ডুপুত্র
শক্রতীর্থমনুত্তমম্ । যত্র সিদ্ধো মগভাগো দেব-
রাজঃ শতক্রতুঃ ॥ ১ ॥ গৌতমেন পুরা শপ্তং জ্ঞাত্বা
দেবাঃ সুরেশ্বরম্ । ব্রহ্মাদ্যা দেবতাঃ সৰ্বা ঋষয়শ্চ
পোষনাঃ ॥ ২ ॥ গৌতমঃ প্রার্থয়ামানুর্ধ্বাকৈঃ
সান্ননয়ৈঃ শুভৈঃ গতিরাজ্যং গতিশ্রীকং শক্রং প্রতি
মুনীশ্বর ॥ ৩ ॥ ইন্দ্রেন রহিতং রাজ্যং ন কশ্চিৎ
কাময়েদ্ভিজ্জ । দেবো বা মানবো বাপি এতত্তে
বিদিতং প্রভো ॥ ৪ ॥ তস্মৈ ত্বং ভগবৃকৃষ্ণ দয়াং
কুরু দ্বিজোত্তম । গতিশ্চাদর্শনং শক্নো দুর্নিতঃ
শ্বেন পাপনা ॥ ৫ ॥ দেবানাং বচনং শ্রুত্বা
গৌতমো বেদবিস্তমঃ । তথৈতি কৃত্বা শক্রস্ত বরঃ

করিতেছেন । এ তীর্থে যে নর প্ৰান করিয়া পিতৃ
দেবদিগের তর্পণ করে, তাহার পিতৃপিতামহাদি
পিতৃগণ দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি লাভ করেন । ১—৮ ।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পাণ্ডুপুত্র ! অনন্তর
অনুত্তম শক্রতীর্থে গমন করিবে । মহাভাগ দেবরাজ
শতক্রতু এইতীর্থে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ।
পূর্বে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ভপোষন ঋষিসকল
সুরেশ্বরের প্রতি গৌতমের অভিশাপ প্রদান
করিয়া গৌতমসমীপে গমনপূর্বক সান্ননয়ে শুভ-
বাক্যে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন—হে মুনী-
শ্বর ! শক্রের রাজ্য গিয়াছে, তিনি হতশ্রী
হইয়াছেন । হে দ্বিজ ! আপনি জানিতে পারিতে
ছেন যে, দেবই হটুক আর নরই হটুক,
কেইই সুররাজ্যেই রাজ্য কামনা করেন না ।
হে প্রভো দ্বিজোত্তম ! আপনি ভগবৃকৃষ্ণ সুররাজের
প্রতি কৃপা করুন । শক্র এক্ষণে স্বীয় পাপে
দূষিত হইয়া স্বয়ংই অন্তর্ধান করিয়াছেন । বেদজ-

দাতুং প্রচক্রে ॥ ৬ ॥ এতদ্বগসহস্রং তু পুণ্য জাতং
শতক্রতো । তল্লোচনসহস্রং তু মৎপ্রসাদা-
ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥ এবমুক্তঃ সহস্রাক্ষঃ প্রণম্য মুনী-
সত্তমম্ । ব্রাহ্মণাং স্তান্নহাভাগান্নমদাং প্রত্যগান্ততঃ ॥
৮ ॥ স্নাত্বা স বিমলে তোয়ে সংস্থাপ্য ত্রিপুরা-
স্তকম্ । জগাম ত্রিদশাবাসং পূজ্যমানোহম্পরোগণৈঃ
৯ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ।
পরদারাভিগমনানুচ্যতে পাতকান্নরঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীমদ্বেদে শক্রতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট্র-
ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৮ ॥

একোন্চত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেৎ মহারাজ
সোমতীর্থমনুত্তমম্ । যত্র সোমস্তপস্তপ্তা নক্ষত্র-
পথমাস্থিতঃ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বাদাচম্য
বিধিপূর্বকম্ । কৃতজাপেয়া রবি ধ্যায়ৈত্তস্মৈ পুণ্য-

সত্তম গৌতম দেবগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে
'তাগাই হটুক' বলিয়া দেবরাজকে বরদানে উদ্যত
হইলেন, বলিলেন,—দেবরাজের দেহে যে সহস্র
ভগ সমুৎপন্ন হইয়াছে, আমার অনুগ্রহে এই
সহস্র ভগ এক্ষণে সহস্র লোচনে পরিণত হউক ।
ইন্দ্র গৌতমের আদেশে সহস্রলোচন হইলেন ।
তিনি মুনিসত্তম গৌতম ও অন্যান্য মহাভাগ
ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া তথা হইতে প্রস্থান
করিলেন এবং নর্ম্মদাতীর্থে উপনীত হইয়া বিমল
জলে স্নান ও তথায় ত্রিপুরারি শক্তরের লিঙ্গ প্রতি-
ষ্ঠিত করিয়া ত্রিদশালয়ে চলিয়া গেলেন । তাঁহার
গমনকালে অম্পরোগণ তাঁহাকে পূজা করিল !
যে মানব শক্রতীর্থে স্নান করিয়া মহেশ্বরের পূজা
করে, সে পরদারাভিগমনজন্ত পাতক হইতে
মুক্ত হয় । ১—১০ ।

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৮ ॥

উনচত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ ! অনন্তর
সর্বোত্তমোত্তম সোমতীর্থে গমন করিবে । এই
তীর্থে তপস্তা করিয়া সোম নক্ষত্রপথে প্রতিষ্ঠা
লাভ করেন । যথাবিধি আচমন করিয়া সোমতীর্থে

ফলং শৃণু । ২ । ঋগ্বেদযজুর্বেদাভ্যাং সামবেদেন
ভারত । জপতো যৎফলং প্রোক্তং গায়ত্র্যা চার
তৎফলম্ । ৩ । তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছুচিঃ । তেন সমাধিধানেন
কোটিভবতি ভোজিতা । ৪ । পাতুকোপানহৌ
ছত্রং বস্ত্রং কন্দলবাজিনঃ । যো দত্তে বিপ্রমুখায়
তস্ম তৎ কোটিসম্বিতম্ । ৫ । সহস্রং তু সহস্রা-
ণামনুগাং যন্ত ভোজয়েৎ । একস্ম মন্ত্রযুক্তস্ম
কলাং নার্কতি মোড়শীম্ । ৬ । এবং তু ভোজ-
য়েদ্বত্র বহুচং বেদপারগম্ । শাখাস্তগমখাধ্বৰ্যু
ছন্দোগং বা সমাপ্তিগম্ । ৭ । অগ্নিহোত্রসহস্রস্ম
যৎফলং প্রাপ্যতে বুধৈঃ । সমং তদ্বেদবিভূষা
তীর্থে সোমস্ত তৎফলম্ । ৮ । ভোজয়েদ্ যঃ শতং
তেষাং সহস্রং লভতে নরঃ । একস্ম যোগ-
যুক্তস্ম তৎফলং কবয়ো বিদুঃ । ৯ । সান্নি-
কধোল্লিখগ্রামঃ যন্তযত্র বসেন্ননিঃ । তত্রতত্র

জ্ঞান ও দিবাকরকে হৃদয়ে ধ্যান করত জপ করিলে
যে পুণ্যফল লাভ হয়, শ্রবণ কর । ৩ ভারত ।
ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ জপের যে ফল কথিত
হয়, সোমতীর্থে গায়ত্রী জপ করিলে মানবের সেই
ফল লাভ হইয়া থাকে । যে শুচি মানব এখানে
ভক্তিপূর্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, তাহার বিধি
পূর্বক কোটি ব্রাহ্মণভোজনের ফললাভ হয় । যে
মানব দ্বিজবর্গকে পাতুকা, উপানহ, ছত্র, বস্ত্র, কন্দল
ও অর্থ দান করে, এক একটি দ্রব্যদানে তাহার
কোটিকোটি দানের ফলপ্রাপ্তি ঘটে । এ তীর্থে
একটি মাত্র মন্ত্রবান্ দ্বিজকে ভোজন করাইলে
সহস্র মানবকে ভোজনের ফল হয়, পরন্তু সহস্র
সহস্র মানবকে ভোজন করাইলেও একটি
মন্ত্রবান্ দ্বিজের ষোড়শাংশের একাংশ-তুল্য
হয় কি না সন্দেহ । এইরূপ বেদপারগ বহুচ
দ্বিজকে এই তীর্থে ভোজন করাইতে হয় । বুধগণ
বলেন, এতীর্থে শাখাস্তগ, অধ্বৰ্যু, ছন্দোগ
কিহা বেদপারগ দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া মানব
সহস্র অগ্নি-হোত্রের ফললাভ করে । তাঁহারা আরও
বলেন,—পূর্বোক্ত ক্রিয়ার অন্ত্যস্তা বেদবিদ্যা-
সম্পন্ন দ্বিজসদৃশ এবং তাহার সোমতীর্থের ফললাভ
হয় । এখানে শত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে
মানবের সহস্র দ্বিজভোজনের ফলপ্রাপ্তি ঘটে ।
কবিগণ কহিয়াছেন,—একটি যোগযুক্ত দ্বিজকে
ভোজন করাইলেও তাহার সহস্র ব্রাহ্মণভোজনের
ফল হয় । ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করিয়া য্মনি যে যে

কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুরুরাণি চ । ১০ । তস্মাৎসর্ব-
প্রযত্নেন গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ । সত্ৰুকাভৌ চ বাতী-
পাতে যোগী ভোজ্যো বিশেষতঃ । ১১ । সন্ন্যাসং
কুরুতে যন্ত তত্র তীর্থে যুধিষ্ঠির । বিমানেন মহা-
ভাগাঃ স যাতি ত্রিদিব নরঃ । ১২ । সোমস্তাহুচরো
ভূহা তেনৈব সহ মোদতে । ১৩ ।

ইতি শ্রীকাল্পে সোমতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকো-
চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৩৯ ।

চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহারাজ নন্দা-
হৃদমন্ত্রমম্ । যত্র সিদ্ধা মহাভাগা নন্দা দেবী
বরপ্রদা । ১ । মহিষাসুরে মহাকায়ে পুং দেবভয়-
ঙ্করে । শূলিনী শূলভিন্নাঙ্গৈ কুতে দানবসন্তমে । ২ ।
যেনৈকাদশকুদ্ভাঙ্গ হৃদিষ্ঠাঃ সমকুদগাঃ । ব বা
বায়ুনা সার্কিং চন্দ্রাদিত্যৌ সুরেশ্বরঃ । ৩ । বর্গিনা
নির্জিতা যেন ব্রহ্মবিন্দুমহেশ্বরঃ । সংগ্রামে সুমহা-
ঘোরে কুতে দেবভয়ঙ্করে । ৪ । কুদ্ভা তৎকদনং ঘোরং
নন্দা দেবী সুরেশ্বরী । যস্মাৎ স্নাতা বিশালাক্ষী তেন

স্থানে বাস করেন, সেই সেই স্থানই কুরুক্ষেত্র,
নৈমিষ ও পুরুষ । অনএব সর্বপ্রযত্নে চন্দ্রসূর্য্য-
গ্রহণ, সংক্রান্তি ও বাতীপাতে যোগিজনে ভোজন
করাইবে । বিশেষতঃ যেনর এই তীর্থে সন্ন্যাস
গ্রহণ করে, হে মহাভাগ যুধিষ্ঠির ! সে বিমান-
রোহণে ত্রিদেশালয়ে গমন করে এবং সোমের
অনুচর হইয়া তাঁহারই সহিত মুদিত হয় । ১—১৩ ।

উনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩৯ ।

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ ! অনন্তর
অনন্তম নন্দাহৃদে গমন করিবে, এখানে বরপ্রদা
মহাভাগা নন্দা দেবী সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । পূর্ব-
কালে ত্রিদেশভয়দ মহাকায় মহিষাসুর প্রাহুঁত হইলে
শূলিনী শূলদ্বারা সেই দানবসন্তমের দেহ ভিন্ন
করেন । বলী মহিষাসুর—একাদশ কুদ্র, মকুদগণ-
সহ দ্বাদশ আদিত্য, সবাযু অষ্টবসু, চন্দ্র, সূর্য্য,
সুররাজ ইন্দ্র, এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশকেও
দেবভয়ঙ্কর সুমহাঘোর সমরে নির্জিত করিয়াছিল ।
সুরেশ্বরী বিশালাক্ষী নন্দা দেবী ঘোর মহিষাসুরকে

নন্দাহুদঃ স্মৃতঃ । ৫ । তত্র তীর্থে তু যঃ শ্রাস্তা
নন্দামুদ্ভিষ্ট ভারত । দদাতি দানং বিপ্রৈভ্যাঃ
সোমস্বমেধকলং লভেৎ । ৬ । তৈরবং চৈব কেদারঃ
তথা ক্রজং মহালয়ম্ । নন্দাহুদচতুর্থঃ স্ত্রাপকমঃ
ভুবি দ্বর্জভম্ । ৭ । বহুবন্তং ন জানন্তি কামরাগ-
সমধিতাঃ । নন্দাদায়াং হুদং পুণ্যং সর্বপাতক-
নাশনম্ । ৮ । তত্র তীর্থে তু যঃ শ্রাস্তা
নন্দাং দেবীং প্রপূজয়েৎ । কিং তস্ত হিমবন্তা-
গমনেন প্রয়োজনম্ । ৯ । পরমার্থমবিজ্ঞায় পর্যটন্তি
তমোবৃতাঃ । তেষাং সমাগমে পার্থ শ্রম এব হি
কেবলম্ । ১০ । পৃথিব্যাং সাগরাস্তায়াং শ্রান-
দানেন যৎকলম্ । তৎকলং সমবাপ্নোতি শ্রাস্তা
নন্দাহুদে নৃপ । ১১ ।

ইতি শ্রীকান্দে নন্দাহুদতীর্থমাশ্রয়বর্ণনং নাম
চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৩০ ।

শ্রীমদ্রাণি নির্ভিন্ন করিয়া এই হুদে শ্রান করেন,
এইজন্ত ইহার নাম হইয়াছে—নন্দাহুদ । হে
ভারত ! যে মানব এই হুদে শ্রান করিয়া নন্দার
উদ্দেশে দ্বিজগণকে দান করে, তাহার অশ্বমেধ-
কললাভ হয় । তৈরব, কেদার, মহালয় ক্রজ ও
চতুর্থ নন্দাহুদ সর্বোত্তম ; আর পঞ্চম হুদ ভুলোকে
দুর্লভ । মানবগণ প্রায়ই কামরাগসমধিত ; এজন্ত
বহু লোকেই এই হুদের বিষয় বিদিত নহে ।
এই সর্বপাপনাশন পাবন নন্দাহুদ নন্দাদায় তীরে
বিদ্যমান । যে মানব নন্দাহুদে শ্রান করিয়া দেবী
নন্দার পূজা করে, তাহার আর হিমালয়ের মধ্যে
গমন করিয়া কি হইবে ? হে পার্থ ! পরমার্থ
না জানিয়াই তমসচ্ছন্ন মানবগণ রুখা পর্যটন করে,
তাহাদের পর্যটনে কেবল শ্রমমাত্রই হইয়া থাকে ।
হে নৃপ ! সাগরাস্ত মহীমণ্ডলের সর্বত্র শ্রান দানে
যে কল, মানব একমাত্র নন্দাহুদে শ্রান করিয়া সেই
কল লাভ করে । ১—১১ ।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪০

একচত্বারিংশদধিক শততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহীপাল
তাপেশ্বরমমুত্তমম্ । যত্র সা হরিনী সিদ্ধা ব্যাধভীতা
নরেশ্বর । ১ । জলে প্রক্ৰিপ্য গাজানি হস্তরিকং
গতা তু সা । ব্যাধো বিন্মিতচিত্তা তাং যুগীমব-
লোক্য চ । ২ । বিমুচ্য সশরং চাপং প্রারেভে
তপ উত্তমম্ । দিব্যং বর্ষসহস্রং তু ব্যাধেনাচরিতঃ
তপঃ । ৩ । অতীতে তু ততঃ কালে পরিতুষ্টৌ
মহেশ্বরঃ । বরং ব্রাহ্মি মহাব্যাধ যন্তে মনসি রোচতে
৪ । ব্যাস উবাচ । যদি তুষ্টৌহসি দেবেশ যদি দেহো
বরো মম । তব পার্শ্বে মহাদেব বাসো যে প্রতি-
দীয়তাম্ । ৫ । ঈশ্বর উবাচ । এবং ভবতু তে
ব্যাধ যন্তয়া কাল্কিতো বরঃ । দেবদেবো মহাদেব
ইত্যাঙ্কাস্তরধীয়ত । গতে চাদর্শনং দেবে স্থাপয়িত্বা
মহেশ্বরম্ । ৬ । পূজয়িত্বা বিধানেন গতৌ ব্যাধ-
স্ততো দিবম্ । তদাপ্রভৃতি ততীর্থং ত্রিষ্ লোকেষু
বিশ্রুতম্ । ৭ । ব্যাধানুতাপসজ্জাতং তাপেশ্বর-
মিতি শ্রুতম্ । তত্র তীর্থে তু যঃ শ্রাস্তা সম্পূজয়তি

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল ! অনন্তর
অমুত্তম তাপেশ্বর তীর্থে গমন করিবে । এই তীর্থে
ব্যাধভীতা হরিনী সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । হে
নরেশ্বর ! হরিনী জলে দেহ নিক্ষিপ্ত করিয়া অস্ত-
রোক্ষে গমন করিয়াছিল । ব্যাধ যুগীর এই অবস্থা
পর্যালোচনা করিয়া বিন্মিতচিত্ত হইল এবং সে
সশর শরাসন পরিত্যাগপূর্বক উত্তম তপস্তা
করিতে লাগিল । ব্যাধ দিব্য সহস্র বৎসর তপ-
শ্চরণ করিল । দিব্য সহস্র বৎসর অতীত হইলে
মহেশ্বর পরিতুষ্ট হইলেন ; বলিলেন,—হে মহা-
ব্যাধ ! তোমার চিত্তের ক্রটি অনুসারে বর প্রার্থনা
কর । ব্যাধ বলিল,—হে দেবেশ মহাদেব ! যদি
আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর
যদি আমাকে বর দান করেন, তবে আমাকে
আপনার পার্শ্বে আশ্রয় দান করুন । ঈশ্বর কহি-
লেন,—হে ব্যাধ ! তুমি যেক্রপ অভিশাপ করি-
য়াছ, তাশাই পূর্ণ হউক । দেবদেব মহাদেব
এইরূপ কাহায়া অন্তর্ধান করিলেন । তিনি অন্তর্হিত
হইলে ব্যাধও মহাদেবেশ্বরালিঙ্গ স্থাপন করিয়া
যথাবিধি পূজা করত বর্গে গমন করিল । হে
রাজন ! তদবধি তাপেশ্বর তীর্থ ত্রিলোকে বিশ্রুত

শঙ্করঃ । ৮ । শিবলোকমবাপ্নোতি যাবুবাচ ।
মহেশ্বরঃ । যে সাতা নন্দদাতোরে তীর্থে তাপেশ্বরে
নরঃ । ৯ । তাপজরবিমুক্তান্তে নাত্ত কার্য্য বিচা-
রণা । অষ্টম্যাক চতুর্দশাং তৃতীয়ায়াং বিশেষতঃ ।
১০ । স্নানং সমাচরেদ্রিত্যং সর্বপাতকশাস্তয়ে । ১১ ।

ইতি জীকান্দে তাপেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকচত্বারিংশদধিকশততমো-
অধ্যায়ঃ । ১৪১ ।

বিচহারিংশদধিকশততমোঅধ্যায়ঃ ।

জীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্নহারাজ
কৃষ্ণীতীর্থমুত্তমম্ । যত্রৈব স্নানমাত্রেণ রূপবান
মুত্তমো ভবেৎ । ১ । অষ্টম্যাক চতুর্দশা-
তৃতীয়ায়াং বিশেষতঃ । স্নানং সমাচরেৎ তত্র
নরোহ জায়তে পুনঃ । ২ । স স্নাত্বা কৃষ্ণীতীর্থে
দানং দদ্যাতু কাঞ্চনম্ । ততীর্থস্থ প্রভাবেন
শোকং নাপ্নোতি মানবঃ । ৩ । যুধিষ্ঠির উবাচ ।

হইয়াছে । ব্যাধি অমৃতপ্ত হইয়া তপস্তা করে,
এই জন্ত ব্যাধির তাপ হইতে এই তীর্থ সমুৎপন্ন
হয়, তাই এ তীর্থের নাম হইল—তাপেশ্বর । যে
মানব তাপেশ্বর তীর্থে স্নান করিবে । শঙ্করের পূজা
করে, তাহার শিবলোক লাভ হয়, ইহা শঙ্কর
আমাকে কহিয়াছেন । যাহারা তাপেশ্বরের নন্দদা-
নীরে অবগাহন করে, তাহার আধ্যাত্মিকাদি জিতাপ
বিমুক্ত হয়, এ বিষয়ে বিচার বিতর্ক কর্তব্য নহে ।
অষ্টমী, চতুর্দশী বিশেষতঃ তৃতীয়ায় তাপশাস্তির
জন্ত সতত তাপেশ্বরে স্নান করিতে হয় । ১—১১ ।

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪১ ।

বিচহারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ ! অনন্তর
উত্তম কৃষ্ণীতীর্থে গমন করিবে । এখানে স্নান
মাত্রেই মানব রূপবান ও মুত্তম হয় । যে মানব
অষ্টমী, চতুর্দশী বিশেষতঃ তৃতীয়ায় কৃষ্ণীতীর্থে
স্নান করে, ইহ সংসারে তাহার আর জন্ম হয় না ।
যে নর কৃষ্ণীতীর্থে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণকে কাঞ্চন
দান করে, তীর্থপ্রভাবে তাহার শোকপ্রাপ্তি ঘটে
না । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনীশ্বর ।

তীর্থপ্রাপ্ত কথং জ্ঞাতো মার্কণ্ডেয়মুনীশ্বর ।
সৌভাগ্যদং যেন তীর্থমেতদব্রবীহি মে । ৪ ।
মার্কণ্ডেয় উবাচ । কথয়ামি যথাকৃতমিতিহাসং পুরা-
তনম্ । কথিতং পুস্ততো বৃদ্ধৈঃ পারম্পর্য্যেণ
ভারত । ৫ । তন্তেহহং সম্ভবক্যামি শৃণুধৈকাগ্র-
মানসঃ । নগরং কুণ্ডিনং নাম ভীষকো পরি-
পাতি হি । ৬ । হস্ত্যশ্বরথসম্পন্নো ধনাঢ্যোহিতি
প্রতাপবান । ক্রীসহস্রশ্চ মধ্যস্থঃ কুরুতে রাজ্য-
মুত্তমম্ । ৭ । তস্ত ভার্য্যা মহাদেবী প্রাণৈভ্যোহপি
গরীয়সী । তস্তামুৎপাদয়ামাস পুত্রমেকং চ কঙ্ককম্ ।
৮ । দ্বিতীয়া তনয়া যজ্ঞে কৃষ্ণীণী নাম নামতঃ । তদা-
শরীরিণী বাচা রাজানং তমুবাচ হ । ৯ । চতুর্ভুজায়
দাতব্য্য কস্তেয়ং ভুবি ভীষক । এবং তদ্বচনং
শ্রুত্বা জহর্ষ প্রিয়য়া সহ । ১০ । ব্রাহ্মণৈঃ সহ বিদ্বদ্ভিঃ
প্রবিষ্টৈঃ স্মৃতিকাগুণম্ । স্তম্বিকং বাচয়িত্বাস্তাশ্চক্রে
নামেতি কৃষ্ণীণী । ১১ । যতঃ স্ববর্ণভিলকো জন্মনা
সহ ভারত । ততঃ সা কৃষ্ণীণীনাম ব্রাহ্মণৈঃ কীর্তিতা

কৃষ্ণীতীর্থের এমন মহিমা কিরূপে হইল ? আর
কিরূপেই বা এতীর্থ রূপসৌভাগ্যপ্রদ হইয়াছে, আমার
নিকট বলুন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ভারত !
বৃদ্ধগণ পরম্পরাক্রমে কৃষ্ণীতীর্থের মাহাত্ম্য যেরূপ
কহিয়াছেন, আমি সেই পুরাতন ইতিহাস তোমার
নিকট যথাবৎ বর্ণন করিতেছি, একাগ্রমনে শ্রবণ
কর । ভূপতি ভীষক কুণ্ডিন নগর পরিপালন
করিতেন ; তিনি বিপুল হস্তী অশ্ব ও রথসম্পন্ন
ধনাঢ্য, প্রতাপবান নৃপতি ছিলেন । তাঁহার সহস্র
মহিষী ছিল । নৃপ ভীষক সহস্র মহিষীর মধ্যে
থাকিলেও উত্তমরূপে রাজ্য পালন করিতেন ।
তাঁহার ভার্য্যা মহাদেবী প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা ।
তিনি সেই মহাদেবীর গর্ভে কঙ্কক নামক
এক তনয় উৎপাদন করেন । অনন্তর মহাদেবী
এক কন্তা প্রসব করেন, তাঁহার নাম হয় কৃষ্ণীণী ।
কৃষ্ণীণী জন্ম গ্রহণ করিলে এক অশরীরিণী বাণী
রাজাকে কহিল—হে ভীষক ! চতুর্ভুজকে এই
কন্তা দান করিও । রাজা মহিষীর সাহিত আকাশ-
বাণী শ্রবণ করিয়া হুঁষ্ট হইলেন, এবং বিদ্বান্
ব্রাহ্মণগণের সহিত স্মৃতিকাগারে প্রবেশ করিয়া
স্তম্বিবাচনপুর্ব্বক তাহার নাম করণ করিলেন ।
হে ভারত ! ভূদেবগণ দেখিলেন,—কন্তা কঙ্ক-
তিলকযুক্তা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; এক

তদা ॥ ১২ ॥ ততঃ সা কালপর্যায়াদষ্টবর্ষা ব্যজায়ত ।
পূর্বোক্তঃ চৈব তদাক্যমশরীরিণ্যদীরিতম্ ॥ ১৩ ॥
স্বাধা স্বাধাধ নৃপতিশ্চিন্তয়ামাস ভূপতিঃ । কঠৈশ্চ দেয়া
ময়া বালা ভবিতাক চতুর্ভুজঃ ॥ ১৪ ॥ এতন্নিবস্তরে
তাবদ্রৈবতাং পর্বতোন্তমাং । মুখ্যশ্চেদিপতিস্তত্র
দমঘোষঃ সমাগতঃ ॥ ১৫ ॥ প্রবিষ্টো রাজসদনং
যত্র রাজা স ভীষকঃ । তং দৃষ্ট্বা চাগতং গেহে
পূজয়ামাস ভূপতিঃ ॥ ১৬ ॥ আসনং বিপুলং দত্তা
সভাং গতা নিবেশিতঃ । কুশলং তব রাজেন্দ্র
দমঘোষ শ্রিয়াযুত ॥ ১৭ ॥ পুণ্যাহমদ্য সজ্জাতমহং
অদর্শনোৎসুকঃ । কন্তা মদৌয়া রাজেন্দ্র হৃষ্টবর্ষা
ব্যজায়ত ॥ ১৮ ॥ চতুর্ভুজায়ঃ দাতব্য্য বাণ্ডবাচাশরী-
রিণী । ভীষকস্ত বচঃ শ্রদ্ধা দমঘোষোহব্রবীদি-
দম্ ॥ ১৯ ॥ চতুর্ভুজো মম স্মৃতস্তিষ্ লোকেষু
বিশ্রুতঃ । তন্ত্বেয়ং দীযতাং কন্তা শিশুপালস্ত
ভীষক ॥ ২০ ॥ তস্মা তদ্বচনং শ্রদ্ধা দমঘোষস্ত
ভূমিপ । ভীষকেন ততো দত্তা শিশুপালায়

তাহারা কন্তার কল্পিণী নাম নির্দেশ করিলেন ।
অনন্তর কল্পিণী কালক্রমে অষ্টবর্ষে পদার্পণ
করিলেন । এদিকে ভূপতি ভীষকও পূর্বজাত
অশরীরিণী বাণীর স্মরণ করিয়া চিন্তিত হইলেন ।
ভূপতি ভাবিলেন,—বালা কন্তা কল্পিণীকে কাহার
করে অর্পণ করিব ? আকাশবাণী যে চতুর্ভুজের
কথা কহিয়াছেন, সেই চতুর্ভুজই বা কে ? রাজা
এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে গিরিবর
রেবত হইতে নৃপশ্রেষ্ঠ চেদিপতি দমঘোষ তথায়
সমাগত হইয়া যে স্থানে ভীষক উপবিষ্ট ছিলেন,
সেই সভামণ্ডপে গমন করিলেন । ভূপতি ভীষক
চেদিপতিকে গৃহাগত দেখিয়া তাঁহাকে পূজা
করিলেন এবং প্রশস্ত আসন প্রদানপূর্বক সভা-
মণ্ডপে উপবেশন করাইলেন । রাজা ক্রীমান
দমঘোষকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন,—
হে রাজসত্তম ! আপনার কুশল ত ? আজ
পুণ্যাহ, তাই আমি আপনার দর্শনে সমুৎসুক
হইয়াছি । হে রাজেন্দ্র ! আমার কন্তা অষ্টমবর্ষে
পদার্পণ করিয়াছে । আকাশবাণী কহিয়াছেন,—
এই কন্তা চতুর্ভুজকে প্রদান করিতে হইবে ।
ভীষকের বাক্যে দমঘোষ কহিলেন,—চতুর্ভুজ
আমারই পুত্র ; সে ত্রিলোকবিখ্যাত । হে ভীষক !
আপনার এই কন্তা আমার পুত্র শিশুপালের
করে অর্পণ করুন । হে ভূমিপ ! ভীষক দম-

কল্পিণী ॥ ২১ ॥ প্রারকং মঙ্গলং তত্র ভীষকেণ
যুধিষ্ঠির । দিক্ষু দেশান্তরেষেব যে বসন্তি যোগো-
জ্ঞাঃ ॥ ২২ ॥ নিমজ্জিতাঃ তে সর্বে সমাজমুখ্যা-
ক্রমম্ । ততো যাদববংশস্ত তিলকো বলকেশবো ॥
২৩ ॥ নিমজ্জিতৌ সমায়াতৌ কুণ্ডিনঃ ভীষকস্ত তু ।
ভীষকেন যথাস্থায়ঃ পূজিতৌ তৌ বদন্তমৌ ॥ ২৪ ॥
ততঃ প্রদোষসময়ে কল্পিণী কামমোহিনী । সখীভিঃ
সহিতা যাতা পূর্বহিচ্চাঙ্ঘিকার্চনে ॥ ২৫ ॥ সাপশ্চস্তত্র
দেবেশঃ গোপবেশধরঃ হরিম্ । তং দৃষ্ট্বা মোহ-
মাপরা কামেন কলুবীকৃতা ॥ ২৬ ॥ কেশবোহপি চ
তাং দৃষ্ট্বা সঙ্কর্ষণমুবাচ হ । স্ত্রীরত্নপ্রবরং তাত হর্ষব্য-
মিতি মে মতিঃ ॥ ২৭ ॥ কেশবস্ত বচঃ শ্রদ্ধা সঙ্কর্ষণ
উবাচ হ । গচ্ছ কৃষ্ণ মহাবাহো স্ত্রীরত্নং চাত্ত গৃহ-
তাম্ ॥ ২৮ ॥ অহং তব মার্গেণ হাগমিষ্যামি
পৃষ্ঠতঃ । দানবানাঞ্চ সর্কেষাং কুর্ক্বেচ্চ বদনং
মহৎ ॥ ২৯ ॥ সঙ্কর্ষণমতং প্রাপ্য কেশবঃ কেশি-
সুদনঃ । যযৌ কন্তাং গৃহীত্বা তু রথমারোপ্য

ঘোষের বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্তা কল্পিণীকে শিশু-
পালের করে অর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন । ভীষ-
কের আদেশে বৈবাহিক মঙ্গলক্রিয়া আরম্ভ হইল ।
দেশে বিদেশে যেখানে তাঁহার যে জ্ঞাতিগোত্র
বাস করিতেন, এ বিবাহে সকলেই নিমজ্জিত হই-
লেন; সকলেই ভীষকপুত্রের আগমন করিলেন । তৎ
কালে যদুকুলতিলক বল ও কেশবও নিমজ্জিত হইয়া
ভূপতি ভীষকের কুণ্ডিননগরে আগমন করিয়া-
ছিলেন । তাহারা ভীষকপুত্রের সমাগত হইলে কুণ্ডিন
পতি তাঁহাদিগকে যথায়থ পূজা করিলেন ॥ ১—২৪ ॥
অনন্তর প্রদোষ সময় সমুপস্থিত হইল । কামমোহিনী
কল্পিণী সখীগণের সহিত অঙ্গিকার অর্চনার জন্ত
পুরবহির্ভাগে গমন করিলেন । কল্পিণী তখন গোপ-
বেশধারী দেবেশ হরিকে দর্শন করিলেন । কামে
তাঁহার চিত্ত কলুণিত হইল । তিনি মোহপ্রাপ্ত হই-
লেন । কেশবও তখন কল্পিণীকে অবলোকন
করিয়া সঙ্কর্ষণকে কহিলেন,—তাত ! এই কন্তারত্ন
হরণ করিবার জন্ত আমার অভিলাষ হইতেছে ।
কেশবের বাক্যশ্রবণে সঙ্কর্ষণ উত্তর করিলেন,—
হে মহাবাহো কৃষ্ণ ! সত্বর গমন করিয়া স্ত্রীরত্ন
গ্রহণ কর, আমিও সত্বর তোমার পাছে পাছে
আসিতেছি ; আজ আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া
দানবগণের মহাভূখ উৎপাদন করিব । কেশিসুদন
কেশব সঙ্কর্ষণের আদেশ পাইয়া কন্তাগ্রহণপূর্বক

সহরম্ ॥ ৩০ ॥ নির্গতঃ সহসা রাজন্ বেগেনৈবা-
নিলো যথা । হাহাকারস্তদা জাতো ভীষকস্ত পুরে
মহান ॥ ৩১ ॥ নির্গতা দানবাঃ ক্রুদ্ধা বেলা ইব
মহোদধেঃ । গর্জন্তঃ সায়ুধাঃ সর্পে ধাবন্তো
রথবর্ষনি ॥ ৩২ ॥ বলদেবঃ ততঃ প্রাপ্তো রথ-
মার্গান্নগামিনম্ । তেষাং যুদ্ধঃ বলস্তাসৌ সর্প
লোকক্ষয়করম্ ॥ ৩৩ ॥ যথা তারাময়ে পুষ্কঃ সংগ্রামে
লোকবিশ্রুতে । গদাহস্তো মহাবাহুর্নৈলোকো-
হপ্রতিমো বলঃ ॥ ৩৪ ॥ হলেনাক্ষস্য সহসা গদা-
পাঠৈরপাতয়ৎ । অশক্যো দান বৈহন্তঃ বলভদ্রো
মহাবলঃ ॥ ৩৫ ॥ বভূব দানবান্ সর্পাঃস্তম্বো
গিরিরিবাচলঃ । তঃ দৃষ্টো চ বলঃ ক্রুদ্ধঃ হৃদ্বর্ষঃ
ত্রিদেশৈরপি ॥ ৩৬ ॥ ভীষপুত্রো মহাতেজা
নাম মহাযশাঃ । নরাণামতিশূরাণামকৌহল্যা
সমরিতঃ ॥ ৩৭ ॥ বলভদ্রমতিক্রম্য ততো যুদ্ধে

নিরাকরোৎ । তদযুদ্ধং বলায়ত্না তু রথমার্গেণ
সহরম্ ॥ ৩৮ ॥ কেশবোহপি তদা দেবো কৃষ্ণা
সহিতো যযৌ । বিদ্যাং তু লজ্জায়িত্বাগ্রে ত্রৈলোক্য-
শুক্ররব্যয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ নশ্বদাতটমাপেদে যত্র সিদ্ধিঃ
পুরা পুনঃ । অজেয়ো যেন সন্তাতক্ষৌরীস্তান্ন
প্রভাবতঃ ॥ ৪০ ॥ এতস্মাৎকারণাত্তাত যোধনৌপুর-
মুচ্যতে । ক্রোধোহপি দানবেস্ত্রোহসৌ প্রাপ্তঃ স্থান-
মন্তুমম্ ॥ ৪১ ॥ প্রত্নাবাচ্যাতঃ ক্রুদ্ধস্তিষ্ঠতিঠেতি
মা বজ্র । অদ্য ত্বাং নিশিতৈবাণৈর্নৈব্যামি যম-
সাদনম্ ॥ ৪২ ॥ এবং পরস্পরং বীরৌ জগজ্জতুক-
তাবাপ । তমোৰ্ধ্বকমভূদঘোরং তারবাগ্নিজস্রিভম্ ॥
৪৩ ॥ চিক্ষেপ শরজালানি কেশবঃ প্রতি দানবঃ ।
নান্দ্রিস্ত্য শরাঃস্তম্বো কেশবঃ কেশিন্দনঃ ॥ ৪৪ ॥ ততো
ক্রোধোহথ সংক্রুদ্ধো গহীত্বা ধ্বজকৃতমম্ । সায়কেন
সুতীক্ষ্ণেন তং বিভেদ তদোরাসি ॥ ৪৫ ॥ ততো
বিষ্ণুঃ স্বয়ং ক্রুদ্ধশচক্রং গৃহ্য শূদর্শনম্ । সম্প্রহরতাম্ :

রথে আরোপিত করত সহর প্রস্থানোদাত হইলেন
হে রাজন্ ! তিনি কৃষ্ণীকে গ্রহণ করিয়া বায়ুবেগে
তথা হইতে নির্গত হইলেন । তখন ভীষক নৃপ-
পুরে মহা হাহাকার উত্থিত হইল । দানবগণও
ক্রুদ্ধ হইয়া মহোদধির বেলায় স্তায় গর্জন
করিতে করিতে স্ব স্ব আয়ুধ ধারণপূর্বক রথপথে
প্রধাবিত হইল । রথ পথের অনুসরণ করিয়া
ক্রমে বলরামের সহিত দানবগণের সাক্ষাৎ-
কার ঘটিল । তখন তাহাদের সহিত বলরামের
ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । পুরাকালে লোক-
বিশ্রুত তারকাময় সমরে যেকপ অখিল
লোক ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, বল ও দানবের
এই যুদ্ধেও তরুণ লোক ক্ষয় প্রাপ্ত হইল ।
গদাধরী মহাবাহু বলরাম ত্রিলোকে অমিতবল
বলয়া বিখ্যাত । তিনি অতি লঘু গতি অব-
লম্বনপূর্বক শক্রগণকে হল দ্বারা আকর্ষণ ও
গদাঘাতে পাতিত করিতে লাগিলেন । কিন্তু দানব-
গণ কেহই মহাবল বলভদ্রকে প্রহার করিতে
সমর্থ হইল না ; মহাবল বলরাম অচল গিরিবরের
স্তায় সমরভূমে অবস্থানপূর্বক নিখিল দানবকেই
ভগ্ন করিলেন । অনন্তর ত্রিদেশগণেরও অধ্বনীয়
রোষপরবশ বলরামকে অবলোকন করিয়া ভীষক-
তনয় মহাযশা মহাতেজা কৃষ্ণী, অতিবলশালী
অকৌহলী সেনাসমভিব্যাহারে সমরভূমে উপনীত
হইল । বলরামের সহিত কৃষ্ণীর যুদ্ধ বাধিল । বল-

রাম সমরে নিরাকৃত ও বঞ্চিত হইলেন, ক্রমে কৃষ্ণী
বলরামকে অতিক্রম করিয়া সহর কেশবের রথ-
পথের অনুসরণ করিল । অব্যয় ত্রিলোকশুক্র কেশব
তখন রথারোহণে কৃষ্ণীর সহিত গমন করিতে
ছিগেন । তিনি বিদ্যাগিরি অতিক্রম করিয়া নশ্বদার
তীরে উপনীত হইলেন । পুষ্ক্রে কেশব এই স্থানেই
তপস্থা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন এবং এই তীর্থ-
প্রভাবেই তিনি অজেয় হইয়াছিলেন । ২৫—৪০ ।
হে তাত ! এই স্থানে কৃষ্ণ-কৃষ্ণের সমর হয় ; এজন্য
এই স্থানের নাম হইয়াছে যোধনৌপুর । দানবসত্তম
কৃষ্ণ কৃষ্ণের পশ্চাৎ ধাবন করত এই অমুক্তম স্থানে
উপনীত হয় এবং রোষপরবশ হইয়া অচ্যুতকে
সমোদনপূর্বক বনে--৩৪, ৩৫, গমন করিও না,
আজ নির্গত শর প্রহারে ত্রৈলোকে যমপুরে
প্রেরণ করিব । উভয়ে পরস্পর কিছুকণ বাগ্ম্যুক
চলিল । তারপর তাহাদের সমর আরম্ভ হইল ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণের এই সমর যেন তারক ও পাবকির
সময়ের স্তায় ভীষণতা ধারণ করিল । দানব
কৃষ্ণ কেশবের প্রতি শরজাল নিক্ষেপ করিল,
কেশিন্দন কেশব আনায়াসেই সেই সকল শর
বিফল করিতে লাগিলেন । অনন্তর কৃষ্ণী অত্যন্ত
ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তম ধনু গ্রহণপূর্বক সুতীক্ষ্ণ সায়ক
দ্বারা কেশবের বক্ষ ভেদ করিল, এতক্ষণ কৃষ্ণ
কোনই ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই, এইবার তিনি

যাবক্ষ্যখণ্ডে নিবাক্ষিতঃ । ৪৬ । হাং ন জানাতি
দেবেশঃ চতুর্ভূজঃ জনার্দনম্ । দর্শয়ন্ত স্বকং রূপং
দয়াং কৃতা মমোপরি । ৪৭ । এবমুক্তস্ত কক্ষিণ্যা
দর্শয়ামাস ভারত । দেবা দৃষ্ট্বাপি তক্রূপং অবন্ত্যা-
কাংশসংস্থিতাঃ । দিব্যং চক্ষুস্তদা দেবো দদৌ
কৃষ্ণস্ত ভারত । ৪৮ । কৃষ্ণ উবাচ । যন্নয়া পাপ-
নিষ্ঠেন মন্দভাগ্যেন কেশব । সাযকৈরাহতং
বক্ষস্তৎসমং কক্ষমহসি । ৪৯ । পূর্ষং দত্তা স্বয়ং
দেব জানকী জনকেন বৈ । ময়া প্রদত্তা দেবেশ
কক্ষিণী তব কেশব । ৫০ । উদ্বাহয় যথাস্থায়ং
বিধিদৃষ্টেন কর্মণা । কৃষ্ণস্ত বচনং শ্রুত্বা ততস্তথৈ
জগদ্ভরুঃ । ৫১ । বভাষে দেবদেবেশো কক্ষিণং
ভৌমকাক্ষজম্ । গচ্ছ স্বকং পুরং মা ভৈঃ কুরু
রাজ্যমকণ্টকম্ । ৫২ । কেশবস্ত বচঃ শ্রুত্বা কৃষ্ণো
দানবপুঙ্গবঃ । তং প্রণম্য জগন্নাথঃ জগাম ভবনং
পিতুঃ । ৫৩ । গতে কৃষ্ণে তদা কৃষ্ণঃ সমামন্ত্য
দিজোন্তমান্ । মরীচিমন্ত্যঙ্গিরসং পুলস্ত্যং পুলহং

ক্রতুম্ । ৫৪ । বসিষ্ঠং চ মহাভাগমিত্যেতে সপ্ত
মানসাঃ । ইত্যেতে ব্রাহ্মণাঃ সপ্ত পুরাণে নিশ্চয়-
গতাঃ । ৫৫ । ক্রমাবন্তঃ প্রজাবন্তো মহর্ষিভিরল-
কৃতাঃ । ইত্যেবং ব্রহ্মপুত্রাশ্চ সত্যবন্তো মহামতে ।
৫৬ । নর্মদাতটমাত্রিত্য নিবসন্তি জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
তপঃস্বধ্যায়নিরতা জপহোমপরায়ণাঃ । ৫৭ ।
নিমজ্জিতাশ্চ রাজেন্দ্র কেশবেন মহান্ননা । শ্রাদ্ধ-
কৃতা যথাস্থায়ং ব্রহ্মোক্তবিধিনা ততঃ । ৫৮ ।
হরিস্তান্ পূজয়ামাস সপ্ত ব্রহ্মর্ষিপুঙ্গবান্ । প্রদদৌ
দ্বাদশ গ্রামাংস্তেভ্যস্তত্র জনার্দনঃ । ৫৯ । যাব-
চ্চক্ষুশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবন্তিষ্ঠতি মেদিনী । তাবদানং
ময়া দত্তং পরিপন্থী ন কশ্চন । ৬০ । যদন্তং পালয়ি-
যাস্তে যে নৃপা গতকল্মষাঃ । তেভ্যঃ স্বস্তি করি-
ষ্যামি দাস্ত্যামি পরমাং গতিম্ । ৬১ । যাবজ্জিগৃষ্তি
লোকেষু মহাভূতানি পঞ্চ চ । তাবন্তে দিবি
মোদন্তে যদন্তপরিপালকাঃ । ৬২ । যন্ত লোপয়তে
মূঢ়ো দত্তং বঃ পৃথিবীতলে । নরকে ভৃশং বাসঃ

কৃষ্ণ হইয়া স্মদর্শন চক্র গ্রহণ করিলেন, তারপর
যেমন প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি
কক্ষিণী তাঁহাকে বারণ করিয়া কহিলেন,—
দেব! কৃষ্ণ আপনাকে দেবেশ চতুর্ভূজ জনার্দন
বলিয়া জানিতে পারিতেছেন না, আপনি আমার
প্রতি কৃপা করিয়া ইহাকে আপনার আশ্রয় প্রদ-
শন করুন । হে ভারত! কক্ষিণীর প্রার্থনায় কেশব
কক্ষিণীকে স্বীয় রূপ দর্শন করাইলেন । দেবগণ গগনে
থাকিয়া তাঁহার সেই দিব্যরূপ দর্শন করত স্তব
করিতে লাগিলেন । কেশব তখন কৃষ্ণকে দিব্য
চক্ষু দান করিলেন, কৃষ্ণও কৃষ্ণকে দেখিয়া স্তব
করিলেন । কৃষ্ণ কহিলেন,—কেশব! আমি মন্দ-
ভাগ্য পাপিষ্ঠ, তাই আমি আপনার বক্ষে সাযক-
প্রহার করিয়াছি; এক্ষণে আমার সে সকল দোষ
ক্ষমা করুন । পূর্বে জনক জনকীকে আপনার
করে প্রদান করেন, হে দেবেশ কেশব! আমিও
আজ আপনার করে আমার ভগিনী কক্ষিণীকে
প্রদান করিতেছি; বিধিবোধিত ক্রিয়া দ্বারা
ইহাকে যথার্থ বিবাহ করুন । ভৌমকাক্ষকুমার
কৃষ্ণের বাক্যে দেবেশ জগদ্ভরু হরি সন্তুষ্ট হইলেন ।
বলিলেন,—তোমার ভয় নাই, স্বীয় পুরে গমন
করিয়া অকণ্টক রাজ্য পালন কর । দানবপুঙ্গব
কৃষ্ণও জগৎপতি কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া
তাঁহাকে প্রণাম করত পিতৃপুরে গমন করিলেন ।

কৃষ্ণ চলিয়া গেলে কৃষ্ণ দ্বিজসন্তম মহাভাগ মরীচি,
অত্রি, আঞ্জিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বৃশ-
ষ্ঠকে আমন্ত্রণ করিলেন । হে মহামতে! ইহারা
ব্রহ্মর মানস পুত্র । এই সাতজন মহামতি
দ্বিজ পুরাণ প্রসিদ্ধ এবং ইহারা ক্রমাবান্,
সন্ততিসম্পন্ন ও মহর্ষিগণ কর্তৃক অলঙ্কৃত ।
এই সত্যলীল জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মনন্দনগণ তপঃ-
স্বধ্যায়নিরত ও জপহোমপরায়ণ হইয়া নর্মদা-
তটায় বাস করেন । হে রাজেন্দ্র! মহাত্মা
কেশব এই মহর্ষিপুঙ্গবগণকে নিমজ্জিত করিয়া
ব্রাহ্মবিধি অনুসারে যথার্থ শ্রাদ্ধ করত ইহাদের
তৃপ্তিসাধন করিলেন । তারপর জনার্দন এই
সপ্ত ব্রাহ্মণভনয়কে দ্বাদশ খানি গ্রাম-দান করিয়া
বলিয়া দিলেন যে, যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে চন্দ্রসূর্য্য
থাকিবেন, যে পর্য্যন্ত মেদিনী বিদ্যমান থাকিবে,
ততকাল ভোগের জন্ত আমি আপনাদিগকে এই
গ্রাম দান করিলাম, কদাচ কেহই এই দানের
পরিপন্থী হইবে না । যে সকল বিগতকল্মষ মহী-
পাল আমার দত্ত এই ভূমি রক্ষা করিবেন, আমি
তাঁহাদিগেরও ইহলোকে মঙ্গলবিধান ও পরে
উত্তমগতি প্রদান করিব, যতদিন পঞ্চ মহাভূত বিদ্য-
মান থাকিবে, যদন্ত ভূমির পালকগণ ততদিন মুদিত
মনা হইয়া স্বর্গে বাস করিবে । ৪১—৬২ । আর
ধরাতলে যে মূঢ়-মানব আপনাদিগকে প্রদত্ত এই

শ্রাদ্ধাবদাভূতসংগ্রহম্ । ৬৬ । স্বদত্তা পরদত্তা বা
পালনীয়া বনুধরা । যন্ত যন্ত যদা ভূমিস্তস্য তন্ত
তদা কলম্ । ৬৭ । স্বদত্তাঃ পরদত্তাঃ বা যো হরিত
বনুধরা । স বিষ্ঠায়াঃ কুমির্ভূত পিতৃভিঃ সহ
মজ্জতি । ৬৮ । অস্ত্রায়েন দত্তা ভূমিরস্ত্রায়েন চ
হারিতা । হস্তা হারয়িতা চৈব বিষ্ঠায়াঃ জায়তে
কুমিঃ । ৬৯ । ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ ।
আচ্ছেদ্য চাহুমস্তা চ ত্রাশ্বেব নরকে বসেৎ । ৭০ ।
যানীহ দত্তানি পুরা নরৈল্লৈদানানি ধর্ম্মার্থঘন-
করাণি । নিশ্চীল্যরূপপ্রতিমানি তানি কো
নাম সাধুঃ পুনরাদদাতি । ৭১ । এবং তান্
পূজয়িত্বা তু সম্যভ্যুস্তায়েন পাণ্ডব । কল্পিণা
বিধিবৎ পাণিঃ জগ্ৰাহ মধুসূদনঃ । ৭২ । মুঘলী
চ ততঃ সর্কান জিত্বা দানবপুঙ্গবান্ । স্বস্থান মগমন্ত
কৃৎস্না কার্ধ্যাঃ শূশোভনম্ । ৭৩ । প্রযাতৌ দ্বারবত্যাতৌ
কৃৎস্নসংকর্ষণাবুভৌ । গচ্ছমানস্ত তং দৃষ্ট্বা কেশবঃ
ক্লেশনাশনম্ । ৭৪ । ব্রাহ্মণাঃ সত্যবন্তশ্চ নির্গতাঃ

ভূমির বিলোপসাধন করিবে, কল্পকয়কাল পর্যন্ত
তাহার নরকে বাস হইবে । স্বদত্তাই হউক আর
পরদত্তাই হউক, দত্তভূমি রক্ষিত হইলেই দাতার
কল হয় । স্বদত্তাই কি, আর পরদত্তাই বা কি,
যে মানব ভূমি হরণ করে, সে পিতৃগণ সহ কুমি
হইয়া বিষ্ঠায় মগ্ন হয় । অস্ত্রায়পূর্বক ভূমিহরণকারী,
অস্ত্রায়রূপে ভূমিহরণের প্ররুতিদাতা—এই হস্তা ও
হারয়িতা উভয়েই বিষ্ঠার কুমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে ।
ভূমিদ মানব ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করেন ;
আর যাহারা ভূমিদানে ভেদবুদ্ধি জন্মায় এবং
যাহারা সেই কার্যের অমুমোদন করে, তাহারা
নরকে গমন করিয়া থাকে । ইহ সংসারে পূর্বে
নরেন্দ্রগণ ধর্ম্ম অর্থ ও যশস্বরূপে যে সকল দান
করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিশ্চীল্যরূপ অর্থাৎ উচ্ছিন্ন,
কোন সাধু মানব সেই উচ্ছিন্ন পুনরায় গ্রহণ
করিবেন ? হে পাণ্ডব ! মধুসূদন এইরূপে দ্বিজ-
গণের যথাযোগ্য সম্যক পূজা করিয়া শাস্ত্রানুসারে
কল্পিণীর পাণিগ্রহণ করিলেন ; এদিকে মুঘলী
বলরামও যুদ্ধে দানবপুঙ্গবগণকে নিষ্কৃত করিয়া
শূশোভন কীর্তি অজ্ঞানপূর্বক স্বীয় আবাসে উপনীত
হইয়া কৃৎস্নের সহিত মিলিত হইলেন । অনন্তর
কৃৎস্ন ও সংকর্ষণ উভয়ে মিলিয়া দ্বারাবতী অভি-
মুখে গমন করিলেন । তখন ক্লেশনাশন কেশবকে
সংকর্ষণ করিয়া কতিপয় সংশিতব্রত সত্যবাদী দ্বিজ

সংসিতব্রতাঃ । আগচ্ছমানাঃ স্তৌ বৌদ্ধ্য রথ-
মার্গেণ ব্রাহ্মণান্ । ৭৫ । মুহূর্ত্তঃ তত্র বিশ্রাম্য
কেশবো বাক্যমব্রবীৎ । কিমাগমনকার্য্যং বো
ক্রত সর্কঃ দ্বিজোত্তমাঃ । ৭৬ । কুরূপাঃ স্বীয়-
কর্ম্মাণি মম কৃত্যং তু তিষ্ঠতে । দেবস্ত বচনং
ঋত্বা মুনয়ো বাক্যমব্রবন্ । ৭৭ । কল্পকোটি-
সহস্রেন সত্যভাবাতু বন্দিতঃ । জুপ্রাপ্যোহসি
মধুয্যাণাং প্রাপ্তঃ কিং ত্যজসে হি নঃ । ৭৮ ।
ব্রাহ্মণানাং বচঃ ঋত্বা ভগবানিদমব্রবীৎ । মধুরায়াং
দ্বারবত্যাং যোধনৌপুত্র এব চ । ৭৯ । ত্রিকাল-
মাগমিষ্যামি সত্যং সত্যং পুনঃপুনঃ । এবং
তে ব্রাহ্মণাঃ ঋত্বা যোধনৌপুত্রমাগতাঃ । ৮০ ।
অবতীর্ণস্ত্রিভাগেণ প্রাহুর্ভাবো তু মাধুরে । এতন্তে
কথিতঃ সর্কঃ তীর্থন্ত্যোৎপাদিকারণম্ । ৮১ ।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ বর্ত্তমানং তথাপরম্ । যং
ঋত্বা সর্কপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ । ৮২ ।

তথায় উপনীত হইলেন । বলরাম রথারোহণে
গমন করিতেছিলেন, তাহারা ব্রাহ্মণগণকে আসিতে
দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্ত রথবেগ সংবরণপূর্বক
বিশ্রাম করিলেন । কেশব কহিলেন,—হে দ্বিজ-
সত্তমগণ ! আপনারা কি জন্ত আগমন করিয়া-
ছেন ? তৎসমস্ত ব্যক্ত করুন । আপনারা সমাপ্ত-
ক্রিয়, সকলেই স্ব স্ব কর্ম্ম স্বয়ংই সম্পাদন করিয়াছেন,
আপনাদের এখন কি কর্ম্ম অবশিষ্ট আছে যে,
আমাকে বলিতে হইবে ? দেবেশের বাক্য শ্রবণ
করিয়া মুনীগণ উত্তর করিলেন,—মানবগণ সতত-
সত্যভাবে কোটিকল্প কাল বন্দনা করিয়াও
আপনাকে ক্রুখে প্রাপ্ত হয়, আমরা সেই জুপ্রাপ্য বস্তু
প্রাপ্ত হইয়া কেন পরিত্যাগ করিব । ব্রাহ্মণগণের
এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বলিলেন,—
আমি পুনঃপুনঃ সত্য করিয়া কহিতেছি যে,
আমি ত্রিকালই মধুরায় দ্বারবতীতে ও যোধনৌ-
পুরীতে আগমন করিব । ব্রাহ্মণগণ কেশ-
বের মুখে এবং বিধবাক্য শ্রবণ করিয়া যোধনৌ-
পুরে আগমন করিলেন । ভগবান্ মধুরা-
মণ্ডলে ত্রিভাগে প্রাহুর্ভূত হইয়াছিলেন । এই
তোমার নিকট কল্পিণী-তীর্থের অধিল উৎপত্তি-
বিবরণ কথিত হইল, এই প্রসঙ্গে তীর্থের
অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান ও অপরাপর বিষয়ও
কহিলাম ; এই সকল শ্রবণ করিয়া মানবগণ
অধিল কলুষ চইতে মুক্ত হয়, সন্দেহ নাই । ৮১—৮২।

তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎকেশবৌ । তেন
দেবো জগদ্ধাতা পূজিতস্ত্রিগুণান্বিতঃ ॥ ৮০
উপবাসৌ নরো ভূত্বা যজ্ঞ কুর্যাৎ প্রদক্ষিণম্
মুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যো নাত্ৰ কার্য্য বিচারণা ॥ ৮১
তত্র তীর্থে তু যে ব্রহ্মস্তুত্বান পশুস্ত্যপি যে নরাঃ
তেহপি পাপৈঃ প্রাচ্যন্তে জ্ঞানহত্যাশ্চৈব ॥ ৮২
প্রাতরুথায় যে কেচিৎ পশুস্তি বলকেশবৌ । তেন
তে সদৃশাঃ স্মার্কৈঃ দেবদেবেন চক্রিণা ॥ ৮৩
তে পূজ্যন্তে নমস্কার্য্যন্তেবাঃ জয় স্তুজীবিতম্
যে নমস্তি জগদ্ধাতং দেবং নারায়ণং হরিম্ ॥ ৮৪
তত্র তীর্থে তু যদানং স্নানং দেবার্চনং নৃপ । তৎ
সৰ্বমক্ষয়ং তস্ত ইত্যেবং শঙ্করোহব্রবীৎ ॥ ৮৫
প্রবিশ্ণাঘ্নৌ যুতানাঞ্চ যৎকলং সমুদাহৃতম্ । তচ্ছ-
ণ্ডম্ নৃপশ্রেষ্ঠ প্রোচ্যমানমশেষতঃ ॥ ৮৬
নিমা-
নেনার্কবর্ণেন কিল্বিনীজালমালিনা । আগ্নেয়ে ভবতে
তত্র মোদতে কালমীপিতম্ ॥ ৮৭
জলে চৈব
যুতানাং তু যোধনৌপুৰমধ্যতঃ । বসন্তি বাক্ষণে
লোকে যাবদাভূতসংগ্রবম্ ॥ ৮৮
অনাশকে

যে নর কল্বিনীতীর্থে অবগাহন করিয়া বল ও
কেশবের পূজা করে, তাহার জগৎপাতা ত্রিগুণান্বিত
হরির পূজা করা হয়। যে নর উপবাসী হইয়া
কল্বিনীতীর্থের প্রদক্ষিণ করে তাহার অখিল
পাপ হইতে মুক্তি ঘটে এবিষয়ে বিচারণা
কর্তব্য নহে। কল্বিনী তীর্থে যে সকল তরু
বিরাজমান, নর সেই সকল তরুদর্শনেও
জ্ঞানহত্যা শ্রায় হ্রস্ব পাপপুঞ্জ হইতে অব্যাহতি
লাভ করে। যাহারা প্রাতরুথান করিয়া এতীর্থে
বল-কেশব অবলোকন করে, জগৎপতি নারায়ণ
হরিকে প্রণাম করে, তাহার দেবদেব চক্রীর
ভূতা; তাহারাই পূজা ও নমস্কারযোগ্য এবং তাহা-
দেরই জীবন-জয় প্রশংসনীয়। হে নৃপ! কল্বিনী
তীর্থে যে সকল দান, স্নান ও দেবার্চন করা হয়,
শঙ্কর কহিয়াছেন,—সে সকল অক্ষয় হইয়া থাকে।
হে নৃপসন্তম! যাহারা এখানে হতাশনে প্রবেশ-
পূর্বক তহুত্যাগ করে, শাস্ত্রে তাহাদের যে পুণ্যফল
বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অশেষরূপে বলিতেছি, শ্রবণ
কর। কল্বিনীতীর্থে হতাশনে তহুত্যাগী মানব
কিল্বিনীজালমালী অর্কবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া
আগ্নেয়লোকে গমন করত তথায় ঈপ্সিত কাল
প্রমুদিতমনে বাস করিয়া থাকে। যাহারা যোধনী-
পুরে জলে জীবন ত্যাগ করে, কলকাল পর্য্যন্ত

যুতানাং তু তত্র তীর্থে নরাধিপ । অনিবর্তিকা
গতির্নৃণাং নাত্ৰ কার্য্য বিচারণা ॥ ৮৯
তত্র তীর্থে
তু যো দদ্যাৎ কপিলাদানমুত্তমম্ । বিধামেন তু
সংযুক্তং শৃণু তস্তাপি যৎকলম্ ॥ ৯০
যাবন্তি
তস্তা রোমাণি তৎপ্রমুদেচ্চ ভারত । তাবন্তি
দিবি মোদন্তে সৰ্বকামৈঃ স্পৃজিতাঃ ॥ ৯১
যাবন্তি
রোমাণি তবন্তি ধেহান্তাবন্তি বর্ষাণি মহীয়তে সঃ ।
স্বর্গাচ্চুতস্তাপি ততস্তিলোক্যাঃ কূলে সমুৎপত্তস্তি
গোমতাঃ সঃ ॥ ৯২
তত্র তীর্থে তু যো দদ্যাৎপাণ্যঃ
কাঞ্চনমেব বা । কাঞ্চনে বিমানেন বিষ্ণুলোকে
মহীয়তে ॥ ৯৩
তন্নিঃস্রীর্থে তু যো দদ্যাৎপাদুকে
বস্ত্রমেব চ । দানস্তান্ত প্রভাবেণ নভতে স্বর্গ-
মীপিতম্ ॥ ৯৪
ঋগ্‌যজুঃসামবেদানাং পঠনাদ্ব্যৎ
কলং ভবেৎ । তত্র তীর্থে তু রাজেন্দ্র গায়ত্রী
তৎকলং নভেৎ ॥ ৯৫
প্রয়াগে যন্তবেৎপুণ্যঃ
গয়ায়াং চ ত্রিপুঙ্করে । কুরুক্ষেত্রে তু রাজেন্দ্র
রাহগ্রন্তে দিবাকরে ॥ ৯৬
সোমেশ্বরে চ যৎপুণ্যঃ
সোমস্ত গ্রহণে তথা । তৎকলং নভতে তত্র স্নান-
মাত্রায় সংশয়ঃ ॥ ৯৭
যাদস্তাঃ তু নরাঃ স্নাত্বা

তাহাদের বাক্ষণলোকে বাস হয়। হে নরাধিপ!
যে সকল নর এখানে অনশনে প্রাণত্যাগ করে,
তাহাদের অনিবর্তিকা গতি লাভ হয়, এবিষয়ে
বিচারণা কর্তব্য নহে। যে মানব কল্বিনী তীর্থে
বিধিপূর্বক উত্তম সবৎসা কপিলা দান করেন, তাহার
কল শ্রবণ কর। হে ভারত! কপিলা ও তদীয়
বৎসের দেহে যত লোম থাকে, কপিলাদাতা
অখিল কামনা দ্বারা স্পৃজিত হইয়া ততকাল মুদিত-
মনে স্বর্গে বাস করেন। দাতা ধেনুর লোম-
পরিমাণ কাল স্বর্গে পূজিত হন; কক্ষয় তাহার
স্বর্গচ্যুতি ঘটিলেও তিনি ত্রিলোকে বহুগোধন-
সম্পন্ন কূলে জন্মগ্রহণ করেন। যে মানব
কল্বিনী-তীর্থে ব্রজত অথবা কাঞ্চন দান করে,
তাহার স্বর্গবিমানে বিষ্ণুলোকে গতি হয়। আর
যে নর পাদুকা বা বসন দান করে, দান-
প্রভাবে তাহার অতীষ্ট স্বর্গ লাভ হয় ॥ ৮০—৯৪ ॥ হে
রাজেন্দ্র! সমগ্র ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ পাঠে যে
কল লাভ হয়, এতীর্থে যাত্র গায়ত্রী দ্বারাই সেই
কল ঘটিয়া থাকে। হে রাজসন্তম! প্রয়াগ, গয়া,
ত্রিপুঙ্করযোগ ও সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে এবং চন্দ্র-
গ্রহণে সোমেশ্বরে মানব যে পুণ্য প্রাপ্ত হয়, কল্বিনী-
তীর্থে একমাত্র স্নানেই সেই পুণ্য লাভ হইয়া

নমস্কৃত্য জনার্দনম্ । উদ্ধৃতাঃ পিতৃবস্তেন অবাধঃ
জগ্ননঃ কলম্ । ৯৮ । সংক্রান্তো চ ব্যতীপাতে
বাদস্তাঃ চ বিশেষতঃ । ব্রাহ্মণঃ ভোজয়েদেকং
কোটির্ভবতি ভোজিতা । ৯৯ । পৃথিব্যাং যানি
তীর্থানি হ্যসমুদ্রাণি পাণ্ডব । তানি সৰ্ব্বাণি তটৈব
বাদস্তাঃ পাণ্ডুনন্দন । ১০০ । কয় যাস্মি চ দানানি
যজ্ঞহোমবলিক্রিয়াঃ । ন কীরতে মহারাজ তত্র
তীর্থে তু যৎকৃতম্ । ১০১ । যদ্ব্যতঃ যদ্বিষাচ্চ
তীর্থমাহাশ্রমমুতমম্ । কথিতং তে ময়া সৰ্বং
পৃথগ্ ভাবেন ভারত । ১০২ ।

ইতি জীকান্দে কলিগীতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষিচকারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪২ ॥

ত্রিচকারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

জীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহারাজ
যোজনেষরমুতমম্ । যত্র সিদ্ধৌ পুরা কল্পে নর-
নারায়ণাবৌ । ১ । তত্র তীর্থে তপস্তপ্তা সংগ্রামে
দেবদানবৈঃ । জয়ং প্রাপ্তৌ মহাশ্রমৌ নরনারায়ণা-

ধাকে । সংশয় নাই । এখানে নর বাদশীদিবসে
মান ও জনার্দনকে দর্শন করিয়া পিতৃলোক উদ্ধার
করে এবং তাহারও জয় সার্থক হয় । এ তীর্থে
সংক্রান্তি, ব্যতীপাত বিশেষতঃ বাদশীদিনে একটি
বিজকে ভোজন করাইলে তাহার কোটি কোটি
বিজভোজনের কল হয় । হে পাণ্ডব ! সমুদ্র
পর্যন্ত পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, বাদশী দিবসে
সমস্তই এখানে আগমন করে । হে পাণ্ডুনন্দন !
নিখিল দান, যজ্ঞ, হোম ও বলিক্রিয়াই কল
কর হয়, কিন্তু হে মহারাজ ! কলিগীতীর্থে যাহা
কৃত হয়, কদাচ তাহার কয় নাই । হে ভারত !
কৃতনের অখিল কৃত ভব্য অমুতম তীর্থমাহাত্ম্য
এই তোমার নিকট পৃথক পৃথক বর্ণন করি-
লাম । ৯৮—১০২ ।

ষিচকারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪২ ।

ত্রিচকারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

জীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ ! অনন্তর
অমুতম যোজনেষর তীর্থে গমন করিবে । পূর্বে
এখানে ঋষিষ্ম নরনারায়ণ সিদ্ধিলাভ করিয়া-
ছিলেন । মহাশয় নর-নারায়ণ এই তীর্থে তপ-

বৃত্তৌ । ২ । পুনঃপ্রত্যুগে প্রাপ্তে তো দেবৌ রাম-
লক্ষণৌ । তত্র তীর্থে পুনঃ শ্রাদ্ধা রাবণৌ কুর্জয়ো
হতঃ । ৩ । পুনঃ পার্থ কলৌ প্রাপ্তে তো দেবৌ
বলকেশবৌ । বসুদেবকুলে জাতৌ হৃদয়ঃ কৰ্ম
চক্রতুঃ । ৪ । নরকং কালেনেমিঃ চ কংসং চাপুর-
মুষ্টিকৌ শিশুপালং জরাসন্ধং জয়তুর্বলকেশবৌ ।

ততস্তত্র রিপুন সংখ্যে ভীষ্মদ্রোণপুরুঃসরান ।
কর্ণদ্রুপ্যোধনাদৌশ্চ নিহনিষ্যতি স প্রভুঃ । ৬ ।
ধর্ম্যক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে তত্র যুধ্যন্তি তে জনম্ ।
ভীমার্জুনানামকেন শিষ্যৌ কৃষা পরম্পরম্ । ৭ ।
তত্র তীর্থে পুনর্গত্যা তপঃ কৃষা সুহৃদয়ম্ । পুজয়িত্বা
দ্বিজান্ তক্ত্যা যান্তেতে দ্বারকাং পুনঃ । ৮ । তত্র
তীর্থে তু যঃ শ্রাদ্ধা পুজয়েৎবলকেশবৌ । তেন দেবৌ
জগদ্ধাতা পুজিতস্ত্রিগুণাশ্রবান্ । ৯ । উপবাসী
নরো ভূত্বা যন্ত কৃষ্যাং প্রজাগরম্ । মূচ্যতে সৰ্ব-
পাপেভ্যো গায়ন্তস্ত্য শুভাং কথাম্ । ১০ ।
যাবতস্তত্র তীর্থে তু বৃক্ষান পশ্যন্তি মানবাঃ ।
ব্রহ্মহত্যাাদিকং পাপং তাবদেষাং প্রণশ্ণতি । ১১ ।

শরণ করিয়া সময়ে দেবদানবের অজেয় হইয়া-
ছিলেন । পুনরায় ত্রেতাযুগ সমাগত হইলে
তাঁহারাই রাম-লক্ষণরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই
তীর্থে মান করত কুর্জয় দশাননকে নিহত করিয়া-
ছিলেন । হে পার্থ ! কলিকাল আসলে তাঁহারাই
পুনরায় বসুদেবকুলে বল-কেশব-শরীর পরিগ্রহ
করিয়া হৃদয় কৰ্ম সকল করিয়াছিলেন
বলবান বল ও কেশব নরক, কালনেমি, কংস,
চাপুর, মুষ্টিক, শিশুপাল ও জরাসন্ধ প্রভৃতি বীর-
গণের বধসাধন করেন ; ধর্ম্যক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সময়ে
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ কর্ণ-দ্রুপ্যোধনাদি বীরগণ প্রভু
কেশবকর্তৃক নিহত হন । ভীম ও অর্জুনের
নিমিত্তই তিনি ধর্ম্যক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে কণকালের
জন্ত অশ্রুধারণ করিয়াছিলেন ; ভীমার্জুন সর্বতো-
ভাবে ইঁহাঁরই শিষ্য গ্রহণ করেন । সমরাস্রবানে
বলকেশব পুনরায় যোজনেষর তীর্থে গমনপূর্বক
সুহৃদয় তপস্তা ও তক্তিতরে দ্বিজগণের পূজা
করিয়া দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন । যেজন
যোজনেষর তীর্থে মান করিয়া বলকেশবের পূজা
করে, তাহার জগৎপতি ত্রিগুণাত্মা জনার্দনের পূজা
করা হয় । যে মানব উপবাসী হইয়া শুভকথার
গান করত এখানে ব্রজনী জাগরণ করে, সে অখিল
কলুষ হইতে মুক্ত হয় । ১—১০ । মানবগণ যে পরি-

প্রাতঃকথায় যে কেচিৎপশুস্তি বলকেশবো । তেনৈব
সদৃশা সৰ্গে দেবদেবেন চক্রিণা ॥ ১২ ॥ তে
পূজ্যাস্তে নমস্কার্যাস্তেষাং জন্ম সূক্ষীবিতম্ । যে
নমস্তি জগৎপূজ্যং দেবং নারায়ণং হরিম্ ॥ ১৩ ॥
তত্র তীর্থে তু যদানং শ্রানং দেবার্চনং নৃপ । ক্রিয়তে
তৎকলং সৰ্বমক্ষয়ায়োপকল্পতে ॥ ১৪ ॥ অগ্নেরপত্যং
প্রথমং সুবর্ণং ভূমৈকবী সূর্যাসুতাস্ত গাভঃ ।
লোকাস্ত্রয়স্তেন ভবন্তি দত্তা যঃ কাঞ্চনং গাঞ্চ ভুবঞ্চ
দদ্যাৎ ॥ ১৫ ॥ এতস্তে কথিতং সৰ্বং তীর্থমাহাশ্রা-
মুত্তমম্ । অতীতঞ্চ ভবিষ্যচ্চ বর্তমানং মহাবলম্ ॥
১৬ ॥ অহা বাপি পঠিষ্যেদং আবয়িত্বাথ ধার্মিকান্ ।
মুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যো নাত্ম কার্য্য বিচারণা ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে যোজনেশ্বরতীর্থমাহাশ্রাবর্ণনং নাম
ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৩ ॥

মাণ তীর্থতরু অবলোকন করে তাহাদের তত
ব্রহ্মহত্যাপাতক বিনষ্ট হয় । যে কেহ প্রাতঃকথান
করিয়া বল-কেশব অবলোকন করে ও জগৎপূজ্য
দেবদেব নারায়ণের পূজা করে, তাহাদিগকে দেব-
দেব চক্রধারীর তুল্য বলিয়া জানিবে । তাহারা
পূজ্য, প্রণামযোগ্য এবং তাহাদেরই জীবন-জন্ম
বক্ষা । হে নৃপ ! যোজনেশ্বর তীর্থে যে সকল
দান, শ্রান, ও দেবার্চন অনুল্লিখিত হয়,
তৎসমস্ত অক্ষয় কলজনক হইয়া থাকে ।
গয়ি হইতে সুবর্ণ, বিষ্ণু হইতে ভূমি
এবং সূর্য হইতে গোগণ জন্মগ্রহণ করে ; অত-
এব যে মানব কাঞ্চন, গো ও ভূমি দান করে,
তাহার অখিল ত্রিলোক দানের ফল হইয়া থাকে ।
এই তোমার নিকট ভূত, ভাব্য ও বর্তমান অন-
ন্তম মহাকলজনক তীর্থমাহাশ্রা বর্ণন করিলাম । যে
নর ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া ধার্মিকগণকে শ্রবণ
করায়, সে অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয় । এ
বিষয়ে বিচারণা কর্তব্য নহে । ১১—১৭ ।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৩ ॥

চতুঃচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেদ্রাহারাজ
দ্বাদশীতীর্থমুত্তমম্ । করন্তি সৰ্বদানানি জগদ্রোম-
বলিক্রিয়াঃ ॥ ১ ॥ ন কীয়তে তু রাজেন্দ্র চক্রতীর্থে
তু যৎকৃতম্ । যদুতং যদ্বিষ্যচ্চ তীর্থমাহাশ্রা-
মুত্তমম্ ॥ ২ ॥ কথিতং তন্ময়া সৰ্বং পৃথগ্ভাবেন
ভারত ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে দ্বাদশীতীর্থমাহাশ্রাবর্ণনং নাম চতু-
ঃচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেদ্রাপাল শিব-
তীর্থমুত্তমম্ । দর্শনাদ্যন্ত দেবন্ত মুচ্যতে সৰ্ব-
কিঞ্চিদৈঃ ॥ ১ ॥ শিবতীর্থে তু যঃ শ্রাদ্ধা জিতক্রোধো
জিতোদ্ভয়ঃ । পূজয়েত মহাদেবং সোহগ্নিষ্টোমফলং
লভেৎ ॥ ২ ॥ তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্য সোপবাসো-
হর্চয়েচ্ছিবম্ । অনিবার্তিকা গতিস্তস্য রুদ্রলোক-
দসংশয়ম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শিবতীর্থমাহাশ্রাবর্ণনং নাম পঞ্চ-

চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৫ ॥

চতুঃচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল ! অন-
ন্তর দ্বাদশীতীর্থে গমন করিবে । অখিল দান, জপ,
বাল ও হোমাদি ক্রিয়ার ফল ক্ষয় হয়, কিন্তু হে
রাজেন্দ্র ! চক্রতীর্থে কৃত কার্য্য কদাচ ক্ষয় হয়
না । হে ভারত ! এই অন্ততম তীর্থমাহাশ্রা
সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটবে, পৃথকভাবে তৎ-
সমস্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম । ১—৩ ।

চতুঃচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৬ ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পৃথিবীপাল ! অনন্তর
অন্ততম শিবতীর্থে গমন করিবে । এ তীর্থে দেব-
দর্শন মায়েই মানব অখিল পাপ হইতে মুক্ত হয় ।
জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ নর শিবতীর্থে শ্রান ও
শিবের পূজা করিয়া অগ্নিষ্টোমের ফলপ্রাপ্ত হয় ।
যে উপবাসপরায়ণ মানব ভক্তিতরে শিবতীর্থে

ষট্চছারিংশদধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । অস্মাহকং ততো গচ্ছৎ
পিতৃতীর্থমুত্তমম্ । প্রেতস্বাদয়ত যুচ্যন্তে পিণ্ডে-
নৈকেন পূর্বজাঃ । ১ । যুধিষ্ঠির উবাচ । অস্মাহ-
কন্ত মহাত্ম্যং কথয়স্ব মমানঘ । জ্ঞানদানেন যৎ
পুণ্যং তথা পিণ্ডদানেন চ । ২ । শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । পুরাকল্পে নৃপশ্রেষ্ঠ ঋষিদেবসমাগমে । প্রঃ
পৃষ্ঠৌ যযা তাত যথা স্বমমুপূচ্ছসি । ৩ । একত্র সাংগরাঃ
সন্ত সপ্রয়াগাঃ সপুত্রাঃ । নাস্ত সাম্যং লভন্তে তে
নাত্র কার্য্য বিচারণা । ৪ । সোমনাথঃ তু বিখ্যাতঃ
যৎ সোমেন প্রতিষ্ঠিতম্ । তত্র সোমগ্রহে পুণ্যং তৎ
পুণ্যং লভতে নরঃ । ৫ । যাসান্তে পিতরো নৃণাং
বীকন্তে সন্ততিং স্বকাম্ । কশ্চিদস্মৎকুলেহস্মাকং
পিণ্ডমত্র প্রদাত্ততি । ৬ । প্রপিতামহাস্তথা দিত্যাঃ
জতিরেবা সনাতনৌ । এবং ক্রবন্তি দেবাশ্চ ঋষয়ঃ
সতপোধনাঃ । ৭ । সঙ্কপপিণ্ডদকেনৈব শৃণু পার্থিব

শিবের পূজা করে, কললোকে তাহার অনিবার্ত্তিকা
গতি হয়, সংশয় নাই । ১—৩ ।

ষট্চছারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১ ৫ ।

ষট্চছারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর অরুত্তম অস্মাহক
তীর্থে গমন করিবে । এই তীর্থ পিতৃতীর্থ বলিয়া
কথিত হয় । এখানে একটি মাত্র পিণ্ড দান করিলে
পিতৃগণ প্রেতস্ব হইতে মুক্ত হন । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা
করিলেন,—হে অনঘ ! অস্মাহক তীর্থে জ্ঞান,
দান ও পিণ্ডদানে কিরূপ পুণ্য হয় ? সেই সকল
মহাত্ম্য আমার নিকট বলুন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—
হে নৃপসত্তম ! পুরাকালে একদা ঋষিদেব সভায়
আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে ত্রাণ !
তুমিও আমার নিকট তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ ।
সন্ত সাগর ও সপ্রয়াগ পুত্র একত্রিত হইলেও
অস্মাহকের তুল্যতা প্রাপ্ত হয় না । এবিষয়ে
বিচারণা কর্তব্য নহে । সোম যে বিখ্যাত
সোমনাথ প্রতিষ্ঠিত করেন, তথায় চল্লগ্রহণে
যে ফল হয়, অস্মাহক তীর্থও মানব তাহার
তুল্য ফল লাভ করে । সনাতনৌ ঋতি বলেন,
—সমাস্তে পিতৃগণ স্ব স্ব সন্ততির মুখপানে

যৎকলম্ । দ্বাদশাবানি রাজেন্দ্র যোগঃ ভূকা
শুশোভনম্ । ৮ । যুগেযুগে মহারাজ অস্মাহকে
পিতামহাঃ । ৯ । হবলোকন্ত আগচ্ছন্তঃ
স্বগোত্রজম্ । ১০ । ভবিষ্যতি কিমস্মাকমবাস্তাপ্য-
মাহকে । জ্ঞানং দানঞ্চ যে কুর্ব্যুঃ পিতৃণাং তিল-
তর্পণম্ । ১১ । তে সর্কপাশনিপুত্রাঃ সর্গান কামান্
লভন্তি বৈ । জলমধ্যেহত্র ভূপালঅগ্নিতীর্থঞ্চ তিষ্ঠতি ।
১২ । দর্শনাত্তস্ত তীর্থস্ত পাপরাশির্বিলীয়তে ।
জ্ঞানমাত্রেণ রাজেন্দ্র ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি । ১৩ ।
শুক্লাধরধরো নিত্যঃ নিয়তঃ স জিতোজয়ঃ । এক-
কালং তু ভুঞ্জানো মাসঃ তীর্থস্ত সত্রিধৌ । ১৪ ।
শুভ্রবালকৃতানাং তু কন্তানাং শতদানজম্ । কল-
মাপ্নোতি সম্পূর্ণং পিতৃলোকে মহীয়তে । ১৫ ।
পৃথিব্যামাসমুদ্রায়াং মহাতোগপতির্ভবেৎ । ধন-
ধান্তসমায়ুক্তো দাতা ভবতি ধার্মিকঃ । ১৬ । উপ-
বাসৌ শুচির্ভূহা ব্রহ্মলোকমবাণুয়াৎ । অস্মাহকং

দৃষ্টিপাত করেন । আর মনে করেন,—আমা-
দের কুলের কোনও ব্যক্তি এই তীর্থে
আসিয়া পিণ্ডদান করিবে । প্রপিতামহ বিষ্ণু
দ্বাদশ আদিত্য ও তপোধন মূনিগণও এইরূপই
কহিয়া থাকেন । হে পার্থিব ! এখানে একবার
মাত্র পিণ্ডদান দান করিলে যে ফল হয়, শ্রবণ
কর । হে রাজেন্দ্র ! একবার পিণ্ড প্রদত্ত হইলে
পিতামহাদি পিতৃগণ শুশোভন দ্বাদশাবিকী ভূপ
লাভ করেন । হে মহারাজ ! যুগে যুগে পিতৃগণ
অস্মাহকতীর্থে আগমন করেন । আর সততই
স্ব স্ব সন্ততির মুখাপেক্ষী হইয়া মনে মনে বলেন যে
ঐ অমাবস্থা সমাগত হইতেছে, পুত্রগণ আগমন
করিতেছে, অবশ্যই অস্মাহক তীর্থে আমাদিগকে
পিণ্ডদান দান কারবে । যাহারা অস্মাহক তীর্থে
জ্ঞান দান ও পিতৃগণের তিলতর্পণ করে, তাহার
সম্পদপাবিমুক্ত হইয়া অখল কামনা লাভ করে ।
হে ভূপাল ! এখানে জলমধ্যে অগ্নিতীর্থ বিদ্যমান ।
সেই অগ্নিতীর্থের দর্শনে পাপরাশি বিলীন হয় ।
হে রাজেন্দ্র ! এখানে জ্ঞান মাত্রেই ব্রহ্মহত্যা পাপ
দূর হয় । শুক্লাধরধারী নিত্য নিয়ত জিতোজয় ও
একভোজী মানব অস্মাহকতীর্থসমীপে একনাস বাস
করিয়া শুভ্রবালকৃত শতকন্তাদানের ফললাভ করেন ;
তিনি পিতৃলোকে পূজিত হন, আর শুভ্র পথ্য
মহীমণ্ডলের মহাতোগপতি ও ধনধান্তসমায়ুক্ত হইয়া
ধার্মিক দাতা হন । ১—১৬ । শুচি ও উপবাসী হইয়া

সমাগাদ্য যন্ত প্রাণান্ পরিত্যজেৎ ॥ ১৬ ॥ কোটি-
বর্ষসহস্রাণি কুজলোকে মহীয়তে । ততঃ স্বর্গাৎ
পরিভ্রষ্টঃ কীণকর্মা দিবশ্চ্যুতঃ ॥ ১৭ ॥ সুবর্ণমণি-
মুক্তাচ্যো কুলে জায়েত রূপবান্ । কৃত্যভিষেক
বিধিনা হৃদমেধফলং লভেৎ ॥ ১৮ ॥ ধনাচ্যো রূপ-
বান দক্ষো দাতা ভবতি ধার্মিকঃ । চতুর্কোদেষু
যৎপুণ্যং সত্যবাদিষু যৎফলম্ ॥ ১৯ ॥ তৎফলং
লভতে নুনং তত্র তীর্থেহতিসেনাৎ । তীর্থানাং
পরমং তীর্থং নির্মিতং শম্বুনা পুরা ॥ ২০ ॥ হৃদয়েশঃ
স্বয়ং বিষ্ণুর্জপেদেবং মহেশ্বরম্ । গন্ধর্বাঙ্গরসশ্চৈব
মকতো মাকতাস্থথা ॥ ২১ ॥ বিশ্বেদেবাশ্চ পিতরঃ
সচন্দ্রাঃ সদিবাকরাঃ । মরীচিরজ্যজিরসো পুলস্ত্যঃ
পুলহঃ ক্রতুঃ ॥ ২২ ॥ প্রচেতাশ্চ বশিষ্ঠশ্চ ভৃগুর্নারদ
এব চ । চ্যবনো গালবশ্চৈব বামদেবো মহামুনিঃ ॥
২৩ ॥ বালখিল্যশ্চ গন্ধারাকর্ণবিন্দুশ্চ জাজলিঃ ।
উদালকশ্চর্য্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ সনন্দনঃ ॥ ২৪ ॥ শুক্র-
শ্চৈব ভরদ্বাজো বাৎস্রো বাৎসায়নস্থথা । অগস্তি-
র্মিত্রাবরুণৌ বিশ্বামিত্রো মুনীশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥ গৌতমশ্চ
পুলস্ত্যশ্চ পৌলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ । সনাতনশ্চ

যে মানব এ তীর্থে বাস করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক
লাভ হইয়া থাকে । যিনি অস্মাতকতীর্থে আসিয়া
প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি সহস্র কোটি বৎসর
কুজলোকে বাস করেন ; অনন্তর কৰ্ম্মফলে তাঁহার
স্বর্গচ্যুতি ঘটে, তিনি স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া সুবর্ণ, মণি ও
মুক্তাসম্পৎসম্পন্ন কুলে রূপবান্ হইয়া জন্মগ্রহণ
করেন । তারপর অভিষেকবিধির অনুষ্ঠান
করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করেন ।
এবং তিনি সমধিক রূপবান্, ধনাচ্য ও ধার্মিক
দাতা হন । চতুর্কোদের যে পুণ্য ও সত্যবাদীদিগের
যে ফল নির্দিষ্ট, অস্মাতক তীর্থে অভিষেকে নিশ্চিত
সেই ফললাভ হয় । এই তীর্থ অখিল তীর্থের
শ্রেষ্ঠ । পুরাকালে শম্বর এই তীর্থের নির্মাণ করেন ।
যিনি হৃদয়ের ঈশ, সেই বিষ্ণু ও স্বয়ং মহেশ্বরের
নাম জপ করেন । গন্ধর্ব্ব, অঙ্গর, মকৎ, মাকত,
বিশ্বেদেবাদি পিতৃলোক, চন্দ্র, দিবাকর, মরীচি,
অত্রি, অজিরা পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা,
বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ, চ্যবন, গালব, মহামুনি
বামদেব, বালখিল্য, গন্ধার, কর্ণবিন্দু, জাজলি,
উদালক, র্য্যশ্চর্য্য, সপুত্র বশিষ্ঠ, শুক্র, ভরদ্বাজ,
বাৎস্রা, বাৎসায়ন, অগস্তি, মিত্রাবরুণ, মুনীশ্বর

কপিলো বাহ্লিঃ পঞ্চশিখস্তথা ॥ ২৬ ॥ অস্তেহপি
বহুবস্ত্রম্ মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ । ক্রৌঞ্চস্তি দেবতাঃ
সর্ব্বা ঋষয়ঃ সতপোধনাঃ ॥ ২৭ ॥ মহুর্য়্যশ্চৈব
যোগীশ্রাঃ পিতরঃ সপিতামহাঃ । অস্মাহকেহ
তিষ্ঠন্তি সর্ব্বা এব ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥ পিতরঃ পিতা-
মহাশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহাঃ । যেষাং দত্তবস্ত্রম্
সুকৃতং বাপি দ্রুতম্ ॥ ২৯ ॥ অক্ষয়ং তত্র তৎসর্ব্বং
যৎকৃতং যোধনৌপরে । মাতরং পিতরং ত্যক্তা
সর্ব্ববন্ধুশ্চহজ্জনান্ ॥ ৩০ ॥ ধনং ধাত্তং প্রিয়ান
পুত্ৰাংস্তথা দেহং নৃপোত্তম । গচ্ছতে বায়ুতৃত
শুভাশুভসমবিতঃ ॥ ৩১ ॥ অদৃশ্তঃ সর্ব্বভূতানাং
পরমাত্মা মহত্তরঃ । শুভাশুভগতিং প্রাপ্তঃ কৰ্ম্মণা
স্বেন পার্থিব ॥ ৩২ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । শুভাশুভং
ন বন্ধুনাং জায়েতে কেন হেতুনা । একঃ প্রস্থযতে
জন্তরেক এব প্রলীয়তে ॥ ৩৩ ॥ একোহি ভুভুজ
সুকৃতমেক এব হি দ্রুতম্ ॥ ৩৪ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
এব ত্রয়োক্তো নৃপতে মহাপ্রশ্নঃ স্মৃতো ময়া ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বামিত্র, গৌতম, পুলস্ত্য, পৌলস্ত্য, পুলহ,
ক্রতু, সনাতন, কপিল, বাহ্লি, পঞ্চশিখ এবং
অস্মাতক অনেক শংসিতব্রত তপোধন ঋষি-
এখানে বাস করেন । অঙ্গরগণ এখানে ক্রৌঞ্চ
করেন, তপোধন ঋষি, যোগীশ্র মানব ও পিতা-
মহ পিতৃগণ সকলেই এখানে বাস করেন,
সন্দেহ নাই । যোধনৌপরে পিতা, পিতামহ ও
প্রপিতামহের উদ্দেশে দত্তবস্ত্র তাঁহাদের নিকট
উপস্থিত হয়, এখানে সুকৃত, দ্রুত যেরূপ কার্য্যই
অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্ত অক্ষয় হইয়া থাকে ।
হ নৃপসত্তম ! মানুষ মরিয়া মাতা, পিতা ও
অখিল বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ করে ; ধন, ধান্য,
প্রিয়পুত্র এমন কি দেহও তাহার মমতা থাকে না ;
বায়ু বগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক গমন করে, কেবল
শুভাশুভই তাহার সহিত থাকিয়া যায় । মহত্তর
পরমাত্মা সপদভূতেরই অদৃশ্য । হে পার্থিব !
মানব স্বয়ং কস্মানুসারেই শুভাশুভ গতি প্রাপ্ত
হয় । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—জীবের
সুহৃদগণ তাহার শুভাশুভ কলের ভাগী হয় কেন ?
জীব একাকীই লয় পায় এবং একাকীই সুকৃত
দ্রুত ভোগ করিয়া থাকে কেন ? মার্কণ্ডেয়
কহিলেন,—হে নৃপ ! তুমি ইহা এক মহাপ্রশ্ন
জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমার মনে হইতেছে—ঋষি-

পিতামহমুখোদগীতং শ্রুতং তে কথয়ামাহম্ । যন্মে
পিতামহাৎ পূৰ্ব্বং বিজ্ঞাতম্বিসংসদি ॥ ৩৬ ॥ ন
মাতা ন পিতা বন্ধুঃ কস্তচিন্ন সুহৃৎ কচিৎ । কস্ত ন
জায়তে রূপং বায়ুভূতস্ত দেহিনঃ ॥ ৩৭ ॥ যদ্যোবঃ
ন ভবেত্তাত লোকস্ত তু নরেশ্বর । অমর্যাদাং
ভবেন্নৃনং বিনশ্চতি চরাচরম্ ॥ ৩৮ ॥ এবং জ্ঞাত্বা
পুত্রা রাজান সমন্তৈলোককর্তৃভিঃ । মর্যাদা স্থাপিতা
লোকে যথা ধর্মো ন নশ্চতি ॥ ৩৯ ॥ ধর্মো
নষ্টে মনুষ্যাণামধর্মোহভিভবেৎ পুনঃ । ততঃ
অধর্মচলনাররকে গমনং ক্রবম্ ॥ ৪০ ॥ লোকো
নিরক্ষুশঃ সর্বো মর্যাদালঙ্ঘনে রতঃ । মর্যাদা
স্থাপিতা তেন শাস্তং বৌক্য মহর্ষিভিঃ ॥ ৪১ ॥
জ্ঞানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চনম্ ।
পিণ্ডোদকপ্রদানঞ্চ কথৈবাত্তিথিপূজনম্ ॥ ৪২ ॥
পিতরঃ পিতামহাশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহাঃ । ত্রয়ো
দেবাঃ স্মৃতান্তাত ব্রহ্মবিশ্বমহেশ্বরঃ ॥ ৪৩ ॥ পূজিতৈঃ
পূজিতাঃ সর্বৈ তথা মাতামহাস্তয়ঃ । তস্মাৎসর্বপ্রযত্নেন

সভায় পিতামহের মুখে আমি ইহার মীমাংসা শ্রবণ
করিয়াছিলাম । এ বিষয়ে পিতামহ যেরূপ বলিয়া-
ছেন, এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কীৰ্ত্তন করি-
তোছি । মাতা, পিতা কিহা বন্ধু কেহই কাহার
সুহৃৎ নহে ; দেহী বায়ুভূত হইলে রূপাদির
কোনই অতুষ্টি হয় না । হে তাত নরে-
শ্বর ! যদি লোকে এরূপ না হয়, তবে মর্যাদা
থাকে না ; পরন্তু নিশ্চিতই চরাচর বিনষ্ট হইয়া যায় ।
হে রাজন্ ! এরূপ জানিয়াই ত্রিলোকে ধর্ম বিনষ্ট
না হয়, এক্ষণে লোককর্তৃগণ পূর্বে মর্যাদা স্থাপন
করিয়া গিয়াছেন । ধর্ম বিনষ্ট হইলে নিশ্চিতই
মানবগণের অধর্মের সৃষ্টি হয়, আর অধর্ম হইতে
বিচ্যালিত হইয়াই তাহার নরকে পতিত হইয়া
থাকে । লোক নিরক্ষুশ অর্থাৎ শাসনশূন্য হইলে
মর্যাদালঙ্ঘনে রত হয়, মহর্ষিগণ এক্ষণে শাস্তি-
বিচার করিয়া লোকে মর্যাদা স্থাপন করিয়াছেন ।
তাহারা ঋতি-স্মৃতি বিচার করিয়া জ্ঞান, দান, জপ,
হোম, স্বাধ্যায়, দেবতার্চন, পিণ্ডোদকদান ও
অতিথিপূজা এই সকল কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট
করিয়াছেন । হে তাত ! পিতা, পিতামহ, প্রপিতা-
মহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ এবং ব্রহ্মা
বিশ্ব শিব এই দেবতাত্রয় এই সকলও মহর্ষিগণের
বিধান । ইহারা পূজিত হইলে সমস্ত

ঋতিস্মৃত্যুর্গনোদিতম্ ॥ ৪৪ ॥ ধর্মঃ সমাচরন্তিত্যং
পাপাংশেন ন লিপ্যতে । ঋতিস্মৃত্যুদিতং ধর্মঃ
মনসাপি ন লজ্যয়েৎ ॥ ৪৫ ॥ ইহ লোকে পরে
চৈব যদৌচ্ছ্রেয় আশ্রয়ঃ । পিতাপুত্রৌ সদাপ্যেকৌ
বিদ্যাদ্বিমিবোদ্ধতো ॥ ৪৬ ॥ বিভক্তৌ বাবিত্তৌ
বা ঋতিস্মৃত্যুর্গতস্তথা । উদ্ধারেন্দাশ্রয়ানাশ্রয়ানাশ্রয়-
মবসাদয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ পিণ্ডোদকপ্রদানাত্যামৃতং পার্থ
ন সংশয়ঃ । এবং জ্ঞাত্বা প্রযত্নেন পিণ্ডোদকপ্রদো
ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥ আগুর্ধর্মো যশস্তেজঃ সন্ততিশ্চৈব
বর্দ্ধতে । পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং পিতৃক্ষেত্রাণি যানি
চ ॥ ৪৯ ॥ তানি তে সম্প্রবক্ষ্যামি যেষু দত্তং
মহাকলম্ । গয়ায়াং পুষ্করে জ্যেষ্ঠে প্রয়াগে নৈমিসে
তথা ॥ ৫০ ॥ সন্নিকৃতাং কুরুক্ষেত্রে প্রভাসে
কুরুনন্দন । পিণ্ডোদকপ্রদানেন যৎকলং কথিতং
বৃধেঃ ॥ ৫১ ॥ অস্মাকং তদাপ্যোতি নর্মদায়াং
ন সংশয়ঃ । বহু ব্রহ্মা মুরারিচ কদম্ব উময়া ॥
৫২ ॥ ইত্যাদ্যা দেবতাঃ সর্বৈ পিতরো মুনয়স্তথা ।

পূজিত হয় । অতএব সর্বপ্রযত্নে ঋতিস্মৃতিনির্দিষ্ট
ধর্মনিত্য আচরণ কর্তব্য ; এই সকল ধর্মের আচ-
রণ করিলে মানবগণ লেশমাত্র পাপেও লিপ্ত হয়
না । যাহারা ইহপরলোকে স্বীয় কুশল কামনা করে,
মন দ্বারাও কদাচ তাহাদের ঋতি-স্মৃতিনির্দিষ্ট-ধর্ম
লঙ্ঘন করা কর্তব্য নহে । একটী বিদ্ব হইতে
যেমন অপর আর একটী বিদ্ব সমুদ্ভূত হয়, পিতা-
পুত্রকেও তদ্রূপ সতত এক জানিবে, পিতাপুত্র
এই দুইবস্তু বিভক্ত দুই হইলেও বস্তুতঃ উহা
অবিভক্ত ; ইহা ঋতি-স্মৃতির অভ্যন্তর বাক্য । আত্মা
দ্বারাই আত্মার উদ্ধার হয়, আর আত্মা দ্বারাই আত্মার
অবসাদ ঘটিয়া থাকে । ১৬—৪৭ হে পার্থ ! পিণ্ডো-
দক প্রদান ব্যতীত আত্মার উদ্ধার হয় না, ইহা
নিঃসংশয় ; অতএব এই সকল জানিয়া অবশুই
পিণ্ডপ্রদান কর্তব্য । বিশেষতঃ পিণ্ডোদকদানে
আগু ধর্ম, যশ, তেজ ও সন্ততি বর্দ্ধিত হয় । সাগ-
রান্তা পৃথিবী মধ্যে যে সকল পিতৃক্ষেত্র বিদ্যমান,
যে সকল ক্ষেত্রে পিণ্ডোদকাদি প্রদত্ত হইলে মহাকল
হয়, এক্ষণে সে সকল বালিতেছি, শ্রবণ কর । হে
কুরুনন্দন ! গয়া, পুষ্কর, জ্যেষ্ঠপ্রয়াগ, নৈমিষ, সন্নিক-
ৃতি, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে পিণ্ডোদক দান করিলে
যে কল কথিত হয়, নর্মদাতীরবর্তী অস্মাকং তীর্থেও
সেই কল নির্দিষ্ট হইয়াছে ; সংশয় নাই । অস্মা-
কং তীর্থে ব্রহ্মা, মুরারি হরি, সত্যম মহেশ, ইত্যাদি

সাগরাঃ সৰিতৈশ্চৈব পৰিতাশ্চ বলাহকাঃ ॥ ৫৩ ॥
 তিষ্ঠন্তি পিতরঃ সৰ্বে সৰ্বতীৰ্থাধিকং ততঃ । স্থিতা
 ব্রহ্মশিলা তত্র গজকুন্তনিভা নৃপ ॥ ৫৪ ॥ কলৌ ন
 দৃশ্য। ভবতি প্রধানং যদগয়াশিরঃ । বৈশাখ্যে
 মাসি সম্প্রাপ্তে অমাবাস্তাং নৃপোত্তম ॥ ৫৫ ॥ বাপ্য
 না তিষ্ঠতে তীৰ্থং গজকুন্তনিভা শিলা । তচ্চ
 গব্যাতিমাত্রং হি তীৰ্থং ততঃ প্রচক্ষতে ॥ ৫৬ ॥ অন্ন
 দিনে তত্র গহ্বা যন্ত শ্রাদ্ধপ্রদো ভবেৎ । পিতৃণা-
 মক্ষয়া তৃপ্তির্জায়তে শতবার্ষিকী ॥ ৫৭ ॥ অন্তস্থা
 মপ্যমাবাস্তাং যঃ স্নাত্বা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ । কৰোতি
 মনুজঃ শ্রাদ্ধং বিধিবন্নাসংযুতম্ ॥ ৫৮ ॥ তস্ত পুণ্য-
 ফলং যৎ স্মাতৃকুণ্ডল নরাধিপ । অগ্নিষ্টোমাস-
 মেধাত্যাং বাজপেয়স্তা যৎকলম্ ॥ ৫৯ ॥ তৎকলং
 সমবাপ্নোতি যথা মে শঙ্করোহব্রবীৎ । রৌরবাদিষু
 সৰ্বেষু নরকেষু ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৬০ ॥ পিতা পিতা-
 মহাদ্যাশ্চ পিতৃকে মাতৃকে তথা । পিণ্ডোদকেন
 চৈকেন তৰ্পণেন বিশেষতঃ ॥ ৬১ ॥ ক্রৌড়ন্তি পিতৃ-
 লোকস্থা যাবদাভুতসংগ্রহম্ । যে কৰ্ম্মস্থা বিকৰ্ম্মস্থা

যে জাতাঃ প্রেতকন্মসাঃ ॥ ৬২ ॥ পিণ্ডেনৈকেন
 যুচ্যন্তে তেহপি তত্র ন সংশয়ঃ । অস্মাহকে শিলা
 দিব্যা তিষ্ঠতে গজসন্নিভা ॥ ৬৩ ॥ ব্রহ্মণা নির্মিতা
 পূৰ্বঃ সমপাপক্ষয়করী । উপর্যাস্তা যথাস্থায়ং পিতৃ-
 হৃদিষ্ঠা ভারত ॥ ৬৪ ॥ দক্ষিণাগ্রেষু দৰ্ভেষু দদ্যাৎ
 পিণ্ডান বিচক্ষণঃ । ভূমৌ চারেন সিদ্ধেন শ্রাদ্ধং
 কুৰ্ব্বা যথাবিধি ॥ ৬৫ ॥ শ্রাদ্ধিত্যে বস্তুযুগাণি ছজো-
 পানৎকমণ্ডলুঃ । দক্ষিণা বিবিধা দেয়া পিতৃহৃদিষ্ঠা
 ভারত ॥ ৬৬ ॥ যো দদাতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ তস্ত পুণ্য-
 ফলং শৃণু । তস্ত তে দ্বাদশাব্দানি তৃপ্তিং যাস্তি ন
 সংশয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ অস্মাহকে মহারাজ পিতরশ্চ পিতা-
 মহাঃ । বায়ুভূতা নিরীকন্তে আগচ্ছন্তঃ স্বগোত্র-
 জন্ম ॥ ৬৮ ॥ অত্র তীৰ্থে স্নাতোহভ্যোত্যা স্নাত্বা তেষাং
 প্রদাস্তি । শ্রাদ্ধং বা পিণ্ডদানং বা তেন যাস্তাম
 সঙ্গতিম্ ॥ ৬৯ ॥ স্নানে কৃতে তু যে কেচিজ্জায়ন্তে
 বহুবিপ্লবঃ । ত্রীণ্যেবৈবরকস্বাস্ত তৈঃ পিতৃভ্যাম্
 সংশয়ঃ ॥ ৭০ ॥ কেশোদবিন্দবস্তস্ত যে চান্তে

দেবতা, অগ্নি পিতৃ, মুনি, সাগর, নদী, পর্বত
 এবং মেঘ বিদ্যমান । অস্মাহক সৰ্বতীৰ্থোত্তম,
 এজন্ত পিতৃগণ এখানে নিয়ত বাস করেন । হে
 নৃপ ! এখানে করিকুন্তনিভ ব্রহ্মশিলা বিদ্যমান,
 এই শিলা কলির লোকের লোচনগোচর হয় না
 এবং ইহাই প্রধান গয়াশির । হে নৃপসত্তম !
 বৈশাখমাসের অমাবস্তা সমাগতা হইলে এই
 গজকুন্তনিভ শিলা এই তীৰ্থে পরিবাস্ত
 হইয়া অবস্থিত হয় । এই শিলার ক্রোশযুগ-
 প্রমাণ স্থান তীৰ্থ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ।
 যে মানব এই অমাবস্তাদিনে ব্রহ্মশিলায় গমন
 করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ দান করে
 তদীয় পিতৃগণের শত বার্ষিকী অক্ষয়া তৃপ্তি
 হয় । যে জিতেন্দ্রিয় মানব অত্র অমাবস্তায় ব্রহ্ম-
 শিলাতীৰ্থে স্নান করিয়া, যদ্ব্যক পিতৃপিতৃ দান
 করে, হে নরাধিপ । তাহার যে পুণ্যফল
 লাভ হয়, শ্রবণ কব । শঙ্কর আমার নিকট
 কহিয়াছেন, সে ব্যক্তি অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ ও
 বাজপেয় যাগের ফল লাভ করে । যে সকল
 পিতা, পিতামহাদি ও মাতৃমাতামহাদি পিতৃগণ
 রৌরবাদি নরকনিকরে নিপতিত, ব্রহ্মশিলায়
 পিতৃগণের মাত্র পিতৃ দানে বিশেষতঃ কর্তব্য

তাঁহারা উদ্ধার পাইয়া পিতৃলোকে গমন
 করিয়া কলকাল মুদিত হন । কৰ্ম্মস্থ কিংবা বিক-
 র্ম্মস্থ অথবা প্রেতকন্ম পিতৃগণের উদ্দেশে ব্রহ্ম-
 শিলায় একটীমাত্র পিণ্ড অর্পিত হইলেও, তাঁহারা
 মুক্ত হন, সংশয় নাই । অস্মাহকে যে গজকুন্ত-
 সন্নিভ শিলা বিদ্যমান, সেই সৰ্বপাপক্ষয়করী শিলা
 পূর্বে ব্রহ্মা নির্মাণ করেন । হে ভারত ! বিচক্ষণ
 মানব দক্ষিণাগ্রদৰ্ভের উপর এই শিলায় যথাবিধি
 পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড দান করিবেন কিংবা
 ভূমিতলে সিদ্ধার্থ দ্বারা বিধিপূর্বক পিণ্ড অর্পণ করি-
 বেন এবং পিণ্ডদানান্তে শ্রাদ্ধীয় দ্বিজগণকে যুগ্মবস্ত্র,
 ছত্র, পাছকা, কমণ্ডলু এবং পিতৃগণের উদ্দেশে
 বিবিধ দক্ষিণা দান করিবেন ॥ ৬৮—৬৯ ॥ যে মানব
 দ্বিজশ্রেষ্ঠকে এইরূপ দান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ
 কর । এই রূপ ক্রিয়াকারীর পিতৃগণ দ্বাদশবার্ষিকী
 তৃপ্তিলাভ করেন, সন্দেহ নাই । হে মহারাজ ।
 অস্মাহক তীৰ্থে পিতৃপিতামহগণ বায়ুশরীরে
 অবস্থানপূর্বক স্বীয় গৌরবসম্বন তনয়াদির প্রতীক্ষা
 করেন । আর মনে মনে বলেন,—তনয়গণ
 এই তীৰ্থে আগমন করিয়া স্নান করত আমা-
 দেব উদ্দেশে উদক, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড দান করিবে ।
 আশ্রয় তাহাদের প্রদত্ত পিণ্ডোদকাদি দ্বারা সঙ্গতি
 লাভ করিব । তাঁহারা আরও ভাবেন,—তনয়-
 গণ এই তীৰ্থে স্নান করিবে, স্নানে তাহাদের

লেপভাজিনঃ। তুপ্যন্ত্যনগিসংস্কারঃ যে মৃত্যুঃ স্মৃ-
তগোত্রজাঃ। ১১। তত্র তীর্থে তু যে কেচ্ছিক্কাং
কৃষা বিধানতঃ। নরকাঙ্করস্ত্যাশু জপন্তঃ পিতৃ-
সংহিতাম্। ১২। বনস্পতিগতে সোমে যদা সোম-
দিনঃ ভবেৎ। অক্ষয়ান্ ভতে লোকান্ পিণ্ডে
নৈকেন মানবঃ। ১৩। অক্ষয়ঃ তত্র সর্ব-
জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। নরকাঙ্করস্ত্যাশু জপন্তে
পিতৃসংহিতাম্। ১৪। তন্নিঃস্তীর্ণে অমাবাস্যাং পিতৃ-
হুদ্ভিষ্ঠ ভারত। নীলঃ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণঃ যোহভিষিচ্য
সব্রহ্মসংজ্ঞেৎ। ১৫। তস্ত পুণ্যফলং বক্তুং ন তু
বাচস্পতিঃ ক্রমঃ। অস্মাহকে ব্রহ্মোৎসর্গাদ্যৎপুণ্যং
সমবাধ্যতে। ১৬। তব শুক্রধন্যঃ সত্যং হং
প্রবক্ষ্যামি ভারত। রৌরবাদিষু যে কিঞ্চিৎ পচ্যন্তে
তস্ত পূর্বজাঃ। ১৭। ব্রহ্মোৎসর্গেণ তান্ সর্বাং-
ভারয়েদেকবিংশতিম্। লোহিতো যস্ত বর্ণেন মুখে
পুচ্ছে চ পাণ্ডুরঃ। ১৮। পিঙ্গঃ খুরবিষাণাত্যাং স

নীলো বৃষ উচ্যতে। যস্ত সর্বাঙ্গপিঙ্গশ্চ বেত
পুচ্ছেথুরেষু চ। ১৯। স পিঙ্গো বৃষ ইত্যাহঃ পিতৃণাং
ক্রীতিবর্ধনঃ। পারাবতসবর্ণশ্চ ললাটে তিলকে
ভবেৎ। ২০। তং বৃষং বজ্রমিত্যাহঃ পূর্ণঃ সর্বাঙ্গ-
শোভনম্। সর্বাঙ্গেষেকবর্ণো যঃ পিঙ্গঃ পুচ্ছেথুরেষু
চ। ২১। খুরপিঙ্গঃ তমিত্যাহঃ পিতৃণাং সদগতি-
প্রদম্। নীলঃ সর্বশরীরেণ স্বারক্তনয়নঃ দৃঢ়ম্। ২২।
তমেব নীলমিত্যাহনীলঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ। যস্ত
বৈশ্ণবগৃহে জাতঃ স বৈ নীলো বিশিষ্যতে। ২৩। ন
বাহয়েদগৃহে জাতঃ বৎসকং তু কদাচন। তেনৈব চ
ব্রহ্মোৎসর্গে পিতৃণামনুগো ভবেৎ। ২৪। জাতঃ তু
স্বগৃহে বৎসং দ্বিজয়া যস্ত বাহয়েৎ। পতন্তি পিতর-
স্তস্মৈ ব্রহ্মলোকগতা অপি। ২৫। যথাযথা হি পিবতি
পীত্বা ধনাতি মস্তকম্। পিবন্ পিতৃন্ ক্রীণয়তি
নরকাঙ্করেদ্ধুনন। ২৬। যথা পুচ্ছাভিঘাতেন স্কন্ধং
গচ্ছতি বিন্দবঃ। নরকাঙ্করস্ত্যাশু পিতৃণাং

বস্ত্র আর্জ হইবে, তারপর তাহার বস্তুগণিত
উদক দ্বারা তদীয় নরকস্থ পিতৃগণের তৃপ্তি-
সাধন করিবে, সংশয় নাই। অতঃ লেপভুক্ত পিতৃগণ
তাহাদের আর্জকেশের জলবিন্দু দ্বারা তৃপ্ত হইবেন,
বৃত্ত জাতিগণের মধ্যে যাহাদের অগ্নি-সংস্কার হয়
নাই, তাহারাও তদীয় উদক দ্বারা তৃপ্তি লাভ
করিবে। যাহারা অস্মাহকতীর্থে নিবিধিবিধানে
শ্রদ্ধা করে, শ্রদ্ধা পিতৃসংহিতা জপ করে, তাহা-
দের পিতৃগণ অবিলম্বে মুক্ত হন। সোম বন-
স্পতিতে প্রবেশ করিলে সোমবাসরে যে নর পিতৃ-
গণের উদ্দেশে অস্মাহকে পিণ্ডাদক দান করে,
তদীয় পিতৃগণ অক্ষয় লোক লাভ করেন। অধিক
কি, এই তীর্থে যাহা কিছু কৃত হয়, সকলই অক্ষয়
ফলজনক হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। এখানে
পিতৃসংহিতাজপে পিতৃগণ নরক হইতে সত্ত্বর মুক্ত
হন। হে ভারত! যে মানব অমাবস্যাদিবসে
পিতৃগণের উদ্দেশে সর্বাঙ্গসুন্দর অভিষিক্ত নীল-
বৃষ উৎসর্গ করে, বাচস্পতিও তাহার পুণ্যফল
সম্যক কীর্তন করিতে সমর্থ নহেন। হে ভারত!
অস্মাহকে নীলব্রহ্মোৎসর্গে মানব যে ফল লাভ
করে, এক্ষণে তোমার শুক্রধন্য তৃপ্তি হইয়া সে
সকল কীর্তন করিতেছি। অস্মাহকে নীলব্রহ্মোৎসর্গে
রৌরবাদি নরকে বিপাচিত একবিংশতি পিতৃ-
পুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হন। যাহার বর্ণ লোহিত, মুখ

ও পুচ্ছ পাণ্ডুর, খুর ও শূঙ্গ পিঙ্গল, তাহা-
কেই নীল বৃষ বলে। যাহার সর্বাঙ্গ পিঙ্গ, খুর
ও পুচ্ছ বেত, শাস্ত্রবিদগণ তাহাকে পিঙ্গ বৃষ
বলেন। এই পিঙ্গ বৃষও পিতৃগণের হর্ষবর্ধন।
যাহার বর্ণ পারাবতের স্তায়, ললাটে তিলক
বিরাজিত এবং যাহার অঙ্গনিচয় মনোহর—পণ্ডিত-
গণ সেই বৃষকে বজ্র বলিয়া থাকেন। যে বৃষের
সর্বাঙ্গ একই বর্ণে রঞ্জিত, কেবল খুর ও পুচ্ছ
পিঙ্গ, জ্ঞানিগণ ইহাকে খুরপিঙ্গ কহেন, এই খুর-
পিঙ্গ বৃষও পিতৃগণের সদগতিদ। যাহার সর্ব-
শরীর নীল, নয়ন স্নেহ রক্তাভ ও দেহ দৃঢ়,
সুধীগণ তাহাকেই নীল বৃষ বলেন। এই নীলবৃষ
পঞ্চবিধ; যে বৃষ বৈশ্ণবগৃহে জন্মিয়াছে, তাহা-
কেই প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। ১৭—২৩। যে বৃষ
গৃহের দ্রব্যজাত ভারবহন কখন করে নাই
এইরূপ বৃষ উৎসর্গ করিলেই মানব পিতৃগণ
হইতে মুক্ত হয়। যে দ্বিজ গৃহজাত বৃষ
দ্বারা ভার বহন করান, তদীয় পিতৃগণ ব্রহ্ম-
লোকগত হইলেও নরকে পতিত হন। উৎসৃষ্ট
বৃষ যেমন যেমন জলপান করে ও মস্তক কম্পিত
করে, তেমন তেমনই উৎসর্গকারীর পিতৃগণ তৃপ্ত
হন ও নরক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন।
উৎসৃষ্ট বৃষের আর্জ পুচ্ছের অভিঘাতে যখনই
তাহার মস্তকে জলবিন্দুনিচয় পতিত হয়, অথ

গোত্রিগণস্থখা। ৮৭। গর্জন্ প্রাবৃষি কালে তু
বিষাণাভ্যাং ভুবং লিখন। ধুরেভ্যো যা যুহুতুতা তয়া
সংক্রীণয়েদ্বীন্। ৮৮। পিবন্ পিতৃন্ ক্রীণয়েতে
খাদনোন্মেষনে সুরান। গর্জন্মুখিমুখ্যাংচ্চ ধর্ম-
রূপো হি ধর্মজ। ৮৯। ভূতৈর্বাপি পিশাচৈর্কা
চাতুর্ধিকজরেণ বা। গৃহীতোহস্মাহকং গচ্ছেৎ
সর্কেষামাধিনাশনম্। ৯০। স্মাহা তু বিমলে তোয়ে
দর্ভগ্রস্থিঃ নিবন্ধয়েৎ। মস্তকে বাহুমূলে বা নাভ্যাং
বা গলকেহপ বা। ৯১। গহ্বা দেবসমীপং চ
প্রাদক্ষিণ্যেন কেশবম্। ততঃ সমুচ্চরন্নম্রং গায়ত্রী
বাধ বৈকবম্। ৯২। নারায়ণং শরণ্যোশং সর্কদেব-
নমস্কৃতম্। নমো যজ্ঞাক্ষসমুত সর্কব্যাপিন্নমোহস্ম
তে। ৯৩। নমো নমস্তে দেবেশ পদ্মগর্ভ সনাতন।
দামোদর জয়ানন্ত রক্ষ মাং শরণাগতম্। ৯৪। হং
কর্তা হং চ হর্তা চ জগত্যাশ্বিনঃচরাচরে। হং
পালয়সি ভূতানি ভুবনং হং বিভবসি চ। ৯৫।
প্রসাদ দেবদেবেশ সুপ্তমঙ্গং প্রবোধয়। তদ্যান-

উৎসর্গকারীর পতিত পিতৃ ও গোত্রীয়গণ সহর
নরক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। দুই বর্ষাকালে
বিবাহ দ্বারা ভূমি বিলোপন করত গর্জন্ করে,
তখন তাহার খর হইতে যে মৃত্তিকা উৎখিত হয়,
সেই মৃত্তিকা দ্বারা ঋষিগণের তৃপ্তিসাধন হইয়া
থাকে। হে ধর্মজ! ধর্মকে; ধর্মরূপী বলিয়া
বিদিত হও। তাহার জলপানে পিতৃগণ, ভক্ষণ
ও উল্লেখনে সুরগণ এবং গর্জনে মুনি-মানবগণের
তৃপ্তি হইয়া থাকে। ভূত ও পিশাচগণ কর্তৃক
অভিভূত কিংবা চাতুর্ধিক জরে পীড়িত নর আধি-
বিনাশন অস্মাহকতীর্থে গমন করিয়া বিমল জলে
স্নান করিবে; তার পর মস্তক, বাহুমূল, নাভি
কিংবা গলায় দর্ভগ্রস্থি বন্ধন করিবে; অনন্তর দেব
কেশবসমীপে গমন করিয়া প্রদক্ষিণপূর্বক গায়ত্রী
অথবা নিম্নলিখিত বৈকব মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।
মন্ত্র যথা,—সর্কদেবনমস্কৃত শরণ্যোশ নারায়ণকে
নমস্কার। যিনি যজ্ঞের অঙ্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছেন,
এবং যিনি সর্কব্যাপী, তাঁহাকে নমস্কার। হে দেবেশ
সনাতন! আপনি পদ্মগর্ভ, আপনাকে নমস্কার,
নমস্কার। হে দামোদর! আপনার অন্ত নাই,
আপনি জয়যুক্ত হউন; আমি আপনার শরণাগত,
আমাকে রক্ষা করুন। আপনি এই চরাচর জগ-
তের হর্তা কর্তা; ভূতনিবহ আপনাকে কর্তৃক পরি-
পালিত হয় এবং আপনিই এই ত্রিভুবন পালন

নিরতো নিত্যং বক্তৃক্তিপরমো হরে। ৯৬। ইতি
স্তুতো ময়া দেব প্রসাদং কুরু মেহচ্যুত। মাং
রক্ষরক্ষ পাপেভ্যস্ত্রায়শ্ব শরণাগতম্। ৯৭। এবং
স্মাহা চ দেবেশং দানবাস্তকরং হরিম্। পুনরুজ্জেন
বৈ স্মাহা ততো বিপ্রাঃস্তু ভোজয়েৎ। ৯৮।
বেদোক্তেন বিধানেন স্নানং কুহা যথাবিধি। পিণ্ড-
নির্কপণং কুহা বাচয়েৎ স্তবিকং ততঃ। ৯৯। এবং
স্মাহা চ দেবেশং দানবাস্তকরং হরিম্। পুনরুজ্জেন
বৈ স্মাহা ততো বিপ্রাঃস্তু ভোজয়েৎ। ১০০।
বেদোক্তেন বিধানেন স্নানং কুহা যথাবিধি। এবং
তান্ বাচয়িত্বা তু ততো বিপ্রান্ বিসর্জয়েৎ। ১০১।
যত্তত্রোচ্চরিতং কিঞ্চিৎপ্রভেদ্যে নিবেদয়েৎ। তত্র
তীর্থে নরঃ স্মাহা নারী বা ভক্তিতৎপর। শক্তিতো
দক্ষিণাং দদ্যাৎ কুহা শ্রাদ্ধং যথাবিধি। ১০২। তত্র
তীর্থে নরো যাবৎস্নাপয়োদ্বিধিপূর্বকম্। কীরেণ
মধনা বাপি দত্তা বা শীতবারিণা। ১০৩। তাবৎ-
পুষ্করপাত্রে পিবাতি পিতরো জনম্। অয়নে বিষুবে

করেন। হে দেবদেবেশ! প্রসন্ন হউন, আপ-
নার সুপ্তদেহ প্রবুদ্ধ করুন। হে হরে! আমি
নিত্য আপনাতে ধ্যাননিবিষ্ট ভক্তিনিরত। হে
অচ্যুত! আমি এই স্তুতি করিলাম, আমার প্রতি
প্রসন্ন হউন; আমি আপনার শরণাগত, আমাকে
পাপ হইতে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। দেবেশ
দানবাস্তকর হরিকে এইরূপে স্তুত করিয়া পুনরায়
পূর্বোক্ত স্তুতিবাক্যে স্নান করত অনন্তর দ্বিজগণকে
ভোজন করাইবে। ৯৮--৯৯। তারপর বেদোক্ত-
বিধানে যথাবিধি স্নান করিয়া পিণ্ডনির্কপণপূর্বক
স্তুতিবাচন করিবে। ইহার পর আবার পূর্বোক্ত-
রূপে অশ্রুয়ারি হরিকে স্তুত করিয়া পূর্ববৎ
স্নান ও দ্বিজগণকে ভোজন করাইবে। এই স্নানও
যথাবিধি বেদবিধানে করিতে হইবে। তদ-
নন্তর দ্বিজগণ দ্বারা স্তুতিবাচন করাইয়া তাঁহা-
দিগকে বিদায় দিবে এবং তীর্থে যে সকল বাক্য
উচ্চারণ করা হইয়াছে, সকলই তাহাদিগের নিকট
নিবেদন করিবে। নরই হউক বা নারীই হউক
ভক্তিতৎপর হইয়া স্নান করিবে, যথাশক্তি দক্ষিণা
দিবে এবং যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে। মানব অস্মাহক
তীর্থে যে পরিমাণ দুধ, মধু, দধি অথবা শীতল
জল দ্বারা যথাবিধি তীর্থপাতকে স্নান করায়,
তদায় পিতৃগণ তত পুষ্করপাত্রে জল পান করিয়া

চৈব যুগাদৌ সূর্যাসংক্রমে ॥ ১০৪ ॥ পুণ্যং সম্পূজা
দেবেশং নৈবেদ্যং যঃ প্রদাপয়েৎ । মোহমমেধম
যজ্ঞস্ত কলং প্রাপ্নোতি পুণ্যম্ ॥ ১০৫ ॥ তত্র তীর্থে
তু যো রাজন্ সূর্যগ্রহণমাচরেৎ । সূর্য্যভ্যেজোনিভে
ধানৈর্কিঞ্চনলোকে মহীয়তে ॥ ১০৬ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ
শ্রাদ্ধং পিতৃভ্যঃ সম্প্রযচ্ছতি । সৎপুত্রৈশ্চ তেনৈব
সম্প্রাপ্তঃ জন্মনঃ কলম্ ॥ ১০৭ ॥ ইতি শ্রুত্বা ততো
দেবাঃ সর্বৈ শক্রপুরুগমাঃ । ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাশ্চ
স্থাপয়াকুরীধরম্ ॥ ১০৮ ॥ সর্বরোগোপশমনং
সর্বপাতকনাশনম্ । যন্ত সংবৎসর পূর্ণিমাবাস্তাং তু
ভাবিতঃ ॥ ১০৯ ॥ পিতৃভ্যঃ পিণ্ডদানং চ কুর্যাদ-
ম্মাহকে নৃপ । ত্রিপুরকরে গম্যাম্নাং চ প্রভাসে নৈমিষে
তথা ॥ ১১০ ॥ যৎপুণ্যং শ্রাদ্ধকর্তৃণাং তদিত্তৈব
ভবেদ্রবম্ । তিলোদকং কুশৈর্ষিঃ যো দদ্যাৎ
দক্ষিণামুখঃ ॥ ১১১ ॥ মন্বাদৌ চ যুগাদৌ চ ব্যতী
পাতে দিনকয়ে । যো দদ্যাৎ পিতৃমাতৃভ্যঃ মোহম-
মেধকলং লভেৎ ॥ ১১২ ॥ অম্মাহকে নরো যন্ত স্মাহা
সম্পূজয়েদ্ধরিম্ । ব্রহ্মাণং শক্রং তজ্জা কুর্যাদ্ভা-

ধাকেন । যে নর অন্ন, বিবুদ, যুগাদ ও সূর্য
গ্রহণে দেবেশকে বহু পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া
নৈবেদ্য দান করে, তাহার অগ্নিমেধকল পুণ্য
কল লাভ হয় । হে রাজন ! যে জন সূর্যগ্রহণে
অম্মাহকতীর্থে গ্রহণোচিত কাৰ্য্য করে, সে সূর্য-
ভ্যেজোদীপ্ত বিমানে আরোহণ করিয়া বিকুনোকে
গমন করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি এতীর্থে পিতৃ-
গণকে শ্রাদ্ধ দান করে, সে পিতার সৎপুত্র এবং
তাহার জন্ম জীবন সার্থক । শক্রপ্রমুখ পুরগণ ও
ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ ইহারাও পূজোক্ত স্মৃতি-
বাক্যে স্তব করিয়া এখানে ঈশ্বরলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত
করেন । এই ঈশ্বরলিঙ্গ সর্বরোগহর ও সর্ব-
পাতকনাশন । হে নৃপ ! যে মানব পূর্ণসংবৎ
সরে অমাবস্যাতিথিতে অম্মাহকে আগমনপূর্বক
পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড দান করে, ত্রিপুরকর,
গম্মা, প্রভাস ও নৈমিষে শ্রাদ্ধকর্তার যে কল
নির্দিষ্ট হইয়াছে, এই স্থানেই তাহার সে কল
লাভ হয় ; ইহা নিশ্চিত । যে মানব দক্ষিণামুখ
হইয়া মাতৃ-পিতৃগণের উদ্দেশে এখানে কুশমিশ্র
তিলোদক দান করে, বিশেষতঃ মন্বন্তরাদিতে
কিংবা যুগাদি ব্যতীপাত বা দিনকয়ে ঐরূপ কুশ-
মিশ্র তিলোদক দান করে, তাহার অগ্নিমেধ যজ্ঞের
কল লাভ হয় । যে মানব অম্মাহকে স্নান করিয়া

গরগক্রিয়াম্ ॥ ১১৩ ॥ সর্বপ পবিনিন্মুক্তঃ শক্রা-
তিথ্যমবাগ্নুয়াৎ । তত্র তীর্থে নরঃ স্মাহা যঃ পশ্চাত্ত
জনার্দনম্ ॥ ১১৪ ॥ বিশেষাণাবনাভার্ত্য প্রণম্য
চ পুনঃপুনঃ । সপুত্রৈশ্চ তেনৈব পিতৃণাং বিহিতা
গতিঃ ॥ ১১৫ ॥ একমূর্তিস্থয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণু-
মহেশ্বর্যঃ । সংকার্য্যাকরণোপেতাঃ সূক্ষ্মাঃ সূক্ষ্মা-
কলাঃ ॥ ১১৬ ॥ এতন্তে কথিতং রাজমহাপাতক-
নাশনম্ । অম্মাহকস্ত মহাস্মাৎ কিমন্তং পরিপৃচ্ছসি ।
ইতি শ্রীস্কান্দে অম্মাহকতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহীপাল । ক্লে-
শ্বরমরুতমম্ । নর্যদাদক্ষিণে কূলে তীর্ণঃ পরম-
শোভনম্ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্মাহা পূজয়েৎ স্ত-
বজম্ । সর্বপাপবিনিন্মুক্তো গতিং যাত্যগ্নর্মোধ-
নাম্ ॥ ২ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্মাহা শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ

হরির পূজা করে, কিংবা ভক্তিপূর্বক ব্রহ্মা ও শক্র-
রের পূজা করত রজনী জাগরণ করে, সে সর্ব-
পাপবিমুক্ত হইয়া দেবরাজের আধিত্য গ্রহণ
করিয়া থাকে । এ তীর্থে যে মানব স্নান
করিয়া জনাদনকে দর্শন করে, অথবা বিশেষ
বিধি অনুসারে পূজা করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম
করে, সে-ই পিতার সৎপুত্র এবং তাহার
দ্বারাই পিতৃগণের উত্তম গতি বিহিত হইয়া
থাকে । একই দেবমূর্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও হররূপে
ত্রিবিধ ; এই দেবত্রয় কাৰ্য্যাকরণবৃত্ত, সূক্ষ্ম
ও সূক্ষ্মকলসম্পন্ন । হে রাজন ! এই তোমার
নিকট মহাপাতকনাশন অম্মাহকমাহাত্ম্য কার্ত্তন
করিলাম, তুমি এক্ষণে আর কি জানিতে অভি-
লাষ কর ? ১৯—১১৭ ।

ষট্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল ! অনন্তর
অনুত্তম সিদ্ধেশ্বরতীর্থে গমন করবে । এই পরম
শোভন সিদ্ধেশ্বরতীর্থ স্মাদার দক্ষিণকলে বিদ্যমান ।
যে মানব এ তীর্থে স্নান করিয়া ব্রহ্মজের পূজা
করে, সে সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া অগ্নিমেধযাজীর
গতি লাভ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি সিদ্ধেশ্বরে

প্রথিতঃ। 'পতুণাং প্রাণনাথায় সৰ্বং তেন কৃতং' ভবেৎ ॥ ৩ ॥ তত্র তীর্থে মৃতানাং তু জন্তুনাং নৃণাং সন্তম। গর্তবাসে মতিস্তেষাং ন জায়েত কদাচন। গর্তবাসো হি হৃৎখায় ন সুখায় কদাচন। ততীর্থ বারিণা শাতূর্ণ পুনর্ভবসন্তবঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সিন্ধেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ নাম
সপ্তচছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৭ ॥

অষ্টচছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। তনো গচ্ছন্নহৌপাল তীর্থ-
মঙ্গারকং শিবম্। উত্তরে নন্দাদাকূলে সর্বপাপক্ষয়-
করম্। ১ ॥ চতুর্থাদ্ভারকমদিনে সঙ্কল্পা কৃতনিশ্চয়ঃ।
শ্রাদ্ধান্তঃ গতে সূর্যো সঙ্কোপাসনতৎপরঃ ॥ ২ ॥
পূজয়েন্নোহিতঃ ভক্ত্যা গন্ধমালাবিভূষণৈঃ। সংস্থাপা-
নস্থিতো দেবঃ রক্তচন্দনচর্চিতম্। ৩ ॥ অঙ্গার-
কায়েতি নমঃ কর্ণিকায়াং প্রপূজয়েৎ। কুজায় ভূমি-
পুণ্ডায় রক্তাঙ্গায় সুবাসসে ॥ ৪ ॥ হরকোপোদ্ভবায়ৈতি

মান করিয়া সযত্নে শ্রদ্ধা করে, তাহার পিতৃগণের
তৃপ্তিজনক অশ্লিষ্ট ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করা হয়। হে
নৃপসন্তম। সিন্ধেশ্বরে মৃত প্রাণিদিগের কদাচ গর্ত-
বাসে মতি হয় না; গর্তবাস হৃৎখজনক, কদাচ গর্ত-
বাসে সুখ হয় না। এই তীর্থতোয়ে মানকারী
সর্বের পুনরায় জন্মগ্রহণ হয় না। ১—৫ ॥

সপ্তচছারিংশদধিক শততম অধ্যায়ঃ ॥ ১৪৭ ॥

অষ্টচছারিংশদধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহৌপাল! অনন্তর মঙ্গ-
লাবহ অঙ্গারক তীর্থে গমন করিবে। সর্বপাপ-
ক্ষয়কর এই অঙ্গারকতীর্থ নন্দাদার উত্তরে
তীর্থে বিরাজিত। সঙ্কোপাসনতৎপর নিশ্চিন্ত-
মতি মানব অঙ্গারকচতুর্থাতিথিতে দিবা-
করের অন্তগমনসময়ে সঙ্কল্পপূর্বক এই তীর্থে
মান করিবে; আনান্তে গন্ধ মালা বিভূষণ-
নিচয় দ্বারা ভক্তিপূর্বক নোহিতের অর্চনা
করিবে। প্রথমে রক্তচন্দনচর্চিত দেব নোহি-
তকে স্থগিলে স্থাপন করিয়া “অঙ্গারকায় নমঃ”
মন্ত্রে কর্ণিকাস্থানে পূজা করিবে; তার পর

শ্বেদজায়াতিবাহবে। সঙ্ককামপ্রদায়ৈতি পুষাদিষু
দলেষু চ ॥ ৫ ॥ এবং সম্পূজ্য বিবিবদদ্যাদর্ঘ্যং
বিধানতঃ। ভূমিপুত্র মহাবীর্ঘ্য শ্বেদোদ্ভব পিনাকিনঃ ॥
৬ ॥ অঙ্গারক মহাতেজা লোহিতাঙ্গ নমোহস্ত তে।
করকং বারিসংযুক্তং শালিতণ্ডুলপূরিতম্। ৭ ॥
সহিরণ্যং সবস্ত্রং চ মোদকোপরি সংস্থিতম্। ব্রাহ্মণায়
নিবেদ্যঃ তৎ কুজো মে প্রীয়তামিতি ॥ ৮ ॥ অর্ঘ্যং
দত্ত্বা বিধানেন রক্তচন্দনবারিণা। রক্তপুষ্পসমাকীর্ণং
তিলতণ্ডুলমিশ্রিতম্। ৯ ॥ কুজা তাম্রময়ে পাতে
মণ্ডলে বর্তুনে শুভে। কুজা শিরসি তৎপাত্রং
জানুভ্যাং ধরনীর গতঃ ॥ ১০ ॥ মস্তপুতং মহাতাগ
দদ্যাদর্ঘ্যং বিচক্ষণঃ। ততো ভুক্তো মোনেন কার-
তিলান্নবর্জিতম্। ১১ ॥ শিখং মৃদু সমধুরমাস্তনঃ শ্রেয়
ইচ্ছতা। এবং চতুর্থো সম্প্রাপ্তে চতুর্থাদ্ভারকে
নৃপ ॥ ১২ ॥ সৌবর্ণং কারয়েদেবং যথাশক্তি
সুরূপিনম্। স্থাপয়েত্তাম্রকে পাতে শুভপীঠসমবৃতি
১৩ ॥ গন্ধপুষ্পাদিভির্দেবং পূজয়েদ্গুড়সংস্থিতম্।

পুষাদিদলে “কুজায় ভূমিপুত্রায়” ইত্যাদি মূলের
লিখিত নামনিচয় উচ্চারণপূর্বক পূজা করিবে।
অনন্তর এইরূপে যথাবিধি পূজা করিয়া নিম্নলিখিত
মন্ত্রে বিধিপূর্বক অর্ঘ্যদান করিবে। মন্ত্র যথা—হে
ভূমিতনয়! তুমি মহাবীর্ঘ্যসম্পন্ন, পিনাকীর শ্বেদ
হইতে তুমি উদ্ভূত হইয়াছ, হে অঙ্গারক! তুমি
মহাতেজা, হে লোহিতাঙ্গ! তোমাকে নমস্কার।
অনন্তর শালিতণ্ডুলপূরিত বারিযুক্ত করক হিরণ্য
ও বস্ত্রসহ মোদকের উপর সংস্থাপিত করিয়া ব্রাহ্ম-
ণকে নিবেদন করিবে এবং বলিবে—কুজ আমার
প্রতি প্রীত হউন। হে মহাতাগ! অতঃপর যথাবিধি
অর্ঘ্যদানবিধি বর্ণিত হইতেছে। তাম্রপাত্রে তিল-
তণ্ডুলমিশ্রিত বারি ও রক্তপুষ্প লইয়া নিজমস্তকে
স্থাপন করিবে, তারপর জানুদ্বয় ভূমিতলে রক্ষিত
করিয়া সম্মুখস্থিত বর্তুলাকার মণ্ডলের উপর মস্তপুত
করিয়া প্রদান করিবে। বিচক্ষণ মানব এইরূপে
মন্ত্রের উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া মৌন হইয়া
ভোজন করিবেন। ভোজনে কার, তিল ও অম্বল
বর্জনীয়। ১—১১। যিনি নিজ কুশল কামনা
করেন, তাঁহার শিখ, মৃদু ও মধুর দ্রব্য ভক-
ণীয়। হে নৃপ! এইরূপে চারিবার করিতে
হইবে। চতুর্থ অঙ্গারকচতুর্থা উপস্থিত হইলে
শক্তি অল্পমারে সুরূপ সৌবর্ণ অঙ্গারকমূর্তির
নিম্নাঙ্গপূর্বক গুড়পীঠসমবৃত্ত তাম্রপাত্রে স্থাপিত

ঐশান্যঃ স্থাপয়েদেবং গুড়তোয়সমধিতম্ । ১৪ ।
 কাশ্যেণ তথাস্থেয়াঃ স্থাপয়েৎ করকং পরম্ । রক্ত-
 তণ্ডুলসমিখাঃ নৈঋত্যাঃ বায়ুগোচরে । ১৫ ।
 স্থাপয়েদ্যোদকৈঃ সার্কং চতুর্থং করকং বৃধঃ । সূত্রেণ
 বেষ্টিতগ্রীবঃ গন্ধমাল্যায়নলঙ্কৃতম্ । ১৬ । শঙ্খ-
 তুৰ্য্যনিদানেন জয়শব্দাদিমঙ্গলৈঃ । রক্তান্নব্রধরঃ
 বিপ্রঃ রক্তমালায়নুলেপনম্ । ১৭ । বেদিমধ্যাগতঃ
 বাপি মহদাসনসংস্থিতম্ । সুরূপং সূভগং শান্তং
 সৰ্বভূতহিতে রতম্ । ১৮ । বেদবিদ্যারতশ্রীতঃ
 সৰ্বশাস্ত্রবিশারদম্ । পূজয়িত্বা যথাস্থায়ং বাচয়েৎ
 পাণ্ডুনন্দন । ১৯ । রক্তাং গাঞ্চ ততো দদ্যাদ্রক্তেনান-
 দুশা সহ । স্ত্রীযতাঃ ভূমিজো দেবঃ সৰ্বদেবত-
 পূজিতঃ । ২০ । বিপ্রঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য পত্নীপুত্রসম-
 ধিতঃ । পিতৃমাতৃসুহৃৎসার্কং ক্রমাপ্য চ বিসর্জয়েৎ ।
 ২১ । এবং কৃত্য তস্তাথ তস্মিন্ স্তৌথৈ বিশেষতঃ
 যৎপুণ্যকলমুদিতং তন্তে সৰ্বং বদাম্যহম্ । ২২

করিবে। গুড়সংস্থিত লোহিতকে গন্ধপুষ্পাদি
 দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর জ্ঞানিমানব চারিটি
 উত্তম করক নির্মাণ করিয়া ঐ করকচতুষ্টয়ের
 মধ্যে একটি গুড়তোয়সমধিত করত ঐশান কোণে,
 একটি কাশ্যায়ুক্ত করিয়া অগ্নিকোণে, একটি লোহিত-
 তণ্ডুলমিশ্রিত করিয়া নৈঋতকোণে এবং অপরটি
 বহুমুদকের সহিত বায়ুকোণে স্থাপন করিবেন।
 অন্তঃপর সূত্র দ্বারা লোহিতমূর্তির গ্রীবাদেশ
 বেষ্টিত করিয়া গন্ধ ও মাল্যদ্বারা অলঙ্কৃত করিবে।
 তখন শঙ্খ-তুৰ্য্যনিদান ও জয়শব্দাদি মঙ্গলধ্বনি
 করিতে হইবে। অনন্তর রক্তান্নব্রধর, লোহিত
 মাল্যভূষিত ও রক্তানুলেপনালিপ্তাঙ্গ দ্বিজ বেদি-
 মধ্যে উপনীত হইয়া উত্তম আসনে উপবেশন
 করিবেন; এই দ্বিজ সুরূপ, সূভগ, শান্ত, সৰ্ব-
 ভূতহিতরত, বেদবিদ্যাসম্পন্ন, ব্রতশ্রীত ও সৰ্বশাস্ত্র-
 বিশারদ হইবেন। হে পাণ্ডুনন্দন! অনন্তর
 পূৰ্বোক্ত লক্ষণাবিত দ্বিজকে যথাযোগ্য পূজা
 করিয়া তাঁহা দ্বারা স্থম্বিবাচন করাইবে। তদনন্তর
 লোহিত বৃষসমধিত লোহিত গোদান করিবে এবং
 বলিবে,—সৰ্বদেবপূজিত ভূমিজ স্ত্রীত হউন।
 অনন্তর পত্নীর সহিত বিপ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া
 পিতা মাতা ও সুহৃদগণের সহিত দ্বিজসমীপে
 ক্রমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিবে। যে
 মানব এইরূপে অঙ্গারকব্রত করে, বিশেষতঃ
 এই তীর্থে করিলে তাহার যে ফল কথিত হইয়াছে,

সপ্ত জন্মানি রাজেন্দ্র সুরূপঃ সূভগো ভবেৎ
 তীর্থস্নাত্ত প্রভাবেণ নাত্র কার্ঘ্যা বিচারণা । ২৩ ।
 অকামো বা সকামো বা তত্র তীর্থে মৃতো নরঃ ।
 অঙ্গারকপুরং যাতি দেবগন্ধৰ্বপূজিতঃ । ২৪ ।
 উপভোজ্য যথাস্থায়ং দিব্যান্ ভোগানমুত্তমান্ । ইহ
 মানুষ্যালোকে বৈ রাজা ভবতি ধার্মিকঃ । ২৫ ।
 সুরূপঃ সূভগশ্চৈব সৰ্বব্যাদিবিবর্জিতঃ । জীবৈ-
 দ্বর্ষশতং সাগ্ৰং সৰ্বলোকনমস্কৃতঃ । ২৬ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে মঙ্গলেশ্বরতীর্থমাংশাবর্ণনং নামাষ্ট-
 চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৩৪ ।

একানপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । তন্ত্ৰৈবানন্তরং তীর্থং
 লিঙ্গেশ্বরমিতি শ্রুতম্ । দর্শনাদেবদেবস্ত যত্র পাপং
 প্রণশ্নতি । ১ । কৃহা তু কদনং ঘোরং দানবানাং
 যুধিষ্ঠির । বরাহং রূপমাস্থায় নন্দাদায়াং ব্যবস্থিতঃ । ২ ।
 তত্র তীর্থে তু যঃ স্নানং কৃহা দেবং নমস্কতি ।

তোমার নিকট তৎসমস্ত বলিতেছি। হে
 রাজেন্দ্র! এই অঙ্গারক তীর্থপ্রভাবে সে মানব
 সপ্তজন্ম পর্যন্ত সুরূপ ও সূভগ হয়, এ বিষয়ে
 বিচরণ্য কর্তব্য নহে। অকামেই হউক অথবা
 কামনাবশেই হউক, যে মানব অঙ্গারকতীর্থে
 ভুক্ত্যাগ করেন, তিনি দেবগন্ধৰ্বপূজিত হইয়া
 অঙ্গারকপুরে গমন করিয়া থাকেন। সেখানেও
 তিনি যথাযোগ্য দেবভোগ্য অনুত্তম ভোগনিবহ
 উপভোগ করেন। তারপর ক্রমশঃ ইহসংসারে
 মানুষ্যালোকে ধার্মিকরাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন,
 সুরূপ, সূভগ ও সৰ্বব্যাদিবিবর্জিত হইয়া শত-
 বৎসর জীবিত থাকেন এবং অখিললোকেই
 তাঁহাকে নমস্কার করে। ১২—২৬।

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৮ ।

উনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর বিখ্যাত লিঙ্গে-
 শ্বর তীর্থ। এখানে দেবদেবের দর্শনে পাপ বিনষ্ট
 হয়। হে যুধিষ্ঠির! দেবদেব দানবগণের ঘোর
 লাঞ্ছনা করিয়া তৎপর বরাহবিগ্রহ ধারণ করত
 নন্দাদাতীরে বাস করেন। যে মানব এই লিঙ্গেশ্বর-

সমুচ্যতে নৃপশ্রেষ্ঠ মহাপাটৈঃ পুরাকটৈঃ ৷৩৷ দ্বাদশাং
কৃষ্ণপক্ষ শুক্রে চ সমুপোবিতঃ । গন্ধমাল্যৈর্জগ-
রাধঃ পূজয়েৎ পাণ্ডুনন্দন ৷ ৪ ৷ ব্রাহ্মণাং চ মহাভাগ
দানসম্মানভোজনৈঃ । পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা তস্য
পুণ্যফলং শৃণু ৷ ৫ ৷ সত্রযাজিকলং জন্তুর্লভতে
দ্বাদশাবর্ষিকৈঃ । ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ন্তু তদেব লভতে
ফলম্ ৷ ৬ ৷ তর্পয়িত্বা পিতৃন দেবান্ স্নাত্বা তদ্রাত-
মানসঃ । জপেদ্ধাদশনামানি দেবস্ম পুরতঃ স্থিতঃ ৷
৭ ৷ মাসিমাসি নিরাহারো দ্বাদশাং কুরুনন্দন ।
কেশবঃ পূজয়েন্নিত্যং মাসি মার্গশিরে বুধঃ ৷ ৮
পৌষে নারায়ণং দেবঃ মাঘমাসে তু মাধবম্ ।
গোবিন্দং ফাল্গুনে মাসি বিষ্ণুর্জ্যেষ্ঠে সমর্চয়েৎ ৷ ৯ ৷
বৈশাখে মধুশ্রাবঃ জ্যৈষ্ঠে দেবঃ জিবিক্রমম্ । বামনঃ
তু তথাষাঢ়ে শ্রাবণে জীধরঃ শ্রবণে ৷ ১০ ৷ হৃষী-
কেশঃ ভাদ্রপদে পদ্মনাভঃ তথাশ্বিনে । দামোদরঃ
কার্ত্তিকে তু কার্ত্তিক্যনাবসৌদতি ৷ ১১ ৷ বাচিকং
মানসং পাপং কশ্মজং যৎপুয়ী কৃতম্ । তন্নশ্চিতি ন

তীর্থে স্নান করিয়া দেবদেবকে নমস্কার করে,
তাহার পুরাকৃত মহাপাপনিবহ বিনষ্ট হয় । হে
নৃপসত্তম ! শুক্রে কৃষ্ণ উভয়দ্বাদশীতে লিঙ্গেশ্বরে
উপবাস করিয়া গন্ধ মালা দ্বারা জগৎপতির পূজা
কর্তব্য । হে পাণ্ডুনন্দন ! যে মানব এখানে দান,
সম্মান ও পূজাদি দ্বারা পরম ভক্তি সহকারে দ্বিজ-
গণের সৎকার করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর ।
হে মহাভাগ ! এইরূপ করিলে নর দ্বাদশবার্ষিক
সত্রযাজীর ফল লাভ করে । এখানে দ্বিজগণকে
ভোজন করাইলেও পূর্বোক্ত ফল লাভ হয় ।
তদ্রাতমনা মানব লিঙ্গেশ্বর তীর্থে স্নান ও দেব-
পিতৃগণের তর্পণ করিয়া দেবসমীপে তদীয় দ্বাদশ
নাম জপ করিবে । হে কুরুনন্দন ! বিচক্ষণ নর
প্রতিমাসেই দ্বাদশীদনে নিরাহার হইয়া দেবদেবের
পূজা করিবেন । অনন্তর কোন নামে কি মাসে
দেবদেবের পূজা করিতে হইবে, বলিতেছি ।
মার্গশীর্ষে কেশব, পৌষে নারায়ণ, মাঘমাসে মাধব,
ফাল্গুনে গোবিন্দ, চৈত্রে বিষ্ণু, বৈশাখে মধুনাশী
জ্যৈষ্ঠে জিবিক্রম, আষাঢ়ে বামন, শ্রাবণে জীধর,
ভাদ্রমাসে হৃষীকেশ, আশ্বিনে পদ্মনাভ এবং
কার্ত্তিকে দামোদর নামের শ্রবণ ও পূজা
করিবে । এইরূপ করিলে মানব কদাচ অবসন্ন হয়
না, তাহার পুরাকৃত বাচিক, মানস ও কশ্মজ পাপ

সন্দেহো মাসনামানুকীর্ণনাৎ ৷ ১২ ৷ অয়ং বিষ্ণুঃ
সততমুন্নিষন্নিমিষন্তথা । জিহ্বন প্রপশ্বন ভুজানো
মম্বহীনঃ সমুদগিরেৎ ৷ ১৩ ৷ পরমাপদাত্ম্যাপি
জন্তোরেষা প্রতিক্রিয়া । যন্মাসাধিপতের্ষিকোন্মাস-
নামানুকীর্ণনম্ ৷ ১৪ ৷ তা নিশান্তে চ দিবসান্তে
মাসান্তে চ বৎসরাঃ । নরাণাং সফলা যেষু
চিন্তিতো ভগবান্ হরিঃ ৷ ১৫ ৷ পরমাপদাত্ম্যাপি
যন্ত দেবো জনাৰ্দ্দিনঃ । নাবসর্পতি হুৎপদ্যাৎ
স যোগী নাত্র সংশয়ঃ ৷ ১৬ ৷ তে ভাগ্যহীন
মরুজাঃ শূণ্যোচ্যান্তে ভূমিতারায় কৃতাবতারাঃ ।
অচেতনান্তে পশুভিঃ সমান্য যে ভক্তিহীন
ভগবত্যান্তে ৷ ১৭ ৷ তে পূর্ণকার্য্য পুরুষাঃ
পৃথিবাং হে স্বাঙ্গপাত্তদ্বনং পুনস্তি । বিচ-
ক্ষণা বিশ্ববিভূষণান্তে যে ভক্তিয়ুক্তা ভগ-
বত্যান্তে ৷ ১৮ ৷ স এব শুক্ৰতী তেন লকঃ
জন্মভরোঃ ফলম্ । চিন্তে বচসি কায়ে চ

বিনষ্ট হয় এবং মাসসমূহের কীর্ণনে তাহার নিঃস-
ন্দেহ পাপ প্রনষ্ট হইয়া থাকে । ১—১২ । মানব
সতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উন্মেষ, নিমেষ, গমন, আত্মাণ, ও
ভোজনসময়ে সতত এই সকল মাসনাম উচ্চারণ
করিবে, ইহা মন্ত্র অর্থাৎ ইহাতে “ওঁকার নমঃ
স্বধা বষট্” প্রভৃতিসংযোগ কর্তব্য নহে । বিষ্ণুই
মাসসমূহের আধিপতি ; অতএব মাস নামোচ্চারণে
বিষ্ণুই নাম কীর্ণন হয় ; আর এই মাসনাম-
কীর্ণনই বিপন্ন প্রাণীর পরম প্রতিকারোপায়
কথিত হইয়াছে । মানবগণ যে রজনীতে, যে
দিবসে, যে মাসে এবং যে বৎসরে ভগবান্ হরিকে
চিন্তা করে, তাহার সেই রজনী, সেই দিন, সেই
মাস ও সেই বৎসর সকল হয় । মহা-বিপদে পতিত
হইলেও তাহার হৃদয়পদ্ম হইতে দেব জনাৰ্দ্দন অপ-
সৃত না হন, তিনিই যোগী, সংশয় নাই । যাহারা
অনন্ত ভগবানে ভক্তিহীন, সেই সকল মানব
ভাগ্যহীন ও ভীষণশোকমুক্ত হয় ; ভূমিকে
ভারক্ৰিষ্ট করিবার জন্তই তাহাদের অব-
তরণ ও সেই সকল অচেতন মানব পশুর
সমান । আর যাহারা অপরিমেয় ভগবানে
ভাক্তিমান পৃথিবীতে সেই সকল পুরুষ পূর্ণকাম,
ঈশ্বাদের শরীর স্পর্শে ত্রিভুবন পুত হয় ; এবং
ঈশ্বারা বিচক্ষণ ও বিশ্ববিভূষণ বলিয়া গণ্য
হন । তাহার চিন্তা, বাক্য ও কায়ে দেব জনাৰ্দ্দন
বিদ্যমান, তিনিই শুক্ৰতী এবং তিনিই ঈশ্বার

যশ দেবো জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ১৯ ॥ এতস্তীৰ্ণবৎ পুণ্যং
লিঙ্গো যত্র জনাৰ্দ্দনঃ । বক্ষ্যিমাংসি রিপুন্ সম্ভো
ক্রোধো ভূত্বা সনাতনঃ ॥ ২০ ॥ উপপ্লেবে চন্দ্রসমো
রবেশ্চ যো হৃষ্টকানাময়নদয়ে চ । পানীয়মপ্যত্র
তিলৈকমিচ্ছাং দদাৎ পিতৃভাঃ প্রযতো মনুষ্যঃ ॥ ২১ ॥
ঘোণোন্নীলিতমেকরক্তানিবতো দঃখাক্রমজ্জংঘ্রবঃ
প্রাচুর্ভূতরসাতলোদরবৃহৎপঙ্কাক্ষমগ্নক্ষুরঃ । ফুৎকারোৎ-
করহুন্নবাত্তবিদলদ্বিগ্ধস্তনাদজ্জ্বলিত্তস্তস্তকবপুঃ ক্ষতি-
ভবতু বঃ ক্রোধো হবিঃ শাস্তয়ে ॥ ২২ ॥

ইতি ত্রীকান্দে লিঙ্গবাহাঃ তীর্থমাহাত্ম্যাবৰ্ণনঃ

নামৈকোনপঞ্চাশদধিকশততমো-

অধ্যায়ঃ ॥ ১৪৯ ॥

জীবনতরুর মূল লাভ করিয়াছেন । এই তীর্থবর
অতি পাবন, এখানে লিঙ্গমূর্ত্তি জনাৰ্দ্দন বিদ্যমান ;
সনাতন জনাৰ্দ্দন যুদ্ধে রিপুগণকে বধিত করিয়া
বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক এই স্থানে অবস্থান করি-
য়াছেন । প্রযত মানব এই লিঙ্গেশ্বরতীর্থে স্নান-
চন্দ্রগ্রহণ, অষ্টকাসমূহ ও অয়নদয়ে পিতৃগণকে
তিলমাত্র পানীয় দান করিবে । বাহার বিশাল
নাসিকাপ্রহার দ্বারা মেরুর বিবরনিকর উন্মোষিত
হইয়াছে, যিনি হৃৎসাগর মগ্ন জীবের প্রবহরূপ,
রসাতলের উদর হইতে প্রাচুর্ভূত হওয়ায় বাহার
বৃহৎ খুরাঙ্গভাগ পঙ্কনিমগ্ন রহিয়াছে, বাহার ফুৎকা
রোথিত সফেন শীকরযুক্ত বাত্যা দ্বারা দিগ্গজ-
গণের নিনাদ বিদগ্ধিত হইয়াছে এবং যিনি ক্ষয়
মাণ বিষয় নিস্তকভাবে শ্রবণ করিতেছেন, সেই
যজ্ঞবরাহরূপী হরি আমাদের তাপশান্তি করুন ।
অথবা—বাহার অঙ্গজব্য আজ্য দ্বাৰা যজ্ঞক্রিয়া
নিকাহ হইলে মানবহৃদয়ের মলিনতা দূর হয়,
বাহার উপদেশসমূহ সংসারসাগরের সেতুদৰ্শন,
রাক্ষসগণ অপহরণ করিলেও যিনি রসাতলের
বিশাল উদর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছেন, প্রাণিগণের
পাপপ্রভাবে বাহার অংশবিশেষ বিলুপ্ত রহিয়াছে,
বাহার আদেশ নিদেশে বিমর্ত্তমানব-গণের
মত নিরাস হয়, এবং যিনি প্রতিবন্ধকার বাক্য
নিস্তকভাবে শ্রবণ ও সহ করেন, সেই দেবকপী
হরি আমাদের শান্তি বিধান করেন । ১২—২২ ।

উপপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ৯ ॥

পঞ্চাশদধিকশততমোহিধ্যায়ঃ ।

ত্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ ॥ ততো গচ্ছন্নহারাজ
কুসুমেশ্বরমুত্তমম্ । দক্ষিণে নন্দ্যদাকুলে টুণ-
পাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ কামেন স্থাপিতো দেবঃ
কুসুমেশ্বরসংক্রতঃ । খ্যাঃ সপ্তেষু লোকেষু দেব-
দেবঃ সনাতনঃ ॥ ২ ॥ কামো মনোভবো বিখ্যঃ
কুসুমায়ুধচাপভূৎ । স কামান্ দদতে সৰ্বান পূজিতো
মীনকেতনঃ ॥ ৩ ॥ তেন নির্দম্বকায়েন চারাদ্য পরমে-
শ্বরম্ । অনঙ্কেন তথা প্রাপ্তমঙ্গিহং নন্দ্যদাতটে ॥ ৪ ॥
যুধিষ্ঠির উবাচ । অজিভূতস্ত নাশত্বমনক্সতু তু মে
বদ । ন ক্রতং ন চ মে দৃষ্টং ভূতপূৰ্ব্বং কদাচন ॥ ৫ ॥
এতৎসৰং যথাবৃত্তমাক্ষ দ্বিজসত্তম । শ্রোতুমিচ্ছামি
বিপ্রেন্দ্র ভীমার্জ্জুনযমৈঃ সহ ॥ ৬ ॥ ত্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । আদৌ কৃতযুগে তাত দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।
তপশ্চচার বিপুলং গঙ্গাসাগরসংস্থিতঃ ॥ ৭ ॥ তেন
সম্ভাপিতা নোকাঙ্গপশা সসুরাসুরাঃ । জঘ্মুস্তে
শরণং সর্বে দেবদেব শচীপতিম্ ॥ ৮ ॥ বাপয়ঃ

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

ত্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ ! অনন্তর
অনুত্তম কুসুমেশ্বরতীর্থে গমন করিবে, এই উপ-
পাতকনাশন কুসুমেশ্বর তীর্থ নন্দ্যদার দক্ষিণকুলে
বিদ্যমান । কাম এখানে কুসুমেশ্বর নামক লিঙ্গ-
মূর্ত্তি স্থাপিত করেন । এই কামপ্রতিষ্ঠিত সনাতন
দেবদেব সৰ্বলোক-বিখ্যাত । মনোভব কাম বিশ্ব-
ব্যাপী, মীনকেতন কুসুমশরধারী পঞ্চশর পূজিত
হইলে মানবগণের নিগিল কামনা দান করেন ।
হরকোপে কামের দেহ নির্দম্ব হইলে তিনি নন্দ্যদা-
তটে মন্তেশ্বর উপাসনা করিয়া অনঙ্গ হইয়াও
অঙ্গভাভ কবেন । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—
সেই অজিভূত অনঙ্কের নাশবিবরণ আমার নিকট
বর্ণনা করুন । ইহা শুনি আমি পূর্বে কখনও শুনি নাই
বা দেখি নাই । হে দ্বিজসত্তম ! আপনি এ তৎসমস্ত
আমার নিকটে বর্ণন করুন । আমি ভীম, অর্জুন
ও যমজ নকুল সহদেব সহ এই সকল শুনিত্তে অভি-
লাষ করি । মার্কণ্ডেয় বাললেন,—হে তাত ! পূর্বে
সত্যযুগে দেবদেব মহেশ্বর গঙ্গা-সাগরে অবস্থিত
হইয়া বিপুল তপশ্চরণ করেন । তাঁহার এই তপশ্রাঘ
স্ববাস্থব সহ সকল লোক সম্ভাপিত হয় । তখন

সর্বভূতানাং দেবদেবো মহেশ্বরঃ। সন্তাপয়তি
লোকাংস্ত্রীংস্ত্রীবারয় গোপতে ॥ ৯ ॥ ঋত্বা তদ্বচনং
তেষাং দেবানাং বলবৃদ্ধা। চিন্তয়ামাস মনসা
তপোবিদ্যায় চাদিশং ॥ ১০ ॥ অপ্সরাং মেনকাং
রক্তাং স্বতাচীক তিলোত্তমাম্। বসন্তং কোকিল
কামং দক্ষিণানিলমুত্তমম্ ॥ ১১ ॥ গতা তত্র মহা
দেবং তপশ্চরণতৎপরম্। ক্লেভয়ধ্বং যথাস্থায়ং
গঙ্গাসাগরবাসিনম্ ॥ ১২ ॥ এবমুক্তান্ত তে সর্বে
দেবরাজেন ভারত। দেবাপ্সরঃসমোপেতা জগ্মুস্তে-
হরসম্মিখো ॥ ১৩ ॥ বসন্তমাসে কুসুমাকরাবুলে
ময়ূরদাতাহনুকোকিলাকুলে। প্রনৃতাদেবাপ্সরগীত
সঙ্কুলে প্রবাত বাতে যমনৈখতাকুলে ॥ ১৪ ॥
তেন সম্মুর্চ্ছিতাঃ সর্বে সংসর্গাচ্চ গগোত্তমাঃ।
মধুমাধবগন্ধেন সর্কিন্নরমহোরগাঃ ॥ ১৫ ॥ যাবদা

সুরগণ শিবতপস্শাদর্শনে ভীত হইয়া দেবেশ শটী-
পতির শরণাপন্ন হন এবং বলেন,—সর্বভূতব্যাপক
দেবদেব মহেশ্বর তপস্শা করিতেছেন, তাঁহার
তপস্শায় ত্রিলোক সমস্ত হইয়া উঠিয়াছে, অতএব
হে ত্রিদশাধীশ! আপনি তাঁহাকে বারণ করুন।
বল-বৃদ্ধঘাতী বাসব সুরগণের বাক্যে ত্রাসিত হইয়া
শিবের তপোবিদ্যার্থ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগি-
লেন এবং আচরেই মেনকা, রক্তা, স্বতাচী, তিলো-
ত্তমা প্রভৃতি অপ্সরা এবং বসন্ত, কোকিল, কাম ও
অনুত্তম দক্ষিণানিলের প্রতি আদেশ করিলেন;
তিনি বলিলেন,—গঙ্গাসাগরে হর তপশ্চরণে রত
রাহিয়াছেন, তোমরা তথায় গমন করিয়া যে কোন
উপায়ে তাঁহাকে ক্লেভিত কর। হে ভারত!
অনন্তর সানুচর কাম বাসব কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট
হইয়া দেবাপ্সরা সমভিব্যাহারে হরসম্মিখানে গমন
করিলেন। বসন্তাদি অনুচরসহ পঞ্চশর সেই
যম-রাক্ষসাকুল বনে উপনীত হইল। তথায় সন্ধ্যা
বসন্ত মাসের আবর্তাব হইল; তরুনিকর কুসুমা-
করে আকুল হইয়া উঠিল; ময়ূর, দাতাহ
ও কোকিলকুলে কাননভূমি সমাকুল হইল,
দেবাপ্সরানিচয়ের নৃত্য ও সঙ্গীতরবে বন-
ভূমি মুগ্ধরত হইল এবং মন্দ মন্দ সমীরণ
বহিতে লাগিল। কামসম্পর্কে বনবাসী সকলেই
মুর্চ্ছিত হইল; এমন কি, মধু-মাধবের সুমধুর
গন্ধে কিন্নর, মহোরগ ও গগোত্তমগণও ম-
দিত হইল। কাম বনভূমির যে যে দিক্

লোকে ভাবতদ্বনং ব্যাকুলীকৃতম্। বীকতে
মদনাবিষ্টং দশাবস্থাগতং জনম্ ॥ ১৬ ॥ দেব-
দেবোহপি দেবানামবস্থাত্রিতয়ং গতঃ। সার্বিকীং
রাজসীং রাজ্যস্তামসীং তাং শৃণু মে ॥ ১৭ ॥
একং যোগসমাধিনা মুকুলিতং চক্ষুর্দ্বিতীয়ং পুনঃ
পাশত্যা। জঘনশূলস্তনহটে শৃঙ্গারভারালসম্।
অন্যদূরনিরস্তচাপমদনক্লেধানলোদ্যোপতং শস্তো-
ভিন্নরসং সমাধিসময়ে নেত্রত্রয়ং পাতু বঃ ॥ ১৮ ॥
এবং দৃষ্টে স দেবেন সশরঃ সশরাসনঃ। ভস্মী-
ভূতো গতঃ কামো বিনাশং সর্বদেহিনাম্ ॥ ১৯ ॥
কামং দৃষ্টা ক্ষয়ং যাস্তং তত্র দেবাপ্সরোগণাঃ।
ভীতা যথাগতং সর্বে জগ্মুস্তেব দিশো দশ ॥ ২০ ॥
কামেন রাহতা লোকাঃ সমুদ্রানুরমানবাঃ। ব্রহ্মাণং
শরণং জগ্মুর্দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ২১ ॥ সীদমানং
জগদৃষ্টা তমুচুঃ পরমেষ্ঠিনম্। জানাসি হং জগ-
চ্ছেষং প্রভো মৈথুনসম্ভবাং ॥ ২২ ॥ প্রজাঃ সর্বা

অবলোকন করিতে লাগিলেন, সেই সেই দিক্ই
আকুল হইল। মদনের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া
সকলেই মদনাবিষ্ট ও কম্পাদি দশাবস্থা প্রাপ্ত
হইল। সাধারণ জীবের কথা কি, দেবগণের
দে দেবও কামপ্রভাবে সার্বিকী, রাজসী ও
তামসী এই অবস্থাত্তয় প্রাপ্ত হইলেন! রাজন!
একণে ত্রিলোচনের সেই অবস্থাত্তয় অবগণ কর।
১-১৭। তাঁহার সম্মুখস্থিত প্রথম নয়ন যোগসমাধিতে
মুকুলিত হইল, দ্বিতীয় রাজসমুজ্জ্বল নয়ন শৃঙ্গার-
ভারালস হইয়া গিরিজার জঘনদেশ ও স্তনতটে
আসক্ত হইল এবং তৃতীয় তামস নয়ন অদূরে
চাপস্তম্ভে মদনকে দর্শন করিয়া ক্লেধানলে উদ্দীপ্ত
হইল। ত্রিনয়নের সমাধিকালীন এই ভিন্ন
রসময় নয়নত্রয় ভোমাদিগকে ভ্রাণ করন।
দেহীদিগের নিত্যসহচর সশর সুর এইরূপে
দেবদেবের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া শরচাপসহ বিনষ্ট
ও ভস্মীভূত হইলেন। অনন্তর কামকে ভস্মীভূত
অবলোকন করিয়া দেবাপ্সরাগণ ভীত চকিত-
চিত্তে দশদিকে পলায়ন করত যথাগত স্থানে
প্রস্থান করিলেন। তখন সুরাসুর-নর লোক সকল
কামরহিত হইলে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ব্রহ্মার সমীপে
গমন করিলেন এবং সমগ্ৰ জগৎ সীদমান দর্শন
করিয়া পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে কহিতে লাগিলেন,—
বলিলেন,—প্রভো! আপনি জানেন যে, এ জগৎ

বিশ্বাস্তি কামেন রহিতা বিভো ॥ ২৩ ॥ এত-
চ্ছূয়া বচন্তেবাং দেবানাং প্রাপিতামহঃ । জগাম
সহিতস্তত্র যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥ অতোবয়
জগন্নাথঃ সর্বভূতমহেশ্বরম্ । স্ততিভিত্তাণ্ডৈবৈঃ
স্তোত্রৈর্বেদবেদাঙ্গসম্ভবৈঃ ॥ ২৫ ॥ ততস্তষ্টো মহা-
দেবো দেবানাং পরমেশ্বরঃ । উবাচ মধুরাং
বাণীং দেবান বক্ষ্যুরোগমান্ ॥ ২৬ ॥ কিং কার্য্যং কশ্চ
সম্ভাপঃ কিং বাগমনকারণম্ । দেবভানামুষীণাং চ
কথ্যতাং মম মা চিরম্ ॥ ২৭ ॥ দেবা উচুঃ । কাম
নাশাজগন্নাশো ভবিতায়াং চরাচরে । ত্রৈলোক্যং
জং পুনঃ শস্তো উৎপাদয়িতুমহসি ॥ ২৮ ॥ এত-
চ্ছূয়া বচন্তেবাং বিষম্ভ পরমেশ্বরঃ । চিত্তয়ামাস
কামস্ত বিগ্রহং ভুবি হ্রস্বতম্ ॥ ২৯ ॥ আজগাম ততঃ
শীঘ্রমনস্তো হ্রস্বতাং গতঃ । প্রাণদঃ সর্বভূতানাং
পশ্চতাং নৃপসত্তম ॥ ৩০ ॥ তঃ শঙ্খনিাদেন
ভেরীণাং নিঃস্বনে চ । অভ্যানন্দংস্ততো দেবং

মৈথুন হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, হে বিভো !
সেই মৈথুনপ্রদত্ত কাম হইতেই জন্মিয়া থাকে ;
একণে কাম বিরহিত প্রজাগণ বিশ্বদ্ব হইয়া
যাইতেছে । প্রাপিতামহ দেবগণের এইরূপ বাক্য
শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের সহিত মহেশসমীপে গমন
এবং বেদবেদাঙ্গসমুদ্ভূত স্ততিবাক্য দ্বারা স্তব
ও তাঁণ্ডবাদি স্তোত্র দ্বারা জগৎপতি সর্বভূত-
মহেশ্বরের সন্তোষ সাধন করিলেন । অনন্তর
পরমেশ মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বক্ষ্যমুখ দেবগণকে
মধুরবাক্যে বলিলেন ; আপনাদের কি করিব ?
আপনাদের কোন সম্ভাপ উপস্থিত হইয়াছে ? এবং
কি জন্ত আপনারা আগমন করিয়াছেন ? সহর
সুরাধিসমূহের কুশল বলুন । দেবগণ বলিলেন,
এই চরাচর জগৎ কামনাশে বিনষ্ট হইবে,
অতএব হে শস্তো ! কেমন করিয়া আপনি
ত্রিলোক উৎপাদন করিবেন ? সুরগণের বাক্য
শ্রবণপূর্বক পরমেশ্বর মনে মনে পরামর্শ কবিয়া
তখনই কামের ভুবনহ্রস্বত দেহ ভাবনা করিলেন ।
তাঁহার স্মরণমাত্রেই সর্বভূত-প্রাণদ অনঙ্গ অঙ্গলাভ
করিয়া দর্শক দেবগণের সম্মুখেই তথায় উপস্থিত
হইলেন । হে নৃপসত্তম ! তখন সুর, অসুর ও
মহোরগগণ শঙ্খনিাদ ও ভেরীরবে দেবদেবের
অভিনন্দন করিলেন এবং বলিলেন,—হে দেব-
দেবেশ ! আপনাকে নমস্কার । হে আরনন্দম্ !

সুখাসুরমহোরগাঃ ॥ ৩১ ॥ নমস্তে দেবদেবেশ
কৃতার্থাঃ সুরসত্তমাঃ । বিসর্জিতাঃ পুনর্জগ্মুর্থাগত-
মরিন্দম ॥ ৩২ ॥ গতেষু স দেবেষু কামদেবোহপি
ভারত । তপশ্চচার বিপুলং নশ্বদাতটমাস্থিতঃ ॥
৩৩ ॥ নৃপোজপকশীভূতো দিবাং বর্ষশতং কিল ।
মহাভূতৈর্বিষ্মকৈরৈঃ পীড়্যমানঃ সমস্ততঃ ॥ ৩৪ ॥
আত্মবিষ্মবিনাশার্থং সংস্মৃতঃ কুণ্ডলেশ্বরঃ । চকার
রক্ষাং সর্বত্র শরপাতে নৃপোত্তম ॥ ৩৫ ॥ ততস্তষ্টো
মহাদেবো দৃঢ়ভক্ত্যা বরপ্রদঃ । বরেণ চন্দয়ামাস
কামং কামবিনাশনঃ ॥ ৩৬ ॥ জাহ্ন তুষ্টং মহাদেবমুবাচ
বমকেতনঃ । প্রণতঃ প্রাজ্ঞানির্ভূত্বা দেবদেবং ত্রিলো-
চনম্ ॥ ৩৭ ॥ যদি তুষ্টোহসি দেবেশ যদি দেয়ো
বরো মম । অত্র তীর্থে জগন্নাথ সদা সন্নিহিতো
ভব ॥ ৩৮ ॥ তথৈতি চোক্ত্বা বচনং দেবদেবো
মহেশ্বরঃ । জগামাকাশমাবিশ্চ স্তম্ভমানোহমরো-
গণৈঃ ॥ ৩৯ ॥ গতে চাদর্শনং দেবে কামদেবো
জগদ্ভ্রুকম্ । স্থাপয়ামাস রাজেন্দ্র কুসুমেশ্বরসংজি-
তম্ ॥ ৪০ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা ভাপবাসপর্য্য-

অনন্তর কৃতার্থ সুরগণ দেবদেবের নিকট বিদায়
লইয়া যথাগতস্থানে প্রস্থান করিলেন । হে ভারত !
দেবগণ প্রস্থান করিলে কামদেবও নশ্বদাতট
আশ্রয় করত বিপুল তপশ্চরণ করিলেন । জগতপ-
শ্রায় তাঁহার শরীর কৃশ হইল । এইরূপে তপশ্রায়
তাঁহার দিবা শতবৎসর অতীত হইলে সকল দিক্
হইতে বিষ্মকর মহাভূতগণ তাঁহার পীড়া উৎপাদন
করিল ১৮—৩৪ । হে নৃপসত্তম ! কাম আত্মবিষ্ম
বিনাশের জন্ত কুণ্ডলেশ্বরকে স্মরণ করিয়া সর্বত্র শর
পাতিত করিয়া আত্মরক্ষা বিধান করিলেন । অনন্তর
কামবিনাশন বরপ্রদ হর তাঁহার দৃঢ়ভক্তি দর্শনে
সন্তুষ্ট হইয়া বরদানে তাঁহাকে প্ররোচিত করিলেন ।
মকরকেতন কামও তখন দেবদেব ত্রিলোচনকে
প্রণত জানিয়া প্রণামপূর্বক বলিলেন,—হে
দেবেশ ! যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন
এবং আমাকে বরদান করেন, তবে হে জগন্নাথ !
এই তীর্থে সতত সন্নিহিত হউন । দেবদেব
মহেশ্বর “তাহাট্ট হট্টক” কহিয়া আকাশে
প্রবেশ করত অদর্শন হইলেন । (এদিকে
কামদেবও তথায় জগদ্ভ্রুক শঙ্করের লিঙ্গমূর্তি
স্থাপন করিলেন । হে রাজেন্দ্র ! ইহার নাম
হট্টক—কুসুমেশ্বর । উপবাসপর্যায়ণ এর এই
কুসুমতীর্থে স্নান করিবে । এই স্নান তৈজস্ভূ-

যশঃ । চৈত্রমাংসে চতুর্দশ্যাং মদনস্ত দিনেহথ বা ।
৪১ । প্রভাতে বিমলে প্রাপ্তে স্নান পূজ্য দিবা-
করম্ । তিলমিশ্রণে তোয়েন তর্পয়েৎ পিতৃ-
দেবতাঃ ৪২ । কুহা স্নানং বিধানেন পূজয়িত্বা চ
তং নৃপ । পিণ্ডান্নর্পণং কুর্য্যাক্তস্ত পুণ্যফলং শৃণু ।
৪৩ । সত্রযাজিকলং যচ্চ লভতে দ্বাদশাদিকম্ ।
পিণ্ডানাং ফলং তচ্চ লভতে নাম সংশয়ঃ ৪৪ ।
অঙ্কুলমূলে যঃ পিণ্ডং পিতৃহৃদিত্ত দাপয়েৎ । তস্ত তে
দ্বাদশাদানি ভূপ্তিঃ যান্তি পিতামহাঃ ৪৫ । কুমি-
কীটপতঙ্গা যে তত্র তীর্থে যুধিষ্ঠির । প্রাপ্নুবন্তি মৃত্যু-
শর্গং কিং পুনর্থে নরা মৃত্যুঃ ৪৬ । সন্ন্যাস-
কুরুতে যোহত্র জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ । কুসু-
মেশে নরো ভক্ত্য স গচ্ছেচ্ছিবমন্দিরম্ ৪৭ ।
তত্র দিব্যাপ্সরোভিষ্ঠ দেবগন্ধর্বগায়নৈঃ । ক্রৌড়তে
সেব্যমানস্ত কল্পকোটিশতং নৃপ ৪৮ । পূর্ণে
চৈব ততঃ কাল ইহ মানুযাতাং গতঃ । জায়তে
রাজরাজেন্দ্রৈঃ পূজ্যমানো নৃপো মহান্ ৪৯
সুরূপঃ সুভগো বাগ্মী বিক্রান্তো মতিমান্ শুচিঃ ।
জীবৈশ্বর্যশতং সাগ্রঃ সর্বব্যাবিধিবর্জিতঃ ৫০ ।

দ্বীপী অথবা মদনজয়োদশীতে করিতে হয় ।
মানব বিমল প্রভাতকালে স্নান করিয়া দিবাকরের
পূজা করিবে, স্নানান্তে তিলমিশ্র জল দ্বারা পিতৃ-
গণের তর্পণ করিবে । হে নৃপ ! কুসুমতীর্থে
যথাবিধি স্নান ও পূজা করিয়া যে মানব পিণ্ডান্নর্পণ
করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর । সত্রযাজী
দ্বাদশবার্ষিক সত্রে যে ফল লাভ করে, কুসুম-
তীর্থে পিণ্ডদাতা মানবেরও সেই ফল লাভ হয়,
সংশয় নাই । যে নর পিতৃগণের উদ্দেশে
অঙ্কুলমূলে পিণ্ডদান করে, তদীয় পিতৃপিতামহ-
গণ দ্বাদশবার্ষিকী ভূপ্তি লাভ করেন । হে যুধি-
ষ্ঠির ! কুসুমতীর্থে কুমি, কীট ও পতঙ্গও
দেহাবসানে শর্গে গমন করে, এখানে মৃত
মানবগণের কথা আর কি কহিব ? যে জিত-
ক্রোধ জিতেন্দ্রিয় মানব কুসুমেশতীর্থে ভক্তি-
পূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাহার শিবমন্দিরে
গমন হয় । তথায় দিব্য অ্প্সরোগণ ও গন্ধর্বানবহ
তাঁহার সেবা করে এবং তিনি তথায় শতকোটি-
কল্পকাল ক্রৌড়া করেন । হে নৃপ ! অনন্তর কাল
পূর্ণ হইলে তিনি ইহ সংসারে মানুষ হইয়া জন্ম
গ্রহণ করেন ও শ্রেষ্ঠ নৃপতি হন । রাজরাজেন্দ্রগণও
তাঁহার পূজা করেন । তিনি সুরূপ, সুভগ,

এতৎ পুণ্যং পাপহরং তীর্থকোটিশতাধিকম্ । কুসু-
মেশেতি বিখ্যাতং সর্বদেবনমস্কৃতম্ ৫১ ।

ইতি শ্রীকান্দে কুসুমেশ্বরতীর্থমাংসাবর্ণনং নাম
পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১৫০ ।

একপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । উত্তরে নর্মদাকূলে তীর্থ-
পরমশোভনম্ । জয়বারাহমাংসায়ঃ সর্বপাপ-
প্রণাশনম্ ১ । উদ্ধৃতা জগতী যেন সর্বদেব-
নমস্কৃত্য । লোকানুগ্রহবুদ্ধ্যা চ সংস্থিতো নর্মদা-
তটে ২ । তত্র তীর্থে তু যঃ স্নানং বীক্ষতে
মধুসূদনম্ । মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যা দশজন্মানু-
কীর্ণনাৎ ৩ । মৎস্তঃ কুর্মো বরাহশ্চ নরসিংহোহথ
বামনঃ । রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বৃদ্ধঃ কশিষ্ণুশ্চ তে
দশ ৪ । যুধিষ্ঠির উবাচ । মৎস্তেন কিং কৃতং
তাত কুর্মেণ মুনিসত্তম । বরাহেণ চ কিং কর্ম
নরসিংহেন কিং কৃতম্ ৫ । বামনেন চ রামেণ

বাগ্মী, বিক্রান্ত, মতিমান, শুচি ও সর্বব্যাবি-
ধিবর্জিত হইয়া কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ জীবিত
থাকেন । এই সর্বদেবনামস্কৃত বিখ্যাত কুসুমেশ
তীর্থ পুত্র, পাপহর এবং এই তীর্থ শতকোটি
তীর্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ । ৩৫—৫১ ।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫০

—:—

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নর্মদার উত্তরকূলে এক
পরমশোভন তীর্থ বিদ্যমান । ইহার নাম
জয়বারাহ । এই তীর্থ সর্বপাপনাশন । যিনি
ত্রিলোকের প্রাতি অনুগ্রহ বুদ্ধিতে সর্বদেব-
নমস্কৃত্য মহীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই বরাহ-
দেব এইস্থানে অবস্থান করেন । এ তীর্থে যে
মানব স্নান করিয়া মধুসূদনকে দর্শন করে, সে
দশজন্মাজিত পাপ হইতে মুক্ত হয় । মৎস্ত, কুর্ম,
বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বৃদ্ধ
ও কশি এই দশটি ভগবানের অবতার ।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত মুনিসত্তম !
মৎস্ত, কুর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম,

রাঘবেণ চ কিং কৃতম্ । বৃক্করূপেণ কিং বাপি
কচ্চিনা কিং কৃতং বদ ॥ ৮ ॥ এবমুক্তস্ত বিপ্রেন্দ্রো
ধর্ম্যপুত্রো ধীমতা । উবাচ মব্রাহ্মণঃ বাণীঃ তদা
ধর্ম্মশ্রুতঃ প্রতি ॥ ৯ ॥ স্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । মীনো
ভূহা পুরা করে স্রীতার্থং বক্ষ্যামি বিভূঃ । সমর্পয়ৎ
সমুদ্রত্যা বেদান্নগ্নান্নাহার্যবে ॥ ১০ ॥ অমৃতোৎপাদনে
রাজন কুশ্মো ভূহা জগদুগ্ধকঃ মন্দরং ধাবয়ামাস
তথা দেবীঃ বসুন্ধরাম্ ॥ ১১ ॥ উজ্জহার
ধরাং মগ্নাং পাতালতলবাসিনীম্ । বারাহং
কপমাস্থায় দেবদেবো জনার্দনঃ ॥ ১২ ॥ নর-
জ্ঞান্ধিতত্ত্বং কুহা সিংহজ্ঞান্ধিতত্ত্বং তথা । হিরণ্য
কশিপোর্কশ্চৈব বিদদার নখভূশৈঃ ॥ ১৩ ॥
জটী বামনরূপেণ স্তম্ভমানো দ্বিজোত্তমঃ । তদ্বিবাং
কপমাস্থায় ক্রমিষ্য মেদিনীঃ ক্রমেন ॥ ১৪ ॥ কুব্জবাংশ
বলিঃ পশ্চাৎ পাতালতলবাসিনম্ । স্থাপয়িত্বা
সুরান্ সর্গান্ গতো বিষ্ণুঃ স্বকং পুরম্ ॥ ১৫ ॥
জমদগ্নিহুতো রামো ভূহা শশ্বভূতাং বরঃ । ক্ষত্রিয়ান
পৃথিবীপালানবধৌদ্ধেয়াদিকান্ ॥ ১৬ ॥ কশ্যপায়

রাঘবরাম, বৃক্ক ও কচ্চি ইহারা কি কি কথ্য কারিয়া-
ছিলেন? তাহা আমার নিকট বলুন। বিপ্রেন্দ্র
মার্কণ্ডেয় ধীমান ধর্ম্মপুত্র কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত
হইয়া ধর্ম্মতনয়ের প্রতি তখন নিম্নলিখিত মধুর বাক্য
প্রয়োগ করিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—পুরা-
কল্পে বেদসমূহ মহার্ণবে নিমগ্ন ছিল, বিভূ, ব্রহ্মার
প্রীতির জন্ত মীনরূপ ধারণ করিয়া সেই মহার্ণব
নিমগ্ন বেদ উদ্ধার করত তাঁহাকে প্রদান করেন।
হে রাজন! অমৃতোৎপাদনসময়ে জগদুগ্ধক কুশ্ম
কলেবর পরিগ্রহ করিয়া মন্দর ও দেবী বসুন্ধরাকে
ধারণ করেন। তারপর দেবদেব জনার্দন বরাহবপু
ধারণ করিয়া পাতালতলবাসিনী নীরনিমগ্না ধরার
উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। অনন্তর বিভূ অর্দ্ধ-
সিংহশরীর ও অর্দ্ধনররূপ ধারণপূর্বক নখাকুল-
দ্বারা হিরণ্যকশিপু বক্ষ বিদারণ করেন। অতঃ-
পর দ্বিজোত্তমগণকর্তৃক স্তম্ভমান বিষ্ণু জটী ও বামন-
রূপী হইয়াছিলেন। তিনি এই দিব্যরূপ ধারণ
করত স্বীয় বিক্রমে মেদিনী আক্রমণ করেন;
বামন মেদিনী আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হন
নাই, পরে তিনি বলিকে পাতালে প্রেরণ ও সুর-
গণকে স্বস্বপদে স্থাপন করিয়া স্বীয় পুরে
প্রস্থান করেন। তার পর শশ্ববারিপ্রবর পরশু-
রাম হইয়া জমদগ্নির জনকরূপে জন্মগ্রহণ

মহীং দত্তা সপত্নতবনাচরাম্ । তপস্তপতি দেবেশো
মহেন্দ্রেন্দ্র্যাপি ভারত ॥ ১৭ ॥ ততো দাশরথী
রমো রাবণং দেবকটকম্ । সগণং সমরে হৃদা
রাজ্যং দত্তা বিভীষণে ॥ ১৮ ॥ পালয়িত্বা নগাদ-
ভূমিঃ মথৈঃ সন্তপা দেবতাঃ । স্বর্গং গতো
মহাতেজা রানো রাজীবলোচনঃ ॥ ১৯ ॥ বসুদেবগৃহে
ভূয়ঃ সঙ্কষণসহায়বান্ । অবতীর্ণো জগন্নাথো বাসু-
দেবো যুধিষ্ঠির ॥ ২০ ॥ সোহবধীভব সামর্থ্যাধ্বাখং
হৃষ্টভূতাম্ । চাপুরকংসকেশীনাং জরাসন্ধস্ত
ভারত ॥ ২১ ॥ তেন স্বঃ সুরসহায়েন হৃদা শত্রু-
ররেখর । ভোক্তাসে পৃথিবীঃ সর্বাঃ ভ্রাতৃভিঃ সহ
সন্ততাম্ ॥ ২২ ॥ তথা বুদ্ধহমপদং নবমং
প্রাপ্যাত্তেহচ্যুতঃ । শাস্তিমান দেবদেবেশো মধুহস্তা
মধুপ্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥ তেন বুদ্ধস্বরূপেণ দেবেন
পরমোষ্ঠিতা । ভবিষ্যতি জগৎসর্বং মোহিতং সচরা-
চরম্ ॥ ২৪ ॥ ন শ্রোষ্যন্ত পিতৃঃ পুত্রাস্তদাপ্রভৃতি
ভারত । ন গুরোর্বাক্ষবাঃ শিষ্যা ভবিষ্যতঃ ধরোত্তরম্ ॥

করত পৃথিবীপালক হৈহয়াদি ক্ষত্রিয়গণকে নিহত
করেন এবং হৈহয়পালিত কাননপর্বত সহ
মহীমণ্ডল কশ্যপের করে অর্পণ করিয়া স্বয়ং মহেন্দ্র
পর্বতে তপস্তা করেন। হে ভারত! দেবেশ
পরশুরাম অদ্যাপি সেই মহেন্দ্র পর্বতে তপস্তা
করিতেছেন। তার পর মহাতেজা রাজীবলোচন
রাম দশরথগৃহে অবতীর্ণ হইয়া সমরে দেবকটক
সগণ দশাননকে নিহত করেন, এবং বিভীষণকে
লঙ্কারাজ্য প্রদানপূর্বক স্বয়ং নীতিধন্যাসুসারে
অযোধ্যা রাজ্য পালন ও বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা দেব-
গণের তৃপ্তিসাধন করিয়া স্বর্গে গমন করেন।
হে যুধিষ্ঠির! অনন্তর সঙ্কষণসহায় জগৎপতি
বাসুদেব তোমার বলবীর্ঘ্যের সাহায্যে চাপুর,
কংস, কেশী ও জরাসন্ধ প্রভৃতি হৃষ্ট ভূপাল-
গণের বধসাধনায় বাসুদেব গৃহে অবতীর্ণ হন
হে নরেশ! তুমি তাঁহারই সহায়তায় বহু অর্থা
নিহত করিয়া ভ্রাতৃগণ সহ সমগ্র ভূমিত
তুমি ভোগ করিবে। ইহাই হইল অচ্যুত
ভগবানের অষ্টম অবতার। অনন্তর নব
অবতারে বুদ্ধ আবির্ভূত হইবেন; মধুঘাতী মধুপ্রি
দেবেশ বিষ্ণুর এই ব্রুবতার অতীব শাস্তিমা
হইবে। পরমেশ্বর দেব বিভূ বুদ্ধবিগ্রহ পরিগ্র
করিলে চরাচর অখিল জগৎ মোহিত হইবে। ১-
২২। হে ভারত! তৎকালে পুত্রগণ পিতার বাব

জিতো ধর্মো অধর্মেন চাসত্যেন ঋতঃ জিতম্ ।
জিতান্চৌরৈশ্চ রাজানঃ স্ত্রীভিশ্চ পুরুষা জিতাঃ ॥২৪॥
সৌদন্তি চাশ্বিনোজানি গুরো পূজা প্রণশ্চতি ।
সৌদন্তি মানবা ধর্ম্মাঃ কলৌ প্রাপ্তে যুধিষ্ঠির ॥
২৫ ॥ ষাদশো দশমে বর্ষে নারী গর্ভ-
বতী ভবেৎ । কণ্ঠাস্ত্র প্রস্থম্ ৫ ব্রাহ্মণো
হরিপিঙ্গলঃ ॥ ২৬ ॥ ভবিষ্যতি ততঃ ক'র্কদশমে
জন্মনি প্রভুঃ ॥ ২৭ ॥ এতেন্নে কথিতঃ রাজন্ দেবস্ত
পরমেষ্ঠিনঃ । কারণং দশজন্মানাং সৰ্বপাপ-
ক্ষয়করম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বেতবাহতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেক্ষরাপাল
ভার্গনেশ্বরমুত্তমম্ । শঙ্করং জগতঃ প্রাণং স্মৃতমাত্মা-
ধনাশনম্ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ

গ্রাহ্য করিবে না, বান্ধবগণ গুরুজনের বশে
থাকিবে না, সকলেই সতত নীচ পথে গমন
করিবে । অধর্ম্ম ধর্ম্মকে জয় করিবে, অসত্য কর্তৃক
সত্য নিষ্কীর্ণ হইবে, চৌরগণ রাজাকে জয় করিবে,
পুরুষগণ রমণীর নিকট পরাভূত হইবে । অগ্নি-
হোত্ৰনিচয় অবসন্ন হইবে, গুরুপূজা লোপ পাইবে ।
হে যুধিষ্ঠির ! কলিকাল উপস্থিত হইলে মানব ধর্ম্ম
অবসন্ন হইয়া যাইবে । ষাদশ কিংবা দশম বর্ষে
নারী গর্ভধারণ করিবে, তাহার প্রায়ই কণ্ঠা প্রসব
করিবে এবং ব্রাহ্মণেরা হরিৎ ও পিঙ্গলবর্ণ বিশিষ্ট
হইবে । অনন্তর বিষ্ণু কঙ্কিলেশ্বর পরিগ্রহ করি-
বেন । এই কঙ্কিই তাঁহার দশম অবতার । হে
রাজন্ ! এই তোমার নিকট দেব, পরমেষ্ঠীর দশজন্ম
ও তৎপ্রসঙ্গে জন্মাদির কারণ কথিত হইল, এই
ইহা সৰ্বপাপহর ॥ ২৩—২৮ ॥

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহাপাল ! অনন্তর
অমৃতম ভার্গনেশ্বর তীর্থে গমন করিবে । এখানে
জগৎপ্রাণ শঙ্করালক বিদ্যমান । এই শঙ্করের স্মরণ
মাজেই পাপপুঞ্জ বিনষ্ট হয় । যে মানব এখানে

পরমেশ্বরম্ । অমৃতম্ভক্ষ্য যজ্ঞস্তা কলঃ প্রাপ্নোতি
মানবঃ ॥ ২ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ কশ্চিৎ প্রাণত্যাগং
করিষ্যতি । অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্তা কুড়লোকাদ-
সংশয়ম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ভার্গনেশ্বরতীর্থবর্ণনং নাম
দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫২ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । তন্ত্বেবানন্তরং চান্ত্রদ্বি-
তীর্থমুত্তমম্ । যস্ত সন্দর্শনাদেব মুচ্যন্তে পাতকৈ-
র্নরাঃ ॥ ১ ॥ রবিতীর্থে তু যঃ স্নাত্বা নরঃ পশ্চতি
ভাস্করম্ । তস্ত যৎফলমুদ্ভিষ্টং স্ময়ং দেবেন
তচ্ছ্রু ॥ ২ ॥ নাক্ষো ন যুকো বধিরঃ কুলে
ভবতি কশ্চন । কুরূপঃ কুনখী বাপি তস্ত জন্মানি
ষোড়শ ॥ ৩ ॥ দজ্জিহ্বককুষ্ঠানি মণ্ডলানি বিচার্চিকা ।
নশ্চন্তি দেবভক্তস্ত যগ্নাসান্নাত্ত সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥
চরিতং তস্ত দেবস্ত পুরাণে যচ্ছ্রুতং ময়া । ন
তৎকথয়িতুং শক্যং সংক্ষেপেণ নৃপোত্তম ॥ ৫ ॥ তত্র

স্নান করিয়া পরমেশ্বরের পূজা করে, তাহার অমৃতম
যজ্ঞের ফললাভ হয় । ভার্গনেশ্বর তীর্থে যে
কোন নর তহুত্যাগ করে, তাহার কুড়লোকে
গতি হয়, কদাচ কুড়লোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন
করিতে হয় না, সংশয় নাই ॥ ১—৩ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫২ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ইহারই পর অমৃতম
রবিতীর্থ । মানবগণ এই রবিতীর্থের দর্শনমাজেই
সৰ্বপাপমুক্ত হয় । যে নর রবিতীর্থে স্নান করিয়া
ভাস্করকে অবলোকন করে, স্ময়ং দেবদেব তাহার
যে ফল বলিয়াছেন, বলিতেছি, শ্রবণ কর । ষোড়শ
জন্ম যাবৎ তাহার কুলে কদাচ কেহ মুক, অন্ধ,
বধির, কুরূপ ও কুনখী হয় না । যে ব্যক্তি দেব দিবা-
করের স্তব্ধ, যগ্নাযাত্যন্তরে তাহার দক্ষ, চিত্রকূট,
মণ্ডল ও বিচার্চিকা ব্যাধি বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই । হে
নৃপসত্তম ! আমি পুরাকালে দেবদিবাকরের বেরূপ
চরিত শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বিস্তারপূর্বক বলিতে
আমি সমর্থ নহি। অতএব সংক্ষেপে বলিতেছি ।

তীর্থে তু যদানং রবিমুদিশ্চ দীয়তে । বিধিনা
পাত্রবিপ্রায় তস্মাস্তো নাস্তি কহিচিৎ ॥ ৬ ॥ অয়নে
বিষুবে চৈব চন্দ্রসূর্যাগ্রহে তথা । রবিতীর্থে প্রদ-
ত্তানাং দানানাং কলমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥ সংক্রান্তৌ যানি
দানানি হব্যকব্যানি ভারত । অপামিব সমুদ্রস্ত
তেষামস্তো ন লভ্যতে ॥ ৮ ॥ যেন যেন যদা
দত্তং যেন যেন যদা হুতম্ । তস্মা তস্মা
তদা কালে সবিতা প্রতিদায়কঃ ॥ ৯ ॥ সপ্ত
জন্মানি তাস্তেব দদাত্যর্কঃ পুনঃপুনঃ । শত-
মিন্দুক্ষেপে দানং সহস্রং তু দিনক্ষেপে ॥ ১০ ॥
সংক্রান্তৌ শতসাহস্রং ব্যতীপাতে অনন্তকম্ ॥ ১১ ॥
যুধিষ্ঠির উবাচ । রবিতীর্থে কথং তাত পুণ্যাৎ-
পুণ্যতরং শ্রুতম্ । বিস্তরেণ মমাখ্যাহি
শ্রবণৌ মম লম্পটৌ ॥ ১২ ॥ ক্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ ।
শৃণুস্বাবহিতো ভূবা আদিত্যেশ্বরমুত্তমম্ । উত্তরে
নর্মদাকূলে সর্বব্যাধিবিনাশনম্ ॥ ১৩ ॥ পুরা
কৃতযুগস্তাদৌ জাবালির্জ্ঞানোহভবৎ । বসিষ্ঠাশ্রয়-
সমুত্তো বেদশাস্ত্রার্থপারগঃ ॥ ১৪ ॥ পতিব্রতা সাধু-

এ তীর্থে রবির উদ্দেশে যে দান করা যায়, এই
দান যথাবিধি যোগ্যপাত্রে প্রদত্ত হইলে, কোন-
রূপেই তাহার ফলের ইচ্ছা হয় না । অয়ন,
বিষুব ও চন্দ্র-সূর্যাগ্রহণে রবিতীর্থে দাননিচয়ের
ফল অমুত্তম । হে ভারত ! সংক্রান্তিদিনে
যে সকল দান ও হব্যকব্যের অনুষ্ঠান হয়,
সাগরের নীরবৎ তাহার অন্তর্দর্শন হয় না ।
যে যে সময় যে যে মানব যে যে দান বা
আহুতি প্রদান করে, ততৎকালেই সবিতা দাতা
তাহার প্রতিদায়ক হন । রবিদেব সপ্তজন্ম
পর্যন্ত সেই দান ও হোমফল পুনঃপুনঃ বিতরণ
করিয়া থাকেন । অমাবস্যায় দান করিলে তাহা
শতগুণ ফলজনক হয়, আর ত্র্যহস্পর্শে সহস্রগুণ,
সংক্রান্তিতে শতসহস্রগুণ এবং ব্যতীপাতে দান
করিলে তাহার ফল অনন্ত । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা
করিলেন,—হে তাত ! কিজন্য রবিতীর্থে পুণ্য
হইতেও পুণ্যতর হইল ? এ সকল শ্রবণের জন্য
আমার কর্ণযুগল লম্পটবৎ চঞ্চল হইয়াছে, অতএব
বিস্তররূপে সম্যক্ বর্ণন করুন । ক্রীমার্কণ্ডেয়
কহিলেন,—অমুত্তম আদিত্যেশ্বরের বিষয় বর্ণন
করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর । সর্বব্যাধি-
বিনাশন এই আদিত্যতীর্থে নর্মদার উত্তর তীরে
বিদ্যমান । পূর্বকালে সত্যযুগের আদিতে জাবালি

শীলা তস্মা ভাষ্যা মনস্বিনী । ঋতুকালে তু সা গম্বা
ভর্তারমিদমব্রবীৎ ॥ ১৫ ॥ বর্ততে ঋতুকালো মে
ভর্তারং তামুপস্থিতা । ভজ মাং ক্রীতিসংযুক্তঃ
পুত্রকামাঃ তু কামিনীম্ ॥ ১৬ ॥ এবমুক্তো দ্বিজঃ
প্রাহ প্রিয়েহদ্যাহং ব্রতাবিতঃ । গচ্ছেদানীং
বরারোহে দাস্ত্য ঋতুপরে পুনঃ ॥ ১৭ ॥ পুনর্দ্বিতীয়ে
সম্প্রাপ্তে ঋতুকালেহুপস্থিতা । পুনঃ সা চ্ছন্দিতা
তেন ব্রতস্হোহদ্যোতি ভারত ॥ ১৮ ॥ ইধং সা
বহুশস্তেন চ্ছন্দিতা চ পুনঃপুনঃ । নিরাশা চাতবক্তজ
ভর্তারং প্রতি ভামিনী ॥ ১৯ ॥ ত্বংধেন মহতাবিষ্টা
বিধায়ানশনং মৃত্যু । তেন ক্রণহতেনৈব পাপেন
সহসা দ্বিজঃ ॥ ২০ ॥ শীর্ণদ্রাণাজিহ্বুরভবত্তপঃ সর্বং
ননাশ চ । দৃষ্টোন্মানং স কুঠেন ব্যাপ্তং ব্রাহ্মণ-
সত্তমঃ ॥ ২১ ॥ বিমাদং পরমং গম্বা নর্মদা-
তটমাশ্রিতঃ । অপৃচ্ছতাক্ষরং তীর্থং দ্বিজৈভ্যো
দ্বিজসত্তমঃ ॥ ২২ ॥ আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছদিতি

নামে জনৈক দ্বিজ ছিলেন,—তিনি বশিষ্ঠ-
বংশ-সমুদ্ভূত ও বেদশাস্ত্রার্থপারগ ছিলেন । একদা
তদীয় সাধুশীলা পতিব্রতা মনস্বিনী পত্নী ঋতু-
কালে তাঁহার নিকট উপনীত হন এবং বলেন,—
আমার ঋতুকাল উপস্থিত, আপনি আমার স্বামী,
তাই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি; আমি
পুত্রকামা ও কামুকী, আপনি ক্রীতিযুক্ত হইয়া আমায়
ভজনা করুন ১—১৬ । পত্নীর প্রার্থনায় দ্বিজ উত্তর
করিলেন,—প্রিয়ে ! সম্প্রতি আমি ব্রতনিরত ;
হে বরারোহে ! এক্ষণে গমন কর, পুনরায় অস্ত
ঋতুতে তোমাতে উপগত হইব । হে ভারত !
জাবালিজায়া চলিয়া গেলেন, আবার তাঁহার দ্বিতীয়
ঋতুকাল উপস্থিত হইলে, তিনি আসিলেন, এবারও
জাবালি ব্রতের কথা বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখান
করিলেন । এইরূপে দ্বিজপত্নী বহুবার স্বামীর
নিকট পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যাতা হইলেন, জাবালি-
ভামিনী ভর্তার প্রতি হতাশা হইয়া পড়িলেন এবং
তিনি মহাত্বংখে আবিষ্ট হইয়া অনশন ব্রত অবলম্বন-
পূর্বক প্রাণত্যাগ করিলেন । দ্বিজ জাবালি এই
ব্যাপারে সদ্য ক্রণহত্যাপাতকে লিপ্ত হইলেন ।
তাঁহার নাসিকা ও অজিহ্বাযুগল শীর্ণ হইয়া আসিল
এবং তাঁহার অধিল তপস্যা বিনষ্ট হইয়া গেল !
দ্বিজসত্তম দেখিলেন—তাঁহার শরীর কুঠে পার-
ব্যাপ্ত হইয়াছে, তদর্শনে তিনি অত্যন্ত বিষম হই-

কিন্তু চেতসি। কুতস্তাস্থ্যকরং তীৰ্থতো দ্বিজাঃ
স্থ্যতাং মম। ২৩। তপস্তপ্যাম্যহং গতা তস্মি-
তীৰ্থে স্তুতাবিতঃ। ২৪। দ্বিজা উচুঃ। বেবায়া
উত্তরে কূলে আদিত্যেশ্বরনামতঃ। বিদ্যতে
ভাস্করং তীৰ্থং সৰ্বব্যাবিধিনাশনম্। ২৫। তত্র
দ্ব্যবচাৰেণ গন্তুং চেষ্টক্যতে ত্বয়া। এবমুক্তো
দ্বিজৈৰ্বিপ্ৰো গন্তুং তত্র প্রচক্ৰমে। ২৬।
ব্যাবিনা পরিভূতম্ ঘোৰেণ প্রাণহা ণিণা।
যদা গন্তুং ন শক্ৰোতি তদা তেন বিচিন্তি-
তম্। ২৭। সামৰ্থ্যং ব্রাহ্মণানাং হি বিদ্যতে ভুবন
ত্ৰয়ে। লিঙ্গপাতঃ কৃতো বিপ্রৈর্দেবদেবস্ত শূলিনঃ
২৮। সমুদ্রঃ শোষিতো বিপ্রৈৰ্বিহত্যাচাপি নিবা-
রিতঃ। অহমপ্যত্র সংস্থম্ হানয়িষ্যামি ভাস্করম্।
২৯। তপোবলেন মহতা হাদিত্যেশ্বরসংজিতম্।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা ত্র্যগ্ৰে তপসি সংস্থিতঃ। ৩০।
বায়ুভকো নিরাহারো গ্ৰীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যগঃ।
করিয়া তপস্তা করিলেন। তপস্তায় তাঁহার

শিশিৰে তোমমধ্যস্থে বৰ্ষাপ্ৰাপ্তাকৃতিঃ। ৩১।
সাগ্ৰে বৰ্ষশতে পূৰ্ণে রবিমণ্ডোহবৌদিদম্। ৩২।
স্থ্য উবাচ। বরং বরম্ ভদ্রং তে কিং তে মনসি
বাহিতম্। অদেয়মপি দাশ্যামি ক্রহি মা ত্বং চিরং
কথাঃ। ৩৩। কিমসাধ্যং হি তে বিপ্র ইদানাং
তপসি স্থিতঃ। ৩৪। জাবালিকুবাচ। যদি তুষ্টো-
হসি দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম। মম প্রতিজ্ঞা
দেবেশ হাদিত্যেশ্বরদর্শনে। ৩৫। কৃত্য তাং
পারিতুং দেব ন শক্ৰো ব্যাবিনা বৃতঃ। শুক্লতীৰ্থে-
হত্র তিষ্ঠ ত্বাদিত্যেশ্বরমূর্তিধক্। ৩৬। এবমুক্তে
তু দেবেশো বহুরূপো দিবাকরঃ। উত্তরে নৰ্মদা-
কূলে কণাদেব বাদ্যশ্রুত। ৩৭। তদাপ্রভৃতি ভূপাল
তদ্বিতীৰ্থং প্রচক্ৰতে। সৰ্বপাপহরং প্রোক্তং সৰ্ব-
দুঃখবিনাশনম্। ৩৮। যন্ত সংবৎসরং পূৰ্ণং নিত্য-
মাদিত্যবাসরে। স্নানাদি প্রদক্ষিণাঃ সপ্ত দ্বা পশ্চতি
ভাস্করম্। ৩৯। যৎকলং লভতে তেন তচ্ছুশ্ব
ময়োদিতম্। প্রস্তুপ্তং মণ্ডলানীহ দক্ষকুৰ্ভবিচৰ্চিকাঃ।

লেন, এবং ভাস্করের নিকট আরোগ্য কামনা
কৰ্তব্য, চিন্তে এইরূপ চিন্তা করিয়া নৰ্মদাতীরে
গমনপূৰ্বক তত্রত্য দ্বিজগণকে রবিতীৰ্থের পরিচয়
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, বলিলেন,—হে দ্বিজগণ
আমাকে বলিয়া দিউন, ভাস্করতীৰ্থ কোন্ স্থানে
বিদ্যমান? আমি সেই তীৰ্থে গমন করিয়া একান্ত-
মনে তপনদেবের তপস্তা করিব। দ্বিজগণ কহি-
লেন,—বেবার উত্তরতীরে আদিত্যেশ্বর নামক
সৰ্বব্যাবিধিনাশন ভাস্করতীৰ্থ বিদ্যমান, যদি
সমর্থ হও অবিচাৰিতমতি হইয়া তথায় গমন কর।
দ্বিজ জাবালি তত্রত্য দ্বিজগণ কর্তৃক এইরূপ
কথিত হইয়া গমনে উদ্যত হইলেন, তিনি প্রাণান্ত-
কর ভীষণ কুষ্ঠরোগে অভিভূত, গমনে উদ্যম
করিয়াও যাইতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি
ভাবিলেন,—ভুবনত্ৰয়ে ভূদেবগণের সামৰ্থ্য অনর্থ।
দ্বিজগণ স্বসামৰ্থ্যে শূলীৰ লিঙ্গ পাতিত করিয়াছেন,
সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন এবং বিদ্যুৎগিরির গতি
নিবারিত করিয়াছিলেন, অতএব আমিও এই স্থানে
অবস্থান করিয়াই এখানে ভাস্করকে আনয়ন
করিব। আমার মহাতপোবলে আদিত্য এই
স্থানেই উপস্থিত হইবেন। দ্বিজ জাবালি মনে
মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অতি তীব্র তপস্তায়
প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বায়ুভোজী ও নিরাহার
হইয়া গ্ৰীষ্মে পঞ্চাগ্নি মধ্যে অবস্থান, শিশিৰে

নীরমধ্যে বাস এবং বৰ্ষায় অনাবৃতস্থানে উপবেশন
করিয়া তপস্তা করায় কিঞ্চিদধিক শতবৎসর পূৰ্ণ
হইল, রবি তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—ভদ্র! বর
প্রার্থনা কর। তোমার মনোগত অভিলাষ কি
ব্যক্ত কর, বলিছ করিও না, অদ্য অদেয় বস্তুও
তোমাকে প্রদান করিব। বিপ্র! তুমি আমার
তপস্তা করিয়াছ, অতএব তোমার অসাধ্য কি
আছে? ৩১—৩৪। জাবালি বলিলেন,—হে দেবেশ!
যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন আর যদি
আমাকে বরদান করেন, তবে হে সুরেশ! আমি
আদিত্যেশ্বর দর্শনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম,
ব্যাপিপরীতাক্ষ হইয়া এক্ষণে আমি সে প্রতিজ্ঞা-
পূরণে অসমর্থ হইয়াছি; অতএব আপনি আদিত্যে-
শ্বর মূর্তি ধারণ করিয়া এই শুক্লতীৰ্থে সন্নিহিত
হউন। দ্বিজ জাবালি এইরূপ বলিলে দেবেশ
দিবাকর কণকাল মধ্যে বহুরূপী হইয়া নৰ্মদার
উত্তরতীরে প্রত্যক্ষ হইলেন; হে ভূপাল!
তদবধি এই স্থানকে লোকে আদিত্যেশ্বর তীৰ্থ
নামে অভিহিত করে। এই আদিত্যেশ্বর তীৰ্থ
সৰ্বপাপহর ও সৰ্বদুঃখবিনাশন বলিয়া কথিত হয়,
মানব পূৰ্ণ সংবৎসর প্রতিবর্ষিবারে এখানে স্নান
করিয়া আদিত্যেশ্বরের সপ্ত প্রদক্ষিণ ও দর্শন
করত যে কল লাভ করে, তাহা আমি বলিতেছি,

৪০ ॥ নশ্বস্তি সহস্রং রাজ্যং তুল্যশিখিবানলে ।
ধনপুত্রকলত্রাণাং পুরন্দ্রেশ্বরতয়াৎ ॥ ৪১ ॥ যন্ত
শ্রাদ্ধপ্রদস্তত্র পিতৃনৃদিশু স কমে । তুপ্যস্তি পিতর-
স্তস্ত পিতৃদেবো ি াকরঃ ॥ ৪২ ॥ ইতি তে
কথিতং সৰ্বমাদিত্যোঃ পরমুত্তমম্ । সৰ্বপাপহরং
দিব্যং সৰ্বরোগবিনাশনম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে আদিত্যোঃ পরমোত্তমম্

নাম ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমো-

অধ্যায়ঃ ॥ ১৭৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । নন্দাদক্ষিণে কলে তীর্থ-
কলকলেশ্বরম্ । বিখ্যাতঃ সৰ্বলোকেষু স্বয়ং দেবদেব-
নির্মিতম্ ॥ ১ ॥ অস্তকং সমরে হস্তা দেবদেবো
মহেশ্বরঃ ॥ সহিতো দেবগন্ধর্ভৈঃ কিম্বরৈশ্চ মহো-
রগৈঃ ॥ ২ ॥ শঙ্খতুর্ধ্যানিনাদৈশ্চ যুদঙ্গপণবাদিভিঃ ।
বীণাবেণুবৈশ্চাতৈঃ স্ততিভিঃ পুঙ্কলাদিভিঃ ॥ ৩ ॥
গায়ন্তি সামানি যজুঃবি চাত্তে চ্ছন্দাঃসি চাত্তে ঋচ-
যুঙ্গিরন্তি । স্তোত্রৈরনেকৈরপরে গৃণন্তি মহেশ্বরঃ

শ্রবণ কর । হে মহীপাল ! অনলে যেমন তুলা-
রাশি ভস্মীভূত হয়, পুরোক্ত ক্রিয়াকারী নরেন্দ্রও
তদ্রূপ কুষ্ঠ, মণ্ডল দক্ষ ও বিচর্চিকা সহস্র বিলুপ্ত
হইয়া থাকে । বৎসরত্ৰয় এইরূপ করিলে মানবের
ধন, পুত্র ও কলত্রে গৃহ পূর্ণ হয় । ভাস্কর পিতৃ-
দেব বলিয়া বর্ণিত হন । যে মানব সংক্রমণকালে
এখানে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ দান করে,
তাহার পিতৃগণ তুষ্ট হন । ৩৫—৪৩ ।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নন্দাদর দক্ষিণকূলে
কলকলেশ্বরতীর্থ বিদ্যমান । এই কলকলেশ্বর
ত্রিলোকে বিখ্যাত এবং দেবদেব স্বয়ং এই তীর্থ
নির্মাণ করেন । দেবদেব মহেশ্বর সমরে অক্ষ-
ককে নিহত করিলে দেব, গন্ধর্ব্ব, কিম্বর ও মণো-
রগগণ শঙ্খ, তুর্ধা, যুদঙ্গ, পণব, বীণা ও বেণু-
রবে এবং অস্ত্র কেহ কেহ বিপুল স্ততিবাক্যে
তাহার স্তুত করিলেন । তখন কেহ সামগান, কেহ

তত্র মহানুভাবাঃ ॥ ৪ ॥ প্রমথানাং নিনাদেন কঙ্ক-
লেন চ বন্দিনাম্ । যন্তাৎ প্রতিষ্ঠিতঃ লিঙ্গং তন্ত্রা-
জ্ঞাতং তদাখ্যা ॥ ৫ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ শ্রাদ্ধা
বৌক্ষেৎ কলকলেশ্বরম্ । বাজপেয়াৎ পরং পুণ্যং স
লভেদ্যানবো ভূবি ॥ ৬ ॥ তেন পুণ্যেন পুত্ৰাশ্চ
প্রাণত্যাগাদিবঃ ব্রজেৎ । আকুতঃ পরমং যানং
গীষমানোহপ্সরোগণৈঃ ॥ ৭ ॥ উপভূজ্য মহা-
ভোগান্ কালেন মহতা ততঃ । মর্ত্যালোকে
মহান্মাসৌ জায়তে বিমলে কূলে ॥ ৮ ॥ ব্রাহ্মণঃ
শুভগো লোকে বেদবেদাঙ্গপারগঃ । ব্যাধিশোক-
বিনির্মুক্তো জীবেচ্চ শরদাং শতম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কলকলেশ্বরতীর্থকলমাহাশ্রা-

বর্ণনং নাম চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমো-

অধ্যায়ঃ ॥ ১৪৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । প্রতঃপরং প্রবক্ষ্যামি
সৰ্বতীর্থানুত্তমম্ । উত্তরে নন্দাদাকূলে শুকতীর্থঃ

মজুর্বেদ ও কেহ কেহ ঋতুমন্ত্র কীৰ্ত্তন করিতে
লাগিলেন ; অপর অনেক মহানুভব বিবিধ
স্ততিবাদে এবং প্রমথ ও বন্দিগণ কলকলনাদ
করিয়া দেবদেবের স্তুত করিলেন । তৎকালে কল-
কলনিাদ সহকারে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়, এজন্ত নাম
হয় কলকলেশ্বর । যে মানব এখানে শ্রাদ্ধ করিয়া
কলকলেশ্বর অবলোকন করেন, ততলে তাঁহার
বাজপেয় যাগ হইতেও উত্তম পুণ্যফল লাভ হয় ।
আর এই পুণ্যপ্রভাবে সেই পুত্ৰাশ্চ নর তনু-
ভাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন ; স্বর্গের উত্তম
স্থানে তাহার বাস হয় । অপ্সরোগণ তাহার স্ততি-
গান করে । তিনি দীর্ঘকাল মহাভোগ উপভোগ
করিয়া মহাশ্রা, শুভগ ও বেদবেদাঙ্গপারগ হিউ
হইয়া বিমলকূলে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি
ব্যাধিনির্মুক্ত হইয়া ইহলোকে শতবৎসর জীবিত
থাকেন । ১—৯ ।

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মুখিষ্ঠির । অনন্তর
সৰ্বতীর্থোত্তম শুকতীর্থের কথা কীৰ্ত্তন করিতেছি,

যুধিষ্ঠির ॥ ১ ॥ তন্তু তীর্থস্ত চাত্তানি পুণ্যত্বচ্ছূভ-
দর্শনাং । পৃথিব্যাং সর্বতীর্থানি কলাং নার্ষ্ণি
ষোড়শীম্ ॥ ২ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । তন্তু তীর্থস্ত
মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ । ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ
সর্বৈশ্বর্য্যৈর্দ্বিজসত্তমৈঃ ॥ ৩ ॥ ক্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ ।
শুক্ৰতীর্থস্ত চোৎপত্তিমাকর্ণয় নরেশ্বর । যন্ত সন্দ-
র্শনাদেব ব্রহ্মহত্যা প্রলীয়তে ॥ ৪ ॥ নন্দদা সরিতাঃ
শ্রেষ্ঠা সর্বপাপপ্রণাশিনী । যচ্চ বাল্যে কৃতং পাপং
দর্শনাদেব নশ্তি ॥ ৫ ॥ মোক্ষদানি ন সর্বত্র
শুক্ৰতীর্থমুতে নৃপ । শুক্ৰতীর্থস্ত মাহাত্ম্যং পুরাণে
যচ্ছূভং ময়া ॥ ৬ ॥ সমাগমে মুনীনাং তু দেবানাং
হি তথৈব চ । কথিতং দেবদেবেন শিতিকণ্ঠেন
ভারত । কৈলাসে পর্বতশ্রেষ্ঠে তত্ত্বৈ সঙ্কথয়াম্য-
হম্ ॥ ৭ ॥ পুরা কৃতযুগস্তাদৌ ভোষিতুং গিরিজাপতিম্ ।
তপশ্চচার বিপুলং বিষ্ণুর্ধর্মসহস্রকম্ । বায়ুভক্ষো
নিরাহারঃ শুক্ৰতীর্থে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৮ ॥ ততঃ
প্রত্যক্ষতামাগাদেবদেবো মহেশ্বরঃ । প্রাহুর্ভূতস্ত
সহসা তত্র তীর্থে নরাধিপ ॥ ৯ ॥ ক্রোশদ্বয়মিদং

এই তীর্থ নন্দদার উত্তরকূলে অবস্থিত । এই
শুক্ৰতীর্থ অতিপুণ্য ও শুভদর্শন । অবনীতে অস্ত
যে সকল তীর্থ আছে, তাহার শুক্ৰতীর্থের ষোড়শ
কলার এক কলারও যোগ্য নহে । যুধিষ্ঠির কহিলেন,
—আমি অমুজ ও অশ্রুজ দ্বিজসত্তমগণসহ এই
তীর্থের মাহাত্ম্য যথাযথ শ্রবণ করিতে অভিলাষ
করি । ক্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নরেশ । যাহার
দর্শনেই ব্রহ্মহত্যা দি বিলীন হয়, সেই শুক্ৰতীর্থের
উৎপত্তি শ্রবণ কর । নন্দদা সর্বপাপপ্রণাশিনী ও
সরিতারা ; ইহার দর্শনেই বাল্যকালকৃত কলুষ বিনষ্ট
হয় । হে নৃপ ! শুক্ৰতীর্থের যে কোন স্থানেই
মানব মরুক না কেন, তাহার মোক্ষলাভ হয় । হে
ভারত ! সুর-ঋষিসভায় দেবেশ শিতিকণ্ঠ পুরাণ-
কৌতুহলপ্রসঙ্গে এই শুক্ৰতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন ।
আমি তাহা শুনিয়াছিলাম । এই সুর-ঋষিসভা
শৈলোত্তম কৈলাসে হইয়াছিল । এ বিষয়ে শঙ্কর
যে রূপ কহিয়াছেন, এক্ষণে তোমার নিকট তাহা
বর্ণন করিতেছি । পূর্বে সত্যযুগের প্রথম সময় বিষ্ণু
গিরিজাপতির জীতিসাধনার্থ সহস্র বৎসর বিপুল
তপস্শা করেন । হে নরাধিপ ! বিষ্ণু বায়ুভোজী
ও নিরাহার হইয়া শুক্ৰ তীর্থে অবস্থানপূর্বক দেব-
দেব মহেশের তপস্শা করিলে মনোশ সন্তুষ্ট হইয়া,
সেই স্থানে সহসা প্রাহুর্ভূত হন এবং এই তীর্থের

চক্রে ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ । তস্মিন্স্থতীর্থে নরঃ
স্নাত্বা মৃত্যুতে সর্বকলিষেঃ ॥ ১০ ॥ গঙ্গা কনখলে
পুণ্য কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী । গ্রামে বা যদি বারণ্যে
পুণ্য সর্বত্র নন্দদা ॥ ১১ ॥ সর্বৌষধীনামশনং
প্রধানং সর্বৈষু পেয়েষ জলং প্রধানম্ । নিদ্রা
সুখানাং প্রমদা রতীনাং সর্বৈষু গাজেষু শিরঃ
প্রধানম্ ॥ ১২ ॥ স্নাতস্তাপি যথা পুণ্যং ললাটং
নৃপসত্তম । শুক্ৰতীর্থং তথা পুণ্যং নন্দদায়াং যুধি-
ষ্ঠির ॥ ১৩ ॥ সরিতাক্ষ যথা গঙ্গা দেবতানাং জনা-
দনং । শুক্ৰতীর্থং তথা পুণ্যং নন্দদায়াং ব্যব-
স্থিতম্ ॥ ১৪ ॥ চতুষ্পদানাং সুরভির্বর্ণানাং ব্রাহ্মণো
যথা । প্রধানং সর্বতীর্থানাং শুক্ৰতীর্থং তথা নৃপ ॥
১৫ ॥ গ্রহাণাং তু যথা দিত্যো নক্ষত্রাণাং যথা শনী ।
শিরো বা সর্বগাজাণাং ধন্যাণাং সত্যযিয্যতে ॥ ১৬ ॥
তথৈব পার্থ তীর্থানাং শুক্ৰতীর্থমহত্তমম্ । হৃষিকেশয়ো
যথা লোকে পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ১৭ ॥ সূক্ষ্মহৃদ-
নির্দেশঃ শুক্ৰতীর্থং তথা নৃপ । মন্দপ্রজ্ঞামাপন্নো
মহামোহসমবিতঃ ॥ ১৮ ॥ শুক্ৰতীর্থং না জানাতি

ক্রোশদ্বয় স্থান ভুক্তিমুক্তিপ্রদ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া
দেন । মানব এই তীর্থে স্নান করিয়া অখিল
কলুষ হইতে মুক্ত হয় । কনখলে গঙ্গা ও কুরু-
ক্ষেত্রে সরস্বতী পুণ্য ; আর কি গ্রাম, কি অরণ্য,
নন্দদা সর্বত্রই পবিত্রা । ১০--১১। হে যুধিষ্ঠির ! যেমন
ভোজ্য বস্তুর মধ্যে ওষধি প্রধান, পানীয় মধ্যে
জল প্রধান, সুখসমূহের মধ্যে নিদ্রাসুখ শ্রেষ্ঠ,
রাতির মধ্যে প্রমদারতি উত্তম, দেহাবয়ব মধ্যে
মস্তক সর্বোত্তম এবং যেমন স্নাত ব্যক্তির ললাট
অতি পবিত্র, তেমানি এই নন্দদাশ্রিত শুক্ৰতীর্থ
সুপুণ্য । ১২। হে যুধিষ্ঠির ! সরিতাসমূহ মধ্যে গঙ্গা
ও দেবগণ মধ্যে যেমন জনাঙ্গন প্রধান, তদ্রূপ
নন্দদার শুক্ৰতীর্থ পুণ্যতম । হে নৃপ ! চতু-
ষ্পদগণের মধ্যে সুরভি ও বর্ণনিচয়ে যেমন
ব্রাহ্মণ প্রধান, তদ্রূপ তীর্থগণমধ্যে শুক্ৰতীর্থই
সর্বোত্তম । হে পার্থ ! যেমন গ্রহগণ মধ্যে
আদিত্য, নক্ষত্রনিচয় মধ্যে শনী, সর্বাণ্যবয়ব মধ্যে
মস্তক এবং ধর্মসমূহ মধ্যে সত্য, তদ্রূপ তীর্থগণ
মধ্যে শুক্ৰতীর্থই সর্বোত্তম । হে নৃপ ! সাতিশয়
সূক্ষ্মহৃদদ্বন্দ্বন সনাতন পরমাত্মা যেরূপ লোকে
হৃষিকেশয়, শুক্ৰতীর্থ তদ্রূপ লোকবুদ্ধির অনির্দেশ্য ।
যে মানব মন্দপ্রজ্ঞ ও মহামোহসমবিত, সে

নশ্বদাতটসংস্থিতম্ । বহুনা ত্র . কিমুক্তেন ধর্মপুত্র
পুনঃপুনঃ । ১৯ । শুক্লতীর্থং মহাপুণ্যং সম্প্রাপ্তং
কন্যবক্ষ্যাম্ । যোহত্র দত্তে শুচির্ভূত্বা একং রেবা-
জলাঞ্জলিম্ । ২০ । কল্পকোটীসহস্রাণি পিতর-
স্তেন তর্পিতাঃ । ২১ । একঃ পুত্রো ধরাপৃষ্ঠে
পিতৃণামার্তিনাশনঃ । চাণক্যো নাম রাজাভূচ্চুক্লতীর্থং
চ বেদ সং । ২২ । যুধিষ্ঠির উবাচ । কোহসৌ
দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ চাণক্যো নাম নামতঃ । শুক্লতীর্থশ্চ
যো বেত্তা নান্তো বেত্তা হি কশ্চন । ২৩ । কেনো-
পায়েন ততীর্থং তেন জাতং ধরাতলে । তদহং
শ্রোতুমিচ্ছামি পরং কোতুহলং হি মে । ২৪ ।
শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ইক্ষাকুপ্রভবো রাজা নপ্তা
শুদ্ধোদনশ্চ । চাণক্যো নাম রাজধিবুভূজে
পৃথিবীমিমাম্ । ২৫ । বিক্রান্তো মতিমান্ নরঃ
সর্বলোকৈরবধিতঃ । বধিতঃ সহস্রা ধৃত্বাবয়সাত্যাং
নৃপোত্তমঃ । ২৬ । যুধিষ্ঠির উবাচ । কথং স
বধিতো রাজা বায়সাত্যাং কুতোহথবা । পুরা যেন

নশ্বদার তটবস্তী শুক্লতীর্থ বিদিত ইয় না ।
হে ধর্মবান্দন ! এ বিষয়ে বহু বলিয়া কি হইবে,
শুক্লতীর্থ মহাপুণ্য ; পাপক্ষয় হইগেই লোক
শুক্লতীর্থ লাভ করে । যে মানব শুচি হইয়া
এখানে এক অঞ্জলি রেবাজল অর্পণ করে, তদীয়
পিতৃগণ সহস্র কোটি কল্পকাল ভুগ্ন হন । ক্ষেণী-
পৃষ্ঠে চাণক্য নামে এক রাজা জন্মিয়াছিলেন, তিনিই
যথার্থ পিতৃগণের পুত্রপদবাচ্য ; তিনিই পিতৃগণের
আর্তিনাশ করিয়াছিলেন এবং শুক্লতীর্থ সম্যক
বিদিত হইয়াছিলেন । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন
—আপনি বলিলেন,—চাণক্যই শুক্লতীর্থ বিদিত
হইয়াছিলেন, এ তীর্থের বেত্তা অস্ত্র কেহ নাই । হে
ব্রাহ্মণসত্তম ! এক্ষণে বলুন,—সেই চাণক্য কে ?
তিনি কি উপায়ে ভূতলের এই তীর্থ বিদিত
হন, ইহা আমি জানিতে অভিলাষ করি, এ
বিষয়ে আমার পরম কোতুহল হইতেছে ।
শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—রাজধি চাণক্য ইক্ষাকুকুলে
জন্মগ্রহণ করেন, ইনি শুদ্ধোদনের পৌত্র । বিক্রান্ত
মতিমান্ নৃপসত্তম শূর 'চাণক্য পৃথিবী পালন
করিতে থাকিলে কেহই তাঁহাকে বধিত করিতে
সমর্থ হয় নাই ; কিন্তু একদা সহস্রা তিনি শঠ
বায়সদয় কর্তৃক বধিত হন । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসি-
লেন,—পূর্বে যে ধীমান্ মহাশয় চাণক্য জ্ঞানগর্ভে

প্রতিজ্ঞাতঃ ধীগর্ভেণ মহাশয়-না । ২৭ । ন জীবৈ
বধিতোহন্তেন প্রাণাস্ত্যাক্ষেন সংশয়ঃ । এতন্মে
বদ বিপ্রেন্দ্র পরং কোতুহলং যম । ২৮ । শ্রীমার্ক-
ণ্ডেয় উবাচ । আত্মানং বধিতং জাহা তদা সংগৃহ
বায়সৌ । প্রেষয়ামাস তীত্রেণ দণ্ডেন যমসাদনম্ ।
২৯ । বায়সাবচতঃ । সুনোপসুন্দরো পুত্রাবাবাং
কাকভ্রমাগতো । মা বধীষৎ মহাতাগ কশ্মিংশ্চিৎ
কারণান্তরে । ৩০ । তাবাবাং কৃতসঙ্কল্পো হুয়া কোপেন
মানদ । নিরস্তাবনিরস্তো বা যাস্তাবঃ পরমাং গতিম্ ।
৩১ । তদাদেশয় রাজেন্দ্র কহা ত । মহৎ প্রিয়ম্ ।
মুক্তশাপো ভবিষ্যাবো ব্রহ্মণো বচনং তথা । ৩২ ।
তচ্ছুভা কাকবচনং চাণক্যো নৃপসত্তমঃ । নাহং
জীবৈ বিদিতৈবং বধিতঃ কেন কহিচিৎ । ৩৩ ।
তস্মাত্তীর্থং বিজানীতং যমস্ত সদনে দ্বিজৌ ।
প্রেষয়ামি যথাত্মাং শ্রুত্বা তৎকথয়িষ্যথঃ । ৩৪ ।

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, জীবলোকে যদি কেহ
তাঁহাকে বধিত করে, তবে তিনি নিঃসংশয় তপ্ত্যাগ
করিবেন ; সেই রাজা বায়সদয় কর্তৃক কিরূপে
বধিত হইলেন ? হে বিপ্রেন্দ্র ! ইহা আমার নিকট
বলুন, আমার পরম কোতুহল হইতেছে । শ্রীমার্কণ্ডেয়
কহিলেন,—তখন রাজা চাণক্য বায়সদয়কর্তৃক
আপনাকে বধিত জানিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করি-
লেন এবং তীত্রেদণ্ডপাত দ্বারা তাহাদিগকে যম-
পুরে প্রেরণে উদ্যত হইলেন । বায়সদয় বলিল,
—আমরা উভয়েই সুন্দ ও উপসুন্দর তনয় ;
হে মহাতাগ ! কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বলি-
তোছি, আমাদিগকে বধ করিবেন না । হে মানদ !
আমরা ইচ্ছা করিয়াই আপনার কোপে পতিত
হইয়াছি, আপনি এক্ষণে আমাদিগকে দূর করুন
আর নাই করুন, নিশ্চিতই আমরা পরম গতি
প্রাপ্ত হইব । ১২—৩১ । হেরাজেন্দ্র ! আদেশ করুন,
এক্ষণে আমরা আপনার কি সুমহৎ প্রিয় কার্য
করিব ? আমরা শাপগ্রস্ত হইলে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন,
—আপনার করস্পর্শে আমরা পাপমুক্ত হইব ।
নৃপসত্তম চাণক্য কাকবচনে উত্তর করিলেন,—
তোমরা যাহাই বলনা কেন, আমি কখনও কোনও
ব্যক্তি কর্তৃক বধিত হইয়া জীবলোকে প্রাণ
ধারণে আভ্যাস করি না ; অতএব হে পক্ষি-
দয় ! তোমরা জানিও, আমি তোমাদিগকে যথা-
রাতি যমসদনে প্রেরণ করিতোছি, আমার কথা
ভুলিয়া তোমরা যমের নিকট গিয়া বলিবে ।

ভেনৈবমুক্তো। তো কাকো অকন্দনবিভূষিতো।
শীতগৌ প্রথমামাস যমন্ত সদনং প্রতি । ৩৫ ।
রাজোবাচ । তত্র ধর্মপুংসঃ গতা বিচরন্তাবিত-
স্ততঃ । যদি পৃচ্ছতি ধর্মাত্মা যমঃ সংযমনো
মহান । ৩৬ । কুতো বামাগতঃ ক্রতঃ কেন বা
ভূষিতাবুভো । মদীয়া ভারতী তন্ত কথনীয়
কথনিতম্ । ৩৭ । ইক্ষাকুসন্তবো রাজা চাণক্যো
নাম ধার্মিকঃ । দ্বাদশাহে মৃতস্তান্ত তর্পিতাব-
শনাদিনা । ৩৮ । তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজো গতো
তো যমসাদনম্ । ক্রোড়িতো প্রাপ্তে তন্ত অকন্দন-
বিভূষিতো । ধর্মরাজেন তো পৃষ্ঠৌ দৃষ্টৌ ধুরৌ
চ বায়সৌ । ৩৯ । যম উবাচ । কুতঃ স্থানাৎ
সমায়াতো কেন বা ভূষিতাবুভো । বৃন্তঃ বৈ
কথ্যাতামেতদ্বায়সাবিশিষ্টয়া । ৪০ । কাকাবুভুঃ ।
ইক্ষাকুসন্তবো রাজা চাণক্যো নাম ধার্মিকঃ
দ্বাদশাহে মৃতস্তান্ত তর্পিতাবশনাদিভিঃ । ৪১ ।
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা তদা বৈবস্বতো যমঃ । চিত্র-

গুপ্তঃ কলিঃ কালঃ বীক্যতামিদমব্রবীৎ । ৪২ ।
অগুজশ্বেদজাতীনাং ভূতানাং সচরাচরে । বিহিতঃ
লোককর্তৃণাং সান্নিধ্যং ব্রহ্মণা যম । ৪৩ । গতঃ কুন্ত
হুয়াচারচাণক্যো নামতস্মিন্ । অবিত্যতাং পুরা-
ণেষু স্থিতিহাসেষু যা গতিঃ । ৪৪ । ততঃৈধর্ম-
পালৈস্ত ধর্মরাজ প্রচোদিতৈঃ । নিরীকিতা
পুরাণোক্তা কর্মজা গতিরাগতিঃ । ৪৫ । ততঃ
প্রোবাচ বচনং ধর্মো ধর্মভূতাং বরঃ । শৃণুতাং
ধর্মপালানাং মেঘগন্তীরয়া গিরা । ৪৬ । শুক্ল-
তীর্থে মৃতানাং তু নর্মদাবিমলে জলে । অগুজ-
শ্বেদজাতীনাং ন গতির্মম সান্নিধৌ । ৪৭ । ততীর্থ-
ধার্মিকং লোকে ব্রহ্মবিশ্বমহেশ্বরৈঃ । নির্মিতং
পরয়া ভক্ত্যা লোকানাং হিতকাম্যয়া । ৪৮ ।
পাপোপপাতকৈর্ভুক্তা যে নরা নর্মদাজলে । শুক্ল-
তীর্থে মৃতঃ শুদ্ধা ন তে মদ্বিষয়াঃ কচিৎ । ৪৯ ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং তো কাকো যমভাবিতম্ ।
আগতো শীতগৌ পার্থ দৃষ্টৌ যমপুংসঃ মহৎ । ৫০ ।

অনন্তর রাজা চাণক্য মাল্য-চন্দনে বিভূষিত করিয়া
কাকদ্বয়কে যমালয়ে যাইবার জন্য পরিত্যাগ করি-
লেন । চাণক্য বলিয়া দিলেন,—তোমরা যমভবনে
গমন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকিলে
যদি ধর্মাত্মা মহাসংযমী যম তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা
করেন—“কোথা হইতে আগমন করিলে, কে
তোমাদিগকে ভূষিত করিয়াছে, বল ।” তবে
অবিশিষ্টহৃদয়ে তাঁহার নিকট আমার বাণী
নিবেদন করিবে ; বলিবে—ইক্ষাকুকুলসম্ভব ধার্মিক
রাজা চাণক্য অনশনে তনুত্যাগ করিয়াছেন ;
সেই মৃত রাজার দ্বাদশ দিনে আমরা অশনাদি
দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়াছি । নৃপ চাণক্যের বাক্য
শ্রবণে কাকদ্বয় তখন যমপুরে গমন করিল
এবং চাণক্যপ্রদত্ত মালাচন্দনে বিভূষিত হইয়া
যমরাজের চত্বরভূমে বিচরণ করিতে লাগিল ।
অনন্তর ধর্মরাজ ধৃষ্ট বায়সদ্বয়কে অবলোকন
করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে বায়সদ্বয় ! কোন্
স্থান হইতে আগমন করিয়াছ ? কেইবা তোমা-
দিগকে ভূষিত করিয়াছে ? অবিশিষ্ট হইয়া এ
বৃন্তান্ত বর্ণন কর । কাকদ্বয় কহিল,—ইক্ষাকুলসম্ভূত
ধার্মিক নৃপতি তনুত্যাগ করিয়াছেন । মৃত রাজার
দ্বাদশাহে আমরা ভোজনাচ্ছাদনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত
হইয়াছি । কাকদ্বয়ের বাক্য শ্রবণে বৈবস্বত

যম তখন কলি কাল চিত্রগুপ্তের প্রতি আদেশ
দিলেন । বলিলেন,—এই চরাচরে অগুজ ও
শ্বেদজাদি জীবগণের উপর ব্রহ্মা লোককর্তা-
দিগের সমক্ষে আমাকেই প্রভুত্ব প্রদান করিয়া-
ছেন । অতএব অবলোকন কর,—হুয়াচার চাণক্য
কোথায় গমন করিয়াছে এবং তোমরা পুরাণ
ইতিহাসাদি অবেষণ করিয়া দেখ—কিরূপ
কার্যের কিরূপ গতি নির্দিষ্ট হইয়াছে ? অন-
ন্তর ধর্মপালগণ ধর্মরাজের নিয়োগে পুরাণবর্ণিত
কর্মকলের অুর্গতি-দুর্গতি বিলোকন করিতে লাগি-
লেন । তখন ধার্মিকপ্রবর ধর্ম মেঘগন্তীর বাক্যে
ধর্মপালদিগের সমক্ষে বলিতে লাগিলেন ; কি
শুক্ল, কি শ্বেদজ যে সকল জীব নর্মদার শুক্ল-
তীর্থে বিমল জলে জীবন বিসর্জন করে, তাহা-
দের আমার সমীপে আগমন হয় না । ত্রিলোকে
শুক্লতীর্থ পরম ধর্মালয় । লোক সকলের হিত কামনায়
যমঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর পরমভক্তিভরে
এই শুক্লতীর্থে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । যাহারা
শুক্লতীর্থে তোমারে তনুত্যাগ করিয়াছে, তাহারা
শুদ্ধদেহ ; পাতক-উপপাতকে মুক্ত হইলেও তাহা
ব্যক্তিগণ কদাচ আমার পুরে আগমন করে
না । হে পার্থ ! অনন্তর শাপভ্রষ্ট কপটরূপধারী
বায়সদ্বয় সেই বিপুল যমপুরী দর্শনানন্তর যমের

পৃষ্ঠৌ তৌ প্রণতো রাজা যথারতঃ যথাকৃতম্ ।
 কথ্যামাসতুঃ পার্থ দানবৌ কাকভাঃ গতো ॥ ৫১ ॥
 অস্মাং স্থানাপাতাবাবাঃ যমস্তু পূর্বমকৃতম্ । পৃথিব্যা
 দক্ষিণে ভাগে হতীত্য বহুযোজনম্ ॥ ৫২ ॥ তৎ পুরং
 কামগং দিব্যং স্বর্ণপ্রাকারতোরণম্ । অনেকগৃহসম্বাধঃ
 মণিকাঞ্চনভূষিতম্ ॥ ৫৩ ॥ চতুঃপাশ্বে চত্বৈশ্চ ঘণ্টা-
 য়া গাণশোভিতম্ । উদ্যানবনসঙ্কর-পদ্মিনীমণ্ড-
 লমিতম্ ॥ ৫৪ ॥ হংসসারসসংঘুঃ কোকিলাকুল-
 সঙ্কলম্ । সিংহব্যাঘ্রগজাকীর্ণমৃগবানরসেবিতম্ ॥
 ৫৫ ॥ নরনারীসমাকীর্ণং নিত্যোৎসবভূষিতম্ ।
 শঙ্খদ্বন্দ্বুভিনির্ঘোষবীণাবেণুনিবাদিতম্ ॥ ৫৬ ॥
 যমমার্গেহপি বিহিতঃ স্বর্গলোকমিবাপরম্ । গতৌ তত্র
 পুনশ্চাত্তৈর্মদুতৈর্মমাজয়া ॥ ৫৭ ॥ বিদিতৌ
 প্রেষিতৌ তত্র যত্র দেবো জগৎপ্রভুঃ । প্রণম্য

এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর গমনে নৃপ
 চাণক্যের নিকট উপনীত হইল, এবং তাঁহাকে
 প্রণাম করিয়া, যমালয়ে যাহা ঘটিয়াছিল ও যেরূপ
 শুনিয়াছিল রাজার জিজ্ঞাসারূপে অবিকল বলিতে
 লাগিল । কাকদ্বয় বলিল,—আমরা এই স্থান হইতে
 প্রস্থিত হইয়া, বহুযোজন অতিক্রমপূর্বক পৃথিবীর
 দক্ষিণ ভাগে যমের উত্তম পুরীতে উপনীত হই-
 লাম । যমের সেই দিব্যপুর কামকামী ও স্বর্ণ-
 প্রাকার-তোরণাদিসম্বিত ; সেই পুরস্থিত গৃহশ্রেণী
 মণিকাঞ্চনভূষিত এবং এমনই ঘনসম্মিষ্ট যে
 তথায় প্রবেশ করা দুঃসহ । তত্রত্য চত্বরনিচয়
 চতুঃপাশ্বে সম্বিত ও প্রত্যেক পথেই ঘণ্টাদ্বারা উপ-
 শোভিত । সর্বত্রই উদ্যান দ্বারা সমাচ্ছন্ন ; সকল
 উদ্যান কাননই পদ্মিনীসমূহ দ্বারা মণ্ডিত ।
 উদ্যানভূমি হংসসারসগণ কর্তৃক শব্দায়মান ও
 কোকিলাকুলসমাকুল । সিংহ ব্যাঘ্র ও গজাণীর্ণ
 সেই কাননভূমি ভল্লুক বানরগণ সতত সেবা করে ।
 নরনারীগণসমাকীর্ণ সেই যমপুর নিত্যই উৎ-
 সবে ভূষিত থাকে, শঙ্খ ও দ্বন্দ্বুভিনির্ঘোষ এবং
 বেণুবীণার নিনাদে পুর যেন সততই মুখরিত হয় ।
 হে নৃপ ! অধিক বলিব কি, সেই যমমার্গ
 এমনই ভাবে নির্মিত যে, দেখিলেই দ্বিতীয়
 স্বর্গ বলিয়া মনে হয় । আমরা সেই পুরদ্বারে
 উপনীত হইলাম, কতিপয় কিঙ্কর তখন যমের
 নিকট আমাদের আগমনবার্তা বিজ্ঞাপন করিল ।
 অনন্তর তাহার যমের আদেশে আমাদের
 সেই জগৎপতির সমীপে লইয়া গেল । আমাদের

ভীত্যা দৃষ্টোহসৌ সিংহাসনগতঃ প্রভুঃ ॥ ৫৮ ॥ যত্র
 কাষো মহাজজ্ঞো মহাকঙ্কো মহোদরঃ । মহাবক্সা
 মহাবাহুবর্জাবক্কেকণো মহান ॥ ৫৯ ॥ মহামতিঃ
 মাক্রতো মহামকুটভূষিতঃ । তত্রাস্ত কলিঃ কাল-
 চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ ॥ ৬০ ॥ সমাগতৌ তদা দৃষ্টৌ
 মধ্যে জনিতপাবকৌ । পুণ্যাপানি জঙ্গুনাং ক্রতি-
 স্মৃত্যর্থপারগৌ ॥ ৬১ ॥ বিচারয়ন্তৌ সততং তিষ্ঠাতে
 তৌ দিবানিশম্ । ততো হ্যবাঃ প্রণামান্তে যমেন
 যমমূর্তিনা ॥ ৬২ ॥ পৃষ্ঠাবাগমনে হেতুং তমক্ৰব
 শৃণু তৎ । উজ্জয়িন্তাং মহীপালচাণক্যোহভুৎ
 প্রতাপবান্ ॥ ৬৩ ॥ দ্বাদশাহে যুতশাস্ত্র ভূক্সা
 প্রাপ্তৌ যমালয়ম্ । ততোহস্মাকং বচঃ ক্রহ্মা কম্পয়িত্বা
 শিরো যমঃ ॥ ৬৪ ॥ উবাচ বচনং সত্যং সভামধ্যে
 হসন্নিব । অস্তি তৎকারণং যেন চাণক্যঃ পাপ-
 পুরুষঃ ॥ ৬৫ ॥ নাযাতৌ যম লোকে তু সর্বপাপ-

প্রাণে ভীতির সঞ্চার হইল, তার পর আমরা
 তাঁহাকে অবলোকন করিলাম । দেখিলাম—প্রভু
 যম সিংহাসনে সমাসীন ; তাঁহার দেহ অতিবৃহৎ,
 জজ্ঞা বিপুল, কঙ্ক অত্যন্ত, উদর ভীষণ, বক্স
 বিশাল, বাহু মহান এবং বক্র ও নয়নদ্বয় প্রশস্ত ;
 তিনি ভীষণ মতিষে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার
 মস্তকে মহামকুট শোভিত হইতেছে । তাঁহারই
 সমীপে অস্ত্র এক পুরুষ সন্দর্শন করিলাম, ইনি
 কাল-কলি মহামতি চিত্রগুপ্ত । সেখানে যম ও চিত্র-
 গুপ্তের মধ্যস্থলে আরও দুইটী পুরুষ সন্দর্শন
 করিলাম, তাঁহাদের তেজ যেন জনিত পাবকের
 স্তায় । তাঁহারা ক্রতি ও স্মৃতির পারগামী এবং
 জীবগণের পাপপুণ্য বিষয়ে তাঁহারা সতত চিন্তা
 করেন ও অহর্নিশ যমসমীপে বাস করিয়া থাকেন ।
 আমরা যমকে প্রণাম করিলাম, প্রণামান্তে তিনি
 আমাদের আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ;
 উত্তরে আমরা যাহা বলিয়াছি, শ্রবণ করুন ।
 আমরা বলিলাম,—উজ্জয়িনী নগরে প্রতাপবান
 মহীপাল চাণক্য বিদ্যমান ছিলেন । তাঁহার
 যুতায় পর দ্বাদশাহে আমরা তথায় ভোজন
 করিয়া যমপুরে আগমন করিয়াছি । অনন্তর
 আমাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া যম শিরঃকম্পন
 করিলেন, তিনি সভামধ্যে হাসিতে হাসিতে
 সত্যবাক্যে কহিতে লাগিলেন ; বলিলেন,—
 চাণক্য পাপপুরুষ হইলেও বিশেষ কোন

তথ্যকরে। শুক্রতীর্থে মৃত্যুনাং তু নশ্বদায়াং পরং
পদম্ ৬৬। জায়তে সর্বজন্তুনাং নাত্র কাচিৎচিরাণা।
অবশঃ শ্ববশো বাপি জন্তুতৎক্ষেত্রমণ্ডলে ৬৭।
মৃতঃ স বৈ ন সন্দেহো রুদ্রস্তাভুচরো ভবেৎ।
তদ্বশ্ববচনং শ্রদ্ধা নির্গত্য নগরাস্থিঃ ৬৮।
পশুভ্যো বিবিধাং ঘোরাং নরকে লোকঘাতনাম্।
ত্রিশংকোটো হি ঘোরাণাং নরকাণাং নৃপোত্তম ৬৯।
দৃষ্টা ভীতো পরামর্তিং গতৌ তত্র মহাপথি।
নরকো রোরবস্তত্র মহারোরব এব চ ৭০।
পেষণঃ শোষণৈশ্চব কালস্থজোহস্থিতগ্ননঃ। তামিশ্র-
শ্চাক্তামিশ্রঃ কুমিপুতিবহস্তথা ৭১। দৃষ্টেচ্চাত্তো
মহাজ্বালস্তত্রৈব বিষভোজনঃ। নরকৌ দংশমশকৌ
তথা যমলপর্কতো ৭২। নদৌ বৈতরণী দৃষ্টৌ সর্ব-
পাপপ্রণাশিনৌ। শীতলং সলিলং যত্র পিবন্তি
হৃদ্যতোপমম্ ৭৩। তদেব নীরং পাপানাং
শোণিতং পরিবর্ততে। অসিপত্রবনং চাত্তীদৃষ্টোজ্জা
মহতী শিলা ৭৪। অগ্নিপুণ্ড্রনিভাকারী বিশালা

কারণে আমার এই পাপভয়ঙ্করপুরে আগমন
করেন নাই। যে সকল জীব শুক্রতীর্থের নশ্বদা-
নীরে তনুত্যাগ করে, তাহাদের পরমপদপ্রাপ্তি
ঘটে, এ বিষয়ে কোন বিচারাণা কর্তব্য নহে। অব-
শেষেই হটক আর শ্ববশেই হটক, যে জীব শুক্র-
তীর্থের ক্ষেত্রমণ্ডল মধ্যে প্রাণত্যাগ করে, নিঃসন্দেহ
সে নর রুদ্রাভুচর হইয়া থাকে। অনন্তর আমরা
যমবাক্যশ্রবণানন্তর নগরের বহির্ভাগে আগমন
করিয়া নারকিগণের বিবিধ ঘোর নরকঘাতনা
সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। হে নৃপোত্তম! যম-
পুরে ত্রিশকোটি ঘোর নরক বিদ্যমান; আমরা
সেই নরকনিকর অবলোকন করিয়া ভীত হইলাম,
সেই মহাপথে আমাদের পরম শীতা উপস্থিত হইল।
তথায় রোরব, মহারোরব, পেষণ, শোষণ, কালস্থজ,
অস্থিতগ্নন, তামিশ্র, অকৃতামিশ্র, কুমিবহ, পুতিবহ,
মহাজ্বাল, বিষভোজন, ও অস্তান্ত অনেক নরক
দর্শন করিলাম। অনন্তর দংশ-মশক ও যমল-
পর্কত এই সকল নরক অবলোকন করিয়া
সর্বপাপনাশিনী বৈতরণী নদী দর্শন করিলাম।
পুণ্যাস্থা জনগণ এই বৈতরণীর অমৃতবৎ বৈতরণীর
শীতল জল পান করে, পরন্তু পাপিগণের নিকট
সেই জলই শোণিতাকারে পরিবর্তিত হইয়া থাকে।
অনন্তর অসিপত্রবন নামক অস্ত্র এক নরক
দর্শন করিয়া এক মহাশিলা অবলোকন করিলাম,

শাল্মলী পরা। ইত্যাদয়স্তদৈবান্তে শতসাহস্র-
সংজিতাঃ ৭৫। ঘোরঘোরতরা দৃষ্টাঃ ক্রিষ্টস্তে
যত্র মানবাঃ। বাচিকৈর্মীনসৈঃ পাটৈঃ কশ্মলৈশ্চ
পৃথগ্ধিধৈঃ ৭৬। অহঙ্কারকুটেদৌবৈর্মায়ানচন-
পূর্ষকৈঃ। পিতা মাতা শুক্রভ্রাতা অনাথা বিকলে-
শ্রিয়াঃ ৭৭। ভ্রমন্তি নোদ্ধতা যেষাং গতিস্তেষাং
হি রোরবে। তত্র তে দ্বাদশানানি কপিহা
রোরবেহধমাঃ ৭৮। ইহ মাহুযাকে লোকে
দীনাঙ্কশ্চ ভবন্তি তে। দেবব্রহ্মহর্ষুণাং নরাণাং
পাপকর্মণাম্ ৭৯। মহারোরবমাপ্রিত্য এবং
বাসো যমালয়ে। ততঃ কালেন মহতা পাপাঃ
পাপেন বেষ্টিতাঃ ৮০। জায়ন্তে কণ্টকৈর্ভিরাঃ
কোশে বা কোশকারকাঃ। মৃগপক্ষিবিহঙ্গানাং
ঘাতকা মাংসভক্ষকাঃ ৮১। পেষণং নরকং যান্তি
শোষণং জীববহুনাং। তত্রত্যাং ঘাতনাং ঘোরাং
সহিহা শাস্ত্রচৌদিতাম্ ৮২। ইহ মাহুযাতাং প্রাপ্য
পশুভবধিরা নরাঃ। গবার্থে ব্রাহ্মণার্থে চ হনুতং

এই শিলা পুঞ্জ পুঞ্জ পাবকের স্তায় প্রভাশালিনী,
তারপর এক অতি বিশাল শাল্মলী আমাদের দৃষ্টি-
পথে পতিত হইল। মহারাজ! আর কত বলিব?
এই সকল ও অস্তান্ত শতসহস্র ঘোরতর ঘোরতম
অনেকই দেখিলাম, মানবগণ এই সকল স্থানে
সতত ক্রেশ পাইতেছে। মানবগণের বাচিক মনস
ও কর্মজ পাপেই এই সকল পৃথক পৃথক যমযজ্ঞা
সংঘটিত হয় ৭৫—৭৬। যাহারা অহঙ্কারী, ক্রোধী
ও মায়াবচনপটু এবং যাহাদের কুলে উদ্ধারকর্তা
বিদ্যমান নাই, তাহাদেরই পিতা, মাতা শুক্র ও
ভ্রাতা অনাথ বিকলেশ্রিয় হইয়া রোরবনরকে পরি-
ভ্রমণ করে। আর তাদৃশ অধম মানবগণই দ্বাদশ
বৎসর বোরবে বাস করিয়া এই মাহুয লোকে
দীন ও অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। দেবব্রহ্মহর্ষারী
পাপকর্ম্ম নরগণের যমালয়ে রোরবনরকে বাস
হয়। তারপর তাহারা বহুকাল পরে পাপপরি-
বেষ্টিত ও কণ্টক দ্বারা ভিন্নগাঢ় হইয়া কোশ বা
কোশকার কোট হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহারা
মৃগ, পক্ষী ও বিহঙ্গগণের হিংসা করে বা মাংস
ভোজন করে, তাহারা পেষণ নরকে প্রবেশ
করিয়া থাকে আর যাহারা জীবগণকে বহুত
করিয়া রাখে তাহাদের শোষণ নরকে গতি
হয়। অনন্তর শোষণ নরকে শাস্ত্র-বিহিত ঘোর
ঘাতনা সহ্য করিয়া ইহসংসারে পশু, অন্ধ, কিম্বা

বদন্তামিহ ॥ ৮৩ ॥ পতনং জায়তে পুংসাং নরকে
কালমুত্রকে । তত্রত্যা যাতনা ঘোরা বিহিতা শাস্ত্র-
কর্তৃভিঃ ॥ ৮৪ ॥ কুর্ক। সমাগতা হত্ৰ তে যাস্তস্ত-
স্ত্যজাঃ গতিম্ । বহুযন্তি চ যে জীবাস্ত্যাক্ষাকুল-
সন্ততিম্ ॥ ৮৫ ॥ পতন্তি নাত্র সন্দেহো নরকে
তেহহিতস্তনে । তত্র বর্ষশতশ্চাস্ত ইহ মানুষ্যতা-
গতাঃ ॥ ৮৬ ॥ কুর্ক। বামনকাঃ পাপা জায়ন্তে দুঃখ-
ভাগিনঃ । যে ত্যজন্তি স্বকাং ভাৰ্য্যাং মৃতাঃ পণ্ডিত-
মানিনঃ ॥ ৮৭ ॥ তে যাস্তি নরকং ঘোরং তামিশং
নাত্র সংশয়ঃ । তত্র বর্ষশতশ্চাস্ত ইহ মানুষ্যতা-
গতাঃ ॥ ৮৮ ॥ দুষ্টাণাং দূর্ভগাশ্চ জায়ন্তে মানবা
হি তে । মানকূটঃ তুলাকূটঃ কূটকঃ তু বদন্তি যে ॥ ৮৯ ॥
নরকে তেহহিতামিশে প্রপচাস্তে নরাধমাঃ । শত-
সাহস্রিকং কালমুখিয়া তত্র তে নরাঃ ॥ ৯০ ॥ ইহ
শত্রুগৃহে স্বহ্মা ব্রমন্তে দীনমূর্তয়ঃ । পিতৃদেবদ্বিজৈ-
ভ্যোহন্নমদহা যেহত্ৰ ভুঞ্জতে ॥ ৯১ ॥ নরকে ক্রমি
ভক্ষ্যে তে পতন্তি স্বায়ুপোষকাঃ । ততঃ প্রমুতি-
কালে হি ক্রমিভুঞ্জন্তে সৰণঃ ॥ ৯২ ॥ জায়তেহহুচি-

গন্ধোহত্র পরভাগ্যোপভাবকঃ । স্বকর্মবিচ্যুতাঃ
পাপা বর্ণাশ্রমবিবর্জিতাঃ ॥ ৯৩ ॥ নরকে পুণ্যসম্পূর্ণে
ক্রিষ্টান্তে হযুতঃ সমাঃ । পূর্ণে তত্র ততঃ কালে প্রাপ্য
মানুষ্যকং ভবম্ ॥ ৯৪ ॥ উষেজনীয়া ভূতানাং
জায়ন্তে ব্যাধিতর্কতাঃ । অগ্নিদো গরদশৈব লোভ-
মোহাধিতো নরাঃ ॥ ৯৫ ॥ নরকে বিষসম্পূর্ণে নিম-
জ্জতি হ্রাস্তবান । তত্র বর্ষশতাংকালান্নমজ্জনমব-
স্থিতঃ ॥ ৯৬ ॥ ভুবি মানুষ্যতাং প্রাপ্য কৃপণো জায়তে
পুনঃ । পাত্ৰকোপানহো হত্ৰ শয্যাঃ প্রাবরণানি
চ ॥ ৯৭ ॥ অদহা দংশমশকৈর্ভক্ষ্যন্তে জন্মসপ্ততিম্ ।
পিতৃর্দব্যাপহর্তারস্তাডনক্রোশনে রতাঃ ॥ ৯৮ ॥ পীড়নং
ক্রিয়তে তেষাং যত্র তৌ যুগ্মপর্ষতো । যা সা
বৈতরণী ঘোরা নদী রক্তপ্রবাহিনী । পিবন্তি কধিরঃ
তত্র যেহাভ্যাস্তি রজস্বলাম্ ॥ ৯৯ ॥ অসিপত্রবনে
ঘোরে পীড়্যন্তে পাপকারিণঃ ॥ ১০০ ॥ পরপীড়াকরা
নিত্যং যে নরোহস্তাজগামিনঃ । গুরুদাররতানাং তু
মহাপাতকিনামপি ॥ ১০১ ॥ শিলাবগ্নহন তেষাং

বধির হইয়া জন্মগ্রহণ করে । অন্ত বাক্য
যারা যাহারা গো ও ব্রাহ্মণগণকে হিংসা করে,
তাদৃশ পুরুষগণের কালমুত্রনরকে পতন হয় এবং
তথায় শাস্ত্রকর্তৃগণের কথিত যাতনা ভোগ করিয়া
ইহলোকে অন্ত্যজ হইয়া জন্মগ্রহণ করে । যাহারা
জীবগণের বন্ধন ও আত্মকুলসম্বন্ধ পরিত্যাগ
করে, সেই পাপগতি মানবগণ নিঃসন্দেহ অস্থিতজন
নরকে নিপতিত হয় ও সেখানে শতবৎসর যাতনা
ভোগ করিয়া পরে কুজ, বামন, ও বিবিধ কৃষ্ণের
ভাজন হইয়া জন্মগ্রহণ করে । যেসকল পতিশ্রম
মুর্খমানব স্ত্রী পত্নী পরিত্যাগ করে, তাহারা
নিঃসংশয় ঘোর তামিশ নরকে পতিত হয় এবং
সেখানে শতবৎসর বাস করিয়া ইহ সংসারে দুষ্টা
দূর্ভগ মানব হইয়া জন্ম লয় । যাহারা পরিমাণ ও
ভৌল বিষয়ে কূট ব্যবহার করে পিছা যাহারা
স্বভাবতঃ কূটবাদী, সেই সকল নরাধম অন্ধ-
তামিশ নরকে পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং সেখানে
শতসহস্র বৎসর বাসের পর ইহলোকে অন্ধ
হইয়া জন্মগ্রহণ করে ও দীনবেশে শত্রু গৃহে
পরিভ্রমণ করিয়া থাকে । যাহারা পিতৃ, দেব
ও দ্বিজগণকে অন্নদান না করিয়া ভোজ্য
করে, সেই সকল আত্মহরি নর ক্রমিভক্ষ্যনরকে

পতিত হয় আর ইহারাই প্রসবসময়ে ক্রমিদষ্ট ও
সরণ হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে, ইহাদের দেহে
সর্বদা অশুচি গন্ধ বিদ্যমান থাকে এবং ইহার
পরভাগ্যোপভাবী হয় । যে সকল পাপমতি
মানব বর্ণাশ্রমধর্ম্য বিসর্জন করে ও স্বধর্ম্য হইতে
বিচ্যুত হয় তাহারা অধুত বৎসর পুণ্যবহ নরকে
ক্লেশ পায় ; অনন্তর কাল পূর্ণ হইলে মানুষ্যদেহ
প্রাপ্ত হইয়া ব্যাধিযুক্ত ও জীবগণের উপাভক
হয় । যে লোভ-মোহাধিত নর অগ্নি ও বিষদান
করে, সেই হ্রাস্তা বিষপূর্ণ নরকে নিমজ্জ
হয়, শতবৎসর পরে সে সেই নরক হইতে
উদ্ধৃত হয় ; পরে নরলোকে কৃপণ হইয়া জন্ম
লয় । যে মানব পাত্ৰকা, উপানহ, হত্ৰ, শয্যা ও
বসন দান করে না, সপ্ততি জন্ম তাহাকে দংশ-
মশকেরা ভক্ষণ করে । যাহারা পিতার দ্রব্য হরণ
কর, পিতাকে সন্তত তাড়ন, ক্রোশন, ও পীড়ন
করে, তাদৃশ মানবগণের জন্ত যমলপর্ষত নরক
নির্দিষ্ট । পূর্বে যে শোণিতপ্রবাহা ভীষণা বৈতরণীর
কথা কথিত হইয়াছে, রজস্বলাগামী মানবগণ সেই
বৈতরণীর কধির পান করে ॥ ৯৭—১০১ ॥ নিত্য
পরপীড়াদায়ক পাপকর্ম্য নরগণ ঘোর অসিপত্রবনে
পীড়িত হয় ; যাহারা অন্ত্যজাতিগামী ও গুরুদাররত
মহাপাপী, সপ্ততি জন্ম তাহাদের শিলাবগ্নহন নরকে

জায়েতে জন্মগুণতিম্ । জলন্তীমাগ্নীঃ ঘোরাঃ বহু-
কণ্টকসংবৃতাম্ ॥ ১০২ ॥ শাল্মলীঃ তেহবগুহস্তি পর-
দাররতা হি যে । পরন্তু যোষিতঃ হুত্বা ব্রহ্মৰমপহৃত্য
চ ॥ ১০৩ ॥ অরণ্যে নিৰ্জ্জলে দেশে স ভবেৎ ক্রু-
রাক্ষসঃ । দেবস্বঃ ব্রাহ্মণস্বঃ চ লোভেনৈবাহরেচ্চ
যঃ ॥ ১০৪ ॥ স পাপাত্মা পরে লোকে গৃধ্ৰোচ্ছিষ্টেন
জীবতি । এবমাদৌনি পাপানি ভুঞ্জতে যমশাসনাৎ ॥
১০৫ ॥ যেষাং তু দৰ্শনাদেব শ্রবণাজ্জায়তে ভয়ম্ ।
তথা দানকলং চান্তে ভুঞ্জানি যমমন্দিরে ॥
১০৬ ॥ দৃষ্টাঃ শ্রুতঃ কথয়তাং দূতানাক যমাজয়া ।
রথৈরন্তে গজৈরন্তে কেচিৰাজিভিরাবৃতাঃ ॥ ১০৭ ॥
দৃষ্টান্তত্ৰ মহাভাগ তপঃসঞ্চয়সংস্থিতাঃ । গোদাতা
শ্বৰ্ণদাতা চ ভূমিরত্নপ্রদা নরাঃ ॥ ১০৮ ॥ শয্যা-
শনগৃহাদীনাং স লোকঃ কামদো নৃণাম্ ।
অন্নং পানীয়সহিতং দদতে যেহত্ৰ মানবাঃ ॥
১০৯ ॥ তত্র তৃপ্তাঃ সুসন্তুষ্টাঃ ক্রৌড়ন্ত যম-
সাদনে । তত্র যদীয়তে দানমপি বালাগ্রমাত্ৰ-
কম্ ॥ ১১০ ॥ তদক্ষয়কলং সৰ্বং শুক্লতীৰ্থে নৃপো-

গতি হয় ; আর যাহারা পরদাররত, বহুকণ্টক-
যুক্ত জলন্ত লৌহশাল্মলী তরু দ্বারা তাহাদের শরীর
আলিঙ্গিত হইয়া থাকে । পরের নারী ও ব্রহ্মস্ব
হরণ করিয়া নর নিৰ্জ্জন অরণ্যে ক্রুর অক্ষস হইয়া
জন্ম গ্রহণ করে । যে পাপাত্মা লোভবশে দেবস্ব
ও ব্রহ্মস্ব হরণ করে, পরজন্মে সে গৃধ্ৰোচ্ছিষ্ট-
ভোজনে জীবন যাপন করিয়া থাকে । হে মহা-
রাজ ! যমশাসনে মানবেরা এই সকল ও অত্যান্ত
অনেক পাপ ভোগ করিয়া থাকে । তাহাদের
দৰ্শনে ও শ্রবণেও ঘোর ভয় উপস্থিত হইয়া
থাকে । হে মহাভাগ ! এই ত গেল পাপি-
গণের কথা । যম-মন্দিরে অনেক দানকলভোগী
মানবও সন্দর্শন করিয়াছি, আর যমের আদেশে
তদীয় দূতগণ এ বিষয়ে যে সকল কদোপকথন
করিয়াছেন, সে সকলও শ্রবণ করিয়াছি ।
হে মহারাজ ! যে সকল দানকলভোগী মানব-
গণকে অবলোকন করিলাম, তন্মধ্যে কেহ রথ,
কেহ গজ ও কেহ কেহ বাজিপারিত হইয়া যম-
পুরে বাস করিতেছেন, ইহারা গোদাতা, ভূমি
দাতা, স্বর্ণদাতা, ও রত্নদাতা এবং সকলেই তপঃ-
সঞ্চয়শীল । শয্যা, ভোজ্য ও গৃহাদি দান, মানব-
গণের কামদ হয় । যে মানব ইহলোকে পানীয় সহ

সম । এতন্তে কথিতঃ সৰ্বং যদৃষ্টং যচ্চ বৈ
শ্রুতম্ ॥ ১১১ ॥ কুরুষ যদিতিপ্রেতঃ যদি শক্ৰোষি
মুচ্যতাম্ । তথোন্তরচনং শ্রুত্বা চাণক্যো হৃষ্টমানসঃ ॥
১১২ ॥ বিসৰ্জ্জয়ামাস খগাবভিমন্দ্য পুনঃপুনঃ ।
তাতাং গতাত্যাং সৰ্বস্বং দধা বিপ্রেষু ভারত ॥
১১৩ ॥ কামক্রোধো পরিত্যজ্য জগামামরপৰ্বতম্ ।
তত্র বক্কোদুপং গাঢ়ং কৃষ্ণরজ্জ্বাবলম্বিতম্ ॥ ১১৪ ॥ শ্রব-
মানো জগামাতু ধ্যায়ন্ দেবং জনাৰ্দ্দিনম্ । আরোগ্যং
ভাস্করাদিচ্ছেদনং বৈ জাতবেদসঃ ॥ ১১৫ ॥ প্রাপ্নোতি
জ্ঞানমীশানার্যোক্ষংপ্রাপ্নোতি কেশবাৎ । নীলং রক্তঃ
তদভবয়েচকং যদ্বি হৃদয়কম্ ॥ ১১৬ ॥ শুদ্ধফটিক-
সঙ্কাশং দৃষ্ট্বা রজ্জ্বং মহামতিঃ । আপ্লুত্যা বিমলে
তোষে গতাহসৌ বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ১১৭ ॥ গায়ন্তি
যদেদবিদঃ পুরাণং নারায়ণং শাস্ত্রতমচ্যুতাহ্বয়ম্ ।
প্রাপ্তঃ স তং রাজসুতো মহাত্মা নিক্শিপ্য দেহং
শুভশুক্লতীৰ্থে ॥ ১১৮ ॥ এষা তে কথিতা রাজন্

অন্ন দান করে, তাহারা তৃপ্তা ও সুসন্তুষ্ট হইয়া
যমসদনে সুখে ক্রৌড়া করে । হে নৃপসন্তম !
শুক্লতীৰ্থে কেশাগ্র সমান অতি অল্প দান করিলেও
অক্ষয় কলজনক হয় । যাহা শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি,
এই আপনার নিকট সকলই কহিলাম । এখন
যাহা অভিপ্রায় হয় করুন, আর যদি সমর্থ হন,
তবে আমাদিগকে ত্যাগ করুন । চাণক্য কাকবচন
শ্রবণে হৃষ্টমনা হইয়া বায়সদয়কে পুনঃপুনঃ অভি-
নন্দিত করত বিদায় দিলেন । হে ভারত !
অনন্তর বায়সদয় চলিয়া গেলে তিনিও বিপ্রগণকে
সকল দান করিয়া কামক্রোধ পরিত্যাগপূর্বক
অমরপৰ্বতে গমন করিলেন । তিনি অমর পৰ্বতে
গিয়া কৃষ্ণরজ্জ্ব-বিলম্বিত দৃঢ় ভেলায় আরোহণ
করিয়া জনাৰ্দ্দনকে ধ্যান করিতে করিতে সত্বর
ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন । মানব ভাস্করের
নিকট আরোগ্য কামনা করিবে, হতাশনের নিকট
ধন, ঈশানের নিকট জ্ঞান এবং কেশবের নিকট
মোক্ষলাভ করিয়া থাকে । নৃপ চাণক্য মোক্ষকামী ;
তাই তিনি জনাৰ্দ্দনের ধ্যান করিতে করিতে গমন
করিতেছিলেন । যাইতে যাইতে তাঁহার ভেলার কৃষ্ণ-
রজ্জ্ব কমে নীল ও রক্তবর্ণ হইয়া শুদ্ধ ফটিকপ্রভা
ধারণ করিল । তদৰ্শনে মহামতি চাণক্য সেই বিমল
জলে দেহ আপ্লুত করত বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইলেন ।
বেদবিদগণ যাহাকে পুরাণপুরুষ শাস্ত্রতম অচ্যুত নারা-
য়ণ বলিয়া গান করেন, নৃপতনয় মহাত্মা চাণক্য, শুক্ল-

সিদ্ধিশাণক্যভূতঃ। তথাস্তত্ত্ব বক্ষ্যামি শৃণু-
ষৈকাগ্রমানসঃ ॥ ১১৯ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দে চাণক্যসিদ্ধিশ্রাণ্তিবর্ণনং নাম
পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৫ ॥

ষট্ পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। নাস্তি লোকেষু ততীর্থঃ
পৃথিব্যাং যন্নরেশ্বর। শুক্লতীর্থেন সদৃশমুপমানেন
গীযতে ॥ ১ ॥ শুক্লতীর্থং মহাতীর্থং নন্দ্যদায়াং ব্যা-
হিতম্। প্রাণ্ডদকপ্রবণে দেশে মুনিসম্মানিষেবিতম্ ॥
২ ॥ বৈশাখে চ তথা মাসি কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী।
কৈলাসাত্ময়া সার্কং স্বয়মায়াতি শকরঃ ॥ ৩ ॥ মধ্যাহ্ন-
সময়ে স্নানং পশ্চাত্যাশ্রয়ানমানসানা। ব্রহ্মবিষ্ণুশ্রুতসহিত-
শুক্লতীর্থে সমাহিতঃ ॥ ৪ ॥ কার্তিক্যাং তু বিশেষেণ
বৈশাখ্যাং চ নরোত্তম। ব্রহ্মবিষ্ণুমহাদেবান স্নানং
পশ্চতি তাদিনে ॥ ৫ ॥ দেবরাজঃ সুরৈঃ সার্কং
বায়ুমাগব্যবাহিতঃ। কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং স্নানং

তীর্থজলে দেহ পাতিত করিয়া সেই নারায়ণপদ
প্রাপ্ত হইলেন। হে রাজন! এই তোমার নিকট
ভূপাল চাণক্যের সিদ্ধিলাভের কথা কহিলাম, এক্ষণে
অন্ত আর এক তীর্থের বিষয় বলিহেঁছি, একাগ্র-
মনা হইয়া শ্রবণ কর ॥ ১০০—১২০ ॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৫ ॥

ষট্ পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নরেশ্বর! পৃথি-
বাতে এমন কি জিলোকে এমন কোন তীর্থ নাই,
যাহা শুক্লতীর্থের সাদৃশ্য লাভ করে। শুক্ল-
তীর্থ, মহাতীর্থ; এ তীর্থ নন্দ্যদাতীরে অবস্থিত ও
প্রাণ্ডদকপ্রব; ঋষিসম্মত সতত এই তীর্থের সেবা
করেন। বৈশাখমাসের কৃষ্ণচতুর্দশীদিনে শকর
কৈলাস হইতে সুরমার সহিত এখানে আগমন
করেন এবং সমাহিত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রের
সহিত মধ্যাহ্ন সময়ে স্নান করিয়া থাকেন। হে
নরোত্তম! কার্তিকপূর্ণিমায় বিশেষতঃ বৈশাখ-
পূর্ণিমাসৌমিমে এখানে স্নান করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও
কৃত্তিকে দর্শন করিতে হয়। দেবরাজ ইন্দ্র ও
সুরগণ কৃষ্ণচতুর্দশীদিনে শুক্লতীর্থে স্নান করিয়া

পশ্চতি শকরম্ ॥ ৬ ॥ গন্ধকাপ্সরসো যক্ষাঃ সিদ্ধ-
বিদ্যাধরোরগাঃ। তাদিনে তেহপি দেবেশঃ দৃষ্টা
মুক্তি কিম্বদম্ ॥ ৭ ॥ অর্কযোজনবিস্তারঃ তদর্কে-
নৈব চায়তম্। শুক্লতীর্থং মহাপুণ্যং মহাপাতক-
নাশনম্ ॥ ৮ ॥ যত্র স্থিতৈঃ প্রদৃষ্টস্তে বৃক্ষাগ্রা-
নরোত্তমৈঃ। তত্র স্থিতা মহাপাপৈশ্চ্যুতাস্তে পূর্ব-
সংকীর্ণৈঃ ॥ ৯ ॥ পাপোপপাতকৈর্যুক্তৈঃ নরঃ
স্নানং প্রমুচ্যতে। উপার্জিতা বিনশন্তে ক্র-
হত্যাপি হস্ত্যজা ॥ ১০ ॥ যস্মাত্তৈবে দেবেশ
উময়া সহ তিষ্ঠতি। বৈশাখ্যাক্ষ বিশেষেণ
কৈলাসাদেতি শকরঃ ॥ ১১ ॥ তেন তীর্থং মহাপুণ্যঃ
সকপাতকনাশনম্। কথিতং ব্রহ্মণা পূর্বং যয়া ত্ব
তথা নৃপ ॥ ১২ ॥ রজকেন যথা ধৌতঃ বস্ত্রঃ
ভবতি নিম্মলম্। তথা তত্র বপুঃ স্নাতঃ পুরুষশ্চ
ভবেচ্ছূচ ॥ ১৩ ॥ পূর্বে বয়সি পাপানি কৃহা
পুণ্যানি মানবঃ। অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা শুক্লতীর্থে
ব্যপোহতি ॥ ১৪ ॥ শুক্লতীর্থে মহারাজ রাক্ষ-
সেবাজলাঞ্জলিম্। বল্লকোটিসহস্রাণি দত্ত্বা সুরঃ

বায়ুমার্গে অবস্থান করিয়া শকরকে দর্শন করিয়া
থাকেন। এতদূর্তিগ গন্ধকা, অপ্সরা, যক্ষ, সিদ্ধ,
বিদ্যাধর ও উরগগণ এদিনে দেবেশকে দর্শন
করিয়া কলুষমুক্ত হন। শুক্লতীর্থের অর্কযোজন
বিস্তার ও পাদযোজন আয়ত স্থান মহাপুণ্য ও
মহাপাতকনাশন। মানবসত্তমগণ যে কোন স্থানে
অবস্থান করিয়া শুক্লতীর্থের বৃক্ষাগ্রভাগ দর্শন করত
পূর্বসংকীর্ণ মহাপাতক হইতে মুক্ত হয়। পাতক ও
উপপাতকযুক্ত মানবও এ তীর্থে স্নান করিয়া মুক্ত
হয়। মানবদেহের হস্ত্যজ ক্রহত্যা পাপ ও শুক্ল-
তীর্থপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বৈশাখ-
পূর্ণিমায় দেবেশ শকর কৈলাস হইতে উমার সহিত
শুক্লতীর্থে আগমন করেন বলিয়া এই দিন শুক্লতীর্থ
মহাপুণ্য ও সকপাতকনাশন বলিয়া গণ্য হয়। হে
নৃপ! পূর্বে ব্রহ্মা শুক্লতীর্থের বিষয় আমাকে যেরূপ
কহিয়াছিলেন, তাহাই আমি অবিকল তোমার নিকট
কীর্তন করিলাম। রজক বস্ত্র ধৌত করিলে তাহা
যেমন নিম্মল হয়, শুক্লতীর্থস্থানেও মানব তদ্রূপ শুচি
হইয়া থাকে ॥ ১—১৩ ॥ যে মানবের পূর্বাচারিত
পাপনিচয় দ্বারা দেহ পুষ্টি হইয়াছে, শুক্লতীর্থে অহো-
রাত্র উপবাস করিলেই তাহার সে সকল পাপ বিনষ্ট
হয়। হে মহারাজ! শুক্লতীর্থে যে মানব পিতৃগণের

পিতরঃ শিবাঃ ১৫ । ন মাতা ন পিতা বন্ধুঃ ।
পতনং নরকার্ণবে । উদ্ধরন্তি যথা পুণ্যং শুক্লতীর্থে
নরেশ্বরঃ ১৬ । তপসা ব্রহ্মচর্যেণ ন তাং
গচ্ছন্তি সদগতিম্ । শুক্লতীর্থে যতো জন্তুর্দেহ-
ত্যাগেন যাং লভেৎ ১৭ । কার্তিকস্ত তু মাসস্ত
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশীম্ । স্বতেন প্রাপয়েদেবমুপোষ্য
প্রযতো নরঃ ১৮ । স্নানং প্রভাতে রেবায়াং
দদ্যাৎ স স্তুতকন্দলম্ । সহিরণ্যং যথাশক্তি দেব-
মুদ্दिष्ट শঙ্করম্ ১৯ । দেবস্ত পুরণাং কুর্ধ্যাদ-
নতেন স্তুতকন্দলম্ । স গচ্ছতি মহাতেজাঃ শিব-
লোকং যতো নরঃ ২০ । একবিংশকুলোপেতো
যাবদাভূতসংগ্রবম্ । শুক্লতীর্থে নরঃ স্নানং হ্যমাং
কদম্ব যোহর্চয়েৎ ২১ । গন্ধপুষ্পাদিধূপৈশ্চ
সোহম্মেধকলং লভেৎ । মাসোপবাসঃ যঃ কুর্ধ্যা-
তত্র তীর্থে নরেশ্বরঃ ২২ । মূচ্যতে স মহৎপাটৈঃ
সপ্তজন্মসুসঞ্চিতৈঃ । উষ্ট্রীকীরমবিকীরং নবপ্রাক্তে
চ ভোজনম্ ২৩ । বৃষলীগমনং চৈব তথা-
ভক্ষ্যস্ত ভক্ষণম্ । অবিক্রেয়েহনৃতে পাপং মাহিষে-

উদ্দেশে স্বাক্ষর পৌর্ণমাসীতে অত্যন্ত রেবাজলাঞ্জলি
দান করে, তদীয় পিতৃগণ সহস্রকোটি কল্পকাল
তৃপ্ত হন । তাহার মাতা, পিতা ও স্নেহে নরকে
পতিত হন না । হে নরেশ ! শুক্লতীর্থে পুণ্যবলে
তাঁহার উদ্ধার লাভ করেন । দেহী শুক্লতীর্থে
দেহত্যাগ করিয়া যে সদগতি লাভ করেন,
তপস্যা ও ব্রহ্মচর্যে সেরূপ সদগতি লাভ ঘটে না ।
উপবাসী নর প্রযত হইয়া কার্তিকশুক্লচতুর্দশী-
দিবসে স্বতদ্বারা দেবশকে স্নান করাইবে ; পর-
দিবস প্রভাতে রেবানীরে অবগাহন করিয়া দেবো-
শঙ্করের উদ্দেশে যথাশক্তি সহিরণ্য স্তুত-কন্দল
দান করিবে, স্বতদ্বারা তাহার অঙ্গ পূরণ করিবে ।
এইরূপ করিলে মানব দেহাবসানে মহাতেজা হইয়া
শিবলোকে গমন করে ; কল্পকাল পঞ্চাশৎ
একবিংশতি পুরুষসহ তাহার শিবলোকে বাস হয় ।
যে মানব শুক্লতীর্থে স্নান করিয়া গন্ধ, পুষ্প ও
ধূপাদি দ্বারা উমা ও মহেশ্বরের পূজা করে ; তাহার
অম্মেধযোগকল লাভলাভ হয় । হে নরেশ্বর !
যে মানব শুক্লতীর্থে মাসোপবাস করে, সে
সপ্তজন্মসঞ্চিত মহাপাপ হইতে মুক্ত হয় । হে
ভারত ! উষ্ট্র ও মেঘকীর পান, আদ্যপ্রাক্তে
ভোজন, বৃষলীগমন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অবিক্রেয়
বিক্রয়, অনৃতভাষণ, মাহিষ দ্বারা জীবিকার্জন

হযাজ্যযাজকে ২৪ । বান্ধুয্যে পণ্ডিতগরদে দেব-
ব্রাহ্মণদ্বকে । এবমাদানি পাপানি তথাভাঙ্গপি
ভারত ২৫ । চাত্মায়ণেন নস্তস্মি শুক্লতীর্থে ন
সংশয়ঃ । শুক্লতীর্থে তু যঃ স্নানং তর্পয়েৎ পিতৃ-
দেবতাঃ ২৬ । তস্ম তে দাদশাদানি তৃপ্তিঃ যাস্তি
স্তুতর্পিতাঃ । পাত্ৰকোপানহৌ ছত্রং শয্যামাসনমেব
২৭ । সুবর্ণং ধনধান্তঞ্চ শ্রাদ্ধং যুক্তহলং তথা ।
অন্নং পানীয়সংহিতং তন্মিঃস্তীর্থে দদন্তি যে ।
হুষ্ঠাঃ পুষ্ঠা যতা যাস্তি শিবলোকং ন সংশয়ঃ ২৮ ।
তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা শিবমুদ্दिष्ट ভারত ২৯ ।
ভিক্ষামাত্রং তথান্নং যে ভেদপি স্বীকৃতি বৈ নরাঃ ।
যাজ্ঞানাং ব্রতিনাং চৈব তত্র তীর্থানবাসিনাম্ ৩০ ।
অপি বানাগ্রমাত্রং হি দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ।
অগ্নিপ্রবেশঃ যঃ কুর্ধ্যাচ্চুক্লতীর্থে সমাহিতঃ ৩১ ।
রাগদ্বেষ্টবিনিমুক্তো হৃদি ধ্যানা জনাৰ্দ্দনম্ । সর্ব-
কামসুসম্পূর্ণঃ স গচ্ছেদবাক্ষণং পুরম্ ৩২ ।
ন রোগো ন জরা তত্র যত্র দেবোহন্তসাং পতিঃ ।
অনাশকং তু যঃ কুর্ধ্যাতন্মিঃস্তীর্থে যুধিষ্ঠির ৩৩ ।
অনিবর্তিকা গতিস্তস্মৈ কল্পলোকাদসংশয়ম্ । অবশঃ

অযাজ্যযাজন, বান্ধু্য ও পণ্ডিত ভেদ গরদান এই
সকল ও অন্যান্য পাপ ও শুক্লতীর্থে চাত্মায়ণ করিলে
বিনষ্ট হয় ; সংশয় নাই । যে মানব শুক্লতীর্থে
স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করে, তদীয় পিতৃগণ
দাদশবার্ষিকী তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন । এখানে
যাহারা পাত্ৰকা, উপানহ, ছত্র, শয্যা, আসন, সুবর্ণ,
ধন, ধান, শ্রাদ্ধ, বৃষাষ্টকযুক্ত হল ও সপানীয় অন্ন
দান করে, তাহার দেহাবসানে হুষ্ঠপুষ্ঠ হইয়া শিব-
লোকে গমন করিয়া থাকে, সংশয় নাই । ১৪—২৮ ।
হে ভারত ! যাহারা ভক্তিপূরক শিবের উদ্দেশে
যজ্ঞা, ব্রতী ও তীর্থবাসীদিগকে ভিক্ষামাত্র দান
করে, তাহারও সদগতি লাভ করিয়া থাকে ।
অধিক কি, এখানে কেশাগ্রপরিমাণ বস্ত্র দান
করিলেও তাহা অক্ষয় হয় । যে সমাহিতমনা
মানব রাগদ্বেষ্ট পরিত্যাগ-পূরক জনাৰ্দ্দনকে
হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে শুক্লতীর্থে অগ্নি-
প্রবেশ করে, সে সর্বকামপূর্ণ হইয়া বাক্ষণ
লোকে গমন করে । যেখানে যাদঃপতি বাস
করেন, সেখানে রোগ নাই, জরা নাই । হে
যুধিষ্ঠির ! শুক্লতীর্থে যে নর অনশন করে,
মিঃসংশয় তাহার কল্পলোকে গতি হয়, কদাচ

বধশো বাপি জন্তুস্তৎক্ষেত্রমগুণে । ৩৪ । যতঃ
স তু ন সন্দেহো ক্রদন্তানুচরো ভবেৎ । শুক্রতীর্থে
তু যঃ কন্তাঃ শক্ত্যা দদ্যাননকৃতাম্ । ৩৫ । বিধিনা
যো নৃপশ্রেষ্ঠ কুরুতে বৃষমোক্ষণম্ । তন্ত
যৎকলমুদিতং পুরাণে ক্রদন্তাবিতম্ । ৩৬ । তদহং
সম্ভবক্যামি শৃণুৈষকমনা নৃপ । যাবন্তো রোমকূপাঃ
শ্মাঃ সর্ষাঙ্গেষু পৃথক্পৃথক্ । ৩৭ । তাবদ্বর্ষসহস্রাণি
ক্রদলোকে মহীয়তে । শুক্রতীর্থে তু যদন্তঃ গ্রহণে
চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ । ৩৮ । বর্জ্যতে তদগুণঃ তাবদ্বিনানি
দশ পঞ্চ চ । শুক্রতীর্থে শুচির্ভূত্বা যঃ করোতি
প্রদক্ষিণম্ । ৩৯ । পৃথ্বীপ্রদক্ষিণা তেন কৃত্বা যন্তস্ত
তৎকলম্ । শোভনং মিথুনং যন্ত ক্রদমুদিতম্
পূজয়েৎ । ৪০ । সপ্ত জন্মানি তন্তৈব বিয়োগো
ন চ বৈ কচিৎ । এতন্তে কথিতঃ রাজান্ সপ্তক্ষেপেণ
কলঃ মহৎ । ৪১ । শুক্রতীর্থস্ত যৎপুণ্যং যথা
দেবোচ্ছ্রুতং ময়া । য ইদং শৃণুয়াত্তক্ত্যা পুরাণে
বিহিতং কলম্ । ৪২ । স লভেন্নাজ সন্দেহঃ
সত্যং সত্যং পুনঃপুনঃ । পুনাথী লভতে পুত্রং

তথা হইতে পত্যাবর্তন করিতে হয় না । আর-
বশেই হউক অথবা পরবশেই হউক, শুক্রতীর্থের
ক্ষেত্রমণ্ডলমধ্যে তন্নৃত্যাগ করিলে মানব মরিয়া
মিঃসন্দেহ ক্রদানুচর হয় । এখানে যে মর
যথাক্রমে অলঙ্কৃত করিয়া কন্তাদান করে, তাহারও
ক্রদানুচরত্বপ্রাপ্তি ঘটে । হে নৃপসত্তম ! শুক্র-
তীর্থে বিধিবিধানে বৃষোৎসর্গ হইলে, ক্রদ পুরাণে
তাহার যে কল নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা বলি-
তেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ কর । হে নৃপ !
বৃষের সর্ষাঙ্গে যে পরিমাণ পৃথক্ পৃথক্ রোমকূপ
থাকে, তত সহস্র বৎসর তাহার ক্রদলোকে
বাস হয় । চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে এখানে যাহা কিছু
প্রদত্ত হয়, তাহা পঞ্চদশগুণ বর্দ্ধিত
যে মানব শুচি হইয়া শুক্রতীর্থ প্রদক্ষিণ করে ;
তাহার পৃথিবীপ্রদক্ষিণের ফললাভ হয় । যে
মানব শিবের উদ্দেশে শোভন দ্বিজদম্পতীর
পূজা করে, সপ্তজন্ম যাবৎ তাহার কদাচ বিয়োগ-
ভ্রংশ সংঘটিত হয় না । হে রাজন ! এষ্ট তোমার
নিকট সংক্ষেপে শুক্রতীর্থের মহাপুণ্যকল কীৰ্ত্তন
করিলাম । ইহা আমি দেবদেব মহাদেবের মুখে
শ্রবণ করিয়াছি । যে মানব ভক্তিপূরক এই
শুক্রতীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, আমি পুনঃপুনঃ
সত্য শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহার পুত্রাণ-

ধনাধী লভতে ধনম্ । ৪৩ । মোক্ষাধী লভতে
মোক্ষঃ স্নানদানকলঃ মহৎ । ৪৪ ।

ইতি শ্রীকান্দে শুক্রতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৫৬ ।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । তন্ত্ৰৈবানন্তরং রাজান্ শুক্র-
তীর্থসমীপতঃ । বাসুদেবস্ত তীর্থং তু সর্ষলোকেষু
পূজিতম্ । ১ । তন্নি পুণ্যং সুবিখ্যাতং নন্দদায়াং
পুরাতনম্ । যত্র হুকারমাত্রেণ রেবা ক্রোশঃ জগাম
স । ২ । যদা প্রভৃতি রাজেন্দ্র হুকারেণ গতা সরিৎ ।
তদা প্রভৃতি স স্বামী হুকারঃ শব্দিতো বৃধৈঃ । ৩ ।
হুকারতীর্থে যঃ শ্রাদ্ধা পশুত্যাব্যয়মচ্যুতম্ । স
মুচ্যতে নরঃ পাটৈঃ সপ্তজন্মকৃতৈরপি । ৪ । সংসা-
রণবয়স্রানাং নরাণাং পাপকর্ম্মিণাম্ । নৈবোদ্ধর্তা
জগন্নাথঃ বিনা নারায়ণং পরমং । ৫ । সা জিহ্বা যা
হরিং স্তোতি তচ্ছিত্তং যন্তদর্পিতম্ । তাবেব কেবলো
শ্রাদ্ধো যো তৎপূজাকরো করো । ৬ । সর্ষদা

বিহিত পুণ্যকল লাভ হয়, সন্দেহ নাই । ইহার
শ্রবণে পুত্রার্থী পুত্র, ধনকামী ধন এবং মোক্ষার্থী
স্নানদান-কল মোক্ষ-লাভ করে । ২৯—৪৪ ।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫৬ ।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন ! ইহার পর
সর্ষলোকপূজিত বাসুদেব তীর্থ । এই বাসুদেব তীর্থ
শুক্রতীর্থসমীপে বিদ্যমান এবং নন্দদাকূলে এই
তীর্থই সমাধিক পুত্র ও পুরাতন । এখানে হুকার-
মাত্রেই রেবা একক্রোশ সারিয়া গিয়াছিলেন । হে
রাজেন্দ্র ! যদবধি হুকার হবে রেবা একক্রোশ
সরিয়া যান, তদবধি বৃষগণ এই তীর্থস্বামীকে
হুকারেণর আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন । হুকারে-
ণর তীর্থে যে নর স্নান করিয়া অব্যব অচ্যুতকে
দর্শন করে, সে সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত
হয় । জগৎপতি নারায়ণই পাপকর্ম্মা সংসার-
সাগরমগ্ন নরগণের উদ্ধর্তা । তিনি ভিন্ন অন্য
কেহই উদ্ধর্তা নাই । যে জিহ্বা হরির স্তব করে,
তাহাকেই জিহ্বা কহে, যে চিত্ত অচ্যুতে অর্পিত
হয়, তাহাই চিত্ত আর যে করময় নিরন্তর হরির

সৰ্বকাৰ্য্যে নাস্তি তেবামমঙ্গলম্ । যেবাং হৃদিহো
ভগবান্নলয়তনো হরিঃ ॥ ৭ ॥ যদন্তদেবতাক্ষায়াঃ
কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ । সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতেন তৎ
কলং লভতে হরেঃ ॥ ৮ ॥ রেণুগুণিতগাভস্ত
যাবন্তোহস্য রজঃকণাঃ । তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণু-
লোকে মহীয়তে ॥ ৯ ॥ সম্মার্জনাভ্যক্ষণলেনেন
তদালয়ে নশ্চতি সৰ্বপাপম্ । নারীনরাণাং পরয়া
তু ভক্ত্যা দৃষ্টা তু রেবাং নরসন্তমম্ ॥ ১০ ॥
যেনার্চিতো ভগবান্ বাসুদেবো জন্মার্জিতঃ নশ্যতি
তন্ত পাপম্ । স যাতি লোকং গরুড়ধ্বজস্ত বিধূত-
পাপঃ সুরসজ্জপূজ্যতাম্ ॥ ১১ ॥ শাঠ্যোনাপি নম-
কারঃ প্রযুক্তঃ চক্রপাণিনঃ । সপ্তজন্মার্জিতং পাপং
গচ্ছত্যাগ ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥ পূজায়াং শ্রীযতে
কজ্রো জপহোমৈর্দ্বিধাকরঃ । শম্ভুচক্রগদাপাণিঃ
প্রণিপাতেন তুষ্যতি ॥ ১৩ ॥ ভবজলধিগতানাং
দম্ববাতাহতানাং স্তুতহৃদিতকলজ্ঞানভারাদ্বিতানাং ।
বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামগ্নবানাং ভবতি শরণ-

পূজা করে, সংসারে কেবল তাদৃশ করমুগলই
শ্রাঘ্য হইয়া থাকে । মঙ্গলনিলয় ভগবান্ হরি
যাহাদের হৃদয়ে বিদ্যমান, তাহাদের অখিলজিম্মাই
সতত মঙ্গলময় হয় । মানব অস্ত্র দেবতার অর্চনায়
যে কল প্রাপ্ত হয়, একমাত্র হরিকে অষ্টাঙ্গ প্রণি-
পাত করিলেই তাহার সেই কলপ্রাপ্তি ঘটে ।
যে নর হরির চরণসরোজের রজোরেণুদ্বারা
শরীর আবৃত করে, সেই রেণুপরিমাণ সহস্র
বৎসর তাহার বিষ্ণুলোকে বাস হয় । হরিগৃহের
সম্মার্জনীর অভ্যক্ষণ-অনুলেপনে মানবের সৰ্ব-
পাপ বিলীন হয় । নরনারী পরমভক্তি সহকারে
রেবার দর্শন করিয়া পুরুষোত্তম বিষ্ণুর জীতি
সম্পাদন করে । যে মানব ভগবান্ বাসুদেবের
অর্চনা করেন, তাহার জন্মার্জিত পাপ বিনষ্ট হয় ।
তিনি বিধৌতপাপ হইয়া গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুর আলয়ে
বৈকুণ্ঠভবনে গমন করেন এবং সুরসজ্জও
তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন । শঠতা সহকারেও
চক্রপাণির প্রতি প্রণাম প্রযুক্ত হইলে মানবের সপ্ত-
জন্মার্জিত পাপ সত্ত্বর বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই ।
পূজায় ক্রজ শ্রীত হন, জপ-হোমে সূর্য্য জীতিলাভ
করেন আর শম্ভু-চক্র-গদাপাণি প্রণিপাতেই তুষ্ট
হইয়া থাকেন । হে রাজেন্দ্র ! ভবজলধিময়
দম্ববাতাহত, স্তুত-হৃদিত ও কলজ্ঞানভার-পীড়িত

মেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাম্ ॥ ১৪ ॥ হকারতীর্থে
রাজেন্দ্র শুভং বা যদি বাস্তবম্ । যৎকৃতং পুরুষ-
ব্যাস্ত্র তন্নশ্চতি ন কহিচিৎ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবত-হকারতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছৎ পরং তীর্থং
সঙ্গমেশ্বরমুত্তমম্ । নর্মদাদাক্ষিণে কুলে সৰ্বপাপ-
ভয়াপহম্ ॥ ১ ॥ ধনদন্তজ বিখ্যাত্তো মুহূর্তং নৃপসন্তম ।
পিতৃলোকাৎ সমায়াতঃ কৈলাসং ধরণীধরম্ ॥ ২ ॥
প্রত্যয়ার্থং নৃপশ্রেষ্ঠ হৃদ্যাপি ধরণীতলে । কৃষ্ণবর্ণা
হি পাষাণা দৃষ্টন্তে ক্ষটিকোজ্জলাঃ ॥ ৩ ॥ বিদ্যা-
নিবারণনিজ্জাস্তাঃ পুণ্যতোয়া সর্গদ্বরা । প্রবিষ্টা
নর্মদাতোয়ে সৰ্বপাপপ্রণাশনে ॥ ৪ ॥ সঙ্গমে তত্র
যঃ স্নানং পূজয়েৎ সঙ্গমেশ্বরম্ । অশমেধস্ত যজ্ঞস্ত
কলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৫ ॥ ধ্বজং পতাকাং বিতানং
যো দদেৎ সঙ্গমেশ্বরে । হংসযুক্তবিমানহো দিব্য-

বিষম বিষয়ে মজ্জনোন্মুখ মাবনগণের একমাত্র বিষ্ণু-
পোতই শরণ্য । হে পুরুষশার্দূল ! হকারেশ্বর
তীর্থে শুভ বা অশুভ যে কিছু কার্য্য কৃত হয়,
কুজাপি তাহার বিনাশ নাই ॥ ১—১৫ ॥

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কাহিলেন,—অনন্তর অন্ততম সঙ্গমে-
শ্বর তীর্থে গমন করিবে । এই শ্রেষ্ঠ তীর্থ সঙ্গমেশ্বর
নর্মদার দাক্ষিণকূলে অবস্থিত এবং ইহা সর্ববিধ
পাপভয়হর । হে নৃপসন্তম ! ধনদ পিতৃলোক হইতে
কৈলাসশৈলে আগমন কালীন এখানে মুহূর্ত মাত্র
বিশ্রাম করিয়াছিলেন, অদ্যাপি লোক সকলের
অত্রত্য ভূভাগে অনেক কৃষ্ণবর্ণ পাষাণ ক্ষটিকসন
সমুজ্জ্বলাকারে দৃষ্ট হয় । বিদ্যা-গারির নিবারণ দ্বারা
নির্গতা পুণ্যতোয়া নদী ঐ স্থানে আসিয়া সৰ্বপাপ-
প্রণাশন নর্মদাজলে প্রবেশ করিয়াছে । মানব সেই
সঙ্গমে স্নান করিয়া সঙ্গমেশ্বরের পূজা করিলে
নিঃসংশয় অশমেধযজ্ঞের কল লাভ করে ॥ ১—৫ ॥
যে মানব এই সঙ্গমে বিস্তীর্ণ ধ্বজপতাকা প্রদান

শ্রীশতসংহৃতঃ । ৬ । স ক্রতুপদমাপ্নোতি ক্রতু-
স্তাঙ্গচরো ভবেৎ । দধিতক্লেদে দেবস্ত যঃ
কুৰ্য্যাদ্ভিকপূরণম্ । ৭ । সিক্ধসংখ্যং শিবে লোকে
স বসেৎ কালমীদৃশিতম্ । ত্রীকলৈঃ পূরয়েন্নিম্নঃ
নিঃস্রোত্বা ভবন্ত তু । ৮ । সোহপি তৎকল-
মাপ্নোতি গতাঃ স্বর্গে নরেশ্বর । অকস্মাদ্ভক্তিভক্ত
জায়তে সপ্তজন্মতু । ৯ । সপনং দেবদেবস্ত দগ্ধা
মধুসূতেন বা । যঃ কুরোতি বিধানেন তন্ত পুণ্যকলং
পূণ্ । ১০ । স্তুতকীরবহা নদ্যো যত্র বৃক্ষা মধুস্রবাঃ ।
তত্র তে মানবা যান্তি স্প্রসরে মহেশ্বরে । ১১ ।
পত্রং পুশ্পং ফলং তোষং যন্ত দদ্যান্নহেশ্বরে ।
তৎসর্কং সপ্তজন্মানি হৃকস্মৎ কলমশ্নুতে । ১২ ।
সর্কোহ্যমেব পাত্রাণাং মহাপাত্রং মহেশ্বরঃ । তস্মাৎ
সর্কপ্রযত্নেন পূজনীয়ো মহেশ্বরঃ । ১৩ । ব্রহ্মচর্য্য-
স্থিতো নিত্যং যন্ত পূজয়তে শিবম্ । ইহ জীবন্ স
দেবেশো মৃতো গচ্ছেদনাময়ম্ । ১৪ । শিবে তু
পূজিতে পার্শ্ব যৎকলং প্রাপ্যতে বৃধৈঃ । যোগীন্দ্রে তৈব
তৎপার্শ্ব পূজিতে নততে কলম্ । ১৫ । তে ধন্তান্তে
মহান্নানন্তেষাং জন্ম স্তুজীবিতম্ । যেষাং গৃহে

করে, সে ক্রতুপদে হয় এবং সে শত-দিব্যানারী-
পরিবৃত্ত হইয়া হংসযুক্ত বিমানে ক্রতুলোকে গমন
করে । যে মানব দধিতক্লেদ দ্বারা শতরলিঙ্গ পূজা
করে, সে শিবলোকে গ্রাসসমসংখ্যক কাল অভি-
মত ভোগস্থখে গমন করিয়া থাকে । হে নরেশ্বর !
নির্ধন মানবও, ত্রীকল দ্বারা ভবের লিঙ্গ পূরণ
করিয়া পুরোক্ত কল লাভ করত স্বর্গে গমন করে ।
সপ্তজন্ম তাহার অকস্মৎ ভক্তি লাভ হয় । যে
মানব বিধি বিধানে দধি, মধু ও স্তুত দ্বারা
দেবদেবকে স্নান করায়, তাহার পুণ্য কল অরণ
কর । যে স্থানে কীরবহা নদী ও মধুস্রাবী তরু
বিদ্যমান, মহেশ্বরের প্রসন্নতায় সে সেই স্থানে
গমন করে । অতএব সর্কপ্রযত্নে মহেশ্বরের পূজা
করা কর্তব্য । যে মানব ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত হইয়া
নিত্য দেবেশ-শিবপূজা করে, সে ইহকালে দীর্ঘ-
জীবী ও মরিয়া অনাময় পদ প্রাপ্ত হয় । হে পার্শ্ব !
বিভাগ শিবপূজায় যে কল লাভ করিয়া থাকেন,
যোগিবরগণের পূজা করিয়াও তাঁহারা সেই যশই
প্রাপ্ত হন । শিবভক্তিরত মানবগণ বাঁহাদের
গৃহে ভোজন করেন, তাঁহারা এই ধন্ত, মহাত্মা এবং
তাঁহাদেরই জীবন-জন্ম সকল । মুনি মানব

ভুক্তি শিবভক্তিরত নরাঃ । ১৬ । সরিকধোজিয়-
গ্রামং যত্রযত্র বসেন্মুনিঃ । তত্রতত্র কুরুক্ষেত্রং
নৈমিষং পুষ্করাণি চ । ১৭ । যৎকলং বেদবিদ্বশি
ভোজিতে শতসংখ্যম্ । তৎকলং জায়তে পার্শ্ব
ক্ষেত্রে শিবযোগিনা । ১৮ । যত্র ভুক্তি ভক্ষ্যাকৌ
মুখ্যো বা যদি পণ্ডিতঃ । তত্র ভুক্তি দেবেশ সপত্নীকো
বৃষভধ্বজঃ । ১৯ । বিপ্রাণাং বেদবিদ্বশাং কোটিং
সন্তোজ্য যৎকলম্ । ভিক্ষামাত্রপ্রদানেন তৎকলং
শিবযোগিনাম্ । ২০ । সঙ্গমেবরমাসাদ্য প্রণত্যাগং
কুরোতি যঃ । ন তন্ত পুনরাবৃষ্টিঃ শি-লোকাৎ
কদাচন । ২১ ।

ইতি ত্রীকান্দে সঙ্গমেবরতীর্থমাহাত্ম্যান্বর্ণনং নামাষ্ট্র-
পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৫৮ ।

একোদশস্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেদ্রম্ভাবাজ
তীর্থং পরমপাবনম্ । নর্ম্মদায়াং স্নানপ্রাপং সিংহ-
হনরকেশ্বরম্ । ১ ॥ তস্মিন্স্থীর্থে নরঃ প্রাপ্তা
পাপকর্ম্মাপি ভারত । ন পশ্যতি মহাঘোরং নরক-

ইন্দ্রিয়গ্রাম সম্যক্ নিকট করিয়া যে যে স্থানে
বাস করেন, সেই সেই স্থানেই কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য
ও পুষ্কর বলিয়া জানিবে । শতসংখ্যক বেদবিদ
দ্বিজকে ভোজন করাইলে যে কল, হে পার্শ্ব ! একটী
মাত্র শিবযোগীকে ভোজন করাইলেও সেই কল
লাভ হয় । মুখ্যই হউক আর পণ্ডিতই হউন, ভক্ষ-
্যাকৌ নর যেখানে ভোজন করেন, সপত্নীক দেবেশ
বৃষভধ্বজই সেই স্থানে ভোজন করিয়া থাকেন ।
বেদবিৎ কোটি দ্বিজকে ভোজন করাইলে যে কল,
শিবযোগীগণকে ভিক্ষামাত্রপ্রদানেই সেই কল
লাভ হয় । সঙ্গমেবরে সমুপস্থিত হইয়া যে নর
প্রাণ পরিত্যাগ করে, কদাচ তাহার ক্রতুলোক
হইতে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন হয় না । ৬—২১ ।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫৮ ।

উনষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

ত্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ ! অনন্তর
সিদ্ধতীর্থ অনরকেশ্বরে গমন করিবে । পরম পাবন
অনরকেশ্বর নর্ম্মদাতীরে বিরাজিত । হে ভারত !
পাপকর্ম্মা মানবও এ তীর্থে স্নান করিয়া মহাঘোর

ধারসংক্রিয় ২। যুধিষ্ঠির উবাচ। শুভাশুভ
কলৈস্তাত্ত্বিকভোগা নরাণ্যিহ। জায়ন্তে লক্ষণৈ-
র্ধৈস্ত তানি মে বদ সত্তম ৩। যথা নির্গচ্ছতে
জীবন্ত্যাকা দেহং ন পশ্যতি। তথা গচ্ছন পুনর্দেহং
পঞ্চভূতসমবিতঃ ৪। অগ্নিমাংসমেদোহৃৎকেশ-
শ্মাশ্লুশ্চৈতঃ সহ। বিগুহ্যরেতঃসজ্জাতে কা সংজ্ঞা
জায়তে নৃণাম্ ৫। এবমুক্তঃ স মার্কণ্ডে-
কথয়ামাস যোগবিৎ। ধ্যান্য সনাতনং সৰ্বং দেবদেবং
মহেশ্বরম্ ৬। মার্কণ্ডেয় উবাচ। শৃণু পার্শ্ব
মহাপ্রশ্নং কথয়ামি যথা শ্রুতম্। সকাশাদব্রহ্মণঃ
পূর্বমুদিতবসমাগমে ৭। গুরুশ্রাবতাং শাস্তা
রাজা শাস্তা হুরাশ্রনাম্। ইহ প্রচ্ছন্নপাপানাং
শাস্তা বৈবস্বতো যমঃ ৮। অচীর্ণপ্রায়শ্চিত্তানাং
যমলোকে হনেকথা। যাতনানির্ভীক্যুক্তানামনেকাং
জীবসম্ভতিম্ ৯। গতা মানুস্যতাবে তু পাপ-
চিহ্না ভবন্তি তে। তন্ত্বেহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুৈষ-
কমনা নৃপ ১০। সর্হিত্বা যাতনাং সৰ্বাঃ গতা

নরকদ্বার দর্শন করে না। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করি-
লেন,—হে তাত! নরগণ শুভাশুভ কর্মের
ফলভোগ করিয়া কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া জন্ম-
গ্রহণ করে? হে সত্তম! আমার নিকট সে
সকল লক্ষণ বর্ণন করুন। অদৃষ্টজীব যেভাবে
দেহত্যাগ করিয়া নির্গমন করে, পুনরায় কিত্যাদি
পঞ্চভূতসমবিত হইয়া দেহে প্রবিষ্ট হয়, এবং সেই
জীব, যখন ত্বক্, অস্থি, মাংস, মেদ, শোণিত,
শত শত শ্লায়ু, বিষ্ঠা, মূত্র ও রেত দ্বারা সজ্জাত
হয়, তখন সেই জীবের কিরূপ সংজ্ঞা কথিত হয়?
যোগবিৎ মূনি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠির কর্তৃক এইরূপে
জিজ্ঞাসিত হইয়া কণকাল সনাতন দেবদেব মহে-
শ্বরকে চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন। মার্কণ্ডেয়
কহিলেন,—হে পার্শ্ব! শ্রবণ কর। তুমি মহা-
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, পূর্বে পুরাণশাস্ত্রায় আমি
ইহা ব্রহ্মার নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা কীৰ্ত্তন
করিব। আশ্রবান্দিগের শাস্তা গুরু, হুরাশ্রা-
দিগের শাস্তা রাজা আর ইহ সংসারে প্রচ্ছন্নপাপ
মানবগণের শাস্তা—বৈবস্বত সত্য। অকৃতপ্রায়-
শ্চিত্ত জীবগণ যমলোকে নানাবিধ যমযাতনা
ভোগ করিয়া মানবদেহ প্রাপ্ত হয়। এই মানব-
দেহেও তাহাদের পাপচিহ্ন বিদ্যমান থাকে। তে
নৃপ! এক্ষণে এই সকল কথা তোমার নিকট
বর্ণন করিব, একমনা হইয়া শ্রবণ কর। জীব যম-

বৈবস্বতকর্মম্। নিস্তীর্ণযাতনা যে তু লোকসামান্তি
চিহ্নিতাঃ ১১। গদগদোহনৃতবাদৌ শ্রামুকশ্চৈব
গবানৃতে। ব্রহ্মহা জায়তে কুষ্ঠী শ্রাবদন্ত মদ্যপঃ ১২। কুনখী স্বর্ণহরণাদুঃশ্রম্য গুরুতরগঃ। সংযোগী
হীনযোনিঃ শ্রাদ্ধরিদ্রোহদন্তদানতঃ ১৩। গ্রাম-
শুকরতাং যাতি হযাজ্যযাজকো নৃপ। খরো বৈ
বহুযাতৌ শ্রাদ্ধানির্মিতভোজনাৎ ১৪। অপরী-
কিতভোজী শ্রাদ্ধানরো বিজনে বনে। বিতর্জ-
কোহথ মার্জারঃ খদ্যোতঃ কক্ষদাহতঃ ১৫।
অবিদ্যাঃ যঃ প্রযচ্ছত বলীবর্দো ভবেদ্বি সঃ।
অন্নং পর্যাবিতং বিপ্রৈ দদানঃ ক্রীবতাং ব্রজেৎ ১৬।
মাৎসর্যাদথ জাত্যকো জন্মাকঃ পুস্তকঃ
হরন্। কলাস্তাহরতোহপত্যঃ শ্রিয়তে নাত্ত
সংশয়ঃ ১৭। মৃতো বানরতাং যাতি তমুক্তোহথ
গলাড়বান্। অদবা ভক্ষয়ন্তানি হনপত্যো
ভবেন্নরঃ ১৮। হরন্ বস্ত্রঃ ভবেদগোথা গরদঃ
পবনাশনঃ। প্রব্রাজীগমনাজাজন্ ভবেন্নরপিশাচকঃ ১৯।
বাতকো জলহর্তা চ ধাত্তহর্তা চ মূষকঃ

লোকে যায়, ও সেখানে যাতনা ভোগ করে, পরে
তাহারাই চিহ্নিত হইয়া নরলোকে আগমন করিয়া
থাকে। এক্ষণে পাপভেদে লক্ষণনিচয় শ্রবণ কর।
অনৃতভাবী গদগদবাক, গোগণের প্রতি অনুতা-
চারী মূক, ব্রহ্মহা কুষ্ঠী, মদ্যপ শ্রাবদন্ত, স্বর্ণপ-
হারক কুনখী, গুরুতরগা হুশ্রম্য, সংযোগী হীন-
যোনি এবং অদাতা দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে।
হে রাজন! আযাজ্যযাজক গ্রাম্যশুকর, বহু-
যাজী গদ্বত, অনির্মিত-ভোজী কুকুর এবং
অপরীকিতভোজী বিজন বনে বানর হইয়া জন্ম-
গ্রহণ করে। বৃথাতর্জক মার্জার হয়, গৃহকক্ষদাহী
খদ্যোত ও আবদ্যাদাতা বলীবর্দ হইয়া থাকে।
যে মানব বিজকে পর্যাবিত অন্নদান করে, তাহার
ক্রীবতলাভ হয়। ১—১৬। মাৎসর্যযুক্ত মানব জাত্যক
ও পুস্তকহর্তা জন্মাক হয়। কলাহর্তার পুত্র মারিয়া
যায় এবং সেও মারিয়া বানর হয় সংশয় নাই।
অনন্তর কলহর্তা বানরজন্মের পর গলাগুরোগী
হইয়া জন্মগ্রহণ করে। হে রাজন! যে মানব
অদন্ত বস্ত্র ভক্ষণ করে, সে অনপত্য হয়।
বস্ত্রহর্তা গোথা, গরদ পবনাশন সর্প এবং যে
ব্যক্তি পরিব্রাজিকা-গমন করে, সে মক্ভূমির
পিশাচ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। জলহর্তা বাহরোগী
ও ধাত্তহর্তা মূষিক হয়। আর শ্রুতি বলেন,—

অপ্রাপ্তযৌবনাঃ গচ্ছন ভবেৎ সৰ্গ ইতি স্মৃতিঃ ।
 ২০ । গুরুদারাভিনাষী চ কুকলাসো ভবোচ্চরম
 জনপ্রসবণঃ যন্ত তিলান্নাশ্রয়ো ভবেৎ ২১ ।
 অবিফ্রোদান বিকৃতম বৈ বিকটাকো ভবেৎ ২২ ।
 অযোনিগো বৃকো হি স্তাঃ ক্রমবক্রন ২২ ।
 বৃহত্তৈকাদশাহে তু ভুজানঃ যোপজায়তে । প্রতি-
 স্তাত্য বিজায়াধমদয়বৃকো ভবেৎ ২৩ । রাজ্য-
 সমাজবৈদ্যুতকরো বিজ্ঞরাহকঃ । পরিবাদী
 বিজাতীনাঃ লভতে কাঙ্ক্ষীঃ তদ্বম্ ২৪ । ব্রজে-
 দেবলকো রাজন যোনিঃ চাণ্ডালসংজিতাম্ । হৃৎগঃ
 কলবিফ্রোদা বৃশ্চিকো বৃশ্ণীপাতঃ ২৫ । মার্জারো-
 হৃৎগঃ পদা স্পৃষ্টা রোগবান পরমাংসভুক্ । সোদর্ঘ্য-
 গমনাৎ যন্তো হৃৎগঃ শুগন্ধহ ২৬ । গ্রামভট্টো
 দিবাকীর্তিদৈবজ্ঞো গদ্বিতো ভবেৎ । কুপণ্ডিতঃ
 স্তান্মার্জারো ভষণো ব্যাস্ত এব চ ২৭ । স এব
 দৃষ্টতে রাজন প্রকাশাৎ পরমংগাম্ । যদ্য তদ্যপি
 পারক্যঃ স্তম্ভঃ বা যদি বা বহ ২৮ । কৃদ্বা বৈ
 যোনিমাপ্নোতি তৈরশ্চোরাভ সংশয়ঃ । এবমাদৌনি
 চান্থানি চিহ্নানি নৃপসন্তম ২৯ । স্বকর্ম্মবিহিতাশ্চেব
 দৃষ্টতে যৈষ মানবাঃ । ততো জন্ম ততো মৃত্যুঃ
 সর্বজন্তুভু ভারত ৩০ । জায়তে নাত্র সন্দেহঃ

অপ্রাপ্তযৌবনা নারী-গমনে মানব সৰ্গ হইয়া থাকে । গুরুদারাভিনাষী নর চিরতরে কুকলাস হয় । যে ব্যক্তি জনপ্রসবণ ভেদ করে, সে মৎস্ত হয় এবং অবিফ্রোদ বস্তুর বিফ্রোদা নর বিকটাক হইয়া জন্ম গ্রহণ করে । কুয়োনিগামী বৃক, ক্রেয় জব্যোর বক্রনকর্তা উলুক ও বিজগণের পরিবাদ-দাতা কচ্ছপ হয় । হে রাজন ! দেবলক চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয়, কলবিফ্রোদা হৃৎগ হয় আর বৃশ্ণীপতি বৃশ্চিক হইয়া থাকে । পাদ দ্বারা অঙ্গ স্পর্শ করিলে নর মার্জার, পরমাংসভোজনে রোগী, ভাগনীগমনে ক্রীব এবং শুগন্ধহতা হৃৎগদেহ হয় আর গ্রামভাট নাপিত এবং দৈবজ্ঞ গদ্বিত হইয়া থাকে । হে রাজন ! কুপণ্ডিত মার্জার ও কুভাষী মুক হয় আর যে মানব পরমস্ব প্রকাশ করে, তাহাকেও মুক হইতে দেখা যায় । অল্পই হউক, আর বহুই হউক, যে-সে অহিতাচরণেই মানবের তিথ্যক্ যোনি লাভ হয়, সংশয় নাই । হে নৃপসন্তম ! যাহারা পাপ করে, তাহাদের স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে এই সকল ও অন্যান্য লক্ষণ সকল পরিদৃষ্ট হয় । হে ভারত ! তারপর জীবগণ একবার জন্ম একবার মৃত্যু, পুনর্জন্ম পুন-

সমীভূতে শুভাশুভে । পুংসোঃ সন্তাযোগেণ
 বিভক্কে শুক্রশোণিতে ৩১ । পঞ্চভূতসমোপেতঃ
 স যষ্ঠঃ পরমেশ্বরঃ । ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণা জ্ঞানমায়ুঃ
 শ্বখঃ ধৃতিঃ ৩২ । ধারণঃ প্রেরণঃ প্রাণমিচ্ছাঙ্কার
 এব চ । প্রযত্ন আকৃতিবর্ণঃ বরদেবো ভবাভবো ।
 ৩৩ । তন্মুদমাধ্বনঃ সর্বমনাদেবাদি মচ্ছতঃ ।
 প্রথমে মাসি স ক্রেদভূতো ধাতুবিমূচ্ছতঃ ৩৪ ।
 মাস্তর্ক্বদঃ দ্বিতীয়ে তু তৃতীয়ে চেন্দ্রিয়ৈর্গুতঃ ।
 আকাশাভাবঃ সোম্মাৎ শব্দঃ স্রোত্রবলাদিকম্ ।
 বায়োশ্চ স্পর্শনঃ চেষ্টাঃ দহনঃ রৌক্ষ্যমেব চ ৩৫ ।
 পিত্তাত্ত দর্শনঃ পংক্তিমৌক্ষ্যঃ রূপঃ প্রকাশনম্ ।
 সজিলাদ্রসনাঃ শৈত্যঃ স্নেহঃ ক্রেদঃ সমাধিবম্ ৩৬ ॥
 ভূমেগন্ধঃ তথা ভ্রাণঃ গোরবঃ মূর্ত্তিমেব চ । আত্মা
 গুহ্যভ্যজঃ পূর্ষঃ তৃতীয়ে স্পন্দতে চ সঃ ৩৭ ।
 দৌহদস্তাপ্রদানেন গর্তো দৌষমবাগ্নুধাৎ । বৈরূপ্যঃ
 মরণঃ বাপি তন্মাৎ কার্য্যঃ প্রিয়ঃ স্রিয়াঃ ৩৮ ।

মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে, সর্ব প্রাণীই এই নিয়মের বশীভূত, সন্দেহ নাই । পাপ পুণ্যের সমতা হইলেই জীব জীপুরুষসংসর্গে বিভক্ক শোণিতে পঞ্চভূতাত্মক দেহ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে ; পঞ্চভূতের সহিত মিলিত হইলেই ষষ্ঠ পরমেশ্বর জীবাত্মা নামে অভিহিত হয় । ইন্দ্রিয় নিচয়, মন, পঞ্চপ্রাণ, জ্ঞান, আয়ু, শ্বখ, ধৃতি, ধারণ, প্রেরণ, হৃৎগ, ইচ্ছা, অহঙ্কার, প্রযত্ন, আকৃতি, বর্ণ, স্বর, ঘ্রেষ, জন্ম ও মৃত্যু—এই সকল লইয়াই উৎপৎসমান জীবের আত্মা গঠিত হয় । জীবমৃষ্টির ক্রম—ধাতু বিমূচ্ছত হইয়া প্রথমমাসে ক্রেদাকার প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয় মাসে সেই ক্রেদ অর্ক্বুদে পারণত হয় এবং তৃতীয় মাসে সেই অর্ক্বুদের সহিত ইন্দ্রিয়-নিচয়ের সম্বন্ধ ঘটে । জীব আকাশ হইতে লঘুতা, সূক্ষ্মতা, শব্দ ও শ্রবণশক্তি লাভ করে, বায়ু হইতে স্পর্শ চেষ্টাশক্তি, দহনশক্তি ও রূক্ষতা লাভ করিয়া থাকে । এইরূপ পিত্ত হইতে দর্শন ও পারপাকশক্তি রূপ, প্রকাশকর ঔক্যত্ব প্রাপ্তি ঘটে । সলিল হইতে রসনা, স্নেহ, ক্রেদ ও আর্জ্জভাব লাভ হয় ; ভূমি হইতে গন্ধ, ভ্রাণ, গোরব ও মূর্ত্তি প্রাপ্তি ঘটে । অজ আত্মাই পূর্ষ এই সকল গ্রহণ করিয়া পরে তৃতীয় মাসে স্পন্দিত হন ৩৭-৩৭ । দৌহদ প্রদানের অভাব হইলে গর্ত দৌষযুক্ত হয়,—এই দৌহদ প্রদানের অভাবেই জীব বিরূপ হয়, এমন কি নিজ্জীব হইয়া

সৈব্যাং চতুর্থে স্বক্কাণাং পঞ্চমে শোণিতোক্তবঃ ।
বর্থে বলঞ্চ বর্ণশ্চ নখরোমশ্চাতুর্থাঃ ॥ ৩৯ ॥ মনসা
চেতনায়ুক্তো নখরোমশ্চাতুর্থাঃ । সপ্তমে চাষ্টমে
চৈব অচাৰান্ স্মৃতিমানপি ॥ ৪০ ॥ পুনর্গর্ভঃ পুন
র্জাতীয়েনস্তস্য প্রধাবতি । অষ্টমে মাস্ততো গর্ভো
জাতঃ প্রাণৈর্কিয়ুজ্যতে ॥ ৪১ ॥ নবমে দশমে
বাপি প্রবলৈঃ স্মৃতিমাক্রতেঃ । নির্গচ্ছতে বাণ
ইব যজ্ঞচ্ছিন্নে সজরঃ ॥ ৪২ ॥ শরীরাবয়বৈর্ভুক্তো
হৃদপ্রত্যঙ্গসংযুতঃ । অষ্টোত্তরং মর্শ্বশতং তজ্জাহ্নুঃ
তু শতজয়ম্ ॥ ৪৩ ॥ সপ্ত শিরঃকপালানি
বিহিতানি স্বয়ম্ভুবা । তিস্রঃ কোট্যোহর্দ্ধকোটি
চ রোমণামঙ্গেষু ভারত ॥ ৪৪ ॥ দ্বাসপ্ততি-
সহস্রাণি হৃদয়াদভিনিহতাঃ । দ্বিত্বা নাম হি তা
নাড্যাস্তাসাং মধো শশি-প্রভা ॥ ৪৫ ॥ এবং প্রবর্ততে
চক্ৰং ভূতগ্রামে চতুর্দিশে । উৎপত্তিঞ্চ বিনাশঞ্চ
ভবতঃ সর্বদেহিনাম্ ॥ ৪৬ ॥ গতিরুজ্জ্বলা চ ধর্ম্মেণ

যায়; অতএব সর্বপ্রথমে দৌর্দ্দলক্ষণা নারীর
প্রিয়াস্থান করিবে। অনন্তর চতুর্থ মাসে ক্রণের
অক্কেস্বর্ঘ্য, পঞ্চমমাসে শোণিতসঞ্চয় এবং ষষ্ঠে
বল, বর্ণ, নখ ও রোম জন্মিয়া থাকে নখ ও শত
শত রোমাবৃত ক্রণের জীবসঞ্চার হয়। অনন্তর
সপ্তম ও অষ্টমমাসে অক্ দ্বারা জীবের সর্বদেহ
আবৃত হয় ও জীবও সম্পূর্ণ স্মৃতিমান হইয়া থাকে।
মানব যতবারই গর্ভে প্রবেশ করে ও যখনই
ধাত্তোর করস্পৃষ্ট হয়, অমনি পাতকও তাহার পশ্চাদ্
ধাবন করে। যদি অষ্টমমাসে গর্ভ ভূমিষ্ঠ হয়,
তবে নিজ্জীব হইয়া থাকে। নবম কিংবা দশম
মাসই প্রসবের প্রশস্ত হয়। এই সময় স্মৃতিমাক্রত
কর্তৃক বেগবিন্ধ হইয়া যজ্ঞচ্ছিন্ন-নির্গত বাণের স্তায়
জরযুক্ত জীব নির্গত হয়। তখন তাহার শরীর সমা-
বয়বপূর্ণ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত হয়। স্বয়ং স্বয়ম্ভু জীব-
দেহের অষ্টোত্তর শত মর্শ্ব তিনশত আস্থ ও সপ্ত
শিরঃ কপালাদি বিহিত করিয়াছেন। জীব এই সকল
জন্মফলে লাভ করে। হে ভারত! জীবদেহে
সার্কি ত্রিকোটি রোম ও দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী আছে,
এই সকল নাড়ী হৃদয়দেশ হইতে নির্গত হইয়াছে।
এই নাড়ীনিবহের নাম হিতা। ইহানের মধো
শশি-প্রভা নামী একটি প্রকৃষ্টা নাড়ী বিদ্যমান। হে
রাজন! চতুর্দিশ ভূতগ্রামে এইরূপেই জীবনচক্র
প্রবর্তিত হয় এবং অখিল দেহধারীরই উৎপত্তি
বিনাশ এই উভয়ই সম্ভটিত হইয়া থাকে।

অধর্ম্মেণ অধোগতিঃ । জায়তে সর্ববর্ণানাং স্বধর্ম্ম-
চলনাম্বুপ ॥ ৪৭ ॥ দেবদেহে মানবদেহে চ দানভোগা-
দিকাঃ ক্রিয়াঃ । দৃষ্টান্তে যা মহারাজ তৎসর্বং
কর্ম্মজং ফলম্ ॥ ৪৮ ॥ স্বকর্ম্মবিহিতে ঘোরে কাম-
ক্রোধার্জ্বিতে শুভে । নিমজ্জেররকে ঘোরে
যন্তোক্তারো ন বিদ্যতে ॥ ৪৯ ॥ উত্তরবার জন্মনাং
নর্ম্মদাতটসংস্থিতম্ । এবমেতন্নহাতীর্থং নরকেখর-
মুক্তমম্ ॥ ৫০ ॥ নরকাপহং মহাপুণ্যং মহাপাতক-
নাশনম্ । ততীর্থং সর্বতীর্থানামুক্তমং ভুবি তুর্লভম্ ॥
৫১ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নানং পূজয়েত মহেশ্বরম্ ।
মহাপাতকযুক্তোহপি নরকং নৈব পশ্যতি ॥ ৫২ ॥
তত্র তীর্থে তু যো দদ্যাৎকেচুঃ বৈতরণীং শুভাম্ । স
মুচ্যতে স্মৃথেনৈব বৈতরণ্যাং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥ যুধিষ্ঠির
উবাচ । যমদ্বারে মহাঘোরে যা সা বৈতরণী নদী ।
কিংরূপা কিংপ্রমাণা সা কথং সা বহতি দ্বিজ ॥ ৫৪ ॥
কথং তস্তাঃ প্রমুচ্যন্তে কেষাং বাসস্ত সন্ততম্ । কেবাং
তু সান্নকুলা সা হেতবিস্তরতো বদ ॥ ৫৫ ॥ জীমাক্তেয়
উবাচ । ধর্ম্মপুত্র মহাবাহো শৃণু সর্বং মহোদিতম্ । যা

তন্মধ্যে ধর্ম্মদ্বারা উর্দ্ধগতি আর অধর্ম্মে অধোগতি
হয়। হে নৃপ! স্বধর্ম্ম হইতে অলিত হইলে ত্রাঙ্ক-
ণাদি সকল বর্ণেরই এই দশা ঘটিয়া থাকে।
হে মহারাজ! মানবতন্মতে কিংবা দেবদেহে
যে সকল দান ভোগাদি ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়,
এই সকল কর্ম্মজ ফল জানিবে। যাগর উদ্ধর্তা
নাই, সেই কামক্রোধার্জ্বিত নর স্বীয় কর্ম্মবশে
ঘোর নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে। তাদৃশ জীব-
গণের উদ্ধারের নিমিত্ত নর্ম্মদাতটে এই অমুক্তম
নরকেখর তীর্থ বিরাজ করিতেছে। এই মহাপুণ্য
তীর্থ নরকাপহ ও মহাপাতকনাশক। এই তীর্থ
সম্বতীর্থোত্তম ও ইহা ভুবনতুর্লভ ॥ ৪৮-৫১ ॥ যে মানব
এই তীর্থে স্নান করিয়া মহেশ্বরের পূজা করে, মহা-
পাতকযুক্ত হইলেও সে নরক দর্শন করে না।
এখানে যে মানব কল্যাণী বৈতরণী দেখে দান করে,
নিঃসংশয় তাহার স্মৃপে বৈতরণী উত্তরণ ঘটে।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাঘোর যমদ্বারে যে
বৈতরণী নদী বিদ্যমান, তাহার রূপ কি, আকার
কি, পরিমাণ কি এবং কিরূপেই বা তাহার প্রবাহ?
হে দ্বিজ! কি করিয়া সেই বৈতরণীর পারে গমন
সম্ভবে? কাহাদেরই বা সতত ওধায় বাস হয় এবং
মানবগণের প্রতিই বা সেই বৈতরণী কিরূপে অনু-
কূল হন? এ সকল বিস্তাররূপে আমার নিকট বর্ণন

সা বৈতরণী নাম যমদ্বারে মহাসরিং । ৫৬ । অগাধা
পাররহিতা দৃষ্টমাত্রা ভয়াবহা । পুষ্পশোণিততোয়া
সা মাংসকর্দমনির্মিতা ৫৭ । ততোযং ভ্রমতে তূর্ণং
তাপীমধ্যে স্রুতং যথা । কুমিতিঃ সঙ্কুলং পুষ্পং
বজ্রতুণ্ডেরমোমুখেঃ । ৫৮ । শিশুমারৈশ্চ মকরৈ-
বজ্রকর্তৃরিসংস্রুতৈঃ । অষ্টৈশ্চ জলজীবৈঃ সা
সুহিংসৈর্ষর্ষভেদিতৈঃ । ৫৯ । তপস্বি দ্বাদশা-
দিত্যাঃ প্রলম্বস্ত ইবোষণাঃ । পতন্তি তত্র বৈ
মর্ত্যাঃ ক্রন্দন্তো ভূশদাকর্ণম্ । ৬০ । হা ভাতঃ
পুত্র হা মাতঃ প্রলপস্বি মুহূর্ষুহঃ । অসিপত্রবনে
ঘোরে পতন্তঃ যোহভিরক্ষতি । ৬১ । প্রতরন্তি
নিমজ্জন্তি মানিং গচ্ছন্তি জন্তবঃ । চতুর্দিশেঃ প্রাণি-
গণৈর্জষ্টেয়া সা মহানদী । ৬২ । তরন্তি তস্তাং
সদানৈরন্তথা তু পতন্তি তে । মাতরং যে ন
মন্তন্তে হ্যচাধ্যাং গুরুমেব চ । ৬৩ । অবজানন্তি
মূঢ়া যে তেষাং বাসস্ত সন্ততম্ । পতিব্রতাং সাধু-

ককন । শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহাবাহো ষষ্ঠ্য-
তনয় ! আমি সকলই বলিতোছি, একমনা হইয়া শ্রবণ
কর । যমদ্বারে যে বৈতরণী নামী ঘোর মহাসরিং
বিদ্যমানা, তাহার জল অগাধ, পার দূরূহ এবং
তাহাকে দর্শন করিবারাত্র ভীতির সঞ্চার হয় ।
তাহার নীর পুষ্প, শোণিত, উহা মাংসকর্দমময় ।
উত্তাপপ্রাপ্ত কটাক্ষমধ্যস্থিত স্রুতের স্রায় বৈতরণী-
নীরও সতত তূর্ণ ঘূর্ণমান হয় । একেত বৈতরণী
নীর পুষ্পময়, তাহা আবার কুমিসমাকুল ; বজ্রতুণ্ড
অমোঘ শিশুমার ও বজ্রবৎ ছুরিকায়ুক্ত মকরগণ
এই পুষ্প মধ্যে বিচরণ করে । এতদভিন্ন মর্ম্মভেদী
অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ জলজন্তুগণও এখানে বিচ-
রণ করিয়া থাকে । প্রলম্বকালীন প্রদীপ্ত দিবা-
করের স্রায় এখানে যুগপৎ দ্বাদশাদিত্য উদ্ভিত
হইয়া তাপদান করে । মানবগণ এই অতি দারুণ
বৈতরণীমধ্যে রোদন করিতে করিতে পতিত হয়
এবং মুহূর্ষুহ হা ভাতঃ ! হা পুত্র ! হা মাতঃ ! ইত্যাদি
প্রলাপ করিতে থাকে । আর বলে,—আমরা
ঘোর অসিপত্রবনে পতিত হইতেছি, কে আমা-
দিগকে রক্ষা করিবে ? অনন্তর প্রাণগণ বৈতরণী
উত্তীর্ণ হইতে গিয়া তাহাতে নিমজ্জিত হয় ও মানি
ভোগ করে । চতুর্দিশ প্রাণীই সেই মহানদী
বৈতরণী দর্শন করে । যাহারা উত্তম দান করিয়াছে
তাহারাই উত্তীর্ণ হয় আর যাহারা করে নাই, তাহা-
রাই তন্মধ্যে পতিত হইয়া থাকে । যে মূঢ় মানব-

নীলামূঢ়াঃ ধর্ম্মেযু নিশ্চলাম্ । ৬৪ । পরিত্যজ্যন্তি
যে পাপাঃ সন্ততঃ তু বসন্তি তে । বিশ্বাসপ্রতি-
পন্নানাং স্বামিমিত্রতপস্বিনাম্ । ৬৫ । শ্রীবালবৃদ্ধ-
দীনানাং ক্ষিপ্রমবেষণান্ত যে । পচ্যন্তে তত্র মধ্যে
বৈ ক্রন্দমানাঃ সুপাপিনঃ । ৬৬ । শ্রান্তঃ বৃহৃক্ষিতঃ
বিপ্রঃ যো বিস্ময়তি হৃদ্যতিঃ । কুমিতিভক্যতে তত্র
যাবৎকল্পশতজয়ম্ । ৬৭ । ব্রাহ্মণায় প্রতিজ্ঞাত্য ধো
দানং ন প্রযচ্ছতি । আহুয় নাস্তি যো ক্রতে তস্ত
বাসস্ত সন্ততম্ । ৬৮ । অগ্নিদো গরদশ্চৈব রাজগামী
চ পৈশুনী । কথাভঙ্গকরশ্চৈব কূটসাকী চ মদ্যপঃ ।
বজ্রবিধ্বংসকশ্চৈব স্বয়ংদত্তাপহারকঃ । সুক্ষেত্রসেতু-
ভেদী চ পরদারপ্রদর্ষকঃ । ৬৯ । ব্রাহ্মণো রস-
বিক্রেতা বৃষলীপাতিশ্চৈব চ । গোকুলস্ত ত্বর্কান্ত
পালীভেদং কয়োতি যঃ । ৭০ । কন্তাভিদূষকশ্চৈব
দানং দদ্বা তু তাপকঃ । শূদ্রস্ত কপিলাপানী ব্রাহ্মণো
মাংসভোজনৌ । ৭১ । এত বসন্তি সন্ততঃ সা
বিচারণ কৃথানুপ । সান্নকুলা ভবেদ্যেন তচ্ছৃণু
নরাধিপ । ৭২ । অয়নে বিমুবে চৈব ব্যতীপাতে
দিনক্ষয়ে । অস্ত্রেযু পুণ্যকালেষু দীযতে দানমুত্তমম্ ॥

গণ মাতাকে মানে না, আচাধ্য ও গুরুর অবজ্ঞা
করে, তাহাদেরই সতত বৈতরণীতে বাস হয় ।
যেসকল পাপমতি পতিব্রতা সাধুশীলা ধর্ম্মে নিশ্চল-
মতি অকপট পত্নীকে পরিত্যাগ করে, তাহারাই
এখানে নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন যে সকল ঘোর
পাপী নর বিশ্বাসপ্রতিপন্ন এবং স্বামী, মিত্র ও তপ-
স্বীর শ্রী, বালক ও বৃদ্ধদিগের ছিদ্র অযেষণ করে,
তাহারা ক্রন্দমান হইয়া বৈতরণীতে পতিত হয় ।
যে হৃদ্যতি শ্রান্ত বৃহৃক্ষু বিজের বিস্মাচরণ করে,
শতজয় কল্পকাল তাহাকে কুমিগণ দংশন করে ।
যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞত হইয়া দ্বিজ দান না করে, আর
যে আহ্বান কারিয়া নাই বলিয়া বিপ্রকে প্রত্যা-
খ্যান করে, তাহাদের সতত বৈতরণীতে বাস হয় ।
অগ্নিদ, গরদ, রাজপত্নীগামী, পিশুন, কথাভঙ্গ-
কারী, কূটসাকী, মদ্যপ, বজ্রবিধ্বংসক, দত্তাপহারী,
শোভনক্ষেত্র ও সেতুভেদী, পরদারধরী, রসবিক্রেতা
ব্রহ্মণ, বৃষলীপতি, ত্বর্কান্ত গোগণের জলাশয়ভেদী,
কন্তাভিদূষক, দানানন্তর অন্ততাপকারী, কপিলা দূষ-
পায়ী শূদ্র, ও মাংসভোজী দ্বিজ, ইহারাই সতত বৈত-
রণীতে বাস করে । হে নৃপ ! আমার বাক্যে বিচার
বিতর্ক করিও না । হে নৃপসন্তম ! কি করিলে
বৈতরণী অন্নকুলা হয়, তাহা শ্রবণ কর । ৫২—৭৩ ।

৭৪ । কৃষ্ণাং বা পাটলাং বাপি কুৰ্খ্যাৎবৈতরনী-
ভুতাম্ । স্বর্ণশঙ্কীং রূপাখুরাং কাংস্তপাত্রস্ত দোহি-
নীয়ম্ ॥ ৭৫ ॥ কৃষ্ণবস্ত্রযুগাচ্ছরাং সপ্তধাতুসমবিতাম্ ।
কুৰ্খ্যাং সজোণশিখর আসীনাং তাম্রভাজনে ॥ ৭৬ ॥
যমং হেমং প্রকুবীত লোহদণ্ডসমবিতাম্ । ইক্ষুদণ্ডময়ং
বন্ধা হাড়পং পটবন্ধনৈঃ ॥ ৭৭ ॥ উড়ুপোপরি তাং
ধেহুঃ সূৰ্য্যদেহসমুদ্ভবাম্ । কুহা প্রকল্পয়েদ্বিধান
চ্ছজোপানদ্যুগাবিতাম্ ॥ ৭৮ ॥ অঙ্গুলীয়কবাসাংসি
ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ । ইমমুচ্চারয়েন্নরঃ সংগৃহ্যাস্তাশ্চ
পুচ্ছকম্ ॥ ৭৯ ॥ শুভমঘারে মহাঘারে যা সা
বৈতরনী নদী । তৰ্জুকামো দদামোনাং তুভ্যং
বৈতরনি নমঃ ॥ ৮০ ॥ গাবো মে চাগ্রতঃ সন্ত গাবো
মে সন্ত পৃষ্ঠতঃ । গাবো মে হৃদয়ে সন্ত গবাঃ
মধ্যে বসামাহম্ ॥ ৮১ ॥ ও বিষ্ণুরূপ দ্বিজশ্রেষ্ঠ
ভূদেব পঙ্কিপাবন । সদক্ষিণা ময়া দত্তা তুভ্যং
বৈতরনি নমঃ ॥ ৮২ ॥ ব্রাহ্মণঃ ধর্ম্মরাজক ধেহুঃ

অঘন, বিবব, বাতৌপাত, ব্রাহ্মপর্ণ এবং অন্যান্য
পুণ্য দিনে উত্তম দান করিবে । কৃষ্ণা কিংবা
পাটলা বৈতরনী ধেহুকে স্বর্ণশঙ্কী রোপাখুরা, ও
কাংস্তদোহনীযুক্ত এবং কৃষ্ণবস্ত্রযুগ আচ্ছাদিত
করিয়া সপ্তধাতুসমবিত করিবে ; তারপর ধেহুকে
জোণশিখরসদৃশ তাম্রভাজনে রঞ্জিত করিতে
হইবে । অনন্তর হেমময় যমমূর্তি নির্মাণ করিবে,
এই যমমূর্তি লোহদণ্ডসমবিত হইবে । অনন্তর
বিদ্বান্ মানব একটা ভেলা নির্মাণ করিয়া পটবস্ত্র
দ্বারা ঐ ভেলা ইক্ষুদণ্ডে আবদ্ধ করিবেন এবং
দিবাকরদেহকান্তি ধেহুকে সেই ভেলায় স্থাপিত
করত ছত্র, পাত্কাযুগল, অঙ্গুরীয়ক ও বসনসম-
বিত করিয়া দ্বিজকে নিবেদন করিতে হইবে ।
অনন্তর ধেহুর পুচ্ছধারণপূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র
উচ্চারণ করিবে, যথা—মহাঘোর যমদ্বারে যে
বৈতরনী নদী বিদ্যমান, আমি সেই বৈতরনীর উত্ত-
রণকামনায় ধেহু দান করিতেছি, হে বৈতরনি !
তোমাকে নমস্কার । ইহাই হইল অধিবাসমন্ত্র ।
অনন্তর দানমন্ত্র যথা—গোগণ আমার অগ্রে বিদ্য-
মান থাকুক, গোগণ আমার পৃষ্ঠে অবস্থান করুক,
গোগণ আমার সম্মুখে সন্নিহিত হউক এবং আমিও
গোগণमध्ये অবস্থান করি । ঐ দ্বিজসত্তম !

ভূদেব ব্রাহ্মণ পঙ্কিপাবন ; আমি আপ-
নারক সদক্ষণ ধেনুদান করিলাম । আমার

বৈতরনীঃ শিবাম্ । সর্ষঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য ব্রাহ্মণায়
নিবেদয়েৎ ॥ ৮৩ ॥ পুচ্ছঃ সংগৃহ্য সুরভেরগ্রে
কুহা দ্বিজঃ ততঃ ॥ ৮৪ ॥ ধেহুকে হং প্রতীক্ষ্য
যমদ্বারে মহাভয়ে । উত্তিতীর্ষ্য বহং ধেনো বৈতরনৌ
নমোহস্ত তে ॥ ৮৫ ॥ অম্বরজেত গচ্ছন্তঃ সধঃ
তস্ত গৃহং নয়েৎ । এবং ক্রতে মহীপাগ সরিং
স্তাং সুবাহিনী ॥ ৮৬ ॥ তারয়তে তয়া ধেহা
সা সরিজনবাহিনী । সর্ষান্ কামানবাণোতি
যে দিবাং যে চ মানুবাঃ ॥ ৮৭ ॥ রোগী রোগাধিমুক্তঃ
স্বাচ্ছামাস্তি পরমাপদঃ । স্তম্বে সহস্রভুজিতমাতুরে
শতসম্বিতম্ ॥ ৮৮ ॥ মৃতশ্বেব তু যদানং পরোক্ষে
তৎসমং স্মৃতম্ । স্বহস্তেন ততো দেবং মৃতং কঃ কস্ত
দাস্ততি । ইতি মহা মহারাজ স্বদত্তং স্মারশাকলম্ ॥
৮৯ ॥ ইত্যেবমুক্তঃ তব ধর্ম্মমূনো দানং ময়া
বৈতরনীসমুখম্ । শণোতি ভক্ত্যা পঠতীহ সম্যক

বৈতরনীকে সম্বোধনপূর্বক কহিবে,—হে বৈত-
রনি ! তোমাকে নমস্কার । এইরূপে দ্বিজ ধর্ম্ম-
রাজ যম ও কল্যাণী ধেহুকে প্রদক্ষিণ করিয়া
দ্বিজকে সেই ধেহু নিবেদন করিবে এবং দ্বিজের
সম্মুখে সেই ধেহুর পুচ্ছগ্রহণপূর্বক বলিবে,—
ধেহুকে ! তুমি আমার জন্ত মহাঘোর যমদ্বারে
প্রতীক্ষা করিও, আমি বৈতরনী উত্তরণ করিব,
আমি বৈতরনীকে নমস্কার করি । ইহাই হইল
অনুগমনক্রম । অনন্তর দ্বিজ গৃহে গমন করিলে
ধেহুদাতা তাঁহার অনুগমন করিবে এবং
ধেহু প্রভৃতি প্রদত্ত বস্তুজাত তাঁহার গৃহে
পৌছাইয়া দিবে । হে মহীপাল ! এইরূপ করিলে
সরিদ্বারা বৈতরনী অনুকূল জলপ্রবাহাকূল হইয়া
ধেহুদাতাকে উদ্ধার করেন ও দাতা—কি দিবা,
কি মানুস, অখিল কামনাই লাভ করে । রোগী
রোগ হইতে মুক্ত হয় এবং আপদ সকল শান্ত
হইয়া থাকে । সুহৃদেহে বৈতরনী দান করিলে
সহস্রভুজ ও অম্বর শরীরে করিলে শতভুজ
পুণ্য হয় ; আর মৃত মানবের উদ্দেশে কৃত হইলে
সেই পত্রে ক্ষকল পুষ্পোক্ত কলের অনুরূপ হয় ।
মৃত মানবের উদ্দেশে কেহ বৈতরনী দান করে
কি না করে, এইরূপ বুঝিয়াই মানব নিজের
হস্তে নিজের বৈতরনী করিবে । কেননা, হে
মহারাজ ! স্বহস্তকৃত দানের কল অতি মহৎ !
হে ধর্ম্মনন্দন ! এই আমি তোমার নিকট বৈতরনী-
বিধি দানের কথা কীর্তন করিলাম । যে মানব

স যাতি বিকোঃ পুদমপ্রমেয়ম্ । ১০ । শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । প্রাপ্তে চান্দ্রযুজে মাসি তস্মিন কৃষ্ণচতুর্দশী ।
স্নাত্বা কৃৎয়া ততঃ শ্রাদ্ধং সম্পূজ্য চ মহেশ্বরম্ । ১১ ।
পিতৃভ্যো দীপ্যতে দানং ভক্তিশ্রাদ্ধাসমর্ষিতঃ ।
পশ্চাচ্ছাগরুণং কৃৎয়াৎ সংকথাশ্রবণাদিভিঃ । ১২ ।
ততঃ প্রভাতসময়ে স্নাত্বা বৈ নর্ম্মদাজলে ।
তর্পণং বিধিবৎ কৃৎয়া পিতৃণাং দেবপূর্ব্বকম্ ।
১৩ । সৌবর্ণং স্তুতসযুক্তং দীপং দদ্যাদ্ভি-
জাতয়ে । পশ্চাৎ সভাজয়েদ্বিপ্রান্ স্নয়ং চৈব
বিমৎসরঃ । ১৪ । এবং কৃতে নরশ্রেষ্ঠ ন
জন্মরকং ব্রজেৎ । অবশ্যমেব মনুজৈর্জষ্টব্য
নারকী স্থিতিঃ । ১৫ । অনেন বিধিনা কৃৎয়া ন
পশ্চেন্নরকাররঃ । তন্ন তীর্থে মৃতানাং তু নরাণাং
বিধিনা নৃপ । ১৬ । মনস্তরং শিবে লোকে বাসো
ভবতি হ্রস্বতে । নিমানেনার্কবোন কিঙ্কণীশো-
ভোভিনা । ১৭ । স গচ্ছতি মহাভাগ সেবা-
মানোহম্পরোগণৈঃ । ভুনক্তি বিবিধান ভোগানুজ-

ইহলোকে এই বৈতরণীর দানফল ভাঙপূর্ব্বক
শ্রবণ বা সম্যক পাঠ করে, তাহার অপ্রমেয় বিষ্ণুর
পরমপদে গতি হয়। মুনি মার্কণ্ডেয় এইরূপ কহিয়া
পুনরায় বলিলেন,—আশ্বিনমাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী
সমাগত হইলে এখানে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে
এবং তৎপরে মহেশ্বরের পূজাপূর্ব্বক ভক্তিশ্রদ্ধাযুক্ত
হইয়া পিতৃগণের উদ্দেশে দান করিবে। অনন্তর
সংকথা শ্রবণ করিতে করিতে রজনী জাগরণ
করিবে। পার বিভাবরী প্রভাত হইলে বিমল নর্ম্মদা
জলে স্নান করিয়া যথাবিধি পিতৃতর্পণ করিবে।
এই তর্পণের পূর্ব্বে দেবগণের তর্পণ কর্তব্য। অন-
ন্তর বিমৎসর নর সুবর্ণনির্ম্মিত দীপপাত্রে স্তুত
দ্বারা দীপ প্রজালিত করত দ্বিজকে দান করিয়া
পরে দ্বিজগণকে ভোজন করাইবে। হে নরেশ!
এইরূপ করিলে জীব নরকে গমন করে না।
মানবগণের নরক দর্শন অবশ্যস্তাবী; কিন্তু এইরূপ
ধেয়দান অনুষ্ঠান করিলে মানবের নরকদর্শন
হয় না। হে নৃপ! যাহারা এই তীর্থে বিধি-
পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের মনস্তর কাল
হ্রস্বত শিবলোকে বাস হয়। হে মহাভাগ! বৈতরণী
তীর্থে তনুত্যাগী মানব শত শত কিঙ্কণীশোভিত
অর্কবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া শিবলোকে গমন
করেন। সেখানে অপ্সরোগণ তাহার সেবা করে

কালং ন সংশয়ঃ । ১৮ । পূর্ণে চৈব ততঃ কালং ইহ
মানুষ্যাতাং গতঃ । সর্ব্বব্যাবিধিনির্মুক্তো জীবৈচ্চ
শরদাং শতম্ । ১৯ । প্রাপ্য চান্দ্রযুজে মাসি কৃষ্ণ-
পক্ষে চতুর্দশীম্ । অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পূজ-
য়িত্বা মহেশ্বরম্ । মহাপাতকযুক্তোহপি মুচ্যতে
নাত্র সংশয়ঃ । ১০০ । অষ্টাবিংশতিকোটো বৈ
নরকাণাং যুধিষ্ঠির । বিমুক্তা নরকৈর্হুঃশৈঃ শিব-
লোকং ব্রজন্তি তে । ১০১ । তত্র ভুক্তা মহা-
ভোগান্ দির্ব্যাবধাসমর্ষিতান্ । লভন্তে মানুযং জন্ম
হ্রস্বতঃ ভুবি মানবাঃ । ১০২ ।
ইতি শ্রীস্কান্দে রেবত্যগ্রে নরকেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকোদশষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৫৯ ।

মমতাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছৎ পাত্ত্ব পুত্র
মোক্ষতীর্থমনুত্তমম্ । সেবিতং দেবগন্ধর্বের্ম্মুনিভিষ্চ
তপোবনৈঃ । ১ । বহবস্তন্ন জানন্তি বিষ্ণুমায়া-

এবং ঐ মনস্তর কাল তিনি শিবলোকে বিবিধ
ভোগ উপভোগ করেন, সংশয় নাই। অনন্তর
কাল পূর্ণ হইলে তিনি ইহ লৌকিক মানুষ শরীর
লাভ করেন, এবং সর্ব্বব্যাবিধিবর্জিত হইয়া
শত বৎসর জীবিত থাকেন। মহাপাতকযুক্ত
মানব আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী লাভ করিয়া
এ তীর্থে অহোরাত্র উপবাস করত মহেশ্বরের
পূজা করিলে মুক্তিলাভ করে, সন্দেহ নাই। হে
যুধিষ্ঠির! নরকের সংখ্যা অষ্টাবিংশতিকোটি
কথিত হয়। যাহারা এখানে স্নান করিয়া মহেশ্বরের
পূজা করেন, তাহারা নরক-ক্লেশ হইতে বিমুক্ত
হইয়া শিবলোকে বাস করেন। সেখানে দিব্য
ঐশ্বর্য্যাসমর্ষিত বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া ইহ-
লোকে ভুবনহ্রলভ মানব জন্ম প্রাপ্ত হন। ১৭৪—১০২।
উদ্যমষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫৯।

ষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পাণ্ডুনয়! অনন্তর
অনুত্তম মোক্ষতীর্থে গমন করিবে। দেব, গন্ধর্ব্ব
তপোনিধি মুনিগণ এই মোক্ষতীর্থেই সেবা
করেন। মহাভাগ তপোধন মুনিগণ যে এখানে

বিমোহিতাঃ । যত্র সিদ্ধা মহাভাগা ঋষয়ঃ সতপো-
ধনাঃ ॥ ২ ॥ পুলস্ত্যঃ পুলহো বিদ্বান্ ক্রতুশ্চৈব মহা-
মতিঃ । প্রাচেতসো বসিষ্ঠশ্চ দক্ষো নারদ এব চ ॥
৩ ॥ এতে চান্তে মহাভাগাঃ সপ্তসাহস্রসংজিতাঃ ।
মোক্শং গতাঃ সহ স্মৃতৈস্ততীর্থৈঃ তেন মোক্ষদম্ ॥ ৪ ॥
তত্র প্রবাহমধ্যে তু পতিতা তমহা নদী । তত্র তৎ
সঙ্গমং তীর্থং সৰ্বপাপক্ষয়করম্ ॥ ৫ ॥ ঋগ্‌যজুঃসাম-
সংজ্ঞানামভ্যাস্তানাস্তু যৎকলম্ । সম্যগ্‌জপ্ত্বা তু
বিধিনা গায়ত্রীং তত্র তন্নভেৎ ॥ ৬ ॥ তত্র দত্তং
হুতং জপ্তং তীর্থসেবাজীতং কলম্ । সৰ্বমক্ষয়তাং
যাতি মোক্ষসাধনমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥ তত্র তীর্থে মৃতানাং
তু সন্ন্যাসেন বিজ্ঞানাম্ । অনিবর্তিকা গতিস্তেষাং
মোক্শতীর্থপ্রভাবতঃ ॥ ৮ ॥ এব তে বিধিকৃদ্ভিঃ
সঙ্কেপেন ময়ানঘ । ব্যাষ্টীতীর্থস্ত মহতী পুরাণে
যাতিধীয়তে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মোক্ষতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষষ্ঠ্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১৬০ ॥

তপঃসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, বিষ্ণুমায়াবিমোহিত
বহু মানবই এ তথ্য বিদিত নহে। পুলস্ত্য,
পুলহ, মহামতি বিদ্বান্ ক্রতু, প্রাচেতস বসিষ্ঠ,
দক্ষ ও নারদ ইহারা এবং অন্যান্য সপ্তসহস্র
মহাভাগ যুনি স্ব স্ব স্মৃতগণসহ মোক্ষতীর্থে
মোক্ষলাভ করিয়াছেন, এজন্ত এই তীর্থ মোক্ষদ
নামে অভিহিত হইয়াছে। মোক্ষতীর্থে প্রবাহমধ্যে
যে স্থানে তমোহানদী পতিত হইয়াছে, সেই স্থান
সৰ্বপাপক্ষয়কর সঙ্গমতীর্থ; সমগ্র ঋক্, যজু ও
সামবেদ অভ্যাস করিলে যে কল, সঙ্গমতীর্থে
সম্যক্‌ গায়ত্রীজপে তাহার তুল্য কল লাভ
হয়। এখানে দান, হোম ও তীর্থসেবাজনিত
অখিল পুণ্যকল অক্ষয় হয় এবং অনন্তম মোক্ষ-
সাধন হইয়া থাকে। যে সকল বিজ্ঞ সন্ন্যাস গ্রহণ-
পূৰ্ব্বক এখানে তপস্ত্যাগ করেন, মোক্ষতীর্থপ্রভাবে
ঐহাদের অনিবর্তিকা গতি হয়। হে অনঘ।
এই তোমার নিকট সংক্ষেপে মোক্ষতীর্থের বিধি
কথিত হইল, পুরাণে মোক্ষতীর্থের মহামাহাত্ম্য
এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে। ১—৯।

ষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬০ ॥

একষষ্ঠ্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহারাজ
সৰ্পতীর্থমনুত্তমম্ । যত্র সিদ্ধা মহাসৰ্পাস্তপস্তপ্তা
যুধিষ্ঠির ॥ ১ ॥ বাসুকিস্তক্কেশোরঃ সৰ্প ঐরা-
বহস্তথা । কালিঞ্চ মহাভাগঃ কর্কোটকধনঞ্জয়ো ॥
২ ॥ শঙ্খচূড়ো মহাতেজা ধৃতরাষ্ট্রো বৃকোদরঃ ।
কুলিকো বামনশ্চৈব তেষাং যে পুত্রপৌত্রিণঃ ॥ ৩ ॥
তত্র তীর্থে মহাপুণ্যো তপস্তপ্তা স্নত্‌করম্ । ভুঞ্জন্তি
বিবিধান্‌ ভোগান্‌ ক্রৌড়ন্তি চ যথাসুখম্ ॥ ৪ ॥ তত্র
তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ । বাজপেয়-
কলং তস্ত পুরা প্রোবাচ শকরঃ ॥ ৫ ॥ স্নাতানাং
সৰ্পতীর্থে তু নরাণাং ভুবি ভারত । স্তূসৰ্পবৃত্তিক-
জাতিভ্যো ন ভয়ং বিদ্যাতে কচিৎ ॥ ৬ ॥ যতো
ভোগবতীং গতা পূজ্যমানো মহোরগৈঃ । নাগ-
কন্তাপরিবৃত্তো মহাভোগপতির্ভবেৎ ॥ ৭ ॥ মার্গ-
শীর্ষস্ত মাসস্ত কৃষ্ণপক্ষে চ যাষ্টমী । সোপবাসঃ
ত্‌চির্ভূত্বা লিঙ্গং সম্পূরয়েত্তিলৈঃ । যথাবিভবসারোণ
গন্ধপুষ্পৈঃ সমর্চয়েৎ ॥ ৮ ॥ এবং বিধায় বিধিবৎ

একষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির !
অনন্তর সৰ্পতীর্থোত্তম সৰ্পতীর্থে গমন করিবে।
মহাসৰ্পগণ এখানে তপস্তা করিয়া সিদ্ধিলাভ
করিয়াছিলেন। বাসুকি, তক্ক, ঘোরসৰ্প
ঐরাবত, কালিঞ্চ, মহাভাগ কর্কোটক ও ধনঞ্জয়,
শঙ্খচূড়, মহাতেজা ধৃতরাষ্ট্র, বৃকোদর, কুলিক
ও বামন এবং ইহাদের পুত্রপৌত্রগণ এই মহাপুণ্য
সৰ্পতীর্থে হুঙ্কর তপস্তা করিয়াছিল। তাহার
এই তপঃফলে বিবধ ভোগ উপভোগ ও যথা-
সুখে ক্রীড়া করিয়া থাকে। যে মানব সৰ্পতীর্থে
স্নান করিয়া পিতৃদেবগণের তর্পণ করে, পূর্বে
শকর কহিয়াছেন,—তাহার বাজপেয়যজ্ঞের কল
লাভ হয়। হে ভারত ! তুলোকে সৰ্পতীর্থে
স্নানকারী নরগণের কদাচ সৰ্প ও বৃত্তিকান্ন
জাতি হইতে ভয় হয় না। পরন্তু সে মরিয়া ভোগ-
বতীপুরে প্রয়াণ করে, মহোরগগণ তাহার পূজা
করে এবং সে নাগকন্তাগণে পরিবৃত্ত হইয়া
মহাভোগের ভাজন হইয়া থাকে। এখানে
এক শকরলিঙ্গ বিদ্যমান, মার্গশীর্ষমাসের কৃষ্ণাষ্টমী
তিথিতে ত্‌চি মানব উপবাসী হইয়া যথার্শাক্ত তিল

প্রাণপত্য ক্রমাপয়েৎ । তন্ত যৎকলমুদ্রিষ্টং তচ্ছৃণুয
নরেশ্বর । ৯ । তিলাস্তত্র চ যৎসংখ্যাঃ পদ্মপুষ্প-
ফলানি চ । তাবৎ স্বর্গপুরে রাজন্যোদতে কাল-
মীপ্সিতম্ । ১০ । ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো জায়তে
বিমলে কূলে । সুরূপঃ সূভগশ্চৈব ধনকোটিপতি-
ভবেৎ । ১১ ।

ইতি শ্রীকান্দে সর্গতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৬১ ।

দ্বিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । গোপেশ্বরঃ ততো গচ্ছৎ
সর্পক্ষেত্রাদনন্তরম্ । যত্র স্নানেন চৈকেন যুচ্যন্তে
পাতকৈর্নরাঃ । ১ । তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা কুরুতে
প্রাণসঙ্কল্পম্ । স গচ্ছেদ্ যদি যুক্তোহপি পাপেন
শিবমন্দিরম্ । ২ । তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়ে-
দেবমীশ্বরম্ । যুচ্যতে সর্বপাপৈশ্চ ক্রুদলোকং স
গচ্ছতি । ৩ । ক্রৌড়হা চ, যথাকামং ক্রুদলোকে

দ্বারা লিঙ্গ পূরণ করিবে ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা সম্যক
লিঙ্গ পূজা করিবে এবং এই সকল কার্য
সম্পাদন করিয়া প্রাণপাত ও ক্রমা প্রার্থনা করিবে ।
হে নরেশ ! এই সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান আর শাস্ত্রে
যে কল নির্দিষ্ট হইয়াছে, অবগণ কর । হে রাজন্ !
তিল-পদ্ম-পুষ্প-ফলাদির সংখ্যানুসারে সে দ্রিষ্ট-
কাল স্বর্গে মুদিত হয় ; তারপর কালপূর্ণ হইলে স্বর্গ
হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বিমল মানবকূলে জন্মলাভ
করে এবং সুরূপ সূভগ ও কোটি বৈটি ধনের
অধিপতি হইয়া থাকে । ১—১১ ।

একষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন—অনন্তর সর্পক্ষেত্র
হইতে অমৃতম গোপেশ্বর তীর্থে গমন করিবে ।
যে মানব এখানে স্নানান্তে তনুত্যাগ করে, পাপমুক্ত
হইলেও সে নর শিবমন্দিরে গমন করিয়া থাকে । যে
মানব গোপেশ্বরতীর্থে স্নান করিয়া দেব গোপে-
শ্বরের পূজা করে সে অখিল কলুষমুক্ত হইয়া
ক্রুদলোকে গমন করে । আর সেই মহাতপা
মানব ক্রুদলোকে যথেষ্ট ক্রৌড়া করিয়া ইহ সংসারে

মহাতপাঃ । ইহ মানুষ্যতাঃ প্রাপ্য রাজা ভবতি
ধার্মিকঃ । ৪ । হস্ত্যশ্বরথসম্পন্নো দাসীদাসসমম্বিতঃ ।
পূজ্যমানো নরেন্দ্রেণ জীবৈষধ্বশতঃ সুখী । ৫ ।

ইতি শ্রীকান্দে গোপেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম দ্বিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৬২ ।

ত্রিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহারাজ
নাগতীর্থমরুতমম্ । আশ্বিনস্ত্র সিতে পক্ষে পঞ্চম্যাঃ
নিয়তঃ শুচিঃ । ১ । রাজ্ঞো জাগরণং কৃৎবা গন্ধ-
ধূপনিবেদনৈঃ । প্রভাতে বিমলে স্নাত্বা স্নানং কৃৎবা
যথাবিধি । ২ । যুচ্যতে সর্বপাপৈশ্চো নাত্র কার্য্য
বিচারণা । তত্র তীর্থে তু যো রাজন্ প্রাণত্যাগং
করিষ্যতি । ৩ । অনিবার্ত্তিকা গতিস্তত্র প্রোবাচেতি
শিবঃ স্বয়ম্ । ৪ ।

ইতি শ্রীকান্দে নাগতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৬৩ ।

ধার্মিক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং দাস-
দাসী-সমম্বিত ও হস্ত্যশ্বাদিসম্পন্ন হইয়া সুখে শত
সংবৎসর জীবিত থাকে, এবং নরেন্দ্রগণ তাহার
পূজা করিয়া থাকেন । ১—৫ ।

দ্বিষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬২ ।

ত্রিষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ ! অনন্তর
উত্তম নাগতীর্থে গমন করিবে । এখানে আশ্বিন-
শুক্রপক্ষমী তিথিতে শুচি ও নিয়ত হইয়া গন্ধ
ধূপাদি নিবেদন করত রজনীজাগরণ কর্তব্য ।
অনন্তর বিমল প্রভাতে স্নান করিয়া যথাবিধি স্নান
করিলে নর অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয় । এ
বিষয়ে বিচারণা কর্তব্য নহে । হে রাজন্ ! যে
মানব এ তীর্থে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার অনি-
বার্ত্তিকা গতি হয় । শিব স্বয়ং একথা কহিয়া-
ছেন । ১—৪ ।

ত্রিষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৩ ।

চতুঃষষ্টিাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহারা-
জসান্নোঃ তীর্থযুক্তমম্ । যত্র সন্নিহিতো ভানুঃ
পূজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ১ ॥ তত্র যে পত্নতাঃ
প্রাপ্তাঃ শীর্ণজ্ঞাননা নরাঃ । দক্ষমণ্ডলভিদ্ভা-
মক্ষিকাকুমিসঙ্কলাঃ ॥ ২ ॥ মাতাপিতৃভ্যাং রহিতা
ভ্রাতৃভার্য্যাবিবর্জিতাঃ । অনাথা বিকলা ব্যভা-
মগ্না যে দ্বন্দ্বসাগরে ॥ ৩ ॥ তেষাং নাথো জগদ-
যোনির্নন্দাতটমাস্রিতঃ । সান্নোঃনাথো লোকা-
নামার্জিতা দ্বন্দ্বনাশনঃ ॥ ৪ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ
স্নাত্বা মাসমেকং নিরন্তরম্ । পূজয়েত্তাক্ষরং দেবং
তস্ত পুণ্যকলং শৃণু ॥ ৫ ॥ যৎকলং চোত্তরে পার্শ্ব-
তথা বৈ পূর্বসাগরে । দক্ষিণে পশ্চিমে স্নাত্বা তত্র
তীর্থে তু তৎকলম্ ॥ ৬ ॥ কোমারে যৌবনে পাপং
বার্ককে যচ্চ সঞ্চিতম্ । তৎপ্রণশ্চতি সান্নোঃ
জ্ঞানমাত্রায় সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥ ন ব্যাধির্নৈব দারিদ্ৰ্য্যঃ
ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্ । সপ্তজন্মানি রাজেন্দ্র
সান্নোঃপরিষেবনাং ॥ ৮ ॥ সপ্তম্যামুপবাসেন

চতুঃষষ্টিাধিক শততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ ! অনন্তর
উক্ত সান্নোঃ তীর্থে গমন করিবে । এখানে ভানু
সুরাসুরগণ কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া নিয়ত সন্নিহিত
আছেন । যাহারা পত্নতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা-
দের নথ ও নাসিকা শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দক্ষ ও
মণ্ডল রোগে যাহাদের দেহ ভিন্ন ও মক্ষিকাকুমি-
সঙ্কল হইয়াছে, পিতা মাতা ভ্রাতা এবং ভার্য্যাও
যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে—দ্বন্দ্বসাগরনিমগ্ন এই-
রূপ অনাথ বিকল ব্যক্তিগণের পীড়া ও দ্বন্দ্বনাশের
জগদযোনি সান্নোঃনাথ সূর্য্য নন্দাতীরে
অবস্থান করিতেছেন । যে মানব এখানে নিরন্তর
বাস করিয়া একমাস পর্য্যন্ত জ্ঞান ও দেব দিবাকরের
পূজা করে, তাহার পুণ্যকল গ্রহণ কর । হে পার্শ্ব !
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম এই চতুঃসাগরে অব-
গাহনে যে পুণ্য, এই তীর্থে তাহার তুল্য কল
লাভ হইয়া থাকে । কোমারে, যৌবনে ও বার্ককে
মানবের যে কলুষ সঞ্চিত হয়, সান্নোঃ তীর্থে জ্ঞান
মাত্রের তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে । কদাচ তাহার
দারিদ্ৰ্য্য ব্যাধি বা বিয়োগ-দ্বন্দ্ব ভোগ হয় না, সংশয়
নাই । হে রাজেন্দ্র ! সান্নোঃ তীর্থের সেবা সপ্ত

তদিনে চাপু্যাপোষিতে । স তৎকলমবাগ্নোতি তত্র
স্নাত্বা ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ রক্তচন্দনমিশ্রণে যদর্ঘ্যেণ
কলং স্মৃতম্ । তত্র তীর্থে নৃপশ্রেষ্ঠ স্নাত্বা তৎ-
কলমাপুয়াৎ ॥ ১০ ॥ নন্দাদাসলিঙ্গং রম্যং সর্ব-
পাতকনাশনম্ । নিরৌকিতং বিশেষেণ সান্নোঃ
মহাশ্রনা ॥ ১১ ॥ তে যন্তান্তে মহাশ্রানন্তেষাং জন্ম
সুজীবিতম্ । স্নাত্বা পশ্চতি দেবেশং সান্নোঃপরিষে-
বনমম্ ॥ ১২ ॥ সূর্যালোকে বসেত্তাবদ্যাবদাত্ত-
সম্প্রবম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সান্নোঃপরিষেবনতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুঃষষ্টিাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১৭৪ ॥

পঞ্চষষ্টিাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । নন্দাদক্ষিণে কূলে সিদ্ধে-
শ্বরমিতি শ্রুতম্ । তীর্থং পরং মহারাজ সিদ্ধেঃ
কৃতমিতি প্রভো ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থং মহাপুণ্যং সর্ব-
তীর্থেষু পাবনম্ । নন্দাদায় মহারাজ দক্ষিণং

জন্ম পর্য্যন্ত মানবের পুরোক্ত দ্বন্দ্বভোগ হয় না ।
এখানে সপ্তমীদিনে উপবাস করিয়া জ্ঞান করিলেও
মানব পুরোক্ত কললাভে সমর্থ হয় । সংশয় নাই ।
রক্তচন্দনমিশ্রিত অর্ঘ্যদানে, যে কল হয়, হে
নরবর ! এই তীর্থে জ্ঞানমাত্রের সেই কল-
প্রাপ্ত ঘটে । নন্দাদানীর বম্য ও সর্বপাতক-
নাশন ; বিশেষতঃ মহাত্মা দেব সান্নোঃ এই নীর
নিরন্তর নিরৌকণ করেন । যাহারা এখানে জ্ঞান
করিয়া দেবেশ সান্নোঃকে অবলোকন করেন,
তাঁহারা যন্ত মহাত্মা ; তাঁহাদের জীবন জন্ম
সার্থক । কল্পকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের সূর্যালোকে
বাস হয় । ১—১৩ ।

চতুঃষষ্টিাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৪ ॥

পঞ্চষষ্টিাধিক শততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নন্দাদক্ষিণ কূলে
বিখ্যাত সিদ্ধেশ্বরতীর্থ বিরাজমান । হে প্রভো মহা-
রাজ ! সিদ্ধগণ এই অমূল্য সিদ্ধেশ্বর তীর্থের
প্রতিষ্ঠা করেন । হে মহারাজ ! এই মহাপুণ্য তীর্থ
নিখিল তীর্থ অপেক্ষা পাবন এবং ইহা নন্দাদক্ষিণ-

কুলমাস্ত্রিতম্ । ২ । তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা
তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ । শ্রাদ্ধং তত্রৈব যো দদ্যাৎ
পিতৃহৃদিশ্চ ভারত । ৩ । তৃপ্যন্তি পিতরস্তস্মৈ
দাদশাকার সংশয়ঃ । তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা
স্নাত্বা সম্পূজয়েৎ শিবম্ । ৪ । রাত্নৌ জাগরণং কৃৎস্না
পঠেৎ পৌরানিকৌ কথাম্ । ততঃ প্রভাতে বিমলে
স্নানং কুর্ব্যাদযথাবিধি । ৫ । বৌকতে গিরিজা-
কান্তঃ স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ । পুরা সিদ্ধা
মহাভাগাঃ কপিলাদ্যা মহর্ষয়ঃ । ৬ । জপস্তচ্চ পরম
ব্রহ্ম যোগসিদ্ধা মহাব্রতা । সিদ্ধিং তে পরমাং
প্রাপ্তা নর্যদায়াঃ প্রভাবতঃ । ৭ ।

ইতি শ্রীকান্দে সিদ্ধেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চষষ্টিাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৬৫ ।

ষট্‌ষষ্ঠ্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততঃ সিদ্ধেশ্বরো দেবো
বৈষ্ণবী পাপনাশিনী । আনন্দং পরমং প্রাপ্তা দৃষ্ট্বা
স্থানং স্নশোভনম্ । ১ । তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা

কুলে বিদ্যমান । হে ভারত ! যে মানব এখানে স্নান
ও পিতৃদেবগণের তর্পণ করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে
শ্রাদ্ধদান করে, তদীয় পিতৃগণ দাদশবাষিক
তৃপ্তিলাভ করেন, "সন্দেহ নাষ্ট" । এখানে
ভক্তিপূর্বক স্নান করিয়া শিবের পূজা, রজনী-
জাগরণ ও পৌরানিকী কথা পাঠ করিবে,
অনন্তর বিমল প্রভাতে যথাবিধি স্নান করিয়া
গিরিজাপতি দর্শন করা কর্তব্য ; মানব এইরূপ
করিলে পরম গতি প্রাপ্ত হয় । পূর্বে মহাভাগ
মহাব্রত মহর্ষি কপিলাদি সিদ্ধগণ এখানে পরম
ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিয়া যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ।
নর্যদায় প্রভাবেই তাঁহারা এইরূপ অল্পতম সিদ্ধি
লাভ করিয়াছিলেন । ১—৭ ।

পঞ্চষষ্টিাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৫ ।

ষট্‌ষষ্ঠ্যাধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর পাপনাশিনী বৈষ্ণবী
দেবী সিদ্ধেশ্বরী, যে স্নশোভন স্থান দর্শনে পরম স্নীতা
হইয়াছিলেন, সেই সিদ্ধেশ্বরীতীর্থে গমন করিবে । যে
মানব এখানে স্নান করিয়া পিতৃদেবগণের তর্পণ করে

পূজয়েৎ পিতৃদেবতাঃ । দেবীং পশুতি যো ভক্ত্যা
মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ । ২ । মৃতবৎসা তু যা নারী
বক্ষ্যা স্নীজননৌ তথা । পুত্রং সা লভতে নারী
শীলবস্তঃ শুণাধিতম্ । ৩ । তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা
পশ্চাদ্ভ্যেবীং স্তুতকৃতঃ । অষ্টম্যাং বা চতুর্দশ্যাং
সর্বকালেহথবা নৃপ । ৪ । সঙ্গমে তু ততঃ স্নাত্বা
নারী বা পুরুষোহপি বা । পুত্রং ধনং তথা দেবী
দদাতি পরিতোষিতা । ৫ । গোত্ররক্ষাং প্রকুরুতে
দৃষ্ট্বা দেবী স্পৃহিতা । প্রজাং চ পাতি সততং
পূজ্যমানা ন সংশয়ঃ । ৬ । নবম্যাং চ মহারাজ স্নাত্বা
দেবীমুপোষিতঃ । পূজয়েৎ পরম্য ভক্ত্যা শ্রদ্ধাপূতেন
চেতসা । ৭ । স গচ্ছেৎ পরমং লোকং যঃ স্নরৈরপি
হর্ষিতঃ । ৮ ।

ইতি শ্রীকান্দে সিদ্ধেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্‌ষষ্ঠ্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৬৬ ।

সপ্তমষ্ট্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ । নর্যদাদক্ষিণে কূলে তচ্চিহ্নে-
নোপলক্ষিতম্ । তীর্থমেতন্মহাধ্যাহি সম্ভবং চ মহা-

ও ভক্তিপূর্বক দেবীদর্শন করে, সে অখিল কলুষ
হইতে মুক্ত হয়, মৃতবৎসা, বক্ষ্যা ও বহুকন্তকা প্রব-
বিনী নারী ও শীলবান্ শুণাধিত তনয় লাভ করে ।
এখানে নর স্নান করিয়া উত্তম ভক্তিসহকারে
অষ্টমী, চতুর্দশী এমন কি সর্ব সময়েই দেবীকে
দর্শন করিবে । নারীই হউক, আর পুরুষই
হউক, যে কেহ সঙ্গমতীর্থে স্নান করে, দেবী
পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ধন ও পুত্র দান
করেন । দেবীকে দর্শন করিলে কিংবা উত্তমরূপে
পূজা করিলে তিনি গোত্ররক্ষা করেন । তিনি পূজ্য-
মানা হইয়া সতত প্রজা রক্ষা করিয়া থাকেন ; সংশয়
নাই । হে মহারাজ ! যে নর এখানে নবমী-
তিথিতে স্নান ও দেবীসমীপে উপবাস করিয়া শ্রদ্ধা-
পূত-হৃদয়ে পরম ভক্তিসহকারে পূজা করে, সে
সুহৃৎপূর্ণ পরমলোক প্রাপ্ত হয় । ১—৮ ।

ষট্‌ষষ্ঠ্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৬ ।

সপ্তমষ্ট্যাধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—নর্যদাকূলের গ্রন্থ
উত্তম তীর্থে কোন্ চিহ্নদ্বারা উপলক্ষিত হয় এবং

মুনে ১১। মার্কণ্ডেয় উবাচ। পুরা কৃতযুগশ্রাদে
দক্ষিণে গিরিমুত্তমম্। বিষ্ণাং সৰ্বগুণোপেতং নিয়তো
নিয়তাশনঃ ১২। ঋষিসংজ্ঞাঃ কৃত্যতিথ্যো দণ্ডকে
জবসং চিরম্। উষিহা সূচিরং কালং বৰ্ণানামযুতং
সুখী ১৩। তানুধীন সমন্তজাপ্য শিষ্যৈরহুগতস্ততঃ।
নিবৃত্তঃ স্তমহাভাগ নর্যদাকুলমাগতঃ ১৪। পুণ্যং
চ রমণীয়ঞ্চ সৰ্বপাপবিনাশনম্। কৃষ্ণাহমাস্পদং তত্র
দ্বিজসজ্জসমাযুতঃ ১৫। ব্রহ্মচারিভিরাকৌণং গার্হস্থ্যে
সুপ্রতিষ্ঠিতৈঃ। বানপ্রস্থৈশ্চ যতিভির্ঘতাহারৈ-
র্ঘতাস্তিভিঃ ১৬। তপস্বিভির্মহাত্মাণৈঃ কামকোষ-
বিবর্জিতৈঃ। তত্রাহং বর্ষমযুতং তপঃ কৃৎস্না সূদা-
কণম্ ১৭। আরাধয়ঃ বাসুদেবং প্রভুং কর্তার
মৌখরম্। জপংস্তপোভিনিয়মৈর্নর্যদাকুলমাস্তিতঃ ১৮।
ততস্তৌ বরদৌ দেবৌ সমায়াতো যুধিষ্ঠির।
প্রত্যক্ষৌ ভাষরৌ রাজ্ঞঃ সাক্ষীভাৱং বিভসিতৌ
১৯। প্রণম্যাকং ততো দেবৌ ভক্তিযুক্তৌ বচো-
হববম্। ভবন্তৌ প্রার্থয়ামি স্ম দক্ষিণে বরদৌ

কিরূপে এই তীর্থের উৎপত্তি হইল? মহামুনে! এই
সকল সম্যক্ বর্ণনা করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—
সকলগুণোপেত অনন্তম বিষ্ণাগিরির দক্ষিণ দিকে
দণ্ডকবন বিদ্যমান। আমি নিয়ত ও নিয়তাশন হইয়া
সত্যযুগের আদিতে সেই দণ্ডক বনে বাস করি-
তাম। আমি আতিথ্যসংকার করিতাম, ঋষি-
গণ সহ স্নপে বাস করিতাম, সেখানে আমার
অযুত বৎসর অতিবাহিত হইল। অনন্তর
আমি তত্রত্য ঋষিগণের অনুমতি গ্রহণপূর্বক
তথা হইতে নর্যদাকুলে আগমন করিলাম।
শিষ্যগণ সকলেই আমার অনুগমন করিল। সে
স্থান পুণ্য রমণীয় ও সৰ্বপাপপ্রণাশন। সেখানেও
আমি আশ্রম নিৰ্ম্মাণপূর্বক দ্বিজগণের সহিত মিলিত
হইয়া বাস করিতে লাগিলাম। সেই সকল দ্বিজ-
গণের মধ্যে কেহ ব্রহ্মচারী, কেহ গার্হস্থ্যধর্ম্মে সুপ্র-
তিষ্ঠ, কেহ বানপ্রস্থ, কেহ যতি, কেহ যতীহার, ও
কেহ নিয়তাশ্রম; এইরূপ সকলেই কামকোষ-
হীন মহাভাগ মুনি। সেখানে আমি অযুতবর্ষ সূদাকণ
তপশ্চরণ করিয়াছিলাম। আমি প্রভু কর্তা ঈশ্বর
বাসুদেবের উপাসনা করিতাম। হে যুধিষ্ঠির! আমি
নর্যদাকুলে জপ তপস্যা ও নিয়মস্থ হইলে উমা ও
রমাসহ বরদ ভাষরূপিত দেবদ্বয় তথায় সমাগত
হইয়া আমার প্রত্যক্ষ হইলেন। হে রাজন্! অনন্তর
আমি ভক্তিভরে তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্বক বলি-

শিবৌ ১০। ধর্ম্মস্থিতিঃ মহাভাগৌ ভক্তিঃ
বাহুতমাং ধুবাম্। অজরৌ ব্যাধিরহিতঃ পঞ্চ-
বিংশতিবর্ষবৎ। অশ্বিন স্থানে সদা স্বেয়ং সহ
দেবৈরসংশয়ম্ ১১। এবমুক্তৌ যয়া পার্থ তৌ
দেবৌ কৃষ্ণশঙ্করৌ। মামুচতুঃ প্রহস্তৌ তৌ নিবাসার্থং
যুধিষ্ঠির ১২। দেবাবুচতুঃ। অশ্বিন স্থানে স্থিতৌ
বিক্রি সহ দেবৈঃ সवासবৈঃ। এবমুক্তা ততো দেবৌ
ভৈজবাস্তরধীয়তাম্ ১৩। অহং চ স্থাপয়িত্বা তৌ
শঙ্করং কৃষ্ণমব্যয়ম্। কৃতকৃত্যস্ততো জাতঃ সম্পূজ্য
সুসমাহিতঃ ১৪। তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ
পরমেশ্বরম্। মার্কণ্ডেশ্বরনাম্না বৈ বিষ্ণুং ত্রিভুবনে-
শ্বরম্ ১৫। স গচ্চেৎ পরমং স্থানং বৈষ্ণবং
শৈবমেব চ। যুতেন পয়সা বাধ দগ্না চ মধুনা
তথা ১৬। নার্মদেনোদকেনাথ গন্ধধূপৈঃ
সুশোভনৈঃ। পুষ্পোপহারৈশ্চ তথা নৈবেদ্য-
নিয়তাশ্রবান ১৭। এবং বিষ্ণোঃ প্রকু-
কীত জাগরং ভক্তিতৎপরঃ। স্নানাদীনি তথা
রাজন প্রযতঃ শুচিমানসঃ ১৮। জ্যৈষ্ঠে মাসি

লাম—আপনারা বরদ ও শিবদ। হে মহা-
ভাগ দেবদ্বয়! আমি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও আপনাদের
প্রতি অনন্তম ভক্তিকামনা করি। আমি যেন অজর,
অরোগ ও পঞ্চবিংশতিবর্ষ যুবকের স্তায় হই; আর
আপনারা নিঃসংশয়চিত্তে দেবগণসহ এইস্থানে
সতত অবস্থান করুন। হে পার্থ! আমি এইরূপ
প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণ ও শঙ্কর আমার প্রতি স্ত্রীত
হইয়া বলিলেন,—তাঁহারা এই স্থানে বাস করিবেন।
হে যুধিষ্ঠির! দেবদ্বয় বলিলেন,—আমরা সवासব
দেবগণসহ এই স্থানে অবস্থান করিব, ইহা নিশ্চয়
জানিবে। দেবদ্বয় এইরূপ কহিয়া সেই স্থানেই
অস্থিত হইলেন। আমিও এখানে অব্যয় কৃষ্ণ-
শঙ্করমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলাম। তারপর সুসমাহিত
হইয়া তাঁহাদের পূজা করত কৃতকৃত্য হইলাম। ১—
১৪। এই লিঙ্গের নাম হইল মার্কণ্ডেশ্বর। যে নর এই
তীর্থে স্নান করিয়া ত্রিভুবনেশ্বর পরমেশ্বর বিষ্ণুর
পূজা করে, সে পরম স্থান শৈব ও বৈষ্ণবধামে গমন
করে। প্রযতাত্মা মানব যুত, ক্ষৌর, দধি, মধু,
নার্মদ উদক, সুশোভন গন্ধ, পুষ্প, বিবিধ পুষ্পো-
পহার ও নৈবেদ্য দ্বারা মার্কণ্ডেশ্বর লিঙ্গের পূজা
করিবে। এইরূপ ভক্তিপূর্বক বিষ্ণুসমীপে জাগ
রণ করিবে এবং হে রাজন্! প্রযত ও শুচিমনা
হইয়া স্নানাদি করিবে। বৈষ্ণব মানব এখানে

সিতে পক্ষে চতুর্দশায়ুপোষিতঃ । ষাটশ্রীং
কারয়েদেবপূজনং বৈকবো নরঃ । ১৯ । এবং কৃতা
চতুর্দশায়ুপোষিতঃ নরোত্তম । বৈকবঃ লোক-
মাপ্নোতি বিষ্ণুতুল্যো ভবেন্নরঃ । ২০ । মাহেশ্বরে
চ রাজেন্দ্র গণবন্দ্যোদতে পুরে । আক্ৰং চ কুরুতে
তত্র পিতৃহৃদিষ্ট সুস্থিরঃ । ২১ । তস্ম তে হৃদয়াং
তৃপ্তিঃ প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ । নশ্বদায়াং দ্বিজঃ
শ্রাব্যো মৌনৌ নিয়তমানসঃ । ২২ । উপাস্ত সঙ্ঘাঃ
তত্রহো জগং কৃতা সুশোভনম্ । তর্পয়িত্বা
পিতৃন দেবান্নহুয়াংস্ত যথাবিধি । ২৩ । কৃকস্ম
পুরতঃ স্থিত্বা মার্কণ্ডেশস্ত বা পুনঃ । ঋগ্‌যজুঃ-
সামমন্ত্রাংস্ত জপেদত্র প্রযত্নতঃ । ২৪ । ঋচমেকাং
জপেদ্যন্ত ঋধেদ্যন্ত কসং লভেৎ । যজুর্দৈদ্যন্ত
যজুয়া সায়্য সামকলং লভেৎ । ২৫ । একস্মিন
ভোজিতে বিধৌ কোটিভবতি ভোজিতা । মৃত-
প্রজাতু যা নারী বক্ষ্যা পৌজন্যনৌ তথা । ২৬ ।
কুদ্রাংস্ত বিধিবজ্জপ্তা ব্রাহ্মণো বেদতদ্বিৎ ।
লিঙ্গস্ত দক্ষিণে পার্শ্বে স্থাপয়েৎ কনশং শিবম্ ।
২৭ । কুদ্রৈকাদশভির্নৃপৈঃ স্নাপয়েৎ কলশান্সসা ।

চতুর্দশীতে উপবাস করিবে । হে নরোত্তম !
একাদশী ও চতুর্দশীতে ঐরূপ করিলেও মানব
বিষ্ণুতুল্য হইয়া বৈকবধামে গমন করে ! হে
রাজেন্দ্র ! ঐরূপ করিলে নর গণতুল্য হইয়া
মাহেশ্বরপুরে মুদিত হইয়া থাকে । যে সুস্থির-
মতি মানব এখানে পিতৃগণের উদ্দেশে ভক্তি-
তৎপর হইয়া শ্রদ্ধা করে, তদীয় পিতৃগণ অক্ষয়
তৃপ্তিলাভ করেন সংশয় নাই । নিয়তমনা
মৌনৌ দ্বিজ নশ্বদায় স্নান করিবে সেই স্থানেই
অবস্থিত হইয়া সঙ্কোচাপসনা ও সুশোভন জপ
করিবে, যথাবিধি পিতৃ, দেব ও মানবগণের তর্পণ
করিবে, মার্কণ্ডেশ বা কৃকসমীপে উপবেশনপূর্বক
প্রযত্ন হইয়া ঋক্ ও সামমন্ত্র জপ করিবে । যে মানব
এখানে একটি ঋত্মজ জপ করে, তাহার সমগ্র ঋগ্-
বেদ পাঠের ফল লাভ হয় । ঐ স্থানে একটি যজু বা
সামমন্ত্রজপে সমগ্র সাম ও যজুর্দৈদ্যজপের ফললাভ
হইয়া থাকে । এখানে একটি দ্বিজ ভোজন করা
ইলে কোটি কোটি দ্বিজভোজনের ফল হয় । মৃত-
বৎসা, বক্ষ্যা ও বহুকণ্ঠাপ্রসবিনী নারীও যথাবিধি
কুদ্রমন্ত্র জপ করিয়া পুত্রবতী হয় ও ব্রাহ্মণ বেদ-
বিদ্যাসম্পন্ন জন । লিঙ্গের দক্ষিণ পার্শ্বে সুশো-

পুত্রমাপ্নোতি রাজেন্দ্র দীর্ঘায়ুসমকল্যায়ম্ । ২৮ ।
মার্কণ্ডেশ্বরবৃক্ষান যো দূরস্থানপি পশুতি । ব্রহ্মহত্যাदि-
পাপেভ্যো মৃচাতে শঙ্করোহিব্রবীৎ । ২৯ । য
ইদং শৃণুয়াডক্ত্যা পঠেদ্বা নৃপসত্তম । সর্বপাপ-
বিষক্কায়া জায়তে নাত্র সংশয়ঃ । ৩০ । ইদং
যশস্তমায়ুযাং ধন্তঃ কুঃস্বপ্ননাশনম্ । পঠতাং
শৃণুতাং বাপি সর্বপাপপ্রমোচনম্ । ৩১ ।

ইতি শ্রীকান্দে মার্কণ্ডেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৬৩ ।

অষ্টষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । নশ্বদাদক্ষিণে রোবন্তকুরে-
শ্বরমুত্তমম্ । তীর্থং সর্বগুণোপেতং ত্রিষু লোকেষু
বিশ্রুতম্ । ১ । যত্র লিঙ্গং মহারক্ষ আরাধ্যা কু
মহেশ্বরম্ । শঙ্করং জগতঃ প্রাণং স্মৃতিমাত্রাবহা-
রিনম্ । ২ । যুধিষ্ঠির উবাচ । কিং তদ্রক্ষো

ভন কলস স্থাপন করিবে, তারপর একাদশ কুদ্রমন্ত্রে
সেই কলসীস্থিত জল দ্বারা লিঙ্গের অভিষেক
করিতে হইবে । হে রাজেন্দ্র ! ঐরূপ করিলে
নর-নারী দীর্ঘায়ু ও নিম্পাপ তনয় লাভ করে ।
মার্কণ্ডেশ্বর তীর্থের অদূরে অনেক তরু বিরা-
জিত । শঙ্কর কহিয়াছেন,—এই সকল তরু অব-
লোকন করিলে মানব ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতে মুক্ত
হয় । হে নৃপসত্তম ! যে মানব ইহা ভক্তিপূর্বক
পাঠ বা শ্রবণ করে, সে বিধোতপাপ হইয়া বিষ-
ক্কায়া হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই । এই তীর্থ-
মাহাত্ম্য যশস্ত, অয়ুযা, ধন্ত ও কুঃস্বপ্ননাশন ; ইহার
শ্রোতা ও পাঠকারী নরগণেরও সর্বপাপ ক্ষয়
হয় । ১৫—৩১ ।

সপ্তষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৭ ।

অষ্টষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নশ্বদার দক্ষিণতীরে
অনুত্তম অকুরেশ্বর তীর্থ । এই তীর্থত্রিলোকবিখ্যাত
ও সর্বগুণোপেত । মহারক্ষ এখানে মহেশ্বরের
আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । শঙ্কর
জগতের প্রাণ । ইহার শ্রবণম্ ত্রেই মানবের ক্লিষ্ট
বিদূরিত হয় । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে

দ্বিজশ্রেষ্ঠ কিং নাম কস্ত বাবয়ে । এতদ্বিস্তরতঃ সর্বঃ
কথয়ন্ত মমানষ ॥ ৩ ॥ অজ্ঞানতিমিরাক্ষা যে পুমান্ঃ
পাপকারিণঃ । যুযুধিষ্ঠীদীপভূতৈঃ পশুস্তি সচরা-
চরম্ ॥ ৪ ॥ ধর্ম্মপুত্রবচঃ শ্রুত্বা মার্কণ্ডেয়ো মুনীশ্বরঃ ।
শ্রিতঃ কুত্বা বভাবে তাং কথং পাপপ্রণাশনাম্ ॥ ৫ ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ । মানসো ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ পুলস্ত্যো নাম
পার্থিব । বেদশাস্ত্রপ্রবক্তা চ সাক্ষাৎশ্রী ইবাপরঃ ॥
তুণবিন্দুত্বা তস্ত ভাষ্যাসীৎ পরমেষ্ঠিনঃ । তস্ত
ধর্ম্মপ্রসঙ্গেন পুত্রো জাতো মহামনাঃ ॥ ৬ ॥ যস্মা-
দেদেতিহাসৈশ্চ সমুদ্রপদক্রমাঃ । বিশ্বাস্তা ব্রহ্মণা দত্তা
নাম বিশ্ববসেতি চ ॥ ৮ ॥ কশ্মিংশ্চিদধ কালে চ
ভরদ্বাজো মহামুনিঃ । শমুতাং প্রদদৌ রাজনুদা
বিশ্ববসে নৃপ ॥ ৯ ॥ স তয়া রমতে সার্কিং পৌলোম্য
মঘবা ইব । মুদা পরময়া রাজন্ ব্রাহ্মণো বেদ-
বিত্তমঃ ॥ ১০ ॥ কেনচিৎকালেন পুত্রঃ পুত্রভুগৈ-
র্যুতঃ । জজ্ঞে বিশ্ববসো রাজরায়্য বৈশ্রবণঃ শ্রুতঃ ॥
১১ ॥ সোহপি মৌনব্রতঃ কুত্বা বালভাবাদ্যুধি-

ষ্ঠির । সর্বভূতভয়ং দত্ত্বা চচার পরমং ব্রতম্ ॥ ১২ ॥
তস্ত তুষ্টো মহাদেবো ব্রহ্মা ব্রহ্মধিতিঃ সহ । সখিঃ
চেষরো দত্ত্বা ধনদত্তং জগাম হ ॥ ১৩ ॥ যমেক-
বক্রণানাঞ্চ চতুর্থম্ ভবিষ্যসি । ব্রহ্মাপ্যক্কা জগা-
মাত লোকপালহমৌপিতম্ ॥ ১৪ ॥ ততশ্চনস্তরে
কালে কৈকসৌ নাম রাক্ষসৌ । পাতালং ভূতলং
তাক্কা বিশ্ববং চকমে পতিম্ ॥ ১৫ ॥ পুত্রোহথ
রাবণো জাতস্তস্তা ভরতসত্তম । কুন্তকর্ণো মহা-
রক্ষো ধর্ম্মাত্মা চ বিভীষণঃ ॥ ১৬ ॥ কুন্তশ্চৈব
বিকুন্তশ্চ কুন্তকণশ্চুতাবৃতৌ । মহাবলো মহাবীৰ্য্যো
মহাস্তো পুরুষোত্তম ॥ ১৭ ॥ অঙ্কুরো রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ
কুন্তস্ত তনয়ো মহান । বিভীষণঞ্চ গুণবদৃষ্টৈবং
রাক্ষসোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥ ততঃ স যৌবনং প্রাপ্য জাহ্নবা
রক্ষঃ পিতামহম্ । পরং নির্বেদমাপন্নচচার সুমহ-
ত্তপঃ ॥ ১৯ ॥ দক্ষিণং পশ্চিমং গহ্বা সাগরং পূর্ব-
মুত্তরম্ । নর্ম্মদায়াং প্রসঙ্গেন হঙ্কুরো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥
২০ ॥ তপশ্চচার সুমহদিবাং বর্ষশতং কিল ।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! সেই রক্ষ কিরূপ ? তাহার নাম কি ? এবং
সে কাহারই বা কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ? হে
অনঘ ! এই সকল বিস্তার করিয়া আমার নিকটে
বলুন । অজ্ঞানাত্ম পাপকারী পুরুষগণের পক্ষে
আপনারাই দীপস্বরূপ । আপনারদের মত দীপদর্শনে
তাহার সচরাচর দর্শন করে । মুনীশ্বর মার্কণ্ডেয়
ধর্ম্মনন্দনের এবাং বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐষৎ হস্ত
করত পাপপ্রণাশিনী পুণ্যকথা কহিতে লাগলেন ।
মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পার্থিব ! ব্রহ্মার মানস
তনয় পৌলস্ত্য বেদশাস্ত্রের প্রবক্তা ছিলেন এবং
তিনি যেন অপর একটি ব্রহ্মার জায় প্রতিভাত
হইতেন । পরমেষ্ঠী পৌলস্ত্য তুণবিন্দুতনয়ার পাণি-
গ্রহণ করেন । অনস্তর ধর্ম্মাত্মসারে পৌলস্ত্যের
ঔরসে তুণবিন্দুতনয়ার গর্ভে এক মহামনা তনয় জন্ম-
গ্রহণ করেন । ষড়ঙ্গ বেদ ও সপদক্রম ইতিহাস-
নিচয় ইহাতে বিশ্বাস লাভ করিয়াছিল বলিয়া
ব্রহ্মা ইহার নাম করণ করেন—বিশ্ববা । অন-
স্তর একদা মহামুনি ভরদ্বাজ মুদিতমনে বিশ্ব-
বার করে স্বীয় কস্তা দান করেন । হে নৃপ !
বিশ্ববা ভরদ্বাজকুহিতার সহিত রমমাণ হইলে তাঁহা-
দিগকে শচী-সুরপতির জায় বোধ হইত । হে
রাজন ! বেদবিত্তম মুদিতমনা দ্বিজ বিশ্ববার কালে
তনয়গুণযুক্ত এক তনয় জন্মে । এই বিশ্ববা-
তনয়ের নাম হয়—বৈশ্রবণ । হে মুনিষ্ঠির । দ্বিজ

বৈশ্রবণ বাল্য বয়সে মৌনী হইয়া ভূতনিবহের অভয়
দান করত পরম ব্রতের আচরণ করেন । অন-
স্তর ব্রহ্মা ও ব্রহ্মধিগণ সহ মহাদেব তাঁহার প্রতি
শ্রীত হন এবং তাঁহাকে সখি প্রদান করেন, ওদ-
বধি এই বৈশ্রবণ ধনাধিকার প্রাপ্ত হন । তৎকালে
ব্রহ্মা ইহাকে সম্বোধনপূর্বক বলেন,—যম, ইন্দ্র ও
বক্রণের চতুর্থ স্থান তোমার জন্ত নির্দিষ্ট হইল ।
এই লিয়া তদীয় অভীষ্ট লোকপালত্ব প্রদান
করিয়া স্বস্থানে প্রস্থিত হইলেন । ১—১৪ । অনস্তর
একদা কৈকসীনাথী রাক্ষসী ভূতলস্থিত পাতাল
পতিভাগপূর্বক বিশ্ববার নিকটে আগমনপূর্বক
তাঁহাকে পশ্চিমপে কামনা করে । হে ভরতসত্তম !
অনস্তর কৈকসী হইতে বিশ্ববার শ্রবণ, মহারাক্ষস
কুন্তকর্ণ ও ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ, এই তিন তনয়
জন্মগ্রহণ করে । কুন্তকর্ণের দুই পুত্র, নাম
কুন্ত ও বিকুন্ত ; হে পুরুষোত্তম ! ইহার মহাবল,
মহাবীৰ্য্য ও মহান । কুন্তের তনয় রাক্ষসশ্রেষ্ঠ
অঙ্কুর । রাক্ষসোত্তম অঙ্কুর বিভীষণকে গুণবান
দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি অমুরক্ত ছিল । তার
পর অঙ্কুর পিতামহ বিভীষণের গুণের অনুবর্তন-
মানসে যৌবনে পদার্পণ করিয়াই তপস্তা করে ।
পরম নির্বেদপ্রাপ্ত রাক্ষসেশ্বর অঙ্কুর সুমহা তপস্তা
করিল । সে দক্ষিণ পশ্চিম পূর্ব ও উত্তর এই
সাগর-চতুষ্টয় বিচরণ করিয়া প্রসঙ্গক্রমে নর্ম্মদার

ততঃ। মহাদেবঃ সাক্ষাৎ পরপুরুষঃ ॥ ২১ ॥
বরেণ চন্দ্রায়ামাস রাক্ষসঃ বৃষকেতনঃ । বরং
কৃণুত ভজং তে তব দাস্যামি সুরত ॥ ২২ ॥ প্রোবাচ
রাক্ষসো বাক্যং দেবদেবঃ মহেশ্বরম্ । বরদং
সোহব্রতো দৃষ্টৌ প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ ॥ ২৩ ॥ যদি
তুষ্টৌ মহাদেব বরদোহসি সুরেশ্বর । হৃদ্রভঃ
সৰ্বহুতানামমরত্বং প্রযচ্ছ মে ॥ ২৪ ॥ মম নাস্তা
স্থিতোহনেন বরেণ ত্রিপুরাস্তক । সদা সন্নিহিতো-
হপ্যত্র তীর্থে ভবিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
যাবদ্বিভীষণমতঃ যাবদ্বর্ষানিষেবণম্ । করিষ্যসি
দৃঢ়ায়া যঃ তাবদেতত্ত্ববিষ্যতি ॥ ২৬ ॥ এবমুক্তা
যযৌ দেবঃ সৰ্বদৈবতপূজিতঃ । বিমানেনার্কবর্ণেন
কৈলাসং ধরণীধরম্ ॥ ২৭ ॥ গতে চাদর্শনং দেবে
গাহ্যচম্য বিধানতঃ । স্থাপয়ামাস রাজেন্দ্র হৃদ্রেশ-
্বরমুত্তমম্ ॥ ২৮ ॥ গন্ধপুষ্পস্তথা বপৈর্বসানকার-
ভূষণৈঃ । পতাকৈশ্চামরৈশ্চৈত্রয়শকািদমঙ্গলৈঃ ॥

কূলে উপনীত হইল । এখানেও সে দিবা শত-
বৎসর হৃদ্র তপস্যা করিল, সাক্ষাৎ পরপুরুষ
শব্দর অঙ্কুরের প্রতি প্রীত হইলেন । বৃষকেতন
শব্দর অঙ্কুরকে বরদ্বারা প্ররোচিত করিলেন;
বলিলেন,—হে সুরত ! তোমার মঙ্গল হউক, বর
প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে বর দান করিব ।
রাক্ষস অঙ্কুর দেবদেব বরদ মহেশ্বরের সম্মুখে
দর্শন পাইয়া পুনঃপুনঃ প্রণামপূর্বক তাহার
বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল; বলিল,—হে দেব ! যদি
তুষ্ট হইয়া থাকেন ও বরদান করেন, তবে হে
পরমেশ ! আমাকে অখিল প্রাণীর হৃদ্র বর
দান করুন । হে ত্রিপুরাস্তক ! আপনি আমার
নামে সতত এই তীর্থে অবস্থিত হউন । আমার
ইহাই অভীষ্ট বর । ঈশ্বর কহিলেন—তুমি
দৃঢ়মতি হইয়া যতদিন বিভীষণের মতানুবর্তন
করিবে এবং যতকাল ধর্মের সেবা করিবে
ততকাল আমি এই স্থানে সন্নিহিত হইব । দেব-
পূজিত শব্দর অঙ্কুরকে এই কথা কহিয়া অর্কবর্ণ
বিমানে আরোহণপূর্বক ধরণীধর কৈলাস শৈলে
গমন করিলেন । হে রাজন ! অনন্তর দেবদেব
অদর্শন হইলে রাক্ষস অঙ্কুর যথাবিধি জ্ঞান
করিয়া আচমনপূর্বক অন্তম অঙ্কুরেশ্বর লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, বস্ত্র,
অলঙ্কার, বিভূষণ, পতাকা, চামর, ছত্র ও জয়াদি
মঙ্গলধনিদ্বারা তাহার পূজা করিয়া বিপুল ভক্তি-

পূজয়িত্ব। সুরেশানং স্তোত্রৈহৃদৈঃ সুপুঙ্কলৈঃ ।
জগাম ভবনং রক্ষো যত্র রাজা বিভীষণঃ ॥ ৩০ ॥
পূজিতঃ স যথাস্থায়ং দানসম্মানগৌরবৈঃ । সৌদর্যো
স্থাপিতো ভাবে সোহবাৎসর্যং পরয়া যুদা ॥ ৩১ ॥
তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ।
অঙ্কুরেশ্বরনামানং সোহব্রমেধকলং লভেৎ ॥ ৩২ ॥
মাণ্ডব্যথাহমারভ্য সঙ্গমং বাপি যচ্ছুতম্ । রেবায়া
আমলক্যাশ্চ দেবকৈত্রং মহেশ্বরম্ ॥ ৩৩ ॥ মাণ্ডব্য-
থাতাৎ পশ্চিমতস্তীর্থং তদঙ্কুরেশ্বরম্ । তত্র তীর্থে
নরঃ স্নাত্বা শুচিঃ প্রযতমানসঃ ॥ ৩৪ ॥ সন্ধ্যামাচম্য
যত্নেন জপং কুহাধ ভারত । তর্পয়িত্বা পিতৃন দেবান্
মনুষ্যান্ ভরতর্ষভ ॥ ৩৫ ॥ সূচৈলঃ ক্রিষ্ণবসনো
মৌনমাস্থায় সংযতঃ । অষ্টম্যাং বা চতুর্দশানুপোষ্য
বিধিবররঃ ॥ ৩৬ ॥ পূজাং যঃ কুরুতে রাজ্যং স্তম্ভা
পুণ্যফলং শতম্ । সাগ্ধং তু যোজনশতং তীর্থাঙ্ঘ্র-
তনানি চ ॥ ৩৭ ॥ ভবন্তি তানি দৃষ্টানি ততঃ পাপৈঃ
প্রমুচ্যতে । তত্র তীর্থে তু যদানং যেনুদ্ভিষ্ট
দীয়তে ॥ ৩৮ ॥ স্নাত্বা তু বিধিবৎপাত্রে তদঙ্কুর-

বাক্যে সেই সুরেশানের স্তব করিতে লাগিল ।
অনন্তর স্তবাদি করিয়া রাক্ষস স্বভবনে গমন-
পূর্বক দান, সম্মান ও গৌরবাদি দ্বারা বিভীষণের
যথাযোগ্য পূজা করত সৌদর বিকৃন্তের প্রতি
ভাবানুরক্ত হইয়া পরম আমোদযুক্ত হইল ।
এখানে যে মানব জ্ঞান করিয়া পরমেশ্বর অঙ্কুরেশ্বরকে
অবলোকন করে, তাহার অম্বমেধফললাভ হয় ।
১৫—৩২। মাণ্ডব্যথাত হইতে আরম্ভ করিয়া আম-
লকীসখী রেবার সঙ্গম পর্যন্ত সঙ্গমতীর্থ । এই স্থান
পরম শুভাবহ ও ইহা দেবকৈত্র নামে কথিত ।
মাণ্ডব্যথাতের পশ্চিমে অঙ্কুরেশ্বর তীর্থ । এখানে
মহেশ্বরলিঙ্গ বিদ্যমান । হে ভারত ! এখানে
শুচি ও প্রযতমনা হইয়া আচমনপূর্বক সমস্ত
সন্ধ্যা ও জপ করবে । হে ভরতর্ষভ ! অনন্তর
পিতৃদেব ও মানবগণের উদ্দেশে তর্পণ কর্তব্য ।
এই তর্পণ মৌনী ও সংযত হইয়া আর্দ্র হৃদে করিতে
হয় । যে নর অষ্টমী ও চতুর্দশদিনে এখানে
যথাবিধি উপবাস করিয়া শব্দর পূজা করে, হে
রাজন ! তাহার পুণ্যফল অরণ্য কর । তাহার
কিঞ্চিদধিক শতযোজন তীর্থাঙ্ঘ্রতন দর্শনের ফল হয়
এবং সে নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । যে
মানব এখানে যথাবিধি জ্ঞান করিয়া দেব উদ্দেশে
যথোপযুক্ত পাত্রে দান কবে, তাহার সেই দানফল

মুদাহৃতম্ । হোমাদশগুণং প্রোক্তং কলং জাপো
ততোহধিকম্ । ৩৯ । ত্রিগুণং চোপবাসেন স্নানে চ
চতুর্গুণম্ । সন্ন্যাসং কুরুতে যন্ত প্রাণত্যাগং
করোতি বা । ৪০ । অনিবার্তিকা গতিস্তত্ত্ব ক্রদ্র-
লোকাদসংশয়ম্ । কুমিকীটপতঙ্গানাং তত্র তীর্থে
যুধিষ্ঠির । অক্ষুরেশ্বরনামাখ্যে মৃতানাং সুগতি-
র্ভবেৎ । ৪১ । এতন্তে কথিতং রাজস্বকুরেশ্বর-
সম্ভবম্ । তীর্থং সর্বগুণোপেতং পরমং পাপনাশনম্ ।
৪২ । যেহাপ শ্রুতিং তন্ত্রোদং কীর্ত্যমানং মহা
ফলম্ । লভন্তে নাত্র সন্দেহঃ শিবস্ত ভুবনঃ
হি তে । ৪৩ ।

ইতি শ্রীকান্দে অক্ষুরেশ্বরতীর্থমাশ্রয়বর্ণনং নামাষ্ট্র-
ষষ্টিাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৬৮ ।

একোনসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেৎ পরং তীর্থং
পুণ্যং পাপপ্রণাশনম্ । মাণ্ডব্যো যত্র সংসিদ্ধ ঋষির্নার-
য়নস্তথা । ১ । নারায়ণেন শুশ্রীবা শূলশ্চেন কৃত্য

অক্ষর হইয়া থাকে । এখানে হোম করিলে তাহার-
কল দশগুণ বর্দ্ধিত হয়, জপে ততোধিক, উপবাসে
ত্রিগুণ ও স্নানে চতুর্গুণ পুণ্য হয় । যে নর
এখানে সন্ন্যাস গ্রহণ করে কিংবা প্রাণ পরিত্যাগ
করে, তাহার ক্রদ্রলোকে অনিবার্তিকা গতি হয়, কদাচ
তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না ; সন্দেহ
নাই । হে যুধিষ্ঠির ! কুমি, কীট, পতঙ্গ ইহারাও
অক্ষুরেশ্বর তীর্থে তদুত্যাগ করিয়া উত্তম গতি
লাভ করে । হে রাজন্ ! এই তোমার নিকট
অক্ষুরেশ্বর তীর্থের অখিল মাশ্রয় বর্ণন করিলাম,
এই তীর্থ অখিল গুণোপেত ও পরম পাপনাশন । যে
মানব ভক্তিপূষক কীর্ত্যমান এই মহাপুণ্য-
জনক অক্ষুরেশ্বরমাশ্রয় শ্রবণ করে, তাহার
নিঃসন্দেহ মহেশলোক লাভ হয় । ৩৩—৪৩ ।

অষ্ট ষষ্টিাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৮ ।

উনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—মনস্তর পাপনাশন
পরম পুণ্য মাণ্ডব্যেশ্বর তীর্থে গমন করিবে । এখানে
কসি মাণ্ডব্য ও ঋষি নারায়ণ সিকি লাভ করিয়া-

পুরা । যত্র স্নাত্বা মহারাজ মুচ্যতে পাপকঙ্ককাৎ ।
২ । যুধিষ্ঠির উবাচ । আশ্চর্য্যমেতন্মোকেশু
যদ্বয়া কথিতং মূনে । ন দৃষ্টং ন শ্রুতং তাত
শূলশ্চেন তপঃ কৃতম্ । ৩ । এতৎসর্বং কথয়
মে ঋষিভিঃ সহিতস্ত বৈ । অস্ত তীর্থস্ত
মাহাত্ম্যং মাণ্ডব্যস্ত কুতুহলাৎ । ৪ । শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । শূন্য রাজন্ যদ্যদ্ব্যক্তং পুরা জ্যেষ্ঠাযুগে কিতৌ ।
লোকপালোলপমো রাজা দেবপন্নো মহামতিঃ । ৫ ।
ধর্ম্মরুচ্য কুরুচ্য যজ্ঞা দানরতঃ সদা । প্রজা ররক্ষ
যত্নেন পিতা পুত্রানিবোরসান্ । ৬ । দাত্যায়নৌ
প্রিয়া ভার্য্যা তস্ত রাজ্ঞো বশীষ্ণুগা । হারনুপুর-
ঘোষণে বাক্যারববনাদিতা । ৭ । পরম্পরং তয়োঃ
শ্রীতিস্বর্দ্ধিতেহনুদনং নৃপ । বশস্তম্বে স্থিতৌ রাজা
সংশান্ত পৃথিবীময়াম্ । ৮ । হস্ত্যশ্বরধসম্পূর্ণাঃ
ধনবাহনসংযুতম্ । অলঙ্কৃতৌ গুণৈঃ সর্বৈরনপত্যৌ
মহাপতিঃ । ৯ । ক্লেবেন মহতাবিষ্টেঃ সমস্তাঃ সম্ভৃতিং

ছিলেন । পূর্বকালে মূনি মাণ্ডব্য একদা শূলে
আরোপিত হন । তখন নারায়ণ তাঁহার শুশ্রীবা
করিয়াছিলেন । হে মহারাজ ! এখানে স্নান
করিলে মানব অখিল পাপ হইতে মুক্ত হয় । যুধি-
ষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মূনে ! আপনি যাহা
বলিলেন, ত্রিলোকে ইহা অতীব বিস্ময়কর । হে
তাত ! আমি ইহা কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই
যে, শূলে অবস্থিত হইয়া কেহ তপস্বী করিতে পারে !
আমি ঋষিগণসহ মাণ্ডব্যতীর্থ ও মাণ্ডব্যমাশ্রয়
শ্রবণ করিব, এ বিষয়ে আমাদের পরম কুতুহল হই-
তেছে, অতএব এ সকল আমার নিকট বর্ণন
করুন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্ ! এ
বিষয়ে পূর্বে যেরূপ ঘটিয়াছিল, শ্রবণ কর । জ্যেষ্ঠা-
যুগে ক্ষিতিতলে এই ব্যাপার সংঘটিত হয় । পূর্বে
দেবপন্ন নামক জনৈক লোকপালোলপম মহামতি
রাজা ছিলেন । মহাপতি দেবপন্ন ধর্ম্মজ, কৃতজ,
যজ্ঞ ও সতত দাননিরত ; তিনি নিজ ঔরস সন্তা-
নের স্তায় যত্নপূষক প্রজাগণের পালন করিতেন ।
তাঁহার প্রিয়পত্নীর নাম দাত্যায়নৌ ; দেবপন্নমহিষী
দাত্যায়নৌ পতির বশীষ্ণুগা ছিলেন । তাঁহার
দেহ হারনুপুরে শোভিত ছিল । সেই সকল হার-
নুপুর হইতে যে ধ্বনি উত্থিত হইত, তাহার বাক্যে
দিক্ সকল নিবাসিত হইত । ১—৬ । হে নৃপ ! প্রতি-
দিন নৃপদম্পতীর শ্রীতি পরম্পর বর্দ্ধিত হইতে
লাগিল । রাজা ও বংশধর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া হস্তী,

বিনা । স্নানহোমরতো নিত্যং দ্বাদশাকানি ভারত ।
 ১০ । ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ পত্নীভিঃ সহ তস্থিবান্ ।
 আরাধয়ন্তগবতীঃ চামুণ্ডাঃ মুণ্ডমর্দিনীম্ ॥ ১১ ॥
 স্তোত্রৈরনেকৈর্ভক্ত্যা চ পূজাবিধিসমাধিনা । জয়
 বারাহি চামুণ্ডে জয় দেবি ত্রিলোচনে ॥ ১২ ॥
 ব্রাহ্মি রৌদ্রি চ কৌমারি কাত্যায়নি নমোহস্ত তে ।
 প্রচণ্ডে ভৈরবে রৌদ্রি যোগিনীকাশগামিনি ॥ ১৩ ॥
 নাস্তি কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎ হীনং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ।
 রাজা স্ততা চ সন্তুষ্টা দেবী বচনমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥
 বরয়স্ব যথাকামং যন্তে মনসি বর্ততে । আরাধিতা
 যয়া ভক্ত্যা তুষ্টা দাস্তামি তে বরম্ ॥ ১৫ ॥ দেবপর
 উবাচ । যদি তুষ্টাসি দেবেশি বরাহো যদি বাপ্য-
 হম্ । পুত্রসন্তানরহিতং সন্তপ্তং মাং সমুদ্বহ ॥ ১৬ ॥
 সন্তানং নয় মে বৃদ্ধিঃ গোত্ররক্ষাং কুরুষ মে ।
 অপুত্রিণাং গৃহাগীহ শ্মশানসদৃশানি হি ॥ ১৭ ॥ পিতর-

স্তস্ত নাস্তি দেবতা ঋষিভিঃ সহ । ক্রিয়মাণেহপ্যহ-
 রহঃ শ্রাদ্ধে মৎপিতরঃ সদা ॥ ১৮ ॥ দর্শয়ন্তি সদা-
 স্নানং স্বপ্নে ক্ষুণ্ণীভিতঃ মম । ইতি রাজ্ঞো বচঃ
 শ্রুত্বা দেবী ধ্যানমুপাগতা ॥ ১৯ ॥ দিব্যেন চক্ষুযা
 দৃষ্টং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ । প্রসন্নবদনা দেবী
 রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ২০ ॥ সন্তানং নাস্তি তে রাজঃ-
 ত্রৈলোক্যে সচরাচরে । যজস্ব যজ্ঞপুরুষমপত্যং
 নাস্তি তেহস্তথা ॥ ২১ ॥ যয়া দৃষ্টং মহীপাল
 ত্রৈলোক্যং দিব্যচক্ষুযা । এবমুক্তা গতা দেবী
 রাজা স্বগৃহমাগমৎ ॥ ২২ ॥ ইয়াজ যজ্ঞপুরুষঃ
 সন্তাতা কন্তকা ততঃ । তেজস্বিনী রূপবতী সর্ব-
 লোকমনোহরা ॥ ২৩ ॥ দেবগন্ধর্বলোকেহপি তাদৃশী
 নাস্তি কামিনী । তস্তা নাম কৃতং পিত্রা হর্ষাৎ
 কামপ্রমোদিনী ॥ ২৪ ॥ ততঃ কালেন ববৃধে
 রূপেণাস্তত্ত্বয়জ্ঞগৎ ॥ হংসলীলাগতিঃ সূক্তঃ স্তন-
 ভাবানামিতা ॥ ২৫ ॥ রক্তমালাস্বরধরা কুণ্ডলা-

অথ, ও রথপূর্ণ এবং ধনবাহনযুক্ত পৃথিবীরাজ্য
 শাসন করিতে লাগিলেন । মহীপাল অগিলগুণে
 অলঙ্কৃত ছিলেন । তিনি তনয়ভাবে মহাদুঃখাবিষ্ট
 ও সন্তপ্ত হইয়াছিলেন । হে ভারত ! অনন্তর
 রাজা দেবপর দ্বাদশ বৎসর মহিষীর সহিত ব্রত
 উপবাস ও নিয়মপরায়ণ এবং নিত্য স্নান ও
 হোমনিয়ত হইয়া মুণ্ডমর্দিনী ভগবতী চামুণ্ডার
 আরাধনা করেন । রাজা ভক্তিভরে পূজা ও সমাধি
 বিধির অঙ্গসমূহ করত বিবিধ স্ততি বাক্যে, দেবী-
 চামুণ্ডার স্তব করিলেন । বলিলেন,—হে বারাহি !
 হে চামুণ্ডে ! আপনার জয় হউক ; দেবী ত্রিন-
 যনী চামুণ্ডা জয়যুক্ত হউন । আমি ব্রাহ্মী, রৌদ্রী,
 কৌমারী কাত্যায়নীকে নমস্কার করি । হে রৌদ্রি !
 আপনি প্রচণ্ডা ও ভৈরবী ; হে যোগিনি ! আপনি
 আকাশে বিচরণ করেন, সচরাচর ত্রিলোকে
 আপনি ভিন্ন অস্ত কোন বস্তু বিদ্যমান নাই । দেবী
 রাজার স্ততিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বল-
 লেন,—তোমার হৃদয়ে যে রূপ অভিলাষ থাকে,
 যথেষ্ট বর প্রার্থনা কর । তোমার সভক্তি
 আরাধনায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি । সম্প্রতি তোমাকে
 বরদান করিব । দেবপর উত্তর করিলেন,—
 দেবিশি ! যদি আমার প্রতি তুষ্টা হইয়া থাকেন আর
 আমাকে যদি বরযোগ্য মনে করেন, তবে
 পুত্রবিরহে সন্তপ্ত,—আমাকে উদ্ধার করুন !
 আমার সন্তানরক্তি করিয়া বংশরক্ষা করুন । ইহ

সংসারে অপুত্রক নরগণের গৃহ শ্মশান-
 সদৃশ এবং যাহার পুত্র নাট, পিতৃ, ঋষি ও দেবতা
 তাহার প্রদত্ত বস্তু ভোগ করেন না । আমি
 আমার পিতৃগণের অহরহ শ্রাদ্ধ করি । কিন্তু
 তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না, পরন্তু সতত তাঁহারা
 স্বপ্নে আমাকে তাঁহাদের ক্ষুধাকাতর আত্মা প্রদর্শন
 করাইয়া থাকেন । রাজার এবংবিধ বাক্য শ্রবণ-
 পূর্বক দেবী ধ্যানস্থা হইয়া সচরাচর ত্রিলোকে
 প্রতি দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিলেন । অনন্তর
 প্রসন্নবদনা দেবী রাজাকে কহিলেন,—হে রাজন !
 চরাচর ত্রিলোকে তুমি তনয়হীন ; তুমি যজ্ঞপুরুষের
 পূজা কর, অস্তথা তোমার তনয়লাভ হইবে না ।
 হে মহীপাল ! আমি ত্রিলোকে প্রতি দিব্যদৃষ্টি
 প্রদান করিয়া ইহাই সন্দর্শন করিলাম । দেবী
 এইরূপ কহিয়া চলিয়া গেলেন । এদিকে রাজা
 দেবপর ও গৃহে আসিয়া যজ্ঞপুরুষের পূজা করিলেন ।
 অনন্তর রাজার তেজস্বিনী রূপবতী সর্বলোক-মনো-
 হরা এক কন্তা জন্মিল । ১—২৩ । তৎকালে দেব-
 গন্ধর্ব-লোকেও তাদৃশী কন্যা ছিল না । রাজা তখন
 হর্ষভরে তাহার নামকরণ করিলেন । নাম রাখিলেন,
 —কামপ্রমোদিনী । অনন্তর কন্যা কিয়ৎকাল
 মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, তাহার রূপে জগৎ
 স্তম্ভিত হইয়া গেল । সূক্ত কামপ্রমোদিনী লীলা-
 গতি দ্বারা হংসের অঙ্গকরণ করিল ও স্তনভারে
 অবনমিত হইল । লোহিত মালা ও রক্তাশ্র-

ভরগোচ্ছলা । দিব্যাহ্নেনপনবতী সখীতিঃ সা
সুরক্ষিতা । ২৬ । কুচমধ্যাগতো হারে। বিহ্যাম্মালেব
রাজতে । ভ্রমরাঙ্কিতকেনী সা বিহোলী চাক-
রাগিনী । ২৭ । কর্ণান্তপ্রাপ্তেনেজাত্যাং পিবন্তীং বাধ
কামিনঃ । চন্দ্রতাম্বুলসৌরভৈরাকর্ষন্তীব মন্থধম্ ।
২৮ । কুসুমগৌবা চাক্রমধ্যা তাম্রপাদজুলীনথা ।
নিয়নাভিঃ সূজঘন। রক্তোক্তঃ সূদতী শুভা । ২৯ ।
মাংগাপিত্তমুহুর্ঘর্গে ক্রোড়ানন্দবিবর্জিনী । একস্মিন
দিবসে বালা সখীবৃন্দসমম্বিতা । ৩০ । চন্দনাগ-
ণ্ডকতাম্বুলধূপসৌম্যনসাক্ষিতা । গৃহীত্বা পুষ্পধূপাদি
গতা দেবীপ্রপূজনে । ৩১ । তড়াগতট উৎসৃজ্য
ভূষণান্ত্রবেষ্টকান্ । চক্ৰঃ সরসি তাঃ ক্রীড়াং
জলমধ্যগতাস্তদা । ৩২ । ক্রীড়ন্তীঃ তামবেক্ষ্যথ
সসখীং বিমলে জলে । রাক্ষসঃ শব্দরো নাম
শ্চেনরূপেণ চাগমৎ । ৩৩ । গৃহীতা জলমধ্যাহ্না
ভেন সা কামমোদিনী । গমুৎপপান হৃষ্টায়া
গৃহীত্বাভরণান্তপি । ৩৪ । বায়ুমার্গং গতঃ সৌম্য

ধারিণী রাজনন্দিণী কুণ্ডলভূষণে উজ্জ্বল হইয়া
দিব্য অম্বলেপনে অঙ্গলেপন করিয়া সমীগণ
কর্তৃক সুরক্ষিত হইল । তাহার কুচমধ্যাগত হার
যেন বিহ্যাম্মালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ।
চাকরাগিনী কামপ্রমোদিনীর কেশকলাপ ভ্রমর-
কৃষ্ণ, ওষ্ঠ বিম্বকলবৎ ; কর্ণান্ত বিস্তৃত নেত্রযুগল
যেন কামিগণকে পান করিতেই উদ্যত ।
চর্চিত কর্পূরমিশ্র তাম্বুল-সৌরভে সে যেন মন্থধকে
আকর্ষণ করিল । তাহার গৌবা কুসুমবৎ, মধ্যদেশ
মনোজ্ঞ, পদজুলীর নখনিকর তাম্রনিভ, নাভি
গভীর জঘন মনোহর উরু রক্তার স্নায় এবং
দন্তপংক্তি শুভদর্শন । সে বিবিধ ক্রৌড়া কোতুকে
মাতা, পিতা ও সূহৃদবর্গে আনন্দ বর্জন করিতে
লাগিল । অনন্তর একদা বালা রাজনন্দিণী সমীগণ
সমম্বিত হইয়া চন্দন, অঙ্কুর, তাম্বুল, ধূপ ও পুষ্পাদি
গ্রহণপূর্বক দেবপূজার জন্ত তড়াগতটে উপনীত
হন এবং অঙ্গবেষ্টন বসন ও ভূষণ নিচয়
তড়াগতটে রক্ষা করিয়া সেই জলাশয়ের জলমধ্যে
অবতরণপূর্বক বিবিধ ক্রৌড়া করিতে থাকেন ।
রাজকন্তা সমীগণ সহ সেই বিমল জলে ক্রৌড়া
করিতে থাকিলে রাক্ষস সাধর তাঁহাকে দর্শন
করত শ্চেনরূপ ধারণপূর্বক তথায় উপনীত
হয় । অনন্তর শ্চেনরূপী হৃষ্টায়া শব্দর জলমধ্য
স্থিত রাজনন্দিণী কামপ্রমোদিনীকে ও তদীয়

কামিনী সহ ভারত । অপতন্ কুণ্ডলাদীনি যজ্ঞ
ভোয়ে মহামুনিঃ । ৩৫ । মাংব্যো নর্মদাতীরে
কাঠবৎ সঞ্জিতেপ্রিয়ঃ । লীনো মাহেশ্বরে স্থানে
নারায়ণপদে পরে । ৩৬ । তন্ত চাহুচরো ভ্রাতা
ভ্রাতুঃ শুক্রবণে রতঃ । তপোজপকুশীভূতো দধৌ
দেবঃ জনার্দনম্ । ৩৭ ।

ইতি শ্রীকান্দে কামমোদিনীহরণবর্ণনং নামৈকোদ-
শততমোহধ্যায়ঃ । ১৬৯

সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । কামপ্রমোদিনীপথো
নীয়মানাং চ তেন তু । দৃষ্ট্বা তাম্ভূকুণ্ডঃ সর্ষা নিঃসৃত্য
জলমধ্যাতঃ । ১ । গত। রাজগৃহে সর্ষাঃ কথয়ন্তি
সুহৃগিতাঃ । কামপ্রমোদিনী রাজন্ কুতা শ্চেনে-
ন পক্ষিণা । ২ । ক্রীড়ন্তী চ জলস্থানে তড়াগে দেব-
সম্বিধৌ । অথেন্যা ঃ দ্বয়া রাজঃশুশ্রু মাং বিজা-
নতা । ৩ । তাসাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবপত্নঃ সুহৃগিতাঃ ।

ভূষণনিচয় গ্রহণপূর্বক আকাশে উৎপত্তিত হইল ।
হে ভারত ! শব্দর সেই কামিনী সহ বায়ুপথে
গমন করিলে তাঁহার কুণ্ডলাদি অলঙ্কারনিকর,
মহেশ্বরের প্রিয়কেন্দ্র নর্মদাতীরে যেখানে মাণ্ডব্য-
মুনিবর ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্বক কণ্ঠের স্নায় অবস্থিত
হইয়া নারায়ণের পরমপদে লীন হইয়াছিলেন
সেই স্থানে পতিত হইয়াছিল । তদীয় অমুচর
ভ্রাতা তাঁহার শুক্রব নিরত থাকিতেন, ইনিও জপ
তপশ্চায় কৃশকায় হইয়া দেব জনার্দনের পাদপদ্মে
ধ্যানবিশিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেন । ২৪—৩৭।

উনসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪৯ ।

সপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন—কামপ্রমোদিনীর সমী-
গণ শব্দর কর্তৃক তাঁহাকে নীয়মান। সন্দর্শন করিয়া
অত্যন্ত রোদন করিল এবং তখনই তাহার। জল-
মধ্য হইতে উখিত হইয়া রাজভবনে গমনপূর্বক
অতি হৃৎখিতহৃদয়ে সর্ষবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহিল ।
বলিল,—রাজন্ ! কামপ্রমোদিনী আমাদের সহিত
দেবালয়সমীপস্থ তড়াগমধ্যে ক্রৌড়া করিতে-
ছিলেন, একটা শ্চেনপক্ষী তাঁহাকে অপহরণ করি-

হাচেতু্যক্ষা সমুখায় কদমানো বরাসনাং ॥ ৪ ॥
মজ্জিতিঃ সহিতস্তম্ভিঃস্তভাগে জলসন্নিধৌ । ন চিহ্নং
ন চ পহানং দৃষ্টৌ হুঃখানমুযোহ চ ॥ ৫ ॥ তস্তা রাজস্ব
হু খেন হুঃখিতো নাগরো জনঃ । কণেনাশাসিতো
রাজা মজ্জিতিঃ সপুৰোহিতৈঃ ॥ ৬ ॥ কিং কুর্শ্ব ইত্যা
বাচেদমশ্বিন কালে বিধীয়তাম্ । সর্বেষু সৎসংবিদঃ
কৃষা বাহিনীঃ চতুরঙ্গিনীম্ ॥ ৭ ॥ প্রেষয়ামি
দিশঃ সর্বা হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল বাদিজাণি চ বাদ্যাস্তে
বাকুলীভূত সঙ্কুলে ॥ ৮ ॥ নারাতৈস্তোমর্ভৈর্ভৃগুঃ
খৈঃ পুরাধাদিভিঃ । রাজা সন্ন্যাসবদ্বোহভূদ্-
গগনং গ্রাসতে কিল ॥ ৯ ॥ ন দেবো ন চ গন্ধর্ভো
ন দৈত্যো ন চ রাক্ষসঃ । কিং করিস্যসি রাজাদ্য
ন জানে রোষনিকৃষ্ণিম্ ॥ ১০ ॥ নাগরাহাপ
জনস্তত্র দৃষ্টৌ চকিতমানসঃ । চতুর্দশসহস্রাণি দন্তিনাং

যাছে । রাজন ! আপনি শ্রোণপক্ষীর গতিপথ
অনুসরণ করিয়া তাঁহার অবেষণ করুন । রাজা
দেবপন্ন কামপ্রমোদিনীর সখীগণমুখে এইরূপ
শ্রবণ করিয়া অতীব হুঃখিত হইলেন, এবং হাহা-
কার রবে রোদন করত সিংহাসন হইতে গাত্ৰো-
থানপূর্বক মজ্জিগণ সমভিবাচারে সেই তড়াগ-
তীরের জলসমীপে গমন করিলেন । কিন্তু শ্রোণ
কোন পথে গমন করিয়াছে, তাহার কোনই চিহ্ন
দেখিতে না পাইয়া হুঃখে মোহিত হইলেন ।
রাজার হুঃখদর্শনে নাগরিকেরাও অত্যন্ত হুঃখিত
হইল । সপুৰোহিত অমাত্যগণ ক্ষণকাল মধ্যে
রাজাকে আশস্ত করিলেন, এবং বলিলেন,
—এখন আমরা কি করিব, আদেশ করুন ।
অনন্তর সকলে মিলিয়া মঙ্গলাপূর্বক অবধারণ
করিলেন—অদ্য সকল দিকেই চতুরঙ্গিনী সেনা
প্রেরিত হউক । তখন হাহাই হইল,—হুম্মো
অশ্ব ৩ রথসঙ্কুল বাহিনী সকল দিকে প্রেরিত
হইল । তখন রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল । সেই
রণবাদ্যে প্রাণিসকল বাকুল হইয়া পড়িল ।
নারাচ, তোমর, ভল্ল, খজা ও পরাধাদি আগুধ-
নিষ্ঠয় গ্রহণপূর্বক রাজা দেবপন্ন সন্ন্যাসবদ্ব
হইলেন ; মনে হইল,—তাঁহার অভিযান যেন
গগন গ্রাস করিতে উদ্যত হইল । দেব
গন্ধর্ভ দানব রাক্ষস সকলেই মনে করিল,—জানি
না, আজ রাজা কি করিবেন ? নিশ্চয়ই তাঁহার রোষ
হইতে অদ্য কাহারও পরিজ্ঞান নাই । নাগরি-
কেরাও তদর্শনে চকিতমনা হইল । হে ভরতর্ষভ !

শুনিধারিণাম্ ॥ ১১ ॥ অশ্বরোমসহস্রাণি হুম্মীতিঃ শস্ত্র-
পাণিনাম্ । রথানাং ত্রিসহস্রাণি বিংশতি-
ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥ সংগ্রামভেরীনিবটৈঃ খুররেণু-
র্নভোগতা । এতশ্চিরন্তরে তাত রক্ষকো নগরস্ত
হি ॥ ১৩ ॥ গৃহীতাতরং তস্তাশ্বপ্রত্যঙ্গিকং
তথা । কুণ্ডলাজদকেয়ুরহারনুপরবল্লরীঃ ॥ ১৪ ॥
নিবেদ্যাকথয়াজ্ঞে ময়া দৃষ্টং ভবেক্ষণাং । তাপ-
সানামাশ্রমে তু মাণ্ডব্যো যত্র তিষ্ঠতি ॥ ১৫ ॥
তাপসৈর্কেষ্টিতো যত্র দদৃশে তত্র সন্নিধৌ ।
দণ্ডবাসিবচঃ শ্রদ্ধা প্রত্যক্ষাভিভূষণম্ ॥ ১৬ ॥
সক্ৰোধরকুনয়নো মজ্জিগো বীক্ষ্য নৈগমান্ ।
ঐদৃগ্ভূতসমাচারো ব্রাহ্মণো নগরে মম ॥ ১৭ ॥
চৌরচর্যাং ব্রহচ্ছন্নঃ পরদ্রব্যাপহারকঃ । তেন কস্তা
হতা মেহদ্য তপস্বিপাপকর্ষণা ॥ ১৮ ॥ শাকুন্তং
রূপমাস্ত্রায় জলন্তো গগনং যযৌ । পার্শ্বগুনো
বিকর্ম্মস্থান বিভালব্রতিকান শঠান্ ॥ ১৯ ॥ চাটুতন্ত্র-
দ্বর্জস্থান হন্যাত্তাস্ত্র পাতকম্ । ন ভ্রষ্টব্যো ময়া

তাঁহার বাহিনীমধ্যে চতুর্দশ সহস্র শুনিধারী করী
সহস্র অশ্বারোহী মৈনিক অশ্বিনিসহস্র শস্ত্রপাণি সেনা
এবং ত্রিসহস্র বিংশতি রথ বিদ্যমান ছিল ১১—১২।
তাঁহার এই বিপুল বাহিনী গমন করিলে রণভেরীর
নিমাদ ও অশ্বগণের খুররেণু গগন স্পর্শ করিল ।
হে তাত ! ইত্যবসরে জনৈক নগররক্ষক রাজ-
নন্দিনীর কুণ্ডল, অঙ্গদ, কেয়র, হার নুপুর ও
বল্লরী প্রভৃতি কতিপয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আভরণ
লইয়া রাজার নিকট উপনীত হইল এবং সেই সকল
প্রদানপূর্বক নিবেদন করল,—আমি বহু অবেষণ
করিয়া এই সকল প্রাপ্ত হইয়াছি । যেখানে এই
সকল ভূষণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা তাপসগণের
একটী আশ্রম ; সেখানে মুনি মাণ্ডব্য তাপসগণ-
পরিবৃত হইয়া অবস্থান করেন, আমি তাঁহারই
সমীপে এই সকল ভূষণ দর্শন করিয়াছিলাম ।
দণ্ডকবাসী রক্ষা পুরুষের এই সকল কথা
শুনিয়া এবং রাজনন্দিনীর ভূষণ প্রত্যক্ষ করিয়া
রোনকমায়িতনেত্রে নৃপ নৈগম মজ্জিগণের প্রতি
দৃষ্টিনিষ্কপ করিলেন এবং বলিলেন,—কি ! এইরূপ
আচারসম্পন্ন—কপটব্রতী পরদ্রব্যহারক চৌরচর্যা-
পরায়ণ ব্রাহ্মণ আমার নগরে বাস করে ! সেই
পাপকর্ম্মী তপস্বীই অদ্য শ্রোণরূপ ধারণপূর্বক—
জলমধ্য হইতে আমার কস্তাকে লইয়া গগনতলে
গমন করিয়াছে । পার্শ্ব, বিকর্ম্মা, বিভালব্রতী,

পাপঃ স্ত্রী কস্তাপহারকঃ । ২০ । শূলমারোপ্যতাঃ
কিপ্রঃ ন বিচারন্ত তন্ত বৈ । স চ বধ্যো ময়া
হষ্টো রক্ষোক্রুশী তপোধনঃ । ২১ । এবং ক্রবৎচলন
ক্রোধাদিষ্ট দণ্ডবাসিনম্ । কার্যাকাধ্যাঃ ন
বিজ্ঞায় শূলমারোপয়াদিভ্যম্ । ২২ । পোরা জানপদাঃ
সর্কে অক্ষপূর্ণমুখাস্তদা । হাহেতু্যাক্তা কদস্ত্যন্তে
বদন্তি চ পৃথক্ পৃথক্ । ২৩ । কুৎসিতঞ্চ কৃতং কশ্ম
রাজ্ঞা চণ্ডালচারিণা । ব্রাহ্মণো নৈব বধ্যো হি বিশে-
ষণেণ তপোবৃতঃ । ২৪ । যদি রোষসমাচারো
নির্কীন্তো নগরাস্থিঃ । ন জাতু ব্রাহ্মণঃ হস্তাৎ
সর্কপাশেহপ্যবস্থিতম্ । ২৫ । রাষ্ট্রাদেনং বহিঃ
কুর্ধ্যাৎ সমগ্রধনমক্ষতম্ । নান্নাতি চ গৃহে রাজ-
রাগ্নির্নগরবাসিনাম্ । সর্কেহপ্যধিগমনসো গৃহ-
ব্যাপ্তিবিবর্জিতাঃ । ২৬ ।

ইতি শ্রীকান্দে মাণ্ডব্যশূলারোপণবর্ণনং নাম
সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১০ ।

শঠ, চাটুকার, তস্কর ও দুর্বৃত্ত ইহাদিগকে বধ
করিলে বধকর্তার পাতক হয় না; আমি সেই
পাপমতি চোর কস্তাপহারীর মুখাবলোকন করিব
না, তোমরা নগর তাকে শূলে আরোপিত কর,
এ বিষয়ে কোনই বিচার কর্তব্য নহে। সেই
বাক্সক্রুশী হুটে তপোধন আমার অবশ্যই বধ্য।
রাজা দণ্ডকবাসীর প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান
করিয়া ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন, এবং কার্যাকাধ্য
বিচার না করিয়াই সেই দ্বিজ মাণ্ডব্যকে শূলে
আরোপিত করিলেন। পোরা ও জানপদগণের
নয়ন-বদন অক্ষপূর্ণ হইল; কেহ কেহ হাহাকার
করিয়া রোদন করিতে লাগিল; অস্ত্র কেহ কেহ
বলিতে লাগিল,—চণ্ডালাচারী রাজা, কি কুৎ-
সিত কশ্মই করিলেন! এইরূপে সকলেই রাজার
এ কাষো দোষারোপ করিতে লাগিল। কেহ
বলিলেন,—ব্রাহ্মণ বধ্য নহে, বিশেষতঃ তিনি
তপস্বী; যদি রাজা রোষ-পরবশ হইয়া থাকেন,
তবে নগর হইতে বহিষ্করণ করিলেন না কেন?
দ্বিজ নিখিল পাপযুক্ত হইলেও কদাচ তাঁহার বধ-
সাধন কর্তব্য নহে। সমস্ত ধনসম্পৎসহ অক্ষত-
দেহে তাদৃশ দ্বিজকে রাষ্ট্রে হইতে নির্কাসন
করাই শ্রেয়ঃ। হে রাজন! ব্রাহ্মণ বিনষ্ট হইলে
আজ আর অগ্নি নগরবাসীর গৃহে আহুতি গ্রহণ
করিবেন না। এইরূপ বলিতে বলিতে তত্রত্য

একসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । কথিতং ব্রাহ্মণঃ ক্রুশী
শূলে কিপ্রঃ তপোধনৈঃ । নারায়ণসমীপে তু গতাঃ
সর্কে মহর্ষয়ঃ । ১ । নারদো দেবলো রৈভ্যো
যমঃ শাতাতপোহজিরাঃ । বসিষ্ঠো জমদগ্নিচ
যাজ্ঞবল্ক্যো বৃহস্পতিঃ । ২ । কশ্যপোহত্রি-
ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রোহকর্ণির্মুনিঃ । বালখিল্যাদয়ো-
হন্তে চ সর্কেহপ্যধিগণাষয়াঃ । ৩ । দদৃশুঃ শূল-
মাক্রুতঃ মাণ্ডব্যম্বিপুঙ্গবাঃ । প্রোচুর্নারায়ণঃ কিপ্রঃ
কিং কুশ্মন্তব চেপ্সিতম্ । ৪ । সর্কে তে তত্র
সারিধ্যায়াণ্ডব্যস্ত মহান্বনঃ । সম্ভ্রান্তা আগতা উচুঃ
কিং মৃতঃ কিং নু জীবতি । ৫ । অবহাং তন্ত তে
দৃষ্ট্বা বিবাদমগমন্ পরম্ । অসহিত্বা তু তদুখং সর্কে
তে মনসা দ্বিজাঃ । পৃচ্ছতাং যদি মন্তেত রাজানং
ভক্ষসাৎ কুরু । ৬ । তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা বাক্যং

সকলেই গৃহকাধ্যাদি পারিত্যাগ-পুষক উদ্বিগ্নমনা
হইল । ১৩—২৬ ।

সপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১০

একসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কাহিলেন,—মুনি মাণ্ডব্য শূলে
নিষ্কিপ্ত হইলে নারদ, দেবল, রৈভ্য, যম,
শাতাতপ, অজিরা, বসিষ্ঠ, জমদগ্নি, যাজ্ঞবল্ক্য,
কশ্যপ, অত্রি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও মুনি অকর্ণি
প্রভৃতি মহর্ষিগণ, বালখিল্যাদি ঋষি সকল এবং
অশ্বাত্থ মুনিগণ মাণ্ডব্যভাতা নারায়ণসমীপে
গমন করিলেন। ঋষিপুঙ্গবগণ মুনি মাণ্ডব্যকে
শূলারোপিত দর্শন করত নারায়ণসমীপে গমন-
পুষক কাহিলেন—আপনার কি প্রিয় করিব?
তোমরা সকলেই মহাত্মা মাণ্ডব্যসন্নিধানে গমন
করিয়াছিলাম, এক্ষণে সত্বম সহকারে তথা হইতে
আগমন করিতেছি। তিনি এখন পর্য্যন্ত জীবিত
কি মৃত তদ্বিসয়ে সন্দেহ। তাঁহার অবস্থা দর্শন
করিয়া আমরা সকলেই বিষম হইয়াছি, তাঁহার
দুঃখ দর্শন আমাদের হৃদয়ে অসহ্য হওয়ায়
আমরা আপনার সমীপে উপনীত হইয়াছি।
আপনি রাজাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করুন,
আর যদি উচিত মনে হয়, তবে তাঁহাকে ভক্ষসাৎ
করুন । ১—৬ ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নারায়ণ

নারায়ণোহব্রবীৎ ॥ ৭ ॥ ময়ি জীবতি মদভ্রাতা হব-
স্বামীদৃশীঃ গতঃ । যিগ্জীবিতঃ চ মে কিন্তু তপসো
বিদ্যাতে কলম্ ॥ ৮ ॥ দৃষ্টো শূলবহিতঃ জ্যেষ্ঠঃ
মম্মনোহুবিদীয়তে । পরঃ কিং তু করিষ্যামি যেন
ব্রাহ্মঃ স রাজকম্ ॥ ৯ ॥ ভগ্নসাক্ষ করোমাদ্য ভবন্তি:
কমত্যামিহ । এবমুক্তা গৃহীত্বাসৌ করহমতিমত্নয়েৎ ॥
১০ ॥ ক্রোধেন পশুতে যাবত্তাবদুচ্চারকোহভবৎ ।
তেন হকারশব্দেন ঋষয়ো বিস্মিতাস্তদা ॥ মাণ্ডব্যস্ত
সমীপে তু হৃৎপৃচ্ছন্তে দ্বিজোত্তমাঃ । নিবারণসি কিং
বিপ্র শাপঃ নৃপজিঘাংসনম্ ॥ ১২ ॥ অপাপস্ত তু
যেনেহ কৃতমস্ত জিঘাংসনম্ । ঋষীণাং বচনং শ্রুত্বা
কঙ্কান্মাণ্ডব্যকোহব্রবীৎ ॥ ১৩ ॥ অভিবন্দামি বো
মুন্ধা স্বাগতং ঋষয়ঃ সদা । অধাসন্নানপূজাধাঃ সর্বৈ-
হজ্রোপবিশস্ত তে ॥ ১৪ ॥ নিবিষ্টৈকাগ্রমনসা সর্বান
মাণ্ডব্যকোহব্রবীৎ ॥ ১৫ ॥ প্রাপ্তং হুঃখং ময়া ঘোরং
পূৰ্বজমার্জিতং কলম্ । যা বিষাদং কুরুধ্বঃ ভোঃ

উত্তর করিলেন,—কি ! আমি জীবিত থাকিতেই
মদীয় ভ্রাতা এইরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন । আমার
জীবনে ধিক্ ! পরন্তু আমার তপস্তায় কি কোন
কলোদয় হয় নাই ? শূলবহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে
অবলোকন করিয়া অবশুই আমার হৃদয় বিদীর্ণ
হইবে, পরন্তু আমি রাজার সহিত অন্য ব্রাহ্ম ভগ্ন-
সাক্ষ করিব, আপনারা কণকালের জন্ত আমাকে
কমা করুন । ঋষি মাণ্ডব্যভ্রাতা নারায়ণ এইরূপ
কহিয়া করে বারি গ্রহণপূর্বক যেমন অভিমন্ত্রিত
করত ক্রোধে এদিক ওদিক দর্শন করিলেন, অমনি
এক ভয়ঙ্কর হকার-শব্দ উথিত হইল । সেই হকার-
রবে ঋষিগণ বিস্মিত হইলেন এবং সেই দ্বিজ-
সন্তমগণ মাণ্ডব্য-মীপে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন;—বিপ্র ! আপনার পাপ নাই,
তথাপি রাজা আপনার জিঘাংসু; সেই রাজার
জিঘাংসার জন্ত আপনার অকুজ শাপজল গ্রহণ
করিয়াছেন, আপনি কি জন্ত তাঁহাকে বারণ
করিলেন ? ঋষিগণের বাক্য শুনিয়া শূলবিক্র
মাণ্ডব্য অতিকষ্টে উত্তর দিলেন, বলিলেন,—
ঋষিগণ ! মন্তক দ্বারা আপনাদিগকে নিরস্তর অতি-
এন্দিত করিতেছি, আপনাদের স্মৃথে আগমন
হইয়াছে ত ? আপনারা সন্তত সর্বত্র অর্ঘ্যাহ ও
সন্ধানযোগ্য; এই স্থানেই উপবেশন করুন ।
অনন্তর মুনি মাণ্ডব্য নিবিষ্ট ও একাগ্রমনা মুনি-
গণকে কহিলেন,—আমি পূৰ্বজন্মের কৰ্ম্মকলে ঘোর

কৃতং পাপং তু ভুজ্যতে ॥ ১৬ ॥ ঋষয় উচুঃ । কেই
কৰ্ম্মবিপাকেন ইহ জাত্যন্তরঃ ব্রজেৎ । দানধৰ্ম্ম-
কলেনৈব কেন স্বর্গঃ চ গচ্ছতি ॥ ১৭ ॥ মাণ্ডব্য
উবাচ । অদন্তদানা জায়ন্তে পরভাগ্যোপজীবিনঃ ।
ন স্নানং ন জপো হোমো নাতিথ্যং ন সুরা-
র্চনম্ ॥ ১৮ ॥ ন পূৰ্ণাণি পিতৃশ্রাদ্ধং ন দানং
দ্বিজসন্তমাঃ । ব্রজন্তি নরকে ঘোরে যান্তি তে
অন্ত্যজাঃ গতিম্ ॥ ১৯ ॥ পুনর্দরিদ্রাঃ পুনরেব পাপাঃ
পাপপ্রভাবান্নরকে বসন্তি । তেনৈব সংসারিণি
মর্ত্যালোকে জীবাদিভূতে কৃময়ঃ পতঙ্গাঃ ॥ ২০ ॥
যে স্নানশীলা দ্বিজদেবভক্তা জিতেন্দ্রিয়া জীবদযাহু-
শীলাঃ । তে দেবলোকেষু বসন্তি হৃষ্টা যে ধর্ম্মশীলা
জিতমানসোবাঃ ॥ ২১ ॥ বিদ্যাবিনীতা ন পরো-
পভাপিনঃ স্বদারভূষ্টাঃ পরদারবজ্জিতাঃ । তেবাঃ ন
লোকে ভয়মস্তি কিঞ্চিৎস্বভাবশুদ্ধা গতকল্মষা হি
তে ॥ ২২ ॥ ঋষয় উচুঃ । পূৰ্বজন্মনি বিপ্রেন্দ্র কিং
ত্বয়া ত্বকৃতং কৃতম্ । যেন কষ্টমিদং প্রাপ্তং সন্ধানং

হুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি, ঋষিগণ ! বিষয় হইবেন না, পাপ
করিলেই তাহার ভোগ হয় । ঋষিগণ জিজ্ঞাসা
করিলেন,—কোন কৰ্ম্মের বিপাকে ইহ সংসারে
জাত্যন্তর ঘটে আর কিরূপ দানধর্ম্মের কলেই
বা মানবের স্বর্গগমন সম্ভাবিত হয় ? মাণ্ডব্য
বহিলেন,—যাহারা দান করে না, তাহার পর-
ভাগ্যোপজীবী হয় । হে দ্বিজসন্তমগণ ! যাহারা
স্নান, জপ, হোম, অতিথিসেবা, দেবার্চন এবং
পূৰ্বকালে পিতৃশ্রাদ্ধ ও দান করে না, তাহার
ঘোর নরকে গমন করে আর তাঁহাদেরই অন্ত্যজ-
গতি লাভ হয়; কেবল ইহাই নহে, সংসারে তাহার
পুনঃপুন দারিদ্র, পাপকল্মা ও পাপপ্রভাবে নরক-
গামী হয় । পাপপ্রভাবেই তাহার মর্ত্যসংসারে
আদি জীব কৃমি পতঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে । যাহারা
স্নানশীল, দেবদ্বিজ ভক্তমান, জিতেন্দ্রিয়, স্বভাবতঃ
জীবের প্রতি দয়ালু এবং যাহারা মান ও ক্রোধ
জয় করিয়াছেন, তাদৃশ ধর্ম্মশীলগণই হৃষ্ট হইয়া
স্বর্গলোকে বাস করেন । যাহারা বিদ্যাবিনীত,
যাহারা পরকে অশুভাপ প্রদান করেন না,
যাহাদের পাপ বিদূরিত হইয়াছে এবং যাহারা
স্বদারভূষ্ট, পরদারবজ্জিত ও স্বভাবশুদ্ধ, লোকে
তাঁহাদের কোনই ভয় বিদ্যমান নাই ॥ ১৭—২২ ॥ ঋষি-
গণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র ! আপনি
পূৰ্ব জন্মে এমন কি পাপ করিয়াছিলেন যে, এই

শূলগার্হিত্যম্ । ২৩ ॥ শূলম্ হাং সমালক্য
জাগতাঃ সৰ্ব্ব এব হি । জীবন্তঃ হাং প্রপঞ্চাম হস্তর-
ব্রবতারয়ন্ । কজা সন্তাপজঃ হুংখংসোঢ়াপি স্বমবেদনঃ ॥
২৪ ॥ মাণ্ডব্য উবাচ । স্বয়মেব কৃতং কৰ্ম স্বয়মেবোপ-
ভূজ্যতে । অকৃতং কৃতং পূৰ্ব্বং নাশ্তে ভূজ্যন্তি
কর্হিচিৎ ॥ ২৫ ॥ যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি
মাতরম্ । তথা পূৰ্ব্বকৃতং কৰ্ম কৰ্ত্তারমুপগচ্ছতি ॥ ২৬ ॥
ন মাতা ন পিতা ভ্রাতা ন ভাৰ্য্যা ন পুত্ৰাঃ পুত্রং ।
ন কস্ত কৰ্ম্মণাং লেপঃ স্বয়মেবোপভূজ্যতে ॥ ২৭ ॥
পায়তাঃ মম বাক্যং চ ভবন্তিঃ পৃচ্ছিতো হুহম্ ।
পূৰ্বে বয়সি ভো বিপ্রা মল্লানকৃতকণঃ ॥ ২৮ ॥
অজ্ঞানান্ধাভাবেন যুকা কণ্টেহধিরোপিতা । তৈলা-
ভ্যক্তশিরোগাত্রে ময়া যুকা যুতা ন হি ॥ ২৯ ॥
ককতীঃ পুৰোপ্য কেশেযু সাসা কণ্টেহধিরোপিতা ।
তেষু পাপং কৃতং সদ্যঃ ফলমেতন্মাতবৎ ॥ ৩০ ॥

নির্দিত শূলবেদনাজনিত কষ্ট আপনার উপস্থিত
হইল? আপনাকে শূলাবস্থিত অবলোকন করিয়া
আমরা সকলে এখানে আসিয়াছি; কিন্তু আপনাকে
এ অবস্থায় জীবিত দর্শন করিয়া আপনার প্রশংসা
করি—কেমন! আপনি শূলারোপিত, আপনার
উত্তরণ অবতরণ নাই, আপনি শূলবেদবেদনা
অনুভব করিয়াও যেন নির্বেদনের স্থায় অবস্থান
করিতেছেন। মাণ্ডব্য বলিলেন,—জীব কৰ্ম্ম
করিয়া স্বয়ংই তাহার কলোপভোগ করে; অকৃতই
হউক আর কৃত হউক, কদাচ অস্ত্র কেহ তাহার
ফলভোগ করে না। বৎস যেকপ সহস্র সহস্র
ধেনুর মধ্য হইতে আপনার মাতাকে লাভ
করে, পূৰ্ব্বকৃত কৰ্ম্মও তজ্জপ কৰ্ত্তার অনুবর্তী
হয়। মাতা বল, পিতা বল, ভ্রাতা, ভাৰ্য্যা,
পুত্র, পুত্রবল, কেহই তাহারও কৰ্ম্মে লিপ্ত হয়
না; স্বয়ংই স্বয়ং কৰ্ম্মের উপভোক্তা হয়। আপ-
নার আমার নিকট জিজ্ঞাসু হইয়াছেন, এক্ষণে
আমার বাক্য শ্রবণ করুন। হে বিপ্রগণ! একদা
আমি প্রথম বয়সে বালতাবনিবন্ধন মল্লান-
সময়ে অজ্ঞানপূৰ্ব্বক একটি গুকে কণ্টকদিক
করিয়াছিলাম, আমার গাত্র ও মস্তক তখন তৈলা-
ভ্যক্ত ছিল, ঐ গুকা আমার কেশমাত্র অবলম্বন
করিয়াছিল। তথাপি আমি তাহাকে ককতীর
কণ্টকে বিদ্ধ করি, তাহাতেই আমার পাপ
মুহুর্ত্ত হয় আর সেই পাপেই আমার এই সদ্যঃফল

কিঞ্চিৎকালঃ কপিহাঃ প্রাপ্ত্য মোক্ষং নিরাময়ম্ ।
ভবন্তস্থিহ সন্তাপং মাং কুরুধ্বং মহর্ষয়ঃ ॥ ৩১ ॥
ইমামবস্থাঃ ভুত্বাহং কিঞ্চিচ্ছপে ন চোচ্চরে । অহানি
কতিচিচ্ছলে কপয়িষ্যামি কিম্বিমম্ ॥ ৩২ ॥ প্রাক্তনঃ
কৰ্ম্ম ভুজ্যামি যন্নয়া সঞ্চিতং দ্বিজাঃ । কস্তব্যামস্ত
রাজোহধ কোপশ্চৈব বিসর্জ্যতাম্ ॥ ৩৩ ॥ অস্মা
তু তন্ত তদ্বাক্যং মাণ্ডব্যস্ত মহর্ষয়ঃ । প্রহর্ষমতুলং
লকা সাধুসাধিত্যপূজয়ন্ ॥ ৩৪ ॥ নারায়ণ উবাচ ।
ইদং জনং মদ্রপুতং কাম্বিন্ স্থানে কিপাম্যহম্ ।
যেন রাজা ভবেত্তস্য সরাষ্ট্রঃ সপুত্রোহুহিতঃ ॥ ৩৫ ॥
মাণ্ডব্য উবাচ । ইদং জনক রক্ষস কালকূটবিবো-
পমম্ । সমুদ্রে কিপয়িষ্যামি দেবকার্য্যং সমুখিতম্ ॥
৩৬ ॥ অধ তে মুনয়ঃ সৰ্ব্বে মাণ্ডব্যঃ প্রণিপত্য চ ।
আব্রহ্ময়িত্বা হর্ষাচ্চ কস্তপাদ্যা গৃহান্ যযুঃ ॥ ৩৭ ॥
গচ্ছমানাস্ত তে চোক্তাঃ পঞ্চমেহনি তাপসাঃ ।
আগন্তব্যঃ ভবন্তিচ্চ মৎসকাশং প্রতিজ্ঞয়া ॥ ৩৮ ॥
তথৈতি তে প্রতিজ্ঞায় নারদাদ্যা অদর্শনম্ । গতেষু

লাভ হইয়াছে। আমি এইরূপে কিছুকাল কাটা-
ইলে আমার পাপমোক্ষ হইবে, আমিও নিরাময়
হইল। হে মহর্ষিগণ! আপনারা এ বিষয়ে বিব্রত
হইবেন না। আমি পাপী বলিয়াই এই অবস্থা
প্রাপ্ত হইয়াও কিছু বলি নাই, বা রাজাকে অভি-
শাপ প্রদান করি নাই। আমি এইরূপে কিছুকাল
শূলে কাটাইয়া নিষ্পাপ হইব। হে দ্বিজগণ!
আমার ধেরূপ প্রাক্তন কৰ্ম্ম সঞ্চিত ছিল, আমি
তাহারই ফলভোগ করিতেছি, আপনারা কোপ
পরিত্যাগপূৰ্ব্বক রাজাকে ক্ষমা করুন। মহর্ষিগণ মূনি
মাণ্ডব্যের এবংবিধ বাক্যশ্রবণপূৰ্ব্বক অতুল হর্ষলাভ
করিয়া সাধু সাধু বাক্যে তাহার পূজা করিলেন।
২৩-৩৪। নারায়ণ কহিলেন,—আমি এই মদ্রপুত্র জন-
কোন্ স্থানে নিক্ষেপ করিব? এই শাপজলে সরাষ্ট্র ও
সপুত্রোহুহিত রাজা ভবন্ত হইবে। মাণ্ডব্য বলিলেন,—
তোমার এই কালকূটোপম শাপজল রক্ষা কর,
ইহা আমি সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইব, ইহা দ্বারা দেব-
কার্য্য সাধিত হইবে। অনন্তর কস্তপাদি মূনিগণ
হস্ততরে মূনি মাণ্ডব্যকে প্রণাম ও আমন্ত্রণ করিয়া
স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। মূনিগণ গমনে উদ্যত
হইলে মাণ্ডব্য তাঁহাদিগকে কহিলেন,—আপনারা
প্রতিজ্ঞা করুন যে, অন্য হইতে পঞ্চমদিনে পুনরায়
এইস্থানে আগমন করিবেন! নারদাদি ঋষিগণও

বিপ্রমুখ্যে শাণ্ডিলী চ তপোধনা ॥ ৩৯ ॥ দ্বিতীয়ে-
হি সমায়াতা ন তু বুদ্ধাধ তং ঋষিঃ । ভর্তারঃ
শিরসা ধার্য্য রাজৌ পর্যটতে স্য সা ॥ ৪০ ॥
ন দৃষ্টঃ শূলকে বিপ্রো ভরাক্রান্ত্য যুধিষ্ঠির ।
শ্লিষ্যতা তস্ত জাহ্নুভ্যাং শূলশ্চ পতিব্রতা ॥
৪১ ॥ সর্বাঙ্গেষু ব্যথা জাতা তস্তাঃ প্রস্থল-
নামুনেঃ । ঈদৃশীং বর্তমানাকং হবস্থাং পূর্বদৈবি-
কীম্ ॥ ৪২ ॥ পুনঃ পাপকলঃ কিঞ্চিদা কষ্টং মম
বর্ততে । ব্যথিতোহহং ত্বয়া পাপে কিমর্থঃ স্ম-
কর্মণি ॥ ৪৩ ॥ ঐষরিণীং ত্বাং প্রপশ্যামি রাক্ষসী
তস্মরী হু কিম্ । এবমুক্তা ক্ষণং মোহাৎ ক্রন্দমানো
মুহমুহঃ ॥ ৪৪ ॥ তপস্বিনোহথ ঋষয়ঃ সর্বে সন্ত-
মানসঃ । পশ্যমানা মূনেঃ কষ্টং পৃচ্ছন্তে তে
যুধিষ্ঠির ॥ ৪৫ ॥ পর্যটসে কিমর্থঃ ত্বাং নিশীথে বহনঃ
হু কিম্ । কিন্তু তু ষোল্লিকাগারং কিম্বাগমন
কারণম্ । ব্যথামুৎপাদ্য ঋষয়ে হুংগাদ্ধবিলসিনি ।

তাহা হইবে বলিয়া অঙ্গীকারপূর্বক অদর্শন হই-
লেন । দ্বিজসন্তমগণ চলিয়া গেলে দ্বিতীয়দিনে
তপস্বিনী শাণ্ডিলী তথায় আগমন করিলেন । তিনি
জানিতেন না যে মুনি মাণ্ডব্য শূলোপরি অবস্থিত
রহিয়াছেন । শাণ্ডিলী স্বামীকে মস্তকে ধারণ-
পূর্বক যামিনীযোগে পর্যটন করিতেন । হে যুধি-
ষ্ঠির ! যামিনীযোগে সেখানে আসিয়াছিলেন বলিয়া
তিনি শূলারোপিত ঋষিকে দর্শন করেন নাই ।
পতিবহনে পতিব্রতা শাণ্ডিলীর শরীর যখন ভরা-
ক্রান্ত হয়, তখন তাঁহার পদশ্রবণ হইল ; তিনি
শূলারোপিত মাণ্ডব্যের দেহের উপর পতিত হই-
লেন । শাণ্ডিলীর পতনে মুনির সর্বাঙ্গে ব্যথা
জন্মিল । তিনি ঈদৃশদশায় উপনীত হইয়া পৃথ-
ককর্তৃজাত পাপকলের চিন্তা করিয়া কাহিলেন,
—অহো ! আমার কি কষ্ট উপস্থিত ! আবান
মোহ বশতঃ শাণ্ডিলীকে সম্বোধনপূর্বক কাহি-
লেন,—পাপে ! আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি,
তোমার এইরূপ পাপকণ্ঠে কেন মতি জন্মিল ?
তোকে দেখিয়া ঐষরিণী বলিয়া মনে হইতেছে, তুমি
কি রাক্ষসী না তস্মরী ? হে যুধিষ্ঠির ! মাণ্ডব্য
ক্ষণকালের ক্ষণ মোহবশতঃ এইরূপ বলিয়া মুহ-
মুহ রোদন করিতে লাগিলেন । তপস্বী ঋষিগণ
তখন ত্রস্তমনা হইয়া ঋষির ক্রেশ দর্শন করত
শাণ্ডিলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন । বলিলেন,—তুমি
কি নিমিত্ত এই নিশীথে সময়ে পর্যটন করিতেছ ?

৪৬ ॥ শাণ্ডিল্যবাচ । নাপ্সরীং ন চ গন্ধর্বীং ন
পিশাচীং ন রাক্ষসীম্ । পতিব্রতাং তু মাং সর্বে
জানন্তু তপসি স্থিতাম্ ॥ ৪৭ ॥ ন মে কামো ন মে
ক্লেশো ন বৈরং ন চ মৎসরঃ । অজ্ঞানাদৃষ্টিমান্দ্যচ্চ
'শ্রলনং ক্ষন্তুমহথ ॥ ৪৮ ॥ বহনং ভর্তৃসৌখ্যায় দিবা
সম্পীড়্য তে কুজা । অয়ং ভর্তা বিজ্ঞানীথ ষোল্লিকা-
সংস্থিতঃ সদা ॥ ৪৯ ॥ ভরণং পানবস্ত্রঞ্চ দদাম্যেতচ্চ
রোগিণঃ । ঋষিঃ শোনকমুখোহসৌ শাণ্ডিলীং মাং
বিজ্ঞানত ॥ ৫০ ॥ স্বভর্তৃধর্ম্মিণীং কোপং মা
কুরুবাতিথিং কুরু । সতাং সমীপং সম্প্রাপ্তাং সর্গং
মে ক্ষন্তুমহথ ॥ ৫১ ॥ ঋষয় উচুঃ । পরব্যথাং ন
জানৌহে বিচিরন্তী যদৃচ্ছয়া । প্রভাতেহভ্যাদিতে
স্বর্ঘ্যে তব ভর্তা মরিস্যতি ॥ ৫২ ॥ আশ্রয়ঃ
পরঃ হুংখং ন জানাসি কুলাধমে । তেন বাক্যেন
ঘোরেন শাণ্ডিলী বিমনাভবৎ ॥ ৫৩ ॥ পরং বিষাদ-

তুমি ষোল্লায় করিয়া কি বহন করিতেছ, তোমার
এখানে আগমনের কারণ কি ? তুমি কেনই বা
এই ঋষির ব্যথা উৎপাদন করিয়া ইহাকে হুংখ
হইতে হুংখতর দশায় উপনীত করাইলে ? শাণ্ডিলী
বলিলেন,—আমি অপ্সরী, গন্ধর্ব্বী, পিশাচী বা
রাক্ষসী নহি, আপনারা আমাকে পতিব্রতা তপ-
স্বিনী বলিয়া বিদিত হউন । আমার কাম ক্লেশ
বৈর বা মৎসর নাই ; অজ্ঞাননিবন্ধন দৃষ্টিবৈকল্য-
দোষে আমি শ্লিষ্য হইয়াছি, আপনারা আমাকে
ক্ষমা করুন । আমি রোগান্ত স্বামীর সুখ-
কামনায় তাঁহাকে ষোল্লায় বাঁধিয়া মস্তকে
বহন করিতেছি । ষোল্লায় এই যে পুরুষ
দর্শন করিতেছেন, ইনি আমার স্বামী ; ইনি
রোগাক্রান্ত । পানীয় ও বসনদানে আমিই ইহার
ভরণপোষণ করিয়া থাকি । আমার স্বামী এক-
জন ঋষি । ইনি প্রসিদ্ধ শুনকাথয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছেন । আমার নাম—শাণ্ডিলী । আমি স্বামিবশে
নিবর্তা, আমার প্রতি কোপ পরিত্যাগপূর্বক
আমাকে আতিথ্য প্রদান করুন । আমি সাধু-
দিগের সমীপে সমাগত হইয়াছি ; অতএব অবশ্যই
আমি আপনাদের ক্ষমা ॥ ৪৬—৫১ ॥ ঋষিগণ কহি-
লেন—তুমি পরের বেদনা জান না, যথেষ্ট বিচ-
রণ কর ; হে কুলাধমে ! তুমি তোমার নিজের
হুংখই অধিকতর বলিয়া মনে কর, পরহুংখ দর্শন
কর না । অতএব প্রভাতে দিবাকর উদিত
হইলেই তোমার স্বামীর মৃত্যু হইবে । শাণ্ডিলী

মাংসাদি কণাং ধ্যায়াব্রবীষতঃ । কোপাৎ সংরক্তনয়না
নিরীক্ষন্তী মুনীংস্তদা । ৫৪ । সত্যং গেহে কিল
প্রাপ্তা ভবতাং চাপকারিণী । সামেনাতিথিপূজায়াং
শিষ্টে চ গৃহমাগতে । ৫৫ । ভবন্তিরীদৃগাতিথাং
কৃতং চৈব মমৈব তু । স্বর্গাপবর্গধর্মশ্চ ভবন্তিন
নিরীক্ষিতম্ । ৫৬ । প্রাজাপত্যামিমাং দৃষ্ট্বা মাং
যথা প্রাকৃতাঃ স্মিয়ঃ । ভবন্তঃ স্ত্রীবলং মেহদ্য পশুন্ত
দিব্য দেবতাঃ । ৫৭ । মরিস্যতি ন মে তর্ভা
হাদিত্যো নোদয়িস্যতি । অন্ধকারঃ জগৎ সর্বঃ
কীয়তে নাদ্য শর্মরী । ৫৮ । এবমুক্তে তয়া
বাক্যে স্তম্বিতেহর্কে তমোময়ম্ । ন চ প্রজায়তে
সর্বঃ নির্বঘট্টকারসংক্রিয়ম্ । ৫৯ । স্বাহাকারঃ
স্বধাকারঃ পঞ্চযজ্ঞবিধির্নহি । স্নানং দানং জপো
নাস্তি সন্ধ্যালোপব্যতিক্রমঃ । যগ্নাসঞ্চ তদা পার্থ
লুপ্তপিণ্ডোদকাক্রিয়ম্ । ৬০ ।

ইতি শ্রীকান্দে শাণ্ডিলীঋষিসংবাদবর্ণনং নার্মৈক-
সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৭১ ।

ঋষিগণের এইরূপ ঘোর বাক্যে বিমনা হইলেন,
এবং তিনি পরম বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া কণকাল
চিন্তা করত বলিতে লাগিলেন । কোপে তাঁহার
নয়ন ভীষণ রক্তবর্ণ ধারণ করিল । তিনি মুনি-
গণকে পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; বলি-
লেন,—আমি সাধুগণের গৃহে সমাগতা হইয়াছি ।
সত্য বটে, আমি আপনাদের অপকারিণী, তথাপি
গৃহাগত ব্যক্তিকে সাম্পূর্য্যক আধিত্য প্রদান
আপনাদের কর্তব্য । যাশাই হউক, আপনারা
আমার এরূপ আধিত্য করিলেন যে, আমার
স্বর্গ অপবর্গ ও ধর্ম্মের হেতুভূত স্বামীর
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না । আমি প্রাজাপত্য-
ব্রতে নিরতা, আপনারা আমাকে সামান্য নারীর
স্ত্রায় অবলোকন করিয়া এইরূপ বলিলেন । আচ্ছা,
অদ্য আপনারা ও স্বর্গবাসী সুরগণ নারীবল অব-
লোকন করুন । আমি বলিতেছি ; অদ্য হইতে
আর আধিত্য উদিত হইবেন না এবং আমার
স্বামীও মরিবেন না । অদ্য হইতে সমগ্র জগৎ
অন্ধকারে আবৃত থাকিবে, আর শর্মরীও কীনা
হইবেন না । শাণ্ডিলী এইরূপ বলিলে ভাস্কর
স্তম্বিত হইলেন । সমগ্র জগৎ তমোময় হইয়া গেল ।
আর কোন পদার্থেরই জ্ঞান রহিল না, বঘট্টকার,
স্বাহাকার, স্বধাকার, পঞ্চযজ্ঞবিধি, স্নান দান ও জপ
প্রভৃতি সংক্রিয়াকলাপ লোপ পাইল । কালের

বিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । অথ তে ঋষয়ঃ সর্বে
দেবাশ্চৈল্লপুরোগমাঃ । মাণ্ডব্যস্ত্রাশ্রমে পুণ্যে
সমীযুর্নর্ম্মদাতটে । ১ । শম্বত্মভূতিনাদেন দীপিকা-
জলনেন চ । অপ্সরোগীতনাদেন নৃত্যন্ত্যো
বারযোষিতঃ । ২ । কথানকৈঃ স্তবস্ত্যন্তে তস্ত
শৃলাগ্রধারিণঃ । অষ্টাশীতিসহস্রাণি স্নাতকানাং
তপস্বিনাম্ । ৩ । সমাজে ত্রিদশৈঃ সার্কৈঃ তত্র তে চ
দিদৃক্ষয়া । ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানান্ত্র হর্ষাৎসমাগতাঃ । ৪
মাতরো মল্লিকাদ্যাশ্চ ক্ষেত্রপালা বিনায়কাঃ ।
দিক্‌পালাশ্চ লোকপালা গন্ধাদ্যাশ্চ সরিষরাঃ । ৫ ।
ঋষিদেবসমাজে তু নিত্যং হর্ষপ্রমোদনে । তত্র
রাজা সমায়াহঃ পৌরজানপদৈঃ সহ । ৬ । দৃষ্ট্বা
কৌতূহলং তত্র ব্যাকুলীকৃতমানসম্ । বিত্রস্ত-
মনসো ভূত্বা ভয়াৎ সর্বে সমাহিতাঃ । ৭ ।
তস্মিন্ সমাগমে দিবো ব্রহ্মবিষ্ণৌশমকুবন । ভো

ব্যতিক্রমে সন্ধ্যাবন্দনাদি লুপ্ত হইল এবং হে পার্থ !
যগ্নাসাদির অনুভূতি না থাকায় পিণ্ড ও উদক
ক্রিয়া বিনুপ্ত হইয়া গেল । ৫২—৬০ ।

একসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭১ ।

বিসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—মুনি মাণ্ডব্যের আশ্রম
নর্ম্মদাতটে অবস্থিত ছিল । অতঃপর ঋষিগণ
ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবনিবহ মাণ্ডব্যের পুণ্যাশ্রমে
আগমন করিলেন । তখন শম্ব ত্মভূতি নিনা-
দিত ও দীপমালা প্রজালিত হইল ; অপ্সরোগণ
গীতনাদে ও বারবনিতারা নৃত্যে এবং অস্ত্রান্ত
অনেকে অনেক কথালোপে শৃলাগ্রস্থিত মুনি
মাণ্ডব্যের স্তুতি করিতে লাগিল । অষ্টাশীতি
সহস্র সমাপ্তবেদবিদ্য তপস্বী দ্বিজ সুরসমাজ সহ
তাঁহার দর্শনার্থ আগমন করিলেন ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও
মহেশ্বর হর্ষভরে তথায় সমাগত হইলেন ; মল্লিকাদি
মাতৃগণ, ক্ষেত্রপাল ও বিনায়কনিকর, দিক্‌পাল
লোকপাল এবং সরিষরা গন্ধাদি নদীনিবহ তথায়
উপস্থিত হইলেন । ঋষি ও সুরসমাজ আমোদে
মাতিয়া উঠিলেন । সজানপদ রাজাও সেখানে আগমন
করিলেন । ১—৬ । এই কুতূহলময় ব্যাপার দর্শনে
সকলেরই মন ব্যাকুলীকৃত হইল । সকলেই ভীত-

মাণ্ডব্য মহাস্ব বরদান্তেহমরৈঃ সহ । ৮ । অনেক-
কষ্টতপসা তব সিদ্ধির্জবিষ্যতি । প্রার্থয়স্ব যথাকামঃ
যন্তে মনসি রোচতে । ৯ । অনাদিত্যময়ঃ লোকঃ
নির্ববৃট্কারমাকুলম্ । নষ্টধর্মঃ বিজানীহি প্রকৃতিস্বঃ
কুরুষ চ । অল্পগ্রহঃ তু শাণ্ডিল্যঃ প্রার্থয়াম হিজো-
ক্তম । ১০ । এষ তে কষ্টেনো রাজা সমায়াতস্তবা-
গ্রতঃ । সন্তয়স্ব বিপ্রর্থে জনং দেবাসুরং গণম্ ।
মাণ্ডব্য উবাচ । যদি প্রসন্নো মে দেবাঃ সমায়াতাঃ
সুতৈঃ সহ । ত্রিকালমত্র তীর্থে চ স্থাতব্যমুযিভিঃ
সহ । ১২ । তবতাং তু প্রসাদেন কজ্জা মে শামাভাঃ
সদা । এবমব্ধিতি দেবেশা যাবজ্জন্মস্তি পাণ্ডব ।
১৩ । তাবদ্রক্ষো গৃহীত্বাগ্রে কস্তাঃ কামপ্রমো-
দিনীম্ । উবাচ ভগবত্শাপঃ পুরা দদৌর্কশী মম ।
১৪ । যদা কস্তাঃ হরে রক্ষঃ শাপান্তস্তে ভবি-
ষ্যতি । তেন মে গর্হিতং কর্ম শাপেনাকৃতবুদ্ধিনা ।

চকিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিল । অনন্তর
সেই দিবা সুর-ঋষিসমাজ হইতে বজ্রা বিষ্ণু ও
মহেশ্বর বলিলেন,—হে মহাস্ব মাণ্ডব্য ! আমরা
আপনাকে বরদানার্থ সুরগণ সহ আগমন করি-
য়াছি, আপনি তপস্শায় অনেক ক্রেশ করিয়াছেন,
আপনার সিদ্ধিলাভ হইবে । মনের অভিকৃতি
অল্পসারে • যথেষ্ট বর প্রার্থনা করুন । এই
আদিত্যহীন লোক হইতে ববৃট্কার তিরোহিত
হওয়ায় সমগ্র জগৎ আকুল হইয়াছে, অখিল
ধর্ম বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে আপনি এ সকল
প্রকৃতিস্থ করুন । হে হিজোক্তম ! আমরা শাণ্ডি-
লীর জন্ত অল্পগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি । এই
দেখুন, আপনার ক্রেশদাতা রাজাও আপনার
সম্মুখে সমাগত হইয়াছেন । হে বিপ্রসকুম !
সমাগত সুরনরগণের সম্যক্ শোভাবর্জন করুন ।
মাণ্ডব্য বলিলেন,—হে দেবগণ ! যদি আমার প্রতি
প্রসন্ন হইয়া আপনারা সুরগণের সহিত আসিয়া
ধাকেন, তবে ঋষিগণের সহিত ত্রিকালে এখানে
বাস করুন, আর আপনাদের প্রসাদে আমার পীড়া
সত্তত প্রশমিত হউক । হে পাণ্ডব ! অনন্তর
দেবেশগণ যেমন ‘তাশাই হউক’ বলিয়া জল্পনা
করিলেন, অমনি পূর্বোক্ত রাক্ষসও রাজনন্দিনী
কামপ্রমোদিনীকে লইয়া সেই স্থানে উপনীত
হইল এবং বলিল,—ভগবন ! পূর্বে উর্কশী আমাকে
এইরূপ শাপ প্রদান করিয়াছিল যে,—“হে রাক্ষস !
তুমি যখন রাজনন্দিনীকে হরণ করিবে, তখন

কন্তব্যমিতি চোক্তা চ গতচাদর্শনং পুনঃ । গতে
বৈ তু সা কস্তা দৃষ্টা পদ্যদলেক্ষণা । ১৫ । মন্ত্র-
মিষা সুতৈঃ সর্কৈর্দত্তা মাণ্ডব্যধীমতঃ । তাং
বজ্রশূলিকাং প্রাব্য পবিত্রৈর্জর্জরদোদকৈঃ । ১৬ ।
মাণ্ডব্যমুযিভূত্যা জয়শব্দাদিমঙ্গলৈঃ । বিবাহমিষা
তাং কস্তাং মাযা ঋষিপুঞ্জবঃ । ১৭ । অতিবাচ্য চ
তান্ সর্কান্ দানসম্মানগৌরবৈঃ । অথ রাজা সমী-
পস্থো রতৈশ্চ বিবিধৈরপি । ১৮ । মিষাদৈর্নিদ্দিতঃ
সর্কৈস্তৈর্জর্জরৈর্ভূষিতঃ পুনঃ । রাজা চ ব্রাহ্মণাঃ সর্কৈ
ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ । ২০ । সুবর্ণকোটিদানেন
তুষ্ঠান কৃৎস্না ক্ৰমাপিতাঃ । রুন্তে বিবাহ আহুয়
শাণ্ডিলী দ্বঃখিতাববীৎ । ২১ । মানয়স্ব ইমান
বিপ্রান্মোচয়স্ব দিবাকরম্ । অপহৃত্য তমো যেন
রূপা সদ্যঃ প্রবর্ততে । ২২ । ঋসীনাং বচনং শ্রুত্বা
শাণ্ডিলী দ্বঃখিতাববীৎ । উদিতৈহর্কৈ তু মে ভর্য

তোমার শাপান্ত হইবে ।” শাপগ্রস্ত হওয়ায়
আমার বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছিল ; তাই আমি এই
নিদ্দিত কার্য্য করিয়াছি । এক্ষণে আমাকে ক্রমা-
করুন । রাক্ষস এইরূপ কহিয়া অন্তর্দান করিল । তখন
সুরগণ পরস্পর মন্ত্রা করিয়া সেই কমল-
লোচনা রাজনন্দিনীকে ধীমান্ মাণ্ডব্যের করে
প্রদান করিলেন । তাঁহার পুণ্য নশ্বদানীয়ে সেই
বজ্রকঠোর শূলকে প্রাবিত করিয়া জয়শব্দাদি মঙ্গল-
ধ্বনি কীর্ত্তন করত যুনি মাণ্ডব্যকে শূল হইতে অব-
তারণপুষ্পক নৃপকন্তা কামপ্রমোদিনীর সহিত তাঁহার
বিবাহব্যাপার সম্পন্ন করিয়া দিলেন । ঋষিপুঞ্জব
মাণ্ডব্য দান, সম্মান ও গৌরব দ্বারা সুর-ঋষি-
দিগকে সম্মানিত করিলেন । অনন্তর রাজা দেব-
পন্ন যুনি মাণ্ডব্যের সমীপে উপনীত হইলে জনসজ্জা
প্রথমে ধিক্কার দিয়া তাঁহার নিন্দা করিল ; কিন্তু
তিনি বিবধ রত্নরাজি দ্বারা ঋষির পূজা করিলে সেই
জনসমবায়ই আবার তাঁহাকে বিবিধ বাক্যে বিভূ-
ষিত করিতে লাগিল । রাজা তখন ব্রাহ্মণগণকে
ভূষণ, আচ্ছাদন, অন্ন ও কোটি কোটি সুবর্ণ
দান করিয়া তাঁহাদের নিকট ক্রমা প্রার্থনা
করিলেন । অনন্তর বিবাহবিধির অন্ত্যস্তান
হইলে ঋষিগণ শাণ্ডিলীকে আহ্বানপূর্বক
কহিলেন,—তুমি দিবাকরকে মুক্ত করিয়া এই
সকল যুনির প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর তোমার
রূপা প্রকাশে সদ্য অন্ধকার বিনষ্ট হউক ।
ঋষিগণের বাক্য শ্রবণে শাণ্ডিলী দ্বঃখিতা হইয়া

২৩। যাস্তি তে। বিজ্ঞাঃ। ২৩। তৎ কথং
মোচ্যামীহ হ্যনোহনিষ্টসিদ্ধয়ে। ক্রিয়াপ্রব-
র্তনাচ্চাভ্যাসিং কার্যং মে মহর্ষয়ঃ। ২৪। নিঃপুংসৌ
স্বী হ্যনাথাহঃ ভবামি ভবতো মতম্। তিষ্ঠ
স্বমহাকারে তু নেচ্ছামি রবিণোদয়ম্। ২৫। তেন
বাক্যেন তে সর্কে দেবাস্থরমহর্ষয়ঃ। শিরঃসঞ্চালনাঃ
সর্কে সাধু সাধ্বিত চাক্রবন্। ২৬। পতিব্রতে
মহাভাগে শৃণু বাক্যং তপোধনে। মন্তসে যদি নঃ
সর্কান্ কুরুষ বচনং চ যৎ। ২৭। শাণ্ডিল্যবাচ।
যেন মে ন মরেন্তর্ভা যেন সত্যং মুনৈর্যচঃ। তৎ
কুরুষং বিচার্যাণ্ড যেন সধর্কতে সুখম্। ২৮।
তস্তাস্তবচনং শ্রুত্বা স্থপাবহাকৃতো হৃষিঃ।
অস্তহিতো মুহূর্তং চ শাণ্ডিল্যাস্ত প্রপশ্য ভাম্।
২৯। পুনরাদায় তে সুখে কৃদা নিবর্গসন্তমুম্।
৩০। আপিতো নর্মদাতোয়ে শাণ্ডিল্যায়ৈ
সমর্পিতঃ। ৩১। ততঃ সা হৃষ্টমনসা পতিং

হইয়া কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! দিবাকর উদিত
হইলে আমার স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হই-
বেন। ইহাতে আমার অনিষ্ট সাধিত হইবে।
অতএব কি করিয়া দিবাকরকে মুক্ত করি! হে
মহর্ষিগণ! অদ্য আপনাদের ক্রিয়া প্রবর্তিত হইলে
তাঁহাতে আমার কি ফল হইবে? আপনাদের
মতানুবর্তিনী হইলে নিশ্চিতই আমার পতি তনুত্যাগ
করিবেন, আমিও পতিহীনা অনাথা হইব। আমি
দিবাকরের উদয় কামনা করি না, আপনারা অন্ধ-
কারে অবস্থান করুন। সুর, ঋষি ও মহর্ষিগণ
শাণ্ডিল্যের বাক্যে শিরঃসঞ্চালনপূর্বক সাধু সাধুরবে
তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,
—মহাভাগে পতিব্রতে! হে তপস্বিনী! আমা-
দের বাক্য শ্রবণ কর; আমাদেরকে যদি
সম্মান্য বলিয়া তোমার মনে হয়, তবে আমাদের
বাক্য পালন কর। শাণ্ডিল্য বলিলেন,—হে
মহর্ষিগণ! যেরূপ করিলে আমার স্বামী না মরেন,
পরন্তু ঋষির বাক্য সত্য হয়, সত্য বিচার করিয়া
এইরূপ প্রতিবধান করুন, এইরূপ করিলে সক-
লেরই সুখ বর্দ্ধিত হইবে। শাণ্ডিল্যের স্বামী তখন
নিজা যাইতেছিলেন, ঋষিগণ শাণ্ডিল্যের বাক্য-
শ্রবণে মুহূর্তের জন্য তাঁহার পতিকে লইয়া চলিয়া
গেলেন এবং তাঁহাকে নর্মদানীরে স্নান করাইয়া
নীরোগ করিয়া দিলেন; তার পর তাঁহাকে আনিয়া

দৃষ্টা তু তৈজসম্। প্রণম্য তানুবীন্ দেবান্
বিমলার্কং জগৎকৃতম্। ৩১। ক্রিয়াঃপ্রবর্তিতাঃ সর্কাঃ
দেবগন্ধ বমাস্থাঃ। হৃষ্টতুষ্টি গতাঃ সর্কে স্বমাম-
পদং মহৎ। ৩২। পতিব্রতা স্বতর্ভা সা মাসমেবাম্রমে
স্থিতা। মাণ্ডব্যোনাপ্যসুজাতা যযৌ নহা স্বমাম্রমম্।
৩৩। গতেষু তেষু সর্কেষু স্থাপয়ামাস চাচ্যাতম্।
মাণ্ডব্যোশ্বরনামানং নারায়ণ ইতি স্মৃতম্। ৩৪।
দ্বিবাং বর্ষসংস্রং তু পূজয়ামাস ভারত। গতৌহসা-
বৃষিসংজ্ঞ্যশ্চ সহিতৌহমরপর্কতম্। ৩৫। তপস্তপস্তৌ
তৌ তত্র হৃদ্যাপি কিল ভারত। ভ্রাতরৌ সংযতা-
ত্মানৌ ধ্যায়তঃ পরমং পদম্। ৩৬। তত্র তৌর্থে
তু যঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। পিতরস্তস্ম
তপ্যন্তি পিণ্ডদানাদশাদিকম্। ৩৭। দেবগৃহে তু
পক্ষাদৌ যঃ করোতি বিলেপনম্। গোদানশত-
সাহস্রে দত্তে ভবতি যৎফলম্। ৩৮। উপলেপ-
নেন দ্বিগুণমর্চনে তু চতুর্গুণম্। দীপপ্রজ্বলনে
পুণ্যমষ্টধা পরিকর্ষিতম্। ৩৯। দিবানেত্রধরো
শাণ্ডিল্যে কয়ে অর্পণ করিলেন। শাণ্ডিল্য হৃষ্টা
হইলেন। তিনি নীরোগ হেজোযুক্ত পতিপ্রাপ্ত হইয়া
সুর-ঋষিগণকে প্রণামপূর্বক আদিত্যকে ত্যাগ
করিলেন। আদিত্যের উদয়ে জগৎ বিমল হইল।
অনন্তর দেব, গন্ধর্ব ও মানবদিগের ক্রিয়া সকল
অনুষ্ঠিত হইল; দেব, গন্ধর্ব ও মানবগণ সকলেই
হৃষ্ট ও তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন।
পতিব্রতা শাণ্ডিল্য স্বামীর সহিত মাসমাত্র
মাণ্ডব্যগ্রামে বাস করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ-
পূর্বক মুনিকে প্রণাম করিয়া স্বীয় গ্রামে প্রস্থান
করিলেন। ৭—৩৩। হে ভারত! ক্রমে
সুর ঋষি সকলেই চলিয়া গেলেন, মাণ্ডব্যভ্রাতা
নারায়ণ তখন মাণ্ডব্যেশ্বর নামে অচ্যুত লিঙ্গস্থাপন
করিলেন। হে ভারত! অনন্তর সন্ভ্রাতৃক নারা-
য়ণ দ্বিবা সহস্র বৎসর মাণ্ডব্যেশ্বরের পূজা করিয়া
ঋষিগণের সহিত অমরপর্কতে গমন করিলেন।
হে ভারত! অদ্যাপি ভ্রাতৃদ্বয় সেখানে তপস্তা
করিতেছেন। ইহারা উভয়েই আত্মসংযমপূর্বক
পরম পদের ধ্যান করিয়া থাকেন। যে মানব
এখানে স্নান করিয়া দেবপিতৃতর্পণ ও পিণ্ড দান
করে, তদন্য পিতৃগণ দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তিলাভ
করেন। এখানে প্রতিপৎদিনে দেবগৃহ লেপন
করিলে মানবের শতসংস্র গোদানের ফল হয়।
দেবতার গাত্রে উপলেপন দানে ইহর দ্বিগুণ ও
দেবতার অর্চনে চতুর্গুণ পুণ্যপ্রাপ্তি ঘটে। আর

কৃত্বা ত্রৈলোক্যে সচরাচরে । দগ্ধা মধুস্বতৈর্দেবঃ
পয়সা নর্মদোদকৈঃ ॥ ৪০ ॥ অপরং যে প্রকুর্বাতি
পুষ্পমালাবিলেপনৈঃ । যেহর্চয়ন্তি বিরূপাক্ষং দেবং
নারায়ণং হরিম্ ॥ ৪১ ॥ তেহপি দিব্যবিমা-
নেন ক্রৌড়ন্তে কল্পসম্বায়া দীপাষ্টকং তু যঃ কুর্যাদ-
ষ্টমীং চ চতুর্দশীম্ ॥ ৪২ ॥ একাদশ্যাং তু কৃৎশ্চ
ন পশ্যন্তি যমং তু তে । কনৈর্নানাবিধৈঃ শুভৈঃ
কুর্য্যাল্লিঙ্গপূরণম্ ॥ ৪৩ ॥ তেহপি ষাষ্টি বিমানেন সিদ্ধ-
চারণসেবিতাঃ । ঘণ্টা চৈব পতাকা চ বিমানে পুষ্প-
মালিকা ॥ ৪৪ ॥ বাদিত্রাণি যথাহীনি প্রাপ্তে চ গচ্ছতে
শিবম্ । দেবালয়ং তু যঃ কুর্যাদৈককং মণ্ডপে-
শ্বরম্ ॥ ৪৫ ॥ স্বর্গে বসতি ধর্ম্মাত্মা যাবদাভূতসং-
বম্ । মাণ্ডব্যনারায়ণাণ্যে বিপ্রান্ ভোজয়তেহগ্রতঃ ॥
৪৬ ॥ একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি
ভোজিতা । আশ্বিনে মাসি সম্প্রাপ্তে শুক্লপক্ষে চতু-
র্দশীম্ ॥ ৪৭ ॥ কৃতোপবাসনিয়মো রাজৌ জাগরণেন
চ । দীপমালাং চতুর্দিকু পূজাং কুর্বা তু শক্তিতঃ ॥
৪৮ ॥ নারী বা পুরুষো বাপি নৃত্যগীতপ্রবাদনৈঃ ।

দীপপ্রজ্বলনে অষ্টাঙ্গ পূজা কথিত হয় । দীপদাতা
সচরাচর ত্রিলোকে দিব্য নেত্র লভ করিয়া থাকে ।
যাহারা দধি, মধু, স্কৃত, দুগ্ধ ও নর্মদোদক দ্বারা
দেবতার স্নান করায়; পুষ্প, মালা ও বিলেপনাদি
দ্বারা বিরূপাক্ষ নারায়ণ হরির অর্চনা করে, তাহা-
রাও দিব্যবিমানে নারায়ণসম্মুখানে গমনপূর্বক
কল্পকাল ক্রৌড়া করে । 'যাহারা এখানে কৃৎশ-
অষ্টমী, চতুর্দশী ও একাদশীতে দীপাষ্টক দান করে,
তাহাদের যমদর্শন হয় না । যে মানব নানাবিধ
মনোজ্ঞ ফল দ্বারা লিঙ্গ পূরণ করে, যাহারা
দেবালয়ে ঘণ্টা, পতাকা ও পুষ্পমাল্য দান করে,
কিংবা যথাযোগ্য বাদিত্রাধ্বনি করে তাহারাও
দিব্য বিমানারোহণে সিদ্ধ চারণ কর্তৃক সেবিত
হইয়া শিবলোকে গমন করিয়া থাকে । যে
ধর্ম্মাত্মা মানব মাণ্ডব্যেশ্বরতীর্থে বৈকুণ্ঠ দেবালয়
নির্মাণ করে, পুনঃ প্রলয়কাল পর্যন্ত তাহার স্বর্গ-
লোকে বাস হয় । মাণ্ডব্য-নারায়ণ নামক তীর্থে
বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে । এখানে একটি
ষিজকে ভোজন করাইলে কোটি কোটি ব্রাহ্মণ-
ভোজনের ফল লাভ হয় । আশ্বিন মাসের
শুক্লপক্ষীয় চতুর্দশীদিনে উপবাস ও নিম্নমপরা-
য়ণ হইয়া রজনীজাগরণ করিবে, দেবালয়ের
চতুর্দিকে দীপমালা প্রদান ও যথাশক্তি পূজা

প্রভাতে বিমলে সূর্য্যে স্নানাদিকবিধিঃ নৃপ ॥ ৪৯ ॥
অভিনির্ভর্য্য মৌনেন পশুতে দেবমীদৃশম্ । সর্ব-
পাপবিনশুভ্জো রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৫০ ॥ অথবা
মার্গশীর্ষে চ চৈত্রবৈশাখযোরপি । শ্রাবণে বা মহারাজ
সর্বকালেহথ বাপি চ ॥ ৫১ ॥ শিবরাত্রিসমং পূণা-
মিত্যেবং শিবভাষিতম্ । বাজপেয়াশ্বমেধাত্যাঃ ফলং
ভবতি নাতথা ॥ ৫২ ॥ তুর্ভগা হুংখিতা বক্ষ্যা দরিদ্রা
চ মৃতপ্রজা । স্মৃতি রুদ্রঘট্টৈর্বা স্ত্রী সর্বান কামান-
বাণুয়াৎ ॥ ৫৩ ॥ কুমিকৌটপত্ৰাশ্চ তস্মিন্স্থীর্ণে তু
যে মৃতাঃ । স্বর্গং প্রযান্তি তে সর্বৈ দিব্যরূপবরা নৃপ ॥
৫৪ ॥ অনাশকে জলেহগ্নৌ তু যে মৃতা ব্যাধি-
পীড়িতাঃ । অনিবর্ত্তিকা গতিস্তেষাং রুদ্রলোকে
হসংশয়ম্ ॥ ৫৫ ॥ নিত্যং নমতি যো রাজহিব-
নারায়ণাবুভৌ । গোদানফলমাপ্নোতি তস্মৈ তীর্থ-
প্রভাবতঃ ॥ ৫৬ ॥ দেবালয়ে তু রাজেন্দ্র
যশ্চ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণাম্ । প্রদক্ষিণীকৃত্য তেন
সঙ্গায়ধরা ধরা ॥ ৫৭ ॥ সার্বং শতঃ তীর্থানি
মল্লিকাভবনাদিঃ । তস্মৈ তীর্থপ্রমাণং তু বিদ্যম্

করিবে । হে নৃপ ! নরনারী সকলেই ইহা করিতে
পারে । অনন্তর নৃত্য-গীত-বাদ্যে রজনী যাপন
করিয়া বিমল প্রভাতে স্নান করিবে এবং সূর্য্য উদিত
হইলে মৌনী হইয়া দেবদর্শন করিবে । এই করিলে
নর সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে পূজিত হয় ।
অথবা অগ্রহায়ণ, চৈত্র, বৈশাখ কিংবা শ্রাবণ মাসে
এমন কি যে কোন সময়ে এই সকল ক্রিয়ার অনু-
ষ্ঠান করিবে । হে মহারাজ ! শিব বলিয়াছেন,—
এই সকল ক্রিয়া শিবরাত্রির সমান পুণ্যদ । ইহা
দ্বারা বাজপেয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় ।
ইহা শিবেরই বাক্য, অতএব অন্তথা হইবার নহে ।
৩৪ ৫২ । তুর্ভগা, হুংখিতা, বক্ষ্যা, দরিদ্রা, ও মৃতবৎসা

কামনা প্রাপ্ত হয়; কুমি, কৌট ও পতঙ্গাদিও
এই তীর্থে তনুত্যাগ করিয়া দিব্যরূপ ধারণপূর্বক
স্বর্গে গমন করে । হে নৃপ ! এখানে যাহারা
অনশনে কিংবা জলময় বা ব্যাধিপীড়িত হইয়া প্রাণ-
ত্যাগ করে, তাহাদের নিঃসংশয় রুদ্রলোকে অনি-
বর্ত্তিকা গতি হয় । হে রাজন ! যে মানব এখানে
নিত্য শিব ও নারায়ণকে প্রণাম করে, তীর্থপ্রভাবে
তাহার গোদানের ফললাভ হয় । হে রাজেন্দ্র !
দেবালয়ের প্রদক্ষিণ করিলে মানবের সঙ্গায়ধরা
প্রদক্ষিণি বা হয়ার হে নৃপদত্তম ! মল্লিকাভবনের

রাজসন্তম ॥ ৫৮ ॥ সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ ক্ষেত্রমথবা
শিবমন্দিরম্ । অথবা শিবলিঙ্গঞ্চ তস্মৈ পুণ্যফলং
শৃণু ॥ ৫৯ ॥ জম্বুদ্বীপঞ্চ কুৎশ্চ শাল্মলী
কুশক্রৌঞ্চকৌ । শাকপুষ্করগোমেদৈঃ সপ্ত-
দ্বীপা বসুন্ধরা ॥ ৬০ ॥ ভূমিতা তেন রাজেন্দ্র
সশৈলবনকাননা । রেবায়াং দক্ষিণে ভাগে শিব-
ক্ষেত্রাৎসমীপতঃ ॥ ৬১ ॥ দেবখাতং মহাপুণ্যং
নির্ম্মিতং ত্রিদশৈরপি । তস্মিন্ যঃ কুরুতে জ্ঞানং
মুচ্যতে সৰ্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৬২ ॥ পূর্ণিমাযামমাবস্থাং
ব্যতীপাতেহর্কসংক্রমে । শ্রাদ্ধঞ্চ সংগ্রহে কুর্যাৎস
গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥ ৬৪ ॥ দেবখাতে ত্রয়ো
দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ । তিষ্ঠন্তি ঋষিভিঃ
সার্কং পিতৃদেবগণৈঃ সহ ॥ ৬৪ ॥ তত্র তীর্থেহধিনে
মাসি চতুর্দশ্যাং বিশেষতঃ । বায়মার্গে স্থিতঃ শক্র-
স্তিষ্ঠতে দৈবতৈঃ সহ ॥ ৬৫ ॥ পৃথিব্যাং যানি
তীর্থানি সন্নিহিতাঃ সাগরাস্তথা । বিশস্তি তানি সর্বাণি
দেবখাতে দিনদ্বয়ম্ ॥ ৬৬ ॥ গয়াশিরে চ যৎপুণ্যং
প্রয়াগেহমরকটকে । প্রয়াগে সোমতীর্থে চ তৎ
পুণ্যং মাণ্ডব্যেব ॥ ৬৭ ॥ পটুবন্ধেন যৎপুণ্যং

বহির্ভাগে সার্কশত তীর্থ বিদ্যমান । এই সকল
তীর্থের প্রমাণও অতিবিস্তর । যে মানব সূত্রদ্বারা
ক্ষেত্র কিংবা শিবমন্দির অথবা শিবলিঙ্গ বেষ্টন করে,
তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর । সমস্ত জম্বুদ্বীপ, শাল্মলী,
কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর ও গোমেদ দ্বীপ এবং
সপ্তদ্বীপা ও শৈলবনকাননসহিতা বসুন্ধরা ভূমিত
করিলে যে ফল, সূত্রদ্বারা ক্ষেত্র, শিবমন্দির কিংবা
শিবলিঙ্গ বেষ্টনেও মানবের সেই ফললাভ হয় ।
হে রাজেন্দ্র ! রেবার দক্ষিণভাগে শিবক্ষেত্রের
সমীপে এক মহাপুণ্য দেবখাত বিদ্যমান । ত্রিদশগণ
এই দেবখাতের নিম্নাতি । যে মানব এই খাতে
জ্ঞান করে, তাহার অখিল পাতক বিনষ্ট হয় ।
পূর্ণিমা, অমাবস্থা, ব্যতীপাত, হর্কসংক্রমণ ও গ্রহণ
সময়ে যে মানব এখানে শ্রাদ্ধ করে, তাহার পরম
গতি লাভ হয় । এই দেবখাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও
মহেশ্বর—ঋষি ও পিতৃদেবগণসহ সতত বাস করেন ।
এ তীর্থে আশ্বিন মাসে, বিশেষতঃ আশ্বিন-চতুর্দশী-
দিনে দেবরাজ ইন্দ্র বায়ুপথে দেবগণসহ বাস
করেন । পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ, নদী ও সমুদ্র
বিদ্যমান—দিনদ্বয়ের জন্ত তাহারা এই দেবখাতে
প্রবেশ করে । গয়াশির, প্রয়াগ, অমরকটক, ও
সোমতীর্থে যে পুণ্যলাভ হয়, মাণ্ডব্যেব তীর্থেও

যাত্রায়াং লকুলেশ্বরে । আশ্বিনামশ্বিনীযোগে
তৎপুণ্যং মাণ্ডব্যেব ॥ ৬৮ ॥ উজ্জয়িনীয়াং
মহাকালে বারানশ্চাং ত্রিপুষ্করে । সন্নিহিত্যাং
রবিগ্রস্তে মাণ্ডব্যাত্থো সনাতনম্ ॥ ৬৯ ॥ ইতি
জ্ঞানমহারাজ সৰ্ব্বতীর্থেষু চোত্তমম্ । পিতৃন দেবান্
সমভার্চ্য জ্ঞানদানাদিপূজনৈঃ ॥ ৭০ ॥ চতুর্দশ্যাং
নিরাহারঃ স্থিতো ভূত্বা শুচিতঃ । পূজয়েৎ পরমা
ভক্তিা রাজো জাগরণে শিবম্ ॥ ৭১ ॥ স্নানৈশ্চ
বিবিধৈর্দেবং পুষ্পাঙ্কুরবিলেপনৈঃ । প্রভাতে
পৌর্ণমাস্যাং তু স্নানাদিবিধিতপনৈঃ ॥ ৭২ ॥ শ্রাদ্ধেন
হব্যকব্যান শিবপূজার্চনেন চ । অগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞৈশ্চ
বিবিধজ্ঞাপ্তদাক্ষনৈঃ ॥ ৭৩ ॥ ধৌতপাপো বিমুক্তাত্মা
ফলতে ফলমুত্তমম্ । গোসহস্রপ্রদানেন দন্তং
ভবতি ভারত ॥ ৭৪ ॥ স্নানাদৈর্দ্যাক্ষিধিবস্তত্র তদ্দিনে
শিবসন্নিধৌ । হিরণ্যং বৃষভং ধেনুং ভূমিং গো-
মিথুনং হয়ম্ ॥ ৭৫ ॥ শিবমুদ্दिष्टৌ বৈ বসুধুগ্ধে
দদ্যাৎ সুরূপণে । পাত্ৰকোপানহৌ ছত্রং ভাজনং

তাহার তুল্য ফললাভ ঘটয়া থাকে । আশ্বিন-
মাসে অশ্বিনী-নক্ষত্রযোগে ও নকুলেশ্বরে যাত্রায় পটু-
বন্ধনে যে পুণ্য হয়, মাণ্ডব্যেব তীর্থেও তাহার তুল্য
ফললাভ হয় । উজ্জয়িনীর মহাকাল তীর্থে, বারান-
সীর ত্রিপুষ্কর যোগে ও সন্নিহিততীর্থের সূর্য্য-
গ্রহণে যে সনাতন পুণ্য কথিত হয়, মাণ্ডব্যেব
তীর্থেও তাহার তুল্যফল হইয়া থাকে । হে মহা-
রাজ ! মাণ্ডব্যেব তীর্থ এইরূপই সৰ্ব্বতীর্থোত্তম ।
ইহা জানিয়া এখানে জ্ঞান, দান ও পূজাদি দ্বারা পিতৃ-
দেবগণের সম্যক্ অর্চনা করিতে হয় । চতুর্দশীর
দিন নিরাহার ও শুচিত হইয়া পরম ভক্তিতরে
রাত্রিজাগরণ, পুষ্প অঙ্কুর প্রভৃতি বিবিধ অমু-
লেপন দ্বারা শঙ্করের জ্ঞান ও পূজা করিবে । অন-
ন্তর পরদিবস প্রভাতে পৌর্ণমাসী তিথিতে জ্ঞান,
পিতৃতর্পণ, হব্যকব্যা দ্বারা দেব-পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও
শিবপূজা করিবে । এইরূপ করিলে প্রভূতদক্ষিণ
যথার্থি সমাহিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের ফললাভ
হয় এবং কৃতী বিমৌতপাপ ও বিমুক্তাত্মা হইয়া
থাকেন । হে ভারত ! এই সকল ক্রিয়ার অনু-
ষ্ঠানে মানব সহস্র গোদানের ফল লাভ করে ।
এই চতুর্দশী তিথিতে যথাদিবি স্নানাদি করিয়া
শিবের উদ্দেশে তাহারই সমীপে সুরূপ বিপ্রকে
হিরণ্য, বৃষভ, ধেনু, ভূমি, গোমিথুন, অশ্ব, যুগ্মবসন,
পাত্ৰকা, উপানহ, ছত্র, ভাণ্ড ও রক্তবস্ত্রযুগল দান

রক্তবাসী ॥ ৭৬ ॥ হোমঃ জপাঃ তথা দান-
মক্ষয়ং সর্বমেব তৎ । অচমেকাং তু অগ্নেদে যজু-
র্বেদে যজুস্তথা ॥ ৭৭ ॥ সাতৈকঃ সামবেদে তু
জপেদেবাগ্নিসংস্থিতঃ । সম্যগ্বেদফলং তস্মৈ ভবেদৈ
নাহ্ন সংশয়ঃ ॥ ৭৮ ॥ গায়ত্রীজাপমাত্রস্ত বেদত্ৰয়-
ফলং লভেৎ । কুলকোটিশতং সাগ্ৰং লভতে তু
শিবার্চনাৎ ॥ ৭৯ ॥ স্নানে দানে তথা শ্রাদ্ধে
জাগরে গীতবাদিতে । অনিবার্তিকা গতিস্তস্মৈ
শিবলোকাৎ কদাচন ॥ ৮০ ॥ কালেন মহতাবষ্টো
মর্ত্যলোকে সমাবিশেৎ । রাজা ভবতি মেধাবী
সর্বব্যাবিবর্জিতঃ ॥ ৮১ ॥ জীবৈদ্বর্ষশতং সাগ্ৰং
পুত্রপৌত্রধনান্বিতঃ । তচ্চ তীর্থং পুনঃ স্মৃত্বা
লীযমানো মহেশ্বরে ॥ ৮২ ॥ উপাস্তে যস্মৈ সন্ধ্যাং
তস্মিন্স্থীর্থো চ পর্বাণি । সাক্ষোপাঙ্গচতুর্দৈর্দর্শতে
ফলনুত্তমম্ ॥ ৮৩ ॥ তত্র সন্ধ্যাং শিবক্ষেত্রাচ্ছরপাতং
সমস্ততঃ । ন সঞ্চরেত্তয়োদ্বিগ্না ব্রহ্মহত্যা নরাধিপ ॥
৮৪ ॥ যত্র তত্র স্থিতো বৃক্ষান পশ্যতে তীর্থঃ ৫৭২ ।

করিবে। এখানে হোম, জপ ও দান যাচা করা
যায়, সকলই অক্ষয় হইয়া থাকে। ৫ তীর্থে
দেবসমীপে অগ্নি যজু ও সাম বেদের এক একটি
মন্ত্র জপ করিলে ও সমগ্র বেদত্ৰয়পাঠের সম্যক
ফল হয় সংশয় নাই। একপদ এ তীর্থে গায়ত্রী-
মাত্র জপ করিলেও সমগ্র বেদের ফল লাভ
হইয়া থাকে। এখানে শিবার্চনে নির্দিষ্টক
শত কোটি কুল উদ্ধার হয়। এখানে স্নান,
দান, শ্রাদ্ধ, ব্রজমীজাগরণ ও গীতস্মরণ করিলে
মানবের শিবলোকে অনিবার্তিকা গতি লাভ হয় কদাচ
তাঁহার শিবলোক হইতে চ্যুতি ঘটে না। অতি
দীর্ঘকাল পরে তিনি মর্ত্যলোকে প্রবেশ করেন,
এই মানবজন্মেও তিনি মেধাবী ও সর্বব্যাবিব-
র্জিত রাজা হন এবং পুত্রপৌত্রাদির সমৃদ্ধি বিব-
র্জিত শত বৎসর জীবিত থাকেন। এজন্মেও
তাঁহার এই তীর্থের স্মরণ হয়, তীর্থস্মরণে তিনি
মহেশ্বরপদে বিলীন হইয়া থাকেন। যে মানব
পশ্চকালে মাণ্ডব্যোশ্বর তীর্থে সাক্ষোপাসনা করেন,
তিনি সাক্ষোপাঙ্গ চতুর্দৈর্দর্শনের অনুরূপ ফললাভ
করিতে পারেন। একটি শর নিক্ষেপ করিলে,
তাঁহা যতদূর যায়, সকলদিকে সেই পরিমাণ স্থানই
শিবক্ষেত্র। হে নরাধিপ! ব্রহ্মহত্যা ভয়োদ্বিগ্না
হইয়া এক্ষেত্রে প্রবেশ করে না। তীর্থ তৎপর
নর যে কোন স্থানে থাকিগাই এই স্থানের তীর্থত্ব

বিবিধে: পাতকৈর্শুকো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৫ ॥
শত্রী তত্র মহারাজ জলমধ্যে প্রদৃষ্টতে । কথানিকা
পুরাণোক্তা বানরীতীর্থসেবনাৎ ॥ ৮৬ ॥ তত্র
কৃপো মহারাজ তিষ্ঠতে দেবনিশ্চিতঃ । শিবস্ত
পশ্চিমে ভাগে শিবক্ষেত্রমনুত্তমম্ ॥ ৮৭ ॥ বৃষোৎ-
সর্গং তু যঃ কুর্য্যাতস্মিন্স্থীর্থো নরাধিপ । ক্রৌড়স্তি
পিতরস্তস্ত স্বর্গলোকে যদৃচ্ছয়া ॥ ৮৮ ॥ অগম্যা-
গমনে পাপমযাজ্যযাজনে কৃতে । স্তেয়াচ্চ ব্রহ্ম-
গোহত্যাগুরুঘাতাচ্চ পাতকম্ । তৎসর্বং নশ্বতে
পাপং বৃষোৎসর্গে কৃতে তু বৈ ॥ ৮৯ ॥ মাণ্ডব্য-
তীর্থমাহান্ধ্যং যঃ শৃণোতি সমাধিনা । মুচ্যতে সর্ব-
পাপেভ্যো নাত্র কার্য্যবিচারণা ॥ ৯০ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে মাণ্ডব্যতীর্থমাহান্ধ্যাবর্ণনং নাম
দ্বিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭২ ॥

ত্রিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমাকণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেতু রাজেন্দ্র
নাং পরমশোভনম্ । নশ্বদাদক্ষিণে কূলে সর্ব-

অবলোকন করেন, তিনি বিবিধ পাতক হইতে
মুক্ত হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ!
মাণ্ডব্যোশ্বর তীর্থের জলমধ্যে এক গর্ত দৃষ্ট হয়।
পরাকথাপরম্পরায় জানা যায়—এক বানরী এই
তীর্থের সেবা করিত, তাহা হইতেই এই গর্তের
উৎপত্তি হইয়াছে। হে মহারাজ! তথায় একটি
কূপ বিদ্যমান। দেবগণ এই কূপের নিম্নাতা।
শিবের পশ্চিমভাগে অনুত্তম শিবক্ষেত্র। হে নরা-
ধিপ! যে নর এই শিবক্ষেত্রে বৃষোৎসর্গ করে,
তদীয় পিতৃগণ স্বর্গলোকে যথেষ্ট ক্রৌড়া করিয়া
থাকেন। অগম্যগমন, আনাজ্যমাজন, স্তেয়,
ব্রহ্মহত্যা এবং ব্রহ্মবধে যে পাতক হয়, এখানে
বৃষোৎসর্গ করিলে সে সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।
যে মানব সমাধিবুদ্ধিতে মাণ্ডব্যোশ্বর তীর্থের মাহান্ধ্য
শ্রবণ করে, সে অগ্নি কলুষ হইতে মুক্ত হয়, এ
বিষয়ে বিচরণা কর্তব্য নহে। ৫১—৯০ ।

দ্বিসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭২ ॥

ত্রিসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

শ্রীমাকণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর
পরমশোভন বিখ্যাত শুদ্ধেশ্বরতীর্থে গমন করিবে।

পাপপ্রণাশনম্ । ১। শুদ্ধেশ্বরমিতি খ্যাতং মহাপাতক-
নাশনম্ । যত্র শুদ্ধিঃ পরাং প্রাপ্তো দেবদেবো
মহেশ্বরঃ । পুরা হত্যাযুতঃ পার্থ দেবদেবত্ৰিশূলধক্ ।
২। পুরা পঞ্চশিরা আসীদব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
তেনানুতং বচশ্চোক্তং কশ্মিন্ ক্ৰিৎকারণান্তরে ।
৩। তচ্ছ্রুত্বা সহসা তস্মৈ চূকোপ পরমেশ্বরঃ ।
ছেদয়ামাস ভগবান্মূর্দ্ধানঃ করজৈস্তদা । ৪। তন্ত
তৎ করসংলগ্নং চ্যবতে ন কদাচন । ততো হি দেব-
দেবেশং পর্যটন্ পৃথিবীমিমাম্ । ৫। ততো দারা-
ণসীং প্রাপ্তস্তম্ভাং তদপতচ্ছিরঃ । পতিতে তু
কপালে চ ব্রহ্মহত্যা ন মুঞ্চতি । ৬। ততস্ত সাগরে
গত্বা পূর্বে চ দক্ষিণে তথা । পশ্চিমে চোত্তরে পার্থ
দেবদেবো মহেশ্বরঃ । ৭। পর্যটন্ সর্বতীর্থেষু
ব্রহ্মহত্যা ন মুঞ্চতি নশ্বদাদক্ষিণে কূলে স্মৃতীর্থং
প্রাপ্তবান্ প্রভুঃ । ৮। কূলকোটিং সমাসাদ্য প্রার্থয়া-
মাস চান্মবান্ । প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃৎস্বা বভূব
গতকল্মষঃ । ৯। ততো নিকল্মষো জাতো দেব-
দেবো মহেশ্বরঃ । দত্তা সুরেভ্যস্তৎস্থানং ততশ্চাস্ত-

মহাপাতকনাশন সর্বপাপপ্রণাশন সিদ্ধেশ্বরতীর্থ
নশ্বদার দক্ষিণকূলে অবস্থিত । অনন্তর কথা
কি, দেবদেব মহেশ্বরও এই সিদ্ধেশ্বরতীর্থে শুদ্ধি-
লাভ করিয়াছিলেন । হে পার্থ ! পুরাকালে দেব-
দেব শূলী ব্রহ্মহত্যায় লিপ্ত হইয়াছিলেন । পূর্বে
লোকপিতামহ ব্রহ্মা পঞ্চানন ছিলেন । তিনি কোন
কারণে মিথ্যাকথা বলেন । তচ্ছ্রবণে ভগবান্ শঙ্কর
ভাঁহার প্রতি কুপিত হইয়া সহসা চপেটাঘাতে ভাঁহার
একটি শিরশ্ছেদন করেন । এই ব্যাপারে সেই
ব্রহ্মকপাল শঙ্করের করলগ্ন হইয়া গেল, কদাচ
উহার বিচ্যুতি ঘটে নাই । অনন্তর দেবেশ শঙ্কর
সমগ্র পৃথিবী পর্যটন করিয়া শেষে বরাণসীপুরোতে
উপনীত হন । এই স্থানে ভাঁহার কর হইতে ব্রহ্ম
কপাল মুক্ত হয় । ব্রহ্মকপাল স্থলিত হইল বটে,
কিন্তু ব্রহ্মহত্যা ভাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না । হে
পার্থ ! অনন্তর দেবদেব পরমেশ পূর্বপশ্চিম,
উত্তরদক্ষিণ সাগরচতুষ্টয়ে ভ্রমণ করিয়া, পৃথিবীর
যাবতীয় তীর্থ পর্যটন করিলেন ; কিন্তু ব্রহ্মহত্যা
ভাঁহাকে ত্যাগ করিল না । অনন্তর প্রভু ভগ-
বান্ শঙ্কর নশ্বদার দক্ষিণকূলে এই অমূল্যম সিদ্ধে-
শ্বরতীর্থে আগমন করিয়া কূলকোটি লাভ করত
আম্মার নিকট আশ্রয়প্রার্থিত্ত্ব কামনা করিলেন ।
এই স্থানে ভাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল । তিনি

দধে প্রভুঃ । ১০। তদাপ্রভৃতি ততীর্থং শুদ্ধকদ্রেতি
কীর্তিতম্ । বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু ব্রহ্মহত্যাহরং
পরম্ । ১১। মাসে মাসে সিতে পক্ষে-
হমাবাস্তায়াঃ যুধিষ্ঠির । স্নাত্বা তত্র বিধানেন
তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ । ১২। দদ্যাৎ পিণ্ডং পিতৃণাং
তু ভাবিতেনাস্তরায়ণম্ । তন্ত তে দ্বাদশাবানি
স্মৃতপ্তাঃ পিতরো নৃপ । ১৩। গন্ধধূপপ্রদীপাদ্যে-
রভ্যর্চ্য পরমেশ্বরম্ । শুদ্ধেশ্বরভিধানস্ত শিব-
লোকে মহীয়তে । ১৪। এতন্তে কথিতং রাজন্
শুদ্ধকদ্রমমূলমম্ । যয়া শ্রুতং যথা দেব সকাশা-
চ্চুলপাণনঃ । মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো কদ্রলোকং
স গচ্ছতি । ১৫।

ইতি শ্রীমহাভাগবতশুদ্ধেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৭৩।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । গোপেশ্বরঃ ততো গচ্ছে-
দ্বত্তরে নশ্বদাতটে । যত্র স্নানেন চৈকেন মুচ্যন্তে

বিগতপাপ হইলেন । অনন্তর দেবদেব মহেশ
নিকল্মষ হইয়া সুরগণের নিকট এই তীর্থ
করত অদর্শন হইলেন । তদবধি শুদ্ধ কদ্র নামে
এই তীর্থের প্রসিদ্ধি হইল । এই পরম তীর্থ
ত্রিলোক-বিখ্যাত ও ব্রহ্মহত্যাপহ । হে যুধিষ্ঠির !
প্রতিমাসীয় সিতপক্ষে ও অমাবস্তায় এখানে
যথাবিধি স্নান ও পিতৃদেবগণের তর্পণ কর্তব্য ।
মানব এখানে শুদ্ধাস্তঃকরণে পিতৃগণের উদ্দেশে
পিণ্ডদান করিবে । হে নৃপ ! এইরূপ করিলে,
তদীয় পিতৃগণ উত্তম দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি লাভ
করেন । মানব গন্ধ, ধূপ, ও প্রদীপাদি দ্বারা
শুদ্ধেশ্বরের পূজা করিয়া শিবলোকে গমন করে ।
হে রাজন ! এই তোমার নিকট অমূল্যম শুদ্ধকদ্রে-
শ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইল, এবিষয়ে আমি
শূলপাণির নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, ঠিক
সেদৃশই বলিলাম । ইহা শ্রবণে মানব অধিল কলুষ
হইতে মুক্ত হইয়া কদ্রলোকে গমন করে । ১—১৫ ।
ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৩ ।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর গোপেশ্বরতীর্থে
গমন করিবে । এই গোপেশ্বরতীর্থ শুদ্ধকদ্রেশ্বরের

পাতকৈবরাঃ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ শ্রাদ্ধা কুরুতে
প্রাণসংক্ষয়ম্ । বর্হিযুক্তেন যানেন স গচ্ছেচ্ছিব-
মন্দিরে ॥ ২ ॥ ক্রীড়িত্বা স্মৃতিরং কালং শিবলোকে নরা-
ধিপ । ইহ মানুস্যতাং প্রাপ্য রাজা ভবতি বীৰ্য্যবান ॥
৩ ॥ হস্ত্যশ্বরথসম্পন্নো দাসীদাসসমধিতঃ । পূজ্যমানো
নরেন্দ্রৈশ্চ জীবেষ্বর্যশতং নরঃ ॥ ৪ ॥ সম্প্রাপ্তে
কার্তিকে মাসি নবম্যাং শুক্লপক্ষতঃ । সোপবাসঃ
শুচিভূত্বা দীপকাংস্তত্র দাপয়েৎ ॥ ৫ ॥ গন্ধপুষ্পৈঃ
সমভ্যর্চ্য রাজ্ঞো কুবীত জাগরম্ । তস্মৈ যৎকল-
মুদ্বিষ্টং তচ্ছপুষ নরাধিপ ॥ ৬ ॥ যাবৎপুণ্যং কলং
সম্ব্যাদীপকানাং তথৈব চ । তাবদযুগসহস্রাণি শিব-
লোকে মহীয়তে ॥ ৭ ॥ তস্মিন্শতীর্থে তু রাজেন্দ্র
লিঙ্গপূরণকং বিধিম্ । তথৈব পদ্মকৈশ্চৈব দধি-
ভক্তৈস্তথৈব চ ॥ ৮ ॥ যন্ত কুর্য্যন্নরশ্রেষ্ঠ তস্মৈ
পুণ্যকলং শৃণু । যাবন্তি তিলসম্ব্যাদি দধিভক্তাঃ
তথৈব চ ॥ ৯ ॥ পদ্মসম্ব্যাদি শিবে লোকে মোদতে
কালমৌপিতম্ । তস্মিন্শতীর্থে তু রাজেন্দ্র যৎ

উত্তরে নর্যদাতীয়ে বিরাজিত । মানবগণ এখানে
একমাত্র জানে সর্ববিধ পাতক হইতে মুক্ত হয় ।
যে নর এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া তনুত্যাগ করেন,
তিনি ময়ূরযানে আরোহণ করিয়া শিবপুরে প্রয়াণ
করিয়া থাকেন । হে নরাধিপ ! সেই নর
স্মৃতিরকাল শিবলোকে ক্রীড়া করিয়া ইহ সংসারে
মানুষীতত্ত্ব লাভ করত বীৰ্য্যবান রাজা হন । তিনি
হস্তী, অশ্ব, রথ ও দাসদাসীসমধিত হইয়া
শতবৎসর বাঁচিয়া থাকেন । নরেন্দ্রগণও তাঁহার
পূজা করেন । কার্তিকমাসের শুক্লনবমী উপস্থিত
হইলে সোপবাস শুচি মানব এখানে দীপাবলীদান
ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দেবদেবের সম্যক পূজা করিয়া
রাজিজাগরণ করিবে । হে নরাধিপ ! এই
ক্রিয়ার যে কল নিদ্বিষ্ট হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর ।
যত সংখ্যক দীপ প্রদত্ত হইবে, দীপদাতার তত
সহস্র যুগ শিবলোকে বাস ঘটিবে । হে রাজন !
এ তীর্থের লিঙ্গপূরণ বিধি কথিত হইতেছে । পদ্ম,
দধি, ও অন্নদ্বারা লিঙ্গ পূরণ করিতে হয় । হে
নরবর ! এইরূপ লিঙ্গপূরণের পুণ্যকল শ্রবণ কর ।
যতসংখ্যক তিল, দধি, অন্ন ও পদ্মদ্বারা লিঙ্গ
পূরিত হইবে, তত সংখ্যক অতীষ্টকাল লিঙ্গপূরণ-
কারীর শিবলোকে বাস হইয়া থাকে । হে রাজেন্দ্র !
গোপেশ্বরতীর্থে যাহা কিছু প্রদত্ত হয়, তদ্বারা দাতার

কিঞ্চিদীয়তে নৃপ ॥ ১০ ॥ সর্বং কোটিগুণং তস্মৈ
সম্ব্যাতুং বা ন শক্যতে । এবম্ভে কথিতং সর্বং
সর্বতীর্থমনুত্তমম্ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গোপেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং

নাম চতুঃসপ্তত্যধিকশততমো-

অধ্যায়ঃ ॥ ১৭৪ ॥

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

• শ্রীমাকণ্ডেয় উবাচ । উত্তরে নর্যদাতুলে ভৃগু-
ক্ষেত্রমধ্যতঃ । কপিলেশ্বরস্ত বিখ্যাতং বিশে-
ষাৎ পাপনাশনম্ ॥ ১ ॥ যোহসৌ সনাতনো দেবঃ
পুরাণে পরিপঠ্যতে । বাসুদেবো জগন্নাথঃ কপিলত-
মুপাগতঃ ॥ ২ ॥ অতলং সূতলং নাম তস্মৈব
নিতলং হৃদঃ । গভাস্তগন্ধ তস্মাদধো হৃদতামিশ্র-
মেব চ ॥ ৩ ॥ পাতলং সপ্তমং যচ্চ হৃদস্তাৎসংস্থিতং
মহৎ । বসতে তত্র বৈ দেবঃ পুরাণঃ পরমেশ্বরঃ ॥
৪ ॥ স ব্রহ্মা স মহাদেবঃ স দেবো গরুড়ধ্বজঃ ।
পূজ্যমানঃ সুরৈঃ সিন্ধুস্তিষ্ঠতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৫ ॥

অনন্ত কোটিগুণ মূল্য লাভ হইয়া থাকে ; আমি
সে কলের সংখ্যা করিতে সমর্থ নহি । এই তোমার
নিকট সর্বতীর্থোত্তম গোপেশ্বর তীর্থের অগ্নি
প্রভাব বর্ণিত হইল । ১—১১ ।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৪ ॥

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় ।

শ্রীমাকণ্ডেয় কহিলেন,—নর্যদাতার উত্তরে
ভৃগুক্ষেত্রের মধ্যে বিখ্যাত কপিলেশ্বর তীর্থ ।
এই তীর্থ পাপনাশন বলিয়া বিশেষরূপে বিখ্যাত ।
পুরাণে যিনি সনাতন বাসুদেব বলিয়া পঠিত হন,
সেই দেব জগৎপতিই কপিলবপু প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন । প্রথমে অতল, তারপর সূতল ; এই
সূতলের অধোদেশে নিতল ; অতঃপর তাহার
অধোদিকে গভাস্তিগ, এই গভাস্তিগের অধোদিকে
ক্রমে অঙ্কতামিশ্র । এই তামিশ্রতলের অধো-
দিকে সপ্তমতল মহান পাতাল ; পুরাণপুরুষ পর-
মেশ এই পাতালতলে বাস করেন । ইনিই ব্রহ্মা,
গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু ও মহেশ্বর ; সুর, সিদ্ধ ও ব্রহ্মবাদি-
গণকর্তৃ : পূজিত হইয়া ইনি পাতালে অবস্থান

বসন্তস্ত রাজেন্দ্র কপিলস্ত জগদ্গুরোঃ । বিনাশঃ
চাপ্রভঃ প্রাপ্তাঃ কণেন সগরান্নজাঃ ॥ ৬ ॥ ভস্মী-
ভূতাং তান্ দৃষ্ট্বা কপিলো মুনিসত্তমঃ । জগাম পরমঃ
শোকঃ চিন্ত্যমানোহথ কল্মষম্ ॥ ৭ ॥ সৰ্বসঙ্গ-
পরিত্যাগে চিন্তে নির্বিশয়ীকৃতে । অযুক্তং ষষ্টি-
সহস্রাণাং কর্তুং মম বিনাশনম্ ॥ ৮ ॥ কৃতস্ত করণং
নাস্তি তস্মাৎপাপবিনাশনম্ । গতা তু কাপিলঃ
তীর্থং মোচয়ামাষমান্ননঃ ॥ ৯ ॥ পাতালঃ তু ততো
মুক্তা কপিলো মুনিসত্তমঃ । তপশ্চচার স্তুমহন্নর্যদা-
তটমাস্থিতঃ ॥ ১০ ॥ ব্রতোপবাসৈর্কিবিধৈঃ স্নান-
দানজপাদিকৈঃ । পরং নির্বাণমাপন্নঃ পূজয়ন্ ক্রুদ্র-
মব্যয়ম্ ॥ ১১ ॥ ত তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পরমে-
শ্বরম্ । গোসহস্রকলং তস্ত লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
১২ ॥ জ্যৈষ্ঠমাসে তু সম্প্রাপ্তে শুক্লপক্ষে চতু-
র্দশী । তত্র স্নাত্বা বিধানেন ভক্ত্যা দানং প্রযচ্ছতি
১৩ ॥ পাত্ৰভূতায় বিপ্রায় স্নানং বা যদি বা বহু ।
অক্ষয়ং তৎকলং প্রোক্তং শিবেন পরমেষ্ঠিনা ॥ ১৪ ॥

করিতেছেন। হে রাজেন্দ্র! জগদ্গুরু কপিল
এইরূপে পাতালতলে অধিষ্ঠান করিলে সগরতনয়-
গণ কণকাল মধ্যে ইহারই সম্মুখে বিনষ্ট হয়।
অনন্তর মুনিসত্তম কপিল সগরসুতগণকে ভস্মীভূত
দর্শনে পাপভয়ে চিন্তিত ও অত্যন্ত শোকপ্রাপ্ত হন।
তিনি ভাবিলেন,—আমা হইতে ষষ্টি সহস্র সগর-
তনয়ের বিনাশ সাধন হইল, ইহা যুক্তিযুক্ত হয়
নাই। এইরূপ চিন্তায় তাঁহার চিত্ত সৰ্বসঙ্গ হইতে
নিবৃত্ত ও বিষয় হইতে বিরত হইল। তিনি আরও
চিন্তা করিলেন,—আর ভাবিয়া কি করিব? যাহা
হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন ইহার অত্ন কোন
কর্তব্য নাই। এক্ষণে যাহাতে আমার পাপক্ষয়
ক্ষয়, তালাই কর্তব্য। আমি কপিল তীর্থে গমন
করিয়া আমার আত্মপাপের প্রতিকার করিব। অন-
ন্তর মুনিসত্তম কপিল পাতাল পরিত্যাগপূর্বক নর্যদা-
তীরে উপনীত হইয়া স্তুমহা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।
তিনি বিবিধ ব্রত, উপবাস, স্নান, দান ও জপাদি
করিয়া অব্যয় ক্রুদ্ধের পূজা করত পরম নির্বাণ লাভ
করিলেন। যে মানব এই কপিলতীর্থে স্নান
করিয়া পরমেশ্বরের পূজা করে, তাহার সহস্র গো-
দানের কললাভ হয়, সংশয় নাই। জ্যৈষ্ঠমাসের
শুক্লচতুর্দশীদিনে এখানে যথাবিধি স্নান করিয়া
ভক্তিপূর্বক দান করিবে। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা কহি-
য়াছেন,—দত্ত-বস্ত্র অন্নই হউক, আর বহুই হউক,

অদারকদিনে প্রাপ্তে চতুর্থাং নবমীষু চ । স্নানং
করোতি পুরুষো ভক্ত্যোপোষ্য বরাদনা ॥ ১৫ ॥
রূপমৈবৈধ্যমতুলং সৌভাগ্যং সন্ততিং পরাম্ । লভতে
সপ্তজন্মানি নিত্যং নিত্যং পুনঃপুনঃ ॥ ১৬ ॥ পৌর্ণ-
মাস্যমবাসান্তাং স্নাত্বা পিণ্ডং প্রযচ্ছতি । তস্ত তে
ষাদশাব্দানি ভূত্বা যান্তি সুরালয়ম্ ॥ ১৭ ॥ তত্র
তীর্থে তু যো ভক্ত্যা দদাদৌপং স্নশোভনম্ ।
জায়তে তস্ত রাজেন্দ্র মহাদীপ্তিঃ শরীরজা ॥ ১৮ ॥
তত্র তীর্থে যতানাং তু জন্তুনাং সৰ্বদা কিল ।
অনিবর্তিকা ভবেত্তেবাং গতিস্ত শিবমন্দি-
রাৎ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কপিলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং

নাম পঞ্চসপ্তত্যাধিকশততমো-

হধ্যায়ঃ ॥ ১৭৫ ॥

পঞ্চসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্নহীপাল
পিঙ্গলাবর্তমুত্তমম্ । তীর্থং সৰ্বগুণোপেতং কামিকং
ভুবি দ্বর্জতম্ ॥ ১ ॥ বাচিকং মানসং পাপং কৰ্ম্মজং

যথাযোগ্য পাত্রে প্রদত্ত হইলে তাহা অক্ষয় ফল-
জনক হয়। নবমী ও চতুর্থীযুক্ত কুজবারে যে নর
বা বরাদনা নারী ভক্তিপূর্বক এই তীর্থে স্নান করে,
তাহাদের রূপ, অতুল ঐশ্বর্য, সৌভাগ্য ও উত্তম
সন্ততি লাভ হয়। কেবল এক জন্মে নহে, শতজন্ম
পর্যন্ত তাহারা পুনঃপুনঃ এইরূপ ফললাভ করিয়া
থাকে। যে মানব পূর্ণিমা ও অমাবস্যায এখানে
স্নান করিয়া পিতৃপিতৃ দান করে, তদীয় পিতৃগণ
ষাদশবার্ষিকী তৃপ্তলাভ করিয়া সুরালয়ে গমন
করেন। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক এখানে স্নশোভন
দীপ দান করে, হে মহারাজ! তাহার শরীরে
মহাদীপ্তি জন্মিয়া থাকে। এ তীর্থে যত প্রাণি-
গণের নিঃসন্দেহ শিবমন্দিরে গতি হয়, কদাচ
তথা হইতে প্রত্যাবর্তন হয় না ॥ ১—১৯ ॥

পঞ্চসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৫ ॥

ষট্‌সপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহাপাল! অনন্তর
সৰ্বগুণোপেত অন্ততম পিঙ্গলাবর্ত তীর্থে গমন
করিবে। এই লোকদুর্লভ পিঙ্গলাবর্ত তীর্থ

যৎপুত্রা কৃতম্ । পিঙ্গলেশ্বরমাসাদ্য তৎসৰ্বং
বিলয়ং ব্রজেৎ ৷ ২ ৷ তত্র স্নানং চ দানং চ দেব-
খাতে কৃতং নৃপ । অক্ষয়ং তদ্ববেৎসৰ্বমিত্যেবং
শঙ্করোহব্রবীৎ ৷ ৩ ৷ পৃথিব্যাং সৰ্বভীর্থেষু সমুদ্ভূত্যা
ভূভোদকম্ । যুক্তং তত্র সুরৈঃ স্নানং দেবখাতং
ভূভোদকবৎ ৷ ৪ ৷ যুধিষ্ঠির উবাচ । কথং তু দেব-
খাতং তৎ সজ্ঞাতং বিজসত্তম । সুরাঃ সৰ্ব্বে কথং তত্র
মুহূৰ্ক্ষারি ভীৰ্জম্ । সৰ্বং কথয় মে বিপ্র শ্রবণে
লম্পটং মনঃ ৷ ৫ ৷ ক্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । যদা
তু শূলভেদ্যার্থং ক্রজো দেবগণৈঃ সহ । বভ্রাম পৃথিবীঃ
সৰ্বাঃ কমণ্ডলুধরঃ শুভাম্ ৷ ৬ ৷ প্রভাসাদ্যেযু
ভীর্থেষু স্নানং চক্ৰুঃ সুরাস্তদা । সৰ্বভীর্থোখিতং
তোয়ং পাত্রে বৈ নিহিতং তু তৈঃ ৷ ৭ ৷ শূলভেদ-
মমুপ্রাপ্য শূলং শুদ্ধং শূলিনঃ । তজ্জোখমুদকং গৃহ্য
আগতা ভৃগুকচ্চকে ৷ ৮ ৷ তত্রাপস্তংসতো হুগ্নিং
পিঙ্গলাক্ষকং রোগিণম্ । তপস্ব্যাগ্রে ব্যবসিতং ধ্যায়-
মানং মহেশ্বরম্ ৷ ৯ ৷ বহির্ভাগৈস্ত বিপ্রাণাং রাজাঃ
চৈবাময়াবিনাম্ । দৃষ্ট্বা তু বহুরোগার্ন্তমগ্নিং দেব-

মুখং সুরাঃ । প্রাহন্তে সহিতা দেবঃ শঙ্করং লোক-
শঙ্করম্ ৷ ১০ ৷ দেবা উচুঃ । প্রসাদঃ ক্রিয়তাং
শস্তো পিঙ্গলস্তাময়াবিনঃ । যথা হি নীরুজঃ কাশ্যো
হবিষাঃ গ্রহণক্ষমঃ । পুনর্ভবতি পিঙ্গল তথা কুরু
মহেশ্বর ৷ ১১ ৷ ঈশ্বর উবাচ । ভোভোঃ সুরা
হি তপসা তুষ্টোহহং বো বিশেষতঃ । বচনাক্ত
বিশেষেণ দদাম্যভিমতং বরম্ ৷ ১২ ৷ পিঙ্গল
উবাচ । যদি তুষ্টোহসি দেবেশ দীযতে দেব
চেন্দ্রিতম্ । চন্দ্রাদিত্যৌ চ নয়নে কৃহ্যত্ব কলয়া
স্থিতঃ ৷ ১৩ ৷ তথা পুনর্নবঃ কাশ্যো ভবেদৈষ মম শঙ্কর ।
তথা কুরু বিরূপাক্ষ নমস্তভ্যং পুনঃপুনঃ ৷ ১৪ ৷
মার্কণ্ডেয় উবাচ । ততঃ স ভগবান্ শম্ভুর্মূর্তিমান্দিত্য-
রূপিণীম্ । কৃহ্য তু তস্ত তজ্জোগমপাশুদত শঙ্করঃ ৷
১৫ ৷ ততঃ পুনর্ববীভূতঃ পুনঃ প্রোবাচ শঙ্করম্ ।
অত্রৈব স্থায়তাং শস্তো তথৈব ভাস্করঃ স্বয়ম্ ৷ ১৬ ৷
প্রাণিনামুপকারায় রোগাণামুপশান্তয়ে । পাপানাং
ধ্বংসনার্থায় শ্রেয়সাং চৈব বৃদ্ধয়ে ৷ ১৭ ৷ এবমুক্তস্ত

অখিল কামনা প্রদান করে । মানব এখানে
আগমন করিয়া বাচিক, মানস ও পুরাকৃত বস্তুজ
পাপ হইতে মুক্ত হয় । শঙ্কর কহিয়াছেন,—
এ ভীর্থের দেবখাতে স্নান করিয়া দান করিলে
সেই সকল দানকল অক্ষয় হয় । দেবগণ এই
খাত নির্মাণ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত ভীর্থের
শুভাবহ জল সংগ্রহপূর্বক এখানে ত্যাগ করেন ।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিজসত্তম!
কিরূপে দেবখাত নির্মিত হইল ? আর কেনই বা
সুরগণ নিখিল ভীর্থনীর গ্রহণ করিয়া এখানে
নিক্ষেপ করিলেন ? হে বিপ্র ! এই সকল শুনিবার
জন্ত আমার মন চঞ্চল হইয়াছে, অতএব সমস্ত
বর্ণন করুন । ক্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—শূলভেদ
জন্ত যৎকালে ক্রুদ্র কমণ্ডলু ধারণপূর্বক দেবগণ
সহ সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া, প্রভাসাদি ভীর্থে
স্নান করিয়াছিলেন, তখন সুরগণ কর্তৃক তদীয়
কমণ্ডলু মধ্যে অখিল ভীর্থজল নিহিত হইয়াছিল ।
শূলভেদভীর্থে আসিয়াই শূলীয় শূল শুদ্ধ হয় ।
দেবগণও তখন সেই শূলপূত ভীর্থবারি গ্রহণপূর্বক
ভৃগুকচ্চ আগমন করেন । দেবগণ ভৃগুকচ্চ
আগমন করিয়া দেখিলেন,—পিঙ্গললোচন অগ্নি
রোগগ্রস্ত হইয়া ভৃগুকচ্চ মহেশ্বরের ধ্যান করত
উগ্র তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন । নিরাময় নৃপ ও

বিপ্রগণের প্রদত্ত বিপুল হবির্ভোজনেই জাতবেদার
এইরূপ রোগোগ্রপতি হইয়াছিল । হতাশনই সুর-
গণের মুখস্বরূপ । সুরগণ সেই হতাশনকে বিষম
রোগগ্রস্ত অবলোকন করত সকলে সমবেত হইয়া
লোকশঙ্কর শঙ্করকে কহিতে লাগিলেন । ১—১০ ।
দেবগণ বলিলেন,—শস্তো ! প্রসন্ন হউন, ব্যাধি-
পীড়িত পিঙ্গলাস্ত হতাশনকে নীরোগ করুন । হে
মহেশ্বর ! পিঙ্গলাস্ত পাবক যাহাতে নীরোগ ও সুস্থ-
দেহ হইয়া পুনরায় হবির্গ্রহণে সমর্থ হন, তাহার উপায়
করুন । ঈশ্বর কহিলেন,—হে সুরগণ ! আমি
পাবকের তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, বিশেষতঃ
আপনাদের প্রার্থনায় হতাশনকে অভিমত বরদান
কারব । পিঙ্গল বলিলেন,—হে দেবেশ । যদি
আমার প্রীতি প্রীত হইয়া থাকেন, আর আমাকে
ঈশিত বরদান করেন, তবে আপনি অংশরূপে এই
স্থানে সন্নিহিত হউন ; হে বিরূপাক্ষ শঙ্কর ! আমি
যাহাতে পুনরায় নূতন দেহ লাভ করিতে পারি,
তাহার উপায় করুন । দেব ! চন্দ্রাদিত্য আপনার
নয়নদ্বয়, আপনাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি । মার্কণ্ডেয়
কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ শম্ভু শঙ্কর আদিত্য-
মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পাবকের পীড়ার অপনোদন
করিলেন । পাবক পুনরায় নবীভূত হইলেন এবং
শঙ্করকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন,—হে শস্তো !

ভগবান্ পিঙ্গলেন মহান্মনা । অবতারঞ্চ কৃতবান্
 |গানিদমব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ । মুঞ্চধ্ব-
 মুদকং দেবাস্তৌর্ধেভ্যো যৎসমাহৃতম্ । মম চোন্ত-
 রতঃ কৃতা খাতং দেবময়ং শুভম্ ॥ ১৯ ॥ তত্র
 নিক্ষিপ্যতাং বারি সর্করোগবিনাশনম্ । সর্কপাপ-
 হরং দিব্যং সর্কৈরপি সুরাদিভিঃ ॥ ২০ ॥ এবমুক্তাঃ
 সুরাঃ সর্কে খাতং কৃতা তথোত্তরে । ত্রয়স্রিংশৎ-
 কোটিগণৈর্মুক্তং তন্তৌর্ধ্বজং জলম্ ॥ ২১ ॥ প্রোচুস্তে
 সহিতাঃ সর্কে বিরূপাক্ষপুরোগমাঃ । যঃ কশ্চিদেব-
 খাতেহস্মিন্ যদালস্তনপূর্বকম্ ॥ ২২ ॥ স্নানং কৃতা
 রবিদিনে সংস্রায় নর্মদাজলে । শ্রাদ্ধং কৃতা
 পিতৃভ্যো বৈ দানং দত্ত্বা স্বশক্তিতঃ ॥ ২৩ ॥ পূজয়ি-
 য়তি পিঙ্গেশঃ তন্তু বাসস্থিবিষ্টপে । ভবিষ্যতি
 সুরৈরুক্তং শৃণোতি সকলং জগৎ ॥ ২৪ ॥
 আময়া ভুবি মর্ত্যানাং ক্ষয়রোগবিচর্চিকাঃ ।
 ব্যাধয়ো বিকৃতাকারাঃ কাসশ্বাসজরোদ্ভবাঃ ॥
 ২৫ ॥ একদ্বিত্রিচতুর্থীহা যে জরা ভূতসম্ভবাঃ ।

যে চান্তে বিকৃতা দোষা দক্ষণ কামলং তথা ॥ ২৬ ॥
 দিনৈস্তে সপ্ততির্থাস্তি নাশং স্নানৈ রবেদিনৈ ।
 শতভেদপ্রভিরা য়ে কুষ্ঠা বহাবধাস্থথা ॥ ২৭ ॥
 শতমাদিত্যাবারাণাং স্রাদ্ধাদষ্টোত্তরং তু যঃ । সম্পূজ্য
 শঙ্করং দদ্যাস্তিলপাত্রং দ্বিজাতয়ে ॥ ২৮ ॥ নস্তস্তু
 তন্তু কুষ্ঠানি গরুড়েনেব পুঙ্গবাঃ । এবমুক্তা গতাঃ
 সর্কে ত্রিংশাদ্ভিংশালয়ম্ ॥ ২৯ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
 নদীষু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরিৎসু চ । স্নানং
 সমাচরেন্নিত্যং নরঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩০ ॥
 ষষ্টিতীর্থসহস্রেষু ষষ্টিতীর্থশতেষু চ । যৎকলং স্নান-
 দানেষু দেবখাতে ততোহধিকম্ ॥ ৩১ ॥ দেব-
 খাতেষু যঃ স্নাত্বা তর্পয়িত্বা পিতৃন নৃপ । পূজয়েদেব-
 দেবেশং পিঙ্গলেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥ সোহশ্বমেধস্ত
 যজ্ঞস্ত বাজপেয়স্ত ভারত । যমোঃ পুণ্যমবাপ্নোতি
 নাত্র কার্ঘ্যা বিচারণা ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পিঙ্গলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং
 নাম ষট্শতত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৬ ॥

রোগীদিগের রোগশান্তি, পাপিগণের ধ্বংসসাধন,
 এবং সুরক্ষাদিগের মঙ্গলবিধান জন্ত ভাস্কররূপে
 এইস্থানে অবস্থান করিয়া অখিল লোকের উপকার
 করুন । মহাত্মা পিঙ্গলের প্রার্থনায় ভগবান্ শত
 'তাহাই হউক' বলিয়া অবতার পরিগ্রহ করত দেব-
 গণকে বলিতে লাগিলেন । ঈশ্বর কহিলেন,—হে
 দেবগণ! আপনারা তীর্থনিচয় হইতে যে সকল
 জল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা ত্যাগ
 করুন । হে সুরগণ! আপনারা আমার আবাস-
 ভূমির উত্তরে একটি দেবময় খাত নির্মাণ করিয়া
 সেই খাতমধ্যে তীর্থনার নিক্ষেপ করুন । ঐ দিব্য
 খাতজল সর্কপাপ বিনাশন ও অখিল রোগহর
 হউক । অনন্তর ত্রয়স্রিকোটি সুর শঙ্কর কর্তৃক
 আদিষ্ট হইয়া তাহার উত্তরদিগ্‌বিভাগে এক খাত
 নির্মাণপূর্বক সেই খাতমধ্যে তীর্থনার পরিত্যাগ
 করিলেন এবং বিরূপাক্ষপ্রমুখ দেবগণ বলিলেন,—
 জগদ্বাসী শ্রবণ কর । যে কোন নর রবিবারে
 যুক্তিকাভক্ষণপূর্বক এই নর্মদার খাত-নৌরে অব-
 গাহন করিয়া পিতৃগণের শ্রাদ্ধ যথাশক্তি দান ও
 পিঙ্গলেশ্বরের পূজা করিবে, তাহার ত্রিংশালয়ে
 বাস হইবে । ভূতলবাসী মানবগণের মধ্যে যাহারা
 ক্ষয় ও বিচর্চিকারোগগ্রস্ত, কাস শ্বাস ও জররোগে
 যাহাদের শরীর বিকৃতাকার হইয়াছে, যে সকল
 প্রাণী ঐকাহিক দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক ও চাতুর্থাহিক জরে

পীড়িত এবং যাহাদের কামলা ও দক্ষ প্রভৃতি
 অন্তান্ত বিবিধ বিকৃতব্যাদি-দোষ বিদ্যমান, তাহারা
 সাতটি রবিবারে এই তীর্থনৌরে অবগাহন করিয়া
 সম্পূর্ণ নিরাময় হইবে । যে কুষ্ঠরোগে মানবের
 দেহ শতধা বিভিন্ন হয়, এবংবিধ বহুবিধ কুষ্ঠও
 এই তীর্থনৌরে শত রবিবারে অবগাহনে বিনষ্ট
 হইয়া থাকে । যে মানব অষ্টোত্তর শত রবিবারে
 এই তীর্থনৌরে অবগাহন করিয়া শঙ্করের পূজা ও
 দ্বিজকে তিলপাত্র প্রদান করে, গরুড়াক্রান্ত সর্প-
 গণের স্রায় তাহার কুষ্ঠনিচয় বিনষ্ট হয় । সুরগণ
 এইরূপ বলিয়া ত্রিংশালয়ে চলিয়া গেলেন । মার্ক-
 ণ্ডেয় কহিলেন,—মানব নদী, দেবখাত, তড়াগ ও
 সরিৎ প্রভৃতির নৌরে নিত্য অবগাহন করিয়া সর্ক-
 বিধ পাপ হইতে মুক্ত হয় । হে নৃপ! ষষ্টিসহস্র
 ষষ্টিশত তীর্থে স্নানদানে যে ফল, দেবখাতে স্নান
 করিলে তাহার অধিক ফললাভ হয় । হে ভারত ।
 যে নর দেবখাতে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ
 ও শেষে পিঙ্গলেশ্বরের পূজা করে, তাহার অশ্বমেধ
 ও বাজপেয় এই বিবিধ যজ্ঞেরই ফললাভ হইয়া
 থাকে ; এ বিষয়ে বিচারণা কর্তব্য নহে । ১১—৩৩ ।

ষট্শতত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৬ ॥

সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ভূতীশ্বরঃ ভতো গচ্ছেৎ
সর্বতীর্থেষু স্তমম্ । দর্শনাদেব রাজেন্দ্র যশ্চ পাপং
প্রণশ্যতি ॥ ১ ॥ তত্র স্থানে পুরা পার্থ দেবদেবেন
শূলিনা । উদ্ধূলনং কৃতং গাত্রে তেন ভূতীশ্বরস্ত
তৎ ॥ ২ ॥ পুষ্যে বা জন্মনক্ষত্র অমাবস্তাঃ বিশেষ-
যতঃ । ভূতীশ্বরে নরঃ স্নাত্বা কুলকোটং সমু-
দ্ধরেৎ ॥ ৩ ॥ তত্র স্থানে তু যো ভক্ত্যা কুরুতে হৃদ-
গুণনম্ । তস্মৈ যৎকলমুদ্রিষ্টং তৎক্ষণাৎ নরাধিপ ॥
৪ ॥ যাবন্তো ভূতিকাণকা গাত্রে লগ্না শিবালয়ে ।
তাদ্বদ্বর্ষসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৫ ॥ সপেষা
মেব স্নানানাং ভাস্মগ্নান পরং স্মৃতম্ । পুরাণৈ-
শ্চিতিঃ প্রোক্তং সর্বশাস্ত্রেষু স্তমম্ ॥ ৬ ॥ এককালঃ
দ্বিকালঃ বা ত্রিকালঃ চাপি যঃ সদা । স্নানং কুরোতি
চাগ্নেয়ং পাপং তস্মৈ প্রণশ্যতি ॥ ৭ ॥ দিব্যস্নানাদ্বরং
স্নানং বায়ব্যাং ভরতর্ষভ । বায়ব্যাং স্তমম্ ব্রাহ্ম্যং বরং
ব্রাহ্ম্যাত্তু বাক্রণম্ ॥ ৮ ॥ আগ্নেয়ং বাক্রণাচ্ছ্রেষ্ঠং
যস্মাদ্ভুক্তং শ্রয়ন্তুবা । তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন হ্যগ্নেয়ং

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর সর্বতীর্থোত্তম
ভূতীশ্বর তীর্থে গমন করিবে । হে রাজেন্দ্র ! এই
ভূতীশ্বর তীর্থের দর্শনেই মানবের পাপ প্রনষ্ট হয় ।
হে পার্থ ! পূর্বে দেবদেব শূলী এইস্থানে দেহের
উদ্ধূলন করিয়াছিলেন; এজন্য এ তীর্থের নাম
ভূতেশ্বর হইয়াছে । পুষ্যা, জন্মনক্ষত্র, বিশেষতঃ
অমাবস্তাদিনে ভূতীশ্বরে স্নান কারিয়া নর
কোটিকুল উদ্ধার করে এখানে স্নান করিয়া যে
নর ভক্তিপূর্বক শিবালয়ে বাসিয়া অঙ্গগুণন করে,
হে নরাধিপ ! তাহার যে পুণ্যফল নির্দিষ্ট হইয়াছে,
অবণ কর । দেহে যে পরিমাণ বিভূতিকলা বিদ্যমান
থাকে, তত সহস্র বৎসর তাহার শিবলোকে বাস
হয় । শাস্ত্রে যে কয়েক প্রকার উত্তম স্নান নির্দিষ্ট
হইয়াছে, পুরাতন ঋষিরা তন্মধ্যে ভাস্মগ্নানকেই
শ্রেষ্ঠ কহিয়াছেন । যে মানব এককাল, দ্বিকাল
কিংবা ত্রিকাল আগ্নেয় স্নান করে, তাহার পাপ
বিনষ্ট হয় । হে ভরতর্ষভ ! শ্রয়ন্তু বলিয়াছেন—
দিব্য স্নান হইতে বায়ব্য স্নান শ্রেষ্ঠ, বায়ব্য হইতে
ব্রাহ্ম্য শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্ম্য হইতে বাক্রণ শ্রেষ্ঠ; আর
আগ্নেয় স্নান সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্রণ হইতে উত্তম;

স্নানমাচরেৎ ॥ ৯ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । আগ্নেয়ং ব্রাহ্ম্যং
বাক্রণং বায়ব্যং দিব্যমেব চ । কিমুক্তং শ্রোতুমিচ্ছামি
পরং কৌতুহলং হি মে ॥ ১০ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ ।
আগ্নেয়ং ভাস্মনা স্নানমবগাহ্য চ বাক্রণম্ । আপো-
হিষ্ঠেতি চ ব্রাহ্ম্যং বায়ব্যং গোরজঃ স্মৃতম্ ॥ ১১ ॥
স্বর্ঘ্যো দৃষ্টে তু যৎস্নানং গঙ্গাতোয়েন তৎসমম্ ।
তৎস্নানং পঞ্চমং প্রোক্তং দিব্যং পাণ্ডবসত্তম ॥ ১২ ॥
তস্মাৎসর্বপ্রযত্নেন স্নাত্বা ভূতেশ্বরে তু যঃ । পূজয়ে-
দেবমীশানং স বাহ্যভাস্তরঃ শুচিঃ ॥ ১৩ ॥ তত্র
স্থানে তু যে নিত্যং ধ্যানয়তি পরমং পদম্ । স্বপ্নং
চাতৌল্লিখং নিত্যং তে ধন্তা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥
মুক্তিতীর্থং তু ততীর্থং সর্বতীর্থেষু স্তমম্ । দর্শনা-
দেব যশ্চৈব পাপং যাতি মহৎক্ষয়ম্ ॥ ১৫ ॥ জায়ন্তে
পূজয়া বাজ্যং তত্র স্তমম্ মহেশ্বরম্ । জপেন পাপ-
সংস্কার্ধানেনানন্ত্যমশ্রুতে ॥ ১৬ ॥ ও জ্যোতিঃ-
স্বরূপমনাদিমধ্যমভূৎপাদ্যমানমভুচ্চার্যমাণাক্ষরম্ ।
সর্বভূতাস্থিতং শিবং সর্বযোগেশ্বরং সর্বলোকেশ্বরং

কেননা ইহা শ্রয়ং শ্রয়ন্তুর বাক্য । অতএব সর্ব
প্রযত্নে আগ্নেয় স্নানই আচরণ করিবে । ১—৯ ।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি যে আগ্নেয়,
বাক্রণ, ব্রাহ্ম্য, বায়ব্য ও দিব্য এই কয়েকটি স্নানের
উল্লেখ করিলেন, ইহা কি? আমার বড়ই কৌতুহল
হইতেছে, অতএব শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি ।
মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পাণ্ডবসত্তম ! ভাস্মগ্নানের
নাম আগ্নেয়, অবগাহনস্নান বাক্রণ, “আপো হি ষ্ঠা”
ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা যে স্নান, তাহার নাম ব্রাহ্ম্য,
গোরজ দ্বারা যে স্নান, তাহার নাম বায়ব্য, আর
স্বর্ঘ্যকরস্পর্শে যে স্নান, তাহার নাম দিব্য
স্নান; স্নানগণনায় ইহাই পঞ্চম স্নান । আগ্নেয়
স্নান সর্বাধিক স্নানের শ্রেষ্ঠ । অতএব যে নর সর্ব
প্রযত্নে ভূতীশ্বর তীর্থে ভাস্মগ্নান করিয়া দেবেশ
ঈশানের পূজা করে, তাহার বাহ ও আভ্যন্তর
শুচি হয় । ঋষিরা এইস্থানে বিভূর স্বপ্ন অতৌল্লিখ
পরম পদ সতত ধ্যান করেন, তাঁহারা ইহ সংসারে
ধন্ত, সংশয় নাই । এই তীর্থ সর্বতীর্থোত্তম ও
মুক্তিতীর্থ বলিয়া অভিহিত । ইহাঃ দর্শনমাত্রেই
পাপ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় । এখানে
মহেশ্বর স্তব করিয়া পূজা করিলে মানবের
রাজ্যলাভ, জপে পাপসংস্কৃতি এবং ধ্যানে
অনন্ত ফললাভ হয় । হে রাজন্ ! শঙ্কর জ্যোতিঃ-
স্বরূপ, আদি মধ্য ও অন্তহীন । তিনি অমৃতপদ্য-

মোহশোকহীনঃ মহাজ্ঞানগম্যম্ । ১৭ । তত্র তীর্থে তু
যো গচ্ছা স্নানং কুর্ধ্যাদ্রেশ্বর । অশ্বমেধস্ত যজ্ঞস্ত
কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ । এবহুতং ন জানন্তি
মোক্ষাপেক্ষনিকানরাঃ । ১৮ ।

ইতি ত্রীকান্দে তৃতীয়ারতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ
নাম সপ্তসপ্তত্যধিকশততমো
অধ্যায়ঃ । ১৭৭ ।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততমো অধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্তু রাজেন্দ্র
গঙ্গাবাহকমুত্তমম্ । নর্যদায়াঃ মহাপুণ্যং ভৃগুতীর্থ-
সমীপতঃ । ১ । তত্র গঙ্গা মহাপুণ্যা চচার বিপুলঃ
তপঃ । পুরা বর্ষশতং সাগ্রং পরমং ব্রতমাশ্রিতা ।
ধ্যাত্বা দেবং জগদ্যোনিং নারায়ণমকল্মষম্ । আত্মানং
পরমং ধাম সন্নি২স জগতীপতে । ৩ । ততো
জনাদিনো দেব আগত্যোদমুবাচহ । ৪ । বিষ্ণুর্বাচ ।
তপসা তব ভূষ্টোহং মৎপাদানুজসম্ভবে । মন্তঃ
মান, অক্ষর ও অলুচ্চার্যমান; সর্বযোগেশ্বর
শিব সকল প্রাণীতেই অবস্থিত, তিনিই অখিল
লোকের ঈশ্বর ও শোকমোহহীন; মহাজ্ঞান দ্বারাই
তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। হে নরেশ! যে নর
এই তীর্থে গমন করিয়া স্নান করে, তাহার
অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়। মোক্ষাপেক্ষী নরগণ
এ ক্ষেত্রের এবংবিধ প্রভাব বিদিত নহে। ১০-১৮ ।

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৭

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর
অনুত্তম গঙ্গাবাহক তীর্থে গমন করিবে। এই
মহাপুণ্য তীর্থ নর্যদাতারে ভৃগুতীর্থের সন্নিধানে
বিদ্যমান। পূর্বকালে মহাপুণ্যা গঙ্গা এই
স্থানে পরম ব্রত অবলম্বনপূর্বক কিঞ্চিদাধক
শতবৎসর উগ্র তপস্বী করিয়াছিলেন। হে জগতী-
পতে! জাহ্নবী জগদ্যোনি নিষ্কল্মষ পরমধাম
আত্মরূপী নারায়ণকে ধ্যান করিতে লাগি-
লেন; ধ্যানমাত্রে জনাদিন জাহ্নবীসমীপে আগ-
মনপূর্বক বলিতে লাগিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—
দেবি! তুমি আমার পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূত
হইয়াছ; এক্ষণে আমি তোমার তপস্বায় সমুপ্ত

কিমিচ্ছসে দেবি ত্রিহি কিং করবাণি তে । ৫ ।
গঙ্গোবাচ । স্বংপাদকমলাদ্রষ্টা গঙ্গা সহচরী
বিভো । যদৃচ্ছয়া ত্রিলোকেশ বন্দ্যমানা দিবৌ-
কসৈঃ । ৬ । নৃপো ভগীরথস্তম্মাতপঃ কৃৎস্না সুহ-
করম্ । সমারাধ্য জগন্নাথঃ শঙ্করঃ লোকশঙ্করম্ ।
৭ । অবতারয়ামাস হি মাং পৃথিব্যাং ধরণীধর ।
ময়া বৈ যুবয়োৰীক্যাদবতারঃ কৃতো ভুবি । ৮ ।
বৈষ্ণবীমিতি মাং মত্বা জনঃ সর্বঃ প্লুতো ময়ি । যে বৈ
ব্রহ্মহণো লোকে যে চ বৈ গুরুতল্লগাঃ । ৯ । ত্যাগিনঃ
পিতৃমাতৃত্যাং যে চ স্বর্গহরা নরাঃ । গোত্রা যে
মহুজা লোকে তথা যে প্রাণিহিংসকাঃ । ১০ ।
অগম্যাগামিনো যে চ হতক্যস্ত চ ভক্ষকাঃ । যে
চানুতপ্রবক্তারো যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ । ১১ ।
দেবব্রাহ্মণবিস্তানাঃ হর্ষারো যে নরাধমাঃ । দেব-
ব্রহ্মগুরুস্রীণাং যে চ নিন্দাকরা নরাঃ । ১২ । ব্রহ্ম-
শাপপ্রদস্তা যে যে চৈবান্নহনো দ্বিজাঃ । ভ্রষ্টান-
শনসন্ন্যাসনিয়তব্রতচারিণঃ । ১৩ । তথৈবাপেষ-
পেষাশ্চ যে চ স্বগুরুনিন্দকাঃ । নিষেধকা যে
দানানাং পাত্তদানপরাশ্রুখাঃ । ১৪ । ঋতুরা যে
স্বপত্নীনাং পিত্রোঃ স্নেহপরা ন হি । বান্ধবেষু
হইয়াছি, তুমি আমার নিকট কি কামনা কর?
বল—আমি তোমার কি প্রিয় করিব? গঙ্গা
কহিলেন,—হে বিভো! আমি আপনার সহচরী;
আপনারই চরণকমল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মহীমণ্ডলে
যথেষ্ট ভ্রম করিতেছি। হে ত্রিলোকেশ!
ত্রিদশবাসিগণও আমার বন্দনা করিয়া থাকেন।
ভূপতি ভগীরথ সুহৃদ্র তপস্বী করিয়া স্বর্গ হইতে
আমাকে আনয়ন করিয়াছিলেন। হে ধরণীধর!
ভগীরথ জগৎপতি লোকনাথ শঙ্করের আরাধনা
করিলে শঙ্কর আমাকে পৃথিবীতে অবতারিত
করেন। আমি আপনার ও শঙ্করের বাক্যে
ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হইয়াছি। মানবগণ আমাকে
বিষ্ণুপাদোদভবা জানিয়া আমার জলে অব-
গাহন করিতেছে। এক্ষণে ব্রহ্মঘাতী, গুরু-
তল্লগ, পিতৃ মাতৃত্যাগী, গোত্র, সর্বভূতঘাতী,
অগম্যাগামী, অভক্ষাতোজী, অনুতবাদী, বিশ্বাস-
ঘাতক, দেবব্রহ্মস্বহারী, দেব ব্রাহ্মণ গুরু ও
নারানিন্দুক ও ব্রহ্মশাপদত্ত নরাধমগণ; আত্ম-
ঘাতী, অনশন-সন্ন্যাস-নিয়ম-ব্রতভ্রষ্ট, অপেষ-
পায়ী, স্বগুরুনিন্দুক, দানে নিষেধকারী, যোগ্য-
পাত্রে দানপরাশ্রু, স্বীয় পত্নীয় ঋতুকালের অতি-
ক্রমকারী ও পিতৃস্নেহবিমুগ্ন দ্বিজগণ; দীন ও

চ দীনেষু করুণা যন্ত নাশ্চি বৈ । ১৫ । ক্ষেত্র-
সেতুভিত্তদী চ পূর্বমার্গপ্রলোপকঃ । নাস্তিকঃ
শাস্ত্রহীনঃ বিপ্রঃ সঙ্ঘ্যাবিবর্জিতঃ । ১৬ । অহতাশী
হসন্তঃ সর্কাসী সর্কবিক্রয়ী । কদধ্যা নাস্তিকা
ক্রুরাঃ কৃত্রয়া যে দ্বিজাতয়ঃ । ১৭ । পৈণ্ডিত্য রস-
বিক্রেয়াঃ সর্ককালবিনাকৃতাঃ । স্বগোত্রাঃ পরগোত্রাঃ
বা যে ভুঞ্জন্তি দ্বিজাধমাঃ । ১৮ । তে মাং প্রাপ্য
বিমুচ্যন্তে পাপসত্ত্বৈঃ সুসঙ্কিতৈঃ । তৎপাপ-
কারতত্ত্বায়া ন শর্য মম বিদ্যতে । ১৯ । তথা কুরু
জগন্নাথ যথাহং শর্য চাপুয়াম্ । এবমুক্ত্ব দেবে-
শস্তঃ প্রোবাচ জাহ্নবীম্ । ২০ । বিষ্ণুকবাচ ।
অহমত্র বসিষ্যামি গঙ্গাধরসহায়বান্ । প্রবিশন্ত
সদা রেবাং ত্বমত্রৈব চ মূর্তিনা । ২১ । মম পাদ-
তলং প্রাপ্য বহু ত্রিপথগামিনি । যথা বহুদকে কালে
নর্শদাজলসমুদ্ভূতা । ২২ । প্রারূঢ়কালং সমাসাদ্য
তবিষ্যতি জলাকুলা । প্রাব্যোভয়তটং দেবো প্রাপ্য
মামুত্তরস্থিতম্ । ২৩ । প্রাবিষ্যতি তোয়েন যদা-

বাহুবে অকরুণ, ক্ষেত্র ও সেতুভিত্তদী, প্রাচীন পথ-
বিলোপী, নাস্তিক, শাস্ত্রহীন ও সঙ্ঘ্যাবিবর্জিত
দ্বিজ ; এবং যে দ্বিজ হতাশনে আত্মিত প্রদান না
করে, সর্কদা অসন্তুষ্ট, সর্কছুক, সর্কবিক্রয়ী, যে
সকল দ্বিজাতি, কদধ্য, নাস্তিক, ক্রুর, কৃত্রয়, পিণ্ডন,
রসবিক্রয়ী আর যে দ্বিজাতিগণ কোন কালেই
ক্রিয়াবান্ নহে, ভোগবিষয়ে যাহাদের স্বগোত্রা-পর-
গোত্রা বিচার নাই—এরূপ রাশি রাশি পাপযুক্ত
নরাধমগণও আমার জলে অবগাহন করিয়া নিম্পাপ
হইতেছে । আমি তাহাদের পাপরূপ ক্ষারে দগ্ধ
হইতেছি, আমার কোনরূপেই কুশল হইতেছে না ।
হে জগৎপতে ! যাহাতে আমার মঙ্গল হয়, আপনি
তাহার উপায় করুন । দেবেশ বিষ্ণু জাহ্নবীর
এবংবিধ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিতে
লাগিলেন ! বিষ্ণু বলিলেন,—আমি গঙ্গাধরের
সহিত সতত এই রেবার উত্তরতীরে বাস করিব
তুমি মূর্তিমতী হইয়া এই নর্শদানীরে প্রবেশ কর ।
হে ত্রিপথগে ! তুমি আমার পাদতলে প্রবাহিত
হও, বর্ষাকালে রেবা যখন নীরসস্তারে পূর্ণ হইবে,
তখন রেবার কূল জলাকুল হইয়া যাইবে ; সে
সময় দেবী নর্শদা উভয় কূল জলে প্রাবিত করত
আমার সমীপে উপনীত হইবে । তখন আমি
করে শঙ্খধারণপূর্বক রেবার উত্তর তীরে বিরাজ
করিব, রেবাও আমাকে তদীয় নীরপ্রবাহে প্রাবিত

শঙ্খঃ করে স্থিতম্ । তদা পর্কশতোদযুক্তং বৈষ্ণবং
পর্কসংজ্ঞিতম্ । ২৪ । ন তেন সদৃশং কিঞ্চিদ-
ব্যতীপাতাদিসংক্রমম্ । অয়নে হে চ ন তথা পুণ্যাৎ
পুণ্যতরং যথা । ২৫ । তস্মিন্ পর্কণি দেবেশি
শঙ্খং সংস্পৃশ্য মানবঃ । জ্ঞানমাচরতে তোয়ে
মিশ্রে গাঙ্গেয়নার্মদে । ২৬ । পুণ্যাৎ স্বশেষপুণ্যানাং
মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ । বিষ্ণুনা বিধতো যেন
তস্মাচ্ছাস্তিঃ প্রচক্রমে । ২৭ । তত্রাস্তং পাপ-
সজ্জন্ত ক্রবমাপ্নোতি মানবঃ । শঙ্খোদ্ধারে
নরঃ স্নাত্ব তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ । ২৮ । তৃণান্তে
দ্বাদশাদানি সিদ্ধিঞ্চ সার্ককামিকৌম্ । গঙ্গাবহে তু
যঃ স্নাত্ব শঙ্খোদ্ধারে প্রদাস্ততি । ২৯ । তেন
পিওপ্রদানেন নৃত্যন্তি পিতরস্তথা । শঙ্খোদ্ধারে
নরঃ স্নাত্ব পূজয়েৎকলকেশবো । ৩০ । রাজৌ জাগ-
রণং কৃতা শুদ্ধো ভবতি জাহ্নবি । যদ্বং লোককৃতং
কর্ম মন্তসে ভুবি হুঃসহম্ । ৩১ । তস্মিন পর্কণি
তৎসর্কং তত্র স্নাত্ব ব্যাণোহয় । এবমুক্ত্ব নরশ্রেষ্ঠ
বিষ্ণুচাস্তরধীয়ত । ৩২ । তদাপ্রভৃতি ততীর্থং গঙ্গা-

করিবে । যৎকালে এই ব্যাপার সংঘটিত হইবে,
সেই দিন একটি বৈষ্ণব পর্ক । এই পর্ক পুণ্য হই-
তেও পুণ্যতর ও ইহা অস্তান্ত শত পর্কের তুল্য ;
ব্যতীপাত, সংক্রান্তি এবং উত্তর ও দক্ষিণ অয়ন
এই পর্কের সমান নহে । হে দেবেশি ! মানব
ঐ বিষ্ণু পর্কদিনে শঙ্খস্পর্শ করিয়া রেবা-গঙ্গা-
সঙ্গমনীরে জ্ঞান করিবে । অবগাহন জ্ঞানকালে পাঠ
করিবে যথা—“হে শঙ্খ ! তুমি পুণ্যানিচয় মধ্যে
পুণ্য, অশেষ মঙ্গলের মঙ্গল, বিষ্ণু তোমাকে
ধারণ করিয়াছেন, অতএব আমাকে শাস্তি প্রদান
কর ।” মানব এইরূপ করিলে নিঃশেষরূপে
তাহার পাপরাশি বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই ।
যে মানব শঙ্খোদ্ধারে জ্ঞান করিয়া পিতৃদেবগণের
তর্পণ করে, তদীয় পিতৃগণের দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি
হয় আর তর্পণকারীও সর্ককামিকৌ সিদ্ধিলাভ
করে । যে নর শঙ্খোদ্ধারের গঙ্গাপ্রবাহতীর্থে
পিতৃগণের পিণ্ডদান করে, পিণ্ডদানপ্রভাবে
তদীয় পিতৃগণ নৃত্য করিয়া থাকেন । মানব
শঙ্খোদ্ধারে জ্ঞান করিয়া বল-কেশবের পূজা ও
রাজজাগরণ করিলে শুদ্ধিলাভ করে । হে
জাহ্নবি ! যদি লোককৃত কর্ম তোমার হুঃসহ
বলিয়া মনে হইয়া থাকে, তবে এই বিষ্ণুপর্কাহে
শঙ্খোদ্ধারে অবগাহন কর, তোমাব অধিল পাপ

বাহকমুত্তমম্ । ব্রহ্মাদৈব্যবিত্তিত্তাত পারম্পর্য-
ক্রমাগতৈঃ । ৩৩ । তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা ভক্তি
ভাবেন ভারত । গঙ্গাতীর্থে তু স স্নাতঃ সমস্তেষু
ন সংশয়ঃ । ৩৪ । তত্র তীর্থে মৃতানাং তু নরাণাং
ভাবিতান্নানাম্ । অনিবর্তিকা গতিস্তেষাং বিষ্ণু-
লোকাৎ কদাচন । ৩৫ ।

ইতি শ্রীকান্দে গঙ্গাবাহকতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ

নামাষ্টসপ্তত্যাধিকশততমো-

অধ্যায়ঃ । ১৭৮ ।

একোনাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেতু রাজেন্দ্র
গৌতমেশ্বরমুত্তমম্ । সর্বপাপহরং তীর্থং ত্রি-
লোকেষু বিখ্যতম্ । ১ । গৌতমেন তপস্তপ্তং
তত্র তীর্থে যুধিষ্ঠির । দিব্যং বর্ষসহস্রং তু ততস্তপ্তো
মহেশ্বরঃ । ২ । প্রণম্য শিরসা তত্র স্থাপিতঃ
পরমেশ্বরঃ । স্থাপিতো গৌতমেনেশো গৌতমেশ্বর
উচ্যতে । ৩ । তত্র দেবেশ গঙ্গকৈর্যাপিতঃ

দূর হইবে । হে নরোত্তম ! বিষ্ণু এই কথা
কহিয়া অন্তহিত হইলেন । তদবধি এই অনুত্তম
তীর্থ গঙ্গাবাহ নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিল । তাহা
ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ঋষিপারম্পর্য এই তীর্থের
সেবা করিয়া থাকেন । হে ভারত ! ভক্তিভাবে যে
নর এখানে গ্নান করে, তাহার গঙ্গাদি অখিল তীর্থ-
গ্নানের ফল লাভ হয়, সংশয় নাই । এই তীর্থে
মৃত ভাবিতা নরগণের বিষ্ণুলোকে অনিবর্তিকা
গতি হয়, তাহারা কদাচ বিষ্ণুলোক হইতে
প্রত্যাবর্তন করে না । ১—৩৫ ।

অষ্টসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৮ ।

উনাশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
সর্বপাপহর ত্রিলোকবিখ্যাত অনুত্তম গৌতমেশ্বর
তীর্থে গমন করবে । হে যুধিষ্ঠির ! এখানে গৌতম
দিব্য সহস্র বৎসর তপস্তাপ্ত মহেশ্বর তৃপ্তিসাধন
করিয়াছিলেন । গৌতম মহেশ্বকে মস্তক দ্বারা
প্রণাম করিয়া এখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ।
গৌতম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়া পরমেশ্বর ঈশ

পিতৃদেবতৈঃ । সম্প্রাপ্তা হ্যন্তমা সিদ্ধিরান্নাধা
পরমেশ্বরম্ । ৪ । তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ
পিতৃদেবতাঃ । পূজয়েৎ পরমীশানঃ সর্বপাপৈঃ
প্রমুচ্যতে । ৫ । বহুবহু জ্ঞানন্তি বিষ্ণুমায়াবিমো-
হিতাঃ । তত্র সন্নিহিতং দেবং শূলপাণিং মহেশ্বরম্ ।
৬ । ব্রহ্মচারী তু যো ভূত্বা তত্র তীর্থে নরেশ্বর ।
স্নাত্বা স্নেহদেবং সৌহৃদ্যমেধকনং লভেৎ । ৭ ।
ব্রহ্মচারী তু যো ভূত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ । পূজ-
য়েৎ পরমীশানং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । ৮ । তত্র
তীর্থে তু যো দানং ভক্ত্যা দদ্যাদ্ভিজাতয়ে । তদ-
ক্ষয়ফলং সন্যং নাত্র কার্য্য বিচারণা । ৯ । মাসে
চাখ্যুজে রাজন কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশীম্ । স্নাত্বা তত্র
বিব্রুনেন দীপকানাং শতং দদেৎ । ১০ । পূজয়িত্বা
মহাদেবং গঙ্গপুষ্পাদিভিনীরঃ । মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো
মৃতঃ শিবপুরং ব্রজেৎ । ১১ । অষ্টম্যাং চ চতুর্দশ্যাং
কার্ত্তিক্যাং তু বিশেষতঃ । উপোষ্য প্রয়তো ভূত্বা
ব্রহ্মেন প্রাপয়েচ্ছিবম্ । ১২ । পঞ্চগব্যেন মধুনা দধা
বা শীতবারিণা । স চ সর্বশ্র যজ্ঞশ্র ফলং প্রাপ্নোতি

লিঙ্গের নাম হয়—গৌতমেশ্বর । দেব, ঋষি,
গঙ্গার ও পিতৃদেবগণ এখানে পরমেশ্বরের আরাধনা
করিয়া অনুত্তম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । মানব
গৌতমেশ্বর তীর্থে গ্নান করিয়া পিতৃদেব ও
ঈশানের পূজা করত অখিল পাপ হইতে মুক্ত
হয় । বিষ্ণুমায়াবিমোহিত বহু মানবই, এই
তীর্থে যে শূলপাণি মহেশ্বর সন্নিহিত তাহা বিদিত
নহে । হে নরেশ ! যে নর ব্রহ্মচারী হইয়া এই
তীর্থে গ্নান ও পরমেশ্বরের পূজা করে, তাহার অশ্ব-
মেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় । আর যে মানব ব্রহ্মচার্য্য
অবলম্বনপূর্ব্বক পিতৃদেবগণের তর্পণ ও দেবেশ
ঈশানের পূজা করে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয় ।
নর ন তীর্থে ৩৬-পূর্ব্বক দ্বিজাতিকে দান করিলে,
সেই দানফল অক্ষয় হয়, এবিষয়ে বিচারণা
কর্তব্য নহে । হে রাজন ! আশ্বিনমাসের কৃষ্ণ
পক্ষীয় চতুর্দশীদিনে এখানে যথাবিধি গ্নান করিয়া
শতদ্বারক দীপদল ও গঙ্গপুষ্পাদি দ্বারা মহাদেবের
পূজা করিবে । এইরূপ করিলে নর সর্বপাপ-বিমুক্ত
হয় এবং মর্ত্য্য শিবপুরে গমন করে । অষ্টমী,
চতুর্দশী বিশেষতঃ কার্ত্তিকপূর্ণিমায় প্রযতমনা মানব
এখানে উপবাসী হইয়া যত কিংদা পঞ্চগব্য, মধু,
দধি, অমল শীতল জলদ্বারা শিবকে গ্নান করাইবে ।

মানবঃ ॥ ১৩ ॥ ভক্ত্যা তু পূজয়েৎ পশ্চাৎ স লভেৎ
কলযুক্তমম্ । বিশ্বপত্রেয়থৈশ্চ পুষ্পকল্মষকো-
ভবৈঃ ॥ ১৪ ॥ কুশাপামার্গসহিতৈঃ কন্দবজ্রোণৈজ-
রপি । মল্লিকাকরবীরৈশ্চ রক্তপীতৈঃ সিতাসিতৈঃ ॥
১৪ ॥ পুষ্পৈরন্তৈর্বথানাভং যো নরঃ পূজয়ে-
চ্ছিবম্ ॥ ১২ ॥ নৈরন্তর্যেণ যগ্নাসং যোহর্চয়ে-
দগৌতমেশ্বরম্ । সর্বান কামানবাশ্রোতি মৃতঃ
শিবপুরং ব্রজেৎ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গৌতমেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকোনানীত্যাদিকশততমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ১৭৯ ॥

অশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্নহীপাল
দশাশ্বমেধিকং পরম্ । তীর্থং সর্বগুণোপেতং মহা-
পাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ যত্র গহা মহারাজ শাস্ত্রা
সম্পূজ্য চেষ্বরম্ । দশানামশ্বমেধানাং কলং
প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । অশ্ব-
মেধো মহাযজ্ঞো বহুসম্ভারদক্ষিণঃ । অশক্যঃ

এইরূপ করিলে নর অগিল যজ্ঞফল লাভ করে ;
এবং ভক্তিভরে পূজা করিলে তাহার উত্তম যশ
লাভ হইয়া থাকে । অনন্তর অশ্ব ও বিদ্রপত্র,
উন্নতক পুষ্প (ধূতুরা) কুশ, অপামার্গ, কদম্ব, দোণ,
মল্লিকা, করবীর এবং রক্তপীতশ্বেতকৃষ্ণ অন্ত্যগ্ন
যথাপ্রাপ্ত পুষ্পদ্বারা ভক্তিভরে ভবের পূজা করিবে ।
যে যানব যগ্নাস নিরন্তর এইরূপে গৌতমেশ্বরের
পূজা করে, তাহার অখিল কামনা লাভ হয়, সে
মরিয়া শিবপুরে গমন করে । ১—১৩ ।

উনানীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৯ ।

অশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহাপাল ! অনন্তর
উত্তম দশাশ্বমেধিক তীর্থে গমন করিবে । এই
তীর্থ সর্বগুণোপেত ও মহাপাতকনাশন । হে
মহারাজ ! মানব এই তীর্থে গমন করিয়া
জ্ঞান ও মহেশ্বরের সম্যক পূজা করিলে দশ
অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করে । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা
করিলেন,—মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ বহু দ্রব্যসম্ভারসাধ্য,

প্রাকৃতৈঃ কর্তুং কথং তেষাং ফলং লভেৎ ॥ ৩ ॥
অত্যাশ্চর্য্যমিদং তব্ধং ভয়োক্তং বদতা সতা । যথা
মে জায়তে শ্রদ্ধা দীর্ঘায়ুশ্চ তথা বদ ॥ ৪ ॥ মার্কণ্ডেয়
উবাচ । ইদমাশ্চর্য্যভূতং হি গোষ্ঠ্যা পৃষ্টেন্নিয়মকঃ ।
তত্তেহহং সম্প্রবক্ষ্যামি পৃচ্ছতে নিপুণায় বৈ ॥ ৫ ॥
পুরা ব্রহ্মহো দেবেশো হ্যময়া সহ শঙ্করঃ । কদাচিৎ
পর্যটন পৃথীং নর্ম্মদাতটমাস্রিতঃ ॥ ৬ ॥ দশাশ্বমেধিকং
তীর্থং দৃষ্ট্বা দেবো মহেশ্বরঃ । তীর্থং প্রত্যঞ্জলিঃ
বদ্ধা নমস্কৃত্য ত্রিলোচনঃ ॥ ৭ ॥ কৃতাজলিপুটং
দেবং দৃষ্ট্বা দেবৌদমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥ দেব্যাবাচ ।
কিমেতদেবদেবেশ চরাচরনমস্কৃত । প্রহ্বনম্রাজলিঃ
বদ্ধা ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৯ ॥ এতদাশ্চর্য্যমতুলং
সর্বং কথয় মে প্রভো ॥ ১০ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
প্রত্যক্ষং পশু তীর্থস্থ ফলং মা বিস্মিতা ভব ।
বিয়ংস্থা মে ভুবিস্থস্ত ফলং দেবি স্থিরা ভব ॥ ১১ ॥
এবমুক্তা তু দেবেশো গৌরবর্ণো দ্বিজোহভবৎ ।

এই যজ্ঞের দক্ষিণাও বহু ; প্রাকৃত ব্যক্তির ইহা
সম্পাদন করিতে সমর্থ নহে । মানবগণ কিরূপে
এই বিপুল ফলপ্রদ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ
করে ? আপনি যাহা বলিলেন, এ তত্ত্ব অতীব
অদৃষ্ট । এক্ষণে যাহাতে আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয়,
আপনি দীর্ঘজীবী, তাহা বলুন । মার্কণ্ডেয় কহি-
লেন,—ইহা অতি আশ্চর্য্য কথা ! গৌরো
দ্বাদককে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; তুমি
নিপুণ জিজ্ঞাসু, অতএব সংক্ষেপে ইহা আমি
তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি । পূর্বে দেবেশ
শঙ্কর একদা উমার সহিত রমবাহনে পৃথিবী
পর্যটন করিতে করিতে নর্ম্মদাতটে উপনীত হন
এবং ত্রিলোচন মহেশ নর্ম্মদাতটে এই দশাশ্বমেধিক
তীর্থ দর্শন করিয়া অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক এই তীর্থকে
প্রণাম করেন । দেবী ত্রিলোচনকে বদ্ধাজলি
অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন । দেবী
বলিলেন,—দেবেশ ! এ কি করিতেছেন ? আপনি
চরাচরনমস্কৃত, আপনি কাহার উদ্দেশে বিনয়নম্র
হইয়া পরম ভক্তিভরে অঞ্জলি বন্ধন করিলেন ?
হে প্রভো ! ইহা বড়ই বিস্ময়কর ; আপনি এবিষয়ে
অখিল ব্রহ্মা আমার নিকট কীর্তন করুন ।
১—১০ । ঈশ্বর কহিলেন,—বিস্মিতা হইও
না, তীর্থফল প্রত্যক্ষ অবলোকন কর । হে দেবি !
তুমি বিমানেই অবস্থিতা হও, আমি ক্ষণকালের
জন্ত ভূমিতে অবতরণ করিতেছি । দেবেশ

ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠো জটিলঃ শুকো ধমনিসম্ভবঃ । ১২ ।
উপবিশ্ত ভুবঃ পৃষ্ঠে স্তম্বরঃ মস্তমুচ্চরন্ । ক্রমপ্রিয়ো
মহাদেবো মাধুর্যেণ প্রমোদয়ন্ । ১৩ । শ্রদ্ধা ভাঃ
মধুরাঃ বাণীঃ স্বয়ং দেবেন নির্মিতাম্ । সস্ত্রাস্তা
ব্রাহ্মণাঃ সর্বে স্নাতুং যে তত্র চাগতাঃ । ১৪ । নিত্য-
ক্রিয়া চ সর্বেষাং বিস্মৃতা ঋতিবিভ্রমাৎ । তং
দৃষ্ট্বা পঠমানস্তু ক্ষুৎক্ষিপাসাভিপীড়িতম্ । ১৫ ।
দ্বিজো স্তমস্তয়ং কশ্চিদ্ভুক্ত্য তং ভোজনায় বৈ ।
প্রসাদঃ ক্রিয়তাং ব্রহ্মন্ ভোজনায় গৃহে মম । ১৬ ।
অদ্য মে সকলঃ জন্ম হৃদ্য মে সকলাঃ ক্রিয়াঃ ।
সর্গান্ কামান্ প্রদাস্ত্যন্তী ত্রীতা মেহদ্য পিতামহাঃ ।
১৭ । অয়ি ভুক্তে দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রসাদ ইদং ক্রবং মম ।
এবমুক্তো মহাদেবো দ্বিজরূপধরস্তদা । ১৮ ।
প্রহস্ত প্রত্যাবাচেদং ব্রাহ্মণং শ্লক্ণয়া গিরা । ময়া
বর্ষসহস্রং তু নিরাহারং তপঃ কৃতম্ । ১৯ । ইদানীং
তু গৃহে তস্ত করিবো দ্বিজসত্তম । দর্শাভিসার্জি-
মৈধৈশ্চ যেনেষ্ঠং পারণং তথা । ২০ । ইত্যুক্তো

শঙ্কর এইরূপ কহিয়া ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ শীর্ণ জটিল গৌরবর্ণ
দ্বিজরূপ ধারণ করিলেন । তাঁহার শরীরের বিকৃত
শিরাসমূহ দৃষ্ট হইতে লাগিল । অনন্তর দ্বিজরূপী
শঙ্কর ভূপৃষ্ঠে উপবৃষ্ট হইয়া সুন্দর মস্ত উচ্চারণ
করিলেন । তাঁহার সেই বরক্রমযোগযুক্ত মাধুর্যময়
মস্তকদে সমস্ত প্রমোদিত হইল । তৎকালে যে সকল
দ্বিজ স্নানার্থ তথায় আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা
দেববদননিঃসৃত সেই মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া
সস্ত্রাস্ত হইলেন । তাঁহাদের ঋতিবিভ্রম ঘটিল ।
তাঁহারা নিত্য ক্রিয়াকলাপ ভুলিয়া গেলেন । তখন
তীর্থস্নায়ী জনৈক দ্বিজ তাঁহাকে ক্ষুৎক্ষিপাসাভিপীড়িত
ও মস্তপাঠরত দেখিয়া ভোজনার্থ ভক্তিপূরক
তাঁহাকে নির্মমিত করিলেন ; বলিলেন,—ব্রহ্মণ
আপনি প্রসন্ন হইয়া ভোজনার্থ আমার গৃহে আগমন
করুন । আজ আমার জন্ম ও ক্রিয়াকলাপ সফল
হইল । হে দ্বিজসত্তম ! প্রসন্ন হউন, যদি আপনি
আজ আমার গৃহে ভোজন করেন, তবে মদীয়
পিতামহগণ নিশ্চিতই আমাকে অখিল অতীষ্ট
প্রদান করিবেন । দ্বিজরূপবানী হর দ্বিজ কর্তৃক
নির্মমিত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং মনোজ
বাক্যে দ্বিজকে বলিলেন,—আমি নিরাহারে
থাকিয়া সহস্র বৎসর তপস্তা করিয়াছি, হে দ্বিজ-
সত্তম ! আমি দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছি, আমি
সম্প্রতি তাঁহারই গৃহে পারণ করিব । দেব-

দেবদেবেন ব্রাহ্মণো বিশ্বম্ভাষিতঃ । উত্তমাক্ষঃ
বিধ্বন বৈ জগাম স্বগৃহং প্রতি । ২১ । এবং তে
বহবো বিপ্রাঃ প্রত্যাখ্যাতে নিমন্ত্ৰণে । পুরাণার্থ-
মজানস্তো নাস্তিকা বহবো গতাঃ । ২২ । অথ
কশ্চিদ্বিজো বিদ্বান্ পুরাণার্থস্তা তদ্বিৎ । দেবঃ
নিমন্ত্ৰয়ামাস দ্বিজরূপধরং শিবম্ । ২৩ । তথৈব
সোহপি দেবেন প্রোক্তঃ স প্রাহ তং পুনঃ । মনসা
চিন্তয়িত্বা তু পুরাণোক্তং দ্বিজোত্তমঃ । ২৪ । স্মৃতি-
বেদপুরাণেষু যজ্ঞকং তদ্বথা ভবেৎ । ইতি নিশ্চিত্য
তং বিশ্রব্ধাচ প্রহসারিব । ২৫ । ভো ভো বিপ্র
প্রতীক্ষ্য যাবদাগমনং পুনঃ । ইত্যুক্তা তু দ্বিজো
গঙ্গা দশাশ্বমেধকঃ পরম্ । ২৬ । স্নানং মৃদালস্ত-
নাদি কৃত্ব তেন দ্বিজয়না । জপং শ্রাদ্ধং তথা দানং
কৃত্বা ধর্ম্মানুসারতঃ । ২৭ । সঙ্কল্প্য কপিলাং
তত্র পুরাণোক্তবিধানতঃ । সমায়াবরিতং তত্র
যদ্যামো তিষ্ঠতে দ্বিজঃ । ২৮ । অথাগত্য দ্বিজঃ
প্রাহ বাজিনেবঃ কৃতো ময়া । উত্তিষ্ঠ মে গৃহং
রম্যং ভোজনার্থং হি গম্যতাম্ । ২৯ । ইত্যুক্তঃ

দেব এইরূপ কহিলে সেই দ্বিজ বিস্মিত হইলেন
ও কিঞ্চিৎ শিরঃসঞ্চালনপূর্বক স্বগৃহে চলিয়া গেলেন ।
এইরূপে অনেক দ্বিজই তাঁহাকে নিমন্ত্রিত করিলেন,
কিন্তু একে একে সকলেই প্রত্যাখ্যাত হইতে লাগি-
লেন । এই সকল দ্বিজ পুরাণের অর্থ যথার্থ বিদিত
নহেন । এইরূপে বহু নাস্তিকই অকৃতকার্য হইয়া
ফিরিয়া গেলেন । অনন্তর একদা পুরাণার্থতদ্বিৎ
জনৈক বিদ্বান্ দ্বিজ দ্বিজরূপী হরের নিমন্ত্ৰণ করি-
লেন । দেব শঙ্করও পুরোক্ত বাক্যের পুনরাবৃতি
করিলেন । দেবের বাক্যাবসানে সেই দ্বিজবরের
মনে পুরাণবাক্য স্মরণ হইল । তিনি ভাবিলেন—
স্মৃতি বেদ ও পুরাণে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা
নিশ্চয়ই সত্য । তিনি এইরূপে পুরাণাদিবাক্যে কৃত-
নিশ্চয় হইয়া হাসিতে হাসিতে সেই দ্বিজরূপী দেবকে
বলিলেন ;—হে বিপ্র ! আমি যতক্ষণ প্রত্যাগমন
করি, ততকাল এইস্থানে প্রতীক্ষা করুন । দ্বিজ
দেবকে এইরূপ বলিয়া পরম তীর্থ দশাশ্বমেধে
গমনপূর্বক ধর্ম্মানুসারে স্নান, আলস্তন, জপ, শ্রাদ্ধ,
ও দান করিলেন এবং পুরাণোক্ত বিধি অনুসরণ
করত সঙ্কল্পপূর্বক কপিলা দান করিয়া সস্তর সেই
দ্বিজের সমীপে উপস্থিত হইলেন । আসিয়া দ্বিজকে
কহিলেন,—আমি দশবাজিমে যজ্ঞ করিয়াছি,
গাজোখান করুন, আমার মনোজ গৃহে ভোজনার্থ

শঙ্করস্বেন ব্রাহ্মণেনাতিবিস্মিতঃ। উবাচ ব্রাহ্মণঃ
দেব ইদানীং হুমিতো গতঃ ॥ ৩০ ॥ দ্বিজবর্ষ্য কথং
চেষ্টো দশ যজ্ঞা মহাধনাঃ ॥ ৩১ ॥ দ্বিজ উবাচ।
ন বিচারয়্যা কার্য্যঃ কৃতা যজ্ঞা ন সংশয়ঃ। যদি
বেদাঃপ্রমাণং তে ভূবি দেবা দ্বিজাস্থথা ॥ ৩২ ॥ দশাশ্ব-
মেধিকং তীর্ণং তথা সত্যং দ্বিজোত্তম। যদি বেদ-
পুরাণোক্তং বাক্যং নিঃসংশয়ং ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥
তদা প্রাপ্তং ময়া সর্বং নাত্র কার্য্যো বিচারণা। এব
মুক্তস্ত দেবেশ আস্তিক্যং তত্ত্ব চেতসঃ ॥ ৩৪ ॥
বিমুগ্ধ বহুভিঃ কিকিচ্ছুরং ন প্রাপ্যত জগাম
তদগৃহং রম্যং পঠন ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩৫ ॥
সম্প্রাপ্তং তং দ্বিজং ভক্ত্যা পাদাশ্রয়েণ তমর্চয়েৎ।
বড়ুরসং ভোজনং তেন দত্তং পশু দৃশ্বথা বনি ॥ ৩৬ ॥
ততো ভুক্তে মহাদেবে সস্রদেবময়ে শিবে। পুষ্প-
বৃষ্টিঃ পপাতান্ত গগনান্তস্তা মূর্চ্চনি। তস্তাস্তিক্যং
তু সংলক্ষ্য ভূষ্টঃ প্রোবাচ শঙ্করঃ ॥ ৩৭ ॥ ঈশ্বর

উবাচ। কিং তেহ্য ক্রিয়তাং ক্রহি বরদোহং
দ্বিজোত্তম। অদেয়মপি দাস্তামি একচিন্তস্ত তে
শ্রবম্ ॥ ৩৮ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। যদি প্রীতোহসি মে
দেব যদি দেযো বরো মম। অস্মিংস্তীর্ণে মহাদেব
স্বাতব্যাঃ সস্রদৈস্ব হি ॥ ৩৯ ॥ উপকারায় দেবেশ
এব মে বর উত্তমঃ। এবমুক্তস্ত দেবেন আক-
রোহ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৪০ ॥ গন্ধর্বাঙ্গরঃসদাধঃ
বিমানঃ সাধকামিকম্। পূজ্যমানো গতস্তত্র যত্র
লোকা নিরাময়াঃ ॥ ৪১ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ।
এতদাশ্চর্য্যমহুলং দৃষ্ট্বা দেবী শ্রুত্বিস্মিতা। বিস্ময়োৎ-
কল্লনমনা পুনঃ পপ্রচ্ছ শঙ্করম্ ॥ ৪২ ॥ পার্শ্বত্যা-
বাচ। কথমেতত্ত্ববেৎ সত্যং যত্রেদমসমঞ্জসম্।
গ্নানঃ কুর্মান্তি বহবো লোকা হস্ত মহেশ্বর ॥ ৪৩ ॥
তেষাং তু স্বর্গগমনং যথৈস্ব স্বর্গভিঃ গতঃ। কথমে-
তৎ সমাচক্ষু বিস্ময়ঃ পরমো মম ॥ ৪৪ ॥ এতচ্ছূহা
তু দেবেশঃ প্রহসন প্রভৃবাচ তাম্। বেদবাক্যে
পুরাণার্থে স্মৃত্যর্থো দ্বিজভাষিতে ॥ ৪৫ ॥ বিস্ময়ো হি ন

সমাগত হইল। বিপ্র কষ্টক এইরূপে কথিত
হইয়া শঙ্কর অতীব বিস্ময়ভাব প্রকাশ করত সেই
বিপ্রকে কহিলেন,—এইমাত্র আপনি এস্থান হইতে
প্রস্থিত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে পশুদান করিলেন,
হে দ্বিজবর্ষ্য! বাজিমেধ যাগ ব্রতবনমাত্রা, আপনি
কি করিয়া এত অল্প কালমধ্যে দশগুণ অর্থনৈব
সম্পন্ন করিলেন? দ্বিজ উত্তর করিলেন—আমি
নিঃসংশয় দশাশ্বমেধ সম্পন্ন করিয়াছি, আপনি এ
বিষয়ে বিচারণা করিবেন না। হে দ্বিজোত্তম! যদি
ভূতলে দেব, দ্বিজ ও বেদ প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত,
তবে দশাশ্বমেধিক তীর্ণের সত্যতা নিশ্চিত; যদি
বেদ ও পুরাণবাক্য সত্য হয়, তবে নিশ্চিতই
আমার দশাশ্বমেধ কৃত হইয়াছে, এবং যথেষ্ট আপনার
বিচারণা কর্তব্য নহে। অনন্তর দেবেশ শঙ্কর সেই
দ্বিজহৃদয়ের আস্তিক্য সম্বন্ধে বহু বিতর্ক করি-
লেন, অনেক বিচার করিয়াও তাঁহার বাক্যের
উত্তর দানে সমর্থ হইলেন না। তিনি ব্রহ্মসূত্র
পাঠ করিতে করিতে ব্রাহ্মণের রম্য ভবনে উপ-
নীত হইলেন। দ্বিজও ভক্তিপূরক পাদার্ঘ্যাদি
দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া বড়ুরসযুক্ত তক্ষ্য-
ভোজ্য যথাবিধি প্রদান করিলেন। অনন্তর
সর্বদেবময় শিবের ভোজনব্যাপার সম্পন্ন হইলে
দ্বিজমস্তকে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত
হইল। শঙ্করও তাঁহার আস্তিক্যবুদ্ধি দর্শনে সন্তুষ্ট

হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ১১—৩৭। ঈশ্বর
কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! আমি বরদ, বলুন অদ্য
আপনার কোন প্রিয়কাব্য করিব? আপনি
আমার প্রতি একচিন্ত, অদেয় হইলেও অদ্য
আপনার অশীষ্ট প্রদান করিব। ব্রাহ্মণ বলিলেন,
—দেব! যদি আমার প্রতি প্রীতি হইয়া থাকেন,
আর যদি আমাকে বরদান করেন, তবে হে মহা-
দেব! পরিতোষ আপনি সক্ষম এই তীর্ণে বাস
করুন। ইহাষ্ট আমার প্রার্থনীয় উত্তমবর। দেব-
দেব বলিলেন, তাহাই হউক। তৎক্ষণে দ্বিজোত্তম
সাধকামদ বিমানে আরোহণ করিলেন। গন্ধর্ব ও
অঙ্গরোগণ তদীয় বিমানের সদাধরূপ হইল।
তিনি পূজ্যমান হইয়া নিরাময় লোকে গমন করি-
লেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—দেবী এই অতুল
আশ্চর্য্যকর ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন,
বিস্ময়ে তাহার লোচনযুগল উৎক্লম্ব হইল। তিনি
পুনরায় শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পার্শ্বতী
কহিলেন,—এ কথা সত্য হইল কিরূপে? ইহাতে যে
অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে? হে মহেশ্বর!
এখানে ত অনেক নরই জ্ঞান করে, তবে তাহারাও
কি স্বর্গলাভ করিয়াছে? এবিষয়ে আমার পরম
বিস্ময় জন্মিয়াছে। অতএব কিরূপে ইহার সাম-
ঞ্জস্য হয়, তাহা বলুন। দেবীর বাক্য শ্রবণে
দেবেশ হস্তপূরক উত্তর করিলেন,—বেদবাক্যে,

কর্তব্যো হুমানঃ হি তত্তথা । অসম্ভাব্যঃ হি
লোকানাং পুরাণে যৎপ্রগীষতে ॥ ৪৬ ॥ যদি দক্ষঃ
পুরস্কৃত্য লোকাঃ কুর্ষন্তি পার্শ্বতি । তন্মায় সিদ্ধি-
রেতেষাং ভবতোকো ন বিস্ময়ঃ ॥ ৪৭ ॥ নাস্তিকা
স্তিরমর্যাদা যে নিশ্চয়বহিষ্কৃতাঃ । তেষাং সিদ্ধির্ন
বিদ্যেত আস্তিক্যাস্তবতে ঐবম্ ॥ ৪৮ ॥ ঋহা-
থানমিদং দেবী ববন্দে তীর্থমুত্তমম্ । সর্বপাপ-
হরং পুণ্যং নর্যদায়াং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৪৯ ॥ মার্ক-
ণ্ডেয় উবাচ । দশাশ্বমেধং রাজেন্দ্র সন্নতীর্থো-
ত্তমোত্তমম্ । তীর্থং সর্বগুণোপেতং মহাপাতক-
নাশনম্ ॥ ৫০ ॥ তত্রাগতা মহাভাগা স্নাতুকামা
সরস্বতী । পুণ্যানাং পরমা পুণ্যা নদীনামুত্তমা
নদী ॥ ৫১ ॥ নামমাত্রেণ যন্তাস্ত সর্বপাপৈঃ প্রমু-
চ্যতে । স্নাতাস্তত্র দিব্যং যান্তি যে যতাস্তেহপুন-
র্ভবাঃ ॥ ৫২ ॥ দশাশ্বমেধে সা রাজর্ষিতা ব্রহ্ম-
চারিণী । আরাধয়িত্বা দেবেশং পরং নির্দ্বিগমা-
গতা ॥ ৫৩ ॥ কালুষাং ব্রহ্মসমুত্তা সংবৎসর

সমুত্তবম্ । প্রকালয়িতুমায়ান্তি দশম্যামাশ্বিনস্ত
চ ॥ ৫৪ ॥ উপোষা রজনীঃ তাং তু সম্পূজ্য
ত্রিপুরাস্তকম্ । রাজর্ষিকন্যা যান্তি ষোড়শে
শান্তং পদম্ ॥ ৫৫ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । সরস্বতী
মহাপুণ্যা নদীনামুত্তমা নদী । দশাশ্বমেধমায়ান্তি
স্নাতুং সংবৎসরে সদা । কিমধিকাং ভবেত্তীর্থং
দশম্যং তত্র শংস মে ॥ ৫৬ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ ।
রাজর্ষাশ্বযুজে মাসি দশম্যং তদ্বিশিষ্যতে । পার্শ্ব-
বেষু চ তীর্থেষু সর্বেষেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫৭ ॥
দশাশ্বমেধিকে রাজর্ষিত্যং হি দশমী শুভা ।
বিশেষাদাশ্বিনে শুক্লা মহাপাতকনাশিনী ॥ ৫৮ ॥
তস্মাৎ স্নাত্বার্চয়েদেবানুপবাসপরায়ণঃ । শ্রাদ্ধং
কৃৎবা বিধানেন পশ্চাৎ সম্পূজয়েচ্ছিবম্ ॥ ৫৯ ॥
তত্রস্নাত্বা পূজয়েদেবীং স্নাতুকামাং সরস্বতীম্ ।
নমো নমস্তে দেবেশি ব্রহ্মদেহসমুত্তবে ॥ ৬০ ॥
কুরু পাপক্ষয়ং দেবি সংসারান্নাং সমুদ্রয় । গন্ধ-
ধূপৈশ্চ সম্পূজ্য হর্ষয়িত্বা পুনঃপুনঃ ॥ ৬১ ॥ দশ

পুরাণ ও স্মৃতিতত্ত্বে এবং দ্বিজবাক্যে বিস্মিত
হওয়া উচিত নহে । পরন্তু যাহা অনুমানসিদ্ধ,
তাদৃশ বাক্যেও অবিশ্বাস করিবে না । পুরাণে
যাহা বর্ণিত হইয়াছে, লোকসমাজে তাহা অসম্ভব
বলিয়া প্রতিপন্ন হয় । হে পার্শ্বতি ! যাহাদের
বুদ্ধি দৈবভাবযুক্ত, সিদ্ধি লাভ তাহাদের ঘটে না,
একনিষ্টেরই সিদ্ধিলাভ হয়, এ বিষয়ে বিস্মিত
হওয়া কর্তব্য নহে । যাহারা নাস্তিক, তিরমর্যাদ
এবং নিশ্চয়ান্বিত্য বুদ্ধি যাহাদের হৃদয় হইতে
বহিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সিদ্ধিলাভ হয় না ।
আস্তিক্য হইতেই নিঃসংশয় সিদ্ধিলাভ হয় । দেবী
এই আখ্যান শ্রবণ করিয়া নর্যদাতারবত্তী পুণ্য
পাপহর অমুত্তম দশাশ্বমেধিকতীর্থের বন্দনা করি-
লেন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! দশাশ্ব-
মেধ সন্নতীর্থোত্তম, সর্বগুণোপেত ও মহাপাতক-
নাশন ; মহাভাগগণ এখানে স্নানার্থ আগমন
করেন । এখানে পুণ্য হইতেও পরম পুততমা
সরস্বতী বিদ্যমানা । ইহার নামোচ্চারণ
মাত্রেই সর্বপাপ বিমুক্ত হয় । মানবগণ এখানে
স্নান মাত্রেই স্বর্গগমন করে, আর তন্নৃত্যাগ
করিলে তাহাদের পুনর্জন্ম হয় না । হে রাজন্ !
ব্রহ্মসমুত্তা ব্রহ্মচারিণী সরস্বতী নিয়ত হইয়া দশাশ্ব-
মেধে দেবেশের আরাধনা করিয়া পরম নির্দ্বিগ

প্রাপ্ত হইয়াছেন । সরস্বতী সংবৎসরসঙ্কিত কালুষ্য
প্রকালনার্থ আশ্বিন মাসে দশাশ্বমেধিকে আগমন
করেন । ৩৮—৫৮ । হে রাজন্ ! যাহারা এইদিনে
উপবাসী হইয়া রজনীযোগে ত্রিপুরারির পূজা করে,
তাহারা নিম্পাপ হইয়া তৎপর দিবস শান্তপদ
প্রাপ্ত হয় । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—সরস্বতী
মহাপুণ্য নদী ; বিশেষতঃ নদীর মধ্যে উত্তমা । তিনি
কেন বৎসরান্তে দশাশ্বমেধিকে স্নানার্থ আগমন
করেন ? আর দশমী দিনে দশাশ্বমেধিকের
আধিক্য কি ? আমার নিকট কৌতুহল করুন । মার্ক-
ণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্ ! আশ্বিন মাসের
দশমী তিথিতে দশাশ্বমেধিক প্রশস্ত আর ঐ দিনই
পাখিব তীর্থনিচয়ের মধ্যে দশাশ্বমেধিক অধিক
বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে, সংশয় নাই । হে রাজন্ !
দশাশ্বমেধিকে দশমী নিত্যই শুভপ্রদা, বিশেষতঃ
এখানে আশ্বিনমাসের শুক্লা দশমী মহাপাতক-
নাশিনী । উপবাসপরায়ণ নর এই দশমী তিথিতে
উপবাসী থাকিয়া এখানে স্নান ও দেবার্চন
করিবে এবং শ্রাদ্ধ করিয়া পরে যথাবিধি শিবপূজা
করিবে । অনন্তর দশাশ্বমেধিকে স্নাতুকামা তত্রত্য
দেবী সরস্বতীকে পূজা করিবে । পূজান্তে বলিবে—
হে ব্রহ্মদেহসমুত্তবে দেবেশি ! আপনাকে নমস্কার,
নমস্কার ; হে দেবি ! আমার পাপক্ষয় করিয়া
আমাকে সংসার হইতে উদ্ধার করুন । অনন্তর

প্রদক্ষিণা দ্বা সূত্রেণ পরিবেষ্টয়েৎ । কপিলাং
তু ততো বিপ্রে দদ্যাৎসিগতমৎসরঃ ॥ ৬২ ॥ সর্ব
লক্ষণসম্পন্নঃ সর্বোপস্করসংযুতাম্ । দ্বা বিপ্রায়
কপিলাং ন শোচতি কৃতাকৃতে ॥ ৬৩ ॥ পশ্চাজাগ-
রণঃ কুর্ধ্যাদ্ব্যুতেনোজ্জ্বালা দীপকম্ । পুরাণ-
পঠনেনৈব নৃত্যগীতবিবাহটেনঃ ॥ ৬৪ ॥ বেদোক্তৈ-
শ্চৈব জাপৈশ্চ পূজয়েচ্ছশিশেখরম্ । প্রভাতে
বিমলে পশ্চাৎপ্রাত্য বৈ নম্নদাজলে ॥ ৬৫ ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্বক্তা শিবভক্তাংশ্চ যোগিনঃ ।
এবং কৃতে ততো রাজন্ সমাক্ তীর্থকলং লভেৎ ॥
৬৬ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ প্রাত্য পূজয়েচ্ছকরং নরঃ ।
দশাশ্বমেধাবত্থং লভতে পুণ্যমুত্তমম্ ॥ ৬৭ ॥
পূতান্না তেন পুণ্যেন ক্রদলোকং স গচ্ছতি । আরুঢ়ঃ
পরমং যানং কামগঞ্চ সুশোভনম্ ॥ ৬৮ ॥ তত্র
দিব্যাপ্সরোভিষ্ণ বাজ্যমানোহথ চামটৈঃ । ক্রৌড়ে
সুচিরং কালং জয়শব্দাদিমঙ্গলৈঃ ॥ ৬৯ ॥ ততো
হবতীর্ণঃ কালেন ইহ রাজা ভবেদ্রবম্ । হস্ত্য-
শ্বরথসম্পন্নো মহাভোগী পরমুপঃ ॥ ৭০ ॥ দশাশ্বমেধে

গচ্ছ ধূপ দ্বারা তাঁহার পুনঃপুনঃ অর্চনা করিয়া
দশবার প্রদক্ষিণ ও সূত্র দ্বারা পরিবেষ্টন করিবে ।
তারপর বিমৎসর হইয়া দ্বিজকে সর্বলক্ষণসম্পন্ন
ও সর্ববিধ উপকরণযুক্তা কপিলা দান করিবে ।
এইরূপ কপিলা দানে কৃতীকে কৃতাকৃত কার্যের
জন্ত শোক করিতে হয় না । অনন্তর ঘৃতপ্রদীপ
প্রজ্বালিত করিয়া রজনীজাগরণ করিবে, পুরাণ
পাঠ ও নৃত্যগীতাদি দ্বারানিষা অতিবাহিত করিবে
এবং বেদোক্ত জাপ্য মন্ত্রনিচয় দ্বারা শশিশেখরের
পূজা করিবে । তৎপর বিমল প্রভাতে নম্নদানীরে
অবগাহনপূর্বক ভক্তি সহকারে শিবভক্ত যোগি-
দ্বিজগণকে ভোজন করাইবে । হে রাজন্ ! এই-
রূপ করিলে তবেই সম্যক্ তীর্থকল লাভ হয় ।
যে নর এ তীর্থে জ্ঞান করিয়া শক.রর পূজা করেন,
তাঁহার দশাশ্বমেধের অবভূতজ্ঞান জন্ত অল্পতম
পুণ্যপ্রাপ্তি ঘটে । আর সেই পূতান্না সেই
পুণ্যপ্রভাবে সুশোভন পরম কামগ পুণ্য যানে
আরোহণ করিয়া ক্রদলোকে গমন করেন ।
সেখানে অপরাগণ চামর দ্বারা তাঁহার বোজন
করে, তিনি জয়শব্দাদি মঙ্গল ধ্বনি করত সুচির
কাল ক্রদলোকে ক্রৌড়া করেন । অনন্তর কাল-
ক্রমে সংসারে অবতীর্ণ হইয়া তিনি হস্তী অশ্ব ও
রথসম্পন্ন শক্রতাপী মহাভোগী রাজা হন । যে

যদানং দীয়তে শিবযোগিনাম্ । দশাশ্বমেধসদৃশং
ভবেত্তরাজ সংশয়ঃ ॥ ৭১ ॥ সর্বেষামেব যজ্ঞানা-
মশ্বমেধো বিশিষ্যতে । তুল্লভঃ স্বল্পবিত্তানাং ভূরিশঃ
পাপকর্মণাম্ ॥ ৭২ ॥ তত্র তীর্থে তু রাজেন্দ্র তুল্লভো-
হপি সুরাসুরৈঃ । প্রাপ্যতে জ্ঞানদানেন ইতোবঃ
শকরোহববীৎ ॥ ৭৩ ॥ অকামো বা স কামো
বা মৃতস্তত্র নরেশ্বর । দেবত্বং প্রাপুয়াৎ সোহপি নাত্র
কার্য্য বিচারণা ॥ ৭৪ ॥ অগ্নিপ্র বশঃ যঃ কুর্ধ্যাত্তত্র
তীর্থে নরোত্তম । অগ্নিলোকে বসেত্তাবদ্যাবদভূত-
সংপ্রবম্ ॥ ৭৫ ॥ জলপ্রবেশঃ যঃ কুর্ধ্যাত্তত্র তীর্থে নরা-
ধিপ । ধ্যায়মানো মহাদেবং বাকুণং লোকমাণুয়াৎ ॥
৭৬ ॥ দশাশ্বমেধে যঃ কশ্চিচ্ছুরবৃত্ত্যা তনুং ত্যজেৎ ।
অক্ষয়া নু গতিস্তস্ম ইতোবঃ শ্রুতিনোদনা ॥ ৭৭ ॥
ন তাং গতিং যাস্তি ভৃগুপ্রপাতিনো ন দণ্ডিনো
নৈব চ সাংখ্যযোগিনঃ । ধ্বজাকুলে তুন্দুভিশঙ্খ-
নাদিতে ক্ষণেন যাং যাস্তি মহাহবে মৃত্যুঃ ॥ ৭৮ ॥
যত্র তত্র হতঃ শূরঃ শক্রতিঃ পরিবেষ্টিতঃ । অক্ষয়ান্
লভতে লোকান যদি ক্রৌবং ন ভাষতে ॥ ৭৯ ॥ দশাশ্ব-

মানব দশাশ্বমেধতীর্থে শিবযোগীদিগকে দান করে,
তাঁহার নিঃসংশয় দশাশ্বমেধের সমান পুণ্য লাভ
হয় । ৫৫—৭১ । নিখিল যজ্ঞের মধ্যে অশ্বমেধ
শ্রেষ্ঠ, অল্পবিত্ত কিংবা ভূরি ভরিতকারীর পক্ষে
ইহা তুল্লভ । হে রাজেন্দ্র ! শকর কহিয়াছেন,—
সুরাসুরগণ জ্ঞানদানাদি বহু পুণ্য অর্জন করিয়াও
এই তীর্থ অতি কষ্টে লাভ করিয়া থাকেন । হে
নরেশ ! অকামেই হউক আর কামনাবশেই হউক,
মানব এই তীর্থে তনুত্যাগ করিয়া দেবত্বলাভ
করে । এ বিষয়ে বিচারণা কর্তব্য নহে । হে
নরোত্তম ! এখানে যে মানব অগ্নিপ্রবেশ করে,
কল্পকাল পর্য্যন্ত তাহার অগ্নিলোকে বাস হয় ।
হে নরাধিপ ! যে নর মহাদেবকে ধ্যান করিতে
করিতে এ তীর্থে জলপ্রবেশ করে, তাহার বাকুণ-
লোক লাভ হয় । যে নর দশাশ্ব-মেধে শুরবৃত্তি
দ্বারা জীবন বিসর্জন করে, শ্রুতি বলেন,—কেন
তাঁহার আত্মার গতি হইবে না ? শূর নরগণ ধ্বজা-
কুল তুন্দুভিশঙ্খনাদিত মহাসময়ে তনুত্যাগ করিয়া
ক্ষণকালমধ্যে যে গতিলাভ করে, দণ্ডী, সাংখ্য-
যোগী কিংবা ভৃগুপ্রপাতীও তাদৃশ গতিলাভ করেন
না । শূর যদি ভীকৃত্য প্রকাশ না করে, তবে
শক্রপরিবেষ্টিত হইয়া যেখানেই তনুত্যাগ করুক
না কেন, তাহার অক্ষয়লোক লাভ হয় । যে মানব

মেধে সন্ন্যাসং যঃ করোতি বিধানতঃ । অনিবর্তিকা
গতিস্তস্য ক্রদলোকাৎ কদাচন ॥ ৮০ ॥ দশাশ্বমেধে
ষৎপুণ্যং সংক্ষেপেণ যুধিষ্ঠির । কথিতং পরয়া
ভক্ত্যা সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে দশাশ্বমেধতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং
নামাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮০ ॥

একাদশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি
ভৃগুতীর্থস্ত বিস্তরম্ । যঃ শ্রদ্ধা ব্রহ্মহা গোয়ৌ
যুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে তু বিখ্যাতং
বৃষখাতমিতি শ্রুতম্ । ভৃগুনা তত্র রাজেন্দ্র তপ-
স্তপ্তং পুরা কিল ॥ ২ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । ভৃগুকচ্ছে
স বিপ্রেন্দ্রো নিবসন কেন হেতুনা । তপস্তপ্তা
সুবিপুলং পরাং সিদ্ধিমুপাগতঃ ॥ ৩ ॥ কো বা বৃষ
ইতি প্রোক্তস্তৎপাতং যেন পানিতম্ । এতৎসৰ্বং
যথাস্থায়ং কথয়স্ব মমানঘ ॥ ৪ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । এস প্রশ্নো মহারাজ যস্যয়া পরিপূজিতঃ ।
তৎসৰ্বং কথয়িষ্যামি শৃণুত্বৈকমনা নৃপ ॥ ৫ ॥ সঠস্ত

দশাশ্বমেধে বিধিপূৰ্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাতার
অনিবর্তিকা গতি হয়, কদাচ সে ক্রদলোক হইতে
প্রত্যাবর্তন করে না । হে যুধিষ্ঠির ! সংক্ষেপে
তোমার নিকট দশাশ্বমেধের পুণ্যকল কথিত হইল,
ইহা পরম ভক্তিপূৰ্বক শ্রবণ করিলে অখিল পাপ
বিনষ্ট হয় ॥ ৭২—৮১ ॥

একাদশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮১ ॥

দ্বাদশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর সবিস্তর ভৃগু-
তীর্থের প্রভাব বর্ণন করিতেছি, ইহা শ্রবণ করিয়া
গোয় ও ব্রহ্মঘাতীও পাতকমুক্ত হয় । শুনা যায়—
এখানে বিখ্যাত বৃষখাত বিদ্যমান; হে রাজেন্দ্র !
পুরাকালে ভৃগু এই বৃষখাতে তপস্তা করিয়াছিলেন ।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভৃগুদেববর ভৃগু কি
নিমিত্ত ভৃগুকচ্ছে বাস করিয়াছিলেন ! তিনি
এখানে বিপুল তপস্তা করিয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত
হন । যিনি এই গাত নির্মাণ করেন, সেই বৃষই
কে ? হে অনঘ ! এই সকল আমার নিকট যথা-
য়থ বর্ণন করুন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—মহারাজ !

ব্রহ্মণঃ পুত্রো মানসো ভৃগুসন্তমঃ । তপস্তচার
বিপুলং শ্রীযুতে ক্ষেত্র উত্তমে ॥ ৬ ॥ দিব্যং বর্ষ-
সহস্রং তু সংশ্লোকা মুনিসন্তমাঃ । নিরাহারো
নিরানন্দঃ কাষ্ঠপাষণবৎ স্থিতঃ ॥ ৭ ॥ ততঃ
। কদাচিদেবেশো বিমানবরমাস্থিতঃ । উময়া সহিতঃ
শ্রীমাংস্তেন মার্গেণ চাগতঃ ॥ ৮ ॥ দৃষ্ট্বা তত্র
মহাভাগং ভৃগুং বন্ধ্যাকবৎ স্থিতম্ । উবাচ দেবী
দেবেশঃ কিমিদং দৃষ্টতে প্রভো ॥ ৯ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । ভৃগুর্নাম মহাদেবি তপস্তপ্তা সুদারুণম্ ।
দিব্যং বর্ষসহস্রং তু মম ধ্যানপরায়ণঃ ॥ ১০ ॥
জলবিন্দু কুশাগ্রেণ মাসে মাসে পিবেচ্চ সঃ ।
সংবৎসরশতং সাগ্রং তিষ্ঠতে চ বরাননে ॥ ১১ ॥
তচ্ছ্রদ্ধা বচনং গোয়ৌ ক্রোধসংবর্তিতেক্ষণা । উবাচ
দেবী দেবেশঃ শূলপাণিঃ মহেশ্বরম্ ॥ ১২ ॥ সত্য-
মুগোহগি লোকে ত্বং প্যাপিতো বৃষভধ্বজ ।
নিকাকণ্যো হুরারাদ্যঃ সৰ্বভূতভয়ঙ্করঃ ॥ ১৩ ॥
দিব্যং বর্ষসহস্রং তু ধ্যায়মানস্ত শঙ্করম্ । ব্রাহ্মণস্তা

তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহার উত্তর করি-
তেছি, হে নৃপ ! একমনা হইয়া শ্রবণ কর । ভৃগু-
সন্তম—ব্রহ্মার ষষ্ঠ মানস পুত্র, তিনি এই সমৃদ্ধ উত্তম
ক্ষেত্রে বিপুল তপস্তা করেন । মুনিসন্তম ভৃগু
দিব্য সহস্র বৎসর তপস্তা করেন । তপস্তাসময়ে
ভাঁহার আহার ছিল না, আনন্দানুভূতি ছিল না,
তিনি কাষ্ঠ-পাষণের জ্বায়ে নৈশেষ্টে হইয়া অবস্থান
করিতেন । অনন্তর একদা দেবেশ শ্রীমান শঙ্কর
উমার সহিত বিমানবরে আরুঢ় হইয়া সেই পথে
যাইতেছিলেন, দেবী তখন মহাভাগ ভৃগুকে বন্ধ্যাক
মধ্যে অবস্থিত দেখিয়া দেবেশকে সন্মোদনপূৰ্বক
কহিলেন,—প্রভো ! এ ক দেখা যাইতেছে ;
ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—মহাদেবি ! মহাভাগ ভৃগু
দিব্য সহস্র বৎসর সুদারুণ তপস্তা করিয়া সম্প্রতি
আমাতে ধ্যানপরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন । বরা-
ননে ! তিনি মাসে মাসে কুশাগ্রে করিয়া বারিবিন্দু-
মাত্র পান করেন, এই ভাবে ইহার কিঞ্চিদধিক
শতবৎসর অতিবাহিত হইয়াছে ১—১১ । গোয়ী
হরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, রোষে
ভাঁহার নয়ন বিবর্তিত হইতে লাগিল । তিনি শূল-
পাণি দেবেশ মহেশকে কহিলেন,—বৃষভধ্বজ ! সত্য
সত্যই আপনি লোকে বিখ্যাত উগ্রকর্ণা ; আপনার
কারুণ্য নাই, আপনি হুরারাদ্য ও সৰ্বভূতভয়ঙ্কর ।
ঐ ব্রাহ্মণ দিব্য সহস্র বৎসর আপনাতে ধ্যান-নিবিষ্ট

বরং কাম্য প্রযচ্ছসি শংস মে । ১৪ ॥ এব-
মুক্তোহথ দেবেশঃ প্রহস্য গিরিনন্দিনীম্ । উবাচ
নরশাৰ্দূল মেঘগন্তীরয়া গিরা ॥ ১৫ ॥ স্ত্রী বিনশ্চুতি
গর্বেণ তপঃ ক্রোধেন নশ্চুতি । গাবো দূরপ্রচারণে
শূদ্রায়েন দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ১৬ ॥ ক্রোধাধিতো দ্বিজো
গৌরি তেন সিদ্ধির্ন বিদ্যতে । বর্ষাযুতস্তথা
লকৈর্ন কিঞ্চিৎ কারণং প্রিয়ে ॥ ১৭ ॥ এবমুতস্ত
তস্তাপি ক্রোধস্ত চরিতং মহৎ । এবমুত ততঃ
শম্ভুর্যং দধৌ চ তৎকণে ॥ ১৮ ॥ বুযো হি ভগ-
বান্ ব্রহ্মা বৃষরূপী মহেশ্বরঃ । ধ্যানপ্রাপ্তঃ কণা-
দেব গর্জয়ন্ বৈ মুহূৰ্ত্তঃ ॥ ১৯ ॥ কিং কৰোমি
সুৰশ্রেষ্ঠ ধাতঃ কেনৈব হেতুন। কৰোমি কস্ত
নিধনমকালে পরমেশ্বর ॥ ২০ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
কোপয়ন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ গাত্ৰা ত্বং ভৃগুসন্তমম্ । যেন
মে শ্রদ্ধাভ্যাসা গৌরী লোকৈকসুন্দরী ॥ ২১ ॥
এতচ্ছূয়া বুযো গাত্ৰা বর্ষণার্থং দ্বিজোক্তমম্ । নশ্ম-
দায়াস্তটে রম্যে সমীপে চাশ্রমে ভৃগুঃ ॥ ২২ ॥ ততঃ

তথাপি আপনি তুই নহেন; এক্ষণে বলুন, কেন
আপনি ইহাকে বর দিতেছেন না! হে নরশাৰ্দূল!
দেবেশ শঙ্কর এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া হাস্য করত
মেঘগন্তীর বাক্যে গিরিনন্দিনীর কথায় উত্তর করি-
লেন। তিনি বলিলেন,—নারী গণে বিচু হইয়া,
তপস্তা ক্রোধে বিফল হইয়া থাকে, দূরদূরান্তর পর্য্য-
টনে গোগণের এবং শূদ্রায়ে দ্বিজসন্তমগণের পশু
অবসাদ ঘটয়া থাকে। গৌরি! এই ব্রাহ্মণ ক্রোধাধিত,
তাই ইহার তপস্যায় সিদ্ধিলাভ হইতেছে না।
প্রিয়ে! ইহার তপঃসিদ্ধির এই এক মাত্র অন্তরায়,
এ বিষয়ে অন্ত কোন কারণ নাই। বলিব কি,
অমৃত কিংবা লক্ষবর্ষ তপস্যায়ও ইহার সিদ্ধিলাভ
হইবে না। এই তপস্বী ভৃগুর কোপচরিত্র অতি
মহৎ। অনন্তর শম্ভু দেবীকে এইরূপ কহিয়া
তৎকণাৎ রথকে স্মরণ করিলেন, স্মৃতমাত্র বৃষরূপী
ভগবান্ মহেশ্বর ব্রহ্মা মুহূৰ্ত্তে গর্জন করিতে
করিতে সেই মুহূৰ্ত্তেই শঙ্করসমীপে উপনীত হই-
লেন। বলিলেন, সুরসন্তম! কি জন্ত আমাকে
চিন্তা করিয়াছেন, আমি আপনার কোন কাৰ্য্য
সাধন করিব? পরমেশ! বলুন, অকালে কাহার
নিধন সাধন করিব? ঈশ্বর কহিলেন,—
ত্রিলোকৈকসুন্দরী গৌরীর বিশ্বাস জন্মাইবার জন্ত
তুমি দ্বিজসন্তম ভৃগুর নিকট গমন করিয়া তাহার
ক্রোধউৎপাদন কর। দেবেশের আদেশশ্রবণে বৃষ

শূকৈর্গৃহীত্বা তু প্রকিপ্তো নশ্মদাজলে । ততঃ ক্রুদ্ধো
ভৃগুস্তত্র দণ্ডহস্তো মহামুনিঃ ॥ ২৩ ॥ পশুবন্তে
বধিষ্যামি দণ্ডঘাতেন মস্তকে । শিখায়জ্ঞোপবীতে
চ পরিধানং বরাসনে ॥ ২৪ ॥ সূসংবৃতং কৃতং
তেন ধাবন্ বৈ পৃষ্ঠতোহববৌৎ ॥ ২৫ ॥ ভৃগুবাচ ।
পাপকৰ্ম্মন্ হ্রাচার কথং যাস্তসি মে বৃষ । অব-
মানং সমুৎপাদ্য কৃত্বা গৰ্ভং খুরৈস্তথা ॥ ২৬ ॥ গর্জ-
য়িত্বা মহানাদং ততো বিপ্রমপাতয়ৎ । আশ্মানং
পতিতং জাত্বা বৃষেণ পরমেষ্ঠিনা ॥ ২৭ ॥ ভৃগুঃ
ক্রোধেন জজ্ঞাল হতাহতিরিবানলঃ । কৰে গৃহ
মহাদণ্ডং ব্রহ্মদণ্ডমিবাপরম্ ॥ ২৮ ॥ হস্তকামো বৃষঃ
বিপ্রোহভ্যাবত যুধিষ্ঠির । ধাবমানং ততো দৃষ্ট্বা স
বৃষঃ পূৰ্ব্বসাগরে ॥ ২৯ ॥ জম্বুদ্বীপং কুশং ক্রোঞ্চং
শাল্মলিং শাকমেব চ । গোমেদং পুন্ডরং প্রাপ্তঃ
পূৰ্ব্বতো দক্ষিণাপথম্ ॥ ৩০ ॥ উত্তরং পশ্চিমং
চৈব দ্বীপাদ্বীপং নরেশ্বর । পাতালং সূতলং পশ্চা-

দ্বিজসন্তম ভৃগুর বর্ষণার্থ নশ্মদাজলের সমীপদেশে
তদীয় রম্য আশ্রমে উপনীত হইল এবং শঙ্কর
তাহাকে ধারণপূর্বক নশ্মদানীরে নিক্ষেপ করিল।
অনন্তর মহামুনি ভৃগু ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি
হস্তে দণ্ডধারণপূর্বক বলিলেন,—তোমার মস্তকে এই
দণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া পশুর ন্যায় তোকে নিহত
করিব। অনন্তর তিনি শিখা, যজ্ঞোপবীত, বসন
ও উত্তরীয় সূসংবৃত করিয়া বৃষের পশ্চাৎ ধাবন
করত বক্ষ্যমাণ বাক্য-বলিতে লাগিলেন। ১২—২৫।
ভৃগু বলিলেন,—রে পাপকৰ্ম্মা হ্রাচার বৃষ! আমাকে
অপমানিত করিয়া খুরদ্বারা আমার আশ্রমে গৰ্ভ
সমুৎপাদিত করত তুই কোথায় যাইতেছি! তুই
মহানাদে গর্জন করিয়া ব্রাহ্মণকে পাতিত করিয়াছি।
আমি বুঝিয়াছি—তুই পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা, বৃষরূপ ধারণ-
পূর্বক আমাকে পাতিত করিয়াছি! হে যুধিষ্ঠির!
ভৃগু ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন, হতাহত আত্মা
প্রদত্ত হইলে তাহা যেমন প্রজলিত হয়, ভৃগুর
নয়ন ভদ্রপ প্রদীপ্ত হইল, তিনি করদ্বারা
দ্বিতীয় ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় দণ্ডগ্রহণ পূর্বক বৃষের
বধসাধনার্থ তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।
দ্বিজকে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতে দেখিয়া
বৃষ পূর্বসাগরে প্রয়াণ করিল, তথা হইতে ক্রমে
জম্বুদ্বীপ, কুশ, ক্রোঞ্চ, শাল্মলী, শাক, গোমেদ ও
পুন্ডর দ্বীপ অতিক্রম করিয়া পূর্বদেশ হইতে
দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিল। হে নরেশ। বৃ

বিতলঞ্চ তলাতলম্ ৷৩১৷ তামিশ্রমহতামিশ্রং পাতালং
সপ্তমং যযৌ । ততো জগাম ভূলোকং প্রাণার্থী
স বৃষোত্তমঃ ৷৩২৷ ভুবঃ স্বশ্চৈব চ মহন্তপঃ সত্যঃ
জনস্তথা । অন্তঃগম্যমানো বিপ্রেণ ন শশ্ব লভতে
কচিৎ ৷৩৩৷ পাপং কৃষ্টেব পুরুষঃ কামক্রোধবলা-
দ্বিতঃ । ততো জগাম শরণং ব্রহ্মাণং বিষ্ণুমেব
চ ৷৩৪৷ ইন্দ্রঃ চন্দ্রঃ তথা দৈত্যৈর্যাম্যাবাকুণ-
মাক্রুতৈঃ । যদা সর্কৈঃ পরিত্যক্তো লোকালোকৈঃ
সুরেশ্বরৈঃ ৷৩৫৷ তদা দেবং নমস্কৃত্বা রক্ষ রক্ষস্ব
চাববৌ ৷ বধ্যমানঃ মহাদেবো ভৃগুণা পরমে-
ষ্ঠিনা ৷৩৬৷ সর্বলোকৈঃ পরিত্যক্তমনাথমিব তং
প্রভো । দৃষ্ট্বা শ্রাস্তং বৃষং দেবঃ পতিতং চরণাগতঃ ৷
৩৭৷ ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ স্মিতপূর্নমিদং বচঃ ।
৩৮৷ ঈশ্বর উবাচ । পশু দেবি মহাভাগে শমং
বিপ্রস্ত সুনন্দরি ৷৩৯৷ পার্শ্বত্যাগাচ । যাবদ্বিপ্রো

ন চান্মাকং কুপ্যতে পরমেশ্বর । তাবদ্বরং প্রযচ্ছাণ্ড
যদি চেচ্ছাসি মৎপ্রিয়ম্ ৷ ৪০ ৷ ততো ভাস্মী
জটী শূলী চন্দ্রার্ককৃতশেখরঃ । উমার্কদেহো ভগবান্
ভূত্বা বিপ্রমুবাচ হ ৷ ৪১ ৷ ভোভো দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ
ক্রোধস্তে ন শমং গতঃ । যস্মাস্তস্মাদিদং তাত
ক্রোধস্থানং ভবিষ্যতি ৷ ৪২ ৷ ততো দৃষ্ট্বা চ তং
শম্বুং ভৃগুঃ শ্রেষ্ঠং ত্রিলোচনম্ । জাহ্নভ্যামবনিং
গত্বা ইদং স্তোত্রমুদৈরয়ৎ ৷ ৪৩ ৷ ভৃগুর্কবাচ ।
প্রণিপত্য ভূতনাথং ভবোদ্ভবং ভূতদং ভয়াতীতম্ ।
ভবভীতো ভূবনপতে বিজ্ঞপ্তুঃ কিঞ্চিদিচ্ছামি ৷ ৪৪ ৷
হৃদগুণনিকরান বক্তুং কা শাক্তর্মানুষস্তাস্ত । বাসুকি-
রপি ন তাবদ্বক্তুং বদনসহস্রং ভবেদ্য যস্ম ৷ ৪৫ ৷ ভক্ত্যা
তথাপি শঙ্কর শশিধর করজালধবলিতাশেষ । স্ততি-
মুখরস্ত মহেশ্বর প্রসাদ তব চরণনিরতস্ত ৷ ৪৬ ৷
সত্ত্বং রক্তস্তমস্ত্বং স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশনং দেব ।

উত্তর পশ্চিমে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে প্রবেশ
করিল, কিন্তু দ্বিজ নিবৃত্ত নহেন, তিনিও বৃষের
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন । অনন্তর বৃষোত্তম
পাতাল, সুতল, বিতল, তলাতল, তামিশ্র,
অন্ধতামিশ্র প্রভৃতি সপ্ত পাতাল পরিভ্রমণ করিয়া
প্রাণরক্ষার্থ ভূলোকে উপনীত হইল ; তথা হইতে
ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, তপ, সত্য ও জনলোকে গমন
করিল । তথাপি বিপ্র বিরত নহেন, তিনিও
বৃষের পশ্চাৎ ধাবিত, বৃষ কাম-ক্রোধ কড়ক
বলপূর্বক নিগৃহীত, পাপকর্ম্মা পুরুষের স্রায়
কোথাও গিয়া শান্তিলাভ করিল না । অনন্তর
একে একে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, আদিত্য, যম,
বরুণ ও মারুত প্রভৃতি সুরগণের শরণ লইল ;
কিন্তু কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন
না, সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন ।
অতঃপর লোকালোক সুরাসুরগণ কর্তৃক
পরিত্যক্ত বৃষ সর্বশেষে দেবেশ শঙ্করকে প্রণাম
করিয়া প্রভো ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন বলিতে
বলিতে তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইল ।
মহাদেব দেখিলেন,—বৃষ পরমেশ্বর ভৃগু কর্তৃক
বধ্যমান হইতেছে, এদিকে অখিল
লোক তাহাকে পরিত্যাগ করায় সে
অনাথের স্রায় হইয়াছে । তখন ভগবান্ শঙ্কর
শঙ্করীকে লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে
কহিতে লাগিলেন । ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি !
হে সুনন্দরি মহাভাগে । বিপ্রেব শমতা দর্শন কর ।

পার্শ্বতী কহিলেন,—মহেশ ! যাহাই হউক, যদি
আমার প্রিয় করিতে আপনার অভিলাষ থাকে,
তবে যে পর্য্যন্ত না দ্বিজ আমাদের প্রতি কুপিত
হন, তাবৎকাল মধ্যে ইহাকে সহর বরদান
করুন ৷২৬৪০৷ অনন্তর ভাস্মী জটী শূলী চন্দ্রার্কমৌলি
উমার্কদেহী ভগবান্ শম্বু ভৃগুর নিকট আবির্ভূত
হইয়া বলিলেন,—ওহে দ্বিজবর ! এখনও তোমার
রোষসাম্য হইল না ? অতএব হে তাত !
এইস্থান ক্রোধস্থান নামে অভিহিত হইবে ।
অনন্তর ভৃগু সুরসত্তম শম্বু ত্রিলোচনকে অবলোকন
করিয়া জাহ্নবয় ভূমিতে পাতিত করিয়া বক্ষ্যমাণ
বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন । ভৃগু বলিলেন,—
আমি ভবভীত, হে ভূতপতে ! আপনি ভবোদ্ভব,
ভূতাদ, ভয়াতীত ও ভূতনাথ ; সম্প্রতি আমি
আপনাকে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে অভিলাষ
করি । কিন্তু আমি মানুষ, বাসুকিও সহস্র বদন
দ্বারা বাঁহার গুণকীর্তন নহে, আমার এমন কি
শক্তি আছে যে, তাঁহার গুণনিদয় কীর্তন করি ।
তথাপি হে শশিশেখর শঙ্কর ! আমার ভক্তিই
আমাকে এই ভ্রূরূহ ব্যাপারে প্ররোচিত করিতেছে ।
হে মহেশ ! আপনার কিরণজালে অশেষ দিগ্-
মংল ধবলিত, আমি কেবল আপনার চরণনিরত
বলিয়াই আপনার স্ততিগীতিকায় মুগ্ধরিত
হইয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । দেব !
আপনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপে এই জগতের
পালন, সৃজন ও সংহার করিয়া থাকেন ; হে

ভবভীতো ভুবনপতে ভুবনেশ শরণনিরতস্ত ॥৪৭॥
 যমনিয়মযজ্ঞদানং বেদাভ্যাসশ্চ ধারণাযোগঃ ।
 যজ্ঞক্ষেত্রে সৰ্বমিদং নার্ষ্ণি বৈ কলাসহস্রাংশম্ ॥ ৪৮ ॥
 উৎকৃষ্টৈরসরসায়নখজ্জাগ্জনবিবরপাঙ্কাসিক্দিঃ । চিহ্নং
 হি তব নতানাং দৃশ্যত ইহ জন্মনি প্রকটম্ ॥ ৪৯ ॥
 শার্ঠ্যেন যদি প্রণমতি বিতরসি তস্মাপি
 ভূতিমিচ্ছয়া দেব । ভবতি ভবচ্ছেদকরী ভক্ত-
 মৌক্ষ্যায় নিৰ্ম্মিতা নাথ ॥ ৫০ ॥ পরদারপরম্বরতং
 পরপরিভবত্বঃখশোকসম্বলম্ । পরবদনবৌক্ষণপরং
 পরমেশ্বর মাং পরিজাহি ॥ ৫১ ॥ অধিকাভিমান-
 মুদিতং ক্ষণভঙ্গুরবিভববিলসম্বলম্ । ক্রুরং কুপথাভি-
 মুখং শঙ্কর শরণাগতং পরিজাহি ॥ ৫২ ॥ দীনং
 দ্বিজং বরার্থে বকুজনে নৈব পুরিতা হাশা । ছিন্তি
 মহেশ্বর ত্বকাং কিং মূঢ়ং মাং বিভ্রম্যসি ॥ ৫৩ ॥
 ত্বকাং হরস্ব শীঘ্রং লক্ষ্মীঃ দদ হৃদয়বাসিনী নিত্যম্ ।
 ছিন্তি মদমোহপাশং মামুত্তারয় ভবাত্ত দেবেশ ॥

ভুবনবিভো ভুবনেশ ! আমি ভবভীত হইয়া
 আপনার শরণনিরত হইয়াছি। যম, নিয়ম,
 যজ্ঞ, দান, বেদাভ্যাস ও ধারণাযোগ এসকল
 আপনার ভক্তির ষোড়শাংশের একাংশযোগ্যও
 নহে। এ সংসারে যাহারা আপনার প্রতি
 প্রণত, তাহাদের উত্তম রস রসায়ন খজা অঙ্গন
 বিবর ও পাঙ্কাসিক্দি প্রভৃতি চিহ্ননিচয় প্রকট
 পরিদৃষ্ট হয়। দেব শঠতা সহকারেও যদি কেহ
 আপনাকে প্রণাম করে, তথাপি আপনি তাহার
 প্রতি যথেষ্ট বিভূতি বিতরণ করেন; আর হে
 নাথ! আপনি তাহার মোক্ষের জন্ত আপনার
 প্রতি তাহার ভবচ্ছেদকরী ভক্তির সৃষ্টি করিয়া
 দেন। হে পরমেশ! আমি পরদারপরায়ণ,
 পরম্বরত, পরিভবত্বঃখে শোকাক্তর ও পরমুখা-
 পেক্ষী; আমাকে পরিজ্ঞান করুন। শঙ্কর! আমি
 প্রভূত অভিমানে মদাশিত, ক্ষণভঙ্গুর বিভবে
 আমার চিত্ত বিলসিত এবং আমি ক্রুর ও
 কুপথাভিমুখ, আমি আপনার শরণাপন্ন, আমাকে
 পরিজ্ঞান করুন। আমি দীন দ্বিজ, বকুজনে
 আমার আশা পুরিত হয় নাই, এখানে আমি
 বরাধী; হে মহেশ্বর! আমার ত্বকা ছিন্ন করুন,
 আমি মূঢ় আমাকে কেন বিভ্রমিত করিতেছেন?
 দেবেশ! শীঘ্র আমার ত্বকা হরণ করুন, কমলাকে
 নিত্য আমার হৃদয়বাসিনী করিয়া দিউন, আমার

৫৪ ॥ ককণাভ্যাদয়ঃ নাম স্তোত্রমিদং সৰ্বসিদ্ধিদং
 দিব্যম্ । যঃ পঠতি ভৃগুঃ স্মরতি চ শিবলোক-
 মনৌ প্রয়াতি দেহান্তে ॥ ৫৫ ॥ এতচ্ছ্রদ্ধা মহাদেবঃ
 স্তোত্রঞ্চ ভৃগুভাষিতম্ । উবাচ বরদোহস্মীতি
 দেব্যা সহ বরোত্তমম্ ॥ ৫৬ ॥ ভৃগুকবাচ ।
 প্রসন্নো দেবদেবেশ যদি দেয়ো বরো মম ।
 সিদ্ধিক্ষেত্রমিদং সৰ্বং ভবিতা মম নামতঃ ॥ ৫৭ ॥
 ভবন্তিঃ সন্নিধানেন স্মাতব্যং হি সহোময়া । দেব-
 ক্ষেত্রমিদং পুণ্যং যেন সৰ্বং ভবিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥ অত্র
 স্থানে মহাস্থানং করোমি জগদীশ্বর । তব
 প্রসাদাদেবেশ পূৰ্ণাঙ্কং মে মনোরথাঃ ॥ ৫৯ ॥
 ঈশ্বর উবাচ । শ্রিয়া কৃতমিদং পূৰ্ব্বং কিং ন জাতং
 ত্বয়া দ্বিজ । অনুমান্য শ্রিয়ং দেবীং যদীয়ং মন্ততে
 ভবান ॥ ৬০ ॥ কুরুস্ব বদন্তিপ্রেতং তৎকৃতং ন
 তদন্তথা । এবমুক্তা গতে দেবে স্নাতা গতা ভৃগুঃ
 শ্রিয়ম্ ॥ ৬১ ॥ কৃত্বা চ পারণং তত্র বসন্ বিপ্রস্তথা
 সহ । শ্রিয়া চ সাহিত্যং কাল ইদং বচনমববীৎ ॥

মদমোহপাশ ছিন্ন এবং আমাকে সংসার হইতে
 উদ্ধার করুন; আর এই স্তোত্রের নাম ককণা-
 ভ্যাদয় হউক, এই দিব্যস্তোত্র সৰ্বসিদ্ধি দান
 করুক। যে মানব এই স্তব পাঠ বা ভৃগুকে
 স্মরণ করিবে, দেহান্তে সে শিবলোকে গমন
 করুক ॥৫৫-৫৬॥ অনন্তর সহোম মহাদেব ভৃগুভাষিত
 এই স্তোত্রগীত শ্রবণ করিয়া বলিলেন—আমরা
 আপনাকে বরদানার্থ এখানে আসিয়াছি, অতএব
 উত্তম বর প্রার্থনা করুন। ভৃগু বলিলেন,—হে
 দেবদেবেশ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া
 থাকেন আর যদি আমাকে বর দান করেন, তবে
 আমার নামে এই সকল স্থান সিদ্ধিক্ষেত্র নামে
 প্রসিদ্ধ হউক। আর আপনি উমার সহিত এই
 স্থানে অবস্থান করুন। অধিক কি, এই দেব-
 ক্ষেত্রের সমস্ত স্থানই পুণ্যময় হউক। হে
 জগদীশ্বর! আমি এই স্থানকে মহাস্থান করিব,
 হে দেবেশ! আপনার প্রসাদে আমার আশা
 পূর্ণ হউক। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দ্বিজ! আপনি
 কি জানেন না যে, পুরাকালে কমলা এই ক্ষেত্র
 নিয়োগ করিয়াছেন, ইহা লক্ষ্মীর ক্ষেত্র; অতএব
 তাঁহার নিকট হইতে অনুমতি লইয়া যাহা কর্তব্য
 করুন। আপনার যেরূপ অভিলাষ, তাহাই
 করুন, আপনি যাহা করিবেন, তাহার অন্তথা
 হইবে না। দেবদেব এইরূপ বলিয়া চলিয়া

৬২ । ভৃগুর্বাচ । যদি তে রোচতে ভজে হুঃখা-
সীনক তে যদি । ত্বয়া বৃতে মহাক্ষেত্রে স্বীয়ং স্থানং
করোম্যাহম্ । ৬৩ । শ্রীকৃবাচ । মম নাম্না তু বিপ্রর্ষে
তব নাম্না তু শোভনম্ । স্থানং কুরুষ্যতিপ্রৈতম-
বিরোধেন মে মতিঃ । ৬৪ । ভৃগুর্বাচ ।
কচ্ছপাধিষ্ঠিতং হোতব্রহ্ম পৃষ্ঠগং রমে । সম্যজ্ঞা
সহিতং তেন শোভনং ভবতী কুরু । ৬৫ ।

ইতি শ্রীকান্দে ভৃগুকচ্ছোৎপত্তিবর্ণনং নামৈকা-
শীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৮১ ।

দ্বাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো ভৃগুঃ শ্রিয়া চৈব
সমৈতঃ কচ্ছপং গতঃ । অভিনন্দ্য যথাত্মায়মুবাচ
বচনং শুভম্ । ১ । ত্বয়া ধৃতা ধরা সন্ধ্যা তথা
লোকাচরাচরাঃ । তথৈব পুণ্যভাবহাং স্থিতস্তত্র

গেলেন, ভৃগুও লক্ষ্মীর সমীপে গমন করিয়া স্থান
পারগাদি করত তাঁহার সহিত বান করিতে
লাগিলেন । অনন্তর কিয়ৎকাল পরে ভৃগু সময়
বুঝিয়া লক্ষ্মীকে বলিতে লাগিলেন । ভৃগু বলি-
লেন,—ভদ্রে ! আমি হুঃখদশায় উপনীত হইয়াছি,
যদি আপনার কৃতি হয়, তবে আমার হুঃখ দূর
করুন । এই মহাক্ষেত্রে সন্ধ্যাই আপনার অধি-
ষ্ঠান, আমি এখানে কিঞ্চিৎ স্থান আমার নিজস্ব
করিতে অভিলাষ করি । রমা কহিলেন,—
বিপ্রর্ষে ! এইস্থান আমার নামে প্রসিদ্ধ ;
এক্ষণে ইহা আপনার নামসম্পর্কে সমাধিক
শোভিত হউক, আপনি এখানে অভীষ্ট স্থান
নিৰ্ম্মাণ করুন, ইহাতে আমার মতবিরোধ হইবে
না । ভৃগু বলিলেন,—রমে ! আপনার এইস্থান
কচ্ছপের পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত ; আপনি সেই কচ্ছপের
সহিত মন্ত্রণা করিয়া যেরূপ করিলে ভাল হয়
করুন । ৫৬—৬৮ ।

একাশীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮১ ।

দ্বাশীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর ভৃগু রমাকে
সঙ্গে লইয়া কচ্ছপের সমীপে গমনপূর্বক তাঁহাকে
যথাত্মায়ে অভিনন্দিত করত নিম্নলিখিত শুভবাক্যে
বলিলেন ;—মহামতে ! আপনি ধরা ধারণ করিয়া-

মহামতে । ২ । চাতুর্বিদ্যাস্ত সংস্থানং করোমি
রময়া সহ । যদি ত্বং মন্ত্রসে দেব তদাদেশয় মাং
বিভো । ৩ । কূৰ্ম উবাচ । এবমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ মম
নামাঙ্কিতং পুরম্ । ভবিষ্যতি মহৎকালং মমোপরি
সুসংস্থিতম্ । ৪ । অচলং সুস্থিরং তাত ন ভীঃ
কার্য্য । সুলোচনে । এতচ্ছুরা শুভং বাক্যং
কচ্ছপস্ত যথাচ্ছুরাম্ । ৫ । হৃষ্টেষ্টিঃ শ্রিয়া সার্কং
পদ্মযোনিমূলো ভৃগুঃ । অভীচি উদয়ে প্রাপ্তে
কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ । ৬ । নন্দনে বৎসরে মাঘে
পঞ্চমাং ভরতর্ষভ । শস্ত্রে তু হাত্তরাযোগে
কুস্ত্রে শনিমণ্ডলে । ৭ । রেবায়া উত্তরে ভীরে
গভীরে চাভিবাক্ণি । প্রাগুদকপ্রবণে দেশে
কোটিদীপসমবিশ্বম্ । ৮ । ক্রোশপ্রমাণং তৎক্ষেত্রং
প্রাসাদশতসঙ্কুলম্ । অচিরেনৈব কালেন তপো
বলসমবিকঃ । বিচিন্ত্য বিশ্বকর্মাণং চকার ভৃগু-

ছেন, চরাচর অখিল লোক আপনার উপরই
প্রতিষ্ঠিত ; আপনি আপনার পুণ্যবলেই স্থিরভাবে
অবস্থিত হইয়া এই সকল বহন করিতেছেন,
দেব ! আমি রমার সাহায্যে এইস্থানে চাতুর্বিদ্য
সংস্থান করিতে ইচ্ছুক, প্রভো ! যদি আপনার
মনোনীত হয়, তবে আমার প্রতি আদেশ প্রদান
করুন । কূৰ্ম কহিলেন,—হে বিপ্রবর ! তাহাই
হউক, মদীয় নামাঙ্কিত এই পুর আমার উপরে
বহুকাল পর্য্যন্ত সুসংস্থিত থাকিবে । হে
তাত ! এই স্থানে অচল সুস্থির থাকিবে ।
অনন্তর কূৰ্ম লক্ষ্মীকেও সন্মোদনপূর্বক কহিলেন,—
সুলোচনে ! এবিষয়ে ভয় করিও না । ব্রহ্মনন্দন
ভৃগু কচ্ছপমুখনিহত এই শুভাবহ বাক্য শ্রবণ
করিয়া রমার সহিত হৃষ্টে তুষ্টে হইলেন । হে
ভরতর্ষভ ! সূর্য্য পূর্বদিকে সন্মুদিত হইলে
ভৃগু কৌতুকমঙ্গলাদি করত রেবার উত্তর
ভীরে স্বীয় অভীষ্ট ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন ।
নন্দন বৎসরে প্রশস্ত উত্তরায়ণে মাঘপঞ্চমী-
দিনে এই ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন শনি-
মণ্ডল কুস্ত্রাণিতে অবস্থিত ছিল, এই মনোজ-
ক্ষেত্রের গাভীর্ঘ্য নিরতিশয়, ইহা প্রাগু-
দক প্রবণ স্থানে অবস্থিত এবং এ ক্ষেত্র
কোটিদীপ-সমবিশ্ব । এ ক্ষেত্রের পরিমাণ এক
ক্রোশ ও এই ক্রোশমাত্র ক্ষেত্র শত শত
প্রাসাদসঙ্কুল । ভৃগুসত্তম তপোবলে বলীমান
ছিলেন । তিনি বিশ্বকর্মাণকে স্মরণ করিবারাত্র অচির

সন্তমঃ ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণা বেদবিদ্যাংসঃ ক্ষত্রিয়া রাজ্য-
পালকাঃ । বৈশ্বা বৃত্তিরন্যস্তত্র শূদ্রাঃ শুক্লসকাস্ত্রিযু ॥
১০ ॥ এবং শ্রিয়া বৃত্তং ক্ষেত্রং পরমানন্দনন্দিতম্ ।
নির্মিতং ভৃগুণা তাত সৰ্বপাতকনাশনম্ ॥ ১১ ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ । ততঃ কালেন মহতা কস্মি-
শ্চিৎকারণাস্তরে । দেবলোকং জগামাশু লক্ষ্মী-
ঋষিসমাগমে ॥ ১২ ॥ সমৰ্পা কুঞ্চিকাটালং ভৃগবে
ব্রহ্মবাদিনে । পালয়স্ব যথার্থং বৈ স্থানকং মম
সুত্রত ॥ ১৩ ॥ দেবকার্য্যাণ্যশেষাণি কৃত্বা স্ত্রীঃ পুনরা-
গতা । আজগাম রমা দেবী ভৃগুকচ্ছং হরান্বিতা ॥
১৪ ॥ প্রার্থিতং কুঞ্চিকাটালং স্বগৃহং সপারিগ্রহম্ ।
ভৃগুর্দাদা তদা পার্শ্ব মিথ্যা নাস্তি তদাবদৎ ॥ ১৫ ॥
এবং বিবাদঃ স্তমহান্ স্ফোভচ্চ নরেশ্বর । মমোতি
মম চৈবেতি পরস্পরসমাগমে ॥ ১৬ ॥ ততঃ কালেন
মহতা ভৃগুণা পরমর্ষিণা । চাতুর্সিদ্ধ্যাপ্রমাণার্থং চকার
মহতাঃ স্থিতিম্ ॥ ১৭ ॥ অস্মদীয়ং যথা সৰ্বং
নগরং যুগলোচনে । চাতুর্সিদ্ধ্যা দ্বিজাঃ সৰ্বৈ তথা
জানন্তি সুন্দরি ॥ ১৮ ॥ স্ত্রীকবাচ । প্রমাণং মম

কাল মধ্যে বিশ্বকর্মা ঐ সকল প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ
করিয়াছিলেন । তত্ৰত্য বিপ্রগণ বেদবিদ্যানিরত,
ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যপালনরত, বণিকগণ বাণিজ্য-
পরায়ণ এবং শূদ্রগণ দাস্তবৃত্তিতে অবস্থিত থাকিয়া
ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের শুক্লসা করে । হে তাতঃ !
ভৃগুনির্মিত এই ক্ষেত্র সমৃদ্ধিসম্পন্ন পরমানন্দবর্দ্ধন
ও নিখিলপাতকনাশন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—
অনন্তর রমা দীর্ঘকাল ভৃগুর সহিত ভৃগুকচ্ছ বাসের
পর কোন কারণ বশতঃ পুরলোকে ঋষিসভায়
গমন করেন, গমন কালে ব্রহ্মবাদী ভৃগুকে তাঁহার
কুঞ্চিকানির্মিত অট্টালিকা প্রদান করিয়া যান ।
বলিয়া যান—হে সুব্রত ! আপনি আমার এইষ্টা
যথাযথ পালন করুন । অনন্তর রমা সুরকার্য্য
সম্পাদন করিয়া হরাসহকারে পুনরায় ভৃগুকচ্ছ
প্রত্যাগত হন এবং ভৃগুসমীপে গৃহ-পরিগ্রহ সহ
স্বীয় কুঞ্চিকাটাল প্রার্থনা করেন, হে পার্শ্ব ! লক্ষ্মীর
প্রার্থনায় ভৃগু মিথ্যা ব্যবহার করিলেন, বলিলেন,—
এ গৃহ তোমার নহে । এই ব্যাপারে ভৃগু-লক্ষ্মীর
পরস্পর মহান্ কলহ উপস্থিত হইল । হে নরেশ !
ভৃগু বলিলেন,—ইহা আমার, লক্ষ্মী বলিতে লাগি-
লেন, এ গৃহ তোমার নহে—আমার । এইরূপে
দীর্ঘকাল ভৃগু ও লক্ষ্মীর কলহ চলিল, ঋষিসন্তম
ভৃগু ইহার প্রমাণ নির্দ্ধারণ জন্য এক সুমহান্ চাতু-

বিপ্রেন্দ্র চাতুর্সিদ্ধ্যা ন সংশয়ঃ । মদীয়ং বা স্বদীয়ং
বা কথয়ন্তু দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ সমন্তৈর্সিবুধৈঃ
সম্প্রার্থ্য পরস্পরম্ । দ্বিধা তৈর্যাক্ষয়লং দৃষ্টা
ব্রাহ্মণা নৃপসংহিতম্ ॥ ২০ ॥ অষ্টাদশসহস্রাণি
নোচুর্নৈঃ কিঞ্চিৎকৃতম্ । অষ্টাদশসহস্রেষু ভৃগুকোপ-
ভয়াব্ধম্ । উক্তং চ তালং হস্তে যন্ত তস্মৈদ-
মুত্তরম্ ॥ ২১ ॥ এতচ্ছ্রী তু সা দেবী নিগমঃ
নৈগমৈঃ কৃতম্ । ক্রোধেন মহতাবিষ্টা শশাপ
দ্বিজপুঙ্গবান্ ॥ ২২ ॥ স্ত্রীদেবীবাচ । যস্মাৎসত্য-
সমুৎসৃজ্য লোভোপহতমানসঃ । মদীয়ং লোপিতং
স্থানং তস্মাক্ষুধন্তু মে গিরম্ ॥ ২৩ ॥ ত্রিপৌকবা
ভবেদ্বিদ্ধ্যা ত্রিপুরুষং ন ভবেদ্ধনম্ । ন দ্বিতীয়স্ত
বো বেদঃ পঠিতো ভবাতি দ্বিজাঃ ॥ ২৪ ॥
গৃহাণ ন দ্বিভৌমানি ন চ ভূতিঃ স্থিরা দ্বিজাঃ ।
পক্ষপাতেন বো ধর্ম্মো ন চ নিঃশ্রেয়সভাবতঃ ॥ ২৫ ॥
ইষ্টো গোত্রজনাঃ কশ্চিন্নোভেনারুতমানসঃ । ন চ

সিদ্ধ্য সংস্থান করিলেন এবং লক্ষ্মীকে সম্বোধন-
পূর্ব্বক কহিলেন,—হে সুন্দরি যুগলোচনে ! চাতু-
সিদ্ধ্য দ্বিজগণ আমাদের এ নগরের সকল বৃত্তান্তই
বিদিত আছেন । লক্ষ্মী বলিলেন,—বিপ্রেন্দ্র !
আমিও চাতুসিদ্ধ্যগণকে নিঃসংশয় প্রমাণ বলিয়া
জানি ; এক্ষণে সেই দ্বিজসন্তমগণ বলুন,—এই
গৃহ আপনার কি আমার ? হে নৃপ ! অনন্তর বিদ্বান্
দ্বিজগণ ভৃগুজনের বাক্য দু'রকম দেখিয়া নৃপসাহায্যে
একরূপ মীমাংসায় উপনীত হইলেন, কিন্তু ভৃগু-
কোপভয়ে সেই অষ্টাদশ সহস্র দ্বিজের মধ্যে
কেহ কোনই সন্তুস্তর করিতে সমর্থ হইলেন
না । বলিলেন,—যাহার করে তালক বিদ্য-
মান, এই রম্য গৃহ তাহারই । রমা দেবী বেদবাদী
দ্বিজগণের এই পক্ষপাতবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সাতিশয়
রোষাবিষ্ট হইয়া দ্বিজপুঙ্গবগণকে অভিশাপ করি-
লেন ১২-২২ । দেবী বলিলেন,—আপনারা লোভোপ-
হতচিত্ত হইয়া সত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার অধি-
কার বিলুপ্ত করিলেন, অতএব এক্ষণে আমার
বাক্য শ্রবণ করুন । হে দ্বিজগণ ! আপনাদের
বিদ্যা ও ধন ত্রৈপুরুষিক হইবে, আমার বাক্যের
অন্তথা হইবে না, আপনাদিগের বংশের ত্রিপুরুষের
পর আর কেহ বেদাধ্যয়ন করিবে না । আপনা-
দের গৃহনিচয় কদাচ দ্বিভৌম হইবে না এবং ঐশ্বর্য্য
ও আপনাদের স্থির থাকিবে না । আপনাদের

দৈবঃ পরিত্যাগ্য হেকঃ সত্যঃ ভবিষ্যতি । ২৬ ।
অদ্যপ্রভৃতি সর্বেষামহাকারো দ্বিজগনাম্ । ন
পিতা পুত্রবাক্যেণ ন পুত্রঃ পিতৃকৰ্ম্মণি । ২৭ ।
অহঙ্কারকৃতাঃ সর্বে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ । ইতি
শব্দা মহাদেবৌ তদৈব চ দিবং যযৌ । ২৮ । ততো
গতায়াং বৈ লক্ষ্ম্যাং দেবা ব্রহ্মর্ষয়োহমলাঃ । ক্রোধ-
লোভমিদং জ্ঞানং তেহপি চোক্তা দিবং যযুঃ । ২৯ ।
গতাং দৃষ্ট্বা ততো দেবৌমুখৌশ্চৈব তপোধনান্ ।
ভৃগুশ্চ পরমেষী স বিষাদমগমৎ পরম্ । প্রসাদয়ানাস
পুনঃ শকরং ত্রিপুরাস্তকম্ । ৩০ । তপসা মহতা
পার্থ ততস্তথো মহেশ্বরঃ । উবাচ বচনং কালে
হর্ষয়ন্ ভৃগুসন্তমম্ । ৩১ । কিং বিষলোহাসি বিপ্রেন্দ্র
কিং বা সন্তাপকারণম্ । ময়ি প্রসন্নোহপি তব
হেতুং কথয় মেহনঘ । ৩২ । ভৃগুক্রবাচ । শাপয়িত্বা
দ্বিজান্ সর্কান্ পুরা লক্ষ্মীর্কিনির্গতা । অপবিত্রমিদং
চোক্তা ততো দেবা বিনির্গতাঃ । ৩৩ । ঈশ্বর উবাচ ।

পক্ষপাত ধর্ম্ম কখনও নিঃশ্রেয়ঃ সম্পাদন করিবে না ।
আপনাদের গোত্রজাত ব্যক্তিগণ ছুটে ও লোভো-
পহতচিত্ত হইবে, তাহার। দৈবভাব পরিত্যাগ
করিবে না বা সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে না । আজ
হইতে দ্বিজগণের মধ্যে অহঙ্কার রাজত্ব করিবে ;
পিতা পুত্রের বাক্যে আদর করিবে না, পুত্র পিতৃ-
কৃত্যে হতাদর হইবে ; আর সকলেই নিঃসংশয়
অহঙ্কারের বশবর্তী হইবেন । রমাদেবী দ্বিজগণকে
এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া তখনই ত্রিদশা-
লয়ে চলিয়া গেলেন । লক্ষ্মী চলিয়া গেলে দেব ও
মহর্ষিগণও এস্থান কোধলোভাক্রান্ত হইয়াছে
এইরূপ বলিয়া স্বর্গে গমন করিলেন । অনন্তর
পরমেশী ভৃগু, রমা, সুর ও ঋষিগণকে গমন করিতে
দেখিয়া অত্যন্ত বিষন্ন হইলেন । তিনি পুনরপি
ত্রিপুরাস্তক শকরের প্রসন্নতালেতে যত্ন করিতে
লাগিলেন । হে পার্থ ! ভৃগু পুনরায় মহা তপস্বী দ্বারা
মহাদেবকে তুষ্ট করিলেন, মহাদেবও যথাকালে
ভৃগুসমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার হর্ষবর্দ্ধন করত
কহিতে লাগিলেন । বলিলেন,—বিপ্রেন্দ্র ! আমি
তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকিতে তুমি কেন বিপন্ন
হইয়াছ, তোমার সন্তাপের কোন কারণ উপস্থিত
হইয়াছে ? হে অনঘ ! এ সকল আমার নিকট
বল । ভৃগু বলিলেন,—লক্ষ্মী দ্বিজগণকে অভিশপ্ত
করিয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, তারপর
দেবগণও এই স্থান অপবিত্র বলিয়া চলিয়া

পুরা ময়া যথা প্রোক্তং তত্থা ন তদন্তথা । ক্রোধ-
জ্ঞানমসন্দেহং তথাত্তদপি তজ্জগুঃ । ৩৪ । তত্র
জ্ঞানসমুদ্ভূতা মহত্ত্ববিবর্জিতাঃ । ব্রাহ্মণা মৎপ্রসাদেন
ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ । ৩৫ । বেদবিদ্যাভ্রতস্নাতাঃ
সর্বশাস্ত্রবিশারদাঃ । যেহপি তে শতসাহস্রাবরিতা
হ্যাগতাস্তিহ । ৩৬ । অপঠন্তাপি মূর্খস্ত সর্কীবস্থাং গতস্ত
চ । উত্তরাহুত্তরং শক্নো দাতুং ন তু ভৃগুসন্তম । ৩৭ ।
কোটিতীর্থমিদং জ্ঞানং সর্কপাপপ্রণাশনম্ । অদ্য
প্রভৃতি বিপ্রেন্দ্র ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ । ৩৮ ।
মৎপ্রসাদাদেবগণৈঃ সেবিতা চ ভবিষ্যতি ।
ভৃগুক্ষেত্রে যুতা যে তু ক্রামকৌটপতঙ্গকাঃ । ৩৯ ।
বাসস্তেষাং শিবে লোকে মৎপ্রসাদাভাব্যতি ।
বৃষথাতে নরঃ স্নাত্বা পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্ । ৪০ ।
সর্কমেধস্ত যজ্ঞস্ত ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ।
ভৃগুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ । ৪১ ।
তস্ত তে দ্বাদশাদানি শান্তিঃ গচ্ছন্তি তর্পিতাঃ ।
দধিক্ষীরেণ তোয়েন দ্বতেন মধুনা সহ । ৪২ ।

গিয়াছেন । ঈশ্বর কহিলেন,—আমি পূর্বে যাহা
বলিয়াছি, তাহার অন্তথা হইবে না, এইস্থান ক্রোধ-
জ্ঞান সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার অপর যে মাহাত্ম্য
হইবে, তাহা শ্রবণ কর । এইস্থানে সমুদ্ভূত
দ্বিজগণ আমার প্রসাদে মহত্ত্ববিবর্জিত হইবে,
সংশয় নাই । এখানে যে শত সহস্র দ্বিজ বাস
করেন, হে ভৃগুসন্তম ! তাঁহার। অধ্যয়ন না
করিয়া মূর্খ হইয়া যে কোন অবস্থাই প্রাপ্ত হউন না
কেন সকলেই অরাধিত হইয়া এইস্থানে আগমন
পূর্ব্বক বেদবিদ্যাভ্রত স্নাত ও সর্বশাস্ত্রবিশারদ
হইবেন ; এমন কি, শাস্ত্রবিষয়ে শত্রুও ইহাদের
বাক্যে উত্তর দানে সমর্থ হইবে না । এখানে
কোটি তীর্থের সান্নিধ্য হইবে, হে বিপ্রেন্দ্র !
আমার প্রসাদে অদ্য হইতে এইস্থান অখিল পাতক-
নাশন হইবে, সংশয় নাই । আমার অন্ত্রগ্রহে
দেবগণ এই ক্ষেত্রের সেবা করিবেন ; ক্রাম কৌট
ও পতঙ্গগণও এই ভৃগুক্ষেত্রে তনুত্যাগ করিয়া
আমার প্রসাদে শিবলোকে বাস করিবে ।
মানব এখানে বৃষথাতে স্নান ও শকরের পূজা
করিয়া অখিল যজ্ঞের ফল লাভ করিবে, সন্দেহ
নাই । যে নর ভৃগুতীর্থে স্নান করিয়া পিতৃগণের
তর্পণ করিবে, তদীয় পিতৃগণ তর্পিত হইয়া দ্বাদশ
বার্ষিক শান্তিলাভ করিবেন । যাহার। এখানে দধি,
ক্ষীর, জল, স্তব ও মধু দ্বারা বিরূপাক্ষের স্নান করা-

যে অপস্টি বিরূপাক্ষঃ তেবাং বাসজিবিষ্টপে । মৎ-
প্রসাদাদ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্ষদেবানুসেবিতম্ ॥ ৪৩ ॥
ভবিষ্যতি ভৃগুক্ষেত্রঃ কুরুক্ষেত্রাদিভিঃ সমম্ ।
মার্ত্তগুগ্রহণে প্রাপ্তে যবঃ কৃষা হিরণ্যম্ ॥ ৪৪ ॥
দধা শিরসি যঃ স্নাতি ভৃগুক্ষেত্রে দ্বিজোত্তম ।
অবিচায়েণ তঃ বিদ্ধি সংস্রাতঃ কুরুজাঙ্গলে ॥ ৪৫ ॥
অহং চৈব বসিষ্যামি অদ্বিকা চ মম প্রিয়া । সর্ষ-
জংখাপহা দেবী নাম্না সৌভাগ্যসুন্দরী ॥ ৪৬ ॥
বসিষ্যামি তয়া দেব্যা সহিতৌ ভৃগুকচ্চকে ।
এবমুক্তা স্থিতৌ দেবৌ ভৃগুকচ্চহদ্বিকা তথা ॥
৪৭ ॥ ভৃগুস্ত স্বপুং প্রায়াদব্রহ্মঘোষনির্দিতম্ ।
ঋগ্ যজুঃসামঘোষেণ হৃৎকর্ষণনির্দিতম্ ॥ ৪৮ ॥ তত্র
তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা বৃষমুৎস্রজে নরঃ । স য়াতি
শিবসাগুজ্যামিত্যেবং শঙ্কবোহরবৌ ॥ ৪৯ ॥ তত্র
তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা চৈত্রে মাসি সমাচরেৎ । দদ্যাচ্চ
লবণং বিপ্রে পূজ্য সৌভাগ্যসুন্দরীম্ ॥ ৫০ ॥
গোভূতিরণ্যং বিপ্রেভ্যঃ প্রীয়েতাং ললিতাশিবৌ ।
ন হৃৎকঃ দর্ভগত্বং চ বিয়োগং পতিনা সহ ॥

ইবে, তাহাদের ত্রিদেশালয়ে বাস হইবে । হে দ্বিজ-
সত্তম ! আমার প্রসাদে ত্রিদেশগণ এই ক্ষেত্রের সেবা
করিবেন এবং এই ভৃগুক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রাদির
সমান হইবে । হে দ্বিজোত্তম ! সুবর্ণ দ্বারা
যব নির্মাণপূর্বক মস্তকে রাপিয়া যে মানব
ভৃগুক্ষেত্রে স্নান করিবে, তাহাকে কুরু-
জাঙ্গলস্থায়ী জানিবে, এ বিষয়ে বিচার বিতর্ক
নাই । আমি এখানে বাস করিব, অগ্নি লংখ-
নাশিনী প্রিয়া অদ্বিকা দেবীও বাস করিবেন,
এখানে তাঁহার নাম হইবে—সৌভাগ্যসুন্দরী ।
আমি পুনরায় বলিতেছি—দেবী সৌভাগ্যসুন্দরী
অদ্বিকার সহিত ভৃগুকচ্চে অবস্থান করিব । দেব-
দেব এইরূপ বলিয়া ভৃগুকচ্চে আমি বাস করিলেন ।
অদ্বিকাও তাঁহার সহিত অবস্থিত হইলেন । এদিকে
ভৃগুও ঋক্, যজু, ও সামময় ব্রহ্মঘোষনির্দিত
স্বীয়পুরে প্রস্থান করিলেন । রাজন ! শঙ্কর
কহিয়াছেন—যে মানব ভৃগুকচ্চে স্নান করিয়া বৃষ-
উৎসর্গ করে, তাহার শিবসাগুজ্য লাভ হয় ।
এখানে স্নান করিয়া সৌভাগ্যসুন্দরী দেবী অদ্বি-
কার পূজা ও ব্রাহ্মণে লবণ দান করিতে হয় ।
মাসে মাসেই এইরূপ স্নানাদি আচরণ কর্তব্য ।
শিব ও ললিতা প্রীত হউন, এইরূপ বলিয়া যে নারী
দ্বিজগণকে গো, ভূ ও হিরণ্য দান করে, তাহার

৫১ ॥ প্রাপ্নোতি নারী রাজেন্দ্র ভৃগুতীর্থগমনে
চ । যন্ত নিত্যং ভৃগুং দেবং পশ্যেদৈ পাণ্ডু-
নন্দন ॥ ৫২ ॥ আরক্ষসদনং যাবত্তজ্জৈর্দৈবভৈঃ
সহ । যৎকলং সমবাপ্নোতি তচ্ছৃণু নৃপোত্তম ॥
৫৩ ॥ সুবর্ণশৃঙ্গীঃ কাপলাঃ পয়স্বিনীঃ সাক্ষীঃ
সুশীলাঃ তরুণীঃ সবৎসাম্ । দধা দ্বিজে সর্ষ-
ব্রতোপপন্নৈ ফলং চ যৎস্মাত্তদিতৈব নুনম্ ॥ ৫৪ ॥
সমাঃ সহস্রাণি তু সপ্ত বৈ জলে ত্রিয়েশ্বতেদাদশ-
গ্নিমধো । ত্যজংস্তনুং শূরবৃত্ত্যা নরেন্দ্র শক্রাতিথ্যঃ
য়াতি বৈ মর্ত্যধর্ম্মা ॥ ৫৫ ॥ আখ্যানমেতচ্চ সদা
যশস্ত্যং স্বর্গ্যং ধন্যং পূজ্যমাযুষ্যকারি । শৃণু নতেৎ-
সন্মমেতদ্ধি ভক্ত্যা পর্কণপর্কণ্যাজমীঢ় সদৈব ॥ ৫৬ ॥
সন্ন্যাসঃ কুরুতে যন্ত ভৃগুতীর্থে বিধানতঃ । স য়তঃ
পরমং স্থানং গচ্ছেদৈ যচ্চ ত্বলভম্ ॥ ৫৭ ॥ এত-
চ্ছৃণু ভৃগুশ্রেষ্ঠো দেবদেবেন ভাসিতম্ । প্রজুষ্টে-
বদনো ভূষা তৈব সংস্থিতো দ্বিজঃ ॥ ৫৮ ॥
ত্রিরোভাবঃ গতে দেবে ভৃগুঃ শ্রেষ্ঠো দ্বিজোত্তমঃ ।

হৃৎক-দর্ভগ্যা হয় না এবং কদাচ সে নারী পতি-
বিয়োগহৃৎক অনুভব করে না ॥ ২৩-৫১ ॥ হে রাজেন্দ্র !
ভৃগুকচ্চে অবগাহনেও নারীর পূর্বোক্ত ফল লাভ
হয় । হে পাণ্ডুনন্দন ! ব্রহ্মসদন পর্য্যন্ত যে সকল
দেবতা আছেন, তাঁহারা ভৃগুকচ্চে অবস্থিত, যে
মানব নিত্য এখানে সেই সকল দেবতার সহিত
ভৃগুদেবের পূজা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ
কর । হে নৃপসত্তম ! সর্ষ ব্রতোপপন্ন বিপ্রকে
স্বর্ণশৃঙ্গী সাক্ষী সুশীলা সবৎসা পয়স্বিনী তরুণী
কাপলা দান করিলে যে ফল, মানব ভৃগুকচ্চে
ভৃগুদেবের দর্শন করিয়া সেই ফল লাভ করে ।
হে রাজেন্দ্র ! মানব এখানে জলে জীবন পরিত্যাগ
করিলে সপ্ত সহস্র বৎসর ও অনলে দেহত্যাগ
করিয়া দ্বাদশ সহস্র বৎসর সুরালয়ে বাস করে ;
আর যে নর শূরবৃত্তি দ্বারা তনুত্যাগ করে, তাহার
শত্রু তথ্য লাভ হয় । হে নরেন্দ্র ! এই উপা-
খ্যান সত্তত যশস্ত্য, স্বর্গ, ধন্য এবং পুত্র ও আয়ুঃপ্রদ ।
যে ব্যক্তি ইহা ভক্তিপূর্বক পর্কৈ পর্কৈ শ্রবণ করে,
তাহার অগ্নি অভীষ্ট লাভ হয় । হে আজমীঢ় !
যে নর ভৃগুতীর্থে যথাবিধি সন্ন্যাস গ্রহণ করে,
মরিয়া সেই ত্বলভ পরম পদে গমন করিয়া থাকে ।
দ্বিজসত্তম ভৃগু দেবেশকথিত এই সকল শ্রবণ
করিয়া প্রসন্নহৃদয়ে সেই স্থানে অবস্থান করিয়া-

স্মৃতিং তত্র মুক্তা তু ব্রহ্মলোকং জগাম হ । ৫৯ ।
ভৃগুর্ভৃগু চোৎপত্তিঃ কথিতা তব পাণ্ডব ।
সংক্ষেপেণ মহারাজ সৰ্বপাপপ্রণাশনৌ ॥ ৬০ ॥ এতৎ-
পুণ্যং পপাহরং ক্ষেত্রং দেবেন কীর্তিতম্ । চতুৰ্ভুগ-

দিনে বিপ্রা জায়তে যুগসম্ভবঃ । ন পশ্যামি ত্ৰিদং
ক্ষেত্রমিতি ক্রদঃ স্বয়ং জগৌ ॥ ৬২ ॥ যঃ শৃণোতি
ত্ৰিদং ভক্ত্যা নারী বা পুরুষোহপি বা । স যাতি
পরমং লোকমিতি ক্রদঃ স্বয়ং জগৌ ॥ ৬৩ ॥
দেবখাতে নরঃ স্নাত্বা পিণ্ডদানাদিসংক্রিয়াম্ । যাং
করোতি নৃপশ্রেষ্ঠ তামক্ষয়কলাং বিদুঃ ॥ ৬৪ ॥ য
ইমং শৃণুয়াত্তক্ত্যা ভৃগুর্ভৃগু বিস্তরম্ । কোটিতীর্থ-
কলং তস্ম ভবেদৈ নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ভৃগুর্ভৃগুতীর্থবর্ণনং নাম দ্ব্যশীত্য-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮২ ॥

ছিলেন এবং দেবদেব অদর্শন হইলে দ্বিজবর ভৃগু
তথায় স্বীয় তত্ত্বত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত
হন। হে পাণ্ডব! সংক্ষেপে তোমার নিকট
ভৃগুর্ভৃগুর উৎপত্তি কথিত হইল, এই উপাখ্যান
সৰ্বপাপপ্রণাশন। মহারাজ! ইহা পাপহর ও
পুণ্য; স্বয়ং দেবদেব এই ক্ষেত্রের মহিমা কীর্তন
করিয়াছেন। সহস্র চতুৰ্ভুগে ব্রহ্মার একদিন
হয়, আর ব্রহ্মদিনের অবসানে যুগোৎপত্তি হইয়া
থাকে। ক্রদ স্বয়ং কহিয়াছেন—আমি একপ ক্ষেত্র
আর দেখি না। নারী বা নর এই ভৃগুক্ষেত্রের
মাহাত্ম্য ভক্তিপূৰ্ব্বক শ্রবণ করিয়া পরমলোক লাভ
করে, ইহা ক্রদের নিজমুখে কীর্তিত হইয়াছে।
হে নরোত্তম! মানব দেবখাতে গ্রান করিয়া পিণ্ড-
দানাদি যে সকল সংক্রিয়া করে, তাহার ফল অক্ষয়
হয়। যে মানব ভক্তিভাবে ভৃগু কৃষ্ণের বিস্তৃত
মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহার কোটি তীর্থের ফল লাভ
হয়, সংশয় নাই। ৫৯—৬৫।

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮২

দ্ব্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। অতঃপরং মহারাজ
গচ্ছেৎ কেদারসংজ্ঞকম্ । যত্র গত্বা মহারাজ শ্রাদ্ধং
কৃৎবা পিবেজ্জলম্ । সম্পূজ্য দেব দেবেশং কেদা-
রোথং ফলং লভেৎ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ।
কথমত্র সুরশ্রেষ্ঠঃ কেদারাখ্যঃ স্থিতঃ স্বয়ম্ । উত্তরে
নশ্বদাকূলে এতদ্বিস্তরতো বদ ॥ ২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ। পুরা কৃতযুগস্তাদৌ শঙ্করস্ত মহেশ্বরঃ ।
ভৃগুনারাদিতঃ শপ্তঃ শ্রিয়া চ ভৃগুকচ্ছকে ॥ ৩ ॥
অপবিত্রমিদং ক্ষেত্রং সৰ্বদেববিবজ্জিতম্ । ভবি-
ষ্যতি নৃপশ্রেষ্ঠ গতেত্বাক্ষা হরিপ্রিয়া ॥ ৪ ॥
তপশ্চচার বিপুলং ভৃগুর্ভৃগুসহস্রকম্ । বায়ুভক্ষো
নিরাহারশ্চিরং ধমনিমন্ততঃ ॥ ৫ ॥ ততঃ প্রত্যক্ষ-
তামাগাল্লিঙ্গীভূতো মহেশ্বরঃ । প্রাহুর্ভূতস্ত সহসা ভিষা
পাতালসপ্তকম্ ॥ ৬ ॥ দদর্শাথ ভৃগুর্দেবমৌৎপলীং
কলিকামিব । স্ততিং চক্রে স দেবায় স্থানবে
ত্ৰ্যম্বকেতি চ ॥ ৭ ॥ এবং স্ততঃ স ভগবান্প্রোবাচ

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ! অতঃপর
কেদারনামক তীর্থে গমন করিবে। মহারাজ!
কেদারতীর্থে গমনপূৰ্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়া জলপান ও
দেবদেবেশ কেদারের সম্যক পূজা করিলে প্রসিদ্ধ
কেদার ক্ষেত্রের সম্যক ফললাভ হয়। যুধিষ্ঠির
জিজ্ঞাসা করিলেন,—সুরসম্ভব কেদার কি
জন্ম নশ্বদার উত্তর তীরে সরিহিত হইয়াছেন,
ইহা বিস্তারপূৰ্ব্বক আমার নিকট বর্ণন করুন।
মার্কণ্ডেয় কহিলেন—পূৰ্ব্বকালে সত্যযুগের প্রথম
সময়ে ভৃগু কমলা কর্তৃক আভিশপ্ত হইয়া
ভৃগুকৃষ্ণে অবস্থানপূৰ্ব্বক মহেশ্বর শঙ্করের আরা-
ধনা করেন। হে নৃপসম্ভব! বিহুবল্লভা লক্ষ্মী
ভৃগুক্ষেত্র অপবিত্র ও সৰ্বদেবদোষবিবজ্জিত হইবে
এইরূপ বলিয়া চণ্ডিয়া যান; তারপর ভৃগু এখানে
সহস্র বৎসর তপশ্চরণ করেন। ভৃগু বায়ু-
ভোজী ও নিরাহার হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে
এতই ক্লেশ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহে বিস্তৃত
ধমনীনিচয় দৃষ্ট হইত। অনন্তর মহেশ্বর লিঙ্গরূপে
তাঁহার প্রত্যক্ষ হইলেন, তিনি সহসা সপ্তপাতাল ভেদ
করিয়া ভৃগুর সমীপে প্রাহুর্ভূত হইলেন। ভৃগু
সেই লিঙ্গকে কমলকলিকার স্থায় অবলোকন
করিয়া স্থান ত্ৰ্যম্বক প্রভৃতি নাম উচ্চারণপূৰ্ব্বক

প্রহসন্তি। পুনঃপুনঃ ভূতঃ মৃতঃ কিমু প্রার্থয়সে।
মুনে। ৮। ভৃগুঃ কবাচ। পঞ্চকোশমিদং ক্ষেত্রং পদ্মশা-
পিতং বিভো। অপবিত্রমিদং ক্ষেত্রং সর্ববেদ-
বিবর্জিতম্। ভবিষ্যতীতি চ প্রোচ্য গতা দেবী
দিবং প্রতি। ৯। পুনঃ পবিত্রতাং যাতি যথৈদং
ক্ষেত্রমুত্তমম্। তথা কুরু মহেশান প্রসন্নো যদি
শঙ্কর। ১০। ঈশ্বর উবাচ। কেশদারাখ্যমিদং
ব্রহ্মলিঙ্গমাদ্যং ভবিষ্যতি। কৃষ্ণেদমাদিলিঙ্গানি
ভবিষ্যন্তি দশৈব হি। ১১। একাদশমদৃষ্টং হি
ক্ষেত্রমধ্যে ভবিষ্যতি। পাবয়িষ্যতি তৎ ক্ষেত্রমেকা-
দশং স্বয়ং বিভুঃ। ১২। তথা বৈ দ্বাদশাদিত্যা
মংপ্রসাদাৎ মুর্তিতঃ। বসিষ্যন্তি ভৃগুক্ষেত্রে
রোগহুঃখনিবর্হণাঃ। ১৩। তুর্গাঃ হৃষ্টাদশ তথা ক্ষেত্র-
পালান্ত্র মোড়শ। ভৃগুক্ষেত্রে ভবিষ্যন্তি বীর-
ভদ্রাশ্চ মাতরঃ। ১৪। পাবতীকৃতমেতন্নি নিত্যং
ক্ষেত্রং ভবিষ্যতি। মাঘমাসে হ্যযঃকালে স্নাত্বা মাসং
জিতেন্দ্রিয়ঃ। ১৫। যঃ পূজয়তি কেশদারং স গচ্ছে-

স্তব্ধ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শঙ্কর ভৃগু
কর্তৃক এইরূপে স্মৃত হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে
ভৃগুকে কহিলেন।—স্বামে! আমার নিকট পুনঃ
কি প্রার্থনা করিতেছেন? ভৃগু বালিলেন,—বিভো!
এই পঞ্চকোশী তীর্থের প্রতি লক্ষ্মী অভিশাপ প্রদান
করিয়াছেন, এই ক্ষেত্র অপবিত্র ও সর্বদেববিবর্জিত
হইবে, দেবী কমলা এইরূপ বালিয়া ত্রিদশালয়ে চলিয়া
গিয়াছেন। হে মহেশান! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন
হইয়া থাকেন, তবে হে শঙ্কর! এই অন্ততম ক্ষেত্র
যাহাতে পুনঃ পবিত্র হয়, তাহাই করুন। ঈশ্বর
কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই লিঙ্গ অনাদি কেশদার
লিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হইবে, আমার অন্ত দশ লিঙ্গও
এই কেশদারসান্নধ্যানে বিদ্যমান থাকিবে, ঐ সকল
লিঙ্গ মধ্যে কেশদারই শ্রেষ্ঠ বালিয়া পারগণ্য হইবে।
এই একাদশ লিঙ্গ অদৃষ্ট ভাবে ক্ষেত্রমধ্যে সন্নিহিত
থাকিয়া সতত আপনার এই ক্ষেত্র পবিত্র করিবে,
আমার প্রসাদে দ্বাদশাদিত্য মূর্তিমান হইয়া ভৃগু-
ক্ষেত্রে বাস করত ক্ষেত্রবাসিগণকে রোগহুঃখহীন
করিবে। অষ্টাদশ তুর্গা, মোড়শ ক্ষেত্রপাল,
বীরভদ্রাদি গণ ও মাতৃকানিকর এই ক্ষেত্রমধ্যে
বাস করিবেন, ইহাদের বাস হেতু এই ক্ষেত্র নিত্য
পবিত্র হইবে। যে জিতেন্দ্রিয় মানব মাঘমাসের
উষাকালে স্নান করিয়া একমাস পর্যন্ত কেশদারের

ছিবমন্দিরম্। তস্মিন্ তীর্থে নরঃ স্নাত্বা পিতৃগণ-
ভারত। শ্রাদ্ধং দদাতি বিধিবত্তম্। ত্রীতাঃ পিতা-
মহাঃ। ১৬। ইতি তে কথিতং সম্যক্ কেশদারাখ্যং
সবিস্তরম্। সর্বপাপহরং পুণ্যং সর্বহুঃখপ্রণা-
শনম্। ১৭।

ইতি ত্রীকান্দে কেশদারেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনঃ
নাম ত্র্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৮৩।

চতুরশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ত্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ধৌতপাপং ততো গচ্ছেদ্ভৃগু-
তীর্থসমীপতঃ। ধূষণে তু ভৃগুস্তত্র ভূয়োভূয়ো
ধৃতস্ততঃ। ১। ধৌতপাপং তু তত্তেন স্নাত্বা লোকেষু
বিস্তৃতম্। তত্র স্থিতো মহাদেব স্তম্ভার্থং ভৃগুসন্তমে। ২।
তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা শার্চ্যোনাপি নরেশ্বর। মূচ্যতে
সর্বপাপেভ্যো নাত্র কার্ঘ্যা বিচারণা। ৩। যন্ত সমাগু-
বিধানেন তত্র স্নাত্বা স্নাত্বৈচ্ছিবম্। দেবান্ পিতৃন
সমভার্চ্য মূচ্যতে সর্বপাতকৈকঃ। ৪। ব্রহ্মহত্যা

পূজা করে, তাহার শিবমন্দিরে গুণতি হয়। হে
ভারত! যে মানব এই তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃ-
গণের উদ্দেশে যথাবিধি শ্রাদ্ধদান করে, তদীয়
পিতৃ পিতামহগণ প্রীত হন। এই তোমার নিকট
কেশদারতীর্থের বিস্তৃত বিবরণ সম্যক্ বর্ণন করিলাম,
এই কেশদারতীর্থ সর্বপাপহর পুণ্য ও সর্বহুঃখ-
প্রণাশন। ১—১৭।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৩।

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর ধৌতপাপ তীর্থে
গমন করিবে, এই ধৌতপাপতীর্থ ভৃগুতীর্থের সমীপে
বিদ্যমান। এতীর্থে ভৃগু পূর্ব কর্তৃক ভূয়োভূয়
ধৃত অর্থাৎ কম্পিত হইয়াছিলেন, এই জন্ত এতীর্থ
ধৌতপাপ নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছে।
মহাদেব ভৃগুসন্তমের সন্তষ্টির জন্ত এই তীর্থে সন্নি-
হিত হইয়াছেন। হে নরেশ্বর! যে মানব
শঠতাপ্রযুক্ত হইয়াও এখানে স্নান করে, সেও
অখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়, এবিষয়ে বিচারণা
কর্তব্য নহে। আর যে নর সম্যক্ বিধি-বিধানে
এখানে স্নান করিয়া শিবের পূজা করে এবং দেব
পিতৃগণের সম্যক্ অর্চনা করে, তাহার ত সর্ব

গবাং বধ্যা তত্র তীর্থে যুধিষ্ঠির । প্রবিশেৎ সদা
ভীতা প্রবিষ্টাপি কথং ব্রজেৎ ৷ ৫ ৷ যুধিষ্ঠির উবাচ ।
আশ্চর্য্যভূতং লোকেহস্মিন্ কথং দ্বিজোত্তম ।
প্রবিশেৎ ব্রহ্মহত্যা যথা বৈ ধোতপাপানি ৷ ৬ ৷
ব্রহ্মহত্যা সমং পাপং ভবিতা নেহ কিঞ্চন । কথং বা
ধোতপাপে তু প্রবিষ্টে নশ্রুতে দ্বিজ । এতদ্বিস্তরতঃ
সর্বং পৃচ্ছামি বদ কোতুকাৎ ৷ ৭ ৷ মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
আদিসর্গে পুরা শম্ভুরঙ্গণঃ পরমেষ্ঠিনঃ । বিকারঃ
পঞ্চমঃ দৃষ্টা শিরোহম্মুখসম্নিতম্ ৷ ৮ ৷ অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি-
যোগেন তচ্ছিরস্তেন কুস্তিতম্ । কৃতমাত্রে তু
শিরসি ব্রহ্মহত্যাভবত্তদা ৷ ৯ ৷ ব্রহ্মহত্যা যুত্চাসৌ-
হৃন্তরে নশ্মদাতটে । ধ্মিতং তু যনে রাজন
বৃষেণ ধর্ম্মমূর্তিনা ৷ ১০ ৷ তত্র ধোতেশ্বরীং দেবীং
স্থাপিতাং বৃষভেণ তু । দদর্শ ভগবান্ শম্ভুঃ সর্ব-
দৈবতপূজিতাম্ ৷ ১১ ৷ দৃষ্টা ধোতেশ্বরীং তুর্গাং ব্রহ্ম-
হত্যা বিনাশিনীম্ । তত্র বিশ্রমমাণশ্চ শঙ্করস্ত্রিপুরা-
শ্বকঃ ৷ ১২ ৷ স শঙ্করো ব্রহ্মহত্যা বিহীনঃ । মেনে
খানং তস্মা তীর্থস্থ ভাবাৎ । সুবিস্মৃতাং দেব-

পাপমুক্তি হইবেই । হে যুধিষ্ঠির ! ব্রহ্মহত্যা
এবং গোহত্যা ভীতিবশতঃ এ তীর্থে প্রবেশ করে
না, দৈবাৎ প্রবিষ্ট হইলেও ক্ষণকাল মধ্যে বিনষ্ট
হয় । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম !
আপনি কহিলেন, ধোতপাপ তীর্থে ব্রহ্মহত্যা প্রবেশ
করে না, ত্রিলোকে ইহা বড়ই বিস্ময়কর ; এক্ষণে
ইহার কারণ বর্ণন করুন । হে দ্বিজ ! ইহ সংসারে
ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাতক নাই । এই ভীষণ পাপ
ব্রহ্মহত্যা কেন ধোতপাপে প্রবেশ করে না, আর
প্রবিষ্ট হইয়াই বা কেন সত্তর বিনষ্ট হয় ? আমার
সদৃষ্ট কুতূহল হইতেছে, আমি জিজ্ঞাসু, বিস্তার-
পূর্ব্বক আমার নিকট বলুন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—
পূর্বে ঋষ্টির প্রথম সময়ে পরমেষ্ঠী বক্ষা পক্ষাসা
ছিলেন, শম্ভু একদা তদীয় বিকার দর্শনে তাঁহার
অশ্বমুগনিভ পঞ্চম মুখ ছিন্ন করেন ! শম্ভু অঙ্গুষ্ঠা-
ঙ্গুলি যোগে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন,
মস্তক ছিন্ন হইবামাত্র এক ব্রহ্মহত্যা সমুদ্ভূত হয় ।
শঙ্কর সেই ব্রহ্মহত্যালিপ্ত হইয়া নশ্মদার উত্তর তটে
বাস করেন । হে রাজন ! ধর্ম্মমূর্তি বৃষ এই স্থান
ধনিত করিয়া এখানে ধোতেশ্বরী দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা
করিয়াছিলেন । এই ধোতেশ্বরী তুর্গা সর্বদেব-
পূজিতা ও ব্রহ্মহত্যানাশিনী । বিশ্রমমাণ ত্রিপুরাশ্বক

দেবো বরেণ্যো দৃষ্টা দূরে ব্রহ্মহত্যাঞ্চ তীর্থীং ।

৩ । বিধোতপাপঃ মহিতঃ ধর্ম্মশক্ত্যা বিশেষ হত্যা
দেবীভ্যাং প্রভীতা । রক্তাদরা রক্তমাল্যোপযুক্তা
কৃষ্ণা নারী রক্তদামপ্রসক্তা ৷ ১৪ ৷ মাং বাহুস্তী
স্কন্ধদেশঃ রহন্তে দূরে স্থিতা তীর্থবর্ষ্যপ্রভাবাৎ ।
সক্ষিত্যা দেবো মনসা স্মরারির্কাসায় বুদ্ধিঃ তত্র
তীর্থে চকার ৷ ১৫ ৷ বিমুগ্ধ দেবো বহুশঃ স্থিতঃ
স্বয়ং বিধোতপাপঃ প্রথিতঃ পৃথিব্যাম্ । বভূব
তজ্জৈব নিবাসকারী বিধূতপাপনিকটপ্রদেশে ৷ ১৬ ৷
তদাপ্রভৃতি রাজেন্দ্র ব্রহ্মহত্যা বিনাশনম্ । বিধোত-
পাপং ততীর্থং নশ্মদায়াং ব্যবস্থিতম্ ৷ ১৭ ৷ অশ্ব-
যুক্তশূক্লনবমী তত্র তীর্থে বিশিষ্যতে । দিনত্রয়ং তু
রাজেন্দ্র সপ্তম্যা দিবশেষতঃ ৷ ১৮ ৷ সমুপোষ্যা-
ষ্টমীং ভক্ত্যা সাক্ষং বেদং পঠেত্তু যঃ । অহোরাত্রেণ
চৈকেন ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞকম্ ৷ ১৯ ৷ অভ্যসন্
ব্রহ্মহত্যায়া মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ । বৃষলীগমনং চৈব
যশ্চ গুরুজনাগমঃ ৷ ২০ ৷ স্নান্বা ব্রহ্মরসোৎকৃষ্টে

শঙ্কর এই ধোতেশ্বরী মূর্তি দর্শন করিয়া আত্মাকে
ব্রহ্মহত্যা মুক্ত মনে করিয়াছিলেন । তীর্থের
প্রভাবদর্শনে তাঁহার মহাবিস্ময় জন্মিয়াছিল । বরেণ্য
দেবদেব শঙ্কর দেখিলেন,—ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে ত্যাগ
করিয়া তীর্থের দূরে বিদ্যমান রহিয়াছে, বিধোত-
পাপতীর্থ ধর্ম্মশক্তি দ্বারা পূজিত ; অত্যা দেবীর
ভয়ে ভীতা ব্রহ্মহত্যা এখানে প্রবেশ করে না ।
তিনি আরও দেখিলেন,—কৃষ্ণ-নারীমূর্তি ব্রহ্মহত্যা
রক্তাদরপরিহিতা, রক্তমাল্যধারিণী ও লোহিত
মাল্যে আসক্তা হইয়া তাঁহার স্কন্ধদেশ কামনা করি-
তেছে, তীর্থবর্ষ্যপ্রভাবে সে এখানে প্রবেশ করিতে
পারে নাই, দূরে থাকিয়া নিজ্জনে তাহার স্কন্ধদেশের
আশ্রয় কামনা করিতেছে । মদনদহন দেবদেব
শঙ্কর মনে মনে বড় বিচ্যর করিলেন, ভাবিলেন,—
পৃথিবীতে বিধোতপাপ তীর্থই প্রথিত ; তিনি এইরূপ
চিন্তা করিয়া সেই তীর্থেই স্বীয় বাস স্থির করিলেন ।
সেইস্থানে বিধোত পাপের সমীপদেশেই শঙ্করের
বাস নির্দিষ্ট হইল । ১—১৬ । হে রাজেন্দ্র ! তদবধি
নশ্মদা-তীর্থবর্তী বিধোত-পাপ-তীর্থ ব্রহ্মহত্যা-নাশন
বালীয়া প্রসিদ্ধ হইল । আশ্বিনমাসের শুক্লনবমী-
দিবসে এই তীর্থ প্রশস্ত, বিশেষতঃ সপ্তমী হইতে
নবমী পর্য্যন্ত এই দিনত্রয় সমধিক প্রশস্ত । যে
মানব অষ্টমীদিনে উপবাসী থাকিয়া ভক্তিপূর্ব্বক
সাক্ষবেদ অধ্যয়ন করে, এক অহোরাত্রে তাহার

কুন্তেনৈব প্রযুচ্যতে । বক্ষ্যা স্ত্রীজননী যা তু কাক-
বক্ষ্যা যুতপ্রজা ॥ ২১ ॥ সাপি কুন্তোদকৈঃ স্নাতা
জীবৎপুত্রা প্রজাবতী । অপঠন্ত নরোপোষ্য
ঋগ্‌যজুঃসামসম্ভবাম্ ॥ ২২ ॥ ঋচমেকাং জপন্
বিপ্রস্তথা পক্ষিণি যো নৃপ । অনূচোপোষ্য গায়ত্রীঃ
জপেদৈব বেদমাতরম্ ॥ ২৩ ॥ জপন্বম্যাং বিপ্রেন্দ্রো
মুচ্যতে পাপসংক্ৰাৎ । এবং তু কথিতং তাত
পুরাণোক্তং মহর্ষিভিঃ ॥ ২৪ ॥ ধৌতপাপং
মহাপুণ্যং শিবেন কথিতং মম । প্রাণত্যাগঃ
তু যঃ কুৰ্য্যাজ্জলে বায়ৌ স্থলেহপি বা ॥ ২৫ ॥
স গচ্ছতি বিমানেন জলনাকসমপ্রভঃ । হংস-
বর্হিপ্রযুক্তেন সেব্যমানোহপ্সরোগণৈঃ ॥ ২৬ ॥
শিবস্ত পরমং স্থানং যৎসুরৈরপি দুর্লভম্ ।
ক্রৌড়তে স্বেচ্ছয়া তত্র যাবচ্ছল্লার্কতারকম্ ॥ ২৭ ॥
ধৌতপাপে তু যা নারী কুরুতে পাপসংক্ৰমম্
তৎকর্ণাদেব সা পার্থ পুরুষত্রয়বাপুয়াৎ ॥ ২৮ ॥
অথ কিং বহুনোক্তেন শুভং বা যদি বাণ্ডভম্ ।

সমগ্র ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ অভ্যাস হয় এবং
নিঃসংশয় ব্রহ্মহত্যা হইতে সে মুক্ত হইয়া থাকে
সন্দেহ নাই । যে ব্যক্তি বুয়লী কিংবা গুরুপত্নী
গমন করিয়াছে, ধৌতপাপতীর্থের কুন্তোদকে স্নান
করিয়া তাহার পাপমুক্তি হয় ; এই ধৌতপাপতীর্থের
জল ব্রহ্মরস এবং ইহা সর্বতীর্থোত্তম । বক্ষ্যা,
বহুকন্তাজননী, কাকবক্ষ্যা কিংবা যুতপুত্রা নারীও
বিধৌতপাপতীর্থের কুন্তোদকে স্নান করিয়া জীব-
বৎসা ও বহুপুত্রবতী হয় । হে নৃপ ! যে বিপ্রেন্দ্র
নবমীদিনে উপবাসী থাকিয়া এখানে ঋক্ যজুঃ
কিংবা সামসম্ভব এক একটীমাত্র মন্ত্র জপ করেন
অথবা পর্কে পর্কে উপবাসী হইয়া বেদমাত্রা গায়ত্রী
জপ করেন, তিনি পাপসংক্ৰম হইতে মুক্ত হন । হে
তাত ! মহর্ষিগণ পুরাণবর্ণিত ধৌতপাপতীর্থের
মহিমা এইরূপই বর্ণন করিয়াছিলেন, আর ধৌত-
পাপ যে মহাপুণ্যতীর্থ, স্বয়ং শিবও ইহা আমার
নিকট কহিয়াছিলেন । যে মানব ধৌত-পাপতীর্থের
জলে, স্থলে কিংবা অনলে তনুত্যাগ করেন, তিনি
হংসময়ূরযুক্ত অপ্সরোগণসেবিত দীপ্ত দিবাকরপ্রভ
বিমানে আরোহণ করিয়া দেবদুর্লভ শিবলোকে
গমন করেন এবং যতদিন চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান
থাকেন, ততকাল তথায় স্বেচ্ছায় ক্রৌড়া করিয়া
থাকেন । হে পার্থ ! যে মানব ধৌতপাপতীর্থে
প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে তৎকর্ণাৎ পুরুষত্রয়প্রাপ্ত

তদক্ষয়কলং সর্বং ধৌতপাপে কৃতং নৃপ ॥ ২৯ ॥
সন্ন্যসেন্নিয়মেনারঃ সন্ন্যসেদ্বিষয়াদিকম্ । কলমূল-
দিকং চৈব জলমেকং ন সন্ত্যজেৎ ॥ ৩০ ॥ এবং
যঃ কুরুতে পার্থ কুডলোকং স গচ্ছতি । তত্র
ভুক্ষাখিলান্ভোগাজ্জায়তে ভুবি ভূপতিঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ধৌতপাপতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুরশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৪ ॥

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঃ অধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহীপাল
এরণ্ডীতীর্থমুত্তমম্ । স্নানমাত্রেন তত্রৈব ব্রহ্মহত্যা
প্রণশ্চতি ॥ ১ ॥ মাসি চান্দ্রযুজে তত্র শুক্রপক্ষে
চতুর্দশীম্ । উপোষ্য প্রযতঃ স্নাতস্তর্পয়েৎ পিতৃ-
দেবতাঃ ॥ ২ ॥ পুত্রক্ষিরূপসম্পন্নো জীবেচ্চ শরদাং
শতম্ । শিবলোকং যতো যাতি নাত্র কার্য্যা
বিচারণা ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে এরণ্ডীতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৫ ॥

হয় । হে নৃপ ! আর অধিক বলিয়া কি হইবে,
শুভই হউক আর অশুভই হউক, ধৌতপাপতীর্থে
সকল ক্রিয়াই অক্ষয়ফলজনক হয় । নিয়মপূর্ব্বক
অন্নত্যাগ করিতে হয়, বিষয়-ভোগাদিও ত্রৈলোক্য
নিয়মপূর্ব্বক পরিত্যাজ্য ; কলমূলদিও পরিত্যাগ
করা যায়, কিন্তু একমাত্র জল পরিত্যাজ্য নহে ।
হে পার্থ ! যে মানব জলমাত্র পান করিয়া ধৌতপাপ-
তীর্থে বাস করেন, তাহার কুডলোকে গতি হয়
এবং তিনি সেখানে বিবিধ ভোগ্য উপ-
ভোগ করিয়া ভূতলে ভূপতি হইয়া জন্মগ্রহণ
করেন । ১৭—৩১ ।

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৪ ॥

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল ! অনন্তর
অনুত্তম এরণ্ডীতীর্থে গমন করিবে । এখানে স্নান-
মাত্রেই ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হয় । প্রযত মানব
আশ্বিনমাসের শুক্রপক্ষীয় চতুর্দশীদিনে উপবাসী
থাকিয়া এখানে স্নান ও পিতৃদেবগণের তর্পণ
করিবে । এইরূপ করিলে নর পুত্র, সম্পৎ ও রূপ-
সম্পন্ন হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকে এবং

ষড়শীত্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহীপাল
তীর্থং কনখলোত্তমম্ । গরুড়েন তপস্তপ্তং পূজয়িত্বা
মহেশ্বরম্ ॥ ১ ॥ দিব্যং বর্ষশতং যাবজ্জাতমাত্রেণ
ভারত । তপোজপৈঃ কুশীভূতো দৃষ্টো দেবেন
শমুনা ॥ ২ ॥ ততস্তষ্টো মহাদেবো বৈনতেয়ঃ
মনোজবম্ । উবাচ পরমঃ বাক্যং বিনতানন্দ-
বর্দ্ধনম্ ॥ ৩ ॥ প্রসন্নস্তে মহাভাগ বরং বরয় সুরত ।
দুর্লভং ত্রিষ্ লোকেষু দদামি তব খেচর ॥ ৪ ॥
গরুড় উবাচ । ইচ্ছামি বাহনং বিষ্ণোর্বিজেষ্মহং
সুরেশ্বর । প্রসন্নোহসি মে সর্বং ভবতিতি মতিশ্রম ॥
৫ ॥ শ্রীমহেশ উবাচ । দুর্লভঃ প্রাণিনাং তাত
যো বরঃ প্রার্থিতোহনঘ । দেবদেবস্ত বহনং
বিজেষ্মহং সুদুর্লভম্ ॥ ৬ ॥ নারায়ণোদরে সর্ব-
ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ । ইয়া স কথমুহ্যেত দেব-

দেহাবসানে শিবলোকে গমন করে ; এ বিষয়ে
বিচারণা কর্তব্য নহে । ১—৩ ।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৫ ॥

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল ! অনন্তর
অনুত্তম কনখলতীর্থে গমন করিবে । এখানে
গরুড় মহেশ্বর পূজা করিয়া দিব্য শতবৎসর
যাবৎ তপস্তা করিয়াছিলেন । হে ভারত !
গরুড় জাতমাত্রেই তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ;
তিনি জপতপস্যায় কৃশ হইয়া দেবদেব শমুর
দৃষ্টিগোচ্রে পতিত হন । মহাদেব তাঁহার তপস্যায়
সন্তুষ্ট হইলেন । তিনি বিনতানন্দবর্দ্ধন মনোজব
গরুড়কে মধুর বাক্যে বলিলেন,—মহাভাগ
সুরত ! তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি,
বর প্রার্থনা কর । হে খেচর ! ত্রিলোকদুর্লভ
হইলেও আজ তোমায় অভীষ্টবর প্রদান করিব ।
গরুড় উত্তর করিল,—হে সুরসত্তম ! আমি ইন্দ্র ও
বিষ্ণুর বাহন হইতে অভিলାষ করি, আমার মনে
হয়,—আপনার প্রসাদে আমার অগিল অভীষ্টই
সিদ্ধ হইবে । মহেশ বলিলেন,—ভাতা ! তুমি
যে বর প্রার্থনা করিয়াছ, ইহা প্রাণিগণের দুর্লভ ;
হে অনঘ ! তোমার প্রার্থিত বর দুর্লভ ; দেবদেব

দেবো জগদগুরুঃ ॥ ৭ ॥ তেনৈব স্থাপিতশ্চেন্দ্র-
শ্রৈলোক্যে সচরাচরে । কথমন্তস্ত চেন্দ্রহং ভবতীতি
সুদুর্লভম্ ॥ ৮ ॥ তথাপি মম বাক্যেন বাহনং ত্বং
ভবিষ্যসি । শঙ্খচক্রগদাপাণের্ষহরোহপি জগ-
ত্রয়ম্ ॥ ৯ ॥ ইন্দ্রহং পক্ষিণাং মধ্যে ভবিষ্যসি ন
সংশয়ঃ ! ইতি দত্ত্বা বরং তস্মা অমৃকানং গতৌ
হরঃ ॥ ১০ ॥ ততো গতে মহাদেবে হরুণস্তানুজৌ
নৃপ । আরাধয়ামাস তদা চামুণ্ডাঃ মুণ্ডমণ্ডিতাম্ ॥
১১ ॥ শ্মশানবাসিনীঃ দেবীঃ বহুভূতসমবিতাম্ ।
যোগিনীঃ যোগসংসিক্তাঃ বসামাংসাসবপ্রিয়াম্ ।
ধাতমাত্ৰা তু তেনৈব প্রত্যক্ষা হৃতবত্তদা । জালঙ্করে
চ যা সিদ্ধিঃ কৌলীনে উদ্ভিষে পরে ॥
১৩ ॥ সমগ্রা সা ভৃগুক্ষেত্রে সিদ্ধক্ষেত্রে তু
সংস্থিতা । চামুণ্ডা তত্র সা দেবী সিদ্ধক্ষেত্রে
ব্যবস্থিতা ॥ ১৪ ॥ সংস্কৃতা ঋষিভির্দৈবযোগ-
ক্ষেমার্গসিদ্ধয়ে । বিনতানন্দজননস্তত্র তাং যোগিনীঃ

বিষ্ণুর বাহন হইবে । কেননা নারায়ণের
উদরে সচরাচর নিখিল ত্রিলোক বিদ্যমান ; হে
অগুজ ! তুমি কি করিয়া সেই জগদগুরু হরিকে
বহন করিবে ? তিনি সচরাচর ত্রিলোকে ইন্দ্র
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এক্ষণে কিরূপে অন্য ব্যক্তির
ইন্দ্র লাভ হইতে পারে, তাই বলিতেছি—
তোমার প্রার্থিত বর সুদুর্লভ । তথাপি তুমি
আমার বাক্যে ত্রিজগদবহনকারী শঙ্খচক্রগদা-
পাণি বিষ্ণুর বাহন হইবে, আর তোমার পক্ষি-
রাজ্যে ইন্দ্র লাভ ঘটবে, সংশয় নাই । হর
গরুড়কে এইরূপ বরদান করিয়া অমৃকান করিলেন ।
১--১০। মহাদেব অন্তর্হিত হইলে এদিকে অরুণানুজ
গরুড়ও বহুপুত্রসমবিত শ্মশানবাসিনী মুণ্ডমণ্ডিত
চামুণ্ডার আরাধনা করিলেন । তখন যোগিনী
যোগসংসিক্তা বসা-মাংস আসবপ্রিয়া চামুণ্ডাও
গরুড় কর্তৃক চিহ্নিত হইবামাত্র প্রত্যক্ষ হইলেন ।
জালঙ্করে কৌলীনে এবং ক্ষেত্রোত্তম উদ্ভীষে
যে সিদ্ধি কথিত হয়, সিদ্ধিক্ষেত্র ভৃগুক্ষেত্রে সেই
সমগ্র সিদ্ধি বিদ্যমান ; কেননা দেবী চামুণ্ডা
এই সিদ্ধিক্ষেত্র ভৃগুক্ষেত্রে সতত সন্নিহিত
রহিয়াছেন । হে নৃপ ! যোগক্ষেমসিদ্ধির জন্ত
সুর ও ঋষিগণ ঋহার স্তব করেন, বিনতানন্দবর্দ্ধন
গরুড় সর্ভাক্ত বৈদিক ও লৌকিক স্তোত্র দ্বারা
সেই যোগিনী চামুণ্ডা দেবীর প্রসন্নতা লাভ

নৃপ। ভক্তা। প্রসাদয়ামাস স্তোত্রৈশ্চৈবৈদিক-
লোকিতৈঃ। ১৫। গরুড় উবাচ। ওঁ যা সা
ক্ষুৎকামকণ্ঠা নবকধিরমুখা প্রেতপদ্মাসনস্থা ভূতানাং
বৃন্দবৃন্দৈঃ পিতৃবননিলয়া ক্রৌড়তে শূলহস্তা।
শশ্বদন্তপ্রবীরব্রজকধিরগলমুণ্ডমালোত্তরীয়া দেবী
জীবীরমাতা বিমলশশিনিভা পাতু বশ্চর্ম্মমুণ্ডা। ১৬।
যা সা ক্ষুৎকামকণ্ঠা বিকৃতভয়করী ত্রাসিনী দ্রুতানাং
মুঞ্চজ্জালাকলাপৈর্দশনকসমসৈঃ খাদতি প্রেত-
মাংসম্। পিক্কাপিক্কাব্রজুটো রবিসদৃশতনুর্ম্মাঘ্র-
চক্ষোত্তরীয়া দৈত্যোদ্ভৈর্যকরকোহপ্সরসুরনমিতা
পাতু বশ্চর্ম্মমুণ্ডা। ১৭। যা সা দোদীপ্তচৈতন্যমক-
রণরণাটোপটকারঘণ্টৈঃ কল্পাস্তোপাতবাতাহত
পটুপটহৈর্ফলগতে ভূতমাতা। ক্ষুৎকামা
শুককুক্ষিঃ খরতরনখরৈঃ ক্ষোদতি প্রেতমাংসঃ
১৮। মুঞ্চন্তী চাট্রহাসং ঘুরঘুরিতরবা পাতু
বশ্চর্ম্মমুণ্ডা। যা সা নিম্নোদয়াভা বিকৃতভব-
ভয়ত্রাসিনী শূলহস্তা চামুণ্ডা মুণ্ডঘাতা রণরণিত-
রণজ্ঞানরীনাদরম্যা। ত্রৈলোক্যঃ ত্রাসযন্তী

করিলেন। গরুড় প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক বলি-
লেন,—যিনি ক্ষুৎকামকণ্ঠা, ষাঁহার মুখে নবকধির
বিরাজিত, যিনি প্রেতপদ্মাসনে আসীন। যিনি
প্রাণিবিবহ সহ শূল লইয়া ক্রৌড়া করেন, পিতৃবন
ষাঁহার নিলয়, শ্রেষ্ঠ বীরগণ ষাঁহার অঙ্গশস্যে
বিক্ষস্ত হয়, বিক্ষস্ত বীরগণের শিরোমালা-
চ্যুত কধির ষাঁহার উত্তরীয় যিনি বিমল
শশিশোভায় প্রভাবিত, সেই বীরজননী দেবী
চামুণ্ডা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ষাঁহার ক্ষুৎকাম-
কণ্ঠ বিকৃত বদন-র্শনে ভয়ের সঞ্চার হয়,
যিনি দ্রুতদিগের ত্রাসদাত্রী, যিনি জালামালা
সমুদগিরাকারী দশনাবলী দ্বারা প্রেতমাংস
ভক্ষণ করেন, ষাঁহার আবদ্ধ পিক্কা জটাজুট
উর্দ্ধগ হইয়া বিরাজ করিতেছে, ষাঁহার
দেহকান্তি শতশত সূর্য্যের ত্রায়, ব্যাঘ্রচর্ম্ম ষাঁহার
উত্তরীয়, দৈত্যোদ্ভগণ সহ যক্ষ রক্ষ অপ্সরা ও
সুয়গণ ষাঁহার নিকট অবনত, সেই চর্ম্মমুণ্ডা দেবী
তোমাদিগকে রক্ষা করুন। যিনি দোদীপ্ত চণ্ডরব
ডমক দ্বারা রণ রণ আটোপটকার করিতেছেন,
ষাঁহার ঘণ্টাটকারে কল্পাস্তকালীন অনিলের আবি-
র্ভাব হইতেছে, বাতাসাতে পটু পটহিনিদাদ যে
ভূতমাতার গুণগান করিতেছে, যে ক্ষুৎকামকণ্ঠা
শুককুক্ষি চামুণ্ডা খরতর নখরনিকর দ্বারা প্রেত-

ককহকহকৈশ্বর্য্যের রাবৈরনৈকৈনৃত্যন্তো মাতৃমধ্যে
পিতৃবননিলয়া পাতু বশ্চর্ম্মমুণ্ডা। ১৯। যা ধতে
বিশ্বমখিলং নিজাংশেন মহোজলা। কনকপ্রসবে
লীনা পাতু মাং কনকেশ্বরী। ২০। হিমাद्रিসম্ভবা
দেবী দয়াদর্শিতবিগ্রহা। শিবপ্রিয়া শিবে সক্তা
পাতু মাং কনকেশ্বরী। ২১। অনাদিজগদাদির্ধা
রত্নগর্ভা বসুপ্রিয়া। রথাজপাণিনা পদ্মা পাতু মাং
কনকেশ্বরী। ২২। সাবিত্রী যা চ গায়ত্রী যুড়ানী
বাগধেন্দ্রিরা। স্মৃণাং যা স্মৃণং দতে পাতু মাং
কনকেশ্বরী। ২৩। সৌম্যাসৌম্যৈঃ সদা রূপৈঃ
সৃজত্যবতি যা জগৎ। পরা শক্তিঃ পরা বুদ্ধিঃ
পাতু মাং কনকেশ্বরী। ২৪। ব্রহ্মণঃ সর্গসময়ে
সৃজাশক্তিঃ পরা তু যা। জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী পাতু
মাং কনকেশ্বরী। ২৫। বিশ্বস্ত পালনে বিবেচনা
শক্তিঃ পরিপালিকা। মদনোন্মাদিনী মৃগ্যা পাতু মাং

মাংস ক্ষোদিত করিতেছেন, আর, যে ঘুরঘুরিত রবা
চণ্ডমুণ্ডা অট্রহাস পরিত্যাগ করিতেছেন! সেই
চর্ম্মমুণ্ডা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। যিনি নিম্নো-
দয়ী, বিকৃতবদনা, ভবভয়ত্রাসিনী ও শূলহস্তা;
যে চামুণ্ডা শত্রুর মুণ্ডে মুণ্ডে আঘাত করিতেছেন,
ষাঁহার ঝল্লরীনাদ হইতে রণরণিত ধ্বনি উত্থিত
হইতেছে, যিনি ত্রৈলোক্যের ত্রাস উৎপাদন করেন,
যিনি কক হক হক কহ প্রভৃতি অনেক ঘোর নাদে
মাতৃগণ মধ্যে নৃত্য করেন, সেই পিতৃবনবাসিনী
চর্ম্মমুণ্ডা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। যে মহোজ্জ্বল
চামুণ্ডা নিজ কলা দ্বারা অগ্নিল বিশ্ব ধারণ
করেন, যিনি যুগ প্রসবে লীনা, সেই কনকেশ্বরী
আমাকে রক্ষা করুন। যিনি হিমাচলের কন্তা,
ষাঁহার দেহ দেগিলে দধার মূর্ত্তি বলিয়া অস্মিত
হয়, সেই শিবাসক্তা শিবপ্রিয়া কনকেশ্বরী আমাকে
রক্ষা করুন। অনাদিজগতেরও যিনি আদি, যিনি
রত্নগর্ভা ও বসুপ্রিয়া, সেই কনকেশ্বরী পদ্মা রথাজ-
পাণি দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন। যিনি সাবিত্রী,
গায়ত্রী যুড়ানী, সরস্বতী, রমা এবং যিনি স্মরণ-
কারী স্মৃণদাত্রী, সেই কনকেশ্বরী আমাকে
রক্ষা করুন। যিনি সৌম্য ও অসৌম্য মূর্ত্তি দ্বারা
সতত জগৎ সৃজন ও পালন করেন, সেই পরাশক্তি
পরা বুদ্ধি কনকেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন। ১১- ৪।
যিনি ব্রহ্মার সৃজনসময়ে অমৃতম সৃষ্টিশক্তি এবং যিনি
জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী, সেই কনকেশ্বরী আমাকে রক্ষা
করুন। বিশ্ব পালন কার্য্যে যিনি পরিপালিকা

কনকেশ্বরী । ২৬ । বিশ্বসংলগ্নমে মুখ্য। যা ক্রজ্ঞে
সমাধিতা । রৌদ্রী শক্তিঃ শিবানন্তা পাতু মাং
কনকেশ্বরী । ২৭ । কৈলাসসাহসংক্রতকনকপ্রসবে-
শয়া । তন্মকতিহতা পূর্ণং পাতু মাং কনকেশ্বরী ।
২৮ । পতিপ্রভাবমিচ্ছন্তী তন্তন্তী যা বিনা পতিম্ ।
অবলা হেতুতাবা চ পাতু মাং কনকেশ্বরী । ২৯ ।
বিশ্বসংরক্ষণে সক্তা রক্ষিতা কনকেন যা । আত্ম-
জহজননী পাতু মাং কনকেশ্বরী । ৩০ । ত্র্যম্বকেশ্বরীঃ
শক্ত্যা শরীরগ্রহণং যয়া । প্রাপিতাঃ প্রথমা শক্তিঃ
পাতু মাং কনকেশ্বরী । ৩১ । ঋহা তু গরুড়েনোক্তং
দেবীবৃত্তচতুষ্টয়ম্ । প্রসন্নাসম্মুখী হৃদা বাক্যমেত-
দ্বাচ হ । ৬২ । ত্রীচামুণ্ডোবাচ । প্রসন্নাস তে
মহাসম্ভবরং বরয় বাহিতম্ । দদামি তে দ্বিজশ্রেষ্ঠ
যন্তে মনসি রোচতে । ৩৩ । গরুড় উবাচ ।
অজরশ্চামরশ্চৈব অধুষ্যশ্চ সুরাসুরৈঃ । তব
প্রসাদাচ্চৈবাত্তৈরজেষ্যশ্চ ভবাম্যহম্ । ৩৪ । অয়া

পর শক্তি সেই মুখ্য। মদনোন্মাদিনী কনকেশ্বরী
আমাকে রক্ষা করুন । বিশ্বের সম্যক্ লয়সাধনের
জন্তু রুদ্র যে মুখ্য শক্তির আশ্রয় লন, সেই শিবা
অনন্তা রৌদ্রী শক্তি কনকেশ্বরী আমাকে রক্ষা
করুন । যিনি কৈলাসের সাহসদেশ আশ্রয় করিয়া
কনক প্রসব করেন এবং পূর্বে যিনি ভস্ম আহরণ
করিতেন, সেই কনকেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন ।
যিনি পতির প্রভাব অভিলাষ করেন, পতি বিহনে
যিনি ভ্রাসাধিতা হন, সেই একভাবসম্পন্ন অবলা
কনকেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন । যিনি বিশ্ব-
রক্ষণে আসক্তা, কনক দ্বারা যিনি বিশ্বের রক্ষা
করেন এবং ত্র্যম্বকা হইতে তৃণ পর্যন্ত অখিল বস্তুর
যিনি জননী, সেই কনকেশ্বরী আমাকে রক্ষা
করুন । যে শক্তির শক্তি লইয়া ত্র্যম্বকা, বিষ্ণু ও
ঈশ্বর শরীর গ্রহণ করিয়াছেন, সেই প্রথমা শক্তি
কনকেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন । দেবী চামুণ্ডা
গরুড়কৃত বৃত্তচতুষ্টয়সম্বিত এই স্তব শ্রবণ করিয়া
প্রসন্ন বদনে গরুড়ের সম্মুখে অবস্থানপূর্বক তাহাকে
বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন । চামুণ্ডা কহিলেন,—
হে মহাসম্ভব ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হই-
রাছি, অতীষ্ট বর প্রার্থনা কর ; হে ঋগরাজ !
তোমার মনের ঘাফা রুচি, তাহাই অদ্য প্রদান
করিব । গরুড় উত্তর করিল,—‘আমি অজর অমর
ও সুরাসুরের অধুষ্য হইতে ইচ্ছা করি, সুরাসুর
কেন, আপনার প্রসাদে অস্ত্র কেহও যেন আমাকে

চাত্ত সঙ্গ দেবি স্বাতব্যঃ তীর্থসংগিধৌ । মার্কণ্ডেয়
উবাচ । এবং তবিত্যতীতুত্বা দেবী দেবৈর-
ভিষ্টুতা । ৩৫ । জগামাকাশমাবিষ্ট ভূতসম্মসম্বিতা
যদা লক্ষ্ম্যা নৃপশ্রেষ্ঠ স্থাপিতঃ পুরমুত্তমম্ । ৩৬ ।
অম্মমাত্ত তদা দেবীং কৃতং তস্তাং সমর্পিতম্ ।
লক্ষ্মীকবাচ । রক্ষণায় যয়া দেবি যোগক্ষেমার্ধ-
সিদ্ধয়ে । ৩৭ । মাতৃবৎপ্রতিপাল্যং তে সঙ্গা দেবি
পুরং মম । গরুড়োহপি ততঃ স্নাত্বা সম্পূজ্য
কনকেশ্বরীম্ । ৩৮ । তীর্থং তত্বেব সংস্থাপ্য
জগামাকাশমুত্তমম্ । তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা
পূজয়েৎপিতৃদেবতাঃ । ৩৯ । সর্বকামসমুদ্ভব যজ্ঞস্ত
কলমমুত্তে । গন্ধপুষ্পাদিভির্ঘৃত পূজয়েৎ
কনকেশ্বরীম্ । ৪০ । তন্ত যোগৈর্ঘর্য্যসিদ্ধির্যোগ-
জায়তে । যুতো যোগেশ্বরঃ লোকঃ
জয়শকাদিমঙ্গলৈঃ । স গচ্ছেন্নাজ সন্দেহো
যোগিনীগণসংযুতঃ । ৪১ ।

ইতি ত্রীক্ষান্দে কনকেশ্বরীতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষড়শীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৮৬ ।

জয় করিতে না পারে । কেবল ইহাই নহে, দেবি !
আপনি এই তীর্থসংগিধানে নিয়ত সন্নিহিত হউন ।
মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—দেবারাধিতা দেবী চামুণ্ডা
‘তাহাই হইবে’ বলিয়া ভূতনিবহ সহ আকাশ মধ্যে
প্রবেশপূর্বক অদৃষ্টা হইলেন । হে নৃপসত্তম !
রমাদেবী যখন এই উত্তমপুর প্রতিষ্ঠা করেন,
তিনিও তখন দেবী চামুণ্ডার অম্মমতিক্রমে এইপুর
তাঁহাকেই সমর্পণ করিয়াছিলেন । লক্ষ্মী বলিয়া-
ছিলেন,—দেবি ! আমি যোগক্ষেমসিদ্ধির জন্ত
এইপুর প্রতিষ্ঠা করিলাম, ইহা আপনার রক্ষণীয় ।
দেবি ! আপনি মাতার স্থায় সতত আমার এই পুর
রক্ষা করিবেন । অনন্তর গরুড় এইতীর্থে স্নান
করিয়া কনকেশ্বরীর পূজা করিলেন এবং এখানে
তীর্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সত্বর আকাশপথে প্রস্থিত
হইলেন । যে মানব এ তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃ-
গণের পূজা করে, সে সর্ব কামনায সমুদ্ভব
যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে । যে নর
গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা কনকেশ্বরের পূজা করেন,
যোগপীঠে তাঁহার যোগৈর্ঘর্য্যসিদ্ধি হয় । মরিয়্যাত্ত
তিনি জয়শকাদি মঙ্গলধ্বনি করিতে করিতে
যোগিনীগণের সহিত যোগেশ্বরলোকে গমন
করেন, সংশয় নাই । ২৫—৪১ ।

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৬ ।

সপ্তাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

উবাচ । জালেধরঃ ততো
গচ্ছেন্নিকমাদ্যঃ শ্রয়ন্তুঃ । কালাগ্নিক্রদ্রং বিখ্যাতঃ
ভৃগুক্ষেত্রব্যবস্থিতম্ । ১ । সর্বপাপপ্রশমনঃ
সর্বোপজবনাশনম্ । ক্ষেত্রপাপবিনাশায় কৃপয়া
চ সমুখিতম্ । ২ । পুরা কল্পেহনুরগণৈরাক্রান্তে
ভুবনজয়ে । বেদোক্তকর্ম্মনাশে চ ধর্ম্মে চ বিলয়ঃ
গতে । ৩ । দেবর্ষিমুনিসিদ্ধেষু বিশ্বাসপরমেষু চ ।
কালাগ্নিক্রদ্রাৎপন্নো ধূমঃ কালোত্তবোত্তবঃ । ৪
ধূমাৎসমুখিতং লিঙ্গং ভিষা পাতালসপ্তকম্ । অবটং
দক্ষিণে কৃৎস্না লিঙ্গং তত্রৈব তিষ্ঠাত । ৫ । তত্র
তীর্থে নৃপশ্রেষ্ঠ কুণ্ডঃ জালাসংভবম্ । যত্র সা
পতিতা জালা শিবস্ত দহতঃ পুরম্ । ৬ । তত্রাবটঃ
সমুদ্ভূতঃ ধূমাবর্ত্তস্ততোহভবৎ । তস্মিন্ কুণ্ডে তু
যঃ স্নানং কৃৎস্না বৈ নর্ম্মদাজলে । ৭ । কুর্ধ্যাক্ষাঙ্কঃ
পিতৃভ্যো বৈ পূজয়েচ্চ ত্রিলোচনম্ । কালাগ্নি-
ক্রদ্রনামানি স গচ্ছেৎপরমাং গতিম্ । ৮ । যৎকিঞ্চিৎ

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর জালেধরতীর্থে
গমন করিবে, এখানে বিখ্যাত কালাগ্নি বিদ্যমান,
ইহা শ্রয়ন্তুর আদি লিঙ্গ । এই সর্বোপজবনাশন
অধিলকনুষধ্বংসী কালাগ্নিক্রদ্রলিঙ্গ ক্ষেত্রপাপ-
বিনাশার্থ কৃপা করিয়া শ্রয়ঃ এখানে সমুপস্থিত হইয়া-
ছেন । পুরাকল্পে অনুরগণ ত্রিভুবন আক্রমণ
করিলে বেদোক্ত ক্রিয়া বিনষ্ট ও ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়
এবং সুর ঋষি, মুনি ও অপরাপর কাহারও প্রতি
কেহ বিশ্বাস স্থাপন করে না । তখন কালাগ্নি
ক্রদ্রের দেহ হইতে কালকল্প ধূমরাশি নির্গত হয় ।
সেই ধূমমধ্য হইতে লপ্তপাতাল ভেদ করিয়া এই
লিঙ্গ সমুখিত হন এবং তত্রত্য কৃপকে দক্ষিণ
রাখিয়া ঐ লিঙ্গ এই স্থানেই অবস্থান করেন ।
হে নৃপবর ! এতীর্থে এক কুণ্ড বিদ্যমান । পুরা
কালে হর যখন ত্রিপুর দাহ করেন, তখন সেই
পুরের জাজল্যমান অংশবিশেষ এইস্থানে পতিত
হইয়াছিল । তাহা হইতেই এই কৃপ সমুদ্ভূত
হয় । সেই কৃপ হইতেই ধূমাবর্ত্ত প্রাক্তর্ভূত হইয়া-
ছিল । যে নর এই কুণ্ডে স্নান-পূর্ব্বক পিতৃগণের
উদ্দেশে নর্ম্মদানীর দ্বারা শ্রাদ্ধ করিয়া কালাগ্নি-
ক্রদ্রনাম সকল উচ্চারণ করত ত্রিলোচনের অর্চনা
করে, তাহার পরমগতি লাভ হয় । হে নৃপ !

কামিকং কর্ম্ম হ্যভিচারিকমেব বা । ত্রিপুরসঙ্করকৃৎস্নাশি
সান্তানিকমথাপি বা । অত্র তীর্থে কৃতং সর্ব-
মচিরাৎ সিধ্যতে নৃপ । ৯ ।

ইতি শ্রীকাল্পে কালাগ্নিক্রদ্রতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনঃ নাম
সপ্তাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৮৭ ।

অষ্টাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততঃ পরঃ মহারাজ
চত্বারিংশৎক্রমাস্তরে । শালগ্রামঃ ততো গচ্ছেৎ
সর্বদেবতপূজিতম্ । ১ । যজ্ঞাদিদেবো ভগবান্
বাসুদেবস্ত্রিবিক্রমঃ । শ্রয়ঃ তিষ্ঠতি লোকাস্মা
সর্বেষাং হিতকাময়া । ২ । নারদেন তপস্তপ্ত্বা
কৃত্য শালা দ্বিজয়নাম্ । সিদ্ধিক্ষেত্রং ভৃগুক্ষেত্রং
জ্ঞান্য রেবাতটে শ্রয়ম্ । ৩ । শালগ্রামাভিধো
দেবো বিপ্রাণাং স্থিতিবাসিতঃ । সাধুনাং চোপকারায়
বাসুদেবঃ প্রতিষ্ঠিতঃ । ৪ । যোগিনামুপকারায়
যোগিধোয়ো জনার্দনঃ । শালগ্রামেতি তেনৈব
নর্ম্মদাতটমাত্রিতঃ । ৫ । মাসি মার্গশিরে শুক্লা

এখানে যে কিছু কাম্যকর্ম্ম কিংবা ত্রিপুরসঙ্কর
অভিচার ক্রিয়া অথবা পুষ্টিজনক ক্রিয়া করা যায়,
অচিরেই তৎসমস্ত সিদ্ধ হইয়া থাকে । ১—২ ।

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৭ ।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ ! অতঃপর
সর্বদেবপূজিত শালগ্রাম তীর্থে গমন করিবে ।
এই তীর্থে যথাক্রমে চত্বারিংশৎ তীর্থ বিদ্য
মান । অখিললোকাস্মা আদিদেব ত্রিবিক্রম
ভগবান্ বাসুদেব লোকহিতার্থ শ্রয়ঃ এ স্থানে অধি-
ষ্ঠিত । শ্রয়ঃ দেবর্ষি নারদ রেবাতীরস্থিত ভৃগু-
ক্ষেত্রকে সিদ্ধিক্ষেত্র জানিয়া এখানে বিপুল তপস্তা
করিয়াছেন এবং তিনিই এখানে দ্বিজাতিগণের
গৃহ নির্মাণ করিয়া দেন এবং অত্রত্য বিপ্রগণের
জন্ম শালগ্রামনামক দেবতাকে এখানে প্রতিষ্ঠিত
করেন । আর সাধুদিগের উপকারার্থ বাসুদেব
শ্রয়ঃ এখানে অবস্থান করেন । যোগিগণের হিতার্থে
যোগিধোয় জনার্দনই শালগ্রামনামে নর্ম্মদা-
তীরে প্রতিষ্ঠিত হন । ১—৫ । যৎকালে মার্গশীর্ষ

উবভ্যোকাঙ্গী যদা । স্নাত্বা রেবাজলে পুণ্যে বৃত্ত্যা তুরীয়ঃ পদং সুরারেস্তেহপি তত্রৈব
তদ্দিনং সমুপোষয়েৎ ॥ ৬ ॥ স্নাত্বো জাগরণং যান্তি ॥ ১৩ ॥

কুৰ্ব্যাৎ সম্পূজ্য চ জনাৰ্দ্দিনম্ । পুনঃ প্রভাতসময়ে
স্নানস্তাং নৰ্মদাজলে ॥ ৭ ॥ স্নাত্বা সন্তপ্য দেবাংশ্চ
পিতৃনু মাতৃস্তথৈব চ । স্নানং কৃত্বা ততঃ পশ্চাৎ
পিতৃভ্যো বিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥ ৮ ॥ শক্তিতো ব্রাহ্মণান্
পূজ্য স্বৰ্গবত্সাদানতঃ । ক্রমাপয়িত্বা তান্ বিপ্রাঃ-
স্তথা দেবাং খগধ্বজম্ ॥ ৯ ॥ এবং কৃতে মহারাজ
যৎ পুণ্যক ভবেষ্ণগাম্ । শৃণুস্বাবহিতো হুহা
তৎ পুণ্যং নৃপসত্তম ॥ ১০ ॥ ন শোকহুঃখে প্রতি-
পৎস্ততীহ জীবনুতো যতি মুরারিসাম্যম্ ।
মহাস্তি পাপানি বিন্ধ্যজ্য হুহঃ পুনৰ্ন মাতুঃ
পিবতে স্তনোদ্যৎ ॥ ১১ ॥ শালগ্রামঃ পশ্চতে
যো হি নিত্যং স্নাত্বা জলে নার্মদেহঘৌষ-
হারে । স মূচ্যতে ব্রহ্মহত্যাদিপাপৈর্নীরায়ণানু-
শ্রবণেন তেন ॥ ১২ ॥ বসন্তি যে সন্ন্যাসিত্বা চ তত্র
নিগৃহ্য কুংখানি বিমুক্তসজ্জাঃ । ধ্যায়ন্তো বৈ সাংখ্য-

মাসের শুক্লা একাদশী সমুপাগত হয়, তখন
এখানে পুণ্যরেবানীয়ে স্নান করিয়া উপবাস
করিবে এবং জনাৰ্দ্দিনের সম্যক পূজা করিয়া স্নাত্ব
জাগরণ করিবে; স্নাত্ব প্রভাত হইলে পুনরায়
স্নাননীতে নৰ্মদাজলে স্নান, দেব পিতৃ ও মাতৃ-
গণের তর্পণ করিয়া পরে পিতৃগণের উদ্দেশে
যথাবিধি স্নান করিবে । অনন্তর দ্বিজগণকে
পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে যথাশক্তি স্বর্ণ, বস্ত্র ও
অন্ন দান করিবে । তারপর ক্রমা প্রার্থনাপূর্ব্বক
দ্বিজগণকে বিদায় দিয়া গরুড়ধ্বজ জনাৰ্দ্দিনের
নিকট ক্রমা প্রার্থনা করিবে । হে মহারাজ !
এইরূপ করিলে মানবগণের যে পুণ্যলাভ হয়,
অবহিত হইয়া সেই পুণ্যফল শ্রবণ কর ।
হে নৃপসত্তম ! সে জীবিতই থাকুক আর মৃতই
হউক, ইহসংসারেই কি আর পরলোকেই কি, কদাচ
শোকহুঃখে পতিত হয় না, পরন্তু মুররিপুত্রের সাম্য-
লাভ করে । তাহার মহাপাপনিবহ সঞ্চিত থাকি-
লেও সে সকল পরিত্যাগ করে, আর কখনও
তাঁহাকে মাতৃস্তম্ভ পান করিতে হয় না । যে নর
পাপহর রেবানীয়ে স্নান করিয়া সতত শালগ্রাম
দর্শন করে, নারায়ণের অনুশ্রবণে সে ব্রহ্মহত্যা
পাপ হইতেও মুক্ত হয় । ঈশ্বারা সন্ন্যাস গ্রহণ-
পূর্ব্বক কুংখনিচয়ের নিগৃহ্য করিয়া সতত শালগ্রাম
তীর্থে বাস করেন এবং যে সকল বিমুক্তসজ্জ

ইতি ত্রীকান্দে শালগ্রামতীর্থমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নামা-
ষ্টানীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৮ ॥

একোনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেদু রাজেন্দ্র
তীর্থং পরমশোভনম্ । উদৌর্ণো যত্র বরাহো হস্ত-
বন্ধরনীধরঃ ॥ ১ ॥ ধ্বন দংষ্ট্রাঃ করালাগ্রাঃ বিভ্রঙ্ক
পৃথিবীমিমাম্ । স এব পঞ্চমঃ প্রোক্তো বরাহো
মুক্তিদায়কঃ ॥ ২ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । কথমুদৌর্ণ-
রূপোহভূদ্বারাহো ধরনীধরঃ । বরাহস্যঃ গতঃ কেন
পঞ্চমঃ কেন সংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
আদিকল্পে পুরা রাজন্ কীরোদে ভগবান্ হরিঃ ।
শেতে স ভোগিশয়নে যোগনিদ্রাবিমোহিতঃ ॥ ৪ ॥
লক্ষ্মীকরানুজযুগমুদ্যমানপদদ্বয়ঃ । তস্মিন্ স্বপতি
দেবেশে ভারাক্রান্তা বসুন্ধরা ॥ ৫ ॥ বভূব নৃপতি-

সন্ন্যাসী সাংখ্যরূতি অবলম্বনপূর্ব্বক মুরারির তুরীয়
পদ ধ্যান করেন, তাঁহারাও তুরীয় পদে গমন
করিয়া থাকেন । ৬—১৩ ।

অষ্টানীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৮

উননবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
পরমশোভন উদৌর্ণ বরাহতীর্থে গমন করিবে ।
বরাহদেব ধরনী ধারণ করিয়া এইখানে উদৌর্ণ
হইয়াছিলেন । যে বরাহদেব কম্পিত করালাগ্র
দংষ্ট্রা দ্বারা এই ধরনীকে ধারণ করিয়াছিলেন,
তিনিই মুক্তিদায়ক পঞ্চম বরাহ নামে কথিত হন ।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—ধরনীধর বরাহ কি
জন্ত উদৌর্ণরূপ হইলেন, কি জন্তই বা তাঁহার
বরাহশরীর ধারণ এবং কেনই বা তিনি পঞ্চম
বরাহ নামে নির্দিষ্ট হন ? মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—
হে রাজন্ ! পূর্বে আদিকল্পে ভগবান্ হরি যোগ-
নিদ্রাবিমোহিত হইয়া ভোগিশয়নে কীরোদ সাগরে
শয়ান ছিলেন । ১—৪ । তখন কমলা করাধুজযুগ
দ্বারা তদৌর্ণ পদদ্বয় যুগ্ম যুগ্ম মার্জনা করিতোছিলেন,
হে নৃপসত্তম ! দেবেশ ভগবান্ হরি এইরূপে

শ্রেষ্ঠ গন্ধা বৈ দেবসন্নিধৌ । অবোচ্ছারয়িত্বাহং গমি-
ন্যামি রসাতলম্ ॥ ৬ ॥ দৃষ্ট্বা দেবাঃ সমুদ্ভিগ্না গতা
ব্রজ জনাৰ্দ্দনঃ । তুষ্টবুৰ্গাগ্ভিরিষ্টাভিঃ কেশবঃ
জগতঃ পতিম্ ॥ ৭ ॥ দেবা উচুঃ । নমো নমস্তে
দেবেশ সুরার্জিহর সৰ্বগ । বিশ্বমূৰ্ত্তে নমস্তভ্যঃ
জাহি সৰ্বান্নহন্তয়াং ॥ ৮ ॥ ইত্যুক্তো দৈবতৈর্দেবো
হ্যবাচ কিমুপস্থিতম্ । কার্য্যং বদধ্বং যে দেবা যৎ
কৃত্যং মা চিরং কৃথাঃ ॥ ৯ ॥ দেবা উচুঃ । ধরা ধরিত্রী
ভূতানাং ভারোদ্ভিগ্না নিমজ্জতি । তামুদ্রয় হৃষীকেশ
লোকান্ সংস্থাপয় স্থিতৌ ॥ ১০ ॥ এবমুক্তঃ সুরৈঃ
সৰ্বৈঃ কেশবঃ পরমেশ্বরঃ । বারাহং রূপমান্বায়
সৰ্বযজ্ঞময়ং বিভূঃ ॥ ১১ ॥ দংষ্ট্রাকরালং পিঙ্গাকং
সমাকুঞ্চিতমূৰ্দ্ধজম্ । কৃত্বানন্তং পাদপীঠং দংষ্ট্রাগ্রে-
ণোদ্ধরন্ সুবম্ ॥ ১২ ॥ সপৰ্শতবনামুৰ্ব্বীঃ সমুদ্রপরি-
মেখলাম্ । উদ্ধৃত্য ভগবান্ বিকুরুদীর্ঘঃ সমজায়ত ॥

মিড্রিত হইলে বসুন্ধরা ভারপীড়িতা হইয়া
দেবগণসমীপে গমন করেন এবং বলেন,—আমি
ভূতগণের ভারে কিরা হইয়াছি,—আমি রসাতলে
যাইতে বসিয়াছি । দেবগণ বসুন্ধরাকে এইরূপ
সমুদ্ভিগ্না দর্শন করিয়া যেখানে জনাৰ্দ্দন কেশব
শয়ান ছিলেন, সেই ক্ষীর সাগরতীরে উপনীত
হইয়া ইষ্ট বাক্যানিচয় দ্বারা জগৎপতির স্তুতি
করিলেন । দেবগণ বলিলেন,—হে দেবেশ !
আপনি সৰ্বগ ও সুরগণের পীড়াহারী, আপনাকে
নমস্কার ; হে বিশ্বমূৰ্ত্তে ! আপনাকে নমস্কার করি,
আপনি আমাদের অধিল মহাভয় হইতে ত্রাণ
করুন । দেব জনাৰ্দ্দন ত্রিশগণ কর্তৃক এইরূপে
কথিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—হে দেবগণ !
আপনাদের কোন প্রয়োজন সমুপস্থিত হইয়াছে ?
বিলম্ব করিবেন না, সহর বলুন,—আমি আপ-
নাদের কোন কার্য্য করিব ? দেবগণ বলিলেন,
—ধরিত্রী ধরাদেবী ভূতগণের ভারে উদ্ভিগ্না হইয়া
সাগরগর্ভে নিমজ্জিত হইতেছেন । হে হৃষীকেশ !
তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লোকসংস্থান করুন । বিভূ
পরমেশ কেশব ত্রিশগণের প্রার্থনায় সৰ্বযজ্ঞময়
বরাহবপু ধারণ করিয়া দংষ্ট্রাগ্রভাগ দ্বারা ধরার
উদ্ধার সাধন করিলেন । ভগবান্ বিকূ যখন বরাহ-
রূপ ধারণ করেন, তখন তাঁহার দংষ্ট্রা অতি ভীষণ
লোচন পিঙ্গল ও কেশচয় সমাকৃ আকৃতি
হইয়াছিল ; তিনি অনন্তকে পাদপীঠ পরিকল্পিত
বরিয়া পৰ্শতবনশালিনী সাগরমেখলা বসুন্ধার

১৩ ॥ দর্শয়ন্ পঞ্চধাত্বানমুত্তরে নৰ্ম্মদাউর্গে ।
তথা দ্যং কেরলায়াং তু দ্বিতীয়ং যোধনীপুরে ॥ ১৪ ॥
জয়ক্কেজাতিধানে তু জয়েতি পরিকীৰ্ত্তিতম্ । অশু-
রান্ মোহয়ন্তি কৃষ্ণতীয়াঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১৫ ॥ পাব-
নায় জগদ্ধেতোঃ স্থিতো যস্মাচ্ছশিপ্রভঃ । অতস্ত
নৃপশাৰ্দূল শ্বেত ইত্যভিধীয়তে ॥ ১৬ ॥ উদ্ধৃত্য
জগতীং দেবীমুদীর্ণো ভৃগুকচ্ছকে । ততঃ পঞ্চম
উদীর্ণো বরাহ ইতি সংজিতঃ ॥ ১৭ ॥ ইতি পঞ্চ
বরাহান্তে কথিতাঃ পাণ্ডুনন্দন । যুগপদর্শনং চৈবাং
ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ॥ ১৮ ॥ জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে
পঞ্চ একাদশ্যাং বিশেষতঃ । গন্ধা হাদিবরাহং তু
সম্প্রাপ্তে দশমীদিনে ॥ ১৯ ॥ হবিষ্যমগ্নঃ
যজ্ঞষু সায়াং গতে রবৌ । রাত্ৰৌ জাগরণং কুৰ্য্যাদ্দা-
রাহে হাদিসংজ্ঞকে ॥ ২০ ॥ ততঃ প্রভাতে হাবসি
সংস্রাজ্জা নৰ্ম্মদাজলে । সন্তর্গ্য পিতৃদেবাশ্চ
তিলৈর্গববিমিশ্রিতৈঃ ॥ ২১ ॥ ধেনুঃ দদ্যাদ্ভিজে
যোগ্যে সৰ্বাভরণভূষিতাম্ । নিৰ্ম্মমো নিরহঙ্কারো

উদ্ধার সাধন করত অতীব উদীর্ণ হইয়াছিলেন ।
তৎকালে রেবার উত্তরতীরে তাঁহার ঐ বরাহবপু
পঞ্চধাবিভক্ত দৃষ্ট হইয়াছিল । এই পঞ্চধাবিভক্ত
মূর্ত্তির আদিবরাহমূর্ত্তি কেরলে ও দ্বিতীয় যোধ-
নীপুরে জয়ক্কেজ নামক তীর্থে প্রতিষ্ঠিত হয় ; এই
দ্বিতীয় মূর্ত্তি জয় নামে অভিহিত হইয়াছে । তৃতীয়
অশুরগণবিমোহনকারী লিঙ্গ-বরাহ নামে অভিহিত ।
তাঁহার শশিপ্রভ চতুর্থ মূর্ত্তি জগতের হেতু-
ভূত ও পবিজ্ঞতাবিধায়ক । হে নৃপশাৰ্দূল ! শশধর-
প্রভ বলিয়া এই মূর্ত্তি শ্বেত নামে কথিত হয় । বসু-
ন্ধার উদ্ধারের পর তদীয় পঞ্চম মূর্ত্তি ভৃগুকচ্ছ
উদীর্ণ হয়, এজন্ত ইহার নাম হইয়াছে পঞ্চম উদীর্ণ-
বরাহ । হে পাণ্ডুনন্দন ! এই তোমার নিকট পঞ্চ
বরাহ বর্ণিত হইল । ইহাদিগের যুগপৎ দর্শন ঘটিলে
ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হয় । বিশেষতঃ জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্ল-
পক্ষীয় একাদশীতে এই সকল বরাহদর্শন প্রশস্ত ।
মানব দশমীদিনে আদিবরাহসমীপে গমন করিয়া
দিবাকর অন্তগমন করিলে সায়াংকালে অত্যন্ন-
মাত্রায় হবিষ্যন্ন ভোজন করিবে এবং সেই আদি-
বরাহসমীপেই রজনী জাগরণ করিবে । অনন্তর
বিভাবরী প্রভাত হইলে প্রত্যাষে নৰ্ম্মদানীয়ে সম্যক
অবগাহন করিয়া যবতিলমিশ্র জলদ্বারা যথাক্রমে
দেবপিতৃগণের তর্পণ করিবে । ৫—২১ । অনন্তর
যোগ্য দ্বিজকে সৰ্বাভরণভূষিতা ধেনু দান কর্তব্য ।

দানং দদ্যাচ্ছ্রীজাতয়ে । ২২ । গম্বা সম্পূজয়েদেবঃ
বারাহং ছাদিসংস্কৃতম্ । অনেন বিধিনা পূজ্য
পশ্চাদগচ্ছেক্ষয়ং স্বরন । ২৩ । স্বরিতং তু জয়ং গম্বা
পূর্বকং বিধিমাচরেৎ । অথং দদ্যাচ্ছ্রীজাত্যায়
জয়পূর্বাভিনির্গতম্ । ২৪ । লিঙ্গং চৈব তিলা
দেয়াঃ শ্বেতে হিরণ্যমেব চ । উদৌর্ণে চ ভুবং
দদ্যাৎ পূর্বকং বিধিমাচরেৎ । ২৫ । অনন্তমিত
আদিত্যে বরাহান্ পঞ্চ পশ্চতঃ । যৎফলং লভতে
পার্শ্ব তদিত্তৈকমনাঃ শূন । ২৬ । ব্রহ্মহত্যা সুরাপানঃ
স্তেয়ঃ গুরুজনাগমঃ । এভিষ্ট সহ সংযোগো বিধ-
স্তানাক বঞ্চনম্ । ২৭ । স্বহৃদিত্তভগিনীকুলদারো-
পকৃৎসনম্ । আজন্মমরণাদ্ভাবৎ পাপং ভরতসত্তম ।
২৮ । তীর্থপঞ্চকপুত্ৰস্ত বৈকবস্ত বিশেষতঃ । যুগপচ্চ
বিনশ্চেত তুলরাশিবিবাননাৎ । ২৯ । নারায়ণাঙ্ক-
শ্রয়ণাঙ্কপথ্যানাশিশেষতঃ । বিপ্রপশ্চস্তি পাপানি
গিরিকূটসমান্তপি । ৩০ । দৃষ্টা পঞ্চ বরাহান্ বৈ
পৌকবে মহতি স্থিতঃ । আগ্নবরশ্রদাতোয়ে আঙ্কঃ

কৃষা যথাবিধি । ৩১ । উদয়াস্তমনার্কাগ্নু যঃ পশ্চে-
মোটেনেবরম্ । কলেবরবিমুক্তঃ স ইত্যেবং শঙ্করো-
ত্রবৌৎ । ৩২ । মুক্তিং প্রয়াতি সহসা হুপ্রাপাং
পরমেশ্বরীম্ । পৌকবে ক্রিয়মাণেহপি ন সিদ্ধি-
র্জায়তে যদি । ৩৩ । ক্রবন্তি স্বর্গগমনমপি পাণা-
বিতস্ত চ । যত্র তত্র গতস্তেব ভবেৎ পঞ্চবরাহকী
৩৪ । জ্যৈষ্ঠশ্চৈকাদশীতিথৌ এবং তত্র বসেররঃ
আদিং জয়ং তথা শ্বেতং লিঙ্গমুদৌর্ণমেব চ । ৩৫
অশ্রিত্য তস্তা ব্রহ্মব্যা বরাহাঙ্ক যতস্ততঃ
জ্যৈষ্ঠশ্চৈকাদশীতিথৌ বিহুনা প্রভবিহুনা । ৩৬
বারাহং রূপমাহায় উচ্ছ্রীতা ধরনী বিভো । পুণ্যাৎ
পুণ্যতমা তেন হৃশেবাবৌষনাশিনী । ৩৭ । দৃষ্টা
পঞ্চবরাহান্ বৈ ক্রোড়মুদৌর্ণরূপিণম্ । পূজয়িত্বা
বিধানেন পশ্চাচ্ছ্রাগরণং চরেৎ । ৩৮ । সপঞ্চ-
বর্তিকান্ দীপান্ স্তুতেনোচ্ছ্রাণ্য ভক্তিতঃ । পুরাণ-
শ্রবণেন তৈয়গীতবাদ্যৈঃ স্তম্ভনৈঃ । ৩৯ । বেদ-
জাটোয়াঃ পবিত্রেচ্চ কপয়িত্বা চ শঙ্করীম্ । যৎপুণ্যং

দানকালে দাতা নির্মম ও নিরহঙ্কার হইবে ;
তারপর আদিবরাহসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে
সম্যক পূজা করিবে । একপরিধানে আদিবরাহের
পূজা সমাপ্ত হইলে পশ্চাৎ সত্তরগমনে জয়বরাহ
সমীপে গমন করিবে । এখানেও কিপ্রকারিতাসহ-
কারে পূর্বোক্ত বিধির অনুসরণ করিয়া বিজবর্ষ্যকে
বাজী প্রদান করত জয়শব্দ উচ্চারণপূর্বক তথা
হইতে নির্গত হইবে । অনন্তর ক্রমে লিঙ্গ শ্বেত
ও উদৌর্ণ বরাহসমীপে গমন করিয়া পূর্বোক্ত
রীতির অনুসরণ করত যথাক্রমে তিল, হিরণ্য ও
ভূমি দান করিবে । হে পার্থ ! সূর্য্যদেব অস্ত-
গমন করিতে না-করিতেই পঞ্চ বরাহের দর্শন
করিলে মানব যে ফললাভ করে, বলিতেছি,
একমনা হইয়া শ্রবণ কর । হে ভরতসত্তম ! ব্রহ্ম-
হত্যা, সুরাপান, স্তেয় ও গুরুপত্নী-গমন, এই সকল
পাপের সহিত সংসর্গ, বিধস্ত জনের বঞ্চন জন্ত
পাপ মিলিত এই সকল পাপ এবং কস্তা,
ভগিনী ও কুলকামিনীগমন প্রভৃতি জন্ম হইতে
মরণ পর্য্যন্ত সঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হয় । বিশে-
ষতঃ এই তীর্থপঞ্চকে পুত বৈকব মানবের অনলে
তুলরাশিবিবানশের স্তায় এককালে অগ্নি পাপ
বিনষ্ট হয় । নারায়ণের নাম শ্রবণ, জপ বিশেষতঃ
ধ্যান করিলে গিরিশৃঙ্গসদৃশ পাপসকল অংশব্রূপে
বিনাশ প্রাপ্ত হয় । মানব পঞ্চ বরাহ অবলোক

করিয়া মহাপৌকবে প্রতিষ্ঠিত হয় । শঙ্কর কহি-
লেন,—যে মানব নর্মদাজলে দেহ আশ্রিত করিয়া
যথাবিধি আঙ্ক করত দিবাকরের উদয় ও অস্তমনের
পূর্বে মোটেনেশ্বর অবলোকন করে, দেহাবসানে
সদ্য তাহার হুপ্রাপ্য পারমেশ্বরী মুক্তি হয় । উদ্যম
করিয়াও যাহার সিদ্ধি লাভ না হয়, পণ্ডিতগণ
বলেন,—তাদৃশ পাপযুক্ত মানব অস্ততঃ স্বর্গও লাভ
করিতে পারে এবং সে ব্যক্তি যে যে স্থানে গমন
করে, সেই সেই স্থানই পঞ্চবরাহতীর্থ হইয়া
থাকে । জ্যৈষ্ঠ মাসের একাদশী তিথিতে আদি,
জয়, শ্বেত, লিঙ্গ ও উদৌর্ণ এই পঞ্চ বরাহ দর্শন
করা কর্তব্য ; অতএব মানব ঐ দিনে অবশ্যই
তথায় বাস করিয়া পঞ্চ বরাহ দর্শন করিবে । প্রভ-
বিহু বিহু এই জ্যৈষ্ঠ মাসের একাদশী দিনেই
বরাহরূপ ধারণপূর্বক বসুধার উদ্ধার করেন,
তজ্জন্তই এই জ্যৈষ্ঠী একাদশী পুণ্য হইতে পুণ্যতরা
ও মহাপাপরাশিনাশিনা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ।
২২—৩৭ । মানব এই পঞ্চ বরাহকে অবলোকন ও
উদৌর্ণ বরাহের যথাবিধি পূজা করিবে । পশ্চাৎ রজনী
জাগরণ করিবে, অনন্তর ভক্তিভরে পঞ্চবর্তিকা-
যুক্ত স্তুতপ্রজ্ঞালত দীপদান করিবে এবং স্তম্ভন
পুরাণ শ্রবণ, নৃত্য, গীত ও বাদ্য দ্বারা রজনী অতি-
বাহিত করিবে । হে আজমীঢ় ! যে যিক জাগ-
রণপ্রসঙ্গে পবিত্র বেদমন্ত্র জপদ্বারা যামিনী অতি-

নভতে মৰ্ত্যো হাজমৌত শৃগু তৎ । ৪০ ।
 রেবাজমঃ পুণ্যতমঃ পৃথিব্যাং তথা চ দেবো
 জগতাং পতির্হরিঃ । একাদশী পাপহরা নরেন্দ্র
 বহ্মায়াসৈলভ্যতে মানবানাম্ । ৪১ । একৈকশো
 ব্রহ্মহত্যাদিকানি শক্তানি হস্তং পাপসজ্জানি রাজন্ ।
 নৈতে সৰ্কে যুগপদৈ সমেতা হস্তং শক্তাঃ কিম
 তদ্ব্রহ্মি রাজন্ । ৪২ । যথেন্দ্রযুক্তঃ তব ধর্ম্মস্থনো
 ক্ষতঞ্চ যচ্ছকরাচ্চন্দ্রমৌলেঃ । অশ্বেদমিচ্ছয়ুচ্যতে
 সৰ্কপাটৈঃ পঠন পদং যাতি হি বৃদ্ধশত্রোঃ । ৪৩ ।
 ইতি শ্রীকান্দে উদৌর্বরাহতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈ-
 কোননবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৮৯ ।

নবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্নহৌপাল
 সোমতীর্থমমুত্তমম্ । চন্দ্রহাস্তোতি বিখ্যাতং সৰ্ক-
 দৈবতপূজিতম্ । ১ । যত্র সিদ্ধিং পুরাং প্রাপ্তঃ
 সোমো রাজা সুরোত্তমঃ । ২ । যুধিষ্ঠির উবাচ ।

বাহিত করেন, তাঁহার যে পুণ্যলাভ হয় শ্রবণ কর ।
 হেনরাজ ! পৃথিবীতে রেবানীর যেমন পুত্ৰতম,
 জগৎপতি হরি যেরূপ পবিজ, তদ্রূপ জ্যৈষ্ঠী একা-
 দশীও পাপহরা বলিয়া নির্দিষ্ট । মানবগণ বহু
 আয়াসেই এইখানে জ্যৈষ্ঠী একাদশী লাভ করিতে
 পারে । হে রাজন্ ! রেবানীর, হরি ও একাদশী
 ইহারা এক একটীই ব্রহ্মহত্যা দি পাপরাশিবিনাশে
 সমর্থ । যদি এই তিনটি এক সময়ে একত্র
 মিলিত হয়, বল দেখি তবে কী না বিনাশ করিতে
 পারেন ? হে ধর্ম্মতম ! আমি শশিশেখর শঙ্ক-
 রের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই তোমার নিকট
 বর্ণন করিলাম ; ইহা শ্রবণ করিলে মানবের পাপ
 মুক্তি আর পাঠ করিলে বৃদ্ধাচার্য্যের পরম পদ-
 লাভ হয় । ৩৮—৪৩ ।

উননবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৯ ।

নবত্যধিক শততম অধ্যায় "

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহাপাল ! অনন্তর
 অমুত্তম সোমতীর্থে গমন করিবে, এখানে সৰ্কদেব-
 পূজিত বিখ্যাত চন্দ্রহাস্ত [নামক শঙ্করলিঙ্গ বিদ্য-
 মান । সুরসত্তক সোম এই তীর্থে পরম সিদ্ধিলাভ

কথং সিদ্ধিমমুপ্রাপ্তঃ সোমো রাজা জগৎপতিঃ ।
 তৎসৰ্কং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মমানস । ৩ ।
 মার্কণ্ডেয় উবাচ । পুরা শপ্তো যুনীশ্চেন দক্ষেন
 কিল ভারত । অসেবনাদ্ধি দারাপাং কয়রোগী
 ভবিষ্যসি । ৪ । উদাহিতানাং পত্নীনাং যে ন
 কুরুন্তি সেবনম্ । যা নিষ্ঠা জায়তে তেযাং তাং
 শৃগু নরোত্তম । ৫ । ঋতুকালে তু নারীণাং সেবনা-
 জায়তে পুতঃ । পুতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ হীত্যেবং
 ক্রতিনোদনা । ৬ । তৎকালোচিতধর্ম্মেণ যে ন
 সেবন্তি তাং নরাঃ । তেযাং ব্রহ্মরজং পাপং জায়তে
 নাত্র সংশয়ঃ । ৭ । তেন পাপেন ঘোরেন বেষ্টিতো
 রোরবে পতেৎ । তন্ত তদ্রুধিরং পাগাঃ পিবন্তে
 কালমৌপ্তিতম্ । ৮ । ততোহবতীর্ণকালেন যাং যাং
 যোনিং প্রযাস্ততি । তন্তাং তন্তাং স দৃষ্টায়া দৃষ্টগো
 জায়তে সদা । ৯ । নারীগণে সদা কামোহধিকঃ
 পরিবর্ততে । বিশেষেণ ঋতোঃ কালে ভিদ্যতে
 কামসায়কৈঃ । ১০ । পরিভূতা হি সা তত্রী
 ধ্যায়তেহন্তঃ পতিং ততঃ । তন্তাঃ পুত্রঃ সমুৎপন্নো

করিয়াছিলেন । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—জগৎ
 পতি রাজা সোম কি করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ?
 শুনিতে অভিলাষ করি, হে অনস । তৎসমস্ত
 আমার নিকট বর্ণন করুন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—
 হে ভারত ! পূর্বে তপস্বিসত্তম দক্ষপ্রজাপতি নিশা-
 পতির প্রতি অভিষাপ প্রদান করেন ; বলেন,—
 পত্নীগণের সমানভাবে সেবা না করায় কপাপতি
 কয়রোগী হইবেন । হে নরবর ! যাহারা বিবাহিত
 পত্নীগণের সেবা না করে, তাহাদের যে পরিণাম
 হয়, শ্রবণ কর । ঋতুকালে পত্নীগণের সেবা
 করিলে তনয় জন্মে । আর তনয় হইতেই স্বর্গ ও
 মোক্ষ হইয়া থাকে—এইরূপই বেদের বিধান ।
 যাহারা ঋতুকালোচিত ধর্ম্মানুসারে পত্নীর সেবা না
 করে, তাহাদের ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়, সংশয়
 নাই ; আর সেই ঘোর পাপে আবদ্ধ হইয়া ঋতু-
 ঘাতী রোরবে পতিত হয় ; রোরবে পতিত হইয়াও
 সেই পাপমতি পত্নীর ঋতুকালোৎপন্ন শোণিত বহু
 কাল পান করে । তারপর কালক্রমে মর্ত্যলোকে
 অবতীর্ণ হইয়া যে যে যোনিতে প্রবেশ করে, সেই
 সেই যোনিতেই নিরন্তর দৃষ্টায়া দৃষ্টগ হইয়া জন্ম
 প্রাপ্ত হয় । ১—৯ । নারীগণের সৰ্কদাই কাম সমধিক
 প্রবল থাকে, বিশেষতঃ ঋতুকালেই তাহারা মদন-
 বাণে অত্যধিক পীড়িত হয় । তখন নারী ভর্তা

হুটে কুলবৃত্তম ১১। স্বর্গহাস্তেন পিতরঃ পূর্নঃ
জাতা মহীপতে। পতন্তি জাতমাত্রেণ কুলটন্তেন
গোচ্যতে। ১২। তেন কর্মবিপাকেন কয়রোগী শনী
হতুঃ। ত্যক্তা লোকঃ সুরেন্দ্রাণাং মর্ত্যালোকমুপা-
গতঃ। ১৩। তত্র তীর্থান্তনেকানি পুণ্যাত্মনানি চ।
ভ্রমিত্বা নশ্বরাঃ প্রাপ্তঃ সর্বপাপপ্রণাশিনীম্। ১৪।
উপবাসন্ত দানানি ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে। চচার
ষাদশাকানি ততো যুক্তঃ স কিম্বিধৈঃ। ১৫।
হাপায়ত্বা মহাদেবং সর্বপাতকনাশনম্। জগাম
প্রভয়া পূর্ণঃ সোমলোকমমৃতমম্। ১৬। যেনৈব
হাপিতো দেবঃ পূজ্যতে বর্ষসম্বায়া। তাবদ্যুগ-
সহস্রাণি তন্ত লোকঃ সমমুতে। ১৭। তেন দেবান্
বিধানোক্তান্ স্থাপয়ন্তি নরা ভুবি। অক্ষয়ং চাব্যয়ং
যশ্চাৎ কলং ভবতি নান্তথা। ১৮। সোমতীর্থে তু
যঃ স্নাত্বা পূজয়েদেবমীশ্বরম্। জায়তে স নরো
ভূত্বা সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ। ১৯। চন্দ্রপ্রভাসে যো

গত্বা স্নানং বিধিবদাচরেৎ। ব্যাধিনা নাভিভূতঃ স্নাৎ
কয়রোগেণ বা যুতঃ। ২০। চন্দ্রহাস্তে নরঃ স্নাত্বা
ষাদশাঃ তু নরেশ্বর। চতুর্দশীমুপোষ্যৈব কীর্ত্ত
জুহুয়াচ্চকম্। ২১। মর্ষৈঃ পঞ্চভীরাশানং পূজ-
ত্বাহতং যজ্ঞেৎ। হরিঃশেষঃ স্বয়ং প্রাপ্ত চন্দ্রহাস্তে-
মীক্ষয়েৎ। ২২। অনেন বিধিনা রাজঃস্রষ্টো
দেবো মহেশ্বরঃ। বিধিনা তীর্থযোগেন কয়রোগা-
বিমুচ্যতে। ২৩। সপ্তভিঃ সোমবারৈর্ধঃ স্নানং
তত্র সমাচরেৎ। স বৈ কর্মকৃত্যজোগামুচ্যতে
পূজয়ন্তিবম্। ২৪। অকিরোগস্তথা রাজঃচন্দ্রহাস্তে
বিনশ্চতি। চন্দ্রহাস্তে তু যো গত্বা গ্রহণে চন্দ্র-
সূর্য্যয়োঃ। স্নানং সমাচরেত্তজ্য্য মুচ্যতে সর্ব-
পাতকৈঃ। ২৫। তত্র স্নানং চ দানং চ চন্দ্রহাস্তে
শুভাশুভম্। কৃতং নৃপবরশ্চেষ্ট সর্বং ভবতি
চাক্ষয়ম্। ২৬। তে যন্তাস্তে মহাস্নানস্তেবাং জন্ম
সুজীবিতম্। চন্দ্রহাস্তে তু যে স্নাত্বা পঞ্চভিঃ গ্রহণং
নরাঃ। ২৭। বাচিকং মানসং পাপং কর্মজং
যৎপুত্রা কৃতম্। স্নানমাজাতু রাজেন্দ্র তত্র তীর্থে

কর্ত্ত্বক পরিভূত হইলে অস্ত পতির চিন্তা করে, আর
সেই উপপতি হইতে পুত্র উৎপন্ন হইলে সেই জারজ
তনয় উত্তম কুল অটন করে অর্থাৎ হীনতাপ্রাপ্ত হয়।
হে মহীপতে! যাহার কুলে জারজ সন্তান জন্মগ্রহণ
করে, তদীয় স্বর্গস্থ পিতৃগণ জারজসন্তান জন্মিবা-
মাত্র স্বর্গ হইতে পতিত হন। এই জন্তই তথাবিধ
জারজ সন্তানকে কুলট কহে। কপাপতি এইরূপ
কর্মবিপাকে পড়িয়াই কয়রোগগ্রস্ত হন এবং মহেন্দ্র
লোক পরিত্যাগপূর্ব্বক মর্ত্যালোকে আগমন করেন।
তিনি মর্ত্যধামের অনেক তীর্থ ও বহু পুণ্যায়তন
পরিভ্রমণ করিয়া সর্বপাপপ্রণাশিনী নশ্বরা লাভ
করেন এবং এখানে থাকিয়া ষাদশ বৎসর যাবৎ
উপবাস, দান, ব্রত ও অনেক নিয়ম পালন করিয়া
পাপমুক্ত হন। সেই সোম এই সোমতীর্থে
সর্বপাতকনাশন মহাদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া
প্রভাপূর্ণদেহে অত্যুত্তম সোমলোকে গমন করেন।
যে ব্যক্তি যে দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া যত বৎসর
কাল তাঁহার পূজা করে, প্রতিষ্ঠাতার তত সহস্র
যুগযাবৎ সেই দেবতার পুরে বাস হয়; কদাচ
ইহার অন্তথা হয় না। দেবপ্রতিষ্ঠার কল
অক্ষয় ও অব্যয়; একান্ত নরগণ ধরাধামে বিধি-
বিধানে বহু দেবপ্রতিষ্ঠা করিবে। যে মানব
সোমতীর্থে স্নান করিয়া দেবেশ পরমেশ্বরের
পূজা করে, সে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া সোমের
স্তায় প্রিয়দর্শন হয়। চন্দ্রপ্রভাসে গমন করিয়া

যে নর যথাবিধি স্নানাচরণ করে, সে ব্যাধি দ্বারা
অভিভূত হয় না এবং তাহাকে কয়রোগ আক্রমণ
করে না। হে নরেশ! মানব ষাদশীদিনে
চন্দ্রহাস্তে স্নান করত চতুর্দশীদিনে উপবাসী
হইয়া কীর চক্র দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে;
অনন্তর নর পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা ত্র্যম্বকের পূজা করিয়া
স্বয়ং হবিঃশেষ ভোজন করত চন্দ্রহাস্তেশ্বরকে
দর্শন করিবে। হে রাজন্! এইরূপ বিধির
অনুসরণ করিলে দেবেশ মহেশ্বর তুষ্ট হন আর
এইরূপ বিধিযোগে চন্দ্রহাস্ত তীর্থের সেবা করিলে
মানব কয়রোগ হইতে বিমুক্ত হয়। ১০—২৩। যে
মানব সাতটি সোমবারে চন্দ্রহাস্তে স্নান করিয়া শিব-
পূজা করে, সে কয়রোগ হইতে মুক্ত হয়। হে
রাজন্! চন্দ্রহাস্তে চন্দ্ররোগও বিনষ্ট হয়। যে
নর চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে চন্দ্রহাস্তে গমন করিয়া ভক্তি-
পূর্ব্বক স্নান করে, সে অখিল পাতক হইতে
মুক্ত হয়। হে নৃপসত্তম! এখানে স্নান দান,
এমন কি শুভাশুভ যে কোন কার্য্য কৃত হয়,
তৎসমস্ত অক্ষয় হইয়া থাকে। যাহারা চন্দ্রহাস্তে
স্নান করিয়া গ্রহণ দর্শন করেন, ধরায় তাঁহারা
ব্রত ও মহাস্নান এবং তাঁহাদের জন্ম জীবন সার্থক।
হে রাজন্! পূর্ব্বকৃত বাচিক মানস ও কর্মজ
পাপ চন্দ্রহাস্ত তীর্থে স্নানমাজেই বিনষ্ট হয়

প্রণতি । ২৮ । বহুবক্তর জানন্তি মহামোহ-
সমবিতাঃ । দেহস্থ ইব সর্কেবাং পরমাশ্বেব
সংস্থিতম্ । ২৯ । পশ্চিমে সাগরে গতা সোমতীর্থে
তু বৎকলম্ । তৎসমগ্রমবাপ্নোতি চন্দ্রহাস্তে ন
সংশয়ঃ । ৩০ । সংক্রান্তো চ ব্যতীপাতে বিবুবে
চায়নে তথা । চন্দ্রহাস্তে নরঃ স্নাত্ব সর্কপাশৈঃ
প্রযুচ্যতে । ৩১ । তে যুচ্যন্তে দুরাচারাস্তেবাং
জয় নিরর্থকম্ । চন্দ্রহাস্তঃ ন জানন্তি নর্যদায়াং
ব্যবহিতম্ । ৩২ । চন্দ্রহাস্তে তু যঃ কশ্চিৎ সন্ন্যাসং
কুরুতে নৃপ । অনিবার্তিকা গতিস্তস্য সোমলোকাং
কদাচন । ৩৩ ।

ইতি জীকান্দে চন্দ্রহাস্ততীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
নবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১১০ ।

একনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

জীমার্কণ্ডেয় উবাচ । সিদ্ধেশ্বরঃ ততো গচ্ছন্ত-
স্তেব তু সমীপতঃ । অমৃতস্রাবি তল্লিঙ্গমাদ্যং
স্বাদভুবং তথা । ১ । দৃষ্টমাত্রেণ যেনেহ হনুণো

পরমাত্মা সকলের দেহেই বিদ্যমান । মহামোহাবিত
মানবগণ যেমন তাহা জানিতে পারে না, তজ্জন
বহু ব্যক্তিই এই তীর্থের মহিমা বিদিত নহে ।
পশ্চিমসাগরে গমন করিয়া মানব সোমতীর্থে যে
কললাভ করে, নিঃসংশয় চন্দ্রহাস্ত তীর্থেও
তৎসমস্ত প্রাপ্ত হয় । সংক্রান্তি, ব্যতীপাত,
বিবুবে ও অয়ন প্রভৃতি দিনে মানব চন্দ্রহাস্ততীর্থে
স্নান করিয়া অধিল কলুষ হইতে মুক্ত হইতে
পারে । যাহারা নর্যদাতীরহিত চন্দ্রহাস্ততীর্থ
বিদিত নহে, তাহারা যুট, দুরাচার এবং তাহাদের
জয় নিরর্থক । হে নৃপ ! যে কেহ চন্দ্রহাস্ততীর্থে
সন্ন্যাসগ্রহণ করে, তাহার অনিবার্তিকা গতি হয়,
কদাচ সে সোমলোক হইতে প্রত্যাবর্তন করে
না । ২৪—৩৩ ।

নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১০ ।

একনবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

জীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর চন্দ্রহাস্তের
সমীপবর্তী সিদ্ধেশ্বরলিঙ্গসমীপে গমন করিবে, এখানে
এক অমৃতস্রাবী লিঙ্গ বিদ্যমান । ইহা স্বরত্নর আদি-
লিঙ্গ । মানব এই লিঙ্গের দর্শনমাত্রেই অনুগ হয় !

জায়তে নরঃ । পুরা বর্ষশতঃ সাগ্রমারাধ্য পরমে-
শ্বরম্ । ২ । প্রাপ্নুযুঃ পরমাং সিদ্ধিমা দিত্যা দাদশৈব তু ।
অতঃ সিদ্ধেশ্বরঃ প্রোক্তঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধিকামিণাম্ ।
৩ । যুধিষ্ঠির উবাচ । কথং সিদ্ধেশ্বরে প্রাপ্তাঃ
সিদ্ধিং দেবা বিজোন্তম । আদিত্যা ইতি যজোক্তঃ
তন্মে বিন্মাপনং কৃতম্ । ৪ । তপশ্চাশ্রয়ে ব্যবসিতা
আদিত্যাঃ কেন হেতুনা । সস্ত্রাপ্তাঃ বিজয়েষ্ঠ
সিদ্ধিং চৈবাভিলাষিকীম্ । ৫ । সংক্ষিপ্য তু যয়া
পৃষ্ঠং বিস্তরাঙ্কি জ শংস মে । ৬ । মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
অদিতের্দাদশাদিত্যা জাতাঃ শক্রপূরোগমাঃ ;
ইন্দ্রো ধাতা ভগবন্তা মিজোহধ বক্রণোহর্যমা । ৭ ।
বিবস্বান্ সবিতা পুষা অংগুমান্ বিষ্ণুয়েব চ । ত ইমে
দাদশাদিত্যা ইচ্ছন্তো ভাস্করং পদম্ । ৮ । নর্যদা-
তটমাস্রিত্য তপশ্চাশ্রয়ে ব্যবসিতাঃ । সিদ্ধেশ্বরে
মহারাজ কাঙ্ক্ষপেয়ৈর্নর্যদাভিঃ । ৯ । পরা সিদ্ধিরহ-
প্রাপ্তা দাদশাদিত্যাসংজিতৈঃ । হাপিতস্ত জগদ্ধাতা
তস্মিন্ভীর্থে দিবাকরঃ । ১০ । স্বকীয়াংশবিভাগেন
দাদশাদিত্যাসংজিতৈঃ । তদাপ্রভৃতি ততীর্থ রাজন্

পূর্বে দাদশাদিত্য এখানে কিঞ্চিদধিক শতবর্ষকাল
মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া পরমসিদ্ধিলাভ করিয়া-
ছিলেন । এই লিঙ্গ সিদ্ধিকামিগণের সিদ্ধিদ; এইজন্ত
ইহার নাম হইয়াছে—সিদ্ধেশ্বর । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা
করিলেন,—হে বিজোন্তম ! দেব দাদশাদিত্য
কিরূপে সিদ্ধেশ্বর তীর্থে সিদ্ধিলাভ করিলেন ?
আদিত্যগণ এখানে তপশ্চাশ্রয় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন,
এই কথা কহিয়া আমার পরম বিন্ময় জন্মাইয়া
দিয়াছেন । আদিত্যগণ কি জন্ত উগ্রতপশ্চাশ্রয়
উদ্যম করিয়াছিলেন ? আর তপশ্চাশ্রয় কিরূপই বা
অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ? হে বিজসন্তম !
আমার জিজ্ঞাসা অতি সংক্ষিপ্তভাবে হইল । আপনি
আমার নিকট বিস্তররূপে বর্ণন করুন । ১—৬ । মার্ক-
ণ্ডেয় কহিলেন,—ইন্দ্র, ধাতা, ভগ, যষ্টা, মিত্র, বক্রণ,
অর্যমা, বিবস্বান্, সবিতা, পুষা, অংগুমান্ ও বিষ্ণু—
এই দাদশাদিত্য অদিত্যগণের জয়গ্রহণ করেন,
ইহারা সকলেই শক্রোপম । ইহারা ভাস্করের
পদমাতে অতিনাবী হইয়া নর্যদাতীর আশ্রয়পূর্বক
উগ্রতপশ্চাশ্রয় গ্রহণ হন । হে মহারাজ ! মহাত্মা
কল্পতনয় দাদশ আদিত্য সিদ্ধেশ্বর কেড়ে তপশ্চা
করিয়া পরমসিদ্ধি লাভ করেন । আদিত্যগণ স্ব
স্ব অংশ বিভাগপূর্বক সিদ্ধেশ্বর কেড়ে জগদ্ধাতা
দেব দিবাকরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । হে

খ্যাতিঃ গতঃ ভূবি । ১১ । প্রলয়ে সমুদ্রপ্রাণে
হাদিত্যা হাদশৈব তে । হাদশাদিত্যতো রাজন্
সত্তবন্তি যুগকয়ে । ১২ । ইন্দ্রপতি পূর্বেণ ধাতা
চৈবায়িগোচরে । গভস্তিপতিবৈ যাম্যে ঋষ্টা নৈঋত
দিদ্যুধঃ । ১৩ । বরুণঃ পশ্চিমে ভাগে মিত্র
বায়বে তথা । অর্যমা সৌম্যদিগ্ভাগে বিবস্বানী-
শগোচরে । ১৪ । উরুতশ্চৈব সবিতা হৃধঃ পুশা
বিশৌবয়ন্ । অংগুমাঃ তথা বিকোণ্ডিতো নির্গতঃ
জগৎ । ১৫ । প্রদহন বৈ নরশ্রেষ্ঠ বভ্রমুচ ইতস্ততঃ ।
যথৈব তে মহারাজ দহন্তি সকলং জগৎ । ১৬ ।
তথৈব হাদশাদিত্যা ভক্তানাং ভাবসাধনাঃ । প্রাত-
রুখায় যঃ স্নাত্বা হাদশাদিত্যসংজ্ঞিতম্ । ১৭ ।
পশুতে দেবদেবেশঃ শৃণু তশ্চৈব যৎকলম্ । বাচিকং
মানসং পাপং কৰ্ম্মজং যৎ পুরাকৃতম্ । ১৮ । নশুতে
তৎকণাদেব হাদশাদিত্যদর্শনাৎ । প্রদক্ষিণং তু যঃ
কুৰ্ব্ব্যাত্তস্ত দেবস্ত ভায়ত । ১৯ । প্রদক্ষিণীকৃত্য
তেন পৃথিবী নাত্র সংশয়ঃ । তত্র তীর্থে তু সপ্তম্যা-
মুপবাসেন যৎকলম্ । ২০ । অস্ত্রজ সপ্তসপ্তম্যাঃ

রাজন্! তদবধি এই তীর্থ ক্রিতিতে খ্যাতিলাভ
করিয়াছে। হে রাজন্! যুগকয়ে প্রলয়কাল উপ-
স্থিত হইলে যে হাদশাদিত্য উদ্ভূত হন, ঐ হাদশা-
দিত্যও ইহাদেরই যুর্জিবিশেষ । এই আদিত্যগণ
মধ্যে ইন্দ্র পূর্বাদিকে, ধাতা আগ্নেয়দিকে, গভস্তিপতি
যাম্যে, ঋষ্টা নৈঋতদিদ্যুধে, বরুণ পশ্চিমে, মিত্র
বায়বে, অর্যমা সৌম্যদিগ্ভাগে, বিবস্বান ঈশান-
দিকে ও সবিতা উরুদিকে তাপ দান করেন।
আর পুশা অধোদিক বিশেষিত করেন এবং অংগু-
মাঃ ইহুঃ নির্গত বহি দ্বারা জগৎ দহ করেন।
হে নরবর! চরাচর সর্বত্রই আদিত্যগণ পরিভ্রমণ
করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! হাদশ আদিত্য
একদিকে যেমন অখিল জগৎ দহ করেন,
তেমনই আবার ইহারা অপরদিকে ভক্ত-
গণের ভাব সাধন করিয়া থাকেন। যে নর
প্রাতঃকালানন্তর হাদশাদিত্য তীর্থে স্নান করিয়া
দেবদেবেশকে দর্শন করে, তাহার পুণ্যকল
শ্রবণ কর। হাদশাদিত্যদর্শনে তাহার পূর্বকৃত
বাচিক, মানস ও কৰ্ম্মজ পাপ সদ্য বিনষ্ট হয়। হে
ভায়ত! যে মানব সেই সূর্য্যদেবকে প্রদক্ষিণ করে,
নিঃসংশয় তাহার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হয়। এখানে
সপ্তমীদিবসে উপবাসে যে কল হয়, মানবগণের
অস্ত্রজ সাতটি সপ্তমীতে উপবাস করিলে সে কল

লভন্তি ন লভন্তি চ । যত্যাঃ বারে দৈনকরে
হাদশাদিত্যদর্শনাৎ । ২১ । প্রদক্ষিণং তু যঃ
কুৰ্ব্ব্যাত্তস্ত পাপং তু নশুতি । অরোগী সপ্তজয়ানি
ভবেতৈ নাত্র সংশয়ঃ । ২২ । যন্ত প্রদক্ষিণশতং
দদ্যাত্তস্ত্যা দিনেনদিনে । দক্ষপিটককুটানি যশুলানি
বিচর্জিকাঃ । ২৩ । নশুন্তি ব্যাধয়ঃ সর্কে গরুড়েনেব
পন্নগাঃ । পুত্রপ্রাপ্তির্ভবেত্তস্ত যত্যা বাসরসেবনাৎ । ২৪

ইতি ত্রীকান্দে হাদশাদিত্যতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১১১ ।

দিনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । তশ্চৈবানন্তরং তাত দেবতীর্থ-
মহত্তমম্ । দৃষ্ট্বা তু ত্রীপতিঃ পার্শ্বপুচ্যতে মানবো
ভূবি । ১ । মহর্ষেস্তস্ত জামাতা ভৃগোর্দেবো
জনার্দনঃ । ২ । যুধিষ্ঠির উবাচ । কোহং খিয়ঃ
পতির্দেবো দেবানামধিপো বিভূঃ । কথং জন্মাতব-
স্তস্ত দেবেষু জিহু বা যুনে । ৩ । সম্বদী চ কথং

লাভ হয় কি না সন্দেহ । রবিবারযুক্ত বঙ্গী তিথিতে
হাদশাদিত্য দর্শনে কিংবা ঐ দিন হাদশাদিত্যের
প্রদক্ষিণে মানব পাপমুক্ত হয় এবং সে সপ্তজয়
পর্যন্ত অরোগী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ত্রী-
পূর্বক প্রতিদিন হাদশাদিত্যের শতবার প্রদক্ষিণ
করে, গরুড়কর্ষক পন্নগগণের বিনাশের ভয়
তাহার দক্ষ, পিটক, কুট, যশুল ও বিচর্জিকা
প্রভৃতি ব্যাধিনিচয় বিনষ্ট হইয়া থাকে। আর বটি
দিবস অর্থাৎ তুইমাস হাদশাদিত্যের সেবা করিলে
মানবের পুত্রপ্রাপ্তি হয় । ১—২৪ ।

একনবত্যাধিক শততম অধ্যায় । ১১০ ।

দিনবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে তাত । ইহারই পর
অনুত্তম দেবতীর্থে গমন করিবে। এখানে রমা-
পতিকে দর্শন করিয়া মানব অখিল পাতক হইতে
মুক্ত হয়। হে ভূপতে! ভূতলে দেব জনার্দন
মহর্ষি ভৃগুর জামাতা হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির
জিজ্ঞাসা করিলেন,—যুনে! এই দেবাধিপ বিভু
রমাপতি কে? কিরূপে ইনি অম্বাদি দেবজন্মের
মধ্যে একজন হইয়া জন্মিলেন? আর ভৃগুর

জাতো ভূগণা সহ কেশবঃ । এতদ্বিস্তরতো
ব্রহ্মন্ বক্রুমর্হসি ভার্গব ॥ ৪ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
সঙ্কেপাৎ কথয়িষ্যামি সাধ্যান্ত চরিতং মহৎ । নহি
বিস্তরতো বক্রুঃ শক্রাঃ সর্কৈ মহর্ষয়ঃ ॥ ৫ ॥
নারায়ণস্ত নাত্যজাজ্ঞাতো দেবচতুর্ধুঃ । তস্ত
দক্ষোহজ্ঞজো রাজন্ দক্ষিণাকৃষ্টসম্ভবঃ ॥ ৬ ॥ ধর্ম-
স্তনাস্তাং সজাতস্তস্ত পুত্রোহভবৎ কিল । নারায়ণ-
সহায়োহসাবজোহপি ভরতর্ষভ ॥ ৭ ॥ মক্ৰবতী
বসুজ্ঞানী লম্বা ভানুমতী সতী । সঙ্করা চ মুহূর্তা
চ সাধ্যা বিশ্বাবতী ককূপ্ ॥ ৮ ॥ ধর্মপত্ন্যা
দশৈবৈতা দাক্ষায়ণ্যা মহাপ্রভাঃ । তাসাং সাধ্যা
মহাভাগা পুত্রানজনয়ম্বুপ ॥ ৯ ॥ নরো নারায়ণ-
শ্চৈব হরিঃ কৃষ্ণস্তথৈব চ । বিষ্ণোরংশাংশকা হেতে
চম্বারো ধর্মসূনবঃ ॥ ১০ ॥ তথা নারায়ণনরো
গন্ধমাদনপর্বতে । আশ্রিত্যশ্রানমাধায় তেপতুঃ
পরমং তপঃ ॥ ১১ ॥ ধ্যায়মানাবনোপম্যঃ স্বং
কারণমকারণম্ । বাসুদেবমনির্দেস্তমপ্রতর্ক্যমন-

সহিতই বা কেশব কিরূপে সম্বন্ধযুক্ত হইলেন? হে
ভার্গব! এই সকল আমার নিকট বিস্তারপূর্বক
বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ইহাঁর চরিত
সাধু ও মহান, সংক্ষেপে তোমার নিকট বলিতেছি;
অখিল মহর্ষিরাও ইহা বিস্তারপূর্বক বলিতে সমর্থ
নহেন। নারায়ণের নাভিকমল হইতে চতুরানন
ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন; হে রাজন্! চতুরামনের
দক্ষ অকৃষ্ট হইতে প্রজাপতি দক্ষ সমুদ্ভূত হন।
ইহাঁর স্তনাস্তর হইতে আর এক তনয় জন্মে, তাঁহার
নাম—ধর্ম। কমলযোনি অজ হইয়াও নারায়ণের
সাহায্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে ভরতর্ষভ!
মক্ৰবতী, বসু, জ্ঞানালম্বা, সতী, ভানুমতী,
সঙ্করা, মুহূর্তা, সাধ্যা, বিশ্বাবতী ও ককূপ—
এই দশটি দক্ষের মহাপ্রভাশালিনী কন্যা। ইহাঁরা
ব্রহ্মনন্দন ধর্মের পত্নী। হে নৃপ! ইহাঁদের
মধ্যে মহাভাগা সাধ্যা কতিপয় পুত্র প্রসব করেন,
তাঁহাদের নাম মরু, নারায়ণ, হরি এবং কৃষ্ণ।
ধর্মের এই তনয়চতুষ্টয় বিষ্ণুর অংশকলা হইতে
সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে নর ও
নারায়ণ গন্ধমাদন পর্বতে গমন করিয়া স্বীয়
আশ্রয় আশ্রিষ্ঠা করত পরম তপশ্চরণ করেন।
তাঁহারা অল্পম ধ্যান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের
তপশ্চায় ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও সেই যোগযুক্ত
মহাক্ষয় স্ব স্ব কারণভূত অপ্রতর্ক্য অন্তরহীন

স্তরম্ ॥ ১২ ॥ যোগযুক্তো মহাশ্রানাবাস্তিতাব্র-
তাপসো। তয়োস্তপঃপ্রভাবেণ ন ততাপ দিবাকরঃ ॥
১৩ ॥ ববাহ শক্তিতো বায়ুঃ স্পৃশ্পর্শো হৃশক্তিতঃ ।
শিশিরোহভবদত্যর্থঃ জলমপি বিভাবসুঃ ॥ ১৪ ॥
সিংহব্যাঘ্রাদয়ঃ সৌম্যাস্তেক্রঃ সহ যুগৈর্গিরৌ । তয়ো-
র্গৌরবভারার্ভা পৃথিবী পৃথিবীপতে ॥ ১৫ ॥
চেক্রশ্চ ভূধরাশ্চৈব চুক্ষুতে চ মহোদধিঃ । দেবাস্ত
শ্বেষু ধিকোষু নিম্প্রভেষু হতপ্রভাঃ । বভূব্রবনী-
পাল পরমং কোভমাগতাঃ ॥ ১৬ ॥ দেবরাজস্তথা
শক্রঃ সন্তপ্তস্তপসা তয়োঃ । যুযোজাপ্রসস্তত্র
তয়োর্বিস্রিচকৌরযা ॥ ১৭ ॥ ইন্দ্র উবাচ । রস্তে
তিলোক্তমে কুজে স্বতাচি ললিতে শুভে ।
প্রমোচে স্ক্রজ স্ক্রমোচে সৌরভেয়ি মহোদ্ধতে ॥
১৮ ॥ অলম্বুষে মিশ্রকেশি পুণ্ডরীকে বক্রাধিনি ।
বিলোকনীয়ং বিভ্রাণা বপূর্মম্বথবোধনম্ ॥ ১৯ ॥
গন্ধমাদনমাসাদ্য কুরুধ্বং বচনং মম । নরনারায়ণৌ
তত্র তপোদীক্ষাষিতৌ দ্বিজৌ ॥ ২০ ॥ তে শাতে

অনির্দেস্ত বাসুদেবের ধ্যান করত উগ্রতর তপশ্চায়
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের তপঃপ্রভাবে
তপনদেব নিম্প্রভ হইয়াছিলেন, সমীরণ শক্তি
হইয়া প্রবাহ বিস্তার করিতেন না, পরন্তু স্পৃশ্পর্শ
হইয়া স্বীয় শক্তি দূর করিতেন। প্রজ্বলিত দিবা-
কর বিদ্যমানেও অত্যর্থ শিশিরপাত হইয়াছিল,
সিংহ, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ সৌখ্য্যভাব অবলম্বন-
পূর্বক যুগগণের সহিত গিরিপ্রদেশে বিচরণ
করিত। হে পৃথিবীপাল! পৃথিবী তাঁহাদের ভারে
আর্ভা হইলেন। ভূধরগণ বিচলিত হইতে
লাগিল, সাগর ক্ষুব্ধ হইল, দেবগণ স্ব স্ব
তেজোভ্রষ্ট হইয়া হতপ্রভ হইলেন। হে অবনৌ-
পাল! বলিব।ক, অখিল লোকই পরম কোভ-
প্রাপ্ত হইল। তাঁহাদের তপশ্চায় দেবরাজ শক্র
সন্তপ্ত হইয়া তপোবিষ্য কামনায় কতিপয় অপ্সরা
নিযুক্ত করিলেন। ১-১৭। প্রত্যেক অপ্সরাকে
সম্বোধনপূর্বক ইন্দ্র বলিলেন,—রস্তে! শিলো-
ক্তমে! কুজে! স্বতাচি! কল্যাণি ললিতে!
স্ক্রজ প্রমোচে! স্ক্রমোচে! মহোদ্ধতে সৌরভেয়ি।
অলম্বুষে! মিশ্রকেশি। পুণ্ডরীকে। বক্রাধিনি!
আমার আদেশ পালন কর; তোমাদের বদন দর্শনে
মদনের উদ্বোধন হয়, তোমরা নয়নমনোহর অল-
ঙ্কার ধারণ করিয়া গন্ধমাদনে গমন কর; সেখানে
তপোদীক্ষিত ধর্মনন্দন দ্বিজ নর-নারায়ণ স্তুতাকরণ

ধৰ্মতনয়ো তপঃ পরমহুচরম্ । তাবশ্যাকং বরা-
রোহাঃ কুর্যাপো পরমঃ তপঃ ॥ ২১ ॥ কৰ্ম্মাতিশয়-
হুঃখাৰ্হিপ্রদাবায়তিনাশনো । তদগচ্ছত ন ভীঃ কাৰ্য্যা
ভবতীতিরিদং বচঃ ॥ ২২ ॥ অন্নঃ সহায়ো ভবিতা
বসন্তস্ত বরাঙ্গনাঃ । রূপং বয়ঃ সমালোক্য মদনো-
দীপনং পরম্ । কন্দৰ্পবশমভ্যোতি বিবশঃ কো ন
মানবঃ ॥ ২৩ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । ইত্যাঙ্ক দেব-
রাজেন মদনে সমং তদা । জম্বুদ্বীপসং সৰ্ব্বা
বসন্তস্ত মহীপতে ॥ ২৪ ॥ গন্ধমাদনমাসাদ্য পুংস্কো-
কিলকুলাকুলম্ । চ্চায়া মাধবো রম্যঃ প্রোৎফুল্ল-
বনপাদপম্ ॥ ২৫ ॥ প্রববৌ দক্ষিণাশায়াঃ মলয়াস্থ-
গতোহনিলঃ । ভৃঙ্গমালাকৃতরৈব রমণীয়মভূদনম্ ॥
২৬ ॥ গচ্ছন্ত সুরভিঃ সদ্যো বনরাজিসমুদ্ভবঃ ।
কিন্নরোরগযক্ষাণাং বভূব ভ্রাণতৰ্পণঃ ॥ ২৭ ॥ বরা-
ঙ্গনাশ্চ তাঃ সৰ্ব্বা নরনারায়ণাবৃষৌ । বিনোভয়িতু-

মারকা বাগজলনিতম্বিতৈঃ ॥ ২৮ ॥ জগৌ মনোহরঃ
কাচিরনন্ত তত্র চাপরাঃ । অবাদয়ন্তথৈবাক্তা
মনোহরতরং নৃপ ॥ ২৯ ॥ হাবৈর্ভাবৈঃ স্মৃতেহাঁশ্চৈ-
স্তথাক্তা বস্ত্রভাষিতৈঃ । তয়োঃ কোভায় তথ্য-
শ্চকুরুদ্যমমঙ্গনাঃ ॥ ৩০ ॥ তথাপি ন তয়োঃ
কচ্চিন্ননসঃ পৃথিবীপতে । বিকারোহতবদ্যাক-
পারসম্প্রাপ্তচেতসোঃ ॥ ৩১ ॥ নিবাতহৌ যথা
দীপাবকম্পৌ নৃপ তিষ্ঠতঃ । বাসুদেবার্পণম্বে তথৈব
মনসৌ তয়োঃ ॥ ৩২ ॥ পূৰ্ণ্যমাণোহপিচাভ্যোভির্ভুব-
মন্তাঃ মহোদধিঃ । যথান যতি সজ্জকান্তঃ তথা
তন্মানসঃ কচিৎ ॥ ৩৩ ॥ সৰ্ব্বভূতহিতঃ ব্রহ্ম বাসুদেব-
ময়ং পরম্ । মন্তমানো ন রাগস্ত দ্বেষস্ত চ বশঃ
গতো ॥ ৩৪ ॥ অরোহপি ন শশাকাধ প্রবেষ্টুঃ
হৃদয়ং তয়োঃ । বিদ্যাময়ং দীপযুতমঙ্ককার ইবা-
লয়ম্ ॥ ৩৫ ॥ পুষ্পোচ্ছলান্তকবরান বসন্তঃ
দক্ষিণানিলম্ । তাশ্চৈবাপরসঃ সৰ্ব্বাঃ কন্দৰ্পক-

তপশ্চরণ করিতেছেন । হে বরারোহা রমণীগণ !
ঊঁহাদের এই কৰ্ম্ম অতিকঠোর; নর-নারায়ণের এই
পরম তপস্শা আমাদের সাতিশয় পীড়াজনক হইবে;
—ইহা অবশ্যই আমাদের উত্তরকালের সুখ বিনষ্ট
করিবে । অতএব গন্ধমাদনে গমন কর, ভয়
করিও না । তোমরা আমার এই বাক্য পালন
কর । হে বরাঙ্গনাগণ ! অনঙ্গ ও তদীয় সখা বসন্ত
তোমাদের সহায় হইবেন । তোমাদের রূপ ও বয়স
দর্শনে মদন উদীপিত হয় । কন্দৰ্পও তোমাদের
বশতাপন্ন হন ; অতএব কোন মানব তোমাদিগকে
অবলোকন করিয়া বিবশ না হইবে ? মার্কণ্ডেয়
কহিলেন,—হে মহীপতে ! শচীপতির আদেশে
অপ্সরোগণ গমন করিল । বসন্ত ও অনঙ্গ
তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন ।
ঊঁহারা সকলেই অবিলম্বে গন্ধমাদনে উপনীত
হইলেন । পুংস্কোকিলকুলে কাননভূমি আকুল
হইল ! বসন্ত বনভূমে বিচরণ করিতে লাগিলেন,
বন-পাদপসমূহ রম্য ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল ।
দক্ষিণাদক হইতে মলয়নির্গত অনিল প্রবাহিত
হইতে লাগিল । অলিকুলের মনোহর রবে বনভূমির
রমণীয় শোভা সমুদভূত হইল । বনরাজি হইতে
সদ্য সুরভি গন্ধ সমুখিত হইয়া কিন্নর, উরগ ও
যক্ষগণের ভ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিল ।
সময় বুঝিয়া রক্তাদি বরাঙ্গনাগণও মধুর বাক্য,
অঙ্গভঙ্গী ও স্মিত হাস্ত দ্বারা ঋষিনরনারায়ণকে

বিনোভিত করিতে প্রবৃত্ত হইল । হে নৃপ ! কোন
অপ্সরা মধুর সঙ্গীত করিতে লাগিল, অপ্সরঅপ্সরা
নৃত্য জুড়িয়া দিল ; অস্ত্র একজন মনোহর বাদ্য
করিতে লাগিল ; আবার অপর কতিপয় অপ্সরা
হাব, ভাব, হাস্ত, ও মুহুমধুর বাক্যবিস্তার করিতে
লাগিল । তথ্যগণ এইরূপে নর-নারায়ণের
তপঃকোভাৰ্হ কতই না উদ্যম করিল ; কিন্তু কিছু-
তেই কিছু হইল না । হে পৃথিবীপাল ! ঊঁহাদের
হৃদয় অধ্যাত্মবিদ্যার অন্তসীমায় উপনীত হইয়াছিল,
রমণীগণের এই ব্যাপারে তাঁহাদের মনে কোনই
বিকার আশ্রয় করিল না । হে নৃপ ! বায়ুবিহীন
স্থানের নিষ্কম্প প্রদীপের স্তায় ঊঁহাদের মন অচল
অটল ভাবে বিদ্যমান রহিল । তাঁহাদের চিত্ত
বাসুদেবে অর্পিত ; স্মৃতরাং স্মৃতির সাগর যেরূপ
বারিধারা পারপারিত হইলেও বেলাভূমি অতিক্রম
করে না, তজ্জপ ঊঁহাদের মনও অসীম বিলাস-
সামগ্রীর মধ্যে থাকিয়া ও ক্ষুণ্ণিত হইল না ! তাঁহারা
সৰ্ব্বভূতহিত বাসুদেবময় পরম ব্রহ্মকেই মনোমধ্যে
চিন্তা করিতে লাগিলেন ; রাগদ্বেষের বস্ত্র হইলেন
না ॥ ১৮—৩৪ ॥ মদনও তাঁহাদের হৃদয় মধ্যে প্রবেশ
করিতে সমর্থ হইলেন না, তাঁহাদের হৃদয়মন্দির
বিদ্যাময় দীপালোকে আলোকিত, তাই মদনের
নিকট সেস্থান অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইল । হে
পুরুষপ্রবর ! ঋষিসত্তমদ্বয়,—পুষ্পোচ্ছল উত্তম তরু-
রাজি, বসন্ত, দক্ষিণানিল, সেই সকল অপ্সরা,

মহামুনি । ৩৬ । যচ্চারুং তপস্তাত্যামানং গন্ধ-
মাদনম্ । দদর্শাতেহখিলং রূপং ব্রহ্মণঃ পুরুষবত ।
৩৭ । দাহায় নানলো বহুর্নাপঃ ক্রেদায় চান্তসঃ ।
তদ্রব্যমেব তদ্রব্যবিকারায় ন বৈ যতঃ । ৩৮ ।
ততো বিজায় বিজায় পরং ব্রহ্ম স্বরূপতঃ ।
মধুকন্দর্পঘোষিংশু বিকারো নাভবন্তয়োঃ । ৩৯ ।
ততো গুরুতরং যত্নং বসন্তমদনো নৃপ । চক্ৰাতে
তাশ্চ তদ্রব্যস্তৎকোভায় পুনঃপুনঃ । ৪০ । অথ
নারায়ণো ধৈর্য্যং সঙ্কার্য্যোদীর্ণমানসঃ । উরৌক্রৎ-
পাদয়ামাস বরাদীমবলাং তদা । ৪১ । ত্রৈলোক্য-
সুন্দরীরত্নমশেষমবনীপতে । গুণৈর্লীলবমভ্যোতি
যন্তাঃ সন্দর্শনাদহু । ৪২ । তাং বিলোক্য মহী-
পাল চক্ৰে মনসানিলঃ । বসন্তো বিস্ময়ঃ
যাতঃ স্মরঃ সস্মার কিঞ্চন । ৪৩ । রস্তা-
তিলোক্তমাদ্যাশ্চ বৈলক্যং দেবযোহিতঃ । ন
রেজুরবনীপাল তল্লক্যহৃদয়েকগাঃ । ৪৪ । ততঃ
কামো বসন্তশ্চ পার্শ্বিবাঙ্গরসশ্চ তাঃ । প্রণম্য ভগ-

কন্দর্প, এবং তাহাদের আরও কার্য্যজাত, স্বীয় আত্মা,
তপস্তা ও গন্ধমাদন এ সমস্তই ব্রহ্মের স্বরূপ দেখিতে
লাগিলেন । অনলে যেমন অনলকে দখ করে
না; জল যেমন জলকে ক্রিয় করে না; তজ্জপ,—
স্বজাতীয় জব্য স্বজাতীয়ের কোনই বিকার
জন্মাইতে পারে না বলিয়া সেই ঋষিষয় নিরন্তর
পরম ব্রহ্মই চিন্তা করিতেন; এজন্ত এক্ষণে
বসন্ত, মদন ও রমণীগণে তাঁহাদের কোন বিকারই
হইল না; আর তাহারাও ব্যর্থমনোরথ
হইল । হে নৃপ! তাহারা স্বয় উদ্যম পরিত্যাগ
করিল না, বসন্ত, মদন ও অপ্সরোগণ আরও
গুরুতর যত্নে ঋষিষয়কে কোষিত করিতে পুনঃ
পুনঃ যত্ন করিল । অনন্তর উদীর্ণমনা নারায়ণ ধৈর্য্য
ধারণপূর্ব্বক উক্ৰহৃদয়ের মধ্য হইতে এক বরনারী
সৃজন করিলেন; ইহার মত সুন্দরী কেহ ছিল না,
হে অবনীপতে! এই সুন্দরীকে দেখিয়
ত্রিলোকসুন্দরী সমস্ত রমণীরত্নই যেন লম্বুত
প্রাপ্ত হইল । হে মহীপাল! এই কস্তাদর্শনে
অনিল মনে মনে কম্পিত ও বসন্ত বিস্মিত হইলেন;
স্মরের আর কিছুই স্মরণ হইল না, রস্তা,
তিলোক্তমাদি দেবনারীবৃন্দ তাঁহার দিকে তাকাইতে
পারিল না । হে মহীপাল! তাঁর দৃষ্টিপাতে সুর-
ললনারা বিধ্বস্তদৃষ্টি হইয়া আর প্রভা প্রাপ্ত হই-
না । হে পার্শ্বিবা! অনন্তর কাম, বসন্ত ও অপ্সরা-

বস্তো ভো তুইবুর্নিসন্তমো । ৪৫ । বসন্তকামাপ্স-
রস উচুঃ । প্রসীদতু জগদ্ধাতা যন্ত দেবন্ত মায়া ।
মোহিতাঃ স বিজানীমো নাস্তরং বিদ্যাতে ভয়োঃ ।
৪৬ । প্রসীদতু স বাং দেবো যন্ত রূপমিদং দ্বিধা ।
ধামভূতন্ত লোকানামনাদেয়প্রতিষ্ঠতঃ । ৪৭ । নর-
নারায়ণৌ দেবৌ শশ্চক্ৰায়ুধাবুভৌ । আস্তাং
প্রসাদসুখাবশ্রাকমপরাধিনাম্ । ৪৮ । নিধানং
সর্ববিদ্যানাং সর্বপাপবনানসঃ । নারায়ণোহতো
ভগবান্ সর্বপাপং ব্যাপোহতু । ৪৯ । শার্ঙ্গচিহ্নায়ুধঃ
জীমানাশ্চজ্ঞানময়োহনঘঃ । নরঃ সমস্তপাপানি
হতাস্মা সর্বদেহিনাম্ । ৫০ । জটাকলাপবদ্ধো-
হয়মনঘোরঃ ক্রমাবতোঃ । সৌম্যাস্তদৃষ্টিঃ পাপানি
হন্তঃ জন্মার্জিতানি বৈ । ৫১ । তথাস্তবিদ্যা-
দোষণে যোহপরাধঃ কৃতো মহান্ । ত্রৈলোক্য-
বন্দ্যো যো নাথো বিলোভয়িতুমাগতাঃ । ৫২ ।
প্রসীদ দেব বিজ্ঞানঘন যুতদৃশামিব । ভবান্তি
সন্তঃ সততং স্বধর্ম্মপরিপালকাঃ । ৫৩ । দৃষ্টেইতরঃ

গণ ঋষিসত্তম ভগবান্ নারায়ণকে প্রণাম করিয়া
স্তব করিতে লাগিলেন । বসন্ত কাম ও অপ্সরাগণ
বলিলেন, ইহাদের ধৈর্য্যভার বিদূষিত হইয়াছে,
আমরা ঋষিষয় মায়ায় বিমোহিত হইয়া ইহাদিগকে
জানিতে পারিতেছি না, সেই জগৎপতি প্রসন্ন
হউন । যিনি নরনারায়ণ এই রূপদ্বয়ে অবতীর্ণ হইয়া-
ছেন, যিনি ত্রিলোকের আশ্রয় এবং যিনি অনাদি ও
অপ্রতিষ্ঠ, সেই দেব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ।
আমরা অপরাধী । এই নর-নারায়ণ এক্ষণে শশ্চ
চক্ৰাদি আয়ুধধারণ করিয়া জীতিপ্রসন্নমনে আমাদের
সম্মুখে দণ্ডায়মান হউন । অখিল বিদ্যা ঋষিষয়
প্রতিষ্ঠিত, যিনি পাপরূপ কাননের অনলস্বরূপ,
সেই ভগবান্ নারায়ণ আমাদের সর্ববিধ পাপ
বিনষ্ট করুন । যিনি দেহীদিগের নিখিল হৃদিত
হরণ করেন, শার্ঙ্গধনু ঋষিষয় আয়ুধ এবং
যিনি জীমান্ আশ্চর্য্যজ্ঞানময় ও নিবলুঘ, সেই নর
আমাদিগের পাপ বিনষ্ট করুন । এই ক্রমাবান্
নর-নারায়ণের জটাকলাপবদ্ধ মস্তক ও মুখের
সৌম্যদৃষ্টি আমাদের জন্মার্জিত পাপ বিনষ্ট করুক ।
আমরা আত্ম অবিদ্যাদোষে ত্রিলোকবন্দ্য নাথদ্বয়কে
বিলোভিত করিতে আসিয়া মহাপরাধ করিয়াছি, হে
বিজ্ঞানঘন! আমাদিগকে যুতদৃষ্টির দ্বায় মনে করিয়া
আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন । হে নারায়ণ! সাধুগণ
সতত স্বধর্ম্ম পরিপালন করেন । ৩৫—৫৩ আপনার

সমুৎপন্নঃ যথা জীৱন্তমুত্তমম্ । ইয়ি নারায়ণোৎপন্ন
শ্রেষ্ঠ। পারবতী মতিঃ । ৫৪ । তেন সত্যেন
সত্যান্ন পৰমাত্মন সনাতন । নারায়ণ প্রসীদেশ
সৰ্গলোকপরায়ণ । ৫৫ । প্রসন্নবুদ্ধে শান্তান্ন
প্রসন্নবদনেকম্ । প্রসীদ যোগিনামৌশ নর সৰ্গ-
গতাচ্যুত । ৫৬ । নমস্তামো নরং দেবং তথা
নারায়ণং হরিম্ । নমো নরায় নম্যায় নমো নারায়-
ণায় চ । ৫৭ । প্রপন্নানামনাথানাং তথা নাথবতাং
প্রভো । শং করোতু নরোহস্মাকং শং নারায়ণ
দেহি নঃ । ৫৮ । মার্কণ্ডেয় উবাচ । এবমভ্যর্চিতঃ
সত্য্য রাগেষ্বাদিবর্জিতঃ । প্রাহেশঃ সৰ্গভূতানাং
মধ্যে নারায়ণো নৃপ । ৫৯ । নারায়ণ উবাচ ।
স্বাগতং মাধবে কামে ভবত্বপ্সরসামপি । যৎকার্য্য-
মাগতানাঞ্চ ইহাস্মাভিস্তদ্যতাম্ । ৬০ । যুষং
সংস্কৃত্যে নুনমস্মাকং বনশক্ৰণা । সম্প্রবিতাস্ততো-

এই রমণীয়ত্বের স্বজন দেখিয়াই তাহা প্রতীত
হইতেছে, কেননা আমরা যেরূপ অপরাধ করিয়াছি,
তাহাতে আমাদেরকে অভিশপ্ত না করিয়া রমণী
স্বজনপূর্বক আমাদেরকে যে শিক্ষা প্রদান করিলেন,
ইহাতেই তাহার পরিচয় পরিষ্কৃত । হে পরমাত্মন!
হে সত্যান্ন সনাতন! এই সত্যেই আমাদের
প্রতি প্রসন্ন হউন । কেবল ইহাই নহে, আপনার
নিকট এইরূপ শিক্ষালাভ করিয়া আপনাতে আমা-
দের পারবতী উত্তম মতিও জন্মিয়াছে, অতএব
হে ঈশ নারায়ণ! প্রসন্ন হউন । হে নর!
আপনি অখিল লোক-পরায়ণ, আপনার জ্ঞান
নিখিল, আত্মা শান্ত, বদন নয়ন প্রসন্ন, আপনি
যোগিজনপ্রভু, সৰ্গগত ও অচ্যুত; আপনি
প্রসন্ন হউন । আমরা নরদেব ও নারায়ণ
হরিকে নমস্কার করি; নর, নম্য নারায়ণকে
আমাদের নমস্কার । আপনি প্রসন্ন, অনাথ
এবং নাথান্দিগেরও প্রভু, আপনি নররূপে
আমাদের মঙ্গলবিধান করুন, নারায়ণরূপে আমা-
দিগের মঙ্গল প্রদান করুন । মার্কণ্ডেয় কহি-
লেন,—হে ভূপাল! এইরূপে স্তুত হইয়া স্ব-
দ্বয়ের মধ্যে অখিলভূতপতি রাগেষ্বশূন্ত নারায়ণ
বলিতে লাগিলেন । নারায়ণ কহিলেন,—কাম,
বসন্ত ও অপ্সরোগণের আগমন শুভ হউক । এখানে
তোমাদের আগমনকারণ কি? তাহা বল । নিশ্চি-
তই আমাদের প্রবল শক্ শক্ স্বার্থ্য সিদ্ধির জন্ত
তোমাদিগকে এখানে পাঠাইয়াছেন, তাই তোমরা

হস্মাকং নৃত্যযোগাদিদর্শনম্ । ৬১ । ন বয়ং গীত-
নৃত্যেন নাকচেষ্টাদিভাবিতৈঃ । লুকা বৈ বিষয়ৈর্নৃত্তৈঃ
বিষয়া দাক্ষণ্যকাকঃ । ৬২ । শব্দাদিসকলদুর্ভাবানি বদা
নাকপি ন শুভাঃ । তদা নৃত্যাদয়ো ভাবাঃ কথং
লোভপ্রদায়িনঃ । ৬৩ । তে সিদ্ধাঃ স ন বৈ সাধ্যা
ভবতীনাং স্মরন্ত চ । মাধবন্ত চ শকোহপি স্বাস্থ্যং
যাত্ত্বিশক্তিভাঃ । ৬৪ । যোহসৌ পরন্ত পরমঃ পুরুষঃ
পরমেশ্বরঃ । পরমাত্মা সমস্তস্ত স্বাবরন্ত চরন্ত চ ।
৬৫ । উৎপত্তিহেতুরেতে চ যস্মিন সৰ্গং প্রলীয়তে ।
সৰ্গবাসৌতি দেবদ্বাদশদেবেভ্যদাকৃতঃ । ৬৬ ।
বয়মংশঃশকাস্তস্ত চতুর্বাহন্ত মানিনঃ । তদা-
দেশিতবাস্তানৌ জগদ্বোধায় দেহিনাম্ । ৬৭ । তৎ
সৰ্গভূতং সৰ্গেশং সৰ্গত্র সমদর্শিনম্ । কৃতঃ
পশুস্তৌ রাগাদৌ করিম্যামো বিভেদিনঃ । ৬৮ ।
বসন্তে ময়ি চেষ্টে চ ভবতীমু তথা স্মরে । যদা স
এব ভূতাস্ত তদা যোদয়ঃ কথম্ । ৬৯ । তদ্ব্যাস-

আমাদের সমীপে নৃত্য-গীতাদি প্রদর্শন করিয়াছ ।
আমরা জানি, রূপ-রসাদি বিষয়ভোগ দাক্ষণ্যক,
তাই আমরা গীত, নৃত্য, অকচেষ্টা ও মধুরবাক্য
প্রভৃতি বিষয়ে লুকা হই না । আমরা বুঝি—
ইন্দ্রিয়নিচয় শব্দাদির সংসর্গে দৃষ্ট হইলে ইষ্টদায়ক
হয় না, অতএব নৃত্যাদি আমাদেরকে কি করিয়া
লোভাক্রষ্ট করিবে? বাহাদের এইরূপ দৃঢ়সংযম
হইয়াছে, তাঁহারা ই সিদ্ধ, এরূপ সংযমিগণের সংযম-
স্থলন, মধু, মাধব ও অপ্সরোগণের সাধ্যায়ত্ত
নহে । এক্ষণে তোমরা শক্ৰের সহিত শক্য
ত্যাগ কর ও স্তব্ধ হও । যিনি, পর পরম পুরুষ
পরমেশ্বর ও অখিল স্বাবর জগন্মের পরমাত্মা; বাহা
হইতে এই নিখিল চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে; বাহাতে
সমস্ত প্রলীন হয় এবং সৰ্গভূতে বাণ করেন বলিয়া
যিনি দেবদেব বাসুদেব নামে অভিহিত হন,
আমরা সেই মানী চতুর্কুহসম্পন্ন বাসুদেবের অংশ
ও তদংশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছি । আমরা তাঁহা-
রই আদেশানুযায়ী হইয়া জগৎ প্রবুদ্ধ করি,
দেহিগণ আমাদেরই নিকট জ্ঞানলাভ করে । বাসু-
দেব সৰ্গভূতস্থিত, সৰ্গেশ ও সৰ্গত্র সমদর্শী; আমরা
কোন প্রাণীতেই রূপাদি দর্শন করি না, অতএব
কিরূপে তোমাদিগের ভেদসাধন করিব? ৫৪—৬৮।
হে অপ্সরোগণ! বসন্ত, চন্দ্র, কাম ও তোমাদের
দেহেও ভূতাস্ত বাসুদেব বাস করেন; অতএব

বিত্তকানি যদা সর্কেষু জন্তুযু। সর্কেষু রেখেরো
বিষ্ণুঃ কুতো রাগাদয়ন্ততঃ ॥ ৭০ ॥ ব্রহ্মাণমিত্র-
মীশানমাদিত্যমকতোহখিলান। বিধেদেবানুযৌন
সাধ্যান্ বহুন্ পিতৃগণাঃ স্তথা ॥ ৭১ ॥ যক্ষরাক্ষস-
ভূতাদৌরাগান্ সর্পান্ সরীসৃপান্। মনুষ্যপক্ষি-
গোৰূপগজসিংহজলেচরান ॥ ৭২ ॥ মক্ষিকামশকান্
দংশাহলভান্ জলজান্ কুমীন। গুল্মবৃক্ষলতা-
বল্লীষকসারতৃণজাতিষু ॥ ৭৩ ॥ যচ্চ কিঞ্চিদৃশ্যং
বা দৃশ্যং বা জিহ্বাশ্রবণাঃ। মন্ত্রধ্বং জাতমেকশ্চ
তৎসর্কং পরমাত্মনঃ ॥ ৭৪ ॥ জায়মানঃ কথং বিষ্ণু-
মাত্মানং পরমঞ্চ যৎ। রাগদ্বৈমৌ তথা লোভঃ কঃ
কুর্ধ্যাদমরাজনাঃ ॥ ৭৫ ॥ সর্কভূতময়ে বিষ্ণৌ সর্কগে
সর্কধাতরি। নিপাত্য তং পৃথগ্ভূতে কুতো রাগা-
দিকৌ গুণঃ ॥ ৭৬ ॥ এবমস্মানু যুগ্মানু সর্কভূতেষু
চাবলাঃ। তন্ময়ৈকভূতেষু রাগাদ্যবসরঃ কুতঃ ॥
৭৭ ॥ সমাগদৃষ্টিরিয়ং প্রোক্তা সমন্তেক্যাবলো-
কিনৌ। পৃথগ্জ্ঞানমার্গৈব লোকসংব্যবহারবৎ ॥

কিরূপে তোমাদের উদ্দেশ্যে আমরা দেবাদি
করিব? বাসুদেব সমস্ত জীবেরই বিদ্যমান, সকল
দৈবেরও দৈবের বিষ্ণু কোন জীব হইতেই বিভিন্ন
নহেন; অতএব জীবনিবহের উপর রাগাদির
সম্ভব কোথায়? ব্রহ্মা, ইন্দ্র, দৈশান, আদিত্য, মরুৎ,
বিশ্বদেব, অগ্নি ঋষি, সাধা, মুনি ও পিতৃগণ;
যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, সর্প, সরীসৃপ প্রভৃতি প্রাণি-
নিচয়; মনুষ্য পক্ষী, গো, গজ, সিংহ ও জলেচর
জীবজাতি, মক্ষিকা, মশক, দংশ, শলভ ও জলজ
কুমিকীটগণ, গুল্ম, বৃক্ষ, লতা, বল্লী ও অকসার
তৃণনিচয়—হে পুরুরমণীগণ! যাহা কিছু দৃষ্ট ও
অদৃষ্ট, সমস্তই সেই একমাত্র পরমাত্মার তনু হইতে
জন্মিয়াছে। হে অমরাজনাগণ! বিষ্ণু হইতেই
যখন এসকল সৃষ্ট হইয়াছে, তখন বিষ্ণু-দেহজাত
জীবের প্রতি রাগদেবাদি প্রদর্শন করায় পরমাত্মা
বিষ্ণুরই দ্বেষ করা হয়; অতএব এমন মূঢ় কে
আছে যে, সেই পরমাত্মা বিষ্ণুর প্রতি লোভ ও
রাগদেবাদি প্রদর্শন করে? বিষ্ণু সর্কভূতময়
সর্কগ ও সকলের ধারণ-পালনকর্তা, তাঁহাকে
পার্বক্যের আরোপ করিলে রাগাদিগুণ কোথায়
স্থান পায়? হে অবলাগণ! একরূপে তোমরা,
আমরা এবং অন্তান্ত প্রাণিগণও যখন সেই এক-
মাত্র বিষ্ণুময়, তখন রাগাদির অবসর কোথায়?
সমস্ত প্রাণীতে যে সমদৃষ্টি, তাহাকেই সম্যকদৃষ্টি

৭৮ ॥ ভূতেন্দ্রিয়াস্তঃকরণপ্রধানপুরুষাত্মকম্। জগদৈ
হেতদখিলং তদা ভেদঃ কিমাত্মকঃ ॥ ৭৯ ॥ তবস্তি
লয়মাস্তি সমুদ্রসনিলোর্ময়ঃ। ন বারিভেদতো
ভিন্নাস্তথৈবৈক্যাদিদং জগৎ ॥ ৮০ ॥ যথায়েরর্জিবঃ
পীতাঃ পিঙ্গলাকর্ণধূসরাঃ। তথাপি নাগ্নিতো ভিন্না-
স্তথৈতদব্রহ্মণো জগৎ ॥ ৮১ ॥ ভবতীভিষ্চ যৎ
কোভমস্মাকং স পুরন্দরঃ। কারয়ত্যসদেতচ্চ
বিবেকাচারচেতসাম্ ॥ ৮২ ॥ ভবন্ত্যঃ স চ দেবেভ্যো
লোকাশ্চ সমুদ্রানুস্রাঃ। সমুদ্রাদিবনোপেতা মদেহা-
স্তরগোচরাঃ ॥ ৮৩ ॥ যথেষৎ চাক্ষুসর্কাকী ভবতীনাং
ময়াগ্রতঃ। দর্শিতা দর্শয়িষ্যামি তথা চৈবাখিলং
জগৎ ॥ ৮৪ ॥ প্রয়াতু শক্নো মা গর্কমিত্রহঃ কশ্চ
সুস্থিরম্। যুযুৎ মা স্ময়ং যাত সন্তি রূপাখিতাঃ
স্ত্রিয়ঃ ॥ ৮৫ ॥ কিং সুরূপং কুরূপং বা যদা ভেদো
ন দৃশ্যতে। তারতম্যং সুরূপেষু সততং ভিন্নদর্শ-

কহে, আর যে দৃষ্টিতে ভেদবিজ্ঞান বিদ্যমান,
তাহা লোকব্যাবহারিক দৃষ্টি। এই সমগ্র জগৎ
ভূত, ইন্দ্রিয়, অস্তঃকরণের সমষ্টি দ্বারা সৃষ্ট এবং
প্রধান পুরুষের আত্মাস্বরূপ; অতএব ইহাতে
ভেদবুদ্ধি কিরূপে সম্ভবে? সাগরসনিলে উর্মি-
মালা জন্মে, ক্ষণকালমধ্যে তাহা আবার লীন
হইয়া যায়; কিন্তু তাহাতে যেরূপ বারিভেদ হয় না,
তদ্রূপ এই জাগতিক জীবাদি একই বস্তু বলিয়া
ইহাদের ভেদাদি সম্ভবে না। অনলের
জালামাল্যমধ্যে যেমন পীত, পিঙ্গল, অকর্ণ ও
ধূসর প্রভৃতি বিবিধ বর্ণভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তথাপি
উহা অগ্নি হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রূপ ব্রহ্মনির্মিত
এই জগতের ভেদকল্পনা হয় না। পুরন্দর যে
তোমাদের দ্বারা আমাদিগের কোভ জন্মাইবার
উদ্যম করিয়াছেন, ইহা অন্তায় হইয়াছে; কেননা
এইরূপ করা বিবেক ও আচারহীন ব্যক্তিগণেরই
কার্য। তোমরা, দেবেশ্ব, অগ্নি লোক, অশ্বর,
শুর, সমুদ্র, কানন ও অদ্ভি, এ সকল আমারই
দেহমধ্যে বিদ্যমান; এই যে তোমাদের
সম্মুখে সর্কাক্ষুন্দরী রমণীমূর্তি প্রদর্শিত হইল,
আমি এইরূপ অখিল জগৎই দর্শন করাইতে
পারি। দেবেশ্ব এই উদ্যম হইতে বিরত হউন,
গর্ক পরিত্যাগ করুন; কেননা কাহারই বা ইন্দ্র
সুস্থির থাকে? এ বিষয়ে তোমরাও বিস্মিত
হইও না, তোমাদের মত অনেক রূপসী রমণী
আছে; ৬৯—৮৫। অথবা যখন তোমাদের ভেদদর্শন

নাং । ৮৬ । ভবতীনাং স্ময়ঃ মত্বা রূপদার্থা-
ভোগোত্তমম্ । ময়েয়ং দর্শিতা তবী ততস্ত শমমে-
যাথ । ৮৭ । যস্মাদুর্নোনিপরা দ্বিমিন্দীবরে-
কণা । উর্কশী নাম কল্যাণী ভবিষ্যতি বরাপরাঃ ।
৮৮ । তদীয়ং দেবরাজস্ত নীয়তাং বরবর্ণিনী ।
ভবত্যন্তেন চান্মাকং প্রেষিতাঃ ক্রীতিমিচ্ছতা । ৮৯ ।
বক্তব্যন্ত সহস্রাক্ষো নান্মাকং ভোগকারণাৎ । তপ-
শ্চর্য্যান বা প্রাপ্যকলং প্রাপ্তুমতীপতা । ৯০ ।
সম্মার্গমস্ত জগতো দর্শয়িষ্যে করোম্যহম্ । তথা
নরেন সহিতো জগতঃ পালনোদ্যতঃ । ৯১ । যদি
কশ্চিত্তবাবাধাঃ কুরোতি ত্রিদশেশ্বর । তমহং বারয়ি-
স্যামি মিবৃন্তো ভব বাসব । ৯২ । কর্তাসি চেষমা-
বাধাং ন হৃষ্টেহ কস্তচিৎ । তং চাপি শাস্তা
তদহং প্রবর্তিষ্যাম্যসংশয়ম্ । ৯৩ । এতজ্জাত্বা ন
সস্তাপশ্চয়া কার্ষো হি মাং প্রতি । উপকারায় জগতা-
মবতীর্ণোহস্মি বাসব । ৯৪ । যা চেয়মূর্বনী মন্তঃ

বিদূরিত হইবে, তখন অরূপকরূপ একই রূপ বলিয়া
বুঝিতে পারিবে । কেননা ভেদদর্শন হইতেই তার-
তম্যের উপলব্ধি হয় । তোমাদিগের এই রূপ ও
ঐদার্য্যগুণ জন্ত গর্ভ দর্শন করিয়া আমি এই
তবঙ্গীকে প্রদর্শন করিলাম । এক্ষণে তোমাদের
সে গর্ভ দূর হইয়াছে ; অতএব অচিরেই
শান্তিলাভ করিবে । এই ইন্দীবরনয়না রমণী
আমার উরু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ; এক্ষণে
ইহার নাম হইবে উর্কশী ; এই কল্যাণী
অপ্সরোগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে । তোমরা এক্ষণে
এই বরবর্ণিনী রমণীকে লইয়া দেবরাজসমীপ
গমন কর ; আমরা ক্রীতিপূর্ণ হৃদয়েই তোমাদিগের
গমন অনুমোদন করিতেছি । তোমরা সহস্র-
লোচন দেবরাজকে বলিবে—আমাদের তপস্বী
ভোগার্থ নহে, বা কোনরূপ অপ্রাপ্য কলের
অভিলাষ করিয়া আমরা তপস্বী করিতেছি না ।
জীবগণকে উত্তম পথপ্রদানার্থই আমাদের তপস্বী ।
তোমরা আমাদের এইসকল কথা অবিকল বলিবে
—“হে ত্রিদশেশ্বর ! আমি নরের সহিত মিলিত
হইয়া জগৎ পালন করি ; যদি কেহ তোমার বাধা
উৎপাদন করে আমরা তাহাকে নিরস্ত করিব ;
অতএব হে বাসব ! নিবৃত্ত হও । তুমি হৃষ্টব্যক্তির
শাসন করিতে যত্ন করিও না, কারণ আমিই তাহার
সমুচিত শাসন করিব । আমি আমার কর্তব্য কার্য্যে
নিবৃত্ত হইব, সংশয় নাই । এইবার বুঝিয়া-ভুনিয়া

সমুদ্ভূতঃ পুরন্দর । ত্রেতাগ্নিহেতুভূতেয়মেবং প্রাপ্য
ভবিষ্যতি । ৯৫ ।

ইতি ক্রীড়াক্ষে নরনারায়ণোৎপত্তিবর্ণনঃ
নাম দ্বিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১২২ ।

ত্রিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ক্রীড়াক্ষেয় উবাচ । ইতুক্ষেত্বেহপরসঃ সর্বাঃ
প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ । উচুর্নারায়ণং দেবং তদর্শন-
সমীহয়া । ১ । বসন্তকামাপ্সরস উচুঃ । ভগবন্ ভবতা
যোহয়মুপদেশো হিতার্থিনা । প্রোক্তঃ স সর্বো
বিজ্ঞাতো মাহাত্ম্যং বিদিতকৃ তে । ২ । যশ্চেতদ্-
ভবতা প্রোক্তঃ প্রসন্নেনাস্তরান্ননা । দর্শিতেয়ং
বিশালাক্ষী দর্শায়স্যামি বো জগৎ । ৩ ।
তজ্জার্ণে সর্বভাবেন প্রসন্নানাং জগৎপতে ।
দর্শয়ান্মানমগ্নিং দর্শিতেয়ং যথোর্কশী । ৪ । যদি

আমাদের প্রতি অনুরক্ত হইও না । হে বাসব ! আমরা
জগতের উপকারার্থ অবতীর্ণ হইয়াছি । হে পুরন্দর !
আমার উরু হইতে এই যে উর্কশী জন্মিয়াছে, এই
নারী ত্রেতাগ্নি-হেতুভূত হইবে । ৮৬—৯৫ ।

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২২ ।

ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অপ্সরোগণ নরনারায়ণ
কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দুর্ভাগ্য দর্শনবাসনায়
পুনঃপুনঃ প্রণাম করত নারায়ণকে কহিতে লাগিল ।
বসন্ত, কাম ও অপ্সরোগণ কহিল,—হে ভগবন্ !
আপনি আমাদের হিতার্থী হইয়া যে সহপদে
প্রদান করিলেন, আপনার আদিষ্ট সকলই বিদিত
হইলাম এবং আপনার মাহাত্ম্যও জানিতে পারি-
লাম । এক্ষণে নিবেদন—আপনার অন্তঃকরণ
আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছে । আপনি পূর্বে
বলিলেন,—“যে রূপ এই বিশাললোচনা ললনামূর্তি
অবলোকন করাইতেছেন, তজ্জপ সমগ্র জগৎও
আমাদিগকে দর্শন করাইবেন ।” হে জগৎপতে !
আমরা সর্বতোভাবে প্রপন্ন ও জগৎ দর্শনে
অভিলাষী ; হে দেব ! আমরা অপরাধী, যদি
আমাদের প্রতি আপনার কোপ না হইয়া থাকে,
তবে পূর্বে যে রূপ উর্কশী দর্শন করাইয়াছেন,

দেবাপরাধেহপি নান্মানু কুপিতঃ তব । নমস্তে
জগতামীশ দর্শয়াত্মানমাত্মনা ॥ ৫ ॥ নারায়ণ উবাচ
পশ্যতেহাবিলোমোকায়ম দেহে সুরাজনাঃ । মধুঃ
মদনমাত্মানং যচ্চাত্তদ্রুইমিচ্ছথ ॥ ৩ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । ইত্যুত্থা ভগবান্ দেবস্তদা নারায়ণো
নৃপ । উচ্চৈর্জহাস স্বনবস্তজ্জাতুদখিলং জগৎ ॥ ৭ ॥
ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ শক্রঃ সহ ক্রতুঃ পিনাকধৃক্ ।
আদিত্য বসবঃ সাধ্যা বিশ্বদেবা মহর্ষয় ॥ ৮ ॥
নাসত্যদস্রাবনিলঃ সর্বশশ্চ তথাগয়ঃ । যক্ষগন্ধর্ব-
সিদ্ধাশ্চ পিশাচৌরগকিন্নরাঃ ॥ ৯ ॥ সমস্তাপ্রসো-
বিদ্যাঃ সাক্ষা বেদান্তহৃতয়ঃ । মনুষ্যাঃ পশবঃ
কীটাঃ পক্ষিণঃ পাদপান্তথা ॥ ১০ ॥ সরীসৃপাশ্চাত্ত
স্বপ্না যচ্চাত্তজীবসংস্তিতম্ । সমুদ্রাঃ সকলাঃ
শৈলাঃ সরিতঃ কাননানি চ ॥ ১১ ॥ দ্বীপান্তশেষানি
তথা তথা সর্বসরাংসি চ । নগরগ্রামপূর্ণা চ মেদিনৌ
মেদিনীপতে । দেবান্জনাত্তির্দেবস্ত দেহে দৃষ্টে
মহান্ননঃ ॥ ১২ ॥ নক্ষত্রগ্রহতারাভিঃ সুসম্পূর্ণঃ
নভস্তলম্ । দদৃশুস্তাঃ সূচাৰ্ককাস্তহাস্তর্কিব-
ক্রপিণঃ ॥ ১৩ ॥ উর্দ্ধং ন তির্ধ্যাৎ নাধস্তাদ্যদাস্তস্ত

একণেও তদ্রূপ অখিল আত্মা প্রদর্শন করুন ।
হে জগদীশ ! আপনাকে নমস্কার, আপনি
স্বীয় আত্মায় আমাদিগকে আত্মা প্রদর্শন করুন ।
নারায়ণ কহিলেন,—হে সুররমণীগণ ! আমার এই
দেহে অখিল লোক অবলোকন কর ; মধু, মদন
ও আত্মা এবং অস্তান্ত যে কিছু তোমাদের
দর্শনে অভিলাষ হয়, দর্শন কর । মার্কণ্ডেয়
কহিলেন,—হে নৃপ ! তখন দেবদেব ভগ-
বান্-নারায়ণ উচ্চহাস্ত করিলেন, তাঁহার সেই
হাস্তধ্বনি হইতে সমগ্র জগৎ উদ্ভূত হইল ।
ব্রহ্মা, প্রজাপতি, শক্র, সক্রত শূলপর্ণ, দ্বাদশ
আদিত্য, অষ্টবসু ; সাধ্য, বিশ্বদেব ও মহর্ষিগণ ;
অশ্বিনীকুম রত্নয় ; অনিল, অনল, যক্ষ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ,
পিশাচ, উরগা ও কিন্নরগণ ; অঙ্গরা, বিদ্যা, সাক্ষ-
বেদ, বেদবাণী, মনুষ্য, পশু, কীট, পক্ষী ও পাদপ-
সমূহ ; সরীসৃপ ও অস্তান্ত স্বপ্ন প্রাণিনিচয় এবং
সমুদ্র, শৈল, সরিৎ, কানন, দ্বীপ ও সরোবরনিকর
সমুৎপন্ন হইল । হে মহীপতে ! গ্রাম ও নগরসমূহে
মেদিনী পরিপূরিত হইল ॥ মহাত্মা দেবদেব নারা-
য়ণের দেহে দেবান্জনাগণ দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ।
নভস্তল নক্ষত্র, তারা ও গ্রহগণে পূর্ণ হইল । সেই
সকল মনোহরাদী সেই বিধরূপ দেবদেহে দৃষ্ট

দৃষ্টতে । তখনস্তমনাদিক ততস্তাত্ত্বৈবঃ প্রভুম্ ॥ ১৪ ॥
মদনে সমঃ সর্বা মধুনা চ বরাজনাঃ । সসাক্ষসা
ভক্তিপরাঃ পরং বিশ্বয়মাগতাঃ ॥ ১৫ ॥ বসন্ত-
কামাপ্রস উচুঃ । পশ্যাম নাং তব দেব নাস্তং ন
মধ্যমব্যাক্তরূপপারম্ । পরায়ণঃ স্বাং জগতা-
মনস্তং নতাঃ স্ব নারায়ণমাত্মতুভম্ ॥ ১৬ ॥ মহীনভো-
বায়ুজলাগ্নয়শ্চ শব্দাদিরূপস্ত পরাপরাত্মন ।
স্বন্তো ভবত্যাচ্যুত সর্বমেতদ্ভেদাদিরূপোহসি বিভো ত্বমা-
ত্মন ॥ ১৭ ॥ দৃষ্টাসি রূপস্ত পরস্ত বেত্তা শ্রোতা চ শব্দস্ত
হরে স্বমেকঃ । অষ্টা ভবান্ সর্বগতোহখিলস্ত ত্রাতা
চ গন্ধস্ত পৃথক্ছরীরৌ ॥ ১৮ ॥ সুরেষু সর্বেষু ন
সোহস্তু কশ্চিন্নমুখ্যালোকেষু ন সোহস্তু কশ্চিৎ ।
পশাদিবর্গেষু ন সোহস্তু কশ্চিদ্যো নাঃ শত্ৰুতন্তব
দেবদেব ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মাধ্বীন্দু প্রমুখাণি সৌম্য
শব্দাদিরূপাণি তবোক্তমানি । সমুদ্ররূপং তব
ধৈর্য্যবৎসু তেজঃস্বরূপেষু রবিস্তথাগিঃ ॥ ২০ ॥
কমাধনেষু কিত্তিরূপমগ্রাং শীঘ্রেষু শীঘ্রো বলবৎসু

হইতে লাগিল । উর্দ্ধ, অধঃ, কিংবা তির্ধ্যাদিকে
তাঁহার অস্ত দর্শন হইল না । তখন মধু মদন ও
বরাজনা অঙ্গরোগণ সেই অনাদি অনন্ত প্রভু
নারায়ণকে অবলোকনপূর্বক ভীত হইল, তাহারা
বিস্মিত হইয়া ভক্তিতৎপরহৃদয়ে দেবদেবের স্তব
করিতে লাগিল ১—১৫ । বসন্ত, কাম ও অঙ্গরোগণ
কহিল,—দেব ! আপনার অব্যাক্ত রূপের
পার নাই, আমরা আপনার আদি, অন্ত কিংবা
মধ্য দর্শন করিতেছি না । আমরা জগতের
অনন্ত আত্মভূতপরাধন নারায়ণকে নমস্কার করি ।
হে পরাপরাত্মন ! মহী, আকাশ, বায়ু, জল
এবং শব্দাদি এ সকল আপনারই রূপ । হে
মচ্যুত ! আপনারই দেহ হইতে এ সকল উৎপন্ন
হইয়াছে ; আর হে বিভো ! আপনিই একমাত্র
আত্মা, এই যে জগতের পৃথক্ পৃথক্ রূপ দৃষ্ট হয়,
ইহা আপনারই । আপনি রূপাদির দ্রষ্টা পর-
বস্তুর বেত্তা ; হে হরে ! আপনিই একমাত্র
শব্দসমূহের শ্রোতা । আপনি অখিল জগতের
অষ্টা, সর্বগত, গন্ধনিবহের আশ্রয়কর্তা ও পৃথক্
শরীরী ; হে দেবদেব ! অখিল সুরলোক কিংবা
মানব লোক এমন কি পশাদি লোকেও এমন একটা
প্রাণীও বিদ্যমান নাই যে, আপনার শরীরাত্মা
হইতে উৎপন্ন হয় নাই । হে সৌম্য ! ব্রহ্মা,
অধ্বী, ইন্দ্র, চন্দ্র ও বৃশভাদিপ্রমুখ রূপই আপনার

বাযুঃ । মনুষ্যরূপং তব রাজবেষো মূঢ়েষু সর্বেষর
পাদপোহসি । ২১ । সর্কানয়েষ্যচ্যুত দানবন্তঃ সনৎ-
সুজাতন্ত বিবেকবৎসু । রসস্বরূপেণ জনস্থিতো
ইসি গন্ধস্বরূপং ভবতো ধরিজ্যাম্ । ২২ । দৃশ-
্যরূপন্ত হতাশনন্তঃ স্পর্শস্বরূপং ভবতঃ সমৌরে ।
শব্দাদিকং তে নভসি স্বরূপং মন্তব্যরূপো মনসি
প্রভো স্বম্ । ২৩ । বোধস্বরূপন্ত যতো ঐমেকঃ
সর্কজ সর্কেষর সর্কভূত । পশ্যামি তে নাভিসরোজ-
মধ্যে ব্রহ্মাণমীশঃ চ হরং ভূকুট্যাম্ । ২৪ ।
তবারিনো কর্ণগতো সমস্তান্তবাহিতা বাহু
লোকপালাঃ । জ্ঞাণোহনিলো নেত্রগতো রবীন্দু
জিহ্বা চ তে নাথ সরস্বতীয়া । ২৫ । পাদৌ
ধরিজী জঠরঃ সমস্তাং লোকান হবীকেশ বিলোকয়ামঃ ।
জজ্ঞে বয়ঃ পাদতলাঙ্গুলীষু পিশাচযক্ষোরগসিদ্ধ-
সজ্জাঃ । ২৬ । পুংসে প্রজানাঃ পতিরৌষ্ঠযুগ্মে
প্রতিষ্ঠিতাস্তে ক্রতবঃ সমস্তাঃ । সর্কে বয়ঃ তে

শ্রেষ্ঠ রূপ । ঐর্ধ্যনীল বস্ত্রেতে বে জলধির স্তায়
ধীরতা দৃষ্ট হয়, তাহা আপনারই রূপ, তেজঃসমূহে
আপনি তপন ও হতাশন; ক্ষমাধন আপনি
কিত্তিস্বরূপ এবং এই কিত্তিরূপই আপনার প্রমাণ ।
ক্ষপ্রকারিতা ও বলবস্তায় আপনি পবনস্বরূপ ;
রাজবেশ আপনার মানুস্বরূপ; হে সর্কেশ!
তরুনিকরেই আপনার মুচরূপের আবির্ভাব হয় ।
হে অচ্যুত ! সর্কবিধ অবিনয় আপনার দানবরূপ,
বিবেকিগণে আপনি সনৎসুজাত, রস-স্বরূপে জন,
গন্ধস্বরূপে মৃত্তিকা, দৃশ্য স্বরূপে হতাশন,
স্পর্শস্বরূপে সমৌরগ, শব্দাদি বিষয়ে আকাশ এবং
হে প্রভো ! মন্তব্য বিষয়ে আপনি মনঃস্বরূপ ।
হে সর্কভূতময় ! বুদ্ধিবিষয়ে আপনি বোধ । হে
সর্কেশ ! আপনার নাভিকমলে কমলযোনি ব্রহ্মা,
কুটুটিতে ঈশ হর, কর্ণযুগলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় আর
অখিল লোকপাল আপনার বাহুযুগলে অবলোকন
করিতেছি । আপনার নাসিকায় বায়ু, নেত্রদ্বয়ে চন্দ্র-
সূর্য এবং হে নাথ ! আপনার জিহ্বায় সরস্বতী
দৃষ্ট হইতেছেন । হে হবীকেশ ! আপনার পাদদ্বয়ে
ধরিজী ও জঠরে অখিল লোক অবলোকন করি-
তেছি । আমরা আপনার জজ্ঞায় এবং পিশাচ,
যক্ষ, উরগ, ও সিদ্ধসজ্জা আপনার পাদাঙ্গুলীতে
বিদ্যমান রহিয়াছে; আপনার পুংসে প্রজাপতি,
ওষ্ঠযুগ্মে অখিল যজ্ঞ এবং হে দেব ! আপনার

দশনেষু দেব দংষ্ট্রাসু দেবা হৃতবংশ দন্তাঃ ।
২৭ । রোমাণ্যশেষান্তব দেবসজ্জা বিদ্যাধরা নাথ
তবাজ্জিরেখাঃ । সাক্ষাঃ সমস্তান্তব দেব বেদাঃ
সমাহিতাঃ সন্ধিষু বাহুভূতাঃ । ২৮ । বরাহভূতঃ
ধরণীধরন্তে নৃসিংহরূপঞ্চ সদা করালম্ । পশ্যাম
তে বাজিশিরস্তধোচ্চৈত্রিবিক্রমে যজ্ঞ তদা-
গ্রমেয়ম্ । ২৯ । অমৌ সমুজান্তব দেব দেহ-
মৌর্কালয়ঃ শৈলধরাস্তধামৌ । ইমান্চ গঙ্গাপ্রমুখাঃ
স্রবন্ত্যো দ্বীপান্যশেষাণি বনাদিদেখাঃ । ৩০ । ভবন্তি
চেমৈ মুনয়ন্তবেশ দেহে স্থিতাস্থমহিমানমগ্রাম্ । স্বামী
শিতারং জগতামনন্তং যজন্তি যজ্ঞৈঃ কিল যজ্ঞিনো-
হমৌ ৩১ । স্বস্তো হি সৌম্যঃ জগতীহ কিকিষ্বস্বো
ন রৌজঞ্চ সমস্তমূর্ত্তে । স্বস্তো ন নীতঞ্চ ন কেশ-
বোঞ্চ সর্কস্বরূপাতিশয়ো হমেব । ৩২ । প্রসীদ সর্কে-
ষর সর্কভূত সনাতনাস্তন পরে শরেশ । স্বন্যায়মা
মোহিতমানসাত্তির্ঘন্তেহপরাক্ষঃ তদিদং ক্ষমস্ব । ৩৩ ।

দশমশ্রেণীতে দেবগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন । দেব-
দল দ্বারাই আপনার দশন করিত হইয়াছে;
আর হে নাথ ! সুরগণ আপনার রোম-
রাজিরূপে বিরাজ করিতেছেন হে দেব !
বিদ্যাধরগণ আপনার অংজিরেখা ও সাক্ষ-
বেদ নিবহ আপনার বাহুসন্ধিতে অবস্থান
করিতেছে । আপনি বরাহ হইয়া ধরণী উদ্ধার
করিয়াছেন, আপনার নৃসিংহরূপ সর্কদাই ভয়দ ।
একণে আমরা আপনার হৃদগ্রীববদন এবং যে
দেহদ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই
অপ্রমেয় বামনবদন দর্শন করিব । হে দেব !
এই সাগরসমূহ বাড়বানল ও শৈলমালা সকলই
আপনার কলেবরে বিদ্যমান । এই গঙ্গাপ্রমুখ
নদীনিবহ, অশেষ দ্বীপ ও বনপ্রদেশসমূহ
আপনারই শরীরে অবস্থান করিতেছে । ১৬—৩০ ।
হে ঈশ ! ঐ ঋষিসজ্জা আপনারই দেহমধ্যে বাস
করিয়া আপনার অনুরূপ প্রভাবের স্তব করিতে-
ছেন, আর এই যাজ্ঞিকগণও আপনাকে ঈশ
ও জগতের অনন্তরূপে দৃঢ়ভাবে বিদিত হইয়া পূজা
করিতেছেন । হে জগন্মূর্ত্তে ! এ জগতে আপনা
হইতে আর কিছুই সৌম্যমূর্ত্তি নাই, আপনা
হইতে আর কেহ রৌদ্রবদনও নহে । হে কেশব !
আপনা হইতে নীত আর কিছু নাই, আপনা
হইতে উচ্চও আর কেহ নহে । আপনি অতিশয়ী
সর্কস্বরূপ । হে সর্কেষর ! প্রসন্ন হউন, হে

কিং বাপরাধং তব দেবদেব যন্মায়া নো হৃদয়ং
তবাপি । মায়াভিশক্তিপ্রণতার্তিহন্তর্যনো হি নো
বিহ্বলতামুপৈতি ॥ ৩৪ ॥ ন তেহপরাধঃ যদি তে-
হপরাধমাত্মিকমার্গবিবর্তিনীতিঃ । তৎকম্যতাং
সৃষ্টিকৃতস্তবৈব দেবাপরাধঃ সৃজতোহবিবেকম্ ॥
৩৫ ॥ নমো নমস্তে গোবিন্দ নারায়ণ জনাৰ্দ্দন ।
হ্রামাম্রণাৎ পাপমশেষঃ নঃ প্রণশ্তু ॥ ৩৬ ॥ নমো-
হনন্ত নমস্তভ্যং বিশ্বান্ন বিশ্বভাবন । হ্রামাম্র-
ণাৎ পাপমশেষঃ নঃ প্রণশ্তু ॥ ৩৭ ॥ বরেন্য যজ্ঞ-
পুরুষ প্রজাপালন বামন । হ্রামাম্রণাৎ পাপমশেষঃ
নঃ প্রণশ্তু ॥ ৩৮ ॥ নমোহন্ত তেহজনাভায় প্রজা-
পতিকৃতে হর । হ্রামাম্রণাৎ পাপমশেষঃ নঃ প্রণ-
শ্তু ॥ ৩৯ ॥ সংসারার্ণবপোতায় নমস্তভ্যমধোকজ ।

সর্বভূত ! হে সনাতন ! আপনি পরমেশ্বর ও
আত্মা ; আপনার মায়ায় আমাদের মন মুগ্ধ
হইয়াছে, তাই আমরা অপরাধ করিয়াছি, এক্ষণে
আমাদিগকে ক্ষমা করুন । অথবা হে দেবদেব !
অপরাধ করিয়াছি একথাই বা বলি কেন, কেননা
আপনার মায়াধারাই ত' আমাদের হৃদয় গঠিত ।
আমরা মায়াভিশক্তা, আপনারই মায়ায় আ-
মাদের মন বিহ্বলতা লাভ করিয়াছে, আপনি প্রণত-
জনের পীড়া হরণ করুন । হে দেব ! আপনার
মায়ায় মোহিত হইয়া আমরা এইরূপ করিয়াছি,
সুতরাং অপরাধী নহি ; অথবা আমরা উন্মার্গগামী
হইয়া যদি আপনার নিকট অপরাধই করিয়া থাকি,
তথাপি আমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করুন, কেননা
আপনি অখিল বস্তুর স্রষ্টা, আমাদের এই অবিবেকও
আপনি প্রদান করিয়াছেন । হে গোবিন্দ ! আপনাকে
নমস্কার ; হে জনাৰ্দ্দন ! হে নারায়ণ ! আপনার
নাম শ্রবণে আমাদের পাপরাশি অশেষরূপে বিনষ্ট
হউক । হে অনন্ত ! আপনাকে নমস্কার, আপনি
বিশ্বাত্মা, বিশ্ব আপনা হইতে অদ্ভুত, আপনার নাম-
শ্রবণে আমাদের কলুষরাশি অশেষরূপে বিনষ্ট
হউক । হে বামন ! আপনি বরেন্য যজ্ঞপুরুষ,
আপনা কর্তৃক প্রজাকুল প্রতিপালিত হয়, আপনার
নাম শ্রবণে আমাদের পাপরাশি নিঃশেষরূপে বিনষ্ট
হউক । হে পদ্মনাভ ! আপনি প্রজাপতিকৃৎ
সৃজন করিয়াছেন, আপনার নাম শ্রবণে অশেষ-
রূপে আমাদের কলুষজাল বিলীন হউক, আপনাকে
নমস্কার । হে অধোকজ ! আপনি সংসার-জল-
ধির পোতস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার ; আপনার

হ্রামাম্রণাৎ পাপমশেষঃ নঃ প্রণশ্তু ॥ ৪০ ॥ নমঃ
পরমেশ্ব জীশায় বাসুদেবায় বেধসে । শ্বেচ্ছয়া গুণ-
যুক্তায় সর্গস্থিত্যন্তকারিণে ॥ ৪১ ॥ উপসংহার বিশ্বাত্মন
রূপমেতৎ সনাতনম্ । বর্জমানঃ ন নো ভ্রষ্টঃ সমর্থঃ
চক্ষুরীশ্বর ॥ ৪২ ॥ প্রলয়ান্নিসহস্রস্ত সমা দীপ্তি-
স্তবাচ্যাত । প্রমাণেন দিশো ভূমির্গগনঞ্চ সমাবৃতম্ ॥
৪৩ ॥ ন বিশ্বঃ কুত্র বর্তামো ভবান্নাথোপলক্ষ্যতে ।
সর্বং জগদিদৈকম্ পিণ্ডিতং লক্ষ্যামহে ॥ ৪৪ ॥
কিং বর্ণয়ামো রূপং তে কিস্ত্রমাণমিদং হরে ।
মাহারাত্ কিং বু তে দেব যজ্ঞিহ্মায়ান গোচরে ॥
৪৫ ॥ বক্তারো বায়ুতেনাপি বুদ্ধীনামমুতায়ুতৈঃ ।
গুণনির্জ্ঞানং নাথ কর্তুং তব ন শক্যতে ॥ ৪৬ ॥
তদেতদর্শিতং রূপং প্রসাদঃ পরমঃ কৃতঃ ।
জগতামোশ তদেতদুপসংহার ॥ ৪৭ ॥ মার্কণ্ডেয়
উবাচ । ইত্যেবং সংস্রুতস্তাতিরপ্সরোভিজ্ঞানার্দ্দনঃ ।
দিব্যজ্ঞানোপপন্নানাং তাসাং প্রত্যক্ষমীশ্বরঃ ॥ ৪৮ ॥

নাম শ্রবণে আমাদের হৃদিত অশেষরূপে বিদূরিত
হউক । যিনি শ্বেচ্ছায় গুণযুক্ত হইয়া সৃষ্টি স্থিতি
ও পালন করেন, সেই বেধা রম্যপতি পরপুরুষ
বাসুদেবকে নমস্কার । হে বিশ্বাত্মন ঈশ্বর ! আপ-
নার এই বর্তমান সনাতন রূপের উপসংহার করুন,
আমাদের নয়ন এইরূপ দর্শন করিতে সমর্থ নহে ;
হে অদ্ভুত ! আপনার প্রভা সহস্র প্রলয়ানলের
তুল্য । আপনার এইরূপ নিখিল দিক্, গগন
ও ভূভাগ সম্যক আবৃত করিয়াছে ; আমরা
কোনস্থানে অবস্থান করিব, বুঝিতে পারি-
তেছি না, আপনি প্রভু, আমরা কেবল আপনাকে
লক্ষ্য করিতেছি ; কেবল আপনাতেই সমগ্র জগৎ
একত্র পিণ্ডীকৃত বলিয়া আমাদের লক্ষ্য হইতেছে ।
হে হরে ! আপনার রূপের কিই বা বর্ণন করিব,
আর আপনাকে প্রণামই বা করিব কি বলিয়া ?
হে দেব ! আপনার মায়াবর্ণন আমাদের জিহ্বায়
অগোচর । যদি অমৃত বক্তা হয়, আর যদি তাহা-
দের অমৃত অমৃত বুদ্ধি থাকে, তথাপি হে নাথ !
আপনার গুণবর্ণনে তাহারাত্ত সমর্থ নহে । আপনি
যে আমাদিগকে এইরূপ দর্শন করাইলেন, ইহা
আপনার পরম অনুরূপকৃত বলিতে হইবে । হে
জগদীশ ! আপনার এইরূপরচনা উপসংহার
করুন ॥ ৩১—৪৭ ॥ মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—জনাৰ্দ্দন সেই
অপ্সরোগণ কর্তৃক এইরূপে স্রুত হইলেন, তাহাদের
দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল, তিনিও তাহাদিগকে

বিশেষ সর্বভূতানি স্বৈরং শৈবভূতভাবনঃ। তঃ
দৃষ্টা সর্বভূতেষু লীয়ামানমধোকজম্। ৪৯।
বিশ্বয়ঃ পরমং চক্ৰঃ সমস্তা দেবযোষিতঃ। স চ
সর্বেশ্বরঃ শৈলান পাদপান সাগরান ভুবম্। ৫০।
জলমগ্নিঃ তথা বায়ুমাকাশং চ বিবেশ হ। কালে
দিক্শ্ব সর্বাঙ্গা হ্যননচাত্তথাপি চ। ৫১। আত্ম-
রূপস্থিতঃ শ্বেন মহিমা ভাবয়ন জগৎ। দেবদানব-
রক্ষাংসি যক্ষবিদ্যাধরোরগাঃ। ৫২। মনুষ্যপশু-
কীটাদিযুগপৎস্তরিকগাঃ। যেহস্তরিকৈ তথা কুমৌ
দ্বিবি যে চ জলাশ্রয়াঃ। ৫৩। তান বিবেশ স
বিশ্বা পুনস্তজ্জপমাস্থিতঃ। নরেন সার্কং যস্তাভি-
দৃষ্টিপূর্বমরিন্দম। ৫৪। তাঃ পরং বিশ্বয়ঃ জন্মুঃ
সর্বাঙ্গি দশযোষিতঃ। প্রণেমুঃ সাধবসাং পাণ্ডুবদনা
নৃপসত্তম। ৫৫। নারায়ণোহপি ভগবানাহ তাস্মি-
দশাক্রনাঃ। ৫৬। নারায়ণ উবাচ। নীয়াতামুর্কনী
ভদ্রা যজ্ঞাগৌ ত্রিদশেশ্বরঃ। ভবতীনাং হিতার্থায়
সর্বভূতেষু সাবিতি। ৫৭। জ্ঞানমুৎপাদিতঃ ভূয়ো

প্রত্যক্ষ দর্শন দান করিলেন। ভূতভাবন ভগবান
শ্রীয অংশদ্বারা সর্বভূতে প্রবেশ করিলেন।
সুররমণী অপেরাগণ অধোকজ জনার্দনকে
সর্বভূতহৃদয়ে লীয়ামান দর্শন করিয়া মহাবিশ্বয়ে
নিমগ্ন হইল। সেই সর্বেশ্বর নারায়ণও শৈল,
পাদপ, সাগর, যুক্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও
দিক্‌সমূহে মিশিয়া গেলেন। এই সর্বাঙ্গাই পুন-
রায় যথাকালে অন্তরূপ প্রাপ্ত হইবেন, ইনিই
আত্মস্ব হইয়া আবার শ্রীয প্রভাব দ্বারা অগ্নি
জগৎ সৃষ্টি করিবেন। এই আত্মা হইতেই দেব,
দানব, রক্ষ, যক্ষ, বিদ্যাধর, উরগ, মনুষ্য, পশু,
কীট, মৃগ ও অন্তরীকচারী প্রাণিনিচয় সমুদ্ভূত
হইবে। যাহারা অন্তরীককে বিচরণ করে এবং
যে সকল জীব আকাশ, জল ও ভূতলচারী—
বিশ্বা নারায়ণ একবার তাহাদের অভ্যন্তরে
প্রবেশ করেন, আবার সেই সেইরূপে তাঁহার
বিকাশ হয়। হে অরিন্দম! নরের সহিত নারা-
য়ণকে এইরূপ প্রযত্ন করিতে দেখিয়া অমরনারী-
গণ সকলেই বিশ্বয় প্রকাশ করিল; হে নৃপসত্তম!
ভীতিবশত তাহাদের দেহ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল,
তাহারা সকলেই নারায়ণকে প্রণাম করিল। তখন
ভগবান নারায়ণও দেবানাগণকে কহিতে লাগি-
লেন। নারায়ণ কহিলেন,—তোমরা কল্যাণী উর্ক-
নীকে ত্রিদশেশ্বরসমীপে লইয়া যাও, এই উর্কনী

লয়ঃ ভূতেষু কুর্বতা। তপাচ্ছবঃ সমস্তোহয়ং
ভূতগ্রামো মদংশকঃ। ৫৮। অতমধ্যাক্ষভূতস্ত
বান্দেবস্ত যোগিনঃ। অস্মাৎ পরতরং নাস্তি
যোহনন্তঃ পরিপঠ্যতে। ৫৯। তমজঃ সর্বভূতেশঃ
জানীত পরমং পদম্। অহং ভবত্যো দেবাশ্চ
মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে। এতৎ সর্বমনস্তস্ত বান্দেবস্ত
বৈ কৃতম্। ৬০। এবং জাত্বা সমং সর্বং সদেবানুর-
মাম্বষম্। সপত্নাদিগুণং চৈব দ্রষ্টব্যং ত্রিদশাক্রনাঃ।
৬১। মার্কণ্ডেয় উবাচ। ইত্যুক্তান্তেন দেবেন
সমস্তান্তাঃ সুরস্রিয়ঃ। প্রণম্য তৌ সমদনাঃ স-
বসস্তাশ্চ পার্শ্বি। ৬২। আদায় চৌর্কনীঃ ভূয়ো
দেবরাজমুপাগতাঃ। আচখ্যশ্চ যথা বৃত্তং দেবরাজায়
তত্তথা। ৬৩। মার্কণ্ডেয় উবাচ। তথা স্বমপি রাজেন্দ্র
সর্বভূতেষু কেশবম্। চিন্তয়ন সমতাং গচ্ছ সমতৈব
হি মুক্তয়ে। ৬৪। জ্ঞানব্রহ্মঃ বিশেষণে ভূতেষু
পরমেশ্বরম্। বান্দেবঃ কথং দোষাভোভাদীর
প্রহাস্তসি। ৬৫। সর্বভূতানি গোবিন্দাদ্যদা

হইতে তোমাদের এবং অন্তান্ত নিখিল প্রাণীর
হিত সাধিত হইবে। আমি ভূত সকলে প্রণীত
হইয়া তোমাদের জ্ঞান উৎপাদিত করিলাম, অতএব
বিশ্রিত হইও না, গমন কর। এই ভূতনিবহ
আমারই অংশ হইতে সমুদ্ভূত। আমি অধ্যাক্ষভূত
যোগিবর বান্দেব হইতে উদ্ভূত হইয়াছি। সেই
বান্দেব অনন্ত নামে কথিত হন, তাঁহা হইতে
শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। তাঁহাকে অজ সর্ব-
ভূতেশ্বর পরমপদ বলিয়া জানিবে। আমি, তোমরা,
দেব, মানব ও পশুসমূহ—এই সকল অনন্ত বান্দে-
বেবেরই মূর্তি। ৫৮—৬০। হে অমরনারীগণ! অতএব
সুর, অসুর, মানুষ ও পশু এ সকলে সমজ্ঞান
করিবে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পার্শ্বি! সুর-
নারীগণ নারায়ণ কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া
উর্কনীকে গ্রহণপূর্বক মদন ও বসন্তের সহিত দেব-
রাজসমীপে আগমন করিয়া পূর্বোক্ত বৃত্তান্ত আনু-
পম্বিক বর্ণন করিল। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে
রাজেন্দ্র! তুমিও সর্বভূতে কেশবের চিন্তা করিয়া
সমতাপ্রাপ্ত হও, সমতাই মুক্তির হেতু। বিশেষতঃ
তুমি যদি পরমেশ্বর বান্দেবকে সর্বভূতস্ব জানিতে
পার, তবে লোভাদি ত্রিপুগণকে তুমি কেন পরি-
ত্যাগ করিতে পারিবে, না? হে ভূপতে! ভূত সকল
বান্দেব হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, তুমি যখন এইরূপ
ভাবিতে পারিবে, তখন আর তোমার মন অন্ত-

নাশানি ভূপতে । তদা বৈরাগ্যে ভাবাঃ ক্রিয়ন্তাঃ
ন তু পুরক । ৬৬ । ইতি পশু জগৎ সৰ্বং বাসু-
দেবায়কং নৃপ । এতদেব হি কৃষ্ণেন রূপমাবিকৃতং
নৃপ । ৬৭ । পরমেশ্বরেতি যজ্ঞপং তদেতৎ কথিতং
ভব । জন্মাদিত্যবরহিতং তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ ।
৬৮ । সংক্ষেপেণাথ ভূপাল জগতাং যদ্যদ্যমি তে ।
যন্নতঃ পুরুষঃ কৃতা পরং নির্মাণমুচ্চতি । ৬৯ ।
সৰ্বো বিষ্ণুসমাপো হি ভাবাতাবো চ তন্ময়ো
সদসৎ সৰ্বমৌশোহসৌ মহাদেবঃ পরং পদম্ । ৭০ ।
ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং স্মৃতহিত-
কলত্রাণতারাদিতানাং । বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতা-
মগ্নবানাং ভবতি শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরা-
নাম্ । ৭১ ।

ইতি শ্রীকান্দে নারায়ণমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্ৰিণবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৯৩ ।

রূপ ভাবনা করিবে না । হে পুত্র ! তখন তোমার
বৈরাগ্যভাব থাকিবে না । হে নৃপ ! জগৎকে
বাসুদেবায়ক বলিয়া জানিবে । সেই জগদাধী
বাসুদেবই এই কৃষ্ণমূর্তিতে প্রকটিত হইয়াছেন ।
এই যে তোমার নিকট পরমেশ্বরের রূপ কথিত
হইল, ইহা জন্মাদিত্যবরহিত আর ইহাই
সেই বিষ্ণুর পরম পদ । হে ভূপাল ! অনন্তর
তোমার নিকট সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি
শ্রবণ কর । মানব এই মতের অনুসরণ করিয়া
পরম নির্মাণ লাভ করে । সকলেই বহুসম
এবং সকলেই বিষ্ণুময়, বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোন
ভাবাভাব নাই ; ইনি সৎ ও অসদভাবায়ক
পরমপদ মহাদেব । যাহারা স্মৃতি-হুঃখাধি দ্বন্দ্বরূপ বাত
দ্বারা আহত হইয়া ভবজলধিজলে মগ্ন হইয়াছে,
যাহারা পুত্র কন্যা ও কলত্রের জ্ঞানভারে পীড়িত,
যাহারা বিষয়রূপ বিষম জলে নিমজ্জিত, অথচ
উদ্ধারের উপায়হীন, তাদৃশ মানবগণেরই বিষ্ণুরূপ
পোতের আশ্রয় লওয়া কর্তব্য । ৬১—৭১ ।

ত্ৰিণবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৯৩ ।

চতুর্নবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । তচ্ছ্রদ্ধানন্তদেবেন বিশ্ব-
রূপমুদাহৃতম্ । দেবরাজস্তথা দেবাঃ পরং বিশ্বমমা-
গতাঃ । ১ । দৃষ্টা চাপ্সরসং পুণ্যাম্বুধীং কমলান-
নাম্ । সত্ত্বস্তো বিশ্বিতশ্চাত্তদিত্তো রাজশিখা বৃত্তঃ
২ । ন কিঞ্চিদুত্তরং বাক্যমুক্তবান্ জোষমাহিতঃ ।
ইতিবৃত্তান্তভূতং হি নারায়ণবিচেষ্টিতম্ । ৩ । ভূগোঃ
খ্যাতিয়াঃ সমুৎপত্তা লক্ষ্মীঃ কৃতা তু বৈ নৃপ ।
বৈশ্বরূপং পরং রূপং বিশ্বিতাচিন্তয়ন্তদা । ৪ ।
কেনোপায়েন স স্ত্রায়ে ভর্তা নারায়ণঃ প্রভুঃ ।
ব্রতেন তপসা বাপি দানেন নিয়মেন চ । ৫ ।
বৃদ্ধানাং সেবনেনাথ দেবতারাদনেন বা । ইতি
চিন্তাপরাং কস্তাং সতী জাত্যা যুধিষ্ঠির । ৬ । প্রাহ
প্রাপ্তো ময়া ভর্তা শঙ্করস্তপসা কিল । প্রজাপতিশ্চ
গায়ত্রী যন্তাভিরভিবাঙ্কিতাঃ । ৭ । তপসেব হি
তে প্রাপ্যস্তস্মাক্ষর্যং ব্রতে । তপস্বং হি মহ-

চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর অনন্তদেব-
কৃত বিশ্বরূপধারণে বিস্ময় শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ও
দেবগণ পবন বিশ্বময় প্রাপ্ত হইলেন । দেবরাজ
সরোজবদনা পুত্রতনু অপ্সরা উর্ধ্বশীকে দর্শন করিয়া
সত্ত্বস্ত ও বিশ্বিত হইলেন । রাজ্যশ্রী আসিয়া তাঁহাকে
আশ্রয় করিল । রমণীদর্শনে বিশ্বিত দেবরাজের
তখন কোনরূপ বাড়নিম্পত্তি হইল না । হে নৃপ !
ভূগুর খ্যাতিনায়ী পত্নীর গর্ভে লক্ষ্মীদেবী সমুৎ-
পত্তা হইয়াছিলেন ; তিনি এই নর নারায়ণ-বৃত্তান্ত
শ্রবণ করিয়া বিশ্বিতহৃদয়ে পরমরূপ বিশ্বরূপের
চিন্তা করিয়াছিলেন । লক্ষ্মী ভাবিলেন,—এখন
কি উপায়ে আমি নারায়ণকে স্বামী লাভ করিব ।
কিরূপ ব্রত, দান, নিয়ম, তপস্যা, বৃদ্ধসেবা বা
দেবারাধনা করিলে বিভূ আমার ভর্তা হইবেন ।
হে যুধিষ্ঠির ! ভবানী সতী, কস্তারূপিণী রমাকে
এইরূপে চিন্তিতা জানিয়া তাঁহার নিকট আগমন
করিলেন এবং বলিলেন,—আমিও তপস্যাধারাই
শঙ্করকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি । হে ব্রতেন !
গায়ত্রীও তপস্যা দ্বারা প্রজাপতিকে পতি পাইয়া-
ছেন ; এতদ্বিত্ত অস্তান্ত বরনারীরাও তপস্যাধারাই
স্ব স্ব অতীষ্ট লাভ করিয়াছেন । ১—৭ । তুমিও
তপস্যা কর, তপস্যাধারাই তুমি নারায়ণকে পতিরূপে
লাভ করিবে । তীব্র তপস্যা সর্ববিধ ; অতীষ্টদান

চোত্রঃ সর্ববাহিতদায়কম্ । ৮ । মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
সাগরাস্তঃ সমাসাদ্য লক্ষ্মীঃ পরপুৰঞ্জয় । চোত্র
বিপুলঃ কালঃ তপঃ পরমহুশ্চরম্ । ৯ । স্বাপুৰ
সংস্থিতা সাভুদ্রিবাং বর্ষসহস্রকম্ । তত ইন্দ্রাদি
দেবাঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ । ১০ । ভূত্বা জম্বুদ্বীপ
তে সা তু পৃষ্টবতী সুরান । বিশ্বরূপং বৈষ্ণবং
যত্নদর্শয়ত মা চিরম্ । ১১ । বিলক্ষ্য ত্রীড়িতা দেবা
গত্বা নারায়ণং তদা । অক্রবন্ বৈষ্ণরূপং নো শক্তা
দর্শয়িতুং বয়ম্ । ১২ । ততো যথেষ্টং তে জম্বু
স চ বিষ্ণুচিস্তয়ৎ । উগ্ররূপা স্থিতা দেবী দেহং
দহতি ভার্গবী । ১৩ । তাং তস্মাস্তত্র গত্বাহং বরং
দধা তু বাঞ্ছিতম্ । পুনস্তপঃ করিষ্যামি দর্শয়িষ্যামি
বা পুনঃ । বৈষ্ণবং বিশ্বরূপং যদুর্দর্শ্যং দেবদানবৈঃ ।
১৪ । মার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গত্বা হৃষীকেশঃ
সাগরাস্তস্থিতাং শ্রিয়ম্ । প্রাহ তুষ্টোহস্মি তে দেবি
বরং বৃণু যথেষ্পিতম্ । ১৫ । শ্রীকবাচ । যদি

তুষ্টোহস্মি মে দেব প্রপন্নায়া জনাৰ্দ্দন । তদা দর্শয়
যদুষ্টমপ্সরোভিস্তবানঘ । ১৬ । বিশ্বরূপমনস্ত
ভূতভাবন কেশব । গন্ধমাদনমাসাদ্য কৃতং যচ্চ
তপস্বয়া । ১৭ । তদ্বদস্ব বিভো বিষ্ণো ন মিথ্যা
যদি কেশব । শ্রদ্ধধামি ন চৈবাহং রূপস্তাস্ত
কথঞ্চন । ১৮ । বহুভির্বকরকোভিস্মায়াচারি-
প্রগরিভিঃ । ছন্দিতা মম জানন্তিভাবমস্মর্গতং
হরৌ । ১৯ । ভূত্বা বিষ্ণুরূপান্তে চক্রিণশ্চ
চতুর্ভুজাঃ । সুরীড়িতা গতাঃ সর্বে বিশ্বরূপাসহা
যতঃ । ২০ । মার্কণ্ডেয় উবাচ । নারায়ণোহথ
ভগবান্ শঙ্খচক্রগদাভূতম্ । তয়া তথোক্তস্তত্রপং
মুক্তা বৈ সুরপূজিতম্ । ২১ । রূপং পরং যথোক্তং
বৈ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ । দর্শয়িত্বা বচঃ প্রাহ পঞ্চরাত্র-
বিধানতঃ । ২২ । যোহর্চয়িষ্যতি মাং নিত্যং
স পূজ্যঃ স চ পূজিতঃ । ধনধান্তসমাযুক্তঃ সর্ব-
ভোগসমধিতঃ । ২৩ । মূলং হি সর্বধর্ম্মাণাং ব্রহ্ম-
চর্য্যং পরং তপঃ । তেনাহং তত্র স্থাস্তামি মূল-

করে । অতএব তুমিও উগ্র তপস্যা কর । মার্ক-
ণ্ডেয় কহিলেন,—হে পর-পুৰঞ্জয় ! অনন্তর রমা
সাগরসীমায় উপনীত হইয়া অতি দীর্ঘকাল পরম
হুশ্চর তপশ্চরণ করিলেন, তপস্যায় তাঁহার দেহ
স্বাপুর স্তায় অবস্থা প্রাপ্ত হইল । এইরূপে তাঁহার
দিব্য সহস্র বৎসর কাটিয়া গেল । অনন্তর ইন্দ্রাদি
দেবগণ শঙ্খচক্রগদা ধারণপূর্বক বিষ্ণু সাক্ষিয়া
সাগরতীরে রমার সম্মুখে উপনীত হইলেন ।
লক্ষ্মী বলিলেন,—হে সুরগণ ! আমাকে অচিরে
বিশ্বরূপ প্রদর্শন করুন । তখন লক্ষ্যভ্রষ্ট
দেবগণ বিশ্বরূপপ্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া লজ্জিত
হইলেন । তাঁহারা নারায়ণসমীপে উপনীত হইয়া
বলিলেন, আমরা বিষ্ণু সাক্ষিয়া রমার সমীপে
গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু বিশ্বরূপ প্রদর্শনে
সমর্থ হই নাই । দেবগণ নারায়ণকে এইরূপ কহিয়া
যথেষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলে, বিষ্ণু চিন্তা করিলেন,
ভাবিলেন,—দেবী ভার্গবী উগ্ররূপে অবস্থিত হইয়া
তপস্যায় দেহ দহ করিতেছেন, অতএব আমি
তাঁহার সমীপে গমন করিয়া অভীষ্টবর প্রদানপূর্বক
পুনর্বার তপস্যা করিব কিংবা দেবদানবের স্তুতদর্শ
বৈষ্ণব বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইব । মার্কণ্ডেয় কহি-
লেন,—অনন্তর হৃষীকেশ সাগরাস্তগামিনী রমার
সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন,—দেবি ! আমি
তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, অভীষ্টবর প্রার্থনা

কর । লক্ষ্মী উত্তর করিলেন,—হে জনাৰ্দ্দন !
যদি প্রপন্নের প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে হে
দেব ! আপনি অপরোগণকে আপনার যেরূপে
প্রদর্শন করিয়াছেন, আমাকেও সেই বিশ্বরূপ
প্রদর্শন করুন । হে অনঘ, কেশব ! আপনার
বিশ্বরূপের অস্ত নাই, হে ভূতভাবন বিভো ! আপনি
সত্য সত্যই যদি বিষ্ণু হন, তবে আপনি কি নিমিত্ত
গন্ধমাদন পর্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা
আমার নিকট বলুন । আপনার এইরূপে আমার
কোনই শ্রদ্ধা হইতেছে না, কেননা, বহু মায়াচারী
যক্ষ-রকোগণ এখানে বিচরণ করে । তাহারা আমার
মনোগত ভাব বিদিত হইয়া হরিরূপে আমাকে
বাঞ্ছিত করিতে পারে । বলিব কি, কতিপয়
চক্রধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ আমার সমীপে আগমন
করিয়াছিল, তাহারা বিশ্বরূপ প্রদর্শনে অসমর্থ
হইয়া অতীব লজ্জিতহৃদয়ে প্রস্থান করিয়াছে । ৮-২০ ।
মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ
রমার প্রার্থনায় তদীয় সুরপূজিত শঙ্খ-চক্র-গদাধর
চতুর্ভুজ মূর্তি পরিহারপূর্বক পূর্বোক্ত বিশ্বরূপ
প্রদর্শন করিলেন । তিনি তদীয় পরমরূপ বিশ্বরূপ
প্রদর্শন করিয়া পশ্চাৎ বলিলেন,—যে মানব
পঞ্চরাত্রবিধানে সতত আমার পূজা করিবে,
সে পূজ্য ও পূজিত হইয়া ধনধান্তাদিমুক্ত ও সর্ব-

শ্রীপতিসংজ্ঞিতঃ । ২৪ । মূলশ্রীঃ প্রোচ্যতে
ব্রাহ্মী ব্রহ্মচর্যাক্রপিনী । সৰ্বযোগময়ী পুণ্য সৰ্ব-
পাপহরী ওতা । ২৫ । পতিস্তম্ভাঃ প্রভুরহঃ বরদঃ
প্রাণিনাং প্রিয়ে । রেবাক্ষলে নরঃ স্নাত্বা যোহর্চ-
যেন্নাঃ যতব্রতঃ । ২৬ । মূলশ্রীপতিনামানঃ
বাহিতঃ প্রাপ্নুয়াৎ কলম্ । দানানি তত্র যো দদ্যা-
দ্যদানানি চ প্রিয়ে । ২৭ । সহস্রগুণিতঃ পুণ্য-
মন্ত্রস্থানাদবাধ্যতে । দৃষ্টং ত্রয়া তত্র দেশে সম্যক্
চৈবাবধারিতম্ । তদর্চিত্বা পরান কামানাপ্যসি
ৎ ন সংশয়ঃ । ২৮ । বরং কুণীষ দেবেশি বাঞ্চিতং
হৃদভঃ সুরৈঃ । হৃগসংসারকাস্তারপতিতৈঃ পরমে-
শ্বরৈঃ । ২৯ । শ্রীকবাচ । নারায়ণ জগদ্ধাতৃনারায়ণ
জগৎপতে । নারায়ণ পরব্রহ্ম নারায়ণ পরায়ণ ।
৩০ । প্রসীদ পাহি মাং ভক্ত্যা সম্যক্সর্গে নিয়ো-
জয় । প্রিয়ে হসি প্রিয়াহং তে যথা স্মাং তত্থা কুরু ।
৩১ । গৃহং ধর্মার্থকামানাং কারণং দেবসম্মতম্ । তদা-

ভোগসমবিত হইবে । ব্রহ্মচর্য্যই সকল ধর্মের
মূল ও পরম তপস্যা; অতএব আমি এই স্থানে
মূল শ্রীপতি নামে অধিষ্ঠান করিব । তুমি ব্রহ্মচর্য্য
করুণী ব্রাহ্মী মূলশ্রী নামে কথিত হইবে,
তুমিই সৰ্বযোগময়ী পুণ্য সৰ্বপাপহরী ও কল্যাণ-
দায়িনী প্রিয়ে! আমি তোমার পতি হইয়া
প্রাণিগণের বরদ হইব । যে যতব্রত নর রেবা-
ক্সলে অবগাহন করিয়া আমার মূলশ্রীপতিমূর্তির
পূজা করিবে, তাহার অভীষ্ট কললাভ হইবে ।
প্রিয়ে! যে নর এখানে অনেক দান ও মহাদানের
অধিষ্ঠান করে, অত্র স্থানের দান অপেক্ষা তাহার
সহস্রগুণ দানফল লাভ হয় । কোন স্থানে আমি
অধিষ্ঠান করিব, সে দেশ দর্শন করিলেই তুমি
সম্যক্ বিদিত হইতে পারিবে । তুমি তথায়
আমাকে পূজা করিয়া নিঃসংশয় উত্তম কামনা
সকল লাভ করিবে । হে দেবেশি! হৃগ সংসার-
কাস্তারে পতিত ব্যক্তিগণের এমন কি দেবগণেরও
হৃদভ বর প্রার্থনা কর! লক্ষ্মী বলিলেন,—নারায়ণ
জগতের ধাতা, নারায়ণ জগতের পতি, নারায়ণ
পরব্রহ্ম, নারায়ণ পরায়ণ; আমার প্রতি প্রসন্ন
হউন, আমার ভক্তি বিদিত হইয়া আমাকে রক্ষা
করুন; আমাকে সৃজন কার্যে নিযুক্ত করুন ।
আপনি আমার প্রিয়, এক্ষণে আমি যাহাতে আপ-
নার প্রিয়া হইতে পারি, তাহা করুন । হে দেব!
গৃহ ধর্মার্থকামের হেতু, ইহা সকলেরই সম্মত;

হায়াশ্রমঃ পুণ্যঃ মাং শ্রেয়সি নিয়োজয় । ৩২ ।
নারায়ণ উবাচ । নারায়ণগিরি দেবি বিজ্ঞপ্তোহস্মি
যতশ্চয়া । নারায়ণগিরির্নাম হেম মেহত্র ভবিষ্যতি ।
৩৩ । নারায়ণস্মৃতৌ যাতি ত্রিতং জন্মকোটিকম্ ।
যস্মাদিগরতি তস্মাচ্চ গিরিরিত্যেব শদিতম্ । ৩৪ ।
তস্মাৎ সর্বাশ্রয়ো দেবি গিরিঃ পরমতরাডু ভবেৎ ।
সুরাসুরমনুষ্যাণাং যথাহমপি চাশ্রয়ঃ । ৩৫ । য এতৎ
পূজয়িষ্যন্তি মণ্ডলস্থং পরং মম । নারায়ণ-
গিরির্নাম দেবরূপং শুভেক্ষণে । ৩৬ । তে দিব্য-
জ্ঞানসম্পন্ন দিব্যদেহবিচেষ্টিতাঃ । দিব্যং লোক-
মবাশ্রয়ন্তি দিব্যভোগসমবিতাঃ । ৩৭ । মার্কণ্ডেয়
উবাচ । তয়োরেবং সংবদতোর্দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ
সমাগতা বনোদ্দেশং সাগরাস্তে মহর্ষয়ঃ । ৩৮ ।
ততো ভৃগুঃ দেবরাজো নারায়ণবিচিস্তিতম্ । বরে
জ্ঞাত্বা তু তৎকর্তাং ধর্মাত্মা স দদৌ চ তাম্ । ৩৯ ।
ধর্মোহপি বিধিবদ্ বৎস বিবাহং সমকারয়ৎ ।
দেবদেবস্তা রাজর্ষে দেবভার্গে সমাহিতাঃ । ৪০ ।

অতএব আমার শ্রেয়সাধনার্থ আমাকে পুত গৃহ
শ্রমে নিয়োগ করুন । নারায়ণ কহিলেন,—দেবি!
তুমি বহুবীর নারায়ণযুক্ত বাক্য দ্বারা তোমার
অভীষ্ট জ্ঞাপন করিয়াছ; অতএব এই স্থানে আমার
নাম হইবে নারায়ণগিরি । নারায়ণের স্মরণে কোটি
জন্মের ত্রিত দূর হয় আর গিরণ অর্থাৎ বহিঃ
প্রকটন করে বলিয়া গিরি শব্দ ধনিত হয়; সুতরাং
আমি সর্বভূতের আশ্রয় ও সর্বভূতকেই প্রকটিত
করি বলিয়া গিরিপদবাচ্য । অতএব হে দেবি!
পরমতরাজ নারায়ণগিরি সকলেরই আশ্রয়স্থল হইবে,
সুর অসুর ও মানবগণের এই গিরি আশ্রয়, এমন
কি আমিও এই স্থানে অবস্থান করিব । হে
শোভননয়নে! যে সকল মানব মণ্ডলরূপে অব-
স্থিত আমার নারায়ণগিরিমূর্তির পূজা করিবে,
তাঁহারা দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া দিব্যদেহ ধারণ
করতঃ দিব্য-চেষ্টায়ুক্ত হইয়া দিব্য ভোগ সকল
লাভ করিবে । ২১—৩৬ । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—যখন
রমা ও নারায়ণের পরস্পর এইরূপ সম্ভাষণ চলিতে-
ছিল তখন ইন্দ্রপ্রমুখ সুর ও মহর্ষিগণ সাগরসমীপ-
স্থিত বনোদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন । দেব-
রাজ বিষ্ণুর মনোগতভাব বিদিত হইয়া কস্তাদানার্থে
ভৃগুকে নিবেদন করিলেন । ধর্মাত্মা ভৃগুও তখন
সেই কস্তা লক্ষ্মীকে কেশবের করে অর্পণ করিলেন ।
হে বৎস রাজর্ষে! দেবদেবের প্রিয়কামনায় ও
দেবগণের হিতার্থে ধর্ম স্বয়ং সমাহিত হইয়া এই

যুধিষ্ঠির উবাচ । ধর্মো বিবাহমকরোদ্বিধিবদ্যবয়ো-
দিতম্ । কো বিধিস্তত্র কা দত্তা দক্ষিণা ভৃগুণাপি
৫ । ৪১ । বিবাহযজ্ঞে সমভূৎ অকৃষ্ণবগ্রহণে ৫ কঃ ।
ঋহিজঃ কে সদস্তাশ্চ তস্তাসন্ দ্বিজসত্তম ॥ ৪২ ॥
কিং তস্তাবভূৎ ত্বাসীতুং সর্বং বদ বিস্তরাৎ ।
ত্বদাক্যামৃতপানেনভৃগুর্মম ন বিদ্যতে ॥ ৪৩ ॥ মার্কণ্ডেয়
উবাচ । নারায়ণবিবাহস্ত যজ্ঞস্ত ৫ যুধিষ্ঠির । তপস-
স্তস্ত দেবস্ত সমাগাচরণস্ত ৫ ॥ ৪৪ ॥ বক্রুং সমর্থো
ন গুণান ব্রহ্মাপি পরমেশ্বরঃ । তথাপুদ্দেশতো
বচি শৃণু ভূহা সমাহিতঃ ॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মা সপ্তর্ষিস্তত্র
অকৃষ্ণবগ্রহণে রতাঃ । অগ্নী জুহুবিরে রাজন্
বৌদধীজী সসাগরা ॥ ৪৬ ॥ দহুঃ সমুদ্রা রত্নানি
ব্রহ্মর্ষিভ্যো নৃপোত্তম । ধনদোহপি দদৌ বিত্তং
সর্বব্রাহ্মণবাহিতম্ ॥ ৪৭ ॥ বিশ্বকর্মাপি দেবানাং
ব্রহ্মবীণাং পরস্তপ । বেষ্মানি সুবিচিত্রানি সস্বরভূ-
ময়ানি ৫ ॥ ৪৮ ॥ কৃহা প্রদর্শয়ামাস দেবেভ্যাম যশ-

বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন । যুধিষ্ঠির
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম ! আপনি
বলিলেন,—ধর্ম এই বিবাহব্যাপার সম্পাদন
করাইলেন, এই বিবাহে কিরূপ বিধি অনুষ্ঠিত হইয়া-
ছিল ? ভৃগু কিরূপ দক্ষিণাদান করিয়াছিলেন ? বৈবাহিক
যজ্ঞে কে অকৃষ্ণ ও অকৃষ্ণ গ্রহণ করেন ? কাহার
ঋত্বিক হইয়াছিলেন ? আর কে কে সদস্ত হন ? আর
এই যজ্ঞে অবভূষণানই বা কিরূপ হইয়াছিল ? এই
সকল বিস্তারপূর্বক আমার নিকট বলুন । আপ-
নার বাক্যামৃতপানে আমার ভৃগু হইতেছে না—
পরন্তু পিপাসা বর্জিত হইতেছে ! মার্কণ্ডেয় কহি-
লেন,—হে যুধিষ্ঠির ! নারায়ণের বিবাহ, যজ্ঞ,
তপস্শ্রা, সম্যক আচরণ ও গুণনিচয় পরমেশ্বর
ব্রহ্মাও বলিতে সমর্থ নহেন । তথাপি সংক্ষেপে
কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি, সমাহিত হইয়া শ্রবণ
কর । হে রাজন্ ! ব্রহ্মা ও সপ্তর্ষিগণ দেবদেবের
বিবাহযজ্ঞে অকৃষ্ণ অকৃষ্ণ গ্রহণে রত হইয়া অনলে
আহুতি প্রদান করেন, সসাগরা ধরিজী
দেবী বেদী হইয়াছিলেন ; আর হে নৃপসত্তম !
সাগরেরা মহর্ষিগণকে বিবিধ রত্ন দাক্ষ্যাস্বরূপ
প্রদান করিয়াছিলেন । হে পরস্তপ ! এ যজ্ঞে
ধনদ দ্বিজগণের অভিলষিত ধন প্রদান
করেন । হে রাজেন্দ্র ! তখন বিশ্বকর্মা দেব
ও দ্বিজগণের সস্বরভূময় সুবিচিত্র গৃহ-
নির্মাণ করিয়া যশস্বী দেবভ্রমরসন্নিধানে নিবেদন

স্থিলে । শতক্রতুস্ততো বিপ্রান্ কাপিষ্ঠলপুয়োগমান্ ॥
৪৯ ॥ শৌনকাদীঃশ্চ পপ্রচ্ছ বাক্তান্ ছাগলানপি ।
আজ্ঞেয়ানপি রাজেন্দ্র বৃণুধর্মভিবাঙ্কিতম্ ॥ ৫০ ॥
দৃষ্টো তে চিত্ররত্নানি প্রাহঃ সর্বৈশ্বরেশ্বরম্ । দেবানাঞ্চ
ঋষীণাঞ্চ সঙ্গমোহয়ং সুপুণ্যকৃতং ॥ ৫১ ॥ অগ্নিন
পুণ্যে সুরেশান বশ্চ বাহ্যমহে সদা । শতক্রতুঃ
প্রাহ পুনর্বাসো বাত্র ভবিষ্যতি । সত্যধর্মরতা
যুগং যাবৎকালং ভবিষ্যথ ॥ ৫২ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
পৃষ্টং যদ্রাজশার্দূল কে মধে হোত্রিণোহস্তবন্ । তৎ-
প্রোচ্যমানমধুনা শৃণু ভূহা সমাহিতঃ ॥ ৫৩ ॥ সনৎ-
কুমারপ্রমুখাঃ সদস্তাস্তস্ত চাভবন্ । ঔদগাত্মজ্যা-
দ্বিরসৌ মরীচিশ্চ চকার হ ॥ ৫৪ ॥ হোত্রঃ ধর্ম-
বর্শাষ্টী ৫ ব্রহ্মহঃ সনকো মুনিঃ । ষট্টত্রিংশদগ্রাম-
সাহস্রং প্রাদাৎ তেভ্যঃ শতক্রতুঃ ॥ ৫৫ ॥ লক্ষ্মী-
র্ভরী ৫ সংযুক্তাভবতুং কৃতবান্ প্রভুঃ । ব্রহ্মণো
জুহুস্তো বহিঃ যাবদেবশ্রিতৈঃ সুরৈঃ ॥ ৫৬ ॥ দৃষ্টা
ললাটঃ দেশেহসৌ ললাট ইতি সংজ্ঞিতঃ । স

করিলেন । শতক্রতু দেবরাজ কাপিষ্ঠলপ্রমুখ,
শৌনকাদি, বাক্তল, ছাগল ও আজ্ঞেয় দ্বিজ-
গণকে কহিলেন,—আপনারা অতীষ্ট বশ
প্রার্থনা করুন । তাঁহারাও বিচিত্র গৃহনিচয়
অবলোকন করিয়া সর্বৈশ্বরেশ্বরকে কহিলেন,—
সুর-ঋষিগণের অতি সুসময় উপস্থিত হইয়াছে । হে
সুরেশান ! আমরাও এই সুপুণ্য সময়ে জব্যাদি
অভিলাষ করিতেছি । শতক্রতু পুনরায় দ্বিজগণকে
কহিলেন,—আপনারা সত্যধর্মের রত হইলে অভি-
লষিত কাল এই সকল গৃহে বাস করুন । ৩৭—৫২ ।
মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজশার্দূল ! তুমি জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলে যে, এ যজ্ঞে কাহারো হোতা হইয়া-
ছিলেন, এক্ষণে আমি সেই হোতাদিগের
কথা কহিতেছি, সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর ।
এযজ্ঞে সনৎকুমারপ্রমুখ দ্বিজগণ সদস্ত, অত্রি
অদ্বিরা ও মরীচি উদগাতা, ধর্ম ও বর্শাষ্ট হোতা
ও সনক ব্রহ্মা হইয়াছিলেন । শতক্রতু ইহা-
দিগকে যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ ষট্টত্রিংশৎ সহস্র গ্রাম
দান করিয়াছিলেন । এইরূপে লক্ষ্মী স্বামীর সহিত
মিলিত হইলেন । ব্রহ্মা যেখানে হত্যাশনে আহুতি
প্রদান করিয়াছিলেন, দেবগণ তথায় বিদ্যমান
থাকিয়া ব্রহ্মার ললাটদেশে নিরাক্ষণ করিতেছিলেন ;
অতঃপর সেই স্থান ললাটনামে প্রখ্যাত হইল ।
এই দেশ রম্যপতি বিষ্ণুর পুণ্যক্ষেত্র ; দেবর্ষিগণ

দেশঃ শ্রীপতেঃ ক্ষেত্রং পুণ্যং দেবর্ষিসেবিতম্ ॥ ৫৭ ॥
 সর্গাশ্চর্য্যময়ং দিব্যং দিব্যসিদ্ধিসমবিতম্ । ব্রাহ্মণানাং
 ততঃ পটুজিৎ নিবেশিতুম্ভদ্যতা ॥ ৫৮ ॥ লক্ষ্মীঃ
 শ্রীপতিনামানমাহ দেবঃ বচস্তদা । শ্রীকবাচ । য
 এতে ব্রাহ্মণাঃ শিষ্যাঃ ভূধাদীনাং যতব্রতাঃ ॥ ৫৯ ॥
 ভাবিবেশয়িতুমিচ্ছামি স্বং প্রসাদাদধোক্ক্ষজ । মরী-
 চ্যাদয়ঃ সুরেশ্বরেণ স্থাপিতা গরুড়ধ্বজ ॥ ৬০ ॥
 নৈষ্ঠিককৃতিনো বিপ্রা বহুবোহত্র যতব্রতাঃ ।
 প্রাজাপত্যে ব্রতে ব্রাহ্মে কেচিদত্র ব্যবস্থিতাঃ ।
 তানহং স্থাপয়িষ্যামি স্বং প্রসাদাদধোক্ক্ষজ ॥ ৬১ ॥
 মার্কণ্ডেয় উবাচ । ততঃ কোতুহলধরো ভগবান্
 বৃষভধ্বজঃ । পপ্রচ্ছ ব্রতিনঃ সর্গান্ বৃত্তিভেদে
 ব্যবস্থিতান্ ॥ ৬২ ॥ নারদোহপি মহাদেব-
 যুপেত্য চ সতীপতিম্ । প্রাহ কৃষ্ণাজিনধরো
 নৈষ্ঠিকা ব্রাহ্মণা হুমৌ ॥ ৬৩ ॥ অমৌ কার্ঘ্যাঃ
 সুরেশ্বরেণ ছন্নগুহা দ্বিজোক্তমাঃ । প্রাজাপত্যাস্ততুষ্টিং-
 সহস্রাণি নরেশ্বর ॥ ৬৪ ॥ বচস্যাং বচস্যানাং বচ-
 স্ত্রকবিচারিণাম্ । দ্বাদশৈষাং সহস্রাণি সন্তি বৈ বৃষভ-

এই ক্ষেত্রের সেবা করেন । এ দিব্য স্থানের
 সকলই আশ্চর্য্যময় ; দিব্য সিদ্ধগণে এই স্থান সমা-
 কৌর্ণ । অনন্তর রমা এখানে ব্রাহ্মণগণকে শ্রেণী-
 বদ্ধভাবে বাস করাইতে উদ্যত হইয়া শ্রীপতিকে
 বলিতে লাগিলেন । লক্ষ্মী বলিলেন,—হে অধো-
 ক্ষজ ! এই সকল যতব্রত দ্বিজ ভৃগু প্রভৃতি ঋষি-
 গণের শিষ্য, আপনার প্রসাদে এক্ষণে আমি এই
 দ্বিজগণকে এই স্থানে বাস করাইতে অভিলাষ
 করি । হে গরুড়ধ্বজ ! দেবরাজ পূর্বে মরীচি
 প্রভৃতি দ্বিজগণকে গ্রাম দানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া-
 ছেন ; এই সকল দ্বিজ যতব্রত ও নৈষ্ঠিক ব্রত-
 ধারী, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাজাপত্য ও
 কেহ কেহ ব্রাহ্মব্রতে প্রতিষ্ঠিত, হে অধোক্ষজ !
 আমি ইহাদিগকে স্থাপিত করিব, আপনি প্রসন্ন
 হউন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্
 বৃষভধ্বজ কোতুকপন্ন হইয়া তথায় আগমন-
 পূর্ব্বক বিভিন্ন বৃত্তিসম্পন্ন ব্রতধারী দ্বিজগণকে
 জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । হে নরেশ্বর ! তৎ-
 কালে কৃষ্ণাজিনধারী দেবর্ষি নারদও সতীপতি মহা-
 দেবের সমীপে উপনীত হইলেন এবং বলিলেন,—
 এই সকল দ্বিজ নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মচারী । হে বৃষভধ্বজ !
 প্রাজাপত্যব্রতরত এই চতুঃষষ্টি সহস্র দ্বিজসত্তম
 রহিয়াছেন ; এতদ্বিধ আরও ব্রাহ্মচর্য্যরত ব্রাহ্মব্রতা

ধ্বজ ॥ ৬৫ ॥ নারদস্ত বচঃ শ্রুত্বা দেবা দেবর্ষয়ো-
 হপি চ । সাধুসাধিত্যমন্তস্ত নোচুঃ কেচন
 কিঞ্চন ॥ ৬৬ ॥ সমাহবয়ন্ততো লক্ষ্মীস্তান্ বিপ্রান্
 ভক্তিসংযুতা । উবাচ চরণান্ গৃহ প্রসাদঃ ক্রিয়তাং
 ময়ি ॥ ৬৭ ॥ ষট্‌ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি বেদ্যনামত্র
 সংস্থিতাঃ । বিশ্বকর্ম্মকৃতানাং তু তেষু তিষ্ঠন্ত
 বোহথিলাঃ ॥ ৬৮ ॥ তে তথৈতি প্রতিজ্ঞায় স্থিতাঃ
 সম্প্রীতমানসাঃ । ধনধান্তসমৃদ্ধাশ্চ বাহিতপ্রাপ্তি-
 লক্ষণাঃ । সর্ব্বকামসমৃদ্ধাশ্চ হনারন্তেষু কর্ম্মণাম্ ॥ ৬৯ ॥
 ইতি সংস্থাপ্য তান্ বিপ্রান্ সা স্থিতা পর্য্যপালয়ৎ ।
 চতুর্ধা তু স্থিতো বিষ্ণুঃ শ্রিয়া দেব্যাঃ প্রিয়ে ব্রতঃ
 ৭০ ॥ এবং বৈবাহিকমথৈ নিবৃন্তে ঋষয়স্ত তম্ । উচু-
 শ্চাবভূথগ্নানং কুয় কুর্ম্যো জনার্দন ॥ ৭১ ॥ ইতি
 শ্রুত্বা তু বচনং শ্রীপতিঃ পাদপঙ্কজাং । যুমোচ
 জাহুবীতোয়ং রেবামধ্যগমং শুচি ॥ ৭২ ॥ হরেঃ
 পাদোদকং দৃষ্ট্বা নিঃসৃতং মুনয়স্ত তে । বিস্থিতাঃ

চারী দ্বাদশ সহস্র দ্বিজ আছেন । ইহাদের
 সকলকে উত্তম বসনাদিদানে সন্মাননা করাকর্তব্য ।
 দেব ও দেবর্ষিগণ নারদের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ
 করিয়া সাধু সাধু শব্দে তাহার বাক্যের অনুমোদন
 করিলেন ; তদ্বিধ আর কেহই কিছু বলিলেন
 না । অনন্তর ভক্তিমতী রমা সেই সকল দ্বিজকে
 আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাদের চরণে ধরিয়া
 বলিলেন,—আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । বিশ্বকর্ম্মা
 এখানে ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন, ঐ
 দেখুন, গৃহ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, আপনারা
 সকলেই এই সমস্ত গৃহে বাস করুন । আমার বাক্যে
 বিপ্রগণের মন প্রসন্ন হইল । ‘তাঁহাই হউক’ বলিয়া
 তাঁহারা সেই সকল গৃহে বাস করিতে লাগিলেন ।
 দ্বিজগণ ধনধান্তে সমৃদ্ধ হইলেন, তাঁহাদের অভীষ্ট-
 সিদ্ধির লক্ষণনিচয় পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল এবং
 ক্রিয়াকলাপের আরম্ভের পূর্বেই তাঁহারা পূর্ণকাম
 হইতে লাগিলেন ॥ ৭৩—৭৯ ॥ রমা এইরূপে বিপ্রগণকে
 প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদিগকে পালন করিতে
 লাগিলেন । বিষ্ণুও তখন চতুর্ধা বিভক্ত হইয়া
 প্রিয়া রমার প্রতি ব্রত হইয়া তথায় বাস
 করিলেন । এইরূপে বৈবাহিক বিধি পরিসমাপ্ত
 হইলে ঋষিগণ বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে
 জনার্দন ! আমরা কোন্‌স্থানে যজ্ঞের অবভূথ
 গ্নান করিব ? রমাপতি ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ
 করিলেন, তখনই তাঁহার পাদপদ্ম হইতে পুত

সমপদ্যন্ত জ্ঞানন্তন্ত গৌরবম্ । ৭৩ । ক্রজেণ
সহিতাঃ সর্ষে দেবতা ঋষয়ন্তথা । সন্তথা বিন্মিতা-
শ্চকুর্বিধুন্তঃ শিরাংসি চ । ৭৪ । ঋষয় উচুঃ । ক্রহি
শস্তো কিমত্রায়ঃ অকস্মাদারিসন্তবঃ । বিকোণঃ
পাদাভূজোখশ্চ সম্বোধকরণঃ পরঃ । ৭৫ । ঈশ্বর
উবাচ । পাদোদকমিদং বিকোরহং জানামি বৈ
সুরাঃ । দশাধমেধাবভূথেঃ স্নানমত্রাতিরিচ্যতে ।
৭৬ । যুগ্মাভিঃ স্রীপতিঃ পূজ্যঃ স্নানং চাবভূথং
কৃতঃ । ভবিষ্যতীতি তেনাশু ইদং বোহর্থে গিন-
শ্রিতম্ । ৭৭ । স্নাত্বাত্র ত্রিদশেশানা যৎ কলং
সম্প্রপদ্যতে । বকুং ন কেনচিদৃষ্যতি ততঃ
কিমুত্তরং বচঃ । ৭৮ । মার্কণ্ডেয় উবাচ । এবমুক্তা
তু তে সর্ষে স্নানং কৃত্বা যথাগতম্ । জম্বুদেবা
মহেশানপুরোগা ভরতর্ষভ । ৭৯ । ব্রাহ্মণাশ্চ ততঃ
সর্ষে স্ববেশ্মান্তেব ভেজিরে । দেবতীর্থে মহারাজ
সর্ষপাপপ্রণাশনে । ৮০ ।

ইতি স্রীকান্দে স্রীপতিবিবাহবর্ণনং নাম চতু-
র্নবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১১৪ ।

জম্বুবীজল নির্গত হইয়া রেবামধ্যে প্রবাহিত
হইল । মুনিগণ বিষ্ণুপাদোস্তবা জাহুবীর গৌরব
বিদিত ছিলেন । তাঁহারা তখন সেই হরির পাদোদক
নিম্নত হইতে দেখিয়া বিন্মিত হইলেন । তখন
সকল দেব ও ঋষিগণ সকলেরই মুখে সেই বিষ্ণু-
পাদোদকের প্রশংসা কীর্তিত হইল, বিন্ময়ে তাঁহা-
দের মস্তক কাঁপিতে লাগিল । ঋষিগণ জিজ্ঞাসা
করিলেন,—শস্তো ! বলুন, সহসা এই জল কোথা
হইতে আসিল ? আমাদের মনে হয়—এই জল
জনাদিনের পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে আর
এই নীর আমাদের পরম সম্বোধ উৎপাদন
করিতেছে । ঈশ্বর উত্তর করিলেন, হে সুরগণ !
আমি জানি,—ইহা বিষ্ণুর পাদোদক । এই নীর
দশাধমেধের অবভূধস্নান হইতে অধিক পুণ্য-
প্রদ । আপনারা রম্যপতির পূজা যাগ সম্পন্ন
করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে কোন স্থানে
অবভূত স্নান সাধিত হইবে, তজ্জন্মই তিনি
আমাদের স্নানার্থ এই নীর নির্মাণ করিয়া-
ছেন । হে ত্রিদশেশ্বরগণ ! আপনাদের বাক্যে
কি উত্তর করিব ? এই নীরে অবগাহন করিয়া
যে পুণ্যকল লাভ হয়, কেহই তাহা বুলিতে সমর্থ
নহেন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ভরতর্ষভ ! সুর-
গণ এইরূপে কথিত হইয়া সেই জাহুবীজলে স্নান

পঞ্চনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ । দেবতীর্থে তু কিমায় মহাত্ম্যং
সমুদাহৃতম্ । কলং কিং স্নানদানাদিকারিণাং
জায়তে যুনে । ১ । মার্কণ্ডেয় উবাচ । পৃথিব্যাং
যানি তীর্থানি দেবৈর্মুনিগণৈরপি । সেবিতানি মহা-
বাহো তানি ধ্যাতানি বিষ্ণুনা । ২ । সমাগতা-
ন্তেকতাং বৈ তত্র তীর্থে যুধিষ্ঠির । ততীর্থং বৈকবং
পুণ্যং দেবতীর্থমিতি শ্রুতম্ । ৩ । কুরুক্ষেত্রং ভূবি
পরমন্তরিক্ষে ত্রিপুঙ্করম্ । পুরুষোত্তমং দিবি পরং
দেবতীর্থং পরাংপরম্ । ৪ । দেবতীর্থসমং নাস্তি
তীর্থমত্র পরত্র চ । যৎপ্রাপ্য মম্বুজন্তপোয় কদা-
চিদযুধিষ্ঠির । ৫ । দেবৈরুক্তানি তীর্থানি যোহত্র
স্নানং সমাচরেৎ । দেবতীর্থে স সর্ষত্র স্নাতো ভবতি
মানবঃ । ৬ । এবমস্মিতি তৈরুক্তা দেবা ঋষিগণা

করিলেন এবং মহেশকে অগ্রে করিয়া যথাগত
স্থানে প্রস্থিত হইলেন । হে মহারাজ ! বিজগণও
সেই সর্ষপাপপ্রণাশন দেবতীর্থে নিজ নিজ গৃহে
বাস করিতে লাগিলেন । ৭০—৮০ ।

চতুর্নবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৪ ।

পঞ্চনবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—যুনে ! দেব-
তীর্থের মহাত্ম্য কিরূপ কথিত হয় ? আর এই তীর্থে
স্নানদানকারী নরগণই বা কিরূপ কললাভ করে ?
মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহাবাহো ! পৃথিবীমধ্যে
সুর-ঋষি-সেবিত যে সকল পুত তীর্থ বিদ্যমান,
বিষ্ণু কর্তৃক চিন্ত্যমান হইয়া সে সকল এই স্থানে
একত্রিত হইয়াছে । হে যুধিষ্ঠির ! তজ্জন্মই এই
তীর্থ পুণ্য বৈকব দেবতীর্থ নামে বিখ্যাতি-
লাভ করিয়াছে । ক্ষিতিতলে কুরুক্ষেত্র, অন্তরীক্ষে
ত্রিপুঙ্কর এবং স্বর্গে পুরুষোত্তম প্রধান ; আর
এই দেবতীর্থ সর্ষত্রই শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর
জানিবে । কি ইহ, কি পর, কোন লোকেই দেব-
তীর্থের তুল্য তীর্থ নাই, হে যুধিষ্ঠির ! মানব ইহা
লাভ করিয়া কদাচ শোকাকুল হয় না । দেবগণ
যে সকল তীর্থের কথা কহিয়াছেন, মানব একমাত্র
এই দেবতীর্থে স্নান করিয়া সেই সকল তীর্থকল
লাভ করে । ১—৬ । হে রাজন ! সুর ও ঋষিগণ

অপি। সন্তুঃ। ত্রীশমভ্যর্চ্য স্বঃ স্বঃ স্থানং তু
ভেজিরে। ১। সূর্য্যগ্রহেহত্র বৈ কেত্রে স্নাত্বা
যং কলমধ্বুতে। স্নাত্বা ত্রীশং সমভ্যর্চ্য সমুপোষ্য
যথাবিধি। ৮। যদদানং হিরণ্যানি দানানি বিধি-
বদ্বপ। তদনন্তকলং সর্বং সূর্য্যস্ত গ্রহণে যথা। ১০।
ভূমিদানং ধেনুদানং স্বর্ণদানমনন্তকম্। বজ্রদান-
মনন্তক কলং প্রাহ শতক্রতুঃ। ১১। সোমো বৈ
বস্তুদানেন মৌক্তিকানাঞ্চ ভার্গবঃ। সুবর্ণস্ত রবি-
দানং ধর্ম্মরাজো হনন্তকম্। ১১। দেবতীর্থে তু
যদানং শ্রদ্ধাযুক্তেন দীয়তে। তদনন্তকলং প্রাহ
বৃহস্পতিকদারধীঃ। ১২। দেবতীর্থং ভূতক্ষেত্রে
সর্বতীর্থধিকং নৃপ। দেবতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ত্রীপতিং
যোহনুপশ্রুতি। ১৩। সোমগ্রহে কুলশতং স সমু-
দ্ধৃত্য নাকভাক্। দানানি দ্বিজমুখ্যেভো দেব-
তীর্থে নরাধিপ। ১৪। যৈর্দত্তানি নরৈর্ভোগ-
ভাগিনঃ প্রেত্য চেহ তে। দেবতীর্থে বিপ্রভোজ্যং
হরিমুদ্ভিক্ত যচ্চরেৎ। ১৫। স সর্বাহ্লাদমাপ্নোতি

ঈশানের মুখে দেব-তীর্থের এইরূপ মাহাত্ম্য
শ্রবণপূর্ব্বক ‘তাহাই হউক’ বলিয়া সন্তুষ্টমনে
ত্রীপতির পূজা করত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।
হে নৃপ! উপবাসী মানব দেবতীর্থে সূর্য্যগ্রহণে
যথাবিধি স্নান করিয়া রমাপতির সম্যক পূজা
করিলে অনন্ত কল লাভ করে। বিধিপূর্ব্বক
হিরণ্যদান যেমন অনন্ত কলদ হয়, সূর্য্যগ্রহণে এই
তীর্থে স্নানদানাদিও তদ্রূপ অনন্ত কল প্রদান
করে। শতক্রতু কহিয়াছেন—এখানে ভূমি, ধেনু,
হীরক ও স্বর্ণদান করিলে অনন্ত কল লাভ হয়।
এতদ্বির সোম বলেন—দেবতীর্থে বস্তুদানে অনন্ত
কল, শুক্র বলেন—এখানে মৌক্তিকদানে তথাবিধ
কললাভ হয় এবং ধর্ম্মরাজও রবি বলেন—সুবর্ণদান
অনন্ত কলজনক; আর উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি
বলেন,—দেবতীর্থে শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে যেরূপ দানই
করা হউক, তাহাই অনন্ত কল উৎপাদন করে।
হে নৃপ! ভূতক্ষেত্রে দেবতীর্থ সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ।
যে মানব দেবতীর্থে চন্দ্রগ্রহণে স্নান করিয়া পরে
ত্রীপতিকে দর্শন করে, সে শতকুল সম্যক উদ্ধার
করিয়া স্বয়ং স্বর্গবাসী হয়। হে নরাধিপ! দেব-
তীর্থে যাহারা দ্বিজগণকে বিবিধ দান করে, তাহারা
ইহ-পর উভয় লোকেই ভোগভাগী হয়। যে মানব
এখানে হরির উদ্দেশে ব্রাহ্মগণকে ভোজন করায়,

স্বর্গলোকে যুধিষ্ঠির। দেবতীর্থে নরো নারী স্নাত্বা
নিয়তমানসো। ১৭। উপোষ্যেকাদশীং ভক্ত্যা
পূজয়েদ্যঃ ত্রিযঃ পতিম্। রাজো জাগরণং কুত্বা
স্বতেনোদোধ্য দীপকম্। ১৭। ষাদশ্যাং প্রাত-
কথায় তথা বৈ নর্ম্মদাজলে। বিপ্রদাম্পতামভ্যর্চ্য
বিধিবৎ কুরুনন্দন। ১৮। বস্ত্রাভরণতাম্বুলপুষ্প-
ধূপবিলেপনৈঃ। অক্ষয়ে বিষ্ণুলোকেহসৌ মোদতে
চরিতব্রতঃ। ১৯। যঃ সতৈকাদশীতিথৌ স্নাত্বো-
পোষ্যার্চয়েদ্ধরিম্। রাজো জাগরণং কুর্ধ্যাদ্বেদ-
শাস্ত্রাবধানতঃ। ২০। ধর্ম্মরাজকৃতাং পাপাং ন স
পশ্চতি যাতনাম্। পঞ্চরাত্রবিধানেন ত্রীপতিং
যোহর্চয়িষ্যতি। ২১। দীক্ষামবাপ্য বিধিবদ্বৈকবীং
পাপনাশিনীম্। স্বর্গমোক্ষপ্রদাং পুণ্যাং ভোগদাং
বিস্তদামথ। ২২। রাজ্যদাং বা মহাভাগ পুত্রদাং
ভাগ্যদামথ। সুকলত্রপ্রদাং বাপি বিকোভক্তি-
প্রদামিতি। ২৩। তরিষ্যতি ভবাস্তোধিঃ স নরঃ
কুরুনন্দন। যোহর্চয়িষ্যতি তত্রৈব দেবতীর্থে
ত্রিযঃপতিম্। ২৪। বিশ্বরূপমথো সম্যভূমূলত্রীপতি-
মেব বা। নারায়ণগিরিং বাপি গৃহে চৈকাদশী-

হে যুধিষ্ঠির! সে ব্যক্তি স্বর্গলোকে সর্ববিধ আহ্লাদ
লাভ করে। হে কুরুনন্দন! নর কিংবা নারী
নিয়তমনা হইয়া দেবতীর্থে স্নান করিবে, একাদশী-
দিনে উপবাস করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক রমাপতির পূজা
করিবে এবং স্বতছারা দীপ প্রজ্জালিত করিয়া দিয়া
রজনী জাগরণ করিবে। অনন্তর পরদিবস প্রাত-
কথান করিয়া ষাদশীতিথিযোগে নর্ম্মদাজলে স্নান
করিয়া বসন, আভরণ, তাম্বুল, পুষ্প, ধূপ ও বিলে-
পন দ্বারা যথাবিধি দ্বিজদাম্পতির পূজা করিবে।
এইরূপ ব্রতচরণে মানব অক্ষয় বিষ্ণুলোকে গমন
করিয়া মুদিত হয়। ১৭-১৯। যে মানব প্রতি একাদশীতে
উপবাস করিয়া বেদশাস্ত্রানুসারে এখানে স্নান
করত হরির পূজা ও রজনী জাগরণ করে, তাহার
ধর্ম্মরাজকৃত পাপ-নরকযন্ত্রণা দর্শন হয় না। হে
মহাভাগ! যে নর বিধিপূর্ব্বক পাপনাশিনী বৈকবী
দীক্ষা গ্রহণ করত পঞ্চরাত্র বিধানে ত্রীপতির পূজা
করে, সে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হয়। হে কুরু-
নন্দন! এই পুণ্যা বৈকবী দীক্ষা মানবের স্বর্গ,
মোক্ষ, ভোগ, বিস্ত, রাজ্য, পুত্র, ভাগ্য, মনোজ-
পত্নী ও বিষ্ণুভক্তি প্রদান করে। হে মনুজেশ্বর!
যে শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তিমান মানব দেবতীর্থে একাদশী-

তিথে । ২৫ । ভক্তিমান্ শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ কৌটৈ-
স্তৌর্থ্যদৈক্যপি । সুহৃৎস্বরহতৈবৈত্বেৰ্হাকৌশেয়ৈক-
নৃপ । ২৬ । বিচিত্রৈর্নেত্রৈর্জৈবাপি ধূপৈরশুকচন্দনৈঃ ।
গুণ্ডলৈশ্চতুমিষৈশ্চ নৈবেদ্যবিবিধৈরপি । ২৭ ।
পায়সাদৈর্দারুণ্যৈশ্চ পয়সা বা যুধিষ্ঠির । পিষ্টদৌপৈঃ
সুবিমলৈর্ধর্মমাতৈশ্চনোহরৈঃ । ২৮ । পূজয়িত্বা
নরো যাতি যথা তচ্ছুণু ভারত । শম্বী চক্রী গদা
পদ্মী ভূতাসৌ গরুড়ধ্বজঃ । ২৯ । দেবলোকানতি-
ক্রম্য বিষ্ণুলোকং প্রপদ্যতে । যন্ত বৈ পরয়া
ভক্ত্যা ত্রীপতেঃ পাদপঙ্কজম্ । ৩০ । চতুর্থাধিষ্ঠিতং
পশ্চেজ্জিহ্বাং ত্রৈলোক্যমাতরম্ । নৃত্যগীতবিনোদেন
মুচ্যতে পাতকৈক্ৰবম্ । ৩১ । নীরাজনে তু দেবশ্চ
প্রাতর্ষধ্যে দিনে তথা । সাযক নিয়তো নিত্যং যঃ
পশ্চেৎ পূজয়েদ্ধরিম্ । ৩২ । স তৌত্বা হ্যাপদং দুর্গাং
নৈবার্ত্তিঃ সমবাণ্ডুয়াৎ । আয়ুঃত্ৰীবর্দ্ধনং পুংসাং
চক্ষুষামপি পুরকম্ । ৩৩ । উপপাপহরং চৈব সদা
নীরাজনং হরেঃ । তদা নীরাজনাকালে যো হরেঃ
পঠতি স্তবম্ । ৩৪ । ন ধন্তো দেবদেবশ্চ প্রসরে-

দিনে বিষ্ণুরূপ ত্রীপতির পূজা করেন কিংবা যিনি
গৃহে থাকিয়া ঐ দিনে কৌর, সাধারণ বারি, সুহৃৎ
অচ্ছিন্ন মহাকৌশেয় বসন, বিচিত্র কঙ্কল ধূপ,
অশুক, চন্দন, গুণ্ডল, স্বতমিশ্র বিবিধ নৈবেদ্য,
পায়স, দধি অথবা সুবিমল মনোহর বর্ধমান পিষ্ট-
দৌপ দ্বারা মূলত্রীপতি নারায়ণগিরিরূপী
হরির সম্যক পূজা করেন, তাঁহার যে গতি হয়,
হে যুধিষ্ঠির ! এক্ষণে তাহা শ্রবণ কর । হে
ভারত ! তাদৃশ মানব শম্বী, চক্র, গদা ও পদ্ম
ধারণপূর্বক গরুড়ারোহণে দেবলোক অতিক্রম
করিয়া বিষ্ণুলোক লাভ করেন । যে মানব পরম
ভক্তিতরে চতুর্কী প্রতিষ্ঠিত ত্রীপতির পাদ-
পদ্ম দর্শন করেন, অথবা নৃত্য-গীতাদি
বিনোদ সহকারে ত্রিলোকজননী লক্ষ্মীকে অব-
লোকন করেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি,—তিনি
অখিল পাতক হইতে মুক্ত হন । যিনি প্রমত্ত হইয়া
প্রতিদিন প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে নীরাজনকালে
রম্যপতি হরিকে দর্শন ও পূজা করেন, তিনি দুর্ভি-
ক্রম্য বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখলাভ করিয়া
থাকেন । হরির নীরাজন নরগণের নিরন্তর আয়
ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করে ; এই নীরাজন দর্শনে মানব-
গণের দৃষ্টিশক্তি উজ্জ্বল হয় এবং উপপাতক বিনষ্ট
হইয়া থাকে । দেবদেব হরির নীরাজনসময়ে

নাস্তরান্বনা । হরেনীরাজনাশেষঃ পাণ্ডিত্যঃ যঃ
প্রযচ্ছতি । ৩৫ । সংগৃহ্য চক্ষুবী তেন যোজয়ে-
ন্ন্যাজ্যমুখম্ । তিমিরাদৌর্নাকরোগাশ্রাশয়েদৌণ্ডি-
মমুখম্ । ৩৬ । ভবত্যশেষহুটানাং নাশয়ালং
নরোত্তম । দীপপ্রজ্বলনং যন্ত নিত্যমগ্রে শ্রিয়ঃ
পতেঃ । ৩৭ । স্নাত্বা রেবাজলে পুণ্যে প্রদদ্যা-
দধিকং ব্রতী । সপ্তদীপবতী তেন সসাগর-
বনাপগা । ৩৮ । প্রদক্ষিণীকৃত্য স্নাত্বৈ ধরণী
শঙ্করোহব্রবীৎ । ইদং যঃ পঠ্যমানঃ তু শৃণুয়াৎ
পঠতেহপি বা । ৩৯ । অরণ্যং সোহন্তসময়ে বিপাপ্যা
প্রাপ্নুয়াৎকরেঃ । ইদং যশ্চমায়ব্যং স্বর্গ্যং পিতৃগণ-
প্রিয়ম্ । ৪০ । মাহাত্ম্যং শ্রাবয়েদ্বিপ্রান ত্রীপতেঃ
শ্রাদ্ধকর্ম্মণি । স্তুতেন মধ্বা তেন তর্পিতাঃ স্নাঃ
পিতামহাঃ । ৪১ ।

ইতি ত্রীকান্দে ত্রীপতিমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৯৫ ।

যে মানব স্তব পাঠ করেন, তিনি ধন্ত ; আর যিনি
নীরাজনাবসানে প্রসন্নমনা হইয়া করদ্বয় দ্বারা সেই
নীরাজনাবশেষ গ্রহণপূর্বক তদ্বারা লোচনদ্বয় ও
বদন মাজ্জনা করেন, তাঁহার তিমিরাদি চক্ষুরোগ
বিনষ্ট হয় এবং তদীয় বদনমণ্ডল উজ্জ্বল্য লাভ
করে । হে নরোত্তম ! অধিক বলিব কি, তাঁহার
দৃষ্টে ব্যাধিনিচয় অশেষরূপে বিনষ্ট হয় । যে ব্রত-
ধারী নর প্রত্যহ পুণ্য রেবানীয়ে অবগাহন করিয়া
ত্রীপতির সম্মুখে দীপ প্রজ্জ্বলিত করেন, শঙ্কর
কহিয়াছেন,—তাঁহার সপ্তদীপ, সপ্তসাগর, বন ও
নদীনচয় সহ ধরণী প্রদক্ষিণ করা হয় । যে মানব
এই পঠ্যমান পুণ্যার্থ্যান শ্রবণ কিংবা শ্রবণ ইহা পাঠ
করেন তিনি অশ্রুিম সময়ে আশ্রিতকে অরণ্য কারতে
সম্মত হন এবং বিপাপ হইয়া হারর পরম পদ প্রাপ্ত
হন । এই পুণ্যার্থ্যান যশস্ত, আয়ুষ্য, স্বর্গ্য ও পিতৃ-
গণের প্রিয় ; শ্রাদ্ধক্রিয়ায় বিজগণকে এই ত্রীপতি-
মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইলে পিতামহগণ স্তুত-মধু
ভোজনজনিত তৃপ্তি লাভ করেন । ২০—৪১ ।

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৯৫ ।

ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেদ্বরাধীশ
হংসতীর্থমমুত্তমম্ । যঃ হংসস্তপস্তপ্তা ব্রহ্মবাহনতাং
গতঃ ॥ ১ ॥ হংসতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দানং দত্ত্বা চ
কাকনম্ । সৰ্বপাপবিনির্মুক্তো ব্রহ্মলোকং স
গচ্ছতি ॥ ২ ॥ হংসযুক্তেন যানেন তরুণাদিত্যবর্চসা ।
সৰ্বকামসমৃদ্ধেন সেব্যমানোহপ্সরোগণৈঃ ॥ ৩ ॥
তত্র ভুক্ত্বা যথাকামঃ সৰ্বান ভোগান যথেষ্পিতান্ ।
জাতিস্মরো হি জায়েত পুনর্নারুধ্যমাগতঃ ॥ ৪ ॥
সন্ন্যাসেন ত্যজেদেহং মোক্ষমাপ্নোতি ভারত ॥ ৫ ॥
এতন্মৈ কথিতং পার্থ হংসতীর্থস্ত যৎফলম্ । সৰ্ব-
পাপহরং পুণ্যং সৰ্বভুঃখবিনাশনম্ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হংসতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯৬ ॥

সপ্তদশ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । তন্ত্ৰৈবানন্তরং গচ্ছেৎ
স্বর্ঘ্যতীর্থমমুত্তমম্ । মূলস্থানমিতি খ্যাতং পদ্মজ-

ষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ধরাধীশ ! অনন্তর
অমুত্তম হংসতীর্থে গমন করিবে । হংস এই স্থানে
তপস্শা করিয়া ব্রহ্মার বাহনতা লাভ করিয়াছিল ।
মানব হংসতীর্থে স্নান ও কাকন দান করিয়া সৰ্ব-
পাপবিমুক্ত হয় ও তরুণাদিত্যকান্ত হংসযানে
আরোহণপূর্বক ব্রহ্মলোকে গমন করে । তাহার
সৰ্ববিধ কামনা সিদ্ধ হয় এবং ব্রহ্মলোকে অপ্সরো-
গণ তাহার সেবা করিয়া থাকে । সে নর ব্রহ্মলোকে
ঈপ্সিত বিপুল ভোগ উপভোগ করত জাতিস্মর
হইয়া পুনরায় নরলোকে জন্মগ্রহণ করে । হে
ভারত ! হংসতীর্থে সন্ন্যাসীদ্বারা দেহত্যাগ করিলে
মানবের মোক্ষ হয় । হে পার্থ ! এই আমি
তোমার নিকট সৰ্বপাপহর সৰ্বভুঃখবিনাশন হংস-
তীর্থের পুণ্যফল বর্ণন করিলাম । ১—৬ ।

ষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৬ ॥

সপ্তদশ্যধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ইহারই পর অমুত্তম স্বর্ঘ্য-
তীর্থে গমন করিবে । এই শুভদ স্বর্ঘ্যতীর্থ মূলস্থান

স্থাপিতঃ শুভম্ ॥ ১ ॥ মূলশ্রীপতিনা দেবী
প্রোক্তা স্থাপয় ভাস্করম্ । ঋত্বা দেবোদিতঃ
দেবী স্থাপয়ামাস ভাস্করম্ ॥ ২ ॥ প্রোচ্যতে
নর্ষদাতীয়ে মূলস্থানাখ্যভাস্করঃ ॥ ৩ ॥ তত্র তীর্থে
নরো যন্ত স্নাত্বা নিয়তমানসঃ । সন্তপ্য পিতৃ-
দেবাংশ পিণ্ডেন সলিলেন চ ॥ ৪ ॥ মূলস্থানং ততঃ
পশ্চাৎ স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ । শুভাদ্ভুততর-
স্তত্র বিশেষস্ত ঋতো ময়া ॥ ৫ ॥ সমাগমে মুনীনাং
তু শঙ্করাচ্ছশিশেখরাৎ । যদা বৈ শুক্লসপ্তম্যাং
মূলমাদিত্যবাসরঃ ॥ ৬ ॥ তদা রেবাজলং গত্বা
স্নাত্বা সন্তপ্য দেবতাঃ । পিতৃংশ ভরতশ্রেষ্ঠ দত্ত্বা
দানং স্বশক্তিতঃ ॥ ৭ ॥ করবীরৈস্ততো গত্বা রক্ত-
চন্দনবারিণা । সংস্থাপ্য ভাস্করং ভক্ত্যা সম্পূজ্য
চ যথাবিধি ॥ ৮ ॥ ততঃ সাগ্নকৈর্ধূপৈঃ কুন্দরৈশ্চ
বিশেষতঃ । ধূপয়েদেবদেবেশং দীপান বোধ্য
দিশো দশ ॥ ৯ ॥ উপোষ্য জাগরং কুর্ধ্যাদ্গীত-
বাদ্যং বিশেষতঃ । এবং কৃতে মহীপাল ন ভবেৎগ্র-
হঃখভাক্ ॥ ১০ ॥ স্বর্ঘ্যালোকে বসেত্তাবদ্যাবৎ কল্প-

নামে খ্যাত এবং ইহা পদ্মখোনি ব্রহ্মা কর্তৃক
স্থাপিত । মূলশ্রীপতি দেবী লক্ষ্মীকে ভাস্করের প্রতি-
ষ্ঠাৰ্থ আদেশ করিয়াছিলেন । দেবী রমাও দেবা-
দেশ অনুসারে এখানে ভাস্করের প্রতিষ্ঠা করেন ।
এ জন্ত এইস্থান মূলস্থানাখ্য ভাস্কর নামে অভিহিত
হয় । ইহা নর্ষদাতীয়ে অবস্থিত । যে নিয়তমনা
মানব রেবানীয়ে অবগাহনপূর্বক পিণ্ড জলাদি
দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া পরে মূলস্থান
অবলোকন করে, তাহার পরম গতি লাভ হয় ।
ঋষিসভায় শশিশেখর শঙ্করের মুখে আমি এই
ভাস্করের বখা শ্রবণ করিয়াছি, বিশেষতঃ আমি
শুনিয়াছি—এই ভাস্কর শুভা হইতেও শুভ্যতর ।
হে ভারতশ্রেষ্ঠ ! রবিবারযুক্ত শুক্লা সপ্তমী ত্রিথিতে
মূলভাস্করস্থানে গমন করিয়া রেবানীয়ে স্নান
করত দেব-পিতৃগণের তর্পণ ও যথাশক্তি দান
করিবে । তারপর তীর্থে উত্তরণপূর্বক ভক্তিতে
ভাস্করমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া করবীর ও চন্দনবারি
দ্বারা যথাবিধি ভাস্করের পূজা করিবে । তদনন্তর
অগ্নিমিশ্রিত ধূপ বিশেষতঃ কুন্দের দ্বারা দেব-
দেবকে প্রধূপিত করিয়া দশদিকে দীপ দান
করিবে । এদিন উপবাসী থাকিয়া গীত-বাদ্য
সহকারে রজনী জাগরণ করিবে । হে মহীপাল !

শততম । গন্ধর্বৈরপ্পরোতিষ্ঠ সেব্যমানো নৃপো-
ত্তম । ১১

ইতি ত্রীমার্কে মূলস্থানতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১১৭ ।

অষ্টনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ত্রীমার্কেণ উবাচ । ততো গচ্ছন্নহীপাল
ভদ্রকালীতি সঙ্গম । শূলতীর্থমিতি খ্যাতং স্বয়ং
দেবেন নির্মিতম । ১ । পঞ্চায়তনমধ্যে তু তিষ্ঠতে
পরমেশ্বরঃ । শূলপার্শ্বদেবঃ সর্বদেবতপূজিতঃ ।
২ । স সঙ্গমো নৃপশ্রেষ্ঠ নিত্যং দেবৈর্নিষেবিতঃ ।
দর্শনাস্তু তীর্থস্তান্নানদানাদিশেষতঃ । ৩ ।
দৌর্ভাগ্যং দুর্নিমিত্তঞ্চ হস্তিশাপো নৃপত্রয়ঃ । যদন্ত-
দ্রুতঃ কস্মৈ নশ্যতে শঙ্করোহিববৌ । ৪ । যুধিষ্ঠির
উবাচ । কথং শূলেশ্বরী দেবী কথং শূলেশ্বরো
হরঃ । প্রথিতো নন্দদাতীয়ে এতদ্বিস্তরতো বদ ।
৫ । ত্রীমার্কেণ উবাচ । বভূব ব্রাহ্মণঃ কশি-
মাণ্ডব্য ইতি বিজ্ঞতঃ । বৃদ্ধিমান সর্বধর্মজ্ঞঃ সত্যো

এইরূপ করিলে নয় দুঃখভাজন হয় না ।
শততম কল্পকাল সূর্যালোকে গন্ধর্ব ও অঙ্গরোগণ
তাহার সেবা করিয়া থাকে । ১—১১ ।

সপ্তনবত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৭ ।

অষ্টনবত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কেণ কহিলেন,—হে মহীপাল ! অনন্তর
ভদ্রকালীতীর্থে গমন করিবে । ইহা একটি সঙ্গম
তীর্থ । এই তীর্থ শূলতীর্থ নামেও খ্যাতিলাভ করি-
য়াছে এবং ইহা স্বয়ং শঙ্কর নির্মাণ করিয়াছেন ।
সর্বদেবপূজিত পরমেশ্বর শূলপার্শ্ব মহাদেব এ স্থানে
পঞ্চায়তন মধ্যে অবস্থান করেন । হে নৃপ-
ত্তম ! দেবর্ষিগণ সতত এই সঙ্গমতীর্থেই সেবা করিয়া
থাকেন, এ তীর্থেই দর্শনে বিশেষতঃ এখানে আন-
দানে দুর্ভাগ্য, দুর্নিমিত্ত, অভিশাপ, নৃপনিগ্রহ এবং
অশান্তি যে কিছু দ্রুত আছে, তৎসমস্ত বিনষ্ট
হয়, ইহা শঙ্কর কহিয়াছেন । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা
করিলেন,—শূলেশ্বর হর ও শূলেশ্বরী দেবী
শঙ্করী কিরূপে বেরাভীয়ে প্রথিত হইলেন,
তৎসমস্ত বিস্তারপূর্বক আমার নিকটে বলুন ।
মার্কেণ কহিলেন,—মাণ্ডব্য নামে জনৈক বিগাত

তপসি চ স্থিতঃ । ৬ । অশোকাস্রমমধ্যস্থো বৃক্ষ-
মূলে মহাতপাঃ । উর্দ্ধবাহুর্মহাতেজাস্থো যৌন-
ব্রতাবিতঃ । ৭ । তস্মৈ কালেন মহতী ভীয়ে তপসি
বর্জিতঃ । তমাশ্রমমুপ্রাপ্তা দম্ভবো লোপজহারিণঃ ।
৮ । অমুসর্পায়াণা বহুভিঃ পুরুষৈর্ভয়তর্কত । তে
তস্মাবসখে লোপ্তঃ স্তম্ভধুঃ কুরুনন্দন । ৯ । নিধায়
চ তদা লীনাস্ত্রৈবাস্রমমণ্ডলে । তেষু লীনেষুথো
শীঘ্রং ততস্তদ্রক্ষিণাং বলম্ । ১০ । আজগাম
ততোহপশ্চাত্তমুখিঃ তক্ষরানুগাঃ । তমপৃচ্ছঃস্তদা
বৃত্তং রক্ষিণস্তং তপোধনম্ । ১১ । বদ কেন পথা
যাতা দম্ভবো দ্বিজসত্তম । তেন গচ্ছামহে ব্রহ্মন
যথা শীঘ্রতরং বয়ম্ । ১২ । তথা তু বচনং তেষাং
ক্রবতাং স তপোধনঃ । ন কিঞ্চিৎচনঃ রাজরবদৎ
সাধ্বসাধু বা । ১৩ । ততস্তে রাজপুরুষা বিচিহ্ন-
স্তমাশ্রমম্ । সংযম্যেনং ততো রাজ্ঞে সর্বান দম্ভ্যরা-
বেদয়ন্ । ১৪ । তং রাজা সহিতৈশ্চোটৈরবধা-
দুধ্যাতামিতি । সম্বোধ্য তঞ্চ তৈ রাজন্ শূলে

দ্বিজ ছিলেন । বৃদ্ধিমান সর্বধর্মজ্ঞ সত্যশীল
তপোনিষ্ঠ তেজস্বী মহাতপা যৌনব্রতী মুনি
মাণ্ডব্য অশোকাস্রমমধ্যস্থিত এক তরুতলে
উর্দ্ধবাহু হইয়া অবস্থান করিতেন । এইরূপ তীর্থ
তপস্শায় তাঁহার বহুকাল অতিবাহিত হইলে একদা
তদীয় আশ্রমে কতিপয় তক্ষর আসিয়া উপস্থিত
হয় । রাজপুরুষগণও সেই তক্ষরগণের অনুসরণ
করত ঐ আশ্রমেই আসিতোছিল । হে ভয়তর্কত !
রক্ষিণের তয়ে তক্ষরেরা তাহাদের চৌধ্যালক
দ্রব্যজাত মুনি মাণ্ডব্যের আশ্রমে নিক্ষেপ করে,
এবং তাহার আশ্রমগোপন করিয়া সেই আশ্রমমণ্ডলে
স্বানর সন্নিধানেই অবস্থিত হয় । অনন্তর তক্ষরেরা
প্রচুরভাবে স্বানসন্নিধানে অবস্থিত হইলে এদিকে
সেই রক্ষিদলও দ্রুতবেগে তথায় আগমন করিল,
এবং তক্ষরগণকে দেখিতে না পাইয়া তখন
রক্ষীরা তপোধনকে এই বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল;
বলিল,—হে দ্বিজসত্তম বলুন,—দম্ভ্যরা কোন্
পথে গমন করিয়াছে ? হে ব্রহ্মন ! আমরাও অতি
সহর সেই দম্ভ্যগণের অনুসরণ করিব । ১—১২ ।
হে রাজন্ ! রক্ষীরা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে
তপোধন ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না । অনন্তর
রাজপুরুষগণ তাঁহার আশ্রমে তক্ষরগণের অবেষণে
প্রবৃত্ত হইল, এবং সেই তক্ষরগণকেও গ্রহণ

শ্রোতো মহাতপাঃ । ১৫ । ততস্তে শূলমারোপ্য তং
মুনিঃ রক্ষিণস্তদা । প্রতিজঘূর্নহীপাল ধনাত্মাদায়
তান্তথ । ১৬ । শূলস্বঃ স তু ধর্ম্মাচ্চ কালেন মহতা
তদা । ধ্যায়ন্ দেবঃ ত্রিলোকেশঃ শঙ্করঃ তমুমা-
পতিম্ । ১৭ । বহুকালং মহেশানং মনসাধ্যায়
সংস্থিতঃ । নিরাহারোহপি বিপ্রধর্ম্মবরণং নাভ্য-
পদ্যত । ১৮ । ধারয়ামাস বিপ্রাণামৃষতঃ স হৃদা
হরিম্ । শূলাগ্রে তপ্যমানেন তপস্তেন কৃতং তদা ।
১৯ । সস্তাপং পরমং জঘূঃ ঋতৈতনুনয়োহধিলাঃ ।
তে রাজৌ শকুনা ভূত্বা সন্ন্যবর্ত্তন্ত ভারত । ২০ ।
দর্শয়ন্তো মূনেঃ শক্তিং তমপৃচ্ছন্ দ্বিজোত্তমম্ ।
শ্রোতুমিচ্ছাম তে ব্রহ্মন্ কিং পাপং কৃতবানসি । ২১ ।
ঈমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততঃ স মুনিশার্দূলস্তানুবাচ
তপোধনান । দোষতঃ কিং গমিষ্যামি ন হি

করিল । তাহার মুখে কিছুই প্রকাশ ন । করিয়া
মুনি মাণ্ডব্যকেও সেই সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিল ।
তার পর বন্দী দম্মাগণকে সেই মুনির সহিত লইয়া
গিয়া রাজসমীপে উপস্থাপিত করিল । রাজা চৌর-
গণের সহিত ঋষির প্রতি বধদণ্ডের আদেশ করি-
লেন । হে রাজন ! রক্ষীরা তস্করগণকে নিহত ও
ঋষিকে বন্ধন করিয়া শূলে আরোপিত করিল । হে
মহীপাল ! মহাতপা মুনি শূলবদ্ধ হইয়া অবস্থান
করিতে লাগিলেন, এদিকে রক্ষীরাও তাঁহাকে
শূলারোপিত করিয়া গুনরায় আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক
সেই অপহৃত ধনরাশি গ্রহণ করিল । এদিকে
ধর্ম্মাচ্চা মুনি মাণ্ডব্য বহুকাল শূলে বাস করিলেন,
তিনি মনে মনে ত্রিলোকনাথ উমাপতি মহেশান
শঙ্করকে ধ্যান করত বহুকাল অতিবাহিত করি-
লেন । নিরাহারে থাকিয়াও ঋষিসত্তম মরিলেন
না, শূলপীড়িত মাণ্ডব্য বিপ্রসত্তম, সতত হৃদয়ে
হরিকে ধ্যান করত শূলাগ্রে থাকিয়াই তপস্থা
করিতে লাগিলেন । হে ভারত ! ঋষিমণ্ডলী মাণ্ড-
ব্যের এই সস্তাপবৃত্তান্ত বিদিত হইয়া অত্যন্ত
দুঃখিত হইলেন, তাঁহার পক্ষিবেশ পরিগ্রহ করিধা
রজনীযোগে তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন ।
ঋষিরা মুনি মাণ্ডব্যের শক্তিদর্শনে বিস্মিত হইয়া
সেই দ্বিজসত্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রহ্মন্ !
আপনি কি পাপ করিয়াছিলেন যে, আপনার এইরূপ
দুর্ঘটনা সম্মুখিত হইয়াছে ? এক্ষণে আমরা তাহা
শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি । মার্কণ্ডেয় কহি-
লেন,—অনন্তর মুনিশার্দূল মাণ্ডব্য তপোধনগণকে

মেহস্তোপরাধ্যতি । ২২ । এবমুক্তা ততঃ সর্কীনা-
চচকে ততো মুনিঃ । মুনয়শ্চ ততো রাজ্ঞে
দ্বিতীয়েহহি স্তবেদয়ন্ । ৩৩ । রাজা তু তমুবিঃ
ক্রত্বা নিজ্জান্তঃ সহ বকুভিঃ । প্রসাদয়ামাস তদা
শূলস্বমৃষিসত্তমম্ । ২৪ । রাজোবাচ । যন্ন্যাপকৃতং
তাত তবাজানবশাঘহ । প্রসাদয়ে ত্বাং তজ্জাহং
ন মে ত্বং ক্রোধমুর্হসি । ২৫ । এবমুক্তস্ততো রাজা
প্রসাদমকরোমুনিঃ । কৃতপ্রসাদং রাজা তং ততঃ
সমবতারয়ৎ । ২৬ । অবতীৰ্য্যমাণস্ত মুনিঃ শূলে
মাংসভ্রমাগতে । অতিসম্পীড়িতো বিপ্রঃ শঙ্করঃ
মনসাগমৎ । ২৭ । সন্ধ্যাতঃ শঙ্করস্তেন বহু-
কালোপবাসতঃ । প্রাহুর্ভূতো মহাদেবঃ শূলং তন্ত
তথাচ্ছিনৎ । ২৮ । শূলমূলস্থিতঃ শঙ্কুশষ্টঃ
প্রাহ পুনঃপুনঃ । ক্রহি কিং ক্রিয়তাং বিপ্র
সত্ত্বস্থানপরায়ণ । ২৯ । অদেয়মপি দাশ্যামি
তুণ্ডোহম্ম্যদ্যোময়া সহ । কিং ন সত্যবতাং

কহিতে লাগিলেন । বলিলেন,—আমার দোষে
এরূপ ঘটে নাই, পরন্তু অন্তর্কৃত অপরাধ হই-
তেই এরূপ ঘটিয়াছে । মাণ্ডব্য এই বলিয়া
আমূল সকল বৃত্তান্তই ঋষিগণসমীপে ব্যক্ত
করিলেন । অনন্তর ঋষিগণ পরদিবসে রাজার
নিকট গমন করিয়া এই বৃত্তান্ত নিবেদন
করিলেন, রাজাও তাঁহাকে ঋষি বলিয়া বুঝিতে
পারিলেন এবং বকুগণ সহ গৃহ হইতে নিজ্জান্ত
হইয়া সন্ধ্যর শূলসমীপে গমনপূর্ব্বক সেই শূলারোপিত
ঋষিসত্তম মাণ্ডব্যকে বিবিধ স্ততিবাক্যে প্রসন্ন
করিলেন । ১৩—২৪ । রাজা বলিলেন,—হে ভাতৃ !
আমি আপনাকে চিনিতে না পারিয়াই আপনার
বহু অপকার করিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হউন, আমার
প্রতি কুপিত হইবেন না । রাজার এইরূপ স্ততি-
বাক্যে ঋষি প্রসন্ন হইলেন, অনন্তর রাজা ঋষিকে
প্রসন্ন জানিয়া তাঁহাকে শূল হইতে অবরোপিত
করিলেন, শূলে তাঁহার মাংস বিদ্ধ হইয়াছিল, তজ্জন্ত
তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি
শূল হইতে অবতীর্ণ হইয়াও শঙ্করের ধ্যান পরি-
তাগ করিলেন না, পরন্তু মনে মনে মহাদেবের
চিন্তায় নিরত ছিলেন । ঋষি বহুকাল উপবাসী ও
শঙ্করধ্যানমগ্ন ; তাই শঙ্করও অদ্য শূলমূলে প্রাহ-
র্ভূত হইয়া তাহার শূলক্রেম দূর করিয়া দিলেন
অনন্তর শঙ্কর ঋষির প্রতি তুষ্ট হইয়া পুনঃপুন
বলিতে লাগিলেন,—বিপ্র, বল, তোমার নি

লোকে সিদ্ধির্ন স্মাচ্চ ভূয়সী । ৩০ । স্বকর্মণোহু-
রূপং হি কলং ভুঞ্জস্তি জন্তবঃ । শুভেন কর্মণা
ভূতির্ভূতঃ স্মাৎ পাতকেন তু । ৩১ । বহুভেদ-
প্রতিমঃ তু মহাব্যোষু বিপচ্যতে । কেবাং দরিদ্র-
ভাবেন কেবাং ধনবিপত্তিজন্ম । ৩২ । সমুদ্র-
ভাবজং কেবাং কেবাংকিত্ত্বিপর্যায়ৈ । তথা ভূত্ব-
তন্তেবাং কলমাবির্ভবেনুগাম্ । ৩৩ । কেবাংকিৎ
পুত্রমরণে বিয়োগাৎ প্রিয়মিত্রয়োঃ । রাজচৌরাগ্নিতঃ
কেবাং হুংখং স্মাদৈবনির্মিতম্ । ৩৪ । তচ্ছরীরে
তু কেবাংকিৎ কর্মণা সম্পদৃশ্যতে । জরাশ্চ বিবিধাঃ
কেবাং দৃশ্যন্তে ব্যাধয়স্তথা । ৩৫ । দৃশ্যন্তে চাতি-
শাপাশ্চ পূর্বকর্ম্মানুসন্ধিতাঃ । কষ্টাঃ কষ্টতরাবস্থা
গতাঃ কেচিদনাগসঃ । ৩৬ । পূর্বকর্ম্মবিপাকেন
ধর্ম্মেণ তপসি স্থিতাঃ । দাস্তাঃ স্বদারনিরতা ভূরিদাঃ

প্রিয় সাধন করিব? তুমি সম্পূর্ণ সমুদ্রপথে নিরত
হইয়াছ, আমিও অদ্য উমার সহিত তোমার
প্রতি প্রীত হইয়াছি, আজ তোমাকে আমার
অদেয় কিছুই নাই। আমি অদ্য অদেয় বস্তুও
তোমাকে প্রদান করিব কিন্তু ঋণে! সত্যশীল
লোকদিগের ইহলোকে ভূয়সী সিদ্ধি হয় না।
জন্তুগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেই ফলভোগ করে;
শুভ কর্ম্মদ্বারা জীবের ঐশ্বর্যলাভ এবং পাপ কর্ম্ম-
দ্বারা দুঃখপ্রাপ্তি হয়। এইরূপ পাপ পুণ্য কর্ম্মের
ফলাফল সম্বন্ধে বহুভেদ দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ
মানবলোকেই ইহার বিভিন্নতা সম্যক উপলব্ধ
হইয়া থাকে। নরগণের মধ্যে কেহ দারিদ্র্য নিব-
ন্ধন, কেহ ধনকর জন্তু, কেহ পুত্রাভাবনির্মিত
এবং কেহ বা বহুপুত্রতা হেতু দুঃখ পায়। স্বীয়
ভূত্ব নিবন্ধন অনেক মানবের দুঃখ আসিয়া দেখা
দেয়। কাহারও পুত্রমরণে, কাহারও প্রিয়মিত্রের
বিয়োগে এবং কাহারও বা রাজা চোর ও অগ্নি
হইতে দৈবকৃত দুঃখপ্রাপ্তি ঘটে। নরগণ যে
শরীরে পাপ করে, কাহারও সেই শরীরেই ফল-
ভোগ হইতে দেখা যায়—কাহারও জরা ও কাহারও
বা বিবিধ ব্যাধি দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ পূর্বকর্ম্ম
সিদ্ধত ফলে কেহ বা অভিশাপজ পাতকবলে
কষ্ট হইতে কষ্টতর দশায় উপনীত হয়। আবার
ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তপোরত ধ্যানিক
নিরাপরাধ নরগণও পূর্বকর্ম্মবিপাকে বিবিধ
দুঃখের ভাজন হয়। কত কত দাস্ত, স্বদারনিরত,

পরিপূজকঃ । ৩৭ । ইমন্তো নয়সংযুক্তা অস্তে
বহুগৈর্ভূতাঃ । হর্গমামাপদং প্রাপ্য নিজকর্ম্ম-
সমুদ্বাষ । ৩৮ । ন সঞ্জরস্তি যে মর্ত্যা ধর্ম্মনিষ্ঠাঃ
ন কুর্ততে । ইদমেব তপো মধা ক্রিপন্তি
সুবিচেতসঃ । ৩৯ । হা ভ্রাতর্যাতঃ পুত্রোতি কষ্টে
ন বদন্তি যে । স্বরস্তি মাং মহেশানমথবা পুরুষে-
ক্ষণম্ । ৪০ । ভুক্তং পূজ্যং ভোক্তুং এবং
তদুপশাম্যতি । ৪১ । দিনানি যাবান্ত বসেৎ স
কষ্টে যথাকৃতং চিন্তয়েদেবমৌশম্ । তাবন্তি সৌম্যানি
কৃতানি তেন ভবন্তি বিপ্রা ঋতিনোদনৈবা । ৪২ ।
যস্মাদ্ভয়া কষ্টগতেন নিত্যং স্মৃতচাহং মনসা
পুজিতশ্চ । গৌরীসহায়ন্তেন ইহাগতোহস্মি ব্রহ্মদ্য
কৃত্যং ক্রিয়তাং কিং নু বিপ্র । ৪৩ । মাণ্ডব্য
উবাচ । তুষ্টো যস্যময়া সার্কং বরদো যদি শঙ্কর ।
তদা মে শূলসংস্থস্ত সংশয়ং পরমং বদ । ৪৪ ।
ন কজা মম কাপি স্মাচ্চুলসম্প্রোতিতেহগকে ।
অমৃতস্রাবি তচ্চুলং প্রভাবাৎ কস্ত শংস মে । ৪৫ ।

ভূরিদ, পরিপূজক, লজ্জাশীল, নীতিমান এমন কি
বহুগণাধিত মানবগণও নিজ নিজ কর্ম্মজাত ভূত-
গোত্র আশ্রয় হইয়া থাকে। যে সকল স্মৃতে
মানব দুঃখেও ক্রিষ্ট হয় না, যাহারা ধর্ম্মনিষ্ঠা করে না,
যাহারা এই সকল অকর্তব্যের অনাচরণকেই
উপশ্রা বলিয়া মনে করে, যাহাদের চিন্তা চঞ্চল
নহে, কষ্টে পতিত হইয়াও যাহারা ‘হা ভ্রাতা
হা মাতঃ! হা পুত্র! প্রভৃতি শোকসূচক বাক্যের
উচ্চারণ করে না, যাহারা ঈশ জানিয়া আমাকে
কিংবা পুণ্ডরীকনয়ন নারায়ণকে স্মরণ করে,—পূর্ব-
কৃত দুঃখভোগ বিষয়ে তাহারা নিশ্চিতই শাস্তিলাভ
করিয়া থাকে। হে বিপ্র! ঋতি বলেন,—কষ্টের
দশায় উপনীত হইয়া মানব যতদিন ঈশানকে স্মরণ
করে, তাহার ততদিনই শুভ বলিয়া অভিহিত হয়।
বিপ্র! তুমি ক্রেশদশায় উপনীত হইয়াও নিত্য মনে
মনে আমার স্মরণ ও পূজা করিয়াছ। ব্রহ্মন্! বল,
আজ তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিব? ২৫-৪৩। মাণ্ডব্য
বলিলেন,—হে শঙ্কর! যদি উমার সহিত আমার
প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন আর যদি আমাকে বর
দান করেন, তবে শূলবাসকালে আমার যে এক
বিষম সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার নিরাস
করুন। আমার দেহে শূল বিদ্ধ হইলে আমি
কোনরূপ ব্যথিত হয় নাই, এক্ষণে আমায় বলুন
কাহার প্রভাবে এই শূল অমৃতস্রাবী হইল? শূল-

শ্রীশূলপানিকবাচ । শূলমূলে যথা বিপ্র মনসা
চিন্তিতোহস্মি যৎ । অনঘানাং নিহস্তাহঃ ক্ৰোধানাং
বিনিবর্হণঃ । ৪৬ । ধাতমাজো হুং বিপ্র পাতালে
বাপি সংস্থিতঃ । শূলমূলে যৎ শতুরগ্রে দেবী
বসঃ স্থিতা । জগন্মাতা দিক দেবী স্বায়তেনাধ-
পুয়ৎ । ৪৭ । মাণ্ডব্য উবাচ । পূর্বমেব স্থিতো
যশ্মাকুলং ব্যাপ্যাময়া সহ । প্রসাদপ্রবণো মহ-
মিদানো চানয়া সহ । ৪৮ । যন্তাঃ সংস্রবণাদেব
দৌর্ভাগ্যং প্রলয়ং ব্রজেৎ । ন দৌর্ভাগ্যং পরং
লোকে ক্ৰোধাদুৎপত্তং কিল । ৪৯ । কিলেবং শ্রুত্ব
গাথা পুরাণেষু স্মরোক্তম । ত্রৈলোক্যং দহতস্তাত্যং
সৌভাগ্যমেকতাং গতম্ । ৫০ । বিকোর্ককঃশূলং
প্রাপ্য সংস্থিতং চেতিনঃ শ্রুতম্ । পীতং তদ্বক্ষস-
শ্রুতদক্ষেণ পরমেষ্ঠিনা । ৫১ । তস্মাৎ সতীতি
সঞ্জ্ঞা ইয়মিদৌবরেক্ষণা । যজ্ঞতন্তুস্ত দেবেশ তব
মানাবধুনাৎ । ৫২ । জুহাবাগ্নৌ তু সা দেবী
হাস্তানং প্রাণসংজ্ঞিতম্ । আস্থানং ভাস্মসাৎ কৃশ্বা

পাণি উত্তর করিলেন,—বিপ্র! আমি অনঘগণের
নিহস্তা, ও ক্ৰোধরাশির নাশক। তুমি শূলারোপিত
হইয়া মনে মনে আমাকে চিন্তা করিয়াছিলে,
তাই পাতালতলে আমার অধিষ্ঠান হইলেও
আমি তোমার স্রবণমাত্রে শূলমূলে আগমন
করি; জগন্মাতা দেবী অধিকাও তখন আমর
সম্মুখে অধিষ্ঠিত হন এবং তিনিই তোমাকে অমৃত
দ্বারা পূরিত করেন। মাণ্ডব্য বলিলেন,—পূর্বে
আপনি উমার সহিত যে রূপে শূলমূলে অবস্থিত
হইয়াছিলেন, আমার প্রতি প্রসাদপ্রবণ হইয়া ঋতুর
দর্শনমাত্রে দৌর্ভাগ্য খণ্ডিত হয়, সেই পার্বত্যের সহিত
সম্প্রতি আমাকে দেখা দিউন। হে স্মরোক্তম!
এ সংসারে দৌর্ভাগ্য হইতে ক্ৰোধাদপি ক্ৰোধতর
আর কিছুই নাই। পুরাণনিচয়ে এই গাথা শ্রুত
হয় যে, আপনি যখন ত্রিলোক দহ করেন, তখন
অখিল সৌভাগ্য একত্র হইয়াছিল। আমরা
আরও শুনিয়াছি যে, সে সকল সৌভাগ্য বিষ্ণুর
বক্ষোদেশ লাভ করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিত
হইয়াছে। পরমেষ্ঠী দক্ষ তন্তু হইয়া সেই বিষ্ণুবক্ষ
পান করেন। এই ইন্দৌবরনয়না সতী সেই
দক্ষ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হে দেবেশ!
বাগকারী দক্ষ যজ্ঞস্থলে আপনার অপমান করি-
য়াছিলেন, তাই সতী প্রাণময় আত্মাকে অনলে
আর্হতি দিয়াছিলেন। তিনি আত্মাকে ভাস্মসাৎ

প্রালেয়াদ্রেস্ততঃ সূতা । ৫৩ । মেনকায়াঃ প্রভো
জাতা সাম্প্রতং বা হ্যমাতিথা । অনাদিনিধনা
দেবী হপ্রতর্ক্যা সুরেশ্বর । ৫৪ । যদি তুষ্টোহসি
দেবেশ হ্যমা মে বরদা যদি । উভাবপ্যজ বৈ
স্থানে স্থিতো শূলাগ্রমূলয়োঃ । ৫৫ । অবতারো
যজ তজ সংস্থিতিং বৈ ততঃ কুরু । ৫৬ । শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । তেনৈবযুক্তে সহসা কৃশ্বা ভূমণ্ডলং দ্বিধা
নিঃস্থতো শূলমূলগ্রাশ্লিষ্কার্চাপ্রতিরূপিনৌ । ৫৭
প্রদ্যোতয়দিশঃ সর্বা লিঙ্গং মূলে প্রদৃশ্যতে । বামত
প্রতিমা দেবী তদা শূলেশ্বরী স্থিতা । ৫৮
বিলোভয়ন্তী চ জগদ্ভাতি পুরয়তী দিশঃ । দৃষ্টা
কৃতাজলিপুটঃ স্ততিং চক্রে দ্বিজোক্তমঃ । ৫৯
মাণ্ডব্য উবাচ । যমস্ত জগতো মাতা জগৎ-
সৌভাগ্যদেবতা । ন ত্রয়া রহিতং কিঞ্চিদ-
ব্রহ্মাণ্ডেহস্তি বরাননে । ৬০ । প্রসাদং কুরু ধর্ম্যজ্ঞে
মম দ্বাজপ্তমর্হসি । ঐদৃশেনৈব রূপেণ কেষু স্থানেষু
তিষ্ঠসি । প্রসাদপ্রবণা ভূত্বা বদ তানি মহেশ্বরি ।

করিয়া হিমবানের কন্তা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।
হে প্রভো! সাম্প্রতি ঋতুর নাম হইয়াছে উমা,
ইনি হিমাচলপত্নী মেনার উদরে জন্মলাভ করিয়া-
ছেন। হে সুরেশ! এই উমাদেবী অনাদি-
নিধনা অপ্রতর্ক্যা। হে দেবেশ! যদি আপনি
আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আর যদি উমা
আমার বরদা হন, তবে আপনারা উভয়েই এই
শূলের মূলে ও অগ্রভাগে সন্নিহিত হউন। আপনি
যে সে স্থানে অবতার করুন না কেন, এই
স্থানেই নিয়ত অবস্থান করুন । ৪৪—৫৫। শ্রীমার্কণ্ডেয়
কহিলেন,—মুনি মাণ্ডব্য এইরূপ বলিলে সহসা
ভূমণ্ডল দ্বিধা ভেদ করিয়া শূলমূল ও শূলাগ্রভাগ
হইতে একটী লিঙ্গ ও একখানি প্রতিমা বহির্গত
হইল। সেই লিঙ্গ দিক্‌সকল উদ্ভাসিত করিয়া শূল-
মূলে পরিদৃষ্ট হইলেন। তাঁহার বামভাগে উমা-
প্রতিমা শূলেশ্বরী সমগ্রজগৎ প্রলোভিত ও দিক্
সকল পূরিত করত বিরাজ করিতে লাগিলেন।
তদর্শনে দ্বিজোক্তম মাণ্ডব্য কৃতাজলিপুটে সেই
লিঙ্গমূর্তির স্তব করিতে লাগিলেন। মাণ্ডব্য বলি-
লেন,—আপনি এ জগতের মাতা ও সৌভাগ্য-
দেবতা; হে বরাননে! আপনি ব্যতীত এ ব্রহ্মাণ্ডে
আর কিছুই নাই। হে ধর্ম্যজ্ঞে! আমার প্রতি
প্রসন্ন হইয়া বলুন,—আপনি ঐদৃশরূপে কোন
কোন স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন? হে পরমে-

৬১। ঐদেব্যাৱাণে। সৰ্বগা সৰ্বভূতেষু দ্ৰষ্টব্য।
সৰ্বভূতে। ভূবি। সৰ্বলোকেষু যৎকিঞ্চিদ্বিহিতং
ন ময়া বিনা। ৬২। তথাপি যেষু স্থানেষু
দ্ৰষ্টব্য। সিদ্ধিমীপুতিঃ। স্তব্ধব্য। ভূতিকায়েন
তানি বক্ষ্যামি তবতঃ। ৬৩। বারানশ্চাং
বিশালাক্ষী নৈমিষে লিঙ্গধারিণী। প্রয়াগে ললিতা
দেবী কামুকা গন্ধমাদনে। ৬৪। মানসে কুমুদা নাম
বিশ্বকায়। তথাপরে। গোমন্তে গোমতী নাম
মন্দরে কামচারিণী। ৬৫। মদোৎকটা চৈত্ৰরথে
হয়ন্তী হস্তিনে পুরে। কান্তকুজে স্থিতা গৌরী
রম্ভা হমলপৰ্বতে। ৬৬। একাক্ষকে কৌৰ্ণ্ডিমতী বিখ্যঃ
বিপ্ৰেশ্বরে বিহঃ। পুন্ডরে পুন্ডহতা চ কেদারে মার্গ-
দায়িনী। ৬৭। নন্দা হিমবতঃ প্রস্থে গোকর্ণে ভদ্র-
কৰ্ণিকা। স্থানেশ্বরে ভবানী তু বিদকে বিশ্ব-
পতিকা। ৬৮। ত্রীশৈলে মাধবী নাম ভদ্রে ভদ্রে-
শ্বরীতি চ। জয়া বরাহেশেলে তু কমলা কমলালয়ে।
৬৯। রুদ্রকোট্যাং তু কল্যাণী কালী কালঞ্জরে তথা।
মহালিঙ্গে তু কপিলা মাকোটে মুকুটেশ্বরী। ৭০।
শালিগ্রামে মহাদেবী শিবলিঙ্গে জলপ্রয়া। মায়া-

শ্বরী। আমার প্রতি প্রসাদপ্রবণা হইয়া এই
সকল ব্যক্ত করুন। দেবী বলিলেন,—আমি
সৰ্বভূতাধিষ্ঠাত্রী ও ভূতলে সৰ্বত্রই দৃষ্টমানা;
লোক সকলে যে কিছু বস্তু দৃষ্ট হয়, আমি ব্যতীত
এ সকল সৃষ্ট হয় নাই। তথাপি সিদ্ধিকামো মানব-
গণ যে যে স্থানে আমাকে অবস্থিত দর্শন
করে এবং ভূতিকামী মানবগণ আমাকে যে
যে স্থানে স্মরণ করে, যথাযথ কীৰ্ত্তন করিতেছি।
বারানসীতে আমার নাম বিশালাক্ষী, নৈমিষারণ্যে
লিঙ্গধারিণী, প্রয়াগে দেবী ললিতা, গন্ধমাদনে
কামুকা ও মানস সরোবরে কুমুদা; এখানে কেহ
কেহ আমাকে বিশ্বকায় ও কটিয়া থাকেন।
গোমন্ত পৰ্বতে আমার নাম গোমতী, মন্দরে
কামচারিণী, চৈত্ৰরথে মদোৎকটা, হস্তিনাপুরে হয়ন্তী,
কান্তকুজে গৌরী, অমলাচলে রম্ভা, একাক্ষকানে
কৌৰ্ণ্ডিমতী, বিপ্ৰেশ্বর ক্ষেত্রে বিখ্য, পুন্ডরে পুন্ডহতা,
কেদারে মার্গদায়িনী, হিমালয়প্রস্থে নন্দা, গোকর্ণে
ভদ্রকৰ্ণিকা, স্থানেশ্বরে, ভবানী, বিদকে বিশ্বপতিকা,
ত্রীশৈলে মাধবী, ভদ্রে ভদ্রেশ্বরী, বরাহেশেলে জয়া,
কমলালয়ে কমলা, রুদ্রকোটীতে কল্যাণী, কালঞ্জরে
কালী, মহালিঙ্গে কপিলা, কোটে মুকুটেশ্বরী, শালি-
গ্রামে মহাদেবী, শিবলিঙ্গে জলপ্রয়া, মায়াপুরীতে

পুৰ্ণ্যাং কুমারী তু সন্তানে ললিতা তথা। ৭১। উৎপ-
লাক্ষী সহস্রাক্ষে হিরণ্যাক্ষে মহোৎপলা। গঙ্গায়
বিমলা নাম মঙ্গলা পুন্ডরোত্তমে। ৭২। বিপা-
শায়ামমোক্ষাক্ষী পাটলা পুণ্ড্রবৰ্দ্ধনে। নারায়ণী
সুপার্শ্বে তু ত্রিকুটে ভদ্রসুন্দরী। ৭৩। বিপুলে
বিপুল। নাম কল্যাণী মলয়াচলে। কোটবী কোটি-
তীর্থেষু সুগন্ধা গন্ধমাদনে। ৭৪। গোদাক্ষমে
ত্রিসঙ্খ্যা তু গঙ্গাধারে রতিপ্রিয়া। শিবচণ্ডে
সভানন্দা নন্দিনী দেবিকাতটে। ৭৫। কঙ্কণী
দ্বারবহীতে রাধা বৃন্দাবনে বনে। দেবকী মথুরায়াম্ভ
পাতালে পরমেশ্বরী। ৭৬। চিত্রকুটে তথা সীতা
বিদ্যে বিদ্যানিবাসিনী। সহ্যাদাবেকবীরা তু
হরিশ্চন্দ্রে তু চণ্ডিকা। ৭৭। রমণা রামতীর্থে তু
যমুনায়াং যুগাবতী। করবীরে মহালক্ষ্মী রূপা দেবী
বিনায়কে। ৭৮। আরোগ্যা বৈদ্যনাথে তু
মহাকালে মহেশ্বরী। অভয়েত্যুতীর্থে তু মৃগী বা
বিদ্যাকন্দরে। ৭৯। মাণ্ডব্যো মাণ্ডুকী নাম স্থা
মহেশ্বরে পুরে। ছাগলিঙ্গে প্রচণ্ডা তু চণ্ডিকা-
মরকটকে। ৮০। সোমেশ্বরে বরারোহা প্রভাসে
পুন্ডরবতী। বেদমাতা সরস্বত্যাং পারা পারাতটে
মুনে। ৮১। মহালয়ে মহাভাগা পয়োক্ষ্যাং
পিঙ্গলেশ্বরী। সিংহিকা কৃতশৌচে তু কার্ত্তিকে

কুমারী সন্তানে ললিতা, সহস্রাক্ষে উৎপলাক্ষী, হির-
ণ্যাক্ষে মহোৎপলা, গঙ্গায় বিমলা, পুন্ডরোত্তমে মঙ্গলা,
বিপাশায় অমোক্ষাক্ষী, পুণ্ড্রবৰ্দ্ধনে পাটলা, সুপার্শ্বে
নারায়ণী, ত্রিকুটে ভদ্রসুন্দরী, বিপুলে বিপুল।
মলয়াচলে কল্যাণী, কোটীতীর্থে কোটবী, গন্ধমাদনে
সুগন্ধা, গোদাক্ষমে ত্রিসঙ্খ্যা, গঙ্গাধারে রতিপ্রিয়া
শিবচণ্ডে সভানন্দা, দেবিকাতটে নন্দিনী,
দ্বারবহীতে কঙ্কণী, বৃন্দাবন বনে রাধা,
মথুরায়াম্ভ দেবকী, পাতালে পরমেশ্বরী, চিত্র-
কুটে সীতা, বিদ্যাচলে বিদ্যানিবাসিনী, সহ-
পৰ্বতে একবীরা, হরিশ্চন্দ্রে চণ্ডিকা, রামতীর্থে
রমণা, যমুনায়াং যুগাবতী, করবীরে মহালক্ষ্মী, বিনা-
য়কে রূপা দেবী, বৈদ্যনাথে আরোগ্যা, মহাকালে
মহেশ্বরী, অভয়েত্যুতীর্থে অভয়া, বিদ্যাকন্দরে মৃগী, মাণ্ডব্য-
তীর্থে মাণ্ডুকী মহেশ্বরপুরে স্থা, ছাগলিঙ্গে প্রচণ্ডা,
অমরকটকে চণ্ডিকা, সোমেশ্বরে বরারোহা, প্রভাসে
পুন্ডরবতী, সরস্বতীতে বেদমাতা, এবং হে মুনে!
পারাতটে আমার নাম পারা। ৮৬-৮১। মহালয়ে আমার
নাম মহাভাগা, পয়োক্ষীতে পিঙ্গলেশ্বরী, কৃতশৌচে

চৈব শাকরী ॥ ৮২ ॥ উৎপলাবর্তকে লোলা পুত্ৰা
শোণসঙ্গমে । মতা সিন্ধবটে লক্ষীস্বরূপা ভারতা-
শ্রমে ॥ ৮৩ ॥ জালদ্ধরে বিধুমখী তারা কিঙ্কি
পর্ষতে । দেবদাকবনে পুষ্টিক্ষেপা কাশ্মীরমণ্ডলে ॥
৮৪ ॥ ভীমাদেবী হিমাদৌ তু পুষ্টিক্ষেপে তথা ।
কপালমোচনে শুদ্ধিগীতা কায়াবরোহণে ॥ ৮৫ ॥
শম্বোদ্ধারে ধ্বনির্নাম ধতিঃ পিণ্ডারকে তথা ।
কালো তু চন্দ্রভাগায়ামচ্ছাদে শক্তিধারিণী ॥ ৮৬ ॥
বেণায়ামমতা নাম বদর্যামুর্ধ্বগী তথা । ওষধী চোদ্রব-
কুরৌ কুশদ্বীপে কুশোদকা ॥ ৮৭ ॥ মন্থধা হেমকুটে তু
কুমুদে সত্যবাদিনী । অশ্বথে বন্দিমীকা তু
নিধির্কৈশ্রবণালয়ে ॥ ৮৮ ॥ গায়ত্রী বেদবদনে
পার্বতী শিবসন্নিধৌ । দেবলোকে হৃথেল্লগী ব্রহ্মাণ্ডে
তু সরস্বতী ॥ ৮৯ ॥ সূর্য্যবিদে প্রভা নাম মাতৃগণ
বৈষ্ণবী মতা । অরুন্ধতী সতীমাতৃ রামাশু চ
তিলোত্তমা ॥ ৯০ ॥ চিত্রে বক্ষকলা নাম শক্তিঃ সর্ব-
শরীরিণাম্ । শলেশ্বরী ভৃগুক্ষেত্রে ভৃগৌ সৌভাগ্য-
সুন্দরী ॥ ৯১ ॥ এতদুদ্দেশ্যঃ পৌরুষ নামাষ্ট্রশত-
মুদুম ॥ অষ্টোত্তরশত তীর্থানাং শতমেতদুদাহৃতম্ ॥

সিংহিকা, কার্তিকে শাকরী, উৎপলাবর্তকে লোলা,
শোণসঙ্গমে পুত্ৰা, সিন্ধবটে লক্ষী, ভারতা-
শ্রমে তরঙ্গা, জালদ্ধরে বিধুমখী, কিঙ্কিপর্ষতে
তারা, দেবদাকবনে পুষ্টী, কাশ্মীরমণ্ডলে মেধা,
হিমালয়ে ভীমাদেবী, বনেশ্বরে পুষ্টী, কপালমোচনে
শুদ্ধি, কায়াবরোহণে মাতা, শম্বোদ্ধারে ধ্বনি,
পিণ্ডারকে ধৃতি, চন্দ্রভাগায় কালো, অচ্ছাদে শক্তি-
ধারিণী, বেণায় অম্বতা, বদর্যোতে উর্ধ্বাশী, উদ্রব-
কুরতে ওষধি, কুশদ্বীপে কুশোদকা, হেমকুটে
মন্থধা, কুমুদে সত্যবাদিনী, অশ্বথে বন্দিমীকা,
বৈষ্ণবণালয়ে নিধি, বেদবদনে গায়ত্রী, শিবসন্নিধানে
পার্বতী, দেবলোকে ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণ্ডে সরস্বতী
এবং সূর্য্যবিদে আমার নাম প্রভা । আমি
মাতৃগণ মধ্যে মাননীয় বৈষ্ণবী, সতীসমূহে অরু-
ন্ধতী, রামাগণ মধ্যে তিলোত্তমা এবং চিত্রমবো
সমশরীরব্যাপিনী বক্ষকলানাম শক্তি । আমি
ভৃগুক্ষেত্রে শুলেশ্বরী ও ভৃগুতে সৌভাগ্য-
সুন্দরী নামে বিখ্যাতা । এই তোমার নিকট
উদ্দেশ্যে আমার অমূল্য অষ্টোত্তর শত নাম
কীৰ্ত্তন করিলাম, এবং তৎপ্রদক্ষে অষ্টোত্তর শত
অমূল্য তীর্থও কীৰ্ত্তিত হইল । হে বিপ্র ।
এই অষ্টোত্তর শত নাম ও তীর্থ সংগ্রহের পক্ষে

৯২ ॥ ইদমেব পরং বিপ্র সর্বেষাং তু ভবিষ্যতি ।
পঠিত্যষ্টোত্তরশতং নামাং যঃ শিবসন্নিধৌ ॥ ৯৩ ॥ স
মুচ্যতে নরঃ পাপৈঃ প্রাপ্নোতি স্নিগ্ধমীপিতাম্ ।
স্বাস্থ্য নারী তৃতীয়ায়াং মাঃ সমভ্যর্চ্য ভক্তিতঃ ॥
ন সা আদ্যঃখিনী জাতু মৎপ্রভাবান্নরোত্তম । নিত্যঃ
মদর্শনে নারী নিয়তা যা ভবিষ্যতি ॥ ৯৪ ॥ পতি-
পুত্রকৃতং কৃতং ন সা প্রাপ্নোতি কচ্ছিচিৎ । মদালয়ে
তু সা নারী তুলাপুরুষসংজ্ঞিতম্ ॥ ৯৫ ॥ সম্পূজ্য
মণ্ডয়েদেবাল্লোকপালাঃ স সাগ্নিকান । সপত্নীকান
দ্বিজান পূজ্য বাসোভির্ভূষণৈস্তথা ॥ ৯৬ ॥ ভূতেভ্যশ্চ
বলিং দদ্যাদৃহিগতিঃ সঃ দেশিকঃ । ততঃ প্রদ-
ক্ষিণীকৃত্য তুলামিত্যভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৯৭ ॥ শুচিরক্তা-
ধরো বা আদ্যগৌত্ম কুসুমাজলিম্ । নমস্তে সর্ব-
দেবানাং শক্তিঃ পরমা স্তুতি ॥ ৯৮ ॥ সাক্ষিভূতা
জগদ্ধাত্রী নিম্মাণা বিপ্রযোনিম্ । ইং কূলে সর্ব-
ভূতানাং প্রমাণমিহ কীৰ্ত্তিতা ॥ ৯৯ ॥ করাভ্যাং
বন্ধমুষ্টিভ্যামাস্তে পঞ্চরম্যমুগম । বতোহপরে
তুলাভাগে অসেনদ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ১০০ ॥

পরম মঙ্গলপ্রদ । যে মানব শিবসন্নিধানে এই
অষ্টোত্তর শত নাম কীৰ্ত্তন করে, সে নর পাপরাশি
হইতে মুক্ত হয় এবং অলৌপিতৃ পত্নীলাভ করে ।
হে নরোত্তম । যে নারী এখানে তৃতীয়ায় স্থান
করিয়া ভক্তিভরে আমার পূজা করে, আমার
প্রভানে সে কদাচ দুঃখভাগিনী হয় না ।
যে নারী আমার দর্শনাগ্নিনী নিয়তা হয়, কদাচ
সে পতিপুত্রকৃত কৃত প্রাপ্ত হয় না । নারী
মদালয়ায় তুলাপুরুষ নামক পূজাবিদ্যার পূজা
করিয়া দেবগণ ও সাগ্নিক লোকপালগণকে ভূষিত
করিবে ও বনন-ভূষণ দ্বারা বহু সপত্নীক দ্বিজের
পূজা করিবে । অনন্তর বিবিধ দ্বিজ পুরোহিত-
গণের সহিত ভূতানবহেব উদ্দেশ্যে বলি প্রদান
করিলেন । তাব পর তুলাপুরুষকে প্রদক্ষিণ করিয়া
বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলেন । বিবিধ দ্বিজ
পুং লোহিত বনন পবিত্রানপুঙ্গব কুসুমাজলি এই-
করিলেন এবং বলিলেন,—আপনি সুরগণের পরম
শক্তিরূপে অবস্থিতা, বিপ্রযোনি আপনাকে সাক্ষীভূত
জগদ্ধাত্রীরূপে নিম্মাণ করিয়াছেন । এ সংসারে
আপনিই অখিল লোকের কূলে প্রমাণরূপে কীৰ্ত্তি
হইল ॥ ৯২-১০০ ॥ অনন্তর করদ্বয়ে মুষ্টিবন্ধনপুষ্ণ
তুলাদণ্ডের একদিকে আরোহণ করিয়া উমান্বর্তিত
মুখাবলোকন করিতে থাকিলেন । তারপর দ্বিভ

বিধং তত্র স্থানবিশ্তারসারতঃ । মদংশভূতং বিপ্রেন্দ্র
পৃথিব্যাং যদধিষ্ঠিতম্ ॥ ১০২ ॥ সুবর্ণকৈব নিম্পাবাং-
স্তথা রাজিকুসুমকম্ । তুণরাজেন্দ্রলবণং কুসুমঞ্চ
তথাষ্টমম্ ॥ ১০৩ ॥ এষামেকতমঃ কুর্ধ্যাদযথা
বিশ্তারসারতঃ । সাম্যাদভ্যাধিকং যাবৎ কাকনাদি
ভবেদ্বিজ ॥ ১০৪ ॥ তাবন্তিষ্ঠেন্নরো নারী পশ্চা-
দিদমুদীরয়েৎ । নমো নমস্তে ললিতে তুলাপুরুষ-
সংজ্ঞিতে ॥ ১০৫ ॥ ত্রুমুমে ভারযশাস্মানস্মাৎ
সংসারকদমাৎ । ততোহবতীর্থা গুরবে পুষ্কমর্কঃ
নিবেদয়েৎ ॥ ১০৬ ॥ ঋত্বিগ্ভ্যোহপরমর্কঞ্চ দদ্যা-
দদকপুষ্ককম্ । তেভ্যো লক্সা ততোহমুক্তাং দদ্যা-
দন্তেষু চার্ঘিষু ॥ ১০৭ ॥ সপত্নীকং গুরুং রক্ত-
বাসসী পরিধাপয়েৎ । অস্ত্রাংশ্চ ঋত্বিজঃ শক্ত্যা
গুরুং কেশুরকঙ্কণৈঃ ॥ ১০৮ ॥ শুক্রাং গাং ক্ষীরিণীং
দদ্যাদলিতা ত্রীয়তামিতি । মনেন বিধিনা বা তু

পুষ্কবগণ তুলাদণ্ডের অপর ভাগে নিম্নলিখিত
দ্রব্যাদি বিস্তার করিবেন। তুলাপুরুষে অষ্টবিধ
দ্রব্য বিস্তার করিতে হয়। এই দ্রব্যবিস্তার যাহার
যেমন শক্তি, তদ্রূপ করিয়াই কর্তব্য। হে দ্বিজেন্দ্র !
পৃথিবীতে যে সকল বস্তু অধিষ্ঠিত দৃষ্ট হয়, সে
সকল আমারই অংশসমূহ। পুষ্কোক্ত অষ্টবিধ
দ্রব্য যথা—সুবর্ণ, নিম্পাব (সীম), রাজি, কুসুমক,
তুণরাজ, ইন্দু, লবণ ও কুসুম। বিভবানুসারে
ইহার একত্র নম্রবেশ করিলেও চলিতে
পারে। হে দ্বিজ ! এই অষ্টদ্রব্য মধ্যে সকল বস্তুই
সমপরিমাণ গ্রহণ করবে। যাবৎকাল পবাস্ত
তুলাকণ্ড নর বা নারী অপেক্ষা অধিক না হয়, তাবৎ
কাল তুলায় উক্ত দ্রব্যাদি প্রদান করিবেন।
পরে তুলাকণ্ড নর বা নারী বলিবে,—হে
ললিতে ! তুমিই তুলাপুরুষ নামে বিদিত,
ক্রোমাকে নমস্কার। হে ত্রুমু ! তুমি সংসার-
কদম হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। অতঃ-
পর তুলাদণ্ড হইতে অবতরণ করিয়া পদমে
পুষ্কোক্ত দ্রব্যের অঙ্গ গুরুকে নিবেদন করিবেন।
তাবৎকাল করে বারি লইয়া আবাদি পুষ্কোক্ত
গনকে প্রদান করিবেন। কদম্বের গুরু ও পুষ্কো
বিভগনের অনুরূপ। নরক সন্তান প্রার্থীগণকে
যথ প্রদান করিবেন। অনন্তর সপত্নীক গুরুকে
রক্তাদর পরিধান করাবেন। শুক্রাণ্ড পুষ্কোক্ত
গনকে যথাশক্তি ভূষণ দান করিয়া কেবল গুরু-
কেই কেশুর ও কঙ্কণ দ্বারা ভূষিত করিবেন।

কুর্ধ্যান্নারী ময়ালয়ে ॥ ১০৯ ॥ মন্তুল্যা সা ভবে-
দ্রাজ্যং তেজসা ত্রিবিবামলা । সাবিত্রী চ সৌন্দর্য্যে
জয়ানি দশপঞ্চ ॥ ১১০ ॥ ত্রীমার্কেণ্ডে উবাচ ।
এবং নিশম্য বচনং গৌরীয়া দ্বিজবরোত্তমঃ । নম-
স্কৃত্য জগামাশ্চ ধর্ম্মরাজ নিবেশনম্ ॥ ১১১ ॥ তদা
প্রভৃতি তত্তীর্থং যাতং শুলেখরীতি চ । তস্মিৎ-
স্তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥ ১১২ ॥
ব্রাহ্মণানন্নবাসোভিঃ পিঠৈঃ পিতৃপিতামহান ।
ভক্তোপহাট্টৈর্দেবেশমুময়া সহ শকরম্ ॥ ১১৩ ॥
ধূপগুণ্ডলুদানৈশ্চ দীপদানৈঃ সুবোধিতৈঃ । সর্ব-
পাপবিনিমুক্তঃ স গচ্ছেচ্ছিবসন্নিধিম্ ॥ ১১৪ ॥ তস্মিৎ-
স্তীর্থে তু যঃ কশ্চিদভিযুক্তো নরেশ্বর । অভিশাপী
তথা প্লাতান্ত্রদিনং মুচ্যতে নরঃ ॥ ১১৫ ॥ কৃষ্ণপক্ষে
চতুর্দশ্যঃ রাত্রৌ জাগতি যো নরঃ । উপবাসপরঃ
শুকঃ শিবঃ সম্পূজয়েন্নরঃ । প্রমুচ্য পাপসম্মোহঃ
কদলোকঃ স গচ্ছতি ॥ ১১৬ ॥ ত্রিনেত্রশ্চ চতুর্দশ্যঃ

তারপর 'ললিতা ত্রীতা হউন' বলিয়া পয়স্বতী
শুক্রা গাতী দান করিবে। যে নারী এই-
রূপ বিধিবশে আমার আশ্রয়ে তুলাপুরুষ
দান করে, সে আমার তুল্যা। ঐ নারী তেজ দ্বারা
অমল রাজলক্ষ্মীর স্তায় শোভা পাইয়া থাকে।
পরন্তু পবদশ জন্মপর্যন্ত সৌন্দর্য্যে সাবিত্রীর
স্তায় হয়। মার্কেণ্ডে কহিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ !
দ্বিজোত্তম মাণ্ডব্য গৌরীর এবংবিধ বাক্য শ্রবণ
করিয়া তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক সহর আশ্রয়ে গমন
করিলেন। তদবধি এই তীর্থ দেবী শুলেখরীর
নামে বিখ্যাত হইল। যে মানব এ তীর্থে স্নান করিয়া
পিতৃদেবগণের তর্পণ করে, অন্নবসনাদি দ্বারা
দ্বিজগণকে ও পিতৃাদি দ্বারা পিতৃপিতামহগণকে
পবিত্রীকৃত করে এবং তত্র উপহার দ্বারা উমার
সহিত শকরকে যজ্ঞে করিয়া বৃষ, গুণ্ডলু ও
প্রজালিত দীপ দান করে, সে সর্বপাপবিমুক্ত
হইয়া শিবসমীপে গমন করিয়া থাকে। হে নরেশ !
এ তীর্থে অভিযুক্ত কিংবা শাপগ্রস্ত যে কোন ব্যক্তি
তিন দিনমান স্নান করিয়াই মুক্ত হয়। যে নর
কৃষ্ণচতুর্দশীর দিবস উপবাসী হইয়া এখানে রজনী
জাগরণ করেন এবং শুক্লদশ্যে শিবের সমান
পূজা করেন, তিনি পাপসম্মোহ পারহারপূর্ব্বক কদ
লোকে উপনীত হন। সেখানে ত্রিনেত্র চতুর্দশ্য
সাক্ষাৎ দ্বিতীয় কদম্বের স্তায় হইয়া থাকেন এবং

শকাঙ্ক ইবাগরঃ। ক্রীড়তে দেবকন্তাঃ ৩৬। চন্দ্রাৰ্ক
তারকম্ ১১৭।

ইতি শ্রীকান্দে শূলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্ট্র-
নবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১১৮।

নবনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। তীর্থবানন্তরং রাজরাশ্বিনং
তীর্থমুত্তমম্। কামিকং সর্বতীর্থানাং প্রাণিনাং
সিদ্ধিদায়কম্ ১। তত্র তীর্থেশ্বিনো দেবো
স্বরূপো ভিষজাং বরো। তপঃ কৃতা সুবিপুলঃ
সজ্জাতো যজ্ঞভাগিনো ২। সম্ভূতো সঙ্গমো
নামাদিত্যাতনয়াবুতো। নাসত্যো সঙ্গসম্পন্নো
সর্বভূতঃ সন্তমো ৩। যুধিষ্ঠির উবাচ। আদিত্যস্ত
সুতো তাত নাসত্যো যেন হেতুনা। সজ্জাতো
শ্রোতুমিচ্ছামি নির্ণয়ং পরমং দ্বিজ ৪। মার্কণ্ডেয়
উবাচ। পুরাণে ভাস্করে তাত এতদ্বিস্তরতো
ময়া। সংক্ষেপং দেবদেবস্ত মার্কণ্ডেয় মহাশয়নঃ ৫।
ততো সংক্ষেপতঃ সৰ্বং ভক্তিকৃৎসু ভারত।
কথয়ামি ন সন্দেহো বৃকভাবেন কর্ণঃ ৬।

যতকাল চন্দ্র তারকা বিদ্যমান থাকে, ততকাল তিনি
দেব কন্তাগণের সহিত ক্রীড়া করেন ১০১—১১৭।

অষ্টনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সন পৃ ১১৮।

নবনবত্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন! ইহারই
পর অন্তিম আশ্বিনতীর্থে গমন কারবে। এই কামদ
আশ্বিনতীর্থ সর্বতীর্থোত্তম ও সিদ্ধিদায়ক। এখানে
ভিষগ্বর স্বরূপ অশ্বিনীকুমারযুগল সুবিপুল তপস্যা
করিয়া যজ্ঞভাগী হইয়াছিলেন। এই অশ্বিনীকুমারদ্বয়
আদিত্যের তনয়, সুরগণের সম্মত, সঙ্গসম্পন্ন,
সন্তম ও দুঃখনাশে সমর্থ। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,
—হে তাত! অশ্বিনীকুমারযুগল যে জন্তু স্বর্গের
তনয় হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, হে দ্বিজ! এবিসম্বের
সবিশেষ নির্ণয় শুনিতে আমার অভিলাস হইতেছে।
মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে তাত! দেবদেব মহাশয়
মার্কণ্ডেয় আদিত্যপুরাণ বর্ণন করেন। আমি তাহারই
মুখে এবিস্বর সবিস্তর শ্রবণ করিয়াছি। হে
ভারত! তুমি ভক্তিম্যান, এদিকে আমিও বৃক

অতিতেজো রবেদৃষ্টা রাজ্ঞী দেবী নরোত্তম।
চন্দ্র মেরুকান্তারে বড়বা তপ উত্তমম্।
৭। ততঃ কতিপয়াহস্ত কালস্ত ভগবান
রবিঃ। দৃষ্টা তু রূপযুৎসজ্য পরমং তেজ
উজ্জলম্ ৮। মনোভববশীভূতো হয়ো হৃদা
লঘুক্রমঃ। বিষ্ফুরন্তী যথাপ্রাণং ধাবমানা ইতস্ততঃ।
৯। হ্রেমমাণঃ স্বরেণাসৌ মৈথুনায়োপচক্রমে।
সম্মুখী তু ততো দেবী নিবৃত্তা লঘুবিক্রমা ১০।
যথা তথা নাসিকায়াং প্রবিষ্টং বীজমুত্তমম্। ততো
নাসাগতে বীজে সজ্জাতো গর্ভ উত্তমঃ ১১।
জাতো যতঃ সুতো পাথ নাসত্যো বিজ্ঞাতো ততঃ।
সুসমো সুবিভক্তাজ্ঞো বিদ্বাদ্বিদমিবোদ্যতো ১২।
আবকো সৰ্বদেবানাং রূপৈশ্বর্য্যসম্বিতো। নশ্বদা-
তটমাশ্রিত্য ভৃগুকচ্ছ গতাবুতো। পরাং সিদ্ধিমশু-
প্রাপ্তো তপঃ কৃতা সুদৃশ্যম্ ১৩। তত্র তীর্থে তু

ও কৃশ; তাই এক্ষণে এবিস্বয়ে তোমার নিকট
সংক্ষেপে সকল কথাই কোঁতন করিব, সন্দেহ নাই।
হে নরোত্তম! বড়বারূপিণী রাজ্ঞী সংজ্ঞা দেবী রবির
প্রথর তেজদর্শনে মেরুকান্তারে তীব্রতপস্যা করেন।
১—৭। অনন্তর তপস্কায় কতিপয় দিবস অতিবাহিত
হইলে ভগবান রবি তাঁহাকে অবলোকন করিয়া
মনোভবের বশীভূত হন এবং আপনার পরম
উজ্জল তেজসমূর্তি পরিভাগ করিয়া অশ্বরূপ ধারণ-
পুষ্টক ধীরগতিতে রাজ্ঞী সংজ্ঞার সমীপে আগমন
করেন। অনন্তর অশ্বরূপী ভাস্কর হেয়ারব করত
মৈথুনাভিপ্রাণে রাজ্ঞার সম্মুখীন হইলে তিনিও
যথাশক্তি ইতস্ততঃ ধাবমানা হন। তখন তাঁহার
হেজোরশি ইতস্ততঃ বিষ্ফুরিত হইতে থাকে।
ধাবমানা রাজ্ঞা সংজ্ঞা অনেক ছুট-ছুটির পর
নিবৃত্তা হইয়া লঘুগতিতে অদলদলপূস্টক স্বর্গের
সম্মুখে উপনীত হইলেন। তিনি যখন ছুটছুটি
করেন, তখন সেই স্বর্গের উত্তম তেজ তাঁহার
নাসিকাবিবরে প্রবেশ করে। অনন্তর সেই
নাসাগত বীজ হইতেই তাঁহার অন্তিম
গর্ভসঞ্চার হয়। হে পার্থ! সেই নাসাগত বীজ
হইতে হুইটি তনয় জন্মে এবং এইজন্যই সেই
তনয়দ্বয় নাসত্য নামে বিখ্যাত হন। এই স্বর্ঘ্যমুতনয়
সুসম, সুবিভক্তাজ্ঞ, বিদ্ব হইতে বিদ্বান্তরের গাথ
উদ্ভূত এবং ইহারা রূপৈশ্বর্য্যে সুরসমাজে শ্রেষ্ঠ।
এই কুমারদ্বয় নশ্বদাতীরের ভৃগুকচ্ছ গমন করিয়া
সুদৃশ্য তপস্করণ করত পরমসিদ্ধি লাভ করিয়া-

ধঃ স্নানং তপয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। সুরূপঃ স্তুতগঃ
পার্থ জায়তে যত্র তত্র চ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীমাদ্বেদে আশ্বিনতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম নব-
নবত্যাধিক শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১১ ॥

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । তন্ত্ৰৈবানন্তরঃ পার্থ
সাবিত্রীতীর্থমুত্তমম্ । যত্র সিদ্ধা মহাভাগা সাবিত্রী
বেদমাতৃকা ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । সাবিত্রী কা
দ্বিজশ্রেষ্ঠ কথং বারাধ্যতে বুধৈঃ । প্রসন্ন বা বরং
কঞ্চ দদাতি কথং যমে ॥ ২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ ।
পদ্মা পদ্মাসনস্থেনাধিষ্ঠিতা পদ্মযোগিনী । সাবিত্র-
তেজঃসদৃশী সাবিত্রী তেন চোচ্যতে ॥ ৩ ॥ পদ্মাননা
পদ্মবর্ণা পদ্মপত্রনিভেক্ষণা । ধাতব্য্যা ত্র্যক্ষণৈ-
র্নিত্যাং কত্রবৈশ্বেদ্যবিধি ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মহত্যাভয়াৎ
সা হি ন তু শূদ্রেঃ কদাচন । উচ্চারণাকারণায়া
মরকে পততি ক্রবম্ ॥ ৫ ॥ বেদোচ্চারণমাত্রেণ

ছিলেন । হে পার্থ ! নর এই আশ্বিনতীর্থের যে
কোন স্থানে স্নান ও পিতৃদেবগণের তর্পণ করিয়া
সুরূপ ও স্তুতগ হয় ৮—১৪।

[নবমবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১১

দ্বিশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পার্থ ! ইহারই পর
অনুত্তম সাবিত্রীতীর্থে গমন করিবে । বেদমাতা
মহাভাগা সাবিত্রী এখানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! সাবিত্রী
কে ? বুধগণ কেন ইহার আরাধনা করেন ? তিনি
প্রসন্ন হইলে কিরূপ বরদান করেন ? এ সকল আমার
নিকট বর্ণন ককরন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ইনি
পদ্মা, পদ্মাসন ব্রহ্মাবতুক অধিষ্ঠিতা ওপদ্মাসনে
উপবেশনপূর্বক যোগনিরতা , ইহার তেজ সাবিত্র
অর্থাৎ সূর্য্যসদৃশ, এজন্য ইহাকে সাবিত্রী বলে । ইনি
পদ্মাননা, পদ্মবর্ণা এবং ইহার নয়নকান্তি পদ্মপত্রের
জায় । ত্র্যক্ষণ, কত্রিয় ও বৈশ্বগণ নিত্য ইহাকে
যথাবিধি ধ্যান করিবেন । ব্রহ্মহত্যাপাপভয়ে
শূদ্র কদাচ ইহার চিন্তা করিবে না, শূদ্র যদি সাবিত্রী
উচ্চারণ বা ধারণ করে, তবে নিশ্চিতই তাহার

কত্রিয়ৈর্দ্বন্দ্বপালকৈঃ । জিহ্বাচ্ছেদোহস্ত কর্তব্যঃ
শূদ্রস্তেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৬ ॥ বালা বালেন্দ্রসদৃশী
রক্তবস্ত্রালম্বেনা । উষাকালে তু ধাতব্য্যা সন্ধ্যা
সন্ধান উত্তমে ॥ ৭ ॥ উত্তুঙ্গপীবরকূচা স্মৃখী শুভ-
দর্শনা । সর্ষাতরুণসম্পন্ন । শ্বেতমালালম্বেনা ॥
৮ ॥ শ্বেতবস্ত্রপরিচ্ছিন্না শ্বেতযজ্ঞোপবীতিনী । মধ্যাহ্ন-
সন্ধ্যা ধাতব্য্যা তরুণা ভুক্তিমুক্তিদা ॥ ৯ ॥ প্রদোষে
তু পুনঃ পার্থ শ্বেতা পাণ্ডুরমূর্দ্ধজা । স্মৃতা তু দ্বর্গ-
কান্তারে মাতৃবৎ পরিরক্ষতি ॥ ১০ ॥ বিশেষণে তু
রাজেন্দ্র সাবিত্রীতীর্থমুত্তমম্ । স্নানোচ্য বিধামেন
মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ ॥ ১১ ॥ প্রাণায়ামৈর্দহেদোবান্
সপ্তজন্মার্জিতান বহুন্ । আপো হি ঠেতি মস্ত্রেণ
প্রোক্ষয়েদানন্তরম্ ॥ ১২ ॥ নব যট চ তথা তিস্র-
স্তত্র তীর্থে নৃপোত্তম । আপো হি ঠেতি ত্রিরাবৃত্ত্য
প্রতিগ্রাহৈর্ন লিপ্যতে ॥ ১৩ ॥ অশ্বমর্ষণং ত্যচঃ
তোয়ে যথাবেদমথাপি বা । উপপাটৈর্ম লিপ্যেত
পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ১৪ ॥ ত্র্যাপং হি কুরুতে বিপ্র

নরকে পতন হয় । শূদ্র বেদোচ্চারণ করিবারাজ
স্বধর্ম্মপরিপালক কত্রিয়গণ তাহার জিহ্বাচ্ছেদন
করিবেন । শূদ্রসদৃশ ইহাই বেদবিনিশ্চয় । সাবিত্রী
বালা, বালেন্দ্রকিরণা, রক্তাবরপরিধানা ও অল্প-
লিপ্তাকী । দিবারাত্রির উত্তমসন্ধি সময়ে উষা-
কালে ইহার সম্যক ধ্যান করিতে হয় । ইহা
সাবিত্রীর প্রাতঃসন্ধ্যায় ধ্যেয় রূপ । অনন্তর মধ্যাহ্ন
সন্ধ্যায় ধ্যান,—মধ্যাহ্নকালে—ইহার কূচযুগ উত্তুঙ্গ
ও পীবর, ইনি স্মৃখী, শুভদর্শনা, সর্ষাতরুণসম্পন্ন,
শ্বেত মালা ও অল্ললম্বেনাধারিণী, শ্বেতবস্ত্রাবচ্ছিন্না
এবং শ্বেত যজ্ঞোপবীতধারিণী । মধ্যাহ্নকালে, ইহার
এইরূপ ভুক্তিমুক্তিদা তরুণানুত্তর ধ্যান করিবে ।
হে পার্থ ! পুনরায় প্রদোষে ইহার শ্বেতবর্ণ পাণ্ডুর
মূর্দ্ধজ রূপের ধ্যান কর্তব্য । হে রাজেন্দ্র ! সাবিত্রী
দ্বর্গ কান্তারে মাতার জায় রক্ষা করেন ; বিশেষতঃ
মানব অনুত্তম সাবিত্রীতীর্থে যথাবিধি স্নান ও আচমন
করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা সপ্তজন্মার্জিত মন, বাক্ ও
কায়কৃত পাপনিচয় দধ করিতে সমর্থ হয় । হে
নরোত্তম ! দ্বিজ সাবিত্রীতীর্থে “আপো হি ঠা”
ইত্যাদি মন্ত্রে নয়, ছয়, কিংবা তিন বার আশ্বদেহ
প্রক্ষালিত করিবেন, দ্বিজ এ তীর্থে বারত্ৰয় “আপো
হি ঠা” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রতিগ্রহপাণে
লিপ্ত হন না ১১—১৩। সাবিত্রীতীর্থজলে যথামতি
অশ্বমর্ষণ মন্ত্র পাঠ করিয়া দ্বিজ নলিনীদলগত জলের

উল্লেখ্যমাচরেৎ । চতুর্থং কারয়েদ্যন্ত ব্রহ্মহত্যাং
বাপোহতি ॥ ১৫ ॥ জপদাখ্যন্ত যো মন্ত্রো বেদে
বাজসনেয়কে । অন্তর্জলে সক্রজ্ঞপ্তঃ সর্বপাপক্ষয়-
করঃ ॥ ১৬ ॥ উহৃত্যমিতি মন্ত্ৰেণ পূজয়িত্বা দিবা-
করম্ । গায়ত্রীঞ্চ জপেদেবোঃ পবিত্রাঃ বেদমাত-
রম্ ॥ ১৭ ॥ গায়ত্রীঃ তু জপেদেবোঃ যঃ সঙ্ক্যানস্তরঃ
দ্বিজঃ । সর্বপাপবিনির্মুক্তো ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥
১৮ ॥ দশভির্জ্ঞানভির্লকং শতেন তু পুরাকৃতম্ ।
ত্রিযুগং তু সহস্রেণ গায়ত্রী হস্তি কিম্বিষম্ ॥ ১৯ ॥
গায়ত্রীসারমাত্রোহপি বরং বিপ্রঃ সূর্যজিতঃ ।
নায়জিতশ্চতুর্বেদী সর্কালী সর্ববিক্রয়ী ॥ ২০ ॥
সঙ্ক্যাহীনোহণ্ডির্নিত্যমনঃ সর্বকর্মশু । যদন্তং
কুরুতে কিঞ্চিন্ন তন্ত কলভাগ্ভবেৎ ॥ ২১ ॥ সঙ্ক্যাং
নোপাসতে যন্ত ব্রাহ্মণো মন্দবুদ্ধিমান । স জীবগ্নেব
শূদ্রঃ স্তান্নতঃ স্বা সম্প্রজায়তে ॥ ২২ ॥ সাবিত্রীতীর্থ-
মাসাদ্য সাবিত্রীঃ যো জপেদ্বিজঃ । ত্রৈবিদ্যাঃ তু

স্তায় উপপাতকে লিপ্ত হন না । যে দ্বিজ সাবিত্রী-
তীর্থজলে বারজয় আচমন কিংবা পূর্বোক্ত “আপো
হিষ্টাদি” মন্ত্রে বারজয় দেহ প্রক্ষালন করেন
অথবা বারজয় আচমন ও ‘আপো হিষ্টাদি’ মন্ত্রে
বারজয় দেহ প্রক্ষালন, এককালে এই কার্যচতুষ্টয়ের
অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ব্রহ্মহত্যাপাতক দূর হয় ।
বাজসনেয়ক বেদে যে জপদাখ্য মন্ত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে,
অন্তর্জলে নিমগ্ন হইয়া সেই জপদাখ্য মন্ত্র জপ
করিলে সর্বপাপ বিনষ্ট হয় । অনন্তর দ্বিজ “উহৃত্য”
ইত্যাদি মন্ত্রে দিবাকরের পূজা করিয়া বেদমাতা
পবিত্রা গায়ত্রী জপ করিবেন । যে দ্বিজ সঙ্ক্যাস্তে
গায়ত্রী জপ করেন, তিনি সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া
ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন । দশবার গায়ত্রী-
জপে ইহজন্মকৃত, শতবার জপে পুরাকৃত এবং
সহস্র জপে ত্রিযুগসঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয় । যাহার
গায়ত্রীমাত্র সার, সূর্যজিত তাদৃশ বিপ্রও বরং উত্তম ;
কিন্তু সর্কালী, সর্ববিক্রয়ী অযজিত ত্রিবেদী বা চতুর্বেদী
দ্বিজও, শ্রেষ্ঠ নহেন । যে দ্বিজ সঙ্ক্যাহীন সে সতত
অণ্ডচি ; কোন কর্মেই তাদৃশ দ্বিজ পূজাই নহেন ।
সঙ্ক্যা পরিত্যাগ করিয়া সে দ্বিজ অস্ত্রযে কার্য
করে, তাহার কলভাগী হয় না । যে মন্দবুদ্ধি দ্বিজ
সঙ্ক্যা উপাসনা করে না, সে জীবদশায় শূদ্র, আর
মরিয়া কুরুয়োনীলাভ করে । যে দ্বিজ সাবিত্রী-
তীর্থে আগমনপুষ্টক সাবিত্রী জপ করেন, তাহার

কলঃ তন্ত জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥ পিতৃহু-
দিষ্ঠ যঃ স্ত্রীয়া পিতৃনির্বপণং নৃপ । কুরুতে দ্বাদশা-
দানি তুপ্যন্ত তৎপিতামহাঃ ॥ ২৪ ॥ সাবিত্রীতীর্থ-
মাসাদ্য যঃ কুর্যাৎ প্রাণসঙ্কয়ম্ । ব্রহ্মলোকঃ
বসেত্তাবদ্যাবদাভূতসম্প্রবম্ ॥ ২৫ ॥ পূর্ণে চৈব
ততঃ কাল ইহ মানুষ্যতাং গতঃ । চতুর্বেদো দ্বিজো
রাজন্ জায়তে বিমলে কুলে ॥ ২৬ ॥ ধনধান্তচয়ো-
পেতঃ পুত্রপৌত্রসমর্থিতঃ । ব্যাধিশোকবিনির্মুক্তো
জীবেচ্চ শরদাং শতম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদে সাবিত্রীতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০০ ॥

একাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছন্নহীপাল দেব-
তীর্থমনুত্তমম্ । যত্র সিদ্ধা মহাভাগা দেবাঃ সেন্দ্রা
যুধিষ্ঠির ॥ ১ ॥ গ্রানং দানং জপো হোমঃ শ্রাদ্ধায়া
দেবতার্কনম্ । তত্র তীর্থপ্রভাবেণ কৃতমানন্ত্যমশ্রুতে ॥
২ ॥ বিশেষাভ্যাজপদে তু কুরুপক্ষে ত্রয়োদশীম্ ।

ত্রৈবিদ্যকল লাভ হয়, সংশয় নাই । হে নৃপ !
যে ব্যক্তি এখানে স্নান করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে
পিতৃদানাদি করে, তদীয় পিতৃপিতামহগণ দ্বাদশ-
বাধিকী তপ্তিলাভ করেন । যিনি সাবিত্রীতীর্থে
গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, কলকাল পর্যন্ত
তাহার ব্রহ্মলোকে বাস হয় । কাল পূর্ণ হইলে তিনি
পুনরায় ইহ সংসারে মানুষ্যলোক লাভ করেন ।
হে রাজন । তিনি চতুর্বেদী দ্বিজ হইয়া বিমলকুলে
জন্ম লন এবং ধনধান্তযুক্ত, পুত্রপৌত্রসমর্থিত,
ও ব্যাধিশোকবিমুক্ত হইয়া শতবৎসর জীবিত
থাকেন ॥ ১৪ - ২৭ ॥

ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০০ ॥

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,--হে মহীপাল ! অনন্তর
অনুত্তম দেবতীর্থে গমন করিবে । এখানে ইন্দ্রাদি
মহাভাগ দেবগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । হে
যুধিষ্ঠির ! দেবতীর্থে স্নান, দান, জপ, হোম,
শ্রাদ্ধ ও দেবপূজা কৃত হইলে, তীর্থপ্রভাবে সে
সকল অনন্ত কলদ হইয়া থাকে । এই তীর্থ
দেবগণের অধ্যুষিত ও সর্বতীর্থোত্তম, বিশেষতঃ

প্রধানং সর্বতীর্থানাং দেবৈরধ্যাসিতং পুরা ॥ ৩ ॥
স্বাস্থ্যত্রয়োদশীদিনে স্বাস্থ্যং কৃৎস্না বিধানতঃ । দেবৈঃ
সংস্থাপিতং দেবং সম্পূজ্য বৃষভধ্বজম্ । সর্বপাপ-
বিনির্মুক্তো কুডলোকমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৪ ॥

ইতি ত্রীকান্দে দেবতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম-
দ্বাদশতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০১ ॥

দ্বাদশতমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । তত্শ্রবানন্তরং চান্ধ্রচ্চিগি-
তীর্থমব্রুতমম্ । প্রধানং সর্বতীর্থানাং পঞ্চায়তন-
মব্রুতমম্ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে তপস্তপ্তা শিখাগং হব্যবাহনঃ ।
শিখাং প্রাপ্য শিখী ভূত্বা শিখাগাং স্থাপয়ন শিবন ॥
২ ॥ প্রতিপক্ষরূপক্ষে যা ভবেদাশ্বযুজে নৃপ । তদা
তীর্থবরে হুগত্বা স্বাস্থ্যং নৈব নশ্বদাজ্জনে ॥ ৩ ॥ দেবা-
নৃধীন পিতৃশ্চাত্মাশ্চতুর্পয়েত্তিনবারিণা । হিরণ্যং
ব্রাহ্মণে দদ্যাৎ সন্তপ্য চ হতাশনম্ ॥ ৪ ॥ গন্ধমাল্য-
স্তথা ধূপৈস্ততঃ সম্পূজয়েচ্ছিবম্ । অনেন বিধি-
নাতার্ক্য শিখিতীর্থে মহেশ্বরম্ ॥ ৫ ॥ বিমানেনা-

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে দেবতীর্থ সমধিক
প্রশস্ত । মানব ভাদ্রকৃষ্ণ-ত্রয়োদশীতে এখানে
যথোচিত স্নান ও পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া দেবগণ-
প্রতিষ্ঠিত বৃষভধ্বজের পূজা করিলে সর্বপাপবিমুক্ত
হইয়া কুডলোক লাভ করে । ১ ৪ ।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০১ ॥

দ্বাদশতমোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ইহারই পর অত্ৰ এক
অব্রুতম শিখিতীর্থ । এই তীর্থ সর্বতীর্থোত্তম
ও পঞ্চায়তনবিশিষ্ট । হব্যবাহন এখানে শিখা-
লাভার্থ তপস্তা করিয়াছিলেন । তপস্তায় তিনি শিখা
লাভ করিয়া শিখী হন ও শিখাগা শিবলিঙ্গ স্থাপন
করেন । হে নৃপ ! আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপৎ
সমাগত হইলে এই তীর্থবরে গমন করিয়া নশ্বদা-
নীরে স্নান করিবে ; তারপর তিলোদক দ্বারা
শ্মশি ও পিতৃগণের তর্পণ এবং ব্রাহ্মণকে হিরণ্য-
দান করিয়া হতাশনের তৃপ্তিসাধন করিবে ।
অনন্তর গন্ধ, মাল্য ও ধূপদ্বারা শিবের পূজা
করিবে । মানব এইরূপ বিধানে শিখিতীর্থে

কর্ষণে হুপ্সরোগগণসংবৃতঃ । গীষমানস্ত গন্ধর্কৈ
কুডলোকং স গচ্ছতি ॥ ৬ ॥ শত্রুকর্মবাপ্রোতি
তেজস্বী জায়তে ভুবি ॥ ৭ ॥

ইতি ত্রীকান্দে শিখিতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বাদশতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০২ ॥

দ্বাদশতমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছদ্ধরাধীশ
কোটিতীর্থমব্রুতমম্ । যত্র সিদ্ধা মহাভাগাঃ কোটি-
সংখ্যা মহর্ষয়ঃ ॥ ১ ॥ তপঃ কৃৎস্না সুবিপুলমুখিভিঃ
স্থাপিতঃ শিবঃ । তথা কোটীশ্বরী দেবী চামুণ্ডা
মহিমাদিনী ॥ ২ ॥ কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং মাসি ভাদ্র-
পদে নৃপ । তীর্থকোটিঃ সমাব্রুয় মুনিভিঃ স্থাপিতঃ
শিবঃ ॥ ৩ ॥ তস্মাৎ তিথৌ চ হস্তর্কং সর্বপাপ-
প্রণাশনম্ । তত্র তীর্থে তদা গত্বা স্নানং কৃৎস্না
সমাহিতঃ ॥ ৪ ॥ নরকাত্মকরত্যাগ পুরুষানেক-
বিংশতিম্ । তিলোদকপ্রদানেন কিমুত স্বাস্থ্যদো-

মহেশ্বরের পূজা করিয়া ঈর্কবর্ণবিমানে অঙ্গরোগগণে
পরিবৃত ও গন্ধর্কগণকর্তৃক গীষমান হইয়া কুডলোকে
গমন করেন । কালে তিনি তেজস্বী হইয়া ভূতলে
জন্ম গ্রহণ করেন । তাহার শত্রুকুল ক্রম প্রাপ্ত
হয় । ১—৭ ।

দ্বাদশতমোহধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০২ ॥

দ্বাদশতমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন—হে ধরাধীশ ! অনন্তর
অব্রুতম কোটিতীর্থে গমন করিবে । এখানে
কোটীসংখ্যক মহাভাগ মহর্ষি সিদ্ধ হইয়াছিলেন ।
মহর্ষিগণ বিপুলতপস্তা করিয়া এক শিব প্রতিষ্ঠা
করেন এবং তাহার কোটীশ্বরী নামে মহিমাদিনী
চামুণ্ডামূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । হে নৃপ !
মুনিগণ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীতে কোটিতীর্থের
আবাহন করিয়া এখানে শিবপ্রতিষ্ঠা করেন । এই
ভাদ্র-কৃষ্ণচতুর্দশীর সহিত হস্তানকত্রয়োদশীতে এ তীর্থ
সর্বপাপপ্রণাশন হয় । তৎকালে এ তীর্থে গমন
করিয়া সমাহিত মনে স্নান করিলে মানব নরক
হইতে একবিংশতি পুরুষকে আর উদ্ধার করিতে
পারে । এ দিনে কেবল তিলোদক প্রদানেই

নরঃ । ৫ । জ্ঞানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ে
দেবতার্চনম্ । তস্ম তীর্থস্ত যোগেন সৰ্বং কোটি-
শুণং ভবেৎ । ৬ ।

ইতি জীমাক্ষে কোটিতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্ৰ্যধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ । ২০৩ ।

চতুর্ধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

জীমাক্ষগেয় উবাচ । ভৃগুতীর্থং ততো গচ্ছেতীর্থ-
ব্রাজমবুত্তমম্ । পৈতামহং মহাপুণ্যং সৰ্বপাতক-
নাশনম্ । ১ । ব্রহ্মণা তত্র তীর্থে তু পুরা
বৰ্ষশতত্ৰয়ম্ । আরাধনং কৃতং শস্ত্রোঃ কস্তি-
শ্চিং কারণান্তরে । ২ । যুধিষ্ঠির উবাচ । কিমর্থঃ
মুনিশর্দূল ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । আরা-
ধ্যদেবদেবঃ মহাত্তম্যো মহেশ্বরম্ । ৩ ।
আরাধ্যঃ সৰ্বভূতানাং জগদুৰ্ত্তা জগদুগ্ৰকঃ ।
শ্রোতব্যাঃ শ্রোতুমিচ্ছামি মহদাশ্চর্য্যমুত্তমম্ । ৪ ।
ধৰ্ম্মপুত্রবচঃ শ্রদ্ধা মাক্ষগেয়ো মুনীশ্বরঃ । কথয়ামাস
তদবুত্তমিতিহাসং পুরাতনম্ । ৫ । মাক্ষগেয় উবাচ ।

পিতৃলোকের উদ্ধার হয়; শ্রাদ্ধদানের ত কথাই
নাই । জ্ঞান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায় ও
দেবতার্চনা—এতীর্থযোগে সকলই কোটিশুণ
ফলদ হয় । ১—৬ ।

ত্ৰ্যধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৩ ।

চতুর্ধিক বিংশততম অধ্যায় ।

মাক্ষগেয় কহিলেন,—অনন্তর সৰ্বতীর্থোত্তম ভৃগু-
তীর্থে গমন করিবে । এই ভৃগুতীর্থ সৰ্বপাতকনাশন
মহাপুণ্য পৈতামহতীর্থে বিদ্যমান । পূর্বে পিতামহ
ব্রহ্মা কোন কারণবশতঃ এখানে শতত্ৰয় বৎসর
শস্ত্র আরাধনা করেন । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,
—হে ঋষিশর্দূল ! জগদুগ্ৰক জগদুৰ্ত্তা সৰ্বভূতের
আরাধ্য, লোকপিতামহ ব্রহ্মাটুকি নিমিত্ত পরম ভক্তি-
ভরে দেবদেব মহেশ্বরের আরাধনা করেন ? আমি
উহার অবগযোগ্য মহাশর্য্য অবুত্তম মহিমা অবগে
অভিলাষী । তখন মুনীশ্বর মাক্ষগেয় ধৰ্ম্মপুত্রের
বাক্য শ্রবণ করিয়া তদবুত্তাসম্বলিত পুরাতন
ইতিহাস বর্ণন করিতে লাগিলেন । মাক্ষগেয়

অপুত্রিকামভিগন্তমিচ্ছন পূর্বে পিতামহঃ । শস্ত্র
দেবদেবেন কোপাবিষ্টেন সঙ্গমঃ । ৬ । বেদান্তব
বিনষ্টস্তি জ্ঞানং চ কমলাসনঃ । অপূজ্যঃ সৰ্ব-
লোকানাং ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ । ৭ । এবং দন্তে
ততঃ শাপে ব্রহ্মা খেদাবুত্তমদা । রেবায়্য উত্তরে
কূলে শ্রাদ্ধা বৰ্ষশতত্ৰয়ম্ । তোষয়ামাস দেবেশং
তুষ্টিঃ প্রোবাচ শঙ্করঃ । ৮ । পূজ্যস্বঃ ভবিতা লোকে
প্রাপ্তে পূর্ণনিপূর্ণনি । অহমত্র চ বৎসামি দেবৈশ্চ
পিতৃভিঃ সহ । ৯ । জীমাক্ষগেয় উবাচ । তদাপ্রভৃতি
তীর্থং ব্যাতিং প্রাপ্তং পিতামহাৎ । সৰ্বপাপহরং
পুণ্যং সৰ্বতীর্থেষুত্তমম্ । ১০ । তত্র ভাদ্রপদে
মাসি কৃকপক্ষে বিশেষতঃ । অমাবাস্যায় তু যঃ
শ্রাদ্ধা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ । ১১ । পিণ্ডদানেন
চৈকেন তিলস্তোয়েন বা নৃপ । তৃপ্যন্তি দ্বাদশাকানি
পিতরো নাত্র সংশয়ঃ । ১২ । কন্তাগতে তু যন্তত্র
নিত্যং শ্রাদ্ধপ্রদো ভবেৎ । অস্বপ্য তৃপ্তিঃ তৎপূর্বে
বল্লন্তি চ হসন্তি চ । ১৩ । সর্কেষু পিতৃতীর্থেষু

কহিলেন,—হে সন্তম ! পিতামহ ব্রহ্মা পূর্বে স্বীয়
কন্তাগমনে অভিলাষী হইলে কোপবিষ্ট দেবদেব
শঙ্কর তাঁহাকে অতিশাপ প্রদান করেন । বলেন,
—হে কমলাসন ! তোমার বেদনিচয় বিনষ্ট হইবে,
তোমার জ্ঞান লোপ পাইবে আর নিঃশয় তুমি
সম্রলোকে অপূজ্য হইবে । শঙ্কর এইরূপ অতি-
শাপ করিলে ব্রহ্মা অতীব দুঃখিত হইলেন । তিনি
রেবার উত্তরকূলে গমন করিয়া শতত্ৰয় বৎসর
তপস্যা করত শঙ্করের তুষ্টি সাধন করিলেন ।
ব্রহ্মার তপস্যায় তুষ্টি শঙ্কর কহিলেন,—তুমি পূর্বে
পূর্বে লোকগণ কর্তৃক পূজিত হইবে । আমিও দেব
ও পিতৃগণের সহিত এইখানে বাস করিব । ১—৯ ।
মাক্ষগেয় কহিলেন,—তদবধি এই তীর্থ পৈতামহ
তীর্থ নামে ব্যাতিলাভ করিল । এই পৈতামহ
তীর্থ সৰ্বপাপহর, পুণ্য ও সৰ্বতীর্থোত্তম । হে
নৃপ ! যে নর ভাদ্রমাসে বিশেষতঃ ভাদ্রকৃষ্ণমা-
বস্যায় পৈতামহতীর্থে জ্ঞান করিয়া তিলোদক দ্বারা
দেব-পিতৃগণের তর্পণ করে, কিংবা পিণ্ডদান করে,
একটা মাত্র পিণ্ডদানেই তদীয় পিতৃগণ দ্বাদশ-
বার্ধকী তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন । এ বিষয়ে
সংশয় নাই । যে মানব সৌর আশ্বিন মাসে
নিত্য এখানে শ্রাদ্ধ প্রদান করেন, তদীয়
পূর্বপুরুষগণ তৃপ্তিলাভ করিয়া আশ্বা-
লন ও হস্ত করিয়া থাকেন । অধিল

শ্রীকৃষ্ণাং যৎকলম্ । তৎকলং সমবাপ্নোতি
দর্শে তদ্রন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥ পৈতামহে নরঃ স্নাত্বা
পূজয়ন পার্বতীপতিম্ । মৃত্যুতে নাত্র সন্দেহঃ
পাতকৈশ্চোপপাতকৈঃ ॥ ১৫ ॥ তত্র তীর্থে মৃতানাং
তু নরাণাং ভাবিতানাম্ । অনিবর্তিকা গতৌ
রাজন্ কুডলোকাদসংশয়ম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পৈতামহতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুর্দশিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৪ ॥

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । গচ্ছন্ততঃ কৌণিনাথ
তীর্থং পরমশোভনম্ । কুরু'রীনাং বিখ্যাতং
সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১ ॥ যং যং প্রার্থয়তে কামং
পুত্রপুত্রধনাদিকম্ । তং তং দদাতি দেবেশী কুরু'রী
তীর্থদেবতা ॥ ২ ॥ ক্ষেত্রপালো বসন্তত্র চৌচেশো
নাম নামতঃ । তস্ত চারাদনং কৃদ্বা নারী বা
পুরুষোহপি বা ॥ ৩ ॥ বন্দনাদপি রাজেন্দ্র দৌর্ভাগ্যং
নাশয়ামুয়াৎ । অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধন-

পিতৃতীর্থে শ্রাদ্ধকরিলে যে কল হয়, অমাবস্তায়
পিতামহতীর্থে শ্রাদ্ধপ্রভাবে সেই সকল কললাভ
হয়, সংশয় নাই । যে মানব পৈতামহ তীর্থে
জ্ঞান করিয়া পার্বতীপতির পূজা করে, সে নিশ্চয়ই
পাতক ও উপপাতকনিচয় হইতে মুক্ত হয় । হে
রাজন্ ! পৈতামহ তীর্থে মৃত ভাবিতান্না নরগণের
কুডলোকে গতি হয়, কদাচ ভীতাদিগকে কুডলোক
হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না ॥ ১০—১৬ ॥

চতুর্দশিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৪ ॥

পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ক্ষিতিনাথ ! অনন্তর
সর্বপাপপ্রণাশন পরম শোভন বিখ্যাত কুরু'রী
নামক তীর্থে গমন করিবে । এ তীর্থের দেবতা
কুরু'রী । এখানে পুত্র, পুত্র কিংবা ধনাদি যে যে বস্তু
প্রার্থনা করা যায়, তীর্থদেবী কুরু'রী তৎসমস্ত
প্রদান করিয়া থাকেন । চৌচেশ নামক জনৈক
গণপ এখানে বাস করিয়া সন্তত ক্ষেত্র রক্ষা
করেন, নর কিংবা নারী তাহার আরাধনা করিবে ;
হে রাজেন্দ্র ! চৌচেশের বন্দনা দৌর্ভাগ্য বিনষ্ট

মুক্তম্ ॥ ৪ ॥ নারী নরস্তথাপোবঃ লভতে
কামমুক্তমম্ । স্পর্শনাদর্শনাত্তস্ত তীর্থস্ত বিধি-
পূর্বকম্ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কুরু'রীতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৫ ॥

ষড়ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । গচ্ছন্ততঃ কৌণিনাথ তীর্থং
পরমশোভনম্ । সর্বপাপহরং পুণ্যং দশকন্তোতি
বিপ্রতম্ । মহাদেবকৃতং পুণ্যং সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১ ॥
তত্র তীর্থে মহাদেবো দশকন্তা গুণাবিতাঃ । ব্রহ্মণো
বরয়ামাস হ্যবাহনং যুযোজ হ ॥ ২ ॥ তদাপ্রভৃতি
ততীর্থং দশকন্তোতি বিপ্রতম্ । সর্বপাপহরং পুণ্যম-
ক্ষয়ং কীর্তিতং কলম্ ॥ ৩ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ কন্তাং
দদাতি সমলকৃতাম্ । প্রাপ্নোতি পুরুষো দদ্বা
যথাকৃত্য স্বলকৃতাম্ ॥ ৪ ॥ তেন দানোৎপুণ্যেন
পুত্ৰান্নানো নরাধিপ । বসন্তি রোমসংখ্যানি বধাণি

হয়, অপুত্র পুত্রলাভ করে, নির্ধন ধন প্রাপ্ত হয় ।
নরই হউক আর নারীই হউক, যথাবিধি এই
কুরু'রী তীর্থের দর্শন ও স্পর্শনে পুরুষোক্ত ও
অস্তান্ত অখিল কামনা লাভ করে ॥ ১—৫ ॥

পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৫ ॥

ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে কৌণিনাথ ! অন-
ন্তর পুণ্য পরমশোভন সর্বপাপহর বিখ্যাত দশ-
কন্তাতীর্থে গমন করিবে । এই সর্বকামফলপ্রদ
দশকন্তা তীর্থের নির্মাতা দেবদেব মহাদেব ।
মহাদেব এখানে ব্রহ্মার গুণাবিতা দশ কন্তাকে
বিবাহার্থ বরণ করেন এবং ঐ কন্তাগণের
বিবাহ কার্য সম্পাদন করেন । তদবধি এই
তীর্থ দশকন্তা নামে বিখ্যাত হইয়াছে । এই তীর্থের
পুণ্যফল অক্ষয় ও উহা সর্বপাপপ্রশমনে সমর্থ ।
মানব দশকন্তাতীর্থে সমলকৃত্য কন্তা দান করিবে ।
এখানে যথাকৃত্য সমলকৃত্য কন্তাদানে মানব
নিম্নলিখিত কল লাভ করে । হে নরাধিপ !
পুত্ৰান্না মানবগণ কন্তাদানপুণ্যপ্রভাবে কন্তার
রোমসমংখ্যক বৎসর শিবসন্নিধানে বাস করেন

শিবসন্নিধৌ । ৫ । ততঃ কালেন মহতা বিহ
লোকে নরেশ্বর । মাহুবাং প্রাপ্য তুঙ্গাপাং ধন
কোটিপতির্ভবেৎ । ৬ । তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা
স্নাত্বা বিপ্রায় কাঞ্চনম্ । সম্প্রযচ্ছতি শান্তায়
সৌহৃদ্যন্তঃ সুখমশ্রুতে । ৭ । বাচিকং মানসং বাপি
কর্ম্মজং যৎ পুরাকৃতম্ । তৎসর্বং বিলয়ং যতি
স্বর্গদানেন ভারত । ৮ । নরো দত্তা সুবর্ণং চ হপি
বালাগ্রমাত্রকম্ । তত্র তীর্থে দিবং যতি মৃতো
নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ । ৯ । তত্র বিদ্যাধরৈঃ সিদ্ধৈ-
বিমানবরমাস্বিতঃ । পূজ্যমানো বসেস্তাবদ্যাবদা-
ভূতসমুৎপদম্ । ১০ ।

ইতি শ্রীকান্দে দশকস্তাতীর্থমাহাশ্রয়বর্ণনং নাম
ষড়্বিকিংশততমোহধ্যায়ঃ । ২০৬ ॥

সপ্তাধিকাবিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । তস্তাগ্রে পাবনং তীর্থং
স্বর্গবিন্ধিতং বিজ্ঞতম্ । যত্র স্নাত্বা দিবং যাস্তি মৃতাস্ত
ন পুনর্ভবম্ । ১ । তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা দণ্ডে
বিপ্রায় কাঞ্চনম্ । তেন যত্তু কলং প্রোক্তং

হে নরেশ । ত্রিাণ দীর্ঘকাল শিবলোক-বাসের পর
ইহসংসারে দুর্লভ মানবদেহ লাভ করিয়া কোটি
কোটি ধনের অধিপতি হন । যে মানব ভক্তি-
পূর্ব্বক দশকস্তাতীর্থে স্নান করিয়া শান্ত দ্বিজকে
কাঞ্চন দান করে, তাহার অনন্ত পুণ্য লাভ হয় ।
হে ভারত ! এখানে স্বর্গদানে পুরাকৃত বাচিক,
মানস ও কর্ম্মজ সর্ববিধ পাপই বিলয় প্রাপ্ত হয় ।
মানব এখানে কেশাগ্রভূগ্য কাঞ্চন দান করিয়াও
দেহাবসানে বিমানবরে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গলোকে
গমন করেন এবং তথায় কল্পকাল পর্য্যন্ত সিক
বিদ্যাধরগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া বাস করিয়া
 থাকেন । ১—১০ ।

ষড়্বিকিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৬ ॥

সপ্তাধিকাবিংশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—দশকস্তাতীর্থের সম্মুখে
পরমপাবন বিখ্যাত স্বর্গবিন্দুতীর্থ বিদ্যমান । এখানে
স্নান করিয়া মানব দেহান্তে স্বর্গে গমন করে; তাহার
আর পুনর্জন্ম হয় না । যে মানব এখানে স্নান

তচ্ছূষ্য মহীপতে । ২ । সৈবামেব রত্নানাং
কাঞ্চনং রত্নমুত্তমম্ । অগ্নিতেজঃসমুদ্ভূতং তেন
তৎপরমং ভুবি । ৩ । তেতৈব দত্তা পৃথিবী
সশৈলবনকাননা । সপত্তনপুরা সর্বা কাঞ্চনং যঃ
প্রযচ্ছতি । ৪ । মানসং বাচিকং পাপং কর্ম্মজা
যৎ পুরাকৃতম্ । তৎসর্বং নশ্রুতি কিপ্রং স্বর্গদানেন
ভারত । ৫ । স্বর্গদানন্ত যো দত্তা হপি বালাগ্র-
মাত্রকম্ । তত্র তীর্থে মৃতো যতি দিবং নাস্ত্যত্র
সংশয়ঃ । ৬ । তত্র বিদ্যাধরৈঃ সিদ্ধৈঃ বিমানবর-
মাস্বিতঃ । পূজ্যমানে বসেস্তাবদ্যাবদাভূতস
মুৎপদম্ । ৭ । পূর্ণে তত্র ততঃ কালে প্রাপ্য মাহুবাং
সুবর্ণকোটসহিতে গৃহে বৈ জায়তে দ্বিজঃ । ৮ ।
সর্বব্যাবিধিনির্মুক্তঃ সর্বলোকেষু পূজিতঃ ।
জীবেষ্বর্ষশতং সাগ্রং রাজসংসৎসু বিজ্ঞতঃ । ৯ ।

ইতি শ্রীকান্দে সপ্তাবিংশতীর্থমাহাশ্রয়বর্ণনং নাম
সপ্তাধিকাবিংশততমোহধ্যায়ঃ । ২০৭ ॥

ও দ্বিজকে কাঞ্চন দান করে, দানপ্রভাবে তাহার
যে পুণ্যফল কথিত হয়; হে মহীপতে ! তাহা
অবগণ কর । সর্ববিধ রত্নমধ্যে কাঞ্চন শ্রেষ্ঠ রত্ন,
ইহা অগ্নিতেজ হইতে সমুদ্ভূত ; এইজন্তই ভূতলে
কাঞ্চন শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে । যে ব্যক্তি কাঞ্চন
দান করেন, তাহার সশৈলবনকাননা ও সপু-
র-পত্তনা সমগ্রা ধারিত্র্য দান করা হয় । হে ভারত !
স্বর্গদানে পুরাকৃত মানস, বাচিক ও কর্ম্মজ সর্ববিধ
পাপই বিনষ্ট হইয়া থাকে । যে মানব এখানে
কেশাগ্রসম স্বর্গ দান করেন, দেহাবসানে তিনি
বিমানবরে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া
 থাকেন এবং তথায় সকাবদ্যাবরণ কর্তৃক পূজিত
 হইয়া কল্পকাল বাস করেন । অনন্তর কাল পূর্ণ
 হইলে তিনি ভক্ত মাহুবাং লাভ করেন । কোটি-
পুণ্যসমাকান দ্বিজগৃহে তাহার জন্ম হয় । সেই
 দ্বিজ সর্বব্যাবিধিনির্মুক্ত ও সর্বলোকপূজিত হইয়া
 কাঞ্চনদাতার শতবৎসর জীবিত থাকেন এবং রাজ-
সভায় তিনি বিখ্যাত লাভ করেন । ১—৯ ।

সপ্তাধিকাবিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৭ ॥

অষ্টাদশদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ভূমিপাল ততো গচ্ছেতীর্থং
পরমশোভনম্ । বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু
পিতৃগণমোচনম্ ॥ ১ ॥ তত্র স্নাত্বা বিধানেন
সম্পূর্ণ্য পিতৃদেবতাঃ । মনুষ্যশ্চ নৃপশ্চৈষ্ঠ দানং
দদ্বানুগো ভবেৎ ॥ ২ ॥ ইচ্ছন্তি পিতরঃ সৰ্ব্বৈ
স্বার্থহেতোঃ স্মৃতং যতঃ । পুত্রায়ো নরকাৎ পুত্রো-
হস্মানয়ং মোচয়িষ্যতি ॥ ৩ ॥ পিতৃদানং জনঃ
তাত ঋণমুত্তমমুচ্যতে । পিতৃণাং তদ্ধি বৈ প্রোক্তমুণং
দৈবমতঃ পরম্ ॥ ৪ ॥ অগ্নিহোত্রং তথা যজ্ঞাঃ
পশুবন্ধস্তথেষ্টয়ঃ । ইতি দেবঋণং প্রোক্তং শৃণু
মানুষ্যকং ততঃ ॥ ৫ ॥ ব্রাহ্মণেষু চ তীর্থেষু
দেবায়তনকৰ্ম্মণু । প্রতিষ্ঠিত্য দদেত্তত্তদ্যাবহারঃ
কৃতো যথা ॥ ৬ ॥ ঋণত্রয়মিদং প্রোক্তং পুত্রাণাং
ধৰ্ম্মনন্দন । সম্পূত্রান্তে তু রাজেন্দ্র স্নাত্বা য
ঋণমোচনে ॥ ৭ ॥ ঋণত্রয়াদিমুচ্যন্তে হপুত্রাঃ পুত্রিণ-
স্তথা । তস্মাত্তীর্থবরং প্রাপ্য পুত্রেন নিমিত্তাননা ।

অষ্টাদশদ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ভূমিপাল ! অনন্তর
ত্রিলোকবিখ্যাত পরমশোভন ঋণমোচন তীর্থে
গমন করিবে । এ তীর্থে পিতৃগণের ঋণ মোচন
হয় । হে নৃপসত্তম ! মানব এ তীর্থে যথাবিধি
জ্ঞান, পিতৃদেবগণের তর্পণ ও দ্বিজকে দান করিয়া
অঙ্গণী হয় । পিতৃগণ স্বর্গবশে স্মৃতকামনা করেন ;
মনে করেন,—পুত্র আমাদিগকে পুত্রামনরক
হইতে জাগ করিবে । হে তাত । পিতৃগণের
উদ্দেশে দেয় জন পিতৃই উত্তম পিতৃঋণ
কথিত হয় । অতঃপর দেবঋণ কথিত হইতেছে ।
অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ এবং পশুবন্ধনরূপ সত্রসমূহ
দেবঋণ । মানুষঋণ গ্রহণ কর । দ্বিজ, তীর্থে,
এবং দেবায়তন নির্মাণে যাহা প্রতিষ্ঠিত হওয়া
যায় ইহাকে মানুষঋণ কহে । দানসম্বন্ধে
আবার বিশেষ এই যে নিজে যেকপ বস্তু ব্যবহার
করিবে, দানদ্রব্যও তদ্রূপ হইবে । হে ধর্ম্ম-
নন্দন ! এই তোমার নিকট ত্রিবিধ ঋণ কথিত
হইল, হে রাজেন্দ্র ! সম্পূত্রগণই ঋণমোচন-নীরে
অবগাহন করিয়া ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হন ; কেবল
ইহাই নহে, ঋণমোচন তীর্থপ্রভাব, অপুত্র
মানবেরাও পুত্রবান হইয়া থাকেন । অতএব
নিমিত্তাচ্ছা তনয় তীর্থসর ঋণমোচনে গমন

পিতৃত্ৰাস্তর্পণং কার্য্যং পিতৃদানং বিশেষতঃ ॥ ৮ ॥
তত্র তীর্থে হুতং দত্তং গুরুসন্তোষিতা যদি । মৃতানাং
সপ্ত জন্মানি কলমক্ষয়মশ্রুতে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীকালন্দে ঋণমোচনতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামাষ্টাদশদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৮ ॥

নবদ্বিশদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । তন্ত্বেবানন্তরং পার্থ
পুঙ্কলীতীর্থমুত্তমম্ । তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা হৃষমেধ-
কলং লভেৎ ॥ ১ ॥ কমানাথ ততো গচ্ছেতীর্থং
ত্রৈলোক্যবিক্রমম্ । দেবদানবগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোতিষ্ঠ
সেবিতম্ ॥ ২ ॥ তত্র তিষ্ঠতি দেবেশঃ সাক্ষাক্রজ্ঞো
মহেশ্বরঃ । তারেণ মহতা জাতো ভারভূতিরिति
স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । ভারভূতীতি
বিখ্যাতং তীর্থং সর্ব্বগুণাবিতম্ । শ্রোতুমিচ্ছামি
বিপ্রেন্দ্র পরং কোত্বেহলং হি মে ॥ ৪ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । ভারভূতিসমুৎপত্তিঃ শৃণু পাণ্ডবসত্তম ।
বিস্তরেণ যথা প্রোক্তা পুরা দেবেন শশ্বনা ॥ ৫ ॥

করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ, বিশেষতঃ পিতৃ-
দান করিবেন । এ তীর্থে মৃতগণের উদ্দেশে
হোম, দান ও গুরুসন্তোষজনক কৰ্ম্ম করিলে সপ্ত-
জন্ম পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনন্তকল ভোগ হয় ॥ ১—৪ ॥
অষ্টাদশদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৮ ॥

নবদ্বিশদ্বিশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পার্থ ! ইহারই পর
অনুত্তম পুঙ্কলীতীর্থ । এখানে জ্ঞান করিয়া মানব
অধমেধকল লাভ করে । অনন্তর ত্রিলোক-
বিখ্যাত কমানাথ তীর্থে গমন করিবে । দেব, দানব,
গন্ধর্ব্ব ও অপরোগণ এই কমানাথ তীর্থের সেবা
করেন । সাক্ষাৎ মহেশ্বর দেবেশ ক্রজ্ঞ এখানে বাস
করেন । এ তীর্থের অপর নাম ভারভূতি বলিয়া
কথিত হয় । কোন এক মহাভার হইতেই ঐরূপ
নামের সৃষ্টি হইয়াছে । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—
হে বিপ্রেন্দ্র ! সর্ব্বগুণাবিত বিখ্যাত ভারভূতি তীর্থের
কথা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, এ বিষয়ে আমার
পরম কোত্বেহল জন্মিতেছে ॥ ১—৪ ॥ মার্কণ্ডেয় কহিলেন,
—হে পাণ্ডবসত্তম ! ভারভূতি তীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে
পূর্ব্বে শঙ্কর যেকপ বিস্তারপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,

আসীং কৃতযুগে বিপ্রো বেদবেদাঙ্গপারগঃ । বিষ্ণু-
শর্মেতি বিখ্যাতঃ সর্বশাস্ত্রার্থপারগঃ ॥ ৬ ॥ কমা
দমো দয়া দানঃ সত্যঃ শৌচঃ ধৃতিস্তথা । বিদ্যা
বিজ্ঞানমাস্তিক্যঃ সর্বঃ তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭ ॥
ঈদৃগুণা হি যে বিপ্রা ভবন্তি নৃপসত্তম । পতিতা-
ন্নরকে ঘোরে তারয়ন্তি পিতৃংস্ত তে ॥ ৮ ॥ ইন্দ্রয়ে-
লৌলুপা বিপ্রা যে ভবন্তি নৃপোত্তম । পতন্তি
নরকে ঘোরে রোরবে পাপমোহিতাঃ ॥ ৯ ॥ যে
কাস্তদাস্তাঃ ক্ষতিপূর্ণকর্ণা জিতেন্দ্রিয়াঃ প্রাণ-
বধারিকৃতাঃ । প্রতিগ্রহে সঙ্কুচিতাগ্রহস্তান্তে ব্রাহ্মণা-
স্তারয়িতুং সমর্থাঃ ॥ ১০ ॥ এবং গুণাগণাকীর্ণো
ব্রাহ্মণো নর্যদাততে । বসতে ব্রাহ্মণৈঃ সার্কিঃ
শিলোহবৃত্তিজীবনঃ ॥ ১১ ॥ তাদৃশং ব্রাহ্মণং জাহ্নবা
দেবদেবো মহেশ্বরঃ । দ্বিজরূপধরো কুহা তস্মাশ্রম-
মগাৎ স্বয়ম্ ॥ ১২ ॥ দৃষ্ট্বা তং ব্রাহ্মণৈঃ সার্কিমুচ্চ-
রন্তঃ পদক্রমম্ । অভিবাদয়তে বিপ্রং স্বাগতেন চ
পূজিতঃ ॥ ১৩ ॥ প্রোবাচ তং মুহূর্ত্তেন ব্রাহ্মণো
বিশ্বম্যাবিতঃ । কিমর্থং তদ্বটো ক্রহি কিং করোমি

তাহা শ্রবণ কর । সত্যযুগে বিষ্ণুশর্ম্মা নামে জনৈক
বেদবেদাঙ্গপারগ সর্বশাস্ত্রপারদর্শী বিখ্যাত দ্বিজ
ছিলেন ; কমা, দম, দয়া, দান, সত্য, শৌচ, ধৃতি,
বিদ্যা, বিজ্ঞান, আস্তিক্য প্রভৃতি গুণনিচয় তাঁহাতে
অধিষ্ঠিত ছিল । হে নৃপসত্তম ! এইরূপ গুণসম্পন্ন
বিপ্রগণই ঘোর নরকপতিত পিতৃগণের উদ্ধার
সাধন করিয়া থাকেন । হে নৃপোত্তম ! যে সকল
দ্বিজ ইন্দ্রিয়লৌলুপ, তাহারাই পাপমোহিত হইয়া
রোরব নরকে পতিত হয় । যাহারা কাস্ত দাস্ত ও
জিতেন্দ্রিয়, ক্ষতিবাক্যে ষাঁহাদের কর্ণধূগল পূর্ণ,
যাহারা প্রাণিহিংসা হইতে নিবৃত্ত, প্রতিগ্রহ বিষয়ে
ষাঁহাদের দক্ষিণ হস্ত সঙ্কুচিত, তাদৃশ দ্বিজগণই
পিতৃগণের উদ্ধার করিতে সমর্থ । দ্বিজ বিষ্ণু-
শর্ম্মাও এই সকল গুণে সমাকীর্ণ ছিলেন । তিনি
শিলোহ বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণপুঙ্খক অন্তান্ত
দ্বিজগণ সহ নর্যদাতার বস করিতেন । একদা
দেবদেব মহেশ বিষ্ণুশর্ম্মাকে তাদৃশ গুণসম্পন্ন জানিয়া
দ্বিজরূপ ধারণ করত স্বয়ং তাঁহার আশ্রমে আগমন
করেন । বিষ্ণুশর্ম্মা তখন দ্বিজগণ সহ বেদপদক্রম
উচ্চারণ করিতেছিলেন । তিনি সমাগত দ্বিজকে
দর্শন করিয়া স্বাগতবাক্যে তাঁহার অভিভাষণ করিলে
দ্বিজরূপী শম্মুও তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং
বিশ্বিতহৃদয়ে অবিলম্বে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।

তবেপ্সিতম্ ॥ ১৪ ॥ বটুরুবাচ । বিদ্যাগ্নিনম্নুপ্রাপ্তঃ
বিদ্ধি মাং দ্বিজসত্তম । দদাসি যদি মে বিদ্যাং ততঃ
স্বাস্থ্যামি তে গৃহে ॥ ১৫ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ । সর্বে-
ষামেব বিপ্রাণাং বটো অং গোত্র উত্তম । দানানাং
পরমং দানং কথং বিদ্যা চ দীয়তে ॥ ১৬ ॥ গুরু-
শ্রদ্ধায়া বিদ্যা পুঙ্কলেন ধনেন বা । অথবা বিদ্যায়া
বিদ্যা ভবতীহ কলপ্রদা ॥ ১৭ ॥ বটুরুবাচ ।
যথাস্তে বালকাঃ শ্রাতাঃ শ্রদ্ধাযন্তি হর্হর্নিশম্ । তথাহং
বটুভিঃ সার্কিঃ শ্রদ্ধাযামি ন সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥ তথৈতি
চোক্তা বিপ্রেন্দ্রঃ পাঠয়ন্তঃ দিনেদিনে । বর্ততে সহ
শিষ্যৈঃ স শিলোহাপহারয়ন্ ॥ ১৯ ॥ ততঃ কতি-
পয়াহোভিঃ প্রোক্তো বটুভির্যৌবরঃ । পঞ্চনদ্যাং
বটো কস্ম কুরু ক্রমত আগতম্ ॥ ২০ ॥ তথৈতি চোক্তো
দেবেশো ভারগ্রামমুপাগতঃ । ধ্যায়া বনম্পতীঃ সর্বা
ইদং বচনমববীৎ ॥ ২১ ॥ যাবদাগচ্ছতে বিপ্রো

বলিলেন,—হে বটো ! তুমি কিজন্ত আগমন
করিয়াছ ? তোমার কি অভীষ্টসাধন করিব ?
বটু বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তম ! আমাকে বিদ্যাখী
বলিয়াই বিদিত হউন । আপনি যদি আমাকে
বিদ্যাদান করেন, তবে আমি আপনার গৃহে বাস
করিব । ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্ম্মা বলিলেন,—বটো !
তুমি দ্বিজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । উত্তম গোত্রে তোমার
উৎপত্তি হইয়াছে ; এদিকে বিদ্যাও অখিল দানের
মধ্যে উত্তম ; কিন্তু তোমাকে সেই উত্তম বিদ্যা দান
কিরূপে করিব ? কেবল গুরুগৃহবাসেই বিদ্যা গু-
না, গুরুশ্রদ্ধা, বিপুল, ধনদান কিম্বা বিদ্যা দ্বারা
বিদ্যালভ হয়, এবং এই সকলের যে কোন উপায়ে
লব্ধ বিদ্যাই কলপ্রদা হইয়া থাকে । বটু বলিলেন,—
অন্তান্ত শ্রাতক বালকগণ যেরূপ হর্হর্নিশ আপনার
শ্রদ্ধা করে, আমিও তাহাদের সহিত মিলিত
হইয়া নিসংশয় আপনার তাদৃশ শ্রদ্ধা করিব ।
অনন্তর দ্বিজবর বিষ্ণুশর্ম্মা ‘তাহাই হউক’ বলিয়া
বটুর বাক্যে অঙ্গীকারপুঙ্খক প্রতিদিন তাঁহাকে
পড়াইতে লাগিলেন । বটুও তদীয় শিষ্যগণ সহ
শিলোহাদি আরহণ করত তথায় অবস্থান করিলেন ।
৫—১৯ । শিষ্যগণই পর্যায়ক্রমে গুরুগৃহে রন্ধনাদি
কার্য সম্পন্ন করতেন । একদা বটুর বার উপস্থিত ;
শিষ্যগণ কহিলেন,—বটো ! অদ্য তুমি রন্ধনাদি
কর । বটুরূপী দেবেশ ‘তাহাই হউক’ কহিয়া ভার-
গ্রামে গমন করিলেন এবং তত্রত্য বনম্পতিগণের
ধ্যান করিয়া নির্যালগিত বাক্য বলিলেন ;—দেবেশ
বলিলেন,—যে পর্য্যন্ত দ্বিজ বিষ্ণুশর্ম্মা শিষ্যগণ সহ

বটুভিঃ সহ মন্দিরম্ । অদর্শনাভিঃ কর্তব্যং ভাবদম্
সুসংস্কৃতম্ ২২ । এবমুক্তা তু তাঃ সর্বা বিশ্ব-
রূপো মহেশ্বরঃ । ক্রৌড়নার্থং গতস্তত্র বটুবেষধরঃ
পৃথক্ ২৩ । দৃষ্ট্বা সমাগতং তত্র বটুবেষধরঃ
পৃথক্ । ধিক্ ত্বাং চ পুরুষং বাক্যমুচ্চ্যে গিরি-
সন্নিধৌ ২৪ । ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠাঃ সর্বে চ গহ্বা তু
কিলমন্দিরম্ । ত্বয়া সিদ্ধেন চাগ্নেন তৃপ্তিঃ যাপ্যামহে
বয়ম্ ২৫ । তদ্বৃথা চিন্তিতং সর্বং ত্বয়াগত্য কৃতং
দ্বিজ । মিথ্যাপ্রতিজ্ঞেন সতা হ্রস্বচিতিমদ্যা তে ২৬ ।
বটুকবাচ । সন্তাপমহুতাপং বা ভোজনার্থং দ্বিজ-
বভাঃ । মা কুরুধ্বং যথাস্তায়ং সিদ্ধেহস্তে গৃহমেঘাথ
২৭ । বটুকবাচ । দিনশেষেণ চান্মাকং পচতাং চ
দিনে দিনে । নিষ্পত্তিঃ যাতি বা নেতি তদসিদ্ধম
শেষতঃ ২৮ । অসিদ্ধং সিদ্ধমন্মাকং যবদ্যা সমুদা-
হৃতম্ । দৃষ্ট্বানুতং গতাস্তত্র ত্বাং বন্ধাস্তসি নিষ্কিপে ।

গৃহে আগমন না করেন, তৎকাল মধ্যে তোমরা
অদৃষ্ট হইয়া সুসংস্কৃত অন্ন প্রস্তুত কর, দেপিও
কেহ যেন তোমাদিগকে দর্শন না করে ।
বিশ্বরূপ মহেশ বনস্পতিগণকে এইরূপ
কহিয়া পুনরায় বটুবেষে ক্রৌড়ার্গ বিশ্বশর্ম্মার
শিষ্যগণ সন্নিধানে গমন করিলেন । তাঁহারা
গিরিসন্নিধানে কৌড়া করিতেছিলেন ; বটুকে
সমাগত দর্শন করিয়া তাঁহাকে পুরুষবাক্যে তির-
স্কার করিতে লাগিলেন ; বলিলেন,—তোমাকে
বিক ! আমরা সকলেই ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ, মনে করিয়া-
ছিলাম,—তুমি অন্ন নিষ্পন্ন করিয়াছ, আমরা
শ্রমে গিয়া সেই অন্ন দ্বারা তৃপ্তিলাভ
করিব । হে দ্বিজ ! তুমি এখানে উপস্থিত হইয়া
আমাদের চিন্তিত বিষয় বিফল করিয়াছ । তুমি
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ ; অদ্য তুমি অতীব নিন্দিত কার্য্য
করিয়াছ । বটু বলিলেন,—হে দ্বিজবর্গ্যগণ !
আপনারা ভোজনার্থ অন্নুতাপ সন্তাপ করিবেন না,
আমি যথাযোগ্য অন্ন নিষ্পন্ন করিয়াছি । আপ-
নারা এক্ষণে গৃহে আগমন করুন । বিশ্বশর্ম্মার
শিষ্যগণ মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন,—আমরা
যখন রন্ধন করি, আমাদের সেই রন্ধন নিষ্পন্ন
হইতে প্রতিদিনই দিনের অবসান হয় ; দিনাবসা-
নেই আমাদের অন্নাদি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, কখনও
এত শীঘ্র আমাদের রন্ধন নিষ্পন্ন হয় না । তুমি
বলিতেছ—অন্ন নিষ্পন্ন করিয়াছ, আমাদের মনে
হয় ঠগ সত্য নহে ; যাহা হউক, আমরা গৃহে

২৯ । বটুকবাচ । ভোভোঃ শৃঙ্খলং সর্ষেহস্ত সোপা-
ধায়া দ্বিজোক্তমাঃ । প্রতিজ্ঞাঃ মম ত্বদ্বাঃ যাঃ ক্রত্বা
বিশ্বম্যো ভবেৎ ৩০ । যদি সিদ্ধমিদং সর্বমন্নং
শ্রাদ্ধশ্রমে গুরোঃ । যুগং বন্ধা ময়া সর্ষে ক্লেপব্য
নশ্মদান্তসি ৩১ । অথবারং ন সিদ্ধং শ্রাদ্ধবন্দি-
দৃঢ়বন্ধনৈঃ । গুরোস্ত পশ্যতো বন্ধা ক্লেপব্যোহহং
নশ্মদাহুদে ৩২ । তথৈতি কৃত্বা তে সর্ষে সময়ং
গুরুসন্নিধৌ । শ্রাদ্ধা জাপ্যবিধানেন ভূতগ্রামং
ততো যযুঃ ৩৩ । দৃষ্ট্বা তে বিশ্বয়ঃ জম্মুর্ষিভূতে
ভক্ষ্যভোজনে । ষড়্রসেন নৃপশ্রেষ্ঠ ভূক্তা হুহা
পৃথক্ পৃথক্ ৩৪ । ততঃ প্রোবাচ বচনং হৃষ্টপুষ্টো
দ্বিজোক্তমঃ । বরদোহস্মি বরং বৎস বৃণু যন্তব
রোচতে ৩৫ । সাক্ষোপাঙ্গাশ্চ তে বেদাঃ শাস্ত্রাণি
বিবিধানি চ । প্রতিভাস্তি তে বিপ্র মদৌষোহস্ত
বরশ্রয়ম্ ৩৬ । প্রণম্য বটুভিঃ সার্কং স চিক্রৌড়
যথাসুগম্ । দ্বিতীয়ে তু ততঃ প্রাপ্তে দিবসে

আগমন করিতেছি । যদি তোমার বাক্য মিথ্যা হয়,
তবে তোমাকে বন্ধন করিয়া নশ্মদানৌরে নিষ্কেপ
করিব । বটু বলিলেন,—হে দ্বিজোক্তমগণ ! উপা-
ধায় সহ আপনারা সকলেই আমার বাক্য শ্রবণ
করুন । আমার প্রতিজ্ঞা অতীব কঠোর ; অবশ্য
তাহা গুলিলে আপনাদের বিশ্বয় সমুদ্ভূত হইবে ।
যদি গুরুর আশ্রমে সর্ষবিধ অন্ন নিষ্পন্ন হইয়া
থাকে, তবে আমিও আপনাদিগকে বন্ধন করিয়া
নশ্মদাজলে নিষ্কেপ করিব ; অথবা যদি অন্ন
নিষ্পন্ন না-হই হইয়া থাকে, তবে গুরুর সমক্ষে
আপনারা আমাকে দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া নশ্মদা-
হুদে নিষ্কেপ করিবেন । তখন বিশ্বশর্ম্মার শিষ্য-
গণও গুরুসমীপে 'তাহাই হউক' বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
হইলেন । সকলেই জাপ্যবিধানে নশ্মদাজলে স্নান
করিয়া ভূতগ্রামে উপনীত হইলেন । দেখিলেন,—
বিপুল ভক্ষ্যভোজ্য প্রস্তুত, তদর্শনে শিষ্যগণও
বিস্মিত হইলেন । হে নৃপবর ! সকলেই পৃথক্
পৃথক্ ষড়্রসসমরিত ভক্ষ্য-ভোজ্য দ্বারা হোম ও
ভোজন সম্পন্ন করিলেন । অনন্তর দ্বিজোক্তম
বিশ্বশর্ম্মা হৃষ্টপুষ্ট হইয়া বটুকে বলিলেন,—বৎস !
আমি তোমার বরদ ; তোমার কৃতি অল্পসারে বর
প্রার্থনা কর । হে বিপ্র ! আমি বলিতেছি,—সাক্ষো-
পাঙ্গ বেদনিচয় ও বিবিধ শাস্ত্রে তুমি প্রতিভাশালী
হইবে । ২০—৩৬ । গুরুর বরদানান্তে বটুও অস্তান্ত
শিষ্যগণসহ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের সহিত

নশ্বদাজলে ॥ ৩৭ ॥ ক্রৌড়নার্থং গতাঃ সর্বৈ সোপা-
ধায়া যুধিষ্ঠির । ততঃ স্মৃত্বা পণঃ সর্বৈ ভাবয়িত্বা
বিধানতঃ ॥ ৩৮ ॥ উপাধ্যায়মথোবাচ নহা দেবঃ
কৃতাজলিঃ । জলে প্রক্ষেপয়ামাদ্য নিম্প্রতিজ্ঞান
বটুন প্রতো ॥ ৩৯ ॥ তদেব বচঃ শ্রুত্বা নষ্টান্তে
বটবো নৃপ । গুরোশ্চ পশুতো রাজন ধাবমানা
দিশো দশ ॥ ৪০ ॥ বায়ুবেগেন দেবেন লুপ্তিকান্তে
সমস্ততঃ । ভারং বদ্ধা তু সর্বেষাং বটনাঞ্চ নরে-
শ্বর ॥ ৪১ ॥ শাপানুগ্রাহকো দেবোহাক্ষপতোযে
যথা গৃহে । ততো বিষাদমগমদৃষ্ট্বা তান্নশ্বদাজলে ॥
৪২ ॥ গুরুণা বটুরুক্তোহথ কিমেতৎ শতসং কৃতম্ ।
এতেষাং মাতৃপিতরো বালকানাং গৃহেহক্ষনাঃ ॥
৪৩ ॥ যদি পৃচ্ছন্তি তে বালান্ কং গতান কথয়া-
মাহম্ । এবং স্থিতে মহাভাগ যদি কশ্চিন্নরিষাহি ॥
৪৪ ॥ তদা স্বকীয়জীবেন যঃ যোজয়িতুমহসি ।
মৃতেষু তেষু বিপ্রেষু ন জীবৈ নিশ্চয়ো মুতঃ ॥ ৪৫ ॥

যথেষ্ট ক্রৌড়া করিতে লাগিলেন । হে যুধিষ্ঠির !
উপাধ্যায় সহ শিষ্যগণ দ্বিতীয় দিনে নশ্বদাতীরে
ক্রৌড়ার্থ গমন করিলেন, তাঁহাদের সকলেরই মনে
পণ-বৃত্তান্ত স্মরণ হইল । বট উপাধ্যায়কে যথানিধি
প্রণাম করিয়া কৃতাজলিপুটে নিবেদন করিলেন ।
বলিলেন,—প্রভো ! অদ্য আমি বাগপ্রতিজ্ঞ
বিদ্যার্থীগণকে নশ্বদাজলে নিক্ষেপ করিব । হে
নৃপ ! বটুরুপী দেবের বাক্যে শিষ্যগণ নিম্প্রভ হইয়া
গেলেন । হে রাজন ! তাঁহারা গুরুর সমক্ষেই দশ-
দিকে ধাবমান হইলেন । শাপানুগ্রহমর্থ দেবদেব
বটু বায়ুবেগে তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবন করিয়া
সকলকেই ধরিয়া ফেলিলেন । চারিদিক হইতে
একে একে সকলকেই আনিয়া একত্র করিলেন
এবং সকলকেই ভারবদ্ধ করিয়া গৃহমধ্যে নিক্ষে-
পের আয় নশ্বদানীরে নিক্ষিপ্ত করিলেন । শিষ্য-
গণকে নশ্বদাজলে নিক্ষিপ্ত দেখিয়া বিষ্ণুশর্মা
বিষম হইলেন, বটুকে বলিলেন,—তুমি এটি জ্ঞান-
সিক কার্য্য করিলে ! ইহাদের মাতা পিতা ও গৃহ-
জনাগণ যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে—বালকগণ
! কোথায় গিয়াছে ? তখন আমি তাঁহাদের বাক্যে কি
উত্তর করিব । হে মহাভাগ ! যদি এইকপ বন্ধনাব-
স্থায় বালকগণ জলমধ্যে জীবন বিসর্জন করে,
তবে তোমার জীবনবিনিময়ে তাহার পূরণ করিতে
হইবে । আর যদি এই বিপ্র বালকগণ সকলেই
মরিয়া যায়, তবে আমিও বাঁচিব না, অবশ্যই মরিয়া
যাইব । এই সকল বালক ও আমার মরণে

ব্রহ্মহত্যাশ্চে তে বহুয়া ভবিস্যন্তি মৃত্যে যমি
দ্বিজবন্ধনমাত্রেণ নরকো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৪৬ ॥
মরণাদ্যাং গতিং যাসি ন তাং বেদ্বি দ্বিজাধম ।
এবমুক্তঃ স্মিতঃ কৃত্বা দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৪৭ ॥
ভারভূতেশ্বরে তীর্ণ উজ্জহার জলাদ্বিজান । শূক্কা
ভরত্ব দেবেন চ্ছাদয়িত্বা তু তান দ্বিজান ॥ ৪৮ ॥
লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতং তত্র ভারভূতেতি বিষ্ণুতম্ ।
মৃত্যুস্তান বৈ দ্বিজান দৃষ্ট্বা ব্রহ্মহত্যা নিরাকৃতা ॥ ৪৯ ॥
গতানি পঞ্চ বৈ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মহত্যাশতানি বৈ । ততঃ স
বিস্ময়াবিষ্টো দৃষ্ট্বা তান বালকান শূকঃ ॥ ৫০ ॥ নাত্মশ্চ
কশ্চিচ্ছক্তিরেবং স্মাদীশ্বরং বিনা । জাহ্নবা তং
দেবদেবেশং প্রণামমকরোদ্বিজঃ ॥ ৫১ ॥ অজ্ঞানেন
ময়া সর্বং যত্নকৃতং পরমেশ্বর । অপ্রিয়ং যৎকৃতং
সর্বং ক্ষণবাত্তময়ম প্রভো ॥ ৫২ ॥ দেব উবাচ ।
ভবান শূকর্ভবান দেবো ভবান্মম পিতামহঃ ।
বেদগর্ভে নমস্তেহং নান্তি কশ্চিদাতিক্রমঃ ॥ ৫৩ ॥
জমিতা চোপনেতা চ যশ্চ বিদ্যাঃ প্রবচ্ছতি ।

তোমার বহু ব্রহ্মহত্যা করা হইবে । দ্বিজগণের
বন্ধনমাত্রেই নিঃসন্দেহ নরক হয় । হে দ্বিজাধম !
তুমি ব্রহ্মহত্যা করিয়া কি গতি যে লাভ করিব, তাহা
আমি বলিতে পারি না ! বিষ্ণুশর্মা এইকপ বলিলে
দেবদেব মহেশ্বর ঈশ্বর হস্তা করিয়া ভারভূত-
েশ্বরতীর্ণবারি হইতে দ্বিজ বালকগণের উদ্ধার সাধন
করিলেন । দেবেশ কড়ক বালকগণের ভারমুক্ত
হইল, এই ব্যাপারে পাঁচটি বালক পঞ্চম প্রাপ্ত
হইল : দেবেশ শূকর তাহাদিগের দেহ আচ্ছা-
দিত করিয়া তথায় বিস্তৃত ভারভূতি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত
করিলেন ; এই লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠাপ্রভাবে শত শত
ব্রহ্মহত্যা নিরাকৃত হইল । পরন্তু সেই পঞ্চ দ্বিজ
বালককেও গুরুজীবিত করিয়া দিলেন ।
অনন্তর উপাধ্যায় দ্বিজ বিষ্ণুশর্ম্মা বালকগণকে
অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন,—
ঈশ্বর ব্যতীত একপ শক্তি আর কাহারও সম্মুখে
না ! দ্বিজ বটুকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারিলেন,
তিনি সেই দেবেশ শূকরকে প্রণামপুষ্টক বলিতে
লাগিলেন,—হে পরমেশ্বর ! অজ্ঞান বশতঃ আপ-
নাকে যাহা বলিয়াছি এবং আপনার বাহ্য অপ্রিয়
করিয়াছি, হে প্রভো ! সে সকল আমায় ক্ষমা
করুন । ৩৭—৫২ । দেব বলিলেন,—হে ভগবন ।
আপনি আমার দেব, গুরু ও পিতামহ; হে বেদগর্ভ !
আপনাকে নমস্কার । আমি যাহা কহিলাম, ইহার
কোনই বাতিক্রম নাই । জন্মদাতা, উপনয়নদাতা,

অন্নদাতা ভয়জাতা পঠিতে পিতরঃ স্মৃতাঃ ৫৪ ।
এবমুকা জগন্নাথো বিষ্ণুশ্রীমানতঃ । তত্র তীর্থে
জগামাশু কৈলাসং ধরণীধরম্ ৫৫ । তদাপ্রভৃতি
ততীর্থং ভারভূতীতি বিস্তৃতম্ । বিখ্যাতঃ সর্ব-
লোকেষু মহাপাতকনাশনম্ ৫৬ । তত্র তীর্থে
পুনর্ভূতমিতিহাসং ব্রবীম তে । সর্বপাপহরঃ
দিব্যমেকাগ্রন্থং শৃণু তৎ ৫৭ । পুরা কৃতযুগস্তাদৌ
বৈষ্ণুঃ কশ্মিন্যামনাঃ । স্ক্রকেশ ইতি বিখ্যাতস্তত্ত
পুত্রোহঁতিধার্মিকঃ ৫৮ । সোমশর্ম্মোতি বিখ্যাতো
মৃতঃ পৃথুললোচনঃ । স সখ্যং বণিকপুত্রং
কঞ্চিচ্চক্রে দরিদ্রিণম্ ৫৯ । সহদেবমিতি খ্যাতঃ
সর্বকর্ম্মশু কোবিদম্ । একদা তু সমং তেন
ব্যবহারমচিন্তয়ৎ ৬০ । সখে সমুদ্রযানেন
গচ্ছাবোত্তরগৈঃ শুভৈঃ । ভাগুং বহু সমাদায়
মদীয়ে দ্রব্যসাধনে ৬১ । পরং তীরং গমিষ্যাব
উৎকর্ষস্বাবয়োঃ সমঃ । ইতি তৌ মন্তয়িত্বা তু
মঙ্গলং সমভীষিতম্ ৬২ । সর্বং প্রয়াগকং গৃহ

বিদ্যাদাতা, অন্নদাতা এবং ভয় হইতে আণকর্তা
এই পাঁচ জন পিতা বলিয়া অভিহিত হন । বিষ্ণু
জগৎপতি ভারভূততীর্থে বিষ্ণুশ্রীমাকে এইরূপ
বলিয়া সমুদ্র কৈলাস গৈলে আগমন করিলেন ।
তদবধি এই মহাপাতকনাশন ভারভূতি তীর্থ সর্ব-
লোকে বিখ্যাত লাভ করিল । এই ভারভূতি
তীর্থসম্বন্ধে আর একটি পুরাতন ইতিহাস আছে,
সেই সর্বপাপহর দিব্য ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতেছি,
একাগ্রমনা হইয়া শ্রবণ কর । পুরাকালে সত্য-
যুগের প্রথম সময়ে স্ক্রকেশ নামক জনৈক মহামনা
বিখ্যাত বৈষ্ণু ছিলেন । তাহার সোমশর্ম্মা নামে
পরম ধার্মিক বিখ্যাত এক তনয় জন্মে ; স্ক্রকেশ-
সুত পৃথুললোচন সোমশর্ম্মা অকালে কালকবলিত
হন । সোমশর্ম্মা জনৈক দারিদ্র বণিক্তনয়ের সাহিত
সখ্য করিয়াছিলেন । তাহার নাম বিখ্যাত সহদেব ।
সহদেব সর্বকর্ম্মেই নিপুণ ছিলেন । সোমশর্ম্মা একদা
সখ্য সহদেবের সহিত বাণিজ্যবিষয়ে পরামর্শ করেন,
বলেন,—সখে ! আমরা সমুদ্রযাত্রা করিব, আমা-
দের সহিত বহু উপযোগী বাণিজ্যপোত থাকিবে ।
বহু দ্রব্য লইয়া আমরা সাগরের পরপারে গমন
করিব, ইহাতে আমাদের লভ্য হইবে ; আর
লভ্যাংশ আমরা উভয়েই তুল্যাংশে গ্রহণ করিব ।
তাঁহারা এইরূপ মন্তব্য করিয়া মন্তব্যরূপ অভিষিক্ত
দ্বাজাত বাণিজ্যপোতে আরোপিত করাইলেন

তাক্রডো লবণোদধি । হৌ গবা কু পদ্য কাকি
বিক্রয় পুরতস্তদা ৬৩ । প্রাপ্তৌ বহু সুবর্ণক রত্নানি
বিবিধানি চ । নাবঃ ত্রাঃ সঙ্গতাং কৃৎস্না পশ্চাত্তা-
বাকরোহতুঃ ৬৪ । নাবমন্তুজলে দৃষ্টৌ নিলীথে
শ্বসন্তুভাম্ । দৃষ্টৌ তু সোমশর্ম্মাগনুৎসঙ্গে কৃত-
মন্তুকম্ ৬৫ । শয়ানমতিবিশ্রুতঃ সহদেবো
ব্যচিন্তয়ৎ । এব নিদ্রাবশঃ যাতৌ মদ্যি প্রাণাশ্রিতায়
বৈ ৬৬ । অশ্রাদ্ধানমিদং সর্বং দ্রব্যরত্নমশেষতঃ ।
উৎকর্ষাদ্ধিমে দদ্যাত্তত্র গচ্ছতি বা নবা ৬৭ । ইতি
নিশ্চিতা মনসা পাদন্তঃ লবণোদধৌ । চিক্কেপ
সোমশর্ম্মাং পাপধাতেন চেতসা ৬৮ । উত্তীৰ্য্য
তরণান্ত্রাশ্রিতঃ সংগৃহ্য তদ্ধনম্ । ততঃ কতিপয়া-
হোভিঃ সংযুক্তঃ কালধর্ম্মণা ৬৯ । গতৌ যমপুরং
ঘোরং গৃহীতৌ যমকিকরৈঃ । স নীতস্তেন মার্গেণ
যত্র সন্তপতে রবিঃ ৭০ । কৃৎস্না দ্বাদশধা স্তানং
সম্প্রাপ্তে প্রলবে যথা । স্মৃতীক্কাঃ কণ্টকা যত্র যত্র

এবং উভয়েই পোতারোহণে লবণজলধি বাহিয়া
গমন করিতে লাগিলেন । পোত পরপারে উত্তীর্ণ
হইল । তাঁহারাও সেই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বহু
সুবর্ণ ও বিবিধ রত্ন অর্জন করিলেন । অনন্তর
তাঁহারা সেই সকল ধনরত্ন পোতে আরোপিত করিয়া
পোতারোহণে স্বদেশ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । নিলীথ
সময়ে সুবর্ণরত্নপূরিত বাণিজ্যপোত জলধির মধ্য
জলে উপনীত হইল । সোমশর্ম্মা সখ্য সহদেবের
উৎসঙ্গে মন্তুক রাখিয়া নিদ্রিত হইলেন । সোমশর্ম্মা
বিশ্রুতভাবে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন । সহদেব
ভাবিলেন,—সখ্য সোমশর্ম্মা আমার প্রতি প্রাণ
পর্যন্ত সমর্পণ করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন । এই
সুবর্ণ-রত্নাদি দ্বাজাত ইহারই অধীন ; দেশে গিয়া
লভ্যাংশের অল্প আমাকে না দিতেও পারেন ।
৬৩—৬৭ । পাপমতি পার্শ্চৈচ্ছক সহদেব মনে মনে
এইরূপ বিচার করিয়া সোমশর্ম্মাকে লবণজলধিমধ্যে
নিক্ষেপ করিল এবং তাঁহার ধনরত্ন গ্রহণপূর্বক
নৌযানসাহায্যে সেই বাণিজ্যপোত হইতে চলিয়া
গেল । অনন্তর কতিপয় দিবস অতীত হইলে
সহদেব কালধর্ম্মের বশবর্তী হইয়া যমপুরে প্রবেশ
করিল, যমকিকরগণও তাহাকে গ্রহণ করিল ।
প্রলয়কালে দিব্যরত্ন দ্বাদশধা বিভক্ত হইয়া যেরূপ
তাপ দান করেন, যমকিকরগণ সহদেবকে যে
পথে লইয়া গেল, ঐ পথেও তপনদেব তাদৃশ
কিষ্কাদান করিতে লাগিলেন । যে পথে স্মৃতীক

স্থানঃ সূদাক্ষণাঃ ॥ ৭১ ॥ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা মহাবালা
ব্যাঘ্রা যত্র মহাবৃকাঃ । সূতপ্তা বালুকা যত্র ক্ষুধা
ভৃগু ভ্রমো মমঃ ॥ ৭২ ॥ পানীয়শ্চ কথা নাস্তি ন
চ্ছায়া নাশ্রমঃ কচিৎ । অন্নং পানীয়সংহিতং যাবত্-
দীয়তে বিষম্ ॥ ৭৩ ॥ ছায়াঃ সম্প্রার্ণ্যমানানাং ভৃশং
জলতি পাবকঃ । তৈর্দহমানা বহুশো বিলপন্তি
যতঃপুংসঃ ॥ ৭৪ ॥ হা ভ্রাতৃর্ভাতঃ পুত্রোতি পতন্তি পথি
যুচ্ছিতাঃ । ইত্থন্তুভেন মার্গেণ স নীতো যম-
কিঙ্করৈঃ ॥ ৭৫ ॥ যত্র তিষ্ঠতি দেবেশঃ প্রজা-
সংযমনো যমঃ । তে হারদেশে তং মুক্খাচ্চক্ষু-
র্ময়কিঙ্করাঃ ॥ ৭৬ ॥ বন্ধা তং গলপাশেন হ্রাসীনঃ
মিত্রঘাতিনম্ । অবধারণ্য দেবেশ বৃধ্যস্ব যদনন্তরম্ ॥
৭৭ ॥ যম উবাচ । ন তু পূর্বে মৃখং দৃষ্টং ময়া
বিশ্বাসঘাতিনাম্ । যে মিত্রদোহিণঃ পাপাস্তেষাং
কিং শাসনং ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥ স্বযোহত্র বিচারার্থং
নিযুক্তা নিপুণাঃ স্থিতাঃ । তে যত্র ক্রবতে তত্র
কিপঞ্চং মা বিচার্যতাং ॥ ৭৯ ॥ ইত্যুক্তাস্তে তমা-

কণ্টক, সূদাক্ষণ কুকুর, তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা মহাসর্প, মহা-
বৃক ব্যাঘ্র ও সূতপ্ত বালুকা বিদ্যমান; যে পথ
ক্ষুধাতৃকাসঙ্কুল, মহা অন্ধকারময়; যে পথে পানী-
য়ের প্রসঙ্গ মাত্র নাই, কুত্রাপি ছায়া নাই, আশ্রম
নাই; অন্ন পানীয় প্রার্থনা করিলে যে পথে নিস
প্রদত্ত হয়; পথিকগণ ছায়া প্রার্থনা করিলে
অনল যে পথে ভীষণভাবে জলিয়া উঠে, সেই
অনলে দহমান হইয়া মানবগণ যে পথে বহু
বিলাপ করে, হা ভ্রাতঃ! হা মাতঃ! হা পুত্র!
বলিতে বলিতে মুচ্ছিত হইয়া যে পথে পতিত হয়—
যমকিঙ্করগণ এইরূপ পথে সহদেবকে লইয়া
গেল। দেবেশ প্রজাসংযমন যম যে স্থানে
অধিষ্ঠিত, যমকিঙ্করগণ সহদেবকে লইয়া সেই
গৃহদ্বারে পরিত্যাগ করিল এবং যমকে সম্বোধন
করিয়া বলিতে লাগিল। কিঙ্করেরা কহিল,—হে
দেবেশ! সেই মিত্রঘাতীকে গলপাশে আবদ্ধ
করিয়া আনয়ন করিয়াছি, আপনি প্রবুদ্ধ হউন,
অতঃপর কি কর্তব্য, নিশ্চয় কহুন। যম বলিলেন,
—আমি পূর্বেও কখনও মিত্রঘাতীর বদন দর্শন
করি নাই। যাহারা মিত্রদোহী, তাহারা ঘোরপাপী;
তাহাদের কি শাসন হইবে; পাপপুণ্যের বিচারার্থ
নিপুণ মুনিগণ নিযুক্ত আছেন, তাহারা বিচার করিয়া
ইহার যে নরক নির্দেশ করেন, ইহাকে সেই নর-
কেই নিক্ষেপ কর। কোন বিচার বিতর্ক করিও

দায় কিঙ্করাঃ শীঘ্রগামিণঃ । মুনীনাং স্তত্র তানুচুস্তং
নিবেদ্য যমাজয়া ॥ ৮০ ॥ দ্বিজা অনেন মিত্রঃ
স্বঃ প্রসুপ্তং নিশি ঘাতিতম্ । বিশ্বস্তং ধন-
লোভেন কো দণ্ডোহস্ত ভবিন্যতি ॥ ৮১ ॥ মুনয়
উচুঃ । অদৃষ্টপুংসমস্মাভির্কদনং মিত্রঘাতিনাম্ ।
কুত্বা পটাস্তরে হেনং শৃগন্ত গতিমস্ত তাম্ ॥ ৮২ ॥
তে শাস্ত্রাণি বিচায়াথ স্বয়ম্শ্চ পরস্পরম্ । আহুয়
যমদূতাঃ স্তানুচরীক্ষণপুঞ্জবাঃ ॥ ৮৩ ॥ আলোকিতানি
শাস্ত্রাণি বেদাঃ সাজাঃ স্মৃতীরপি । পুরাণানি চ
মৌমাংসা দৃষ্টমস্মাভিরত্র চ ॥ ৮৪ ॥ ব্রহ্ময়ে চ সুরাপে
স্তয়ে গুরুদ্বন্দ্বাগমে । নিষ্কৃতির্বিহিতা শাস্ত্রে
কৃতয়ে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৮৫ ॥ যে স্ত্রীয়াশ্চ গুরুয়াশ্চ
যে বালব্রহ্মঘাতিনঃ । বিহিতা নিষ্কৃতিঃ শাস্ত্রে
কৃতয়ে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৮৬ ॥ বাপীকূপতড়াগানাং
ভেতারো যে চ পাপিনঃ । উদ্যানবাটিকানাঞ্চ
ছেতারো যে চ তুচ্ছজনাঃ ॥ ৮৭ ॥ দাবায়িদাহকা যে
চ সততং যেহসুহিংসকাঃ । স্ত্রাসাপহারীণো যে
চ গরদাঃ স্বামিবঞ্চকাঃ ॥ ৮৮ ॥ মাতাপিতৃগুরুণাঞ্চ

না। যম এইরূপ বলিলে শীঘ্রগামী কিঙ্করগণও
সহদেবকে লইয়া মুনিগণগনসমীপে গমনপূর্বক
যমের আদেশ নিবেদন করিল। বলিল,—হে
দ্বিজগণ! এই সহদেব ধনলোভে নিশীথসময়ে
ইহার প্রসুপ্ত বিশ্বস্ত মিত্রকে নিহত করিয়াছে,
ইহার কিরূপ দণ্ড হইবে? মুনিগণ কহিলেন,—
আমরা ইতিপূর্বে কদাচ মিত্রঘাতীর মুখদর্শন করি
নাই। তোমরা ইহাকে পটাস্তরে আবৃত করিয়া
ইহার গতি শ্রবণ কর। অনন্তর ব্রাহ্মণপুঞ্জব স্বামি-
গণ পরস্পর শাস্ত্রনিচয় বিচার করিয়া যমদূতগণকে
আহ্বানপূর্বক বলিতে লাগিলেন। আমরা সাজ
বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রনিচয় আলোচনা করি-
য়াছি, পুরাণ এবং মৌমাংসাদি শাস্ত্রসমূহ দেখিয়াছি;
শাস্ত্রে ব্রহ্ময়, সুরাপী, স্ত্রয়ী ও গুরুদারগামীর
নিষ্কৃতি বিহিত আছে; কিন্তু কৃতয়ের কুত্রাপি
নিষ্কৃতি নাই। যাহারা স্ত্রী, গুরু, বাল ও ব্রহ্ম-
ঘাতী শাস্ত্রে তাগদের নিষ্কৃতি বিহিত হইয়াছে, কিন্তু
কৃতয়ের নিষ্কৃতি বিহিত হয় নাই। ৮৪—৮৬। বাপী,
কূপ ও তড়াগের ভেদকর্তা পাপিগণ, যে সকল
তুচ্ছজন উদ্যান-বাটিকার ছেদক, যাহারা দাবায়ি-
দ্বারা দহন করে, যাহারা সতত ভীষণ হিংসা
করে, যাহারা স্ত্রাসাপহারী, গরদ, প্রভুবঞ্চক,
মাতা-পিতৃগুরুভাগী কিংবা তাহাদের প্রতি দোষ-

ভাগিনো দোষদায়িনঃ । স্বভববন্ধনপর্যায় যাত্ৰী
গৰ্ভপ্রসূতিনী । ৮৯ । বিবেকরহিতা যাত্ৰী
যাত্ৰাতা ভোজনে রতা । দ্বিকালভোজনরতাস্থা
বৈষ্ণববাসরে । ৯০ । তাসাং ত্রীণাং গতিদৃষ্টা
ন তু বিশ্বাসঘাতিনাম্ । বিশ্বাসঘাতিনাং পুংসাং
মিত্রদ্রোহকৃতাং তথা । ৯১ । তেষাং গতির্ন বেদেষু
পুরাণেষু চ কা কথ্য । ইতি স্থিতেষু পাপেষু
গতিরেষাং ন বিদ্যতে । ৯২ । নান্ধা গতির্ন হেনে
বিশ্বস্ত্রে চ নঃ শ্রুতম্ । ইতো নীহা যমদূতা এনং
বিশ্বস্ত্রঘাতিনম্ । ৯৩ । কল্পকোটিশতং সাগ্ৰং
পর্যায়েন পৃথক্ পৃথক্ । নরকেষু চ সর্বেষু ত্রিংশৎ-
কোটিষু সম্যগ্ৰা । ৯৪ । ক্ষিপাতামেষ মিত্রয়ো
বিচারো মা বিধীয়তাম্ । ইতি তে বচনং শ্রুত্বা
কিঙ্করাস্তং নিগৃহ্য চ । ৯৫ । যত্র তে নরকা
ঘোরাস্তত্র ক্ষেপুঃ গতাস্ততঃ । তে তমাদায়
নরকে ঘোরে রোরবসংজ্ঞিতে । ৯৬ । চিকিৎসুস্তত্র
পাপিষ্ঠঃ ক্ষিপ্তে রাবোহভবন্নহান্ । নরকস্থিতভূতেষু
মোক্তব্যো নৈব পাপকৃৎ । ৯৭ । অস্ত সংস্পর্শনাদেব

দাতা, প্রভুবন্ধনপরায়ণ, এমন কি গৰ্ভঘাতিনী,
বিবেকরহিতা, অশ্রুতা . ভোজনরতা, দ্বিকাল
ভোজনী এবং বিশ্ববাসর একাদশীর দিনে ভোজন-
কারিণী নারী—ইহাদিগেরও শাস্ত্রে গতি দৃষ্ট হয়,
কিন্তু বিশ্বাসঘাতীর গতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয়
না। বিশ্বাসঘাতী ও মিত্রদ্রোহকারী নরগণের
গতি বেদেই দৃষ্ট হয় না, পুরাণের আর কথা
কি? ফল কথা—এইরূপ পাপকারিগণের মুক্তি
নাই। হে যমদূতগণ! মিত্রঘাতী ও বিশ্বাস-
ঘাতীর কোনই নিকৃতি শুনা যায় না; অতএব
বিশ্বাসঘাতীকে লইয়া গিয়া বধ কর। কিঞ্চি-
দধিক শতকোটি কল্পকাল ইহাকে পর্যায় ক্রমে
ত্রিশকোটি নরকে পৃথক্ পৃথক্ নিক্ষেপ কর।
এ ব্যক্তি মিত্রঘাতী; অতএব ইহার সম্বন্ধে
কোনরূপ বিচার-বিবেচনা কর্তব্য নহে। কিঙ্করেরা
ঋষিগণের আদেশ শ্রবণপূর্বক তাহাকে সেই
ঘোর নরকে নিক্ষেপার্থ লইয়া গেল এবং প্রথমেই
তাহাকে রোরব নামক ঘোর নরকে নিক্ষেপ
করিল। সেই পাপিষ্ঠকে রোরবে নিক্ষেপ
করিল; সেই রোরব হইতে এক মহারব উদ্ভূত
হইলে রোরববাসী নারকীরা বলিয়া উঠিল—এ
ব্যক্তি পাপকারী; অতএব মুক্তির যোগ্য নহে।
তাহারা আরও বলিল,—ইহার সংস্পর্শে আমা

পীড়া শতগুণা ভবেৎ । যথা ব্যাসিকাক্ষৈঃ
সমিধৈর্দহনার্মকৈঃ । ৯৮ । ভবতি স্পর্শনাস্তত্র
কিমেতেন কৃতামলম্ । যথা দুর্জ্জনসংসর্গাৎ পুঞ্জনো
যাতি লাঘবম্ । ৯৯ । সন্নিধানাস্তত্রাস্তত্র কতে
কারাবসেচনম্ । প্রসাদঃ ক্রিয়তামাত্ত নীযতাঃ
নরকেহস্ততঃ । ১০০ । এবমুক্তাস্ততস্তৈস্ত গতাস্তে
হস্তচিঃ প্রতি । তত্র তে নারকাঃ সন্তি পূর্ববস্তেহপি
চুক্ৰুঃ । ১০১ । এবং তে কিঙ্করাঃ সর্বেহপর্যট-
নরকমণ্ডলে । নরকেহপি স্থিতিস্তত্র নাস্তি পাপস্ত
দুর্মতেঃ । ১০২ । যদা তদা তু তে সর্বে তং গৃহ্য
যমসন্নিধৌ । গহা নিবেদ্য তৎসর্বং যজ্ঞকং
নারকৈর্নরৈঃ । নরকে ন স্থিতির্ন তত্র কিং
ক্রিয়তাং বদ । ১০৩ । যম উবাচ । পাপিষ্ঠ এব বৈ
যাতু যোনিং তিথ্যাক্ষ্যোনিষেবিতাম্ । কালং মুনি-
ভিকৃদ্বিষ্টং তিথ্যাক্ষ্যোনিং প্রবেশ্যতাম্ । ১০৪ ।
এবমুক্তে তু বচনে প্রজাসংযমনেন চ । স গতঃ
কৃমিতাং পাপো বিষ্ঠাং চ পৃথক্ পৃথক্ । ১০৫ ।

দের শারীরিক পীড়া শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে,
প্রজলিত উল্মকে যেমন দেহ দগ্ধ হয়, ইহার
সংস্পর্শে আমাদের দেহও তরুণ দগ্ধ হইতেছে,
জানিনা, এ ব্যক্তি কি মহাপাপই করিয়াছে! দুর্জন-
সংসর্গে সাধু ব্যক্তি যেমন অল্পকালেই লাঘবতা
লাভ করে, ইহার সংসর্গেও তরুণ আমাদের
শরীর যেন ক্ষারজলে সিক্ত হইতেছে। হে দূতগণ!
প্রসন্ন হউন, সহস্র ইহাকে লইয়া অস্ত্র নরকে
নিক্ষেপ করুন। রোরববাসী নারকীরা এইরূপ
কাহলে দূতগণ তাহাকে লইয়া অস্ত্র নরকের
দিকে গমন করিল। সেখানেও অনেক নারকী
আছে। তাহারাও পূর্ববৎ চীৎকার করিয়া উঠিল।
এইরূপে কিঙ্করেরা তাহাকে নরকনিকর পরি-
ভ্রমণ করাইলে, দুর্মতি পাপ সহদেবের কুত্রাপি
স্থান হইল না। কিঙ্করগণ যে যে নরকে গমন
করিল, সর্বত্রই এইরূপ ঘটিল। তখন দূতগণ
তাহাকে লইয়া পুনরায় যমসদনে গমন করত
নারকীদিগের উক্তি সকল নিবেদন করিল এবং
বলিল,—যাহার নরকেও স্থান হয় না, বলুন—
তাহার সম্বন্ধে কি কর্তব্য? ৮৭—১০৩। যম বলিলেন,
—এই পাপিষ্ঠ তিথ্যাক্ষ্যোনিতে গমন করুক। ঋষি-
গণ ঈদৃশ পাপীর যতদিন তিথ্যাক্ষ্যোনিবাস নির্দেশ
করিয়াছেন, ততকাল ইহার তথায় বাস হউক।
প্রজাসংযমন যম এইরূপ বলিলে সেই পাপ সহদেব

ততোহসৌ দংশমশকান পিপীলিকসমুদ্ভবান ।
 যুকামংকুণকাঢ্যাশ্চ গতা পক্ষিভ্রমাগতঃ ॥ ১০৬ ॥
 স্থাবরভ্রং গতঃ পশ্চাৎ পাবাণভ্রং ততঃ পরম্ ।
 সরীসৃপানজগরবরাহমৃগচরিত্তনঃ ॥ ১০৭ ॥
 যুকান-
 থরোষ্ট্রাশ্চ শূকরীঃ গ্রামজাতিকাম্ । যোনিমান্বতরীঃ
 প্রাপ্য তথা মহিষসম্ভবাম্ ॥ ১০৮ ॥ এতান্শাস্ত্রাশ্চ
 বহ্নীবৈ প্রাপ যোনাঃ ক্রমেণ বৈ । স তা যোনী-
 রনুপ্রাপ্য ধূয়োহভূভারবাহকঃ ॥ ১০৯ ॥ স গৃহে
 পার্শ্ববেশস্ত ধার্মিকস্ত যশস্বিনঃ । স দৃষ্ট্বা কার্ত্তিকীং
 প্রাপ্তামেকদা নৃপসত্তমঃ ॥ ১১০ ॥ পুরোহিতং
 সমাহুয় ব্রাহ্মণাশ্চ তথা বহ্নি । ন গৃহে কার্ত্তিকীং
 কুর্যাদেতন্মে বহ্নশঃ শ্রুতম্ ॥ ১১১ ॥ সমেতা কুত্র
 যাস্তাম ইতি ক্রত দ্বিজোত্তমাঃ । যো গৃহে কার্ত্তিকীং
 কুর্যাৎ জ্ঞানদানাদিবজ্জিতঃ ॥ ১১২ ॥ সংবৎসরকৃত্যৎ
 পুণ্যাৎ স বহির্ভবতি শ্রুতিঃ । তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন
 তীর্থং সৰ্বগুণাধিতম্ ॥ ১১৩ ॥ সর্হিনাস্তত্র গচ্ছামঃ
 স্নাতুং দাতুং চ শক্তিতঃ । এবমুক্তে তু বচনে

পার্শ্ববেন দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১১৪ ॥ উচুঃ শ্রেষ্ঠং নৃপশ্রেষ্ঠ
 রেবায়া উত্তরে তটে । ভাৱেশ্বরেতি বিখ্যাতং
 তীর্থতীর্থং নৃপোত্তম ॥ ১১৫ ॥ তত্র যামো বয়ং সৰ্ব্ব
 সৰ্বপাপক্ষয়বহম্ । এবমুক্তঃ স নৃপতির্গৃহীত্বা প্রচুরং
 বস্তু ॥ ১১৬ ॥ শকটং সম্ভূতং কৃৎবা তত্র যুক্তঃ স
 ধর্মহঃ । যঃ কৃৎবা মিত্রহননং গোযোনিং সমুপাগতঃ ॥
 ১১৭ ॥ ইথং স নশ্বদাতীয়ে সম্প্রাপ্তস্তীর্থমুত্তমম্ ।
 গতা চতুর্দশীদিনে ছাপবাসকৃতক্ষণঃ ॥ ১১৮ ॥ গতা
 স নশ্বদাতীয়ে নাম কুদেত্যনুশ্রবন । শুচিপ্রদেশাচ্চ
 মৃদং মজ্জেনানেন গৃহতাম্ ॥ ১১৯ ॥ উদ্ধতাসি
 বরাহেন কুদ্রেন শতবাহনা । অহমপ্যুদ্বিগ্ধস্যামি
 প্রজয়া বন্ধনেন চ ॥ ১২০ ॥ স এবং তাং মৃদং
 নীত্বা মুক্তা তীয়ে তথোত্তরে । দদর্শ ভাস্করং
 পশ্চান্নজ্ঞেনানেন চালভেৎ ॥ ১২১ ॥ অশ্রুক্রান্তে
 রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে । মৃত্তিকে হর
 মে পাপং জন্মকোটিশতাজ্জিতম্ ॥ ১২২ ॥ তত
 এবং বিগাহাপো মজ্জমেতমুদীরয়েৎ । অং নশ্বদে

পৃথক পৃথক তিথ্যক্যোনি লাভ করিতে লাগিল ।
 সে ক্রমে বিষ্ঠার কুমি, দংশ, মশক, পিপীলিকা,
 যুক ও মংকুণযোনি ভ্রমণ করিয়া পক্ষিযোনি
 লাভ করিল; তারপর স্থাবর হইল, স্থাবর হইতে
 পাবাণ হইল, এবং পাবাণ হইতে ক্রমে সরীসৃপ,
 অজগর, বরাহ, মৃগ, হস্তী, বৃক, কুকুর, খর,
 উষ্ট্র ও গ্রাম্যশূকরীযোনি ভ্রমণ করিল । এই
 শূকরীযোনি হইতে অন্তর্যযোনি লাভ করিয়া
 মহিষ হইল । সহদেব ক্রমে এই সকল ও অন্যান্য
 অনেক যোনি পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে জনৈক
 যশস্বী ধার্মিক পৃথিবীপতির গৃহে ভারবাহক বলীবদ
 হইয়া জন্মগ্রহণ করিল । এই নৃপসত্তম একদা
 দেখিলেন,—কার্ত্তিকী পূর্ণিমা উপস্থিত, তিনি পুরো-
 হিত ও অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মণ আহ্বান করিয়া
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ । আমি
 শ্রুতিতে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি যে, গৃহে
 কার্ত্তিকী পূর্ণিমা কাটাইতে নাহি, বলুন,—এদিনে
 আপনাদিগের সমভিব্যাহারে কোন স্থানে গমন
 করিব? যে মানব জ্ঞানদানবিবাজিত হইয়া গৃহে
 কার্ত্তিকী পূর্ণিমা অতিবাহিত করে শ্রুতি বলিয়া-
 ছেন,—সে সংবৎসরকৃত পুণ্য হইতে বহিষ্কৃত
 হয় । অতএব সর্বপ্রযত্নে আপনাদের সহিত
 কোন সৰ্বগুণাধিত পুণ্যতীর্থে গমন করিয়া জ্ঞান
 ও যথাশক্তি দান করিব । হে নৃপোত্তম ! রাজা

এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দ্বিজোত্তমগণ বলিলেন,—
 হে নৃপশ্রেষ্ঠ । রেবার উত্তরতটে তীর্থশ্রেষ্ঠ বিখ্যাত
 ভাৱেশ্বর তীর্থ বিদ্যমান । এই ভাৱেশ্বর তীর্থ
 নৃপতীর্থ বলিয়া অভিহিত । আমরা সকলে সেই
 সৰ্বপাপক্ষয়বহ ভাৱেশ্বর তীর্থেই গমন করিব ।
 নৃপ দ্বিজগণ কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া প্রচুর ধন
 ও দ্রব্যসম্ভার সঙ্গে লইলেন । সে সকল শকটে
 আরোপিত হইল; মিত্রহত্যা করিয়া যে সহদেব
 গোযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল নৃপপালিত সেই বলী-
 বদ্ধই তদ্য এই শকটে বাহনগ্ন নিযুক্ত হইল ।
 এইরূপে নৃপ চতুর্দশীদিনে তীর্থোত্তম নশ্বদাতীয়ে
 উত্তীর্ণ হইলেন । রাজা উপবাসী হইয়া সে দিন
 প্রতীক্ষা করিলেন, পরদিন নশ্বদাতীয়ে গমনপূর্বক
 কুদেবকে শ্রবণ করিতে করিতে শুচি প্রদেশ
 হইতে নিম্নলিখিত মন্ত্রে মৃত্তিকা উত্তোলন করিলেন ।
 যন্ত্র যথা,—“শতবাহ বরাহরূপী কুদ্র আপনার উদ্ধার
 সাধন করিয়াছিলেন, প্রজাপালন জন্য আমিও আপ-
 নাকে উদ্ধৃত করি ।” ১০৮—১২০ । রাজা এই মন্ত্রে
 মৃত্তিকা লইয়া নশ্বদার উত্তরতীয়ে নিক্ষেপ করিলেন
 এবং দিবাকর দর্শন করিয়া পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে
 নশ্বদা-জলে অবতরণ করিলেন । যন্ত্র যথা,—“হে
 বসুন্ধরে ! আ পান অশ্রুক্রান্ত, রথক্রান্ত ও বিষ্ণু-
 ক্রান্ত; হে মৃত্তিকে ! আমার শতকোটি-জন্মাজিত
 পাপ হরণ করুন ।” তারপর রাজা নিম্নলিখিত মন্ত্র

পুণ্যজলে তবাস্ত্বঃ শঙ্করোদ্ভবম্ ॥ ১২৩ ॥ স্নানং
প্রকুর্ষতো মেহদ্য পাপং হরতু চার্জিতম্ । স স্নাত্বা-
নেন বিধিনা সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ ॥ ১২৪ ॥ যথো
দেবালয়ঃ পশ্চাদুপহারৈঃ সমরিতঃ । তক্ষ্যা সন্ধিত্য
সান্নিধ্যে শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ১২৫ ॥ পুরাণোক্ত
বিধানেন পূজাং সমুপচক্রে । পূজাচতুষ্টয়ং দেবি
শিবরাত্র্যাং নিগদ্যতে ॥ ১২৬ ॥ সংশ্রাপ্য প্রথমে
যামে পঞ্চগব্যেন শঙ্করম্ । যতেন পূরণং পশ্চাৎ
কৃতং নৃপবরেণ তু ॥ ১২৭ ॥ ধূপদীপৌ নিবেদ্যাদ্যং
সঙ্কল্যা চ যথাবিধি । অর্ঘ্যেণানেন দেবেশং যজ্ঞেণা-
নেন শঙ্করম্ ॥ ১২৮ ॥ নমস্তে দেবদেবেশ শম্ভো
পরমকারণ । গৃহাণার্মমিমাং দেব সংসারামপাকুক ॥
১২৯ ॥ বিহানুরূপতো দত্তং সুবর্ণং মন্ত্রকল্পিতম্ ।
অগ্নেহি দেবতাঃ সর্গাঃ সুবর্ণঞ্চ ত্তাশনাৎ ॥ ৩০ ॥
অন্তঃ সুবর্ণদানেন স্ত্রীতাঃ স্যুঃ সর্গদেবতাঃ ।
তদর্ঘ্যং সর্গদা দাতুঃ স্ত্রীতো ভবতু শঙ্করঃ ॥ ৩১ ॥

উচ্চারণ করিয়া অবগাহন করিলেন । মন্ত্র,—
“হে নন্দে । আপনি পুণ্যজলা, শঙ্করের শরীর
হইতে আপনার জল উদ্ভূত হইয়াছে ; আমি
অদ্য আপনার নীরে অবগাহন করিতেছি,
আমার সঙ্কিত পাপ হরণ করুন ।” রাজা
এইরূপ বিধিতে স্নান করিয়া, পিতৃদেবগণের তর্পণ
করিলেন, এবং তৎপশ্চাৎ বিবিধ উপহার লইয়া
দেবালয়ে গমন করিলেন । তদনন্তর লোক-
শঙ্কর শঙ্করসন্নিধানে গমন করিয়া ভক্তিপূর্বক
তঁাহাকে চিত্তা করত পুরাণোক্ত বিধি অনুসারে
তঁাহার পূজা আরম্ভ করিলেন । শঙ্কর, শঙ্করীকে
শিবরাত্রিদিনে সন্মোদন করিয়া এই পুরাণোক্ত
পূজাচতুষ্টয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন । নৃপবর রাত্রির
প্রথম যামে পঞ্চগব্যদ্বারা শঙ্করকে স্নান করাইয়া
পশ্চাৎ দ্বতদ্বারা পূরণ করিলেন ; তারপর যথাবিধি
দক্ষ্য করিয়া নৃপ, দীপ, নৈবেদ্য ও অর্ঘ্যাদিক
দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে দেবেশ শঙ্করকে পূজা করি-
লেন । মন্ত্র যথা—“হে দেবদেব শম্ভো !
হে পরমকারণ ! আপনাকে নমস্কার । হে দেব !
আমার এই অগ্নি গ্রহণ করুন, আমার সংসার-ভরিত
হরণ করুন ।” অনন্তর মন্ত্রকল্পিত স্বর্ণ দান করি-
লেন । স্বর্ণদানের মন্ত্র যথা ‘ততাশন হইতেই অগ্নি
দেবতার স্থিতি, আর ততাশন হইতেই সুবর্ণের উৎ-
পত্তি, অতএব সুবর্ণদানে দেবগণ স্ত্রীত হউন ; আর
অর্ঘ্যদাতার প্রীত শঙ্কর নতত প্রীত হউন ।’ নৃপ

অনেন বিধিনা তেন পূজিতঃ প্রথমে শিবঃ । যামে
দ্বিতীয়ে তু পুনঃ পূর্বোক্তবিধিনা চরেৎ ॥ ১৩২ ॥
স্নাপয়ামাস দ্বন্দ্বেন গব্যেন ত্রিপুরাঙ্কম্ । তত্শূলৈঃ
পূরণং পশ্চাৎ কৃতং লিঙ্গম্ শূলিনঃ ॥ ১৩৩ ॥ কৃষ্ণা
বিধানঃ পূর্বোক্তঃ দত্তং বস্তুগুণং সিতম্ । শ্বেত-
বস্তুগুণং যস্মাচ্ছঙ্করস্তাতিবল্লভম্ ॥ ১৩৪ ॥ স্ত্রীতো
ভবতি বৈ শম্ভুর্দত্তেন শ্বেতবাসসা । যামঃ তৃতীয়ঃ
সম্প্রাপ্তঃ দৃষ্ট্বা নৃপতিসত্তমঃ ॥ ১৩৫ ॥ দেবং সংশ্রাপ্য
মধুনা পূরণং চক্রিবাংস্তিলৈঃ । তিলদ্রোণপ্রদানং চ
কুর্ধ্যান্নসমুদীরয়ন ॥ ১৩৬ ॥ তিলাঃ শ্বেতাঙ্গিলাঃ কৃষ্ণাঃ
সর্গপাপহরাঙ্গিলাঃ । তিলদ্রোণপ্রদানেন সংসার-
ছিদ্যতাং মম ॥ ১৩৭ ॥ অনেন বিধিনা রাজা যামিনী-
যামপূজনম্ । অতিবাহ্য বিনোদেন ব্রহ্মঘোষণ
জাগরম্ ॥ ১৩৮ ॥ চকার পূজনং শম্ভোর্বতপুণ্য-
প্রসাদকম্ । যে জাগরে ত্রিনেত্রস্ত শিবরাত্র্যাং শিব-
স্থিতাঃ ॥ ১৩৯ ॥ তে যাং গতিং গতঃ পার্গ ন তা
গচ্ছন্তি যজিনঃ । পাপানি যানি কানি স্যুঃ কোটি-
জন্মাজ্জিতাণ্যপি ॥ ১৪০ ॥ হরকেশবয়োঃ স্নান্ধি

প্রথম যামে এইরূপ বিধানে শিবের পূজা করিলেন,
দ্বিতীয় যামে নৃপ পূর্বোক্ত বিধানের অনুষ্ঠান করিয়া
ও গব্য দ্বন্দ্বদ্বারা ত্রিপুরারির স্নান, ও তত্শূল দ্বারা
লিঙ্গ পূরণ করিলেন এবং পূর্বোক্ত বিধির অনুষ্ঠা-
নানন্তর শুভ্র বস্তুগুণ দান করিলেন ; কেন না
শ্বেতবস্তুগুণ শঙ্করের অত্যন্ত প্রিয় । শ্বেত
বাসদানে শম্ভু প্রীত হইয়া থাকেন । অনন্তর
তৃতীয় যাম উপস্থিত হইলে নৃপসত্তম মধুদ্বারা
শঙ্করের স্নান ও তিল দ্বারা লিঙ্গপূরণ করিয়া
নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করত দ্রোণপরিমাণ
তিলদান করিলেন । মন্ত্র যথা—“শ্বেতই হউক
আর কৃষ্ণই হউক তিল, সর্গপাপহর ; তিলদ্রোণ
প্রদানে আমার সংসারবন্ধন ছিন্ন হউক ।” এইরূপ
অনুষ্ঠানে রাজা যামিনীর শেষ যামে পূজা করিয়া,
বেদপর্বনি সহকায়ে রজনী জাগরণ করিলেন ।
আমোদপ্রমোদে তঁাহার সে রজনী অতিবাহিত
হইল । তিনি বহু পুষ্পোপকরণ দ্বারা শঙ্করের
পূজা সমাধা করিলেন । হে পার্থ ! শিবরাত্রি-
বিধি অনুসারে তঁাহার ত্রিনেত্রের উদ্দেশে রজনী
জাগরণ করেন, তঁাহাদের যে গতি হয়, যজ্ঞারা
সে গতি লাভ করেন না । কোটি কোটি জন্মেও যে
সকল পাপ অর্জিত হয়, কেশব ও দেবেশ শঙ্করের

জাগরে যান্তি সঙ্কল্পম্ । যাবন্তো নিমিষা নৃণাং
ভবন্তি নিশি জাগ্রতাম্ ॥ ১৪১ ॥ নিমিষে নিমিষে
রাজরশমেধকলং ক্রবম্ । উপবাসপরাণাং চ দেবা-
য়তনবাসিনাম্ ॥ ১৪২ ॥ শৃংখতাং ধর্ম্মমাখ্যানং
ধ্যায়তাং হরকেশবো । ন তাং বহুশ্রবণেন ক্রতুনা
গতিমাণুম্ ॥ ১৪৩ ॥ শিবরাত্রিস্থিতিঃ পুণ্যা কার্ত্তিকৌ
চ বিশেষতঃ । রেবায়া উত্তরং কুলং তৌরং ভারেশ্ব-
রেতি চ ॥ ১৪৪ ॥ জাগৃতশ্চাতিদুঃখেন কথং পাপং ন
হাস্ততি । ইখং স জাগরং কৃহা শিবরাত্র্যাং নরেশ্ব-
রঃ ॥ ১৪৫ ॥ প্রভাতে বিমলে গতা নর্ম্মদাতৌর-
মুত্তমম্ । আপিতাস্তেন তে সর্ষে বাহনানি গজা-
দয়ঃ ॥ ১৪৬ ॥ যন্ত বাহ্নৈর্গতস্তীর্থং স্নাতোহহং স্নাপয়ামি
তান্ । তত্র মধ্যস্থিতেঃ স্নাতস্তির্ধ্যাক্হান্নির্গতো
বণিক্ ॥ ১৪৭ ॥ দানং দদৌ তানুদ্দিষ্ট কিকিচ্ছক্তানু-
রূপতঃ । তেন বাহুকৃতাদোষান্নাক্রো ভবতি

উদ্দেশে স্নান-জাগরণে সে সকল বিনষ্ট হইয়া
থাকে । রজনীজাগরণকারী নরগণের যে পরি-
মাণ নয়নের-নিমেষ উন্মেষ হয়, হে রাজন যুধিষ্ঠির !
নিমেষে নিমেষে মানবগণের অশ্রমেধ ফললাভ
হয় । সংশয় নাই । যাহারা উপবাসপরাণ হইয়া
দেবায়তনে বাস করেন এবং হরি ও কেশবের
ধ্যান করিয়া ধর্ম্মোপাখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহাদের
যে উত্তম গতি হয়, বহুশ্রবণদান কিংবা যজ্ঞ করি-
য়াও সে গতি লাভ হয় না । শিবরাত্রি যেমন
পবিত্রা তিথি, কার্ত্তিকী পূর্ণিমাও তদ্রূপ পবিত্রা,
বিশেষতঃ রেবার উত্তরতীরে ভারেশ্বর তীর্থে
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা সমধিক পুণ্যশালিনী ; অতএব যে
মানব অতিদুঃখে এগানে পূর্ণিমা রজনী জাগরণ
করেন, তাঁহার পাপ কেন বিনষ্ট হইবে না ? হে
রাজন যুধিষ্ঠির ! সেই নরেশ শিবরাত্রি-বিধি
অনুসারে ভারেশ্বরে এইরূপে রজনী জাগরণ
করিয়া প্রভাতে নর্ম্মদাতীরে গমন করিলেন এবং
অনুত্তম বিমল ঐ নর্ম্মদাজলে গজাদি বাহন-
নিচয়কে স্নান করাইলেন । তিনি বলিলেন,—
আমি স্নান করিয়াছি, এক্ষণে যে সকল বাহন
আমার সহিত তীর্থে আনীত হইয়াছে, তাহা-
দিগকেও স্নান করাইব । বাহননিচয়ের স্নান
সমাপ্ত হইল । সেই বাহননিচয়মধ্যে বলীবর্দ্ধরূপী
বণিক্ সহদেব নর্ম্মদানীরে স্নান করিয়া তির্ধ্যা-
ঘোনি হইতে মুক্ত হইল ! অনন্তর রাজা বাহন-
গণের স্মৃকৃত কামনায় যথাশক্তি যৎকিঞ্চৎ দান

মানবঃ ॥ ১৪৮ ॥ অন্তথাসৌ কৃতো লাভঃ কৃতো
ব্রজতি তান্ প্রতি । সংস্রাপ্য তং ততো রাজা স্নাত্বা
স্বয়ং বিধানতঃ ॥ ১৪৯ ॥ সন্তর্প্য পিতৃদেবাংশ্চ কৃহা
শ্রাদ্ধং যথাবিধি । কৃহা পিণ্ডান্ পিতৃভ্যাশ্চ রুমুৎ-
সৃজ্য লক্ষণম্ ॥ ১৫০ ॥ গতা দেবালয়ঃ পশ্চাদ্ভেবং
তৌর্খোদকেন চ । সংস্রাপ্য পঞ্চগব্যেন ততঃ পঞ্চা-
য়তেন চ ॥ ১৫১ ॥ সর্ষৌষধিজলেনৈব ততঃ শুদ্ধো-
দকেন চ । চন্দ্রেনৈব স্নগন্ধেন সমালভ্য চ শঙ্করম্ ॥
১৫২ ॥ কুঙ্কুমৈশ্চ সর্পপূরৈর্গন্ধৈশ্চ বিবিধৈস্তথা ।
পুষ্পৌষৈশ্চ স্নগন্ধাট্যৈশ্চ তুর্ধ্যং লিঙ্গপূরণম্ ॥ ১৫৩ ॥
কৃতং নৃপবরেণাত্ কুর্ষতা পূর্ষকং বিধিম্ ।
গোদানং চ কৃতং পশ্চাদ্বিধিদ্বেষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ১৫৪ ॥
ধেনুকে ক্রদ্রূপাসি ক্রদ্রেণ পরিনির্ম্মিতা ।
অশ্মিরগাধে সংসারে পতন্তঃ মাং সমুদ্রয় ॥ ১৫৫ ॥
ধেনুং স্বলঙ্কতাং দদ্যাদনেন বিধিনা ততঃ । ক্ষমাপ্য
দেবদেবেশং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্বহন ॥ ১৫৬ ॥
ষড়্বিধৈর্ভোজ্যৈর্ভৈক্ষ্যৈর্বার্যসোভিস্তান সমষ্টয়েৎ ।
দক্ষিণাভিবিচিত্রাভিঃ পূজয়িত্বা ক্ষমাপয়েৎ ॥ ১৫৭ ॥

করিলেন, কেননা এইরূপ করিলে মানব বাহন-
জনিত দোষ হইতে মুক্ত হয় । বিশেষতঃ এরূপ
না করিলে আরোহী নর পরজন্মে তাহাদের বাহন
হয় । যাহাই হউক, বাহননিচয়ের স্নান সম্পন্ন হইলে
রাজা স্বয়ং স্নান করিয়া যথাবিধি পিতৃদেবগণের
তর্পণ শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি করিলেন । অনন্তর
নৃপ পিতৃগণের উদ্দেশে স্নলক্ষণ রুম উৎসর্গ করি-
লেন । পরে দেবালয়ে গমন করিয়া তৌর্খোদক, পঞ্চ-
গব্য, পঞ্চায়ত, সর্ষৌষধিজল ও শুদ্ধোদক দ্বারা
দেবেশ শঙ্করকে স্নান করাইয়া স্নগন্ধ চন্দন দ্বারা
সেই শঙ্করলিঙ্গ অল্লিগু করিলেন । তারপর
নৃপবর কুঙ্কম, স্নগন্ধ, সর্পু ও বিবিধ স্নগন্ধ পুষ্প
দ্বারা পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে চতুর্ধ্যামের লিঙ্গপূরণ
করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে যথাবিধি অলঙ্কৃত গোদান
করিলেন । মন্ত্র মথা—“হে ধেনুকে ! তুমি ক্রদ-
রূপা ; ক্রদ্র ভোমাকে নির্ম্মিত করিয়াছেন ; আমি এই
অগাধ সংসারসাগরে পতিত, আমাকে উদ্ধার কর ।
১৫৮—১৫৫। রাজা উল্লিখিত বিধানে ধেনুদান করিয়া
দেবদেব সমীপে ক্ষমাপণ করত ষড়্বিধ রসযুক্ত ভক্ষ্য
ভোজ্য দ্বারা বহু দ্বিজকে ভোজন করাইলেন ;
এবং বহু বনন দান করিয়া দ্বিজগণের পূজা
করিলেন । অনন্তর তিনি বিবিধ বিচিত্র দক্ষিণা-
দানে দ্বিজগণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট

স্বয়ং বৃদ্ধে পশ্যাৎ পরিবারসমর্থিতঃ । তামেব
রজনীং তত্র স্তবসজ্জগতীপতিঃ ॥ ১৫৮ ॥ তস্ত
তজ্জোষিতশ্চৈব নিশীথেহ নরেশ্বর । আকাশে
সৌহৃতিশ্চাব দিব্যাণীসমৌরিতম্ ॥ ১৫৯ ॥ বাণ-
বাচ । রাজন্ সমস্ততো লোকে কলং ভবতি
সাম্প্রতম্ । সংসারসাগরে হ্যত্র পতিতানাং দুঃখ-
ানাম্ ॥ ১৬০ ॥ যদি সন্নিধিমাভ্যেগ কলং তজ্জোচ্যতে
কথম্ । যদি শস্ত্রবংশস্ত তজ্জোন্মাদকরং ভবেৎ ॥
১৬১ ॥ য এষ স্বদগৃহে বোচা হৃতিভারধুরক্ষরঃ ।
অনেন মিত্রহননং পাপং বিশ্বাসঘাতনম্ ॥ ১৬২ ॥
কৃতং জন্মসহস্রাণামতীতে পরিজন্মনি । গতেন
পাপানান্নানং নরকেষু চ সংস্থিতিঃ ॥ ১৬৩ ॥ ততো
যোনিসহস্রেষু গতিস্তিষ্ঠ্যক্ষু চৈব হি । গোযোনিং
সমুদ্রপ্রাপ্তস্বদগৃহে স স্পৃহ্মতিঃ ॥ ১৬৪ ॥ আপিতশ্চ
ত্বয়া তীর্থে হস্মিন্ পর্কসমাগমে । দৃষ্টা পূজাং ত্বয়া
কৃপ্তাং কৃতা জাগরণক্রিয়া ॥ ১৬৫ ॥ তেন নিষ্কল্যষো

ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক পরিবার সহ স্বয়ং ভোজন
করিলেন । জগতীপতি সে রজনী তথায় জাগরণ
করিয়া রাইলেন । হে নরেশ্বর যুধিষ্ঠির ! রাজা তথায়
রজনীযাপন করিতে থাকিলেন নিশীথ সময়ে আকাশে
এক দিব্য বাণী উচ্চারিত হইল । তিনি সেই বিশাল
বাণী শ্রবণ করিলেন । আকাশবাণী বলিলেন,—যদি
সাদৃশ্যসন্নিধি ঘটে, তবে সংসারসাগরপতিত
দুঃখাদিগেরও ইহলোকেই মুক্ত লভ হয়,
ইহা সর্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে । হে রাজন ! সাম্প্রতি
সেই ফল ফলিতে চলিল । কি বলিব ! অহো
যদি শাস্ত্রনব নৃপতির স সর্গ না ঘটিত, তবে
ইহার যে কিরূপ ক্লেশকর গতি হইত বলা যায় না ।
রাজন্ ! এই যে তোমার গৃহে ভারবাহী বলীয়ান
বলীবর্দ্ধ রহিয়াছে, এই বলীবর্দ্ধ পূর্বজন্মে বিশ্বাস-
ঘাতকতা করিয়া মিত্রবধ করিয়াছিল ; এ ঘটনা
ইহার সহস্রজন্ম পূর্বে সংঘটিত হয় । এই
পাপান্না নরকে গমন করিয়াছিল, কিন্তু এ ব্যক্তি
এতই পাপ করিয়াছে যে, ইহার নরকেও
স্থান হয় নাই । তারপর এই দৃশ্যটি সহস্র সহস্র
তিষ্ঠ্যকৃষোনি ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে গোযোনি
লাভ করত তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছে । তুমি
পূর্বকালে ইহাকে তীর্থজলে স্নান করাইয়াছ, এবং
এই বলীবর্দ্ধ তোমার কৃত পূজাদর্শনপূর্বক রজনী
জাগরণ করিয়াছে । হে রাজন্ ! সেই পূণ্য-
প্রভাবে এই বলীবর্দ্ধ নিষ্কলুষ হইয়া তোমার সম্মুখে

জাতো যুক্তা দেহং তবাগ্নতঃ । স্বর্গং প্রতি
বিমানস্থঃ সৌহৃদ্য রাজন্ গমিষ্যতি ॥ ১৬৬ ॥ শ্রীমার্ক-
ণ্ডেয় উবাচ । এবমুক্তে নিপতিতো ধূম্যঃ প্রাণৈঃ
ব্যগৃহ্যত । বিমানবরমাক্রুতস্তৎক্ষণাৎ সমদৃষ্টত ॥
১৬৭ ॥ স তৎ প্রণম্য রাজেন্দ্রমুবাচ প্রহসন্নিব ॥ ১৬৮ ॥
বৃষ উবাচ । ভোভো নৃপবরশ্রেষ্ঠ তীর্থমাহাত্ম্য-
মুত্তমম্ । যত্র চান্দ্রদ্বিধস্তীর্ণে মূচ্যতে পাতকৈ-
র্নরঃ । ময়া জ্ঞাতমশেনেণ মৎসমে নাস্তি পাতকী ॥
১৬৯ ॥ অতঃ পরং কিং নু কুৰ্য্যাৎ পরং তীর্ণানু-
কীর্তনম্ । ভবান্নাতা ভবান্ ভ্রাতা ভবাংশ্চৈব
পিতামহঃ ॥ ১৭০ ॥ ক্ষম্বাং প্রণতোহস্মাদ্য যস্মি-
ন্তীর্ণে হি মাদৃশাঃ । গতিমৌদ্বিধাং যাস্তি ন জানে
তব কা গতিঃ ॥ ১৭১ ॥ সমারাধ্য মহেশানং সম্পূজ্য
চ যথাবিধি । কা গতিস্তব সস্তাষ্যা দেহনুজ্ঞাং মম
প্রভো ॥ ১৭২ ॥ ত্বরয়ান্ত চ মাং হেতে দিবিস্বাঃ
প্রণয়াদগণাঃ । স্বস্ত্যস্ত তে গমিষ্যামৌত্যাঙ্গা সো-
হস্তদধে ক্ষণাৎ ॥ ১৭৩ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । গতে

তনুত্যাগ করত বিমানারোহণে অদ্যই স্বর্গে গমন
করিবে । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—আকাশবাণী এই-
রূপ বলিলে ভারবাহী বলীবর্দ্ধ তখনই ছুতলে পতিত
হইয়া তনুত্যাগ করিল । তখনই সে স্থানে এক
উত্তম বিমান পারদৃষ্ট হইল । বৃষ নৃপসত্তমকে প্রণাম
করিয়া বিমানে আরোহণ করিল এবং হাসিতে
হাসিতে তাঁহাকে বলিতে লাগিল । বৃষ বলিল,—হে
নৃপবর ! আমাদের মত পাতকী নরও এক্ষণে মুক্ত
হইল ; অতএব এ তীর্ণের মাহাত্ম্য অতীব উত্তম ।
আমি বেশ জানি, আমার মত পাতকী আর
দ্বিতীয় নাই । এ তীর্ণের মাহাত্ম্য সন্দেহে ইহা হইতে
অধিক কি কহিব ? আপনি মাতা, পিতা এবং
আপনিষ্ট আমার পিতামহ । আমি অদ্য আপনাকে
প্রণাম করিতেছি, আমায় ক্ষমা করুন । অহো !
আমাদের মত পাতকীদিগেরও এ তীর্ণে এইরূপ
গতি হইল ! আপনি পুণ্যাগ্না, না জানি আপনার
কিরূপ গতিলাভ হইবে ? আপনি শঙ্করের আরা-
ধনা করিয়া যথাবিধি পূজা করিয়াছেন আপনার সদ্-
গতি সন্দেহে আর বক্তব্য কি ? প্রভো ! আদেশ
করুন, গমন করি ; ঐ দেখুন, গণদেবতারা অন্ত-
রীক্ষে থাকিয়া প্রণয়তরে আমাকে ত্বরান্বিত করি-
তেছেন । আমি চলিলাম ; আপনার মঙ্গল হউক ।
তখন সেই বৃষযোনিমুক্ত দিব্যপুরুষ এই বলিয়া
ক্ষণকাল মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন । মার্কণ্ডেয় কহি-

চাদর্শনং তত্র স রাজা বিশ্বান্বিতঃ । তীর্থমাহাশ্মা-
মতুলং বর্ণয়ন্ স্বপুং গতাঃ ॥ ১৭৪ ॥ ইত্যমৃতং হি
তত্তীর্ণং নশ্বদায়াং বাবন্তিতম্ । সর্বপাপক্ষয়করং
সম্বৎসরমুত্তমম্ ॥ ১৭৫ ॥ উপপাপানি নশ্বন্তি গ্রান-
মাত্রেণ ভারত । কার্ত্তিকশ্চ চতুর্দশ্যামুপবাসপরাধনঃ ॥
১৭৬ ॥ চতুর্দা পুরণেল্লিঙ্গং তস্য পুণ্যফলং শুন ।
বক্ষ্যহং ॥ সুরাপানং স্তেয়ং গুরুদারগমনঃ ॥ ১৭৭ ॥
মহাপাপানি চত্বারি চতুর্ভির্হাস্তি সঙ্কয়ন । সোম-
মেধস্য যজ্ঞস্য লভতে ফলমুত্তমম্ ॥ ১৭৮ ॥ কার্ত্তিকে
গুরুপক্ষস্য চতুর্দশ্যামুপোষিতঃ । স্বপদানচ্ছ তত্তীর্ণো
যজ্ঞস্য লভতে ফলম্ ॥ ১৭৯ ॥ অষ্টম্যাং বা চতুর্দশ্যাং
বৈশাগে মাসি পূষবৎ । দীপং পিষ্টময়ং কুমা পিতৃন
সম্বান বিমোক্ষয়েৎ ॥ ১৮০ ॥ তত্র যদ্যপ্যেতে দানমপি
বালাগ্রমাত্রকম্ । তদক্ষয়ফলং সর্বমেবমাহ নরেশ্বরঃ ॥
১৮১ ॥ ভারতুত্যাং মৃত্যুনাং ৩ নবাণা-
ভাবিতান্যনাম্ । অনিবর্তিকা গতি রাজক্ষি-
লোকান্নিরন্তরম্ ॥ ১৮২ ॥ অথবা লোকস্বর্গাণাং
মর্ত্যালোকং জিগীষতি । সাক্ষবেদজ্ঞবিপ্রাণাং জামদ-
গ্নিঃ

লেন,—সেই পুরুষ অদর্শন হইলে রাজা বিশ্বান্বিত
হইয়া অনূতম তীর্থমাহাশ্মা কীর্তন করিতে কাঁবতে
স্বপুং প্রস্থান করিলেন । হে ভারত ! এই সমাপ-
ক্ষয়কর সম্বৎসরবিনাশন অনূতম তীর্থ নশ্বদাতীয়ে
বিদ্যমান, এখানে গ্রানমাত্রেই উপপাপক্ষয়
বিনষ্ট হয় । যে নর উপবাসপরাধন হইয়া কার্ত্তিকে
চতুর্দশীতে অত্রত্য শঙ্করলিঙ্গের চতুর্দশ পূজা
করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর । বক্ষ্যহং ত্যা,
সুরাপান, স্তেয়, গুরুদারগমন, চতুর্ভিঃ পূজা
মানবের এই চতুর্দশ মহাপাপ বিনষ্ট হয় । কেবল
ইহাই নহে । তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞেব অনূতম
ফলও লাভ হইয়া থাকে । কার্ত্তিকী গুরুচতুর্দশীতে
উপবাস করিয়া এখানে স্বপদান কাঁবিলে বাগফল
লাভ হয়, বৈশাগ মাসের অষ্টমী কিংবা চতুর্দশীতে
এখানে পূষবৎ পূজা ৬ পিষ্টময় দীপদান করিয়া
মানব অগ্নি পিতৃলোক উদ্ধার করে । মনো-
কহিয়াছেন—এখানে কেশগ্রপরিমাণ দান কর-
লেও তাহা অক্ষয় ফলজনক হয় । যে সকল
ভাবিতাশ্মা মানব ভারতুতীর্ণে তন্নুভাগ করেন,
হে রাজন ! তাঁহাদের অনিবর্তিকা গতি হয়,
তাঁহারা নিরন্তর কদলোকে বাস করেন, কদাচ
তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন না । যদি বা
লোকপ্রতির অন্তবনী হইয়া মর্ত্যালোক প্রকটিত

বিমলে কুলে ॥ ১৮৩ ॥ ধনবান্ধসমায়ুক্তো বেদ-
বিদ্যাসমর্ষিতঃ । সর্বব্যাপিবিনির্মুক্তো জীবৈচ্ছ
শরদাং শতম্ ॥ ১৮৪ ॥ পুনস্তত্তীর্ণমাসাদা হৃক্ষয়ং
পদমাশ্রুয়াৎ ॥ ১৮৫ ॥ এতৎপুণ্যং পাপহরং কথিতং
তে নৃপোত্তম । ভারতেদং মহাপ্রাণং শুন চৈব
ততঃ পরম্ ॥ ১৮৬ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতভূতীর্থমাহাশ্মাবর্ণনং নাম
নবাবিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৯ ॥

দশাবিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ভৈশ্বানরস্তরং তাত
পুশ্চিলং তীর্ণমুত্তমম্ । তত্র তীর্ণে পুরা পুশ্চিঃ পার্শ্ব
সিদ্ধিমুপাগতঃ ॥ ১ ॥ জামদগ্নো মহাতেজাঃ ক্ষত্রি-
যান্তকরঃ প্রভুঃ । তপঃ কুমা সুবিপুলঃ নশ্বদোত্তব-
তীরভাক ॥ ২ ॥ তত্র প্রভুর্হি বিখ্যাতঃ নশ্বতীর্ণঃ
নরেশ্বর । নরলীণে তু যঃ শ্রাদ্ধা শরদাস পবমে-
বরম্ ॥ ৩ ॥ ইহলোকে বনৈর্বাঙ্কঃ পবে মোক্ষম-

অভিলাষী হন, তথাপি সাক্ষ-বেদবিদ্বিঃ জগদেব
বিমল কুলে ভাষার জন্ম হয় । তিনি ধনবান্ধ-
সমানক, বেদবিদ্যাসমর্ষিত ও সর্বব্যাপি-নব
জিত হইয়া এক বৎসর জীবিত থাকেন । এ
জন্মেও তিনি এই তীর্ণে আগমন করিয়া পুনরা
অক্ষয়পদ লাভ করেন । হে নরোত্তম । এই
নোনার নিকটে পাপহর পুণ্য লীমাহাশ্মা কীর্তন
করিয়াম । হে ভারত । ইহা এক মহাপুণ্যস্থান
অতঃপর শ্রবণ কর । ১৮৬-১৮৮ ।

নবাবিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৯ ॥

দশাবিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ভারত ! ইহারই পব
অনূতম পুশ্চিল তীর্ণ । হে পার্শ্ব ! পুশ্চিঃ পুশ্চিল
এখানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । পুশ্চিল জম-
দগ্নিগোত্র জন্মগত করিয়াছিলেন । ইনিই সেই
ক্ষত্রিয়ক মহাতেজা জামদগ্ন্য পরশুরাম । তিনি
নশ্বদাব উত্তরতীর্থে সুবিপুল তপস্যা করেন । হে
নরেশ ! হৃদয়নি এই পুণ্যতীর্থ পুশ্চিল নামে
প্রসিদ্ধি লাভ করে । যে নর পুশ্চিলতীর্ণে পরমে-
বরের আবাধনা করে, সে ইহলোকে বন্যক হয়

বাণ্মুখাৎ । দেবান্ পিতৃন্ সমভার্ষ্য পিতৃণামনুগী
ভবেৎ ॥ ৪ ॥ তত্র তীর্থে নরো যন্ত প্রাণত্যাগং
করোতি বৈ । অনিবার্তিকা গতিস্তস্ত ক্রদলোকাদ-
সংশয়ম্ ॥ ৫ ॥ তত্র তীর্থে নরঃ শ্রাদ্ধা হযমেধফলং
লভেৎ ॥ ৬ ॥ তত্র তীর্থে নরো যন্ত ব্রাহ্মণান
ভোজয়েন্নপ । একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রৈ কোটি-
ভবতি ভোজিতা ॥ ৭ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ কশ্চিৎ
পূজয়েদ্বষভধ্বজম্ । বাজপেয়স্ব যজ্ঞস্য ফলং
প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদে পুশ্চিলভৌগমাশ্রাবণনং নাম
দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১০ ॥

একাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । আশ্চর্য্যভূতং লোকস্ত
দেবদেবেন যৎকৃতম্ । তত্তে সর্বং প্রবক্ষ্যামি নন্দাদা-
তটবাসিনাম্ ॥ ১ ॥ দ্বিজান্ স্কৃৎপণান দেবঃ কুপী
ভূত্বা যযাচ্ছ । শ্রাদ্ধকালে তু সম্প্রাপ্তে রক্তগন্ধা-
নুলেপনঃ ॥ ২ ॥ সবদুদুদগাত্তস্ত মাংসকার্মিসংবৃতঃ ।

৩ পরলোকে মোক্ষ-লাভ করে । এখানে দেব ও
পিতৃগণের অর্চনা করিলে মানব পিতৃগণ হইতে
মুক্ত হয় । এখানে যে নর তনুত্যাগ করে,
তাহার অনিবার্তিকা গতি হয়, নিঃসংশয় সে
ক্রদলোক হইতে প্রত্যাগমন করে না । পুশ্চিল-
ভীর্থে শ্রান করিয়া নর অধমেধফল লাভ করে ।
হে নৃপ ! যে মানব এখানে দ্বিজগণকে ভোজন
করায়, একটী দ্বিজকে ভোজন করাইলে তাহার
কোটি কোটি ব্রাহ্মণভোজনের ফললাভ হইয়া
থাকে । এখানে যে কেহ বৃষভধ্বজের পূজা করিয়া
বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ করে, সংশয় নাই ॥ ১—৮ ॥

দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১০ ॥

একাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—যাহা দেবদেব-কৃত,—ইহ-
লোকে যাহা আশ্চর্য্যভূত, তাহা তোমার
নিকট কীৰ্ত্তন করিবেছি । একদা নন্দাদাতীর-
বাসী দ্বিজগণ শ্রাদ্ধস্বরূপ হইলে দেবদেব কুপ্তিবশে
সেই স্কৃৎপণ দ্বিজগণসমীপে গমন করত যাচঞা
করেন । তখন তাঁহার রক্তগন্ধানুলিপ্ত দেহ
হইতে বৃদ্ধবৃদ্ধাকারে স্রাব হইতেছিল, মক্ষিকা ও

দুশ্চর্যা দুর্মুখো গন্ধী প্রশ্বলংচ পদেপদে ॥ ৩ ॥
ব্রাহ্মণাবসথঃ গত্বা শ্বলন দ্বারেহববৌদিদম্ । তো
ভো গৃহপতে 'অদা ব্রাহ্মণঃ সহ ভোজনম্ ॥ ৪ ॥
অদগৃহে কৰ্ত্তুমিচ্ছামি হোতিঃ সহ স্নুসংস্কৃতম্ । ততস্তঃ
ব্রাহ্মণঃ দৃষ্ট্বা যজমানসমম্বিতাঃ ॥ ৫ ॥ শবস্তঃ সর্ব-
গাত্রেণ ধিগুদ্বিগুতোবমক্রবন্ । নির্গচ্ছন্ত
দুর্গন্ধ গৃহাচ্ছায়' দ্বিজাধম ॥ ৬ ॥ অভোজামেতৎ
সংস্রোতা' দর্শনাত্তব সংকৃতম্ । এবমেব তথৈত্বাক্ষা
দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৭ ॥ জগামাকাশমমলঃ
দৃষ্টমানো দ্বিজোত্তমৈঃ । গতে চাদর্শনং দেবে
শ্রাদ্ধাত্বাক্ষা সমস্তুতঃ ॥ ৮ ॥ ভুক্ততে স্ম দ্বিজা
রাজন্ যাবৎপাত্রে পৃথক্ পৃথক্ । যত্র যত্র চ পশুস্তি
তত্র তত্র কুমিষ্যতঃ ॥ ৯ ॥ দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাপন্থাঃ সর্বৈ
কিমিত চাক্রবন্ । ততঃ কশ্চিৎবাচেদং ব্রাহ্মণো
গুণবানজঃ ॥ ১০ ॥ যোগীন্দ্রঃ শঙ্কয়া তত্র বর্হাবপ্র-
সমাগমে । যোহত্র পূর্বঃ সমায়াতঃ স যোগী

কুমিকুলে দেহ আকুল হইয়াছিল, তাঁহার দুশ্চর্যা
দুর্নয় দুর্গন্ধী দেহ পদে পদে আলিত হইতেছিল ।
দেবদেব এইরূপ আলিতদেহে দ্বিজগণের আবাসে
আগমনপূর্বক দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত
বাক্য বলিতে লাগিলেন । দেবদেব বলিলেন,—
ওহে গৃহপতে ! এই সকল দ্বিজের সহিত আমি
অদা তোমার গৃহে স্নুসংস্কৃত অন্ন ভোজনে
অভিলাষ করি । অনন্তর যজমান দ্বিজগণ সেই
গলিতকুপীকে অবলোকন করিয়া তাহাকে ধিকার
করিলেন, বলিলেন,—রে দুর্গন্ধ দ্বিজাধম ! সত্ত্বর
এ গৃহ হইতে নির্গমন কর ! তোর দর্শনে এই
সকল স্নুসংস্কৃত ভক্ষ্য ভোজ্যাদি অভোজ্য হই-
য়াছে । দ্বিজগণ এইরূপ বলিলে দেবদেব মহেশ্বর
'তাহাই হউক' বলিয়া সেই সকল দ্বিজসন্তমগণের
সমক্ষে আকাশমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হই-
লেন । হে রাজন্ ! দেবদেব অদর্শন হইলে
দ্বিজগণ শ্রান করিলেন, তত্রতা শ্রাননিচয় ধৌত
করিলেন এবং পৃথক্ পৃথক্ পাত্র পাত্রিয়া ভোজনে
উদ্যোগী হইলেন । তাঁহার ভোজনে প্রবৃত্ত
হইয়া যে যে স্থানে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিলেন, সর্বস্থানই
বহুক্রমিময় অবলোকন করিতে লাগিলেন । ১—৯ ।
দ্বিজগণ বিস্মিত হইলেন, সকলেই বলিয়া উঠিলেন,
—এ কি হইল ? তখন জনৈক গুণবান দ্বিজ বলি-
লেন,—এই যে পূর্বে দ্বিজসভায় এক বিপ্র আগ-
মন করিয়াছিলেন, আমার ইচ্ছাকে যোগিবর অজ-

পরমেশ্বরঃ ॥ ১১ ॥ তন্ত্বেদং ক্রৌড়িতং মন্ত্রে ভৎ-
সিতস্ত বিপাকজম্ । কলং ভবতি নান্তস্ত হৃতিথেঃ
শাস্ত্রনিষ্ঠয়াৎ ॥ ১২ ॥ সম্পূজ্যঃ পরমাত্মা বৈ
হৃতিধিঃ বিশেষতঃ । শ্রাদ্ধকালে তু সম্প্রাপ্ত-
মতিধিঃ যো ন পূজয়েৎ ॥ ১৩ ॥ পিশাচা রাক্ষসা-
স্তস্ত তদ্বিনুস্পৃশ্যসংশয়ম্ । কপূৰ্বিতং বিরূপং বা
মলিনং মলিনাদ্বরম্ ॥ ১৪ ॥ যোগীশ্রং স্বপচং বাপি
অতিধিঃ ন বিচারয়েৎ । তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্ত যজ-
মানপুরোগমাঃ ॥ ১৫ ॥ ব্রাহ্মণা দ্বিজমশ্বেষ্টং ধাবিতাঃ
সৰ্বতোদিশম্ । তাবৎকথঞ্চিৎ কেনাপি গহনং
বনমাশ্রিতঃ ॥ ১৬ ॥ দৃষ্টো দৃষ্ট ইতি প্রোক্তং তেন
তে সৰ্বা আগতাঃ । ততঃ পশুন্তি তং বিপ্রং স্থানু-
ব-
শ্চলং স্থিতম্ ॥ ১৭ ॥ ন ক্রন্দতে ন চলতি স্পন্দতে
ন চ পশুতি । জগন্তি করুণং কোচং অবন্তি চ তথা-
পরে ॥ ১৮ ॥ বাগতিঃ সততমিষ্টাভিঃ স্তম্ভমান-
স্ত্রিলোচনঃ । ক্ষুধাদ্বিতানাং দেবেশ ব্রাহ্মণানাং

মহেশ বলিয়া সংশয় হয় : আমার মনে হয়—আপ-
নারা তাঁহার ভৎসনা করিয়াছেন, তাহারই এই
পরিণাম কল ! এ তাঁহারই ক্রৌড়া, একাধা অস্ত
কাহারও নহে । তিনি অতিথিবেশে সমাগত
হইয়াছিলেন । শাস্ত্রে অতিথিবেশের কল এই-
রূপই নিশ্চিত আছে । পরমাত্মা পূজ্য, বিশে-
ষতঃ অতিথি সমধিক পূজ্য । যে মানব শ্রাদ্ধ-
কালে অতিথি লাভ করিয়া তাহার পূজা না
করে পিশাচ ও রাক্ষসগণ নিঃসন্দেহ তাহার
শ্রাদ্ধকার্যের বিলোপ করিয়া থাকে । রূপা-
ধিত, বিরূপ, মলিন, মলিনাদ্বর, স্বপচ অথবা
যোগীশ্র—অতিথির এরূপ কোনই বিচার করিয়া
নহে । দ্বিজের বাক্য শ্রবণে যজমানপ্রমুখ দ্বিজ-
গণ সেই অতিথি বিপ্রের অনুসন্ধানার্থ ইতস্ততঃ
ধাবিত হইলেন । কোন দ্বিজ সমীপস্থ দুর্গম বন-
স্থলীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিলেন
এবং বলিলেন,—দেখিয়াছি, দেখিয়াছি, তখন
তাঁহার মুখে এইরূপ শুনিয়া সমস্ত দ্বিজই সেই
গহন বনে আগমন করিলেন, দেখিলেন,—সেই
অতিথি দ্বিজ স্থানুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিয়াছেন ।
তাঁহার ক্রন্দন, গমন, স্পন্দন, অবলোকন কোন
ক্রিয়াই নাই । তখন কোন কোন দ্বিজ করুণ
জগ্ননা করিলেন, অপর কতিপয় বিপ্র ইষ্টে বাগ-
বিন্যাসে নিরন্তর ত্রিলোচনেব স্তব করিলেন ।
তাঁহার বলিলেন,—দেবেশ । দ্বিজগণ ক্ষুধাদ্বিত,

বিশেষতঃ । বিনষ্টমন্ত্রং সর্বেষাং পুনঃ সঙ্কটুর্মহসি ॥
১৯ ॥ অহা তু বচনং তেষাং ব্রাহ্মণানাং যুধিষ্ঠির ।
পরয়া কপয়া দেবঃ প্রসন্নস্তানুবাচ হ ॥ ২০ ॥ যয়া
প্রসন্নেন মহানুভাবাস্তদেব বোহবঃ বিহিতং সুধেব ।
ভুঞ্জস্ত বিপ্রাঃ সহ বন্ধুভূতৈরর্চন্তু নিতাং মম মণ্ডলং
চ ॥ ২১ ॥ ততশ্চায়তনং পার্থ দেবদেবস্ত শূলিনঃ ।
যুগ্মিণামেতি বিখ্যাতং সৰ্বপাপহরং শুভম্ ।
কার্ত্তিক্যাং তু বিশেষণে গয়াতীর্থেন তৎসমম্ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতমুণ্ডিতীর্থমালাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকম্ ।

কাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৭ ॥

দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । অথান্তং সম্প্রবক্ষ্যামি
দেবস্ত চরিতং মহৎ । শ্রুতমাত্রেণ যেনাশু
সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥ ভিক্ষুরূপং পরঃ কৃতা
দেবদেবো মহেশ্বরঃ । একশালাং গতৌ গ্রামং
ভিক্ষার্থী ক্ষুৎপিপাসিতঃ ॥ ২ ॥ অক্ষমুদ্রোদ্যতকরো

বিশেষতঃ আপনি তাঁহাদের অন্ত নষ্ট করিয়াছেন,
অতএব পুনরায় সেই অন্ত সঙ্কত করুন । হে
যুধিষ্ঠির ! পরম দয়াবান দেবেশ দ্বিজগণের বাক্য
শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন,—
হে মহানুভাবগণ ! আমি প্রসন্ন হইয়া আপনাদের
অন্ত সুধার ন্যায় সংস্কৃত করিলাম, বন্ধু বান্ধবের
সহিত দ্বিজগণ ভোজন করুন । হে পার্থ ! এই
বাপারের পর হইতে দেবেশ শূলীর সেই আয়তন
যুগ্মী নামে বিখ্যাত লাভ করিল । এই তীর্থ
সৰ্বপাপহর ও শ্রেয়ঃপ্রদ , বিশেষতঃ কার্ত্তিকী
পূর্ণিমায় এ তীর্থ গয়াতীর্থের তুল্য । ১০—২২ ।

একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১১

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর অন্য এক পুত
দেবচরিত বর্ণন করিতেছি, ইহার শ্রবণমাত্রে সদা
পাপমুক্তি ঘটে । একদা দেবদেব মহেশ পরম ভিক্ষু-
বেশ ধারণ করিয়া ক্ষুৎপিপাসাকুলের ন্যায় ভিক্ষার্থ
একশালানগরীতে গমন করেন ; তখন সেই
বিশ্বপতির উদ্যত করে অক্ষমুদ্র প্রদত্ত, দেহ ভস্মে

ভবগুণিতবিগ্রহঃ। কুরলিশুলো বিশেষো
জটাকুণ্ডলভূষিতঃ। ৩। কুন্তিবাসা মহাকায়ে
মহাহিকৃতভূষণঃ। বাদ্যন বৈ ডমককঃ ডিগুম-
প্রতিমঃ শুভম্। ৪। কপালপানির্ভগবান্ বালকৈ-
বহুভির্ভূতঃ। কচিঙ্গায়ন হসংশৈব নৃত্যন বাদন
কচিং কচিং। ৫। যত্রযত্র গৃহে দেবো লীলয়া
ডিগুমঃ স্তসেৎ। ভাৱাক্রান্তঃ গৃহং পার্থ তত্রতত্র
বিনশ্চতি। ৬। এবঃ সম্প্রচরন দেবো বেষ্টিতো
বহুভির্জ্ঞানৈঃ। দৃষ্টাদৃষ্টেন রূপেণ নির্জগাম বহিঃ
প্রভূঃ। ৭। ইতশ্চেষ্টা ধাবন্তঃ ন পশ্যন্তি যদা
জনাঃ। বিস্মিতাস্তে স্থিতাঃ শঙ্কুর্ভবিষ্যতি ততো-
হস্তবন। ৮। তেষাং তু ভবতাং ভক্ত্যা শঙ্করঃ
জগতাং পতিম্। ডিগুরূপো হি ভগবাংস্তদাসৌ
প্রত্যদৃশত। ৯। তদাপ্রভৃতি দেবেশো ডিগুমে-
শ্বর উচ্যতে। দর্শনাং স্পর্শনাদ্রাজন সর্বপাপৈঃ
প্রমুচ্যতে। ১০।

ইতি শ্রীকান্দে একশালডিগুমেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ
নাম দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ। ২১২।

আচ্ছাদিত ও মস্তক জটাকুণ্ডলে মণ্ডিত ছিল।
তাঁহার কর জিশুলে উজ্জলীকৃত হইয়াছিল। তিনি
ব্যাঘ্রাস্বর পরিধান করিয়াছিলেন এবং মহাহিসমূহ
তাঁহার মহাকায়ে ভূষণস্বরূপ হইয়াছিল। তিনি
ডমক বাদ্য করিতে থাকিলে তাঁর ডমক হইতে
ডিগুমবৎ ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। বহু
বালকপরিবৃত কপালপাণি ভগবান্ কখন গান,
কখন হাস্য, কখন নৃত্য এবং কখন কখন
বাদ্য করিতেছিলেন। হে পার্থ! তিনি লীলা-
বশে ডিগুমবাদ্যসহকারে যে যে স্থানে উপনীত
হইতে লাগিলেন, সেই সেই স্থান ভাৱাক্রান্ত
হইয়া বিনষ্ট হইতে লাগিল। তিনি কোথাও দৃশ্য ও
কোথাও অদৃশ্য এইরূপে বহুজনসমাকীর্ণ হইয়া
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, যখন সেই প্রভুর রূপ
বাহিরে দৃষ্ট হইত, তখন তিনি ইতস্তত প্রধাবিত
হইতেন। জনগণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া
বিস্মিতহৃদয়ে তাঁহার স্তব করিত, মনে করিত
বুঝি শঙ্কু এই স্থানেই অবস্থিত আছেন। ভগবান্
জগৎপতি শঙ্কু জনমণ্ডলীর সত্যকি স্তব শ্রবণ
করিয়া যে স্থানে ডিগুরূপে দেখা দিয়াছিলেন,
তদবধি তথায় দেবেশ শঙ্কর ডিগুমেশ্বর নামে

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। পুনরন্তং প্রবক্ষ্যামি
দেবস্ত চরিতং মহৎ। ঋতমাত্রেণ যেনৈব সর্ব-
পাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ১। অবালা বালরূপেণ
গ্রামণ্যবালকৈঃ সহ। আমলৈঃ ক্রীড়তে শঙ্কুস্ততে
বক্ষ্যামি ভারত। ২। সর্বৈস্তৈরামলাঃ কিপ্তা
যে তে দেবেন পাণ্ডব। আনৌতাস্তৎকণাদেব ততঃ
পশ্যাৎ কিপেদ্বরঃ। ৩। যাবদাহা দিশো দিগ্ভ্যা
আগচ্ছন্তি পৃথক্ পৃথক্। তাবত্তমামলং ভূতং পশ্যন্তি
পরমেশ্বরম্। ৪। তৃতীয়ে চৈব যৎকর্ম্ম দেবদেবস্ত
ধীমতঃ। স্থানানাং পরমং স্থানমামলেশ্বরমুত্তমম্।
৫। তেন পূজিতমাত্রেণ প্রাপ্যতে পরং পদম্। ৬।
ইতি শ্রীকান্দে আমলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ নাম
ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ। ২১৩।

কথিত হইয়াছেন। হে রাজন! ইহঁর দর্শন ও স্পর্শনে
মানবগণ অগিল পাতক হইতে মুক্ত হয়। ১—১০।

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১২।

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—পুনরায় দেবদেবের অন্ত
এক মহাচরিত্র কীর্তন করিতেছি, ইহা শ্রবণ করিলে
মানব অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়। হে ভারত!
শঙ্কু প্রবীণ হইয়াও বালকরূপে গ্রাম্যবালকগণের
সহিত আমলক দ্বারা ক্রীড়া করিয়াছিলেন। এক্ষণে
তোমার নিকট সেই ক্রীড়াবিবরণ বর্ণন করিতেছি।
হে পাণ্ডব! বালকগণ সকলে মিলিয়া যে সকল
আমলক নিক্ষেপ করিত, হর তৎকণাৎ তাহা
সংগ্রহ করিয়া পরে সেই সকল আমলকই সেই
বালকগণের প্রতি নিক্ষেপ করিতেন। একদা হর,
ঐরূপ আমলক সকল নিক্ষেপ করিলে বালকগণ
দশ দিব্ হইতে পৃথক্ পৃথক্ সেই সকল আমলক
সংগ্রহপূর্বক তথায় আগমন করিল, আসিয়াই
দেখিল,—সেই বালরূপী পরমেশ আমলকময়
হইয়া গিয়াছেন। ধীমান্ দেবদেবের ইহা তৃতীয়
চরিত। এই স্থানের নাম অনুত্তম আমলেশ্বর।
ইহা সকল স্থানের শ্রেষ্ঠ; এই আমলেশ্বরের
পূজামাত্রেই পরমপদপ্রাপ্তি হয়। ১—৬

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৩।

চতুর্দশাদিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । চতুর্থঃ সম্প্রবক্ষ্যামি
দেবস্ত চরিতঃ মহৎ । ক্ষতমাত্রেণ যেনৈব সর্ব-
পাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥ কপালী কাহ্নিকো ভূত-
যথা স বাচরম্ভীম্ । পিশাচৈ রাক্ষসৈর্ভূতৈর্ডাকিনী-
যোগিনীরতঃ ॥ ২ ॥ ভৈরবঃ রূপমাক্ষয় প্রেতাসন-
পরিগ্রহঃ । ত্রৈলোক্যাস্তাভয়ঃ দত্তা চচার বিপুলঃ
তপঃ ॥ ৩ ॥ আষাঢ়ী তু কৃত্য তত্র ছাদাটীনাম
বিশ্রুতম্ । কহা মৃত্যু ততোহস্তত্র দেবেন
পরমেষ্ঠিন ॥ ৪ ॥ তদাপ্রভৃতি রাজেন্দ্র স কেশ্বর
উচ্যতে । তস্মৈ দর্শনমাত্রেণ অশ্বমেধকলঃ লভেৎ ॥
৫ ॥ দেবো মার্গে পুনস্তত্র ভ্রমতে চ বৎসরঃ ।
বিকৌণাতি বলাকারো দৃষ্টা চোক্তো হরেণ তু ॥ ৬ ॥
যদি ভদ্র ন চোৎকোপঃ করোষি মদ্রি সাম্প্রতম্ ।
বলাভির্ভর মে লিঙ্গং দদামি বহু তে ধনম্ ॥ ৭ ॥
এবমুক্তোহথ দেবেন স বণিন্লোভমোহিতঃ ।
যোজয়ামাস বলকা লিঙ্গে চোত্তমমধ্যমান ॥ ৮ ॥

চতুর্দশাদিকবিশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর দেবদেবের চতুর্থ
মহারচিত বর্ণন করিতেছি; ইহার শ্রবণমাত্রেই
মানব সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয় । একদা দেবদেব
কপাল ও কনাসম্বল হইয়া মঠমণ্ডল পরিভ্রমণ
করেন । পিশাচ, রাক্ষস, ভূত, ডাকিনী ও যোগিনী-
গণ তাঁহার অনুগমন করে । তিনি প্রেতাসন পরি-
গ্রহপূর্বক ভৈরবরূপ ধারণ করত অগিল
লোকের অভয়দানার্থ বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন ।
শঙ্কর যে স্থানে আষাঢ় মাসে তপস্যা করিয়াছিলেন,
সেই স্থান আষাঢ়ী নামে বিখ্যাত হইল । অনন্তর
পরমেশ্বর দেব অন্ততঃ কন্যা পরিত্যাগ করেন । হে
রাজেন্দ্র ! তদবধি সেই স্থানের নাম হয় কেশ্বর ;
এই কেশ্বরের দর্শনমাত্রে মানব অশ্বমেধ
কল লাভ করে । অনন্তর দেবদেব মার্গে যথেষ্ট
বিচরণ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন জনৈক বণিক
বলাকা বিক্রয় করিতেছে । বলাকাবিক্রয়ী বণি-
ককে দর্শন করিয়া হর কহিলেন,—ভদ্র ! যদি
আমার প্রতি কুপিত না হও, তবে এক কাণ্ড
কর,—বলাকাদ্বারা আমার লিঙ্গ পূরণ কর, আমি
তোমাকে বহু ধন দান করিব । লোভমোহিত
বণিক এইরূপে দেববাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার লিঙ্গে
উত্তম মধ্যম বিবিধ বলাকা যোজিত করিল, এই

তাবদ্যাবৎ কথং সর্বৈ ৭ ভাঃ কালে সুসঙ্কিতাঃ
স্থিতঃ সমুন্নতঃ লিঙ্গং দৃষ্টা শোকমুপাগমৎ ॥
৯ ॥ কহা তু বণিকগানি স দেবঃ পরমে-
শ্বরঃ । উবাচ প্রহসন বাকাং তং দৃষ্টা গত-
সাধ্বসম্ ॥ ১০ ॥ ন চ মে পুরিতং লিঙ্গং যাস্তামি
যদি মন্যসে । দদামি তত্র বিত্তং তে যদি লিঙ্গং
প্রপুরিতম্ ॥ ১১ ॥ বণিকুবাচ । অদন্তোহকৃত-
পুণ্যোহহং নিগ্রাথঃ পরমেশ্বর । তব প্রথমকুমাণঃ
শোচিষ্যো শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ১২ ॥ এতচ্ছুদ্বা বচ-
স্তস্মৈ বণিকপুত্রস্ত ভারত । অসঙ্কয়ঃ ধনং দত্ত্বা
স্থিতস্তত্র মহেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥ তদাপ্রভৃতি রাজেন্দ্র
বলাকৈরিব ভূষিতম্ । প্রত্যাগারং স্থিতং লিঙ্গং
লোকান্তগ্রহকামায়া ॥ ১৪ ॥ দেবেন রচিতং পার্শ্ব
ক্রৌড়য়া সুপ্রাভূতম্ । দেবমার্যমিতি খ্যাতং ত্রি-
লোকেষু বিশ্রুতম্ । পশুনাং প্রপূজয়ন বাপি সর্ব-
পাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥ দেবমার্গে তু যোগি

ব্যাপারে তাহার চিরসঙ্কিত বলকানিচয় নিঃশেষ
হইয়া গেল । অনন্তর বণিক তথায় আর সে পুরুষ
নিগ্রহ দেখিল না, দেখিল—এক সমুন্নত লিঙ্গ ।
তদর্শনে বণিক শোক প্রাপ্ত হইল এবং তাহার
প্রদত্ত সেই বলাকা সংগ্রহার্থ নির্ভয়ে লিঙ্গকে বহু বহু
করিয়া ফেলিল । তখন পরমেশ্বর দেব বণিককে
ভীতিহীন দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—আমি
চলিয়া যাউন মনে করিয়া আমার লিঙ্গ পূরণ কর
নাই, আমি যেখানেই যাই না কেন, আমার লিঙ্গ
পূরণ করিলেই আমি তোমাকে ধন দান করিব ।
তখন বণিক তাঁহাকে শঙ্কর বলিয়া বুকিল; বলিল,
—হে পরমেশ্বর ! আমি অদন্ত, অকৃতপুণ্য ও
অগ্রাথ, আপনার প্রিয় করি নাই, অতএব
আমাকে অনন্তকাল শোক করিতে হইবে । ১—১২ ।
হে ভাবত ! বণিকজন্যের এইরূপ বাকা শ্রবণ
করিয়া মহেশ্বর তাহাকে অগ্নিতে ধনদান করি-
লেন ও সেই স্থানেই সন্নিহিত হইলেন । হে
রাজেন্দ্র ! তদবধি লোকমঙ্গলকামী দেব এই
স্থানে অবস্থিত হইলেন । ইহার প্রত্যয়-প্রমাণ এই
যে, এই লিঙ্গ দর্শন করিলেই মনে হয় যেন,
ইনি বলাকা-ভূষিত । হে পার্শ্ব ! ক্রৌড়াকৌতুক-
চ্ছলে স্বয়ং দেব এই লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হন,
এজন্ত এস্থানের নাম হইল দেবমার্গ, এই দেব-
মার্গ ত্রিলোকবিখ্যাত । এই বলাকেশের দর্শন
বা পূজনে মানব অগিল পাতক হইতে মুক্ত হয় ।

পূজয়েষ্ণাঃ কথং । পঞ্চায়তনমাসাদ্য কুডলোকঃ
স গচ্ছতি ॥ ১৬ ॥ দেবমার্গে মৃতানাস্ত নরাণাং
তাবিতান্যনাম্ । ন ভবেৎ পুনরাবৃত্তৌ কুডলোকাৎ
কদাচন ॥ ১৭ ॥ দেবমার্গস্ত মাহাত্ম্যং ভক্ত্যা শ্রদ্ধা
নরোত্তম । মৃত্যতে সৰ্বপাপেভ্যা নাত্ৰ কার্য্য
বিচারণা ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কপালতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চতু-
র্দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । শ্রুতিতীর্থং ততো গচ্ছ-
মোক্শদং সৰ্বদেহিনাম্ । মৃতানাং তত্র রাজেশ্ব
মোক্শপ্রাপ্তিৰ্ন সংশয়ঃ ॥ ১ ॥ তত্রৈব পিণ্ডদানেন
পিতৃণামনুগো ভবেৎ । তেন পুণেন পুত্ৰা
পতঙ্গাণেশ্বরীঃ গতিম্ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শ্রুতিতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চ-
দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৫ ॥

যে মানব দেবমার্গের পঞ্চায়তনে গমন করিয়া
বলাকেশের পূজা করে, তাহার কুডলোকে গতি
হয় । দেবমার্গে মৃত ভাবিতান্না মানবগণের কদাচ
কুডলোক হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না । হে নরো-
ত্তম । ভক্তিপূৰ্ব্বক দেবমার্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া
মানব সৰ্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়, এবিষয়ে
বিচারণা কর্তব্য নহে । ১৬—১৮ ।

চতুর্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৪ ॥

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেশ্ব ! অনন্তর
দেহীদিগের মোক্ষদ শ্রুতিতীর্থে গমন করিবে ।
শ্রুতিতীর্থে মৃত ব্যক্তিগণের নিঃসংশয় মোক্ষপ্রাপ্তি
হয় । এখানে পিণ্ডদানে মানব পিতৃগণ হইতে মুক্ত
হয়, আর সেই পুণ্যপ্রভাবে পুণ্যাগ্না মানব
গাণেশ্বরী গতি লাভ করে । ১২ ।

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৫ ॥

ষোড়শাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । অষাঢ়তীর্থমাগচ্ছততো
ভূপালনন্দন । কামিকঃ রূপমাস্থায় স্থিতো যত্র
মহেশ্বরঃ ॥ ১ ॥ চাতুৰ্য্যগমিদং তীর্থং সৰ্বতীর্থেষু-
ত্তমম্ । তত্র গ্রাহ্য নরো রাজন্ কুডস্থানুচরো
ভবেৎ ॥ ২ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ কশ্চিৎ কুরুতে
প্রাণমোক্শণম্ । অনিবার্জিতা গতিস্তস্মৈ কুডলোকা-
দসংশয়ম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে অষাঢ়তীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষোড়শাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৬ ॥

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । এরণ্ডীসঙ্কমঃ গচ্ছৎ
সুরাসুরনমস্কৃতম্ । তত্তু তীর্থং মহাপুণ্যং মহা-
পাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ উপবাসপরো ভূত্বা নিয়তে-
ন্দ্রিয়মানসঃ । তত্র গ্রাহ্য বিধানেন মৃত্যতে ব্রহ্ম-
হত্যা ॥ ২ ॥ তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা প্রাণত্যাগ-

ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ভূপালনন্দন ! অনন্তর
অষাঢ় তীর্থে আগমন করিবে । মহেশ এখানে
কামিকরূপে বিরাজ করেন । চারিযুগেই এই
তীর্থ সৰ্বতীর্থোত্তম বলিয়া জানিবে । হে রাজন্ !
নর এই তীর্থে গ্নান করিয়া কুডের অনুচর হয় ।
যে কেহ এখানে প্রাণ পরিত্যাগ করে, কুডলোকে
তাহার অনিবার্জিতা গতি হয়, সে কদাচ কুডলোক
হইতে প্রত্যাভর্জন করে না । ১—৩ ।

ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৬ ॥

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর সুরাসুর-নমস্কৃত
এরণ্ডীসঙ্কমে গমন করিবে । এই এরণ্ডীসঙ্কম তীর্থ
মহাপুণ্য ও মহাপাতকনাশন । উপবাসপরায়ণ
নিয়তেন্দ্রিয় সংযতমনা মানব এখানে বিধিপূৰ্ব্বক-
গ্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয় । মানব
এখানে ভক্তিভাবে প্রাণ পরিত্যাগপূৰ্ব্বক অনি-

পরো ভবেৎ । অনিবর্তিকা গাংস্ত্রিংশ ক্রদলোকা-
দসংশয়ম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে এরণ্ডতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত-
দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৭ ॥

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেদ্রাধীশ
তীর্থং পরমশোভনম্ । জমদগ্নিরিতি খ্যাতং যত্র
সিকো জনাধিনঃ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । কথং
সিকো দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ । মানুসং
রূপমাস্থায় লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৩ ॥ এতৎ
সৰ্বং যথাস্থায়ং দেবদেবশ্চ চক্ৰিণঃ । চরিতং
শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যমানং ত্বয়ানঘ ॥ ৩ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । আসীৎ পূৰ্ব্বং মহারাজ হৈহয়াধিপতির্মহান ।
কার্তবীৰ্য্য ইতি খ্যাতো রাজা বহুসহস্রবান্ ॥ ৪ ॥
হস্ত্যশ্বরথসম্পন্নঃ সৰ্বশস্ত্রভূতাং বচঃ । বেদবিদ্যা-
ব্রতস্নাতঃ সৰ্বভূতাভয়প্রদঃ ॥ ৫ ॥ মাহিম্যত্যাঃ
পতিঃ শ্রীমান্ রাজা হৃক্কোহিণীপতিঃ । স কদাচি-
ন্মৃগান্ হস্তং নির্জগাম মহাবলঃ ॥ ৬ ॥ বহুভিদ্ধিবৈসঃ

বর্তিকাগতি লাভ করে ; নিঃসংশয় তাহার ক্রদ-
লোক হইতে প্রত্যাবর্তন হয় না ॥ ১—৩ ॥

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৭ ॥

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ধরাধীশ ! অনন্তর
পরমশোভন বিখ্যাত জমদগ্নিতীর্থে গমন করিবে ।
এখানে জনাধিন সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । যুধি-
ষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম ! লোক-
হিতার্থী জগদ্গুরু বাসুদেব মানুসদেহ ধারণ করিয়া
কিরূপে এখানে সিদ্ধিলাভ করেন, আমি দেবদেব
চক্রীর সেই সকল চরিত যথামথ শ্রবণে অভিলাষী,
হে অনঘ ! কীৰ্ত্তন করুন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—
মহারাজ ! পূৰ্ব্বে হৈহয়াধিপ সহস্রবাহু কার্তবীৰ্য্য
নামে এক বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন । তিনি
শস্ত্রধারিণের অগ্রণী, হস্তী অশ্ব ও রথসম্পন্ন,
বেদবিদ্যাব্রত-স্নাত এবং সৰ্বভূতের অভয়প্রদ ।
মহাবল অক্কোহিণীপতি শ্রীমান্ রাজা কার্তবীৰ্য্য
মাহিম্যতী পুরীর অধীশ্বর ছিলেন । তিনি একদা

প্রাপ্তো ভৃগুকচ্ছমমৃতমম্ । জমদগ্নিস্থাহতেজা যত্র
স্থিতি তাপসঃ ॥ ৭ ॥ রেণুকাসাহিতঃ শ্রীমান্
সৰ্বভূতাভয়প্রদঃ । তত্র পুত্রোহভবদ্রামঃ
সাক্ষান্নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৮ ॥ সৰ্বকৃত্তান্তপুত্রো
ব্রহ্মবিদ্রাক্ষণোত্তমঃ । ভোষন্ পরমা ভক্ত্যা পিতরো
পরমার্থবৎ ॥ ৯ ॥ তং তদা চাক্ষুণঃ দৃষ্ট্বা জমদগ্নিঃ
প্রতাপবান্ । চরন্তং মৃগয়াং গহ্বা স্থাতিশ্যেন
মৃতমমৃতম্ ॥ ১০ ॥ তথৈতি চোক্ত্বা স নৃপঃ সভূত্যা-
বলবাহনঃ । জগাম চাক্ষুণঃ পুণ্যম্বেশ্বস্ত মহাত্মনঃ ॥
১১ ॥ তৎক্ষণাদেব সম্পন্নঃ শ্রিয়া পরময়া বৃতম্ ।
বিস্ময়ং পরমং তত্র দৃষ্ট্বা রাজা জগাম হ ॥ ১২ ॥
গতমাত্রস্ত সিদ্ধেন পরমার্নেন ভোজিতঃ । সভূত্যা-
বলবান্ রাজা ব্রাক্ষণেন যদৃচ্ছয়া । কিমেতদ্বিতি
পপ্রচ্ছ কারণং শক্তিমেব চ ॥ ১৩ ॥ কামধেনোঃ
প্রভাবং তং জাহ্না প্রাহ ততো দ্বিজম্ । দক্ষিণাং
দেহি মে বিপ্র কন্যায়াং ধেনুমুত্তমাম্ ॥ ১৪ ॥ শতং

মৃগয়াং রাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বহু
দিবস পরে অমৃতন ভৃগুকচ্ছ উপনীত হন ।
তাপস শ্রীমান্ সৰ্বভূতের অভয়প্রদ মহাতেজা
জমদগ্নি রেণুকার সঙ্ঘিত এই ভৃগুকচ্ছ অবস্থান
করিতেন । ইহার এক পুত্র জন্মে, তাহার নাম
পরশুরাম । প্রভু পরশুরাম সাক্ষাৎ নারায়ণ
ছিলেন । নিখিল কৃত্তান্তপুত্র ব্রহ্মাবৎ ব্রাক্ষণো-
ত্তম পরশুরামের পিতামাতাই পরমার্থ ছিল ।
তিনি পরম ভক্তি দ্বারা পিতামাতার সন্তোষ সাধন
করিয়াছিলেন । অনন্তর তেজস্বী জমদগ্নি কার্তবী-
র্য্যকে মৃগয়ায় পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে
অতিথিরূপে নিমন্ত্রিত করেন । নৃপও ‘তাশাই হউক’
কহিয়া ভূতাবলবাহন-সহ মহাত্মা ঋষির পুণ্যা-
শ্রমে উপস্থিত হন । ঋষি তখন পরম ব্রাক্ষী
সমাক্রি় প্রভাবে কণকাল মধ্যে তাঁহাদের অতিথ্য
সম্পন্ন করিলেন, রাজা তদর্শনে পরম বিস্ময়
প্রাপ্ত হইলেন । রাজা আশ্রমে উপনীত হইবামাত্র
দ্বিজ জমদগ্নি সুসম্পন্ন পরমায় দ্বারা ভূত্যা-বল-
বাহন সহ রাজাকে ভোজন করাইলে ইহার কারণ
জানিতে অতিনাথী হইয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—
আপনি কোন্ শক্তিবলে এই দুর্লভ কার্য্য সম্পন্ন করি-
লেন ? ১—১৩ ॥ রাজা দ্বিজকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানি-
লেন—ইহা কামধেনুর প্রভাব । তখন তিনি জম-
দগ্নিকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন,—বিপ্র ! আপনি
দক্ষিণাথ আমাকে এই বিচিত্রবর্ণা উত্তম কামধেনু

শতসহস্রাণামযুতং নিযুতং পরম্ । ভূষিতানাং চ
ধেনুনাং দদামি তব চাক্ষুদম্ ॥ ১৫ ॥ জমদগ্নিকবাচ ।
অযুতৈঃ অযুতৈর্নাং শতকোটিভিক্তমাম্ । কাম-
বেত্তমিমাং তাত ন দাদি প্রতিগম্যতাম্ ॥ ১৬ ॥
এবমুক্তঃ স রাজেন্দ্রেন বিপ্রেণ ভারত । ক্রোধ-
সংরক্তনয়ন ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥ যন্তোদৃশঃ
কামচারো ম্যাপি দ্বিজপাংসন । অহং তে পশ্চতস্তম্মা-
ব্রয়ামি সুরতিং গৃহাৎ ॥ ১৮ ॥ দ্বিজ উবাচ । কঃ
ক্রৌড়তি সরোবেণ নির্ভয়ো হি মহাহিমা । মৃত্যুদংষ্ট্রা-
স্তরেণাপি মম ধেনুঃ নয়েত যঃ ॥ ১৯ ॥ এবমুক্তা
মহাদণ্ডঃ ব্রহ্মদণ্ডমিবাপরম্ । গৃহীত্বা পরমক্রুদ্ধো
জমদগ্নিকবাচ হ ॥ ২০ ॥ যন্তাস্তি শক্তিস্তেজো বা
ক্ৰিয়স্তু কুলাধমঃ । ধেনুঃ নয়তু মে সদ্যঃ কৌণায়ঃ
সপরিচ্ছদঃ ॥ ২১ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচঃ ক্রুরং হৈহয়ঃ
শতশো বৃতঃ । ধাবমানঃ ক্রিতিতলে ব্রহ্মদণ্ডহতো-
হপতৎ ॥ ২২ ॥ হস্তেন ততো ধেনাঃ খড়্গপাশাসি-

পাণয়ঃ । নির্গচ্ছন্তঃ প্রদগ্ধন্তে কন্যাধায়াঃ সহস্রশঃ ॥ ২২ ॥
নাসাপুটোগ্রোয়োমাগ্রাং কিরাতা মাগধা শুদাৎ ।
রজ্রান্তরেবু চোৎপন্নঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ২৪ ॥
এবমন্তোত্তমাহত্য হৈহয়ষ্টকণান্ দহন্ । বিনাশঃ
সহ বিপ্রেণ গতা অর্জুনতেজসা ॥ ২৫ ॥ কার্ত্তবীৰ্য্যো
জয়ং লজ্জা সংখ্যে হত্বা দ্বিজোত্তমম্ । জগাম
স্বাং পুরীং হৃষ্টঃ কৃতাস্তবশমোহিতঃ ॥ ২৬ ॥ ততঃ
স্বরাধিতঃ প্রাপ্তঃ পশ্চাদগামী গতে রিপৌ । আক্র-
ন্দমানাঃ জননীঃ দদর্শ পিতুরস্তিকে ॥ ২৭ ॥ রাম
উবাচ । কেনেদমানাশায় হৃজ্ঞানাং সাহসং কৃতম্ ।
মম তাতং জিঘাংসুর্য্যো দ্রষ্টুং মৃত্যুমিহেচ্ছতি ॥ ২৮ ॥
ততঃ সা রামবাক্যেণ গতসৰ্বেব বিহ্বলা । উদয়ঃ
করযুগেন তাড়য়ন্তী ছায়াচ তম্ ॥ ২৯ ॥ অর্জুনে
নৃশংসেন ক্রিয়ৈরপটৈঃ সহ । ইহাগত্য পিতা
তেন নিহতো বাহুশালিনা ॥ ৩০ ॥ তং পশ্চ নিহতং
তাতং গতাসুং গতচেতসম্ । সংস্কৃত্য বিধিবৎ পুত্র

প্রদান করুন, আমি এই কামধেনুর বিনিময়ে আপ-
নাকে বিবিধ ভূষণে ভূষিত শত, শতসহস্র, অযুত
অথবা অক্সুদ ধেনুদান করিতেছি । জমদগ্নি কহি-
লেন,—তাত ! অযুত প্রফুট এমন কি শতকোটি
ধেনুর পরিবর্তেও আমি এই কামধেনু প্রদান
করিব না, আপনি আশ্রম হইতে গমন করুন ।
হে ভারত । রাজসত্তম কার্ত্তবীৰ্য্য দ্বিজ জমদগ্নি
কর্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন ।
ক্রোধে তাঁহার নয়ন রক্তবর্ণ হইল । তিনি এই
বাক্য বলিলেন । রাজা বলিলেন,—হে দ্বিজপাংসন !
আমার মত রাজার প্রতিও আপনার যখন এইরূপ
যথেষ্ট ব্যবহার, তখন আমি আপনার সমক্ষেই
আপনার গৃহ হইতে কামধেনু গ্রহণ করিতেছি ।
দ্বিজ জমদগ্নি বলিলেন,—যাহার দংষ্ট্রামখে সাক্ষাৎ
মৃত্যু বিদ্যমান, কোন্ মানব সেই সরোষ মহাহির
সহিত নির্ভয়ে ক্রৌড়া করিতে সমর্থ হয় ? যে আমার
ধেনু হরণ করিবে, তাহারও সেই মহাহির সহিত
ক্রৌড়া করা হইবে । দ্বিজ জমদগ্নি এইরূপ বলিয়া
দ্বিতীয় মহাদণ্ডবৎ ব্রহ্মদণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে
বলিতে লাগিলেন ;—যে শক্তিমান তেজস্বী ক্রিয়-
কুলাধম আমার ধেনু গ্রহণ করিবে, সে সদ্যঃ সপরি-
বারে কৌণায় হইবে । তখন জমদগ্নির এই ক্রুর
বাক্য শ্রবণ করিয়া শত শত বনবাসিনে পরিবৃত
হৈহয়পতি ক্রিতিতলে প্রবাবিত ও ব্রহ্মদণ্ডহত
হইয়া পতিত হইলেন । তখন ধেনু এক হকার

করিল, সেই কামধেনুর হকাররব হইতে খড়্গ-পাশ
ও অসিপাণি সহস্র সহস্র সৈন্য নির্গত হইতে দেখা
গেল । ধেনুর নাসাপুটোগ্র ও রোমাগ্র হইতে কিরাত
এবং গুহ ও যোনিরজ্জ হইতে শত সহস্র মাগধ
সমুদ্ভূত হইল । তখন উভয় দলে যুদ্ধ বাধিল,
কিরাত মাগধাদি পরস্পর সময় করিয়া নিহত হইল,
হৈহয়ের ধনুষ্টকারে তাহার দধ হইলে, যাহারা
অবশিষ্ট ছিল, দ্বিজ জমদগ্নির সহিত অর্জুনতেজে
সকলেই বিনষ্ট হইল । কৃতাস্তবশমোহিত কার্ত্তবীৰ্য্য
যুদ্ধে দ্বিজোত্তম জমদগ্নিকে বধ করিয়া জয়লাভ
করিলেন, এবং তিনি হৃষ্ট হইয়া স্বীয় পুরী
প্রতি প্রস্থিত হইলেন । শত্রু হৈহয় চলিয়া গেলে
স্বরাধিত পরশুরাম আশ্রমে উপনীত হইলেন
দেখিলেন জননী পিতার সমীপে বসিয়া অত্যন্ত
রোদন করিতেছেন ॥ ১৪—২৭ ॥ রাম জিজ্ঞাসিলেন,—
জননি ! আশ্রনাশবাসনায় কোন্ মানব অজ্ঞান
বশে সহসা এইরূপ করিয়াছে ? যে ব্যক্তি
আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে, নিশ্চি-
তই তাহার মৃত্যুদর্শনে বাসনা হইয়াছে । অন-
ন্তর তনয়ের বাক্যে রামজননী গতপ্রাণার স্তায়
বিহ্বল হইয়া করদ্বয় দ্বারা উদর তাড়ন করত কঠি-
লেন ;—সহস্রবার নৃশংস অর্জুন অপর ক্রিয়-
গণের সহিত মিলিত হইয়া আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক
তোমার পিতাকে নিহত করিয়াছে ! ঐ দেখ,
তোমার গতাসু পিতা হতচেতন হইয়া পতিত রাহিয়া-

তর্পয়স্ব যথা তথম্ ॥ ৩১ ॥ এতচ্ছূদ্রা স বচনঃ
জননৌমভিবাদ্য তাম্ । প্রতিজ্ঞামকরোদ্যাং তাং
শুশ্রূষ চ নরাধিপ ॥ ৩২ ॥ ত্রিঃসপ্তকৃৎ পৃথিবীঃ
নিঃকত্রিয়কৃৎকায়াম্ । স্নাত্বা চ তেষামমৃজা তর্প-
য়িষ্যামি তে পতিম্ ॥ ৩৩ ॥ তস্তাপি পরশুনা
বাহুন কান্তবীৰ্য্যশ্চ হৃষ্মতেঃ । ছিহ্না পান্ধ্রামি
কধিরমিতি সত্যং শূশ্রূষ মে ॥ ৩৪ ॥ • এবং প্রতিজ্ঞাং
কৃৎসাসৌ জামদগ্ন্যাঃ প্রতাপবান । ক্রোধেন মহতা-
বিষ্টঃ সংস্কৃত্য পিতরং ভক্তঃ ॥ ৩৫ ॥ মাহিষ্মতীঃ
পুত্রীঃ রামো জগাম ক্রোধমুচ্ছিতঃ । ছিহ্না বাহু-
বনং তস্ত হস্তা তং কত্রিয়াধমম্ ॥ ৩৬ ॥ জগাম
কত্রিয়াস্তায় পৃথিবীমবলোকয়ন্ । সপ্তদ্বীপাণবযুতাং
সশৈলবনকাননাম্ ॥ ৩৭ ॥ পূর্বতঃ পশ্চিমামাশাং
দক্ষিণোত্তরতঃ কুরুন । সমস্তপঞ্চকে পঞ্চ চকার
কধিরহৃদান ॥ ৩৮ ॥ স তেষু কধিরাস্তঃসু হৃদেযু
ক্রোধমুচ্ছিতঃ । পিতৃন সন্তপ্যমাস কবিরেণেতি নঃ
শ্রুতম্ ॥ ৩৯ ॥ অখচ্চীকাদয়োপেনা পিতরো বাক্ষণ-

ছেন । পুত্র ! ইহার যথাবিধি সংকার করিয়া
শাস্ত্রানুসারে তর্পণ কর । হে নরাধিপ ! জাম-
দগ্ন্য জননীর এবং বিধবাক্য শ্রবণপূর্বক তাহাকে
ভিবাদন করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, শ্রবণ
কর । জামদগ্ন্য বলিয়াছিলেন,—জননি
করুন, আমার বাক্য মিথ্যা নহে । আমি এখন
তর্পণ করিব না, আমি একবিশতিবার পরিত্রোকে
নিঃকত্রিয় করিব এবং কত্রিয়কুল সমূলে নিমূল
করিয়া তাহাদের শোণিতে স্নান ও সেই কত্রিয়-
শোণিতদ্বারা আপনার পতির তর্পণ করিব,
আর পরশু দ্বারা সেই কত্রিয়পতি হৃষ্মতি কান-
বীৰ্য্যের বাহুনিবহ ছেদন করিয়া কধির পান
করিব । অনন্তর মহাক্রোধাবিষ্টে প্রতাপবান
জামদগ্ন্য এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পিতার সংকার
করিলেন এবং ক্রোধমুচ্ছিতহৃদয়ে মাহিষ্মতী পুত্রীর
প্রতি প্রস্থিত হইলেন । তিনি কত্রিয়াধম কান্ঠ-
বীৰ্য্যের বাহুনিচয় ছেদনপূর্বক তাহাকে নিহত
করিয়া কত্রিয়াপুত্র উপাধিলাভ করিলেন । অনন্তর
পরশুরাম সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসাগরমাগত নৈশল-
বনকাননা পৃথিবীমণ্ডল অবলোকন করিলেন,
তিনি উত্তর কুরু পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিক-
সকল অবলোকন করিয়া সমস্তপঞ্চকে পাচটি কবির-
হৃদ প্রতিষ্ঠিত করিলেন । তিনি ক্রোধপূর্ণহৃদয়ে সেই
সকল হৃদে পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছিলেন ।

বর্তম্ । তং ক্রমশ্চেতি জগদ্রস্ততঃ স বিররাম হ ॥ ৪০ ॥
তেষাং সমীপে যো দেশো হৃদানাং কধিরাস্তসাম্ ।
সমস্তপঞ্চকমিতি পুণ্যং তৎ পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৪১ ॥
নিবর্তা কশ্মণস্তস্মাৎ পিতৃন প্রোবাচ পাণ্ডব ।
রামঃ পরমবর্ষ্মাশ্চ যদিদং কধিরং যয়া ॥ ৪২ ॥
কিঞ্চ পঞ্চশু তীর্থেষু তদ্ভয়াত্তীর্থমুত্তমম্ । তথৈত্যা-
তু তে সৰ্গে পিতরোহৃদস্থতাং গতঃ ॥ ৪৩ ॥ এবং
রামশ্চ সংসর্গো দেবমার্গে যুধিষ্ঠির । সর্বপাপক্ষয়-
করো দর্শনাৎ স্পর্শনান্নগাম্ ॥ ৪৪ ॥ রেণুক-
প্রত্যয়ার্থায় অদ্যাপি পিতৃদেবতাঃ । দৃষ্টান্তে দেব-
মার্গস্তাঃ সর্বপাপক্ষয়করাঃ ॥ ৪৫ ॥ তত্র তীর্থে তু
রাজেন্দ্র নম্যদোদধিসঙ্গমে । স্থানং কৃৎস্না বিধানেন
মুচ্যন্তে পাতকৈর্নরাঃ ॥ ৪৬ ॥ কুশাগ্রোণাপি কোন্তেয়
স স্পৃষ্টব্যো মহোদধিঃ । অনেন তত্র মন্ত্ৰেণ স্নাতবাঃ
নৃপসত্তম ॥ ৪৭ ॥ নমস্তে বিষ্ণুপায় নমস্তাত্ম্যপাং

আমরা শুনিয়াছি—শোণিত দ্বারা ই তিনি তর্পণ
করেন । তিনি খচ্চীকাদি তদীয় পিতৃগণ সেই
বিজস্কম পরশুরামের সমীপে আগমন করিয়া
বলিলেন,—কাত ৩৩ । পরশুরামও পিতৃগণের
আদেশ পাইয়া বিরত হইলেন । এই সকল
কবিরহৃদের সমীপে যে দেশ বিদ্যমান, তাহাই
পুণ্য সমস্ত-পঞ্চক নামে কীর্তিত হয় । হে পাণ্ডব !
অনন্তর পরম বর্ষ্মাশ পরশুরাম সেই কশ্ম হইতে
নিবৃত্ত হইয়া পিতৃগণের নিকট প্রার্থনা করেন,
আমি পঞ্চতীর্থেই কত্রিয়কবির নিক্ষেপ করিয়াছি,
একণে উহা সর্বোত্তম তীর্থ হউক । তখন পরশু-
রামের পিতৃগণ তাহাই হউক কহিয়া অদৃষ্ট
হইলেন । হে যুধিষ্ঠির ! এইরূপে দেবমার্গে পরশু-
রামের সংসর্গ ঘটিয়াছিল, এই তীর্থপঞ্চকের
দর্শন ও স্পর্শন মাত্রেই মানবগণের সর্বপাপক্ষয়
হইয়া থাকে । রেণুকার প্রত্যয়ও অদ্যাপি সর্ব-
পাপক্ষয়কর পিতৃদেবতার। দেবমার্গে অবস্থিত
হওয়া দর্শন দিয়া থাকেন ৩৮ - ৪৭ । এইস্থানে নম্রদা
ও উদধির সঙ্গম বিদ্যমান । হে রাজেন্দ্র ! নরগণ
এ তীর্থে যথাবিধি স্নান করিয়া সর্বাধিক পানক
হইতে মুক্ত হয় । হে নৃপসত্তম কোন্তেয় ! মানব
কুশাগ্রদ্বারা ও বৃহ মহোদধি জল স্পর্শ করিলে,
অথবা নিম্নার্গাধিঃনম্রে স্নান করিলে । মন্ত্র যথা
বিষ্ণুরূপী সাগরকে নমস্বাব, হে উমাকান্ত !
আপনাকে নমস্বাব । হে দেবেশ ! লবণ-মহো-
দধির জলে স্নান করিলে হইবে । হে পাণ্ডব !

পতে । সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ সাগরে লবণাস্তসি ।
৪৮ ॥ অগ্নিঃ তেজো যুজ্য চ দেহে রেতোহথ
বিষ্ণুরমৃতস্ত নাভিঃ । এতদ্রবন্ পাণ্ডব সত্য-
বাক্যং ততোহবগাহেত পতিং নদীনাং ॥ ৪৯ ॥
পঞ্চরত্নসমায়ুক্তং কলপুষ্পাক্ষতৈর্যুতম্ । মজ্জেনানেন
রাজেন্দ্র দদ্যাদর্ঘ্যং মহোদধেঃ ॥ ৫০ ॥ সর্বরত্ননি-
ধানস্থঃ সর্বরত্নাকরাকরঃ । সর্বামরপ্রধানেশ
গৃহাণাৰ্ঘ্যং নমোহস্ত তে ॥ ৫১ ॥ আজন্মজনিতাং
পাপান্য়াদুর মহোদধে । যাহুর্চিতো রত্ননিধে
পৰ্বতান পার্শ্বণোত্তম ॥ ৫২ ॥ কোচপরঃ সাগরাদেবাং
স্বর্গদারবিপাটন । তত্র সাগরপর্য্যস্তং মহাতীর্থ
মন্ত্ৰতমম্ ॥ ৫৩ ॥ জামদগ্নোন রামেণ তত্র দেবঃ
প্রতিষ্ঠিতঃ । যত্র দেবাঃ সগন্ধর্বা মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ ॥
৫৪ ॥ উপাসতে বিরূপাক্ষং জমদগ্নিমন্ত্ৰতমম্ ।
রেণকাং চৈব যে দেবাঃ পশুন্তি ভুবি মানবাঃ ॥ ৫৫ ॥
প্রিয়বাসে শিবে লোকে বসন্তি কালমোপিতম্ ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজ্যংস্তপয়ন পিতৃদেবতাঃ ॥ ৫৬ ॥

অনন্তর নিম্নলিখিত সত্যবাক্য উচ্চারণ করিতে
করিতে নদীপতি সাগরনীরে অবগাহন করিতে
হয় । যথা—তোমার দেহ অগ্নি, তেজ ও যুজিকা-
ময়, তুমি বিষ্ণুর রেত ও অমৃতের নাভি ।
হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে মহোদধির
উদ্দেশে পঞ্চরত্ন ও কল পুষ্প এবং অক্ষতযুক্ত
অর্ঘ্যদান করবে । মন্ত্র যথা—“তুমি সর্বরত্নের
নিধান ও রত্নাকরনিকরের আকর । হে অমর-
গণের অগ্রণী, ঈশ ! তোমাকে নমস্কার । তুমি
অর্ঘ্য গ্রহণ কর ।” অনন্তর বিসর্জন কর্তব্য, মন্ত্র
যথা—“হে মহোদধে ! আজন্মসঞ্চিত পাতক হইতে
আমাকে উদ্ধার কর । হে পার্শ্বণোত্তম রত্ননিধে !
তুমি আমার পূজা গ্রহণ করিয়া পরতে গমন কর ।
হে স্বর্গদারবিপাটন । তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা
আর কে আছে ?” হে রাজন ! এখানে সাগর
পর্য্যন্ত স্থান অমূল্য মহাতীর্থ । জমদগ্নিনন্দন পরশু-
রাম এখানে দেবপ্রতিষ্ঠা করেন । দেব গন্ধর্ব্ব
মুনি সিদ্ধ ও চারণগণ সেই বিরূপাক্ষের উপাসনা
করিয়া থাকেন । ভূতলে যে সকল মানব এই
অমূল্য স্থানে দেব বিরূপাক্ষ, জমদগ্নি ও রেণুকে
অবলোকন করে, তাহারা অভীষ্টকাল প্রিয়বাস
শিবাবাসে বাস করে । হে রাজন ! এই জাম-
দগ্ন্যতীর্থে মানব স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ
করবে । যে মানব এখানে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান

তারয়েন্নরকাদ ঘোরাং কুলানাং শতমুত্তরম্ । স্নাত্বা
দহাত্ৰ সংহিতাঃ স্নাত্বা বৈ ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে জামদগ্ন্যতীর্থমাগ্ন্যাবর্ণনং নামা-
ষ্টাদশাধিকাদিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৮ ॥

একোনিবিংশত্যাধিকাদিশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । নশ্বদাদাক্ষণে কুলে তীর্থং
কোটিপরং পরম্ । যত্র স্নানং চ দানং চ সর্বং
কোটিভুগং ভবেৎ ॥ ১ ॥ তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বা
ঋষয়ো যে তথামলাঃ । কোটিতীর্থে পরাং সিদ্ধিং
সম্প্রাপ্তা ভুবি দুর্লভাম্ ॥ ২ ॥ স্থাপিতশ্চ মহাদেবস্তত্র
কোটিপরো নৃপ । তং দৃষ্ট্বা দেবদেবেশং সিদ্ধিং
প্রাপ্নোত্যমূল্যম্ ॥ ৩ ॥ তত্র তীর্থে তু যৎকিঞ্চি-
চ্ছতং বা যদি বাস্তুভম্ । কিমতে তদ্বপশ্রেষ্ঠ সর্বং
কোটিভুগং ভবেৎ ॥ ৪ ॥ তত্র দক্ষিণমার্গস্থা যে
কেচিন্মুনিসত্তমাঃ । সিদ্ধা যুতাঃ পদং যান্তি পিতৃ-
লোকং ঋবং হি তে ॥ ৫ ॥ উত্তরং নশ্বদাকূলং যে
শ্রেষ্ঠা মুনিপুঙ্গবাঃ । দেবলোকং গতাঃ পূর্ব্বমিতি
শাস্ত্রম্ নিশ্চয়ঃ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কোটিতীর্থমাগ্ন্যাবর্ণনং নামৈকোনি-
বিংশত্যাধিকাদিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৯ ॥

দান করিয়া সংহিতা গ্রহণ করে, সে তাহার শতকুল
উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় । ৪৬—৫৭ ।

অষ্টাদশাধিকাদিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৮ ॥

উনিবিংশত্যাধিক দিশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নশ্বদার দক্ষিণকূলে পরম
তীর্থ কোটিপর বিদ্যমান । এখানে স্নান দান
করিলে তাহা কোটিভুগিত হয় । এই কোটি-
তীর্থে দেব, গন্ধর্ব্ব ও অমল ঋষিকুল ভুবন-
দুর্লভ সিদ্ধলাভ করিয়াছেন । হে নৃপ ! এখানে
কোটিপর মহাদেব প্রতিষ্ঠিত । এই কোটিপরদর্শনে
উত্তম সিদ্ধলাভ হয় । এখানে শুভাশুভ যে
কিছু কর্ম্ম করা যায়, হে নৃপসত্তম ! সে সকল
কোটিভুগিত হইয়া থাকে । অত্যা নশ্বদার
দক্ষিণকূলে যে সকল ঋষিসত্তম বাস করেন,
তাহারা সিদ্ধ, দেহাবসানে তাহারা নিশ্চিতই পিতৃ-
লোকে গমন করেন । আর নশ্বদার উত্তর

বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেদ্বরাধীশ
লোটনেশ্বরমুত্তমম্ । উত্তরে নর্যদাকুলে সৰ্পপাতক-
নাশনম্ । ১ । তৎকর্ণাদেব তৎসৰ্পঃ সপ্তজন্মার্জিতঃ
যযম্ । নন্ততে দেবদেবস্ত দৰ্শনাদেব তদ্রূপ । ২ ।
বাল্যায় প্রভৃতি বৎপাপঃ যৌবনে চাপি যৎকৃতম্ ।
তৎসৰ্পঃ বিলম্বঃ যাতি দেবদেবস্ত দৰ্শনাৎ । ৩ ।
যুধিষ্ঠির উবাচ । আশ্চর্য্যভূতঃ লোকেষু নর্যদাচরিতঃ
মহৎ । যস্য বৈ কথিতঃ বিপ্র সৰ্পঃ পাপনাশনম্ ।
৪ । যদেকঃ পরমঃ তীর্থঃ সৰ্পতীর্থকলপ্রদম্ ।
মোহুবিজ্ঞামি তৎসৰ্পঃ দয়াঃ কৃপা বদান্ত মে । ৫ ।
যে কেচিদ্রুতাঃ প্রপাদিষু লোকেষু সত্তম । তৎ-
প্রসাদেন তে সৰ্পে ক্রতা মে সহ বাহুবৈঃ । ৬ ।
এতমেকঃ পরঃ প্রশ্নঃ সৰ্পপ্রশ্নবিদাং বর । ক্রহাং

তীরে যে সকল ঋষিগুপ্তবের আস, তাঁহারা
দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন, ইহাই শাস্ত্রের
বিনিশ্চয় । ১—৬ ।

উনবিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২১৯ ।

বিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ধরাধীশ ! অনন্তর
অমুত্তম লোটনেশ্বর তীর্থে গমন করিবে, এই সৰ্প-
পাতকনাশক লোটনেশ্বর তীর্থ নর্যদার উত্তর
তীরে বিরাজিত । হে নৃপ ! দেবদেব লোট-
নেশ্বরলিঙ্গদর্শনেই মানবের সপ্তজন্মার্জিত পাপ
সদ্য বিনষ্ট হয় । বাল্যকালাবধি যে পাপ করা
হয়, যৌবনেও মম্বিব যে পাপ করে, দেবদেব
লোটনেশ্বর দর্শনে তৎসমস্ত বিলীন হইয়া যায় ।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—ত্রিলোকে নর্যদাচার
আশ্চর্য্যভূত ও শ্রেষ্ঠ ; হে বিপ্র ! সে সকল পাপ-
নাশন নর্যদাচরিত আপনি আমার নিকট কীর্তন
করিয়াছেন । যাহা একমাত্র পরমতীর্থ, যে তীর্থ
অখিল তীর্থের কল প্রদান করে, আমি শুনিতে
অভিলাষী, দয়া করিয়া সহস্র সে সকল আমার
নিকট বলুন । হে সত্তম ! ত্রিলোকে যে সকল
দুর্লভ প্রশ্ন ছিল, আপনার প্রসাদে বাহুবগণ
সহ সে সকল আমি শ্রবণ করিয়াছি । আপনি
প্রশ্নজগণের শ্রেষ্ঠ, সম্প্রতি আমি এই একমাত্র
পরম প্রশ্ন করিলাম, আপনি প্রশ্ন হউন, আমি এই

তৎপ্রসাদেন যত্র যামি সবাঙ্কব । ৭ । শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । সাধুসাধু মহাপ্রাজ্ঞা তে মতিমীদনী ।
দুর্লভঃ ত্রিষু লোকেষু তস্ত ত নাস্তি কিঞ্চন । ৮
ধর্ম্মমর্থঃ চ কামঃ চ মোক্ষঃ চ তরতর্ষভ । কালে
কালে চ যো বেত্তি কর্তব্যন্তেন ধীমতা । ৯ ।
তস্মাক্তে সম্প্রবক্ষ্যামি প্রঃ শাস্ত্রোত্তরঃ শুভম্ ।
যচ্ছুহা সৰ্পপাপেভ্যো মুচ্যন্তে ভুবি মানবাঃ । ১০ ।
নর্যদা সরিতাঃ শ্রেষ্ঠা সৰ্পতীর্থময়ী শুভা ।
বিশেষঃ কথিতস্তস্মা রেবাসাগরসঙ্গমে । ১১ ।
আগচ্ছতীঃ নৃপশ্রেষ্ঠ দৃষ্ট্বা রেবাঃ মহোদধিঃ । প্রণম্য
চ পুনর্দেবীঃ সঙ্গমে রেবয়া সহ । ১২ । সঙ্কিন্ত্য
মনসা কেয়মিতি মাং বৈ সরিষরা । জ্ঞাত্বা সঙ্কিন্ত্য
মনসা রেবাং লিঙ্গোদ্ভবাং পরাম্ । ১৩ । লুঠন বৈ
সম্মুখস্তাত গত্বা রেবাঃ মহোদধিঃ । সমুদ্রে নর্যদা
যত্র প্রবিষ্টাস্তি মহানদী । ১৪ । তত্র দেবাধিদেবস্ত
সমুদ্রে লিঙ্গমুখিতম্ । লিঙ্গোদ্ভুতা মহাভাগা নর্যদা
সরিতাঃ বরা । ১৫ । লয়ং গত্বা তত্র লিঙ্গে তেন
পুণ্যতমা হি সা । নর্যদায়াং বসন্তিত্যং নর্যদা

প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ করিয়া সবাঙ্কবে বিদায় গ্রহণ
করিব । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ । সাধু
সাধু ; তোমার ঈদৃশী মতি জন্মিয়াছে, তখন
ত্রিলোকে কোন বস্তুই তোমার দুর্লভ নাট ।
হে তরতর্ষভ । যথাকালে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও
মোক্ষ বিদিত হওয়াই ধীমান মানবের কর্তব্য ,
অতএব তোমার এই শুভ প্রশ্নের উত্তর কীর্তন
করিতেছি, ভূতলে মানবগণ ইহা শ্রবণ করিয়া
অখিল কলুর হইতে মুক্ত হয় । সরিদ্বরা শুভাবস্থা
নর্যদা সৰ্পতীর্থময়ী ; বিশেষতঃ রেবাসাগরসঙ্গম
সমধিক প্রশস্ত । ১—১১ । হে নৃপসত্তম ! মহো-
দধি রেবাকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রথম
তাঁহাকে প্রণাম করেন ও পরে তাঁহার সঙ্গিত সঙ্গত
হন । মহোদধি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন—ইনি কে
আসিতেছেন, তার পর মনে মনে বিচার করিয়া
জানিলেন—ইনি লিঙ্গোদ্ভবা রেবা । হে তাত !
মহোদধি এইরূপ বিদিত হইয়া রেবার অভিমুখী
হইলেন এবং রেবার সম্মুখে স্বীয় দেহ লুপ্ত করি-
লেন । যে স্থানে মহানদী নর্যদা সাগরে প্রবেশ
করিয়াছিলেন, ঐ স্থানে জলমধ্যে দেবাধিদেবের
এক লিঙ্গ উখিত হইয়াছে ; লিঙ্গোদ্ভুতা মহাভাগা
সরিদ্বরা নর্যদা ঐ লিঙ্গে বিলীন হন ; এজন্য
নর্যদা পুণ্যতমা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন

পিবন সন । দীক্ষিতঃ সৰ্বযজ্ঞেষু সোমপানং দিনে দিনে ॥ ১০ ॥ সঙ্গমে তত্র যঃ শ্রাদ্ধা লোটনেশ্বর-মৰ্চ্চয়েৎ । সোহশ্বমেধস্ত যজ্ঞস্ত কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১১ ॥ বাচিকং মানসং পাপং কৰ্ম্মণা যৎ-কৃতং নৃপ । লোটনেশ্বরমাসাদ্য সৰ্ব্বং বিলয়তাং ব্রজেৎ ॥ ১৮ ॥ কার্তিক্যাস্ত বিশেষণে কথিতং শঙ্করেণ তু । তচ্ছৃণু নৃপশ্চেঠ সৰ্বপাপাপনোদনম্ ॥ ১৯ ॥ সম্ভ্রান্তাঃ কার্তিকীঃ দৃষ্টা গতা তত্র নৃপো-ত্তম । চতুর্দশায়ুপোষ্যৈব শ্রাদ্ধা বৈ নশ্বদাজলে ॥ ২০ ॥ সন্তপ্য পিতৃদেবাংশ্চ শ্রাদ্ধং কৃতা যথাবিধি । রাজৌ জাগরণং কুর্যাৎ সম্পূজ্য লোটনেশ্বরম্ ॥ ২১ ॥ সকলং জীবিতং তন্ত সকলং তন্ত চেষ্টিতম্ । পঙ্গ-বস্তে ন সন্দেহো জন্ম তেষাং নিরর্থকম্ ॥ ২২ ॥ একাগ্রমনসা যৈশ্চ ন দৃষ্টো লোটনেশ্বরঃ । পিশাচহঃ বিযোনিভঃ ন ভবেত্তন্ত বৈ কুলে ॥ ২৩ ॥ সঙ্গমে তত্র যো গতা শ্রাদ্ধা শ্রাদ্ধা যথাবিধি । পুণ্যৈশ্চৈব তথা কুর্যাদগৌতৈনৃত্যৈঃ প্রবোধনম্ ॥ ২৪ ॥ ততঃ প্রভাতাং রজনৌঃ দৃষ্টা নহা মহোদধিম্ । আমজ্য

যে ব্যক্তি নিরন্তর নশ্বদায় বাস ও নশ্বদায় জল পান করে, সে সৰ্বযজ্ঞদীক্ষিত এবং তাহার দিনে দিনে সোমপান করা হয় । যে মানব লোটনেশ্বর তীর্থে গমনপূর্বক শ্রাদ্ধা করিয়া লোটনেশ্বরের পূজা করে, তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের কল লাভ হয় । হে নৃপ ! কাযিক, মানস ও কৰ্ম্মজ পাপ লোটনেশ্বরে আগমন করিলেই বিলীন হয় । বিশেষতঃ কার্তিক পূর্ণিমায় লোটনেশ্বর-মাহাত্ম্য শঙ্কর যাহা কথিয়াছেন, হে নৃপসত্তম ! সেই সৰ্বপাপাপনোদন মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । হে নৃপোত্তম ! কার্তিক পূর্ণিমা সমাপবন্তী হইলে রেবা তীরে গমন করিয়া চতুর্দশীর দিবস উপবাসপূর্বক রেবানীরে অবগাহন করিবে । তার পর দেব-পিতৃগণের তর্পণ, যথাবিধি শ্রাদ্ধ ও রজনৌজাগরণ করিয়া লোটনেশ্বরের পূজা করিবে । এইরূপ করিলে তাহার জীবন ও উদ্যম সফল হয় ; আর যাহারা এরূপ না করে, তাহার নিঃসন্দেহ পঙ্গু এবং তাহাদের জীবন নিরর্থক । যে মানব একাগ্রমনে লোটনেশ্বর দর্শন না করে, তাহার কুল পিশাচ-যোনি হইতে মুক্ত হয় না । মানব রেবাসঙ্গমে গমন করিয়া যথাবিধি শ্রাদ্ধা ও পুত্র গীত বৃত্তা দ্বারা রজনৌ জাগরণ করিবে । অনন্তর বিভাবরী প্রভাত হইলে মগোদধির দর্শন ও তাঁহাকে নমস্কার করা

শ্রাদ্ধবিধিনা শ্রাদ্ধং তত্র তু কারয়েৎ ॥ ২৫ ॥ ঐ নমো বিষ্ণুরূপায় তীর্থনাথায় তে নমঃ । সান্নিধ্যং কুরু মে দেব সমুদ্র লবণান্তসি ॥ ২৬ ॥ অগ্নিষ্ট তেজো যুড়য়া চ দেহো রেতোহধা বিষ্ণুরমৃতস্ত নাতিঃ । এবং ব্রবন্ পাণ্ডব সত্যবাক্যং ততো-হবগাহেত পতিঃ নদীনাম্ ॥ ২৭ ॥ আজয়শত-সাহস্রং যৎপাপং কৃতবারহরঃ । সৰ্বং শ্রাদ্ধাশ্রো-হেত পাপোষং লবণান্তসি ॥ ২৮ ॥ অস্তথা হি কুরু-শ্চেঠ দেবযোনিরসৌ বিভুঃ । কুশাগ্রেণাপি বিবুধৈঃ স স্পৃষ্টব্যো মহার্ঘবঃ ॥ ২৯ ॥ সৰ্বরত্নপ্রধানম্ সৰ্ব-রত্নাকরাকর । সৰ্বামরপ্রধানেশ গৃহাণার্ঘ্যং নমোহস্ত তে ॥ ৩০ ॥ পিতৃদেবমমুখ্যাংশ্চ সন্তপ্য তদনন্তরম্ । উত্তীৰ্য্য তীরে তন্তৈব পঞ্চভির্দ্বিজপুঙ্গবৈঃ ॥ ৩১ ॥ শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ পশ্চাল্লোকপালানুরূপিভিঃ । কৃতাশ্রয় লোকপালাংশ্চ প্রতিষ্ঠাপ্য যথাবিধি ॥ ৩২ ॥ সম্পূজ্য চ যথাস্থায়ং তামেব ব্রাহ্মণৈঃ সহ । স্কৃতং তুষ্কতং পশ্চাত্তেভ্যঃ সৰ্বং নিবেদয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ বাল্যাং প্রভৃতি যৎপাপং কৃতং বার্কিকযৌবনে । প্রথ্যা পয়িত্ব তেভ্যোহগ্রে লোকপালান্নিমজ্জয়েৎ ॥ ৩৪ ॥

কর্তব্য । দর্শন ও প্রণামান্তে শ্রাদ্ধা বিধি অনুসারে তীর্থমজ্জন করিয়া শ্রাদ্ধা করিতে হয়, আমজ্ঞন মন্ত্র যথা—বিষ্ণুরূপ, তীর্থনাথকে, নমস্কার । হে দেব সমুদ্র ! এই লবণজলে সান্নিহিত হউন । এই মন্ত্রের প্রথমে প্রণবযুক্ত করিবে । হে পাণ্ডব ! অনন্তর “অগ্নিষ্ট—” ইত্যাদি মন্ত্রে নদীপতি লবণজলধিতে শ্রাদ্ধা করিবে । যে নর একবারও লবণজলধি জলে শ্রাদ্ধা করে, তাহার শত, সহস্র জন্মের রাশি রাশি পাপ বিনষ্ট হয় ॥ ২২—২৮ ॥ অথবা হে কুরুসত্তম ! এই বিভু মগোদধি দেবগণের যোনি, বিবুধগণ কুশাগ্র দ্বারা মহার্ঘববারি স্পর্শ করিবেন । অনন্তর অর্ঘ্যদান কর্তব্য ; মন্ত্র—“সৰ্বরত্ন—” ইত্যাদি । পুষে ব্যাখ্যাত । অনন্তর পিতৃ, দেব ও মনুষ্যগণের তর্পণ করিয়া তীরে উত্তরণ করিবে । অনন্তর লোকপালানুরূপী পঞ্চ-দ্বিজপুঙ্গবকে লইয়া শ্রাদ্ধা করিবে । তারপর যথাবিধি লোকপালগণকে সম্মুখে স্থাপিত করিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত যথাস্থায়ে তাঁহাদের পূজা করিবে । অনন্তর নিজের স্কৃততই থাকুক কিংবা তুষ্কতই থাকুক, দ্বিজগণের নিকট নিবেদন করিবে এবং বাল্য-কাল হইতে যৌবন ও বার্কিক্যে যে সকল পাপ অনশ্লিষ্ট হইয়াছিল, সে সকল কীর্জন করিয়া নিম্ন-

বাল্যাপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎকৃতমাজ্ঞমতোহুভম্ ।
 বিপ্রভ্যাঃ কথিতং সৰ্বং তৎসামিধ্যং স্থিতেষু মে ।
 ৩৫ । ইত্যুক্তা স লুষ্ঠেৎ পশ্চাদ্ভোতোহগ্রেণ চ
 সম্মুখম্ । অন্ত্যস্ত চ তান পঞ্চ পশ্চাৎশ্রানং
 সমাচরেৎ ৷ ৩৬ ৷ শ্রাদ্ধং চ কার্যং বিধিবৎ
 পিতৃভ্যো নৃপসত্তম । এবং কৃতে নৃপশ্রেষ্ঠ সৰ্ব-
 পাপক্ষয়ো ভবেৎ ৷ ৩৭ ৷ জিজ্ঞাসার্থং তু যঃ কশ্চি-
 দাত্মনং জ্ঞাতুমিচ্ছতি । শুভাশুভং চ যৎকৰ্ম্ম
 তন্ত্ৰ নিষ্ঠামিমাং শৃণু ৷ ৩৮ ৷ শ্রাদ্ধা তত্র মহা-
 তীৰ্থে লুষ্ঠমানো ব্রজেন্নরঃ । পাপকৰ্ম্মান্ততো য়তি
 ধৰ্ম্মকৰ্ম্মা ব্রজেন্নরীম্ ৷ ৩৯ ৷ পাপকৰ্ম্মা ততো জ্ঞাত্বা
 পাপং মে পূৰ্ব্বসংকিতম্ । শ্রাদ্ধা তীৰ্থবরে তস্মিন
 দানং দদ্যাদ্যথাবিধি ৷ ৪০ ৷ লোটনেশ্বরসমীপে
 সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । অবক্রগমনং গত্বা যুচ্যতে
 সৰ্বপাতকৈঃ ৷ ৪১ ৷ তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন জ্ঞাত্বৈবং
 নৃপসত্তম । শ্রাদ্ধব্যং মানবৈস্তত্র যত্র সন্নিহিতো
 হয়ঃ ৷ ৪২ ৷ এব শ্রাদ্ধা বিধিনেন ব্রাহ্মণান বেদ-
 পারগান্ । পূজয়েৎ পৃথিবীপাল সৰ্বপাপাপো-

পশ্যয়েৎ ৷ ৪৩ ৷ এব ঙ্গণবিশিষ্টঃ হি তীৰ্থঃ
 নৃপসত্তম । তন্ত্ৰ তীৰ্থস্ত মাহাশ্রাঃ শৃণুৈকমনা
 নৃপ ৷ ৪৪ ৷ তত্র তীৰ্থে নরঃ শ্রাদ্ধা সমুপ্য পিতৃ-
 দেবতাঃ । শ্রাদ্ধং য কুরুতে তত্র পিতৃণাং ভক্তি-
 ভাবিতঃ ৷ ৪৫ ৷ দানং দদাতি বিপ্রভ্যো গো-
 ভূতিলহিরণ্যকম্ । ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি কোটিবর্ষশতানি
 চ ৷ ৪৬ ৷ বিমানবরমারুঢ়ঃ স্বৰ্গলোকে মহীয়তে ।
 নশ্বদাসৰ্বতীৰ্থভ্যাঃ শ্রানে দানে চ যৎকলম্ ৷ ৪৭ ৷
 তৎকলং সমবাপ্নোতি রেবাসাগরসঙ্গমে । সুবর্ণং
 রজতং তাম্রং মণিমৌক্তিকভূষণম্ ৷ ৪৮ ৷ গোবৃষক
 মহীং ধাত্তং তত্র দধাক্ষয়ং ফলম্ । শুভসাপ্যশুভ-
 স্থাপি তত্র তীৰ্থে ন সংশয়ঃ ৷ ৪৯ ৷ তত্র তীৰ্থে
 নরঃ কশ্চিৎ প্রাণত্যাগং যুগিষ্ঠির । রোতি তন্ত্ৰা
 বিধিবস্তন্ত পুণ্যকলং শৃণু ৷ ৫০ ৷ কোটিবর্ষন্ত
 বর্ষণাং ক্রোড়িহা শিবমন্দিরে বেদবে দ্বিবিদ্বিপ্ৰো
 জায়তে বিমলে কুলে ৷ ৫১ ৷ পুত্রপৌত্রসমৃদ্ধোহসৌ
 ধনধান্তসমবিতঃ । সৰ্বব্যাবিধিনিশ্চুক্ষা কৌবেচ্চ
 শতদাংশতম্ ৷ ৫২ ৷ অপি দ্বাদশযাত্রাসু সোমনাথে
 যদর্চিতৈ । কার্তিকায় কৃতিকায়োগে তৎপুণ্যং

লিখিত বাক্যে লোকপালগণের আমন্ত্রণ করিবে ।
 বাক্য যথা—আমার বাল্যাবধি অনুষ্ঠিত যে কিছু
 স্মৃকৃত-হৃকৃত, দ্বিজগণ সমীপে সে সকল কীৰ্ত্তন
 করিতেছি, লোকপালগণ আমার সন্নিহিত হউন ।
 অতঃপর এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া
 দ্বিজগণের সম্মুখে দেহ বিলুপ্তিত করিবে এবং
 সেই দ্বিজপক্ষকের অনুমোদনক্রমে পশ্চাৎ
 শ্রানোচরণ করিবে । হে নৃপসত্তম ! অনন্তর
 পিতৃগণের উদ্দেশে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে । হে
 নৃপবর ! এইরূপ করিলে সৰ্ববিধ পাতক বিনষ্ট হয় ।
 যে জিজ্ঞাসু আত্মাকে জানিতে অভিলাষ করে,
 তাহার পাপ-পুণ্য-কৰ্ম্মের নিষ্ঠা শ্রবণ কর । পাপ-
 কৰ্ম্মা মানব এখানে শ্রান ও লোটনেশ্বরসমীপে দেহ
 লুপ্তিত করিয়া অন্ততঃ চলিয়া যায় আর পুন্যকৰ্ম্মা ব্যক্তি
 শ্রান ও দেহলুপ্তন করিয়া নদোমধ্যেই প্রবেশ করিয়া
 থাকেন । পাপকৰ্ম্মা জানে—আমার পূৰ্ব্বসংকিত
 পাপ আছে । সে একরূপ জানিয়া তীৰ্থবর রেবায়
 শ্রান, যথাবিধি দান ও লোটনেশ্বরসমীপে দেহ
 বিলুপ্তিত করিয়া সৰ্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয় । এই
 তীৰ্থের গতি অবক্র ; হয় এখানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত ।
 এখানে সৰ্বপাতক নষ্ট হয় । হে নৃপসত্তম ! মানব-
 গণ এইরূপ জানিয়া সৰ্বপ্রযত্নে এখানে শ্রান করিবে ।
 বিধিপূৰ্ব্বক শ্রান করিয়া সৰ্ববিধ পাপক্ষয়প্রাপ্তির

জন্ত বেদপারগ দ্বিজগণের পূজা করিবে । ২৯—৪৩।
 হে পৃথিবীপাল ! এই তীৰ্থে এই ঙ্গণবিশিষ্ট !
 নৃপসত্তম ! একমনা হইয়া এই তীৰ্থমাহাশ্রয় শ্রবণ
 কর । মানবগণ এই তীৰ্থে শ্রান, পিতৃদেবগণের
 তর্পণ, ভক্তিভরে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ এবং গো ভূ-
 তিল ও হিরণ্য বিপ্রগণকে দান করিলে বিমান-
 বরারোহণে স্বর্গে গমন করে ও তথায় ষষ্টিসহস্র
 শতকোটি বৎসর বাস করিয়া থাকে । নশ্বদায়
 বততীৰ্থ বিদ্যমান । এই সকল স্থানে শ্রান-দানে
 যে ফল হয়, একমাত্র রেবাসঙ্গমেই তৎসমস্ত ফল
 লাভ হয় । এখানে সুবর্ণ, রজত, তাম্র, মণি,
 মৌক্তিক, ভূষণ, গোবৃষ, মহী এবং ধাত্ত এই
 সকল দান করিলে তাহা অক্ষয় ফলজনক হয় ।
 রেবাসঙ্গমে শুভাশুভ যে কোন কার্যই অনুষ্ঠিত
 হউক, নিঃসংশয় তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে । হে
 যুগিষ্ঠির ! যে মানব এখানে ভক্তিপূৰ্ব্বক যথাবিধি
 প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাহার পুণ্যকল শ্রবণ
 কর, তিনি কোটি বৎসর শিবমন্দিরে ক্রোড়া
 করিয়া বেদবেদাঙ্গপারগ দ্বিজরূপে বিমলকূলে জন্ম-
 গ্রহণ করেন এবং পুত্রপৌত্রসমৃদ্ধ ধনধান্তসমবিত ও
 সৰ্বব্যাবিধিবিমুক্ত হইয়া শতবৎসর জীবিত থাকেন ।
 দ্বাদশ যাত্রা ও সোমনাথের অর্চনায় যে ফল,

লোটনে-রে ৷ ৫৩ ৷ গয়াগঙ্গা কুরুক্ষেত্রে নৈমিষে
পুঙ্করে তথা । তৎপুণ্যং লভতে পার্থ লোটনে-
শ্বরদর্শনাৎ ৷ ৫৪ ৷ যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা
পর্যামানমিদং শুভম্ ! সর্বপাপবিনিষ্টুক্তো কদ-
লোকঃ স গচ্ছতি ৷ ৫৫ ৷

ইতি শ্রীকান্দে লোটনেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ২২০ ৷

একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেতু রাজেন্দ্র
রেবায়া দক্ষিণে তটে । ক্রোশদ্বয়াস্তরে তীর্থং
মাতৃতীর্থাদনুত্তরম্ ৷ ১ ৷ নায়া হংসেশ্বরং পুণ্যং
বৈমনস্তবিনাশনম্ । কণ্ঠপশু কুলে জাতো হংসো
দাক্ষায়ণীমুতঃ ৷ ২ ৷ ব্রহ্মণো বাহনং জাতঃ পুরা
ভগ্না তপোমহৎ । সৈকদা বিধিনির্দেশং বিনা
বৈদ্যগ্যামাস্থিতঃ ৷ ৩ ৷ অভিভূতঃ শিবগণৈঃ
প্রণনাশ যুধিষ্ঠির । দক্ষযজ্ঞপ্রমথনে কান্দিশীকো
বিধিং বিনা ৷ ৪ ৷ ব্রহ্মণা সংস্মৃতোহপ্যাশু নায়াতি

কৃত্তিকায়ুক্ত কার্ত্তিক পূর্ণিমায় লোটনেশ্বরেও সেই
কল লাভ হয় । গয়া, গঙ্গা, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষ
ও পুঙ্কর প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রে যে পুণ্য প্রাপ্তি হয়,
হে পার্থ ! লোটনেশ্বরের দর্শনেও সেই পুণ্য হইয়া
থাকে । যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক পর্য্যায়ান লোটনে-
শ্বরের শুভ মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে সর্বপাপমুক্ত
হইয়া কদলোকে গমন করে । ৪৪—৫৫ ।

নিঃশতাব্দিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ৷ ২২০ ৷

একবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,— হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর
অনুত্তম হংসেশ্বর তীর্থে গমন করবে । এই হংসেশ্বর
তীর্থে রেবার দক্ষিণকূলে মাতৃতীর্থ হইতে ক্রোশদ্বয়
দূরে বিদ্যমান । এই পুণ্যতীর্থ বৈমনস্তবিনাশন ।
কণ্ঠপকূলে এক হংস জন্মগ্রহণ করে, এই হংস
দক্ষকণ্ঠার উদরে জন্মিয়াছিল । হংস পুরাকালে
নিপুল তপস্বী করিয়া ব্রহ্মার বাহন হয় । একদা
বাগ্নভাবশতঃ বিধিনির্দেশ অতিক্রম করিয়া শিবগণ
কর্ত্তক অভিভূত ও পলায়ন পর হয় । হে যুধি-
ষ্ঠির ! দক্ষের শিবভীনে যজ্ঞ নাশকালে যখন শিবানু-

স যদা খগঃ । তদা তং শপ্তবান্ ব্রহ্মা পাশ্চামাস
বৈ পদাৎ ৷ ৫ ৷ ততঃ স শপ্তমাত্মানং মর্শ্বা
হংসস্তরাবিতঃ । পিতামহমুপাগম্য প্রণিপত্যেদম-
ববৌ ৷ ৬ ৷ হংস উবাচ । তিষ্ঠাগ্ন্যোনিসমুৎপন্নঃ
ভবান্ শপ্তং ন চাহতি । স্বভাব এক তিষ্ঠাক্ষু
বিবেকবিকলং মনঃ ৷ ৭ ৷ তথাপি দেব পাপোহস্মি
যদহং স্বামিনং ত্যজে । কিন্তু ভাবন্তিরত্যাগৈর্গণৈঃ
শার্পৈঃ পিতামহ । সহসাহং ভয়াক্রান্তস্তস্ত্যক্তা
পলায়িতঃ ৷ ৮ ৷ অদ্যাপি ভয়মেবাহং পশুন্নস্মি বিভো
পুরঃ । তেন স্মৃতোহপি ভবতা নাব্রজং ভবদন্তিকে ৷
৯ ৷ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ইতি কুব্জেনৈব হি ধাতুরগ্রে
হংসঃ শসিত্যক্ষিপুজ্যঃ সুদীনঃ । তিষ্ঠাক্ষং মাং
পাপিনং মূঢ়বুদ্ধং প্রভো পুরঃ পতিতং পাহি পাহি ৷
১০ ৷ একো দেবস্তঃ হি সর্গস্ত কৰ্ত্তা নানাবিধং
সৃষ্টমেতন্নয়ৈব । অহং : সৃষ্টস্বীদৃশো যদ্বয়া বৈ
সৌহং দোনো ধাতরদ্রা তবৈব ৷ ১১ ৷ শাপস্ত

চরগণ উপদ্রব আরম্ভ করে, তখন হংস দিশাহারা

তাহাকে স্মরণ করেন, তথাপি সে আগমন করে
না । তখন ব্রহ্মা হংসকে অভিশাপদানে পদচ্যুত করি-
লেন । হংস স্বীয় প্রভুর অভিশাপবাণী শ্রবণ করিল ।
সে তখন অর্য্যপিত হইয়া ব্রহ্মার সমীপে আগমন ও
প্রণামপূর্বক বলিতে লাগিল ১—৭ হংস বলিল,—
আমি তিষ্ঠাক্ষ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তিষ্ঠাক্ষ
যোনির মন স্বভাবতই বিবেকবিকল ; অতএব
আমার প্রতি অভিশাপ প্রদান আপনার যোগ্য
হয় নাই । হে দেব ! যাহা হউক, আমি পাপী ;
কেননা আমি আমারই পরিভ্যাগ করিয়াছি । হে
পিতামহ ! অত্যাগ্ন শিবগণেরা যখন আমার প্রতি
প্রধাবিত হয়, তখন আমি ভয়াক্রান্ত হইয়া আপনার
সঙ্গ পরিভ্যাগপূর্বক পলায়ন করিয়াছিলাম । হে
বিভো ! এক্ষণে আমি আপনার সমীপে উপস্থিত,
তথাপি আমি সেই বিভীষিকা দর্শন করিতেছি
অতএব আপনি আমাকে স্মরণ করিলেও আমি
আপনার নিকট উপস্থিত হইতে সমর্থ হই নাই ।
মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—মূলোচন সুদীন হংস দীর্ঘ
নিবাস পরিভ্যাগ করিতে করিতে বিধাতার সমক্ষে
বলিল,—প্রভো ! আমি পাপী মূঢ়বুদ্ধি তিষ্ঠাক্ষ্যোনি ;
আমি আপনার সম্মুখে পতিত, আমাকে রক্ষা
করুন, রক্ষা করুন । হে দেব ! আপনি বিধাতা,
আপনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা, জগতে এই যে

স্বপ্ন-পুরাণম্

বান্ধুগ্রহস্তাপি শক্তস্ততো নান্তঃ শরণং কং ব্রজামি ।
সেবাধর্ম্যাদিচ্যুতং দাসভূতং চপেটৈহস্তবাং বৈ তাত
মাং জাহি ভক্তম্ । বিদ্যাবিদ্যে ভক্ত এবাবিরাস্তাং
ধর্ম্যাদিচ্যুতং সদসদ্ হ্যগ্নিশে চ । নানাভাবান্ জগ-
তস্তং বিধৎসেস্তং ত্র্যমেকং শরণং বৈ প্রপদ্যে ॥
১৩ ॥ একোহসি বহুরূপোহসি নানাচিত্তৈককর্ম্মকঃ ।
নিকর্ম্মাখিলকর্ম্মাসি হ্যমতঃ শরণং ব্রজে ॥ ১৪ ॥
নমোনমো বরেন্যায় বরদায় নমোনমঃ । নমো ধাত্রে
বিধাত্রে চ শরণ্যায় নমোনমঃ ॥ ১৫ ॥ শিক্ষা-
করবিযুক্তৈঃ বাণী মে স্তোতি কিং বিভো । কা
শক্তিঃ কিং পরিজ্ঞানমিদমুক্তং কমগ মে ॥ ১৬ ॥
শ্রীমাকণ্ডেয় উবাচ । এবং বদতি হংসে বৈ ব্রজা
প্রাহ প্রসন্নবীঃ । শিক্ষা দত্তা তবৈবেযং মাং বদন্তী
কৃথাঃ খগ ॥ ১৭ ॥ তপসা শোধয়ান্নানং যথা শাপান্ত-
মাপ্নুয়াঃ । রেবাসেবাং কুরু শ্রাদ্ধা স্থাপয়িত্বা মহে-

নানাবিধ জীবজাতি বিরাজিত, ইহা আপনারই
সৃষ্টি, আপনি আমাকে যে এইরূপ মূঢ় করিয়া দি-
করিয়াছেন, ইহা আপনারই দোষ ; শাপ ও গ্নুগ্রহ
আপনারই অধীন ; আপনি সকলই করিতে পারেন ।
আমি আপনাকে ভিন্ন কাহার শরণ লইব ? আমি
আপনার দাস, হে তাত ! আমি আপনার ভক্ত,
আমাকে দাসধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিবেন না ;
একটি চপেটাঘাতে নিহত করিয়া আমাকে পরিমাণ
করুন । বিদ্যা অবিদ্যা, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সৎ অসৎ,
এ সকল আপনা হইতেই আবির্ভূত । আপনি বিবিধ
ভাবে জগতের সৃষ্টি পুষ্টি করিয়া থাকেন ; অতএব
অদ্য আমি আপনার শরণ লইলাম । আপনি
এক হইয়াও বহুরূপী । এককর্ম্মা হইয়া নানাবিধ
বিচিত্রকর্ম্মা, নিষ্ক্রিয় হইয়াও অগ্নিক্রিয় ; অতএব
আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম । আপনি
বরেন্য বরদ ধাতা বিধাতা ও শরণ্য, আপনাকে
নমস্কার । হে বিভো ! আমার শিক্ষা ও
অকরশূন্য বাণী আপনার কি স্তব করিবে ?
আমি আপনার স্তব করিতে পারি, আমার এমন
কি শক্তি বা জ্ঞান আছে ? আমাকে ক্ষমা
করুন । মার্কণ্ডেয় কাহিলেন,—হংস এইরূপ বলিলে
ব্রজা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—খগ ! আমি
তোমাকে শিক্ষা প্রদান করিলাম, বিসন্ন হইও
না, তপস্বী দ্বারা আত্মা শোধিত কর । এইরূপ
করিলেই তোমার শাপের অবসান হইবে ।
তুমি রেবার সেবা কর । রেবানীরে অবগাহন

কর । অচিরেণেব কালেন তং সংস্থানমাপ্যসি ॥
১৮ ॥ যচ্চেষ্টা বহুভির্ভৈঃ সমাপ্ত্যরদক্ষিণৈঃ । গো-
শ্ব-কোটিদানৈশ্চ তৎকলং স্থাপিতে শিবে ॥ ১৯ ॥
ব্রহ্মহ্মো বা সুরাপো বা স্বর্ণহৃদশুকভ্রগঃ ।
রেবাতীত্রে শিবং স্থাপ্য মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ২০ ॥
হৃদ্যাভ্যর্গসরিতীরে স্থাপয়িত্বা ত্রিযম্বকম্ । বিযুক্তঃ
সর্বদোষৈশ্চ যাত্রে পদমুক্তমম্ ॥ ২১ ॥ এবমুক্তঃ স
বিধিনা হৃষ্টতৃষ্টঃ খগোক্তমঃ । তথেষ্ট্যুকা জগামাশু
নন্দ্যদাতীরমুক্তমম্ ॥ ২২ ॥ তপস্তপ্ত্বা কিয়ৎকালং
স্থাপয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ২৩ ॥ শ্রাদ্ধা ভরতশ্রেষ্ঠ
হংসেশ্বরমনুত্তমম্ । পূজয়িত্বা পরং স্থানং প্রাপ্তবান্
খগসমুদয়ঃ ॥ ২৪ ॥ তত্র হংসেশ্বরে তীর্থে গতা
শ্রাদ্ধা যুধিষ্ঠির । পূজয়েৎ পরমেশানং স পাটপে-
পরিমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥ অবরেকমুনা দেবং ন দৈন্ত্যং
প্রাদুয়াৎ কচিৎ । শ্রাদ্ধং দীপপ্রদানঞ্চ ব্রাহ্মণানঞ্চ
ভোজনম্ । দত্তা শক্ত্যা নৃপশ্রেষ্ঠ সর্বলোকে মহো-
যতে ॥ ২৬ ॥ ত্রিকালমেককালং বা যো তক্ত্যা
পূজয়েচ্ছিবম্ । নবপ্রসূতাং ধেনুঞ্চ দত্তা পার্থ

করিয়া মহেশ্বর প্রতিষ্ঠা কর, অচিরকালেই তুমি
তোমার স্বপদ লাভ করিবে । —১৮ ॥ মনোজ্ঞদক্ষিণ
বহু ব্রজদ্বারা ব্রজন এবং কোটি গো ও শ্বর্গ দান
করিয়া যে কল লাভ হয়, একমাত্র শিবপ্রতিষ্ঠায়
সেই কল লাভ হইয়া থাকে । ব্রহ্মহ্ম, সুরাপী,
স্বর্ণহৃদ্য ও শুকদারগামী নর ও রেবাতীবে শিব-
স্থাপনা করিয়া অগ্নিল কনুস হইতে মুক্ত হয়,
অতএব তুমিও রেবাতীবে ত্রিলোচন শঙ্করের
প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্বদোষবিমুক্ত হইবে এবং
পরমপদ লাভ করিবে । বিধি ব্রজা এইরূপ
বলিলে হৃষ্টতৃষ্ট খগোক্তম হংস 'ভাড়াই হউক'
বলিয়া অতঃপূর্ব নন্দ্যদাতীরে গমনপূর্বক কিয়ৎকাল
তপস্বী করিয়া শঙ্কর লিঙ্গ স্থাপন করিল । হে
ভরতসমুদয় । খগের হংস নিজ নামে অল্পকৃতম
হংসেশ্বর প্রতিষ্ঠা ও ভাটার পূজা করিয়া স্নায় পরম-
পদপ্রাপ্ত হইয়াছিল । বে যুধিষ্ঠির ! যে মানব
সেই হংসেশ্বর তীর্থে গমন করিয়া পরমেশান
হংসেশ্বরে পূজা করে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত
হয় । যে মানব একমনে সেই হংসেশ্বরের স্তব
করে, সে কদাচ দৈন্যপ্রাপ্ত হয় না । হে নৃপবর !
এখানে শ্রাদ্ধ, দীপদান, ব্রাহ্মণভোজন এবং যথা-
শক্তি দান এই সকল কার্যে মানবের স্বর্গলাভ
হয় । ত্রিকালেই হউক আর এককালেই হউক,

দ্বিজোঃমে। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি শিবলোকে মহৌ
যতে। ২৭।

ইতি ত্রীকালেন হংসেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নার্মৈক-
বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ। ২২১।

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততঃ ক্রোশান্তরে গচ্ছে-
তিলাদং তীর্থমুত্তমম্। তিলপ্রাশনকুদ্যত্র জাবালিঃ
শুক্লিমাশ্ববান্। ১। পিতৃমাতৃপরিভ্যাগী ভ্রাতৃ-
ভার্য্যাভিলাসকৃৎ। পুত্রবিক্রয়কৃৎ পাপশূলকুদৃশকৃৎ
সহ। ২। এবং দোষসমাবিষ্টো যত্র যত্রাপি গচ্ছতি।
তত্র তত্রাপি ধিকারং লভতে সংস্রু ভারত। ন
কোহপি সঙ্গতিং ধন্তে তেন সার্কঃ সভাশ্বপি। ৩।
ইতি লজ্জাবিতো বিপ্রঃ কালেন মহতা নৃপ। চিন্তা-
মবাপ মমহতীমগাতিজ্যো হি পাবনে। ৪। চকার
সর্বতীর্থানি রেবাং চাপ্যবগাহয়ৎ। ৫। অনি-
বাপান্তমাসাদ্য দক্ষিণে নর্ম্মদাতটে। তস্থো যত্র

এখানে ভক্তিপূর্বক শিবপূজা কর্তব্য। হে পার্থ!
হংসেশ্বর তীর্থে দ্বিসত্ত্বকে নবপ্রসূতা ধেনুদান
করিলে মানবের ষষ্টিসহস্র বৎসর শিবলোকে বাস
হয়। ২৭।

একবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২১।

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর তিলাদ তীর্থে
গমন করিবে। এই অল্পকৃত্য তিলাদ তীর্থ হংস-
তীর্থের ক্রোশান্তরে দূরে বর্তমান। জবালি এইখানে
তিল ভক্ষণে শুক্লিলাভ করিয়াছিলেন। জাবালি
পিতৃমাতৃ পরিভ্যাগী ও ভ্রাতৃভার্য্যায় অভিমাত্রী
হইয়াছিলেন, এবং তনয়বিক্রয় ও গুরুর সহিত
ছল করিয়াছিলেন। এইরূপে দোষগুণে জাবালি
যে যে স্থানে গমন করিতেন, সর্বত্রই সাধুসভায়
তিনি বিকৃত হইতেন, সভায় উপস্থিত হইলে
কেহই তাঁহার সহিত সংসর্গ করিত না। হে নৃপ!
দীর্ঘকাল এইরূপ চলিতে থাকিলে দ্বিজ জাবালি
লজ্জায়ুক্ত হন এবং আপনাকে অগতিজ্ঞ বিদিত
হইয়া শুক্লিলাভার্থ চিন্তা করেন। হে পার্থ!
তিনি সকল তীর্থ পর্যটন করিয়া পরিশেষে রেবাং

ত্রতী পার্শ্বজাবালিঃ প্রাশয়ন্তিলান্। ৬। তিলৈ-
রেকাশনং কুর্ক্সন্তথৈবৈকান্তপ্রাশনম্। ত্র্যহষট্-
ষাদশাহানী পক্ষমাসাশনমুখা। ৭। কচ্ছচাত্মাশ্ণা-
দীনি ত্রতানি চ তিলৈরপি। তিলাদম্বমুখ্যাত্তো
হৃদম্বাসপ্ততিং ক্রমাৎ। ৮। কালেন গচ্ছতা তন্ত
প্রসন্নোহতবদীশ্বরঃ। প্রাদাদিহামুক্তিকীঃ তু শুক্লিঃ
সালোক্যমান্বকম্। ৯। তেন স স্থাপিতো দেবঃ
স্বনাম্য ভরতর্ষভ। তিলাদেশ্বরসংজ্ঞাঞ্চ প্রাপ লোকা-
দপি প্রভুঃ। ১০। তদা প্রভৃতি বিখ্যাতঃ তীর্থঃ
পাপপ্রণাশনম্। তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা চতুর্দশৈম্বৌ
চ। ১১। উপবাসপরঃ পার্শ্ব তথৈব হরিবাসরে।
তিলহোমী তিলোদ্বস্তী তিলস্নায়ী তিলোদকী। ১২।
তিলদাতা চ ভোক্তা চ নানাপাটৈঃ প্রযুচ্যতে।
তিলৈরাপুরয়োন্নিকং তিলতৈলেন দীপদঃ। কদ্র-
লোকমবাপ্নোতি পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্। ১৩।
তিলপিণ্ডপ্রদানেন শ্রাদ্ধে নৃপতিসত্তম। বিকর্ম্মহাশচ

অবগাহন করেন, এবং রেবার দক্ষিণতীরবর্তী
অনিবাপান্তে উপনীত হইয়া ত্রতধারণপূর্বক তথায়
অবস্থিত হন। জবালি তখন তিল প্রাশন করিয়া
জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি কোন দিন
তিলাহার, আবার কখন তিন দিন, ছয় দিন, ষাদশ-
দিন, পক্ষ ও মাসান্তেও তিলাহার করিতেন। জাবালি
এইরূপ নিয়মপূর্বক তিলাহারে কচ্ছ-চাত্মাশ্ণাদি বহু
ত্রত করিয়াছিলেন। তিনি এই নিয়মে দ্বাসপ্ততি
বৎসর তিলাহারে অতিবাহিত করিয়া তিলাদম্ব
লাভ করেন। এইরূপে জাবালির দীর্ঘকাল কাটিয়া
গেল। ঈশ্বর প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে ইহপর
উভয়লোকে শুক্লিলাভ করিয়া স্বীয় সালোক্য
প্রদান করিলেন। ১—৯। হে ভরতর্ষভ! জাবালি
শুক্লি লাভ করিয়া নিজের নামে এক লিঙ্গ স্থাপন
করেন, লোকে ঐ লিঙ্গের নাম হইল,—
তিলাদেশ্বর। তদবধি পাপপ্রণাশন তিলাদেশ্বর
তীর্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিল। হে পার্থ! মানব
এই তীর্থে অষ্টমী ও চতুর্দশীদিবসে স্নান করিবে
এবং হরিবাসর দিবসে উপবাসপরায়ণ হইবে।
তিলহোমী, তিলোদ্বস্তী, তিলস্নায়ী, তিলোদকী
এবং তিলের দাতা ও ভোক্তা সর্বপাপ হইতে মুক্ত
হয়। যে ব্যক্তি তিল দ্বারা লিঙ্গপূরণ ও তিল
তৈলের দীপ প্রদান করে, তাহার সপ্তকুল পবিত্র
হয় আর সেও কদ্রলোক লাভ করে। হে
নৃপসত্তম! শ্রাদ্ধে তিলপিণ্ড প্রদত্ত হইলে তদীয়

গচ্ছন্তি গতিমিষ্টাং হি পূৰ্বজাঃ ॥ ১৪ ॥ স্বৰ্গলোক-
স্থিতাঃ শ্রীকৈবৰ্জ্ঞানাং চ ভোজনৈঃ । অক্ষয়াং
তৃপ্তিমাশাদ্য মোদন্তে শাস্তভীঃ সমাঃ ॥ ১৫ ॥ পিতুঃ
কুলং মাতৃকুলং তথা ভাৰ্য্যাকুলং নৃপ । কুলত্রয়ং
সমুদ্ভূত্যা স্বৰ্গং নয়তি বৈ নরঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তিনাদেশ্বরতীর্থমাঙ্গ্যাবৰ্ণনং নাম
দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । - ততঃ ক্রোশান্তরে পার্শ্ব-
বাসবঃ তীর্থমুত্তমম্ । বসুভিঃ স্থাপিতং তত্র স্থিত্বা
বৈ দ্বাদশাদিকম্ ॥ ১ ॥ ধরো ক্রবশ্চ সোমশ্চ
আপশ্চবানিলোহনলঃ । প্রভ্রূষশ্চ প্রভাসশ্চ
বসবোহষ্টাবিমে পুরাণ ॥ ২ ॥ পিতৃশাপপরিক্রিষ্টা
গৰ্ভবাসায় ভারত । নার্মদং তীর্থমাশাদ্য তপশ্চতুৰ্ঘ-
তেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৩ ॥ আরাধয়ন্তঃ পরমং ভবানৌপতি-
মব্যয়ম্ । দ্বাদশাদানি রাজেন্দ্র ততস্তষ্টৌ মহেশ্বরঃ ॥
৪ ॥ প্রত্যক্ষং প্রদদৌ তেভ্যস্তভীষ্টং বরমুত্তমম্ ।

পূৰ্বজ পিতৃগণ বিকৰ্ম্মকারী হইয়াও অভীষ্ট-
গতি লাভ করেন । শ্রীকৈবৰ্জ্ঞগণের ভোজন-
পুণ্যে তাঁহারা স্বৰ্গে থাকিয়া অক্ষয় তৃপ্ত লাভ
করত । অনন্তকাল হুটে থাকেন, আর শ্রীকপুণা
ফলে শ্রীককারী তদীয় পিতৃ, মাতৃ ও পত্নীকুল
উদ্ধার করিয়া স্বৰ্গলোকে প্রেরণ করে ॥ ১০ - ১৬ ॥

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন, - হে পার্শ্ব ! তিনাদেশ্বরে
ক্রোশদ্বয় দূরে অনুত্তমবাসবতীর্থে । বসুগণ এখানে
দ্বাদশ বৎসর বাসের পর এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করেন । হে ভারত ! ধর, ক্রব, সোম, আপ,
অনিল অনল, প্রভ্রূষ ও প্রভাস এই আটবসু,
ইহারা পূৰ্বে পিতৃশাপে পবিক্রিষ্ট হইয়া গৰ্ভবাস
লাভ করিয়াছিলেন । অনন্তর সংযতেন্দ্রিয় বসু-
গণ নন্দ্যদাতীর্থে আগমন করিয়া হুচর তপস্বী
করেন । হে রাজেন্দ্র ! তাঁহারা দ্বাদশ বৎসর
পরম দেব ভবানৌপতির আরাধনা করিলে তিনি
সন্তুষ্ট হইয়া বসুগণকে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করত

ততঃ স্বনায়া সংস্থাপ্য বসবস্তঃ মহেশ্বরম্ ।
জগ্মুরাকাশমাবিশ্ণু প্রসন্নৈ সতি শক্রে ॥ ৫ ॥ ততঃ
প্রভৃতি বিখ্যাতঃ তীর্থং তদ্বাসবাহ্বয়ম্ । তন্মিন
তীর্থে মহারাজ যো ভক্ত্যা পূজয়েচ্ছিবম্ । যথানকো-
পহারৈশ্চ দীপং দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ৬ ॥ শুক্রপক্ষে
তদাষ্টম্যাং প্রত্যহং বাপি শক্তিতঃ । অষ্টৌ বর্ষ-
সংশ্রাণি স বসেচ্ছিবসন্নিধৌ ॥ ৭ ॥ ততঃ শিবালয়ং
যাতি গৰ্ভবাসং ন পশুতি । পুষ্পৈকা পল্লবৈকাপি
ফলৈকানৈস্তথাপি বা ॥ ৮ ॥ পূজয়েদেব-মৌলীনং স
দৈন্ত্যং নাশুয়াৎ কাচৎ । সৰ্বশোক-বিনির্মুক্তঃ
স্বৰ্গলোকে মহীয়তে ॥ ৯ ॥ একাভিমপি কোন্তেয়
যো বসেদ্রাগবেশ্বরে । পাপরাশিং বিনির্ধূয় ভানু-
বদিনি মোদতে ॥ ১০ ॥ বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েত্তজ্জ্যা
দদাদ্যাসানিসি দক্ষিণাম্ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বাসবেশ্বরতীর্থমাঙ্গ্যাবৰ্ণনং নাম
ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৩ ॥

তাহাদিগকে উত্তম অভীষ্টবর প্রদান করেন,
তখন বসুগণ--শকরকে প্রসন্ন দর্শন করিয়া তদীয়
লিঙ্গ স্থাপনপূর্বক আকাশপথে গমন করিলেন ।
বসুগণের নামানুসারে ঐ লিঙ্গ বাসব লিঙ্গ নামে
খ্যাত হইল । তদবধি ঐ তীর্থে বাসব তীর্থ
নামে বিখ্যাত হইয়াছে । হে মহারাজ ! যে
মানব এখানে যথাপ্রাপ্ত উপহার দ্বারা ভক্তিসহকারে
শিবের পূজা ও প্রযত্নপূর্বক দীপদান করে,--শুক্র-
পক্ষের অষ্টমী কিংবা শাকি অনুসারে প্রত্যহ এই-
রূপ করিলে তাহার অষ্টমহস্য বৎসর শিবসন্নিধানে
বাস হয় ; শিবালয় লাভ করিয়া আর তাহার
গৰ্ভবাসে প্রবেশ হয় না । যে মানব পুষ্প, পল্লব,
ফল অথবা বাস্ত দ্বারা দেবেশ দশানের পূজা
করে, কোন তাহার বৈশিষ্ট্য হয় না, সে সৰ্বশোক-
নির্মুক্ত হইয়া স্বৰ্গলোকে পূজা করত । হে কোন্তেয় !
মানব একদিনও শিববাসর চতুর্দশলিঙ্গপিত্তে এখানে
বাস করিলে তাহার পাপরাশি বিধোত হয় । সে
লোকে দিবাকরবৎ যুদিত হইয়া থাকে । বাসব-
তীর্থে ভক্তিপূর্বক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাষ্টবে
এবং যথাশক্তি বসন ও দক্ষিণা দান করিবে ॥ ১-১১ ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৩ ॥

চতুর্বিংশতাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততঃ ক্রোশান্তরে পার্শ্ব
তীর্থং কোটীশ্বরং পরম্ । যত্র জ্ঞানং চ দানং চ জপ-
হোমার্চনাদিকম্ । ভক্ত্যা কৃতং নরৈস্তত্র সৰ্বং
কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ১ ॥ তত্র দেবাঃ সগন্ধৰ্বা
ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ । জলধিঃ প্রতিগচ্ছন্তি নৰ্মদাং
বৌদ্ধিতুং কিল ॥ ২ ॥ মিলিতাঃ কোটিশো রাজন
রেবাসাগরসঙ্গমে । বিনোদমতুলং দৃষ্ট্বা রেবার্ণব
সমাগমে ॥ ৩ ॥ স্নাত্বা শিবং চ সংস্থাপ্য পূজয়িত্বা
মহেশ্বরম্ । কোটীশ্বরভিধানং তু স্বস্তভক্ত্যা
বিধানতঃ ॥ ৪ ॥ কোটীতীর্থে পরাং সিদ্ধিং সম্প্রাপ্তাঃ
শৰ্ম্মতোষণাৎ । তেন তৎপুণ্যমতুলং সৰ্বতীর্থেষু
চোত্তমম্ ॥ ৫ ॥ তত্র তীর্থে তু যৎকিঞ্চিচ্ছুভং বা
যদি বাস্তুভম্ । ক্রিয়তে নৃপশর্দূল সৰ্বং কোটিগুণং
ভবেৎ ॥ ৬ ॥ তত্র তীর্থে তু মার্গস্থা যে কেচিদৃশি-
সত্তমাঃ । সিদ্ধামৃতপদং যাস্তি পিতৃলোকং
তথোত্তমম্ ॥ ৭ ॥ উত্তরে নৰ্মদাতীরে দক্ষিণে

চতুর্বিংশতাদিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পার্শ্ব ! অনন্তর
কোটিশ্বর তীর্থে গমন করিবে । এই পরম তীর্থ
কোটিশ্বর বাসবতীর্থের ক্রোশান্তরে বিদ্যমান ।
মানবগণ এখানে ভক্তিপূর্বক জ্ঞান দান জপ
হোম যে কিছু কার্য্য করে, তৎসমস্ত
কোটিগুণিত হয় । দেব, গন্ধৰ্ব, ঋষি, সিদ্ধ ও
চারুগণ সাগরগামিনী নৰ্মদার দর্শনার্থ কোটি-
শ্বরতীর্থে মিলিত হন । ৩ রাজন । কোটি
বোটি ঋষি রেবাসাগরসঙ্গমে মিলিত হইয়া অতীব
আনন্দ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা ভক্তিতরে যথাবিধি জ্ঞান
কার্য্য শিবপ্রতিষ্ঠা ও পূজা করেন । কোটি
ঋষি স্ব স্ব নামানুসারে শিব প্রতিষ্ঠা করেন, তাই
এখানে কোটি সিদ্ধ বিদ্যমান, আর তজ্জন্ম এই
তীর্থ কোটিশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছে । পার্শ্বগণ
সর্ববিধ সন্তোষের সাধন হেতু এখানে পরম সিদ্ধি
লাভ করিয়াছেন ; তাই এই তীর্থের পুণ্য অতুল-
নীয় ও ইহা সৰ্বতীর্থোত্তম । কোটিশ্বরতীর্থে শুভা-
শুভ যে কিছু কার্য্য করা যায়, হে নৃপশর্দূল !
তৎসমস্ত কোটিগুণিত হয় । পার্শ্বসত্তমগণ এই
তীর্থে মার্গশীঘ্রমাসে বাস করিয়া সিদ্ধ হন, অমৃত-
পাদ লাভ করেন এবং তাঁহারা অমৃতম পিতৃপদ
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । গাংগা নৰ্মদায় উত্তর

চাষিতাশ্চ যে । দেবলোকং গতান্তত্র ইতি মে
নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ৮ ॥ বিশ্বার্কপুটৈর্ধ্বতুরকুশকাশ-
প্রসূনকৈঃ । ঋতুভবৈস্তথাভৈশ্চ পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্ ।
নানোপচারৈর্কিধিবন্যজপূর্বকং যুধিষ্ঠির । ধূপদীপার্ঘ্য-
নৈবেদ্যস্তোষয়িত্বা চ ধূজ্জটীম্ ॥ ১০ ॥ শিবলোক-
মবাপ্নোতি যাবদিত্যশ্চতুর্দশ । পৌষকৃষ্ণাষ্টমীযোগে
বিশেষঃ পূজনে স্মৃতঃ ॥ ১১ ॥ নিত্যং চ নৃপতিশ্চৈষ্ঠ
চতুদশাষ্টমীষু চ । শিঃমর্চ্য বিপ্রাঃশ্চ ভোজয়ে-
ন্তক্তিতো বরান্ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কোটীশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুর্বিংশতাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৪ ॥

পঞ্চবিংশতাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততঃ ক্রোশান্তরে
গচ্ছেদলিকাতীর্থমুত্তমম্ । অলিকা নাম গান্ধবী
কুশীলা কুটীলাশয়া ॥ ১ ॥ চিত্রসেনস্ত দৌহিত্রী
বিদ্যানন্দমুখিং গতা । বব্রে তং স্বীকৃতা তেন
দশবর্ষাণি তং শ্রিতা ॥ ২ ॥ পাতং জঘান তং স্পৃশং

ও দক্ষিণ তীরের আশ্রয় লন, আমার নিশ্চয় মনে
হয়—তাঁহারা স্বর্গে গমন করেন । হে যুধিষ্ঠির !
মানব বিশ্ব, অর্কপুষ্প, ধূতুর, কুশ-কাশ-কুসুম এবং
অগাষ্ঠ ঋতুজাত নানাবিধ উপহারজব্য দ্বারা
যথাবিধি মন্ত্রপূর্বক মহেশ্বরের পূজা করিয়া ধূপ,
দীপ অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য দ্বারা ধূজ্জটীর সন্তোষসাধন
করিয়া শিবলোক লাভ করে ; চতুর্দশ ইন্দের
অধিকার কাল যাবৎ তাহার শিবলোকে বাস হয় ।
হে নৃপসত্তম । পৌষমাসের কৃষ্ণাষ্টমীযোগে এখানে
শিবপূজা সমাধিক প্রশস্ত ; অথবা প্রত্যেক অষ্টমী
ও চতুর্দশী তিথিতে এখানে শিবপূজা করিয়া ভক্তি-
পূর্বক ব্রহ্মসত্তমগণকে ভোজন করাইবে । ১—২২ ।

চতুর্বিংশতাদিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৪ ॥

পঞ্চবিংশতাদিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর ক্রোশান্তরে
অমৃতম অলিকাতীর্থে গমন করিবে । পূর্বে
অলিকা নামা কুটীলাশয়া কুশীলা এক গান্ধবী
ছিল । গান্ধবী অলিকা চিত্রসেনের দৌহিত্রী ।
সে একদিন বিদ্যানন্দ ঋষির সমীপে গমন
করিয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করে, ঋষিও

কশ্মিংশিৎ কারণান্তরে । গতা নিবেদয়ামাস পিতরং
রত্নবল্লভম্ । ৩ । পিত্রা মাত্রা চ সন্ত্যক্তা বহুভির্ভব
সিতা নৃপ । গর্ভস্ত্রী ত্বং পতিস্ত্রী ত্বমিতি দর্শয় মা
মুখম্ । ৪ । ব্রহ্মস্ত্রী যাহি পাপিষ্ঠে পরিত্যক্তা গৃহাদ-
ব্রজ । ৫ । মার্কণ্ডেয় উবাচ । ইতি হুঃখাঘিতা যুতা
তাত্যাং নির্ভৎসিতা সতী । তত্স্থং ত্যক্তুং মনশ্চক্রে
প্রাপ্য তীর্থান্তরং কচিৎ । ৬ । সম্পূচ্ছ্যমানা তীর্থানি
ব্রাহ্মণেভো যুধিষ্ঠির । ক্রহা পাপহরং তীর্থং
রেবাসাগরসঙ্গমে । ৭ । তত্র পার্শ্ব তপশ্চক্রে নিরা-
হারা জিতব্রতা । কৃষ্ণাতিকৃষ্ণপারাকমহাসান্তপনা-
দিভিঃ । ৮ । চান্দ্রায়ণৈব ব্রহ্মকূর্চে কশ্যামাস বৈ
তত্স্থম্ । এবং বর্ষশতং সার্কং ব্যতীতং তপসা নৃপ । ৯ ।
তত্শ্চা বিত্তকিমিচ্ছন্ত্যাঃ শিবধ্যানার্চনাদিভিঃ । ততঃ
কতিপয়াহোতিস্তত্শ্চা ক্রাহা হঠং পরম্ । পরিতুষ্টঃ
শিবঃ প্রাহ পার্শ্বত্যা পরিনোদিতঃ । ১০ । ঈশ্বর

তাহাকে আশ্রয়দানে অঙ্গীকার করেন । অনন্তর
অলিকা দশ বৎসর সেই ঋষির আশ্রয়ে বাস
করে । হে নৃপ । একদা অলিকা কোন এক কারণ
বশতঃ সুপ্ত পতিকে নিহত করিয়া তদীয় পিতা রত্ন-
বল্লভের নিকট গিয়া সেই কথা প্রকাশ করে । তাহার
পিতা মাতা এই বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া তাহাকে
বিবিধ ভৎসনা করত পরিত্যাগ করেন । তাহারা
বলেন,—তুই ব্রহ্মস্ত্রী গর্ভস্ত্রী ও পতিস্ত্রী ; অতএব
আমাদিগকে আর তোর বদন দর্শন করাস না ।
রে পাপীষসি ! তোকে পরিত্যাগ করিলাম, গৃহ
হইতে দূরহ । মার্কণ্ডেয় কাহিলেন,—যুধীশ্বা অলিকা
জনকজননৌ কর্তৃক এইরূপে ভৎসিতা হইয়া হুঃখিতা
হইল । সে কোন তীর্থান্তরে গমন করিয়া তনুত্যাগে
সংকল্প করিল । হে যুধিষ্ঠির ! সে দ্বিজগণের
নিকট তীর্থবিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—
রেবাসাগরসঙ্গম পাপহর পুণ্যতীর্থ । হে পার্শ্ব ।
অনন্তর অলিকা তথায় গমনপূর্বক নিরাহারা ও
জিতব্রতা হইয়া তপশ্চা করিতে লাগিল । সে কৃষ্ণ,
অতিকৃষ্ণ, পরাক, মহাসান্তপন, চান্দ্রায়ণ ও ব্রহ্ম-
কূর্চ প্রভৃতি কঠোর ব্রত করিয়া শরীর শোধন
করিল । হে নৃপ । এইরূপ কঠোর তপস্যায়
অলিকার সার্ক শত বৎসর কাটিয়া গেল ।
অলিকা আশ্রয়স্থি কামনায় শিবের ধ্যান ও
অর্চনাদি কঠোর তপশ্চা করিল । এইরূপে তাহার
আরও কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে পার্শ্বতীর
অনুরোধে পড়িয়া শঙ্কর তাহার প্রতি তুষ্ট হইলেন

উবাচ । পুত্রি মা সাহসঃ কাযীঃ শুদ্ধদেহাসি
সাম্প্রতম্ । তুষ্ণৌহং তপসা তেহদ্য বরং বরম
বাঞ্ছিতম্ । ১১ ॥ অলিকোবাচ । যদি তুষ্ণৌহসি
দেবেশ বরাহা যদ্যহং মতা । নানাপাপাগ্নিতপ্তায়া
দেহি ত্বাকিং পরাং মম । ১২ ॥ ত্বং মে নাথো
হানাপায়াস্তমেব জগতাং শুক্ । দীনানাথসমুদ্বর্তা
শরণাঃ সর্বদেহিনাম্ । ১৩ । ঈশ্বর উবাচ । ত্বং
ভদ্রে শুদ্ধদেহাসি মা কিঞ্চিদনুশোচিথাঃ । স্বনায়া
স্থাপয়িত্বহ মাং ততঃ স্বর্গমেয্যসি । ১৪ ॥ ইত্যুক্তা
দেবদেবেশস্তত্রৈবাস্তবধীয়ত । অলিকাপি ততো
ভক্ত্যা স্নাত্বা সংস্থাপ্য শঙ্করম্ । ১৫ ॥ দত্তা দানঞ্চ
বিপ্রভ্যো লোকমাপ মহোৎকটম্ । পিতরঞ্চ
সমাসাদ্য মাতরঞ্চ যুধিষ্ঠির । ১৬ ॥ তৈশ্চ সম্মানিতা
শ্রীত্যা বকুভিঃ সালিকা ততঃ । বিমানবরমাক্রুতা
দিব্যমালাবিভা নৃপ । ১৭ ॥ গৌরীলোকমনুপ্রাপ্তা
সখিভেহদ্যাপি মোদতে । ততঃ প্রভৃতি তৎপার্শ্ব
বিখ্যাতমলিকেশ্বরম্ । ১৮ ॥ তত্র তীর্থে তু যা নারী
পুরুষো বা যুধিষ্ঠির । স্নাত্বা সম্পূজয়েত্তক্ত্যা মহা-

ঈশ্বর বলিলেন,—পুত্রি ! আর সাহস করিও না
সম্প্রতি তুমি শুদ্ধদেহা হইয়াছ ; আমি অদ্য তোমায়
তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতীষ্ট বর প্রার্থনা কর ।
অলিকা বলিল,—যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন,
আর আমাকে বরাহা বলিয়া যদি আপনার মনে
হইয়া থাকে, তবে আমি নানা পাপাগ্নিতপ্ত, আমাকে
পরম শুদ্ধি দান করুন । আমি অনাথা, আপনিই
একমাত্র আমার নাথ, আপনি জগতের শুক, দীন
অনাথের উদ্বর্তা, সর্বদেহীর শরণ্য ! ঈশ্বর
কাহিলেন,—ভদ্রে । তুমি এক্ষণে শুদ্ধদেহা, শোক
করিও না, তুমি তোমার নামানুসারে আমার লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা কর, তোমার স্বর্গ হইবে । দেবদেব এই-
রূপ বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন । অলিকাও স্নান
করিয়া ভক্তিসহকারে শঙ্কর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠাপূর্বক
বিপ্রগণকে বিবিধ দান করিয়া উত্তমলোক লাভ
করিল । হে যুধিষ্ঠির ! অলিকা নির্মলদেহা
হইয়া জনকজননীর সমীপে উপনীত হইলে,
বকুবান্ধবগণ শ্রীতিভরে তাহার প্রতি সম্মান
প্রদর্শন করিল ; অতঃপর সে দিব্যমালাবিভা ও
বিমানবরে আকৃতা হইয়া গৌরীলোকে গমন
করিল । হে নৃপ ! অলিকা অদ্যাপি গৌরীর
সখী হইয়া তথায় মুদিতমনে অবস্থান করি-
তেছে । হে পার্শ্ব । তদবধি অলিকেশ্বর তীর্থ

দেবমুখ পুতম্ । ১৯ । স পাপৈববিধৈর্ধৃকো লোক-
মাপ্রোতি শাকরম্ । মানসং বাচিকং পাপং কাযিকং
যৎপুণ্য কৃতম্ । ২০ । সর্বং তদ্বিলয়ং যাতি ভোজ-
য়িত্ব দ্বিজান্ সদা । দীপং দধা চ দেবাগ্রে ন
রোগঃ পরিভূয়তে । ২১ । ধূপপাত্রং বিমানং চ
ঘণ্টাং কলসমেব চ । দধা দেবায় রাজেশ্ব শাক্রং
লোকমবাণুয়াৎ । ২২ ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবৎসংস্কৃতমহাভারত-
মহাভারতমোহন্যায়ঃ । ১২৫ ।

ষড়্বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহন্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততঃ ক্রোশান্তরে পুণ্যং
তীর্থং তদ্বিলয়েষরম্ । যত্র স্নানে দানে জপ-
হোমার্চনাদিভিঃ । ১ । বিমলেষরমারাধ্য যো
যদিচ্ছেৎ স তন্নভেৎ । স্বর্গলাভাদিকং বাপি পার্থিবং
বা যপোপ্তম । ২ । পুরা ত্রিশিরসং হহা তুঃ
পুত্রঃ শতক্রতুঃ । যস্ত তীর্থস্ত মহাভারতমোহন্যায়ঃ

বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে । হে সুধিষ্টি । যে
নর বা নারী অনেকেই তীর্থে স্নান করিয়া
ভক্তিপূর্বক সহোম মহেশ্বর পূজা করে, সে
অখিলপাপমুক্ত হইয়া শকর লোক প্রাপ্ত হয় ।
এখানে দ্বিজগণকে ভোজন করাইলে পূর্বকৃত
কাযিক বাচিক ও মানস পাপ বিলীন হয় আর
দেবাগ্রে দীপ দান করিলে রোগদ্বারা অভিভূত
হইতে হয় না । হে রাজন্ ! মানব এখানে
দেবোদ্দেশে ধূপপাত্র, বিমান, ঘণ্টা ও কলস দান
করিয়া ইন্দ্রলোক লাভ করে । ১—২২ ।

পঞ্চবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২২৫ ।

ষড়্বিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর ক্রোশান্তরে
পুততীর্থ বিমলেষরে গমন করিবে । এখানে
স্নান, দান, জপ, হোম, ও অর্চনাদি দ্বারা
বিমলেষরের আরাধনা করিয়া, স্বর্গ কিংবা
পার্থিব ভোগ যে যাহা কামনা করে, তাহার
তাঁহাই লাভ হয় । পূর্বকালে শতক্রতু তুষ্ণনন্দন
ত্রিশিরাকে নিহত করিয়া পাপলিপ্ত হন । তিনি

পরমং গতঃ । ৩ । যত্র বেদনিধিবিপ্রো মহন্তত্বা
তপঃ পুরা । নানাকর্ম্মমলৈঃ কৌণেবিমলোহন্তবদক-
বৎ । ৪ । মহাদেবপ্রসাদেন সোমবৎপ্রিয়দর্শনঃ ।
পুরা ভানুমতীং ভানুঃ সূতাঃ স্বরশরাদিতঃ । ৫ ।
চক্রে তেন দোষণে কুষ্ঠরোগাদিতোহভবৎ । স
চাপ্যত্র তপস্তত্বা বিমলত্বমুপাগতঃ । ৬ । মহাদেবেন
তুষ্ণেন স্বস্থানং মুদিতোহভবৎ । তথৈব চ পুরা
পার্শ্ব বিভাণ্ডকসুতো মুনিঃ । ৭ । যোগিসঙ্গং
বনে প্রাপ্য পুরে চ নৃপতেস্তথা । রাজসংসর্গ-
দোষাষ্টে মালিন্যং পরমাত্মনঃ । ৮ । বিচারয়ন্ত্য-
পেত্য রেবাসাগরসঙ্গমম্ । শান্তয়া ভার্যয়া সাক্ষং
তত্বা দ্বাদশবৎসরান্ । ৯ । কঙ্কচান্নায়গৈর্দেবং
তোষয়ন্ত্যশ্বকং মুনিঃ । মহাদেবেন তুষ্ণেন সোহপি
বৈমল্যমাপ্তবান্ । ১০ । শর্কণ্যা প্রেরিতঃ শর্কঃ
পুরা দাকবনে নৃপ । মোহনানুনিপত্নীনাং স্বং বাক্য
বিমলং কিল । ১১ । বিচার্য পরমস্থানং নন্দো
দধিসঙ্গমম্ । তত্র স্থিত্ব মহারাজ তপস্তত্বা সহো-

এই বিমল তীর্থে প্রভাবে বৈমল্য লাভ
করিয়াছিলেন । এখানে বিপ্র বেদনিধি বিপুল
তপস্তা করিয়াছিলেন, তপস্তায় তাঁহার নানাকর্ম্ম-
মল ক্ষয় হয় । তিনি মহাদেবপ্রসাদে দিবাকর-
বৎ অমল ও সোমের স্থায় প্রিয়দর্শন হন ।
পূর্বকালে ভানু স্বীয় ভনয়া ভানুমতীকে অব-
লোকন করিয়া কামবাণে পীড়িত হন । তাঁহার
হৃদয়ে তৎসহ বিহার বাসনা জাগরুক হয় ; অতঃপর
ভানু এই পাপে কুষ্ঠরোগে পীড়িত হন । ভানুও
এখানে তপস্তা করেন, তপস্তায় মহাদেব প্রসন্ন
হন । তারপর তিনি বৈমল্য লাভ করিয়া মুদিত-
মনে স্বস্থানে গমন করেন । হে পার্থ ! পূর্ব-
কালে বিভাণ্ডকনয় যোগিসঙ্গে বনে বাস
করিতেন । তিনিও ঐরূপ নৃপতি সংসর্গে মলিন
হইয়াছিলেন । হে রাজন্ ! তাঁহার আত্মা
মালিন্যযুক্ত হইলে তিনি বিচারবুদ্ধির অনুবর্তী
হইয়া পত্নী শান্তার সহিত রেবাসাগরসঙ্গমে
আগমনপূর্বক দ্বাদশ বৎসর তপস্তা করেন
মুনি কঙ্কচান্নায়গাদি ব্রতদ্বারা ত্রিলোচনের সন্তোষ
সাধন করিয়া তাঁহার প্রসাদে বৈমল্য লাভ করি-
লেন । ১—১১ । হে নৃপ ! পূর্বকালে মুনিপত্নীগণের
মোহনার্থ শর্কণী শর্ককে দাকবনে প্রেরণ করেন ।
শকরও এই ব্যাপারে মলযুক্ত হন । অনন্তর
তিনি আত্মাকে মলিন দর্শনে পাপকালনার্থ মনে

ময়া ॥ ১২ ॥ বিমলোহসৌ যতো জাতন্তেনাসৌ
বিমলেশ্বরঃ ॥ তেন নাস্তা স্বয়ং তন্ত্রো লোকানাং
হিতকামায়া ॥ ১৩ ॥ ততস্তিলোক্তমাং সৃষ্টা ব্রহ্মা
লোকপিতামহঃ ॥ প্রজানাথোহপি তাং সৃষ্টাং দৃষ্টাগ্রে
সুমনোহরা ॥ ১৪ ॥ ভাবিযোগবলাক্রান্তঃ স তপ্তা-
মভিকোহভবৎ ॥ তেন বীক্ষ্য সদোষত্বং রেবাতীর-
দ্বয়ং শ্রিতঃ ॥ ১৫ ॥ তীর্থান্তনুসরমোনী ত্রিপ্রায়ী
সংস্রব্ধিবম্ ॥ রেবার্ণবসমাযোগে স্নাত্বা সম্পূজ্য
শঙ্করম্ ॥ কালেনাগ্নেন রাজর্ষে ব্রহ্মপ্যামলভাং
গতঃ ॥ ১৬ ॥ এবমন্তোহপি বহুশো দেবর্ষিনৃপসত্তমাঃ ॥
তাক্যাদোষমলং তত্র বিমলা বহবোহভবন ॥ ১৭ ॥
তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র তত্র স্নাত্বা শিবার্চনাৎ ॥
অমলোহপি বিশেষণ বৈমলাং প্রাপ্যাসে পরম্ ॥
১৮ ॥ তত্র স্নাত্বা নরো নারী পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥
পাপদোষাবিনিমুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৯ ॥
তত্রোপবাসং যঃ কৃত্বা পশ্যত বিমলেশ্বরম্ ॥ অষ্টম্যাং
চ চতুর্দশ্যাং সর্বপঞ্চ পাপিবি ॥ ২০ ॥ সপ্তজন্মকৃতং

মনে বিচার করিয়া রেবাসাগরসঙ্গমে গমনপুষ্টক
উমার সহিত তপস্শা করেন। হে মহারাজ!
মহাদেব এখানে তপস্শা করিয়া বিমল হন; এজন্য
এই তীর্থ বিমলেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছে।
আর মহাদেব এখানে বিমলেশ্বর নামে নিত্য
সম্মিহিত রহিয়াছেন। 'অতঃপর লোকপিতামহ
ব্রহ্মা তিলোক্তমাকে সৃজন করেন। মনোহরা
তিলোক্তমা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে
তাহাকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা কানুক হন। তিনি
প্রজানাথ হইলেও ভাবি-যোগবলে আক্রান্ত হইয়া
তিলোক্তমায় কামাসক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে
তাঁহার দেহ দোষযুক্ত হয়। অনন্তর তিনি দেহ ত্যাগ
দর্শন করত রেবার উত্তর ও দক্ষিণতীরস্থিত
অনুত্তম তীর্থানচয়ের অনুসরণ করেন। ব্রহ্মা
মোনী হইয়া ত্রিকালীন স্নান, শঙ্করের স্মরণ ও
পূজন এবং রেবাসাগরসঙ্গমে অবগাহন করিয়া
বিমল হন। হে রাজর্ষে! এইরূপ অন্তান্ত বহু
দেবর্ষি ও নৃপসত্তমগণ এখানে মলাঞ্জালনপুষ্টক
বিমল হইয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! তুমি অমল,
তথাপি এখানে স্নান ও শিবার্চন কর, সমাবিক
বৈমল্য লাভ পারিতে পারবে। হে মহা-
পতে! নর বা নারী এখানে স্নান ও মহেশ্বরের
পূজা করিলে পাপদোষাবিনিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক
লাভ করে। হে পাণ্ডব! অষ্টমী চতুর্দশী এমন

পাপং হিত্বা যতি শিবাসয়ম্ ॥ শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানেন
পিতৃণামনুগী ভবেৎ ॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছক্রা
তেভ্যো দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্ ॥ ২১ ॥ যদ্যদিষ্টমং
লোকে যচ্চৈবান্নহিতং গৃহে ॥ তত্তদগ্ণবতে দেয়ং
তত্রৈবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥ স্বর্ণধান্তানি বাসাসি ছত্রো-
পানং কমণ্ডলুম্ ॥ ২২ ॥ গৃহং দেবস্ত বৈ শক্ত্যা
কৃত্বা স্নাদুবি ভূপতিঃ ॥ গীতনৃত্যকথাভিচ্চ তোম-
য়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিমলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষড়বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৬ ॥

সপ্তবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমাকণ্ডেয় উবাচ ॥ এতানি তব সংক্ষেপাৎ
প্রাধান্তাৎ কথিতানি চ ॥ ন শক্তো বিস্তরাৎকুং
সংখ্যাং তীর্ণেষু পাণ্ডব ॥ ১ ॥ এষা পবিত্রা বিমলা
নদী ত্রৈলোক্যবিশ্বতা ॥ নন্দা সরিতাঃ শ্রেষ্ঠা
মহাদেবস্ত বনভা ॥ ২ ॥ মনসা সংসরেদ্যন্ত নন্দাঃ

কি সর্ববিধ পক্ষেই মানব উপবাস করিয়া
বিমলেশ্বর দর্শন করিলে সপ্তজন্মকৃত পাপ ফালন-
পুষ্টক শিবালয় লাভ করে। এখানে যথাবিধি
পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃগণ হইতে মুক্ত হয়। এতীর্থে
ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া যথাশক্তি দক্ষিণা
দিবে। লোকে যাহা যাহা ইষ্টম এবং
যাহা আশ্রিতকর, অক্ষয়পূণ্যকামী মানব প্রার্থিকে
তৎসমস্ত প্রদান করিবে। যথাশক্তি স্বর্ণ, ধান,
বসন, ছত্র, পাছকা ও কমণ্ডলু দান এবং গৃহে
দেবপ্রাণী করিয়া নর ভুলোকে ভূপতি হয়।
বিমলেশ্বর তীর্থে মানব গীত, নৃত্য ও পূণ্য কথা
দ্বারা পরমেশ্বরের সন্তোষসাধন করিবে। ১১—২৩।

ষড়বিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৬ ॥

সপ্তবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

শ্রীমাকণ্ডেয় কাহলেন,—হে পাণ্ডব! এই তোমার
নিকট সংক্ষেপে প্রধান প্রধান তীর্থানচয়ের মাহাত্ম্য
বর্ণন করিলাম, বিস্তারপুষ্টক তীর্থসমূহের সংখ্যা
করিতে আমি সমর্থ নহি। ত্রিলোকবিখ্যাতা বিমলা
সারদাবরা নন্দা মহাদেবের বনভা। হে নৃপ! যে
মানব মনে মনে নন্দাদার স্মরণ করে, তাহার সদা

সততঃ নৃপ । চান্দায়ণশতশ্চ নভতে ফলমুত্তমম ।
৩ । অশ্রদ্ধাধনাঃ পুরুষা নাস্তিকান্চাত্ৰ য়ে স্থিতাঃ ।
পতন্তি নরকে ঘোরে প্ৰাৰ্হৈবঃ পৰমেশ্বৰঃ ৷ ৪ ৷
নশ্বদাং সেবতে নিত্যং স্বয়ং দেবো মহেশ্বৰঃ । তেন
পুণ্যা নদৌ জ্ঞেয়া ব্ৰহ্মহত্যাপহাৰিণী ৷ ৫ ৷ ইয়ং
মাহেশ্বৰী গঙ্গা মহেশ্বৰতনুভবা । প্ৰোক্তা দক্ষিণ-
গঙ্গোতি ভারতশ্চ যুধিষ্ঠিৰ ৷ ৬ ৷ জাহ্নবী বৈকবী
গঙ্গা ব্ৰাহ্মী গঙ্গা সরস্বতী : ইয়ং মাহেশ্বৰী গঙ্গা
ৰেবা নাস্তাত্ৰ সংশয়ঃ ৷ ৭ ৷ যথা হি পুৰুষে দেবশ্চৈ-
মূৰ্ত্তিৰ্ভয়পাশ্ৰিতঃ । ব্ৰহ্মবিষ্ণুমহেশাখ্যঃ ন ভেদন্তত্ৰ বৈ
যথা । তথা সরিল্লয়ে পাৰ্গ ভেদঃ মনসি মা কথ্যঃ ৷ ৮ ৷
কোটিশো হুত্ৰ তীৰ্থানি লক্ষশ্চাপি ভারত । তথা
সহস্ৰশো ৰেবা তীৰ্থদ্বয়গতানি তু ৷ ৯ ৷ বৃক্ষাশ্চুৰিষ্ক-
সংস্থানি জলস্থলগতানি চ । কঃ শক্তস্তানি নিৰ্ণেতুং
বাগীশো বা মহেশ্বৰঃ ৷ ১০ ৷ অৱণাজ্জন্মজনিভং
দৰ্শনাচ্চ ত্ৰিজন্মজন্ম । সপ্তজন্মকৃতং নজ্ঞেৎ পাপং
ৰেবাবগাহনাৎ ৷ ১১ ৷ দেবকাৰ্য্যঃ কৃতং তেন
অগ্নয়ো বিধিবদ্ধতাঃ । বেদা অধীতাশ্চ দ্বাৰো যেন

শত চান্দায়ণৰত্নেৰ অনুত্তম ফললাভ হয় । যে
সকল নাস্তিক শ্ৰদ্ধাহীন পুৰুষ এখানে বাস কৰে,
শঙ্কৰ কহিয়াছেন,—তাহাৰা ঘোৰ নরকে পতিত
। স্বয়ং মহেশ্বৰ সতত ৰেবাৰ সেবা কৰেন,
এজন্ত এই পুণ্যানদী ব্ৰহ্মহত্যা পাপ-নাশনে সমৰ্থা ।
হে যুধিষ্ঠিৰ ! এই নশ্বদা মাহেশ্বৰী গঙ্গা, মহাদেৱেৰ
দেহ হইতে উদ্ভূতা ; এজন্ত ভারতে নশ্বদা দক্ষিণ-
গঙ্গা বলিবা কথিতা হন । জাহ্নবী বৈকবী গঙ্গা,
সরস্বতী ব্ৰাহ্মী গঙ্গা আৰ ৰেবা মাহেশ্বৰী গঙ্গা, এ
বিষয়ে সংশয় নাই । যেমন একই পুৰুষৰূপী দেৱেশ
ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্ৰিমূৰ্ত্তিতে প্ৰকটিত হন,
বস্তুত ঐ মূৰ্ত্তিৱ্যেৰ পাৰ্থক্য কিছুই নাই, হে পাৰ্ধ !
তদ্রূপ গঙ্গা, সরস্বতী ও নশ্বদা এই নদীৱ্যে মনে
মনে ভেদবুদ্ধি কৰ্ত্তব্য নহে । হে ভারত ! যেমন
ইহলোকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তীৰ্থ বিদ্যমান,
তেমনই নশ্বদাৰ তীৰ্থৱ্যে সহস্ৰ সহস্ৰ তীৰ্থেৰ
অধিষ্ঠান জানিবে । বাগীশই হউন আৰ মহেশ্বই
হউন, ৰেবাৰ বৃক্ষ, অশ্বৰীষ, জল ও স্থলস্থ তীৰ্থ-
নিচয়ৰ নিৰ্ণয় কৰিতে কেহই সমৰ্থ নহেন । ৰেবাৰ
স্মৰণে একজন্মাজ্জিত, দৰ্শনে ত্ৰিজন্মাজ্জিত আৰ
অবগাহনে সপ্তজন্মাজ্জিত পাতক-বিনষ্ট হয় ।
যিনি ৰেবায় অবগাহন কৰিয়াছেন, তাৰাৰ যথা
বিধি দেবকাৰ্য্য, হুতাশনে আহুতিপ্ৰদান ও চতু-

ৰেবাবগাহিতা ৷ ১২ ৷ প্ৰাধান্ধাচ্চাপি সংক্ষেপা-
তীৰ্থান্ধ্যাত্তানি তে ময়া । ন শক্যো বিস্তৰঃ পাৰ্ধ
শ্ৰোতুং বক্তৃকং বৈ ময়া ৷ ১৩ ৷ যুধিষ্ঠিৰ উবাচ ।
বিধানকং যমাত্মৈশ্চৈব নিয়মাত্মৈশ্চ বদন্ত মে । প্ৰায়-
শ্চিত্তাৰ্গগমনে কো বিধিস্তঃ বদন্ত মে ৷ ১৪ ৷
শ্ৰীমাৰ্কণ্ডেয় উবাচ । সাধু পৃষ্টঃ মহাৰাজ যজ্ঞেযঃ
পাৰলৌকিকম্ । শনুসাবহিতো ভূত্বা যথাজ্ঞানং
বদামি তে ৷ ১৫ ৷ অকৰ্ণেণ শৰীৰেণ ক্ৰবঃ কৰ্ম্ম
সমাচরেৎ । অবশ্ৰমেব যান্তি প্ৰাণাঃ প্ৰানুৰ্ণিকা
ইব ৷ ১৬ ৷ দানং বিস্তাদৃতং বাচঃ কীৰ্ত্তিধৰ্ম্মো তথা-
য়নঃ । পৰোপকৰণং কাৰ্যাদসাৱাৎ সারমুদ্বরেৎ ৷
১৭ ৷ অশ্মিন মহামোহময়ে কটাহে সূৰ্য্যাগ্নিনা
ৰাজ্জিদিবেন্ধনেন । মাসৰ্ভুদকৌপৰিঘটনেন ভূতানি
কালঃ পচতীতি বাৰ্ত্তা ৷ ১৮ ৷ জ্ঞাত্বা শাস্ত্ৰবিধা-
নোকং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুমিহাহসি । নাথং লোকোহস্তি ন
পৰো ন সূৰ্য্যং সংশয়াশ্বনঃ ৷ ১৯ ৷ মজ্জে তীৰ্থে
দ্বিজো দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে শুৰো । যাদৃশী

বেদ অধ্যয়ন কৰা হইয়াছে । ১—১২। হে পাৰ্ধ ! আমি
প্ৰধানতঃ সকল তীৰ্থমাহাত্ম্যই সংক্ষেপে তোমাৰ
নিকট বৰ্ণন কৰিয়াছি ; কিন্তু ৰেবাৰ মাহাত্ম্য আমি
বিস্তৰৰূপে শ্ৰবণে বা কীৰ্ত্তনে সমৰ্থ নহি । যুধিষ্ঠিৰ
জিজ্ঞাসা কৰিলেন,—যম নিয়ম ও বিধান আমাৰ
নিকট বৰ্ণন কৰুন ; প্ৰায়শ্চিত্তকামী মানব কোন
বিধিৰ অনুষ্ঠান কৰিবে, তাহাও আমাৰ নিকট
বলুন । মাৰ্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাৰাজ ! উত্তম প্ৰশ্নই
জিজ্ঞাসা কৰিয়াছ ; ইহাতে পাৰলৌকিক শ্ৰেয়ঃ-
সাধন হয় । আমি যথামতি বলিতেছি, অবহিত
হইয়া শ্ৰবণ কৰ । প্ৰাণ প্ৰানুৰ্ণিকা । জ্ঞায় নিশ্চিতই
চালিয়া যাইবে ; অতএব অক্ৰব শৰীৰ দ্বাৰা ক্ৰব
কৰ্ম্মাচৰণ অবশ্যই কৰ্ত্তব্য । বিত্ত, বাক্য, আয়ু ও
কায়, এই চাৰিটাই অসার ; এই সকল অসার
বস্তু হইতে যথাকমে দান, সত্য, কীৰ্ত্তি, ধৰ্ম্ম
ও পৰোপকাৰকৰ সার উদ্ধাৰ কৰিবে । কাল
ভূতসকলকে পাক কৰেন, মহামোহময় সংসাৰ
কটাহ এই পাকেৰ পাত্ৰ সূৰ্য্য—অগ্নি, দিৱাৱাত্ত—
ইন্ধন ও মাস ঋতু দক্ষী (হাতা) ; ইহা দ্বাৰা
ঘটন কৰা হয় । ইহাই সংসাৰেৰ বাৰ্ত্তা !
ভূমি সংশয়শূন্য হইয়া শাস্ত্ৰাবহিত কাৰ্য্য কৰ
সংশয়াহীন সূৰ্য্য, ইহলোকে বা পৰলোকে নাই ।
মন্ত্ৰ, তীৰ্থ, দ্বিজ, দেব, দৈবজ্ঞ, ভেষজ এবং শুক

ভাবনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী । ২০ । অশ্রদ্ধয়া
হতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ । অসদিত্যচ্যুতে
পার্থন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ । ২১ । যঃ শাস্ত্রবিধি-
মুৎসজ্য বর্ততে কামকারতঃ । ন স সিদ্ধিমবা-
প্রোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ । ২২ । সন্তীহ
বিবিধোপায়া নৃণাং দেহবিশোধনাঃ । তীর্থসেবাসমং
নাস্তি শরীরায় শোধনম্ । ২৩ । কঙ্কুচান্দ্ৰায়ণা-
দৌৰ্ধা দ্বিতীয়ং তীর্থসেবয়া । যদা তীর্থং সমুদ্दिষ্ট
প্রয়াতি পুরুষো নৃপ । তদা দেবাশ্চ পিতরস্তং
ব্রহ্মস্তু য় খেচরাঃ । ২৪ । পরমামোদপূর্ণান্তে
প্রয়াস্ত্যন্তানুযায়িনঃ । কৃদ্বাত্ত্যদয়িকং শ্রাদ্ধং সমা-
পূচ্য তু দেবতাম্ । ২৫ । ইষ্টবন্ধুশ্চ বিষ্ণুশ্চ শঙ্করঃ
সগণেশ্বরম্ । ব্রজেদ্ভিজাত্যনুজাতো গৃহীত্বা
নিয়মানপি । ২৬ । একাশনং ব্রহ্মচর্য্যং ভূশয্যাং
সত্যবাদিতাম্ । বর্জনঞ্চ পরায়ন্ত প্রতিগ্রহবিব-
র্জনম্ । ২৭ । বর্জয়িত্বা তথা দ্রোহবন্ধনাদি নৃপো-
ত্তম । সাধুবেশং সমাস্থায় বিনয়েন বিভূষিতঃ । ২৮ ।
দস্তাহঙ্কারযুক্তো যঃ স তীর্থকলমশ্রুতে । যন্ত হস্তো

চ পাদো চ মনশ্চৈব সুসংযতম্ । ২৯ । বিদ্যা তপশ্চ
কৌর্তিশ্চ স তীর্থকলমশ্রুতে । অক্রোধনশ্চ রাজেন্দ্র
সত্যশীলো দৃঢ়ব্রতঃ । ৩০ । আশ্রোপমশ্চ ভূতেষু
স তীর্থকলমশ্রুতে । মুণ্ডনং চোপবাসশ্চ সর্বতীর্থে-
ষ্যং বিধিঃ । ৩১ । বর্জয়িত্বা কুরুক্ষেত্রং বিশালাং
বিরজাং গয়াম্ । স্নানং সুরার্চনকৈব শ্রাদ্ধে বৈ
পিণ্ডপাতনম্ । ৩২ । বিপ্রাণাং ভোজনং শক্ত্যা
সর্বতীর্থেষ্যং বিধিঃ । প্রায়শ্চিত্তনিমিত্তঞ্চ যো
ব্রজেদ্যতমানসঃ । ৩৩ । তস্তাপি চ বিধিঃ বক্ষ্যে
শৃণু পার্থ সমাহিতঃ । একাশনং ব্রহ্মচর্য্যমক্ষার-
লবণাশনম্ । ৩৪ । স্নাত্বা তীর্থাভিগমনং হবিষ্যে-
কান্নভোজনম্ । বর্জয়েৎ পতিতান্নাপং বহুভাষণ-
মেব চ । ৩৫ । পরীবাদং পরায়ঞ্চ নীচসঙ্গং বিব-
র্জয়েৎ । ব্রজেচ্চ নিক্রপানংকো বসানো বাসসী
শুচিঃ । ৩৬ । সঙ্কল্পং মনসা কৃত্বা ব্রাহ্মণানুজয়া
ব্রজেৎ । তীর্থে গয়া তথা স্নাত্বা কৃত্বা চৈব সুরা-
র্চনম্ । ৩৭ । দ্রুক্ষ্যতো বিমুক্তঃ স্মাদনুতাপী
ভবেদ্যদি । বেদে তীর্থে চ দেবে চ দৈবজ্ঞে

এই সকলে যাহার যেমন ভাবনা, সিদ্ধি তাহার
তাদৃশই হইয়া থাকে । অশ্রদ্ধাহীন হইয়া ধোম, দান,
তপস্যা প্রভৃতি যে কিছু কর্ম করা যায়, তাহা অসৎ
বলিয়া কথিত হয় আর তাহা দ্বারা ইহ পর কোন
লোকই সাধিত হয় না । 'যে মানব শাস্ত্রবিধি পরি-
ত্যাগ করিয়া কামকারী হয়, তাহার সিদ্ধি, সুখ ও
পরমগতিপ্রাপ্তি ঘটে না । শাস্ত্রে নররপের দেহ-
শুদ্ধির অনেক উপায় কথিত আছে, কিন্তু শরীর-
শোধনকল্পে তীর্থসেবার অনুরূপ অস্ত কোন
উপায় বিদ্যমান নাই । কঙ্কুচান্দ্ৰায়ণাদি দ্বারা দেহশুদ্ধি
হয় বটে, কিন্তু তাহা দ্বিতীয় কল্প । পরম
তীর্থসেবাই প্রধান ও প্রথম । হে নৃপ ! মানব
যখন তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা করে, দেব ও পিতৃগণ
আমোদপূর্ণ হৃদয়ে আকাশপথে সেই তীর্থযাত্রীর
অনুগমন করিয়া থাকেন । নিয়তব্রত মানব
তীর্থযাত্রাকালে আত্মদায়িকশ্রাদ্ধ করিয়া দেবতা,
ইষ্ট, বন্ধু, বিষ্ণু, শঙ্কর, গণদেবতা ও দ্বিজগণের
অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে । একবার ভোজন ও ভূমি
তলে শয়ন করিবে, সত্যকথা কহিবে, পরায় ও
প্রতিগ্রহ বর্জন করিবে । বাক্য দ্বারাও পরের
দ্রোহ করিবে না । সাধুবেশ পরিধান করিবে, বিনয়
দ্বারা বিভূষিত হইবে, দস্ত-অহঙ্কার পরিত্যাগ
করিবে । হে নৃপসত্তম ! এইরূপ করিলেই মানবের

তীর্থকল লাভ হয় । যাহার করম্বয় পদম্বয় ও মন
সুসংযত এবং বিদ্যা, তপস্যা ও কৌর্তি আছে,
তিনিই তীর্থকল লাভ করেন । হে রাজন !
যিনি ক্রোধহীন, সত্যশীল, দৃঢ়ব্রত ও সর্বভূতে
সমদর্শী, তাহার তীর্থকললাভ হয় । মুণ্ডন ও
উপবাস সকল তীর্থেই বিহিত হইয়াছে, কেবল
কুরুক্ষেত্র, বিশালা, বিরাজ ও গয়ায় কর্তব্য নহে ।
সকল তীর্থেই স্নান, দেবপূজা, শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান
ও যথাশক্তি দ্বিজগণকে ভোজ্য দান করিবে ।
হে পার্থ ! প্রায়শ্চিত্তার্থী সমাহিতমনা মানবের
কর্তব্য কৌর্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ।
প্রায়শ্চিত্তকামী একবার হবিষ্যন্ন ভক্ষণ করিবে
অথবা ক্ষার-লবণাশনপূর্বক এক ভোজন করিয়া
ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে ; স্নানান্তে তীর্থাভিগমন
করিবে । পতিতের সহিত সস্তাষণ করিবে না,
অনেক কথা কহিবে না, পরীবাদ পরায় ও হীনসঙ্গ
বর্জন করিবে । পাত্ৰকাহীন হইয়া বিচরণ করিবে
এবং সোত্তরীর বসন পরিধান করিবে । ১৩—৩৬ ।
অনন্তর শুচি হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করত ব্রাহ্মণ-
গণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক তীর্থে উপনীত হইয়া
স্নান ও দেবপূজা করিবে । পাপকর্ম্ম করিয়া যদি
অনুতাপ করে, তবে দ্রুতি হইতে তাহার নির্মতি
হয় । আর বেদ, তীর্থ, দেব, দৈবজ্ঞ, ঔষধ ও

চোষবে গুরো ৷ ৩৮ ৷ যাদৃশী ভাবনা যন্ত সিদ্ধি-
ভবতি তাদৃশী ৷ উক্ততীর্থকলানাক পুরাণেষু
স্মৃতিষপি ৷ ৩৯ ৷ অর্থবাদতবাঃ শঙ্কাঃ বিহায়
ভরতর্ষভ ৷ কৃৎস্না বিচারঃ শাস্ত্রোক্তং পরিকল্প্য
যথোচিতম্ ৷ ৪০ ৷ কায়েন কৃচ্ছুরণে হৃৎকাননাঃ
বিশুদ্ধয়ে ৷ জ্ঞাত্বা তীর্থবিশেষং হি প্রায়শ্চিত্তং সমা-
চরেৎ ৷ ৪১ ৷ তচ্ছৃণু মহারাজ নর্মদায়াং যথো-
চিতম্ ৷ চতুর্দ্বিংশতিসংখ্যোভ্যো যোজনেভ্যো
ব্রজেন্নরঃ ৷ ৪২ ৷ চতুর্দ্বিংশতিকৃচ্ছ্রাণাং ফল-
মাপ্নোতি শোভনম্ ৷ অত উর্দ্ধং যোজনেষু পাদ-
কৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ ৷ ৪৩ ৷ তন্মধ্যে চ মহারাজ যো
ব্রজেচ্ছুদ্ধিকাক্ষয়া ৷ যোজনে যোজনে তস্মা প্রায়-
শ্চিত্তং বিহর্ষুধাঃ ৷ ৪৪ ৷ প্রণবাতো মহারাজ তথা
রেবোরিসঙ্গমে ৷ ভৃগুক্ষেত্রে তথা গতা কলং
তদ্বিগুণং স্মৃতম্ ৷ ৪৫ ৷ সঙ্গমে দেবনদ্যাশ্চ শূল-
ভেদে নৃপোত্তম ৷ দ্বিগুণং পাদদ্বীনং স্রাৎ করজা-
সঙ্গমে তথা ৷ ৪৬ ৷ এরণ্ডীসঙ্গমে তদ্বৎকপিল-

শুকতে যাহার যেরূপ ভাবনা বা বিশ্বাস, সিদ্ধিও
তাহার তাদৃশীই হইয়া থাকে। হে ভরতর্ষভ!
স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে যে সকল তীর্থকল বর্ণিত
হইয়াছে, সে সকল বিষয়ে অর্থবাদ পরিহারপূর্বক
শাস্ত্রোক্তবিচার দ্বারা যথাযথ বিনিশ্চয় করিয়া
লইবে। যে ব্যক্তি অশুদ্ধচিত্তের জন্ত কায়ক্লেশকর
কাধ্য করিতে অশক্ত, কোন উত্তম ভোগের
সেবা দ্বারাই তাহার প্রায়শ্চিত্তাচরণ কর্তব্য।
অতএব হে মহারাজ! এক্ষণে সেই উত্তমতীর্থ
নর্মদার যথাযথ মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ কর। মানব
নর্মদাতীর্থের চতুর্দ্বিংশতি যোজন পর্য্যটন করিলে
তাহার চতুর্দ্বিংশতি কৃচ্ছ্রবতের ফল লাভ করে;
অতঃপর এক এক যোজন বিচরণ এক একটা
কৃচ্ছ্রপাদের ফলপ্রদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।
হে মহারাজ! নর যদি আশুভিক্ষা কামনায় আরও
পর্য্যটন করে, তবে এক এক যোজন পর্য্যটনেই
তাহার অশেষবিধ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। নর্মদার
মাহাত্ম্য জ্ঞানিগণ এইরূপই বিদিত আছেন। হে
রাজন! ওকারেশ্বর, রেবা-উরিসঙ্গম ও ভৃগুক্ষেত্রে
গমন করিলে পূর্বোক্ত পুণ্যের দ্বিগুণ পুণ্য হয়।
হে নৃপসত্তম! দেবনদীর সঙ্গমস্থানে শূলভেদ-
তীর্থ বিদ্যমান। এখানে পূর্বোক্ত পুণ্যের অষ্টরূপ
পুণ্য কথিত হইয়াছে। বারজাসঙ্গম, এরণ্ডী-
সঙ্গম ও কপিলাসঙ্গমে পদাংগপেদ্যাদি পাদোদন পুণ্য

য়াশ্চ সঙ্গমে। কেচিৎপ্রিণীতঃ প্রাহুঃ কুজারিবোখ-
সঙ্গমে ৷ ৪৬ ৷ ওকারে চ মহারাজ তদপি স্রাৎ
সমঙ্গসম্। সঙ্গমেষু তথাক্তাসাং নদীনাং রেবয়া
সহ ৷ ৪৮ ৷ প্রীতস্তে সার্ককৃচ্ছ্রঃ বৈ কলং পূর্বং
যুধিষ্ঠির। ত্রিগুণং কৃচ্ছ্রমাপ্নোতি রেবাসাগরসঙ্গমে ৷
৪৯ ৷ কৃচ্ছ্রং চতুর্গুণং প্রোক্তং শুকতীর্থে যুধিষ্ঠির।
যোজনে যোজনে গতা চতুর্দ্বিংশতিযোজনম্। তত্র
তত্র বসেদ্যন্ত সুচিরং নৃবরোত্তম ৷ ৫০ ৷ রেবা-
সেবাসমাচারঃ সংযুক্তঃ শুদ্ধবুদ্ধিমান। দস্তাহঙ্কার-
রহিতঃ শুকতীর্থং স বিমুচ্যতে ৷ ৫১ ৷ ইতি তে
কবিতং পার্শ্ব প্রায়শ্চিত্তাগ্নলক্ষণম্। রেবাযাত্রাবিধানং
চ শুভমেতদযুধিষ্ঠির ৷ ৫২ ৷ যুধিষ্ঠির উবাচ।
যোজনস্ত প্রমাণং মে বদ স্বঃ মুনিসত্তম। যজ্ঞজ্ঞাত্বা
'নিশ্চিন্ত' মে স্থান্যনঃশুদ্ধেস্ত কারণম্ ৷ ৫৩ ৷
মার্কণ্ডেয় উবাচ। শৃণু পাণ্ডব বক্ষ্যামি প্রমাণং
যোজনস্ত যৎ। তথা যাত্রাবিশেষেণ বিশেষং
কৃচ্ছ্রসম্ভবম্ ৷ ৫৪ ৷ ত্রিবাংগ্যবোদরাণ্যষ্টাবুর্দ্ধা বা
ত্রৈহয়স্থয়ঃ। প্রমাণমশূলস্তার্হসিত্তির্দ্বাদশাঙ্গুলা ৷ ৫৫ ৷
বিত্তিস্থিত্যং ইচ্ছন্ততুহন্তং ধনুঃ স্মৃতম্। স এব

বিহিত। হে মহারাজ! কেহ কেহ বলেন,
কুজা রেবাসঙ্গম ও ওকারে পূর্বোক্ত
পুণ্যের ত্রিগুণ পুণ্যপ্রাপ্তি ঘটে। হে
যুধিষ্ঠির! অতীত নদীনৈচয় যে স্থানে রেবার
সংহত সঙ্গ হইয়াছে, শাস্ত্রবিদগণ সে সকল স্থানে
সার্ককৃচ্ছ্রবত-ফল লাভের কথা কহিয়াছেন। রেবা-
সাগরসঙ্গমে কৃচ্ছ্রত্বয় এবং শুকতীর্থে কৃচ্ছ্রচতুর্গুণ পুণ্য
হয়। হে সত্তম নরবর! শুদ্ধবুদ্ধি মানব আশুভিক্ষার
কামনায় পূর্বোক্ত চতুর্দ্বিংশতি যোজনের এক এক
যোজন গমন করিয়া সুচিরকাল বিশ্রাম করিবে;
দস্ত ও অহঙ্কার পরিহারপূর্বক রেবার সেবায়
নিরত হইবে; এইরূপ করিলেই নর শুদ্ধিলাভ
করিলে সমর্থ হয়। হে যুধিষ্ঠির! এই তোমার নিকট
প্রাচীনলক্ষণ বর্ণন করিলাম, হে পার্থ! এই
রেবাযাত্রাবিধান পরম শুভ। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা
করিলেন,—হে ঋষিসত্তম! আমার নিকট যোজন-
পরিমাণ বর্ণন করুন, ইহা বিদিত হইলে নিশ্চিত
আমার মনঃশুদ্ধি জন্মিবে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—
হে পাণ্ডব! যোজনপরিমাণ এবং কৃচ্ছ্রসাধ্য বিশেষ
বিশেষ যাত্রা কীর্তন করিতেছি। শ্রবণ কর। বক্রভাবে
স্থিত আটটা যবোদর কিংবা উর্দ্ধভাবে অবস্থিত
বৌদ্ধিত্বে এক অঙ্গুল বর্ণিত হয়, দ্বাদশাঙ্গুলে এক

দণ্ডে গদিতো বিশেষমৈষ্ঠ্যুধিষ্টির ॥ ৫৬ ॥ ধনুঃসহস্রে
 হে ক্রোশশতঃক্রোশক যোজনম্ । এতদযোজন-
 মানন্তে কথিতং ভরতর্ষভ ॥ ৫৭ ॥ যেন যাত্রাং ব্রজন্
 বেত্তি কলমানং নিজার্জিতম্ । উক্তং কৃচ্ছফলং তীর্থে
 জলরূপে নৃপোত্তম ॥ ৫৮ ॥ যথাবিশেষঃ তে বচমি
 পুরোক্তে তত্র তত্র চ । তন্মে শৃণু মহীপাল শ্রদ্ধ-
 ধানায় কথ্যতে ॥ ৫৯ ॥ যন্মিঃস্তীর্থে তি যৎ প্রোক্তং
 ফলং কৃচ্ছাদিকং নৃপ । তত্রাপ্যাপোষণাৎ কৃচ্ছফলং
 প্রাপ্নোত্যধিকম্ ॥ ৬০ ॥ দিনজাপ্যাচ্চ লভতে
 ফলং কৃচ্ছস্ত শক্তিতঃ । তত্র বিখ্যাতদেবেশং
 স্নাত্বা দৃষ্ট্যভিপূজা চ ॥ ৬১ ॥ প্রণম্য লভতে পার্গ
 ফলং কৃচ্ছভবং সুখীঃ । তীর্থে যুগাকলং স্নানাদি
 তীর্থে চাপ্যাপোষণাৎ ॥ ৬২ ॥ তৃতীয়ং ব্যাভ-
 দেবস্ত দর্শনাত্যর্চনাদিভিঃ । চতুর্থং জাপ্যযোগেন
 দেহশক্ত্যা অহর্নিশম্ ॥ ৬৩ ॥ পঞ্চমং সর্বতীর্থেষু
 করণীয়ং হি দূরতঃ । তীরস্থো যোজনাদক্ষাগ্দশাংশং
 লভতে ফলম্ ॥ ৬৪ ॥ উক্ততীর্থফলাৎ পার্গ নাত্র
 কার্য্য বিচারণা ॥ ৬৫ ॥ উপবাসেন সহিতঃ

বিতস্তি, দুই বিতস্তিতে এক হস্ত, চারহস্তে এক
 ধনু । হে যুধিষ্টির ! বিশেষজ্ঞগণ এই ধনুকে
 দণ্ডও কহেন । দুই সহস্র ধনুতে একক্রোশ, চারি
 ক্রোশে এক যোজন । হে ভরতর্ষভ । এই
 তোমার নিকট যোজনমান বর্ণিত হইল । এই
 যোজনমান জানিয়া তীর্থযাত্রা করিলে মানবের
 পুণ্যার্জন হয় আর তাহার তীর্থযাত্রা সাংগক হইয়া
 থাকে । হে নৃপসত্তম ! কোন তীর্থজলে কিংকপ
 কৃচ্ছফল লাভ হয়, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । হে মহী-
 পাল ! তুমি শ্রদ্ধাবান, তাই পূর্বে কথিত হই-
 লেও বিশেষ করিয়া পুনরায় বলিতেছি, শ্রবণ কর ।
 হে নৃপ ! যে যে তীর্থে কৃচ্ছাদি ফল কথিত
 হইয়াছে, তথায় উপবাসেও ততোধিক কৃচ্ছ-
 ফল লাভ হয় ; শক্তি অনুসারে দিবসব্যাপী জপেও
 তজপ ফল হয় । হে পার্গ ! যে তীর্থে যে দেব
 প্রতিষ্ঠিত, সুখী মানব তীর্থস্নানান্তর সেই তীর্থে
 সেই দেবের দর্শন পূজা ও প্রণাম করিয়া কৃচ্ছফল
 লাভ করেন । তীর্থে স্নানই মূলা অর্থাৎ প্রথম
 ফল, উপবাস দ্বিতীয়, তীর্থদেবতার দর্শন অর্চন দি
 তৃতীয়, শক্তি অনুসারে অহর্নিশ জাপ্যযোগ চতুর্থ
 এবং দূরস্থ তীর্থনিচয়ের মনে মনে কল্পনা পঞ্চম ।
 হে পার্গ ! তীর্থতীরের একযোজন দূর হইতেই
 তীর্থের দশাংশ ফললাভ হয়, এ বিষয়ে বিচারণা

মহানদ্যাং হি মজ্জনম্ । অপার্কীগুয়োজনাৎপার্গ
 দদ্যাৎ কৃচ্ছফলং নৃণাম্ ॥ ৬৬ ॥ বড়যোজনবহা
 কুল্যা নদ্যোহল্লা দাদশৈব চ । চতুর্দশতিগা
 নদ্যো মহানদ্যন্ততোহধিকাঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে তীর্থযাত্রাবিধানবিশেষকথনং নাম
 সপ্তবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্টির উবাচ । পরার্থং তীর্থযাত্রায়াং গচ্ছতঃ
 কস্তা কিং ফলম্ । কিয়মাত্রঃ মুনিশ্রেষ্ঠ তন্মে ব্রহ্মি
 রূপানিধে ॥ ১ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । পরার্থং গচ্ছত-
 স্তন্মে বদতঃ শৃণু পার্গিব । যথা যাবৎফলং তস্তা
 যাত্রাদিবিহিতং ভবেৎ ॥ ২ ॥ উত্তমেনেহ বর্ণেন
 দ্রব্যলোভাদিনা নৃপ । নান্নমস্ত্য কচিৎ কার্য্যং তীর্থ-
 যাত্রাদিসেবনম্ ॥ ৩ ॥ ধর্ম্মকর্ম্ম মহারাজ স্বয়ং বিদ্বান
 সমাচরেৎ । শরীরস্থায়বা শক্ত্যা অন্তরা কার্য্য-
 যোগতঃ ॥ ৪ ॥ ধর্ম্মকর্ম্ম সদা প্রাথঃ সর্বণেনৈব

কর্তব্য নহে । উপবাসী হইয়া মহানদীমজ্জন
 করিলে কৃচ্ছফল লাভ হয় । তীর্থ-স্নাত্তী মানবগণ
 তীর্থের একযোজন দূরে থাকিগাই সেই ফল প্রাপ্ত
 হইয়া থাকে । কুল্যা বড়যোজনবহা, ক্ষদা নদী
 দাদশযোজনবহা, নদী চতুর্দশতিযোজনবহা
 এবং মহানদী-নিবহ ভাঙ্গা হইতে ৭ অধিক ৩৭-৬৭।

সপ্তবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৭

অষ্টাবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে রূপানিধে !
 আপনি মুনিপ্রধান, এক্ষণে বলুন, পরের জন্ত তীর্থ-
 যাত্রা করিলে, তীর্থযাত্রীর এবং যাত্রার জন্ত গমন
 করা যায়, তাহার কিংকপ ফললাভ হয় ? মার্কণ্ডেয়
 কহিলেন,—হে পার্গিব ! পবিত্র তীর্থযাত্রীর ফল ও
 যাত্রাদিবিধি তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর ।
 হে নৃপ ! উত্তমবর্ণ কখন ধনলোভে হীনবর্ণের
 জন্ত তীর্থযাত্রা করিবে না । হে মহারাজ !
 বিজ্ঞব্যক্তি নিজেই ধর্ম্মকর্ম্ম করিবেন । শরীর
 অপটু থাকিলে কিংবা অন্তকোন কার্য্যানু-
 রোধে বরঞ্চ সর্বণ প্রতিনিধি দ্বারাও সতত ধর্ম্মাধর্ম্ম
 করাইবেন । হে যুধিষ্টির ! ধর্ম্মকর্ম্মের প্রতিনিধি—

কায়েরে । পুত্রপৌত্রাদিকৈবাপি জ্ঞাতিভির্গোত্র-
সম্ভবৈঃ ৷ ৫ ৷ শ্রেষ্ঠঃ হি বিহিতঃ প্রাহ্মর্ষ্যকর্ম
যুধিষ্ঠির । তৈরেব কারয়েতস্মারোত্তমৈর্নাধৈম-
রপি ৷ ৬ ৷ অধমেন কৃতং সম্যগ্ন ভবেদিতি
মে মতিঃ । উত্তমশ্চাধমার্থে বৈ কুর্ষন দুর্গতিমাপ্নুয়াৎ ৷
৭ ৷ ন শূদ্রায় মতিং দদ্যারোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্ ।
ন চাস্তোপদিশেক্ষম্যঃ ন চাস্ত ব্রতমাदिशेत् ৷ ৮ ৷
জপস্তপস্তীর্থযাত্রা প্রবজ্যা মম্বসাধনম্ । দেবতারা-
ধনং দীক্ষা স্ত্রীশূদ্রপতনানি যচ্চ ৷ ৯ ৷ পতিবত্নী
পতন্ত্যেব বিধবা সর্ম্মাচরেৎ । সতর্কশকৈ
পন্ত্যো সর্ম্মং কুর্ধ্যাদনুজয়া ৷ ১০ ৷ গতা পরার্থং
তীর্থাদৌ যোড়শাংশকলং লভেৎ । গচ্ছতশ্চ প্রসঙ্গে
তীর্থমর্ককলং স্মৃতম্ ৷ ১১ ৷ অনুসঙ্গে
থানে মানকলং বিদুঃ । নৈব যাত্রাকলং ভজ্জ্ঞাঃ
শাস্ত্রোক্তং কলমাপনম্ ৷ ১২ ৷ পিতৃর্ষক পিতৃব্যস্ত
মাতৃস্মাতামহস্ত ৷ মাতুলস্ত তথা ভাতৃঃ স্বশুরস্ত
সুতস্ত ৷ ১৩ ৷ পৌত্রার্থাদয়োশ্চাপি যাত্রামহা
ভরোন্তথা । স্বস্মাতৃস্মাতৃঃ পৈত্ৰা আচর্যাধ্যাপ-

পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি এমন কি স্বগোত্রমাত্রও শ্রেষ্ঠ
বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । অতএব উল্লিখিত প্রতিনিধি
দ্বারাষ্ট কার্য্য করাইবে, পুত্র অথকোন উত্তম বা
অধম ব্যক্তি দ্বারা কার্য্য করান উচিত নহে । আমার
মতে অধম ব্যক্তি দ্বারা কদাচ কার্য্য করাইবে না,
কেননা অমমকৃত কার্য্য সম্যক্ সিদ্ধ হয় না । কোন
উত্তম মানব অধমের কার্য্য করিলে তিনি দুর্গতি
প্রাপ্ত হন । শূদ্রকে জ্ঞান, উচ্ছিষ্ট, হোমক্রিয়াধিকার,
ধর্ম্মোপদেশ ও ব্রতাদিকার দিবে না ; জপ, তপ,
তীর্থযাত্রা, প্রবজ্যা, মম্বসাধন, দেবারাধন ও দীক্ষা
এই ছয়টি কার্য্যে স্ত্রীশূদ্রের পাতিত্যা হয় । পতি-
ব্রতারও এই সকল কার্য্যে পাতিত্যা জন্মে, কিন্তু
বিধবা নারী সকলই করিতে পারে । যে নারীর
পতি অশক্ত, সে পতির অনুমতি লইয়া সকলই
করিতে পারিবে । পরের জন্ত তীর্থগমনে তীর্থ-
যাত্রীর সোড়শাংশ ফললাভ হয়, প্রসঙ্গক্রমে
তীর্থযাত্রায় অর্ককল হয় এবং অর্থদাতা সঙ্গে
সঙ্গে মান করিলে সম্পূর্ণ মানকলই গ্রহণ
করিয়া থাকে । তীর্থভ্রমণ বলেন,—পরার্থতীর্থ-
স্বায়ী শাস্ত্রোক্ত পাপহর তীর্থযাত্রাকলও লাভ করে
না । কিন্তু পিতা, পিতৃব্য, মাতা, মাতামহ, মাতুল,
ভ্রাতা, স্বশুর, সুত, প্রতিপালক, মাতামহ, গুরু,
ভগিনী, মাতৃষমা, পৌত্রী, আচার্য্য এবং অধ্যাপক

কস্ত ৷ ১৮ ৷ ইত্যাদ্যর্থে নয়ঃ স্নাত্বা স্বয়মষ্টাংশ-
মাপ্নুয়াৎ । সাক্ষাৎ পিত্রোঃ প্রকুর্ষাণশ্চতুর্থাংশ-
মবাপ্নুয়াৎ ৷ ১৫ ৷ পতিপত্নোর্ম্মিথশ্চাক্ষং ফলং
প্রাহ্মর্ষ্যনৌষিণঃ । ভাগিনেয়স্ত শিষ্যস্ত ভাতৃব্যস্ত
সুতস্ত ৷ ১৬ ৷ ইতি তে কথিতং পার্থ পারম্পর্য্যক্রমা-
গতম্ । কর্তব্যং জ্ঞাতিবর্গস্ত পরার্থে ধর্ম্মসাধনম্ ৷
১৭ ৷ বর্গাশ্বতুসমায়োগে সর্ম্মা নদ্যো রজস্বলাঃ ।
মুকা সরস্বতীঃ গঙ্গাঃ নর্ম্মদাঃ যমুনানদীম্ ৷ ১৮ ৷

ইতি ঐশ্বকান্দে পরার্থতীর্থযাত্রাকলবর্ণনং নামাষ্টা-
বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ২২৮ ৷

একোনিত্রিংশদ দিকদিশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । এবং তে কথিতং রাজন
পুরাণং ধর্ম্মসংহিতম্ । শিবস্বীকৃত্য যথা প্রোক্তং
বানুনা দেবসংসদি ৷ ১ ৷ সষ্টিতীর্থসহস্রানি সষ্টি-
কোটিস্তথৈব চ । আদিমধ্যাবসানেষু নর্ম্মদায়াং
পদে পদে ৷ ২ ৷ ময়া দ্বাদশসাহস্রী সংহিতা যা

--ইহাদের উদ্দেশে তীর্থযাত্রী নয় স্বয়ং অষ্টোত্তর
পুণ্য প্রাপ্ত হয় । আর কেবলমাত্র পিতামাতার জন্ত
তীর্থযাত্রী চতুর্থাংশ মানকল লাভ করিয়া থাকে ।
পতি-পত্নী পরস্পর মিলিত হইয়া তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে
মনোবিগণ তাহার প্রশস্ত ফল নির্দেশ করিয়াছেন ।
ভাগিনেয়, শিষ্য, ভাতৃব্য ও পুত্রার্থ তীর্থগমনে
মানব যথাক্রমে ষট্, ত্রি, পঞ্চ ও চতুর্ভাগ ফল প্রাপ্ত
হয় । হে পার্থ ! এই তোমার নিকট পরম্পরাগত
তীর্থবিধি বর্ণন করিলাম, জ্ঞাতিবর্গ পর হইলেও
ভ্রাতাদের জন্ত তীর্থযাত্রা কর্তব্য । ইহাতে ধর্ম্মেরই
সাধন হইয়া থাকে । হে রাজন ! আর একটি কথা
শুনিয়া রাখ—সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা ও রেবা ব্যতীত
বর্ষা ঋতুতে অস্ত সকল নদীই রজস্বলা হয় ৷ ১—১৮ ৷

অষ্টাবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ৷ ২২৮

উনবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন ! এই
তোমার নিকট ধর্ম্মসংহিত পুরাণ বর্ণনা করিলাম,
শিবভক্ত বায়ু, দেবসভায় এ সকল কীর্ত্তন করেন ।
নর্ম্মদার আদি, মধ্য ও অবসানে পদে পদে তীর্থ

শ্রুতা পুরা । দেবদেবস্ত গদতঃ সাম্প্রকং কথিতা
তব । ৩ । পৃষ্ঠস্থয়াহঃ ভূপাল পর্বতেহমরকটকে ।
স্থিতঃ সংক্ষেপতঃ সর্বং যথা তৎ কথিতং তব । ৪ ।
নর্যদাচরিতং পুণ্যং শৃণু তস্মাস্তি যৎ ফলম্ ।
যৎ ফলং সর্ববেদৈঃ স্তাৎ সমভঙ্গপদক্রমৈঃ । ৫ ।
পঠিতৈশ্চ শ্রুতৈর্কাপি তস্মাদ্ভূতরং ভবেৎ ।
সত্রযাজী ফলং যত্র লভতে দ্বাদশাব্দিকম্ । ৬ ।
চরিতে তু শ্রুতে দেব্যা লভতে তাদৃশং ফলম্ ।
সর্বতীর্থেষু যৎ পুণ্যং স্নাত্ব সাগরমাদিতঃ । ৭ ।
সকলং স্নাত্ব তথা শ্রুত্ব নর্যদায়াং ফলং হি তৎ ।
আদিমধ্যাবসানেন নর্যদাচরিতং শুভম্ । ৮ । য
শৃণোতি নরো ভক্ত্যা তস্মৈ পুণ্যফলং শৃণু । স
প্রাপ্য শিবসংস্থানং ক্রদ্রকন্তাসমারতঃ । ৯ । ক্রদ্র-
স্নাত্বচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে । এতদ্রম্য-
মুপাখ্যানং সর্বশাস্ত্রেষু সত্তমম্ । ১০ । দেশে বা
মণ্ডলে বাপি গ্রামে বা নগরেহপি বা । গৃহে বা
তিষ্ঠতে যস্মৈ চাতুর্কর্ণ্যস্মৈ ভারত । ১১ । স ব্রহ্মা

বিদ্যমান । এই সকল তীর্থের সংখ্যা—ষষ্ঠে কোটি
ও ষষ্টি সহস্র । আমি পুরাকালে দেবদেবের নিকট
যে দ্বাদশ সহস্র শ্লোকাঙ্কসংহিতা শ্রবণ করিয়াছি,
সম্প্রতি তাহাই তোমার নিকট কথিত হইল । হে
ভূপাল ! এই স্থানের নাম অমরকটক পর্বত,
তুমি এখানে অবস্থিত হইয়া আমার নিকট জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলে, আমিও ঐ সংক্ষেপে সমস্ত বিনয়
তোমার নিকট বর্ণন করিলাম । এক্ষণে নর্যদার
পুত চরিত ও পুণ্যফল শ্রবণ কর । সমভঙ্গ
ও সপদক্রম সমগ্র বেদ অধ্যয়ন বা শ্রবণে যে পুণ্য
হয়, নর্যদার পুত চরিত শ্রবণে তাহা হইতে অধিক
ফল হইয়া থাকে । দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ যজ্ঞনে
যে পুণ্য দেবী নর্যদার চরিত্রশ্রবণেও তাহার তুল্য
ফল হয় । সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া যে সকল
তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থে স্নান করিলে যে
ফল, নর্যদায় একবার মাত্র স্নান এবং নর্যদা-
মাহাত্ম্যশ্রবণে তৎসমস্ত ফল লাভ হইয়া থাকে । কি
আদি, কি মধ্য, কি অবসান, নর্যদাচরিত সমস্তই
শুভাবহ । হে রাজন্ ! যে নর ভক্তিতরে
নর্যদামাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ
কর । সেই মানব ক্রদ্রকন্তাপরিবেষ্টিত হইয়া
শিবালয়ে বাস করে এবং ক্রদ্রের অন্তর হইয়া
তাহারই সহিত মূদিত থাকে । এই ধর্ম উপাখ্যান
সকল শাস্ত্রেই উত্তম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ,

স শিবঃ সাক্ষাৎ স চ দেবে জনাদিনঃ । ত্রিবিধং
কারণং লোকে ধর্মপন্থানং সত্তমম্ । ১২ । দেব-
তানাং গুরুং শাস্ত্রং পরমং সিদ্ধিকারণম্ । শ্রুত্বৈ-
শ্বরমুখাৎ পার্থ যথাপি তব কীর্তিতম্ । ১৩ । দক্ষিণে
চোত্তরে কূলে যানি তীর্থানি কানিচিৎ । প্রধানতঃ
সুপুণ্যানি কথিতানি বিশেষতঃ । ১৪ । স্পর্শনাদর্শনা-
ন্তেষাং কীর্তনাক্রবণান্তথা । মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো
ক্রদ্রলোকং স গচ্ছতি । ১৫ । ইদং যঃ শৃণুয়ামিত্যাং
পুরাণং শিবভাষিতম্ । ব্রাহ্মণো বেদবিদ্যাবান্
কত্রিযো বিজয়ী ভবেৎ । ১৬ । ধনভাগী ভবেদৈশ্বর্যঃ
শূদ্রো বৈ স্ম্যভাগুভবেৎ । সৌভাগ্যং সন্ততিং স্বর্গং
নারী শ্রুত্বাশ্রয়াক্রমম্ । ১৭ । ব্রহ্মব্রহ্ম সুরাপ্রহ্ম
স্তেয়ী চ গুরুভরগঃ । মাহাত্ম্যং নর্যদায়াস্ত শ্রুত্বা
পাপবহিষ্কৃতঃ । ১৮ । পাপভেদৌ কৃতঘ্নশ্চ স্মামি-
বিশ্বাসঘাতকঃ । গোঘ্নশ্চ গরদশ্চৈব কন্তাবিক্রয়-
কারকঃ । ১৯ । এতে শ্রুত্বৈব পাপেভ্যো মুচ্যন্তে
নাত্র সংশয়ঃ । যে পুনরাবিতান্নানঃ শৃণুতি সততং
নৃপ । ২০ । পূজয়ন্ত ইদং দেবা পূজিতা গুরুব্রহ্ম

ব্রাহ্মণাদি চতুর্বিধের মধ্যে যাহার দেশে, মণ্ডলে,
গ্রামে নগরে বা গৃহে গৃহে ইহা বিদ্যমান
থাকে, সেই ব্যক্তি 'সাক্ষাৎ ব্রহ্মা শিব ও
জনাঙ্গনসদৃশ । হে ভারত ! লোকে ধর্মপন্থের
তিনটি অমূল্য কারণ বিদ্যমান, যথা—
দেবতা, গুরু ও শাস্ত্র ; এই ত্রিবিধ কারণই পরম
সিদ্ধিজনক । হে পার্থ ! আমি যাহা ঈশ্বরের মুখে
শ্রুতিমাছি তাহাই তোমার নিকট কীর্তন করিলাম ।
নর্যদার দক্ষিণ উত্তর উভয় কূলে যে সকল তীর্থ
বিদ্যমান, বিশেষতঃ তন্মধ্যে যে সকল প্রধানতঃ
সুপুণ্য, তাহাই তোমার নিকট কথিত হইয়াছে ।
এই সকল পুণ্যতীর্থের স্পর্শন, দর্শন, শ্রবণ ও
কীর্তনে মানব পাপবিমুক্ত হইয়া ক্রদ্রলোকে গমন
করে । ১—১৫ । শিববর্ণিত এই পুরাণ নিত্য শ্রবণে
ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যায়ুক্ত, কত্রিয বিজয়ী, বৈশ্ব ধনশালী
এবং শূদ্র ধর্মভাজন হয় । নারী এই পুরাণ শ্রবণ
করিলে সৌভাগ্য সন্ততি এমন কি অন্তকালে স্বর্গ-
লাভ করে । ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, স্তেয়ী ও গুরুদার-
গামীও নর্যদামাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পাপমুক্ত হয় ।
পাপভেদী, কৃতঘ্ন, স্মামি বিশ্বাসঘাতক, গোঘ্ন, গরদ,
কন্তাবিক্রয়ী ইহারাও এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া
নিঃসংশয় কলুষমুক্ত হয় । যে সকল ভাবিতান্না
মানব সতত এই পুণ্যখ্যান শ্রবণ ও পূজা করেন,

তৈঃ । নশ্বদা পুজিতা তেন ভগবাঃ মহেশ্বরঃ ।
২১ । তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন গন্ধপুষ্পবিভূষণৈঃ ।
পুজিতং পরমা ভক্ত্যা শাস্ত্রমেতৎ কলপ্রদম্ । ২২ ।
লেখাপয়িত্বা সকলং নশ্বদাচরিতং শুভম্ । উত্তমং
সৰ্বশাস্ত্রেভ্যো যো দদাতি দ্বিজয়নে । ২৩ । নশ্বদা
সৰ্বতীর্থেষু স্নানে দানে চ যৎকলম্ । তৎকলং
সমবাপ্নোতি স নরো নাত্ৰ সংশয়ঃ । ২৪ । এতৎ-
পুরাণং ক্রদ্রোক্তং মহাপুণ্যকলপ্রদম্ । স্বর্গদং পুত্রদং
ধন্যং যশস্তং কৌর্ভবর্দ্ধনম্ । ২৫ । সৰ্বপাপহরং
পার্শ্ব হৃৎস্পন্দনাশনম্ । পঠিতাং শ্রুতাং রাজন্
সৰ্বকামার্থসিদ্ধিদম্ । ২৬ । শাস্তিরস্ত শিবং চাক্ষ
লোকাঃ সন্ত নিরাময়াঃ । গোব্রাহ্মণেভ্যঃ স্বস্ত্যস্ত
ধর্ম্যং ধর্ম্যাজ্ঞাশ্রয় । ২৭ । নরকান্তকরৌ রেবা
সতীর্থী বিশ্বপাবনৌ । নশ্বদা ধর্ম্যদা চাক্ষ শর্মদা পার্শ্ব
তে সদা । ২৮ ।

ইতি শ্রীকান্দে শ্রবণদানাদিকলপ্রতিবর্ণনং নামৈ-
কোনিত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

তাহাদের দেব, গুরু, নশ্বদা ও ভগবান মহেশ্বর
পূজা করা হয়। অতএব সর্ব প্রযত্নে গন্ধপুষ্প ও
বিভূষণ দ্বারা পরম ভক্তিসহকারে এই ধর্ম্যগ্রন্থের
পূজা কর্তব্য। এইরূপ পূজায় কল লাভ হয়।
যে মান। সৰ্বশাস্ত্রোত্তম শুভদ নশ্বদার
চরিতনিচয় লেখাইয়া দ্বিজকে প্রদান করে,
সৰ্বতীর্থোত্তম নশ্বদায় স্নান দানে যে পুণ্য হয়,
তাহারও সেই পুণ্যকল লাভ হয়, সংশয় নাই।
ইহা পুণ্যকলদ পুরাণের বক্তা ক্রদ্রদেব, ইহা
মহাপুণ্যকলদ, স্বর্গদ, পুত্রদ, ধন্য, যশস্ত, আয়ুধা,
কৌর্ভবর্দ্ধন, সৰ্বপাপহর, হৃৎ ও হৃৎস্পন্দনাশন।
হে পার্শ্ব! যাহারা এই পুরাণ পাঠ বা শ্রবণ
করে, তাহাদের অখিল কর্মের উদ্দেশ্যসিদ্ধি
হয়। হে রাজন্! তোমার শাস্তি হউক,
মঙ্গল হউক, অখিল লোক নিরাময় হউক;
গোব্রাহ্মণগণের স্বস্তি হউক, হে ধর্ম্যতনয়! তুমিও
ধর্ম্মের আশ্রয় লও। হে পার্শ্ব! সূতীর্থ বিশ্ব-
পাবনৌ নরকতারিণী ধর্ম্যদা নশ্বদা তোমার শর্মদা
হউন। ১৬—২৮।

উনিত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রিংশতাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । ইত্যাক্ষোপররামাধ পাণ্ডোঃ
পুত্রায় বৈ মুনিঃ । যুকণ্ডতনয়ো ধীমান্ সপ্তকল্প-স্বরঃ
পুরঃ । ১ । মার্কণ্ডেয়মুনিঃ প্রোক্তঃ যথা পার্শ্বায়
সত্তমাঃ । তথা বঃ কথিতং সর্বং রেবামাহাশ্রয়-
মুত্তমম্ । ২ । ইয়ং পুণ্যা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা রেবা বিবৈক-
পাবনৌ । ক্রদ্রদেহসমুদ্ভূতা সর্বভূতাত্তয়প্রদা । ৩ ।
ওঙ্কারজলধিঃ যাবজ্জ্বাচ ভৃগুনন্দনঃ ; তীর্থসঙ্গম-
ভেদান্ বৈ ধর্ম্যপুত্রায় পৃচ্ছতে । ৪ । সমাসেনৈব
মুদযন্তধাহং কথয়ামি বঃ । সপ্তষষ্টিসহস্রাণি ষষ্টি-
কোট্যন্তথৈব চ । ৩ । কথং কেনাত্ৰ শক্যস্তে বক্তুং
বর্ষশতৈরপি । তথাপ্যত্র মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রোক্তং
পার্শ্বায় বৈ যথা । ৬ । তীর্থমোক্ষারমারভ্য বক্ষ্যে
তীর্থাবলিঃ শুভাম্ । প্রোচ্যমানাং সমাসেন তাং
শৃণুধ্বং মহর্ষয়ঃ । ৭ । নশ্বা সোমং মহেশানং নশ্বা
ব্রহ্মাচ্যুতাবুভৌ । সরস্বতীং গণেশানং বেদব্যা-

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—হে সত্তমগণ! সপ্তকল্প-স্বর
যুকণ্ডতনয় ধীমান্ মার্কণ্ডেয় পাণ্ডুপুত্রের নিকট
এভাবেদ্রুস্তান্ত কৌর্ভন করিয়া বিরত হইলেন।
মুনি মার্কণ্ডেয় পার্শ্বকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমিও
ঠিক তরূপ করিয়া আপনাদের নিকট অন্ততম
রেবামাহাশ্রয় বর্ণন করিলাম। এই বিশ্বপাবনৌ
পুণ্যা সরিদ্বরা রেবা ক্রদ্রদেহ হইতে সমুদ্ভূতা
হইয়াছিলেন। ইনি সর্বভূতের অতয়প্রদা।
ওঙ্কার জলধি পর্য্যন্ত যে সকল তীর্থ ও
বিভিন্ন সঙ্গম বিদ্যমান, ধর্ম্যতনয়ের প্রমীলুসারে
ভৃগুনন্দন মার্কণ্ডেয় এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন,
হে মুনিগণ! সে সকল আপনাদের নিকট
সংক্ষেপে বলিতেছি। ঐ সকল তীর্থ ও সঙ্গমের
সংখ্যা—ষষ্টিকোটি সপ্তষষ্টি সহস্র, শতবর্ষেও কেহই
ইহা বলিয়া শেষ করিতে সমর্থ নহেন। তথাপি হে
মুনিসত্তমগণ! ওঙ্কার হইতে তীর্থনিচয়ের কথা—
মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরের নিকট যেরূপ বলিয়াছিলেন,
আমিও আপনাদের নিকট সেই শুভদ তীর্থাবলী
সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সোম, মহে-
শান, ব্রহ্মা, অচ্যুত, সরস্বতী, গণেশান, বেদব্যাশ-

সাক্ষিপঞ্চমঃ । ৮ । পূর্বাচার্য্যাস্থা সর্গান
দৃষ্টাদৃষ্টার্থবেদিনঃ । প্রণম্য নম্নদাং দেবীং বক্ষ্যে
তীর্থাবলিঃ স্থিয়াম্ । ৯ । ওঁ নমো বিশ্বরূপায়
ওঙ্কারাখিলায়নে । যমারভ্য প্রবক্ষ্যামি রেবা-
তীর্থাবলিঃ স্থিজাঃ । ১০ । অগ্নিয়ার্কগুগদিতে
রেবাতীর্থক্রমে শুভে । পুরাণসংহিতাধ্যায়া
মার্কণ্ডাশ্রমবর্ণনম্ । ১১ । ততঃ প্রাধিকারশ্চ
প্রশংসা নম্নদোক্তবা । তথা পঞ্চদশানাং চ
প্রবাহাণাং প্রকীৰ্ত্তনম্ । ১২ । নামনির্কচনং
তদ্বস্থা কল্পসমুদ্ভবাঃ । একবংশতিকল্পানাং তদ্বস্থামা-
নুকীৰ্ত্তনম্ । ১৩ । মার্কণ্ডেয়াশ্রমভূতানাং সপ্তানাং
লক্ষণানি চ । মাহাত্ম্যং চৈব রেবায়াঃ শিববিষ্ণো-
স্তথৈব চ । ১৪ । সংহারলক্ষণং তদ্বদোক্তারশ্চ চ
সম্ভবঃ । তথৈবোক্তারমাহাত্ম্যমমরকটকীৰ্ত্তনম্ । ১৫ ।
অমরেশ্বরতীর্থং চ তথা দাক্ষবনং মহৎ । দাক্ষকেশ্বর-
তীর্থং চ তীর্থং বৈ চক্রকেশ্বরম্ । ১৬ । চক্রকাসঙ্গম-
স্থদ্ব্যতীপাতেশ্বরং তথা । পাতালেশ্বরতীর্থং চ
কোটয়জ্ঞাহ্বরং তথা । ১৭ । বরুণেশ্বরতীর্থং চ
লিঙ্গাশ্রষ্টোত্তরং শতম্ । সিন্ধেশ্বরং যমেশ্বরং
চ ব্রহ্মেশ্বরমতঃপরম্ । ১৮ । সারস্বতঃ চাষ্টকুদ্রং
সাবিত্রং সোমসংজিতম্ । শিবখাতং মহাতীর্থং
কুদ্রাবর্তং স্থিজোক্তমাঃ । ১৯ । বঙ্গাবর্তং পরং তীর্থং

পাদপদ্ম, পূর্বাচার্য্য দৃষ্টাদৃষ্ট তীর্থবিদগণ এবং দেবী
নম্নদাকে প্রণাম করিয়া তীর্থাবলি বলিতেছি ।
হে স্থিজগণ! আমি ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া
অখিল রেবাতীর্থ বর্ণন করিব, সেই অগ্নিয়ার্কা
ওঙ্কাররূপী বিশ্বরূপকে নমস্কার করি । কীৰ্ত্তিত
শুভ রেবাতীর্থ বর্ণনাক্রমে প্রথমে পুরাণ সংহিতা-
ধ্যায়, পরে মার্কণ্ডেয়াশ্রম বর্ণন, প্রাধিকার,
নম্নদাপ্রভাবপ্রশংসা, নম্নদার পঞ্চদশ প্রবাহ,
তাহাদের পৃথক পৃথক নামনির্কচি, একবংশতি
কল্পের বিভিন্ন নাম, মার্কণ্ডেয়াশ্রমভূত সপ্ত কল্প, তাহার
লক্ষণ, রেবা, শিব ও বিষ্ণুর মাহাত্ম্য, সংহারলক্ষণ,
ওঙ্কারোৎপত্তি, ওঙ্কারমাহাত্ম্য, অমরকটক কীৰ্ত্তন,
অমরেশ্বর তীর্থ, মহাদাক্ষবন, দাক্ষকেশ্বর তীর্থ
চক্রকেশ্বর তীর্থ, চক্রকাসঙ্গম, ব্যতীপাতেশ্বর,
পাতালেশ্বরতীর্থ, কোটিযজ্ঞ নামক তীর্থ, বরুণেশ্বর
তীর্থ, অষ্টোত্তর শত লিঙ্গ, সিন্ধেশ্বর, যমেশ্বর,
ব্রহ্মেশ্বর, সারস্বত, অষ্টকুদ্র, সাবিত্র, সোম-
সংজক তীর্থ, শিবখাত, মহাতীর্থ কুদ্রাবর্ত,

সূর্য্যাবর্তমতঃ পরম । পিঙ্গলা- তীর্থং চ পিঙ্গলাশ্রম-
সঙ্গমঃ । ২০ । অমরকটকমাহাত্ম্যং কপিলাসঙ্গমস্থথা ।
বিশল্যাসঙ্গমশ্চাপি ভৃগুভৃগুদিকীৰ্ত্তনম্ । ২১ ।
বিশল্যাসঙ্গমঃ পুণ্যঃ করমর্দ্যমাগমঃ । করমর্দ্যেশ্বর-
তীর্থং চক্রতীর্থমনুত্তমম্ । ২২ । সঙ্গমো নীল-
গঙ্গায়াঃ বিধ্বংসস্ত্রিপুরশ্চ চ । কীৰ্ত্তনং তীর্থদানানাং
মধুকতৃতীয়াব্রতম্ । ২৩ । অপ্সরেশ্বরতীর্থং চ
দেহক্ষেপে বিধিস্ততঃ । তীর্থং জালেশ্বরং নাম
জালায়াঃ সঙ্গমস্থথা । ২৪ । শক্রতীর্থং কুশাবর্তং
হংসতীর্থং তথৈব চ । অদ্বরীষশ্চ তীর্থং চ মহাকালে-
শ্বরং তথা । ২৫ । মাতৃকেশ্বরতীর্থং চ ভৃগুভৃগু-
বর্ণনম্ । তত্র তৈরবমাহাত্ম্যং চপলেশ্বর কীৰ্ত্তনম্ ।
২৬ । চণ্ডপাণেশ্চ মাহাত্ম্যং কাবেরীসঙ্গমস্থথা ।
কুবেরেশ্বরতীর্থং চ বারাহীসঙ্গমস্থথা । ২৭ । সঙ্গম-
শ্চণ্ডবেগায়াস্তীর্থং চণ্ডেশ্বরং তথা । এরণ্ডীসঙ্গমঃ
পুণ্য এরণ্ডেশ্বরমুত্তমম্ । ২৮ । পিতৃ তীর্থং চ তত্রৈব
ওঙ্কারশ্চ চ সম্ভবম্ । মাহাত্ম্যং পঞ্চলিঙ্গানামোক্তারশ্চ
মুনীশ্বরঃ । ২৯ । কোটিতীর্থশ্চ মাহাত্ম্যং তীর্থ-
কাকত্বদং তথা । জম্বুদেশেশ্বরতীর্থং চ সারস্বতমতঃ
পরম্ । ৩০ । কপিলাসঙ্গমস্থদ্ব্যতীর্থং চ কপিলে-
শ্বরম্ । দৈত্যাস্থদনতীর্থং চ চক্রতীর্থং চ বামনম্ ।
৩১ । তীর্থলক্ষং বিদঃ পুংসৈ কপিলায়াস্ত সঙ্গমে ।
সর্গশ্চ নরকশ্চাপি লক্ষণং মুনিভাবিতম্ । ৩২ ।

পরমতীর্থ বঙ্গাবর্ত ও সূর্য্যাবর্ত, পিঙ্গলাবর্ত,
পিঙ্গলাসঙ্গম, অমরকটকমাহাত্ম্য, কপিলাসঙ্গম,
বিশালোৎপত্তি, ভৃগুভৃগুদিকীবর্ণন, পবিত্র বিশল্যা-
সঙ্গম, করমর্দ্যমাগম, করমর্দ্যেশ্বরতীর্থ, অনুত্তম
চক্রতীর্থ, নীলগঙ্গাসঙ্গম, ত্রিপুরধ্বংস, তীর্থদান-
কীৰ্ত্তন, মধুকতৃতীয়াব্রত, অপ্সরেশ্বরতীর্থ, দেহক্ষেপ-
বিধি, জালেশ্বরতীর্থ, জালাসঙ্গম, শক্রতীর্থ, কুশাবর্ত,
হংসতীর্থ অদ্বরীষতীর্থ, মহাকালেশ্বরতীর্থ মাতৃকে-
শ্বরতীর্থ, ভৃগুভৃগুবর্ণন, তত্রত্য তৈরবমাহাত্ম্য,
চপলেশ্বরবর্ণন, চণ্ডপাণিমাহাত্ম্য, কাবেরীসঙ্গম,
কুবেরেশ্বরতীর্থ, বারাহীসঙ্গম, চণ্ডবেগাসঙ্গম, চণ্ডে-
শ্বরতীর্থ, পুণ্য এরণ্ডীসঙ্গম, অনুত্তম এরণ্ডেশ্বর-
তীর্থ, পিতৃতীর্থ, ওঙ্কারোৎপত্তি, পঞ্চলিঙ্গ ও ওঙ্কার-
মাহাত্ম্য, কোটিতীর্থমাহাত্ম্য, কাকত্বদতীর্থ, জম্বু-
দেশেশ্বরতীর্থ, সারস্বত, কপিলাসঙ্গম, কপিলেশ্বর-
তীর্থ, দৈত্যাস্থদনতীর্থ এবং চক্র ও বামনতীর্থ, হে
মুনীশ্বরগণ! মহাবীরা বলেন,—একমাত্র কপিলা-

ব্যবস্থান শরীরস্থ গোপ্রদানানুবর্ণনম্ । অশোক-
বনিকাতীর্থং মতঙ্গাশ্রমবর্ণনম্ ॥ ৩৩ ॥ অশোকেশ্বর-
তীর্থং ৫ মতঙ্গেশ্বরমুত্তমম্ । তথা মৃগবনং পুণ্য-
তত্র তীর্থং মনোরথম্ ॥ ৩৪ ॥ সঙ্গমোহকারগর্ভায়া
অঙ্গারেশ্বরমুত্তমম্ । তথা মেঘবনং তীর্থং দেব্যা
নামানুকীৰ্ত্তনম্ ॥ ৩৫ ॥ সঙ্গমশ্চাপি কুজায়াস্তীর্থং
কুজেশ্বরং তথা । বিদ্যাকং তথা তীর্থং পূর্ণদ্বীপমতঃ
পরম্ ॥ ৩৬ ॥ তথা হিরণ্যগর্ভায়াঃ সঙ্গমঃ পুণ্য-
কীৰ্ত্তনঃ । দ্বীপেশ্বরং নাম তীর্থং পুণ্যং যজ্ঞেশ্বরং
তথা ॥ ২৭ ॥ মাণ্ডব্যাক্রমতীর্থং ৫ বিশোকাসঙ্গম-
স্তথা । বাগীশ্বরং নাম তীর্থং পুণ্যো বৈ বাণ্ডসঙ্গমঃ ॥
৩৮ ॥ সহস্রাবর্ভকং তত্র তীর্থং সৌগন্ধিকং তথা ।
সঙ্গমশ্চ সরস্বত্যা দ্বেশানং তীর্থমুত্তমম্ ॥ ৩৯ ॥
দেবতাত্রয়তীর্থং ৫ শূলপাতং ততঃ পরম্ । ব্রহ্মোদং
শাক্ত্যং সৌম্যং সারস্বতমতঃ পরম্ ॥ ৪০ ॥ সহস্র-
যজ্ঞতীর্থং ৫ কপালমোচনং তথা । আগ্নেয়মদি-
তীর্থঞ্চ বারাহং তীর্থমুত্তমম্ ॥ ৪১ ॥ তথা বেদপথং
তীর্থং তীর্থং যজ্ঞসহস্রকম্ । শুক্লতীর্থং দীপ্তিকেশং
বিষ্ণুতীর্থং ৫ বোধনম্ ॥ ৪২ ॥ নর্যদেবতীর্থং
৫ বরুণেশং ৫ মাক্রতম্ । যোগেশং রোহিণীতীর্থং
দাকৃতীর্থং ৫ সন্মতাঃ ॥ ৪৩ ॥ বজ্রাবর্ভকং ৫ পত্রেশং
বারুং সৌরং ৫ কৌর্ভ্যতে । মেঘনাদং দাকৃতীর্থং

সঙ্গমে লক্ষ্যতীর্থের অধিষ্ঠান । হে দ্বিজসন্তমগণ !
অনন্তর ঋষিকথিত স্বর্গ-নরক-লক্ষণ, শরীর-সংস্থান,
গোপ্রদানানুবর্ণন, অশোকবনিকাতীর্থ, মতঙ্গাশ্রম-
বর্ণন, অশোকেশ্বরতীর্থ, অন্ততম মতঙ্গেশ্বর, পুণ্য
মৃগবন, তত্রত্য মনোরথ তীর্থ, অঙ্গারগর্ভ-সঙ্গম,
অন্ততম অঙ্গারেশ্বর, মেঘবনতীর্থ, দেবীর নামানু-
কীৰ্ত্তন, কুজাসঙ্গম, কুজেশ্বরতীর্থ, বিদ্যাকতীর্থ,
পূর্ণদ্বীপ, হিরণ্যগর্ভ-সঙ্গম, পুণ্যকীৰ্ত্তন, দ্বীপেশ্বর-
তীর্থ, পুণ্যযজ্ঞেশ্বর, মাণ্ডব্যাক্রমতীর্থ, বিশোকা-
সঙ্গম, বাগীশ্বরতীর্থ, পুণ্যবাণ্ডসঙ্গম, সহস্রাবর্ভক,
তত্রত্য সৌগন্ধিকতীর্থ, সরস্বতী-সঙ্গম, অন্ততম
দ্বেশানতীর্থ, দেবতাত্রয়তীর্থ, শূলপাত, ব্রহ্মোদ,
শাক্ত্য, সৌম্য, সারস্বত, সহস্রযজ্ঞতীর্থ, কপালমোচন,
আগ্নেয়, অদিভীশ, অন্ততম বারাহ, দেবপথতীর্থ,
সহস্রযজ্ঞতীর্থ, শুক্লতীর্থ, দীপ্তিকেশ, বিষ্ণুতীর্থ,
বোধনতীর্থ নর্যদেবত, বরুণেশ, মাক্রত, যোগেশ,
রোহিণীতীর্থ, দাকৃতীর্থ, বজ্রাবর্ভক পত্রেশ, বারু,
সৌর, মেঘনাদ, দাকৃতীর্থ, এবং গুহামধ্যস্থ দেব-

দেবতীর্থং গুহামধ্যম্ ॥ ৪৪ ॥ নর্যদেবতসংজ্ঞাঃ
তৎ কপিলাতীর্থমুত্তমম্ । করঞ্জেশং কুণ্ডলেশং
পিপ্পলাদমতঃ পরম্ ॥ ৪৫ ॥ বিমলেশ্বরতীর্থং
৫ পুষ্করিণ্যশ্চ সঙ্গমঃ । প্রশংসা শূলভেদস্ত
তর্থেবাক্যকবিক্রমঃ ॥ ৪৬ ॥ দেবাস্থাসনদানং ৫
তর্থেবাক্যকনিগ্রহঃ । শূলভেদস্ত চোৎপত্তিস্তথা
পাত্রপরীক্ষণম্ ॥ ৪৭ ॥ প্রশংসা দানধর্ম্যস্ত ঋষিশৃঙ্খল-
ভাবনম্ । স্বর্গগতিং দীর্ঘতপসো ভানুমত্যাশ্রমে-
জিতম্ ॥ ৪৮ ॥ শবরস্বর্গগমনং মাহাত্ম্যং শূল-
ভেদজম্ । কপিলেশ্বরতীর্থং ৫ মোক্ষতীর্থমতঃ
পরম্ ॥ ৪৯ ॥ সঙ্গমো মোক্ষনদ্যাশ্চ তীর্থং ৫
বিমলেশ্বরম্ । তর্থেবোলুকতীর্থং ৫ পুষ্করিণ্যশ্চ
সঙ্গমঃ ॥ ৫০ ॥ আদিত্যেশ্বরতীর্থং ৫ তীর্থং বৈ
সঙ্গমেশ্বরম্ । সঙ্গমো ভীমকুল্যায়াস্তীর্থং ভীমেশ্বরং
স্তভম্ ॥ ৫১ ॥ মার্কণ্ডেশ্বরতীর্থং ৫ তথা বৈ
পিপ্পলেশ্বরম্ । করোটিশ্বরতীর্থং ৫ তীর্থমিন্দ্রেশ্বরং
স্তভম্ ॥ ৫২ ॥ অগস্ত্যেশং কুমারেশং ব্যাসেশ্বর-
মন্তমম্ । বৈদ্যনাথং ৫ কেদারমানন্দেশ্বরসংজিতম্ ॥
৫৩ ॥ মাতৃতীর্থঞ্চ মুক্তেশং চৌরং কামেশ্বরং
তথা । সঙ্গমশ্চানুহত্যা বৈ তীর্থে ভীমার্জুনানুহয়ে ।
তীর্থং ধর্ম্মেশ্বরং নাম লুঙ্কেশ্বরমতঃ পরম্ ॥ ৫৪ ॥ ততো
ধনদতীর্থঞ্চ জটেশং মঙ্গলেশ্বরম্ । কপিলেশ্বর-
তীর্থঞ্চ গোপরেশ্বরমন্তমম্ ॥ ৫৫ ॥ মণিনাগেশ্বরং
নাম মণিনদ্যাশ্চ সঙ্গমঃ । তিলকেশ্বরতীর্থঞ্চ

তীর্থ । হে সন্তমগণ ! নর্যদেবতেরই অপর নাম
অন্ততম কপিলাতীর্থ । অনন্তর করঞ্জেশ, কুণ্ড-
লেশ, পিপ্পলাদ, বিমলেশ্বরতীর্থ, পুষ্করিণীসঙ্গম,
শূলভেদপ্রশংসা, তত্রত্য অঙ্ককবিক্রম, দেববিগ্রহ,
অথ ও আসনদান, অঙ্ককবিগ্রহ, শূলভেদের উৎপত্তি,
পাত্রপরীক্ষণ, দানধর্ম্মের প্রশংসা, ঋষিশৃঙ্খলের উৎ-
পত্তি, দীর্ঘতপার স্বর্গগতি, ভানুমতীর ইজিত,
শবরের স্বর্গগমন, শূলভেদমাহাত্ম্য, কপিলেশ্বরতীর্থ,
মোক্ষতীর্থ, মোক্ষনদীর সঙ্গম, বিমলেশ্বর, উলুক-
তীর্থ, পুষ্করিণীসঙ্গম, আদিত্যেশ্বরতীর্থ, সঙ্গমেশ্বরতীর্থ,
ভীমকুল্যার সঙ্গম, স্তভাবহ ভীমেশ্বর তীর্থ, মার্ক-
ণ্ডেশ্বরতীর্থ, পিপ্পলেশ্বর, করোটিশ্বর, স্তভদৈন্দ্রেশ্বর,
অগস্ত্যেশ, কুমারেশ, অন্ততম ব্যাসেশ্বর, বৈদ্যনাথ,
কেদার, আনন্দেশ্বর, মাতৃতীর্থ, মুক্তেশ, কামে-
শ্বর, অনুহতাসঙ্গম, ভীমার্জুনতীর্থ, ধর্ম্মেশ্বরতীর্থ,
লুঙ্কেশ্বর, ধনদতীর্থ, জটেশ, মঙ্গলেশ, কপিলেশ্বর,
অন্ততম গোপরেশ্বর, মণিনাগেশ্বর, মণিনদীসঙ্গম,

গোতমেশ্বরমতঃ পরম্ ৫৬ ॥ তত্রৈব মাতৃতীর্থক
মুনিনোক্তং মুনীশ্বরঃ । শঙ্খচূড়ক কেদারঃ
পারাশরমতঃ পরম্ ৫৭ ॥ ভীমেশ্বরক চলেশ্বর-
বত্যাশ্চ সঙ্গমঃ । বহুবীশ্বরঃ নাবদেশঃ বৈদ্যনাথ-
কপীশ্বরম্ ৫৮ ॥ কুন্তেশ্বরক মার্কণ্ডঃ রামেশঃ
লক্ষণেশ্বরম্ । মেঘেশ্বরঃ মৎস্যকেশমপ্সরোহুদ-
সংজ্ঞকম্ ৫৯ ॥ দধিকন্দঃ মধুকন্দঃ নন্দিকেশক
বাক্রণম্ । পাবকেশ্বরতীর্থক তথৈব কপিলেশ্বরম্ ৬০ ॥
নারায়ণাহ্বয়ঃ তীর্থঃ চক্রতীর্থমনুত্তমম্ ।
চণ্ডাদিত্যঃ পরঃ তীর্থঃ চণ্ডিকাতীর্থমুত্তমম্ ৬১ ॥
যমহাসাহ্বয়ঃ তীর্থঃ তথা গঙ্গেশ্বরঃ শুভম্ । নন্দিকেশ-
্বরসংজ্ঞক নরনারায়ণাহ্বয়ম্ ৬২ ॥ নলেশ্বরক
মার্কণ্ডঃ শুক্লতীর্থমতঃ পরম্ । ব্যাসেশ্বরঃ পরঃ
তীর্থঃ তত্র সিদ্ধেশ্বরঃ তথা ৬৩ ॥ কোটিতীর্থঃ
প্রভাতীর্থঃ বাসুকীশ্বরমুত্তমম্ । সঙ্গমশ্চ করঞ্জায়া
মার্কণ্ডেশ্বরমুত্তমম্ ৬৪ ॥ তীর্থঃ কোটিশ্বরঃ নাম
তথা ;সংকর্ষণাহ্বয়ম্ । কনকেশঃ মন্থথেশঃ তীর্থঃ
চৈবানস্থ্যকম্ ৬৫ ॥ এরণ্ডীসঙ্গমঃ পুণ্যো মাতৃ
তীর্থক শোভনম্ । তীর্থঃ স্বর্ণশলাকাখ্যঃ তথা
চৈবাহিকেশ্বরম্ ৬৬ ॥ করঞ্জেশঃ ভারতেশঃ
নাগেশঃ মুকুটেশ্বরম্ । সোভাগ্যসুন্দরী তীর্থঃ
ধনদেশ্বরমুত্তমম্ ৬৭ ॥ রোহিণ্যঃ চক্র-
তীর্থক উত্তরেশ্বরসংজ্ঞিতম্ । ভোগেশ্বরক কেদারঃ

নিফলকমতঃ পরম্ ৬৮ ॥ মার্কণ্ডঃ ধোতপাপক
তীর্থমাদিরসেশ্বরম্ । কাটবীসঙ্গমঃ পুণ্যঃ কোটি-
তীর্থক তত্র বৈ ৬৯ ॥ অযোনিজঃ পরঃ তীর্থ-
মঙ্গারেশ্বরমুত্তমম্ । ক্ষাণ্ডক নামদঃ ব্রাহ্মণঃ বাম্বী-
কেশ্বরসংজ্ঞিতম্ ৭০ ॥ কোটিতীর্থঃ কপালেশঃ
পাণ্ডুতীর্থঃ ত্রিলোচনম্ কপিলেশঃ কন্থকেশঃ
প্রভাসঃ কোহনেশ্বরম্ ৭১ ॥ ইন্দ্রেশঃ বালুকেশক
দেবেশঃ শাক্রমেব চ । নাগেশ্বরঃ গোতমেশ-
মহল্যাতীর্থমুত্তমম্ ৭২ ॥ রামেশ্বরঃ মোক্ষতীর্থঃ
তথা কুশলবেশরো । নর্ম্মদেশঃ কপদৌশঃ সাগ-
রেশমতঃ পরম্ ৭৩ ॥ ধোরাদিত্যঃ পরঃ তীর্থঃ
তীর্থঃ চাপরযোনিজম্ । পিঙ্গলেশ্বরতীর্থক ভৃগু-
শ্বরমুত্তমম্ ৭৪ ॥ দশাশ্বমেধিকঃ তীর্থঃ কোটি-
তীর্থক সত্তমাঃ । মার্কণ্ডঃ ব্রহ্মতীর্থক আদিবাহ-
মুত্তমম্ ৭৫ ॥ আশাপুরাভিধঃ তীর্থঃ কোবেয়ঃ
মাক্ততঃ তথা । বক্রণেশঃ যমেশক রামেশঃ কর্কটে-
শ্বরম্ ৭৬ ॥ শক্রেণঃ সোমতীর্থক নন্দাহুদমু-
ত্তমম্ । বৈষ্ণবঃ চক্রতীর্থক রামকেশবসংজ্ঞিতম্ ৭৭ ॥
তথৈব কঞ্জীণীতীর্থঃ শিবতীর্থমুত্তমম্ ।
জয়বাহতীর্থক তীর্থমস্মাহকাহ্বয়ম্ ৭৮ ॥
অঙ্গারেশক সিদ্ধেশঃ তাপেশ্বরমতঃ পরম্ । পুনঃ
সিদ্ধেশ্বরঃ নাম তীর্থক বক্রণেশ্বরম্ ৭৯ ॥ পরা-
শরেশ্বরঃ পুণ্যঃ কুসুমেশমুত্তমম্ । কুণ্ডলেশ্বর-

তিলকেশ্বর এবং গোতমেশ তীর্থ । হে মুনীশ্বরগণ !
মুনি মার্কণ্ডেয় এই গোতমেশ তীর্থেই মাতৃতীর্থের
অধিষ্ঠান বর্ণন করিয়াছেন । অতঃপর শঙ্খচূড়, কেদার
পারাশর, ভীমেশ্বর, চলেশ, অববতীসঙ্গম, বহুবীশ্বর,
নাবদেশ, বৈদ্যনাথ, কপীশ্বর, কুন্তেশ্বর, মার্কণ্ড,
রামেশ, লক্ষণেশ, মেঘেশ্বর, মৎস্যকেশ, অপ্সরোহুদ,
দধিকন্দ, মধুকন্দ, নন্দিকেশ, বাক্রণ, পাবকেশতীর্থ,
কপিলেশ্বর, নারায়ণতীর্থ, অনুত্তম চক্রতীর্থ,
তীর্থোক্ত চণ্ডাদিত্য, অনুত্তম চণ্ডিকাতীর্থ, যমহাস
তীর্থ, শুভ গঙ্গেশ্বর, নন্দিকেশ্বর, নরনারায়ণতীর্থ,
নলেশ্বর, মার্কণ্ড, শুক্লতীর্থ, উত্তম ব্যাসেশ্বর ও সিদ্ধে-
শ্বরতীর্থ, কোটিতীর্থ, প্রভাসতীর্থ, অনুত্তম বাসুকী-
শ্বর, করঞ্জাসঙ্গম, উত্তম মার্কণ্ডেশ্বর, কোটিশ্বর, সংকর্ষণ,
কনকেশ, মন্থথেশ, অনস্থ্যক, পুণ্য এরণ্ডীসঙ্গম,
শুশোভন মাতৃতীর্থ, স্বর্ণশলাকাতীর্থ, অহিকেশ্বর,
করঞ্জেশ, ভারতেশ, নাগেশ, মুকুটেশ্বর, সোভাগ্য-
সুন্দরী তীর্থ, অনুত্তম ধনদেশ্বর, বোহিণ্য, চক্রতীর্থ,

উত্তরেশ, ভোগেশ্বর, কেদার, নিফলক, মার্কণ্ড,
ধোতপাপ, আদ্যিরসেশ্বর, কোটবীসঙ্গম, পুণ্য
কোটিতীর্থ, অযোনিজতীর্থ, অঙ্গারেশ, ক্ষাণ্ড,
নামদ, ব্রাহ্মণ, বাম্বীকেশ, কোটিতীর্থ, কপালেশ,
পাণ্ডুতীর্থ, ত্রিলোচন, কপিলেশ, কন্থকেশ, প্রভাস-
তীর্থ, কোহনেশ্বর, ইন্দ্রেশ বালুকেশ, দেবেশ, শাক্র,
নাগেশ্বর, গোতমেশ, অনুত্তম মহল্যাতীর্থ, মোক্ষ-
তীর্থ, রামেশ্বর, কুশেশ্বর, লবেশ্বর, নর্ম্মদেশ, কপদৌশ,
সাগরেশ, পরমতীর্থ ধোরাদিত্য, অপরযোনিক,
পিঙ্গলেশ্বরতীর্থ, ভৃগুশ্বর, অনুত্তম দশাশ্বমেধিক,
কোটিতীর্থ, মার্কণ্ড ও ব্রহ্মতীর্থ, অনুত্তম আদি-
বাহ, আশাপুর নামক তীর্থ, কোবেয়, মাক্তত,
বক্রণেশ, যমেশ, রামেশ, কর্কটেশ ও শক্রেণতীর্থ,
সোমতীর্থ, অনুত্তম নন্দাহুদ, বৈষ্ণব, চক্রতীর্থ,
রামকেশবতীর্থ, কঞ্জীণীতীর্থ, উত্তম শিবতীর্থ, উপ-
বাহ, অস্মাহক, অঙ্গারেশ, সিদ্ধেশ, তাপেশ্বর,
দ্বিতীয় সিদ্ধেশ্বর, বক্রণেশ, পুণ্য পরাশরেশ,
অনুত্তম কুসুমেশ্বর, কুণ্ডলেশ্বর, কলকলেশ্বর,

তীর্থক তথা কলকলেশ্বরম্ ॥ ৮০ ॥ অঙ্কুবারাহ-
সংক্রক অঙ্কোলঃ তীর্থমুত্তমম্ । শ্বেতবারাহতীর্থক
ভার্গলং সৌরমুত্তমম্ ॥ ৮১ ॥ হুঙ্কারস্বামিতীর্থক
শুকতীর্থক শোভনম্ । সঙ্গমো মধুমত্যাশ্চ তীর্থঃ
বৈ সঙ্গমেশ্বরম্ ॥ ৮২ ॥ নর্মদেশ্বরসংক্রক নদী-
ত্রিতয়াঙ্গমঃ । অনেকেশ্বরতীর্থক শর্ভেশঃ মোক্ষ-
সংক্রকম্ ॥ ৮৩ ॥ কাবেরীসঙ্গমঃ পুণ্যস্তীর্থঃ
গোপেশ্বরাস্থয়ম্ । মার্কণ্ডেশঃ চ নাগেশমুদম্ব্যাস্চ
সঙ্গমঃ ॥ ৮৪ ॥ সাহাদিত্যস্থয়ঃ তীর্থমুদম্ব্যাস্চ
সঙ্গমঃ । সিদ্ধেশ্বরক মার্কণ্ডঃ তথা সিদ্ধেশ্বরী-
কৃতম্ ॥ ৮৫ ॥ গোপেশঃ কপিলেশক বৈদ্যনাথ-
মুত্তমম্ । পিজলেশ্বরতীর্থক সৈন্ধবায়তনঃ মহৎ ॥
৮৬ ॥ ভূতীশ্বরাস্থয়ঃ তীর্থঃ গঙ্গাবাহমতঃ পরম্ ।
গোতমেশ্বরতীর্থক দশাশ্বমেধিকঃ তথা ॥ ৮৭ ॥
ভৃগুতীর্থঃ তথা পুণ্যঃ খাতা সোভাগ্যশুন্দরী ।
বৃষপাতক তথৈব কেদারঃ ধৃতপাতকম্ ॥ ৮৮ ॥
তীর্থঃ ধৃতেশ্বরীসঙ্গমেশ্বরগুণসংক্রকঃ তথা । তীর্থক
কনকেশ্বরী জ্বালেশ্বরঃ ততঃ পরম্ ॥ ৮৯ ॥ শাল
গ্রামাস্থয়ঃ তীর্থঃ সোমনাথমুত্তমম্ । তথৈবোদীর্ণ
বারাহঃ তীর্থঃ চন্দ্রপ্রভাসকম্ ॥ ৯০ ॥ দ্বাদশাদিত্য-
তীর্থক তথা সিদ্ধেশ্বরাত্তিমম্ । কপিলেশ্বরতীর্থক
তথা ত্রৈবিক্রমঃ শুভম্ ॥ ৯১ ॥ বিশ্বরূপাস্থয়ঃ তীর্থঃ
নারায়ণকৃতঃ তথা । মূলশ্রীপতিতীর্থক চৌলশ্রীপতি-
সংক্রকম্ ॥ ৯২ ॥ দেবতীর্থঃ হংসতীর্থঃ প্রভাস

অঙ্কুবারাহ, অঙ্কোল, শ্বেতবারাহ, ভার্গলনামক
অনুত্তম সৌরতীর্থ, হুঙ্কারস্বামী, সুশোভন
শুকতীর্থ, মধুমতীসঙ্গম, সঙ্গমেশ্বর নর্মদে-
শ্বর, নদীত্রিতয়াঙ্গম, অনেকেশ্বর, মোক্ষ-
সংক্রক শর্ভেশ, কাবেরীসঙ্গম, পুণ্য গোপেশ্বর-
নামক তীর্থ, মার্কণ্ডেশ ও নাগেশতীর্থ, উদ্ব্যসী
সঙ্গম, সাহাদিত্য, উদ্ব্যসীসঙ্গম, সিদ্ধেশ্বর, সিদ্ধে-
শ্বরী নির্মিত মার্কণ্ড, গোপেশ, কপিলেশ, অনুত্তম
বৈদ্যনাথ, পিজলেশ্বর, মহাতীর্থ সৈন্ধবায়তন, ভূতী-
শ্বর, গঙ্গাবাহ, গোতমেশ্বর, দশাশ্বমেধিক, পুণ্য
ভৃগুতীর্থ, বিখ্যাতা সোভাগ্যশুন্দরী, বৃষপাত,
তত্রত্য কেদার, ধৃতপাতক, ধৃতেশ্বরসঙ্গম, এরণ্ডী-
সঙ্গম, কনকেশ্বরীতীর্থ, জ্বালেশ্বর, শালগ্রামতীর্থ,
অনুত্তম সোমনাথ, উদীর্ণবারাহ, চন্দ্রপ্রভাসক,
দ্বাদশাদিত্যতীর্থ, সিদ্ধেশ্বর, কপিলেশ্বর, শুভ
ত্রৈবিক্রম, নারায়ণ নির্মিত বিশ্বরূপতীর্থ, মূলশ্রীপতি,
চৌলশ্রীপতি, দেবতীর্থ, হংসতীর্থ, প্রভাস, উত্তম

তীর্থমুত্তমম্ । মূলস্থানক কণ্ঠেশমট্টহাসমতঃ পরম্ ॥
৯৩ ॥ ভূর্ভুবেশ্বরতীর্থক খ্যাতা শূলেশ্বরী তথা ।
সারস্বতঃ দাক্ষকেশমখিনোস্তীর্থমুত্তমম্ ॥ ৯৪ ॥ সাবিত্রী
তীর্থমতুলঃ বালখিল্যেশ্বরঃ তথা । নর্মদেশঃ মাতৃ-
তীর্থঃ দেবতীর্থমুত্তমম্ ॥ ৯৫ ॥ মচ্ছকেশ্বরতীর্থক
শিখিতীর্থক শোভনম্ । কোটিতীর্থ মুনিশ্রেষ্ঠ-
স্তত্র কোটীশ্বরী মূড়া ॥ ৯৬ ॥ তীর্থঃ পৈতামহঃ নাম
মাণ্ডব্যেশ্বরসংক্রিতম্ । তত্র নারায়ণেশক অকুরেশ-
মতঃ পরম্ ॥ ৯৭ ॥ দেবখাতঃ সিদ্ধকুঙ্গঃ বৈদ্যনাথ-
মুত্তমম্ । তথৈব মাতৃতীর্থক উত্তরেশমতঃ পরম্ ॥
৯৮ ॥ তথৈব নর্মদেশক মাতৃতীর্থঃ তথা পুনঃ ।
এথা চ কুরুরীতীর্থঃ জৌড়েশঃ দশকঙ্কম্ ॥ ৯৯ ॥
সুবর্ণবিন্দুতীর্থক ঋণপাপপ্রমোচনম্ । তারভূতেশ্বরঃ
তীর্থঃ তথা মুণ্ডীশ্বরঃ বিহঃ ॥ ১০০ ॥ একশালঃ
ডিগুপাণিঃ তীর্থঃ চাম্পরসং পরম্ । মুস্তালয়ক
মার্কণ্ডঃ গণিতাদেবতাস্থয়ম্ ॥ ১০১ ॥ আমলেশ্বর-
তীর্থক তীর্থঃ কন্তেশ্বরঃ তথা । আষাঢ়ীতীর্থ-
মিত্যাহঃ শৃঙ্গীতীর্থঃ তথৈব চ ॥ ১০২ ॥ বকেশ্বর-
তীর্থক কপালেশঃ তথৈব চ । মার্কণ্ডঃ কপিলেশক
এরণ্ডীসঙ্গমস্তথা ॥ ১০৩ ॥ এরণ্ডীদেবতাতীর্থঃ
রামতীর্থমতঃ পরম্ । যমদগ্নেঃ পরঃ তীর্থঃ রেবা-
সাগরসঙ্গমঃ ॥ ১০৪ ॥ লোটনেশ্বরতীর্থঃ তল্পকেশ-
নামকঃ তথা । বৃষখাতঃ তত্র কুণ্ডঃ তথৈব ঋষি-

মূলস্থান, কণ্ঠেশ, অট্টহাস, ভূর্ভুবেশ্বরতীর্থ, বিখ্যাতা
শূলেশ্বরী, সারস্বত, দাক্ষকেশ, আখিনতীর্থ,
সাবিত্রীতীর্থ, অতুলনীয় বালখিল্যতীর্থ, নর্মদেশ,
মাতৃতীর্থ, অনুত্তম দেবতীর্থ, মচ্ছকেশ্বর, এবং
শোভনশিখিতীর্থ । হে ঋষিসত্তমগণ ! অনন্তর
কোটিতীর্থ, এখানে কোটীশ্বরী মূড়া দেবী বির-
জিতা ! অতঃপর পৈতামহ ও মাণ্ডব্যেশ্বরতীর্থ,
এখানে নারায়ণেশ বিদ্যমান । তদনন্তর অকু-
রেশ, দেবখাত, সিদ্ধকুঙ্গ, অনুত্তম বৈদ্যনাথ,
মাতৃতীর্থ, উত্তরেশ, নর্মদেশ, অপর মাতৃতীর্থ,
কুরুরীতীর্থ, জৌড়েশ, দশকঙ্ক সুবর্ণবিন্দু,
ঋণমোচন, পাপমোচন, তারভূতেশ্বর, মুণ্ডীশ্বর,
একশাল, ডিগুপাণি, পরম অম্পরস তীর্থ, মুস্তালয়,
মার্কণ্ড, গণিতাদেবতা অমলেশ্বর, কন্তেশ্বর,
আষাঢ়ীতীর্থ, শৃঙ্গীতীর্থ, বকেশ্বর, কপালেশ, মার্কণ্ড,
কপিলেশ, এরণ্ডীসঙ্গম, এরণ্ডীদেবতাতীর্থ, রামতীর্থ,
শ্রেষ্ঠ জামদগ্ন্যতীর্থ, রেবাসাগরসঙ্গম, লোটনেশ্বর
তল্পকেশ, এবং বৃষপাততীর্থ । হে ঋষিসত্তমগণ !

সকৃদাঃ ॥ ১০৫ ॥ তথা হংসেশ্বরমাম ত্রিলাদং
বাসবেশ্বরম্ । তথা কোটীশ্বরং তীর্থমলিকাতীর্থ-
মুত্তমম্ । বিমলেশ্বরতীর্থঞ্চ রেবাসাগরসঙ্গমে ॥ ১০৬ ॥
এবং তীর্থাবলিঃ পুণ্যা ময়া প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ ।
তীর্থমুক্তাবলিঃ পুণ্যা গ্রথিতা তটরঙ্ঘনা ॥ ১০৭ ॥
নশ্বদানীরনির্গিতা মার্কণ্ডেয়বিনির্মিতা । মণ্ডনায়ৈহ
সাধুনাং সর্বলোকহিতায় চ ॥ ১০৮ ॥ দুরিতধ্বান্তশমনী
ধার্যা ধর্ম্মার্থিভিঃ সদা । অহোরাত্রকৃতং পাপং
সকৃজ্জপ্ত্বা নাশয়েৎ ॥ ১০৯ ॥ ত্রিকালং জপ্ত্বা
মাসোখং শিবাগ্রে চ ত্রিমাসিকম্ । মাসং জপ্ত্বাথ
বর্ষোখং বর্ষং জপ্ত্বা শতাব্দিকম্ ॥ ১১০ ॥ শ্রাদ্ধকালে
চ বিপ্রাণাং ভুক্ত্যং পুরতঃ স্থিতঃ । পঠন্তীর্থাবলিঃ
পুণ্যাং গয়াশ্রাদ্ধপ্রণে ভবেৎ ॥ ১১১ ॥ পূজাকালে
চ দেবানাং শ্রদ্ধয়া পুরতঃ পঠন । প্রীণয়েৎ সর্ব-
দেবাংশ্চ পুনাতি সকলং কুলম্ ॥ ১১২ ॥ এবং
তীর্থাবলিঃ পুণ্যা রেবাতীর্থদ্বয়াশ্রিতা । ময়া প্রোক্তা
মুনিশ্রেষ্ঠা স্তথৈব শৃণুতানঘাঃ ॥ ১১৩ ॥

ইতি শ্রীমাদে তীর্থাবলীকথনং না ।

ত্রিশদধিকদ্বিশততমো-

অধ্যায়ঃ ॥ ২০০ ॥

বৃষগাতে এক কুণ্ডতীর্থ বিদ্যমান । অনন্তর হংসে-
শ্বর তীর্থ, ত্রিলাদ বাসবেশ্বর, কোটীশ্বর তীর্থ,
অমৃতম অলিকাতীর্থ এবং রেবাসাগরসঙ্গমস্থ
বিমলেশ্বর তীর্থ । হে মহর্ষিগণ ! এই আপনাদের
নিকট পুণ্যময় তীর্থাবলী বর্ণন করিলাম, এই
তীর্থমুক্তাবলী নশ্বদার তটরূপ স্তম্ভদ্বারা গ্রথিতা ।
ইহা নশ্বদানীরে নির্গিতা এবং সাধুগণের মণ্ডন ও
সর্বলোকের হিতসাধনার্থ মার্কণ্ডেয় কর্তৃক নির্মিতা ।
এই দুরিতধ্বান্তনাশিনা তীর্থমুক্তাবলাধর্ম্মার্থিগণের
ধারণীয়া শিবের সমীপে একবার এই সকল
তীর্থের নাম জপ করিলে অহোরাত্রকৃতপাপ সদা
বিনষ্ট হয় । এইরূপ ত্রিকালজপে মাসসংকিত, মাস
জপে ত্রিমাসিক, ত্রিমাসিক জপে বর্ষকৃত, এবং
বর্ষজপে শতবৎসরকৃত পাপ আশু বিনষ্ট হইয়া
থাকে । শ্রাদ্ধে দ্বিজগণের ভোজনকালে তাঁহা-
দের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া পুষ্পোক্ত পুণ্যতীর্থাবলী
কীর্তন করিলে গয়াশ্রাদ্ধের ফল হয় । পূজাকালে
শ্রদ্ধাসহকারে দেবগণসমীপে এই তীর্থাবলী পঠিত
হইলে সর্বদেবতা স্তুত হন এবং পার্শ্বকারীর

একত্রিংশদধিকদ্বিশতঃ মোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমুত উবাচ । তথৈব ত ত্রিশবকান বক্ষ্যে ২২-
ম্বিসদমাঃ । যৈশ্চ তীর্থাবলীশৃণুঃ পুষ্পোক্তৈরেকতঃ
কৃতঃ ॥ ১ ॥ বিভক্তো ভক্তলোকানামানন্দপ্রদঃ
ভুতঃ । মুকুণ্ডতনয়ঃ পূর্বঃ প্রাহ পার্শ্বায় পৃচ্ছতে ॥ ২ ॥
যথা তথাহং বক্ষ্যামি তীর্থানাং স্তবকানিহ । শিবানু-
পানজা পুণ্যা রেবা কল্পনতা কিল ॥ ৩ ॥ তীর্থ-
দ্বয়োদ্ধৃততীর্থপ্রস্থনেঃ পুষ্পিতা শুভা । যৎপুণ্য-
গঙ্গলক্ষ্ম্যা বৈ ত্রৈলোক্যঃ সুরভীকৃতম্ ॥ ৪ ॥ তৎ-
পুষ্পমকরন্দম্ভ রসাস্বাদবিহ্বলমঃ । ভ্রমরঃ গলু
মার্কণ্ডে মুনির্ম্মতিমতাং বরঃ ॥ ৫ ॥ তৎপুষ্পমালাং
হৃদয়ে তীর্গম্বকচিহ্নিতাম্ । দধাতি সততং পুণ্যাং
মুনিচিহ্নকুলোদহা । তস্মাৎ স্তবকসংস্থানং বক্ষ্যে-

অখিলকুল পুত্র ইয় । হে মুনিবরগণ ! এই আপনা-
দের নিকট রেবার উত্তরতীরস্থিত পুণ্য তীর্থনিচয়
কথিত হইল । হে অনঘ ঋষিসকল ! আমার শ্রবণ
করুন । ৩৩—১১৩ ।

ত্রিশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০০ ॥

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

মুত কহিলেন,—হে ঋষিসদমগণ ! পুষ্পবৎ তীর্থ-
স্তবক কীর্তন করিতেছি । নশ্বদার উত্তরতীরবর্তী যে
সকল বিভিন্ন তীর্থের কথা কথিত হইয়াছে, ঐ
সকল তীর্থ একস্থানে বিদ্যমান ছিল । ভক্তগণের
আনন্দবর্দ্ধনাগ সেই সকল তীর্থ বিভক্ত হয় ।
পূর্বে পার্শ্ব মুনিগণের দ্বিজামায় মুকুণ্ডতনয় মার্কণ্ডেয়
ধেয় বর্ণিয়াছিলেন, আমিও ঐ সকল তীর্থ
সম্বন্ধে সেইরূপ বলিতেছি । পুণ্যা রেবা একটী
শিবানুপানজা কল্পনাতকার স্তম্ভ । উত্তর কুলস্থিত
তীর্থনিচয় রূপ প্রস্থন দ্বারা ঐ লতা পুষ্পিতা ।
ঐ শুভাবস্থা পুষ্পিতা লতার ঐ পুষ্পরাশির
পুণ্য সৌরভসম্বন্ধিতে ত্রিলোক সুরভীকৃত
হইয়াছে । মতিমান মার্কণ্ডেয় ঐ পার্শ্বপুষ্প
মকরন্দের আশ্বাদবিৎ উত্তম ভ্রমর স্বরূপ ।
ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় সতত ঐ পুষ্পের পবিত্র
মালা হৃদয়ে ধারণ করেন । ঐ মালা তীর্থ-
রূপ নানা পুষ্পস্তবকে চিহ্নিত । হে ঋষিসদমগণ !
একণে ঐ মালার স্তবকসংস্থান বর্ণন করিতেছি ।

ইহ্মনিসমুদ্রাঃ ৬ । ওঙ্কারতীর্থমারভ্য যাবৎপশ্চিম-
সাগরম্ । স্ফুটঃ পঞ্চত্রিংশদৈ নদীনাং পাপনা-
শনাঃ ৭ । দক্ষিণমুখতঃ তীরে সত্রিবিংশতি দক্ষিণে ।
পঞ্চত্রিংশতঃ শ্রেষ্ঠো রেবাসাগরসমুদ্রঃ ৮ । সঙ্কটমৈঃ
সহিতান্তেব রেবাতীরদ্বয়েহপি চ । চতুঃশতানি
তীর্থানি প্রসিদ্ধানি দ্বিজোক্তমাঃ ৯ । ত্রিশতং
শিবতীর্থানি ত্রয়স্বিংশৎসমবিতম্ । তত্রাপি
ব্যক্তিতো বক্ষ্যে শৃংখলং তানি সত্তমাঃ ১০ ।
মার্কণ্ডেশ্বরতীর্থানি দশ তেষু মুনীশ্বরঃ । দশাদিত্য-
ভবান্তত্র নবৈব কপিলেশ্বরঃ ১১ । সোম-
সংস্থাপিতান্ত্রষ্টৌ ভাবন্তো নন্দদেবরাঃ । কোটি-
তীর্থান্ত্রাষ্ট্রৌ চ সপ্ত সিদ্ধেশ্বরাস্থতা ১২ । নাগে-
শ্বরাস্ত সপ্তৈশ্চ রেবাতীরদ্বয়েহপি তু । সপ্তৈশ্চ
বাহুবিশিতান্ত্রাষ্ট্রাণ্যাবর্তসপ্তকম্ ১৩ । কেদারেশ-
্বরতীর্থানি পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রজানি চ । বরুণেশাস্ত
পটেকব পটেকব ধনদেবরাঃ ১৪ । দেবতীর্থানি
পটেকব চত্বারো বৈ যমেশ্বরঃ । বৈদ্যনাথাস্ত চত্বার-
শ্চত্রারো বানরেশ্বরঃ ১৫ । অঙ্গারেশ্বরতীর্থানি
ভাবন্তোব মুনীশ্বরঃ । সারস্বতানি চত্বারি চত্বারো
দাক্ষেশ্বরঃ ১৬ । গৌতমেশ্বরতীর্থানি ত্রীণি

রামেশ্বরাস্থতঃ । কপালেশ্বরতীর্থানি ত্রীণি হংস-
কৃতানি চ ১৭ । ত্রীণ্যেব মোক্ষতীর্থানি ত্রয়ো বৈ
বিমলেশ্বরঃ । সহস্রযজ্ঞতীর্থানি ত্রীণ্যেব মুনির-
ববৌ ১৮ । ভীমেশ্বরাস্থতঃ খ্যাতাঃ স্বর্ণতীর্থানি
ত্রীণি চ । ধৌতপাপদ্বয়ঃ প্রোক্তঃ করঞ্জেশ্বর-
তথা ১৯ । ঋণমোচনতীর্থে দ্বৈ তথা স্বন্দেশ্বর-
দ্বয়ম্ । দশাশ্বমেধতীর্থে দ্বৈ নন্দীতীর্থদ্বয়ঃ দ্বিজাঃ ২০ ।
মন্মথেশ্বরদ্বয়ঃ চৈব ভৃগুতীর্থদ্বয়ঃ তথা । পরা-
শরেশ্বরৌ দ্বৌ চ অযোনিমস্তবদ্বয়ম্ ২১ । ব্যাসে-
শ্বরদ্বয়ঃ প্রোক্তঃ পিতৃতীর্থদ্বয়ঃ তথা । নন্দিকেশ্বর-
তীর্থে দ্বৈ দ্বৌ চ গোপেশ্বরৌ স্মৃতৌ ২২ ।
মার্কতেশ্বরদ্বয়ঃ তদ্বদ্বৌ চ জালেশ্বরৌ স্মৃতৌ । শুক্র-
তীর্থদ্বয়ঃ পুণ্যমপ্সরেশ্বরদ্বয়ঃ তথা ২৩ । পিঙ্গলে-
শ্বরতীর্থে দ্বৈ মাণ্ডব্যেশ্বরসংজ্ঞিতে । স্বীপেশ্বরদ্বয়ঃ
চৈব প্রাহ তদভূগদ্বয়ঃ । উত্তরেশ্বরতীর্থে দ্বৈ
অশোকেশ্বরদ্বয়ৌ তথা ২৪ । দ্বৈ যোধনপুরে চৈব
রোহিণীতীর্থকদ্বয়ম্ । লুঙ্কেশ্বরদ্বয়ঃ খ্যাতমাখ্যানঃ
মুনিরা তথা ২৫ । সৈকোনবিংশতিশতং তীর্থান্ত্রে-
কেকণো দ্বিজাঃ । স্তবকেষু কৃতং তীর্থং দ্বিশতং
সচতুর্দশম্ ২৬ । শৈবান্তেতানি তীর্থানি বৈষ্ণ-
বানি চ সত্তমাঃ । শৃংখলং প্রোচ্যমানানি ব্রাহ্ম-

ওঙ্কার তীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম সাগর
পর্যন্ত নদীনিচয়ের সহিত রেবার যে সকল
সমুদ্র ইহঁদাছে, এই পাপনাশন সমুদ্রসমূহের সংখ্যা
পঞ্চত্রিংশৎ । তন্মধ্যে রেবার উত্তরতীরে একাদশ
ও দক্ষিণতীরে চতুর্বিংশতি । এই পঞ্চত্রিংশৎ
রেবাসমুদ্র একটি একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ । হে
দ্বিজোত্তমগণ ! রেবার দক্ষিণ এবং উত্তর এই
উভয় তীরস্থিত সঙ্কটতীর্থ লইয়া সমস্ত তীর্থনিচয়ের
সংখ্যা চারিশত । এই সকল প্রসিদ্ধতীর্থের
মধ্যে শিবতীর্থ তিনশত তেত্রিশটি । হে সত্তমগণ !
এই সকল তীর্থের বিষয় ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ
করুন । হে মুনীশ্বরগণ ! এই সকল তীর্থমধ্যে
মার্কণ্ডেশ্বরতীর্থ দশ, আদিত্যতীর্থ নশ, কপিলেশ্বর
নয়, সোমতীর্থ আট, নন্দদেবর আট, কোটিতীর্থ
আট, সিদ্ধেশ্বর তীর্থ সাত, নাগেশ্বর সাত, বাহুতীর্থ
সাত, আবর্ত্ততীর্থ সাত, কেদারেশ্বর পাঁচ, ইন্দ্রতীর্থ
পাঁচ, বরুণেশ্বর পাঁচ, ধনদেবর পাঁচ, দেবতীর্থ
পাঁচ ; যমেশ্বর চার, বৈদ্যনাথ চার, বানরেশ্বর
চার, এবং হে মুনীশ্বরগণ ! অঙ্গারকেশ্বরও
চারটি জানিবেন । এইকপ সারস্বত চার,
দাক্ষেশ্বর চার, গৌতমেশ্বর তীর্থ তিন, কামেশ্বর

তিন, কপালেশ্বর তীর্থ তিন, হংসতীর্থ তিন, মোক্ষ-
তীর্থ তিন, বিমলেশ্বর তীর্থ তিন, সহস্রযজ্ঞ তীর্থ
তিন, বিখ্যাত ভীমেশ্বর তিন, স্বর্ণতীর্থ তিন, ধূতপাপ
দুই, করঞ্জেশ্বর দুই, ঋণমোচন দুই, স্বন্দেশ্বর দুই,
দশাশ্বমেধতীর্থ দুই, এবং হে দ্বিজগণ ! নন্দীতীর্থ
দুইটি । মন্মথেশ্বর তীর্থ দুই, ভৃগুতীর্থ দুই,
পরশরেশ্বর দুই, অযোনিমস্তব দুই, ব্যাসেশ্বর
দুই, পিতৃতীর্থ দুই, নন্দিকেশ্বরতীর্থ দুই, গোপে-
শ্বরতীর্থ দুই, মার্কতেশ্বর দুই, জালেশ্বর দুই, পুণ্য-
শুক্রতীর্থ দুই, এবং অপ্সরেশ্বর, পিঙ্গলেশ্বর,
মাণ্ডব্যেশ্বর, স্বীপেশ্বর ও উত্তরেশ্বর, অশকেশ
দুই দুইটি । ভৃগুকুলতিলক মার্কণ্ডেশ্বর কহি-
য়াছেন,—এখানে দুইটি যোধনপুর, দুইটি রোহিণী-
তীর্থ এবং দুইটি লঙ্কেশ্বরতীর্থ বিদ্যমান । হে
দ্বিজগণ, রেবারূপ কল্ললতিকার স্তবকে যে সকল
তীর্থরূপ কুসুম বিদ্যমান, উহার এক একটি
করিয়া সংখ্যা করিলে উনবিংশতিশত তীর্থ হয় ।
তন্মধ্যে শিবতীর্থ ষোড়শশত । হে সত্তমগণ !
এই ত গেল শিবতীর্থের কথা । এক্ষণে বৈষ্ণব,
ব্রাহ্ম ও শাক্ততীর্থনিচয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।

শাক্তানি চ ক্রমাৎ ২৭। অষ্টাবিংশতি তীর্থানি
বৈষ্ণবান্ত্রবীমুনিঃ। তেষু বারাহতীর্থানি ষড়্বে
মুনিসন্তমাঃ ২৮। চত্বারি চক্রতীর্থানি শৈবাণ্যষ্টা-
দশৈব হি। বিষ্ণুনাথিতিষ্ঠিতান্তেব প্রাহ পূৰ্ণঃ
মুকুণ্ডজঃ ২৯। তথৈব ব্রহ্মণা সিন্ধো সপ্ততীর্থান্ত্র-
বীবদৎ। ত্রিষু চ ব্রহ্মণঃ পূজা ব্রহ্মেশাশ্চতুরো-
হপরে। অষ্টাবিংশনম্মা খ্যাতা যথাসংখ্যং যথা-
ক্রমম্ ৩০। এতৎ পবিত্রমতুলং হেতৎ পাপহরং
পরম্। নম্মদাচরিতং পুণ্যং মাহাত্ম্যং মুনিভাষি-
তম্ ৩১। সূত উবাচ। এবমুদ্দেশতঃ প্রোক্তো
রেবাতীর্থক্রমো ময়া। যথা পার্থায় সংক্ষেপান্নার্কণ্ডো
মুনিরব্রবীৎ ৩২। অবাস্তুরাণি তীর্থানি তেষু
গুপ্তান্ত্রনেকশঃ। যত্র যাবৎ প্রমাণানি তাত্ত্বাকর্ণ-
য়তানঘাঃ ৩৩। ওঙ্কারতীর্থপরিভঃ পক্ষতাদমর-
কটাৎ। ক্রোশদয়ে সৰ্বদিক্ সার্ককোটিঃ সৌ-
মতা ৩৪। তীর্থানাং সংখ্যায়া গুপ্তপ্রকটানাং
দ্বিজোক্তমাঃ। কোটিরেকা তু তীর্থানাং কপিলা-
সঙ্গমে পৃথক্ ৩৫। অশোকবনিকয়াশ্চ

মুনি মার্কণ্ডেয় কহিয়াছেন, বৈষ্ণবতীর্থের সংখ্যা
অষ্টাবিংশতি। তন্মধ্যে হে ঋষিসন্তমগণ! বারাহ-
তীর্থ ছয়, চক্রতীর্থ চার এবং অপরাবিধ অষ্টাদশ।
মুকুণ্ডতনয় কহিয়াছিলেন, এই অষ্টাবিংশতি
তীর্থই বিষ্ণুকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মতীর্থ
সাতটি মুনি কহিয়াছেন, সিদ্ধিলাভার্থ ব্রহ্মা এই
সপ্ততীর্থ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সকল তীর্থের
তিনটিতে ব্রহ্মার পূজা হয়, অপর চারটি
ব্রহ্মেশ মূর্তি বিরাজিত। আমি যে অষ্টাবিংশতি
বিষ্ণুতীর্থ যথাক্রমে কীর্তন করিলাম, ইহা
অতি পবিত্র। মুনি মার্কণ্ডেয় কহিয়াছেন—নম্মদা-
চরিত পুণ্যমাহাত্ম্যময় এবং পাপহর। কুত্ৰাপি
ইহার তুলনা হয় না। সূত কহিলেন—আমি
উদ্দেশে রেবাতীর্থের ক্রম কীর্তন করিলাম; মুনিবর
মার্কণ্ডেয় পার্থ যুধিষ্ঠিরের নিকট ইহা সংক্ষেপে
বলিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনে অনেক অবাস্তুরতীর্থ
গুপ্ত রহিয়া গিয়াছে। হে অনঘগণ! যতদূর সম্ভব
ঐ সকল তীর্থের নাম ও স্বরূপপ্রমাণ শ্রবণ করুন।
ওঙ্কার তীর্থ হইতে অমরকন্টক পক্ষত পর্যন্ত যে
সকল স্থান বিদ্যমান, তাহার ক্রোশদয় স্থান মধ্যে
সার্ক জিকোটি তীর্থ রহিয়াছে। হে দ্বিজসন্তমগণ!
এই সকল তীর্থের কতকগুলি গুপ্ত এবং কতকগুলি
প্রকট। এতন্মধ্যে এক কপিলাসঙ্গমেই এক কোটি

তীর্থ লক্ষং প্রতিষ্ঠিতম্। শতমঙ্গারগর্তায়াঃ সঙ্গমে
মুনিসন্তমাঃ ৩৬। তীর্থানামযুতং তদ্বৎকুজায়াঃ
সঙ্গমে স্থিতম্। শতং হিরণ্যগর্তায়াঃ সঙ্গমে সম-
বস্থিতম্ ৩৭। তীর্থানামষ্টষষ্টিশ্চ বিশোকাসঙ্গমে
স্থিতা। তথা সহস্রং তীর্থানাং সংস্থিতং বায়ুসঙ্গমে
৩৮। শতং সরস্বতীসঙ্গে শুক্লতীর্থে শতদ্বয়ম্।
সহস্রং বিষ্ণুতীর্থেষু মাহিম্যত্যাযুতম্ ৩৯।
শূলভেদে চ তীর্থানাং সাগ্রং লক্ষং স্থিতং দ্বিজাঃ।
দেবগ্রামে সহস্রঞ্চ তীর্থানাং মুনিরব্রবীৎ ৪০।
বৃক্ষেণরে ৫ তীর্থানাং সাগ্রা সপ্তশতী স্থিতা।
তীর্থান্ত্রোক্তশতং মণিনদ্যাশ্চ সঙ্গমে। বৈদ্যা-
নাথে চ তীর্থানাং শতমষ্টাধিকং বিদুঃ ৪১। এবং
তাবৎপ্রমাণানি তীর্থে কুন্তেথরে দ্বিজাঃ। সাগ্রং
লক্ষঞ্চ তীর্থানাং স্থিতং রেবোরসঙ্গমে ৪২।
ততশ্চাপাধিকান জ্ঞারিতি পার্কণ্ডভাষিতম্। অষ্টা-
শীতিসংখ্যানি বাসদ্বীপাশ্রিতানি চ ৪৩। সঙ্গমে
চ করঞ্জায়াঃ স্থিতমষ্টোত্তরায়ুতম্। এরণ্ডীসঙ্গমে
তদন্তীর্থান্ত্রাধিকং শতম্ ৪৪। ধৃতপাপে চ
তীর্থানাং ষষ্টিরষ্টাধিকা স্থিতা। স্কন্দতীর্থে শতং
পুণ্যং তীর্থানাং মুনিব্রুবান ৪৫। কোহনেশে
চ তীর্থানাং ষষ্টিরষ্টাধিকা স্থিতা। সার্ককোটি চ
তীর্থানাং স্থিতা বৈ কোরিলাপুরে ৪৬। রাম-
কেশবতীর্থে চ সহস্রং সাগ্রমুভুবান। অশ্বাহকে

তীর্থের আবির্ভাব। ঐরূপ অশোক বনিকায় এক
লক্ষ, অঙ্গারগর্তসঙ্গমে শত, কুজাসঙ্গমে অযুত,
হিরণ্যগর্তসঙ্গমে শত, বিশোকাসঙ্গমে অষ্টষষ্টি,
বায়ুসঙ্গমে সহস্র, সরস্বতী-সঙ্গমে শত, শুক্লতীর্থে
দ্বিশত, বিষ্ণুতীর্থে সহস্র, মাহিম্যতী তীর্থে অযুত,
শূলভেদে কিঞ্চিদধিক লক্ষ, দেবগ্রামে সহস্র,
বৃক্ষেণরে কিঞ্চিদধিক সপ্তশত, মণিনদীসঙ্গমে
অষ্টোত্তরশত ও বৈদ্যানাথে অষ্টোত্তর শত তীর্থ
বিদ্যমান জানিবেন। হে দ্বিজগণ! ঐরূপ কুন্তেথর
তীর্থে অষ্টোত্তর শত, রেবা-উরি সঙ্গমে কিঞ্চিদধিক
লক্ষ। মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন,—এই রেবা-সঙ্গমে
আরও অধিক তীর্থ থাকিতে পারে। এতদ্ ভিন্ন
বাসদ্বীপে অষ্টাশীত সহস্র, করঞ্জাসঙ্গমে অষ্টাধিক
অযুত, এরণ্ডীসঙ্গমে অষ্টাধিক শত, ধৃতপাপতীর্থে
অষ্টষষ্টি, স্কন্দতীর্থে শত, কোহনেশতীর্থে অষ্টষষ্টি,
কোরিলাপুরে তীর্থ সার্ককোটি, রামকেশব তীর্থে
কিঞ্চিদধিক সহস্র এবং শুক্লতীর্থে আটলক্ষ দুই সহস্র
তীর্থের অধিষ্ঠান আছে। অশ্বাহক তীর্থে আরও

সহস্রক্ তীর্থানি নিবসন্তি হি । ৪৭ । লক্ষা-
ষ্টকং সহস্রে হে শুক্লতীর্থে দ্বিজোত্তমাঃ ।
তীর্থানি কথয়ামাস পুরা পার্শ্বায় ভার্গবঃ
৪৮ । শতমষ্টাধিকং গ্রাহ প্রত্যেকং সঙ্গমেষু চ
নদীনামবশিষ্টানাং কাবেরীসঙ্গমং বিনা । ৪৯
কাবের্যাঃ সঙ্গমে বিপ্রাঃ স্থিতা পঞ্চশতৌ তথা
তীর্থানাং পঞ্চশু তথা বিশেষো মুনিমোদিতঃ । ৫০
মোক্ষতীর্থং হি যৎপ্রাহঃ পুরাণপুরুষাশ্রিতম্ ।
ভৃগোঃ ক্লেদে চ তীর্থানাং কোটিরেকা সমাশ্রিতা ।
৫১ । সাধিকানামুশিষ্টেষ্ঠা বজ্রুঃ শক্ভো হি কো
ভবেৎ । সর্কামরাশ্রয়ং প্রোক্তং সর্কতীর্থাশ্রয়ং তথা ।
৫২ । ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং পূজিতং সিদ্ধি-
সাধনম্ । ভারভূত্যাঞ্চ তীর্থানাং স্থিতমষ্টোত্তরং
শতম্ । ৫৩ । অক্ষুরেশ্বরতীর্থে চ সার্কিং তীর্থশতং
স্থিতম্ । বিমলেশ্বরতীর্থে তু রেবাসাগরসঙ্গমে ।
দশাযুতানি তীর্থানাং সাধিকান্ত্রাববৌনমুনিঃ । ৫৪ ।

ইতি ত্রীক্ষান্দে তীর্থসংখ্যাপরিগণনবর্ণনং নামৈক-
ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩১ ॥

ত্রিংশতধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ । ইতি বঃ কথিতং বিপ্রা রেবা-
মাহাত্ম্যমুত্তমম্ । যথোপদিষ্টং পার্শ্বায় মার্কণ্ডেয়েন
বৈ পুরা । ১ । তথা তীর্থকদম্বাশ্চ তেষু তীর্থ-
বিশেষতঃ । প্রাধান্তেন ময়া খ্যাতা যথাসম্য-
যথাক্রমম্ । ২ । এতৎপবিত্রমতুলং হেতৎপাপহরং
পরম্ । নন্দাদাচরিতং পুণ্যং মাহাত্ম্যং মুনিভাষিতম্ ।
৩ । সপ্তকল্পানুগো বিপ্রো নন্দাদায়াং মুনৌশ্রবাঃ ।
মুকুণ্ডতনয়ো ধীমান্ পরমার্থবিহস্তমঃ । ৪ । সংসেবা
সর্বতীর্থানি নদীঃ সর্কাস্চ বৈ পুরা । বহুকল্পশ্রমাং
রেবামালক্ষ্য শিবদেহজাম্ । ৫ । মে কলেতি চ
শর্কোক্তাঃ শরণং শর্কজাঃ যযৌ । অজরামমরাং
দেবীং দৈত্যধ্বংসকারীং পরাম্ । ৬ । মহাবিতব-
সংযুক্তাঃ ভবশ্রীঃ ভবজাহবীম্ । তস্মামাবধ্য
সৎ প্রেম জাতঃ সোহপ্যজরামরঃ । ৭ । ষষ্টিতীর্থ-
সহস্রাণি ষষ্টিকোট্যাশ্চ সন্তমাঃ । ব্যাবস্থিতানি
রেবাসান্তীরযুগ্মে পদেপদে । ৮ । সারিতঃ পরিতঃ
সন্তি সতীর্থাস্চ সহস্রশঃ । ন তুলাং যাতি

সহস্র তীর্থের অধিষ্ঠান আছে । হে দ্বিজোত্তমগণ !
ভার্গব মার্কণ্ডেয় পূর্বকালে যুধিষ্ঠিরের নিকট এই
সকল তীর্থের কথা কহিয়াছিলেন । তিনি আরও
বলেন, কাবেরীসঙ্গম ব্যতীত সমস্ত নদীসাগরসঙ্গ-
মেই আরও অষ্টাধিক শত তীর্থ রহিয়াছে । আর
কাবেরীসঙ্গমে পাঁচশত । হে ব্রহ্মগণ ! তিনি তীর্থ
পক্ষে বিশেষ করিয়া এই সকল কথা কহিয়াছেন ।
এতন্মধ্যে তিনি ভৃগুকেত্রকেই মোক্ষতীর্থ বলিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন । ইহা অতি উত্তম তীর্থ ।
পুরাণ পুরুষ সততই এখানে অধিষ্ঠিত এবং
এককোটি তীর্থ এখানে সতত বাস করে । হে
ঋষিসন্তমগণ ! সকল তীর্থেই অমরগণ বিরাজ
করেন । আর অমরগণও সকল তীর্থেই আশ্রয়
লইয়া থাকেন । এই সকল তীর্থসংখ্যা কে বলিতে
পারে ? এই বিখ্যাত ভৃগুকেত্র ত্রিলোক পূজিত ।
এখানে অবস্থাই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে । মুনি
মার্কণ্ডেয় আরও কয়েকটি তীর্থের কথা কহিয়াছেন,
যথা,—ভারভূতি তীর্থে অষ্টোত্তর শত, অক্ষুরেশ্বর
তীর্থে সার্কি ত্রিশত, রেবাসাগরসঙ্গমে বিমলেশ্বর
তীর্থে দশ অযুত তীর্থ বিদ্যমান । ১—৫৪ ।

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩১ ॥

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন,—হে ব্রহ্মগণ ! পূর্বে মার্কণ্ডেয়
যুধিষ্ঠিরকে যেরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, রেবার
অনুত্তম মাহাত্ম্যাবশ্যে আমিও আপনাদের নিকট
সেইরূপ বলিলাম । এতদ্ভিন্ন ঐ সকল তীর্থাবলীর
যে যে তীর্থ প্রধানতঃ বিখ্যাত, তাহাও আমি আপ-
নাদের নিকট যথাক্রমে সংখ্যানুক্রমে বর্ণন করি-
য়াছি । এই মুনিবিশিষ্ট নন্দাদাচরিত পুণ্য মাহাত্ম্য-
ময় পাপহর, পবিত্র ও অতুলনীয় । হে মুনৌশ্রয়গণ !
মুকুণ্ডতনয় ধীমান্ পরমার্থবিদগণের অগ্রণী মার্কণ্ডেয়
সপ্তকল্প দর্শন করিয়াছিলেন । তিনি সকল তীর্থ-
নদীর সেবা করিয়াছেন । তিনি বহুকল্পশ্রাঘিনী
শিবদেহোৎপন্ন রেবাকে অবলোকন করিয়া ‘মে
কলা’ অর্থাৎ এই নদী আমার অংশ স্বরূপা, এই
শিবোক্তি অনুসারে তাঁহারই শরণ লইয়াছিলেন ।
মার্কণ্ডেয় অজরামরা দৈত্যধ্বংসকারিণী মহাবিতব-
যুক্তা ভবনাশিনী ভবজাহবীতে উত্তম ভক্তিযুক্ত
হইয়াছিলেন, তাই তিনিও অজরামর হন । হে
সন্তমগণ ! রেবার উত্তমতীরের পদে পদে ষষ্টি-
কোটি ও ষষ্টি সহস্র তীর্থ অবস্থিত রহিয়াছে,
প্রত্যেক তীর্থনদীর চতুর্দিকে সহস্র সহস্র তীর্থ

রেবায়াস্তাশ্চ মন্ত্রে মুনীশ্বরঃ । ৯ ॥ এতদ্ব্যং কথিতং
সর্বং যৎপৃষ্ঠমখিলং দ্বিজাঃ । যন্নহেশমুখাচ্ছ্রুত্বা
বায়ুরাহ ঋষীন প্রাতি । ১০ ॥ তদনমকণ্ডনয়ো-
হপ্যনুভূয়াখিলাং নদীম্ । সতীথাং পদশঃ প্রাহ
পাণ্ডপুত্রায় পাবনৌম্ । ১১ ॥ এতচ্চ কথিতং সর্বং
সংক্ষেপেণ দ্বিজোত্তমাঃ । নন্দাদাচরিতং পুণ্যং
ত্রিযু লোকেষু ত্বর্ণভম্ । ১২ ॥ কিমন্তেঃ সরিতাং
তোয়ৈঃ সেবিতৈস্ত সহস্রশঃ । যদি সংসেবাতে
তোয়ং রেবায়াঃ পাপনাশনম্ । ১৩ ॥ মেকলাজল-
সংসেবী মুক্তিমাপ্নোতি শাশ্বতীম্ । ১৪ ॥ যথা যথা
ভজেন্নরো যদ্যদচ্ছতি তীর্থগঃ । তত্তদাপ্নোতি
নিয়তং শ্রদ্ধয়াশ্রদ্ধয়াপি চ । ১৫ ॥ ইদং ব্রহ্মা হরি-
ব্রহ্মদ্বিগুণং সাক্ষাৎপরো হরঃ । ইদং ব্রহ্ম নিরাকারং
কৈবল্যং নন্দাদা জলম্ । ১৬ ॥ তাবদার্জুন্তি তীর্থানি
নদ্যাঃ জল্যকলপ্রদাঃ । যাবন্ন স্মর্যতে রেবা
সেবা হে বা কলৌ নরৈঃ । ১৭ ॥ ক্রবং লোকে
হিতার্থীয় শিবেন স্বশরীরতঃ । শক্তিঃ কাপি

বিদ্যমান । তে মুনীশ্বরগণ! আমার মনে হয়,
রেবাতীরস্থিত ঐ সকল তীর্থের তুলনা হয় না।
হে দ্বিজগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলেন, এই আপনাদের নিকট সে সকল কথিত
হইল। ইহা মহেশ্বরের মুখে বাণ শ্রবণ করিয়া
অধিগণের নিকট কীৰ্ত্তন করেন। মুকুতনয়
মার্কণ্ডেয় বায়ুকথিত অখিল নদী ও তীর্থের বিসম
শ্রবণ করিয়া এই পুণ্য কথা পাণ্ডপুত্রের নিকট
বর্ণন করেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! তাহাই আমি
আজ আপনাদের নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম।
পুণ্য নন্দাদাচরিত ত্রিলোকত্বর্ণন। অল্প বহু
সহস্র নদীর জল সেবা করিয়া কি হইবে?—যদি
পাপনাশিনী রেবার একাঙ্গল জল সেবা করিলে
মানব শাশ্বতী মুক্তি লাভ করে। শ্রদ্ধাযুক্ত হউক,
আর অশ্রদ্ধাযুক্ত হউক, তীর্থগ মানব যাহা অভিলষিত
করিয়া, রেবানীর সেবা করে, নিয়ত তাহার অভ্যুদয়
প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহা ব্রহ্মা, হরি, এবং সাক্ষাৎ
হর। এই নন্দাদানীর নীরাকার ব্রহ্ম ও কৈবল্যাদ।
কলির মানব যে পর্য্যন্ত রেবানীর স্মরণ বা সেবা
না করে, অভীষ্টফলদ তীর্থনদীগণ তাবৎ পর্য্যন্তই
গর্ষ করিয়া থাকে। শঙ্কর লোকহিতার্থ স্নায়
শক্তিকে সর্বিংরূপে নিজ দেহ হইতে অবতারিত
করেন। কলিকালে মানব যে পর্য্যন্ত নন্দাদার
নাম কীৰ্ত্তন না করে, তাবৎকাল পর্য্যন্তই যজ্ঞ এবং

সরিজ্ঞপা রেবেয়মবতারিতা । ১৮ ॥ তাবদার্জুন্তি
যজ্ঞাশ্চ বনশ্চৈত্রাদয়ো ভূশম্ । যাবন্ন নন্দাদানাম-
কীৰ্ত্তনং ক্রিয়তে কলৌ । ১৯ ॥ গরিমা গণ্যতে
তাবত্ত পাদানব্রতাদিযু । নরৈরহা প্রাপ্যতে যাবদ্বি-
ভর্গভব ধুনী । ২০ ॥ যে বসন্তান্তরে কুলে কুদন্তানুচরা
হি তে । বসন্তি যাম্যতীরে যে লোকঃ তে যান্তি
বৈকবম্ । ২১ ॥ বস্তান্তে দশবর্ষান্তে যেযু
দেশেষু নন্দাদা । নরকাস্তকারী শশ্বৎ সংশ্রিতা
শশ্বনিশ্রিতা । ২২ ॥ কুতপুণ্যশ্চ তে লোকাঃ
শোকায় ন ভবন্তি তে । যে পিবন্ত জলং পুণ্যং
পার্বতীপতিসঙ্কুজম্ । ২৩ ॥ ইদং পবিত্রমতুলং
রেবায়াশ্চরিতং দ্বিজাঃ । শৃণোতি যঃ কীৰ্ত্তয়তে
মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ । ২৪ ॥ যৎফলং সমবেদৈশ্চ
সমভঙ্গপদক্রমৈঃ । ক্ষতৈশ্চ পঠিতৈশ্চ স্নাতফলমগ্নৈ-
শ্চণ্ড ভবেৎ । ২৫ ॥ সত্বাজী ফলং যচ্চ লভতে
দাদশাবগিকম । শ্রদ্ধা সর্বচ্চ রেবায়াশ্চরিতং তৎ
ফলং লভেৎ । ২৬ ॥ সর্বতীথাবগাহাচ্চ যৎফলং সাগ-
রাদিষু । সক্রচ্ছ্রুত্বা চ মাহাত্ম্যং রেবায়াস্তৎফলং

পুণ্য বনশ্চৈত্রাদি অতীব গর্ষ করিয়া থাকে আর
তাবৎ কালই কুপোদানাদির গরিমা গণ্য হইয়া
থাকে। মানব নন্দাদানীর প্রাপ্ত হইলে আর
তীর্থযজ্ঞাদির সে গর্ষ থাকে না। যাহারা রেবার
উত্তরতীরে বাস করে, তাহারা কুদন্তানুচর হয়।
আর যাহাদের নন্দাদাব দক্ষিণতীরে বাস, তাহারা
বৈকবপদ লাভ করে। নরকাস্তকারিণী, শিব-
দেহোৎপন্ন, শাশ্বতী নন্দাদা যে যে দেশে প্রবাহিত,
সেই সকল দেশ যজ্ঞ! যাব তদেশবাসী
লোকগণ কুতপুণ্য, তাহারা কুদাচ শোকপ্রাপ্ত
হয় না। যাহারা শঙ্করদেহোৎপন্ন রেবানীর
পান করে, তাহারা শশ্বৎ ও কুতপুণ্য।
হে দ্বিজগণ, এই অতুলনায় পাবন রেবাচরিত
যে মানব শ্রবণ বা কীৰ্ত্তন করে, সে অখিল
কলম হইতে মুকুতনয় পদকম সহকারে যৎফল
সমবেদ অব্যয়নে ও শ্রবণে যে ফললাভ হয়,
রেবানীকথা শ্রবণে তাহার অষ্টগুণ ফল হইয়া
থাকে। দাদশবারগিক সত্বাজী যে ফল প্রাপ্ত হয়,
একবার মাত্র রেবাচরিত শ্রবণ করিলে তাহার
তুল্য ফল হইয়া থাকে। ১—২৬। সাগরাদি সর্ব-
তীর্থাবগাহনে যে ফল, রেবামাহাত্ম্য একবার শ্রবণে
তাহার তুল্য ফল হইয়া থাকে। এই পুণ্য উপ-

পভেৎ ২৭। এতদ্ব্যমুপাখ্যানং সর্বশাস্ত্রেষু স্তমম্ ।
দেশে বা মণ্ডলে বাপি নগরে গ্রামমধ্যতঃ ২৮। গৃহে
বা তিষ্ঠতে যন্ত লিখিতং সার্ববর্নিকম্ । স ব্রহ্মা
স শিবঃ সাক্ষাৎ স চ দেবো জনার্দনঃ ২৯ ।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং মার্গোহয়ঃ দেবসেবিতঃ ।
গুরুণাঞ্চ গুরুঃ শাস্ত্রং পরমং সিদ্ধিকারণম্ ৩০ ।
যশেদং শৃণ্বান্তিত্যং পুরাণং দেবভাসিতম্ ।
ব্রাহ্মণো বেদবান ভূষাৎ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ ৩১ ।
ধনাঢ্যো জায়তে বৈশ্বঃ শূদ্রো বৈ ধর্মভাগ্
ভবেৎ ৩২ । সৌভাগ্যসম্পত্তিঃ নারী ঋত্বতৎ
সমবাগ্নুধ্যাৎ । শ্রিয়ঃ সৌখ্যং স্বর্গবাসং জন্ম
চৈবোত্তমৈ কুলে ৩৩ । রসভেদী কৃতঘ্নশ্চ
স্বামিঞচমিত্রবন্ধকঃ । গোয়শ্চ গরদশ্চৈব
কচ্ছাবিক্রয়কারকঃ ৩৪ । ব্রহ্মহ্ম শুরাপী
চ স্তেয়ী চ গুরুতল্লগঃ । নশ্বদাচরিতং শৃণু-
স্তামকং যোহভিসেবতে ৩৫ । সর্বপাপ-
বিনির্মুক্তো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ । পাকভেদী
গ্রথাপাকী দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ ৩৬ । পরীবাদী
ঋগোঃ পিত্রোঃ সাধনাং নৃপতেস্তথা । তেহপি ঋত্বা
চ পাপেভ্যো মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ৩৭ । যে
পুনর্ভাবিতাঙ্গানঃ শাস্ত্রং শৃণ্বন্তি নিত্যশঃ । পূজয়ন্তি
চ ব্রহ্মাণং নশ্বদং বস্তুভূষণৈঃ ৩৮ । পুণ্যৈঃ

পান রেবার্থাহায়া সম্বশাস্ত্রেই উত্তম বলিয়া গীত
হইয়াছে । দেশ, মণ্ডল, নগর কিংবা গ্রাম মধ্যে
যাহার গৃহে এই রেবার্থাহায়া লিখিত থাকে,
তিনি ব্রহ্মা শিব অথবা সাক্ষাৎ জনার্দন ।
ইহা ধর্মার্থকামমোক্ষের পথ-স্বরূপ । দেবগণ
ইহার সেবা করেন । ইহা গুরুও গুরু,
পরমশাস্ত্র এবং সিদ্ধিজনক । যিনি এই দেব-
ভাষিত পুণ্য পুরাণ শ্রবণ করেন, তিনি বাক্ষন হইলে
বেদবান হন, ক্ষত্রিয় হইলে বিজয় লাভ করেন,
বৈশ্ব হইলে ধনাঢ্য এবং শূদ্র হইলে ধর্মভাজন
হইয়া থাকেন । নারী ইহা শ্রবণে সৌভাগ্য ও
সম্পত্তি লাভ করে । ইহার শ্রবণে লক্ষ্মী, সৌখ্য-
স্বর্গলাভ ও বিমলকুলে জন্ম হয় । পাকভেদী, কৃতঘ্ন,
স্বামিঞা, বিশ্ববন্ধক, গোয়, গরদ, কচ্ছাবিক্রয়ী,
ব্রহ্মহ্ম, শুরাপী, তল্লগ, গুরুতল্লগ, ইহারাও এক
বৎসর নশ্বদাচরিত শ্রবণ করিয়া সর্বপাপবিন্মুক্ত
হয়, সংশয় নাই । পাকভেদী, গ্রথাপাকী, দেবব্রাহ্মণ-
নিন্দক, গুরু পিতা পাদ ও নৃপতির পরিবাদ-দাতা,
ইহারাও নশ্বদার মাপায়া শ্রবণ করিয়া নিঃশঙ্ক

কলৈশ্চন্দনাটোভোজনৈকিবিধৈরপি । শাস্ত্রেহশ্মিন
পূজিতে দেবা পূজিতা গুরবস্তথা ৩৯ । ইহ
লোকে পরে চৈব নাত্র কার্য্য বিচারণা । তস্মাৎ
সর্বপ্রযত্নেন গন্ধবস্ত্রাদিভূষণৈঃ ৪০ । পূজয়েৎ
পরয়া তক্ত্যা বাচকং শাস্ত্রমেব চ । বেদপাঠৈশ্চ
যৎপুণ্যমর্গ্যহোত্রেণৈশ্চ পালিতৈঃ ৪১ । তৎফলং
সমবাপ্নোতি নশ্বদাচরিতে শুভে । কুরুক্ষেত্রে চ
যৎপুণ্যং প্রভাসে পুন্ডরে তথা ৪২ । কুদ্যবর্তে
গয়ায়াঞ্চ বারাণস্তাং বিশেষতঃ । গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে
চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ৪৩ । এবমাদিষু তীর্থেষু
যৎপুণ্যং জায়তে নৃণাম্ । নশ্বদাচরিতং ঋত্বা
তৎপুণ্যং সকলং লভেৎ ৪৪ । আদিমধ্যাব-
সানেষ নশ্বদাচরিতং শুভম্ । যঃ শৃণোতি নরো
তক্ত্যা শৃণুয়ং তৎফলং মহৎ ৪৫ । সমাপ্য
শিবসংস্থানং দেবকন্তাসমাবৃতঃ । কুদস্ত্যমুচরো
ভূত্বা শিবেন সহ মোদতে ৪৬ । ধর্ম্যাগ্যানমিদং
পুণ্যং সর্বপাণানেষু স্তমম্ । গৃহেহপি পঠ্যতে যন্ত
চতুষ্পদ্য সত্ৰমঃ ৪৭ । ধন্তং তন্ত গৃহং যন্তে

পাপমুক্ত হয় । যাহারা ভাবিতাঙ্গা, ভাহারা নিতাই
এই পুরাণ শাস্ত্র শ্রবণ করেন । বগ্ন, ভূষণ, পুষ্প,
ফল, চন্দন ও বিবিধ অমুলেপন দ্বারা নিতাই
এই শাস্ত্রের পূজা করেন । এই শাস্ত্র পূজিত
হইলে, কি উহা কি পর উভয়লোকেই দেব ও গুরু-
গণ পূজিত হন । এ বিষয়ে বিচরণা কর্তব্য
নহে । অতএব সর্বপ্রযত্নে গন্ধ, বগ্ন ও ভূষ-
নাদি দ্বারা তঁহি সহকারে শাস্ত্র ও পাঠকের
পূজা করিবে । সমস্ত বেদাধ্যয়ন ও বহু অগ্নি-
হোত্রীর যে ফল, শুভাবত নশ্বদার চরিতশ্রবণে
মানব সেই ফল লাভ করে । কুরুক্ষেত্র, প্রভাস,
পুন্ডর, কুদ্যবর্ত, গয়া বিশেষতঃ বারাণসী, গঙ্গা-
দ্বার, প্রয়াগ, সাগরসঙ্গম প্রভৃতি তীর্থে যে
পুণ্যফল আছে, তাহা মানবগণ একমাত্র নশ্বদা-
চরিত শ্রবণ করিয়া সেই সকল পুণ্যফল লাভ
করে । কি আদি, কি মধ্য, কি অবসান
নশ্বদাচরিত সর্বত্রই মনোজ্ঞ । তঁহিপূজক
মানব ইহার শ্রবণে যে ফল লাভ করে, তাহা শ্রবণ
করন, সে দেবকন্তাগণে পরিবৃত্ত হইয়া শিবালয়স্থিত
বিবিধ সৌখ্যলাভের পর কুদ্রের অন্তর হইয়া
শিবের সন্তিত বিহার করে । এই ধর্ম্যাগ্যান সর্ববিধ
আপাণের উত্তম । যে সত্ৰমগণ ব্রাহ্মণাদি চারি
বর্ণের মধ্যে যাহার গৃহে এই পুণ্যাগ্যান পঠিত

গৃহস্থঃ চাপি তৎকুলম্ । পুস্তকং পূজয়েদ্যত্নম্ ।
 নশ্বদাচরিতম্ তু ॥ ৪৮ ॥ নশ্বদা পূজিতা তেন
 ভগবাংশ্চ মহেশ্বরঃ । বাচকে পূজিতে তদ্বদেবাশ্চ
 ঋষয়োহর্চিতাঃ ॥ ৪৮ ॥ লেখয়িত্বা চ সকলং রেবা-
 চরিতমুত্তমম্ । ভূষণং সর্ষশাস্ত্রাণাং যো দদাতি
 দ্বিজম্নে ॥ ৫০ ॥ নশ্বদাসর্ষতীর্থেষু স্নানদানেন
 যৎকলম্ । তৎকলং সমবাপ্নোতি স নরো নাত্র
 সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥ এতৎ পুরাণং ক্রদোকৃতং মহাপুণ্য-
 কলপ্রদম্ । স্বর্গদং পুত্রদং ধন্যং যশস্তং কীর্ত্তিবর্ধনম্ ॥
 ৫২ ॥ ধর্ম্মায়ুস্যমতুলং হৃৎপদং যশসনাশনম্ । পঠিতাং
 শ্রুত্যাং চাপি সর্ষকামার্থসিদ্ধিদম্ ॥ ৫৩ ॥ যৎপ্রদত্ত-
 মিদং পুণ্যং পুরাণং বাচ্যতে দ্বিজৈঃ । শিবলোকে
 স্থিতিস্তম্ পুরাণাকরবৎসরী ॥ ৫৪ ॥ ইতি
 নিগদিতমেতন্নশ্বদায়াশ্চরিতং পানগদিতমগ্রাং
 শর্ষবক্রাদবাপ্য । ত্রিভুবনজনবন্দ্যঃ ত্রেতদাদৌ
 মুনীনাং কুলপতিপুরতন্ত্বে স্মৃতমুখ্যেন সাধু ॥ ৫৫ ॥

ইতি ঐক্সান্দে রেবাশ্চপুস্তকদানাদিমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ

নাম দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমো-

অধ্যায়ঃ ॥ ২২২ ॥

হউক না কেন, আমার মনে হয় সেই গৃহ ধন্য এবং
 সেই গৃহস্থ ও সেই কুল ধন্য । যে মানব নশ্বদার
 পুস্তকচরিতময় পুস্তক পূজা করে, তাহার নশ্বদা ও
 ভগবান মহেশ্বর পূজা করা হয় । ঐ পুস্তকের পাঠক
 পূজিত হইলে দেব ও ঋষিগণ পূজিত হন । রেবা-
 চরিত সর্ষ শাস্ত্রের ভূষণ । যে মানব এই উত্তম
 চরিত লিখাইয়া দ্বিজাতিকে দান করে নশ্বদার
 অখিল তীর্থের স্নানদানে যে কল, তাহারও নিঃ-
 সংশয় সেই কল হইয়া থাকে । এই মহাপুণ্য কলদ
 পুরাণের বক্তা ব্রহ্মা । ইহা স্বর্গদ, পুত্রদ, ধন্য,
 যশস্ত, কীর্ত্তিবর্ধন, ধর্ম্মা, আয়ুস্য, অতুলনীয় এবং
 হৃৎপদনাশন । যাহারা ইহার পাঠ বা শ্রবণ করেন,
 তাঁহাদের অখিল কামনাসিদ্ধি হয় । যাহার প্রদত্ত
 পুরাণ দ্বিজগণ পাঠ করেন, পুরাণের অক্ষরসমষ্টি
 সমকাল তাহার শিবলোকে বাস হয় ! এই আপনা-
 দেবান্নিকট নশ্বদাচরিত কীর্ত্তন করিলাম ! এই শ্রেষ্ঠ
 পুরাণ প্রথম বায়ু শিববক্র হইতে লাভ করিয়া
 ব্যক্ত করেন । ইহা ত্রিভুবনজনগণের বন্দ্য ।
 ঋষিকুলপতি শৌনকাদি ঋষিগণসমক্ষে শ্রেষ্ঠ স্মৃত
 এই সাধু পুরাণবার্ত্তা বিবৃত করেন । ২১—১৫ ।

দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঃ অধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ । তেন তপসা বাপি প্রাপ্যতে
 বাঞ্ছিতং কলম্ । সর্ষং তৎ শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব
 মহামুনে ॥ ১ ॥ শ্রীশ্রুত উবাচ । নারদেনৈবমুক্তঃ স
 ভগবান কমলাপতিঃ । শ্রুত্ব যথা প্রাহ তৎ
 শ্রুত্বঃ সমাহিতাঃ ॥ ২ ॥ একদা নারদো যোগী
 পরাব্রহ্মকাম্যায় । পর্যটনং বিবিধান লোকান্
 মর্ত্যলোকমুপাগতঃ ॥ ৩ ॥ তত্র দৃষ্টো জনাঃ সর্ষে
 নানাহৃৎসমর্ষিতাঃ । নানায়োনিসমুৎপত্তাঃ ক্রিষ্টস্তে
 পাপকর্ম্মভিঃ ॥ ৪ ॥ কেনোপায়েন চেতেষাং হৃৎপ-
 নাশো ভবেদ্রবম্ । ইতি সাক্ষ্যম্ন মনসা বিকুলোকং
 গতস্তদা ॥ ৫ ॥ তত্র নারায়ণঃ দেবঃ শুক্রবর্ণঃ
 চতুর্ভুজম্ । শঙ্খচক্রগদাপদ্য-বনমালা-বিভূষিতম্ ।
 দৃষ্টো তৎ দেবদেবেশঃ বক্তুং সমুপচক্রমে ॥ ৬ ॥
 নারদ উবাচ । নমস্তে বাসুনোহতীতরূপায়ানন্ত-
 শক্তয়ে । আদি-মধ্যান্তহীনায় নিষ্ঠায়া গুণাঙ্কনে ॥

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় । *

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে !
 বিরূপ ব্রত বা তপস্তা অতীষ্ট কল লাভ হয় ?
 আমরা সে সমস্ত শুনিতে অভিলাষ কর, আপনি
 বলুন । স্মৃত করিলেন,—দেবাধি নারদ কর্ত্তক
 জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান কমলাপতি তাঁহাকে
 যেকদ বলিবারছিলেন, আপনারা সমাহিত হইয়া
 তাহা শ্রবণ করুন । একদা পরাব্রহ্মকাম্য
 যোগী নারদ বিবিধলোক পর্যটনপূর্ব্বক মর্ত্যলোকে
 সমাগত হন । তিনি দেখিলেন,—মর্ত্যধামের মানব-
 গণ নানা হৃৎসমর্ষিত, তাহারা স্ব স্ব পাপকর্ম্ম দ্বারা
 বিবিধ যোনিতে জন্মলাভ করিয়া ক্রিষ্ট হইতেছে ।
 ভাবিলেন, কি উপায়ে ইহাদিগের নিঃসংশয় হৃৎপ-
 নাশ হয় ? মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া
 তিনি বিকুলোকে গমন করিলেন এবং সেখানে
 গিয়া শঙ্খ চক্র গদা পদ্য ও বনমালা দ্বারা বিভূষিত
 শুক্রবর্ণ চতুর্ভুজ দেবদেবেশ নারায়ণকে অবলো-
 কন করিয়া তাঁহাকে কিছু বলিবার উপক্রম করি-
 লেন । নারদ বলিলেন,—বাক্য ও মনের অতীত

* বোধ্যাই-মুদ্রিত পুস্তকে সত্যনারায়ণব্রত-কথা
 নাই, বঙ্গদেশের পুস্তকে আছে । আমরা বঙ্গদেশীয়
 আদর্শানুসারে এই স্থানে সেই চারিটি অধ্যায়
 সংযোজিত করিলাম ।

১। সর্বেষামাদিভূতায় ভক্তানাংমার্জিতাশিনে।
কৃৎস্না স্তোত্রং ততো বিষ্ণুর্নারদং প্রত্যভাষত ॥ ৮ ॥
শ্রীভগবানুবাচ। কিমর্থমাগতোহসি ত্বং কিস্তে মনসি
বর্ততে। কথয়স্ব মহাতাগ তৎ সর্বং কথয়ামি তে ॥
২। নারদ উবাচ। মর্ত্যালোকে জনাঃ সর্বে
নানাক্রেশ-সমবিতাঃ। নানাযোনি-সমুৎপত্তাঃ পচ্যন্তে
পাপকণ্ঠাভিঃ ॥ ১০ ॥ তৎ সর্বং শময়েন্নাথ লব-
পায়েন তদ্বদ। শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্বং কৃপাস্তি
যদি তে ময়ি ॥ ১১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া
বৎস লোকানুগ্রহকাময়া। যৎ কৃৎস্না মুচ্যতে মোহাৎ
তৎ শৃণুস্ব বদামি তে ॥ ১২ ॥ ব্রতমস্তি মহাপুণ্যং
স্বর্গে ভূবি সুদুর্লভম্। তব স্নেহানুয়া বিপ্র প্রকাশঃ
ক্রিয়তেহবদনা ॥ ১৩ ॥ সত্যনারায়ণশ্চেতদ্ ব্রতং
সম্যগ্বিধানতঃ। কৃৎস্না সম্যক্ পুথং ভুক্তা পরে
মোক্ষমবাণুয়াৎ ॥ ১৪ ॥ তক্ষুহা ভগবদ্বাক্যং নারদঃ
পুনরববীৎ। কিং ফলং কিং বিধানক কৃতং বা

কেন তদব্রতম্। তৎসর্বং বিস্তরাদ্ কহি কদা
কার্যং ব্রতং হি তৎ ॥ ১৫ ॥ শ্রীভগবানুবাচ।
ত্বংখশোকাদিশমনঃ ধনধাত্তবিবর্জনম্। সৌভাগ্য-
সম্ভতিকরং সর্বত্র বিজয়প্রদম্ ॥ ১৬ ॥ যস্মিন্ কস্মিন্
দিনে মর্ত্যো ভক্তি-শ্রদ্ধাসমবিতঃ। সত্যনারায়ণং
দেবং যজ্ঞেভুঙ্টো নিশামুখে ॥ ১৭ ॥ বাহুবৈব্রাহ্মণৈ-
শ্চৈব সহিতো ধন্যতৎপরঃ। নৈবেদ্যং ভক্তিতো
দদ্যাৎ সপাদং ভক্ষ্যমুত্তমম্ ॥ ১৮ ॥ রস্তাকলং
দ্বতং ক্ষীরং গোধূমশ্চ চূর্ণকম্। অভাবে শালি-
চূর্ণং বা শকরাং বা শুভ্রস্তথা ॥ ১৯ ॥ সপাদং সর্ব-
ভক্ষ্যাণি একোক্ত্য নিবেদয়েৎ। বিপ্রায় দক্ষিণাং
দদ্যাৎ কথ্যং শ্রদ্ধা জনৈঃ সহ ॥ ২০ ॥ ততশ্চ বকুভিঃ
সাক্ষিঃ বিপ্রৈভ্যাঃ প্রতিপাদয়ন্। প্রসাদং ভক্ষ্যে-
ভুক্ত্যা নৃত্যগীতাদিকঙ্করেৎ ॥ ২১ ॥ ততশ্চ গৃহং
গচ্ছেৎ সত্যনারায়ণং স্মরন্। এবং কৃতে
মহুমাণাং বাহ্মাসিদ্ধির্ভবেদ্রবম্ ॥ ২২ ॥ বিশেষতঃ
কলিযুগে নাস্তোপায়োহস্তি ভূতলে। কথামগ্ন প্রব-

জনস্তুশক্তি, আদি মধ্য ও অন্তহীন, নির্গুণ গুণাত্মা,
সকলের আদিভূত, ভক্তগণের আর্জিতাশন, সেই
নারায়ণকে নমস্কার। অনন্তর বিষ্ণু নারদের এই
জ্ঞতিবাণী শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন। ভগ-
বান বলিলেন,—হে মন্ত্রভাগ! তুমি কিজন্ত
আগমন করিয়াছ, তোমার অভীষ্ট কি? বল; আমি
তোমার সকল কথারই উত্তর করিব। নারদ
বলিলেন,—মর্ত্যালোকে মানবগণ পাপকণ্ঠবশে
নানাযোনিতে জন্মলাভ করিয়া নানাবিধ ক্রেশগুক্ত
হইতেছে এবং স্ব স্ব পাপের পরিণাম ভোগ করি-
তেছে। হে নাথ! কি উপায়ে সামান্য আত্মা
তাহাদের সে সমস্ত ক্রেশ উপশমিত হয়, যদি
আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তবে বলুন,
সে সকল শুনিলার জন্ত আমার আশ্রয় হই-
তেছে। ভগবান বলিলেন,—বৎস! তুমি লোকের
প্রাণ অনুগ্রহকামনায় উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ! মানব
যেকূপ করিয়া মোহযুক্ত হইবে, আমি তোমার
মিকট তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এক মহা-
পুণ্য ব্রত আছে, ইহা স্বর্গে কি বা ভূতলে দুর্লভ;
আমি তোমার প্রতি স্নেহবশত সম্প্রতি তাহা
প্রকাশ করিতেছি। ইহার নাম সত্যনারায়ণব্রত।
ইহার বিধিবিধানসহ প্রকাশ করিব। এই ব্রত
সম্যক্-রূপে অনুষ্ঠিত হইলে ইহলোকে সুখভোগ
ও পরলোকে মোক্ষলাভ হয়। নারদ ভগবানের
এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরাহ বলি-

লেন,—এই ব্রতের কি ফল? কি বিধান?
এবং কোন্ ব্যক্তিই বা এই ব্রত করিয়াছিলেন?
আর কোন্ কালে এই ব্রত কর্তব্য? এ সকল
বিস্তারপূর্বক বর্ণন করুন। ভগবান বলিলেন,—
এই ব্রতে ত্বং-শোকাদির উপশম হয়, ইহা ধন-
ধাত্তের দ্বারা সৌভাগ্য সম্ভূতি এবং সর্বত্র বিজয়
প্রদান করে। মানব ভক্তি-শ্রদ্ধাসমবিত হইয়া যে
কোন দিনে এই ব্রত করিতে পারে, কিন্তু নিশামুখে
অথবা প্রদোষ সময়েই সত্যনারায়ণ দেবের পূজা
করিবে। ধন্যতৎপর মানব ব্রাহ্মণ ও বাহ্মবগণ সহ
এই ব্রতচরণ করিবেন, ভক্তিদ্বারা আহৃত নৈবেদ্য
প্রদান করিবেন, এই নৈবেদ্য উত্তম ভক্ষ্যযুক্ত
হইবে এবং ইহার পরিমাণ হইবে সপাদ। রস্তাকল,
দ্বত, দুগ্ধ, গোধূমচূর্ণ, গোধূমচূর্ণের অভাব হইলে
শালি অথবা তড়ুলচূর্ণ এবং শকরা কিংবা শুভ্র
দিবে। সমস্ত দ্রব্যের পরিমাণই সপাদ হইবে এবং
একত্র করিয়া নিবেদন করিবে। তারপর স্বজন-
গণের সহিত কথা শ্রবণ করিয়া দ্বিজকে দক্ষিণা
দিবে। ১—২০। অনন্তর দ্বিজগণকে প্রসাদ ভক্ষণ
করাইয়া বন্ধুগণসহ ভক্তিপূর্বক স্বয়ং প্রসাদভক্ষণ
ও নৃত্যগীতাদি করিবে। তারপর স্তব করিয়া
সত্যনারায়ণকে স্মরণ করিতে করিতে গৃহে গমন
করিতে হইবে। এইরূপ করিলে নরগণের
নিশ্চিতই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। বিশেষতঃ কলিকালে

ক্যামি কৃতকৃত্যো ভবেদ্ দ্বিজ ॥ ২৩ ॥ কশিৎ কালী-
পুরে গ্রামে আসৌদ্রিশ্চ নির্জনঃ । ক্ষুৎতৃষ্ণাব্যাকুলো
ভূত্বা সততং ভ্রমতে মহীম্ ॥ ২৪ ॥ হুঃখিতঃ ব্রাহ্মণঃ
দৃষ্ট্বা ভগবান্ ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ । বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপেণ পপ্রচ্ছ
দ্বিজমাদরাৎ ॥ ২৫ ॥ কিমর্থং ভ্রমসে বিপ্র মহীং
কুৎসাতঃ সুহুঃখিতঃ । তৎসৰ্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাং
যদি রোচতে ॥ ২৬ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ । ব্রাহ্মণো-
হতিদরিদ্রোহং ভিক্ষার্থং ভ্রমণং মম । উপায়ং যদি
জানাসি কৃপয়া কথয় প্রভো ॥ ২৭ ॥ বৃদ্ধব্রাহ্মণ
উবাচ । সত্যনারায়ণো বিষ্ণুর্বাঙ্কিতার্থকলপ্রদঃ ।
তস্য হং দ্বিজশার্দূল কুরুষ ব্রতমুত্তমম্ । যৎ কৃত্বা
সৰ্বভুংখ্যেভ্যো মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ২৮ ॥ শ্রীভগ-
বানুবাচ । বিধানঞ্চ ব্রতশ্চাপ্য বিপ্রায়াভাব্য যত্ততঃ ।
সত্যনারায়ণো বৃদ্ধস্তদ্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ২৯ ॥ ততো-
হসৌ মনসা বিপ্রশ্চিস্তয়ামাসুঃস্বপ্নম্ । ব্রতং নারা-
য়ণেনোক্তং বিদিত্বা মন্দিরং যযৌঃ ৩০ ॥ ততোহহং

তৎ করিষ্যামি ব্রতং মনসি চিস্তিতম্ । ইতি
নিশ্চিত্য বিপ্রোহসৌ রাজৌ নিদ্রাং ন লকবান্ ॥ ৩১ ॥
ততঃ প্রাতঃসমুথ্য সত্যনারায়ণব্রতম্ । করিষ্যে-
হহং সঙ্কল্প্য ভিক্ষার্থমগমদ্বিজঃ ॥ ৩২ ॥ তস্মিন্নেব
দিনে বিপ্রঃ প্রচুরং দ্রব্যমাপ্তবান্ । তেনৈব
বন্ধুভিঃ সার্কং সত্যম্ ব্রতমাচরন্ ॥ ৩৩ ॥ সৰ্ব-
ভুংখ্যবিনিমুক্তঃ সৰ্বসম্পৎসমব্রিতঃ । বভূব স দ্বিজ-
শ্রেষ্ঠো ব্রতশ্চাস্ত প্রসং তঃ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ প্র তি
কালঞ্চ মাসি মাসি ব্রতং কৃতম্ ॥ ৩৫ ॥ এবং
নারায়ণাদেতদব্রতং জ্ঞাত্বা দ্বিজোত্তমঃ । সৰ্বপাপ-
বিনিমুক্তো ত্বর্ণভঃ মোক্ষমাপ্তবান্ ॥ ৩৬ ॥ ব্রত-
মেতদ্যদা বিপ্র পৃথিব্যাং সঙ্করিষ্যতি । তদৈব
সৰ্বভুংখং হি মানবানাং বিনশ্চতি ॥ ৩৭ ॥ স্মৃত
উবাচ । এবং নারায়ণেনোক্তং নারদায় মহাশ্বনে ।
ময়াপি কথিতং বিপ্রাঃ কিমন্তং কথয়ামি বঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সত্যনারায়ণপ্রসংবাদো নাম

ত্রয়স্তিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩৩ ॥

সত্যনারায়ণব্রত বাতীত ভূতলে অভীষ্টে সিদ্ধির
অন্ত উপায়ই নাই । পূর্বে জনৈক দ্বিজ এই ব্রত
করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন । সম্প্রতি তাঁহার কথা
কহিতেছি । কালীপুর গ্রামে জনৈক নির্জন দ্বিজ
বাস করিতেন, তিনি ক্ষুৎতৃষ্ণায় অকুল হইয়া
সতত ভূতলে ভ্রমণ করিতেন । ভূদেববল্লভ
ভগবান্ দ্বিজকে হুঃখকাতর দর্শন করিয়া বৃদ্ধ-
বিপ্র-রূপ ধারণপূর্বক সাদরে তাহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন,—বিপ্র! কি জন্য আপনি অতি হুঃখিত
হইয়া সমগ্র মহীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছেন?
যদি আপনার অতিরাগি হন, আমার নিকট
বলুন, এ সকল শুনিলে আমার অভিলাষ
হইতেছে । ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি অতি
দরিদ্র দ্বিজ, ভিক্ষার্থ আমার এইকপ ভ্রমণ
প্রভো! যদি আপনার উপায় জানা থাকে,
কৃপাপূর্বক বলুন । বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন,—সত্য-
নারায়ণ বিষ্ণু বাঙ্কিতার্থ প্রদান করেন । হে দ্বিজ-
শার্দূল! আপনি সেই সত্যনারায়ণের অনুরক্ত ব্রত
করুন; মানব এই ব্রত করিয়া সৰ্ববিধ ভুংখ হইতে
মুক্ত হয় । ভগবান্ কহিলেন,—বৃদ্ধবেশী সত্যনারায়ণ
দ্বিজকে সাদরে সম্যক ব্রতবিধান বলিয়া সেই স্থানেই
অন্তর্হিত হইলেন । অনন্তর সেই দ্বিজ মনে মনে
স্বপ্নরূপে চিন্তা করিয়া গৃহে গমন করিলেন ।
বুলিলেন,—নারায়ণই এই ব্রতাদেশ করিয়াছেন ।

অতএব আমি এই ব্রত করিব, ইহাও মনে মনে
চিন্তা করিলেন । দ্বিজ এইরূপ নিশ্চয় করিলেন,
সে রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না । অনন্তর
রাত্রি প্রভাত হইলে, দ্বিজ গাত্রোত্থান করিয়া আমি
সত্যনারায়ণব্রত করিব । এইকপ সঙ্কল্পপূর্বক
ভিক্ষার্থ গমন করিলেন । সে দিন দ্বিজ ভিক্ষায়
প্রভূত দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন, তদ্বারা বন্ধুগণ সহ
সত্যনারায়ণ ব্রত করিলেন, ব্রতপ্রভাবে দ্বিজোত্তম
সৰ্বভুংখবিনুক্ত ও সৰ্বসম্পৎসমব্রিত হইলেন ।
আর তদবধি তিনি প্রতি মাসেই সত্যনারায়ণব্রত
করিতে লাগিলেন । ভগবান্ বলিলেন,—সেই
দ্বিজসত্তম এইরূপে সেই বৃদ্ধবেশী সত্য নারায়ণের
নিকট ব্রত বিদিত হইয়া সৰ্বপাপবিনিমুক্ত ও ত্বর্ণত
মুক্তিভাজন হইয়াছিলেন । হে বিপ্র নারদ! যে
সময় এই ব্রত পৃথিবীতে প্রচারিত হইবে, তখনই
মানবগণের সৰ্বভুংখ বিনষ্ট হইবে । স্মৃত কহি-
লেন,—হে বিপ্রগণ! নারায়ণ মহাশয় নারদকে
এইরূপই বলিয়াছিলেন, আমিও আপনাদের নিকট
ঠিক সেই সেইরূপই বলিলাম, এক্ষণে আপনাদের
সমীপে আর কি বলিব; ২১-৩৮ ।

ত্রয়স্তিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩৩ ॥

চতুঃশ্লোকাদিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । তস্মাদ্বিপ্র ব্রতঃ কেন পৃথিব্যাং
চরিতঃ মূনে । তৎসৰ্বং শ্রোতুমিচ্ছামঃ শ্রদ্ধাস্থাকং
প্রজায়তে । ১ । সূত উবাচ । শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সৰ্ব্বে
তস্মাদযেন কৃতং ভূবি । একদা স দ্বিজবরো যথা-
বিভববিস্তরৈঃ । ২ । বন্ধুভিঃ স্বজনৈঃ সার্কঃ ব্রতঃ
কৰ্ত্তুঃ সমুদ্যতঃ । এতস্মিন্নন্তরে কালে কাঠকেতুঃ
সমাগতঃ । ৩ । বহিঃ কাঠকং সংস্থাপ্য বিপ্রস্ত
মন্দিরং যযৌ । ভূকয়া পীড়িতো ভূহা বিপ্রং দৃষ্টো
তথাবিধম্ । ৪ । প্রনিপত্য দ্বিজং প্রাহ কিমিদং
ক্রিয়তে ত্বয়া । কতে কিং কলমাপ্নোতি বিস্তরাৎ-
বদ মে প্রভো । ৫ । বিপ্র উবাচ । সত্যনারায়ণ-
স্কোদং ব্রতঃ সৰ্ব্বোপিতপ্রদম্ । হৃৎপদারিদ্ৰ্যশমনং
পুত্রপৌত্রবিবৰ্দ্ধনম্ । ৬ । তস্মাৎ প্রসাদান্নে সৰ্বং
ধনধান্তাদিকং মহৎ । ততস্তদ্বচনং শ্রদ্ধা কাঠ-
কর্ত্তাতিহৰ্ষিতঃ । ৭ । পপৌ জনং প্রসাদকং ভূক্কা
তন্নগরং যযৌ । সত্যনারায়ণং দেবং চিন্তয়ন স্থির-
মানসঃ । ৮ । কাঠং বিক্রীয নগরে প্রাপ্ত্যামি চাদ্য

চতুঃশ্লোকাদিকবিশততম অধ্যায় ।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিপ্র ! তাহার
পর পৃথিবীতলে কোন মানব এই ব্রতচরণ
করিয়াছিল ? হে মূনে ! এ সকল আমরা শুনিতে
অভিলাষ করি, এ বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধা জন্মি-
য়াছে । সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ ! অতঃপর
ভূতলে কে এই ব্রত করিয়াছিল, শ্রবণ করুন ।
একদা সেই দ্বিজবর বন্ধুগণের সহিত স্বীয় বিভ-
বানুরূপ ব্রত করিতে উদ্যত হন, ইত্যবসরে
জৈনক কাঠকর্ত্তা (কাঠরিয়া) তথায় আসিয়া
উপনীত হয় । কাঠকর্ত্তা বাহিরে কাঠ রাগিয়া
দ্বিজমন্দিরে গমন করিল । কাঠকর্ত্তা তখন
ভূকর্ত্ত, সে বিপ্রকে তথাবিধ কার্যে নিমুক্ত
দর্শন করিয়া প্রণামপূর্বক জিজ্ঞাসা করিল—আপনি
এ কি করিতেছেন ? বিপ্র বলিলেন,—ইহা
সত্যনারায়ণব্রত । এই ব্রত হৃৎপদারিদ্ৰের উপশম
করে, সৰ্ববিধ অভৌষ্টে প্রদান করে আর
পুত্র পৌত্র বর্দ্ধিত করে । এই ব্রতপ্রভাবেই
আমার ধনধান্তাদি মহাসমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে ।
অনন্তর দ্বিজবাক্য শ্রবণে কাঠকর্ত্তা অত্যন্ত
হইল । সে জনপান ও প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া স্থির

যত্নম্ । তেনৈব সত্যদেবস্ত করিষ্যে ব্রতমুত্তমম্ ।
৯ । ইতি সন্ধিস্তা যনসা কাঠং কৃৎস্বা তু মস্তকে ।
জগাম নগরং রম্যং ধনিনাং যত্র সংস্থিতিঃ । ১০ ।
তদ্দিনে কাঠমূল্যকং দ্বিগুণং প্রাপ্তবানসৌ । ততঃ
প্রসন্নহৃদয়ঃ স্পৃহকং কদলীফলম্ । ১১ । শর্করাং
স্বতহৃদকং গোধূমস্ত চ চূর্ণকম্ । প্রত্যেকস্ত সপাদকং
গৃহীত্বা স্বপুং যযৌ । ১২ । ততো বন্ধুন সমাহুয়
চকার বিধিনা ব্রতম্ । তদব্রতস্ত প্রসাদেন ধন-
পুত্রাধিতোহভবৎ । ১৩ । ইহ লোকে স্তুখং ভূক্কা
চাস্তে সত্যাপুং যযৌ । পুনরন্তং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং
মুনিপূজবাঃ । ১৪ ।

ইতি শ্রীকান্দে বিপ্র-কাঠকেতুসংবাদো নাম চতু-
ঃশ্লোকাদিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চাশ্লোকাদিকবিশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ । আসীহুত্বামুখো নাম নৃপতি-
ধনিনাং বরঃ । জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী যযৌ দেবা-

মনে সত্যনারায়ণ দেবকে চিন্তা করিতে করিতে
সেই নগরমধ্যে গমন করিল । মনে মনে বলিল,
—অদ্য নগরে কাঠ বিক্রয় করিয়া যে ধন পাইব,
তদ্বারাই সত্যদেবের উত্তম ব্রত করিব । সে
এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া মস্তকের উপর
কাঠ উঠাইয়া লইল এবং নগরমধ্যে যে
স্থানে ধনিগণের রম্য আবাসস্থান, তথায় গমন
করিল । এদিন কাঠকর্ত্তা দ্বিগুণ কাঠমূল্য লাভ
করিল, তাহার হৃদয় প্রসন্ন হইল ; যে স্পৃহ
কদলীফল, শর্করা, স্বত, হৃৎ ও গোধূমচূর্ণ
প্রত্যেকে সপাদ পরিমাণ গ্রহণপূর্বক গৃহে গমন
করিল । অনন্তর বন্ধুগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া
যথাবিধি ব্রত করিয়া, সেই ব্রতপ্রভাবে কাঠ-
কর্ত্তা ধন ও পুত্রাধিত হইল এবং ইহলোকে
সুখভোগ করিয়া অন্তিমালে সত্যাপুরে গমন
করিল । হে মুনিপূজবগণ ! পুনরায় শ্রুত্ব আর এক
ঘটনা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন । ১—১৪ ।

চতুঃশ্লোকাদিকবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩৪ ।

পঞ্চাশ্লোকাদিকবিশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—গুরুকালে উদ্যমুখ নামে
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় জনৈক প্রবলপরাক্রান্ত রাজা

সমঃ প্রতি ১। দিনে দিনে ধনঃ দধা দ্বিজঃ
সন্তোষয়েৎ সুধীঃ ২। তস্মা ভাৰ্য্যা প্রমুখা চ
সরোজবদনা সতী। ভদ্রশীলা ব্রতঃ সত্যঃ সিন্ধু-
তীরেহকরোম্মুনে ৩। এতন্নিম্নেব সময়ে সাধু-
রেকঃ সমাগতঃ। বাণিজ্যার্থঃ বহুবিধৈরভ্রাদৈঃ
পরিপূরিতাম্ ৪। নাবঃ সংস্থাপ্য তস্তীরে জগাম
তন্তটং প্রতি। দৃষ্ট্বা তত্র ব্রতঃ সম্যক্ পপ্রচ্ছ
বিনয়াবিতঃ ৫। সাধুৰ্বাচ। কিমিদং ক্রিয়তে
রাজন্ ভক্তিযুক্তেন চেতসা। প্রকাশং কুরু তৎ
সৰ্বং শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ৬। রাজোবাচ।
পূজনং ক্রিয়তে সাধো বিষ্ণোরতুলতেজসঃ। ব্রতঞ্চ
স্বজ্ঞৈঃ সার্কিং পুত্রাদিপ্রাপ্তয়ে ময়া ৭। প্রত্যাচ
ততো নহা রাজানং সাদবঃ বচঃ। সাক্ষং কথায়
মে রাজন্ ব্রতমেতৎ করোম্যহম্ ৮। মমাপি
সন্ততির্নাস্তি এতন্মাত্তবিতা ক্রবম্। ততো নিবৃত্তা
বাণিজ্যং সানন্দং গৃহমাযযৌ ৯। কিম্বদিনে

ছিলেন। ধীমান নৃপ প্রতিদিন দেবালয়ে গমন ও
ধনদান দ্বারা দ্বিজগণের সন্তোষ সাধন করিতেন।
ভাঁহার ভাৰ্য্যার নাম ভদ্রশীলা। সরোজবদনা প্রমুখা
ভদ্রশীলা পতিপরায়ণা ছিলেন। রাজা পত্নীর
সহিত সিন্ধুতীরে গমন করিয়া সত্যানারায়ণ ব্রত
করিতেন। একদা রাজার ব্রতকালে জটনক
সাধু বণিক্ তথায় উপনীত হন। তিনি বাণি-
জ্যের জন্ত বহুবিধ ধনরত্নপরিপূরিত তরী
লইয়া বহির্গত হইয়াছিলেন। বণিক্ সেই সিন্ধু-
তীরে তরী রাখিয়া তটোপান্ত্রে উপনীত হই-
লেন এবং তথাবিধ ব্রত দর্শন করিয়া সবিনয়ে
রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ সাধু বালিলেন,—
রাজন্! ভক্তিযুক্তচিত্তে এ কি করিতেছেন?
সম্প্রতি এ সকল শুনিতে আমার আভিলাষ
হইতেছে; প্রকাশ করিয়া বলুন। রাজা বলি-
লেন,—হে সাধো! আমি বন্ধুগণ সহ অতুলতেজা
বিষ্ণুর পূজা করিতেছি, আর পুত্রাদিপ্রাপ্তির
নিমিত্তই আমার এই ব্রতচরণ জানিবে।
অনন্তর সাধু রাজাকে সাদরে প্রণাম করিয়া
প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে রাজন! অঙ্গের
সহিত এই ব্রত ব্যক্ত বরুন, আমিও এই ব্রত
করিব; আমারও সন্ততি নাই, এই ব্রতে
নিশ্চিতই আমার সন্ততি লাভ হইবে। এই
বলিয়া বণিক্ সেই রাজার নিকট ব্রতবিধান সম্যক
অবগত হইয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বণিক্

তস্মা ভাৰ্য্যাভবদগৰ্ভবতী সতী। গৰ্ভযুক্তানন্দ-
চিত্তাহভবদ্বর্ষ্যপরায়ণা ১০। পূর্ণে গর্ভে ততো
জাতা বালিকা চাতিশুন্দরী। দিনে দিনে বর্দ্ধমানা
শুক্রপক্ষে যথা শশী ১১। ততো বর্ণকনুতায়ান্ত
জাতকাদীন সমাপ্য চ নায়্য কলাবতী চেতি ভ্রাম-
করণং কৃতম্ ১২। ততো লীলাবতী প্রাহ
ধামিনঃ মধুরং বচঃ। ন করোষি কিমর্থং বা পুরা
যচ্ছ প্রতিশ্রুতম্ ১৩। সাধুৰ্বাচ। বিবাহ-
সময়েহপ্যন্তাঃ করিষ্যামি ব্রতং প্রিয়ে। ইতি
ভাৰ্য্যাঃ সমাশ্বাস্ত জগাম তন্তটং প্রতি ১৪।
ততঃ কলাবতী কন্যা বর্দ্ধিতা পিতৃবেশ্মনি। দৃষ্ট্বা
কন্যাং ততঃ সাধুর্নগরে বন্ধুভিঃ সহ ১৫। মন্ত-
য়িত্বা দ্রুতং দূতং প্রেষয়ামাস ধর্ম্যবিৎ। বিবাহার্থক
কন্যায় বরং শ্রেষ্ঠং বিচারয়ন্ ১৬। তেনাজ্ঞপ্ত-
স্ততঃ সোহসৌ কাঞ্চনং নগরং যযৌ। তন্মাদেকঃ
বণিক্পুত্রং সমাদায়াগতো হি সঃ ১৭। দৃষ্ট্বা তু
শুন্দরং বালং বর্ণকপুত্রং শুণাণ্ডিতম্। জ্ঞাতি-
ভির্বন্ধুভিঃ সার্কিং পরিতৃষ্টেন চেতসা ১৮। দত্ত-

বাণিজ্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া সানন্দে গৃহে আগ-
মন করিলেন, কিম্বদিন পরেই ভাঁহার পতিব্রতা
পত্নী গর্ভবতী হইলেন। অনন্তর কালে ভাঁহার
অতিশুন্দরী এক বালিকা জন্মিল। বালিকা
শুক্রপক্ষের শশবরের জায় দিন দিন বর্দ্ধিত
হইতে লাগিল। অনন্তর বণিক্ কন্যার জাত-
কন্যাদি সমাপন করিয়া ভাঁহার নাম রাখিলেন
—কলাবতী ১০—১২। অনন্তর সাধুপত্নী লীলাবতী
মধুর বাক্যে পতিক্কে কহিলেন,—আপনি পূর্বে
যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এখন কিজন্য তাহা
করিতেছেন না? সাধু বালিলেন,—প্রিয়ে!
কলাবতীর বিবাহকালে সত্যানারায়ণ ব্রত
করিব। সাধু মহর্ষিমণীকে এইরূপে আশ্রুতা
করিয়া সিন্ধুতটের দিকে গমন করিলেন। এ
দিকে কলাবতী পিতৃগৃহে বর্দ্ধিত হইতে
লাগিল। অনন্তর ধর্ম্যবিৎ পিতা পুত্রীকে বিবাহ-
যোগ্য দর্শন করিয়া বন্ধুগণসহ মন্ত্রণাপূর্বক সত্বর
নগরমধ্যে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত সাধুর
আদেশে কাঞ্চননগরে গমন করিয়া লীলা-
বতীর বিবাহযোগ্য উত্তম বর অন্বেষণপূর্বক সেই
নগর হইতে জটনক বণিক্ তনয়কে লইয়া প্রত্যাগত
হইল। সাধু সেই শুন্দর ও শুণাণ্ডিত বালক
বণিক্ নন্দনকে সন্দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে জ্ঞাতি ও

বান সাধুপুত্রায় কন্যাং বিধিবিধানতঃ । ততো-
হভাগ্যবশাভেন বিস্মৃতং ব্রতমুত্তমম্ । বিবাহসময়ে-
হপ্যস্তাস্তেন কষ্টোহভবদ্বিভূঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ কালেন
কিয়তা নিজধর্ম্যবিশারদঃ । বাণিজ্যার্থং গন্তুঃ শীঘ্রং
জামাতা সহিতো বণিক্ ॥ ২০ ॥ রত্নসারপুরে রমো
গয়া সিন্ধুসমীপতঃ । বাণিজ্যং কুরুতে সাধুর্জামাতা
শ্রীমতা সহ । পুরীং নিশ্চায় নগরে চন্দ্রকেতুনপুত্র ৫ ॥
২১ ॥ এতন্মিরেব কালে তু সত্যনারায়ণঃ প্রভূঃ ।
ব্রষ্টপ্রতিজ্ঞমালোক্য শাপং তন্মৈ প্রদত্তবান্ ॥ ২২ ॥
অদ্যারভ্য কিয়ৎকালং হুঃখস্তেহত্র ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥
তন্মিরেব দিনে রাজো ধনমাদায় তস্করঃ । তেনৈব
বর্ষানায়াতঃ পৃষ্ঠদেশং বিলোকয়ন ॥ ২৪ ॥ স পশ্চাদ্
ধাবতো দূতান্ দৃষ্ট্বা ভীতেন চেতসা । বনং সংস্থাপ্য
তত্রৈব গতঃ শীঘ্রমলঙ্কিতঃ ॥ ২৫ ॥ ততো দূতঃ
সমায়াতাঃ যত্রাস্তে সজ্জনো বণিক্ । দৃষ্ট্বা ভূপ-
ধনং তত্র বদ্ধা দূতা বণিক্শ্রুতো । হর্ষযুক্তা ধাব-
মানা উচুর্নৃপসমীপতঃ ॥ ২৬ ॥ তস্করো হৌ সমা-
নীতো বিলোক্যাক্রোশয় প্রভো । তেনাক্রষ্টেপুংসতঃ
শীঘ্রং দূতং বদ্ধা তু তানুভো ॥ ২৭ ॥ স্থাপিতৌ দৌ

বন্ধগণ সহ যথাবিধানে তাহাকেই কন্যা অর্পণ করি-
লেন । দুর্ভাগ্যবশতঃ লীলাবতীর বিবাহকালেও
তিনি সেই অন্তিম ব্রত বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তজ্জন্ম
বিভূ কষ্টে হইলেন । অনন্তর বাণিজ্য-বিশারদ
বণিক্ কিয়দিন পরে শ্রীমান্ জামাতার সহিত
বাণিজ্যার্গ সহর যাত্রা করিলেন । তিনি নৃপতি চন্দ্র-
কেতুর অধিকারভূমি, সিন্ধুসমীপবর্তী, রমা, রত্নসার
নগর মধ্যে এক পুরী নিশ্চয় করিয়া বাণিজ্য
করিতে লাগিলেন । সেই সময় প্রভু সত্যনারায়ণও
সাধুকে মিথ্যাবাদী জানিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত
করিলেন, বলিলেন,—আজ হইতে কিছুদিন এথা-
নেই তুমি হুঃখ প্রাপ্ত হইবে । এদিকে সেইদিনেই
জনৈক তস্কর রাজার ধন চুরি করিয়া সাব্র বাসার
পার্শ্ববর্তী পথে আসিতেছিল, তস্কর পাছের দিকে
চাহিয়া দেখিল,—দূতগণ তাহার পশ্চাৎ বাবিত
হইয়াছে, সে ভীতচিত্তে সেই অপহৃত ধন সেই
স্থানে পরিত্যাগপূর্বক দ্রুত অলঙ্কিত হইল । অন-
ন্তর দূতগণ সেই সজ্জন বণিকের নিকটে আগমন-
পূর্বক সেই স্থানে ভূপধন দর্শন করিয়া জামাতার
সহিত সাধুকে বাধিয়া ফেলিল ; তাহার হৃষ্টচিত্তে
সহর রাজসমীপে গমন করিয়া নিবেদন করিল,—
প্রভো । তস্করদ্বয় আনীত হইয়াছে, দর্শন করুন

মহাগুর্গে কারাগারেই বিচারতঃ । মায়ায়া সত্যদেবস্ত
ন ক্রতঞ্চ ত্যোর্বচঃ ॥ ২৮ ॥ ততস্তয়োর্বচঃ যচ্চ
গৃহীতং চন্দ্রকেতুনা । তচ্ছাপাচ্চ ত্যোর্বচোহে
ভাৰ্য্যাপি হুঃখিতাভবৎ ॥ ২৯ ॥ চৌরেণাপহৃতং
সর্বং গোহে যচ্চ স্থিতং ধনম্ । আধিব্যাধি-
সমায়ুক্তা কুৎপিপাসাপ্রপীড়িতা ॥ ৩০ ॥ অন্নচিন্তাপরা
ভূয়া ভ্রমতে চ গৃহে গৃহে । ততঃ কলাবতী কন্যা
বভ্রাম প্রতিবাসরম্ ॥ ৩১ ॥ একদা সা তু ভবনাৎ
ক্ষুধার্তা দ্বিজমন্দিরম্ । গয়াপশ্চাদ্ভ্রতং তত্র সত্য-
নারায়ণম্ যা ॥ ৩২ ॥ উপবিষ্টা কথং কথং বরং
সম্প্রার্থ্য বাঞ্ছিতম্ । প্রসাদভক্ষণং কুত্বা
যযৌ রাজো গৃহং প্রতি ॥ ৩৩ ॥ ততো লীলাবতী
কন্যাং ভ্রাসয়ামাস তাং ভ্রাম্ । পুত্রি রাজো স্থিতা
কুত্র কিস্তে মনসি বভূভে ॥ ৩৪ ॥ দ্বিজালয়ে ব্রতং
মাতদৃষ্টং বাঞ্ছিতসিদ্ধিদম্ । তস্করী কন্যকানাকং
ব্রতং কভুঃ সমদ্যতা । সমুতা সা বণিগুভাৰ্য্যা

এবং আদেশ করুন, কি করিতে হইবে ? অনন্তর
রাজাদেশে দূতগণ বণিক্‌দ্বয়কে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া
মহাগুর্গে কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করিল ; তৎকালে
তাঁহাদের আর কোন বিচারই হইল না । বণিক্-
দ্বয় অনেক বলিলেন, কিন্তু সত্যদেবের মায়ায়
কেহই তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিল না । অনন্তর
নৃপতি চন্দ্রকেতু তাঁহাদের যে ধন সম্পত্তি ছিল,
তাঁহা গ্রহণ করিলেন । সত্যদেবের শাপে তাঁহা-
দের গৃহে লীলাবতী এবং কলাবতীও হুঃখিতা
হইল । গৃহে যে সকল ধন-সম্পত্তি ছিল, তস্করে
সে সকল অপহরণ করিল, লীলাবতী অধি-
বাসিনীসমায়ুক্তা ও ক্ষুধাপিপাসায় পীড়িতা হইল
এবং অন্নচিন্তাপরায়ণা হইয়া নগরের গৃহে গৃহে ভ্রমণ
করিতে লাগিল । এইরূপে কলাবতীও প্রাতি-
দিন গরের ভিত্তি ভ্রমণ করিতে লাগিল । ১৩—৩১ ।
একদা ক্ষুধার্তা কলাবতী গৃহ হইতে বাহ্যগত হইয়া
কোনও দ্বিজমন্দিরে গমন করিল,—দেখিল,—সেখানে
সত্যনারায়ণের ব্রত হইতেছে । সে তথায় উপ-
বেশন ও ব্রতকথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রার্থনা
করিল এবং প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া সেই রাজের গৃহে
চলিয়া গেল । তখন লীলাবতী কন্যাকে অত্যন্ত
তিরস্কার করিল, বলিল,—পুত্রি ! রাজে কোথায়
ছিলে ? তোমার মনে কি আছে ? কলাবতী
কহিল,—দ্বিজালয়ে সত্যনারায়ণ-ব্রত হইতোছিল,
আমি তাহা দর্শন করিতেছিলাম ; মাতঃ ! সেই

সত্যনারায়ণ ৮। ৩৫ । বত্ৰক্রে ৮। ৩৫ সাধ্বী
বকুতিঃ স্বজনৈঃ সহ । ভৰ্জ্যামাতরৌ কিপ্র
মাগচ্ছেতাঃ মমাম্রমম । ৩৬ । ইতি দেবঃ
বরং যাচে সত্যদেবঃ পুনঃপুনঃ । অপরাধস্ত ভৰ্জ্যে
জামাতুঃ কন্তমহসি । ৩৭ । ব্রতেন তস্তাঙ্গষ্টোহসৌ
সত্যনারায়ণঃ প্রভুঃ । দর্শয়ামাস স্বপ্নং হি চন্দ্রকেতু
নৃপোত্তমম্ । ৩৮ । বন্দী তৌ মোচয় প্রাতর্কনিজৌ
নৃপসত্তম । দেয়ং ধনঞ্চ তৎসর্বং বিধিনা দ্বিগুণী-
কৃতম্ । ৩৯ । নো চেৎ ভাঃ নাশয়িষ্যামি স রাজ্য-
ধনপুত্রকম্ । এবমভাষ্য রাজানং ধ্যানগম্যে-
হভবৎ প্রভুঃ । ৪০ । ততঃ প্রভাতসময়ে রাজা ৫
স্বজনৈঃ সহ । উপবিষ্ট সভামধ্যে প্রাহ দূতজনং
প্রতি । বন্ধৌ মহাজনৌ শীঘ্রং মোচয়ধ্বং বণিক-
নৃতৌ । ৪১ । ইতি রাজো বচঃ শ্রদ্ধা মোচয়িত্ব
মহাজনৌ । সমানীয় নৃপসভাগ্রে প্রোচুস্তে বিনয়-
মিতাঃ । ৪২ । আনীতৌ দ্বৌ বণিকপুত্রৌ নৃতৌ
নিগড়বন্ধনাৎ । ৪৩ । ততো মহাজনৌ নত্বা চন্দ্র-
কেতুং নৃপোত্তমম্ । স্মৃতা ৫। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩।

সত্যব্রত অভীষ্ট-প্রদ । নীলাবতী কন্তার সেট
বাক্য শুনিয়া ব্রত করিতে উদ্যত হইল, সমুদ্র
নাধ্বী সাধুপত্নী স্নানদগণসমভিযাহারে সত্যনারায়ণ-
ব্রত করিল, 'স্বামী ও জামাতা সত্বর গৃহে আগমন
করুন,' সত্যদেবসমীপে পুনঃপুনঃ এই বর প্রার্থনা
করিল এবং বলিল,—আমার স্বামী ও জামাতার
অপরাধ ক্ষমা করুন । বণিকপুত্রীর ব্রতে প্রভু
সত্যনারায়ণ প্রীত হইলেন, তিনি নৃপসত্তম চন্দ্র-
কেতুকে স্বপ্ন দেখাইলেন । স্বপ্নে বলিলেন,—
নৃপসত্তম ! প্রভাতে বন্দি বণিকদ্বয়কে মুক্ত কর;
তাহাদের যে ধন গ্রহণ করিয়াছ, যথাবিধি তাহার
দ্বিগুণ করিয়া প্রদান কর; অতথা রাজ্য, ধন ও
পুত্রের সহিত তোমাকে বিনাশ করিব । প্রভু
নৃপকে এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন । অনন্তর
নৃপ প্রভাতসময়ে স্বজনসহ সভাগৃহে উপবেশন-
পূর্বক দূতগণের প্রতি আদেশ করিলেন, বলি-
লেন,—বন্দি মহাজন বাণকন্দনদ্বয়কে শীঘ্র মুক্ত
কর । দূতগণ ভূপতির আদেশ পাইয়া মহাজন-
দ্বয়কে মুক্ত করিল এবং তাহাদিগকে নৃপসমীপে
আনয়নপূর্বক বিনয়বাক্যে নিবেদন করিল,—বণিক-
তনয়দ্বয়কে নিগড়বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আনয়ন
করিয়াছি । তখন মহাজনদ্বয়ের মনে পূর্বপুত্রান্ত
স্মরণ হইল, সত্যনারায়ণের মহিমা স্মরণ করিয়া

বিহ্বলৌ । ৪৪ । রাজা বণিকঃ তৌ বীক্য প্রোবাচ
সাদরং বচঃ । দৈবাৎ প্রাপ্তং মৎকষ্টমিদানীং নাতি
তন্তয়ম্ । ৪৫ । ইদানীমেব মুক্তধ্বং ক্ষুরকর্মাদিকং
চর । ৪৬ । ততো নৃপবরঃ শ্রীমান স্বর্ণরত্নবিভূষণৈঃ ।
অলঙ্কৃত্য বণিকপুত্রৌ বচসাগ্রীণয়দভূষম্ । পুরা-
নীতঞ্চ যদ্রব্যং দ্বিগুণীকৃত্য দত্তবান্ । ৪৭ । প্রোবাচ
তৌ ততো রাজা গচ্ছ সাধৌ নিজাম্রমম্ । রাজানং
প্রণিপত্যাহ গন্তব্যং স্বপ্নপ্রসাদতঃ । ৪৮ । যাত্রাং
কৃত্বা ততঃ সাধুর্মঙ্গলাচারপূর্বিকাম্ । ব্রাহ্মণেভ্যো
ধনং দত্ত্বা সহসৌ নগং যযৌ । ৪৯ । বি দূরে
গতে সাধৌ সত্যনারায়ণঃ প্রভুঃ । জিজ্ঞাসাং কৃত-
বান সাধৌ কিমস্তি তরং তব । ৫০ । ততো মহা-
জনৌ মন্তো হেলয়া ৫ প্রভৃৎ ৫ । কথং পৃচ্ছসি ভো
দণ্ডিন্ মুদ্রাং কিং লক্ষ্মি হসি । লতাপত্রাদিব কব
বর্ততে তরণো মম । ৫১ । নিষ্ঠুরঞ্চ বচঃ শ্রদ্ধা
সভাং ভবতু তে বচঃ । এবমুক্তা গতঃ শীঘ্রং
দণ্ডী তস্তা সমীপতঃ । কিয়দূরে ততো গচ্ছা স্থিতঃ

তাহারা বিস্ময় ও ভয়ে বিহ্বল হইলেন, এবং
নৃপতি চন্দ্রকেতুকে প্রণাম করিলেন । রাজাও
তাহাদিগকে দর্শন করিয়া সাদরে বলিলেন,—
দৈবাৎ মহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছ, এখন আর তোমা-
দের সে ভয় নাই; সম্প্রতি তোমরা মুক্ত, এক্ষণে
ক্ষৌরকর্মাদি সম্পন্ন কর । অনন্তর নৃপবর শ্রীমান
চন্দ্রকেতু স্বর্ণরত্ননির্মিত বিভূষণ দ্বারা বণিকতনয়-
দ্বয়কে অলঙ্কৃত করিয়া মধুর বাক্যে তাহাদিগকে
অত্যন্ত প্রীত করিলেন এবং পূর্বে তাহাদের
যে ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বিগুণ ধন
দান করিয়া বলিলেন,—হে সাধো! নিজাম্রমে
গমন কর । সাধুও রাজাকে প্রণাম করিয়া কহি-
লেন,—আপনার প্রসাদেই আমরা গৃহ গমনে
সমর্থ হইলাম । ৩২—৮ । তখন সাধু সহস্র
মঙ্গলাচারপূর্বক যাত্রা করিয়া দ্বিজগণকে ধনদান
করত শীঘ্র নগরাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন । সাধু
কিয়দূর অগ্রসর হইলে প্রভু সত্যনারায়ণ দণ্ডি-
বেশে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—
সাধো! তোমার তবণীতে কি আছে? অনন্তর
মহাজন হেলায় হাসিতে হাসিতে বলিল,
—হে দণ্ডিন্! কি জন্ত জিজ্ঞাসা করিতেছ, তুমি
মুদ্রা প্রার্থনা কর কি? আমার তরণীতে লতাপত্রাদি
বিদ্যমান । দণ্ডিবেশী সত্যনারায়ণ এইরূপ নিষ্ঠুর
বাক্য শ্রবণ করিয়া 'তোমার বাক্য সত্য হটক'

সিদ্ধসমীপতঃ । ৫২ । গতে দণ্ডিনি সাধুশ্চ কৃত-
নিত্যক্রিয়াদা । উথয়াং তরনীং দৃষ্টা বিশ্বয়ঃ
পরমঃ যমো ॥ ৫৩ ॥ লতাপত্রাদিকং দৃষ্টা মুচ্ছিতো
স্তপতত্ববি । লকসংজ্ঞো বণিকপুত্রস্ততশ্চিন্তাপরো-
হতবৎ । অন্তরং হৃদিতুঃ কান্তো বচনক্কেদমব্রবীৎ ॥ ৫৪ ॥
জামাতোবাচ । কিমর্থং কুরুষে শোকং শাপাদেতচ্চ
দণ্ডিনঃ । শকাতে তেন সর্বং হি কর্তুং হর্ষুঃ ন
সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ ততস্তচ্ছরণং যামো বাহিতার্থো
ভবিষ্যতি । জামাতুশ্চ বচঃ শ্রুত্বা তৎসকাশং গত-
স্তদা ॥ ৫৬ ॥ দৃষ্টা চ দণ্ডিনঃ তস্য নন্দা প্রোবাচ
সাদরম্ । কমস্য চাপরাধং মে যজ্ঞকঃ তব সন্নিধৌ ।
৫৭ ॥ যয়া হুয়াস্মিন দেব যুগ্মোহহং তব মায়য়া ।
যজ্ঞকঃ তদ্বচো নাথ হৃষ্টং মে কন্তুমর্হসি ॥ ৫৮ ॥
যতঃ পরকৃপাঃ সর্বৈ কমাসারাহি সাধবঃ । পুনঃ-
পুনস্ততো নন্দা করোদ শোকবিহ্বলঃ ॥ ৫৯ ॥ তমু-
বাচ ততো দণ্ডী বিলপন্তঃ বিলোকা চ । মা রোদৌঃ
শৃণু মে বাক্যং মম পূজাপরাধুগঃ ॥ ৬০ ॥ মামব-

বলিয়া সাধুর সমীপ হইতে সত্বর চলিয়া গেলেন ।
তখন দণ্ডী সাধুসন্নিধান হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর
হইলে সাধুও সিকুতটে অবতরণ করিয়া নিতাক্রিয়া
করিলেন । অনন্তর সার্ব্ব নৌকায় উঠিয়া লতাপত্র-
পূর্ণ তরনী দর্শন করিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন,
তিনি মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন ।
অনন্তর কণকাল মধ্যেই বণিক্তনয় সংজ্ঞালাভ
করিয়া মতান্ত চিন্তিত হইলেন, তদর্শনে জামাতা
পুত্রকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন ।
জামাতা বলিলেন,—কি জন্ত আপনি শোক
করিতেছেন ? ইহা দণ্ডীব শাপে ঘটিয়াছে । তিনি
সকলই করিতে পাবেন । তিনি হর্ত্তা কর্ত্তা, স-শয়
নাই । আমবা তাঁহাব শব্দাপন্ন হই, আমাদেব
অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে । জামাতার বাক্য শুনিয়া
সাধু সত্বর দণ্ডিসমীপে গমন করিলেন এবং
তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভক্তিপূরক নমস্কাব কবত
বলিতে লাগিলেন । বলিলেন,—আমি দুরাশ্রা,
আপনার মায়ায় মুক্ত হইয়া যাহা বলিয়াছি, তাহা
ক্ষমা করুন । আমি আপনার সন্নিধানে হুঁষ্টবাক্য
প্রয়োগ করিয়াছি, হে নাথ ! আমাকে তজ্জন্ত
ক্ষমা করুন । কেননা সাধুগণের ক্ষমাই সার এবং
তাঁহারা পরার্থপর । শোকবিহ্বল সাধু পুনঃপুনঃ
প্রণাম ও বোদন করিতে লাগিলেন । দণ্ডী তখন
সাধুকে বিলাপ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বলি-

জায় হৃদ্বুদ্ধে লকঃ কঃখঃ মুহূৰ্ত্তঃ । তচ্ছ্রুত্বা ভগব-
দ্বাক্যং স্মৃতিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ ॥ ৬১ ॥ সাধুকবাচ ।
স্বমায়ামোহিতাঃ সর্বৈ ব্রহ্মাদ্যান্দিবৌকসঃ । ন
জানন্তি গুণং রূপং তবান্ধার্যমিদং প্রভো ॥ ৬২ ॥
মৃদোহহং হ্যং কথং জানে মোহিতস্তব মায়য়া ।
প্রসাদ পূজয়িষ্যামি যথাবিভববিস্তারৈঃ । পূজং
বিস্তর মে দেহি পাহি মাং শরণাগতম্ ৬৩ ॥ শ্রুত্বা
ভক্তিযুক্তং বাক্যং পরিতুষ্টো জনাৰ্দ্দিনঃ । বরঞ্চ
বাহিতং দদ্বা তত্রৈবাস্তরবীয়ত ॥ ৬৪ ॥ ততোহসৌ
নাবমাকহ দৃষ্টা রত্নাদিপুরিতাম্ । কপয়া
সত্যদেবস্ত যৎকলং বাহিতং মম ॥ ৬৫ ॥ ইত্যাশ্রা
স্বজনেঃ সার্কিং পূজাং কৃত্বা যথাবিধি । হর্ষেণ
মহতা সাধুঃ প্রয়াণঞ্চাকরোদ্ভিজ্জাঃ ॥ ৬৬ ॥ নাবং
সংযোজা বেগেন স্বদেশমগমস্তা ॥ ৬৭ ॥ ততো
জামাতরং প্রাহ পশু বৎস পুরীং মম । দূতঞ্চ
প্রেময়ামাস নিজবিস্তৃত রক্ষকম্ ॥ ৬৮ ॥ ততো-
হসৌ নগরং গত্বা সাধুভার্য্যাং বিলোকা চ । উবাচ

লেন,—রোদন করিও না, আমার বাক্য শ্রবণ কর ।
হৃদ্বুদ্ধে ! আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আমার পূজার
পরাধুগ হইয়াছ, তাই তুমি মুহূৰ্ত্তে কঃখ প্রাপ্ত হই-
তেছ । সাধু ভগবানের ঐদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
স্তব করিতে উপক্রম করিলেন । সাধু বলিলেন,
—প্রভো ! ব্রহ্মাদি স্বর্গদাসী সুরগণ আপনার
মায়ায় মোহিত হইয়া আপনার আশ্রয় রূপত্ব
জানিতে পারেন না । আমিও আপনার মায়ায়
মুগ্ধ ; অতএব কিরূপে আপনাকে বিদিত হইব ?
আপনি প্রসন্ন হউন, আমি বিভবানুসারে আপনার
পূজা করিব । আমি আপনার শরণাগত, আমাকে
পুত্র, ও বিত্ত দান করুন—আমাকে রক্ষা করুন
৥ ৬১—৬৩ ॥ তখন জনাৰ্দ্দিন সাধুর এবং বিধ ভক্তিযুক্ত
বাক্য শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং সাধুকে
অভীষ্ট বরদানপূরক সেই স্থানেই অন্তর্ধান করি-
লেন । অনন্তর বণিক্ত তরী আরোহণ করিলেন,
দেখিলেন,—তরী রত্নাদি দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছে ।
হে দ্বিজ ! ‘সত্যদেবের দয়ায় আমার বাহিত কল
লাভ হইল’, সাধু এই কথা বলিয়া শ্রদ্ধাগণের সহিত
যথাবিধি সত্যপূজা করিয়া মহাহর্ষে যাত্রা করিলেন ।
তরী মহাবেগে চালিত হইল, তিনি স্বদেশে উপ-
নীত হইলেন । অনন্তর জামাতাকে কহিলেন,—
বৎস ! ঐ দেখ, আমার পুরী দেখা যাইতেছে ।
অনন্তর বণিক্ত নিজ বিত্তরক্ষী দূতকে নগরে

বাহিতঃ বাক্যঃ নম্রা বদ্ধাঞ্জলিস্থা । ৬৯ । নিকটে
নগরন্তেব জামাতা সহিতো বণিক । আগতো বন্ধু-
বর্গেণ ধনৈর্কলবিধৈস্তথা । ৭০ । ঋত্বা দূতমুখাদ্
বাক্যঃ মহাধর্মযুতা সতী । সত্যপূজাঃ ততঃ কৃতা
প্রোবাচ তমুজাঃ প্রতি । ব্রজামি নীতমাগচ্ছ সাধু
সম্পর্শনায় চ । ৭১ । ইতি মাভূবচঃ ঋত্বা ব্রতঃ কৃতা
সমাপ্য চ । প্রসাদং সম্প্রতিত্যাগতা সা
চ পতিঃ প্রতি । ৭২ । তেন কষ্টে সত্যদেবো ভর্তারঃ
তরুণী তথা । সংহত্য চ ধনৈঃ সার্কৈঃ জনৈ
তস্মিন্ সমাগম্যৎ । ৭৩ । ততঃ কলাবতী কস্তা নালোক্য
বণিকঃ পতিম্ । শোকেন মহতা তত্র কদম্বী চাপত-
কুবি । ৭৪ । দৃষ্ট্বা তথাবিধাঃ কস্তাঃ ন দৃষ্ট্বা তৎপতিঃ
তরীম্ । তয়েন মহতা সাধুঃ কিমার্চ্যামিহ
মহৎ । ৭৫ । বিচিন্তয়ন্তস্তে সর্বে বভূবুস্তরিবাহকাঃ
৭৬ । ততো নীলাবতী সাক্ষী দৃষ্ট্বা তদবিহ্বলা-
সতী । বিললাপাতিহুঃখেন ভর্তারক্ষেদমব্রবীৎ ।
৭৭ । ইদানীং নৌকয়া সার্কমদৃষ্টোহুদলকিতঃ ।

প্রেরণ করিলেন, দূত সাধুপত্নীসমীপে উপনীত
হইয়া প্রণাম করত অঞ্জলি বহনপূর্বক বলিল,—
বণিক বহুবিধ ধনরত্ন সহ জামাতা ও সুহৃদগণ-
সমতিবাহারে আগমন করিয়াছেন। সাক্ষী
বণিকপত্নী দূতমুখে স্বামী ও জামাতার আগমন-
বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া মহাহুঁট হইলেন, তিনি
তখন সত্যপূজা করিয়া তমুজাকে কহিলেন,—
আমি সাধুসম্পর্শনার্থ গমন করিব, সত্বর আমার
সহিত আগমন কর। কস্তা জননীর এইরূপ
বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্যব্রত সম্পাদন করিল,
কিন্তু প্রসাদ পরিত্যাগ করিয়াই পতির উদ্দেশে
গমন করিল, ইহাতে সত্যদেব ক্রোধে হইলেন,
তিনি ধনরত্ন ও বণিক-জামাতা সহ তরুণী জনম
করিলেন। অনন্তর কস্তা কলাবতী পতিকে
অবলোকন না করিয়া অতীব শোকাবিষ্ট হইল
এবং রোদন করিতে করিতে ভূতলে পড়িয়া
গেল। অনন্তর সাধু—পতি ও তরী অদর্শনে
তথাবিধ শোকাভূরা কস্তাকে অবলোকন করিয়া
অত্যন্ত ভীত হইলেন, তাবিলেন,—একি মহাশর্য
ব্যাপার সংঘটিত হইল! তখন তরীবাহকেরাও
অত্যন্ত চিন্তিত হইল। এই ব্যাপার দর্শনে পতি-
ব্রতা নীলাবতী অতিহুঃখে বিহ্বলা হইয়া বিলাপ
করিতে করিতে স্বামীকে কহিলেন,—এই মাত্র জামা-
তাকে দেখিলাম, কণকালমধ্যে তরুণীসহ জামাতা

ন জানে কেন দৈবেন হেলয়াবাপহারিতঃ । ৭৮ ।
সত্যদেবস্ত মাহাশ্মাঃ কিং জাতুঃ নহি শক্যতে ।
ইতুকা বিললাপাথ তত্রহা স্বজনৈঃ সহ ততো ।
নীলাবতী কস্তাঃ ক্রোড়ে কৃতা করোদ চ । ৭৯ ।
ততঃ কলাবতী কস্তা নষ্টে স্বামিনি হুঃখিতা গৃহীত্বা
পাদুকাঃ তন্ত অঙ্গগন্তঃ মনোদধে । ৮০ । কস্তায়া-
শ্চরিতং দৃষ্ট্বা সত্যার্থঃ স্বজনো বণিক্ অতি-
শোকেন সমুপচিন্তয়ামাস ধর্মবিৎ । ৮১ । হতো হি
সত্যদেবেন জামতা সত্যমায়া । সত্যপূজাঃ করি-
ষ্যামি যথাবিভববিস্তারৈঃ । ৮২ । ইতি সর্কান্ সমা-
হুয় কথয়িত্বা মনোরথম্ । নমাম দণ্ডবদুমৌ
সত্যদেবং পুনঃপুনঃ । ৮৩ । ততঃ সত্যদেবো
গগনাবণিকঃ প্রতি । জগাদ বচনক্লেদ-
নৈবেদ্যমবমন্ত চ । আগতা, স্বামিনঃ দ্রষ্টুমতো-
হৃদস্তোহভবৎ প্রভুঃ । ৮৪ । গৃহং গম্বা প্রসাদক
ভুকা চায়াতু সা পুনঃ । লকৃতকুস্তথা সাধো ভবি-
ষ্যতি ন সংশয়ঃ । ৮৫ । ততঃ সা প্রাণদং বাক্যং

অদৃষ্ট হইল, আর তাহাকে দেখা যাইতেছে না।
না জানি কোন দৈব হেলায় তাহাকে অপহরণ
করিল? আপনি কি সত্যদেবের প্রভাব বিদিত
নহেন? নীলাবতী এইরূপ বলিয়া বিলাপ করিলেন,
বন্ধুবান্ধবেরাও তাঁহার সহিত রোদন করিতে
লাগিল। অনন্তর নীলাবতী কস্তাকে ক্রোড়ে
লইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কস্তা কলাবতীও
স্বামীকে বিনষ্ট দর্শন করিয়া হুঃখিতহৃদয়ে তদীয়
পাদুকা গ্রহণপূর্বক স্বামীর অঙ্গগমনে কৃতসঙ্করা
হইলেন। ধর্মবিৎ সুজন বণিক, কস্তার এইরূপ
আচরণ দর্শনে পত্নীর সহিত অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত
হইয়া চিন্তা করিলেন;—নিশ্চিতই সত্যদেব মায়া
ধারা জামাতাকে অপহরণ করিয়াছেন, অতএব
বিভবানুসারে সত্যদেবের পূজা করিব। বণিক তখন
তত্রত্য সকলকে আহ্বানপূর্বক এই কথা
কহিলেন, তিনি মনোরথ ব্যক্ত করত দণ্ডবৎ
ভূপতিত হইয়া সত্যদেবকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি-
লেন। ৬৪—৮৪। ইহাতে সত্যদেব তুষ্ট হইলেন, তিনি
গগনহইতে বণিকের প্রতি বলিলেন,—হে সাধো!
তোমার কস্তা নৈবেদ্যের অবমান করিয়া স্বামি-
দর্শনে আগমন করিয়াছে, এজন্য ইহার পতি
অদৃষ্ট হইয়াছে। তোমার কস্তা এক্ষণে গৃহে
গমনপূর্বক প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া পুনরায়
আগমন করুক, অবশ্যই স্বামিসৌখ্য লাভ করিবে

কুন্ডা গগনমণ্ডলাৎ । কিম্বা তদা গৃহং গচ্ছা
প্রসাদং প্রতিভূজ্য চ । অপস্তং পুনরাগত্য
পতিং নাবৎ জনৈঃ সহ । ৮৭ । ততঃ কলাবতী তুষ্টা
জগাদ পিতরং প্রতি । এহি তাত গৃহং যামো
বিলম্বং কুরুষে কথম্ । ৮৮ । তচ্ছ্রুত্বা কস্তকাবাক্যঃ
সন্তোষিত্ত্বাণিক্শ্বতঃ । ৮৯ । পূজনং সত্যদেবস্ত
কৃৎস্না বিধিবিধানতঃ । ধনৈর্বকুগণৈঃ সার্কৈঃ জগাম
নিজমন্দিরম্ । ৯০ । পৌর্ণমাস্ত্যাক্ সঙ্ক্ৰান্ত্যাপ্য
পূজাং কৃৎস্না যথাবিধি । ইহলোকে স্মৃথৌ ভূত্যা চাস্তে
সত্যপূরং যযৌ । ৯১ ।

ইতি ঐকান্দে ঐসত্যানারায়ণকথায়ঃ বণিক্-
সাধুমোক্ষবর্ণনো নাম পঞ্চত্রিংশদধিক-
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৩৫ ।

বটত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । অথ চান্তং প্রবক্ষ্যামি শৃণুঃ
মুনিসত্তমাঃ । আসৌদংশম্বজো রাজা প্রজাপালন-
তৎপরঃ । প্রসাদং সত্যদেবস্ত ত্যক্তা হুঃখম-
বাপ সঃ । ১১ । একদা স বনং গচ্ছা হস্তা চ বিবিধান
মৃগান । আগতা বটমূলে চ দৃষ্টা সত্যস্ত

সংশয় নাই । অনন্তর বণিকমন্দিরী গগনমণ্ডল
হইতে এই প্রাণদ বাক্য শ্রবণ করিয়া সস্তর গৃহে
গমন করিল এবং প্রসাদ ভক্ষণপূর্বক পুনরায়
আসিয়া পতি, তরী ও বকুগণকে দেখিতে পাইল ।
অনন্তর কলাবতী তুষ্টা হইয়া পিতাকে কহিল,—
হে তাত ! আশুন, আমরা গৃহে গমন করুন, কেন
বিলম্ব করিতেছেন ? বণিক্তনয় কস্তার সেই বাক্য
শ্রবণ করিয়া সন্তোষিত্ত্বা হইলেন, তিনি বিধিবিধানে সত্য
পূজা করিয়া ধনরত্ন ও বকুগণসহ নিজ মন্দিরে গমন
করিলেন । অতঃপর সাধু সংক্রান্ত ও পূর্ণিমায়
যথাবিধি সত্যপূজা করত ইহ লোকে স্মৃথৌ হইয়া
অন্তকালে সত্যপুরে গমন করিয়াছিলেন । ৮৫—৯১ ।

পঞ্চত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩৫ ।

বটত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ ! অন্ত আর
এক উপাখ্যান শ্রবণ করুন । পূর্বে বংশম্বজ নামক
জনৈক প্রজাপালনতৎপর রাজা ছিলেন, তিনি
সত্যদেবের প্রসাদ পরিত্যাগ করিয়া হুঃখ প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন । একদা নৃপ বনে গমন করিয়া

পূজনম্ । ২২ । গোপাঃ কুর্বন্তি সন্তোষী ভক্তিযুক্তাঃ
সবাস্তবাঃ । রাজা দৃষ্টা তু দর্পেণ নাগতো ন
ননাম সঃ । ২৩ । ততো গোপগণাঃ সর্কে প্রসাদং
নৃপসন্নিধৌ । সংস্থাপ্য পুনরাগত্য ভুক্তাঃ
সর্কে যথেষ্পিতম্ । ২৪ । ততঃ প্রসাদং সন্ত্যজ্য রাজা
হুঃখমবাপ সঃ । ২৫ । তস্ত পুত্রশতং নষ্টং ধন-
ধান্তাদিকঞ্চ যৎ । সত্যদেবেন তৎসর্বং নাশিতং
মম নিশ্চিতম্ । ২৬ । অতস্তত্ত্বৈব গচ্ছামি যত্র দেবস্ত
পূজনম্ । মনসেতি বিনিশ্চিত্য যযৌ গোপাল-
সন্নিধিম্ । ২৭ । ততোহসৌ সত্যদেবস্ত পূজাং
গোপগণৈঃ সহ । ভক্তিপ্রদ্বাষিতোপভূত্যা চকার
বিবিধব্রূপঃ । ২৮ । সত্যদেবপ্রসাদেন ধনপুত্রাষিতো-
হভবৎ । ইহলোকে স্মৃথৌ ভূত্যা চাস্তে বিষ্ণুপূরং
যযৌ । ২৯ । য ইদং কুরুতে সত্যব্রতং পরম-
দুর্লভম্ । শ্রুণোতি চ কথ্যং পুণ্যং ভুক্তিমুক্তি-
ফলপ্রদাম্ । ৩০ । ধনধান্তাদিকং তস্ত ভবেৎ
সত্যপ্রসাদতঃ । দারিদ্র্যে নভতে বিত্তং বন্ধো
মুচ্যেত বন্ধনাৎ । ৩১ । তীতো ভয়াৎ

বিবিধ মৃগ বধ করেন ; তিনি বিশ্বামর্থ বটতরুর
মূলে আসিয়া দেখেন যে, গোপগণ ভক্তিপূর্বক
সন্তোষদেয়ে সুরদগণসহ সত্যদেবের পূজা করি-
তেছে । রাজা সত্যপূজা অবলোকন করিয়াও
দর্পবশতঃ সেখানে গমন বা প্রণাম করিলেন না ।
অনন্তর গোপগণ নৃপতিসন্নিধানে প্রসাদ রাখিয়া
দিয়া পুনরায় পূজাহানে আগমনপূর্বক প্রসাদ ভক্ষণ
করিয়া অভীষিত স্থানে প্রস্থান করিল । ১—৪ । নৃপতি
এই প্রসাদপরিত্যাগে অত্যন্ত হুঃখে পতিত হইলেন,
ভাঁহার শতপুত্র ও ধনধান্তাদি যে কিছু সম্পত্তি
সমস্তই বিনষ্ট হইল । তিনি ভাবিলেন,—সত্যদেব
আমার এ সমস্ত নাশ করিয়াছেন, অতএব গোপগণ
যে স্থানে সত্য পূজা করিতেছে, আমি সেই স্থানে
গমন করিব । রাজা মনে মনে এইরূপ নিশ্চয়
করিয়া গোপগণসন্নিধানে গমনপূর্বক তাহাদের
সহিত ভক্তিপ্রদ্বাষিত হইয়া যথাবিধি সত্য দেবের
পূজা করিলেন । অনন্তর তিনি সত্যদেবপ্রসাদে ধন-
পুত্রাষিত হইলেন এবং ইহলোকে স্মৃথোভাজন
হইয়া অন্তকালে বিষ্ণুপুরে গমন করিলেন ।
যে মানব এই পবন দুর্লভ সত্যব্রত করে,—
ভুক্তিমুক্তিপ্রদ পুণ্য কথা শ্রবণ করে সত্য-
দেবপ্রসাদে তাহার ধনধান্তাদি সমুদ্বি লাভ
হয় । দারিদ্র্য বিত্ত লাভ কবে, বন্ধবাক্তি বন্ধন

প্রমুচ্যেত সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ । ঈপ্সিতঞ্চ কলং
 ভূক্য চাস্তে সত্যপুরং ব্রজেৎ ॥ ১৩ ॥ ইতি
 বঃ কথিতং বিপ্রাঃ সত্যনারায়ণব্রতম্ । যৎকৃৎস্না
 সর্ষপুংখেভ্যো যুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ১৪ ॥
 বিশেষতঃ কলিযুগে সত্যপূজা মহাকলা । সত্যনারা-
 য়ণং কেচিৎ সত্যদেবং তথাপরে * ॥ ১৫ ॥ নানা-

হইতে মুক্ত হয়, ভীত ভয় হইতে পরিজ্ঞান পায়,
 এবং মানব ইহলোকে ঈপ্সিত কল লাভ করিয়া
 অম্বকালে সত্যপুরে গমন করে, ইহা সত্য, সংশয়
 নাই। হে বিপ্রগণ! এই আপনাদের নিফট
 সত্যনারায়ণব্রত বর্ণন করিলাম, মানব এই ব্রত
 করিয়া সর্ষপুংখ হইতে মুক্ত হয়। বিশেষতঃ
 কলিকালে সত্যপূজা মহাকলা, কেহ এই দেবকে
 সত্যনারায়ণ, অপর কেহ কেহ সত্যদেব বলেন;

* 'সত্য ইত্যেব বা কেচিৎ প্রবদন্তি মনৌসিণঃ ।'
 ইতি পুস্তকান্তরসম্মতৌচিকঃ পাঠঃ ।

কপধরো ভূত্বা সর্ষেযামৌপ্সিতপ্রদঃ । ভবিষ্যতি
 কলৌ সত্যব্রতরূপী সনাতনঃ ॥ ১৬ ॥ য ইদং
 পঠতে নিত্যং শৃণোতি মুনিসত্তমাঃ । তন্ত নশস্তি
 পাপানি সত্যদেবপ্রসাদতঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মহাপুরাণে একাশীতিসাহস্রাং সংহি-
 তায়াং পঞ্চম আবস্ত্যথগুে রেবাথগুে সত্যনারায়ণ
 কথায়াং বংশধবজোপাখ্যানবর্ণনং নাম ষট্-
 ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩৬ ॥

ইনি নানারূপ ধারণপূর্বক সকলেরই অভীষ্ট কল
 দান করিয়া থাকেন; আর এই সনাতন সত্যদেব
 কলিকালে সত্যব্রতরূপে অবতরণ হইবেন। হে
 মুনিসত্তমগণ! যে মানব নিত্য ইহা পাঠ বা
 শ্রবণ করেন, সত্যদেবপ্রসাদে তাঁহার পাপ সকল
 বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৫—১৭ ॥

ষট্‌ত্রিংশাদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩৬ ॥

সমাপ্তমিদং রেবাথগুম্ ।

সমাপ্তক্লেদমাবস্ত্যথগুম্ ॥ ৫ ॥